জনযুদ্ধ

২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম,এল,এ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সাপ্তাহিক পত্র
বুধবার, ৫ই মে ১৯৪৩, ২১শে বৈশাখ, ১৩৫০

প্রতি সংখ্যা ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪॥০, ৬ মাস ২॥০, ৩ মাস ১।০

★ এবারের মে-দিবসের শিক্ষা ★

মজুর শ্রেণীর ঐক্যই জনগণের ঐক্য গড়িয়া তোলে

● আমেরিকার মজুরের ঘোষণা ●

ভারতের স্বাধীনতার দাবীর পিছনে সমস্ত পৃথিবীর মজুর রহিয়াছে !

বাংলার বুকে জাপানী হামলা চলিয়াছে। বাংলার নিরীহ মেয়ে-পুরুষ-শিশুর রক্ত স্রোত বহাইয়াছে জাপানী বোমা। পঞ্চমবাহিনী সুযোগ খুঁজিতেছে দেশবাসী জনসাধারণকে ধ্বংসের পথে চালাইতে। দেশময় খাদ্যের অভাব, জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতি পদে খর্ব্ব হইতেছে। একদিকে এই দুর্যোগ, আর একদিকে দুনিয়ার জনগণের শক্তি চরম আঘাত হানিতেছে ফ্যাসিষ্ট দস্যুর বুকে, সোভিয়েটের বীর লাল ফৌজ হিট্‌লারের স্বপ্ন চুরমার করিয়া দিয়াছে, চীনের জনগণ জাপানী আক্রমণকে সাফল্যের সঙ্গে রুখিতেছে, ইউরোপ, আমেরিকার কৃষক, মজুর, জনগণ মুক্তিসংগ্রামে ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। এই সময়ে মে-দিবসের ডাক আসিল—মজুরশ্রেণীর একতা ও সংগ্রামের ডাক, জনগণের একতা ও সংগ্রামের ডাক। বাংলার মজুরশ্রেণী অগ্রণী হইল সেই ডাকে সাড়া দিতে। নিজেদের দৃঢ় ঐক্যের দ্বারা জনগণের ঐক্য গড়িয়া তুলিয়া জাতীয় প্রতিরোধের জন্য, জাতীয় সরকারের জন্য জাতীয় একতার পথে তারা পা বাড়াইল।

১লা মে কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বিরাট জনসমাবেশের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল এই একতা। শুধু শ্রমিকশ্রেণীই নয়, মে-দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসিয়াছে ছাত্র, যুবক, কেরাণী, ব্যবসাদার, মধ্যবিত্ত, গরীব, মেয়ে পুরুষ সকলে। শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে আসিয়াছে বিপুল ঐক্য। শুধু ভিন্ন ভিন্ন দলের প্রতিনিধিই নয়, সমস্ত মজুর ইউনিয়ন হইতে আসিয়াছে মজুররা। কলিকাতা ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, কলিকাতা কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ওরিয়েণ্টাল গ্যাস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, পোর্ট ট্রাষ্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ইলেক্‌ট্রিক ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, প্রেস এম্‌প্লয়িজ ইউনিয়ন, বাংলা প্রাদেশিক চটকল মজুর ইউনিয়ন, বাংলা সূতাকল মজুর ইউনিয়ন, বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ডক মজুর ইউনিয়ন, আয়রন এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন প্রভৃতি হইতে মজুর প্রতিনিধি মিলিত হইয়াছে। তারই সঙ্গে আসিয়াছে ছাত্রফেডারেশন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, কৃষক সভা, কমিউনিষ্ট পার্টি, লেবর পার্টি, ওয়ার্কার্স লীগ প্রভৃতি সকল দল ও প্রতিষ্ঠান। ট্রেড ইউনিয়নের পতাকাতলে আসিয়া মজুর ঐক্যের সাথে জনগণ হাত মিলাইল।

মে-দিবস দুনিয়ার মজুর ঐক্যের দিবস। মজুর ঐক্যের ভিতর দিয়া আজ মে-দিবস গড়িয়া তুলিয়াছে দুনিয়ার জনগণের ঐক্য-দিবস। তারই পরিচয় পাওয়া গেল শ্রদ্ধানন্দ পার্কের এই সভায়। আমেরিকার একজন নাবিক-মজুর কমরেড ভারতের মজুর ও জনগণের সঙ্গে হাতে হাত মিলাইয়া দাঁড়াইলেন এই সভায়। সকলের সঙ্গে জয়ধ্বনিতে তিনি গলা মিলাইলেন, দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হাতে সকলের সঙ্গে মিলিত কণ্ঠে দাবী করিলেন—ভারতের স্বাধীনতা।

সভাক্ষেত্রের মাঝে রক্তপতাকা ও কংগ্রেস পতাকা উড্ডীন। মাঝে মাঝে এক একটী দলের কাছে তাদের নিজেদের রক্তপতাকা ও পোষ্টার। সামনে ফেষ্টুনে লেখা : জাতীয় সরকার চাই, কংগ্রেস লীগ একতা কায়েম কর, দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলো প্রভৃতি দাবী। স্বেচ্ছাসেবকরা মে-দিবসের ব্যাজ বিক্রয় করিতেছে, মজুর, ছাত্র, চাকুরীজীবী সকলেই কিনিতেছে।

কোরানে ইণ্টারন্যাশন্যাল সঙ্গীত গাহিবার পর সভার কাজ সুরু হইল। সভাপতি পরিষদ গঠিত হইল—পোর্টট্রাষ্ট ইউনিয়নের কমরেড শচীকান্ত, চটকলের কমরেড দীননাথ, ট্রামওয়ে ইউনিয়নের কমরেড অর্জ্জুন ও প্রেস কর্ম্মচারী ইউনিয়নের কমরেড আবদুল আজিজকে লইয়া।

কমরেড শ্রীনারায়ণ খাঁ একটী প্রস্তাব তুলিলেন। প্রস্তাবে প্রথমেই দুনিয়ার ও সোভিয়েটের মজুর-শ্রেণীর প্রতি অভিনন্দন জানাইয়া ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধের বিশ্বের জনগণের এই লড়াইয়ে সমর্থন জ্ঞাপন করা হইল। দাবী করা হইল যে ইউরোপে এখনি দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা হউক এবং ভারতে সর্ব্বদলীয় জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করা হউক, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হউক ও সমস্ত প্রকার নিষেধাজ্ঞা উঠাইয়া লওয়া হউক। মজুরদের বিভিন্ন দাবী অবিলম্বে পূরণ করিয়া লইবার জন্যও প্রস্তাবে দাবী জানান হইল। এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দিলেন কমরেড রাধাশ্যাম, আব্দুল রেজাক খাঁ, মহম্মদ ওমর, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, সুধীন ধর প্রভৃতি। কমরেড সরোজ মুখার্জ্জী বলিলেন : আজ মে-দিবসের গুরুত্ব আমাদের চোখের সামনেই দেখিতেছি। বাংলার নরনারীর সামনে যে সংকট, সেই সংকটেই আজ মে-দিবসের দায়িত্বের কথা আমাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছে। জাপানীকে রুখিতে হইবে, খাদ্য সংকট দূর করিতে হইবে, জাতীয় সরকার কায়েম করিতে হইবে—তার জন্য জনগণের একতা গড়িয়া তুলিতে হইবে। একতাবদ্ধ মজুর শ্রেণীকেই এই ঐক্যের পথে সকলকে পরিচালনা করিতে হইবে।

বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে বলিতে উঠিলেন আমেরিকার নাবিক কমরেড। তিনি বলিলেন : আমেরিকার মজুরদের ও জনগণের পক্ষ হইতে আমি ভারতের মজুর ও জনগণকে অভিনন্দন জানাইতেছি। আজ আমেরিকার থাকিলে আমি সেখানেই মে-দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতাম। সেখানেও লক্ষ লক্ষ মজুর দাবী করিয়াছে ভারতের স্বাধীনতা এবং কয়েকদিন আগেও আমি আমেরিকার নাবিকদের যে খবরের কাগজ পাইয়াছি, তাহাতেও রহিয়াছে ভারতের স্বাধীনতার দাবী। এখানে আমি আপনাদের সঙ্গে মিলিয়া সেই দাবীরই প্রতিধ্বনি করিতেছি। একবছর আগে মে-দিবসের সময় আমি ছিলাম ইংলণ্ডে, সেখানের সভাতেও ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থিত হইয়াছে। কমরেডস্, আপনাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে আপনারা একা নন, সমস্ত পৃথিবীর মজুরশ্রেণী আপনাদের দাবীর পিছনে রহিয়াছে।

এই কমরেডের বক্তৃতা সমবেত জনতার প্রাণে আনিয়া দিল বিপুল উৎসাহ। দুনিয়ার জনগণের সঙ্গে হাতে হাত মিলাইয়া ভারতের জনগণকেও ফ্যাসিষ্ট শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে, মুক্তি-সংগ্রামে জয়ী হইতে হইবে—এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জাগিয়া উঠিল সকলের মনে।

শুধু মুখের কথায় কাজ হয় না

খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য সরকার জনসাধারণের সঙ্গে কতটুকু সহযোগিতা করিতেছে ?

গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া কর্ত্তৃপক্ষের কাছ হইতে খাদ্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ ও প্রতিশ্রুতি কলিকাতার লোকেরা শুনিয়াছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তার বিশেষ পরিচয় কেহ পায় নাই। চাল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে আসিতেছে—এই খবর বেশ বড় করিয়া প্রচারিত হইয়াছে বটে, কিন্তু জনসাধারণের দুর্দ্দশা যা ছিল, তার চেয়ে কমে নাই। উপরন্তু কয়লার সমস্যা আবার দেখা দিয়াছে। কয়লার দাম চড়িতেছে, কোনো কোনো এলাকায় কয়লার অভাব হইয়া পড়িয়াছে। অবস্থার উন্নতির আশায় লোকে দিন গনিতেছে, কিন্তু উন্নতি হইবে কবে ?

এদিকে জনরক্ষা কমিটির প্রতি পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের নজর যেন ক্রমশই খারাপ হইয়া উঠিতেছে। সিভিকগার্ডরা তো জনরক্ষা ভলাণ্টিয়ারদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইবার জন্য যেন তৈরী হইয়া আছে। তারা কিউ-তে আসে যেন তাদের ক্ষমতা দেখাইবার জন্য। অথচ পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ সে সম্বন্ধে উদাসীন।

উত্তর কলিকাতার নতুন বাজারে জনরক্ষা ভলাণ্টিয়াররা বেশ ভালভাবেই কাজ করিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ বাজারের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিয়া বসিলেন যে ভলাণ্টিয়ারদের এখানে কোনো প্রয়োজন নাই, তারা চলিয়া যাক। স্থানীয় লোকেরা ও খরিদ্দাররা আপত্তি জানাইল। তখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অন্য পথ ধরিল। সিভিকগার্ডদের সাহায্যে অভিযোগ আনা হইল যে জনরক্ষা ভলাণ্টিয়াররা দাঙ্গা সৃষ্টি করিতেছে। পুলিশ ডাকা হইল। কিন্তু পুলিশ দেখিল যে জনরক্ষা ভলাণ্টিয়াররা দাঙ্গা সৃষ্টি তো করেই নাই, বরং গোলমাল থামাইবার চেষ্টা করিতেছে। তারা চলিয়া গেল।

দর্জ্জিপাড়াতেও এইরকম একটী ঘটনা ঘটিয়াছে। দক্ষিণ কলিকাতায় সিভিকগার্ডদের প্ররোচনায় কমরেড অমরপতি রায় চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হইল। স্থানীয় ১৫০ জন অধিবাসী যুক্ত মেমোরাণ্ডামে পুলিশ কমিশনরকে জানাইয়াছে যে এখানে সিভিকগার্ডরাই একটী কণ্ট্রোল-দোকানের চোরা কারবারে সাহায্য করিতেছে ; কিন্তু সে কথার কোনো ফল হইল না, কমরেড রায়চৌধুরীর নামে মামলা চলিতে লাগিল।

আলিপুরে কয়েকটী সিভিকগার্ড কিউ-এর একটী বালককে মারধোর করিতেছিল। একজন ট্রামওয়ে কর্ম্মী কমরেড সুরেন্দ্র দাস ইহার বিরুদ্ধে নালিশ করিলে তাঁকে বাজে অজুহাতে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলায় তিনি নির্দ্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় ছাড়া পান। ভবানীপুরে গোয়েন্দা কর্ম্মচারীরা স্থানীয় জনরক্ষা কমিটীর অফিসে গিয়া হাজির হইল বৌজখবর লইবার জন্য।

কিন্তু এই ধরণের উৎপাৎ জনরক্ষা কমিটীর শক্তিকে ভাঙ্গিতে পারে নাই। জনসাধারণ বুঝিতেছে যে জনরক্ষা কমিটীর ভিতর দিয়াই তাদের অভাব-অভিযোগ মিটিবার ব্যবস্থা হইতে পারে। তাই ক্রমশঃ বেশী লোক আসিয়া জনরক্ষা কমিটীর কাজে সহযোগিতা করিতেছে। মুরারীপুকুরে বস্তির শত শত মুসলমান উৎসাহিত হইয়া নিজেরাই জনরক্ষা কমিটী গড়িল। বেলেঘাটায় জনরক্ষা কমিটীর মধ্য দিয়া স্থানীয় কংগ্রেস, লীগ ও মহাসভা নেতাদের মিলিত করিল। মনোহর পুকুরে জনরক্ষা ভলাণ্টিয়ারদের চেষ্টায় ৩।৪ হাজার লোকের সহযোগিতায় জনরক্ষা কমিটী গঠিত হইল। দুইটী স্থানীয় জনরক্ষা কমিটীর—কালিতলা ও সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে—চেষ্টায় কয়েকটা নূতন কনট্রোল চালের দোকান খোলান হইল। দক্ষিণ কলিকাতা জনরক্ষা কমিটি কিউ-এর খরিদ্দারদের একটী টিকিট দিতেছে, যাতে নিম্নদরে চাল পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থায় সকলেই আগ্রহ সহকারে সহযোগিতা করিতেছে। শ্যামবাজারে যখন জনরক্ষা কমিটী ভলাণ্টিয়ার বন্ধ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিল, তখন দোকানদাররাই অনুরোধ জানাইয়াছিল যে ভলাণ্টিয়ার থাকিলেই কাজ ভাল হইবে। জনরক্ষা কমিটীর কাজের সুফল দেখিয়া দোকানদাররাও ক্রমশঃই ইহার সহিত সহযোগিতা

(শেষাংশ ২ পাতায় দেখুন)

সম্পাদকীয়

★কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই★

ফেডারল কোর্টএর বিচারে ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারা বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। এই ২৬ ধারার আইনের জোরে ভারতের শত শত কংগ্রেস নেতা ও কর্ম্মী আজও কারারুদ্ধ আছেন।

কিন্তু ভারতবর্ষ আমেরিকা নয়। ভারতের ফেডারেল কোর্ট ও আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট এক বস্তু নয়। ফেডারেল কোর্টের বিচারের ফলে ভারতবাসী কংগ্রেস নেতাদের ফিরিয়া পায় নাই, পাইয়াছে আর একটি অর্ডিনান্স।

ফেডারেল কোর্ট ২৬ ধারার মধ্যে আইনের ভুল বাহির করিয়াছিল, আমলাতন্ত্র অর্ডিনান্স জারী করিয়া সেই ২৬ ধারাকেই আইন সংগত করিয়া লইয়াছে।

ভারতশাসন আইনে ফেডারেল কোর্টের এবং আইন পরিষদের স্থান কোথায় গভর্ণর এক অর্ডিনান্স জারী করিয়া তাহা দিনের আলোর মত স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। দেশে এবং বিদেশে এমন কেউ নাই যাহার মনে আজ ভারতীয় আমলাতন্ত্রের সর্ব্বব্যাপী ক্ষমতা সম্পর্কে এতটুকুও অজ্ঞতা থাকিতে পারে।

বড়লাটের নূতন অর্ডিনান্স আর একবার নূতন করিয়া প্রমাণ করিল যে ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার চরম ক্ষমতা আইন সভারও নয়, ফেডারেল কোর্টেরও নয়। বড়লাটের ক্ষমতাই সার্ব্বভৌমিক এবং সর্ব্বগ্রাসী। বড়লাটের অর্ডিনান্স বলিতেছে—'ফেডারেল কোর্ট বড় আইনের বাহাদুরী দেখাইয়াছিলে! এই লও আইন !! কর দেখি এবার আইন নাকচ !!!'

ভারতরক্ষা আইনের ভিতর ভাষার মারপ্যাঁচে যাহা ঢাকা ছিল আজ তাহা নগ্ন হইয়া ধরা পড়িল। নূতন অর্ডিনান্স দুনিয়ার চক্ষে ফেডারেল কোর্টকে কি আজ প্রহসনে পরিণত করিল না?

আজ আর একবার প্রমাণিত হইল যে কংগ্রেস নেতাদের মুক্ত করিবার ক্ষমতা আইনজীবীদের হাতে নয়, সে ক্ষমতা রহিয়াছে দেশসেবকদের হাতে।

আজ আর একবার প্রমাণিত হইল যে দেশসেবকেরা আইন সভার ক্ষমতার জোরে কংগ্রেস নেতাদের মুক্ত করিতে পারেন না, পারেন জাতীয় শক্তির জোরে।

সে জাতীয় শক্তির উৎস কোথায়? ধ্বংস কার্য্যের ভিতর নয়, অরাজকতা সৃষ্টির ভিতর নয়, সে ক্ষমতার উৎস আছে কংগ্রেস-লীগ চুক্তির ভিতর, জাতীয় ঐক্যের ভিতর।

ফেডারেল কোর্ট ২৬ ধারার নামে মৃত্যুর ছাড়পত্র দিয়াছিল, বড়লাটের অর্ডিনান্স সে ছাড়পত্র নাকচ করিয়া ফেডারেল কোর্টের ক্ষমতার মৃত্যু গাথা রচনা করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে জাতীয় শক্তি দুর্ব্বল হয় নাই, দুর্ব্বল হইয়াছে আমলাতন্ত্রের শেষ আশ্রয়—বিধি সঙ্গত আইনের নামে দমননীতি চালাইবার কৌশল।

কংগ্রেস লীগ ঐক্য আজ পারে এই দমননীতির মৃত্যুগাথা রচনা করিতে। ফেডারেল কোর্ট যাহা পারে নাই, তাহা পারে জাতীয় ঐক্য।

অশান্তি ও অরাজকতার কালো ছায়া দেশের দিকে দিকে আজ মৃত্যুর বিভীষিকা সৃষ্টি করিতেছে। দুনিয়ার দেশে দেশে আজ জনগণ "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য" করিয়া স্বাধীনতার জন্য লড়িতেছে। কারাগারের ভিতর হইতে গান্ধীজী সেই গৌরবময় স্বাধীনতা যুদ্ধের অংশ গ্রহণের জন্য তাঁহার শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। কারাগারের বাহিরে জিন্না গান্ধীজীর সেই শুভ ইচ্ছার প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিয়াছেন 'আহুন আমরা অতীতের ভেদাভেদের অধ্যায় সমাপ্ত করি।' দেশময় খাদ্য সংকট, অশান্তি, অরাজকতা এবং জাপ আক্রমণের মধ্যে একতার শক্তি আজ বাড়িয়াই উঠিয়াছে।

দেশ আজ এক বাক্যে দাবী করিতেছে জাতীয় ঐক্যের জন্য গান্ধী এবং জিন্নার সাক্ষাৎ চাই। বড়লাটের নূতন অর্ডিনান্স এই দাবীর উপরই টিপ্পনী রচনা করিয়া বলিতেছে—না তাহা হইতে দিব না।

কে জিতিবে? আমলাতন্ত্র না ভারতীয় জাতি? এ প্রশ্নের উত্তর দিবেন প্রত্যেক স্বদেশ ভক্ত! এ প্রশ্নের উত্তর দিবেন প্রত্যেক কংগ্রেসসেবী, প্রত্যেক লীগ কর্ম্মী।

স্বদেশসেবীগণ! ধ্বংস কার্য্য বন্ধ করুন। দেশ রক্ষার জন্য অগ্রণী হউন। বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে জনমত ও জনসংগঠন শক্তিশালী করুন। ভারতীয় জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া লউন। কংগ্রেস ও লীগকে একতাবদ্ধ করুন।

সেদিন আসিতেছে যেদিন জাতীয় একতার অমোঘ শক্তি '২৬ ধারা—ফেডারেল কোর্টের রায়—বড়লাটের অর্ডিনান্স'এর উপাখ্যানকে একটা ছোট অতীত ঘটনায় পরিণত করিবে।

ভারতের দিকে দিকে আজ ধ্বনিত হউক—'দেশরক্ষার জন্য, স্বাধীনতার জন্য, জাতীয় ঐক্য চাই; জাতীয় ঐক্যের জন্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই।'

শুধু মুখের কথায় কাজ হয় না

(১ম পাতার শেষাংশ)

করিতেছে। কয়েকটী জায়গায় বাজার কমিটিও হইয়াছে। তারা জনরক্ষা ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে একযোগে কাজ করিতেছে। সমস্ত কলিকাতার লোকদের দাবী-দাওয়া লইয়া একটা গণ দরখাস্ত করিবার কাজে জনরক্ষা কমিটি নামিয়াছে। জনসাধারণ বিপুল উৎসাহে তাহাতে সাহায্য করিতেছে।

খাদ্য ব্যবহার ব্যাপারে জনরক্ষা কমিটিই যে জনসাধারণের বিশ্বাস ও সহযোগিতা লইয়া কাজ করিতে পারে তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। জনরক্ষা কমিটিকে বাদ দিয়া শুধু পুলিস ও সিভিক গার্ডদের ভরসায় থাকিলে যে গোলমাল কত বাড়িয়া যাইত তাহাও অনেক ঘটনায় প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। তবু আজ সরকারী কর্তৃপক্ষ খাদ্য সমস্যার সমাধানে জনরক্ষা কমিটির সহযোগিতা লইতে রাজী নন। কর্তৃপক্ষ অনেক কিছু মতলব ভাঁজিয়াছেন। রেশনিং হইবে। তার জন্য সেন্সাস লওয়া হইতেছে। কিন্তু জন প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিয়া শুধু এ-আর-পি প্রভৃতির লোকদের উপর হুকুম জারী করিয়াই যে এত ব্যাপক একটা কাজ হইতে পারে না, সে বোধ এতদিনকার অভিজ্ঞতাতেও কর্তৃপক্ষের কি হইল না? হয়ত তাঁরা মনে মনে ইহা ঠিকই বোঝেন, কিন্তু সক্রিয় 'জনরক্ষা কমিটির' সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া নিজেদের ক্ষমতা কমাইতে চাহেন না। তাই বোধহয় আজ আবার 'খাদ্য-কমিটী' গঠনের একটা নতুন ধূয়া গভর্ণমেণ্ট তুলিয়াছে। কিন্তু এই রকমের উইলোড় 'খাদ্য কমিটী' বা জনসাধারণের আস্থাহীন কোনো কমিটির দ্বারা আসল সমস্যা ঘুচিবে না। বরং তাতে জনসাধারণের অসন্তোষ ও অসুবিধাই আরো বাড়িয়া যাইবে। জনসাধারণ আজ কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী করে যে উপযুক্ত খাদ্য ব্যবস্থার কথা শুধু মুখে না বলিয়া কাজে করা হউক, প্রতিনিধিমূলক জনরক্ষা কমিটিসমেত সহযোগিতা করা হউক, জনসাধারণের হাতে অধিকার দেওয়া হউক।

আলোচনা

খাদ্য-সংকট সমাধান করিতে—

- আমলাতন্ত্রের বাসা ভেঙ্গে করো
- জনগণের সহিত সহযোগিতা করো
- কংগ্রেস-লীগ ঐক্য গড়ো

খাদ্যসমস্যায় লীগ

লীগ মন্ত্রীসভা খাদ্যসমস্যার সমাধানের জন্য কোন্ পথ অবলম্বন করিবে মিঃ সুরাবর্দ্দী তাহার কিছু কিছু আভাষ দিয়াছেন। অতিরিক্ত মুনাফাখোরদের কঠোরহস্তে দমন করা হইবে, জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া চোরাবাজার বন্ধ করা হইবে এবং খাদ্যবণ্টনের ব্যবস্থা হইবে। জনসাধারণ ইহারই জন্য এতদিন দাবী করিয়া আসিয়াছে। আমলাতন্ত্র কোনদিনই এ দাবী বাহ্যতঃ প্রত্যাখ্যান করে নাই, অথচ জনগণের এই দাবী আজ পর্য্যন্ত কোনদিনই পূরণ হয় নাই। বাংলার জেলায় জেলায় এই দাবী লইয়াই কমিউনিষ্ট পার্টি খাদ্য-আন্দোলন পরিচালনা করিতেছে। মুনাফাখোরদের শাস্তি দাও, চোরাবাজার বন্ধ কর, জনগণের সহযোগিতায় খাদ্যবণ্টনের ব্যবস্থা কর—এই শ্লোগান সকলের আগে কমিউনিষ্ট পার্টিই উঠাইয়াছে এবং আজ জেলায় জেলায় ঠিক এই শ্লোগান লইয়াই সকল দলের মিলিত খাদ্য-কমিটী তৈরী হইয়াছে।

লীগ মন্ত্রীসভা এই শ্লোগান কার্য্যকরী করিবার অপরাধে, এই শ্লোগান জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার অপরাধে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের উপর দমননীতির খড়্গাঘাত আরম্ভ করিয়াছে। রংপুরে, মেদিনীপুরে জলপাইগুড়িতে, বহরমপুরে হুগলীতে সর্ব্বত্রই কমিউনিষ্ট নেতা ও কর্ম্মীদের উপর এই জন্য ভারত-রক্ষা বিধান অনুযায়ী অন্তরীণ আদেশ এবং সাবধানবাণী জারী করা হইয়াছে। লীগ মন্ত্রীসভা কি এই দমননীতি বন্ধ করিবে, না আমলাতন্ত্রের নীতিকেই যুক্তিদ্বারা সমর্থন করিবে? লীগ মন্ত্রীসভা কি অবিলম্বে কমিউনিষ্ট ও খাদ্যকমিটীর কর্ম্মীদের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিবে?

মিঃ সুরাবর্দ্দীর খাদ্যনীতি যদি আমরা ঠিক ঠিক বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে আমরা আশা করিতে পারি কমিউনিষ্ট ও খাদ্যকমিটীর ও অন্যান্য কর্ম্মীদের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা বন্ধ করা হইবে। স্যার নাজিমুদ্দিন ও মিঃ সুরাবর্দ্দী যদি এইরকম ভাবে জনপ্রিয় খাদ্যনীতি চালু করিতে চান, তবে তাঁহাদিগকে আমলাতন্ত্রের বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্যও প্রস্তুত হইতে হইবে।

সাংবাদিক বৈঠকে স্যর নাজিমুদ্দিন

লীগ মন্ত্রীসভা যে জনগণের সহযোগিতার জন্য উদ্‌গ্রীব তাহা স্যর নাজিমুদ্দিন প্রকাশ করিয়াছেন মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর সর্ব্বপ্রথম সাংবাদিক মহলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিয়া। সাংবাদিক বৈঠকে স্যর নাজিমুদ্দিন ও মিঃ সুরাবর্দ্দি উভয়েই খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য জনগণের সহযোগিতা দাবী করিয়াছেন। সাংবাদিকগণও সকলে একবাক্যে মন্ত্রীসভাকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়াছেন।

কিন্তু আমলাতন্ত্রই যে সঠিক খাদ্য সরবরাহ নীতি চালু করিবার পথে বাধা একথা মন্ত্রীরা কেহই স্বীকার করেন নাই। এই বৈঠকে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি জোরের সাথে সে কথা উপস্থিত করেন। যে কমিউনিষ্ট পার্টি লুঠতরাজ বন্ধ করিতেছে, যে কমিউনিষ্ট পার্টি মুনাফাখোরের লুকানো মালের খবর বাহির করিতেছে, যে কমিউনিষ্ট পার্টি সংগঠন গড়িয়া শান্তিপূর্ণভাবে খাদ্যবণ্টনের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইতেছে, জেলায় জেলায় আমলাতান্ত্রিক কর্ম্মচারীরা সেই কমিউনিষ্ট পার্টিকেই সায়েস্তা করিবার জন্য ব্যস্ত। স্যর নাজিমুদ্দিন ও মিঃ সুরাবর্দ্দি একথার কোন উত্তর দেন নাই, কিন্তু আভাস দিয়াছেন তাঁহারা জনপ্রিয় খাদ্যনীতিতে জনগণের সঙ্গে সহযোগিতার ব্যবস্থা থাকিবে। কিন্তু যে প্রশ্নের উত্তর তাঁহারা এখনও দেন নাই, তাহার উপরই তাঁহাদের প্রতিশ্রুতির সফলতা নির্ভর করে।

কংগ্রেস ও লীগের ঐক্য

মুস্লিম লীগ এতদিন খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে যে নীতি প্রচার করিয়া আসিতেছে তাহার সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টি ও কংগ্রেসের সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। এই নীতির ভিত্তিতে বাংলার সকল জায়গায় লীগ, কংগ্রেস কর্ম্মী ও কমিউনিষ্ট প্রভৃতি সকল দলের মিলিত খাদ্য কমিটী তৈরী হইয়াছে। মন্ত্রিত্বের দণ্ডর হইতে লীগ মন্ত্রীগণ যদি সেই নীতিই কার্য্যকরী করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে তাহার সাফল্যের জন্য লীগ এবং কংগ্রেসের ঐক্য অপরিহার্য্য। মন্ত্রীসভার নীতি এখনও বিশদভাবে প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু লীগ-কংগ্রেস-কমিউনিষ্ট প্রভৃতির সম্মিলিত নীতি যদি তাঁহারা গ্রহণ করেন তাহা হইলে কংগ্রেস নিশ্চয়ই উদার মনে লীগ মন্ত্রীসভার সঙ্গে সহযোগিতা করিবে। এ নীতি অনুসরণ করিতে হইলে লীগের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তি করিতে হইবে। এ সংঘর্ষে কংগ্রেস নির্লিপ্ত থাকিতে পারে না, এবং নিশ্চয়ই থাকিবে না। তাই কংগ্রেসনেতাদের উচিত নিন্দুকতা ভাঙ্গিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করা যে জনপ্রিয় খাদ্যনীতির সাফল্যের জন্য লীগের সঙ্গে নিশ্চয়ই সহযোগিতা করিব। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টি এবং লীগ মন্ত্রীসভা উভয়েই আজ ঘোষণা করা উচিত—জনগণের যেসব ঐক্যবদ্ধ খাদ্যকমিটি বাংলার সর্ব্বত্র গঠিত হইয়াছে এই সব খাদ্যকমিটি মানিয়া লইয়া তাহাদের সহযোগিতায় খাদ্যবণ্টনের ব্যবস্থা হইবে। এই ঘোষণার ভিত্তিতে কংগ্রেস এবং লীগ এক হইক, বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে নবযুগ দেখা দিবে, লীগ এবং কংগ্রেস উভয়েই শক্তিশালী হইবে।

লুঠতরাজ বন্ধ কর

বাংলার সর্ব্বত্র অবস্থা অত্যন্ত সংগীন। ক্ষুধার্ত্ত জনতা নৈরাশ্যে উত্তেজিত হইয়া উঠিলে দেশে যে আগুন জ্বলিবে সময় থাকিতে তাহার সম্ভাবনা নষ্ট করা উচিত। লুঠতরাজ ও দাঙ্গাহাঙ্গামার পথে খাদ্য সমস্যার সমাধান মিলিবে না। বরং তাহাতে আমাদের জাতীয় ও সামাজিক জীবন পুড়িয়া ছারখার হইবে। তাই আজ মন্ত্রীত্ব লইয়া ঝগড়া চালাইতে থাকিলে দেশের সর্ব্বনাশ ঘটিবে। আজ সকল দলের কর্ত্তব্য একতাবদ্ধভাবে লুঠতরাজ বন্ধ করা।

এই সঙ্গে একথাও বলা দরকার যে ক্ষুধা যে মারাত্মক আগুন জ্বালিতেছে তাহা নিভাইতে পারে খাদ্য। তাই সকল দলকে মিলিতভাবে খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। খাদ্যের ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব নয়। দেশে এমন কোন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নাই যে খাদ্য একেবারে অভাব হইবে। যে নীতি খাদ্য অপহরণে সমাজশত্রুদের প্রশ্রয় দিয়াছে সেই নীতি বর্জন করিলেই খাদ্য মিলিবে। প্রথম নীতি ছিল সরবরাহের ব্যবস্থা না করিয়া মূল্য-নিয়ন্ত্রণ। তাহার পর আসিল মূল্য নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিয়া সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা। এবার আসিতেছে মূল্য এবং সরবরাহ উভয়ের উপর [illegible] নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া লওয়া। তাহার পর আসিবে

(শেষাংশ ৮ পাতায় দেখুন)

কলিকাতায় মজুরদের খাদ্য-সম্মেলন

● দেশরক্ষার জন্য উৎপাদন চালু রাখিব ●

সমবেত শক্তিতে জরুরী দাবী আদায় করিব

'কাজ চালু রাখিবই, সমস্ত মজুরকে এক করিয়া খাদ্যসমস্যা সমাধান করিব, সমবেত শক্তিতে আমাদের দাবীও আমরা আদায় করিব, জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করিয়া একতার জোরে খাদ্য-সংকট মিটাইব'—এই আওয়াজ তুলিয়া ট্রাম ইউনিয়ন ভারতীয়া লোহাকারখানা ইউনিয়ন, ম্যাকিনটোস ইউনিয়ন, ষ্টীল প্রোডাক্টস্ ইউনিয়ন, বেঙ্গল বাল্‌ব ইউনিয়ন, ক্রকবণ্ড ইউনিয়ন, বিড়ি ইউনিয়ন, আলমবাজার চটকল ইউনিয়ন, গৌরীপুর-নদীয়া চটকল ইউনিয়ন, ইলেকট্রিক ইউনিয়ন, গ্যাস ইউনিয়ন, করপোরেশন ইউনিয়ন, বি এণ্ড এ রেলওয়ে প্রভৃতি ইউনিয়নের মজুররা ২০শে এপ্রিল কলিকাতায় তাহাদের প্রথম খাদ্য সম্মেলন করে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিখ্যাত মজুরনেতা কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি। সম্মেলনের অধিবেশন হয় কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউটে। কমিউনিষ্ট পার্টির কলিকাতা জিলা কমিটির নেতৃত্বে মজুররা নিজেরাই এই সম্মেলনের সমস্ত ব্যবস্থা করে। ৭ দিন ধরিয়া প্রচার চালান হয়। সম্মেলনের হলটি সুন্দরভাবে সাজান হয়, জাতীয় পতাকা, রক্তপতাকা এবং নানাবিধ ফেষ্টুন ও পোষ্টার দ্বারা। ট্রামওয়ের ইউনিয়নের ভলান্টিয়াররা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্মেলনের শৃঙ্খলা রক্ষা করে। সম্মেলনে লোকসংখ্যা হইয়াছিল যথেষ্ট—বিভিন্ন কারখানার মজুর, বস্তির মজুর, মেয়ে মজুর ও তাহাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল সবাই আগ্রহ সহকারে সম্মেলনে যোগ দেয় এবং আলোচনা, বক্তৃতা প্রভৃতি মন দিয়া শোনে।

ঠিক বৈকাল ৬টায় একটি গানের পর সভার কাজ আরম্ভ হয়। কলিকাতার কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড রণেন সেন সম্মেলন উদ্বোধন করেন। কেন্দ্রীয় জনরক্ষা কমিটির তরফ হইতে কমরেড স্নেহাংশু আচার্য্য, ছাত্র ফেডারেশনের তরফ হইতে কমরেড রমেন বানার্জ্জী মহিলা আত্মরক্ষা কমিটির তরফ হইতে কমরেড মণিকুন্তলা সেন সম্মেলনে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে অভিনন্দন জানান।

উৎপাদন নীতি ও মজুরদের দাবী সম্বন্ধে প্রস্তাব আনেন মজুর নেতা কমরেড ইসমাইল ও তাহা সমর্থন করেন ট্রাম মজুর কমরেড অর্জ্জুন ও জহির। মজুরদের দাবী—(১) উৎপাদন বাড়াইবার পন্থা নির্দ্ধারণের জন্য মজুর ও মালিকের যুক্ত কমিটি (২) ইউনিয়নকে মানিয়া লওয়া (৩) ২৫% মাহিনা বৃদ্ধি (৪) ২০৲ টাকা মাগগি ভাতা, রেলের মজুরদের ৩০৲ টাকা, (৫) মজুর পরিবারের জন্য সস্তা দামে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য (৬) বিনা ভাড়ায় এ, আর, পি ব্যবস্থা সহ উপযুক্ত বাসস্থান। ঘোষিত রেশনিং সম্বন্ধে সম্মেলন দাবী করে প্রত্যেক মজুরকে সপ্তাহে ৫ সের চাউল বা আটা দিতে হইবে এবং রেসনকার্ড বিলি করার সময় তাহাদের ইউনিয়ন ও জনরক্ষা কমিটির সহিত সহযোগীতা করিতে হইবে।

ইহার পর ট্রামের মজুরনেতা কমরেড চতুরালী ত্রিবীর প্রস্তাব আনেন এবং তাহা সমর্থন করেন ভারতীয়া লোহাকারখানার কমরেড রহমান। এই প্রস্তাবে উৎপাদনের ক্ষতি না করিয়া কিভাবে মজুরদের দাবী আদায় করা যায় তাহা নির্দ্ধারণ ও সেই অনুসারে কাজ করার জন্য বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রতিনিধি লইয়া একটি সম্মিলিত ট্রেড একটি তালিকা পেশ করেন—তাহা সভায় গৃহীত হয়। ইহার পর আর কয়েকজন মজুর প্রতিনিধি সভায় বক্তৃতা করেন।

কমরেড সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় মজুরদের এই সম্মেলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে বলেন। তিনি বলেন—ক্রম বর্দ্ধমান খাদ্য সমস্যা মজুরদের গভীর ভাবে নাড়া দিতেছে, সংকটের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিতেছে, রাজনৈতিক চেতনাকে বাড়াইয়া দিতেছে। মজুররা এই জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য আগাইয়া আসিতেছে, এই বিরাট সম্মেলনই তাহার প্রমাণ। দাবী পূরণের জন্য নিজেদের সংঘবদ্ধ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া আগাইয়া আসিতে হইবে, মনে রাখিতে হইবে উৎপাদন চালু রাখাই আমাদের মাতৃভূমির প্রতি পবিত্র দায়ীত্ব এবং উৎপাদন চালু রাখার জন্যই আজ মালিক ও আমলাতন্ত্রকে বাধ্য করিতে হইবে দাবী পূরনের জন্য।

সম্মিলিত কণ্ঠে 'ইণ্টার ন্যাশনাল গাওয়ার পর সভা শেষ হয়।

আত্মরক্ষার পথে মেয়েদের সংহতি

কলিকাতার সম্মেলনে সকল শ্রেণীর মেয়ে সমবেত

কলিকাতায় মেয়ে আন্দোলনের সুরু হইবার পর এই প্রথম কলিকাতা মহিলা সম্মেলন হইল। ২৭শে ও ২৮শে এপ্রিল এই সম্মেলন হয়। প্রায় ৫০০ মেয়ে সম্মেলনে যোগ দেয়। তার মধ্যে বস্তির মেয়েরা, গৃহস্থঘরের মেয়েরা সকলেই ছিল।

ইতিপূর্ব্বে ঠিক হয় যে মাসের প্রথম সপ্তাহে নিখিলবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সম্মেলন হইবে। তার পূর্ব্বে সমস্ত জিলার আত্মরক্ষা সম্মেলন করিয়া সংগঠনকে পাকা করিয়া লইতে হইবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কলিকাতায় আত্মরক্ষা সম্মেলনের ব্যবস্থার জন্য কাজ ভাগ করিয়া লওয়া হইল। প্রচারের জন্য ১১টী সভা করা হয়। ৩০ জন মেয়েকর্ম্মী প্রচার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

১৫ই হইতে ২৫শে এপ্রিল-এর মধ্যে কলিকাতায় ৪টা মহল্লা সম্মেলন হইল—উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য ও পূর্ব্ব কলিকাতায়। এই সম্মেলনগুলি হইল কলিকাতা সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসাবে। এই সমস্ত সম্মেলনে গরীব, মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর মেয়েরা যোগ দিয়াছিলেন। খাদ্যসমস্যা, আত্মরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব এই সম্মেলনগুলিতে গৃহীত হয়।

২৭শে এপ্রিল কলিকাতা সম্মেলনের বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন হয় সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির অফিসে। প্রত্যেক ৪০ জন সভ্য পিছু একজন করিয়া প্রতিনিধি এই সভার যোগ দেয়। বিভিন্ন প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। তার পরদিন ২৮শে এপ্রিল আড্যয়ন্নাক হলে প্রকাশ্য সম্মেলন হয় শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবীর সভানেত্রীত্বে। সভানেত্রী তাঁহার অভিভাষনে মহিলা আত্মরক্ষা কমিটির প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন ও এই দুর্দ্দিনে সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে আহ্বান জানান। সমিতির সংগঠন সম্পাদিকা মিসেস এলা রীড সমিতির কাজের রিপোর্ট দেন। সমিতির কাজ এক বছরে কতদূর আগাইয়া গিয়াছে তাহা এই রিপোর্টে জানা গেল। কলিকাতাতেই সমিতির ৪০০০ সভ্য হইয়াছে। তারপর কতগুলি প্রস্তাবের উপর কমরেড রেণু চক্রবর্ত্তী, কমলা চাটার্জ্জী, মণিকুন্তলা সেন প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। ১৫ জন মেয়ে ভলান্টিয়ার সম্মেলনে শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ করিতেছিল। ছোট ছোট মেয়েরা কোরাসে জন-সঙ্গীত গাহিয়া সমবেত মহিলাদের মনে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি করিল।

এই সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে বহু মজুর মেয়ে ও গরীবশ্রেণীর মেয়ে দূর হইতে হাঁটিয়া আসিয়া সম্মেলনে যোগ দিয়াছে। খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে প্রস্তাব যখন ব্যাখ্যা করা হয়, তখন এই সমস্ত মেয়েরা বিপুল উৎসাহে সমর্থন জানায়। আজ খাদ্যসমস্যা মেয়েদের মধ্যেও কিরূপ চেতনা আনিয়াছে ইহাই তার প্রমাণ।

সম্মেলনে কলিকাতা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয় ১১ জন সদস্য লইয়া। নিখিল বঙ্গ সম্মেলনের জন্য ৪০ জন প্রতিনিধিও এই সম্মেলনে নির্ব্বাচিত হয়।

জেল হইতে সংগ্রামপন্থীর ঘোষণা

সমস্ত ভেদাভেদ ভুলিয়া এক সাথে জাপানীকে রুখিতে হইবে

রাজসাহীর একজন 'সংগ্রামপন্থী' নেতা দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ওরফে গোরা মৈত্র স্থানীয় কমিউনিষ্ট পার্টির একজন কমরেডের কাছে রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেল হইতে নিম্নলিখিত চিঠি লিখেন :—

প্রিয়...

.....আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দিন দিন ঘোরালো হয়ে উঠ্‌ছে দেখে মনের ভিতর নানা সমস্যার নানা চিন্তাধারা আমায় ব্যাকুল করে তুলেছে। বর্ব্বর জাপানী তার রক্তচক্ষু নিয়ে আমাদের সোনার বাংলার বুকে হানা দিচ্ছে। ঘোর দুর্দ্দিন এসে পড়েছে। তাই তোমাদিগকে দু'একটী কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। বাংলার এই সংকটের দিনে সমস্ত বাক্‌বিতণ্ডা ভুলে সকলের সঙ্গে মিশে বর্ব্বর জাপানীকে সমূলে ধ্বংস করতে হবে। এই হবে আমাদের একমাত্র পণ। .....ইতি—

তোমাদের গোরাদা

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থনে কংগ্রেস সেবী

ধুবড়ীর কমরেড জানাইতেছেন :—জাতীয় সপ্তাহে আমরা এখানকার কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা ধ্বংস-কার্য্য বন্ধ ও মুসলমানজাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকারের ভিত্তিতে জাতীয় সরকারের জন্য জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার দাবী সম্বলিত একটী মেমোরাণ্ডামে গণসহি সংগ্রহ করিতেছি। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ইহাতে স্বাক্ষর করিয়া আমাদের প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এ সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে শীঘ্রই একটী বিবৃতি প্রকাশ করিবেন বলিয়াছেন।

'জনযুদ্ধের' সমর্থনে মুস্লিম লীগ নেতা

কুড়িগ্রামের মুস্লিম লীগ সম্পাদক মৌলভী নজির হোসেন খন্দকার স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের কাছে বলিয়াছেন : "বর্ত্তমান অবস্থায় কমিউনিষ্ট পার্টির রাজনীতি কি তাহা বোঝা প্রত্যেক স্বদেশপ্রেমিকের কর্ত্তব্য এবং সেই উদ্দেশ্যেই আমার আর্থিক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও 'জনযুদ্ধের' গ্রাহক হইতেছি।" তিনি আগে বলিয়াছেন—"গোড়ামি ও অন্ধ মতবাদের জন্যেই কংগ্রেস লীগ ঐক্য হইতেছে না, এমন কি বাংলা দেশে সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীসভাও হইতেছে না। আমার ব্যক্তিগত মত এই যে আজকের দিনে আমাদিগকে এই গোঁড়ামীর উপরে উঠিতে হইবে। 'জনযুদ্ধ' এই দিক দিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিতেছে।"

জাতীয় ঐক্যের আন্দোলনই একমাত্র পথ

ত্রিপুরার কংগ্রেস সেবী শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ ধর জানাইতেছেন : আমি গত ৯ই আগষ্টের 'সংগ্রামে' বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু ক্রমে কমিউনিষ্ট পার্টির কার্য্য প্রণালীর সহিত আমার পরিচয় ঘটিল। ফলে কমিউনিষ্ট পার্টির জাতীয় ঐক্যের নীতিতে আমি আস্থাবান হই এবং জাতীয় ঐক্য আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করি।

নূতন বছরে 'জনযুদ্ধের' নূতন গ্রাহক করিয়াছেন কি?

পিপল্‌স সাইক্লোন রিলিফ কমিটির

প্রাপ্তি স্বীকার

পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে ৯১৮৭/৫ ও ২৩৪৭ জামা কাপড় পরে পাওয়া গিয়াছে :—কুলাউড়ার কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণ ৫৪০; ট্রাম শ্রমিকগণ, কলিকাতা ৫৬/১৫ ও ১৬/০; মেদিনীপুর রিলিফ কমিটি, সিলেট ৩০০৲; পালং রিলিফ কমিটি, ফরিদপুর ৬৲; মেহেরপুর হাই স্কুলের ছাত্রদের সংগ্রহ, নদীয়া ৩৷৫; মাধব সেন, মেহেরপুর ২৲; হাজিনগর-হালিসহর পিপল্‌স সাইক্লোন রিলিফ কমিটি ১৫৲; মেদিনীপুর আর্ত্তত্রাণ সমিতি, নারায়ণগঞ্জ ৬৫৲; বেঙ্গল সাইক্লোন রিলিফ ফাণ্ড কমিটি, বেনারস ২০৲ ও ১৫৬ খানা জামাকাপড়। মোট ৯৭০৫৷৫ ও ২৫০৩ খানা জামাকাপড়।

★ খাদ্য-সম্মেলনে সবদলের একতা ★

বর্দ্ধমান ও কাটোয়া মহকুমা সম্মেলনে বিরাট গণ-সমাবেশ

বর্দ্ধমান জেলা কম্যুনিষ্ট পার্টি, কৃষক সমিতি, মুসলীম লীগ, হিন্দু মহাসভা এবং সহর খাদ্য কমিটির অন্যান্য প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের আহ্বানে বর্দ্ধমান মহকুমার ৮টী থানা ও প্রায় ১০০টী গ্রাম হইতে ৪০০০ লোক ১০ই এপ্রিল বর্দ্ধমান টাউন হলে মহকুমা খাদ্য সম্মেলনে সমবেত হইয়াছিল।

সম্মেলনের স্থানটী লাল পতাকা, ত্রিবর্ণ পতাকা লীগের সবুজ পতাকা, মহাসভার গৈরিক পতাকা ছাত্র পতাকা ও বহু পোষ্টারে সুশোভিত ছিল। বর্দ্ধমানের এক অভিনব ঘটনা। সম্মেলনের সভাপতি জেলা বোর্ডের কংগ্রেস ভাইসচেয়ারম্যান মৌলভী আবুল হায়াত। তাঁরই পাশে লীগের সভাপতি মৌলভী আবুল হাসিম এম, এল, এ হিন্দু মহাসভার সম্পাদক শ্রীকুমার মিত্র ও কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদক কমরেড বিনয় চৌধুরী। মিল মালিক সমিতি ও মেডিকেল এসোসিয়েশনের লোকও উপস্থিত ছিলেন। সভার এক পাশে বহুসংখ্যক নারী—অনেকে ছেলে কোলে লইয়া ১০।১৫ মাইল দূরের গ্রাম হইতে আসিয়াছে। ছাত্র ফেডারেশন, মুসলীম ছাত্র-ফেডারেশন ও কৃষক সমিতির শতাধিক ভলান্টিয়ার সভার শৃঙ্খলারক্ষার কার্য্যে সাহায্য করেন।

শুধু তাহাই নয়। বাংলার সর্ব্বপ্রধান জমিদার বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া এবং শক্তিশালী কমিটি গঠনের জন্য অনুরোধ করিয়া টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন।

সম্মেলনের সম্মুখে গুরুতর সমস্যা। জেলার সর্ব্বস্থান হইতে খাদ্যাভাবের সংবাদ আসিতেছে। গ্রামাঞ্চলে খাদ্য কমিটি গড়িয়া উঠিতেছে। তাহারা দাবী করিয়া আসিতেছে যে এখনও ২।১ জনের কাছে যে ধান রহিয়াছে তাহা আগে স্থানীয় প্রয়োজনের মত রাখিয়া পরে বাহিরে বিক্রয় করা হউক। দুঃস্থ জনগণের দাবী-প্রচলিত প্রথায় খাদ্য কর্জ্জ দিবার জন্য এবং ভবিষ্যতে কিনিবার মত ধান মজুত চাই। ধানের উচ্চ মূল্যে প্রলুব্ধ হইয়া ধনীরা স্থানীয় প্রয়োজনের প্রতি, ভবিষ্যৎ গ্রামরক্ষার প্রতি কোনরূপ খেয়াল না রাখিয়া ধান বিক্রয় করিয়া দিতেছে। তাহাদের আশা-দুঃস্থ কৃষকদের ২।১ বিঘা জমিও কিনিয়া লইবে। বহু গণদরখাস্ত ও ডেপুটেশনের পর স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ গ্রাম্য খাদ্যকমিটীগুলির দাবী সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন আবার গভর্ণমেণ্টের গাফিলতি দেখা যাইতেছে।

সম্মেলনে জনগণের পক্ষে মূল্য ও ষ্টক নিয়ন্ত্রণ, অবাধ খাদ্য বিক্রয় বন্ধ, বাঁধা দরে সরকারী ও সমবায় দোকান খোলা, কৃষিধণ ও বীজধান দেওয়া, খাদ্য কমিটিগুলি মানিয়া লওয়া, বাংলার সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীত্ব গঠন, খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য সকলকে আরও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে ও খাদ্য কমিটী গড়িয়া তুলিতে আবেদন করিয়া কয়েকটী গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ভারত সচিব ও প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের প্রতিনিধি মিঃ ফিলিপের নিকট একটি টেলিগ্রাম পাঠাইবার প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে।

সম্মেলনে সমস্ত পার্টি, গণ প্রতিষ্ঠান ও মতের প্রতিনিধি লইয়া একটি শক্তিশালী মহকুমা খাদ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। কমিটির সভাপতি ডাঃ অহিভূষণ মুখার্জী ও সম্পাদক কমরেড সাহেবুল্লা। প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি সত্ত্বেও সুদীর্ঘ ৪ঘণ্টা ধরিয়া সম্মেলনের কাজ চলে। তারপর উপস্থিত জনগণের বিপুল উৎসাহ ধ্বনির মধ্যে সভা শেষ হয়।

কাটোয়া মহকুমা সম্মেলন

১৭ই এপ্রিল কাটোয়া সহরে মহকুমা খাদ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সম্মেলনে মহকুমার বিভিন্ন স্থান হইতে ১০,০০০ লোক সমবেত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে প্রায় ১০০০ স্ত্রীলোক।

সম্মেলনের পূর্ব্বে সরকারী কর্ম্মচারীদের নিকট খাদ্য কমিটি মানিয়া লওয়া, গ্রামের প্রয়োজন নির্দ্ধারিত না হওয়া পর্য্যন্ত অবাধ খাদ্য বিক্রয় বন্ধ, দিনমজুরদের জন্য রিলিফ ওয়ার্ক প্রভৃতি দাবী জানান হয় এবং তাহার ফলে আংশিক সাফল্যও লাভ হইয়াছে।

সম্মেলনে জনগণের একতা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং সেই একতা কাজে রূপান্তরিত হইয়াছে। সম্মেলনকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য মুসলীম লীগ কম্যুনিষ্ট ও অন্যান্য কংগ্রেস কর্ম্মীরা পরস্পরের মধ্যে এক সুন্দর প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবতীর্ণ হইয়াছিল। মুসলীম ছাত্র-ফেডারেশনের ভলন্টিয়ারদের কার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়।

সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন কাটোয়া লোকালবোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ সিংহ। সমবেত জনগণকে আহ্বান করিয়া তিনি, লীগ সভাপতি মৌলভী আবুল হাসিম, আমাদের পার্টি সেক্রেটারী কমরেড বিনয় চৌধুরী প্রভৃতি বক্তৃতা দেন।

জনগণের খাদ্যের দাবী, খাদ্য কমিটী গঠন, বাংলায় সম্মিলিত মন্ত্রীত্ব গঠন প্রভৃতি যে সমস্ত প্রস্তাব সদর মহকুমা খাদ্য সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে, এই সম্মেলনেও সেই সব প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। লীগ সভাপতি খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য জনগণকে ও সমস্ত পার্টিকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে আবেদন করিয়া বলেন যে বাংলা দেশে মুসলীম লীগের পক্ষে নিজেরই স্বার্থে একা দায়িত্ব লইয়া মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করা উচিত হইবে না, কারণ সেই অবস্থায় লীগ নেতারা আমলাতন্ত্রের হাতেই খেলিবেন। আমলাতন্ত্র আজ এমন লোককেই খুঁজিতেছে যাহাকে ইহা বাঁদর সাজাইয়া নিজের কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লইতে পারে।

সম্মেলনে একটি শক্তিশালী ও প্রতিনিধিমূলক মহকুমা খাদ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। জনসঙ্গীত ও শ্লোগান ইত্যাদির মধ্য দিয়া উৎসাহের সহিত সভা শেষ হয়।

নড়াইল মহকুমা খাদ্য সম্মেলন

৭ই এপ্রিল মহকুমা সম্মেলন আরম্ভ হয়। স্থানীয় কৃষক সভা, কমিউনিষ্ট পার্টি ইউনিট, মুস্লিম লীগ, হিন্দু মহাসভা তপশীল সঙ্ঘ, ছাত্রফেডারেশন, মুস্লীম ছাত্র লীগ, উকিল ও মোক্তার বার, ব্যবসায়ী সঙ্ঘ কলেজের প্রিন্সিপাল প্রভৃতি সকলে সম্মিলিত ভাবে এই সম্মেলন আহ্বান করেন।

সম্মেলনের সময়ের বহুপূর্ব্ব হইতেই ১৫।২০ মাইল দূর হইতে প্রতিনিধিরা আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকেন। এই সময় প্রবল ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হয়। সমবেত প্রতিনিধিরা টাউন হলে আশ্রয় নেন। ১৫০ থানা গ্রামের উপস্থিত প্রতিনিধিদের সহিত কর্ম্মীগণ আলোচনা করেন ও রিপোর্ট নেন। সংবাদ পাওয়া গেল অসংখ্য লোক সম্মেলনে উপস্থিত হইতে রওনা হইয়া দুর্য্যোগে পড়িয়া ফিরিয়া গিয়াছেন।

দুর্য্যোগ একটু কম পড়িলে সম্মেলনের কাজ আরম্ভ হইল। প্রতি গ্রামে ও ইউনিয়নে মিলিত খাদ্য কমিটি ও শক্তিশালী ভলান্টিয়ার দল গঠন করিয়া ধনী-নির্ধনীকে সাহায্য করিয়া অনাহারীকে আজও মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিবার জন্য এবং মিলিত চেষ্টায় সস্তা দরে কিনিবে সরবরাহের জন্য খাদ্য কমিটির তত্ত্বাবধানে সরকারী দোকান, বীজধান, কৃষিঋণ, সাহায্য প্রভৃতি আদায় করিবার এবং খাদ্য সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধানে জাতীয় সরকার কায়েম করিবার দাবী আদায়ের চেষ্টা করিবার—প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সম্মেলনের আহ্বায়কদের লইয়া মহকুমা খাদ্য কমিটি গঠিত হয়।

হুগলী জেলার সিঙ্গুর থানা খাদ্য সম্মেলন

বড়া গ্রামে সম্মেলন হয়। সম্মেলনের পূর্ব্বে বিভিন্ন ইউনিয়নের গ্রামে গ্রামে স্কোয়াড ও বৈঠক মারফৎ প্রচার করা এবং খাদ্য সঙ্কটের কারণ ও প্রতীকার সম্বন্ধে বুঝানো হয়। বৈঠকী সভার মধ্য দিয়া ইউনিয়নে ইউনিয়নে খাদ্য কমিটী গঠিত ও ভলান্টিয়ার সংগৃহীত হইয়াছে। সম্মেলনে ২৫০০ কৃষক ও গ্রাম্য মধ্যবিত্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। থানার মধ্যে শতকরা ১০ জন মুসলমান চাষীর বাস। সম্মেলনে মুসলমান চাষীদের দলে দলে যোগ দেওয়া এই প্রথম। প্রায় ৪০০ মুসলমান চাষী সম্মেলনে যোগদান করে। ২০০ জনরক্ষী ভলান্টিয়ার ৫টী দলে ভাগ হইয়া কাঁধে লাঠি ফেলিয়া বিভিন্ন গ্রাম থেকে চাষীদের সমবেত করে শ্লোগান দিতে দিতে সম্মেলনে হাজির হয়। "খাদ্য শস্য উৎপাদন করবো" "কোনো গ্রামে কেউ উপবাসী থাকবো না" "খাদ্য কমিটী গড়ে খাদ্য বন্ট আদায় করবো" এই প্রতিজ্ঞা নেবার পর তুমুল উৎসাহের মধ্যে সম্মেলন শেষ হয়।

● খাদ্যের দাবীতে সঙ্ঘবদ্ধ জনগণ ●

খাদ্য-কমিটীকে জোরালো কর!

আমলাতান্ত্রিক অব্যবস্থা ঘুচাও! পঞ্চমবাহিনীর কারসাজী ব্যর্থ কর! জনসাধারণের হাতে খাদ্যব্যবস্থার অধিকার দাবী কর!

খাদ্য-সমস্যা আজ বাংলার সকল শ্রেণীর নরনারীকে এক করিয়াছে। কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী, হিন্দু মুসলমান, মেয়ে পুরুষ সকলেই সম্মিলিত হইয়া ভাবিতেছে—কি করিয়া এই সমস্যার হাত হইতে বাঁচিতে পারা যায়। হতাশা ও নিশ্চেষ্টতার জায়গায় আসিয়াছে বিপুল উৎসাহ ও উদ্যম। এই সমস্যা সমাধানের জন্য নিজেদেরই আগাইতে হইবে—ইহা ক্রমেই সকলে বুঝিতেছে। তাই বাংলার গ্রামে সহরে সর্ব্বত্র খাদ্য কমিটী গড়িয়া উঠিতেছে এবং খাদ্য কমিটীর পিছনে গরীব চাষী ইইতে আরম্ভ করিয়া ব্যবসাদার পর্য্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্ষুধার জ্বালা লোককে দিশাহারা করিয়া দেয় সত্য, কিন্তু শুধু দিশাহারা হইলে খাদ্য মিলে না, বরং পঞ্চমবাহিনীর ফাঁদে পা দেওয়া হয়, আমলাতন্ত্রের দমননীতি ডাকিয়া আনা হয়। তাই আজ খাদ্য কমিটীর মধ্য দিয়া সেই চেষ্টাতেই করিতে হইবে, যাহাতে জনগণ শৃঙ্খলার মধ্যে থাকিয়া খাদ্য ব্যবস্থার জন্য সমবেতভাবে কাজ করিতে পারে। যেমন একদিকে সমস্ত শ্রেণীর জনগণের মধ্যে আনিতে হইবে পরিপূর্ণ একতা এবং তার দ্বারা পরস্পরকে সাহায্য করিতে হইবে, তেমনি সেই একতার জোরেই আমলাতান্ত্রিক অব্যবস্থাকে ঘুচাইতে হইবে। বিভিন্ন জেলার খবরে ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে, যেখানে সংগঠন যত দৃঢ়, একতা যত শক্ত এবং কাজের মধ্যে শৃঙ্খলা যত বেশী, স্থানীয় ভাবে খাদ্য সমস্যার সমাধানে সাফল্য সেখানে তত বেশী হইতেছে। এই ছোট সাফল্যই জনগণকে নূতন শিক্ষা দিবে, সংগঠনের দিকে তাদের উৎসাহ বাড়াইবে। ছোট সাফল্য হইতে বড় সাফল্যের দিকে আগাইয়া যাইবার জোর জনগণ পাইবে।

১লা এপ্রিল মাদারীপুরের ছয়গাঁ ইউনিয়নের কৃষক, মধ্যবিত্ত সঙ্ঘবদ্ধভাবে সরকারী-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানায়: গভর্ণমেণ্টর পক্ষ হইতে খাদ্য-দোকান খোলা হউক, খাদ্যকমিটীর হাতে চাল চাই, বিনাসুদে কৃষিঋণ চাই, বিনা পয়সায় বীজধান চাই। এই দাবীর উপর কৃষকদের প্রতিনিধিরা স্থানীয় দারোগাবাবুর সঙ্গে আলোচনা করেন। সঙ্ঘবদ্ধ জনগণের দাবী অস্বীকার করিতে দারোগাবাবু পারেন না। তিনি উপরিতন কর্ম্মচারীকে সমস্ত বিষয়টী জানাইয়াছেন। খাদ্যাভাব কৃষক মেয়েদের মধ্যেও বিপুল সঙ্ঘবদ্ধতা ও একতা আনিয়া দিয়াছে। মেয়েরা নিজেরাই অগ্রনী হইয়া খাদ্য-সমস্যার সমাধানের জন্য দাবী জানাইতেছে। ৬ই এপ্রিল তারিখে বিভিন্ন গ্রামের মেয়ে প্রতিনিধিরা সমবেতভাবে স্থানীয় দারোগাবাবুর কাছে তাদের দাবী পেশ করে।

কুড়িগ্রামের উলিপুর থানা হইতে বীজধান দাবী করিয়া কৃষকদের এক গণদরখাস্ত দেওয়া হয়। তাহার ফলে এতদিনে সরকার পক্ষ হইতে বীজধান কিনিবার জন্য সাহায্য দেওয়া হইতেছে। কিন্তু, এই সাহায্য ব্যবস্থায় এখনও অনেক ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে, যাহার ফলে অনেক গরীব চাষী এই সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে। কার্য্যকরী সাহায্যের ব্যবস্থার জন্য কৃষকগণকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।

গত ১২ই এপ্রিল রাজসাহীর বিভিন্ন পল্লী হইতে কৃষক, মজুর, নিম্নমধ্যবিত্ত, মহিলা সকলে মিলিয়া সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একটী গণ-ডেপুটেশন পাঠায়। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথমে খাদ্য-দাবী সম্বন্ধে কোনো কিছুই করিতে রাজী হন না, উপরন্তু কর্ম্মীদের গ্রেপ্তার করিবেন বলিয়া শাসান! কিন্তু জনসাধারণের দৃঢ়তা ও একতার কাছে তিনি মাথা নত করিতে বাধ্য হন। তিনি ডেপুটেশনের দাবী সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা করিবার প্রতিশ্রুতি দেন।

ঢাকার নরসিংদী থানার অন্তর্গত কয়েকটী ইউনিয়নের কৃষকেরা গত ৬ই এপ্রিল সার্কেল অফিসারের নিকট একটী গণডেপুটেশন পাঠায় ও নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল আমদানী, বীজধান সরবরাহ, ও সরকারী দোকানের দাবী জানায়। সার্কেল অফিসার এই সমস্ত দাবী স্বীকার করিয়া লয়েন এবং গণদরখাস্ত উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের কাছে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। সার্কেল অফিসার ও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মিলিয়া ২০০ লোকের একবেলার খোরাকের মত চাল বিতরণ করেন। জনসাধারণ সঙ্ঘবদ্ধ হইলে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে নড়ান যায়।

চট্টগ্রামের ইটাহার থানার বাজিতপুর কৃষক সমিতির আন্দোলনের ফলে সেখানে কেরোসিন তেলের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডে মাসিক ৫ টীন তেল আসিতেছে এবং ধার্য্য-রেটে তাহা বিক্রয় হইতেছে। এই পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম, তাই কৃষকরা চেষ্টা করিতেছে যাতে আরও বেশী তেল সরবরাহ করিতে কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হয়!

চট্টগ্রামে বোমা পড়ার ফলে গ্রামবাসী কৃষকেরা নিজ নিজ গ্রামরক্ষার কাজে আগাইয়া আসিতেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তারা দাবী তুলিয়াছে যে খাদ্যাভাব দূর করিবার জন্য যাহা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার, তা কর্ত্তৃপক্ষকে অবিলম্বে করিতে হইবে। কৃষক ভলান্টিয়ারেরা কমিউনিষ্ট পার্টিকেই আপনার বলিয়া চেনে, তাই তারা দাবী করিয়াছে যে সমস্ত ব্যাপারে পার্টির সহিত সরকার সহযোগিতা করুক। (শেষাংশ ৫ পাতায় দেখুন)

★ খাদ্য-সমস্যা সমাধানে জনগণের বিপুল উদ্যম ★

মিলিত চেষ্টায় চালের ব্যবস্থা হইল

শাওড়া জেলার আন্দুল ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত জঙ্গলপুর, আড়গোড় অঞ্চলে চাউলের অভাব হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডের মারফৎ যে কন্ট্রোলের চাউল পাওয়া যায় তাহা মোটেই যথেষ্ট নয়। ঐ গ্রামে তাহা বিক্রয়েরও সুব্যবস্থা ছিল না। ইউনিয়ন বোর্ড হইতে চাউলের জন্য কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থার মধ্যে ছিল চরম পক্ষপাতিত্ব। এই সমস্ত অব্যবস্থা দূর করিবার জন্য স্থানীয় কৃষক সমিতির নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান যুবকগণ এক যোগে ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেণ্টের নিকট দাবী জানায়। এই দাবীর ফল হইল। নূতন কার্ড বিলির ও নূতন বিক্রয় কেন্দ্র খোলার বন্দোবস্ত হইল। ইহার পূর্ব্বে ঐ গ্রামের ৫০ জন কৃষক নিজেদের গ্রামে কাহার কত চাউল লাগে, তাহার হিসাব লইয়া ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে গিয়া চাউল আনার দাবী করিয়াছিল। বর্ত্তমানে বিক্রয় কেন্দ্রের সুব্যবস্থার জন্য গ্রামের হিন্দু-মুসলমানগণ মিলিতভাবে চেষ্টা করিতেছে।

চট্টগ্রামের কেরিশহর গ্রামের 'নি' ওয়ার্ডে দিন মজুরেরা চাউলের অভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল। ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। গত ১৫ই এপ্রিল কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীদের নেতৃত্বে একটী গণ-ডেপুটেশন সভাপতির নিকট গিয়া খাদ্যের দাবী জানায়। প্রথমে সভাপতি মহাশয় চটিয়া উঠেন। কিন্তু একতাবদ্ধ জনগণের দাবী শেষ পর্য্যন্ত তাকে মানিয়া লইতে হয়। তিনি জানান: (১) আগামী কাল হইতে তিন সের করিয়া চাল দেওয়া হইবে (২) বেকার মেয়েদের থান বাঁধিবার কাজ দেওয়া হইবে (৩) কুইনাইন বিলি করা হইবে। এই ডেপুটেশনে শুধু পুরুষই নয়, গ্রামের মেয়েরাও আসিয়াছিল।

নেত্রকোণা মহকুমার ঘোষ গাঁও—ভেদীকুড়া অঞ্চলে কৃষক কর্ম্মীরা প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী গিয়া জমি ও বীজধানের পরিমাণ সম্বন্ধে সঠিক হিসাব নেয়। ২৩টী গ্রামের ৪৮৮টী পরিবারের হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে যে অধিকাংশের ঘরে প্রয়োজনীয় বীজ ধান নাই। অভাবের তাড়নায় তাহারা বীজ ধান খাইয়া ফেলিয়াছে। আগামী ফসলের আগে পর্য্যন্ত তাদের যে পরিমাণ ধান দরকার, তারও অনেক কম হইতেছে। এই হিসাব লইয়া সেখানে গণদরখাস্তে স্বাক্ষর সংগ্রহ হইতেছে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে কৃষি ঋণ ও বীজ ধানের দাবী জানাইবার জন্য। কর্ত্তৃপক্ষ অনেক সময় এক কথায় খাদ্যের অভাব নাই বলিয়া দায়িত্ব এড়াইয়া যায়। কিন্তু এই হিসাব সামনে ধরিয়া দিলে কর্ত্তৃপক্ষের বলিবার কি থাকে?

সঙ্ঘবদ্ধতার জোরেই কর্ম্মচারীদের দায়িত্বহীনতা ভাঙ্গে

ধুবড়ীর একজন কমরেড লিখিতেছেন:—স্থানীয় সরকারী কৃষি বিভাগের অফিসে একদিন ৫০ জন কৃষক বীজ ধানের আশায় বসিয়া আছে। কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারী বলিলেন: বীজ ধান আর নাই, কবে পাওয়া যাইবে তাও ঠিক নাই। তখন সেই কৃষকদের লইয়া কমিশনারের আফিসে যাওয়া আমরা স্থির করি। মাঝপথে মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান (যিনি এই এলাকা হইতে এসেম্ব্লী সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন) আমাদের ডাকিয়া পাঠান। তিনি আমাদের মানারকম ভয় প্রদর্শন করেন ও কৃষকদিগকে শাসাইয়া বলেন—যদি, তারা আমাদের সঙ্গে কোনো সংশ্রব রাখে, তাহা হইলে তিনি দেখিবেন তারা বীজধান কি করিয়া পায়। অতঃপর তিনি আই-বি কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য পরামর্শ দেন। কিন্তু কৃষকদের দৃঢ়তায় চেয়ারম্যান মহাশয় পিছাইয়া যান। তার পর আমরা কৃষকদের লইয়া কমিশনার অফিসে যাই। কমিশনারের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট আমাদের কথা শুনিয়া কৃষকগণকে বীজধান দেওয়ার জন্য হুকুম জারী করেন। ইতিমধ্যে কৃষি অফিস বন্ধ হইয়া যায়। পরদিন ঐ কর্ম্মচারী আমাদের সহযোগিতা গ্রহণ করেন এবং আমাদের পরিচালনায় প্রায় ১৫০ জন কৃষক বীজধান পায়।

লুঠতরাজের পথে খাদ্যাভাব দূর হয় না

রংপুরের ডোমার অঞ্চলে খাদ্যাভাব-গ্রস্ত জনসাধারণকে শান্ত ও সংহত রাখিবার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীরা চেষ্টা করিতেছে। স্থানীয় মহাজনদের সাহায্যে কো-অপারেটিভ ষ্টোর খুলিয়া যাহাতে সাময়িকভাবেও জনসাধারণকে সাহায্য দিতে পারা যায়, তার ব্যবস্থা হইতেছে। গত ২৪শে এপ্রিল ঘোড়াগাড়ী হাটে ১৫০।২০০ লোক ধান না পাইয়া উত্তেজিত হইয়া উঠে। তাদের শান্ত রাখিয়া একজন সদাশয় লোকের চেষ্টায় ন্যায্য দামে এক জোতদারের বাড়ী হইতে ধান বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। এই ধান ঐ সমস্ত লোকদের বিক্রয় করা হয়। আজ শুধু কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরাই নয়, সাধারণ লোকও বুঝিতেছে যে পরস্পরের সহযোগিতা দ্বারা খাদ্য ব্যবস্থার চেষ্টা না করিলে ক্ষুধিত জনসাধারণ উত্তেজনার মুখে গিয়া পড়িবে। তাহাতে খাদ্যাভাব দূর তো হইবেই না, বরং অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বাড়িবে।

তামাক ট্যাক্স রহিত হউক

তামাকের উপর ট্যাক্স ধার্য্য হওয়ায় ডোমার অঞ্চলের তামাক-চাষীদের দুর্দ্দশা বাড়িয়া উঠিতেছে। তামাকের দর স্থানীয় ওজনে মণকরা ২৫৲ টাকার স্থলে ১৪।১৬ টাকায় নামিয়াছে। এমন কি পাইকার অভাবে তামাক বিক্রী বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই ট্যাক্স রহিত করিবার দাবী জানাইয়া গণদরখাস্তে সহি সংগ্রহ করা হইতেছে।

জন-প্রতিষ্ঠানের হাতে তেল বিক্রয়ের অধিকার চাই

ডোমার, বোড়াগাড়ী ও মীরগঞ্জ হাটে কৃষক-সমিতির হাতে কেরোসিন তেল বিক্রয়ের ভার থাকায় জনসাধারণের অসুবিধা অনেকটা কমিয়াছিল। কিন্তু প্রায় আড়াই মাস এই ব্যবস্থা থাকার পর হঠাৎ সাম্রাই অফিসার কৃষক সমিতির দোকানে তেলের কোটা অর্দ্ধেকেরও কম করিয়া দিয়াছেন এবং অন্যান্য দোকানের সংখ্যা অত্যন্ত বাড়াইয়া দিয়াছেন। অথচ দোকানদারদের বিক্রয় তদ্বির করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। ইহার ফলে কেরোসিন সরবরাহের পরিমাণ ঠিক থাকিলেও ক্রেতারা ন্যায্য দরে আবশ্যক তেল হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

খাদ্য সমস্যা সমাধানে কৃষকেরাই উদ্যোগী

মেদিনীপুর জেলার প্রামে খাদ্যাভাব ঘুচাইবার দাবীতে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা কৃষক সংগঠনের মধ্য দিয়া সহস্র সহস্র স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া মহকুমা ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গণ-দরখাস্ত পেশ করিয়াছে। কিন্তু আশানুরূপ কোন ফল পাওয়া যাইতেছে না। তবুও কৃষকেরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নাই। জেলা কৃষক সমিতি ও স্থানীয় খাদ্যকমিটীর নেতৃত্বে কর্ম্মীগণ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়া বীজধান্য সংগ্রহ করিতেছে। তমলুক থানার খাদ্যকমিটী প্রায় ১৮ মণ আউস বীজ সংগ্রহ করিয়া বপন কার্য্য সুরু করিয়াছে। সমবায় প্রথাতে টাকা সংগ্রহ করিয়া চাষ আবাদের দিকে কৃষকগণ বিশেষ মনোযোগী হইয়াছে। সমবায় প্রথাতে কৃষককর্ম্মীরা তাঁত শিল্প প্রচলন করিতেছে এবং সমবায় প্রথাতে চরখা প্রস্তুত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

খাদ্যকমিটীর সাফল্য

মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার খাদ্য কমিটীর কর্ম্মীগণ ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী হাটে হাটে গিয়া ধানের দাম কমাইবার জন্য ব্যবসাদারদের নিকট অনুরোধ জানাইতেছে। খাদ্যকমিটী ধানের দাম ১৫৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা বাঁধিয়া দিয়াছে। প্রথমে ব্যবসায়ীগণ অসহযোগী মনোভাব দেখাইলেও শেষ পর্য্যন্ত দেশের বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কটের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া খাদ্যকমিটীর নির্দ্দেশে নির্দ্দিষ্ট দামে বিক্রি করিতেছে। দাসপুর থানাতে এ যাবৎ প্রায় ৮টী খাদ্য কমিটী গঠিত হইয়াছে। কর্ম্মীগণ গ্রামে গ্রামে গিয়া খাদ্যকমিটী গঠনের তাৎপর্য্য বুঝাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সূতা কাটিবার জন্য তুলা বিতরণ করিতেছে।

চালের দোকানের বে-বন্দোবস্ত দূর করিতে হইবে

গত ২৪শে এপ্রিল কলিকাতায় হরিদাস সাহার বাজারে প্রায় ২০০০ মেয়ে পুরুষ চাল নেবার জন্য জমা হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জনতা অপেক্ষা করিতে থাকে। কিন্তু দোকানদার বা বাজারের ম্যানেজার বা সরকারী পরিদর্শক কেহই আসিয়া চাল দিবার বন্দোবস্ত করেন না। জনতা ক্রমশঃ ধৈর্য্য হারাইতে থাকে। সেই সময় জনরক্ষা সমিতির স্বেচ্ছাসেবকদল জনতাকে বুঝাইয়া বাজারের ম্যানেজার ও পরিদর্শকের কাছে পাঠাইয়া দেন চাল বণ্টনের বন্দোবস্ত করিবার জন্য। পরিদর্শক চাল বিলির বন্দোবস্ত না করিয়া জনতাকে ফিরিয়া যাইতে বলে। কিন্তু বুভুক্ষু জনতা চাল না লইয়া ফিরিবে কেন? তারা উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল, জনরক্ষা ভলান্টিয়ারয়া তাদের শান্ত করিয়া রাখিল। শেষকালে কোনো উপায় না দেখিয়া ম্যানেজার ও পরিদর্শক মাত্র ৫ বস্তা চাল বাহির করিয়া দেন, তাহাই জনসাধারণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

খাদ্যসমস্যা সমাধানে ছাত্রদের সভা

বরিশাল—গত ১৫ই এপ্রিল জিলা ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে স্থানীয় টাউন হলে কাগজ ও খাদ্যসমস্যা আলোচনা করিবার জন্য একটি বিরাট ছাত্রসভা হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় বি, এম স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুত দেবকুমার চক্রবর্ত্তী সভাপতিত্ব করেন। অবিলম্বে স্কুলে স্কুলে টীপ ষ্টোরে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কাগজ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের কাছে দাবী করিয়া ও সকল ছাত্রকে খাদ্য কমিটির পিছনে জড়ো হইবার আবেদন জানাইয়া, গান্ধীজীর মুক্তি দাবী করিয়া সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়। মুস্লিম ছাত্র ফেডারেশনের একজন প্রতিনিধি এবং স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষয়িত্রী ছাত্রদের দাবী সমর্থন করিয়া সভায় বক্তৃতা করেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন

আগামী ২৮শে বৈশাখ (১২ই মে) নালিতাবাড়ী, ময়মনসিংহে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের ৬ষ্ঠ অধিবেশন হইতেছে। সিজোনি জংশন (জোমালপুর) ষ্টেশনে নামিয়া শেরপুর হইয়া নালিতাবাড়ী যাইতে হয়। ভালো রাস্তায় ২২।২৩ মাইল চলিতে হইবে। গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী এবং কিছু রাস্তায় মোটরও পাওয়া যাইতে পারে।

এবারকার সম্মেলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশ-জোড়া এই সংকটের দিনে যখন ভাতকাপড়ের টানাটানিতে দেশময় হাহাকার উঠিয়াছে, তখন দেশবাসীকে বাঁচিবার পথ দেখাইবে এই সম্মেলন। চাষীর আর্থিক অবস্থা আজ শোচনীয়। সেই অবস্থার প্রতিকার কি করিয়া করিতে পারা যায়, খাদ্যসমস

ইউনিয়নকে জোরদার করো

উৎপাদন ব্যবস্থায় মজুরদের অধিকার কায়েম করো

একতার জোরে দাবী আদায়

বর্দ্ধমানের ৯০০ সাইকেল রিক্সা ড্রাইভাররা ৪ দিন কাজ বন্ধ রাখার পর একটি বিশেষ জয়লাভ করিয়াছে। গত ১৫ই এপ্রিল বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে সকালে রিক্সার মালিকরা খামখেয়ালী-ভাবে জমার হার বাড়াইয়া দিল। আজিকার এই দুর্দ্দশ্যতার দিনে ইহা অত্যন্ত বেশী। তাই মজুররা ইহার প্রতিবাদ করে। কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় মজুরদের বাধ্য হইয়া কাজ বন্ধ রাখিতে হইল। মালিকরা কোনরূপ মিটমাট না করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। কিন্তু মজুররা প্রসংশনীয় একতার সহিত শান্তিপূর্ণভাবে দাবীর পিছনে দৃঢ় রহিল—জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপাল চেয়ারম্যানের নিকট দাবী আদায়ের মীমাংসা করিতে গণদরখাস্ত পাঠাইল। সংঘবদ্ধ মজুরশক্তির কাছে মালিকদের জিদ টিকিল না। ১৮ই এপ্রিল চেয়ারম্যানের আহ্বানে মালিকরা তাহার নিকট গেল। কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে ৪০০ মজুরও সেখানে উপস্থিত হইল।

চেয়ারম্যানের মধ্যস্থতায় মালিকদের ও মজুর প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার পর নিম্নলিখিত সর্ত্তে মীমাংসা হইল।

(১) রিক্সার জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া জমা মাত্র ৩ পয়সা হিসাবে বাড়ান হইবে।

(২) ইচ্ছাকৃত ভাঙ্গা ছাড়া সমস্ত মেরামতের খরচ মালিকদের দিতে হইবে।

(৩) এই সর্ত্তের কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইলে মালিকের মারফৎ করিতে হইবে।

বিপুল উৎসাহের মধ্যে মজুররা উপরোক্ত সর্ত্তে আবার কাজ সুরু করে। তাহারা নিজেদের একতাকে আরও মজবুত করিতে ও শক্তিশালী ইউনিয়ন গড়িয়া তুলিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

টালা মজুরদের জয়

কলিকাতা—গত তিন মাস যাবত টালার জলকলের মজুররা করপোরেশনকে বহুবার জানায় যে কারখানার ভিতর বাঁধা দরে চাউল, ডাল প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক। কিন্তু মজুরদের এই দাবীতে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ একদম নজর দিত না এবং তাহাদের বলিতে শোনা যাইত, 'তাদের সঙ্গে মজুরদের সম্পর্ক শুধু কাজের, খাদ্যদ্রব্য পাওয়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। এই অনলগুলি ও বাজে কথায় মজুররা হতাশ হয় নাই—কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে মজুর একতাকে আর দৃঢ় করিতে থাকে। পার্টির নির্দ্দেশানুযায়ী মজুরদের প্রতিনিধিরা মজুর দাবী আদায় সম্পর্কে অনেকের সাথে দেখা করে। এই অক্লান্ত চেষ্টা ও একজোট হইয়া দাবী করার ফলে করপোরেশন বাধ্য হইয়া কারখানার ভিতর দোকান খোলে।

ইউনিয়নই মজুরদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার

বেলঘরিয়া—টাজ্জোমাকো কারখানার মজুররা তাহাদের ইউনিয়নকে বেশ মজবুত ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে। কারখানার সমস্ত মজুরদের একতাই এর মূল কারণ। কিন্তু মালিকরা চায় না মজুররা একতাবদ্ধ হইয়া ইউনিয়নের মারফৎ তাদের কাছে আসুক। ইউনিয়নকে দুর্ব্বল করার জন্যও নানারূপ চেষ্টা চলিতে থাকে। এক্ষেত্রেও একটি মজুরের কাজ অকারণে চলিয়া যায়। ইউনিয়নে এই খবর গিয়া পৌঁছে। কারখানার মজুররা ব্যাপারটা জানিতে পারে। তাহারা তৎক্ষণাৎ ডেপুটেশন নিয়া ম্যানেজারের কাছে যায় এবং জবাব পাওয়া মজুরটিকে পুনরায় কাজে লইবার দাবী জানায়। ম্যানেজার ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝিয়া এবং মজুরদের একতা দেখিয়া বরখাস্তের হুকুম তুলিয়া লয় এবং মজুরটিকে কাজে যোগ দিতে বলে।

একতার এই জয় দেখিয়া কারখানার মজুররা ইউনিয়নটিকে আরও জোরদার করিতেছে।

মজুরদের দাবী পূরণ কর

ডাংগোম্যানসি বি, এন, রেলওয়ের টাটানগর শাখা লাইনের একটি ষ্টেশন। এখানে একটি ছোট-খাট লোকোশপ আছে এবং তাহাতে কাজ করে ১৬০জন মজুর। এই লোকোশপের মজুরদের কাজের কোন ঘণ্টার হিসাব নাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাটিতেই আছে। অথচ এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির মজুরীর হার মাসে সাড়ে তের টাকা মাত্র। ইহা একটাকা হারে বছরে বাড়িয়া উর্দ্ধমাত্রায় সাড়ে সতের টাকার বেশী আর বাড়ে না। সম্প্রতি এদের মাগগী ভাতা বাড়াইয়া মাত্র ৮৲ টাকা করা হইয়াছে। কিন্তু এই অসম্ভব খাটুনি খাটিয়া এইরূপ সামান্য মজুরীতে বর্ত্তমান অগ্নিমূল্যের বাজারে জীবন যাপন মোটেই সম্ভব নয়। গত ৭ই এপ্রিল এই লোকোশপে শেড ষ্টাফের কুলী, বেয়ারা, কুক, ওয়াটারম্যান প্রভৃতি সকলে মিলিতভাবে তাহাদের ইনচার্জ অফিসারের মারফৎ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট খাটুনির মাত্রা কমাইয়া ৮ ঘণ্টা করিবার জন্য এক দরখাস্ত করিয়াছে। ইনচার্জ অফিসার উহাদের দরখাস্ত পাইয়া নানারূপ চাল চালিতেছে এবং উহাদের ভোট ভাঙ্গিবার চেষ্টায় আছে। শোনা যাইতেছে বাঙ্গালী, বিহারী প্রভৃতি প্রশ্ন তুলিয়াও বিভেদ আনিতে চাহিতেছে। একজন মজুরকে ইতিমধ্যেই সস্পেণ্ড করা হইয়াছে। এইরূপ আঘাত পাইয়াও মজুররা এক জোট হইয়া তাহাদের দাবীর পিছনে দৃঢ় রহিয়াছে এবং আস্তে ২ সংগঠন গড়িয়া তুলিতেছে। ইহা ছাড়াও মজুরদের নানাবিধ অসুবিধা আছে। এই ষ্টানটি জঙ্গলাকীর্ণ ও এখানে খুব মালেরিয়া হয়। পূর্ব্বে এখানে এই বাবদ প্রত্যেক রেল কর্ম্মচারীকে জঙ্গলভাতা দেওয়া হইত, এখন তাহা বন্ধ করা হইয়াছে। ১৬০ জন মজুরের জন্য কোয়টার আছে মাত্র ৩৬টী। সুতরাং অধিকাংশ মজুরই তাহাদের অতি সামান্য আয় হইতে আবার বাড়ী ভাড়াও দেয় অথবা ৩।৭ মাইল দূর হইতে হাটিয়া আসিয়া কাজ করে। এই অসহ্য অবস্থার মধ্যেও আজ ডাংগোয়ানসির মজুররা তাদের কাজে লাগিয়া আছে। তাহারা জানে দেশরক্ষার ব্যবস্থার প্রাণই যানবহন, সুতরাং এই ব্যবস্থাকে বিকল হইতে দিব না। কিন্তু অর্দ্ধাহারে থাকিয়া এই মজুররা কয়দিন আর কাজ চালু রাখিতে পারিবে? দেশরক্ষার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করিতে চাই মজুরদের দাবী পূরণ, চাই মজুরদের পর্য্যাপ্ত আহার। দেশের সমস্ত জনসাধারণকেও আজ মজুরদের নায্য দাবীর পিছনে খাড়া হইতে হইবে যাহাতে জনমতের চাপে মালিক বাধ্য হয় মজুরদের দাবী পূরণ করিতে।

একজোট হইয়া দাবী আদায় কর

মাদারীপুরে নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ পত্রের দাম বাড়িয়া গিয়াছে। তাই অন্যান্য শ্রেণীর মত মাদারীপুরের মেথরদেরও দুরবস্থা চরমে উঠে। ২ মাস পূর্ব্ব পর্যন্ত মেথরদের পরিবারে গড়ে ২জন করিয়া কাজ করিত এবং প্রত্যেক পরিবারে গড়ে আয় ছিল ২০৲ টাকা। এই সামান্য আয় দ্বারাই তাহাদের সংসার চালাইতে হইত। অবস্থা অসহ্য হওয়ায় ২ মাস পূর্ব্বে তাহারা ইউনিয়ন গড়িয়া তাহার ভিতর দিয়াই তাহাদের বিভিন্ন দাবী যথাস্থানে জানায়। মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষ ২বারে জনপ্রতি মোট ৪৲ টাকা মাহিনা বাড়াইয়া দেয়। এবং অন্যান্য দাবী সম্পর্কে কিছুই করিতে অখীকার করে। খাদ্য দ্রব্যের দাম যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে গরীব মজুরদের দাবী অবিলম্বে পূরণ করা দরকার। তাহাদের 'দাবী (১) মাসিক বেতন ১০৲ টাকা বাড়াইতে হইবে। (২) নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল দিতে হইবে (৩) উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে (৪) বাসস্থানের উন্নতি করিতে হইবে।

এই নায্য দাবী আজ মজুররা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে আদায় করিবেই। জনসাধারণকে আজ চাপ দিতে হইবে এদের দাবী পূরণের জন্য।

উৎপাদন সম্মেলন

মাহেশ

গত ১৮ই এপ্রিল মাহেশে বাংলার কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড নেপাল নাগের সভাপতিত্বে সুতাকল মজুরদের উৎপাদন সম্মেলন হয়। সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কোন মিলে কিসের জন্য উৎপাদন বাড়িতেছে না ও তার সমাধান কিসে হইতে পারে তাহার তথ্য সংগ্রহ করা চলিতে থাকে। বিপুল উৎসাহে কর্ম্মীরা মিলের মধ্যেই প্রচার ও তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে থাকে। ইহাতে অনেক নতুন উৎসাহী মজুর আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং বহু দরকারী সংবাদ নিয়ে হাজির হয়। সম্মেলনের একমাস পূর্ব্বেই প্রাচীর পত্র মারফৎ বঙ্গেশ্বরী, রামপুরিয়া, বঙ্গলক্ষ্মী ও বেল্টিং মিলের মধ্যে সম্মেলনের কথা ঘোষণা করা হয়। মিলের বাইরেও বস্তীতে বস্তীতে মেসে মেসে ফোয়াড ও গ্রুপমিটিং মারফৎ অবিরাম প্রচার চালানো সুরু হয়। সম্মেলনের আয়োজনের মধ্য দিয়া ১৭৭ জন ইউনিয়নের সভ্য সংগৃহীত হয়। এই প্রথম মজুররা নিজের উৎসাহী হইয়া ইউনিয়নের অফিসে আসিয়া সভ্য হইয়া যায়।

সম্মেলনের প্রচারমূলক ও সাংগঠনিক কাজ যতই ব্যাপকভাবে চলিতে লাগিল, ততই সাধারণ মজুরদের মধ্যে উৎসাহ বাড়িতে লাগিল, ততই কোম্পানীর দালাল ও পঞ্চমবাহিনীরা ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে লাগিল। কিন্তু সব বিফল হইলে তারা সম্মেলনের অধিবেশনের সময় নানাভাবে ব্যাঘাত সৃষ্টির চেষ্টা করে। কিন্তু মজুররা সে সব দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বদেশপ্রেমিক উৎপাদননীতির উপর প্রস্তাব ও কার্য্যক্রম গ্রহণ করে এবং এইভাবে দেশরক্ষার কাজে অগ্রনী ভূমিকায় অগ্রসর হয়।

কমরেড জ্যোতি বসু রক্তপতাকা উত্তোলন করেন। সমবেত মজুর স্বেচ্ছাসেবকদল রক্ত পতাকা অভিবাদনান্তে একটী রক্তপতাকা সঙ্গীত গান করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্থানীয় মজুরনেতা কমরেড গোপাল দত্ত অভিভাষণ পাঠ করেন। তারপর সভাপতির অভিভাষণ হয়। তিনি শহীদ কায়ুর কমরেডদের উদ্দেশ্য ও সংকল্পকে সফল করার জন্য আহ্বান জানাইলেন। তারপরেই মজুর প্রতিনিধি ও সমবেত মজুরদের সম্বোধন করিয়া বোঝাইলেন দেশরক্ষার জন্য উৎপাদন ক্ষেত্রে মজুর-শ্রেণীর স্বদেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য কি, কীভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্য দিয়াই মজুরশ্রেণী নিজশ্রেণীর দাবী এবং জাতীয় দাবী পূরণ করিয়া জয়লাভের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। ও কোম্পানী সরকারের নীতি—তাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থে পরিচালিত হওয়ায় দেশকে বাঁচানোর জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির পথে যে বাধা সৃষ্টি করিতেছে, সেই বাধাকে দূর করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে শ্রমিক শ্রেণীকে। তার জন্য শ্রমিকদের ইউনিয়নের মধ্যে সংগঠিত হইতে হইবে এবং তাদের এবং তাদের দাবীর পিছনে উৎপাদন নীতির উপর জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে।

সভাপতির অভিভাষণের পর বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মজুর নেতা কমরেড ইস্‌মাইল সহজ, নরম হিন্দীতে উৎপাদন নীতির ব্যাখ্যা করেন। পরে জেলার শ্রমিক নেতা কমরেড শিশির গাঙ্গুলী বক্তৃতা দেন। সম্মেলনে উৎপাদন সম্বন্ধে প্রস্তাব বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে গৃহীত হয়।

তেলিনীপাড়া—২৫শে এপ্রিল কমরেড আবদুর রেজাক খাঁর সভাপতিত্বে তেলিনীপাড়ায় ভদ্রত্রের মজুরদের উৎপাদন সম্মেলন হয়। সম্মেলনের জন্য প্রচার করিবার সময় মিল মালিক ও শ্রমিক স্বার্থের বিরোধী লোকেরা বিরুদ্ধ প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু এই বিরুদ্ধ প্রচার সত্ত্বেও সম্মেলনে যথেষ্ট মজুর সমবেত হইয়াছিল।

সম্মেলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া কমরেড শিশির গাঙ্গুলী বক্তৃতা করেন। তারপর উৎপাদন নীতি ব্যাখ্যা করিয়া বলেন কমরেড তুষার চাটার্জ্জি ও ট্রাম মজুর নেতা কমরেড জহির। মজুরদের দাবী আদায়ের পথ আজ স্বতন্ত্র নয়, দেশরক্ষার জন্য জনসাধারণের শক্তি ও সংহতির ভিতর দিয়াই মজুর-দাবী আদায় হবে। তাই দেশরক্ষার জন্য কাজেমী স্বার্থের বিরুদ্ধে মজুরের উৎপাদন প্রচেষ্টাকে জয়ী করিতে হইবে,উৎপাদন নীতির এই তাৎপর্য্য বক্তারা বুঝাইয়া বলেন। কমরেড জহির ট্রামওয়ে মজুরের সংগঠনের জোর ও তাদের সাফল্য বর্ণনা করিলে সমবেত মজুররা বিশেষ উৎসাহিত হইয়া উঠে। অতঃপর সভাপতি মহাশয় দেশরক্ষার দায়িত্ব মজুর-দের নিজেদের হাতে লইবার জন্য আহ্বান করেন। কমরেড লক্ষ্মী পাল একটী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্থানীয় মজুর-দের মাগ্‌গী ভাতা, বাস, কাজের নিম্নম প্রভৃতি বিষয়ের দাবী অবিলম্বে পূরণ করিবার জন্য প্রস্তাব করা হয়।

আমলাতন্ত্রের দমননীতি

বর্দ্ধমান—আনান্দলোল পুলিস গত ২৩শে এপ্রিল সকালবেলায় এক হিন্দি হাণ্ডবিল বিলি করার অপরাধে আসানসোলে কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙার, কমরেড বিজয়চন্দ্র পাল, কমরেড রমেশচন্দ্র দে, কমরেড মোহন, এবং স্থানীয় আরও তিনজন মজুর কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কাহারও জামীন পাওয়া যায় নাই। আগামী ৬ই মে মোকদ্দমার তারিখ।

ভবিশগঞ্জ—কমিউনিষ্টকর্ম্মী কমরেড দেবেন ভট্টাচার্য্যকে ১০৯ ধারায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মনিপুর—মণিপুরের বিখ্যাত নেতা ইবাতত সিংকে নিজের দেশ মণিপুরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইতেছে না। জাপানী ফ্যাসিষ্ট দস্যুরা যখন আমাদের উপর বোমা ফেলিয়া দেশের লোককে হত্যা করিতেছে, ও পাতিয়া আছে আমাদের দেশে ঢোকার জন্য, ঠিক সেই সময়ে যারা প্রাণপণে জাপানী দস্যুদের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করিতে পারে ইবাতত সিং তাদেরই একজন। এই ফ্যাসিষ্ট বিরোধী নেতার পক্ষে দরকার অবাধ চলাচলের অধিকার। আমরা চাই ফ্যাসিষ্ট বিরোধীদের জাপবিরোধী কাজ করার সম্পূর্ণ সুযোগ ও সুবিধা।

৫ই মে, ১৯৪৩] জনযুদ্ধ ৭

যুদ্ধের গতি

★ মে-ডে'তে ইটালিনের ঘোষণা
★ শীতের অভিযানে জার্ম্মাণদের প্রভূত ক্ষতি
★ ফ্যাশিষ্ট চক্রান্তকে ভাঙ্গো

কমরেড ষ্টালিনের বাণী

মে-দিবস উপলক্ষে কমরেড ষ্টালিন লালফৌজের উদ্দেশে যে উদ্দীপনাময়ী বাণী প্রচার করিয়াছেন তাহার বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে মস্কো হইতে বেতার সংবাদ আসিয়াছিল যে জার্ম্মানরা আবার নামে আক্রমণ চালাইবার জন্য নূতন নূতন সৈন্যসমাবেশ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বেতার বক্তা মনে করাইয়া দেন যে শীতের অভিযানে জার্ম্মানদের সাড়ে আট লক্ষ লোক মারা গিয়াছে, বড়ে তিন লক্ষ ঘোড়া হইয়াছে, ৫০৯০ এরোপ্লেন, ১,১৯০ ট্যাঙ্ক ও ২০,৩৬০ কামান খোয়া গিয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় শত্রুর শক্তি অনেক কমিয়াছে, সোভিয়েট দেশের অনেকটা শত্রুর হস্তগত থাকিলেও সোভিয়েটের শক্তি বাড়িতেছে।

লালফৌজের অপূর্ব্ব কৃতিত্বের উল্লেখ করিয়া ষ্টালিন বলিয়াছেন যে শত্রুর পতন শুধু যে অবশ্যম্ভাবী তাহা নয়, সে পতন শীঘ্রই ঘটিবে। গত ৫।৬ মাস যেভাবে শত্রুকে বিপর্য্যস্ত করা হইয়াছে এখন সেই রকম করিলে পশ্চিম দুই দিক হইতে হিটলারকে আঘাত করিলে ফ্যাসিষ্ট পশুর শিরদাঁড়া ভাঙিয়া যাইবে। লালফৌজ অসাধ্য সাধন করিয়াছে, সোভিয়েট নরনারী প্রাণপণে লালফৌজের সহযোগিতা করিয়াছে। সোভিয়েটের মিত্রেরা সম্প্রতি উত্তর আফ্রিকায় যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে, ইয়োরোপে ফ্যাশিষ্ট অধিকৃত নানাস্থানে যেভাবে বোমা ফেলা হইতেছে, সে-বিষয়ে ষ্টালিন বলেন যে পশ্চিম হইতে হিটলারকে চাপিয়া মারিবার উদ্যোগ শুরু হইয়াছে, এখন ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা হইলেই ফ্যাশিষ্টদের নাভিধান উঠিবে।

ফ্যাশিষ্ট চক্রান্ত চূর্ণ হইতেছে

সম্প্রতি জার্ম্মানী হইতে হিটলারের প্রধান অনুচরেরা যেন নেকাশের সুরেই কথা বলিতেছে। গোয়েবেল্‌স্ বলিয়াছে যে আপাতত যুদ্ধজয়ের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না, কিন্তু দেশ যদি জয়ের ভরসা হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে। এই ভাবে জার্ম্মান নেতারা দেশের লোককে একেবারে মরিয়া হইয়া বহুদিন লড়িবার জন্য তৈয়ার হইতে আহ্বান করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা চেষ্টা করিতেছে যাহাতে সোভিয়েটের মিত্রেরা সোভিয়েটকে ছাড়িয়া জার্ম্মানীর সঙ্গে একটা আপোষ বন্দোবস্ত করে, কিম্বা সোভিয়েট ইংরেজ আমেরিকানদের ছাড়িয়া হিটলারেরা সঙ্গে বোঝা পড়া করে। এ বিষয়ে ষ্টালিন পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন যে ফ্যাশিষ্টদের এ চক্রান্ত চূর্ণ হইয়াছে। হিটলারী সেনা যতদিন সম্পূর্ণ পরাজিত না হয়, হিটলারী জার্ম্মানী যতদিন বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ না করে, ততদিন শান্তি আসিবে না। কিন্তু হিটলারের হার আপনা-আপনি ঘটিবে না। যে দৃঢ়তা, যে রণকৌশল হারা লালফৌজ লড়িতেছে, তাহা সোভিয়েটের মিত্রদের দেখাইতে হইবে। সম্প্রতিকার ঘটনা হইতে আশা করা যায় যে শীঘ্রই ফ্যাশিষ্ট নিধনপর্ব্ব সমাপ্ত হইবে। মিলিত শক্তিসমূহের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ বাধাইবার যে দুরাশা ফ্যাশিষ্টরা করিতেছে, সে আশা একেবারে নষ্ট হইবে।

আমেরির অনাধিকার চর্চ্চা

ভারতসচিব আমেরি সাহেব নিজের কাজ ক্রমাগত ভণ্ডুল করিয়া এখন অনধিকার চর্চ্চায় ব্যস্ত আছেন। ভারতের জাতীয় দাবী সম্বন্ধে যেমন তিনি সম্পূর্ণ অচেতন, তেমনি বোধহয় লালফৌজের বিরাট কর্ম্মকাণ্ডের কথা ভগুলোকের পুরু কাণ ভেদ করিয়া তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। যে ধৃষ্টতা আমেরির ভারতের বিষয়ে প্রতি বিবৃতিতেই থাকে, সে-ধৃষ্টতা লইয়াই তিনি বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান যুদ্ধে পৃথিবীকে বাঁচাইয়াছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঐক্য! শুধু হাস্যকর সাম্রাজ্যদর্প দেখাইয়াই এই পুরুষ পুনব ক্ষান্ত হন নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে দ্বিতীয় ফ্রন্ট তো উত্তর আফ্রিকাতে খোলা হইয়াছে, এবং সেজন্যই লালফৌজের কাজ অনেকটা সহজ হইয়াছে।

কিন্তু ইংরেজ সরকার নাকি এ দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিতে চায় নাই, হিটলারই সেখানে লড়িবার চেষ্টা করিয়া উত্তর আফ্রিকার রণক্ষেত্রকে দ্বিতীয় ফ্রন্টের সামিল করিয়া তুলিয়াছে। এ বাক্‌বিতণ্ডার অর্থ কি বোঝা দায়। হিটলার যদি উত্তর আফ্রিকায় না লড়িত, তাহা হইলে তাহার সহিত একটা বোঝাপড়া অসম্ভব হইত না। এরকম ধরণের কথাই কি আমেরি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিতে চান? কিন্তু আমেরির মত সাম্রাজ্যবাদীর মনে যাহাই থাক্, হিটলারের মত তাহারও পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এমন কি, এরূপ বাক্‌জাল ছড়াইবার পর আমেরি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে অবশ্য আফ্রিকার পালা শেষ হইবার পর ইয়োরোপে লড়াই চালাইতে হইবে।

লালফৌজ বীরদর্পে লড়িতেছে

উত্তরে লেনিনগ্রাদ হইতে দক্ষিণে কুবান্ পর্য্যন্ত যুদ্ধ এখনও চলিতেছে। যুদ্ধের বেগ কখনও কম, কখনও বেশী। দুইপক্ষ আগামী গ্রীষ্মের জন্য তৈয়ার হইতেছে, কোথায় সৈন্য সমাবেশ করিয়া জোর কদমে অগ্রসর হওয়া যায়, ইহাই স্থির করার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু এ অবস্থাতেও লড়াই যে কম হইতেছে, তাহা নয়। ককেশসের পার্ব্বত্য অঞ্চলে দুই দিনের আকাশ যুদ্ধে জার্ম্মাণদের ১১৬টী এরোপ্লেন ধ্বংস করা হয়। নভোরসিস্ক্ বন্দরের কাছে লালফৌজের অগ্রগমন ঠেকাইবার জন্য শত্রু একটা বড় দরের পাল্টা আক্রমণ করে। ছয় দিনের যুদ্ধে সেখানে ৭০০০ শত্রুসৈন্য মারা গিয়াছে। কুবান্ অঞ্চলে যুদ্ধ চলিতেছে। দনেৎস্ নদীর কাছে শত্রু কিছুতেই তেমন সুবিধা করিতে পারে নাই। বিয়েলির দক্ষিণে লালফৌজ স্মোলেন্‌স্‌ক্ আক্রমণের তোড়জোড় চালাইতেছে, শত্রুর প্রভূত ক্ষতি করিতেছে। মস্কোর উত্তর পশ্চিমে কালিনিন্ অঞ্চলে মাঝে মাঝে উভয়পক্ষের শক্তি পরীক্ষা হইতেছে, দুইদিক হইতে কামান দাগা হইতেছে। আরও উত্তরে ভল্‌কভ্ অঞ্চলে ও লেনিনগ্রাদ অঞ্চলে লড়াই চলিতেছে। লালফৌজ সর্ব্বত্রই সিংহবিক্রমে লড়িতেছে। ভ্রূত্রেন, লাট্‌ভিয়াতে শত্রু-অধিকৃত সোভিয়েট দেশের প্রতি অঞ্চলেই গেরিলাযোদ্ধারা শত্রুর পরাজয়কে ক্রমেই নিশ্চিত করিয়া তুলিতেছে।

পশ্চিম ইয়োরোপে হিটলারের ফাঁদ

কিন্তু এখন সব চেয়ে প্রয়োজন আফ্রিকার পালা চুকাইয়া ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খোলা। বিজেরটা অঞ্চলে জার্ম্মাণদের দুই লক্ষ সৈন্য আছে। তাহাদের পক্ষে জাহাজ বা এরোপ্লেনে ইয়োরোপে পলাইয়া যাওয়া ক্রমেই শক্ত হইতেছে। ইংরেজ-আমেরিকান বাহিনীর পক্ষে ফরাসীদের সঙ্গে মিলিয়া এই দুই লক্ষ জার্ম্মাণকে হারাণো বিশেষ কষ্টসাধ্য হওয়া উচিত নয়। মেজেজ এলবার অঞ্চলে যুদ্ধ চলিতেছে। তিউনিসিয়ার মধ্য অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য জায়গায় মিত্রশক্তি জিতিতেছে। কিন্তু উত্তর আফ্রিকার প্রত্যেকটী ঘাঁটি হস্তগত না হওয়া পর্য্যন্ত ইয়োরোপে লড়াই শুরু করা চলিবে না, এমন কথা কেহ কাহাকে মাথার দিব্য দিয়া বলে নাই।

ইয়োরোপে হিটলারের ফাঁদ তৈয়ার হইতেছে। হিটলার ত্রস্ত হইয়া জাভেলিন্, কুইন্সলিং, লাভাল প্রভৃতি গুরুমহারদের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছে। ফিন্‌লাণ্ডের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা মানার হাইস্ সেনাপতির পদে ইস্তফা দিয়াছে বলিয়া গুজব রটিয়াছিল। জার্ম্মাণীতে কেবল বিদেশী শ্রমিকদের লাগাইয়া কারখানা চালু রাখিতে হইতেছে। এ সময় যথাসম্ভব শীঘ্র দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা হইলে হিটলার যে ফাঁদে পড়িবে, সেখান হইতে তাহার নিস্তার মিলিবে না, এতদিনের পুঞ্জীভূত অনাচারের শাস্তি তাহাকে পাইতে হইবে।

পোলিশ সরকারকে কে উস্কাইয়াছিল?

আমরা পূর্ব্বেই পাঠকদের জানাইয়াছি যে স্মোলেন্‌স্‌কের কাছে অনেক পোলিশ যোদ্ধাকে বন্দী করার পর মারিয়া সোভিয়েট কবর দিয়াছিল এ খবর জার্ম্মানী মারফৎ পাইয়া লণ্ডনস্থ পোলিশ সরকার এ বিষয়ে তদন্ত করার জন্য আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের কাছে আবেদন করিয়াছিল। খবরটা সর্ব্বৈব মিথ্যা। সোভিয়েট এ বিষয়ে একটা বিবৃতিতে জানায় যে পোলিশ সরকার ফ্যাশিষ্টদেরই কথা নির্বিচারে মানিয়া লইয়া সোভিয়েটের নামে এই কুৎসা রটাইয়াছে। তাহাদের মতলব যে এ উপায়ে ১৯৩৯ সালে পোলাণ্ডের যে অংশ সোভিয়েটের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, সে অংশ আবার পোলাণ্ড ফিরিয়া পাইবে। সোভিয়েটের কুৎসা করিয়া একরাম ভয় দেখাইয়া কাজ হাসিল করার এ চেষ্টাকে সোভিয়েট ঘৃণা করে। পোলিশ সরকারের সঙ্গে তাই সোভিয়েটের সম্পর্ক আপাতত ছিন্ন করা হইয়াছে।

পোলিশ সরকারের আড্ডা হইতেছে লণ্ডন। তাই অনেকেই ভাবিলেন যে চার্চ্চিল সরকার এ ব্যাপারে পোলিশ সরকারকে সমর্থন করে। সুতরাং এ ব্যাপার নিয়ে সোভিয়েটের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের বন্ধুত্ববন্ধন শিথিল হওয়ায় আশঙ্কাও অনেকে করেন।

অবশ্য চার্চ্চিলের মন্ত্রিসভায় প্রচণ্ড সোভিয়েট-বিরোধীর অভাব নাই। কিন্তু ইংরেজ জনমতকে অগ্রাহ্য করিবার সাহস কাহারও নাই। সোভিয়েটের বিরুদ্ধে এ হীন চক্রান্ত পরাজিত হইতে চলিতেছে। পোলিশ সরকার অনেকটা 'তোবা, তোবা' বলিতে বাধ্য হইয়াছে। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের কাছে যে আবেদন গিয়াছিল, তাহা বাতিল হইয়াছে।

খুব সম্ভব এ বিষয়ে আরও আলোচনার জন্য লিট্‌ভিনফ আমেরিকা থেকে মস্কোতে ফিরিতেছেন। পোলিশ সরকারে ফ্যাশিষ্টবন্ধু যাহারা আছে, তাহাদের এখনই পদচ্যুত করা মিলিত জাতি-সমূহের স্বার্থে ই নিতান্ত প্রয়োজন।

পোলিশ সরকারকে যাহারা সোভিয়েটের বিরুদ্ধে উস্‌কাইয়াছিল, জনশক্তি সময় আসিলে তাহাদের শাস্তি দিবে।

জাপানী যুদ্ধের খবর

আমাদের ঘরের কাছে যে লড়াই চলিতেছে, তাহার কথা একটুও ভুলিলে চলিবে না। সম্প্রতি একজন সামরিক মুখপত্র বলিয়াছেন যে এদেশ আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা এখন অনেক কম। কিন্তু বার্ম্মার লড়াই যে একেবারেই আশানুরূপ হয় নাই তাহা তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হন। অষ্ট্রেলিয়া হইতে বার বার খবর আসিতেছে যে জাপান টিমর হইতে রাবাউল্ পর্য্যন্ত এতগুলি ঘাঁটি দখলে রাখিয়াছে যে যে কোন সময় অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণ সম্ভব। পূর্ব্ব ভূখণ্ডে জাপান আজ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, সে অবস্থায় তাহাকে হটাইতে হইলে শুধু একটু আধটু আত্মবিশ্বাসমূলক লড়াই যথেষ্ট নয়। সেজন্য চাই জাতীয় সরকারের সাহায্যে ভারতবর্ষের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া, সেজন্য চাই বার্ম্মার অধিবাসীদের স্বাধীনতার আশ্বাস দিয়া তাহাদেরই সাহায্যে জাপানকে খেদাইয়া চীনে সরবরাহ পৌঁছানো, চাই অন্যান্য জাপ-অধিকৃত দেশে জনগণের সমর্থনে সংগ্রাম চালানো। সাম্রাজ্যবাদীরা যতই বলুক্ যে যথা সময়ে সব ঠিক্ হইয়া যাইবে, সবদেশের জনগণ স্তোকবাক্যে ভুলিবে না, নিজের শক্তিতে, নিজেদের ঐক্যবলে আজকের বিশ্বব্যাপী জনযুদ্ধে তাহারা জয়ী হইবে।

★আলোসার গেরিলা শিক্ষাশিবির★

**একটি গেরিলা শিবির। সেখানে বসিয়া পরস্পরের আলাপ আলোচনা শুনিতেছিলাম। গেরিলাদের সেনাপতি পঞ্চকেশ বৃদ্ধ কমরেড আলোসা গেরিলা যুদ্ধের কায়দা কানুন সম্বন্ধে বক্তৃতা দ

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

নূতন মন্ত্রীত্ব সম্বন্ধে আলোচনা

(২ পাতার শেষাংশ)

কমিউনিষ্ট পার্টির বিবৃতি

ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির পক্ষ হইতে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি এম-এল-এ নিম্নরূপ বিবৃতি দিয়াছেন :—স্যার নাজিমুদ্দিন নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন ও লাট সাহেব ৯৩ ধারা প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। একথা প্রত্যেক স্বদেশপ্রেমিকই স্বীকার করিবেন যে পুরাতন আমলাতান্ত্রিক শাসন অপেক্ষা 'যে কোন দল কর্তৃক গঠিত জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা অনেক ভাল। বর্ত্তমান সঙ্কটময় মুহূর্ত্তের একমাত্র দাবী সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা যদি আসল কংগ্রেসের সমর্থন লাভ করিতে অসমর্থ হন, তবে উহাকে ইউরোপীয় দলের উপর নির্ভর করিতে হইবে। নাজিম মন্ত্রিসভার দুর্ব্বলতা এইখানে এবং এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া আমলাতন্ত্র উহাকে বশে রাখিবার চেষ্টা করিবে। এই কাজে যদি আমলাতন্ত্র কৃতকার্য্য হয় তবে বাংলার খাদ্য, আশ্রয় ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রভৃতি সমস্যাগুলির অবস্থা যথাপূর্ব্বং তথা পরংই রহিয়া যাইবে। হক মন্ত্রিমণ্ডলীর পতনের প্রধান কারণ এই যে উহার পিছনে জনগণের ও সর্ব্বদলের সমর্থন ছিল না। নাজিম মন্ত্রিসভাও যদি সর্ব্বদলের সমর্থন লাভের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা না করেন, তবে উহার দশাও পূর্ব্বেকার মন্ত্রিসভারই অনুরূপ হইবে। স্যার নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহার মন্ত্রিসভা জনসাধারণের খাদ্য, উপযুক্ত এ-আর-পি, ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রসার ও চাষী শ্রমিকের অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবেন। স্যার নাজিমুদ্দিন যদি আমলাতন্ত্রের নিকট হইতে বাধা পাওয়া সত্বেও এই কার্য্যগুলি পূর্ণ করিবার জন্য অগ্রসর হন, তিনি নিশ্চয়ই হিন্দু-মুসলমান সকলের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন। এই কার্য্য সাধনে কৃতকার্য্য হইবার একমাত্র উপায় লীগ-কংগ্রেস মৈত্রীর উপর ভীত্তি করিয়া সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন এবং ইহার জন্য সর্ব্বরকমের বাধা অতিক্রম করিতে হইবে। যদি কংগ্রেস ও লীগ তাহাদের মধ্যেকার সাময়িক অনৈক্য ভুলিয়া গিয়া পরস্পর একত্রিত হয় তবেই জনসাধারণ খাদ্য পাইবে, দেশরক্ষায় সুযাবস্থা হইবে ও ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রসারতা লাভ করিবে। আমরা তাই হিন্দু-মুসলমান সকলের নিকট আবেদন জানাইতেছি যে তাঁহারা যেন মন্ত্রিত্বের প্রশ্ন লইয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে বাড়াইয়া না তোলেন বরং খাদ্য, দেশরক্ষা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস-লীগ মৈত্রী সম্পাদনের চেষ্টা করেন। অত্যাবশ্যকীয় দাবীগুলির জন্য অবিচ্ছিন্ন আন্দোলন, গণসংগঠন ও সম্মিলিত কার্য্যের ফলেই সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের বাধাগুলি অপসারিত হইবে ও আমলাতন্ত্রের দানবের হাত হইতে ইহাকে রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে। এই সমস্যা শুধু বাঙ্গলার নয়, ইহা সর্ব্বভারতীয় সমস্যা। বাঙ্গলাতে যে আজও আমরা সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারিতেছি না তাহার কারণ আজও সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে কংগ্রেস-লীগ মৈত্রী সাধিত হয় নাই। কিন্তু ঐ মৈত্রী সাধনের সম্ভাবনা দিন দিনই উজ্জ্বলতর হইতেছে। গান্ধীজীর চিঠি ও জিন্না সাহেবের বক্তৃতা আমাদের মধ্যে নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছে। বাঙ্গলায় নব মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া কংগ্রেসের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য লীগকে উদ্যোগী হইতে হইবে। মন্ত্রিত্ব লইয়া বিসম্বাদকে আর বাড়িতে দেওয়া হইবে না বরং কি ভাবে বর্ত্তমান অনৈক্য দূর করিয়া ঐক্য সাধন করা যায় তাহার জন্যই কাজ করা আজ সকল দলের কর্ত্তব্য হইবে।

রেশনিং। জনগণের খাদ্য কমিটির সহযোগিতায় মূল্য নিয়ন্ত্রণ, সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ এবং রেশনিং এর ব্যবস্থা আরম্ভ করা হয় নাই বলিয়াই চোরাবাজার বন্ধ হয় নাই এবং সে ব্যবস্থা যতক্ষণ না হইবে ততক্ষণ চোরাবাজার বন্ধ হইবে না।

চোরাবাজারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি লুঠতরাজ। জনসংগঠনের সহযোগিতা পাইলে ঠেলিয়া খাদ্য ব্যবস্থা করার ফলে চোরাবাজারের জন্ম।

চোরাবাজার তুলিয়া দাও, যথেষ্ট সংখ্যায় খাদ্যের দোকান খোলো, জনগণের খাদ্যকমিটির সাথে সহযোগিতা করিয়া সরবরাহের ব্যবস্থা কর। এই দাবী পূরণের জন্য কংগ্রেস ও লীগের ঐক্য চাই।

সকল দলের মিলিত খাদ্য কমিটি ও খাদ্য সম্মেলন হইতে এই দাবী বাংলার দিকে দিকে সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হউক।

'জনযুদ্ধে'র দাম আপাততঃ বাড়িল না

ইতিপূর্ব্বে আমরা জানাইয়াছিলাম যে এই মাস হইতে 'জনযুদ্ধের' দাম দু-আনা হইবে। কিন্তু বিভিন্ন জায়গার কমরেডদের কাছ হইতে দাম বাড়ায় অসুবিধা হইবে শুনিয়া আমরা আপাততঃ দাম বাড়াইলাম না। কিছুদিন এইভাবে চালাইয়া আমরা দেখিব যে আয়-ব্যয়ের হিসাব কিরূপ দাঁড়ায়। তারপর দাম সম্বন্ধে ঠিক করা হইবে।

★ ★ ★

ট্রাম-মজুর সম্বন্ধে 'যুগান্তর' ও 'অমৃতবাজার'

কলিকাতার রাজাবাজার অঞ্চলে ট্রামযাত্রীদের সঙ্গে ট্রাম কণ্ডাক্টারদের যে সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে ট্রাম-মজুর ইউনিয়ন হইতে একটী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, এরূপ ঘটনা অত্যন্ত দুঃখের এবং ব্যাপারটী যতই ব্যক্তিগত হউক না কেন, কোনো ঘটনার ভিতর দিয়াই ট্রাম-মজুরদের সঙ্গে জনসাধারণের অসদ্ভাব গড়িয়া উঠুক ইহা ইউনিয়ন চায় না, বরং জনস্বার্থের দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব রাখিবার জন্যই ইউনিয়ন সচেষ্ট। এই বিবৃতি প্রকাশ হইবার পর 'যুগান্তর'ও'অমৃতবাজার' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই ঘটনাটীকে উপলক্ষ্য করিয়া যে সব মন্তব্য করা হইয়াছে তাহাতে আমরা বিস্মিত হইলাম। ঘটনাটী ঘটিয়াছে আকস্মিকভাবে এবং ব্যক্তিগত কারণে। কিন্তু এই পত্রিকা দুইটী এই ঘটনার জের টানিয়া লইয়া গিয়াছেন অনেকদূর। ট্রাম-মজুর ইউনিয়ন, ট্রামধর্ম্মঘট, ট্রাম-মজুরের দাবীর পিছনে কলিকাতাবাসীর সমর্থন ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা করিয়া তাঁরা এই ইঙ্গিতই করিয়াছেন যেন ট্রাম-মজুর ইউনিয়নের উপরই এই ঘটনার দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। এবং এই উপদেশও দিয়াছেন যে এরূপ ঘটিলে জনসাধারণের সমর্থন ট্রাম মজুরগণ হারাইবে।

এইরূপ ঘটনার সঙ্গে ট্রাম মজুর সংগঠনের সম্বন্ধ যে থাকিতে পারে না, তাহা স্বল্পবুদ্ধির লোকও বুঝে। বিশেষতঃ ট্রাম ইউনিয়নের বিবৃতির পর জনসাধারণের মনে ভুল ধারণার সম্ভাবনা নাই। তাই, পত্রিকা দুইটীর মন্তব্যে ট্রাম-মজুরের বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া উঠিবার যত উপকরণই থাকুক না কেন, তাহাতে কোনো ফল হইবে না। কিন্তু আমরা ভাবিতেছি—পত্রিকা দুইটী এই সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিয়াছেন কি নিতান্ত সাংবাদিক বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়াই, না ইহার পিছনে অন্য কিছু কারণ আছে?

কমরেড আলোসার গেরিলা শিক্ষাশিবির

(৭-এর পাতার শেষাংশ)

সেখানে তিনি তাহার নিজ বক্তাবলির বৈশিষ্ট এবং পরিষ্কার কারদার গেরিলা যোদ্ধাদের নিকট নানা বিষয়ে বক্তৃতা দেন এবং তাহাদের হাতে কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

একদিন কমরেড আ.লোসা তাহার ছাত্রদের লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছেন। তখন একদল জার্ম্মাণ সৈন্যকে ঐ দিকে আসিতে দেখা গেল। তিনি তখনই তাহার লোকদের সতর্ক করিয়া দেন যে তাহারা গুলী ছোড়ার সঙ্কেত না পাওয়া পর্য্যন্ত যেন গুলী না ছোড়ে। জার্ম্মানরা ২০ গজের মধ্যে আসিয়া পড়ে, আরও জার্ম্মাণ আসিতেছে। আলোসা কিন্তু তখনও চুপ করিয়া আছেন। তখন জার্ম্মাণদের একটি অশ্বারোহী দলকে আসিতে দেখা গেল। এই বার আলোসা তাহার সঙ্কেত জানাইলেন—গেরিলারা গুলি ছুড়িতে সুরু করিল। অনেক জার্ম্মাণ অশ্বারোহী ঘায়েল হইল···আলোসা তাহার ছাত্রদের উন্নতিতে খুসী।

কি করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া পড়া যায়, খবরাখবরের ব্যবস্থা কি করিয়া ধ্বংস করিতে হয়, হাত বোমা ও আগুনের বোতল কি করিয়া ব্যবহার করিতে হয় এবং কি করিয়া মাইন পাতিতে হয়—এসম্বন্ধে অনেক কিছু তাহারা অল্প সময়ের মধ্যেই শিখিল।

আলোসা তাহার অতীত দিনের অভিজ্ঞতার অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প বলিয়া ছাত্রদের উৎসাহিত রাখিতেন এবং শিক্ষা দিতেন। একদিন দূরের প্রাচ্যের একটি ঘটনার কথা তিনি তাহার ছাত্রদের শুনাইতেছিলেন: "প্রায় ত্রিশজন হোয়াইট গার্ড একটা গ্রামে আসিয়া থামে। তাহাদের সেনাপতি এই মনে করিয়া নিশ্চিন্ত বিশ্রাম নিতে থাকে যে দুর্ভেদ্য বাধা ডিঙাইয়া কয়েকজন গেরিলারা তাহাদের কিছু করিতে পারিবে না। কিন্তু ঐ গ্রামে ঢুকিবার একটি গোপন পথ গেরিলাদের জানা ছিল। তাহাদের একটি ছোট দল গ্রামে ঢুকিয়া পড়ে, অনেক হোয়াইট গার্ডদের নিহত করে এবং তাহাদের ঘোড়াগুলি কাড়িয়া লয়। উহাদের সেনাপতি পালাইয়া প্রাণ বাঁচায়।

এই কাহিনী শুনার পর দিনই একটি গেরিলা যোদ্ধা খবর আনে যে "এন" নামক একটি গ্রামে প্রায় ১০০ জন জার্ম্মাণ সৈন্য আসিয়াছে এবং কমরেড আলোসাকে জিজ্ঞাসা করে যে এক্ষেত্রে তাহারা সুদূর প্রাচ্যের হোয়াইট গার্ডদের বিরুদ্ধে তাহার সেই অভিজ্ঞতা কাজে খাটাইতে পারে কি না? বনের ভিতর দিয়া গ্রামে ঢুকিয়া জার্ম্মাণদের আক্রমণ করা যায় কি না?

উৎসাহে আলোসার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। তিনি উত্তর দিলেন—তাহা করিতে সম্ভব পারিলে খুবই ভাল শেষপর্য্যন্ত ঐরূপই ঘটিয়াছিল। গেরিলারা গ্রামে ঢুকিয়া পড়ে এবং জার্ম্মাণ দলটিকে হাত বোমা এবং আগুনের বোতল দিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়ে।

কমরেড আলোসা অতীতে নিজ বীরত্বের জন্য "অর্ডার অফ দি রেড ব্যানার" এবং এবার জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে বীরত্বের জন্য "অর্ডার অফ লেনিন"—এই সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। (ফেটেন্স)

জনযুদ্ধের এজেণ্টদের প্রতি

(১) চেক কিংবা ড্রাফ্‌ট পাঠাবার সময়ে শুধু Pay Janayuddha লিখবেন, Pay the manager Janayuddha লিখবেন না। "জনযুদ্ধ"-এর ইংরেজী বানান কিছুতেই ভুল লিখবেন না, এখানে যে-বানান দেওয়া হলো ঠিক সেই বানানই লিখবেন। বারে বারে বলে দেওয়া সত্ত্বেও আপনাদের মধ্যে অনেকেই ভুল বানান লিখে আমাদের বিপদে ফেলছেন। বানান ভুল লিখলে ব্যাঙ্ক থেকে কিছুতেই টাকা তোলা যায় না।

(২) চেক কিংবা ক্যাশ্‌ ড্রাফ্‌ট সর্ব্বদা কলকাতার কোনো ব্যাঙ্কের নামে পাঠাবেন। কোনো অবস্থাতেই মফস্বলের কোনো ব্যাঙ্কের চেক্ পাঠাবেন না।

ম্যানেজার, জনযুদ্ধ

ট্রাম-মজুর ইউনিয়নের বিবৃতি

কলিকাতা ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ হইতে কমরেড কিশান দানগুপ্ত ও সুধীন বর্ধন নিম্ন লিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন—

১লা মে'র কাগজে আমরা দেখিলাম যে ৩০শে এপ্রিল রাজাবাজার ট্রাম ডিপোসমূহে ট্রামকণ্ডাক্টার ড্রাইভার ও যাত্রীদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ৬জন যাত্রী আহত হইয়াছে এবং হাসপাতালে আহতদের মধ্যে একজন মারা গিয়াছে। এই সংবাদের মধ্যে কিছু ভুল রহিয়া গিয়াছে। আমরা দুইজন ইউনিয়নের পক্ষ হইতে ক্যাম্পবেল হাসপাতালে গিয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে কেহই মারা যায় নাই এবং ৬জন যাত্রী ও ১জন কণ্ডাক্টর আহত হইয়াছে। আহত ব্যক্তিরা ধীরে ধীরে সুস্থ হইতেছেন—ইউনিয়নের পক্ষ হইতে তাহাদের শুশ্রূষার সমস্ত ভার গ্রহণ করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সভাপতি পরিষদ

নিম্নলিখিত কমরেডগণ আগামী বৎসরের জন্য প্রাদেশিক কৃষক সভার সভাপতি পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

১। কমরেড মুজফ্‌ফর্‌ আহমদ
২। " বঙ্কিম মুখার্জি
৩। " মহম্মদ দানেশ
৪। " প্রমথ ভৌমিক
৫। " সৈয়দ নৌশের আলি

বেঙ্গল বেণ্টিং মিলে গোলমাল

গত ১৭ই এপ্রিল বেঙ্গল বেল্‌টিং মজুর ইউনিয়নের এক সভায় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মজুরের কতগুলি দাবী স্থির করা হয় এবং ইউনিয়ন সম্পাদক মিল কর্ত্তৃপক্ষের কাছে সেই দাবীগুলি পেশ করেন। কিন্তু দেখা যায় যে কর্ত্তৃপক্ষ মজুরদের দাবী পূরণ করিবার বদলে ইউনিয়ন সম্পাদককে কাজ হইতে বরখাস্ত করেন। ইহাতে মজুরদের মধ্যে উত্তেজনা আসে এবং হরতালের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ইউনিয়ন সম্পাদক মজুরদের শান্ত করিয়া কাজে যাইতে পরামর্শ দিতেছিলেন। এমন সময় কর্ত্তৃপক্ষের কয়েকজন লোক আসিয়া নাকি তাঁহাকে মারধোর করে। কিন্তু তাহার পরও যাহাতে হরতাল না হয়, তার জন্য তিনি মজুরদের বুঝাইতে থাকেন। অবস্থা খারাপ হইতেছে দেখিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে কমরেড শিশির গাঙ্গুলি কর্ত্তৃপক্ষের কাছে মিটমাটের জন্য যান। কিন্তু তাহারও কোনো ফল হয় না। পরে মজুরদের তরফ হইতে গণদরখাস্ত দেওয়া হয়, তাহাও বিফল হয়। পরে ২৯শে তারিখে মিল গেটের সামনে যখন ইউনিয়ন সম্পাদক মজুরদের সহিত কথা বলিতেছিলেন, তখন আবার নাকি তাঁহাকে মারপিট করা হয়। মজুররা প্রতিবাদে হরতাল করিবার জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তবু ইউনিয়নের কর্ম্মীদের চেষ্টায় হরতাল হইতে পারে নাই। মিল গেটে পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে। কিন্তু মজুররা তাহাতে ভীত না হইয়া অন্যান্য মিলের মজুরদের ও জনসাধারণকে তাদের দাবীর পিছনে একতাবদ্ধ করিতেছে, যাহাতে সকলের একতার চাপে কর্ত্তৃপক্ষ তাদের দাবী পূরণ করিতে বাধ্য হয়।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম,এল,এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটীর সাপ্তাহিক পত্র

প্রতি সংখ্যা ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪॥০, ৬ মাস ২॥০, ৩ মাস ১।০

২য় বর্ষ ● বুধবার, ১২ই মে ১৯৪৩, ২৮শে বৈশাখ ১৩৫০ ● ৩য় সংখ্যা

★ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে ★

শ্রীস্বেন মুখার্জী

রবিবার, ২৫শে বৈশাখ, ছিল রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। এদিন কখনও বাঙালী ভুলবে না। যতদিন বাংলাভাষা থাকবে, ততদিন আমরা রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করব, প্রণাম জানাব। রবীন্দ্রনাথ চিরঞ্জীব।

নাম-করা ধনীবংশে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অভিজাত শ্রেণীর কবি নন্, শুধু শিক্ষিত মধ্যবিত্তদেরই যে তাঁর লেখা উপভোগ করবার দখলী স্বত্ব আছে, তাও নয়। তিনি আমাদের দেশের জাতীয় মহাকবি।

যে সামাজিক পরিবেষ্টনে রবীন্দ্রনাথের জীবন কেটেছিল, সে পরিবেষ্টনের প্রভাব তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ করতে পারে নি। তাঁর রচনার সর্ব্বস্তরেই লাঞ্ছিত, বঞ্চিত জনসাধারণের প্রতি সহজ, সতজ সহানুভূতি তাই লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য সে সহানুভূতির প্রকাশ ভঙ্গীতে প্রকার ভেদ যথেষ্ট আছে। কিন্তু বিশেষ করে তাঁর শেষ জীবনে তিনি যা লিখে গেছেন, তার তুলনা বিশ্বরবী-মার্কামারা অনেক কবির লেখাতেও মেলে না। ১৯৩৫ সালে সোভিয়েট দেশে গিয়ে যে নতুন জগতের সন্ধান তিনি পান্, তার প্রভাবও তাঁর লেখায় সুস্পষ্ট। আর সারা-জীবন সাম্রাজ্যবাদের ক্রূর মূর্ত্তি দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি যা লিখে গেছেন, ভাষার তন্ত্রীতে তার তুলনা সত্যই নেই।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে তিনি লেখেন তাঁর বহুবিখ্যাত কবিতা—"এবার ফিরাও মোরে"। দেশের সর্ব্বব্যাপী দৈন্য দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি বলেছিলেন—"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই। চাই মুক্ত বায়ু—চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু—সাহসবিস্তৃত বক্ষপট"। জাতিকে কাব্যরূপেও আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন—

এই সব মূঢ়, ম্লান, মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শুষ্ক, শ্রান্ত, ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে,
মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির, একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনই জাগিবে তুমি, তখনই পলাইবে ধেয়ে।

আমাদের মজুর কিষাণ আজ আর মূঢ়, ম্লান, মূক মুখে অর্থবানদের কৃপা ভিক্ষা করে না। কিন্তু নিশ্চয়ই কবির বাণী তাদের আশা দেবে, উৎসাহ দেবে, ঐক্যের বলে মুক্তিপথে অগ্রসর হবার অনুপ্রেরণা দেবে।

অত্যাচার ও অত্যাচারীকে ঘৃণা তিনি চিরকাল করে এসেছেন। "অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে"—এ কবির কথা। অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর ইংরেজের খেতাব প্রত্যাখ্যান করতে তিনি সঙ্কোচ করেন নি। আবার বন্ধুতার সুযোগ নিয়ে জাপানী কবি নোগুচি তাঁকে জাপানী ফ্যাসিজমের বাহবা করতে আহ্বান করায় ফ্যাশিজমের প্রতি তাঁর নিদারুণ ঘৃণা অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করতে ইতস্ততঃ করেন নি। জীবনের শেষ বৎসরে সাম্রাজ্যবাদের পুঞ্জীভূত অপকর্ম্মকে কশাঘাত করে যে পত্র তিনি লিখেছিলেন, তাও আমরা কখনও ভুলব না।

সোভিয়েট দেশে যে পৃথিবীর "সব চেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞ" তিনি দেখে আসেন, তার বৃত্তান্ত মিলবে তাঁর "রাশিয়ার চিঠিতে।" "সোনা যায় হিমোরোপের কোনো কোনো তীর্থস্থানে দৈবকৃপায় এক মুহূর্ত্তে চিরপঙ্কু তার লাঠি ফেলে এসেছে—এখানে তাই হোলো। দেখতে দেখতে খুঁড়িয়ে চলবার লাঠি দিয়ে এরা ছুটে চলবার রথ বানিয়ে নিচ্ছে—পঙ্গুদিকের অধম যারা ছিল, তারা বছর দশেকের মধ্যে হয়ে উঠেছে রথী। মানবসমাজে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাদের বুদ্ধি যখন, তাদের হাতে হাতিয়ার যখন।"

এদেশ সম্বন্ধে এমনি কথা কবে আমরা বলতে পারব, এ চিন্তা রবীন্দ্রনাথকে শেষজীবনে ব্যাকুল করেছিল। দেশে ফিরে তাই তিনি লেখেন—

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ? তুমি কি বেসেছো ভালো?

যখন চরম অত্যাচারের পূর্ণ প্রকাশরূপে জঘন্য ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হল, তখন তিনি মুক্তকণ্ঠে তার নিন্দা করলেন। হিটলার-মুসোলিনিকে যখন পশ্চিমী গণতন্ত্র সাহায্য করছিল, তখন রোষদীপ্তস্বরে তিনি বলেন—"একদিকে স্পর্দ্ধিত ক্রূরতা মত্ততার নির্লজ্জ হুঙ্কার, অন্যদিকে ভীরুতার ধিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ"—"এদিকে দানবপক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণী নদী পার হতে যন্ত্র পক্ষ হুঙ্কারিয়া নর মাংস ক্ষুধিত শকুনি, আকাশেরে করিল অশুচি। মহাকাল সিংহাসনে সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও শক্তি দাও মোরে, কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী কুৎসিত বিভৎসা পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন।"

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে দেশের মজুর-কিষাণের অপরাজেয় শক্তির আবাহন করে তিনি অনবদ্য কাব্য লিখে যান। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি আমাদের বলেছিলেন আত্মশক্তিতে নির্ভর করতে। "ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে, মোদের তত বাঁধন টুটবে", এ আশ্বাস দিয়েছিলেন। জীবনের শেষভাগে ফ্যাশিষ্ট শকুনির করাল আবির্ভাব দেখে তিনি বললেন—"বিদায় নেবার আগে তাই, ডাক দিয়ে যাই, দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে,
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।"

রবীন্দ্রনাথের এ আহ্বান বাঙালী কখনও ভুলবে না। ফ্যাসিজমকে ধ্বংস করে, সাম্রাজ্যবাদের শিকলকে বিকল করে, স্বাধীন আমরা হব'ই। আর বলব, যুগ যুগ ধরে বলব, "হে কবি, হে শুভ্র, তোমার শিক্ষা শিরোধার্য্য করে মুক্তির পথে আমরা অগ্রসর হয়েছি।"

● সংকট হইতে দেশকে বাঁচাইতে ●

বাংলার মেয়েরা আগাইয়া আসিল

২২ হাজার মেয়ের বিরাট সংগঠন

৮ই মে। বাংলার নারী আন্দোলনের ইতিহাসে ইহা এক স্মরণীয় দিন। বোমা বিধ্বস্ত চট্টগ্রাম হইতে সুরু করিয়া মেদিনীপুর পর্য্যন্ত, রংপুর হইতে সুরু করিয়া ২৪ পরগণা পর্য্যন্ত—গোটা বাংলার ২১টি জেলার একশতেরও উপর প্রতিনিধি আসিয়া কলিকাতায় মিলিত হইয়াছেন। সারা বাংলার মেয়েদের নিজেদের সম্মেলন—প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বসিল। বাংলার নারী আন্দোলনে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। শুধু সম্মেলনই নয়, এই সম্মেলনের মধ্য দিয়া বাংলার মেয়েদের নিজস্ব স্বতন্ত্র গণ-প্রতিষ্ঠানের প্রাদেশিক কেন্দ্র গঠিত হইল। সারা বাংলার জিলায় জিলায় নারী আন্দোলন যে নূতন পথে অভিযান সুরু করিয়াছিল তাহাই প্রদেশব্যাপী একটি কেন্দ্রীয় গণপ্রতিষ্ঠানে—প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে রূপ পাইল।

ওভারটুন হলটি ভরিয়া গিয়াছে। একশত জন প্রতিনিধি ও প্রায় চারশত মেয়ে দর্শক উপস্থিত হইয়াছেন। শুধু মধ্যবিত্ত মেয়েরাই নন, মজুর মেয়েরা ও বস্তী অঞ্চলের গরীব মেয়েরাই সংখ্যায় প্রায় অর্দ্ধেক। জিলার প্রতিনিধিদের মাঝে কৃষক মেয়েরাও। নারী আন্দোলন আজ শুধু মধ্যবিত্ত মেয়েদেরই জাগায় নাই, কৃষক, মজুর ও বস্তীমেয়েদেরও জাগাইয়াছে। তাঁহাদের বলিষ্ঠ হাত আন্দোলনকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে।

ছোট হলটি পোষ্টার ও ছবিতে সুন্দর করিয়া সাজানো। মেয়েরাও খাদ্যসংকটের সমাধানে পা বাড়াইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাঁহারা জাপদস্যুদের রুখিবেন, নেতাদের মুক্তি চেষ্টায় আগাইবেন, দেশের সমস্ত দলের মিলনে অগ্রনী হইবেন—পোষ্টারে সেই কথাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সোভিয়েট নারী কেমন করিয়া বিষনারী মুক্তির লড়াই চালাইতেছে—সে আদর্শ বাংলার নারীকেও অনুপ্রাণিত করিয়াছে—তাহারই সুন্দর ছবি সাজানো। ওদিকে একটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। আজিকার এই প্রথায় চরকা, তাঁত, শট্‌, রেড়ীর তেল প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী প্রবর্ত্তনের জন্য আত্মরক্ষা সমিতি জেলায় জেলায় সচেষ্ট হইবেন—প্রস্তাবে ইহাই বলা হইল। নারীরা যে সামাজিক ও আর্থিক পরাধীনতার দুর্ব্বিসহ বোঝা মাথায় বহিয়া বহুযুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছেন, আজ সময় আসিয়াছে সে বন্ধন কাটাইয়া পুরুষের সাথে তাঁহাদেরও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার—একটি প্রস্তাব ইহা বলা হইল। প্রস্তাব পেশ করিলেন অর্পণা দেবী। দেশের রাজনীতিক সমস্যা হইতে মেয়েরাও দূরে থাকিতে পারেন না। জাপানী বোমা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, খাদ্য-বস্ত্র সমস্যার সমাধান করিতে হইলে, মুসলিম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার মানিয়া কংগ্রেস লীগ মিলনের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার গঠন যে আশু প্রয়োজন—সে সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব পেশ করিলেন কল্যাণী মুখার্জী ও সমর্থন করিলেন ঢাকার নিবেদিতা চৌধুরী। সোভিয়েট বীরদের অভিনন্দন জানাইয়া ও দ্বিতীয় ফ্রন্টের দাবী করিয়া প্রস্তাব পেশ করিলেন হুধা রায়।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির একটি কার্য্যকরী কমিটি গঠিত হইল। তাহাতে থাকিলেন :—ইন্দিরা দেবী (সভানেত্রী), মিসেস্ ডি, এম, বসু (সহ সভানেত্রী), এলারীজ (সম্পাদিকা), অমিয়া দেবী (সহঃ সম্পাদিকা) মনিকুন্তলা সেন।

সম্পাদকীয়

★বাংলার মজুর সংগঠনের দায়িত্ব★

নাগপুরে এবার যে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন হইল, তার সামনে ছিল দুই প্রধান দায়িত্ব। প্রথম—দেশরক্ষার জন্য জাতীয় সংকট সমাধান করার দায়িত্ব মজুর শ্রেণীকেই সব চেয়ে বেশী বহন করিতে করিতে হইবে, সেই রাজনীতিক দায়িত্বে মজুর শ্রেণীকে পরিচালনা করা। দ্বিতীয়—ট্রেড ইউনিয়নকে সকল মজুরের একমাত্র গণ-প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া তোলা এবং তার জন্য ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সকল মজুরের দৃঢ় একতা প্রতিষ্ঠা করা, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে সকল মজুরের শক্তি সংহত করা। এই দুই দায়িত্বই নাগপুর অধিবেশন পালন করিয়াছে।

সম্মেলনে খাদ্য ও মজুরের মাগ্গী ভাতা সম্বন্ধে সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে আজ দেশের সবচেয়ে ব্যাপক যে সমস্যা, খাদ্য-সংকট, তাহার সমাধানের জন্য সকল দল একতাবদ্ধ হইয়া দায়িত্ব লইতে অগ্রসর। বাংলার অবস্থা সবচেয়ে বেশী সংকটজনক। সম্মেলন তাই বাংলার মজুরদের সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছে। বাংলায় মজুরদের জন্য এ-আর-পি ব্যবস্থা ও চটকল মজুরদের দাবী সম্মেলন জোর গলায় জানাইয়াছে। রাজনীতির দিক দিয়া এখনও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে পরিপূর্ণ ঐক্য আসে নাই। রাজনীতিক প্রস্তাবের পিছনে তিন চতুর্থাংশ সমর্থন পাওয়া যায় নাই কিন্তু, তা সত্ত্বেও কমিউনিষ্টদের প্রস্তাবের পক্ষে যে বিপুল সমর্থন দেখা গিয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে জাতীয় সংকট সকলকে এমনভাবে নাড়া দিয়াছে যে, ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যকার বহুদিনের ভেদাভেদ আজ ভাসিয়া চুরমার হইয়া যাইতেছে। ক্রমশঃ রাজনীতিক একতা বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। এই একতাকে নিয়মের বাঁধন দিয়া আটকান যাইবে না। অধিকাংশ প্রতিনিধি যে আওয়াজ তুলিল—জাতীয় গভর্ণমেণ্ট চাই, কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই, আত্মনিয়ণের অধিকার স্বীকার করিয়া জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলিতে চাই—সেই আওয়াজ সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে।

সংগঠনের দিক দিয়াও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে আগের তুলনায় অনেক বেশী একতা আসিয়াছে। এবারের প্রতিনিধির সংখ্যা, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সংখ্যা, সাধারণ সভ্যের সংখ্যা সবই আগের বছরের চেয়ে অনেক বেশী। কাজের ক্ষেত্রে বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে একতা প্রতিষ্ঠিত না হইলে এরূপ হইত না। কিন্তু এই একতা হঠাৎ আসে নাই। ট্রেড ইউনিয়ন ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দল হিসাবে কমিউনিষ্টরা একতা প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছে, ট্রেড ইউনিয়নকে সমস্ত মজুরের ঐক্যের ভিত্তিতে দাঁড় করাইবার নীতি লইয়া চলিয়াছে—সেইজন্যই আজ এই একতা আসিয়াছে।

এবারকার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের এই যে সাফল্য দেখা গেল, তা বহন করিয়া লইবার দায়িত্ব আজ সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মীর উপর আসিয়া পড়িয়াছে। ট্রেড ইউনিয়নকে রাজনীতির দিক দিয়া ও সংগঠনের দিক দিয়া আরও একতাবদ্ধ করিতে হইবে। আর তা করিতে হইলে শুধু উপরের একতা গড়িলে চলিবে না, মজুর শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক একতা গড়িতে হইবে। সমস্ত মজুরকে ইউনিয়নের মধ্যে আনিতে হইবে, রাজনীতি তাদের বুঝাইতে হইবে, তাদের কাজে অগ্রণী করিতে হইবে। এই সক্রিয় একতা গড়িয়া উঠিলে তবেই মজুর শ্রেণী জনগণের একতা গড়িতে পারিবে।

বাংলার ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মীদের উপর এই দায়িত্ব সকলের চেয়ে বেশী। কেননা, বাংলার ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন এখনও অনেক পিছনে পড়িয়া, অথচ মজুরের সামনে বিপদ বাংলাতেই বেশী।

এখনও বাংলার প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সমস্ত ইউনিয়নের পরিচালকরূপে সক্রিয় হইয়া উঠে নাই। বাংলার লক্ষ লক্ষ মজুরের অধিকাংশই এখনও সামান্যতম সংগঠনের মধ্যেও আসে নাই। কয়লা, লোহা, ইস্পাত, রেলওয়ে, জুট প্রভৃতি জরুরী শিল্পগুলির মধ্যে মজুরদের সংগঠন দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। ইউনিয়নগুলির মধ্যে এখনও রাজনীতিক বোধ আসা দূরে থাক, ট্রেড ইউনিয়ন বোধও পরিপূর্ণ আসে নাই। বাংলার মজুর সংগঠনে এই সমস্ত দুর্ব্বলতা আত্মপ্রকাশ করিয়া আছে।

কিন্তু তারই পাশে বাংলার মজুরশ্রেণীর একতা ও সংগ্রামের ইতিহাস এই কথাই জানাইয়া দিতেছে—মজুর শ্রেণী আগুয়ান হইতে পারে, দেশের সঙ্কটে মজুর শ্রেণীই তাদের একতার জোরে সঙ্কট সমাধান করিতে পারে। ট্রামওয়ে মজুরদের ইউনিয়নের জোরের তুলনা কোথায়? বোমাবর্ষণের মাঝে তারা কলিকাতাকে বাঁচাইবার দায়িত্ব নিল, তারা ট্রামগাড়ী চালাইয়া কলিকাতার নাগরিক জীবন বজায় রাখিল। তারা নিজেদের একতার পাশে গড়িয়া তুলিল জনগণের একতা, যার জোরে তারা তাদের দাবী আদায় করিল, কাজের ভাল বন্দোবস্ত করিল। শুধু ট্রাম মজুরই নয়, বোমার আতঙ্কের মাঝে হাজার উস্কানী ও ভয় দেখান সত্ত্বেও জলকল, ইলেকট্রীক, গ্যাস, চটকল, স্তোকল প্রভৃতির মজুররা দৃঢ় থাকিয়াছে, তাদের দৃঢ়তা জনগণের হতাশ মনে আনিয়াছে সাহস। খাদ্যের দাবী আদায় করিতে মজুর আন্দোলন করিয়া চলিয়াছে, তার মধ্য দিয়া তাদের একতা ঘরে ঘরে বাড়িয়া উঠিতেছে। উৎপাদন নীতিকে চালু করিবার জন্য মজুর আগুয়ান হইয়াছে—মিল মালিকের বাধা, পক্ষমবাহিনীর উস্কানী কিছুই তাদের সংগঠনের পথ হইতে সরাইতে পারিতেছে না।

মজুর আন্দোলনের এই সম্ভাবনাকে কাজে ফুটিয়া তুলিতে হইলে আজকের কর্ত্তব্য:

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে মজুরের সচেতন সমর্থনের উপর গড়িয়া তুলিতে হইবে।

আরও বেশী বেশী ইউনিয়নকে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে আনিতে হইবে। যার উপর দেশরক্ষা নির্ভর করে সেই জরুরী শিল্পগুলির মধ্যে মজুর সংগঠন বাড়াইতে হইবে।

নাগপুরের প্রস্তাবগুলিকে সমস্ত শ্রেণীর মজুরের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে।

ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সকল দলের একতা গড়িয়া তুলিতে হইবে।

এই কর্ত্তব্যপালনের প্রধান দায়িত্ব কমিউনিষ্টদেরই উপর। কেননা, তারাই আজ মজুর আন্দোলনের মধ্যে সবচেয়ে বড় শক্তি।

চটকলে তাঁত বন্ধ চলিবে না

বাংলা চটকল মজুর ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী এম্-এল-এ নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন:—

ভারতীয় চটকল মালিক সমিতির তরফ হইতে সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে যে ১৫ই মে হইতে চটকলের সাপ্তাহিক কাজের ঘণ্টা কমিয়া ৪৪ ঘণ্টা করা হইবে এবং তজ্জন্য শতকরা ১০টী তাঁত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। কাজের ঘণ্টা কমাইলে তাহাতে মজুররা বেশী পরিশ্রমের হাত হইতে রেহাই পায় এবং তার ফলে তাদের মোট কর্ম্মক্ষমতা বাড়ে—এই দিক দিয়া বিচার করিলে কাজের ঘণ্টা কমান ভালই; কিন্তু তার সঙ্গে শতকরা ১০টী তাঁত বন্ধ করিয়া দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত মিল মালিকেরা করিয়াছেন, তাহার তীব্র প্রতিবাদ আমি জানাইতেছি। তাঁত কমানর মানে হইবে এই যে প্রায় ২৫০০০ মজুরকে সরাসরি বরখাস্ত করা হইবে, এই প্রবল খাদ্য সংকটের সময় এই মজুরেরা তাদের জীবন ধারণের একমাত্র উপায় হইতে বঞ্চিত হইবে। মিল কর্ত্তৃপক্ষেরা নিজেরা স্বীকার করিয়াছে যে আমেরিকা হইতে নূতন অর্ডার তারা পাইতেছে অথচ তারা কাজ কমাইবার প্রস্তাব তুলিতেছে কেন? ইহার মানে কি এই নয় যে মিল মালিকেরা ইচ্ছা করিয়াই উৎপাদন কমাইতে চায়? ইহা লড়াইয়ের কাজের অন্তরায় সৃষ্টিই করিবে না কি? মজুররা তা চায় না, তারা চায় যুদ্ধ জয়ের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি—সেই সঙ্ঘবদ্ধ মজুরদের পক্ষ হইতে রেহাই আমি চটকল মালিকদের ও বাংলা গভর্ণমেণ্টের উভয়ের কাছেই আবেদন জানাইতেছি যে শতকরা ১০টী তাঁত বন্ধ করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হোক। তা করিলে একদিকে উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে, অন্যদিকে বহু মজুর চরম আর্থিক দুর্গতি হইতে রেহাই পাইবে।

আলোচনা

- খাদ্যবস্তুর দাম বাঁধো
- খাদ্যকমিটিগুলি মানিয়া লও
- রেশনিং চালু করো

খাদ্যের দাম কমাও

নয়া দিল্লী হইতে বিভিন্ন প্রদেশে খাদ্যের দাম কি তাহার হিসাব বাহির হইতেছে। এই হিসাবে দেখা যায় যে বাংলার বাহিরে যেখানে চাউলের দর সর্ব্বোচ্চ বাংলায় চাউলের দর তাহার তিন গুণেরও বেশী। অথচ সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন আজকাল বাংলার বাহিরে চাউল রপ্তানি হয় না, সরকার হইতে খরিদ করা বন্ধ হইয়াছে এবং বিদেশ হইতেও বিস্তর আমদানি হইতেছে। সরবরাহ মন্ত্রীর ঘোষণা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বাংলায় চাউলের অত্যাব নাই। তাহা হইলে দাম এত বাড়ে কেন? কমে না কেন?

মুনাফাখোরদের মতলব

মানুষের জীবন এবং সমাজের মঙ্গলের চেয়ে টাকার মূল্য যাহাদের কাছে বেশী তাহারা ধান চাল আটকাইয়া রাখিয়াছে। তাহাদের মতলব খাদ্যের দাম যত উচুতে সম্ভব তত উচুতে তোলা। সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী ঘোষণা করিয়াছেন—এই মুনাফাখোর ও মজুতকারীদের কঠোরভাবে সাজা দেওয়া হইবে, যদি না তাহারা অবিলম্বে জিনিষের দাম কমায়। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে মন্ত্রীসভা এ ব্যবস্থা আরম্ভ করিলে সমগ্র দেশ তাঁহাদের পক্ষে দাঁড়াইবে। কিন্তু এ ব্যবস্থা এখনও আরম্ভ হয় না কেন? দশজনের চোখের সামনে মুনাফাখোর ও মজুতকারীরা চাউলের দাম বাড়াইয়াই চলিয়াছে, ইহা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় কেন? মুনাফাখোর ও মজুতকারীদের নাম ধাম কি মন্ত্রীমণ্ডলীর অজ্ঞাত? না আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রকে এ কাজে নামাইতে বেগ পাইতে হইতেছে? আমরা মিঃ সুরাবর্দ্দিকে এই কথাই বলিতে চাই যে দশটা বিবৃতি দিবার চেয়ে একজন মুনাফাখোর মজুতকারীকে পাকড়াও করা অনেক বেশী কাজের কাজ।

সরকারী নীতি

খাদ্যের দাম কমাইবার জন্য সরকারী নীতি কি হইবে তাহার পূর্ণ বিবরণ আমরা এখনও পাই নাই। সরকারী খাদ্যনীতির প্রথম কদম হওয়া উচিত অবিলম্বে খাদ্যবস্তুর দাম বাঁধিয়া দেওয়া। হক মন্ত্রীসভার আমলে খাদ্যবস্তুর দাম বাঁধিবার নীতি রদ করা হইয়াছিল। প্রত্যেকটি মুনাফাখোর তাহার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের দৃঢ় ধারণা এই যে মুনাফাখোরদের চাপেই হক মন্ত্রীমণ্ডলী এ কাজ করিয়াছিলেন।

সর্ব্বোচ্চ দাম বাঁধিতে হইবে, ইহাতে আর বিলম্ব করা চলিবে না। দাম বাঁধিবার সময় মনে রাখিতে হইবে যে ৩০ টাকার চেয়ে দু চার টাকা কম করিয়া দিলেই চলিবে না। মুনাফাখোরেরা হু হু করিয়া দাম বাড়াইতেছে আর ভাবিতেছে যে সরকার যদি দু চার টাকা কম হারেও দাম বাঁধে তাহা হইলেও অতিরিক্ত মুনাফা থাকিবে। অন্যান্য প্রদেশে এখন চাউলের দাম যত বাংলায় তাহার চেয়ে বেশী হবার কোন কারণ নাই। নয়া দিল্লীর ৫ই মে তারিখের বিবরণে দেখা যায় যে বাংলার বাহিরে কোথাও চাউলের মণ দশ টাকা সওয়া দশ টাকার বেশী নাই। সুতরাং এই দামের মধ্যেই সর্ব্বোচ্চহার বাঁধিতে হইবে। খাদ্যনীতির পুরা দাম করিতে সময় লাগে লাগুক, আমরা চাই অন্ততঃ চাউলের দাম কালই বাঁধিয়া দেওয়া হউক।

চোরাবাজার লুপ্ত কর

হকমন্ত্রীমণ্ডলীর আমলে যতদিন খাদ্যের দাম বাঁধা ছিল ততদিন মুনাফাখোরদের সাজা দেবার জোর ব্যবস্থা হয় নাই, এবং সরকারী দোকানও কম ছিল। তাই চোরাবাজারের উৎপত্তি হইয়াছে। বিধানের আগে হক সাহেব চোরাবাজারকেও সাধুবাজার আখ্যা দিয়া গিয়াছেন। লীগমন্ত্রীমণ্ডলী কিন্তু এখনও সেই অবস্থাই চালু রাখিয়াছেন। দাম বাঁধিবার সংগে সংগে হুকুম দিতে হইবে, যে ব্যক্তি বাঁধা দামের বেশী দরে খাদ্যবস্তু বেচিবে তাহাকেই আইন ভঙ্গের অপরাধে গ্রেপ্তার করিয়া কঠোরভাবে সাজা দেওয়া হইবে। রেশনলাইন তুলিয়া ফেলা এবং চিটির বাক্সে আগুন ধরান যত বড় অপরাধ, ক্ষুধার্ত্তের খাদ্য লইয়া মুনাফাখুরী করা তাহার চেয়ে কম অপরাধ নয়।

চাউলের মণ দশটাকার বেশী দরে বিক্রী করা পঞ্চমবাহিনীর অপরাধের মতই গুরুতর অপরাধ। আমরা জানিতে চাই লীগমন্ত্রীসভা একথা মানেন কিনা? যদি মানেন তাহা হইলে কি কারণে মুনাফাখোরদের ধরিতে পারিতেছেন না? দেশে যত খাদ্য কমিটি এবং জনরক্ষা কমিটি আছে তাদের প্রত্যেকেই জানে কোন্ কোন্ মুনাফাখোর কোথায় কিভাবে খাদ্যবণ্টনে ধ্বংসকার্য্য চালাইতেছে। চোরাবাজারীদের শাস্তি দিবার জন্য খাদ্য কমিটিগুলির সংগে সহযোগিতা করা হয় না কেন? মিঃ সুরাবর্দ্দি অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারতেন যে এইসব খাদ্যকমিটি বা জনরক্ষা কমিটি বাংলার প্রত্যেক জেলাতেই আছে এবং তাহারা বহু মজুতকারীকে বহুবার পাকড়াও করিয়াছে। অনুসন্ধান করিলে তিনি আরও জানিতে পারিবেন যে জনরক্ষা কমিটি বা খাদ্য কমিটি যাহাতে মজুতকারীদের চক্রান্ত ব্যর্থ না করিতে পারে তাহার জন্য স্থানীয় আমলাতন্ত্র কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

রেশনিং চাই

অবিলম্বে যথেষ্ট সংখ্যায় খাদ্যের দোকান খুলিতে হইবে। প্রত্যেক খাদ্য ব্যবসায়ীকেই হুকুম করিতে হইবে লাইসেন্স লইয়া বাঁধা দরে খাদ্য বেচিতে। পরিমাণ হিসাব করিয়া প্রত্যেক নাগরিককে রেশনকার্ড দেওয়া হউক। সেই রেশনকার্ড দেখাইয়া প্রত্যেকে লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকান হইতে খাদ্য কিনিবে। একমাত্র এই ব্যবস্থাই দেশবাসীকে মারাত্মক ক্ষুধার হাত হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারে।

এ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য এক সপ্তাহও দেরী হওয়া উচিত নয়। জনগণের খাদ্য কমিটি বা জনরক্ষা কমিটি যেমন প্রত্যেক জেলায় আছে, তেমনি কলিকাতার প্রত্যেক মহল্লায় আছে। মিঃ সুরাবর্দ্দি তাহাদের সহযোগিতা আহ্বান করুন, এক সপ্তাহের মধ্যে রেশনিং চালু করা যাইবে, এক সপ্তাহের মধ্যে চাউলের দর দশটাকায় নামিয়া আসিবে।

এই ব্যবস্থা লীগমন্ত্রীসভা করিতে প্রস্তুত আছেন কি? লীগমন্ত্রীসভার সম্মুখে যে পরীক্ষা উপস্থিত এই প্রশ্নই সে পরীক্ষার প্রধান প্রশ্ন। লীগ সাহসের সংগে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হউন, কমিউনিষ্ট পার্টি তাহার সমগ্র শক্তি লইয়া লীগের সংগে সহযোগিতা করিবে; কংগ্রেসও পিছাইয়া থাকিবে না, কংগ্রেসও তাহার নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া সহায়তার জন্য অগ্রসর হইবে।

গত সংখ্যার (৫ই মে) আলোচনার ২য় প্যারাগ্রাফ ১ম লাইনে 'লীগমন্ত্রীসভা'—ইহার বদলে 'লীগমন্ত্রীসভার' ও ৪ লাইনে 'করিয়াছে'র বদলে 'হইয়াছে' হইবে।

একতা ও সংগঠনের পথে বাঁকুড়া

মে-ডেতে বিরাট সমাবেশ

যখন জাতীয় সংকট সুরু হয় তখনও বাঁকুড়ার পার্টি অত্যন্ত দুর্ব্বল। এমন কি "সংগ্রামের" বন্যার পার্টির বাঁকুড়া জেলা নেতৃত্বের দুইজন, সেক্রেটারী ও অন্য একজন নেতা ভাসিয়া গেলেন। এ জেলার ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রভাব বেশ ছিল, সুতরাং আমাদের পার্টির দুর্ব্বলতার সুযোগে তাহারাই স্বদেশপ্রেমিকের মুখোস পরিয়া ধ্বংসমূলক কার্য্য চালাইতে থাকিল। আমাদের পার্টির ১০।১২ জন মাত্র সভ্য—জেলা নেতৃত্বে রাজনৈতিক শিক্ষায় দুর্ব্বল। উপরন্তু তাহাদের মধ্যে দুজনের দলত্যাগ—কৃষক, ছাত্র ও মজুরদের গণসংগঠনের প্রভাব কম, কাজ করিবার লোক কম। এমনি দুরবস্থার মধ্য দিয়া সংগ্রামের প্রথম কয়েক মাস চলিয়া যায়—এমন কি জাতীয় ঐক্য সপ্তাহেও অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না।

কিন্তু এই ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যেও যে সকল কমরেড স্থির ছিলেন—তাহারা সাহস হারান নাই, প্রকৃত বলশেভিকের মত তাহারা বিভ্রান্ত দেশপ্রেমিকদের বুঝাইয়াছেন। পঞ্চমবাহিনীর নিন্দা ও প্রকাশ্য আক্রমণ সহ্য করিয়াছেন—এবং নিজেদের রাজনৈতিক শিক্ষা যথেষ্ট না থাকিলেও দৃঢ় বিশ্বাসে কেন্দ্রীয় কমিটির ও প্রাদেশিক কমিটির প্রোগানগুলি লইয়া জনসাধারণের মধ্যে বলশেভিক দৃঢ়তায় আরও প্রচার করিয়াছেন।

এই প্রচার বৃথা যায় নাই। গান্ধীজীর উপবাসের সময় পার্টির নেতৃত্বে যে গান্ধী-মুক্তি আন্দোলন চালানো হয় তাহাই পার্টিকে জনসাধারণের কাছে প্রিয় করিয়া তোলে। যে প্রচার চলে তাহাতে বাঁকুড়ার সকল শ্রেণীর লোকই যোগ দেয়—পঞ্চমবাহিনী একঘরে হইয়া যায় এবং সমস্ত স্বদেশপ্রেমিকরা পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং পার্টি বেশ তাড়াতাড়ি শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে।

ইহার পরই খাদ্য সংকট গুরুতর আকারে দেখা দেয়। কিন্তু পার্টি আজ বাঁকুড়া সহরের সর্ব্বসাধারণের নেতা, কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুসভার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সকলেই এই কয়েকজন বলশেভিক যুবকদের দৃঢ়তা কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও জাতিকে সেবা করিবার নিরন্তর চেষ্টায় মুগ্ধ—তাই বাঁকুড়ার পার্টির নেতৃত্বে সহজে মিলিত খাদ্য কমিটি গড়িয়া ওঠে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিও ইহাতে যোগ দেয়—সহরের মজুর মেয়ে ও আশে পাশের কৃষক মেয়েরা দলে দলে এই সমিতিকে পুষ্ট করিয়াছে। খাদ্যের অভাব তাহাদেরই সর্ব্বপ্রথম আঘাত করিয়াছে তাই তাহারা সকলের আগে।

খাদ্য সমস্যায় পার্টি প্রথম উল্লেখযোগ্য জয়লাভ করে এবং ইহারই ফলে আজ পার্টি সহরে এত প্রিয়। বাঁকুড়া অত্যন্ত গরীব জেলা। এমনিই অভাবে তাড়নায় লোকের ক্রয় ক্ষমতা নাই, তাহার উপর চাউলের অত্যন্ত দর বৃদ্ধিতে চারিদিকে লুঠতরাজের সম্ভবা দেখা দেয়। "লুঠতরাজ বন্ধ কর, একতার সাহায্যে খাদ্য আদায় কর" এই প্রোগানের সাহায্যে পার্টি জনগণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে এবং কয়েকটী বিরাট সুশৃঙ্খল গণ-ডেপুটেশন লইয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হাজির হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বিরক্ত হইয়া কয়েকজন নেতৃত্ব স্থানীয় কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করেন—কিন্তু পরের দিনও যখন গণ-ডেপুটেশন আসিয়া হাজির হয় তখন তিনি কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বে পরিচালিত খাদ্য কমিটি স্বীকার করিতে বাধ্য হন এবং পরদিন হইতে এই খাদ্য কমিটির হাতে চাউল দেন। আজ এই খাদ্য কমিটির পরিচালনায় বাঁকুড়া সহরের গরীব জনসাধারণের প্রায় ২৫ হাজার লোক দৈনিক বাঁধা দরে চাউল পাইতেছে।

এই সাফল্যের ইতিহাসকে পিছনে রাখিয়া বাঁকুড়ায় মে দিবস পালিত হয়। এতবড় জন সমাবেশ বাঁকুড়ায় কখনও হয় নাই। কলিকাতার হিসাবে বিচার করিলেও এই সমাবেশ বিরাট সাফল্যের নিদর্শন।

১লা মের সকালে মাত্র প্রচারবাহিনী বাহির হয় ৫০জন স্বেচ্ছাসেবক ও ১৭ জন স্বেচ্ছাসেবিকা। সমস্ত মিল মালিকেরা শ্রমিকের ছুটি দিয়া দেয়—কয়েকটি মালিক চাঁদা দিয়া সাহায্য করে। একজন তার কারখানার ময়দানে সভা করিবার অনুমতি দেয়—মাইক্রোফোণের জন্য নিজের কলের বিদ্যুৎ ব্যবহার করিতে দেয়।

বিকালে জনসমাবেশ হয়—১০,০০০ লোকের সমাবেশ, লাল পতাকা, কংগ্রেস পতাকা, কেওঁ্ন, গানের জোয়াড়, ছাত্র, মহিলা, কিশোর, মজুর, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের বিরাট সমাবেশ। এক মেয়েরাই ১২০০, কৃষকেরা ২৫০০। মেয়েদের নেতা কুড়ানী বাউরী মজুর শ্রেণীর একটি মেয়ে—শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পার্টিতে আসিয়াছে, পার্টি যে তাদের মত পীড়িত ও বঞ্চিত শ্রেণীর কি অমূল্য সম্পদ তা বুঝিয়াছে। তাই কুড়ানী সারাদিন অনাহারে রৌদ্রে প্রচার করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেও দমিবার নয়। যেন জীবন মৃত্যু পণ করিয়া সে তাহার শ্রেণীকে বিশেষ করিয়া শ্রমিক শ্রেণীর মেয়েদের পার্টির কথা শুনাইবেই। মঞ্চমঞ্চে এত বড় সুশৃঙ্খল মেয়েদের শোভাযাত্রা কদাচিত চোখে পড়ে এবং এই মেয়েদের পরিচালনা করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েরা নহে, শ্রমিক মেয়েরা নিজেই।

বাঁকুড়া সহর এই শোভাযাত্রায় বিস্মিত হয়। বলিতে শোনা যায় "এতবড় শোভাযাত্রা বাঁকুড়ার জীবনেই দেখি নাই"—একজন সিপাহী বলে: মনে হয় গান্ধীজী যেন জেলের বাইরে আছেন—তা না হলে এত বড় মিটিং কি করে হবে? একজন বড়লোকের বাড়ীর গৃহিণী ভুরু বাঁকাইয়া বলিলেন: "ও মা, কি ছেলা, এদের কি স্বামী-পুত্রও নেই যে রাস্তায় বেরিয়েছে? শোভাযাত্রা থেকে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসে: "আজ আমরা নেমেছি, কাল তোমাদেরও নামতে হবে—ঘরে বসে থাকলে আজ আর কেউ উদ্ধার পাবে না।" রাস্তার এপাশ ওপাশ থেকে দেখা যায় কৃষক বুড়াবুড়ি মাঠ ভাঙ্গিয়া সভাক্ষেত্রে যাইতেছে।

সভাক্ষেত্রে জনসমুদ্র। মাইক্রোফোন ছিল বলিয়াই রক্ষা। সভার সভাপতিত্ব করিলেন অধ্যাপক জীতেন্দ্র বানার্জ্জী। ইনি এককালে "সংগ্রামে"র প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন কিন্তু আজ তিনি পার্টির জাতীয় ঐক্যের নীতি ধ্বংসমূলক কাজ বন্ধের নীতিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। সভা আরম্ভ হইলে হিন্দু সভার স্থানীয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাথহরি চ্যাটার্জ্জী এবং মোক্তার সঙ্ঘের শ্রীযুক্ত বারীন মোদক পার্টির নীতি ও কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া অভিনন্দন দিলেন। তারপরে অধ্যাপক কমরেড নীহার সরকার মে-ডের রাজনৈতিক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া মে-ডের ইতিহাস এবং আজিকার দিনে দেশরক্ষার জন্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য ফাশিষ্টদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সকল দলের সহযোগে লড়িবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেন। কলিকাতা হইতে আগত কমরেড সুধীপ্রধান এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলেন যে খাদ্য সমস্যা সমাধানে বাঁকুড়ার যে একতা দেখা দিয়াছে এবং যাহার ফলে জনগণ আংশিক জয়লাভ করিয়াছে—তাহাই আজ সমস্ত বাঁকুড়াবাসীকে প্রেরণা দিবে।

ইহার পর কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও মহিলা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে এবারকার মে-ডের শপথ গ্রহণ করা হয়। সভা শেষ হইবার আগে কবি সুভাষ মুখার্জ্জীর কবিতা "এদেশ আমার গর্ব্ব" (জনযুদ্ধে প্রকাশিত) আবৃত্তি করেন বাঁকুড়া প্রগতিশীল লেখক সঙ্ঘের ডাঃ মুখার্জ্জী। ইনটারন্যাশনাল গানের পর সভা শেষ হয়।

বাঁকুড়ার এই সমাবেশের সাফল্যে বাঁকুড়ার কর্ম্মীদের উৎসাহিত হইবার যথেষ্ট কিছু থাকিলেও ত্রুটীগুলি লক্ষ্য রাখা ও সংশোধন করার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রথমতঃ সহর ছাড়া মফস্বলে পার্টির প্রভাব কম, কাজেই খাদ্য সংকটে কৃষকদের মধ্যে পার্টির নীতি চালু না করিতে পারিলে, কৃষক সভা সবল না করিতে পারিলে লুঠতরাজের ধাক্কায় সহরের ঘাঁটি বিধ্বস্ত হইবে। দ্বিতীয়তঃ পার্টির যে সমস্ত জায়গায় ঘাঁটি আছে সেই সব জায়গায়ই মে-ডে হয় নাই। সহরে নাম একদিন প্রচার হইয়াছে। কমরেডরা এত বড় সমাবেশ আশা করে নাই। নির্ভুল পার্টি নীতি ও কর্ম্মীদের পরিশ্রমের জন্যই এই সাফল্য হইয়াছে। এখন সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চাই।

বাঁকুড়ায় চরকা কেন্দ্র

ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে যে বাঁকুড়ার মেয়েরা কাপড় সংকট সমাধানের জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ীদিগকে বাধ্য করিয়াছে চরকা কেন্দ্র খোলাইতে। প্রকৃত ঘটনা এই যে বেকার সমস্যা সমাধান করিবার জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠন করে এবং চরকা কেন্দ্র খোলা হয়। মহিলা সমিতির তরফ হইতে এই চরকা কেন্দ্র হইতে চরকা লইয়া গরীব মেয়েদিগকে দেওয়া হয় এবং পরিচালনা করা হয়।

'জনযুদ্ধে'র মে-ডে কোটা পূর্ণ হয় নাই

বিক্রয় বাড়াইবার জন্য আপনি! কি করিতেছেন?

সমস্ত শ্রেণীর কাছে যান, পাঠক-সম্মিলনী করুন, 'জনযুদ্ধে'র রাজনীতি বুঝান।

●এ-আর-পির গলদ কি ঘুচিবে না?●

কিছুদিন হইতে শুনা যাইতেছিল যে এ-আর-পি ওয়ার্ডেনদের রেশন দেওয়া বন্ধ হইবে এবং তার বদলে কিছু ভাতা দেওয়া হইবে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ হইতে এই ব্যবস্থা হইয়াছে। এখন ওয়ার্ডেনরা পাইতেছেন ৮৲ টাকা করিয়া ভাতা। অবশ্য বাদের মাহিনা ৩০৲ টাকার বেশী তাঁদের ভাতা বেশী দেওয়া হইতেছে। কন্‌ট্রোল দরে জিনিষপত্র দিবার ব্যবস্থা অবশ্য হইয়াছে। কিন্তু তাতে ওয়ার্ডেনদের সুবিধা কিছু হয় নাই। বরং, আগের চেয়ে তাদের অসুবিধাই বাড়িয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে একজনের খাওয়ায় যে খরচ পড়ে, তাতে ৮ টাকায় যে কুলায় না, তা প্রত্যেকেই বুঝে। এ-আর-পির কর্ত্তাদেরও তা না বুঝিবার কোনো কারণ নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে ভাল হউক, মন্দ হউক যে ব্যবস্থা একবার করা হইয়াছে, তার সম্বন্ধে কোনো মতামত এ-আর-পি ওয়ার্ডেনদের কাছ হইতে শুনিতে কর্ত্তৃপক্ষ প্রস্তুত নয়।

কয়েকদিন আগে ভাটপাড়া সাব এরিয়ার ওয়ার্ডেনরা নাকি একটি যুক্ত দরখাস্ত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াছিল যে এই নূতন ব্যবস্থায় তাহাদের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে। এই দরখাস্ত বিবেচনা করা দূরে থাকুক, শ

খাদ্য-সমস্যা সমাধান করিতে

দিকে দিকে সম্মিলিত খাদ্য-কমিটী গঠন করো

জনগণের একতা সুদৃঢ় করো

আমলাতন্ত্রের গাফিলতি দূর করো

খাদ্যের দাবীতে সকল দল

নোয়াখালী—সম্প্রতি সৈয়দ আবদুল মজিদ এম, এল, এর সভাপতিত্বে নোয়াখালীতে এক বিরাট জনসভা হইয়া গিয়াছে। ইহা খুবই উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, এই সভার উদ্যোক্তার মধ্যে ছিলেন কমিউনিষ্ট, লীগপন্থী, হিন্দুমহাসভাপন্থী, কৃষক সভার কর্ম্মীগণ, ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম্মীগণ, মহিলা সংঘের কর্ম্মীগণ, মিউনিসিপ্যালটীর কর্তৃপক্ষ ও বার লাইব্রেরীর উকীল প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোক। এই বিরাট জনসমাবেশ হইতে একবাক্যে দাবী জানান হয় যে অবিলম্বে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে জিনিষ বিক্রয়ের জন্য দোকান খোলা হউক, জনসাধারণের সামর্থ্যানুযায়ী অল্পমূল্যে জিনিষ পাওয়ার জন্য দর বাঁধিয়া দেওয়া হউক, মুনাফাখোর এবং চোরা-বাজারের ব্যবসায়ীদের অবিলম্বে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক, এবং গরীব চাষীদের জন্য বীজধান ও চাষআবাদের জন্য যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা হউক। নোয়াখালীর জনসাধারণের এই মিলিত চেষ্টা সফল হইবেই এবং খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য জিলার জনগণকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনিয়া ঠিকপথে লইয়া যাইবে।

খাদ্যকমিটির দ্বারা অব্যবস্থা ঘুচাও

জলপাইগুড়ী—এই জিলায় 'খাদ্য কমিটি' গড়িয়া উঠিয়াছে সকল দলের সম্মিলিত চেষ্টার ভিতর দিয়া। খাদ্য সমস্যা আজ জিলার সকল শ্রেণীর নরনারীকে এক করিয়াছে, জিলার জনসাধারণ তাই 'খাদ্য কমিটির' নেতৃত্বেই সমস্যা সমাধানের পথে আগাইয়া চলিয়াছে। ইতিমধ্যে সরকার শুধু তাহাদের কর্ম্মচারীদের জন্যই কয়েকটী চাউল ডালের দোকান খুলিয়াছে। খাদ্য কমিটি সরকারের এই ব্যবস্থায় হাল ছাড়িয়া দেয় নাই। বরঞ্চ দৃঢ়ভাবে দাবী জানাইয়াছে যে অবিলম্বে পাড়ায় পাড়ায় জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দোকান খোলা হউক, জিনিষপত্রের দর বাঁধিয়া দেওয়া হউক এবং মুনাফাখোর ও লোভী ব্যবসায়ীদের শাস্তি দেওয়া হউক যাহাতে তাহারা জনসাধারণের মুখের গ্রাস লুকাইয়া রাখিয়া চড়া দামে বিক্রী করিতে না পারে। প্রধান মন্ত্রী এবং খাদ্য সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রীর নিকট খাদ্য কমিটী এই সব দাবী জানাইয়া তারও পাঠাইয়াছে। উপরন্তু খাদ্য কমিটির প্রতিনিধিরা জিলার ডেপুটি কমিশনারের সাথে দেখা করিয়া এই সমস্যা সমাধানের জন্য আলাপ আলোচনা চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

খাদ্য কমিটির তত্ত্বাবধানে স্থানে স্থানে 'রিলিফ' কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। জিলার কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা উৎসাহের সহিত খাদ্য কমিটির সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করিয়া তোলার চেষ্টা করিতেছে।

জলপাইগুড়ীর জনসাধারণ যেভাবে খাদ্য কমিটিকে শক্তিশালী করিয়া তাহার নেতৃত্বে আগাইয়া চলিয়াছে, তাহাতে খাদ্যের সুব্যবস্থা হইবেই।

সম্মিলিত হইয়া খাদ্যসংকট দূর কর

চট্টগ্রাম—জাপানী দস্যুদের বোমার আঘাত ও পঞ্চম বাহিনীর কারসাজী ব্যর্থ করিয়া চট্টগ্রামের জনসাধারণ আজ সম্মিলিতভাবে খাদ্যসমস্যা দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। সহরে ও গ্রামে সংগঠন গড়িয়া উঠিতেছে এবং খাদ্য কমিটির পিছনে সকল শ্রেণীর লোকই আসিয়া দাঁড়াইতেছে। বিপুল উৎসাহ ও উদ্যমের ভিতর দিয়া এই দারুন দুর্দ্দিনেও চট্টগ্রামের কর্ম্মীরা দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন যাহাতে জনগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া শৃঙ্খলার ভিতর দিয়া সমস্যা সমাধানের পথে তাহাদের নিয়া যাওয়া যায়। ইতি মধ্যেই তাহারা কিছু কিছু সাফল্যলাভ করিয়াছেন। ব্যাককলিয়ার জেলেপাড়ায় ৩৪ ঘরের ১০৯ জন পূর্ণবিয়স্ক ও ৫৪ শিশুর জন্য দিন এক বস্তা করিয়া চাউল আদায় হইয়াছে। মুসলীম লীগ, হিন্দুমহাসভা ও অন্যান্য দলের অনেকেই কমিউনিষ্টদের সাথে এক হইয়া এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন। গত ২০শে এপ্রিল জিলা ডিফেন্স কমিটি গ্রামের জনরক্ষা কমিটির প্রতিনিধিদের, মুসলীম লীগ, কেন্দ্রীয় ফুড কমিটির ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের লইয়া এক যুক্ত সভা ডাকিয়াছিল। সভায় ঠিক করা হয় জনগণের প্রতিনিধিরা ম্যাজিষ্ট্রেটের সাথে নীচের দাবীগুলি লইয়া দেখা করিবেন—(১) বাহির হইতে চাউল আমদানী কর (২) সহরে ও গ্রামে আরও সরকারী দোকান খোল (৩) দোকানদারদের নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল সরবরাহ কর (৪) টাকায় ৫ সের চাউল চাই (৫) খাদ্যশস্য উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য খাসমহলের এবং ফরেষ্ট রিজার্ভের পতিত জমী বিনা খাজনায় চাষীদের অবিলম্বে বন্দোবস্তী দাও (৬) বিনামূল্যে বীজধান চাই (৭) বিনামূল্যে কৃষিঋণ চাই।

পাঁচু ভাদুড়ীর মুক্তি চাই

বাংলার কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড পাঁচু ভাদুড়ী বিচারাধীন অবস্থায় মেদিনীপুর জেলে আছেন। গত ৪ঠা মে তাঁহাকে জামিনে মুক্তির আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু মুক্তি পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে আবার ভারতরক্ষা আইনের ১২৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়।

বাংলার জেলায় জেলায় সকলে এই দাবী জানাইতেছে, পাঁচু ভাদুড়ীর মুক্তি চাই—দেশরক্ষার জন্য খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য জাতীয় সরকারের জন্য, জাতীয় ঐক্য আন্দোলনকে শক্তিশালী করিবার জন্য।

সহরে চাউলের জন্য যে সরকারী ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। তাই চাউলের বিলি ব্যবস্থাকে সুসংহত করার জন্য আওয়াজ তোলা হইয়াছে (১) প্রত্যেকের জন্য রেশনকার্ড চাই (২) সহরে আরও দোকান খোল। এই আওয়াজের পিছনে স্থানীয় জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করার জন্য দুইটী স্কোয়াড সহি সংগ্রহ ও গ্রুপ সভা করিতেছে।

সরকারী বিলিব্যবস্থা গ্রামে এখনও প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু জনসাধারণ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া নাই। ইতি মধ্যেই ৩৬টী খাদ্যকমিটি গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক শ্রেণী ও সম্প্রদায় এই কমিটির মধ্যে আছে। কমিটির কাজ (১) স্থানীয় এলাকায় উদ্‌ত্ত ধান ও চাউল সংগ্রহ করা এবং সংগৃহীত ধান চাউল দিন মজুর ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের (জমিহীন) মধ্যে টাকায় ২ সের দরে বিক্রী করা। (২) একেবারে সম্পদহীন লোকদের মধ্যে বিনামূল্যে চাউল বিতরণ করা—শ্রীপুর, কেলিসহর প্রভৃতি গ্রামে ইতিমধ্যেই এই কাজ সুরু হইয়াছে। (৩) ১৫টি খাদ্য কমিটির তত্ত্বাবধানে নূতন করিয়া শক্তিশালী 'ফুড কমিটি' গঠিত হইয়াছে। সভাপতি হইয়াছেন মৌলবী মহসিন আলি এম, এল, এ, এবং সম্পাদক হইয়াছেন কমরেড মাধব মহান্ত। সহরের বিভিন্ন পাড়ায় ও গ্রামে গ্রামে খাদ্য সংকট দূর করিতে 'ফুড কমিটি' গঠিত হইতেছে। ১৫৲ টাকা মূল্যে চাউলের মণ, ষ্টাণ্ডার্ড কাপড় সরবরাহ ও অর্দ্ধমূল্যে কাপড়—এই দাবীর উপর ভিত্তি করিয়া ব্যাপকভাবে সহি সংগ্রহ করা হইতেছে। খাদ্য সমস্যার মধ্য দিয়া জনসাধারণের মধ্যে একতা গড়িয়া উঠিতেছে। জনসাধারণ বুঝিতেছে সংগঠনের ভিতর দিয়াই খাদ্য মিলিবে, লুঠতরাজের ভিতর দিয়া নয়।

খাদ্য কমিটির ভলান্টিয়ারগণ, সজাগ হও!

জলপাইগুড়ী—গত ২রা মে ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্গত মীরগাঁর গ্রাম হইতে এক জন পাইকার ৩খানি গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া ১০মন চাউল ও ২৫ ধান অন্যত্র সরাইতেছিল। খবর পাইয়া স্থানীয় খাদ্য কমিটির ভলান্টিয়ারগণ ঐ গাড়ীগুলি আটক করে এবং আলোচনা করিয়া ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করা হইতেছে। খাদ্য কমিটিকে আরও জোরালো করিতে পারিলে খাদ্য সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হইবে।

সংগঠনের ভিতর দিয়া খাদ্য ব্যবস্থা করো

ফরিদপুর—খাদ্য সংকটের তীব্রতা কমাইতে ফরিদপুর জিলায় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণ সকল দলকে এক করিয়া সংগঠন তৈরী করিতেছেন। প্রচারের ফলে জনসাধারণ বুঝিতে পারিতেছেন যে দিশাহারা হইলে খাদ্য মিলে না বরং পঞ্চমবাহিনীর কবলে গিয়া পড়িতে হয়। তাই সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন যাহাতে মিলিতভাবে এই সংকট দূর করা যায়। ইতিমধ্যেই এই সমস্যার বিষয় আলোচনা করার জন্য পোপালগঞ্জে ১২টী জমায়েত হইয়াছে, তাহার ভিতর ৪টী বৈঠকী সভা। মহাজনদের সাথে আলাপ করিয়া তাহাদের রাজী করান হইয়াছে যে যাহাতে নিয়মিতভাবে গৃহস্থের কাছে চাউল বিক্রি করে। ১টী খাদ্য সমিতি ও একটি জনরক্ষা কমিটি গঠিত হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে জনরক্ষা ভলান্টিয়াররা খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য জোর প্রচার চালাইতেছে।

মাদারীপুরে ১টী সভা ও কয়েকটী বৈঠকী সভাতে খাদ্যসংকট সমাধান সম্পর্কে প্রচার চালান হইয়াছে। উত্তর ব্যাণ্ডেলাতে একটি খাদ্য সমিতি গঠিত হইয়াছে।

ফরিদপুর সদরে ভিল মামুদপুর গ্রামবাসীরা সংঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের কমিটি মারফৎ সার্কেল ইনস্পেকটারকে বাধ্য করিয়াছে যাহাতে অনুমোদিত ধণ সকলকে সমানভাবে বিলি করা হয়।

খাদ্য কমিটিতে সকল দল মিলিয়াছে

মেহেরপুর (নদীয়া)—মেহেরপুর কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের প্রচেষ্টায় সম্প্রতি কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট, হিন্দুমহাসভা, মুসলিম লীগ, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের লইয়া এক 'জনযুদ্ধে' পাঠে আমার মনের জন্মগত কুসংস্কার দূর করিয়া আমাকে এক নূতন আলোর, নূতন আশার বাণী দিয়া আমাকে মুক্ত করিয়াছে। 'জনযুদ্ধে' কিশোর বাহিনী দেখিয়া এত আনন্দিত হইয়াছি যাহা ভাষায় ব্যক্ত করা শক্ত।

জনৈক মুস্লিম লীগ সেক্রেটারী খোন্দকার আলি আহমদ: 'জনযুদ্ধের' মারফৎ মুস্লিম জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবী ঘোষণায় আমি বাস্তবিকই আশাবাদী হইয়াছি।

কুষ্টিয়ার হাসান আলি: 'জনযুদ্ধতে' সকলে পায় এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়, যেখানে হিন্দু হিন্দু নয়, মুস্লিম মুস্লিম নয়, একই শোষিত শ্রেণী।

২৪ পরগণার মৌলভী মহম্মদ ইশাক, প্রাদেশিক মুস্লিম লীগ কাউন্সিলের সভ্য:—আপনাদের কাগজ দেশের, বিশেষ করিয়া গ্রাম্য অঞ্চলে খুব ভাল কাজ দিতেছে।

খুবড়ী কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি: আমি একজন খাঁটী কংগ্রেসপন্থী। কমিউনিষ্টদের কার্য্যকলাপ আমার মতে প্রশংসনীয়। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে তাহাদের এই আপোষের চেষ্টা দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি।

'জনযুদ্ধ' ও 'পিপল্‌স ওয়ার' পাঠক সম্মিলনী

গত ২৫শে এপ্রিল রংপুরে ৭০।৭৫ জন পাঠক ও পাঠিকার এক প্রীতি সম্মিলনী হয়। সম্মেলন ঘরটী পোষ্টার দিয়া সাজান হয়। পোষ্টারে দেখান হয়—'জনযুদ্ধ' ও 'পিপল্‌স ওয়ার' বিভিন্ন সময়ে জাতিকে কি নির্দ্দেশ দিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্-চেয়ারম্যান মোঃ মহতাব উদ্দীন খাঁ সভাপতিত্ব করেন। তিনি কমিউনিষ্টদের কার্য্যপন্থার সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন।

২০শে এপ্রিল ফুলবাড়ী থানার লালপুর গ্রামে স্থানীয় 'জনযুদ্ধ' পাঠকদের এক সভা হয়। সভায় সকলে ঠিক করেন যে দাম বাড়িলেও 'জনযুদ্ধের' প্রচার তাঁরা বাড়াইবেন। সভাস্থলেই ৪ জন ৬ মাসের ও ১৪ জন তিন মাসের গ্রাহক হন।

★★ সংগঠনের পথে কৃষক ★★ ● সঙ্ঘবদ্ধতাই মজুরদের বড় জোর ●

হুগলী সদর মহকুমা কৃষক সম্মেলন

২৫শে এপ্রিল ডুধীর ভেরী গ্রামে সদর মহকুমা কৃষক সম্মেলন হয়। সভাপতিত্ব করেন কমরেড হামিদুল হক। ২০০ গ্রাম হইতে ৩০০০ কৃষক সভায় সমবেত হয়। সভার প্রারম্ভে রানাগাছা, বালিটীপা, কালিয়াড়া, বাগডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রাম হইতে ১০০ লাঠিধারী স্বেচ্ছাসেবক বিভিন্ন ধ্বনি সহকারে সম্মেলনের ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। অতঃপর ডুধী কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবকদের সহিত মিলিত হইয়া সমবেত কুচকাওয়াজ করেন। সভায় গ্রাম্য কৃষক কর্ম্মীদের হাতে আঁকা বিভিন্ন ধরণের পোষ্টার সজ্জিত ছিল। কায়ুর কমরেডদের স্মরণে দুইখানি পোষ্টার সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সভার প্রারম্ভে কমরেড সুশীতল রায় চৌধুরী লাল পতাকা উত্তোলন করেন। সভায় মুস্লিম প্রধান গ্রামগুলি হইতে বহু মুসলমান চাষী আসেন এবং ঐক্য আন্দোলনের প্রতি বিশেষ উৎসাহ দেখান। সভায় ২০০ কৃষক মহিলা যোগদান করেন এবং একটী মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হয়। সভায় বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করা হয়। তাহাতে দেখা যায় যে বর্তমান বৎসরে এই মহকুমায় ২,০০০ কৃষক সমিতির সভ্য, ৪০ জন আংশিক কর্ম্মী, ভলেন্টিয়ার সংখ্যা—৩০৭, মোট অফিস—৬, ৩টী থানা খাদ্য কমিটী গঠিত হইয়াছে। সম্মেলন উপলক্ষে নতুন ১৪টী গ্রামে কাজ সুরু হইয়াছে। সম্মেলনের জন্য শত শত কৃষক এই দুঃসময়েও সাধ্যমত সাহায্য করেন।

সভায় মহকুমা কৃষক সমিতির কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। একটী রাজনৈতিক প্রস্তাব, একটী খাদ্য প্রস্তাব ও কায়ুরের কমরেডদের স্মরণে একটী শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। লাল ফৌজের প্রতি অভিনন্দন জানাইয়া একটী প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

সাতক্ষীরায় কৃষক সম্মেলন

গত ৮ই এপ্রিল সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত খলিসানি ইউনিয়নের জলুয়া হাটে এক বিরাট কৃষক সম্মেলন হয়। সভায় প্রায় ১৫০০ লোক উপস্থিত ছিল। তার মধ্যে প্রায় ১০০০ মুসলমান কৃষক। সভাপতির বক্তৃতা ছাড়া স্থানীয় কৃষক ছত্রধর সরকার ও হোকরালী মণ্ডল বক্তৃতা দেন। খাদ্য সমস্যা, বীধ সমস্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রস্তাব লওয়া হয়। ফসল বাড়ান আন্দোলনকে সফল করিবার জন্য কৃষকদের দাবী পূরণের জন্য একটী প্রস্তাবও আনা হয়।

খাজনা রেহাইয়ের দাবী

হাওড়া জেলার গাজীপুর ইউনিয়নে জয়তীবাটী প্রভৃতি গ্রামের চাষীদের উপর জমিদার খাজনা আদায়ের চাপ দিতেছে। চাষীরা মিলিতভাবে ৭ জন প্রতিনিধিকে জমিদারের কাছে পাঠায়, জমিদার চাষীর একতা ও সংগঠনের কাছে মাথা নত করে। সম্প্রতিহীন চাষীদের বকেয়া অনেক পরিমাণে রেহাই দিতে তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

কৃষক সমিতির জয়

বগুড়ার পাঁচবিবিতে খাদ্যমহল হাটে অত্যধিক হারে তোলা আদায় হইত। কৃষক সমিতির আন্দোলনের ফলে গত ২০শে এপ্রিল হইতে কৃষক সমিতি দ্বারা নির্দ্ধারিত হারে তোলা আদায় করিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়াছেন। বীজধানের জন্য কৃষক সমিতির দাবীও এখানে আংশিক সফল হইয়াছে। ২৭০ মণ বীজ জেলাকর্তৃপক্ষ সরবরাহ করিয়াছেন। পাঁচবিবি কেন্দ্রে ১০টী চরখা কেন্দ্র নিয়মিত চলিতেছে। কাপড় প্রস্তুতের জন্য একটী তাঁত বসান হইয়াছে। খাদ্য কমিটীর কাজে কৃষকগণ ক্রমশঃ বেশী উৎসাহ দেখাইতেছে।

চাটগাঁয়ের গ্রামে কৃষক সংগঠন

গাঠিয়াডেঙ্গা চট্টগ্রাম জেলার একটি গণগ্রাম। অধিবাসীরা সবাই মুসলমান এবং গরীব কৃষক। একজোট হইয়া দাঁড়াইতে না পারিলে যে আজ রক্ষা নাই কৃষকেরা তাহা বুঝিতে পারিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে সমিতি গড়িবার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নিজেদের মধ্যে কর্জ্জ দাদন করিবার জন্য তাহারা একটি কৃষিব্যাঙ্ক গড়িয়াছে। মাঠের ফসল যাহাতে গরুবাছুরে নষ্ট না করে তাহার জন্য কৃষক সমিতির পক্ষ হইতে তাহারা তিনটি খোয়াড়ের ব্যবস্থা করিয়াছে। বীজধানের অভাবে কৃষকদের অসুবিধার অন্ত নাই। সরকার হইতে প্রত্যেক ইউনিয়নে ১০ মণ করিয়া বীজধান দিবার কথা জানা গিয়াছিল কিন্তু ইউনিয়নবোর্ডের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেন যে মাত্র ৫ মণ পাওয়া গিয়াছে। প্রকৃত ব্যাপারটা কি?

লুঠের পথে খাদ্য নাই

দিনাজপুর জেলার বাড়ই এবং বলিরাম গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে স্থানীয় জোতদারদের গোলমাল হয় ধান-চালের ব্যাপার লইয়া। কৃষকেরা উত্তেজিত হইয়া উঠে। খবর পাইয়া কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুটিয়া যান। জোতদারদেরও ডাকা হয়। কর্ম্মীগণ যুক্তিতর্কদ্বারা উভয়পক্ষকেই সমস্যার গোড়ার কথাটা বুঝাইয়া বলেন। জোতদারেরা সমস্ত অভাবগ্রস্ত কৃষকদের অবিলম্বে দুই এক মণ করিয়া ধান দিতে স্বীকার করে। সকলে মিলিয়া গ্রামবাসী দল গঠন করার কথাও ঠিক হয়। লালপুর এবং অমরাবাড়ী গ্রামেও কম্যুনিষ্ট এবং কৃষক সমিতির সভ্যদের চেষ্টায় কৃষক ও জোতদারেরা মিলিতভাবে গ্রামবাসী কমিটী গঠন করিয়া রাত্রে গ্রাম পাহারা দিতেছে। ঠাকুরগাঁও মহকুমার পূর্ব্ব এলাকায় কিছুদিন পূর্ব্বে লুঠতরাজের হিড়িক ছিল। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের চেষ্টায় সিংগিয়া মৌজায় একটি স্থায়ী জনরক্ষাবাহিনী গঠিত হইয়াছে। তাহারা নিয়মিতভাবে গ্রাম ও হাট পাহারা দিতেছে।

হুগলী সদর মহকুমা কৃষক সম্মেলনের একাংশ।

একতার জোরে চাউল আদায়

মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ)—স্থানীয় মিউনিসিপালটির মেথর ও ধাঙ্গড়গণ ইতিপূর্ব্বে সংঘ বদ্ধ হইয়া দাবী করাতে মাথা পিছু এক টাকা করিয়া আদায় করে এবং চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি পায়। গত ২৬শে এপ্রিল হইতে মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষ ১৫৲ টাকা দরে নিম্ন লিখিত ভাবে চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন—(১) যাহারা কাজ করিবে তাহারা জনপ্রতি দৈনিক আধ সের করিয়া চাউল পাইবে। (২) যাহাদের সন্তান আছে, তাহারা প্রতি সন্তানের জন্য ছয় ছটাক করিয়া চাউল পাইবে। (৩) কাহাকেও ২টী সন্তান যাহা পায় তাহার বেশী দেওয়া হইবে না।

মিলিত দাবীর জোরেই মুক্তাগাছার মেথর ও ধাঙড়রা তাহাদের দাবী আদায় করিয়াছে।

রেলের মজুর! একজোট হইয়া দাবী আদায় কর

আসাম—রেলওয়ে মজুরদের জন্য ৩০৲ টাকা মাগ্‌গীভাতা, 'জোনাল' প্রথা প্রভৃতি স্থগিত করার দাবী করিতে গিয়া গভর্ণমেন্টের নূতন স্কীম অনুযায়ী মাহিনা লইতে অস্বীকার করিয়া জি, আই, পি, রেলওয়ের মজুররা যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছে এবং যে ভাবে ভারতের সমস্ত রেল মজুরদের পথ দেখাইয়াছে, তাহার জন্য এ, আর এণ্ড টি কোম্পানী লিমিটেডের লেবার ইউনিয়নের ডিব্রু-সদিয়া রেলওয়ের এবং বি এণ্ড এ রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ডিব্রুগড় শাখার কার্য্যকরী সমিতি গত ২৬শে এপ্রিল এক যুক্ত সভায় ঐ ইউনিয়নের মজুরদের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে অভিনন্দন জানায়।

এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যখন প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের দাম খুব বাড়িয়া গিয়াছে এবং যখন এই অসুবিধা দূর করার জন্য রেল মজুরদের পর্য্যাপ্ত ভাতা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন তখন রেলওয়ে বোর্ড রেলওয়ে মজুরদের ন্যায্য দাবী অস্বীকার করাতে ঐ সভাতে আর একটি প্রস্তাবে তাহাদের এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করা হয়। পরন্তু হইাও জানান হয় যে এই ইউনিয়নের মজুররা মনে করে রেলওয়ে বোর্ডের নূতন স্কীম রেলমজুরদের ন্যায্য দাবী একদম মিটাইতে পারে নাই এবং রেল মজুরদের ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করার জন্যই এই স্কীম করা হইয়াছে।

সভার আর একটি প্রস্তাবে এ, আই, রেলওয়ে মেনস ফেডারেশনকে তাহাদের ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রস্তাবকে কার্য্যকরী করিয়া তোলার দাবী এবং মজুরদের ন্যায্য দাবী পাওয়ার আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহনেরও অনুরোধ জানান হয়।

এলেনবেরীর মজুরদের জয়

কলিকাতা—গত সপ্তাহে এলেনবেরীর মজুররা একজোট হইয়া একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করিয়াছে। কোম্পানীটে দৈনিক ৫খানা মোটর তৈরী হইত। মালিক তাহা বাড়াইয়া ৬খানা করিতে বলায় সব মজুর একজোট হইয়া দাবী জানায় যে যদি তাহাদের কথামত কাজের ব্যবস্থা হয় তবেই তাহা সম্ভব। মালিক কয়েকদিন পরে এই দাবী মানিয়া লয়। মজুরদের দাবী আদায় হওয়াতে তাহারা ৬খানা করিয়া গাড়ী তৈরী করিতেছে। গাড়ী প্রতি মজুররা ২আনা বেশী পাইতেছে। মজুররা মিলিত হইয়া দাবী করিলেই দাবী আদায় হয়।

ইউনিয়নকে জোরদার কর

২৪ পরগণা—গত ১৭ই এপ্রিল শনিবার ইউনিয়ন সাউথ জুটমিলের ম্যানেজার হঠাৎ সকালবেলা ৮টায় বলে যে পিনিং ডিপার্টমেন্টের মজুরদের বেলা ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত মিলের কাজ চালু রাখিতে হইবে। সাধারণতঃ শনিবার দিন মিল ১০-৩০ মিনিট পর্য্যন্ত চলে। ৫টা পর্য্যন্ত খাটাবার সম্বন্ধে মজুরদের সাথে কোন আলোচনা করা হয় নাই। তাই হঠাৎ এই হুকুম মজুররা মানিয়া লইতে রাজী হইল না। লেবর অফিসারের নিকট তাহারা ইহা জানাইল, কিন্তু বড় সাহেবের হুকুম বলিয়া লেবর অফিসার মজুরদের হুকুম মানিতে বলিলেন। তখন মজুররা ঐ দিনের জন্য ডবল রেটের দাবী করেন, কিন্তু ম্যানেজার তাহাতে রাজী হন নাই। ফলে মজুররা এই নূতন হুকুম মানিয়া লইতে পারিল না। ম্যানেজার চটিয়া মজুরদের হপ্তা সকাল আটটার পরিবর্ত্তে বৈকাল ৪টা দিতে সুরু করিল। মজুররা তাহাদের দাবীর পিছনে দৃঢ় আছে। ইউনিয়নকে জোরদার করিয়া তাহার নেতৃত্বে একত্র হইয়া চলিলেই তাহাদের ন্যায্য দাবী আদায় হইবেই।

জরুরী নোটীশ

'জনযুদ্ধে'র যে সব গ্রাহক, 'জনযুদ্ধ' সম্পর্কে অফিসে চিঠি পত্রাদি লিখেন, তাহারা অনুগ্রহ করিয়া গ্রাহক নম্বরটীর উল্লেখ করিয়া দিবেন—নতুবা আমাদের খুবই অসুবিধায় পড়িতে হয়, অকারণে সময় নষ্ট হয়।

যাহারা চেক বা ড্রাফট্ পাঠান তাহারা 'Pay Janayuddha' এই কথাটিই লিখিবেন—'Janayuddha' এর ম্যানেজার দিকে নজর রাখিবেন। ম্যানেজার—'জনযুদ্ধ'

বাংলার জেলায় জেলায়

মহিলা আত্মরক্ষা সম্মেলন

হাওড়া জেলা

মহিলা আত্মরক্ষা সম্মেলন

৩০শে এপ্রিল আন্দুল গ্রামে কমরেড মনোরমা দেবীর সভানেত্রীত্বে হাওড়া জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনের কিছুদিন আগে থেকেই মেয়ে কর্ম্মীরা বিভিন্ন গ্রামে প্রচার করিতে ছিলেন। এই প্রচারের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ নূতন নূতন কর্ম্মী পাওয়া যাইতেছিল। এক গ্রামে ১০জন কৃষক মহিলাকে স্বেচ্ছাসেবকরূপে পাওয়া যায়।

সম্মেলনে প্রায় ২০০০ মেয়ে উপস্থিত হইল। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই কৃষক ও মজুরের ঘরের মেয়ে। ৩৫ জন মেয়ে ভলান্টিয়ার সম্মেলনের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নিজেদের নিজেদের জায়গায় দাঁড়াইয়া রহিল। পতাকা উত্তোলনের পর কোরাসে গান হইল। তারপর কাইয়ুর কমরেডদের স্মৃতিতে ও স্থানীয় মহিলা কর্ম্মীর মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল। ইহার পর খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে বক্তৃতা হইল ও প্রস্তাব গৃহীত হইল। সভানেত্রী সমস্ত সম্ভাবের তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। বিপুল উৎসাহের মধ্যে সম্মেলনের কাজ শেষ হইল।

ময়মনসিংহে সম্মেলন

২৯শে ও ৩০শে এপ্রিল ময়মনসিংহ সহরে কমরেড নিবেদিতা চৌধুরীর সভানেত্রীত্বে মহিলা কন্‌ফারেন্স হয়। সভায় ৮০০ মহিলা যোগ দেন। ১০০ জন ডেলিগেট বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে উপস্থিত হয়। এই সম্মেলনে সহর ও জেলা কমিটি গঠিত হইল সকল দলের কর্ম্মী মহিলাদের লইয়া। জেলা সমিতির সভ্য হইয়াছে ৯০০।

খুলনা জিলা সম্মেলন

২৩শে এপ্রিল খুলনা মিউনিসিপ্যাল হলে জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সম্মেলন হয় কমরেড মুঁইফুল বসুর সভানেত্রীত্বে। প্রায় ৩০০ মহিলা উপস্থিত ছিলেন। প্রাদেশিক মহিলানেত্রী কমরেড মনিকুন্তলা সেন সম্মেলনে খাদ্য সমস্যা ও আত্মরক্ষার প্রশ্নে মহিলাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। কাইয়ুর কমরেডদের উদ্দেশ্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া, খাদ্য সমস্যার প্রতিবিধানের পথ নির্দ্দেশ করিয়া, জাতীয় নেতাদের মুক্তির দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রংপুর জেলা সম্মেলন

২৩শে এপ্রিল আত্মরক্ষা সম্মেলন হয়। প্রথমে সম্মেলনের অনুমতি পাওয়া যায় নাই। শেষ মুহূর্ত্তে অনুমতি পাওয়াতে আয়োজন বিশেষ কিছু হয় না। তা সত্ত্বেও মেয়ে কর্ম্মীরা প্রচণ্ড উৎসাহে সব বন্দোবস্ত করিতে লাগিয়া গেল। গাইবান্ধা, ডোমার প্রভৃতি জায়গা থেকে মেয়ে প্রতিনিধিরা আসিয়া উপস্থিত হইল। ২৩শে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেও যথেষ্ট সংখ্যায় মেয়েরা সভায় আসিয়া সমবেত হইল। সাধারণ ঘরের মেয়েদের বিপুল উৎসাহ এই সম্মেলনের কাজ দেখিয়া। তাদের উৎসাহ কর্ম্মীদের প্রাণে নূতন উদ্যম জাগাইয়া তুলিল।

বর্দ্ধমান

৩০শে এপ্রিল তিনটী কেন্দ্রের প্রতিনিধি লইয়া জেলা আত্মরক্ষা সম্মেলন হইল। কমরেড মণিহুজলা সেন খাদ্য সমস্যা, আত্মরক্ষা সমিতির কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয় বুঝাইয়া বলিলেন। বর্দ্ধমানে মেয়ে আন্দোলন বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। এই সম্মেলনেই প্রথম মেয়ে আন্দোলনের একটা ক্ষেত্র তৈরী হইল।

হুগলী

২রা মে চুঁচুড়া সহরে সম্মেলন হয়। প্রায় ৩০০ মেয়ে উপস্থিত ছিল। চুঁচুড়ায় এইরকম মেয়ে সমাবেশ এই প্রথম। চন্দননগর, হুগলী ও অন্যান্য জায়গা থেকেও প্রতিনিধিরা আসিয়াছিলেন। কমরেড মণিকুন্তলা সেন খাদ্য সমস্যা ও অন্যান্য প্রস্তাবগুলি বুঝাইয়া বক্তৃতা করেন। সম্মেলনের সঙ্গে একটী স্বদেশ, পোষ্টার, ছবি ও শিল্প প্রদর্শনী করা হয়।

ফরিদপুর, বাঁকুড়া, রাজসাহী, দিনাজপুর পাবনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলাতেও মহিলা আত্মরক্ষা সম্মেলন হইয়াছে। প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসাবেই সমস্ত জেলায় এই সম্মেলনগুলি হইল।

মহিলা কমিউনিষ্ট দরদীর অকাল মৃত্যু

গত ১৫ই এপ্রিল গোহাটির কমরেড তিলপ্রভা সইকীয়ার হঠাৎ দুই দিনের জ্বরে ১৭ বৎসর বয়সেই অকাল মৃত্যু হয়। তিনি ১৯৪২ সালে গোলামাঠে পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং সেইদিন হইতেই পার্টির একজন বিশেষ দরদী হইয়া ছাত্রীদের মধ্যে কাজ করিতে ছিলেন। তিনি নিজের উদ্যোগেই একটা নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় বালিকাদের জন্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

তিনি ৩ বৎসর যাবৎ কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন। তিনি নিয়মিত জনযুদ্ধের গ্রাহক ছিলেন এবং কংগ্রেসী মহিলাদের মধ্যে জনযুদ্ধের নীতি প্রচার করিতেন। আমরা বজ্রমুষ্টি উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে সম্মান জানাইতেছি।

★ সংস্কৃতির মশাল জ্বালো ★

ইতিহাসের হাতে আলোর অনির্ব্বাণ মশাল। নিষ্ঠুর রাজ্যলোভ আর রাজ্যশাসন তার বাতাগুলি যখনই রুদ্ধ করিতে চায়, তখনই ইতিহাসের নূতন বংশধর লম্ফ হাতে সে মশাল তুলিয়া ধরে। এই কণ্টকিত পথেই ইতিহাসের জয়যাত্রা! আমাদের চারিদিকে আজ সংস্কৃতির সর্ব্বনাশ। দুষ্ট গ্রহ ছায়া ফেলিয়াছে। যাঁরা আমাদের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ শিল্পী, তাঁদের হাতের মশাল তুলিয়া নিতে হইবে। সামনের সমস্ত বিপদ, ষড়যন্ত্র সমস্ত ব্যর্থ করিয়া ইতিহাসের পথ কাটিয়া দিতে হইবে। তাই দেশরক্ষা, জাতির সুদৃঢ় সংহতি—এই একটা আওয়াজ সংস্কৃতির সহস্রমুখে ধ্বনিত হউক। বাংলার দিকে দিকে আজ তারই ইঙ্গিত।

সংস্কৃতি আন্দোলন আগাইতেছে

গত ২৫শে এপ্রিল হাওড়া শিল্পপুরে পাবলিক লাইব্রেরী হলে স্থানীয় ছাত্র ফেডারেশন ও 'অভিবাদন' পত্রিকার উদ্যোগে এবং গোপাল হালদারের সভাপতিত্বে একটি সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাস্থলে চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল। বিখ্যাত নটনিল্পী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও সাহিত্যিক স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা করেন। ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সভায় কয়েকটি আবৃত্তির পর বিনয় রায় ও দিলীপ রায় জনসঙ্গীত করেন। সভায় ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘের স্থানীয় শাখা খোলার জন্য একটি সংগঠক সমিতি গঠিত হয়। নৈঋতী প্রগতি সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ১৮ই এপ্রিল একটি সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য। বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রগতি ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভায় গল্প ও কবিতা পাঠ করা হয়। বিনয় রায়, দিলীপ রায় ও সুপ্রিয়া মুখোপাধ্যায় সমবেত কণ্ঠে জনসঙ্গীত করেন। ভটপাড়া ও নৈহাটীতে শীঘ্রই ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘের দুটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইবে। ২৭শে এপ্রিল রাত্রে বাড়ীতে 'কৃষ্টিকেন্দ্রের উদ্যোগে ও অধ্যাপক নূপেন গোস্বামীর সভাপতিত্বে একটি সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রবীণ শিক্ষক যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। স্থানীয় রাজার স্কুলের প্রধান শিক্ষক মণীন্দ্র মজুমদার, শৈলেন্দ্র কুণ্ডু ও জগৎ দাস সভায় ফ্যাশিজম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ২রা মে বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজ হলে স্থানীয় প্রগতিবাদী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘের (ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘের শাখা) উদ্যোগে স্থানীয় লেখক ও শিল্পীদের একটি সভা হয়। সুধীপ্রধান প্রগতি সাহিত্যের আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। দিনাজপুরের ড্রামাটিক হলে গত ২৩শে ও ২৯শে এপ্রিল ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে ও সুকুমার সেনের সভাপতিত্বে একটি সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন জননাট্য, জনসঙ্গীত ও চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। শিল্পী বীরেন দাশগুপ্তের 'নবচিত্র'গুলি অভিনব ও উপভোগ্য হইয়াছিল। সুনীল সেন ও তরুণ সেন বক্তৃতা করেন। সভায় উপস্থিতির সংখ্যা প্রায় ১ হাজার হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিনের সভায় পুস্তক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘের পক্ষ হইতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সভায় কয়েকটি আবৃত্তির পর বিনয় রায় ও দিলীপ রায় জনসঙ্গীত করেন। সভায় ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘের স্থানীয় শাখা খোলার জন্য একটি সংগঠক সমিতি গঠিত হয়। নৈঋতী প্রগতি সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ১৮ই এপ্রিল একটি সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য। বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রগতি ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভায় গল্প ও কবিতা পাঠ করা হয়। বিনয় রায়, দিলীপ রায় ও সুপ্রিয়া মুখোপাধ্যায় সমবেত কণ্ঠে জনসঙ্গীত করেন। ভটপাড়া ও

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

মজুরশ্রেণীর একতা ও সংগঠনের পথ দেখাইল

ভারতের মজুরদের চরম সঙ্কটের দিনে গত ৩০শে এপ্রিল হইতে ৩রা মে পর্য্যন্ত নাগপুরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গেল। দেশ-জুড়িয়া আজ খাদ্যাভাব, মজুররা উপযুক্ত মাগগীভাতা পায় না, মজুরশ্রেণীর অধিকার ও তাদের সংগঠনের উপর দমননীতির উদ্যত আঘাত—এই সব সমস্যার সমাধান এখনই দরকার—এমনি সময়েই সম্মেলন বসিল। জাতীয় নেতারা কারাগারে, এদিকে জাপানী দস্যু ভারতের দ্বারে আঘাত হানিতেছে—এই অবস্থায় রাজনীতি হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে মজুরশ্রেণী পারে না—সম্মেলনে এই দাবীই ঘোষণা হইল। দেশের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে প্রায় সমস্ত ইউনিয়নই এই সম্মেলনে যেভাবে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলেই নাগপুর অধিবেশনের গুরুত্ব কিছুটা বুঝা যায়। আগের বছর ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে ডেলিগেটের সংখ্যা ছিল ১৬৮, এ বছর তার জায়গায় হইল ৩০৯। আগের বছর ৯৪টী ইউনিয়ন প্রতিনিধি পাঠাইয়াছে, এ বছর পাঠাইয়াছে ১৫০টী ইউনিয়ন। আগের বছর ট্রেড ইউনিয়নে ছিল মোট ১৩৬টী ইউনিয়ন, এ বছর হইয়াছে ২৫৮টী। মোট সভ্যের সংখ্যা আজ দাঁড়াইয়াছে ৩ লাখের উপর।

নাগপুরের নির্দ্দেশ

প্রধান রাজনৈতিক প্রস্তাব তোলেন কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী। এই প্রস্তাবের উপর যে ভোটাভুটী হয়, তাহাতে দেখা গেল প্রস্তাবের পক্ষে ৪২৪ ভোট এবং বিপক্ষে ১৯২ ভোট। ডেলিগেট হিসাবে নয়, ইউনিয়ন হিসাবে ভোট দেওয়া হইয়াছিল। ভোট বেশী হওয়া সত্ত্বেও প্রস্তাবটী গৃহীত বলিয়া ধরা হইল না। কেননা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নিয়ম আছে যে কোনো রাজনৈতিক প্রস্তাব পাশ করিতে হইলে তাহার পক্ষে অন্ততঃ চার ভাগের তিন ভাগ ভোট দরকার। নিয়ম অনুযায়ী প্রস্তাব বাতিল হইয়া গেলেও প্রস্তাবের পিছনে যে কত বড় জোর এবং কত ব্যাপক সমর্থন ছিল, তাহা গোপন থাকিল না। সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ চারু ব্যানার্জী স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে নিয়মের দিক হইতে প্রস্তাবটী বাতিল হইয়া গেলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা গৃহীত হইয়াছে বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যায়। এই প্রস্তাব জাতীয় গভর্ণমেণ্ট ও জাতীয় ঐক্যের দাবী তুলিল। জাতীয় ঐক্যের পথেই যে গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি সম্ভব তাহা এই প্রস্তাবে ঘোষণা করা হইল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আত্মনিয়ন্ত্রের অধিকারের ভিত্তিতে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের দাবী এই প্রস্তাবে জানান হইল। দেশরক্ষা ও স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য প্রত্যেক দেশভক্তের যে স্বাভাবিক দায়িত্ব রহিয়াছে, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আজ তাহাই স্পষ্ট ঘোষণা করিল এবং সেই দায়িত্ব পালনের দিকে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস যে অগ্রসর হইতেছে, তাহাও স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

খাদ্য সমস্যার প্রস্তাবে আমলাতন্ত্রের খাদ্য নীতির নিন্দা করা হয়। প্রত্যেক বস্তী এবং মহল্লার জনগণের প্রতিনিধি লইয়া খাদ্য কমিটী গঠনের জন্য এবং নিয়মিতভাবে খাদ্য পাওয়ার ব্যবস্থার জন্য দাবী জানান হয়। খাওয়া পড়ার খরচ বাড়ার অনুপাতে সব মজুরদের মাগগী ভাতা বাড়াইবার দাবী জানান হয়। একটী প্রস্তাবে দমননীতির নিন্দা করা হয়। রেল, চটকল, সুতাকল, চা-বাগান, জাহাজী মজুর এবং বিড়ি-মজুরদের বিশেষ বিশেষ দাবী সমর্থন করিয়াও প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাংলার মজুরদের জন্য ভাসরকম এ-আর-পি ব্যবস্থার দাবী করা হয়। কায়ুর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান হয়। লাল ফৌজ এবং চীনের বীর জনগণকে অভিনন্দিত করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সবগুলি প্রস্তাবই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

নূতন কর্ম্মকর্ত্তা, ওয়ার্কীং কমিটী এবং জেনারেল কাউন্সিলের নির্ব্বাচন হইল সর্ব্বসম্মতিক্রমে। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্য এবং সংহতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকল দলই বুঝিতে পারিয়াছে। প্রত্যেক দলই শক্তির অনুপাতে ওয়ার্কীং কমিটী ও কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচনে যথোচিত স্থান পাইয়াছে। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড ডাঙ্গে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। কমরেড এন এম যোশী জেনারেল সেক্রেটারী হইলেন। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস মজুরদের শ্রেষ্ঠ স্বার্থতান্ত্রিক সংগঠন। মজুর শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ নেতারা ইহার কর্ম্মকর্ত্তা ও পরিচালক। ইহার ওয়ার্কীং কমিটীতে আছেন ঝোম্বাই-এর গিরনীকামগার ইউনিয়নের মজুর সভাপতি কমরেড ভোগলে। জেনারেল কাউন্সিলে কলিকাতা ট্রাম মজুর ইউনিঃনের জনপ্রিয় নেতা কমরেড চতুরালী এবং বীরেন মজুমদার আছেন।

নাগপুর সম্মেলনে কমিউনিষ্ট পার্টির শক্তি ও প্রেরণা কুটিয়া উঠিয়াছে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে এত বেশী কমিউনিষ্ট ডেলিগেট আর কোনো দিন দেখা যায় নাই। এক বিহার ছাড়া সমস্ত প্রদেশে কমিউনিষ্টরাই সংখ্যায় এবং শক্তিতে শ্রেষ্ঠ। শ্রমিক-আন্দোলনের এবং সংগঠনের ঐক্য বজায় রাখার জন্য কমিউনিষ্টদের প্রচেষ্টা আজ সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। সভাপতি মহাশয় উপসংহারে বলেন: নাগপুরের আলোচনার মধ্য দিয়া যে পথের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে সে পথে মজুরদিগকে পরিচালনা করিবার প্রধান দায়িত্ব কমিউনিষ্টদের।

যুদ্ধের গতি

★ লালফৌজ আগে বাড়িতেছে
★ উত্তর আফ্রিকায় ফ্যাশিষ্টরা খতম
★ বর্ম্মা হইতে জাপানী দস্যুদের তাড়াও

গ্রীষ্মের জন্য লালফৌজ তৈয়ার

মস্কো হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে দুই হাজার মাইল ব্যাপী রণক্ষেত্রের নানাস্থানে জার্ম্মাণরা নূতন সৈন্যসমাবেশ করিতেছে, এখন যে কোন মুহূর্ত্তে একটা বড়দরের যুদ্ধ বাধিতে পারে। কয়েকদিন পূর্ব্বে মস্কো রেডিও হইতে লালফৌজের উদ্দেশে একটী বাণী প্রচারিত হয়। তাহাতে সকলকে ইতালির নেতৃত্বে আক্রমণমূলক যুদ্ধের জন্য তৈয়ার থাকিতে বলা হয়। দুই পক্ষই এখন যুদ্ধের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য বিপুল আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে।

ইতিমধ্যে রণক্ষেত্রের প্রায় সর্ব্বত্রই লালফৌজের সাফল্য ঘটিতেছে। গত শুক্রবার সোভিয়েট বিমানবাহিনী কয়েক শত মাইল ধরিয়া শত্রুর বহু ঘাঁটিতে বোমা বর্ষণ করে, মাত্র একদিনে ১৯০টী জার্ম্মাণ বিমান ধ্বংস করে। সোভিয়েটের খোয়া যায় ৬২টী বিমান। কৃষ্ণসাগর পার হইয়া লাল-বিমানবহর রুমানিয়ার বন্দর কন্‌ষ্টান্‌জার উপর বোমা ফেলে। কুবান্ অঞ্চলে সোভিয়েটের বিমান-বহর শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে।

এখনও প্রধান লড়াই হইতেছে কুবান্ প্রদেশে। দুই দিক হইতে এখন নভোরসিস্ক বন্দর বিপন্ন। ত্রিন্‌স্কায়া দখল করিয়া লালফৌজ ঐ বন্দর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। নভোরসিস্ক রক্ষার জন্য জার্ম্মাণরা যে ঘাঁটী বানাইয়াছে, তাহার দ্বিতীয় ব্যূহ লালফৌজ ভেদ করিয়াছে। এ অঞ্চলে এক একটী ছোট পাহাড় যেন দুর্গবিশেষ। শত্রু মরিয়া হইয়া লড়িতেছে, কিন্তু লালফৌজকে ঠেকাইতে পারে নাই।

ফ্যাশিষ্টরা আঘাত খাইতেছে

ডনেৎস নদীর পশ্চিম কূলে চুগুইয়েফ হইতে লালফৌজকে হটাইবার জন্য শত্রু বার বার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই পারিয়া উঠে নাই। বালাক্লেয়ার নিকট লড়াইয়েও জার্ম্মাণরা যথেষ্ট নাজেহাল হইয়াছে। রষ্টভের পশ্চিমে লালফৌজ জার্ম্মাণদের ঘাঁটীগুলি ক্রমেই ভাঙিতেছে। আরও উত্তরে কুর্স্ক ও ওরেলের মাঝামাঝি জায়গার লালফৌজ সজোরে আক্রমণের উদ্যোগ সম্পূর্ণ করিতেছে। দক্ষিণে কীভ্ হইতে উত্তরে লেনিনগ্রাড পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র গেরিলারা খুবই তৎপর রহিয়াছে। হিটলারের গ্রাস অভিযানে সাফল্যের আশা ক্রমেই আকাশকুসুমে পরিণত হইতেছে।

৬ই মে তারিখে জার্ম্মাণদের বিমানঘাঁটির উপর বোমা ফেলিয়া ৩৫০টী বিমান নষ্ট ও জখম করা হইয়াছে। সম্প্রতি ভেলিকিলুকির দক্ষিণপশ্চিমে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া লালফৌজ জার্ম্মাণদের হকচকাইয়া দিয়াছে। যে সব জায়গা শত্রু ছমাস ধরিয়া সুদৃঢ় ঘাঁটি বানাইয়াছিল, সেগুলি সোভিয়েটের দখলে আসিয়াছে। যেভাবে সোভিয়েট লড়িতেছে, তাহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে পশ্চিম ইয়োরোপে সোভিয়েটের মিত্রেরা দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিলে শীঘ্রই হিটলারকে একেবারে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে।

আফ্রিকায় হিটলার নাজেহাল

ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিবার পক্ষে যে সব চেয়ে প্রকৃষ্ট সুযোগ আজ উপস্থিত, তাহার প্রমাণ আফ্রিকাতে উত্তর আফ্রিকার রণক্ষেত্র হইতে। বহুদিন টিমেতেতালা ঢঙে লড়াই চালাইবার পর ইংরেজ ও আমেরিকান বাহিনী প্রায় নাটকীয় ভঙ্গীতে গত শুক্রবার একই সময়ে তিউনিস শহর ও বিজেরটা বন্দর দখল করিয়াছে। এটা যে সত্যই একটা বড়দরের জিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। চতুর্থ ভারতীয় ডিভিশন এই বিজয়-অভিযানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

ফ্যাশিষ্টদের প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য উত্তর আফ্রিকার আটক পরিবার উপক্রম হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। তিউনিসিয়ার উত্তরপূর্ব্ব কোণে কেপ্ বন্ উপদ্বীপে শত্রু শেষ প্রতিরোধের চেষ্টা করিতে পারে। আমেরিকান বাহিনী বিজেরটা হইতে প্রায় ১৫ মাইল দক্ষিণে অগ্রসর হইয়াছে। কয়েকটী জায়গা ছাড়া তিউনিসিয়াতে প্রায় সর্ব্বত্রই শত্রুর প্রতিরোধ শেষ হইতেছে। কেপ্ বন্ ছাড়া অন্য কোথাও বড়দরের লড়াইয়ের সম্ভাবনা নাই।

বার্লিন রেডিও জানাইতেছে যে জার্ম্মাণ সেনাপতি রমেল ও ফন্ আর্নিম দুইজনেই একজন ইতালিয়ান সেনাপতির উপর যুদ্ধের ভার দিয়া ইয়োরোপ চলিয়া গিয়াছেন। মিত্রশক্তির প্রধান ঘাঁটি হইতে খবর আসিয়াছে যে ইতিমধ্যে প্রায় ৫০,০০০ শত্রুসৈন্য বন্দী হইয়াছে।

দ্বিতীয় ফ্রন্ট অবিলম্বে চাই

তিউনিসিয়ার পূর্ব্বে ইতালীর অধিকৃত পান্টেলারিয়া দ্বীপের উপর খুব জোর বোমা ফেলা হইয়াছে। খানিকটা সমুদ্র পার হইলেই সিসিলি দ্বীপ, খাস ইতালীর সঙ্গে এ দ্বীপ প্রায় সংযুক্ত বলিলেই চলে। সিসিলির প্রধান সহর পালেমের্‌তে অস্ত্র কারখানা অনেক। সেখানে দিনের আলোয় একটা বিরাট বিমান আক্রমণ সম্প্রতি চালানো হইয়াছে। এত বড় বিমান আক্রমণ এ যুদ্ধে প্রায় হয় নাই বলা যায়। তিউনিসিয়ায় জয়ের ফলে মিত্রশক্তি ডানকার্কের অপমানের প্রতিশোধ যেন তুলিয়াছে। এই পর্ব্ব চুকাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট অবিলম্বে না খুলিবার কোন কারণ রহিল না।

ফ্যাশিষ্ট অধিকৃত ইয়োরোপের নানা স্থানে যথারীতি বোমা ফেলা হইতেছে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়। ফ্রান্সের দেশভক্তেরা সম্প্রতি শ্যাভ্য অঞ্চলে বিস্ফোর করিয়াছিল। গড়ে সপ্তাহে তিন দিন তাহারা ফ্যাশিষ্টদের সমর সরবরাহ নষ্ট করিবার জন্য রেল উলটাইয়া দিতেছে। হাঙ্গেরি হলাণ্ডে ফ্যাশিষ্ট শাসকরা সামরিক আইন জারি করিতে বাধ্য হইয়াছে। তিউনিসিয়ার ঘটনা-পরম্পরার ফলে ইতালীতে অসন্তোষ নিশ্চয়ই ব্যাপক হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিয়া ইয়োরোপে সৈন্য নামাইলে হিটলারের দিন ঘনাইয়া আসিবে, জনযুদ্ধের শেষ বিজয় অভিযান শুরু হইয়া যাইবে।

অষ্ট্রেলিয়ার বিপদ কাটে নাই

জাপানী আক্রমণের বিপদ যে অষ্ট্রেলিয়ার কাটে নাই, একথা অষ্ট্রেলিয়ার সরকারী মুখপত্রেরা বারবার বলিতেছেন। জাপানী ডুবো জাহাজ অষ্ট্রেলিয়ার চারদিকে বিচরণ করিতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার নিকটেই জাপানের অনেক নৌ ও বিমানঘাঁটি রহিয়াছে। ব্রিটেন ও আমেরিকার কারখানা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে বিমান যে অষ্ট্রেলিয়া এখনও পাইতেছে না, এ অভিযোগ এখনও শোনা যাইতেছে। গত বৎসরে প্রায় একশো নূতন বিমানঘাঁটি তৈয়ার হইয়াছে বটে, কিন্তু ফ্যাশিষ্ট আক্রমণের বিপদ অনুপাতে তাহা যথেষ্ট নয়।

প্রশান্ত মহাসাগরে সম্প্রতি জাপানের দুইটী বড় মালবাহী জাহাজ (৫০০০ ও ৭০০০ টন) ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। চীন হইতে আমেরিকান বিমান জাপ-অধিকৃত হাইনান্ দ্বীপের উপর বোমা ফেলিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে নানা স্থানে জাপানী ঘাঁটির উপর বোমা যথারীতি ফেলা হইতেছে। কিন্তু জাপানকে দাবাইয়া যুদ্ধজয়ের কোন লক্ষণ এখনও দেখা যায় নাই।

আরাকানের খারাপ খবর

আমাদের ঘরের কাছে যে লড়াই, সে সম্বন্ধে সম্প্রতি কিছু খারাপ খবরই আসিতেছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে কুড়িখানা জাপানী বিমান দক্ষিণ পূর্ব্ব বাংলার কোন এক জায়গায় হানা দিয়া যায়। বার্ম্মার লড়াই একই কদমে চলিতেছে। ইংরেজ ও আমেরিকান বিমানবহর প্রায় নিয়মিতভাবে টুঙ্গু ও অন্যান্য জায়গায় বোমা ফেলিতেছে, কিন্তু যুদ্ধের যে নিষ্পত্তি যে এ পথে হইবে না, তাহা নিশ্চিত। বার্ম্মা ফিরিয়া দখল না করিতে পারিলে চীনের পক্ষে জোর কদমে লড়া সম্ভব নয়, সরবরাহের অভাবে চীন এক রকম আত্মরক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু বার্ম্মা দখল করা দূরে থাক, আরকান অঞ্চলে ক্রমশই মিত্র সেনা পিছু হটিতেছে, শত্রু সীমান্তের খুবই নিকটে পৌঁছিতেছে।

কয়েকদিন খবর আসিতেছিল যে আরাকান অঞ্চলে টহলদারীর পর্ব্ব শেষ হইয়া হঠাৎ জোর লড়াই বাধিয়াছে। বুথিডং হইতে মাউদো পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, সেখানে জাপানীরা বিশেষ তৎপর হয়। বুথিডংের কয়েক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, অর্থাৎ ভারতসীমান্তের অনতিদূরে বেশ লড়াই চলে। একদিন খবর আসিল যে বুথিডং রণক্ষেত্রে একস্থানে জাপানীদের হটানো হইয়াছে। কিন্তু সবচেয়ে টাট্‌কা খবর হইল এই যে বুথিডংয়ের পশ্চিমে ও উত্তরপশ্চিমে মিত্রসেনা সরিয়া গিয়াছে।

অবশ্য জাপানীদের মতলব ছিল ভারতীয় ও ইংরেজ সেনাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া নষ্ট করা। সে মতলব হাঁসিল হয় নাই। কিন্তু নিশ্চয়ই ভারত সীমান্তের এত নিকটে মিত্রসেনার পক্ষে সরিয়া আসা একটা খারাপ খবর। জাপানী ফ্যাশিষ্টরা ভারত আক্রমণ করিতে পারিবে না, তাহার রাস্তা একদম বন্ধ করা হইয়াছে, বলিয়া যে এক বিবৃতি সম্প্রতি প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা অনুলক বলিয়াই প্রকাশিত হইল।

জনযুদ্ধে জনগণকে আনো

সম্প্রতি পার্লামেণ্টে একজন সভ্য বলিয়াছেন যে বার্ম্মা রণক্ষেত্রের কথা যেন কর্তৃপক্ষ ভুলিয়াই গিয়াছেন। যে ভাবে লড়াই হওয়া উচিত, তাহা যখন হইতেছে না, তখন এ অভিযোগ খুবই ঠিক। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে কর্তৃপক্ষ বার্ম্মা রণক্ষেত্রের কথা না ভুলিলেও যুদ্ধ কেমন করিয়া চালাইলে সাফল্য আসিবে সে-বিষয়ে একটা নিদারুণ ভুল ধারণা পুষিয়াই বসিয়া আছেন। বার্ম্মার লোককে পূর্ণ স্বাধীনতার আশ্বাস দিতে হইবে; এখনই জাতীয় সরকার ভারতে কায়েম করিতে হইবে; শুধু তাহা হইলেই জনশক্তির জোরে জাপানকে বার্ম্মা কেন, সমস্ত প্রাচ্যদেশ থেকে খেদাইয়া দেওয়া সম্ভব। শুধু সামরিক কায়দায় আজকের দিনে যুদ্ধ জয় যে হয় না, এ বোধ কবে কর্ত্তাদের মগজে ঢুকিবে?

উত্তর আফ্রিকা হইতে সুখবর আসি

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

কমিউনিষ্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলন (বোম্বাই)

কার্য্য-সূচী—

২৩শে মে রবিবার—বিকাল ৫টা হইতে ৮টা—কিংসওয়ে ময়দানে—পাতাকা অভিবাদন, অভিনন্দন বাণী, সভাপতি পরিষদের সভ্যের বক্তৃতা।

২৪শে মে সোমবার—সকাল ১১টা হইতে ৬টা—দামোদর হলে—সংস্কৃতি বিষয়ক কার্য-সূচী।

রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা—আর-এম ভাট হলে—বোম্বাই-এর পার্টি সদস্য ও রেডগার্ডদের জেনারেল বডি মিটিং।

২৫শে মে মঙ্গলবার—১১টা হইতে ৬টা—আর-এম ভাট হল, দামোদর হল ও পার্টিস্কুল হলে—কমরেড জোশীর রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট বিভিন্ন ভাষার প্রতিনিধিদের কাছে পেশ করা।

২৬শে মে বুধবার—১১টা হইতে ৬টা—আর-এম ভাট হল—প্রতিনিধি ও বিশেষ দর্শকদের জন্য—শহীদদের সম্বন্ধে প্রস্তাব, অভিনন্দনসূচক প্রস্তাব, জোশীর রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট, অধিকারীর আত্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত রিপোর্ট।

রাত্রি ৮টা হইতে ১০-৩০টা—দামোদর হল—বোম্বে কমরেডদের সংস্কৃতিমূলক কার্য্যসূচী।

২৭শে মে বৃহস্পতিবার—১১টা হইতে ৬টা—আর-এম ভাট হল—প্রতিনিধি ও বিশেষ দর্শকদের জন্য—রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট, রণদিভের উৎপাদন রিপোর্ট, সারদেশাই-এর খাদ্য রিপোর্ট, প্রাদেশিক নেতাদের রিপোর্ট।

রাত্রি ৮-৩০ হইতে ১০-৩০টা—দামোদর হল—মালয়ালী কমরেডদের সংস্কৃতিমূলক কার্য্যসূচী।

২৮শে মে শুক্রবার—১১টা হইতে ৬টা—আর-এম ভাট হল—প্রাদেশিক প্রতিনিধিদের রিপোর্ট।

রাত্রি ৮-৩০ হইতে ১০-৩০—দামোদর হল—বাংলার প্রতিনিধিদের সংস্কৃতিমূলক কার্য্যসূচী।

২৯শে মে শনিবার—১১টা হইতে ৬টা—আর-এম ভাট হল—প্রাদেশিক প্রতিনিধিদের রিপোর্ট।

রাত্রি ৮-৩০ হইতে ভোর ২টা—কামগার ময়দান—মজুর প্রতিনিধিদের সংস্কৃতিমূলক কার্য্যসূচী।

৩০শে মে রবিবার—১০টা হইতে দুপুর ১২টা—সিনেমা হল—প্রতিনিধি, পার্টি সদস্য, দরদী প্রভৃতির জন্য সোভিয়েট যুদ্ধ সংবাদের ছবি।

দুপুর ২টা হইতে ৫টা—আর-এম ভাট হল—রাজনৈতিক প্রস্তাব, পার্টি ষ্ট্যাটিউট, অধিকারীর রিপোর্ট।

বিকাল ৬টা হইতে ৮টা—কামগার ময়দান—জনসমাবেশ—রণদিভে বা জোশীর বক্তৃতা, মেয়ে, মজুর, ছাত্র, কৃষক, বালক প্রভৃতি প্রতিনিধির বক্তৃতা, গান বা নৃত্য।

৩১শে সোমবার—১১টা হইতে ৬টা—আর-এম ভাট হল—প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রাদেশিক সম্পাদকদের মন্তব্য।

১লা জুন মঙ্গলবার—১১টা হইতে ৬টা—আর-এম ভাট হল—অধিকারীর সমাপ্তি বক্তৃতা, সভাপতি পরিষদের পক্ষ হইতে বক্তৃতা।

পার্টি প্রদর্শনী হইবে দামোদর হলের নিকটবর্ত্তী নিউনিসিপ্যাল স্কুলে। ২৩শে মে হইতে ২রা জুন পর্য্যন্ত প্রতিদিন বিকাল ৫টা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত ইহা খোলা থাকিবে।

★★ ট্রাম মজুর ও জনসাধারণ ★★

কলিকাতা ট্রামওয়ে মজুর ইউনিয়নের সেক্রেটারী নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :—

বহু ঝড় ঝাপটার মধ্য দিয়া কলিকাতা ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন আজ একটী শক্তিশালী ইউনিয়ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ট্রাম-ইউনিয়নের কর্ম্মপরিধি শুধু মাত্র ট্রাম-মজুরের দাবী দাওয়া আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ট্রাম-ইউনিয়নের বয়স পনেরো বৎসরের উপর নয় কিন্তু অল্পকালের মধ্যেও ট্রাম-ইউনিয়ন সর্ব্ব সময়েই জনসাধারণের দাবীর পিছনে দাঁড়াইয়াছে—দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এবং এইজন্য ১৯৩৯-৪২ পর্য্যন্ত ইউনিয়নের বহু কর্ম্মী গ্রেপ্তার, অন্তরীন, কলিকাতা হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে। ট্রাম-ইউনিয়ন ট্রাম-মজুরকে শিখাইয়াছে কি ভাবে বিপদের মুখে জনসাধারণের সেবা করিতে হয়—তার প্রমাণ ডিসেম্বর মাসে জাপানী বোমার হামলার মধ্যেও বীরের ন্যায় ট্রাম-গাড়ী চালু ট্রাম-শ্রমিকেরাই রাখিয়াছিল।

জনসাধারণের সঙ্গে সৌহার্দ্য ও ঐক্য স্থাপন করাই ট্রাম-ইউনিয়নের নীতি। কোন ঘটনার ভিতর দিয়াই ট্রাম-শ্রমিকদের সঙ্গে জনসাধারণের অসন্তোষ গড়িয়া উঠুক ইহা ট্রাম-ইউনিয়ন চায় না। বরং জনস্বার্থের দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব রাখিবার জন্যই ট্রাম-ইউনিয়ন সচেষ্ট।

কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে রাজাবাজারে ট্রাম শ্রমিকদের ও ৩ জন যাত্রীর যে সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে তাহা উপলক্ষ্য করিয়া বহু বাক্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে—অনেকে এই ঘটনার জন্য গত ধর্ম্মঘটে ট্রাম শ্রমিকদের জয়লাভকেই দায়ী করিয়াছেন, কেহ আবার ইউনিয়নকে দায়ী করিয়াছেন এবং পুলিশের সাহায্য দাবী করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই এই ধরণের বিরোধের অবসান কল্পে কোন পরিকল্পনা দিয়া ইউনিয়নকে কার্য্যকরী ভাবে সাহায্য করিতে পারেন নাই। উপ্টা জনসাধারণ ও শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য ও সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য ট্রাম ইউনিয়ন যে আবেদন করিয়াছে তাহা সফল করিয়া তুলিবার পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছেন, ইউনিয়নের ঐকান্তিকতা সম্বন্ধে জনসাধারণকে সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন, যাত্রী ও শ্রমিকের বিরোধকে বাড়াইয়া কোম্পানীর সুযোগ করিয়া দিতেছেন। যাত্রী ও শ্রমিকের এই ধরণের ছোট খাট সংঘর্ষের মূল কারণ কি তাহা পরিষ্কার ভাবে আমরা দুইটী ইস্তাহারে প্রকাশ করিয়াছি। এই ধরণের বিরোধের জন্য আমরা শ্রমিক কিংবা জনসাধারণকে এক তরফা ভাবে দায়ী করিতে পারি না—ইহার জন্য দায়ী কোম্পানীর অনুসৃত নীতি।

প্রথমতঃ কুপন সিষ্টেম। এজেন্ট সাহেব বলিয়াছেন যে রেজকীর অভাব ঘুচাইবার জন্যই কুপন ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য যে কুপন সিষ্টেম খারাপ নয়—প্রতি মাসে কুপন বদলাইবার ব্যবস্থাকেই আমরা নিন্দা করি। কারণ যদি স্থায়ী কুপন চালু করা না হয় তাহা হইলে প্রতি মাসে অনেকের কাছে ১০।১২ খানা কুপন জমিয়া যায় কিন্তু এই মাসের কুপন অন্য মাসে না নিলে জনসাধারণকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এই সিষ্টেম চালু রাখা শ্রমিক ও জনসাধারণ উভয়ের দিক হইতেই ক্ষতিজনক। জনসাধারণ ও শ্রমিকের মধ্যে যাহাতে বিরোধ হইতে থাকে তাহার জন্যই কি কোম্পানী কর্ত্তৃক এই নিয়ম প্রবর্ত্তন?

দ্বিতীয়তঃ গাড়ীর সংখ্যা এবং কনডাকটর, ড্রাইভারের সংখ্যা কম। এজেন্ট সাহেব জানাইয়াছেন যুদ্ধের জন্য বিলাত হইতে মেশিন আসে না সুতরাং গাড়ী বাড়ানো যায় না। আরও বলিয়াছেন কনডাকটর ও ড্রাইভারের সংখ্যা রীতিমত বেশী। যদি গাড়ী বাড়ানো কোম্পানীর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হয় তবে জনসাধারণের পক্ষ হইতে গভর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের দাবী যে অধিক সংখ্যক বাস চালু করিবার জন্য বাস সিণ্ডিকেটের উপর হইতে পেট্রল নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া লওয়া হউক। কোম্পানীর কথা মতই যদি কনডাকটর, ড্রাইভারের সংখ্যা বেশী হইয়া থাকে তবে কেন প্রতি গাড়ীর প্রতি কামরায় ২জন করিয়া কনডাকটর দেওয়া হয় না? একজন কনডাকটরের পক্ষে ভীড় ঠেলিয়া আজকাল কাজ করা অসম্ভব—তাহা ছাড়া যে সময় পর্য্যন্ত কনডাকটরেরা বর্ত্তমানে কাজ করে তাহা পূর্ব্বের তুলনায় একই সময়ের মধ্যে ডবল খাটুনি খাটাইতেছে। পূর্ব্বে একজন কনডাকটরকে পুরা ডিউটির মধ্যে ১০।১২ টাকার বেশী টিকিট কাটিতে হইত না, এখন ৩০।৩২ টাকারও বেশী টিকিট কাটিতে হইতেছে। তাহার উপর কোম্পানী জোর করিয়া ওভার টাইম খাটায়।

তৃতীয়তঃ গাড়ীর সময়। গাড়ীর সময় এমন ভাবে বাঁধিয়া দিয়াছে যে লেট হইবার ভয়ে অনেক সময়ে গাড়ী বাঁধা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না, কারণ লেট হইলে তাহাদের সাজা দেওয়া হয়। এই প্রকার সময় বাঁধিবার মূল রহিয়াছে কোম্পানীর অতিরিক্ত মুনাফা করিবার লোভে—অল্প গাড়ী দিয়া বেশীবার যাতায়াত করান। ইহাতে যে কেবল যাত্রীদেরই অসুবিধা হয় তাহাই নহে কনডাকটর ও ড্রাইভারদের জলপান করা কিংবা প্রস্রাব করার পর্য্যন্ত সময় মিলে না।

ইহা ছাড়া কলিকাতায় জাপানী আক্রমণের সময় "কম সময় গাড়ী চলে" এই কথা বলিয়া কোম্পানী ট্রাঙ্গফার (বদলী) টিকিট ও মিড ডে ভাড়া তুলিয়া দেন।

বর্ত্তমান এই আর্থিক কষ্টের সময় কোম্পানী আপনাদিগকে ও শ্রমিকদের নানাভাবে বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে। তাহার উপর আমাদের এই বিরোধের সুযোগ নিয়া এজেন্ট সাহেব বলিয়াছেন "বাহিরের লোকের প্রভাব" শ্রমিকদের উপর থাকায় এই সময় গোলমাল ঘটিতেছে। আমরা কি এইভাবে তাহাদের কথায় জালে পড়িয়া পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিব?

ট্রাম ইউনিয়ন বহুবিধ যাবত প্রতি মিটিংএ, প্রতিটি ইস্তাহারে শ্রমিক ও জনসাধারণের ঐক্যের কথাই প্রচার করিয়া আসিতেছে এবং এই নীতি অনুসরন করিয়াই আজ এই ইউনিয়ন দেশের মধ্যে একটী শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে দাঁড়াইতে পারিয়াছে—কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে। আজ ট্রাম শ্রমিক কেবল তাহাদের নিজেদের দাবী নিয়াই লড়ে না, তাহারা দেশের প্রত্যেকটী রাজনৈতিক দাবী নিয়াও আগাইয়া আসিয়াছে। এই দেশপ্রেমের ভিত্তি ইউনিয়নের আছে বলিয়াই আজ এজেন্টের চাইতেও শ্রমিকদের উপর ইউনিয়নের প্রভাব বেশী এবং এই "বাহিরের লোকের প্রভাব আছে" বলিয়াই গত জাপানী আক্রমণের মুখেও ইউনিয়ন তাহার শ্রমিকদের দিয়া গাড়ী চালু রাখিয়াছিল জনসাধারণের সেবার জন্য। ট্রাম শ্রমিকেরা কিছুতেই তাহাদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইবে না—দেশপ্রেমের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই তাহারা বরাবর আগাইয়া আসিয়াছে, আজও আগাইয়া যাইবে।—

● বর্ম্মায় কি ঘটিতেছে ●

(৭ পাতার শেষাংশ)

করিতেছে। কিন্তু ক্রমশঃ জাপানীদের ধোকা তারা বুঝিতেছে। জাপানীদের অত্যাচার তাদের চোখ খুলিয়া দিতেছে।

জাপানী সৈন্যেরা বার্ম্মায় অবাধ অরাজকতা চালাইয়াছে। যে কোনো বাড়ীর দরজা ঘরে ঢুকিয়া জাপানী সৈন্য যা খুসী খাইয়া চলিয়া আসে। বাজারে গিয়া দাম না দিয়া জিনিষপত্র লয়। যদি কোনো দোকানদার আপত্তি করে, তাকে মারধোর করে। রান্নার জন্য সৈন্যেরা সাদাইক (বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের আলমারি) ভাঙ্গিয়া জ্বালানী করে। রেঙ্গুন ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ইউনিয়নের রিডিং রুমটী হইয়াছে সৈন্যদের রান্নাঘর।

সৈন্যেরা গ্রামে ঢুকিয়া বাড়ী বাড়ী তল্লাসী করিতেছে দামী জিনিষপত্রের জন্য। ঘটি, থালা, বাটী, রূপার জিনিষ যা পায়, লইয়া যাইতেছে। যদি কিছু না পায়, তবে খড়ের গাদায় আগুন লাগাইয়া চলিয়া যায়। কিয়কসী জেলার একটী গ্রাম হইতে জাপানী সৈন্যেরা ২০ হাজার টাকার জিনিষ লইয়া গিয়াছে। বলদ গরু পাইলেই তারা লইয়া যায়। তাই ভয়ে চাষীরা অনেক জায়গায়, বিশেষতঃ শিউবো জেলায়, বনে জঙ্গলে গরু বলদ লুকাইয়া রাখিয়া চাষবাস বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে।

মান্দালয়ে একজন বিশিষ্ট লোকের কাছে গিয়া জাপানী সৈন্য মেয়ে মানুষ দাবী করে। টুকুতে শাসন পরিচালক কমিটির কয়েকজন সভ্যের কাছেই এই দাবী করা হয়। একজন সভ্যের কাছে তার মেয়েকে দিবার জন্যই দাবী করা হয়। সভ্যটী তাড়াতাড়ি কাজে ইস্তাফা দিয়া পলাইলেন। শুধু এইটুকুই নয়, মেয়েদের উপর অত্যাচার করিবার জন্য জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে বার্ম্মাবাসীর সংঘর্ষ লাগিয়াই আছে। কিয়কসী জেলার একটী জায়গায় পিতার সামনেই তার মেয়ের উপর জাপানী সৈন্যেরা অত্যাচার করে। জাপানী সৈন্যের ভয়ে অনেক জায়গায় মেয়েরা জঙ্গলে লুকাইয়া থাকে অথবা পুরুষের বেশ ধারণ করে।

অর্থনৈতিক ফলাফল

বার্ম্মায় মুদ্রা যা কিছু প্রচলিত ছিল, তার প্রায় সবই বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে, আর তার জায়গায় জাপানী গভর্ণমেণ্ট চালাইয়াছে নোট—দশটাকা হইতে আরম্ভ করিয়া ৩ পয়সা পর্য্যন্ত। সমস্ত রকমের আধুনিক যানবাহন বন্ধ। সাধারণ লোকে মোটরে চড়িতে পারে না—শুধু সৈন্যরাই মোটর ব্যবহার করে। মাত্র কয়েকটা বাস চলে। কিন্তু ভাড়া আগের ভাড়ার দশগুণ। পোষ্ট আফিসের কাজ এখনও সুরু হয় নাই। টেলিগ্রাফ মিলিটারী ছাড়া আর কেহ ব্যবহার করিতে পারে না।

শিল্পগুলি প্রায় বন্ধ। চাব-বাসের ব্যাপারও অনেক পরিমাণে কম হইতেছে। চালের অভাব হয় নাই সত্য, কিন্তু যানবাহনের অব্যবস্থার জন্য চালের দরের কোনো ঠিক নাই। ১৯৪২-এর জুলাই-এ রেঙ্গুনে এক বস্তা চালের দাম ছিল ৪০ টাকা। আদানপ্রদানের অভাবের জন্য অনেক জায়গায় চাল কম পড়িতেছে। অন্যান্য জিনিষপত্রের দামও অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। একটুকরা সাবানের দাম ১ টাকা, একটী দিয়াশালাই-এর দাম সাড়ে চার আনা, একটা ছুঁচ ২ টাকা, ইত্যাদি। কিছুদিনের পর এই সমস্ত জিনিষ হয়ত একেবারেই পাওয়া যাইবে না।

বার্ম্মাবাসীর প্রতিক্রিয়া

এই সমস্তের ফলে ক্রমশঃ বার্ম্মার লোকের মন হইতে জাপানী সম্বন্ধে মোহ কাটিয়া যাইতেছে। প্রধান সেনাপতি মিনামাই নানান কৌশলে বার্ম্মাবাসীকে ভুলাইয়া রাখিতে চায়। মিনামাই বর্ম্মী-পোষাক পরিয়া থাকে। সে গুজব রটাইয়াছে যে সে বার্ম্মার রাজবংশের সন্তান—যাতে বার্ম্মাবাসীরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের জন্য মিনামাই বেশ টাকা খরচ করে। অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে সে জুটাইয়াছে তার সমর্থক হিসাবে। তাছাড়া সৌখীন বড়লোকদের সমর্থনও মিনামাই জুটাইয়াছে। কিন্তু 'বার্ম্মা স্বাধীনতা ফৌজের' সঙ্গে জাপানীদের ঠোকাঠুকি ক্রমশই বাড়িতেছে। 'স্বাধীনতা ফৌজের' অধিকার ক্রমেই খর্ব্ব হইতেছে। তাদের অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

• একটী নূতন গোপন দল তৈরী হইয়াছে—'খাঁনিন দলের মিলিত জাতি অংশ'। অনেক মজুরনেতা এই দলে যোগ দিয়াছে এবং জাপানীদের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছে। মজুরশ্রেণীর কাছে জাপানীরা অনেক বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, কিন্তু মজুরশ্রেণীর সহযোগিতা পায় নাই। জানা গিয়াছে যে ইরাবতী নদীর একটা পুল মেরামতের জন্য বার্ম্মীমজুর পাওয়া যায় নাই, জাপানী মজুরকেই তা করিতে হয়। তেলের খনিগুলি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় হাজার হাজার মজুর বেকার হইয়া গিয়াছে। রূপা, টিন, প্রভৃতি খনিও বন্ধ। রেলওয়ের কাজও অনেক কমিয়াছে। এই সমস্তের ফলে মজুরবিক্ষোভ বাড়িয়া উঠিয়াছে। যে, মজুরা কাজ করিতেছে, তাদের উপর, শোষণ বাড়িয়া চলিয়াছে। রেলের মজুরদের মাহিনা আগে যা ছিল তাই আছে, যদিও জিনিষপত্রের দাম অনেক বাড়িয়াছে। তা ছাড়া, বেশী মাহিনার কাজে যে মুহূর্ত্তে একজন জাপানী পাওয়া যায়, অমনি বার্ম্মীমজুরকে ছাঁটাই করা হয়। রেলের ইঞ্জিন-ড্রাইভার, রেঙ্গুন ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই এবং ট্রামওয়ে প্রভৃতির কাজে এখন শুধু জাপানীরাই রহিয়াছে, বার্ম্মীদের তাড়ান হইয়াছে।

এই শোষণ ও অত্যাচারের ফলে বর্ম্মার মজুরদের মধ্যে আসিয়াছে একতা। সমস্ত সন্ত্রাসবাদের মজুর আজ তাদের জাপানী শত্রুর বিরুদ্ধে বীরেধীরে সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে।

('বার্ম্মা স্বাধীনতা ফৌজে'র একজন ভূতপূর্ব্ব সভ্যের লেখা হইতে গৃহীত)

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জ্জি এম,এল,এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটীর সাপ্তাহিক পত্র

প্রতি সংখ্যা ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪॥০, ৬ মাস ২॥০, ৩ মাস ১।০

২য় বর্ষ ● বুধবার, ১৯শে মে ১৯৪৩, ৫ই জৈষ্ঠ ১৩৫০ ● ৪র্থ সংখ্যা

★ মুক্তির পথে বাংলার কৃষক ★

● খাদ্য-সংকট দূর করিতে খাদ্য ফসল বাড়াইব
● জাপানী হামলা হইতে দেশকে রক্ষা করিব
● জাতীয় ঐক্য গড়িয়া জাতীয় সরকার কায়েম করিব

প্রাদেশিক সম্মেলনে ১৫০০০ চাষীর প্রতিজ্ঞা

বাংলার পূর্ব্বপ্রান্তে জাপানীদের আক্রমণ, দেশের মধ্যে খাদ্যের জন্য হাহাকার জাতীয় সঙ্কটের এই সন্ধিক্ষণে বাংলার কৃষকসভার সম্মেলন হইল ময়মনসিং জেলার নালিতাবাড়ীতে। ২৫টি জেলা হইতে প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন, এবং কোনও কোনও জেলা হইতে প্রতিনিধির সংখ্যা ২৫।৩০-এর অধিকও হইয়াছিল। পূর্ব্বের কোনও প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে এত সংখ্যায় ও এত জেলার প্রতিনিধি দেখা যায় নাই। ইহা ব্যতীত জাতৃত্ব জ্ঞাপক প্রতিনিধি ও দর্শকের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না।

নালিতাবাড়ী কৃষক আন্দোলনের একটি প্রসিদ্ধ ঘাঁটি। সম্মেলনের প্রায় সমস্ত আয়োজন কৃষকরা নিজেরাই করে। গ্রামে গ্রামে কৃষকরা এই সম্মেলনের সাহায্যার্থে চাউল, তরকারী, কাঠ ইত্যাদি দিয়া যায়। সম্মেলনের সমস্ত ব্যবস্থাই প্রায় কৃষক ভলান্টিয়াররা চালাইয়া থাকে। মালাবারের মৃত কাইয়ুর শহীদদের স্মৃতির সম্মানার্থে সম্মেলনের অতিরিক্ত মুনাফা করিবার লোভে—অল্প গাড়ী দিয়া বেশীবার যাতায়াত করান। ইহাতে যে কেবল যাত্রীদেরই অসুবিধা হয় তাহাই নহে কনডাকটর ও ড্রাইভারদের জলপান করা কিংবা প্রস্রাব করার পর্য্যন্ত সময় মিলে না।

ইহা ছাড়া কলিকাতায় জাপানী আক্রমণের সময় "কম সময় গাড়ী চলে" এই কথা বলিয়া কোম্পানী ট্রান্সফার (বদলী) টিকিট ও মিড ডে ভাড়া তুলিয়া দেন।

বর্ত্তমান এই আর্থিক কষ্টের সময় কোম্পানী আপনাদিগকে ও শ্রমিকদের নানাভাবে বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে। তাহার উপর আমাদের এই বিরোধের সুযোগ নিয়া এজেন্ট সাহেব বলিয়াছেন "বাহিরের লোকের প্রভাব" শ্রমিকদের উপর থাকায় এই সময় গোলমাল ঘটিতেছে। আমরা কি এইভাবে তাহাদের কথায় জালে পড়িয়া পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিব?

ট্রাম ইউনিয়ন বহুবিধ যাবত প্রতি মিটিংএ, প্রতিটি ইস্তাহারে শ্রমিক ও জনসাধারণের ঐক্যের কথাই প্রচার করিয়া আসিতেছে এবং এই নীতি অনুসরন করিয়াই আজ এই ইউনিয়ন দেশের মধ্যে একটী শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে দাঁড়াইতে পারিয়াছে—কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে। আজ ট্রাম শ্রমিক কেবল তাহাদের নিজেদের দাবী নিয়াই লড়ে না, তাহারা দেশের প্রত্যেকটী রাজনৈতিক দাবী নিয়াও আগাইয়া আসিয়াছে। এই দেশপ্রেমের ভিত্তি ইউনিয়নের আছে বলিয়াই আজ এজেন্টের চাইতেও শ্রমিকদের উপর ইউনিয়নের প্রভাব বেশী এবং এই "বাহিরের লোকের প্রভাব আছে" বলিয়াই গত জাপানী আক্রমণের মুখেও ইউনিয়ন তাহার শ্রমিকদের দিয়া গাড়ী চালু রাখিয়াছিল জনসাধারণের সেবার জন্য। ট্রাম শ্রমিকেরা কিছুতেই তাহাদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইবে না—দেশপ্রেমের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই তাহারা বরাবর আগাইয়া আসিয়াছে, আজও আগাইয়া যাইবে।—

প্রথমতঃ কুপন সিষ্টেম। এজেন্ট সাহেব বলিয়াছেন যে রেজকীর অভাব ঘুচাইবার জন্যই কুপন ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য যে কুপন সিষ্টেম খারাপ নয়—প্রতি মাসে কুপন বদলাইবার ব্যবস্থাকেই আমরা নিন্দা করি। কারণ যদি স্থায়ী কুপন চালু করা না হয় তাহা হইলে প্রতি মাসে অনেকের কাছে ১০।১২ খানা কুপন জমিয়া যায় কিন্তু এই মাসের কুপন অন্য মাসে না নিলে জনসাধারণকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এই সিষ্টেম চালু রাখা শ্রমিক ও জনসাধারণ উভয়ের দিক হইতেই ক্ষতিজনক। জনসাধারণ ও শ্রমিকের মধ্যে যাহাতে বিরোধ হইতে থাকে তাহার জন্যই কি কোম্পানী কর্ত্তৃক এই নিয়ম প্রবর্ত্তন?

দ্বিতীয়তঃ গাড়ীর সংখ্যা এবং কনডাকটর, ড্রাইভারের সংখ্যা কম। এজেন্ট সাহেব জানাইয়াছেন যুদ্ধের জন্য বিলাত হইতে মেশিন আসে না সুতরাং গাড়ী বাড়ানো যায় না। আরও বলিয়াছেন কনডাকটর ও ড্রাইভারের সংখ্যা রীতিমত বেশী। যদি গাড়ী বাড়ানো কোম্পানীর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হয় তবে জনসাধারণের পক্ষ হইতে গভর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের দাবী যে অধিক সংখ্যক বাস চালু করিবার জন্য বাস সিণ্ডিকেটের উপর হইতে পেট্রল নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া লওয়া হউক। কোম্পানীর কথা মতই যদি কনডাকটর, ড্রাইভারের সংখ্যা বেশী হইয়া থাকে তবে কেন প্রতি গাড়ীর প্রতি কামরায় ২জন করিয়া কনডাকটর দেওয়া হয় না? একজন কনডাকটরের পক্ষে ভীড় ঠেলিয়া আজকাল কাজ করা অসম্ভব—তাহা ছাড়া যে সময় পর্য্যন্ত কনডাকটরেরা বর্ত্তমানে কাজ করে তাহা পূর্ব্বের তুলনায় একই সময়ের মধ্যে ডবল খাটুনি খাটাইতেছে। পূর্ব্বে একজন কনডাকটরকে পুরা ডিউটির মধ্যে ১০।১২ টাকার বেশী টিকিট কাটিতে হইত না, এখন ৩০।৩২ টাকারও বেশী টিকিট কাটিতে হইতেছে। তাহার উপর কোম্পানী জোর করিয়া ওভার টাইম খাটায়।

তৃতীয়তঃ গাড়ীর সময়। গাড়ীর সময় এমন ভাবে বাঁধিয়া দিয়াছে যে লেট হইবার ভয়ে অনেক সময়ে গাড়ী বাঁধা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না, কারণ লেট হইলে তাহাদের সাজা দেওয়া হয়। এই প্রকার সময় বাঁধিবার মূল রহিয়াছে কোম্পানীর অতিরিক্ত মুনাফা করিবার লোভে—অল্প গাড়ী দিয়া বেশীবার যাতায়াত করান। ইহাতে যে কেবল যাত্রীদেরই অসুবিধা হয় তাহাই নহে কনডাকটর ও ড্রাইভারদের জলপান করা কিংবা প্রস্রাব করার পর্য্যন্ত সময় মিলে না।

ইহা ছাড়া কলিকাতায় জাপানী আক্রমণের সময় "কম সময় গাড়ী চলে" এই কথা বলিয়া কোম্পানী ট্রান্সফার (বদলী) টিকিট ও মিড ডে ভাড়া তুলিয়া দেন।

বর্ত্তমান এই আর্থিক কষ্টের সময় কোম্পানী আপনাদিগকে ও শ্রমিকদের নানাভাবে বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে। তাহার উপর আমাদের এই বিরোধের সুযোগ নিয়া এজেন্ট সাহেব বলিয়াছেন "বাহিরের লোকের প্রভাব" শ্রমিকদের উপর থাকায় এই সময় গোলমাল ঘটিতেছে। আমরা কি এইভাবে তাহাদের কথায় জালে পড়িয়া পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিব?

ট্রাম ইউনিয়ন বহুবিধ যাবত প্রতি মিটিংএ, প্রতিটি ইস্তাহারে শ্রমিক ও জনসাধারণের ঐক্যের কথাই প্রচার করিয়া আসিতেছে এবং এই নীতি অনুসরন করিয়াই আজ এই ইউনিয়ন দেশের মধ্যে একটী শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে দাঁড়াইতে পারিয়াছে—কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে। আজ ট্রাম শ্রমিক কেবল তাহাদের নিজেদের দাবী নিয়াই লড়ে না, তাহারা দেশের প্রত্যেকটী রাজনৈতিক দাবী নিয়াও আগাইয়া আসিয়াছে। এই দেশপ্রেমের ভিত্তি ইউনিয়নের আছে বলিয়াই আজ এজেন্টের চাইতেও শ্রমিকদের উপর ইউনিয়নের প্রভাব বেশী এবং এই "বাহিরের লোকের প্রভাব আছে" বলিয়াই গত জাপানী আক্রমণের মুখেও ইউনিয়ন তাহার শ্রমিকদের দিয়া গাড়ী চালু রাখিয়াছিল জনসাধারণের সেবার জন্য। ট্রাম শ্রমিকেরা কিছুতেই তাহাদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইবে না—দেশপ্রেমের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই তাহারা বরাবর আগাইয়া আসিয়াছে, আজও আগাইয়া যাইবে।—

সম্মেলনের প্রাক্কালে গৃহীত প্রস্তাবগুলি একে একে বক্তারা বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। স্বামী সহজানন্দের অভিনন্দন বাণী পড়া হইল। বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে অভিনন্দন জানাইলেন কমরেড সুধীন্দ্র রায়। প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের শুভেচ্ছা জানাইলেন কমরেড সুমেন্দ্র ব্যানার্জি, বাংলার মহিলা-আত্মরক্ষা সমিতির তরফ হইতে কমরেড মুইফুল বসু। সভাপতি পরিষদের নিবন্ধ ব্যাখ্যা করেন কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি আর সাংগঠনিক প্রস্তাব বুঝাইয়া দেন কমরেড মুরফফর আহমদ। তাছাড়া বিভিন্ন জেলার কৃষক নেতারা বক্তৃতা করেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন হাজং, ডালু প্রভৃতি জাতির নেতা, কমরেড ললিত সরকার, রাজকুমার, শচীন্দ্র, স্থানীয় মুসলিম কৃষক নেতা কমরেড আবদুল হান্নান প্রভৃতি। আর সম্মেলনে পূর্ব্বপার অপূর্ব্ব আনন্দ ও প্রেরণা যোগান কমরেড বিনয় রায় ও তাঁহার স্থানীয় গায়ক দল।

রাত্রি ১১টায় অধিবেশন শেষ হয়। কিন্তু কৃষকদের উৎসাহ ওখানেই শেষ হইল না। অত রাত্রেও তাহারা দলে দলে শিল্প প্রদর্শনী দেখিতে গেল। প্রদর্শনীর নাম দেওয়া হইয়াছিল সোমেন চন্দ প্রদর্শনী। সেখানে সোভিয়েট, চীন ও আমাদের দেশের কৃষক ও গণআন্দোলনের চিত্রগুলি দেখিতে লাগিল উৎসাহ ও মনোযোগ সহকারে। তাদের মধ্যে অনেকেই সে রাত কাটায় সম্মে

সম্পাদকীয়

★ বাংলাকে বাঁচাইতেই হইবে ★

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বাংলার খাদ্য সংকট যে ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা আগে কেহ ধারণাও করিতে পারে নাই। চালের দর প্রতিদিন ধাপে ধাপে উঠিতেছে। শুধু কলিকাতার নয়, মফস্বলেও এই একই ব্যাপার। এই অদ্ভুত দর বৃদ্ধির সঙ্গে পারা দেওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আজ কি গরীব, কি মধ্যবিত্ত সকলেই মাথায় হাত দিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু খাদ্য সংকট এত অল্পদিনে এমন অসহ্য রকম বাড়িয়া উঠিল কেন? হঠাৎ তো আর চালের কমতি হইয়া যায় নাই। বরং, সরবরাহ মন্ত্রীর বিবৃতিতে জানা যাইতেছে যে বাংলাদেশে চালের অভাব হয় নাই, প্রয়োজনের কাহাকাছি চাল এখনও আছে। তবে কয়েকদিনের মধ্যে কি ঘটিল?

একটা বিষয় সকলের চোখেই পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, আজ চালের দর নির্ভর করিতেছে ব্যবসাদারের ইচ্ছার উপর। বাজারে মুনাফালোভীর রাজত্ব চলিয়াছে—সাধারণ লোক সকলেই মুনাফালোভীর গোলাম হইয়া পড়িয়াছে। বিক্রেতা ইচ্ছামত দর হাঁকে, খরিদ্দারের খুশী হয় কিনুক, না হয় উপবাস করুক। শুধু চাল নয়, সব জিনিষেরই এই ব্যাপার। পেটের জ্বালায় লোকে বিক্রেতার কাছে মাথা নত করে।

কোটী কোটী লোককে উপবাসে মারিয়া মুনাফালোভী নিজেদের পকেট ভারী করিতেছে, এত জোর মুনাফালোভী পাইল কোথায়?

আমরা দেখিয়াছি, ইতিপূর্ব্বে দর বাঁধিয়া ও পরে দর বাঁধা উঠাইয়া দিয়া সরকার চাল কিনিয়া ষ্টক করিতেছিল। বাজার তাহাতে খালি হইয়া যাইতে লাগিল। রণ্টনের ব্যবস্থা নাই, অথচ ষ্টকের ব্যবস্থা হইতেছে—ইহার ফল ভোগ করিল জনসাধারণ। জনসাধারণ সরকারের এই খামখেয়ালি নীতির প্রতিবাদ করিল। নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী আসিয়া সেই খাদ্য-নীতি বদলাইলেন। তাঁরা বলিলেন—খাদ্য যা আছে, তাতে রেশনিং-এর কোনো দরকার নাই, মুনাফালোভীদের ধন্‌কাইলেই চাল বাহির হইয়া আসিবে ও জনসাধারণ চাল পাইবে। খাদ্য-নীতি পরিবর্ত্তিত হইল বটে, কিন্তু তার সুফলটা জনসাধারণ ভোগ করিতে পারিল না, মুনাফালোভীরাই ভোগ করিল। সরবরাহ কনট্রোলও নাই, দরকনট্রোলও নাই। মুনাফালোভীর চোদ্দ পোয়া। মন্ত্রীমণ্ডলীর ধমককে অগ্রাহ্য করিয়া তারা খেয়াল খুশী মত দর বাড়াইতে লাগিয়া গেল। আজ তারই পরিণতি দেখা যাইতেছে।

মুনাফালোভীদের পিছনে উৎসাহ জোগাইবার লোকেরও আজ অভাব নাই। পঞ্চমবাহিনীর উত্থানী তো আছেই। তাহার উপর, মন্ত্রিত্ব লইয়া নূতন করিয়া যে দলাদলি সুরু হইল, তাহার সুযোগও মুনাফালোভীরা ছাড়িবে কেন? মন্ত্রীমণ্ডলী বিবৃতির পর বিবৃতি দিয়া যাইতেছেন, পরিষদের বিভিন্ন দলের নেতারা বক্তৃতার আসর মাত করিতেছেন—কিন্তু এদিকে খাদ্যের বাজার চলিতেছে পূর্ব্বেরই মতো—মুনাফালোভীদের পকেট ভারী, জনসাধারণের অনাহার।

এই অবস্থার সুযোগ লইয়া আজ পঞ্চমবাহিনী আবার মাথা চাড়া দিতেছে। জাপানী আক্রমণ বাংলাকে শাসাইতেছে। রবিঃ হইতে বুধিঃ, বুধিঃ হইতে মঙ্গেরের দিকে জাপানী ফৌজ আগাইতেছে। বাংলার বিপদের আশঙ্কা ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। পঞ্চমবাহিনীর তো ইহাই সুযোগ। খাদ্যাভাবে বিভ্রান্ত ও হতাশ জনসাধারণকে তাই তারা বিশৃঙ্খল, বিচ্ছিন্ন করিতে চায়, তাদের মনোবলকে ভাঙ্গিয়া দিতে চায়। চালের দোকানের সামনে, কিউ-তে, জনতার মাঝে গুণ্ডার দল, পঞ্চমবাহিনীর লোক আজ নূতন করিয়া গোলমাল, দাঙ্গা, লুঠ-তরাজ বাধাইবার জন্য ভুজুঙ্গ জনতাকে উস্কাইতেছে। জনরক্ষা সমিতি জনতার মাঝে থাকিয়া জনগণকে একতাবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতেছে—তাই আজ জনসাধারণের শত্রুরা খোলাখুলিভাবে জনরক্ষা কমিটির উপরই হামলা করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এই সর্ব্বনাশা অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে। না হইলে আজকের মহা বিপদের মুখে বাংলাকে বাঁচান যাইবে না। সমস্ত দেশপ্রেমিককে, সমস্ত দলের কর্ম্মীদের, সমস্ত জনসাধারণের আজ ইহাই একমাত্র দায়িত্ব।

জনগণের মুখে খাদ্য দিতেই হইবে। ক্ষুধার মধ্য দিয়াই আসিবে সবচেয়ে বড় বিপদ। সেই বিপদকে ঠেকাইবার জন্য জনগণের ক্ষুধা দূর করিতে হইবে—ইহাই আজ সকলের কাছে একমাত্র প্রশ্ন।

খাদ্যের অভাব এমন কিছু দেশে হয় নাই। খাদ্য দেশেই আছে, সেই খাদ্য বাহির করিতে হইবে। তার রণ্টন ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই কাজের মধ্য দিয়াই জনগণ আশা ও ভরসা পাইবে, তাদের একতা শক্ত হইয়া উঠিবে, তাদের মনোবল দৃঢ় হইবে।

তাই আজ সমস্ত দেশপ্রেমিককে আমরা আহ্বান করিয়া বলিতেছি—জনগণের মধ্যে যাও, খাদ্য ব্যবস্থার প্রত্যেকটী কাজের মধ্য দিয়া তাদের সঙ্ঘবদ্ধ কর, লুঠতরাজ হাঙ্গামার পথ হইতে জনগণকে নিবৃত্ত করিয়া খাদ্য পাইবার পথে তাদের পরিচালিত কর—দেখিবে জনগণের হতাশা কাটিয়া যাইবে। কিউ-এর মধ্যে গিয়া দাঁড়াও—শৃঙ্খলার সঙ্গে খাদ্য রণ্টনের ব্যবস্থা করো; পাড়ায় পাড়ায় স্কুলগুলে নরনারীর মধ্যে গিয়া তাদের অভাব-অভিযোগের হিসাব লও—তার প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করো; দোকান, বাজার, হাট, আড়ত সকল জায়গায় গিয়া ব্যবসাদারদের বুঝাও—জনগণের স্বার্থে তাদের মিলিত কর; বড়লোক গরীব সকলকে এই খাদ্য সংকটের কথা বুঝাইয়া পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিতে উদ্বুদ্ধ করো; গ্রামে চাষীদের মধ্যে, কারখানার মজুরদের মধ্যে গিয়া তাদের খাদ্য-ব্যবস্থার পথে সঙ্ঘবদ্ধ করো। জনরক্ষা কমিটির কাজ শতগুণ বাড়াইয়া তোলো, হাজারে হাজারে ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করিয়া প্রতি পল্লীতে, প্রতি পাড়ায় ছড়াইয়া দাও—দেখিবে এই বিপুল সংহতির ভিতর দিয়া জনগণের মনে আসিয়াছে আশা, ভরসা, সাহস। পঞ্চমবাহিনী ও জনসাধারণের শত্রুরা কোণঠাসা হইবে, মুনাফালোভীরা ভড়কাইয়া যাইবে। খাদ্য পাইবার পথে জনগণ শক্তিমান হইয়া উঠিবে।

মন্ত্রীমণ্ডলীকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দাও—বিবৃতি বাহির করিতে করিতে এদিকে জনগণ অনাহারে শেষ হইয়া যাইবে। সম্মিলিত ভাবে দাবী করো: এখই চালের দর বাঁধিয়া দাও, দোকানদারদের লাইসেন্সের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করো, রেশনিং চালু করো, জনসাধারণের সাথে সহযোগিতা করিয়া মুনাফালোভী ও চোরা কারবারীদের কারসাজী বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করো। তা না হইলে কিছু হইবে না। অল্প কয়েকটা দোকানে কিছু হইবে না—হাজার হাজার অনুমোদিত দোকান গোলো—শুধু কলিকাতায় নয়, প্রতি সহরে, প্রতি পল্লীতে। এই সমস্ত দোকানে যাহাতে ন্যায্য মূল্যে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য জনরক্ষা ভলান্টিয়ারদের ডাকো—তাদের দেশপ্রেম, জনসাধারণের জন্য তাদের সেবা, তাদের উপর জনসাধারণের বিশ্বাস—ইহা দ্বারাই বিশৃঙ্খলা ও অনাচার ঘুচানো যাইবে—শুধু, মাহিনা করা পুলিশ বা সিভিক গার্ডের দ্বারা তা হইতে পারে না।

মন্ত্রীমণ্ডলী দুইকূল বজায় রাখিয়া চলিতেছে। জনসাধারণকেও সন্তুষ্ট করিতে চায়, আবার আমলাতন্ত্রের চাপে ও নত হয়। আজ জনসাধারণের বিপুল উদ্যম, বিরাট সংহতি, লৌহ দৃঢ় একতার দ্বারাই মন্ত্রীমণ্ডলীকে বাধ্য করা যাইবে খাদ্য ব্যবস্থার জন্য সত্যিকারের কিছু কাজ করিতে। জনসাধারণ যদি নিশ্চেষ্ট থাকে, তবে সেই সুযোগে আমলাতন্ত্রের চাপই মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর বড় হইয়া পড়িবে আর মন্ত্রীমণ্ডলী চলিয়া পড়িবে আমলাতন্ত্রের দিকে।

আজকের সংকটের গুরুত্ব আমাদের হতাশ করিবে না। এই সংকটের মধ্যেই জনগণের একতা গড়িয়া উঠিবে, যদি আমরা দৃঢ়ভাবে কাজে অগ্রসর হই। এই সংকটের গুরুত্বই সকল দলকে মিলাইবে এক স্বার্থে বাংলাকে রক্ষা করিবার জন্য, যদি আমরা সকলের মাঝে গিয়া বুঝাইতে পারি। এই সংকটের মধ্য দিয়াই বাংলার জনসাধারণের প্রতিরোধ শক্তি দুর্ব্বার হইয়া উঠিবে, যদি আমরা দেখাইতে পারি যে সংকট সমাধানের নিশ্চিত উপায় হইতেছে জনগণের একতা।

আলোচনা

- শুধু বিবৃতিতে চাউল মিলিবে না
- মজুতকারীদের বাহির করিয়া শাস্তি দাও
- চাউলের দাম দশ টাকা বাঁধো
- দেশের সর্ব্বত্র বাঁধা দরে দোকান চাই

শুধু বিবৃতিতে ক্ষুধা মিটে না

গত ১৩ই মে রাইটার্স বিল্ডিংএ সাংবাদিকদের এক বৈঠকে সরকার হইতে বাংলা দেশের খাদ্যশস্য সম্বন্ধে এক হিসাব দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে দেখান হইয়াছে যে ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে ১৯৪০-৪১ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে বাংলায় প্রতি বৎসর গড়ে ৮১ লক্ষ ৮১ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৪২ সালে বাংলায় প্রচুর ফসল জন্মিয়াছিল। গত ১০ বৎসরের মধ্যে কখনও এত বেশী পরিমাণ ফসল জন্মে নাই। গত পাঁচ বৎসরের গড়-পরতা হিসাব অপেক্ষা ১৯৪২ সালের উৎপন্নের পরিমাণ ১৮ লক্ষ টন বেশী। সুতরাং ১৯৪৩ সালের হিসাব দাড়ায় এইরূপ, উৎপন্নের পরিমাণ ৭৯লক্ষ ১৬ হাজার টন, গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ১০ লক্ষ টন সমেত, এর সাথে ভারত সরকারের আমদানী ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন যোগ দিলে দাড়ায় ৮৪ লক্ষ ৬৬ হাজার টন। বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী মিঃ সুরাওয়ার্দ্দি একথা অনেক বার বলিয়াছেন যে বাংলা দেশে প্রকৃতপক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য রহিয়াছে। এবং তার সাথে এই সব হিসাব মিলাশ ও ঘোষণার পর জনসাধারণের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে, দেশে যখেষ্ট চাউল রহিয়াছে, হিসাবে অন্ততঃ এবংসর অন্যান্য বৎসরের তুলনায় চাউলের পরিমাণ কম নাই অথচ আমরা এ দুর্গতি কেন ভোগ করিতেছি? খাদ্যের অভাবে আমাদের এ নাজুনা কেন? চাউলের দাম বাড়িয়াই চলিয়াছে, কমেনা কেন? মন্ত্রীমণ্ডলীকে অবিলম্বে আজ চাউলের দাম কমাইয়া, সাধারণ লোকের চাউল পাওয়ার সুব্যবস্থা করিয়া এর জবাব দিতে হইবে, নতুবা বিবৃতির পর বিবৃতিতে লোকের ক্ষুধা মিটিবে না।

মজুতকারীদের কঠোর শাস্তি চাই

আর একটি সরকারী ইস্তাহারে জানানো হইয়াছে যে বাংলা দেশের কোন কোন জিলা হইতে কিছু পরিমাণ মজুত চাউল সরকার হস্তগত করিয়াছে। নারায়ণগঞ্জ হইতে ২০০০০ মণ, দিনাজপুর হইতে ৩১০০০ মণ, সাঁতুড়া হইতে ১৫০০ মণ, পাবনা হইতে ৭০০০ মণ, বরিশাল হইতেও কয়েক হাজার মন। বেশ, ভাল কথা। মুনাফাখোর ও মজুতকারীরা চাউলের দাম বাড়াইয়াই চলিয়াছে, দরিদ্র জনসাধারণের জীবন নিয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে, লাভের লোভে মানুষের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছে, সুতরাং তাহাদের কাছ হইতে চাউল উদ্ধার করার চেষ্টাকে লোকে সমর্থনই করিবে, কিন্তু গোটা বাংলা দেশের আনাচে কানাচে হাজার হাজার মজুতকারী রহিয়াছে, লক্ষ লক্ষ মণ চাউল লুকাইয়া রাখিয়াছে চড়া লাভের আশায়। সেই তুলনায় সরকার আজ যে পরিমাণ চাউল এবং যে কয়জন মজুতকারীকে ধরিয়াছেন তাহা অতি নগন্য। তাই বিবৃতি দ্বারা ইহার জোর প্রচারের অর্থ হয় না যদি না অবিলম্বে গোটা মজুতকারী শ্রেণীকেই খুঁজিয়া বাহির করিয়া জোর শাস্তি দেওয়া না হয়। ছিটে ফোটা ২।৪ জন মজুতকারীর কাছ হইতে কয়েক হাজার মন চাউল উদ্ধার করিয়া জনসাধারণকে জানাইলেই সমস্যার সমাধান হইবে না। আজ আমাদের দাবী, কঠোর হস্তে দৃঢ়তার সহিত যেখানে যত মুনাফাখোর ও মজুতকারী সমাজের মঙ্গলের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করা হউক এবং এমন শাস্তি দেওয়া হউক যাহাতে গরীবের মুখের ভাত লইয়া যেন আর কেহ ঘা খুশী তাই না করিতে পারে।

জনরক্ষা কমিটীগুলির সাথে সহযোগীতা কর

সরকারের কাছ হইতে উপদেশ ও প্রতিশ্রুতি শুনিয়া শুনিয়া লোকে ক্লান্তি বোধ করিতেছে অথচ আজ পর্য্যন্ত অভাবের এতটুকু উপশম হয় নাই বরং লোকের দুঃখ কষ্ট বাড়িয়াই চলিয়াছে। জনসাধারণের এই দুর্দ্দিনে দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য লইয়া জনরক্ষা কমিটিগুলি ক্ষুধার্ত্ত নরনারীর মাঝে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বুভুক্ষু জনতাকে প্রত্যক্ষ সাহায্য দিতে। এরা পদে পদে বাধা পাইতেছে পঞ্চমবাহিনী, সিভিকগার্ড, বিশ্বাসঘাতক সুভাষপন্থী প্রভৃতিদের কাছ হইতে। জনরক্ষা কমিটিগুলি উত্তেজিত জনতাকে লুঠতরাজের হাত হইতে ফিরাইতেছে, পঞ্চমবাহিনীর উস্কানীর বিরুদ্ধে জোর প্রচার চালাইতেছে, জনরক্ষা ভলান্টিয়ররা জনসাধারণকে প্রাণপণ বুঝাইতেছে, অরাজকতার পথে খাদ্য মিলিবে না, শৃঙ্খলা ও ঐক্যের পথেই সমস্যার সমাধান হইবে। কিন্তু দেশের শত্রুরা এই সাচ্চা দেশভক্তদের কাজকে পণ্ড করিয়া দিতে জঘন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই দেখিনও আলিপুরে সিভিকগার্ডরা কনট্রোলের দোকানের সামনে যাকে পাইয়াছে তাকেই তাড়া করিয়াছে, মারিয়াছে এমনকি পুলিস দিয়া ৭ জনকে গ্রেপ্তারও করাইয়াছে। এর কারণ স্থানীয় লোকেরা, এমন কি মার্কেট ইনসপেক্টর পর্য্যন্ত জনরক্ষা ভলান্টিয়ারদের কনট্রোলের দোকানগুলি শৃঙ্খলার সহিত চালাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। শ্যামবাজার মার্কেটেও গুণ্ডাদের উপদ্রব জনরক্ষার ভলান্টিয়ারের উপর পড়িয়াছে। মারধর, রেশন টিকেট ছিনাইয়া লওয়াও বাদ যায় নাই। স্থানীয় লোকরা কিন্তু জনরক্ষা কমিটির কাজেই তুষ্ট, খাদ্য দেওয়ার ব্যাপারে তাহাদেরই বিশ্বাস করে। কোন কোন স্থানে দেশদ্রোহী সুভাষপন্থীরাও আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহারা ভাবিতেছে, ক্ষুধার্ত্ত জনতাকে লুঠতরাজের পথে টানিয়া দেশে অরাজকতার সৃষ্টি করার এই ত সুযোগ! শুধু কলিকাতা সহরেই যে এই সব ঘটিতেছে তাহা নয়, মফস্বলের জিলাগুলি হইতেও এমনিধারা সংবাদ আসিতেছে। আমাদের জিজ্ঞাস্য সমাজদ্রোহীদের এইরূপ কাজ করার সাহস ও শক্তি আসিল কোথা হইতে? মন্ত্রীমণ্ডলী কি এসব দেখিয়াও দেখিতেছেন না? জনরক্ষা কমিটিগুলির উপর দেশের লোকের আস্থা আছে। জনসাধারণকে লুঠতরাজের পথ হইতে ফিরাইতে, দেশের সর্ব্বত্র শৃঙ্খলার সহিত খাদ্য দ্রব্য বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে জনরক্ষা কমিটিগুলি সর্ব্বদাই প্রস্তুত—সুতরাং এদের মানিয়া লইতেই লইবে, মনে রাখিতে হইবে এই কমিটিগুলি বাধ দিয়া কোন কিছু করার মানেই জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়া।

সোজা সহজ পথ ধর

বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে এই সপ্তাহে চেম্বার অব কমার্স গুলিতে চাউলের বরাদ্দ অর্দ্ধেক করিয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে আটা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে কারণ সেই চাউল গ্রামাঞ্চলে পাঠাইয়া সেখানকার অধিবাসীদের কিছুটা সুবিধা করা। গ্রামের লোকের ক্ষুধার চাউল যোগান খুবই ভাল, কিন্তু সমস্যা সমাধান কি এইভাবে হইবে? চাউলের বদলে আটা দিয়া সেই চাউলের দ্বারা কতটুকু সাহায্য হইতে পারে? অগণিত নরনারীর ক্ষুধা কি তাতে মিটিবে? এ যেন, যেমন চলিতেছে, তেমনি চলুক, তার ভিতর কিছুটা খোচখাচ দিয়াই কাজ সারিয়া নেওয়া। আমাদের দৃঢ় ধারণা সমস্যা সমাধানের পথ এ নয়। আজ চাউলের পরিবর্ত্তে আটা দিয়া কাজ সারিতে না চাহিয়া দেশের মজুত চাউল সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে—চাউলের দর বাঁধিয়া দিতে হইবে যাহাতে গরীব লোকেরাও সে চাউল কিনিতে পারে। অবিলম্বে যথেষ্ট সংখ্যায় খাদ্যের দোকান সহরে ও গ্রামে সর্ব্বত্রই খুলিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে বাধ্য করিতে হইবে লাইসেন্স লইয়া বাঁধা দরে খাদ্য বেচিতে। পরিমাণ হিসাব করিয়া প্রত্যেক লোককে রেশন কার্ড দিতে হইবে। সেই রেশন কার্ড দেখাইয়া লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানগুলি হইতে খাদ্য কিনিবে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানগুলি হইতে খাদ্য যাহাতে উধাও না হয় তাহার দিকেও কড়া নজর রাখিতে হইবে, এ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য খাদ্যকমিটিগুলিকে সহযোগীতা করিতে আহ্বান করিতে হইবে—এই সোজা সরল পথেই জনগণ মারাত্মক ক্ষুধার হাত হইতে রেহাই পাইবে, অন্য কোন ঘোরপ্যাচে কিছুই হইবে না।

ষ্টাণ্ডার্ড কাপড় গরীবরা কতদিনে পাইবে?

সম্প্রতি বাংলা সরকারকে ষ্টাণ্ডার্ড কাপড় সম্পর্কে সব বিষয় পরামর্শ দিবার জন্য সরকার

(শেষাংশ ৮ পাতায় দেখুন)

কলিকাতার জলকল মজুরদের দাবী মানিয়া লও

টালা ও পলতার জলকলের অভাব অভিযোগ অনেকদিন ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছে।

গত কয়েক মাসের ভিতর তাহারা তাহাদের দিনারুণ অবস্থার কথা কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইবার জন্য ১৪টি ডেপুটেশন লেবর কমিশনার ও করপোরেশনের কর্ম্মকর্ত্তাদের কাছে পাঠাইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ ফলই হয় নাই। টালার মজুররা মাসিক ১৫৲ টাকা ও পলতার মজুররা ১৩৲ বেতন পায়। ইহার সাথে মাগগী ভাতা পায় ৪৲ টাকা এবং কনট্রোল দরে মাসিক ১৫ সের হিসাবে চাউল পায়। অথচ আজকালকার ভীষণ দুর্মূল্যতার দিনে তাহাদের এই আয় খরচ চালাইবার পক্ষে অত্যন্ত কম—ফলে তাহাদের অবস্থা খুবই সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। অনেকেই অর্দ্ধাহারে থাকিয়া কাজ করিয়া যাইতেছে। অথচ এই টালা ও পলতার মজুরদের উপরই কলিকাতার লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নির্ভর করে। করপোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে মজুররা সংঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের দাবীর জন্য আন্দোলন চালাইয়া যাইতেছে—ইউনিয়নের চেষ্টায়ই আজ পর্য্যন্ত কোন জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু অবিলম্বে যদি মজুরদের দাবী পূরণ না করা হয় তবে অবস্থা জটিল হইয়া উঠিবে। টালা ও পলতার মজুরদের দাবী (১) মাসিক ২০৲ টাকা মাগগী ভাতা (২) সস্তা দরে খাদ্য সরবরাহ এবং পরিবারের লোক অনুপাতে খাদ্যদ্রব্য দেওয়ার ব্যবস্থা (৩) চাকুরীর স্থায়ীত্ব। টালা ও পলতার মজুরদের দাবীর সমর্থনে আজ জনসাধারণকে আগাইয়া আসিতে হইবে—তাহাদের ন্যায্য দাবীর পিছনে জনমত দৃঢ়ভাবে দাঁড়ালেই তাহাদের দাবী আদায় হইবেই।

টালা পলতার মজুরদের দাবী সমর্থনে জনসাধারণ

টালা ও পলতার জলকলের মজুরদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনার জন্য শ্যামাচরণ পার্কে গত ১২ মে বৈকাল ৬টায় এক জনসভা হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা করপোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এই সভা ডাকিয়াছিল। সভায় প্রায় ৭০০ লোক উপস্থিত ছিল। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন কমরেড সামসুল হুদা। টালার মজুর এসথ চৌধুরী, পলতার মজুর মুস্তাফা খান, ইন্টালী কারখানার মনোরঞ্জন, ট্রামের মজুর মুরলীধর, মজুরনেতা কমরেড ইসমাইল প্রভৃতি সভায় টালা ও পলতার মজুরদের দাবী সমর্থন করিয়া সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। মজুরদের দাবী সমর্থন করিয়া সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মজুরদের একতায় মালিকের কারসাজি ব্যর্থ

অকল্যাণ্ড মিলের ম্যানেজার বিনা কারণে ৭০ জন মজুরকে জবাব দেয়। এই মজুররা পূর্ব্বে ঠিকাদারের অধীনে কাজ করিতেছিল, কলিকাতা অঞ্চলে বোমা পড়ার পর ঠিকাদার পালাইয়া যায়, কিন্তু মজুররা কাজ চালু রাখে। তখন কোম্পানীর সাহেব তাহাদের দিনমজুরী কমাইতে চায়, মজুররা এই দুর্দ্দিনের সময় কম মজুরীতে কাজ করিতে রাজী হয় না। ফলে ম্যানেজার তাহাদের জবাব দেয়। মজুররা কিন্তু দিশাহারা না হইয়া তখনই একটি প্রতিনিধিদল গঠন করিয়া লেবর লিয়াসন অফিসারের সঙ্গে দেখা করে। অন্য কোন মজুরও এখানে কাজ করিতে চায় না—তাই মজুরদের এই সংঘবদ্ধ দাবী কর্ত্তৃপক্ষকে মানিয়া লইতে হয়। তখন সবাই আবার কাজে ফিরিয়া যায়। সাত দিন এই ব্যাপারে কাজ বন্ধ ছিল, এই কাজ বন্ধের জন্য দায়ী মালিকরা, মজুররা নহে। অকল্যাণ্ড মিলের মজুররা আজ একতার জোরকে হাতিয়ার হিসাবে সামনে রাখিয়াছে, তাই তাহাদের জয় হইয়াছে।

জনসাধারণ ও ট্রাম-শ্রমিকের মিলিত সভা

বালিগঞ্জ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র ও কালীঘাট ডিপোর ট্রাম শ্রমিকদের মধ্যে একটি সংঘর্ষ হইয়াছিল। জনসাধারণের সঙ্গে এই প্রকার সংঘর্ষ যাহাতে না ঘটে তাহার জন্য ট্রাম ইউনিয়নের তরফ হইতে জনসাধারণ ও শ্রমিকদের উদ্দেশ করিয়া একটী ইস্তাহার বাহির করা হয়। জনসাধারণ ও ট্রাম শ্রমিকের মধ্যে ঐক্য ও সৌহার্দ্দ্য যাহাইবার জন্য ইউনিয়নের এই আবেদন বালিগঞ্জ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি ইউনিয়ন সংগঠনকারীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন যাহাতে উভয় দলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ভাব গড়িয়া উঠে। আলোচনার ছিদ্র হয় যে আগামী ৭ই মে ডোভার লেনস্থিত ট্রাম শ্রমিকদের মেসে ছাত্র ও শ্রমিকদের এক যুক্ত সভা হইবে তাহাতে প্রিন্সিপাল মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিবেন।

৭ই মের সভায় প্রায় চারিশত শ্রমিক ও ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। বালিগঞ্জ কলেজের প্রিন্সিপাল এন, চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ট্রাম শ্রমিকদের পক্ষ হইতে কমরেড কিশান দাসগুপ্ত এবং ইউনিয়নের সেক্রেটারী বীরেন মজুমদার বক্তৃতা করেন। ছাত্রদের পক্ষ হইতে কলেজের অফিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ অমরেন্দ্রনাথ বসু এবং ভবশঙ্কর ঘোষ বক্তৃতা করেন। পরিশেষে ট্রাম ইউনিয়নের সহঃ সভাপতি কমরেড গোপাল আর্চার্য্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব আনয়ন করেন—প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়।

"কলিকাতা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র, শিক্ষক ও ট্রাম শ্রমিকদের এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে জনসাধারণ ও ট্রাম শ্রমিকদের ভিতর কোন প্রকার মনোমালিন্য থাকা উচিত নয় এবং উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের যে নীতি ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়ন প্রচার করিয়াছে এই সভা তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছে।

এই সভা আরও মনে করে যে জনসাধারণ ও ট্রাম শ্রমিকদের ভিতর সৌহার্দ্দ্য স্থাপনে কোম্পানীর কতকগুলি নিয়ম প্রতিবন্ধক হিসাবে দাঁড়াইতেছে এবং সেই সব প্রতিবন্ধক দূর করার জন্য এই সভা কোম্পানীর কাছে দাবী জানাইতেছে যে অনতিবিলম্বে কোম্পানী কর্ত্তৃক (১) অধিক সংখ্যক গাড়ী চালু করা হোক (২) অধিক সংখ্যক কনডাকটর ড্রাইভার নিয়োগ করা হোক (৩) অস্থায়ী কুপন প্রথার পরিবর্ত্তে স্থায়ী কুপন প্রথা চালু করা হোক। (৪) জোর করিয়া ওভার টাইম খাটান বন্ধ করা হোক (৫) উপযুক্ত পরিমাণে বেজকী দেওয়া হোক (৬) যাত্রীদের ওঠা নামার সুবিধার জন্য আপ-ডাউন গাড়ীর যাতায়াতের সময় বাড়ানো হোক।

এই সভা গভর্ণমেণ্টের কাছে আরও দাবী জানাইতেছে যে যদি কোম্পানী বেশী পরিমাণে গাড়ী চালু করিতে না পারে তবে বাস সিণ্ডিকেটকে অধিক পরিমাণ পেট্রল দিয়া অধিক সংখ্যক বাস চালু করার ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত করা হউক।

মজুর! সংগঠনকে মজবুত করো

এক হইয়া দাবী আদায় করো

জনসাধারণের সাথে মিলিত হইয়া আগে লড়ো

উপরোক্ত দাবী পূরণের জন্য এবং ট্রাম যাত্রীর সুবিধার জন্য এই সভা আরও প্রস্তাব করিতেছে যে উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিবার জন্য অনতিবিলম্বে কলিকাতার জনসাধারণ ও ট্রাম শ্রমিকদের এক সাধারণ সভা আহ্বান করা হউক এবং পাড়ায় পাড়ায় যুক্ত কমিটি গঠন করা হউক।

জনসাধারণ ও মজুরদের সম্মিলিত দাবী

২৪ পরগণা—অক্সত্বত্বলের প্রায় ২০৫০ জন মজুর ও জনসাধারণের সহিযুক্ত এক গণদরখাস্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, বাংলা সরকারের চীফ সামাই অফিসার, লেবর কমিশনার ও মিউনিসিপ্যালিটির নিকট পাঠান হইয়াছে। দরখাস্তে খাদ্য সমস্যার সমাধান ও মজুরদের উপযুক্ত মাগ্‌গী ভাতা দেওয়ার দাবী জানান হইয়াছে। মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ ও জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ডেপুটেশনও পাঠান হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট জুন মাসের ভিতর মিউনিসিপ্যাল এলাকায় কনট্রোলের দোকান খোলা হইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাইরে যাহারা থাকে তাহাদের সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেন নাই। মিউনিসিপ্যাল এলাকার ভিতরে ও বাইরে সকলেরই জন্যই আজ সস্তা দরে দোকান খোলা দরকার, নতুবা সমস্যার কোন সমাধান হইবে না, এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য চাই সমাধারণ ও মজুরদের মধ্যে আরও একতা, আরও সংঘবদ্ধতা। তবেই জয় সুনিশ্চিত।

মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির কাছে মালিকের হার

ঘুসুড়ী হড়সান জুটমিলের তাঁত ঘরে বেপরোয়া জরিমানা অনেকদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। ইউনিয়ন হইতে এর প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করা হয়। ফলে ফ্যাক্টরী ইন্‌স্পেক্টর তদন্তে আসে, সাথে সাথে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। জরিমানা বন্ধ হইয়া যায়। গত সপ্তাহে মিলের মিস্ত্রী ডিপার্টমেণ্ট আটার বদলে /৫ সের চাউল ও ওভার টাইম খাটুনী সকলকে দিতে হইবে এই দাবীতে ওভার টাইম কাজ বন্ধ করিয়া দেয়। ম্যানেজারও ১৮ জন মজুরকে এই অপর

★ সাবাস্! ঢাকার মজুর ★

নিজেদের বুদ্ধির জোরে উৎপাদন বাড়াইল

মালিকের উদাসীনতা ভাঙ্গিল

দেশরক্ষার জন্য কল-কারখানার উৎপাদন বাড়ানোর দায়িত্ব মজুররা অনুভব করে। কেননা, এই বিরাট লড়াইয়ে জয় লাভ করার উপর মজুরের ও জনগণের মুক্তি নির্ভর করিতেছে। মজুর উৎপাদন বাড়াইবে মালিকের মুনাফাবৃদ্ধির জন্য নয়, দেশবাসীর হাতে বেশী শক্তি জোগাইবার জন্য। মজুর উৎপাদন বাড়াইবে গোলামের মত মেহনত করিয়া নয়, কলকারখানায় তার অধিকার কায়েম করিয়া, তার বুদ্ধির জোরে নতুন কৌশল তৈরী করিয়া। রুশ, আমেরিকা, বৃটেন প্রভৃতি জায়গায় মজুররা উৎপাদন বাড়াইবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করিতেছে—মালিকের সহযোগিতা মজুরদের পিছনে আছে। কিন্তু আমাদের দেশে, মজুর উৎপাদন বাড়াইতে চেষ্টা করিলেও মালিক সহযোগিতা করে না, মালিক শুধু নিজের লাভের হিসাব করিতেই ব্যস্ত। তাই মজুরের ক্ষমতা এখানে অপব্যয়িত হয়, কাজে লাগে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যেখানে মজুর সঙ্ঘবদ্ধ, সেখানে সেই সঙ্ঘবদ্ধতার জোরে কারখানার উৎপাদন ব্যবস্থায় মজুর নিজের বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগ করিয়া তাহা মানিয়া লইতে মালিককে বাধ্য করিতে পারে। তারই সঙ্গে নিজেদের দাবী আদায় করিতেও মজুর পারে।

বহুদিন খানেক আগে ঢাকেশ্বরী ১নং মিল সৈন্যদের মশারীর জন্য নেট কাপড় তৈরীর অর্ডার পায়। যে ধরণের তাঁতে মশারীর নেট তৈরী হয় তাকে 'ডাবি' তাঁত বলে। এক একটি তাঁতের জন্য তিনটি 'শানা' দরকার। প্রত্যেকটি শানার জন্য দরকার দু'টি স্প্রিং। আজকালকার দিনে একটা স্প্রিং এর দাম ৭৮৲ টাকার কম নয়। সতীশ কর নামে মজুর ইউনিয়নের একজন কমিউনিষ্ট কর্ম্মীর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে। সে বলিল: প্রত্যেক শানার জন্য স্প্রিং না হইলেও চলে। প্রথমে তাকে কেউ পাত্তা দিল না। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা, আর ইউনিয়ন তার পিছনে। শেষ পর্য্যন্ত তাকে সুযোগ দিতেই হইল। এখন ৬৫ খানা তাঁত এইভাবে চলিতেছে। ফলে উৎপাদন বেশী হইতেছে, অথচ খরচও কম।

ঢাকেশ্বরী মিলের মজুর
সতীশ কর ও যোগেশ সরকার।
(ইঁহারা উৎপাদন বৃদ্ধির নূতন কৌশল আবিষ্কার করিয়াছে)

আর একটী ঘটনা—এই মিলে ৫২ খানা 'ড্রপ বক্স' চলে। ড্রপ বক্স হইতেছে চেক-কাপড় তৈরীর তাঁত। এই তাঁত চালাইতে যে 'পিকার' লাগে তা বিদেশী; কাজেই বড় একটা পাওয়া যায় না আজকাল। যোগেশ সরকার নামে একজন মিস্ত্রী আবিষ্কার করিল যে সাধারণ 'পিকার' দিয়াও ইহার কাজ চালান যায়। কিন্তু তার কথা শোনে কে? উইভিং মাষ্টার জবাব দিলেন, "বয়গুলি হারাইতে চাও আর কি?" এদিকে ৫২ খানা তাঁত বন্ধ, ৫২ জন তাঁতী বেকার। দৈনিক ৫২০ জোড়া কাপড় কম তৈরী! মজুররা ছাড়িবে কেন? সকলে মিলে সভা করিল। ম্যানেজারের কাছে গেল—একবার দুবার। শেষ পর্য্যন্ত ম্যানেজার রাজী হইলেন। এখন সবগুলো তাঁতই চলিতেছে। ৫২ জন বেকার মজুর কাজ পাইয়াছে। দিনে ৫২০ জোড়া কাপড় বেশী তৈরী হইতেছে।

কিন্তু মজুরের উৎপাদন-বৃদ্ধির এই চেষ্টা ও তার ক্ষমতাকে মালিক এখনও ভাল চোখে দেখিতে পারিতেছে না। মালিক ভাবে—ইহাতে মজুরের ক্ষমতা বাড়িয়া যাইবে। মালিকের মুনাফালোভে বাধা পড়িবে। তাই ঢাকেশ্বরী মিলের মজুর কমরেড সতীশ করকে তার কাজের পুরস্কার দেওয়া দূরে থাকুক, একটা বাজে অজুহাত দেখাইয়া তাকে বরখাস্ত করা হইল। মালিকের এই খামখেয়ালী বন্ধ করিতেই হইবে। ঢাকেশ্বরী মজুররা আওয়াজ তোলো: সতীশ করকে বরখাস্ত করা মানে দেশরক্ষার জন্য উৎপাদন বাড়ানর দরকার অস্বীকার করা, জনগণের স্বার্থের বিরোধী কাজ করা, ফ্যাসিষ্টদের সুবিধা করিয়া দেওয়া।

খাদ্য-সংকট সমাধানে

★ কলিকাতা জনরক্ষা কমিটি ★

জনসাধারণের শত্রুদের রোখো, খাদ্য পাইবার পথে সকলকে মিলাও

কলিকাতার বাজারে চালের খরিদ্দারদের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িতেছে। একমাত্র শ্যামবাজার মার্কেটেই প্রায় ৫০০০ নর-নারী প্রতিদিন কিউ-এ আসিয়া জড়ো হয়। তার মধ্যে প্রায় ৫ ভাগের ৪ ভাগ আসে ২৪ পরগণা ও হাওড়ার গ্রাম হইতে। গড়িয়াহাটা বাজারে মাত্র ৪টী চালের দোকান আছে—তাতে প্রতিদিন ২৪৮ মণ চাল দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে খরিদ্দার আসে প্রায় ৮০০০। এর মধ্যেও অধিকাংশ আসে বাহির হইতে। বাহিরের এই সমস্ত লোকেরা আগের দিন রাত্রি থাকিতে লাইন বাঁধিয়া থাকে, যাতে তাড়াতাড়ি চাল পায়। শ্যামবাজারে সকাল হইতে সুরু করিয়া রাত্রি ৯টার আগে 'কিউ' শেষ হয় না। ক্রমশঃ দেখা যাইতেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাও কিউ-তে দাঁড়াইতেছে—খাদ্য সংকট এমন ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতায় কন্‌ট্রোল দোকান আছে ২৫০টা—কিন্তু সমস্ত কলিকাতাবাসীর পক্ষে ইহা কিছুই নয়। প্রতিদিন হাজার হাজার লোক চাল না পাইয়া ফিরিয়া যায়।

এই অবস্থার সুযোগ লইবার জন্য জনসাধারণের শত্রুরা সর্ব্বদাই সচেষ্ট। সিভিক গার্ডরা তো বাজারে গোলমাল পাকাইবার জন্য ছুতা খু�ঁজিতেছে। ৮ই মে তারিখে আলিপুরের একটী কন্‌ট্রোল দোকানের সামনে অনেক লোককে সেখানকার সিভিক গার্ডরা মারিয়াছে। সেখানকার লোকেরা ও বাজারের ইন্সপেক্টর সকলেই জনরক্ষা কমিটীর ভলান্টিয়ারদের সাহায্য চায়—ইহাই নাকি সিভিক গার্ডদের আক্রোশের কারণ। মারপিঠ করিয়াও তারা ক্ষান্ত হইল না, ৭ জন সাধারণ লোককে গ্রেপ্তার করিল। তারা বিচারে খালাস পাইল, কিন্তু আবার ভারতরক্ষা আইনে তাদের আটক করা হইল। তারপর দেখা গেল যে সিভিক গার্ডরা একটী এ-আর-পি কর্ম্মচারীকে থানার টানিয়া লইয়া যাইতেছে। সাধারণ লোকেরা হস্তক্ষেপ করিয়া তাকে ছাড়াইয়া লইল। ১০ই মে তারিখে আবার একজন সিভিক গার্ড কমাণ্ডার ইছাহক আলি নামক একটী মিস্ত্রীকে মারপিঠ করে। সিভিক গার্ডের এইরকম ব্যবহার দেখিয়া সমস্ত লোক একবাক্যে নাজিমুদ্দিন সাহেবের কাছে নালিশ জানায়।

শ্যামবাজার মার্কেটে গুণ্ডার দল আসিয়া জুটিয়াছে। তাহারা জনরক্ষা ভলান্টিয়ারদের মারপিঠ করে এবং কর্ত্তৃপক্ষের কাছ হইতে 'টিকেট' ছিনাইয়া লয়। শুধু তাই নয়, তারা খরিদ্দারদের ইন্সপেক্টারকে মারধোর করিতে উত্তেজিত করে। এই ইন্সপেক্টরটী জনরক্ষা কমিটির ভলান্টিয়ারদের সহিত সহযোগিতা করিয়া কাজ করিতেছিল। ভ্রাতৃঘাতী পানে একটা ভুঁইফোঁড় পুলিশপুষ্ট পল্লীরক্ষা সমিতির লোকেরা জনরক্ষা কমিটির সহিত গোলমাল বাধাইবার জন্য জনসাধারণকে উত্তেজিত করে। তাদের প্ররোচনায় স্থানীয় বাজার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও ইন্সপেক্টর জনরক্ষা ভলান্টিয়ারদের চলিয়া যাইতে বলে। কিন্তু কিউ-এর লোকেরা একবাক্যে বলে যে জনরক্ষা ভলান্টিয়ারদের কাছ হইতেই তারা বেশী সাহায্য পায়, তাদের সরাইলে চলিবে না। তখন তাঁরা আর আপত্তি করিতে পারিলেন না।

গত ৯ই মে উত্তর কলিকাতার শোভাবাজার মার্কেটে কণ্ট্রোলের চাল লইবার জন্য খুব ভীড় হয়। জনরক্ষা কমিটির ভলান্টিয়াররা কমিটিনিষ্ট কর্ম্মীদের নেতৃত্বে বাজারে 'কিউ' বন্দোবস্ত করিতেছিল, এমন সময় পঞ্চম-বাহিনীর লোকেরা 'কিউ'-এর মধ্যে ঢুকিয়া লোকদের উত্তেজিত করিয়া সিভিক গার্ডের অধিনায়কের বাড়ী চড়াও করিবার জন্য লইয়া যায়। ৩০০।৪০০ লোক 'কিউ' ছাড়িয়া তাদের সঙ্গে বাইতে থাকে। তৎক্ষণাৎ ঐ বাজারে কার্য্যরত কমিটিনিষ্ট কর্ম্মীরা ও জনরক্ষা ভলান্টিয়াররা তাদের মধ্যে গিয়া বুঝাইতে সুরু করে যে কারুর বাড়ী চড়াও হইয়া বা দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া চাউল পাওয়া যাইবে না। চাউল পাইতে হইলে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে, জনরক্ষা কমিটীর মধ্য দিয়া চেষ্টা করিতে হইবে। এই কথায় সমস্ত লোক আবার 'কিউ'তে ফিরিয়া আসে। পঞ্চমবাহিনীর লোকেরা কোণঠাসা হইয়া সরিয়া পড়িল।

এই সমস্ত অপচেষ্টা সত্ত্বেও জনরক্ষা কমিটী ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চার করিতেছে, সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সমর্থন ও সাহায্যলাভ করিতেছে। শিক্ষিত লোকেরা, মুস্লিম লীগের লোকেরা, কংগ্রেসের লোকেরা সকলেই জনরক্ষা কমিটীর কাজে আসিতেছে। পাড়ায় পাড়ায় বৈঠক ও সভা হইতেছে। জনরক্ষা কমিটীর ভলান্টিয়ার ও সভ্য সংখ্যাও বাড়িতেছে। মাত্র কয়েকদিনে দক্ষিণ কলিকাতায় ১০০০ সভ্য হইয়াছে। ভলান্টিয়ার সংখ্যা বাড়িতেছে। কিশোর বাহিনীর ছেলেরাও আসিয়া কাজে সাহায্য করিতেছে।

কিউ-এর লোকেরা আজ জনরক্ষা ভলান্টিয়ারদের সাহায্য পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকে। আগে যেখানে ছিল বিশৃঙ্খলা ও গোলমাল, এখন সেখানে জনরক্ষা ভলান্টিয়ারদের চেষ্টায় আসিয়াছে শৃঙ্খলা। লোকেরা বুঝিতেছে ভলান্টিয়াররা তাদের চাল পাইবার জন্যই এই ব্যবস্থা করিয়াছে। তাদের বিপুল সমর্থন ভলান্টিয়ারদের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইতেছে, যার ফলে গোলমালকারীরা সহজে কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। নৌবাজারের কিউ-তে একদিন একটা গোলমাল হয়। জনরক্ষা কমিটির কমরেড অপূর্ব্ব মুখার্জ্জী সেই গোলমাল থামাইয়া দেন। কিন্তু পুলিশ আসিয়া তাঁকে গ্রেপ্তার করিল। তখনই কিউ-এর সমস্ত লোক একবাক্যে প্রতিবাদ জানাইল। তারা বলিল ইনি আমাদের ভালর জন্যই কাজ করিতেছেন। ইহাকে গ্রেপ্তার চলিবে না।' অপূর্ব্ব বাবুকে থানায় লইয়া যাইবার উপক্রম করিলে কিউ-এর লোকেরা তাঁকে ছাড়িতে চায় না। শেষে অনেক বুঝাইয়া তাদের শান্ত করিয়া অপূর্ব্ব বাবু থানায় যান। এমনি করিয়াই জনতার বিশ্বাস ও সমর্থন জনরক্ষা কমিটি অর্জ্জন করিতেছে—জনরক্ষা কমিটিই যে খাদ্য ব্যবস্থার পথ দেখাইতে পারে, তাহা সকলে বুঝিতেছে।

বিডন স্কোয়ারে জনরক্ষা কমিটির সভা

গত ৯ই মে নূতন বাজার মার্কেট জনরক্ষা কমিটির উদ্যোগে একটি জনসভা হয়। কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত প্রভাংশু শেঠ সভাপতিত্ব করেন। সভায় ৫০০ লোক সমবেত হইয়াছিল। এই অঞ্চলে এত বড় সভা ইহার পূর্ব্বে খুব কমই হইয়াছে। সভার পূর্ব্বে পোষ্টার দিয়া ও স্কোয়াড বাহির করিয়া প্রচার

(শেষাংশ ৫ পাতায় দেখুন)

খাদ্যাভাব দূর করার জন্য এক হও

জনগণের মাঝে যাও। লুঠ-পাট-হাঙ্গামা ঠেকাও।

খাদ্য-কমিটির জোরে দাবী আদায় কর!

গত ২৮শে এপ্রিল ঢাকা জেলার নরসিংদী থানার অন্তর্গত পাঁচদোনা গ্রামে এক তালুকদারের বাড়ীতে প্রায় ২০০ ক্ষুধার্ত্ত হিন্দু মুসলমান দল বাঁধিয়া গিয়া খাদ্যের দাবী করে। তাদের উত্তাইয়া লইয়া গিয়াছিল স্থানীয় চোর-গুণ্ডা প্রভৃতি লোকেরা। কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীগণ এই বিশৃঙ্খল জনতাকে দেখিয়া তখনি সেখানে ছুটিয়া গেল এবং হেহাজানা করিয়া যে খাদ্য পাওয়া যায় না তাহা তাদের বুঝাইয়া দিল। ক্ষুধার্ত্ত জনতা প্রথমে কর্ম্মীদের কথায় কাণ দেয় না। বাড়ীর মালিক ৩ মণ চাল তাদের দিল, কিন্তু গুণ্ডার দল চালের অর্দ্ধেক নিজেরাই লইয়া চলিয়া যায়। গুণ্ডাদ্বারা প্ররোচিত হইয়া হাঙ্গামা করার ফল কি, তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জনতা পায় এবং তখন কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের নির্দ্দেশ মত একতাবদ্ধ হইয়া খাদ্যকমিটীর ভিতর দিয়া সমস্যা সমাধানের পথে অগ্রসর হয়। পরদিন একটী সভা হয়, সেই সভায় বহু হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ সমবেত হয়।

৭ই মে নলজীপ অঞ্চলের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে অনেক ক্ষুধার্ত্ত লোক আসিয়া হাজির হয়। পঞ্চমবাহিনীর লোকেরা তাহাদের দেখিয়া লুঠ-তরাজের পথে উস্কাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীরা তাদের মধ্যে গিয়া তাদের বুঝায় ও তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে। সেই কৃষকেরাই তখন পঞ্চমবাহিনীর লোকদের পরিষ্কারভাবে বলে: তোমরা আমাদের সর্ব্বনাশ করিতে চাও। ঐ কমিউনিষ্টরাই ঠিক বলেছে যে সকলে এককাট্টা হলেই খাদ্য পাওয়া যায়।' তারপর সকলে মিলিয়া স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বুঝাইয়া ঠিক করে যে ১৫৲ মণ দরে কিছু চাউল ব্যবসায়ীদের কাছ হইতে পাওয়া যাইবে।

সম্মিলিত চেষ্টায় খাদ্যভাব দূর হয়

বগুড়া সহরে খাদ্যাভাবে জনসাধারণের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে। জেলা খাদ্যসমিতি এই সংকট সমাধানের জন্য আওয়ান হয়। মহরাম মহল্লায় খাদ্যকমিটী গঠন করিয়া ভলান্টিয়ারদের সাহায্যে প্রত্যেক বাড়ী হইতে খাদ্য সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তারপর কর্ত্তৃপক্ষের কাছে সেই তথ্য লইয়া খাদ্য ব্যবস্থার দাবী জানান হয়। তাহার-ফলে ৩রা মে কর্ত্তৃপক্ষ সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ডাকিয়া মিউনিসিপালিটী মারফৎ ১৩৲ আনা দরে প্রতি মহল্লায় শতকরা ৩০ জন লোককে রেশন কার্ড দিয়া চালের ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেন। এই ব্যবস্থা শীঘ্রই কার্য্যকরী হইবে।

রংপুরনগরে চাউলের দরবৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

(৪ পাতার পর)

করা হইয়াছিল। সভায় জনসাধারণের তরফ হইতে স্থানী জ্ঞানান হয়—আরও দোকান খোলা হউক, জনরক্ষা কমিটীকে মানিয়া লওয়া হউক, খাদ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হউক ইত্যাদি।

কলিকাতায় জনরক্ষা কমিটির প্রচার

৯ই মে দল্লিপাড়ায় একটী জনসভা হয়। কমরেড মেহাংশু আচার্য্য এই সভায় জনরক্ষা কমিটির কাজের হিসাব দেন। পাড়ার মধ্যে ১৬টা কনট্রোল দোকান, ৫০টা নলকূপ, বস্তির সামনে ৫টা শেল্টার ৫টা প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খুলিবার দাবী এই সভা হইতে জানান হয়।

'জনযুদ্ধ'

খাদ্য-সমস্যা সমাধানের পথ নির্দ্দেশ করিতেছে।
জনগণকে একতাবদ্ধ করিতেছে।
পঞ্চম-বাহিনীর উস্কানী রুখিতেছে।
জনগণের মনে আশা ও ভরসা আনিয়া দিতেছে।

'জনযুদ্ধে'র প্রচার বাড়ানো

আপনার দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য।

২৪ পরগণায় জনরক্ষা সমিতির উদ্যম

বারাসত মহকুমার রূপুর, নীলগঞ্জ, ইছাপুর ইউনিয়নের কৃষকেরা শক্তিশালী জনরক্ষা কমিটী গঠন করিয়া নিয়ন্ত্রিত দরে খাদ্য পাওয়ার জন্য আন্দোলন করিতেছে। কৃষকের একটী গণ-ডেপুটেশন মহকুমা হাকিমের এজলাশে গেলে তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। কোন কোন বাড়ীতে বাড়তি ধান চাউল আছে কমিটির কর্ম্মীরা তাহার খোঁজ লইতেছেন এবং উহা সস্তা দরে বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতেছেন। উক্ত মহকুমার বিষ্টুপুর জনরক্ষা কমিটীর পক্ষ একদল প্রতিনিধি মহকুমা হাকিমের নিকট একখানি গণ দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন। মেটিয়াবুরুজ ও নৈহাটীতে জনসাধারণের চাপে কণ্ট্রোল দোকান খোলা হইয়াছে। জনরক্ষা কমিটীর স্বেচ্ছাসেবকেরা কণ্ট্রোলের সারিতে যাহারা দাঁড়ায় তাহাদের নানাভাবে সাহায্য করিতেছে।

বসিরহাট মহকুমা কি বাড়তি অঞ্চল?

বসিরহাট মহকুমার ১নং ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট এবং গণ-প্রতিনিধিগণ ১০৫০ জন নরনারীর সহি সহ একটি আবেদন লইয়া মহকুমা হাকিমের নিকট যায়। তাহারা খাদ্য সমস্যার সমাধান চাহে। মহকুমা হাকিম ছিলেন না। সেকেণ্ড অফিসার দরখাস্ত পড়িয়া বলিয়া দিলেন "এ অঞ্চলে বহু কৃষি ঋণ এখনও আদায় হয় নাই। তাহা ছাড়া ইহা একটি বাড়তি অঞ্চল। কাজেই এখানকার জন্য কিছু করিবার নাই।" লোকে না খাইয়া মরিতেছে আর সরকারের হিসাবে ইহা হইল 'বাড়তি অঞ্চল'!

একতার নীতিতে জনগণের আস্থা

বসিরহাট মহকুমার হাকিমপুর অঞ্চল একটি মুসলমান প্রধান স্থান। এখানে সকল সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টায় একটি জনরক্ষা কমিটী গঠিত হইয়াছে। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ হারুণ খাঁ জনরক্ষা কমিটীতে যোগ দিয়া উৎসাহের সঙ্গে কাজ করিতেছেন।

সার্কেল অফিসারের নিকট কৃষকদের খাদ্য দাবী

ঢাকা জেলার মহেশ্বরদি এলাকায় গত ৬ই এপ্রিল কৃষক সমিতির উদ্যোগে একটি গণ-ডেপুটেশন সার্কেল অফিসারের কাছে যায়। সার্কেল অফিসার তাহাদের দাবীর প্রতি সহানুভূতি জানান ও উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। অতঃপর নরসিংদী শাখার কমিটিনিষ্ট কর্ম্মীরা মহাজনদের নিকট হইতে কিছু চাউল লইয়া কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করার ব্যবস্থা করেন। ইহার পর হইতে কৃষকদের মধ্যে কৃষক সমিতির প্রভাব বাড়িতেছে। রহিমাবাদ হইতেও একদল কৃষক সার্কেল অফিসারের নিকট গিয়া তাহাদের দুর্দ্দশার কথা জানায়।

ভলান্টিয়ারদের সজাগ দৃষ্টি

জলপাইগুড়ির পদ্মগড় থানার একটী গ্রামে মুনাফালোভী পাইকাররা জ্যোৎদারদের কাছ হইতে ধান কিনিয়া বাহিরে চালান দিতেছিল। স্থানীয় খাদ্যকমিটীর ভলান্টিয়ারদের সজাগ দৃষ্টি এই মুনাফালোভী এড়াইতে পারে না। তাদের দাবীর ফলে ধান ফিরাইয়া দিতে উক্ত পাইকার বাধ্য হয়।

নোয়াখালীতে খাদ্য সম্মেলন

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানা খাদ্য সম্মেলন হয় ২৫শে এপ্রিল। কমরেড সুজাত আলী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্মেলনের পূর্ব্বে শোভাযাত্রা বাহির হয়। কিন্তু পুলিশ শোভাযাত্রা বন্ধ করিয়া দেয়। তখন শোভাযাত্রার লোকেরা ভাগাভাগি হইয়া স্কোয়াড করিয়া প্রচার কার্য্য চালায়। সম্মেলনে খাদ্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্য দাবী উঠান হয়। সম্মেলনের দাবী—চোরা বাজার বন্ধ কর,খাদ্য-কমিটির সহিত সহযোগিতা কর, চাষীদের কৃষিঋণ দাও ইত্যাদি।

অপরের ভরসায় না থাকিয়া নিজেদের চেষ্টা

মেদিনীপুরের জনরক্ষাকমিটি বহুদূর জায়গা হইতে ২০।২২ মণ আউস বীজধান সংগ্রহ করিয়া কৃষকদিগকে চাষ করিতে দিয়াছে। আউস ধান বোনা আরম্ভ হইয়াছে। এই ধান শ্রাবণ মাসে পাকিবে। পরে ঐ জমিতেই হৈমন্তিক ধান ফলান হইবে।

হুগলী জেলার চাষীদের উদ্যম

হুগলীজেলার সিঙ্গুরথানার অন্তর্গত বড়া ইউনিয়নের চাষীরা খাদ্যসঙ্কট প্রতিকারকল্পে গ্রামে গ্রামে খাদ্যকমিটি গঠন করিয়াছে। গরিব, মধ্যবিত্ত, সকল শ্রেণীর চাষীরাই নিজেদের যতটুকু সঙ্গতি আছে তাই থেকে সামর্থমত দিয়া খাদ্যকমিটির ফাণ্ড তৈরী করিয়াছে। এইভাবে চক-কমলাপুর গ্রামের খাদ্যকমিটির ৪১০৲ নিজেরাই তুলিয়া তাই দিয়া সিঙ্গুর থানা খাদ্যকমিটির নিয়ন্ত্রনাধীন দোকান থেকে ২০ মণ চাল কিনে। গরুরগাড়ী করিয়া চাল আনিলে তার খরচ বাবদ পড়তা বেশী হয়ে গেলে চাষীদের কিনতে দাম বেশী পড়িবে এই ভাবিয়া চককমলাপুর ও পহলামপুর খাদ্যকমিটির ৩৪ জন ভলান্টিয়ার দল বেঁধে ৮।৯ মাইল দূরবর্ত্তী সিঙ্গুর হাট থেকে ঐ কেনা চাল মাথায় করে লইয়া আসে। তারা যখন জনযুদ্ধের গান করিতে করিতে সিঙ্গুর হাটে গিয়ে হাজির হয়, তখন হাটের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

কমিটির ভলান্টিয়ারদের দ্বারা সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া অত্যন্ত অভাবগ্রস্তদের কার্ড দিয়া চাল বিক্রী করা হয়। চাল বিলি করার সময় এবং পরেও ভলান্টিয়ারদা স্কোয়াড করে খাদ্যসঙ্কটের কারণ ও তাহার প্রতিকার বুঝায়।

পাট চাষের বদলে ধান চাষ করিয়া খাদ্যশস্য বাড়াবার জন্য জোর প্রচারকার্য্য চালান হয় এবং বাজারদর অপেক্ষা কমদামে ৫ মন আউসের বীজধান কিনিয়া কমিটি প্রথমদফায় বিলি করে। এর পরেও অনুরূপ চেষ্টা আরও চলিতেছে। এইভাবে কাজ করায় চারপাশের ইউনিয়নে যথেষ্ট সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

মেদিনীপুরের চাষীর উদ্যম

পাঁশকুড়ার কৃষকরা আন্দোলন করিয়া জনরক্ষা কমিটীর হাতে টেষ্ট রিলিফের ভার আনিয়াছে। আগে টেষ্ট রিলিফে মজুরী ছিল ৩।০ টাকা, এখন তাহা হইয়াছে ৫৲ টাকা। সরকার ধান চাউলের কোন ব্যবস্থা করিল না দেখিয়া কৃষক ও দিন-মজুরেরা জনরক্ষা কমিটির পরিচালনায় ধান চাউলের সাধ্যমত ব্যবস্থা করিতে লাগিয়া গেল। সারাদিন কাজের পর তারা সন্ধ্যায় ধনী কৃষকদের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া জনরক্ষা কমিটির আবশ্যকতা বুঝাইতে লাগিল। ধনীদের নিকট দাবী দিল যে ১৫৲ মণ চাল আর ১০৲ মণ ধান দিতে হইবে। সমবেত কৃষকের দাবী ধনী কৃষকেরা অস্বীকার করিতে পারিল না। ঐ দরে ধান চালের ব্যবস্থা হইল।

আমলাতান্ত্রিক কর্ম্মচারীর অন্ধতা ঘুচাইতে হইবে

মেদিনীপুর জেলার সদ্য-আগত ম্যাজিষ্ট্রেট নন্দীগ্রাম থানার বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তো আর গরীব লোকদের সংস্পর্শে আসেন নাই, ধনী লোকদের আড্ডাতেই জমিয়া গিয়াছেন। শুনা গেল তিনি নাকি দেখিয়া শুনিয়া বলিয়াছেন—"যে দেশে এখনও লোকেরা হাতে ঘড়ী, শিল্কের জামা প্রভৃতি পরিধান করে, সে দেশে আবার বন্যা কি?" রিলিফ অফিসারকে তিনি নাকি বলিয়াছেন 'রিলিফ কমাও।' তারপর হইতেই নাকি রিলিফের ব্যবস্থায় ভাঁটা পড়িয়াছে। আমলাতান্ত্রিক কর্ম্মচারী অন্ধ হইতে পারেন। কিন্তু জনগণের একতা খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে আমলাতন্ত্রকে অন্ধ থাকিতে দিবে না।

★★ মে দিবস ঐক্যের দিবস ★★

এবার মে দিবস শুধু শ্রমিক ঐক্যের দিবসই হয় নাই, এইদিন দেশের সমস্ত সম্প্রদায় এক হইয়া দাঁড়াইবার আহ্বান শুনিয়াছে। মে দিবসের রক্ত পতাকার নীচে তাই হাজার হাজার দুর্বার নরনারী সংকল্প নিল—সকলকে এক করিব। একতার আঘাতে সমস্ত বাধা, সমস্ত বড়যন্ত্র চূর্ণ করিব। দেশকে প্রতিরোধের দুর্গে পরিণত করিব।'।

রংপুরে মে-দিবস

রংপুর পার্টি অফিসেল মে দিবস পালন করা হয়। তলাফিয়ারয়া লাল পতাকাকে অভিবাদন জানায়। বিভিন্ন বক্তারা মে দিবসের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া বলেন ও দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ব্রহ্মীগ্রামে (উলিপুর) স্থানীয় পার্টি অফিস হইতে কমরেড জিতেন, জয়দেব ও ব্রজকান্তের নেতৃত্বে একটি প্রভাত ফেরী বাহির হয় ও বুড়াবুড়ি পর্য্যন্ত প্রচার চালানো হয়। বিভিন্ন এলাকায় ২টি খুলি সভা হয়। দুপুরে পার্টি অফিসে 'জনযুদ্ধ' পড়া ও আলোচনা হয়। বিকালে কমরেড জয়দেব পতাকা উত্তোলন করেন ও কমরেড অনিল দে 'জনযুদ্ধ' হইতে 'মে-দিবসে কমিউনিষ্ট পার্টির আহ্বান' পড়েন ও বুঝাইয়া দেন। কমরেড জিতেন আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও কংগ্রেস-লীগ ঐক্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। আন্তর্জ্জাতিক গানের পর সভা ভঙ্গ হয়। মে দিবসে স্বাগুগ্রামে প্রচার ও বৈঠক হয় ২টি। বৈঠকে বহু মুসলমান কৃষক মেয়ে উপস্থিত ছিলেন। মে দিবসে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হয় ও কৃষক সমিতির সভ্য হয় ৬৩ জন। কুড়িগ্রামে মে দিবস উপলক্ষে স্থানীয় ছাত্রফেডারেশন অফিসে একটি আলোচনা বৈঠক হয়। সর্ব্বদলীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। খাদ্য সংকটের তীব্রতা সম্বন্ধে বার লাইব্রেরী, মোক্তার লাইব্রেরী; মুসলিম লীগ এবং কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে ৪টি তার খাদ্যসচিব ও প্রধান মন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়। ডোমারে মে দিবস উপলক্ষে কৃষক সমিতি অফিসে মৌলবী আজিজার রহমানের সভাপতিত্বে ২৪ জনের একটি বৈঠক হয়। কমরেড অমৃত মুখার্জ্জি জাতীয় সঙ্কট ও তার সমাধান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

ষ্ট্যালিনগ্রাদের মত দৃঢ়তা দেখাও

মে দিবস উপলক্ষে দিনাজপুরের ধুমনিমহা গ্রামে ১টি বৈঠক হয়। পাটরাম সিংহ, কমলরাম সিংহ, রুক্মিণীকান্ত সিংহ ও সতীশ চক্রবর্ত্তী বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ভূপেশ ব্যানার্জ্জী বলেন, 'আজকের সমস্ত সঙ্কটের সামনে ষ্ট্যালিনগ্রাডের দৃঢ়তা নিয়া দাঁড়াইতে হইবে।' ৭৲ টাকা পার্টি চাঁদা উঠে ও ৭ জন 'জনযুদ্ধের' স্থায়ী গ্রাহক হন। ভাবড়াই গ্রামে পার্টি অফিসে কমরেড গুরু তালুকদারের সভাপতিত্বে মে দিবস পালন করা হয়। 'মোদের পতাকা লাল বরণ' গানটি গাওয়া হয়। বিনোদ ঘোষ, রূপ রায়, হরকিশোর ও অনিল সরকার বক্তৃতা করেন।

মে দিবসের শপথ

তমলুক থানার ২ নং ইউনিয়নের স্থানীয় কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির উদ্যোগে মে দিবস পালিত হয়। কমরেড জসিমুদ্দিন রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন। কমরেড শরৎ জানা ও বিষ্ণু জানা বক্তৃতা করেন। পরে পার্টি কর্ম্মীরা মে দিবসের শপথ গ্রহণ করেন। ১ সপ্তাহের মধ্যে পার্টি অফিস করিব, জমযুক্ত, পিপ্‌লস ওয়ারের গ্রাহক বাড়াইব, ৫০ জন কৃষক সমিতির সভ্য করিব, আত্মরক্ষা সমিতির সভ্য সংখ্যা বাড়াইব এবং ইউনিয়ন খাদ্য কমিটিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিব।

মেয়েরাও পিছাইয়া নাই

করিমপুরের নক্সিআমা মেয়েরাও মে দিবস উপলক্ষে একটি সভার আয়োজন করে। কালি মোহন ভাদুড়ী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। মহিলা হাই স্কুলে আর একটি সাধারণ সভা হয়।

মে দিবস জয়যুক্ত হইয়াছে

ধুবড়ীর কর্ম্মীরা মে দিবস সার্থক করিতে পারিয়াছে। ঐ দিন ২টার সময় ২ শত কৃষক একতাবদ্ধ হইয়া অতিরিক্ত মূনাফালোভীদের ৫ গাড়ী ধান আটক করে। শেষে ধানের মালিক বাঁধা দরে ঐ চাল বিক্রি করিতে রাজী হয়। পরে খাদ্যকমিটির তত্ত্বাবধানে ও ছাত্রফেডারেশনের ভলান্টিয়ারদের সাহায্যে ঐ ধান কৃষকদের মধ্যে সুশৃঙ্খলভাবে বিলি করিয়া দেওয়া হয়। কৃষকরা খাদ্যকমিটির উপযোগিতা ও একতার মূল্য বুঝিতে পারিয়াছে।

জাপানী বোমার কবলে ফেণী

কমিউনিষ্ট কর্ম্মীর বিবরণ

১লা এপ্রিলের দুপুরবেলা। এক রাশ জাপানী হাওয়াই জাহাজ ফেণীর উপরে আসিয়া বোমা ফেলিতে লাগিল। ধ্বংস কবিবার মতলব লইয়াই যে তারা বোমা বর্ষণ করিতে লাগিল, তা বেশ বোঝা গেল। শুধু এ্যান্টি-পারসোনেল বোমা ও আগুনে বোমাই ফেলা হইল। যে জায়গাটার মধ্যে বোমা বর্ষণ হইতে লাগিল, সেটা হইতেছে প্রধান বাজার। বোমার টুকরার আঘাতে সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মৃত্যু হইল। আহত হওয়ার ও আগুনে পুড়িয়া যাওয়ার ঘটনাও অনেকগুলি ঘটিল। অনেকগুলি বাড়ী বিধ্বস্ত হইল, পুড়িয়াও গেল। ইহার মধ্যে নষ্ট হইল কয়েকটা দোকান, দুইটী মসজিদ। মসজিদে প্রার্থনা করিতেছিল, এমনি অবস্থায় ৩ জন লোক আহত হইল। যত লোক মারা গেল বা জখম হইল তার শতকরা ১৫ জন হইতেছে স্ত্রীলোক। অনেক সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে, তার মধ্যে গরুবাছুরের সংখ্যা কম নয়। এস্-ডি-ওর বাংলোটী একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ছোট একটা জায়গার মধ্যে বোমার টুকরা ছুটিয়া ও সে ধারণা বদলাইয়া গেল। এ-আর-পির লোকেরাও মনোবল ঠিকই ছিল। সাইরেনের পরই এ-আর-পির লোকেরা ছুটিয়া গেল। সমস্ত বাধাবিপত্তির সঙ্গে তারা প্রাণপণে লড়াই করিয়াছে। কিন্তু অবস্থার গুরুত্বের তুলনায় আগুন নিভানো দল, রেসকু সার্ভিস, ও জিনিষপত্র অত্যন্ত কম ছিল।

'অল ক্লিয়ারের' পর আমাদের কয়েকজন পার্টি সদস্য ও জেলাকমিটির সম্পাদক বোমাবিধ্বস্ত জায়গায় যান। তাঁরা আহতদের ষ্ট্রেচার বহন করিয়া লইয়া যান। সাহায্যকারীদের সঙ্গে কথা বলিয়া তাদের মনে সাহস আনেন। তাঁদের উৎসাহপূর্ণ কথা, তাঁদের নির্ভীক চলা ফেরা দেখিয়া গ্রামের লোকেরা ভরসা পাইল। গ্রামবাসীরা তাঁদের আশীর্ব্বাদ জানাইল। একটী গ্রামে একটী বাড়ীতে বোমা পড়ার ফলে বাড়ীর সকলে মারা গিয়াছে। এই গ্রামটী কমিউনিষ্টদের প্রভাবের জায়গা। আমাদের কমরেডরা যখন সেখানে গেলেন, গ্রামবাসীরা ট্রেঞ্চ কাটিতেছিল, আমাদের কমরেডদের সেখানে নিয়া গেল ও তাঁদের পরামর্শ চাহিল। আমাদের কমরেডরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিশিয়া তাদের আত্মরক্ষার কাজে সাহায্য করিলেন।

জাপানী বোমাকে উপেক্ষা করিয়া, খাদ্য সংকটে দিশাহারা না হইয়া চট্টগ্রাম জিলার কমরেডরা 'জনযুদ্ধের' প্রচার সংখ্যা বাড়াইয়াই চলিয়াছেন।

আপনার জেলার খবর নিন

চট্টগ্রামের রেকর্ড

পার্টি কনফারেন্সের সময়	বর্ত্তমান সময়
স্থায়ী গ্রাহক ৭০	৯২
প্রচার সংখ্যা ৬৮৬	৭১০

জেমসেদপুরে টাটাকারখানার শ্রমিকরা মে-দিবসে টাউন ময়দানে সমবেত হয়। কমরেড রাজ্যেশ্বর সেন সভাপতিত্ব করেন। কমরেড ধরণী গোস্বামী, আমির সিং, সত্যনারায়ণ তেওয়ারী প্রভৃতি মে-দিবসের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া বক্তৃতা করেন। সভার পাশ দিয়া সৈন্যবাহী একটী লরী যাইতেছিল। সৈন্যরা লালপতাকা দেখিয়া অভিবাদন জানাইল। মজুররা বুঝিল তাদের একতা আজ শুধু জাতির একতা নয়, সমগ্র দুনিয়ার জনগণের একতা। ঐ দিন টিনপ্লেট ওয়ার্কাস ইউনিয়নের পক্ষ হইতেও এক সভা করা হয়।

খুলনা সহরে বিপুল উৎসাহের সহিত মে-দিবস প্রতিপালিত হইয়াছে। জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির অফিস হইতে এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইয়া গান্ধী পার্কে সমবেত হয়। সভায় ১০০৫ লোক হইয়াছিল। কমরেড অন্নদা ভট্টাচার্য্য, প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক শঙ্কর রায়চৌধুরী, প্রমথ ভৌমিক প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

জলপাইগুড়ীতে প্রথমে মে-দিবসের সভার অনুমতি পাওয়া যায় না। শেষমুহূর্ত্তে অনুমতি পাইয়াও কর্ম্মীদের চেষ্টায় এ এটি সভা হয়। সভায় ৩০০ লোক সমবেত হয়।

সভা-শোভাযাত্রার অনুমতি না পাওয়ায় অধিকাংশ জেলাতেই ঘরোয়া বৈঠক ও স্কোয়াড প্রচারের ভিতর দিয়াই মে-দিবস পালন করা হয়।

ফরিদপুর জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সম্মেলন

কৃষক সভা যে মাদারীপুর কালিবাড়ী মণ্ডপে, কমরেড যুঁইফুল বসুর সভানেত্রীত্বে ফরিদপুর জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সম্মেলনের অধিবেশন হয়। বিভিন্ন গ্রাম হইতে ২০ জন প্রতিনিধি এবং অন্যূন ৫০০ দর্শক সভায় যোগদান করেন। হিন্দু মহাসভা, ছাত্র ফেডারেশন, মোক্তার এসোসিয়েসন এবং কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া অভিনন্দনবাণী প্রেরণ করা হয়। সভানেত্রে মৌলবী আবুল ফজল, এম, এল, এ, সম্মেলনের উদ্দেশ্যকে অভিনন্দন জানান এবং যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। কায়ুর কমরেডদের মৃত্যুতে শোকে প্রস্তাব এবং রাজনৈতিক সঙ্কট, খাদ্য সঙ্কট, কুটির শিল্প প্রভৃতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি গৃহীত হয়। সভানেত্রী তাঁহার বক্তৃতায় পাড়ায় পাড়ায় আত্মরক্ষা কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করেন। সভাক্ষেত্রেই ২০।২৫ জন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সভ্যা হন। 'বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ' গানটি গাওয়ার পর সভার কাজ শেষ হয়।

সকলে মিলিয়া খাদ্য সংকট দূর কর

ক্যানিং এলাকায় সুখদৈনী মহল্লার জমিদার শ্রীযুত হরমোহন ঘোষ এবার কৃষকদের জন্য তাহার ধান মজুত রাখিয়াছেন। এই দারুণ সংকটের দিনে সমস্ত শ্রেণীর লোক এক হইয়া যখন সমস্যা সমাধানের জন্য আগ্রহী আসিতেছেন, তখন: তিনি জনমতকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। ধানের খুব লোভনীয় দর পাওয়া সত্ত্বেও ফসল বাড়াইবার জন্য এবং বুভুক্ষু চাষীদের জন্য তিনি ধান খুবই কম বিক্রয় করিয়াছেন। তাহার এই দৃষ্টান্ত ঐ অঞ্চলের বড় বড় চাষীরাও অনুকরণ করিতেছেন। তাহা ছাড়া প্রত্যেক এলাকা অনুযায়ী দিনমজুরী হিসাবে যে সমস্ত চাষী কাজ করেন তাহাদের বিনামূল্যে ধান দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই জমিদার ও কৃষকদের দৃষ্টান্ত অন্যান্য সবাইকে অনুপ্রেরণা দিবে। সকল শ্রেণীর লোককে সংকটের মধ্যে একতাবদ্ধ করিবে।

যুদ্ধের গতি

★ তিউনিসিয়ায় পালা শেষ
★ অবিলম্বে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলো
★ চারিদিক হইতে ফ্যাশিষ্টদের রোখো

তিউনিসিয়ার পর্ব্ব শেষ

তিউনিসিয়ার লড়াই চুকিয়াছে। এখানে ফ্যাসিষ্টদের পক্ষে একটা বড় দরের পরাজয় ঘটিল। শত্রুসৈন্যের মধ্যে বিশেষ কেহ সমুদ্র পার হইয়া পলাইতে পারে নাই। সবচেয়ে টাট্‌কা খবর অনুসারে ১ লক্ষ ৯৩ হাজার শত্রুসৈন্য বন্দী হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে দেড়লক্ষ জার্ম্মান। সেনাপতি ফন্ আর্নিম স্বয়ং বন্দী হইয়াছেন, তাঁহাকে এরোপ্লেনে ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ফন্ আর্নিমকে বন্দী করার কাজে চতুর্থ ভারতীয় বাহিনী বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। গত আড়াই বৎসরে এই বাহিনী ১৫০০০ যোদ্ধা হারাইয়াছে, কিন্তু একলক্ষ শত্রু সৈন্যকেও তাহারা বন্দী করিয়াছে।

এত বেশী সংখ্যায় শত্রুসৈন্য বন্দী হওয়ায় একটা মানে আছে। শত্রুর মনোবল কমিয়া না যাইলে এমন ব্যাপার ঘটিতে পারে না। উত্তর আফ্রিকায় এ পর্য্যন্ত যেভাবে যুদ্ধ চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে প্রায় দুইলক্ষ সুশিক্ষিত ও কৌশলী সৈন্য যে আরও বহুদিন প্রতিরোধ চালাইয়া যাইতে পারিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু পরাজয় সুনিশ্চিত জানিয়াই ফন্ আর্নিম রণে ভঙ্গ দিয়াছে। বিমানের সংখ্যাতেও যে মিত্রশক্তি শ্রেষ্ঠ, তাহার প্রমাণ মিলিয়াছে তিউনিসিয়ার উত্তর পূর্ব্ব কেপ্ বনের লড়াইতে। এই যুদ্ধের প্রথম পাঁচ মাসে বোমা ফেলিয়া শত্রুর ৮০টী জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ১৪১টী অল্পাধিক জখম করা হইয়াছে। যুদ্ধের চরম অবস্থায় সিসিলি ও কেপ্ বনের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রে মাত্র দুইদিনে ৪২টী শত্রুজাহাজ ডুবানো হইয়াছিল।

উত্তর আফ্রিকায় লড়াই ছিল ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খুলিয়া হিটলারকে একেবারে উচ্ছেদ করার উদ্যোগপর্ব্ব। উদ্যোগপর্ব্ব এখন চুকিয়াছে। আসল লড়াইয়ের আয়োজন এখন আসিয়াছে।

দ্বিতীয় ফ্রন্ট কোথায় হইবে?

দ্বিতীয় ফ্রন্ট কোথায় খোলা হইবে, এই কথা লইয়া জল্পনাকল্পনার অন্ত নাই। অনিশ্চিত আলোচনা এত বেশী হইতেছে যে একজন আমেরিকান সাংবাদিক ঠিকই বলিয়াছেন যে এরকম ব্যাপারে সোভিয়েট যেমন সমুচিত নীরবতা অবলম্বন করিয়া থাকে, মিত্রশক্তি তাহা অনুকরণ করিলেই ভাল। যাহা হউক্, এ আলোচনা হইতে অন্ততঃ অবিলম্বে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিয়া সোভিয়েটের নেতৃত্বে চটপট্ যুদ্ধজয়ের জন্য জনসাধারণের আগ্রহ যে প্রমাণ হইতেছে, সেটাও একটা বড় কথা।

উত্তর আফ্রিকার বিজয়ে ভূমধ্যসাগরে মিত্রশক্তির জাগ্রাজ অনেকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া যাতায়াত করিতে পারিবে। অবশ্য জাহাজডুবির আশঙ্কা একেবারে দূর হয় নাই, কিন্তু আফ্রিকার উত্তরে অনেকগুলি বিমান ও নৌবাহিনী দখলে থাকায় চলাচলের পথ অনেকটা নিরাপদ হইয়াছে। ঐ অঞ্চলে ইতালীকে ঘায়েল করিবার জন্য প্রথমতঃ সিসিলি ও সার্ডিনিয়া দ্বীপের উপর আক্রমণ খুবই সম্ভব। আবার পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে সাইপ্রাস হইতে ক্রীট দ্বীপ আর সেখান থেকে গ্রীসে নামার কথাও উঠিয়াছে।

ইংরেজ নৌসেনাপতি লর্ড কাজ বলিয়াছেন যে ইয়োরোপের যুদ্ধ শীঘ্রই শেষ হইবে বলিয়া তাঁহার মনে ধারণা জন্মিয়াছে। আক্রমণকারী বাহিনীকে এরোপ্লেন দিয়া কতটা সাহায্য করা যাইবে, তাহার উপর কত শীঘ্র যুদ্ধ শেষ হইবে, তাহা নির্ভর করিতেছে। যুদ্ধের পর জার্ম্মানী সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যাইবে, দুনিয়াটাকেই বা কেমন করিয়া গড়িতে হইবে, এ জল্পনাও যথেষ্ট চলিতেছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ দৃষ্টির বিলাসের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য-পালনে বিশেষ মনোযোগ দেওয়াই আজ দরকার।

চার্চ্চিল সাহেব আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে গিয়াছেন। বেতার বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন যে শীঘ্রই ইয়োরোপে মিত্রশক্তির সৈন্যবাহিনী নামিবে। দুনিয়ার জনসাধারণ শুধু মুখের আশ্বাসে আর সন্তুষ্ট নয়, তারা কাজ চায়। উত্তর আফ্রিকার বিজয়ের পর দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিতে বিলম্বে কোন কারণ থাকিতে পারে না।

লাজফৌজের অক্লান্ত অভিযান

নভোরসিস্ক বন্দরের দিকে লালফৌজ দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতেছে। এ জায়গায় জার্ম্মাণদের অসংখ্য দুর্গ আছে; এক একটী ছোট পাহাড়ে সুরক্ষিত সামরিক ঘাঁটি বানানো হইয়াছে। এজন্য লাল ফৌজ সহজে বন্দরটী দখল করিতে পারে নাই। কিন্তু বন্দরের কয়েক মাইল দূরেই লালফৌজ হাজির রহিয়াছে। কৃষ্ণসাগর হইতে লাল নৌবাহিনী বন্দরের উপর গোলা ফেলিতেছে। এখানে শত্রুর অবস্থা সঙ্গীণ। কুবান্ অঞ্চলেও তাই। মরিয়া হইয়া শত্রু গ্রীষ্ম অভিযানের জন্য এখানে যে কোন উপায়ে দখল বজায় রাখিতে চায়, বার বার লাল ফৌজের হাতে মার খাইয়াও তাই এখনও সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করে নাই।

যুক্রেনে বহুদিন পরে আবার যুদ্ধের আগুন জোর জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এপর্য্যন্ত কয়েক সপ্তাহে ছোটখাট সংঘর্ষ মাত্র হইতেছিল। এখন লিসিচান্সকের কাছে শত্রু বহু সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, প্রথমে কিছু সাফল্য লাভও করিয়াছিল। কিন্তু লালফৌজ প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ করিয়া তাহাদের হটাইয়াছে, দনেৎস্ নদীর পশ্চিম-কূলে নিজেদের ঘাঁটি পাকা করিয়াছে।

হিটলারীরা যে-কোন-দিন আক্রমণ শুরু করিতে পারে বলিয়া লালফৌজ একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া বসিয়া নাই। দক্ষিণে কুবান্ অঞ্চলে আক্রমণের আশা শত্রুর দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে। রস্তভের কাছে ডিন্‌বা দনেৎস্ অঞ্চলেও শত্রুরা প্রবিষ্ট করিতে পারিতেছে না। ওরেল-ব্রিয়াঁস্ক অঞ্চলে লাল বিমানবহর জোর অক্রমণ চালাইয়া শত্রুর আয়োজনকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। ভেলিকিলুকির নিকটে কিম্বা লেনিনগ্রাদ অঞ্চলে কোথাও শত্রু সোভিয়েটের কোন দুর্ব্বলতা খুঁজিয়া পাইতেছে না। বরং সর্ব্বত্র বিমান আক্রমণ করিয়া ও দূরপাল্লার কামান দাগিয়া শত্রুকে লালফৌজ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে।

দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা হইলে লালফৌজের বিজয় অভিযান অপূর্ব্ব বেগে অগ্রসর হইবে।

শান্তির কথা কাহারা তুলিতেছে

স্পেনের জেনারল ফ্রাঙ্কো হইতেছেন হিটলারের একজন ভাড়াটিয়া। হিটলার মুসোলিনির আত্মকুলোই স্পেনের জনগণকে দাবাইয়া ফ্র্যাঙ্কোর বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠা। তাই ফ্র্যাঙ্কো ফ্যাশিষ্ট ইয়োরোপের পরোক্ষ প্রতিনিধি হিসাবে শান্তির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ভাল সর্ত্তে সন্ধির ব্যবস্থা করিয়া দিব, এ আশ্বাস বুঝি ফ্র্যাঙ্কো দিয়াছে। কিন্তু এ আশ্বাস কেউ তুলিবে না। ব্রিটিশ রাজদূত সাঃ স্যামুয়েল হোয়ের উচিত মাদ্রিদে বসিয়া ফ্র্যাঙ্কোর সঙ্গে দহরম-মহরম ছাড়িয়া এবার তাহার কু-মতলবের সমুচিত উত্তর দেওয়া। ইংলণ্ডের জনসাধারণ এ ব্যাপারে সরকারী নীরবতাকে ভাঙ্গিয়া দিবে।

হিটলারের পক্ষ হইতে প্রচার করা হইতেছে যে পশ্চিম ইয়োরোপ ও আমেরিকার বড় লোকদের সাহায্যে শীঘ্রই একটা শান্তির ব্যবস্থা হইবে। আবার ভয় দেখাইবার জন্য কুচক্রীরা বলিয়া বেড়াইতেছে যে ইংলণ্ড আমেরিকা সিটমাটে রাজী না হইলে সোভিয়েটের সঙ্গে হিটলার একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইবে। বলা বাহুল্য এ সব রটনা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কিন্তু এখানে জনমতকে ধোঁকা দিয়া মিলিত জাতিসমূহের ভিতর ভাঙন আনিবার চেষ্টা হইতেছে। জনশক্তি এ চেষ্টাকে ভণ্ডুল করিয়া দিতেছে। শান্তির কথাবার্ত্তাকে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কেহই আমল দেন নাই। শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার একটী দল হিটলারের সঙ্গে সন্ধিস্থাপনের কথা তুলিয়াছে।

জাপানকে দাবাইবার সময় আসিয়াছে

প্রাচ্য মহাদেশে যুদ্ধের কথা তুলিলে চলিবে না। এ বিষয়ে ওয়াশিংটনে যে চার্চ্চিল রুজভেল্টের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়। চীনের মাদাম চিয়াং কাইশেক ও টি, ভি, সুং, অষ্ট্রেলিয়ার ইভাট, আর ভারতবর্ষ ফেরৎ ফিলিপসের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় সুযোগ তাঁহাদের সম্প্রতি হইয়াছে। জেনারল ওয়াভেলের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচ্যে আক্রমণ ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা হইয়াছিল বলিয়া খবর।

আরাকানে মিত্রশক্তির আক্রমণ যে মাঠে মারা গিয়াছে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষ স্বীকার করিয়াছে। বুথিডং হইতে সরিয়া আসা, মাংগ রক্ষা করিবার চেষ্টায় হাল ছাড়িয়া দেওয়া ইত্যাদি খবর এদেশের পক্ষে ভাল নয়। লোলুপ জাপানীর চোখ ভারতের দিকে। তাহাকে খেদাইবার আসল ব্যবস্থা এখনও সুদূরপরাহত।

পশ্চিম য়ুনানে ও ইয়াংসি নদী অঞ্চলে জাপানীরা আক্রমণ করিয়া চীনা সৈন্যকে ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছে। বার্ম্মা দিয়া সরবরাহ না পাওয়া পর্য্যন্ত চীনের পক্ষে জোর কদমে লড়া সম্ভব নয়। অষ্ট্রেলিয়ার কাছাকাছি নানা জায়গায় যে জাপানীরা ঘাঁটি পাকা করিতেছে, সে খবরও রোজ আসিতেছে।

অবশ্য কয়েকটা সুখবরও আছে। সুদূর উত্তরে আমেরিকানরা পাঁচ দিন যুদ্ধের পর আটু দ্বীপে সাফল্য লাভ করিয়াছে। টোকিওর উপর বোমা ফেলিবার জন্য চেকিয়াং প্রদেশে আমেরিকান বিমানঘাঁটি বানাইবার বন্দোবস্ত চলিতেছে। বার্ম্মায় যথারীতি বোমা ফেলা হইতেছে।

কিন্তু শুধু সামরিক পরিকল্পনা দিয়া জাপানকে পূর্ব্ব এশিয়া হইতে খেদানো সম্ভব নয়, একথা বুঝিবার সময় বহুদিন আসিয়াছে। ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম, মালয়, ইন্দোচীন, প্রভৃতি দেশের জনগণকে উদ্বুদ্ধ না করিলে জাপানকে কিছুতেই চূড়ান্তভাবে হারানো যাইবে না। জনযুদ্ধে সোভিয়েটের দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করিলে পূর্ণ সাফল্য আসিবে কেমন করিয়া?

১৭।৪।৪৩

"জাতীয় দাবীর পিছনে এক হও"

ইহাই ছিল দেশপ্রেমিক আল্লাবক্সের আদর্শ

আততায়ীর গুলিতে দেশপ্রেমিক আল্লা বক্স প্রাণ দিয়াছেন। আল্লাবক্স কংগ্রেসী ছিলেন না বটে কিন্তু তিনি ছিলেন খাঁটি দেশভক্ত। আজাদ মুস্লিম বোর্ডের তিনি ছিলেন সভাপতি, কিন্তু তাই বলিয়া মুস্লিম লীগকে তিনি হেয় করেন নাই, তিনি ছিলেন সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী কিন্তু আমলাতন্ত্রের দমননীতির প্রতিবাদে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে কুণ্ঠিত হন নাই।

কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারে, আমলাতন্ত্রের দমননীতিতে দেশব্যাপী যে মহাসংকট সুরু হইয়াছিল আল্লাবক্স তাহাতে মুখ বুজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন নাই। আমলাতন্ত্রের দমননীতির প্রতিবাদে তাই তিনি খেতাব ত্যাগ করিয়া নির্ভীকচিত্তে বলিয়াছিলেন, "ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতি হইতেছে ভারতের উপর অধিকার কায়েম রাখা, ভারতকে চিরকাল দাস করিয়া রাখা, ভারতের রাজনীতিক ও সাম্প্রদায়িক বিভেদের ভিত্তিতে প্রচার চালানো, জাতীয় শক্তিকে ধ্বংস করা ও বৃটিশ স্বার্থ বজায় রাখা।" তিনি বলিয়াছিলেন, "বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যদি ৪০ কোটি ভারতবাসীকে দাস করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই যুদ্ধের পর নতুন জগৎ সৃষ্টির কোন সম্ভাবনাই আমি দেখি না। জাপানী আক্রমণ যত আসন্ন হইয়া উঠিতেছে, ভারতরক্ষার জন্য জাতীয় সরকার গঠনের প্রশ্ন ততই জরুরী হইয়া পড়িয়াছে।"

কংগ্রেস-লীগ মিলনের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার কায়েম করিবার জন্য দেশবাসীকে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দিয়াছিলেন। মুসলিম জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। "আমি সুস্পষ্টভাবে মনে করি ভারতের প্রকৃত ও গভীর সমস্যা হইতেছে ছোট ছোট জাতিগুলির অবস্থা স্থির করার সমস্যা। ভারতের যে সব মানুষ একই ভাষা বলে, যাদের একই ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মানসিক গঠন এবং যারা একই অর্থনীতিক বন্ধনে আবদ্ধ—যেমন সিন্ধি, পাঠান, উড়িয়া, বাঙ্গালী, কাশ্মীরি, গুজরাটি ইহারা এক একটি জাতি। ভারতের স্বাধীনতার পটভূমিকায় এই সব জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিতে হইবে।"

এই অধিকার মানিয়া নিয়া জাতীয় দাবীর ভিত্তিতে সমস্ত ভারতবাসীকে একতাবদ্ধ করিবার জন্য তিনি আন্তরিক আবেদন জানাইয়া বলিয়াছিলেন, "এই মুহূর্ত্তের প্রধান কাজ হইতেছে জাতীয় দাবীর পিছনে সমস্ত ভারতবাসীকে একতাবদ্ধ করা, বিশেষ করিয়া আজ যখন বৃটিশ সরকার একঘর কোনঠাসা। এই একতার বিরাট ভিত্তিও আজ তৈরী। দেশরক্ষা, দেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় সরকার সকলেরই দাবী। মিলিত জাতিসমূহের জনগণও আমাদের এই দাবী ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে সমর্থন করিতেছে। আমাদের এই দাবী ঠেকাইবার ক্ষমতা আজ কাহারও নাই। ইহার জন্য চাই জনগণকে জাগাইয়া তোলা।"

"মিলিত জাতিসমূহের সাথে একযোগে দাঁড়াইয়া জাতীয় সরকারের এই দাবীর গণআন্দোলন ভারতে ও বিলাতের প্রতিক্রিয়াশীলদের বাধা চূর্ণ করিবে, ফ্যাসিজম ও সাম্রাজ্যবাদ উভয়কেই পরাজিত করিবে"।

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

দেশ-বিদেশের কিশোর বীর

★ লেনিনগ্রাডে প্রাণ দিয়েছে ★

লেনিনগ্রাড এলাকায় পেট্রোভার নাম কে না জানে! তার বীরত্বের কথা আজ লোকের মুখে মুখে কাহিনী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। রোগা, তালপাতার সেপাইয়ের মত চেহারা, ভারী চাপা মেয়ে। কবিতা পড়তে এত ভাল লাগে তার!...হঠাৎ যুদ্ধ বাধলো।

শত্রুপক্ষ কাছাকাছি এসে পড়েছে। একদিন রাত্তিরে পেট্রোভা দেখলো রাস্তায় সারবন্দী গাড়ী। একদল লোক ছোট ছোট কামান গাড়ীতে চাপাচ্ছে; হাতে তাদের বন্দুক। পেট্রোভা জিজ্ঞেস ক'রে জানলো, তারা চলেছে শত্রুপক্ষের সীমানার ভেতর। সে তাদের অনেক ক'রে বললো, আমাকে তোমরা নিয়ে চলো।...তারা উত্তর দিল, 'তুমি বাচ্চা মেয়ে, আমাদের সঙ্গে গিয়ে করবে কি? বনের মধ্যে যুদ্ধ করতে ত' আর পারবে না।' কিন্তু পেট্রোভা না-ছোড় বান্দা, সে যাবেই। তখন তারা বলতে বাধ্য হ'ল 'তা হ'লে চলো; কিন্তু খুকি, কপালে অশেষ দুঃখ আছে।'

কিছুদিন পর দলটা ফিরে এলো। তারা জার্ম্মাণদের আচ্ছা মার দিয়েছে। আর পেট্রোভা? তাকে আর এখন তুচ্ছ করার জো নেই। সে নাকি দারুণ লড়াই দেখিয়েছে। একা রাস্তার মাঝখানে হাতবোমা ছুঁড়ে শত্রুর সৈন্যবাহী গাড়ী গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আর সহপক্ষি দেখিয়েছে চরম। কোনো বাধাই সে কেয়ার করে নি।

পেট্রোভা দলে থেকে গেল। যে সব গ্রাম জার্ম্মাণদের দখলে, সে সব গ্রামে সে দিব্যি ঢুকে খোঁজ খবর আনতে লাগলো। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সে যেটুকু সময় পায়, দলের লোকদের জন্যে জামা সেলাই করে, কাপড় কেচে দেয়, খাবার বানার রেঁধে দেয়। সবাই তাকে দেখিয়ে বলে, 'মেয়েটার মনটা ঠিক সোনার মত।' দেখতে দেখতে তার নাম ছড়িয়ে পড়ল। জার্ম্মাণরা তার নামে হুলিয়া দিল, যে তাকে জ্যান্ত কিম্বা মৃত অবস্থায় ধরতে পারবে তাকে ১০ হাজার রুবল পুরস্কার দেওয়া হবে।

একবার সে সত্যি সত্যিই ধরা পড়লো। কিন্তু অন্ধকারে কোন রকমে সে সরে পড়লো। আর সঙ্গে আনলো দামী দামী সব খবর।

একদিন দলের লোক একটা কী কাজে বেরিয়ে গিয়েছে। বাড়ীতে শুধু পেট্রোভা আর একজন পাহারাদার ছেলে। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আকাশ কালো ক'রে মেঘের গুরু গুরু শব্দ। রুম্ ঝুম্ বৃষ্টি পড়ছে। হঠাৎ একটা ডাল ভাঙার শব্দ! পেট্রোভা চট ক'রে উনুনটা নিভিয়ে ফেললো। তারপর সে দেখতে পেলো গাছগুলোর ঘা ঘেঁসে কাছে সব ছায়ামূর্ত্তি। স্পষ্টই বোঝা গেল পাহারাদার ছেলেটা তাদের লক্ষ্য করেনি।

পেট্রোভা উপায় না দেখে মূর্ত্তি গুলোর দিকে প্রাণপণ জোরে একটা হাতবোমা ছুঁড়লো। বেশ কয়েকজন ছিটকে পড়লো। বাকি সব জার্ম্মাণরা রুখে এলো পেট্রোভার দিকে; তারা চেঁচিয়ে উঠলো; 'হার স্বীকার করো'। পেট্রোভা কাপুরুষ নয়। সে মরবে কিন্তু ধরা দেবে না। পেট্রোভা একটা গাছের আড়াল নিলো; তারপর তার হাতের দুটো গুলিতে আরো দুজন জার্ম্মাণ কাৎ হ'লো।

হঠাৎ পাশে কার কাঁপা গলা শোনা গেল; বলছে, 'আমাকে মেরোনা, আমি ধরা দিচ্ছি।' পেট্রোভা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের বুকের কাছে পিস্তলের ঘোড়া টিপলো।

তার মৃত্যুর পর সোভিয়েট সরকার তার সাহসের তারিফ করে তাকে 'সোভিয়েট দেশের বীর' আখ্যা দিল। যেদিন ফ্যাশিষ্ট বর্ব্বরতা সোভিয়েটের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন হবে, সেদিন পেট্রোভার জন্মভূমি লুগা-তে আবার তার স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হবে। পেট্রোভার মত দেশভক্ত মেয়েরা তাই মরে না। কবিতায়, গানে, কাহিনীতে তারা বেঁচে থাকে।

সারা বাংলায় কিশোর জাগরণ

কিশোর বাহিনীর সংগঠন মাত্র ক'দিনের। কিন্তু এর মধ্যেই বাংলা দেশে ৪৮টি জায়গায় কিশোরবাহিনী গড়ে উঠেছে—সভ্য সংখ্যা ৩৩২৮। তার মধ্যে কিশোর মেয়ে আছে ৩৮৩ জন। যারা ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম্মীদের জ্যানাশোনার পাত্তার মধ্যে, পীগ্‌গির সভ্য হবে এমন ছেলেমেয়ের সংখ্যা ৯০০। বাংলার প্রায় ৪ হাজার ছেলে মেয়ে কিশোর বাহিনীর ভেতর এসে পড়েছে।

ছোটরাই ছোটদের নেতা

হুগলীতে ৬ জায়গায় কিশোরবাহিনী গড়ে উঠেছে—বুটিশ চন্দননগর, শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, প্রতাপপুর, পশ্চিমপাড়া ও রায়বাজার। ২৫শে বৈশাখ গোলদপাড়ায় কিশোর বাহিনীর উৎসবে কুচকাওয়াজ আর শারীরিক কসরৎ দেখার মত হয়েছিল। তাদের উৎসবে বড়দের মোড়লী একেবারেই ছিল না।

পুলিশের বাধা

রাজশাহীতে ৭টি কিশোরবাহিনীর সভ্যরা মিলে যখন একটা 'দপ্তর কিশোরবাহিনী' গড়বার সভা করছিল, তখন থানার দারোগা সভায় এসে বাধা দেয়। ছেলেমেয়েরা একটুও ঘাবড়ায়নি, তারা শান্তভাবে সভা অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায়। তারা প্রতিজ্ঞা নেয়, সকল কিশোরকে 'কিশোর বাহিনী'র হথে এক করবে। তাদের 'শুকতারা' নামে একটা উঁচুদরের হাতে-লেখা কাগজ আছে।

টাকাও তোলে

দিনাজপুরের বাপুবাড়ি আর কালিতলার কিশোররা মিলে 'নববর্ষ' পালন করে। এদের লাইব্রেরী, ফুটবল ক্লাব আছে। ছাত্র ফেডারেশনের জন্যে দরকার হলে টাকাও তোলে।

এক রংপুরেই ৯টি বাহিনী

রংপুর শহরে ৯টি বাহিনী। এদের হাতে ক্লাব, লাইব্রেরী, ও ড্রামাটিক অ্যাসোসিয়েশন আছে। ডোমার ও গাইবান্ধাতে কিশোর বাহিনী গড়ে উঠেছে।

কিশোর স্বেচ্ছাসেবক

ধুন্ধড়ীতে কিশোরবাহিনী সভ্যরা অষ্টমী স্নান ও খাদ্যসম্মেলন উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করে।

'হিন্দু মুসলিম ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাব'

ডিব্রুগড়ের কিশোরবাহিনী এই নামে এক খেলার ক্লাব গড়ে তুলেছে।

বাউলের মুখে জনযুদ্ধের গান

বর্দ্ধমানের এক বাড়ীর ৫ জন ছেলে নিজেরাই উৎসাহ ক'রে ৩ জন বাউলকে জনযুদ্ধের গান শিখিয়েছে। তারা বাড়ী বাড়ী এই গান গেয়ে বেড়াচ্ছে।

এছাড়াও গারুরিয়া (বরিশাল), কৈলাশহর (ত্রিপুরারাজ্য), মাদারিপুর, নাগপাড়া (নোয়াখালি), উনশিয়া (ফরিদপুর), নেত্রকোণা, মুন্সীগঞ্জ (ঢাকা) মুলডাঙ্গা (বাঁকুড়া), ধড়পাড়া (মৈমনসিংহ), দমদম, রোসাংগিরি, ফটিকছড়ি, পাথারকান্দি প্রভৃতি জায়গায় কিশোর বাহিনী গড়ে উঠেছে। নানা জায়গা থেকে 'জনযুদ্ধ'কে অভিনন্দন জানিয়ে সম্পাদকের কাছে চিঠি এসেছে এবং আসছে। সমস্ত চিঠির জবাব দেওয়া সত্যিই অসম্ভব। 'জনযুদ্ধ' তো সাধারণ কাগজ নয়। বাংলা দেশকে বাঁচাবার দায়িত্ব এই কাগজের। কাগজের যা অভাব, তাতে ক'রে এতটুকু জায়গা নষ্ট করা মানে দেশের কাছে অপরাধী হওয়া। কাজেই আমরা আশা করি কিশোর বাহিনীর ছেলেমেয়েরা কিশোর বাহিনীর পাতায় তাদের নাম ছাপানো না দেখলে একটুও রাগ করবে না।

আলোচনা—২ পাতার শেষাংশ

একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। কিন্তু ষ্টাণ্ডার্ড কাপড়ের ব্যাপারটি দেশের সাধারণ লোকের কাছে আজও দুর্ব্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে। অনেক দিন আগেই ঢাক ঢোল পিটাইয়া দেশের গরীব লোককে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে ষ্টাণ্ডার্ড কাপড় আসিতেছে, আর চিন্তা নাই, অল্প দামে যাহাতে গরীবে কাপড় পাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত হইয়াছে। হয়ত ২।১ জায়গায় ইতিমধ্যে কিছু কিছু কাপড়ও মিয়া পৌছিয়াছে, ২।৪ জন লোক হয়ত ষ্টাণ্ডার্ড কাপড়ের নমুনা পাইয়াছে, কিন্তু এই দেশের অসংখ্য বস্ত্রহীন নরনারীর তুলনায় এ ব্যবস্থা কতটুকু? সংকারী বিবৃতিতে জানা গিয়াছে যে বাংলা দেশের জন্য প্রথম কিস্তিতে ৩০ লাখ গজ কাপড়ের ভিতর অনেক পরিমাণে ইতিমধ্যেই আসিয়া পৌছিয়াছে, এবং স্থানে স্থানে তাহা দেওয়াও হইয়াছে। আবার ৪ কোটি গজ কাপড় শীঘ্রই দেওয়া হইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। অঙ্কের হিসাবে দেশের লোক খুসী হইতে পারিবে না। সস্তা দরে হাটে, বাজারে, সহরে গ্রামে সর্ব্বত্রই আজ কাপড়ের দরকার, এবং যাহাতে সে কাপড় গরীব লোকের আয়ত্তে আসে তার জন্য জনরক্ষা কমিটিগুলির উপর ভার দিতে হইবে কাপড় বিলি ব্যবস্থা করার—তবেই দেশের লোকের দাবী পূরণ হইবে নতুবা নয়।

★ কিশোরবাহিনীর আদর্শ ★

শিক্ষা! স্বাস্থ্য! সেবা! স্বাধীনতা!

আমরা বাংলা দেশের কিশোর ছেলেমেয়ে। আমরা আমাদের দেশকে ভালবাসি। যাতে বড় হয়ে দেশকে উন্নত করতে পারি তার জন্য এখন থেকেই আমাদের জীবন গড়ে তুলব।

হিন্দু-মুসলমান, চাষী-মজুর, গরীব-বড়লোক সব ছেলেমেয়েরাই আমরা কিশোর বাহিনীতে এক হব। আমাদের নিজেদের একতায় আর দেশের লোকের সহানুভূতিতে যতটা সম্ভব আমরা আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলা-ধূলা, আমোদ-উৎসবের অভাব পূর্ণ করব।

আমরা বুঝি জাপানী ডাকাতদের হাত থেকে আমাদের সোণার দেশকে বাঁচাবার জন্য বাপ-মায়ের সাথে আমাদেরও লাগতে হবে। আমাদের ছোট্ট শক্তিতে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করতে হবে।

সোভিয়েট ও চীনের বীর ছেলে-মেয়েদের আদর্শে পৃথিবীর সমস্ত ছেলে-মেয়েদের সাথে আমরাও এক হয়ে দাঁড়াব।

দেশের উপযুক্ত হতে হ'লে আমাদের ভীবনকে সকল দিক দিয়ে ভাল ক'রে গড়ে তুলতে হবে তার জন্যে আমাদের দেহে শক্তি ও স্বাস্থ্য চাই; খেলা-ধূলায় ওস্তাদ হওয়া চাই; মন নির্ম্মল হওয়া চাই; সাহস বাড়িয়ে তোলা চাই; বাপ-মাকে ভালবাসা চাই; পড়াশুনা ভাল হওয়া চাই; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা চাই; একজন আরেকজনকে সাহায্য করা চাই। আর সবার উপরে চাই সকলের এক হয়ে এক সঙ্গে কাজ করতে শেখা। সেইজন্যেই আমরা সব ছেলে-মেয়েকে নিয়ে কিশোর বাহিনী গড়ছি। আমাদের কিশোর বাহিনীর সভ্যদের জন্যে আমরা কি কি ব্যবস্থার চেষ্টা করব? (১) নানারকম খেলা-ধূলা ও আমোদ-প্রমোদ (২) ব্যায়াম (৩) গান শেখা (৪) বনভোজন ও ভ্রমণ. (৫) সপ্তায় একদিন বা দুদিন একত্রে বসে দেশের কথা আলোচনা করা, অন্য অন্য দেশের ঘটনা ও কাহিনী আলোচনা করা (৬) কুচ-কাওয়াজ, লাঠি ও ছোরা খেলা শেখা (৭) হাতে লেখা বা ছাপানো পত্রিকা প্রভৃতি বার করা, পাড়ায় পাড়ায় লাইব্রেরী করা, রচনা প্রতিযোগিতা চালানো (৮) পাড়ার লোকের সাহায্যের জন্যে চালের লাইনে ভলান্টিয়ারি করা, এবং ঐ ধরণের অন্য অন্য সমাজ সেবার কাজ। ছাত্রদের সভা, সমিতি ও অন্যান্য জনহিতকর অনুষ্ঠানে সাহায্য করা।

কিশোর ভাই বোন! তোমরা এসো! আমাদের সংগে এক হয়ে দাঁড়াও! এক হয়ে প্রতিজ্ঞা কর—আমরা অন্ধকারে থাকবনা, আমাদের জীবনকে উজ্জ্বল ক'রে, সুন্দর ক'রে গড়ে তুলব!

মেঙ্গর-রসিদ ও মেঙ্গর-কার্ড পাওয়া যাবে:

কিশোরবাহিনী অফিস—৮।২, ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা।

স্বাধীনতা দিবস সকলের

আব্দুলের (হাওড়া) কিশোর ছেলেমেয়েরা স্বাধীনতা দিবসে বড়দের পাশে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করে। ডোমজুড় কৃষক সম্মেলনে এরাই আবার বাড়ী বাড়ী ঘুরে চাল ডাল আলু যোগাড় করে।

জনসেবা কিশোরদের ব্রত

খুলনায় জিয়ালতলা, কালিয়া, কাটিপাড়া ও খুলনা সদরে কিশোরবাহিনীর সভ্যরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে খাবার জিনিষের ফিরিস্তি নেয়, মেয়েদের সভা পাহারা দেয়, নিয়মিত পড়াশুনা ও শরীরচর্চ্চা করে।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম,এল,এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটীর সাপ্তাহিক পত্র

প্রতি সংখ্যা ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪॥০, ৬ মাস ২॥০, ৩ মাস ১।০

২য় বর্ষ ● বুধবার, ২৬শে মে ১৯৪৩, ১২ই জৈষ্ঠ ১৩৫০ ● ৫ম সংখ্যা

কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের উদ্বোধন

পার্টির পিছনে আজ শুধু শ্রমিক শ্রেণীই নয়

● দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সমস্ত জনসাধারণ ●

আট বছরের বে-আইনী অবস্থার পর কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম সম্মেলন হইতেছে বোম্বাইয়ে। বোম্বাই লাল পতাকার জন্মভূমি। বোম্বাইয়ের শ্রমিক শ্রেণী কমিউনিষ্ট পার্টির জন্মদাতা। বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়া বোম্বাইয়ের শ্রমিক জনগণের সংগঠক হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, দেশপ্রেমিক সৈনিকরূপে দাঁড়াইয়াছে। তারা বোম্বাই হইতে লাল পতাকা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে দেশের সকল জায়গায়, প্রত্যেক সহরে ও পল্লীতে। তাই বোম্বাই-ই পার্টি সম্মেলনের যোগ্য স্থান।

কমিউনিষ্ট পার্টি আজ ভারতের একটী প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—কংগ্রেস ও লীগের পরেই ইহার স্থান। কমিউনিষ্ট পার্টি সম্মেলনের সহিত সম্বন্ধ আজ শুধু কমিউনিষ্টদেরই নয়, সমগ্র দেশপ্রেমিকের, যারাই জনসাধারণকে ভালবাসে দেশকে বাঁচাইতে চাহে, তাদের সকলেরই।

২৩শে মে পার্টি সম্মেলন সুরু হইয়াছে। ঐ দিন বিকালে কামদার ময়দানে বিরাট শ্রমিক সমাবেশের মধ্যে সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। চারিদিকে বহু পোষ্টার, বিভিন্ন প্রদেশের ভাষায় লেখা। তাহাতে রহিয়াছে পার্টির শ্লোগান: ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে জনগণ এক হও, কংগ্রেস লীগ এক হও, কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই প্রভৃতি।

নিখিল ভারত কিষাণ সভার সভাপতি বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী লাল পতাকা উত্তোলন করিলেন। তিনি বলিলেন: আজ লাল পতাকা শুধু শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যেরই প্রতীক নয়, এই লাল পতাকার নীচে দাঁড়াইয়াই আজ রুশের বীর যোদ্ধারা নাৎসী বাহিনীকে ধ্বংস করিয়াছে।

কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রবর্ত্তক কমরেড ডাঙ্গে সভাপতি হিসাবে বক্তৃতা দিলেন। তিনি বলিলেন ১৫ বছর আগে যে কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম হইয়াছিল মাত্র ৫জন সভ্য লইয়া, আজ সেই কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য হইয়াছে ১৩০০০। পার্টির পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে শ্রমিক শ্রেণী ও অন্যান্য শ্রেণীর জনসাধারণ। কমিউনিষ্ট পার্টির মূল নীতিই ছিল ফ্যাসিজমের বিরোধী, তাই কমিউনিষ্ট পার্টিই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি বুঝিতে পারিল যে বিশ্ব ফ্যাসিবাদ আজ শ্রমিকশ্রেণীর উপর এবং সমস্ত স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের উপর কি প্রচণ্ড আঘাত হানিতে উদ্যত হইয়াছে। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদের সামনে এক বিরাট প্রাচীর স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে—ফ্যাসিজমকে ধ্বংস করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার জন্য পার্টি জাতীয় গভর্ণমেণ্টের দাবীর পিছনে কংগ্রেস-লীগ একতা গড়িয়া তুলিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

৯ই আগষ্টের পর গান্ধীজী ও নেতাদের গ্রেপ্তারের পর কমিউনিষ্ট পার্টির নীতির প্রতি জনসাধারণের আস্থা কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পার্টি দৃঢ়ভাবে জনগণকে জানাইয়াছে যে ধ্বংসমূলক কাজের ভিতর দিয়া স্বাধীনতা আসিবে না। পার্টির নীতি যে নির্ভুল তাহা আজ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে গান্ধী-বড়লাট পত্রাবলীর মধ্য দিয়া। কমিউনিষ্ট পার্টিই কংগ্রেসের আদর্শকে, দেশপ্রেমকে ধ্বংস হইতে বাঁচাইয়াছে।

ক্যানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও গ্রেট বৃটেন কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ হইতে যে অভিনন্দন বাণী আসিয়াছে তাহা এই সমাবেশে পড়া হইল।

●

আন্তর্জাতিকের প্রস্তাব সমর্থনে

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি

কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের প্রস্তাব সম্বন্ধে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী কমরেড পি-সি জোশী নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন:—

কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের কার্য্যকরী সমিতি যে প্রস্তাব করিয়াছে, তাহা দ্বারা বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিকে আন্তর্জাতিকের নিয়মের প্রতি ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের প্রতি বাধ্য-বাধকতা হইতে মুক্তি দেওয়া হইল। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি এই প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতেছে। মস্কোতে দুনিয়ার কমিউনিষ্টদের কেন্দ্র থাকার ফলে সেইটাকে অজুহাত করিয়া প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা আজ সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে। ফ্যাসিষ্টশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই যখন একটা চরম হিসাব নিকাশের অবস্থায় আসিয়াছে, সেই সময়েই তারা এই অজুহাতের বলে সম্মিলিত জাতির মধ্যে, বিশেষতঃ বৃটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েটের মধ্যে মিলন ঘটিবার পথে বাধা হানিতেছে। আন্তর্জাতিকের এই প্রস্তাব সেই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উপরই প্রচণ্ড আঘাত হানিল।

আন্তর্জাতিকের কার্য্যকরী সমিতি সমস্ত কমিউনিষ্ট পার্টিকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছে যে, উত্তর আফ্রিকায় এক্সিস বাহিনীর নির্মূল হওয়ার পর আজ ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রাম সুরু হইল—এই সংগ্রামে সম্মিলিত শক্তি লইয়া ফ্যাসিষ্টদের উপর আঘাত হানিতে হইবে এবং সেই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য প্রত্যেক দেশে শ্রমিক শ্রেণী ও জনগণের ঐক্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। ফ্যাসিজমের হাত হইতে জনগণের মুক্তির এই লড়াইয়ে সমস্ত জনগণকে সম্মিলিত করিবার চেষ্টার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে জনযুদ্ধ দেশপ্রেম। আজ নিজেকে বিলাইয়া দিয়াও সেই চেষ্টা করিতে হইবে। আন্তর্জাতিক কমিউনিজমের পরীক্ষা আজ এইখানেই।

এই প্রস্তাব কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে সমস্ত রকমের সংস্কারের মূলে আঘাত হানিল। তাহার ফলে প্রত্যেক দেশে ন্যাপকতম জাতীয় ঐক্য আজ গড়িয়া উঠিবে; সম্মিলিত জাতির সভাদের মধ্যে এক পূর্ণ মিলিত চেষ্টা আসিবে যাহাতে ফ্যাসিষ্ট সাম্রাজ্যবাদের উপর শেষ মৃত্যু-আঘাত হানিতে পারা যায়। জগতের সমস্ত জনগণের মুক্তি তাহাতেই আসিবে এবং তাহার মধ্য দিয়াই সমাজ-তন্ত্রবাদের বিজয়ের ভিত্তিভূমি তৈরী হইবে সমস্ত দুনিয়া ব্যাপী—যাহা ইতিপূর্ব্বে হইতে পারিত না।

কমিউনিষ্ট দমন করার মানে কি?

জনসাধারণের সহিত সহযোগিতার পথ বন্ধ করা চলিবে না

কয়েক দিনের মধ্যে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের উপর আমলাতন্ত্রের দমননীতি এরোগের দুইটী খবর আসিয়াছে। বর্দ্ধমানের কমিউনিষ্ট নেতা জেলা কমিটীর সম্পাদক কমরেড বিনয় চৌধুরীর উপর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট একটি নোটীশ জারি করিয়াছেন। এই নোটীশে তাঁকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি জনসাধারণের শান্তিরক্ষার ব্যাঘাত ঘটে এরূপ কাজ করিতেছিলেন; সেই জন্য তাঁকে সাবধান করা যাইতেছে যে ভবিষ্যতে এইরূপ কাজ করিলে তাঁর উপর ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী শাস্তি বিধান করা হইবে।

আর একটি খবর বরিশাল হইতে। ৫ই মে বরিশালের মুলাদী অঞ্চলে নন্দীবাজার ষ্টীমার ষ্টেশনে ও মুলাদী বন্দরে স্থানীয় কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড বেণু দাশগুপ্ত, কালিপদ দাশ ও কানাই পুততুণ্ডকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কমরেড বেণু দাশগুপ্ত ও কানাই পুততুণ্ডকে পরে ৭ই মে জামিনে ছাড়া হইয়াছে, কিন্তু কমরেড কালিপদকে জামিনও দেওয়া হয় নাই।

এই দুইটি ন্যাপারেরই পিছনে রহিয়াছে খাদ্য-আন্দোলন সংক্রান্ত প্রশ্ন। বর্দ্ধমানের কমরেড চৌধুরী খাদ্য-আন্দোলনে জনগণকে একতাবদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি ও তাঁর সহকর্ম্মীদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বর্দ্ধমানে সকল দল সম্মিলিত হইয়াছে খাদ্য সংকট ঘুচাইবার জন্য। এক একটি খাদ্য-সম্মেলনে হাজার হাজার কৃষক সমবেত হইয়াছে। মুস্লিম লীগ নেতা, কংগ্রেসদেবী, হিন্দুমহাসভার নেতা সকলে মিলিয়া খাদ্য-কমিটী গঠিত হইয়াছে। খাদ্য-কমিটী খাদ্য-ব্যবস্থার জন্য পরিকল্পনা করিয়াছে, সেই পরিকল্পনা যাতে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ মানিয়া লন, তার চেষ্টা করিতেছে। সমস্ত জনগণের সমর্থন আজ খাদ্য-কমিটীর পিছনে আসিয়াছে এবং তারই ফলে জনসাধারণ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার পথে না গিয়া সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে খাদ্য সমস্যার সমাধানের পথে চলিয়াছে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন—কমরেড চৌধুরী জনসাধারণের শান্তিরক্ষার ব্যাঘাত ঘটে এরূপ কাজ করিতেছিলেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এই কথার অর্থ কি? বুভুক্ষু জনসাধারণের জন্য খাদ্য ব্যবস্থা যাতে হয়, তার চেষ্টা করাতেই কি শান্তি ভঙ্গ হইল? লুঠতরাজ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার উস্কানী-দাতা জনসাধারণের শত্রুদের হাত হইতে বুভুক্ষু জনসাধারণকে বাঁচাইবার চেষ্টা করা কি শান্তি ভঙ্গ করা?

বরিশালের ঘটনা হইতেও এই প্রশ্নই আসিয়া পড়ে। মুলাদী অঞ্চলের কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা মুস্লিম লীগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিয়া জোরালো খাদ্যকমিটি গড়িয়াছে। ভলান্টিয়ার দল তৈরী করিয়াছে। সেই ভলান্টিয়াররা চোরা কারবারীদের উপর নজর রাখিয়াছে। অনেক গোপন চাউল উদ্ধার করিয়াছে। সেই চাউল যাতে বাঁধা দরে বিক্রয় হয়, তার জন্য তারা স্থানীয় এস-ডি-ওর কাছে দাবী জানায়। এস-ডি-ও তাদের দাবী স্বীকার করিয়া লইয়াছে। খাদ্য-কমিটির ভলান্টিয়াররা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কার ঘরে কতজন লোক, কার কতটুকু চাউলের দরকার, তার লিষ্ট করিয়া চাউল বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়াছে। খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য এই সম্মিলিত চেষ্টা কি কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের অপরাধ হইল যে তাদের ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা দরকার হইয়া পড়িল?

একদিকে মন্ত্রীমণ্ডলী জোর গলায় বলিতেছেন—মুনাফালোভীদের সায়েস্তা করিতে হইবে, চোরা-কারবার বন্ধ করিতে হইবে, জনসাধারণ! সাহায্য কর—আর এক দিকে, যারা সত্য সত্যই সেই কাজে ব্রতী, যাদের পিছনে দাঁড়াইয়া জনসাধারণও আজ মুনাফালোভী ও চোরাকারবারীদের কারসাজী বন্ধ করিতে বদ্ধপরিকর, সেই কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের উপর জেলা কর্ত্তৃপক্ষের এরূপ খাপ্পেয়ালী আচরণ। এরূপ খাদ্য-কমিটীর পিছনে আসিয়াছে এবং তারই মন্ত্রীমণ্ডলী কি এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়াও দেখিতেছেন না? কলিকাতায় মন্ত্রীমণ্ডলী অনবরত আশ্বাস দিতেছেন যে জনরক্ষা কমিটির সহিত তাঁরা সহযোগিতা করিবেন। তাঁরা এই আশ্বাস দিতে বাধ্য হইয়াছেন, কেন না তাঁরা চোখের সামনে দেখিতেছেন যে জনরক্ষা কমিটিই খাদ্যসংকট সমাধানের জন্য জনসাধারণকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারে। সমস্ত জেলাতেই জনরক্ষা কমিটি এই একই কাজ করিতেছে। তবে জেলাগুলিতে কথায় কথায় হামকী, নিষেধাজ্ঞা, ধরপাকড় কেন?

আজকে খাদ্যসমস্যা মিটাইতে গেলে এইরূপ দুইকূল বজায় রাখার নীতি অনুসরণ করিলে চলিবে না। মন্ত্রীমণ্ডলী যে নীতি লইয়া চলিতে চাহেন, তাহা যাহাতে প্রত্যেক জেলায় অনুসৃত হয়, তার ব্যবস্থা করা হোক্। জেলা কর্ত্তৃপক্ষকে সোজাসুজি বলা হউক যে, খাদ্যব্যবস্থা করিতে গেলে জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে হইবে, যারা জনসাধারণকে বিশৃঙ্খলার পথে, তাদের কাজে বাধা দিলে চলিবে না। তা না হইলে, হাজার আইন করা হউক, হাজার নতুন ব্যবস্থা করা হউক, খাদ্যসংকট ঘুচানো যাইবে না।

খাদ্যসংকট ঘুচানো জনসাধারণের দায়িত্ব। তাই সমস্ত জনসাধারণ মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে এই দাবী জানাইতেছে।

সম্পাদকীয়

★ কমিউনিষ্ট পার্টি সম্মেলন ★

২৩শে মে হইতে বোম্বাইয়ে কমিউনিষ্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলন সুরু হইয়াছে। সবশুদ্ধ ১৩৫ জন প্রতিনিধি বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এই সম্মেলনে যোগদান করিতেছেন। কিন্তু এই ১৩৫ জন প্রতিনিধির পিছনে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেশবাসী এই সম্মেলনের সঙ্গে তাদের নিবিড় সংযোগ অনুভব করিতেছে।

কমিউনিষ্ট পার্টির সম্মেলন অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সম্মেলনের মতো নয়। কমিউনিষ্ট পার্টির সম্মেলন শুধু প্রতিনিধির সমাবেশ নয়, নূতন বছরের কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য ভোটাভুটি নয়, মতামত নির্ণয় করিবার জন্য তর্কবিতর্কের আসর নয়। কমিউনিষ্ট পার্টির সম্মেলন পার্টির কর্মজীবনের প্রতিচ্ছবি। এতদিন ধরিয়া যে রাজনীতি লইয়া পার্টির কর্মীগণ কাজ করিয়া গিয়াছেন, তার পরিপূর্ণ প্রকাশ এই সম্মেলন। পার্টির সমস্ত কর্মীর, পার্টির আশে আশে যে জনসাধারণ রহিয়াছে, তাদের সকলকার কাজের ফলাফল একত্র ফুটাইয়া তুলিবে এই সম্মেলন। পার্টির দেশপ্রেমের রাজনীতি জনসাধারণের মধ্যে কতদূর পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তারই পরিচয় এই সম্মেলন। জনসাধারণের সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে পার্টি সংগঠন কতদূর বিস্তার লাভ করিয়া পার্টি আজ গণ-পার্টিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে, তারই কেন্দ্রীভূত প্রকাশ এই সম্মেলন। পার্টির ভিতর দিয়া ভারতের বুকে এক নূতন মানব-সমষ্টি গড়িয়া উঠিতেছে—দেশপ্রেমের আদর্শ লইয়া, সংকট সমাধানের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া, দেশকে রক্ষা করা ও স্বাধীন করার অটল ব্রত লইয়া, এই পার্টি সম্মেলনের মধ্য দিয়া তাহাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

তাই আজ যাঁরা পার্টি-সম্মেলনে উপস্থিত হন নাই, তাঁরাও এই পার্টি-গোষ্ঠীর অংশ হিসাবে সম্মেলনের দিকে তাকাইয়া উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছেন। প্রত্যেক প্রদেশে, প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক এলাকায় পার্টি-কর্মী হইতে আরম্ভ করিয়া পার্টির সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ সকলেই অনুভব করিতেছে যে নিজেদের নিজেদের জায়গায় থাকিয়াও সম্মেলনের দায়িত্ব তাঁদের সমানই। কেননা তাদের কাজই তো পার্টির আসল সম্বল। যাঁরা খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য জনগণের মাঝে দাঁড়াইয়া তাদের একতাবদ্ধ করিতেছেন, যাঁরা জনগণকে পঞ্চমবাহিনীর কবল হইতে রক্ষা করিতেছেন, যাঁরা কারখানায় মজুরদের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলন করিতেছেন, যাঁরা কৃষকের দাবী পূরণের জন্য ও খাদ্য ফসল বাড়াইবার জন্য উদ্যোগী, ছাত্রদের মধ্যে যারা ছাত্র-ঐক্য গড়িয়া তুলিতেছেন—তাঁরা সকলেই পার্টি সম্মেলনের অংশীদার। তাঁদের সকলের কাজের উপরে দাঁড়াইয়াই পার্টি সম্মেলনের আলোচনা, পার্টি সম্মেলনের সব কিছু। দেশের প্রদেশে, জেলায়, সহরে, গ্রামে সর্বত্র হাজার হাজার কর্মরত কর্মীর, লক্ষ লক্ষ একতাবদ্ধ, সঙ্ঘবদ্ধ জনগণের আন্দোলনের প্রতিনিধি হিসাবে আজ পার্টি সম্মেলন আমাদের কাছে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

পার্টি সম্মেলনে যোগদান করিতে গিয়াছে কারা? ভারতের দেশপ্রেমিক আন্দোলনের সমস্ত অংশ এই সম্মেলনের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। গদর পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ৮০ বছরের বৃদ্ধ বাবা সোহন সিংহ ভাকনা সম্মেলনের একজন প্রতিনিধি। তাঁর মধ্য দিয়া পার্টির পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে পাঞ্জাবের বিরাট বিপ্লবী আন্দোলনের সব চেয়ে বড় শক্তি। সম্মেলনে যোগদান করিতেছে মালাবারের ১৬ বছরের বালক কুনহিয়ানন্দন, মালাবারের কিশোর আন্দোলনের সংগঠক। তার মধ্য দিয়া পার্টির পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সারা ভারতের কিশোর আন্দোলন। পার্টি সম্মেলনে যোগদান করিতেছে বাংলার ও অন্যান্য জায়গার মেয়েরা। তাদের পিছনে রহিয়াছে দেশব্যাপী নূতন মেয়ে জাগরণ। শতকরা প্রায় ৯৮ জন সমস্ত সময়ের কর্মী এই সম্মেলনে যোগ দিতেছে—তাদের মধ্য দিয়া আসিয়াছে বিরাট গণ-আন্দোলন ও সেই আন্দোলনের অভিজ্ঞতা। সম্মেলনে গিয়াছে গ্রামের চাষী, কারখানার মজুর, অন্তঃপুরের মা, বোন, স্ত্রী সকলেই। তাদের মধ্য দিয়া পার্টির সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে সমগ্র সমাজ জীবন। শিল্পী, সাহিত্যিক—তাঁরাও তাঁদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য লইয়া পার্টির পতাকাতলে উপস্থিত হইয়াছে। সমস্ত দেশের সমস্ত শ্রেণীর দেশপ্রেমের আদর্শ, দেশকে রক্ষা করা ও স্বাধীন করার কর্তব্য আসিয়া মিলিয়াছে এই পার্টি সম্মেলনে। পার্টি সম্মেলন নূতন ভারতের প্রতিচ্ছবি রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

সম্মেলনে কি আলোচনা হইবে? জাতীয় ঐক্য গঠন করিয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট কায়েম করিবার প্রশ্নই সম্মেলনের সামনে সব চেয়ে বড় প্রশ্ন। আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার স্বীকারের ভিত্তিতে কংগ্রেস-লীগ ঐক্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবীতে সকলকে এক করিতে হইবে। খাদ্য ব্যবস্থার জন্য সকলের মিলিত চেষ্টা দ্বারা আমলাতন্ত্রকে বাধ্য করিতে হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মজুরকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে, খাদ্য ফসল বাড়াইবার জন্য কৃষককে উৎসাহিত করিতে হইবে, নারী সমাজকে আত্ম-রক্ষা ও দেশরক্ষার কাজে সম্ভবমত করিতে হইবে।

এই রাজনীতি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে এই রাজনীতির বাস্তবরূপ সম্মেলনে ফুটিয়া উঠিবে অন্যান্য নানা কার্য্যসূচীর ভিতর দিয়া। বিভিন্ন প্রদেশের গানের স্কোয়াড, নাটক স্কোয়াড তাদের কলা-কৌশলের দ্বারা দেখাইবে কেমন করিয়া আজ পার্টির রাজনীতি জনগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পার্টির প্রদর্শনীর ভিতর দিয়া দেখা যাইবে পার্টির সর্ব্বমুখী কাজের ইতিহাস। যে রাজনীতি লইয়া পার্টি চলিয়াছে, যে রাজনীতি আরও গভীরভাবে এই সম্মেলনের মধ্য দিয়া সকলে উপলব্ধি করিবে, সেই রাজনীতি এই সম্মেলন জনগণের কাছে তুলি ধরিবে। পার্টি সম্মেলনের সার্থকতা সেইখানেই।

তাই পার্টি সম্মেলন আজে সমস্ত ভারতবাসীর সামনে এক আশা ও ভরসার ছবি আঁকিয়া দিয়াছে। সমস্ত দেশপ্রেমিক, সমস্ত দেশবাসী ইহাতে অনুপ্রাণিত হইবে। ইহাই আমাদের দিবে সংকট সমাধানের দায়িত্ব পালন করিবার জন্য নূতন শক্তি, নূতন বলশেভিক উদ্যম। আমাদের সংগঠন আরও ব্যাপক হইয়া উঠিবে। দুনিয়ার জনশক্তির বিজয় অভিযান আজ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই শক্তির যোগ্য অংশ হিসাবে আমাদের দেশের সংকট সমাধান করিতে আমরা পারিবই, দেশকে রক্ষা করিতে আমরা পারিবই। স্বাধীন দুনিয়ার বুকে স্বাধীন ভারত আমরা গড়িয়া তুলিবই।

(আলোচনার শেষাংশ)

ভেদাভেদ আসিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। কিন্তু সেই ভেদাভেদ ঠেকাইয়া গ্রাম্বিয়া সংকটের মধ্যে, অভাব অভিযোগের মধ্যে জনগণকে এক করিয়া মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা সংকট অতিক্রম করিতে হইবে—ইহাই তো দেশপ্রেমিকের আজিকার কর্ত্তব্য। বাজারে, দোকানে, চালের লাইনে—গোলমাল ও ভেদাভেদের সম্ভাবনা কোথায় নাই? দেশ-প্রেমিকের দায়িত্ব তো সেইখানেই। গোলমাল বাধাইবার উল্লানীকে ঠেকাইতে হইবে, জনগণকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত রাখিতে হইবে, সেই পথেই জনসাধারণের শক্তি বাড়িবে, অভাব-অভিযোগ মিটিবে। বাংলার এই দুর্দ্দিনে ইহাই জনগণের বাঁচিবার পথ। এই বোধ ও দায়িত্ব লইয়া চলিলে ট্রামমজুরের সঙ্গে জনসাধারণের সম্বন্ধ নিশ্চয়ই ভাল হইয়া উঠিবে।

আলোচনা

- শুধু কথা নয়, কাজ চাই
- অবিলম্বে ভাত-কাপড়ের বন্দোবস্ত চাই
- 'ফসল বাড়াও' আন্দোলন কার্য্যকরী কর।

শুধু পরিকল্পনা নয়, কাজে দেখাও

খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য বাংলার সরবরাহ মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী সর্ব্বদলীয় নেতাদের বৈঠকে একটী পরিকল্পনার কথা জানাইয়াছেন। তাতে তিনি বলিয়াছেন যে, সকলে যাতে সমান অংশে খাদ্যদ্রব্য পায়, তার জন্য বাংলার গ্রামে ও সহরে সরবরাহ কেন্দ্র খোলা হইবে। গ্রামে একটী বা দুইটী ইউনিয়নের অধীনে একটী করিয়া এবং সহরে প্রত্যেক ওয়ার্ডে একটী করিয়া কেন্দ্র খোলা হইবে এবং উপযুক্ত ও বিশ্বাসী সরকারী কর্ম্মচারীর হাতে ঐ সমস্ত কেন্দ্রের ভার দেওয়া হইবে।

পরিকল্পনাটী ভাল সন্দেহ নাই। কিন্তু এই পরিকল্পনা কতদিনে কাজে পরিণত হইতে পারে, তাতেই সন্দেহ। সরকারী দপ্তরের মামুলী চালে কাজ চলিলে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবস্থা হইতে মাসের পর মাস কাটিয়া যাইবে। বাংলার দপ্তর হইতে তারপর যাইবে জেলার দপ্তরে, তারপর সেখান হইতে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে। তারপর 'উপযুক্ত' ও 'বিশ্বাসী' সরকারী কর্ম্মচারীদের টাল বাহানা। সুতরাং জনসাধারণ কবে যে পরিকল্পনার ফল লাভ করিতে পারিবে, তার কোনো ঠিকানা নাই। ইতিমধ্যে চালের দরের যা অবস্থা, তাতে সকলেরই দিন চলা ভার হইয়া উঠিয়াছে।

সুতরাং, মন্ত্রীমণ্ডলী যদি সত্যই দেশবাসীর মুখে খাদ্য দিতে চান, তবে শুধু পরিকল্পনার কথা শুনাইয়া রাখিলেই চলিবে না। এখনি একটা কিছু করিতে হইবে, যাতে এই অবস্থাতেই জনসাধারণ খাদ্য পায়। এখনি চালের দর বাঁধিয়া দিতে হইবে, পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজও সঙ্গে সঙ্গে সুরু করিতে হইবে।

আমদানির সুবিধা জনগণকে দাও

বাংলার বাহির হইতে খাদ্য-শস্য আমদানী-রপ্তানী সংক্রান্ত বাধা নিষেধ উঠাইয়া লওয়ার পর বাংলা গভর্ণমেণ্টের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে এইবার বাংলায় খাদ্যাভাব দূর হইবে, চালের দর কমিবে। তার নমুনা স্বরূপ দেখানো হইয়াছে যে দিনাজপুরে ২৭৲ টাকার জায়গায় চালের দর নামিয়াছে ১৮৲ টাকায়। কিন্তু এই একটী নমুনা দেখিয়াই জনসাধারণ নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। যদি বাহির হইতে চাল আমদানীর সম্ভাবনাতেই সাধারণ নিয়মে দর কমিত, তবে তো চালের এখনকার দর এত বেশী চড়িতেই পারিত না, তা কি মন্ত্রীমণ্ডলী বোঝেন না? তাঁরাই ত স্বীকার করিয়াছেন যে, মুনাফালোভী ও চোরা-কারবারীর কারসাজীর জন্যই আজ এই রকম অবস্থা। তাই যদি হয়, তবে বাহির হইতে চাল আমদানী হইলেই সমস্যা ঘুচিবে না। সেই চাল বাজারে বাহির করিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে উড়িষ্যা হইতে যে চাল আসিয়াছিল, শোনা যায় যে তখনই তার প্রায় ৫০ ভাগ চোরাবাজারে অন্তর্ধান হইয়া গিয়াছিল। সেই চোরাকারবার, সেই মুনাফালোভী এখনও রহিয়াছে—বরং অবাধ আমদানী-রপ্তানীর সুযোগ পাইয়া তাদের ক্ষমতাও বাড়িয়া গিয়াছে। তাদের না ঠেকাইলে হাজার আমদানী হউক কিছুতেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না। তাছাড়া, বাহির হইতে চাল-আমদানীর সুযোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসাম ও উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্ট আপত্তি জানাইয়াছে যে, তাদের প্রদেশে চালের দাম বাড়িয়া যাইবে। এই আপত্তির ফলে ভারত গভর্ণমেণ্ট আবার এই নিয়ম উঠাইয়া লইবে কি না, কে জানে? যাহাই হউক, মুনাফালোভীকে না ঠেকাইলে এই ব্যবস্থার ফল বাংলাবাসীও পাইবে না, আসাম, উড়িষ্যার লোকেরাও নূতন মুস্কিলে পড়িবে। সেই দিক দিয়া মন্ত্রীমণ্ডলী কি করিতেছেন?

এখনি দোকানদারদের লাইসেন্স করা হউক। যিনা লাইসেন্সে ও বাঁধা দরের বাহিরে কাহাকেও বেচিতে দেওয়া হইবে না—এই রকম বন্দোবস্ত করা হোক। তবেই মন্ত্রীমণ্ডলীর ভরসা দেওয়া কাজে লাগিবে।

খাদ্য-ফসল বাড়ানর আসল উপায় কি

বাংলা গভর্ণমেণ্ট একটা নূতন অর্ডিনান্স করিতেছেন—খাদ্য-ফসল বাড়াইবার উদ্দেশ্যে। অর্ডিনান্সের মূল দুইটী বিষয় উল্লেখযোগ্য—(১) পতিত জমির মালিক সঙ্গত কোনো কারণ ব্যতি-রেকে তার জমি বিনা-চাষে ফেলিয়া রাখিতে পারিবে না। (২) পতিত জমির মালিক ছাড়াও যে কোনো লোক সেই জমি চাষের জন্য ব্যবহার করিবার অনুমতি লইতে পারিবে। খাদ্য-ফসল বাড়াইবার জন্য সরকারের এই চেষ্টাকে জনসাধারণ সমর্থন করিবে। কিন্তু শুধু এই দুটী নিয়ম বাঁধিয়া দিলেই যথেষ্ট খাদ্য-ফসল বাড়িবে না। পতিত জমিতে চাষ করার অধিকার না হয় সাব্যস্ত হইল, কিন্তু চাষ করিবে যারা তাদের কোনো সুবিধা দেওয়া এখনও হয় নাই। শুধু জমি পাইলেই যে হু হু করিয়া চাষ হইয়া যাইবে, তা তো নয়। চাষীদের হাতে টাকা দরকার, বীজধান দরকার, জল-সেচের ভাল বন্দোবস্ত দরকার। এমনিই এখন চাষীরা খাজনা ও দেনার দায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে। এই দেনার বোঝা চাষীর ঘাড় হইতে না নামাইলে জমি পাইলেও তারা চাষ করিতে পারিবে না। বাংলার অধিকাংশ জেলারই খবর এই যে বীজ ধানের অভাবে ও টাকার অভাবে চোখের সামনে চাষীকে নিজেদের জমি বিনা-চাষে ফেলিয়া রাখিতে হইতেছে। ক্ষেত-মজুররা বেকার হইয়া বসিয়া আছে। খাদ্য-ফসল-বাড়ানর পথে প্রধান অন্তরায় এইগুলি। সরকার এই সমস্ত অন্তরায় ঘুচানর বন্দোবস্ত করুন—তবেই পতিত জমি চাষের ভাল বন্দোবস্ত হইবে। এখন পর্য্যন্ত এই দিক দিয়া সরকার যতটুকু করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট নয়। শুধু মাত্র জলসেচের ব্যবস্থা ভাল করিবার জন্য বাংলা গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক জেলার জন্য ১০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। কিন্তু তাতে সাধারণ চাষীর চাষ করিবার ক্ষমতা তো আর বাড়িবে না, যাদের অচ্ছল অবস্থা তারাই ইহার সুবিধা লইতে পারিবে। সাধারণ চাষীর চাষের ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য যুদ্ধ-চলা পর্য্যন্ত চাষীর বাকী বকেয়া আদায় স্থগিত রাখিতে হইবে, খাজনা-টায়ার ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে, কৃষিধান, বীজধান প্রভৃতি বেশী করিয়া দিতে হইবে।

খাদ্য-ফসল বাড়াইবার দায়িত্ব আজ চাষা সমাজ অনুভব করিয়াছে। নিজেদের সামান্য সম্বল লইয়া তারা নিজেরাই উদ্যোগী হইতেছে। সরকার যদি চাষীদের এই উদ্যোগে কার্য্যকরী সাহায্য দেন, খাদ্য-ফসল বাড়ানর আন্দোলন সত্যই সফল হ

ট্রামমজুর ও জনসাধারণ

ট্রাম কণ্ডাক্টারদের সঙ্গে এখনও কে. কোথাও ট্রামযাত্রীদের গোলমাল হইতেছে। যাহাতে এইরকম গোলমাল না হয়, তার জন্য ট্রামমজুর ইউনিয়ন যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। ট্রাম ইউ-নিয়নের বিবৃতি, ইস্তাহার ও ইউনিয়নের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভা প্রভৃতির মধ্যে তাহা দেখা যাইতেছে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও এখনও ট্রামমজুর ও জনসাধারণের মধ্যে পরিপূর্ণ সৌহার্দ্য গড়িয়া উঠে নাই। ট্রামমজুররা যে জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বজায় রাখিবার দায়িত্ব কতটা বেশী অনুভব করে, তায় পরিচয় গত বোম্বাবর্ষণের সময় পাওয়া গিয়াছে। তারপরও জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ট্রামমজুর জনসাধারণের সমস্যাকে নিজেদের সমস্যা মনে করিয়া তার প্রতিকারের জন্য একতাবদ্ধভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। ট্রাম-মজুরের এই দায়িত্ববোধ ও জাতীয় চেতনা সাধারণেরই স্বার্থের অনুকূল। কিন্তু ছোটখাটো ঘটনার ভিতরে উত্তেজনার মুহূর্ত্তে তাহা ভুলিয়া গেলে এবং তার ফলে পরস্পরের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হইলে, কি ট্রামমজুর, কি জনসাধারণ কাহারও শক্তি বাড়িবে না। শক্তি বাড়িবে তাদেরই, যারা জনসাধারণের ঐক্য ভাঙ্গিতে চায়, যারা চায় কলিকাতার নাগরিক জীবনে বিশৃঙ্খলা আসুক। খাদ্যসংকট, পয়নাকড়ির সংকট, অভাব-অভিযোগ—নানা কারণে আজ জনসাধারণের পরস্পরের মধ্যে

(সম্পাদকীয় কলমের নীচে দেখুন)

মজুর! ইউনিয়নকে সামনে রাখো ★ মে-দিবস সকলকে এক করিয়াছে ★

● একতার জোরে দাবী আদায় করো ●

একতার জোরে টালা ও পলতার মজুররা তাহাদের দাবী আদায় করিল

টালা ও পলতা হইতে সারা কলিকাতার প্রায় ২৫ লক্ষ নাগরিকের জল জল সরবরাহ হয়। এখানে কাজ বন্ধ হইলে সমস্ত সহরবাসীর জীবন বিপন্ন হইয়া পড়ে। গত ১৮ই ও ১৯ মে হঠাৎ কলিকাতায় জলের হাহাকার দেখা দেয়, দোকানে-চাউলের 'কিউ'র ন্যায় রাস্তার পাশে টিউব ওয়েল-গুলির নিকটে সেই ভীড় করা 'কিউ', কোথাও জল নাই। তার উপর টিউব ওয়েলের সংখ্যাও খুব কম।

১৭ই জল সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায়। মেয়র ইহার কারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে 'বয়লার' খারাপ হইয়া যাওয়াতেই এই বিপদ। কিন্তু সহরে আর একটি জলবয়ে যে মজুররা কাজ বন্ধ করাতে এই অবস্থা হইয়াছে। ২০শে মের করপোরেশনের সভায় মেয়র যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এই জলবয়ই সত্য বলিয়া ধরা যায়।

গত ঐ দুই দিনের অবস্থা হইতে ইহা পরিষ্কার হইয়াছে যে সহরের প্রত্যেকটি নাগরিকের জীবন রক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় জলের ব্যবস্থা সম্পর্কে কলিকাতা করপোরেশনের কর্ম্মকর্ত্তাদের ঔদাসীন্য চরমে আসিয়া পৌছিয়াছিল। টালা-পলতার মজুরদের অবস্থা সম্পর্কে অনেক দিন হইতে অভিযোগের কথা শুনা যাইতেছে। কলিকাতা করপোরেশন ওয়ার্কাস ইউনিয়নের নেতৃত্বে টালা ও পলতার মজুররা গত ৬ মাস ধরিয়া তাহাদের অতি প্রয়োজনীয় দাবীর জন্য করপোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে অনেক আলোচনা চালাইয়াছে—লেবর কমিশনারের কাছে নিজেদের দাবী পেশ করিয়াছে—কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন ফলই হয় নাই।

যখন অন্যান্য এসেন্সিয়াল সার্ভিসের মজুরদের মাগ্‌গী ভাতা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল তখনও কিন্তু করপোরেশনে এই সব মজুরদের ভাতা সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য হয় নাই। এই দুর্দ্দিনে অতি সামান্য আয়ে তাহাদের সংসার চালান এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। অর্দ্ধাহারে থাকিয়াও তাহাদের কাজ চালাইতে হয়। কিন্তু যাহাতে কোনরূপ জটিল অবস্থার সৃষ্টি না হয় ইউনিয়নের নেতৃত্বে মজুররা তাহা বরাবরই চেষ্টা করিয়া আসি-তেছে। তাহাদের দেশপ্রেম তাহাদিগকে তাহাদের কাজে অটল রাখিয়াছে। সম্প্রতি লেবর কমিশনারের মধ্যস্থতায় এই সব মজুরদের অভাব অভিযোগের একটা মীমাংসা হইয়াছে। লেবর কমিশনার আশ্বাস দিয়াছেন যে (১) ৩৪৲ টাকা মাসিক বেতনের মজুর ও কর্ম্মচারীদের জন্য ৮৲ টাকা মাগ্‌গী ভাতা দেওয়া হইবে। ৩৪৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতনের কর্ম্মচারীদের মাগ্‌গী ভাতা হইবে ১৪৲ (২) সস্তা দরে প্রত্যেক মজুরকে ৪জনের মত রেশন দেওয়া হইবে। সংঘবদ্ধভাবে ইউনিয়নের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ থাকিয়া টালা ও পলতার মজুররা তাহাদের দাবী আদায় করিয়াছে। কিন্তু করপোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ মজুরদের ন্যায্য দাবী পূরণ সম্বন্ধে যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে তাহা খুবই অসঙ্গত। কলিকাতার নাগরিকদের জীবন যাহাদের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিতেছে সেই সব অভাব গ্রস্ত মজুরদের সম্বন্ধে আজ জনসাধারণকেই দায়ীত্ব লইতে হইবে, ভবিষ্যতে যাহাতে তাহাদের অভাব অভিযোগ পূরণ সম্বন্ধে এরূপ টালবাহানা না চলে।

সংগঠনই হাতিয়ার

টেলিগ্রাফ ষ্টোরাস্ এর মজুররা খুব ভালভাবেই বুঝিতে পারিয়াছে যে আজ তাহারা দৃঢ়ভাবে সংগঠিত না হইলে তাহাদের ন্যায্য দাবী দাওয়া কিছুতেই পূরণ হইবে না। তাই কিছুদিন আগে হইতেই তাহারা তাহাদের সংগঠন বাড়াইবার দিকে মনোযোগ দিয়াছে। এদিকে দারুণ খাদ্য-সংকটেও মজুররা সস্তা দরে নিয়মিত মত চাউল ডাল পাইতেছে না। কারণ্যানা হইবে যাহা কিছু দেওয়া হয় তাহা খুবই অল্প, সবাইয়ের জোটে না। ইহাতে মজুরদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়িয়াই চলে। চাউল ডালের সুব্যবস্থা, মাগ্‌গী ভাতা, এ, আর পির সুবন্দোবস্ত, এই সব দাবী মজুররা কর্ত্তৃপক্ষের সামনে রাখে। কোন ফল না হওয়াতে কিছু কিছু লোক গত ১২ই মে কাজও বন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এক মজুরদের ডেপুটেশন কারখানার বড় সাহেবের কাছে যায় এবং তাহাকে তাহাদের দাবী জানান হয়। বড় সাহেব মজুরদের দাবী মানিয়া লয়। সংগঠনকে সামনে রাখাতেই মজুরদের জয় হইল।

একতাই জয় আনিয়া দিবে

সম্প্রতি ইণ্টালী কারখানায় দুইজন মজুর লোন আনিতে গেলে করপোরেশন ক্রেডিট ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী তাহাদের গালাগালি দিয়া অপমান করে। পরদিন প্রায় ২৭জন মজুর একজোট হইয়া তাহার কাছে যায় এবং তাহার অশোভন ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করে। সেক্রেটারীও নিজের অশিষ্টতার কথা বুঝিতে পারিয়া ক্ষমা চায় এবং মজুর দুইজনকে লোন দেওয়ার ব্যবস্থা করে। এই কারখানায় মজুররা মাসে মাত্র ১৫ সের চাউল ও ৫ সের আটার রেশন পাইয়া থাকে। ইহা পরিবার পালনের পক্ষে অত্যন্ত কম। তাই ইহার প্রতীকা-রের জন্য কারখানায় সমস্ত মজুর একত্র হইয়া মেয়রের কাছে যায় এবং তাহার সাথে দুই দিন ধরিয়া তাহাদের দাবী লইয়া আলোচনা চালায়। মেয়র তাহাদের একতাবদ্ধ দাবীর যৌক্তিকতা বুঝিতে পারিয়া মাসে ২৪ সের চাউল দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া-ছেন। একতার জোরেই মজুররা তাহাদের দাবী আদায় করিতে পারিল।

পার্টির কাজের জন্যই প্রতিটি মুহূর্ত্ত

ট্রামওয়ে কোম্পানীর নোনাপুকুর কারখানায় ইলেকট্রিক ডিপার্টমেণ্ট ট্রাম মজুরদের নেতা কমরেড চতুরালী কাজ করিতেন। ট্রামওয়ে ওয়ার্কস ইউনিয়ন আজ যে একটি বিরাট শক্তিশালী ইউনিয়ন রূপে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে কমরেড চতুরালীর মত অক্লান্ত কর্ম্মীদের পরিশ্রম। মজুর নেতা কমরেড চতুরালী কমিউনিষ্ট পার্টির একজন বিশিষ্ট সভ্য—পার্টির কাজে তিনি তাহার সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়াছেন। সব সময়ের জন্য পুরাপুরিভাবে পার্টির কাজে নিজকে নিয়োগ করার জন্য তিনি ট্রামের কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন। ট্রাম মজুরদের ভিতর কমরেড চতুরালীর প্রভাব খুবই বেশী। ট্রামের সমস্ত মজুররাই তাহাকে তাহাদের নেতা বলিয়া জানে। এমন কি তাহার কারখানার ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ডব্লিউ, জি, ক্রাঁ কাজ ছাড়িয়া দেওয়ার সময় কমরেড চতুরালী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—চতুরালী ট্রাম কোম্পানীর ইলেকট্রিক ডিপার্টমেণ্টে ফিটার হিসাবে ২০-৪-২৯ হইতে ১১-৫-৪৩ পর্য্যন্ত কাজ করিয়াছেন। তিনি রাজনীতিক কাজে সব সময় আত্মনিয়োগ করিবার জন্যই ট্রামের কাজ ছাড়িয়া দিলেন। তিনি এতদিন ভালভাবেই কোম্পানীর কাজ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি ছিলেন ট্রামের মজুরদের একজন নেতা এবং প্রতিনিধি।

চটকল মজুর!

৩০৲ টাকা মাগ্‌গী ভাতার জন্য সস্তায় চাল, ডাল ও আটার জন্য তদন্ত কমিটী বসাতে হবে।

তারই জন্য দুই লাখ সই চাই।

ভাইসব,

আজ জিনিষপত্রের দাম আগুন হয়ে উঠেছে, এক টাকার জিনিষ তিন টাকায় বিক্রী হচ্ছে। তাও আবার পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের বেতন এক পয়সাও বাড়ে নি; মাগ্‌গী-ভাতা মাত্র পাঁচ টাকা। তাতে পেট ভরে না—ছেলে-পুলেকে মানুষ করা যায় না। তাই আমাদের ত্রিশ টাকা মাগ্‌গী-ভাতা চাই।

কল থেকে যে-চাল দেওয়া হয় তার পরিমাণ অত্যন্ত কম; তাতে সংসার চলে না। খেয়ে-পরে বাঁচতে হলে এবং কল চালু রাখতে হলে প্রত্যেক মজুরকে সপ্তাহে চাল ও আটা মিলিয়ে সস্তা দামে সাত সের করে দিতে হবে। যে ছেলে-পুলে নিয়ে বাস করে তা'কে সপ্তাহে আঠার সের করে চাল ও আটা দিতে হবে।

আমাদের উক্ত দাবীর কথা মালিককে বলেছি। আমরা জানিয়েছি যে জিনিষগুলের যখন যেমন দাম বাড়বে তখন তেমনি মাগ্‌গী ভাতা দিতে হবে। কিন্তু মালিক সে কথা শুনতে চায় না। তাই আমরা গভর্ণমেণ্টের কাছে দাবী করছি যে আমাদের অভাব অভিযোগ ও দাবীর জন্য তদন্ত কমিটি বসাও—তদন্ত করে উপযুক্ত মাগ্‌গী ভাতা ও সস্তায় চাল-ডাল সরবরাহের ব্যবস্থা কর।

এক মাসের ভিতর তদন্ত কমিটি বসাবার জন্য গভর্ণমেণ্টের কাছে দরখাস্ত করছি। এই দরখাস্তে প্রত্যেক মজুর সই দাও। প্রত্যেক ইউনিয়ন ও এলাকায় দরখাস্তের নকল পাঠান হবে। তা'তে হাজারে হাজারে সই দাও। আগামী পনর দিনের ভিতর দুই লাখ সই জোগাড় করতেই হবে। আজ যদি তদন্ত কমিটি নিয়োগের দাবীর পিছনে বাংলার আড়াই লাখ চটকল শ্রমিক দাঁড়ায়—তা'হলে এই দাবী মঞ্জুর না হয়ে পারে না।

ভাইসব, দাবী আদায়ের জন্য দরখাস্তে সই দাও!

ইউনিয়নের মেম্বর হও! এক হয়ে দাঁড়াও!

নিবেদক—

বঙ্কিম মুখার্জ্জী আবদুল মোমিন

নোয়াখালী

১লা মে বিকালে ৫টার সময় কমিউনিষ্ট পার্টি অফিস হইতে 'জাতীয় সরকার কায়েম কর' কংগ্রেস লীগ এক হও' প্রভৃতি ধ্বনি দিতে দিতে এক বিরাট শোভাযাত্রা লাল পতাকা, ছাত্র পতাকা, কিশোর বাহিনীর পতাকা ও বিভিন্ন প্রকারের পোষ্টার লইয়া সহরটি প্রদক্ষিণ করে। বিভিন্ন শ্লোগানের মধ্যে কিশোরদের তরফ হইতে শ্লোগান দেওয়া হয় 'বীর মেয়ে তানিয়া জিন্দাবাদ'। শোভাযাত্রায় সবাই উচ্চকণ্ঠে সোভিয়েটের বীর মেয়ে তানিয়াকে সম্মান জানায়। সেন প্রাঙ্গনে সে দিবসে সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। সমস্ত সহরটি ঘুরিয়া শোভাযাত্রা গিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলে সভার কাজ আরম্ভ হয়। কমরেড অমিত ঘোষ লাল পতাকার গান করেন। কমরেড হেমন্ত দত্ত লাল পতাকার উত্তোলন গাহিবার পর সমবেত জনতা সামরিক কায়দায় বজ্র মুষ্টিতে পতাকাকে অভিবাদন জানায়। শ্রীযুত ক্ষিতিশ রায় চৌধুরী সভায় সভ

কলিকাতার নাগরিকদের দাবী

জনরক্ষা কমিটিকে মানিয়া লও

দশ টাকার মধ্যে চাউলের দর বাঁধো

এই দারুন খাদ্য সংকটে কলিকাতার নাগরিকদের সাহায্য করিবার জন্য জনরক্ষা কমিটিগুলি খুবই তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। পাড়ার পাড়ার জনসাধারণকে একত্র করিয়া খাদ্যলুঠ ও দাঙ্গা হাঙ্গামা হইতে পাড়াকে বাঁচাইবার গুরুদায়ীত্ব গ্রহণ করিয়াছে এই কমিটিগুলি। কণ্ট্রোল দোকানগুলিতে যাহাতে জুয়াচুরী না হয়, লাইনে দাঁড়াইয়া জনসাধারণকে যাহাতে সিভিকগার্ড ও গুণ্ডা বদমায়েসদের গালাগালি ও ধাক্কা খাইতে না হয় সে জন্য কমিটির ভলান্টিয়াররা জনগণের মাঝে আসিয়া দাড়াইয়াছে। জনরক্ষাকমিটিগুলি মানিয়া লইবার আন্দোলন সহরের সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই দাবীর সমর্থনে সহরের অনেক স্থানেই ইতিমধ্যে অনেকগুলি জনসভা হইয়া গিয়াছে। সভাগুলি হইতে একবাক্যে আওয়াজ উঠিয়াছে—চাউলের দাম কমাইয়া প্রতি মণ দশ টাকার ভিতর আনো, রেশনিং চালু করো—দোকানদারদের লাইসেন্স লইতে বাধ্য করো—দেশের সর্ব্বত্র বাঁধা দরের দোকান খোলো—মজুতমাল উদ্ধার করিয়া মজুতকারীদের কঠোর সাজা দাও, জনরক্ষা কমিটিগুলি মানিয়া লও।

ক্রিশি পার্কে—গত ১৭ই মে কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষের সভাপতিত্বে হরিশ পার্কে জনরক্ষা কমিটির উদ্যোগে এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় লোক হইয়াছিল প্রায় ২০০০। বস্তির মেয়েরা দলে দলে সভায় যোগ দিয়াছেন—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকও সভায় যথেষ্ট ছিলেন। পার্কটি নানারূপ পোষ্টারে সাজানো হইয়াছিল। সভায় কমরেড ভূপেশ গুপ্ত, অন্নদা ভট্টাচার্য্য, বিজন সেন প্রভৃতি খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য জনরক্ষা সমিতিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হইতে আবেদন করেন। সভাপতি মহাশয়ও সরল দলের, সকল শ্রেণীর লোককে এই দ্বারের কথা বলেন।

সভার পর দলে দলে লোক জনরক্ষা কমিটির অফিসে যাতায়াত আগ্রহসহকারে সমিতির কাজ কর্ম্মের আলোচনা করেন। অনেকেই সমিতির সভ্য হন। পঞ্চমবাহিনী ও গুণ্ডাদের কাজকর্ম্মে সবাই ক্ষেপিয়া গিয়াছে। পরের দিন যখন 'কিউ' তে জন কুড়ি লোক হৈ হাঙ্গামা বাধাইতে চেষ্টা করে, তখন জনসাধারণের সাহায্যে ভলান্টিয়াররা তাহাদের সায়েস্তা করে—স্থানীয় লোকদের আস্থাই জনরক্ষা কমিটির বনিয়াদকে দৃঢ় করিতেছে।

বালিগঞ্জ—গত ১৮ই মে বিকাল ৬টায় বালিগঞ্জ টেম্পোরারী পার্কে এক জনসভায় প্রায় ৮০০।৯০০ লোক উপস্থিত ছিল। 'কিউ' তে যে সব মেয়েরা দাঁড়ান, তাহাদের অনেকেই সভায় আসেন। সভানেত্রীত্ব করেন কমরেড মনোরমা গুহ। সভায় খাদ্যসংকট সমাধানের জন্য চাউলের দাম অবিলম্বে দশ টাকার মধ্যে আনা, রেশনিং চালু করা প্রভৃতি দাবী প্রস্তাবাকারে গৃহীত হয়। সভায় কেন্দ্রীয় জনরক্ষা কমিটির তরফ হইতে কমরেড ভূপেশ গুপ্ত ও স্নেহাংশু আচার্য্য বক্তৃতা দেন। ইহাছাড়াও ডাঃ নীরদ মুখার্জী ও আর কয়েকজন জনরক্ষা কমিটির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন। উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে খুবই উৎসাহ দেখা যায়। সবাই একবাক্যে জনরক্ষাকমিটিগুলিকে সাহায্য করার সংকল্প গ্রহণ করেন। খাদ্য ও বস্ত্র সমস্যা সমাধান করে জনরক্ষা কমিটিগুলির দায়ীত্ব সম্বন্ধে সভায় আলোচনা হয়।

কুমারটুলী পার্কে—গত ২০শে মে বিকাল ৩।০টায় কুমারটুলী পার্কে জনরক্ষা সমিতির উদ্যোগে খাদ্য বস্ত্র সংকট সমাধানের উপায় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে একটী জনসভা হয়। সভায় ৭০০।৮০০ স্ত্রীপুরুষ সমবেত হন। মেয়েদের প্রায় সমস্তই বস্তির অধিবাসী। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার বানার্জ্জি। কমরেড ভূপেশ গুপ্ত জনরক্ষা কমিটিগুলির প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া সভায় বক্তৃতা দেন। কমরেড জ্যোতি বসু মেয়েদের মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ভিতর দিয়া খাদ্যসমস্যা সমাধানের পথে আগাইয়া আসিতে বলেন। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে দাবী করা হয় (১) জনরক্ষা কমিটিগণকে মানিয়া লইতে হইবে (২) চাউলের সর্ব্বোচ্চ মূল্য ১০।১২৲ টাকার ভিতর বাঁধিয়া দিতে হইবে। (৩) প্রতি পাড়ায় অন্ততঃ একটি করিয়া বাঁধা দরের দোকান খুলিতে হইবে। (৪) শোভাবাজার বাজারে চাউলের পরিমান ১০০০ মণ হইতে ৫০০ মণ করা হইয়াছে—ইহার পরিবর্ত্তে ১৫০০ মণ এখনই করিতে হইবে। (৫) এই এলাকায় অন্ততঃ ৫০টি মসকৃপ খনন করিতে হইবে। (৬) রেশনিং চালু করিতে হইবে (৭) বস্ত্রের দাম প্রতি জোড়া ৯৲ টাকার বাঁধিয়া দিতে হইবে।

ক্রাতীআশ্রমে—গত ১৭ই মে বৈকালে হাতিবাগান বারোয়ারী পূজার মাঠে একটি জনসভা হইয়া গিয়াছে। সভায় লোক হইয়াছিল প্রায় আটশত। ৪০০।৫০০ মেয়ে ছোট ছোট শিশুদের সাথে লইয়া সভায় যোগ দেন। ইহা ছাড়া প্রায় ১০০ মজুর ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে প্রায় ২০০।২৫০ লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় জনরক্ষা কমিটির তরফ হইতে কমরেড ভূপেশ গুপ্ত, কমরেড [illegible] ও কমরেড কনক মুখোপাধ্যায় সভায় বক্তৃতা দেন। সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছেন স্থানীয় পল্লীর শ্রদ্ধেয় নেতা পণ্ডিত চণ্ডীচরণ স্মৃতি জ্যোতিভূষণ। বাজারে চাউলের পরিমাণ সপ্তাহে ২০০০ মণ এবং পল্লীতে অন্ততঃ ৫০টি টিউবওয়েল করিয়া দিবার জন্য সরকারের কাছে দাবী পাঠান হয়। বাঁধা দরে দোকান খোলা, জনরক্ষা কমিটিকে মানিয়া লইয়া তাহার সাহায্যে বস্ত্র ও চাউল বিলির ব্যবস্থা দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। স্থানীয় ৯ জন লোক লইয়া একটি প্রতিনিধিমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। পাড়ার অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে মন্ত্রী ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানে যাইয়া ইহারা আলাপ আলোচনা চালাইবেন।

ক্রসিকেশ পার্কে—গত ১৫ই মে কেশবসেন কামাপুকুর জনরক্ষা কমিটির উদ্যোগে বৈকালে হৃষিকেশ পার্কে এক জনসভা হইয়া গিয়াছে। সভায় ২৫০ লোক হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় জনরক্ষা কমিটির তরফ থেকে কমরেড স্নেহাংশু আচার্য্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। চাউলের দাম অবিলম্বে ১০৲ টাকায় বাঁধিয়া দেওয়া, রেশনিং চালু করা, জনরক্ষা কমিটিগুলিকে মানিয়া লইয়া চাউল ও বস্ত্র বিলি ব্যবস্থার ভার জনরক্ষা কমিটির উপর ছাড়িয়া দেওয়ার দাবী সভায় প্রস্তাব হিসাবে গৃহীত হয়। স্থানীয় জনসাধারণের ভিতর খুবই উৎসাহ দেখা যায়, জনরক্ষা কমিটিগুলির উপর সাধারণ লোকের আস্থার প্রমাণ খুবই পাওয়া যাইতেছে।

শীতলাতলা পার্কে গত ১৮ই মে শীতলাতলা পার্কে জনরক্ষা কমিটির উদ্যোগে একটি সভা হইয়া গিয়াছে, সভার লোকসংখ্যা ২০০।২৫০ হইয়াছিল, কমরেড হরেন চাটার্জ্জী, গুরু নন্দী, সঞ্জিত ঘোষ প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা দেন। ইহা ছাড়া কিশোরদের ভিতর একজন এ সভায় কিছু বলেন। অবিলম্বে জনরক্ষা কমিটি মানিয়া লওয়া, চাউলের দাম দশ টাকার মধ্যে বাঁধিয়া দেওয়া, রেশনিং প্রথা চালু করা প্রভৃতি দাবী সভায় গৃহীত হয়।

মধ্য কলিকাতায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে সম্প্রতি প্রায় ৭০০ বস্তির মেয়েদের লইয়া একটি সভা হইয়া গিয়াছে। এই দারুন দুর্দ্দিনে খাদ্যসমস্যা কি ভাবে মিটান যাইতে পারে তাহা নিয়া সভায় আলাপ আলোচনা হয়। কমরেড কনক মুখার্জ্জী বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহার সমাধান কি ভাবে হইবে তাহা পরিষ্কার ভাবে সভায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। উপস্থিত মেয়েরা সবাই একাগ্র মনে সভার আলোচনা শোনেন। আত্মরক্ষা সমিতিকে জোরদার করিয়া তাহার ভিতর দিয়াই খাদ্যসমস্যা সমাধানে আগাইয়া আসিতে হইবে এই মনোভাব সভায় সকলের মধ্যেই দেখা যায়।

★ লুঠতরাজের পথে নয় ★

খাদ্য কমিটিকে জোরদার করিয়া খাদ্য সমস্যা দূর করো

খাদ্য কমিটিই খাদ্য সংকটে পথ দেখাইবে

ফরিদপুর—রামভদ্রপুরে চাউলের দাম খুব বাড়িয়া গেলে স্থানীয় খাদ্যকমিটি ও মহিলা সমিতির তরফ হইতে জোর আন্দোলন চালান হয় এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট চাউলের জন্য তার করিতে বাধ্য করা হয়। ফলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ২০০০ মণ চাউল আনিবার অনুমতি দিয়াছেন। জেলরগঞ্জের সরকারনিযুক্ত মহাজনেরা ৫৫০ মণ চাউল নিয়া আসেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্থানীয় খাদ্য কমিটির 'সহযোগীতায় ঐ চাউল স্থানীয় থানার অধীনে ৮টী ইউনিয়নে বিলি করিবার নির্দ্দেশ দেন। বিলি ব্যবস্থার কাজ তদনুযায়ী সম্পন্ন হয়। ঐ চাউল হইতে ৫০ মণ লক্ষিপুরায় ইউনিয়ন বোর্ড ও কৃষক সমিতির সহযোগীতায় আনা হয়। যাহাতে প্রত্যেক কৃষক ও জনসাধারণ চাউল পাইতে পারে কৃষককর্ম্মীগণ তাহার সুব্যবস্থা করেন। চাউল বিলি ব্যবস্থার পর স্থানীয় কমিটিনিষ্ঠ কর্ম্মীরা এক ঘরোয়া বৈঠকে খাদ্য সংকট সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই আলোচনায় স্থানীয় [illegible] খুবই উৎসাহিত হন এবং 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা আনিবার জন্য ১৷০ চাঁদা তুলিয়া পত্রিকা অফিসে পাঠাইয়া দেন।

খাদ্য কমিটিতে সকল দল মিলিয়াছে

বর্দ্ধমান—গত ১৬ই মে রবিবার জেলা খাদ্য কমিটির উদ্যোগে কমিটির প্রতিনিধিদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। কাটোয়া, কালনা ও সদর হইতে ১৫ জন প্রতিনিধি এই সভায় যোগ দেন। সভায় জেলা খাদ্যকমিটির কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হইয়াছে।

সভাপতি—বর্দ্ধমানের মহারাজা, সহ-সভাপতি—মৌলভী আবুল হায়াৎ, ভাইস-চেয়ারম্যান, জেলা বোর্ড, সম্পাদক—মৌলভী আবুল হাসেম, সভাপতি, মুসলীম লীগ, যুগ্ম সম্পাদক—কমরেড বিনয় চৌধুরী, সম্পাদক কমিউনিষ্ট পার্টির জেলা কমিটি, শ্রীকুমার মিত্র, সম্পাদক হিন্দুসভা।

জেলার খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সরবরাহ মন্ত্রীর নিকট এক ডেপুটেশন পাঠাইবার প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে।

একতার জোরে খাদ্য ব্যবস্থা

হুগলী তারকেশ্বর থানার শ্রাউলী গ্রামে কৃষক সমিতির কর্ম্মী কমরেড অন্নদা আদকের নেতৃত্বে গ্রামের দরিদ্র অধিবাসীরা রজনী লালা নামক স্থানীয় এক ব্যক্তির কাছে অনুরোধ করেন যে তাহার ঘরে মজুত ৩০০ মণ ধান চড়া দরে অন্যত্র বিক্রয় না করিয়া গ্রামবাসীদের মধ্যে ন্যায্য দামে বিক্রয় করা হউক। রজনীবাবু মৌখিকভাবে এই দাবী স্বীকার করিয়া নিলেও গোপনে পুলিসে খবর দেয় যে একদল লোক তাহার ধান লুঠ করিতে আসিয়াছে। পুলিস আসিলে গ্রামবাসীরা জানায় যে ধান লুঠ করার কথা তাহাদের মনেও আসে নাই, শুধু চড়া লাভের আশায় ধান বাহিরে না পাঠাইয়া যাহাতে অভাবগ্রস্থ স্থানীয় লোকের কাছে উহা বিলি করা হয়, এই অনুরোধই জমিদারবাবুর কাছে করা হইয়াছে। সংঘবদ্ধ হইয়া শৃঙ্খলা মানিয়া সবাই চলিতেছে দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ ঐ ধান অন্যত্র পাঠাইতে দেয় নাই এবং উহার ভিতর হইতে ক্রুসামনাণে গরীব লোকদের মধ্যেই বিলি করা হইয়াছে।

ধনিয়াখালি থানার তপসাখাপুর গ্রামের অধিবাসী কৃষক সমিতির কর্ম্মী সুধীর পাল ও অন্নদাবাবুর নেতৃত্বে গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের কাছে যাইয়া অনুরোধ করেন যে তাহারা তাঁদের ঘরে যে মজুত ধান আছে তাহা [illegible] লাভের আশায় বাহিরে না পাঠাইয়া যেন স্থানীয় দরিদ্র অধিবাসীদের ভিতর বিলির ব্যবস্থা করেন। বহুক্ষণ আলোচনা করার পর সকলে রাজী হন। গ্রামবাসীরা একতার জোর বুঝিয়াছেন এবং সংঘবদ্ধ হইয়া খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়াছেন। অনেকে ইতি মধ্যেই কৃষক সমিতির সভ্য হইয়াছেন।

সংঘবদ্ধ হইয়া দাবী আদায় করো

বীরভূম—বীরভূমে খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য সকল দলের লোক মিলিয়া এক খাদ্য কমিটি গড়িয়া তুলিয়াছে। খাদ্য কমিটির প্রতিনিধিরা জেলা কর্ত্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেসন পাঠাইয়া নিজেদের দাবী জানায়। ফলে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বাঁধা দরের দোকান খুলিয়া ১৫৲ টাকা দরে চাউল দিবার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থার গলদের জন্য সকলে রেশনিং কার্ড পায় না এবং মাত্র একটি দোকান খোলায় মেয়ে ও পুরুষদের এক সারিতে দাঁড়াইতে হয়। এই ব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য আগাইয়া যান কমিউনিষ্ট মেয়েরা। ২৫০ জন মেয়ের সহিযুক্ত এক দরখাস্ত লইয়া তাহারা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দেখা করেন। তাহাদের দাবী, আরও বেশী সংখ্যার কার্ড দেওয়া ও মেয়েদের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত করা। জনমতের চাপে কর্ত্তৃপক্ষ এই দুটী দাবীই মানিয়া নিয়াছেন।

প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের ডাক

দেশরক্ষার জন্য, খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য

● খাদ্য ফসল বাড়াও ●

প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন বাংলার কৃষককে আহ্বান জানাইয়াছে—খাদ্য ফসল বাড়াও। খাদ্য সংকট আজকে সমস্ত শ্রেণীর লোকের উপর দারুণ আঘাত করিতেছে। এই খাদ্য সংকটের সমাধানের ভিতর দিয়াই সমস্ত জনগণ আজ এক হইতে পারে। 'খাদ্য ফসল বাড়াও' আন্দোলন তাই শুধু স্থানীয় খাদ্যাভাব মিটাইবারই একটা উপায় বাহির করিবার জন্য নয়। জনগণের একতা গড়িবার পথ ইহার মধ্য দিয়াই আসিবে। দেশরক্ষার ব্যবস্থাও ইহার ভিতর দিয়া সুদৃঢ় হইবে। চাষীর উপর এই দায়িত্ব। খাদ্য ফসল বাড়ানর জন্য চাষীর উদ্যম আজ গ্রামে গ্রামে একতা গড়িবে, বড় চাষী, ছোট চাষীর মধ্যে মিলন আনিবে, জমিদার, মহাজন, জোৎদার সকলের সঙ্গে কৃষকের সহযোগিতা গড়িয়া তুলিবে। খাদ্যাভাবের প্রতিকারের জন্য সকলের সম্মিলিত চেষ্টা হইবে। যারা কৃষকের স্বার্থকে উপেক্ষা করিতেছে, কৃষকের দাবী অস্বীকার করিতেছে, তারাও এই সম্মিলিত স্বার্থ ও সম্মিলিত চেষ্টার কাছে মাথা নত করিতে বাধ্য হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধিত জনগণের মুখে অন্ন আসিবার উপায় বাহির হইবে। তাই কৃষক সমিতিতে খাদ্য ফসল বাড়াও আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে গড়িয়া তুলিতে ডাক দিয়াছে।

সমস্ত কৃষক সমিতি নিম্নলিখিত দাবীর ভিত্তিতে প্রচার চালাইবে :—

(১) যে সব পতিত জমি গভর্ণমেণ্ট বা জমিদারের হাতে অথবা রেলওয়ে লাইনের ধারে রহিয়াছে, সেখানে যুদ্ধ চলা পর্য্যন্ত বিনা খাজনায় গরীব চাষীদের ও জমিহীন চাষীদের চাষের জন্য দেওয়া হউক—যাতে খাদ্য ফসল বাড়াইবার জন্য চাষী তার শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে।

(২) যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত রকমের বাকী খাজনা, ট্যাক্স, ঋণ আদায় স্থগিত রাখা হউক। জমি ক্রোক বন্ধ করা হউক।

(৩) খাজনা, ট্যাক্স, জলকর ইত্যাদি শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করা হউক।

(৪) ধান, চাল, গম, আটা ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের দাম কম পক্ষে ও বেশী পক্ষে এমনভাবে নির্দ্দিষ্ট করা হউক যাতে সকলে তাহা কিনিতে পারে। চোরাবাজার বন্ধ করা হউক।

(৫) কৃষি মজুরদের নিয়তম বেতন ঠিক করা হউক।

(৬) চাষের জন্য মূলধন, কৃষি ঋণ, সস্তাদরে বীজধান প্রভৃতি কৃষক সমিতি মারফৎ সরবরাহ করা হউক। বেশী দামে বলদ ও গরু কেনা বন্ধ করা হউক।

(৭) জলসেচের জন্য খাল-বিলের বন্দোবস্ত করা হউক।

(৮) উপরি উক্ত সমস্ত ব্যাপারে স্থানীয় কৃষক সমিতি বা খাদ্য কমিটির সাথে পরামর্শ করা হউক।

(৯) গ্রামের স্বাস্থ্য ভাল করিবার জন্য বন জঙ্গল কাটান প্রভৃতির জন্য জেলা বোর্ডকে সক্রিয় করিতে কৃষক সমিতিকে উদ্যোগী হইতে হইবে।

খাদ্য উৎপাদন বাড়াইবার জন্য প্রত্যেক কৃষক সমিতি নিম্নলিখিত কার্য্যক্রম অবলম্বন করিবে :—

(১) গভর্ণমেণ্ট, জমিদার, জোৎদার প্রভৃতির কাছ হইতে বিনা খাজনায় পতিত জমি লইয়া গরীব চাষী ও ক্ষেত মজুরদের বিলি কর।

(২) চাষের জন্য টাকা সংগ্রহ কর, কৃষি ঋণ আদায় কর, জলসেচের বন্দোবস্ত কর, বীজধান জোগাড় কর। বাকী একরা আদায় স্থগিত যাতে হয়, তার জন্য দাবী কর। খাদ্য সংকট সম্বন্ধে প্রচার চালাও। জমিদার মহাজনের কাছ হইতে বীজধান পাইবার চেষ্টা কর।

(৩) বন্যরের কোনো সময়ে যাতে জমি পড়িয়া না থাকে এবং যাতে সব সময়ই জমিতে ফসল উৎপাদন করা যায়, তার জন্য কৃষকদের সাহায্য কর।

(৪) পাট চাষ কমাইয়া ধান চাষ বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা সবকে বুঝাও।

(৫) যাহাতে বীজ ধান ও গম, বার্লি, আলু প্রভৃতির বীজ ও তেল ও তুলার বীজ পাওয়া যায়, তার জন্য ব্যবসাদারদের সহযোগিতা করিতে উদ্বুদ্ধ কর।

(৬) সুতা কাটা, তাঁত বোনা, চামড়ার কাজ, বেতের কাজ, বাঁশের কাজ প্রভৃতি কুটীর শিল্পের প্রবর্ত্তন কর।

(৭) খাদ্য-ফসল-বাড়াও আন্দোলনে কার্য্যকরী সহযোগিতা করিবার জন্য সরকারী কর্ম্মচারী, জমিদার, জোৎদার প্রভৃতির সহিত কথাবার্ত্তা বল।

(৮) এই কাজে সমস্ত দেশপ্রেমিক প্রতিষ্ঠান ও কর্ম্মীর সহযোগিতা লও।

(৯) এই আন্দোলনের জন্য সভা করিবার অধিকার যাতে ক্ষুন্ন না হয়, তার জন্য চেষ্টা করো।

(১০) খাদ্য-ফসল-বাড়াও সম্মেলন কর—ইহার মধ্যে সমস্ত শ্রেণীর কৃষক ও জনসাধারণকে মিলিত কর।

খাদ্য-ফসল বাড়ানর জন্য কৃষকের উদ্যম

ঢাকা—ঢাকায় সেচের ব্যবস্থা করিবার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে ১০০ শত টাকা আদায় করা গিয়াছে। আরও প্রায় ১০০০ একর জমির জলসেচের ব্যবস্থা বিবেচনা করা হইতেছে। জেলা কৃষক সমিতির চেষ্টায় মুন্সিগঞ্জ মহকুমার জন্য ৩০০০ হাজার টাকার ধানের বীজ কৃষকদের মধ্যে বিতরনের জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে আদায় করা গিয়াছে।

খুলনা—খুলনা জেলায় জেলা কৃষক সমিতির উদ্যোগে এবং কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় পাঁচ জায়গায় দশ মাইল বাঁধ বাঁধা হইয়াছে—ফলে প্রায় ১০০০ হাজার একর জমি উদ্ধার করা হইতেছে। খুলনার শেষ সংবাদে জানা গিয়াছে যে এইভাবে ৩৫০০ শত একর জমিতে চাষ করা হইয়াছে, যাহার ফলে ৭৫০০০ হাজার মণ ধান পাওয়া যাইবে। এই সমস্ত জমির প্রতি একরে ১৫ মণ হইতে ২৪ মণ ধান পাওয়া যাইবে। কৃষক সমিতির চেষ্টায় কোথাও কোথাও এমন কি জমিদারেরাও আগাইয়া আসিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

যশোহর—যশোহর জেলায় কৃষক সমিতি এবং খাদ্য কমিটির মিলিত চেষ্টায় ফলে খাদ্য ফসল উৎপাদনের জন্য ৬৪০০ শত একর জমি এক স্থানীয় জমিদারের নিকট বিনা খাজনায় পাওয়া গিয়াছে।

মেদিনীপুর—মেদিনীপুর জেলার দাসপুর অঞ্চলে, কৃষক সমিতির চেষ্টায় কয়েকজন স্থানীয় জমিদার বোরো ধানের ক্ষেতের জন্য জলের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে, ফলে এবার বোরো ধান ভাল ফলিবে মনে হয়।

হাওড়া—হাওড়া জেলার কেদোর খাল হইতে পাম্প করিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করিলে প্রায় একলাখ একর জমি চাষের উপযুক্ত হইতে পারে। ইহার জন্য কৃষক সমিতি জোর আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছিল, ফলে গ্রামবাসীরা তিন ভাগের এক ভাগ খরচ বহন করিলে সরকার বাকী দুই ভাগ খরচা করিবে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে এই আশ্বাস আদায় করা গিয়াছে।

রংপুর—রংপুর জেলায় কৃষক সমিতির বিস্তৃত চেষ্টা করিয়াছে। সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন জনসমাবেশ ও ডেপুটেশনের ফলে সরকার দুই লাখ টাকার বীজধান সরবরাহ মঞ্জুর করিতে বাধ্য হইয়াছে। কতকগুলি ইউনিয়নে কৃষক সমিতির চেষ্টায় স্থানীয় জোতদারেরা কোথাও বিনা খরচায় কোথাও ধারে কৃষকদের বীজধান দিতে রাজি হইয়াছে। কৃষক সমিতির এই সমস্ত চেষ্টা সফল হওয়াতে কৃষক সমিতির সভ্যসংখ্যা দুই করিয়া বাড়িয়া ২১০০০ হাজারে উঠিয়াছে। কৃষক সমিতি স্থানীয় জমিদারদের সহিত আলাপ আলোচনা চালাইবার ফলে দেখা যাইতেছে যে সাধারণতঃ বিনা খাজনায় বা নামমাত্র খাজনায় জমি লিজ দিতে জমিদারদের বিশেষ আপত্তি নাই।

★ এ-আর-পির গলদ দূর করো ★

কলিকাতার এ-আর-পি ব্যবস্থার গলদ সম্পর্কে নিম্নলিখিত খবরটী পাওয়া গিয়াছে :—

কমরেড সুরেন দাসগুপ্ত আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট সাব-এরিয়ার একজন ওয়ার্ডেন। তিনি দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য হিসাবে এ-আর-পির কাজে ব্রতী হইলেন। নির্ভীক এ-আর-পি কর্ম্মী হিসাবে তিনি স্থানীয় জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এ-আর-পির প্রত্যেকটী কাজের মধ্য দিয়া তিনি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়াছিলেন, তাহা উক্ত সাব-এরিয়ার অফিসারগণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু গত ১৯শে এপ্রিল তারিখে তাঁকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইল। তাঁহার অপরাধ কি? শুনা গেল, রেশন বন্ধ করা প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া এ-আর-পি ওয়ার্ডেনদের মধ্যে যে অসন্তোষ হইয়াছে, তাহাতে উস্কানী দিয়া পঞ্চমবাহিনীর লোকেরা ধর্ম্মঘট বাধাইবার চেষ্টা করিতেছিল—কমরেড দাসগুপ্ত দেশরক্ষার কথা সকলকে বুঝাইয়া সেই ধর্ম্মঘট মনোবৃত্তি বরবাদ এবং যাতে একতাবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা ওয়ার্ডেনদের দাবী পূরণ হয় সেই পথেই সকলকে পরিচালিত করেন। এই অপরাধেই নাকি তাঁকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইল। বরখাস্ত অর্ডারে বলা হইয়াছে—'জনবার্ধের' খাতিরে তাঁকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্তু 'জনবার্ধের' দিকে চাহিয়াই কি তিনি ধর্ম্মঘট ঠেকান নাই? এ-আর-পির মধ্যে কমরেড দাসগুপ্তের মতো কর্ত্তব্যপরায়ণ, দায়িত্বশীল ও দেশপ্রেমিক লোক বেশী থাকিলেই কি এ-আর-পি ওয়ার্ডেনদের মধ্যে সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ জাগিয়া উঠিবে না? অথচ তাঁকেই বাহিরা বাহিরা তাড়ানো হইল, আর যারা জনসাধারণের স্বার্থের কথা, এ-আর-পির গুরুদের কথা না ভাবিয়া শুধু উস্কানী দেয়, তাদেরই পরম আদরে কাজে বাহাল রাখা হইল! কর্ত্তৃপক্ষের এই খামখেয়ালী দেশরক্ষার আদর্শের বিরোধী, ইহার পরিবর্ত্তন চাই।

বলশেভিক উদ্যমের পরিচয়

যশোহর 'জনযুদ্ধের' প্রচার সংখ্যা অল্প সময়ের মধ্যেই প্রায় দ্বিগুণ করিয়াছে স্থায়ী গ্রাহক সংখ্যা দ্বিগুণের বেশী করিয়াছে আপনার জিলা কি পিছনেই থাকিবে?

	পার্টি কনফারেন্সের সময়	১০ই মের হিসাব
স্থায়ী গ্রাহক	২৪	৬৭
প্রচার সংখ্যা	২৭০	৪৬৪

পার্টি কনফারেন্সের সময় স্থায়ী গ্রাহক সংখ্যায় প্রথম স্থান পাইয়াছিল **বরিশাল জেলা।**

বর্ত্তমানে রংপুর **বরিশালকে** পিছনে ফেলিয়া প্রথম স্থান নিয়াছে।

	পার্টি কনফারেন্সের সময়	১০ই মে পর্য্যন্ত
স্থানীয় গ্রাহক সংখ্যা—বরিশাল	১১৩	১১৬
রংপুর	৫৯	১৩১

দেশরক্ষার দায়িত্ব হাতে লইবার জন্য এক হও

রাজসাহী জেল হইতে নন্দদুলাল সিং-এর চিঠি

".....জাপ দস্যু আমাদের সোনার বাংলার বুকে বোমা ফেলে আমাদের দেশবাসীকে হত্যা করছে। পঞ্চমবাহিনী এই সুযোগে দেশরক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ধ্বংসমূলক কাজে বিভ্রান্ত দেশপ্রেমিকদের উস্কাচ্ছে। সারা দেশ জুড়ে খাদ্যসমস্যা প্রবল আকার ধারন করে দেশবাসীকে অস্থির করে তুলেছে।.....

এই দারুণ সংকটের দিনে দেশরক্ষার দায়ীত্ব হাতে নেবার জন্য প্রত্যেকটি দেশবাসীকে এক হতেই হবে। পঞ্চমবাহিনীর হীন ষড়যন্ত্র ও কার্য্যকলাপ ব্যর্থ করতেই হ'বে।....."

TORN PAGES.

ঐক্যের ভিত্তিতে ছাত্র আন্দোলন গড়ো

সকল ছাত্রকে আন্দোলনের ভিতর টানিয়া আনো

ছাত্র ফেডারেশনকে আরো শক্তিশালী করো

ছাত্র কাউন্সিলের অধিবেশন

দীর্ঘ সাত মাস পরে ১৭ই মে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র কাউন্সিলের অধিবেশন বসিল। ৯ই আগষ্টের সংকট সবচেয়ে বেশী আঘাত করিয়াছে ছাত্র সমাজের উপর। ছাত্র ফেডারেশন সেই সংকট কাটাইয়া উঠিয়াছে। আজ ছাত্র শ্রেণীর মধ্যে একতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠানে কংগ্রেস, মুস্লীম লীগ, কমিউনিষ্ট ছাত্রের একতা কাজে ফুটিয়া উঠিতেছে। বাংলার আজিকার সংকটে ছাত্র সমাজের এই একতা জনগণকে পথ দেখাইবে, তাদের একতা গড়িয়া তুলিবে। রাজসাহীতে প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনের আগামী অধিবেশনের ভিতর দিয়া ছাত্র ফেডারেশন যাহাতে সেই দায়িত্ব পালন করিতে পারে, তাহারই জন্য প্রতি জেলায় ছাত্র কর্ম্মীগণ সচেষ্ট। এই অবস্থায় ছাত্র কাউন্সিলের অধিবেশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

জেলা ছাত্র ফেডারেশনগুলি এই অধিবেশনের গুরুত্ব সম্বন্ধে যে সচেতন, তার পরিচয় পাওয়া গেল। মফস্বলের জেলা হইতে এত অধিক সংখ্যায় প্রতিনিধি এর আগের দুই তিন বছরের অধিবেশনে উপস্থিত হয় নাই। আলোচনা ও বক্তৃতার ধরণ খুব উন্নত হইয়াছিল। দেশের এই সবচেয়ে বড় বিপদের দিনে ছাত্র আন্দোলনের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এমন সচেতনতাও কর্ম্মীদের মনে আর কখনো লক্ষ্য করা যায় নাই। তার পরিচয় পাওয়া গেল আসন্ন প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনের কোটা নির্দ্ধারণের সময়ে। অধিকাংশ জেলার প্রতিনিধি নিজেরা আগাইয়া আসিয়া কোটা বাড়াইয়া লইলেন।

ছাত্রী সংঘের রিপোর্ট পেশ করিলেন কমরেড কল্যাণী মুখার্জী। তিনি রিপোর্টে দেখাইলেন যে আগে ছাত্রী আন্দোলন ছাত্র আন্দোলনের থেকে আলাদা হইয়া থাকিলেও আজকের রাজনীতিক দায়িত্ব ছাত্রীদের ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। ছাত্রী সংঘকে ছাত্রফেডারেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিয়া লওয়ার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। কমরেড অরূপা কিশোর বাহিনীর রিপোর্ট পেশ করিলেন। তারপর সম্পাদক মণ্ডলীর রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্ট ও প্রস্তাব আনিলেন কমরেড প্রভাত দাসগুপ্ত। তাহাতে বলা হইল: কয়েকজন মুষ্টিমেয় ছাত্র কর্ম্মীর চেষ্টায় আজকের দিনের গভীর সংকটের সমাধান হইবে না—সাধারণ ছাত্রদের ছাত্র ফেডারেশনের মধ্য দিয়া খাদ্য সংকটের সমাধানে নামাইতে না পারিলে কোনো ফল হইবে না। সেইজন্য প্রত্যেক প্রাথমিক ইউনিটের নীচে এক একটী ছাত্রবাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে। সম্পাদকমণ্ডলীর ঘোষণা পত্রের পরিবর্ত্তে মনিবিদ্ চৌধুরী ও অন্যান্য কয়েকজন আর একটী পাল্টা ঘোষণাপত্র পেশ করিয়াছিলেন—কিন্তু অনেক বেশী ভোটে সম্পাদক-মণ্ডলীর ঘোষণাপত্রটি গৃহীত হইল।

ঢাকায় ছাত্র ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ছাত্র ফেডারেশন

ঢাকা হইতে কমরেড অজিত রায় লিখিতেছেন:

গত ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়, তারপর কর্ত্তৃপক্ষ দীর্ঘ তিনমাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেন। বাহিরের সমস্ত ছাত্রই চলিয়া যাওয়ার এই কয়েক মাস ঢাকা জেলা ছাত্র ফেডারেশন এই বিষয়ে কিছুই করিতে পারে নাই। ১০ই মে বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় খোলা হইল। কিন্তু মুসলমান ছাত্রদের 'হল' বিশ্ববিদ্যালয় ভবন হইতে সরাইয়া লওয়া হয় নাই বলিয়া হিন্দু ছাত্ররা ক্লাসে আসিতে অস্বীকার করে। ভাইস-চান্সেলারের আবেদনও বিফল হয়। ১৪ই মে ছাত্র ফেডারেশনের কয়েক-জন কর্ম্মী সমস্ত 'হলের' হিন্দু ছাত্রদের এক সভা ডাকেন। তাঁদের ঘোষণার ফলে হিন্দু ছাত্ররা ক্লাসে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু এই ঐক্য বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সহ্য হয় না। কর্ত্তৃপক্ষ হুকুম জারী করিলেন: (১) সাত জন মুস্লিম ছাত্রকে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে (২) 'হলগুলি' বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে। (৩) বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো সভা চলিবে না (৪) বাহিরের কেহ আসিতে চাহিলে তাহাকে নাম-ধাম লেখ করিতে হইবে (৫) ৩।৪ জন ছাত্রকেও একসঙ্গে মেলা-মেশা করিতে দেওয়া হইবে না (৬) অবাধ্য ছাত্রদের নামের পাশে অধ্যাপক ইচ্ছা করিলে কালো দাগ দিয়া রাখিবেন ও তিনবার এইরকম দাগ পড়িলে সেই ছাত্রকে কর্ত্তৃপক্ষ তাড়াইয়া দিবেন বা জরিমানা করিবেন। ইহা ছাড়া বোর্ডিংএর খরচ বাড়াইয়া ৩০৲ টাকা করা হইয়াছে।

কর্ত্তৃপক্ষের এই আঘাত রুখিতে ছাত্রদের মধ্যে আজ একতা তৈরী হইয়াছে। ছাত্র ফেডারেশন মুস্লিম ছাত্রদের সহিত মিলিতভাবে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করিয়াছে। (১) কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায় হুকুমের প্রতিবাদে সমস্ত 'হলের' সকল সম্প্রদায়ের প্রতি-নিধির সহি-যুক্ত একটী ইস্তাহার বাহির করিবে। (২) মুসলমান ছাত্রদের তাড়াইয়া দেওয়ার হুকুম রদ করার জন্য ঢাকা জেলা ছাত্র ফেডারেশন ও মুস্লিম ছাত্র ফেডারেশনের একটী যুক্ত ইস্তাহার বাহির হইবে। তাহাতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকারের ভিত্তিতে সমস্ত হিন্দু মুসলমান ছাত্রকে ঐক্যবদ্ধ হইতে আহ্বান করা হইবে। (৩) বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এমন কোনো গান ও অনুষ্ঠান হইবে না যাহা অন্য সম্প্রদায়কে আঘাত করিতে পারে। (৪) ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়া ছাত্রজীবনের অধিকার ও দাবী আদায় করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে একটী মিলিত কর্ম্মপরিষদ গঠন করা হইবে।

নোয়াখালী জেলা ছাত্র ফেডারেশন

প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্য কাজ

জাপ বিমান আক্রমণের দরুণ ফেণী ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রের এবং স্থানীয় পরীক্ষার্থীগণ এ বছর নোয়া-খালী কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়াছে। তাদের সংখ্যা ১০০০-এর উপর। এত বেশী ছাত্র পরীক্ষার জন্য সহরে আসায় ব্যবসায়ীগণ চালের দর বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিল। ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম্মীরা সরাসরি সরবরাহ কর্ম্মচারীর সহিত গিয়া দেখা করিল এবং দাবী জানাইল: পরীক্ষার্থীদের জন্য ২৭ পয়সা সের দরে প্রতিদিন ১২ ছটাক চাল দেওয়ার জন্য সরকারী দোকান খুলিতে হইবে। সরবরাহ কর্ম্মচারী ইহাতে রাজী হইলেন না। তখন ছাত্ররা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সঙ্গে দেখা করিল। তিনি চালের দর কমাইতে রাজী হইলেন না, তবে যাহাতে দর আর না বাড়ে তার ব্যবস্থা করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু ৭ম দিনে চালের দর সত্যিই বাড়িল। তখন ছাত্র ফেডারেশন হইতে আবার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ডেপুটেশন যাইল। ম্যাজিষ্ট্রেট চৌমুহনী হইতে চাল আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

পরীক্ষার্থীদের থাকিবার জন্যও ছাত্র ফেডারেশন ব্যবস্থা করে। পরীক্ষার্থীদের বিনা পয়সায় চিকীৎসার জন্য ছাত্র ফেডারেশনের তরফ হইতে ডাক্তারের ব্যবস্থা করা হয়। ৩০টী কেন্দ্রে ডাক্তার-গণ বিনা ফী-তে পীড়িত পরীক্ষার্থীদের চিকীৎসা করেন।

বিভেদকারীগণ বিভ্রান্ত

ছাত্র ফেডারেশন এই সব কাজের ভিতর দিয়া ছাত্র ঐক্য গড়িয়া তুলিতেছে দেখিয়া বিভেদ-কারীগণের আক্রোশ বাড়িতে থাকে। পরীক্ষার্থীদের সম্বর্দ্ধনা সভায় তারা আসিয়া ভেদসৃষ্টির চেষ্টা করে। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ ছাত্রদের কাছে তাদের কৌশল ব্যর্থ হয়। সম্বর্দ্ধনা সভার ভিতর দিয়া সাধারণ ছাত্ররা আরও নিবিড়ভাবে ছাত্র ফেডারেশনের সংস্পর্শে আসে।

বর্দ্ধমানে ছাত্র-সভা

২৩শে এপ্রিল কাটোয়া টাউনহলে বর্দ্ধমান জেলা ছাত্র ফেডারেশন ও মুসলীম ফেডারেশনের ছাত্রদের উদ্যোগে 'কাটোয়া ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সভায় বর্দ্ধমানের বিশিষ্ট কর্ম্মী ও জেলা লীগের সহ-সম্পাদক মিঃ এম, এ, রাজ্জাক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিপুল ছাত্র সমাগম হয়। সভায় 'বর্দ্ধমান খাদ্য সঙ্কট সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা চলে। অনেকেই নিজ নিজ এলাকায় কার্য্যের জন্য সেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করেন। সভায় ছাত্র ফেডারেশন সম্পাদক ধর্ম্মদাস রায়, মুসলীম ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক নোমান মহিউদ্দিন, কমিউনিষ্ট পার্টি কর্ম্মী প্রভাত কুণ্ডু, জেলা কৃষক সমিতি সম্পাদক দাশরথি চৌধুরী, ছাত্রকর্ম্মী কমরেড সুভাষ মল্লিকদেশের বর্ত্তমান সঙ্কটে ছাত্র সমাজের কর্ত্তব্য বুঝান ও খাদ্য আন্দোলনকে ব্যাপকতাবে শক্তিশালী করিবার আবেদন জানান। সভাপতির প্রাঞ্জল ও মর্ম্মস্পর্শী এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ হয়। সম্মেলনে খাদ্য ও কাগজ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রস্তাব গৃহিত হয়। সভায় বহু ছাত্র মুসলীম ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্র ফেডা-রেশনে সভ্য শ্রেণীভুক্ত হয় ও অর্থ সাহায্য করে। বর্দ্ধমানেও অনুরূপ সভা হয়।

ফরিদপুর ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুলের ছাত্রদের দাবী মানিয়া লও

এই স্কুলের ছাত্রদের উপর কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহার ক্রমেই খারাপ হইতেছে। ছাত্রদের অথথা বিতাড়ন, জরিমানা দুর্ব্যবহার ইত্যাদি সহিতে হয়। সমস্ত ছাত্র ইহার প্রতিবাদে একত্র দাঁড়াইয়াছে। ছাত্রদের দাবী: বিনা কারণে জরিমানা বন্ধ করিতে হইবে, সুপারিন্টেণ্ডেন্টের দুর্ব্যবহার বন্ধ করিতে হইবে, বিনা কারণে স্কুল হইতে তাড়াইতে পারা যাইবে না, বাধ্যতামূলক ছুটির সময় মাহিনা দিতে হইবে। ছাত্ররা বলিয়াছে: আমরা জাপদস্যকে ঠেকাইতে চাই; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহার আমাদের উৎসাহ ও শক্তি খর্ব্ব করিতেছে।

ছাত্রদের দাবীর পিছনে জনসাধারণ! আসিয়া দাঁড়াও।

জরুরী নোটীশ

'জনযুদ্ধে'র এজেন্টদের মধ্যে অনেকেরই টাকা পয়সা সময় মত পাওয়া যায় না—ফলে আমাদের কাগজ পাঠাইতে খুবই অসুবিধা হয়। 'জনযুদ্ধ'কে ভালভাবে চালাইতে হইলে এজেন্ট কমরেডদের টাকা পাঠান সম্বন্ধে খুবই হুসিয়ার হইতে হইবে।

ম্যানেজার—'জনযুদ্ধ'

সংগ্রামপন্থী কংগ্রেসসেবীর আবেদন

জাতীয় ঐক্য ও দেশরক্ষার পথেই স্বাধীনতা

দিনাজপুরের খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত অনিল বিশ্বাস বিচারালয়ে এক বিবৃতি দিয়া কংগ্রেস ভক্তদের নিকট যে আবেদন জানায়াছিলেন নিচে তাহাই দেওয়া হইল। অনিলবাবু ১৯২০।২১ সাল হইতে কংগ্রেসে কাজ করিয়া আসিতেছেন। তিনি বরাবর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য ছিলেন। এক সময় তিনি সুভাষ বসুর বিশিষ্ট বন্ধু ও ভক্ত ছিলেন। দিনাজপুরের ফরওয়ার্ড ব্লকের জিলা সংগঠকও তাঁহাকে করা হয়। ৯ই আগষ্টের "সংগ্রামে" তিনি যোগ দেন ও গা ঢাকা দিয়া কাজ করিতে থাকেন। এই সময় 'সংগ্রাম' সম্বন্ধে তাঁহার ভুল ভাঙ্গে, তিনি সুস্পষ্ট এক বিবৃতি দিয়া বিচারা-লয়ে উপস্থিত হন। বিচারে তাঁহার ৩ মাসের সাজা হইয়াছে। দেশভক্ত অনিলবাবুর আমরা মুক্তি চাই। তিনি বিবৃতিতে বলিয়াছেন:

৯ই আগষ্টের পর যখন দেশব্যাপী "সংগ্রাম" সুরু হইল, আমি ভাবিলাম আমার চির আকাঙ্ক্ষিত মাতৃভূমির স্বাধীনতার দিন বুঝি আগতপ্রায়। আমি সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম।...যতই দিন যাইতে লাগিল ততই দেখিলাম এই সংগ্রামে আমা-দের মাঝে বিভেদ বাড়িতেছে, পক্ষমবাহিনী দেশ-ভক্তের মুখোস পরিয়া নেতা সাজিতেছে, কংগ্রেসের সুনাম নষ্ট হইতেছে, জাপানী আক্রমণ আশঙ্কা বাড়িতেছে। সংগ্রাম সম্বন্ধে আমার ভুল ধারণা কাটিতে লাগিল। বুঝিলাম দেশরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া দেশ স্বাধীন করা যায় না। তাহাতে জাপানীর গোলাম হইবার সম্ভাবনা বাড়ে। বুঝিলাম দেশের চরম খাদ্য ও বস্ত্র সঙ্কট হইতে বাঁচিতে হইলে জাপানীদের হাত হইতে প্রিয় মাতৃভূমিকে বাঁচাইতে হইলে, দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইলে চাই কংগ্রেস ও লীগের মিলনের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার কায়েম করিবার জন্য দেশব্যাপী একতা আন্দোলন। গান্ধীজীকে মুক্ত করিতে হইলে কংগ্রেস ভক্তদের মুক্ত করিতে হইলে একতা ছাড়া কোন পথ নাই। বুঝিলাম খাঁটি কংগ্রেসসেবী হিসাবে আজ ইহাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য।...

গত ২২ বছর ধরিয়া আমি কংগ্রেসের সেবা করিয়া আসিয়াছি। ভারতের স্বাধীনতার নামে যে সব বীর স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ দিয়াছেন তাঁহাদের নামে আমি সমস্ত কংগ্রেসসেবীকে, সমস্ত দেশপ্রেমিককে আন্তরিক আবেদন জানাইতেছি, লুঠতরাজ ও ধ্বংসকার্য্য স্বাধীনতার পথ নয়। আসুন গান্ধীজিকে ও দেশনেতাদের মুক্তির জন্য, দেশের খাদ্য বস্ত্র সংকট সমাধানের জন্য, জাপানীদের হাত হইতে দেশকে বাঁচাইবার জন্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস লীগ মিলনের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার কায়েমের জন্য দেশব্যাপী একতা আন্দোলন গড়িয়া তুলি।...

ইনক্লাব জিন্দাবাদ

(স্বাঃ) অনিল বিশ্বাস

যুদ্ধের গতি

★ লালফৌজের অগ্রগতি অটুট আছে
★ দ্বিতীয় ফ্রন্ট ইহাকে জোরদার করিবে
★ জাপানকে রুখিতে জাতীয় সরকার চাই

লালফৌজ নাৎসীদের একমুহূর্ত্তও বিশ্রাম দিবে না

জার্ম্মাণরা তোড়জোড় করিতেছে—শীতের পরাজয়কে ঢাকিবার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে। ইতি মধ্যে তাহারা রুশ রণক্ষেত্রে বহু সৈন্য ও সমরোপকরণ আনিয়া ফেলিয়াছে। শুধু তাই নয়, এখনও তাহারা যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম বিভিন্ন স্থানে জড়ো করিতেছে। মাঝে মাঝে ছোটখাট পালটা আক্রমণ চালাইয়া সোভিয়েট বূহের শক্তি পরীক্ষা করিতেছে। পরবর্ত্তী অভিযান আরম্ভ করিবার জন্য দুর্ব্বল স্থান খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

'রেডষ্টার' পত্রিকায় প্রেরিত এক সংবাদে জানা যায় নভোরসিস্কের উত্তরপূর্ব্বে জার্ম্মাণদের পালটা আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। মধ্য ডনেৎস্ রণক্ষেত্রে লিচিচানস্ক সেতুমুখ অঞ্চলে জার্ম্মাণরা অত্যধিক ক্ষতি স্বীকার করার পর এক্ষণে অনবরত গোলাবর্ষণ করিয়া রুশদিগকে তাহাদের পরিখা খনন ও খাঁটি নির্ম্মাণ কার্য্যে বাধা দেওয়ার চেষ্টায় আছে।

এদিকে সোভিয়েট বিমানবাহিনীও প্রচণ্ড বিক্রমে জার্ম্মাণদের আয়োজনকে পদে পদে বাধা দিতেছে। তাহারা গোমেল, মিনস্ক, ব্রিয়ানস্ক প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ রেল জংশনগুলিতে আঘাত হানিয়া ব্যবহারের অযোগ্য করিয়া তুলিতেছে। জার্ম্মাণ সৈন্য ও সমরোপকরণ চলার ব্যবস্থাকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে।

সোভিয়েটও চুপ করিয়া নাই

জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্টদের চরম আঘাত দিতে বীর লালফৌজও প্রস্তুত হইতেছে। এখনও গোটা রণক্ষেত্রে আক্রমণোদ্যোগ তাহাদেরই হাতে। কুবাণে নাৎসী সৈন্যেরা মরিয়া হইয়া সোভিয়েট অগ্রগতিকে ঠেকাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহাতে লালফৌজের অগ্রগতি ব্যাহত হয় নাই। নভোরসিস্ক বন্দর জার্ম্মাণদের হাত হইতে অতি শীঘ্রই খসিয়া পড়িবে বলিয়া মনে হয়। সেখানে রুশ সেনা শত্রুদের শেষ রক্ষা বূহও বিপন্ন করিয়া করিয়া তুলিয়াছে। লালফৌজের অগ্রগতির বেগ বর্ত্তমানে মৃদু হইলেও যেসব স্থান তাহারা শত্রুকবল মুক্ত করিয়াছে সেগুলিকে সুদৃঢ় করার দিকেও তাহাদের তীক্ষ্ণ নজর আছে। এ অঞ্চলে জার্ম্মাণদের পাল্টা আক্রমণ কোথায়ও যে ফাটল আনিতে পারে নাই ইহা তাহারই প্রমাণ।

সোভিয়েটের প্রত্যেকটি নরনারী লালফৌজের পিছনে

সোভিয়েট-জার্ম্মান যুদ্ধের যে চরম অধ্যায় আসিয়া পড়িয়াছে, সোভিয়েট জনসাধারণ তাহা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। তাই রুশিয়ায় সর্ব্বত্রই আজ দারুণ সংকল্পের দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে। লালফৌজের জন্য যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম, খাদ্যদ্রব্য এবং আর আর অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্র উৎপাদনের জন্য সকলে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে। প্রত্যেকটি কারখানায় মজুরদের কাজ বেশী পরিমাণে উৎপাদন হার বাড়ানো। বাকু তেল খনির মজুররা তাহাদের নির্দ্ধারিত মে ডে কোটার চেয়েও ৬০০০ টন পেট্রল বেশী উৎপাদন করিয়াছে। ট্যাঙ্ক, বিমান ও যুদ্ধজয়ের অন্যান্য যাবতীয় জিনিষের উৎপাদনক্ষেত্রে ঐ একই কথা। শস্য উৎপাদন ব্যাপারেও সোভিয়েটের নরনারী পিছনে পড়িয়া নাই। শত্রুকবলমুক্ত অঞ্চলগুলিতে পর্য্যন্ত বিপুলভাবে কাজ সুরু হইয়াছে। রষ্টোভ এলাকায় আজও অঞ্চল বর্ব্বর জার্ম্মান দস্যুরা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছে। সেই বাধাকে অগ্রাহ্য করিয়া আগাইয়া আসিল সেখানকার বীর অধিবাসীর দল। পরিকল্পনার চেয়ে ৭০০০০ একর বেশী জমিতে চাষ করিয়া শস্য লাগানো হইয়াছে। আজার বৈজানের ৪০৭ হাজার মৃতদেহ যুদ্ধরত লালফৌজকে জানাইয়াছে—আমাদের অতি আপনার জনদের জার্ম্মান পশুরা নির্দ্দয়ভাবে বিনা কারণে হত্যা করিয়াছে। আমরা চাই তার যথাযোগ্য প্রতিশোধ। জার্ম্মানদের ধ্বংস কর—এক মুহূর্ত্তের জন্যও রেহাই দিও না। তোমাদের অপূর্ব্ব বীরত্ব আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাইতেছে। আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করিয়া যাইতেছি।

নাৎসীদের ধ্বংস করিতে সোভিয়েটের প্রত্যেকটি নরনারী আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—তাদের কথায় ও কাজে ঐ একই সুর।

লালফৌজের আক্রমণোদ্যোগ

২০শে মের বার্লিন রেডিওর খবরে জানা যায় যে মস্কোর দক্ষিণে ওরেল রণাঙ্গনে যে কোন দিন লালফৌজ তীব্রভাবে গ্রীষ্মকালীন আক্রমণ সুরু করিয়া দিতে পারে। সংবাদে কুরস্ক এলাকায় বিপুল সৈন্য ও বৃহৎ কামান সমাবেশের কথা বলা হইয়াছে। সপ্তাহ মস্কো রেডিও যুদ্ধরত লাল ফৌজকে লক্ষ্য করিয়া উদাত্ত আহ্বানে জানাইয়াছে —"পরবর্ত্তী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হও—আঘাত হানিবার সময় উপস্থিত।" রুশরণক্ষেত্রের সর্ব্বত্রই লৌহ দৃঢ় সংকল্প লইয়া লালফৌজ প্রস্তুত, শত্রুকে নির্ম্মূল করা আজও যে শেষ হয় নাই।

সাথে সাথে দ্বিতীয় ফ্রন্ট চাই

লালফৌজের এই অক্লান্ত অভিযান, দৃঢ়পদে আগাইবার এই চেষ্টা, এই অসীম বীরত্বকে আজও শুধু জোর গলায় প্রশংসা করিয়াই কি বৃটেন ও আমেরিকা ক্ষান্ত থাকিবে? আফ্রিকার লড়াই তো শেষ হইল—তিউনিসিয়ার বিজয় উৎসবও সর্ব্বত্র মহা সমারোহে প্রতিপালিত হইয়াছে—কিন্তু নাৎসী নিধন পর্ব্ব আজও যে চুকে নাই। জার্ম্মানী তার সমস্ত শক্তি পূর্ব্ব রণাঙ্গনে কেন্দ্রীভূত করিতেছে, গ্রীষ্মের লড়াই সুরু হয় হয়। বৃটেন ও ও আমেরিকার রাষ্ট্র ও সমর নায়কগণ কি এ সমস্তের জন্যে আত্মতুষ্টিতে ভুলিয়া থাকিবেন—নূতন উদ্যোগের জন্য সময় দরকার, এই আছিলায় দিন কাটাইবেন? চার্চ্চিল সাহেব আফ্রিকার লড়াইয়ে এসিস পক্ষের ক্ষতির হিসাব দেখাইয়াছেন,—অনেকে মনে মনে হয়ত ভাবিতেছেন, তিউনিসিয়ার এই যুদ্ধে জার্ম্মানীর যে বিপুল ক্ষতি হইয়াছে তাহার টাল সামলান খুব শীঘ্র জার্ম্মানীর পক্ষে সম্ভব হইবে না, আবার সম্মিলিত পক্ষে বিমান আক্রমণের প্রচণ্ডতা দিন দিন যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে হিটলার ও মুসোলিনীর আর শীঘ্র মাথা তুলিতে হইবে না। কিন্তু জার্ম্মানশক্তি যে আজও দুর্দ্ধর্ষ রহিয়াছে, এখনও যে কিছুদিন জোর আঘাত করার শক্তি তাহার অক্ষুণ্ণ আছে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। উত্তর আফ্রিকায় লড়াই ছিল ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার উদ্যোগ পর্ব্ব। উদ্যোগ পর্ব্ব শেষ হইয়াছে—তাই হিটলারকে উচ্ছেদ করার জন্য চাই অবিলম্বে ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট।

জাপানকে ঘায়েল করিতে ভারতে জাতীয় সরকার চাই

ওয়াশিংটন বৈঠকের পরে চার্চ্চিল যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে আক্রমনাত্মক সুর রহিয়াছে সন্দেহ নাই—তিনি বলিয়াছেন যে ইতালীর উপরে বিমান আক্রমণ করা হইবে, ইয়োরোপে নাৎসীদের জন্য কামান বন্দুক তৈরী অসম্ভব করিয়া তুলিবেন—লালফৌজের উপর হইতে জার্ম্মানীর চাপ কমাইবার ব্যবস্থা করা হইবে এবং পূর্ব্ব এসিয়ায় জাপানকেও আঘাত হানা হইবে।

কিন্তু যুদ্ধ যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে এসব কাজ কবে হইবে ইহাই একমাত্র প্রশ্ন।

জাপানী দস্যুরা ভারতের পূর্ব্ব দরজায় যেভাবে আগাইয়া আসিয়াছে—দিনের পর দিন ফেণী চট্টগ্রামে বোমা ফেলিয়া তাহারা যেরূপ ধ্বংসের তাণ্ডব সৃষ্টি করিতেছে, ভারতবর্ষকে বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে তাহাতে ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্টের ন্যায় এদিকেও এখনই জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করা দরকার। আশু ঘাঁপ অধিকার এবং মধ্য বর্ম্মায় ব্রিগেডিয়ার উইংগেটের যে অভিযানকে ফলাও করিয়া প্রচার করা হইতেছে—তাহা প্রয়োজনের তুলনায় কতটুকু? এদিকে যুদ্ধোদ্যম জাপানীদের হাতেই রহিয়া গিয়াছে।

চার্চ্চিলের বক্তৃতায় 'ইহা করিব—তাহা করিব' —এমন অঙ্কাঙ্ক কিছুই রহিয়াছে কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে এখন পর্য্যন্ত কিছুই হইতেছে না। না ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট—না ভারত সীমান্তে জাপানকে ঘায়েল করার কোন ব্যবস্থা।

দুনিয়ায় বুক হইতে ঘৃণ্য ফাসিষ্টবাদকে লোপ করিতে হইলে ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট এবং ভারত সীমান্তে জাপানীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ এখনই সুরু হওয়া দরকার এবং জাপানীদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামকে সফল করিতে হইলে ভারতীয় সমস্যার সমাধানও একান্ত প্রয়োজন। সেজন্য চাই জাতীয় গভর্ণমেণ্ট, কারণ ৩৮ কোটি ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া লড়াই সফল করিতে একমাত্র জাতীয় গভর্ণমেণ্টেই সক্ষম। তিউনিসিয়ার যুদ্ধে ভারতীয় ৪র্থ ডিভিসন ফাসিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়াইতে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে তাহা গৌরবের বিষয়। কিন্তু ভারতীয় সমস্যা সমক্ষে সাম্রাজ্যবাদীদের নীতি আজ কোটি কোটি ভারতবাসীকে এ যুদ্ধে সম্মিলিত জাতির জনগণের পাশে দাঁড়াইয়া লড়াই করার গৌরব হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। তাই এ অবস্থার অবসান এখনই করিতে হইবে যাহাতে ভারতীয় চতুর্থ ডিভিসনের ন্যায় আরও অনেক ভারতীয় ডিভিসন দেশরক্ষার ডাকে উদ্বুদ্ধ হইয়া এ গৌরবের অধিকারী হইতে পারে।

★পোলিশ সরকারের আসল রূপ★

গত ৭ই মে সোভিয়েটের সহকারী বৈদেশিক মন্ত্রী এম, ভিসিন্স্কি মস্কোতে ব্রিটিশ এবং আমেরিকান সাংবাদিকদের এক বৈঠকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি পোলিশ সামরিক মিশনের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মকর্ত্তা জেনারেল ভলিকভস্কি এবং পোলিশ দূতাবাসের অন্যান্য কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিয়া-ছেন যে তাহারা সোভিয়েটে আশ্রয়প্রার্থী পোল-দের মধ্যে সোভিয়েট বিরোধী কার্য্যকলাপ এবং গুপ্তচর সংগঠন সংঘবদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল।

গত কয়েক বছরের ইতিহাস একটু আলোচনা করিলে এ সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

৪ বছর আগে

প্রতিক্রিয়াশীল জমিদারদের দ্বারা প্রভাবান্বিত এই পোলিশ গভর্ণমেণ্টই ১৯৩৯ সালে নাৎসী আক্রমণের বিরুদ্ধে পোলাণ্ডকে রক্ষা করার জন্য সোভিয়েটের সাহায্য প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত মৈত্রীর বদলে তাহারা পোলিশ জনসাধারণকে নাৎসী কবলে ছাড়িয়া দেওয়ার পথ বাছিয়া লইয়াছিল। নাৎসীরা পোলাণ্ড অধিকার করিল—তবে সবটা অধিকার করিতে পারিল না। পোলিশ জনসাধারণকে রক্ষা করিতে লালফৌজের সাহায্য অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু লালফৌজ পোলাণ্ডে অবস্থিত ভেলোরুবিয়ান এবং ইউক্রেনিয়ান অধিবাসীদের নাৎসী কবল হইতে রক্ষা করার জন্য আগাইয়া আসিল। জাতি হিসাবে ইহারা পোল নহে—ভেলোরুবিয়ান এবং ইউক্রেনিয়ান। সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে ভেলোরুবিয়ান এবং ইউক্রেনিয়ান জাতির যে স্বাধীন রাষ্ট্র রহিয়াছে ইহারা তাহাদেরই অংশ। গত প্রথম মহাযুদ্ধের পরে সোভিয়েট রাষ্ট্রের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া এবং সোভিয়েট সরকারের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া ১৯২০ সালে এই সব ভেলোরুবিয়ান এবং ইউক্রেনিয়ান অধিবাসীদের জোর করিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নে অবস্থিত তাহাদের জাতীয় অংশ হইতে পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছিল।

এইরূপ ভাবে ভেলোরুবিয়

বঙ্গীয় মুস্লিম সাহিত্য সম্মেলন

গত ৮ই ও ৯ই মে কলিকাতার ইস্‌লামিয়া কলেজ হলে বঙ্গীয় মুস্লিম সাহিত্য সম্মেলন হয়ে গেছে। বাংলার মুস্লিম লেখক ও শিল্পীদের মধ্যে যত মতের লোক আছেন—তাদের সমবেত চেষ্টায় এই সম্মেলন হয় এবং সেই বিবেচনায় এই সম্মেলন আজ যথেষ্ট তাৎপর্য্যপূর্ণ। সংখ্যায় জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার যখন মুস্লিম ভাইরা ন্যায় সঙ্গত দাবী বলে ঘোষণা করলেন তখন থেকে মুস্লিম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধরণের একান্ত মুস্লিম ছাপ মারা সভা, কমিটি ও সম্মেলন হয়ে আসছে—এবং বাইরের লোকেও ভেবে এসেছে যে এগুলিতে বোধ করি আরবি, ফারসি বা অনুরূপ কোন বাঙ্গালীর পক্ষে দুর্ব্বোধ্য ভাষায়—কি সব হচ্ছে। পাকীস্তান ও অখণ্ড হিন্দুস্থানের উগ্র প্রচারে বহু লোকেরই ধারণা হয়েছে যে যা কিছু "মুস্লিম" নাম দিয়েই ঘটে তাতে বুঝি স্রেফ হিন্দু সভ্যতা, সংস্কৃতি মায় গোটা ভারতবর্ষকে কেটে টুকরো টুকরো করাই কেবল হয়।

কথাটা কতখানি ভুল তা এই ধরণের সম্মেলনে এসে দেখা যায়। বাংলা ভাষা বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মাতৃ ভাষা—বাঙ্গালীর বেদনা, বাঙ্গালীর আনন্দ, বাঙ্গালীর সুর, বাঙ্গালীর ছন্দ—সবই বাংলা ভাষার মধ্যে রূপ পেয়েছে, এ ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপকার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ—তিনি হিন্দু। কিন্তু তাতে মুসলমান ভাইদের কিছু এসে যায় না—রবীন্দ্রনাথের গানের মাঝখানে পাকীস্তানী মুসলমান ও অবিশ্বাসী হিন্দুর গলা এক হয়ে যায়—সংস্কৃতির অন্তরঙ্গ স্রোতে দুজনে ! একই সঙ্গে অবগাহন করে।

এই ব্যাপারটাই আমরা, ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষ থেকে যারা নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম তারা লক্ষ্য করছিলাম এবং মুগ্ধ হচ্ছিলাম। আরো একটা জিনিষ এই সম্মেলনের মধ্য থেকে আমাদের চোখে পড়ছিল—সেটা এই যে মুস্লিম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু যে ধনবাদী সভ্যতা সম্পর্কে মোহ কাটছে তাই নয়—ভারতে ইংরাজ সৃষ্ট যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও তার সংস্কৃতি এতদিন হিন্দু লেখকদেরও জনগণের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল তা খুব তাড়াতাড়ি মুস্লিম লেখকদের চোখে ধরা পড়তে আরম্ভ করেছে। এঁরাও অনেকে অজ্ঞাতে হিন্দুদের এই ভুলের অনুকরণ করে চলেছিলেন, সেটা এখন শোধরাতে সুরু করিলেন।

এই সম্মেলনে আমাদের সংঘকে নিমন্ত্রণ করা এবং আমাদের অত্যন্ত আদরের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ারও তাৎপর্য্য আছে। সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষরা জানতেন যে আমরা অনেকেই অবশ্য মুস্লিম জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার মানি—কিন্তু তা ছাড়াও আমাদের একটা স্পষ্ট রাজনিতিক মত আছে এবং তা' হল ফাশিজমকে রোখা। আমরা দেশের স্বাধীনতার ঘোষ্‌না, আমরা কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের পক্ষে এবং একত্রে দেশ রক্ষা করার পক্ষে। এই সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষরা এ-সব মোটামুটি জেনেই যখন আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন—তখনই বোঝা যায় যে আমাদের আদর্শের প্রতি সহানুভূতি তাদের আছে। ছবি তোলার ব্যাপারে যে আন্তরিকতা ওখানে দেখেছি তাতে একথা বার বার মনে হয়েছে যে ওদের অনেকেরই মনে আজ এই ধারণা এসেছে যে আমাদের পাশে নিয়ে চলতে পারায় একটা আনন্দপূর্ণ ভবিষ্যত আছে। এটা আমাদের গৌরবের কথা—আমাদের আদর্শনিষ্ঠার পুরস্কার। আমরা বিনীত ভাবে মুস্লিম ভাইদের হাত থেকে সৌহার্দ্যের এই পুরস্কার গ্রহণ করেছি।

সম্মেলনের দুইদিনই আমাদের সংঘের অন্য কাজ ছিল বলে আমরা বেশী ক্ষণ থাকতে পারিনি। সম্মেলনে উপস্থিত অনেক মুস্লিম বন্ধুদের ইচ্ছা ছিল—অধ্যাপক হীরেণ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বক্তৃতা এবং আমাদের গান "আজাদ করেজে হিন্দ তুঝে আজাদ" "বাঁধ ভেঙ্গে দাও" প্রভৃতি শোনা।—আমরা অপেক্ষা করতে না পারায় শুধু "আজাদ করেজে" গানটা গাই—আমাদের গানের দলে ছিল সুজাতা, সুপ্রিয়া, দিলীপ, বিনয় ঘোষ ও স্বর্ণকমল। বিনয় ঘোষ ও স্বর্ণকমল তরুণ মুস্লিম সাহিত্যিকদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়—সেই হিসাবে তাদের গান গাওয়াতে ওঁরা আরো সুখী হয়ে ছিলেন নিশ্চয়। কিন্তু চটলেন—মওলানা আক্রাম খাঁ—তিনি ভাবলেন যে এটা অখণ্ড হিন্দুস্থানের গান। তিনি গানের মাঝখানেই সভা ছেড়ে চলে যান। কিন্তু পরে সভার কর্ত্তৃপক্ষরা তাঁকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। এখানেও আমাদেরই জয় হ'ল—আমি মঞ্চে বসে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম এই ব্যাপারে অধিকাংশ সাহিত্যিক শ্রোতা অত্যন্ত বিহ্বল হন এবং ক্ষুব্ধ হন। এবং সভার পরে তারা কতজনে এসে যে আমাদের কাছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন—তার ইয়ত্তা নেই।

সভার বাইরে এসেছি রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব পালন করার জন্য আমাদের তাড়াতাড়ি চলে যেতে হচ্ছে। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন তরুণ মুস্লীম বন্ধুরা—কথায় তাদের আবেগ, চোখে তাদের একটা ভবিষ্যতের রঙ্গীন ছবি, নিশ্চিন্ত মনে আমাদের কাঁধে হাত তুলে বলেছেন—বিশ্বাস আছে আমরা তাদের ঠকাবো না। আমি শুনতে পেলাম—একজন মুস্লিম লেখক মফস্বলের আর আর কয়েক জন লেখকদের বলেছেন: "তোমরা যখনই কলকাতায় আসবে—এদের ধর্ম্মতলার অফিসে এসো, এদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক'র, দেখবে এরা ভিন্ন জাতের মানুষ—people of special mould".

মুস্লীম লেখক বন্ধুদের কাছে বিদায় নিলাম। মনে পড়ল এঁরা রবীন্দ্রনাথের "বাঁধ ভেঙ্গে দাও" গানটা শুনতে চেয়েছিলেন, সমগ্রভাবে আমরা সেটা গাইতে পারিনি। কিন্তু উপলব্ধি ক'রলাম ও গান সুর হয়ে গেছে। ছ মাস আগেও এ সব বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের অপরিচয়ের বাধা ছিল আজ আর তা' নেই, আজ এঁরা জীর্ণ, পুরাতন সব সংস্কার দূর করে দিয়ে আমাদের একেবারে বুকের কাছে।

রিপোর্টার—সুধীপ্রধান

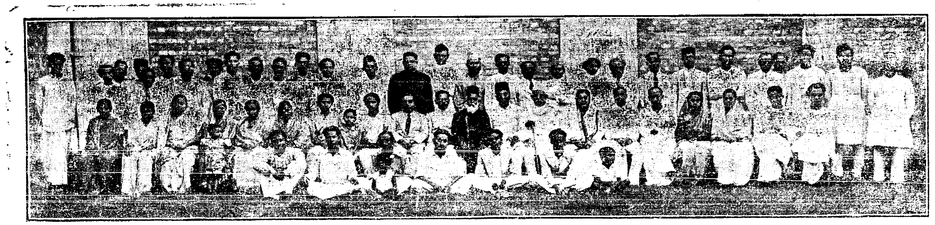

পোলিশ সরকারের আসল রূপ

(৭-এর পাতার শেষাংশ)

করিয়া দিল ও এই সৈন্য দলের শিক্ষার জন্য স্কুল ও শিক্ষা শিবিরের ব্যবস্থা করে। এই সৈন্যদলকে অস্ত্রশস্ত্রের সজ্জিত করার জন্য ৩ কোটি রুবল ধার দেয়।

কিন্তু পোলিশ সরকারের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া কি? পোলিশ বাহিনী সংগঠিত করা হইল সত্য কিন্তু পোলিশ গভর্ণমেণ্ট এই বাহিনীকে কখনও সোভিয়েট জার্ম্মান ফ্রণ্টে যুদ্ধ করিতে দেয় নাই। এই বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল এ্যানডারস ১৯৪১ সালে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে ঐ সালের শেষে এই সৈন্য বাহিনী যুদ্ধে সাহায্য করিবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। পুনরায় এই প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছিল যে ১৯৪২ সালের জুন মাসে পূর্ব্বেকার প্রতিশ্রুতি কার্য্যকরী করা হইবে। জুন মাসও চলিয়া গেল কিন্তু পোলিশ বাহিনীকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠান হইল না।

অথচ ইতিমধ্যে পোলিশ গভর্ণমেণ্ট এই সৈন্যদল হইতে মধ্যপ্রাচ্যে সৈন্য পাঠাইতে লাগিল। ১৯৪২ সালের শেষ পর্য্যন্ত প্রায় ৩০ হাজার সৈন্য এইভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন হইতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৯৪৩ সালে সোভিয়েট জার্ম্মান যুদ্ধের চরম সঙ্কট আসিয়া পড়ে। অথচ যে পোলিশ বাহিনী দেড়বছর হইল গঠিত হইয়াছে তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে দেওয়া হইল না। পোলিশ গভর্ণমেণ্টের এই নীতির ফলে যে সব বেলোরুষিয়ান ও ইউক্রেনিয়ান অধিবাসীরা এই সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিয়াছিল তাহারা তাহাদের পিতৃভূমি রক্ষার গৌরবময় অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছিল। ইহা কোন ক্রমেই সহ্য করা যায় না দেখিয়া ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট বেলোরুষিয়ান ও ইউক্রেনিয়ান অধিবাসীদের পোলিশ বাহিনীতে যোগ দেওয়ায় যে সুবিধা পোলিশ গভর্ণমেণ্টকে দিয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করিয়া লয়। ইহা ছাড়া পোলিশ আশ্রয়প্রার্থীদের সম্বন্ধে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দেয়। আশ্রয়প্রার্থী পোলিশ পরিবারবর্গের সুবিধার জন্য ১কোটি রুবল ধার দেওয়া হয়। তাহাদের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা, তাহাদের জাতীয় জীবন এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাব্যবস্থা যাহাতে উন্নত হইতে পারে তাহার সমস্ত ব্যবস্থা সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট করিয়া দেয়।

কিন্তু পোলিশ দূতাবাসের কর্ম্মচারীরা এই সব সুবিধার সুযোগ লইয়া পোলিশ আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে সোভিয়েট বিরোধী প্রচার এবং গুপ্তচর দল গড়িয়া তোলে। ভিসিন্‌স্কি ইহার প্রমান দিয়াছেন। কয়েক-জন কর্ম্মচারীকে সাঙ্কেতিক শব্দ প্রভৃতি লইয়া হাতে হাতে ধরা হয়। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে পোলিশ গভর্ণমেণ্টকে দুইবার এ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় কিন্তু তাহারা চুপ চাপ থাকে। ইহা সত্বেও সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট কোন কিছু করিতে ইচ্ছুক ছিল না। কিন্তু পোলিশ গভর্ণমেণ্ট উস্‌কানীসৌদের প্রচারিত সোভিয়েটে "অত্যাচারের" কাহিনীকে ফেনাইয়া তুলিল।

অবশ্য সোভিয়েটে বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল মহল ছাড়া সোভিয়েটের বিরুদ্ধে পোল সৈনিককর্ম্ম-চারীদের হত্যার এই জঘন্য প্রচার অন্য কেহ বিশ্বাস করে নাই। এ্যাক্সিস পক্ষও এ সম্বন্ধে প্রথমটা নিজেদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী প্রচার চালাইতে-ছিল। জাপান ও ভিসি ফ্রান্সের তরফ হইতে বলা হইল যে, যে সব সামরিক কর্ম্মচারীকে হত্যা করা হইয়াছে তাহারা রুমানিয়ান—পোল নহে এবং হত্যাকাণ্ড হইয়াছে ওডেসায় স্মলেনস্কে নহে। এমন কি নাৎসীরা পর্য্যন্ত ইহাদের সংখ্যার হিসাব প্রথমে দেয় ১০ হাজার, পরে ২ হাজার, তার পরে ৫ হাজার এবং সর্ব্বশেষ ১২ হাজার—নাৎসী প্রচার এমনই হাস্যকর।

নাৎসী কবলিত এলাকায় যাইয়া পক্ষপাত শূন্য তদন্তের দাবী আন্তর্জাতিক রেডক্রশ গ্রহণ করিতে সম্মত হয় নাই।

ইহার উদ্দেশ্য কি?

তবুও পোলিশ গভর্ণমেণ্ট গোয়েবলসের তৈরী এই মিথ্যা এমনভাবে গ্রহণ করিয়া প্রচার সুরু করিল কেন? তাহারা এই উদ্দেশ্যে ইহা করিয়াছে যে এইভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নকে চাপ দিয়া বেলোরুষিয়ান এবং ইউক্রেনিয়ান এলাকা পোল-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করাইয়া লইবে। বর্ত্তমান পোলিশ গভর্ণমেণ্টের মধ্যে যে সব প্রতি-ক্রিয়াশীল জমিদার রহিয়াছে তাহারা নিজেদের স্বদেশবাসী পোলিশ জনসাধারণকে রক্ষা করার চেয়ে সম্পদশালী বেলোরুষিয়ান এবং ইউক্রেনিয়ান এলাকা গ্রাস করিতে বেশী আগ্রহশীল। তাহাদের মিউনিক মনোবৃত্তির কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই

আজ ১৯৪৩ সাল, ১৯৩৯ নহে

কিন্তু পৃথিবীর ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দালাদিয়ের চেম্বালিনের যুগের অবসান হইয়াছে, পোলিশ জনসাধারণ জার্ম্মান দাসত্বের নরকের মধ্য দিয়া তিন বছর কাটাইয়াছে। সম্মিলিত দেশগুলির জনগণও লড়াই করিতেছে, লালফৌজের বীরত্ব দেখিতেছে আবার সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ও পোলিশ প্রতিক্রিয়াশীলদের মুখোস খুলিয়া দিয়াছে।

পোলদেশভক্তরা ইহাকে কিভাবে দেখিতেছে

পোলিশ সরকার পোল জনসাধারণকে লাল ফৌজের সহিত পাশাপাশি দাড়াইয়া যুদ্ধ করা বন্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই। যে সব পোল দেশপ্রেমিক সোভিয়েট এলাকায় আছে তাহারা সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের কাছে একটি আলাদা পোলিশ বাহিনী গঠন করার এবং এই বাহিনী যাহাতে লালফৌজের সহিত একত্র হইয়া লড়িতে পারে তাহার অনুমতি চাহিয়াছে। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টও সে অনুমতি দিয়াছে। এই বাহিনী যাহাতে নাৎসী অত্যাচারের হাত হইতে নিজেদের মাতৃভূমিকে উদ্ধার করিতে পারে—সোভিয়েট সরকার তাহাদের সেজন্য সমস্ত সুবিধা দিবে।

কমরেড ষ্ট্যালিন পোলিশ জনসাধারণকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে লালফৌজ তাহাদের মুক্তির জন্যই লড়িতেছে।

'ওওনটাইমসের' সংবাদদাতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে

(১) সোভিয়েট ইউনিয়ন ইহাই চাহে যে হিটলারের পরাজয়ের পরে পোলাণ্ড একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী দেশ হইবে।

(২) সোভিয়েট ও পোলাণ্ডের সম্পর্ক হইবে পরস্পর পরস্পরের অধিকার মানিয়া লইয়া বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশীর সম্পর্ক এবং পোলিশ জনগণের ইচ্ছা হইলে একটি চুক্তির সাহায্যে এই সম্বন্ধ নির্ণিত হইতে পারে।

ইহার পরে পোলিশ প্রতিক্রিয়াশীল ও লণ্ডন এবং ওয়াশিংটনে তাহাদের সমর্থকদের মুখোস খুলিয়া যাওয়া উচিত।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

সম্পাদক: বঙ্কিম মুখার্জি এম,এল,এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটীর সাপ্তাহিক পত্র

প্রতি সংখ্যা ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪॥০, ৬ মাস ২॥০, ৩ মাস ১।০

২য় বর্ষ ● বুধবার, ২রা জুন ১৯৪৩, ১৯শে জৈষ্ঠ ১৩৫০ ● ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি সম্মেলন

● দেশপ্রেমিক রাজনীতিই পার্টিকে জোরালো করিয়াছে ●

২৬শে মে বোম্বাই-আর-এম-ভাট হলে কমিউনিষ্ট পার্টির ডেলিগেট কনফারেন্স সুরু হইয়াছে। হলটী অতি সুন্দর করিয়া সাজানো। হলে ঢুকিয়াই মাথার উপর দেখা যায় রক্তগোলাপে পেষ্ট-বোর্ডের উপর সাজানো কাস্তে হাতুড়ি। মঞ্চের উপর বিরাট মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্ ও লেনিন-ষ্টালিনের ছবি লাল সালুর পটভূমিতে। হলের চারদিকে বিশ্বের কমিউনিষ্ট নেতাদের ছবি। দত্ত, ব্রাড্‌লে, ব্রাউডার, পাসিওনারা, মাও, চু-তে, কোটানে, পলিট প্রভৃতি। বিভিন্ন শ্লোগানও ছিল। মঞ্চের সামনে জাতীয় পতাকার উপর জহরলাল, লীগ পাতাকার উপর জিন্না। মাঝখানে লাল পতাকা। মঞ্চের উপরে ছিলেন সভাপতি মণ্ডলীর ৭ জন—মুজফ্‌ফর, ডাঙ্গে, কুলকার্ণী, বৈদ্য, নার্গিস বাট্‌লিওয়ালা, কৃষ্ণ পিল্লাই ও মণিকুন্তলা; তাছাড়া রণদিভে, অধিকারী, সারদেশাই, কৃষ্ণান প্রভৃতি।

ইহার পর মালাবার কমরেডরা কাইয়ুরে স্মরণে গান করেন। একজন কাইয়ুর কমরেডের ভাই কাইয়ুর পরিবারদের পক্ষ হইতে অভিনন্দন জানান।

তারপর সুরু হয় কমরেড যোশীর রিপোর্ট। পার্টি আজ কত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, পার্টিতে আজ ভারতের দেশপ্রেমিক সমস্ত শ্রেণীর জনগণের শক্তি আসিয়া মিলিয়াছে, তাহা কমরেড জোশী রিপোর্টে আলোচনা করেন। তিনি বলেন: আমাদের মাঝে আজ আসিয়াছেন ৮০ বছরের বৃদ্ধ বাবা সোহন সিং ভাখনা—যিনি গদর পার্টির প্রতি-ষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। তিনি যখন বিপ্লবী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন আমরা অনেকেই জন্মলাভ করি নাই। আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন—সোহন সিং জোশ এবং তেজা সিং স্বতন্ত্র, যাঁরা আকালী আন্দোলনের নেতা। আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন নাথুরিপাদ—ইনি কেরাল প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন; আহমেদ—ইনি ইউ-পি কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন; সোহন সিং ছিলেন পঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক; বঙ্কিম ছিলেন বাংলা কংগ্রেসের ভাইস্-প্রেসিডেন্ট।

এই হলের মধ্যে আছেন ১৩৯ জন প্রতিনিধি—দেশপ্রেমিক জনসাধারণের প্রত্যেক অংশের মধ্য হইতে ইঁহারা আসিয়াছেন। ৮৬ জন আসিয়াছেন, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে, ২৫ জন কৃষকের মধ্য হইতে, ২২ জন মজুর, ৩ জন জমিদার, ২ জন ছোট জমিদার, ১জন ব্যবসায়ার। আর কোন পার্টির নেতৃত্বে দেশের শ্রমজীবী শ্রেণী এমন ভাবে আসিয়া মেলে? কোন পার্টিতে কমরেড মুজফ্‌ফর ও ডাঙ্গের মতো বিপ্লবী আছে? কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম হইতে যৌবনের উদ্যম নিয়া ইঁহারা যে কাজ সুরু করিয়াছেন আজও তাঁরা সেই কাজে ব্রতী। তাঁদের সেই বৈপ্লবিক নিষ্ঠা আজ পার্টির বিপুল শক্তির মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে।

পার্টির রাজনীতি ব্যাখ্যা করিয়া কমরেড জোশী বলেন যে আজ আমাদের পার্টি তার রাজনীতির জোরেই দেশের লোকের মধ্যে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এই রাজনীতি আজ ধীরে ধীরে কংগ্রেসভক্ত দেশপ্রেমিকদের ও মুস্লিম লীগ দেশ-প্রেমিকদের অনুপ্রাণিত করিতেছে—ঐক্যের পথে ক্রমশই সকলে আগুয়ান হইতেছে।

আজকের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। এই সঙ্কটে জাতীয় ঐক্যের পথে আমাদের এক পা আগানো মানে সংকট সমাধানের দিকে এক-পা আগানো। পঞ্চমবাহিনীর উপর আমাদের প্রত্যেকটি আঘাত মানে লাল ফৌজের আঘাতকে জোরালো করা। আমলাতন্ত্রকে সামান্য একটুও নাড়ানো মানে আমাদের স্বাধীনতার দিনকে নিকটবর্ত্তী করা। আমরা যদি সংকট সমাধানের জন্য কাজ করিয়া যাই, তবেই অপরেও তাদের কাজ দিয়া আমাদের সাহায্য করিতে পারিবে।

★ কমিউনিষ্ট পার্টি সম্মেলনে ★

● বাংলার বিপ্লবী বন্দীদের অভিনন্দন ●

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার, আন্ত-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের মামলার ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীগণ জেলের মধ্য হইতে অভিনন্দন পাঠাইয়া ছেন:—

কমরেডস্, জেলের মধ্যে আপনাদের যে সব কমরেড রহিয়াছেন, তাঁদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন। জেলের মধ্যেই অনেকদিন আগে মার্কস্-লেনিনের মতবাদে বিশ্বাসী হইয়াছি এবং সেই দিন হইতে আমাদের পার্টি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিকে অনুসরণ করিয়া যাইতেছি।

কমরেডস্, এমন একটা সময়ে আমাদের জাতীয় সম্মেলন হইতেছে, যখন স্বাধীন দুনিয়ার স্বাধীন ভারতের শেষ সংগ্রাম চলিতেছে—যখন আমাদের পার্টি সোভিয়েট, চীন, বৃটেন, আমেরিকার ভাইদের সঙ্গে ও দুনিয়ার সকল জনগণের সঙ্গে একই রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া ফ্যাসিজম ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে লড়িতেছে।

জয় যখন এত নিকটে, তখন ভারতের জনগণের মধ্যে ভিতর ও বাহির উভয় দিক হইতেই প্রতিক্রিয়া আসিতেছে। ভারতবাসী এখনও জাতীয় গভর্ণ-মেণ্ট গঠন করিতে পারে নাই। আমাদের জাতীয় নেতাদের জেলের মধ্যে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে, ফাসিষ্ট বিরোধী ফ্রণ্টে ভারতবাসীকে সংহত করিতে তাঁদের দেওয়া হয় নাই—অখণ্ড ভারত আজ জাপানী আক্রমণের মুখে। দেশ প্রেমিকরা এখনও একতাবদ্ধ হয় নাই, সেই সুযোগে এখনও আমলাতন্ত্র মাথার উপর চাপিয়া বসিয়া, তারই ফলে জাতীয় সঙ্কট বাড়িয়া যাইতেছে। ভারতকে বর্ম্মার দুর্ভাগ্যের পথে আগাইয়া দেওয়া হইতেছে।

একমাত্র শক্তিশালী কমিউনিষ্ট পার্টিই জোর করিয়া বলিতে পারে যে ভারতকে এই দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা করিব। কারণ কমিউনিষ্ট পার্টিই সমস্ত জন-সাধারণকে দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ করিতেছে, ধ্বংসমূলক কাজ হইতে কংগ্রেস-দেশভক্তদের সরাইয়া আনিতেছে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য, নেতাদের মুক্তির জন্য সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেছে। একমাত্র এই পার্টিই খাদ্য-সংকট সমাধানের জন্য সকল প্রতিষ্ঠানকে মিলাইতেছে, উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। একমাত্র এই পার্টিই দেশরক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট কায়েম করিবার পথে চলিয়াছে। কমিউনিষ্ট পার্টিকে শক্তিশালী করা তাই প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের কর্ত্তব্য।

কমরেডস, আপনাদের উপর গুরু দায়িত্ব। আমরা জানি আমাদের পার্টি নিশ্চয়ই জয়ী হইবে। আমাদের পার্টি লেনিন, ষ্ট্যালিন, মাও-সি-তুং-এর পার্টি। আমাদের কমরেডরা সেই ধাতুতেই গড়া যে ধাতুতে গড়া কায়ুরের শহীদ ও ষ্ট্যালিনগ্রাদের বীররা। কমরেডস্, জয় ও স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হউন। পৃথিবীর জনগণের দৃষ্টি আপনাদের উপর নিবদ্ধ। জেলের মধ্য হইতে আমরাও সেই দিনের অপেক্ষায় থাকিব, যে দিন আমাদের পার্টির শক্তির জোরে আমরাও আপনাদের সঙ্গে সংগ্রাম ক্ষেত্রে মিলিতে পারিব। লাল সালাম!

পার্টিই দেশকে বাঁচাবে

আমাদের পার্টি কংগ্রেস এমন একটা সময়ে হইতেছে, যখন আমাদের মাতৃভূমি চরম বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। আরাকান ফ্রণ্টের লড়াই ভণ্ডুল হইয়া গেল। জাপানীরা বাঙ্গার সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কংগ্রেস নেতারা জেলের মধ্যে আবদ্ধ, কংগ্রেস বে-আইনী। সমস্ত দেশ জুড়িয়া গভীর খাদ্য-সংকট। এই অবস্থায় আমরাই একমাত্র পার্টি, যার একটী দৃঢ় ও স্পষ্ট নীতি আছে অচল অবস্থার সমাধান করিতে—যার দ্বারা জাতীয় নেতাদের মুক্তি আসিবে, জাতীয় গভর্ণমেণ্ট কায়েম হইবে।

—পি-সি-জোশী

বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির অভিনন্দন

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম ঐতিহাসিক সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিতেছি। আজকের দিনে সবচেয়ে জরুরী কাজ হইতেছে যে—অচল অবস্থা ঘুচাইবার জন্য, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য এবং সম্মিলিত জাতির সাথী হিসাবে জাতীয় গভর্ণ-মেণ্ট গঠনের আলোচনা চালাইবার জন্য নূতন করিয়া ভারতের ও বৃটেনের জনগণের সম্মিলিত চেষ্টা হওয়া দরকার।

আমরা দৃঢ়ভাবে জানাইতেছি যে গভর্ণমেণ্টের নীতির পরিবর্ত্তনের জন্য এখানে শ্রমিক শ্রেণীকে ও গণতান্ত্রিক মতকে সুসংহত করিতে আমরা সমস্ত রকমের চেষ্টা করিব। আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনাদের সম্মেলনের নেতৃত্ব ভারতের সমস্ত দেশ-প্রেমিককে জাতীয় ঐক্যের সক্রিয় নীতির পিছনে সংহত করিবেন, যে নীতি ভারতরক্ষার ও ভারতের স্বাধীনতার পথ করিয়া দিবে।

—হ্যারি পলিট, পাম দত্ত, উইলিয়ম রাষ্ট এবং উইলিয়ম গ্যালাকার।

পার্টির পিছনে সকল শ্রেণীর জনগণ

আমাদের দেশপ্রেমিক নীতির পিছনে আজ দাঁড়াইয়াছে জনগণের সংগঠিত শক্তি—৩ লাখ মজুর, ৩ লাখ কিষান, ৪১ হাজার মেয়ে, ১৯ হাজার যুবক, ৩৯ হাজার ছাত্র, ৮ হাজার কিশোর এবং ৩২ হাজার রেড-গার্ড।

—পি-সি-জোশী

সম্পাদকীয়

ঐক্যের পথ রোধ করিতে দিব না

গান্ধীজী জেল হইতে জিন্না সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাঁহার কাছে একটী চিঠি পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন—ভারত গভর্ণমেণ্ট গান্ধীজীকে এই সুযোগ দিতে রাজী নয়, সরকারী বিবৃতিতে বেশ জোরালো ভাষায় এই কথা জানান হইয়াছে। আমলাতন্ত্র দেশের সংকট সমাধান করিতে পারিতেছে না, সে বিষয়ে তাদের স্বীকৃতি এতটুকু নাই—কিন্তু সংকট সমাধানের ও শাসনতান্ত্রিক মীমাংসার পথ যখনই একটু খুলিয়া যায়, তখনই আমলাতন্ত্রের সদস্য বিবৃতি বাহির হয়—পথ খুলিয়া দিব না।

সরকারী বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, মিঃ গান্ধীকে আগে গভর্ণমেণ্টের কাছে সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করিতে হইবে যে তাঁকে জনসাধারণের কাজে যোগ দিতে দিলে কোনো গোলমাল হইবে না। আমলাতন্ত্র যতই জোর গলায় এই কথা বলুক না কেন, দেশের লোকের কাছে ও পৃথিবীর লোকের কাছে ঘটনাবলী ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, আমলাতন্ত্রকেই আজ পরিষ্কার করিয়া জানাইতে হইবে যে তারা সংকট সমাধানের জন্য ভারতের জনসাধারণের সঙ্গে মীমাংসা করিবে কিনা। গান্ধীজীর নামে দোষ চাপাইয়াই আজ আমলাতন্ত্র নিজের দোষ ঢাকিতে পারে না—জনসাধারণকে ভুল বুঝাইবার সে দিন আর নাই। বরং, যতই আমলাতন্ত্র সেই চেষ্টা করিতেছে, ততই জনসাধারণের কাছে তার স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে।

গান্ধী-লিনলিথগোর পত্রাবলী হইতে গান্ধীজীর উদ্দেশ্য, সংকট সমাধানের জন্য তাঁর ব্যাকুল আগ্রহ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। জাতীয় গভর্ণমেণ্টের জন্য জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি দৃঢ় হইল। এই ঐক্যকে ঠেকাইয়া রাখার সহজ অজুহাত আমলাতন্ত্র কিছু পাইল না। আমলাতন্ত্র চেষ্টা করিল জোর করিয়া অচল অবস্থা জিয়াইয়া রাখিতে। এক এক করিয়া আমলাতন্ত্র অস্ত্র ছাড়িতে লাগিল। ম্যাক্সওয়েলের ইস্তাহার বাহির হইল, হোয়াইট পেপার ছাপা হইল, সাপ্রু-ডেপুটেশনকে গান্ধীজীর সহিত দেখা করিতে দেওয়া বন্ধ করিতে হইল, আমেরিকান দূত ফিলিপ্‌সকেও অনুমতি দেওয়া হইল না। সর্ব্বদলীয় নেতৃবৃন্দ দাবী করিলেন গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাদের সম্বন্ধে তদন্ত করা হউক। আমেরি সাহেব লিনলিথগোর দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলেন—উনি যা ভাল বোঝেন করিতেছেন। আমলাতন্ত্রের হাতে যত অস্ত্র ছিল এমনি করিয়া তা শেষ হইয়া গেল। জনসাধারণকে কৈফিয়ৎ দিবার মতো উপায় আর তার নাই। এখন তাই আমলাতন্ত্র সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত। গান্ধীজী জিন্নার কাছে একটী চিঠি লিখিয়া দেখা করিতে চাহিলেও আমলাতন্ত্র ভীত হয়—বুঝি এইবার জাতীয় গভর্ণমেণ্টের পথ খুলিয়া যায়। জিন্নার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মধ্যে আমলাতন্ত্র 'পাবলিক এ্যাফেয়ার' অর্থাৎ 'জনসাধারণের কাজের' ভূত দেখিয়া আঁতকাইয়া উঠে!

এমনি অবস্থায় আজ আমলাতন্ত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যে 'জনসাধারণের কাজ' হইতে গান্ধীজীকে আলাদা করিয়া রাখিয়া আমলাতন্ত্র ভাবিতেছে সে বাঁচিয়া যাইবে, সেই কাজের জন্যই আজ শুধু ভারতের জনগণ নয়, সমস্ত পৃথিবীর লোক, সম্মিলিত জাতির জনগণ দাবী করিতেছে—গান্ধীজীকে ও অন্যান্য নেতাদের ছাড়িয়া দেওয়া হউক। সেই কাজের উপরই আজ নির্ভর করিতেছে ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে ধ্বংস করা, নির্ভর করিতেছে সম্মিলিত জাতির স্বার্থ, দুনিয়ার জনগণের মুক্তির প্রশ্ন। ভারতের আমলাতন্ত্র অন্ধ আবেগে আজ সেই পথটাই বন্ধ করিয়া দিতেছে।

ইহার দ্বারা আমলাতন্ত্র আজ সমস্ত সম্মিলিত জাতির কাছেই কোণঠাসা হইল। আজ আমলাতন্ত্রকে নির্ভর করিতে হইতেছে 'রয়টারের' সেই খবরটুকুরই উপর, যাতে বিলাতের সরকারী মহলের সমর্থন ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু 'রয়টার' যতই ঢাক পিটাইয়া এই খবর প্রচার করুক না কেন, সরকারী মহলের প্রতিক্রিয়াশীল অংশটুকুর পাশে বৃটেনের প্রগতিশীল জনমতের যে অভিযাত্রি মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান, প্রভৃতি অন্যান্য পত্রিকার মত দিয়া হইতেছে, জনসাধারণের কাছে তার মূল্য অনেক বেশী।

একদিকে আমলাতন্ত্র জনগণের শেষ সমর্থনটুকুও হারাইতে বসিয়াছে; অন্যদিকে ভারতে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি দৃঢ়তর হইতেছে—ইহাই আজিকার ঘটনার প্রকৃত পরিচয়।

গান্ধীজীর অনশনের পর হইতে অবস্থা অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে। মুস্লিম লীগ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছে যে সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে ভারতের স্বাধীনতা লাভই তার উদ্দেশ্য। মুস্লিম লীগ অধিবেশনে মিঃ জিন্না বলিয়াছেন যে গান্ধীজীর সহিত দেখা হইলে অনেক সমস্যার মীমাংসা হইয়া যায়। মুস্লিম লীগের এই মনোভাবকে গান্ধীজীও সাগ্রহে বরণ করিয়া লইয়াছেন। সেই জন্যই আজ তিনি জিন্নার সহিত দেখা করিতে ব্যগ্র। সঙ্গে সঙ্গে আজ জনগণের মধ্যেও কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের প্রশ্নে আগের চেয়ে অনেক বেশী একতা আসিয়াছে। মুস্লিম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থনে আজ জাতির প্রগতিশীল অংশ আগাইয়া আসিতেছে। মুস্লিম দেশভক্তগণও কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবীতে ক্রমেই সম্মিলিত হইতেছেন। দেশের সংকট একতার পথ দ্রুত তৈরী করিয়া দিতেছে। ঐক্যের এই বিপুল সম্ভাবনাই আজ আমলাতন্ত্রকে এত সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই ঐক্যকে ভাঙ্গিবার জন্যই আমলাতন্ত্র তার শেষ অস্ত্র হানিতেছে।

এইখানেই আজ দেশপ্রেমিকদের দায়িত্ব সব চেয়ে বেশী। আমলাতন্ত্রের আঘাতে বিজাগ্র ও বিচলিত হইলে চলিবে না, ঐক্যের পথে আরও জোর কদমে আগাইতে হইবে, সমস্ত হিন্দু মুসলমান জনগণকে এই পথে মিলাইতে হইবে।

গান্ধীজীর প্রসারিত হস্ত দেখিয়াও মিঃ জিন্না সন্দেহে পিছাইয়া আসিতেছেন—মুস্লিম লীগ নেতৃত্বের এই দ্বিধা ও সংশয় আজ কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের নূতন সম্ভাবনা কে ব্যাহত করিবার উপক্রম করিয়াছে। এই সংশয় কাটাইবার দায়িত্ব যেমন মুস্লিম জনসাধারণের, তেমনি কংগ্রেসী জনসাধারণের। 'জিন্না সাহেব বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছেন'—এই ক্ষোভ লইয়া বসিয়া থাকার আজ সময় নয়। কংগ্রেস-লীগ মীমাংসা না হইলে, জাতীয় নেতারা মুক্ত না হইলে, জাতীয় সরকার গঠন না হইলে আজ দেশকে সংকট হইতে উদ্ধার করা যাইবে না। এ বিপদ যেমন কংগ্রেস জনসাধারণের, তেমনি মুস্লিম জনসাধারণের—এ বিপদ সমস্ত ভারতবাসীর। তাই আজ মুস্লিম লীগকে ঐক্যের পথে আগুয়ান করিবার জন্য হিন্দু-মুস্লিম উভয়কেই চেষ্টা করিতে হইবে। সন্দেহ ও সংশয়ের মূল যা, সেই আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার স্বীকার করিবার আন্দোলন আরও ব্যাপকভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। মুস্লিম জনসাধারণকে আগুয়ান তুলিতে হইবে—গান্ধীজীর সহিত দেখা করিতে জিন্না সাহেব আগাইয়া যাউন। এক স্বার্থে, বাঁচিবার সমান আওয়াজে, স্বাধীনতার সম-ব্রতে হিন্দু মুসলমান জনগণ যদি ঐক্যের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, তবে কোনো নেতৃত্ব পিছাইয়া থাকিতে পারে না, ঐক্যের পথ রোধ করিতে পারে না—কংগ্রেস লীগ ঐক্য গড়িয়া উঠিবেই।

এই ঐক্য-আন্দোলনের জোরেই গান্ধীজী ও নেতাদের মুক্তি সম্ভব হইবে। জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের পথ পরিষ্কার হইবে। তাহাই হইবে আমলাতন্ত্রের 'না'-র জবাব।

আলোচনা

● জনগণের সহযোগে খাদ্য-সেন্সাস করো
● খাদ্য-সম্বন্ধে হিসাব দাও
● দুঃস্থদের রিলিফ দাও

বাংলা সরকার সম্প্রতি সারা বাংলার প্রত্যেকটী পরিবারের কত খাদ্য দরকার ও জনসাধারণের ঘরে ঘরে কত খাদ্য মজুত আছে তাহার হিসাব নেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক পরিবারের ঘরে ছ' মাসের মত খাদ্য মজুত থাকিতে পারে—কিন্তু তাহার বেশী খাদ্য মজুত থাকিলে তাহা বাড়তি বলিয়া ধরা হইবে ও তাহার হিসাব সরকারী দপ্তরে থাকিবে এবং মজুত মাল মালিকের নিকটেই রাখা হইবে। উত্তর বঙ্গের কোন কোন জিলায় এই হিসাব লওয়ার কাজ সুরু হইয়াও গিয়াছে।

খাদ্য সমস্যার সমাধান করিতে হইলে দেশে যে পরিমাণ খাদ্য আছে তাহা সমস্ত জনগণের মধ্যে ন্যায্য ভাবে বিতরণের জন্য এই প্রকার হিসাব নেওয়ার যে প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা প্রত্যেকেই স্বীকার করিবে। কিন্তু জনগণের ঘরে ঘরে মজুত খাদ্যের সন্ধান করিবার চেয়ে অতি লোভী ব্যবসায়ী যে খাদ্য গোপনে মজুত করিয়া রাখিয়াছে তাহা বাহির করিয়া জনগণের মধ্যে বিতরণ করাই বর্ত্তমানে সরকারের পক্ষে জরুরী কর্ত্তব্য।

জনগণের কমিটিকে মানিয়া লও

এই খাদ্য-হিসাব নেওয়ার কাজ যথার্থ কার্য্যকরীভাবে করিতে হইলে জনগণের সহযোগিতা একান্ত দরকার। জনগণের সহযোগিতা ব্যতীত এ কাজ কখনই সফল হইতে পারে না। লীগ-মন্ত্রীমণ্ডলী বিবৃতি দিয়া খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য জনগণের সহযোগিতা আহ্বান করিয়াছিলেন। কাজেই, এই হিসাব নেওয়ার কাজ শুধুমাত্র স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর ছাড়িয়া না দিয়া, ইহাতে স্থানীয় জনরক্ষা কমিটি ও অন্যান্য গণ-প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা আহ্বান করা লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হইবে।

কিন্তু শুধু হিসাব নিলেই খাদ্য সমস্যার কোন সমাধান হইবে না। হিসাব নেওয়ার পর জনগণের মধ্যে খাদ্য বিতরণের কিরূপ ব্যবস্থা করা হইবে সে সম্বন্ধেও পরিষ্কার করিয়া ঘোষণা করা আজ লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর কর্ত্তব্য। এরূপ সুস্পষ্ট কোন ঘোষণা না থাকার দরুণই পঞ্চমবাহিনী ও স্বার্থান্ধী লোকেরা নানা প্রকার গুজব রটাইয়া জনগণকে ভীতিগ্রস্ত করিতেছে। বর্ত্তমানে খাদ্যের হিসাব নেওয়ার কাজ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি সমস্ত পরিকল্পনাটী জনগণের সামনে পেশ করা না হয় তাহা হইলে কুচক্রীরা নানা প্রকার গুজব রটাইয়া জনগণকে আরও ভীতিগ্রস্ত করিয়া তুলিবে; ফলে বর্ত্তমান সমস্যার উপর আরও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে।

এরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইয়া যাহাতে সমস্যা আরও জটিল না হইয়া উঠে তার জন্য যেমন লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীকে সুবিবেচনার সহিত কাজ করিতে হইবে—অন্যান্য দল ও প্রতিষ্ঠানেরও তেমি খাদ্য সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইতে হইবে। খাদ্য হিসাব নেওয়ার কাজ যাহাতে যথাযথ ভাবে সম্পাদিত হয়—এই কাজ যাহাতে জনগণের স্বার্থের অনুকূলে যায় তাহার জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেকটি দেশপ্রেমিকের কর্ত্তব্য। সরকার হিসাব দিতেছে বলিয়া ইহা হইতে দূরে থাকিলে জনগণের স্বার্থই নষ্ট হইবে।

খাদ্য সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা চাই

খাদ্য সংকট দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে। শুধু যে দাম বাড়িতেছে তা নয়—চাউল দিন দিন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। চাউলের দুষ্প্রাপ্যতা গ্রামাঞ্চলেই সব চেয়ে প্রকট। গ্রামে বহুলোক আজ সপ্তাহে দুইদিন বেলাও খাইতে পাইতেছে না। কলিকাতার খাদ্য সারি দিন দিন লম্বা হইয়া চলিয়াছে। খাদ্যসারি হইতে প্রত্যহই বহুলোক রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যাইতেছে। জনগণের ক্ষুধার সুযোগ নিয়া নানা জায়গায় এবং কলিকাতার খাদ্য সারিতেও কিছু কিছু গুণ্ডা প্রকৃতির লোক গোলমাল বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে সারা বাংলায় এক বিষম খাদ্যাভাব উপস্থিত হইতেছে। চাউলের বদলে আটা প্রবর্ত্তনের কথা মন্ত্রীমণ্ডলী বলিতেছেন। কিন্তু চাউলের বদলে আটা প্রবর্ত্তন কর—এ কথা বলিলেই আজ চলিবে না। মন্ত্রীমণ্ডলীকে আজ খাদ্য জোগানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দুঃস্থ জনগণকে আশু সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা অবিলম্বে দরকার। কেননা, অভাব বাড়িতে বাড়িতে আজ এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে বাঁধা দরে হাতের কাছে চাউল পাইলেও অনেকের কিনিবার সামর্থ্য নাই।

মন্ত্রীমণ্ডলীর তরফ হইতে খাদ্য সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে অনেক বিবৃতি প্রকাশ করা হইয়াছে। সেই বিবৃতিতে যেসব কার্য্য তালিকা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা আজ কার্য্যে পরিণত হউক ইহাই আমাদের দাবী। জনগণের স্বার্থের জন্য মন্ত্রী-মণ্ডলীর উচিত গভর্ণমেণ্টের হাতে কত খাদ্য মজুত আছে, তাহার সঠিক হিসাব প্রকাশ করা। সেই সমস্ত খাদ্য অবিলম্বে লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানের ভিতর দিয়া ও রেশনিং ব্যবস্থায় জনসাধারণের মধ্যে বিলি হউক।

বাংলা দেশে কত পরিমাণ খাদ্য মজুত আছে তাহার সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন রকম মত প্রকাশ করিতেছেন। গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে কোন দিনই সঠিক কোন হিসাব বাহির হয় নাই। এসব কারণে এবং বাজারে চাউলের অভাব দেখা দেওয়ায় জনগণের মনে নানাপ্রকার ভয় সৃষ্টি হইতেছে। বাংলায় কত খাদ্য মজুত আছে তাহার সঠিক হিসাব প্রকাশ হইলে জনগণের মন হইতে এই আশঙ্কা দূর হইবে। খাদ্য যদি সত্যই কম থাকে তবে বাংলার বাহির হইতে যাহাতে আরও অধিক পরিমাণ খাদ্য আমদানী করা যায়, তাহার ব্যবস্থা এখনই করা হউক। এবং যাহাতে সেই আমদানী চাউল ও এখনকার মজুত চাউল মুনাফাখোরদের হাতেই থাকিয়া না যায়, তারজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

জনগণকে সমাবেশ কর

যে খাদ্য পরিস্থিতি সৃষ্টি হইয়াছে ও ভবিষ্যতে যে অনর্থের আশঙ্কা রহিয়াছে—তাহার সমাধানের সমস্ত শক্তি কেবলমাত্র লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর ছাড়িয়া দিয়া কিংবা সরকারী ব্যবস্থাকে সমালোচনা করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কংগ্রেস-লীগ ও অন্যান্য দল ও শ্রেণীকে আজ খাদ্য সংকট সমাধান করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। খাদ্য সংকটে উন্মত্ত হইয়া জনগণ যাহাতে দাঙ্গা হাঙ্গামার পথে না যায়—তাহার জন্য কংগ্রেস-লীগ ও অন্যান্য দলকে ঐক্যবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিতে হইবে। কলিকাতায় খাদ্য সারিতে গুণ্ডা প্রকৃতির যে সমস্ত লোক গোলমাল বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে—জনরক্ষা কমিটিগুলির পিছনে গণ-সমর্থন গড়িয়া তুলিয়া ও গণ-ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করিয়া তাহা বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করা আজ প্রত্যেকটী দেশপ্রেমিকের কর্ত্তব্য। সরকার হিসাব দিতেছে বলিয়া ইহা হইতে দূরে থাকিলে জনগণের স্বার্থই নষ্ট হইবে।

লুঠ দাঙ্গা বন্ধ কর, চোরাই মজুত মাল উদ্ধার কর, খাদ্যের উপযুক্ত সরবরাহ চাই, সমস্ত জনগণের জন্য রেশনিংএর ব্যবস্থা চাই—এইসব জোগানগুলি মিয়া আজ কংগ্রেস, লীগ প্রভৃতি দলগুলিকে ও সকল শ্রেণীকে অগ্রসর হইতে হইবে।

লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীও তাদের কার্য্যগুলি বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য আগাইয়া আসুন—ইহাই আমাদের দাবী।

হিন্দুস্থান কটন মিলের মজুর! সংগঠনকে জোরালো কর

হিন্দুস্থান কটন মিলের মজুরগণ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে কোনো ভাতাই পায় নাই। তার উপর আবার গত ১লা, ২রা ও ৩রা এপ্রিল মিল বন্ধ করিয়া দেওয়ায় মজুরদের ঐ কয়েকদিনের মজুরী মারা যায়। মজুররা তাদের অভাব-অভিযোগ কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইবার জন্য একটি গণ দরখাস্ত করে। এই দরখাস্তে মজুররা নিম্নলিখিত দাবী জানায়:—(১) ১৫৲ টাকা মূল ভাতা (২) কন্‌ট্রোল রেটে চাল-ডাল (৩) মিলের দামে মাসে একখানা কাপড় (৪) উপযুক্ত এ-আর-পি ব্যবস্থা (৫) মিলবন্ধের তিন দিনের মজুরী।

দরখাস্তের কোনো ফল হয় না। কিন্তু তাতে মজুররা দমিয়া যায় নাই। তারা বুঝিল যে ইউ-নিয়নের জোর না হইলে, দাবী পূরণ করিতে কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হইবে না। তাই তারা লাগিয়া গেল ইউ-নিয়ন গড়িয়া তুলিতে। মালিক দেখিল মজুর একতাবদ্ধ হইতেছে, তাই সে ঘোড়াতেই আঘাত করিল। ১৯ই মে ১০জন মজুরকে ও ১৯ই মে ৪জন মজুরকে বরখাস্ত করা হয়। ইহাদের মধ্যে ১০ জন ইউনিয়নের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য। মজুররা তখন লেবর কমিশনরের নিকট তাদের অভিযোগ জানায়। অন্যান্য দাবীর সঙ্গে বরখাস্ত মজুর ভাইদের কাজে ফিরাইয়া নেওয়ার জন্যও তারা দাবী করে। এই দাবীর ফলে কোম্পানী খানিকটা নামিয়াছে—২০৲ মণে চাল দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য দাবী এখনও পূরণ করা হয় নাই। এমন কি চাল দিবার ব্যবস্থাও নিয়মিত হয় নাই।

মজুরের সংগঠনের জোর এখনও হয় নাই, তাই মিল মালিক সামান্য একটা কিছু করিয়াই মজুরদের ভুলাইয়া রাখিতে চায়। ইহা মজুররা বুঝিয়াছে, তাই তারা সংগঠনকে বাড়াইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। গত ১০ দিনে তারা ৪টী সভা করিয়াছে, ৩টা ভলান্টিয়ার মিটিং করিয়াছে, ৩০জন ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করিয়াছে, ৬০ টাকা চাঁদা তুলিয়াছে।

হিন্দুস্থানের মজুররা আজ একলা নয়। তাদের পিছনে দাঁড়াইয়াছে মোহিনী, টেক্সমাকো ও আলম বাজার জুটমিলের মজুররা। তারা যুক্ত মিটিং করিয়া হিন্দুস্থান মজুরদের সংগঠনের জোর বাড়াইবার জন্য ৭০৲ টাকা ও উপযুক্ত ভলান্টিয়ার দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। তারা ইহাও ঠিক করিয়াছে যে লেবর কমিশনর, শ্রম-মন্ত্রী, হিন্দুস্থান মিলের কর্ত্তৃপক্ষ ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রমিক-দাবী মিটাইবার জন্য ডেপুটেশন লইয়া যাইবে।

মালিকের ধমকে মজুর ভড়কায় না একতার জোরে দাবী আদায় করে

বিরলা জুট মিলের মজুরদের মধ্যে তাঁতীরা বরাবর অগ্রণী। কোম্পানী তাই তাঁতীদের উপর সন্তুষ্ট নয়। মজুরদের যে বোনাস দেওয়া হয়, তা তাঁতিদের দেওয়া হয় না। তাঁতীদের নাকি ম্যানেজার বলিয়াছে যে যদি তাঁত ঘরের সমস্ত মজুর ইউনিয়ন গঠন করিয়া ভুল করিয়াছে এই কসুর স্বীকার করে, তবেই তাহাদের বোনাস দেওয়া হইবে। তাঁতীরা একবাক্যে এই সর্ত্তে বোনাস নিতে অস্বীকার করে। তাহারা পাল্টা জবাব হিসাবে মিলের সমস্ত মজুরকে ইউনিয়নের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগে। অতঃপর ইউনিয়নের নির্দ্দেশে ৭শত মজুর অবিলম্বে তাঁত ঘরের বোনাস দাবী করিয়া কোম্পানীর হেড অফিসে, লেবর কমিশনর ও জুটমিল এসোশিয়েসনের নিকট দরখাস্ত পাঠায়। তারপর ইউনিয়নের নেতৃত্বে মজুররা ম্যানেজারের কাছে যায়। মজুরদের একতার জোর দেখিয়া কোম্পানী তাদের নিজেদের কথা রদবদল করিতে বাধ্য হইল। ম্যানেজার তাঁত ঘরের বোনাস দিতে রাজী হইলেন।

মালিকের দায়িত্বহীনতা ভাঙ্গিতে হইলে চাই মজুর-একতা

ফ্রীল প্রোডাক্টসের মজুরগণ দৈনিক ছয় আনা হইতে দশ আনা মজুরী পায়। তাদের কোনো রদদ দেওয়া হয় না। সাড়ে তিন সের করিয়া চাল তারা পাইত, তাও সেড় মাস হইল বন্ধ হইয়াছে। বার বার আবেদন করা সত্ত্বেও কোম্পানী তাদের মজুরীও বাড়াইতেছে না, রদদও দিবে না। অথচ সেদিন বিনা দোষে ২৪ জন মজুরকে জবাব দেওয়া হইয়াছে।

মজুররা তাদের ইউনিয়নের তরফ হইতে লেবর কমিশনরের কাছে যায় ও তাদের দাবী জানায়। লেবর কমিশনরের হস্তক্ষেপের পর কোম্পানী চাল কেনেন। কিন্তু তার দর হাঁকেন ২৭৲ মণ। ছয় আনা মজুরীতে ২৭৲ মণ চাল যে কেনা যায় না, সে বিষয়ে মালিকের ভ্রুক্ষেপ নাই। দেশরক্ষার জন্য মজুরদের কর্ম্মক্ষমতা বাড়াইতে হইবে এবং তা করিতে হইলে তাদের মানুষের মত খাওয়া পড়ার বন্দোবস্ত করিতে হইবে, তা কি মালিক স্বীকার করেন না? মজুররা তাদের দাবীর পিছনে সমস্ত মজুরকে এক করিয়া এক গণদরখাস্ত পাঠাইতেছে। ১৯শে মে একটী মিটিংএ মজুররা আওয়াজ তুলিয়াছে:—১২৷০ দরে চাউল চাই, ২৫% মজুরী বৃদ্ধি চাই, ১৫৲ টাকা মাগগী ভাতা চাই। এ-আর-পির ভাল বন্দোবস্ত চাই। ছাঁটাই মজুরদের কাজে বাহাল করা চাই।

আলেকজাণ্ডার মিলের মজুররা ৭ সের

করিয়া চাল পাইত, কিন্তু চালের দর বাড়ার পর মালিক ৭ সেরের জায়গায় ৩৷০ সের চাল দিবার মতলব করিল। মজুররা ইহার প্রতিবাদ করায় মালিক মজুরদের সামনে এই প্রতিশ্রুতি দিল যে ৬ সের করিয়া চাল দেওয়া হইবে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি কাজে পরিণত হইল না। মিল-মালিক ভাবিয়াছিল যে স্তোকবাক্যে মজুরদের ভুলাইয়া রাখিবে। কিন্তু মজুররা জানে আজ তাদের খাদ্য-ব্যবস্থা করিতেই হইবে, উৎপাদন বৃদ্ধি করিতেই হইবে। অনিচ্ছুক মালিককে বাধ্য করিতে হইবে মজুর দাবী মানিতে। মজুররা তাদের সংগঠনকে বাড়াইতে লাগিয়া গেল। সংগঠনের জোরের কাছে মালিক যে মাথা নত করে, তার পরিচয় তারা পাইল। টিউনিসিয়া দিবসে ৬ শত মজুর একসঙ্গে পুরা-ছুটীর দাবী করিল। মালিক ছুটী না দিয়া পারিলেন না।

মজুরের জোর একতা, মজুরের দায়িত্ব দেশ-রক্ষার জন্য উৎপাদন চালু রাখা ও বাড়ানো, মজুরের দাবী—খাদ্যব্যবস্থা, মজুরী বৃদ্ধি প্রভৃতি। একতাবদ্ধ হইলে কোনো মালিকই মজুরের এই পথে বাধা দিতে পারে না।

মিউনিসিপ্যাল মজুরদের দাবী আদায়

সাহেবগঞ্জ সহরে প্রায় ৩৫০ মেয়ে পুরুষ মজুর মিউনিসিপালিটির অধীনে কাজ করে। তাদের অভাব অভিযোগের দিকে কর্ত্তৃপক্ষের কোনো নজর দিল না। একে খাদ্য সংকটের ফলে সামান্য বেতনে তাদের দিন চলে না। তার উপর সেনিটারী ইন্‌স্পেকটারের হুমকী ও জুলুম লাগিয়াই আছে। মজুররা সঙ্ঘবদ্ধ হইল। তারা সমবেত ভাবে দাবী জানাইল:—(১) গালাগালির জন্য সেনিটারী ইন্‌স্পেকটারের বিচার চাই (২) নিয়ন্ত্রিত দরে চাল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য চাই (৩) মেয়ে ও পুরুষ মজুরের ১০৲ টাকা হারে যুদ্ধ ভাতা চাই। এই দাবী পূরণ না হইলে তারা কাজ করিতে পারিবে না, ইহাও তারা জানাইল। মজুরদের দাবী বিবেচনা করিতে মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হইল। চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যান মজুরদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন। নিম্নলিখিত সর্ত্তে মীমাংসা হইল: (১) সেনিটারী ইন্‌স্পেকটার মজুরদের সহিত অসদ্ব্যবহার করিতে পারিবেন না এবং তার কাজের জন্য মজুরদের কাছে ক্ষমা চাহিতে হইবে। (২) কর্ত্তৃপক্ষ একমাসের মধ্যেই নিয়ন্ত্রিত দরে চাল ও অন্যান্য খাদ্যের দিবে। (৩) যদি উপরিউক্ত ব্যবস্থা না হয়, তবে ১০৲ যুদ্ধভাতা দিতে হইবে। (৪) এই এক মাসের জন্য প্রত্যেক মেয়ে পুরুষ মজুর ৫৲ হারে যুদ্ধ ভাতা পাইবে এবং বারো ৬৲ বেতন পায়, তারা আরও এক টাকা পাইবে। এই জয়ের ফলে মজুরদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়া গিয়াছে। তারা তাদের সংগঠনকে জোরালো করিতেছে।

খাদ্য-দাবী মজুরকে এক করিল

এই একতাকে সংগঠিত করো, ইউনিয়নকে জোরালো করো

সমস্ত জনসাধারণের সঙ্গে মিলিয়া দাবী আদায় করো

দেশরক্ষার জন্য উৎপাদন বাড়াও

প্রায় প্রত্যেক কারখানার মজুরদের সামনে খাদ্য-সমস্যা। আগে কারখানা হইতে যে পরিমাণ চাল, ডাল প্রভৃতি দেওয়া হইত, এখন অধিকাংশ জায়গায় তার পরিমাণ অনেক কমিয়াছে। মজুরের কাজ দেশরক্ষার আসল বনিয়াদ, সুতরাং মজুরকে তরপেট খাইতে দিতেই হইবে, যাতে মজুর উৎসাহ লইয়া কাজ করিতে পারে, উৎপাদন বাড়াইতে পারে। এই দাবীই আজ মজুরের সবচেয়ে বড় দাবী। এই দাবীর পিছনে মজুরের একতা ধাপে ধাপে উঠিতেছে। একতা যত বেশী হইবে, সংগঠনের জোর যত বাড়িবে, ততই মজুরের দাবী শুনিতে মালিক বাধ্য হইবে। তাই আজকে কোনো অবস্থাতেই মজুরকে পিছাইয়া আসিলে চলিবে না। ডেপুটেশনের পর ডেপুটেশন পাঠাও; গণদরখাস্তে লক্ষ লক্ষ সহি করিয়া দেখাও যে সমস্ত মজুর তাদের দাবীর পিছনে এক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইউনিয়নের মধ্যে সমস্ত মজুরকে টানো—যাতে একজন মজুরকেও কেহ ভাঙ্গাইতে না পারে। মিল-মালিককে বুঝাইয়া দাও যে আজকে মিল-মালিক যদি মজুরের সহিত সহযোগিতা না করে, তবে দেশরক্ষা হইতে পারে না। সমগ্র জনসাধারণকে নিজেদের দাবীর পিছনে মিলাও। এই বিপুল গণ-ঐক্য কেউ রুখিতে পারে না। এই ঐক্যের জোরেই মজুর তার দাবী আদায়ও করিবে, উৎপাদনও বাড়াইবে, দেশরক্ষার বনিয়াদও পাকা করিবে।

চাল ও আটা চাই—গণদরখাস্তে সই দাও

চটকল মজুরদের জন্য এই সপ্তাহে সরকার ও মালিকরা যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাহাও ফাঁসিয়া গিয়াছে। বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে ৩ সের চাল ও ৪৷০ সের আটা প্রতি সপ্তাহে দেওয়া হইবে। কিন্তু এই সপ্তাহেই মালিকরা মেঘলা মিলে আটা বন্ধ করিয়াছে। এ্যালায়েন্স মিলেও চাল ও আটা কমানো হইয়াছে। অন্যান্য মিলেও আটা কমানো হইয়াছে। গমের আটা কোথাও দেওয়া হয় না, ফলে আটা খাইয়া মজুরদের শতকরা ৪০ জন অসুস্থ হইয়া পড়ে। চালের দোকানগুলিতেও অব্যবস্থা। দোকানগুলি সারাদিন খোলা থাকে না, ফলে অনেক মজুর দোকান হইতে খাবার পায় না। এবারে আবার চালের বদলে নাকি ছোলা দিবার পরিকল্পনা চলিতেছে। চটকল মজুরদের উপর এই সমস্ত অন্যায় যাহাতে পাকাপাকী ভাবে দূর হয় তারজন্য মজুররা আওয়াজ তুলিয়াছে সরকারী তদন্ত কমিটী চাই। এই দাবীর উপর গণদরখাস্তে হাজারে হাজারে সহি সংগ্রহ হইতেছে। এ্যালায়েন্স মিলের মেয়ে মজুররা সমবেতভাবে ম্যানেজারের কাছে তাদের দাবী জানায়। গনদরখাস্তে সহি করিবার জন্য তাদের মধ্যেও প্রচণ্ড উৎসাহ সৃষ্টি হইয়াছে।

আরো একতা চাই

★ খাদ্য সংকট মিটাইতে ★

চাই মিলিত চেষ্টা ● চাই শৃংখলা রক্ষা

চাই লুঠতরাজ বন্ধ করা

হুগলী—২৩শে মে রবিবার শ্রীরামপুরের ২টী পাড়া হইতে শতাধিক মেয়ে পুরুষের এক ডেপুটেশন কমিউনিষ্ট পার্টির স্থানীয় শাখার নেতৃত্বে পাড়া খাদ্য কমিটির সহযোগীতায় মিউনিসিপ্যালিটির ভার প্রাপ্ত অফিসারের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল পাইবার দাবী জানায়। নির্ব্বাচিত কয়েকজন প্রতিনিধি আলোচনা চালান। আলোচনায় অবস্থার গুরুত্ব ও দাবীর যৌক্তিকতা বুঝিয়া মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষ অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত লোকদের নামের একটি তালিকা রাখেন। প্রত্যেককে ১৫৲ টাকা মণ দরে আধ মণ চাউল দিতে মিউনিসিপ্যালিটি রাজী হয়। মিলিতভাবে শৃংখলা রাখিয়া চলিলে সংকট সমাধানের পথ মিলিবেই—অরাজকতার সৃষ্টি করিলে ফল উল্টা হইবে ইহা অঞ্চলের লোকেরা বুঝিতে শিখিয়াছেন।

ফরিদপুর—অনাহারগ্রস্ত গ্রামবাসীদের সাহায্যের জন্য উনশিয়ার খাদ্য কমিটির ভলান্টিয়াররা আগাইয়া আসিয়াছেন। তাহারা স্থানীয় জনগণের মাঝে থাকিয়া তাহাদের সুখ দুঃখের মাঝে মিলিয়া কাজ করিয়া যাইতেছেন। গ্রামের যারা উপবাসে দিন কাটান তাদের জন্য উলশিয়া খাদ্য কমিটির ভলান্টিয়াররা 'মুষ্টি ভিক্ষা' আদায় সুরু করিয়াছেন। খুব গরীব গৃহস্থও এই মিলিত চেষ্টাকে সমর্থন করিতেছেন—প্রতি দিন এক মুষ্টি চাউল দিতেছেন।

শুঁড়াগ্রামে কোন দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় কয়েকজনে মিলিয়া ৬ মণ ধান লুঠ করে। প্রথমে এই লুঠনকারীদের খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। খাদ্য কমিটির কর্মীরা তখন গ্রামে গিয়া জোর প্রচার চালাইতে থাকেন এবং লুঠতরাজের পথে ধ্বংস অনিবার্য্য এই কথাটা সকলকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। ফলে যাহারা ধান লুঠ করিয়াছিল তাহারা ধান ফেরত দেয়। এই কাজে ঐ অঞ্চলের সবাইয়ের মনে খাদ্য কমিটির ভলান্টিয়ারদের উপর বেশ একটা আস্থা জন্মিয়াছে, এবং স্থানে স্থানে জনসাধারণের সমর্থনের ভিত্তিতে খাদ্য কমিটি গঠিত হইতেছে।

অন্যান্য জায়গার মত কোটালিপাড়াতেও খাদ্য সংকটের ঢেউ আসিয়া পড়ে। কিন্তু প্রথম থেকেই স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা এই সমস্যার দিশাহারা না হইয়া সংকট সমাধানের জন্য ক্ষুধার্ত্ত জনগণের ভিতর কাজ সুরু করিয়া দিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে ১০।১২টি সভা হয়। ঐ অঞ্চলের প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া এবং তাহার সমাধানের দাবী করিয়া স্থানীয় এস, ডি, ও, ম্যাজিষ্ট্রেট ও বাংলা সরকারের নিকট তার পাঠান হয়। ১০০০ সহি সংগ্রহ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত দেওয়া হয়। কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে ১০টি প্রচার বাহিনী গ্রামে গ্রামে প্রচারে বাহির হয়। তাহাদের শ্লোগান ছিল 'লুঠের পথে খাদ্য সমস্যা মিটবে না—ঐক্যের পথেই সমস্যার সমাধান। এই প্রচারের ফলে ঐ অঞ্চলের লোকদের মধ্যে খুব আশার সঞ্চার হইতেছে। সবাই বুঝিতে পারিতেছে, এই দুর্দ্দিনে সকলে এক না হইলে সমস্যার সমুখীন হওয়া যাইবে না। মিলিত হইয়াই আজ সবাইকে চলিতে হইবে।

যশোহর—নড়াইল মহকুমার দুর্গাপুর, ডুমুরতলা ইউনিয়ন কৃষক সমিতির চেষ্টায় পাথারঘাটা বিল অঞ্চলে একটি ছোট খাল কাটা হইয়াছে। উহার ফলে প্রায় ২০০ বিঘা জমির জল নিকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। ২২ নং সার্কেলের সরকারী পুনর্গঠন সমিতি এই ব্যাপারে কৃষক সমিতির সহিত সহযোগীতা করিয়াছে। এই ইউনিয়ন কৃষক সমিতির বিশিষ্ট নেতা মোঃ নুর জালাল নিজে উদ্যোক্তা হইয়া গ্রামবাসীদের সহযোগীতায় একটা ধর্ম্মগোলা স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত গোলা হইতে দুস্থ গ্রামবাসীদের মধ্যে এ যাবত প্রায় ১৫ মণ ধান বিলি করা হইয়াছে।

যশোহর সদর মহকুমার অভয়নগর থানার অন্তর্গত নওয়াপাড়ায় ১৬ই মে রবিবার মহকুমা হাকিম উপস্থিত হইলে একশত কৃষকের এক ডেপুটেশন তাহার নিকট কয়েকটি দাবী পেশ করে। মহকুমা হাকিম তাহাদের দুই শত মণ বীজ ধান সরবরাহের আশ্বাস দেন।

খুলনা—সাতক্ষীরা ইউনিয়ন কৃষক সমিতির কর্ম্মীরা ঐ অঞ্চলের কৃষকদের জন্য ধান জোগাড় করিতে একটি ডেপুটেশন লইয়া স্থানীয় মহাজনের নিকট যায়। ডেপুটেশনের তরফ হইতে মহাজনের নিকট দাবী করা হয় কৃষকদের ধান কর্জ্জ পাইবার ব্যবস্থা করা হউক। মহাজন এই ব্যাপারে প্রথমে কোনরূপ মনোযোগ না দিয়াই উহাদের ফিরাইয়া দেয়, কিন্তু পুনরায় যখন ডেপুটেশন তাহার নিকট যায়, তখন সংঘবদ্ধ কৃষকের এই দাবীর কাছে তাহাকে তাহাদের দাবী মানিয়া লইতে হয়। তখনই ২০০ শত টাকা মূল্যের ধান মহাজন কৃষক সমিতির হাতে দিয়া দেয় এবং ভবিষ্যতে আরও ধান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

★ খাদ্য সম্মেলনের ভিতর দিয়া ★

জনগণের সঙ্ঘবদ্ধ দাবী

প্রতি গ্রামে সস্তা দরের দোকান খোলো, খাদ্যকমিটির হাতে বিলি ব্যবস্থার ভার দাও

যশোহর

গত ১৮ই মে যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার লোহাগড়া স্কুল প্রাঙ্গণে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ ওয়ালিয়র রহমান এম, এল, এর সভাপতিত্বে লোহাগড়া থানা খাদ্য সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেস, লীগ, ব্যবসায়ী সমিতি, কৃষক সমিতি, কমিউনিষ্ট পার্টি, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট প্রভৃতি সকল দল ও প্রতিষ্ঠানের লোকই সভায় যোগ দিয়াছিলেন। সভায় বিভিন্ন শ্রেণীর লোক মিলিয়া প্রায় ৮০০ লোক হইয়াছিল। উপস্থিত সকল দলের ১০ জন বক্তা সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত মতিলাল সরকার সভায় বক্তৃতা করেন। ১৬।১৭ দিনের মধ্যে মাত্র ৬ জন কর্ম্মীর চেষ্টায় এই সম্মেলন সম্ভব হইয়াছে। সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসাবে কর্ম্মীরা ৪টী গ্রামের খাদ্যের সেন্সাস লন, দুইটি বৈঠকি সভা করেন এবং সার্কেল অফিসারের কাছে দুইটি ডেপুটেশন লইয়া যান। ডেপুটেশনে মোট ৪২ জন লোক ছিলেন। ডেপুটেশন ২টী, একটি কৃষকদের তরফ হইতে, অন্যটি মৎস্যজীবীদের তরফ হইতে গিয়াছিল। খাদ্য কমিটির কর্ম্মীদের চেষ্টায় জনসাধারণের মধ্যে সাড়া পড়িয়া যায়। কর্ম্মীদের প্রচারে লোকে সংঘবদ্ধ হইয়া চলার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে শিখিয়াছে। অনেকেই দেশপ্রেমিক ব্যবসায়ী ও অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরা নিজেরাই আগাইয়া আসিয়া চড়া বাজার দর অপেক্ষা কম দরে গরীব জনসাধারণকে চাউল সরবরাহের জন্য কর্ম্মীদের হাতে ১৩৫৲ দেন। কর্ম্মীরা ঐ টাকা দিয়া কম দরে কিছু চাউল কিনিয়া লোহাগড়া, মলিকপুর ও জয়পুর এই তিনটি ইউনিয়নের ২৮টি পরিবারের ২২৮ জন লোককে চাউল সরবরাহ করেন। সম্মেলনে লোহাগড়া প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষকদের জন্য দুই হাজার মন বীজধান, ৩০,০০০৲ টাকা কৃষিঋণ, জমিহীন কৃষকদের মধ্যে পতিত জমি বিলির ব্যবস্থা এবং তাহার চাষ আবাদের জন্য দশ হাজার টাকা সাহায্য দান, তাঁত শিল্পের সাহায্যের জন্যও ২০৲ টাকা হিসাবে মোমিন সম্প্রদায়ের ৩০০ পরিবারকে মোট ৩০০০৲ টাকা ঋণ মঞ্জুর, যেসব অঞ্চলে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, সেই সব অঞ্চলে যথাযোগ্য মজুরী দিয়া টেষ্টরিলিফের কাজ সুরু করা দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া সস্তাদরে চাউল, কাপড় প্রভৃতি সরবরাহের জন্য প্রতি গ্রামে সরকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকান খোলা এবং খাদ্য কমিটির মারফৎ সেইসব জিনিষ বিলির ব্যবস্থার দাবীও জানান হইয়াছে।

হুগলী

গত রবিবার ২৩শে মে তারিখে ব্রাটিশ চন্দননগরের এক খাদ্য সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কলিকাতার কেন্দ্রীয় জনরক্ষা কমিটির কমরেড ভূপেশ গুপ্ত। সম্মেলনে বালক বৃদ্ধ ও মহিলা সমেত ৪০০ শতের অধিক লোক যোগ দেন। ইহার মধ্যে ৫০ জনেরও বেশী মুসলমান ও কয়েক জন মহিলাও ছিলেন।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির একটিতে খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়, অন্য একটিতে পাচুদ্রব্য বন্টন বিষয়ে স্থানীয় সভার অভিযোগ বর্ণনা করিয়া প্রতীকার দাবী করা হয়। তৃতীয় প্রস্তাবে বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীকে সর্ব্বসম্মত পরিকল্পনার ভিত্তিতে সর্ব্বদলের সহযোগীতায় খাদ্য সংকট সমাধানে অগ্রসর হইতে বলা হয়, সভায় চন্দননগরের বর্ত্তমান ২টী খাদ্য কমিটিকে একত্রিত করিয়া জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক একটি খাদ্য কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলনে খাদ্য কমিটির ভলান্টিয়ার দল ও স্থানীয় কিশোর বাহিনী শৃঙ্খলা রক্ষার ভার গ্রহণ করেন। কিশোরেরা নিজেদের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া সম্মেলনের মারফৎ আটা ও মুড়ির চাউল সরবরাহের দাবী করেন। খাদ্য সংকট সমাধানের দাবীতে সর্ব্বদলের সমর্থনের ভিত্তিতে মন্ত্রীসভা গঠন সম্পর্কিত প্রস্তাব লীগ সমর্থক স্থানীয় নেতা ডাঃ আবদুলগণি সাহেব উত্থাপন করেন। বহু অনশনক্লিষ্ট ও অর্দ্ধাহারী ব্যক্তি সম্মেলনে যোগ দেন—সম্মেলনের শেষে তাহারা বিশেষ আশা ও উৎসাহ লইয়া বাড়ী ফেরেন।

ছাত্র কর্ম্মীর অকাল মৃত্যু

গত ২০শে মে ১৬ বৎসর বয়সে ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর হাই-স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র চিত্তরঞ্জন গুহ নিউমোনিয়া রোগে মারা যায়।

১৯৩৯ সালে ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়া সে আজ পার্টি-মিলিটাণ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। কাজের মধ্য দিয়া সে ছাত্রদের নেতৃত্ব অর্জ্জন করে। পার্টি নীতি বুঝিবার ও জানিবার আগ্রহ তার অদম্য ছিল। গরীবের সন্তান, কিন্তু পার্টির জন্য সব কিছু ত্যাগ করিতে সে একটুও কুণ্ঠিত ছিল না। এত অভাব সত্ত্বেও সে কয়দিন আগেও পার্টিকে চাঁদা দিয়াছে। তার মৃত্যুতে একজন উদীয়মান বলশেভিকের অভাব হইল।

শোভনা ইউনিয়ন কৃষক সমিতির কর্ম্মীগণ স্থানীয় মহাজন অভয়চরণ জদ্দারের সহিত খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দেন যে আজিকার এই সংকটের সময়ে সকলকে এক হইয়া খাদ্য সমস্যা সমাধান করিতে আগাইয়া আসিতে হইবে। কৃষক কর্ম্মীদের সহিত এইভাবে আলোচনা করিয়া অভয়বাবু নিজ মনের সন্দেহ দূর করিলেন এবং নিজে আগাইয়া আসিলেন সকলের সাথে এক হইয়া এই সমস্যার মীমাংসার জন্য। গরীব লোকজনদের জন্য ধান কিনিতে তিনি ইউনিয়ন কৃষক সমিতির কাছে ৩০০৲ টাকা দেন। ইহা ছাড়া কৃষক সমিতির অন্যান্য সদস্যে সম্পন্ন কৃষকদের নিকট হইতে প্রায় ১০০০৲ টাকার খাদ্য আদায় করিয়া অভাবগ্রস্থ চাষীদের বিলি করিয়াছে।

গৌরীঘোনা ইউনিয়নে একজন সঙ্গতিপন্ন কৃষককের বাড়ীতে প্রায় ১৫০ জন ক্ষুধিত কৃষক ধান আদায় করিতে যায়। এই গোলমালের খবর শুনিয়া স্থানীয় কৃষক কর্ম্মী কমরেড বলরাম মল্লিক ও হাজারী হালদার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং উপস্থিত জনতাকে লুঠপাটের কুফল বুঝাইয়া দেন। কৃষক কর্ম্মীদের কথায় জনতা শান্ত হয় এবং আর কখনও লুঠতরাজের পথে যাইবে না বলিয়া সংকল্প নেয়।

★

কন্‌ট্রোল ব্যবস্থার গলদ দূর কর

সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার শানবাড়ীতে গভর্ণমেণ্ট হইতে ধান বেচা কেনা কন্‌ট্রোল করিবার জন্য কয়েকজন কর্ম্মচারী আসিয়া বসিয়াছেন। গোপন ব্যবসাকারীদের ঠেকাইবার এই ব্যবস্থাকে জনসাধারণ ভালই মনে করিতেছে। কিন্তু এই কর্ম্মচারীদের উপর যতটা দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা যদি তাঁরা ন্যায়সঙ্গত ভাবে পালন না করেন, তবে ভিতরে ভিতরে বিশৃঙ্খলা ও অন্যায় হইতে বাধ্য। শোনা যায় যে—বড় বড় আড়তদারদের উপরে বা গোপনে যারা মাল চালান দেয়, তাদের উপর এই কর্ম্মচারীরা বিশেষ নজর দেয় না। গরীব ভাগালুদের উপরই তাদের নজর বেশী। এরূপ শোনা গিয়াছে যে পাশ থাকা সত্বেও নাকি তাদের নৌকা ২।৩ দিন আটক রাখা হইয়াছে ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধান বেশী আছে বলিয়া মাপার অজুহাতে ভয় দেখাইয়া টাকা আদায় করারও চেষ্টা হইয়াছে। এই প্রকার অন্যায় যাহাতে না হয়, তার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নজর রাখা উচিত। জনসাধারণের কমিটির সহিত যদি সরকারী কর্ম্মচারীরা সহযোগিতা করেন, তবেই এই সমস্ত অন্যায় রোধ করিয়া ধান বেচা কেনা ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে।

কলিকাতার জনরক্ষা কমিটির কাজ

জনগণের মাঝে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, জনসাধারণের শত্রুকে কোণঠাসা করিতেছে

● খাদ্য সংকট সমাধানের ইহাই পথ ●

কলিকাতার খাদ্য সমস্যা আজ এমন অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, যাতে জনসাধারণ ক্রমেই দিশাহারা হইয়া পড়িতেছে। ১৫৲ টাকার বাঁধা দরে চাউল জনগণের অভাব মিটাইতে পারিতেছে না, কেননা প্রথমতঃ বাঁধা দরের দোকান চাহিদার তুলনায় নিতান্তই অল্প। দ্বিতীয়তঃ—এই দরেও চাউল কিনিয়া খাইবার সামর্থ্য আমাদের দেশের লোকের খুব কমই আছে। তার উপর চোরাবাজার, গোপন লাভের ব্যবসা আজও ঠিক চলিয়াছে। খাদ্য-সারি ক্রমশই লম্বা হইয়া যাইতেছে, অথচ সরকারী বিবৃতি হইতেই জানা যায় যে খাদ্য-সরবরাহ আগের চেয়ে অনেক কমিয়াছে। চালের আরও দোকান খোলা হইবে—এই আশ্বাস বহুদিন হইতেই পাওয়া যাইতেছে—কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তার কোনো পরিচয়ই দেখা গেল না।

খাদ্য-সারিতে কি হইতেছে? শ্যামবাজারের চালের দোকানে ২০ জন লোক অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। নতুন বাজারে খাদ্য-সারিতে অনাহারে একজন লোক মারা গিয়াছে। কলিকাতার বাহির হইতে ক্রমশঃ অজস্র লোক আসিয়া খাদ্য-সারিতে ভীড় জমাইতেছে। ফলে স্থানীয় প্রার্থীদের সঙ্গে গোলমাল হইবার সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে।

কলিকাতার জনরক্ষা কমিটির স্বেচ্ছাসেবকগণ এই সমস্ত খাদ্য-সারিতে কাজ করিতেছেন। হাজার হাজার ক্ষুধাতুর নরনারীর মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখিতেছেন। চাল-বণ্টনে যাতে গোলমাল না হয়, তারজন্য স্বেচ্ছাসেবকরা সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছে। কিউ-এর জনতা জনরক্ষা ভলান্টিয়ারদের সাহায্য পাইয়া আশান্বিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু যারা গোলমাল, বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা দ্বারা খাদ্য সংকটকে আরও বাড়াইয়া দিতে চায়, তারা তো ইহা চায় না। তাই তারা নানা ছুতা লইয়া জনরক্ষা ভলান্টিয়ারদের কাজ পণ্ড করিবার চেষ্টা করিতেছে। গত ২৩শে মে হিন্দুমহাসভার ব্যাজধারী কয়েকটী যুবক হঠাৎ বহুবাজার খাদ্য-সারিতে আসিয়া হাজির হইল। তারা জনরক্ষা কমিটিকে খোলাখুলি বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল। ইহাদের সহিত পঞ্চমবাহিনীর লোকেরাও আসিয়া যোগ দিল। ইহাদের কাজ হইল সাম্প্রদায়িকতার উস্কানী দেওয়া। হিন্দুমহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ অনেক আগেই ঐক্যের জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন—এই সমস্ত গোলমালকারীরা তাদের নেতার নির্দ্দেশই বা কতটা মানিতেছে?

এই গোলমালের ভিতর দিয়া ২৭শে তারিখে বহুবাজার কিউ-এর সামনে একটা লোককে গুণ্ডার দল ছুরি মারে। সেই লোকটা 'রেশন' টিকিট বিলি করিতেছিল, সেই সময় পিছন থেকে তাকে ছুরি মারা হয়। কিন্তু এই প্রবল উত্তেজনার মধ্যেও জনরক্ষা কমিটির ভলান্টিয়াররা আশে পাশের কিউ-এর লোকদের শান্ত ও একতাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিয়াছিল।

আজকে জনরক্ষা কমিটির কাজ এত জরুরী হইয়া পড়িয়াছে যে, অনেক জায়গায় ফুড-অফিসাররা পর্য্যন্ত জনরক্ষা কমিটির সাহায্য চাহিতেছে। টালিগঞ্জে মেয়েদের জন্য একটী চালের দোকানে প্রথম এ-আর-পিদেরই কন্‌ট্রোল ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ গোলমাল বাড়িতে লাগিল, পুলিশের মারপিট সুরু হইল। প্রথম সেখানে জনরক্ষা কমিটী ছিল না—আমাদের মেয়ে কমরেডরা বস্তিতে বস্তিতে ঘুরিয়া সকলকে বুঝাইল যে গোলমাল করিয়া খাদ্যাভাব মিটিবে না—তারা ১৭ জন ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করিল। ফুড-অফিসার এই ভলান্টিয়ারদের হাতে সমস্ত বন্দোবস্তের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিলেন। ব্যালিগঞ্জে ফুড-এক্সিকিউটিভ অফিসার মেয়ে কমরেডদের ডাকিয়া রাসবিহারী এভিনিউএর দোকানের ব্যবস্থার ভার লইতে বলেন। সেখানে এ-আর-পির লোকেরা ঠিকমত কাজ করিতেছিল না। পদ্মপুকুর বাজারে বস্তির ১২ জন মেয়ে ভলান্টিয়ার ৩টা দোকানের ভার লইয়া কাজ করিতেছে।

গত ২৬শে মে পাড়িমাব্রাটা বাজারে একটা দোকানের সামনে ডিউটী করিবার সময় অর্জ্জুন দাস নামক একজন জনরক্ষা-ভলান্টিয়ারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। জনসাধারণের তরফ হইতে তখনি একটী ডেপুটেশন পুলিশ কমিশনরের কাছে যায়। স্থানীয় ফুড-অফিসার এই ডেপুটেশনের সঙ্গে থাকেন এবং ধৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার দাবী পুলিশ কমিশনরের নিকট করেন। সেই বাজারের প্রায় সমস্ত দোকানদাররাও একটী আবেদন করিয়া জানাইল যে এই ভলান্টিয়ার কমরেডটির কাজে খাদ্যবণ্টনের শৃঙ্খলা রক্ষা হইতেছিল। সুতরাং তাকে এখনি ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। জনসাধারণের দাবীর ফলে পুলিশ কমিশনর তাকে ছাড়িয়া না দিয়া পারিলেন না। এই ঘটনার ফলে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে জনরক্ষা কমিটির সৌহার্দ্দ বাড়িয়া গিয়াছে।

ভবানীপুরে কিন্তু ঠিক উল্টা অবস্থা। এখানকার ফুড-এক্সিকিউটিভ অফিসার চান না যে জনরক্ষা ভলান্টিয়াররা কাজ করে। জগুবাবুর বাজারে প্রায় ২ মাস ধরিয়া জনরক্ষা ভলান্টিয়াররা কাজ করিতেছিলেন—ফুড-অফিসার অনেক চেষ্টা করিয়া পুরাণো একটা অর্ডার বাহির করিয়া তাহার জোরে তিনি জনরক্ষা ভলান্টিয়ারদের সরাইলেন এবং তাহার জায়গায় আনিয়া বসাইলেন সিভিকগার্ড ও পুলিশকে। কিন্তু জনসাধারণ তাতে বিরক্ত হইল। এখন সেখানে অবস্থা এমন যে সামান্য একটা লাইন করাইতে গিয়া পুলিশ ও সিভিক গার্ডদের নাজেহাল হইতে হয়। সিভিকগার্ড ও পুলিশের কাজ করিবার জায়গার অভাব নাই। এমন অনেক দোকান ও বাজার আছে, যেগুলোতে শৃঙ্খলা রক্ষার কোনো ব্যবস্থা নাই—সেখানে সিভিকগার্ড ও পুলিশদের পাঠানর চেষ্টা নাই, অথচ সেখানে জনরক্ষা ভলান্টিয়াররা খুব ভালভাবে কাজ করিতেছে, সেইখানেই এদের কর্ত্তব্য যেখাইবার দরকার হইয়া পড়িল! জনরক্ষা কমিটির কাজকে পণ্ড করাটাই কি কর্ত্তৃপক্ষের আসল উদ্দেশ্য?

ফরওয়ার্ড ব্লকিষ্ট ও গুণ্ডার দল উভয়েই আজ এক স্বার্থে মিলিয়াছে জনরক্ষা কমিটির কাজে বাধা দিতে। কিন্তু তারা জনসাধারণের সমর্থন আজ এতটুকুও পায় না। মানিকতলা বাজারে গুণ্ডারা আমাদের জনরক্ষা ভলান্টিয়ার নায়ক কমরেড পরিমল দাসকে মারিতে গিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে কিউ-এর লোকেরা একবাক্যে বলিয়া উঠিল: যদি ইঁহার গায়ে হাত দাও, তবে তোমাকে আমরা সায়েস্তা করিব। ইহার পর গুণ্ডারা আর কি করিতে সাহস পাইবে—তারা সরিয়া পড়িল। আর একদিন গুণ্ডারা যখন গোলমাল করিতেছিল, তখন সাধারণ লোকেরাই আমাদের কাছে আসিয়া বলিল যে, 'জনরক্ষা কমিটী', 'কমিউনিষ্ট পার্টি' ও 'ছাত্র-ফেডারেশনকে' ডাকিয়া আনুন, তারা না হইলে গুণ্ডাদের কোণঠাসা করা যাইবে না। এইভাবেই জনসাধারণের সমর্থন ও বিশ্বাস জনরক্ষা কমিটির উপর আসিয়া পড়িতেছে—আর এই জন্যই পঞ্চমবাহিনীর ও কোনো কোনো পুলিশ কর্ত্তার বিষনজর আসিতেছে 'জনরক্ষা' কমিটির উপর।

খাদ্য-সংকটের সমাধানে জনরক্ষা কমিটির কাজের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ দেশপ্রেমিকদের উদ্বুদ্ধ করা যাইতেছে একতার পথে। জাতি-ব্যাপালে একজন ফরওয়ার্ড ব্লকিষ্ট আমাদের কার্য্যনীতি বুঝিয়া আমাদের সহিত সহযোগিতা করিতেছে। লাতু-লা ব্যাজারে ৪ জন 'সংগ্রামপন্থী' এখন আমাদের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিতেছে। শ্যামবাজারেও এইরকম দুই একজন দেশপ্রেমিককে কাজে পাওয়া গিয়াছে।

জনরক্ষা কমিটির উদ্যোগে কলিকাতার পার্কে পার্কে সভা হইতেছে। কেন্দ্রীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ হইতে ২০টী স্কোয়াড মধ্য কলিকাতার বিভিন্ন জায়গায় ১২টী পথ-সভা করিয়াছে। উত্তর কলিকাতায় ৩টী স্কোয়াড নিয়মিত প্রচার চালাইতেছে। জনরক্ষা কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির একটী মিটিংএ যে প্রস্তাব লওয়া হইয়াছে, তাহাতে গভর্ণমেণ্টের কাছে দাবী করা হইয়াছে:—জনরক্ষা কমিটিকে মানিয়া লওয়া হউক, গভর্ণমেণ্টের মজুত চাল জনরক্ষা কমিটির মারফৎ বণ্টনের ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হউক, অবিলম্বে জনরক্ষা কমিটির অনুমোদন প্রাপ্ত আরও অনেক কন্‌ট্রোল দোকান খোলা হউক, ১১ টাকার মধ্যে চালের দর বাঁধিয়া দেওয়া হউক; সমস্ত দোকানের জন্য লাইসেন্সের ব্যবস্থা করা হউক; প্রত্যেকের বাড়ীর হিসাব লইয়া রেশনের ব্যবস্থা করা হউক।

★

জনগণের মাঝে

দর্জ্জিপাড়ার জনরক্ষা সমিতির ভলান্টিয়াররা দিনের পর দিন প্রকৃত দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্যপালন করিয়া যাইতেছেন। ক্ষুধার্ত্ত, অসহায় নরনারী যখন এক মুঠি চাউলের জন্য বাজারের 'কিউ'তে আসিয়া দাড়ায়, তখন তাহাদের কত না বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। কোথায়ও সিভিকগার্ডদের লগ্ড-ঝম্প, কোথায়ও গুণ্ডাদের অনাচার, কোথায়ও বা অগণিত নরনারীর ভীড়ে বৃদ্ধ, রোগী বা শিশুদের জীবনান্ত হইতে হয়। কিন্তু 'কিউ'র লোকেরা জানে তাহাদের এই বিপদের মাঝেও নির্ভর করিবার লোক আছে—তাই সকল সময়ই জনরক্ষা সমিতির ভলান্টিয়ারদের এরা খোঁজে, মনে করে সেই সব স্বদেশীবাবুরা যদি আসে তবে আমরা চাউল পাইব—আমাদের উপর কোন জুলুম হইতে পারিবে না, আমরা আমাদের সমস্ত মনের কথা তাদের নিকট খুলিয়া বলিতে পারিবই। জনরক্ষা সমিতির উপর সাধারণ লোকের এইরূপ আস্থা গড়িয়া উঠিতেছে।

গত ২৪শে মে বিকাল ৫টায় হাতিবাগান বাজারে যে সমর মেয়েদের চাউল বিলির টিকিট দেওয়া হইতেছিল সেই সময় সেখানে ১৪ জন মেয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এদের মধ্যে ২ জনকে বেলগাছিয়া হাসপাতালে পাঠান হয়। দর্জ্জিপাড়া জনরক্ষা সমিতির ভলান্টিয়াররা বাকী ১২ জনের প্রাথমিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন এবং ইহারা একটু ভাল হইলে প্রত্যেককেই কিছু পরিমাণ চাউল কিনিয়া দেন। পরে প্রত্যেকের সাথে একজন ভলান্টিয়ার তাহাদের বাড়ী পর্য্যন্ত যায়। এদের জন্য যাহা খরচ হইয়াছে সমিতির লোকেরা নিজেদের ভিতর হইতে চাঁদা তুলিয়া তাহা বহন করেন। অর্দ্ধাহারী, অনাহারী মেয়েদের এই অসহায় অবস্থায় যাকে জনরক্ষা সমিতির এই দেশপ্রেমিক কাজ স্থানীয় লোকদের মনে খুবই সাড়া আনিয়া দিয়াছে। জনরক্ষা সমিতিকে সবাই নিজেদের সমিতি বলিয়া মনে করিতেছেন।

★

জনরক্ষা কমিটির উপর খাদ্যবিলির ভার দেওয়া হউক

গত ২০শে মে পরাচা জনরক্ষা কমিটির কর্ম্মী কমরেড তিনকড়ি দাস ও আরও কয়েকজনের চেষ্টায় বস্তির জনসাধারণের একটি সভা হয়। সভায় প্রায় ২৫০ জন লোক উপস্থিত হইয়াছিল। ঐক্যবদ্ধভাবে খাদ্যসংকট সমাধানের জন্য সকলেই যে আগ্রহান্বিত সভার আলোচনায় তাহা বেশ সহজভাবেই ফুটিয়া উঠে। সভায় সকলে মিলিতভাবে, নিম্নলিখিত দাবীগুলি জানায় (১) রেশনিং এর ব্যবস্থা করা হউক এবং চাউল, ডাল প্রভৃতি বিলি করার ব্যাবস্থায় জনরক্ষা কমিটির সহিত সহযোগীতা করা হউক, (২) কন্‌ট্রোলের দোকানের সংখ্যা বাড়ানো হউক, (৩) গ্রামে গ্রামে কন্‌ট্রোলের দোকান খোলা হউক, যাহাতে গ্রামের অধিবাসীরাও গ্রামে বসিয়াই নিয়মিতভাবে খাদ্যদ্রব্য পাইতে পারে। (৪) রেশনিংএর টিকেট বিলির ব্যবস্থা জনরক্ষা কমিটির হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। (৫) অবিলম্বে ষ্টাণ্ডার্ড কাপড়ের ব্যবস্থা করা হউক।

★

গ্রাম্য একতা গড়িয়া উঠিল

হুগলী জেলার আমনান, মৃগচ্যা, আনন্দ নগর ইউনিয়নের কৃষকদের খাদ্য-সংকট অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। সরকারের তরফ হইতে খাদ্য সংকট দূর করিবার ব্যবস্থা কবে হইবে, তার উপর কৃষকরা নির্ভর করিয়া বসিয়া নাই। তারা গ্রামে গ্রামে ছোট-বড় সকল রকমের চাষীদের মধ্যে একতা গড়িয়া তুলিতেছে। সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া আজ পরস্পরের সঙ্গে প্রত্যেকে মিলিতেছে ও যাতে গ্রামে খাদ্যভাব না ঘটে তার জন্য যার উদ্বৃত্ত ধান চাল আছে, তারা তাহা অপরকে বণ্টন করিয়া দিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না।

উকলী গ্রামের থোকা ময়রা মহাশয় ৫৬ মণ ধান বিলি করেন। বৈজলা গ্রামের গণেশ সামন্ত ১০০০৲ টাকা অভাবগ্রস্তদের জন্য দেন। কচুয়া গ্রামের রাখাল মাইতি ৫০ মণ ধান গ্রামবাসীকে ধার দিতে স্বীকৃত হন। গ্রামে গ্রামে আজ সর্ব্বদলের একতার যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা সকলের মনে এই আশা ও ভরসা আনিতেছে যে, তারা এই সংকট হইতে নিজেদের ও দেশকে উদ্ধার করিতে পারিবেই।

JUST OUT

1. **What is to be Done ?**
   by Lenin.
   (*First Indian unabridged Edition.*)
2. **Left wing Communism**
   by Lenin
   (*2nd Edition.*)
3. **Manifesto of the Communist Party**

★ কৃষকের দৃঢ় পণ ★

● কৃষক সমিতিকে মজবুত করিব
● সংঘবদ্ধভাবে সংকট মিটাইব
● পঞ্চমবাহিনীর চেষ্টা ব্যর্থ করিব

কৃষক আজ জাগিয়াছে

ময়মনসিংহের কালুলী হইতে একজন কমরেড লিখিতেছেন :—

নালিতাবাড়ী কৃষক সম্মেলন ব্যাপারে কালুলী এলাকার কৃষকদের মধ্যে কতখানি সাড়া জাগিয়াছিল তাহা এখানকার কাজের হিসাব দেখিলেই স্পষ্টভাবে বোঝা যাইবে। ২০টি গ্রামে সম্মেলনের প্রচারকার্য্য চালানো হয় এবং সাথে সাথে অর্দ্ধ ও সভ্য সংগ্রহও করা হয়।

মাত্র ১০।১১ দিনের চেষ্টায় সভ্য সংগৃহীত হয় ২৫৭ জন, চাউল আদায় হয় ২৸ মণ, ডাল ৸৫ সের, তরিতরকারীও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়

সম্মেলনের দিন সকাল হইতেই অবিরাম বৃষ্টি সুরু হয়। তাহার ফলে দুর্গম পথ দুর্গমতর হইয়া ওঠে এবং পথিমধ্যিত কোরাগুলি পাহাড় হইতে জল নামিয়া ভরিয়া যায়। কিন্তু এই প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ সত্বেও প্রায় ২৫ মাইল রাস্তা পায়ে হাঁটিয়া হাজং, কোচ, রাজবংশী, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শতাধিক কৃষকের এক বিরাট জাঠা কমরেড রাম্ নাগের নেতৃত্বে লাল নিশান ও পোষ্টারসহ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য যাত্রা করে। পথে ইহাদিগকে সাতটি পাহাড়িয়া ঝোরা সাঁতার কাটিয়া পার হইতে হয়। দুর্গম পথ পার হইয়া এই জাঠা যখন জয়ধ্বনি করিতে করিতে সম্মেলনে পৌঁছে তখন রাত প্রায় ১০টা। সম্মেলনের অধিবেশন তখন সমাপ্ত প্রায়। এই জাঠার অনেক কৃষকই সাথে করিয়া সম্মেলনের সাহায্যের জন্য কিছু কিছু চাউল আনিয়াছিল। সেই চাউল যখন তাহারা দান করে তখন সম্মেলনে বিরাট জয়ধ্বনি ওঠে।

এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে যে ২৭ জন কৃষককর্ম্মী কাজ করিয়াছেন তন্মধ্যে ১৬ জন নূতন এবং তাহাদের মধ্যে মুসলমানকর্ম্মী ৩ জন। মাত্র চার মাস কাজের ফলে এই কেন্দ্রে বর্ত্তমানে কৃষকসমিতির সভ্য সংখ্যা ৭৯৯ জন, সমিতি দুইটী, কর্ম্মী ২৭ জন, কাজের কেন্দ্র ২০টি গ্রামে।

কেশবপুরের চিঠি

যশোহর জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত কেশবপুর থানাও দেশব্যাপী খাদ্য সংকটের হাত হইতে রেহাই পায় নাই। ধান চাউলের অভাব এ অঞ্চলের লোকদের মনেও প্রথম প্রথম একটা হতাশার ভাব আনিয়া দেয় কিন্তু স্থানীয় কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের উদ্যোগে খাদ্য সমস্যা সমাধানের যে আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে জনসাধারণের হতাশার ভাব কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছে। এখন সবাই মিলিত হইয়া কাজ করার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে। স্থানীয় মুসলিম লীগ ও অন্যান্য দলের লোকেরা সক্রিয় ভাবে খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের সহিত সহযোগিতা করিতেছেন। কর্ম্মীদের চেষ্টায় যে অঞ্চলে ধান চাউলের ঘাটতি পড়িয়াছে, বাড়তি অঞ্চল হইতে সে অঞ্চলে ধান চাউল রপ্তানী করার ব্যবস্থা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত ৮নং ইউনিয়নে প্রায় ৫৫০ মণ ধান সরবরাহ করা হইয়াছে। যাহারা একেবারে দুঃস্থ তাহাদের বিনা সুদে প্রায় ১৭৫ মণ ধান এবং নামমাত্র সুদে প্রায় ২০০ মণ ধান কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছে।

২৫০০ বিঘা জমি উদ্ধার

কৃষক সমিতির উদ্যোগে ৮নং ইউনিয়নের আড়ুহাড় খালে ভেড়ী ও ছোট ছোট বাঁধ দিয়া লোনা জলের কবল হইতে ২৫০০ বিঘা কৃষিযোগ্য জমি উদ্ধার করা গিয়াছে।

গণ-ডেপুটেশনের ফল

গত ১৭ই মে সদর মহকুমা হাকিম কেশবপুরে উপস্থিত হইলে প্রায় এক হাজার লোকের একটী ডেপুটেশন তাঁহার নিকট হাজির হইয়া খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য কয়েকটি দাবী পেশ করে। ফলে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে (১) কেশবপুর এলাকা হইতে ধান চাউল রপ্তানি বন্ধের ব্যবস্থা করা হইবে, (২) ২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে যতটা সম্ভব বীজধান সরবরাহ করা হইবে (৩) ভেড়ীর জন্য ২৫,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইবে।

পঞ্চমবাহিনীর ব্যর্থ চেষ্টা

লেবার পার্টির নাম করিয়া জন কয়েক লোক জনসাধারণকে উস্কাইবার চেষ্টা করিতেছে। সম্প্রতি একটি অঞ্চলে কয়েক গাড়ী ধান লুঠও হইয়াছিল। খবর পাওয়া মাত্র কর্ম্মীরা সেখানে হাজির হন এবং লুঠ বন্ধ করিয়া ধান গৃহস্থের বাড়ী উঠাইয়া দিয়া ব্যাপারীর দাম শোধ করিয়া দেন।

১৫ হাজার লোকের মধ্যে প্রচার

কর্ম্মীরা গত এক মাসের মধ্যে ৩০টি বৈঠক করিয়া ও ব্যক্তিগতভাবে প্রচার চালাইয়া মোট প্রায় ১৫ হাজার লোককে খাদ্য সমস্যা সমাধানের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমানে অস্থায়ী থানা খাদ্য কমিটির অধীনে ৩০টি খাদ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং দুই শত (অনিয়মিত) স্বেচ্ছাসেবক এই সকল খাদ্য কমিটির অধীনে কাজ করিতেছেন।

★

এমার্জেন্সী নার্সদের অভিযোগ

চট্টগ্রামের

চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের এমার্জেন্সী পুরুষ নার্সদের পক্ষ হইতে আমরা নিম্ন লিখিত চিঠিখানি পাইয়াছি :—

আমরা প্রায় দেড় বৎসর যাবৎ এমার্জেন্সী নার্সরূপে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে কাজ করিতেছি। কিন্তু কলিকাতা, হাওড়া হুগলী ও ২৪ পরগণায় যাঁহারা আছেন, তাঁহারা ৪৯৲ টাকা হিসাবে বেতন পাইতেছেন—যদিও তাঁরা কোনো বিমান আক্রমণে জখম হওয়া কেন করিতেছেন না, কিন্তু আমরা এখানে সবই করিতেছি, অথচ আমরা তাদের চেয়ে কম বেতন পাইতেছি। আমাদের থাকা খাওয়ার কোন বন্দোবস্তও এখানে নাই। সিভিল সার্জ্জেন ও চিফ মেডিকল অফিসারের কাছে আমরা সমস্ত বিষয় লিখিয়াও তার কোনো উত্তর পাই নাই। এ-আর-পি ওয়ার্ডেন পোষ্টে যারা আছেন, তাঁরা ৩০৲ টাকা বেতন ও বিনামূল্যে রেশন ও কোয়ার্টার পাইতেছেন। তাদের অপেক্ষা আমাদের কাজ অনেক পরিশ্রমের। এখানে আমরা ১৫ দিন করিয়া রাত্রি ডিউটি দিতেছি—দিনের বেলায় দুপুরে একঘণ্টা মাত্র খাওয়ার সময় পাই। একঘণ্টায় রান্না করে খাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমাদের হোটেলে খাইতে হয়—তার জন্য ২৲ টাকা করিয়া খাওয়ার চাজ্জ দিতে হয়। কলিকাতার চেয়ে সব জিনিষেরই দাম এখানে অনেক বেশী। এই সমস্ত কিছু খরচ করিতে হয় মাত্র ৪৫৲ বেতন হইতে। ফলে আমাদের কষ্টের সীমা থাকে না। আমরা আশা করি কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন।

● খাদ্য আন্দোলনে ●

★ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ★

মেদিনীপুর—তমলুক থানার ২ নং ইউনিয়নের মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে প্রায় ২০০ শতাধিক মহিলা (হিন্দু-মুসলমান) একত্র হইয়া কোলাঘাট কাপনারাণ রাষ্ট্রিল মিলে যান এবং মিল কর্ত্তৃপক্ষকে জানায় যে ১০৲ টাকা মণ দরে চাউল দিতে হইবে।

প্রথমে কর্ত্তৃপক্ষ পুলাসে খবর দিব বলিয়া ধমক দেয়। এই ধমকে কোন প্রকারে ভয় না পাইয়া মহিলাগণ নিজেদের দাবীতে স্থির থাকেন। তাঁহারা উত্তর দেন "সরকার এবং সরকারের পুলিস আমাদের খাদ্য সমস্যা মিটাইতে পারিতেছে না। সরকারকেও আমরা জানাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি। এখন আমাদিগকে ৩।৪ দিন করিয়া উপবাস করিতে হইতেছে, ডাকুন পুলিস। তাঁরা যদি আমাদের খাদ্য ব্যবস্থা করেন তবে আমাদের চিন্তা করিবার কি থাকে? ইহাই ত আমরা চাই?"

বেগতিক দেখিয়া মিল কর্ত্তৃপক্ষ চাউলের দাম প্রতি মণ পিছু ২৲ কমাইয়া দিতে রাজী হন। কিন্তু মহিলাগণ তাদের দাবীতে দৃঢ় থাকেন, ফলে ম্যানেজার মালিক না থাকায় তাদের দাবী পূরণ করিতে পারেন না। কিন্তু এত্যেকেই /১০ সের করিয়া চাউল দিয়া বলেন 'আজ আপনারা যান, মালিক আসিলে পরে ব্যবস্থা করিব।' মহিলাগণ উক্ত চাউলের মূল্য ১০৲ টাকা হিসাবে দিতে চাহিলে ম্যানেজার তাহা গ্রহণ করে না। শূংখলার সহিত সংঘবদ্ধ হইয়া চলিলে জয় অবশ্যম্ভাবী। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজে দলে দলে স্থানীয় মহিলা যোগ দিতেছেন। সবাইয়ের মনে আসিয়াছে বিশ্বাস—একতার উপর দৃঢ় আস্থা।

মালদহ

মালদহ জিলার কালিগ্রাম ও কাচড়া অঞ্চলে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সংগঠনের জন্য এতদিন জোর প্রচার কার্য্য চলিয়াছে। ফলে কলিগ্রামে একটি মহিলা আত্মরক্ষা সংগঠক কমিটী গঠিত হইয়াছে। ঐ কমিটীর সঙ্গানেত্রী সরোসীবালা সরকার, সম্পাদক বিউটীরাণী সরকার, কোষাধ্যক্ষা আভা লাহিড়ী এবং কমিটীর অন্যান্য সভ্যা হইয়াছেন পুষ্পা লাহিড়ী, লক্ষ্মী মণ্ডল, গঙ্গামণি রায়, বৃহু সরকার, খোকিয়া দাসী। কমরেড ভবানী বসাকের সভানেত্রীত্বে ঐ অঞ্চলে ৫টী বৈঠকী সভা হইয়া গিয়াছে। গড়ে ৮৫।৯০ জন মহিলা সভায় অসিতেন। উপস্থিত মহিলাদের ভিতর শতকরা ১০ ভাগ মুসলমান—শ্রেণী হিসাবে তাহারা কৃষক, মজুর ও মধ্যবিত্ত। খাদ্য সংকটে ঐ অঞ্চলের মহিলারা যাহাতে দিশাহারা হইয়া না পড়েন তাহার জন্য আত্মরক্ষা কমিটি প্রচার চালাইয়াছে; তাহাদের শ্লোগান : ঐক্যবদ্ধ হইয়া খাদ্য সংকট দূর করিব।

খুলনা

গত ১৫ই মে শনিবার খুলনার সদর সার্কেল অফিসার ও সাপ্লাই অফিসার রাড়ুলী কাটিপাড়া বাঁকা ইউনিয়নে যান। গত ডিসেম্বর মাস থেকে স্থানীয় জনরক্ষা কমিটি ইউনিয়ন বোর্ডের সহযোগে নিয়ন্ত্রিত মূল্যের অব্যাপ্তি বিলির ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে। কিছুদিন যাবৎ জেলা কর্ত্তৃপক্ষ নূতন নিয়ম করে যে, একমাত্র ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের মারফত জেলার সর্ব্বত্র কেরোসিন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত মূল্যের জিনিষ বিলি হইবে। এখানে প্রথম হইতেই জনরক্ষা কমিটি প্রতি গ্রামের হিসাব লইয়া বাড়ী প্রতি প্রয়োজনমত তেল ও অন্যান্য জিনিষের হিসাব করিয়া কার্ড বিলি করিয়া দেয়। কোন কোন গ্রামে প্রতি পাড়ার পাড়া-কমিটির মারফত, কোথাও গ্রামের কেন্দ্রস্থল হইতে জনরক্ষা কৌজের সাহায্যে ঐসব জিনিষ বিলি হয়। কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট আইন মত নিজে তেল বিলির ভার লইবার জন্য জনরক্ষা কমিটির বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অভিযোগ করিয়া সাপ্লাই অফিসারকে এই অঞ্চল পরিদর্শন করিতে বলে। সাপ্লাই অফিসারের সাথে প্রতি পাড়ার প্রতিনিধিরা গণ দরখাস্ত সহ জানায় যে, এই প্রকার বিলি ব্যবস্থায় তাদের ভাল হইতেছে। সাপ্লাই অফিসার সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের কর্ত্তৃত্ব নাকচ করিয়া জনরক্ষা কমিটির হাতে সমস্ত নিয়ন্ত্রিত মূল্যের জিনিষ যথা—কেরোসিন, সরিষার তেল, চিনি, আটা ও ময়দা বিলির ভার দিয়াছেন। প্রতিনিধিরা অবিলম্বে এই ইউনিয়নের জন্য নিয়ন্ত্রিত মূল্যে নতায় ধান চাউল সরবরাহ করিবার জন্য, এবং কুইনাইনের জন্য দাবী জানায়। যতদিন না ধান, চাউল সস্তায় আসে ততদিন সস্তায় প্রয়োজন মত আটা সরবরাহের জন্য দাবী করা হয়। সাপ্লাই অফিসার সম্মত হ'ন। অবিলম্বে ধান চাউলের ব্যবস্থার জন্য এই অঞ্চলের আড়ৎদারদের একটি তালিকা ও ধানের হিসাব তাহাকে দেওয়া হয়। সার্কেল অফিসারের কাছে আমন বীজধান কমপক্ষে ৫০০ মণ দিবার জন্য দাবী করা হয়। কোথায় বীজধান আছে সন্ধান দিলে গভর্ণমেণ্ট তাহা কিনিয়া বিলি করিয়া দিবে এই প্রতিশ্রুতি তিনি দেন। পাড়া প্রতিনিধিরা পাড়ায় পাড়ায় প্রয়োজনীয় বীজধানের হিসাব লইয়া তাহা যোগাড়ের চেষ্টা করিতেছে। তাহারা বুঝিয়াছে একতা ও সংগঠন তাদের এই দুর্য্যোগ থেকে বাঁচাইতে পারে।

★

ফসল বাড়াইতে হইলে বাঁধ বাঁধা আগে দরকার

মালদহ জেলার নরহাট্টা ইউনিয়নে বরমজান, ইটাখোলা, মসালদহ এবং কুতুবগঞ্জ নিউনিয়নে কুচিয়াহি ও বরকোল ও কালাপাহাড়দীঘাড়ায় প্রতি বৎসর বন্যার প্রাবল্যে নদার জল শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া হাজার হাজার মণ ফসল প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, (ক) ৩৬০০০ হাজার বিঘা জমি জলে ডুবিয়া যায়, ইহাতে (খ) ১৪৪৪০০০ মণ ফসল নষ্ট হয়। (গ) উক্ত জমি ৫১০০ শত কৃষকের এবং (ঘ) ইহা দ্বারা ৪৫০০ শত গরীব কৃষকের খাদ্য ফসল নষ্ট হয়। শত শত পরিবার ইহাতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে।

গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে খাদ্য ফসলের চাষ বাড়াও আন্দোলন করা হইতেছে। কিন্তু এখানে ফসল বাড়াইবার মূল উপায় এই দীঘাগুলি বাঁধার জন্য গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে কোন প্রচেষ্টার উদ্যোগ এখনও দেখা যাইতেছে না। অবিলম্বে বর্ষার পূর্ব্বে এই দীঘাগুলি বাঁধিয়া দিবার ব্যবস্থা যদি গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে না করা হয় তাহা হইলে গত বৎসরের ন্যায় এবারও ফসল নষ্ট হইয়া খাদ্য সংকটকে আরও চরম করিয়া তুলিবে। অন্যান্য বৎসর কৃষকরা নিজেরাই এগুলি বাঁধিয়া লয়, কিন্তু এবারকার অর্থনৈতিক সংকটের দরুণ সেরূপ সামর্থ্য তাহাদের নাই। অবিলম্বে সরকার হইতে এগুলি সংস্কার করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, খাদ্য ফসলের চাষ বাড়াইয়া দেশরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিবার জন্য। ইউনিয়ন কৃষক সমিতির উদ্যোগে এ বিষয়ে কৃষকদের সই সম্বলিত দুটী গণদরখাস্ত—একটী স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এবং আর একটী বাংলা গভর্ণমেণ্টের সেচ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নিকট পাঠানো হইয়াছে।

যুদ্ধক্ষেত্র প্রতি

★ রুশ-রণাঙ্গণে তুমুল লড়াইয়ের সম্ভাবনা
★ লালফৌজ শত্রুকে রুখিতে প্রস্তুত
★ সাথে সাথে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলো

সোভিয়েট জার্ম্মান যুদ্ধের চরম অধ্যায় উপস্থিত

রোম বেতারে বলা হইয়াছে যে লেনিনগ্রাদ হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সোভিয়েট রণাঙ্গনে ৮০ লক্ষ সৈন্য সন্নিবেশ করা হইয়াছে, সোভিয়েট ও জার্ম্মান পক্ষের এক একদিকে অন্ততঃ দুই শত ডিভিসন আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। কিছুদিন আগে মস্কো হইতেও রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে দুই হাজার মাইলব্যাপী রণক্ষেত্রে নানা স্থানে জার্ম্মানরা নূতন সৈন্য সমাবেশ করিতেছে—এখন যে কোন মুহূর্ত্তে একটা বড় দরের যুদ্ধ বাধিতে পারে। গ্রীষ্মের এই লড়াইয়ে লালফৌজকে তৈয়ার হওয়ার জন্য মস্কো রেডিও হইতে সপ্তাহে এক বাণী প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে লালফৌজকে ষ্টালিনের নেতৃত্বে আক্রমণমূলক যুদ্ধের জন্য তৈয়ার থাকিতে বলা হয়। দুই পক্ষই এখন চরম যুদ্ধের জন্য বড় রকমের আয়োজন ও উদ্যোগ করিতেছে, এখন যে কোন মুহূর্ত্তে প্রচণ্ড লড়াই সুরু হইতে পারে।

ছোট বড় সব আক্রমণের জন্যই লালফৌজ তৈয়ার

আসন্ন বড় রকমের আক্রমণের পূর্ব্বেই জার্ম্মানরা শীতের দারুণ পরাজয় কিছুটা সামলাইয়া লইতে চেষ্টা করিতেছে। এতদিনের প্রায় একটানা অসাফল্যের জের ভাঙ্গিবার জন্য তাহারা মাঝে মাঝে সোভিয়েট ব্যূহে আঘাত হানিতেছে, কোথাও বা ছোট খাটো আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে তাহারা একবার অন্ধকারের আড়ালে থাকিয়া লিসিচান্স্ক অঞ্চলে ডনেৎস নদী পার হইতে চেষ্টা করে। কিন্তু সোভিয়েট প্রহরীদের সজাগ দৃষ্টি তাহারা এড়াইতে পারে নাই, আক্রমণ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। রষ্টভের পশ্চিমেও তাহারা একবার ঢু মারিতে চায়, কিন্তু সেখানেও কোন সুবিধা করিতে পারে নাই। কুবানেও তাই। মরিয়া হইয়া নাৎসীরা এখানে তাহাদের দখল বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। গ্রীষ্ম অভিযানের সময় এই অঞ্চলের গুরুত্ব বুঝিয়াই আঘাতের পর আঘাত খাইয়াও এখানে তাহারা দাঁড়াইতে চাহিতেছে। ইজুয়ামের নিকট এবং সেভেস্নের দিকেও এই একই ব্যাপার। সকল রকমের চেষ্টায় জার্ম্মানদের নিরাশ হইতে হইয়াছে। বিমান বহর দিয়াও তাহারা জায়গায় জায়গায় সোভিয়েট সেনাদের অগ্রবিধার সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছে। কুরস্ক সহরটির উপর অনেকগুলি বিমান লইয়া তাহারা একবার আক্রমণ চালায়, কিছুটা ক্ষতিও করে, কিন্তু নিজেরাই যা খাইয়াছে দারুণ। ৬৫ খানা বিমান তাহাদের নষ্ট হইয়াছে—সোভিয়েট হারাইয়াছে মাত্র ১০ খানা। লাল ফৌজের বিমান বহর যে তাহাদের ভালভাবে শিক্ষা দিতে পারে গোয়েরিং এখন তাহা বুঝিতে শিখিয়াছে। আকাশে, জল বা স্থলপথে যেখানেই জার্ম্মানরা কিছু না কিছু করিতে চেষ্টা করিতেছে সেখানেই তাহাদের দৃঢ় সোভিয়েট বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। লালফৌজকে হানাদৃত করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না।

লালফৌজ আঘাত দিতেও কসুর করিতেছে না

২৭শে মের রাত্রির ইত্তাহাদে নভোরসিস্কের উত্তরপূর্ব্ব অঞ্চলে তীব্র সংগ্রামের কথা বলা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে জার্ম্মান ইত্তাহাদে প্রচারিত হয় যে লালফৌজের কয়েকটি ডিভিসন এই অঞ্চলে জার্ম্মান রক্ষা ব্যূহ ভেদ করিয়াছে। সেই দিনই বিমানযুদ্ধে ৪৮ খানা জার্ম্মান বিমান নষ্ট হইয়াছে এবং মাটিতে অবস্থিত আরও ১৬ খানা ধ্বংস করা হইয়াছে। কুবানের যুদ্ধও বেশ জোরেই আবার আরম্ভ হইয়াছে। লালফৌজের আঘাত জার্ম্মানদের যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছে। ২৯শে মের খবরে প্রকাশ লাল পণ্টন খুব দৃঢ়তার সহিত জার্ম্মানদের বা দিতেছে। জার্ম্মানরা মরিয়া হইয়া লালফৌজকে ঠেকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে—কোন কোন স্থানে হাতাহাতি সংগ্রামও হইতেছে—কিন্তু লালফৌজ আগাইয়াই চলিয়াছে।

লালফৌজের বিমান বহরও জার্ম্মান ব্যূহের পিছনে তাহাদের যোগাযোগের পথগুলি ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতেছে। রুষ রণাঙ্গণে সর্ব্বত্রই লালফৌজের কৃতিত্ব অব্যাহত রহিয়াছে। জার্ম্মানরা খুব চেষ্টা করিয়াও কোন সুবিধা করিতে পারিতেছে না—কেননা লালফৌজের প্রত্যেকটি পণ্টন আজ হিটলারকে চরম আঘাত দিতে বদ্ধপরিকর, ফ্যাসিষ্ট নিধনের পূর্ব্বে তাহারা বিশ্রামের কথাও ভাবিতেই চাহে না।

মিত্রশক্তির বিমান বহরের জোর অভিযান

উত্তর আফ্রিকায় লড়াই শেষ হওয়ার পর মিত্রশক্তি আজকাল তাহাদের বিমান বহর দিয়া ইতালী, জার্ম্মানী ও জার্ম্মানকবলিত দেশগুলির উপর খুব জোরের সহিত বিমান আক্রমণ চালাইতেছে। ইতালীর সিসিলী সার্দ্দিনিয়া, প্যান্টেলারিয়া প্রভৃতি স্থানে অবিশ্রান্তভাবে বোমা ফেলা হইতেছে। ফ্যাসিষ্টরা যে চরম পরাজয়ের দিকে আগাইয়া যাইতেছে ইহা তাহারা বুঝিতেছে এবং তাহাদের নেতাদের বক্তৃতার ভিতর দিয়াই হতাশার ভাব প্রকাশ পাইতেছে—আগেকার উদ্ধত আস্ফালন আজ আর তাহাদের নাই। বোমার আঘাত কেবলমাত্র ইতালীর উপরই পড়িতেছে না, জার্ম্মানীও উহা এড়াইতে পারে নাই। দিনের পর দিন বুটিশ ও আমেরিকান বোমারু বিমানগুলি জার্ম্মানীকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছে জার্ম্মানীকে তাহারা হাঁফ ছাড়িতে দিবে না।

অধিকৃত ইয়োরোপ ও ইতালীতে মিত্রশক্তির এই বিমান অভিযান ফ্যাসিষ্টদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করিতেছে সন্দেহ নাই—কিন্তু শুধু বোমার আঘাতেই শত্রুকে ধ্বংস করা যাইবে না।

পূর্ব্ব এসিয়ারও বর্ত্তমানে একই অবস্থা। চীনে জাপানী দস্যুর দল বার বার যা দিয়াও এই যুদ্ধের কোন চরম সীদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারে নাই। বীর চীনা যোদ্ধারাও পাল্টা আক্রমণ সুরু করিয়াছে। চুংকিংএর ২৩শে মের খবরে প্রকাশ যে চীনা সৈন্য ইয়াংসী নদীর পূর্ব্ব তীরে ইচাং ও ট্যাংইয়াংএর দিকে জোর আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। ঐ নদীর তীর ধরিয়া জাপানারা যে আক্রমণ সুরু করিয়াছে তাহাকে ব্যাহত করিতেই চীনাদের এই পাল্টা আক্রমণ। আবার কোন কোন অঞ্চলে স্থানীয় ভাবে সংগ্রামও হইতেছে, কোথাও হৃত জাপানীরা কিছুটা সুবিধা করিতেছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে চীনারাও কিছু ঘাঁটি দখল করিতেছে।

এদিকে ভারত-বর্ম্মা সীমান্তে জাপানীরা কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পরে বৃষ্টির ভাগ বিমান যুদ্ধে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। জাপানীরা বোমা ফেলিয়া স্থলপথে ভারতবর্ষ আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষায় আছে। মিত্রপক্ষের বিমান হইতেও পাল্টা আঘাত করিয়া জাপানীদের রুখিতে চেষ্টা করিতেছে।

দ্বিতীয় ফ্রণ্টের দাবীতে চার্লি-চ্যাপলিন

● "রুশ-রণাঙ্গনে গণতন্ত্রের জীবন-মরণ নির্ভর করছে" ●

অন্ধকার চিত্রগৃহের মাঝখানে কালো পর্দ্দার উপর পড়ে বিদ্যুতের আলো—ছবিতে ফুটে ওঠে—একটা ছোট্ট সরু দরজা দিয়ে এক পাল ভেড়া ভেড়ী গুতি করতে করতে বেরিয়ে আসছে। ছবি ঘুরলে যায়, দেখা যায় :—একটা কারখানার সরু গেটে—হড় মুড় করে বেরিয়ে আসছে অসংখ্য শ্রমিক। এর পরে সুরু হয় আধুনিক ধনবাদী সভ্যতার চালিত কারখানা আর তার এক শ্রমিক-চার্লি চ্যাপলিনের কাহিনী। হাসির রাজা চার্লি, সারা জগতের চিত্রামোদীদের প্রিয় চার্লি—অসুপম শিল্পীর তুলিতে ফুটিয়ে তোলেন—ধনতন্ত্রের বীভৎসতা, অত্যাচার ও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। যারা হাসতে গিয়েছিল—তারা ফিরে আসে চিন্তিত হয়ে। এ হল "মডার্ণ টাইমসে"র চার্লি। এরও কিছু দিন আগে গান্ধীজী তখন গান্ধী-আরুইন চুক্তির পর বিলাতে। চার্লিও সেখানে। দুই মহামানব একত্র হলেন—চার্লি গান্ধীজীকে ভরসা দিলেন "তুমি তোমার রাজনীতির দ্বারা মানবতার সেবা করছ কিন্তু আমিও আমার ছবি দিয়ে সে কাজ করছি—আমরা দুজনেই একই কাজ করছি।" এ পর্য্যন্ত দরদী চার্লি, মানব প্রেমিক চার্লি, স্বাধীনতার উপাসক চার্লি সিনেমার ঘরেরই মধ্যে। কিন্তু আর তাঁর পক্ষে তাও সম্ভব হল না। আজ নিউ-হয়র্ক সহরে ম্যাডিসন স্কোয়ার পার্কে এক বিরাট জনতার কাছে ছবিতে মূক শিল্পী চার্লি মুখর হলেন রাজনীতিক বক্তা হিসাবে।

তিনি বলতে লাগলেন : রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে গণতন্ত্রের জীবন মরণ নির্ভর করছে। সম্মিলিত জাতিগুলির ভাগ্য আজ কমিউনিষ্টদের হাতে। রাশিয়া যদি পরাজিত হয় তো মহামূল্য বিরাট এসিয়া মহাদেশ যাবে নাজীদের কবলে। এদিকে প্রায় সমস্ত প্রাচ্যভূভাগ জাপানের হাতে হওয়ায় নাজীরা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত যুদ্ধ সম্ভার পেয়ে যাবে। এই অবস্থা হলে হিটলারকে হারাবার সুযোগ কোথায়? মাল সরবরাহ লাইনের দুরবস্থা, হাজার হাজার মাইলের দীর্ঘ পথ, ইস্পাত, তেল ও রাবারের সমস্যা এবং সর্ব্বোপরি রয়েছে হিটলারের ভেদনীতি। এই অবস্থায় রাশিয়া যদি হেরে যায় তো আমরা নিদারুণ দুরবস্থায় পড়বো। কোন কোন লোকের ধারণা রাশিয়ার পরাজয়ে যুদ্ধ ১০।২০ বছর ধরে চলবে। আমার মতে এই ধারণা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। অবস্থা যদি এই রকম চলতে থাকে তো এই দুর্দ্দান্ত শত্রুর সামনে আমাদের ভবিষ্যত অত্যন্ত অনিশ্চিত।

কিসের অপেক্ষা

রাশিয়া সাহায্যের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র—তারা বার বার দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার দাবী করছে। এখনই দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা যায় কি না এ বিষয়ে সম্মিলিত জাতির মধ্যে মতভেদ আছে। আমরা এক সময় শুনি যে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার মত রদদ নেই—আবার আর এক সময় শুনি—আছে। আবার শুনি যে পাছে পরাজয় ঘটে বলে এখন দ্বিতীয় ফ্রন্টের ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে না। যথারীতি তৈরী ও প্রস্তুত না হলে এ ব্যাপার নিয়ে এরা ঝুঁকি নিতে চায় না। কিন্তু কবে কানা কড়ির হিসাবে নিশ্চিত তৈরী হবে তার জন্য কি অপেক্ষা করা চলে—আজ কি গা বাঁচিয়ে চলার দিন? যুদ্ধে নিরাপদ নীতি বলে কোন কথা নেই। জার্ম্মাণেরা ককেশাসের কাছে ককেশাস যদি তারা দখল করে তো রাশিয়ার ৩৫% ভাগ তেল তাদের হাতে যাবে। লাখ লাখ লোক যখন প্রাণ দিচ্ছে—কোটি কোটি যখন প্রাণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত তখনও অন্ততঃ আমাদের মনের কথা সংভাবে খুলে বলা উচিত। লোকের মনে আজ নানা প্রশ্ন। শুনি বিরাট অভিযানকারী সৈন্য আয়ারল্যাণ্ডে রয়েছে, আমাদের রসদবাহি জাহাজগুলির শতকরা ৯৫টী ইউরোপে নিরাপদে পৌঁছায়। ২০ লক্ষ ইংরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে এগোবার জন্য সুসজ্জিত অবস্থায় অপেক্ষা করছে। রুশিয়ার অবস্থা যখন এত সঙ্গীন তখন ওরা কিসের অপেক্ষা করছে?

দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা আমাদের পক্ষে সম্ভব

লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের সরকারী মহল জেনে রাখুন আমাদের এই প্রশ্নগুলি অনেকে সৃষ্টি করার জন্য নয়। লোকের মনে সংশয় দূর করার জন্য, জয়ের জন্য, বিশ্বাস ও একতা উৎপাদন করার জন্যই এই প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর যাই হোক—আমরা তা' গ্রহণ করতে প্রস্তুত। দেওয়ালে পিঠ রেখে রাশিয়া লড়ছে, এই দেওয়ালই হ'ল মিত্রজাতির আত্মরক্ষার সবচেয়ে শক্ত দেওয়াল। আমরা লিবিয়া রক্ষা করতে গিয়ে হেরেছিলাম, ক্রীট রক্ষা করতে পারিনি, প্রশান্ত মহাসাগরে ফিলিপাইন ও অন্যান্য দ্বীপগুলিও আমরা রক্ষা করতে গিয়ে হেরেছি। কিন্তু আমরা রাশিয়াকে হারাতে পারি না—কারণ রাশিয়াই

(শেষাংশ ৮-এর পাতায় দেখুন)

দক্ষিণ

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

গান্ধীজীর চিঠি আটকান সম্বন্ধে

★ মুস্লিম জনমত ★

'ডনের' তীব্র মন্তব্য

গান্ধীজীর পত্র জিন্নার হাতে না দেওয়াতে জিন্নার দৈনিক পত্র 'ডন' সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছে: নিজে কিছুই করিব না এবং অন্যদের চেষ্টায় বাধা দিব—ইহাই কি ভারত সরকারের নীতি? মিঃ গান্ধী জিন্নার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া যে ছোট পত্রটী লিখিয়াছেন তাহা জিন্নাকে দিতে অস্বীকার করার খবর ভারত সরকার মিঃ গান্ধীকে জানাইয়াছে। এ খবরটী ভারত সরকার একেবারে লুকাইয়াও রাখিতে পারিত। কিন্তু বর্তমানে চিঠিটা প্রকাশ না করিয়া তাহারা সারা দুনিয়াকে শুনাইতেছে যে এই চিঠি জিন্নাকে দেওয়া যায় না। তাহারা মিঃ গান্ধী ও জিন্নাকে যে কথা জানাইয়া দিয়াছে। এই ব্যাপারে মনে হয় সমস্ত দেশের ভাগ্যকে লর্ড লিনলিথগো ও মিঃ গান্ধীর রাজনৈতিক কুস্তিগিরির ফলাফলের উপর নির্ভর করানো হইতেছে—আজিকার এই সঙ্কটের দিনে যেন ইহা হইতে বড় আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই।

"জিন্নার কাছে এই পত্র পৌঁছিলে এবং এই সব চিঠি পত্র দিবার ব্যাপারে বৃটিশ সচরাচর যে শিষ্টাচারের নীতি মানে তাহা মানিলে কাহারো কিছুই লোকসান হইত না। যেমন ৮ই আগষ্টের সিদ্ধান্ত নাকচ করিয়া দিলে মিঃ গান্ধীরও কিছু লোকসান হইত না—কারণ এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি স্বয়ং মিঃ গান্ধী বড় আশা করিয়াছিলেন যে লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে তাঁহার যে অন্তরঙ্গতা আছে তাহাতে উভয়ের আলাপ-আলোচনার ভিত্তি গড়িয়া উঠিবে। জেল হইতে বাহিরে রাজনৈতিক নেতাদের কাছে আপোষের জন্য চিঠি পত্র লেখা অন্যায় এই ধারণা একেবারে আহাম্মুকি—কেননা আইরিশ ইতিহাস কিলমাইনহাম চুক্তি হইতে ভাবলিনে ডি ভ্যালেরা কর্তৃক ক্ষমতা অধিকার পর্য্যন্ত সব কিছু ঘটনাই এই ভাকামীর মুখোস খুলিয়া দিবার পক্ষে প্রমাণ।

রাজার প্রতিনিধি যখন জেলে মিঃ গান্ধীর সাথে "প্রিয় লিনলিথগো ও প্রিয় মিঃ গান্ধী" বলিয়া চিঠি পত্র চালাইতে পারেন—তখন গান্ধীকে যতখানি বিদ্রোহী বলা হয় ততখানি তিনি নন। গান্ধী লিনলিথগো পত্রালাপে যাহা বোঝা যায় তাহাতে মিঃ জিন্নাকে তাহার মনোভাব জানিবার জন্য যদি এইরূপ "রাজনৈতিক পত্রালাপের সুযোগ" বর্তমানে দেওয়া যাইত—তাহা হইলে ত্রিভুবন রসাতলে যাইত না।

বাঙ্গালোর মুসলিম লীগের সম্পাদকের বিবৃতি

বাঙ্গালোর মুস্লিম লীগের সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি: "মিঃ জিন্নার সহিত দেখা করিবার জন্য গান্ধীজির অনুরোধকে প্রত্যাখ্যান করার যে দুর্বুদ্ধিমূলক সিদ্ধান্ত ভারতসরকার করিয়াছে তাহাতে সারা দেশময় তীব্র ক্রোধ ও ঘৃণার উদ্রেক করিবে। হিন্দু মুসলমান একতার জন্য আজিকার দিনে সারাদেশে যে প্রবল আগ্রহ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে—তাহা আর কখনও হয় নাই।—একথা ভারতসরকার যে বুঝিতে পারে না ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। সরকার আমাদের দুই মহান নেতাকে রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য একত্র হইতে দিয়া যদি টিউনিসিয়ার বিজয়োৎসব কল্পিত তাহা হইলে তাহা বড়ই শুভ হইত।"

করাচী মিউনিসিপ্যাল কমিটির সভা স্থগিত

মহাত্মা গান্ধীর পত্র জিন্নাকে না দেওয়ার নীতি প্রতিবাদের জন্য সিন্ধু প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক মিঃ ইস্থক হারুনের প্রস্তাব ক্রমে করাচী মিউনিসিপাল করপোরেশন গত শুক্রবারের সভা কোন কাজ করিবার আগেই সেদিনের মত স্থগিত থাকে।

★ পাটি প্রদর্শনী পাটির দর্পণ ★

দামোদর হলের পাশেই পার্টির প্রদর্শনী। প্রবেশ পথে একদল রেড গাইড ভিড়কে সংযত ও সংগঠিত করিতেছে। সকলের চোখে মুখে প্রদর্শনী দেখিবার অদম্য আগ্রহ। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি আজ একমাত্র পার্টি, যে পার্টির সভ্যেরা সব থেকে বেশী সুশিক্ষিত, সব থেকে বেশী আত্মত্যাগী। যারা পার্টিকে আগে বাড়াইয়াছে, যারা পার্টির কাজে মৃত্যুবরণ করিয়াছে, যারা সর্ব্বত্র পার্টিতে দিয়াছে—তাদের সকলের ছবি এই প্রদর্শনীতে। পার্টির নেতৃত্বে অগ্রসর জনগণের ছবি, সোভিয়েট বীরত্বের চিত্র, বিভিন্ন সংগঠনে কাজের হিসাব সমস্ত মিলাইয়া পার্টি প্রদর্শনী শিক্ষার ক্ষেত্র হইয়াছে।

৮টি ঘরে প্রদর্শনীর জিনিষপত্র সাজানো। প্রত্যেক ঘরে একদল করিয়া রেড গাইড, তারা বিভিন্ন ভাষাভাষীদের বুঝাইয়া দিতেছে। একটি ঘরে সোভিয়েটের বীর সেনানায়ক ও মহান্ প্রতিরোধের ছবি। ষ্টালিনগ্রাডের আত্মরক্ষার ছবি, অসমসাহসী দেশপ্রেমিকদের ছবি আর সেই সঙ্গে নাৎসিদের নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলার চিত্র—সমস্ত মিলাইয়া দর্শকের মনে দেশরক্ষার প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। ম্যাক্সিম গর্কির প্রতিকৃতি আর সোভিয়েট শিল্পের নমুনা—তার পাশে ফ্যাসিষ্টদের সংস্কৃতি বিনাশ প্রত্যেকের মনে ঘৃণা উদ্রেক করে।

অন্য একটি ঘরে পার্টির কেন্দ্রীয় অফিস ও কেন্দ্রীয় নেতাদের ছবি। এ সমস্ত ছবি মার্ক্সিষ্ট পত্রিকা 'লাইফে'র একজন বিখ্যাত সংবাদদাতার তোলা। তাছাড়া বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত পার্টির পত্রিকাগুলির সম্পাদকীয় ও ব্যবস্থাপক বিভাগের ছবি। যারা পার্টির জন্য সব কিছু দিয়াছে, তাদের ছবি। আসাম হইতে মালাবার ও পাঞ্জাব পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিভিন্ন প্রাদেশিক পার্টির কর্ম্ম জীবন বিভিন্ন ঘটোর সাহায্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। ম্যাপ ও চার্টের সাহায্যে কাজের হিসাব দেওয়া হইয়াছে। বোম্বাই, কাণপুর, কলিকাতার বাহাদুর মজুর আন্দোলনের ছবি ও সেই সঙ্গে বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে পার্টির শক্তির হিসাব প্রত্যেক দর্শককে অনুপ্রাণিত করে। মুষ্টিমেয় পার্টি সভ্য হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বাধা-বিপত্তি তুচ্ছ করিয়া আজ কমিউনিষ্ট পার্টি ১৬ হাজার সভ্যের পার্টিতে পরিণত হইয়াছে। জনগণের খাদ্য সঙ্কট সমাধানের পথে মেয়েদের আন্দোলন, ফসল বাড়ানোর জন্য দেশপ্রেমিক আহ্বান, খাদ্য চোরদের উপর বিদ্রূপের কশাঘাত, পঞ্চমবাহিনীর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র সব কিছুর মধ্য দিয়া পার্টির দেশরক্ষার আহ্বান প্রত্যেকের মর্ম্ম স্পর্শ করে। ভাষণা ও নাগপুরের কিষাণ মজুর সম্মেলনের ছবি, বিরাট জনসমাবেশের ছবি সমস্ত মিলাইয়া একটি অদ্ভুত প্রেরণা পাওয়া যায়।

অন্য একটি ঘরে প্রগতি মূলক সংস্কৃতি আন্দোলনের যাঁরা পতাকাবাহী—কোশ মলিহাবাদী, নাগর নিজামী, জাথেকর, বিনয় রায় এবং বিভিন্ন প্রদেশের লোককলার ছবি। ঘরের এক এক প্রান্তে ছাত্র আন্দোলন, কিশোর আন্দোলন, মহিলা আন্দোলন ও সোভিয়েট সুহৃৎ আন্দোলনের ছবি। আজ কমিউনিষ্ট পার্টিই প্রত্যেক গণসংগঠন হইতে দেশপ্রেমের আগুনজ্বাল তুলিয়াছে, জাতীয় সঙ্কট সমাধানের পথ দেখাইয়াছে। সব বয়স ও সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক আজ পার্টির আহ্বানে সাড়া দিয়াছে ও সজ্ঘবদ্ধ হইয়াছে।

বাংলা দেশ ও দাক্ষিণাত্যে পার্টি আজ জনগণের জীবনে শিকড় গাড়িয়াছে। জনগণের বিপদ ও বেদনায় কমিউনিষ্টরা পাশে দাঁড়াইয়াছে। শত্রুর আঘাত ও পঞ্চমবাহিনীর ষড়যন্ত্রে দেশকে মরিতে দেয় নাই।

শেষ ঘরটিতে কায়ুর কমরেডদের ছবি। ভারতের এই বীর কমিউনিষ্টরা তাদের আদর্শ নিষ্ঠা ও দেশাভিমানে পার্টির গৌরব বাড়াইয়াছে। এ ছাড়া সোমেন চন্দ, হারিশ প্রভৃতির ছবি। পার্টির মহান্ নেতা ভরদ্বাজ ও অজয় ঘোষের ছবি—এই কমরেডরা আজ হাঁসপাতালে দুষ্ট টি, বি, রোগে শয্যাগত। আজ অসুখের বিরুদ্ধে তাঁরা লড়াই করিতেছেন।

পার্টির এই প্রদর্শনী পুরাণো স্বদেশী অনুকরণ নয়। ইহার মধ্য দিয়া পার্টির জীবন, ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। পার্টির দু' জন শিল্পী কমরেড জাথেকর ও কমরেড চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের অক্লান্ত পরিশ্রম ও শিল্পচাতুর্য্যে এই প্রদর্শনী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

৭ এর পাতার শেষাংশ

গণতন্ত্রের পক্ষে আক্রমণ চালাবার ফ্রন্ট। আমাদের দুনিয়া, আমাদের জীবন, আমাদের সভ্যতা আজ বিপন্ন—তাই আজ আমাদের ঝুঁকি নিতেই হইবে—রাশিয়াকে রক্ষা করতে হবে। কংকেশান নাজীদের হাতে গেলে সম্মিলিত জাতির হবে দারুণ দুর্দ্দিন। তখন দেখতে পাবে হিটলারের সঙ্গে আপোষকারীর দল তাদের গর্ত্ত থেকে উঁকি মারছে। বিজয়ী হিটলারের সঙ্গে তারা রক্ষা করতে চেষ্টা করবে। "অনর্থক আমেরিকার জীবন পাত না করে আমরা বরং হিটলারের সঙ্গে একটা মিটমাট করি" এই তারা বলবে।

সভাপতি মণ্ডলীর এপ্রায় জন সভ্য এবং বিভিন্ন কম্যুনিষ্ট পার্টির পাঁচজন প্রতিনিধি উক্ত প্রস্তাবে সহি করিয়াছেন। যেহেতু প্রস্তাবটি ১৫ই মে তারিখের, সেইহেতু ষ্ট্যালিনের নিকট রুজভেল্টের চিঠির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

ষ্ট্যালিনের মতামত

রয়টারের সংবাদদাতার নিকট একটি চিঠিতে ষ্ট্যালিন জানাইয়াছেন যে কমিন্টার্ণ ভাঙ্গিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত ও সময়োচিত হইয়াছে। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে একত্রবদ্ধ করিতে ইহা সাহায্য করিবে।

এই ভাঙ্গিয়া দেওয়াকে সমর্থন করিয়া তিনি চারটি যুক্তি দিয়াছেন। প্রথমতঃ, মস্কো যে অন্য জাতিসমূহের জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ করিতে চায় ইহা তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া দিল। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্নদেশের কম্যুনিষ্টপার্টি সে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে চলিতেছে এই অপবাদ দূর করিবে। তৃতীয়তঃ, ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে জোরদার করিবার জন্য জাতীয় মুক্তির প্রচেষ্টায় প্রত্যেকটি স্বাধীনতাপ্রিয় জাতিকে একটিমাত্র ঐক্যবদ্ধ ক্যাম্পে পরিণত করিতে সাহায্য করিবে। এবং সর্ব্বশেষে যে, সাম্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তুলিতে সমস্ত স্বাধীনতাপ্রিয় জাতির দেশপ্রেমিকদের একটিমাত্র জাতীয় ক্যাম্পে একত্রবদ্ধ করিতে সাহায্য করিবে।

"নাজী-ফাঁদ থেকে সাবধান!"

এই ফাঁদ থেকে সাবধান। নাজী নেকড়ের দল ভেড়ার খোলস পড়ে দেখা দেবে। হিটলারের সঙ্গে রফার ব্যাপারটাকে তারা অত্যন্ত মনোহারী করে তুলবে এবং কিছু জানার আগেই আমরা নাজী মতবাদের হাতে বলি হব। আমরা স্বাধীনতা হারাব—মানুষের প্রগতি বন্ধ হয়ে যাবে, সংখ্যালঘের কোন অধিকার, শ্রমিকদের কোন অধিকার, নাগরিক জীবনের কোন অধিকার কিছুই থাকবে না, সব ভুলে যেতে যাবে। আপোষকারীদের কথা শুনে যদি বিজয়ী হিটলারের সঙ্গে সন্ধি করি তো হিটলারের পাশবিক নীতি দুনিয়ার বুকে কায়েম হবে।

"এখনই দ্বিতীয় ফ্রন্ট চাই

তোমরা যারা আজ গণতন্ত্রের অভিভাবক, স্বাধীনতার উপাসক, স্বাধীনভাবে কথা বলার পক্ষে—তারা হঁসিয়ার হও। দেখো, আকাশ থেকে ওরা যেন আমাদের উপর পুলিশি শাসন চালাতে না পারে। দুর্য্যোগের দিনে যে সব আপোষকারীরা চারিদিকে গজাইয়া ওঠে তাদের উপর কড়া নজর রাখ। হঁসিয়ার থাকলে ভয় থাকে না, মনের জোর বজায় থাকে। মনে রেখ এইভাবে ইংলণ্ড টিকে আছে এবং আমরা যদি হঁসিয়ার হই তো জয় অবশ্যম্ভাবী।

তবেই জয় হবে

বসন্তকালের মধ্যেই জয়—এই হোল আমাদের লক্ষ্য। তোমরা যারা কারখানায় কারখানায়, মাঠে মাঠে কাজ করছ, তোমরা যারা সৈন্যের পোষাকে দেশ সিদ্দেশের রণক্ষেত্রে আগলিয়া রয়েছ, তোমরা সারা দুনিয়ার অধিবাসীরা আজ এসো এই লক্ষ্যের জন্য আমরা প্রাণপাত করি—সংগ্রাম করি। ওয়াশিংটন ও লণ্ডনের সরকারী মহল, তোমরাও শোন: বসন্তকালের মধ্যেই জয়—এই হবে আমাদের লক্ষ্য।

চিন্তায়, কর্ম্মে, জীবন ধারণের মধ্যে এই কামনাই হয়ে উঠুক তীব্র। তবেই আমাদের উৎসাহ বাড়বে—কাজ দ্রুত অগ্রসর হবে।

কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক ভাঙ্গিয়া দিবার সম্পর্কে

সভাপতি মণ্ডলীর বিবৃতি

কমিন্টার্ণ ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্পর্কে আন্তর্জাতিকের সভাপতি মণ্ডলীর প্রস্তাবের বিশদ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। কমিন্টার্ণের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাবে বলা হয়, যুদ্ধের বহু পূর্ব্ব হইতেই ইহা ক্রমশঃই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল যে বিভিন্ন দেশসমূহের ভিতরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দিন দিন জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। ফলে যে কোন দেশের শ্রমিক আন্দোলনের সমস্যা-সমাধান প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের পক্ষে অলঙ্ঘ্য বাধার সম্মুখীন হইতে হয়।

বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ঐতিহাসিক পথ বাহিয়া উন্নত হইয়াছে, উহাদের একটির সমাজব্যবস্থার সহিত আর একটির সমাজ ব্যবস্থার বিরোধ আছে। আবার প্রত্যেকটির স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যও আছে। কোনটির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির স্তর হয়ত উঁচু, কোনটির হয়ত নীচু, কোনটির হয়ত দ্রুত কোনটির হয়ত মন্থর। কোন দেশের শ্রমিকদের চেতনা ও সংগঠন যথেষ্ট উন্নত, আবার কোন দেশের হয়ত ততটা উন্নত নয়—এই সমস্ত মিলিয়া প্রত্যেক দেশের শ্রমিক সমস্যা।

গত পঁচিশ বৎসর পৃথিবীর বুকে যে ঘটনা ঘটিয়াছে এবং কমিন্টার্ণ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, সে সমস্ত ইহাই নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন করে যে শ্রমিকদের একতাসাধনের জন্য কমিন্টার্ণের প্রথম কংগ্রেসে সংগঠনের যে রূপ ঠিক হইয়াছিল তাহা তখনকার দিনের শ্রমিক আন্দোলনের উপযোগী ছিল। কিন্তু আজ বিভিন্ন দেশের আন্দোলনের ক্রমোন্নতির ভিতর দিয়া, এই সমস্তগুলির জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে রূপ ও অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এখন ইহা বিভিন্নদেশের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলির শক্তিবৃদ্ধির পক্ষেও বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে হিটলারপন্থীরা যে যুদ্ধ সুরু করিয়াছে তাহার ভিতর দিয়া এই সমস্ত বিভেদগুলি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অধিকৃত দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীকে এবং প্রত্যেকটি দেশপ্রেমিককে হিটলারী দলের পতন ঘটাইতে সব রকমের চেষ্টা করিতে হইবে। আর হিটলারী-দলের দ্রুত পতন ঘটাইতে দৃঢ়সংকল্প হিটলার-বিরোধী সংঘের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির জনগণ এবং সবচেয়ে সীচ্চা এবং সেরা শ্রমিকগণ ঐ সমস্ত দেশের প্রচেষ্টায় সবরকমে সহায়তা করিবে। বিভিন্নজাতির সমান অধিকারের ভিত্তিতে ইহাদের ভিতর আন্তরিক সহযোগিতার পথও ইহারা উন্মুক্ত করিবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে হিটলার বিরোধী সংঘের প্রত্যেক দেশের বিশেষ ধরণের কর্ত্তব্যও আছে।

প্রস্তাবে কম্যুনিষ্টদের স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে তাহারা কখনও পুরাতন অচল ব্যবস্থাকে গোড়ামির সহিত আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে নাই। এই সম্পর্কে ১৯৩৫ সালের কমিন্টার্ণের সপ্তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে বিভিন্নদেশের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিসমূহের গোড়া পত্তনের পর কার্লমার্ক্স্ প্রথম আন্তর্জাতিক ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন।

উল্লিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির এবং তাহাদের প্রধান প্রধান কর্ম্মীদের রাজনৈতিক চেতনা যে যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে তাহাও সম্মুখে রাখা হইয়াছে—ইহা ছাড়া বর্ত্তমান যুদ্ধের মাঝেই আন্তর্জাতিকের কোন কোন শাখা শ্রমিক আন্দোলনের পরিচালনা কেন্দ্র হিসাবে কমিন্টার্ণকে ভাঙ্গিয়া দিবার প্রস্তাব আনিয়াছে। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া এবং কমিন্টার্ণের কংগ্রেসের আহ্বান করিতে অসমর্থ হইয়া কমিন্টার্ণের কার্য্যকরী সমিতির সভাপতিমণ্ডলী বিভিন্ন শাখার অনুমোদনের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব পেশ করিতেছে: —শ্রমিক আন্দোলনের পরিচালনা কেন্দ্র হিসাবে কমিন্টার্ণকে ভাঙ্গিয়া দিয়া গঠনতন্ত্রের বিধান হইতে এবং কমিন্টার্ণ কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে চলিবার দায়িত্ব হইতে শাখাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে মুক্ত করা হৌক্।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

সম্পাদক: বঙ্কিম মুখার্জ্জি এম,এল,এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটীর সাপ্তাহিক পত্র

প্রতি সংখ্যা ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪॥০, ৬ মাস ২॥০, ৩ মাস ১।০

২য় বর্ষ ● বুধবার, ৯ই জুন ১৯৪৩, ২৬শে জৈষ্ঠ ১৩৫০ ● ৭ম সংখ্যা

কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের শপথ

উৎপাদন বাড়াইব! ভারতবাসীর মুখে খাবার জোগাইব

৪০ কোটি ভারতবাসী একযোগে সোনার ভারত রক্ষা করিব!

কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন শেষ হইল। ভারতের ইতিহাসে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। এই বিরাট ও বিচিত্র ভারতের বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন ভাষাভাষীর বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক সন্তানেরা আসিয়া মিলিয়াছিলেন বোম্বাইতে। জাপানী বোমায় বিধ্বস্ত ভারতের পূর্ব্ব দুয়ার চট্টগ্রাম ও আসাম হইতে সুরু করিয়া, উত্তরে পাঞ্জাব ও দক্ষিণে মাদ্রাজ—সব প্রদেশেরই প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। সিংহল হইতে কমিউনিষ্টরা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের ভ্রাতৃত্বমূলক অভিনন্দন জানাইতে। বর্ম্মার কমিউনিষ্ট পার্টির ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী জানাইলেন তাঁহার অভিনন্দন। জাপ বোমায় বিধ্বস্ত মণিপুরবাসীদের তরফ হইতে অভিনন্দন জানাইতে আসিয়াছিলেন মণিপুরীদের নেতা। এ সম্মেলনে আসিয়াছিলেন কৃষক, মজুর, মেয়ে, মধ্যবিত্ত, হিন্দু, মুসলমান, সবাই। তাঁহারা সম্মেলনের উৎসব দেখিতে আসেন নাই। ভারতের মাথায় জাপানীরা বোমা ফেলিতেছে—প্রিয় মাতৃভূমি আজ বিপন্ন, দেশের ভিতরে সংকট চরম রূপ নিয়াছে। এমনি দিনে দেশরক্ষা করিতে হইবে, খাদ্য-বস্ত্র সংকটের সমাধান করিতে হইবে—স্বাধীনতার পথে আগাইতে হইবে—ইহারই জন্য ১০ দিন ধরিয়া চলিল গভীর আলোচনা।

ফ্যাসিষ্টদের হাত হইতে প্রিয় জাতভূমি রক্ষার সমস্যা যে শুধু ভারতবাসীর একলার নয়—বিশ্বের সমস্ত জনগণ বিষমুক্তির জন্য একসাথে আজ হাতে হাত মিলাইয়া দাঁড়াইতেছে তাহারই নিদর্শন স্বরূপ আসিল দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ হইতে অভিনন্দন। বৃটেন, কানাডা, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, সবাই তাঁহাদের দৃঢ় ঐক্য জানাইলেন। চীনের লক্ষ লক্ষ বীরেরা যে অসীম সাহসের সাথে জাপ দস্যুদের লড়িয়া এসিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে—সেই বীরদের তরফ হইতে অভিনন্দন পাঠাইলেন কমিউনিষ্ট নেতা মাও-সে-তুং স্বয়ং।

১৩৯ জন প্রতিনিধি কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা শুধু শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিকই নন। ভারতে যে বিরাট কৃষক, মজুর, ছাত্র, মহিলা ও কিষাণের আন্দোলন চলিতেছে, লক্ষ লক্ষ শোষিত ভারতবাসী যে সংঘবদ্ধ হইয়া দেশের এই সংকটের দিনে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশরক্ষায় আগাইতেছে—এই ১৩৯ জন সেই সংঘবদ্ধ আন্দোলনের অগ্রনী।

আমরা বাংলার প্রতিনিধি ছিলাম ৩০ জন। দর্শক ও সংস্কৃতি বাহিনীর ছিলেন আরও ৬০ জন। প্রায় প্রতিদিনই জাপানী বোমা বাংলার বুকে আঘাত হানিতেছে। ভারতের পূর্ব্ব দুয়ার বাংলায় জাপানী দস্যু হানা দিয়াছে, বাংলায় চরম চালসংকট—আবার এই বাংলা দেশেই কৃষক, মজুর, ছাত্র যুবক, মেয়ে জাগিতেছে, ঐক্যবদ্ধ হইতেছে, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালী সোনার বাংলা রক্ষায় দৃঢ়সংকল্প হইতেছে। তাই বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা উৎসুকচিত্তে বাংলার আন্দোলনের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আমরাও মালাবার ও অন্ধ্রের বিপুল কৃষক ও মজুর আন্দোলনের অভিজ্ঞতা, কেরালার হাজার হাজার সংঘবদ্ধ কিশোর আন্দোলনের অভিজ্ঞতা, বোম্বাইর সংঘবদ্ধ মজুরের গৌরবময় কাহিনী শুনিতে লাগিলাম।

বিভিন্ন প্রদেশের পার্টি পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের অনেক প্রতিনিধি ছিলেন। আমরা পার্টি ইউনিয়ন, কৃষক সভা, ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতির কর্ম্মীরাও একসাথে বসিয়া বিভিন্ন সমস্যা ও অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করিয়াছেন। কেরালার কিশোর ছেলে-মেয়েরা বাংলার কিশোরদের সাথে খেলা করিয়াছে। সংস্কৃতি বাহিনী ভারতের গণসংস্কৃতির কথা আলোচনা করিয়াছেন। এমনি করিয়া সমস্ত ভারতের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের বহুমুখী অভিজ্ঞতা প্রতিনিধিরা নিতে লাগিলেন। পার্টি কংগ্রেসের ইহা ছিল একটা বৈশিষ্ট্য।

সমস্ত প্রদেশের মেয়ে প্রতিনিধিরা ছিলেন একই শিবিরে। ভারতের নারী সমাজও যে আর পিছাইয়া নাই, দেশরক্ষার বিপুল আন্দোলনে চীন ও সোভিয়েট নারীদের মতই তাঁরাও যে অগ্রনী হইয়াছেন, মেয়ে প্রতিনিধিরা তাহাই প্রমাণ করিলেন। ক্ষুদ্র শিশু কোলে করিয়াও শত শত মাইল দূর হইতে মায়েরা আসিয়াছিলেন মেয়ে আন্দোলনের প্রতিনিধি হিসাবে। অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যই বটে!

কংগ্রেস সুরু হয় ২৩শে মে হইতে। প্রথম দিন ছিল প্রকাশ্য অধিবেশন বোম্বাইর বিখ্যাত কামগড় ময়দানে। অশ্রুর পোষ্টার (ব্ল্যাকবোর্ডে আঁকা) ও লালপতাকায় সজ্জিত ময়দানে ২৪ হাজার লোকের বিরাট সমাবেশে লাল পতাকা উত্তোলন করা হয়। তাহার পর হইতে সুরু হয় প্রতিনিধি সম্মেলন। প্রতিদিন বেলা ১১টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত অধিবেশন চলে। সম্মেলনে অযথা জাঁকজমক বা হৈ চৈ নাই। গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়া গভীর আলোচনা হইয়াছে অথচ শুষ্ক পিয়োরী বা ফরমূলার কচকচানি হয় নাই। আলোচনায় ছিল জীবন্ত আন্দোলনের বাস্তব কথা। প্রতিটি প্রতিনিধি আগ্রহের সাথে আলোচনা শুনিয়াছেন। সম্মেলনের পর প্রতিদিন নিজ নিজ শিবিরে যাইয়া প্রতিনিধিরা আলোচনা করিয়াছেন। মূল রাজনৈতিক প্রস্তাব, রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্ট ও পার্টি নিয়মাবলী আগে হইতেই প্রতিনিধিরা পাইয়াছিলেন। তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিনিধিদের শিবিরে শিবিরে আলোচনা হইয়াছে, সংশোধনী প্রস্তাব আসিয়াছে। এই সমস্ত আলোচনার উপর ভিত্তি করিয়া শেষে প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। এমনি করিয়া প্রত্যেক প্রতিনিধিই প্রস্তাব তৈরী করার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অংশ নিয়াছেন। কমিউনিষ্ট পার্টির গণতান্ত্রিক নীতি ইহাই।

প্রত্যেক প্রদেশের পার্টি সম্পাদক নিজ নিজ প্রদেশের কাজের সাফল্য ও ত্রুটি নিঃসংশয়ে ও অকুণ্ঠিত চিত্তে সম্মেলনে পেশ করিয়াছেন। পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড যোশী পেশ করিয়াছেন রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট, রনদীভে পেশ করিয়াছেন উৎপাদন বৃদ্ধির প্রস্তাব, সারদেশাই আনিয়াছেন খাদ্য-প্রস্তাব, নাথুদিরিপাদ আনিয়াছেন 'খাবার ফসল বাড়াও' প্রস্তাব। কৃষক লালফৌজ ও সোমনাথ লাহিড়ী ভারতীয় সৈনিকদের অভিনন্দন প্রস্তাব আনিয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশের মেয়েরা দিয়াছেন তাঁহাদের প্রদেশের মেয়ে আন্দোলনের রিপোর্ট। বিদায় বক্তৃতা দিয়াছেন কমরেড ঘোষী ও অধিকারী।

সম্মেলনের এই রাজনীতিক দিকটাই সব নয়। কংগ্রেসের বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল সংস্কৃতি সমাবেশ ও প্রদর্শনী। ভারতের ইতিহাসে ইহা এক অপূর্ব্ব বস্তু। বিভিন্ন প্রদেশের গণসংস্কৃতির অভূতপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছিল এই কংগ্রেসে। কমিউনিষ্টরা শুধু যে জনগণের ভাত-কাপড়ের সমস্যা, দেশরক্ষা ও স্বাধীনতার জন্যই আন্দোলন করে তাহা নয়, মুক ও অশিক্ষিত জনগণের কৃষ্টিকেও জাগাইয়া তোলে—তাহাকে নূতন রূপ দেয় এই কংগ্রেস তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। প্রদর্শনীও ছিল এক নূতন বস্তু। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কমিউনিষ্ট পার্টি কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, গণ আন্দোলনের মাঝে তাহার স্থান কোথায়—প্রদর্শনীতে তুলির রেখায় তাহাই রূপ পাইয়াছে। কংগ্রেসের শেষ দিন দেখান হইয়াছে সোভিয়েট যুদ্ধের ফিল্ম। বিপুল হর্ষধ্বনি ও শ্লোগানের মাঝে ছবিখানি ভারতের জনগণের সাথে বীর লাল ফৌজের এক অচ্ছেদ্য বন্ধন সৃষ্টি করিয়াছিল। কংগ্রেস অধিবেশনের সমস্ত কাজের নিয়ম ও শৃঙ্খলা প্রত্যেকটি প্রতিনিধিকে মুগ্ধ করিয়াছে। বোম্বাইর ৪ শত মজুর যুবক ছিল রেড গার্ড। কং

সম্পাদকীয়

★ দেশরক্ষার জন্য অগ্রসর হও ★

জাতীয় সংকট আজ চরমে পৌঁছিয়াছে। দেশরক্ষার জন্য এখনই সমগ্র দেশবাসীকে জাগাইয়া তোল—ইহাই ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের ঘোষণা।

বাহির হইতে জাপহস্তার আক্রমণের সম্ভাবনা এবং ভিতরে নিদারুন খাদ্য সংকট আমাদের মাতৃভূমিকে বিপন্ন করিয়াছে। অথচ দেশপ্রেমিকরা আজও দেশরক্ষার জন্য সচেতন হইয়া উঠে নাই, আজও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সমস্ত বাধা ঠেলিয়া কমিউনিষ্ট পার্টি গত কয়েক মাস ধরিয়া এই বিপন্ন হইতে দেশকে বাঁচাইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। অবিলম্বে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে, জাতীয় ঐক্যের পথে যত বাধা আছে তাহা দূর করিতেই হইবে—ইহাই পার্টি কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞা।

দেশরক্ষাই প্রত্যেক স্বদেশবাসীর পবিত্র কর্ত্তব্য। কারখানায় কারখানায় উৎপাদন বাড়াও, ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল বাড়াও, পঞ্চমবাহিনীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ কর, দেশকে অসাবধানতা এবং শৃঙ্খলতার হাত হইতে রক্ষা কর, মুসলমান প্রভৃতি জাতিসমূহের পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার মানিয়া লইয়া কংগ্রেস ও লীগকে একতাবদ্ধ কর—ইহাই দেশপ্রেমিকদের প্রতি পার্টি কংগ্রেসের প্রধান আহ্বান।

প্রত্যেক কংগ্রেস ভক্ত যতই মুসলমান প্রভৃতি জাতির স্বাধীনতার দাবী মানিয়া লইবেন ততই কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি সহজ হইবে। প্রত্যেক লীগ ভক্ত যতই কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির জন্য অগ্রণী হইবেন ততই কংগ্রেস মুসলমানদের স্বাধীনতার দাবী মানিবার জন্য প্রস্তুত হইবে। দেশরক্ষার জন্য দেশবাসী যতই অগ্রণী হইবে ততই জাতীয় গভর্ণমেণ্ট নিকটবর্ত্তী হইবে। কমিউনিষ্টপার্টি কংগ্রেসের ইহাই মূল সিদ্ধান্ত।

এই সিদ্ধান্ত লইয়াই কমিউনিষ্ট পার্টি গত কয়েক মাস ধরিয়া জনগণের সাড়া জাগাইয়া তুলিতেছে, এই পথেই কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ঐক্যের সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছে। অন্ধ আক্রোশে দেশরক্ষার ব্যবস্থা আক্রমণ করিয়া স্বদেশ ভক্তেরা যে স্বাধীনতা সংগ্রামেরই ক্ষতি করিতেছেন সে কথা আজ স্বদেশ ভক্তেরাও বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

তাই কারাগারের অন্তরাল হইতে গান্ধীজী জিন্নার কাছে সাক্ষাতের জন্য চিঠি লিখিয়াছেন, তাই জিন্নাও ঘোষণা করিয়াছেন আজ স্বাধীনতার জন্য জাতীয় ঐক্যই তাঁহার সবচেয়ে বেশী কাম্য।

কিন্তু তবু স্বদেশ ভক্তেরা আজও ঐক্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন নাই। গান্ধীজী জিন্নাকে সাক্ষাতের জন্য চিঠি লিখিয়াছেন, কিন্তু সে চিঠিতে তিনি ঘোষণা করেন নাই যে মুসলমানদের স্বাধীনতার দাবী মানিয়া জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি জিন্নার সাক্ষাৎ চান। জিন্নাও এই অজুহাতে ঐক্যের জন্য নিজে আর এক কদম অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিয়াছেন।

কমিউনিষ্ট পার্টি বিশ্বাস করে জাতীয় ঐক্যের পথে এ বাধা চিরস্থায়ী নয়। কমিউনিষ্ট পার্টির আস্থা আছে দেশবাসীর খাঁটি দেশপ্রেমের উপর। তাই কমিউনিষ্ট পার্টি আহ্বান করিতেছে প্রত্যেক দেশবাসীকে—

মুসলমান প্রভৃতি জাতিসমূহের স্বাধীনতার দাবী মানিয়া লও কংগ্রেস ও লীগের ঐক্য প্রতিষ্ঠা কর

এই ঐক্য দেশদ্রোহী পঞ্চমবাহিনীকে ঘায়েল করিবে। এই ঐক্য দেশরক্ষার ব্যবস্থা দৃঢ় করিয়া ফাসিষ্ট আক্রমণকারীদের হটাইয়া দিবে। এই ঐক্য আমলাতন্ত্রের হাত হইতে দেশবাসীর হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আনিবে।

কিন্তু স্বদেশ ভক্তদের মনে সে আস্থা নাই, স্বদেশ ভক্তদের মনে সে আত্মবিশ্বাস নাই। ইহাই দেশের প্রধান বিপদ। কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেস তাই প্রত্যেক কমিউনিষ্ট কর্ম্মীর উপর এই কর্ত্তব্যভার দিয়াছে—

জনগণের মধ্যে থাকিয়া, জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া, দেশরক্ষার প্রত্যেকটী ব্যাপারে প্রত্যক্ষ কাজের মধ্যে অগ্রণী হইয়া দেশভক্তদের মনে আত্মবিশ্বাস জাগাইয়া তোল।

দুনিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে একটা হেস্তনেস্ত হইবার সময় আসিয়াছে। সোভিয়েটের যুদ্ধক্ষেত্রে বিষম আঘাত খাইয়া ফাসিষ্ট দস্যুরা পুনরাক্রমণের তোড়জোর করিতেছে। ফাসিষ্টদের চূড়ান্ত আঘাত দিবার জন্য দুনিয়ার দেশে দেশে জনগণের শিবির সজ্জিত হইতেছে। ভারতবাসীই শুধু পিছনে রহিয়াছে। শুধু ভারতের স্বদেশসেবীরাই এখনও দেশরক্ষার জন্য মন স্থির করিতে পারে নাই। ভারতের দুটি প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান—কংগ্রেস এবং লীগ এখনও একতার জন্য অগ্রণী হইয়া আসে নাই। কিন্তু আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করা চলিবে না। আমাদেরই দেশের সীমান্তে জাপ দস্যুরা আমাদেরই দেশকে বিপন্ন করিয়াছে, আমাদেরই দেশের ভিতর অন্তর্বিদ্রোহের মনোভাব দেশরক্ষার সর্ব্বনাশ করিতেছে। অবিলম্বে এ অবস্থা ফিরাইতেই হইবে।

কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস তাই আহ্বান করিতেছে—

— দেশভক্তদের জাগাইয়া তোল
— পঞ্চমবাহিনীকে ঘায়েল কর
— দেশের ভিতরকার ভেদাভেদ নির্ম্মূল কর।

(আলোচনার শেষাংশ)

সমবায় প্রথায় খাদ্য ব্যবস্থায় সাহায্য করিতেছে। জলপাইগুড়িতে এই কাজের ফলেই সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ জনরক্ষা কমিটির হাতে চাল কিনিবার ও বণ্টনের ভার দিতে বাধ্য হইয়াছে। যেখানে খাদ্য-সংকট দূর করিবার মতো জোরালো শক্তি তৈরী হইতেছে, সেখানে আমলাতন্ত্র সেই শক্তিকে স্বীকার না করিয়া পারে না। নেতৃবৃন্দ সেই পথে আগাইয়া আসুন, জনসাধারণকে পথ দেখান। তা না করিয়া শুধু সমালোচনার দ্বারা উত্তেজনা ছড়াইলে সংকট আরও জটিল হইয়া উঠিবে।

জনগণের উদ্যোগ চাই

খাদ্য-সেন্সাস লইবার জন্য ও মজুতকারীকে বাহির করিবার জন্য যে অভিযান সুরু হইয়াছে, তাহাকে জনসাধারণের স্বার্থে পুরাপুরি কাজে লাগাইতে হইবে—ইহাই এখনকার কাজ। কতটুকু হইবে, কতটুকু হইবে না—সেই সন্দেহে বসিয়া থাকিলে তার ফল ভোগ করিবে জনসাধারণ। মন্ত্রীমণ্ডলী বলিয়াছেন জনসাধারণের সহযোগিতা চাই। কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডলী বলিয়াছেন বলিয়াই যে সহযোগিতা আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিবে তা নয়। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ অনেক অজুহাত দেখাইবে—মন্ত্রীমণ্ডলীও দায় সারা কাজ করিয়াই কথার মূল্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু জনসাধারণ তা করিতে দিবে কেন? এই ব্যবস্থার ভিতর দিয়াই জনসাধারণ সত্যিকারের কাজ আদায় করিয়া লইবে—যাতে খাদ্যব্যবস্থার একটা ধাঁচ তৈরী হয়। তারজন্য জনসাধারণকে উদ্যোগী হইয়া আগাইয়া যাইতে হইবে। কমিটীতে কাকে লওয়া হইল, না হইল সেই দিকে চাহিয়া জনসাধারণ বসিয়া থাকিবে না। আসল কাজ—ভাল করিয়া সেন্সাস লওয়া, মজুতদারদের বাহির করা, ইক উদ্ধার করা, নিরীহ ব্যক্তিদের উপর অনাচার না করা। সুতরাং কমিটি গঠন প্রভৃতি প্রশ্নে হাজার অজুহাত ও বাধা সৃষ্টি হইলেও জনসাধারণকে পিছাইয়া আসিলে চলিবে না। কাজের ভিতর দিয়া জনসাধারণের সম্মিলিত উদ্যোগ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে—যাতে কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে জনসাধারণের সাহায্য বাদ দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। তারজন্য খাদ্যকমিটীকে আরও সক্রিয় করিতে হইবে, সমস্ত শ্রেণীর লোককে খাদ্যকমিটীর মধ্যে মিলাইতে হইবে, স্বেচ্ছাসেবকদল দশ গুণ বাড়াইতে হইবে—এই রকম উদ্যোগ যেখানে, সেখানে জনসাধারণকে কাজের মধ্যে লওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকিবেই না। মজুত-বিরোধী অভিযান জনসাধারণের স্বার্থে সফল হইবে।

আলোচনা

- মজুত-বিরোধী অভিযানকে জনস্বার্থে কাজে লাগাও
- খাদ্য-কমিটির সাথে সহকারীদের সহযোগিতা চাই

মজুত-বিরোধী অভিযান

বাংলা সরকার খাদ্য শস্যের তদন্ত ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে নূতন অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য মিঃ সুরাবর্দ্দী গত ৫ঠা জুন এক সাংবাদিক বৈঠকে ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, দেশের সলতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করাই ইহার উদ্দেশ্য এবং যাহাতে মজুতকারীর বিরুদ্ধে অভিযান সফল হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই অর্ডিনান্স প্রয়োগ করা হইল। মিঃ সুরাবর্দ্দী ইহাও বলিয়াছেন যে, খাদ্য-অভিযানের দ্বিতীয় কার্য্যক্রম হইতেছে দেশের সমগ্র বে-সরকারী জনসাধারণকে সক্রিয় করিয়া তোলা।

নূতন মন্ত্রীমণ্ডলীর এই কার্য্যক্রম খাদ্য ব্যবস্থার দিক দিয়া একটা দৃঢ় পদক্ষেপ তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। ইহার ভিতর দিয়া জনসাধারণের সহিত সহযোগিতার ভিত্তি মন্ত্রীমণ্ডলী খানিকটা গড়িয়া তুলিতেছেন, তাহাও আশার কথা। কিন্তু প্রকৃত মজুতকারী যাহারা তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করাটাই আসল কাজ—সেই কাজ হইতে পারে তখনই, যখন সমস্ত রকম জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতা এই খাদ্য অভিযানের পিছনে আসিয়া জুটে এবং মন্ত্রীমণ্ডলীও তার জন্য আগ্রহান্বিত হন। শুধু অর্ডিনান্স প্রয়োগ করিয়াই খাদ্য অভিযানকে সফল করা যাইবে না। তাহাতে জনসাধারণের মনের সন্দেহ ও অবিশ্বাস আরো বাড়িয়া যাইবে। এই অর্ডিনান্স যে সাধারণ গৃহস্থদের অসুবিধা ঘটাইবার জন্য নয়, প্রকৃত মজুতকারীদের খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্যই, সেই ভরসা জনসাধারণকে দিতে হইবে—তা হইলে জনসাধারণও নিজেদের স্বার্থেই এই অর্ডিনান্সকে কাজে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে।

মন্ত্রীমণ্ডলী জনসাধারণকে এখনও সেই ভরসা দিতে পারেন নাই। যদিও কোনো কোনো জায়গায় জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক কমিটির সাহায্য চাওয়া হইয়াছে, তথাপি লোকের মনে এখনও সন্দেহ যে এই ব্যাপারটাও বুঝি একটা লোক দেখানো ব্যাপার—ইহার ফল বুঝি কিছু হইবে না।

আসল মজুতকারীকে এড়াইলে চলিবে না

মন্ত্রীমণ্ডলীর খাদ্য-নীতির মধ্যে আসল ত্রুটী কোথায়? মজুতকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান করার কথা অনেকদিন হইতেই মন্ত্রীমণ্ডলী বলিতেছেন, জায়গায় জায়গায় কিছু কিছু মজুত খাদ্য উদ্ধারও করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার বেশী আর কিছু মন্ত্রীমণ্ডলী করেন নাই। তাঁরা ভাবিয়াছিলেন যে এইটুকু করিলেই আপনা হইতেই মজুতকারীরা ভয় পাইয়া যাইবে এবং তারা মজুত মাল বাজারে বাহির করিতে আরম্ভ করিবে। তখন দর আপনা হইতেই পড়িবে। সত্যায় জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা যদি হয়, তাহাই মন্ত্রীমণ্ডলী চাহিয়াছিলেন। মজুতকারীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা না লইয়াও যদি চলে, সেই আশা লইয়াই তাঁরা চলিয়াছিলেন। কিন্তু তাতে ফল হইল না। মজুতকারীরা মন্ত্রীমণ্ডলীর এই দুর্ব্বলতা বুঝিল—তারা যতটুকু ফাঁক পাইল, তার মধ্য দিয়াই পুরা দমে মুনাফা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন মন্ত্রীমণ্ডলী নূতন পথ ধরিলেন—বাহির হইতে খাদ্য আনাইয়া ও চালের বদলে আটা ব্যবহারের কথা বলিয়া যদি কোনোরকমে খাদ্যাভাব দূর করা যায়। কিন্তু ইহাও সফল হইল না। মজুতকারীকে না ঠেকাইলে কি করিয়া ইহা সফল হইবে? তাই এখন মন্ত্রীমণ্ডলী মজুতকারীকে ঠেকাইবার জন্য সমস্ত লোকের খাদ্য সম্বন্ধে তদন্ত সুরু করিলেন। কিন্তু এই তদন্তের ভিতর দিয়া বাহির করিতে হইবে কাহারা মুনাফাখোর মজুতকারী, কাহারা অনর্থক ধান চাল মজুত করিয়া সংকট বাড়াইতেছে, তাহার পর তাহাদের মজুত ধান চাল বাহির করিয়া আনিয়া অভাবগ্রস্ত লোকের মধ্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই কাজের উপর খাদ্য সংকট দূর করা নির্ভর করে।

সাধারণ গৃহস্থরাও অনেকে চাল মজুত করে বটে। কিন্তু মুনাফা লোভের জন্য তারা তা করে না। অনিশ্চিত অবস্থায় আতঙ্কিত হইয়াই তারা কিছুদিনের খাদ্য সংস্থান করিয়া রাখে। তাদের মজুত করা যদি বন্ধ করিতে হয়, তবে খাদ্য পাওয়া সম্বন্ধে তাদের আশ্বাস দিতে পারিলে তবেই তা হইবে। এবং তারই জন্য দরকার প্রথম সত্যিকারের মুনাফাখোর মজুতকারীর 'ইক' বাহির করিয়া আনা। এই খাদ্য অভিযানে সেদিকে পুরা নজর যদি না পড়ে, তবে সাধারণ লোকের আগ্রহে থাকিয়া মজুতকারীও এই অভিযানকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিবে।

মন্ত্রীমণ্ডলীর কার্য্য ব্যবস্থায় এই প্রকার ফাঁক থাকিলেও, মোটের উপর মন্ত্রীমণ্ডলী যে জনসাধারণের প্রতি খানিকটা দায়িত্ব অনুভব করে, তা বোঝা যায়। হক মন্ত্রীমণ্ডলী জনসাধারণের সামনে দাঁড়াইবারও চেষ্টা করে নাই, কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী জনসাধারণের দিকে যে মুখ ফিরাইয়াছে, এইটুকুও ভাল। আগের তুলনায় খাদ্য আন্দোলনে ব্যক্তি স্বাধীনতা একটু বেশী আসিয়াছে, জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা করিবার ক্ষেত্র আগে একেবারেই ছিল না, এখন যেমনভাবেই হোক সেই ক্ষেত্র খানিকটা তৈরী হইয়াছে। এই সুযোগটা পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করার উপরই নির্ভর করিতেছে মন্ত্রীমণ্ডলীকে জনসাধারণের দিকে আরও নামাইতে পারা যাইবে কি না। সেই উপায়েই মজুতকারীকে ঠেকান যাইবে, গুপ্ত 'ইক' বাহির হইবে, খাদ্যের খাঁটী সেন্সাস তৈরী হইবে।

শুধু সমালোচনা নয়, কাজে নামো

সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হইতেই। খাদ্য-ব্যবস্থা কেন হইতেছে না, চালের দর কেন বাড়িতেছে, এই পরিকল্পনায় চলিবে না, অন্য পরিকল্পনা করিতে হইবে—এইরকম সমালোচনা করিয়া খাদ্য মিলিবে না। বরং, তাতে জনসাধারণের মনে আরও হতাশা আসিবে। তারা ভাবিবে—কিছুতেই কিছু হইবে না। তাদের বিক্ষোভ বাড়িয়া উঠিবে—সভা হইতে আরম্ভ করিয়া 'কিউতে পর্য্যন্ত বিক্ষোভ দেখা দিবে। যারা গোলমাল বাধাইয়া অবস্থা আরও জটিল করিয়া তুলিতে চায়, তাদেরই সুযোগ মিলিবে।

রবিবার টাউনহলে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে যে সভা হইয়া গেল, তাতে শুধু এইরকম সমালোচনার সুরই ধ্বনিত হইয়াছে। এই কলিকাতার উপরে ও সারা বাংলার জেলায় জেলায় খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের সহযোগিতায় যে চেষ্টা হইতেছে, তার সহিত ইঁহারা কতটা যোগ রাখিয়াছেন? চালের দোকানের 'কিউ'তে যে হাজার হাজার নরনারী প্রতিদিন আসিয়া দাঁড়াইতেছে, যাদের প্রতিদিনকার এক মুঠি অন্নের সংস্থানের জন্য কত গোলমাল সহ্য করিতে হয়, তার সমাধানের জন্য ইঁহারা কি করিতেছেন? গ্রামবাসী, সহরবাসী ব্যবসায়ের, ক্রেতা প্রভৃতিকে মিলাইয়া অনাহার ঘুচাইবার চেষ্টা করিতেছে যে সমস্ত খাদ্য কমিটী, ভলান্টিয়ার দল—তাদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য ইঁহারা কতটুকু ভাবিতেছেন? খাদ্য সেন্সাস যাতে ভাল লোক যায়, জনসাধারণের সজাগ দৃষ্টির ভিতর যাতে সেন্সাস লইতে কোনো অন্যায় ও অনাচার না হয়, সে সব বিষয়ে ইহারা কতটুকু মাথা ঘামাইতেছেন?

আজকে জনসাধারণের সমস্ত দল, জনসাধারণের সমস্ত নেতা, সমস্ত প্রতিনিধিদের কাজ এইখানেই। খাদ্য-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গিয়া কাজে নামিতে হইবে। জনসাধারণের মাঝে দাঁড়াইয়া প্রত্যেকটী ছোট বড় সমস্যার সমাধানে তাদের সাহায্য করিতে হইবে। যেখানে মজুত চাল আছে, তাকে উদ্ধার করিতে হইবে। যেখানে জনসাধারণের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা নাই, সেখানে সকলকে মিলাইতে হইবে এক স্বার্থে। খাদ্য বণ্টনের যেমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, খাদ্য উৎপাদনের জন্যও তেমনি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। এইরকম কাজের ভিতর দিয়াই বিভিন্ন জেলার খাদ্য কমিটী ও জনরক্ষা কমিটীগুলি ক্রমশই জনসাধারনের বেশী বেশী সমর্থন লাভ করিতেছে। যেখানেই এইরকম কাজ হইতেছে, সেইখানেই জনসাধারণ বুঝিতেছে—হাঁ এইভাবেই বাঁচিতে পারা যায়। তারা আরও উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছে। তাহার প্রভাব গিয়া পড়িতেছে ব্যবসাদার, মহাজন জমিদারদেরও উপর। জলপাইগুড়ি, রংপুর, চট্টগ্রাম, ময়মনসিং, বাকুড়া প্রভৃতি জেলায় অনেক মহাজন, জমিদার, ব্যবসাদার ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ করিয়াও জনরক্ষা কমিটির নির্দ্দেশে ধান, চাল সত্যায় দিয়াছে—

(সম্পাদকীয়-এর তলায় দেখুন)

ইউনিয়নের মধ্যে সকল মজুরকে আনিতেই হইবে

উৎপাদন বৃদ্ধি আন্দোলনই মজুর-দাবী আদায়ের পথ

বি, এণ্ড, এ রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সভা

৩০শে মে বৈকাল ৩॥০ টার সময় বি এণ্ড এ রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কলিকাতা শাখার নূতন অফিসগৃহে শ্রমিকদের একটী সাধারণ সভা হয়। সভায় প্রায় ১০০ জন শ্রমিক উপস্থিত ছিল। ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্টের শ্রমিক সরযু সিং সভাপতিত্ব করেন। শ্রমিকরাই ঘরটী নানারকম ছবি ও পোষ্টার দিয়া সাজায়। প্রথমে একজন শ্রমিকের নেতৃত্বে গানের ফোয়াড লাল পতাকার গান গায়। তারপর সভার কাজ সুরু হয়।

বি এণ্ড এ রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড জ্যোতি বসু বলেন যে—রেলশ্রমিক যেদিন হইতে অগ্রনী হইয়া কাজ সুরু করিয়াছে সেইদিন হইতে ইউনিয়নের শক্তি বাড়িয়া চলিয়াছে। আজ ইউনিয়নের সভ্য প্রায় ৩ হাজার এবং ৭টী শাখায় কাজ চলিতেছে। দেশরক্ষার প্রধান দায়িত্ব আজ মজুরের—তার জন্য রেল মজুরের দাবী—৩০৲ টাকা মাগগী ভাতা, সস্তা ও বাঁধা দরে রসদের বন্দোবস্ত, 'জোনাল' পদ্ধতি রহিত ও বোনাস হাত হইতে বাঁচিবার জন্য এ-আর-পি ব্যবস্থা—এ দাবী পূরণ করিতে হইবে।

কলিকাতা শাখার সম্পাদক কমরেড পরিমল গুপ্ত বলেন যে একবছর আগে এই শাখার সভ্য সংখ্যা ছিল ২৫ জন, আজ তাহা ৬০০-তে দাঁড়াইয়াছে। এইভাবে সংগঠনকে আরও বাড়াইতে হইবে। রেল শ্রমিকের দায়িত্ব সৈন্যদের চেয়ে কম নয়, তাই দেশরক্ষার জন্য তাদের একতাবদ্ধ হইতেই হইবে। একজন ট্রাম-শ্রমিক আব্দুল রেজাক ও একজন রেল শ্রমিক রামলী উপাধ্যায় ইউনিয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলেন। ট্রাম শ্রমিকরা গত বোমাবর্ষণের সময় দেশরক্ষার দায়িত্বে ট্রাম চলাচল ঠিক রাখিয়াছিল—তাহার উল্লেখ করিয়া তাঁরা মজুরদের উৎসাহিত করেন।

সভায় ২ জন রেল কর্ম্মচারীও বক্তৃতা করেন।

কমরেড পরিমল গুপ্ত রেলওয়ে ফেডারেশনের দাবীর বিষয়ে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবে ইহা বলা হয় যে রেলওয়ে শ্রমিকদের ৩০৲ টাকা যুদ্ধভাতার দাবী জিনিষের মূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে ন্যায্য দাবী কিনা, তাহা ঠিক করিবার জন্য সরকার একজন এডজুডিকেটার নিযুক্ত করুন। সভায় নূতন কমিটী গঠিত হয়। কমরেড পরিমল গুপ্ত সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

এণ্টালী কারখানার মজুররা সংগঠনের পথে

গত ১৯শে মে এণ্টালী কারখানার সম্মুখস্থ ময়দানে মজুরদের একটী সভা হয়। পূর্ব্বে এখানে সভায় বিশেষ লোক হইত না, কিন্তু এবার সভায় ৩০০ মজুর হইয়াছিল। সভাপতি হইলেন কমরেড আব্দুল সৈয়দ। এই সভায় পলতার শ্রমিকদিগকে অভিনন্দন জানান হয়। কমরেড হুদা বলেন: পলতার শ্রমিকরা করপোরেশন শ্রমিকদের একটী ক্ষুদ্র অংশ। তারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় তাদের দাবী মানিয়া লইতে কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়াছে। যদি করপোরেশনের সমস্ত শ্রমিক ঐক্যবদ্ধ শক্তি লইয়া দাবী করে যে খাদ্য ও মাগগী ভাতার আরো ভাল বন্দোবস্ত চাই, তবে তা আদায় হইবেই। ইউনিয়নকে শক্তিশালী করাই এখন প্রধান কর্ত্তব্য। কমরেড খাঁকেন ধর, নেটিব ইউনিয়নের সেকেন্দর আলম ও এণ্টালী কারখানার শ্রমিকরাও বক্তৃতা করেন।

ইউনিয়নের মধ্যে সকল মজুরকেই আনিতে হইবে

খিদিরপুর ট্রাম ডিপোতে সবশুদ্ধ ৬২ জন মজুর। মে মাসের মধ্যে এই ৬২ জনের ভিতর ৫৫ জনকে ইউনিয়নের মেম্বর করা হইয়াছে। বাকী ৭ জনের মধ্যে ৪ জন ছুটীতে আছেন এবং ৩ জন এই মাস হইতে ইউনিয়নের সভ্য হইবেন।

কলিকাতা ট্রাম-ইউনিয়নের আওয়াজ 'সকলকে সভ্য করিতে হইবে' এইভাবে কাজে পরিণত হইতেছে। খিদিরপুর ডিপোর মজুররা প্রথম দৃষ্টান্ত দেখাইল—এই দৃষ্টান্ত অন্যান্য ট্রাম মজুরকেও অনুপ্রাণিত করিবে।

কোম্পানী কি যুদ্ধ জয় চায় না?

কুমারজুবির ৫ হাজার মজুর স্থির করে যে তারা টাউনিসিয়ার বিজয় উৎসব পালন করিবে। মজুর শ্রেণী ভালোভাবেই জানে যে, টাউনিসিয়ার জয় শুধু মিত্রশক্তির জয় নয়—এ জয় মজুর শ্রেণীরও। তাই তারা স্থানীয় পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের কাছ হইতে সভার অনুমতি লয়। কিন্তু সভার স্থান লইয়া গোলমাল হইল। কোম্পানীর জায়গায় মিটিং করিবার জন্য অনুমতি চাহিবার জন্য মজুররা গেল। কিন্তু কোম্পানী অনুমতি দিল না। অর্থাৎ জায়গার অভাবে সভা হইল না। ইংরাজ সরকারের জবরদস্ত সমর্থক ইংরাজ বণিকেরা কি এইভাবেই যুদ্ধকে জয়যুক্ত করিতে চান?

মজুর ছাঁটাই বন্ধ করো

প্রকাশ কিছুদিন পূর্ব্বে ব্লাণ্ডপুরের ষ্টীওার্ড ওয়াপান কোম্পানী দুই হাজার মজুর ছাঁটাই করিতে মনস্থ করে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি আসিয়া সাময়িক ভাবে তাহা স্থগিত রাখিতে সক্ষম হন। কিন্তু কোম্পানী তার নিজের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে নাই। প্রতিদিনই কিছু না কিছু মজুর ছাঁটাই হইতে থাকে এবং এখনো হইতেছে। যাহারা কাজ হারাইয়াছে তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৪০০ হইবে। এই দারুণ অন্ন সংকটের সময় এই মজুররা কি করিয়া দিনগুলি কাটিবে? যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য আজ উৎপাদন বাড়ানর দরকার, অথচ এই সময়ই মালিক মজুর ছাঁটাই করিতেছে। দেশরক্ষার দায়িত্ব কি মালিক অনুভব করে না? মজুর! আওয়াজ তোলো: মজুর ছাঁটাই চলিবে না—উৎপাদন কমতি চলিবে না।

বিড়ি মজুরদের জয়

ফরিদপুরের দর্জ্জিপাড়ার বিড়ি মজুররা তাদের ইউনিয়ন গঠন করে। ইউনিয়নের জোরে তারা বিড়ি বাঁধার মজুরী ১০৲ জায়গায় ।৵০ করিয়াছে। ইহার পরে ইউনিয়ন আরও বাড়িয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি তাদের ইউনিয়নের বাৎসরিক অধিবেশন হইল। এই সভায় তারা ঠিক করিয়াছে এক মাসের মধ্যে সমস্ত বিড়ি মজুরদের লইয়া এক সম্মেলন করিবে।

ধাঙ্গড়দের দাবী আদায় হইল

নোয়াখালী জেলার চৌমুহনীর ধাঙড়গণকে এই দুর্ম্মূল্যের বাজারেও বিশেষ কিছু মাগগী ভাতা দেওয়া হইত না। তারা একতাবদ্ধ হইয়া দাবী করিল: মাগগীভাতা বাড়াইতে হইবে। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা তাদের দাবী পূরণের জন্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিল। তার ফলে স্থানীয় করদাতাদের স্বাক্ষর লইয়া একটী গণদরখাস্ত ইউনিয়ন বোর্ডের কাছে পাঠান হয়। বোর্ড জনসাধারণের দাবী উপেক্ষা করিতে পারে না। ধাঙড়দের আটা, চাল, তেল প্রভৃতি সস্তা দরে সরবরাহের ব্যবস্থা হইল।

খুলনার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কটন মিলের মজুরদের দাবী

খুলনার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কটন মিলের মজুর ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড আহম্মদ আলী, সম্পাদক কমরেড সুধীর চাটার্জ্জী, সংগঠন সম্পাদক কমরেড রবীন মুখার্জ্জী, কমরেড কাঞ্জিলাল এবং কমরেড ইউসুফ নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন:—

এই কারখানায় প্রায় ৩০০ মজুর কাজ করে। কারখানার মালিক কংগ্রেসী ভাবাপন্ন হইলেও মজুরদের অভাব অভিযোগের দিকে দৃষ্টি দেন নাই। ইউনিয়নের নেতৃত্বে মজুররা সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাদের নিম্নলিখিত দাবী জানায়: (১) মাগগী ভাতা (২) শুদ্ধ বোনাস (৩) হাজিরা ভাতা (৪) সস্তা দরে খাদ্য সরবরাহ ইত্যাদি। মজুররা ধর্ম্মঘট করিতেও বাধ্য হইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত লেবর অফিসার ও এস-ডি-ওর মধ্যস্থতায় একটী মীমাংসা হয় ও শ্রমিক দাবী আংশিক পূরণ করিতে মালিক রাজী হয়। কিন্তু পরে মালিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করিতে টালবাহানা করিতে থাকেন। যাতে মজুররা দমিয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে মজুর ইউনিয়নকে দুর্ব্বল করিতে মালিক উট্টিয়া পড়িয়া লাগে। ৩ জন নেতৃস্থানীয় মজুরকে জবাব দেওয়া হয়। তারপর গত ২৮শে এপ্রিল কর্ত্তৃপক্ষ হঠাৎ কারখানা বন্ধ করিয়া দেন—মজুরদের কোনো ভাতার বন্দোবস্তও করা হয় না। শেষ পর্য্যন্ত ইউনিয়নের আপ্রাণ চেষ্টায় খুলনা সদর মহকুমা হাকিম ও মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান প্রভৃতি সহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের হস্তক্ষেপের ফলে মিল কর্ত্তৃপক্ষ ২ জন বরখাস্ত মজুরকে কাজে লইতে এবং ৭ই মে তারিখে পুনরায় মিল চালু করিতে বাধ্য হয়। পরে মালিকের অব্যবস্থার ফলে হঠাৎ ১০ই মে মিলের 'মেন শ্যাফ্‌ট্‌' ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আবার কাজ অচল হয়। আজ পর্য্যন্ত মিল বন্ধ আছে। 'মেন শ্যাফ্‌ট্‌' সারাইয়া তাড়াতাড়ি মিল চালু করিতে মালিক অনর্থক টালবাহানা করিতেছে। এই সুযোগে মালিক আবার মিলের মধ্যে পুলিশ আনিয়া ও ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া শ্রমিকদের উপর মিল বন্ধের সমস্ত দায়িত্ব চাপাইবার চেষ্টা করিতেছে। এদিক

★ আড়াই লক্ষ মজুরের অভিযান ★

পুত্র পরিবার বাঁচাইবার জন্য
কাজ চালু রাখিবার জন্য
উৎপাদন বাড়াইবার জন্য
৩০ টাকা মাগগী ভাতা চাই।
সম্ভ্রাম প্রত্যেক মজুর ও পরিবারের জন্য খাদ্য শস্য সরবরাহ চাই।
এরই ব্যবস্থার জন্য সরকারী তদন্ত কমিটী চাই।

কলিকাতা সহর ও সহরতলী, এবং হুগলী, হাওড়া ও চব্বিশ পরগণা জিলার বিরাট এলাকা জুড়ে ছড়ানো রয়েছে ৮৪টি চটকল আর তার আড়াই লাখ মজুর। চটকল বাংলার প্রধান শিল্প। যদিও দেশের মানুষের প্রতিদিনকার প্রয়োজনীয় জিনিষ এই শিল্পে তৈয়ারী হয় না তবুও এই শিল্পই হচ্ছে সমগ্র বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের একটি প্রধান ভিত্তি। কারণ শুধু যে আড়াই লাখ চটকল মজুরের ভাগ্য এর উপর নির্ভর করছে তাই নয়। অন্যান্য শিল্পের আরও হাজার হাজার মানুষ, এবং যারা পাট পয়দা করছে বাংলার সেই লক্ষ লক্ষ চাষীর ভাগ্যও এই চটকল শিল্পের সাথে জড়িত রয়েছে। চটকলে দুর্দ্দিন এলে আড়াই লাখ মজুরের সাথে সাথে আরও এই সব লক্ষ লক্ষ মানুষের মাথায় সর্ব্বনাশ ভেঙ্গে পড়বে। সমস্ত বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে এক বিরাট ভাঙ্গন সুরু হয়ে যাবে। আর তা ছাড়া আজ জাপানী ফ্যাসিষ্ট দুষমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার লড়াইয়েতে তাদের বোমার আক্রমণ থেকে দেশের মানুষকে বাঁচাবার জন্য চট, ছালা প্রভৃতির বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এই দিক থেকেও চটকল শিল্পের বিশেষ গুরুত্ব দেখা দিয়েছে। আর তারই জন্য চটকলে কাজ চালু রাখা এবং উৎপাদন বাড়ান মজুরদের নিজেদের স্বার্থে যেমন দরকার, তেমনি এ কাজ আজ তাদের একটি প্রধান দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য।

এই কর্ত্তব্যের দাবী মজুরেরা ভাল করেই বোঝে এবং স্বীকার করে। কিন্তু এই কর্ত্তব্য ভালভাবে পালন করতে গেলে পেটে ভাত দরকার, ছেলে মেয়ে খেয়ে বেঁচে থাকা দরকার। সরকারি হিসাব থেকেই দেখা যায় যে যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের গড় পড়তা দাম ১০০র জায়গায় ২৭৪তে এসে দাঁড়িয়েছে। এবং তারই ফলে মজুরের জীবন যাপনের খরচ তিন গুণ বেড়ে গেছে। অথচ তাদের মাগগী ভাতা দেওয়া হচ্ছে মোটমাট মাত্র ৫৲। বিভিন্ন মিলে সপ্তায় চাল, আটা কিছু কিছু দেওয়া হচ্ছে বটে, কিন্তু তার দামেরও কিছু ঠিক নেই, এবং তার পরিমাণও খুবই সামান্য। পরিবারের লোক ত দূরের কথা একজন মজুরের পেটও তাতে ভরে না।

এই যুদ্ধের বাজারে চটকলের মালিকেরা কোটি কোটি টাকা লাভ করে লাল হয়ে যাচ্ছে। অথচ মজুরের বেঁচে থাকার জন্য যে সামান্য দাবী তার প্রতিও তাদের দৃষ্টি নেই। দেশরক্ষা, দেশের মানুষকে বাঁচান, অর্থ-নৈতিক ভাঙ্গনকে ঠেকিয়ে রাখা, এবং তার জন্য মজুরদের কাজ চালু রাখতে এবং উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করা—এ সব কাজের কিছুই দাম নেই তাদের কাছে। তাদের দৃষ্টি শুধু নিজেদের লাভের অঙ্কের দিকে। তারই জন্য মজুরদের দাবীর প্রতি উদাসীন থেকে, তাদের ক্রমবর্দ্ধমান দুর্দ্দশার মুখে ঠেলে দিয়ে মজুরের মনে গভীর হতাশা আর বিদ্বেষ সৃষ্টি করে তারা উৎপাদন বন্ধ করার ব্যবস্থা করছে, বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতার রাস্তা পরিষ্কার করছে। জাপানী ফ্যাসিষ্ট দুষমণ আর তাদের দালাল পঞ্চমবাহিনী তো ঠিক এই চায়।

চটকলের বাহাদুর মজদুর

মালিকের উদাসীনতা তাচ্ছল্যে, নিজেদের দাবী আদায় করবে, উৎপাদন বাড়াবার আর 'দেশরক্ষার সংগ্রামে সত্যইকে পথ দেখাবে। কিন্তু চটকল মজুর মালিকের উদাসীনতায় হতাশ হয়ে চুপচাপ বসে থাকতে রাজী নয়। তাতে তারা নিজেরা বাঁচবে না, দেশময় অরাজকতা বন্ধ করতে পারবে না, এবং উৎপাদন ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন চালু রেখে নিজেদের দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য পালন করতে পারবে না। তারই জন্য ১লা জুন থেকে যন্ত্রবল থেকে আরম্ভ করে জগদ্দল পর্য্যন্ত, বীশবেড়িয়া থেকে আরম্ভ করে বেলেঘাটা পর্য্যন্ত আড়াই লাখ চটকল মজুরের এক বিরাট অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। সরকারের কাছে এক 'মেমোরাণ্ডামে' তারা ৩০৲ মাগগী ভাতা এবং সস্তায় যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য সরবরাহের দাবী সম্পর্কে একটি তদন্ত কমিটী নিয়োগের দাবী পেশ করেছে। তারা জানে যে যাকে নিয়েই তদন্ত কমিটি হোক না কেন, তদন্ত কমিটির সামনে হিসাবপত্র দেখিয়ে নিজেদের দাবীর যৌক্তিকতা তারা ভাল ভাবেই প্রমাণ করতে পারবে। এবং সরকারি তদন্ত কমিটি তাদের দাবী মেনে নিলে মালিকের চালাকির রাস্তা অনেকখানি বন্ধ হয়ে যাবে, এবং দাবীর জোর হাজারগুণ বেড়ে যাবে। তারই জন্য তদন্ত কমিটি বসাতেই হবে—এই হচ্ছে মজুরদের সঙ্কল্প। এবং এই দাবীকে অমোঘ করার জন্য সমস্ত চটকল এলাকার আড়াই লাখ মজুর ১লা জুন থেকে 'মেমোরাণ্ডামে' তাদের সই সংগ্রহ আরম্ভ করেছে।

শুধু আন্দোলন নয় সংগঠন চাই

এত বড় সংগঠিত অভিযান বাংলার শ্রমিক আন্দোলনে আর কখনও হয় নি। প্রত্যেক এলাকায় শ্রমিক ও সংগঠকগণ ছোট ছোট স্কোয়াড গঠন করে অভিযানে নেমে গেছে। প্রত্যেক স্কোয়াড তার নেতা ঠিক করে নিয়েছে। অভিযান আরম্ভ করার আগে তারা এক সঙ্গে বসে এই অভিযানের তাৎপর্য্য, কি করে কাজ ও প্রচার চালাতে হবে, কি কি সমস্যা আসতে পারে এবং কি ভাবে তার সম্মুখীন হতে হবে, এই সব কথা ভাল করে বুঝে নিয়েছে। প্রতিদিন প্রত্যেক এলাকার স্কোয়াডগুলি এক সঙ্গে বসে নিজেদের কাজের হিসাব নিকাশ এবং নূতন নূতন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও সমালোচনার ব্যবস্থা করেছে। বাংলা, উর্দ্দু ও হিন্দি এই তিনটি ভাষায় 'মেমোরাণ্ডাম', এবং চটকল মজুরের অতীত সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লেখা ছোট একটি পুস্তিকা বিক্রয় হচ্ছে, এবং আর একটি ইস্তাহার বিলি করা হচ্ছেই। যেসব জায়গায় ইউনিয়ন আছে তার কমিটির সভায় অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে কর্ম্মসূচী ঠিক করা হয়েছে। প্রত্যেক ইউনিয়ন অফিসে অসংখ্য পোষ্টার টাঙ্গান হয়েছে এবং নিয়মিত ভাবে হচ্ছে। শুধু তাই নয়। নিজেদের সংগঠিত শক্তি গড়ে তুলতে না পারলে শুধু আন্দোলন করে আর সই দিয়ে দাবী আদায় করা যায় না—এ কথাও মজুরেরা ভাল করেই বুঝেছে। ১৯২৮।২৯ সালে এমন কি ১৯৩৭ সালেও, যখন তাদের সংগঠনের বনিয়াদ আজকের দিনের চেয়ে অনেক বেশী পাকা ছিল, তখন তাদের দাবীকে ঠেকিয়ে রাখার সাহস কারও হয় নি। মজুরের মত লড়ে তারা অন্যায়ের প্রতিকার করেছে, নিজেদের দাবী আদায় করেছে। আজকের দিনে পাকা সংগঠন থাকলে ষ্ট্রাইক না করেও দাবী আদায় করা যায়—এ কথাও মজুরেরা বুঝেছে। তারই জন্য এই সই সংগ্রহের অভিযানের মধ্য দিয়েই নিজেদের সংগঠনের কেল্লা নূতন করে গড়ে তোলার সঙ্কল্প তারা গ্রহণ করেছে। প্রত্যেক মিলে ইউনিয়ন গড়তে হবে—প্রত্যেক মজুরকে ইউনিয়নের মধ্যে আনতে হবে—এই লক্ষ্য নিয়েই তারা কাজে নেমেছে। প্রত্যেক স্কোয়াড কত সই সংগ্রহ করবে তারও সংখ্যা ঠিক করে নিয়েছে। সংগঠনের কদর মজুর বুঝেছে। সংগঠন গড়তে হলে সংগঠিত কায়দায় কাজ আরম্ভ করতে হয়, এই শিক্ষাও তারা ভাল ভাবেই আয়ত্ত করেছে।

বাংলার মজুর আন্দোলনের নেতা চটকল মজুর

বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের গোড়া পত্তন করেছে চটকল মজুর। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ৮৫টি চটকলের এই আড়াই লাখ মজুরই বরাবর বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের পুরোভাগে চলেছে। দেশের এই দুর্দ্দিনে, যখন – চারিদিকে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা আর হাহাকার আরম্ভ হয়েছে, জাপানী দুষমণের বোমা যখন দেশের মানুষের রক্তে দেশের মাটি লাল করে দিচ্ছে, দমন নীতির প্রকোপে যখন দেশের দিকে দিকে তুমুল বিক্ষোভ আর হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে তখন চটকল মজুর আবার এগিয়ে আসছে। এই অভিযানের মধ্য দিয়ে আড়াই লাখ চটকল মজুরের শক্তি সংহত ও সংগঠিত হলে, তারই প্রভাবে সমগ্র বাংলার শ্রমিক আন্দোলনে নূতন জীবন আসবে। সংগঠিত চটকল মজুর নিজের একতার জোরে, কাজ চালু রাখা আর উৎপাদন বৃদ্ধির সংগ্রামে, হতাশা আর অরাজকতার বিরুদ্ধে, জাপানী আক্রমণ ও দমন নীতির বিরুদ্ধে, জাতীয় একতা ও জাতীয় প্রতিরোধের সংগ্রামে সমস্ত বাংলার মজুর ও জনতাকে পথ দেখাবে। জয় তাদের হবেই।

★

ইউনিয়নকে জোরালো কর, দাবী নিশ্চয়ই মিলিবে

গার্ডেনরীচ ওয়ার্কসপে (বি-আই-এস-এন) সপ্তাহি কোম্পানী পাক্ষিক চাউলের রেশন ২০ সের হইতে ১০ সের ১১ ছটাক করিয়াছে। অবশ্য কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়াছেন যে চাউলের বদলে আটার বন্দোবস্ত করা হইবে। সেখানকার মজুররা সপ্ ট্রাইর্ডন ইউনিয়নের নেতৃত্বে আন্দোলন করিতেছে। ইউনিয়নের পক্ষ হইতে মজুরদের দাবী সম্বলিত একটী দরখাস্ত কর্ত্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হইয়াছে।

বেলঘরিয়ার ঘটনার তদন্ত চাই

বেলঘরিয়া হিন্দুস্থান কটন মিলের মজুররা তাদের দারুণ অভাবের তাড়নায় মালিকের কাছে দাবী করিয়াছে ১৫৲ টাকা যুদ্ধ ভাতা, কন্‌ট্রোল রেটে চাল, ডাল, মিলের দামে মাসে একখানা কাপড়, উপযুক্ত এ-আর-পি ব্যবস্থা প্রভৃতি। তাদের দাবীর কিছু কিছু মালিক পূরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু যে সমস্ত মজুরকে বিনা কারণে ছাঁটাই করা হইয়াছে তাদের কিছুতেই কাজে ফিরাইয়া লয় নাই। মজুররা সংঘবদ্ধ হইতেছে ইহাই মালিকের সবচেয়ে বড় আক্রোশ। তাই ইউনিয়নের কর্ম্মীদেরই বাছিয়া বাছিয়া ছাঁটাই করা হইয়াছে। কিন্তু মজুররা মালিকের এই খাম-খেয়ালী কেন সহ্য করিবে? যে মজুর কর্ম্মীরা আজ দেশরক্ষার জন্য উৎপাদন বাড়ানোর নীতি লইয়া মজুরদের সংহত করিতেছে, তাদেরই উপর মালিকের আঘাত মানে দেশরক্ষার নীতিকে পঙ্গু করা।

ইউনিয়নের কর্ম্মীদের উপর আঘাত এই-টুকুতেই শেষ হয় নাই। খবর পাওয়া গেল যে গত ২রা জুন রাত্রে ইউনিয়নের কর্ম্মী কমরেড অনিল বিশ্বাস সুতাকলের সামনে গুণ্ডাদের দ্বারা ভয়ানক ভাবে আহত হইয়াছেন। যতদূর রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে ঐ দিন রাত্রে কমরেড বিশ্বাস মিলের সামনে দিয়া নিজের বাসায় ফিরিতেছিলেন। হঠাৎ নাকি মিলের ভিতর হইতে দশ বারো জন গুণ্ডা তাঁকে আক্রমণ করে। কমরেড বিশ্বাস ছিলেন একা এবং তিনি ধারণাও করিতে পারেন নাই যে এই রকম পাশবিকতা আজকের দিনেও হইতে পারে। তাঁকে গুণ্ডারা খুব নৃশংস ভাবে মারে। তারপর নাকি আবার তাঁকে মিলের ভিতর লইয়া গিয়া মারে। ফলে কমরেড বিশ্বাস এত গুরুতর ভাবে আহত হন যে তিনি কিছুক্ষণ অজ্ঞান হইয়া পড়েন। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে স্থানীয় পুলিশকে এ বিষয়ে জানানো সত্ত্বেও নাকি পুলিশ 'ডায়েরী' করিতে রাজী হয় না। কমরেড বিশ্বাসকে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

কমরেড বিশ্বাস মজুরদের প্রিয় কর্ম্মী, তিনি মজুরদের দাবী আদায়ের জন্য মজুরদের একতার পথে সংহত করিতেছিলেন, তিনি মজুরদের সংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিতেছিলেন, তিনি মজুরদের দেশরক্ষার নীতিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন—তারই

আহত কমরেড অনিল বিশ্বাস।

জন্য কি তাঁকে এরূপ নৃশংসভাবে মারা হইল? ঘটনাটী দেখিয়া মনে হয়, ইহার পিছনে এমন একটি ষড়যন্ত্র লুকাইয়া আছে, যার উদ্দেশ্য শুধু মজুর-আন্দোলনকে নষ্ট করাই নয়, চরম অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া তার মধ্যে ষড়যন্ত্রকারীরা নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধি করিতে চায়। মন্ত্রীমণ্ডলী ও সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের কাছে এই ঘটনা সম্বন্ধে অবিলম্বে তদন্তের দাবী আমরা করিতেছি।

কমরেড অনিল বিশ্বাসের উপর হামলা হিন্দুস্থানের মজুরদের উপরই প্রচণ্ড আঘাত। কিন্তু মজুররা এই আঘাতে বিচলিত হইবে না, আরও একতাবদ্ধ হইয়া তারা দাঁড়াইবে, সংগঠনকে তারা আরও জোরালো করিবে, উদ্যমী ও উত্তেজনার তাড়া ভাসিয়া যাইবে না, শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া তারা চলিবে—এই পথেই তারা তাদের দাবী আদায় করিতে পারিবে।

● খাদ্য-সংকট ঘুচাইতে ●

★ জনগণই আগাইতেছে ★

শত শত মণ চাল বিলি

● কৃষি ঋণ আদায় ●

বাঁকুড়া—খাদ্য সমস্যা আজ বাঁকুড়ার সকল শ্রেণীর নর-নারীকে এক করিয়াছে। খাদ্যসংকট লোককে দারুণ ভাবে আঘাত করিলেও হতাশ ও নিশ্চেষ্টতার দিকে লোককে টানিয়া নেয় নাই, বরং উৎসাহ ও উদ্যম লইয়া ইহার প্রতিকারের জন্য সবাই আগাইয়াছে। যেখানেই সাধারণ লোক উত্তেজনার বশে অরাজকতার দিকে পা দিতেছে, সেখানেই কমিউনিষ্ট ও কৃষক কর্ম্মীরা প্রচার দ্বারা লোকের মনে এ ধারণা ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছে যে, লুটতরাজের পথে খাদ্য মিলিবে না, সুমেহেত হইয়া সকলকে এ সমস্যা মিটাইতে হইবে। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে এ পর্য্যন্ত এই সংকট মিটাইবার জন্য বিশেষ কোন কার্য্যকরী পন্থাই নেওয়া হয় নাই। শুধু বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর সহরে অল্প কয়েক জন লোকের জন্য নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউলের দোকান খোলা হইয়াছে। কিন্তু জেলার লক্ষ লক্ষ লোকের খাদ্যসমস্যা তাহাতে মিটাইতে পারে না। জনসাধারণ আজ বুঝিয়াছে যে শুধু সরকারের দিকে তাকাইয়া থাকিলে সমস্যার সুরাহা হইবে না, আজ জনগণকে সংগঠনের ভিতর দিয়া সমস্যা সমাধানে আগাইয়া যাইতে হইবে, তাই সর্ব্বত্র সকল দলের, সকল শ্রেণীর লোক লইয়া খাদ্য কমিটী গড়িয়া সেই কমিটির মারফত জনসাধারণের খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইতিমধ্যেই জিলার সর্ব্বত্র ইহার জন্য প্রচার আরম্ভ হইয়াছে।

শালতোড়া ও ওন্দা থানায় খাদ্যকমিটি গঠিত হইয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একটি প্রতিনিধি দল পাঠাইয়া কৃষকদের জন্য বীজধান দেওয়া ও কৃষিঋণ প্রভৃতি স্থগিত রাখার দাবী করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। বড়জোড়ার জনরক্ষার কার্য্যের জন্য ৩২ জনের একটি ভলান্টিয়ার দল গঠন করা হইয়াছে। তালডুপুরেও একটি খাদ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই অঞ্চলে কৃষকদিগকে সস্তায় ধান ও চাউল সরবরাহের জন্য অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের নিকট হইতে ১০০০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। খুটিপেরিয়া ইউনিয়নে সস্তায় চাউল সরবরাহের জন্য একটি তহবিল স্থাপন করা হইয়াছে এ পর্য্যন্ত সেই তহবিলে ১০০৲ টাকা আদায় হইয়াছে। ওন্দা থানায় ২টি ধান কলের মালিক এবং আড়তদারগণ কমিটির মারফৎ টাকায় /৫ সের ধান বিক্রয় করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

মাদারীপুর (ফরিদপুর)—খাদ্য ও বস্ত্র সংকট সমাধানের জন্য মাদারীপুরের কমিউনিষ্ট মহিলা কর্ম্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। তাহারা স্কোয়াড করিয়া মহিলাদের সংকট সমাধানের পথ বুঝাইতেছেন এবং আত্মরক্ষা সমিতি গড়িয়া তুলিতেছেন। গত ২৫শে মে দরলপা-খোলামা প্রায় ২০০ মহিলার এবং ২৮শে মে কুলবাদ্দিতে প্রায় ৫০০ মহিলার ২টি সভা হইয়াছে। সভাস্থলেই আত্মরক্ষা সমিতির ১৮ জন সভ্য হইয়াছেন। ঘরে ঘরে চরকা প্রবর্ত্তন করার প্রয়োজনীয়তা সকলকে বুঝাইবার ফলে মহিলারা তাহাতে বিশেষ সাড়া দেয় এবং মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পক্ষ হইতে পুরাণ ভাঙ্গা চরকা মেরামত করা আরম্ভ হইয়াছে। উভয় সভাতেই পঞ্চমবাহিনীর লোকেরা মহিলাদের সভায় যোগদানে বাধা দিয়াছে। তাহারা প্রচার করিয়াছে যে সভা সমিতি করিয়া কিছু হইবে না কিন্তু এপ্রিল মাসে মহিলারা আন্দোলন করিয়া সরকারকে ১১০০ মণ চাউল ১৬৲ টাকা দরে বিক্রী করিতে বাধ্য করিয়াছে। তাহারা সংঘবদ্ধ আন্দোলনের জয় দেখিয়াছে। তাই গঞ্জম বাহিনীর মিথ্যা প্রচারে মহিলাদের নিরুৎসাহ করিতে পারিতেছে না বরং তাহাদের জঘন্য স্বরূপ মহিলাদের কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। মহিলাদের বর্ত্তমানে দাবী (১) সস্তা দরে কাপড় ও চাউল চাই। (২) প্রতি পাড়ায়, প্রতি গ্রামে বাঁধা দরের দোকান চাই। (৩) খাদ্য কমিটির সহযোগীতায় খাদ্য, বস্ত্র ও চিনির ব্যবস্থা চাই।

হাওড়া—গত ৩০শে মে, বৈকাল ৫॥০ টার সময় হাওড়া টাউন হলে হাওড়ার বিশিষ্ট নাগরিক, ব্যবসাদার ও অন্যান্য গণসংগঠনের উদ্যোগে খাদ্য সংকট সমাধান কল্পে এক সম্মেলন হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার মিঃ নৈয়দ নৌশের আলি। সভায় ৫০০ লোক উপস্থিত ছিল। অক্ষয়কুমার সরকার, ডাঃ প্রবোধ ব্যানার্জী, বীরেন ব্যানার্জী, ভূপেশ গুপ্ত প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে দেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে জাতি, বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকে এক সঙ্গে মিলিয়া চিন্তা করা দরকার। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়:

এই সভা সিদ্ধান্ত করিতেছে যে হাওড়া সহরবাসীর খাদ্য সংকট দূর করিতে হইলে (১) 'কিউ'র অব্যবস্থা দূর করিতে হইবে (২) পূর্ব্বের সভাসহ হাওড়া কেন্দ্রীয় জনরক্ষা সমিতিকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে (৩) প্রতি পাড়ায় পাড়া কমিটী গঠন করিতে হইবে (৪) প্রতি পাড়ায় ভলান্টিয়ারবাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে (৫) মজুতকারী ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া উহা বন্ধ করিতে হইবে (৬) গভর্ণমেন্টকে অবিলম্বে ১০৲ টাকার মধ্যে চাউলের মণ বীধিয়া দিতে হইবে (৭) প্রত্যেক চাউল ব্যবসায়ীকে লাইসেন্স লইতে বাধ্য করিতে হইবে (৮) জনরক্ষা কমিটিগুলিকে মানিয়া লওয়া হউক। সভায় জনরক্ষা তহবিলের জন্য অর্থ সংগৃহীত হয়।

জলপাইগুড়ি—বাংলার অন্যান্য জেলার ন্যায় এখানেও খাদ্য সমস্যা দেখা দিয়াছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন জেলার কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা। সকল দলকে মিলাইয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়া যাহাতে সংকট দূর করা যায় তার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ হইতে ব্যাপক প্রচার অনেকদিন আগে হইতে সুরু হইয়াছে। কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, হিন্দুমহাসভা, কৃষকসভা, ছাত্রফেডারেশন, মাড়োয়ারী সংঘ, ব্যবসায়ী সংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাথে পৃথক ও যুক্ত বৈঠক করা হয়। আস্তে আস্তে এই সমস্যা সমাধানে সকল দলই কমিউনিষ্টদের নীতির শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারেন। গত এপ্রিল মাসে 'খাদ্য সংকট ও তাহার প্রতীকার' সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য সহরে এক বিরাট জনসভা হয়। সভার লোক সংখ্যা হইয়াছিল ৩০০০, তন্মধ্যে মহিলা ৩০০। সভায় সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া খাদ্য কমিটি গঠিত হয়। কমিটির তরফ হইতে কতকগুলি দাবী লইয়া ডিরেক্টর অব সিভিল সাপ্লাইজ-এর সহিত দেখা করা হয়। সেখানে কমিটি কোন সাড়া পায় নাই। কমিটি তখন হতোদ্যম না হইয়া আওয়াজ তুলিল 'দাবী আদায়ের জন্য আরও একতা চাই, এবং সংগঠন চাই খুব মজবুত'। পাঁচটি ওয়ার্ডে ১০টি ব্লক কমিটি গড়িয়া উঠিল। ব্লক কমিটির নেতৃত্বে গঠিত হইল ১৩৮ জনের এক ভলান্টিয়ার বাহিনী, প্রত্যেকটি বাড়ী হইতে সংগৃহীত হইল বাড়ীওলির খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা। এইসব সংগৃহীত তথ্য হইতে সাথে সাথেই ভলান্টিয়ারগ্রা পাড়ায় পাড়ায় মুষ্টি ভিক্ষা তুলিয়া এদের সাধ্যমত সাহায্য করিতে লাগিল। এই সংকট সমাধানের জন্য সরকারের তরফ হইতে কোন বিশেষ উদ্যোগ দেখা না গেলেও খাদ্যকমিটি নিশ্চেষ্ট রহিল না। স্বদেশপ্রেমিক সহরবাসীদের নিকট হইতে ১৪০০০ টাকা চাঁদা তুলিল। এই টাকা হইতে ঐ ৩০০ পরিবারকে রেশনকার্ডের ভিত্তিতে ১৫৲ মণ হিসাবে চাউল দেওয়া হইতে লাগিল। এইভাবে ১৫০০ জনকে নিশ্চিত অনাহার হইতে যে বাঁচানই হইল তা নয়, সহরকে উত্তেজনার হাত হইতে কিছুটা রক্ষা করা হইল। খাদ্য কমিটির এই কাজ, জনসাধারণের এই ঐক্য—আমলাতন্ত্রকে কোণঠাসা করিল। এবার গভর্ণমেন্টের তরফ হইতে কিছুটা সাড়া আসিল। আরো ৩০০ পরিবারকে কন্‌ট্রোল্‌ড দোকান হইতে ১৫৲ টাকা দরে চাউল দেওয়া সুরু হইল। ঐক্য ও সংগঠন কিভাবে আমলাতন্ত্রকে জনগণের দাবী মানিতে বাধ্য করিয়াছে তাহা দেখিয়া এখানে জনসাধারণের ঐক্য আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে, পঞ্চমবাহিনী কোণঠাসা হইতেছে।

সহরের পিছনে আজ সারা জেলাও আগাইয়া চলিয়াছে। বন্দরে ও ইউনিয়নে জোতদার, আধিয়ার ব্যবসায়ী প্রভৃতি ও সকলশ্রেণীর সমন্বয়ে খাদ্যকমিটি গড়িয়া উঠিতেছে। খাদ্য-চাহিদা, পতিত জমির পরিমাণ, বীজধানের চাহিদা প্রভৃতি তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে। নোদাখালার ৩নং ইউনিয়নে খাদ্য সংকট খুবই বাড়িয়া গিয়াছিল কিন্তু ইউনিয়ন খাদ্য কমিটি চালাতুলিয়া দারুণ অভাবগ্রস্তদের সাহায্য সুরু করিয়া দেয়। ৩০০০ লোকের এক গণদরখাস্ত কর্ত্তৃপক্ষের কাছে পাঠান হয়। সাত মণ চাউল ও ছয় মণ ধান এর মধ্যেই বিলি করা হইয়াছে। ১০০ মণেরও বেশী বীজধান ঋণ হিসাবে এই ইউনিয়নের চাষীরা পাইয়াছে। অন্যান্য ইউনিয়নেও সরকারী বীজধানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রীহট্ট—গত ১০ই মে ছাতকআলার ও ইহার চতুপার্শ্বস্থ ১৪টি গ্রামের হিন্দু মুসলমান বিশিষ্ট লোকদের এক ঘরোয়া বৈঠকে একটি অস্থায়ী খাদ্য কমিটি গঠিত হয়। স্থানীয় ব্যালারের ব্যবসায়ীরা কমিটির সহিত সহযোগীতা করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ঐ কমিটির উদ্যোগে উপরোক্ত গ্রাম সমূহের অধিবাসীদের নিয়া ২৩শে মে তারিখে আহুত জনসভায় একটি স্থায়ী খাদ্যকমিটি গঠিত হইয়াছে। সরকারী ষ্টাণ্ডার্ড কাপড়ের দোকান খুলিবার, খাদ্যশস্য বৃদ্ধির জন্য পতিত ও অনাবাদী জমি, বীজধান, কৃষিঋণ, গরীব চাষীদের মধ্যে বণ্টন এবং খাদ্য কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবসায়ীদের নিয়মিত মাল সরবরাহের দাবী জানাইয়া উক্ত সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়। জেলার চাহিদা মিটাইয়া উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য অন্য ঘাটতি জেলায় বা প্রদেশে পাঠাইতে সরকারের নিকট দাবী জানান হইয়াছে। খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ডেপুটেশন পাঠাইবার প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে।

মালদহ—মালদহের কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা দেশব্যাপী খাদ্য সংকটের দিনে নিজেদের জেলার খাদ্যসংকট সমাধানের জন্য অক্লান্ত ভাবে সকল দলের ভিতর ঐক্য আনিতে চেষ্টা করিতেছেন। বিভিন্ন এলাকা ভাগ করিয়া লইয়া কর্ম্মীরা আলাদা আলাদা স্কোয়াডে বিভক্ত হইয়া জেলায় সর্ব্বত্র প্রচার চালাইতেছেন। এই প্রচারের ফলে ধীরে ধীরে জনসাধারণের মনে নিরাশার ভাব কাটিয়া যাইতে থাকে। মালদহের কংগ্রেস কর্ম্মীরা অনেকে আজ জেলে, হিন্দুমহাসভা ও মুসলীম লীগের নেতৃবৃন্দ ধীরে ধীরে কমিউনিষ্ট পার্টির ঐক্য আন্দোলনের ও খাদ্যের জন্য ঐক্য প্রচেষ্টার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া আগাইয়া আসিলেন। সকল দলের খাদ্য কমিটি গঠনের কাজে হিন্দু মহাসভা ও মুসলীম লীগ উদ্যোগী হইল। ফলে টাউন হলে একটি সভায় অস্থায়ী জেলা খাদ্য কমিটি গঠিত হইল। সভার সভাপতি হইলেন প্রবীণ লীগনেতা খানসাহেব আবদুল গণি। সভায় বক্তৃতা করেন লীগনেতা বিশিষ্ট উকীল মহম্মদ ইলিয়াস ও কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড সুধেন্দু ঝা। খাদ্য কমিটি গঠনের পর হইতেই সভ্যদের নিয়া নিয়মিত ভাবে স্কোয়াড বাহির হইতে থাকে। অন্যত্র হইতে চাউল আনাইয়া অল্প দরে বিক্রয়ের জন্য, রিলিফ ও মজুত ধান চাউলের হিসাব নিকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থার জন্য প্রচার চলিতে থাকে। প্রথমেই স্থানীয় হিন্দু সভার নেতা মহারাজকুমার সীতাংশু আচার্য্য খাদ্য কমিটির হাতে ১০০০৲ টাকা অগ্রিম দেন, বাহির হইতে চাউল আনাইয়া সস্তাদরে বিক্রয়ের জন্য। ইহাতে স্থানীয় খাদ্যকমিটির কর্ম্মী ও ভলান্টিয়ারদের ভিতর যথেষ্ট উৎসাহ সঞ্চার হইয়াছে।

জেলার অন্যান্য স্থানে যথা ওল্ড মালদহ, কুসিগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে খাদ্যকমিটি গঠিত হইয়াছে। স্থানীয় গরীব ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য কমিটি চেষ্টা করিতেছে।

লুঠতরাজের পথ কংগ্রেসের পথ নয়

জলপাইগুড়ী জেলার দেবীগঞ্জ থানায় কালিয়াগঞ্জ হাটে ধানের দর খুব বাড়িয়া যায়। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া সহরাগত একদল পঞ্চমবাহিনী যুবক 'সমস্ত ধান লুঠ কর' বলিয়া জনগণকে উস্কাইতেছিল। এই সময় কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড বিভাবর্ম্মন ও সুরেন বর্ম্মন যুবকদের সামনে গিয়া বাধা দেন, বলেন—আপনারা যাহা বলিতেছেন তাহা মিথ্যা, ভুল। যুবকরা উত্তর দেয়—আমরা কংগ্রেসের লোক, কংগ্রেসের নির্দ্দেশ পালন করিতেছি। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা জবাবে বলেন—লুঠ তরাজের পথ কংগ্রে

নোয়াখালির চিঠি

★ খাদ্য তথ্য সংগ্রহে কর্ম্মীদল ★

অনাহার ক্লিষ্টদের খাদ্য দান

দেশজোড়া খাদ্য সংকটের হাত হইতে আমাদের জিলাও রেহাই পায় নাই। বরং হামলার মুখে বলিয়া এখানে সংকটের গভীরতা আরও বেশী, কিন্তু এই অবস্থার চাপে জেলার লোক যাহাতে হতাশ না হইয়া পড়ে—যাহাতে বিপদের মুখে সংঘবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া বিপদকে রুখিতে পারে, তাহার জন্য গোড়া থেকেই জেলার কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা অক্লান্তভাবে খাটিয়া যাইতেছেন।

৫ই মে তাহারা খবর পায় নোয়াখালীর সহরতলীর করিমপুর গ্রামের অধিবাসীরা অত্যন্ত কষ্টে দিন কাটাইতেছে, এমন কি অনেক লোক অনাহারে থাকিতেছে। কর্ম্মীরা তখন সেখানকার তথ্য সংগ্রহ করিতে লাগিয়া গেল। প্রথমে গেল নারী সমিতি। অনুসন্ধানে জানা গেল অনেক পরিবারই না খাইয়া দিন কাটাইতেছে—বহু লোক শয্যাগত।

৭ই মে পার্টির ও ছাত্র ফেডারেশনের ২টি জাঠা গ্রামে গিয়া গোটা গ্রামের খাদ্যতথ্য সংগ্রহ করিল। গ্রামের লোকসংখ্যা ৫৮০, দৈনিক চাউলের প্রয়োজন ১০৬৫, অথচ গ্রামে চাউল নাই বলিলেই চলে। ১১৬টি পরিবারের মধ্যে ৮টি পরিবার কোনমতে অন্নসংস্থান করিতে পারিতেছে।

ঐ তারিখে পার্টির, ছাত্রফেডারেশনের ও নারী সমিতির কর্ম্মীগণ সংকল্প গ্রহণ করে, একবেলা উপবাসী থাকিয়া ঐ চাউল করিমপুরের লোকদের সাহায্যে দান করিবে। সংগে সংগে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান মিলিয়া মোট ৫টি জাঠা সহরে বাহির হইয়া পড়ে। তাহারা বাড়ী বাড়ী গিয়া রোগী, শিশু ও বৃদ্ধ ভিন্ন সকলকে উপবাসী থাকিয়া এক বেলার চাউল করিমপুরের জন্য দান করিতে অনুরোধ করে। এ ধরণের রিলিফ এখানে নূতন। সারা সহরে একটা চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। লোকে সাহায্য দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আসিল একটা রাজনৈতিক চিন্তা। কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতি আসিল একটা শ্রদ্ধা। ১৯১টি পরিবারের নিকট পার্টির আবেদন পৌঁছান হইল। সাথে সাথে পৌঁছান গেল এই আবেদনের তাৎপর্য্য এবং খাদ্য সংকটের রাজনীতি। শুধু ৬টি পরিবার সাড়া দিল না। ২৬১ সের চাউল উঠিল। নগদে উঠিল ৭৸৩। যাহারা সাহায্য দিল, তাহারা সকলেই অনশন পালন করিল না বটে, কিন্তু কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের নিষ্ঠায় ও কাজে তাহারা ব্যাপারটাকে নূতন ভাবে ভাবিবার অবকাশ পাইল।

খাদ্য কমিটি গড়িয়া উঠিল

১১ই মে পার্টি ও কৃষক সমিতির চেষ্টায় সেখানে খাদ্য কমিটি হইল, ভলান্টিয়ার করা হইল। ১১ই মে পার্টি কর্ম্মীরা নিজেরাই চাউল ঘাড়ে লইয়া গ্রামে উপস্থিত হইল। খাদ্য কমিটির হাতে দেওয়া হইল রিলিফের ব্যবস্থা। গ্রামটি মুসলমানদের। একজন মৌলবী প্রচার করিল, "হিন্দুর দেওয়া চাউল নিও না, ওনাহ হইবে।" প্রচার কাজে লাগিল না, ভেদকারী কোনঠাসা হইল। গ্রামের যাহাদের বৎসারান্ত আছে, তাহাদের কাছ হইতে খাদ্যকমিটি ৴৩ সের চাউল সংগ্রহ করিল। খাদ্য সম্পর্কিত তথ্যানুসারে বিচার করিয়া কমিটি হিসাব করিল ৪০১ জনকে চাউল দেওয়া হইবে। বিতরণের কালে দেখা গেল কেহই কম পাইল না, খাদ্যকমিটির ভলান্টিয়ারদা চমৎকার শৃঙ্খলা বজায় রাখিল।

প্রচার ও ডেপুটেশন

১৪ই মে হইতে ১৯শে মে পর্য্যন্ত চলিল পার্টির প্রচারকার্য্য। কৃষিত গ্রামবাসীদিগকে খাদ্যসংকটের রাজনীতি বুঝান হইল। তাহারা বুঝিল কমিউনিষ্ট পার্টি বা কৃষক সমিতি চাউল আনিয়া দিতে পারে না। চাউল আনিবার জন্য চাই জনগণের দৃঢ় একতা ও সংগঠন। ২০শে তারিখে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিকট ডেপুটেশন পাঠানোর ব্যবস্থা হইল। ডেপুটেশন গ্রামের সমস্ত তথ্যের একটি কপি জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে দিল। এক কপি পাঠাইল প্রধান মন্ত্রীকে। খাদ্য কমিটির সাত জন সভ্যই ডেপুটেশনে গেলেন, সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টির একজন কর্ম্মীও গেলেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অবস্থার গুরুত্ব স্বীকার করেন এবং জানাইলেন যে তিনি সরকারি দানের জন্য সরকারকে লিখিয়াছেন, কিন্তু কোন জবাব পান নাই।

কি শিখিলাম

খাদ্যসংকটের গভীরতার দরুণ নৈরাশ্য গভীর হইয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু সেখানে খাঁটি নীতি ও ঠিক পন্থা লইয়া আগাইয়া গেলে, নিরাশ জনতাকে সজাগ ও সক্রিয় করা যায়। করিমপুরের ব্যাপারে যে বাধা দেওয়া গিয়াছে, তাহা সমাধান করিতে গিয়া পার্টি কর্ম্মীদের মনে আসিয়াছে উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস। আর একটি জিনিষ গভীর ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে জনগণ কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীদের ভালবাসে, তাহাদের রাজনীতি বুঝিতে চায়, তাহা বুঝাইয়া দিলে পার্টিকে নিজেদের পার্টি বলিয়াই মনে করে।

★ জনরক্ষা কমিটির সমর্থনে ★

সকল দল আগাইয়া আসিতেছে

কলিকাতা—গত ২৩শে মে টালিগঞ্জ 'নরামহলে' স্থানীয় মুসলিম লীগের সভাপতি মিঃ এস, এইচ, কারওয়ার্দীর সভাপতিত্বে খাদ্য সংকট সমাধান সম্পর্কে এক জনসভা হইয়া গিয়াছে। এই সভায় অল্লা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, রসা ডিস্‌টিলারী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, বিশ্বাসপাড়া জনরক্ষা সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সভ্য ও কর্ম্মীরা যোগদান করিয়াছিলেন। লোক হইয়াছিল প্রায় ৮০০, তন্মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা প্রায় ২৫০। কমরেড কুতুবুদ্দিন আহমদ, হরেন চাটার্জী, প্রভাতী চক্রবর্ত্তী, হরিদাস মালাকার প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন। টালা ও পলতার মজুরদের অভিনন্দন জানাইয়া সভায় একটি প্রস্তাব আনেন কমরেড রথীন চক্রবর্ত্তী এবং সমর্থন করেন কমরেড মনি ভট্টাচার্য্য। সভায় প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। জনরক্ষা কমিটির ভলান্টিয়ার বাহিনী সভায় শৃঙ্খলা রাখেন।

গত ২৯ শে মে সেণ্টজেম্‌স্ পার্ক্কে স্কটলেন এবং ১১নং ওয়ার্ড জনরক্ষা সমিতির উদ্যোগে প্রায় ৫০০ লোকের এক সভা হয়। হিন্দুসভার বিশিষ্ট নেতা শ্রীযুত সনৎকুমার রায় চৌধুরী সভায় সভাপতিত্ব করেন। স্কটলেন জনরক্ষা সমিতির সেক্রেটারী অধ্যাপক করুণা মুখার্জ্জি তাহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় জনরক্ষার উদ্দেশ্য ও নীতি ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে জনরক্ষা সমিতিগুলিকে জোরদার করিতে আহ্বান করেন। কি ভাবে স্কটলেনের জনরক্ষা সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং কি ভাবে এই সমিতি স্থানীয় জনগণের ভিতর শৃংখলার সহিত নিয়মিত কাজ করিয়া যাইতেছে তিনি তাহাও বর্ণনা করেন। বস্তি প্রচার, পথ সভা, শোভাযাত্রা, পাড়ার ভিতর কনট্রোলের দোকান খুলিবার জন্য সহি সংগ্রহ প্রভৃতি কাজের ভিতর দিয়া কি ভাবে এই সমিতি দৃঢ় হইয়া উঠিতেছে তিনি সরল ভাষায় তাহা সকলকে বুঝাইয়া বলেন।

কমরেড তুপেশ গুপ্ত বার-এট-ল বর্ত্তমানে চাউল সরবরাহের স্বল্পতা ও মাল লুকানোর এচেষ্টাকে নিন্দা করিয়া সভায় বক্তৃতা করেন। মধ্য কলিকাতার রিজিয়নাল কমিটির সেক্রেটারী কমরেড হরিপদ চাটার্জ্জি বক্তৃতা প্রসঙ্গে মধ্য কলিকাতার বিভিন্ন এলাকার ১২টি জনরক্ষা সমিতি কি ভাবে কাজ করিতেছে ও তাহাতে জনসাধারণের কি কি সুবিধা হইতেছে তাহা ব্যাখ্যা করেন। কেশব সেন ষ্ট্রীট জনরক্ষা সমিতির সেক্রেটারী কমরেড পরিমল দাস ও ১১ নং ওয়ার্ডের জনরক্ষা কমিটির সেক্রেটারী কমরেড ধীরেন ধরও সভায় বক্তৃতা করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় হিন্দু মুসলমান একতার উপর জোর দিয়া একটি ছোট বক্তৃতা করেন। সভায় খাদ্য সংকট সমাধান সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

★

সিভিক-গার্ডদের খামখেয়ালী

গত ৩১শে মে গরচা বস্তি জনরক্ষা সমিতির সেক্রেটারী কমরেড তিনকড়ি দানকে পতিতিয়া প্লেসে একটি কনট্রোল দোকানের সাম্‌নে সিভিক-গার্ডরা গ্রেপ্তার করে। কমরেড দাস সিভিক-গার্ডদের কতকগুলি অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং যাহাতে সাধারণ লোককে কোন অসুবিধা না হয় সেই দিকে প্রধান লক্ষ্য ছিল। গরচা বস্তির অধিবাসীরা সকলে মিলিয়া একটি গণ দরখাস্তে তাহার মুক্তির দাবী করিয়াছেন এবং সিভিকগার্ডদের হাত হইতে যাহাতে ঐ কনট্রোলের দোকান জনরক্ষা কমিটির হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহার জন্য প্রচার চালাইতেছেন।

★

গত ৩০শে মে বৈকাল ৬টায় সাহানগর ফ্রন্ট প্রাঙ্গণে সাহানগর জনরক্ষা সমিতির উদ্যোগে একটি জনসভা হয়। সভায় প্রায় ৩০০ লোক উপস্থিত ছিলেন, তাহার ভিতর মেয়েদের সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনরক্ষা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়। সভায় বক্তৃতা করেন কমরেড তরু নন্দী, অর্পণা সেন ও সঞ্জিত ঘোষ। যতদিন রেশনিং না চালু হইতেছে, ততদিন স্থানীয় জনসাধারণের জন্য সেই পাড়ায় আরো ২।১টা কনট্রোল্ড দোকান খুলিবার জন্য দাবী কনট্রোলার অব সাপ্লাইজের নিকট পাঠান হউক—সভায় এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

২৪ পরগণা বারাসত মহকুমার অন্তর্গত পোল্বরডাঙ্গা জনরক্ষা সমিতির চেষ্টার ফলে ২৪ পরগণা কৃষি বিভাগ হইতে মোট ৩২০৲ টাকার আউষ ধানের বীজ সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং তাহা কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করাও হইয়াছে। কমরেড মাহবুবর রহমান বাঁর সভাপতিত্বে গত ৩০শে মে গোবরডাঙ্গায় একটি জনসভা হইয়া গিয়াছে। গোবরডাঙ্গা জনরক্ষা কমিটির উদ্যোগেই এই সভা হইয়াছিল। স্থানীয় কর্ম্মী পাঁচকড়ি চৌধুরী, নিতাই মণ্ডল, হেমন্ত ঘোষাল এবং কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী বর্ত্তমান পরিস্থিতি এবং একতার পথ ও জনরক্ষা কাজে কি ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে তাহা সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দেন। ঐখানকার জমীদার রঙ্গের পাড়ে এই জনরক্ষা কমিটিকে সকলরকম সাহায্য করিবেন বলিয়া আগাইয়া আসিয়াছেন।

● কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসে ●

★ বিভিন্ন দেশ হইতে অভিনন্দন ★

আমেরিকা

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম সম্মেলনকে আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি। এই সম্মেলন ভারত ও এশিয়ার ইতিহাসের একটি নূতন পথ প্রদর্শন করিবে। আমরা জানি এই সম্মেলন পৃথিবীর ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লড়াইয়ে সম্মিলিত জাতির জনগণের মুক্তি সংগ্রামে ও ভারতের জাতীয় স্বাধানতা অর্জ্জনে শক্তি জোগাইবে। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি আপনাদের দেশের একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। দেশের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার দিক দিয়া এই পার্টির দায়িত্ব আজ অনিবার্য্য হইয়াছে এবং জাপ-আক্রমণের হাত হইতে দেশকে বাঁচাইতে পারে যে দেশপ্রেমিক শক্তি, তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে এই পার্টি দাঁড়াইয়াছে। অনেক বাধা সত্বেও কমিউনিষ্টপার্টি দেশের জনসাধারণের অনেকাংশকেই বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছে যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সম্মিলিত জাতির ফ্যাসিজ্‌-বিরোধী সংগ্রাম হইতে আলাদা করা যায় না। আপনাদের দেশে আপনারা ও সচেতন দেশপ্রেমিকরা দেশরক্ষার ব্যবস্থা ধ্বংসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন, ইহা দ্বারা চক্রশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়েই সাহায্য করা হইয়াছে। ককেসাস, চীন ও ভারতকে ঘিরিয়া ফেলিবার যে মতলব চক্রশক্তি করিয়াছিল, ইহা তাহাকে ব্যর্থ করিয়াছে। ষ্টালিনগ্রাডের লালফৌজ ও উত্তর আফ্রিকার ইঙ্গ-আমেরিকান ফৌজের শক্তি আপনাদের কাজ দ্বারা বাড়িয়াছে। রুশিয়ার শীতকালের আক্রমণ, দ্বিতীয় ফ্রন্টের দাবী, আমেরিকা, বৃটেন ও সোভিয়েটের মধ্যে রণনীতির যোগাযোগ—এই সমস্ত ব্যাপারেও আপনাদের কাজ সাহায্য দিয়াছে। এর সঙ্গে দরকার বৃটেন, আমেরিকা ও ভারতের সহিত চীনের লড়াইয়ের যোগাযোগ—যার দ্বারা জাপানের ধর্ব্বর অভিযানকে ব্যর্থ করা যাইবে!

আমরা বিশ্বাস করি যে আপনাদের পার্টি যে কর্ম্মপন্থা নিয়াছে, দেশের একতাবদ্ধ জনগণের সমর্থন পাইলে তাহা দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা নিশ্চয়ই আসিবে। আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে শক্তিশালী গণ-সংগঠনের উপর দাঁড়াইলে, দেশের সমস্ত জাতীয় দেশপ্রেমিক শক্তিকে দেশ রক্ষার জন্য সংহত করিলে, চীন ও অন্যান্য ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী দেশের জনগণের সহিত সম্মিলিত ভাবে কাজ করিলে নিশ্চয়ই ভারতবাসীকে একতাবদ্ধ করা যাইবে। আমাদের পার্টি সম্মেলনের বিরাট সম্ভাবনায় আমরা অনুপ্রাণিত হইয়াছি, আমরা জানি যে দুনিয়ার এই জনযুদ্ধে জয়লাভ করার মধ্যে আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণী অনুভব করে যে ভারতের সমস্যা সমাধানের দিক দিয়াও তাদের কর্ত্তব্য আছে—আমরা ভারতের জনগণের প্রতি ও পার্টির প্রতি সেই ভ্রাতৃত্বমূলক কর্ত্তব্য পালন করিব, এই দৃঢ় পণ আমরা জানাইতেছি। আপনাদের সাফল্য আমরা কামনা করি।

—ইউ-এস-এ কমিউনিষ্ট পার্টির জাতীয় কমিটির সভাপতি উইলিয়ম ফষ্টার ও সম্পাদক আর্ল ব্রাউডার।

বৃটেন—পার্টির ঐতিহাসিক কংগ্রেসকে আন্তরিক অভিনন্দন। আশা করি আপনাদের আলোচনা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রামকে শক্তি দিবে এবং ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী ফ্রন্টকে শক্তিশালী করিবে। ভারতবাসীর স্বাধীনতা লাভের সমর্থনে আমাদের পার্টি এ দেশের জনমতকে পূর্ণভাবে গড়িয়া তুলিবার প্রতিজ্ঞা জানাইতেছে।

—ব্রাডলে

আরও যাঁহারা অভিনন্দন বাণী পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আছেন—ক্যানাডার ডব্লিউ এইচ অন্সরিয়, ভারতের লেডী ওয়াজির হোসেন, সুব্বারায়ান, ভানুভাই গুরু, রাজাগোপালচারি, লায়ালপুর মজুর সম্মেলন প্রভৃতি।

যুদ্ধের গতি

★ মে মাসে ২ হাজার মাৎসী বিমান ধ্বংস
★ খাস জার্ম্মানীতেও বোমা বর্ষণ
★ দ্বিতীয় ফ্রণ্টে বিলম্ব কেন?

আগুন শীঘ্রই জ্বলিয়া উঠিবে

গত নয় সপ্তাহ ধরিয়া উত্তর লেনিনগ্রাদ হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত রুশ রণক্ষেত্রের সর্ব্বত্র উভয় পক্ষ প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া অগ্রসর হইবার উদ্যোগ করিতেছে। শীঘ্রই যে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু কোথায় যে তাহা ঘটিবে বলা অসম্ভব।

রুশ রণক্ষেত্রে স্তব্ধভাব চলিতেছে বটে, কিন্তু ছোটখাট সংঘর্ষ একদিনও বন্ধ হয় নাই। হিটলারের ৩।৪টী ভাল ডিভিশন নিশ্চয়ই গত দুই মাসে নষ্ট হইয়াছে। কুবান্ অঞ্চলে ফ্যাশিষ্টরা বারবার অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। রষ্টভের পশ্চিমে উভয় পক্ষের কামান প্রায় অবিশ্রান্তভাবে দারিয়া চলিতেছে। দনেৎস্ নদীকূলে লিসিচান্‌স্‌ক্ অঞ্চলে বহুবার হিটলারীদের হটানো হইয়াছে। স্মোলেন্‌স্কের কাছে অন্ততঃ ৫,৬০০ জার্ম্মাণের মৃতদেহ গণনা করা হইয়াছে। ভেলিকিলুকির কাছে শত্রু সজোরে আক্রমণ করা সত্বেও পরাজিত হইয়াছে। লেনিনগ্রাদ অঞ্চলেও হিটলার কিছুতে সুবিধা করিতে পারিতেছে না।

এখন কিছুকাল ধরিয়া দুই পক্ষে যে প্রচণ্ড আকাশযুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতে লাল বিমানবহর জয়ী হইয়াছে। বিপুল রণক্ষেত্রের নানা স্থানে প্রতিদিন অন্ততঃ ৪০।৫০ বার আকাশযুদ্ধ ঘটিয়া থাকে। শত্রু ত্রিমণ্ড হইতে মস্কো আক্রমণের চেষ্টা করিবে ভাবিয়া ত্রিমণ্ডকে বারবার লাল বৈমানিকরা বোমা ফেলিয়াছে। যুদ্রেনে আক্রমণও খুব সম্ভব বলিয়া কীভের উপর লাল বিমানবহর অগ্নিবর্ষণ করিয়াছে। যুদ্ধ এখন এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে পূর্ব্বের মত আর লালফৌজ শত্রু-অধিকৃত সোভিয়েট শহরগুলির উপর বোমা ফেলিতে নারাজ নয়। শত্রুর বিষধাত এবার ভাঙিতেই হইবে বলিয়া লালফৌজ তৈয়ার। জার্ম্মাণ নেতার কেবলই বলিতেছে যে এইবার সোভিয়েট বড় দরের আক্রমণ শুরু করিবে।

হিটলারের মতলব ভণ্ডুল করো

সোভিয়েট-জার্ম্মাণ যুদ্ধ যে কি বিপুল ব্যাপার, তাহার একটা প্রমাণ এই যে লড়াইয়ে শুরুভাবের সময়ই যে মাসে হিটলার ২,৯০০ এরোপ্লেন হারাইয়াছে। গত সপ্তাহে শত্রুর ৭৪২টী বিমান খোয়া গিয়াছে, সোভিয়েটের গিয়াছে ২১২। জাপানের বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত বিমানযুদ্ধ কিরূপ হইয়াছে, তাহা তুলনা করা যাইতে পারে। ১লা জুন তারিখে অষ্ট্রেলিয়ার বিমানবিভাগের মন্ত্রী বলিয়াছেন যে জাপান যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পর হইতে মিত্রশক্তি ১,১০০ জাপানী বিমান মারিয়াছে। অর্থাৎ যুদ্ধের গতি যখন মৃদু, তখনই একমাসে লালফৌজ শত্রুর যত বিমান মারে, দেড় বৎসরে তাহার প্রায় অর্দ্ধেক জাপানী বিমান মিত্রশক্তি নষ্ট করিতে পারিয়াছে!

লালফৌজ বজ্রমুষ্টি তুলিয়া সর্ব্বদাই তৈয়ার রহিয়াছে, সুযোগ বুঝিয়া আক্রমণ আরম্ভ করিবার তোড়জোড় করিতেছে। শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে গেরিলা যোদ্ধারা অমানুষিক সাহসে লড়িয়া চলিতেছে। হিটলারের তাঁবেদাররা যে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, তাহার প্রমাণও মিলিতেছে। হাঙ্গেরী নাকি এমন যা খাইয়াছে যে তাহার পক্ষে নূতন সরবরাহ করা প্রায় অসম্ভব। ইতালী নাকি মিত্রশক্তি দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। ব্যাপার দেখিয়া তুর্কী বুঝি হিটলারের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তিকে সাহায্য করিতে গররাজী না হইতে পারে। এ খবরের কাণাঘুষা অনেক শোনা যাইতেছে। কিন্তু জার্ম্মানী যে বিরাট ২৪০ ডিভিশনের বাহিনী লইয়া গ্রীষ্মাভিযানের জন্য উদ্যোগ করিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। শৃঙ্খলিত ইয়োরোপের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, লালফৌজের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ফ্যাশিষ্ট শত্রুকে পশ্চিম ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিয়া চরম আঘাত দিবার জন্য আসিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় ফ্রণ্টের বিলম্ব কেন?

মিষ্টার চার্লি ভিউমিসিয়া হইতে ফিরিয়া তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিসভা আহ্বান করিয়া নাকি ইয়োরোপ আক্রমণের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এখন পরিকল্পনার পর্ব্ব চুকাইয়া কাজের সময় আসিয়া গিয়াছে।

ভূমধ্যসাগরে মিত্রশক্তি এখন অনেকটা সর্ব্বেসর্ব্বা। আলেকজেন্দ্রিয়াতে ফরাসী নৌবাহিনী মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগ দিয়াছে। ইতালীয় অধিকৃত ক্ষুদ্র দ্বীপ প্যান্টেলারিয়ার উপর বার বার বিমান আক্রমণ হইতেছে। সিসিলি দ্বীপে, দক্ষিণ ইতালীর শ্রেষ্ঠ বন্দর নেপ্‌ল্‌স্ ও ইতালীর অন্যত্রও জোর বোমা ফেলা হইয়াছে। দক্ষিণ ইতালীতে, কিম্বা ফ্রান্স-ইতালীর মোড়ে, কিম্বা গ্রাস-মুণোরোভিয়া অঞ্চলে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা হইবে, এ কথা লইয়া নানা জল্পনা কল্পনা শোনা যাইতেছে। জার্ম্মাণরাও প্রাণপণে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট ঠেকাইবার জন্য তৈয়ার হইতেছে, তাহাও কাণে আসিতেছে। জার্ম্মাণীতে বোমাও খুব ফেলা হইতেছে। মার্চ্চ মাসে ৮০০০ টন, এপ্রিলে ১১০০০ আর মে মাসে ১২৫০০ টন বোমা সেখানে ফেলা হইয়াছে (এক টন প্রায় ২৭ মণ)। কয়েকদিন পূর্ব্বে এক রাত্রে এক ঘণ্টার মধ্যে জার্ম্মাণীর ডর্টমুণ্ডে ২০০০ টন বোমা ফেলা হয়; যুদ্ধের ইতিহাসে নাকি এমন আর কখনও হয় নাই। কিন্তু চার্চিল সাহেব নিজেই বহুবার বলিয়াছেন যে শুধু বোমা ফেলিয়া কেল্লা ফতে হয় না। সৈন্য নামাইয়া ইয়োরোপে ফ্যাশিষ্টদের দর্পচূর্ণ করিতে হইবে।

সোভিয়েটের সাথী হইবার যোগ্যতা মিত্রশক্তিকে অবিলম্বে প্রমাণ করিতেই হইবে। এখনই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা হউক্—জনগণের এ দাবী ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব নয়।

হিটলারের নূতন বিভীষিকা

উত্তর আফ্রিকার ফরাসীদের মধ্যে মৈত্রীস্থাপনের চেষ্টা এতদিনে সফল হইয়াছে। দারলাঁকে ও পরে জিরোকে খাড়া করিয়া মিত্রশক্তি মুক্তিকামী জনগণের মনে যে সন্দেহের উদ্রেক করিয়াছিল, সে সন্দেহ জনশক্তির চাপে এখন দূরীভূত হইয়াছে। জেনারেল গুগোল বহুদিন হইতে ব্রাজ্জের সকল ফ্যাশিষ্ট বিরোধীদের অবিসম্বাদী নেতা। এইবার প্রজেন্স জিরোর সঙ্গে কথাবার্ত্তার ফলে তাঁহাদের মধ্যে মিটমাট হইয়াছে। জাতীয় মুক্তির জন্য যে কমিটি গঠিত হইল, দুই সেনাপতি তাহার কর্ণধার হইয়াছেন। আলজীরিয়ার গভর্ণর হিসাবে যে প্রজেন্স ফ্যাশিষ্ট পেইরুতঁকে নিয়োগ করা হইয়াছিল, তাহার জায়গায় এখন কাজ নিযুক্ত হইয়াছেন। আর এক ছদ্মবেশী ফ্যাশিষ্ট জেনারেল নেগোকে মরক্কোর গভর্ণর পদ হইতে সরানো হইয়াছে। ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার গভর্ণর পিয়েরে বোয়ার্স, ও ফরাসী আতলান্তিক নৌবাহিনীর নেতা অ্যাডমিরাল মুজেলিয়ারকেও ফ্যাসিষ্টদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলিয়া বরখাস্ত করা হইবে।

ফ্যাশিষ্টবিরোধী সকল ফরাসীকে একত্র করার এই প্রচেষ্টার সাফল্যে সর্ব্বদেশের জনগণ উৎফুল্ল হইয়াছে। ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিবার রাস্তায় যে বাধা ছিল, তাহার মধ্যে একটা বড় বাধা এখন দূর হইল।

দক্ষিণ আমেরিকায় ওলট্‌পালট্

আর্জ্জেণ্টাইনে সম্প্রতি কয়েকজন সামরিক নেতা মিলিয়া শাসন ব্যবস্থার অদলবদল আনিয়াছে। সেখানকার রাষ্ট্রপতি কাষ্টিলো ও তাঁহার মন্ত্রিসভা প্রথমে পলাইতে ও পরে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনজন সেনাপতি এখন দেশের সর্ব্বত্র শাসন ব্যবস্থা চালু মাখিবার ভার লইয়াছেন।

আর্জ্জেণ্টাইন দক্ষিণ আমেরিকার একটী প্রজাতন্ত্র। দক্ষিণ আমেরিকার মাঝে মাঝেই বিদেশী প্ররোচনায় ছোট খাট "বিপ্লব" ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান "বিপ্লব" সম্বন্ধে এখনও জোর করিয়া কিছু বলা শক্ত। তবে একথা ঠিক্ যে আর্জ্জেণ্টাইন সরকার এ পর্য্যন্ত খুবই রক্ষণশীল ধরণের ছিল, আর বর্ত্তমান যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিয়া কোন পক্ষে যোগ না দেওয়ার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। এই কারণে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে শোনা গিয়াছে যে এবার আর্জ্জেণ্টাইন ফ্যাশিষ্টবিরোধী মিলিত শক্তিপুঞ্জের সহিত যোগ দিবে আশা করা যায়। কিন্তু এখনও নূতন মন্ত্রিসভার ইস্তাহারে এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট নির্দ্দেশ নাই বলিয়া অন্তত কয়েকদিন জোর করিয়া কিছু বলা চলিবে না।

জাপানকে হারাইবার ব্যবস্থা চাই

কয়েকদিন পূর্ব্বে সংবাদ আসিয়াছিল যে চীনের পক্ষে লড়াই করিয়া যাওয়া ক্রমেই প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু গত সপ্তাহ ধরিয়া চীন হইতে সুসংবাদই আসিয়াছে। আমেরিকান বিমানবহরের সাহায্যে চীনারা ইয়াংসি উপত্যকায় শত্রুকে আক্রমণ করে। ইহাতের কাছে ৫টী জাপানী ডিভিশনকে তাহারা ঘিরিয়া ফেলে। নিকটেই ইটু সহরে চীনারা ২০০০ জাপানী মারিয়া প্রবেশ করে। চুংকিংয়ের বিপদ এখন অনেকটা কাটিল।

কিন্তু জাপানকে হারাইতে হইলে এরূপ সাফল্য যথেষ্ট নয়। বার্ম্মা রোড আবার খুলিয়া না দিলে চীনের পক্ষে নিয়মিত সরবরাহ পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু বার্ম্মার শত্রু জাঁকিয়া বসিয়াছে। সম্প্রতি চিন্ পর্ব্বতমালার পশ্চিমে জাপানীরা খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে; বাংলা ও আসামের সীমান্তের অতি নিকটে দুর্দ্দান্ত শত্রু ঘাঁটী মারিবার জন্য তৈয়ার রহিয়াছে। ভারতের জনগণকে মুক্তির উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া যুদ্ধে না টানিলে ফ্যাশিষ্ট জাপানকে ঘেমাইবে কে!

উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকানরা আটু দ্বীপ কাড়িয়া লইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ অঞ্চলের প্রধান ঘাঁটি কিস্‌কা এখনও শত্রুর কবলে। জাপানী সাবমেরিন বাইয়া আমেরিকার পশ্চিম কূলে গোলা ফেলিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া হইতে বার বার বিষ্ঠুতি আসিতেছে যে জাপান জাঁকিয়া বসিয়া অষ্ট্রেলিয়ায় বিপদ বাড়াইতেছে। আমাদের তো দয়জাতেই দারুণ দুষমন ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, বার বার হানা দিয়া আমাদেরই দেশবাসীর রক্তে বাংলা-আসামকে রঞ্জিত করিয়াছে।

ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিয়া হিটলারের টুঁটি টিপিয়া ধরো, ভারতে জাতীয় সরকার কায়েম করিয়া জনযুদ্ধে জনগণকে অনুপ্রাণিত করো—এই দুই দাবীকে অস্বীকার করিতে থাকিলে সকলেরই সমূহ ক্ষতি।

(৭।৬।৪৩)

বৃটেন ও আমেরিকার জনগণের দাবী

★

লণ্ডন, ৬ই মে—এই সপ্তাহে এব্রাডীনে স্কটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন হয়। ৫ লক্ষেরও অধিক মজুরদের প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দেন। অবিলম্বে ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার দাবী এবং সোভিয়েট, বৃটেন, আমেরিকা ও চীনের ভিতর সম্পূর্ণ সামরিক সহযোগীতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া একটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে সম্মেলনে গৃহীত হয়

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

★ গণ-সংস্কৃতির নব জাগরণ ★

কমিউনিষ্টরা সমস্ত ভারতবাসীকে শুধু রাজনীতিক স্বাধীনতার পথেই আগাইয়া নেয় না, শুধু আর্থিক সংকট সমাধানেই আগাইয়া আসে না, জনগণের সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে বাস্তব রূপ দেয়। কোটি কোটি অশিক্ষিত নিপীড়িত মানুষের, বিভিন্ন ভাষাভাষি বিচিত্র জাতির জাতীয় কৃষ্টিকে জাগাইয়া তোলে। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস ইহাই দেখাইয়া দিয়াছে।

ভারতের দুয়ারে যখন ফ্যাসিষ্টরা বোমা ও মৃত্যু হানিতেছে, দেশের ভিতরে যখন চরম সংকট তখন দেশব্যাপী যে দেশপ্রেম ও ফ্যাসিষ্টবিরোধী মনোভাবের আলোড়ন দেখা দিয়াছে, তাহারই ঢেউ লাগিয়াছে কৃষক ও মজুরের জীবনে। গানে, ছড়ায়, যাত্রা-পাঁচালীতে সহজ সরল গ্রাম্য জীবনে ফ্যাসিষ্টবিরোধী দেশপ্রেমের অভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতির বিকাশ সুরু হইয়াছে। এই সংস্কৃতির উদ্যোক্তা কমিউনিষ্টরাই।

কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেস উপলক্ষ্যে বোম্বাইর দাদোদর হলে মিলিত হইয়াছেন বাংলা, অন্ধ্র, নানাবার, পাঞ্জাব, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষাভাষির সংস্কৃতি স্বোয়াড। গণসংস্কৃতির এমন বিচিত্র সম্মেলন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম।

তুমুল হর্ষধ্বনির মাঝে 'নভোমে পতাকা নাচতো জায়' গানটি গাহিয়া সম্মেলনের উদ্বোধন করিলেন বাংলার স্বোয়াড।

বাংলার গ্রামে জাপানী ডাকাতরা ঢুকিতেছে। ঘরে ঘরে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কৃষক পুরুষ মেয়ে সবাই দা, কুড়াল, লাঠি সোটা নিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে, দেশকে রক্ষা তাহারা করিবেই। 'হৈ হৈ হৈ জাপান আইছে ঐ' গানটির ভিতর দিয়া ইহাই মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। সমস্ত শ্রোতার মনে জাগিল অপূর্ব্ব প্রেরণা, হর্ষধ্বনি থামিতে চায় না। দুইবার গানটি গাহিতে হইল। বাংলার গানের সুন্দর সুর ও ছন্দ সবাইকে মুগ্ধ করিয়াছে।

যুগ যুগ ধরিয়া অন্ধ্রের 'বড়ো কথা' গ্রাম্য জীবনে জোগাইয়াছে প্রেরণা। গ্রাম্য বীরদের কাহিনী ছন্দে ও গাথায় গ্রাম্য নাচের ভিতর দিয়া গ্রামের মানুষের মনে অমর হইয়াছে। আজ এই 'বড়ো কথা' দেখা দিয়াছে নতুন রূপে। চীন ও নোভিয়েট বীরদের কাহিনী, কমিউনিষ্ট শহীদদের কাহিনী 'বড়ো কথা' কৃষকের প্রাণে দেশভক্তি জাগাইতেছে। অন্ধ্র স্বোয়াড তাহাই দেখাইলেন।

বেদে, গ্রাম্য কবিরাজ, গরু-ভেড়ার রাখাল,—এমনি সব গ্রাম্য জীবনের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মাঝে তাদের নিজস্ব ভাষায়, নিজস্ব ছন্দে, গানে ও নাচে দেশপ্রেমের যে জাগরণ আসিয়াছে, অন্ধ্র স্বোয়াড তাহারও নিদর্শন দিলেন। নিপীড়িত, মূক মানুষের সংস্কৃতি আজ অপূর্ব্ব সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া নব সংস্কৃতির সৃষ্টি করিতেছে, লাখ লাখ মানুষকে জাগাইতেছে, অন্ধ্র তাহাও প্রমাণ করিল।

কেরালায় সে যুগের নায়ার বীরেরা 'পুরাকলি' নাচের ভিতর দিয়া তাহাদের সামরিক বীরত্বের কাহিনী মূর্ত্ত করিয়া তুলিত, আজ ইহাই নবরূপে কৃষকের দেশভক্তি জাগাইতেছে। কেরালার স্বোয়াড তাহাই দেখাইলেন। কেরালার গ্রামে গ্রামে শত শত কিশোর সংঘবদ্ধ হইতেছে কিশোর জগতে আলোড়ন তুলিতেছে, কেরালার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা অপূর্ব্ব নাচ ও গানের ভিতর দিয়া তাহাই প্রকাশ করিল।

বোম্বের মজুর আরা সাথে ষ্টালিনগ্রাদের বীরত্বের কাহিনী নিয়া চমৎকার গাথা রচনা করিয়াছেন, তুমুল হর্ষধ্বনির মাঝে তাহা গাওয়া হইল। বোম্বের ধাঙড় মেয়েরাও একযোগে সুন্দর গান গাহিলেন।

সোভিয়েট কাজাক স্থানের শ্রেষ্ঠ কবি জাম্বুল জবীর 'ষ্টালিনের আহ্বান' নামে যে বিশ্ববিখ্যাত কবিতা লিখিয়াছেন, কমরেড মাখ্‌দুম তাহার অতি চমৎকার অনুবাদ সংগীতের ছন্দে শুনাইলেন। পাঞ্জাবের মেয়ে স্বোয়াড গাহিলেন দেশপ্রেমের গান।

মোট ৩২ রকমের প্রোগ্রাম ছিল। হলের ৯ শত লোক বিস্ময় ও আনন্দে উপলব্ধি করিল কৃষক মজুর জনগণের নব সংস্কৃতির অভূতপূর্ব্ব সূচনা।

● মজুত-বিরোধী অভিযান সম্পর্কে ●
★ কমিউনিষ্ট পার্টির বিবৃতি ★

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক কমরেড ভবানী সেন নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :—

"৭ই জুন হইতে বাংলা গভর্ণমেন্ট মজুত বিরোধী অভিযান সুরু করিয়াছে,—যদিও এইরূপ কার্য্যপন্থা অনেক আগেই নেওয়া উচিত ছিল, তবু ইহা যে খাদ্যসংকট সমাধানের পথে একটা খাঁটি কাজ তাহা বলিতেই হইবে। এই কার্য্যক্রমের মধ্যে কিছু কিছু ফাঁক আছে, তা আমরা পরে দেখাইব—কিন্তু মোটের উপর ইহার দ্বারা সমাজদ্রোহী ব্যক্তিদের কাছ হইতে গুপ্ত মজুত খাদ্য বাহির করিয়া ক্ষুধিত জনসাধারণের হাতে দেওয়া সম্ভব হইবে। আমরা সকল দেশপ্রেমিককে এবং বিশেষতঃ খাদ্যকমিটি ও জনরক্ষা কমিটিগুলিকে এই আবেদন জানাইতেছি যে যাহাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মজুত খাদ্য বাহির হইয়া আসে এবং তাহা ন্যায্যভাবে অনন্যনক্লিষ্ট জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন হয় তাহার উদ্দেশ্যে এই কার্য্যে তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করুন।

কোন প্রকার সম্প্রদায়গত সংস্কার বা দলগত স্বার্থ যেন এই মজুত-বিরোধী কার্য্যক্রমকে সার্থক করিবার পথে বাধা না হয়।

এই সম্পর্কে আমরা এই কার্য্যক্রমের কতকগুলি ফাঁক মন্ত্রীমণ্ডীর কাছে দেখাইতে চাই। প্রথমতঃ, এই অভিযানের জন্য যে খাদ্য-কমিটী গঠন করার কথা হইয়াছে, তাহার কোনো বাঁধাধরা নীতি ঠিক করা হয় নাই। এই কাজে সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক এই রকম সমস্ত দলের প্রতিনিধিও স্থানীয় প্রতিনিধিমূলক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া এই খাদ্য কমিটী করা উচিত। যে সমস্ত খাদ্যকমিটী ও জনরক্ষা কমিটি আগে হইতেই আছে তাদেরই স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত। অন্ততঃ এই ব্যাপারে সমস্ত কিছু কাজ স্থানীয় অফিসারের খেয়াল খুসীমত করিতে না দিয়া—সমস্ত খাদ্যকমিটি ও জনরক্ষা কমিটির উপর বিধান করিয়া ও তাহাদের সহযোগিতা লইয়া কাজ করা দরকার। কমিটিগুলি যত বেশী প্রতিনিধিমূলক হইবে, ততই সাফল্যের সম্ভাবনা নিশ্চিত হইয়া উঠিবে।

দ্বিতীয়তঃ, এই কার্য্যক্রম লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও স্থানীয়ভাবে রেশনিং-এর কোনো ব্যবস্থা করা হয় নাই। অথচ মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং না হইলে মজুতকারী ও মুনাফাখোরদের কিছুতেই ঠেকান যাইবে না। মন্ত্রীমণ্ডলীর উচিত অবিলম্বে এতদ্ভেদ্য জায়গায় রেশনিং-এর ব্যবস্থা করা।

তৃতীয়তঃ, এই অভিযান শুধু জেলাগুলিতে হইলে চলিবে না। কলিকাতা ও আশেপাশের অঞ্চলে যেখান হইতে সবচেয়ে বড় মজুতকারী ও মুনাফাখোররা বাহির হইতে পারে, সেইখানেও করিতে হইবে।

মজুতকারীর বিরুদ্ধে যে তীব্র অভিযান করা হইতেছে, তাহা হইতে কোনো মজুতকারীকেই, বিশেষ করিয়া যে সমস্ত বড় মজুতকারীরা বাজারকে নষ্ট করিতেছে, তাদের কেন বাদ দেওয়া হইবে? তাদেরই মজুত মাল যদি বাহির করিতে বাধ্য করা যায়, তবেই মন্ত্রীমণ্ডলী সকলের স্বার্থে দর কমাইতে ও রেশনিং করিতে পারিবেন।

আমরা জনসাধারণকেও এই সঙ্গে জানাইতে চাই যে তারা যেন এরূপ কোনো ভীতি মনে পোষণ না করেন যে প্রয়োজন মত মজুত করিলেও বুঝি তাঁদের উপর পীড়ন করা হইবে। এই কাজে ইচ্ছা করিয়া জনসাধারণ যত বেশী সাহায্য দিবে, ততই এরূপ অযথা পীড়নের সম্ভাবনা কম হইবে। আমরা মন্ত্রীমণ্ডলীকে এই অনুরোধ জানাইতেছি যে, যাহাতে এই কার্য্যক্রমের ফলে জনসাধারণের মনে কোনো আতঙ্কের সৃষ্টি না হয়, এবং যাতে জনসাধারণের সহযোগিতা পাওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে স্থানীয় দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করিয়া যেন খাদ্য কমিটীগুলি গঠিত হয়।

★

'জনযুদ্ধ'কে বাঁচাইতে একজন পাঠিকার আগ্রহ

[বরিশালের একজন পাঠিকার নিকট হইতে 'জনযুদ্ধ' অফিসে এই চিঠিখানি আসিয়াছে।]

…বঙ্গীয় প্রাদেশিক পার্টি সম্মেলনে 'জনযুদ্ধের' রিপোর্ট হইতে জানিতে পারিলাম যে কাগজের অভাব হেতু 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা বন্ধ হইয়া যাইবার আশঙ্কা করিতেছেন। আজ দেশের এই ঘোর দুর্দ্দিনে 'জনযুদ্ধের' মত একখানি পত্রিকা বন্ধ হওয়ার অর্থ দেশের প্রাণস্পন্দন থামিয়া যাওয়া। বাংলার জনসাধারণ কিছুতেই ইহা হইতে দিবে না। তাই আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়া 'জনযুদ্ধকে' রক্ষা করিতে আগ্রহীয়া আসিতে চাহি।

সেই অনুযায়ী প্রস্তাব করিতেছি যে আগামী জুন মাস হইতে আমি 'জনযুদ্ধের' কাগজ কিনিবার জন্য মাসিক ২৲ নিয়মিত চাঁদা দিব, যদি অবশ্য 'জনযুদ্ধ' কর্তৃপক্ষ আমার এ ক্ষুদ্র দান গ্রহণ করিয়া আমাকে দেশসেবার সুযোগ দেন।…

শান্তি দেব্বী—কালনাকাঠী, বরিশাল।

কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসে অভিনন্দন

ভারতীয় ফৌজের বীর যোদ্ধাদের প্রতি অভিনন্দন

ভারতীয় ফৌজ, নৌবহর ও বিমান বহরে যে সমস্ত হাজার হাজার ভারতীয় যুবক যোগদান করিয়াছে, তাদের সকলের প্রতি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস দেশপ্রেমিক অভিনন্দন জানাইতেছে। এই সমস্ত যুবকদের অনেকেই পূর্ব্বে ও পশ্চিমে আফ্রিকা, ইরাণ ও বর্ম্মায় ফাসিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—তাঁদের বীরত্বপূর্ণ কাজ ভারত ও এশিয়াকে ফাসিষ্ট-দাসত্বের দুর্ভাগ্য হইতে রক্ষা করিতে সাহায্য করিয়াছে।

৪র্থ ভারতীয় ডিভিসন আজ বিশ্ববিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। আফ্রিকায় ফাসিষ্ট ফৌজের চরম ধ্বংস সাধনে এই ভারতীয় ফৌজ একটী বিশিষ্ট শক্তি হিসাবে কাজ করিয়াছে।

ইহাঁদের সকলের প্রতি ও আজ যাঁরা বাংলার প্রান্ত ও আসাম রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি এই কংগ্রেস অভিনন্দন জানাইতেছে।

যে সমস্ত ভারতীয় সৈনিক ফাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন, যাঁরা তাঁদের প্রাণ দিয়া দেশকে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতিতে এই কংগ্রেস তার পতাকা অবনমিত করিতেছে।

ভারতের এই বীর সন্তানগণ বৃটিশ ও আমেরিকান সাথীদের সঙ্গে মিলিয়া এতদিন আমাদের দেশ হইতে শত্রুকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁরা যে কাজ করিতেছেন, সেই কাজই ভারতের প্রত্যেক দেশপ্রেমিক দল করিতে চায়—ফাসিষ্টদের হাত হইতে আমাদের ঘরবাড়ী জীবন রক্ষা করিতে চায়। এই সৈনিকগণ তাঁদের দেহ দিয়া ফ্যাসিষ্ট দস্যুদের আমাদের দেশের প্রান্তে ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন—একতাবদ্ধ হইতে ও জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে আমাদের সময় ও সুযোগ দিয়াছেন। তাঁদের দৃষ্টান্ত হইতে সম্মিলিত জাতির জনগণ ইহাই বুঝিতে পারিবে যে, জাতীয় গভর্ণমেণ্টের পিছনে ৪০ কোটী ভারতবাসী সংহত হইলে আমাদের দেশ কি করিতে পারে। এই সৈনিকগণ ভারতকে রক্ষা করিতেছেন, ফাসিষ্টদের রুখিতে যাইতেছেন—ইহার ভিতর দিয়াই তাঁরা আমাদের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের কাজে সাহায্য করিতেছেন।

এই কংগ্রেস প্রতিজ্ঞা করিতেছে যে রণক্ষেত্রে সংগ্রামে রত আমাদের এই সৈনিক ভাইদের পিছনে সমস্ত ভারতবাসীকে সংহত করিবার জন্য পার্টি তার পূর্ণশক্তি লইয়া চেষ্টা করিবে। রণক্ষেত্রে সৈনিকদের প্রয়োজন পরিপূর্ণভাবে মিটাইতে হইবে, পিছনে যে জনসাধারণ রহিয়াছে তাদের মনোবল অটুট রাখিতে হইবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাতীয় ঐক্য গড়িয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে হইবে—সেই দিনকে নিকটবর্ত্তী করিতে হইবে, যে দিন আমাদের দেশের সকল অধিবাসী একটী লোকের মত দাঁড়াইয়া জাপানকে চরম আঘাত হানিবে এবং এশিয়ার স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার করিবে—এই কংগ্রেস তাহারই সংকল্প জানাইতেছে।

চীনের অভিনন্দন

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির ও চীনের জনসাধারণের পক্ষ হইতে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানাইতেছি। আপনাদের কংগ্রেস হইতেছে এমন সময়ে, যখন ফাসিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম জয়ের পথে চলিয়াছে। সম্মিলিত জাতির এই সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা ও সাহায্য দেওয়ার জন্য ভারতের জনগণকে সংহত ও একতাবদ্ধ করিতে আপনাদের কংগ্রেস নিশ্চয়ই সফল হইবে। ভারত ও চীন এই দুই মহান জাতির সম্মিলিত সংগ্রাম যাহাতে বিজয় লাভ করে তার জন্য আপনারা দৃঢ় ভাবে চেষ্টা করিতেছেন,—আপনাদের এই প্রচেষ্টাকে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি আন্তরিক ভাবে অভিনন্দন জানাইতেছে।

—মাও-সে-তুং
চীন কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটীর পক্ষে

★

চীনে ভারতীয় মেডিক্যাল মিশন
ডাঃ বি কে বসুর চিঠি

৮ নং রুট আর্ম্মি অফিস
সিয়ান্, সান্‌সি প্রদেশ, ১৫ই মে, ১৯৪৩।

[চীনের ভারতীয় মেডিকেল মিশনের সভ্য ডাঃ বি কে বসু ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটীর সভ্য কমরেড রণেন সেনকে এই চিঠিখানি লিখিয়াছেন।]

দুই সপ্তাহ আগে যখন ইনান ছাড়িয়া যাইতেছিলাম, তখন বোশীর নিকট হইতে উৎসাহপূর্ণ একখানি চিঠি পাই। আচ্ছা, যদি চীনে মেডিক্যাল ইউনিটটি রাখাই তোমাদের ইচ্ছা ছিল, তবে আগে আমাদের জানাও নাই কেন? সাজ সরঞ্জাম ও লোকজন পাঠাইয়া এই ইউনিটের কাজ কর্ম্মকে জোরদার কর নাই কেন? অবশ্য এখনও সময় আছে। ভারতবর্ষে ফিরিবার পথে আমি গ্লেনে ঢুকিং রওনা হইতেছি। চুকিং-এ ভারতের এজেন্ট জেনারেলের ঠিকানায় তোমার একখানি চিঠি আমি আশা করিতেছি। সেই চিঠিতে আমি জানিতে চাই যে মেডিক্যাল ইউনিটটিকে তোমরা পুনর্গঠন করিতেছ কিনা। আমার একান্ত ইচ্ছা তুমিও এবার ইউনিটের কাজে এখানে চলিয়া আস। এখানে ডাক্তার, নার্স, ড্রেসার প্রভৃতি সকল রকম কর্ম্মীরই প্রয়োজন আছে। ঔষধ এবং ডাক্তারী যন্ত্রপাতিরও খুবই দরকার। তোমরা যদি মনে কর, আমি ভারতে ফিরিয়া এই ইউনিটের জন্য টাকা তুলিতে সাহায্য করিতে পারি, তবে আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিব। কিম্বা নূতন যাঁরা আসিবেন তাহাদের জন্য চুকিং অথবা ইনানে অপেক্ষাও করিতে পারি। তাহা তোমাদের নির্দ্দেশের উপর নির্ভর করিতেছে। আমার সামান্য অভিজ্ঞতা দিয়া তাহাদের কিছুটা সাহায্য করিতে পারি। ভাষার দিক দিয়াও তাহাদের আমি খানিক সুবিধা করিয়া দিতে পারিব। আমি বোশীর নিকট আর একটা চিঠি দিলাম। বোশীর নিকট হইতে জানিলাম তিনি তোমাকে সব চিঠিই দেখান, তাই তাহার চিঠিতে তুমি কিছু নূতন খবর জানিতে পারিবে।

বি, কে, বসু।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম,এল,এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটীর সাপ্তাহিক পত্র

প্রতি সংখ্যা ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪॥০, ৬ মাস ২॥০, ৩ মাস ১।০

২য় বর্ষ ● বুধবার, ১৬ই জুন ১৯৪৩, ১লা আষাঢ় ১৩৫০ ● ৮ম সংখ্যা

কংগ্রেস-লীগ ঐক্য গড়িয়া তোলাই
● দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য ●

দুইজন মুসলীম-লীগ সম্পাদকের চিঠি নীচে দেওয়া হইল। মুসলিম জনগণের কাছে কংগ্রেস-লীগ ঐক্য আজ দেশের বাঁচিবার দাবী—তাহাই আজ মুসলিম জনগণ দৃঢ় ভাবে জানাইতেছে।

'জনযুদ্ধ' সম্পাদক সমীপেষু,

…হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই আজ বুঝিয়াছে দুশো বছরের বিদেশী রাজত্বের মধ্যে বার করিয়া ভারতবাসী আজ কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষের ৪০ কোটি লোক আজ কঠোর দারিদ্র্য ও দারুণ হীনতার মধ্যে নিমগ্ন। কিন্তু এ সঙ্কট হইতে বাঁচিবার পথ কি?

ভারতের মুসলিম জনসাধারণ মুসলিম লীগকেই তাদের প্রতিনিধিমূলক মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও মুখপাত্র হিসাবে মানিয়া নিয়াছে। কংগ্রেস হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষের হইয়াই কথা বলিতে চেষ্টা করে। ইহাতে সাধারণতঃ মুসলমানেরা আপত্তি করিয়া থাকেন। যদি কংগ্রেসকে সকল ভারতীয়ের প্রতিনিধি হিসাবেই মানিয়া লওয়া যায়, মুসলিম লীগ যদি তার বিরাট সংখ্যক সমর্থকদের লইয়া কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা না করে, তবে কংগ্রেস একা কি করিতে পারে? অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। …বর্ত্তমান জাতীয় সঙ্কটের দিনে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মুসলিম লীগের সহিত ঐক্যের আগ্রহ খুবই প্রশংসনীয়, কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষে উচিত স্পষ্ট ভাষায় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া নেওয়া। অন্যদিকে, কংগ্রেসের নেতাদের মুক্তির জন্য মুসলিম লীগেরও উদ্যোগী হওয়া উচিত, যাতে করিয়া কংগ্রেস-লীগ ঐক্য অবিলম্বে বাস্তবে পরিণত হয়।

এই যখন দেশের অবস্থা এবং দেশের লোক যখন অন্ধকারে বিভ্রান্ত, তখন আপনারাই কংগ্রেস ও লীগের মধ্যবর্ত্তী মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্বের পথে আলো বিকীরণ করিয়াছেন। আপনারাই মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী মানিয়া নিয়াছেন। ঘরে নিজের ভাইকে অসন্তুষ্ট রাখিয়া তৃতীয় পক্ষের সহিত লড়াই করিতে যাওয়া আমার পক্ষে কি অসঙ্গত হইবে না?

আপনারা লীগ-কংগ্রেস ঐক্যের জন্য যে ভাবে কাজ করিতেছেন তার জন্য আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আপনাদের পত্রিকা দেশের কল্যাণ কাজে দীর্ঘ জীবন লাভ করুক, ইহাই আমি কামনা করি। আপনাদের পত্রিকার অধিকাংশই বুভুক্ষু ও শ্রমজীবীর কল্যাণে আপনারা নিয়োজিত করেন—এ জন্য সর্ব্বশেষে আপনাদের বিশেষ ধন্যবাদ জানাই।

এম, এ, রাজ্জাক
সম্পাদক, নওগাঁ মুস্লিম লীগ, রাজসাহী।

★

নিখিল ভারত মুসলীম লীগের গত দিল্লী অধিবেশনে কায়েদে-আজম জিন্না সাহেব গান্ধীজীর নিকট থেকে কংগ্রেস লীগের মধ্যে আপোষের ভিত্তিতে চিঠি চেয়েছিলেন। গান্ধীজীও জিন্না সাহেবের সহিত সাক্ষাতের মানসে তাঁহার নিকট জেল থেকে ভারত সরকারের মারফৎ একখানা পত্র দিয়েছিলেন। এই পত্র আহ্বান প্রদান দ্বারা আমরা মনে করি ভারতের দুই জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা আজ লীগ কংগ্রেস মিলনের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং ইঁহাদের সাক্ষাৎকার সম্ভব হলে হয়ত বা হিন্দু মুসলমান মিলনের পথ প্রশস্ত হয়ে যেত। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় ভারত সরকার গান্ধীজীর সেই পত্রখানা জিন্না সাহেবের নিকট পাঠাইবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভারত সরকারের এই অন্যায় আচরণ দ্বারা ভারতের ভাবী হিন্দু মুসলমান মিলনের পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি হইল। সেইজন্য আমরা ভারত সরকারের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিতেছি।

আব্দুল সাত্তার তরফদার
যুক্ত-সম্পাদক, বগুড়া জেলা মুসলীম লীগ।

জনগণের উদ্যোগ মজুত-বিরোধী অভিযানকে
কাজে লাগাইবে

হুগলীর একজন কমরেড লিখিতেছেন :—

আমাদের সহরে মজুত বিরোধী অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। সরকারী ব্যবস্থা যা হইয়াছিল, তাতে দেখা গেল সহরে এক একটী স্বোয়াডের নেতা হইবেন একজন সরকারী কর্ম্মচারী। আমাদের এখানের স্বোয়াডের নেতা হইলেন স্থানীয় খাদ্য-সহল অফিসার। তিনি প্রথমে একটী জনসভা ডাকার ব্যবস্থা করিলেন। স্থানীয় মিউনিসিপালিটির তরফ হইতেই এই জনসভা ডাকা হইল।

জনসভায় আমরা গেলাম, সহরের অনেক লোককে আমরা সভায় লইয়াও গেলাম। আমাদের খাদ্য কমিটির সভ্যদেরও লইয়া আসিলাম এই সভায়। তাঁদের মধ্যে গভর্ণমেণ্টের চাকুরীজীবী সকলেই আছে। সভায় আমরাই বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিলাম। মজুতকারীদের 'ষ্টক' বাহির করা, খাদ্য সেলাস করা, উদ্বৃত্ত খাদ্য অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বণ্টন করা প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা আমরা জনসাধারণকে বুঝাইলাম। সকলেই বুঝিল যে মজুত-বিরোধী অভিযানে জনসাধারণেরই স্বার্থ।

কাজ সুরু হইল। সহরকে অনেকগুলি ব্লকে ভাগ করিয়া ফেলা হইল। এক একটি ব্লকের চার্জ্জ একজন অফিসারের। তাঁর সঙ্গে থাকিবেন একজন করিয়া বে-সরকারী লোক। আমরা নিজেরাই আগাইয়া গেলাম বে-সরকারী লোক হিসাবে। অফিসার আমাদের পাইয়া আশ্বস্ত হইলেন। কেননা, এই কাজে জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন দেশকর্ম্মীদের না পাইলে কাজ হইবে কি করিয়া? মোট ৩টি ব্লকে আমরা কাজে লাগিলাম।

প্রত্যেক ব্লককে কতগুলি অংশে ভাগ করা হইবে—এক একটি অংশে থাকিবে প্রায় ১০০টি বাড়ী। এক একটি অংশের জন্য এক একটি কমিটি গঠন হইবে। আমরাই ঠিক করিয়া দিলাম কিরকমভাবে ভাগ হইবে। কোথাও জনসভা করিয়া, কোথাও সকলের বাড়ী বাড়ী গিয়া মতামত লইয়া আমরাই কমিটি গড়িয়া দিলাম। এই কমিটিতে আসিলেন তাঁরাই, যাঁরা আমাদের খাদ্য কমিটি ও জনরক্ষা কমিটির সহিত একযোগে কাজ করিতেছিলেন।

খাদ্য-সেলাস লওয়া হইতেছে। জনরক্ষা কমিটির কর্ম্মীরাই অফিসারের সঙ্গে থাকিতেছে। কাহারও বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলে সে বলিতেছে—'আপনারা যখন রহিয়াছেন তখন কোনো চিন্তা নাই।'

তিন জায়গায় মজুত 'ষ্টক' বাহির হইল। হুগলী ষ্টেশনের কাছে তিন গাড়ী চাল আটক করা হইল—একজন মুনাফাখোর মজুতকারী এই চাল লুকাইয়া বাহিরে চালান দিতেছিল। এই 'ষ্টক' আটক করিতে স্থানীয় লোকজন সকলেই সাহায্য করিলেন। অন্যদিকে সকলেই মনে করিতেছেন—ইহা জনসাধারণেরই স্বার্থের জন্য।

আগে অনেকে মনে করিত—মজুত-বিরোধী আন্দোলন কাজে কিছু হইবে না, কেননা ইহা তো শুধু সরকারী কর্ম্মচারীদের ব্যাপার। কিন্তু জনগণের উদ্যোগ থাকিলে এই আন্দোলনের ভিতর দিয়াই যে ভাল কাজ করিতে পারা যায়, তাহা প্রমাণ হইয়া যাইতেছে। লোকের মনে হতাশার বদলে আসিতেছে আশা—নিষ্ক্রিয়তার বদলে জাগিতেছে চেষ্টা—জনগণের উদ্যোগ থাকিলে খাদ্য-সংকট যে ঘুচাইতে পারা যায়, তার ইঙ্গিত সকলে পাইতেছে।

★

খুলনার শোভনা ইউনিয়নে যাহাদের বেশী ধান আছে এইরূপ ২২ জন লোককে লইয়া ফুড-সেলাস কমিটী গঠন করিবার জন্য শোভনা ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট একটী তালিকা দাখিল করে। কিন্তু জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে কমিটিমেম্বরগণ তাহাতে আপত্তি করিলে, সরকার কর্ত্তৃক প্রেরিত সেলাস অফিসার পুনরায় জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ব্যক্তিদের লইয়া উক্ত কমিটি গঠন করিতে রাজী হন। পরে জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ৬ জনকে উক্ত কমিটিতে লওয়া হইয়াছে।

কলিকাতাতেও
মজুত-বিরোধী অভিযান চালাও!

কলিকাতার জনরক্ষা কমিটী ১৬ই জুন হইতে কলিকাতায় খাদ্য-সপ্তাহ পালন করিতেছে। এই সপ্তাহে জনরক্ষা কমিটির কর্ম্মীরা দলে দলে ভাগ হইয়া সহরের প্রত্যেক অঞ্চলে প্রচার করিতেছে। প্রচারক দলের কাজ—মজুতদারদের 'ষ্টক' বাহির করিবার জন্য, রেশনিং প্রবর্ত্তনের জন্য, কনট্রোল দরে আরও দোকান খুলিবার জন্য, সহরের সকল শ্রেণীর লোককে সচেষ্ট করা।

মফস্বল জেলাগুলিতে সরকার মজুত-বিরোধী অভিযান চালাইতেছে। এই অভিযানে যেখানেই জনগণ সমবেতভাবে অংশ গ্রহণ করিতেছে, সেইখানেই অভিযান সফল হইতেছে। জনসাধারণের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতাও ইহার ভিতর দিয়া বাড়িতেছে। কিন্তু শুধু মফস্বলেই মজুতবিরোধী অভিযান করিলে চলিবে না। কলিকাতার মতো বিরাট ব্যবসার কেন্দ্রেই বড় বড় মুনাফাখোর মজুতকারী ছড়াইয়া আছে—যারা চোরাবাজারের মালিক। সেইসব মুনাফাখোরদের বাহির করিবার জন্য একই সঙ্গে চেষ্টা করা দরকার।

মজুত-বিরোধী অভিযান কলিকাতা ও হাওড়ায় আপাততঃ বাদ দেওয়া হইয়াছে। মন্ত্রীমণ্ডলী শুধু এইটুকুই বলিয়াছে যে কলিকাতা ও হাওড়ার অধিবাসীদের 'ষ্টক' জানাইতে বলা হইবে। কিন্তু তাহাতে এখনকার দরকার মিটিল না। বরং আগেকে মজুতবিরোধী অভিযানকে ফাঁকী দিবার জন্য মফস্বলের বড় বড় মজুতদারেরা তাদের 'ষ্টক' গোপনে সরাইয়া কলিকাতায়। অনেক জায়গায় সেলাস লওয়া সুরু হইবার আগে থেকেই মজুতকারী সাবধান হইয়াছে—তাহারা ফাঁকী দিয়া কাজ হাসিল করিবার চেষ্টা তো আছেই।

মুনাফাখোরদের সুবিধা কলিকাতাতেই বেশী। কলিকাতায় কণ্ট্রোল দোকান যত আছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। তার উপর আশে পাশের ক্ষুধার্ত্ত নরনারীর ভিড়েই এই দোকানে বেশী। প্রতিদিন হাজারে হাজারে লোক বাহির হইতে আসে কিউ-এ দাঁড়াইবার জন্য। কলিকাতার থান বাসিন্দা যারা, তাদের অধিকাংশই কনট্রোল দোকানের সুবিধা ভোগ করিতে পারে না। তাই বাধ্য হইয়া তারা যায় মুনাফাখোলোভীর কাছে। এই অবস্থায় মুনাফাখোলোভীর হাতে যত 'ষ্টক' থাকিবে ততই সুবিধা। কলিকাতার বাহির হইতে মজুতকারীরা যদি তাদের মজুত চাউল কলিকাতায় আনিয়

সম্পাদকীয়

★ চটকল মজুরের অভিযান ★

বাংলার চটকল মজুররা এক বিরাট অভিযান সুরু করিয়াছে। তাহারা দাবী করিয়াছে—তাদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করা হউক এবং তারা যে দাবী তুলিয়াছে—৩০৲ টাকা মাগ্গী ভাতা, সস্তার খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহ প্রভৃতির জন্য—সেই দাবী ন্যায্য কিনা, তা এই তদন্ত কমিটী বিবেচনা করুক। মজুরদের দৃঢ় ধারণা যে, সরকার হইতে যে রকম তদন্ত কমিটিই বসানো হউক না কেন, আজকের অবস্থায় চটকল মজুরের এই দাবী যে মোটেই অনুচিত নয়, তা সেই কমিটী স্বীকার না করিয়া পারিবে না।

চটকল মজুরের এই দাবী শুধু তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্যই নয়। এই দাবীর আসল উদ্দেশ্য হইতেছে—দেশের স্বার্থে দেশরক্ষার ব্যবস্থাকে পাকা করা ও তার জন্য উৎপাদন ;বাড়ানের কাজে চটকল মজুরের শক্তিকে সংহত করা।

চটকল মজুর তার কারখানার দিনের পর দিন যে মেহনত করিতেছে, তাতে আজকে শুধু যে তার নিজের খোরাক রোজগার হইতেছে, তা নয়। তার প্রতি ঘন্টার পরিশ্রম আজকে দেশকে জাপানী আক্রমণের হাত হইতে বাঁচাইতেছে। তার তৈরী চট, বস্তা আজকে এই যুদ্ধে জনগণের পক্ষে কাজে লাগিতেছে। তারই তৈরী বালির বস্তা আজকে আমাদেরই দেশের ভাই বোনদের জাপানী-বোমার হাত হইতে বাঁচাইতেছে। দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও নিত্যপ্রয়োজনের জন্যও ;চটকল মজুরের তৈরী জিনিষ অত্যন্ত জরুরী। তার উপর চটকলের উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত বাংলার লক্ষ লক্ষ পাট-চাষীর ভাগ্য। চটকলের উৎপাদন বাড়ানো মানে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আমরা করিয়া দেশের ভিতরকার জনসাধারণের জীবনযাত্রার পথে শক্তি জোগানো। চটকলে উৎপাদনের ;ঘাটতি মানে যুদ্ধক্ষেত্রে জনগণের হাতিয়ার দুর্ব্বল করিয়া দেওয়া, দেশের মধ্যকার সংকট আরো বাড়াইয়া তোলা। তাই উৎপাদক হিসাবে চটকল মজুর আজ তার প্রতি মুহূর্ত্তের পরিশ্রম দিয়া দেশকে রক্ষা করিতেছে, ভাই-বোনদের হাতে ও মনে জোর আনিতেছে। দেশের স্বাধীনতার জন্য চটকল মজুর নিজের জায়গায় থাকিয়াই দেশসেবার কাজ করিতেছে। দেশের প্রতি এই পবিত্র কর্ত্তব্য লইয়াই চটকল মজুর আজ উৎপাদন বাড়াইতে দৃঢ় সংকল্প।

কিন্তু উৎপাদন বাড়ানর দিকে চটকলের মালিকের নজর নাই। মালিক মুনাফালোভের জন্যই উৎপাদন করে—দেশরক্ষার জন্য নয়। তাই আজকে যখন প্রত্যেক চটকলের মজুর যাতে বেশী করিয়া জিনিষ তৈরী করিতে পারে, তার ব্যবস্থা করা দেশের সকলের স্বার্থেই একান্ত দরকার, তখন মালিক কি করিতেছে? যন্ত্রপাতির উন্নতি দূরে থাক, অনেক জায়গায় খারাপ যন্ত্রপাতি মেরামত পর্য্যন্ত করা হইতেছে না। খারাপ জিনিষ দেওয়ার ফলে উৎপাদন খারাপ হইতেছে—তাতে মালিকের ভ্রূক্ষেপ নাই। উৎসাহী মজুররা যদি এই সব ব্যাপারে কিছু বলিতে যায়, তাদের বাছিয়া বাছিয়া ছাঁটাই করা হইতেছে। মজুরের ভর-পেট খাওয়া পরার বন্দোবস্তের কথা উপেক্ষা করা হইতেছে। মজুরদের একতার উপর জায়গায় জায়গায় আঘাত আসিতেছে।

সপ্তাহি আবার প্রত্যেক মিলে শতকরা দশটী তাঁত বন্ধ করা হইয়াছে। সারা বাংলার চটকলের শতকরা দশটি তাঁত এবং সেই অনুপাতে মজুর বেকার থাকিবে কেন? চটের চাহিদা যদি সাময়িকভাবে নাও থাকে তাহা হইলেও উহা তৈরী করিয়া মজুদ করিতে ক্ষতি কি? যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে চটের অর্ডার ভবিষ্যতে আসিবেই। যদি চটের দরকার এখন নাও থাকে তাহা হইলেও স্তার কাপড়, পশমের জিনিষ এ সবের অভাব মিটাইতে হইবে। চটের তাঁতকে এ সব কাজের উপযোগী করিয়া ব্যবহার করার জন্য চেষ্টা করা উচিত। অন্ততঃ মোটা কম্বল তৈরী করা সম্ভব হইতে পারে। এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে মজুরের বেকার থাকে না, দেশেরও অভাব মেটে। অথচ সেদিকে চটকল মালিকদের ভ্রূক্ষেপ নাই।

মালিকের এই সব আহাম্মুকীর জন্য যে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে—মজুর তা হইতে দিবে না। কেননা, এই দেশের স্বার্থের সঙ্গেই মজুরের স্বার্থ জড়িত। এই দেশের বাঁচার সঙ্গেই মজুরের বাঁচা। তাই, যত কিছু বাধা-বিপত্তি, অসুবিধা থাক, মজুর উৎপাদন বাড়ানর কাজে আগাইয়া যাইবেই। যত বেশী করিয়া এই চেষ্টা করিবে, ততই মজুরের জোর, মজুরের অধিকার উৎপাদন ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হইবে এবং ততই বাধা-বিপত্তি ও অসুবিধা দূর হইবে।

ঢাকার সুতাকল মজুর অন্য সমস্ত মজুরের সামনে এই দিক দিয়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। বুদ্ধির জোরে মজুর উৎপাদন বাড়াইবার একটা সোজা কৌশল বাহির করিল। একজন সাধারণ মজুর যে এই রকম বাহাদুরী দেখাইবে, তা মুনাফালোভী মালিক পছন্দ করে না। কিন্তু তবু মালিক এই কৌশলকে মানিয়া না লইয়া পারিল না—কেননা, মজুর আজ একা নয়, তার পিছনে সঙ্ঘবদ্ধ ইউনিয়ন, তার পিছনে জনসাধারণের প্রেরণা—তার সামনে মালিকের নীতি দুর্ব্বল হইয়া গেল। দেশরক্ষার কাজে মজুরের বুদ্ধি ও শ্রম যে কত জরুরী তা সাব্যস্ত হইল। ইহাতে মজুরের জোর বাড়িল। মজুরের কিছু কিছু দাবী পূরণ করিতে মালিক বাধ্য হইল।

কিন্তু তবু এখনও মালিকের মজুর-বিরোধী কাজ বন্ধ করা যায় নাই। যে উৎপাদন কৌশল বাহির করিল, তাকেই একটা অনুহাতে মালিক বরখাস্ত করিল। এই জোর মালিকের থাকে কেমন করিয়া? তার কারণ—এখনও উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা অল্প সংখ্যক মজুরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য হিসাবে উৎপাদন বাড়ানর আন্দোলন এখনও ব্যাপকভাবে মজুররা গড়িয়া তুলিতে পারে নাই, এই আন্দোলনের সঙ্গে সমস্ত জনসাধারণকে মিলাইতে পারে নাই। তাই মালিকের নীতিকে এখনও কোনঠাসা করিতে পারা যায় নাই। উৎপাদন ব্যবস্থাকে এখনও মুনাফালোভের স্তর হইতে নামানো যায় নাই।

চটকল মজুরের দায়িত্ব এই দিক দিয়া আরো বেশী। কেননা, চটকলের কাজকর্ম্মের আজ এমন অবস্থা, যেখানে দেশরক্ষার কথা ধামা চাপা পড়িয়া গিয়াছে, মুনাফা লোভটাই সর্ব্বপ্রথম হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য শিল্পে এই দুর্দ্দিনের দিনে মজুরদের জীবন ধারণের জন্য যতটুকু করা হইয়াছে, তার সামান্য অংশও চটকলের মজুরদের জন্য করা হয় নাই। গত বছর বোমা বর্ষণের সময় চটকলগুলির কাজ কর্ম্ম যখন প্রায় অচল হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখনও মালিক এমন কোনো চেষ্টা করে নাই, যাতে কাযকর্ম্ম ভালভাবে চালু থাকে। মজুরের অত্যন্ত সাধারণ দাবী—এ-আর-পি বন্দোবস্ত ও মাগগী ভাতা—তাহাও তারা কিন্তু সে দিন যদি সত্যই কলকারখানার কাজ বন্ধ হইয়া যাইত, তা হইলে দেশের অবস্থা দাঁড়াইত কি? উৎপাদনের ঘাটতির জন্য যুদ্ধের যা ক্ষতি হইত তা ছাড়াও, কলিকাতা ও আশেপাশের সমস্ত জনসাধারণের কাজকর্ম্ম, জীবনযাত্রা অচল হইয়া যাইত—দেশরক্ষার ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িত—জনসাধারণের মনোবল নষ্ট হইয়া যাইত—আর জাপানী দুষমণের বাংলায় আসিবার পথ পরিষ্কার হইয়া যাইত। বুঝিয়া হোক আর না বুঝিয়া হোক, চটকল মজুর সে দিন দৃঢ়ভাবে তাদের কাজকর্ম্ম চালু রাখিয়াছিল বলিয়াই আজও দেশবাসীর গলায় জাপানী গোলামার ফাঁস পড়ে নাই।

সেদিন চটকল মজুর যতটুকু করিয়াছে, আজ তাকে তার চেয়ে অনেক বেশী করিতে হইবে। শুধু কোনোরকমে কাজকর্ম্ম বজায় রাখা নয়, উৎপাদনকে বিপুলভাবে বাড়াইতে হইবে। মজুরের শত্রু, সকল জনসাধারণের শত্রু ফাশিষ্টদের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করিবার সময় আজ আসিয়াছে। তার জন্য রণক্ষেত্রে কৌজের হাতে ও দেশের মধ্যে জনসাধারণের হাতে প্রচণ্ড শক্তি জোগাইতে হইবে। দেশের ভিতরকার খাদ্যাভাব ঘুচাইতে হইবে—সমস্ত লোকের সবটুকু মেহনত এমনভাবে কাজে লাগাইতে হইবে যাতে রুশিয়ার মতো, চীনের মতো জোর লইয়া শত্রুকে আমরা ঘায়েল করিতে পারি। সেই জন্যই চটকলে উৎপাদন বাড়াইবার দায়িত্ব লইতে হইবে মজুরকেই।

আলোচনা

- মফঃস্বল হইতে চাউল রপ্তানি বন্ধ কর
- কলিকাতাতেও মজুত বিরোধী অভিযান চাই
- মজুত বিরোধী অভিযানে সকলের ঐক্য চাই

মজুত বিরোধী অভিযানের ফলাফল

মজুত বিরোধী অভিযানের দুই রকম ফল দেখা গিয়াছে। প্রথমতঃ, প্রায় মফঃস্বল জেলাতেই চাউলের দাম কিছু কিছু করিয়া কমিতেছে এবং যে সব জায়গায় চাউল একেবারে পাওয়া যাইত না সে সব জায়গাতেও লোক চাউল পাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

দ্বিতীয় ফল হইল জনগণের পক্ষে ক্ষতিজনক। মজুতকারীরা ধরা পড়িবার ভয়ে কলিকাতার কোন মজুতকারীর নিকট চড়া দরে বিক্রয় করিয়া দিতেছে, এই চাউল মফঃস্বল জেলার এলাকা ছাড়িয়া কলিকাতার মজুতকারীর গুদামে ঢুকিতেছে।

এটা ঠিক মজুত বিরোধী অভিযানের ফল নয়, এটা হল স্বাধীন বাণিজ্য চালু রাখার ফল। খাদ্য আদ্‌দানি রপ্তানির উপর কোন বিধি নিষেধ নাই, বিশেষতঃ কলিকাতা এবং হাওড়াতে মজুত বিরোধী অভিযান করা হইতেছে না, কাজেই মজুতকারীরা এই সুবিধা পাইয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলা খাদ্য কমিটি এ বিষয়ে মন্ত্রীসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। শুধু বর্দ্ধমান জেলায় নয় বাংলার প্রত্যেক জেলায় এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। মন্ত্রীসভার কর্ত্তব্য অবিলম্বে ধান চাউল বেচা কেনার উপর নিয়ন্ত্রণ বসানো।

মন্ত্রীমণ্ডলীর শক্তি বাড়াও

মন্ত্রীমণ্ডলীর মজুত বিরোধী অভিযানের সংবাদ প্রকাশিত হইবার পরই দেখা গেল বাংলা গভর্ণমেণ্টের খাদ্যক্রয়ের কর্ম্মচারী পদত্যাগ করিয়াছেন। তিনি নাকি মন্ত্রীমণ্ডলীর খাদ্যনীতির বিরোধী। উক্ত কর্ম্মচারীর নীতি কি তাহা আমরা জানি না। বাজারে গুজব এই যে খাদ্য সরবরাহ বিভাগের কোন কোন কর্ম্মচারী মজুত বিরোধী অভিযানের সফলতায় বিশ্বাসী নন। জনগণ এতদিন আমলাতন্ত্রের খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া আসিয়াছে।

জনগণের স্বার্থে এই অভিযানকে সফল করিবার জন্য মন্ত্রীমণ্ডলীর শক্তি বাড়ান হউক।

আমলাতন্ত্রের বাধা ঠেলিয়া মন্ত্রীমণ্ডলী যাহাতে সফলতার পথে অগ্রসর হইতে পারেন তাহার জন্য দেশের প্রত্যেক স্বদেশসেবী মন্ত্রীমণ্ডলীকে সাহায্য করুন।

১২ই জুন তারিখে সংবাদে প্রকাশ সিভিল সাপ্লাই বিভাগের একজন এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টরকে সাময়িকভাবে পদচ্যুত করা হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে তিনি নাকি কয়েকজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া চোরাবাজারে গম সরাইয়া দিতেছিলেন। তাঁহার বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া সন্দেহজনক দলিল পত্র পাওয়া গিয়াছে।

ক্ষুধার্ত্ত জনগণের খাদ্য লইয়া এই অসাধুতার বিরুদ্ধে মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃঢ়তাকে দেশবাসী অভিনন্দন জানাইবে। এই কর্ম্মচারীর অপরাধের বিচার চাই প্রকাশ্য আদালতে এবং অপরাধ প্রমাণিত হইলে উপযুক্ত শাস্তি দিতেই হইবে।

দেশ সেবকদের সন্দেহ অমূলক

৬ই জুন ফজলুল হক সাহেব, শ্যামাপ্রসাদ বাবু এবং শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি দেশ সেবকের এক বিবৃতিতে মজুত বিরোধী আন্দোলনের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস এই অভিযান কৃষকদের উৎপীড়ন করিবে। এ সন্দেহ যে অমূলক তাহা প্রমাণিত হইয়াছে কয়েকদিনের অভিযান পরিচালনার ফলে। মন্ত্রী-মণ্ডলীর ব্যবস্থায় এমন কিছু নাই যাহাতে কৃষকদের প্রয়োজনীয় খাদ্য কাড়িয়া লওয়া হইবে, এমন সন্দেহ হইতে পারে। মজুত খাদ্য মানে কি তাহার সংজ্ঞা স্পষ্টভাবেই দেওয়া রহিয়াছে। ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পরিবারের প্রয়োজনীয় খাদ্য রাখিতে দেওয়া হইবে। তাহার অতিরিক্ত খাদ্য কাড়িয়া লওয়া হইবে না, হয় দাম দিয়া কিনিয়া লওয়া হইবে অথবা ধার লওয়া হইবে। এই ব্যবস্থার ভিতর উৎপীড়নের কথা কি থাকিতে পারে?

১০ই জুন আর এক বিবৃতি বাহির করিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন, আমরা এই মজুত বিরোধী অভিযানের সঙ্গে অসহযোগিতা করিতে বলি নাই।' এই অভিযান যে জনপ্রিয় অভিযান, ইহাকে সফল করিবার জন্য সকল দলের একতাবদ্ধ হওয়া উচিত এমন কথাও কিন্তু তাঁহারা বলেন নাই।

এই অভিযানের ত্রুটি বিচ্যুতি

হক সাহেব ও শ্যামাপ্রসাদ বাবু প্রভৃতি মজুদ বিরোধী অভিযানের যে যে দুর্ব্বলতার প্রতি দেশ-বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাহার মধ্যে দুইটি প্রধান—(১) কলিকাতা ও হাওড়াকে অভিযান হইতে বাদ দেওয়া এবং (২) মফঃস্বল হইতে চাউল রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা না বসানো। এই ত্রুটি যে অবিলম্বে দূর করা উচিত এ বিষয়ে প্রত্যেক স্বদেশসেবকই একমত। লীগ পত্রিকা 'আজাদ'ও এই রকম ত্রুটির দিকে মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

কাজেই হক সাহেব বা শ্যামাপ্রসাদবাবু নূতন কথা কিছুই বলেন নাই। আশা করি মন্ত্রীমণ্ডলী এ বিষয়ে তাঁহাদের কৈফিয়ৎ কি জানাইবেন, তাহা হইলে তাঁহাদের খাদ্যনীতির প্রতি লোকের সন্দেহ এবং উদ্বেগ দূর হইবে।

কিন্তু আসল কথা কি? আসল কথা এই যে মন্ত্রীমণ্ডলী যতটুকু ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা জনগণের খাদ্য আন্দোলনেরই সফলতার ফল। জনগণের খাদ্য কমিটি গঠন করিয়া খাদ্য বণ্টনের এই ব্যবস্থার সফলতার জন্য সকল দলের বিশেষতঃ কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্য চাই। এই ঐক্য যত মজবুত হইবে ততই খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য আরও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। কিন্তু হক সাহেব ও শ্যামাপ্রসাদবাবু প্রভৃতির দল এই ঐক্যকেই দুঃসাধ্য করিয়া তুলিতেছেন, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে চেষ্টা করিয়া ব্যবধান বাড়াইতেছেন, খাদ্য আন্দোলনের ভিতর দিয়া সকল দলের যে ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে আরও মজবুত না করিয়া শিথিল করিতেছেন।

ইহা সংকট সমাধানের পথ নহে, সংকট আরও ঘোরতর করিবার পথ।

কংগ্রেস, লীগ, মহাসভা আজ মিলিত হউক মজুত বিরোধী অভিযানকে সফল করিবার জন্য, এ অভিযান যাহাতে কলিকাতাতেও প্রয়োগ করা হয় তাহার জন্য। দেশের এই সংকটময় মুহূর্ত্তে ভেদাভেদ বর্জ্জিত হউক।

সরকারী তদন্ত কমিটির দাবীতে দুই লাখ চটকল মজুর আজ এক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই একতা দরখাস্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না। কারখানায় কারখানায় উৎপাদন বাড়ানর সংগঠন এই একতার মধ্য দিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। মিল-মালিকের উদাসীনতার ফলে কোথায় উৎপাদনে ঘাটতি হইতেছে, মজুর তা খুঁজিয়া বাহির করিবে—তার প্রতিকারের জন্য সমবেতভাবে চেষ্টা করিবে। মজুর তার মেহনত পুরা ঢালিয়া দিবে যাতে বেশী করিয়া জিনিষ তৈরী হয়। মজুর তার সজাগ দৃষ্টি রাখিবে যাতে উৎপাদনের সমস্ত অংশ দেশের শক্তি বাড়াইবার কাজে ব্যবহার হয়। এই কাজে মজুর মিলাইবে কারখানার সমস্ত লোককে—কারখানার বাহিরের সমস্ত জনসাধারণকে। মজুর তার সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা দ্বারা দেখাইবে দেশরক্ষা তারাই করিতে পারে। এই উদ্যোগের মধ্যদিয়া দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ দুইলাখ একতাবদ্ধ মজুরের পাশে আসিয়া দাঁড়াইবে দেশভক্ত জনসাধারণ—সেই সংহতির পাশে মালিককেও আসিয়া জুটিতে হইবে। মজুরের বাঁচার দাবীকে তখন কেউ অস্বীকার করিতে পারিবে না। চটকল মজুরের দাবী পূরণ হইবেই।

মজুর! উৎপাদন বাড়ানোর দায়িত্ব লও

● মালিকের খামখেয়ালী রোখো ●

● দেশরক্ষার বনিয়াদ দৃঢ় করো ●

জগদ্দলের মজুররা একতা গড়িয়াছে —উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলনের ভিতর দিয়াই দাবী আদায়

খাদ্য-দ্রব্যের দাম বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জগদ্দলের সমস্ত চটকল শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। কিন্তু মজুররা জানে আজ কারখানার কাজ চালু রাখা ও উৎপাদন বাড়ানই তাদের সবচেয়ে বড় দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য। তাই তারা নিজেদের অভাব মিটাইবার জন্য ভুল পথে না গিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি-আন্দোলনের পথেই সঙ্ঘবদ্ধ হইতে লাগিল। ইহারই ভিতর দিয়া তারা তাদের সংগঠনকে জোরালো করিল। লেবর কমিশনরের কাছে তারা ডেপুটেশন লইয়া গেল। তাদের আওয়াজ—আমরা উৎপাদন বাড়াইবই, আমাদের কর্ম্মক্ষমতা কমাইলে চলিবে না, খাদ্য-দ্রব্যের ভাল বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সরকারী তদন্ত কমিটী নিয়োগের দাবীতে মজুররা সহি সংগ্রহ সুরু করিল। এই কাজে সকলে এক হইয়াছে। মুস্লিম লীগ ও আর্য্যসমাজী কর্ম্মীরাও কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের সাথে একযোগে কাজ করিতেছে। মিলমালিক মজুরদের একতার কাছে মাথা নত করিল। মজুরদের খাদ্যব্যবস্থা বন্ধ রাখিতে মালিক পারিল না—টাকায় ৫ সের করিয়া চাল ও আটা বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইল।

মজুররা আরও স্পষ্ট করিয়া শিখিল যে উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলনের ভিতর দিয়াই তাদের দাবীর জোর বাড়ে, তাদের সংগঠন জোরালো হয়, তাদের মধ্যে একতা আসে। কেননা, উৎপাদন বৃদ্ধিই দেশরক্ষার আসল কাজ, দেশরক্ষার ডাকে সকলের এক না হইয়া উপায় নাই।

মজুর-ছাঁটাই মানে উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা

বিরলা জুটমিলে মজুর ছাঁটাই যেন একটা সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মজুর ইউনিয়নের দাবীর জোরে মজুরদের বোনাস দিতে মিল-মালিক বাধ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু কাজকর্ম্মের গোলযোগ আগে যেমন ছিল, তেমনিই থাকিয়া গিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক দিনই কোন না কোন অজুহাতে ১৪।২০ জন মজুরকে জবাব বা ছুটি দেওয়া হয়। মিলের মেসিন খারাপ, সুতা খারাপ, অথচ মজুরকে এমন পরিমাণ কাজ করিতে দেওয়া হয়, যাহা তার পক্ষে করা অসম্ভব। কাজ কম হওয়ার অজুহাতে বা কাপড় খারাপ হওয়ার জন্য দায়ী করা হয় মজুরকেই, এবং যে কোনো সময়ে তাকে ছাড়াইয়া দিলেই হইল। মিল মালিক হয়ত ভাবিতেছেন তিনি মজুরকে সায়েস্তা করিতেছেন—কিন্তু আসলে ইহার ফলে উৎপাদনের কাজেই ব্যাঘাত সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু মুনাফালোভী মালিকের সেদিকে খেয়াল নাই। বরং, মজুরের প্রতি দুর্ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইতেছে। শুনা গেল যে গত ৩রা জুন ব্যাচিং ডিপার্টমেন্টের একজন মজুর জ্বরে অসুস্থ হইয়া ডিপার্টমেন্টের বাবুর কাছে যখন ছুটি চাহিতে গিয়াছিল, তখন নাকি তাকে মারধোর করা হয়। মজুরের উপর এইরকম জুলুম মানে উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা। সমস্ত মজুর ইহার প্রতিবাদ করিবে—মজুরেরা দাবী করিবে—উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটিতে দিব না—মজুর ছাঁটাই চলিবে না। খারাপ জিনিষপত্র দিলে চলিবে না—মুনাফালোভের জন্য দেশরক্ষাকে দুর্ব্বল হইতে দিব না। মজুর! উৎপাদন বৃদ্ধির পথে সঙ্ঘবদ্ধ হও! মালিকের উদাসীনতা ও অনাচার দূর করা যাইবেই।

ইউনিয়নের উপর আঘাত রোখো

গত কয়েক মাস যাবৎ হাওড়ার আর-এম-ভাটার্জ্জিন ঢালাই কারখানার মজুররা তাদের ইউনিয়নের মারফৎ তাদের দাবী পূরণের জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। ফলে তাদের মাথা পিছু সপ্তাহে এক আনা করিয়া যে হিসেবানা কাটা হইত, তাহা বন্ধ হইয়া যায় এবং মালিক ঘণ্টায় ১০ পাই হিসাবে মাগগী ভাতা দিতে স্বীকার করে। কিন্তু ইহার পর হইতেই মালিক ইউনিয়নকে কমজোর করিবার চেষ্টা করিতে সুরু করে। গত ১৫।২০ দিনের মধ্যে বাজে অছিলায় পর পর ১৩ জন মজুরকে বরখাস্ত করা হয়। তার মধ্যে অধিকাংশই ইউনিয়নের অগ্রণী কর্ম্মী ও অনেকে ১০।১২ বৎসরের কারিগর। ইউনিয়নকে কমজোর করার মানে কি? ইউনিয়নের ভিতর মজুররা যত বেশী সঙ্ঘবদ্ধ হইবে, তত বেশী উৎপাদন বাড়াইবার জন্য তারা সমবেত চেষ্টা করিতে পারিবে—উৎপাদন সম্বন্ধে মালিকের উদাসীনতাকে তত বেশী কাটাইতে পারা যাইবে, মজুরের দাবী পূরণ হইয়া তত বেশী মজুরের কর্ম্মক্ষমতা বাড়িবে। মালিক কি তা চায় না? লোহার কারখানা দেশরক্ষার দিক দিয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ—সেইখানেই উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা সবচেয়ে বেশী হওয়া দরকার—মজুরকে সবরকম সুবিধা দিয়া তাদের উৎসাহ বাড়ান দরকার। কিন্তু এই লোহার কারখানাতেই মালিক আজ নিজের খেয়ালখুসীমতো চলিতেছে। মজুর! ইউনিয়কে জোরালো কর! ইউনিয়নের উপর আঘাত রোখো—ইউনিয়নে একতাবদ্ধ মজুরশ্রেণী যদি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিজ্ঞা লইয়া আগাইয়া যায়, তবে মালিক মজুরের কথা শুনিতে বাধ্য হইবেই।

ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করা মজুরের দেশপ্রেমিক অধিকার

শ্রীরামপুরের নূতন রেলওয়ে-টাং-মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ার্স নিয়ুক্ত হইবার পর হইতে দেখা যাইতেছে যে বিনা কারণে শুধু পুলিশের কথা মতো ছ'টাই আরম্ভ হইয়াছে। প্রায় চার মাস আগে একজন পার্টিসভ্যকে পুলিশ রিপোর্টে বরখাস্ত করা হয়। একমাস আগে দুইজন মজুরকে ঐভাবেই আবার বরখাস্ত করা হয়। সপ্তাহখানেক আগে আর একজন পার্টি দরদীকে ঐভাবে নোটিশ দিয়া বরখাস্ত করা হইয়াছে। পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ ও রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ কি মনে করে যে এইসব সচেতন কর্ম্মী কাজে বাহাল থাকিলে এই যুদ্ধের সময় রেল-ওয়ের কাজ খারাপ হইয়া যাইবে? যে মজুরশ্রেণী আজ যুদ্ধজয়ের সবচেয়ে বড় জোর, তাদের অগ্রণী যারা এবং যারা সমস্ত বিপদ মাথায় তুলিয়া ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে দেশকে বাঁচাইতে আগুয়ান, তাদেরই বাদ দিয়া কি রেলওয়ের মতো জরুরী কাজ ঠিক থাকিবে? পুলিশ বা রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের মাথা ব্যথা বেশী দেশরক্ষার জন্য, না নিজেদের ক্ষমতা জাহির করিবার জন্য।

ট্রেড ইউনিয়নের কাজ বে-আইনী নয়, এই কাজে সমস্ত মজুরের সামিল হইবার অধিকার আছে। আজিকার দিনে আরও বেশী করিয়া এই কাজ করিতে হইবে, কেননা, সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের উপরই সমস্ত দেশরক্ষা নির্ভর করিতেছে। মজুর পুলিশী জুলুমে ঘাবড়াইবে না—নিজেদের সংগঠনকে জোরালো করিবে, সংগঠনের জোরে রেলওয়ের কাজে নূতন উদ্যম আনিবে, তার দ্বারাই মজুর দেখাইবে—রেলওয়ের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের চেয়ে মজুরই বেশী দায়িত্ব অনুভব করে।

জাহাজী-মজুরদের দাবী পূরণ কর

ইণ্ডিয়ান সী-মেনস্ ইউনিয়নের পক্ষ হইতে কমরেড তমিল মিঞা জাহাজী-মজুরদের অভাব অভিযোগ ও দাবী-দাওয়া সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :—

বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় মিত্রশক্তির জাহাজগুলিতে যে সমস্ত জাহাজীরা কাজ করে, তাদের মধ্যে এক দেশবাসী লোক হিসাবে ভারতীয় জাহাজীরাই সংখ্যায় সব চাইতে বেশী। হিসাব করিলে দেখা যায় যে প্রায় এক লক্ষ ভারতীয় জাহাজী এককালে বিভিন্ন জাহাজে কাজ করিতেছে—যাদের কাজ প্রত্যক্ষভাবে এই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, যুদ্ধের পক্ষে এত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কয়েকটী সামুলী ও অস্থায়ী সুবিধা ছাড়া জাহাজীরা আর বিশেষ কিছু পাইতেছে না। এমন কি ১৯১৮ সাল হইতে তারা যে বিনা ঘুষে ও পালা করিয়া চাকরী পাইবার দাবী করিয়া আসিতেছে, তাহাও আজ পর্য্যন্ত পূরণ হয় নাই। এখনও ঘাটের জাহাজের জন্য যে সমস্ত 'ওপন্ মাষ্টার' নিয়োগ করা হইতেছে, সেগুলি লোক-দেখানো ভাঁওতা ছাড়া আর কিছুই নয়, কেন না এখনও ঘুষ ব্যতীত কেহ চাকরী পায় না। আর শুধু চাকরী পাইবার সমস্যই নয়, জাহাজে গিয়াও সারেংদিগকে কিছু কিছু ঘুষ না দিয়া নিস্তার নাই। ঘুষ না দিলে জাহাজী-দের উপর নানা প্রকার জুলুম, এমন কি খোলাখুলি ভাবে মারধোর পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। সারেংদের এই দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগের কথাই কাপ্তানরা শুনিতে চান না। ইহার উপর আবার জাহাজী কোম্পানীগুলির মালিকদের নানা প্রকার অব্যবস্থার ফলে বেকার সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

যুদ্ধে যে সমস্ত জাহাজীরা মারা পড়িতেছে তাহাদের আত্মীয় স্বজনকে যে হারে পেন্‌সন ও ভাতা দেওয়া হইতেছে, বর্ত্তমান মাগ্‌গীর বাজারে বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে তাহা মোটেই পর্য্যাপ্ত নহে। ইহার উপর আবার সুবন্দোবস্তের অভাবে আট টাকা পেন্‌সন লইবার জন্য অনেক জাহাজীর মা বা স্ত্রীকে ৩৪ টাকা শুধু গাড়ী ভাড়াতেই ব্যয় করিতে হয়।

এই সমস্ত অভাব-অভিযোগের প্রতিকার যাতে অবিলম্বে হয়, তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষের অবহিত হওয়া দরকার। জাহাজী ভাইদের কাছে আমাদের আবেদন—তাঁরা নিজেদের সংগঠনকে আরও মজবুত করিয়া এই সংগঠনের জোরে তাদের দাবী আদায় করুন। লড়াইয়ের কাজে জাহাজীরা কত প্রয়োজনীয় তাহা কাজের মধ্য দিয়া দেখাইতে হইবে—জাহাজী-দের সংগঠনের জোর তাহার ভিতর দিয়াই গড়িয়া উঠিবে—কর্ত্তৃপক্ষও তা হইলে সকলের স্বার্থে দাবী পূরণ না করিয়া পারিবে না।

বোম্বাইয়ের মেয়ে-মজুর কমরেড সুন্দরা বাই

'কমিউনিষ্ট পার্টি আমাদেরই পার্টি'

**২৩শে মে পার্টি কংগ্রেসে বোম্বাইয়ের কামগার ময়দানে ২৫০০০ মজুরের সভায় বক্তৃতা দিতে উঠিলেন একজন ৮০ বছরের বৃদ্ধা—মেয়ে মজুর কমরেড সুন্দরাবাই। তিনি এখন প্রায় অন্ধ হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁর তেজ আগের মতোই জ্বলন্ত। সভার মঞ্চের উপর বসিয়া তিনি প্রত্যেকটি লোকের কথা আগ্রহভরে শুনি

★

খাদ্য সংকট মিটাইতে জনগণকেই জাগাইতে হইবে

হুগলী—পাণ্ডুয়া থানার কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা খাদ্য সংকটের মাঝে পড়িয়া হতাশ হইয়া পড়েন নাই, বরঞ্চ গোড়া থেকেই কৃষক সমিতি ও খাদ্য কমিটি গড়িয়া সংকট সমাধানের পথে আগাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা হাটে হাটে প্রচার সুরু করিয়াছেন, গ্রামে গ্রামে বৈঠকের মধ্য দিয়া কৃষক সমিতির সভ্য সংগ্রহ, খাদ্য কমিটি গঠন ও ভলান্টিয়ার সংগ্রহের কাজে মন দিয়াছেন। এদিকে খাদ্য সমস্যা প্রবল হইতে থাকায়, পাণ্ডুয়া থানা খাদ্য সম্মেলন ডাকা হইল। প্রায় ৩০০০ লোক জমায়েত হইল। সেই সভার সকলের মত লইয়া গঠিত হইল একটি অস্থায়ী থানা খাদ্য কমিটি। খাদ্য কমিটির ভিতর দিয়া যাহাতে সংঘবদ্ধভাবে খাদ্য সমস্যা মিটান যায় তাহার জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইল। কোন কোন স্থানে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের কাছে ডেপুটেশন পাঠান হইল, যাহাতে তাহারাও আগাইয়া আসিয়া জনগণের সাথে এক হইয়া সংকট মিটাইতে চেষ্টা করেন। এমনি ভাবে বেলুন গ্রামাঞ্চলীন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও সদস্যদের সক্রিয় করা গেল। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রস্তাব ও ডেপুটেশন গেল। মানাদের জলা সংস্কারের দাবীতে বেলুনের জনসাধারণ সংঘবদ্ধ হইল। জমিদাররা অর্থ সাহায্য করিলেন। জলা সংস্কার কাজ সুরু হইয়াছে।

ভারবাসিনী ইউনিয়নের আলাপীনন ও নারিকেলডাঙা গ্রামের কৃষকগণ একত্র হইয়া স্থির করিয়াছেন গ্রামের ক্ষেত মজুরদের প্রত্যেককে সাধ্যমত কাজ দিয়া রক্ষা করিবেন। তাহারা বুঝিয়াছেন যে গ্রাম রক্ষার জন্য সরকারের বা ধনীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলে চলিবে না। তাই তাহারা কৃষক সমিতি গড়িয়া সমবেত চেষ্টায় ইহার সমাধানে অগ্রসর হইয়াছেন। এই ইউনিয়নের মজুররা সহরে ২ বার ডেপুটেশনে যায়—ফলে তাহারা টেষ্ট রিলিফের কাজ পায়। এই সাফল্যের ফলে তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে একতা ও সংগঠনই তাহাদের একমাত্র হাতিয়ার। তাই দলে দলে কৃষক সমিতির সভ্য হইতেছে। একটি গ্রামেই ১০০ জন কৃষক সমিতির সভ্য হইয়াছে। তাহারা স্থির করিয়াছে তাহাদের সংগঠন কৃষক সমিতিকে শক্তিশালী করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে প্রতি মাসে অর্থ সংগ্রহ করিবে।

এই উৎসাহকে সুসংগঠিত করিবার জন্য একটি ইউনিয়ন খাদ্য সম্মেলন করা স্থির হইয়াছে। বীজ ধান, কৃষিঋণ, দুঃস্থদের জন্য সরকারী দান প্রভৃতি আদায় করিতে গণদরখাস্তে সই সংগ্রহ সুরু হইয়াছে। নূতন কর্ম্মী বাহির হইয়াছে ৩ জন। ২ জন ক্ষেত মজুর কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে আসিয়াছে। কমিউনিষ্ট পার্টিই যে একমাত্র পার্টি যাহা বর্তমানে সংকট সমাধান করিয়া দেশের জনগণকে স্বাধীনতার পথে লইয়া যাইতে সক্ষম এই ধারণা জনসাধারণের মনে জাগিয়াছে। এখানে পার্টি পত্রিকা ৩০ খানি বিক্রয় হয়।

ভারবাসিনী ইউনিয়নের ১৩টি গ্রামের মধ্যে ৭টি গ্রামের কৃষক কৃষক সমিতির সভ্য হইয়াছে এবং সকল দলকে মিলাইয়া খাদ্য কমিটিও গঠিত হইয়াছে। এখানে কৃষক সমিতির সভ্য হইয়াছে ৩৩৬ জন, তার মধ্যে মুসলমান ৫০, মহিলা ১০ জন। এই ইউনিয়নে ভলান্টিয়ার সংগ্রহ হইয়াছে ৮৫ এবং বেলুন ধামাঞ্চলীন ইউনিয়নে ৩৫ জন।

★ ★ ★ ★

★ খাদ্য সংকট সমাধানে ★

সমস্ত জনসাধারণকে কাজে নামাও, এক স্বার্থে মিলাও!

চাই সংগঠন ● চাই শৃংখলা

চাই অধিক খাদ্য উৎপাদনের সংকল্প

★ ★ ★

ঐক্যবদ্ধ জনসাধারণ প্রেরণা পায়

আরামবাগ মহকুমায় ভদ্রপুর ডিস্ট্রিক্টপুর ইউনিয়নে খাদ্য সংকট তীব্র হইয়াছে সত্য, কিন্তু স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা এই অবস্থায় হাল ছাড়িয়া দেন নাই। তাহারা এ সম্বন্ধে আগেই সজাগ হইয়াছিলেন এবং গণদরখাস্ত, প্রতিনিধি প্রেরণ, জনসমাবেশ দ্বারা লোকের ভিতর একতা গড়িয়া তুলিয়াছেন, ফলে সবাই মিলিয়া মিশিয়া সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করিতেছেন—সরকারের কাছে সমস্ত অবস্থা জানান হইয়াছে। বর্তমানে ইউনিয়নের ধনী দরিদ্র, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য সদস্যগণ, গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা, কৃষককর্ম্মীগণ—সবাই উদ্যোগী হইয়া কাজ করিতেছেন। ইউনিয়নের প্রত্যেক ওয়ার্ডে মিলিত খাদ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। কমিটি মারফৎ ধানের মালিকদের নিকট হইতে খাদ্যহীনদের জন্য ধান দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। জনসাধারণের মিলিত চেষ্টায় ফলে সরকার এখানে টেষ্ট রিলিফ আরম্ভ করিয়াছেন এবং উহাতে ২৫০০।৩০০০ লোক দৈনিক মজুরী করিয়া অন্নসংস্থান করিতেছে। ধানের মালিকরা যদিও এখনও পুরাপুরিভাবে জনসাধারণের দাবীগুলি মানিয়া নিতেছে না, তথাপি জনসাধারণ নিরুৎসাহ না হইয়া অধিকতর ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হইতেছে। এই ইউনিয়নের কাজে পাশের ইউনিয়নগুলিতে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং সকলকে মিলাইবার কাজ সুরু হইয়াছে। কয়েকজন 'সংগ্রামপন্থী' কংগ্রেসকর্ম্মীও ঐক্যবদ্ধভাবে খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য আগাইয়া আসিয়াছেন। সমস্ত অঞ্চলেই অভূতপূর্ব্ব উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই জিলার আমনান ইউনিয়নের কৃষক সমিতির ভলান্টিয়াররা এই অঞ্চলের অভাবগ্রস্ত গ্রামগুলির ধান যাহাতে গ্রামের দুঃস্থ লোকরা পায় তাহার জন্য খুবই চেষ্টা করিতেছেন। বেশী লাভের আশায় ব্যবসায়ীরা গোপনে গোপনে যাহাতে ধান না সরাইতে পারে তাহার দিকেও নজর রাখেন। গত ৩১শে মে রবিবার রাত্র ১ টার সময় তাহারা দেখিতে পান যে কাড়িছার মাঠের উপর দিয়া বোঝাই ধান যাইতেছে। তাহারা ব্যাপারটিকে চোরাই ব্যাপার বলিয়া সন্দেহ করেন। গ্রামের সবাই মিলিয়া তখন ঘটনাটিতে হস্তক্ষেপ করে। ধানের মালিক পরদিন ভোর বেলা নিজের অন্যায় স্বীকার করে এবং ধান চালান এইভাবে আর করাইবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয়। ইহা ছাড়া যে ধান অন্যত্র সরাইতেছিল তাহাও গরীব গ্রামবাসীদের ভিতর ধার হিসাবে বিলি করে। জনসাধারণের চেষ্টায় এইভাবে ধানের মালিকটি সবাইয়ের সাথে মিশিত হইয়া কাজ করার উৎসাহ পায়।

খাদ্য কমিটিতে সকল দল মিলিয়াছে

আসাম—সুনামগঞ্জের কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা খাদ্য সংকটে দিশাহারা না হইয়া সকল দলকে এক করিয়া সংকট সমাধানের দিকে আগাইয়া চলিয়াছেন। গত ২৯শে মে সুনামগঞ্জ টাউন হলে কমিউনিষ্টদের অক্লান্ত চেষ্টায় একটি জনসভা হইয়া গিয়াছে। সভাটি খুবই প্রতিনিধি মূলক হইয়াছিল। সভার উদ্যোক্তাদের ভিতর স্বাক্ষরকারী হিসাবে ছিলেন কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, হিন্দুমহাসভা, ছাত্রফেডারেশন ও কিষাণ সভার লোক। সকল দলের লোক একত্র হইয়া সভা করিয়া সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা এখানে এই প্রথম। সুতরাং এই দিক দিয়া এই সভার গুরুত্ব খুবই বেশী। খাদ্য সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে সভার আলোচনা চলে এবং ঐ সম্বন্ধে সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে কয়েকটি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। সর্ব্বশেষে সকল দলের লোক লইয়া সুনামগঞ্জ মহকুমা খাদ্য-কমিটি ও পণ্য সংকট সমাধান সমিতি গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি হন রায় বাহাদুর অমরনাথ রায়, ভাইস-প্রেসিডেন্ট হন শ্রীযুত মধুরাচন্দ্র দত্ত, উকিল (প্রেসিডেন্ট, হিন্দুমহাসভা), মৌলবী আবদুল বারি চৌধুরী এম, এ, বি, এল এবং শ্রীযুত অক্ষয়কুমার দাস এম, এল, এ, যুগ্ম সম্পাদক কমরেড চন্দ্রবিনোদ দাস (প্রেসিডেন্ট, কিষাণ সভা) ও মৌলবী আজিজর রহমান এম-এ, বি-এল, সহ সম্পাদক শ্রীযুত রণেশরঞ্জন চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুত মনোরঞ্জন চৌধুরী, বি-এল। কমিটির মোট সভ্য সংখ্যা ৩০ জন, তাহার ভিতর কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, হিন্দুমহাসভা, কমিউনিষ্ট পার্টি, কিষাণ সভা প্রভৃতি সকল দলের লোক আছেন।

সুরমা উপত্যকার জনরক্ষা কমিটি-গুলি কিছুদিন যাবত খাদ্যসংকটের মাঝে পুনরায় সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। নূতন ভাবে সর্ব্বদলীয় খাদ্যকমিটি গঠিত হইয়াছে আজমিরি-গঞ্জ, বালাগঞ্জ, ঢাকা দক্ষিণ, ছাতক প্রভৃতি ব্যবসাপ্রধান অঞ্চলে। ইহা ছাড়া যে সব অঞ্চলে জনরক্ষা কমিটি আগেই গঠিত হইয়াছিল, সেই সব স্থানে কমিটির কর্ম্মীরা জনসাধারণের দুঃখ দৈন্য লাঘব করিতে অক্লান্তভাবে খাটিয়া যাইতেছেন।

ছাতক ও আজমিরিগঞ্জে ব্যবসায়ীরাও খাদ্য কমিটিতে যোগ দিয়াছেন। ফলে জনসাধারণের ভরসা বাড়িয়াছে। বাজারের মাল আমদানী, রপ্তানীর ও সেন্সাস নেওয়ার ব্যাপারেও ছাতকের খাদ্যকমিটির সাথে মহাজনরা সহযোগীতা করিয়াছেন।

ঢাকা দক্ষিণে, নবীগঞ্জে, দেবপুরে সমবায় ভাণ্ডার খোলার উদ্যোগ চলিয়াছে। খাদ্যকমিটির সংগঠনের ব্যাপারেও জনসাধারণের উৎসাহ বাড়িয়াছে।

ত্রিপুরা—গত ২৪শে মে ভাঙ্গিথ চান্দিনার অন্তর্গত পিলমুড়ী ইউনিয়নে সকল দলের লোক মিলিয়া একটি সভা করিয়াছে। সভায় কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড গণিমিঞা ও ফণি মজুমদার খাদ্য সংকট ও তাহার সমাধান সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। অতঃপর ডি, এস বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট প্রভৃতি ৩০ জনকে লইয়া একটি সকলদলীয় খাদ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই মিলিত খাদ্য কমিটি গঠিত হওয়ায় স্থানীয় লোকদের মধ্যে খুবই আশা জন্মিয়াছে। সকলে উৎসাহের সহিত খাদ্য কমিটির নেতৃত্বে কাজ করিতে আগাইয়া আসিয়াছে।

মহিলাদের মধ্যেও উৎসাহ

শ্রীহট্ট দক্ষিণের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে দেবপুরের মহিলাদের একটি সভা হয়। এক শতেরও উপর মহিলা এই সভায় যোগ দেন। সভার ৩।৪ দিন আগে হইতেই স্থানীয় মহিলা-কর্ম্মীরা কমরেড গায়ত্রী দত্তের নেতৃত্বে ৩।৪টি গ্রাম জুড়িয়া প্রচার কার্য্য চালান। সভায় কমরেড মনি দত্ত বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করেন। সভা শেষে ২৮ জন মহিলা ও ১১ জন ছাত্রী ভলান্টিয়ার দলে যোগ দেন। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে ঐ গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটি মহিলাই আত্মরক্ষা সমিতির সভ্যা। সভায় ২৫ জন কিশোর কিশোরী কিশোর সংঘে যোগ দেয়। দুইটি চরকা ও তাঁত কেন্দ্র খোলার ও প্রাথমিক চিকিৎসা এবং এ, আর, পি সম্পর্কিত শিক্ষার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সহরের অদূরবর্ত্তী জ্যালানপুরেও ঐদিনই এক সভা হয়। এক্ষেত্রে স্থানীয় মহিলার উদ্যোগে গ্রামের সকল মহিলাই সভায় যোগ দেন। এখানে এই প্রথম মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজে সভা ডাকা হয়। কমরেড মায়া গুপ্তা সভার আলোচনা করেন। সভার পরেই মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হইয়াছে।

'কমিউনিষ্ট-পার্টির পথই সত্য'

যশোহর—ঝিনাইদহে মহকুমার খাদ্য সমস্যা অন্যান্য স্থানের মতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, লোকের অভাব অভিযোগ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু এই দুর্দ্দিনেও জনসাধারণের মনে যেন কোনরূপ হতাশা না আসিতে পারে—সংকটের মধ্যেও যেন সকলে সংঘবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া সংকটকে রুখিতে পারে, এই মনোভাবকে গড়িয়া তোলার জন্য স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। তাহারা খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য সকল দলকে মিলাইতে উদ্যোগী হইয়াছেন। ইতিমধ্যেই সকল দলের লোক লইয়া একটি বৈঠক করা হইয়াছে। ঝিনাইদহের এই ব্যাপার অভূত-পূর্ব্ব। খাদ্য সম্মেলনের জন্য চেষ্টা করা হয়, কিন্তু মহকুমা হাকিম অনুমতি দেন নাই। কমিউনিষ্টদের কাজ দেখিয়া স্থানীয় লীগ সম্পাদক বলেন 'কমিউনিষ্টপার্টি ব্যতীত আর কোন প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা থাকা সম্ভব নয়।' জেলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান মোঃ তোয়াজদ্দিন আহম্মদ বলেন "যদি কাজ করিতে হয়, তবে কমিউনিষ্ট পার্টির সহিত.....প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝিতেছি কমিউনিষ্ট পার্টির পথই সত্য।"

ইতিমধ্যেই কর্ম্মীদের চেষ্টায় বিনা সুদে ও নামমাত্র সুদে দুই শত লোক ধান পাইয়াছে। পার্টির নামে ৩৫০ টাকা উঠিয়াছে। 'পিপল্‌স্ ওয়ারের' তিন মাসের তিনজন গ্রাহক ও 'লোক যুদ্ধের' একজন গ্রাহক করা হইয়াছে। ১০ কপি 'জনযুদ্ধ' বিক্রয় হইয়াছে, ৬ জন 'জনযুদ্ধের' এক মাসের দাম আগাম দিয়াছেন। লীগ সম্পাদক নিজেই পিপল্‌স্ ওয়ারে গ্রাহক হইয়াছেন, ঝিনাইদহ সহরে জনরক্ষা কমিটির অফিস খোলা হইয়াছে। এই সব প্রচার ও কাজের ভিতর দিয়া স্থানীয় জনসাধারণ আস্থা ফিরিয়া পাইতেছে, হতাশা কাটাইয়া উঠিতেছে।

খাদ্য-ফসল বাড়ানোর পথে কৃষক

এই পথেই সকলের ঐক্য

খাদ্যের জন্য লুঠতরাজ নয়, চাই সংগঠন

দেশপ্রেমের ডাকে জমিদারও কৃষক সমিতির দাবী মানিল

দিনাজপুরের পাতিরাম ইউনিয়নের জমিদার ও জোতদারগণ বহু ভাগচাষীর জমি কাড়িয়া লইয়াছিল এবং ধান দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল। কৃষক সমিতির কর্ম্মীগণ আগাইয়া গেল। এইভাবে চাষীদের কর্ম্মক্ষমতা আটকাইয়া রাখিতে তারা দিবে না—কেননা, আজকে খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য, দেশরক্ষার জন্য চাই খাদ্য ফসল বাড়ানের কাজে চাষীদের বিপুল উদ্যম। জমিদার ও জোতদাররা সেই পথ আটকাইয়া যদি বসিয়া থাকে, তা হইলে চলিবে কেন? কৃষক সমিতির কর্ম্মীরা জমিদার ও জোতদারদের কাছে গিয়া তাদের বুঝাইল—আজকের সংকটের দিনে দেশরক্ষার জন্য তাদেরও কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তা জানাইল। জমিদার ও জোতদাররা নিজেদের ভুল স্বীকার করিল—তারা প্রতিশ্রুতি দিল আর জমি কাড়িয়া লইবে না এবং ধান দিবে। যে জমি ছাড়াইয়া লইয়াছিল তাহাও কিছু কিছু ফেরৎ দিল। এ পর্য্যন্ত ১৪৬ বিঘা জমি পুনরায় রক্ষিত ভাগ চাষীদের ফিরাইয়া দেওয়া হয় এবং কৃষক সমিতির মধ্যস্থতায় একটা বিচার হয়। ঐ বিচারে ১০০৲ টাকা ক্ষেতমজুরদের আদায় করিয়া দেওয়া হয়। কৃষক সমিতির আহ্বানে ক্রমশঃ সকল শ্রেণী একতাবদ্ধ হইতেছে।

ফসল-বাড়ানর পথের বাধা দূর করিতে হইবে

খুলনা জেলার চিতলমারী ইউনিয়নে গত ১৫ দিন হইল ব্যাপকভাবে গো-মড়ক আরম্ভ হইয়াছে। ইহার প্রতি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও মহকুমা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া চিকিৎসা সাহায্যের জন্য আবেদন করা হইয়াছিল। ইতিমধ্যে অন্ততঃ ৫০টা চাষের গরু মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু উপযুক্ত সরকারী ব্যবস্থা এ যাবৎ হয় নাই।

কৃষকগণ কিন্তু হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া নাই। তারা জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান, জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ও মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ডেপুটেশন পাঠায়। ইহার ফলে সাহায্যের আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে।

আজকে সংকটের সময় চাষের পথে যে কোনো বাধা আসুক চাষীদেরই উদ্যোগী হইয়া তাহা দূর করিতেই হইবে। শুধু সরকারের কাছে ডেপুটেশন পাঠানই নয়, গ্রামবাসীদের মধ্যে একতা গড়িয়া সকলে সমবেত হইয়া সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতে হইবে। কেননা ফসল বাড়ান আজ কৃষকের দেশরক্ষার কর্ত্তব্য। এই পথে সরকারকেও কাজে নামানো যাইবে।

প্রত্যেক জমিতে চাষ চাই—তার জন্য সকল চাষীকে কৃষিঋণ দেওয়া চাই

বাঁকুড়ার পুল্কা, দামোদরবাটী, খামারবেড়িয়া প্রভৃতি গ্রামের চাষীদের অধিকাংশের প্রায় অর্দ্ধেক জমি অনাবাদী পড়িয়া থাকার মত অবস্থা। চাষীদের হাতে এমন পয়সা নাই যে চাষের আয়োজন করে। ধান দাদন না দিলে ও চাষের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ কৃষিঋণ না দিলে চাষ চলিতেই পারে না। কিন্তু চাষীরা ধান দাদন পাইতেছে না। সরকার হইতেও মাত্র ৪।৫ টাকা করিয়া কৃষিঋণ দেওয়া হইতেছে। অথচ অন্যবৎসর ১৪৲ টাকা করিয়া ঋণ দেওয়া হইয়াছে। তার উপর আবার সরকার দ্বারী করিতেছেন যে প্রত্যেককে জমির পয়রা দেখাইতে হইবে, না হইলে ঋণ দেওয়া হইবে না। বাঁকুড়া জেলার চাষীর অধিকাংশই ভাগ চাষী, তাদের নিজস্ব কোনো জমি নাই। কাজেই এই নিয়মে যদি ঋণ দেওয়া হয়, তবে আসল চাষীরাই বাদ পড়িয়া যাইবে। চাষ বাড়াইবার কথা বলিয়াও অনর্থক এইকরম নিয়ম করার মানে কি?

এইরকম নিয়মের ফলে গত ২৮শে মে ওন্দা এবং রাসনাগর ইউনিয়নের অনেক চাষী কৃষিঋণ প্রত্যাখ্যান করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু কৃষক সমিতির কর্ম্মীগণ চাষীদের বুঝাইলেন যে, টাকা ফেরৎ দিলে চাষীরই ক্ষতি, হয়ত ইহাতে পরে ঋণ না দিবার অজুহাত সরকার পাইবে। এই কথার পর চাষীরা ঋণের টাকা লইল এবং তাদের দাবী জানাইয়া একটী গণদরখাস্ত করিল, এই দরখাস্তে কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ইউনিয়ন বোর্ডের সার্কেল অফিসারের হাতে দিল।

কৃষকের এই দাবী ফসল বৃদ্ধির জন্যই। শুধু দাবী জানাইয়াই শেষ করিলে চলিবে না—ফসল বৃদ্ধির কাজে কোমর বাঁধিয়া লাগিতে হইবে, ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর, অন্যান্য জনসাধারণ সকলকেই এই কাজে মিলাইতে হইবে—তাহা হইলে চাষীর দাবীর জোরও বাড়িবে।

★

খাদ্য কমিটি গড়িয়া উঠিল

মেদিনীপুর—গত ২৮শে মে কেশপুর থানার ৪ নং ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট যুগেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ঐ ইউনিয়নে এক বিরাট খাদ্য-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সভায় প্রায় ৫৫০০ হিন্দু মুসলমান উপস্থিত ছিল। সম্মেলনের আগে কেশপুর থানার কমিউনিষ্ট ও কৃষক কর্ম্মীরা থানার সর্ব্বত্র প্রচার বোয়াডের ভিতর দিয়া জনসাধারণকে খাদ্য সম্মেলনের বিষয় বুঝাইয়া দেন: কিশোর বাহিনীর সভ্যেরাও গ্রামে গ্রামে গান গাহিয়া সম্মেলনের উদ্দেশ্য প্রচার করে। এই প্রচারের ফলে স্থানীয় জনসাধারণের মনে বিশেষ উৎসাহ দেখা দেয়। তাহারা দলে দলে শোভাযাত্রা করিয়া বেশ শৃঙ্খলার সহিত সম্মেলনে যোগ দেন। সভা বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় আরম্ভ হয়। স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড গৌরীশংকর কর জাতীয় পতাকা ও লাল পতাকা উত্তোলন করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কমরেড আদিনাথ দাস। খাদ্য ফসল বাড়াও, খাদ্য কমিটি গঠন প্রভৃতি প্রস্তাবের বিষয় বক্তৃতা দেন কমরেড অনন্ত দেব মাঝি, নসিরুদ্দিন, তারাপদ চক্রবর্ত্তী ও মৃগেন্দ্র মল্লিক। প্রবীন কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত মৃগেন্দ্রনাথ রায় সম্মেলনের উদ্যোক্তা ও সমবেত জনসাধারণকে অভিনন্দন করিতে গিয়া বলেন "আজ কমিউনিষ্ট পার্টি যে নীতি গ্রহণ করিয়া হিন্দু মুসলমানের একতা বাড়াইয়া তুলিতেছে, আসন্ন সংকট হইতে দেশকে বাঁচাইবার জন্য যে ভাবে অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছে, লুঠতরাজের বিরুদ্ধে যে ভাবে জনমত সংগঠন করিতেছে, তাহাই প্রকৃত দেশপ্রেমিক কাজ। আমি যদিও কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য নই, তথাপি তাহাদের কাজের প্রশংসা না করিয়া পারিতেছি না।" অতঃপর সভাপতি মহাশয় গ্রামে গ্রামে খাদ্য কমিটি গঠন করিবার উপর বিশেষ জোর দিয়া বক্তৃতা দেন। কিশোর বাহিনীর সভ্যরা দুইটী গান গাওয়ার পর দারুণ উৎসাহের ভিতর সম্মেলনের কাজ শেষ হয়। সভায় প্রায় ৩৫০ মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনের পরের দিন স্থানীয় কর্ম্মীগণ ঠিক করিলেন গ্রামে গ্রামে খাদ্য কমিটি গঠন করিবেন, সকলকে সংঘবদ্ধ করিয়া লুঠতরাজের বিরুদ্ধে জনমত দৃঢ় করিবেন। তাহারা জেলার বিখ্যাত কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড আদিনাথ দাস ও তারাপদ চক্রবর্ত্তীকে সঙ্গে লইয়া ৪ নং ইউনিয়নের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের জমিদার মহাজনের নিকট উপস্থিত হন। খাদ্য কমিটি গঠন করার প্রয়োজনীয়তা এবং তাহার ভিতর দিয়া শৃংখলা বজায় রাখিয়া লুঠতরাজ বন্ধ করার দায়িত্ব সম্পর্কে জমিদার মহাজনদের সাথে আলোচনা চলে। আলোচনায় স্থানীয় জমিদাররা অবস্থার গুরুত্ব বুঝিলেন এবং সকলের সাথে মিলিয়া খাদ্য কমিটি গঠনে রাজী হইলেন। ৪টি গ্রামে খাদ্য কমিটি গড়িয়া উঠিল। খাদ্য কমিটি ধান, চাউল সংগ্রহ করিয়া বিলি ব্যবস্থার ভার লওয়ার সংকল্প নিল। কমিটি ঠিক করিল ধান প্রতি মণ ১২৲ টাকা ও চাউল ২০৲ করিয়া বিক্রয় করা হইবে। ঐ স্থানের জনসাধারণের মনে এই সব কাজ কর্ম্মের জন্য খুবই উৎসাহ দেখা যাইতেছে। যাহারা খাদ্যাভাবে লুঠতরাজের দিকে ঝুঁকিয়াছিল, তাহারাও বুঝিতে পারিয়াছে খাদ্য পাইতে হইলে লুঠতরাজের পথে গেলে চলিবে না, খাদ্য কমিটির উপর আস্থা রাখিতে হইবে—সংগঠনের ভিতর দিয়া সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতে হইবে।

লুঠতরাজ ঠেকাও

১৭ই মে তমলুকের ১১ নং ইউনিয়নের অন্তর্গত মদনমোহন চক গ্রামে প্রায় ৪০০ বুভুক্ষু জনতা একজন মহাজনের বাড়ীতে হানা দিয়া তার ধান চাউল লুঠ করিতে চেষ্টা করে। কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সমিতি প্রভৃতির কর্ম্মীরা খবর পাইয়া জনতার সামনে গিয়া দাঁড়ান এবং দৃঢ়ভাবে লুঠ বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন। শিশু জনতার কাছ হইতে উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও কর্ম্মীরা বিচলিত হন নাই বা চলিয়াও আসেন নাই। তাঁহারা জনতাকে বুঝান যে লুঠপাটে খাদ্য মিলে না। শেষ পর্য্যন্ত জনতা কর্ম্মীদের কথায় শান্ত হয়। তখন সেখানে খাদ্য কমিটি গঠন করিয়া সকলকে ঐ কমিটির নেতৃত্বে আনা হয়। খাদ্য কমিটি সস্তায় চাউল কিনিয়া তাহা গরীব জনসাধারণের ভিতর বন্টনের ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিতেছে।

আসামের বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতার মৃত্যু

গত ২৩শে মে সুরমা উপত্যকার বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড দেবেন্দ্রনাথ দত্ত সুনামগঞ্জে মারা গিয়াছেন। তিনি গত কয়েক মাস যাবৎ যকৃতের রোগে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে কমরেড দত্তের বয়স ৪৫ বৎসর ছিল। আইন অমান্য আন্দোলনে দীর্ঘ কারাবাসের পর তিনি সুরমা উপত্যকা কমিউনিষ্ট পার্টির সহিত কাজ করিতে থাকেন। ১৯৩৬ সাল হইতেই তিনি পার্টির সর্ব্বক্ষণের কর্ম্মী হিসাবে কৃষক ফ্রন্টে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। কংগ্রেস বেআইনী হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি সুনামগঞ্জ মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সহ-সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি প্রায়ই বলিতেন, "মৃত্যুকে ভয় করি না, তবে স্বাধীনতার লড়াইয়ে প্রাণ না দিয়া রোগের হাতে প্রাণ দিতে হইতেছে—এই যা দুঃখ।" কমরেড দেবেন্দ্র দত্তকে হারাইয়া সুরমা উপত্যকা ক্ষতিগ্রস্ত হইল। আমরা তাঁর স্মৃতিতে রক্তমুষ্টি উত্তোলন করিয়া দেশরক্ষার সংকল্প গ্রহণ করিতেছি।

মিলিত হইয়া খাদ্যসংকট রুখিতে হইবে

নদীয়া—ডোমার অঞ্চলে খাদ্যসংকটে স্থানীয় কর্ম্মীরা বিমর্ষ হইয়া পড়েন নাই। এই বিপদের মাঝে জনগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া কমিউনিষ্ট ও জনমঙ্গল সমিতির কর্ম্মীরা সকলকে উৎসাহ দিতেছেন, সংঘবদ্ধ ভাবে সমস্যা সমাধানের দিকে জনমত গড়িয়া তুলিতেছেন। স্থানীয় ভৈরববকস-সুরজমল ফার্ম হইতে সস্তায় ১৫ মণ চাউল ও ৫০ মণ পয়রা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। আর কয়েকজন মহাজন কম দরে চাউল ও পয়রা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

গত ৩০শে মে হইতে সস্তায় জনমঙ্গল সমিতির সমবায় খাদ্য ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে, ডোমার ও শোরাপাড়ী ইউনিয়নের কতকাংশে গরীব দুঃস্থদের হিসাব লইয়া জন প্রতি প্রতিদিন ২ পোয়া হারে চাউল ও বাজার দরের কম দরে পয়রার ছাতু দেওয়া হইতেছে। এ ব্যবস্থায়ও সকলে পয়সা যোগাড় করিয়া চাউল প্রভৃতি কিনিতে পারিতেছে না।

এখানে প্রতিদিন ৬ মণ হিসাবে চাউল ও ছাতু দেওয়া হইতেছে, চাহিদা এত বেশী যে অবিলম্বে উহা ১০ মণ করা দরকার। সমিতির কর্ম্মীরা তাহার জন্য খুবই চেষ্টা করিতেছেন। নিঃস্ব লোকদের সাহায্যের জন্য খয়রাতি দান পাওয়ার দরকার—কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য কর্ম্মীরা খয়রাতি দানের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইবার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। এই সব কর্ম্মীদের এই প্রচেষ্টায় স্থানীয় গরীব জনসাধারণ খুবই উৎসাহ পাইতেছে—তাহারা ঐক্যবদ্ধ হইয়া কর্ম্মীদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

★

কলিকাতা—গত ২৫শে মে খিদিরপুরের কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের উদ্যোগে ও ২৬ নং ওয়ার্ডের কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুত শৈলেন দাসের সভাপতিত্বে খিদিরপুর কেন্দ্রে খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে এক জন সভা হয়। সভায় মজুরের সংখ্যাই ছিল বেশী এবং অনেক ছোট ছোট ব্যবসায়ীও এই সভার কাজে খুব উৎসাহের সহিত সাহায্য করিয়াছেন। সভায় কমরেড জুড়ান গাঙ্গুলী, মণী গুহ, শিতাংশু মজুমদার ও রাজকুমার সিংহ বক্তৃতা করেন। স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত রতিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পু

কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের অভিনন্দন

কারারুদ্ধ কমরেডদের প্রতি অভিনন্দন

ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস কারারুদ্ধ ৭শত কমরেডের প্রতি অভিনন্দন জানাইতেছে।

গত ৯ই আগষ্ট আগষ্টের ৪১৩ জন কমরেড কারাগারে ছিলেন। তাহার পর হইতে আমলাতন্ত্র আমাদের আরও ৩০০ কমরেডকে জেলে পুরিয়াছে। তাঁহাদের অপরাধ তাঁহারা কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির জন্য আন্দোলন করিয়াছেন, অপরাধ—তাঁহারা জনগণের খাদ্যের জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন, জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করিয়াছেন!

এই সকল কমরেড সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের পার্টির নীতি এবং কর্ম্মপন্থা সমর্থন করেন এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। পার্টির নীতি হইতেছে—ফ্যাসিষ্ট আক্রমণের হাত হইতে দেশরক্ষা করা, পঞ্চম বাহিনীকে উৎখাত করা, ধ্বংসমূলক কার্য্য বন্ধের জন্য চেষ্টা করা, এবং দেশরক্ষার জন্য দেশভক্তদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করা। এই সকল কমরেড এই নীতি লইয়াই চলিতেছিলেন। কমিউনিষ্টদিগকে জেলে পুরিয়া রাখিলে এবং কমিউনিষ্ট পার্টির উপর দমন নীতি চালাইলে কেবলমাত্র পঞ্চমবাহিনীকেই সাহায্য করা হয়, অন্ধ আমলাতন্ত্র ইহাও দেখিতে পায় না।

ভারতের বিভিন্ন জেলে যে ১০৫ জন কমরেড যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন, কমিউনিষ্ট পার্টি তাহাদিগকেও অভিনন্দন জানাইতেছে। তাঁহাদের মধ্যে আছেন গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার অন্যান্য বন্দীরা। তাঁহাদের মধ্যে আছেন প্রভাত চক্রবর্ত্তী, নলিনী দাস এবং বাঙ্গলা দেশের আরও অনেক বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা। তাঁহাদের মধ্যে আছেন মৃত্যু শয্যাশায়ী আনন্দগুপ্ত, যাহাদের নাম এবং দেশপ্রেমের কাহিনী উপকথার মত বাঙ্গলার দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কারাজীবনের প্রথম দিকেই তাঁহারা কমিউনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করেন এবং অভিজ্ঞতা এবং দেশপ্রেমের প্রেরণাতেই কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। কারাগার হইতেই তাঁহারা উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাইয়া ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ হইতে বলিয়াছেন। এই সকল বন্দীর মধ্যে আছেন মালাবারের বীর গোপালন, মালাবারের কৃষক সন্তান মূলা পোক্কান এবং মাট্টামুন্ন, মোরাক্কা এবং কাইয়ুর মামলার বন্দী আরও পনের জন কমরেড। তাঁহাদের মধ্যে আছেন ভগত সিং এর সহকর্মী গয়াপ্রসাদ এবং কাপুর; আছেন নির্ভিক দেশপ্রেম এবং অসম সাহসিকতার অগ্রনায়ক বাবা গুরুমুখ সিং, আছেন কানপুর মজুরদের বর্ষিয়ান নেতা—চাচা জান মহম্মদ। আমরা এই সকল কমরেডদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছি। আমরা এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেছি যে ইঁহাদের মুক্তির জন্য আমাদের চেষ্টা কখনও বন্ধ হইবে না এবং মুক্ত অবস্থায় আমাদের মাঝে ইঁহাদিগকে ফিরিয়া না পাওয়া পর্য্যন্ত আমাদের বিশ্রাম নাই।

এই সকল বন্দী কমরেডের মুক্তির জন্য বিশেষ জোরের সংগে আন্দোলন চালাইবার জন্য কংগ্রেস সমস্ত পার্টি ইউনিটকে নির্দ্দেশ দিতেছে। বোমা বিধ্বস্ত চট্টগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া গনেশ ঘোষ প্রভৃতি যাহাতে জাপানী দস্যুদের অগ্রগতি রোধ করিয়া বাঙ্গলায় সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন তজ্জন্য তাঁহাদের মুক্তির জন্য বাঙ্গলা দেশময় ব্যাপক আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে আহ্বান করিতেছে। দেশরক্ষার কাজে, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কানপুরের মজুরদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য মজুরদের প্রিয় 'চাচার' মুক্তি চাই। চাচা জান মহম্মদের মুক্তির দাবীতে কানপুরের মজুরদিগকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। মালাবারের উপকূল হইতে আক্রমণের আশঙ্কা দূর করিবার জন্য মালাবারের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মুক্তি চাই,—দাবীতে সমগ্র মালাবারকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। বাবা গুরুমুখের মুক্তির দাবীতে প্রত্যেক পাঞ্জাবীকে সমবেত করিতে হইবে। পাঞ্জাবীর বীর সৈনিকেরা যাহাতে আরও গভীরভাবে দেশপ্রেমের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আক্রমণকারী ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পারে তজ্জন্য পাঞ্জাবের ঘরে ঘরে তাঁহার মুক্তির দাবী তুলিতে হইবে।

এই সফল বন্দী কমরেড এবং বন্দী কংগ্রেস কর্ম্মীদের মুক্তির জন্য দেশময় যুক্তভাবে বিরাট আন্দোলন চালাইতে হইবে—এই আন্দোলনের মুখে দমননীতির সমস্ত বাধা চুরমার হইয়া যাইবে এবং ভারতের সমস্ত দেশভক্ত সন্তানেরা মুক্তি পাইবে।

এই কংগ্রেস, বাবা সোহান সিং ভাক্‌নাকে সভাপতি এবং কমরেড পার্ব্বতী কুমারমঙ্গলমকে সেক্রেটারী করিয়া কমিউনিষ্ট বন্দী সাহায্য ভাণ্ডার' নামে একটি তহবিল গঠন করিতে কেন্দ্রীয় কমিটিকে ক্ষমতা দান করিতেছে এবং ২৯শে মার্চ্চ (কোইয়ুর বন্দীদের ফাঁসীর দিবস) ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র 'লাল-বন্দী দিবস' হিসাবে পালন করিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিতেছে।

★

লাল-ফৌজ ও মিত্র-বাহিনীর প্রতি অভিনন্দন

ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টির এই প্রথম কংগ্রেস সোভিয়েট ইউনিয়নের কৃষক, শ্রমিক এবং লাল ফৌজের প্রতি ভ্রাতৃত্বমূলক অভিনন্দন জানাইতেছে। গত ২৩ মাস ধরিয়া নাৎসী দস্যুদিগকে তাহারা প্রতিরোধ করিয়া আসিতেছে। পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিক হইতে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে শাঁড়াসী অভিযান চালাইবার জন্য ফ্যাসিষ্টরা যে বিরাট সামরিক পরিকল্পনা করিয়াছিল তাহা বানচাল হইয়া গিয়াছে। ফলে ভারতবর্ষও প্রত্যক্ষ ভাবে উপকৃত হইয়াছে। কবেশাসে কেবলমাত্র জার্ম্মান শাঁড়াসীর বাহুই ধ্বংস হয় নাই, তাহার ফলে জাপানের সমরশক্তিও অনেকাংশে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল মার্কিন, ব্রিটীশ, ফরাসী এবং দক্ষিণ আফ্রিকাণ বাহিনী আফ্রিকা এবং মধ্য প্রাচ্যে ফ্যাসিষ্ট বাহিনীকে ধ্বংস করিয়া ভারতবর্ষকে বিপদ মুক্ত করিতে সাহায্য করিয়াছে এই কংগ্রেস তাহাদিগকেও অভিনন্দন জানাইতেছে।

যে সকল ব্রিটীশ এবং মার্কিন সৈন্য বর্ত্তমানে আমাদের পূর্ব্বসীমান্ত রক্ষা করিতেছে এবং আমাদের মাতৃভূমিকে চূড়ান্ত ভাবে আক্রমণের ভয় হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে এই কংগ্রেস তাহাদিগকেও অভিনন্দন করিতেছে।

যে সকল চীন, অষ্ট্রেলিয়ান এবং নিউজিল্যাণ্ডের সেনাবাহিনী জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া জাপানের শক্তিক্ষয় করিয়া আমাদের দেশের উপর আক্রমণ চালাইবার শক্তি কমাইয়া দিতেছে এই কংগ্রেস তাহাদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছে। এই সকল সৈন্যবাহিনী জাপানের বিরুদ্ধে প্রবল পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, ইহার ফলে আমাদের দেশের উপর জাপ-আক্রমণের আশঙ্কা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইতে।

এই কংগ্রেস এই সকল সেনা বাহিনীকে, প্রতিশ্রুতি দিতেছে যে জগতের ফ্যাসিষ্টশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-রত সৈন্যগণ যাহাতে সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষের জনগণের সমর্থন লাভ করিতে পারে তজ্জন্য ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টি সমস্ত রকমের চেষ্টা করিবে।

কী করিলে খাবার ফসল বাড়িবে?

(আবদুল্লা রসুল—সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা)

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের বিগত নালিতাবাড়ী অধিবেশনের একটি প্রধান প্রস্তাবে কৃষকদের খাবার ফসল বাড়াইবার কথা বলা হইয়াছে। বাংলা দেশে এখন যে পরিমাণ খাদ্যশস্য হয় তাহাতে বাংলার সমস্ত লোকের সারা বৎসরের খোরাক চলে না। তার উপর যুদ্ধের সময় খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়িয়াছে অথচ আমদানী কমিয়া গিয়াছে। কাজেই স্বাভাবিক অবস্থার বাংলায় যে পরিমাণ খাদ্যশস্য জন্মে তাই দিয়া এখন তাহার প্রয়োজন মিটিতে পারে না।

এই প্রয়োজন মিটাইবার একমাত্র উপায় কৃষকের হাতে। কৃষক ইচ্ছা করিলে ও চেষ্টা করিলে দেশের সকল লোকের খোরাক যোগাইতে পারে। তাহাকে যোগাইতে হইবেও। বর্ত্তমানে জাপ ফাশিষ্টদের হাত হইতে দেশরক্ষার কাজে কৃষকদের কর্ত্তব্য হইবে যথেষ্ট পরিমাণে খাবার ফসল উৎপাদন করা।

দেশে যথেষ্ট পরিমাণে খাবার ফসল উৎপাদন করা হোক, ইহা সকলেই চায়। তাই, এই কাজে কৃষককে সাহায্য করিতেও অনেকেই প্রস্তুত হইবে। কেবল দেশকে বাঁচাইবার জন্য এই কাজের গুরুত্ব কতখানি তাহা কৃষককে ও অন্য সকলকে এখনি বোঝান দরকার। ইহা কৃষক-সভার কর্ম্মীদের একটা প্রধান কাজ।

খাবার ফসল বাড়াইবার আন্দোলন এখনি সুরু করা দরকার। এই আন্দোলনের কাজের ভিতর দিয়া কৃষক জনগণের মধ্যে একতা আনিতে পারিবে। কৃষকের ফসল বাড়ানোর উপর সকলকেই নির্ভর করিতে হইবে। কাজেই কৃষকের এই উদ্দেশ্যের সহিত সকলের সহানুভূতি থাকিবে। কিন্তু তাহার কাজে কার্য্যত সাহায্য আদায় করিবার জন্য সকলের নিকট প্রচার করিতে হইবে। তখন সাহায্য করিতে আসিয়া সকলেই বুঝিবে যে আজ জাপ আক্রমণের মধ্যে সকল দেশপ্রেমিকেরই স্বার্থ এক। তখন একতার পথ পরিষ্কার হইবে।

কিন্তু খাবার ফসল বাড়াও আন্দোলনের প্রচার ছাড়া এখনি আমরা আর কী করিতে পারি? আষাঢ় মাস আসিয়া পড়িতেছে, চাষ আবাদের কাজ সুরু হইয়া গিয়াছে। এখন পতিত জমি সংগ্রহ করা, সেচের ব্যবস্থা করা, জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া জমি হাসিল করা ইত্যাদির সময় আর নাই। আগামী বৎসরের জন্য পরে তাহা হইতে পারিবে। কিন্তু ধানের বীজ বোনা এখনো সব জায়গায় শেষ হয় নাই, কৃষিঋণের প্রয়োজন এখনো যথেষ্ট আছে।

বীজধান সংগ্রহ ও বণ্টন করা এবং কৃষিঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করা—এই দুইটি কাজ অল্প কয়েক দিনের মধ্যে যতটা সম্ভব করিতে পারিলে কৃষককে সাহায্য করা হইবে।

তারপর ভাদ্র মাসের পর যে সকল ফসলের চাষ হয়—মাষ, মুগ, মুসুরী, ছোলা, মটর, খেঁসারি, তেওড়া, সরিষা, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, যব, গম ইত্যাদি—তাহার জন্য এখন হইতেই প্রচার করা দরকার এবং কৃষকদের এমনভাবে বোঝান দরকার যেন তাহারা কোন জমি একটা ফসল তুলিবার পর পতিত ফেলিয়া না রাখে, যেন সম্ভব হইলে আরো ফসল বোনে। সেজন্য যাহা কিছু বাধা থাকিবে তাহা দূর করিবার জন্য কৃষককে সাহায্য করিতে হইবে। বীজ, সার, জলের ব্যবস্থা ও কৃষিঋণের দরকারই বেশি হইবে।

শুধু বেশি জমি চাষ করাই একমাত্র কাজ নয়। যে জমি চাষ করা হইতেছে তাহাতে বেশি পরিমাণে ফসল পয়দা করা এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের ফসল পয়দা করা—ইহাও দরকার। সে বিষয়েও কৃষকদের পরামর্শ দিয়া এবং বীজ সার ইত্যাদি যোগাড় করিয়া দিয়া সাহায্য করা যাইতে পারে। কিন্তু সেজন্য কৃষকদের মধ্যে কেবল রাজনীতিক প্রচারই যথেষ্ট হইবে না, কৃষক-সভার কর্ম্মীদের কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান রাখিতে হইবে।

খাবার-সফল-বাড়াও আন্দোলন কেবল প্রচারের ব্যাপার নয়, হাতে হাতিয়ারে কাজ করারও দরকার। তার জন্য কর্ম্মীদের কিছু শিক্ষা লইতে হইবে এবং কৃষকদের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া কাজ করিতে হইবে।

★

রাজশাহীতে দমননীতি

গত ছয়মাস ধরিয়া রাজশাহী জেলায় খাদ্যসমস্যা চরম আকার ধারণ করিয়াছে। একমাত্র কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরাই জনসাধারণকে দাঙ্গাহাঙ্গমা হইতে নিরস্ত রাখিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য অবিশ্রান্ত ভাবে কাজ করিতেছিলেন। কমিউনিষ্টদের দেশপ্রেমিক প্রচার ও সংগঠনের ফলেই মজুরদের ধর্ম্মঘট বন্ধ হয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও রাজশাহী জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক অরুণ চৌধুরী, জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক সন্তোষ ভট্টাচার্য্য, জনরক্ষা কমিটির সংগঠক সুনীল চৌধুরী, বিশিষ্ট ছাত্রকর্ম্মী সীতাংশু মৈত্র, কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড শুভাংশু মৈত্র, কমরেড গোপাল সরখেল, কমরেড সলিল সেন ও কমরেড অমলেন্দু বাগচীর উপর পুলিশ নিষেধাজ্ঞা জারী করিল যে তাঁরা কোন সভায় বক্তৃতা করিতে পারিবেন না বা কোন শোভাযাত্রায় যোগদান করিতে পারিবেন না। এছাড়া কমরেড সুনীল চৌধুরী, কমরেড অমলেন্দু বাগচী ও কমরেড নির্ম্মল মৈত্রের বিরুদ্ধে পুলিশ ভারতরক্ষা আইনের ৩৭।৪ ধারা অনুযায়ী এক মামলা রুজু করিয়াছে। গত এপ্রিল মাসে ঝাড়ুদারদের মধ্যে যখন ধর্ম্মঘট আসন্ন হইয়া উঠে, তখন এই সব কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের চেষ্টাতেই ঝাড়ুদারদা সংঘবদ্ধ হয় ও ধর্ম্মঘটে বন্ধ করিতে স্বীকৃত হয়। আজ কমিউনিষ্টরা দেশের সমস্ত সম্প্রদায় ও সমস্ত শ্রেণীকে দেশরক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ করিতেছে; অবিলম্বে তাঁদের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা উঠাইয়া নেওয়া হউক।

★

আসামে পুলিশের অযথা হয়রানি

শামেস্তাগঞ্জের রেলওয়ে কলোনির জনৈক কর্ম্মচারীর ভাই 'জনযুদ্ধ' ও 'পিপল্‌স ওয়ারের' নিয়মিত পাঠক। হবিগঞ্জের দারোগা সাহেব তাঁকে স্থানীয় ষ্টেশন মাষ্টারের অফিসে ডাকিয়া 'জনযুদ্ধ' ও কমিউনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং এসম্বন্ধে ধমকানি দিয়া বলেন যে, 'এসব করিলে আপনার অভিভাবকের চাকরীর ক্ষতি হইবে।' তারপর তাঁর স্থানীয় ও বাড়ীর ঠিকানা রাখিয়া তাঁকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

গত ৪ঠা জুন সিলেটের গোয়েন্দা পুলিশ এ-আর-পি ডিপোতে গিয়া কয়েকজন এ-আর-পি কর্ম্মীর সম্পর্কে স্থানীয় এ-আর-পি অফিসারের নিকট নানা রূপ জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তাঁরা কমিউনিষ্ট কিনা সঠিক জানিতে চায়।

যুদ্ধের গতি

★ ফ্যাশিষ্ট ধ্বংসের শেষ লড়াই সুরু
★ দ্বিতীয় ফ্রণ্ট এই সময়েই দরকার
★ জনগণের শক্তিকে উদ্বুদ্ধ কর

ঝড়ের আগে গুমোট

সোভিয়েট রণাঙ্গনে শীঘ্রই যে প্রচণ্ড ঝড় বহিতে থাকিবে, তাহার পূর্ব্বলক্ষণ ক্রমেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। সেখানে এখনও যেন ঝড়ের আগে গুমোট করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু গুমোট করিলেও দুই পক্ষেরই তোড়জোড় খুব চলিতেছে। স্থলপথে লড়াইয়ের রাস্তা সাফ করিবার জন্য দুই পক্ষ বিমানহানা চালাইতেছে। সোভিয়েট বিমানবীররা শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে।

উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিরাট রণক্ষেত্রের যে কোন স্থানে আগুন জ্বলিয়া উঠিতে পারে। উত্তর আফ্রিকা হইতে বাঘ মার্কা নূতন এক রকম ভারী ট্যাঙ্ক শত্রু ব্যবহার করিবার জন্য আনিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনে মস্কোর পূর্ব্বে গর্কি ও য়ারোস্লাভলের উপর তাহারা বোমা ফেলিয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিমানযুদ্ধে সোভিয়েটের কৃতিত্ব ও সাফল্যই বেশী। ব্রিয়ান্সকের কাছে আক্রমণের জন্য হিটলার দশ লক্ষ সৈন্য জড় করিয়াছিল বলিয়া খবর আসে। এ অঞ্চলে সোভিয়েটের বিমানহানার জন্য হিটলারীদের চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা অথম হইয়াছে বলিয়া আক্রমণ আরম্ভ হইতে পারে নাই। গত তিনমাসে জার্ম্মাণরা সোভিয়েটের হাতে ৫০০০ বিমান হারাইয়াছে। প্রতিদিনই শত্রুর বিমান ঘাঁটির উপর লাল বোমারুরা সদলে আক্রমণ চালাইতেছে।

অবশ্য আকাশযুদ্ধের খবর প্রধান হইলেও স্থলপথে যে যুদ্ধ হইতেছে না, তাহা নয়। জার্ম্মান রেডিও স্বীকার করিয়াছে যে ভেলিকিলুকির ৭০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে দিভিনা নদীকূলে ভেলিজ্ শহরে লালফৌজ ঢুকিয়াছে। ময়ারণক্ষেত্রে যে যুদ্ধে শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করা হইতেছে, সে খবর প্রায়ই আসিতেছে। উত্তরে লেলিনগ্রাদ ও কারেলিয়ার রণক্ষেত্র হইতে দক্ষিণে রষ্টভের পশ্চিমে পর্য্যন্ত লড়াই চলিতেছে। দনেৎস্ অঞ্চলে লিসিচান্সক, ও ক্রেয়ার নিকটে জার্ম্মাণরা আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিয়া বারবার বিফল হইতেছে। লাল ফৌজদের আক্রমণের দরুণ কুবানে কিছুতেই শত্রুর স্থবিধা করিতে পারিতেছে না। ওরেল ও উনেচার উপর হানা দেওয়ার ফলে রিয়াল্সক-ওরেল অঞ্চলে শত্রুর মতলব ফস্‌কাইয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয় ফ্রণ্টের গুরুত্ব

পশ্চিম ইয়োরোপে কি ঘটে, তাহার উপর পূর্ব্ব রণাঙ্গনের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করিতেছে। মিত্রশক্তি ইয়োরোপে আক্রমণ করিলে লালফৌজ বজ্রগতিতে অগ্রসর হইবে, হিটলারের নাভিশ্বাস উঠিবার সময় আসিবে। কিন্তু মিত্রশক্তি এ বিষয়ে উদ্যম না দেখাইলে হিটলার তাহার ২৪০ ডিভিশন সৈন্য লইয়া আবার লালফৌজের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় নামিবে। মিত্রশক্তিকে এখনই মতিস্থির করিয়া ফ্যাসিষ্টদের ধ্বংস করিবার শেষ যুদ্ধে নামিতে হইবে।

আমেরিকার একজন প্রধান মুখপাত্র মিষ্টার নক্স বলিয়াছেন যে ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা সম্পর্কে অনেক দায়িত্বজ্ঞানহীন কথাবার্ত্তা শোনা যায়। "আটটা বিভিন্ন ফ্রণ্টে এখন লড়াই চলিতেছে, দ্বিতীয় ফ্রণ্টের অর্থ কি?" এ প্রশ্নও তিনি তুলিয়াছেন। কিন্তু এভাবে গুরুতর ব্যাপারকে উড়াইয়া দেওয়া বাতুলের কাজ। অন্যান্য জায়গায় যেখানেই লড়াই চলুক না কেন, ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিলে হিটলারের পদানত দেশগুলিতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে, লালফৌজকে ঠেকাইবার সামর্থ্য হিটলারের থাকিবে না, আর দুই দিক হইতে সাঁড়াশীর চাপে শত্রুকে নিষ্পিষ্ট হইতেই হইবে। হিটলার ফ্যাশিষ্টদের সর্দ্দার পাণ্ডা, তাহার পতন হইলে দুনিয়ার সর্ব্বত্র ফ্যাসিবাদ বিদূরিত হইবে, মুক্তিযুদ্ধ সার্থক হইবে।

জনগণের দাবী পূর্ণ হইবেই

নক্স সাহেবের মনে যাহাই থাকুক, জনগণের দাবী যে পূর্ণ হইতে চলিয়াছে, তাহার লক্ষণ অনেক মিলিতেছে। জার্ম্মানী ও ইতালীর উপর যে বিমান আক্রমণ চলিতেছে, তাহাকে স্থল-অভিযানের প্রথম পর্ব্ব বলা হইতেছে। আফ্রিকায় বিরাট উপকূল এখন মিত্রশক্তির হাতে। সেখানে অন্তত ৫টী বাহিনী প্রস্তুত রহিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বে সাইপ্রাস ও পশ্চিমে জিব্রাল্টারে বহু জাহাজ সমবেত করার খবরও আসিয়াছে। ভিউনিসিয়া ও সিসিলির মধ্যে কোন দ্বীপ আর ইতালীর হাতে নাই। পান্তেলারিয়া, লাম্পেডুজা ও লিজোনা দ্বীপ আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ইতালিয়ান রেডিও স্বীকার করিতেছে যে বর্ত্তমান যুগে এতবড় বিপদ ইতালীর কখনও হয় নাই। সিসিলি কিম্বা সার্ডিনিয়া, কিম্বা ঐ দুইটী দ্বীপই একসঙ্গে আক্রান্ত হইবে, এ আশঙ্কার কথাও ইতালিয়ান রেডিও বলিয়াছে। আলবেনিয়া হইতে ইতালিয়ান সৈন্য সরাইয়া আনা হইতেছে। ইতালীর সৈন্যদের মনোবল নাকি এখন খুবই কম। যুদ্ধজয়ের আশা তাহারা হারাইয়া ফেলিতেছে।

আমেরিকার পক্ষ হইতে মরক্কো রেডিও ফরাসীদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছে: "শীঘ্রই ফরাসী, ইংরেজ ও আমেরিকান সৈন্য প্রচুর যুদ্ধোপকরণ লইয়া ফ্রান্সে নামিবে। আপনারা এখনই কিছু করিবেন না; যথা সময়ে নির্দ্দেশ পাইবেন, আপাতত কিছুদিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকুন।" ফ্রান্সের জনগণ আশা করিবে যে বহুদিন যেন তাহাদের ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে না হয়। কিন্তু মরক্কো রেডিওর বার্ত্তা হইতে অন্তত এ আশ্বাস পাওয়া যায় যে ইয়োরোপে সৈন্য নামানোর সময় এখনও আসে নাই বলিয়া আমেরিকায় কয়েকজন পর্য্যবেক্ষক যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে মত সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ মানেন না। ইয়োরোপে ব্যাপকযুদ্ধ আরম্ভ করিবার উপযোগী আয়োজন দেখা দিয়াছে; দ্বিতীয় ফ্রণ্টকে আর বেশীদিন মুলতুবী রাখিলে মিত্রশক্তিরই ক্ষতি। কিন্তু মনে হয় যে জনগণের দাবী আর আটকানো শক্ত। ওয়াকিবহাল মহলে জোর গুজব যে মিত্র-শক্তির ইয়োরোপ আক্রমণ বাহিনীর নেতৃত্ব করিবেন আমেরিকান সেনাপতি মার্শাল। তিনি সম্প্রতি মিষ্টার চার্চিলের সঙ্গে যুদ্ধের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। পরিকল্পনা এইবার কার্য্যে পরিণত হউক।

জাপান সম্বন্ধে গা-ঢিলা চলিবে না

বর্ষার জন্য ভারতসীমান্তে স্থলযুদ্ধ আপাতত বন্ধ হইয়াছে মনে হয়। বিলাত ও আমেরিকা হইতে আভাষ পাওয়া যাইতেছে যে বর্ষার পর জাপানের বিরুদ্ধে একটা বড় রকমের অভিযান হইবে। চীন বার্ম্মা ও ভারতের মার্কিন বাহিনীর সেনাপতি ষ্টিলওয়েল স্বদেশে ও লণ্ডনে যাইয়া এ বিষয়ে একটা পরিকল্পনা খাড়া করিয়াছেন শোনা যায়। জাপানকে পরাজিত করার শুরু কর্ত্তব্য মিত্রশক্তি ভুলে নাই, এ আশ্বাসও মধ্যে মধ্যে মিলিতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে জাপান এখন অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণ করিবার সাধ্য রাখে না।

ইরাবতি নদীর কাছে আক্রমণ চালাইয়া চীনারা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। ১০০ মাইলব্যাপী রণাঙ্গনে লড়িয়া তাহারা ১ লক্ষ ৬০ হাজার জাপানীর মধ্যে ত্রিশ হাজারকে হতাহত করিয়াছে। জাপানীরা যে তিনমুখো আক্রমণ চালাইয়াছিল, তাহা আপাতত ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু একথাও ভুলিলে চলিবে না যে ইচাং কিম্বা ঐরূপ কোন বড় শহর দখল করিতে হইলে যে সমরোপকরণ দরকার, চীনের তাহা নাই। যথেষ্ট সংখ্যায় এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক, কামান আজ চীনকে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। সেজন্য বার্ম্মাকে আবার জাপানীরা কবল হইতে মুক্ত করিয়া চীনে সরবরাহ পাঠাইবার রাস্তা খুলিতে হইবে।

আমরা জানি যে চিন পর্ব্বতমালায় ফ্যাশিষ্ট জাপান ভারতবর্ষের দিকে থাবা তুলিয়া রহিয়াছে। আরাকান হইতেও তাহাদের খেদানো যায় নাই। ভারত সীমান্তের অতি নিকটে নিদারুণ শত্রু আক্রমণের সুযোগের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। মাঝে মাঝে বোমা ফেলিয়া, কোন এক অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতে ছোটখাট আক্রমণ করিয়া, জাপানকে সায়েস্তা করা যাইবে না।

চীনের জনগণ আজ জাগ্রত। শত্রু নিপাতের জন্য তাহারা জীবনপণ করিয়াছে। তাহাদের হাতে হাতিয়ার পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

ভারতের জনগণ জনযুদ্ধে যোগ দিতে উৎসুক। ভারতের কারারুদ্ধ নেতারা জোর গলায় একথা বলিয়া গিয়াছেন। জনগণের পথে আজ বাধা হইতেছে অনৈক্য ও আমলাতন্ত্রের অক্ষম অহঙ্কার। জনগণকেই এ বাধা চূর্ণ করিতে হইবে, ঐক্যের জোরে জাতীয় সরকার আদায় করিয়া ফ্যাশিষ্ট জাপানকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হইবে।

আঘাত দিবার সময় আসিয়াছে

ফ্যাশিষ্টরা যে আজ ভয় পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। লালফৌজের অমিত বিক্রম তাহাদের হতবুদ্ধি করিয়াছে। উত্তর আফ্রিকায় আঘাত খাইয়া তাহাদের মনোবল ধসিয়া গিয়াছে। মিত্র-শক্তির অবিশ্রাম বোমা বর্ষণে তাহারা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণের সমুদ্র তীর হইতে তাহারা অধিবাসীদের সরাইয়াছে। নিম্নক্ষেত্র রুর হইতে তাহারা কারখানা সরাইবার কথা বলিতেছে। পদানত ইয়োরোপের বিদ্রোহোন্মুখ জনগণের বিরুদ্ধে মরিয়া হইয়া তাহারা অত্যাচার চালাইতেছে। জাপানের প্রধান মন্ত্রী তোজো ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া বলিয়াছে যে অবস্থা সঙ্কটময়। যে হারে আমেরিকান উৎপাদন বাড়িতেছে, তাহাতে তোজোর ভয় হইবারই কথা।

কিন্তু শুধু মিত্রশক্তির তোরেজোড় দেখিয়া বা বাগাড়ম্বর শুনিয়া ফ্যাশিষ্টরা মরিবে না। জনগণের সংহত শক্তি লইয়া ফ্যাশিষ্টদের মারিতে হইবে। সর্ব্বদেশের স্বাধীনতা যে মিত্রশক্তির কাম্য, একথা সপ্তাহে আবার বলা হইয়াছে। শুধু মুখের কথা নয়, এবার কাজের প্রমাণ দিতে হইবে। পশ্চিমে ফ্যাশিষ্ট নিধনের জন্য সবচেয়ে দরকার দ্বিতীয় ফ্রণ্ট—পদানত ইয়োরোপ জাগিয়া উঠিয়া তখন মুক্তির নবযুগ স্থাপন করিবে। প্রাচ্যে ফ্যাশিষ্টনিধনের জন্য সব চেয়ে দরকার জাতীয় সরকার স্থাপন করিয়া, মুক্তির অগ্রসৈন্যরূপে উদ্বুদ্ধ করিয়া ভারতের কোটী কোটী জনগণকে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে টানিয়া আনা। চীনের সহিত মিলিয়া তখন ভারতের জনশক্তি প্রাচ্য মহাদেশ হইতে জঘন্য ফ্যাসিবাদকে নির্ম্মূল করিয়া স্বাধীনতার আবাহন করিবে। (১৩।৬।৪৩)

★ সোভিয়েটের কিশোরবাহিনী ★

বিলাতের ঈডগ্রাম থেকে জো চিঠি লিখেছে সোভিয়েটের ছেলেমেয়েদের কাছে—বন্ধুর পাতানোর জন্য। সে লিখেছে—'আমি ১৪ বছরের ছেলে। সোভিয়েটের বীরত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছে! ডাক টিকিট সংগ্রহ আর এরোপ্লেন দেখা আমার বাতিক। রুশদেশের কোন ছেলের সঙ্গে আলাপ হ'লে আমি নিজেকে গর্ব্বিত মনে করবো। আমি আশা করি, আমার এই চিঠির মধ্য দিয়ে সোভিয়েট ও ব্রিটেনের বন্ধুত্ব আরো দৃঢ় হবে।'

১৩ বছরের মেয়ে কাটিয়া মস্কো থেকে এর উত্তর লিখেছে:

"ভাই জোসেফ

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

বাংলার স্বাধীনতাকামী নরনারী

★ কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দাও ★

বাংলার দেশভক্ত জনসাধারণ

কমিউনিষ্ট পার্টির তহবিলে অর্থ দাও

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে বাংলার প্রতি গৌরবের আহ্বান

আগামী ৬ মাসের মধ্যে বাংলা দেশে কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যসংখ্যা ত্রিশ হাজার হওয়া চাই! ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে এক লক্ষ শ্রমিক সংগঠিত করা চাই! কৃষক সমিতিতে সাড়ে তিন লক্ষ কৃষককে আনা চাই! ষাট হাজার মেয়েকে আত্মরক্ষা সমিতির সভ্য করিতে হইবে! পঞ্চাশ হাজার ছাত্রকে ছাত্র ফেডারেশনে আনিতে হইবে! তিরিশ হাজার ছোট ছেলেমেয়ের কিশোর বাহিনী গড়া চাই! কমিউনিষ্ট পার্টির পাঁচ লক্ষ তহবিলে বাংলাকে দিতে হইবে দেড় লক্ষ টাকা (ইহার মধ্যে পঁচিশ হাজার টাকা কৃষকদের গণ-সংগ্রহের জন্য তুলিতে হইবে)। পঞ্চাশ হাজার ভলাণ্টিয়ার সংগ্রহ করা চাই! 'জনযুদ্ধের' বিক্রয়সংখ্যা বাড়াইয়া কমপক্ষে ত্রিশ হাজার করিতে হইবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে সমুজ্জ্বল বাংলার কাছে নিখিল ভারত কমিউনিষ্ট কংগ্রেসের ইহাই দাবী। কমিউনিষ্ট পার্টির কংগ্রেস ফ্যাসিষ্ট জাপানী বোমার আগুনে বাংলার মাটী পুড়িতে দেখিয়াছে। ভারতের বুকে দারুণ জাতীয় সংকট। বাঙ্গালী ও ভারতবাসী খাদ্যসংকটে ছটফট করিতেছে। লীগ ও কংগ্রেস এখনো মিলিত হয় নাই। সারা দেশ জুড়িয়া ভারতের কোটী কোটী মানুষ দেশরক্ষা করিবার জন্য এখনো সংহত হয় নাই। বাংলাদেশের সীমান্ত জাপানী আক্রমণের বিভীষিকার মুখে। ভারতের দেশরক্ষার লড়াই চলিতেছে। সে-যুদ্ধের সম্মুখের সারিতে বাংলা দেশ। ভারতের অগ্নিপরীক্ষার বড় দায়িত্ব বাংলার।

দেশপ্রেমিক বাংলা চিরদিনই স্বাধীনতার ডাকে অগ্রণী। বর্তমান সংকটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া কমিউনিষ্টদের দেশরক্ষার নীতি বাংলার জনসাধারণের মধ্যে স্থান করিয়া লইতেছে। ইতিমধ্যে সমস্ত শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের ভিতরে বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বাংলার পাঁচ হাজার পার্টি সভ্য দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মেয়ে—জনসাধারণের কাছে বাংলাকে রক্ষা করার দেশপ্রেমিক বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছে। জাতীয় সংকট আসিয়াছে, বাংলার বুকে পঞ্চম বাহিনী ধ্বংস কার্য্য চালাইয়াছে, দেশভক্তদের বিপথে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছে, খাদ্যসংকট তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, পঞ্চম বাহিনী লুঠতরাজ দাঙ্গাহাঙ্গামা উস্কাইবার চেষ্টা করিয়াছে, জাপানী বোমার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চম বাহিনীর দল কারখানায় ষ্টাইক বাধাইতে কসুর করে নাই—প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলার কমিউনিষ্টরা প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া দেশভক্তদের বুঝাইয়াছে, ধ্বংসকার্য্য হইতে জনসাধারণকে ঘুরাইয়াছে, ষ্ট্রাইক হইতে মজুরের মুখ ফিরাইয়াছে, দাঙ্গাহাঙ্গামা লুঠতরাজ ঠেকাইয়াছে। সংকটের সর্ব্বনাশা পরিণাম হইতে বাংলাকে রক্ষা করিয়াছে। দেশরক্ষার বিরুদ্ধে অভিযান চালানর জন্য জাপানী দালালদের উস্কানির ফাঁদ হইতে বাংলার দেশপ্রেমিকদের রক্ষা করিয়াছে। দেশপ্রেমিক থামিয়াছে, বিপথ হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এখনো দেশরক্ষার জন্য প্রত্যক্ষ কাজে নামে নাই। লীগ ও কংগ্রেস কর্ম্মীদের কাছে ধার বার যাইয়া কমিউনিষ্টরা একতার কথা বুঝাইয়াছে। ঐক্যের প্রয়োজন বুঝিলেও তাহারা এখনো তাহাকে কাজের মধ্যে রূপ দিতে অগ্রসর হয় নাই। তবু, বাংলাদেশ বাঁচিয়াছে, জাপানী বোমা ও পঞ্চমবাহিনীর ষড়যন্ত্রে বাংলা পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইত কিন্তু তাহা হইতে পায় নাই।

কে না বুঝিয়াছে লীগকংগ্রেসের মিলন নিশ্চয়ই চাই! কে চায় না জাতীয় নেতারা মুক্ত হউক ও জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক। কে না চায়—খাদ্য আন্দোলন করিয়া খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিতে। কমিউনিষ্টদের দেশরক্ষার নীতি সমস্ত খাঁটালোকই অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতেছে।

তাই আমরা আজ দেখিতেছি বাংলা দেশে কমিউনিষ্ট পার্টির ৫ হাজার সভ্যের উদ্যোগে প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিক বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত, প্রায় দেড় লক্ষ কৃষক কৃষক-সমিতির সভ্য-শ্রেণীভুক্ত, পঁচিশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ছাত্র-ফেডারেশনে সংঘবদ্ধ, চব্বিশ হাজার মেয়ে মহিলা সমিতির অন্তর্ভুক্ত, তিন হাজার ছেলে-মেয়ে কিশোর বাহিনীর সংশ্লিষ্ট। পার্টির পত্রিকা "জনযুদ্ধ" প্রতি সপ্তাহে প্রায় তের হাজার কপি বিক্রয় হইতেছে—ইংরেজী মুখপত্র "পিপলস ওআর" সপ্তাহে সপ্তাহে পাঁচ হাজার কপি ফুরাইয়া যাইতেছে। সারা বাংলায় এই সব কাজ পরিচালনার জন্য সমস্ত জেলার ও প্রদেশের হিসাব ধরিলে প্রতি মাসে পনর হাজার টাকা ব্যয় হইতেছে এবং সে অর্থের প্রতিটি পয়সা বাংলার জনসাধারণের কাছ থেকে নিয়মিত আদায় হইতেছে। এই সব কাজ চালাইবার জন্য এক হাজার কমিউনিষ্ট কর্মী দিবারাত্র পার্টির কাজে নিযুক্ত।

এই গৌরবের অধিকারী বাংলার সজীব দেশপ্রেম ও কমিউনিষ্টদের কর্ম্মোদ্যম।

এই সাফল্য, এই মূলধন লইয়া বাংলার পার্টি আজ জোর গলায় ঘোষণা করিতে পারে—ভারতের কমিউনিষ্ট কংগ্রেসের দাবী বাংলা নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবে। যে মানুষ আজ কমিউনিষ্টদের জাতীয় ঐক্য ও দেশরক্ষার নীতির প্রতি শ্রদ্ধাবান, কাল সে আবার সেই নীতিকে কাজে লাগাইবে, কারণ সংকট সমাধান করিয়া তাহাকে বাঁচিতেই হইবে, বাংলাকে সে হারাইবে না, স্বাধীন করিবেই। তাই প্রতিটি স্বাধীনতাকামী বাঙ্গালী কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিবেই। আর সমগ্র জনসাধারণ সেই নীতিকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য পার্টির তহবিল ভরাইয়া তুলিবে তাহার যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য দিয়া। আগামী ছ মাসে আমরা ২০ হাজার পার্টি সভ্য পাইবই, দেড় লাখ টাকা তুলিবই—কারণ ইহার অর্থই হইল বাংলাকে শত্রুর হাত হইতে বাঁচান, প্রত্যেকটি বাঙ্গালীর ধন, প্রাণ, মান রক্ষা করা; বাংলাকে রক্ষা করিবার জন্য বাংলার হিন্দু মুসলমান, নরনারীকে একত্রিত করা—বাংলার কংগ্রেস-লীগকে মিলিত করা। বাংলা এইভাবে আগাইতে পারিলে সারা-ভারতে কংগ্রেস-লীগ মিলিবে, গান্ধী-জহর মুক্ত হইবে, জাতীয় সরকার হইবে—আমাদের মাতৃভূমি দস্যু জাপানের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া স্বাধীনতার বিজয় পথে যাত্রা করিবে।

বাংলার দেশপ্রেমিক জনসাধারণ! প্রত্যেক জেলার পার্টির কর্মীরা প্রতিদিন নেতাদের মুক্তি, লীগ-কংগ্রেসের মিলন, জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, খাদ্যসমস্যা সমাধানের প্রোগ্রাম লইয়া আপনাদের কাছে হাজির হইবে। আপনাদের প্রত্যেককে এই প্রোগ্রাম কাজে পরিণত করিবার জন্য কিছু না কিছু প্রত্যক্ষ ভাবে করিতে আহ্বান করিবে। আপনার দেশপ্রেম সে আহ্বানকে নিশ্চয়ই মূর্ত্ত করিয়া তুলিবে। এই সব কাজে অংশ গ্রহণ করিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য হউন, দেশরক্ষা করুন ভারতকে স্বাধীন করিতে আগাইয়া আসুন। সারা বাংলায় কুড়ি হাজার কেন আরো অনেক বেশী সংখ্যায় কমিউনিষ্ট পার্টিতে আপনারা নিশ্চয়ই আসিবেন। জেলায় জেলায় কমিউনিষ্ট কর্মীরা আপনাদের কাছে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মত পার্টির পাঁচ লক্ষ তহবিলের জন্য উপস্থিত হইবে। আপনারা যাহার যথাসাধ্য দিয়া পার্টির কাজ চালাইবার ফাণ্ড পূর্ণ করিয়া দিন। বাংলায় আমরা ছ মাসে দেড় লক্ষ টাকা নিশ্চয়ই তুলিতে পারিব।

বাংলার কমিউনিষ্ট কর্মীগণ! আমাদের কাজ সফল হইবার পথে নিশ্চয়ই অনেক বাধা আছে। আমরা সংকট সমাধান করিতে এখনও সক্ষম হই নাই। তবু যেন আমরা ভুলিয়া না যাই—আমাদের পার্টি জনসাধারণের মধ্যে কি বিশাল শিকড় গাড়িয়া ফেলিয়াছে। বাংলার দেশপ্রেমিক জনসাধারণ সব সময়েই আমাদের পার্টির ডাকে সাড়া দিয়াছে। এই সংকট মুহূর্ত্তে তাহারা আরো বেশী সাড়া দিবে। আমরা যে সাফল্য অর্জন করিয়াছি তাহাই আমাদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিতেছে। আমাদের পার্টি জাতির জীবনে রাজনৈতিক গণ-শক্তি হইতে একটি বিরাট রাজনৈতিক গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে বাধ্য। বর্ত্তমান ভারতের রাজনীতিই তাহার ভিত্তি। দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে অগ্রসর হও, নিশ্চয়-লাভ সুনিশ্চিত। আগামী ৬ মাসে আমরা পার্টির সভ্য সংখ্যা কুড়ি হাজারকে ছাপাইতে পারিব—দেড় লক্ষ টাকা লেনিন-দিবসের মধ্যে নিশ্চয়ই তুলিতে পারিব।

★ মুক্তিযুদ্ধে অগ্রণী কিশোরবাহিনী ★

আশী বছরের বুড়ো পাঞ্জাবের বাবা সোহন সিং ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে এসেছেন। আর এসেছে ছোট্ট ছেলে কুন্দ্‌হিয়ানন্দন। একজনের শাদা ধবধবে চুল আর দাড়ি ও আর একজনের মুখে এখনো ভাল ক'রে গোঁফের রেখাও দেখা দেয় নি। একজন সুদীর্ঘ স্বদেশী যুগের পতাকা বহন ক'রে আনছেন; তাঁর বাহু আজ শিথিল, তবু মুষ্টি তাঁর দৃঢ়বদ্ধ। তার একজন নতুন যুগের প্রতিনিধি; চোখে তার নতুন শিক্ষা, হাতে তার তারুণ্যের বল। সে আজ দেশের মুক্তিযুদ্ধে এক নতুন শক্তিকে সঙ্গে এনেছে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে সে কিশোর বাহিনীর হয়ে প্রতিজ্ঞা নিয়েছে—আমরা একশোকে হাজারে, হাজারকে লক্ষে পরিণত করব। ভারতের কিশোর অক্ষৌহিনী প্রাণ দিয়ে দেশকে রক্ষা করবে।

বাংলা, মালাবার, অন্ধ্র থেকে আরও অনেক কিশোর দর্শক এসেছিল। অন্ধ্র, মালাবার থেকে এসেছিল কৃষকের ছেলেমেয়েরা। তারা কখনও সহর দেখেনি। বোম্বাইতে তারা এই প্রথম। কিন্তু তারা কেউই খোকাবাবা 'গেঁয়ো' ছেলের মত নয়। তারা বুঝেছে, দেশের কাজে কিশোররা পিছিয়ে নেই। তাই তারা প্রত্যেকে কিশোর বাহিনীর সভ্য হিসাবে গর্ব্ব অনুভব করেছে। গান গাইতে গিয়ে তাদের একবারও গলা কেঁপে যায় নি, বক্তৃতা দেবার সময় লোক দেখে তারা এতটুকু ঘাবড়ায়নি। পার্টির নেতারা যখন বক্তৃতা দিয়েছেন, তখন তারা প্রত্যেকটা কথা মন দিয়ে শুনেছে।

নয় দশ বছরের একটী ছোট্ট মেয়ে—মেয়ে সঙ্ঘের সে সম্পাদিকা। দেশের কাজে কী তার উৎসাহ। একাই সে ৭৫ জনকে সভ্য করেছে। সে নাচতে পারে গাইতে পারে। হাত পা নেড়ে সে যখন বক্তৃতা দেয় তখন মনে হয়—এরাই এদেশের বীর তানিয়ার দল। তারই সমবয়সী আর একজন ছেলে—ছাত্রসঙ্ঘের সম্পাদক। সবাই একসঙ্গে যখন লাল সালাম জানালো—তখন মনে হ'ল ভারতের মাটিতে এক নতুন যুগ জন্ম নিচ্ছে।

দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত নাচ গানের উৎসব যেদিন হ'ল, সেদিন কিশোররাও তাদের শক্তির পরিচয় দিল। বোম্বাইয়ের সোভিয়েট সুহৃৎ সঙ্ঘের ছোট ছেলেমেয়েরা জাপ বিরোধী গান গাইল আর ঝাড়ুদার ছেলেরা দেখালো গার্বা নাচ। অন্ধ্র, কেরালার কিশোরেরা নাচ, গান করলো। বাংলা দেশের ছেলেমেয়েরাও 'কিশোর বাহিনীর গান' গাইল। সব কিছুর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল কিশোর জাগরণের কথা, দেশপ্রেম ও দেশরক্ষার কথা।

শেষ দিন বিভিন্ন প্রদেশের কিশোর বাহিনীর প্রতিনিধিদের কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে খাঁকির পোষাক উপহার দেওয়া হ'ল। খাঁকির পোষাক পরা ছেলেমেয়েদের দেখে মনে হ'লো, ভারতবর্ষে এই প্রথম কিশোররা সম্মানিত হ'লো। তাদের আসন আজ দেশের বীর সৈনিকদের পাশে। ভবিষ্যৎ ভারতের তারা অগ্রদূত। যারা দেশের জন্য প্রাণ ঢেলেছে, হাসিমুখে নির্য্যাতন সহ্য করেছে—সেই সব শহীদদের বংশধর আজকের কিশোর। তাই বাংলার কিশোর ছেলে আজ বোম্বাই থেকে অন্য প্রদেশের কিশোরদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় সংকল্প নিল—সোভিয়েট, চীনের বীর কিশোরদের আদর্শে বাংলা দেশে আমরা আদর্শ কিশোর বাহিনী গড়ে তুলবো।

নতুন নতুন কিশোর বাহিনী

এই সব জায়গায় নতুন নতুন কিশোর বাহিনী গঠিত হয়েছে:—কলসকাটি, বানরিপাড়া, কেওরা (সবগুলি বরিশাল জেলার), মুর্শিদাবাদ, কালিয়া (যশোহর), সুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, নলিতাবাড়ি (মৈমনসিংহ), জাফরনগর (চট্টগ্রাম), ডায়মণ্ডহারবার এবং কামারখারা ও হাসাইল (ঢাকা)।

কাজের খবর চাই

'জনযুদ্ধে'র সম্পাদকের কাছে বহু চিঠি আসছে। সব চিঠির জবাব দেওয়া যে সম্ভব আমরা আগেই তা জানিয়েছি। এবার কাটি চিঠি (৭এর পাতার) থেকে তোমরা বুঝবে কিশোর বাহিনীর কাজকী রকম হওয়া উচিত। কাটিয়া যেমন চিঠি দিয়েছে, তেমনি চিঠি তোমাদের কাছ থেকে আমরা পেতে চাই। তোমাদের দেশ সেবার কথা, আত্মত্যাগ, বুদ্ধি আর বীরত্বের কথা আমরা বিশেষ করে জানতে চাই।

পার্টি একজন বড় দরদীকে হারাইল

গত ১০ই জুন বৃহস্পতিবার কমরেড দিলীপ বন্ধুর দাদু রেঙ্গুনস্থে বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব কন্ট্রোলার অব একাউন্টস শ্রীযুক্ত এম, কে, মিত্র মহাশয় মারা গিয়াছেন। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী চাকুরে হইলেও দেশের প্রতি 'ইঁহার যথেষ্ট দরদ ছিল এবং নিজের দৌহিত্রের মারফৎ কমিউনিষ্ট পার্টির সংস্পর্শে আসিয়া ইনি শেষ জীবনে পার্টির একজন বড় দরদী হইয়া উঠেন। পার্টির দু লক্ষ টাকার ফাণ্ডে ইনি দু' হাজার টাকা দান করেন। 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা যখন কাগজের অভাবে বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, তখন তিনি কমরেড দিলীপ বসুকে ডাকিয়া বলেন, 'চলুতো দাদু, দেখি শেষ বয়সে তোদের জন্য কিছু ক'রে যেতে পারি কি না!' তাঁরই এবং বেঙ্গল পেপার এম্পোরিয়ামের চেষ্টায় জনযুদ্ধের জন্য বেঙ্গল পেপার মিল হইতে মাসে ১০০ রিম করিয়া কাগজের ব্যবস্থা হয়। আমরা পার্টির এই মৃত দরদীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইতেছি। এই রকম দরদী দাদু থাকা শুধু পার্টি পরিবারেই সম্ভব।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম,এল,এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটীর সাপ্তাহিক পত্র

প্রতি সংখ্যা ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪॥০, ৬ মাস ২॥০, ৩ মাস ১।০

২য় বর্ষ ● বুধবার, ২৩শে জুন ১৯৪৩, ৮ই আষাঢ় ১৩৫০ ● ৯ম সংখ্যা

★ স্বাধীনতা যুদ্ধে লালফৌজ ★

● বিজয়ী লালফৌজ ভারতের তোরণ রক্ষা করিতেছে ●

১৯৪১ সালের ২২শে জুন বিশ্বাসঘাতক হিটলার অতর্কিতে ও অকারণে সোভিয়েটকে আক্রমণ করে। আজ ১৯৪৩ সালের ২৩শে জুন। গত দুই বৎসর ধরিয়া হিটলারের প্রচণ্ড আক্রমণকে সোভিয়েট বীরবিক্রমে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে—শুধু তাই নয়, বর্ত্তমানে লড়াইয়ের পূর্ণ আক্রমণোদ্যোগ এখন লালফৌজের হাতেই। ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে ফাশিষ্টবাহিনী যে তুমুল আক্রমণ করিয়াছিল এবং পূর্ব্বে ষ্টালিনগ্রাদ ও দক্ষিণে ককেশাস পর্য্যন্ত আগাইয়া গিয়াছিল, আজ সেই হটকারিতার শাস্তি তাহাকে ভোগ করিতে হইয়াছে। ষ্টালিনগ্রাদের বীর বাহিনী ভারতের প্রবেশপথ হিটলারের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। পূর্ব্বরণক্ষেত্রের সর্ব্বত্রই আজ লালফৌজ সুপ্রতিষ্ঠিত, হিটলারের বিশ্বজয়ের স্বপ্ন আজ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে, ষ্টালিনগ্রাদের বৃদ্ধ তাহার দর্পকে চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। হিটলার ৩ লক্ষ ৩০ হাজার সৈন্য ষ্টালিনগ্রাদে পাঠাইয়াছিল, সে ঘোষণা করিয়াছিল, 'ষ্টালিনগ্রাদ আমি দখল করিবই।' লালফৌজ ষ্টালিনগ্রাদ রণক্ষেত্রে তাহার অতি সাধের ৬ষ্ঠ বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে। সেই বিরাট বাহিনীর অধিনায়ক পাউলাসকে বন্দী করিয়াছে। এই দুই বৎসর ধরিয়া লালফৌজের অতুলনীয় বীর্য্য ও যুদ্ধকৌশল শত্রুর পরাক্রমকে নাগালের ভিতর আনিয়াছে, হিটলারের গর্ব্ব আজ ধূলিসাৎ। সারা দুনিয়া আজ মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ চিত্তে সোভিয়েটের দিকে তাকাইয়া আছে, কারণ লালফৌজ আজ সকলকে যুদ্ধ জয়ের ব্যবস্থা বাৎলাইয়া দিয়াছে। লালফৌজ জিন্দাবাদ।

কিন্তু লালফৌজের এই শক্তির উৎস আসিল কোথা হইতে?

—আজ লালফৌজের শক্তির মূলে রহিয়াছে সোভিয়েট ইউনিয়নের মজুর, কিষাণ ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস।

—আজ লালফৌজের এই শক্তির মূলে রহিয়াছে জার্ম্মাণ আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সমগ্র ইউনিয়নের প্রত্যেকটি জাতি ও নাগরিকের মিলিতভাবে লড়াই করিবার প্রবল আকাঙ্খা।

—আজ লালফৌজের এই শক্তির মূলে রহিয়াছে ফাশিষ্টবাদের হাত হইতে সমস্ত দুনিয়াকে রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেকটি লালপল্টনের দুর্জ্জয় শপথ। লালফৌজের প্রত্যেকটি যোদ্ধাই আজ জানে যে শত্রুকে ঘায়েল করা মানে সোভিয়েট ভূমির

স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা—পরাধীনতার নিগড় হইতে নিজকে, নিজের পরিজনকে তথা সোভিয়েটকে মুক্ত করা।

—আজ লালফৌজের এই শক্তির মূলে রহিয়াছে তাহাদের শৃংখলা বজায় রাখার মহান আদর্শ, লেনিন-ষ্টালিনের পার্টির প্রতি গভীর একাত্মবোধ ও তাহাদের প্রত্যেকের পরিপূর্ণ রাজনীতি জ্ঞান।

—আজ লালফৌজের এই শক্তির মূলে রহিয়াছে সমগ্রদেশের গেরিলা বাহিনীর অদ্ভুত কৃতিত্ব ও সময়োপযোগী সাহায্য।

—আজ লালফৌজের এই শক্তির মূলে রহিয়াছে ইহার প্রত্যেকটি কমাণ্ডার ও জেনারেলের ষ্টালিনের নূতন রণনীতির সহিত প্রত্যক্ষ্য পরিচয়।

—আজ লালফৌজের এই শক্তির মূলে রহিয়াছে সোভিয়েটের সমর-শিল্পগুলির প্রত্যেকটি মজুর, প্রত্যেকটি ইঞ্জিনিয়ার, প্রত্যেকটি শিল্পির একাগ্র ইচ্ছা, যুদ্ধজয়ের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রমে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করা।

—আর সর্ব্বোপরি এই শক্তি ও সাফল্যের মূলে রহিয়াছে ষ্টালিনের অপূর্ব্ব নেতৃত্ব ও অদ্ভুত দূরদৃষ্টি।

(শেষাংশ ৭ পাতায় দেখুন)

★ ১০,০০০ নরনারীর খাদ্য সম্মেলন ★

● খাদ্য সংকট সমাধানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ●

২০শে জুন রবিবার হাজার হাজার বুভুক্ষু নারী কলিকাতার টাউন হলের দিকে চলিয়াছে। কলিকাতার সমস্ত অঞ্চলের বস্তি হইতে মেয়েরা আসিতেছে। আশে পাশের গ্রাম হইতে মেয়েরা আসিতেছে। টুপ টাপ বৃষ্টি পড়িতেছে, তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই, পথ জল কাদায় সিক্ত কিন্তু সে দিকে তাকাইবার অবসর নাই। শিশু পুত্র কোলে করিয়া মা ছুটিয়াছে, কুব্জ দেহে বৃদ্ধা ছুটিয়াছে, অসীম উৎসাহে তরুণীরা চলিয়াছে কলিকাতার খাদ্য সম্মেলনে যোগ দিতে। এ মহা খাদ্য সংকটে তাহাদেরই আগাইয়া আসিতে হইবে। খাবার ব্যবস্থা তাহাদের করিতেই হইবে।

টাউন হলে বসিবার তিলমাত্র স্থান নাই। বাহিরের প্রাঙ্গণে জনসমুদ্র, জনতার ঢেউ রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে। শত শত মেয়ে পুরুষ ভলাণ্টিয়ার শৃংখলা রাখিতেছে।

নারী, শিশু, বালক, মজুর, ছোট ছোট দোকানদার, ব্যবসাদার, ছাত্র প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর দশ হাজার নরনারীর এমন বিরাট সমাবেশ কলিকাতায় অনেক দিন পর্য্যন্ত হয় নাই। খাদ্য সংকট কলিকাতাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে।...

"আজ আর দলাদলি নয়, এ মন্ত্রীত্ব ভাল কি সে মন্ত্রীত্ব ভাল তা' নিয়ে গবেষণা নয়, দেশের কোটী কোটী নিরন্ন মানুষের মুখের দিকে চেয়ে—সবাই একত্রে উঠে দাঁড়াও—জনরক্ষা সমিতিকে বিশাস কর, জনরক্ষা সমিতির উপর ভরসা কর। জনরক্ষা সমিতিতে আশ্রয় নাও। তবেই আমাদের মিলিত শক্তিতে আমরা বুভুক্ষুদের মুখে ভাত তুলে দিতে পারবো।" জনরক্ষা সম্মেলনের সভাপতি কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম এই উক্তি করেন।

গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় বোমা পড়ার সময় সহরে খাদ্যাভাব, আশ্রয়ের অভাব দেখা দেয়। তাহারই প্রতিকারের জন্য জনসাধারণের চেষ্টার কলিকাতায় এই জনরক্ষা সমিতির উৎপত্তি হইয়াছিল। তাহার পর হইতে আজ খাদ্যাভাব আরো তীব্র হইয়াছে—লাইনে দাঁড়াইয়াও চাউল মিলিতেছে না—গুণ্ডা ও পঞ্চমবাহিনীর লোক এই সুযোগে গোলমাল সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে—চারিদিকে নৈরাশ্য ও বেপরোয়া ভাব—জাপানী বোমা যে বিপদ ডাকিয়া দিল আজকার বিপদ তাহা হইতেও ভয়ঙ্কর। সরকার মজুতবিরোধী আন্দোলন সুরু করিয়াছে। অথচ কলিকাতা ও হাওড়া তাহার অন্তর্গত না করিয়া সমস্ত অভিযানের গোড়া কাটিয়া দিয়াছে। তাই সরকারের উপর ভরসা না করিয়া জনসাধারণ নিজেই আগাইয়া আসিল জনরক্ষা সমিতির মধ্য দিয়া।

আয়োজন

কেন্দ্রীয় জনরক্ষা সমিতি প্রথমে সমস্ত এলাকার সমিতিগুলির একটা সাধারণ সভা ডাকে এবং খাদ্য সমস্যার কিভাবে হস্তক্ষেপ করা যায় তাহা আলোচনা করে। এই সাধারণ সভার পর জনরক্ষা সমিতির বিশিষ্ট কর্ম্মীদের লইয়া এক সভা হয় এবং সেখানে স্থির হয় যে লোকের মন হইতে হতাশা দূর করিতে হইবে। প্রত্যেকটী জনরক্ষা কমিটিকে কাজের মধ্য দিয়া সক্রিয় করিতে হইবে—সমস্ত দেশভক্তদের মজুতবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে সমবেত করিতে হইবে, রেশনিং প্রথা চালু করিবার, লুঠপাট বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, ব্যবসাদারদের বুঝাইয়া চাউলের যোগাড় করিতে হইবে এবং এই সমস্যা সমাধানের ভার জনসাধারণ যাতে নিজের হাতে লইতে আগাইয়া আসে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, জনরক্ষা সমিতিগুলিকে শক্তিশালী করিতে হইবে।

প্রচার

ইহার জন্য জনসাধারণকে সংগঠিত করিবার উদ্দেশ্যে ২০শে তারিখে টাউনহলে সভা ডাকা স্থির হয় এবং সভার জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। ৩ দিনের প্রচার ঢলে—৩০টী প্রচারক দল পাড়ায় পাড়ায় প্রচার করিয়া বেড়ান। এই প্রচারক দলে মজুর, ছাত্র, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির স্বেচ্ছাসেবিকারা ছিলেন। জনরক্ষা সমিতির যে সকল স্বেচ্ছাসেবক কিউতে কাজ করেন তাহাদেরও অনেককে এই প্রচারের মধ্যে নিয়োগ করা সম্ভব হয়। কোন কোন পাড়ায় ২০টী প্রচারকদল ২।৩ দিন কাজ করার পর রাত্রিতে কাজের আলোচনার জন্য বসে। নিজেদের কাজের ভুল ত্রুটী সম্পর্কে আলোচনা করে নূতন উৎসাহ লইয়া আবার কাজে ফিরিয়া যায়। খাদ্য সমস্যার সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে ১০ হাজার ইস্তাহার, ২০শে জুনের সভার সম্পর্কে ৮ হাজার ইস্তাহার, দাবী সম্বলিত এক হাজার ছাপানো পোষ্টার ও অসংখ্য হাতে লেখা পোষ্টার বিলানো হয়। এই সমস্ত প্রত্যেকটী পাড়া ডিক্সন কমিটি মারফৎ পাড়ায় পাড়ায় প্রচার করা হয়—স্বেচ্ছাসেবকদের গ্লানী করানো হয়।

সাড়া

ফলে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া যায়। সকলেই মজুতকরার বিরুদ্ধে, রেশনিং প্রথার ও সমবায় ভাণ্ডার খোলার পক্ষে ব্যগ্রতা দেখান। ছয় দিন প্রচারের ফলে অনেকে সমবায় ভাণ্ডার খোলার জন্য চাঁদা দিতে রাজী হন—হাজরা লেনের অধিবাসীরা একত্রে টাকা তুলিয়া নিজেদের দোকান খুলিতে আগাইয়া আসেন। সাহেব বাগানের অধিবাসীদের এক প্রতিনিধিদল সাম্রাই-এর কর্ত্তাদের কাছে যাইয়া একটী কন্‌ট্রোল দোকানের ব্যবস্থা করেন। দোকানদার ও কোন কোন ব্যবসায়ী জনরক্ষা সমিতির কাছে কম দামে চাউল দিতে রাজী হন। উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতার অনেক ব্যবসায়ীরা বলেন যে তাহারা অল্প মূল্যে চাউল পাইলে বিনা লাভে তাহা জনসাধারণের কাছে বিক্রি করিবেন। লণ্ডবাবুর বাজারের স্থানীয়

(শেষাংশ ৮ পাতায় দেখুন)

সম্পাদকীয়

খাদ্য কমিটির মারফৎ চাল আদায় কর

মজুদ বিরোধী অভিযানের প্রথম পর্ব্ব শেষ হইয়া আসিল।

কলিকাতা ও হাওড়া বাদে সারা বাংলার সহরে ও গ্রামে মজুদ ধান চালের হিসাব নেওয়া হইয়াছে। দেশব্যাপী খাদ্য-সংকটের বিভীষিকার মাঝে এই চেষ্টা সংকট সমাধানের পথে একটি বিশেষ ধাপ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অভিযানের তাৎপর্য্য জনসাধারণ সবাই বুঝিতে পারে নাই। কোথাও কোথাও লোকে মনে করিয়াছে ঘরে যে সামান্য খাবারটুকু আছে, তাহাও বাহির করিয়া দিবার জন্যই বুঝি সরকারের এই কৌশল। তাই কোথাও কোথাও জনসাধারণের মাঝে আতংক দেখা গিয়াছে। খাদ্য সংকটের তীব্রতার মাঝে পথহারা দেশপ্রেমিকরা সরকারের এই অভিযানকে সন্দেহের চোখে দেখিয়াছেন, তাই সহযোগিতা করিতে তাঁহারা অগ্রসর হন নাই। অনেক স্থানে স্থানীয় আমলাতন্ত্র পুরাণো কায়দায় কাজ হাসিল করিতে যাইয়া জনসাধারণের বিশ্বাস জয়াইতে পারে নাই। কোথাও সরকারী কর্ম্মচারীর নামে ঘুসের সামলা দায়ের হইয়াছে।

ঠিক তেমনি আবার বহুস্থানে জনসাধারণ নিজেরাই আগাইয়া আসিয়াছে এই অভিযানে, খাদ্য কমিটির ভিতর নিজেরা যোগ দিয়াছে, হিসাব নেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছে। এই সব স্থানে হিসাব নির্ভুল হইয়াছে। অনেক মজুদ মাল জনসাধারণ বাহির করিয়াছে, অনেক ধনি ও জোৎদারকে ধান বিলি করাইতে তারা সমর্থ হইয়াছে। এই অভিযানের ভিতর জনসাধারণ প্রমাণ করিয়া দিয়াছে, সেলাস ব্যাপারটি খারাপ নয়। ইহার ভিতর দিয়া জনসাধারণ নিজের চোখে পরিষ্কার দেখিতে পাইয়াছে সত্যিই ফসল কোথায় লুকানো আছে। জনসাধারণের উদ্যোগ যে ব্যর্থ হয় না তাহারও বহু প্রমাণ মিলিয়াছে।

এই অভিযানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সরকার হইতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হইয়াছে "মজুদ মাল স্থানান্তরিত করা কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য নহে। যেখানে খাদ্যশস্যের একান্ত অভাব ঘটিয়াছে, কেবলমাত্র সেই অঞ্চলের অন্নকষ্ট দূর করার জন্যই উদ্বৃত্ত অংশ স্থানান্তরিত করা হইবে।" এবং এই স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে সব ক্ষেত্রেই সরকার হস্তক্ষেপ করিবে না, "ব্যবসায়ী ও চাষীদের নিকট মজুদ ৩০০ মণের অধিক মালের শতকরা ২৫ ভাগ বা তদধিক তলব করিবার অধিকারই" জিলার কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হইয়াছে। "চাষীদের উদ্বৃত্ত মাল খাদ্য কমিটির মারফতে বিতরিত হওয়ার ব্যবস্থাই বলবৎ থাকিবে।"

তাই খাদ্য অভিযানে ভয় পাইবার কিছু নাই। কিন্তু আজ অনেকের মনে প্রশ্ন উঠিয়াছে, হিসাব তো নেওয়া হইল। বুঝিলাম ইহাতে কিছুটা লাভও হইয়াছে, কিন্তু খাদ্যসমস্যার তো সমাধান হইল না। আজও তো চালের অভাব ঘুচিল না। কোথাও কোথাও চালের দর নামিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই কমতি দর বেশীদিন থাকিবে না। ভীতিগ্রস্ত মজুদকারীরা তাড়াতাড়ি গুদাম খালাস করিতে যাইবার ফলেই সাময়িকভাবে দর নামিয়াছে। কিন্তু এই মাল জনসাধারণের হাতে আসে নাই। উহা আবার চোরা বাজারে ডুব মারিবে। তখন দর আবার চড়িবে।

তাই আজ প্রশ্ন, মজুদবিরোধী অভিযানকে সফল করিতে হইলে, চাল পাইতে হইলে, কি করা দরকার? অভিযানের প্রথম পর্ব্ব তো শেষ হইল, দ্বিতীয় পর্ব্বের কাজ কি?

ইহা সত্য শুধু মজুদ মালের হিসাব নিলেই খাবার জুটিবে না। যেখানে বাড়তি মাল আছে, যে সব মজুদ মাল উদ্ধার করা গিয়াছে তাহা যাহাতে জনসাধারণের হাতে আসে, জনসাধারণ যেন নিয়মিত চাল পায় তাহার ব্যবস্থা আজ চাই। ইহার ব্যবস্থা করিবার ভারও আজ জনসাধারণকেই আগাইয়া আসিয়া নিতে হইবে।

সরকার হইতে গ্রামে গ্রামে খাদ্য কমিটি গড়া হইয়াছে, প্রায় ১ লাখ গ্রামে খাদ্য কমিটি ইতিমধ্যেই নাকি গঠিত হইয়াছে। "গ্রামের সংগতি নির্দ্ধারণ করা এবং গ্রামের সমগ্র অধিবাসীদের মধ্যে তাহা ন্যায়-সংগতভাবে ও সহৃদয়তার সাথে বিলির ব্যবস্থা করা ঐ কমিটির কাজ হইবে।" এই সব খাদ্য কমিটির খাদ্য বিতরণের ব্যাপারে গভর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করিবে না। এবং "ভবিষ্যতে এই সকল খাদ্য কমিটির মারফতে পল্লীর খাদ্যনীতি স্থিরীকৃত হইবে এবং তদনুযায়ী কার্য্য চলিতে থাকিবে।"

সরকারের এই নীতির সহিত কাহারও বিরোধ থাকিতে পারে না। কিন্তু এই পরিকল্পনা শুধু কাগজে কলমেই থাকিয়া যাইবে এবং সত্যিকারের পেট ভরিবে না যদি গ্রামবাসীর বিশ্বাসী লোক, জনসাধারণের আপনার জন এই খাদ্য কমিটির ভিতর না আসে, খাদ্য কমিটির সাথে সহযোগিতা না করে। আজ চালের ব্যবস্থা করিতে হইলে সমস্ত জনসাধারণকে এই খাদ্য কমিটির পিছনে দাঁড়াইতে হইবে। সবাই মিলিয়া জোতদার, মহাজন ও মজুদকারীকে চাপ দিয়া চাল বাহির করিয়া আনিতে হইবে। গ্রামের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতি পরিবারকে চাল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাই আজ মজুদ বিরোধী অভিযানের দ্বিতীয় পর্ব্বে সমস্ত গ্রামবাসীর কাজ হইল:

খাদ্য কমিটিতে জনসাধারণের প্রতিনিধি পাঠানো ও ইহার সহিত সহযোগিতা করা।

এই মুহূর্ত্তেই প্রতি পরিবারকে কার্ড বিলি করিয়া প্রাপ্ত চাল এই কমিটি মারফৎ ১০৲ দরে বিক্রির জন্য আন্দোলন করা।

এইভাবেই গ্রামে চাল পাওয়া সম্ভব।

কিন্তু সহরের অবস্থা স্বতন্ত্র। সহরবাসীদের চাল পাইতে হইলে শুধু খাদ্য কমিটিতে যোগ দিলে বা সহযোগিতা করিলেই চলিবে না। সহরে যাতে রেশনিং প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় ও সরকার হইতে চালের দোকান খুলিয়া খাদ্যকমিটি মারফৎ ১০৲ দরে চাল বিক্রির ব্যবস্থা হয় তাহার জন্য আন্দোলন করিতে হইবে।

সহরে ও গ্রামে খাবার পাইতে হইলে, অনাহার, দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু হইতে বাঁচিতে হইলে, লুঠতরাজ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অরাজকতার হাত হইতে দেশবাসীকে বাঁচাইতে হইলে আজ আর কাহারও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার সময় নাই, সন্দেহ-দ্বিধা বা হতাশার অবসর নাই। সর্ব্বত্র সভা করিয়া, বৈঠক করিয়া, গণদরখাস্ত করিয়া উপরের দাবীগুলি তুলিতে হইবে। সরকারের ঘোষিত নীতির মাঝে কাগজে কলমে যাহা বলা হইয়াছে, জনসাধারণের একতায় ও জনসাধারণের চাপে তাহাই আজ সত্যিকারের কাজে পরিণত করিতে হইবে।

আলোচনা

● খাবার ফসল বাড়াও
● খাদ্যসংকট সমাধানে নিজেরাই আগাও

খাদ্য-সংকট সমাধানে জনগণ

খাদ্যসংকট একদিকে যেমন সারা বাংলার সামাজিক জীবনকে বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে, অন্যদিকে বাংলার প্রত্যেকটি জেলাতেই জনগণ নিজেরাই সংকট সমাধানে অগ্রসর হইতেছে। কলিকাতায় ২০শে জুনের সমাবেশে মেয়ে-পুরুষের যে বিরাট জনতা উপস্থিত হইয়াছিল—এবং তাহারা যেমন আগ্রহ সহকারে বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতা শুনিয়াছে—তাহাতে একথাই আজ প্রমাণ করিয়াছে যে কলিকাতার জনগণ নিজেদের সংকট নিজেরা সমাধান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জলপাইগুড়িতে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক একত্র হইয়া চাঁদা তুলিয়া চাউলের দোকান খুলিয়া কমদামে চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছে। রংপুরের ডোমারে ও কাঁটালবাড়ীতে কৃষককর্ম্মীরা স্থানীয় লোকদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দুঃস্থ জনগণকে সাহায্য করিতেছে। মৈমনসিংহের কুমারখালি, পাঁচগাঁও ও লেজুড়াতে কৃষককর্ম্মীরা স্থানীয় জোতদারদেরকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া দুঃস্থ কৃষকদের জন্য ধান সাহায্য আদায় করিয়াছে। হুগলী, ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া, পাবনা প্রভৃতি জেলার কোন কোন স্থানে এইভাবেই বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া স্থানীয় সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইতেছে।

খাদ্যফসল বাড়াও

খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য জনগণের ভিতর এই জাগরণই আজ দেশের সামনে প্রকৃত পথ খুলিয়া দিয়াছে। দেশের এই দুর্দ্দিনে বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের ভিতর দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করিয়া তাদেরকে দুঃস্থ জনগণের সাহায্যে টানিয়া আনাই আজকার দিনে প্রকৃত দেশপ্রেম—বর্ত্তমান সঙ্কট হইতে দেশকে রক্ষা করিবার ইহা একটি প্রকৃষ্ট উপায়। এই দেশপ্রেমকে, জনগনের এই একতাকে আজ সংকট সমাধানের কাজে লাগাইতে হইবে। খাদ্য-সংকট সমাধানের জন্য যেমন চাই নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল, বহুসংখ্যক নিয়ন্ত্রিত চাউলের দোকান, রেশনিং, দুঃস্থ জনগণকে সাহায্য দান ইত্যাদি, ঠিক তেমনি দরকার ফসল উৎপাদন বাড়ান। সুখের বিষয় যে, কিষাণ সভার ও কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীগণ ফসল উৎপাদন বাড়াইবার জন্য বাংলার জেলায় জেলায় চাষীগণকে উৎসাহিত করিতেছেন।

রংপুর, যশোহর, খুলনা, ঢাকা প্রভৃতি জেলার স্থানে স্থানে কৃষকেরা যে-ভাবে উৎসাহিত হইয়া ফসল-বাড়াও আন্দোলনকে হাতে-নাতে কার্য্যকরী করিয়াছে তাহাতে বাংলার কৃষকগণের বলিষ্ঠ দেশপ্রেমই প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ সব জেলার ঘটনাবলী হইতে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, আজ যদি লীগ-মন্ত্রীমণ্ডলী ও দেশের অন্যান্য দেশ-প্রেমিক দল ফসল বাড়াও আন্দোলনে প্রকৃতভাবে নামিয়া আসে তাহা হইলে বাংলার খাদ্যসংকট অতিসহজেই দূরীভূত হইয়া যাইবে।

ফসল বাড়াইবার কাজে কংগ্রেস-লীগের ঐক্য চাই

লীগমন্ত্রীমণ্ডলী খাদ্য সংকট সমাধানে মজুত-বিরোধী অভিযান চালাইয়া কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়াছেন—আমরা আশা করি লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী ফসল বাড়াও আন্দোলনেও সাহসিকতার সহিত আগাইয়া আসিয়া কৃষকদিগকে কার্য্যকরী ভাবে উৎসাহিত করিবেন। বাংলাদেশে বহু জমি প্রতি বৎসর অনাবাদী পড়িয়া থাকে, জল নিকাশ ও সেচের বন্দোবস্ত করিলে বহু জমিতে ধান ফলান যায়। লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর উচিত অনাবাদী জমিগুলি দুঃস্থ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা, খাল নালা ইত্যাদি কাটাইয়া নূতন নূতন জমিকে আবাদযোগ্য করিয়া তোলা। বর্ত্তমান সংকটের ধাক্কায় অনেক কৃষকই নিজের গরু বলদ বিক্রি করিয়া ফেলিয়াছে বীজধানও খাইয়া ফেলিয়াছে। কাজেই, অনাবাদী জমি বিতরণ ও নূতন জমি আবাদী করিয়া তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদিগকে বীজধান ও লাঙ্গল, বলদ কিনিবার জন্য সরকারী অর্থ সাহায্য করা হউক ইহা আমরা দাবী করি।

ফসল উৎপাদন বাড়াইবার আন্দোলনে সহযোগিতা করিবার জন্য বাংলার কংগ্রেসসেবী-গণকেও আমরা আহ্বান করিতেছি। বাংলার জমিদার, জোতদার প্রভৃতি শ্রেণীর উপর কংগ্রেসের প্রভূত প্রভাব রহিয়াছে। কংগ্রেসসেবীরা যদি আজ অগ্রসর হইয়া এই সব শ্রেণীকে ফসল বাড়ানোর কাজে কৃষকদের পাশে দাঁড়াইবার জন্য ডাক দেয়—তাহা হইলে আগামী বৎসরে বাংলায় প্রচুর ধান ফলিবে এবং বর্ত্তমান খাদ্যসংকট অনেক পরিমাণে দূর হইয়া যাইবে। মিঃ কিরণশঙ্কর রায় উদ্যোগী হইয়া ২৬শে ও ২৭শে জুন কলিকাতায় একটি খাদ্য সম্মেলন ডাকিয়াছেন। খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য লীগমন্ত্রীমণ্ডলী কার্য্যকরীভাবে যাহা করিতেছেন ও করিবেন তাহার সঙ্গে সহযোগিতা করা, খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য বিভিন্ন শ্রেণী ও দলের সঙ্গে ঐক্য গড়িয়া তোলা, ফসল বাড়ানোর কাজে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীকে কৃষকদের পাশে সমাবেশ করা, লুঠ তরাজ দাঙ্গা হাঙ্গামা নিবারণ করা, খাদ্যসংকটকে উপলক্ষ্য করিয়া হুজুগ-হ্যামাপ্রসাদ যাহাতে দেশের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে না পারেন তাহার জন্য চেষ্টা করা—এগুলি করিতে পারিলেই মিঃ কিরণশঙ্কর রায়ের খাদ্য সম্মেলন সার্থক হইবে।

ফসল বাড়ানোর কাজে জমিদার জোতদারদের সাহায্য চাই

ফসল উৎপাদন বাড়ান আজ দেশ ও সমাজকে রক্ষা করিবার একটি প্রধানতম কাজ। ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির উপর সমস্ত দেশের ভাগ্য বহু পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। কৃষকদিগকে আজ উৎসাহভরে এই কাজে অগ্রসর হইতে হইবে—ঠিক তেমনিভাবে জমিদার-জোতদারকেও এই কাজে কৃষকদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। দেশের এই দুর্দ্দিনে দেশরক্ষার একটি প্রধানতম কাজে জমিদার-কুল সাহায্য করিবেন না—ইহা কখনই সম্ভব নয়। যশোহর, খুলনা ও অন্যান্য কোন কোন কোন জেলায় ফসল উৎপাদন বাড়াইবার কাজে জমিদারেরা সাহায্য করিয়াছেন। কাজেই যে সব স্থানে বাস্তবপক্ষে আমরা ফসল বাড়াইবার কাজ করিতে পারিয়াছি সেই সব স্থানে আমরা জমিদারদের সাহায্যও পাইয়াছি। পুরাণো দিনের মনোবৃত্তি নিয়া আজ কৃষক-আন্দোলন করিলে চলিবে না। দেশের চরম সংকট উপস্থিত। এই সংকটে সমস্ত শ্রেণীর দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করিয়া সমস্ত শ্রেণীকে একত্রে সমাবেশ করিতে হইবে।

খুলনা জেলার কোন এক স্থানে প্রায় ১৫০০ বিঘা পতিত জমি আবাদ করিবার জন্য কৃষকেরা স্থানীয় জমিদারের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। সেই জমিদার অবশ্য জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার পূর্ব্বেই দাবী করিতেছেন যে, চাষীরা ফসলের অর্দ্ধেক জমিদারকে দিবে এ কবুলিয়ত চাষীরা লিখিয়া দিক। ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ জমিদার পাইবেন

(শেষাংশ সম্পাদকীয়-র নীচে দেখুন)

চাষীরা এই দাবী জানাইয়াছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে চাষীরা-ইহাও বলিয়াছে যে, ফসল ভাগাভাগির প্রশ্ন পরেও মীমাংসা করা যাইবে, চাষের সময় চলিয়া যাইতেছে, কাজেই এখন আমাদের জমি চাষ করিবার অনুমতি দেওয়া হোক। স্থানীয় চাষীরা দেশপ্রেমের যে আদর্শ দেখাইয়াছে আমরা আশা করি জমিদার তাহাতে সাড়া দিয়া পতিত জমিগুলি শীঘ্রই বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।

দেশ রক্ষার জন্য ● উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য

চটকল মজুর সবার আগে

বার দিনে চল্লিশ হাজার সই সংগ্রহ

(আবদুল মোমিন)

১লা জুন থেকে বাংলার চটকল মজুরেরা এক বিরাট অভিযান সুরু করেন। তাদের দাবী, বোমার আক্রমণ থেকে দেশবাসীকে বাঁচাবার জন্য প্রচুর পরিমাণ চট ও থলে তৈরী করতে হবে এবং মাসিক ৩০৲ ত্রিশ টাকা মাগ্‌গী ভাতা ও সস্তার চাল, ডাল সরবরাহের জন্য গবর্ণমেন্টকে এখনই একটি তদন্ত কমিটি বসাতে হবে। এই তদন্ত কমিটিই বিচার করে দেখবে যে চটকল শ্রমিকের দাবী সঙ্গত কি না।

চটকল শ্রমিক এতদিন কেবল নিজের পরিবার প্রতিপালনের জন্যই কাজ করে এসেছে। কিন্তু আজ সে দেশের কথা চিন্তা করে; দেশপ্রেমিকের কর্ত্তব্য হিসাবে সে মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছে যে দেশরক্ষার জন্য এবং জনগণের অভাব মোচনের জন্য উৎপাদন কেবল চালু রাখাই নয়, তার বৃদ্ধিরও প্রয়োজন আছে। তাই সে আজ মহা উৎসাহের সাথে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অভিযান চালিয়েছে। যে সব শ্রমিক কখনও কোন সংগঠনের ধারে কাছে আসেও না তাহারাও এই অভিযানে যোগ দিয়াছে। তারাও অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য তদন্ত কমিটির দাবীর দরখাস্তে দলে দলে সই দিচ্ছে। ফলে মাত্র বার দিনের ভিতর চল্লিশ হাজার সই সংগৃহীত হয়েছে। চটকলের বিভিন্ন এলাকায় ২০টি কেন্দ্র খোলা হয়েছে; প্রত্যেক কেন্দ্রেই সই সংগ্রহ হচ্ছে। এইভাবে হুগলীতে ৩১১৮, হাওড়াতে ৫৩০৪, ২৪ পরগণাতে ১১৩০৪ এবং কলিকাতায় ২০৪৩৬ সই উঠেছে। মজুরেরা এই কয় দিনে কেবল সই দিয়েই নিশ্চিন্ত হয় নি। সাথে সাথে তাদের একতাকে দৃঢ়তর করবার জন্য ইউনিয়নকেও মজবুত করে গড়ে তুলছে এবং এই কয়দিনের ভিতর নিয়মিত চাঁদা দিয়ে প্রায় দেড় হাজার শ্রমিক ইউনিয়নের মেম্বর হয়েছে। চটকল শ্রমিকের ইতিহাসে এত অল্প সময়ে এতগুলি মেম্বর হওয়া সত্যিই নতুন। শুধু তাই নয়, চটকল এলাকায় যে সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়নের বিরোধিতা করত তারাও আজ দলে দলে ইউনিয়নের ভিতর আসছে। যারা এতদিন "নীল-ঝাণ্ডা" ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল তারাও এগিয়ে এসে সই দিচ্ছে এবং মেম্বর হচ্ছে। মুসলীম লীগের কর্ম্মীরাও আজ এগিয়ে এসেছে; তারাও ইউনিয়নকে সুদৃঢ় করবার জন্য অন্যান্য কর্ম্মীদের সাথে সমানে পরিশ্রম করছে। একেই বলে মজুরের একতা, একেই বলে দাবীর পিছনে মজুরের দৃঢ়তা।

কিন্তু এও যথেষ্ট নয়। চটকল শ্রমিক সত্যিকার দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে অভিযান চালিয়েছে তা'কে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে একটি শ্রমিকেরও ইউনিয়নের বাহিরে থাকা চলবে না। প্রত্যেককে দাবীর দরখাস্তে সই দিতে হবে এবং সাথে সাথে ইউনিয়নের মেম্বর হতে হবে। আগামী জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বেঙ্গল এসেম্বলীর অধিবেশন বসবে। তার পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্টের কাছে দরখাস্ত পাঠাতে হবে। সুতরাং এই কয় দিনের ভিতর যা'তে প্রত্যেক মজুর সই দেয় তার ব্যবস্থা করতে হবে; প্রত্যেকে যা'তে ইউনিয়নের মেম্বর হয় তার জন্য প্রত্যেক কর্ম্মীকে সচেতন ভাবে চেষ্টা করতে হবে। তবেই সইগুলি হবে সক্রিয়, প্রাণবন্ত। সই এর পিছনে সংগঠনই হচ্ছে আমাদের শক্তির পরিচয়, এই কথা মনে রেখেও অভিযান চালাতে হবে।

সম্প্রতি জুট মিলস্ এশোসিয়েশন আমেরিকা থেকে ৭০ কোটি গজ হেসিয়ানের অর্ডার পেয়েছে। ফলে কিছুদিন যাবৎ শতকরা যে দশখানি করে তাঁত বন্ধ ছিল তা' খুলে দেওয়া হয়েছে। এটা আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে দেশবাসীর প্রয়োজনের দিক দিয়ে এও যথেষ্ট নয়। উক্ত ৭০ কোটি গজ হেসিয়ান সাপ্লাই করবার জন্য চটকল কর্ত্তৃপক্ষ আগামী মার্চ মাস পর্য্যন্ত সময় পেয়েছে এবং স্থির হয়েছে যে উক্ত সময়ের ভিতর উপযুক্ত পরিমাণ পাট না পাওয়া পর্য্যন্ত চট থেকে অন্যান্য পণ্যেরাজনীয় যে সব জিনিষ তৈরী হয় তা'র বিক্রী বন্ধ রাখতে হবে। এই সিদ্ধান্তের ফল এই হবে যে, যে সব জিনিষ বিক্রীর অনুমতি নাই তা' তৈরীও হবে না। তা'হলে দেশবাসীর থলে, বস্তা, বালুর বস্তা, ত্রিপল, ক্যানভাস প্রভৃতির অভাব কি ভাবে মিটবে? চটকল মালিক হয়ত সে চিন্তা করে নি, লাভ ছাড়া দেশরক্ষার কথা যেন তার মাথায় আসেই না। কিন্তু শ্রমিক নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। দেশ-রক্ষার ভার আজ তারই উপর। তাই আমেরিকার প্রয়োজন মিটাবার সাথে সাথে দেশবাসীর প্রয়ো-জনের জন্যও যা'তে উপযুক্ত পরিমাণ মাল তৈরী হয় শ্রমিককেই তার ব্যবস্থা করতে হবে।

সুতরাং চটকল মালিকের নতুন অর্ডার পাওয়ার সাথে সাথে যে শ্রমিকের দায়িত্ব কমল তা' মোটেই নয়। তার দায়িত্ব আরও বাড়ল। এই কথা মনে রেখেই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আরও জোরের সাথে আন্দোলন চালাতে হবে।

তারই জন্য সকলে সই দাও, ইউনিয়নের মেম্বর হও।

তদন্ত কমিটির কাছে দাখিল করবার জন্য যাহা যা রোজগার ও খরচ ইউনিয়ন অফিসে তার বিবরিতি দাও।

বস্তি ও লাইনে প্রচার কর। সকলকে সংগঠনের ভিতর টান।

সকলে এক সাথে তদন্ত-কমিটির দাবী তোল।

অভিযান সার্থক হোক!

★

নলিতাবাড়ীর কৃষকদের উদ্যম

প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন দেখিয়া নলিতাবাড়ীর কৃষকদের উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। দলে দলে কৃষকরা কৃষক সমিতির মধ্যে সংঘবদ্ধ হইতেছে। ২০শে মে হইতে ৩১শে মে—এই ১১ দিনে এ অঞ্চলে যা কাজ হইয়াছে, তাহার হিসাব: কৃষক সমিতির সভ্য—১৩০০ (তার মধ্যে মেয়ে ৩০০); ঝাঁজের নূতন কেন্দ্র—৬টি; জনযুদ্ধের নূতন স্থায়ী গ্রাহক—৪৩ জন। গ্রাম্য বৈঠকের সংখ্যা—৫০ (উপস্থিতি—গড়ে ৫০।৬০ জন) ও ইউনিয়ন সমিতি—১২টি। বর্ত্তমানে এ অঞ্চলে স্থায়ী গ্রাহকের সংখ্যা—৫০ এবং কাজের কেন্দ্র সবশুদ্ধ ১৪টি। প্রতিহাসে জনরক্ষা সমিতি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়িয়া উঠিতেছে।

★দেশরক্ষার কাজে মুষ্ঠিবদ্ধ মজুর★

মজুরের দাবী মানো

চটকল মজুরের দাবীপূরণের জন্য তদন্ত কমিটি চাই

হাজার হাজার বস্তা, থলিয়া প্রভৃতি তৈরী করিয়া চটকল মজুরেরা আজ দেশরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করিতেছে। এই দেশভক্ত চটকল মজুর-দের দাবীর পিছনে সমস্ত দেশবাসীকেই দাঁড়াইতে হইবে।

শ্যামনগর নর্থ চটকলের মজুরদের মাঝে মাঝে আটা দেওয়া বন্ধ করিয়া মাত্র /২।০ সের করিয়া চাল দেওয়া হইয়া থাকে। কেবলমাত্র মহুরের ডাল দেওয়া হয় বলিয়া উহাতে মজুরদের প্রায়ই অরুচি করিতেছে। যে আটা দেওয়া হয়, তাহাও সপ্তাহে মাত্র /২।০ সের। চাঁপদানী জুট মিলে গত সপ্তাহে চাল, আটা ও /১।০ সের ছোলা সমেত মোট /৫ সের খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হয়। এখানে জিনিষপত্রের দর যেরূপ চড়িয়াছে, তাহাতে সেই মত মাগ্‌গী ভাতা দেওয়ার বদলে মাত্র ৫৲ টাকা করিয়া ভাতা দিতেছে। তাহাতে মজুরদের খাওয়াপরা চালানো অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। তার উপর এ মজুর সপ্তাহে দুটি নিতেছে, তার রেশন কার্ড কাড়িয়া নেওয়া হইতেছে।

মজুরদের উপর আঘাত

বরানগর, চিত্রগুপ্ত, কালীপুর প্রভৃতি চটকলে মজুরদের সপ্তাহে ৪ সের আটা, /২। সের চাল দেওয়া হইত। ইহাতে একজন মজুরেরও খোরাকী হয় কিনা সন্দেহ। তার উপর গত সপ্তাহ হইতে আটার পরিমাণ আরও /১ সের কমাইয়া দেওয়া হয়।

তেলিনীপাড়া ও তদ্রেশ্বর মজুরদের জিত

এখানে এতদিন ছাঁটাই ও জবাবী মজুরদের রেশনকার্ড চাহিয়া লইয়া বদলীওয়ালা পাশ দেওয়া হইত। গত সপ্তাহে বদলীওয়ালা মজুররা ম্যানেজারের কাছে একটি ডেপুটেশন পাঠায় এবং দাবী করে যে, হয় কাজ, না হয় রেশন কার্ড দেওয়া হউক। ম্যানেজার তাদের দাবী মানিয়া লইয়াছেন। এই সপ্তাহে বদলীওয়ালা মজুররা রেশনকার্ড পাইয়াছে এবং ছাঁটাই মজুরদের অধিকাংশই বদলী কাজ পাইয়াছে। তারজন্য কামওয়ালা মজুরদের (যাদের কাজ আছে) ৪ সপ্তাহ করিয়া ছুটি দিয়া বদলীওয়ালা মজুরদের কাজ দেওয়া হইয়াছে। আগে মজুরদের জন্য ১০৲ টাকা মণ দরে খুব খারাপ আটা দেওয়া হইত। এখন আটা ৮৲ টাকা দরে পাওয়া যাইতেছে; আটাটাও আগের চেয়ে ভাল। এখন /২।০ সের চাল ও /২।০ সের আটার দাম ১৲ টাকা করিয়া নিতেছে; আগের চেয়ে নয় পয়সা দাম কমিয়াছে। সংঘবদ্ধতা ও দেশপ্রীতির জোরে মজুর আজ তার দাবী আদায় করিয়াছে। মজুররা লাল ঝাণ্ডার নীচে সমবেত হইয়া বুঝিতেছে, ধর্ম্মঘটের পথ আজ আত্মঘাতী। তারা তাই উৎপাদন বাড়াইবার প্রতিজ্ঞা নিয়াছে। উৎপাদনের জন্য আজ তাকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। সে যত উৎপাদন বাড়াইবে, মজুরের মুক্তির দিন ততই কাছে আসিবে।

খড়গপুর রেল মজুরদের সভা

গত ৮ই, ১০ই ও ১২ই জুন খড়গপুরে রেল-মজুরদের বস্তিতে কয়েকটি সভা হয়। এই সমস্ত জনসভায় বাংলা সরকারের মজুত বিরোধী অভিযান সম্পর্কে আলোচনা হয়। সভায় মেদিনীপুর জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক কমরেড সরোজ রায় ও খড়গপুরের কমরেড পূর্ণেন্দু দত্ত রায় বক্তৃতা করেন। সভায় রেল মজুরদের খাদ্যভাণ্ডার সংক্রান্ত নানা দাবীর কথা বলা হয়। রেলকর্ম্মচারী ছাড়াও অন্যান্য জনসাধারণের জন্য বাঁধা দরের দোকান খুলিবার দাবীও জানানো হয়।

মিল খুলিয়া রাখো

কয়লার অভাবে গত ২৫শে মে বেঙ্গল জুট মিল ৭ দিনের জন্য বন্ধ থাকে। এই ৭ দিনের কোন রসদ দেওয়া হয় নাই; এমন কি ৭ দিনের কোন মজুরীও দেওয়া হয় নাই। তারপর আবার ১৪ই জুন জুটমিল বন্ধ থাকে। মিল এখনও খোলা হয় নাই (১৬।৬।৪৩)। ১৪ই জুন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে মজুরদের একটি ডেপুটেশন যায়। মিল খুলিয়া মাগ্‌গী ও যতদিন খোলা না হয় ততদিন মজুরদের ভাতা দেওয়ার জন্য দাবী জানানো হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আজ পর্য্যন্ত কিছুই করেন নাই। লেবর কমিশনারের কাছেও একটি দরখাস্ত পাঠানো হইতেছে।

★ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ★

খাদ্য-সংকট সমাধানে

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কমরেড মনোরমা নাগের চেষ্টায় টাঙ্গাইলের দ্যাঙ্গাবাটা গ্রামে মহিলাদের একটি সভা হয়। সভায় অনেক মুসলমান মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। সভায় খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্যদ্রব্য পাইবার জন্য টাঙ্গাইলের মহকুমা হাকিমের নিকট একটি গণ দরখাস্ত পাঠান হয়।

সমিতি গঠনে

গত ১০ই জুন বিপুল উৎসাহের মধ্যে দার্জিলিং-এ 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' গঠিত হয়। সারাদিন মুষলধারে বৃষ্টি সত্ত্বেও সভায় বহুসংখ্যক বাঙালী, নেপালী ও তিব্বতী ছাত্রী ও মহিলাদের সমাগম হয়। পারুল সেনগুপ্তা (সভানেত্রী), রাণী চ্যাটার্জ্জী (সম্পাদিকা) ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহিলা ও ছাত্রী লইয়া কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। সমিতির সাধারণ সদস্যার সংখ্যা বর্ত্তমানে ৩০। সভাশেষে সকলে বিপুল উৎসাহ ও প্রেরণা লইয়া ফিরিয়া যান।

দুঃস্থদের সাহায্যে

ব্রহ্মরাজগঞ্জের মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি তাহাদের সংগৃহীত সাপ্তাহিক মুষ্টি ভিক্ষার চাউল দিয়া স্থানীয় দুঃস্থ পরিবারগুলিকে সাহায্য করিতেছে। ফলে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উপর জনসাধারণের সহানুভূতি বৃদ্ধি পাইতেছে। ইতিমধ্যে ৭৮ জন মহিলার একটি স্কোয়াড বদরগঞ্জ বন্দরে মহিলা সমিতির কাজের জন্য ৫০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

চরকা ও তা

দেশব্যাপী খাদ্য সংকট ও অনাহারের প্রতিকারে

জনসাধারণ নিজেরাই আগাইতেছে

শত শত মণ ধান চাল আদায় করিতেছে

রংপুর জিলার কাঁটালআড়ী হইতে খবর আসিয়াছে, খাদ্যাভাবে গ্রামের লোকের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ লোককেই ভাতের অভাবে অনাহারী থাকিতে হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি তাহা আন্দাজের উপর নির্ভর না করিয়া হিলাই ইউনিয়ন কৃষক সমিতি গ্রামের দুঃস্থ পরিবারদের একটি হিসাব নেয়। তাহাতে দেখা যায় প্রায় একশত ঘর কৃষকের এমন অবস্থা যে এখনই খাবার ব্যবস্থা না করিলে তাহাদের মৃত্যু অনিবার্য্য।

এই দুরবস্থার সুযোগে গুণ্ডা ও পঞ্চমবাহিনী প্রকৃতির লোকেরা ক্ষুধিত জনতাকে লুঠতরাজের পথে উস্কাইতে থাকে, ইহার ফলে গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ কাঁটালবাড়ী হাটে কোন কোন দোকান লুঠও হয়। দেশের ভিতর এই লুঠতরাজ ও দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে যে নিজেদের গৃহ বিবাদ সৃষ্টি হইবে ও অশান্তি ছড়াইয়া পড়িবে এবং তাহারই সুযোগ নিবে জাপানীরা—এই কথা বুঝিতে পারিয়া স্থানীয় কৃষক কর্ম্মীরা ছুটিয়া আসে লুটপাট বন্ধ করিতে। তাহাদের অক্লান্ত শ্রমে লুঠতরাজ বন্ধ হয়। স্থানীয় মহাজন ও জমিদারও এই ব্যাপারে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হয়।

কৃষক কর্ম্মীরা জানে জনসাধারণ যদি ক্ষুধিত থাকে তাহা হইলে বিক্ষোভ আবার যে কোন মুহূর্ত্তে লুঠে পরিণত হইতে পারে। তাই তাহারা নিজেরাই আগাইয়া আসে ক্ষুধিতের সাহায্যের জন্য। প্রথমে অনেকেই মনে করিয়াছিল সরকার হইতে কোন চেষ্টা না করিলে কিছুই করা যাইবে না, কিন্তু কৃষক কর্ম্মীরা দেখাইয়া দিয়াছে নিজেদের চেষ্টায় ও একতার জোরে প্রতিকার সম্ভব। তাহারা স্কোয়াড করিয়া ঘরে ঘরে যাইয়া প্রচার করে ও সাহায্য সংগ্রহ করে। কয়েক দিনের ভিতরই ৩ মণ আলু, দেড় মণ চাল ও কিছু পয়সা উঠিয়াছে।

ডোমারের খবরেও জানা যায়, সেখানের অবস্থা নিদারুণ হইয়া পড়িয়াছে। শত শত ভিক্ষুক বাড়ী বাড়ী ফিরিতেছে। শত শত লোক পাট শাক ও কাটাল খাইয়া দিন কাটাইতেছে। ছেলেমেয়ে বিক্রির খবরও নাকি পাওয়া যাইতেছে।

এই দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য ডোমারের সকল শ্রেণীর সমস্ত জনসাধারণ একসাথে মিলিয়া সমবায় খাদ্য ভাণ্ডার মারফৎ সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছে। ডোমার ও আশে পাশের গ্রামের তিন শতেরও উপর গৃহস্থকে তাহাদের বাড়ীর লোক সংখ্যার অনুপাতে খাদ্য টিকিট বিলি করা হইয়াছে। এই টিকিটপ্রাপ্তদের বাজার দর হইতে মণ প্রতি চার টাকা কমে চাল দেওয়া হইতেছে। সদাশয় ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিবিশেষ ও ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া এই ক্ষতিপূরণ করা হইতেছে।

ভিক্ষুক, অনাহারী ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য গত ১১ই জুন হইতে প্রধানতঃ স্থানীয় মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের মিলিত দানে দৈনিক প্রায় ১ হাজার লোককে এক বেলা করিয়া খাদ্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্থানীয় জনরক্ষা বাহিনী ইহার শৃংখলা রক্ষা করিতেছে।

মহাজন ও জোতদারকেও দেশপ্রেমে টানা যায়

ময়মনসিংহ জিলার হালুয়াঘাট থানার অন্তর্গত কুমারপ্রাতিতে খাদ্য সমস্যা তীব্রভাবে দেখা দেয়। বহু কৃষক পরিবারকে উপবাসী থাকিতে হইতেছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য কমরেড রাজকুমার সরকারের নেতৃত্বে স্থানীয় কৃষক কর্ম্মীরা প্রচার সুরু করেন ও সাহায্যের চেষ্টা করেন। ইহার ফলে তাঁহারা কয়েকজন জোতদারকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ হন ও আড়াই শত মণ ধান ঋণ স্বরূপ দিবার ব্যবস্থা করেন।

হুসং এলাকায় পাঁচগাঁও গ্রামেও কৃষক কর্ম্মীগণ কয়েকজন জোতদারকে বুঝাইয়া ২৪ মণ ধান অভাবগ্রস্ত লোকদের ভিতর বিলি করিয়াছে। লেফুড়াতে কৃষক সমিতি ও জনরক্ষা সমিতির কর্ম্মীগণ মিলিত চেষ্টা করিয়া মহাজনদের নিকট হইতে দেড় শত টাকা ঋণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে।

একতার জোরে ধান আদায়

হুগলী জেলার সিঙ্গুর ইউনিয়নের ঘনশ্যামপুর গ্রামের জনৈক ধনি কৃষক তার মজুত ২০০ মণ ধান গোপনে বিক্রির চেষ্টা করে। খবর পাইয়া গ্রামবাসী জনতা উত্তেজিত হইয়া উঠে। কিন্তু স্থানীয় কমিউনিষ্টরা জনতাকে শান্ত করে ও একটি কমিটি গঠন করিয়া মীমাংসা করিয়া দেয়। ফলে ৫০ মণ ধান বারি স্বরূপ ধার দেওয়া হয় এবং বাকী ধান ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখা হয়।

ধনি কৃষকরাও ধান বিলি করিতেছে

হুগলীর ঘনশ্যামপুরের কৃষকদের সাফল্য দেখিয়া আশে পাশের গ্রামের কৃষকদের ভিতর সাড়া পড়িয়া যায়। কৃষকরা সুশৃংখল ও সংঘবদ্ধভাবে ধনি কৃষকদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রচার করে ও সাহায্য চায়। ফলে অপূর্ব্বপুরে ৯৫ মণ ধান, তেলিপুকুরে ৩০০ মণ ধান, মামুদপুরে ৩০ মণ ধান ও বলরামহাটিতে ৫০ মণ ধান বারি হিসাবে আদায় হয়।

কাপড় সংকটে জমিদারের চেষ্টা

কাপড় সংকটে হা হুতাশা না করিয়া সিঙ্গুড়ের গরীব জননাধারণ স্থানীয় জমিদারের নিকট একজোটে সাহায্য দাবী করে। স্থানীয় জমিদারের চেষ্টায় ও মহালক্ষী কটন মিলের বদান্যতায় ১ শত জোড়া কাপড় নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

সরকারের নিকট হইতে ধান আদায়

বাংলার অন্যান্য জিলার মত টাঙ্গাইলেও ভয়ানক খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। কোন কোন স্থানে ক্ষুধিত জনতা লুটতরাজের পথে পা বাড়াইতেছে। এমনি এক জনতা জামুরকি বাজারের জনৈক মহাজনের দোকানে হানা দিবার চেষ্টা করে। সংবাদ পাইয়া স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া জনতাকে শান্ত করেন ও বুঝাইতে সমর্থ হন যে লুঠতরাজের পথ আত্মহত্যার পথ, একমাত্র ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃংখল চেষ্টায়ই ধান আদায় সম্ভব। ইহার পর সমস্ত জননাধারণের পক্ষ হইতে সার্কেল অফিসারের নিকট চাউলের দাবী জানান হয়। ফলে সাড়ে বারো টাকা দরে ৮০ মণ ধান পাওয়া যায়। কর্ম্মীরা ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন না। খাদ্য কমিটির ভলান্টিয়াররা ১৯টি গ্রামে ঘুরিয়া অভাবীদের তালিকা তৈরী করেন এবং এই তালিকা অনুযায়ী কার্ড মারফৎ আরো ধান পাওয়ার জন্য আন্দোলন চালান হয়। ইহার ফলে সাড়ে সতেরো টাকা মূল্যে ২৫০ মণ চাল দেওয়ার ব্যবস্থা হয় এবং কার্ড প্রথা প্রবর্ত্তনের দাবীও স্বীকৃত হয়।

একতার জোরে ধান আদায়

২৪ পরগণা জেলার বহু স্থান হইতে খাদ্যাভাবের সংকটজনক খবর পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহার জন্য চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া, ইহার প্রতিকারে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা আগাইয়া আসিতেছেন। পিয়ারা গন্ধর্ব্বপুর ও তেঘরিয়া অঞ্চলে ঘরে ঘরে প্রচারের ফলে দুঃস্থদের জন্য সাহায্য পাওয়া যাইতেছে। ৩টি গ্রামে ৪টি কেন্দ্রে সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। ধনীদের বাড়ীতে বেশী করিয়া মজুর কাজে লাগান হইতেছে, মজুরীর হারও পাঁচ আনার স্থলে সাত আনায় উঠিয়াছে।

কাটিয়া অঞ্চলে দুই হাজার টাকা চাঁদা তোলা হইয়াছে ও এই টাকায় চাল কিনিয়া বাজার দর হইতে কম দরে বিক্রি করা হইতেছে।

সংগ্রামপুর অঞ্চলে জনৈক আড়তদার ৩০০ মণ চাল চালান দিতেছিল। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের নেতৃত্বে স্থানীয় জননাধারণ ঐ চাল আটক করে এবং ধনিদের সাহায্যে ঐ চাল কিনিয়া লইয়া সস্তাদরে বিক্রি করা হয়। এই অঞ্চলে ১০০ মণ বীজ ধানও পাওয়া গিয়াছে। শ্রাক্ষিমপুর অঞ্চলেও অভাবীদের জন্য মুষ্টিভিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং প্রচারের ফলে চালের দর কম করানো সম্ভব হইয়াছে। শ্রামনাথপাদ অঞ্চলেও সাহায্য পাওয়া যাইতেছে।

শেষ পর্য্যন্ত মিল মালিকও চাল দিতে রাজী

বাঁকুড়া জিলার ওন্দা থানায় স্থানীয় জননাধারণের একটি ডেপুটেশন মিল মালিকদের নিকট অভাবীদের জন্য সস্তায় চালের দোকান খুলিবার জন্য আবেদন করে। প্রথমে মালিকরা মুখে কথা দিলেও কার্য্যতঃ কিছুই করে না। উপরন্তু এই ব্যাপারে স্থানীয় কৃষককর্ম্মী কমরেড শিশির মুখার্জ্জীকে অনেক লাঞ্ছনাই সহিতে হয় এবং ইহার ফলে ক্ষুব্ধ জনতা মিল মালিকদের উপর প্রতিশোধ নিতে আগাইয়া আসে। কিন্তু কমিউনিষ্টদের চেষ্টায় জনতা শান্ত হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত মিল মালিকও সস্তাদরে চাল বিক্রির জন্য দোকান খুলিতে বাধ্য হইয়াছে।

ধাঙ্গড়দের জন্য নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাল আদায়

ময়মনসিংহ জেলার সেরপুর মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙ্গড়দের বেতন ত্রীপুরুষে মিলিয়া ছিল ১৮৲। এই দুর্ম্মিদের বাজারে তাহারা ৯৲ বেতন বৃদ্ধি ও ১২৲ মণ চাল পাইবার দাবী করিয়া আন্দোলন চালায়। প্রথমতঃ কোন প্রতিকারের চেষ্টা হয় না। তখন ধাঙ্গড়রা উত্তেজিত হইয়া ষ্ট্রাইকের চেষ্টা করে। এই অবস্থায় কমিউনিষ্টরা ধাঙ্গড়দের শান্ত করে ও তাহাদের ইউনিয়ন গঠন করে ও ভলান্টিয়ার তৈরী করে। মিউনিসিপ্যালিটির সাথে অনেক আলাপ আলোচনার পর ধাঙ্গড়দের জন্য ১৫৲ মণ দরে নিয়মিত চাল সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে।

দুঃস্থদের জন্য টেষ্ট রিলিফ

২৪ পরগণা জেলার সাম্মেস্তানগর ও বাক্তিতপুর ইউনিয়ন হইতে প্রায় ৫ শত লোকের একটি ডেপুটেশন মহকুমা হাকিমের নিকট যাইয়া অভাবীদের সাহায্যের জন্য আবেদন করে। তাহারা কুটিরশিল্পের জন্য তুলার বীজ দাবী করে ও টেষ্ট রিলিফ খুলিতে বলে। মহকুমা হাকিম তুলার বীজ দিবার প্রতিশ্রুতি দেন। কয়েকদিনের ভিতরই সীতানাথ দাস রোড, টাকী রোড ও হিঙ্গলগঞ্জ রোডে টেষ্ট রিলিফের কাজ সুরু হয়। প্রায় ৬০০ লোক প্রত্যহ আট আনা হইতে এক টাকা করিয়া রোজগার করিতেছে। আবাদ অঞ্চলে পুকুর কাটার কাজও সুরু হইয়াছে।

ইহার আগে শ্রাকিমপুর অঞ্চলে প্রায় ১ হাজার লোকের সহিযুক্ত এক গণদরখাস্ত পেশ করা হইয়াছিল ও বহু গ্রামের শত শত লোকের ডেপুটেশনও মহকুমা হাকিমের নিকট পাঠান হইয়াছিল।

সর্ব্বদলের মিলিত খাদ্যকমিটি

পাবনায় খাদ্যসংকট সমাধানের জন্য স্থানীয় কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে সহরের ৫১ জন বিশিষ্ট নাগরিককে লইয়া একটি জেলা খাদ্য কমিটি ও ১৫ জনকে লইয়া কার্য্যকরী কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই খাদ্যকমিটিতে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, মহাজন সমিতি, আঞ্জুমান ইসলামিয়া, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি সংগঠনের ব্যক্তিগণ আছেন। কণ্ট্রোল দোকান খোলার জন্য কমিটির তরফ হইতে সরকারের নিকট আবেদন করা হইয়াছে। জিলা খাদ্যকমিটির অধীনে সহরে ৪টি ও গ্রামে ১৪টি শাখা খাদ্যকমিটি খোলা হইয়াছে।

● খাদ্য কমিটিতে ●

কংগ্রেস-লীগ-মহাসভা-কমিউনিষ্ট

২৪ পরগণা জেলায় খাদ্যসংকট যেভাবে দেখা দিয়াছে এবং সকল শ্রেণীর লোককে যেরূপ আঘাত করিয়াছে তাহাতে কোন দলই আজ আর নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিতে পারে নাই। খাদ্য সমস্যা সমাধানে আজ সকল দলই সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করিবার জন্য আগাইয়া আসিয়াছে। সকলেই বুঝিতে পারিয়াছে, এই দারুন সংকট হইতে বাঁচার একমাত্র উপায় সম্মিলিত খাদ্যকমিটি গঠন করিয়া তাহার ভিতর দিয়া সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা। তাই ১৬ই জুন ২৪ পরগণা জেলাবোর্ড অফিসে জেলার কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি দলের প্রতিনিধিদের এক সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া '২৪ পরগণা জেলা খাদ্যকমিটি' গঠিত হইয়াছে:—সভাপতি খান বাহাদুর জসিমুদ্দীন আহাম্মদ এম, এল, এ (জেলাবোর্ডের সভাপতি, মুসলীম লীগ), সম্পাদক—কমরেড সত্যনারায়ণ চাটার্জি (কমিউনিষ্ট পার্টি), কোষাধ্যক্ষ—খান সাহেব হবিবালী মোল্লা, এম, এল, সি, (মুসলিম লীগ); সভ্যগণ—(১) প্রফুল্লনাথ ব্যানার্জি (নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্য) (২) ডাঃ অমূল্যধন মুখার্জ্জি (কংগ্রেস) (৩) মহম্মদ খায়রুল আনম খাঁ (সহ সম্পাদক, প্রাদেশিক মুসলিম লীগ) (৪) খান বাহাদুর এ, এল, এম আব্দুর রহমান এম, এল, এ (মুসলীম লীগ, পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী) (৫) মৌলবী মহম্মদ ইশাক (মুসলীম লীগ) (৬) রায় বাহাদুর হরলাল হালদার (হিন্দু মহাসভা) (৭) কমরেড আব্দুর রাজ্জাক খাঁ (কমিউনিষ্ট পার্টি) (৮) কমরেড নলিনী ঘোষ (কমিউনিষ্ট পার্টি) (৯) কমরেড শান্তি মুখার্জি (কমিউনিষ্ট পার্টি) প্রভৃতি। এই কমিটি আরও সভ্য গ্রহণ করিতে পারিবে।

অনতিবিলম্বে যাহাতে জেলাব্যাপী এই দারুণ খাদ্যসমস্যা দূর করা যায় তাহার জন্য এই কমিটি সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা লইয়া কাজে নামিতে বদ্ধপরিকর। সমস্ত দলের বিশ্বাসভাজন এই কমিটি যদি সমস্যা সমাধানে আগাইয়া যায়, তবে সমস্যার সমাধান হইবেই, লোকের মনে আস্থা আসিবে, ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার জয় হইবে।

★ মজুত বিরোধী অভিযানে ★

● খাদ্য কমিটি অগ্রণী ●

রংপুর—বদরগঞ্জ থানার বিভিন্ন স্থানে মজুত বিরোধী অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। বদরগঞ্জ, রামনাথপুর, নেহালীপাড়া প্রভৃতি ইউনিয়নে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের তৎপরতার সহিত হস্তক্ষেপের ফলে খাদ্যের হিসাব গ্রহণ কার্য্য সন্তোষভাবে ও শৃংখলার সহিত চলিতেছে। এই অক্লান্ত কাজের মধ্য দিয়া গ্রাম্য কমিটির নেতৃত্বও কমিউনিষ্টদের হাতে আসিয়া পড়িতেছে। কিছু কিছু ত্রুটী বিচ্যুতি থাকিলেও মজুত বিরোধী আন্দোলনকে সফল করিতে কেন আমাদের আজ আগাইয়া যাইতে হইবে তাহার জন্য কর্ম্মীরা সকল শ্রেণীর লোকের কাছে প্রচার করিতেছেন। প্রচারের ফলে অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করিয়া খাদ্য সম্বন্ধে প্রকৃত হিসাব ও তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে, প্রয়োজনাতিরিক্ত মজুত মাল বাহির করিয়া ক্ষুধিত নরনারীর মধ্যে শৃংখলার সহিত বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। জোতদারদের কাছেও আবেদন জানান হইয়াছে যে আজ তাহাদের দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য সকলের সাথে মিলিয়া খাদ্য সমস্যা সমাধান করিতে আগাইয়া আসা, খাদ্যের প্রকৃত হিসাব সংগ্রহ করা, দেশের ভিতর হইতে নিরাশা ও আতঙ্কের ভাব দূর করা। কিন্তু এই সব প্রচার সত্ত্বেও কিছু কিছু বড় মজুতকারী জোতদাররা গোপনে তাহাদের মজুত ফসলের গোলা বিক্রয় করিয়া ফেলিতেছে, অবশ্য প্রত্যেকেই কিছু কিছু ফসল দুঃস্থ কৃষকদের মধ্যে দেড়া সুদে দাদন করিয়াছে। এই গোপন বিক্রয়ের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা সমাধানের জন্য চাউল ব্যবসায়ী ও গ্রাম্য কমিটির এক মিলিত বৈঠক হয়। জনসাধারণের পক্ষ হইতে ব্যবসায়ীদিগকে অনুরোধ করা হয় তাহারা যেন স্থানীয় লোকদের স্বার্থের দিকে চাহিয়া চাউলের একাংশ এই অঞ্চলের জনসাধারণের জন্য রাখিয়া দেন। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা শুধু সভা করিয়া বসিয়া নাই—তাহারা ঘরে ঘরে ধনী গরীব নির্ব্বিশেষে প্রচার চালাইতেছেন, সকলের দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য জাগাইয়া তুলিতে প্রাণপণ খাটিতেছেন। তাই আজ স্থানীয় লোকের মনে হতাশা কাটিয়া যাইতেছে, তাহারা বুঝিতেছে, এই বিপদ আজ এমনি ভাবে মিলিত হইয়াই রুখিতে হইবে।

কৃষি বিভাগের তরফ হইতে মধুপুর ইউনিয়নে বীজ বিতরণের সিদ্ধান্ত হইয়াছে জানিয়া কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা ব্যাপক প্রচার কার্য্য চালান। অধিক শস্যউৎপাদনের কাজই আজ যে দেশপ্রেমের কাজ সে কথাও কৃষকদের মধ্যে বুঝাইতে থাকেন। ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট বীজ বিতরণ এবং পরে উহা আদায়ের ঝুঁকি লইতে গররাজি হওয়ায় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা বোর্ডের অন্য কয়েক জন সভ্য ও স্থানীয় প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদিগকে রাজী করাইয়া ঐ বীজ বিলির ব্যবস্থা করেন। তাহাদের কার্য্যকরী ও সময়োচিত হস্তক্ষেপের ফলে বিলির সমস্ত ব্যবস্থা তাহাদের হাতে আসিয়া পড়ে এবং কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারীও তাহাদের হাতে সকল ভার ছাড়িয়া দেন। এই অঞ্চলে ঐ বীজ বিতরণের মধ্য দিয়া কৃষক সমিতির প্রভাব হিন্দু-মুসলমান সকলের মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সম্মিলিত চেষ্টা সফল হইবেই

বর্দ্ধমান—খাদ্য অভিযান আরম্ভ হইবার দশ বার দিন পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে ইহার সংবাদ পৌঁছায়। ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তখন সরকারী কোন পরিষ্কার ঘোষণা না থাকায় নানারূপ গুজব রটিতে থাকে এবং গ্রামাঞ্চলের অবশিষ্ট ধান অত্যধিক ভাবে চালান হইতে থাকে। বর্দ্ধমানের জেলা খাদ্য কমিটি মজুত বিরোধী অভিযানে সরকারের সাথে সহযোগীতা করা স্থির করেন ও দাবী করেন অবিলম্বে সাময়িকভাবে চাউল রপ্তানী বন্ধ করা হউক এবং সর্ব্ব সাধারণের নিকট খাদ্য অভিযানের উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হউক। খাদ্য অভিযানের পরিকল্পনানুযায়ী স্থানীয় মজুত ধান হইতে স্থানীয় সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া ঘোষিত হয় অথচ স্থানীয় প্রয়োজনের কোন হিসাব না করিয়াই যদি অবাধ চালান চলিতে থাকে, তবে ইহাতে সমস্যার সমাধান হইবে না, শুধু তাই নয়, ইহা পরস্পর বিরোধীও। এই সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য বর্দ্ধমান জেলার খাদ্য কমিটির পক্ষ হইতে একটি প্রতিনিধি মণ্ডলী গত ১১ই জুন তারিখে খাদ্য বিভাগের মন্ত্রী মিঃ সুহাবর্দ্দীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই প্রতিনিধি মণ্ডলীতে ছিলেন, জেলাবোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মৌলভী আবুল হারাত (কংগ্রেস), জেলা মুসলীম লীগের সভাপতি আবুল হাসিম, জেলা বোর্ডের সদস্য শ্রীযুত তারাপদ পাল (কংগ্রেস) এবং কমরেড শাহেদুল্লাহ ('কমিউনিষ্ট)। অনেকক্ষণ আলোচনার ফলে মন্ত্রী মহাশয় বুঝিতে পারেন যে খাদ্য অভিযানের সময় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত ধান চাউল কোন এলাকায় কত উদ্বৃত্ত আছে জানা না যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের দাবী সমীচীন। তিনি এই বিষয়ে কিছু ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। কন্ট্রোলের দোকান সম্বন্ধে তিনি জানান যে কলিকাতায় সরকারের অধীনে এবং মফস্বলে সাধারণের কমিটির মত অনুযায়ী কন্ট্রোলের দোকানগুলির ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া তিনি ঠিক করিয়াছেন।

কমিউনিষ্টরা সকলের পুরোভাগে

ফরিদপুর—কোটালীপাড়া অঞ্চলের কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা ৬টি গ্রামে খাদ্য কমিটি গঠন করিয়াছেন। ভলান্টিয়ার বাহিনীও দিন দিন শক্তিশালী হইতেছে। ক্রিপাহাটি ও নাগপরা খাদ্য কমিটির কর্ম্মীরা গ্রামে মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া অনাহারীর খোরাকের ব্যবস্থা করিতেছেন। কচুরীপানা উঠাইয়া ফসল রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন। এই সব কাজে ধনী, দরিদ্র, হিন্দু, মুসলমান প্রত্যেকেরই পুরা সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। গ্রাম্য মহাজনেরা খাদ্য কমিটির মারফৎ দুঃস্থ জনসাধারণকে আর্থিক সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন।

গত ৭ই জুন হইতে মজুত বিরোধী অভিযানের কাজ সুরু হইয়াছে। এই কাজ আরম্ভ হওয়ার আগে লোকের মনে আতংক দেখা দিয়াছিল, কিন্তু কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা বুঝাইতে পারিয়াছেন যে বর্ত্তমান সংকটে মজুত শস্যের পরিমাণ নির্ণয় ও বাড়তি শস্য নিম্নস্থ কৃষকদিগকে দেওয়ার ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যের হিসাব লওয়া সাধারণের স্বার্থেই প্রয়োজন। খাদ্য কমিটির মারফৎ সমস্যা সমাধানের পন্থা আগাইয়া যাওয়ার মনোভাব গ্রামের লোকদের মনে জাগিতেছে—সবাই আজ কমিউনিষ্টদের কর্ম্মনীতির উপর বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছে।

★ সর্ব্বদলের মিলিত খাদ্য সম্মেলন ★

গত ১৩ই জুন রবিবার হাওড়া জেলার আন্দুল গোলাপবাগে স্থানীয় ৫।৬টি ইউনিয়নের একটি খাদ্য সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনের প্রচারের জন্য কিছুদিন আগে একটি যুক্ত ইস্তাহার বাহির হয়; তাহার সমর্থনে ছিলেন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, কৃষক সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন, হোমগার্ড, জনরক্ষা সমিতি, জমিদার এবং হিন্দু ও মুসলমানদের ভিতর আরও অনেকে। সম্মেলনে ৪০০০ লোক উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাও হইয়াছিল যথেষ্ট। উপস্থিত লোকদের ভিতর কংগ্রেসের লোক, মুসলীম লীগ পন্থী, কমিউনিষ্ট, কৃষক, মজুর, ছাত্র, মধ্যবিত্ত, জমিদার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি অনেক দল ও শ্রেণীর লোক ছিলেন।

সম্মেলন সফল করিতে রাজগঞ্জ, সাঁকরাইল, মামিকপুরের চটকল মজুর ইউনিয়নগুলি, স্থানীয় কৃষক সমিতিগুলি, আন্দুল মৌড়ী ও সাঁকরাইল ছাত্র ফেডারেশন, আন্দুল মৌড়ীর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এবং আন্দুল মৌড়ী ও বাণীপুর কিশোর বাহিনীর উদ্যোগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাত্র ১৫ দিনের প্রস্তুতিতে এই সম্মেলন ডাকা হয়। কর্ম্মীরা স্টোয়াড হিসাবে বিভিন্ন শ্রেণী ও দলের নিকট যাইয়া পূর্ব্ব হইতেই খাদ্য সংকট সম্পর্কে তাহাদের সচেতন করেন এবং খাদ্য সম্মেলনের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন। স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে কতকগুলি বৈঠক ও পাড়া মিটিং হয়। বাঁধা দরে নিয়মিত খাদ্য সরবরাহের দাবীতে প্রতি গ্রাম হইতে অনেক সংখ্যক সই সংগ্রহ করা হয়।

সম্মেলনের দিন সকালে একদিকে স্থানীয় কর্ম্মীগণ খাদ্য সংকট সমাধানের গান- গাহিতে গাহিতে প্রচার করিতে থাকেন এবং অন্যদিকে হাওড়া জেলার কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড সমর মুখার্জি স্থানীয় সকল দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে লইয়া আলোচনা বৈঠকে সম্মেলনের প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেন। আলোচনার পরে সকলেই খুবই উৎসাহের সহিত সম্মেলনে যোগ দেন।

স্থানীয় খাদ্য আন্দোলনের কর্ম্মী শ্রীযুত বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। প্রথমে বাণীপুর কিশোর বাহিনীর ছোট ছোট ছেলেরা একটি গান করেন। তারপর বক্তৃতা করেন কমরেড অজয় দাশগুপ্ত, সুধাংশু দাশগুপ্ত এবং কনক মুখার্জি। স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড দেবী চাটার্জি মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন। রাজগঞ্জ চটকল মজদুর ইউনিয়নের নেতা কমরেড সুরথ পাঁচাল এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। এই প্রস্তাবে ১৸৲ টাকা বাঁধা দরে প্রতি ইউনিয়নের জন্য দৈনিক ১৩০ মন চাউল সরবরাহের দাবী জানান হয় এবং সরকারের মুখাপেক্ষী না হইয়া দেশরক্ষার জন্য দেশবাসীকে খাদ্য সঙ্কট সমাধানের জন্য খাদ্য কমিটিতে মিলিত হইয়া আগাইয়া আসিতে অনুরোধ করা হয়। কৃষক শ্রেণীকে বেশী ফসল তৈরীর জন্য আহ্বান জানান হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন স্থানীয় কর্ম্মী কমরেড শিশির কুমার সরকার ও সমর্থন করেন আবদুর রহমান খাঁন। ইহারা দুই জনেই আন্দুল ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য। এই প্রস্তাবে মৌড়ী, আন্দুল, দুইন্যা, ঝোড়হাট ও সাঁকরাইল এই পাঁচটি ইউনিয়ন হইতে সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের ৩১ জন সভ্য লইয়া একটি খাদ্য কমিটি গঠিত হয়। প্রস্তাব দুইটি সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই সম্মেলনের মধ্যেই আন্দুল ইউনিয়নে ৪টি গ্রাম্য খাদ্য কমিটিও গঠিত হয়। সর্ব্বশেষে কমরেড সমর মুখার্জি বক্তৃতা দেন। সম্মেলনে খাদ্য কমিটির কাজে মোট ১২০০ ভলান্টিয়ারের নামের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। সকল শ্রেণী ও দলের ভিতর হইতেই নাম আসিয়াছে। তন্মধ্যে ৫০ জন মহিলা ও বহু সংখ্যক মুসলমান আছেন। সভাপতি মহাশয় সকলকে খাদ্য আন্দোলনে মিলিত হইতে আহ্বান জানান। বাণীপুর কিশোর বাহিনীর ছেলেদের আর একটি গানের পর বিপুল উৎসাহ ও আশার মধ্যে সম্মেলনের কাজ শেষ হয়।

(আন্দুল খাদ্য সম্মেলন)

★ খাদ্য সংকট সমাধানে ★
● খাদ্য কমিটি ●

জনরক্ষা কমিটির সমর্থনে মুসলমান বস্তির জনসাধারণ

কলিকাতা—গত ৯ই জুন বেহালার মুসলমান বস্তিতে জনরক্ষা কমিটির এক সভা হয়। স্থানীয় মৌলবী সাহেব সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় রহমতুল্লা আথন্দ সরকারের মজুত বিরোধী অভিযান সম্বন্ধে কমিউনিষ্ট পার্টির অভিমত 'জনযুদ্ধ' হইতে সকলকে পড়িয়া শুনান। আব্দুল সত্তার সিভিল সাপ্লাইজ-এর কনট্রোলারের কাছে ডেপুটেশন পাঠাইবার জন্য গণদরখাস্তে সই দিবার আহ্বান জানান এবং সকলকে জনরক্ষা কমিটির সভ্য হইতে বলেন। সভায় চাঁদা দিয়া ৬৩ জন জনরক্ষা সমিতির সভ্য হন এবং ৮০টি সই সংগ্রহ হয়। যখন 'জনযুদ্ধ' হইতে পার্টির অভিমত পড়া হইতেছিল, তখন একজন সভার মধ্য হইতে উঠিয়া আসিয়া একখানা 'জনযুদ্ধ' কিনেন। সভার ফলে স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে জনরক্ষার কাজ সম্বন্ধে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

সংকট সমাধানে জনগণ আগাইয়া আসিতেছে

ঢাকা—গত ৬ই জুন তারিখে বজ্রযোগিনী ইউনিয়নে জনসাধারণের এক সভায় সরকার পরিকল্পিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী খাদ্য-সেন্সাস নেওয়া এবং খাদ্য সম্পর্কিত ব্যাপার পরিচালনা করার জন্য একটি খাদ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। জনসাধারণ ভোট দিয়াই এই কমিটি গঠন করিয়াছে। সভায় চিটারস্ এশোসিয়েসন, কৃষক সমিতি, হিন্দু সহাসভা, মুসলীম লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, জনরক্ষা সমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সকলের মত নিয়া শ্রীযুত অমৃতলাল বানার্জীকে সভাপতি এবং কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড সুনীল ঘোষকে এই কমিটির সম্পাদক করা হইয়াছে। এই কমিটি খাদ্যদ্রব্য মজুত সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে খুবই আন্তরিকতা লইয়া কাজ করিয়াছে। কোন কোন স্থানে অতিরিক্ত মজুত খাদ্য পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা কম মূল্যে বিলি করার দায়ীত্ব কমিটির হাতে আসিয়াছে। কোন কোন স্থানে কিছুটা বাধা পাইলেও কমিউনিষ্টদের প্রভাবের ফলে সেই স্থান হইতেও প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। তথ্য সংগ্রহের ফলে দেখা গিয়াছে গ্রামের ৬ ভাগের একভাগ লোক একরকম না খাইয়াই জীবন কাটাইতেছেন, তাই আজিকার এই সংকটের মধ্যে বিরাট দায়ীত্ব আসিয়া পড়িয়াছে জনগণের কমিটির হাতে। তাহাদের সম্মিলিত চেষ্টায়ই অনাহারীদের আহারের বন্দোবস্ত হইবে—খাদ্যবণ্টন সুষ্ঠুভাবে হইবে। অন্যদিক দিয়াও সকলের মধ্যে উৎসাহ ও আশার সঞ্চার হইয়াছে। সবাই বুঝিতে পারিয়াছে—সকলে এক হইয়া দাড়াইলে সমস্যা সমাধান হইবেই এবং সমস্যা সমাধানের জন্য যেমন একদিকে শৃংখলার সহিত খাদ্য বিলি ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে, প্রচার দ্বারা লোকের হতাশ দূর করিতে হইবে, দুঃস্থদের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, আবার অন্যদিক দিয়াও কৃষক ভাইদের অধিক শস্য উৎপাদনের জন্য উৎসাহিত করিতে হইবে। গ্রামের প্রত্যেককে এই কাজে নামাইতে হইবে—যাহাতে গ্রামের কোনে এতটুকু জায়গাও যেন পতিত পড়িয়া না থাকে।

খাদ্য-সম্মেলন সকল শ্রেণীর লোককে এক করিতেছে

হাওড়া—গত ৬ই জুন রবিবার হাওড়া জেলার ডোমজুড়ের ফুটবল মাঠে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট খাদ্য সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট পার্টি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, ছাত্রফেডারেশন, কৃষক সমিতি ও সকল দল ও প্রতিষ্ঠানের হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণ উপস্থিত থাকিয়া সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে। এই সম্মেলনে এত বেশী জনসমাবেশ হইয়াছিল যাহা এর পূর্ব্বে এ অঞ্চলে আর কখনও হয় নাই। ৫ সহস্র নরনারী এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিল, স্ত্রীলোকের সংখ্যাই ছিল দুই হাজার। সম্মেলনে সকল দলের এক মিলিত খাদ্য কমিটি গঠিত হয়।

প্রচার—প্রতিদিন ৬টি করিয়া স্কোয়াড বাহির হয় সম্মেলনের প্রচার কার্য্যে। ১৭।১৮ জন ভলান্টিয়ার লইয়া ২টী ভলান্টিয়ারবাহিনীও প্রত্যহ প্রচার কার্য্য চালায়। তাহাদের শ্লোগান ছিল—দেশরক্ষার জন্য, বেশী ফসল ফলানোর জন্য, খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য—খাদ্য কমিটি গঠন করো। কংগ্রেস-লীগ এক হও, জাতীয় সরকার কায়েম করো।

সাফল্য—প্রচার কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কমরেডগণ কৃষক সমিতির সভ্য ও ভলান্টিয়ার সংগ্রহের কাজও চালান। তাহারা মাত্র ১৫ দিনে ৩০ জন্য, ৫৮৬ কৃষক সমিতির সভ্য ও ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করিয়াছেন।

★

জনগণের একতা মহাজনকেও টানিয়াছে

খুলনার ৫ নং আটলিয়া ইউনিয়নে খাদ্য সমস্যা বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। কৃষক সমিতির নেতৃত্বে জনসাধারণের একটী ডেপুটেশান ইউঃ বোর্ডের প্রেসিডেন্টের বাড়ী যায়। জনগণের চাপে প্রেসিডেন্ট বাধ্য হইয়া তাহাদের সঙ্গে মহাজনের বাড়ী যান। মহাজনের নিকট হইতে প্রায় ২০০ শত টাকার ধান্য আদায় করা হয়, ও আর একশত টাকার ধান্য অপর একজন মহাজন দিতে প্রতিশ্রুত হন। ইহাতে জনসাধারণের ভিতরে দারুণ উৎসাহের সঞ্চার হয়। তাহারা বুঝিয়াছে জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই খাদ্য সংকট সমাধানের একমাত্র পথ।

ঐ ঘটনার দুই দিন পরে উক্ত সাফল্যের জন্য উৎসাহিত হইয়া আবার একটি গ্রামের প্রায় একশত কৃষক স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্মীর নিকট যায়, এবং তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে প্রেসিডেন্টকে সঙ্গে লইয়া স্থানীয় ২।৩ জন মহাজনের বাড়ীতে যায় এবং জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ চাপে মহাজন প্রায় ৫০৲ টাকার ধান দিতে বাধ্য হয়। এবং আরও দুইজন সম্প্রতি সম্পন্ন কৃষক প্রায় ৩০০৲ টাকার ধান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। প্রেসিডেন্ট ইহাতে উৎসাহিত হইয়া জনসাধারণের সহযোগীতায় কার্য্য করিতেছেন।

★ দেশভক্তদের দমন বন্ধ করো ★

বর্দ্ধমান জেলায় আমলাতন্ত্রের দমননীতি বাড়িয়াই চলিয়াছে। যে সব কমিউনিষ্ট কর্ম্মী মজুর ও কৃষকদের দেশরক্ষার কাজে সংঘবদ্ধ করিতেছেন, হাজতে পুরিয়া অথবা তাঁদের উপর বিধিনিষেধ জারী করিয়া তাঁদের কাজে ব্যাঘাত ঘটানো হইতেছে। আজ প্রত্যেকটি কমিউনিষ্ট কর্ম্মী মজুরদের উৎপাদন বাড়াইবার কাজে উৎসাহিত করিতেছেন ও কৃষকদের মধ্যে ফসল বাড়াইবার আন্দোলন চালাইতেছেন। আজ এই সব দেশ-প্রেমিক কর্ম্মীদের কাজে বাধা দিলে দেশরক্ষার ব্যবস্থাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আমরা এই সব নিরলস কর্ম্মীদের দেশরক্ষার কাজে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করিতেছি।

সর্ত্তাধীন জামিনে মুক্তি

বরাকরে মজুরদের মধ্যে হ্যাণ্ডবিল বিলির জন্য বর্দ্ধমানের ৭ জন বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট কর্ম্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করিয়া ইহারা জামিনে মুক্তি পায়। কমরেড হরেকৃষ্ণ কোঙারকে মেমারী অথবা বর্দ্ধমান সহরে থাকিতে হইবে ও কমরেড বিজয় পালকে আসান-সোল মহকুমার বাহিরে থাকিতে হইবে—জামিনে এই সর্ত্ত দেওয়া হইয়াছে।

বিনা কারণে হয়রাণি

গত ২৭শে মে বরাকরের ভিক্টোরিয়া ওয়েষ্ট কোলিয়ারীর ম্যানেজার বিনা কারণে চৌকিদার দিয়া মজুর কর্ম্মী কমরেড লেবুরামকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় পাঠায়। একদিন হাজত বাসের পর সে ছাড়া পায়। ২ মাস পূর্ব্বে কমরেড লেবুরামকে কাজ হইতে বরখাস্ত করা হয়।

সতর্কতামূলক নোটিশ জারী

আসানসোলের মজুর নেতা কমরেড শিবপ্রসাদ দত্তের উপর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের একটি সতর্কতামূলক নোটিশ জারী করা হইয়াছে।

কমিউনিষ্ট কর্ম্মীর মুক্তি

রায়না থানার বিশিষ্ট কৃষককর্ম্মী কমরেড মনোহর সোম খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য ও কৃষকদের খাদ্য ফসল বাড়ানোর জন্য কাজ করিতেছিলেন। তাঁকে ২ মাস পূর্ব্বে লুটতরাজের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। ২ মাস ধরিয়া হয়রানির পর তিনি সপ্রতি মুক্তি পাইয়াছেন।

বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমানের কমিউনিষ্ট কর্ম্মীর দণ্ড

বাঁকুড়ার জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক কমরেড প্রমথ ঘোষ, বর্দ্ধমানের কৃষককর্ম্মী কমরেড সন্তোষ মণ্ডল ও বনওয়ারী ঘোষের বিরুদ্ধে ভারতরক্ষা আইনের ৩৮ (১) এ ধারানুসারে যে মামলা রুজু করা হয়, তাহাতে কমরেড প্রমথ ঘোষের ১শত টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং কমরেড সন্তোষ মণ্ডলের ৫০৲ টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ২মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। কমরেড বনওয়ারী ঘোষ ছাড়া পাইয়াছেন। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে।

কমিউনিষ্ট পার্টির বিবৃতি

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সম্পাদক কমরেড ভবানী সেন নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন ঃ—

খাদ্য সংকট সমাধানের উদ্দেশ্যে মন্ত্রীমণ্ডলী খাদ্য মজুতকারী ও মুনাফালোভীদের বিরুদ্ধে যে কড়া ব্যবস্থা লইতে আগাইয়া যাইতেছেন, মন্ত্রীমণ্ডলীর এই কাজে সমস্ত দেশপ্রেমিকেরই সমর্থন করা উচিত। কলিকাতার সরবরাহ বিভাগের সহকারী কণ্ট্রোলারকে বরখাস্ত করা হইয়াছে। বরখাস্ত করার কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে যে, ইনি নাকি কয়েকজন স্থানীয় ব্যবসায়ীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া চোরাবাজারে গম চালান করিতেছিলেন। মন্ত্রীমণ্ডলীর এই কড়া ব্যবস্থা দেখিয়া ইহাই মনে হয় যে, তাঁরা মজুতকারী ও চোরা ব্যবসায়ীদের সত্যই রুখিতে চান। সংবাদ পত্রের খবরে দেখা যায় যে, মজুত বিরোধী অভিযানের হুফল ইতিমধ্যেই কিছু কিছু হইতে আরম্ভ করিয়াছে—চালের দাম কিছু কমিতেছে। সমস্ত খাদ্য কমিটি, জনরক্ষা কমিটি এবং অন্যান্য গণপ্রতিষ্ঠানগুলির কাছে আমাদের আবেদন যে—তাঁরা সভা করিয়া খাদ্য সংকটের সমাধান করে মন্ত্রীমণ্ডলীর এই চেষ্টাকে সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করুন। মন্ত্রীমণ্ডলী সরবরাহ বিভাগের অনাচার দূর করিবার জন্য যে দৃঢ় ব্যবস্থা লইতেছেন, তার পিছনে জনমত গঠন করুন এবং মজুতবিরোধী অভিযানকে ভালভাবে পরিচালনা করার জন্য যাতে সকল জায়গায় প্রতিনিধিমূলক খাদ্যকমিটী গঠন করা যায়,তার জন্য সাহায্য করুন।

এমন অনেক মজুতকারী আছে, যারা নিজেদের মজুত ইকের খোঁজ যাতে না পাওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে নিজেদের জায়গা হইতে 'ষ্টক' সরাইয়া লইতেছে। এইরকম 'ইকের' বিস্তৃত খোঁজ খবর দিয়া অবিলম্বে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা দরকার যে মাল চলাচলের উপর গভর্ণমেণ্ট কন্‌ট্রোল এখনই পুনরায় বসানো দরকার।

পার্টির নূতন বই কিনুন

ন্যাশনাল বুক এজেন্সীতে অর্ডার দিন

(অগ্রিম দাম না দিলে বই পাঠান হইবে না)

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও নাগপুর অধিবেশন ।/০

কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস সিরিজের বই ঃ

ভবানী সেন	
১। কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস (ভূমিকা)	৴০
২। পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত	৴০
৩। কৃষক আন্দোলনের নূতন ধারা (ফসল বাড়াও শ্লোগানের তাৎপর্য্য)	৵০
সরোজ মুখার্জ্জী	
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নূতন ধারা	৴০
রমেন ব্যানার্জ্জী	
কমিউনিষ্ট পার্টি ও ভারতের ছাত্র আন্দোলন	৵০
কনক মুখার্জ্জী	
ভারতে দেশপ্রেমিক নারী আন্দোলন	৵০
জি, অধিকারী (অনুবাদ)	
কমিউনিষ্ট কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাব	।০
পার্টি কংগ্রেসে প্রদত্ত কমরেড জোশীর রিপোর্টের অনুবাদ	।০
পার্টির নূতন গঠনতন্ত্র	৵০
প্রথম পার্টি কংগ্রেসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির শেষ রিপোর্ট—বাংলার পি সি সেক্রেটারী	

[এই বইগুলি ব্যাপক প্রচারের জন্য অধিক সংখ্যায় ছাপা হইয়াছে এবং দামও খুব কম করা হইয়াছে। আগামী দু সপ্তাহে সমস্ত ষ্টক ফুরাইয়া যেতুন।]

যুদ্ধের ● গতি ● সোভিয়েট-জার্ম্মাণ যুদ্ধের দ্বিতীয় বার্ষিকী ● ফাসিষ্ট নিধনের দিন সমাগত

বাইশে জুন ফিরিয়া আসিয়াছে

সোভিয়েট-জার্ম্মান যুদ্ধের দুই বৎসর পূর্ণ হইল। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন তারিখে রাত্রির অন্ধকারে চোরের মত হিটলারের পদ্দপাল সোভিয়েটভূমি আক্রমণ করিয়াছিল, অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করিতে মিথ্যাচারী হিটলারের কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় নাই। সোভিয়েট সীমান্তরক্ষী সেনা বিপুল বীরত্বের সঙ্গে সংখ্যায় ও যুদ্ধোপকরণে শ্রেষ্ঠ শত্রুর অগ্রগতি রোধ করিয়াছিল। কিন্তু সমগ্র ইয়োরোপকে পদানত করিয়া, মহাদেশের লোকবল, অর্থবল ও অস্ত্রবল আয়ত্ত করিয়া হিটলার মদগর্ব্বে সোভিয়েট ধ্বংসের স্বপ্ন দেখিল, দামামা বাজাইয়া জগৎকে জানাইয়া দিল যে লালফৌজ অচিরে পরাজয় স্বীকার করিবে, দেড় মাসের বেশী যুদ্ধ চালাইবার প্রয়োজন হইবে না, মস্কো সহরে বিজয়রথে প্রবেশ করিয়া সে তাহার ৭৫দিনের কামনা পূর্ণ করিবে।

পশ্চিমে ইয়োরোপে ফ্রান্সের মত প্রবল পরাক্রান্ত দেশ হিটলারের কাছে যে ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তাহাতে হিটলারকে রুখিবার শক্তি যে কাহারও থাকিতে পারে, তাহা অনেকে ভাবিতেই পারে নাই। চার্চীমজুরের নিজ হাতে গড়া সোভিয়েট দেশের সামনে যে কঠোর পরীক্ষা উপস্থিত হইল, সে পরীক্ষায় সোভিয়েট উত্তীর্ণ হইবে না বলিয়াই অনেকে মনে করিল। প্রথমটা হিটলারীরা সোভিয়েটের প্রতিরোধে বিপুল শক্তিক্ষয় সহ্য করিয়াও অগ্রসর হইতেছিল বলিয়া পশ্চিম ইয়োরোপের মত সোভিয়েটভূমিও যে হিটলারী সেনা বিদ্যুৎবেগে জয় করিবে, এ কথাই শুনা গেল। সোভিয়েটের সামরিকশক্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞপ করিবার লোকেরও অভাব শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে ছিল না।

হিটলারের বড়াই বাঞ্চাল হইল

কিন্তু হিটলারের দর্প চূর্ণ করিতেও লালফৌজের বিলম্ব বিলম্ব হইল না। বিষম যুদ্ধ বিনা এক তিল জমিও লালফৌজ ছাড়ে নাই। তাই অল্পত সোভিয়েটের সুখ্যাতি লালফৌজ শত্রুমিত্র সকলের কাছে পাইল। তাহার পর লালফৌজের আত্মরক্ষা-রণনীতি জগৎকে চমৎকৃত করিল। হিটলারের বড়াই ছিল যে তাহার সৈন্য সর্ব্বত্র দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু লালফৌজের প্রহারে হিটলারের গতি মন্দ হইল, 'বিদ্যুৎযুদ্ধের' যে কৌশল দেখাইয়া সে দুনিয়ার বাহবা পাইয়াছিল, লালফৌজের বিরুদ্ধে তাহার অসারতা প্রমাণ হইল।

সোভিয়েট আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে ও পরে হিটলার ক্রমাগত চেষ্টা করে যাহাতে ব্রিটেন ও আমেরিকা সামাবাদী মজুর কিষাণের দেশ ধ্বংস করার আনন্দে আবার হিটলারের সঙ্গে হাত মিলায়। এজন্য প্রতিনিধি হেস্‌কে পাঠাইয়া ও অন্যান্য উপায়ে সে চক্রান্ত চালাইয়া যায়। কিন্তু ইতিমধ্যে ইতিহাসের চাকা ঘুরিয়া গিয়াছিল। সোভিয়েটের বিরুদ্ধে দেশের জনসাধারণকে লড়াইয়ে নামানো অতি বড় সামাবাদ বিরোধীরও সাধ্য আর ছিল না। হিটলারের অনুচর হইলে ফ্রান্সের বর্ত্তমান শাসকদের মত নির্লজ্জ পদলেহী হইবার আশঙ্কা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরাও করিল। সুতরাং হিটলারের সঙ্গে ব্রিটেনের বন্ধুতা ঘটিল না, সোভিয়েটের সঙ্গেই চার্চ্চিল সরকার সামরিক চুক্তি করিল। হিটলারের বড়ংয়ের বিফল লইল।

লালফৌজ ধ্বংসের স্বপ্ন

ইয়োরোপ জয় করিয়া সারা মহাদেশের লোকবল ও অস্ত্রবল পাইয়া হিটলারের শক্তি প্রথমটা সোভিয়েটের চেয়ে বেশী ছিল। হিটলারের সেনা প্রায় দুই বৎসর আসল যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ফলে শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিল। অপর দিকে লালফৌজ সংখ্যায় কম এবং প্রথমে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতও ছিল না, যুদ্ধের ব্যাপক অভিজ্ঞতাও তখন তাহার ছিল না। এ অবস্থায় হিটলারের প্রাথমিক সাফল্যে আশ্চর্য্য হইবার কথা নয়। কিন্তু যখন ষ্টালিনের আহ্বানে সারা সোভিয়েট দেশে 'নাজ, সাজ' রব উঠিল, যখন লালফৌজ সতেজে হিটলারীদের বাধা দিল, যখন গেরিলা যোদ্ধারা শত্রুর পশ্চাৎ হইতে লুকাইয়া লড়িতে লাগিল, যখন নগর, গ্রাম, শিল্প-কেন্দ্র জ্বালাইয়া শত্রুর জীবন অতিষ্ঠ করার চেষ্টা হইল, যখন বিপুল উৎসাহে নূতন কারখানাগুলিতে অপূর্ব্ববেগে যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণ হইতে লাগিল, তখন যুদ্ধে নূতন এক অধ্যায় আরম্ভ হইল। হাজারে হাজারে হিটলারীরা মরিল, ট্যাঙ্ক, বিমান, কামান ইত্যাদি যুদ্ধোপকরণ শত্রু মরিয়া হইয়া লড়িতে গিয়া হারাইল, আর লালফৌজ শত্রুকে বিপর্য্যস্ত করিবার পর কৌশলে সরিয়া যাইবার ফলে সোভিয়েট সেনা ধ্বংস করার স্বপ্ন হিটলারের আকাশকুসুম হইয়াই রহিল।

সোভিয়েটের অমর বীরত্ব কাহিনী

সোভিয়েট যুদ্ধের কতগুলি ঘটনা ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। ষোল মাস লেনিনগ্রাদকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াও হিটলার লেনিনের পুণ্য স্মৃতিপূত এ মহানগরীকে আত্মসমর্পণ করাইতে পারে নাই। এমন দুর্জ্জয় প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নাই।

সোভিয়েটের রাজধানী মস্কো। এখানেই সোভিয়েট সভ্যতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা। নেপোলিয়নের মত মস্কোতে ঢুকিবার দুরাশা হিটলার বহুদিন পোষণ করিতেছে। এ ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ সাধারণ সৈনিককে নিশ্চিত মৃত্যুমুখে পাঠাইতে সে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ করে নাই। কিন্তু সোভিয়েট প্রচার মন্ত্রী ঠিকই বলিলেন যে হিটলারকে শুধু মস্কোর একখানি ছবি দেখিয়াই তুষ্ট হইতে হইবে। মস্কোতে বিজয়দর্পে প্রবেশ করিবার স্বপ্ন হিটলারের কাছে স্বপ্নই রহিয়া গেল।

মস্কোর পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য সমস্ত শক্তি লইয়া হিটলার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু মস্কোর ২৫০ মাইল পশ্চিমে শ্লোলেন্‌স্‌ক ও তাহার চতুর্দ্দিকে ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে যে যুদ্ধ হয়, তাহার ফলে হিটলারীরা খানিকটা জমি দখল করিলেও আসলে পরাজয়ই মানিয়াছিল। পশ্চিম ইয়োরোপে সাঁড়াশীর মত সৈন্যবাহিনীকে শত্রুর মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া হিটলার কেরামতি করিয়াছিল। এবার সাঁড়াশী ঢুকিল বটে, কিন্তু ভিতরে সাঁড়াশীর দুই মুখ বন্ধ করিয়া লাল ফৌজকে ঘেরাও করা আর হইল না, সাঁড়াশীর এক একটি ফলাকে লাল ফৌজই ঘিরিয়া ভাঙিয়া দিল। শ্লোলেন্‌স্‌কের যুদ্ধ হইল হিটলারের প্রথম বড় দরের হার।

অক্টোবর নভেম্বর মাসে যে কোন উপায়ে মস্কো দখল করিবার জন্য হিটলার যে চেষ্টা করিয়াছিল, তেমন আর সে কখনও করে নাই, পারে নাই। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে সে জাঁক করিয়া বলিল যে যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। তখন শুধু ছড়ানো লাল ফৌজের অবশিষ্ট নিপাহীদের নিশ্চিহ্ন করা হইতেছে। মস্কোর প্রায় ত্রিশ মাইলের মধ্যেও তাহার সৈন্য পৌঁছাইয়া গিয়াছিল। তখন শুরু হইল সোভি-য়েটের পাল্টা আক্রমণ; দারুণ প্রহার খাইয়া কুকুরের মত হিটলারকে ফিরিতে হইল। চুলা, মোজাইস্ক, কালিনিন প্রভৃতি লালফৌজ আবার দখল করিল; মস্কোর বিপদ ঘুচিল। যুদ্ধের ইতিহাসে এ অপূর্ব্ব কৃতিত্বের সত্যই কোন তুলনা নাই।

হিটলারের গর্ব্ব চূর্ণ

দক্ষিণে হুসদৃঢ় সোভিয়েট যুদ্ধের উপর বহুবিধ হিটলারের ভেলবৃত্তি ছিল। যুদ্ধের অধিকারের জন্য সে 'বিপুল' আয়োজন করে, প্রতিরোধও পায় খুব। ওডেসা বন্দর অবরোধ অগ্রাহ্য করে সপ্তাহের পর সপ্তাহ অসাধারণ বীরত্ব ও কৌশল দেখায়। সোভিয়েটের নিজ হাতে গড়া বড় সাধের কল-কারখানা শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। সরানো সম্ভব না হইলে স্থানান্তরিত করা হয়। নীপার নদীর জগদ্বিখ্যাত বাঁধ ভাঙিয়া দিয়া সোভিয়েট যে মনোবল দেখায়, তা একেবারে অপূর্ব্ব।

একদিকে কিন্তু হিটলারের ফ্যাসিষ্ট বাহিনীকে ঠেকাইয়া রাখা শক্ত হইয়াছিল। সোভিয়েটের নীতি হইল তাহাদের শক্তিক্ষয় করাইয়া অগ্রসর হইতে দেওয়া, শত্রু সৈন্যের যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থাকে তছুল করিয়া দেওয়া, এবং যথাসময়ে চরম আঘাত দিয়া যুদ্ধ জয়ের ব্যবস্থা করা। ১৯৪২ সালের গ্রীষ্ম ও শরৎকাল ধরিয়া হিটলারীরা দক্ষিণে অগ্রসর হইল, ককেশস্ পর্ব্বতরাজির পাদদেশে যাইয়া পৌঁছিল, ভল্‌গা নদীতীরে ষ্টালিনগ্রাদে ঢুকিল, দক্ষিণ হইতে মস্কো আক্রমণের স্বপ্ন দেখিল, ককেশস্ ডিঙ্গাইয়া তৈলখনি হস্তগত করিয়া সহজে ইরাণ, ইরাক, আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষকে পদানত করিবার কল্পনায় মশগুল হইল।

সেবাস্তোপোলের ২৪০ দিন ব্যাপী প্রতিরোধে লালফৌজ যে অজেয় প্রতিজ্ঞার আভাস দিয়াছিল, ষ্টালিনগ্রাদে সারা দুনিয়া তাহার পূর্ণ পরিচয় পাইল, অবাক হইল। ১৯৪১-৪২ সালের শীতকালে সোভিয়েট যে পাল্টা আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার চেয়ে জোর পাল্টা আক্রমণ শুরু হইল ১৯৪২-৪৩ সালের শীতকালে। ষ্টালিনগ্রাদে দুই লক্ষ ফ্যাশিষ্ট মারা গেল, ককেশস্ হইতে হিটলারীরা বিতাড়িত হইল, খারকভ পর্য্যন্ত পলাইয়া তাহারা বাঁচিল।

লালফৌজের বাহুবলের তুলনা নাই। সোভিয়েট জনগণের মনোবলেরও তেমন তুলনা নাই। সারা ইয়োরোপ হিটলারের পদানত। ফিন, স্লোভাক, রুমেনিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান, ইতালিয়ান, ফরাসী, স্প্যানিয়ার্ড সৈন্য তাহার পক্ষে লড়িতেছে। সোভিয়েট লড়িয়াছে একা। বহুবার পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, নিজের দেশ জ্বালাইয়াছে। শত্রুর অকথ্য অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিয়াছে, কিন্তু দমে নাই, একবারও দমে নাই, বরং জ্বলন্ত উৎসাহে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া শত্রুকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছে।

শত্রুকে দুই দিক হইতে চাপিয়া মারো

সোভিয়েট জানে যে শত্রু এখনও একেবারে নিস্তেজ নয়, মরিয়া হইয়া আবার সে লড়িবে। শত্রুর প্রধান ভয় এই যে এবার সে আক্রান্ত হইবে দুই দিক্ হইতে। লালফৌজ পূর্ব্বদিক্ হইতে তাহাকে ঠেলিয়া চলিবে, পশ্চিম হইতে সোভিয়েটের মিত্রেরা বহুদিনের গড়িমসি ছাড়িয়া এবার দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিবে, দুই দিকের চাপে ফ্যাশিষ্ট পশুরা মরিবে।

উত্তর আফ্রিকা হইতে ফাশিষ্টরা বিতাড়িত হইয়াছে। ভূমধ্যসাগরের ছোট ছোট দ্বীপগুলি নিঃশ্রশক্তি কাড়িতেছে। মিত্রশক্তির বিমানবহর জার্ম্মানী, ইতালী ও পদানত ইয়োরোপের নানাস্থানে বোমাবর্ষণ করিতেছে। ফাশিষ্টবিরোধী ফরাসীদের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। ইয়োরোপের অত্যাচারিত জনগণ অধীর আগ্রহে দ্বিতীয় ফ্রণ্টের অপেক্ষা করিতেছে।

দ্বিতীয় ফ্রণ্টের সঙ্গে সঙ্গে হিটলারের নাভিশ্বাস উঠিবে। লালফৌজের নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া জগতের জনগণ ফাশিষ্টনিধনের শেষ পর্ব্ব সমাপ্ত করিবে। ২৩।৬।৪৩

ঢাকায় দাঙ্গার চেষ্টা ব্যাহত
পঞ্চমবাহিনীর বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমানের মিলিত অভিযান

[নিজস্ব সংবাদদাতার বিশেষ তার]

ঢাকা, ১৯শে জুন

জনরক্ষা সমিতি, মুসলিম লীগ, বাইশ পঞ্চায়েত ও ছাত্রফেডারেশনের মিলিত ভলান্টিয়াররা উপদ্রুত অঞ্চল পাহারা দিতেছে, পথের মোড়ে মোড়ে সভা করিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঠৈক করিয়া অবস্থা শান্ত রাখিতেছে। একজন মুসলমান ভদ্রলোক তাঁহার একমাত্র পুত্রকেও ভলান্টিয়ার বাহিনীতে যোগ দিতে পাঠাইয়াছেন। হিন্দু মুসলমানের এই মিলিত চেষ্টার দ্বারা ছড়াইতে পারে নাই, পঞ্চম-বাহিনীর অপচেষ্টা ব্যাহত হইয়াছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধে লালফৌজ

(১-এর পাতার শেষাংশ)

তাই ১৯৪১ সালের ২২শে জুন এই লড়াই সুরু হইবার পর থেকেই নিপুণভাবে ইহার প্রত্যেটি স্তরকে বিশেষণ করিয়া ষ্টালিন দেখাইয়াছেন যে প্রত্যেকটি লালফৌজকে সোভিয়েটের প্রত্যেকটি নরনারীকে কেন আজ এই যুদ্ধের সক্রিয় অংশ নিতে হইবে—কারণ এই যুদ্ধে জয়পরাজয়ের উপর নির্ভর করিতেছে সমস্ত দুনিয়ার ভবিষ্যত ভালমন্দ।

১৯৪১ সালে ঘৃণিত জার্ম্মান দস্যুদের আক্রমণের কিছুদিন পরেই ৩রা জুলাই রেডিওযোগে ষ্টালিন বলিয়াছেন—"ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধকে সাধারণ যুদ্ধ মনে করিলে চলিবে না। এই যুদ্ধ দুইটি ফৌজের যুদ্ধ নয়, এই মহাযুদ্ধে একদিকে সমস্ত সোভিয়েট জনসাধারণ ও অন্যদিকে জার্ম্মান ফ্যাসিষ্ট শক্তি। ফাসিষ্ট নিপীড়নের বিরুদ্ধে আমাদের দেশরক্ষার এই জাতীয় যু

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

জন-সংস্কৃতি মাথা তুলছে

(হীরেন মুখার্জী)

বোম্বাইয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস উপলক্ষে যে অভিনব সংস্কৃতি উৎসবের আয়োজন হয়েছিল, সে বিষয়ে আলোচনা বিশেষ দরকার। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কর্ম্মীরা এসে নাচ, গান, অভিনয়, আবৃত্তির মধ্য দিয়ে তাঁদের স্থানীয় নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয় দিলেন, জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক যে আবার নিবিড় হয়ে উঠ্‌তে পারে, তার প্রমাণ দেখালেন।

সাহিত্য ও শিল্পকলা ইত্যাদি বর্ত্তমান সমাজে ক্রমেই জীবন থেকে দূরে সরে চলেছে। জনসাধারণ সে বিষয়ে ভাবলে মনে করে যে ওসব ব্যাপার হচ্ছে বড়লোকদের একটা বিলাস, "ভদ্রলোকদের" একটা খেয়াল। আর লেখক ও শিল্পীরা মনে করে যে তাদের সৃষ্টি জনসাধারণের মগজে ঢুকবে না, অল্প কয়েকজন সমঝদারের জন্যই তারা লেখে, গান করে, ছবি আঁকে। ফল হল এই যে জীবনের সঙ্গে শিল্পীর যোগাযোগ ছিন্ন হচ্ছে, হয়ত বা চটকদার লেখা বেরুচ্ছে, কিন্তু তা যেন জলের দাগের মত, দেশের জীবনে কোন দাগ কাটতে পারছে না।

এ অবস্থা শুধু সমাজের পক্ষে নয়, সাহিত্যের পক্ষেও মারাত্মক। সাহিত্যিক ও শিল্পী সমাজের বাইরে কোন ভৌতিক আবহাওয়ায় বাস করেন না। বাস্তব জীবনের মধ্যেই তাঁরা অনুপ্রেরণা খুঁজে পান, জীবনের উপর বিরক্ত হয়ে আকাশে বাসা বাঁধবার খামখেয়াল তাঁদের হতে পারে বটে, কিন্তু সেটা যে কোন কাজের কথা নয়, তা বুঝতেও তাঁদের দেরী লাগে না।

সাহিত্যিক ও শিল্পী একা কিম্বা জনকয়েক মিলে সমাজের চেহারা বদ্‌লাতে পারে না। আজ যারা সমাজপতি, তাদের বিরুদ্ধে যাওয়ার বিপদ আছে বলে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মধ্যে অনেকে সমাজ নিয়ে মাথা ঘামাতে চান্ না। নিজেদের প্রবোধ দেন এই বলে যে নিছক্ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হচ্ছে তাঁদের কারবার, সমাজে কি ঘটছে না ঘটছে সে ভাবনার বোঝা বইবার প্রয়োজন তাঁদের নেই।

কিন্তু সমাজে যখন বিপর্য্যয় ঘটে, তখন সে-বিপর্য্যয় লেখক ও শিল্পীদেরও রেহাই দেয় না। জার্ম্মানী ছিল খুবই একটা শিক্ষিত দেশ; কিন্তু সেখানে যখন হিটলার তার জঘন্য ফ্যাসিবাদ চাপালো, তখন নিছক শিল্পীরা ছাড় পান্ নি, জবরদস্ত ফ্যাশিষ্টদের হুকুমমত নিজেদের আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়েছেন কিম্বা দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন বা অন্য শাস্তি পেয়েছেন।

আজ দুনিয়া জুড়ে বিপর্য্যয় চলেছে। স্বাধীনতা ও সংস্কৃতিকে গ্রাস করে মানুষকে আবার পরযুগে ফেরৎ পাঠাবার চেষ্টা করছে হিটলার, মুসোলিনি, তোজোর দল। সোভিয়েটকে ধ্বংস করার জন্য তাই তাদের এত আগ্রহ, এত উদ্যম। সংস্কৃতিকে পিষে ফেলে তারা এমন মানুষ বানাবে, যাদের চিন্তা বলে কিছু থাকবে না, ব্যক্তিত্ব থাকবে না, স্বাধীনতা থাকবে না। সারা দুনিয়া হবে ফাশিষ্ট সর্দ্দারদের হুকুমবরদার।

তাই সমাজ সম্বন্ধে না ভেবে আজ লেখক ও শিল্পীরও উপায় নেই। আর এই দুর্য্যোগের দিনে সমাজও দাবী করবে যে আজ যে যেভাবে পারে, নেচে, গেয়ে, গল্প শুনিয়ে, ছবি দেখিয়ে, দুনিয়ার দুরমনকে সায়েস্তা করতেই হবে। তা না হলে সাহিত্য ও কলা হবে পুরোণো একটা স্মৃতি, সৌন্দর্য্য সৃষ্টির কথা হবে প্রলাপমাত্র।

সমাজের এই দাবী ভারতবর্ষের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের কানে কতটা পৌঁছেছে, তার হিসাব আপাতত প্রয়োজন নেই। কিন্তু কম্যুনিষ্ট কংগ্রেসের সংস্কৃতি উৎসব অন্তত একটা জিনিষ পরিষ্কার করে দেখিয়েছে যে জনসাধারণের মনে আজ আলোড়ন এসেছে আর সে আলোড়নের ছায়া পড়ছে নতুন পিল্পে, নতুন সাহিত্যে।

বাংলা, অন্ধ্র, কেরল, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী দল বোম্বাইয়ের ময়দানের হলে যে আনন্দ বিতরণ করেছিলেন, অবিরাম কর্ম্ম ব্যস্ততা যাঁদের সাহিত্য রসভোগের অবসর থেকে বঞ্চিত করেছে তাঁদের মনে যে উদ্দীপনা এনে দিয়েছিলেন, তা সহজে ভুলবার নয়।

মারাঠী মজুর আরা সাঠে জাতিতে অস্পৃশ্য। কিন্তু ষ্টালিনগ্রাদের বীর কাহিনী নিয়ে যে গাথা তিনি লিখেছেন, "জনসেনাপতি ষ্টিমোশেঙ্কোর" কর্ম্ম কাণ্ডের কথা যে বলিষ্ঠ উল্লাস নিয়ে তিনি গাইলেন, তা শিল্পীসমাজে তাঁকে বরণীয় করবে।

অন্ধ্র চাষীর ঘরের মেয়ে হনুমান্নার গ্রাম্য নৃত্য দেখলে বড়লোক যেঁষা নৃত্য বিশারদরা কি বলতেন জানি না। কিন্তু ছন্দের হিল্লোল ছিল তার দেহে, নটরাজের ধ্যান সে ভাঙতে পারত।

উত্তম তুলালের অনুপস্থিতিতে কেরলের "পুরাকলি" খানিকটা নিরাশ করেছিল, কিন্তু কেরলের কিশোরবাহিনী ক্ষতিপূরণ নেহাৎ কম করে নি।

বোম্বাইয়ের খাঙড় মেয়েরা একযোগে অকুণ্ঠিত কণ্ঠে ভগৎসিংহের, স্মৃতি উদ্দেশে গান গাইলেন। তাদের সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী সবাইকে চমৎকৃত করল।

অন্ধ্র 'বড়ো কথার' চাষীর ছেলে গোপালকৃষ্ণেয়া সবাইকে আনন্দ পরিবেষণ করল। সন্ন্যাসী নাচ, মেষপালের নাচ ইত্যাদি গ্রামের নিজস্ব ভাষা ও ছন্দকে সবার সামনে ধরে দিল।

বাংলার দল গিয়েছিল জনযুদ্ধের গান নিয়ে। গ্রামের সুর নিয়ে যে তাকে এত জোরালো করা যায়, চাষীর ভাষায় যে তার কাস্তেটাই মত শান্ থাকতে পারে, তা আর কোন প্রদেশই বাংলার মত দেখাতে পারে নি। বাংলার শ্রথ্যাতির অন্ত ছিল না।

কিন্তু বিচারকরা যে প্রতিযোগিতায় অন্ধ্রকে প্রথম সাব্যস্ত করলেন, তাতেও ভুল ছিল না। বাংলা হল দ্বিতীয়, কেরল তার পরে।

অন্ধ্র ও কেরল এই দুই প্রদেশই বাংলার তুলনায় সত্যই গণসংস্কৃতির সন্ধান বেশী পেয়েছে। অন্ধ্র ও কেরলে অধিকাংশ কম্যুনিষ্ট হচ্ছেন গ্রামবাসী কৃষক সন্তান। গ্রামের নিজস্ব সংস্কৃতি শহরের চাপে লোপ পাবার উপক্রম হলেও মরে নি; শহরে সভ্যতাও অন্ধ্র ও কেরলে তেমন জোরদার হয় নি। বাংলাদেশে কম্যুনিষ্টদের অধিকাংশ এখনও "ভদ্র" শ্রেণী থেকেই এসেছেন; বাংলাদেশে শহর ও শহরে সভ্যতার ব্যাপ্তি বেশী, ইতিহাসও সামান্য নয়। এখানেও কবি, গান, ছড়া, যাত্রা, পাঁচালী, তরজা ইত্যাদির অভাব নেই; মধ্যমনসিংহের নিবারণ পণ্ডিত পাঁচালী শুনিয়ে বোম্বাইয়ে বিশেষ সংবর্দ্ধনাও পেয়েছিলেন। কিন্তু সংস্কৃতি উৎসবে বাংলার প্রধান অবদান হল তেজস্বী গান, সমবেত গান, এমন গান যা খানিকটা বিদেশী প্রভাব গ্রহণ করে থাকলেও তুমুল উৎসাহের সঞ্চার করছিল, কিন্তু যা বোধ হয় এখনও ঠিক দেশের নিজস্ব জিনিষ হয়ে ওঠে নি।

প্রতিযোগিতায় অন্ধ্রকে প্রথম বলে ঘোষণা করা তাই যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না যে কেবল জনসাধারণের নিজস্ব জিনিষের পুনরাবৃত্তি অজ্ঞায় হবে, তার বিকাশ যাতে ঘটে, সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। চীনারা যেমন পাশ্চাত্য প্রভাব মেনে নিতে গররাজী হয় নি, আমাদেরও তেমনই নানা দেশ থেকে মশলা সংগ্রহ করে আমাদের গণশিল্পকে উপাদেয় করতে হবে।

জনসাধারণ এভাবে দরকারী বিদেশী জিনিষ আমদানীতে আপত্তি করে না। আপত্তি করে শিক্ষাভিমানী ভদ্রলোকের দল। অন্ধ্র ও কেরলের কর্ম্মীরা এবিষয়ে ভেবে দেখবেন।

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যতম নেতা ডাঙ্গে অধিকারী যে চমৎকার গানটী লিখেছেন তার সুরে হোয়েরোশীয় প্রভাব আছে, কিন্তু তাতে গানের ক্ষতি হয় নি, লাভ হয়েছে। কাজাঙ্ক কবি জাম্বুল জবীয়ের "ষ্টালিনের আহ্বান" কমরেড মখদুম তার উর্দু অনুবাদ করে গাইলেন, একা গাইলেন উর্দু ঢঙে। সকলেরই ভালো লাগল, কিন্তু একটু বাদে একঘেয়ে মনে হল। কিন্তু মখদুমেরই "জং হয় জং-য়ে আজাদী" বোম্বাই স্টোয়াঙ্গ কমরেড মামার নেতৃত্বে কোরাস্ গাইল, হয়তো একটু বিদেশী ছোঁয়াচ্ কোথায় লাগল। গান আবার গাইবার ডাক পড়ল। হর্ষধ্বনিতে হল মুখরিত হয়ে উঠল।

ষ্টালিনগ্রাদ গাথা যখন শুন্‌লাম, প্রথমটা অপূর্ব্ব লাগল। পরে মনে হল যদি গানের মধ্যে অভিনয়ের ভঙ্গী বাড়ানো হত, একটু যদি পাঁচমিশেলির আমেজ থাক্‌ত, তা হলে মনে আর কোন প্রশ্ন রইত না।

অন্ধ্রের সহজ লোকসৃষ্টিকে আরও উঁচু পর্য্যায়ে তুলতে হবে। পশ্চিমের প্রভাব, উত্তর ভারতের প্রভাব অন্ধ্র দেশবাসীর মনোমতরূপে সেখানে ঢুকবে। গণসংস্কৃতির মার্জ্জিত রূপের যথার্থ আভাস আমরা পাব।

উৎসবে সব চেয়ে কদর পেল রূপুর কিষাণের ভাষায় লেখা কমরেড বিনয় রায়ের "হোই হোই হোই" গান। উত্তর বাংলার কৃষকদের কাছে যে ভাষা, যে সুর অতি আত্মীয়, তা সর্ব্বভারতেও সহজগ্রাহ্য হয়েছে, গানের সাবলীল, সতেজ ভঙ্গীর গুণে।

সংস্কৃতি উৎসব সার্থক হয়েছে। কিন্তু গণ-সংস্কৃতির বনিয়াদ খাড়া হতে এখনও অনেক দেরী। গণজাগরণের গতির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিও যেন ধাপ রেখে যেতে পারে, এ দায়িত্ব বড় সহজ নয়। বহুবিধ কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে কম্যুনিষ্টদের এই দায়িত্ব ভার বহন করতে হবে।

১০,০০০ নরনারীর খাদ্য সম্মেলন

(১ম পাতার শেষাংশ)

অধিবাসীরা চাঁদা তুলিয়া জনরক্ষা সমিতির সাহায্যে চাউল কেনার ব্যবস্থা করেন। ৯০ মণ চাউল ২৮৲ দামে কিনিয়া জনরক্ষা সমিতি সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট ও দক্ষিণ কলিকাতার এক জায়গায় বিক্রয় করে। গরপার অধিবাসীরাও চাঁদা তুলিয়া চাল কিনিয়া যাহারা লাইনে চাউল পায় না তাহাদের কাছে বিক্রির ব্যবস্থা করে। এই সব কাজের মধ্য দিয়া অনেক কংগ্রেস কর্ম্মী ও মুসলিম লীগ কর্ম্মী জনরক্ষা সমিতির মধ্যে আগাইয়া আসেন। বিশ্বাস পাড়ার মুসলীম লীগ জনরক্ষা সমিতির আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানাইবার জন্য বিবৃতি দিবেন বলিয়াছেন।

কিন্তু এখনো অধিকাংশ লোকের মনে প্রশ্ন: চাউল কোথায় পাওয়া যাইবে। জনরক্ষা সমিতির স্বেচ্ছাসেবকরা দেখাইয়া দিয়াছে যে জনগণের একতার জোরে মজুত চাউল উদ্ধার করা যায়। দর্জ্জিপাড়ার পুলিশ যে হাজার মণ চাউল উদ্ধার করিয়াছে তাহার খবর জনরক্ষা সমিতির স্বেচ্ছসেবকরাও পায়।

সরকারী বাধা

কিন্তু এই সকল স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে সহযোগিতা না করিয়া শোনা যায় সরকার ইহাদিগকে লাইন হইতে সরাইয়া দিবার মতলব করিতেছে। ব্লাকওয়ার স্কোয়ারের একটি প্রচার সভা পুলিশ হইতে দেয় নাই—কিন্তু জনসাধারণ ও দোকানদাররা ইহাদিগকে চায়—জনরক্ষা সমিতিকে চায় এই প্রচারের মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

টাউন হলের সভা

অল্প অল্প বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও বিপুল জন সমাগম হয়। সংখ্যায় নারীই অধিক। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি আজ কলিকাতার নারীদের কাছে কিরূপ জনপ্রিয় হইয়াছে ইহাতে তাহাই প্রমাণ হয়। ঘরের মধ্যে জায়গা না থাকায় বহু লোককে ফিরাইয়া দিতে হয়—টাউন হলের বাইরে ২৫টী বক্তা ছোট ছোট দলকে সভার উদ্দেশ্য ও দাবীর মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতে থাকেন। সভায় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে জে, সি, গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। তাহা ছাড়া সতিনাথ রায়, অধ্যাপক জ্যোৎস্না বোস ও ডাঃ ভূপেন বসু, মৌলভী আবদুল ওয়াহেব, ডাঃ আমীর হোসেন, মহম্মদ জমির আলি, মহম্মদ সেলিম ও মহম্মদ সওকৎ ও সৈয়দ গওহর আলি প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতা জে, সি, গুপ্ত বলেন 'কংগ্রেস এই জনরক্ষা সমিতিকে যতদূর পারে সাহায্য করিবে।'

কেন্দ্রীয় জনরক্ষা কমিটির সম্পাদক স্নেহাংশু আচার্য জনরক্ষা সমিতিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানান।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অপর্ণা দেবী বলেন 'অনেক মহিলা আজ জনরক্ষা সমিতির ভলাণ্টিয়ার হইয়া কলিকাতার 'কিউ'তে কাজ করিতেছেন, আশা করা যায় এই একতাবদ্ধ আন্দোলনের ভিতর দিয়া আরও মহিলা এই কাজে আগাইয়া আসিবেন।'

ছাত্র ফেডারেশনের কমলাপতি রায় বলেন '২৫০ জন ছাত্র ভলান্টিয়ার এই কাজে ব্যাপৃত আছেন, স্কুল কলেজ খুলিলে আশা করা যায় আরও অনেকেই কাজে যোগ দিবেন।'

মজুরদের পক্ষ হইতে ট্রাম মজুর বশির বলেন 'প্রত্যেক মজুরকে আজ আগাইয়া আসিতে হবে জনরক্ষা সমিতির কাজে।'

দাবীগুলি সম্বলিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন স্কটলেন জনরক্ষা সমিতির প্রেসিডেণ্ট প্রাণশঙ্কর সেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন 'জনরক্ষা সমিতিগুলি কমিউনিষ্ট পার্টির বা অন্য কোন দলের সম্পত্তি নহে—ইহা বৃভুক্ষু জনসাধারণের।'

প্রস্তাবের সমর্থনে অন্নদা ভট্টাচার্য্য, জলি কাউল ও লীগের গওহর আলী বক্তৃতা করেন। গওহর আলি বলেন 'জনরক্ষা সমিতি তাহার কাজের দ্বারা যে যোগ্যতা দেখাইয়াছে তাহাতে গভর্ণমেণ্টের অবিলম্বে ইহাকে মানিয়া লওয়া উচিত।

প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রস্তাবের সারমর্ম্ম :—

কলিকাতা ও হাওড়ায় মজুত বিরোধী আন্দোলন চাই! চাউলের মণ ১০৲ টাকায় বাঁধো! রেশন প্রথা চালু করু! পাড়ায় পাড়ায় কন্ট্রোলের দোকান ও চাহিদা অনুযায়ী চাউল চাই! দলে দলে জনরক্ষা সমিতিতে যোগ দাও! জনরক্ষা সমিতিকে মানিয়া লও!

কমরেড পাঁচু ভাদুড়ীকে অভিনন্দন

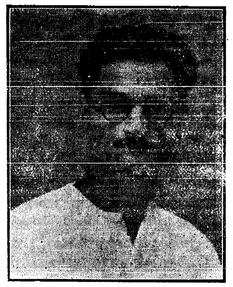

কমরেড পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী জার্মানে খালাস হইয়া আমাদের মাঝে সাময়িকভাবে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। সোনার বাংলায় যখন খাদ্য সংকট চরম আকার নিয়াছে, ভারতের পূর্ব্ব দুয়ার যখন জাপ ফাসিষ্টের বোমায় বিধ্বস্ত, এমন সংকটের দিনে কমরেড ভাদুড়ীর মত জনপ্রিয় কমিউনিষ্ট নেতার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। আমরা তাঁহার মুক্তি চাই।

২০নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম,এল,এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটীর সাপ্তাহিক পত্র

প্রতি সংখ্যা ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪॥০, ৬ মাস ২॥০, ৩ মাস ১।০

২য় বর্ষ ● বুধবার, ৩০শে জুন ১৯৪৩, ১৫ই আষাঢ় ১৩৫০ ● ১০ম সংখ্যা

একদিকে বাংলা দেশ জুড়িয়া খাদ্যের জন্য হাহাকার। প্রচণ্ড অভাব ও দুঃখ অন্ততঃ কিছুটা দূর করিবার জন্যও বিভিন্ন স্থানে সমস্ত শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের জনসাধারণ এক হইয়া চেষ্টা করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। বহু জেলায় ও বহু স্থানে কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট প্রভৃতি সকলে একই জনরক্ষা সমিতিতে একতাবদ্ধ হইয়া খাদ্যের জন্য আন্দোলন করিয়াছে, মজুতকারীদের ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে, সেই আন্দোলনের ভিতর দিয়া স্থানীয় ভাবে অনেক সময় জনসাধারণের জন্য কিছু কিছু খাদ্য সংগ্রহও করিতে পারিয়াছে। এবং বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের এই একতা মন্ত্রীমণ্ডলীকেও অন্ততঃ মফস্বল অঞ্চলে চোরা ব্যবসায়ী ও মজুতকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে বাধ্য করাইয়াছে, তাহাতে মজুতকারীর কিছু কিছু মাল ধরাও পড়িয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীমণ্ডলী ইহাও মানিতে বাধ্য হইয়াছে যে জনগণের সহযোগিতায় গ্রামে গ্রামে জনপ্রিয় খাদ্য কমিটি ছাড়া মজুত মালও বাহির করা যায় না, খাদ্য সমস্যারও সমাধান করা যায় না।

অন্য দিকে মন্ত্রীমণ্ডলীর দুর্ব্বলতা; কলিকাতা ও হাওড়া বাদ দিয়া বড় বড় মজুতকারীকেই বাদ দেওয়া হইয়াছে; অভিযানের সময় বাহিরে শস্য চালান বন্ধ না করায় মফস্বলের মজুতকারী শহরে মজুতকারীর কাছে মজুত শস্য বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহার ফলে মফস্বলে খাদ্যের পরিমাণ আরও হ্রাস পাইয়াছে; অভিযান আরম্ভের আগে বিভিন্ন দলের সঙ্গে পরামর্শ না করার ফলে এবং গ্রামে গ্রামে খাদ্য কমিটিগুলি গঠনের ভারও সম্পূর্ণরূপে আমলাদের উপর ছাড়িয়া দিবার ফলে মজুত বিরোধী অভিযানে জনগণের সহযোগিতার পথে বাধা সৃষ্টি হইয়াছে। এবং এই দুর্ব্বলতাগুলির সুযোগ লইয়া কৃষ্ণ সাহেব, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ প্রভৃতি মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে নিছক দলাদলি উত্থাপিত হইয়াছেন, তাঁহারা গ্রামে গ্রামে খাদ্য কমিটিগুলির মধ্য দিয়া মজুত বিরোধী আন্দোলনের দুর্ব্বলতা দূর করিবার বিশেষ কোনো চেষ্টাই করেন নাই। অভিযানের মধ্য দিয়া অন্ততঃ স্থানীয়ভাবে যেটুকু খাদ্য জনসাধারণের হাতে আসিতে পারে তাহা সংগ্রহ করা সম্বন্ধে তাঁহাদের নিষ্ক্রিয়তা; সঙ্গে সঙ্গে শুধু উহার দোষ ত্রুটি লইয়াই প্রচার ও আন্দোলন—ইহার ফলে মজুত বিরোধী অভিযানেরই বিরুদ্ধে লোকের উদাসীনতা ও অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাতে মজুতকারী চোরাব্যবসায়ীরাই তাহাদের মজুত মাল ধরা পড়ার সম্ভাবনা হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। দলাদলির প্রতিক্রিয়ায় এবং কিছুতেই কিছু হইবে না ভাবিয়া জনগণ আরও নিরাশ হইয়াছে, ঐক্যের প্রতি তাহাদের ভরসা কমিয়াছে, বিশৃঙ্খলা লুঠপাট প্রভৃতি আত্মঘাতী সর্ব্বনাশের দিকেই তাহাদের মন ঝুঁকিয়াছে।

সম্মেলনের কর্ত্তব্য কি ছিল কি করিয়াছে

একদিকে অভাবের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলিম জনতার ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা এবং সেই ক্রমবর্দ্ধমান ঐক্যের শক্তিকে মন্ত্রীমণ্ডলী কর্ত্তৃক ক্রমশঃ মানিয়া লওয়া অর্থাৎ জনগণের আংশিক জয়লাভ; অন্যদিকে মন্ত্রীমণ্ডলীর দলগত ও আমলাতান্ত্রিক দুর্ব্বলতা, কতকগুলি সংগঠনের খাদ্য সংগ্রহে নিষ্ক্রিয়তা ও নিছক দলাদলিমূলক প্রচার অর্থাৎ জনগণের অনৈক্য ও পরাজয়ের সূচনা—এই দুমুখী অবস্থার মধ্যে কলিকাতায় হক সাহেব, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি কর্ত্তৃক আহূত খাদ্য সম্মেলনের অধিবেশন বসিল। এরূপ সময়ে এই সম্মেলনের সম্মুখে কর্ত্তব্য ছিল লোকের হতাশা দূর করা, দলাদলি একেবারে বর্জ্জন করা, অন্ততঃ লীগ ও কংগ্রেস এই দুইটী সর্ব্বপ্রধান জনপ্রিয় সংগঠনকে খাদ্য কমিটিতে একত্র করা যাহাতে দেশের লোকের মনের মধ্যে আশা ও উৎসাহের জোয়ার আসে, মন্ত্রীমণ্ডলীর দুর্ব্বলতা দেখাইয়া দেওয়া ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার যে কোনো খানে জনগণের বিনুমাত্র লাভ আছে তাহাকে অকুণ্ঠিতভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা করা—এবং এইগুলির ভিতর দিয়া এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করা যাহাতে সম্মিলিত মন্ত্রীমণ্ডলী গড়িয়া উঠে, কিন্তু সম্মেলন ইহার কোনোটীই করে নাই। খাদ্য আন্দোলনকে সফল করার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে লীগকে চাই, দুই সংগঠন একত্র না হইলে লোকের জোর বাড়ে না, লোকে খাদ্য পায় না। লীগ যদি ভুল করিয়া আপন দলগত স্বার্থের জন্য আসিতে নাও চায় তো আমাদেরই কর্ত্তব্য নিজেদের দলগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়াও লীগকে টানিয়া আনা—কারণ তাহাতে লোকে খাদ্য পাইবে, আমাদের বৃহত্তর স্বার্থ পূর্ণ হইবে। কিন্তু সম্মেলন তাহা করে নাই, বরং লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অন্যদের জোট পাকাইয়া ভেদ, বিচ্ছেদ, হতাশা বাড়াইয়াছে—লোকের পক্ষে খাদ্য পাওয়ার সম্ভাবনা কমাইয়াছে।

মন্ত্রীত্বের গদিতে আঁটিয়া থাকিবার সময় হক সাহেবের দল খাদ্য সমস্যা সমাধান বিষয়ে জনগণের সহিত সহযোগিতার কোনো চেষ্টা করেন নাই। তখন পুলিশ হইতে খাদ্য আন্দোলনে বহু বাধা আসিয়াছে, তাহাতেও তাঁহারা দৃকপাত করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। কংগ্রেস, লীগ, হিন্দু সভা প্রভৃতিকে মিলাইয়া একটী সম্মিলিত নিখিল বঙ্গ খাদ্য কমিটি গঠনের জন্য গত ডিসেম্বর মাস হইতে কমিউনিষ্ট পার্টি, মুসলিম লীগ প্রভৃতির তরফ হইতে যে চেষ্টা হইয়াছে তাহাতে মৌখিক সহানুভূতি থাকিলেও সেই কমিটি গঠন করিয়া কাজ আরম্ভ করা সম্বন্ধে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ, প্রভৃতি বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখান নাই। ফলে উহা ধামা চাপাই পড়িয়া গিয়াছিল। ইতিমধ্যে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হইবার পর হইতেই খাদ্য আন্দোলন সম্বন্ধে ইঁহারা অতিরিক্ত সজাগ হইয়া উঠিলেন। টাউন হলে মিটিং বসিল, তাহার পরে এই খাদ্য সম্মেলনের ডাক পড়িল।

ইতিমধ্যে খাদ্য সংকট ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং সকল দল মিলিয়া তাহার আলোচনা ও সঙ্কট সমাধানের ব্যবস্থা করা খুবই প্রয়োজন। সেজন্য সম্মেলন ডাকা খুবই উচিত কাজ। সেই সম্মেলন যদি সকল দলকে একত্র করাইতে পারে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটী কর্ম্মপদ্ধতি স্থির করিয়া কাজে নামিতে পারে তাহা হইলে যথেষ্ট লাভ। সম্মেলনে কংগ্রেস পক্ষের শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতির উপস্থিতিতে এই আশা আরও বাড়িল। সেই হিসাবে আমরাও সম্মেলনে যোগ দিলাম।

প্রতিনিধি বাছাতেই দলাদলি

কিন্তু সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া দেখা গেল, সম্মেলন ডাকার পদ্ধতির ভিতর হইতেই দলাদলির ব্যবস্থা পাকা করিয়া রাখা হইয়াছে। সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের খবর মতে প্রায় ৪৭৪ জন "প্রতিনিধি" সম্মেলনে আসিয়াছেন। কাহাকে ডাকা হইবে, কে কতজন আসিবে তাহা স্থির করার ভার উদ্যোক্তারা নিজেদের হাতেই রাখিয়াছেন। দেখা গেল ৪৭৪-এর মধ্যে প্রায় ৪০০ জন প্রতিনিধিই হয় হক পার্টি, নয় শ্যামাপ্রসাদ পার্টি, নয় সন্তোষ বসুর পার্টির লোক। অর্থাৎ উহাকে প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির সম্মেলন বলিলেও চলে। সব চেয়ে আশ্চর্য্য যে, বিভিন্ন মফস্বল সহর, জেলা ও এলাকায় জনগণের ঐক্যবদ্ধ যে সমস্ত খাদ্য কমিটি বা জনরক্ষা সমিতি গত এক বৎসর ধরিয়া খাদ্যের জন্য যা-কিছু আন্দোলন তাহা পরিচালনা করিয়া আসিতেছে, সেই সমস্ত কমিটির মধ্যে এক বর্দ্ধমান ও নদীয়া ছাড়া আর কাহাকেও ডাকাই হয় নাই। নেতারা যখন গলাবাজি ও দলাদলিতেই ব্যস্ত ছিলেন তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত এলাকায় এলাকায় শুধু এই খাদ্য কমিটিগুলিই জনগণের চেষ্টায় ও তাহাদের স্বার্থে কাজ করিয়া আসিতেছে, অথচ সম্মেলন হইতে তাহারাই বাদ! কমিউনিষ্ট পার্টি, কলিকাতা জনরক্ষা সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি প্রভৃতি মিলাইয়া মাত্র ১১ জন প্রতিনিধি, আর কৃষক সভাকে তো ডাকাই হয় নাই!

খাদ্য-সংকটের সমাধান হোক বা না হোক, প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টি করার এবং তাঁহাদের লীগ মন্ত্রীত্ব বিরোধী অভিযানকে পুষ্ট করার চেষ্টাই যে সম্মেলনে হইবে অভিযানকে পুষ্ট করার চেষ্টাই যে সম্মেলনে হইবে তাহা বুঝা গেল। কিন্তু অতি অল্প সংখ্যা হইলেও, কিছু প্রতিনিধি অন্ততঃ খাদ্য সঙ্কট সমাধানের উদ্দেশ্যেই সম্মেলনে আসিয়াছেন, তাঁহাদের বুঝাইবার জন্য ও ঐক্যবদ্ধ খাদ্য আন্দোলনে টানিবার জন্য আমরা সম্মেলনে উপস্থিত থাকিলাম। সম্মেলনের প্রস্তাবের মধ্যে দলাদলি যতটা সম্ভব কম করাইয়া খাদ্য-সংকট সমাধানে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ নামাইবার জন্য চেষ্টা করাও আমাদের উদ্দেশ্য ছিল।

সম্মেলনের প্রস্তাব

সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের পক্ষ হইতে বিষয়-নির্ব্বাচনী সভায় কয়েকটী প্রস্তাব উপস্থিত হইল। সেই প্রস্তাবগুলির সার মর্ম্ম এইরূপ: (১) গবর্ণমেণ্ট খাদ্য অভিযানের ফল সকলকে জানাক এবং অভিযানের ফলে জেলায় জেলায় যে দারুণ অভাবের অবস্থা বুঝা গিয়াছে তাহার জন্য বাংলা দেশকে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল বলিয়া ধরিয়া সকলকে খাদ্য দিবার ভার গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করুক। (২) মজুতকারীদের বিরুদ্ধে শক্ত ব্যবস্থা লওয়া হোক, কলিকাতা এবং হাওড়াতেও মজুত-বিরোধী অভিযান চালানো হোক, মফস্বলে বড় বড় ব্যবসায়ী কর্ত্তৃক যে-কোনো দামে চাল কেনা বন্ধ হোক। (৩) মজুতকারী ও চোরা ব্যবসায়ীদের উপর অহেতুক জোর দিয়া গবর্ণমেণ্ট দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। মালের সরবরাহ ও দাম দুইয়ের উপরই নিয়ন্ত্রণ বসাইয়া সর্ব্বত্র রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা হোক। এরূপ ব্যবস্থা শুধু সকল শ্রেণীর লোকের বিশ্বাসভাজন গভর্ণমেণ্ট দ্বারাই সম্ভব। (৪) প্রদেশ হইতে খাদ্য রপ্তানি বন্ধ হোক, অন্য প্রদেশ ও বিদেশ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করা হোক, বীজ, সেচ, অনাবাদী জমি উদ্ধার, প্রভৃতির সাহায্যে ফসল বাড়ানো অভিযান জোরদার করা হোক। জনসাধারণও অপচয় বন্ধ করিয়া খাদ্য শস্য উৎপাদন বাড়ানোর চেষ

সম্পাদকীয়

খাদ্য আন্দোলনের নূতন শক্তি

দেশের ভিতর চাল আছে কি নাই তাহা লইয়া তুমুল তর্ক চলিয়াছে। খাদ্য মন্ত্রী সুরহাবর্দি সাহেব বলিতেছেন যে কিছু ঘাটতি হইতে পারে বটে, তবে কয়েকটী ব্যবস্থা লইতে পারিলে সে ঘাটতির দুঃখ থাকিবে না। আর হক সাহেব, মিঃ ললিনী সরকার, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ প্রভৃতি বলিতেছেন দেশে চাল নাই, লোকে খাবার পাইতেই পারে না।

পরস্পর দলাদলি করার কন্য এই তর্কের দাম থাকিতে পারে, কিন্তু লোকে যখন খাইতে পাইতেছে না তখন এই তর্কের দাম কি? চাল যে নাই, অন্ততঃ জনসাধারণের হাতে নাই তাহা তো অভাবের তাড়নায় প্রত্যেকটী লোকই বুঝিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে লোকে ইহাও দেখিতে পাইতেছে যে প্রথমে হক সাহেব চালের জন্য ভারত সরকারকে ধরিলেন তাহার পরে সুরহাবর্দী সাহেব দিল্লী, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশে খাদ্যের জন্য দৌড়িলেন, কিন্তু সে সব জায়গা হইতে খাদ্য আসুক বা না আসুক বা যাহাই আসুক লোকের অভাব মিটিল না। লোকে বুঝিল বাহির হইতে খাদ্যের আশায় থাকিতে হইলে অন্ততঃ আপাততঃ অনাহারে মরিতে হইবে। সুতরাং দেশের মধ্যে যেখানে যে চাল আছে তাহার সাহায্যেই দেশবাসীকে কোনো রকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইবে ইহাও দেশবাসী বুঝিতেছে।

দেশের মধ্যে যে চাল আছে তাহার অনেক অংশ জনসাধারণের হাতে নয়। বড় বড় ব্যবসায়ী, মজুতদার, চোরা-কারবারী প্রভৃতি অনেক চাল গাফ করিয়াছে, নয়তো লুকাইয়া রাখিয়াছে—ভবিষ্যতে আরও চড়া দামে বেচিবে বলিয়া। এই চাল কোথায় কত আছে বৌজ জানিতে পারিলে এবং জন্যায়ভাবে মজুত করা চাল অধিকার করিতে পারিলে তবেই দেশের অধিকাংশ চাল জনসাধারণের হাতে আসে এবং খানিকটা অভাব মিটিবার ভরসা হয়। যাহারা শুধু চাল নাই, অভাব মিটিতেই পারে না বলিয়া চীৎকার করে তাহারা পরোক্ষে মজুতকারী ও চোরা ব্যবসায়ীর দিক হইতে জনগণের দৃষ্টি সরাইয়া দেয়।

কিন্তু মজুতকারীকে বাহির করিয়া লুকানো চাল অধিকারের জন্য জনসাধারণের ক্ষমতা চাই। সে জন্যই গত এক বৎসর ধরিয়া স্থানে স্থানে দলনির্বিশেষে জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে, খাদ্য বা জনরক্ষা সমিতি গঠন করিয়া আন্দোলন করিয়াছে,খাদ্য-শস্য অধিকার ও বণ্টনের ক্ষমতা দাবী করিয়াছে।

সারা বাংলায় জনসাধারণের এই ক্রমবর্দ্ধমান ঐক্য ও আন্দোলনের প্রথম উল্লেখযোগ্য জিত—মজুত-বিরোধী অভিযান। কেন? জনসাধারণের সহযোগিতা চাই এরূপ ভাসা ভাসা কথা অনেক গবর্ণমেন্টই বলিয়া থাকে। কিন্তু বাংলা দেশের ইতিহাসে এই প্রথম গবর্ণমেন্ট নিজেই অভিযানের জন্য এমন এক পদ্ধতি স্থির করিতে বাধ্য হইল যে পদ্ধতি জনগণকে একতাবদ্ধ করে। গ্রামে গ্রামে মজুত-বিরোধী অভিযান চালাইবার জন্য যে পদ্ধতি গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছিল তাহা হইল যে, দলের নেতা দু জন কর্মী সহ গ্রামে গিয়া সমস্ত গ্রামবাসীর সভা ডাকিবে। সেখানে গোটা অভিযানের ব্যাপারটা গ্রামবাসীদিগকে বুঝাইয়া ১২ জন গ্রামবাসীর একটী কমিটি করিতে হইবে। এই কমিটি "স্বেশীর ভাগ গ্রামবাসীর সম্মতি লইয়া গঠন করিতে হইবে এবং তাহাতে দরিদ্র অথচ বুদ্ধিমান গ্রামবাসীর সংখ্যাই বেশী হওয়া উচিত।" এবং এই কমিটিগুলি অভিযানের পরে ভবিষ্যতেও কাজ করিতে থাকিবে।

অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের লোককেই গিয়া গ্রামের অধিকাংশ লোকের মত লইয়া কমিটি করিতে হইবে এবং সেই কমিটি মারফৎ কাজ চালাইতে হইবে। গবর্ণমেণ্টেরই পদ্ধতিকে যত কাজে লাগাইবে, ততই লোকে সচযবক্ত হইতে পাকিবে, বাংলার গ্রামে গ্রামে জনসাধারণের নিজস্ব নির্ব্বাচিত কমিটি গড়িয়া উঠিবে। খাদ্য, ফসল বাড়ানো প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়া সেই কমিটি যতই কাজ করিতে পাকিবে জনগণের ঐক্যও ততই বাড়িতে থাকিবে, শক্তিও ততই বাড়িতে পাকিবে। অথচ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহাতে বাধা দেওয়া খুবই শক্ত কারণ ইহা গবর্ণমেণ্টেরই পরিকল্পনা। খাদ্য তথা জাতীয় ঐক্য আন্দোলনের পক্ষে ইহা এক সম্পূর্ণ নূতন অবস্থার সূচনা করিতেছে।

মন্ত্রীমণ্ডলীর আমলাতান্ত্রিক ও দলগত দুর্ব্বলতার ফলে এই পদ্ধতির মধ্যে অনেক দোষ ও ত্রুটী আছে। অভিযান হইতে কলিকাতা ও হাওড়ার বড় বড় মজুতকারাকে বাদ দেওয়ার ও মফস্বল হইতে রপ্তানি বন্ধ না করায় মফস্বলের অনেক শক্ত কলিকাতার মজুতকারীদের হাতে আসিয়া গিয়াছে, অভিযানে আশানুরূপ চোরা মাল বা মজুত শস্য পাওয়া যায় নাই। বিভিন্ন দল ও সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া আমলাদের হাতে কমিটি গঠন ও তদারকের ভার ছাড়িয়া দেওয়াতে অনেক গ্রাম কমিটিতে এবং বেশীর ভাগ ইউনিয়ন কমিটিতে জনসাধারণের প্রতিনিধি আসিতে পারে নাই; অনেক সময় কমিটিতে খেয়ের খাঁ ও চোরা কারবারীরা ঢুকিয়া জনসাধরণের স্বার্থের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিয়াছে।

শুধু দলগত স্বার্থের খাতিরে যাহারা মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরোধীতা করে সেই ভেদপন্থীদের কাছে এই দোষ ত্রুটিগুলিই বড় কথা। যেমন কলিকাতায় ২৩শে ও ২৭শে জুন মিঃ ললিনী সরকারের সভাপতিত্বে যে খাদ্য সম্মেলন হইল সেখানে এগুলিকেই খুব বড় করিয়া দেখাইয়া শুধু এই কথাই বুঝাইবার চেষ্টা হইল যে বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী কোনো কাজের নয়। এসেম্বলিতেও সেজন্যই "আস্থা নাই" প্রস্তাবের তোড়জোড় চলিতেছে। কিন্তু ইহার কোনটাতেই দেশের ঐক্যের পরিমাণও বাড়িবে না, খাদ্যেরও সুরাহা হইবে না, শুধু দলাদলি হইবে।

সম্মিলিত মন্ত্রীত্ব চাই। কিন্তু তাহা দল ভাঙ্গাভাঙ্গি করিয়া কিংবা পরস্পরের মুখে কাদা ছিটাইয়া আসে না। জনসাধারণের কর্ত্তব্য হইল ভেদের বিরুদ্ধে লড়া, খাদ্য কমিটিগুলিতে সকলে একত্র হওয়া, খাদ্য-কমিটি গঠনে ও মজুত-বিরোধী অভিযানে অনাচার সম্বন্ধে অনবরত আন্দোলন করা, মজুত-বিরোধী অভিযান এখনও চালাইয়া যাওয়া, খাদ্য কমিটিগুলিকে প্রকৃত জনগণের ঐক্য কমিটিতে রূপান্তরিত করা। তাহার মধ্য দিয়া ঐক্যের যে প্রচণ্ড সংগঠন ও বেগ জন্মিবে তাহাই দলাদলি ভাঙ্গিবে, ঐক্যবদ্ধ মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করিবে।

অভিযানের অমুক ক্ষমতা আমাদের দেওয়া হয় নাই, তমুক দোষ রহিয়াছে ইত্যাদি অভিযোগ করা হইয়াছিল। কিন্তু আমলাতন্ত্র বেপ্তারা করে ক্ষমতা ছাড়িয়া দেয়? মন্ত্রীমণ্ডলীর সমস্ত দুর্ব্বলতা একদিনে কিরূপে দূর হইবে? যে জন-কমিটির পদ্ধতি মন্ত্রীমণ্ডলী নিজে চালু করিয়াছে—সমস্ত দোষ-ত্রুটি সত্বেও সেই পদ্ধতির পিছনেই সমগ্র জনসাধারণ যদি একত্র হইয়া জোর দিতে পারে তাহা হইলে দোষ-ত্রুটি ভাঙ্গিয়া ফেলা যায় ইহাই আসল কথা। যেখানে জনসাধারণ জোর দিবে না, একত্র হইবে না, দোষ-ত্রুটি দেখাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে সেখানে এই পদ্ধতি মন্ত্রীমণ্ডলীর আমলাতান্ত্রিক ও দলগত দুর্ব্বলতাকেই পুষ্ট করিবে। আর যেখানে জনতা একতাবদ্ধভাবে আগাইয়া আসিবে সেখানে এই পদ্ধতিই তাহাদের সহায় হইবে, দোষ ও বাধা আজ না হয় কাল চূর্ণ হইবে।

আলোচনা

● নূতন বড়লাটের সাথে পুরানো ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন চাই
● খাদ্যসংকটে ভেদের বিরুদ্ধে দাঁড়াও

নূতন বড়লাট ও নূতন অবস্থা

ওয়াভেল ভাইসরয় নির্ব্বাচিত হইবার পর যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে এমন কোন কথা নাই যাহাতে মনে হয় লিন্‌লিথগোর নীতি পরিবর্ত্তিত হইবে। লিন্‌লিথগো গান্ধীজী এবং মিঃ জিন্নার মধ্যে সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া দিয়া অচল অবস্থাকে অনড় করিয়া রাখিয়াছেন। আমরাও তখন শ্লোগান তুলি লিন্‌লিথগো বিদায় হও। কিন্তু এমেরী বলিতেছেন ওয়াভেলের নিয়োগে পলিসির কোন পরিবর্ত্তন সূচিত হইতেছে না।

পলিসির পরিবর্ত্তন ওয়াভেল, এমেরী কিংবা লিন্‌লিথগোর ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। যে অবস্থার ভিতর ওয়াভেল ভাইসরয় হইয়া আসিতেছেন সেই অবস্থাই ঘূর্ণীবাত্যার মত সাম্রাজ্য-বাদীর পলিসিকে উড়াইয়া লইয়া যাইবে। পৃথিবীর দেশে দেশে আজ জনগণ আক্রমণের উল্টোপথ লইয়া অগ্রসর হইতেছে। ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিবেই, ফ্যাসিষ্টদের উপর প্রতিঘাত আরম্ভ করিবেই, ভারতীয় সমস্যার সমাধান আরও দশগুণ জোরে চাহিবেই।

কংগ্রেস কর্ম্মীদের মুক্তি

কয়েকজন কংগ্রেস নেতা ও কংগ্রেস কর্ম্মী বিনাসর্ত্তে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। কারামুক্ত কংগ্রেসসেবীদের আমরা অভিনন্দন জানাই। আমলাতন্ত্রের নীতিতে ফাঁটল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। এতদিন ছিল কংগ্রেসকে পঙ্গু বাহিনীর পর্য্যায়ে গণ্য করিয়া কংগ্রেস কর্ম্মীদের ধরিয়া ধরিয়া আটক করা। আমলাতন্ত্রের মুখ এবার চুপ হইয়াছে। দেশে বিদেশে আমলাতন্ত্র এবার কংগ্রেসের উপর আক্রমণ ছাড়িয়া আত্মরক্ষায় মনোযোগ দিয়াছে। এতদিন বলিত "কংগ্রেসকে ধ্বংস করিতেই হইবে", এবার বলিতেছে 'কংগ্রেস নেতাদের মনোভাবের যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহার প্রমাণ কি? সে প্রমাণ যতক্ষণ না পাই ততক্ষণ তাহাদের ছাড়িব কেন?' সেই সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাই কংগ্রেস কর্ম্মী এবং ছোটখাট নেতারা মুক্তিলাভ করিতেছেন। কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের আন্দোলন, সাবোটাজের বিরুদ্ধে স্বদেশসেবকদের ক্রমবর্দ্ধমান চেতনা এবং দুনিয়ার সব দেশে জনগণের শক্তি বৃদ্ধি আমলাতন্ত্রের নীতিতে ফাঁটল ধরাইয়াছে। এই ফাটলকেই আজ প্রাণপণে বড় করিতে হইবে।

ঐক্যের পথে কংগ্রেস এবং লীগ

ইউ, পি,র জনৈক কংগ্রেস নেতা মিঃ গোপীনাথ শ্রীবাস্তব বিনাসর্ত্তে মুক্তিলাভ করিবার পর বলিয়াছেন "স্বাধীন ভারতের জন্য যে গঠন তন্ত্রের আদর্শ আমাদের আছে তাহার মধ্যে স্থান লাভ করিবে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণ যে দাবী মুস্লিম লীগ করিতেছেন।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে "যুদ্ধ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাবোটাজ কংগ্রেসের নির্দ্দেশ নহে, কংগ্রেসম্যানদের উচিত সে কথা সাহসের সঙ্গে স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করা।" মিঃ শ্রীবাস্তব কংগ্রেসের কোন নগণ্য কর্ম্মী নহেন বা কমিউনিষ্টও নহেন, তিনি ইউ,পি-তে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার সময় একজন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ছিলেন। জেলে ও জেলের বাহিরে আরও অনেক কংগ্রেস নেতাই আজ এইভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কংগ্রেসের ভিতর যে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে লীগের ভিতরও তাহার প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে। ওয়াভেল সাহেবের বিবৃতির সমালোচনা করিয়া মুস্লীম লীগ পত্রিকা "আজাদ" বলিতেছে—"কিন্তু ওয়াভেল সাহেবের আগমনের ফলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনের বর্ত্তমান অচল অবস্থা দূর হইবে কিনা এবং এদিক হইতে কোন আশার আলোক দেখিতে পাওয়া যাইতেছে কিনা, এখনে তাই হইল সব চাইতে বড় প্রশ্ন। এতদিন পর্য্যন্ত আমরা বেসামরিক বহু বড়লাটের কার্য্যকলাপ দেখিয়াছি, লর্ড লিন্‌লিথগোর কার্য্যকলাপ চোখের উপরই রহিয়াছে। কিন্তু তাঁরা আমাদিগকে নিরাশই করিয়াছেন।"

কংগ্রেসের ভিতর যেমন মুসলিমদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিবার আগ্রহ বাড়িতেছে, মুসলিম লীগের ভিতরও তেমনি অচল অবস্থা অবসান করিবার জন্য আমলাতন্ত্রের নীতি ব্যর্থ করিবার আগ্রহও বাড়িতেছে।

রাজনৈতিক অবস্থার এই নূতনত্বই আমলা তন্ত্রের নীতিতে ফাঁটল ধরাইতেছে।

এখনও ভেদ পন্থা?

কিন্তু না কংগ্রেস না লীগ কোন দলই এখনও পর্য্যন্ত গত দশ মাসের জাতীয় সংকট হইতে কোন শিক্ষা গ্রহণ করে নাই। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসীদের অনুগাহিতির সুযোগে লীগ মন্ত্রীত্ব গঠন করিতেছেন। এ কাজের অর্থ আমলাতন্ত্রের ভেদনীতিকে জয়ী করা, এ কাজের অর্থ জাতীয় ঐক্যের সম্ভাবনাকে এখনও পিছাইয়া রাখা। লীগের প্রতি আমাদের আহ্বান—কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবী করুন, কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্য সমর্থন করুন, আমলাতন্ত্রের ভেদনীতিকে পরাস্ত করুন।

শুধু লীগ নয়, কংগ্রেসও সেই ভেদের পথ আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। বাংলার কংগ্রেস ঐক্যের শিবির জয়মুক্ত করিবার জন্য এক অভিনব সুযোগ পাইয়াছে এবং তাহা উপেক্ষা করিতেছে। সে সুযোগটি কি?

বাংলার লীগ মন্ত্রীসভা খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য জনগণের সহযোগিতা আহ্বান করিয়াছে, গ্রামে গ্রামে খাদ্য কমিটি গঠন করিয়া মজুত বাহির করা ও খাদ্য বিতরণ করার ব্যবস্থা আরম্ভ করিয়াছে। কংগ্রেস নেতারা দেখিলেন না ইহা জনগণের কতবড় একটা জয়লাভ। কংগ্রেস-নেতারা বুঝিলেন না যে লীগমন্ত্রীসভা খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য জনগণের সহযোগিতা গ্রহণ করিয়া যে নূতন পন্থার দ্বার খুলিলেন আমলাতন্ত্রের তাহা কত বড় একটা পরাজয়। তাহা না বুঝিয়া তাঁহারা গেলেন হক্-শ্যামাপ্রসাদের বিরোধিতার সঙ্গে। আজ তাঁহাদের উচিত মন্ত্রীমণ্ডলীর খাদ্য-নীতির খুঁৎ ধরিবার কাজে গা ঢালিয়া না দিয়া জনগণকে আহ্বান করা মন্ত্রীমণ্ডলীর শক্তি বাড়াইবার জন্য যাহাতে তাহাদের দুর্ব্বলতা দূর হয়, যাহাতে খাদ্যের জন্য একতা জয়যুক্ত হয়।

খাদ্য সম্মেলন ভেদের শ্লোগান

লীগ-বিরোধী পার্টিগুলি একত্র হইয়া কলিকাতায় যে নিখিলবঙ্গ খাদ্য সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন তাহার ভিতর দেখিলাম জনগণের খাদ্যের জন্য তাঁহারা তত ব্যস্ত নন যত ব্যস্ত লীগ-মন্ত্রীসভাকে অপদস্থ করিবার জন্য। এ সম্মেলনে খাদ্যের জন্য একতা গড়িবার কোন চেষ্টা ছিল না। এ সম্মেলনে মজুতকারীর বিরুদ্ধে জনগণের চেষ্টা সৃষ্টি করিবার কোন ইচ্ছা ছিল না, এ সম্মেলন একটা প্রস্তাবেও বলিল না যে মজুত-বিরোধী অভিযান সফল করিবার জন্য জনগণ খাদ্য কমিটিতে যোগ দাও বা তাহার সঙ্গে সহযোগিতা কর। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ গত দশ মাস ধরিয়া বাংলার যে জনগণ খাদ্য আন্দোলনের ভিতর দিয়া আমলাতন্ত্রকে পরাস্ত করিয়া আজ এই যে জয়লাভ করিল কার্য্যতঃ তাহা ব্যর্থ করিবারই চেষ্টা হইল। লীগ বিরোধীরা শুধু লীগকেই দেখিলেন, দেখিলেন না জনগণের জয়ের দিকটা। খাদ্য সম্মেলনে যাহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা কি অনুভূতি লইয়া ফিরিয়া গেলেন? খাদ্যের জন্য একতা গড়িব এই অনুভূতি না লীগকে জব্দ করিব এই অনুভূতি? কোনই সন্দেহ নাই যে তাঁহারা দ্বিতীয় অনুভূতি লইয়াই গেলেন। দেশবাসী সাবধান। খাদ্য আন্দোলনে ভেদের আশ্রয় লইও না। ইহাই ঐ সম্মেলনের চরিত্র নগ্ন করিয়া ধরে। ঠিক এই কারণে উক্ত সম্মেলনে গঠিত খাদ্য কমিটিতে কমিউনিষ্টরা যোগদান করে নাই। তাহাদের উদ্দেশ্য খাদ্য আন্দোলনে একতা রক্ষা করা, গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় যে সব একতাবদ্ধ খাদ্য কমিটি আছে তাহাদের একতা অটুট রাখা। একতার পথ জয়যুক্ত হইয়াছে, আরও হইবে। খাদ্য আন্দোলনে একতার ভিতর দিয়া জাতীয় একতা গড়িয়া উঠিবে। কংগ্রেস-লীগ ঐক্য নিশ্চয় মিলিবে।

দুনিয়ার জনগণ আক্রমণে অগ্রসর

● প্রতিক্রিয়া আজ আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ●

সোভিয়েট দিবসে সোমনাথ লাহিড়ীর বক্তৃতা

১৯৪৩ সালের ২১শে জুন। ফ্যাসিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েটের যুদ্ধের দু' বছর পূর্ণ হল।

১৯৪১ আর ১৯৪৩

যেদিন হিটলারী ফাসিষ্টরা সোভিয়েট ভূমি আক্রমণ করল সেদিন দেশে দেশে প্রতিক্রিয়াশীলদের কি উল্লাস! এশিয়া দেশের হিটলারী প্রতিক্রিয়াশীলরা ভাবল এবার আমরা ব্রিটেন-মার্কিণের সাম্রাজ্য-বাদীদের দলে টেনে আনতে পারব। ব্রিটেন-মার্কিণের প্রতিক্রিয়াশীলেরা উৎফুল্ল হয়ে ভাবল, সোভিয়েট আর হিটলার নিজে নিজে লড়েই খতম হবে, আমরা দুজনের মাথারই কাঁঠাল ভাঙ্গব। আমাদের দেশের ক্ষীণজীবি প্রতিক্রিয়াশীলরা অনেক দিন পরে মনের চাপা আনন্দ প্রকাশ করে লাফাতে লাগল—কি 'কমরেড'! এবার সোভিয়েটের দফা রফা! স্বয়ং হিটলার বলেছেন ছ মাসের মধ্যেই সোভিয়েট শেষ করবেন!

নিজেদের ইতর বুদ্ধির মাপ কাটিতেই তাদের উল্লাস। বেচারীরা জানত না সোভিয়েট শক্তি এক নতুন ধরণের শক্তি, যা দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে রক্তাক্ত পরিশ্রমের সীমাহীন বীরত্বে উদ্বুদ্ধ করে, সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিক্রিয়াশীলদের দেশে দেশেই সমস্ত মানুষকে জাগিয়ে তোলে। তারা জানত না সোভিয়েটের নেতৃত্ব আর বীরত্ব যুদ্ধের চেহারাই কেমন করে বদলে দেবে। তারা জানতনা সোভিয়েটের নেতৃত্ব আর বীরত্ব কেমন ক'রে দুনিয়ার সমস্ত স্বাধীনতাকামীকে একই শিবিরে, একই সংগ্রামে টেনে আনবে।

আজ দুনিয়ার সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের নেতা হিটলার তার মুখপাত্র জেনারেল ডিটমারের মারফৎ সখেদে স্বীকার করছে যে সে উল্লাস তাদের আকাশে মিলিয়ে গেছে। ১লা জুন বার্লিন রেডিও থেকে জার্ম্মানি প্রচার বিভাগের দ্বিতীয় প্রধান কর্ত্তা জেনারেল ডিটমার গভীর দুঃখে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে এখন তাদের আত্মরক্ষার পলিসি নিতে হচ্ছে। আক্রমণ করব, শেষ করব—বিগত দিনের সে সব স্পর্দ্ধা তো তাদের সেইই উল্টো এখন স্বীকার করতে হচ্ছে যে আক্রমণটা আসছে অন্য দিক থেকেই, আত্মরক্ষাই এখন অন্তিম লক্ষ্য!

যুদ্ধের চরিত্র-বদলের রূপ

কাদের আক্রমণ থেকে এই আত্মরক্ষা? এই আত্মরক্ষা শুধু সোভিয়েটের অস্ত্রবলের বিরুদ্ধেই নয়, দুনিয়ার স্বাধীনতাকামী মানুষের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যেও প্রতিক্রিয়া আজ আত্মরক্ষার নামতে বাধ্য হচ্ছে। প্রতিক্রিয়ার স্পর্দ্ধিত আক্রমণের দিন ফুরিয়েছে: দুনিয়ার দেশে দেশে স্বাধীনতাকামী মানুষ আজ অত্যাবশ্যকীয় গতিতে একতাবদ্ধ হচ্ছে, তারা আজ আক্রমণে এগিয়ে এসেছে; আক্রমণের উদ্যোগ তাদের হাতে, নেতৃত্বও আসছে তাদের হাতে। ১৯৪৩ এর ২১শে জুনের তাই হ'ল সবচেয়ে বড় তাৎপর্য্য। সোভিয়েটের বীরত্ব ও নেতৃত্ব আর দুনিয়ার স্বাধীনকামী জনগণের ফাসিষ্ট বিরোধী একতাই তা সম্ভব করেছে। অতি বড় অবিশ্বাসীর চোখেও তাই যুদ্ধের পরিবর্ত্তিত রূপ পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

সেই পরিবর্ত্তনের রূপ আমরা দেখতে পাই মিত্র গবর্ণমেণ্ট বাহিনীগুলির আক্রমণোদ্যোগে, তাদের বর্দ্ধিত পরাক্রমে। আক্রমণের দিকে অগ্রসর হতে শিত্র গবর্ণমেণ্টগুলি দুবছর ধরে তো কম টালবাহানা করেনি; আজ জনগণের একতা, আক্রমণোদ্যোগ ও বর্দ্ধিত শক্তি তাদের অনিবার্য্য গতিতে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

২১শে জুনও পেরিয়ে গেল, কিন্তু এখনও হিটলারের গ্রাম অভিযান আরম্ভ হতে পারল না, তাও সেই পরিবর্ত্তনেরই প্রকাশ। জার্ম্মাণ মহড়ার পিছনেও সোভিয়েটের অনবরত বোমা বর্ষণ, সোভিয়েটের দৃঢ় স্পর্দ্ধিত আশ্বাস যে পশ্চিম ইয়োরোপে আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে লাল ফৌজও বিরাট আক্রমণ করতে প্রস্তুত—এও সেই পরি-বর্ত্তনের রূপ। টিউনিসিয়া, প্যান্টেলারিয়া, রুদ ও ইটালির ওপর অবিরাম বোমা বর্ষণ আর সর্ব্বোপরি ইয়োরোপ আক্রমণ সম্বন্ধে চার্চিল-রুজভেল্ট আলোচনা—জনগণের আক্রমণোদ্যোগেরই রূপ।

জিরো-ঘণ্টার মিটমাটের প্রাণপণ চেষ্টা, পেরুর প্রভৃতি ডিসি পন্থীদের পদত্যাগে বাধ্য হওয়া যুদ্ধের সেই পরিবর্ত্তনের রূপ। সেই রূপই আরও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যখন দেখি পদানত ফ্রান্সে কমিউনিষ্ট, সোশ্যালিষ্ট, ট্রেড ইউনিয়ানিষ্ট, এমন কি এককালে যারা ফাসিষ্টপন্থাকে সমর্থন করেছিল সেই ফ্রোয়া দ্য ফা-এর বহু অনুগামী—সবাইকে একত্র ক'রে অকাতরে কঠোর সংগ্রামের "সম্মিলিত প্রতিরোধ পরিষদ" গঠন। লণ্ডনস্থিত যে যুগোশ্লাভ গবর্ণমেণ্ট প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রভাবে পড়ে যুগো-শ্লাভিয়ার বীর পার্টিজানদের বিরুদ্ধে বিষাসঘাতক মিহাইলোভিচকে খাড়া করছিল, আজ তাদের সে গর্ব্ব ধূলিসাৎ হয়েছে, লণ্ডন গবর্ণমেণ্ট ও পার্টিজান গবর্ণমেণ্টের মধ্যে বোঝাপড়ার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। এও যুদ্ধের পরিবর্ত্তনেরই রূপ। পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, এমন কি হাঙ্গেরি ও রুমানিয়াতেও সকল দল মিলিয়ে "সম্মিলিত প্রতিরোধ পরিষদ" গঠনের চেষ্টাও তাই। তারই রূপ ইয়াসি নদী তীরে জাপানের নূতন আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনের সফল প্রতি অভিযান।

প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জনতার আক্রমণ

তবুও প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের :আশঙ্কা শেষ হয় নি। ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলতে যতই দেরী হবে হিটলারও ততই শেষ প্রাণান্ত চেষ্টা করবে দ্বিতীয় ফ্রণ্টের আগেই সোভিয়েটকে চরম আক্রমণ করতে। আর সেই সুযোগে ব্রিটেন আমেরিকার প্রতিক্রিয়াশীলেরাও তাদের মনিবকে সাহায্য করবার জন্যে ভেদ-বিভেদ উস্কাতে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। দু দলের ছায্য দাবীর বিরুদ্ধে জিরোকে সমর্থন করা তারই পরিচয়।

ঠিক এই আশঙ্কা ও এই চেষ্টার বিরুদ্ধেই আজ পৃথিবীর জনগণের আক্রমণ, অগ্রগতি—যা সেই আশঙ্কা ও চেষ্টাকে চূর্ণ করতে পারে। দেশে দেশে জনগণের সেই ঐক্যই আজ কত বিচিত্র ও এককালে বিরোধী শক্তিসমূহকে একত্র করছে, প্রতিক্রিয়াকে আত্মরক্ষায় কোণঠাসা হতে বাধ্য করছে।

কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল

যে সোভিয়েট নেতৃত্ব দেশে দেশে এই একতাকে উদ্দীপিত করেছিল, আজ জনগণের অগ্রগতি ও আক্রমণের এই মাহেন্দ্র ক্ষণে সেই সোভিয়েট নেতৃত্বই আবার সে একতার পথ আরও প্রশস্ত করে দিল, উদ্দীপনাকে সংগঠিত আক্রমণের রূপ দেওয়ার যা কিছু সংস্কারের বাধা তা এক টানে সরিয়ে দিল। কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল তুলে দিয়ে ঐক্যের বিরুদ্ধে সাচ্চা অথচ সন্দিগ্ধ ফ্যাসিষ্ট বিরোধীর শেষ সন্দেহ সোভিয়েট ঘুচিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে ঐক্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলদের শেষ যুক্তিও সে নিষিদ্ধে দিল। কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের কাঠামো লোপ পেল বটে; কিন্তু তার প্রাণ বস্তু যে ফ্যাসিষ্ট বিরোধী সংগ্রামের শিক্ষা ও সংগঠন, তা আজ দুনিয়ার মজুর বা প্রগতিকামীকেও ছাপিয়ে দল বা স্বার্থ নির্ব্বিশেষে সমস্ত ফ্যাসিষ্ট বিরোধীদের মধ্যে পরিব্যপ্ত হ'ল। সেই শিক্ষা ও সংগঠন পেয়েই আজ জনগণের শিবিরে শিবিরে উল্লাস, তারা ঐক্যবদ্ধ আক্রমণে অগ্রসর হচ্ছে।

আমাদের দেশে

আশা, ঐক্য ও আক্রমণের এই উজ্জ্বল আলোয় আমার দেশের দিকে তাকাই। সে দীপ্তি কোথায়? দেখি আক্রমণোদ্যোগ নেই, অগ্রগতি নেই জনতার মধ্যে; দেখি আক্রমণোদ্যোগ নেই গবর্ণমেণ্ট ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে! শুধু আমাদের দেশেই ঘটে আরাকানে সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্বর্ত্তন। আমাদের বাহিনীই চীনকে সাহায্য করতে পারে, অথচ মাদাম চিয়াংকে চীনকে সাহায্যের জন্যে ব্রিটেন-মার্কিনে কাতর আবেদন করে বেড়াতে হয়। আমরা আক্রমণ করতে পারার আগেই ফ্যাসিষ্ট জাপান চীনকে শেষ করতে চায়। তাহলে ভারত শেষ হতে কি দেরী থাকবে?

দেশের মানুষের দিকে তাকাই। দেখি আমলাতন্ত্রের আধিপত্যই আজ কঠোরতর; "সংগ্রাম" আমাদের ওপরে ওঠাতে পারেনি, আমরা বন্ধনের নীচেই। জাতীয় আন্দোলন নিস্তেজ, নিরাশ। কেন?

কারণ দুনিয়ার দেশে দেশে যে একতা ও আক্রমণের উচ্ছ্বাস তাকেই আমরা ভ্রান্তিতে আক্রমণ করেছি; স্বাধীনতার নামে ভ্রান্তিতে দেশরক্ষা-ব্যবস্থা ধ্বংস ও অরাজকতার পথে চ'লে তাদেরই যুদ্ধ-জয় ও স্বাধীনতার সম্ভাবনাকে আমরা আক্রমণ করেছি। আর নিজের দেশের মধ্যে যে একতা, ভ্রান্তিতে তাকেও আমরা আক্রমণ করেছি। দেশরক্ষা-ব্যবস্থা ধ্বংস করব তাতে লোকের ক্ষতিই হোক আর যাই হোক—তার থেকে আমরা এসিড ছোড়া, স্কুল-কলেজ পোড়ানো, লুঠতরাজ উস্কানো ইত্যাদিতে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানব না; না মানলে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবী করব না; পরস্পরের বিরুদ্ধে, একতার বিরুদ্ধে এই আমাদের রব।

ঐক্যের বদলে ভেদ

অফিসিয়াল কংগ্রেস-পক্ষপাতী গোপন কর্ম্মীদের একটা অতি আধুনিক ইস্তাহার সেদিন দেখলাম। দেশরক্ষা-ব্যবস্থা ধ্বংস ক'রে কোনো ফল নাই তাতে স্বীকার করা হয়েছে বটে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে সত্যাগ্রহ ক'রে জেলে যাও আর মজুর, কৃষক, ছাত্র, নারী প্রভৃতি যেমন সংগঠনে কমিউনিষ্টরা শক্তিশালী তার ভিতরে ঢুকে কমিউনিষ্টদের তাড়াও! পৃথিবীর দেশে দেশে মানুষ যখন বিপুল সংখ্যায় একতাবদ্ধ হচ্ছে, তখন আমার দে

জনসাধারণের খাদ্য কমিটিই
সরকার মানিয়া নিল
কমিটির মারফত শত শত মণ চাউল বিলি

নদীয়া—সমস্ত দেশ জুড়িয়া যে তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দিয়াছে রাজধানীর সহরেও তাহার হাত হইতে রেহাই পায় নাই। আস্তে আস্তে সহরের সাধারণ লোকের অবস্থা চরমে উঠিতে থাকে। সকলেই এই অবস্থার মোড় ঘুরাইতে চায়। ফলে জনসাধারণের মিলিত চেষ্টায় এখানে একটি সর্ব্বদলীয় খাদ্য কমিটি গড়িয়া ওঠে। কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট ও ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি লইয়াই এই কমিটি হয়। কিন্তু সংকট সমাধান করিতে গিয়া এই কমিটি প্রথম দিকে খুব বেশী কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। যদিও সহরের জনসাধারণের সম্পূর্ণ আস্থা এই কমিটির উপরই ছিল, তবুও অবস্থার গুরুত্বের সাথে পাল্লা দিয়া তখন পর্য্যন্ত কমিটির কাজ বিশেষ কিছু হয় নাই। জনসাধারণের নিকট হইতে কিছু চাঁদা তোলা হয়। ব্যবসায়ীদের নিকট দেশপ্রেমিক আবেদন জানাইয়া সস্তা দরে চাউল, কলাই প্রভৃতির বন্দোবস্ত করা হয়। প্রত্যহ এই কমিটির মারফত ১০।১২ মণ চাউল ও কলাই দরিদ্র জনসাধারণের নিকট বিলি হইতে থাকে। রেশন কার্ড প্রবর্ত্তন করিয়া পাড়া কমিটিগুলিই এই কাজের ভার নেয়।

এদিকে গত মে মাসের প্রথম দিকে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের বাদ দিয়াই সরকারী কর্ম্মচারীদের নিয়া এখানে আর একটি খাদ্য কমিটি গঠিত হয়—এই কমিটি কাজ আরম্ভ করিবার জন্য ৩ হাজার টাকাও যোগাড় করে। জনসাধারণের মধ্যে বিলি করার জন্য প্রতি সপ্তাহে ৩২০ মণ চাউল সরকার এই কমিটির হাতেই দিতে থাকে। কিন্তু পাড়ার জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ না থাকায় এবং সম্পূর্ণভাবে সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর নির্ভর করায় এই চাউল প্রকৃত দুঃস্থ ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছাইল না। জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ বাড়িতে লাগিল। জনসাধারণের আস্থাভাজন খাদ্য কমিটি এই অবস্থার চাপে পড়িয়া আগাইয়া আসিল, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক ডেপুটেশন পাঠাইল। ডেপুটেশনে ছিলেন মুসলীম লীগের সভাপতি খাঁ বাহাদুর সামসুজ্জোহা এম, এল, সি, কমিউনিষ্ট পার্টির জিলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সুশীল চাটার্জ্জি ও সহরের আরও কয়েক জন বিশিষ্ট লোক। এই ডেপুটেশন ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে সরকারের প্রদত্ত চাউল বিলির ভার জনসাধারণের কমিটির উপর দিতে বলেন কারণ এই কমিটিই জনসাধারণের সুবিধা অসুবিধার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ম্যাজিষ্ট্রেট এদের দাবীর গুরুত্ব বুঝিতে পারেন। মিলিত আলোচনায় ঠিক হয়, জনসভা ডাকিয়া সেখানকার নির্ব্বাচিত কমিটির উপরই চাল বিলির ভার দেওয়া হইবে। মিউনিস্যাল অফিসে প্রকাশ্য জনসভায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারী এবং সহরের বিশিষ্ট লোকদের উপস্থিতিতে পুরাতন সরকারী খাদ্য কমিটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। সভার লোক জনসাধারণের আস্থা ভাজন সর্ব্বদলীয় ঐ কমিটিকেই মানিয়া লন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঠিক করেন যে এই কমিটির হাতেই চাল বিলির ভার দেওয়া হইবে। জনসাধারণের একতাই জয়ী হইল, সরকার জনসাধারণের খাদ্য কমিটিকেই মানিয়া লইল।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে কৃষ্ণনগর খাদ্য কমিটি সহরে ২০০ মণ চাউল বিলি করে। জনসাধারণের মধ্য হইতে অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত লোক বাহির করিয়া পাড়া কমিটির মারফত রেশন কার্ড করিয়া তাহাদিগকেই চাউল দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। সহরের লোক অনুপাতে চাউলের পরিমাণ কম হওয়াতে সব অভাবগ্রস্ত লোকদের চাউল দেওয়া সম্ভব হইয়া ওঠে নাই, কমিটির প্রতিনিধিরা তাই আবার ম্যাজিষ্ট্রেট ও সদর এস, ডি, ও র নিকট দেখা করিয়া চাউলের পরিমাণ বাড়াইয়া দিতে অনুরোধ জানান। সরকারের তরফ হইতে চাউলের পরিমাণ জুনের তৃতীয় সপ্তাহে ৩২০ মণ করা হইয়াছে।

খাদ্য কমিটির ব্যবস্থায় সহরের সকল শ্রেণীর জনসাধারণ খুবই আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছে—মিলিত ভাবে চেষ্টা করিলে সংকট সমাধান করা যায় এ মনোবৃত্তি সকলের ভিতরই দেখা যাইতেছে। পাড়ায় পাড়ায় কমিউনিষ্ট পার্টি, মুসলীম লীগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভলান্টিয়ারয়া খাদ্য কমিটির কাজে সাহায্য করিতেছেন। শুংখলা ও সংঘবদ্ধতার ভিতর দিয়া জনসাধারণ আগাইয়া চলিয়াছে, কাজের ভিতর দিয়াই তাহারা দেখিতে পাইতেছে খাদ্য সমস্যা সমাধান এই পথেই।

নবদ্বীপ—প্রায় দেড় মাস আগে পঞ্চম বাহিনীর দালাল ফরওয়ার্ডব্লকপন্থীদের উস্কানীতে সহরের ভিতরই একস্থানে একবার খাদ্য লুঠ হইয়া গিয়াছে, খাদ্য সংকটের গুরুত্বে দিশাহারা হইয়া পরাতে জনসাধারণের একাংশ ঐ উস্কানীতে কাণ দিয়াছিল। কিন্তু অবস্থা আয়ত্তের ভিতর আনিয়াছে নবদ্বীপ সহরের সর্ব্বদলীয় খাদ্য কমিটি। তাহারা দৃঢ়তার সহিত জনসাধারণকে বুঝাইয়াছেন লুঠতরাজের পথে খাদ্য মিলিবে না। খাদ্য সংকট সমাধান করিতে হইলে সকলকে আসিয়া খাদ্য কমিটিতে যোগ দিয়া উহার মারফৎই সমস্যা মিটাইতে চেষ্টা করিতে হইবে। কমিটির এই প্রচারে খুবই সাড়া পাওয়া গিয়াছে। পঞ্চমবাহিনী কোন ঠাঁসা হইয়াছে, খাদ্য কমিটির জনপ্রিয়তা সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই কমিটির প্রেসিডেন্ট নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায় সাহেব এন, সি, গোস্বামী, এবং সম্পাদক কমিউনিষ্ট পার্টির কমরেড অমিয় রায়, ইহার ভিতর আছেন হিন্দুমহাসভার লোক, কমিউনিষ্ট, রায়পন্থী, ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার এবং সহরে অন্যান্য আরও কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি। সরকার এই কমিটিকে স্বীকার করিয়া লইয়া ইহার হাতেই চাউল বিলির ভার দিয়াছে। জনসাধারণের এই কমিটিও খুবই উৎসাহ ও শৃংখলার সহিত কাজ করিয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যেই তাহারা সরকারের দেওয়া ৮১২ মণ চাউল সহরের লোকদের কাছে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিলি করিয়াছে এবং ৬০০৲ টাকা চাঁদা উঠাইয়াছে। সমস্ত সহরটি ১৩টি পাড়া কমিটিতে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই পাড়া কমিটিই প্রত্যক্ষ ভাবে চাউল বিলির বন্দোবস্ত করিতেছে। পাড়ার গরীব লোকদের হিসাব লইয়া তাহাদের ভিতরই যাহাতে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল বিক্রয় হয় সেরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কোথায়ও এতটুকু গোলমাল নাই—সবই খুব সুষ্ঠু ভাবে চলিতেছে। এই সব কাজের জন্য একটি ভলান্টিয়ার দলও গঠন করা হইয়াছে—এই বাহিনীর সংখ্যা ৮৫ জন। নবদ্বীপের কিশোরয়াও আগাইয়া আসিয়াছে—তাহারা অনেকেই ভলান্টিয়ার হইয়া খাদ্য সারিতে এবং খাদ্য বন্টনের মধ্যে প্রাণপণে কাজ করিতেছে। তাহাদের উৎসাহ অসীম, সকলকেই কাজে টানিয়া নামাইতে চায়। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিও চুপ করিয়া নাই। তাহারা পাড়ায় পাড়ায় অভাবগ্রস্ত মহিলাদের খোঁজ খবর নিয়া যাহাদের সাহায্য করার কেহ নাই এমন সব মহিলাদের চাউল পাইবার বন্দোবস্ত করিতেছে।

নবদ্বীপ খাদ্য কমিটি খাদ্য বন্টন ব্যবস্থা ছাড়াও মজুত বিরোধী আন্দোলনও ভাল ভাবেই করিয়া যাইতেছে। প্রচার দ্বারা সকলকে ইহার আবশ্যকতা বুঝাইতেছে। মজুত মাল বাহির করিয়া প্রকৃত অভাবগ্রস্তদের ভিতর বিলি করার সার্থকতার উপর জোর দিতেছে। দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য হিসাবে সবাই যাহাতে এই কাজে হাত দেন তাহার জন্য আবেদন জানাইয়াছে। নবদ্বীপ সহরে সর্ব্বত্রই আজ জনসাধারণের এই মিলিত চেষ্টার সুফল দেখা যাইতেছে। লোকের মন আজ আর হতাশাগ্রস্ত নয়, সবাই আজ সম্মিলিত ভাবেই সংকটের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে—তাহারা জানে সংকট সমাধান আজ তাহাদের হাতেই।

ময়মনসিংহ—ভূষণ পরগণার টঙ্গ এলাকায় খাদ্য সংকট দেখা দিতেই স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা এখানকার মাতব্বর কৃষকদের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া ৫।৬টি গ্রাম নিয়া খাদ্যকমিটি গঠন করিয়াছেন। এই কমিটি খাদ্যসংকট সমাধানের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। সন্তাদরে ধানের যোগাড় করার জন্য কমিটি তৎপর হইয়াছে। গ্রামের লোকরা কমিটির এই চেষ্টাকে খুবই সহানুভূতির চোখে দেখিতেছেন, ফলে আরও ২।৩ স্থানে খাদ্যকমিটি গড়িয়া উঠিয়াছে। পাঁচখাও, বগাড়ুবি, লেছড়া, ভবতপুর প্রভৃতি স্থানে নূতন নূতন খাদ্য কমিটি হইয়াছে।

● কংগ্রেস-লীগ দেশভক্তের ঐক্যবদ্ধ আহ্বান ●

স্বাধীন ভারতের গঠনতন্ত্রে মুসলমানের আত্ম-নিয়ন্ত্রনাধীকারের দাবী অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত

২রা জুন লক্ষ্ণৌ সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্ত প্রদেশের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা গোপীনাথ শ্রীবাস্তব মুক্তি পাইয়াছেন। ইনি ১৯২১ সালে লেখাপড়া ছাড়িয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং তারপর হইতে সর্ব্বক্ষণ কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া আসিতেছেন। তিনি ইউ-পি কংগ্রেস কমিটি ও নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য—এবং কোন উপদলভুক্ত না থাকায়—ইউ-পি কংগ্রেস মহলে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস মন্ত্রীত্বের সময় পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। তিনি ছাড়া পাইয়া পিপ্‌লস ওয়ারের প্রতিনিধির কাছে বলেন: গান্ধী বড়লাট পত্রপ্রকাশ হইবার পর নিঃসন্দেহে প্রমানিত হইয়াছে যে আগষ্টের পর হইতে যে সকল হিংসাত্মক ও ধ্বংসমূলক কাজ হইয়াছে—তাহার সঙ্গে কংগ্রেস বা কংগ্রেসের সমস্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত গান্ধীজীর অনুমতি বা নির্দ্দেশ ক্রমে হয় নাই। আগষ্টের মিটিংএ এ-আই-সি-সি গান্ধীজীকে ক্ষমতা দিলেও অবিলম্বে আইন অমান্য সুরু করার কোন মৎলব গান্ধীজীর ছিল না। আন্দোলন একেবারেই আরম্ভ করা হয় নাই বলিলে ভুল হইবে না। যুদ্ধ ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন যে কংগ্রেসের বক্তব্য স্পষ্ট। মিত্র শক্তির আদর্শের প্রতি কংগ্রেস সহানুভূতি সম্পন্ন। যুদ্ধ ব্যবস্থায় কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করিতে কংগ্রেস অনিচ্ছুক, তবে বৃটিশ সরকার ও প্রকৃত জাতীয় সরকার গঠন করিতে না দেওয়ায় কংগ্রেস কার্য্যকরী ভাবে যুদ্ধ ব্যবস্থার অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। কংগ্রেস কর্ম্মীরা জেলের বাইরে আসিলে তিনি উপদেশ দিবেন যে কংগ্রেসের নামে যে সকল অরাজকতা ও ধ্বংস কার্য্য চালানো হইতেছে—তাহাতে কংগ্রেসের কোন সংশ্রব নাই—একথা সকলকে ঘোষণা করিতে বলিবেন। খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে কমিউনিষ্ট পার্টি যে আন্দোলন চালাইতেছে তিনি তাহার প্রশংসা করেন এবং বলেন যে ইহাতে সকলের সাহায্য করা উচিত। সাম্প্রদায়িক সমস্যা আরো খারাপ হইয়াছে দেখিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের যে চেষ্টা করিতেছে তাহা তিনি প্রশংসা করেন ও বলেন যে স্বাধীন ভারতের কল্পনার সাথে মুসলমানের আত্ম-নিয়ন্ত্রনাধীকারের দাবী অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত।

গান্ধী মুক্তির জন্য লীগ-ভক্ত

মহম্মদ ইসানোয়ার শা (সেক্রেটারী টালীগঞ্জ মুসলিম লীগ), মহম্মদ বি শা (ভাইস-প্রেসিডেন্ট টালীগঞ্জ মুসলিম লীগ), মহম্মদ আলী খান (ট্রেজারার, টালীগঞ্জ মুসলিম লীগ), মির্জ্জা আজিজ আহম্মদ (ভাইস প্রেসিডেন্ট টালীগঞ্জ মুসলিম লীগ), মহম্মদ ওমর (জয়েন্ট সেক্রেটারী টালীগঞ্জ মুসলিম লীগ), এম, ওবেদুল হক, মহম্মদ সিদ্দিক আউব, কুতুবুদ্দিন আহম্মেদ—নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন—

দেশের দুয়ারে বহির্শত্রুর আক্রমণ, দেশের অভ্যন্তরে নিদারুণ খাদ্য সংকট—এই চরম বিপদের সম্মুখে আমাদের দেশ আজ দাঁড়াইয়া। শুধু মাত্র কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের ভিতর দিয়াই এই বিপদ কাটাইয়া উঠা যাইতে পারে। মিঃ জিন্নার কাছে গান্ধীজীর চিঠি কংগ্রেস-লীগ ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথই উন্নত করিয়াছে, কিন্তু সরকার সেই চিঠি জিন্নার কাছে দিতে অস্বীকার করিয়াছে। সরকারের এই অস্বীকৃতি প্রমাণ করে যে ঐক্য স্থাপনের পথে সরকারই বাধা সৃষ্টি করিতেছে। মুসলিম জনগণের স্বার্থের জন্যই কায়েদে আজাম জিন্নার আজ দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য হইতেছে, সরকারের কাছে গান্ধীজীর চিঠি দাবী করা। এই পথেই কংগ্রেস-লীগ ঐক্য স্থাপনের জন্য গান্ধী-জিন্না মুলাকাতের সুবিধা হইবে।

কংগ্রেস দেশভক্তদের কর্ত্তব্য হইতেছে গান্ধীজীর মুক্তির জন্য মিঃ জিন্নাকে সাহায্য করা এবং সেই পথেই মুসলিম জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া নিয়া কংগ্রেস-লীগ ঐক্য স্থাপন করা এবং সরকারের ভারতের হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়া।

★

লাহোরে সর্ব্বদলের ঐক্য
দক্ষিণ আফ্রিকার পেগিং বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসী যাহাতে জমি কিনিতে না পারে এমনি এক অপমানকর আইন দক্ষিণ আফ্রিকার আইন সভায় গৃহীত হয়। ইহার বিরুদ্ধে ভারতের সর্ব্বত্র বিরাট প্রতিবাদের তুফান ওঠে, মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনেও এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।

লাহোরের অধিবাসীরা একটী প্রতিনিধিমূলক সভা করিয়া এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবে স্থির করিয়াছে। এই প্রতিনিধিমূলক সভার বৈঠক হয় লাহোর সিটি মুস্লিম লীগের সভাপতি নবাব জাদা রশিদ আলি খাঁ এর বাড়ীতে এবং সভাপতিত্বে। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন "এই মিটিএ ভারতের সমস্ত দেশপ্রেমিক পার্টিই প্রতিনিধি পাঠাইয়াছে—সকলেরই উদ্দেশ্য ভারতবাসীর সম্মান রক্ষা করা। কাজের বেলায় মুসলিম লীগ কাহারো পিছনে পড়িয়া রহিবে না। যেখানে ভারতবাসীর সম্মান বিপন্ন সেখানে হিন্দুমুসলমানের ভেদাভেদ নাই।" এই আইনের প্রতিবাদে সভা সমিতি করিবার জন্য একটী প্রস্তাব গৃহীত হয় ও নিয়মিত কাজ চালাইবার জন্য একটী কমিটি হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে ভারতের বীর সন্তানের রক্ত দেশরক্ষার কাজে মিলিত জাতির রক্তের ধারায় আফ্রিকাকে ফাসিষ্ট বর্ব্বরতার হাত হইতে মুক্ত করিয়াছে। এই অবস্থায় এই আইন শুধু ভারতের পক্ষে অপমান নয়—দুর্নীতিমূলক। সভায় লাহোরের সমস্ত সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা ছিলেন এবং কমিটির কাজ চালাইবার জন্য চাঁদা চাওয়া হইলে সভাতেই ৯৫৲ টাকা আদায় হয়। ভারতবাসীর অপমানে দেশপ্রেমিক ভারতবাসী হিন্দু, মুসলমান, কংগ্রেস, কৃষাণ, ব্যবসায়ী, ছাত্র কেহই চুপ করিয়া থাকিতে পারে না ইহাই ভারতবাসীর জন্মত দেশপ্রেম। ইহার অনির্ব্বান শিখা আজ এমনি করিয়া সমস্ত ভারতবাসীকে এক করিতেছে।

বাংলার ছাত্র আন্দোলন

সংকট হইতে সমাধানের পথে
ফাঁকা দেশপ্রেম নয়, দেশরক্ষা ও জনসেবায় নামিয়া এসো

(শঙ্কর রায়চৌধুরী, সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রফেডারেশন)

আগামী আগষ্ট মাসে প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন। গত বছর এমনি দিনে ছাত্র ফেডারেশন উন্মত্ত ছাত্র জনতাকে আত্মহত্যার পথ হইতে ঠেকাইয়াছে, সেদিন ছাত্র কর্ম্মীরা সহস্র লাঞ্ছনা সহ করিয়াও ছাত্র সমাজের প্রতি দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্যে অটল ছিল। তাই ছাত্র আন্দোলন ভাঙিয়া পড়ে নাই। ছাত্র ফেডারেশন আবার বাংলার ছাত্রদের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছে। ছাত্র জীবনের সংকট দূর করিয়া দেশরক্ষার পথে সমস্ত ছাত্রকে সম্মিলিত করা আজ ছাত্র ফেডারেশনের লক্ষ্য। চট্টগ্রামের ছাত্র সমাজ জনসেবার মধ্য দিয়া, প্রত্যক্ষ কাজের মধ্য দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে ছাত্র আন্দোলন সংকট সমাধানের পথে অগ্রসর। কলিকাতার ছাত্র সমাজ লীগের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে আজ অগ্রসর। বাংলার ছাত্র সমাজের মধ্যে আজ এক নূতন চেতনা দেখা দিয়াছে। এবারে আগষ্টের আগে তাই বাংলার ছাত্রসমাজ সংকট হইতে সমাধানের পথে পা বাড়াইয়াছে।

লেখার কাগজ ও রাত্রে পড়িবার আলো নাই

কাগজ ও কেরোসিনের অভাবে বহু জায়গায় লেখাপড়াই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মালদহে কাগজের অভাবে টার্মিনাল পরীক্ষা হইতেই পারে নাই। রাজশাহী কলেজে ২টির বেশী বিষয়ে পরীক্ষা হয় নাই। মেদিনীপুর শহরে ছাত্রেরা ঢড়া দামে কেনা সরকারী দপ্তরখানার পুরানো কাগজের উল্টা পিঠে লিখিয়া কাজ চালাইতেছে। পিউড়ীতে ২টি ছাত্র মেসে রাত্রিতে লেখাপড়ার পাট একেবারে বন্ধ। নোয়াখালিতে কেরোসিনের অভাবে ছাত্রেরা পরীক্ষার পড়া পর্য্যন্ত তৈরী করিতে পারিতেছে না।

আজ সমস্ত ছাত্রকে এক করিয়া ছাত্র ফেডারেশন সংকট সমাধানের পথে আগাইয়াছে। দেশরক্ষার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে চালু রাখিতেই হইবে। শুধু নিজেদের সমস্যাই নয়, এই পথে দেশের জনগণের সমস্যাও দূর করিতে ছাত্রদের আগুয়ান হইয়াছে। জলপাইগুড়ি জেলায় ৩শত দুঃস্থ পরিবারের জন্য যে কো-অপারেটিভ ষ্টোর খোলা হইয়াছে, তাতে ছাত্র কর্ম্মীরা অক্লান্তভাবে সাহায্য করিতেছে। আজ তারা সহরের লোকের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে আজ পঞ্চমবাহিনীর সংগঠন ভাঙিয়া গিয়াছে; ছাত্রেরা দলে দলে ছাত্র ফেডারেশনের সভ্য হইতেছে। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে সেখানে ছাত্র ফেডারেশনের ৮২৲ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। ছাত্র ফেডারেশনই এখন সেখানে অধিতীয় ছাত্র সংগঠন।

মিলিত ছাত্রদের জয়

মালদহ জেলায় কাগজ মোটেই পাওয়া যাইতেছিল না। সামান্য যাহা পাওয়া যাইত, তার এক দিস্তার দাম ছিল দেড় টাকা। ছাত্র ফেডারেশন এই অবস্থার প্রতীকারের জন্য ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে জোর প্রচার আরম্ভ করিল। তাদের এই দেশপ্রেমিক প্রচারের ফলে একজন সহরস্থ ব্যবসায়ী মাত্র পাঁচ আনা দরে কাগজ দিতে রাজী হইলেন। ছাত্র ফেডারেশন শিক্ষকদের সুপারিশে এই কাগজ বিলির দায়িত্ব নিলো। ব্যবসায়ীটি বরাবর এই কাগজ সরবরাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন। প্রত্যেক ছাত্র কাগজ কিনিয়া স্বেচ্ছায় দিস্তা প্রতি ১৩৲ কাগজ ছাত্র ফেডারেশনকে দিয়া যায়। ছাত্রেরা বুঝিয়াছে ছাত্র ফেডারেশনই ছাত্রদের স্বার্থের জন্য লড়াই করে ও তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করে। তাই প্রত্যহ ছাত্র ফেডারেশনে নূতন নূতন কর্ম্মী বাড়িতেছে। একটি স্কুলের ছাত্রেরা সম্মেলনের জন্য ২৫ সের চাল তুলিয়াছে। 'ষ্টুডেন্ট' পত্রিকার ৮জন নূতন গ্রাহক হইয়াছে, ছাত্র ফেডারেশনের ২৮৲ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। প্রায় ২৫।৩০ জন ছাত্র স্থানীয় খাদ্য কমিটির কাজে সাহায্য করিতেছে। এই সব আন্দোলনের মধ্য দিয়া মালদহে ছাত্র ফেডারেশন নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে।

বাঁকুড়া জেলায় চালের অভাবে মেডিকেল হোষ্টেল বন্ধ হয়-হয়। ছাত্রদের মধ্যে হতাশার ভাব। এই সময় ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম্মীরা অগ্রণী হইয়া প্রিন্সিপ্যাল ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে মিলিত ছাত্রদের এক ডেপুটেশন পাঠাইল। ছাত্রদের ঐক্য জয়যুক্ত হইল। ১৫৲ টাকা মণ দরে চাল পাওয়া গেল; হোষ্টেল চালু রহিল। মেজিয়া গ্রামের ছাত্রেরা মেদিনীপুর বন্যার্ত্তদের জন্য প্রাণপণ খাটিয়া টাকা তুলিয়া পাঠাইয়াছিল। এই কাজের জন্য গ্রামে আজ তারা সকলের কাছেই প্রিয়। তাই গ্রামের জমিদার ইস্কুলের হোষ্টেলের জন্য ১২৲ টাকা মণ দরে চাল দিয়াছেন।

কাগজ তৈরীর কাজে ছাত্রদল

ছাত্র সম্মেলনের জন্য চাল চাই। আমাদের কর্ম্মীরা ছাত্র ফেডারেশনের এক আবেদন লইয়া একজন চাল ব্যবসায়ীকে ধরিলেন। তিনি এই দেশপ্রেমিক আবেদনে এত মুগ্ধ হইলেন যে তৎক্ষণাৎ দেড়মণ চাল দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। শুধু চাল নয়। বাঁকুড়ার ছাত্ররা কাগজের সমস্যাও সমাধান করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। তারা ঠিক করিয়াছে নিজেরাই কাগজ বানাইবে। এ কাজে সব থেকে উদ্যোগী হইয়াছে সানবীদা গ্রামের কর্ম্মীরা। এদের দেখাদেখি অন্যান্য গ্রামেও এই আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িতেছে। বাঁকুড়ার ছাত্র ফেডারেশন জোর কদমে আগাইতেছে—নূতন সভ্য হইয়াছে ৫০; নূতন কর্ম্মী কাজে নামিয়াছে ৩০ জন। ৫৫ জন ছাত্রের কাছ হইতে সম্মেলন তহবিলে ৫৲ টাকা উঠিয়াছে। একজন মুসলমান ছাত্র চাহিতেই সাহায্য ভাণ্ডে ১৲ টাকা দিলেন।

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ স্কুলের ছাত্রেরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর কাছ হইতে ৬টন তেল আদায় করিল। দরের গণ-দরখাস্তের ফলে ছাত্রেরা মাসে ২ বোতল তেল আদায় করিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার সময় মোট ৪৪ বোতল তেল পাইল। ছাত্র ফেডারেশনের আন্দোলনের মধ্য দিয়া তারা চালও আদায় করিল ও ছাত্র ফেডারেশনের তহবিলে ১৩।০ টাকা দিল। করিমপুর গ্রামে যখন চালের দোকান একেবারে বন্ধ হইয়া গেল, তখন ছাত্রেরা গ্রামবাসীদের জন্য লড়িয়া চাল আদায় ও বিলি করিয়া দিল। খুলনা জেলার খলিসখালি গ্রামে সরকারের মজুত বিরোধী আন্দোলনের সময় ছাত্র কর্ম্মীরা ৩শত মণ মজুত চাল বাহির করিয়া ন্যায্যদামে গ্রামবাসীদের মধ্যে বিলি করিল।

ছাত্রছাত্রীরা জনসেবার পথে

বর্ধমানে ছাত্রকর্ম্মীরা খাদ্য কমিটির সহযোগিতায় খাদ্য তথ্য সংগ্রহ করে ও কর্ত্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন পাঠায়। ইহার ফলে ৪টি কনট্রোলের দোকান খোলা হইয়াছে। ছাত্র কর্ম্মীরাই প্রধানত কনট্রোলের দোকানগুলি দেখাশুনা করিতেছে। ইহাতে খুসী হইয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট খাদ্য কমিটির কাছে দোকান পরিচালনার অনুরোধ জানাইয়াছেন। ছাত্রকর্ম্মীদের পরিশ্রম ও সেবায় মুগ্ধ হইয়া বহু মুসলমান অভিভাবক নিজেদের ছেলেদের ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম্মী হিসাবে কাজ করার জন্য পাঠাইতেছেন। চালের বিলি ব্যবস্থার অসুবিধার দরুণ সিউড়ীর রুটিপাড়া বস্তীর মেয়ে মজুরদের যে সভা হইল, তাতে কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা প্রাদেশিক কমিটির নেতা কমরেড নেপাল নাগ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, মস্কো ও ষ্টালিন-গ্রাডের বিজয়ী লালফৌজের পিছনে রহিয়াছে সোভিয়েটের বীর মজুরদল। উত্তর আফ্রিকায় ফ্যাশিষ্টদের পরাজয়ের মূলে রহিয়াছে ব্রিটিশ মজুরশ্রেণীর অক্লান্ত উৎপাদননীতি। আজ যদি জাপানী ফ্যাশিষ্টদের হাত হইতে নিজের দেশকে রক্ষা করিতে হয়, তবে মজুরকে উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। যারা বৃক্ষক্ষেত্রে প্রাণ দিয়া আমাদের বাঁচাইতেছে, তাদের হাতে যুদ্ধের মালমশলা বেশী করিয়া পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। তবেই আমরা সোভিয়েটের সত্যিকার দরদী বন্ধু হইতে পারিব। মজুরের মুক্তির দিনও ততই নিকটে আসিবে।

কর্পোরেশনের মজুর শহর রক্ষা করিবে

জাপানী বোমার নীচে দাঁড়াইয়াও কর্পোরেশনের মজুররা কাজ চালু রাখিয়াছিল। পঞ্চমবাহিনীর উস্কানিতে তারা ভোলে নাই। আজ শহরের জনসংখ্যা বিশ লক্ষেরও উপর দাঁড়াইয়াছে। অথচ সে অনুপাতে জলসরবরাহ, ময়লা সাফ ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা নাই। টালা ও পলতার মজুর, শহরের ধাঙড় ও ঝাড়ুদার, এবং ইস্টালি ওয়ার্কশপের মজুর বলিতেছে—আমরা আরো বেশী কাজ করিয়া শহরবাসীকে বাঁচাইব। কিন্তু মাহিনা ও মাগগী ভাতা বাড়াইয়া ও পরিবারের জন্য চাল দিয়া তাদের কর্ম্মক্ষমতা বাড়াইতে হইবে। এই দাবী আদায় করিবার জন্য মজুররা দলে দলে ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ হইতেছে। টালায় ৪টি, ভবানীপুরে ১২টি ও বেলেঘাটায় একটি সভা হইয়াছে। ২৫০ জন নূতন সভ্য হইয়াছে ও গণদরখাস্তে ৪ শত সই পাওয়া গিয়াছে। ইস্টালি ওয়ার্কশপে সাড়ে ৪ শত ইন্দুডার মজুরদের মধ্যে ৪ শত জন সভ্য হইয়াছে। কারখানা কমিটির ২টি সভা হইয়াছে। ভলান্টিয়ার বাহিনীর কাজ চলিতেছে। কর্পোরেশনের মজুররা যে শহররক্ষার কাজে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; এই কথাই তারা আগামী জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে তাদের কন্‌ফারেন্সে জোর গলায় ঘোষণা করিবে। এই পথেই তারা তাদের দাবীর পিছনে জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন আদায় করিবে ও নিজেদের ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণ করাইবে।

দেশপ্রেমিক মজুরদের দৃঢ়-সংকল্প
উৎপাদন বাড়াইয়া দেশরক্ষার ব্যবস্থা আরও মজবুত করিব

নারায়ণগঞ্জের সাড়ে তিন হাজার অগ্রণী মজুরের 'সোভিয়েট দিবসে' উৎপাদন বাড়াইবার সংকল্প গ্রহণ

'সোভিয়েট দিবসে' নারায়ণগঞ্জ ঢাকেশ্বরী মিলের মজুর ইউনিয়নের নেতৃত্বে সাড়ে তিন হাজার মজুর বাংলার দেশপ্রেমিক মজুরদের পথ দেখাইল। এবার 'সোভিয়েট দিবসে' সোভিয়েটের গুণকীর্ত্তন করিয়াই তারা তাদের কর্ত্তব্য শেষ করে নাই। তারা বুঝিয়াছে, আজ সোভিয়েটকে বাঁচাইতে হইলে, শত্রুর হাত হইতে নিজের দেশরক্ষা করিতে হইলে কারখানায় উৎপাদন বাড

যশোহরের চিঠি

★দেশবাসীকে বাঁচাইবার সংকল্প★

লুঠতরাজ ঠেকাইব, খাবার ফসল বাড়াইব, দেশরক্ষা করিব।

লুঠতরাজ ও দাঙ্গাহাঙ্গামার কালো ছায়া

বাংলার অন্ত জেলার মত যশোহরেও চরম খাদ্য সংকট দেখা দিয়াছে। ক্ষুধার জ্বালায় জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে, পঞ্চমবাহিনী সেই উত্তেজনার খোরাক জোগাইতেছে। চুরি ডাকাতি বাড়িতেছে। ধান-চাল লুটপাট হইতেছে। গোটা যশোহর জিলার সামনে ধ্বংস ও অরাজকতার বিভীষিকা সৃষ্টি হইতেছে।

গত মে মাসেই ডাকাতি হইয়াছে ২১টি। দুর্গাপুর, ডুমুরতলা ইউনিয়নের কোথাও কোথাও বুভুক্ষুর দল খনী গৃহস্থের বাড়ী হানা দিয়া ভয় দেখাইয়া ধান চাল আদায় করিতেছে। সিঙ্গিয়া, হাড়িঘরা অঞ্চলেও ঐ একই অবস্থা। নহাবাড়ীর নিকটে নৌকা হইতে দশ মণ ধান লুট হইয়াছে। কেশবপুর অঞ্চলে কয়েকটি ধানের গাড়ী লুট হইয়াছে। ঝিনাইহাতের মালন্দী গ্রামের একজন ব্যবসায়ীর ধান চাল বোঝাই গাড়ী লুট হইয়াছে। নেহালপুর হাট হইতে আলিপুর গ্রামে ফিরিবার পথে একখানি কাপড়ের গাড়ী লুট হইয়াছে। মাগুরা মহকুমার লাঙ্গলবন্দ গ্রামে সশস্ত্র ডাকাতি হইয়াছে। বাঘা দিয়ে গিয়া দুইজন নিহত ও একজন আহত হইয়াছে।

দেশকে ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইব

যশোহরের সামনে যখন এই নিদারুণ অবস্থা ঘনাইয়া আসিয়াছে তখন দেশকে বাঁচাইবার জন্য, লুটতরাজ ও অরাজকতা হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিয়া দেশরক্ষার ব্যবস্থা দৃঢ় করিবার জন্য কমিউনিষ্টরা আগাইয়া আসিয়াছে। লুটতরাজ ও দাঙ্গার বিরুদ্ধে তাহারা প্রচার করিয়াছে, লুটের সামনে বিপদ মাথায় করিয়াও ক্ষুব্ধ জনতাকে তাহারা শান্ত করিয়াছে। কেশবপুরে ধানের গাড়ী লুটের সময় কমিউনিষ্টরাই লুট ঠেকাইয়াছে। শুধু তাই নয় গৃহস্থের লুণ্ঠিত মাল গৃহস্থকে ফিরাইয়া দিতে তাহারা সমর্থ হইয়াছে, ব্যবসায়ীর লুণ্ঠিত টাকাও ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে। অভয়ানগর থানায়ও ধান লুটের চেষ্টা কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়াছে।

ধান চাল সরবরাহ

শুধু লুটপাট বন্ধ করিলেই সমস্তার সমাধান হইবে না, খাদ্য সমস্তা সমাধানে আগাইয়া না আসিলে আবার লুঠতরাজ মাথা তুলিবে। তাই কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা খাদ্য সমস্তার সমাধানে আগাইয়া আসিয়াছে। মুসলিম লীগ ও অন্যান্য দলের নেতারাও খাদ্য সমস্তা সমাধানে এক হইতেছে। কেশবপুরে ৮নং ইউনিয়নে সকলের মিলিত চেষ্টায় ৫০০ মণ ধান সরবরাহ করা হইয়াছে। যাহারা একেবারে দুঃস্থ তাহাদের জন্য বিনা সুদে প্রায় ১৭৫ মণ ধান ও নামমাত্র সুদে প্রায় ২০০ মণ ধান কর্জ পাওয়া গিয়াছে।

সহর ও আশে পাশের ইউনিয়নের অভাবীদের সাহায্যের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঘোষপাড় সহরের ঘরে ঘরে যাইয়া ৫১।০ চাঁদা তোলে, ব্যবসায়ীদের নিকট লইতে সস্তায় ৬মণ চাল ও আড়াই মণ ধান আদায় করে। ইহাতে ১৭৩টি পরিবারকে সাহায্য করা হয়। উহার মধ্যে ৭৮টি পরিবারকে খয়রাতী সাহায্য ও বাকী পরিবারগুলিকে সস্তা দরে ধান ও চাল সরবরাহ করা হয়। সরকারের নিকট হইতে ৭৫ মণ বীজধান আদায় করিয়া ৫টি গ্রামের কৃষকদের দেওয়া হয়।

বনগ্রাম মহকুমার ৬নং ইউনিয়নের মনমোহনপুর গ্রামে ৭৩টি পরিবারের জন্য ৪৭ মণ ধান কর্জা আদায় করা হইয়াছে।

সদর মহকুমার নওয়াপাড়া থানায় মহকুমা হাকিম আসিলে, তাঁহার নিকট এক ডেপুটেশন যায়, উত্তরে তিনি ২০০ মণ বীজধান সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেন।

নড়াইল মহকুমায় যে মাসে চালের দাম যখন অসম্ভব বাড়িয়া যায়, তখন জনসাধারণের মিলিত চেষ্টায় বাজার দর হইতে অনেক কমে হাটে চাল বিক্রির ব্যবস্থা হয়। পরে চাঁদা তুলিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া সরকারের নিকট হইতে বাঁধা দরে ১০ মণ চাল আদায় করা হয় এবং ঐ চাল বাঁধা দরে ও খুব দুঃস্থ পরিবারের জন্য আরও কম দরে সরবরাহ করা হয়। এই নড়াইল মহকুমাইই সরকারের নিকট হইতে ৪০০ মণ বীজধানও আদায় করা হইয়াছে। লোহাগড়া থানা খাদ্য সম্মেলনের সময় দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য ১৬৫ টাকা তোলা হয়। ঐ টাকায় কম দামে চাল কিনিয়া লোহাগড়া, মলিকপুর ও জয়পুর এই তিনটি গ্রামের ২৮টি পরিবারের ২২৮ জনকে চাল সরবরাহ করা হয়।

বনগ্রাম মহকুমায় ১৬২ জনের সহিযুক্ত একটি গণদরখাস্ত সরকারের নিকট পেশ করিয়া দাবী করা হয়, বাঁধা দরে সরকারী মুদিখানা খুলিয়া চাল সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার ফলে সরকারী মুদিখানা খোলা হইয়াছে ও দৈনিক ৪মণ চাল বিক্রি করা হইতেছে।

বাঘাড়পাড়া থানার নারিকেল বাড়িয়া ইউনিয়নে ইউনিয়ন বোর্ডের সহযোগিতায় গণ দরখাস্ত ও গণডেপুটেশন পাঠাইবার ফলে ৪ হাজার টাকা কৃষি ঋণ পাওয়া গিয়াছে।

খাদ্য কমিটি গঠন

মজুদ বিরোধী অভিযানেও কমিউনিষ্টরা আগাইয়া আসিয়াছে। খাদ্য কমিটিতে যোগ দিয়া মজুদবিরোধী অভিযানকে সফল করিয়া তুলিতেছে। যশোহর সহরে যে ২৪টি খাদ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে তাহার ভিতর ২২টির মধ্যেই কমিউনিষ্টরা জনসাধারণের বিষাসভাজন লোকদের যোগ দেওয়াইতে সমর্থ হইয়াছে। নড়াইলে খাদ্য কমিটিতেও কমিউনিষ্টরা উৎসাহের সাথে কাজ করিতেছেন। কেশবপুরে ৩০টি খাদ্য কমিটি গঠন করা হইয়াছে ও ২০০ ভলাণ্টিয়ার নিয়মিত কাজ করিতেছে।

ফসল বাড়াইবার কাজ

যশোহরের কৃষকরা আজ বুঝিতে সুরু করিয়াছে ফসল বাড়াইবার কাজ তাহাদের নিজ দেশরক্ষারই কাজ, দেশবাসীর মুখে ভাত জোগাইবার কাজ, সত্যিকারের দেশপ্রেমিক কাজ। তাই তাহারা নিজেরাই অগ্রণী হইয়া ৮নং ইউনিয়নে আড়ুদার খালে ভেড়ী ও ছোট ছোট বাঁধ দিয়া নোনা জলের কবল হইতে আড়াই হাজার বিঘা জমি চাষের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।

১৩নং ইউনিয়নে নূতন খালে বাঁধ না দিবার জন্য মালিকের প্রার্থনা অনুযায়ী আদালত হইতে ইনজাংশান জারী করা হইয়াছে। ইহাতে ৭টি গ্রামের ৩ হাজার বিঘা জমি নষ্ট হইয়া যাইবে।

বর্দ্ধমানের চিঠি

জনগণের উদ্যোগ খাদ্য-সংকট রুখছে

● বর্দ্ধমানে সম্মিলিত খাদ্য কমিটির জয় ●

বর্দ্ধমানের সস্তায় চাউলের দোকান

কমিউনিষ্ট পার্টি ও ছাত্রফেডারেশনের কর্ম্মীদের চেষ্টায় এবং সর্ব্বদলীয় খাদ্য কমিটির পরিচালনায় বর্দ্ধমানের জনগণ বহুদিন হইতেই সরকারের নিকট গণদরখাস্ত, ডেপুটেশন, কনফারেন্স প্রভৃতি দ্বারা সহরের প্রতি পাড়ায় সস্তাদরের চাউলের দোকান খুলিবার দাবী করিয়া আসিতেছিল। দিন দিন এই আন্দোলন ব্যাপক হওয়ায় কতক স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ১৪ই জুন হইতে বর্দ্ধমান সহরে ৪টি সস্তা দরের চাউলের দোকান খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই দোকানগুলি সপ্তাহে মাত্র ৩ দিন খোলা থাকিবে এবং প্রতি দোকান হইতে দিন ২৫ মণ চাউল বিক্রয় হইবে, চাউলের সের ।৶। অবশ্য বর্দ্ধমান সহরের জনসংখ্যার তুলনায় এই ব্যবস্থা বিশেষ কিছুই নয় তবুও জনগণের পক্ষে এবং খাদ্য কমিটির পক্ষে ইহা এক বিশেষ জয়লাভ। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের মুখকে জনগণের দিকে খানিকটা ঘোরান গিয়াছে। শুধু তাই নয়—ম্যাজিষ্ট্রেটকে খাদ্য কমিটির প্রভাব স্বীকার করিতে হইয়াছে। দোকান খুলিবার পূর্ব্বে তিনি জেলা খাদ্যকমিটির সম্পাদককে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে তিনি যেন প্রতি দোকানে ভলাণ্টিয়ার দিয়া ভীড় নিয়ন্ত্রণ করা ও বিক্রী তদারক করার সাহায্য করেন। ইহাতে খাদ্য কমিটির কাজে সুবিধা হয়।

খাদ্য সারিতে শৃংখলা রক্ষা

দোকান খুলিবার প্রথম দিন হইতেই খাদ্য কমিটির ভলাণ্টিয়ারগণ প্রতি দোকানে যাইয়া ক্রেতার ভীড় নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। তাহাদিগকে এক লাইনে দাঁড় করাইয়া দিতেছে, লাইনে শৃংখলা রক্ষা করিতেছে, যাহাতে কোন পক্ষপাতিত্ব না হয় তাহা দেখিতেছে, দোকানদার যাহাতে অন্যায় ব্যবহার না করে এবং মাপে কম না দেয় তাহা দেখিতেছে।

খাদ্য কমিটির ভলাণ্টিয়ারদের মধ্যে ছাত্র ফেডারেশনের এবং ট্রেড ইউনিয়নের ভলাণ্টিয়ারই বেশী। তাহারা নিয়মিতভাবে কাজ চালাইয়া যাইতেছে। এ বিষয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজ প্রশংসারযোগ্য। যদিও এই সমিতি অতি অল্পদিন গড়িয়া উঠিয়াছে, তবুও ইহা ইতিমধ্যেই খাদ্য আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। মহিলাদের জন্য পৃথক দোকানের ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহারা গণদরখাস্ত, ডেপুটেশন ইত্যাদির সাহায্যে আন্দোলন করিতেছে। ১৮ই জুন মহিলা সমিতির ১৪ জন ভলাণ্টিয়ার ২টি দোকানে মহিলা ক্রেতাদের মধ্যে শৃংখলা রক্ষা করেন। ২টি মহিলা কর্ম্মী খাদ্য সারিতে যাইবার জন্য রাত্র ৩।০ টায় উঠিয়া ঘরের কাজকর্ম্ম সারিয়া রাখিয়া সকালে খাদ্য সারিতে আসিয়া কাজ করিয়াছেন।

এ, আর, পি ভলাণ্টিয়ারগণ প্রতি দোকানে সকলের সহিত সহযোগীতায় কাজ করিতেছে। এই কাজে তাহদের দায়ীত্বজ্ঞান বেশ দেখা যাইতেছে।

আজিকার দিনে এই তিন হাজার বিঘার জমি আবাদ হইলে হাজার হাজার লোক খাইয়া বাঁচিবে, তাই ইনজাংশন প্রত্যাহার করিয়া খাল বাঁধিতে দিবার দাবী জানাইয়া গণ দরখাস্ত করা হইতেছে। এ পর্য্যন্ত ৩২৫টি সই যোগাড় হইয়াছে।

যশোহরের কর্ম্মীরা শপথ নিয়াছে, লুটতরাজ ঠেকাইব, খাবার ফসল বাড়াইব, দেশরক্ষা করিব।

বোয়হাটের দোকানে একজন এ, আর, পি কর্ম্মীই দোকানদার ওজনে চাল কম দিতে থাকায় তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। দোকানদার ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সরাইয়া লইবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানায়। কিন্তু তদন্তের ফলে সমস্ত ঘটনা প্রকাশিত হওয়ায় দোকানদারের কারসাজি ব্যর্থ হইয়াছে—এ, আর, পি কর্ম্মীর কাজের সম্মান রক্ষা হইয়াছে।

ক্রেতা জনগণের মনোভাব

যাহারা খাদ্য সারিতে শৃংখলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিতেছে। এবং তাহাদের মধ্য হইতে ২১ জন উৎসাহী হইয়া ভলাণ্টিয়ারের কাজ করিবার জন্য আগাইয়া আসিতেছে। কিন্তু দোকানের সংখ্যা অতি কম হওয়ায় প্রতিদিন প্রতি দোকান হইতে ৫।৭ শত লোক বিফল হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। এ অবস্থা কতদিন চলিতে পারে? আরো দোকান চাই।

দোকানের মালিকদের মধ্যে ২১ জন ভলাণ্টিয়ারদের সাথে মোটামুটি ভাল ব্যবহার করিতেছে, কিন্তু ২১ জন খারাপ ব্যবহার করিতেছে কারণ এই সব ভলাণ্টিয়ারদের উপস্থিতির ফলে কোন কারসাজি সম্ভব হইবে না। তাই তাহারা বিভেদ সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেছে।

এই সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিতে হইবে। বিভিন্ন ও কেকশনে হিটলারী বাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাজিত না করিত, তাহা হইলে আজ এখানে ফ্যাসিষ্ট তাণ্ডব শুরু হইয়া যাইত। সোভিয়েটের অপূর্ব্ব প্রতিরোধ শুধু বৃটেন ও আমেরিকাকে অস্ত্রবল বাড়াইবার সুযোগ দেয় নি, আমাদের আজিকার গুরু কর্ত্তব্য পালনের সময় দিয়াছে, জাতীয় সরকার নিজের জোরে অর্জ্জন করিয়া জনযুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িবার আহ্বান দিয়াছে।

দ্বিতীয় ফ্রন্ট চাই-ই

রুজভেল্ট লালফৌজের প্রশংসা করিয়া যে বাণী পাঠাইয়াছিলেন, তাহার উত্তরে ষ্টালিন বলিয়াছেন: "সোভিয়েট দুই বৎসর ধরিয়া হিটলার জার্ম্মাণী ও তাহার পদানত দেশগুলির বিরুদ্ধে লড়িয়াছে। উত্তর আফ্রিকায় ইতালী ও জার্ম্মাণীর সৈন্য যথেষ্ট ঝুঁমাত্র থাইয়াছে। শত্রুর চরম পরাজয়ের সময় আজ আসিয়াছে। আমরা জয়ী হইবই, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। আমরা যখন একত্রে পশ্চিম ও পূর্ব্ব হইতে শত্রুকে হাতুড়ি পিটিব, তখন আমাদের বিজয়ে বিলম্ব ঘটিবে না।" মস্কো বেতার আরও বলিয়াছে যে সোভিয়েট মিত্রদের পক্ষে এখনই ইয়োরোপে নামিয়া যুদ্ধ চালাইবার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

লালফৌজ অক্লান্ত উৎসাহে যুদ্ধ চালাইতেছে। পশ্চিমে শত্রু আক্রান্ত না হইলে এখনই সোভিয়েটের পক্ষে বড় দরের আক্রমণ আরম্ভ করার মুহূর্ত্ত আছে। হিটলারীরা যা খাইলেও এখনও একেবারে মুমূর্ষু নয়; পশ্চিমে যদি তাহাদের আক্রমণ করা না হয়, তাহা হইলে এখনও তাহারা সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া সোভিয়েটের বিপুল ক্ষতি করিতে পারে। সোভিয়েট অভিমত এই যে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র না খুলিলে হিটলার জার্ম্মাণীকে পরাজিত করা সম্ভব নয়, আর এ ব্যাপার স্থগিত রাখিলে যুদ্ধ আরও দীর্ঘস্থায়ী হইবে, অর্থাৎ যোদ্ধাদের প্রাণহানি ও অন্যান্য ক্ষতি ভীষণ বাড়িয়া যাইবে। এ অবস্থায় পশ্চিম হইতে জার্ম্মাণীকে আঘাত দিবার প্রকৃষ্ট সময় বহিয়া যাইতেছে, বিলম্ব জনগণের স্বার্থের বিশেষ প্রতিকূল।

সোভিয়েট শত্রুকে বিশ্রাম দেয় নাই

সোভিয়েট বসিয়া নাই। রণক্ষেত্রের সর্ব্বত্র দলে দলে লাল বিমান শত্রুর যাতায়াত ব্যবস্থা ও সরবরাহের কেন্দ্রগুলিকে আক্রমণ করিতেছে। বিশেষত মধ্যরণাঙ্গণে ব্রিয়ানস্ক্ ও ওরলের উপর বিরাট বিমানবাহিনী যাইয়া শত্রুকে ঘায়েল করিয়াছে। পশ্চিম ইয়োরোপে কখন কোথায় কি ঘটে, সেজন্য চিন্তিত রহিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বার বার লালফৌজের আক্রমণে কিছুতেই পাল্টা আক্রমণ শুরু করিবার সাহস সঞ্চয় করিয়া উঠিতেছে না।

খাদ্য দাবীতে মেদিনীপুরের মেথর মজুর

মেদিনীপুরের অন্নাভাবের কথা আজ আর কারুরই অজানা নাই। খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য সহরে জোর আন্দোলন চালানো হইতেছে। শুধু মধ্যবিত্তদের মধ্যেই নয়। ঝাড়ুদার ও মেথর মজুরদের মধ্যেও ইহাতে খুব সাড়া জাগিয়াছে। ১৩ই জুন ৬৫ জন ঝাড়ুদার ও মেথরদের লইয়া একটি সাধারণ সভা হয়। কমরেড অনন্তদের মাঝি সভাপতিত্ব করেন। কমরেড আদিনাথ দাস তাঁর বক্তৃতায় ঝাড়ুদার ও মেথরদের একটি শক্তিশালী ইউনিয়ন গড়িতে বলেন। সভাতেই ৯জন কর্ম্মীকে নিয়া একটি পাড়ায় 'গোখানা ঝাড়ুদার ও মেথর কমিটি' গঠিত হয়। কমরেড অনিল গুপ্ত মেথর ইউনিয়নের প্রয়োজন সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলেন। ইহাতে শহরে মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান ও কর্ম্মচারীদের সমর্থন ও সহযোগিতা পাওয়া যাইতেছে। মেথর ও ঝাড়ুদার মজুররা দেশরক্ষায় তাদের দায়িত্ব ক্রমে বুঝিতেছে।

ঝরিয়া মজুরদের সভা

গত ২৩শে জুন ঝরিয়া মজদুর সঙ্ঘ বগিরি খনি মজুরদের একটি সভা ডাকে। কমরেড হানিফ সভাপতিত্ব করেন ও কমরেড সুবোধ দত্ত, কমরেড বাসু দেও ও কমরেড গঙ্গাধর রায়াকুল বক্তৃতা দেন। তাঁরা বক্তৃতায় বলেন যে, জাতির এই মুক্তিযুদ্ধে মজুরের স্থান সব থেকে আগে। আজ উৎপাদন বাড়াইয়া মজুর তার এই কর্ত্তব্যপালন করিবে। সভায় ৫শত মজুর উপস্থিত ছিল।

যুদ্ধের গতি

★ দুই বছরে ৬৪ লাখ নাৎসী সেনা হতাহত
★ "শত্রুর চরম পরাজয়ের সময় উপস্থিত"
★ স্তগোল জিরোর মিলনে জনগণেরই জয়

লালফৌজের আহ্বান

সোভিয়েট-জার্ম্মাণ যুদ্ধের দুই বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই উপলক্ষে উভয় পক্ষের লোকসান সম্বন্ধে মস্কো হইতে খবর আসিয়াছে। দুই বৎসরের যুদ্ধে জার্ম্মাণদের ৬৪ লক্ষ সৈন্য মরিয়াছে বা কয়েদী হইয়াছে; লালফৌজের ৪২ লক্ষ সৈন্য মারা গিয়াছে বা নিখোঁজ হইয়াছে। শত্রু ৫৬,০০০ কামান, ৪২০০০ ট্যাঙ্ক ও ৪৩,০০০ বিমান হারাইয়াছে; সোভিয়েটের খোয়া গিয়াছে ৩৫০০০ কামান, ৬২০০০ ট্যাঙ্ক ও ২৩০০০ বিমান। সমস্ত ইউরোপের শক্তি শোষণ করিয়া হিটলার সোভিয়েট ধ্বংসে নামিয়াছিল। বিপুল ক্ষতি সহ্য করিয়া বীর লালফৌজ তাহাকে বাধা দিয়াছে, আসন্ন দুঃখণে হিটলার ক্রমেই বিচলিত হইতেছে। এত বড় যুদ্ধ কখনও ইতিহাসে ঘটে নাই, সোভিয়েটের কৃতিত্বেরও কোন তুলনা নাই।

মস্কোতে নিযুক্ত ভূতপূর্ব্ব মার্কিণ দূত মিষ্টার ডেভিস্ সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের পত্র লইয়া ষ্টালিনের নিকট গিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন—"যুদ্ধে সোভিয়েট আমাদের সাহায্য না করিলে আমরা মারাত্মক বিপদে পড়িতাম। লালফৌজ হিটলারকে না আটকাইলে জার্ম্মাণরা বোধ হয় আফ্রিকা দখলে রাখিত, তিউনিসিয়া-বিজয় অসম্ভব করিত, এবং ভারতবর্ষে কিম্বা পারস্য উপসাগরে জাপানীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিত। তাহা হইলে আজ আমাদের শত্রুরা নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিত।"

হিটলার-তোজোর মিলন সম্ভবতঃ আমাদের এই ভারতবর্ষেই ঘটিত। যদি লালফৌজ ষ্টালিনগ্রাদ না রক্ষিত, তাহা হইলে আজ এখানে ফ্যাসিষ্ট তাণ্ডব শুরু হইয়া যাইত। সোভিয়েটের অপূর্ব্ব প্রতিরোধ শুধু বৃটেন ও আমেরিকাকে অস্ত্রবল বাড়াইবার সুযোগ দেয় নি, আমাদের আজিকার গুরু কর্ত্তব্য পালনের সময় দিয়াছে, জাতীয় সরকার নিজের জোরে অর্জ্জন করিয়া জনযুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িবার আহ্বান দিয়াছে।

দ্বিতীয় ফ্রন্ট চাই-ই

রুজভেল্ট লালফৌজের প্রশংসা করিয়া যে বাণী পাঠাইয়াছিলেন, তাহার উত্তরে ষ্টালিন বলিয়াছেন: "সোভিয়েট দুই বৎসর ধরিয়া হিটলার জার্ম্মাণী ও তাহার পদানত দেশগুলির বিরুদ্ধে লড়িয়াছে। উত্তর আফ্রিকায় ইতালী ও জার্ম্মাণীর সৈন্য যথেষ্ট ঝুঁমাত্র থাইয়াছে। শত্রুর চরম পরাজয়ের সময় আজ আসিয়াছে। আমরা জয়ী হইবই, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। আমরা যখন একত্রে পশ্চিম ও পূর্ব্ব হইতে শত্রুকে হাতুড়ি পিটিব, তখন আমাদের বিজয়ে বিলম্ব ঘটিবে না।" মস্কো বেতার আরও বলিয়াছে যে সোভিয়েট মিত্রদের পক্ষে এখনই ইয়োরোপে নামিয়া যুদ্ধ চালাইবার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

লালফৌজ অক্লান্ত উৎসাহে যুদ্ধ চালাইতেছে। পশ্চিমে শত্রু আক্রান্ত না হইলে এখনই সোভিয়েটের পক্ষে বড় দরের আক্রমণ আরম্ভ করার মুহূর্ত্ত আছে। হিটলারীরা যা খাইলেও এখনও একেবারে মুমূর্ষু নয়; পশ্চিমে যদি তাহাদের আক্রমণ করা না হয়, তাহা হইলে এখনও তাহারা সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া সোভিয়েটের বিপুল ক্ষতি করিতে পারে। সোভিয়েট অভিমত এই যে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র না খুলিলে হিটলার জার্ম্মাণীকে পরাজিত করা সম্ভব নয়, আর এ ব্যাপার স্থগিত রাখিলে যুদ্ধ আরও দীর্ঘস্থায়ী হইবে, অর্থাৎ যোদ্ধাদের প্রাণহানি ও অন্যান্য ক্ষতি ভীষণ বাড়িয়া যাইবে। এ অবস্থায় পশ্চিম হইতে জার্ম্মাণীকে আঘাত দিবার প্রকৃষ্ট সময় বহিয়া যাইতেছে, বিলম্ব জনগণের স্বার্থের বিশেষ প্রতিকূল।

সোভিয়েট শত্রুকে বিশ্রাম দেয় নাই

সোভিয়েট বসিয়া নাই। রণক্ষেত্রের সর্ব্বত্র দলে দলে লাল বিমান শত্রুর যাতায়াত ব্যবস্থা ও সরবরাহের কেন্দ্রগুলিকে আক্রমণ করিতেছে। বিশেষত মধ্যরণাঙ্গণে ব্রিয়ানস্ক্ ও ওরলের উপর বিরাট বিমানবাহিনী যাইয়া শত্রুকে ঘায়েল করিয়াছে। পশ্চিম ইয়োরোপে কখন কোথায় কি ঘটে, সেজন্য চিন্তিত রহিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বার বার লালফৌজের আক্রমণে কিছুতেই পাল্টা আক্রমণ শুরু করিবার সাহস সঞ্চয় করিয়া উঠিতেছে না।

দনেৎস্ নদী অঞ্চলে যুদ্ধ অবিরত চলিয়াছে। কিন্তু শত্রু যখনই নদী পার হইবার চেষ্টা করিয়াছে, তখনই ব্যর্থ হইয়াছে। বালাক্লেয়ার নিকটে যে সব শত্রু নদী পার হইয়াছিল, তাহাদের নিশ্চিহ্ন করা হইয়াছে। রষ্টভের পশ্চিমে সোভিয়েট কামান শত্রুকে বিধ্বস্ত করিতেছে। ভল্‌কভ ও লেনিনগ্রাদ অঞ্চলে প্রায়ই উভয় পক্ষের শক্তিপরীক্ষা চলিতেছে। জার্ম্মাণরা স্বীকার করিয়াছে যে ওরলের নিকট ও ভেলিকিলুকির পশ্চিমে লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে।

জার্ম্মাণরা পাল্টা বিমান আক্রমণ কয়েকবার করিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর শত্রু এখন খুবই সতর্ক, আগের মত দম্ভ তাহার আর নাই। যুদ্ধের দুই বৎসর পূর্ণ হওয়ার দিন জার্ম্মাণ বেতার বলে যে আগে রুষযুদ্ধ সম্বন্ধে যাহা ভাবা গিয়াছিল বা আশা করা হইয়াছিল, সে তুলনায় লড়াই অনেক বেশী দুরূহ ও বিপজ্জনক হইয়াছে।

শুধু বিমান আক্রমণ যথেষ্ট নয়

লালফৌজের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, নরওয়ে প্রভৃতি হিটলারের ভাঁবেদারী দেশে জনসাধারণ অধীর আগ্রহে দ্বিতীয় ফ্রণ্টের অপেক্ষা করিতেছে, হিটলারের জয়ন্ত কর্ত্তৃত্ব দূর করিবার সুযোগের আশায় দিন গণিতেছে। দ্বিতীয় ফ্রণ্ট না খুলিলে যে শত্রুর নিরবিচ্ছিন্ন ভাঙ্গিবে না, তাহা সোভিয়েট বারবার বলিয়াছে। ফাশিষ্টরা বিপদে পড়িয়াছে, এখনই তাহাদের নির্ম্মূল করিতে হইবে।

ভূমধ্যসাগরে এখন মিত্রশক্তির প্রাধান্য। সিসিলি ও ইতালীর মাঝখানে তুমুল বোমা ফেলা হইতেছে। জার্ম্মাণী ও হিটলার-অধিকৃত ইয়োরোপের নিজেকেগুলির উপর খুবই ক্ষতি হইতেছে, হইয়াছে। শত্রুর যে ইহাতে খুবই ক্ষতি হইতেছে, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিলে হিটলারের নাভিশ্বাস উঠিবে বলিয়া সম্প্রতি শত্রু সোভিয়েট-জার্ম্মাণ মিটমাট সম্বন্ধে কতগুলি আজগুবি গুজব রটাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, গুজব রটাইয়া মিত্রপক্ষে ভাঙন ধরাইবার মতলব করিয়াছিল। সে মতলব ফাঁসিয়া গিয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় ফ্রণ্ট আর না খুলিলেই নয়। আকাশে আক্রমণ যত হয় ভাল, কিন্তু স্থলপথে আক্রমণ আরম্ভ না করিলে ফাশিজম্ ধ্বংস পিছাইয়া যাইবে, পৃথিবীর জনগণকে অনির্দ্দিষ্ট কাল ধরিয়া রক্তবন্যায় ভাসিতে হইবে।

উত্তর আফ্রিকার খবর

উত্তর আফ্রিকায় ফরাসীদের মধ্যে ঐকাস্থাপনের চেষ্টা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে মনে হয়। সেখানে দুই সেনাপতি গু গোল্ ও জিরোর মধ্যে মনোমালিন্য কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই। সকলেই জানে যে ফ্রান্সে জনসাধারণের মধ্যে গু গোলের প্রভাব অবিসম্বাদী, ফাশিষ্টবিরোধী সংগ্রামে গু গোল্ প্রথম হইতে লাগিয়া আছেন। জিরোর রাজনৈতিক মতামত সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা শক্ত। অবশ্য তিনি নিজেকে পূর্ণ ফাশিষ্টবিরোধী বলিতেছেন, কিন্তু উত্তর আফ্রিকায় তাঁহার সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ফাশিষ্ট পক্ষপাতীরও একেবারে অভাব নাই। গু গোল্ জনসাধারণের বিষাসভাজন ও প্রকৃত প্রতিনিধি হইলেও ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রতিক্রিয়াপন্থীরা তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচার চালাইয়াছে, জিরোর হাতে ক্ষমতা রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। এ মনোবৃত্তি নির্ম্মূল না হইলে ফাশিজম্ ধ্বংসের সংগ্রামে সাংঘাতিক দুর্ব্বলতা থাকিয়া যাইবে। সম্প্রতি উত্তর আফ্রিকা হইতে যে সংবাদ আসিতেছে, তাহা অবশ্য অনেকটা আশাপ্রদ। যু গোল্ ও জিরো একত্র কাজ করিতেছেন। উত্তর আফ্রিকায় কমিউনিষ্টদের উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তাহা সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। জনগণের জয় যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা সেখানকার রাজনৈতিক হলদ ও চক্রান্তসত্বেও প্রমাণ হইতেছে।

খাদ্যের জন্য অনিবার্য্যরূপে এক হইতেছে। তাহাদের সঙ্গে প্রতিদিন, ২৪ ঘণ্টা থাকিয়া তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে, তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টায় খাদ্য জোগাড় করিতে হইবে। এই কনফারেন্সে আমরা যে-ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছি তাহাতে খাদ্য আন্দোলনে আমাদের নীতির যথার্থই লোকের চোখে আরও ভাল করিয়া ধরিয়া দিবে। প্রত্যেক জনসঙ্ঘ সমিতিতে ইহা বুঝান। নীতি আমাদের ঠিক, কাজে আমাদের সঙ্গে কে পারে? ভেদ নষ্ট করিয়াই আমরা অগ্রসর হইতে পারিব।

বঙ্গীয় খাদ্য সম্মেলন—১ম পাতার শেষাংশ

কোনোদিন দেখে নাই, জেলায় জেলায় বিভিন্ন দলের জনসাধারণ যখন জনরক্ষা সমিতি বা খাদ্য কমিটি গড়িয়া লোকের খাদ্য সংগ্রহের প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল তখন এই প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন দলের অধিকাংশই শুধু মন্ত্রীত্ব প্রভৃতিকে রক্ষা করিতেই ব্যস্ত ছিলেন (অল্প জায়গায় ইঁহারের দু-চার জন জনরক্ষায় সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারা 'অনারেবল এক্সেপশন')—আর আজ সেই সব হোমরা চোমরাই জেলায় জেলায় খাদ্য কমিটি "নিযুক্ত" করিবেন! (মন্ত্রীদের চাকুরী করিয়া তাঁহারা কখনো কিছু গড়িতে সাহায্য করেন নাই, শুধু চাকুরীই শিখিয়াছেন, তাই ভাবাও হইল 'নিযুক্ত' করিবেন)। অর্থাৎ দলাদলির দুয়ার হাট করিয়া খুলিয়া দেওয়া হইল, এখন ইঁহারা নিজেদের খোস খেয়াল মত প্রত্

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

মাতৃভূমি রক্ষায় কমিউনিষ্ট পার্টি

দেড় লাখ টাকার আবেদন

কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস ভারতের রাজনৈতিক সঙ্কট সমাধানের জন্য বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করিয়াছে। জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলিয়া বর্ত্তমান সঙ্কট সমাধান করিবার জন্য কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস ভারতের জনগণকে আহ্বান জানাইয়াছে। দেশরক্ষার মধ্য দিয়া ভারতের স্বাধীনতা লাভ করিবার সুস্পষ্ট এক কর্ম্মপন্থাও কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস ভারতের জনগণের নিকট উপস্থিত করিয়াছে। এই কর্ম্মপন্থা কার্য্যকরী করিবার জন্য পার্টি কংগ্রেস আহ্বান জানাইয়াছে যে, লেনিন দিবসের মধ্যে সারা ভারত হইতে পাঁচ লাখ টাকা সংগ্রহ করা চাই। এই পাঁচ লাখের মধ্যে সওয়া লাখ টাকা এবং গণ-প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের জন্য আরও পঁচিশ হাজার টাকা—মোট দেড় লাখ টাকা বাংলা দেশ হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে।

যখন বাংলার সীমানায় জাপানী দস্যুদল ওত পাতিয়া বসিয়া আছে, যখন জাপানী বোমায় বাংলার নিরীহ নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ প্রাণ হারাইতেছে—তখন কমিউনিষ্ট পার্টিই নিজের মাতৃভূমিকে রক্ষা করিয়া স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইবার জন্য দেশের জনগণকে সংঘবদ্ধ করিতেছে।

৯ই আগষ্ট তারিখে কংগ্রেস নেতাগণের গ্রেপ্তারের পর উত্তেজিত দেশপ্রেমিকগণ যখন নিজেদের দেশরক্ষার ব্যবস্থাগুলির উপরই আঘাত হানিয়া এক সর্ব্বনাশা পথে পা বাড়াইয়াছিল—তখন কমিউনিষ্ট পার্টিই তাঁহাদিগকে সেই ধ্বংসাত্মক কাজ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে। অন্ধ দেশ-প্রেমিকগণের গালিবর্ষণ, আমলাতন্ত্রের লাঠি—কোন কিছুতেই কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণ তাঁহাদের সঠিক দেশপ্রেমের পথ হইতে বিচ্যুত হয় নাই। ৯ই আগষ্টের পরবর্ত্তী দিবসেই কমিউনিষ্ট পার্টি যাহা বলিয়াছিল—গান্ধীজির উপবাসের সময়ে প্রকাশিত চিঠিপত্রে তাহাই সমর্থিত হইয়াছে।

আমেরী কোম্পানী যখন কুৎসা প্রচার করিয়া জগতের চোখে কংগ্রেস ও কংগ্রেস নেতাগণকে পঞ্চমবাহিনী বলিয়া কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে—তখন কমিউনিষ্ট পার্টিই তাহার নির্ভীক প্রচার দ্বারা আমলাতন্ত্রের কারসাজির মুখোস খুলিয়া দিয়া কংগ্রেস ও কংগ্রেস নেতাদের সম্মান অক্ষুন্ন রাখিয়াছে।

দেশময় উত্তেজনা ও বিক্ষোভের সুযোগ নিয়া পঞ্চমবাহিনী তাহার জঘন্য ষড়যন্ত্র সফল করিবার জন্য যখন দেশপ্রেমিকদের ও কংগ্রেসের নেতা সাজিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল, তখন কমিউনিষ্ট পার্টিই পঞ্চমবাহিনীর স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। কমিউনিষ্ট পার্টিই দেশপ্রেমিকদের মধ্যে অনবরত প্রচার চালাইয়া পঞ্চমবাহিনীকে আজ কোণঠাসা করিয়াছে এবং আমাদের মাতৃভূমিকে এক চরম বিপর্য্যয় হইতে রক্ষা করিয়াছে।

গান্ধীজি ও অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তারের পরদিন হইতেই কমিউনিষ্ট পার্টিই নেতাদের মুক্তির জন্য অনবরত প্রচার কার্য্য চালাইয়াছে এবং নেতাদের মুক্তি বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের বাণী জনগণের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

মুসলিম ও অন্যান্য জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকারের নীতিই যে কংগ্রেস লীগ ঐক্য তথা জাতীয় ঐক্য গঠন করিয়া দেশরক্ষার জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট কায়েম করিতে পারে—এই বৈপ্লবিক পথ কম্যুনিষ্ট পার্টিই দেশের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে।

সমস্ত দেশ যখন ভীষণ খাদ্য সংকটে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে—তখন কমিউনিষ্ট পার্টিই আওয়াজ তুলিয়াছে—জনগণের একতার দ্বারা খাদ্য সমস্যার সমাধান কর। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণের চেষ্টাতেই আজ জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের জনগণের খাদ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং জনগণ নিজেরাই আজ সমবায় ভাণ্ডার প্রভৃতি স্থাপন করিয়া খাদ্য সংকট সমাধানে আগাইয়া আসিয়াছে।

কমিউনিষ্ট পার্টিই শ্রমিকগণের নিকট আহ্বান জানাইয়াছে—আজ দেশরক্ষার জন্য উৎপাদন বাড়ানো তোমাদের দেশপ্রেমিকতার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এই শ্লোগানের পিছনে বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি প্রায় ৪০,০০০ শ্রমিককে সংঘবদ্ধ করিয়াছে শ্রমিকগণকে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে উৎসাহিত করিতেছে। কমিউনিষ্ট শ্রমিক ফ্যাক্টরীতে প্রকৃত পক্ষে উৎপাদন বাড়াইয়া সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে জন্যত উৎসাহ সৃষ্টি করিতেছে। কমিউনিষ্ট পার্টিই শ্রমিকগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া শ্রমিকদের দাবী দাওয়া আদায় করিবার জন্য আন্দোলন চালাইতেছে।

কমিউনিষ্ট পার্টিই কৃষকদের নিকট আহ্বান জানাইয়াছে—আজ দেশের খাদ্যসংকট সমাধানের জন্য তথা দেশরক্ষার জন্য ফসল উৎপাদন বাড়ানো তোমাদের দেশপ্রেমিকতার সবচেয়ে বড় পরিচয়। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণই ফসল বাড়ানোর কাজে গ্রামে গ্রামে কৃষকগণকে উৎসাহিত করিতেছে। কমিউনিষ্ট কৃষক মাঠে মাঠে ফসল বাড়ানোর কাজ হাতে-নাতে করিয়া সাধারণ কৃষকদের সামনে বাস্তব দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতেছে। কমিউনিষ্ট পার্টিই বাংলার প্রায় দেড়লাখ কৃষককে সংঘবদ্ধ করিয়াছে এবং কৃষকদের দাবী দাওয়া আদায় করিবার জন্য সংগ্রাম চালাইতেছে।

বিদ্যাশিক্ষার জন্য স্কুল কলেজ খোলা রাখ, বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ, কেরোসিন ইত্যাদি ছাত্রদের একতার জোরে আদায় কর, খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য অন্যান্য গণ-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে অগ্রসর হও—এই সব শ্লোগানের উপর কমিউনিষ্ট পার্টিই বাংলার সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে ছাত্র সমাজকে সংঘবদ্ধ করিতেছে। কমিউনিষ্ট কর্মীগণের অক্লান্ত চেষ্টাতেই ২০,০০০ ছাত্র-ছাত্রী ছাত্রফেডারেশনে সংঘবদ্ধ হইয়াছে।

বাংলার নারী সমাজের ভিতরেও কমিউনিষ্ট পার্টিই দেশপ্রেমের এক অভূতপূর্ব্ব সাড়া জাগাইয়াছে। কমিউনিষ্ট নারী কর্মীদের প্রচেষ্টায় বাংলার নারী সমাজ আজ নিজেরাই সঙ্কট সমাধানে আগাইয়া আসিতেছে। দেশরক্ষার আওয়াজ মেয়েদের নিজস্ব দাবীর উপর এবং কুটিরশিল্প প্রবর্ত্তন করিবার কার্য্যপন্থা নিয়া সারা বাংলার ২৩,০০০ মেয়ে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ভিতর সংঘবদ্ধ হইয়াছে। মেয়েরা নিজেরাই ঘরে ঘরে চরকা তাঁত ইত্যাদির প্রচলন করিতেছে—মেয়েরা নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া খাদ্যসমস্যার সমাধানের দাবী নিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত হইতেছে।

কমিউনিষ্ট পার্টিই আজ দেশরক্ষার জন্য, খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য সমাজের সমস্ত শ্রেণী, সমস্ত সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করিতেছে। আমলাতন্ত্রের বাধা, বিভেদকারীদের কারসাজি, পঞ্চমবাহিনীর হীন ষড়যন্ত্র—এই সমস্ত বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া কমিউনিষ্ট পার্টিই আজ দেশের সামনে দেশপ্রেমের পতাকা উচু করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। দেশপ্রেমের ঐতিহ্য, বাংলার কংগ্রেস আন্দোলনের যা কিছু মহান তাহা কমিউনিষ্ট পার্টিই আজ আগাইয়া নিয়া চলিয়াছে। চারিদিকে যখন দুর্যোগ ও হতাশা, চারিদিকে যখন ভীষণ খাদ্য সংকট ও হাহাকার তখন কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি ও কর্ম্মপন্থাই দেশের সামনে উজ্জ্বল আলো তুলিয়া ধরিয়াছে।

এই কমিউনিষ্ট পার্টিই আজ অর্থের জন্য জনগণের নিকট আহ্বান জানাইতেছে।

শ্রমিক ভাইগণ! কম্যুনিষ্ট পার্টি আপনারাই কম্যুনিষ্ট পার্টির জন্মদাতা—আজ সমস্ত দেশকে রক্ষা করিবার, কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্ম্মপন্থাকে বাস্তব রূপ দিবার প্রধান দায়িত্ব আপনাদেরই। কম্যুনিষ্ট পার্টির তহবিলে যথাসাধ্য অর্থদান করিয়া আপনাদের পার্টিকেই আপনারা আগাইয়া নিয়া চলুন।

কৃষক ভাইগণ! আপনারা আপনাদের মধ্য হইতে শত শত সাচ্চা কর্ম্মী কম্যুনিষ্ট পার্টিতে পাঠাইয়াছেন। কাযুর কমরেডদের মত কমরেডকে আপনারা কম্যুনিষ্ট পার্টিকে দান করিয়াছেন। আপনাদের শক্তি নিয়া কম্যুনিষ্ট পার্টি আজ দেশ-রক্ষার কাজে, দেশকে স্বাধীন করিবার কাজে অগ্রসর হইয়াছে। আপনাদের প্রিয় পার্টিকে যথাসম্ভব অর্থ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করিয়া তুলুন।

বাংলার দেশভক্ত কংগ্রেস ও লীগ পন্থীগণ! বাংলার পক্ষে আজ মহা দুর্দ্দিন। এই দুর্দ্দিনে কম্যুনিষ্ট পার্টি আজ বাঙ্গালীর দেশপ্রেমকে সম্বল করিয়া দেশরক্ষা তথা দেশের স্বাধীনতার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট পার্টিই গান্ধীজি ও অন্যান্য নেতার মুক্তির জন্য অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিতেছে। কম্যুনিষ্ট পার্টিই মুসলিম ও অন্যান্য জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকারের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি আপনারা কম্যুনিষ্ট পার্টিকে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়া বাঙ্গালীর দেশপ্রেম ও ত্যাগের ঐতিহ্যকে মহান করিয়া তুলিবেন।

বাংলার ছাত্র সমাজ! কম্যুনিষ্ট পার্টি আজ আপনাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করিবার জন্য, দেশের সঙ্কট সমাধানের জন্য অগ্রসর হইয়াছে। বাংলার ছাত্রসমাজের সবল দেশপ্রেম, সাহস ও ত্যাগ ভারতের ছাত্র আন্দোলনের তথা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লিখিত আছে। অতীতে বহুবার কম্যুনিষ্ট পার্টির আহ্বানে আপনারা বিপুলভাবে সাড়া দিয়াছেন। আজও কম্যুনিষ্ট পার্টির তহবিলে অর্থ দান করিয়া আপনাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করিবার কাজে, দেশকে রক্ষা করিবার কাজে অগ্রসর হউন।

বাংলার নারী সমাজ! কম্যুনিষ্ট পার্টি আজ দেশরক্ষার কাজে তথা বাংলার মেয়েদের সম্মান রক্ষা করিবার কাজে অগ্রসর হইয়াছে। ভীষণ খাদ্য সংকট আপনাদিগকেই বিব্রত করিয়াছে সব চেয়ে বেশী। এই সংকট সমাধানের জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টির মেয়ে কর্ম্মীরাই আপনাদিগকে সংঘবদ্ধ করিতেছে। আজ অর্থ দিয়া কম্যুনিষ্ট পার্টিকে সাহায্য করিয়া নিজেদের সঙ্কট দূর করিবার জন্য আগাইয়া আসুন।

★ দেশভক্ত বাস মজুরের সিদ্ধান্ত ★

বাস চালু রাখিব! নাগরিক জীবন বিপন্ন হইতে দিব না!

● পুলিশ কর্ত্তৃক দাবী স্বীকার ●

কলিকাতার দুই হাজার বাস চালক ও কণ্ডাক্টার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন কলিকাতার নাগরিক জীবন তাহারা বিচ্ছিন্ন হইতে দিবেন না। দেশের এই মহানংকটে তাহারা বাস চালু রাখিয়া দেশরক্ষা ব্যবস্থাকে দৃঢ় রাখিবেন। বাস ষ্ট্রাইক তুলিয়া লইয়া তাঁহারা ইহাই প্রমাণ করিলেন।

গত ২১শে জুন দুপুর বেলা সমস্ত কলিকাতায় বাসশূন্য হইয়া পড়ে। প্রায় চারিশত বাসের একটিও পথে বাহির হয় না। নাগরিকরা চঞ্চল হইয়া উঠে। ট্রামের ভীড় শতগুণ বাড়িয়া যায়। এমনি করিয়া চারদিন চলে বাস চালক ও কণ্ডাক্টরদের ষ্ট্রাইক।

কিছুদিন হইতেই বাস কণ্ডাক্টরদের সহিত ট্রাফিক পুলিশের গোলমাল চলিতেছিল। অতিরিক্ত যাত্রী বহন করিবার অভিযোগে কণ্ডাক্টর ও বাস চালকদের উপর প্রায়ই অযথা অত্যাচার করা হইত। মামলাও দায়ের হইয়াছে অনেক। গত তিন সপ্তাহে একজন কণ্ডাক্টরের বিরুদ্ধেই চোদ্দবার সমন জারী করা হইয়াছে।

ট্রাম ও বাসের সংখ্যা কম থাকায় বাসযাত্রীদের সংখ্যা অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। বাসের ভীড় নিয়ন্ত্রিত করা বাস কণ্ডাক্টরদের পক্ষে মোটেই সম্ভব হইত না। ফলে কণ্ডাক্টদের উভয় বিপদ—যাত্রীরা হইতেন মনক্ষুন্ন, পুলিশেরও হাঙ্গামায় কণ্ডাক্টদের অস্থির হইতে হইত। তাই কোন উপায় না দেখিয়া বাস কণ্ডাক্টর ও চালকরা ষ্ট্রাইক করেন।

কিন্তু এই ষ্ট্রাইকের ফলে কলিকাতার নাগরিক জীবন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে যে দেশেরই ক্ষতি, ইহার সুযোগে যে শত্রু মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে, এই কথা ভাবিয়া ট্রামের বাহাদুর মজুরদের প্রতিনিধিরা বাস চালকদের বুঝাইতে থাকেন। একদিন জাপানী বোমা তুচ্ছ করিয়া, দাবী-দাওয়ার দিকে না তাকাইয়া ট্রামের মজুররা বীরত্বের সাথে কলিকাতার নাগরিক জীবন চালু রাখিয়া প্রকৃত দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই আদর্শ আজ বাস চালক ও কণ্ডাক্টরদেরও উদ্বুদ্ধ করিল। তাঁহারা বাস চালু রাখিবার দেশপ্রেমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন তাঁহাদের শক্তির উৎস তাঁহাদের একতা ও দেশবাসীর সমর্থন। তাই তাঁহারা তাঁহাদের ট্রাম মজুর ভাইদের মত মজুরত ইউনিয়ন তৈরী করিলেন। বাস চালু রাখিয়া কলিকাতাবাসীর সহানুভূতি ও সমর্থন দাবী করিলেন।

বাস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইলেন ট্রাম মজুরদের বিখ্যাত নেতা ও অক্লান্ত কর্ম্মী কমরেড ইসমাইল। সহকারী সেক্রেটারী হইলেন বাসের প্রিতম সিং। প্রত্যেক রুটের এক জন করিয়া ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টর লইয়া কার্য্যকরী কমিটি গঠিত হইল। বাসের দুই হাজার মজুর আজ এক হইলেন। তাঁহারা ট্রাম মজুরদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বাসচালক ও কণ্ডাক্টরদের বাস চালু রাখিবার, সিদ্ধান্ত তাঁহাদের দাবীকেও ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। তাই পুলিশ কমিশনার ও ইউনিয়নের প্রতি-নিধিদের আলোচনায় নিম্নলিখিত শর্ত্ত ঠিক হইল :-

(১) বাসের পিছনের বাম্পার অপসারণ করিতে হইবে। (২) পুলিশ বাসের ভিতরের যাত্রীসংখ্যার জন্য কোনরূপ অভিযোগ আনিতে পারিবে না। (৩) বাসের বাহিরে বিনাটিকিট যাত্রীদের অভিযুক্ত করা হইবে, কাণ্ডাক্টরা তাহাদের টিকিট দিলে কণ্ডাক্টররা অভিযুক্ত হইবেন। (৪) সকল বাসগুলিই থামিবার স্থানে ফুটপাথের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইবে, পুলিশ সেখানে ভীড় জমিতে দিবে না। (৫) যে সকল বাস ষ্টপে ভীড় হয় পুলিশ সেই সকল স্থানে যাত্রী নিয়ন্ত্রণ করিবে। বাস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পরামর্শ অনুযায়ী মিঃ সোদী এইরূপ ষ্টপের তালিকা পুলিশকে দিবেন। কোন সময়ে ভীড় হয় তাহাও জানাইতে হইবে। (৭) যুদ্ধ নিবারণের জন্য কালিঘাট ব্রীজ, শ্যামবাজার এবং সিয়ালদহে বিশেষ পরিদর্শকের ব্যবস্থা থাকিবে। (৮) গুরুতর দুর্ঘটনা ব্যতিত ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টরদের থানায় লইয়া যাওয়া হইবে না। (৯) কিছু বাস বাড়াইবার চেষ্টা করা হইবে। (১০) যে সব সমন জারী করা হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া সম্ভব হইলে উঠাইয়া লইতে হইবে।

বাহাদুর বাস চালক ও কণ্ডাক্টররা বাস চালু রাখিয়া যে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়াছেন, কলিকাতা-বাসী তাহা মনে রাখিবে, তাঁহাদের উপর যাহাতে অযথা অত্যাচার না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। সাবাস বাস মজুর, তোমার পিছনে আছে সমস্ত কলিকাতাবাসী।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

প্রতি সংখ্যা ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪॥, ৬ মাস ২॥, ৩ মাস ১।০

★

সম্পাদক :
বঙ্কিম মুখার্জি এম,এল,এ
২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জনযুদ্ধ

২য় বর্ষ ● বুধবার, ৭ই জুলাই ১৯৪৩, ২২শে আষাঢ় ১৩৫০ ● ১১শ সংখ্যা

চীন প্রত্যাগত ডাঃ বসুর বিবৃতি

● চীনের লড়াই সমগ্র এসিয়ার স্বাধীনতার লড়াই ●

"চীন যুদ্ধের ছয় বৎসর পার হইয়া গেল। দুর্দ্ধর্ষ জাপানী ফাসিষ্টরা চীনকে দমাইতে পারে নাই। চীনের ৪৫ কোটি মানুষ বীরের মত মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে। সামান্য মাত্র হাতিয়ার সম্বল, যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম নগণ্য, ওষুধ-পত্রের অভাব, তবু চীনের জনসাধারণ যে বীরত্ব ও সাহসের সাথে ফাসিষ্ট শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়িতেছে, দুনিয়ার ইতিহাসে তাহা অতুলনীয়। আমি নিজে দীর্ঘ পাঁচ বছর চীনের রণক্ষেত্রে ঘুরিয়াছি, নিজের চোখে দেখিয়াছি চীন সৈনিকদের অদ্ভুত বীরত্ব, দেখিয়াছি চীন জনসাধারণের অপূর্ব্ব দেশপ্রেম। জাতিতে জাতিতে বিভেদ তাহারা ভুলিয়াছে, পার্টির দলাদলি তাহারা ভুলিয়াছে—চীনের সমস্ত মানুষ লৌহদৃঢ় একতায় বাধা দিতেছে জাপানী ফাসিষ্টদের।

"উত্তর চীনে জাপানী অধিকৃত অঞ্চলের পশ্চাৎ ভাগে চীন সেনাবাহিনী ঘাঁটি তৈরী করিয়া শত্রুকে বাধা দিতেছে। এমনি ঘাঁটির সংখ্যা উত্তর চীনে অসংখ্য। কোন কোন ঘাঁটির এলাকা বাংলার এক একটা ডিভিসনের মত। জাপানী সৈনিকরা চীনাদের যমের মত ভয় করে। একলা কোথাও যাইবার সাহস তাহাদের নাই। প্রতি মুহূর্ত্ত মৃত্যু বিভীষিকায় তাহাদের কাটাইতে হয়। চীনের গেরিলার নামে তাহাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে তথাকথিত জাপানী অধিকৃত চীন হইল কতকগুলি রেল লাইন ও মোটর রাস্তার চারি পাশ মাত্র। গ্রামাঞ্চল সব স্বাধীন। সেখানে চলিয়াছে পূর্ণ গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট—গেরিলা আর্মি ও আত্মরক্ষা বাহিনীর রক্ষায়।

"চীনের জনসাধারণ বিশ্বাস করে তাহারা শুধু চীনের স্বাধীনতাই রক্ষা করিতেছে না, তাহারা সমগ্র এশিয়ার স্বাধীনতার জন্য লড়িতেছে, ফাসিষ্ট দস্যুদের হাত হইতে এশিয়ার সমস্ত মানুষের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে।

"আমাদের কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশনকে তাহারা অজস্র অভিনন্দন জানাইয়াছে। এশিয়ার দুইটি প্রাচীন জাতি কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া এশিয়ার স্বাধীনতা রক্ষায় অগ্রসর হইবে, ইহাই তাহারা কামনা করে। ভারত হইতে যে কোন সাহায্য তাহারা সানন্দে গ্রহণ করিবে। চীনে আজ প্রয়োজন ডাক্তার, নার্স, ওষুধপত্র। ভারতবাসী এ সাহায্যে অগ্রসর হইবে, তাহাদের বিশ্বাস।

"ভারতের কংগ্রেসসেবী ও ভারতের জনসাধারণের নিকট এবং ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির নিকট মাও-সে-তুং ও চু-টে আবেদন ও অভিনন্দন বাণী পাঠাইয়াছেন। চীনের এ আবেদনে ভারতবাসী সাড়া দিবেন আশা করি।"

চীন হইতে সদ্য প্রত্যাগত ডাঃ বিজয় বসু 'জনযুদ্ধের' ষ্টাফ রিপোর্টারের নিকট বিশেষ বিবৃতিতে উপরের কথাগুলি বলেন। পাঁচ বছর আগে কংগ্রেস হইতে চীনে যে মেডিক্যাল মিশন পাঠান হইয়াছিল ডাঃ বসু ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। ডাঃ বসু মৃত্যু তুচ্ছ করিয়াও তাঁহার উপর ন্যস্ত গুরু দায়িত্ব সাফল্যের সাথে পালন করিয়াছেন, চীনাবাসীর প্রশংসাভাজন হইয়াছেন, ভারতের সাথে চীনের অচ্ছেদ্য একতার সূত্র স্থাপন করিয়াছেন, সে জন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

চীন যুদ্ধের সপ্তম বর্ষে

চীন যুদ্ধের ছয় বছর পার হইয়া গেল। এই দীর্ঘ ছয় বৎসর অক্লান্ত শ্রম, অশেষ আত্মত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও অসীম বীরত্বের সাথে চীনাবাসী জাপানী কাশিষ্টদের রুখিতেছে, চীনের তথা সমগ্র এসিয়ার স্বাধীনতার লড়াই লড়িতেছে, সে জন্য বীর চীনবাসীদের অভিনন্দন!

আমাদের পূর্ব্ব সীমান্তে মালয় গিয়াছে, ব্রহ্ম গিয়াছে, বাংলার সীমান্তে শত্রু উপস্থিত, এমনি দিনে চীনের রণক্ষেত্রে জাপানীদের ঘায়েল করিয়া বীর চীনাবাসী আমাদেরও সীমান্তই রক্ষা করিতেছে। চীনের লড়াই আমাদেরও স্বাধীনতার লড়াই।

একা চীনেরই হাতে জাপানী ফাশিষ্টদের ২৩ লাখ সেনা হতাহত হইয়াছে। জাপানী ফাশিষ্টদের সে দম্ভ আর নাই। কিন্তু স্বাধীনতার এ যুদ্ধে চীনকেও অনেক রক্ত দিতে হইয়াছে। বীর শহীদের মৃতদেহে চীনের প্রান্তর ভরিয়া উঠিয়াছে। পাঁচ বছরে চীন হারাইয়াছে তার ৭০ লাখ বীর সন্তান।

তবু চীন দমে নাই। ঐক্যবদ্ধ মহাজাতি চীন, চীনের প্রাচীরেরই মত অলঙ্ঘ্য শক্তিতে শত্রুর প্রতিরোধ করিতেছে। রক্তমাংস দিয়া তাহারা গড়িয়া তুলিতেছে নতুন মহাপ্রাচীর। **চীনকে অভিনন্দন!**

★ কলিকাতায় বিরাট পার্টি সমাবেশ ★

দেশরক্ষার দৃঢ় সংকল্প

★

কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য ও দরদীদের সমাবেশ। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলটি লোকে লোকারণ্য। তিল মাত্র স্থান নাই। শত শত লোককে স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতে হইল। কলিকাতাবাসীর মাঝে কমিউনিষ্ট পার্টি আজ কতখানি প্রসার লাভ করিয়াছে—তাহারই প্রমাণ দিল গত রবিবারের এই সমাবেশ। সমাবেশের উদ্দেশ্য ছিল বোঝাই পার্টি কংগ্রেসে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার মর্ম্ম সভ্য ও দরদাদের বুঝাইয়া দেওয়া।

পোষ্টার প্রদর্শনী

সভা হইবার একঘণ্টা আগে পোষ্টার প্রদর্শনী হয়। কমরেড চিত্তপ্রসাদের বিখ্যাত ছবিগুলি, সোভিয়েট হইতে আনা ছবি ছাড়াও দেখা যায় অসংখ্য পোষ্টার ও ছবি যা জেলা কমিটির নূতন নূতন কর্ম্মীরা আঁকিয়াছেন। কলিকাতা কমিটির কাজ ও এবং পার্টির মূল শ্লোগানগুলিকে এইসব নূতন শিল্পী কর্ম্মীরা ছবি ও পোষ্টারে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। অবহেলিত, শোষিত মজুর ও কৃষক শ্রেণী হইতে যে শ্রেষ্ঠ শিল্পী বাহির হইয়া আসে ইহা কমিউনিষ্ট পার্টি কেবল বিশ্বাসই করে না কাজেও দেখাইয়া দেয়। এই শিল্পীর দলে ট্রাম শ্রমিক নেতা চতুরআলি ও বারাকপুরের কমরেড ইর্সাদ তাহা দেখাইয়াছেন।

সভা

সভার কার্য্য পরিচালনার জন্য সভাপতি পরিষদে আসিলেন জামিনে মুক্ত নেতা কমরেড পাঁচু ভাদুড়ী (সভাপতি), কিশোর বাহিনীর চিন্ময়, মহিলা ফ্রণ্টের শান্তি সরকার, ছাত্র কর্ম্মী রঞ্জিৎ গুহ এবং বিজলী শ্রমিক নাহার সিং। সভার বক্তাদের মধ্যে প্রথমে আসিলেন সদ্য চীন প্রত্যাগত কমরেড ডাক্তার বি, কে বসু। ইনি কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশনের সাথে চীনে গিয়াছিলেন এবং এতদিন পর্য্যন্ত চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির লালফৌজের সঙ্গে কাজ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার কথা শুনিবার জন্য তাই সভায় দেখা গেল অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ। মহাচীন—সান ইয়াৎ সেন, চিয়াং কাইশেক, মাও সে তুং ও চুতের চীন। তাহাদের একতার সংগ্রাম ফ্যাশিষ্ট জাপান প্রতিরোধের জ্বলন্ত ইতিহাস। ডাঃ বসু বলিলেন চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির শক্তির কথা (বর্ত্তমানে ৮ লক্ষ সভ্য), তাহার প্রভাবের কথা এবং জাতীয় ঐক্য রক্ষার সংগ্রামের কথা। তিনি বলিলেন—চীনে কমিউনিষ্ট পার্টি চায় যে ভারতের জনগণ যেন চীনের এই ঐক্যের সংগ্রামের ইতিহাস নিজ দেশের ইতিহাসের সঙ্গে মিলাইয়া দেখে। ডাঃ বসুর বক্তৃতা শেষে সভায় আওয়াজ উঠিল চিনি হিন্দি ভাই ভাই। প্রত্যেকটি কমরেডের চোখ মুখ হইতে বোঝা গেল চীনের জনগণ আজ এই বিরাট মুক্তি সংগ্রামে যেন ভারতের জনগণের পাশে নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার আগে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মার্চ্চ ও ব্যাণ্ডের শব্দ যে সামরিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া দিল তাহারই রেশ কানে আসিতে লাগিল এবং মনে হইল যেন দুটি বিরাট জাতির কোটী কোটী মানুষ আগাইয়া আসিতেছে নিজ দেশের সু দুনিয়ার স্বাধীনতা কায়েম করিতে।

কমরেড রণেন সেন ও সোমনাথ লাহিড়ী হিন্দিতে কংগ্রেসের রিপোর্টিং করেন। কমরেড ভবানী সেন বাংলা রিপোর্টিং করিলেন। কমরেড সেন বলিলেন যে পার্টির শক্তি হইল পার্টির দেশপ্রেমিক নীতি। এই দেশপ্রেমিক নীতিই আজ এই গুরুতর সংকটে পার্টিকে শুধু অভূতপূর্ব্ব লাঞ্ছনা ও নিন্দার হাত হইতে রক্ষা করে নাই পার্টিকে আশ্চর্য্যজনক ভাবে বিস্তৃত করিয়াছে।

পার্টি আজ ভারতের অমানিশার অন্ধকারে একমাত্র আশার আলোক। আজ প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেকটি পরিবার, প্রত্যেকটি সম্প্রদায় ও প্রত্যেকটি জাতিকে নিজ নিজ স্বার্থে পার্টির দিকে টানিয়া আনিতে হইবে। দেশের এই দুর্দ্দিনে দেশের জন্য সর্ব্বস্ব উজাড় করিয়া দিবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। কমরেড সেনের বক্তৃতায় সমস্ত কমরেডরা অভূতপূর্ব্ব সাড়া দেন—মুহুর্মুহু করতালি ধ্বনি দ্বারা তাহা সূচিত হয়। কমরেড সেন সভার ফাণ্ড তুলিবার যে আহ্বান দেন তাহাতে প্রায় ২০০ টাকার উপর উঠে। ইহার পর জেলা কমিটির সম্পাদক কুমুদ বিশ্বাস কলিকাতার কাজ সম্পর্কে একটি তুলনা-মূলক রিপোর্ট পাঠ করেন এবং দেখাইয়া দেন যে সংকট কালেও কলিকাতা পার্টি কিরূপ শক্তিশালী হইয়াছে। তিনি শেষে বলেন যে এই সাফল্যের ভিত্তিতে তিনি আশা করেন যে—যে কোটা কলিকাতা কমিটির উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে তাহা ছাড়াইয়া যাইবে। কমরেডরা আনন্দধ্বনির মধ্যে এই উক্তি সমর্থন করেন।

কলিকাতা ও লেনিনগ্রাদের মা

লেনিনগ্রাদের মা সন্তানকে ফাসিষ্ট বিরোধী দেশরক্ষার যুদ্ধে পাঠাইয়া দেখিয়া আসেন সন্তান ভাল

সম্পাদকীয়

★ সস্তাদরে খাদ্য চাই ★

বাংলার আইন পরিষদের বৈঠক আরম্ভ হইয়াছে। পরিষদের সম্মুখে সকল সমস্যার বড় সমস্যা খাদ্য সংকট। এ সমস্যা আজ এত জরুরত যে ইহার জন্য পরিষদের প্রত্যেক দলকেই তাহার দলগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

লীগ মন্ত্রীত্ব গঠিত হইবার পর আইন সভার এইটি প্রথম বৈঠক। বিরোধী দলের মনে জাগিতেছে গভর্ণরের কীর্ত্তির কথা। হক মন্ত্রীমণ্ডলীকে অন্যগত ভাবে তাড়ান হইয়াছে, লীগ কেন সে ক্ষেত্রে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিল, এই কথাই তাহাদের মনে বেশী আলোড়ন তুলিতেছে। কিন্তু জনগণের কাছে এ কথা আজ বড় কথা নয়।

আজ জনগণের একমাত্র কথা সস্তাদরে খাদ্য চাই।

মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরোধী দলগুলি একথা ভাল করিয়াই জানেন যে জনগণের মনে আজ আর খাদ্যের চেয়ে কোন বড় প্রশ্ন নাই, তাই মন্ত্রীমণ্ডলীকে জব্দ করিবার জন্য খাদ্য সমস্যাকেই অস্ত্র করিয়াছেন। লীগ মন্ত্রী সভা খাদ্যের জন্য কি কি করেন নাই তাহাই হয়ত লীগের উপর তাঁহাদের আক্রমণের বিষয় বস্তু হইবে। এই কাজে কংগ্রেসকেও তাঁহারা দলে টানিতেছেন।

জনগণের স্বার্থে আইন সভার সদস্যগণকে আমরা জানাইয়া দিতে চাই যে মন্ত্রীমণ্ডলীকে জব্দ করিয়া হক সাহেবের সম্মান রক্ষা করা যাইতে পারে, লীগকে সরাইয়া নূতন মন্ত্রীত্ব গঠন করিয়া লাটসাহেবকে জব্দ করিলাম ভাবিয়া বাহাদুরী করা যাইতে পারে, কিন্তু জনগণকে খাদ্য দেওয়া যায় না।

খাদ্যের জন্য চাই কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্য। যে পথে কংগ্রেস এবং লীগের ভেদ বাড়িবে সে পথে আসিবে দুর্ভিক্ষ এবং অরাজকতা।

কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্য ছাড়া কাহার সাধ্য মজুতকারীদের লুকানো চালের গুদাম ও ধানের গোলা টানিয়া বাহির করে? কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্য ছাড়া কাহার সাধ্য অন্যান্য প্রদেশ হইতে চাউল আনিবার ব্যবস্থা করে? কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্য ছাড়া কাহার সাধ্য ক্ষুধাতুরের উত্তেজনা থামায়, দুঃস্থদের মনে ভরসা দেয়, লুঠতরাজ ও অরাজকতা বন্ধ করে?

কংগ্রেস যদি বিরোধী দলে যোগ দিয়া মন্ত্রীমণ্ডলীকে জব্দ করিবার কাজে সাহায্য করে তবে তাহার ফলে সম্মিলিত মন্ত্রীত্ব আসিবে না, তাহার ফলে আসিবে কংগ্রেস এবং লীগের সংঘর্ষ। সে সুবিধা ভোগ করিবে কংগ্রেসের প্রত্যেক শত্রু, সে সুবিধা ভোগ করিবে প্রত্যেক মজুতকারী এবং মুনাফা খোর।

দেশের আর সব দল একত্র হউক না কেন তাহাতে কিছুই আসে যায় না। কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্য যদি না হয় সংকটের সমাধান অসম্ভব।

তাই আজ জনগণের স্বার্থে কংগ্রেস যেন বিরোধী দলে না যায়, কংগ্রেস যেন এসেম্বলীর ভোটাভোটিতে মন্ত্রীমণ্ডলীকে জব্দ করিবার রাস্তা না নেয়, কংগ্রেস যেন লীগের সাথে তাহার ব্যবধান না বাড়ায়। লীগেরও কর্ত্তব্য ইউরোপীয় দলের সঙ্গে সহযোগিতার মোহ বর্জ্জন করা।

মজুত বিরোধী অভিযানের ভিতর লীগ মন্ত্রিসভা আমলাতন্ত্রকে বাধ্য করিয়াছে জনগণের সাথে সহযোগিতা করিতে, জনগণের খাদ্য কমিটি গড়িতে। আমলাতন্ত্রের এত বড় পরাজয় বাংলার ইতিহাসে আর কবে হইয়াছে? এই জন্যই লীগ মন্ত্রিমণ্ডলীকে সমর্থন করিতে হইবে। কলিকাতায় এবং হাওড়ার মজুত বিরোধী অভিযান কেন হইল না? কংগ্রেস লীগকে সমর্থন করুক, লীগকে ইউরোপীয় দলের নির্ভরতা হইতে ছাড়াইয়া আনুক, কলিকাতায় এবং হাওড়ায় তখন মজুত বিরোধী অভিযান নিশ্চয়ই হইবে।

কংগ্রেসের সমর্থনের মূল্য আছে। সে সমর্থন পাইলে লীগের কর্ম্মপন্থা আরও অনেক বদলাইবে।

লীগ মন্ত্রিমণ্ডলীকে জব্দ করিয়া যাঁহারা নিজেদের মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চান তাঁহারা আজ খাদ্য সমস্যার কথা বুঝিতেছেন, অথচ তাঁহারা যখন মন্ত্রী ছিলেন তখনই মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া মজুতকারীদের মহোৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছেলেন। তাঁহারা আজ কংগ্রেসকে দলে পাইবার জন্য সম্মিলিত মন্ত্রিত্বের আওয়াজ তুলিয়াছেন, অথচ তাঁহাদের একদল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পাল্টা কংগ্রেস বানাইয়াছেন, একদল লীগের বিরুদ্ধে পাল্টা লীগ বানাইয়াছেন, আর একদল কংগ্রেসের নেতৃত্ব নষ্ট করিয়া হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বনিয়াদ গড়িতেছেন।

কংগ্রেস কি এই ভেদপন্থীদের দলকে শক্ত করিয়া বাংলার জাতীয় জীবনে ভেদাভেদকেই জয়যুক্ত করিবে? কংগ্রেস কি এই বিরোধী দলে ভিড়িয়া লীগের সঙ্গে তাহার ব্যবধান বাড়াইবে?

এই প্রশ্নই আজ আইন সভার সমস্ত তর্কবিতর্কের গোড়ার প্রশ্ন। শুধু এই প্রশ্নের সঙ্গেই জনগণের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ, আজ আর অন্য কোন প্রশ্নের সঙ্গে নয়।

প্রত্যেক লীগ ও কংগ্রেস সেবীর কর্ত্তব্য লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্বন্ধ উন্নত করা, খাদ্য সংকট দূর করিবার জন্য লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের সহযোগিতা স্থাপন করা।

এই সহযোগিতাই জনগণকে সস্তা দরে খাদ্য দিতে পারে।

দিয়া অন্যান্য প্রদেশে যে লোকদেখানো মন্ত্রিত্ব কায়েম করিতে চেষ্টা করিতেছে, অথচ আসল সমস্যা খাদ্য সমস্যার দিকে নজর দিতেছে না, সেই কৌশল এখানে আমলাতন্ত্র খাটাইতে পারিবে না। যাহাতে সেই সুযোগ জনসাধারণের স্বার্থে আরো বেশী করিয়া ব্যবহার করা যায়, তাহারই চেষ্টা করা প্রত্যেক দেশভক্তের কর্ত্তব্য। মন্ত্রীমণ্ডলীর পিছনে জনমতের সমর্থন যে পরিমাণ আছে, সেই পরিমাণে মন্ত্রীমণ্ডলী আমলাতন্ত্রের বাধা কাটাইতে ভরসা পাইতেছে। আর যেখানে জনসাধারণের সমর্থন সম্বন্ধে মন্ত্রীমণ্ডলীর সন্দেহ রহিয়াছে, সেখানে তারা শুধু আইন পরিষদের সভ্যদের হাতে রাখিয়া বা পৃষ্ঠপোষক ব্যবসায়ীদের সন্তুষ্ট করিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহা মন্ত্রীমণ্ডলীর একটা দুর্ব্বলতা সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দুর্ব্বলতা ঘুচিতে পারে তখনই যখন কংগ্রেস প্রভৃতি সকল দল খাদ্য ব্যবহার দিক দিয়া মন্ত্রীমণ্ডলীর পিছনে আসিয়া দাঁড়ায়। মন্ত্রীমণ্ডলী যে জনসাধারণের সমর্থন লইয়া জোর বাড়াইতে চাহিতেছে, তাহাতেও সন্দেহ করিবার আজ কিছু নাই। রোটারী ক্লাবে সরবরাহ মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী বক্তৃতায় কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, জনরক্ষা কমিটী প্রভৃতি সকলকে আহ্বান করিয়াছেন তাঁহাদের পিছনে দাঁড়াইতে, যাহাতে তাঁরা খাদ্য সমস্যার সমাধান করিতে অগ্রসর হইতে পারেন। বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী যে খাদ্য সমস্যা সমাধানকে সকল প্রশ্নের উপরে স্থান দিয়াছে, ইহাই জনগণের সুযোগ। এই সুযোগ পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করিয়াই আমলাতন্ত্রকে কোণঠাসা করা যাইবে। ইহারই ভিতর দিয়া বাংলা অন্যান্য প্রদেশকে দেখাইতে পারিবে অচল অবস্থা সমাধানের প্রকৃত পথ কি।

আলোচনা

- প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেস-লীগের মিলিত চেষ্টায় মন্ত্রীত্ব গঠন করো
- কংগ্রেস-লীগ ঐক্যই খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিতে পারে

কংগ্রেস-সভ্যদের সামনে কর্ত্তব্য

মুক্তমুক্ত সঙ্ঘমুক্ত কংগ্রেস নেতা গোপীনাথ শ্রীবাস্তব একটী বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর যে সমস্ত সভ্য বাহিরে আছেন, তাঁহাদের লইয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটীর সভা ডাকা উচিত এবং সেই সভায় দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া কংগ্রেসের আগষ্ট প্রস্তাব স্থগিত রাখা উচিত। তিনি আরও বলিয়াছেন যে গান্ধীজীর অনুপস্থিতিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর উপরই কংগ্রেসের দায়িত্ব আসিয়া পড়ে এবং বাহিরে যতজন সভ্য আছেন, তাঁদের লইয়া যখন 'কোরাম' হইতে পারে, তখন তাঁদেরই অধিকার আছে কংগ্রেসের আগষ্ট প্রস্তাব স্থগিত রাখার।

শ্রীবাস্তবের এই বিবৃতি হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, কংগ্রেসনেতা দেশভক্তরা দেশের বর্ত্তমান সংকটজনক অবস্থায় দেশরক্ষার দায়িত্বে নূতন কর্ম্মপন্থা লইতে আগ্রহশীল। গান্ধীজীর চিঠিপত্রে যে ইঙ্গিত ছিল, তাহা যে তথাকথিত 'সংগ্রামের' বিরোধী এবং অচল অবস্থা সমাধানের জন্য তাহাতে গান্ধীজীর আগ্রহ যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা সমস্ত কংগ্রেসসেবীকে নূতন করিয়া ভাববার সুযোগ দিয়াছে। ইহার ফলে কংগ্রেসসেবীরা পক্ষমবাহিনীর প্রোরোচনা হইতে নিজেদের তফাতে রাখিয়াছে বটে, কিন্তু তা সত্বেও স্পষ্ট কোনো কার্য্যক্রম গ্রহণে অগ্রসর হয় নাই। হতাশা তাদের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে—জেলের ভিতরে এবং বাহিরে সর্ব্বত্রই কংগ্রেসসেবীরা হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু আজকের চরম সংকট প্রকৃত দেশ-ভক্তকে এই অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দিতে পারে না—অচল অবস্থা সমাধানের জন্য অগ্রসর হইতে তাকে বাধ্য করিবেই—শ্রীবাস্তবের স্পষ্ট ও দৃঢ় উক্তি সেই পথই পরিষ্কার করিয়া দিল। শ্রীবাস্তবের বিবৃতি দেশের মধ্যে এখনও সাড়া জাগায় নাই। অনেক জাতীয়তাবাদী পত্রিকা নানান অজুহাত তুলিয়া দেখাইয়াছে যে নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্যই যখন জেলের মধ্যে তখন অল্প কয়েক জনের মতের মূল্য কি? কিন্তু এই সমস্ত মন্তব্য আজ দেশভক্তকে ভুলাইতে পারে না। ইহা ক্রমশই পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে যে কংগ্রেস-সেবীদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট অংশ নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিতে চান না। শ্রীবাস্তবের বিবৃতির পরিষ্কার মর্ম্ম এই যে গান্ধীজীর ইঙ্গিত মানিতে গেলে কোনো কংগ্রেস সেবীর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না—যারা বাহিরে আছে তাদেরই দায়িত্বে আগষ্ট প্রস্তাব স্থগিত রাখা চলিতে পারে এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্ত করিয়া দেশের অবস্থা নূতন করিয়া বিচার করিবার দরকার আছে। ইহা না করার অর্থ কংগ্রেসের প্রতি দায়িত্ব এড়াইয়া থাকা। শ্রীবাস্তবের প্রস্তাব সমস্ত কংগ্রেসসেবীদের সামনে একটা নূতন সুযোগ দিয়াছে অচল অবস্থা সমাধানের জন্য দেশকে একতাবদ্ধ করিতে।

আমলাতন্ত্র চায় ভেদ বাড়ুক

এই সুযোগের পাশে রাখিয়া আমলাতন্ত্রের নূতন কৌশলকে বিচার করিলে দেখা যায় যে আমলাতন্ত্র কংগ্রেসসেবীদের নিষ্ক্রিয়তার ফাঁকে জনসাধারণকে ফাঁকী দিবার চেষ্টা করিতেছে। আজকে বিভিন্ন প্রদেশে লোক দেখানো জনপ্রিয় মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করিতে আমলাতন্ত্র চেষ্টা করিতেছে। এতদিন যে অচল অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছিল, তার জন্য আমলাতন্ত্র পুরাপুরি কংগ্রেসকে দায়ী করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এখন আমলাতন্ত্রের সে কৈফিয়ৎ অচল হইয়াছে। অচল অবস্থার সমাধান করিতে গেলেই কংগ্রেসকে বাহিরে আনিতে হয়, কংগ্রেসের সহিত মীমাংসার ক্ষেত্র তৈরী করিতে হয়। কিন্তু তা করিতে আমলাতন্ত্র নারাজ, অথচ বৃটেন ও আমেরিকার জনমতের কাছে জবাবদিহী করিতে-গেলে আমলাতন্ত্রকে দেখাইতে হয় যে, সে জন-সাধারণের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিতেছে। তাই প্রত্যেক প্রদেশে আমলাতন্ত্র অ-কংগ্রেস দলের লোকদের লইয়া মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করিয়া তাহাকেই জনপ্রিয় মন্ত্রিত্ব বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিতেছে। ইহা দ্বারা ভারতে অচল অবস্থা সমাধানের জন্য যে একতাবদ্ধ চাহিদা বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহাকে ঠাণ্ডা করা যাইবে। আর, যে মুহূর্ত্তেই অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিত্ব বিভিন্ন প্রদেশে গড়িয়া উঠিবে, সেই মুহূর্ত্তেই কংগ্রেস-সেবীদের মনে মন্ত্রিত্ব সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ বাড়িয়া উঠিবে—তাহারা মন্ত্রীত্বকে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিবে। অর্থাৎ অচল অবস্থা সমাধানের জন্য সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে যে ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে—কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের ভেদ বাড়িবে। সীমান্ত প্রদেশে তাহারই নমুনা দেখা যাইতেছে। কংগ্রেসের মধ্যেও ইহার ফলে ভেদ আসিবে। কংগ্রেসের কোনো কোনো অংশ আমলাতন্ত্রের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িবে অচল অবস্থা সমাধানের আগ্রহে। মোট ফল হইবে এই যে আমলাতন্ত্রের শক্তি বাড়িবে, দেশের মধ্যে নূতন ভেদের জন্ম হইবে।

খাদ্য-সমস্যা সমাধানের পথে একত্র হও

আমলাতন্ত্রের এই চালকে ব্যর্থ করিতে গেলে আসল প্রশ্নে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। অচল অবস্থা সমাধানের আগ্রহ কিসের জন্য? জন-সাধারণ খাদ্য-সমস্যায় জর্জ্জর—এই সমস্যার প্রতিকারের জন্য সকলেই ব্যাকুল। কংগ্রেস-সেবী-দের মধ্যেও এই ব্যাকুলতা পরিস্ফুট। কিন্তু ব্যাকুলতার চেয়ে আর বেশী কিছু উদ্যোগ কংগ্রেস-সেবী দেখাইতেছেন না। খাদ্য-সমস্যার প্রশ্ন আর অচল অবস্থা সমাধান—এই দুটিকে আলাদা ভাবে দেখিয়া তাঁরা নিশ্চেষ্ট হইয়া আছেন। তাই আমলা-তন্ত্র জনগণকে বুঝাইবার সুযোগ পাইতেছে যে—যে কোন রকম মন্ত্রীত্ব করিতে পারিলেই এই সমস্যার সমাধান হইবে। জনগণের আগ্রহের উপর দাঁড়াইয়া আমলাতন্ত্র আজ ভরসা করে যে কংগ্রেসকে বাদ দিয়া, কংগ্রেস নেতাদের জেলে রাখিয়া অ-কংগ্রেসী একটি মন্ত্রিত্ব খাড়া করিয়া জনমতকে ঠাণ্ডা করা যাইবে। অন্যদিকে খাদ্য-সমস্যা যে এমন কিছু জটিল নয়, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বিলাতে আমেরী সাহেব উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। মোটের উপর খাদ্য-সমস্যার নাম করিয়া, অথচ খাদ্য-সমস্যা সমাধানকে এড়াইয়া গিয়া আমলাতন্ত্র অচল অবস্থা ঘুচাইবার অভিনয় করিতেছে। কংগ্রেস-সেবীদের সজাগ দৃষ্টি আজ এইখানেই পড়া দরকার।

বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীর পিছনে দাঁড়াও

এই প্রশ্নের সামনে দাঁড়াইয়া বাংলার মন্ত্রিত্বকে বিচার করিতে হইবে। খাদ্য সমস্যা সমাধানের পথে মন্ত্রীমণ্ডলী আগাইয়াছে। আমলাতন্ত্রের বাধা মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে খাদ্য সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীর ইতিহাসে এই প্রথম। মন্ত্রীমণ্ডলীর পিছনে যতটুকু জনমতের সমর্থন আছে, আজ খাদ্য সমস্যা সমাধানের চেষ্টার ভিতর দিয়া তাহা আরও বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার ফলে জনসাধারণের সুবিধা হইতেছে কোন দিক দিয়া? আমলাতন্ত্র জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়া অন্যান্য প্রদেশে যে লোকদেখানো মন্ত্রিত্ব কায়েম করিতে চেষ্টা করিতেছে, অথচ আসল সমস্যা খাদ্য সমস্যার দিকে নজর দিতেছে না, সেই কৌশল এখানে আমলাতন্ত্র খাটাইতে পারিবে না। যাহাতে সেই সুযোগ জনসাধারণের স্বার্থে আরো বেশী করিয়া ব্যবহার করা যায়, তাহারই চেষ্টা করা প্রত্যেক দেশভক্তের কর্ত্তব্য। মন্ত্রীমণ্ডলীর পিছনে জনমতের সমর্থন যে পরিমাণ আছে, সেই পরিমাণে মন্ত্রীমণ্ডলী আমলাতন্ত্রের বাধা কাটাইতে ভরসা পাইতেছে। আর যেখানে জনসাধারণের সমর্থন সম্বন্ধে মন্ত্রীমণ্ডলীর সন্দেহ রহিয়াছে, সেখানে তারা শুধু আইন পরিষদের সভ্যদের হাতে রাখিয়া বা পৃষ্ঠপোষক ব্যবসায়ীদের সন্তুষ্ট করিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহা মন্ত্রীমণ্ডলীর একটা দুর্ব্বলতা সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দুর্ব্বলতা ঘুচিতে পারে তখনই যখন কংগ্রেস প্রভৃতি সকল দল খাদ্য ব্যবহার দিক দিয়া মন্ত্রীমণ্ডলীর পিছনে আসিয়া দাঁড়ায়। মন্ত্রীমণ্ডলী যে জনসাধারণের সমর্থন লইয়া জোর বাড়াইতে চাহিতেছে, তাহাতেও সন্দেহ করিবার আজ কিছু নাই। রোটারী ক্লাবে সরবরাহ মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী বক্তৃতায় কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, জনরক্ষা কমিটী প্রভৃতি সকলকে আহ্বান করিয়াছেন তাঁহাদের পিছনে দাঁড়াইতে, যাহাতে তাঁরা খাদ্য সমস্যার সমাধান করিতে অগ্রসর হইতে পারেন। বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী যে খাদ্য সমস্যা সমাধানকে সকল প্রশ্নের উপরে স্থান দিয়াছে, ইহাই জনগণের সুযোগ। এই সুযোগ পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করিয়াই আমলা-তন্ত্রকে কোণঠাসা করা যাইবে। ইহারই ভিতর দিয়া বাংলা অন্যান্য প্রদেশকে দেখাইতে পারিবে অচল অবস্থা সমাধানের প্রকৃত পথ কি।

উৎপাদনের পথে মজুরের জয়যাত্রা

দেশরক্ষার যুদ্ধে কারখানাই মজুরের রণাঙ্গন

★ ★ ★

বোম্বাই সূতাকল মজুর দেশবাসীকে পথ দেখাইল

উৎপাদন বাড়াইবার পথে সরকার ও অতি লোভী মালিকদের বাধা অনেক। কিন্তু এ বাধা চূর্ণ করিবার গরজ মজুরেরই বেশী। তাই কয়লার অভাবে যখন বোম্বাইয়ের কয়েকটি সূতাকল আংশিক ভাবে বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, তখন বোম্বাইয়ের দেশপ্রেমিক মজুরের দল আগাইয়া আসিল। তারা আওয়াজ উঠাইল, সারা সপ্তাহ কল চালু রাখিয়া ইলেকট্রিক শক্তির অপচয় বন্ধ করো। সপ্তাহের এক একদিন ভাগাভাগি করিয়া ছুটির ব্যবস্থা করো। এবং এইভাবে রবিবারেও কারখানা খোলা রাখো। এ যদি না হয়, তবে কয়েকটি মিল বন্ধ হইয়া যাইবে, উৎপাদন কমিয়া যাইবে আর সহস্র সহস্র মজুর বেকার হইয়া পড়িবে। এই সব বেকার অভাবগ্রস্ত মজুর পঞ্চমবাহিনীর শিকার হইবে। এই সঙ্কটের হাত হইতে দেশকে বাঁচাইবার জন্য বোম্বাইয়ের দেশপ্রেমিক মজুর তাদের মহান গিণী কামগার ইউনিয়নের পতাকার নিচে সামিল হইয়াছে। উৎপাদন বিষয়ে সরকার ও মালিকের অন্ধতাকে দেশপ্রেমিক মজুরই লজ্জা দিয়াছে।

উৎপাদন বৃদ্ধির পথে ঢাকার সূতাকল মজুর

বাংলার মজুর শ্রেণীও আজ তার দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দ্রুত সচেতন হইতেছে। গত ২৭শে জুন ঢাকা জিলা টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কার্য্যকরী সমিতির এক সভায় আগামী ২৫শে জুলাই সূতাকল মজুরদের এক উৎপাদন সম্মেলন হইবে ঠিক হইয়াছে। এই সম্মেলন বিখ্যাত শ্রমিকনেতা কমরেড আব্দুল মোমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইবে। সকল মজুরকে ইউনিয়নের মধ্যে আনিয়া উৎপাদন বাড়ানো বিষয়ে সমস্ত যোগাড় করিয়া এবং নিজ নিজ কলে উৎপাদন বাড়াইয়া সম্মেলনকে সার্থক করিবার আওয়াজ তোলা হইয়াছে। সভায় কায়ুর কমরেডদের পরিবারবর্গের সাহায্য ফাণ্ডে ইউনিয়নের পক্ষ হইতে ২৫৲ টাকা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কমরেড পি, সি, জোশীর কাছে ঐ টাকা পাঠানো হইয়াছে।

শুধু সই নয়, ইউনিয়নের সভ্য হও

গত ২০শে জুন মুহুড়ি ধাঙড়তলা মাঠে ৪শত চটকল মজুরের এক সভায় কমরেড আব্দুল মোমিন বলেন, 'এদেশ রক্ষার দায়িত্ব মজুরের। দেশদরদী মজুরকে তাই বেশী করিয়া দেশরক্ষার ব্যবস্থার মাল-মশলা যোগাইতে হবে। মজুরের কারখানাই মজুরের রণাঙ্গন। আজ মজুরকে তার ন্যায্য ৩০৲ টাকা মাগগী ভাতার দাবী পাইতে হইলে ইউনিয়নকে জোরদার করিতে হবে। শুধু সই দিলেই চলিবে না ইউনিয়নের সভ্য হইয়া সংগঠনকে মজবুত করিতে হইবে।' এই সভার ফলে মুহুড়ির মজুরদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

লাল ঝাণ্ডাকে বাড়াও

কমরেড যুবরোল রেল মজুর। তিনি বুঝিয়াছেন, শুধু রেল মজুরকে সংগঠিত করিলেই চলিবে না, অন্যান্য মজুর ও জনসাধারণকেও সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। এই কমরেডটির প্রচারের ফলে ১০০ জন মেথর ও খাঙড় কর্পোরেশন ইউনিয়নের নূতন সভ্য হইয়াছে। রেলের মজুর কমরেড যুবরোল লাল ঝাণ্ডাকে বাড়াইয়া দেশরক্ষার কাজে আগাইয়াছেন। তাঁর এই আদর্শ সমস্ত মজুরকে অনুপ্রাণিত করিবে।

উৎপাদন ও ইউনিয়নের উপর কোম্পানীর আঘাত রোখো

হনুমান জুট মিলের ম্যানেজার ইউনিয়নে কাজ করার অজুহাতে এক জঙ্গী মজুরকে এক মাস আগে জবাব দেয়। মজুরদের মিলিত প্রতিবাদে ম্যানেজার তাকে আবার কাজে বহাল করিতে রাজী হয় এবং বলে ভবিষ্যতে আর ঐ অজুহাতে কোন মজুরকে জবাব দেওয়া হইবে না। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ঐ জঙ্গী মজুরটিকে কাজে বহাল করা ত হয় নাই, তার উপর আরো দু জনকে অকারণে বরখাস্ত করা হইয়াছে। উত্তরে কোম্পানী বলিতেছে, 'ইউনিয়নে যাও, ইউনিয়ন কাজ দেবে।' বরখাস্ত ৩ জন মজুরই তাঁতী। তার মধ্যে একজন ব্যক্তিগতভাবে কাপড় উৎপাদনের হার ১৬ খানা হইতে বাড়াইয়া ১৯ খানা করিয়াছে। আজ দেশের সামনে জাপ আক্রমণের বিপদ, উৎপাদন জোর কদমে বাড়াইবার জন্য মজুর আজ সব চেয়ে বেশী উদ্যোগী। অথচ উৎপাদন ব্যাপারে মালিকের গা নাই; ব্যক্তিগত লাভই তার কাছে বড়। কারখানার সেরা মজুরকে কোম্পানী ইচ্ছামত জবাব দিতেছে, ইউনিয়নের উপর আঘাত হানিতেছে। দেশরক্ষার বিরুদ্ধে মালিকের এই আক্রমণ সঙ্ঘবদ্ধ মজুর রুখিতেছে। ইউনিয়নের পক্ষ হইতে লেবার কমিশনারের কাছে এক দরখাস্ত পাঠানো হইয়াছে। বরখাস্ত মজুরদের সাহায্যের জন্য একটি সাহায্য-ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে—সপ্তাহে একমুঠা করিয়া চাল মজুরদের কাছ হইতে তোলার ব্যবস্থা হইয়াছে। চালের এই তহবিল হইতে ৩ জন বরখাস্ত মজুর ও ১ জন বৃদ্ধাকে সাহায্য দেওয়া হয়।

ইউনিয়নই মজুরের হাতিয়ার

খিদিরপুর জ্যান আলেকজাণ্ডার লোহা কারখানায় যুদ্ধের মালমশলা তৈরী হয়। এখানে উৎপাদন বাড়ানো ও মজুরদের উপর আঘাত রোখার জন্য সম্প্রতি মজুরদের একটি ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে। ফিটিং শপের কমরেড সুরেশ চৌধুরী ইউনিয়নের একজন উৎসাহী কর্ম্মী। তিনি কারখানার মজুরদের মধ্যে উৎপাদন বাড়ানোর আন্দোলন চালাইতেছিলেন। হঠাৎ ২২শে জুন তাঁকে কাজ কামাইয়ের অজুহাতে জবাব দেওয়া হইল। ঐ দিন আরো ৮৫ জন টিকা মজুরের কাজ হইতে জবাব হইল। তার ৩ দিন পর কোম্পানী চালাই যন্ত্রের মজুরদের মাহিনাপত্র চুকাইয়া বিদায় দিল। তাদের অপরাধ, তারা নাকি কোম্পানীর কাছে মাহিনা বাড়ানোর আরজি জানাইয়াছিল। মাহিনা বাড়াইবার প্রতিশ্রুতি কোম্পানী আগেই দিয়াছিল, কিন্তু কথাকে কাজে পরিণত করিতেই তাদের যত আপত্তি। অথচ ইউনিয়নের নেতৃত্বে এই কারখানার মজুররাই উৎপাদন প্রায় ডবল করিয়াছে। কিন্তু মালিক কেবল লাভের আশায় উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটাইতেছে। মজুরের হাতের হাতিয়ার মজুরের ইউনিয়ন; ইউনিয়নে জমায়েতের জোরে দেশপ্রেমিক মজুর তার দাবী আদায় করিবে, দেশকে জাপানী দুষমনের হাত হইতে বাঁচাইবে; আলেকজাণ্ডার লোহা কারখানার মজুর দেশরক্ষার সৈনিক—সমস্ত দেশবাসী তাদের হাত শক্ত করিবে।

মজুরদের প্রশ্নবাণে 'র‍্যাডি-ক্যাল' কর্ম্মীরা ঘায়েল

'দেশে দেশে একতার ডাক, আপনাদের মুখে তুলিয়া ছাড়া ভেদের আওয়াজ কেন?'

২২শে জুন বজবজ ষ্টার ময়দানে ৪।৫ শত মজুরের জনসভায় র‍্যাডিক্যাল কর্ম্মীরা তাদের নিরর্থক নীতি প্রচার করিতে থাকে—'কংগ্রেস-লীগ একতা চাই না—কংগ্রেস ধনিক প্রতিষ্ঠান। মজুর সরকার কায়েম করো' ইত্যাদি। সমস্ত দেশের মজুর শ্রেণী যখন দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে নিজেদের রক্তপাত করিতেছিল, তখন এই র‍্যাডিক্যাল দলই যুদ্ধ চালাও রব তুলিয়াছিল। আজ আবার দেশপ্রেমিক যুদ্ধকালে এই দল ভেদনীতি প্রচার করিয়া দেশরক্ষার আন্দোলন ব্যাহত করিতেছে। কিন্তু অতীত সংগ্রামের মধ্য দিয়া মজুর আজ আগাছা চিনিতে সক্ষম হইয়াছে। চারিদিক হইতে তাই র‍্যাডিক্যালদের মুখের উপর জবাব আসিয়াছে, দেশরক্ষার কথা ত' বলছেন, তবে দেশের শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস-লীগের আপনারা বিরোধী কেন? রুশ, চীনের জনগণ এক হ'য়ে ফ্যাশিষ্টদের রুখছে, আমরাও তাই ঐক্য চাই—তবে আপনারা 'মজুর সরকার কায়েম' করার নাম করে দেশের মধ্যে ভেদ বাড়াচ্ছেন কেন? দেশের সবাই যখন বিপন্ন, তখন সকলে মিলে জাতীয় সরকার কায়েম ক'রে ফ্যাশিষ্টদের ঘায়েল করাটাই কি উচিত না? আপনাদের রাস্তায় চললে চাণী মজুরের সরকার হওয়া দূরে থাকুক, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদকেই হটাতে পারবো না। দেশে দেশে যখন একতার ডাক উঠেছে, তখন আপনাদের এ ভেদনীতির উদ্দেশ্য কি মজুরের শিকল কায়েম করা নয়? আপনারা চান মজুরের সরকার, অথচ মজুরের একতাকে ধ্বংস করতে চাইছেন তার প্রমাণ আপনাদের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বিরোধিতা। আপনারা মজুরের বন্ধু সেজে, মজুরের সর্ব্বনাশ ডেকে আনছেন।' বজবজের মজুরদের এই সাফ সাফ কথায় 'র‍্যাডিক্যাল' কর্ম্মীদের আসল রূপ ফাঁস হইয়া গেল। মজুরদের এই অনস্বীকার্য্য বেশী দূর গড়াবার আগেই র‍্যাডিক্যাল' কর্ম্মীরা সভা ভাঙিয়া দিয়া সরিয়া পড়িল।

● হুগলীর পার্টি সমাবেশে ●

★ জন-সংস্কৃতি নতুন রূপ পাইল ★

হুগলী জেলার পার্টি সমাবেশ উপলক্ষে ২৭শে জুন হুগলী টাউন হলে বিরাট জনতার মাঝে দেখা গেল একটা নূতন উৎসাহ ও প্রেরণা। ইহার পূর্ব্বেও পার্টির জমায়েতে এই জেলায় হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্ব-শ্রেণীর লোক পার্টি সমাবেশে এমন করিয়া আসে নাই

খাবার ফসল বাড়াও সপ্তাহ

১৪ই হইতে ২০শে জুলাই

দেশরক্ষার জন্য, খাদ্য-সংকট ঘুচাইবার জন্য, জনগণের একতার জন্য

● খাদ্য-ফসল বাড়ানো কৃষকের দায়িত্ব ●

দেশের খাদ্য সংকট আজ সকলকে সমানভাবে আঘাত করিতেছে। খাদ্যাভাব জনসাধারণকে লুঠতরাজ ও অরাজকতার পথে ঠেলিয়া দিতেছে। জাপানী আক্রমণের সময়ে দেশের ভিতরে এই অবস্থা কি সাভ্যাতিক! দেশরক্ষার ব্যবস্থা ইহাতে দুর্ব্বল হইবে, জনসাধারণের হতাশা চরমে উঠিবে।

এই সর্ব্বনাশ হইতে দেশকে বাঁচাইতে পারে কৃষক। জনগণের মুখে খাদ্য দিতে পারে কৃষক। দেশব্যাপী খাবার-ফসল-বাড়াও আন্দোলন করিয়া এবং সত্যি সত্যি খাবার ফসল বাড়াইয়া কৃষক দেশকে রক্ষা করিতে পারে। ইহার ভিতর দিয়া আসিবে কৃষকের নিজেদের মধ্যে একতা, জনসাধারণের সকলের সঙ্গে কৃষকের একতা—যে একতা আজ দেশের সংকটে সবচেয়ে জরুরী।

খাবার ফসল বাড়াইতে হইবে শুধু কৃষকের নিজেদের খাদ্যাভাব দূর করিবার জন্যই নয়। মুনাফাখোর মজুতকারীদের বিরুদ্ধে যে অভিযান হইতেছে, খাদ্য বিলি করিবার জন্য সকলে মিলিয়া যে চেষ্টা করিতেছে, বাঁধা দরে খাদ্য বিক্রয়ের জন্য যে আন্দোলন চলিয়াছে, খাদ্য কমিটীর হাতে খাদ্য-ব্যবস্থার ভার লইবার জন্য জনগণ যে চেষ্টা করিতেছে, সমস্ত কিছুই সফল করার জন্য দরকার খাদ্য ফসল বাড়ানো। কেননা, জনসাধারণের হাতে খাদ্যের ভার লইতে হইবে—কৃষকের উৎপাদনকে দেশবাসী সকলের অন্নাভাব দূর করিবার কাজে লাগাইতে হইবে—মুনাফাখোর, চোরাকারবারী প্রভৃতিদের মতলব অকেজো করিতে হইবে। তবেই কৃষকের তৈরী ফসল দেশকে বাঁচাইবার জন্য ব্যবহার করা যাইবে। দেশবাসীকেও যেমন খাইয়া বাঁচিতে হইবে, তেমনি যারা দেশরক্ষার জন্য লড়াই করিতেছে, তাদেরও খোরাক জোগাইতে হইবে—দেশের ভিতর ও লড়াইয়ের ফ্রন্ট এই দুই জায়গারই শক্তি বাড়াইতে হইবে। তবেই দেশ রক্ষা হইবে। খাদ্য ফসল বাড়াইবার আন্দোলনের ইহাই উদ্দেশ্য।

তাই, ফসল বাড়াইবার জন্য শুধু গভর্ণমেণ্টের উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যারা সত্যিকারের ফসল বাড়াইতে পারে, তারা যদি উদ্যোগী না হয়, তবে গভর্ণমেণ্টের হাজার ইস্তাহারেও কোনো কাজ হইবে না। বরং, কৃষকের নিশ্চেষ্টতার সুযোগ লইয়া সরকারও চুপ করিয়া থাকিবে। গভর্ণমেণ্টকে খাদ্য ফসল বাড়াইবার কাজে আরো বেশী করিয়া লাগাইতে হইবে—যাতে প্রত্যেক জায়গায়, প্রত্যেক ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্ট কৃষকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে, কৃষকদের শক্তি জোগায়, তার জন্য কৃষককেই আগে কাজে নামিতে হইবে। যত বেশী চেষ্টা কৃষক করিবে, তত বেশী গভর্ণমেণ্টকে সচল ও সক্রিয় করা যাইবে।

তাই আজ এখনিই সমস্ত কৃষক সমিতিকে খাদ্য ফসল বাড়াও আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। শুধু প্রচার নয়, হাতে হাতে কাজ সুরু করিতে হইবে—ফসল বাড়াইবার জন্য।

বীজ বোনা এখনো প্রায় শেষ হইয়াছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনও এমন অনেক কিছু করিবার আছে, যাতে এবারই ফসল উৎপাদন বাড়ান যায়।

(ক) পোকা মাকড়ে ফসল নষ্ট করে—ইহার সম্বন্ধে সাবধানতা যা কিছু লওয়া দরকার, তা এখনিই লইতে হইবে।

(খ) জলের অভাবে বা বেশী জলের জন্য যাতে ফসল নষ্ট না হইয়া যায়, তার ব্যবস্থা করিতে হইবে, বাঁধের ও নেচের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে।

(গ) আগাছা তুলিয়া ফেলার কাজ যাতে ঠিক সময়ে করা হয়, তার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঘ) পাট ফসলের পর যাহাতে পাট-জমি পতিত পড়িয়া না থাকে, এবং যাতে ধানের চারা তাতে বুনিতে পারা যায়, তার জন্য ধানের চারা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে।

(ঙ) রবি শস্যের চাষ যাতে পুরাপুরি করিতে পারা যায়, তার জন্য এখন হইতেই ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হইবে।

(চ) ছোটখাটো জমি পড়িয়া থাকিলে, তাতে শাক শব্জী লাগাইতে হইবে।

কৃষক সমিতিকে ইহাও দেখিতে হইবে যাতে ফসলের পর সেই ফসল চাষীর হাত হইতে চলিয়া গিয়া মজুতকারীর হাতে গিয়া জমা না হয়। তার জন্য এখন হইতেই সমবায় ভাণ্ডার, ব্যবসাদার-সমিতি প্রভৃতি গঠন করিতে হইবে।

এই সমস্ত কাজের জন্য সরকারী খাদ্য-কমিটিগুলির সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে, কৃষিবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে গিয়া কৃষকদের তরফ হইতে পরিকল্পনা দিতে হইবে। যাতে কৃষকের এই উদ্যোগের পিছনে কর্ত্তৃপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া স্থানীয় খাদ্য-কমিটি পর্য্যন্ত সকলে আসিয়া জুটে, সেই চেষ্টা করিতে হইবে।

এই সমস্ত কাজের ভিতর দিয়া একদিকে কৃষক সভা যেমন বিপুল শক্তি অর্জ্জন করিবে, অন্য দিকে তেমনি কৃষকসভার পিছনে কৃষক, জমিদার, মহাজন ব্যবসাদার, সহরবাসী সকলেরই একতা গড়িয়া উঠিবে। খাদ্য-সংকট ঘুচাইবার আন্দোলনের একটা অংশ হিসাবে এই কাজের ভিতর দিয়া জনসাধারণের মনে আসিবে আশা ও উৎসাহ। সরকারী ব্যবস্থার গলদ যেখানে যতটুকু, তাহা জনসাধারণের চেষ্টার মাঝে নির্ম্মূল হইবে এবং গভর্ণমেণ্টকে জনসাধারণের সঙ্গে একযোগে কাজ করাইতে বাধ্য করা যাইবে। খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য কৃষক এইভাবে সমস্ত জনগণকে পথ দেখাইবে।

১৪ই হইতে ২০শে জুলাই পর্য্যন্ত কৃষক সভা যে খাদ্য-ফসল বাড়াও সপ্তাহ ঘোষণা করিয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক কৃষক সমিতি গ্রামে গ্রামে যেখানেই সম্ভব সভা, শোভাযাত্রা, সমাবেশ, গান, যাত্রা প্রভৃতির ভিতর দিয়া এই আন্দোলনকে জাগাইয়া তুলিবে। বৈঠকে বৈঠকে খাদ্য-ফসল-বাড়ানোর তাৎপর্য্য ও কার্য্যক্রম কৃষকদের ভাল করিয়া বুঝাইবে। কর্ম্মীরা নিজেরাই কৃষকদের সঙ্গে কাজে লাগিয়া যাইবে ফসল-বাড়াইবার জন্য। কৃষকদের কাছ হইতে ফসল-বাড়ানো সম্বন্ধে সুবিধা, অসুবিধা, সমস্যা, সমাধান প্রভৃতি সমস্ত কিছু সংগ্রহ করিবে এবং সেই সব তথ্যের উপর নিজেরা আলোচনা করিয়া পরবর্ত্তী কার্য্যক্রম ঠিক করিবে। স্থানীয় জমিদার, মহাজন, সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ, খাদ্য-কমিটী সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া ফসল-বাড়ানোর সমস্ত রকম সুবিধা সৃষ্টি করিয়া লইবে। কৃসকসভার উপর যে গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত, এই দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা প্রমাণ হইবে এই আন্দোলনের সাফল্যের দ্বারা।

"ফসল বাড়ানো সপ্তাহ"

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা আগামী ১৪ই হইতে ২০শে জুলাই পর্য্যন্ত সাতদিনকে খাবার ফসল বাড়াও সপ্তাহ ঘোষণা করিয়াছে। এই সপ্তাহে বাংলায় সমস্ত কৃষক সমিতি ও কৃষক সভার সমস্ত কর্ম্মীকে খাবার ফসল বাড়াও আন্দোলনের অভিযান চালাইতে হইবে। এ বিষয়ে পৃথক ভাবে কৃষক সভার ছাপান নির্দ্দেশ কৃষক সমিতিগুলির নিকট পাঠান হইয়াছে।

★ ফসল বাড়ানোর আন্দোলনে ★

● কৃষক ও জনসাধারণের উদ্যম ●

ফসল বাঁচাইতে জনগণের উদ্যম

ঢাকা—সময় মত বৃষ্টি না হওয়ায় এ বৎসর ঢাকা জেলার বিশেষ করিয়া শ্রিক্রমপুরে আউস ধান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ তুমুল বৃষ্টি হইয়া জল বাড়িয়া যাওয়ার ফলে আমন ধানও অনেক জায়গায় সাময়িকভাবে ডুবিয়া গিয়াছিল। তদুপরি বিক্রমপুরে কচুরী পানা ব্যাপকভাবে খাল বিল ছাপাইয়া ধানের ক্ষেতে প্রবেশ করে, ফলে সমগ্র ফসল নষ্ট হইতে চলিয়াছিল। দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া কৃষকরা এই নূতন সঙ্কটের ধাক্কায় দিশাহারা হইয়া পড়ে, সর্ব্বত্র হাহাকার বাড়িয়া যায়।

এই অবস্থায় পশ্চিম বিক্রমপুরের কম্মকীর্ত্তনমাইচপাড়া গ্রামের মুষ্টিমেয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা উদ্যোগী হন যাহাতে এই সংকট দূর করা যায়। তাহারা স্থানীয় কৃষক সমিতিকে সক্রিয় করিয়া এবং গ্রামবাসীদের সংঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের হতাশা দূর করিয়া কচুরী পানা তুলিতে লাগিয়া যান। এই প্রত্যক্ষ কাজের মধ্য দিয়া কৃষকগণ ও জনসাধারণের নিকট 'ফসল রক্ষা' ও 'ফসল বাড়াও' আন্দোলনের তাৎপর্য্য পরিষ্কার হইয়া উঠে।

কয়কীর্ত্তনের জনসাধারণের উদ্যমে আশে পাশের গ্রামগুলিতে সাড়া পড়িয়া যায়। পাঁচশের গ্রামের এক ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা নিষ্ক্রিয়তা ও হতাশার বিরুদ্ধে প্রচার সুরু করিলেন। ইহার আগেই তাঁহারা উদ্যোগী হইয়া মেদিনীপুর রিলিফের জন্য সম্মিলিত রিলিফ কমিটি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, এবং দুঃস্থ মেদিনীপুরবাসীদের জন্য সাহায্যও যথেষ্ট তুলিয়াছিলেন। সুতরাং খাদ্য সংকটেও তাহাদের দৃঢ়তা জয়ী হইল। জেলার সমস্ত দলকে একত্র করিয়া জেলা খাদ্য সম্মেলন হইল—সাথে সাথে জেলা খাদ্য কমিটিরও গোড়া পত্তন হইল। কমিটি কন্‌ট্রোলের দোকান, ষ্টাণ্ডার্ড ঋণ, বীজ ধান প্রভৃতির জন্য আন্দোলন চালাইতে লাগিল।

এই আন্দোলনের ভিতর দিয়া ছাত্র ও কৃষক সমিতি জোরদার হইল, গ্রাম্য এলাকায় নূতন নূতন ছাত্র ও কৃষক সমিতি গড়িয়া উঠিল। সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণকে তাহারা খাদ্য কমিটিতে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গণ-সই ও ডেপুটেশন পাঠানোর ফলে সহরে ১০টি কন্‌ট্রোলের দোকান হইতে রেশন কার্ডের সাহায্যে প্রায় শতকরা ৩০জনকে চাউল দেওয়া হইতে লাগিল। ইহা ছাড়া আরও ৬টি দোকান খোলা হইল—সেই সব দোকানগুলি হইতে আটা ও চিনি বিলি হইতে লাগিল। স্থানীয় ভলান্টিয়ারবাহিনী দোকানগুলিতে শৃঙ্খলা বজায় রাখিল।

পাঁচবিবি হইতে গণ-দরখাস্ত ও ডেপুটেশন যাওয়ার ফলে ইতিপূর্ব্বে ২৭৪ মণ আউস ধানের বীজ স্থানীয় কৃষক সমিতির হাত দিয়া বিলি হইয়াছিল। মাজিদ্রা অঞ্চলে খাদ্য কমিটির নিজের চেষ্টাতে কিছু বীজ সংগ্রহ করা এবং তাহা বিলিও করা হয়। খাদ্য সেন্সাস আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে কমিউনিষ্ট পার্টির সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ ও মনোভাবের ফলে জনসাধারণ ইহাতে যোগ দেয়। পাঁচবিবি অঞ্চলে ২টি ইউনিয়নে ১০০ মণ করিয়া ২০০ মণ উদ্বৃত্ত ধান পাওয়া যায়। খাদ্য কমিটি মালিকের সাথে আলোচনা করিয়া অল্প সুদে ঐ ধান কৃষকদের দেয়। ঐ ২০০ মণ বীজ ধান এই ভাবে বিলি করা ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষেরও অনুমোদন পাওয়া যায়। খাদ্য ফসল বৃদ্ধির পক্ষে ইহা যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

এই অঞ্চলে বাকী খাজনার দায়ে কয়েকজন কৃষকের হাল, বলদ, জমি সবই নিলাম হইয়া যাইতেছিল। স্থানীয় কৃষক সমিতি উদ্যোগী হইয়া গণ-সই লইয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে জানাইল যে এই ব্যাপারে ঐ কৃষকেরা শুধু উৎসন্নে যাইবে না, ফসল উৎপাদনেও বাধার সৃষ্টি হইবে। এখন তিনি দুই কিস্তিতে বাকী খাজনার পরিশোধের সময় দিলেন। স্থানীয় কৃষক সমিতি ও খাদ্য কমিটি 'ফসল বাড়াও' আন্দোলনের দিকে নজর দিয়াছে, রেল লাইনের দুধারে যে সব পতিত জমি আছে, তাহা আবাদ করার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে, এ ব্যাপারে বি, এণ্ড এ, রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইবার ব্যবস্থাও হইতেছে।

এই সব কাজের ভিতর দিয়া গরীব জনসাধারণের মনে আবার আশা ফিরিয়া আসিতেছে—সকল শ্রেণীর লোকেরাই উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছে। ফলে কৃষকরা দলে দলে কৃষক সমিতির সভ্য হইতেছে, ইউনিয়নে ইউনিয়নে খাদ্য কমিটি গঠন ও পরিচালনার জন্য কমিউনিষ্টদের কাছে আহ্বান আসিতেছে।

বিরোধী ছিলেন, কিন্তু কমিউনিষ্টদের কাজ দেখিয়া তিনি আগাইয়া আসেন এবং কচুরী পানা দূর করিয়া ফসল বাঁচানোর আন্দোলনকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

সমগ্র বিক্রমপুরেই কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা কচুরী ধ্বংস করিয়া খাদ্য ফসল বাঁচাইবার আন্দোলনে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করিতেছে।

ফসল বাড়ানোর আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িতেছে

বগুড়া—এই বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে বগুড়া জিলায় খাদ্য সংকট খুবই তীব্রভাবে দেখা দেয়। গরীব জনসাধারণের ভিতর নানা কারণে হতাশার ভাব ফুটিয়া উঠে। কিন্তু জিলার

বাঁকুড়ার চিঠি

জাতীয় সংকট সমাধানে

★সমগ্র জেলা আগাইয়া চলিয়াছে★

খাদ্য আন্দোলন বাঁকুড়া সহরের দাঙ্গা বন্ধ করে। গত মার্চ্চ মাসে প্রায় ৩০,০০০ লোকের জন্য সস্তা চাউলের দোকান খোলা হয়, ফলে সমস্ত জেলায় একটা আদর্শ ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়। পঞ্চম বাহিনী দূরে সরিয়া যায়—জেলার জনসাধারণ তাহাদের ঘর সংসার ও দেশরক্ষার সুযোগ ও প্রেরণা পায়। এই সুযোগ ব্যর্থ হয় নাই।

বিষ্ণুপুর সহরে কমিউনিষ্ট পার্টির এক মজুর কমরেড বাঁকুড়ার মত করিয়া খাদ্য আন্দোলন সুরু করে। এর ফলে বিষ্ণুপুরে ৫০০ শত পরিবারের জন্য সস্তা চাউলের দোকান খোলা হইয়াছে।

বড়জোড়া ও বাঙ্গুলী গ্রামে সমবায় প্রথায় টাকা তুলিয়া গ্রামের দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য কিছু সস্তা দরে ধান সরবরাহ করা হয় এবং রিলিফের জন্য সহর হইতে পুরাণ কাপড় সংগ্রহ করা হয়।

ওন্দা গ্রামে জনসাধারণের চেষ্টায় চাউলের কল হইতে সস্তা দরে দোকান খোলা হইয়াছে।

কমিউনিষ্ট পার্টির প্রচার ও স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগের ফলে বিষ্ণুপুর সহরে নিম্ন মধ্যবিত্তগণ পাড়ায় পাড়ায় কো-অপারেটিভ করিয়া সাপ্লাই-অফিসারের কাছ হইতে সস্তা দরে চাউল পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। এই চাউল দোকানদারদের মারফৎ বিক্রয় হইতেছে। মজুত বিরোধী আন্দোলনে চাউল বাহির হওয়ায় এই সুবিধা হইয়াছে।

স্বদেশপ্রেমের সাড়া

প্রচার ও কাজের ফলে অবস্থার চাপে ২। জন করিয়া ধনী, জমিদার স্বদেশপ্রেমিক কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ হইতেছে।

পোপাগ্রামে একজন জমিদার জনগণের খাদ্য কমিটির সম্পাদক হইয়াছেন। তিনি নিজে থেকে সস্তা দরে ধান সরবরাহ করিতেছেন।

মেজিয়াতে একজন জমিদার স্কুল হোষ্টেলের জন্য ১২৲ টাকা দরে চাউল দিতেছেন।

বড়জোড়ার নিকটবর্ত্তী গ্রামে একজন মজুতকারী বড়জোড়া কো-অপারেটিভের জন্য সস্তার চাউল সরবরাহ করিতেছেন।

মজুত-বিরোধী আন্দোলন

মজুত-বিরোধী আন্দোলনে বাঁকুড়া জেলায় উল্লেখযোগ্য কাজ হইয়াছে ওন্দা গ্রামে। এখানে ২টী ইউনিয়নে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের চেষ্টায় অনেক পরিমাণ চাউল বাহির হইয়াছে এবং জনসাধারণের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হইয়াছে।

ফসল বাড়াও

কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের উদ্যোগে প্রতি কেন্দ্রে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পতিত বা অনাবাদী জমি চাষ করিবার সংকল্প নেওয়া হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অনেক বেশী জমি চাষ হইবে। এরই মধ্যে বেশ জমি সংগ্রহ হইয়াছে।

বীজ ধানের ব্যবস্থা ইতিমধ্যে গভর্ণমেণ্ট থেকে কিছু কিছু হইয়াছে। তবে তাহা খুবই সামান্য। বাজেয়াপ্ত ধান হইতেও সরবরাহ ব্যবস্থা হইতেছে। জল সরবরাহের বন্দোবস্ত করার জন্য সরকার হইতে ঋণ দেওয়া হইতেছে।

বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখার জন্য বাঁধের ব্যবস্থা কৃষকগণ বৎসর বৎসর কিছু কিছু করে। জনসাধারণের উদ্যোগে একে সমষ্টিগত ভাবে উন্নত করিবার জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হইতেছে।

ভলান্টিয়ারদের স্কোয়াড প্রতিদিনই এই সব কাজের প্রচারের জন্য বাহির হইতেছে। প্রচারে পরস্পর সাহায্য নীতিতে জোর দেওয়া হইতেছে।

★ খাদ্য-কমিটীকে কাজে লাগাও ★

খাদ্যাভাব দূর হইবেই

খাদ্য কমিটিতে জমিদারও আসিয়া মিলিল

দিনাজপুর জেলার পতিরাম অঞ্চলে বাঁপুর গ্রামে একটি খাদ্য কমিটি গঠিত হয়। এই খাদ্য কমিটিতে স্থানীয় জমিদার, জোৎদার, কৃষক সমিতির কর্ম্মী ও কমিউনিষ্ট কর্ম্মী আছেন। এই কমিটি ঠিক করে যে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে মজুত বিরোধী অভিযান হইতেছে, তাহাতে নির্ভুল হিসাবের জন্য এবং প্রকৃত অনাহারীকে খাদ্য দিবার জন্য কমিটি সহযোগিতা করিবে। কমিটির সহযোগিতার ফলে অতিরিক্ত মজুত ৩৫০০ মণ ধান ও ১১০ মণ চাউল পাওয়া গিয়াছে। খাদ্য সমিতির কর্ম্মীগণ এবং ভলান্টিয়ারগণ প্রকৃত অনাহারীদের জন্য এই খাদ্য বিতরণ করিতেছে। স্থানীয় হাট হইতে এতদিন যে চড়াদরে ধান ক্রয় হইতেছিল, তাহা বন্ধ হইয়াছে এবং প্রত্যেকটি পাইকার স্বীকার করিয়াছে যে তারা আর স্থানীয় হাট হইতে ধান ক্রয় করিবে না। ভলান্টিয়ারগণ কর্ত্তৃক ১৫।১৬ গাড়ী ধান আটক হওয়ার পর আর গোপনে ধান চাল বাহিরে চালান যাইতে পারিতেছে না। সমবেত চেষ্টায় ধান ১৸৹ টাকায় এবং চাউল ১৮৲ দরে বিক্রয় হইতেছে।

জনগণই প্রকৃত খাদ্য-কমিটি গঠন করিবে

ত্রিপুরা জেলার চান্দিনা থানার অন্তর্গত ১৫নং পয়াল গাছা ইউনিয়নে সরকারী ফুড সেপ্লাসকারীরা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রতিক্রিয়াশীল প্রেসিডেণ্টের সহযোগিতায় গ্রামে গ্রামে খাদ্য কমিটি গঠন করে। এই কমিটিগুলি প্রতিনিধিমূলক না হওয়ায় ইহার প্রতিবাদ করিয়া ২১টা গ্রামের প্রতিনিধিদের একটি ডেপুটেশন কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের নেতৃত্বে গণদরখাস্ত সহ স্কোয়াড মাষ্টার ও এস, ডি ও সাহেবের নিকট যায়। তাহাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া স্কোয়াড মাষ্টার ও এস্ ডি ও পূর্ব্ব কমিটিগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া জনগণের প্রতিনিধিমূলক কমিটি গঠন করেন।

বস্ত্র-বণ্টনের সাহায্যে জনরক্ষা ভলান্টিয়ার

দিনাজপুরের সপ্তাতি একজন ব্যবসাদারের দোকানে বাঁধা দরে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথম দিন দেখা গেল প্রায় ৫০০ শত লোক দোকানের সামনে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কেহ কাপড় পাইতেছে, কেহ পাইতেছে না। দোকানেও হট্টগোল হইতে লাগিল এবং ফলে দোকান বন্ধ করিতে দোকানদার বাধ্য হয়। তারপর দিন জনরক্ষা ভলান্টিয়াররা দোকানের সামনে গিয়া সমস্ত জনতাকে 'কিউ' করিয়া দাঁড় করাইয়া দেয়। তার ফলে সকলেই ঠিক দরে কাপড় পাইল। এই সহরে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের আমদানী এই প্রথম। কিন্তু কাপড় আসিলেই বা কি হইবে যদি জনসাধারণের মধ্যে একতা ও সংগঠন না থাকে। শীঘ্রই অপর একটি দোকানেও বাঁধা দরে কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইতেছে এবং তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জনরক্ষা কমিটির সাহায্য চাহিতেছে।

অবিলম্বে সাহায্যের বন্দোবস্ত কর

মেদিনীপুরের কেশবপুর থানা এবং গড়বেতা থানার কৃষকদের খাদ্যাভাব অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। মহাজনগণ এখনও লুকাইয়া লুকাইয়া ধান বিক্রয় করিতেছে। গভর্ণমেণ্ট যে সব উদ্বৃত্ত খাদ্য আটক করিয়াছে, তা বিলি করিবার বন্দোবস্ত এখনও হয় নাই। এই অবস্থায় কৃষক সমিতি ও খাদ্য কমিটির পক্ষ হইতে অভাবগ্রস্তদের জন্য যথাসম্ভব সাহায্য দিবার চেষ্টা হইতেছে। সরকারী চেষ্ট রিলিফ হইতেও অনেকে সাহায্য পাইতেছে বটে, কিন্তু চাউলের উচ্চ মূল্যের সহিত তারা পাল্লা দিতে পারিতেছে না। অথাভ কুথাভ খাইয়া অনেকেরই নানান রোগ হইতেছে, তাহাতে বহু ব্যক্তি মারা যাইতেছে। মেদিনীপুরের এই সমস্ত অঞ্চলে অবিলম্বে জনগণের একতাবদ্ধ খাদ্য কমিটি গঠন করা দরকার, সেই খাদ্য কমিটিতে গ্রামের জমিদার, মহাজন প্রভৃতি সকলকে মিলিত করিয়া সরকারী কর্ত্তৃপক্ষকে অবিলম্বে সাহায্য দিবার জন্য কাজে লাগান দরকার। অবিলম্বে বুভুক্ষুদের জন্য সাহায্যের বন্দোবস্ত কর—এই আওয়াজের উপর সকল দেশবাসীকে মিলিত কর। কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও,খাদ্য ফসল বাড়াইবার ব্যবস্থা কর। সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ দ্বারা এই অভাব দূর করিতেই হইবে।

বীরভূমের দেশভক্ত কৃষক

ফসল বাড়াইতেছে

দেশের এই সংকটে বীরভূমের দেশভক্ত কৃষকরা নিজেরাই উৎসাহী হইয়া ফসল বাড়াইবার জন্য আগাইয়া চলিয়াছে। খাবার ফসল বাড়াইবার জন্য ঘরে ঘরে প্রচার ও বৈঠক করা হইতেছে। রাজনগর, নগরী, মন্নারপুর, কোপাই, আমেদপুর অঞ্চলে অনেক জমি অনাবাদী পড়িয়া থাকে। এবার এই সব জমি কৃষকরা চাষ করিতেছে।

গত ১১ই জুন রাজনগরের ছোটবাজারে ফসল বাড়াইবার জন্য এক আলোচনা বৈঠক হয়। পরদিন একজন কমিউনিষ্ট কৃষক অপর একজনকে সাথে লইয়া ফসল বাড়াইবার আন্দোলনের গোড়া পত্তন করেন। দেড় বিঘা জমিতে তাঁহারা মকা জোয়ারের চাষ সুরু করেন। মকা জোয়ার ভাতের বদলে একটি মূল্যবান খাদ্য ফসল। শ্রাবণ-ভাদ্রেই এই ফসল কাটার সময়।

কাঠগড়া গ্রামের এক ধনি কৃষকের অনেক পতিত জমি ছিল। কৃষকরা তাঁহার নিকট জমির জন্য আবেদন জানায়। ধনি কৃষকও দেশের এই দুর্দ্দিনে সাহায্য করিতে আগাইয়া আসেন। ১৫ বিঘা জমি বিনা খাজনায় তিনি ছাড়িয়া দেন। মধুরাপুরের সাঁওতাল কৃষকরা এই জমিতে মকা জোয়ারের চাষ করিয়াছে।

গত ১৭ই জুন নগরী গ্রামের কৃষকদের খাদ্যফসল বাড়াইবার জন্য এক আলোচনা বৈঠক হয়। উপস্থিত কৃষকরা সবাই ফসল বাড়াইবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। যার যতটুকু সাধ্য ১ বিঘা হইতে ৮৷৯ বিঘা পর্য্যন্ত ডাঙ্গা ও পতিত জমি বিনা খাজনায় মকা জোয়ার ও অন্যান্য ফসলের চাষের জন্য দিতে রাজী হয়। জমির তালিকা তৈরী হয় এবং কতজন কত জমি চাষ করিবে তাহারও তালিকা তৈরী হয়। কৃষকরা নিজেদের হাল-গরু দিয়া সাহায্য করিতেও রাজী হয়। গ্রামের খাদ্যকমিটির মারফৎ সমবায় ভাণ্ডার খুলিয়া মকা জোয়ারের বীজ বিতরণের ব্যবস্থা ঠিক হয়। পর দিন ১৫ জোড়া গরু দিয়া জমি চাষ সুরু হয়।

মন্নারপুরে সাঁওতাল ক্ষেত মজুররা নিজেরাই পতিত জমি চাহিয়া নিল। আশা করা যাইতেছে মকা জোয়ার ও অন্যান্য ফসলের চাষ করে।

কমিউনিষ্ট পার্টির বীরভূম জিলা কমিটি ঠিক করিয়াছে আগামী জুলাই মাসে আরও ৫০০ বিঘা জমিতে চাষ করিয়া ফসল বোনা হইবে। এমনি করিয়াই বীরভূমের কৃষকরা আজ খাবার ফসল বাড়াইয়া প্রকৃত দেশভক্তের কাজ করিতেছে।

মেথরদের চাল আদায়

দিনাজপুরের মেথরদের বেতন কাহারও ৸৹ টাকার বেশী নয়। আজকালকার এই দুর্দ্দিনে এই টাকায় মোটেই কুলায় না। তাই তাহারা ৴৹ টাকা মাগ্‌গী ভাতার দাবী করিয়া মিউনিসিপ্যালিটির নিকট দরখাস্ত পেশ করে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করায় মেথররা ধর্ম্মঘট করিতে বাধ্য হয়। তিন দিন পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট চলিতে থাকে। সহরের অবস্থা খুব সংগীন হইয়া উঠে। এই অবস্থায় কমিউনিষ্টরা আগাইয়া আসে। তাহারা মেথরদের ধর্ম্মঘট হইতে বিরত করাইয়া দুইশত মেথরের সইযুক্ত এক দরখাস্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ও চেয়ারম্যানের নিকট পেশ করে এবং মিউনিসিপ্যালিটির সহিত কথাবার্ত্তা চালায়। শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ মেথরদের দাবী মানিলেন। বর্ত্তমানে তাহারা ৫৲ টাকা মাগ্‌গীভাতা ও কন্‌ট্রোল রেটে প্রতি সপ্তাহে মাথা-পিছু ৩ সের ১ ছটাক করিয়া চাল পাইতেছে। মেথররা একটি শক্তিশালী ইউনিয়নও গঠন করিয়াছে।

৫,৫০০ মণ ধান উদ্ধার

২৪ পরগণা জিলার ক্যানিংএর জনসাধারণ বুঝিয়াছে এই মজুত বিরোধী অভিযান তাহাদেরই স্বার্থে। কিন্তু এই অভিযান যদি শুধু সরকারী আমলাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে কোন কাজই হইবে না। তাহারা নিজেরাই আগাইয়া আসিলেন এই অভিযানে। তাহাদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিরা খাদ্য কমিটিতে যোগ দিলেন। হাতে হাতেই ইহার সুফল ফলিল। ২নং ইউনিট খাদ্যকমিটি সাড়ে পাঁচ হাজার মণ চাউল উদ্ধার করিতে সমর্থ হইল।

ঠাকুরগাঁয়ের চিঠি

মিলিত হইয়া খাদ্য সংকট দূর করিব

দেশ রক্ষার জন্য ফসল বাড়াইতে মেহনত করিব

ঠাকুরগাঁ মহকুমা দিনাজপুর জেলার সর্বপ্রধান কেন্দ্র হইলেও এতদিন ঠাকুরগাঁ সহরের উপর ইহা কোন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। খাদ্য সংকট আজ সকল দলকেই ধাক্কা দিয়াছে। তাই ঠাকুরগাঁ সহরেও কমিউনিষ্ট কর্মীদের উদ্যোগে খাদ্য সমস্যা সমাধানে সকল দল একত্র হইয়া আজ আগাইয়া আসিয়াছে।

গত ১৫ই জুন ঠাকুরগাঁ টাউন হলে লীগ, কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, কৃষক সমিতি প্রভৃতি সকল দলের একটি জনসভা হয়, সভায় প্রায় ২৫০ জন উপস্থিত ছিলেন, তার মধ্যে গ্রামের কৃষক প্রতিনিধিরাও ছিলেন, আর ছিলেন প্রায় ৫০ জন মহিলা। সভায় প্রবীণ কংগ্রেসী শ্রীযুক্ত কেদার রায় বলিলেন "বর্তমান খাদ্যাভাব সাধারণ দুর্ভিক্ষ নহে। চাউলের দর এত চড়িয়াছে যে জনসাধারণের আজ চাউল কিনিবার ক্ষমতা নাই। চাউলের দর কমাইতেই হইবে। এ জন্য সকল দলের খাদ্য কমিটি গঠন করা চাই।" লীগ নেতা মৌলভী কেরামতআলি সভার মূল প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন "সকল দলকেই আজ ঐক্যবদ্ধ ভাবে আগাইয়া আসিতে হইবে, মজুত বিরোধী আন্দোলনের সহিত সহযোগীতা করিয়া খাদ্য দ্রব্যের প্রকৃত হিসাব লইতে হইবে।" প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত সুরেশ দাস ও লীগ সেক্রেটারী মৌলভী নুরুল হক চৌধুরী খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য কৃষকদিগকে খাদ্য ফসল বাড়াইতে অনুরোধ করেন। উপস্থিত কৃষকদের মধ্য হইতে কমরেড রাজেন সিং বলেন "কৃষকরা দেশের এই দুর্দিনে সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফসল বাড়াইবে।" জিলা খাদ্য কমিটির যুগ্ম সম্পাদক কমরেড সুশীল সেন খাদ্য কমিটির প্রয়োজনীয়তা ও জিলা খাদ্য কমিটির কার্য্যাবলীর উল্লেখ করেন। কমরেড সত্যেন রায়ের প্রস্তাবে এবং গুরুদাস তালুকদারের সমর্থনে একটি সর্ব্বদলীয় শক্তিশালী ঠাকুরগাঁ মহকুমা খাদ্য কমিটি গঠিত হয়।

খাদ্য কমিটির পক্ষ হইতে একটি সর্ব্বজনীন ডেপুটেশন মহকুমা হাকিমের সহিত দেখা করিয়া এই মহকুমার মজুত-বিরোধী আন্দোলনে জনসাধারণের সহযোগীতা জমায়েত করিবার জন্য এবং খাবার ফসল বাড়াইবার আন্দোলন চালাইবার জন্য মহকুমার বিভিন্ন স্থানে ৮টি জনসভার অনুমতি লন। মৌলভী কেরামত আলী ও নুরুল হক চৌধুরী সাহেব ও ঐ সব সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভার প্রচারের ফলে কৃষকদের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। জনসাধারণ আগাইয়া আসিয়া খাদ্য সেন্সাসকে সহযোগিতা করিয়াছে। কমিউনিষ্ট নীতির সমর্থক বাড়িতেছে।

মজুত বিরোধী আন্দোলন

কমিউনিষ্ট কর্ম্মী ও কৃষক সমিতির প্রচারের ফলে বর্তমান খাদ্য সেন্সাস ও মজুত বিরোধী অভিযানে অনেক দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এবং স্বার্থান্বেষীদের নানা রকম প্রোচনাতেও কৃষক জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। তাই মহকুমার সর্ব্বত্রই তাহারা আগাইয়া আসিয়া নিজ ইউনিয়নে খাদ্য কমিটি গঠন করিয়াছে, মজুত মাল ধরিয়াছে, ভুল সেন্সাস শুদ্ধ করিয়াছে।

বালিয়াডাঙ্গি থানার ১নং পারিয়া ইউনিয়নের বোধরাম সিং ৭১ মণ ধান লুকাইয়া রাখে এবং গণনায় ফাঁকি দেয়। ফুড কমিটির সভা কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড পষ্টরাম পরে উহা ধরিয়া ফেলেন।

বীরগঞ্জ থানার শিবরামপুর ইউনিয়নের নীলচরণ বর্ম্মণ কোন অজ্ঞাত কারণে নির্ভুল সেন্সাস হইতে অব্যাহতি পান। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা ফুড কমিটির মারফৎ আগাইয়া আসে। ক্ষোয়াড মাষ্টারকে ধরিয়া আবার নূতন করিয়া সেন্সাস করে এবং ৩০০ মণ বাড়তি ধান ধরিয়া ফেলে। হরিরামপুর ইউনিয়ন ও বালয়াডাঙ্গি থানার আমজান ছোট্ট ও চারোল ইউনিয়ন কৃষক সমিতির ঘাঁটি হইলেও ঐ সব জায়গায় খাদ্য কমিটি ঐ স্থানের বিশেষ কৃষক নেতাদের লওয়া হয় না। ঐ ইউনিয়নের কৃষকরা সংঘবদ্ধ ভাবে ক্ষোয়াড মাষ্টারের নিকট হাজির হয় ও কমিটি পুনর্গঠনের দাবী করে। প্রত্যেকটি কমিটিই অধিকসংখ্যক কৃষক প্রতিনিধি নিয়া গঠিত হইয়াছে। ফুড কমিটি এখন বাড়তি ধান কৃষকদের মধ্যে কর্জ্জ দিতেছে।

ফসল বাড়াও

বালিয়াডাঙ্গি ও আটোয়ারী থানায় গত বৎসর অনাবৃষ্টির দরুণ সমস্ত ধান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ফলে কোন কৃষকের ঘরেই একমাস বিছন নাই। কৃষক সমিতি হইতে থানা ও বোর্ডে বিছনের জন্য গণ দরখাস্ত করা হয় ও জোতদারদের কাছেও যাওয়া হয়। এই চেষ্টার ফল খুবই ভাল হইয়াছে। ঐ দুই থানাতে প্রায় ৮০ মণ বিছন কৃষকরা বোর্ড হইতে পাইয়াছে। ফুড কমিটি হইতে যাহাদের বিছনের প্রয়োজন এরূপ হিসাব লইয়া বিছন দিবার ব্যবস্থা করিতেছে। এই মহকুমায় কৃষক ও জোতদারদের মধ্যে এতদিন যে তিক্ত সম্পর্ক ছিল (গত আধি আন্দোলনের জন্য) তাহা দূর হইতেছে। জোতদাররাও আগাইয়া আসিতেছে। গত কয়েক-দিনের মধ্যে প্রায় ৮১০ জন জোতদার 'জনযুদ্ধের' স্থায়ী গ্রাহক হইয়াছে।

★

সোভিয়েটের মত আমরাও দেশ-রক্ষার জন্য ফসল বাড়াইব

বাঁকুড়া—২২শে জুন সোভিয়েট-জার্ম্মাণ যুদ্ধের দুই বৎসর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ওন্দা থানার কৃষক কর্ম্মীগণ উদ্যোগী হইলেন ঐ দিনটি পালন করিতে সোভিয়েটের আদর্শে জনগণকে দেশরক্ষার ব্যবস্থায় সক্রিয় করিতে। ২২শে সকালে তিনটি ক্ষোয়াড গ্রামে গ্রামে প্রচার চালায়—দেশপ্রেমিক প্রচারের ফলে কৃষকদের ভিতর খুবই সাড়া পাওয়া যায়। কৃষকেরা নিজেরাই অগ্রহভরে জানিতে চায় কি করিয়া তাহারা দেশরক্ষা ব্যবস্থার জন্য ফসল বাড়াইবে—তাহাদের ঘরে বীজ ধান নাই, খরচের টাকা নাই। ক্ষোয়াডের কর্ম্মীরা কৃষকদের বুঝাইলেন তাহাদের হতাশ হইলে চলিবে না, এ দেশ বাঁচাইবার দায়িত্ব আমাদেরই, তাই শুধু সরকারের দিকে চাহিয়া থাকিলে চলিবে না, নিজেদের চেষ্টায় আগাইয়া যাইতে হইবে।

বিকাল ৫টার ওন্দার হাট তলায় সভা আরম্ভ হইল সোভিয়েট দিবস পালন উপলক্ষ। সভায় উপস্থিত ছিল কৃষক, মজুর ও মধ্যবিত্ত ঘরের ২৪০ জন লোক। সভাপতিত্ব করিলেন গ্রামের শ্রীযুক্ত ভুতনাথ বসু। কৃষক নেতা কমরেড সুধীর মুখার্জ্জি তাহার বক্তৃতায় দেশরক্ষার জন্য ফসল বৃদ্ধির প্রয়োনীয়তার উপর জোর দিলেন, সৈন্যবাহিনীর সহিত সহযোগিতা করিবার আবেদন জানাইলেন। সভায় আলোচনার ভিতর দিয়া যে সব প্রশ্ন উঠিল তাহার জবাব দিলেন কমরেড আলোক নাগ। কমরেড শক্তি চট্টোপাধ্যায় পতিত জমি কৃষক সমিতিকে দিবার আবেদন জানাইতে তৎক্ষণাৎ চাষের জন্য ১২ বিঘা পাওয়া গেল।

জিলার কর্ম্মীরা এই সভা ও প্রচারের ফলে নূতন প্রেরণা নিয়া কাজ আরম্ভ করিতেছেন। ফসল বাড়াইবার চেষ্টাকে বাস্তব রূপ দিবার জন্য তাহারা খামারবেড়িয়া, কুমারডাঙ্গা, দামোদর বাটী ও ওন্দা গ্রামে মোট ৮ বিঘা জমি যোগাড় করিয়া কাজে নামিয়া গিয়াছেন। কাপাসের চাষ বৃদ্ধির আবেদন জানাইয়া অফিস হইতে তাহারা কাপাসের বীজ বিক্রী করিতেছেন।

রাজশাহীর চিঠি

মজুত-বিরোধী আন্দোলনকে ★ জনগণই সার্থক করিতে পারে ★

রাজশাহী হইতে কমরেড অবনী লাহিড়ী লিখিতেছেন :—

খাদ্য গননা ও মজুত মাল বাহির করিবার অভিযান কেবল শেষ হইয়াছে। এই অভিযানে আমাদের লাভক্ষতির হিসাব করিবার জন্য জেলা কমিটির তরফ হইতে সব ক্ষোয়াডগুলির সভা ডাকা হইয়াছে। পার্টি অফিসের বিরাট হল ভরিয়া গিয়াছে। বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন শ্রেণীর ছেলে-মেয়ে—আমি তাহাদের কখনও দেখি নাই। খাদ্য সংকটের গভীরতা তাহাদিগকে পার্টির দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। আমাদের পার্টির জীবনে এ নূতন শক্তির জোয়ার।

কি করিয়া আমাদের এই অগ্রগতি সম্ভব হইতেছে? তাহারই ছবি এই মজুতদার বিরোধী অভিযানের ভিতর দিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

প্রথম যে দিন এই অভিযানের কথা সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইল, সেদিন জনসাধারণের প্রায় প্রত্যেক অংশের নিকট হইতেই চিরাচরিত অবিশ্বাস আর বিরোধীতার ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। জেলা হাকিম জানাইলেন জনসাধারণের কোন প্রকার সহযোগীতা তাঁহার প্রয়োজন নাই। পঞ্চমবাহিনী ভাবিয়াছিল—'আর একবার মৌকা মিলিল।' অর্থাৎ এই অভিযানকে বিফল করিবার সব শক্তিই বর্ত্তমান ছিল।

কিন্তু তবু এ প্রচেষ্টা বিফল হয় নাই। লুকান খাদ্য খুব বেশী খুঁজিয়া বাহির করা যায় নাই, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে এই অভিযানের ভিতর দিয়া একটি মজুতদার-বিরোধী মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছে। গভর্ণমেণ্টকেই সমস্ত অস্থবিধার জন্য দায়ী করিয়া নিরুপায়ের মত চুপচাপ বসিয়া থাকিবার মনোভাব অনেক পরিমাণে কাটিয়া গিয়াছে। খাদ্য সংকট সমাধানের পথে এ কম লাভ নয়।

আমরা প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিলাম যে এই অভিযানকে জনসাধারণের স্বার্থে ব্যবহার করা যায়। তাই পরিকল্পনা প্রকাশ হইবার পরই আমরা আমাদের সমস্ত পার্টি-সভ্য ও সমর্থকদের জন্য আওয়াজ তুলিলাম—খাদ্যগণনার প্রচেষ্টাকে স্বার্থপর মজুতদারদের বিরুদ্ধে একটি গণআন্দোলনে রূপান্তরিত কর।

জেলা কমিটি হইতে পার্টি-সভ্যদের সাধারণ সভা ডাকিয়া খাদ্য গণনার তাৎপর্য্যকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইল। সমস্ত জেলায় ৯১টি সরকারী খাদ্য কমিটির মধ্যে আমরা প্রবেশ করিলাম। শুধু রাজশাহী সহরেই ২২টি ক্ষোয়াডে ১০৪ জন পার্টি-কর্ম্মী ও সমর্থককে ভাগ করা হইল। গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে যে ৬৯টি কমিটিতে আমরা প্রবেশ করিলাম, তাহার মধ্যে ৩৮টি কমিটির সম্পাদক হইল আমাদের কমরেডরাই। সহরেই আমাদের ক্ষোয়াডগুলির মধ্যে ৫টি ক্ষোয়াডে মেয়েরাও অংশ গ্রহণ করিয়াছে। তাহারাও বাড়ী বাড়ী গিয়া খাদ্যের হিসাব লইবার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছে।

প্রথম দুই তিন দিন প্রচারের পরই সহরের অবস্থা বদলাইয়া যায়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বুঝিলেন জনসাধারণের সহযোগীতা ছাড়া ঐ প্রচেষ্টা সফল করা যায় না। আমাদের একজন কমরেড ক্ষোয়াড লিডার নিযুক্ত হইলেন। ইসবপুর ইউনিয়নে প্রচার করিতে যাইয়া সরকারী প্রতিনিধি বলিলেন—এই সভায় যদি কেহ কমিউনিষ্ট থাকেন, তবে তিনি তাঁহার মতামত বলুন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান আলমকে জানাইলেন—"কৃষক সমিতির প্রতিনিধিকে সাথে করিয়া খাদ্যগণনা সম্বন্ধে আমার সাথে আলাপ করিতে আসিবেন কি?"

পঞ্চমবাহিনী আওয়াজ বদলাইল : খাদ্যকমিটির মধ্যে ঢুকিয়া গণনার চেষ্টাকে বিফল করো। কোনো কোনো অঞ্চলে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের মামুলী ভুলের জন্য তাহারাই খাদ্য কমিটির চালক হইয়া বসিল। এরকম কথাও শোনা গেল যে কোন কোন অঞ্চলে খাদ্য খুঁজিয়া বাহির করার কমিটিই খাদ্য লুকাইয়া রাখিবার কমিটিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু যে কমিটিতে আমাদের একজন কমরেডও ঢুকিতে পারিয়াছে—সেই কমিটিতে আর এরূপ প্রচেষ্টা হইতে পারে নাই। সেইখানেই তাহারা প্রস্তাব করিয়াছে—অন্যের বাড়ীতে গিয়া তল্লাসী করিবার আগে আমাদের নিজেদের বাড়ী তল্লাসী করিয়া জনসাধারণের মনে আমাদের উপর বিশ্বাস জন্মান প্রয়োজন।

তাই জেলার অন্ততঃ ৯১টী অঞ্চলে আমরা অবিরাম প্রচার কার্য্য চালানোর ফলে এই অভিযান অনেকাংশে সফল হইয়াছে। আমাদের দেশপ্রেমের প্রচারের ফলে পালাসরে একজন জোতদার তাঁহার গোলার ৯০০ মণ ধান বাহির করিয়া দেন।

এমনি নিরলসভাবে আন্দোলন চালানর জন্য সমস্ত ঘাঁটী দেশভক্ত লোকই আমাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। সমস্ত জেলাতে আমরা প্রায় ২০০ নূতন সমর্থক পাইয়াছি।

কমরেড অমলেন্দু বাগচির পাড়ার আগে আমাদের সমর্থক খুব কম ছিল। সেদিন শুনিলাম ঐ পাড়ায় কমরেড বাগচির বৃদ্ধ পিতা ক্ষোয়াডে বাহির হইয়া বাড়ী বাড়ী গিয়া 'খাদ্যের জন্য একতা গড়ো' এই কথা প্রচার করিতেছেন। পাড়ার রূপ বদলাইয়া গেল।

এইভাবেই কাজ হইয়াছে বলিয়াই হিসাব নিবার দিন পার্টির অফিসে এত ভীড়। আমাদের কাজের ফলে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষকেও নামিতে হইল জনসাধারণের কাছে। আমাদের কয়েকজন কমরেডের নামে মামলা চলিতেছিল, কর্ত্তৃপক্ষ সেই মামলা তুলিয়া লইয়া আমাদের খাদ্য অন্দোলনে পূর্ণ যুবোগ দিলেন। জেলা সাপ্লাই অফিসার হঠাৎ ঘোষণা করিল : যে সমস্ত চাউল হস্তগত করা হইয়াছে তাহা টাকায় তিন সের দরে স্থানীয় দোকান হইতে বিক্রয় করা হইবে। আমরা গিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে বলিলাম যে খাদ্য কমিটির ব্যবস্থায় চাউল বিক্রয় করিতে হইবে। কর্ত্তৃপক্ষ রাজী হইলেন। ঠিক হইল যে সমস্ত অঞ্চলে চাউলের ঘাটতি আছে সেইখানেই খাদ্য কমিটির মারফৎ চাউল বিলি হইবে।

এই মজুত বিরোধী অভিযানের ভিতর দিয়া বহুল পরিমাণে পঞ্চমবাহিনীকে কোণঠাসা করিতে পারিয়াছি। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষকে জনসাধারণের সহিত সহযোগিতা করাইতে পারিয়াছি এবং সবচেয়ে বড় কথা জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যের জন্য একতার আন্দোলনকে এক ধাপ আগে লইতে পারিয়াছি।

খাদ্য গণনা শেষ হইয়াছে। আমাদের আওয়াজ :—১। যে সমস্ত চাউল ও ধান ধরা পড়িয়াছে ঘাটতি অঞ্চলগুলিতে তাহা খাদ্য কমিটি মারফৎ বিলি করো। ২। ঐ ধান আসিবার আগে খাদ্য কমিটির তরফ হইতে বিশেষ দুঃস্থ পরিবারের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করো।

যুদ্ধের গতি

★ লাল গেরিলার হাতে ৩ লাখ নাৎসী হত
★ ভারতের দাবীতে বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টি
★ চীন যুদ্ধের ৭ম বৎসর

লালফৌজ দ্বিতীয় ফ্রণ্টের প্রতীক্ষা করিতেছে

আড়াই হাজার মাইলব্যাপী রুষ-জার্ম্মাণ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবিরাম সংঘর্ষ চলিয়াছে, কিন্তু দুই পক্ষই বড়দরের আক্রমণ করে নাই। লাল বিমাণ বহর ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া শত্রুর সরবরাহ ঘাঁটি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর বোমা ফেলিতেছে। সুদূর উত্তরে কারোলিয়াতে পাকিয়া থাকিয়া যুদ্ধ হইতেছে। লেনিনগ্রাদের নিকটে, বিশেষত ওলৃকভ অঞ্চলে লালফৌজ প্রায়ই শত্রুর শক্তিক্ষয় করিতেছে। কালিনিনের কাছে লড়াইয়ের ফলে লালফৌজ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান কব্জিয়া করিয়াছে। মধ্য রণাঙ্গণেও যুদ্ধ থামে নাই। ওরেল অঞ্চলে বোমা ফেলা ছাড়াও লালফৌজ স্থলযুদ্ধ চালাইতেছে, শত্রুর পিছনে বীর গেরিলা যোদ্ধারা লড়িতেছে। আরও দক্ষিণে বিয়েলগরড, লিসিচান্স্ক প্রভৃতি অঞ্চলে লালফৌজ শত্রুকে একটুও অগ্রসর হইতে দেয় নাই, দনেৎস্ নদী পার হইবার আশা জার্ম্মাণদের কাছে আকাশ কুসুম হইয়া রহিল। রষ্টভের পশ্চিমে সোভিয়েট কামানের প্রতাপে শত্রু প্রায়ই আগাইবার চেষ্টা করিয়া ছত্রভঙ্গ হইতেছে। আরও দক্ষিণে কুবান্ অঞ্চলেও ফাসিষ্টদের বিপদ বাড়িতেছে। বিমাণ আক্রমণ ছাড়া সপ্তাহি লালফৌজ তামান্ উপদ্বীপে নামিয়া শত্রুকে ঘিরিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিতেছে। কৃষ্ণসাগর দিয়া শত্রু লালবোমারুদের ভয়ে সরবরাহ ও সৈন্য আনিতে যথেষ্ট বেগ পাইতেছে। লালফৌজ যেভাবে যুদ্ধ চালাইতেছে সে-তুলনায় শত্রু খুবই দমিয়া রহিয়াছে।

কিন্তু যথার্থ একটা বড় দরের আক্রমণ লালফৌজ আরম্ভ করিতে চায়। সেজন্য দরকার পশ্চিম ইউরোপে ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্যের অবতরণ। একসঙ্গে দুই দিক হইতে আক্রান্ত হইলে শত্রু পলাইবার পথ পাইবে না। চূড়ান্ত আঘাত পাইয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে। ইয়োরোপের পদদলিত দেশগুলিতে নবজীবনের সঞ্চার হইবে।

হিটলারের যুক্রেনে চাপিয়া বসার মতলব

মস্কো হইতে খবর আসিয়াছে যে ফাশিষ্টরা এখন আক্রমণ চালাইতে না পারিয়া যুক্রেনে চাপিয়া বসিবার মতলব করিয়াছে। কয়েক লক্ষ জার্ম্মাণ স্ত্রী পুরুষ এখন সেখানে রহিয়াছে, কেমন করিয়া যুক্রেনবাসীদের দাবাইয়া রাখা যায়, সে বিষয়ে "শিক্ষা" পাইতেছে। এক জার্ম্মাণ অধ্যাপক বক্তৃতায় বলিয়াছে যে জার্ম্মাণ জাতির শক্তি এত বেশী আর জার্ম্মাণ মেয়েদের কষ্টসহিষ্ণুতা এত বেশী যে ৪০ বৎসরের মধ্যে যুক্রেনে জার্ম্মাণদের সংখ্যা স্থানীয় অধিবাসীদের চেয়ে অধিক হইবে।

হিটলারীদের এই মতলব যে ভণ্ডুল হইবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। লালফৌজ যুক্রেনের পূর্ব্ব সীমান্তে রহিয়াছে। যুক্রেনের ভিতর গেরিলারা দিবারাত্র অসমসাহসে লড়িতেছে। মস্কো হইতে বেতারে বলা হইয়াছে যে দুই বৎসরে সোভিয়েট গেরিলারা ৩ লক্ষ শত্রু সৈন্য মারিয়াছে, ৩০ জন সেনাপতি ও ৬,৩৩৩ সামরিক কর্ম্মচারী গেরিলাদের হাতে প্রাণ হারাইয়াছে। প্রধান যুদ্ধক্ষেত্রের ৫৩ শত মাইল পিছনে গেরিলারা নিজেদের ঘাঁটি বানাইয়া শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে, মাতৃভূমি রক্ষার যুদ্ধে জীবনপণ করিয়াছে। লালফৌজের সঙ্গে গেরিলা ঘাঁটিগুলির যোগাযোগ শত্রু ভাঙ্গিয়া দিতে পারে নাই।

দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা হইলে হিটলার যুক্রেনে কেন, কোথাওই দাঁড়াইবার স্থান পাইবে না।

ফ্যাশিষ্টরা ভয় পাইয়াছে

হিটলারীরা এখন আর দ্বিতীয় ফ্রণ্ট সম্বন্ধে বিদ্রূপ করার সাহস রাখে না। সেদিন পর্য্যন্ত তাহারা ইঙ্গ-মার্কিণ অভিযান লইয়া নানাপ্রকার ব্যঙ্গ করিত। এখন তাহারা যথেষ্ট ভয় পাইয়াছে। ইতালী স্বীকার করিতেছে যে মিত্রপক্ষের সৈন্য সেখানে নামিতে পারে। শত্রু আরও খবর রটাইতেছে যে মিত্রপক্ষের অভিযান প্রতিরোধ করিবার জন্য ইয়োরোপের উপকূলে ২৫০ ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য মিত্রপক্ষে যাহারা দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার বিপদ সম্বন্ধে অনেক রকম কাল্পনিক আশঙ্কা করিয়া থাকেন, তাহাদের আরও ভড়কাইয়া দেওয়া। ফ্যাশিষ্টদের প্রচারিত এ খবর যে সম্পূর্ণ গাঁজাখুরি, তাহা সোভিয়েট কাগজ "প্রাভদা" পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছে। পশ্চিম ইয়োরোপে ফ্যাশিষ্টদের হাতে ৬০ থেকে ৭০ ডিভিশনের বেশী সৈন্য যে নাই, তাহার হিসাব "প্রাভদায়" প্রকাশ হইয়াছে। হিটলারীদের আসল ভয় এই যে পশ্চিমে একটা কিছু ঘটিলে লালফৌজ প্রচণ্ড আক্রমণ করিবে আর এবারে সে আক্রমণকে হটাইবার শক্তি তাহাদের নাই। মস্কো জানাইয়াছে যে এই বৎসর মার্চ্চ মাসে শত্রু পশ্চিম হইতে ৩২টী ট্যাঙ্ক ডিভিশন রুষ রণাঙ্গণে বদলী করিয়াছে। কোথায় তাহার বিপদ বেশী, তাহা শত্রু যথেষ্ট জানে। শত্রু আরও জানে যে একা সোভিয়েট তাহাকে চাপিয়া ধরিলে সে এখন সম্পূর্ণ হার মানিবে না। সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে সোভিয়েটের পক্ষে একা সমস্ত ফ্যাশিষ্টদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। তাই শত্রু প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে যে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট যেন খোলা না হয়। "পশ্চিমে আমাদের অনেক সৈন্য আছে, নূতন অস্ত্র আমরা সেখানে ব্যবহার করিব, সর্ব্বত্র আমাদের সুদৃঢ় ঘাঁটি রহিয়াছে, দাঁড় দাঁড় করিয়া তেল জ্বালাইয়া মিত্র সৈন্যকে উপকূলে নামিতে দিব না," ইত্যাদি বলিয়া মিত্রপক্ষকে ভড়কাইবার চেষ্টা সে করিতেছে। কিন্তু এত সত্ত্বেও যে কেহ ভুলিবে না, তাহার প্রমাণও ক্রমশঃ মিলিতেছে।

দ্বিতীয় ফ্রণ্টের উদ্যোগ সম্পূর্ণ

ফ্যাশিষ্টদের ভয়ের কারণ যথেষ্টই আছে। দ্বিতীয় ফ্রণ্টের উদ্যোগপর্ব্ব প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। ব্রিটিশ ও মার্কিণ বিমানবহর পশ্চিমে জার্ম্মানীতে রুঢ়ের শিল্পাঞ্চলে এবং দক্ষিণে ইতালী, সিসিলি, সার্দ্দিনিয়া ও কখনও গ্রীক উপকূলে দিবারাত্রি প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইতেছে। ফ্রান্সে, বেলজিয়মে, হলাণ্ডে, পোলাণ্ডে, গ্রীসে ফ্যাশিষ্ট দুর্ত্তদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভ ক্রমেই বাড়িতেছে। অকথ্য অত্যাচার করিয়া বহু লোককে নৃশংস ভাবে হত্যা করিয়াও ফ্যাশিষ্টরা জনশক্তিকে দমন করিতে পারে নাই। এবার মিত্রসেনা ইয়োরোপে নামিলে এ জনশক্তি বিপুল উৎসাহে শত্রুর নিধনে লাগিবে, হিটলারীদের আর কোনই আশা থাকিবে না।

এই কারণেই ইতালি রুজভেল্টের কাছে এক বাণী পাঠাইয়া বলিয়াছেন যে ফাশিষ্ট জার্ম্মাণীকে পরাজিত করিবার সময় উপস্থিত। এখন যত শীঘ্র লালফৌজ ও ইঙ্গ-মার্কিণ বাহিনী একযোগে তাহাকে আক্রমণ করিবে, তত শীঘ্র রুষলাভ সম্ভব হইবে।

চার্চ্চিল সাহেবের বক্তৃতা

সপ্তাহি লণ্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল একটা জঙ্গী বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে একাধিক দেশ মিলিয়া সামরিক পরিকল্পনা করিলে কিছু বিলম্ব অবশ্যম্ভাবী এবং জলে স্থলে একই সময়ে যুদ্ধের ভোড়জোড় করিতেও সময় লাগে। কিন্তু তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে শরৎকালে গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ার পূর্ব্বে ভূমধ্যসাগরে ও অন্যত্র মিত্রশক্তি প্রচণ্ড যুদ্ধে নামিবে। শত্রু এখন ব্যাকুলভাবে জানিতে চাহিতেছে যে কবে এবং কোথায় মিত্রশক্তির আঘাত পড়িবে, তাহার উৎসুক্য চরিতার্থ করিতে চার্চ্চিল সাহেব গররাজী। সুতরাং তিনি বলিয়াছেন যে শরৎকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই আক্রমণ হইবে।

১৯৪২ সালে ব্রিটেন ও আমেরিকা সোভিয়েটকে আশ্বাস দিয়াছিল যে ঐ বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বে ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা হইবে। কোন কারণে সে আশ্বাস অনুসারে কাজ হয় নাই। এ বৎসর যে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে, তাহার নড়চড় হইবে না মনে করার অনেক কারণ আছে। জনশক্তির চাপ এখন আর কেহই রোধ করিতে পারিবে না।

হিটলার-মুসোলিনী-তোজোকে চার্চ্চিল জানাইয়াছেন যে তাহারা যতদিন বিনাসর্ত্তে আত্ম-সমর্পণ না করে, তাহাদের লড়িবার ক্ষমতা যতদিন একেবারে চূর্ণ না হয়, ততদিন মিত্রশক্তি যুদ্ধ চালাইবে, ফ্যাশিষ্ট শক্তিকে নির্ম্মূল করিবে।

প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধের গতি

ফ্যাশিষ্ট জাপানকে দাবাইবার জন্য ব্রিটেন ও আমেরিকা যে দৃঢ় সংকল্প এবং একাগ্রভাবে একত্র লড়িবার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহা মিষ্টার চার্চ্চিল বলিয়াছেন। সপ্তাহি খবর আসিয়াছে যে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের উপর আমেরিকানরা বিরাট আক্রমণ সুরু করিয়াছে। সেলিবিস্ দ্বীপ হইতে রেঙ্গোভা দ্বীপের দূরত্ব প্রায় ২০০০ মাইল। ইহার মধ্যে নানা স্থানে যুদ্ধ চলিতেছে। জেনারল ম্যাকআর্থর এ অঞ্চলে খবর যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছেন। জাপানীদের যে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইতেছে, তাহা পরিষ্কার। কয়েক দিন পরে এখানকার যুদ্ধের সম্পূর্ণ সংবাদ মিলিবে।

চীনকে সাহায্য করো

৭ই জুলাই তারিখে চীন জাপান যুদ্ধের ষষ্ঠ বর্ষ পূর্ণ হইল। এই দিন আমরা বিশেষ করিয়া চীনের বীর বাহিনীর কথা ভাবিব, কেমন করিয়া চীনকে সাহায্য করা যায় স্থির করিব। সম্প্রতি ইথোপিয়ার যুদ্ধে চীনারা ৫৫,৮৭০ জন জাপানীকে মারিয়াছে, কিন্তু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে ইথোপিয়কুলে ইয়াং শহর দখল করিতে পারে নাই। জাপানীরা ইয়াংসি নদী ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চীনকে দুইভাগে বিভক্ত করিতে চায়। এ মতলবকে ভেস্তাইয়া দিতেই হইবে। আইচিকু নামক স্থানেও চীনারা ইয়াংসি নদী তটে লড়িয়া শত্রুর শক্তিক্ষয় করিয়াছে, কিন্তু সরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। বার্ম্মা রোড খুলিয়া দিয়া চীনকে সাহায্য করা আজ মিত্রশক্তির প্রধান কর্ত্তব্য।

ভারতে জাতীয় সরকার চাই

ব্রিটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসে ভারতে জাতীয় সরকার দাবী করিবার প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। যুদ্ধে ফ্যাশিষ্ট ধ্বংস করিতে হইলে জাতীয় সরকার চাই-ই চাই। বার্ম্মার বোমা ফেলিয়া যুদ্ধ জয় হইবে না। ভারতের জনবল লইয়া অগ্রসর না হইলে জাপানকে ধেধানো সম্ভব নয়। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে ভারতে জাতীয় সরকার একান্ত প্রয়োজন। যুদ্ধ জয়ের জন্যই ভারতে রাজনৈতিক অদল বদল আজ এত জরুরী।

ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার উদ্যোগ সম্পূর্ণ হইয়াও হয় নাই। উত্তর আফ্রিকায় জিরো-জগোল্ ব্যাপারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও বাকী। সেখানকার বামপন্থীরা জানাইয়াছে যে যেভাবে জিরোর পৃষ্ঠপোষণ চলিতেছে তাহা ফরাসী ঐক্যের পথে এক রকম প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এ ব্যাপারের মীমাংসার বিলম্ব যুদ্ধের মধ্যে হানিকর। হয়তো দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিতে বিলম্বের ইহাও একটা কারণ।

ভারতের নব নিয

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

★ দেশ-বিদেশের বীর কিশোর ★

কিশোর স্বেচ্ছাসেবক

বারো বছরের ছেলে বাজী রাউত; উড়িষ্যার ঢেঙানলে তার বাড়ী। তার ষাট বছরের বুড়ী মা ঢেঁকিতে ধান ভেনে সংসার চালান। আর সারাটা দিন বাজী রাউত দুষ্টুমি ক'রে কাটায়। কখনো একা একা নির্জ্জনে বসে বাঁশী বাজায়, কখনো ব্রাহ্মণী নদীর উত্তাল ঢেউয়ে একাই সে নৌকো ভাসায়। ঝড়কে সে ভয় করে না, বিপদকে সে তুচ্ছ করে।

সে বছর ঢেঙানলে প্রজাবিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলো। যারা এতদিন মুখ বুঁজে সহস্র লাঞ্ছনা সহ্য ক'রে এসেছে, যারা রক্ত জল ক'রে খেটেও দুমুঠো খেতে পায় নি—তারা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ালো। পুলিশের গুলি আর বেঅনেট সে জনস্রোতকে ঠেকাতে পারলো না।

দুষ্ট ছেলে বাজী রাউতের মনেও আজ অসন্তোষ জেগেছে। সে আজ প্রজামণ্ডলের একজন স্বেচ্ছাসেবক। দুরন্তপণার বদলে তার চোখে মুখে আজ দেশপ্রেমের দীপ্ত আভা। আজ এক নতুন ঝঞ্ঝার সামনে মাথা উঁচু ক'রে সে দাঁড়িয়েছে। তার হাতের বাঁশী যেন বজ্র হয়ে বেজে ওঠে।

আকাশ কালো করা এক রাত্রি। দূরের পাহাড়ে রঙ বেরঙ মেঘের ছায়া। ব্রাহ্মণী নদীর পাড়ে নৌকোর ছাউনীর মধ্যে কিশোর বাজী রাউত ঘুমিয়ে। তার উপর নৌকো পাহারার ভার—যাতে রাজার সেপাই নদী পেরোতে না পারে।

কাছের এক গ্রামে নিরীহ জনতার ওপর গুলি চালিয়ে পিট্টুনী পন্টন নদীর ধারে পৌঁচেছে। জলের ঢেউয়ে বাজী রাউতের নৌকোটা দুলছে।

তাদের সোরগোলে বাজী রাউতের ঘুম ভেঙে গেল। তারা বাজী রাউতকে ঝাঁকালো গলায় ডেকে বললো, পার করে দিতে হবে। বাজী রাউত তন্দ্রামাখানো চোখে একবার চেয়ে দেখলো।

পন্টনের দল তার বুকের কাছে বন্দুকের নল তুলে ধরেছে। রাগে তাদের চোখগুলো জ্বলছে। কিন্তু বাজী রাউত দেশের জন্যে মরতে ভয় পায় না। সে উপেক্ষার সঙ্গে ব'ললো, 'এনৌকো প্রজামণ্ডলের। তোমরা দেশের লোকের শত্রু। এ নৌকো তোমাদের জন্যে নয়।'

দুটো বলিষ্ঠ হাত তার রোগা শরীরে চেপে বস্‌লো; একজন বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তার মাথায় আঘাত করলো। বাজী রাউত ছিটকে পড়লো। মাথা দিয়ে তার রক্তের ফিনকি ছুটছে। মুহূর্ত্তে বাজী রাউত উঠে দাঁড়ালো। নৌকো থেকে পাড়ের উপর লাফিয়ে প'ড়ে সে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো প্রজামণ্ডলের লোকদের। প্রজারা দলে দলে ছুটে এলো। তারা নৌকোর দড়ি ছাড়বে না। পন্টনের দল দড়ি কেটে দিয়ে নৌকো চালিয়ে দিল। তারপর দাঁড়ালো জনতার উপর গুলি চললো। গুলিতে যারা প্রাণ দিল, কিশোর বাজী রাউত তাদেরই একজন।

বাজী রাউত যদিও আজ বেঁচে নাই, তার নাম উড়িষ্যার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়ানো। তার বীরত্ব নিয়ে কত গান, কত কবিতা রচিত হয়েছে। আজ বাজী রাউতের দেশের লোক দেশরক্ষার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। বাজী রাউতের দেশপ্রেম আজ লক্ষ লক্ষ বুকে বাসা বেঁধেছে। উড়িষ্যার কিশোর বাজী রাউতের নামে শপথ নিয়ে বলেছে, এ দেশ পরের হাতে যেতে দেব না। বাজী রাউতের মত আমরাও দেশের জন্যে প্রাণ দিতে জানি।'

★ বাংলার কিশোর আন্দোলন ★

'বীর তানিয়া হ'তে চাই': মুস্লিম মেয়েদের প্রতিজ্ঞা

২৪ পরগণার হাকিমপুর থেকে লায়লা, অছেলা, খালেদা, খদিজা, মনোওয়া, মোতাহারা, ফাতেমা লিখছে: 'আমরা 'জনযুদ্ধে'র পাঠচক্রের সভ্য। ছোট আমরা, 'জনযুদ্ধে'র আমরা নিয়মিত পাঠক। 'জনযুদ্ধে'র ভাষা আরো সহজ করবেন, যাতে আমাদের মত ছোট মেয়েদের পক্ষে বুঝা সহজ হয়। আমরা 'জনযুদ্ধ' পাঠ ক'রেই সোভিয়েট ও চীনের মেয়েদের মত দেশের জন্য, পার্টির জন্য, এক একজন বীর তানিয়া হ'তে চাই। এ অঞ্চলের ছাত্র সম্মেলনের জন্য কিশোরবাহিনী নানা দিক দিয়ে স্থানীয় ছাত্র ফেডারেশনকে সাহায্য করছে। স্থানীয় কিশোররা 'কিশোর' নাম দিয়ে একটা মাসিক কাগজ বের করেছে। প্রতি সংখ্যার দাম চার আনা।

উনশিয়ার কিশোরবাহিনী, লাল সেলাম!

দেশের ও দশের সেবায় উনশিয়ার কিশোর বাহিনী আজ অনেক অগ্রসর। তারা যে শুধু গ্রামের বাসা, থিয়েটারের আসরে দেশপ্রেমের গান শোনায়, তা নয়; তারা প্রাণ দিয়ে রোগীর সেবা করে, দুঃস্থদের জন্যে মুষ্টিভিক্ষা তোলে, 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার গ্রাহক বাড়ায়, নিজেরা ওষুধ আর কালি তৈরি করে। ছোট খাটো ডাক্তারীও তারা নিজেরাই করে থাকে। গ্রামবাসীর সভাসমিতির জন্যে তারা পোষ্টার লিখে আর ছবি এঁকে দেয়। বিকেলে তারা লাঠিখেলা শেখে ও ব্যায়াম চর্চ্চা করে। দেশকে আজ খাদ্য সংকট থেকে বাঁচাতে হ'লে বেশী করে ফসল ফলানো দরকার। তাই উনশিয়ার কিশোররা কিশোরবাহিনীর মাঠে মূলা ও ভুট্টার চাষ আরম্ভ করেছে। এদের ছাড়িয়ে যেতে পারে এমন আর কোন বাহিনী আছে?

নোয়াখালীর কিশোরবাহিনী

নোয়াখালীর পাড়ায় পাড়ায় কিশোরবাহিনী গ'ড়ে উঠছে। তারা জনযুদ্ধের গান শিখেছে। প্রত্যেক রবিবার তাদের আলোচনা বৈঠক বসে। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার গল্পের বই দেওয়া হয়। তা ছাড়া লাঠি ও ছোরা খেলার ব্যবস্থা হয়েছে। কিশোরবাহিনী থেকে প্রত্যেক কিশোরের জন্যে পড়বার চার্ট ক'রে দেওয়া হয়েছে। কিশোর-বাহিনীতে ফাঁকিবাজ ছেলেদের জায়গা নেই। চৌমুহনী কলেজে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত মেঘনাথ সাহার সম্বর্দ্ধনা সভায় 'কিশোর বাহিনী'র পক্ষ থেকে মানপত্র দেওয়া হয়। জেলা কিশোরবাহিনীর জন্য একটি অফিস ঘর দেওয়া হয়েছে। প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনের জন্য কিশোরবাহিনী নানা দিক দিয়ে স্থানীয় ছাত্র ফেডারেশনকে সাহায্য করছে। স্থানীয় কিশোররা 'কিশোর' নাম দিয়ে একটা মাসিক কাগজ বের করেছে। প্রতি সংখ্যার দাম চার আনা।

আদর্শ কিশোর হবে

* লেখাপড়ায় ভাল
* শিল্পকলায় উৎসাহী
* খেলাধুলায় দক্ষ
* পরের সেবায় ব্রতী
* দেশের কাজে সাহসী

তোমাদের প্রত্যেককে এমনি হ'তে হবে।

খেলাধূলা, শিল্পকলায় হুগলীর অগ্রণী কিশোর

হুগলীর কিশোরবাহিনী খেলাধূলা, শিল্পকলায় বাংলার কিশোরদের সকলের আগে। তাদের খেলাধূলায় ত্রুটি ও বল এক সঙ্গে মিলেছে। নাচ, গান ছাড়াও তাদের খেলায় অনেক নূতনত্ব আছে। জার্ম্মাণ সৈন্যভর্ত্তি ট্রেণ কিভাবে সোভিয়েট গেরিলারা ধ্বংস করে, এ-আর-পি প্র্যাক্‌টিস, কুচ-কাওয়াজ—এ সমস্ত খেলাধূলা দিয়া তারা দেশের লোককে আমোদ ও শিক্ষা দুইই দিয়ে থাকে।

যেখানে যেখানে কিশোরবাহিনী গ'ড়ে উঠেছে

হাকিমপুর (২৪ পরগণা), বেহেলা (শ্রীহট্ট), পাঁশকুড়া (মেদিনীপুর), চাঁদপুর (ত্রিপুরা), পাঁজিয়া (যশোহর), রায়না (বর্দ্ধমান), গৌরীপুর (ময়মনসিংহ), কোয়েপাড়া (চট্টগ্রাম), এ ছাড়াও অনেক গ্রামাঞ্চলে কিশোরবাহিনী গড়ে উঠেছে! সব নাম এখানে ছাপানোর জায়গা নেই।

★

● ফসল বাড়ানোর গান ●

(বাউল সুর, 'কব বা কার নাম ভাইরে'
এই গানের সুরে গাইতে হ'বে)

ফসল বাড়াও চাষী ভাই রে!
ও ছাড়া আজ দেশের লোকের বাঁচার উপায় নাইরে।
অন্নাভাবে ঘরে ঘরে উঠছে হাহাকার,
হাজার হাজার মরছে লোকে নাই কি প্রতিকার রে।
বেইমান লোভেরা লুটে চাষীর পরের ধান
সুযোগ বুঝে ও'ৎ পেতেছে দুষমণ জাপান রে।
দশের মুখে অন্ন দিতে, দেশ বাঁচাতে আজ
সোণার ক্ষেতে আজ
ফসলের পয়দা বাড়ানো সাচ্চা চাষীর কাজ রে।
পতিত জমি আবাদ কর চোরা-বাজার রোখো
মজুত ফসল এনে খাদ্য কমিটিতে রাখ রে।
বীজ-ধান, সার, লাঙল, বলদ, কর্জ্জা যদি চাও
গাঁয়ের সবাই মিলে কৃষক সমিতি বানাও রে।
এক ফসলা জমিতে আজ দুই ফসল ফলাও
নিরন্ন দেশবাসীর মুখে অন্ন তুলে দাও রে।
সোনার ক্ষেতের সোনার ফসল সোনার দেশেই রাখ
ভাইয়ে ভাইয়ে এক হ'য়ে আজ দস্যুজাপান রোখো রে।
দেশ বাঁচানোর এই লড়াইয়ে জিততে যদি চাও
ফসল দুগুণ করতে ক্ষেতে লাঙল চালাও রে।

(রচনা ও সুর—কনক মুখার্জ্জি ও বিনয় রায়)

(হুগলীর কিশোর বাহিনী)

হিটলারী গোলামীর বিরুদ্ধে নরওয়ে

(৭ পাতার শেষাংশ)

করে নরওয়েতে যাহাতে জার্ম্মাণীর ন্যায় স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নের পরিবর্ত্তে গভর্ণমেণ্টের আওতায় লেবার ফ্রণ্ট গঠন করা যায়। নরওয়ের দেশপ্রেমিক নেতারা গা ঢাকা দিয়া পাকিয়া জনসাধারণকে নাৎসী শাসনের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামে পরিচালিত করিতেছেন। তাহারা কুইসলিং এর এই চাল ব্যর্থ করিয়া দিতে নরওয়ের মজুরদের নির্দ্দেশ দেন এবং প্রতিবাদ হিসাবে লেবার ফ্রণ্টের সভ্যপদ হইতে ইস্তফা দিতে বলেন। ১০ই সেপ্টেম্বর 'লেবার ফ্রণ্ট' গঠিত হইলে চারিদিক হইতে হাজার হাজার মজুরদের এইরূপ ইস্তফা পত্র আসিতে সুরু করে, তখন কুইসলিং বাধ্য হইয়া ঘোষণা করে যে 'লেবার ফ্রণ্ট' ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল, কারণ অবস্থা ইহা গঠনের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। ইয়োরোপে নাৎসী শাসনের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ আন্দোলন সাফল্যের সহিত সংগঠিত হইতেছে, নরওয়ের ৩,৫০,০০০ মজুরের এই ধর্ম্মঘট তাহার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত।

নাৎসীদের বিরুদ্ধে শিক্ষক, ছাত্র, যাজক সকলেই

কেবল মাত্র মজুরই নয়, সমস্ত জনসাধারণের মধ্যেই শ্রেণী, ধর্ম্ম, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে, সমস্ত দেশপ্রেমিকদের মধ্যেই এই প্রতিরোধ আন্দোলন বাড়িয়া চলিয়াছে।

নাৎসীদের হাতে নরওয়ের ভাগ্য বিপর্য্যয়ের ৬ মাসের মধ্যেই এখানকার 'সুপ্রিম কোর্টের' বিচার পতিরা আদালতের স্বাধীনতার হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে একযোগে পদত্যাগ করেন।

এখানকার শিক্ষক সম্প্রদায়ও নরওয়ের স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা নাৎসী শাসন মানিয়া লইতে অস্বীকার করে, ফলে একটি ডিক্রী জারী করা হয় যে প্রত্যেক শিক্ষককে বাধ্যতামূলকভাবে লেবার ফ্রণ্টে যোগ দিতে হইবে। অনেক অভিভাবক এবং কিশোর বালকও শিক্ষকদের এই আন্দোলনে যোগ দিয়া তাহাদিগকে শক্তিশালী করে।

নরওয়ের মজুর ও শিক্ষকদের সাথে এখানকার ধর্ম্মযাজকদের প্রতিরোধও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪১ সালে নরওয়ের পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ ইহা ঘোষণা করে যে ধর্ম্মযাজকদের যে মন্ত্রগুপ্তির প্রতিজ্ঞা নিতে হইত তাহা রহিত করা হইল। ইহারই প্রতিবাদে সংগ্রাম সুরু হয় এবং উহা চরমে উঠে। ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে দেখা যায় যে ১১০০ ধর্ম্মযাজকদের মধ্যে মাত্র ২৭ জন নাৎসী নীতিতে আত্মসমর্পণ করে।

দ্বিতীয় ফ্রণ্ট এই ঘুমন্ত আগ্নেয়-গিরিকে জাগাইবে

হিটলার পদানত ইয়োরোপের জনগণের দেশপ্রেম আজ সংঘবদ্ধ সংঘর্ষের রূপ লইতে সুরু করিয়াছে। হিটলারী শাসনের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। ইহাকে দ্রুত আগাইয়া আনিতে হইবে। চারিদিক হইতে আঘাত করিতে হইবে। ইয়োরোপে এখনই দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিতে হইবে।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

প্রতি সংখ্যা ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪॥, ৬ মাস ২॥, ৩ মাস ১।০

★

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জি এম,এল,এ
২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২য় বর্ষ ● বুধবার, ১৪ই জুলাই ১৯৪৩, ২৯শে আষাঢ় ১৩৫০ ● ১২শ সংখ্যা

● নাগরিক জীবন রক্ষার বেলায় কর্পোরেশন মজুর ●

★ মাহিনার বেলায় কর্ত্তারা ★

কর্পোরেশন কর্ত্তাদের দারিত্বজ্ঞান কি রকম, তার নমুনা এবার ভাল করিয়াই প্রকাশ হইয়া পড়িল। পলতা জল-কলের ধর্ম্মঘট ও সেখানকার 'বয়লার' অচল হইয়া যাওয়ার ব্যাপার সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য যে কমিটী বসিয়াছিল, তার রিপোর্ট বাহির হইয়াছে।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে: ১০ই মে তারিখে যে পলতা জলকলের বয়লার অচল হইয়াছিল, তাহা হঠাৎ হয় নাই। অনেকদিনের গাফিলতির ফলেই এরূপ হইয়াছে। কারখানার স্পারিণ্টেণ্ডেণ্ট, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার এবং চীফ ইঞ্জিনীয়ার—ইহারা সকলেই ইহার জন্য দায়ী।

আরও বলা হইয়াছে যে, এই বছরের জানুয়ারী মাসে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার এই 'বয়লার' ঠিক করিবার জন্য খরচের হিসাব পাঠান। সেই হিসাব সংশোধিত হইয়া যায় একাউণ্টস্ ডিপার্টমেণ্টে। সেখানে 'ফাইলের' মধ্যেই হিসাব চাপা পড়িয়া রহিল—'বয়লার' ঠিক করার ব্যবস্থা আর হইল না।

'ফিলটার বেড' সম্বন্ধেও তদন্ত কমিটি রিপোর্ট দিতেছেন যে, অনেকদিন আগেই 'ফিলটার বেডের' দোষ-ত্রুটী দূর করা উচিত ছিল। কন্‌ট্রাক্টারদের লোভ দিয়াই কর্পোরেশন খালাশ। কিন্তু আসলে কন্‌ট্রাক্টারদের চেয়ে বেশী দায়ী বড় বড় কর্ম্মচারী

যাঁরা এই রিপোর্টের সঙ্গে সব ক্ষেত্রে একমত হন নাই, তাঁরাও কিন্তু স্বীকার করিয়াছেন যে কর্ত্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্যই এইরকম অঘটন ঘটিয়াছে।

কমিটির রিপোর্ট ও সভ্যদের নিজস্ব মন্তব্য হইতে ইহাও পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে পলতার মজুরদের আর্থিক অসুবিধা অনেকদিন হইতেই ছিল এবং কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ বার বার সেই অসুবিধায় কর্ণপাত করিতে অস্বীকার করার ফলেই মজুররা ধর্ম্মঘট করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষের দায়িত্বজ্ঞান-হীনতার পরিচয় আজ নূতন নয়। অনেকদিন হইতেই কলিকাতার জনসাধারণ তাহার নমুনা দেখিয়াছে। সহর রক্ষার, সহরের। রাস্তা, জল-সরবরাহ প্রভৃতি ঠিক রাখিবার দায়িত্ব যাঁদের হাতে—এই সব বড় বড় কর্ণা কর্পোরেশন কর্ত্তাদের মুখে অনেক বার শোনা গিয়াছে। কিন্তু যখনই মজুরদের ন্যায্য দাবী পূরণের কথা বলা হইয়াছে, তখনই তাঁরা মুখ বাঁকাইয়াছেন। বহু রকমের হিসাব, অর্থের অনটন ইত্যাদি নানা অজুহাত তাঁদের হাতের কাছে জোগাইয়াই আছে।

কিন্তু যে কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ গরীব মজুরদের জীবনধারণের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিবার জন্য টাকা খরচ করিতে চান না, সেই কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ যে এতগুলি ফাঁকীবাজ মোটা মাহিনা ভোগী কর্ম্মচারী পুষিয়া যাইতেছেন কিসের জন্য, তার কৈফিয়ৎ আজ জনসাধারণ চায়।

কলিকাতার চরম বিপদের সময়ে এই পলতা-টালার মজুররা নিজেদের সহস্র অভাব-অসুবিধা সত্ত্বেও জল-সরবরাহ বজায় রাখিয়াছিল। কলিকাতার নাগরিক-জীবন চালু রাখার দায়িত্ব অনুভব করিয়াছিল। আর, যাঁদের হাতে কলিকাতাবাসী দায়িত্ব দিয়া নিশ্চিন্ত, তাঁরা মোটা মাহিনা লইয়া কাজে ফাঁকী দিয়া ঘুমাইয়া কাটাইতেছেন। যন্ত্রপাতি খারাপ হইয়া জল-সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাইতেছে কি না যাইতেছে, সে দিকে দৃষ্টি নাই। এ উহার ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

পাশাপাশি এই দুইটী দৃষ্টান্ত জনসাধারণের চোখের সামনে পরিষ্কার করিয়া দেখাইল—জনসাধারণের স্বার্থের দায়িত্ব কে বেশী অনুভব করে? মজুর, না কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ?

কর্পোরেশনের ভিতরকার এই গলদ দূর করিবার দায়িত্ব কার? কলিকাতাবাসী জনসাধারণেরই। জনসাধারণ যদি সঙ্ঘাগ হয়, সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তবে দায়িত্ব পালনের নামে দায়িত্ব হীনতা দেখাইবার অবকাশ কর্পোরেশন কর্ত্তারা কখনই পাইবে না।

তদন্ত কমিটি সুপারিশ করিয়াছে—অন্যান্য জায়গার মজুরদের যখন উচ্চহারে মজুরী দেওয়া হয়, তখন পলতার মজুরদের জন্য অন্ততঃ খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা দরকার। এই সুপারিশ কর্পোরেশনের সভায় আলোচনা হইবে। হাজার টাল বাহানা চলিবে। কিন্তু এই টাল বাহানা চলিতে দেওয়া হইবে না। কর্ত্তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে হইবে—মজুররাই কলিকাতার জীবনযাত্রা ব্যবস্থা রক্ষা করার কর্ত্তব্য অনুভব করে, তাদের দাবী পূরণ না করা মানে কলিকাতাবাসীর স্বার্থ-বিরোধী কাজ করা। কর্ত্তাদের বুঝাইতে হইবে—কর্পোরেশন ক্ষমতা লাভের মহড়া দিবার আসর নয়, জনসাধারণের পয়সা লইয়া ছিনিমিনি খেলিবার জায়গা নয়, নগর রক্ষার দায়িত্ব কর্পোরেশনের হাতে।

★ রেশনিং চালু করার কাজে ★

জনসাধারণের সহযোগ চাই

● সবার জন্য রেশন চাই

কলিকাতার রেশনিং প্রবর্ত্তনের সমস্ত ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে—এই মর্ম্মে খবর বাহির হইয়াছে। যাহাতে জনসাধারণ ছোট ছোট অংশে ভাগ হইয়া নির্দ্দিষ্ট দোকান হইতে বিনা অসুবিধায় চাউল প্রভৃতি কিনিতে পারে, তার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতাকে অনেকগুলি ব্লকে ভাগ করা হইবে—এক একটি ব্লকে থাকিবে ৩০০০ লোক। একটি ব্লককে আবার কতকগুলি গ্রুপে ভাগ করা হইবে—প্রত্যেক গ্রুপে থাকিবে ২০০ পরিবার। প্রত্যেক গ্রুপকে সপ্তাহে একদিন করিয়া নির্দ্দিষ্ট দোকান হইতে কিনিবার সুযোগ দেওয়া হইবে। মাথা পিছু ২০ টাকা উপার্জ্জন যে পরিবারের সেই পরিবার রেশন কার্ড পাইবে—এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে।

খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীর এই কার্য্যকরী ব্যবস্থাকে জনসাধারণ অভিনন্দিত করিবে নিশ্চয়ই। রেশনিং-এ জনসাধারণ এখনও অভ্যস্ত হয় নাই। তাই অনেকেই হয়ত এই প্রথায় খানিকটা অসুবিধা বোধ করিবে। কিন্তু, তা হইলেও, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই যে খাদ্যাভাবের সময় জনসাধারণের প্রয়োজন মত খাদ্য সরবরাহ করিতে গেলে রেশনিংই একমাত্র কার্য্যকরী ব্যবস্থা। যার যত ইচ্ছা চাউল কিনিবার সুবিধা যদি থাকে, তবে তো সকলেই ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী করিয়া কিনিবে। তাতে ফল এই হইবে যে, লোকের ঘরে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী চাল গিয়া জমিবে। আর অভাবগ্রস্ত বেশীর ভাগ লোকেরাই চাল পাইবে না। মুনাফালোভী সেই সুযোগে চোরা উপায়ে বেশী দর হাঁকিবে। রেশনিং-এর ফলে লোকে যদি ভরসা পায় যে দরকার মতো খাদ্যের অভাব তাকে ভোগ করিতে হইবে না, তবে সঞ্চয় করিবার জন্য সে আর বেশী চাল কিনিতে মুনাফালোভীর কাছে ছুটিবে কেন? সুতরাং রেশনিং-এর ফলে একদিকে জনসাধারণের মধ্যে খাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থাও হয়, আর একদিকে মুনাফালোভীর অবাধ রাজত্বও ফসিয়া পড়ে।

কলিকাতায় যেভাবে রেশনিং প্রথা চালু হইতেছে, তাহাতে এই সমস্ত ফল পাওয়া যাইবে না, ইহা এই ব্যবস্থার একটা গলদ। কেননা, ২০ টাকা উপার্জ্জনকারীর বাহিরে যে বহু লোক খাদ্যের যাইতেছে, তাহারা যাইবে কোথায়? তাদের তো যাইতেই হইবে সাধারণ ব্যবসায়ীদের কাছে। গভর্ণমেণ্টের দোকানে যদি উপযুক্ত পরিমাণ সরবরাহ না থাকে, তবে মুনাফালোভীর কাছ হইতেই এই সমস্ত লোককে কিনিতে হইবে। তাহার সুবিধা মুনাফালোভী পুরাপুরি লইবেই। গভর্ণমেণ্ট হইতে পুরাপুরি সরবরাহ কন্‌ট্রোল না করিবার ফলেই এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু, তা সত্ত্বেও প্রস্তাবিত রেশনিং-এর ফলে কলিকাতার খাদ্য সমস্যা যে অনেক পরিমাণে কমিবে, তাতে সন্দেহ নাই। কেননা, আজকে চালের জন্য যাদের মধ্যে হাহাকার দেখা দিয়াছে, তারা অধিকাংশই গরীব ও মধ্যবিত্ত। মাসিক ১০০ টাকার কম রোজগার করে এরূপ মধ্যবিত্ত ও সাধারণ গরীব লোকই কলিকাতায় বেশী। তাহাদের সুবিধা যে হইবে, এটাই বড় কথা।

কিন্তু রেশনিং হইয়াছে বলিয়া জনসাধারণকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। রেশনিং ব্যবস্থা চালু রাখা ও তাকে ঠিক ভাবে কাজে লাগানর দায়িত্বটাই সব চেয়ে বেশী। হাজার হাজার গরীব, মধ্যবিত্ত লোক খাদ্যদ্রব্য নিয়মিত পাইতে হইবে। তার জন্য দরকার পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা, পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা, সকলের মধ্যে ঐক্য। পুলিশ ও সিভিক গার্ডের উপর যদি ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা যায়, তাহা হইলে গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা এড়ান যাইবে না। এ দায়িত্ব লইতে হইবে জনসাধারণকেই।

জনরক্ষা আন্দোলনের ফলে আজ কলিকাতায় খাদ্য ব্যবস্থার মধ্যে অনেক শৃঙ্খলা আসিয়াছে। আজকে যখন জনসাধারণের বেশী অংশকে লইয়া খাদ্য ব্যবস্থা হইতেছে, তখন জনরক্ষা কমিটিকে আরো উদ্যোগী হইতে হয়। প্রত্যেক ব্লকে ও গ্রুপে সকলে রেশন কার্ড পাইল কিনা, তাহা দেখা, দোকানে শৃঙ্খলা রক্ষা করা, জনসাধারণকে রেশনিং-এর কার্য্যকারীতা বুঝাইয়া, তাদের একতাবদ্ধ করা, মুনাফালোভীদের ও ভেদসৃষ্টিকারীদের কারসাজী ব্যর্থ করা—এই সমস্ত কাজ আগের চেয়ে আরো বেশী করিয়া হইবে। এই কাজ জনসাধারণ যত বেশী করিয়া করিতে পারিবে, ততই সরকারী ব্যবস্থাকে আরো পাকা ও ফলপ্রসূ করিতে পারা যাইবে। সমস্ত লোকের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করার অবস্থাও মন্ত্রীমণ্ডলীকে টানিয়া লইয়া যাওয়া এই উপায়েই সম্ভব হইবে।

★ ফসল বাড়ানো সপ্তাহ ★

আজ ১৪ই জুলাই হইতে ২০শে জুলাই পর্য্যন্ত ফসল বাড়ানো সপ্তাহ। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা বাংলার সমস্ত কৃষককে এই সপ্তাহ পালন করিবার জন্য ডাক দিয়াছেন।

খাবার অভাবে বাংলার ঘরে ঘরে আজ হাহাকার উঠিয়াছে। লাখ লাখ মানুষ অর্দ্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাইতেছে। সহরে সহরে বুভুক্ষু নরনারীর আর্ত্তনাদে বাতাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে। দেশের এই চরম খাদ্যসংকটের ফলে, চুরি ডাকাতি, লুঠতরাজ, ধ্বংস ও অরাজকতা মাথা তুলিতেছে। প্রতিটি বাঙ্গালীর জীবন, ঘরবাড়ী আজ বিপন্ন।

বাংলার সীমান্তে জাপ শত্রু ওৎ পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেশের এই সর্ব্বনাশা অবস্থা তাদের মহাসুযোগ দিবে। তাই আজ দেশের সামনে একদিকে ধ্বংস ও অরাজকতা, আর একদিকে গোলামীর শিকল।

দেশের এই বিপদের দিনে দেশরক্ষা করিবার জন্য, দেশভক্ত কৃষক ভাই, আগে পা বাড়াও। বেশী জমিতে ফসল বোনো। পতিত জমি আবাদ কর, এক ফসলা জমিতে দুফসল বোনো। দেশের লোকের মুখে ভাত দাও। ধ্বংস ও অরাজকতার হাত হইতে দেশ রক্ষা কর। তাহা হইলে জাপানী ডাকাতও আর এ সোনার মাটিতে পা দিতে সাহস করিবে না।

দেশরক্ষার এই মহান কাজে আগাইয়া আসিলে তোমার দাবীদাওয়াও কেহ ঠেকাইতে পারিবে না। দেশভক্ত কৃষকের দাবী সহজেই আদায় হইবে।

তাই খাদ্য ফসল বাড়ানোর সপ্তাহে, সভা কর, বৈঠক কর, স্লোগান কর, হাটে হাটে, বন্দরে বন্দরে পোষ্টার দাও, ইস্তাহার বিলি কর। সমস্ত কৃষককে বোঝাও:—**খাবার ফসল বাড়াইয়া এই সোনার বাংলাকে রক্ষা করা প্রত্যেকটি দেশভক্ত কৃষকের কাজ।**

সম্পাদকীয়

★ কংগ্রেস-ভক্ত জনগণের কর্তব্য ★

দেশের বর্তমান অবস্থা আজ কংগ্রেসসেবী দেশভক্তের মনে একটা নতুন চেতনা জাগাইয়া তুলিয়াছে। সে চেতনা হইতেছে—এই অচল অবস্থা সমাধানের চেষ্টা করিতে হইবে।

এই চেতনা যে সমস্ত কংগ্রেসী দেশভক্তের মনে আসিয়াছে, তাহা নহে। কিন্তু, কংগ্রেসের একটি বিশিষ্ট অংশ যে এই ভাবে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখা যাইতেছে। যুক্ত-প্রদেশের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শ্রীশ্রীশ্রব পরিষ্কার বলিয়াছেন—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা করিয়া কংগ্রেসের আগষ্ট প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা করা দরকার এবং দেশের বর্তমান অবস্থা বিচার করিয়া নূতন কর্মপন্থা নেওয়া দরকার। ইহার জন্য তিনি যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে আলোচনাও করিতেছেন। তাঁহার বিবৃতির সমর্থনে 'যুগান্তর' 'বম্বে ক্রনিকল', বেনারসের 'সংসার' প্রভৃতি কাগজ সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিয়াছে। বাংলা হইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্য শ্রীযুক্ত জীবন লাল পণ্ডিতও শ্রীশ্রীশ্রবের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। মোটের উপর, কংগ্রেসের যাঁহারা জেলের বাহিরে আছেন, তাঁদের অনেকেই আজ অনুভব করিতেছেন যে, আমলাতন্ত্রের হাতে সব কিছু দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিবার সময় আজ আর নাই।

কংগ্রেসের আর দুইটি অংশ কিন্তু অন্যভাবে চিন্তা করিতেছেন। পুরাণো মন্ত্রীত্বের কাজে যে সব কংগ্রেসসেবী ছিলেন, তাঁরা ভাবিতেছেন: ৯৩ ধারার চেয়ে যে কোনো রকম মন্ত্রিত্বই ভাল। তাঁরা অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের মধ্যেও ভিড়িয়া যাইতে রাজী। মাদ্রাজে ৩৫ জন কংগ্রেসী এম্-এল্-এ অ-কংগ্রেসী সম্মিলিত মন্ত্রিত্বে যোগ দিতে প্রস্তুত বলিয়া শুনা যাইতেছে। মধ্য প্রদেশে ১৮ জন কংগ্রেসী এম্-এল্-এ ইহার জন্য তৈরী।

আর একটি অংশ সংগ্রামের দিকেই এখনও ঝুঁকিয়া আছে। তারা অচল অবস্থা সমাধান করার বদলে চায় অচল অবস্থা জিয়াইয়া রাখিতে। সম্মিলিত মন্ত্রিত্বকে তারা মনে করে—সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্ম-সমর্পণ। তাদের কাজে জোর পাইতেছে পঞ্চমবাহিনীই, যারা অচল অবস্থার মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করিতে চায়।

কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে এই ধরণের ঝোঁকের মানে কি? ইহার পরিষ্কার অর্থ—কংগ্রেস দেশভক্ত এক চরম অসহায় ও পরাজয় মনোবৃত্তির মধ্য দিয়া চলিয়াছে। গান্ধীজীর অনশনের সময় তাঁর যে চিঠিপত্র বাহির হইয়াছিল, তাহা কংগ্রেসসেবীকে এইটুকু বুঝাইয়া দিয়াছে যে পঞ্চমবাহিনীর পথ তার পথ নয়। কংগ্রেসসেবী পঞ্চমবাহিনীর কাছ হইতে তফাৎ হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ কাজের পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। খাদ্য সংকট ঘুচাইবার জন্য যে মিলিত প্রচেষ্টা দরকার, তাহা কংগ্রেসসেবী বুঝে নাই। দেশরক্ষার ব্যবস্থায় উদ্যোগী না হইলে পঞ্চমবাহিনীর কারসাজী অচল হয় না, তাহা কংগ্রেস-সেবী অনুভব করে নাই। অচল অবস্থা সমাধানের দায়িত্ব যেন আমলাতন্ত্রেরই উপর—আমলাতন্ত্র যদি অচল অবস্থা সমাধান না করে, তবে আমলাতন্ত্রের 'মুখোস খোলা' ছাড়া আর কি করিব? ইহাই তাহারা ভাবিয়াছে। কিন্তু 'মুখোস খোলার' আন্দোলনে যখন কিছুই হইল না, তখন কংগ্রেসসেবীর মনে আসিল চরম হতাশা। 'অচল-অবস্থা সমাধান কিছুতেই হইবে না'—এই ভাবিয়া তারা বসিয়া পড়িল।

কংগ্রেস ভক্তের এই হতাশার সুযোগ লইয়াই আমলাতন্ত্র প্রদেশে প্রদেশে মেকী জনপ্রিয় মন্ত্রিত্ব গঠন করিতে চেষ্টা করিতেছে। কংগ্রেস-সেবীদের কিছু কিছু অংশকেও নিজেদের দিকে টানিয়া লইতেছে। পঞ্চমবাহিনী কংগ্রেস ভক্তের এই হতাশাকে অচল অবস্থা জিয়াইয়া রাখিবার কাজে ব্যবহার করিতেছে।

এই অবস্থার মধ্যে কংগ্রেসের যে অংশ শ্রীশ্রবত্ব প্রভৃতির নেতৃত্বে আজকে নূতন ভাবে পরিস্থিতি বিচার করিয়া অচল-অবস্থা সমাধানের জন্য অগ্রণী, তারাই আজ কংগ্রেসের মর্য্যাদা, ঐতিহ্য ও দায়িত্ব সত্যই রক্ষা করিতে যাইতেছে। গান্ধীজী বড়লাটকে আর একটা চিঠি লিখিয়া ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে চাহিয়াছেন—এই মর্ম্মে কাগজে যে সংবাদ বাহির হইয়াছে, তাহা যদি সত্য হয়, তবে তাহা শ্রীশ্রবত্ব প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের কাজেরই জোর শতগুণ বাড়াইবে।

সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেসের মধ্যে এই যে লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহার সঙ্গে বাংলার অবস্থা মিলাইয়া বিচার করিলে কি দেখিতে পাই?

বাংলার কংগ্রেস ভক্ত জনসাধারণ সংকট সমাধানের জন্য শুধু উদ্‌গ্রীবই নয়, সচেষ্ট। কিন্তু বাংলার কংগ্রেস নেতারা চরম বিভ্রান্তি ও হতাশার মধ্যে পড়িয়া ভেদ সৃষ্টিকারীরই হাতের পুতুল হইয়া রহিয়াছেন। কেন এমন হইল?

অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় এখানে খাদ্য সংকট বেশী। ইহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বাংলার জনগণের চেষ্টাও অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বেশী। সাধারণ কংগ্রেসভক্তও এই চেষ্টার মধ্যে আসিয়া মিলিয়াছে। বহু জেলায় কংগ্রেসী, অ-কংগ্রেসী, মুসলিম লীগপন্থী সকলে একযোগে খাদ্য-সংকট সমাধানের-জন্য চেষ্টা করিতেছে। অচল অবস্থা সমাধানের বাস্তব ভিত্তি তো ইহাই। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা এই বাস্তব ভিত্তি কাজে লাগাইতেছেন তো না-ই, বরং নূতন করিয়া বাংলায় অচল অবস্থা সৃষ্টি করিবার চেষ্টাতেই ভিড়িয়া গিয়াছেন। ইহার কারণ, বাংলার কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে জনসাধারণের যোগ অনেক কমিয়া গিয়াছে। জনগণের খাদ্য সমস্যাকে কংগ্রেস নেতারা অনুভব করেন না, তাই খাদ্য-সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব লইয়াও তাঁরা মাথা ঘামান না।

তাহারই ফলে সাধারণ্যেকে কংগ্রেস নেতারা এখনও পঞ্চমবাহিনীকে তফাৎ করিতে পারেন নাই। অন্যান্য প্রদেশে আজ সি-এস-পি, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতির সহিত কংগ্রেসভক্ত পরিষ্কার ভাবে সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছে। এই পঞ্চমবাহিনীর দল ধ্বংস কাজের মধ্যে আর তাদের পাত্তা না, তাই অচল অবস্থা জিয়াইয়া রাখিবার কাজেই হতাশ কংগ্রেস ভক্তকে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু বাংলার সি-এস-পি, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর-এস-পি প্রভৃতি এখনও কংগ্রেসের সংগঠনকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়া যাইতে পারিতেছে। খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য জনসাধারণের চেষ্টা কংগ্রেস নেতৃত্বের চিন্তার গতিকে তাই ফিরাইতে পারিতেছে না।

আইন পরিষদের কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে জনসাধারণের যোগ আরও কম। তারই ফলে সাধারণ কংগ্রেসভক্ত জনগণের চেষ্টার সঙ্গে তাদের পার্থক্যও আরো বেশী। যখন সমস্ত জেলায় খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য কংগ্রেসী, অ-কংগ্রেসী, লীগপন্থী সকলে মিলিয়া এক হইয়াছে, জনসাধারণের স্বার্থে মন্ত্রীমণ্ডলীর যে সব খাদ্য অভিযান চলিয়াছে, তাহাকে কাজে লাগাইতেছে, ঠিক সেই সময় আইন পরিষদের কংগ্রেস নেতারা কি করিতেছেন? তাঁরা ফরোয়ার্ড ব্লকপন্থী, হিন্দু মহাসভাপন্থী প্রভৃতি সেই সব ভেদ সৃষ্টিকারীদের সঙ্গেই মিলিতেছেন যাদের পরিষ্কার উদ্দেশ্য মন্ত্রীত্বকে ভাঙ্গিয়া পুনরায় অচল-অবস্থা সৃষ্টি করা। অচল-অবস্থা সৃষ্টির মানে আমলাতন্ত্রের হাতে পরিপূর্ণ ক্ষমতা, তাতে খাদ্যসমস্যা সমাধানের পথ রুদ্ধ হইবে, পঞ্চমবাহিনী সেই সুযোগে অরাজকতা সৃষ্টি করিবে। এই পথে বাংলাকে ঠেলিয়া লইয়া যাওয়াই কি কংগ্রেসের আদর্শ? এই পথে বাংলাকে লইয়া যাইতেছে তাহাই যারা একদিন কংগ্রেসে ভেদ সৃষ্টি করিয়াছিল। যাদের প্রত্যেক কংগ্রেসভক্ত কংগ্রেসদ্রোহী আখ্যা দিয়াছিল। পরিষদের কংগ্রেস নেতারা আজ তাদেরই হাত শক্ত করিতেছেন—ইহার চেয়ে নির্ম্মম পরিহাস আর কি হইতে পারে? জনগণের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাংলার কংগ্রেস নেতাদের মনোবল আজ এতদূর নষ্ট হইয়া গিয়াছে যে এই অবস্থায় আসিয়া তাঁরা দাঁড়াইয়াছেন।

কিন্তু কংগ্রেসকে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার করিতেই হইবে। খাদ্য সংকট সমাধানের আগ্রহ আজ সকলে অনুভব করিতেছেন, দেশকে বাঁচাইবার জন্য, স্বাধীন করিবার জন্যই আজ সকলে অনুভব করিতেছে যে অচল-অবস্থার সমাধান করিতেই হইবে। দেশের এই চরম প্রয়োজনের কাছে নিয়মতন্ত্রের বাধার কথা তুলিলে চলিবে না। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা ডাকিবার অধিকার যাহিরে যাঁরা আছেন তাঁদের আছে কি না, সে প্রশ্ন বাদ দিয়া ইহাই দেখিতে হইবে যে কংগ্রেস সেবীদের প্রত্যক্ষভাবে অচল অবস্থা সমাধানের জন্য আগাইয়া আসাই আজ দেশবাসীর স্বার্থে জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। এই দায়িত্ব পালন করিতে সমস্ত কংগ্রেস নেতারা এখনও তৈরী নন। বাংলার কংগ্রেস নেতারা চরম প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পড়িয়া এই দায়িত্ব অনুভব করিতেই পারিতেছেন না। কিন্তু তাঁদের নাড়াইতে হইবেই এবং কংগ্রেসভক্ত জনসাধারণই তাঁদের নাড়াইতে পারে।

তাই আজ প্রত্যেক জেলা ও কংগ্রেস ভক্ত জনগণকে আওয়াজ তুলিতে হইবে: **নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন চাই! অচল-অবস্থা সমাধানের জন্য কংগ্রেসের নূতন কার্য্যপন্থা চাই! মন্ত্রীমণ্ডলীকে ভাঙ্গা নয়, খাদ্য ব্যবস্থা সফল করিবার জন্য মন্ত্রীমণ্ডলীর সহিত কংগ্রেসের মিলন চাই!**

বাংলার কংগ্রেসভক্ত জনসাধারণের আওয়াজ অন্যান্য প্রদেশে কংগ্রেস সেবীদেরও জাগাইয়া তুলিবে।

আলোচনা

হক-শ্যামাপ্রসাদের ভেদ নীতি

এবারকার বাংলার আইন সভার সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয় বাংলার খাদ্যসমস্যা। সারা বাংলার যে নিদারুণ খাদ্যসংকট দেখা দিয়াছে—তাহার সমাধানের পথ কি, সরকার হইতে কতটুকুই বা করা হইয়াছে তাহার হিসাব নিকাশ আজ প্রয়োজন। আজ সোমবার হইতে যুধবার পর্য্যন্ত এই আলোচনা চলিবে। এই বিষয়ে যে সব প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার ভিতর বিরোধী দলের নেতা মিঃ ফজলুল হকের প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য; কারণ তাঁহার এই প্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়াই আইনসভায় ঝড় উঠিবে।

ফজলুল হক সাহেবের প্রস্তাবের সারমর্ম্ম হইতেছে: বর্ত্তমান মন্ত্রীত্ব বাংলার খাদ্য সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান সরকার এতদিন পর্য্যন্ত যে নীতি চালাইয়া আসিয়াছেন তাহা মোটেই যথেষ্ট নয় এবং সম্পূর্ণ অসন্তোষজনক। এই সরকার সমস্যার সমাধান তো করিতেই পারে নাই, অবস্থা আরও সংগীন করিয়া তুলিয়াছে।

পুরাতনের কথা টানিয়া লাভ নাই। হক-শ্যামাপ্রসাদের মন্ত্রীত্বের আমলেই সুরু হয় খাদ্য-সংকট। সংকটের গোড়াতে সংকট সমাধানের কোন চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই। কাগজের পাতায় চাল-ডালের দর বাঁধিয়াই সমস্যার সমাধান করিয়াছি ভাবিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত ছিলেন। নিত্য নূতন চড়া দর বাধা হইত, বাধা দরেও লোকে মাল পাইত না। সংকটের সেই প্রাথমিক অবস্থায় অতি-লোভী মুনাফাখোরদের শায়েস্তা করা হয় নাই, জনসাধারণের সহিত সহযোগিতারও কোন চেষ্টাই হয় নাই। ফলে সংকট ভীষণ আকারে দেখা দিয়াছে। আজ বড় গলায় চীৎকার করিলেই সত্য ঢাকা পড়ে না দায়িত্ব এড়ানো যায় না।

অতীতের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। মন্ত্রীত্ব ছাড়িবার পর হক-শ্যামাপ্রসাদ দলের চেষ্টা হইয়াছে খাদ্যসমস্যার সমাধান হউক বা না হউক দলাদলির আনড় জমাইয়া দেশে ভেদ সৃষ্টি করা। বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডল খাদ্যসমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই সত্য, মন্ত্রীবিরোধী অভিযানে কলিকাতা ও হাওড়াকে বাদ দিয়া ইহার ধার তাঁহারা অনেকখানি ভোঁতা করিয়া দিয়াছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু একথাও ঠিক বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলই প্রথম জনসাধারণের সহযোগিতায় খাদ্যসমস্যা সমাধানের চেষ্টায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। এতদিন ধরিয়া বাংলার শহরে শহরে ও বহু গ্রামে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের উদ্যোগে ও অন্যান্য সমস্ত দলের মিলিত চেষ্টায় বহু খাদ্য কমিটি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সব খাদ্যকমিটি চোরা বাজার ধরিয়াছে, অভাবীদের সাহায্য করিয়াছে, সস্তা দরে চাল বিলির ব্যবস্থা করিয়াছে। বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীও জনসাধারণের এই একতাকে অস্বীকার করিতে পারে নাই। তাঁহাদের নীতি একতাকে বাড়াইতেই সাহায্য করিবে।

কিন্তু হক-শ্যামাপ্রসাদের প্রতিটি ধাপ একতা ভাঙ্গিবার পথ—বিভেদের পথ। তথাকথিত 'বঙ্গীয় খাদ্যকমিটি' গড়িয়া তাঁহারা ঐক্যবদ্ধ খাদ্য-কমিটিতে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। আজ আবার আইন সভায় খাদ্যসমস্যা আলোচনার অছিলায় বিভেদের পতাকাই তাঁহারা তুলিয়া ধরিয়াছেন। দেশব্যাপী যে মজুর বিরোধী অভিযান হইয়াছে, জনগণের মিলিত খাদ্যকমিটি গড়িবার যে চেষ্টা হইয়াছে—ইহা "সম্পূর্ণ অসন্তোষজনক" ও "অবস্থাকে আরও সংগীন করিয়া তুলিয়াছে", এই বুলি আওড়াইয়া সমস্ত ব্যবস্থা বাণচাল করিবার চেষ্টাই তাঁহারা করিতেছেন। খাদ্যসমস্যা সমাধানে মন্ত্রী-মণ্ডলী ও জনসাধারণ যতটুকু অগ্রসর হইয়াছে—তাঁহারা ইহার মাঝখানে আঘাত হানিয়া সংকটকে চিরস্থায়ী করিবারই চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু জনসাধারণ বিভেদের ফাঁদে পা দিবে না। আজ প্রয়োজন খাদ্যসমস্যা সমাধানের যে চেষ্টা হইয়াছে, জনসাধারণের মিলিত চেষ্টায় ও কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিষ্ট প্রভৃতি দলের একতায় তাহাকে আগাইয়া নেওয়া।

খাদ্যপরিকল্পনা এখনই কাজে লাগাও

বাংলার খাদ্য মন্ত্রী-মিঃ সোওরাবর্দী আইন সভার অধিবেশনের প্রথম দিকে একটি বিবৃতি দেন। হক সাহেবের দীর্ঘ বিবৃতির আড়ালে খাদ্য-মন্ত্রীর এই বিবৃতি চাপাই পড়িয়া গিয়াছে। তথা-কথিত জাতীয় পত্রিকার অনেকেই এই বিবৃতি ছাপানও প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

(শেষাংশ ৮ পাতায় দেখুন)

৫০ হাজার সহি-সহ

★ চটকল মজুরের ডেপুটেশন ★

● মজুরের প্রতিজ্ঞা: দেশরক্ষার জন্য উৎপাদন বাড়াইবই ●

শ্রম-মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি: মজুরের দাবী পূরণের চেষ্টা করিব

চটকল মজুরদের যে বিরাট অভিযান চলিয়াছে, তাহার ফল দেখা গেল গত ৬ঠা জুলাই, যেদিন চটকল মজুরদের পক্ষ হইতে ডেপুটেশন বাংলার শ্রম মন্ত্রীর কাছে গিয়া হাজির হইল।

চটকল মজুর এখন আর বিচ্ছিন্ন নয়, ৩ লাখ চটকল মজুর একতাবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এই অভিযানের ভিতর দিয়া। তারা আওয়াজ তুলিয়াছে: দেশরক্ষার জন্য উৎপাদন বাড়াইব। মজুরের কর্ম্মক্ষমতা বাড়াইতে হইবে, তার জন্য মজুরের উপযুক্ত ভাতা ও মজুরীর বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তারা এক হইয়াছে ধর্ম্মঘটের জন্য নয়, কারখানা চালু রাখার জন্য, আরও বেশী করিয়া মাল তৈরী করিবার জন্য। ইহারই ভিতর দিয়া তাদের সংগঠনের জোর বাড়িয়াছে, ইহারই ভিতর দিয়া তাদের দাবীর জোরও বাড়িয়াছে।

৪ঠা জুলাই বাংলার চটকল মজুর ইউনিয়নের অফিসে সকাল ৯টার সময় হাজির হইল ১৫০ জন মজুর প্রতিনিধি। এই মজুররা আসিয়াছে প্রায় সমস্ত চটকল এলাকা হইতে। বজবজ, মেটিয়াবুরুজ, বেলেঘাটা, কাদাপাড়া, আলমবাজার, জগদ্দল, গৌরীপুর, নৈহাটি, তেলিনীপাড়া, চাঁপদানী, শ্রীরামপুর, রিষড়া, বালী, দুমড়ী, রাজগঞ্জ, মাণিকপুর, চেঙ্গাইল—সমস্ত জায়গা হইতেই মজুর প্রতিনিধিরা আসিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছে প্রত্যেক জায়গার ইউনিয়নের নেতারা।

মজুরদের পক্ষ হইতে কমরেড মোমিন বলিলেন, চটকল মজুররা আজ এখানে আসিয়াছে দেশরক্ষার জন্য তাদের দায়িত্বের কথা ঘোষণা করিতে। তারা উৎপাদন বাড়াইতে দৃঢ় সংকল্প। যত অভাব অসুবিধাই হউক দেশরক্ষার জন্য তারা উৎপাদন বাড়াইবে। কিন্তু সেই কাজেই মিল-মালিক আজ বাধা দিতেছে। যাহাতে সেই বাধা দূর হয়, তার দায়িত্ব সরকারকে লইতে হইবে। যদি সরকার অনুসন্ধান করিয়া দেখেন তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় সাব্যস্ত হইবে যে উৎপাদন বাড়াইবার জন্যই মজুরের কর্ম্মক্ষমতা বাড়াইতে হইবে। চটকল মজুর সেই কর্ত্তব্য লইয়াই আজ একতাবদ্ধ।

পরে একজন মজুর শ্রম-মন্ত্রীকে জানায় যে তারা পূর্ব্ব উদ্যমে কাজ করিয়া যাইলেও মালিকের অন্যায় ও জুলুম অনেক সময় তাদের ব্যতিব্যস্ত করে। অনেক সময় বিনা কারণে মজুর ছাঁটাই হয়। এই সমস্তের ফলে মজুরের উৎসাহ কমিয়া যায়, ইহাতে উৎপাদনেও ঘাটতি আসে। ইহার প্রতিকার মন্ত্রী মহাশয়কে করিতে হইবে। মন্ত্রী মহাশয় উত্তরে বলেন যে এইরূপ ঘটনার বিবরণ লেবর কমিশনরকে জানাইলে তিনি যথাযথ ব্যবস্থা করিবেন।

ডেপুটেশন হইতে ফিরিবার আগে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী মজুরদের বুঝাইয়া দিলেন তাহাদের এলাকায় ফিরিয়া গিয়া কি করিতে হইবে। তিনি বলিলেন: আজ উৎপাদন বাড়াইবার জন্য এই যে একতা গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহাকে আরও বাড়াইতে হইবে। ইহাকে দৃঢ় সংগঠনে পরিণত করিতে হইবে। প্রত্যেক মজুরকে ইউনিয়নের মধ্যে আনিতে হইবে—প্রত্যেক মজুরকে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কাজ করিতে হইবে। তবেই মজুরের শক্তি অজেয় হইয়া উঠিবে।

১৫০ জন মজুর প্রতিনিধি ডেপুটেশন হইতে ফিরিয়া গেল। তারা কি শিক্ষা লইয়া গেল? তাহারা দেখিল—ইহার পূর্ব্বে বিরাট ধর্ম্মঘটের দ্বারাও যাহা হয় নাই, আজ উৎপাদন বাড়াইতে মজুরদের শৃঙ্খলা, দেশরক্ষার জন্য তাদের প্রতিজ্ঞা, তাদের সংগঠিত শক্তি দেখিয়া শ্রম-মন্ত্রী বুঝিলেন যে আজকে মজুরই দেশকে বাঁচাইতে পারে। তিনি মজুর-প্রতিনিধিদের বলিলেন: আপনাদের দরখাস্ত আমি গ্রহণ করিয়াছি। আপনাদের দাবী যে ন্যায়সঙ্গত তাহা আমি জানি। এই দাবী যতদূর সম্ভব পূরণ করিবার জন্য শ্রম-বিভাগ চেষ্টা করিবে এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি। আপনারা একতাবদ্ধ হইয়াছেন, ইহা আশার কথা। আপনারা আপনাদের নেতাদের নির্দ্দেশে একতাবদ্ধভাবে চলিবেন; দেশরক্ষার মহান দায়িত্ব আপনারা মনে রাখিবেন। এই পথেই আপনাদের দাবী পূরণ যে হইতে পারে, সে সম্বন্ধে আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে।

সকলের আগে এবং সকলের পিছনে

জগদ্দল—১৪৭৬	স্বাক্ষর সংগ্রহ
বজবজ— ৪৬১	জন ট্রেড-ইউনিয়ন সভ্য
★	
সালকিয়া— ২১০	স্বাক্ষর
রাজগঞ্জ—৫ জন	ট্রেড ইউনিয়ন সভ্য

দরখাস্তের অভিযানের ফল কি?

দরখাস্তে সহি	৫০,৩০১
ট্রেড-ইউনিয়ন সভ্য	১৭৮০
নূতন অঙ্গী কর্ম্মী	১৭১

চটকল মজুর ইউনিয়নের অফিসে আসিয়া তারা মিলিল বাংলার মজুর নেতা কমরেড নিরোদ চক্রবর্ত্তী, কমরেড মোমিন, কমরেড ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত প্রভৃতির সঙ্গে। সেখানে তাদের সঙ্গে আলোচনা হইল—কেন এই ডেপুটেশন, এই অভিযানের ভিতর দিয়া মজুর কি লাভ করিতে চায়, এই অভিযানের ফল কি হইয়াছে, ইত্যাদি।

(সেখান হইতে ডেপুটেশন যাত্রা করিল চটকল মজুর ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী ও কমরেড আবদুর রেজাক খাঁ ও অন্যান্য মজুর নেতার সঙ্গে।) খাঁ সাহেবের হাতে মজুরদের সহি করা দরখাস্তের বোঝা—৫০ হাজার মজুরের স্বাক্ষর-যুক্ত মেমোরেণ্ডাম।

চটকল মজুর আন্দোলনের ইতিহাসে এরূপ সঙ্ঘবদ্ধ অভিযান এই প্রথম। মজুররা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—তারা দেশরক্ষার জন্য উৎপাদন বাড়াইবার কাজের সফলতার জন্য চলিয়াছে। তারা আগের চেয়ে অনেক বেশী একতাবদ্ধ, তাদের দাবী উপেক্ষা করিবার শক্তি কোথাও নাই। মজুরদের মনে আশা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা। ট্রামে করিয়া ১৫০ জন মজুর তাদের নেতাদের সঙ্গে চলিল, সারা রাস্তা তারা সমবেত কণ্ঠে গাহিতে লাগিল: 'ঝাণ্ডা উচা লাল রহেগা।' শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিকের মতো তারা সমস্ত পথ চলিল।

শ্রম-মন্ত্রীর কাছে প্রথমে মজুরদের পক্ষ হইতে খেলেন কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী ও আবদুর রেজাক খাঁ। তাঁহাদের সহিত শ্রম-মন্ত্রী বাহিরে আসিলেন।

সংগঠনের পথে বাংলার ছাত্র-সমাজ

ছাত্র আন্দোলনকে শক্তিশালী করার হাতিয়ার—ছাত্র সম্মেলন

● সংকট সমাধানের কাজেই সম্মেলনের প্রস্তুতি! ●

দীর্ঘ ছুটির পর স্কুল কলেজ আবার খুলিয়াছে, ছাত্র জীবন আবার জমাট বাঁধিয়াছে। এই সুদীর্ঘ বন্ধের মধ্যেও ছাত্র কর্ম্মীরা আন্দোলন হইতে ছুটী নেয় নাই; ছাত্র জীবন বিক্ষিপ্ত থাকা সত্ত্বেও দিনের পর দিন তাহারা আন্দোলন চালাইয়াছে। ছুটীতে এত ব্যাপক আন্দোলন ছাত্র ফেডারেশনের জীবনে এই প্রথম। তাই সংগঠন ছুটীতে ভাঙ্গিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, আরো শক্তিশালী হইয়াছে। স্কুল কলেজ খোলার সাথে সাথেই কর্ম্মীরা একদিনও বৃথা ব্যয় না করিয়া ছাত্র সাধারণকে লইয়া ব্যাপক অভিযান শুরু করিয়াছে। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহেই প্রত্যেক জেলায় 'জেলা ছাত্র সম্মেলন' হইবে। এই সম্মেলনের কোটায় দিকে নজর রাখিয়াই ছাত্র কর্ম্মীরা প্রত্যেকটী আন্দোলনকে পরিচালনা করিতেছে।

বাঁকুড়ার ছাত্ররা ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে কাগজ তৈয়ারী আন্দোলন ব্যাপক ভাবে শুরু করিয়াছে। একটি প্রতিযোগিতাও হইয়া গিয়াছে। ২৮শে জুন যুবগ্বার বিতরণী উপলক্ষে এক সভা হয়, সভায় ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-অধ্যাপক, অভিভাবক, কিশোর বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত ছিল। শিক্ষক মহাশয়েরা নিজেদের একটী জরুরী সভা বন্ধ রাখিয়া এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। একজন অধ্যাপক নিজের বাড়ীর ছেলেদের ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে কাজ করিতে দিতে রাজী হন। সভাতেই ৩ জন নূতন ছাত্র কর্ম্মী পাওয়া গিয়াছে।

চাকলা পক্ষম বাহিনী ঘাতকের ছুরি হাতে নিয়াছে এবং দাঙ্গা বাধাইয়া খাদ্য আন্দোলন ও ঐক্য আন্দোলনকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে মাতিয়াছে। ৪০ জন ছাত্রকর্ম্মী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া দাঙ্গা বিরোধী প্রচার চালাইয়াছে, জনসাধারণকে নিরস্ত্র করিয়া পঞ্চমবাহিনীর চক্রান্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে। মুন্সীম-ছাত্র-লীগ এই দাঙ্গা বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে আন্দোলন চালাইতেছে। স্কুল কলেজে এবং ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়েও কর্ম্মীরা দাঙ্গা বিরোধী প্রচার চালাইতেছে এবং পঞ্চমবাহিনীকে ক্রমশঃ দেয়ালের দিকে চাপিয়া ধরিতেছে।

শিক্ষা জীবনকে চালু রাখার আন্দোলন বাংলার ছাত্র জীবনে নূতন জোয়ার আনিয়াছে। ২৪ পরগণায় কাগজ আন্দোলনের ফলে তিনটী স্কুলে মাত্র এক সপ্তাহেই ৭৭ জন নূতন সভ্য হইয়াছে, কর্ম্মী পাওয়া গেছে ১৯ জন। চন্দননগরলরে ছাত্র-শিক্ষকরা এক সঙ্গে আন্দোলন করিয়া শিক্ষার জন্য দেড় টন কাগজ আদায় করিয়াছেন—ছাত্রকর্ম্মীরাই

(শেষাংশ ৩ এর পাতায় দেখুন)

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মজুরের একতার দ্বারাই সেই দাবী পূরণ হইতেছে। মজুর বুঝিল—এই পথেই তার জোর। কেন না, এই পথে সমস্ত দেশবাসীর শক্তি তার পিছনে।

উৎপাদন কমানো নয়, উৎপাদন বাড়ানোই মজুরের সংকল্প

বেলঘরিয়া হিন্দুস্থান কটন মিলের মজুররা তাদের ধর্ম্মঘটের অবসান করিয়াছে। মিল-মালিকের অন্যায় জুলুমে উত্যক্ত হইয়া তারা ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা বুঝিয়াছে যে ধর্ম্মঘট করিলে উৎপাদনে যে ঘাটতি হইবে, তাহাতে আজ দেশরক্ষার ব্যবস্থা দুর্ব্বল হইয়া যাইবে, জনসাধারণের সঙ্গে সংকটই আরো বাড়িবে। তাই তারা তাড়াতাড়ি ধর্ম্মঘটের মীমাংসা করিয়া লইল। তাদের দাবী আদায়ের পথ—উৎপাদন-বাড়াইবার মধ্যে মজুরদের একতা ও সংগঠন। সেই পথেই বেলঘরিয়ার মজুর চলিয়াছে। মজুর ইউনিয়নের তরফ হইতে সম্পাদক শৈলজা চাটার্জ্জী মিল কর্ত্তৃপক্ষ ও সরকারের কাছে জানাইয়াছেন যে সমস্ত ধর্ম্মঘটী মজুরদের কাজে লইয়া উৎপাদন বাড়াইবার সুযোগ দেওয়া হউক। এবং এই উদ্দেশ্যে মজুরদের নিম্নলিখিত দাবীগুলি পূরণ করা হউক: (১) পুনরায় কাজে বাহাল হইবার পর উৎপাদনের ক্ষতি না করিলে কোন মজুরকে জবাব না দেওয়া (২) যে সব মজুর ও মজুর নেতা গ্রেপ্তার হইয়াছেন, তাহাদের মামলা উঠাইয়া লওয়া (৩) মিল চালু হইবার এক মাসের মধ্যে মজুরদের অন্যান্য দাবী বিবেচনা করা।

বেলঘরিয়ার মজুররা দেখাইল, তারা উৎপাদন বৃদ্ধির দেশপ্রেমিক দায়িত্ব অনুভব করে। ধর্ম্মঘট হইয়া পড়িলেও তারা যে তাড়াতাড়ি সংঘবদ্ধ সিদ্ধান

৬ হাজার বিঘা জমি উদ্ধার

৬০ হাজার মণ ধানের সম্ভাবনা

দিনাজপুরের কৃষকরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আমলে এক বিরাট আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছিল। দেশিন তাহারা অনেক আত্মত্যাগ ও কষ্ট সহিয়াও লড়িয়াছে, কৃষক সমিতিকে তাজা রাখিয়াছে। আজ আবার যখন দেশে ভয়ানক খাদ্য সংকট দেখা দিয়াছে, তখন এই দেশভক্ত কৃষকরা ফসল বাড়াইবার জন্য নিজেরাই আগাইয়া আসিতেছে।

ইটাহার থানার দক্ষিণাইল ও পার্দ্ধা গ্রামে ৬ হাজার বিঘা জমির এক বিল আছে। কৃষক কর্ম্মীদের নজর পড়িল এই বিলের উপর। দেশে যখন অনাহার ও দুর্ভিক্ষ, তখন এই বিরাট জমি অনাবাদী থাকিবে? তাহা হইতেই পারে না। এই বিলের জল নিকাষ করিয়া চাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু মুস্কিল বাধিল, বিলের মালিক ৩০ জন। তাহারা মত দিবে কি না। গ্রামের সমস্ত কৃষকরা মালিকদের নিকট হাজির হইল। মালিকরা নিজেদের এক সভা ডাকিলেন। কৃষকরা তাহাদের দেশপ্রেমে আবেদন করিল। মালিকরা সেই আবেদনে রাজী না হইয়া পারিলেন না। তাহারা মত দিলেন।

কিন্তু বাধা শেষ হইল না। জল নিকাষের পথ কাটিবার যে ডাঙ্গা জমি আছে, তাহারও মালিকের হুকুম চাই। ইউনিয়ন বোর্ডের পথও কাটা পড়ে, বোর্ডেরও অনুমতি চাই। কৃষকদের জ্বলন্ত দেশপ্রেম তাহাদেরও সাড়া জাগাইল। তাহারাও অনুমতি দিলেন।

এই প্রাথমিক সাফল্যে কৃষকদের মনে উৎসাহ জাগিল, ভরসা আসিল। একতার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। এইবার আড়াই শত কৃষক ভলান্টিয়ার জড় হইল। আড়াই হাজার হাত ডাঙ্গা জমি, ৭ হাত গভীর ও ৪ হাত পাশে—কাটা সুরু হইল। এই কাটা পথের উপর পুল তৈয়ার জন্য গ্রামবাসীরা দিল গাছ ও বাঁশ। ভলান্টিয়াররা পুলও তৈরী করিয়া দিল।

দেশের এই চরম খাদ্যসংকটের দিনে দিনাজপুরের কৃষকরা ৬ হাজার বিঘা জমি মুক্ত করিল। ঐ অঞ্চলের ডাঙ্গা জমিতে বিঘা প্রতি ২।৩ মণের বেশী ধান হয় না। কিন্তু এই জমিতে ধান কম পক্ষে বিঘা প্রতি ১০ মণ হইবে। ৬০ হাজার মণ ধানের সম্ভাবনা হইল। দিনাজপুরের দেশভক্ত কৃষক দেশকে বাঁচাইবেই, এই তার শপথ।

বিপন্ন অঞ্চলের কৃষকরা ফসল বাড়াইতেছে

নোয়াখালির কৃষকদের মাথায় জাপানীরা বার বার বোমা ফেলিয়াছে। নোয়াখালির কৃষকরা জানে দেশকে আজ বাঁচাইতে হইলে যেমন সীমান্ত রক্ষা করা দরকার; তেমনি খাবার ফসল বাড়াইয়া দেশের ভিতরটাও শক্ত করা দরকার। অখণিয়ার প্রায় ২ মাইল লম্বা ও আধ মাইল চওড়া এক বিস্তীর্ণ জমি আছে। এই জমিতে শুধু এক ফসলই হয়। আউস ফসল হয় না বলিয়াই কৃষকদের ধারণা। কিন্তু আজ এই দুর্দ্দিনে কৃষক সমিতির প্রচারের ফলে কৃষকরা আউস ফসল বুনিবার জন্য উৎসাহিত হয়। কৃষক সমিতির কয়েকজন কৃষক প্রথমে আউস বোনে। ইহাতে অন্য কৃষকদের মনে সাড়া জাগে। তখন একে একে সবাই আউস বুনিতে আগাইয়া আসে। এই বিরাট জমিতে এবার দুগুণ ফসল ফলিবে।

চট্টগ্রামে ৭২টি খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র

জাপানী বোমায় বিধ্বস্ত চট্টগ্রাম বিন্দুমাত্র দমে নাই। বোমার বিপদে যেমন তাহারা সাহস ও দেশভক্তির পরিচয় দিয়াছে, আজ খাদ্য-সংকটে দেশরক্ষার কাজেও তাহারা তেমনি দেশপ্রেমের পরিচয় দিতেছে। সকল দল মিলিয়া খাদ্য সংকট সমাধানে আগাইয়া আসিতেছে।

গত ২৪শে জুন সরকারী ও বেসরকারী লোকদের এক মিলিত সভায় জিলা খাদ্য কমিটি গঠিত হয়। এই সভায় মুসলিম লীগ, কৃষক প্রজা ও কমিউনিষ্ট পার্টি ও বিশিষ্ট নাগরিকরা উপস্থিত ছিলেন। জিলা খাদ্য কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব। স্পেশাল অফিসার রায় সাহেব নিরঞ্জন বর্দ্ধন ও মিউনিসিপ্যাল এলাকার খাদ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড হিমাংশু মজুমদার এই কমিটির যুক্ত সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। মুসলিম লীগ সভ্য মিঃ রফিউদ্দীন সিদ্দিকী এম, এল, এ, জিলা জনরক্ষা কমিটির সম্পাদক কমরেড পূর্ণেন্দু দস্তিদার, প্রভৃতি ৭ জনকে লইয়া একটি কার্য্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

চট্টগ্রামের খাদ্য সমস্যা সমাধানের সকল প্রচেষ্টা এই কমিটি মারফৎ জনসাধারণের সহযোগিতায় করা হইবে। বর্ত্তমানে শহরে ও গ্রামে খুব গরীব ও অসহায় গ্রামবাসীদের বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের জন্য ৭২টি 'সুপ-কিচেন' খোলা হইয়াছে। আরও ঠিক হইয়াছে যে প্রতি ইউনিয়নে ২টি করিয়া এবং শহর সমেত ৪০০টি এইরূপ খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র খোলা হইবে। ইহাতে মাসে ৮ হাজার মণ চাল লাগিবে। এই চালের দাম প্রায় আড়াই লাখ টাকা। ইহার অর্দ্ধেক দিবে গভর্ণমেণ্ট আর বাকী অর্দ্ধেক জনসাধারণের চাঁদা হইতে সংগৃহীত হইবে। ইতিমধ্যে বড় বড় ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে চাঁদা উঠিয়াছে। এইভাবে বিনামূল্যে বিতরণ ভিন্ন অন্যান্য যে সব খাদ্যদ্রব্য গ্রামে বা শহরে জনসাধারণের নিকট বিক্রয় ও সরবরাহ করা হইবে তাহাও যাহাতে খাদ্য কমিটিরই মারফৎ করা হয়, সে জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

জলপাইগুড়ীর চিঠি

★ খাদ্য ফসল বাড়ানোর জন্য ★

হাতে হাতে কাজ সুরু করিব

১২ শত বিঘা জমি কৃষকরা নিজেদের চেষ্টায় চাষের উপযুক্ত করিল

এখানে একজন জোৎদার ৬০ বিঘা জমি, বীছন, আধিয়ারদের খোরাকী প্রভৃতি খাদ্য ফসল বাড়ানোর জন্য দিতে চাহিয়াছে। আমরা খুব জাঁক-জমক করিয়া একটি দিন ঠিক করিয়া এই কাজ সুরু করিবার মতলব করিয়াছি। অন্যান্য এলাকাতেও এই রকম পতিত জমি খোঁজ করা হইতেছে, পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। আমরা ঠিক করিয়াছি যে অন্ততঃ প্রত্যেক অঞ্চলে একটি করিয়া এই রকম খাদ্য ফসল বাড়ানোর প্রত্যক্ষ কাজ সুরু করিব।

ইতিমধ্যে গ্রামে নিজেদের উদ্যোগে কৃষক কর্ম্মীরা কাজ আরম্ভ করিয়াছে।

লাঙ্গল গ্রামের নিকট বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় প্রত্যেক বৎসর নিকটবর্ত্তী সমস্ত শস্যক্ষেত্র হইতে বর্ষার জল সহজেই নিষ্কাষিত হইয়া যাইত। ফলে ঐ সমস্ত স্থানে জলের অভাবে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইত না। কর্ত্তৃপক্ষকে বার বার জানাইয়াও কিছু ফল হইল না। তখন কৃষক সমিতির কর্ম্মীরা গ্রামবাসীদের মধ্য হইতে ১০০৲ টাকা চাঁদা উঠায় এবং ঐ টাকা দ্বারা এবং নিজেরা খাটিয়া ঐ বাঁধটি বাঁধিয়া ফেলে। ফলে এবার বর্ষার ঐ অঞ্চলের ১২৫০ বিঘা জমিতে তাহারা জল আটকাইতে পারিয়াছে। ঐ ১২৫০ বিঘা জমি এবার আবাদের উপযোগী হইয়াছে।

রংপুরের চিঠি

জনরক্ষা কমিটি মারফৎ চাল বণ্টন

● মজুত-বিরোধী অভিযানে জনগণেরই স্বার্থ ●

রংপুর সহরে নিয়ন্ত্রিত দরে চাউল বিক্রয়ের যে কেন্দ্র আছে, তাহার দায়িত্ব জনরক্ষা কমিটির হাত হইতে মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ সরাইয়া লইয়াছিল। তাহার ফলে নানা গোলযোগ ও অসুবিধার সৃষ্টি হইতে লাগিল। আমরা কি করিলাম? আমরা পাড়া-খাদ্য কমিটিগুলিকে সক্রিয় করিয়া তুলিলাম। আওয়াজ তুলিলাম—চাউল-বিক্রয়ের কেন্দ্র বাড়াতে হবে, সরবরাহ বাড়াতে হবে। আরো আওয়াজ তুলিলাম—খাদ্য-কমিটিগুলিকে আবার গড়িয়া তোলা হউক। মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যানের কাছে আমরা অনেকগুলি ঘটনা জানাইলাম—কি ভাবে গরীব জনসাধারণ রেশন কার্ড হইতে বঞ্চিত হইতেছে। জনসাধারণ বুঝিল যে আমাদের হাতেই এই সব কাজে জনস্বার্থ রক্ষা হইবে।

এই সময় আসিয়া পড়িল মজুত-বিরোধী অভিযান। সমস্ত জনসাধারণকে আমরা সমবেত করিলাম এই অভিযানে—আমরা যে পদ্ধতি লইয়া চলিয়াছি, তাহার পিছনে। জনসাধারণের শক্তি আমাদের সঙ্গে আসিয়া জুটিল। মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান তরফা পাইয়া চাউল বিক্রয়ের কেন্দ্রের ভার আমাদের হাতেই আবার ন্যস্ত করিলেন।

সদরে তিনটী কেন্দ্রে—রেশন কার্ড বিলি করিয়া চাউল বিক্রয় হইতেছে ১৫৲ মণ দরে। জনরক্ষা কমিটির ভলান্টিয়াররাই সমস্ত ব্যবস্থার দায়িত্ব লইয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া এক হাজার পরিবার চাউল পাইতেছে।

নিলফামারী ইউনিয়নে—১৬৲ মণ দরে রেশন কার্ড দিয়া চাউল বিক্রয় হইতেছে। এস্-ডি-ও এই ব্যাপারে আমাদের সহিত সহযোগিতা করিতেছেন এবং বন্দোবস্তের ভার একরকম আমাদের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই রকম ভাবে সস্তায় চিনি ও আটা বিক্রয়ের জন্যও আমরা প্রস্তাব দিয়াছি। এস্-ডি-ওর সাথে একযোগে আমরাই সব ঠিক করিয়া দিতেছি, কোন কোন ব্যবসায়ীকে ইহার জন্য ভার দেওয়া যায়। কিন্তু এক সঙ্গে ২৷ সের করিয়া আটা কিনিলে গরীব লোক আর চাল খরিদ করিতে পারে না—এই সমস্যা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই সমস্যার কি মীমাংসা হইতে পারে, তাহার জন্য আমরা কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করিতেছি।

ডোমারে—জনমঙ্গল সমিতির উদ্যোগে যাহাতে চাউল, প্রভৃতি সস্তায় বিক্রয়ের জন্য সমবায় ভাণ্ডার খোলা যায়, তার চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু এই কাজে স্থায়ী ধনী মাড়োয়ারীরা উৎসাহ দেখাইতেছে না—তারা সাময়িক ভাবে বিনা মূল্যে খাদ্য সরবরাহ করিবার কয়েকটী রন্ধনশালা খুলিয়াছে। অবশ্য এই রন্ধনশালা পরিচালনার ভারও আমরা লইয়াছি। সমবায় ভাণ্ডার খোলা সম্বন্ধে আমরা এস-ডি-ওর সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। যাহাতে ধনী ব্যবসায়ীদের কাছ হইতে সস্তায় ধান-চাউল পাওয়া যায়, তাহারও জন্য চেষ্টা করিবার প্রতিশ্রুতি এস-ডি-ও দিয়াছেন।

মজুত-বিরোধী অভিযান—মজুত-বিরোধী অভিযানের সম্বন্ধে সাধারণ লোকদের বিরুদ্ধ মনোভাব ছিল। ইহার আসল কারণ, এই অভিযান কি রকমভাবে হইতেছে, তাহা না জানার জন্যই। আমরা যেখানেই জনসাধারণের কাছে আগাইয়া গিয়াছি, সেই খানেই জনসাধারণকে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছি। যেখানেই আমাদের প্রভাব আছে, সেই খানেই মজুত-বিরোধী অভিযানের ফোয়াড অফিসাররা আমাদের সাহায্য লইয়াছে। কয়েকটী যায়গায় বন্দোবস্তের ভার আমাদের হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছে। অবশ্য বিশেষ বিশেষ কর্ম্মচারী কোনো কোনো জায়গায় আমাদের কোণঠাসা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহারাই কোণঠাসা হইয়া গিয়াছে।

একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা:—একজন অফিসার কাঁঠালজাড়ীতে একটী সভা ডাকে। গ্রামের লোকই সব। তাদের কাছে অফিসারটী মজুত বিরোধী অভিযানের পরিকল্পনাটী বুঝাইয়া বলেন। কিন্তু তার বোকাবোনাতে গ্রামবাসীরা সন্তুষ্ট হইল না, বরং তারা তার কথা শুনিতে চাহিল না। আমাদের কমরেড পনিরুদ্দিন তখন উঠিলেন। তিনি কিষাণ সভার ইতাহার পড়িয়া শুনাইলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন কেন জনসাধারণেরই স্বার্থে আমরা এই অভিযানকে সফল করিতে চাই। তখন সকলেই সমর্থন জানাইল। অফিসারটীর আত্মসম্মানে বোধ হয় লাগিল। একজন চাষী তাহাকেও বোকা বানাইয়া দিল! তিনি কমরেড পনিরুদ্দিনকে ডাকিয়া কিষাণসভা ও কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন: এখন আমরাই এই মজুত-বিরোধী অভিযান চালাই—এদের সঙ্গে মিলবার কি দরকার? কমরেড পনিরুদ্দিনের কাছে পরে অবশ্য এই অফিসারটী তার বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

মজুত বিরোধী অভিযানে পরিষ্কার দেখা গেল যে গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা, কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারী, জুট অফিসার, সেলাস অফিসার, সরবরাহ অফিসার ইত্যাদি সকলেই জনগণের অনেক কাছে আসিয়াছে আমাদের দিক হইতে। চেষ্টা হইলে তাদের আরও কাছে আনা যায়।

'খাদ্য ফসল বাড়াও' আন্দোলনের কাজ ও খাদ্য কমিটির কাজ দেখা শুনা করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের কাছে কয়েকজন লোক চাহিলেন। আমরা কয়েকজন কমরেডকে এই কাজে দিলাম। তার ফল হইল এই যে বাজারে বেশী পরিমাণ ধান ও চাল আসিয়া পড়িল, দামও কমিল। আধিয়ার চাষীরা বিশেষ লাভবান হইল। জোতদারেরা তাদের মজুত ধান আধিয়ারদের কর্জ্জ দিতে আগাইয়া আসিল।

মজুত বিরোধী অভিযানের মধ্য দিয়া আমরা কি করিতে পারিয়াছি? ৭০টি খাদ্য কমিটি আমাদেরই চেষ্টায় করিতে পারিয়াছি। মজুত-বিরোধী অভিযানের ফোয়াড মাষ্টারের কাজ যাঁরা করিয়াছেন, তাঁরা সকলেই 'পিপল্‌স্ ওয়ারের' গ্রাহক হইয়াছেন। বড় ব্যবসাদার, উকীল, শিক্ষক, মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্মচারী প্রভৃতি সকল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই খাদ্য অভিযানের সার্থকতা বুঝিয়া আমাদের সহিত সহযোগিতা করিতে আগাইয়া আসিয়াছেন। বিড়ি মজুর, মুসলমান জনগণ, মেয়েরা—ইহাদের মধ্য হইতেও এই কাজে অনেকে আগাইয়া আসিয়াছে।

দেশপ্রেমিক আবেদনে পাইকারের মন ফিরিল

একটী হাটে একজন পাইকার রপ্তানীর জন্য বহু পরিমাণ চাউল কিনিয়া নিয়া যাইতেছিল। কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীরা তাকে বলে: এই অঞ্চলকে সেলাসের পর ঘাটতি অঞ্চল বলা হইয়াছে। লোকে না খাইয়া মরিতেছে। আমাদের অনুরোধ আপনি আর চাউল কিনিবেন না, এই কথায় ভদ্রলোক তখনি সব চাউল ঐ হাটেই কেনা দামে বিক্রয় করিয়া দেয় এবং বলে: আজ হইতে আমিও সমিতির কাজ করিব।

কলিকাতায় খাদ্য-সপ্তাহ জয়যুক্ত

সহরবাসার ঐক্য সরকার, ব্যবসায়ী সকলকেই ● হার মানাইয়াছে ●

১৩ই হইতে ২০শে জুন খাদ্য সপ্তাহ

কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় জনরক্ষা সমিতির পোষ্টার পড়িল—১৩ই হইতে ২০শে জুন খাদ্য সপ্তাহ। দেশকে দুর্ভিক্ষ আর মহামারী হইতে বাঁচাইতেই হবে। জনরক্ষা সমিতির দেশপ্রেমিক আবেদনে আজ সহরবাসীর মধ্যে নতুন জাগরণ আসিয়াছে। জনগণকে এই সঙ্কটের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শুধু কমিউনিষ্টরাই আগায় নাই, কংগ্রেস, লীগ ও অন্যান্য অনেকেই আসিয়াছেন। সহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদন হাতে হাতে প্রচারিত হইল—জনরক্ষা সমিতিকে জোরদার করো। সহরবাসীর হতাশার মধ্যে জনরক্ষা সমিতি এক নতুন আশা যোগাইল।

জনরক্ষার কাজে বুদ্ধিজীবী ও চাকুরীজীবীরাও নামিয়াছে

গারুলিয়াগানের স্থানীয় লীগ সম্পাদক খাদ্য সপ্তাহের এক সভায় সভাপতিত্ব করিলেন; সভাতেই একটি স্থানীয় জনরক্ষা সমিতি গঠিত হইয়া গেল। নতুন বাজার এলাকার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত নিরঞ্জবিহারী সাহা—নতুন বাজারের জনরক্ষা আন্দোলন এখন ইনিই পরিচালিত করিতেছেন। বুদ্ধিজীবী ও চাকুরীজীবীর দলও আজ আর সঙ্কট সম্বন্ধে উদাসীন নয়; বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী ডাঃ রাধাকুমুদ মুখার্জ্জী ও অধ্যাপক জিপুরারি চক্রবর্ত্তী জনরক্ষা সমিতির কাজে নিয়মিত সহায়তা করিতেছেন।

প্রচারের কাজে ৬০টি স্কোয়াড

খাদ্য সপ্তাহে ৬০টি স্কোয়াড প্রচারে বাহির হইল। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি মেয়েদের মধ্যে এবং ছাত্র ফেডারেশন দোকানদার ও পাড়ার ভদ্রলোকদের মধ্যে প্রচার বাহিনী পাঠাইল। পাড়ায় পাড়ায়, বস্তীতে বস্তীতে সভা ও বৈঠক হইল। দুঃস্থ জনসাধারণকে সাহায্যদানের জন্য অবস্থাপন্ন নাগরিকদের কাছে এবং দেশপ্রেমের নামে ধনিক ব্যবসায়ীদের কাছে আবেদন জানানো হইল: এই মুহূর্ত্তে জনসাধারণের দুঃখ লাঘবের ব্যবস্থা করিতে হইবে, সকলে মিলিয়া কাজে লাগো।

পঞ্চমবাহিনীকে তফাৎ করো

খাদ্য সপ্তাহে এই প্রচারবাহিনী হক-মুখার্জ্জী-বসুর বর্ত্তমান মন্ত্রিত্ববিরোধী কুৎসা রটনার মুখোস খুলিয়া দিল। জনকল্যাণের কথা ভুলিয়া এই মন্ত্রিত্বলোভীর দল স্বার্থপর ঝগড়ায় মশগুল। আজ সুযোগ বুঝিয়া পঞ্চমবাহিনী ইহাদেরই উপর ভর করিয়াছে। তাহারা ভুখ মিছিল বাহির করিয়া জনগণকে দাঙ্গাহাঙ্গামার পথে টানিতে চায়। কিন্তু তাদের এ চাল জনরক্ষা বাহিনীর চেষ্টায় ব্যর্থ হইল।

দলাদলি নয়, জাতীয় ঐক্য চাই

গদিচ্যুত মন্ত্রীর দল নিজেদের স্বার্থপরতার পিছনে বুভুক্ষু জনগণের সমর্থন পায় নাই। জনরক্ষা বাহিনীর অক্লান্ত প্রচারের মধ্য দিয়া জনগণ বুঝিতে পারিয়াছে, খাদ্য সমস্যার মীমাংসা জাতীয় ঐক্য ছাড়া অসম্ভব। এই ঐক্যের পথে যারা বাধা সৃষ্টি করিতেছে, যারা সংকট সমাধানের বদলে সংকটকে বাড়াইয়াই তুলিতেছে—জনগণ তাদের কাজ করিবে ব্যর্থ।

শুধু প্রচারে নয়, কাজে

মুন্সর বন ভদ্রমিদার সমিতির শ্রীযুক্ত রাসবিহারী চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট জনরক্ষা সমিতির কর্ম্মীরা দেখা করিলেন; তিনি জনরক্ষা সমিতির কথা শুনিয়া এতদূর উৎসাহিত হইলেন যে, তিনি নিজের লাভের অংশ বাদ দিয়া ১০০ মণ চাল জনরক্ষা সমিতির কর্ম্মীদের কাছে বাজার দরের চাইতে কম মূল্যে দিতে রাজী হইলেন। কিন্তু এই চাল কেনার টাকা যোগাড়ই সমস্যার দাঁড়াইল। দক্ষিণ কলিকাতা জনরক্ষা সমিতির ডাঃ নীরদ মুখার্জ্জীর কাছে ২৭,০০ টাকা ধার পাওয়া গেল। এই চাল এখন কেনা দামে পাড়ায় বিলি হইতেছে।

দেশপ্রেমিক আবেদন সাড়া জাগায়

স্কট লেন জনরক্ষা সমিতির চেষ্টায় এইভাবে পাড়ার একজন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার চাল কেনার জন্য সাড়ে ৮ শত টাকা ধার দিয়াছেন। মধ্য কলিকাতার একজন নামকরা ব্যবসায়ী জনরক্ষা সমিতিকে সস্তা দরে চাল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিলেন। অন্যান্য পাড়াতেও এইভাবে বহু অবস্থাপন্ন লোক অর্থাদি দিয়া জনরক্ষা সমিতিগুলির সহায়তা করিতেছেন। জনরক্ষা বাহিনী প্রচারের মধ্য দিয়া ১৭ জন ব্যবসায়ীর কাছ হইতে অর্থাদি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। একজন ব্যবসায়ীর ৬ হাজার মণ চাল সদলপুরে মজুত আছে; তিনি বলিয়াছেন, জনরক্ষা সমিতি যদি ঐ চাল এখানে আনার জন্য তাঁকে সাহায্য করেন, তবে তিনি সমস্ত চালই জনরক্ষা সমিতির হাতে তুলিয়া দিবেন। অনেকের চাল আবার বিভিন্ন জেলায় মজুত আছে, আনার ব্যবস্থা করিতে পারিলে তাঁরাও ঐ চাল জনরক্ষা সমিতিকে দিবেন কথা দিয়াছেন।

জনগণের পথে চলো

কলিকাতা ও হাওড়া মজুত বিরোধী অভিযানের এলাকায় পড়ে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনরক্ষা-বাহিনী খাদ্য চোরদের খুঁজিতে চেষ্টা করে। কয়েকজন ছোটখাটো মজুতকারীর সন্ধান পাওয়া যায়। তারা চাল সরবরাহ করিতে রাজী হইয়াছে। হক-শ্যামাপ্রসাদের মত গরম গরম নিষ্ক্রিয় কথায় জনগণের দুঃখ মেটে না, জনগণ অত্যন্ত কাজের মধ্য দিয়া এ সত্য বুঝিতেছে।

ডাক্তারদের মধ্যেও জনসেবার প্রেরণা

গরচা বস্তীতে ২৫,০০ লোকের বাস। জনরক্ষা ভলান্টিয়াররা ইহাদের মধ্যে মুষ্টিভিক্ষা ও অন্যান্য সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যখন কলেরার মড়ক দেখা দিল, তখন জনরক্ষা ভলান্টিয়ার বাহিনী তাদের সেবা শুশ্রূষার ভার নিল। তাদের অক্লান্ত সেবা দেখিয়া ডাক্তারদের মধ্যেও সাড়া পড়িয়া গেল। জনরক্ষা সমিতি শীঘ্রই ইঁহাদের সাহায্যে সহরের বিভিন্ন পাড়ায় প্রাথমিক শুশ্রূষা কেন্দ্র খুলিবে।

জনরক্ষা সমিতি সকলের সমর্থন পাইতেছে

জনরক্ষা সমিতি এতদিন বহু সরকারী অবহেলা ও আক্রোশ সহ্য করিয়াছে। কিন্তু জনগণের সমর্থনের জোরেই তার প্রতিষ্ঠা বাড়িয়াছে। তাই আজ মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী পর্য্যন্ত জনরক্ষা সমিতির সহযোগিতা চাহিয়াছেন। বাজার ইনস্পেক্টর ও স্থানীয় খাদ্য কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত এখন জনরক্ষা সমিতির কাজে সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়াছেন। মানিকতলা বাজারের ইনস্পেক্টর স্থানীয় জনরক্ষা ভলান্টিয়ারদের কাছে বলিয়াছেন, জনরক্ষা সমিতিকে এতদিন ভুল বুঝিয়াছি; এখন হইতে আমার সম্পূর্ণ সহযোগিতা পাইবেন।

টাউন হলের মত সভা কলিকাতায় অনেক দিন হয় নাই

টাউন হলে ২০শে জুন সভা হইল। সমস্ত শ্রেণী, সমস্ত সম্প্রদায় হইতে লোক আসিয়াছে। তিল ধারণের জায়গা নাই। বাইরে রাস্তার উপর পর্য্যন্ত বুভুক্ষু মানুষের ভীড়। জনরক্ষার ভলান্টিয়ার বাহিনী ভিড়ের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে। ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র ব্রহ্ম, কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত জে, সি, গুপ্ত ও লীগ প্রতিনিধিরা সভায় বক্তৃতা দিলেন। কলিকাতা জনরক্ষা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত স্নেহাংশু আচার্য্য সহরবাসীর পক্ষ হইতে মূল প্রস্তাব উঠাইলেন। গানের দল খাদ্য সমস্যার উপর গান গাহিল। সভাশেষে সকলের মধ্যে এক নূতন আশা দেখা গেল। খাদ্য সংকটকে মিলিত আঘাতে চূর্ণ করিতে হইবে—এই ঐক্যের ডাক সকলের মুখে।

● ত্রিপুরা রাজ্যে ●

খাদ্য সংকট সমাধানে খাদ্য কমিটি

খাদ্য সংকট আজ বাংলার কোন অংশকেই বাদ দেয় নাই। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথমে বৃটিশ ত্রিপুরার তুলনায় ধান-চালের দাম অপেক্ষাকৃত কমই ছিল। কিন্তু খাদ্য সংকট ত্রিপুরা রাজ্যকেও রেহাই দিল না। ত্রিপুরা সরকার এই সংকটের সমাধানের চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু জনসাধারণকে বাদ দিয়া মাঙ্গাতার আমলের ফিউদাল সরকারী প্রথায় সে সমাধান সম্ভব নয়। সরকার ভাবিল কৃষকদের ধানের গোলা সরকারী আয়ত্তাধীনে আনিলেই কাজ শেষ হইল। কিন্তু সরকারী আমলা দিয়া যে ইহার পরিচালনা সম্ভব নয়, মুনাফালোভীদের হটাইতে যাইয়া, অনেক ঘুসখোরদের প্রশ্রয় দেওয়া হয় ও অনেক গরীব চাষী মারা পড়ে তাহা সরকার বুঝিতে পারিল না। সরকারের এই নীতির ফলে চালের দর বাড়িল। কৃষকরা অভাবের তাড়নায় সামান্য অতিরিক্ত ফসলও বেচিয়া ফেলিয়াছে। আজ তাহাদের অবস্থা সংগীন হইয়া উঠিল। তাহাদের অসন্তোষ বাড়িল।

লাপ বিপন্ন অঞ্চল ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্য সংকট ও অসন্তোষ—দেশরক্ষার পথে প্রকাণ্ড বাধা। ত্রিপুরার জনগণকে দেশপ্রেমে জাগাইতে হইবে, দেশরক্ষায় উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য জনসাধারণকেই আগাইতে হইবে। তাই কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা জনসাধারণের ভিতর প্রচার সুরু করিলেন, তাহাদের সংঘবদ্ধ করিতে লাগিলেন। কৈলাশ সহর বিভাগে ১২।১৩টি বৈঠক সভা করা হইল। কমিউনিষ্টরা শ্লোগান তুলিলেন, 'খাদ্য কমিটি গড়ো', 'খাদ্য কমিটিতে সবাই এক হও'। এই প্রচারে কাজ হইল। প্রতি গ্রাম হইতে ২ জন করিয়া প্রতিনিধি নিয়া একটি কেন্দ্রীয় খাদ্য কমিটি গঠিত হইল। মণীপুরী কৃষকরা এই খাদ্য কমিটিতে আসিয়া যোগ দিলেন।

খাদ্য কমিটি হইতে দাবী করা হইল সরকার ধুনীমত কৃষকদের ধানের গোলা আটক করিয়া ধান অন্যত্র চালান দিতে পারিবে না। গত ২১শে জুন হাতিয়ার অঞ্চলে সরকারী আমলা ধান নিতে আসে। তখন কৃষকরা সুশৃঙ্খল ভাবে মহকুমা হাকিমের নিকট যাইয়া তাহাদের দাবী পেশ করে। মহকুমা হাকিম দাবী সম্বন্ধে সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করিবেন জানান। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি মাথায় করিয়াও ৭।৮ মাইল দূর হইতে কৃষকরা আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের কৃষকরা কোনদিনই আন্দোলনে আগাইয়া আসিতে পারে নাই। আজ দেশরক্ষার মহান কাজে, চরম খাদ্য সংকট সমাধানে কৃষকরা আগাইয়া আসিতেছে। তাহারা কৃষক সমিতি গড়িতেছে। খাদ্য কমিটিতে যোগ দিতেছে।

ক্ষুধিতের সাহায্যে খাদ্য কমিটি

ময়মনসিংহ জিলার নলিতাবাড়ীতে কুমারগতি অঞ্চলে ভয়ানক খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এই অঞ্চলের ক্ষুধিতদের সাহায্যের জন্য কমিউনিষ্টরা ঘরে ঘরে প্রচার করে। ইহার ফলে আজ পর্য্যন্ত প্রায় ১ হাজার মণ ধান ও ১০০৲ টাকা থাক হিসাবে সংগ্রহ করিয়া অভাবীদের দেওয়া হইয়াছে। মহাজনরা আবেদনে সাড়া দিয়াছেন। এতদিন তাহারা বর্গাচাষীদের বীজ ধান দেন নাই, কিন্তু এখন তাহারা রাজী হইয়াছেন। কোন কোন মহাজন অবশ্য বিরুদ্ধাচরণও করিতেছেন। দেশসেবার এই মহান কাজে আজ তাহাদেরও টানিয়া আনিতে হইবে। একমাত্র দেশদ্রোহীই এই কাজে বাধা দিতে পারে ইহাই তাহাদের বুঝাইতে হইবে।

হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার চণ্ডিবাটি গ্রামে কৃষকদের অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া উঠে। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের চেষ্টায় স্থানীয় খাদ্য কমিটিকে কৃষকদের সাহায্যে আগাইয়া আনা হয়। কৃষকদের একতা ও খাদ্য কমিটির সাহায্যে প্রায় ১৫০ মণ ধান গরীব চাষীদের বাড়ি হিসাবে দেওয়া হয়।

ত্রিপুরা জিলায় অভাবীদের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন স্থানে টাকা ও চাল সংগ্রহ করা হয়। দেওড়া ইউনিয়নে ১১টি খাদ্য কমিটির প্রচেষ্টায় ১০০ মণ ধান ও ২০৫৲ টাকা আদায় করিয়া খাদ্য কমিটির মারফৎ অভাবীদের সাহায্য করা হইতেছে। শিলমুড়ী ইউনিয়নে ৯টি খাদ্য কমিটি মারফৎ ১৮৪৬৲ টাকা নগদ আদায় হইয়াছে ও আরও ৫৫০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। তম্বানীপুর ইউনিয়নে ১৮টি খাদ্য কমিটি খাদ্য সেলাসের পূর্ব্ব হইতেই অভাবী জনগণকে ধান, চাল ও টাকা আদায় করিয়া বিলির ব্যবস্থা করিতেছে।

দেওড়া

হুগলী জেলা

★ পার্টি মহিলা শিক্ষা শিবির ★

● একই সঙ্গে মা ও মেয়ে, কর্ত্রী ও আশ্রিতা ●

কমিউনিষ্ট পার্টির দেশপ্রেমিক নীতির আহ্বানে পার্টির নেতৃত্বে দিকে দিকে শক্তিশালী মহিলা আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে। কৃষকের মেয়ে, মজুরের মেয়ে, মধ্যবিত্তের মেয়ে—মুসলমান মেয়ে সকলে আজ কৃষক সমিতি, মজুর ইউনিয়ন ও আত্মরক্ষা সমিতির মধ্যে দিয়া লাল পতাকার তলে এক হইতেছে। ভারতের মেয়েদের আজ বড় দুর্দ্দিন—একদিকে জাপানী গুণ্ডাদের বোমা—অন্যদিকে অনাহার। ইহার উপর রহিয়াছে—ক্যানিষ্ট জাপানী অভিযানে ভারতের নারীর সর্ব্বস্ব হারাইবার ভয়াবহ সম্ভাবনা। এমনি দুর্দ্দিনে কমিউনিষ্ট পার্টি নারীসম্প্রদায়কে ডাক দিল: আত্মরক্ষা সমিতির মধ্যে এস, সোভিয়েট ও চীন-নারীর আদর্শে নারীত্ব ও দেশপ্রীতি জাগাইয়া তোল কমিউনিষ্ট পার্টি তোমাদিগকে জয়ের পথে চালাইবে।" পার্টির আহ্বানে তাই বাংলার জেলায় জেলায় শ্রেষ্ঠ মা, বোন ও স্ত্রীরা দলে দলে পার্টির মধ্যে আসিতেছেন পার্টির শিক্ষায় শিক্ষিতা হইতেছেন এবং আবার স্বশ্রেণীর মধ্যে যাইয়া তাহাদিগকে পার্টির মধ্যে টানিয়া আনিতেছেন। দেশের সমস্যা জটিল—এই জটিলতাকে পরিষ্কার রাজনৈতিক দৃষ্টিতে বুঝিতে হইবে। বাধা অনেক তাহাও কি করিয়া অতিক্রম করা যায়—অভিজ্ঞ সংগ্রামশীলকর্ম্মীদের নিকট হইতে শিখিতে হইবে—এবং এই সমস্ত শিক্ষা কেমন করিয়া সমস্ত মেয়েদের মধ্যে লইয়া যাইতে হয় তাহাও ভাল প্রচারকদের নিকট হইতে জানিতে হইবে। তাই কমিউনিষ্ট পার্টি মাঝে মাঝে সমস্ত সভ্যদের জন্য শিক্ষা শিবির করে।

হুগলী জেলার মেয়ে কর্ম্মীদের মধ্যে পার্টি গত ১৬ই জুন হইতে ১৯শে জুন এমনি একটী শিক্ষা শিবির চালাইয়াছে। জেলার মেয়েদের মধ্যে এমনি জিনিষ এই প্রথম। ১৬ জন মেয়েকর্ম্মী এই শিবিরে যোগ দেন। ইহাদের মধ্যে ১৬ বছরের মেয়ে হইতে ৬০ বছরের মা পর্য্যন্ত আছেন। একজন মেয়ে আসিলেন—কিন্তু তিনি একা নন। সঙ্গে তাহার মা ও বোন। আর একজন মা আসিলেন—সঙ্গে নিজের মেয়ে এবং একটী দুগ্ধপোষ্য আশ্রিতার মেয়ে। আগেকার মত মেয়েরা এখন কেবল একাই দেশের কাজে চলিয়া আসে না সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে গোটা পরিবার—গড়িয়া ওঠে একটা লাল পরিবার!

এই ১৬ জনের মধ্যে ছিলেন ৮ জন পার্টি সভ্যা আর ৮ জন উৎসাহী কর্ম্মী। এই ৮ জন সভ্যার মধ্যে আছেন একটী মুসলমান মেয়ে। হুগলীর মেয়ে, চন্দননগরের মেয়ে ও সিঙ্গুরের মেয়ে। ১৮ ঘণ্টা ধরিয়া ক্লাস চলে, ক্লাসের পর ক্লাস, তাহার পর আত্মরক্ষার শিক্ষা এবং শেষে, রাত্তিতে সারাদিনের কাজের সমালোচনা ভুল ত্রুটী সংশোধন। এমনটী হুগলী জেলার মেয়েদের জীবনে আর কবে হইয়াছে? সংসারের বাইরে সারা জীবন যাহারা দেখেন নাই—যাহারা স্বামী, পুত্র, কন্যার খুঁটিনাটি লইয়া সারা জীবন কাটাইয়া দিয়াছেন তাহারা আজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজনৈতিক শিক্ষা লইতেছেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য, দেশরক্ষার সাধনায় শিক্ষালাভ করিতেছেন।

ফলে এই ক্যাম্পের শেষে দেখা গেল—নূতন অভিজ্ঞতার অপূর্ব্ব উৎসাহ। কাজ করিবার কোটী ভাগের বেষায় প্রতিযোগীতা, চিন্তার স্বচ্ছতা ও নিরাশার প্রবিবর্ত্তে সংগঠন বাড়াইবার জন্য এই ক্যাম্পে ধ্বনি উঠিল: মাঝে মাঝে এমনি অনেক শিক্ষা শিবির চাই!

ক্যাম্প ভাঙ্গার সময় জেলা কমিটির তরফ হইতে কমরেড কমল চট্টোপাধ্যায় মেয়ে কর্ম্মীদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন: আপনাদের মধ্যে দিয়ে বাংলার নারী জাগরণের তিনটী পর্য্যায় আজ পার্টির পতাকাতলে এসেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সমাজের নানা বাধা বন্ধনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে যারা আজ বার্দ্ধক্যে এসেছেন তাদের মধ্য থেকে পেয়েছি মাসিমাকে। আর মুকুল ও নীলিমা, আপনারা পুরুষের অত্যাচারের উৎপীড়িতা হয়ে অত্যাচারের পায়ে নিজেদের বলি না দিয়ে, আত্মহত্যার পথ বেছে না নিয়ে—নিয়েছেন বিপ্লবের পথ। তারপরে আছেন আধুনিক প্রগতিকামী মেয়েদের মধ্য থেকে শেফালী, সন্ধ্যা ও আরতি। এই তিন ধারায় বাংলার সমস্ত নারী জাগরণের ধারা এসে এক হয়েছে। বাংলার নারী দেশরক্ষার কাজে, দেশের স্বাধীনতার কাজে নারীজাতির মুক্তির কাজে সাফল্য লাভ করবেই।"

বাঁকুড়ার মেয়েরা আগাইয়া চলিয়াছে

কাগজ তৈরী সুরু, ঘরে ঘরে প্রচার

বাঁকুড়ার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি শুধু প্রচারের ভিতর দিয়াই নয় কাজের ভিতর দিয়াও মেয়েদের দেশপ্রেমে জাগাইয়া তুলিতেছে, তাহাদের সংঘবদ্ধ করিতেছে। কাগজের এই দুর্দ্দিনে যাহাতে বাঁকুড়ার কাগজ শিল্প গড়িয়া উঠে সেজন্য মেয়েরা অনেক দিন হইতেই চেষ্টা করিতেছিলেন। গত ডিসেম্বর মাসে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ৩৯৫টি টিপসহ সহ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির তরফ হইতে এক ডেপুটেশন পাঠান হয়, তাহাতে কাগজ ও চরখা শিল্পের কথা বিশেষভাবে বলা হয়। তখন শিল্প শিক্ষকের অভাবে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই।

গত মে মাসে কলিকাতা হইতে একজন শিক্ষক আনা হয় ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে ক্লাস আরম্ভ হয়। কিন্তু মেয়েদের অনুরোধ সত্বেও তখন মেয়েদের জন্য আলাদা কোন ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয় নাই। পরে অবশ্য ক্লাসের ব্যবস্থা হয়। গত ৬ই জুন হইতে ক্লাস সুরু হয়। মোট ১০জন মেয়ে কাজ শিখিতেছেন। গত ২৫শে জুন কাগজ তৈরীর আর একটি ক্লাস খোলা হইয়াছে। জনৈক ব্যবসায়ী ইহার মূলধন জোগাইয়াছেন। আর কয়েক জন ব্যবসায়ীও সাহায্য করিতেছেন। এই কাগজ শিল্পের জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি মেয়েদের মাঝে প্রচার করিতেছেন। দেশরক্ষার কাজে আজ মেয়েরা যে আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, তাহাদেরও যে কাজে নামিতে হইবে বাঁকুড়ার মেয়েরা তাহা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছেন।

আত্মরক্ষা সমিতির প্রচার—মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রচার ও সংগঠনের দিকেও বাঁকুড়ার মেয়েরা আগাইয়া চলিয়াছে। এ পর্য্যন্ত মেয়ের হইয়াছে ১১০০। বাঁকুড়া সহরে ৪টি প্রাইমারী কমিটি সক্রিয়ভাবে কাজ করিতেছেন। বড়জোড়ায় ৬টি, তিলুড়ীতে ১টি ও বিষ্ণুপুরে ১টি কমিটি কাজ করিতেছে। বর্ত্তমানে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি কাগজ শিল্প ছাড়াও অন্যান্য কাজে নামিয়াছে। চরখা ও তাঁত প্রচলন, চালের কন্ট্রোল দোকানে ভলান্টিয়ারী, সহরে ও গ্রামে রিলিফের জন্য কাপড় ও অর্থ সংগ্রহ, ধাত্রীবিদ্যা, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা—এই সব কাজও করা হইতেছে।

প্রচারের দিক হইতে গত তিন সপ্তাহে সহরের বিভিন্ন পাড়ায় ৪টি বৈঠক করা হইয়াছে। নিকটের গ্রামগুলিতে ৬টি বৈঠক ও বড়জোড়া গ্রামে ৬টি বৈঠক করা হইয়াছে। সর্ব্বত্রই মেয়েদের মাঝে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা দিয়াছে।

হুগলী জেলা কমিউনিষ্ট পার্টি মহিলা শিক্ষা শিবির

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির চেষ্টা

শ্রীরামপুরে সস্তায় চাউল

শ্রীরামপুর সহরে মোটা চাউল মণ প্রতি ৩৩।৩৪ টাকায় বিক্রয় হয়। সস্তাদরে চাউল বিক্রয়ের জন্য সরকারী কোন ব্যবস্থাই নাই মিউনিসিপ্যালিটি মারফৎ যে চাউল দেওয়া হয় তাহাও যৎসামান্য। এই অবস্থায় শ্রীরামপুর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি দরিদ্র মেয়েদের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছে। আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে একটী চ্যারিটি করিয়া তাহারা কিছু টাকা সংগ্রহ করে এবং চাউল খরিদ করিয়া ২২।০ মণ দরে বিক্রয় করিতেছে। আত্মরক্ষা সমিতি যাহাতে সস্তা দরে চাউল পায় তাহার জন্য মহকুমা হাকিমের কাছে দাবী জানাইয়াছে।

খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য মেয়েরা আগুয়ান

খুলনা জেলার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সহরের ৭০০ শত মহিলার সহি লইয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করে। দরখাস্তে প্রধান দাবী ছিল:—১। অবিলম্বে সহরের প্রত্যেক ওয়ার্ডে একটি করিয়া বাঁধা দরে চাউল সরবরাহের জন্য দোকান খোলা হউক। ২। চাউল বিতরণের জন্য রেশন কার্ড বিলি করা হউক। ৩। অতি লোভী সঞ্চয়কারীদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইক। কমিটির সহিত আলাপ আলোচনার পর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সরকারী দোকান খোলার ও রেশন কার্ড প্রবর্ত্তন করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং খাদ্য কমিটির কার্য্যে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সহযোগিতা লইবেন স্বীকার করিয়াছেন।

সংগঠনের পথে ছাত্র সমাজ

(৩ পাতার শেষাংশ)

বিলির ভার নিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে ৪৩জন নূতন সভ্য সংগ্রহ হইল। স্ত্রীরত্নভূমে ৭টি স্কুলে ছাত্র-শিক্ষকরা একযোগে কাগজের জন্য আন্দোলন শুরু করিয়াছেন। ৯ দিনে মাত্র একটি স্কুলেই ৪৫ জন নূতন সভ্য হইয়াছে। পঞ্চমবাহিনীর ঐ ঘাঁটি ছাত্র ফেডারেশনের ঘাঁটিতে পরিণত হইতে চলিল। ছাত্রকর্ম্মীরা ৫ দিনে ৩২৲ টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন। দিনাজপুরের কাগজ আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান এক হইয়াছে। এই আন্দোলনের ফলে সভ্য সংখ্যা ১২৭ হইতে ৩০০তে উঠিয়াছে। ফরিদপুরের দুইটী ইউনিয়ন বোর্ডে ছাত্রকর্ম্মীরা শিক্ষকদের সহিত একযোগে আন্দোলন করিয়া কেরোসিন তেল আদায় করিয়াছে। পাবনায় ২টী স্কুলের হেড মাষ্টার ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে নিবিড় ভাবে সহযোগিতা করিতেছেন।

স্কুল কলেজ খোলার জন্য খাদ্য আন্দোলন আরো জোরদার হইতেছে। ফরিদপুরের কর্ম্মীরা ৩০টি ক্ষেত্রে দাঙ্গা থামাইয়াছে। 'ফসল বাড়াও' আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য দিনাজপুরের ছাত্রকর্ম্মীরা একটী জাঠা বাহির করিয়াছে ও ৪ জায়গায় এখন পর্য্যন্ত তাহারা গান 'নাটক' ইত্যাদি করিয়াছে—উপস্থিত গড়ে ৫০০। মজুত বিরোধী আন্দোলনের সময় ময়মনসিংহের ছাত্রকর্ম্মীরা ১২০০ মণ চাল চোরা গুদাম হইতে উদ্ধার করিয়া বাঁধা দরে বিক্রি করিয়াছে। রংপুরে ৭০ জন ছাত্র-গার্ড মজুত বিরোধী আন্দোলনে রাতদিন খাটিয়াছে। রাজশাহীতেও ছাত্রকর্ম্মীরা ৭টি খাদ্য কমিটি গড়িয়াছে এবং তার মধ্যে ১২ জন নূতন কর্ম্মী আসিয়াছে।

সিরাজ দিবস

সিরাজ দিবস পালনের মধ্য দিয়া ছাত্র ফেডারেশন হিন্দু-মুসলিম ছাত্রকে দেশরক্ষার কাজে, জনরক্ষার কাজে ঐক্যবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হইবার জন্য বহু পরিমাণে জাগাইতে পারিয়াছে। কলিকাতার নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র-লীগ এবং ছাত্র ফেডারেশন একযোগে 'সিরাজ দিবস' পালন করিয়াছে। দিনাজপুর টাউনে, ঠাকুরগাঁয়, পাবনায় হিন্দু মুসলিম ছাত্র একযোগে সিরাজ দিবস উদযাপন করিয়াছে।

ছাত্র সম্মেলনকে সফল করিবার জন্য কর্ম্মীরা কোমর বাঁধিয়া নামিয়াছে। সম্মেলনকে তাহারা এই প্রথম আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে নিয়াছে এবং প্রত্যেকটী অভিযানের মধ্য দিয়া সম্মেলনের কোটা পূর্ণ করার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

চট্টগ্রাম সপ্তাহ

১৯শে জুলাই—২৫শে জুলাই বঃ প্রাঃ ছাঃ ফেঃ র প্রত্যেকটী শাখা চট্টগ্রাম সপ্তাহ পালন করিবে। সীমান্তের রক্তাক্ত দেহ জাগ্রত প্রহরী চট্টগ্রাম—দেশরক্ষার জন্য হিন্দু-মুসলিম সেখানে এক হইয়া সমগ্র দেশকে সময় দিতেছে, পথ দেখাইতেছে। জাপ-বোমা ও নির্য্যাতন চট্টগ্রামকে নোয়াইতে পারে নাই, কিন্তু সেখানকার সর্ব্বনাশা দুর্ভিক্ষ জাপ-আক্রমণকে ডাকিয়া আনিবার উপক্রম করিয়াছে। শত শত কর্ম্মী অনাহারে সেখানে রোগ শয্যায়। দেশরক্ষার আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য চট্টগ্রামের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে হইবে—সে জন্য অর্থ চাই। চট্টগ্রাম সপ্তাহে ছাত্রকর্ম্মীরা ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবক ও জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবে, দেশরক্ষা, কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের কথা প্রচার করিবে।

যুদ্ধের গতি

★ ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্টের সূচনা

★ লালফৌজের হাতে নাৎসী সেনার বহু ক্ষতি

দ্বিতীয় ফ্রন্টের আদিপর্ব্ব

সিসিলি দ্বীপে ব্রিটিশ, আমেরিকান ও ক্যানেডিয়ান সৈন্য নামিয়াছে। বিমান হইতে প্যারাশুটে করিয়া যোদ্ধারা জাহাজ হইতে প্রধান সৈন্য নামিবার পূর্ব্বেই শত্রুর আত্মরক্ষা ব্যবস্থা নষ্ট করিবার জন্য নামিয়াছিল। শত্রুপক্ষ এ অবতরণে বাধা দিতে পারে নাই। সিসিলি দ্বীপ হইলেও কার্য্যত ইতালীরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যুদ্ধ এবার সত্যই ইয়োরোপে ছড়াইয়া পড়িল। দ্বিতীয় ফ্রন্টের আদিপর্ব্ব আরম্ভ হইল। সেনাপতি আইজেন হাওয়ার বলিয়াছেন যে শীঘ্রই অন্তত্রও মিত্রশক্তি শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য নামিবে, ইয়োরোপের মুক্তি আনিতে আর বেশী বিলম্ব হইবে না। ফ্রান্সের মত দেশে মিত্রসৈন্য নামিলে স্থানীয় লোক উৎসাহে মাতিয়া সাহায্য করিত। তাই ফরাসীদের আশ্বস্ত করিয়া আইজেন হাওয়ার বলিয়াছেন যে শীঘ্রই ফরাসীদের যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িবার আহ্বান মিত্রশক্তি পাঠাইবে। আপাতত ইতালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলুক, যথাসময়ে ফরাসীদের খবর দেওয়া হইবে।

এ পর্য্যন্ত সিসিলিতে মিত্রসেনা সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধকার্য্য চালাইয়াছে। প্রথমে সংবাদ আসিয়াছিল যে ৭।৮ জায়গায় সৈন্য নামিয়াছে। এখন মনে হয় যে প্রধান যুদ্ধ সিসিলির দক্ষিণে ও দক্ষিণপূর্ব্বে হইতেছে। পাচিনো নামে স্থানটী মিত্রসেনা দখল করিয়াছে। তিনটী বিমানক্ষেত্রও তাহারা কাড়িয়া লইয়াছে। সিলার নিকটে শত্রুর প্রতিরোধ ভেদ করিয়া তাহার অগ্রসর হইয়াছে। আরাগানি, কালিকাটি ও লিকাটা নামে তিনটী জায়গা দখল করা হইয়াছে। এখন রাগুজাতে লড়াই চলিতেছে। এখানে বুঝি ৩০,০০০ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য আছে। শত্রু এখনও জোর বাধা দিতে পারে নাই।

মিত্রশক্তি এর পর কি করিবে, সে বিষয়ে জল্পনা চলিতেছে। সিসিলির উত্তরে ইতালীর খুবই নিকটে সেসানা প্রণালীর উপর আক্রমণের কথা উঠিয়াছে। কসিকা, সার্ডিনিয়া দ্বীপগুলিও কাড়িবার চেষ্টা হইতে পারে। বল্‌কান্ অঞ্চলে মিত্রশক্তি আক্রমণ করিলে সোভিয়েট এখনই সাহায্য বেশী পাইতে পারে। সেখানেও আক্রমণ আর অসম্ভব নয়। সমস্ত পৃথিবী আজ উদগ্রীব হইয়া মিত্রশক্তির অগ্রগতি লক্ষ্য করিতেছে। সিসিলিতে বোধ হয় তিন লক্ষ শত্রুসৈন্য আছে। তাহাদের নির্ম্মূল করিয়া দ্বিতীয় ফ্রন্টকে আরও ব্যাপক করা এখনই প্রয়োজন। এতদিনের বিলম্বের পরিশোধ দিবার সময় আসিয়াছে।

রুশদেশে জার্ম্মানীর নূতন আক্রমণ

রুশ রণক্ষেত্রে এতদিন যুদ্ধরের আরম্ভণ ঘটে নাই। এবার জার্ম্মাণরা পশ্চিম হইতে দ্বিতীয় ফ্রন্টের চাপ পড়িবার পূর্ব্বেই সোভিয়েটকে ঘায়েল করিবার মতলবে ওরেল-কুর্‌স্ক-বিয়েলগরড্ অঞ্চলে ১৮০ মাইলব্যাপী রণক্ষেত্রে দারুণ আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। লালফৌজকে হিটলার ভয় করে বলিয়া পশ্চিম রণাঙ্গন হইতে অনেক সৈন্য পূর্ব্বে সরাইয়া জমায়েৎ করিয়াছে, এ সংবাদ গত সপ্তাহে আমরা "প্রাভদার" হিসাব উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলাম। দ্বিতীয় ফ্রন্ট পশ্চিম ইয়োরোপে শত্রুকে সত্যই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলে হিটলার আর লালফৌজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে না। তাই পশ্চিমে যুদ্ধরের কিছু ঘটিবার পূর্ব্বেই লালফৌজের উপর শত্রু দারুণ আঘাত দিবার মতলব করিয়াছে।

যে তোড়ে এখানে লড়াই চলিতেছে, তাহার প্রমাণ সহজে মিলিবে। প্রথম ২৪ ঘণ্টায় লালফৌজ শত্রুর ৮০০ ট্যাঙ্ক ও ২০৩ বিমান নষ্ট করিয়া দেয়, ১০,০০০ সামরিক কর্ম্মচারীকে মারে। দুইদিনে শত্রুর ১২৭১ ট্যাঙ্ক ও ৩১৪ বিমান নষ্ট হয়। ছয়দিনের লড়াইয়ে শত্রু ২৬০১ ট্যাঙ্ক ও ১৩৩৭ বিমান হারায়। যুদ্ধে ইতিপূর্ব্বে কখনও শত্রুকে এত বিপুল ক্ষতি এত অল্প সময়ের মধ্যে সহ্য করিতে হয় নাই। জার্ম্মাণ সেনাপতি ফন্ ক্লুগৎ মরিয়া হইয়া চেষ্টা করিতেছে লালফৌজের ব্যূহ ভেদ করিয়া ত্রিশ ডিভিশন সোভিয়েট সৈন্যকে ঘেরাও করিতে। কিন্তু লালফৌজের সঙ্গে লড়াই যে অত সহজ ব্যাপার নয়, শত্রু দিনের পর দিন আরও বেশী করিয়া তাহা বুঝিতেছে।

হিটলারীদের মতলব ফাঁসিবে

শত্রুর কয়েকটা উদ্দেশ্য আছে। সে জানে যে তাহার বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে। সিসিলিতে দ্বিতীয় ফ্রন্ট শুরু হইয়াছে। দ্বিতীয় ফ্রন্ট শীঘ্রই আরও ব্যাপক হইয়া উঠিবে। পশ্চিম ইয়োরোপে মিত্রশক্তি বড়দরের আক্রমণ করিলে জার্ম্মাণীর পক্ষে পূর্ব্বে পশ্চিমে যুদ্ধ চালানো প্রায় অসম্ভব, তাহা হইলে আর লালফৌজের বিজয় অভিযানকে ঠেকাইয়া রাখা চলিবে না। তাই আত্মরক্ষার জন্যই সময় থাকিতে লালফৌজকে সঙ্কীর্ণ রণক্ষেত্রে বিপুল ট্যাঙ্কবাহিনী লইয়া আক্রমণ করিলে সোভিয়েটের আক্রমণক্ষমতা খানিকটা কমিবে, যে সোভিয়েট ঘাঁটিগুলি কুর্‌স্ক্ ও বিয়েলগরডে রহিয়াছে সেগুলি ছিনাইয়া লওয়া যাইবে, সোভিয়েটের আক্রমণ বিষয়ে যে পরিকল্পনা আছে তাহা খানিকটা ভেস্তাইয়া দেওয়া যাইবে। গত বৎসর কুর্‌স্ক্ হইতে অগ্রসর হইয়া ভরোনেশ পর্য্যন্ত শত্রু অগ্রসর হইয়া গ্রীষ্মের অভিযান সুরু করিয়াছিল। এবার ঐ অঞ্চলে আক্রমণ করিয়া দক্ষিণ হইতে মস্কোর যোগাযোগ ছিন্ন করা ও শেষে মস্কোকেই বিপন্ন করিয়া তোলার মতলব তাহাদের রহিয়াছে। দ্বিতীয় ফ্রন্ট যথার্থ ভাবে খুলিতে বিলম্ব হইলে সময় পাইয়া শত্রু আবার গত বৎসরের ঐশ্বর্য্যলেয় মত সোভিয়েট ভূমিতে অনেকটা অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইবে। এই সব হিসাব করিয়া এবার হিটলারীরা প্রাণপণে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে।

কিন্তু শত্রুর মতলব ফাঁসিয়া যাইবে। লাল ফৌজের যত ক্ষতি হইয়াছে, সে তুলনায় শত্রুর ক্ষতি হইতেছে অনেক বেশী। লাল রিমার্ণবহর ও গোলন্দাজরা শত্রুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। নূতন ধরণের ট্যাঙ্ক আনিয়াও শত্রু লালফৌজের পাল্টা জবাবে ব্যতিব্যস্ত হইতেছে। বিয়েলগরডের কাছে বহু সৈন্য ও উপকরণ জমায়েৎ করিয়া শত্রু সোভিয়েট ব্যূহের মধ্যে খানিকটা ঢুকিয়াছিল, কুড়ি মাইল ব্যাপী এক স্থানে শত্রু অগ্রসর হইয়াছিল। সেখানে এখন লালফৌজের পাল্টা আক্রমণ চলিতেছে। "প্রাভদা" পত্রিকা সোভিয়েট জনসাধারণের মনোবল যে অক্ষুণ্ণ তাহা জানাইয়াছে। কোথাও কোথাও স্থানীয় সাময়িক সাফল্য লাভ করিলেও শত্রুর পরাজয় যে নিশ্চিত সে বিষয়ে সোভিয়েটে কাহারও সন্দেহ নাই। আর দ্বিতীয় ফ্রন্ট আরও ব্যাপক হইলে শত্রুর পরাজয়ের দিন ঘনাইয়া আসিবে বলিয়া সিসিলির যুদ্ধের দিকে দুনিয়া তাকাইয়া রহিয়াছে।

বিমান আক্রমণ সজোরে চলিতেছে

ইয়োরোপে শত্রু-অধিকৃত দেশগুলির উৎপাদন অঞ্চলে মিত্রপক্ষ জোর বোমা ফেলিয়া চলিতেছে। এখানে এপ্রিল মাসে বোমা ফেলা হইয়াছিল ১০,০০০ টন, মে মাসে ১২,৫০০, জুন মাসে ১৫,০০০ টন (একটন প্রায় ২৭ মণের সামিল)। ১৯৪০-৪১ সালে জার্ম্মাণরা ইংলণ্ডের উপর যত বোমাবর্ষণ করিয়াছিল, তাহার অপেক্ষা এখন শত্রুর ঘাড়ে বোমা পড়িতেছে বেশী। শত্রুর যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনের ক্ষমতা ইহাতে কমিতেছে, জনসাধারণের মনোবলও কমিতেছে। কিন্তু চরম জয়লাভ করিতে হইলে শুধু বোমা ফেলা যথেষ্ট নয়। তাই পশ্চিমে ইয়োরোপে নামিয়া স্থলযুদ্ধ চালানোর প্রয়োজন রহিয়াছে। সম্প্রতি জার্ম্মাণ ডুবুরি জাহাজের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির অভিযানও অনেকটা সাফল্যলাভ করিয়াছে, মিত্রশক্তির নৌবাহিনীর পক্ষে সাগরে চলাচল পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ হইয়াছে। নানা রণক্ষেত্রে সৈন্য ও রসদ পাঠাইবার ব্যবস্থা তাই আরও ভালো হইয়াছে। শত্রু ক্রমেই আত্মরক্ষা ব্যাপারে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হইতেছে, মিত্রশক্তির পক্ষে চূড়ান্ত আক্রমণ করিয়া ফাশিষ্টনিধনপর্ব্ব চুকাইবার দিন আসিতেছে।

চার্চ্চিল সাহেব বলিয়াছিলেন যে ভূমধ্যসাগর ও অন্যান্য অঞ্চলে বিপুল যুদ্ধ মিত্রশক্তি চালাইবে। সিসিলিতে যে আক্রমণের প্রথম সতেজ আভাস দেখা দিয়াছে, সে আক্রমণ ব্যাপক হইলে হিটলার পলাইবার পথ পাইবে না।

প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিণ-আক্রমণ

দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জেনারল ম্যাক আর্থারের নেতৃত্বে মার্কিণ সৈন্য নিউ ব্রিটেনে বড় জাপানী ঘাঁটি রাবাউলের দুই দিকে, দক্ষিণ-পশ্চিম নিউগিনিতে ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে সলোমনে এক সঙ্গে আক্রমণ করিয়াছে। এখন অষ্ট্রেলিয়ার অবস্থা অনেকটা নিরাপদ বলিয়া পূর্ব্বের মত মিত্রশক্তিকে আর শুধু আত্মরক্ষার কথাই ভাবিতে হইতেছে না। তাই জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণ পূর্ব্বের চেয়ে জোরেই ঘটিবার কথা। জাপানী বিমানবহরের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। রাবাউল রক্ষা করিবার জন্য জাপানীরা খুবই লড়িবে। ছোট-খাট সংঘর্ষ কয়েকদিন হইয়াছে, হয়তো শীঘ্রই একটা বড় ধরণের সংঘর্ষের খবর আমরা পাইব। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে কিস্‌কা প্রভৃতি জায়গায় আমেরিকানরা বোমা ফেলিতেছে।

বীর চীনকে হাতিয়ার দাও

কিন্তু রাবাউলের লড়াইয়ে কিম্বা নানাস্থানে বোমা বর্ষণে জাপানী দুষমণের শিরদাঁড়া ভাঙিবে না। সে জন্য সব চেয়ে বেশী দরকার চীনকে হাতিয়ার আর রসদ পাঠাইয়া সাহায্য করা। হাজার বাধা অগ্রাহ্য করিয়া চীন আজ ছয় বৎসর যে অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখাইয়াছে, তাহা সারা দুনিয়াকে চমৎকৃত করিয়াছে। ৭ই জুলাই তারিখে চীন-জাপান যুদ্ধের বার্ষিকী উপলক্ষে তাই চীনকে পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী জনগণ শ্রদ্ধামাল্য অর্পণ করিয়াছে। কিন্তু শুধু বাক্যে চীনের তারিফ করা যথেষ্ট নয়। লাশিয়োর পূর্ব্বে যার্ম্মা সীমান্তের কাছে পশ্চিম য়ুনানে জাপানী আক্রমণকে চীনরা হটাইয়াছে। কিন্তু আবার আক্রমণ শীঘ্রই হইবার সম্ভাবনা। দক্ষিণ আন্‌হোয়াই অঞ্চলে চীন-জাপান সংঘর্ষ অবিরত চলিতেছে। ইয়াংসি নদী অঞ্চলে কেবল হাতিয়ার অভাবে চীনরা ইচাং দখল করিতে পারে নাই, জাপানের মতলবকে পুরা ভেস্তাইয়া দিতে পারে নাই। বীর চীনকে হাতিয়ার দেওয়া আজ মিত্রশক্তির একটা প্রধান কর্ত্তব্য। সে জন্য একান্ত প্রয়োজন বার্ম্মায় অভিযান চালাইয়া চীনের সঙ্গে যোগাযোগের রাস্তা আবার খুলিয়া দেওয়া। কিন্তু বার্ম্মা রোড খুলিতে হইলে শীঘ্রই বড়দরের অভিযান চাই, ভারতবর্ষের অগ্রণিত লোকবল ব্যবহার করিতেই হইবে। ভারতে জাতীয় সরকার কায়েম করিয়া ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া অভিযান আরম্ভ হইলে জাপানীকে খেদাইতে বিলম্ব ঘটিবে না।

দুনিয়ার সর্ব্বদেশ হইতে ফ্যাশিষ্ট পঙ্গপালকে দূর করিতে হইবে। এ কাজে নামিতে হইবে এখনই। ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্টকে ব্যাপক করা হউক, সিসিলিতে যে অভিযান শুরু হইয়াছে, দুনিয়ার জনগণ তাহাকে অভিনন্দন করিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে এই দাবীও জানাইতেছে। আর পূর্ব্বে ভারতের যথার্থ সহযোগিতা লইয়া বার্ম্মা হইতে জাপানীকে তাড়াইয়া চীনের সঙ্গে হাত মিলানো হউক। যত শীঘ্র ইহা ঘটিবে, তত শীঘ্রই ফ্যাশিষ্ট শক্তিকে ধ্বংস করা যাইবে। অবিলম্বে জনগণের দাবীকে কাজে পরিণত করা আজ তাই নিতান্ত প্রয়োজন।

১২।৭।৪৩

★ আত্মরক্ষার লাইন ★

[লেখক—ভ্যাসিম কোজেকনিকভ]

রাত্তা নির্ম্মাণকারী সৈন্যদের নেতা লেফটেনাণ্ট শাইনুনকিন তাঁর মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে ছুটেছেন—সারা পিঠে নরম চটচটে কাদা। দোড়ের মাথায় মেজর গাইরকে দেখে তিনি গাড়ীর গতি কমিয়ে দিলেন এবং গতিবেগে কম্পমান ছিচক্রযানকে পায়ের মধ্যে চেপে ধরে উত্তেজিত ভাবে বলেন: "কমরেড মেজর! আমরা বাঁধের কাজ সুরু করতে পারিনি। আপনি যে লাইন দেখিয়ে দিয়েছেন—তা আগেই দখল হয়ে গেছে।" "দখল হয়েছে? কে দখল করলে? কখন দখল করলে?" এক মিনিটের মধ্যেই লেফটেনাণ্ট রাস্তা চিরে ছুটলেন—তীব্র বেগে। পিছনে মেজর লেফটেনাণ্টের কাঁধ প্রাণপণে ধরে বসে আছেন। * * *

"এখানকার কর্ত্তা কে?" মেজর হুঙ্কার দিয়ে উঠ

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

★ উত্তর চীনের প্রতিরোধ ★

ডাঃ বিজয় বসুর বর্ণনা

[ডাঃ বিজয় বসু ভারতীয় মেডিক্যাল মিশনের সভ্য হিসাবে চীনে যান। মেডিক্যাল মিশন উত্তর চীনে অষ্টম রুট বাহিনীর সহিত কাজ করিতে থাকেন। দীর্ঘ ৫ বৎসর ধরিয়া ডাঃ বসু জাপ আক্রমণের ভিতর দিয়াও উত্তর চীনের বহু স্থানে ঘুরিয়া চীনাবাসীদের ডাক্তারী সাহায্য দিয়াছেন, বহু অঞ্চলে হাঁসপাতাল গড়িবার কাজে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি নিজের চোখে দেখিয়াছেন চীনাবাসীরা কেমন সাহস ও বীরত্বের সাথে জাপ ফাসিষ্ট দস্যুদের রুখিতেছে। চীনের চাষীদের সাথে তিনি মিশিয়াছেন, তাহাদের মনোভাব তিনি অনুভব করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন জাপ-অধিকৃত অঞ্চলের ভিতরে গ্রামে গ্রামে চীন-জনসাধারণের অদম্য মনোবল, প্রবল প্রতিরোধ।

'জনযুদ্ধ' পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে উত্তর চীন সম্বন্ধে তিনি যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহারই সারমর্ম্ম নীচে দেওয়া হইল। ডাঃ বসুর নিজস্ব অভিজ্ঞতা নিজের লেখা প্রবন্ধে শীঘ্রই 'জনযুদ্ধে' প্রকাশিত হইবে।]

অষ্টম রুট বাহিনীর সাথে আমাদের মেডিক্যাল মিশন উত্তর চীনে কাজ করিতেছিল। পাঁচ বছর আগে প্রথম আমরা যখন চীনে যাই, তখন চীনে ডাক্তার, ওষুধ-পত্র ও ডাক্তারী যন্ত্রপাতির খুবই অভাব ছিল। তাই আমাদের আগমনকে চীনাবাসীরা খুবই অভিনন্দিত করেন। শুধু তাই নয়, তাহাদেরই মত প্রাচীন এক বিরাট জাতি, তাহাদেরই পার্শ্ববর্ত্তী দেশ, অতীতের দিন হইতে এক নিবিড় মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ ভারতবর্ষ। সেই দেশের লোক আমরা। তাই আন্তরিক অভিনন্দন আমরা পাইয়াছি যথেষ্ট। যেখানেই আমরা গিয়াছি, সুদূর পল্লী অঞ্চলে, গরীব কৃষকের সামান্য কুটিরে, সেখানেই তাঁহারা আমাদের আদর আপ্যায়ন করিয়াছেন—তাঁহাদের আতিথ্যে আমরা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের জন্য বিশেষ বিশেষ খাদ্যের ব্যবস্থা হইয়াছে—ডিম, মাংস, ফলমূল অজস্র পাইয়াছি। হাতে বোনা সুন্দর কাপড়-চোপড়, পোষাক যথেষ্ট উপহার পাইয়াছি, আর পাইয়াছি তাহাদের অন্তরের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। কি সুন্দর সহজ, সরল চীনের জনসাধারণ!

কিন্তু এই সহজ সরল মানুষের মনে দেখিয়াছি শত্রুর প্রতি কি প্রচণ্ড ঘৃণা, শত্রুকে প্রতিরোধ করিবার কি অটল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। স্বাধীনতার লড়াইয়ে কোন আত্মত্যাগই তাহার কাছে বড় নয়। হাসিতে হাসিতে মরণ বরণ করিতে তাহাদের দেখিয়াছি।

একটা দিনের কথা আমার বারবার মনে পড়ে। তখন ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাস। হোপে-তাহার-সান্সি বর্ডার রিজিয়নের কোন একটা যুদ্ধ সীমান্তের ভিতর দিয়া আমরা চলিয়াছি। জাপানীরা তখন চীন-সিংশেষী অভিযান সুরু করিয়াছে। (জাপানীরা মাঝে মাঝেই বিরাট অভিযান চালাইয়া ভাবে এইবার চীনাদের একেবারে শেষ করিয়া দিবে। কিন্তু অভিযানের পর আবার দেখা দেয় চীনা গেরিলার ধ্বংসমূলক কাজ। আবার একবার জাপানীরা শেষ চেষ্টা দেখে। এমনি করিয়া বহু নিঃশেষী অভিযান চলে কিন্তু বীর চীনের মৃত্যু নাই।)

আমাদের বাহিনীকে এইবার অধিক সংখ্যক এক জাপানী যান্ত্রিক বাহিনী আক্রমণ করিতেছে। তাহাদের বিমান, কামান, ট্যাঙ্ক সবই আছে। আমাদের সেনাবাহিনীর তেমন অস্ত্রশস্ত্র কিছুই নাই। তাই সেনাবাহিনী মাঝে মাঝে বাধা দিতেছে ও কৌশলপূর্ণ স্থানে ঘাঁটি গাড়িয়া বাধা দিবার জন্য পেছু হটিতেছে। আমরা ব্ল্যাক টাইগার নামে এক পাহাড়ের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি। সেনানায়ক স্থির করিলেন এই পাহাড়ে ছোট একটি দলকে লুকাইয়া থাকিয়া শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করিতে হইবে। পাঁচটি যুবক হাসিমুখে আগাইয়া আসিল। পাঁচটি মাত্র রাইফেল সম্বল নিয়া তাহারা পিছনে রহিয়া গেল। যথাসময়ে আসিল জাপবাহিনী। পাহাড়ের অদৃশ্য স্থান হইতে গুলি চলিল (এ যেন হলদিঘাটার যুদ্ধ!)। কিন্তু জাপানীদের শক্তি বেশী। শত্রুর গুলিতে দুই জন যুবক প্রাণ দিল। শত্রু এবার পাহাড় ঘেরাও করিল। ওদিকে চীনা যুবক ৩টির গুলি ফুরাইল, এইবার আত্মসমর্পণ ছাড়া আর উপায় নাই। এত কষ্টে অর্জ্জিত রাইফেলগুলিও শত্রুর হাতে যাইবে! অসম্ভব! মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য স্থির হইল। রাইফেল কয়টি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া তাহারা ফেলিয়া দিল। তারার পর পাহাড়ের উপর হইতে অতল গহ্বরের দিকে তাহারা ঝাঁপ দিল। একটি দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া মিলাইয়া গেল। দুইটি দেহ সৈভাগ্যক্রমে একটি ঝোপের

ডাঃ বিজয় বসু

উপর গিয়া পড়িল। তাহাদের প্রাণ বাঁচিল। ফিরিবার পথে সেনাবাহিনী তাহাদের আবিষ্কার করিল। বীর যুবক দুইজন সামরিক সম্মান পাইল। তাহাদের এই আত্মত্যাগে সেদিন সেনাবাহিনী অনেক সময় পাইয়াছিল কৌশলপূর্ণ স্থানে ঘাঁটি গাড়িবার। বীর চীনারা এমনি করিয়াই লড়ে।

প্রত্যেকটি চীনাবাসী মনে প্রাণে অনুভব করে চীনদেশ তাহাদেরই। চীনকে রক্ষা করিবার তার প্রতিটি চীন সন্তানের। তাই তাহারা নর-নারী নির্ব্বিশেষে, চাষী মজুর, মধ্যবিত্ত, ধনিক সবাই দেশ-রক্ষার কাজে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া আগাইয়া চলিয়াছে। সব চেয়ে বিস্ময় বোধ করিয়াছি চীন সেনাবাহিনীর সাথে জনগণের নাড়ীর টান দেখিয়া। অষ্টম রুট বাহিনীর সৈনিকদের দেখিয়াছি তাহারা সবাই মনে করে এ যুদ্ধ, জনযুদ্ধ—জনসাধারণেরই স্বাধীনতার লড়াই তাহারা লড়িতেছে। জনসাধারণও মনে করে সৈনিক তাহারই ভাই, তাহার নিজের স্বাধীনতার লড়াই সেনাবাহিনী লড়িতেছে।

তাই দেখিয়াছি যেখানে অষ্টমরুট বাহিনীর সেনারা গিয়াছে, সেখানেই জনসাধারণ তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়াছে। যখনই কোন গ্রামে সেনা-বাহিনী উপস্থিত হয়, তখন সেই গ্রামের গ্রাম্য কমিটির মোড়ল আসিয়া বাহিনার নায়কের সাথে দেখা করিয়া জানিয়া নেয় বাহিনীতে কত লোক আছে কোনও খাবার যোগাইতে হইবে কি না, কত খাবার চাই ইত্যাদি। তাহার পর গ্রামে ঢেঁড়া-পিটাইয়া দেয়। গ্রামের নরনারী উপস্থিত হইয়া সভা করিয়া ঠিক করে—কাহার বাড়ীতে কতজন সৈনিককে থাকিতে দেওয়া হইবে। কে কতখানি রসদ যোগাড় করিবে ইত্যাদি। এই ভাবেই সুশৃঙ্খলার সাথে ব্যবস্থা হইয়া যায়, বাড়ীর লোকজনের সাথে খুবই ভদ্রতার সাথে সৈনিকরা ব্যবহার করে। ফিরিবার সময় তাহারা রসদের দাম দিয়া যায়। কোন জিনিষ ভাঙ্গিলে বা নষ্ট হইলে তাহারও উপযুক্ত মূল্য তাহারা দেয়। ঘর বাড়ী কখনও নোংরা করে না। নিজেরাই ঘর-দোর পরিষ্কার করিয়া দিয়া যায়।

একটা দিনের ঘটনা আমার মনে পড়ে। তখন আমরা দক্ষিণ হোপের একটা গ্রামে। আমি ও ডাঃ কোটনিশ (ইনি চীনেই মারা গিয়াছেন) সেনাবাহিনীর সাথে একটি কৃষক পরিবারে রাত কাটাইতেছি। চা খাইবার সময় হঠাৎ আমার হাত হইতে পেয়ালাটি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। আমাদের নিম্নমত আমি পেয়ালার দাম দিতে গেলাম কৃষক গিন্নির কাছে। তিনি কিছুতেই দাম নিবেন না। আমি তখন সেনানায়ককে জানাইলাম। তিনি আসিয়াও অনেক অনুরোধ জানাইলেন। মেয়েটির দুই চোখ গড়াইয়া জল পড়িতে লাগিল। অশ্রুজড়িতকণ্ঠে সে বলিল—আমার স্বামীও তোমাদেরই মত সেনাদলে স্বাধীনতার লড়াই লড়িতেছে। আমি নিজে যুদ্ধে যাইতে পারি নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া স্বাধীনতা সৈনিকদের সামান্য আতিথ্য করিবার অধিকারও কি আমার নাই? কৃষক মেয়েটির দেশপ্রেম দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম সামান্য অস্ত্র সম্বল করিয়াও চীন কেমন করিয়া কাসিষ্ট দস্যুদের রুখিতেছে।

চীনের জনসাধারণ সেনাবাহিনীকে শুধু আশ্রয় দিয়া বা রসদ জোগাইয়াই সাহায্য করে না। তাহারা গোপনে শত্রুর খোঁজখবর নেয়। কোন ঘাঁটিতে কত শত্রু সেনা আছে, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র কত, কোন পথে কখন তাহারা যাইতেছে এই সব খবর তাহারা চীন সেনাবাহিনীকে জানাইয়া দিয়া যায়। জনসাধারণ নিজেরাই গ্রামে গ্রামে আত্মরক্ষা কমিটি গড়ে। দা, কুড়াল বা যে কোন হাতিয়ার তাহারা জোগাড় করে—কখনও কখনও সেনাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র বেশী থাকিলে রাইফেল ও গোলাগুলিও তাহারা পায়।

এমনি করিয়া চীনের সেনাবাহিনী চীনের জনসাধারণের অফুরন্ত সহায়তায় অসীম বীরত্বের সাথে লড়িয়া দেশের স্বাধীনতার লড়াই লড়িতেছে।

জনযুদ্ধ বিক্রিতে

কোন্ জেলা আগাইয়া চলিয়াছে

এজেন্সী বিক্রি

	জুনের প্রথমে	জুনের শেষে
যশোহর	৪৯১	৫৪৩
ময়মনসিংহ	৩২৪	৩৭৫
মালদহ	১৩০	১৮৪
জলপাইগুড়ি	১৬৭	১৮৮
দিনাজপুর	২২৩	২৩৪

গ্রাহক

	প্রাদেশিক পার্টি সম্মেলনের সময়	মে দিবসে	জুলাইর প্রথমে
ময়মনসিংহ	৪৯	৬১	২৪৭
দিনাজপুর	৭	৩৪	৮৭
মালদহ	৩	১০	৫১
মেদিনীপুর	২৯	৩৮	৬৭
জলপাইগুড়ি	১৮	১৯	৩৮

আপনার জেলার স্থান কোথায়? আপনি নিজে কতখানি বিক্রি বাড়াইয়াছেন, কতজন বেশী গ্রাহক করিয়াছেন?

(২ পাতার শেষাংশ)

খাদ্য সমস্যার ইতিহাস ও খাদ্য অভিযানের ফলাফল বর্ণনা করিবার পর বর্ত্তমান পরিকল্পনা সম্বন্ধে খাদ্য মন্ত্রী জানাইয়াছেন: খাদ্য অভিযানের ফলে যে ধান চাল বাহির করা হইবে, তাহা যে সব স্থানে প্রয়োজন বেশী অথচ ধান চাল কম, সেখানকার লোকের খাইবার জন্যই ব্যবহার করা হইবে। "সরকার যে সব ধান-চাল কিনিবে অথবা আদায় করিয়া নিবে কিংবা খাদ্য আইনে অপরাধীদের নিকট হইতে বাজেয়াপ্ত করিবে, তাহা সবই একত্র করিয়া ঘাটতি অঞ্চলের চাহিদা পূরণ করা হইবে, কন্‌ট্রোল দোকানের মারফৎ ৯ টাকা দরে এই ধান ও ১৫ টাকা দরে এই চাল বিক্রি করা হইবে। এই চাল হইতে রিলিফও দেওয়া হইবে, খয়রাতী হিসাবে রাঁধা ভাত অথবা চালও দেওয়া হইবে।" খাদ্য-মন্ত্রীর মতে এ পর্য্যন্ত ৭০।৮০ লাখ মণ চাল পাওয়া গিয়াছে।

এই পরিকল্পনা খাদ্য সমস্যা সমাধানের পথে খুব বড় একটি ধাপ সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু যে চাল এ পর্য্যন্ত আদায় হইয়াছে তাহা শহরে ও গ্রামে জনসাধারণের ভিতর বিলি করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রত্যেক পরিবারকে মাথা পিছু হিসাব করিয়া খাদ্য পরচা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং খাদ্য কমিটির তত্ত্বাবধানে চাল বিক্রির ব্যবস্থা হওয়া চাই। আজ আর কাগজে বিবৃতি দিয়া বসিয়া থাকিবার দিন নাই—ইহা কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা এখনই চাই। সমস্ত দলের, সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক এই বিলি-ব্যবস্থায় আগাইয়া আসিয়া ক্ষুধিতের চাল পাইবার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করিবে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠে, যে চাল পাওয়া গিয়াছে তাহার পরিমাণ যথেষ্ট নয়, এখনও যে সব চাল কলিকাতা ও হাওড়ায় মজুদ আছে তাহা বাহির করিবার ব্যবস্থা কি হইল? কলিকাতার মজুতকারীদের ভিতর ইস্পাহানী কোম্পানীর নাম আজ গ্রামে গ্রামেও ছড়াইয়া গিয়াছে। তাহার মজুদ চাল বাহির করিবার কি চেষ্টা হইল? সোওয়ারদী সাহেব বলিয়াছেন: আমি ইস্পাহানী কোম্পানীকে বলিয়াছিলাম তাহার সমস্ত মজুদ চাল কেনা-দরে গভর্ণমেন্টের নিকট দিতে। সমস্ত হিসাব পত্র বাংলার একাউন্টেন্ট জেনারেল দেখিয়া দিবেন। ইস্পাহানী ইহাতে রাজী হইয়াছেন। ইহার ফলে তাহাদের ৪০ লাখ টাকার মত লাভ ছাড়িয়া দিতে হইবে।

(৭-এর পাতার শেষাংশ)

কাতর ভাবে বলতে লাগলেন: "ধরুণ একটা বোমাপড়া করলে হয় না কমরেড মেজর? আমরা প্রতিবেশী লোক—পাড়া প্রতিবেশী যেমন করে কাজ কর্ম্ম করে তেমনি একটা কিছু ব্যবস্থা! ব্যাপারটাকে সহজে সারবার জন্য আমি বরং আপনাদের কিছু সিমেন্ট ও ট্যাঙ্ক আনাবার জিনিসপত্র দিচ্ছি। সত্যি এতে আপনাদেরও ভাল আমাদেরও ভাল!" মেজর কোন উত্তর দিলেন না—চিন্তার তলিয়ে গেলেন। চোখ বার বার ঘুরতে লাগলো—এই ছোট কারখানার শ্রমিকদের তৈরী বাঁধের গর্ত্তগুলি থেকে শত্রু পর্য্যবেক্ষণ করার ছোট ছোট সুন্দর ফাঁকগুলির উপর।...তিনি উঠে দাঁড়িয়ে কারখানার কর্ত্তার সঙ্গে হাত মেলালেন—"আচ্ছা বেশ, পাড়া প্রতিবেশী হওয়াই ভাল। কথায় যেমন আছে, না? আমরা তেমনি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবো!" গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে মেজর লেফটেন্যান্টকে আদেশ দিলেন, এই বাঁধের চুই পাশ শক্ত করে তুলতে এবং ছোট ছোট কামানের সারি বসানোর জন্য গাঁথুনী বানাতে। তারপর কর্ত্তার দিকে ফিরে বলেন, "বেলা চারটের সময় আপনার কম্পানী কমাণ্ডাররা যেন ষ্টাফ হেড কোয়ার্টারে যায়, এই কথা বলে দিন।"

কারখানার কর্ত্তা তাড়াতাড়ি জবাব দিলে: "বেশ, বেশ, কমরেড কমাণ্ডার আমার শপ ম্যানেজারকে—তা' তারা ঠিক বেলা চারটার সময় আপনার ওখানে হাজির হবে।"

হাওড়া জেলা ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ।

হাওড়া জেলা ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের পরিচালনায় একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। "রবীন্দ্রনাথ ও ফ্যাসিজম" প্রবন্ধটীর আলোচ্য বিষয়। ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে ২১।এ, ব্রি, টি, রোড এই ঠিকানায় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। (প্রবন্ধ ৬ পৃষ্ঠার বেশী হইবে না)। শ্যামল মিত্র—সহ সম্পাদক

ইস্পাহানী কোম্পানীর চাল পাইলে লাখ লাখ মণ চাল সরকারের হাতে আসিবে। ইহা যে মন্ত্রী-মণ্ডলীর একটি সাহসিক কাজ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু ইস্পাহানী কোম্পানী ছাড়াও কলিকাতা ও হাওড়ার আর যে সব মজুতকারী আছে, তাহাদের চাল বাহির না করা পর্য্যন্ত সহর ও গ্রামের সমস্যা মিটিবে না। তাই সে চেষ্টাও এখনই প্রয়োজন।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

কমিউনিষ্ট পার্টির
বাংলা কমিটির মুখপত্র

প্রতি সংখ্যা ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪॥, ৬ মাস ২॥, ৩ মাস ১৷০

★

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জি এম,এল,এ
২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জনযুদ্ধ

২য় বর্ষ ● বুধবার, ২৯শে জুলাই ১৯৪৩, ৪ঠা শ্রাবণ ১৩৫০ ● ১৩শ সংখ্যা

★

৯ই আগষ্ট ভারতের জাতীয় জীবনে এক চরম সঙ্কটের দিন।

গত বছর এই দিনে যখন দেশের সামনে ফাসিষ্ট আক্রমণ ঘনাইয়া উঠিয়াছে, সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা তখন জাতীয় আন্দোলনের উপর আঘাত হানিবার সংকল্প নিল। ভারতে আর জাতীয় সরকার দিতে হইবে না—ইহাই হইল তাহাদের উদ্দেশ্য। আমাদের মাতৃভূমির নিরাপত্তা নিয়া তাহারা জুয়া খেলিতে বসিল। দেশপ্রেমিক জনগণকে তাহারা প্রাণপণে ক্ষেপাইয়া তুলিল।

সকল মতবাদী দেশপ্রেমিকই ইহা জানে।

সেই দিন জাতীয় নেতারা গ্রেপ্তার হইলেন আর পঞ্চমবাহিনী আসর জমাইয়া বসিল। দেশপ্রেমিক

৯ই আগষ্টে

জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের সুযোগ নিয়া পঞ্চমবাহিনী দেশব্যাপী ধ্বংসমূলক কাজ চালাইবার চেষ্টা করিল। অধিকাংশ কংগ্রেসী দেশ-প্রেমিক আজও ইহা বোঝেন না। ধ্বংসমূলক কাজ যে জনগণের বিরুদ্ধে অরাজকতা ও আত্মহত্যারই সামিল, এ কথা তাঁহারা স্বীকার করেন। ধ্বংসমূলক নীতির সাথে কংগ্রেসী নীতির পার্থক্যও তাঁহারা করেন। কিন্তু তাঁহারা মনে করেন যাহারা এই ধ্বংস কাজের পরিচালক তাহারা ফাসিষ্ট দালাল পঞ্চম বাহিনী নয়, তাহারা মাথা গরম ভ্রান্ত দেশপ্রেমিক।

তাহারা বিশ্বাসঘাতক, কংগ্রেসী নয়

সব দেশপ্রেমিকই জানেন, কংগ্রেস সংগঠন হাতে নিয়াছে বেশীর ভাগ জায়গায় কংগ্রেস সোস্যালিষ্টরা এবং কোন জায়গায় ফরওয়ার্ড ব্লকীরা। কংগ্রেসের নামে তাহারাই সব কাজ চালাইতেছে।

বড়লাটের নিকট চিঠিতে গান্ধীজী পরিষ্কার জানাইয়া দিয়াছেন এই সব কাজের নির্দ্দেশ কংগ্রেস দেয় নাই, কংগ্রেসের নীতিও ইহা নয়।

বর্ত্তমানের প্রত্যেকটি মূল ব্যাপারে ইহাদের নীতি কংগ্রেস হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

১। কংগ্রেস ফাসিষ্ট বিরোধী। কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট ও ফরওয়ার্ড ব্লকীরা হয় ফাসিষ্ট সমর্থক অথবা ফাসিষ্টদের প্রতি নিরপেক্ষ। ফরওয়ার্ড ব্লকীরা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে সুভাষ বসু জাপ সৈন্য নিয়া ভারত স্বাধীন করিতে আসিতেছে। কংগ্রেস সোস্যালিষ্টরা বলে তারা বৃটিশ বা জাপান কাহাকেও চায় না কিন্তু জাপ আক্রমণ বিপরীত দিক দিয়াও সাহায্যে আসিবে। তাহারা বলে, ভারতের জনসাধারণ এত দুর্ব্বল যে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়; তাই যখন সীমান্তে জাপ আক্রমণ সুরু হইবে, তখন দেশের ভিতরে ধ্বংস কাজ জোরদার করিতে হইবে। এই ভাবে দুই দিকের চাপে পড়িয়া বৃটিশ শাসন ধ্বসিয়া পড়িবে ও রাজত্ব তাহাদের হাতে আসিয়া পড়িবে। জাপান যদি থামিতে না চায় তো তাহারা জাপানের বিরুদ্ধেও লড়িবে।

আবার ৯ই আগষ্ট? ● ●

● ● পঞ্চম বাহিনীর ষড়যন্ত্র

দেশের ভিতরটা তাহারা ধ্বসাইয়া দিবে, আর জাপ আক্রমণকারীরা সেই সুবর্ণ সুযোগে আমাদের দেশ দখল করিয়া নিবে না—এই কথাই তাহারা দেশপ্রেমিকদের বিশ্বাস করাইতে চায়। কিন্তু তাহাদের এই পরাজিত মনের যুক্তির সূত্র তাহাদেরই ঠেলিয়া নামাইবে। আজ তাহারা বৃটিশের সম্রাসনের বিরুদ্ধে লড়িবার পক্ষে "খুবই দুর্ব্বল", অথচ রাতারাতি তাহারা কি করিয়া বিজয়ী জাপানের বিরুদ্ধে লড়িবার মত শক্তি পাইবে? এই "খুবই দুর্ব্বল" নীতির জোরে তখন তাহারা বলিবে, সম্ভব হইলে জাপানের সাথে "সম্মানজনক সন্ধি" করা ভাল। তখন শেষ অধ্যায় স্বভাবতঃই আসিয়া পড়িবে। দেশ-গৌরব সুভাষ আসিবে জাপানের সাথে, জয়প্রকাশ প্রমুখ কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট নেতারা গোপন আবাস হইতে বাহির হইয়া পড়িবে সুভাষের সহিত দেখা করিতে। আর উভয়ে মিলিয়া জাপ ক্যাসিজমের ছায়াতলে অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট গঠন করিবে। অথচ যদি সুভাষ ও কংগ্রেস সোস্যালিষ্টদের স্বপ্ন সফল হয়, তবেই ইহা সম্ভব। এমনি ভাবেই তাহারা জাপ সাম্রাজ্যবাদের উদিত সূর্য্যের পতাকাতলে মিলিত হইবে।

২। জাতীয় সরকারের অধীনে দেশরক্ষা করিতে কংগ্রেস চাহিয়াছে। আর কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট ও ফরওয়ার্ডব্লকীদের কাছে দেশরক্ষা ব্যবস্থা শক্ত করার অর্থ বৃটিশের দাসত্ব শিকলই শক্ত করা।

পঞ্চমবাহিনীর হাতিয়ার প্ররোচনা

তাহাদের কাছে দেশরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করার পথই জাতীয় সরকার গঠন ও স্বাধীনতার পথ। দেশরক্ষা ব্যবস্থা শক্ত করা তাহাদের কাছে আমাদের মাতৃভূমি রক্ষার লড়াইয়ের ভিতর দিয়া স্বাধীন পৃথিবীতে স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠা করা নয়, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে রফা করা।

৩। কংগ্রেস চায় জাতীয় একতা গড়িতে। আস্থ নিয়ন্ত্রণের অধিকারও কংগ্রেস অনেকখানি মানিয়া নিয়াছেন। বোম্বাই এ, আই, সি, সি-র বৈঠকের পর গান্ধিজী জিন্না সাহেবের সাথে দেখা করিতেও চাহিয়াছিলেন। বন্দী অবস্থায় গান্ধিজী জিন্না সাহেবের কাছে চিঠিও লিখিয়াছিলেন। আর কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট ও ফরওয়ার্ডব্লকীরা মনে করে লীগের সাথে কংগ্রেসের এক হওয়ার অর্থ সাম্রাজ্যবাদী ঘেঁষা প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িকতার সাথে এক হওয়া। তাহারা কংগ্রেস ও লীগের একতার বিরুদ্ধে, কারণ একতা হইলে অচল অবস্থার অবসান হইবে; অচল অবস্থা থাকিলে তবেই তো তাহারা কাজ হাঁসিল করিতে পারে!

কংগ্রেসী নীতির সাথে ইহাদের এইখানে তফাৎ। অথচ ইহারাই কংগ্রেসের নামে কথা বলে, কংগ্রেস কর্ম্মীদের উপর হুকুম চালায়।

আবার

ইহারা হাজার হাজার কংগ্রেসী দেশভক্তকে ভুল পথে চালাইতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু দেশ-ভক্তরা নিজ অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিয়াছে, 'স্বাধীনতা বিপ্লবীদের' কেরামতি কতখানি ও উহাদের নীতি দেশকে কোথায় ঠেলিয়া দিয়াছে।

গান্ধীজীর চিঠি উহাদের মুখোস খুলিয়া দিয়াছে, কংগ্রেসী জনসাধারণের সাথে তাহাদের সংযোগের সূত্রে আঘাত হানিয়াছে।

কিন্তু আমলাতন্ত্র আজও গান্ধীজীকে আটক রাখিয়াছে, কংগ্রেসী নেতাদের জেলে রাখিয়াছে, কংগ্রেসকে বে-আইনী করিয়া রাখিয়াছে। কংগ্রেস-সেবীদের দৈনন্দিন কাজে পরিচালিত করিবার কেহ নাই। পঞ্চমবাহিনী যে কংগ্রেসের নেতা সাজিয়া বসিয়াছে, তাহাদের প্রতিবাদ করিবারও কেহ নাই।

কয়েক মাস ধরাশায়ী থাকিবার পর পঞ্চমবাহিনী গান্ধীজীর নাম করিয়া ৯ই আগষ্টে আবার ফিরিয়া আসিতে চাহিতেছে।

তাহাদের প্রোগ্রাম

"জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ডিক্টেটোরেট" (অর্থাৎ কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট গোপন কেন্দ্র) ৯ই আগষ্টের এক প্রোগ্রাম দিয়াছে:—

সমস্ত প্রদেশ হইতে সংগৃহীত এক হাজার লোকের এক সত্যাগ্রহ জাঠা গান্ধীজীর বন্দীশালার দিকে অভিযান করিবে।

সেই দিনই স্থানীয় জাঠাগুলি পোষ্টার ও নিশান হাতে স্লোগান দিতে দিতে পুনার দিকে অভিযান করিবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তারা গন্তব্যস্থানে পৌছে অথবা গ্রেপ্তার হয়।

সাধারণ প্রোগ্রামের ভিতর আছে:—একদিন সাধারণ হরতাল, তিন দিন ছাত্র হরতাল। সমস্ত বাড়ীতে পতাকা উত্তোলন। সর্ব্বত্র সভা, শোভাযাত্রা ও পতাকা উত্তোলন।

কেন এই প্রোগ্রাম?

তাহাদের এই প্রোগ্রাম খুব চতুরতার সাথেই করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার শয়তানি বুঝিতে হইলে ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হয়।

৯ই আগষ্টই দিন ঠিক করা হইল কেন? এই দিনে তাহারা বেশীর ভাগ দেশপ্রেমিকের সমাবেশ করিতে চায়। খাঁটি ভারতবাসী গত বছরের এই

লেখক
পি, সি, জোশী

তাহারা ইহাকে "গান্ধী-যাত্রা" বলিতেছে কেন? তাহারা তো গান্ধীজির চিঠি মানিয়া নিতে পারে নাই বরং ইহাকে পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত বলিয়াই মনে করিয়াছে। গান্ধীজির অনশনের সময় তাহারা গান্ধীজির মুক্তি চায় নাই। তাহারা ভাবিয়াছে গান্ধীজি মুক্ত হইলে আন্দোলন ধ্বসিয়া পড়িবে। গান্ধীজির মুক্তি আন্দোলনকে তাহারা পরিহাস করিয়াছে। ক্ষুদ্র কারাগার হইতে ভারতবর্ষের এই বিরাট কারায় গান্ধীজিকে বাহির করিয়া আনিয়া লাভ নাই—এই ছিল তাহাদের যুক্তি। আজ তাহারা গান্ধীজির মুক্তির কথা তুলিয়াছে কেন? কারণ তাহারা দেখিতেছে সমস্ত জনগণ গান্ধীজির মুক্তি চায়। তাহারা বুঝিয়াছে যদি জনগণকে তাহাদের পিছনে টানিতে হয়, "গান্ধীজিকে মুক্ত করিব"—এই স্লোগান তুলিতে হয়। ইহাও তাহারা জানে তাহাদের পিছনে যদি জনগণকে তাহারা নিতে পারে তাহা হইলে গান্ধীজি কোনদিনই মুক্ত হইবে না!

তাহারা ধ্বংসমূলক কাজের ডাক দেয় নাই কেন? কতকটা গোঁড়া সত্যাগ্রহীর মত আহ্বান তাহারা দিয়াছে কেন? কারণ তাহারা জানে ধ্বংসকার্য্য ও অরাজকতার ডাকে লোকে আর সাড়া দিবে না। কংগ্রেসসেবীরা যে প্রোগ্রামে অভ্যস্ত তাহারা সেই প্রোগ্রাম দিয়াই ৯ই আগষ্টের স্মৃতি ও গান্ধীজির নাম ব্যবহার করিয়া জনসাধারণকে পথে বাহির করিতে চায়। একবার জনসাধারণকে পথে নামাইতে পারিলে কি করিয়া আবার ৯ই আগষ্ট করিতে হয়, তাহা তাহারা জানে। অর্থাৎ পুলিসের সাথে সংঘর্ষ, গুলি, লাঠি, অরাজকতা তখন আর কে ঠেকায়?

দেশপ্রেমিকের স্লোগান শান্তি

সোজা কথায়, ইহা আবার পঞ্চমবাহিনীর রক্তাক্ত ৯ই আগষ্ট ঘটাইবার পরিকল্পনা, কংগ্রেস-

(শেষাংশ ৭ পাতায় দেখুন)

Regd. No. C. 2836 Telegrams:—JANAYUDDHA, Calcutta. JANAYUDDHA

সম্পাদকীয়

আগে চলো

আইনসভার ভোটে লীগ মন্ত্রীসভার জিত হইয়াছে। ইউরোপীয়দলের ভোট বাদ দিলেও আইন সভার অধিক সংখ্যক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করিয়াছেন। লীগমন্ত্রীত্ব এখন দায়িত্বশীল। আইন সভার জিত তাহাকে নূতন পরীক্ষার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। বাংলার নরনারীকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বাংলার হাজার লোক আজ উপবাসী। ধান চাউলের দর অনবরত বাড়িতেছে। নূতন ধান কাটিবার সময় পর্য্যন্ত আগামী কয়েক মাস ভীষণ সংকট সম্মুখে। দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের মধ্যে সন্ত্রাসক ব্যাধি বিস্তৃত হইতেছে। পঞ্চমবাহিনী চেষ্টা করিতেছে এই সুযোগে আর একবার দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি করিতে। ৯ই আগষ্টে যাহাতে আর একবার অরাজকতা সৃষ্টি করা যায় তাহার জন্য তাহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

এসেম্বলিতে ভোটে জিতিয়া লীগ মন্ত্রীসভা এই দুর্য্যোগ দূর করারই কঠিন দায়িত্ব পাইয়াছে। সে দায়িত্ব জনসাধারণই তাহাকে দিয়াছে এবং শুধু জনসাধারণের সহযোগিতায়ই সে দায়িত্ব পালন করা যায়। ভোটে জিতিয়া লীগের কোনো কোনো মহলে আত্মসন্তুষ্টির ভাব আসিতেছে। এই জয় শুধু লীগ পার্টিরই জয় এই ধরণের দেমাও তাঁহাদের মনে জাগিতেছে। এসেম্বলিতে বিতর্কের জবাবে হুহরাবর্দি সাহেবের বক্তৃতায় তাহারই আভাস। কলিকাতায় সস্তা চালের দোকান খোলায় গড়িমসি তাহারই নমুনা। এই ভাব বাড়িলে খাদ্যাভাবের দুর্দ্দশা জনসাধারণকে লীগের বিরুদ্ধেই ঠেলিয়া দিবে, মন্ত্রীসভার সমর্থনও ভাসিয়া পড়িবে।

এ জয় শুধু লীগের নয়। খাদ্য সঙ্কট সমাধানের জন্য বহু স্থানে লীগ, কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট প্রভৃতির চেষ্টায় জনসাধারণের যে ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা গড়িয়া উঠিয়াছে ইহা তাহারই জয়। তাহার জোরেই হক-শ্যামাপ্রসাদের ভেদপন্থী ও ক্ষমতালোভী আক্রমণ হইতে মন্ত্রীসভা বাঁচিয়াছে। এই জয়কে বজায় রাখিতে হইলে এবং আরও বেশী জনতাকে সমর্থনে টানিয়া আনিতে হইলে মন্ত্রীসভাকে নিজের সমস্ত আমলাতান্ত্রিক দুর্ব্বলতা দূর করিতে হইবে, দ্বিধাহীনভাবে জনতাকে খাদ্য জোগানোর দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হইতে হইবে।

হাওড়া, কলিকাতা এবং কলিকাতার উপকণ্ঠে শিল্প অঞ্চলে মজুতবিরোধী অভিযান সফল করিতেই হইবে। গ্রামাঞ্চলে যেমন জনগণের খাদ্যকমিটি গড়া হইয়াছিল কলিকাতাতেও তেমনি খাদ্য কমিটি গড়িতে হইবে। স্বদেশভক্ত কংগ্রেসকর্ম্মী, মুসলিম লীগের কর্ম্মী, কমিউনিষ্ট পার্টি, জনরক্ষা সমিতি, সবার সহযোগিতা লইয়া বাংলার প্রধান সহরের খাদ্য অভিযান চালাইতে হইবে। আমলাতন্ত্রের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে কোনই ফল হইবে না। এ অঞ্চলের মজুতকারীদের কাছে যে লক্ষ লক্ষ মণ ধান চাল মজুত আছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উহা ধরিতেই হইবে।

বাংলার প্রত্যেক জেলা হইতে ক্ষুধার্ত্তের আর্ত্তনাদ আসিতেছে। প্রত্যেক জেলায় খাদ্য শস্য সরবরাহ করিতে হইবে।

এ কাজ সহজ নয়। এ কাজের সাফল্য নির্ভর করে লীগ এবং কংগ্রেসের সহযোগিতার উপর। লীগকে আজ অগ্রনী হইয়া কংগ্রেসকে সহযোগিতার পথে আনিতেই হইবে।

কংগ্রেসকে সহযোগিতার পথে আনিবার উপায় কি?

কংগ্রেসসেবীদের সন্দেহ লীগ হয়ত আমলাতন্ত্রের পক্ষপাতী। কংগ্রেসসেবীদের এই সন্দেহ দূর করিতে হইবে।

স্বদেশভক্ত বন্দীদের সকলকেই অবিলম্বে মুক্তি দিতে হইবে। বিশেষতঃ যে সমস্ত কংগ্রেসকর্ম্মী, যে সমস্ত স্বদেশভক্ত দেশরক্ষার জন্য উদ্‌বুদ্ধ, যাঁহারা খাদ্যসংকটে জনগণের সেবা করিতে চান তাঁহাদিগকে আর একদিনও জেলে রাখার কারণ নাই। অনেক ভূতপূর্ব্ব টেররিষ্ট দেশরক্ষার নীতি, ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে এবং পঞ্চমবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়িবার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকে ১৫ বছরেরও উপর কারারুদ্ধ আছেন। অবিলম্বে তাঁহাদের মুক্তি চাই।

সভাসমিতির অধিকার বাড়াইতে হইবে। সভাসমিতির অধিকার খর্ব্ব আছে বলিয়া আজ পঞ্চমবাহিনীই সুবিধা পাইতেছে অবাধে গুপ্ত কার্য্য ও গুপ্তষড়যন্ত্র চালাইতে। সভাসমিতির অধিকার নাই বলিয়া জনগণের কাছে তাহাদের মুখোস খুলিয়া ধরা সম্ভব হয় না।

স্বদেশভক্ত বন্দীদের মুক্তি দিয়া, সভাসমিতির অধিকার বাড়াইয়া, লীগমন্ত্রীসভা কংগ্রেস ভক্তদের টানিয়া আনিতে পারে লীগের সঙ্গে একতার পথে।

লীগ যতই এ পথে অগ্রসর হইবে ততই লীগ কংগ্রেসসেবীদের সমর্থন পাইবে, ততই হক্‌পন্থীরা কোন্‌ঠাসা হইবে। কংগ্রেসের সমর্থন ও সহযোগিতা পাইলে লীগের জোর বাড়িবে, খাদ্যসংকট দূর করিবার পথে যে দুস্তর বাধা আছে তাহা ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে পারিবে।

আজ এ সংকটে লীগ এবং কংগ্রেসের ঐক্য চাইই চাই।

বাংলার লীগ আজ মন্ত্রীত্ব হাতে পাইয়াছে। বাংলার লীগই এ কাজে অগ্রনী হইবার ক্ষমতা রাখে। আইন সভায় জয়লাভ করিয়া লীগ এই দায়িত্বই গ্রহণ করিয়াছে। আইন সভার জয় মুসলিম লীগকে এই দায়িত্ব পালনের ক্ষমতাও দিয়াছে। এই দায়িত্ব পালন করিয়া লীগ তাহার প্রাথমিক জয়কে অক্ষুন্ন করিতে পারে।

খাদ্যসংকট দূর করিবার জন্য বাংলার জনগণ লীগের প্রতি ভরসা রাখে। সেই ভরসার জোরেই লীগ আইন সভায় জিতিয়াছে। জনগণেরই দাবী স্বদেশভক্ত বন্দীদের মুক্তি চাই, ব্যক্তি স্বাধীনতা চাই। মুসলিম লীগকে আজ এই দাবী লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। মুসলিম লীগ যদি এই পথে অগ্রসর হয় তাহা হইলে মন্ত্রীমণ্ডলীর পক্ষে সহজ হইবে আমলাতন্ত্রের বাধা ঠেলিয়া বন্দীদের মুক্তি দেওয়া এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা বাড়ানো। মুসলীম লীগ এই পথে অগ্রসর হইলে কংগ্রেস ভেদপন্থীদের মোহ কাটাইয়া জাতীয় ঐক্যের দিকে আগাইয়া আসিবে। কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্য দানা বাঁধিতে আরম্ভ করিবে। তাহাতে ভয় পাইবে প্রত্যেক লীগ বিদ্রোহী, প্রত্যেক ভেদপন্থী, প্রত্যেক স্বদেশদ্রোহী।

মুসলিম লীগের পক্ষে এই পথ গৌরবের পথ।

আলোচনা

কলিকাতায় মজুত-বিরোধী অভিযান

পরিষদের আলোচনার সময় সরবরাহ মন্ত্রী মিঃ সুহরাবর্দ্দী তাঁর শেষ বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, কলিকাতায় ও হাওড়ায় শীঘ্রই খাদ্য-অভিযান সুরু হইবে এবং তার সমস্ত ব্যবস্থা প্রায় ঠিক হইয়া গিয়াছে। তাঁহার এই কথার পর বাংলা সরকার হইতে বিজ্ঞপ্তি বাহির হইয়াছে যে কলিকাতা ও হাওড়া হইতে বিনা-অনুমতিতে কেহ চাল-ডাল ধান প্রভৃতি রপ্তানী করিতে পারিবে না। মজুত-বিরোধী অভিযানের ইহা প্রথম ধাপ তা বলা যাইতে পারে।

কিন্তু, মজুত-খাদ্য অন্বেষণের কাজটা কি ভাবে হইবে, তা এখনও সরবরাহ বিভাগ বলে নাই।

জেলায় জেলায় মজুত-বিরোধী অভিযান হইতে যে শিক্ষা পাওয়া গিয়াছে, তাহার ভিত্তিতেই কলিকাতায় কাজ করিতে হইবে, তবেই এই অভিযান পুরাপুরি সার্থক হইবে। এই শিক্ষা শুধু সরকারের পক্ষেই নহে, জনসাধারণের পক্ষেও বটে। আমরা দেখিয়াছি, যেখানেই জনসাধারণের সহযোগিতা লইয়া কাজ হইয়াছে, সেখানে মজুত-খাদ্য সহজে এবং বেশী পরিমাণে উদ্ধার করা গিয়াছে। খাদ্য-কমিটিতে যেখানেই জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধি, যারা আগে হইতেই খাদ্য-ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করিতেছিল, তাদের লওয়া হইয়াছে সেই খানেই সেই খাদ্য-কমিটী জন-প্রিয় হইয়াছে। অপর পক্ষে, এই অভিযানের ভিতর দিয়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারী কর্ম্মচারীর খাম-খেয়ালী ও জন-বিরোধী মনোভাবেরও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যেখানে এই রকম কর্ম্মচারীর হাতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, সেখানে কার্য্যকরী খাদ্য-কমিটি গড়িয়া উঠে নাই, মজুত-খাদ্যও বেশী বাহির হয় নাই। অদ্যত্র প্রকাশিত একটী চিঠি হইতেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারী মাত্রেই ইহা পরিষ্কার বুঝিয়াছে যে জনসাধারণের সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই অভিযান সার্থক হইতে পারে না।

কলিকাতায় ও হাওড়ায় মজুত-বিরোধী অভিযান মফস্বলের চেয়ে বেশী দায়িত্বপূর্ণ ও বেশী শক্ত। কেননা, এইখানেই বড় বড় মুনাফালোভীদের আস্তানা এবং তাদের ফন্দী ফিকিরও অন্য জায়গার তুলনায় এখানে অনেক বেশী। সাধারণ লোকদের মধ্যে মজুতকারী এখানে যা আছে, তা কিছুই নয়। আসল মজুতকারী হইতেছে বড় বড় শিল্পপতিরা ও অনেক বড় বড় ধনী ব্যক্তি যাদের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা আছে; তা ছাড়া ব্যবসাদাররা তো বটেই। এই সমস্ত জায়গা হইতে মজুত-খাদ্য উদ্ধার করা কয়েক জন সরকারী কর্ম্মচারী বা তাদেরই মনোমত লোকের দ্বারা হইতে পারে না। বিশেষতঃ, সহরের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি বা নাম করা শিল্পপতিদের কাছে গিয়া সরকারী কর্ম্মচারীরা তো ধমক খাইয়াই চলিয়া আসিবে। একমাত্র নির্ভীক, জনসেবক ভলান্টিয়াররা ও তাদের পিছনে সমবেত জনসাধারণই এই সমস্ত লোককে বুঝাইতে ও সকলের স্বার্থে কাজ করাইতে পারে। সেই জন্য জন-রক্ষা কমিটীর সঙ্গে পরিপূর্ণ সহযোগিতা কলিকাতার খাদ্য-অভিযানে অনিবার্য্যরূপে দরকার। তা ছাড়া, মজুত-বিরোধী অভিযান সুরু হইলেই বা তার আগে হইতেই সরকারী আইনকে ফাঁকী দিয়া বড় বড় মজুতদার বাহিরে ধান-চাউল লুকাইয়া চালান দিবার চেষ্টা করিবে। ইহাকে ঠেকাইতে হইলে দরকার পাড়ায় পাড়ায় জন-সেবক ভলান্টিয়ার দল, যাদের সজাগ দৃষ্টির সামনে কোনো ফাঁকী বা প্রলোভন টিকিবে না।

তাই, এখনি মন্ত্রীমণ্ডলী এই দিকে নজর দিন। সমস্ত জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার উপর দাঁড়াইয়া কাজ সুরু করুন। জনরক্ষা-কমিটির সহিত একযোগে প্ল্যান করিয়া পাড়ায় পাড়ায় খাঁটী খাদ্য-কমিটি গড়িয়া তুলুন। কলিকাতার জনসাধারণকেও এখনি উদ্বোধিত হইতে হইবে। জনরক্ষা কমিটির শাখা প্রত্যেক পাড়ায়, প্রত্যেক মহল্লায় বিস্তার করিতে হইবে, যাতে 'মেকী' খাদ্য-কমিটী গজাইয়া কাজ পণ্ড করিয়া দিতে না পারে।

কয়লার অভাব দূর করিতে হইবে

সম্প্রতি বাংলার সুতাকল এসোসিয়েশনের সভাপতি এন্‌,এল, সা একটি বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, কয়লার অভাবে বাংলার সুতাকলগুলির কাজ বন্ধ হইতে বসিয়াছে। তাঁরা গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে অবিলম্বে কয়লা আমদানীর ব্যবস্থা করা দরকার। চটকল মালিকরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছে যে কয়লার অভাবে চটকলের কাজ শতকরা ১৫ ভাগ কমিয়াছে।

কয়লার অভাব বাংলায় যে হইয়াছে, তা প্রতিদিনকার কাজেই লোকে অনুভব করিতেছে। কলিকাতার তো গৃহস্থদের দিন চলা ভার হইয়াছে। অবিলম্বে এই সমস্যার প্রতিকার না হইলে খাদ্য-ব্যবস্থার গোড়ায় গলদ থাকিয়া যাইবে। তার জন্য প্রথম দরকার—কয়লার মজুতকারী যাহারা, তাদের খুঁজিয়া বাহির করা ও তাদের কাছ হইতে মজুত কয়লা উদ্ধার করিয়া জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করা। দ্বিতীয়তঃ—যানবাহনের অভাবে বাহির হইতে কয়লা আনিবার যে অভাব হইতেছে, তাহা দূর করার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টকে সদবেত ভাবে চাপ দিতে হইবে। বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীকে ইহার জন্য এখনি চেষ্টা করিতে হইবে। মন্ত্রীমণ্ডলীর চেষ্টার পিছনে মিল-মালিক হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ লোক ও মজুর সকলেরই সম্মিলিত জোর লাগাইতে হইবে। কেননা, কয়লার অভাব বেশী দিন চলিতে থাকিলে শুধু সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রাতেই ব্যাঘাত ঘটিবে তা নয়, উৎপাদন, জল-সরবরাহ প্রভৃতি সমস্ত ব্যবস্থা অচল হইয়া যাইবে।

বস্ত্র-সংকটের নূতন পর্ব্ব

কাপড়ের দুর্ম্মূল্যতা ঘুচাইবার জন্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় তৈরীর ও সস্তা দামে বিক্রয়ের যে পরিকল্পনা গভর্ণমেণ্ট করিয়াছে, তাহার ফলে কিছু পরিমাণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় লোকে পাইতেছে। প্রয়োজনের তুলনায় ইহা মোটেই যথেষ্ট নয়। তবু লোকে আশা করিতেছে যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের উৎপাদন বাড়িবেই এবং হয়ত বস্ত্র সংকট অদূর ভবিষ্যতে কিছু পরিমাণ দূর হইবে।

কিন্তু বস্ত্র সংকট ঘুচাইবার পথে আজ কাপড়ের কলের মালিকরাই বাধা হানিতেছে! সস্তায় কাপড় তৈরীর প্রস্তাবে মালিকরা খুসী হইতে পারিল না। কেননা, সস্তায় ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় তৈরী করিলে মিল-মালিকের মুনাফা কম হয়। তাই তারা এক জোট হইয়া নূতন সঙ্কট সৃষ্টি করিয়া নিজেদের মুনাফা বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।

নূতন সংকট কি? কাপড়ের উৎপাদন যথেষ্ট বাড়ানো দরকার, তখন মিল মালিক উৎপাদন কম করার দিকেই ঝোঁক দিতেছে। বোম্বাই-এর সুতাকলগুলিতে কোথাও 'টেকোর' অভাবে, কোথাও 'ববিনের' অভাবে তাঁত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। মজুরেরা প্রস্তাব করিয়াছে যে তারা বেশী খাটিয়াও সমস্ত যন্ত্রপাতি ঠিক করিয়া দিবে যাতে কাপড় তৈরীতে ঘাটতি না আসে; কিন্তু মালিকরা সে বিষয়ে মাথা ঘামাইতে রাজী নয়। কয়লার অভাবে কারখানার কাজ কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা বোম্বাই ও বাংলা উভয় জায়গাতেই। মজুররা দেশপ্রেমিক দায়িত্ব লইয়া বেশী মেহনত করিয়া, ছুটী বন্ধ করিয়া অল্প কয়লায় কাজ চালাইয়া যাইতে অগ্রসর। কিন্তু মিল মালিক নারাজ।

শুধু তাই নয়। মালিকরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে মজুরের মাগ্‌গী ভাতা কমাইবার জন্য। বোম্বাই চেম্বার অফ কমার্স দাবী করিয়াছে যে গভর্ণমেণ্ট মজুরের পোষাকীর যে হিসাব ঠিক করিয়াছে, তাতে অনেক 'বিলাস দ্রব্য' ঢোকান হইয়াছে। সুতরাং মাগ্‌গী ভাতা আরও কমান যাইতে পারে। বোম্বাই টেক্সটাইল এশোসিয়েশনের আলোচনা হইতেও বুঝা যায় যে মাগ্‌গী ভাতা কমাইতে তারা উদ্‌গ্রীব। মজুরদের বিরুদ্ধে মালিকের এই ষড়যন্ত্রের ফল হইবে এই যে, ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় তৈরী ও নিরন্নদের ম্লান বাসচাল হইয়া যাইবে। উৎপাদন কমিতেই থাকিবে, তার মানে দেশবাসীর বস্ত্রাভাব আরও বাড়িবে।

এই সংকটকে ঠেকাইতে হইবে। মুনাফালোভী মালিকের হাতে উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব থাকিলে সে দেশরক্ষার স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিবে। জনসাধারণকে দাবী করিতে হইবে—মিল মালিক ও মজুরের মিলিত উৎপাদন কমিটি চাই, যে কমিটি মুনাফালোভের চেয়ে দেশবাসীর প্রয়োজনকে বড় করিয়া দেখিবে এবং উৎপাদনের পথে সমস্ত বাধা কাটাইয়া উৎপাদন বাড়াইতে পারিবে।

উৎপাদন বাড়াইবার জন্য

★ ঢাকেশ্বরী মজুরের চেষ্টা ★

মিল-মালিকের কাছে পরিকল্পনা পেশ

নারায়ণগঞ্জের ঢাকেশ্বরী মিলে (প্রায় ১৩০০ তাঁত) গত ২রা জুলাই হইতে 'সি' সিস্ট কাজ সুরু হইয়াছে। মিলে এখন দিন-রাত্রি কাজ চলিতেছে। মালিকের তরফ হইতে দুইটী প্রস্তাব আসে। মিল ৮ ঘণ্টা হিসাবে তিন সিস্ট চলিবে। প্রত্যেককে একত্রে ৮ ঘণ্টা কাজ করিতে হইবে, শুধু খাওয়ার জন্য মাঝে আধ ঘণ্টা ছুটী দেওয়া দেওয়া হইবে। অন্য প্রস্তাব এই যে—একদল শ্রমিক সর্ব্বদাই রাত্রির সিস্টে কাজ করিবে।

শ্রমিক ইউনিয়নের কার্য্যকরী সমিতি এই দুইটী প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌছে যে এই দুইটী ব্যবস্থাই উৎপাদনের পক্ষে ক্ষতিকর। এক সাথে ৮ ঘণ্টা কাজ করা খুবই কঠিন, ইহাতে মজুরের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, উৎপাদনও কম হয়। তদুপরি এই ব্যবস্থায় মিল প্রতিদিন প্রায় ১॥০ ঘণ্টা বন্ধ থাকে। দ্বিতীয় প্রস্তাবও উৎপাদনের পক্ষে ক্ষতিকর; কেননা যে মজুররা ক্রমাগত রাত্রির সিস্টে কাজ করিবে, স্বভাবতই তাদের কর্ম্মক্ষমতা কমিয়া যাইবে। তা ছাড়া, রাত্রির সিস্টের মজুরদের সহিত অন্যান্য মজুরদের মেলামেশার সুযোগ নষ্ট হইয়া যায় ও শ্রমিক ঐক্যের মধ্যে বাধা আসে। দুই প্রস্তাবেই অসুবিধা! অথচ দিনরাত্রি মিল চালু রাখা মজুরদেরই প্রাথমিক কর্ত্তব্য। তাই শ্রমিক ইউনিয়ন এই সিদ্ধান্ত করে যে যাহাতে উৎপাদন খুব ভাল রকম বাড়িতে পারে, তজ্জন্য কোনো সিস্টই স্থায়ী হওয়া উচিত নয়। প্রতিমাসে একবার করিয়া সিস্ট বদল হইবে। এইভাবে প্রত্যেককেই প্রতি তিন মাসে একমাস 'সি' সিস্টে কাজ করিতে হইবে। ইউনিয়নের এই প্রস্তাব মালিকদিগকে জানান হইয়াছে।

রবিবার দিনও কাজ চালু রাখিতে হইবে

আজকে বস্ত্র সংকটের দিনে রবিবার দিনও মিল বন্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না—চাকেশ্বরীর মজুররা এই কথাও চিন্তা করিল। ইউনিয়ন অনেক আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত করে যে, মিলের সকল শ্রমিককে সাতটী দলে ভাগ করা হউক, প্রতিদিন ছয়টী দল কাজ করিবে এবং একটী দল ছুটীতে যাইবে। এইভাবে মিলে প্রত্যেক দিনই কাজ চলিবে, অথচ প্রত্যেক মজুরই সপ্তাহে একদিন ছুটী পাইবে। মজুররা আগ্রহ সহকারে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে। মালিককে এই প্রস্তাব জানান হইয়াছে।

ঢাকা জেলা সূতাকল-মজুরদের

উৎপাদন সম্মেলন

আগামী ২৫শে জুলাই, রবিবার ১ নং ঢাকেশ্বরী মিলে এই সম্মেলন হইবে। সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবেন বাংলার খ্যাতনামা মজুরনেতা কমরেড আবদুল মোমিন। সম্মেলনের উদ্বোধন করিবে কমরেড নেপাল নাগ।

ঢাকার সুতাকল মজুরদের এই সম্মেলন আজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকার মজুররা উৎপাদন-নীতি শুধু প্রচার করিতেছে, তা নয়, হাতে হাতে কাজ দেখাইয়াছে কেমন করিয়া উৎপাদন বাড়াইতে হয়। ঢাকেশ্বরী কটন মিলের বাহাদুর মজুর কমরেড যোগেশ সরকার ও সতীশ কর উৎপাদন বাড়াইবার সহজ কৌশল আবিষ্কার করিয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্ত ভারতের মজুরশ্রেণীর ইতিহাসে নূতন। স্থানীয় মজুর ইউনিয়ন ঢাকেশ্বরী মিলের কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া উৎপাদন বাড়াইবার নূতন পরিকল্পনা মালিককে কাছে পেশ করিয়াছে। মজুররা নিজেরাই প্রস্তাব করিয়াছে যে, রবিবারেও মিল চালু রাখিতে হইবে। এইভাবে উৎপাদন বাড়াইবার কাজে সমস্ত মজুরকে সক্রিয় করিবার মধ্যে দিয়াই ঢাকা জিলা সুতাকল মজুর ইউনিয়ন এই উৎপাদন-সম্মেলন আহ্বান করিয়াছে।

এই উৎপাদন সম্মেলন ঢাকার মজুর আন্দোলনে নূতন শক্তি সঞ্চার করিবে। বাংলার সমস্ত মজুরশ্রেণী এই সম্মেলন হইতে শিক্ষা লও।

★ চটকল মজুরের অভিযান ★

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মজুরের সংগঠন ও একতা

চাঁপদানীতে বিরাট সভা

বঙ্কিম মুখার্জ্জীর বক্তৃতা

গত ১১ই জুলাই চাঁপদানীর লিচু বাগানে এক হাজার মজুরের এক সভায় বাংলার চটকল মজুর ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী মজুরদের ডাক দিয়া বলেন: আজ দেশ বিপন্ন, জাতি বিপন্ন, দেশের ভাই বোন মা সকলের জীবন বিপন্ন। তাহাদের বাঁচাইবার জন্য আজ চটকল মজুরকে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। তার জন্য মজুরকে সংগঠিত হইতে হইবে। ইউনিয়নকে মজবুত না করিলে মজুর নিজের প্রতি বা দেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবে না।

চাঁপদানীতে বহুদিন সভা সমিতি হয় নাই। সংগঠনও অনেকদিন ধরিয়া ছিল না। কিন্তু দেশের প্রয়োজনে যখন চটকল মজুর উৎপাদন বাড়াইবার অভিযান আরম্ভ করিল, তখন চাঁপদানীর মজুরও পিছাইয়া রহিল না। স্থানীয় সংগঠকরা স্বোয়াড প্রচার দ্বারা ও পোষ্টার ও ইস্তাহার দিয়া মজুরদের মধ্যে নূতন জাগরণ আনিল। দেশপ্রেমিক আবেদনে আজ নূতন করিয়া চাঁপদানীর মজুরদের মধ্যে সংগঠন গড়িয়া উঠিতেছে।

মেয়ে মজুররাও আজ সংগঠক ও প্রচারক

গত ১০ই জুলাই আলমবাজার জুট মিলের ৫২ জন মেয়ে-মজুরের এক বৈঠকে কমরেড কনক মুখার্জ্জী চটকল মজুরদের দরখাস্তের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দেন। যারা বৈঠকে যোগ দিয়াছিল, তাদের সকলেই দরখাস্তে সহি দিয়াছে। তাদের কাছে ইউনিয়নের কথা বলা হইল। প্রথমে মেয়েদের অনেকেই বলিতে লাগিল যে তাদের এই আর্থিক অনটনের মধ্যে ইউনিয়নের চাঁদা তারা কি করিয়া দিবে? তখন একজন মেয়ে মজুর উঠিয়া দাঁড়াইল। সে বলিতে লাগিল: তোমাদের মতই আমারও অবস্থা। তবু আমি ইউনিয়নকে মাসে ১৲ টাকা চাঁদা দিই—কম খাইয়াও আমি এই চাঁদা দিই। কেননা, আমি জানি যে সমস্ত মেয়ে ও পুরুষ মজুরদের একতাবদ্ধ চেষ্টা না হইলে কখনই আমাদের রুটির প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে না। এই কথা বলিয়া মেয়ে মজুরটী সকলকে ইউনিয়নের সভ্য হইতে ডাক দিল।

ফল কি হইল? ৯ জন মেয়ে মজুর তখনিই চাঁদা দিয়া মেম্বর হইল। বাকী সকলের কাছে পয়সা না থাকায় তারা পরে মেম্বর হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিল। শুধু তাই নয়। সেইখানেই ৪ জন মেয়ে মজুরকে লইয়া একটি স্বোয়াড তৈরী হইল। তারা ঠিক করিল প্রত্যেক দিন বিকালে অন্ততঃ এক ঘণ্টা করিয়া তারা আলমবাজারের মেয়ে মজুরদের মধ্যে কাজ করিবে।

আলমবাজারের মেয়ে মজুররা সমস্ত মেয়ে মজুরদের পথ দেখাইল।

উৎপাদনে মালিকের বাধা ঘুচাইতে

চাই উৎপাদনের পথে মজুরের আরো জোর

মালিকের মুনাফা লোভ উৎপাদন বৃদ্ধির পথে প্রচণ্ড বাধা

বিরলা জুট মিলের মজুররা আজ বোমার হাত হইতে দেশবাসীকে বাঁচাইবার জন্য চটের পরদা বাড়াইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তারই জন্য মজুররা একতাবদ্ধ হইয়াছে—সমস্ত মজুরকে উৎপাদন বাড়াইবার দেশপ্রেমিক নীতিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। কিন্তু মিলমালিক মজুরদের উপর আঘাত হানিয়া উৎপাদন বাড়াইবার পথে বাধা আনিতেছে।

২ মাস পূর্ব্বে ম্যানেজার স্বীকার করে যে বজবজের রেট অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্য এখানেও দেওয়া হইবে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি এখনও পালন করা হয় নাই। উপরন্তু খাদ্য-সরবরাহের পরিমাণ আগের চেয়েও কমাইয়া দিয়াছে। তা ছাড়া, জবাব ও ছুটি তো লাগিয়াই আছে।

বিরলা জুট মিলে হুগ্লার রেট অন্যান্য মিলের চেয়ে অনেক কম। তা ছাড়াও নূতন নূতন কায়দায় মজুরদের উপর শোষণ চলিতেছে। সকল জুট মিলে স্পিনিং ডিপার্টমেণ্টের একটা 'মেশিনে' ১ জন মজুর কাজ করে। এখানে প্রায়ই একজন মজুরকে দুটী মেশিন চালাইতে হয়। একটী মেশিনের রেট ৫।১০, ডবল মেশিনের রেট ৬।০। ক্যালেণ্ডার ডিপার্টমেণ্টে যে মেশিনে বজবজে ৩ জন কাজ করে, এখানে দুইজনে সেই কাজ করে। কিন্তু রেট বজবজের তুলনায় এখানে কম। ক্যাথিনে বজবজে রেট হইতেছে ৪৶০, এখানে ২৲ মাত্র। বজবজে যেখানে ৯৫ গজ কাপড় তৈরী করিতে হয়, এখানে সেই জায়গায় তৈরী করিতে হয় ১০৫ গজ; কিন্তু রেট বজবজ হইতেও কম। বীমিং ডিপার্টমেণ্টে পূর্ব্বে যে কলে ৫ জন লোক কাজ করিত, এখন ৩ জনকে দিয়া সেই কাজ করানো হয়। পূর্ব্বে ৫ জনের প্রত্যেকে হপ্তায় ১৬৲১৭৲ টাকা পাইত, এখন ৩ জনে ৫ জনেরও বেশী কাজ করে, কিন্তু পায় প্রত্যেকে ৭।০ বা ৭৸০।

বেশী উৎপাদনের পদ্ধতি অনুসরণ করা দেশবাসীর স্বার্থেই আজকে দরকার। কিন্তু এখানে মিল-কর্ত্তৃপক্ষ কি করিতেছে? মুনাফা বৃদ্ধির জন্য অল্প-মজুরকে দিয়া বেশী কাজ করাইতেছে, মজুরের মাহিনা কম দিয়া মুনাফার হার আরও বাড়াইতেছে। অথচ, মজুরের বেশী কাজ করিবার পদ্ধতিকে যদি উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করা হইত, তাহা হইলে তাতে মজুরের উৎসাহই বাড়িত। কিন্তু, মালিকের দৃষ্টি সে দিকে নাই। শুধু ইহাই নয়, চরম শোষণ চালাইয়া মজুরদের উৎপাদন-বৃদ্ধির আগ্রহ ও প্রচেষ্টাকে নষ্ট করিয়া দিতেছে।

মালিকের দেশরক্ষা বিরোধী এই সমস্ত কাজ বন্ধ করিবার একটী মাত্র উপায়—উৎপাদন বৃদ্ধির পথে মজুরের একতা ও সংগঠন ও তাহার পিছনে দেশবাসীর সমর্থন। সেই পথেই বিরলার মজুরদের আগাইতে হইবে।

জয়া কারখানার মজুররা মালিকের আঘাত রুখিল

গত বৃহস্পতিবার জয়া ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার মালিক হঠাৎ এক নোটিশ টাঙ্গাইয়া দেয় যে চালের দাম ছাড়েগুণ ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের দাম দুগুণ বাড়ান হইবে। মজুররা তৎক্ষণাৎ ইউনিয়ন কর্ম্মীদের নেতৃত্বে ডেপুটেশন লইয়া মালিকের সহিত দেখা করে। তাহারা মালিককে বোঝায় যে মজুরদের খাওয়া বন্ধ করিলে উৎপাদনই কমিয়া যাইবে। তারপর, ৬০০ মজুরের এক মিটিং হয়। ইউনিয়ন কর্ম্মীরা সেই মিটিংএ মজুরদের বুঝাইয়া বলে যে ধর্ম্মঘট করা ঠিক হইবে না। সংঘবদ্ধতার জোরেই এবং উৎপাদন বাড়াবার প্রতিজ্ঞার ভিত্তিতে গঠিত একতা দ্বারাই ৬।৭ জন মালিকের আঘাত রোখা যাইবে।

শুক্রবার বেলা ১টায় কোম্পানীর তরফ হইতে পুরাতন নোটিশ উঠাইয়া এক নূতন নোটিশ দেওয়া হইল। তাহাতে ঘোষণা করা হইল যে চাল-ডালের দাম বাড়ানো হইবে না, আগেকার মতই দাম থাকিবে। এই নোটিশের পর, কারখানার ছুটি হইলে ৮০০ মজুরের এক সভা হয়। মজুররা সেই সভায় ইহাই আলোচনা করিল যে আজ

Regd. No. C. 2836 Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.

খাদ্য আদায়ের পথে জন-ঐক্য

আমলাতন্ত্রের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকা আত্মহত্যার সামিল

বাংলার ঘরে ঘরে আজ অন্নাভাব। জাপানী দস্যুরা বাংলার সীমান্তে উপস্থিত। আজ আর গলাবাজির দিন নয়, সরকার কিছু করিতেছে না বলিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকো—এক ক'ঁটা চাল মিলিবে না। কাজেই জনগণের মুখে খাদ্য যোগাইতে এক হও। চোরাবাজারের চাল খুঁজিয়া বার করো। মন্ত্রিত্বকে ভাঙ্গিতে যারা জনগণের দুঃখে মায়াকান্না কাঁদিতেছে, তাদের ভেদনীতি ব্যর্থ করো। পঞ্চমবাহিনীর উত্তেজনা হইতে জনগণকে রক্ষা করো।

শহরবাসী কৃষকের কাছে শিক্ষা নিলো

এই আন্দোলনের মধ্য দিয়া জাতির দুটি বিরাট বাহিনীকে আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধে টানিতে পারিয়াছি—একটি নারী, আরেকটি কিশোর। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়াই কৃষক, মধ্যবিত্ত, জমিদার, জোতদার এক সঙ্গে দেশরক্ষার আওয়াজ তুলিয়াছে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়াই গ্রাম আর সহরের বহুদূর বন্ধন আরো দৃঢ় হইয়াছে। দিনাজপুর সহরেও ইহার ছাপ পড়িয়াছে। এত দিন সমস্ত সংগ্রামে গ্রামের কৃষকই ছিল আগুয়ান, কিন্তু আজ শহরের ভদ্রলোকেরাও কৃষকের কাছ হইতে সংঘবদ্ধতার শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে। গত ৬ই হইতে ১২ই জুলাই শহরের খাদ্য কমিটি 'রিলিফ সপ্তাহ' ঘোষণা করিল। দুঃস্থ পরিবারগুলির সাহায্যের জন্য অর্থ ও চাল সংগ্রহ করা হইল। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা নরেশ দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মৌলবী হাসান আলি সাহায্য ভাণ্ডার উদ্বোধন করিলেন। সভায় দেশপ্রেমিক আহ্বান জানানো হইল। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাথোলাল আগরওয়ালা ১মত মণ চাল দিতে রাজী হইলেন। কাঞ্চন লজের জমিদার সত্যেন্দ্র মজুমদার সাহায্য তহবিলে ১ হাজার টাকা আগাম দিলেন। খাদ্য কমিটির ৮।১০টি স্কোয়াড পাড়ায় পাড়ায় প্রচার চালাইল। ৪৪৬টি দুঃস্থ পরিবারের কাপড়ের প্রয়োজন এমন ৫০০ দরিদ্র পরিবারের হিসাব নেওয়া হইল। ১৬টি পাড়া কমিটির মিটিং ও বৈঠক হইল এবং ৭০০ বাড়ীতে প্রচার হইল। রাস্তায় ৩৫৲ টাকা চাঁদা উঠিল। ২৫।৩০ জন নতুন কর্ম্মী পাওয়া গেল। পুরানো কর্ম্মীরা সক্রিয় হইয়া উঠিল। ৩২টি দুঃস্থ পরিবারকে রেশন কার্ড দেওয়া হইয়াছে এবং রিলিফ ষ্টোর খুলিয়া সস্তায় চাল দেওয়া হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যা সংগ্রহ হইয়াছে তাতে ৫০টি পরিবারকে ২ মাস সাহায্য করা যাইবে। এই সাহায্য সপ্তাহের ভিতর দিয়া শহরবাসীর হতাশা দূর হইয়াছে। সকলে একতার জোর বুঝিয়াছে।

মেদিনীপুর মরে নাই, বাঁচিবার পথ দেখাইয়াছে

কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের চেষ্টায় মেদিনীপুরের পুতপুতিয়া ও মদনমোহন চক—এই দুইটি গ্রামের ১৭ জন সভ্য লইয়া একটি যুক্ত খাদ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। ইহার পর বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া খাদ্যের হিসাব নেওয়া হয় এবং বাড়তি ধান খরিদ ও গোলাজাত করিয়া খাদ্য কমিটি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট দরে দুঃস্থ জনসাধারণের কাছে বিলি করা হয়। যাহাদের কোনরকম আয় বা জমিজমা নাই, তাহাদের জন্য চাল, পয়সা ও ঔষধপত্র সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইতেছে। খাদ্য কমিটির মারফৎ হাতব্যের জন্য একটি রিলিফ ফাণ্ড খোলা হইয়াছে। স্থানীয় সহৃদয় ধনী ও মহাজনদের কাছ হইতে সাহায্য পাওয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমান টেষ্ট রিলিফের কাজ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এই অঞ্চলের দিনমজুরদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। খাদ্যকমিটি তাদের বাঁচাইবার জন্য আগাইয়া আসিল। দুই গ্রামের মাঝামাঝি এক জায়গায় একটি সাধারণ অন্নসত্র খোলা হইল। যাদের কোনরকম সংস্থান নাই তাদের জন্য সকাল ৭।টায় ও বিকাল ৬টায় খাওয়ানোর বন্দোবস্ত হইয়াছে। এর জন্য গ্রামবাসীদের কাছ হইতে চাঁদা আদায় করা হইতেছে ও দরিদ্র দিবস পালনের মধ্য দিয়া প্রতি পরিবার হইতে চাল যোগাড় করা হইতেছে। কিন্তু এদিকে খাদ্যকমিটির মজুদ শেষ হইয়া আসিতেছে। তাই আগামী আউস পর্য্যন্ত ধান, চাল বা আটা ও মুগ সরবরাহের জন্য খাদ্য কমিটি কো-অপারেটিভ পদ্ধতিতে ১০ হাজার টাকার ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু বাজারে ঐ সব খাদ্য দ্রব্য পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। জনসেবার মধ্য দিয়া খাদ্য কমিটি তমলুকবাসীকে বাঁচিবার পথ দেখাইতেছে। জনগণের মিলিত চেষ্টায় সমস্ত বাধা দূর হইবে—সকলের মধ্যে এ বিশ্বাস আসিয়াছে। বন্যা বিধ্বস্ত মেদিনীপুর দুর্ভিক্ষ আর মহামারীতে মরে নাই—আজ ঐক্যের পথে গোটা বাংলাকে বাঁচিবার পথ দেখাইতেছে।

চাল সরানোর চেষ্টা বেচাল হইল

গত ৫ই জুলাই সাগর থানার (২৪ পরগণা) মুড়িগঙ্গা রিলিফ সেণ্টারের এক অফিসার একখানি নৌকায় ১০ বস্তা চাল ডায়মণ্ডহারবারে চালানের চেষ্টা করিতেছিলেন। স্থানীয় কৃষক সমিতির সভাপতি উহা ধরিয়া ফেলিলে রিলিফ বাবুটি তাঁকে ১ বস্তা চাল ঘুস দিতে চান। তখন কৃষক সমিতির সভাপতি ও ঘটনাস্থলে উপস্থিত আরেকজন ভদ্রলোক সাক্ষী সমেত ঐ চালের বস্তাগুলি মহকুমা হাকিমের কাছে উপস্থিত করেন। মহকুমা হাকিম ঐ কেস গ্রহণ করিয়াছেন।

জনগণের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায় মহাজনও আসে

নলিতাবাড়ী অঞ্চলে গত ২ মাস যাবৎ খাদ্য সংকট চরম আকার ধারণ করে। স্থানীয় কৃষক সমিতি জোতদারদের কাছ হইতে ধান আদায় করিয়া ৩ মুষ্টি ভিক্ষা তুলিয়া দুঃস্থদের কিছু কিছু সাহায্য করিতে থাকে। যখন মজুত বিরোধী অভিযান আরম্ভ হইল, তখন আবার জনসাধারণের মধ্যে হতাশা ও সন্দেহ বাড়িতে লাগিল। কৃষক সমিতির কর্ম্মীরা তখন ব্যাপক ভাবে এই অভিযানের তাৎপর্য্য বুঝাইতে লাগিল। তাতে কৃষকদের আতঙ্ক দূর হইল। আরও বেশী লোক খাদ্য কমিটিতে আসিল, মহাজন ও জোতদারের দল দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া গ্রামবাসীর পাশে দাঁড়াইল। নলিতাবাড়ী আড়াই আনী বাজারে স্থানীয় মহাজন ও গণ প্রতিনিধিদের লইয়া একটি খাদ্য কমিটি গঠিত হইল। নলিতাবাড়ী ইউনিয়ন কমিটি গঠনের সভায় ছোট দোকানদারদের পক্ষ হইতে একজন কমিউনিষ্টকে গ্রহণের প্রস্তাব পাশ হইল এবং কমরেড জলধর পাল কমিটির সভ্য মনোনীত হইলেন। নলিতাবাড়ী বাজার খাদ্য কমিটির এক সভার স্থানীয় মহাজনেরা দিন মজুর ও ছোট দোকানদার প্রভৃতি দুঃস্থদের সাহায্য দিতে রাজী হইলেন। ঠিক হইল ৩০৲ টাকা দরে চাল কেনার সামর্থ্য যাদের নাই, তাদের ২০৲ টাকা দরে চাল দেওয়া হইবে। মহাজনদের কাছ হইতে এদের জন্য ৭০ মণ চাল পাওয়া গেল। একজন ছোট দোকানীকে ২৫৲ টাকা সাহায্য করা হইল। দুঃস্থ মেয়েদের জন্য ৬টি ঢেঁকীর ব্যবস্থা হইয়াছে। কমিটি তাদের ধান ভানার জন্য উচিত মজুরী দিবে। শীঘ্রই একটি সমবায় ভাণ্ডার খোলার ব্যবস্থা চলিতেছে। আজ পর্য্যন্ত খাদ্য কমিটি মারফৎ দুঃস্থদের চাল দেওয়া হইয়াছে :—

কুমারগাতী কেন্দ্রে ৩২০ মণ, নাগের পাড়া ৩৫০ মণ, তন্তুর ১৩৪ মণ, মধ্যমকুড়া ২৫ মণ, মানপাড়া ৯২ মণ, কয়ড়াকুড়ী ১০০ মণ, বনকুড়া ৬০ মণ, বাঘবেড় ২৩ মণ, ডোয়ালকুটি ৩০০ মণ।

প্রতি কেন্দ্রে এই ভাবে ধান বিলির ফলে কৃষকদের উপর কৃষক সমিতির খুবই প্রভাব বাড়িয়াছে। দারুণ খাদ্য সংকটের মধ্যেও কৃষক সমিতির ১০১৪ জন সভ্য হইয়াছে এবং জনযুদ্ধের স্থায়ী গ্রাহক হইয়াছে আরো ১০টি। দেশরক্ষার জন্য ফসল বাড়ানোর প্রচার সব কেন্দ্রেই চলিতেছে।

ঐক্যকে নিরেট ইস্পাতে পরিণত করো

নলিতাবাড়ীর কৃষকেরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া কৃষক সমিতির পতাকার নীচে মিলিয়াছে। তারা আজ ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায় সংকট হইতে সমাধানের পথে পা বাড়াইয়াছে। অথচ চৌকিদার দফাদারের দল গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সমিতির সভ্য ও সমর্থকদের ভিতর আতঙ্ক সৃষ্টি করিতেছে। আমলাতান্ত্রিক এই সব বাধা এখুনি দূর না করিলে কৃষকদের মধ্যে হতাশা বাড়িবে ও দেশরক্ষার ব্যবস্থা দুর্ব্বল হইবে। সমস্ত কৃষককে আজ সংঘবদ্ধ হইয়া ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। কৃষকের একতায় এতটুকু ফাঁক রাখিলে আজ চলিবে না।

মজুত-বিরোধী অভিযান সম্পর্কে একজন সরকারী কর্ম্মচারীর চিঠি

বাংলার একটি জেলার একজন সাব-ডিভিসনল ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে নিম্নলিখিত চিঠিটি লিখিয়াছেন :—

একটি ব্যাপার তোমাকে জানাইতে চাই—তুমি নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটি জানিয়া উৎসাহিত হইবে। আমাকে এখানে একটি এলাকায় মজুত-বিরোধী অভিযানের স্কোয়াডের নেতা করা হইয়াছে। প্রথমে মনে হইয়াছিল এই কাজে যদি জনসাধারণ সহযোগিতা না করে, তবে মজুত মাল উদ্ধার প্রভৃতি কাজ কি করিয়া সফল হইবে? কিন্তু সুখের বিষয়, এই অঞ্চলের কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণ এই অভিযানে সহযোগিতা করিয়াছেন। তাঁদের সহযোগিতা না পাইলে কিছুই হইত না। তাঁরা সাহায্য করিয়াছেন বলিয়াই এখানে প্রচুর মজুত ধান-চাল উদ্ধার করা গিয়াছে। খাদ্য-কমিটির মধ্যে জনসাধারণের সততার প্রতিনিধি লওয়াও সম্ভব হইয়াছে, তাঁদেরই সাহায্যে।

মজুত-বিরোধী অভিযানকে জনসাধারণের স্বার্থে কাজে লাগান যায়, যদি জনসাধারণ উদ্যোগী হইয়া এই অভিযানে সাহায্য করে। সরকারী কর্ম্মচারীদের হাতেই বেশী অধিকার দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং কিছুতেই কিছু হইবে না—এই ভাবিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকিলে মজুত-বিরোধী অভিযানের যতটুকু ভাল ফল হইতে পারিত, তা থেকেও জনসাধারণ বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে যদি জনসাধারণ উদ্যোগী হয়, তবে শুধু যে এই অভিযানের ব্যবহার গলদই দূর হয়, তা নয়; অনেক কর্ত্তব্যপরায়ণ দেশপ্রেমিক কর্ম্মচারীর পক্ষে এই অভিযানকে সম্পূর্ণরূপে জনসাধারণের কাজে লাগাইবার সুবিধা হয়। আজকে দেশপ্রেমের ডাকে সরকারী কর্ম্মচারীও উদ্বুদ্ধ হইতেছে, জনসাধারণের সঙ্গে মিলিতেছে—ইহা জনগণের একতা ও শক্তিরই পরিচয়। এই চিঠিখানি তাহারই একটী দৃষ্টান্ত।

খাদ্য সংকট সমাধানের পথে অন্ধ্র কৃষক সভা

অন্ধ্র প্রদেশের রায়ালাসীমা অঞ্চলে ৪টী জেলায় এবারে খাদ্যাভাব প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে। এই অঞ্চলের কোনো কোনো জায়গাকে দুর্ভিক্ষ অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

সুরু হইতেই কিষাণ সভা গ্রামবাসীদের সাহায্য দিবার জন্য ব্যবস্থা করিতেছিল। কিষাণ সভার চেষ্টায় ৫০০০ টাকা, হাজার খানেক কাপড়, যথেষ্ট চাল, ধান ও ঔষধপত্র সংগৃহীত হয়। এই চেষ্টার মধ্য দিয়া জেলা-রিলিফ-কমিটিও তৈরী হয়।

গুন্টুর ও কিষা অঞ্চলে ২৪ জন কৃষক ভলান্টিয়ারকে রিলিফের কাজের জন্য পাঠান হয়। এই অঞ্চলে গভর্ণমেণ্ট রিলিফ কেন্দ্রও ছিল। কৃষক ভলান্টিয়ারদের কাজ এত ভাল হয় যে, গভর্ণমেণ্ট রিলিফ কেন্দ্রের অফিসার নিজে আগ্রহ করিয়া এই ভলান্টিয়ারদের সাহায্য চান চাল প্রভৃতি বিলির জন্য। কিষাণ সভার চেষ্টায় চিকিৎসা কার্য্যের জন্য আয়ুর্ব্বেদিক বৈদ্যমণ্ডলী একটী মেডিক্যাল মিশন পাঠাইতে রাজী হইয়াছে।

এখানকার সিভিল সাপ্লাই কমিশনর হুকুম জারী করিয়াছিলেন যে, সমস্ত মজুত ধান-চাল গভর্ণমেণ্টকে জমা দিতে হইবে। এই রকম জবরদস্তীমূলক কাজের প্রতিবাদে কৃষক সভা একটী মেমোরাণ্ডাম পাঠাইল। তাহাতে বলা হইল যে আগে মজুতকারী ব্যবসায়ারদের মজুত মাল লওয়া হউক, তারপরে কৃষকদের প্রয়োজনের মত ধান-চাল বাদ দিয়া বাড়তি ধান-চাল লওয়া যাইতে পারে। ঘাটতি অঞ্চলে ইহাও করা উচিত নয়, শুধু বাড়তি অঞ্চলেই খাদ্য-কমিটির সহযোগিতায় এরূপ করা যাইতে পারে। কৃষক সভার দাবী কার্য্যকরী হইল।

●

গভর্ণমেণ্টের এরূপ বে-হিসাবী কাজের ফলে সত্যিকারের মজুতদাররা চাল-ধান লুকাইয়া রাখিতেছে। ইহাতে খাদ্য সমস্যার সমাধান হইতেছে না। এই অবস্থায় জনগণের সমবেত প্রচেষ্টা দরকার। তাহার জন্য কিষাণ সভা উদ্যোগী হইল এক খাদ্য-সম্মেলন করিতে। দুইজন কংগ্রেসী এম-এল-এ, একজন মুসলিম লীগ এম্-এল-এ ও একজন লীগ এম-এল-সি ও আরও অনেক মুসলিম লীগ নেতা আবেদনে স্বাক্ষর করিলেন। সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণের সম্মিলিত চেষ্টায় সম্মেলন হইল।

●

সম্মেলনে একটী কমিটী তৈরী হইল। তাতে পাকিস্থান কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, জাষ্টিস পার্টি ও আরও অন্যান্য পার্টির প্রতিনিধিরা। সম্মেলন হইতে একটা কার্য্য প্রণালী ঠিক করা হইল।

●

খাদ্য আন্দোলনে কিষাণ সভা যে অগ্রণী হইয়াছে, তাহার পিছনে রহিয়াছে গত ৬ মাস ধরিয়া কৃষক সংগঠনকে মজবুত করিবার চেষ্টা। সম্প্রতি প্রাদেশিক কৃষক সভা একটী শিক্ষা শিবির খুলিয়াছিল। সেখানে ২২ জন কৃষক কর্ম্মীকে শিক্ষা দেওয়া হয়। কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস, খাদ্য-সংকট, কৃষি-আইন, সেচ-ব্যবস্থা, ঋণ-সমস্যা প্রভৃতি সমৃদ্ধ বিষয়ে এই শিবিরে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই স্কুলের পরে কৃষককর্ম্মীরা নূতন উদ্যম ও উৎসাহ লইয়া কাজে লাগিয়াছে। তাদের প্রতিজ্ঞা খাদ্য-সংকট তারা ঘুচাইবেই, পার্টির কোটা তারা পূর্ণ করিবেই।

ফসল বাড়াইতে কৃষকের সাড়া

দেশবাসীর মুখে অন্ন জোগাও—দেশরক্ষার শপথ নাও

আজ দেশের লোকের মুখে অন্ন জোগাইতেই হইবে। না হইলে এ দেশকে শত্রুর হাত হইতে আমরা বাঁচাইতে পারিব না। কৃষক সমিতি তাই আজ গ্রামে গ্রামে আওয়াজ তুলিয়াছে—দেশপ্রেমিক কৃষক, খাদ্য ফসল বাড়াও! কৃষক বুঝিয়াছে ফসল বাড়ানোই নিজের বাঁচার পথ, দেশকে বাঁচানোরও পথ। তাই আজ সে সংকল্প নিয়াছে—এক ফসল জমিতে দুগুণ ফসল ফলাইব, একছাত জমিও অনাবাদী রাখিব না। সংঘবদ্ধ কৃষক আজ এই দেশরক্ষার আন্দোলনের পিছনে জমিদার, জোতদার, সরকারী অফিসার সকলকেই টানিয়াছে। ফসল বাড়ানোর মধ্য দিয়াই কৃষক তার দাবীর পিছনে জনগণের মুষ্টি শক্ত করিবে। জনগণের মুখে, দেশরক্ষী পল্টনের মুখে অন্ন যোগাইয়া কৃষক আজ তার দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য পালন করিবে।

৪ শত বিঘা জমিতে ধান আবাদ

দিনাজপুরের পতিরাম এলাকার কৃষক ফসল বাড়াইবার কাজে আগাইয়াছে। কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীদের নেতৃত্বে কৃষক, জমিদার ও জোতদারদের সমবেত চেষ্টায় প্রায় ৪ শত বিঘা ধানী জমিতে 'জাল আউস' দেওয়া হইয়াছে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় এই জমি হইতে সাড়ে ৩ হাজার মণ ধান পাওয়া যাইবে। আমন ধানের জন্য ব্যাপক প্রচার আন্দোলন চালানো হইতেছে। প্রত্যেকটি কৃষক, জমিতে রোজ ১২ ঘণ্টা খাটিয়া এই আন্দোলনকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতেছে। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড হইতে এ যাবৎ আমন ধানের বিহন বাবদ ৯১ মণ ধান পাওয়া গিয়াছে এবং বিহন বাবদ আরো ১ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু শুধু বিহনে ফসল বাড়ানো যায় না। কৃষকের পেটে দানাও দরকার। কৃষকের দেশপ্রেমিক আবেদনের ফলে স্থানীয় জমিদার কৃষ্ণলাল ঘোষের কাছ হইতে প্রায় ৪ শত মণ ধান পাওয়া গেল। কৃষকের এই আন্দোলন যাতে জয়যুক্ত হয়, সেজন্য ছাত্র সম্প্রদায়ও ফসল বাড়ানোর প্রচারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ১৩ই জুলাই ছাত্রদের একটি প্রচারক দল ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে ফসল বাড়ানো সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভায় সমস্ত শ্রেণীর লোক উপস্থিত হইয়াছিল, বাড়ীর মেয়েরাও দলে দলে সভায় আসিয়াছিল। কমরেড বীরেন দাশগুপ্তের গান শুনিয়া সকলেই উৎসাহিত হয়। ফসল বাড়ানো আন্দোলনে এ অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে প্রচুর সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

১৮০০ একর আউসের জমি রক্ষা পাইল

কৃষক আজ আমলাতন্ত্রের মুখ চাহিয়া বসিয়া নাই। ফসল বাঁচানো ও ফসল বাড়ানো আজ তার দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য। নদীয়া জেলার ব্রহ্মনগর, মাথদিয়া, উশিদপুর থানা, নবদ্বীপ এলাকার আউস ফসল প্রতি বছর বন্যার জলে ডুবিয়া যাইত। প্রায় ৩০০ একর জমির আবাদ এইভাবে বন্যার জলে নষ্ট হইত। সদর মহকুমা কৃষক সমিতি এ বছর ঐ জমি বন্যার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য খালের মুখে বাঁধ দিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ হইতে ৫০ জন কৃষক এই বাঁধের কাজে লাগিয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই কাজে সাহায্য করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। চুয়াডাঙ্গা কৃষক সমিতির নেতৃত্বে ঈশ্বরচন্দ্রপুর, ভবানীপুর, গোদিয়া, শ্যামপুর ও জয়নগরের কৃষকেরা রামনগরে (দর্শনা) জয়নগর খালের উপর বাঁধ তৈরীর কাজ শেষ করিয়াছে। ইহার ফলে হাউলিয়া নদীর বন্যা হইতে ৫০০ একর আউসের জমি রক্ষা পাইয়াছে। কুষ্টিয়ার রুস্তম সমিতির নেতৃত্বে হরিনারায়ণপুরের কৃষকরা খাল কাটার কাজে হাত দিয়াছে। এই কাজ শেষ হইলে ১০০০ একর আউসের জমি রক্ষা পাইবে। শুধু ফসল বাঁচানোই নয়, যাতে ফসল বাড়ানো যায় তার জন্যও কৃষক সমিতি কাজে লাগিয়াছে। নদীয়ার সদর মহকুমা কৃষক সমিতি ঠিক করিয়াছে, কৃষক সমিতির সভ্যদের বেশ কিছু অংশ পতিত জমিতে সমবায় প্রথায় আবাদ করিতে হইবে। ব্রহ্মনগরের কৃষকেরা এই ভাবে সকলের আগে সাড়া দিয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বিহন ধান দিতে রাজী হইয়াছেন।

চাষ বন্ধ এলাকায় কৃষকের দাবী আদায়

ডামমণ্ডহারবারের একটি বিস্তৃত অঞ্চলে সামরিকপ্রয়োজনে চাষ বন্ধ হওয়ায় দিন মজুরদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট পার্টির চেষ্টায় ক্ষেত মজুরেরা সপ্তাহে ১৫৲ টাকা হারে ৩ মাসের ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়াছে। তারা ঐ অঞ্চলে ১৭টি গ্রামে চাষের অধিকারও আদায় করিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ১৫০০ মণ বীজ ধান ঐ অঞ্চলে বিলি করিয়াছে। গরু কিনিবার জন্য টাকার দাবীও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মানিয়াছেন। কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট পার্টির এই আন্দোলনে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে সাড়া জাগিয়াছে। তারা ফসল বাড়াইয়া দেশকে রক্ষা করিবার সংকল্প নিয়াছে।

দারুণ বৃষ্টি, তবুও কোদাল হাতে দলে দলে কৃষক

গত ২৭শে জুন হাওড়ার মৌড়ী জঙ্গলপুরে কৃষক সমিতির অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে সমস্ত কৃষক সমবেত হইয়া ফসল বাড়ানোর সংকল্প নিল। ঐ দিন ঠিক হইল, স্থানীয় ধানের ক্ষেতে ফসলের জন্য ঠিক মত জলের বন্দোবস্ত করিতে হইবে; এইজন্য ক্ষেত পর্য্যন্ত একটি খাল কাটা দরকার। সামনের রবিবার খাল কাটার দিন ধার্য্য হইল। রবিবার সকালে দারুণ বৃষ্টির মধ্যে কোদাল হাতে দলে দলে কৃষক আসিতে লাগিল। ছাত্র, কিশোর সকলেই এই কাজে সাহায্য করিল। দেশপ্রেমিক কৃষকরা সারাদিন উপোষী থাকিয়াও বিকালের মধ্যেই কাজ শেষ করিলেন। বিকালে মিছিল বাহির হইল। গ্রামবাসীদের মধ্যে এতদিন যে হতাশার ভাব দেখা গিয়াছিল, কৃষকদের সমবেত চেষ্টায় তাহা দূর হইল। গ্রামবাসী বুঝিল, নিজে বাঁচিবার জন্য, দেশকে বাঁচানোর জন্য কৃষকের ফসল বাড়ানোর চেষ্টাকে জয়যুক্ত করিতে হইবে।

কৃষক সমিতি যত জোরদার হইতেছে, জমিদার, জোতদারের দলও তত জনগণের কাজে নামিতেছে। জলপাইগুড়ী জেলার প্রধানপাড়া গ্রামের উপেন্দ্র বর্ম্মণ ঐ এলাকার একজন নামজাদা জোতদার। তিনি বুঝিয়াছেন, কৃষকের ফসল বাড়ানো আন্দোলনের সঙ্গে দেশবাসীর ভাগ্য আজ জড়িত। কৃষকের ঘাতে সাহায্য হয়, সেজন্য তিনি কৃষক সমিতিকে ১৫ মণ ধান দিলেন। তিনি আরো জানাইয়াছেন যে, তাঁর এক বিঘে জমিও তিনি অনাবাদী রাখিবেন না এবং ফসল বাড়ানোর কাজে কৃষকদের সমস্ত রকম সাহায্য করিবেন।

★ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে ★

কংগ্রেসী ও মুসলীম পর্দানসীন মেয়েরাও

ঐক্যের পথে খুলনা জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি

গত এপ্রিল মাসে খুলনা জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবার পর মহিলা জনসাধারণের ভিতর এক বিরাট সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সমস্ত দল ও শ্রেণীর মহিলাগণই উপলব্ধি করিয়াছেন যে বর্ত্তমান দেশের দুর্দ্দিনে মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গড়িয়া না উঠিলে রাজনৈতিক বা অর্থ-নৈতিক সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। আত্মরক্ষা সমিতির কর্ম্মপদ্ধতি ও আত্মরক্ষা সমিতির কর্ম্মীদের একনিষ্ঠা স্থানীয় প্রবীনা কংগ্রেসসেবী মহিলা শ্রীযুক্তা ক্ষণপ্রভা দেবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন স্থানীয় ভাবে কুটীর শিল্প গড়িয়া তোলা, আত্মরক্ষা মূলক কার্য্য-পদ্ধতি চালু করাই আজকের দিনের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেম। তিনি এখন খুলনা আত্মরক্ষা সমিতির কর্ম্মদৃষ্টিকে চালু করিবার দিকে তাঁর সাধ্যমত কাজ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। শ্রীযুক্তা ক্ষণপ্রভা দেবীর আদর্শ দেখিয়া খুলনার বহু কংগ্রেসসেবী মহিলাগণ আত্মরক্ষা সমিতির সভ্য হইয়াছেন এবং পাড়া কমিটী গঠন করিয়া তাঁত, চরকা ও অন্যান্য কুটীর শিল্প প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের নিকট হইতে আত্মরক্ষা সমিতি মারফৎ সস্তা দরের দোকান খুলিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন।

মুসলমান মেয়েদের ভিতর সাড়া

গত ৬ই জুলাই খুলনা টাউনের মুসলমান পাড়ায় মধ্যবিত্ত ও কৃষক মুসলমান মেয়েদের একটি বৈঠক হয়। পর্দার বাধা থাকা সত্ত্বেও ৪৫ জন মহিলা সভায় উপস্থিত হয়। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক সঙ্কট নিতান্ত সহজ ভাষায় তাঁহাদের নিকট বুঝাইয়া বলা হয় এবং মহিলাদের সংঘবদ্ধ হওয়া ছাড়া যে এই সংকটের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়, এ সম্বন্ধে তাঁহারা সচেতন হন। নানারকম সহজ প্রশ্ন করিয়া তাঁহারা সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য ও ইহার কর্ম্মপদ্ধতি জানিয়া লন এবং সকলেই সমিতির ভিতর থাকিয়া কুটীর শিল্পের প্রবর্ত্তন করা, ফসল বাড়ানোর চেষ্টা করা, বর্ত্তমান যুদ্ধ ও খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ হন।

বৈঠক সভাতেই ১৫ জন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সভ্য হন এবং একজন মহিলা চরকার জন্য তুলা জোগাড় করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দেন।

রাজসাহীর মহিলা আত্মরক্ষা আন্দোলন

গত ১১ই জুলাই রাজসাহী মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি স্থানীয় টাউন হলে মহিলাদের একটি সাধারণ সভার আয়োজন করেন। বেলা ৩।০টায় সভার কাজ আরম্ভ হয়। সভায় প্রায় ২৫০ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন, মধ্যবিত্ত মহিলাদের সংখ্যাই বেশী। স্থানীয় একজন মুসলমান সরকারী কর্ম্মচারীর স্ত্রী সভানেত্রীর কাজ করেন। প্রথমে বিশিষ্টা ছাত্রী-কর্ম্মী প্রীতি সরকার-এর নেতৃত্বে গানের কোরাস "দেশে উঠলো দারুণ হাহাকার" এই গান গায়। তারপর সভার কাজ সুরু হয়।

রাজসাহী আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা অনুপমা বাগচী বর্ত্তমান সংকটের পটভূমিকায় আত্মরক্ষা সমিতির উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা সমিতির কাজের ধারা, সাফল্য, ত্রুটী ও কার্য্যসূচী সম্বন্ধে একটি বিবরণী পাঠ করেন।

ইহার পরে রাজসাহী মহিলা ফ্রন্টের সম্পাদিকা ব্যাখ্যা করেন—জাতীয় সংকটের মাঝে মেয়েদের মানইজ্জত বিপন্ন, খাদ্য সমস্যা মানে নিজের রান্না ঘরে ভাত না থাকা। নিজের মান ইজ্জত বাঁচানোর জন্য কোলের ছেলের মুখে অন্ন জোগানোর জন্য পুরুষের পাশাপাশি থেকে দেশরক্ষার দায়িত্ব নেবে দেশরক্ষার ব্যবস্থা মজবুত করবার জন্য দেশের উৎপাদন বাড়িয়ে।

ছাত্রী সংঘের সম্পাদিকা উপস্থিত মহিলাদের বুঝাইয়া দেন জাতীয় সংকটে আজ সংসার কি ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সংসার রক্ষার জন্যই আজ আত্মরক্ষার সমিতি গঠন ও কাজ করা।

ইহার পর ছাত্রী সংঘের অন্য একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবের সারমর্ম্ম এই :

১। প্রত্যেকের বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে খাদ্য বস্তুর উৎপাদন।

২। তুলার চাষ করা ও সুতা কাটা।

৩। "চরখা সপ্তাহ" পালন করা।

৪। ষ্টাণ্ডার্ড কাপড়ের জন্য সাপ্লাই অফিসারের কাছে ডেপুটেশান পাঠানো।

৫। দলে দলে আত্মরক্ষা সমিতিতে যোগ দেওয়া।

৬। পাড়ায় পাড়ায় আত্মরক্ষা কমিটি গঠন করা।

সভার শেষে গানের কোরাস "সাবাস চীনা ভাই" গান করেন।

সভায় যখন মহিলারা আসেন—"কিছু হবে না" এই ভাবই তাঁদের মধ্যে প্রবল ছিল। এতদিন আমাদের আত্মরক্ষা আন্দোলন খাদ্য ও বস্

ফরিদপুরে পার্টি সম্মেলন

তিন হাজার লোকের সমাবেশ

গত ৮ই জুলাই ফরিদপুর জিলা পার্টি সম্মেলন উপলক্ষে মাদারীপুরে কালিয়াড়ী প্রাঙ্গণে জনসমাবেশ হইল। তিন হাজার লোকের বিরাট সমাবেশ। কমিউনিষ্ট পার্টি যে জনগণের নিজের পার্টি এই সমাবেশ তাহারই পরিচয় দিল।

প্রাদেশিক কমিটির অন্যতম নেতা কমরেড সরোজ মুখার্জী সভাপতির অভিভাষণে বলেন: এই সংকটের দিনে ফরিদপুরের সেরা দেশভক্তদের সবচেয়ে বড় কাজ জেলার জনসাধারণের পাশে দাঁড়ান, তাদের মনে সুস্থ সবল দেশপ্রেমের সাড়া জাগাইয়া তোলা। কমিউনিষ্ট পার্টির নির্ভুল নীতিতে তাহাদের আস্থাবান করিয়া তোলা। ফরিদপুরের দেশপ্রেমিক ঐতিহ্য যদি কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে অধিক পথ পায় তবেই কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীদের সত্যিকার পরিচয় লোকে নিতে পারিবে।

কমিউনিষ্ট নেতার এই আহ্বান জনমনে সাড়া জাগাইল। ৮০ বছর বয়সের একজন অতি বৃদ্ধা আগাইয়া আসিয়া সভাপতির টেবিলে ৪টি পয়সা রাখিয়া বলিলেন—আমার আর কিছুই নাই, পার্টির কাজের জন্য ইহাই দিলাম। সমস্ত জনতা উৎসাহে উদ্বেল হইয়া উঠিল। আমাদের বুড়ি মা আমাদের পার্টিকে এত ভালবাসেন। আমাদের পার্টি আজ সত্যই জনগণের মনের ভিতর শিকড় গাড়িয়াছে।

মাহিষার মেয়েরা সম্মেলনে আসার খরচ জোগাইতে পারিতেছেন না কিন্তু সম্মেলনে যাইতে হইবেই। ঘরে শুধু ২ খানা থালা আছে। তাই বন্ধক দিয়া আসার খরচ জোগাইয়া মাত্র ১টি টাকা সম্বল নিয়া আসিলেন। কি অপূর্ব্ব স্বাদেশিকতা। পার্টির কাজের জন্য টাকার আহ্বানে নেই টাকাটিও পার্টি ফাণ্ডে দিয়া দিলেন।

এমনি ভাবে কোনও ছেলে দিল তার স্কুলের মেডেল। কোন খেলোয়াড় দিল তার বিজয়ের চিহ্ন রূপার কাপটি। মেয়েরা দিল তাদের হাতের চুড়ী সোণার কানপাশা। কেহ দিল গায়ের কোট, পরণের কাপড়, আবার কেহ দিল নগদ টাকা।

পার্টির সম্মেলন সার্থক হইল। সমবেত জনসাধারণ ইহাই দেখাইয়া দিল কমিউনিষ্ট পার্টি তাহাদেরই পার্টি।

পার্টি সম্মেলন

বিভিন্ন পোষ্টারে সুসজ্জিত সম্মেলনের হলটি। জেলার কৃষকরা আসিয়াছেন। বহুস্থান হইতে মেয়েরা আসিয়াছেন, কিশোররাও আসিয়াছে। হিন্দু মুসলমান সবাই আসিয়াছেন। স্থানীয় মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট খাঁ সাহেব আলিমুদ্দীন চৌধুরী, ছয়গাঁও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান সিকদার, স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত কান্তিক গুহ, বার লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত গোপাল দে, প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সবাই যোগ দিয়াছেন।

বিকাল সাড়ে পাঁচটায় লাল পতাকা উত্তোলন করেন কমরেড বগলা গুহ। বিপুল জনতা বজ্র-মুষ্টিতে লাল পতাকাকে সম্মান দেখায়।

উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সম্মেলন সুরু হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে সম্মেলনকে অভিনন্দন জানানো হয়। কারারুদ্ধ কমরেড জীবন ধুলী মেদিনীপুর জেল হইতে জানাইয়াছেন—আমরাও আপনাদের সাথে আছি। কমিউনিষ্ট পার্টি আমাদের সকলের পার্টি।

'জনযুদ্ধ' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের তরফ হইতে কমরেড নিরঞ্জন সেন পার্টি পত্রিকার ভূমিকা সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। পার্টি পত্রিকা যে পার্টি নীতির প্রচারক, শিক্ষক ও সংগঠক, পার্টি পত্রিকা যে শত শত সভার কাজ সম্পন্ন করে, হাজার হাজার লোককে জাগ্রত করে, সংগঠনের ভিতর টানিয়া আনে, তিনি তাহা সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দেন। পার্টি পত্রিকা প্রচারে যে তাই কমরেডদের দায়িত্ব কতখানি তাহা তিনি স্মরণ করাইয়া দেন।

জেলার পার্টি নেতা কমরেড অনুকূল চ্যাটার্জী জেলার রাজনীতিক সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন। কমরেড শান্তি সেন, শ্যামেন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি জেলার নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে পার্টির নীতি জনসাধারণকে বুঝাইয়া বলেন।

সম্মেলনের আগে স্কোয়াড মারফৎ কর্ম্মীরা বিচ্ছিন্ন পোষ্টার সমবেত জনসাধারণের কাছে ভাল ভাবে বুঝাইয়া দেন। সেডিয়েটে সুহৃদ সমিতির পক্ষ হইতে অনেক ছবি প্রদর্শনীতে পাঠান হইয়াছিল। স্থানীয় কর্ম্মীরাও অনেক উচ্চধরণের সুন্দর পোষ্টার আঁকিয়াছিলেন।

সম্মেলনের জন্য যে তোরণটি তৈরী করা হইয়াছিল, তাহার নাম রাখা হইয়াছিল হরিপদ তোরণ—শহীদ হরিপদর স্মৃতিতে।

এখানকার পার্টি সম্মেলনের বিশেষত্ব ছিল, খাবার ফসল বাড়াও সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা। খাবার ফসল বাড়াইবার দৃঢ় সংকল্প নিয়া সবাই সম্মেলন হইতে ফিরেন।

জাতীয় ঐক্যের পথে সাহিত্যিকরা

জাতীয় ঐক্যের জোয়ার শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক মহলেও যে আলোড়ন তুলিয়াছে "শান্তি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের" উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গত ১১ই জুলাই তারিখের সাহিত্য সভা তাহারই ইঙ্গিত। বাংলার মুসলীম লীগের বিশিষ্ট সভ্য ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক মিঃ আবুল মনসুর আহমদের লেখা "বাংলার সংস্কৃতি ও মুসলমান" সম্বন্ধে সুচিন্তিত প্রবন্ধ ছিল সেদিনকার সভার মূল আকর্ষণ। মনসুর সাহেব ছাড়াও "আজাদ" পত্রিকার সম্পাদক সাহিত্যসেবী মিঃ আবুল কালাম সামসুদ্দিন এবং সহ-সম্পাদক মিঃ মুজীবর রহমান সভার উপস্থিত ছিলেন। বাংলার তথা ভারতের হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্যের জন্য আন্তরিক বেদনাবোধের সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গত বৈজ্ঞানিক ভাবে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও মনসুর সাহেবের রচনার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অনৈক্যের জন্য ফাঁকা হা-হুতাশ নয়, যেমন তেমন করিয়া জোড়াতালি দিয়া কাজ হাসিল করার চেষ্টা নয়—বিভিন্ন জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ন্যায্য দাবীকে স্বীকারের মধ্যেই যে সমস্যার সমাধান রহিয়াছে তাহারই জন্য শিল্পী-সাহিত্যিক মাত্রকেই নিজ নিজ সমাজে অক্লান্ত প্রচার চালাইতে হইবে, তবেই বাংলায় খাঁটি জাতীয় সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিবে। "দেশের জনসাধারণের প্রাণ থেকে যে সংস্কৃতির হবে আবির্ভাব, দেশের মাটি থেকে যে সংস্কৃতি করবে রস সংগ্রহ, জনসাধারণের ভাষায় হবে যার প্রকাশ!" হিন্দু-মুসলমানকে একই জোয়ালে বাঁধিয়া দিলে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হইবে না। "তাই সমস্যার সমাধান হইতে পারে একমাত্র মার্ক্সীয় ব্যবহার দ্বারা। সংস্কৃতি সম্পর্কে মার্ক্সীয় মূলনীতি এই যে, প্রত্যেক জাতিকে তার নিজস্ব ভাষায় এবং নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বনিয়াদ গড়ে উঠার সুযোগ দিতে হবে। প্রত্যেক জাতিকে সমান রাষ্ট্রিয় অধিকার ও শক্তি দিতে হবে। এরই অপর নাম পাকিস্তান বা আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বীকৃতি। এটা অন্যায়ও নয়, অনুচিতও নয়, নৈরাশ্যজনকও নয়—এটা মহত্তর ঐক্যের প্রথম সোপান মাত্র।"

মনসুর সাহেবের রচনা পাঠের পর শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, গোপাল হালদার, মিঃ মজীবর রহমান, শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুল কাদের এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আলোচনায় যোগদান করেন। সমস্ত সংশয়, সন্দেহ, সংকীর্ণ দৃষ্টি দূরে রাখিয়া পরস্পরকে বুঝিবার আন্তরিক আগ্রহই প্রত্যেকের আলোচনায় ফুটিয়া উঠে। মনসুর সাহেবের শেষ ভাষণেও হিন্দু-মুসলীম সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধানের জন্য আন্তরিক উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়। সঙ্ঘের পক্ষ হইতে বিনয় রায় ও গায়কের দল 'জনযুদ্ধের' গান করেন। সংকটের মধ্যেই যে সংকট সমাধানের বীজ নিহিত আছে ১১ই জুলাইয়ের অনুষ্ঠানটি আমাদের আর একবার সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিল।

★

পার্টির জন্য সব কিছু

দুর্ভিক্ষ পীড়িত মেদিনীপুরে

বন্যা ও দুর্ভিক্ষের হাহাকার কাটাইয়া উঠিতে না উঠিতেই মেদিনীপুরের দেশ। দিল পাঁচ সংকট। কিন্তু মেদিনীপুরের জনসাধারণ জানে কমিউনিষ্ট পার্টি তাহাদের এ দুঃখ দুর্দ্দশায় পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই অভাবের মাঝেও কমিউনিষ্ট পার্টিকে সাহায্য করিতে তাহারা আগাইয়া আসিয়াছে।

তমলুকের বিখ্যাত কংগ্রেসী মহিলা নেত্রী শ্রীযুক্তা সাবিত্রী তাঁহার শেষ সম্বল একখানি রূপার গহনা পার্টির লেনিন-ডে ফাণ্ডে দিয়াছেন। কৃষকের মেয়ে শ্রীমতী রাজবালাও পিছাইয়া থাকিবার মেয়ে নয়, সে-ও যেমন করিয়া হউক মাসে এক টাকা দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

তমলুক মহকুমার কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জ পট্টনায়ক সবে জেল হইতে খালাস পাইয়াছেন। পার্টিকে মাসে ১ মণ ধান দিবার প্রতিশ্রুতি তিনি দিলেন।

কমরেড জগদীশ পট্টনায়ক তাঁর স্ত্রী ও বোনদের লইয়া আগাইয়া আসিয়া শপথ নিলেন লেনিন-ডে ফাণ্ডে ১০০ টাকা দিবেন আর প্রতি বছর ১ বিঘা ৫ কাঠা জমির সমস্ত ফসল পার্টিকে দিবেন।

তরেন পাঁজা দিলেন ২ কাঠা জমি, ৫ সের ধান, ১টি গেলাস, ১টি কাঁথা ও গহনা। রামচাঁদ সামন্ত প্রতিশ্রুতি দিলেন, ২ কাঠা জমি, ১ মণ ধান, ২টি সোনার বালা ও প্রতি মাসে ২৲ টাকা দিবেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের শরৎ জানা দিলেন ১ মণ ধান, ১টি গরু, একটি নারিকেল গাছ ও মাসে ১ টাকা। চালাই মুলা দিলেন তাঁর শেষ সম্বল বাস্তুভিটা সহ থাকিবার ঘর ও দুইটি তাল গাছ। তিনি আরও শপথ নিলেন-এই দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চল হইতে ৭৫ টাকা তুলিয়া দিবেন।

তমলুকের কৃষক নেতা হরিপদ ভৌমিক তাঁহার পরিবার হইতে দিলেন ১টি সোনার বালা, ১টি থালা, ১টি গেলাস আর মাসে ১ মণ ধান ও ১৫ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। জয়রাথ ভৌমিক দিলেন ৩০ কাঠা ভাল জমি, ১ সেট রূপার বোতাম ও ১টি তেঁতুল গাছ।

এমনি করিয়া মেদিনীপুরের জনসাধারণ শেষ সম্বল দিয়াও পার্টিকে শক্তিশালী করিতে আগাইয়া আসিয়াছেন।

আব্দুল মৌড়ীর লাল দিবস

গত ২৬শে জুন হাওড়ার আব্দুল মৌড়ীতে পার্টির অফিসের উদ্বোধন হয়; উদ্বোধন সভায় সভাপতি ছিলেন স্থানীয় অতি-বৃদ্ধ বীবর কমরেড পঞ্চু দাস। জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সমর মুখার্জী ফাণ্ডের আহ্বান জানাইলে, একজন মজুর কমরেডের বাড়ীর একজন মহিলা কমরেড তাঁহার সম্বল একটি গরু দিবেন জানাইলেন। তাঁহার এই উদ্যোগ আর সবইকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিল। তখন অনেকেই সোনার ভোতাম, বিয়ের আংটি, নাকছবি, ঘড়ি, ফাউন্টেন পেন, টাকা পয়সা দিতে লাগিলেন। একজন গরীব কৃষক মহিলার দুই তিন দিনই উপবাসে কাটে, তিনিও বলিলেন, আমার সম্বল থালাখানাও পার্টিকে দিলাম। বৃদ্ধ সভাপতির অভাবের সংসার, তিনিও ১টি ঘড়া দিবেন বলিলেন। এমনি করিয়া সে দিন পাঁচ ছয় শত টাকার জিনিষ পার্টি ফাণ্ডে উঠিল। ২৬শে জুন ছিল আব্দুল মৌড়ীর ইতিহাসে এক নূতন দিন।

কমরেডদের মৃত্যুতে

আমরা আন্তরিক দুঃখ ও গভীর বেদনার সহিত কয়েকজন বিশিষ্ট কর্ম্মীর মৃত্যু সংবাদ জানাইতেছি। পার্টি নির্দ্দিষ্ট পথে তাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া পার্টি নীতিকে জনগণের মাঝে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। দেশের এই চরম সংকটে তাঁহাদের হারাইয়া আমরা ব্যথিত। মৃত কমরেডদের সম্মানে আমরা পার্টি-পতাকা অর্দ্ধনমিত করিতেছি।

কমরেড সামসুদ্দীন

ময়মনসিংহ জিলার বালি অঞ্চলের বিশিষ্ট কমরেড সামসুদ্দীন যক্ষা রোগে মারা গিয়াছেন। ৪ বৎসর আগে তিনি পার্টির সংস্পর্শে আসেন। পার্টির গোপন অবস্থায় পার্টির কাজ করিয়া বালিতে তিনি পার্টির ভিত্তি দৃঢ় করেন। এইখানে কাজ করিবার সময়ই তাঁহার যক্ষ্মা হয়। চিকিৎসার জন্য তিনি কলিকাতায় যান কিন্তু যাদবপুরে সিট না পাইয়া ফিরিয়া আসেন। কিন্তু তিনি বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারেন নাই। নেত্রকোণা পার্টি অফিসেই তাঁহার মৃত্যু হয়। পার্টির কাজ সমাপ্ত করিতে পারিলেন না বলিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তেও তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। স্থানীয় কমরেডরা তাঁহার মৃত্যু-শিয়রে দাঁড়াইয়া শপথ করেন 'কমরেড তোমার অসমাপ্ত কাজ আমরা সমাপ্ত করিবই।"

কমরেড গুরুদয়াল

সুনসং হাজং পল্লীর কমরেড গুরুদয়াল সরকার হঠাৎ কলেরায় মারা গিয়াছেন। হাজং পল্লীর তিনি ছিলেন একজ উৎসাহী কমরেড। অনুন্নত অঞ্চলে পার্টি গড়িয়া তুলিবার কাজে তিনি অক্লান্ত শ্রম করিতেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি বলিয়া যান, "পার্টির কাজ তো সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিলাম না, স্বাধীন ভারত দেখিয়া যাইতে পারিলাম না। আমার সম্পত্তি ১৫ একর জমি পার্টিকে দিয়া গেলাম।"

কমরেড দেবেন

নলিতাবাড়ীর পাহাড় অঞ্চলের কমরেড দেবেন সরকার মাত্র ৭ দিনের জ্বরে মারা গিয়াছেন। তিন বৎসর ধরিয়া অশেষ শ্রম করিয়া তিনি নাগের পাড়ায় কৃষক সমিতি গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ স্থানীয় কৃষক কর্ম্মীদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে। অনেক কৃষক কর্ম্মী পার্টির সভ্যভুক্ত হইয়াছে।

সাবিত্রী দেবী

চট্টগ্রাম জিলা নারী সমিতির কার্য্যকরী সমিতির সদস্যা শ্রীযুক্তা সাবিত্রী দেবী টাইফয়েডে রোগে মারা গিয়াছেন। নারী সমিতির কর্ম্মীদের মধ্যে তিনি ছিলেন বিশেষ অগ্রনী। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কমরেড শান্তি চক্রবর্ত্তী কমিউনিষ্ট পার্টির জিলা কমিটির সংগঠক।

যুদ্ধের গতি

★ ওরেলের দিকে লালফৌজ
★ ৩।৪ মিনিটে একটি করিয়া নাৎসী ট্যাঙ্ক ঘায়েল
★ সিসিলির অভিযান আগাইয়া চলিয়াছে

★

বাহাদুর লালফৌজের কৃতিত্ব

রুশ যুদ্ধক্ষেত্রে ৫ই জুলাই হিটলারীরা অন্ততঃ আড়াই লক্ষ সৈন্য, ২৫০০ বিমান ও ৪০০০ ট্যাঙ্ক লইয়া আক্রমণ শুরু করিয়াছিল। শত্রুর আক্রমণকে রুখিয়া এখন লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে। যে ত্রিশ ডিভিশন সৈন্য লইয়া জার্ম্মান মার্শাল ফন্ কুর্ত্স্য লালফৌজকে হতবুদ্ধি করিবার দুরাশা পোষণ করিয়াছিল, চাপ এখন তাহাদের উপর পড়িতেছে। দেড়শো মাইলব্যাপী যুদ্ধক্ষেত্রের দক্ষিণে বিয়েলগরদ অঞ্চলে শত্রু যে সাফল্য প্রথমটা অর্জ্জন করিয়াছিল, লালফৌজের চাপে সে সাফল্য সম্পূর্ণ ভেস্তাইয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণরা যেখান থেকে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিল, সেখানেই ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। কুর্স্ক্ ও ওরেলের মধ্যে যে রেল লাইন গিয়াছে, লালফৌজ তাহা দখল করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। ওরেল হইতে পূর্ব্বে আগাইয়া মস্কোকে আবার আক্রমণ করিবার যে মতলব শত্রু ভাঁজিয়াছিল, তাহা ভণ্ডুল হইয়া গিয়াছে। তিন দিক হইতে এখন ওরেলের দিকে লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে।

ওরেলের উত্তর পশ্চিমে ৫০০ বর্গমাইল ব্যাপী স্থান লালফৌজ দখল করিয়াছে। ওরেল শহরের পূর্ব্বে লালফৌজ মাত্র ১২ মাইল, উত্তরে ২০ মাইল আর দক্ষিণে ৩৫ হইতে ৪০ মাইল দূরে রহিয়াছে। শীঘ্রই ওরেলকে ঘিরিয়া ফেলিয়া লালফৌজ অন্যত্র শত্রুকে আক্রমণ করিতে পারিবে। ওরেলের সঙ্গে ব্রিয়ান্সকের যোগাযোগ ছিন্ন করিয়া মধ্য রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণদের অবস্থা নিতান্ত সঙ্গীন করিয়া তোলার ব্যবস্থা হইতেছে। কমরেড ষ্টালিন সেদিন স্বয়ং ওরেল যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া যোদ্ধাদের উৎসাহিত করিয়াছেন।

দক্ষিণে কুবান্ অঞ্চলে কিছু কম বড়দরের লড়াই হয় নাই। সেখানে লালফৌজ শনিবার একটা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ পাহাড় দখল করিয়াছে। নভোরসিস্ক্ বন্দরের উত্তর পশ্চিমে কিছু কিছু লড়াই হইতেছে।

উত্তরে লেলিনগ্রাদের নিকটে ম্গ্সেলবার্গের দক্ষিণে লালফৌজ আক্রমণ করিতেছে বলিয়া খবর জার্ম্মাণরা দিয়াছে।

শত্রুর বিপুল ক্ষতি

জার্ম্মানদের তুলনায় লালফৌজের শক্তি ও কৌশল কত বেশী, তাহা এবারের যুদ্ধে খুবই প্রমাণ হইতেছে। ৬ দিনে শত্রুর ২৩০১ ট্যাঙ্ক ১০৩৭ বিমান নষ্ট হয়; তিনদিনের যুদ্ধে ৩০০০০ সৈন্য মারা পড়ে। যে দিন মহাসমারোহে শত্রু আক্রমণে নামে সেদিনই লালফৌজ তাহার ৮০৭ ট্যাঙ্ক ঘায়েল করে। "আমরা লালফৌজের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করিতেছি"—জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ এই রব তুলিতে বাধ্য হয়। ১৯৪১ সালের শেষদিকে মস্কো আক্রমণের সময় হিটলার ২০ দিনে ৭৭৭ ট্যাঙ্ক খোয়াইয়াছিল, এবার তাহাকে ১২ গুণ ক্ষতি সহিতে হইয়াছে। মস্কো বেতার জানায় যে এবার হিটলার গড়ে প্রতি ৩।৪ মিনিটে একটি করিয়া ট্যাঙ্ক হারাইতেছে। বিরাট 'বাঘ মার্কা' ট্যাঙ্ক শত্রু ব্যবহার করিয়াছিল, কিন্তু ট্যাঙ্ক ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা লালফৌজ যেমন করিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। সোভিয়েটের নূতন ট্যাঙ্ক 'কে, ভি' (মার্শাল ভরোশিলভের সম্মানে ইহার নামকরণ হইয়াছে) জার্ম্মাণ ট্যাঙ্কের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হইয়াছে। সোভিয়েট 'ষ্টর্মভিক্' বিমান ও 'কাটিয়ুশা' কামান শত্রুর বিমান ও কামানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হইয়াছে। আক্রমণের নূতন কোন পদ্ধতি আর হিটলারী সেনানায়কদের মগজে নাই। জার্ম্মান সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ এখন আর পূর্ব্বের মত দম্ভ করিতে পারে না, নিজেদের শক্তির উপর ভরসা তাহারা যেন হারাইতেছে। সোভিয়েট সেনা-নায়করা দম্ভ করেন না, কিন্তু সুদক্ষ পর্য্যবেক্ষকরা বলিতেছেন যে ষ্টালিনগ্রাদে যে অপূর্ব্ব কৌশল লালফৌজ দেখাইয়াছিল, এখানে যেন তাহার পুনরাবৃত্তি হইতেছে।

সিসিলিতে মিত্রসৈন্যের সাফল্য

ইয়োরোপের অন্যত্র মিত্রপক্ষ প্রচণ্ড আঘাত দিবার পূর্ব্বে রুষ রণাঙ্গনে একটা হেস্তনেস্ত করিবার আশায় হিটলারীরা প্রাণপণে লড়িবে। তাই ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্টের গুরুত্ব খুবই বেশী। লালফৌজ হিটলারী মতলবকে অনেকটা বাঞ্চাল করিয়াছে। পশ্চিমে আঘাত খাইতে থাকিলে, ইয়োরোপে নাৎসি-অধিকৃত দেশগুলির অত্যাচারিত জনগণ বুঝে ঝাঁপাইয়া পড়িলে, হিটলারের আর কোন আশা থাকিবে না। হিটলারীদের অকথ্য অত্যাচারের একটা নমুনা কুবান্ অঞ্চলের প্রধান শহর ক্রাস্নোদার হইতে আসিয়াছে। সেখানে ৩,৭০০ সোভিয়েট নাগরিককে তাহারা গাড়ীতে চাপাইয়া গ্যাসের বিষে খুন করিয়াছে। ফাশিষ্ট দস্যুদের সমূচিত শাস্তি দিবার সময় আসিয়াছে।

ব্রিটিশ ও আমেরিকান বাহিনী সিসিলিতে অবতরণ করিয়া যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। চার দিনের মধ্যে সাইরাকিউজ, অগস্তা, রাগুজা, লিকাতা প্রভৃতি বন্দর তাহারা দখল করে। সিসিলি দ্বীপের প্রধান বন্দর ও তাহার নিকটে যে সমভূমি আছে, তাহা দখল করিবার জন্য জলে স্থলে আকাশ যুদ্ধ চলিতেছে। সিসিলিতে নাকি ২,৬৪,০০০ ইতালিয়ান ও ৩৮,০০০ জার্ম্মাণ সৈন্য আছে। প্রধান শত্রু-বাহিনীর সঙ্গে অধনও সংঘর্ষ হয় নাই। কিন্তু এ পর্য্যন্ত মিত্রসেনার সাফল্য খুবই উল্লেখযোগ্য। জেনারল আলেকজাণ্ডারের অধীনে সেখানে নূতন এক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ফাশিষ্ট দলকে বরবাদ করা হইয়াছে। ইতালীয় ফাশিষ্ট দলের সেক্রেটারী রোম হইতে বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছে যে ইতালীর ইতিহাসে এত বড় বিপদ কখনও ঘটে নাই।

লালফৌজের ভয়ে হিটলার ইতালীতে বেশী সংখ্যায় জার্ম্মাণ সৈন্য আমদানী করিতে খুবই সঙ্কোচ করিবে। অথচ সিসিলি হইতে মাত্র ৫ মাইল সমুদ্র পার হইয়া আসল ইতালীতে লড়াই পৌঁছাইতেও দেরী নাই। যদি মিত্রবাহিনী তাড়াতাড়ি অগ্রসর হয়, তাহা হইলে হিটলারের পক্ষে চুপ করিয়া থাকা চলিবে না। ইতালী মিত্রপক্ষের হস্তগত হইলে একদিকে বল্কান্ দেশগুলিতে ও অন্য দিকে ফ্রান্সে হিটলারীদের দারুণ বিপদ ঘটিবে। মিত্রপক্ষের সেনাপতি আইজেনহাওয়ার বলিয়াছেন যে আক্রমণ শুধু সিসিলিতে সীমাবদ্ধ থাকিবে না। ফ্রান্সে বা বল্কানে আক্রমণ হইলে হিটলারের পতন ঘনাইয়া আসিবে। সোভিয়েট যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণ করিয়া হিটলারীরা ঘায়েল হইয়াছে, ইয়োরোপের অন্যত্রও ফাশিষ্টদের সঙ্কট ঘোর ঘনঘটা করিয়া উঠিতেছে।

নাৎসী-অধিকৃত ইয়োরোপের সর্ব্বত্র মিত্রশক্তি বিপুল বোমাবর্ষণ করিয়া চলিতেছে। সিসিলিতে মিত্রসেনা এখনও পর্য্যন্ত বেশ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। রুজভেল্ট-চার্চ্চিল মিলিয়া ইতালিয়ানদের তাহা ইতালিয়ান বন্দীদের সংখ্যা হইতে বোঝা যায়। ইয়োরোপের অন্যত্র মিত্রশক্তি আক্রমণ করিলে জনসাধারণ আকুল আগ্রহে হিটলার ধ্বংসের কাজে অগ্রসর হইবে।

চীনে যুদ্ধের বিরাম নাই

দক্ষিণ-শান্সিতে একটা বড় রকমের যুদ্ধ চলিতেছে। তাইহানশান্ পর্ব্বতের কাছে যে লড়াই চলিতেছে, তাহার গুরুত্ব খুব বেশী। এ জায়গাটা যাহার দখলে থাকিবে, সে উত্তর চীনের বিস্তৃত সমভূমির উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে। এখানে লিচুয়ানের উত্তর পূর্ব্বে ১০,০০০ জাপানী সৈন্য আক্রমণ করিয়াছিল। যুদ্ধের ফলাফল এখনও জানার সময় হয় নাই। চীনারা বলিয়া নাই, পশ্চিম চিকিয়াং প্রদেশে তাহারা আক্রমণ চালাইতেছে। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রের নিদারুণ অভাব তাহাদের রহিয়াছে। আমেরিকানরা নাকি জাপানে বোমা ফেলিবার জন্য কয়েকটি নূতন ঘাঁটি চীনে বানাইয়াছে। কিন্তু এখন সব চেয়ে প্রয়োজন চীনে যুদ্ধ চালাইবার হাতিয়ার।

বার্ম্মা সীমান্তের নিকটে যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার গুরুত্ব তাই খুবই। এখানে জাপানীরা খানিকটা ঘা খাইয়া হটিয়াছিল। চানারা মেটাং হইতে শত্রুকে খেদাইয়াছিল, কিন্তু নূতন অস্ত্রশস্ত্র ও লোকবল লইয়া সে আবার অগ্রসর হইতেছে। সাল্উইন নদী ধরিয়া জাপানীরা আক্রমণের চেষ্টা করিতেছে। বার্ম্মা হইতে ফ্যাশিষ্ট দস্যুদের উচ্ছেদ না করিতে পারিলে চীনকে সাহায্য পাঠানো চলিবে না, জাপানের বিষ দাঁত ভাঙা সম্ভব হইবে না।

যুদ্ধজয়ের উদ্যোগ চাই

কুলা উপসাগরের যুদ্ধে জাপানীদের ক্ষতির পরিমাণ অল্প নয়। নিউগিনিতেও মিত্রশক্তি কিছু কিছু অগ্রসর হইয়াছে। কয়েকটী জাপানী জাহাজ ও বজরা নিউগিনির কাছে ডুবিয়াছে। জাপানী অধিকৃত দ্বীপগুলির উপর বোমাবর্ষণও মন্দ হইতেছে না। উত্তরে কিস্কা হইতে দক্ষিণে রাবাউল, ব্যেগেন্ভিল পর্য্যন্ত বিমান আক্রমণ চলিতেছে। নিউগিনিতে মুবো বলিয়া সুরক্ষিত ছানটি মিত্রসেনা দখল করিয়াছে। জেনারল ম্যাকার্থর স্বয়ং যুদ্ধের পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। একজন জাপানী সামরিক মুখপাত্র বলিয়াছেন যে শীঘ্রই একটা বিরাট নৌযুদ্ধ সলোমন্স্ অঞ্চলে ঘটিবে। উহার ফলাফলের উপর যুদ্ধের গতি অনেকটা নির্ভর করিতে পারে।

জাপানের শক্তি খুবই কমিয়াছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হওয়ার বিপদ যে কত, তাহা একজন উচ্চপদস্থ আমেরিকান আলোচনা করিয়াছেন। বহু দেশ এখন জাপানের কবলে। স্থানীয় অধিবাসীদের জোর করিয়া কাজে লাগাইয়া যুদ্ধোপকরণ তৈয়ার করিবার কারখানা খাড়া করা ব্যাপারে জাপানীরা সিদ্ধহস্ত। কয়েকটা নৌযুদ্ধের ফলে বা কয়েকবার প্রচণ্ড বোমা ফেলিয়া বা কয়েকটি দ্বীপ ফাড়িয়া লইলেই জাপানকে দাবানো যাইবে না, প্রাচ্যদেশে স্বাধীনতার রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যাইবে না। ইয়োরোপে হিটলারের শক্তি কমিতেছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যেমন মূঢ়তার সামিল, তেমনই জাপানকেও সামান্য মনে করা নিতান্ত ভুল হইবে।

সম্প্রতি বার্ম্মার ভূতপূর্ব্ব লাট সার রেজিনাল্ড ডর্মান্স্মিথ বলিয়াছেন যে যোদ্ধা, যুদ্ধোপকরণ ও বিমানের অভাবেই বার্ম্মা শত্রুর কবলে গিয়াছে। ভারতে জাতীয় সরকার থাকিলে এ অভাবের সুযোগ লইয়া জাপান দেশের দুয়ারে জাঁকাইয়া বসিতে পারিত না। এ দেশে রাজনীতিক্ষেত্রে আপোষ করিয়া, জাতীয় সরকারের পতন ঘটিলে জাপানের বিরুদ্ধে বড় দরের আক্রমণ সম্ভব হইবে, চীনে সরবরাহ পাঠাইবার রাস্তা মুক্ত হইবে। চীন ও ভারত একত্র মিলিয়া ফ্যাশিজমের বিনাশ ঘটাইবে, নূতন স্বাধীন এশিয়া দুনিয়ার দরবারে সগৌরবে দাঁড়াইতে পারিবে। সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধের এ পরিণতির কথা ভাবিবে না বলিয়া জনশক্তির হাত গুটাইয়া থাকিলে চলিবে না। জনযুদ্ধ জয়ের জন্যই আজ জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে, জাতীয় সঙ্কটের অবসান ঘটাইতে হইবে, ফ্যাশিষ্ট ধ্বংসের জন্য চীনের সহিত হাত মিলাইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। (১৯-৭-৪৩)

আবার ৯ই আগষ্ট? (১ পাতার শেষাংশ)

সেবীদের সাথে যোগসূত্র গড়িবার নূতন প্র

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

বাংলার আইন পরিষদে

বিরোধী দলের প্রস্তাব সম্পর্কে কমিউনিষ্ট নেতা

বঙ্কিম মুখার্জ্জীর বিবৃতি

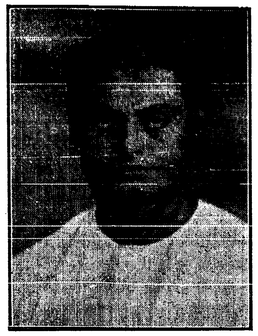

আইন পরিষদে খাদ্য সম্পর্কে বিরোধী দলের যে সমস্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, পরিষদের কমিউনিষ্ট সদস্য কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী তাহাতে কোনো পক্ষে ভোট দেন নাই। নিরপেক্ষ থাকার কারণ হিসাবে তিনি খাদ্য প্রস্তাব সম্বন্ধে কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি বিশ্লেষণ করিয়া পরিষদ গৃহে নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন :—

আমি কংগ্রেস টিকিটে নির্ব্বাচিত না হইলেও বরাবর কংগ্রেস দলে আছি। কিন্তু আমি কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি। কমিউনিষ্ট পার্টি সাধারণতঃ কংগ্রেসকেই সমর্থন করে। কিন্তু দেশের খাদ্য সংকটের তীব্রতায় আজ দেশে এমন এক বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যাহার ফলে আমাকে কমিউনিষ্ট পার্টির নিজস্ব মতই এখানে ব্যক্ত করিতে হইতেছে। তাহা কংগ্রেস পার্টির মত হইতে কিছু স্বতন্ত্র।

বাংলাদেশে চাউলের ঘাটতি আছে, সে জন্য বাহির হইতে চাউল আনার চেষ্টা করিতে হইবে। হক সাহেব তাহাতে বিফল হইয়াছেন। বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীও ইহাতে বিশেষ সফল হন নাই। সে চেষ্টা আরও ভালভাবে চলুক। দেশে ঘাটতি আছে বলিয়াই সমস্যা মিটাইবার ও অন্ততঃ পক্ষে এখনকার মত খাদ্য জোগাইবার একমাত্র পথ—দেশের মধ্যে যে পরিমাণ খাদ্য আছে তাহা জনসাধারণের হাতে আনিয়া এরূপ কঠোর রেশনিং প্রথার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, যাহাতে মাত্র অল্প কয়েকজনের পক্ষে প্রচুর খাদ্য পাওয়ার বদলে সকলেই কিছু কিছু খাইতে পারে। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই আরও ফসল বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে ভবিষ্যতের ঘাটতি পূরণ হইতে পারে।

দেশের সকল শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ এই প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধ না হইলে কোনো মন্ত্রীমণ্ডলী বা কোনো গভর্ণমেণ্টই এই বিরাট প্রচেষ্টায় সফল হইতে পারিবে না বা কঠোর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইবে না। হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের এই মিলিত প্রচেষ্টা হইতে পারে একমাত্র তখনই, যখন অধিকাংশ হিন্দু-মুসলমান জনগণের সমর্থন যে সংগঠন দুইটীর পিছনে আছে, অর্থাৎ কংগ্রেস ও মুস্লিম লীগ—এই দুইটী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য বিরোধী দলগুলির প্রস্তাবে সোজাসুজি বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী সমস্যা সমাধানে অপারগ। ঐ সকল দলের বক্তারা মন্ত্রীমণ্ডলীকে সরিয়া পড়িতে পরামর্শ দিয়াছেন। অর্থাৎ খাদ্যের নাম করিয়া মন্ত্রীমণ্ডলী তথা লীগের নিন্দা ও অপযশ প্রচার করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাহাতে তাঁহারা খাদ্যের জন্য লোকের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টার বিরুদ্ধেই কলহ ও দলাদলির বিষ ছড়াইতেছেন ও লোকে যাহাতে খাদ্য না পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহাদের প্রস্তাব শুধু ভুলই নয়, ভেদমূলকও বটে।

কংগ্রেস পার্টির প্রস্তাব আমি সমর্থন করিতে পারিতেছি না, কারণ লীগ মন্ত্রীসভার খাদ্য নীতির প্রত্যক্ষ সাফল্য এবং খাদ্য সমস্যা সমাধানকল্পে তাঁহাদের অন্ততঃ খানিকটা সত্যিকারের ও যথাসাধ্য প্রচেষ্টার কথা তাঁহারা উল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা শুধু সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, মন্ত্রীমণ্ডলী ব্যর্থ হইয়াছেন। তাহার ফলে লোকে তাঁহাদের প্রস্তাব ও মন্ত্রীসভা-বিরোধী চক্রান্তকারীদের প্রস্তাবের মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ দেখিবে না। তাহারা মনে করিবে, এই মন্ত্রীসভাই সব কিছুর জন্য দায়ী। তাতে লোকের লীগ-বিরোধী মনোভাবই বাড়িবে। খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য স্থানীয় ভাবে ও কেন্দ্রীয় ভাবে লীগ কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা পাইবে, লাভ হইবে ষড়যন্ত্রকারী ও মজুতকারীদের, যাদের একমাত্র মূলধন মন্ত্রীত্ব-বিরোধী আন্দোলন। কংগ্রেস-পার্টি লীগ দলের দুর্ব্বলতা দেখাইয়াছেন, কিন্তু হক সাহেবের তুলনায় তাঁহাদের সফলতা না দেখানোতে কংগ্রেস পার্টির প্রস্তাবের সুযোগ গ্রহণ করিবে ভেদ সৃষ্টিকারীরা।

মজুত-বিরোধী অভিযানের ফলে অনেক গ্রামে অন্ততঃ পক্ষে সাময়িকভাবে লোকের দুর্দ্দশার কিছুটা লাঘব হইয়াছে। ইহাতে বাংলা ঘাটতি প্রদেশ বলিয়া প্রমাণ করা সম্ভব হইয়াছে। তাহাতে খাদ্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ পড়িয়াছে। তদুপরি গ্রামে গ্রামে নির্ব্বাচিত খাদ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। জনসাধারণের নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে এরূপ কমিটি গঠন করিয়া লীগ-গভর্ণমেণ্ট এরূপ একটি জরুরী কাজ জনসাধারণের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। আমলাতন্ত্রের জনসাধারণ-বিরোধী নীতির এরূপ পরাজয় আর কি হইতে পারে?

মন্ত্রীমণ্ডলীর খাদ্য-নীতির মধ্য দিয়া জনসাধারণ যতটা সুযোগ পাইতেছে, তাহাকে পরিপূর্ণ ভাবে ব্যবহার করাই আজ খাদ্য-সমস্যা সমাধানের প্রকৃত পথ। জনসাধারণকে সেই পথে একতাবদ্ধ করিলে মন্ত্রীমণ্ডলীর কাজকে আরো নিখুঁত ও ফলপ্রসূ করা সম্ভব হইবে। কংগ্রেস-লীগ ঐক্যই জনসাধারণকে একতার পথে টানিতে পারে। শুধু পরিষদের মধ্যে নহে, পরিষদের বাহিরে এই ঐক্য জনসাধারণের খাদ্য-সমস্যা ও দেশের জাতীয় সংকট সমাধানের নিশ্চিত উপায়।

আপনি চট্টগ্রামকে বাঁচান ● ●
● ● চট্টগ্রাম আপনাকে বাঁচাইবে

চট্টগ্রাম বাংলার পূর্ব্ব দুয়ার রক্ষা করিয়াছে। জাপানের হাওয়াই হামলা ঐক দফায় পতেঙ্গার আটশো কৃষাণকে খুন করিয়াছে, তবু চট্টগ্রাম মাথা নোয়ায় নাই। পরাধীনতার অন্ধ আক্রোশে যখন সমস্ত দেশে উন্মত্ত মানুষ দেশরক্ষার ব্যবস্থায় আঘাত হানিতেছিল, তখনও চট্টগ্রাম দেশপ্রেমে অবিচলিত। সেখানকার হিন্দু মুসলমান সকলে এক হইয়া আওয়াজ তুলিয়াছে, 'পতেঙ্গার প্রতিশোধ চাই।' সেখানে ঘুর্ণার বারুদের উপর বোমার আগুন পড়িয়াছে।

●

'এক হও! 'জাপানীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দুর্গ গড়ো!'—জেলের ভিতর হইতে অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষের ডাক আসিয়াছে। চট্টগ্রামের মুক্তিকামী মানুষ এ ডাকে প্রাণ তুচ্ছ করিয়াছে। পাহাড়তলীর পাথরে এদের বীরত্ব খোদাই করা আছে। সূর্য্য সেন, কল্পনা দত্তের চট্টগ্রাম শত্রুর সম্মুখে সুদৃঢ় ধলঘাট নির্ম্মাণ করিবে।

●

চাটগাঁর দু'লক্ষ বীর আজ অন্নহীন। মাথার উপর মৃত্যুর আতঙ্ক, পেটে ক্ষুধার সর্ব্বনাশা আগুন। জাপানী দালালরা কানে কানে দাঙ্গার মন্ত্র পড়িতেছে। চাটগাঁ এতদিন শত্রুকে প্রতিহত করিয়া দেশকে প্রস্তুতির সময় দিয়াছে। আজ সে ধুঁকিয়া মরিতেছে। তাকে বাঁচানোর দায়িত্ব সমগ্র বাংলার।

●

এ-আর-পির ১৪০০ কর্ম্মী, কিষাণ সমিতির ৮০০০ সভ্য, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ৩৬০০ সভ্যা, ছাত্র ফেডারেশনের ২০৮৫ সদস্য, খাদ্য কমিটি ও শ্রমিক ইউনিয়নের কর্ম্মীরা আজ বাংলার দ্বাররক্ষী। চাটগাঁর মনোবল আজও এরাই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। জনগণ আজ আগাইয়া আসিয়া দেশরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছে। আমলাতন্ত্রের রক্তচক্ষু সে জনসমষ্টির সামনে বার বার পরাজয় মানিয়াছে।

●

রেঙ্গুনের পতনের পর বর্ম্মাপ্রত্যাগতেরা যেদিন আরাকানের পথে বাংলায় পৌঁছাইল, সে দিন চট্টগ্রামের ছাত্র আর যুবকের দল তাদের সেবায় ঝাঁপাইয়া পড়িল। এই আরাকানের পথে শুধু মানুষই আসে নাই, আসিয়াছে ফাশিষ্ট অত্যাচারের বহু করুণ কাহিনী। চাটগাঁর মানুষ এসব শুনিয়াছে, যত শুনিয়াছে তাদের মুঠি প্রতিজ্ঞায় তত দৃঢ় হইয়াছে।

●

স্কুলের এক কিশোর। বর্ম্মাপ্রত্যাগতের সেও একজন। তার বাপ-মা বর্ম্মায় বন্দী। ছেলেটি এখন ছাত্র-ফেডারেশনের একজন অক্লান্ত কর্ম্মী। তার চোখে দেশপ্রেমের আগুন। বর্ম্মাকে শত্রুর কবল হইতে মুক্ত করিবে সে, চট্টগ্রামকে রেঙ্গুন হইতে দিবে না। সমস্ত সহপাঠীকে সে মুক্তির অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিবে।

●

এমনি করিয়া চট্টগ্রাম বাংলার দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছে। ১২ হাজার সংগঠিত দেশপ্রেমিক এখানকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈন্যবাহিনী। ষ্টালিনগ্রাডের বীরত্ব তাদের অনুপ্রাণিত করিয়াছে; ৫০ বছরের দীর্ঘ মুক্তি আন্দোলন তাদের দেশপ্রেমের শিক্ষা দিয়াছে। চট্টগ্রাম আজ যদি ভাঙিয়া পড়ে, তবে বাংলা দেশের দুয়ার শত্রুর সামনে উন্মুক্ত হইবে। আমাদের মুক্তির স্বপ্ন ব্যর্থ হইবে।

চট্টগ্রামে আজ যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে সেই দুর্ভিক্ষই আজ বাংলার পরম শত্রু। দলে দলে মানুষ আত্মহত্যায় মরিতেছে। ক্ষুধার জ্বালায় মাতৃস্নেহ পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া গেছে। যারা জনগণকে এই অন্ধকার হইতে পথের সন্ধান দিবে, যারা খাদ্যের পথে বুভুক্ষু জনগণকে সংঘবদ্ধ করিবে—সেই সব কর্ম্মীরা পর্য্যন্ত অনাহারে আজ পঙ্গু। এই সব নেতাদের আমরা যদি বাঁচাইতে না পারি, তবে বাংলা দেশকে আমরা রক্ষা করিতে পারিব না।

●

বাংলার ছাত্র-ফেডারেশন আজ এদের রক্ষার জন্য ডাক দিয়াছে। ১৯শে জুন হইতে ২৫শে জুন 'চট্টগ্রাম সপ্তাহ' ভারতের সর্ব্বত্র পালিত হইবে। যার যা আছে তাই দিয়া চট্টগ্রামকে বাঁচান। আপনার ঘরবাড়ী, সংসার জাপানী ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা পাইবে, যদি চট্টগ্রামকে আপনি বাঁচাইতে পারেন। না হইলে আমাদের কপালে পরাধীনতার কলঙ্ক আর একবার লেখা হইবে।

●

চট্টগ্রামকে বাঁচাইয়া আমরা দেশরক্ষার পথ, দেশের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করিব। চট্টগ্রাম কংগ্রেস, লীগকে কাছাকাছি আনিয়াছে। আমরা কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের মধ্য দিয়া জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিব। চট্টগ্রাম পঞ্চমবাহিনীকে তফাৎ করিয়াছে, আমরা ফ্যাশিষ্ট দালালদের পক্ষে এদেশ দুঃসহ করিয়া তুলিব। চট্টগ্রাম সপ্তাহে আমাদের সংকল্প দেশরক্ষার সংকল্প। মাঠে মাঠে আজ দুগুণ ফসল ফলাইতে হইবে, কারখানায় উৎপাদন বাড়াইতে হইবে।

●

ষ্টালিনগ্রাডের বিজয়ী পল্টন ভারতবর্ষকে প্রস্তুত হবার সময় দিয়াছে। চট্টগ্রাম একা জাপানের বিরুদ্ধে রুখিয়া ভারতবর্ষকে ঐক্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিয়াছে। চট্টগ্রাম এক হাতে বোমার আঘাত রুখিয়াছে; কর্ণফুলির জল রক্তে লাল হইয়া গেছে। অন্য হাতে মুক্তির পতাকা উঁচু করিয়া বলিয়াছে, দেশরক্ষায় এক হও।

●

চট্টগ্রাম সপ্তাহ দেশরক্ষার সপ্তাহ। আজ কংগ্রেস ও লীগভক্তদের কাছে জাতীয় ঐক্য, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ন্যায্য দাবী ও কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির কথা প্রচার করুন। দেশরক্ষার কাজে সমস্ত জনগণকে টানিয়া আনুন। অর্থ, বস্ত্র, খাদ্য—যে যা পারেন তাই দিয়া চট্টগ্রামের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করুন। চট্টগ্রামকে আপনি বাঁচান, চট্টগ্রাম আপনাকে বাঁচাইবে।

নূতন বই পড়ুন

১। ভারতে জাতীয় আন্দোলন
—হীরেন মুখার্জ্জি ১৲

2. **Problems of Leninism**
—by J. Stalin -/10/-

3. **What is to be done**
—by Lenin 1/12/.

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী
১২নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

কমিউনিষ্ট পার্টির
বাংলা কমিটির মুখপত্র

জনযুদ্ধ

প্রতি সংখ্যা ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪॥, ৬ মাস ২॥, ৩ মাস ১।০

★

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জি এম,এল,এ
২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২য় বর্ষ ● বুধবার, ২৮শে জুলাই ১৯৪৩, ১১ই শ্রাবণ ১৩৫০ ● ১৪শ সংখ্যা

বর্দ্ধমানের ভয়াবহ বন্যায়

হাজার হাজার নরনারী বিপন্ন

[সুভাষ মুখোপাধ্যায়]

'জনযুদ্ধে'র তরফ হইতে বন্যার খবর সংগ্রহের জন্য বর্দ্ধমান রওনা হইলাম। সঙ্গে একজন ফটোগ্রাফার। ট্রেণ ও রাস্তা অনিশ্চিত। অনেক কষ্টভোগের পর পরদিন দুপুরের আগেই পৌঁছানো গেল। বর্দ্ধমান পার্টি অফিসে জেলার নেতারা বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে সাহায্য এবং খোঁজ খবরের আলোচনায় ব্যস্ত। সামনে ম্যাপের উপর নিশানা দাগানো। জানা গেল, সম্পূর্ণ রিপোর্ট এখনও আসে নাই। বিভিন্ন অঞ্চলে পার্টির কর্ম্মীরা কিছু নৌকায়, কিছু হাঁটা পথে বার হইয়াছেন। কোথাও জলের তোড়, কোথাও চোরাবালিতে রাস্তা চলাচল দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। গুজব ও জনশ্রুতিতে রাস্তার কান পাতা দায়। অনেকের কাছে শোনা গেল, দামোদরের ধারাই নাকি বদলাইয়া গেছে; বানের চেউ যে মুখে, সেই মুখেই নাকি দামোদরের নূতন ধারা বহিবে। অজয়ের বন্যাতেও উত্তরে বিস্তৃত এলাকা ভাসিয়া গিয়াছে। নবদ্বীপের কাছে খড়ি নদীর মুখে আর একটি এলাকাও জলমগ্ন হইয়াছে। পূর্ব্বদুয়ারের দিকেও বন্যার খবর আসিয়াছে। সমস্ত প্লাবিত অঞ্চলে যা ক্ষতি হইয়াছে, এখুনি তার খতিয়ান সম্ভব নয়। তবে খুব কম পক্ষে আড়াইশ' হইতে তিন শ' বর্গমাইল জমির আবাদ নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এখনও ফসলের সময় যায় নাই। যে সব জমি হইতে জল সরিয়া যাইতেছে, এবং যে সব জমিতে সম্ভব এখনি আবাদ আরম্ভ করা দরকার। এ জন্য এখনি কৃষকের পেটে ভাত, পরণে কাপড়, চাষবাসের হালবলদ ও বীজধান চাই। এ কাজে সরকারকে টানিয়া নামানোর দায়িত্ব প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের। বর্দ্ধমানের বন্যার্ত্তদের বাঁচাইয়া আমরা দেশরক্ষার কাজ শতগুণ বাড়াইব, স্বাধীনতার যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সৈনিককে টানিয়া আনিব।

পরদিন ভোরে শক্তিগড়ে পৌঁছানো গেল। এই প্রথম বন্যার ধ্বংসলীলা দেখিলাম। সামনে সমুদ্রের মত পারহীন জল। মাঝে মাঝে কয়েকটি দ্বীপের মত গ্রাম। সে গ্রামে ঘর বলিতে কিছু নাই। ঘরের চালার উপর এক একটি সংসার আশ্রয় নিয়াছে। কাদায় হাঁটু ডুবিয়া যায়। একটি একতলা উঁচু মাচায় খোলা দোকান। তাল গাছে একটি ক্লক ঘড়ি ও একটি আয়না। সঙ্গী ফটোগ্রাফার সুধীন জানা ছবি তুলিয়া নিলেন। তাদের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শুনিলাম। কোন এক রিলিফের দল আসিয়াছিল, মুসলমান গাঁ দেখিয়া বস্তাবন্দী চাল ছিঁড়া ফিরাইয়া নিয়া গিয়াছে। এ অঞ্চলে শক্তিগড় কেন্দ্রের শচীদা (পার্টির কর্ম্মী) সকলের খুবই প্রিয়। পার্টির একটি মেডিক্যাল ইউনিটও এখানে কাজ করিতেছে। দুপুরের দিকে বড়ক্ষণ মোদ্রভোগের পর একটা রিলিফের নৌকা মিলিল। মেডিক্যাল ইউনিটের শরদীশ আমাদের গাইড। এক হাঁটু খালিতে মাইল কয়েক নৌকা ঠেলিয়া, চোরাবালি হইতে বার কয়েক রক্ষা পাইয়া বেলনায় পৌঁছানো গেল। সেখানে টোটপাড়া ও অন্যান্য কয়েকটি গ্রামের লোককে রুটি ও চিনি দেওয়া হইল। দু'পাশে জল যে থৈ থৈ করিতেছে। কোথায় মাঠ, কোথায় দীঘি—কিছুই বোঝার জো নাই। ফসলের কোনই চিহ্ন নাই। মাঝে মাঝে পারে ধানের উপড়ানো ধানের গুছিগুলি জড়াইয়া যায়।

অনেক রাত্রে সহরে ফেরা গেল। চোখে তখনও জলের ঘোর লাগিয়া আছে। সহরের কর্ম্মীদের মধ্যে কয়েকজন গ্রাম হইতে ফিরিয়াছেন। তাঁহাদের মুখ হইতে বন্যার আরও কাহিনী শোনা গেল। সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া দারুণ আত্মবিশ্বাস দেখিলাম। কাজের মধ্যে হতাশা নাই। প্রত্যেকের মধ্যে একদিকে যেমন বন্যার্ত্তদের বাঁচাইবার দৃঢ়তা, অন্যদিকে তেমনি দেশবাসীর সহদয়তায় অটুট আস্থা।

জেলায় পার্টির কর্ম্মীরা অক্লান্তভাবে বন্যার্ত্তদের সেবায় লাগিয়াছেন। এই সমস্ত গ্রামের কৃষক তাদের দুঃখের দিনে বরাবর এইসব কর্ম্মীকে পাশে দেখিয়াছে। আজ তাই কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদেরই তারা ভরসা বলিয়া জানে। জনরক্ষা আন্দোলন ও দেশরক্ষার আয়োজনের মধ্যে কমিউনিষ্টরাই দেশের সংকট সমাধানে বিভিন্ন দলকে এক সূত্রে মিলাইয়াছে। তাই বন্যার দিনে অতি সহজেই কংগ্রেস লীগ কমিউনিষ্ট পার্টি হিন্দু মহাসভার মধ্যে মিল হইয়াছে। এই ঐক্যের সামনে সরকারও মাথা নোয়াইয়াছে। তাই জেলার কেন্দ্রীয় বন্যাত্রাণ কমিটিতে সরকারী ও বেসরকারীদের সহযোগিতা গড়িয়া উঠিল—জনগণের সেবা করিতে রাজকর্ম্মচারীও বাধ্য হইল। এই মিলিত কমিটি সরকারের কাছে দাবী জানাইয়াছে—বন্যার্ত্তদের (১) ৩ লক্ষ টাকার খাবার জিনিষ চাই, (২) ২৫ হাজার কাপড়ের জন্য ৭৫ হাজার টাকা চাই, (৩) ২ হাজার ঘরের জন্য ১ লক্ষ টাকা চাই, (৪) ফসলের জন্য বীজ চাই। শীঘ্র ব্যাপকভাবে এই

(শেষাংশ ৪-এর কলমে দেখুন)

কলিকাতায় মজুত বিরোধী অভিযানকে

সফল করিতে সকল দলের ঐক্য চাই

কলিকাতায় মজুত-বিরোধী অভিযানের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। শোনা যাইতেছে ১লা আগষ্ট হইতেই এই কাজ সুরু হইবে।

মফস্বলে যে ভাবে হইয়াছিল, কলিকাতাতেও সেইভাবে, অর্থাৎ জনসাধারণের খাদ্য কমিটির ভিতর দিয়া কাজ, হইবে এরূপ ব্যবস্থা নাকি হইয়াছে। প্রায় ২০০টী বাড়ী পিছু একটি করিয়া কমিটির উপর মজুত অন্বেষণের ভার পড়িবে।

মফস্বলের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে, যেখানে এই অভিযানে জনসাধারণ উদ্যোগী হইয়াছে, সেখানেই কাজ ভাল ভাবে হইয়াছে, বেশী মজুত উদ্ধার হইয়াছে।

কলিকাতায় মজুত-বিরোধী অভিযান দরকার এ কথা দল নির্ব্বিশেষে সকলেই দাবী করিয়াছে। যারা মন্ত্রীমণ্ডলীর কজের সমালোচনাই বেশী করিয়াছেন, তাঁরাও জোর দিয়াছিলেন এই প্রশ্নের উপর। শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায়, ফজলুল হক, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইঁহারা সকলেই বলিয়াছেন যে কলিকাতার মজুতদারদের কাছেই বেশী চাউল লুকানো আছে এই চাউল উদ্ধার না করিলে খাদ্য সমস্যা মিটিবে না। তাঁরা যে খাদ্য সম্মেলন করিয়াছিলেন, তাহাতেও এই কথা বলা হইয়াছে।

সুতরাং, আজকে মজুত-বিরোধী অভিযানে তাঁদের দায়িত্ব রহিয়াছে। জনসাধারণ স্বভাবতই চাহে যে তাঁরা আসুন এই অভিযানকে যাতে পুরাপুরি জনসাধারণের কাজে লাগান যায়, তার জন্য চেষ্টা করুন।

মফস্বলের মজুত-বিরোধী অভিযানের চেয়ে কলিকাতার মজুত-বিরোধী অভিযানে জনসাধারণের অনেক বেশী দায়িত্ব। এখানে বড় বড় পুঁজিদার রহিয়াছে, যাদের কায়দা করা সহজ নয়। এই সমস্ত পুঁজিদারদের কাছ হইতে মজুত উদ্ধার করিতে হইলে চাই এমন শক্তিশালী জনঐক্য যার মধ্যে সমস্ত দেশপ্রেমিক প্রতিষ্ঠান, সমস্ত জন-নেতা আনিয়া মিলিয়াছে। সকলের সমবেত প্রচেষ্টা না হইলে, এই অভিযানকে কখনই নিখুঁত করা যাইতে পারে না।

তাই আজকে কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, কৃষক প্রজা প্রভৃতি সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মজুত বিরোধী অভিযানের জন্য কাজ করিবার সুযোগ আসিয়াছে। খাদ্য সংকটে জর্জ্জরিত জনসাধারণ ইহাই তাঁদের কাছে দাবী করে।

কলিকাতার কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীরা ইতিমধ্যেই বাড়ী বাড়ী সেলাস লওয়া, পাড়ায় পাড়ায় খাদ্য কমিটি গঠন করা প্রভৃতি কাজ সুরু করিয়াছে। মজুত-বিরোধী অভিযান সুরু হইবার আগেই জনসাধারণের চেষ্টা, ঐক্য ও সংগঠন দরকার। তা না হইলে এত ব্যাপক একটা কাজে ফাঁকী ও গাফিলতি ঠেকানো যাইবে না। পাড়ায় পাড়ায় যে খাদ্য কমিটি গঠিত হইবে, তার বনিয়াদ আগে হইতেই তৈরী করিয়া রাখিতে হইবে জনসাধারণকে। তাই এখনই জনরক্ষা কমিটির মধ্যে সমস্ত শ্রেণীর লোককে মিলাইতে হইবে, প্রত্যেক পাড়ার কমিটী গড়িতে হইবে। সেন্সাসে কোনো ফাঁকে যাতে মজুতকারীরা বাদ না পড়ে, তার জন্য আগে হইতেই জনসাধারণকে সেন্সাস লইতে হইবে, কোথায় মজুত লুকানো আছে, তার সন্ধান লইতে হইবে।

এই কাজে কংগ্রেস, মুস্লিম লীগ, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি সকলের সহযোগিতা চাই। খাদ্য সংকট সমাধানের দায়িত্ব যাঁরাই অনুভব করেন, ক্ষুধার্ত্তদের হাহাকার যাঁরাই ঘুচাইতে চান, তাঁদের সকলকেই কমিউনিষ্ট পার্টি এই কাজে ডাক দিতেছে।

কমিটির কাজ আরম্ভ হইবে। কিষাণ সমিতি বীজ যোগাড়ের কাজে ইতিমধ্যেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। শক্তিগড়, জোতরাম ও মেমারীতে সাহায্য কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। গুসকরা অঞ্চলে দেশপ্রেমিক ব্যবসায়ী মতিলাল ঠাকুরের চেষ্টায় একটি সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাছাড়া রামকৃষ্ণ আশ্রম, মায়োয়াড়ী রিলিফ সোসাইটি ও হিন্দু মহাসভা রিলিফের কাজ করিতেছে। হিন্দু মহাসভা কোথাও কোথাও বন্যার্ত্তদের মধ্যে বাঁধা দরে চাল বিক্রি করিতেছে।

জেলার এই সংকটে মজুরও আগাইয়াছে। কমরেড সামসুদ্দীন ও কমরেড মামুদের নেতৃত্বে অনেকে একদিনের মজুরী দিয়া ১ শত টাকা দিয়াছে। তা ছাড়া ১৫০টি রুটি ও কয়েক সের চিনি রিলিফ কেন্দ্রে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। রাজ কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা মিলিয়া একটি রিলিফ কমিটি খুলিয়াছে। ছাত্রফেডারেশনের বিশিষ্ট কর্ম্মী ধর্ম্মদাস রায় ইহার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ৫০ জন রিলিফ স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নাম দিয়াছে। পার্টির একটি মেডিক্যাল ইউনিট শক্তিগড় এলাকায় বন্যার্ত্তদের সেবা করিতেছে। এই কাজে আরো ১২ জন হাউস সার্জ্জেন রাজী আছেন। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে ঔষধপত্রের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। বন্যার সময় এ-আর-পি কর্ম্মীরা প্রাণপণে খাটিয়া বন্যার্ত্তদের সেবা করিয়াছেন।

বন্যায় সাহায্য করুন

পিপল্‌স্ ফ্রাড রিলিফ কমিটির আবেদন

সকলেই কাগজে দেখিয়াছেন বর্দ্ধমান বিভাগে ভয়ানক বন্যা হইয়াছে। হাজার হাজার নরনারী শিশু খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের অভাবে নিদারুণ দুরবস্থায় দিন কাটাইতেছে। হয় তো রোগ মহামারীও শীঘ্রই দেখা দিবে।

দেশে একেই ভীষণ খাদ্য-সংকট তাহার উপর বন্যার এই ভয়াবহ দুর্ব্বিপাকে মানুষের শোচনীয় দুর্দ্দশার অন্ত থাকিবে না ও মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িবে। অথচ আজ দেশরক্ষার জন্য সমস্ত শক্তি সমবেত করাই সব চেয়ে বড় কাজ। এই সব কারণেই বন্যার্ত্ত ভাই বোনদের সাহায্যে সকলের সমস্ত শক্তি নিয়া আগাইয়া আসিতে হইবে। আজ এই মুহূর্ত্তে ইহার প্রতীকারে অগ্রসর না হইলে হাজার হাজার মানুষ খাদ্যাভাবে, চিকিৎসাভাবে প্রাণ হারাইবে, সংকট শতগুণ বাড়িয়া যাইবে ও দেশের উপর আক্রমণোদ্যত শত্রু এই সুযোগে বাংলার বুকে হানা দিবে।

তাই আমরা বাংলার প্রত্যেক নরনারীর নিকট আবেদন করিতেছি যাঁহার যথাসাধ্য দিয়া বন্যার্ত্ত ভাই বোনদের সাহায্য করুন। এই সাথে আমরা সমস্ত দেশপ্রেমিক প্রতিষ্ঠানের নিকট আবেদন করিতেছি সকলে মিলিত হইয়া একটি কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটি গঠন করুন—আমরা ইহাতে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করিব। আজ এই দুর্দ্দিনে সমস্ত পার্টি ও সংগঠনের এক হইয়া কাজ করিবার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। মৃত্যুর মুখে হাজার হাজার নরনারীকে বাঁচাইবার জন্য এক হইবার পথে কোন বাধাই বড় হইতে পারে না।

স্বাক্ষর—**ভবানী সেন**, সেক্রেটারী কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটি;
এলা রীড, সেক্রেটারী প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি।
বঙ্কিম মুখার্জ্জী, সভাপতি, নিখিল ভারত কৃষক সভা।
আবদুল্লা রসুল, সেক্রেটারী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা।
শঙ্কর রায় চৌধুরী, সেক্রেটারী বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা :—**সেক্রেটারী, পিপল্‌স্ ফ্রাড রিলিফ কমিটি**
২৪৯ ডি, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদকীয়

পঞ্চমবাহিনীকে তফাৎ কর

এক বছর আগে কমিউনিষ্ট পার্টি আইন সঙ্গত ভাবে কাজ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিল। কমিউনিষ্ট পার্টির এই অধিকার লাভকে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও রাজাগোপালাচারী সানন্দে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন, কিন্তু আক্রোশে গর্জিয়া উঠিয়াছিল পঞ্চমবাহিনী।

এই এক বছর কমিউনিষ্ট পার্টি স্বদেশপ্রেমের পতাকা সগৌরবে উচুতে ধরিয়া রাখিয়াছে। আইন সঙ্গত ভাবে কাজ করিবার অধিকার লাভ করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকি নাই, জনগণের মধ্যে, জনগণের সেবায় সংকটের সমাধানে আমরা দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছি।

এ দেশ আমাদের, দেশরক্ষা আমাদেরই কাজ, দেশরক্ষার পথেই স্বাধীনতা অর্জ্জন করিব, এই রণধ্বনি লইয়া আমরা কংগ্রেস এবং লীগকে একতাবদ্ধ করিবার জন্য এই এক বছর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাইয়াছি।

পঞ্চমবাহিনী দেশপ্রেমিকদের ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে দেশরক্ষার বিরুদ্ধে, জাতীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে। এই এক বছর আমরা পঞ্চমবাহিনীকে রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে উচ্ছন্ন করিবার জন্য লড়িয়াছি। পঞ্চম বাহিনীর রটনা করা অশেষ দুর্নাম সহ্য করিয়া আমরাই অগ্রসর হইয়াছি, পঞ্চম বাহিনীকেই লেজ গুটাইতে হইয়াছে।

পঞ্চমবাহিনী জাতীয় নেতাদের মুক্তি চায় না, পঞ্চমবাহিনী রাজনীতিক অচল অবস্থার অবসান চায় না, পঞ্চমবাহিনী চায় অরাজকতা এবং গোলযোগ। আমরা পঞ্চমবাহিনীর এই চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির জন্য, গান্ধিজীর মুক্তির জন্য, অচল অবস্থা দূর করিয়া কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের জন্য এক বছর জনগণের সমাবেশ গড়িয়া তুলিয়াছি।

নিদারুণ খাদ্যসংকটে দেশের মধ্যে হাহাকার উঠিয়াছে। আমরাই খাদ্য সম্মেলন ডাকিয়া খাদ্য কমিটি গড়িয়া, মুনাফাখোরদের মজুত ধরিয়া ক্ষুধার্ত্তের জন্য অন্নের সংস্থান করিতে চেষ্টা করিয়াছি। জায়গায় জায়গায় আমরা খাদ্যের দোকান খুলিয়া সস্তাদরে খাদ্য বিলি করিয়াছি, গরীবদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছি, পতিত জমিতে বাঁধ বাঁধিয়া, খাল কাটিয়া, কৃষকদের বীজধান সংগ্রহ করিয়া দিয়া বাংলার হাজার হাজার বিঘা জমিতে ফসল ফলাইয়াছি। পঞ্চমবাহিনী চাহিয়াছে খাদ্য সংকট বাড়ুক, লুটতরাজ হোক, তাই তাহারা কৃষকদের পরামর্শ দেয় ফসল কম করিতে, মজুতকারীদের পরামর্শ দেয় মজুত লুকাইতে। এ, আর, পির ভিতর কাজ করিয়া আমরা এ, আর, পির নৈতিক বল বাড়াইয়াছি। চট্টগ্রামে ও কলিকাতায় জাপানী দস্যুদের বোমাবর্ষণের সময় জনগণের রক্ষার জন্য জনগণের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের আস দূর করিতে, তাহাদের বিপদ কমাইতে অগ্রসর হইয়াছি। আমাদের পার্টির জন্যই পঞ্চম বাহিনীর গুপ্ত চেষ্টা সফল হয় নাই, চট্টগ্রাম ও কলিকাতা দ্বিতীয় রেঙ্গুনে পরিণত হয় নাই।

পঞ্চমবাহিনী দেশপ্রেমিকদের মধ্যে বৈরাগ্য এবং অবসাদ বিস্তার করিয়াছে। আমরা তাহা প্রতিরোধ করিয়া জাতির আত্মবিশ্বাস জাগাইয়া তুলিয়াছি।

পঞ্চমবাহিনী প্রচার করিয়াছে একতা সম্ভব নয়, আমরা গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে খাদ্য কমিটির মধ্যে কংগ্রেস, লীগ, মহাসভা, সকল দলের একতা দেখাইয়া প্রমাণ করিয়াছি জাতীয় একতা নিশ্চয়ই সম্ভব।

পঞ্চমবাহিনী প্রচার করিয়াছে দেশরক্ষার জন্য কাজ করিলে আমলাতন্ত্রকেই শক্তিশালী করা হয়। দেশরক্ষার পথে জনমত জাগ্রত করিয়া, দেশরক্ষার জন্য নিজেরা কাজ করিয়া আমরা আমলাতন্ত্রকে নত করিয়াছি। আমলাতন্ত্র আজ বাধ্য হইতেছে খাদ্যসমস্যা দূর করিবার জন্য জনগণের খাদ্যকমিটি গড়িতে, আমলাতন্ত্র আজ বাধ্য হইতেছে কংগ্রেস কর্ম্মীদের মুক্তি দিতে, আমলাতন্ত্র আজ বাধ্য হইতেছে ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিসর একটু একটু করিয়া বাড়াইতে। ৯ই আগষ্ট আমলাতন্ত্রের শক্তি বাড়িয়াছিল। পঞ্চমবাহিনীর পন্থায় স্বদেশপ্রেমিকেরা যত দিন জোরের সাথে চলিয়াছিলেন ততদিন আমলাতন্ত্রের সে শক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল, দুর্ব্বল আমলাতন্ত্র অগ্রসের শক্তি ধারণ করে বলিয়াই দেশবাসীর মনে হইয়াছিল। কিন্তু আজ দেশরক্ষার বিরুদ্ধে জনতার আক্রমণ শান্ত হইবার পর আমলাতন্ত্রের শক্তি কমিতেছে।

পঞ্চমবাহিনী যেখানে প্রবল, আমলাতন্ত্রও সেখানে প্রবল। কমিউনিষ্ট পার্টি যেখানে সবল সেখানে পঞ্চমবাহিনীও দুর্ব্বল, আমলাতন্ত্রও দুর্ব্বল।

কিন্তু এই সহজ কথাটাই আজও দেশপ্রেমিকেরা বোঝেন নাই। আজও তাঁহারা পঞ্চমবাহিনীকে ঘৃণা করিতে শেখেন নাই, আজও তাঁহারা আমলাতন্ত্রের উপর আক্রোশে শোধ নিবার জন্য ৯ই আগষ্টের পন্থাকেই আদর্শ বলিয়া মনে করেন, আজও তাহারা বোঝেন নাই যে ৯ই আগষ্ট জাতিকে সবল করে নাই, দুর্ব্বল করিয়াছে। আজও তাঁহাদের অধিকাংশ অচল অবস্থা জীয়াইয়া রাখিবার পক্ষপাতী, আজও তাঁহারা লীগের সঙ্গে একতা স্থাপনের পথে বিরাগী নন।

কমিউনিষ্ট পার্টি আজ দেশপ্রেমিকদের আহ্বান করিতেছে অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য, ৯ই আগষ্টের পন্থা বর্জ্জন করিবার জন্য। ৯ই আগষ্টের পন্থা কংগ্রেসের পন্থা নয়, ৯ই আগষ্টের পন্থা পঞ্চমবাহিনীর পন্থা। কংগ্রেসের নাম জাল করিয়া পঞ্চমবাহিনীই এই পন্থায় কংগ্রেসভক্তদের নাকে দড়ি দিয়া ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। গান্ধীজী কারাগারের ভিতর হইতে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, কারাগারের বাহিরে গোপীনাথ শ্রীমাতব প্রভৃতি কংগ্রেসসেবীরা ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেছেন।

কংগ্রেসের নামে ৯ই আগষ্টের পন্থাকে নিন্দা করুন, ৯ই আগষ্টের পন্থা হইতে, দেশরক্ষার বিরুদ্ধে গোলযোগ সৃষ্টির রাস্তা হইতে স্বদেশভক্তদের ফিরাইয়া আনুন, জাতীয় একতার পথে, দেশরক্ষার পথে, সংকট সমাধানের পথে স্বদেশভক্তরা অগ্রণী হউন। এই পথে আসিয়া দাবী করুন গান্ধীজীর মুক্তি চাই, কংগ্রেসের সমস্ত নেতাদের মুক্তি চাই। পঞ্চমবাহিনীকে দূর করিয়া দিলেই স্বদেশপ্রেমিকদের অভিযান সবল এবং সফল হইবে।

কয়লা খরচে বেশী কাজের চেষ্টা হইত। এই চেষ্টা বাংলা সরকারকেও চুপ করিয়া থাকিতে দিত না। ভারত গভর্ণমেণ্টের উপর জোর চাপ পড়িত। তাহাড়া, জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য বাংলা সরকারের হাতে যে বরাদ্দ কয়লা মাসে মাসে দেওয়া হয়, তাহা রেশনিং প্রথায় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা দরকার ছিল। তা হয় নাই বলিয়া অনেক সময় মজুতকারীর ঘরে গিয়া কয়লা জমিয়াছে এবং এখন হঠাৎ সাময়িক সংকট দেখা দিয়াছে। সরবরাহ বিভাগ তাহাই করিয়াছে যে স্পেশাল ট্রেণে কয়লা আসিতেছে। এই কয়লা যাতে রেশনিং করিয়া বিক্রয় হয় তার ব্যবস্থা চাই

আলোচনা

কংগ্রেসসেবীদের অসহায়তা

শ্রীমাতবের প্রস্তাবের পরে যেমন কংগ্রেস-সেবীদের একটী অংশ অচল অবস্থা সমাধানের প্রয়োজন অনুভব করিয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন, তেমনি অপর একটা অংশ সমবয়ে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসী নেতা ডাঃ চারুচন্দ্র ঘোষ এই প্রস্তাব সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—আমার মতে ভারত সরকার স্বীয় মতামত পরিবর্ত্তন না করা পর্য্যন্ত এরূপ সভা করিয়া কোনও লাভ নাই। যদি ভারত সরকার কঠোরতা হ্রাস করেন, তবে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সমস্ত সদস্য লইয়া নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভা ডাকা যাইতে পারে।

ডাঃ ঘোষের এই বিবৃতি হইতে দুইটী বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভা ডাকিয়া তাহাতে বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করার যে দরকার, ইহা তিনিও না মনে করিয়া পারেন নাই। কিন্তু এই দরকারী কাজটী করিবার জন্য তিনি নির্ভর করিতেছেন সরকারের উপর—'যদি ভারত সরকার কঠোরতা হ্রাস করেন!' অধিকাংশ কংগ্রেসসেবীরই মনের গতি এই রকমই। দেশজোড়া সঙ্কটের অবসান করা দরকার ইহা সকলেই অনুভব করিতেছেন, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ সরকারের দিকে। এবং নিজেদের অসহায়তা ঢাকিবার জন্য তাঁরা কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্রের প্রশ্ন তুলিয়া বলিতেছেন—'গান্ধীজী থাকিতে এ আই-সি-সির কোনো ক্ষমতা নাই' ইত্যাদি।

কংগ্রেস কর্ম্মীদের এই অসহায় মনোভাবই আমলাতন্ত্রের হাতে শক্তি জোগাইতেছে। অচল অবস্থা সমাধানের জন্য কংগ্রেসসেবীরা দৃঢ়ভাবে আগাইয়া আসুন, সংকট মিটাইবার দায়িত্ব লইয়া কাজে অগ্রসর হোন—আমলাতন্ত্রের কৌশল ব্যর্থ হইবে, গান্ধীজী ও নেতারা মুক্ত হইবেন।

অ-দলীয় নেতাদের বিবৃতি

অ-দলীয় নেতাদের সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি বর্ত্তমান অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন জানাইয়াছেন যে গান্ধীজী, নেহেরু প্রভৃতি কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দিয়া গত আগষ্ট প্রস্তাবের পুনর্বিবেচনার সুযোগ তাঁদের দেওয়া উচিত। অদলীয় নেতাদের এই আবেদন বর্ত্তমান অবস্থা সমাধানের প্রয়োজন সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের আগ্রহের পরিচয়। কিন্তু এই আবেদনেরও অর্থ শুধু আমলাতন্ত্রের উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকা। সেই জন্যই আমলা-তন্ত্র বার বার এই ধরণের আবেদন উপেক্ষা করিতে সাহস পাইতেছে।

অচল অবস্থা সমাধানের পথে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করিতে নেতারা আগাইয়া আসুন। খাদ্যসংকট ঘুচাইবার জন্য সকল শ্রেণীর জনগণকে মিলিত করুন, কাজে লাগিয়া যান, কংগ্রেস-লীগ মীমাংসার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার যাতে কংগ্রেসী জনসাধারণ মানিয়া লয়, তার জন্য প্রচার করুন—তার ভিতর দিয়া জনসাধারণের একতার যে শক্তি গড়িয়া উঠিবে, তাহাই আমলাতন্ত্রকে বাধ্য করিবে তাঁদের প্রস্তাব মানিয়া লইতে।

দেশবাসীর দুঃখ লাঘবেই গান্ধীজীর আগ্রহ

সড়নাটের কাছে গান্ধীজীর নূতন গৃহ সম্বন্ধে 'ট্রিবিউন' পত্রিকা জানাইতেছে যে,যুদ্ধকালীন অবস্থার দেশের মধ্যে আর্থিক সংকট দেখা দিয়াছে এবং সেই সংকট অবস্থার পড়িয়া গরীব ও দুঃস্থ ব্যক্তিগণ যে অপরিসীম দুঃখ সহ্য করিতেছে, তাহার লাঘব করিবার কথাই উক্ত পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে গান্ধীজী নিজে এই ব্যাপারে বড় লাটকে সহযোগিতা করিবেন এ কথাও পত্রে বলা হইয়াছে।

এই খবর সঠিক কিনা, তাহা এখনও সাব্যস্ত হয় নাই। কিন্তু গতবার গান্ধীজী বড়লাটকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাতেও দেশবাসীর দুঃখ লাঘবের জন্য তাঁর এই রকম আগ্রহই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। দেশবাসীর দুঃখ গান্ধীজীকে কাতর করিয়াছে, সেই দুঃখার অবসানের জন্য তিনি বাহিরে আসিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। আজ সেই দুঃখ আরো বাড়িয়াছে, কারাগারের অন্তরাল হইতে তাই দেশের নেতার এই ব্যাকুলতা আরও বেশী করিয়া প্রকাশ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু জেলের বাহিরে যে সমস্ত কংগ্রেসসেবী আছেন, তাঁরা গান্ধীজীর এই ব্যাকুলতার কতটুকু অংশ গ্রহণ করিতেছেন? ভয়াবহ খাদ্য সংকট দূর করার জন্য তাঁরা কতটুকু দায়িত্ব অনুভব করিতেছেন? তা না হইলে, আজকে এ-আই-সি-সি সভায় অবস্থা পুনর্বিবেচনা করার প্রশ্নকে তাঁরা কোন অজুহাতেই উড়াইয়া দিতে পারিতেন না।

বাংলায় কয়লা-সংকট

কয়লার অভাব বাংলাদেশে প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। শুধু সহরবাসীর নিত্য প্রয়োজনের কয়লারই অভাব হইতেছে, তা নয়; চটকল, কাপড়ের কল, টালা-পলতা জল সরবরাহ কেন্দ্র সব জায়গাতেই কয়লার অভাবে কাজ অচল হইবার উপক্রম হইয়াছে। চটকল ৭ দিনের জন্য বন্ধ রাখা হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় জানান হইয়াছে যে টালা ও পলতায় যে কয়লা আছে, তাতে অল্প কয়েকদিনের বেশী চলিবে না।

কয়লার অভাবের কারণ এই যে,রেলওয়ে ওয়াগনের অভাবে কয়লা আনিতে পারিতেছে না। আইন সভার মিঃ হুসেয়দী জানাইয়াছেন যে ইহার সমস্ত দায়িত্ব ভারত সরকারের। ভারত সরকার কল কারখানায় সাধারণের ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ কয়লা নিয়মিত সরবরাহ করিতে পারে নাই, তাই এই অবস্থা। চটকল, কাপড়ের কল প্রভৃতির মালিকরা, কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ—ইঁহারাও এই একই কথা বলিয়াছেন।

কয়লা-সংকট ভারত সরকারের অক্ষমতা ও দায়িত্বহীনতারই পরিচয়। ওয়াগন কনট্রোল করিতে গিয়া এমন অবস্থা সৃষ্টি হইল, যাতে কল-কারখানা, জল-সরবরাহ, লোকের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে কি দেশরক্ষার ব্যাঘাত হইল না? মিলিটারী প্রয়োজনের চেয়ে কয়লা-সরবরাহের প্রয়োজন কোনো অংশে কম জরুরী নয়, এই খেয়াল যদি আমলাতান্ত্রিক কর্ম্মচারীদের থাকিত,তবে যেমন করিয়াই হউক দরকার মত ওয়াগনের ব্যবস্থা যাইত। কেননা, ওয়াগনের ব্যবস্থা করাটা নির্ভর করে রেলওয়ের উত্তর কার্য্য প্রণালীর উপর ও কর্ত্তৃপক্ষ ও মজুরের কাজের সহযোগিতার উপর।

কিন্তু, দায়িত্ব কলকারখানার মালিক, কর্পোরেশন, বাংলা সরকার—ইহাদেরও কম নয়। উৎপাদন ব্যবস্থায় কর্ত্তৃপক্ষ যদি মজুর ও জনসাধারণের সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিত, তবে উৎপাদন চালু রাখিবার জন্য কয়লার অভাব সময় থাকিতে পূরণ করিবার চেষ্টা বেশী করিয়া হইত। অল্প

(শেষাংশ সম্পাদকীয়-এর নীচে দেখুন)

৫০ হাজার মেম্বর করিব

উৎপাদন বাড়াইব

চটকল মজুর প্রতিনিধি সম্মেলনের শপথ

★

গত আড়াই মাস ধরিয়া গোটা চটকল অঞ্চলের আড়ালিয়া মজুরের ভিতর বিরাট আন্দোলন চলিতেছিল। দেশরক্ষার জন্য মজুররা পয়সা বাড়াইবে, মজুরের অভাব অভিযোগের জন্য তদন্ত কমিটি বসাইতে হইবে। ইহাই ছিল মজুরের দাবী। গত ১৮ই জুলাই চটকল মজুরদের ২৫০ জন প্রতিনিধি কলিকাতার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া এই আন্দোলনের হিসাব নিকাশ গ্রহণ করেন।

রাজগঞ্জ, সীকরাইল, মাণিকপুর, আলমবাজার, বেলেঘাটা, শিবপুর, মুংড়ি, বিধিরপুর, শ্রীরামপুর, চেঙ্গাইল, রিসড়া, বালী, তেলিনিপাড়া, ভদ্রেশ্বর, বজবজ, সালকিয়া, কোনগর, জগদ্দল, নদীয়া প্রভৃতি চটকল এলাকার সমস্ত স্থান হইতে প্রতিনিধিরা আসিয়া মিলিত হন। প্রতিনিধিদের মধ্যে ১১ জন ছিলেন মেয়ে মজুর। প্রতিনিধিরা দলে দলে মিছিল করিয়া শ্লোগান দিতে দিতে সভা হলে উপস্থিত হন।

সভার প্রথমে গান করেন কোনগরের কমরেড বিপদ। তাঁহার গানের বিশেষত্ব ছিল তিনি সভার দাঁড়াইয়া গান রচনা করিতে করিতে গাহিতে থাকেন। কমরেড বিনয় রায়, ইরশাদ, রাজগঞ্জের পরশুরাম ও রামচরণ, বালি ইউনিয়নের সভাপতি মকর ভতোরা', চতুর আলি, প্রভৃতি গান করেন। এই সব গানে উৎসাহিত হইয়া কমরেড বিপদও সভার দাঁড়াইয়া গান রচনা করিয়া গাহিতে থাকেন। চটকল মজুরদের আন্দোলনের মাঝে গান একটা বিশেষ অংশ নিয়াছিল, এই সম্মেলনেও তাহা সুন্দর ভাবেই প্রকাশ পাইল।

সভার কাজ চালাইবার জন্য সভাপতি পরিষদ গড়া হইল। তাহাতে ছিলেন: কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী, আবুল হোসেন (বজবজ), মহবুব (জগদ্দল), হরেন (সীকরাইল) ও রামপ্রীত পাণ্ডে (কোন্নাপাড়া)। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী চটকল মজুরের গত ১৫ বছরের ইতিহাস দেখাইয়া বলেন এই ১৫ বছরে চটকল মজুররা অনেক লয়লাভ করিয়াছে, অনেক পরাজয়ও তাহার হইয়াছে। কিন্তু আজ আর গতানুগতিক ভাবে চলিবার দিন নাই। দেশের এই মহা সংকটের দিনে দেশরক্ষার বিরাট দায়িত্ব মজুরদেরই। লড়াইয়ের সীমান্তে যেমন সৈন্য লড়িয়া দেশরক্ষা করিতেছে, পয়সা বাড়াইবার কাজ করিয়া মজুর তেমনি ভাবেই দেশরক্ষা করিতেছে, মজুর ভাই পয়সা বাড়াইয়া আপন জান দিয়াও দেশরক্ষা কর, দেশবাসী তোমার দাবীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইবে।

চটকল মজুরদের এই আন্দোলনে নিয়া অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়া কমরেড কনক মুখার্জী বলেন, মজুর মেয়েদের ভিতর প্রবল উৎসাহ দেখিয়াছি। পুরুষদের সাথে মেয়েরাও আগাইয়া আসিয়া দরখাস্তে সহি দিয়াছে, ইউনিয়নের মেম্বর হইয়াছে।

আসামবাজারের মেয়ে মজুর কমরেড দুখমন বিপুল হর্ষধ্বনির মাঝে দাঁড়াইয়া বলেন, মেয়ে মজুররাও যে আর পিছাইয়া নাই তাহার দৃষ্টান্ত আমি নিজে। একটা ছোট সভায় ১০ জন মেয়ে আসিয়াছিল। সেই ১০ জনকেই আমি ইউনিয়নের মেম্বর করিয়াছি। এমন একটি স্থানও দেখাও যেখানে পুরুষরা আসিয়াছে অথচ মেয়েরা আগায় নাই?

কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী বলেন, দেশরক্ষা করিতে হইলে আটা চাই, চাল চাই, ফসল বাড়ানো চাই, তেমনি চাই কারখানায় পয়সা বাড়ান। এই আন্দোলনকে সফল করিতে হইলে কম সে কম পঞ্চাশ হাজার ইউনিয়ন মেম্বরা করিতে হইবে এবং দরখাস্তে লক্ষ চাই আড়াইলক্ষ। আড়াই শত প্রতিনিধি হাত তুলিয়া শপথ করেন তাহারা ইহা পূরণ করিবেনই। ইহার পর বজ্‌তা দেন কমরেড আমেদ আলি (বজবজ) ও বিল-মহম্মদ।

এই সম্মেলনে আড়াইলক্ষ চটকল মজুরের আড়াই শত প্রতিনিধি বিপুল উৎসাহ ও প্রেরণার সাথে পয়সা বাড়াইবার আন্দোলন করিবার শপথ নিয়া সভাহল ত্যাগ করেন।

প্রবল বৃষ্টির মাঝেও পয়সা বাড়াইবার সভা ও শোভাযাত্রা।

১৫ই জুলাই বজবজে পয়সা বাড়াইবার সভা হইবার কথা। কিন্তু সেদিন এত প্রবল বৃষ্টি হয়ে হইল যে মনে হইল সভা আর হইবে না। কিন্তু দেশভক্ত মজুররা সামান্য বৃষ্টিতে ঘাবড়ার না। ৫০০ জন মজুরের একটি শোভাযাত্রা পথে বাহির হইয়া পড়িল। মজুরদের মাঝে সাড়া জাগিল, প্রায় পাঁচশত মজুর সভায় যোগ দিল ও রাত নয়টা পর্য্যন্ত বৃষ্টি মাথায় করিয়াও ধৈর্য্যের সাথে সভার বক্তৃতা শুনিল। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড রণেন সেন। কমরেড প্রভাস রায়, আবুল হোসেন মোল্লা, শচীন দাস উপেন মিস্ত্রি, প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। মজুররা শপথ গ্রহণ করেন:দেশরক্ষার জন্য চটের উৎপাদন বাড়াইব, কয়লার অভাবে যাতে কল বন্ধ না হয় তাহার প্রতিকারের জন্য ডেপুটেশন পাঠাইব, তদন্ত কমিটির জন্য আরও সই জোগাড় করিব, ইউ-নিয়নকে শক্তিশালী করিব।

●

বুক বাইণ্ডার ইউনিয়নের দাবী

কলিকাতা ভবানীপুর অঞ্চলে ২২টি বড় বড় দপ্তরীর দোকান আছে। কিছুদিন হইল মালিকরা কর্ম্মচারীদের ছাঁটাই করিতে সুরু করেন ও ইচ্ছামত মজুরীর হার কমাইতে থাকেন। ইহার প্রতিকারের জন্য বুক বাইণ্ডার্স ইউনিয়ন গত ১৬ই জুলাই এক সভা ডাকেন। এই সভায় ২০টি দোকানের মজুর প্রতিনিধি এবং ৪ জন প্রধান ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। কমরেড গৌর গোপাল মাল্লা ইউনিয়নের তরফ হইতে তাঁহাদের অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন এবং প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত দাবীগুলি পেশ করেন: (১) মজুর ছাঁটাই অবিলম্বে বন্ধ করিতে হইবে (২) মজুরীর হার বাঁধিয়া দিতে হইবে (৩) মন্থলী বাড়াইতে হইবে। মালিকরা কথা দেন শীঘ্রই মালিকদের একটি সভা ডাকিবেন, সেই সভায় মজুর প্রতিনিধিদেরও ডাকা হইবে এবং এই সব দাবী মিটানো সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

জুট ক্যাম্পেনে মেয়ে মজুর

[কনক মুখার্জী]

চটকল মজুরদের মাঝে যে আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে মেয়ে মজুররা একটুও পিছাইয়া নাই। মেয়ে মজুররাও পুরুষের সাথে আগাইয়া চলিয়াছে। যে ৫০ হাজার সই যোগাড় হইয়াছে তাহার ভিতর ৫ হাজারই মেয়েদের সই। বালোর মেয়ে মজুর জারিয়া উঠিয়াছে।

আমরা ৩টি মেয়ে স্লোগান করিয়া জগদ্দল, আলমবাজার, বেলেঘাটা, মুংড়ী প্রভৃতি স্থানে প্রচারে যাই। সেখানে মেয়েদের মাঝে যে উৎসাহ ও প্রেরণা দেখিয়াছি তাহারই দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

৭ই জুলাই, একটি বস্তিতে গিয়াছি। আমাদের দেখিয়া ১০ জন মেয়ে মজুর আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আমরা তাহাদের দরখাস্তে সহি দিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিলাম। ৬ জন আগেই সহি দিয়াছিল। বাকী কয়জনও সহি দিল। প্রথমে তাহারা ভাবিয়াছিল দরখাস্তে সহি দিলেই আটা মিলিবে, খাবার মিলিবে। আমরা তাহাদের ইউনিয়নকে শক্তিশালী করিবার কথা বলিলাম, দেশরক্ষার কথা বলিলাম, বোম্বাইর মেয়ে মজুরদের দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, তাহারা উৎসাহিত হইয়া উঠিল। ১০ জনের ভিতর ১০ জনই ট্রেড ইউনিয়নের মেম্বর হইল। ৩ জনকে লইয়া একটি স্লোগানও তৈরী হইল।

১৭ই জুলাই। আলমবাজারে একটী বস্তি অঞ্চলে গেলাম, বৃষ্টি পড়িতেছে, দূরের লোক মিটিংএ আসিতে পারিল না, কর্ম্মীরাও সকলে আসিতে পারে নাই আর আগে হইতে মিটিংএর প্রচার ও সংগঠনও করা হয় নাই, এখনও স্থানীয় কর্ম্মীরা শৃঙ্খলার সাথে কাজ করিতে পারেন নাই, তবুও মিটিংএর খবর শুনিয়া পাড়ার মেয়ে মজুর জড় হইল, ৩৭ জন মেয়ে মজুর আসিয়াছে। তাহার মধ্যে ৫০ জনই মুসলমান ঘরের মেয়ে। প্রায় সকলেই কোলের ছেলেপুলে লইয়া আসিয়াছে অথচ বৃষ্টির জন্য বাহিরে দাঁড়াইতে পারিতেছে না। কোনমতে একটী স্কুল ঘরে দাঁড়াইলাম, ইহাদের মধ্যে ৩৬ জন বাদে সকলেই দরখাস্তে সহি দিয়াছে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিল তাহারা কেন দরখাস্তে সহি দিয়াছে, ইহাতে কি তাহাদের চাউল, আটার কিছু সুবিধা হইবে আর কেমন করিয়াই বা হইবে ইত্যাদি। আমরা বুঝাইয়া দিলাম যে শুধু সহি দিয়া বসিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না। এই দরখাস্তের উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে প্রথমেই চাই প্রত্যেকটী মজুর ও মেয়ে মজুরের কাছ হইতে সহি আনা ও সকলকে ইউনিয়নের মধ্যে সংগঠিত করিয়া তোলা, আজ শুধু ১ সের চাউল আর আটার কথা আলাদা করিয়া ভাবিলে চলিবেনা সমস্ত দেশবাসীর জীবন, মা-বোনের ইজ্জত রক্ষা করার প্রধান দায়িত্ব আজ মজুরদের হাতে। দেশে এমন কোন মা বা বোন থাকিতে পারে না যে জাপানী দস্যুর হাতে নিশ্চিতে নিজের সন্তান ও মান ইজ্জত বিকাইয়া দিতে পারে, সুতরাং মজুরদের সংগঠনের মধ্যে প্রত্যেকটী মেয়ে মজুরকে আজ একত্রিত হইতে হইবে। সকলের মুখ চিন্তিত হইয়া উঠিল, তাহারা যেন আত্মরক্ষার জন্য নিজেদের দায়িত্ব কিছুটা বুঝিতে পারিল, আমরা তাহাদের ইউনিয়নের সভ্য হইতে বলিলাম, সকলে লজ্জিত হইল যে তাহারা আগে জানিলে পয়সা লইয়া আসিত। ৯জন পয়সা আনিয়াছিল, তাহারা সভ্য হইল। বাকী সকলে তাহাদের বাড়ী যাইতে বলিল। এক জন বলিয়া উঠিল—"তুমি কাহারও উপর বাড়ী বাড়ী যাইয়া সভ্য করিবার ভার দিয়া যাও, নহিলে অনেকেই সভ্য হইতে বাকী থাকিয়া যাইবে।" চার জনকে লইয়া একটী স্লোগান তৈরী হইল, তাহারা ফোটা নিল যে আগামী সপ্তাহের মধ্যে ৫০ জন মেয়েকে ইউনিয়নের সভ্য বানাইবে, একটী "স্বাধীনতা"র পাঠচক্র করিবে, একটী বৈঠক মিটিং ও একটী মেয়েদের সাধারণ মিটিং করিবে।

কে বলে যে মেয়ে মজুররা কিছু বোঝে না? তাহারা কারখানাতে মজুর, আবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ক্ষুধার্ত্ত সন্তানের মা। প্রত্যেকটী মজুরের মত তাহারাও শোষিত, আবার দেশের প্রত্যেকটী ক্ষুধিত সন্তানের মায়ের মত তাহাদের হৃদয় বেদনায় ভরা, প্রত্যেকটী নারীর মত জাপানী দস্যুর হাতে তাহাদেরও মান ইজ্জত আজ বিপন্ন, তবে তাহারা আগাইয়া আসিবেন না কেন? আসল কথা আন্দোলনের ও সংগঠনের বাণী লইয়া আমরা তাহাদের কাছে যাই নাই। অনেকের আবার ধারণা আছে যে মেয়ে কর্ম্মী না থেলে মেয়ে মজুরদের মাঝে কাজ সুরু করা যায় না। এ ধারণা ভুল, ছেলে কর্ম্মী ও মজুরদের পরিচিত যে সব মেয়ে মজুর আছে তাহাদের কাছে তাহারা যাইতে পারে ও মেয়ে কর্ম্মী তৈরী করিতে পারে।

যেখানেই মজুর আন্দোলন ও সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে সেখানেই মেয়ে মজুরদের মধ্যে কাজ করিবার জন্য বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। তাহাতে মজুর আন্দোলন ও নারী আন্দোলন উভয়ই শক্তিশালী হইবে।

বিমানবাহিনীর অফিসারকে সম্বর্দ্ধনা

গত ৮ই জুলাই যশোহর কমিউনিষ্ট পার্টি অফিসে কুমার গুরুক্রম মজুমদার মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। তিনি ভারতীয় বিমান বাহিনীতে অফিসার রূপে যোগ দিতে যাইতেছেন। কুমার গুরুক্রম যশোহরের খ্যাতনামা দেশসেবক ও শিক্ষাব্রতী মৃত যদুনাথ মজুমদারের কনিষ্ঠ পুত্র। কুমার গুরুক্রম নিজেও একজন প্রগতিশীল ভাবধারা সম্পন্ন যুবক ও বহু জন হিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত।

এই সম্বর্দ্ধনা সভায় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান প্রভৃতি বিশিষ্ট নাগরিকগণ যোগ দেন। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুরেন হালদার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ হইতে কমরেড সুকুমার মিত্র, কৃষ্ণবিনোদ রায়, প্রফুল্লকুমার রায় চৌধুরী ফাসিজমের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দানের

ফসল বাড়ানোর কাজে
কৃষকদের সাথে কর্ম্মীরাও
কৃষক সমিতির চেষ্টায় চাষের জন্য জমি ও বীজধান সংগ্রহ

যশোহর
কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের সংকল্প—
—পতিত জমি আবাদ করিব

১৪ই জুলাই হইতে যশোহর সহরের নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিতে 'খাবার ফসল বাড়াও' আন্দোলন সুরু হইয়াছে। ১২ই জুলাই পার্টি-কর্ম্মীদের সাধারণ সভায় ফসল বাড়ান আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সভায় চাঁচড়া, আরবপুর ও ফতেপুর—সহরের পার্শ্ববর্ত্তী এই তিনটি ইউনিয়নে আন্দোলন চালাইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৩ই জুলাই কর্ম্মীরা বিভিন্ন গ্রামের কৃষক সমিতির কর্ম্মী ও কৃষকদের সহিত আলোচনা করিয়া উদ্যোগ আয়োজন করেন। ১৪ই জুলাই পার্টির জেলা কমিটির সম্পাদকের নেতৃত্বে সহর হইতে একটি স্কোয়াড চাঁচড়ার উপস্থিত হইয়া চাঁচড়া পার্টিসেলের কর্ম্মীদের সহিত মিলিত হন। চাঁচড়া খাদ্য কমিটির সম্পাদক পার্টি সভ্য কমরেড সুধাংশু বসুর নেতৃত্বে একটি জমি চাষ আরম্ভ হয়। সুধাংশু মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে হইয়াও বর্ত্তমানে চাষীর জীবনই আরম্ভ করিয়াছেন। জেলা কমিটির সম্পাদকসহ সকল কর্ম্মীই লাঙ্গল ধরিয়া কিছুক্ষণ চাষ করেন। মোট দশ কাঠা জমিতে চাষ দেওয়া হয়। উক্ত অঞ্চলে মোট ৬ বিঘা ১২ কাটা পতিত জমি আবাদ করা হইয়াছে। কর্ম্মীরা পরে হড্ডের বিলের মধ্যে গিয়া চাষীদের সহিত আলোচনা করেন এবং খাবার ফসল বাড়াও আন্দোলনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দেন।

দুই ঘণ্টা কাল এই অঞ্চলে কাজ করিবার পর কর্ম্মীরা দুই মাইল দূরবর্ত্তী তাড়ুরিয়া বেড়-বাড়ী গ্রামের দিকে যান এবং মাঠের কৃষকদের সহিত এক ঘণ্টা কাল আলোচনা করেন। কৃষকরা এই আলোচনায় বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করে। নানা রকম অসুবিধার দরুণ ঐ অঞ্চলে পতিত জমিতে এখনও কাজ সুরু করা যায় নাই। কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির কর্ম্মীরা এই সকল অসুবিধা দূর করিয়া কৃষকদের সাহায্য করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

ময়মনসিংহ
খাবার ফসল বাড়াইতেই হইবে

রসিদাবাদ ইউনিয়নের অগ্রনী কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের আটক রাখা সত্ত্বেও অন্যান্য কমিউনিষ্ট ও কৃষক কর্ম্মীদের উদ্যোগে 'ফসল বাড়াও' সপ্তাহের কাজ সুরু হইয়াছে। মহিলা স্কোয়াড, কিশোর স্কোয়াড ও কৃষক স্কোয়াড গ্রামে গ্রামে বৈঠক সভা করিয়া, প্রচার চালাইয়া জনগণকে দেশরক্ষার জন্য ফসল বাড়াইতে উৎসাহিত করিয়া তুলিতেছে। বীজ ধান ও পতিত জমি সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। ইতিমধ্যেই ২৩ সের বীজধান ও ১০০ একর জমি সংগ্রহ হইয়াছে। আটক কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা মুক্তি পাইলে এই অঞ্চলে 'ফসল বাড়াও আন্দোলন খুবই জোরদার হইত।

রংপুর
জনগণের শপথ—জমি অনাবাদী রাখিব না

ডোমার থানার সোনারায় গ্রামে কলমদার নদীর স্রোত সেখানকার এক জোতদার বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফলে সোনারায় চিকনমাটির বহু কৃষক ও জোতদারের ৫ হাজার বিঘা জমি জলে ডুবিয়া থাকে। ঐ জমিতে ৮০।৯০ হাজার মণ ধান জন্মান সম্ভব। মাঝে মাঝে কোন কোন বৎসর কৃষকদের চেষ্টার ফলে সরকারের তরফ হইতে ঐ বাঁধ কাটিয়া দেওয়া হইত—কিন্তু ঐ জোতদার তাহার নিজের সুবিধার জন্য আবার তাহা বন্ধ করিয়া দিত, গত কুড়ি বৎসর যাবত ব্যাপার এমনি ভাবেই চলিতে থাকে। শেষের দিকের কয়েক বৎসর জনসাধারণ হতাশ হইয়া উক্ত বাঁধ ভাঙ্গিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই, ফলে ঐ আবাদযোগ্য জমি অনাবাদীই পড়িয়া থাকে। কিন্তু এই বৎসর ডোমার খাদ্য কমিটির কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণ ঘটনা স্থলে যাইয়া স্থানীয় জোতদার ও কৃষকগণের সহিত আলোচনা চালান এবং ঐ অনাবাদী জমি যাহাতে চাষ হইতে পারে তাহার উপায় স্থির করেন, খাদ্য কমিটিও ইউনিয়ন বোর্ড ঐ বাঁধ কাটিয়া দিবার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাইয়া প্রস্তাব পাশ করে এবং টেলিগ্রাম করিয়া এস, ডি, ওকে জানান হয়। জনসাধারণের মিলিত দাবী জানিতে পারিয়া এস, ডি, ও ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া উক্ত জোতদারকে ডাকিয়া বাঁধ কাটিয়া দিবার হুকুম জানাইয়া দেন এবং কৃষক ও জোতদারদের জল নিকাশের বন্দোবস্ত করিতে সোনারায় খাদ্য কমিটি স্থানীয় কৃষক ও দিন মজুরদের সহিত এক হইয়া ঐ বাঁধ কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রায় ১ মাইল পরিমান স্থান কাটিতে হইবে, ডোমারের কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা ঐ স্থানে উপস্থিত থাকিয়া নিজেরাই হাতে কলমে কাজ সুরু করিয়া দিয়াছেন। কৃষকদের ভিতর খুবই উৎসাহ আসিয়াছে—এবার এই অঞ্চলে ঐ বিরাট ভূমিখণ্ডে আবাদ হইবে—"খাবার ফসল" বাড়াইয়া দেশ রক্ষার ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা যাইবে।

কৃষক সমিতির চেষ্টায় বীজধানের জন্য ৯৯৬২৲ টাকা আদায়

২৪ পরগণা—খাঁটুরা কৃষক সমিতির উদ্যোগে গত ১৮ই জুলাই গোবরডাঙ্গায় 'খাবার ফসল বাড়াও' সপ্তাহ পালন উপলক্ষে প্রাদেশিক কৃষক সমিতির সম্পাদক কমরেড আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। কমরেড সভাপতি, স্থানীয় কৃষক সমিতির সম্পাদক কমরেড নিতাই মণ্ডল, কমরেড বিষ্ণুপদ মণ্ডল ও নরেন্দ্র খাঁ প্রভৃতি খাবার ফসল বাড়ানোর তাৎপর্য বুঝাইয়া বক্তৃতা দেন। কৃষকরা বিশেষ উৎসাহের সহিত ফসল বাড়াইবার সংকল্প গ্রহণ করেন।

কৃষক সমিতির চেষ্টায় সরকারী 'কৃষি বিভাগ' হইতে বীজ ধানের জন্য বিভিন্ন দফায় মোট ৯৯৬২৲ টাকা আদায় হইয়াছে এবং কৃষকদের মধ্যে তাহা বিলাইয়া দেওয়াও হইয়াছে। কৃষকরা তাহাদের নিজেদের সমিতির চেষ্টায় এই টাকা পাইয়া পূর্ণোদ্যমে ফসল বাড়ানোর কাজে লাগিয়া গিয়াছে। কিন্তু দারুন খাদ্যাভাব জন্য তাহাদের কাজে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে, তাই ফসল বাড়ানর কাজে পূর্ণ সফলতা আনিতে আজ সমবেত চেষ্টায় খাদ্য কমিটির ভিতর দিয়া এদের খাদ্যের সংস্থানও করিতে হইবে।

২০০০ বিঘা জমিতে ফসল বাড়াইবার আয়োজন

২৪ পরগণার গোবরডাঙ্গা—খাটুরা অঞ্চলের বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সরকারের নিকট একটি দরখাস্ত করা হইয়াছে। গভীর করিয়া দুইটি পৃথক খাল খননের জন্য খরচের হিসাব ও নয়া জেলার কৃষক বিভাগের অফিসারের নিকট দাখিল করা হইয়াছে। দুইটি খালের খরচের :বরাদ্দ ১৮৫১।৬ এবং ২৮১০০৲ টাকা। উক্ত খাল সংস্কার করা হইলে ২০০০ বিঘারও অধিক জমিতে ফসল ফলিবার অনিবার্য্য সম্ভাবনা আছে। আজিকার দিনে ফসল বাড়াইবার আবশ্যকতা সবাই বুঝিতে পারিয়াছে তাই সকলে সমবেত হইয়া আওয়াজ তুলিয়াছেন—ঐ খাল দুইটি সংস্কার করিতে হইবেই এবং পতিত ২০০০ জমিতে ফসল উৎপাদন করিবই।

ফসল বাড়ানো, ফসল বাঁচানো দুইই দেশরক্ষার কাজ

নদীয়া—বামনপুকুর অঞ্চলে গতবার ভীষণ অন্নাভাব দেখা গিয়াছিল এবং এখনও এই অঞ্চলে প্রায় সমস্ত কৃষক ছোলা, কলাই প্রভৃতি খাইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে। আজ কৃষক সমিতির আন্দোলন কৃষকদের মধ্যে নূতন সাড়া জাগাইতেছে। তাহারা আজ শিখিয়াছে যে তাহাদের বাঁচিবার ব্যবস্থা ও দেশকে রক্ষার দায়িত্ব তাহাদের নিজেদেরই পালন করিতে হইবে—তাহারা আজ হতাশার পথে যায় নাই। তাহারা নিজেদের এলেটোয় ৫০ বিঘা অনাবাদী জমিতে চাষ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। কৃষকদের সংঘবদ্ধ শক্তি আজ দেশরক্ষার কাজে এই জমি গ্রাম্য জোতদারদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছে। এই আন্দোলনের ফলে কৃষক সমিতি খুব জোরদার হইয়াছে। নূতন ইউনিয়ন সমিতি গঠিত হইয়াছে।

গঙ্গার বন্যায় প্রতিবৎসর ব্রহ্মনগর ও বামনপুকুর অঞ্চলে হাজার হাজার বিঘা জমি ডুবিয়া যায়। এই বৎসর কৃষক সমিতির নেতৃত্বে প্রত্যহ ৮০ জন কৃষক দুই জায়গায় গঙ্গার বাঁধ বাঁধিতেছে। এত দিন সরকারের মুখের দিক চাহিয়া কোন ফলই পাওয়া যায় নাই—তাই আজ কৃষকরা তাহাদের জমির ফসল বাঁচাইবার দায়িত্ব নিজেরাই নিয়াছে—কিন্তু এই বাঁধ খুব শক্ত ও স্থায়ী করিতে গেলে সরকারের সাহায্যও প্রয়োজন। নদীয়া জেলার সদর মহকুমায় খাদ্য ফসল বাড়াইতে হইলে গঙ্গার এই অঞ্চলে ও আশে পাশে শক্ত বাঁধ দিতে হইবে। কৃষকরা আগাইয়া আসিয়া নিজেদের স্বদেশ প্রেমের প্রকৃত পরিচয় দিয়াছে,—তাহাদের সম্মিলিত দাবী সফল না হওয়া পর্যান্ত তাহারা থামিবে না।

দেশরক্ষার ডাকে জোতদাররাও আগাইয়া আসিতেছে

জলপাইগুড়ী—বোদা থানার ৪ নং ধাক্কামারা ইউনিয়নের জোতদার আবেদিন চৌধুরী এবং পাচাগড় থানার ৩ নং ইউনিয়নের জোতদার জালালউদ্দিন আহম্মদ, উপেন্দ্রচন্দ্র মণ্ডল ও ফাগু মহম্মদ সকলেই তাহাদের অনাবাদী জমি চাষ করিয়া ফসল বাড়াইবার সংকল্প নিয়াছেন। সর্ব্বসমেত মোট ১৪০ বিঘা অনাবাদা জমি আবাদের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহার ভিতর ৫০ বিঘাতে ধান ও বাকী অংশে চৈতালি ফসল হইবে। স্থানীয় কৃষক সমিতির কৃষকরা এক জোটে ঐ জমি চাষ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

সংকট সমাধানের জন্য ● খাদ্য পাইবার জন্য
জাতীয় ঐক্যের পথে কংগ্রেস ও লীগ দেশভক্ত
শ্রীবাস্তবের প্রস্তাব সমর্থনে কংগ্রেসসেবীরা

বদরগঞ্জ প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটীর সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই কমিটীর সভাপতি বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবী ও তাঁর দুইজন সহকর্ম্মীও এই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

* * * যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেসনেতা ও এ-আই-সি-সির সভ্য সঙ্ঘ-কারামুক্ত শ্রীগোপীনাথ শ্রীবাস্তব অরাজকতা ও ধ্বংস কার্য্যের বিরুদ্ধে সত্যোল্লভাতি সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়া কংগ্রেস-লীগ একতা গঠনের জন্য কংগ্রেস সেবীদের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন এবং এ-আই-সি-সির সভা ডাকিয়া বর্ত্তমান অবস্থার আলোকে ৮ই আগষ্টের প্রস্তাবের পুনরালোচনা করিবার জন্য যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, বদরগঞ্জ কংগ্রেসের এই সভা তাঁহাকে তাঁহার এই প্রচেষ্টার জন্য অভিনন্দিত করিতেছে ও তাঁহার মনোভাবকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছে।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভা সর্ব্বতোভাবে ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী এবং মিলিত জাতিসমূহের উদ্দেশ্যের সহিত এক মত। সুতরাং সে প্রচেষ্টা কংগ্রেসের মূলনীতি পূরণে সহায়ক এবং তাহা গ্রহণ করিবার অধিকার প্রত্যেক কংগ্রেসসেবীর আছে।

স্বাঃ শ্রীঅক্ষয়কুমার ভৌমিক, সভাপতি ও অন্যান্য

মুসলিম সমাজের সন্দেহ দূর করুন
কংগ্রেসসেবীর প্রতি মুসলিম লীগ কর্ম্মীর আবেদন

কংগ্রেসের মুখপাত্র ও দেশসেবীদের মুক্তি ভিন্ন ভারতের স্বাধীনতা কখনই আসতে পারে না। কংগ্রেসের সম্বন্ধে এখনও মুসলিম সমাজের মধ্যে একটা খারাপ ধারণা আছে। সেই ধারণা মুসলিম সমাজ হতে দূর করার জন্য জেলের বাইরে যে সমস্ত কংগ্রেসসেবী আছেন তাঁদের প্রচার ও কর্ম্মপদ্ধতি দ্বারা তাঁরা মুসলিম সমাজের এই সন্দেহজনক ধারণাকে দূরীভূত করতে পারেন। * * সমস্ত দলাদলি ভুলে বাঙ্গালার অন্নসমস্যা ঘুচাবার জন্য আমি সমস্ত কংগ্রেস কর্ম্মীকে আহ্বান জানাই। তাঁদেরকে মুসলিম লীগের জনৈক কর্ম্মী হিসাবে বিনীতভাবে জানাতে চাই যে তাঁদের কর্ম্মপদ্ধতিই মুসলিম সমাজের মনে একটা অবিশ্বাসের ধারণা জন্মে দিচ্ছে। নচেৎ মুসলিম সমাজ তদুপরি মুসলিম লীগ প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির জন্য কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করতো। * * *

স্বাঃ নাইমুদ্দিন আহাম্মদ,
হুগলী জেলা মুসলিম ছাত্র লীগ।

জেল হইতে কংগ্রেস-কর্ম্মীর ঘোষণা

বাঁকুড়ার খ্যাতনামা কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত জগদীশ পালিত তাঁর বন্ধু এক কমিউনিষ্ট কর্ম্মীর কাছে লিখিয়াছেন :—

"...দেশের এই সংকটজনক মুহূর্ত্তে কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মপন্থাই সকল প্রতিষ্ঠানের গ্রহণ যোগ্য। নাশকতা মূলক কার্য্য ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গের, বিশেষ ভাবে জাপ-আক্রমণের সুবিধা করে। সে জন্য বিভ্রান্ত দেশ সেবকগণ যাহাতে উক্ত পথ হইতে বিরত হইয়া ফ্যাসিষ্ট বিরোধী প্রচার কার্য চালায়, আত্মরক্ষা কমিটী গঠন করে, খাদ্য ও বস্ত্র সংকটের জন্য কমিটী গঠন ও ফসল বাড়ানোর প্রসার ইত্যাদির জন্য সকল প্রতিষ্ঠানের লোকদ্বারা সমিতি গঠন করিয়া কার্য্যব্যবস্থা করে, তার উপায় নির্দ্ধারণ করা উচিত। * * * বাইরের বহুমুখী সমস্তার মধ্যে দেশবাসীর দুঃখ দৈন্যের অংশগ্রহণ করা এবং তোমাদের সাথে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি মিলিত হয়ে বাইরের কাজকে সফল করার সুযোগ পেলে বর্ত্তমান অবস্থায় আনন্দেরই হবে। তুমি আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের আমাদের অভিমত জানাবে।....."

দেশপ্রেমের পতাকার তলে সবাই
কৃষক, মোড়ল, জোতদার, পাইকার

জলপাইগুড়ি

লাঙ্গল গ্রামের নিকট নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় প্রত্যেক বৎসর নিকটবর্ত্তী সমস্ত শস্যক্ষেত্র হইতে বর্ষা ও বৃষ্টির জল সহজেই নিষ্কাষিত হইয়া যাইত। ফলে ঐ সমস্ত স্থানে জলের অভাবে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হইত না। এবার কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির "খাদ্য ফসল বাড়াও" আন্দোলনের ফলে কমিউনিষ্ট কৃষকদের নেতৃত্বে ঐ অঞ্চলের সমস্ত কৃষক দেশরক্ষার জন্য খাদ্য ফসল বাড়াইতে আগাইয়া আসে। তাহাদের প্রথমেই নজরে পড়ে ঐ বাঁধটি যাহা সারাইতে পারিলে এই বর্ষার সময় জল আটকাইয়া ঐ অঞ্চলের সমস্ত জমিকে শস্য লাগাইবার উপযোগী করা সম্ভব। তাহারা ইউনিয়ন বোর্ড ও জোতদারদের নিকট আবেদন জানাইয়া ব্যর্থ হয় কিন্তু তাহাতে তাহারা হতাশ না হইয়া খাদ্য শস্য বাড়ান বিষয়ে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লাগিয়া যায়। তাহারা নিজেদের ভিতর চাঁদা তুলিয়া ১০০৲ টাকা উঠায়। ঐ টাকা দ্বারা এবং নিজেরা খাটিয়া সকলে মিলিয়া ঐ বাঁধটি বাঁধিয়া ফেলে। ফলে এবার বর্ষায় ১২৫০ বিঘা জমিতে তাহারা জল আটকাইতে পারিয়াছে। আগামী মরশুমে ঐ জমিতে তাহারা শস্য লাগাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এইভাবে খাদ্য শস্য বাড়ান সম্বন্ধে বাস্তব কার্য্য ক্ষেত্রে তাহারা এক ধাপ আগাইয়াছে।

অতি লাভ বন্ধ হইল

ঐ অঞ্চলের সমস্ত হাটে টাকা ভাঙ্গাইতে টাকা প্রতি চারি আনা বাটা লইতে এবং তাহাও দোকানদারগণ প্রায়ই দিত না। কৃষক সমিতি ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করে। কৃষক সমিতির ভলান্টিয়ারগণ হাটের প্রত্যেক দোকানে পাহারা দিতে থাকে এবং তাহারা যখনই দোকানে এক টাকার মত ভাঙ্গানী জমে তখনই পরবর্ত্তী যে লোক টাকা ভাঙ্গাইতে আসে তাহাকে পয়সা দেওয়ার জন্য দোকানদারকে বলে এবং দেয়। ইহার ফলে গরীব লোকদের খুবই সুবিধা হইয়াছে—মিথ্যা কথা বলিয়া দোকানদাররা আর ভাঙ্গানী নাই বলিয়া অসুবিধা সৃষ্টি করিতে পারিতেছে না এবং কয়েকটি হাটে বাট্টার উপদ্রব বন্ধ হইয়াছে। সমিতির ভলান্টিয়াররা দোকানদারদের দেশপ্রেমের নামে এই অন্যাচার বন্ধ করিতে অনুরোধ করিতেছে এবং এই প্রচারের ফলে অনেকেই বাট্টা প্রথা বন্ধ করিতে রাজী হইয়াছে।

দেশপ্রেমের ডাকে সাড়া

লাঙ্গল গ্রাম এলাকার লালসেরী হাটে এক পাইকার এই অন্ন সংকটের সময় চড়া লাভে বাহিরে চালান দেওয়ার জন্য চাউল কিনিতেছিল। ঐ এলাকায় খাদ্য শস্যের খুবই অভাব, লোকে না খাইয়া দিন কাটাইতেছে। কৃষক সমিতির কৃষকরা ঐ পাইকারকে ঐ এলাকায় কত ঘাটতি পড়িয়াছে তাহা দেখাইয়া দেশপ্রেম ও মানবতার নামে তাহার নিকট আবেদন করে যাহাতে এই ঘাটতি এলাকা হইতে লাভের আশায় সে চাউল বাহিরে না পাঠায়। যাহারা হাটে চাউল না পাইয়া ফিরিয়া যাইতেছে, তাহাদের নিকট ঐ চাউল বিক্রী করিতে অনুরোধ জানায়। পাইকার এই ডাকে সাড়া না দিয়া পারিল না—দেশপ্রেমের ডাক জয়ী হইল। পাইকার কোন লাভ না পাইয়া সমস্ত চাউল ভলান্টিয়ারদের সাহায্যে গরীবলোকদের বিক্রী করিল এবং কৃষক সমিতির কাজে যোগ দিবে বলিয়া রাজী হইল।

দুঃস্থদের সাহায্যার্থে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা আগাইয়া আসিল

রংপুর—গরীবদের ভিতরে ১৲ টাকা দরে চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থার পরেও দেখা গেল সহরের বহু গরীব ঐ দামেও চাউল কিনিতে পারে না। কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীরা তাই গরীবদের জন্য লঙ্গরখানা খোলার প্রয়োজনীয়তা কর্তৃপক্ষকে বুঝাইয়া বলেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রতিনিধিদের জানান যে তিনি এ বিষয় তাহার উপরওয়ালাদের জানাইবেন। ইহার পর ১৬ই জুলাই তারিখে ঠিক হয় যে ১৭ই জুলাই তারিখ হইতে লঙ্গরখানা খোলা হইবে এবং ইহাতে ৫০০ গরীব লোকের এক বেলা খিচুড়ী খাওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে।

বিভিন্ন ওয়ার্ডের খাদ্য কমিটির ভলান্টিয়াররা ১৭ই তারিখে সকাল হইতে ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে সাহায্য সংগ্রহ, অন্যান্য জিনিষ ক্রয়, রাঁধিবার ও লোক খাওয়াইবার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সরকারের বিভিন্ন কর্ম্মচারীরা সহায়তা করিয়াছিলেন। প্রথম দিন ৮৮৪ জন ও তারপর দিন ৭৫০ জন গরীব লোকের খাওয়াইবার ব্যবস্থা এই লঙ্গরখানার মারফৎ হইয়াছিল।

খাদ্য বিতরণ যাহাতে আরও ভালভাবে হইতে পারে তাহার জন্য প্রস্তাব নেওয়া হইয়াছে : (১) সহরে ৪টি কেন্দ্র বিভিন্ন স্থানে খুলিতে হইবে। (২) প্রত্যেক ওয়ার্ড কমিটি অত্যন্ত অসহায় লোকের তালিকা করিয়া তাহাদের ভিতর কার্ড বিলাইবে। (৩) অন্ততঃ আগামী ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত এই লঙ্গরখানা চালু রাখিবার জন্য অর্থের ব্যবস্থা সরকারকে করিতে হইবে।

এই প্রস্তাবগুলি স্থানীয় কেন্দ্রীয় মজুত বিরোধী কমিটির সভ্যগণ ও সম্পাদক অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং আগামী ৪।৫ দিনের মধ্যেই এই নূতন ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

প্রতি গ্রামে গ্রামে খাদ্য কমিটী গড়িয়া উঠিল

মৈমনসিংহ—লেঙ্গুরা এলাকায় খাদ্য-সংকট যখন ভয়াবহ আকার ধারণ করিল, তখন কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা প্রতি গ্রামে খাদ্য কমিটি গড়িয়া তুলিল। কৃষকগণ কাহারও অপেক্ষায় না থাকিয়া নিজেরাই সংকট সমাধানে আগাইয়া গেল এবং খাদ্য কমিটির সক্রিয় কাজের ফলে দেশরক্ষার কাজে গ্রাম্য কৃষক, মোড়ল, জোতদার ও মহাজনকে একজোট করিল। লেঙ্গুরার খাদ্য কমিটি ঝাসাউড়ার চান্দু সাহা নামক মহাজন ও গ্রামের কৃষক মোড়লের নিকট হইতে জুন ও জুলাই মাসে মোট ৫০০৲ টাকা আদায় করিল। উত্তর নোয়াপাও খাদ্য কমিটি নিজ গ্রামের কৃষক মোড়লের নিকট হইতে ৮০/০ ধান ও ১৬০৲ টাকা আদায় করিয়া কৃষকদের ভাগ করিয়া দিল। তরতপুর খাদ্য কমিটি নিজ গ্রামের জন্য ৪৪/০ মণ ধান, /৭॥০ সের চাউল ও ৩৬৲ টাকা গ্রামের মণ্ডলের নিকট হইতে আদায় করিয়াছে। দক্ষিণ নোয়াপাও খাদ্য কমিটি ঝালাউড়ার লোকনাথ সাহার নিকট হইতে ৩০০৲ টাকা এবং ৩০/০ মণ ধান আদায় করিয়া তাহা গ্রামের গরীব কৃষকদের নিকট বিতরণ করিয়াছে। চৈতন্যনগর খাদ্য কমিটি পোগ্রা গ্রামের এক মহাজনের নিকট হইতে ৩০০৲ টাকা ঋণ করিয়া ১৮২৲ টাকা পাইয়াছে। বাকী টাকা শীঘ্রই পাওয়া যাইবে। এই সাহায্য গরীব চাষীদের বাঁচাইতেছে।

নয়ানকান্দি খাদ্য কমিটি ১৩।০ মণ ধান গ্রামের মোড়লের নিকট হইতে কর্জ্জ আনিয়াছে। নয়ানকান্দি অতি ছোট গ্রাম, মাত্র ৩০টি পরিবারের বাস। কালিকাপুর খাদ্য কমিটি গ্রাম হইতে ১৩।০ মণ ধান গরীব ও দুঃস্থদের জন্য যোগাড় করিয়াছে। পশ্চিম লেঙ্গুরা খাদ্য কমিটি ১৫।০ মণ ধান বিলির জন্য যোগাড় করিয়াছে।

দেশরক্ষায় চরকার কাজ

মৈমনসিংহ—টংক এলাকায় গোয়াগাও গ্রামে কাপড়ের অভাব মিটাইবার জন্য মহিলা কর্ম্মীগণ চরকায় প্রবর্ত্তন করিতেছেন। এ যাবৎ ৭০টি চরকা কৃষক সাধারণের পরিবারে চালু করা হইয়াছে, লেঙ্গুরা গ্রামাঞ্চলে মোট ১২টি চরকা কাজে লাগান হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে আওয়াজ উঠিয়াছে—"ঘরে ঘরে চরকার মারফৎ কাপড়ের অভাব দূর কর, সংকট সমাধানের মধ্য দিয়া দেশরক্ষার ব্যবস্থা মজবুত কর।"

কালিকাপুর, ব্যাঘপুর, বেলতলী, ডেকনীপাড়া প্রভৃতি গ্রামেও পুরাদমে চরকার কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

দেশরক্ষার জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করো
চট্টগ্রামের একতাবদ্ধ ছাত্রদের আন্দোলন

গত ১৯শে জুলাই 'চট্টগ্রাম সপ্তাহের' প্রথম দিনে চট্টগ্রামে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের এক সভায় এই আওয়াজ তোলা হয় : ছাত্র প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করিতে হইবে—তারজন্য ছাত্রদের রেশন, বিনামূল্যে বাসস্থান, শিক্ষকদের দুর্মূল্য ভাতা প্রভৃতি দিতে হইবে। সভা উদ্বোধন করিয়া মুসলিম ছাত্র সংগঠনের সম্পাদক মিঃ এম, আজিদ বলেন যে, আজ শিক্ষা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য হিন্দু-মুসলমান সব ছাত্র এক হইয়াছে। নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের যুক্ত সম্পাদক কমরেড প্রভাত দাসগুপ্তও বক্তৃতা করেন। তিনি 'চট্টগ্রাম সপ্তাহ' পালনের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দেন। স্থানীয় কলেজের অগ্রণী অধ্যক্ষ বলেন : আজ ছাত্ররা যে তাহাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রক্ষার জন্য আগাইয়া আসিয়াছে, ইহাতে তিনি খুবই আনন্দিত। অনেকে এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে বা চলিয়া যাইবার চিন্তা করিতেছে, কিন্তু সমস্তা দেখিয়া পালাইলে সমস্তার সমাধান হয় না। জেলা জনরক্ষা কমিটীর সম্পাদক কমরেড পূর্ণেন্দু দস্তিদার, জেলা ছাত্রফেডারেশনের সম্পাদক মধু সিংহ প্রভৃতিও বক্তৃতা দেন। সভায় 'শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান রক্ষা কমিটী' নামে একটী কমিটী গঠিত হয়। কমিটীর সাহায্য ফাণ্ডের জন্য সভাতেই ২৫০৲ টাকা সংগৃহীত হয়। ২৭ জন ভলান্টিয়ার এই সভাতেই পাওয়া যায়।

খাদ্য সংকটের সাথে কলেরা-মহামারী
● সকলের মিলিত চেষ্টায় কলেরা দমন অভিযান ●

বাংলার জিলায় জিলায় খাদ্য সংকট, অনাহার ও দুর্ভিক্ষের সাথে সাথেই ইহার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ দেখা দিয়াছে কলেরা মহামারী। সারা বাংলায় মৃত্যুর ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে। দেশের এই মহাসংকটে কর্ম্মীরা আগাইয়া আসিয়াছেন, সকল সম্প্রদায়ের সকল দলের সকল প্রতিষ্ঠানের নিকট আবেদন করিতেছেন। সবাই হাতে হাত মিলাইয়া এই মহামারীর হাত হইতে দেশের নরনারীকে বাঁচাও—দেশপ্রেমিকের ইহা আজ শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

রংপুর জিলা হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে নীলফামারী, ডোমার, সৈয়দপুর, কাঠালবাড়ী প্রভৃতি অঞ্চলে ভীষণ আকারে কলেরা দেখা দিয়াছে। চিকিৎসা, সেবা, প্রতিষেধক ও ওষুধ-পত্রের অভাবে কোথাও কোথাও এক একটি পরিবার সমূলভাবে মরিয়া যাইতেছে।

এই ভয়াবহ অবস্থার বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা লড়িতেছেন। কলেরা দমনের জন্য অভিযান সুরু করিয়াছেন। কংগ্রেস, লীগ, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি সমস্ত দল ও প্রতিষ্ঠানের নিকট তাহারা আবেদন জানাইয়াছেন এক সাথে মিলিত রিলিফের ব্যবস্থা করিতে। নিলফামারীতে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের স্থানীয় ডাক্তারকে সাহায্য করার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। নিলফামারী সহরে একটি রিলিফ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। কলেরা প্রতিষেধক ইনজেকসান, মৃতদেহ সৎকার প্রভৃতির ব্যবস্থা হইতেছে। ডোমারেও কাজ সুরু হইয়াছে। সৈয়দপুরে প্রথম হইতেই মুসলিম লীগ কমিউনিষ্টদের সাথে সহযোগিতায় আগাইয়া আসিয়া কাজ সুরু করে। কিন্তু কংগ্রেস ও হিন্দুসভা কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে। পরে যখন কলেরা সহরের ভিতরও ভীষণভাবে দেখা দেয় তখন তাহারাও সাহায্য করিতে রাজী হন।

দেশের নরনারী যখন কলেরার মুখে দলে দলে প্রাণ হারাইতেছে তেমন দিনেও পঞ্চমবাহিনী তার ঘৃণ্য প্রচার ছাড়ে নাই। তাহারা বলিতেছে, কলেরা প্রতিষেধক ইনজেকসান নিও না উহাতে শুধু জল আছে। জনসাধারণ আজ পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছে পঞ্চমবাহিনী কেমন করিয়া দেশের মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেয়।

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা প্রাদেশিক সেক্রেটারী কমরেড ভবানী সেন কলেরা অঞ্চল দেখিয়া আসেন ও কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের এক সভায় বুঝাইয়া দেন, কলেরার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আজ দেশপ্রেমিক কাজের এক শ্রেষ্

আরামবাগের চিঠি

আরামবাগ দেশরক্ষার পথে

হুগলী জেলার মধ্যে ধ্বংসমূলক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল আরামবাগ। আজও এখানকার বহু দেশভক্ত বিনা বিচারে আটক হইয়া আছে। কয়েকজন সাত্ত্ব দেশভক্ত আজও গোপন অবস্থায় দিন কাটাইতেছে এবং গোপনে 'বুলেটিন' প্রকাশ ও প্রচার করিতেছে। তবে আরামবাগের জনসাধারণ আজ ধ্বংসমূলক কাজের ব্যর্থতা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছে—তাহারা বুঝিতেছে ধ্বংসমূলক আন্দোলন কংগ্রেসের পথ নয়। জনগণের এই চেতনা ক্রমশঃ দেশভক্তদেরও জনগণের পথে টানিয়া আনিতেছে। কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্ম্মী তাঁদের সহকর্ম্মীদের পরামর্শ দিয়াছেন—'খাদ্য ব্যাপারে কমিউনিষ্টদের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে পার।'

আরামবাগ যে ক্রমশই দেশরক্ষার কাজে আগাইয়া চলিয়াছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় কৃষক সমিতির ব্যাপক প্রসারের ভিতর দিয়া। মাত্র তিন মাসের মধ্যেই আরামবাগে ১৩৭৮ জন কৃষক সমিতির সভ্য হইয়াছে। ৬টী ইউনিয়নে নিয়মিত কাজ হইতেছে। মোট ৩৬টী গ্রামে কৃষক সমিতির কমিটী গঠিত হইয়াছে। বাতানল ইউনিয়নে একটি গ্রামে ইউনিয়ন কৃষক সমিতির একটী সক্রিয় অফিস হইয়াছে। ডিহিবাংপুর ইউনিয়ন হইতে ৪ জন কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য হইয়াছে। পুরশুড়া গ্রামে 'কিশোরবাহিনী' গঠিত হইয়াছে।

মজুত-বিরোধী আন্দোলন সুরু হওয়ার আগে আরামবাগ মহকুমার খাদ্য-সংকট দেখিয়া কৃষক সাধারণ কিংকর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছিল এবং ভ্রান্ত দেশভক্তদের প্ররোচনায় জনসাধারণ লুটপাটের দিকে ঝুঁকিতেছিল। উপরন্তু ব্যাপক দমননীতি জনগণকে দেশরক্ষা ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ আস্থাহীন করিয়াছিল। এই অবস্থায় কমিউনিষ্ট পার্টির মাত্র ২।৩ জন কর্ম্মী ২ মাস অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া গ্রামবাসীর সাহস ও ভরসা ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছে। কয়েক জায়গায় খাদ্য-কমিটী গঠিত হয়। জনসাধারণের একতাবদ্ধ চেষ্টার ফলে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটও আগাইয়া আসিতে বাধ্য হন। বহুস্থানে ধান-চাল স্থানীয়ভাবে বিক্রী ও কর্জ্জ দিবার ব্যবস্থা হইতে থাকে। খাদ্য-কমিটীর ভিতর দিয়া কর্ম্মীরা এই ব্যবস্থাকে আরো ভাল করিবার চেষ্টা করে। কয়েক জায়গায় কন্‌ট্রোলের দোকান খোলানো হয় এবং ১২ টাকা দরে আরামবাগের একটী কেন্দ্র হইতে ধান বিক্রীর ব্যবস্থা হয়।

মজুত-বিরোধী আন্দোলনের গোড়ায় জনসাধারণের চেষ্টায় ২২টী গ্রাম্য খাদ্য-কমিটী ও একটী ইউনিয়ন খাদ্য-কমিটী জনপ্রতিনিধি দ্বারা গঠিত হয়। বহু কংগ্রেস দেশভক্ত খাদ্যকমিটী গঠনে ও মজুত ধান আটক করার কাজে সাহায্য করেন। মহকুমা কেন্দ্রীয় খাদ্য-কমিটীতে অন্যান্য জন-প্রতিনিধিদের সঙ্গে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরাও আছেন। এই কমিটীর একটী প্রচার সাব-কমিটী গঠিত হইয়াছে, তাতে প্রধানতঃ কমিউনিষ্টরাই আছেন। মোট কথা সমস্ত মহকুমায় কমিউনিষ্ট-নেতৃত্বে মজুতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করিতে জনগণ আজ প্রস্তুত।

কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটীর মধ্যে বেশীর ভাগ নিষ্ক্রিয় লোক থাকায় কমিটী কিছুদিন কাজ করিয়া আবার নির্জ্জীব হইয়া যায়। কর্ম্মীরা কেন্দ্রীয় কমিটীকে ও গ্রাম্য কমিটীগুলিকে সক্রিয় করিবার জন্য কমিটীর সভাপতি ও সম্পাদকদের সঙ্গে দেখা করিয়া বাস্তব সমস্যাগুলির রিপোর্ট লইতেছে। এই সমস্ত রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে আরামবাগ হইতে গোপনে অনেক চাউল-ধান অন্যত্র চালান যাইতেছে। জনসাধারণ সমবেতভাবে যাহাতে মুনাফালোভীদের রুখিতে পারে, তারজন্য খাদ্যকমিটী প্রচার করিতেছে এবং ক্রমশই বেশী বেশী জনসাধারণের সাহায্য পাওয়া যাইতেছে।

কৃষকের মাঝে 'ফসল বাড়াও' আন্দোলন বিপুল সাড়া আনিয়াছে। মজুত-বিরোধী আন্দোলনে সহযোগিতা করে নাই এরূপ অনেক লোকও আজ 'ফসল বাড়াও' কাজে উৎসাহী হইয়া আগাইয়া আসিতেছে। কৃষক সমিতি প্রোগ্রাম লইয়াছে—মলয়পুরের মাঠের ১৭,০০০ একর পতিত জমি উদ্ধার, বিভিন্ন জায়গায় বাঁধ সংস্কার, তারকেশ্বর ষ্টেটের অধীনে ৬০ বিঘা জমির জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা ইত্যাদি।

খাদ্য-সংকট সমাধানের ভিতর দিয়া আরামবাগের অবস্থা আজ পাল্টাইতেছে। সংগ্রামপন্থী দেশভক্তদের অনেকেই কমিউনিষ্টদের সঙ্গে সহযোগিতার কথা চিন্তা করিতেছে। ৩ জন সংগ্রামপন্থী দেশভক্ত খাদ্য-আন্দোলনে কাজে নামিয়াছে। বাংলা দেশের বিভ্রান্ত গোঁড়া কংগ্রেস-সেবীদের একটী শক্ত ঘাঁটী আরামবাগ এইভাবেই ধীরে ধীরে দেশপ্রেমিক রাজনীতি গ্রহণ করিতেছে।

মুর্শিদাবাদের চিঠি

খাদ্য-বণ্টনে জনরক্ষা ভলাণ্টিয়ার ●● ●● কিশোরবাহিনীও আগাইয়া আসিল

বহরমপুর সহরে জনরক্ষা কমিটি ভলাণ্টিয়ার দল সংগঠিত করিল চাউলের দোকানে বিক্রয় ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার জন্য। ৩টী কন্‌ট্রোল দোকানে প্রতিদিন বহুলোক চালের আশায় দোকানে আসিয়া ভীড় করে। কেহ চাল পায়, কেহ পায় না। ১৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক কাজে লাগিয়া গেল। কিশোর বাহিনীর ছেলেরাও পিছাইয়া নাই। ১০০ জন কিশোর ভলাণ্টিয়ার খাদ্য সারিতে জল দেওয়ার কাজ করিতে লাগিল।

কিন্তু ইহাতেও খাদ্য সারির অসুবিধা ঘুচিল না। রেশন কার্ড দেখিয়া বিক্রয় না হইলে বিশৃঙ্খলা ঘুচানো যায় না ইহা দেখিয়া জনরক্ষা কমিটি আওয়াজ তুলিল: রেশন কার্ড বিলি করা চাই। রেশন কার্ডের ব্যবস্থা হইল বটে, কিন্তু জনরক্ষা কমিটির হাতে ভার না দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ভার দিলেন মিউনিসিপ্যাল কমিশনরদের উপর। জনরক্ষা কমিটির কর্ম্মীরা মিউনিসিপ্যাল কমিশনরদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। প্রায় ৮০০০ কার্ড বিতরণ হইল। যাদের আয় ৫০৲ টাকার নীচে, তাদেরই কার্ড দেওয়া হইল—প্রতি পরিবারে ১ সের চাল ।৶০ দরে দিবার ব্যবস্থা হইল।

বহরমপুরের এই দৃষ্টান্ত অন্যান্য জায়গাতেও জনসাধারণের মধ্যে সাড়া আনিল। কান্দী, গোকর্ণ, লালবাগ সহরেও জনরক্ষা সমিতি গঠিত হইল। জনরক্ষা সমিতির আন্দোলনের ফলে কান্দীতেও কনট্রোল দোকান খোলা হইল। প্রথম হইতে রেশন কার্ড বিতরণ হইল এবং কর্তৃপক্ষ এবার জনরক্ষা সমিতির সহায়তা লইলেন। অন্যদিকে গোকর্ণ কৃষক সমিতি ও জনরক্ষা সমিতি নিজেরাই কিছু ধান সংগ্রহ করিয়া বিতরণ করিল।

মজুত-বিরোধী অভিযান :—মজুত বিরোধী অভিযান সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জেলার কমিউনিষ্ট ও কৃষক কর্ম্মীগণ ও ছাত্রফেডারেশনের কর্ম্মীগণ কাজে লাগিলেন। পঞ্চমবাহিনী বিরুদ্ধ প্রচার করিল। কিন্তু তাহা টিকিল না। জেলায় ২৫টী স্থানে কর্ম্মীদের চেষ্টায় মজুত বিরোধী অভিযান অনেকাংশে সফল হইল। জনরক্ষা কর্ম্মীদের উদ্যোগে প্রায় ৫০০০ মণ ধান উদ্ধার করা হইল এবং স্থানীয় জনসাধারণের নিকট বিতরণ করা হইল।

ক্ষেত মজুরেরা এই সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে দেখিয়া কর্ম্মীরা আগাইয়া গেলেন জমিদার, মহাজন ও কর্তৃপক্ষের কাছে। তাঁহাদের চেষ্টায় কিছু ধান সংগ্রহ হইল, তাহা ক্ষেত মজুরদের মধ্যে বিলি করা হইল।

এখানে খাদ্য আন্দোলনের মধ্য দিয়া শুধু জনসাধারণের হতাশাই কাটিল, তা নয়, কংগ্রেসী দেশভক্তদের মধ্যেও সহানুভূতি ও সহযোগিতার ভাব দেখা দিয়াছে। তাঁদের মধ্য হইতে ৮ জন কর্ম্মী আসিয়াছেন খাদ্য অভিযানে কাজ করিবার জন্য।

মেদিনীপুরের চিঠি

ফসল বাড়াও উৎসবে

গ্রামবাসীর মধ্যে নতুন উদ্দীপনা

প্রাদেশিক কৃষক সভার নির্দ্দেশে যে ফসল বাড়াও সপ্তাহ সুরু হইয়াছে, সেই উপলক্ষে মেদিনীপুরের পূর্ব্বচিলকা অঞ্চলে কৃষক সমিতি একটী ফসল বাড়াও উৎসবের অনুষ্ঠান করিবে ঠিক করিল। তমলুক মহকুমার জনপ্রিয় কিষাণ ও কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড শ্রীপদ প্রশ্ন তুলিলেন: যে সমস্ত পুরুষ, মেয়ে ও ছেলে জমির কাজ করে না, তাদের শ্রমকে কাজে লাগাইতে হইবে এই আন্দোলনে। তাতে কৃষকরা উৎসাহ পাইবে ও কাজও আগাইবে।

১৭ই জুলাই চক দুর্গাপুরে গ্রামে একটি সভা হইল। ৫০ জন গৃহস্থ মেয়ে জমায়েৎ হইল। ৬০ জন কৃষক বালক আসিল। কিছু ডাক্তার, ব্যবসায়ী প্রভৃতিও জমায়েৎ হইলেন। সেখানে এই উৎসবের উদ্দেশ্য আলোচনা হইল। গ্রামের কৃষকগণ সমবেত ভাবে উৎসাহ জানাইয়া নিজ নিজ মাঠে চলিয়া গেল। বাকী সকলে আলোচনা করিয়া কার্য্যপন্থা ঠিক করিতে লাগিল।

প্রায় ১ বিঘা পরিমাণ ২ খণ্ড জমি নির্ব্বাচিত ছিল। এই জমিগুলি চাষ যোগ্য, কিন্তু অভাবের জন্য চাষ হইতে পারে নাই। ঘাস ও আগাছায় ভরিয়া গিয়াছে। এই জমিকে চাষোপযোগী করিয়া ইহাতে ফসল ফলাইতেই হইবে। কাজ ভাগ হইল। গ্রামের ধনী দরিদ্র সকলের কাছ :হইতে চাষের যন্ত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করা হইল। খাবারও সংগ্রহ করা হইল। মেয়েরা ভার লইল রান্নার। ১২ জন মেয়ে এই কাজ করিবে। অন্যান্য সকলে কিশোর, বৃদ্ধ, ডাক্তার, ব্যবসায়ী সমিতির সেক্রেটারী, জেলা পার্টির সেক্রেটারী সকলেই করিবে ক্ষেত পরিষ্কার, চাষ, রোয়াগাড়া, প্রভৃতি কাজ। পাঁচ জোড়া হাল চালানো হইল। সারাদিন দেশরক্ষা ও ফসল বাড়াবার গ্রাম্য গান ও নাচ প্রভৃতি করিয়া উৎসাহ বজায় রাখা হইল। কমরেড শ্রীপদ সব বিষয়েই অগ্রণী।

দিনের শেষে দেখা গেল তাদের কাজ অতি সুন্দর ভাবে শেষ হইয়াছে। খাবার ব্যবস্থায় সকলের স্ফূর্ত্তি যথেষ্ট। তাদের গ্রামের মা, বোন, মেয়ে, বৌ আজ একই সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাদের পাশে।

সমস্ত গ্রামে নূতন উদ্দীপনার সাড়া পড়িয়াছে। কৃষক সমিতি, আত্মরক্ষা সমিতি, কিশোর সমিতি, খাদ্য কমিটি সবই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। ফসল বাড়াইবার একটি আন্দোলন সৃষ্টি হইয়াছে।

মালদহের চিঠি

বাঁধ বাঁধার ফলে ২৫ হাজার বিঘা জমি

আবাদের যোগ্য হইল

ফসল বাড়াও আন্দোলন এই জেলার হিন্দু মুসলমান সকল কৃষকের মনে বিপুল সাড়া আনিয়াছে। বিভিন্ন এলাকার ছোট বড় কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের লইয়া ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়িয়া উঠিল। তারা আওয়াজ তুলিল বন্যার জলে এবার ফসল ডুবিতে দেওয়া হইবে না। বাঁধ বাঁধিয়া জমি বাঁচাইতে হইবে। ইহার জন্য গ্রামে গ্রামে বৈঠকী মিটিং হইতে লাগিল।

কিছুদিন আগে সরকারের কাছে ১৯০০ সহিযুক্ত একটী দরখাস্ত পাঠান হইয়াছিল। ইহার ফলে সরকার হইতে কন্ধালিন ও সেদেলপুরের বাঁধ বাধার কাজ আরম্ভ হয়। ইহাতে কৃষকদের উৎসাহ আরো বাড়িল। প্রায় ৫০০ ভলান্টিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রস্তুত হইল। ইহাদের মধ্যে ২০০ মুসলমান। এই ৫০০ ভলান্টিয়ারের সঙ্গে আমাদের পার্টির সদস্য ও কর্ম্মীরাও কোদাল হাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রথম বাঁধ বাঁধা সুরু হইল নরহাট্টা ইউনিয়নের ইটাগোলা ও বড় মজান বাঁধ, অমুতি ইউনিয়নের অমুতি বাঁধ। কালগ্রাম ইউনিয়নের গুরগুড়ি ও মুলাইবাড়ি বাঁধ। তিন চারদিন অল্পশস্ত্র পরিশ্রম করিয়া এই বাঁধগুলি বাঁধা হইল। ইহার ফলে নরহাট্টা ইউনিয়নের ৬০০০ বিঘা জমি, অমুতি ইউনিয়নের ৪০০০ বিঘা জমি ও কালিগ্রামের ১৫০০০ বিঘা জমির তাদুই ফসল নিশ্চিত বন্যার হাত হইতে রক্ষা পাইল।

এই কাজ শেষ করার পর আবার নূতন এলাকার বাঁধ বাঁধার কাজে হাত দেওয়া হইল। পুষরিয়া ইউনিয়নের তিনটী বাঁধ মঙ্গলবাড়ী ইউনিয়নের দুইটী ও কালিগ্রাম ইউনিয়নের একটি এতগুলি বাঁধ বাধা আরম্ভ হয়েছে।

যে যে এলাকায় বাঁধ বাঁধার কাজ শেষ হয়, সেখানে কর্ম্মীরা পতিত জমির খোঁজ করিয়া সেগুলিতে চাষের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কামাত গ্রামের এক ধনী কৃষক ১৫ বিঘা জমি দিয়াছেন। অন্যান্য গ্রাম হইতেও প্রায় ৫০।৬০ বিঘা জমি পাওয়া যাইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

'ফসল বাড়াও' আন্দোলনের ভিতর দিয়া সংগঠন দ্রুত বাড়িয়া উঠিতেছে। ইউনিয়ন কৃষক সমিতিগুলি সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। নূতন নূতন কৃষক হিন্দু, মুসলমান উভয়েই কৃষক সমিতিতে আসিয়া যোগ দিতেছে। ১৩টি খাদ্য কমিটি কাজ করিতেছে।

মুসোলিনি কুপোকাৎ

ইয়োরোপে ফ্যাশিজমের পতন যে আসন্ন হইয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সিসিলিতে মিত্রপক্ষের সাফল্য ও রোম শহরের উপর জোর বিমান আক্রমণের ফলে ইতালীর হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা মুসোলিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হিটলারের চেয়ে মুসোলিনিরই হাঁক-ডাক ছিল বেশী। প্রায় বিশ বৎসর আগে ফ্যাশিষ্ট গুণ্ডাদের দলপতি হিসাবে সে ইতালীতে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসে। বিশ বৎসর ধরিয়া এই শনিগ্রহ ইয়োরোপকে জ্বালাইয়াছে। আজিকার যুদ্ধে মুসোলিনি ছিল হিটলারের সাগ্‌রেদ। সেদিন হিটলার মুসোলিনির সঙ্গে দেখা করিয়াছিল; দুই দুর্বৃত্তে আলাপ কি হয় তাহা অবশ্য জানা যায় নাই। কিন্তু মুসোলিনি ভালো মানুষের মত ইতালীর হাত-পা-বাঁধা রাজার কাছে গিয়া যে পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছে, মার্শাল বাদোগলিয়োর হাতে শাসন ভার ছাড়িয়া আসিয়াছে, তাহা মনে করা ভুল হইবে। বিশ বৎসরের দুঃশাসনে ইতালীর যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে মুসোলিনিকে আজ ঝাঁটা খাইয়াই পলাইতে হইল। ষাট বৎসর বয়সে এই দুর্বৃত্তের যে দুর্গতি হইল, তাহা বহু পূর্ব্বেই হওয়া উচিত ছিল।

ইতালীর রাজা স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনার ভার লইয়াছেন। 'বাহাদুরে' বুড়ো বাদোগলিয়ো প্রধান মন্ত্রী হইলেন। অ্যাবিসীনিয়ার যুদ্ধে ইনি বিজয়ী সেনাপতি ছিলেন। মুসোলিনির সঙ্গে ইহার বিশেষ বনিবনা ছিল না শোনা যায়। রাজার ঘোষণায় সমস্ত ইতালিয়ানকে এই সঙ্কট সময়ে ঐক্যবদ্ধ হইতে বলা হইয়াছে। বাদোগলিয়ো বলিয়াছে যে লড়াই এখনই বন্ধ হইবে না। কিন্তু ইতালীতে যে ওলট্‌পালট্ ঘটিল, তাহার ফলাফল শীঘ্রই দেখা যাইবে। রোম রেডিও সচরাচর যে ফ্যাশিষ্ট সঙ্গীত বাজাইয়া থাকে, সেদিন আর সেটা বাজায় নাই। ফ্যাশিজমের ধ্বংসের দিন সর্ব্বত্র ঘনাইয়া আসিল।

সিসিলির পালা প্রায় শেষ

সিসিলি দ্বীপে এখন কাতানিয়ার কাছাকাছি খানিকটা জায়গা ছাড়া অন্যত্র লড়াই প্রায় চুকিয়াছে। সিসিলির রাজধানী পালোরমো শহর এখন আমেরিকানদের দখলে। ট্রাপানি, মারসালা, টেরমিনে প্রভৃতি বড় বন্দর শত্রু হারাইয়াছে। শুধু আমেরিকানরাই ৫০,০০০ শত্রু সৈন্য বন্দী করিয়াছে। কাতানিয়ার সমভূমিতে এখন প্রধান লড়াই চলিতেছে। এখানে ব্রিটিশ অষ্টমবাহিনী শত্রুর প্রতিরোধ চূর্ণ করিতেছে।

সিসিলির পালা সাঙ্গ করিয়া মিত্রপক্ষ ইতালী আক্রমণ করিবে কি অন্য কোথাও যুদ্ধে নামিবে, তাহা অনিশ্চিত। মুসোলিনির পতনের ফলে ইতালী আর লড়াইয়ে থাকিবে না মনে হয়। রুজভেল্ট-চার্চিল সম্প্রতি ইতালিয়ানদের আহ্বান করিয়াছিলেন মুসোলিনিকে তাড়াইয়া দিয়া মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করিতে। রোমে বোমা ফেলিবার পর ইতালিয়ান মহলে বেজায় সোরগোলের সৃষ্টি হইয়াছিল। ফ্যাসিষ্ট ইতালী এখনও অবশ্য আত্মসমর্পণ করে নাই, কিন্তু ফ্রান্সের পতনের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই তিন বৎসর পো ধরিয়া যে সুবিধালাভের আশা সে করিয়াছিল, সে আশা একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে।

লালফৌজের বিপুল বিক্রম

রুষ রণাঙ্গনে হিটলারের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতেছে। এবার পশ্চিম ইয়োরোপে বা বল্‌কানে মিত্রশক্তি ফ্যাশিষ্ট ধ্বংসের যুদ্ধে নামিলে দুই দিকের চাপে হিটলারীরা চূর্ণ হইয়া যাইবে। এই জুলাই তারিখে লালফৌজকে হঠাৎ ভড়কাইয়া দিবার আশায় হিটলার মরিয়া হইয়া যে আক্রমণ বিয়েলগরড-কুর্‌স্ক-ওরেল অঞ্চলে করিয়াছিল, সে আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। কমরেড ষ্টালিন সেদিন এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে সর্ব্বসমেত ৩৮ ডিভিসন সৈন্য লইয়া শত্রু আক্রমণ করে, কিন্তু লালফৌজ তৈয়ার ছিল বলিয়া আঘাতের পর আঘাত খাইয়া ফ্যাশিষ্টদের ল্যাজ গুটাইয়া পলাইতে হইয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত যে গাঁজাখুরি গল্প প্রচারিত ছিল যে গ্রীষ্মকালে সোভিয়েট সেনা কিছু করিতে পারে না, জার্ম্মানরাই প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করে, সে গল্প যে কত ভুয়ো তাহা প্রমাণ হইল। ৫ই হইতে ২৩শে জুলাইয়ের মধ্যে শত্রুর ৭০,০০০ এরও অধিক যোদ্ধা মারা গিয়াছে, ২৯০০ ট্যাঙ্ক, ১১০০ কামান, ৩৯২ এরোপ্লেন ও ৫০০০ এরও বেশী মোটর লরি নষ্ট হইয়াছে। এ কৃতিত্বের তুলনা যুদ্ধের ইতিহাসে নাই। জার্ম্মানরা যে মতলব করিয়াছিল, তাহা একদম বাতিল হইল। প্রাণপণে আক্রমণ করিতে গিয়া ওরেল অঞ্চলে শত্রু বিষম বিপদে পড়িয়াছে। লালফৌজ তিন দিক হইতে ওরেল দখল করিতে অগ্রসর হইতেছে। সেনাপতি রকোসভস্কি, ভাটুটিন্ ও পাওভেকে ষ্টালিন সোভিয়েট জনগণের পক্ষ হইতে যে অভিনন্দন জানাইয়াছেন, তাহা দুনিয়ার সব দেশের জনসাধারণ সমর্থন করিতেছে, জনসেনা যুদ্ধবিদ্যায় শত্রুর চেয়ে ঢের বেশী নিপুণ বুঝিয়া উদ্দীপনা পাইতেছে।

হিটলারীদের স্বীকারোক্তি

জার্ম্মাণ হাই কম্যাণ্ড চিরকালই দর্প করিয়া আসিতেছে যে তুড়ি দিয়া লালফৌজকে দাবাইয়া দিতে তাহারা পারে। বিপদে পড়িয়াও জার্ম্মান প্রচার বিভাগ দম্ভ করিতে ছাড়ে নাই। এখন তাহাদের সুর বেমালুম বদলাইয়া গিয়াছে। "ওরেল অঞ্চলে আমরা শত্রুর বিপুল আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করিতেছি, লেনিনগ্রাদের নিকটে নীভা নদীর পূর্ব্বে শত্রু আমাদের ব্যূহ ভাঙ্গিয়াছে, ফিন্‌ল্যাণ্ড হইতে খবর আসিল যে সোভিয়েট সেনা তুমুল আক্রমণ করিতেছে, দনেৎস্ নদী অঞ্চলে ইজিয়ুম ও ভরোশিলভগ্রাদের কাছে লালফৌজ বেজায় লড়াই চালাইতেছে, দনেৎসের দক্ষিন কূলে দুর্গ বানাইতেছে, সুদূর দক্ষিণে কুবানে মিয়ুস্ নদী পার হইয়া লালফৌজ আক্রমণ করিতেছে,"—ইত্যাদি খবর আজকাল জার্ম্মানদের কাছ হইতেই মিলিতেছে। আক্রমণ ভালোভাবে অগ্রসর না হইলে লালফৌজ সে বিষয়ে বাগাড়ম্বর করে না বলিয়া মস্কো হইতে এ সম্বন্ধে নূতন খবর বিশেষ কিছু আসে নাই। কিন্তু বিরাট রুষরণক্ষেত্রে সর্ব্বত্র যে শত্রুর অবস্থা সঙ্গীন হইতেছে, তাহা নিশ্চয়। মিত্রশক্তি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলে এই বৎসরই যে হিটলারকে একেবারে নাজেহাল করা যাইবে তাহাও নিঃসন্দেহ।

প্রধান লড়াই এখন চলিতেছে ওরেল অঞ্চলে। এখানে সম্প্রতি দারুণ বৃষ্টিপাত হওয়ায় লালফৌজের অগ্রগতি একটু মন্দীভূত হইয়াছে। কিন্তু উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব হইতে ওরেল এখন বিপন্ন। উত্তরে বলকভ্ দখল করিয়া লালফৌজ বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। ওরেল ব্রিয়াঙ্‌স্ক্ রেলপথ খানিকটা কাটা হইয়াছে, কিন্তু এখনও এখানকার কাজ সাঙ্গ হয় নাই। উত্তর পূর্ব্বে রেলজংশন মিচেন্‌স্ক্ যখন লালফৌজ দখল করে, তখন সেখানকার ২৫০০০ অধিবাসীর মধ্যে একজনও ছিল না, ফ্যাশিষ্ট অত্যাচারের এ একটা নমুনা। দক্ষিণে জিমিভ্‌স্কা দখল করিয়া লালফৌজ ওরেলকে ঘিরিয়া ফেলার দিকে আগাইতেছে। ওরেলের ৩০ মাইল উত্তর পশ্চিমে, ৩০ মাইল উত্তরে, ১০ মাইল উত্তর পূর্ব্বে, ৭ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে, ২০ মাইল দক্ষিণে লালফৌজ এখন রহিয়াছে এবং প্রতিদিনই শত্রুর বিপুল ক্ষতি করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

যুদ্ধের গতি

মুসোলিনি ভাগিয়া পড়িল

● ফাশিষ্ট চক্রশক্তির মাথায় বজ্রাঘাত ●

মুসোলিনি : চাচা আপন প্রাণ বাঁচা

লালফৌজের সঙ্গে লড়াই করা যে কি ব্যাপার, জার্ম্মানরা আজ হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে। পশ্চিম ইয়োরোপে মিত্রশক্তির আক্রমণ করার সুবর্ণ সুযোগ এখন আসিতেছে। সে আক্রমণ শুরু হইলেই লালফৌজের চরম বিজয় অভিযান আরম্ভ হইয়া যাইবে।

ইয়োরোপের জনগণ জাগিয়াছে

সোভিয়েটের অনুপ্রেরণায় আজ ইয়োরোপের জনগণ উদ্দীপ্ত উৎসাহে মাতিয়াছে। সেদিন খবর আসিল যে প্যারিসে ফরাসী দেশভক্তেরা একজন জার্ম্মান সেনাপতিকে হত্যা করিয়াছে। ফরাসী দেশে নানাস্থানে শত্রুসৈন্যের সঙ্গে জনসাধারণের সংঘর্ষ হইতেছে। লিয়ঁ সহরে সম্প্রতি একটা দাঙ্গা হইয়াছিল। যুগোস্লাভিয়ায় গেরিলা যোদ্ধাদের জন্য ফ্যাশিষ্ট সৈন্য টিকিতে পারিতেছে না। গেরিলাদের নেতা টিটোকে জীবিত বা হত অবস্থায় পাকড়াও করিয়া আনিলে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে ঘোষণা করা হইয়াছে। চারজন জার্ম্মানকে মারার অভিযোগে ৫৬০ জন সার্ব্বকে গুলি করিয়া মারা হইয়াছে, প্রতিদিনই বহু দেশভক্ত প্রাণ দিতেছে। বুলগেরিয়াতে হাঙ্গামা লাগিয়া রহিয়াছে। সেখানকার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরের ফ্যাশিষ্ট শাসক খুন হইয়াছে। খাস জার্ম্মানীতেও গণ্ডগোলের সূচনা দেখা দিতেছে। মস্কোতে জার্ম্মান বন্দীদের এক সভায় "স্বাধীন জার্ম্মানী" নামে এক কমিটি খাড়া করা হইয়াছে, ইহাতে কম্যুনিষ্ট নেতা পিক্ ও অনেক বিশিষ্ট জার্ম্মান রাজনীতিক ও লেখক আছেন। ইহারা বলিয়াছেন যে 'জার্ম্মানীর পতন আসন্ন; হিটলার জার্ম্মানীকে ধ্বংসের পথে টানিয়া চলিয়াছে।" ইঁহাদের পরিচালনায় জার্ম্মান ভাষায় এক সংবাদ পত্র মস্কো হইতে প্রকাশ হইয়াছে।

হিটলার অধিকৃত ইয়োরোপে মিত্রশক্তির বোমাবর্ষন যেরূপ জোর চলিতেছে, তাহাতে হিটলারের যুদ্ধ কারখানা চালু রাখা খুবই শক্ত হইতেছে। হামবুর্গ-সম্প্রতি যে বিরাট বিমান আক্রমণ হইয়াছে, সেরকম আক্রমণ যুদ্ধে একবারও হয় নাই। মুসোলিনির পতন সংবাদ ছড়াইয়া পড়িলে সর্ব্বত্রই ফ্যাশিষ্টরা ভয়ে কম্পমান হইতে থাকিবে।

এই বৎসরই হিটলারের পতন চাই

জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই পূর্ব্বের মতই চলিতেছে। চীনে হুনান প্রদেশে জাপানীরা একটা বড় দরের হানা দিতে গিয়া আমেরিকানদের হাতে ৪২টী এরোপ্লেন হারাইয়াছে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রশক্তি যথারীতি বোমা ফেলিতেছে, শত্রুর জাহাজ ডুবাইতেছে। বর্ম্মার নিম্নস্থ মাফিক বোমা ফেলা হইতেছে। প্রধান কাজ যে এখনও বাকী, তাহা ভুলিলে চলিবে না। যত শীঘ্র সম্ভব বার্ম্মাকে ফ্যাশিষ্ট কবল থেকে মুক্ত করিয়া চীনের সঙ্গে যোগাযোগ কায়েম করিতে হইবে। "দেশগৌরব" সুভাষচন্দ্র এখন বিভীষণবেশে বেতার বক্তৃতা করিতেছেন, শীঘ্রই তিনি জাপানের হুজুরায়ায় এদেশে হাজির হইবেন বলিয়া শাসাইতেছেন। ইয়োরোপে সুবিধা হইল না দেখিয়া ফ্যাশিষ্টরা এই দেশদ্রোহীকে দিয়া ভারত আক্রমণ সহজ করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। মিত্রশক্তিকেই পূর্ব্ব মহাদেশে সজোরে আক্রমণ করিয়া ফ্যাশিষ্টদের সকল আশা নির্ম্মূল করিতে হইবে। ভারতের জনগণের মনে জনযুদ্ধে উন্মাদনা আনিবার জন্যই জাতীয় সরকার আজ সামরিক দিক থেকেই এত দরকার।

ফিনল্যাণ্ড হইতে কুবান পর্য্যন্ত লালফৌজ সিংহবিক্রমে আক্রমণ সুরু করিতেছে। মুসোলিনী কুকুরের মত পালাইয়াছে বলিয়া উল্লাসে হিটলারকে চরম আঘাত দিতে বিলম্ব যেন না ঘটে।

সম্প্রতি আমেরিকায় একজন বিশিষ্ট নৌ-সেনাপতি বলিয়াছেন যে ১৯৪৯ সন পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে পারে। কর্ণেল নক্স বলিয়াছেন যে ইয়োরেপে লড়াই চালাইতে হইলে ৭০।৮০ লক্ষ সৈন্য নামাইতে হইবে, সুতরাং চট্‌পট হিটলারকে হারাইবার আশা আকাশকুসুম মাত্র। এই কর্ণেল

(শেষাংশ ৮এর পাতায় দেখুন)

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

পতনের মুখে হিটলারী জার্ম্মানী

● স্বাধীন জার্ম্মান কমিটির ঘোষণা ●

কিছুদিন হইল দৈনিক খবরের কাগজগুলিতে কিয়েলে বিদ্রোহ এবং রুঢ় অঞ্চলে ধর্ম্মঘটের খবর প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মিউনিকে প্রতিবাদ আন্দোলনের খবর পাওয়া যাইতেছে।

আফ্রিকা ও পূর্ব্ব সীমান্তে এক্সিস পক্ষের পরাজয়ের সাথে সাথে এই খবরগুলির বেশ বিশেষত্ব আছে। যদিও জার্ম্মানীতে হিটলার-বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গত দশ বছরে হিটলারী শাসন জার্ম্মানীর গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হয় নাই। ফাসিষ্ট বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন গোপন পন্থায় চলিতেছে। নিজ নিজ অভিজ্ঞতার ফলে আজ সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি বিদ্রোহের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যে সংহত হইয়াছে।

গত ডিসেম্বর মাসে জার্ম্মানীর জাতীয় শান্তি আন্দোলনের এক বে-আইনী সম্মেলনে যে মেনিফেষ্টো গৃহীত হইয়াছিল তাহা জার্ম্মাণ জনসাধারণের কাছে রেডিও মারফত প্রচার করা হয়। ইহাতে জার্ম্মাণ অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়, তাহারা যেন হিটলারী দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাহাদের উৎখাত করে। যুদ্ধ এখনই শেষ করিয়া জার্ম্মানীতে এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে, যে ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি জার্ম্মান অধিবাসীর নতুন জার্ম্মানী গঠনের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

হিটলারী দস্যুদলকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য জার্ম্মান ফ্যাসিষ্ট বিরোধীদের এই যে পরিকল্পনা তাহা একটি গোপন রেডিও কেন্দ্র হইতে প্রচার করা হয়।

জার্ম্মানীতে গোপন ভাবে কাজ চালাইতেছে এইরূপ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ট্রেডক্লাবের প্রতিনিধিরা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন—ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের এক জন ধর্ম্মযাজক, জার্ম্মান সেনা বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন, কমিউনিষ্ট ও সোস্যাল ডিমোক্রাটিকদের প্রতিনিধিরা। ইহাছাড়া জার্ম্মানীর বিভিন্ন কল কারখানার—যেমন রেলওয়ে, লোহা ও ইস্পাত, প্রতিনিধিরাও সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন।

জার্ম্মান রাইষ্টাগের ভূতপূর্ব্ব কমিউনিষ্ট সদস্য উইলহেলেম পিক এই জমায়েতের খবর মস্কো রেডিও হইতে জার্ম্মান জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচার করেন। তিনি বলেন "আমাদের দেশবাসী এই হিটলারী জঘন্য যুদ্ধের হাত হইতে এবং নিজেদের কি করিয়া এই ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইতে পারে এই মেনিফেষ্টো সেই পথই দেখাইয়াছে।

প্রত্যেকটি সাচ্চা দেশপ্রেমিক জার্ম্মান যে তাহার দেশের জনসাধারণকে ভালবাসে এই মেনিফেষ্টো সম্বন্ধে তাহার কোন দ্বিমত থাকিতে পারে না। শুধু তাহাই নয়, তিনি ইহার প্রত্যেকটি দাবীর জন্য সমস্ত শক্তি দিয়া লড়াই করিবেনই।'

সোভিয়েট ভূমিতে জার্ম্মান জাতীয় কমিটি গঠন

জার্ম্মান অধিবাসীরা সোভিয়েট দেশে 'স্বাধীন জার্ম্মান জাতীয় কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। খ্যাতনামা সাহিত্যিক এরিশ ঊইনার এই কমিটির সভাপতি হইয়াছেন। প্রথম সহকারী সভাপতি হইয়াছেন মেজর কার্ল হারজ এবং দ্বিতীয় সহকারী সভাপতি লেফটনাণ্টে হেনরিক গ্রাফ্ ফন্ আইনসাইডেলন। সমিতির সদস্যের ভিতর আছেন যুদ্ধ বন্দীদের প্রতিনিধি, রাইষ্টাগের সদস্যরা, জার্ম্মান ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী অন্যান্য লোকও। মস্কো রেডিও রাইষ্টাগের ডেপুটি উইলহেলম পিক, উইলহেলম ফ্লোরিন, ওয়াল্টার উলব্রাইট, মার্থা আরেনসী ও এডউইন গারনেলের নাম উল্লেখ করিয়াছে।

'প্রাভদায়' যে মেনিফেষ্টো প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে, "হিটলার জার্ম্মানীকে ধ্বংসের পথে টানিয়া নিতেছে। জার্ম্মানীর পতনের দিন আসন্ন।" সমগ্র সোভিয়েটে যে সব জার্ম্মান যুদ্ধ বন্দী আছে তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হয় গত ১২ই ও ১৩ই জুলাই। এই সভাতেই জার্ম্মান জাতীয় কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি জার্ম্মান ভাষায় একখানা খবরের কাগজও প্রকাশ করিতেছে। এই কাগজের প্রথম সংখ্যা ইতিমধ্যেই বাহির হইয়াছে।

'স্বাধীন জার্ম্মান' জাতীয় কমিটির' বিবৃতিতে আরও বলা হয় "হিটলারের সাথে সন্ধির কথা কল্পনারও বাইরে। সুতরাং জার্ম্মানীতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার কাজ আর মুলতুবী রাখা যায় না। হিটলারের বিরুদ্ধে এই মুক্তিযুদ্ধে জার্ম্মানীর অধিবাসীরা যোগ দিলেই এই জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর। এই গভর্ণমেণ্টের দাবীদের ভিতর থাকিবে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, জার্ম্মানীর সীমান্তে সমস্ত জার্ম্মান সেনাদলকে সরাইয়া আনা এবং তাহার পর সন্ধির কথাবার্ত্তা চালান।'

কমরেড শান্তিকে

বাঁচাইতে হইবে

চট্টগ্রামের কমরেড শান্তি চক্রবর্ত্তী আজ মুরিসি রোগে মৃত্যু শয্যায়। চট্টগ্রামের পার্টি কর্ম্মীরা সাধ্যমত তাঁর চিকিৎসা করাইতেছেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই আজ দারুণ অভাবের মধ্যে। তাই বাংলার সমস্ত পার্টি কর্ম্মী ও পার্টি দরদীকে ভার লইতে হইবে কমরেড শান্তিকে বাঁচাইবার।

কমরেড শান্তি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় ৮ বছর জেল ভোগের পর বাহিরে আসিয়া নিজেকে পার্টির কাজে বিলাইয়া দেন। শুধু তিনি নিজেই নন, তাঁর মা সাবিত্রী দেবীও পার্টির কাজে ব্রতী হন। কিছুদিন আগে সাবিত্রী দেবী মারা গিয়াছেন। আজ কমরেড শান্তিও মৃত্যুমুখে। এই রকম বলশেভিক পরিবারকে কি আমরা মরিতে দিব? চট্টগ্রাম দেশকে বাঁচাইতেছে, চট্টগ্রামকে বাঁচানোর দায়িত্ব দেশবাসীর।

●

শুধু কমরেড শান্তিই নয়, আজ অনেক জেলায় অনেক পার্টি কর্ম্মী যক্ষ্মা বা ঐ রকম দুরারোগ্য রোগে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছেন। হুগলী, রংপুর প্রভৃতি জেলা হইতে কমরেডদের আবেদন আসিয়াছে সাহায্যের জন্য। এই সমস্ত কমরেডদের বাঁচাইতেই হইবে।

প্রত্যেক দেশবাসীর কাছে, পার্টি-দরদার কাছে, আমরা আবেদন জানাইতেছি ইঁহাদের বাঁচাইবার জন্য অর্থ সাহায্য করুন।

টাকা পাঠাইবার ঠিকানা

সেক্রেটারী—
কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটি
২৪৯ ডি, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিলাতের কমিউনিষ্টদের দাবী

ভারতীয় নেতাদের মুক্তি দাও ● আপোষের কথা চালাও

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বিলাতের কমিউনিষ্ট পার্টির ষোড়শ কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারতে অচল অবস্থা অবসানের জন্য, নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় সরকার গঠনের জন্য এক প্রস্তাব পাশ করা হয়। এই প্রস্তাবের পক্ষে বিলাতের সমস্ত জনসাধারণের সমর্থন পাইবার জন্য বিলাতের কমিউনিষ্ট পার্টি সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে।

প্রস্তাবে বলা হইয়াছে:

ভারতের অচল অবস্থা এখনও চলিতেছে দেখিয়া এই কংগ্রেস আশংকান্বিত। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে ভারত ও বৃটেন উভয়েরই ক্ষতি। ভারতের জনসাধারণের দাবী বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট মানিতেছে না, ফলে বিষমানবের পরম শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতবাসীর যোগদানের পক্ষে বাধারই সৃষ্টি করিতেছে।

এই কংগ্রেস দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে ভারতের বেশীর ভাগ লোকের প্রতিনিধিই ভারতের আত্মস্বাতন্ত্র্যের দাবাতে ঐক্যবদ্ধ। মিলিত জাতিসমূহের সাথে ফাসিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করিতেও প্রস্তুত। ভারতের সমস্ত রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব হইতেই ইহা বুঝা যায়। কিন্তু তাহাদের মিলিত দাবী উপস্থিত করার জন্য তাহাদের একত্র হইতেই দেওয়া হইতেছে না।

সুতরাং এই কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের নিকট দাবী করিতেছে ভারতের সাথে আপোষ করিবার জন্য সরকার হইতে চেষ্টা করা হউক এবং সেজন্য এখনই নিম্নলিখিত কাজ করা হউক: সমস্ত ফ্যাসিবিরোধী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাও, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সুযোগ দাও যাহাতে তাহারা মিলিত হইয়া জাতীয় সরকারের মিলিত দাবী উপস্থিত করিতে পারে; ভারতে প্রতিনিধি মূলক জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য ভারতীয় নেতাদের সাথে আলোচনা চালাও!

এই নীতি যাহাতে কার্য্যকরী হয় সে জন্য কমিউনিষ্ট পার্টি প্রতিজ্ঞা করিতেছে যে সমস্ত শক্তি দিয়া বিলাতের মজুর ও গণতান্ত্রিকদের সমর্থন যোগাড় করিবে।

ভারত সম্বন্ধে এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন কমরেড জো স্কট। তিনি বিলাতের এমালগামেটেড ইনজিনিয়ারিং ইউনিয়নের কার্য্যকরী কমিটির সভ্য। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

"বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান নীতি ভারতের জনসাধারণকে ফাসিজমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সক্রিয়ভাবে যোগ দিতে দিতেছে না। পুরাণো প্রথা ও পুরাণো নিরমকানুন আজ ছাড়িতে হইবে। ভারতের জনসাধারণও আমাদেরই মত সুখদুঃখের ভাগী, আমাদেরই মত ফাসিজমকে তাহারাও তীব্র ঘৃণা করে।"

বিখ্যাত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ও বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য কমরেড ব্রাডলে এই প্রস্তাব সমর্থন করার সময় বলেন—

"জো স্কট বিলাতের মজুর শ্রেণীর এক বৃহৎ অংশের প্রতিনিধি ও নেতা। ভারত সম্বন্ধে তাঁহার এই বক্তৃতা, ভারতবাসীর সাথে বিলাতের মজুর শ্রেণীর ঘনিষ্ঠতারই পরিচয়।

ভারতবাসী যে প্রস্তাব একবাক্যে অস্বীকার করিয়াছে (ক্রীপস্ প্রস্তাব) সেই প্রস্তাব বার বার ভারতবাসীর কাছে দেওয়া মোটেই ভাল নয়। তবু বৃটিশ লেবার সেই প্রস্তাবই তোলে। আমাদের পার্টি ভারত সম্বন্ধে বিভিন্ন দাবী উপস্থিত করে। ভারতের বিরাট সমস্যার তুলনায় আজও আমরা তেমন কিছু করিতে পারি নাই। এই প্রশ্ন 'আজ সব চেয়ে জরুরী।"

● দিল্লীর চিঠি ●

দিল্লীর বাঙ্গালীদের মধ্যে পার্টির কাজ

দিল্লীর পার্টি কমিটি দিল্লীর বাঙ্গালীদের মধ্যে পার্টির নীতি প্রচার, 'জনযুদ্ধ' বিক্রি ও পার্টি সংগঠনের বিস্তার করিতেছেন। এই কাজ আরও সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধভাবে করার জন্য বাঙ্গালী পার্টি মেম্বরদের এক সভা ডাকা হয়।

সভায় প্রথমেই পরিষ্কার বলা হয় যে এই সভা ডাকার উদ্দেশ্য কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তা বা সংকীর্ণ জাতীয়তার পরিচায়ক নয়। প্রথমতঃ ভাষা বৈষম্যের অসুবিধা দূর করিয়া বাঙ্গালীদের কাছে যাতে ভাল ভাবে কাজ চালান যায় সেই উদ্দেশ্যেই এই সভা ডাকা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, বাংলা দেশে যে ভীষণ খাদ্য সংকট দেখা দিয়াছে, প্রবাসী বাঙ্গালীর আত্মীয় স্বজনেরা বাংলায় যে দুর্দ্দশায় দিন কাটাইতেছে তাহার প্রতিকার শুধু মৌখিক সহানুভূতি দেখাইলেই হইবে না বা এই সংকটকে শুধু বাংলার প্রাদেশিক সংকট মনে করিলেই হইবে না, জাতীয় ক্ষেত্রেই ইহার সমাধান সম্ভব—প্রবাসী বাঙ্গালীকে সে জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

তৃতীয়তঃ বাংলার পার্টি যে গৌরবময় ইতিহাস রচনা করিয়া চলিয়াছে—সেই আদর্শ সামনে রাখিয়া দিল্লীর বাঙ্গালী পার্টি সভ্যরা যাতে দিল্লী পার্টিকে শক্তিশালী করেন তাহার জন্য শপথ নেওয়া।

চতুর্থতঃ, বাংলা আজ যুদ্ধের সম্মুখ ক্ষেত্র, বাংলার নরনারী অশেষ কষ্ট সহিয়াও দেশরক্ষার চেষ্টা করিতেছে, আমরা প্রবাসী-বাঙ্গালীরা গোটা দেশের ভিতরটা শক্ত করিতে পারিলেই বাংলা তথা সমস্ত দেশরক্ষা করিতে পারিব—ইহারই প্রচার করা।

১৬ জন বাঙ্গালী পার্টি মেম্বর সভার যোগ দেন। আলোচনায় সবাই উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া শপথ গ্রহণ করেন: প্রবাসী-বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পার্টির বাণী পৌঁছাইব। বাঙ্গালী পার্টি মেম্বর ২০ হইতে ৬০ করিব। "জনযুদ্ধের" বিক্রি ৩৫ হইতে ৭৫ করিব। উর্দ্দু ভাষাভাষীদের ভিতর কাজ করিবার জন্য নিয়মিত উর্দ্দু শিখিব।

(৭এর পাতার শেষাংশ)

নস্ত্ আমেরিকার একজন ভাগ্যবিধাতা বলা চলে। ইনিই কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলার পথে কত বিঘ্ন বলিয়া বাগাড়ম্বর করিয়াছিলেন। হিটলারকে হারানো খুবই সহজ বলা অবশ্য বাতুলতা, কিন্তু হিটলারকে হারানো বেজায় শক্ত বলিয়া বেড়ানোও ভুল। কাজ শক্ত জানিয়াই জনগণ এযুদ্ধে নামিয়াছে। ফাশিষ্টদের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া শান্তিস্থাপনের স্বপ্ন যাহারা আজও দেখিতেছে, ইয়োরোপে বড়দরের আক্রমণ আরম্ভ করিতে যাহারা আজও নারাজ বলিয়া নস্ত্ সাহেবের মত বিবৃতি ছাড়িতেছে, তাহারা সাবধান হউক। মুসোলিনীর পতনে আজ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত মিলিতেছে। কিন্তু হিটলার-মুসোলিনীকে পলাইয়া বাঁচিতে দেওয়া হইবে না, ফ্যাশিজমকে ধ্বংস করিয়া নূতন স্বাধীন দুনিয়া জনগণই আজ সৃষ্টি করিবে। ২৩।৭।৪৩

ম্যানেজারের নোটিশ

১। গ্রাহকদের জানান হইতেছে, চিঠিপত্র লিখিবার সময় অনুগ্রহ করিয়া গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন।

২। পুরাতন গ্রাহকরা মেয়াদ ফুরাইলে নূতন করিয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত থাকার জন্য টাকা পাঠাইবার সময় পুরাতন গ্রাহক নম্বর জানাইবেন।

● গ্রাহক ও এজেন্টরা ঠিকানা পরিবর্তন করিলে অন্ততঃ এক সপ্তাহ আগে জানাইবেন।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

কমিউনিষ্ট পার্টির
বাংলা কমিটির মুখপত্র

প্রতি সংখ্যা ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪॥, ৬ মাস ২॥, ৩ মাস ১।০

★

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জ্জি এম,এল,এ
২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জনযুদ্ধ

২য় বর্ষ ● বুধবার, ৪ঠা আগষ্ট ১৯৪৩, ১৮ই শ্রাবণ ১৩৫০ ● ১৫শ সংখ্যা

● পঞ্চমবাহিনীর ষড়যন্ত্র—ধ্বংস কার্য্যে প্ররোচনা
● দেশপ্রেমিকের কর্ত্তব্য—পূর্ণ শান্তি রক্ষা করা
● সত্যাগ্রহ নয়—ধর্ম্মঘট নয়—লুঠ-তরাজ নয়
● দেশরক্ষার পথে—কংগ্রেস-লীগকে এক করো

—দেশভক্তের প্রতি—

৯ই আগষ্ট দেশভক্তির পরীক্ষার দিন

আবার ৯ই আগষ্ট আসিতেছে। মনে পড়ে গত বছরের ৯ই আগষ্টের কথা। সেদিন পুলিসের যে নিপীড়ন সুরু হইয়া গোটা বছর ধরিয়া চলিয়াছিল, সে কথা ভাবিলে মাথা গরম হইয়া উঠে। লজ্জায় মাথা নত হয় যখন ভাবি সেই দিন হইতে পঞ্চমবাহিনী কংগ্রেসের পবিত্র নাম লইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল।

কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল?

কংগ্রেস নেতারা দেশরক্ষার জন্য জাতীয় সরকার দাবী করিয়াছিলেন। আর, গভর্ণমেণ্ট উত্তর দিল নেতাদের জেলে পুরিয়া ও কংগ্রেসকে বে-আইনী করিয়া। জাতীয় আন্দোলনকে দমন করিবার, জাতীয় সরকারের দাবী এড়াইবার ও ভারতে সাম্রাজ্যবাদী গোলামী কায়েম রাখিবার কি কুৎসিৎ প্রয়াস!

আসরে নামিল পঞ্চমবাহিনী। কংগ্রেসের নামে মাথা তুলিল কাহারা? কোথাও কোথাও ফরওয়ার্ডব্লকী, আর বেশীর ভাগ যায়গাতেই কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট। তাহাদের এতদূর সাহস যে কয়েকজন কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট নেতা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নামে হুকুমজারী পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠা বোধ করিল না।

নেতাদের গ্রেপ্তারে গণবিক্ষোভের সুযোগ নিয়া তাহারা দেশব্যাপী ধ্বংসকাজ সুরু করিয়া দিল। যে দেশরক্ষার জন্য কংগ্রেস জাতীয় সরকার দাবী করিয়াছিল ইহারা সেই দেশরক্ষার কাজই ধ্বংস করিতে লাগিল।

কেন তাহারা ইহা সুরু করিল? বৃটিশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাহারা মুক্তির জন্য তাকাইল জাপানের দিকে। বৃটিশকে ধ্বংস করিয়া জাপানকে বসাইবার জন্যই সুরু হইল তাহাদের সংগ্রাম। ইহা তো দেশভক্তের পথ নয়, এ পথ বিশ্বাসঘাতকের।

এক বছরে

এক বছরের ভিতর অনেক কিছুই ঘটিয়া গেল।

গান্ধীজির চিঠিগুলি পরিষ্কার দেখাইয়া দিল বিশ্বাসঘাতক পঞ্চমবাহিনীর নীতি ও কাজ কংগ্রেসের পথ নয়। গান্ধীজি বলিলেন, কংগ্রেস সর্ব্বান্তকরণে দেশরক্ষাই করিতে চায়। কংগ্রেস আপোষই চাহিয়াছিল, সংগ্রাম নয়। ৯ই আগষ্ট ও তারপর যাহা ঘটিয়াছে তাহার জন্য কংগ্রেস দায়ী নয়।

কংগ্রেস জনসাধারণ নিজের অভিজ্ঞতা দিয়াই বুঝিতে পারিল এ পথ কত মারাত্মক। তাহারা দেখিল, ধ্বংসকাজের ফলে তাহার নিজের ভাই বোনেরই নাশ ঘটে, তাহার প্রিয় মাতৃভূমি রক্ষার কাজই ধ্বংস হয়, দেশের উপর আমলাতন্ত্রের শিকলই শক্ত হয়।

কিন্তু গান্ধীজি আজও জেলে, দেশের অবস্থা খারাপ হইয়াই চলিয়াছে। কংগ্রেসসেবীরা গভীর চিন্তা করিতেছেন। অনেক আলোচনাই হইতেছে—একটা কিছু করা দরকার, কিন্তু কি করা দরকার সে বিষয়ে সবাই একমত নন। কিন্তু সাচ্চা কংগ্রেসসেবীরা অবশ্য সবাই এই বিষয়ে একমত যে ধ্বংস কাজ চালান উচিৎ নয়।

দেশভক্তদের নিকট হইতে এইভাবে পঞ্চমবাহিনী কোণঠাসা হইয়া নিজেকে আবার প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে!

৯ই আগষ্টের প্ল্যান

৯ই আগষ্ট আসিতেছে, আর পঞ্চমবাহিনী ভাবিতেছে এই সুবর্ণ সুযোগ। ৯ই আগষ্ট পালন কর—বিশ্বাসঘাতকদের ইহাই হইল শ্লোগান। তাহাদের প্ল্যানের কথা ১৮ই জুলাই-এর পিপল্স ওয়ার পত্রিকায় আমরা বলিয়াছি। সে প্ল্যান হইতেছে পুনার দিকে অভিযান, স্ট্রাইক: হরতাল; মিছিল।

৯ই আগষ্টের দিনটা খুব চালাকীর সাথেই তাহারা বাছিয়া নিয়াছে। সে দিনের পুলিসের লাঠি, গুলি, আর জেলের কথা লোকে তো ভুলে নাই।

ধ্বংসকাজের কথা তাহারা একটিবারও উচ্চারণ করিতেছে না, শুধু সত্যাগ্রহের পথের কথাই বলিতেছে। কংগ্রেসসেবীরা যে একটা কিছু করিতে চায়; সেই মনোভাবের সুযোগ নিয়া তাহাদের ফাঁদে ফেলিবার এ একটা কৌশল। তাহারা গত বছরের অভিজ্ঞতা হইতে জানে, সত্যাগ্রহকে ধ্বংসকাজের পথে টানিয়া নিতে আর কতক্ষণ।

তাহারা জানে তাহাদের পথে কংগ্রেসসেবীদের টানা বড় সোজা নয়। তাইতো সত্যাগ্রহের নামে কংগ্রেসসেবীদের টানিবার এই হীন চেষ্টা। তাহারা জানে কংগ্রেসসেবীদের সহযোগে যদি জনসাধারণকে একবার পথে নামানো যায়, তাহা হইলে গত বছরের মত পুলিসই তাহাদের সুযোগ করিয়া দিবে। তখন বাকী কাজের আর ভাবনা কি, পুলিস যে এ জন্য অপেক্ষা করিতেছে সে কথা বুঝিতে আর বুদ্ধি খরচের দরকার হয় না। দেশভক্তদের যেন এবিষয়ে ধোঁকা না থাকে।

৯ই আগষ্ট পালন করার অর্থ একদিকে পুলিসের খপ্পরে পড়া আর একদিকে পঞ্চমবাহিনীর খপ্পরে পড়া। জাতীয় শক্তি আজ দুর্ব্বল ও বিচ্ছিন্ন। ৯ই আগষ্টের ফলে পুলিসকেই ডাকা হইবে আর পঞ্চমবাহিনী আবার সুযোগ পাইবে একটা দিনের ভিতর

(শেষাংশ ৮ পাতায় দেখুন)

জাপানের দাস পঞ্চমবাহিনীর ছোরায়

একজন দেশভক্ত নিহত, চারিজন আহত

—দেশভক্তের রক্তের বন্যায় ৯ই আগষ্টের সূচনা

পঞ্চম-বাহিনীর অভিযান সুরু হইয়াছে। **৯ই আগষ্টের** দুই সপ্তাহ আগেই ঘাতক পঞ্চম-বাহিনীর ছোরা ঝলসাইয়া উঠিয়াছে। রাত্রির অন্ধকারে জাপানীর গোলাম দেশদ্রোহী পঞ্চম-বাহিনী শ্রেষ্ঠ দেশভক্তদের বুকের পবিত্র রক্তে পশু-হস্ত লাল করিতেছে। ময়মনসিংহে তাহারা দেশপ্রেমিক ছাত্রকে হত্যা করিয়াছে। ঢাকায় দেশভক্ত সাহিত্যিকের মাথায় আঘাত হানিয়াছে। নারায়ণগঞ্জে তরুণ দেশভক্তদের গুরুতর ভাবে জখম করিয়াছে। এমনি করিয়া পঞ্চম-বাহিনীর ছোরায় দেশভক্তের রক্তের বন্যা বহিতে সুরু করিল

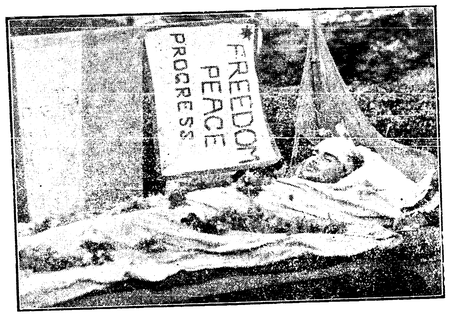

২৫শে জুলাই। তখন রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। ময়মনসিংহ সহরে কমিউনিষ্ট ছাত্র কর্ম্মী কমরেড ফণী চক্রবর্ত্তী বাড়ী ফিরিতেছিলেন। সেই অন্ধকারে ছোরার আঘাতে তাঁকে হত্যা করা হইল।

বাংলার বুক হইতে একজন দেশভক্তকে পঞ্চমবাহিনী নিশ্চিহ্ন করিল!

ফণীকে আক্রমণের আগের দিন ২৪শে জুলাই পঞ্চমবাহিনীর ছোরা ঢাকার কমরেড রণেশ দাশগুপ্তের মাথায় আঘাত হানিল। এই ঢাকারই একদিন সাহিত্যিক সোমেন পঞ্চমবাহিনীর ছোরার আঘাতে প্রাণ দিয়াছেন। আজ আবার সাহিত্যিক ও শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী রণেশের উপরই পঞ্চমবাহিনীর জঘণ্য আক্রমণ চলিল।

২রা আগষ্ট ঢাকা হইতে মন্মথদা তার আসিল, নারায়ণগঞ্জের তিনজন বিশিষ্ট ছাত্র কর্ম্মী কমরেড গোপাল, লক্ষণ ও শচীন পঞ্চমবাহিনীর ছোরায় একদিনেই গুরুতর ভাবে জখম হইয়াছে। পঞ্চম বাহিনী এবার মরিয়া হইয়া ঘাতকের ছোরা ঘরিয়াছে।

৯ই আগষ্ট আসিতেছে। পঞ্চম বাহিনীর মহাসুযোগের দিন। দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের মহোৎসবের দিন।

দেশভক্ত বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান, ভুলিও না তোমার মাথার উপরে শত্রু, দেশের ভিতরে শত্রু। ভুলিও না, পঞ্চমবাহিনী তোমার দেশভক্তি ছোরার আঘাতে নিঃশেষ করিতে চায়। বাঙ্গালীর দেশপ্রেমের উজ্জ্বল ইতিহাস ধূলায় লুটাইতে দিও না। দেশপ্রেমের পতাকা তুলিয়া ধর। **৯ই আগষ্টের ষড়যন্ত্র** ব্যর্থ কর। দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, জাপানী গোলাম পঞ্চমবাহিনীকে সম্পূর্ণ কোণঠাসা কর, সে যেন কোথাও স্থান না পায়, কোথাও বিন্দুমাত্রও সাহায্য না পায়। সত্যাগ্রহ নয়, দেশরক্ষা ধ্বংস নয়। প্রিয় মাতৃভূমি সোণার বাংলাকে রক্ষা কর। ইহাই হইবে দেশভক্ত ফণীর হত্যার প্রতিশোধ, দেশপ্রেমিকদের উপর নিষ্ঠুর আঘাতের প্রত্যাঘাত।

সম্পাদকীয়

পঞ্চমবাহিনী নিপাত যাউক

পঞ্চমবাহিনীর গুপ্তঘাতকেরা কমিউনিষ্ট ও ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম্মীদের ছোরা মারিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঢাকা সহরে একজন, নারায়ণগঞ্জে তিনজন ইতিমধ্যে আহত হইয়াছেন; ময়মনসিংহে একজন ছাত্রকর্ম্মী গুপ্তঘাতকের আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

এই ফাসিষ্ট পঞ্চমবাহিনী চায় দেশময় অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া ফাসিষ্ট আক্রমণের পথ পরিষ্কার করিতে। ভারতের স্বাধীনতা তাহাদের কাম্য নয়, তাহাদের কাম্য ভারতবাসীকে ফাসিষ্ট দস্যুদের গোলাম করা।

ইহারা রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান চায় না, ইহারা চায় অচল অবস্থা আরও দীর্ঘদিন ধরিয়া লুক যাহাতে দেশরক্ষা পণ্ড করিবার জন্য স্বদেশপ্রেমিকদের উত্তেজিত করা সহজ হয়। তাই তাহারা গোপীনাথ শ্রীবাস্তবের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ভক্তদের মধ্যে প্রচার করিতেছে।

ইহারা গান্ধীজীর মুক্তি চায় না, ইহারা চায় গান্ধীজী আরও দীর্ঘদিন ধরিয়া জেলে থাকুন যাহাতে রাজনৈতিক অচল অবস্থা চালু রাখা সহজ হয়। তাই আগামী ৯ই আগষ্ট আবার তাহারা ধ্বংসকরী কাজে কংগ্রেসসেবীদের উত্তেজিত করিতেছে।

ইহারা খাদ্যসংকটের সমাধান চায় না, সংকট আরও বাড়াতে চায়, তাই এদের আপ্রাণ চেষ্টা হইয়াছে বুভুক্ষিতদের লুঠতরাজে উত্তেজিত করা।

কমিউনিষ্ট পার্টি গত এক বছর অনমনীয় ভাবে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করিয়াছে। কমিউনিষ্ট পার্টি ফসল বাড়াইবার আয়োজন করিয়া, ক্ষুধার্ত্তের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করিয়া, খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য সকল দলের সহযোগিতায় খাদ্য কমিটি গড়িয়া সংকট সমাধানের জন্য লড়িতেছে। কমিউনিষ্টরা এবার সারা বাংলায় খুব কমপক্ষে একলক্ষ বিঘা জমিতে ফসল বাড়াইয়াছে, চট্টগ্রামে শতাধিক খাদ্যকমিটির সাহায্যে প্রতিদিন ৫৩০০০ নরনারীকে ক্ষুধার অন্ন জুটাইতেছে, জাপদস্যদের নিষ্ঠুর বোমা হইতে তাহাদের রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতেছে।

কমিউনিষ্ট পার্টি খাঁটি স্বদেশপ্রেমের রাস্তা নিয়াছে, তাই পঞ্চমবাহিনীর এত আক্রোশ কমিউনিষ্টদের প্রতি। ফাসিষ্ট পঞ্চমবাহিনী অনুভব করিতেছে যে তাহাদের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, তাই তাহারা আজ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, মরিয়া হইয়া লাগিয়াছে। তাহারা বেশ জানে যে তাহাদের রাজনৈতিক পথ কংগ্রেসসেবীরা গ্রহণ করিবে না, তাই কমিউনিষ্টদের প্রাণে মারিয়া পৈশাচিক জিঘাংসাবৃত্তি তাহারা চরিতার্থ করিতেছে। তাহারা তাকাইয়া রহিয়াছে হিটলার, মুসোলিনি এবং তোজোর দিকে, অথচ হিটলার মুসোলিনি এবং তোজোর দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে।

প্রত্যেক স্বদেশপ্রেমিক জানিয়া রাখুন যে এই হিংস্র পঞ্চমবাহিনী শুধু কমিউনিষ্টদের শত্রু নয়, তাহারা স্বদেশপ্রেমের শত্রু, গণতন্ত্রের শত্রু, কংগ্রেসের শত্রু। তাহাদের পথ স্বাধীনতার পথ নয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক জাতীয় কংগ্রেসের নাম কলঙ্কিত করিবার পথ।

প্রত্যেক স্বদেশসেবক, প্রত্যেক কংগ্রেসসেবী সময় থাকিতে সচেতন হউন। চোখের সামনে আজ ভ্রাতৃহত্যা দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। কংগ্রেসসেবীদের মৌনতায় সাহস পাইয়া তাহারা প্রত্যেক খাঁটি স্বদেশসেবককেই আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিবে, স্বাধীনতা সংগ্রামের নামে তাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামেরই সর্ব্বনাশ করিবে। প্রত্যেক স্বদেশসেবক ও প্রত্যেক কংগ্রেসসেবী এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করুন, পঞ্চমবাহিনীর ধ্বংসনীতিকে নিন্দা করুন, ভ্রাতৃবিরোধের বিরুদ্ধতা করুন। স্বদেশসেবকদের একতাবদ্ধ বিরুদ্ধতা দেখিলে গুপ্ত ঘাতকেরা ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে।

কমিউনিষ্ট পার্টি গুপ্ত হত্যার ভয়ে দমিবার পাত্র নয়। যাহারা স্বদেশপ্রেমের জন্য ফাঁসিকাঠে যাইতে কসুর করে না, বছরের পর বছর জেলে থাকিয়াও যাহাদের স্বদেশপ্রেম ম্লান হয় নাই, নিদারুণ দমননীতির বিরুদ্ধে যাহারা দিনের পর দিন লড়িয়াছে এবং লড়িতেছে—সেই বীর স্বদেশসেবকেরাই আছে কমিউনিষ্ট পার্টিতে।

জাতীয় ঐক্যের জন্য, সংকট সমাধানের জন্য, দেশরক্ষার পথে স্বাধীনতালাভের জন্য তাহারা নির্ভীকভাবে অগ্রসর হইবে, পঞ্চমবাহিনীর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র তাহারা ব্যর্থ করিবে, জীবন বিপন্ন করিয়াও তাহারা জনগণের সেবায় লাগিয়া থাকিবে।

আগামী ৯ই আগষ্ট তাহারা নূতন করিয়া দেশে অশান্তি, অরাজকতা এবং ভেদের আগুন জ্বালিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। কংগ্রেসসেবীগণ এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে অগ্রসর হউন। পঞ্চমবাহিনীর এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্য কারাগারের ভিতর গান্ধীজী অশান্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

পঞ্চমবাহিনী নিপাত যাক্। স্বদেশপ্রেম চিরজয়ী হোক।

(আলোচনার শেষাংশ)

এই প্রস্তাবে আপত্তি হইতে পারে না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা গভীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার এই সুযোগ চিন্তাশীল কংগ্রেসসেবী মাত্রকেই লইতে হইবে। কংগ্রেসের যে সব কর্ম্মী ও নেতারা পঞ্চমবাহিনীকে ভালভাবে চিনিয়াছেন, তাঁরা আজ পরিষ্কার ভাবে জানাইতেছেন যে অচল-অবস্থা দূর করার চেষ্টা না করিলে পঞ্চমবাহিনীই নূতন সুযোগ পাইবে দেশকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবার। রংপুর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি কারামুক্ত মৌলভী মহীউদ্দিন খান এই মর্ম্মে এক বিবৃতি দিয়াছেন। তাঁর বিবৃতি চিন্তাশীল কংগ্রেসীদের কাছে স্পষ্ট আবেদন। কিন্তু এখনও সকল কংগ্রেস-সেবী এতটা স্পষ্টভাবে চিন্তা করিতে পারিতেছেন না। সেই জন্যই সি-এস-পি তাঁদের উস্কাইতে পারিতেছে। এ-আই-সি-সির ঘরোয়া সভা হইলেও তাহার মধ্য দিয়া কংগ্রেসসেবীরা দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিচার করিয়া দেশকে বাঁচাইবার জন্য তাঁদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। পঞ্চমবাহিনীর আসল ঘুঁটি তো সেইখানেই। কংগ্রেসসেবীদের একত্র হইতে দিতে তারা চায় না। কেননা তাহা হইলেই তাঁদের চিন্তার মধ্যে ধৈর্য্য আসিবে, তাঁরা গান্ধীজীর চিঠি ভাল করিয়া বুঝিবার অবকাশ পাইবেন, তাঁদের অভিজ্ঞতার হিসাব করিয়াই তাঁরা পঞ্চমবাহিনীকে তফাতে রাখিবেন। ২।৮।৪৩

আলোচনা

মজুত উদ্ধার করিতেই হইবে

কলিকাতার মজুত-বিরোধী অভিযানের জন্য সর্ব্বত্র যে খাদ্য কমিটি গঠিত হইবে, শুনা যাইতেছে যে তাহা অন্য জায়গার মতো নির্ব্বাচিত খাদ্য কমিটী হইবে না। এক একটি এলাকার চার্জ্জে যে এ-আর-পি কর্ম্মচারীকে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে, তিনি স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মনোনীত করিয়া এই কমিটী গড়িবেন। এই ব্যবস্থাটা যে ঠিক নয়, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। জনসাধারণের সাহায্য লইয়াই যখন মজুত-বিরোধী অভিযান হইতেছে, তখন জনসাধারণের নিজেদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। তা না হইলে কমিটীর উপর সকলের পুরা আস্থা আসিতে পারে না।

কিন্তু, নির্ব্বাচিত কমিটী হইতেছে না বলিয়া বসিয়া থাকিবার সময় এখন নয়। মজুত খাদ্য উদ্ধার করিতে হইবে—ইহাই এখনকার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। কলিকাতার পথে পথে ক্ষুধাতুর নর-নারী-শিশুর কাতর আর্ত্তনাদ। বাহির হইতে কবে চাউল আসিবে তাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে অবস্থা আরো সাঙ্ঘাতিক হইবে। কলিকাতার মধ্যেই যে খাদ্য আছে, তাহাই ভাগ বাটোয়ারা করিয়া সকলকে খাওয়াইতে হইবে। লঙ্গরখানা খোলাই হোক, আর নিয়ন্ত্রিত দরে চাউল বিক্রয়ই হোক, সবই নির্ভর করিতেছে মজুত খাদ্য উদ্ধার করার উপর।

তাই কমিটী গঠনের পদ্ধতি যেমনই হোক, জনসাধারণের সকলের চেষ্টায় সেই কমিটীকে ভাল ভাবে কাজ করাইতে হইবে, যাতে একজন মজুত-দারও খাদ্য লুকাইয়া রাখিতে না পারে। ইহাই আসল কাজ। মন্ত্রীসওলী ঘোষণা করিয়াছেন জন-সাধারণের সহযোগিতা চাই। সুতরাং, জনসাধারণ যদি মজুত-বিরোধী অভিযানের কাজে উদ্যোগী হয়, তবে খাদ্য-কমিটীগুলি কখনই জনসাধারণের কাছ হইতে আলাদা থাকিতে পারে না। পাড়ায় পাড়ায় জনরক্ষা সমিতি গঠন করিলে, সমস্ত লোককে তাহার মধ্যে একত্র করিলে এবং জনরক্ষা ভলান্টিয়ারেরা আগে হইতেই সেন্সাস লওয়া সুরু করিলে, খাদ্য-কমিটীর কাজেরই ভিত্তি তৈরী হইয়া থাকে। তখন খাদ্য-কমিটীর ভিতর সক্রিয় জনসাধারণের প্রতিনিধি-দের না লইয়া উপায়ই থাকিবে না। অন্ততঃ তাদের সকলকার সাহায্য লইতেই হইবে। কয়েকটা জায়গায় ইতিমধ্যেই ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী খাদ্য-কমিটী গঠনে জনরক্ষা সমিতির সাহায্য চাহিয়াছেন। সুতরাং জনসাধারণ আগাইয়া গিয়া কাজে নামিলে মজুত-বিরোধী অভিযান সফল হইবেই।

শ্যামাপ্রসাদ কি চান?

৩০শে জুলাই একটি ছাত্র সভায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ঘোষণা করেন যে, কলিকাতার ৩২ হাজার লোককে দৈনিক খাওয়াইবার জন্য তাঁরা ৮১০টা লঙ্গরখানা খুলিতেছেন এবং ইহার জন্য বাংলা সরকারের কাছ হইতে সস্তা দরে চাউল ও আটা সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। এই কাজে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যবসাদার অর্থ সাহায্য করিতেছেন, ইহাও তিনি জানান। শ্যামাপ্রসাদ ছাত্রদের বলেন যে তারা গরীব মধ্যবিত্ত পরিবারের তালিকা সংগ্রহের কাজে সাহায্য করিতে আগাইয়া আসুন।

কিন্তু ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ এই কথা বলিয়াই শেষ করেন নাই। তিনি কমিউনিষ্টদের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, যখন চাউলের দর ১৮ টাকা ছিল, তখন তারা এসেম্ব্লিতে বুভুক্ষু অভিযান করিয়াছে, কিন্তু এখন তারা কি করিতেছে?

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের এই কথা হইতে লোকে বুঝিবে যে, বুভুক্ষু অভিযান না করার মানে খাদ্য-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করা, অর্থাৎ বুভুক্ষু অভিযান করাটাই বুঝি খাদ্য-ব্যবস্থার একমাত্র পথ।

কিন্তু, খাদ্যের অভাব যেখানে সেখানে বুভুক্ষু-অভিযানে খাদ্য পাওয়া যায় না, তাতে বিশৃঙ্খলা বাড়ে, পুলিশ জুলুমের অজুহাত আসে, জনসাধারণ তাতে আরো হতাশ হইয়া পড়ে। খাদ্য জোটাইতে হইলে খাদ্য-সরবরাহ ব্যবস্থাগুলিকে ভাল করিতে হইবে, লুকানো খাদ্য বাহির করিতে হইবে, সমানভাবে খাদ্য-বণ্টনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। হৈ-হাঙ্গামায় তা হয় না। তার জন্য দরকার জনগণের একতা ও সংগঠন। 'কিউ' হইতে আরম্ভ করিয়া লঙ্গরখানা খোলা, মজুত-বিরোধী অভিযান করা সমস্ত ক্ষেত্রেই জনসাধারণের উদ্যোগ চাই। কমিউনিষ্টরা এইসব কাজেই করিতেছে। জনসাধারণও এই সব কাজের সুফল প্রত্যক্ষভাবে দেখিতেছে ও আশান্বিত হইয়া এই কাজে ক্রমশই আগাইয়া আসিতেছে। জনরক্ষা কমিটী ক্রমশই জোরালো হইতেছে। অবস্থার চাপে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদকেও নিছক সমালোচনা ছাড়িয়া লঙ্গরখানা খুলিতে হইতেছে। কিন্তু তাহার ফাঁকেও তিনি এমন কথা বলিতেছেন, যাতে জনসাধারণের দৃষ্টি এখনকার জরুরী কাজের দিক হইতে সরিয়া যায়। মজুত-বিরোধী অভিযান সম্পর্কে তিনি কোনো কথা বলেন নাই। অথচ তাঁরা যে লঙ্গরখানা খুলিতেছেন, সেগুলিকে চালু রাখিবার জন্যও দরকার মজুত চাউল উদ্ধার করা, তার জন্যও দরকার মজুত-বিরোধী অভিযান সফল করা।

কংগ্রেসসেবী পঞ্চমবাহিনীর ফাঁদে পড়িবে না

শ্রীবাস্তবের এ-আই-সি-সির সভা করা ও আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার করার কথায় সবচেয়ে বেশী আতঙ্কিত হইয়াছে পঞ্চমবাহিনী, যারা ৯ই আগষ্টকে উপলক্ষ্য করিয়া আবার ধ্বংসকার্য্য সুরু করিতে চায়। কংগ্রেসসেবীদের দিয়া কাজ না করাইতে পারিলে পঞ্চমবাহিনী এখন আর জনসাধারণের ঘাড়ে চাপিতে পারে না। তাই সি-এস-পি কংগ্রেস-সেবীদের উস্কাইতেছে—আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার করা মানে কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা, এ-আই-সি-সি মিটিং হইতে দিও না ইত্যাদি।

কিন্তু সম্প্রতি মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেসী মন্ত্রী ডাঃ সুব্বারায়াণ যে বিবৃতি দিয়াছেন তাতে সি্-এস-পি দের পক্ষে কংগ্রেসসেবীদের টানিয়া রাখা মুস্কিল হইবে। ডাঃ সুব্বারায়ান বলিয়াছেন, তিনি ও শ্রীবাস্তব উভয়েই পরামর্শ করিয়া ঠিক করিয়াছেন যে কংগ্রেসসেবীদের, বিশেষতঃ এ-আই-সি-সি সভ্যদের একটা ঘরোয়া সভাই তাঁরা আহ্বান করিবেন। এই সভায় দেশের বর্ত্তমান অবস্থার হিসাব নিকাশ করা হইবে এবং গান্ধীজীর চিঠি-পত্রের উপর ভিত্তি করিয়া দেখানো হইবে কংগ্রেসের ঠিক পথ কোনটা। তাঁরা মনে করেন যে এই আলোচনার ফলে এমন একটা কার্য্যক্রম নিশ্চয়ই গ্রহণ করা যাইবে, যাহাদ্বারা গান্ধীজী ও নেতাদের মুক্তি, জাতীয় গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্যে সরকারের সহিত আলোচনা ও জনসাধারণের খাদ্য-সমস্যা ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে।

আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহারের কথা শুনিয়া যে সমস্ত কংগ্রেসসেবীরা আপত্তি করেন তাঁদের নিশ্চয়ই

(সম্পাদকীয়-এর নীচে দেখুন)

ঢাকায় উৎপাদন সম্মেলন

১০ হাজার মজুর উৎপাদন বাড়াইবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ

মজুরের পাশে জনসাধারণও দাঁড়াইয়াছে

ঢাকার ১০ হাজার সুতাকল মজুর উৎপাদন বাড়ানোর মধ্য দিয়া তাদের ইউনিয়নকে দেশরক্ষার শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত করিয়াছে। উৎপাদন বৃদ্ধির সম্মেলন হইবে, তাই উৎপাদন বৃদ্ধির কাজের মধ্য দিয়াই তারা সম্মেলনের প্রস্তুতি করিতে লাগিল। তার জন্য যন্ত্রপাতি, মালমসলা যোগাড় ও ইউনিয়ন অফিসে বৈঠক হইল। সম্মেলনে মজুররা গান করিবে; প্রাদেশিক কমিটি গায়ক কমরেড বিনয় রায়কে পাঠাইলেন। স্বেচ্ছাসেবকদের শিক্ষা দিবার জন্য ঢাকা হইতে কমরেড বিনয় বসু আসিলেন। দেশরক্ষার কাজে মজুরদের ভারী উৎসাহ। তারা বুঝিয়াছে, উৎপাদন বাড়ানোর মধ্য দিয়াই মজুরের জোর বাড়িবে। তাই তাদের ইউনিয়ন মালিকের অনুমোদন না পাইয়াও, উৎপাদন বৃদ্ধি সম্মেলনে মালিকের সাহায্য আদায় করিল। সম্মেলনের সাজসজ্জা, থিয়েটার হল ও কারখানার অতিথি-শালার ব্যবস্থা মালিকের কাছ হইতেই আদায় হইল।

সম্মেলনে ১০ হাজার মজুর আসিয়াছে। মেয়ে মজুররাও উপস্থিত। নৌকা করিয়া গ্রামাঞ্চলের কৃষকরাও সম্মেলন দেখিতে আসিয়াছে। নারায়ণগঞ্জ হইতে মধ্যবিত্ত মেয়ে পুরুষ ও কিশোর বাহিনী হাজির হইয়াছে। উৎপাদন বৃদ্ধি সম্মেলনে যে দেশের সকলের স্বার্থ—এ কথাই তারা জানাইতে আসিয়াছে। প্রত্যেক কারখানা, প্রত্যেক ডিপার্ট হইতে মজুর আসিয়াছে। সারাদিন পরিশ্রমে শরীর ক্লান্ত; কিন্তু এ সম্মেলন যে তাদেরই। তারাই উৎপাদন বাড়ানোর মধ্য দিয়া সম্মেলনকে সার্থক করিয়াছে। তাই তাদের আগ্রহের শেষ নাই। বিনয় রায় লাল পতাকা ও কায়ুর শহীদদের গান গাহিলেন। উপস্থিত সকলের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। দেশরক্ষার আন্দোলনই এ গানের জন্ম। মজুর উৎপাদন বাড়াইয়া আরও শত শত গান সৃষ্টি করিবে। সুতাকল মজুর কমরেড সুরেন মিত্র নিজের তৈরী উৎপাদনের গান গাহিলেন। সংস্কৃতির প্রোগ্রাম সুরু হইল। পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় ও সুরে গান গাওয়া হইল; ষ্টালিনের হাতে হিটলারের পরাজয়ই হইল গানের বক্তব্য। তার পর 'জনযুদ্ধ' বিক্রির নাচ ও বীর নারী ও কিশোরের গান হইল। উৎপাদন বৃদ্ধির নাটকে এই প্রোগ্রাম শেষ হইল। সকলে বুঝিল, সংস্কৃতি কি করিয়া জনসাধারণকে দেশরক্ষায় মাতাইতে পারে।

উৎপাদন বাড়ানোর কাজে অগ্রণী কমরেড সতীশ কর ও ঘোপেশ সরকারকে অভিনন্দন জানানো হইল। সভায় সকলের কণ্ঠে দেশরক্ষার তুমুল ধ্বনি উঠিল। কমিউনিষ্ট পার্টি ও ইউনিয়নের পক্ষ হইতে তাদের প্রত্যেককে দুটি করিয়া রুপার মেডেল দেওয়া হইল। সতীশ কর বলিলেন, 'আমি কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য, আপনারা উৎপাদনের দক্ষতা বাড়ানোর কাজে সাহায্য করুন, ইহাই আমার আবেদন।' ঘোপেশ সরকারও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আবেদন জানাইলেন। কমরেড বিনয় রায় এই দু জন কমরেডের দেশপ্রেমিকতা উপলক্ষ করিয়া একটি কীর্ত্তন গাহিলেন। সকলেই তাহাতে যোগ দিলেন।

সম্মেলনে দাবী জানানো হইল: সপ্তাহে ৭ দিনই মিল চালু রাখিতে হইবে—৭টি ব্যাচ করিয়া একদিন একেক ব্যাচকে ছুটি দিতে হইবে। যুক্ত উৎপাদন কমিটি চাই। ইউনিয়নকে মানিয়া নিতে হইবে। মেয়ে মজুরদের পুরুষদের সমান মজুরী দিতে হইবে। মিলিটারীর জন্য তোয়ালে সরবরাহের জন্য আরো বেশী রোলার চাই। এ ছাড়াও মাগগীভাতা প্রভৃতির দাবী জানানো হয়। উৎপাদন বাড়ানোর কাজে উৎসাহী মজুর অরুণ চক্রবর্ত্তীকে কাজে বহাল করার দাবী জানানো হয়। নূতন যে কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইল, তাহার সম্পাদক হইলেন একজন মজুর কমরেড মৃণাল চক্রবর্ত্তী। কমিটিতে ৩।৪ জন ছাড়া আর সবাই মজুর।

সম্মেলনে কিষাণ সমিতি, আত্মরক্ষা সমিতি, গেঞ্জীকল মজুর, ছাত্র ফেডারেশন, জনরক্ষা সমিতি, ঢাকা জেলা রেল মজুর ও কিশোর বাহিনীর পক্ষ হইতে অভিনন্দন জানানো হয়। ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘের কমরেড রণেশ দাশগুপ্তের উপর পঞ্চম বাহিনীর হীন আক্রমণকে তীব্র নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সম্মেলনে ঢাকার বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড গোপাল বনার্জ, প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন ফ্র্যাকসনের সম্পাদক কমরেড জ্যোতি বসু ও কমরেড নিরঞ্জন গুপ্ত বক্তৃতা করেন। চীনে প্রেরিত কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশনের ডাঃ বিজয় বসু তাঁর বক্তৃতায় চীনবাসীর উৎপাদন বৃদ্ধি আন্দোলনের কথা বলেন। তারপর সভাপতির অনুরোধে চীনের একটি প্রতিরোধ সঙ্গীত শোনান। ঢাকা জেলা মুসলিম লীগ সম্পাদক মিঃ সালিম তাঁর বক্তৃতায় কমিউনিষ্ট পার্টির মৌহৃদ্য শৃংখলার প্রশংসা করেন ও উৎপাদন বাড়ানোর কাজে মজুর ও মালিককে সংযোগ হইতে বলেন। সম্মেলনের সভাপতি কমরেড মোমিন তাঁর অভিভাষণে বলেন, সৈন্য বাহিনী ও জনসাধারণের জন্য উৎপাদন বাড়ানো যে মজুরের দেশপ্রেমিক দায়িত্ব—এ কথা তারা বুঝিয়াছে। মজুরই আজ জাতীয় সংকট দূর করার কাজে দৃঢ় সংকল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে।'

এই উৎপাদন সম্মেলন বাংলার মজুরকে পথ দেখাইয়াছে। মজুর আজ মুক্তির বিজয়ী পথ কাটিয়া অগ্রসর হইতেছে।

চটকল বন্ধ রাখা চলিবে না

কয়লার জন্য মালিক ও মজুর মিলিয়া সরকারকে চাপ দাও

চটকলের মালিকরা জানাইয়াছিল যে কয়লার অভাবের জন্য এক সপ্তাহ সমস্ত চটকল বন্ধ রাখা হইবে। সেই মতো ২৪শে জুলাই হইতে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত চটকল বন্ধ থাকে। মালিকরা বলিয়াছে যে এক সপ্তাহ কল বন্ধ রাখিলে উৎপাদনের কোনো ক্ষতি হইবে না, মজুরেরও বেশী ক্ষতি হইবে না, কেননা, তাদের খোরাকী ও ভাতা দেওয়া হইবে।

কিন্তু গোঁজা মিল দিয়া কয়লার অভাব মিটানো যায় না বা মজুরদেরও ক্ষতি পূরণ করা যায় না। ২৪শে জুলাইয়ের আগেই কয়লার অভাবে অনেক মিল বন্ধ হইয়াছে। বজবজ এলাকার ৫টী চটকল—বজবজ, ওরিয়েণ্ট, এলবিয়ন, লোথিয়ান ও ক্যালিডো-নিয়ন মিলগুলিকে ১৫ই জুলাই হইতেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ১৯শে জুলাই কেবল বজবজ মিল চালু হয়, কিন্তু ২৩শে জুলাই হইতে আবার ২রা আগষ্ট পর্য্যন্ত বন্ধ করিবার নোটিশ দেওয়া হয়। রিষড়ার ব্রেষ্টিংল মিলও ২৩শেই বন্ধ হইয়া যায়। বজবজের মজুরদের প্রথমে ৬ আনা হারে খোরাকী দেওয়া হয়, পরে মজুরদের একতাবদ্ধ দাবীর জোরে খোরাকীর হার বারো আনায় উঠে। রিষড়া মিলে খোরাকী সম্বন্ধে প্রথমে কোনই বন্দোবস্ত হয় নাই।

আবার চটকল বন্ধ হইল

চটকল মালিক এসোশিয়েসন ঘোষণা করিয়াছেন যে আর এক সপ্তাহের জন্য, অর্থাৎ ৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত চটকল বন্ধ থাকিবে।

মজুরগণ! আওয়াজ উঠাও—কয়লার অভাব দূর করিয়া মিল চালু করিতেই হইবে। যুক্ত উৎপাদন কমিটী গড়িতেই হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বাড়াইবার জন্য মজুরদের সভাবদ্ধ করিবার জন্যও প্রচার করা হইতেছে। জঙ্গী মজুরদের সভায় বিপুল উৎসাহ দেখা যাইতেছে। কয়েকদিন আগে পর্য্যন্ত মজুরদের মধ্যে ধর্ম্মঘট করার ঝোঁকই ছিল বেশী; আজ মজুরদের মধ্য থেকেই অনেকে অগ্রণী হইয়া প্রচার চালাইতেছে। কৈয়াছড়া চা বাগানের একজন সর্দ্দার মজুরদের বোঝাইতে থাকে: "কেবলমাত্র মালিকের উপর নির্ভর না করে নিজেরা অসুবিধা দূর করবো, প্রয়োজন হলে উপবাসী মজুরদের চাঁদা করে খাওয়াবো। বেশী পয়সা হলে মালিক ও দেশের লোক আমাদের সাথে না এসে পারবে না। বাগান রক্ষা করবো আমরাই, মালিক নয়।" এই সর্দ্দারের কথায় মজুরদের উৎসাহ বাড়িয়া গিয়াছে। ঐ বাগানের সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে আসিয়াছে।

উৎপাদন নীতি লইয়া প্রত্যেক বাগানে বৈঠকী সভা করা হইতেছে। 'জনযুদ্ধে'র কথা শুনিবার জন্য মজুরদের আগ্রহ খুবই। দেশরক্ষার জন্য নিজেরা একতাবদ্ধ হইব, সকলকে একতাবদ্ধ করিব—এই পথেই চা বাগানের মজুররা আগাইয়া চলিয়াছে।

এক সপ্তাহ মিল বন্ধ করিলেই যে কয়লা সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে না, ইহা হইতেই তা বোঝা যায়। আর মজুররা যদি মাঝে মাঝে এইরকম বেকার হইয়া পড়ে, তবে ভাতা দিলেও তো তাদের অন্ন সংস্থান হইবে না। চটের উৎপাদনই বা এইরকমভাবে কতদিন বন্ধ হইয়া থাকিবে?

কয়লার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। মিল-মালিকের মুনাফালোভের চেষ্টা দ্বারা সে ব্যবস্থা হইতে পারে না। তার জন্য চাই মজুরের সঙ্গে মালিকের একযোগে কাজ। মজুর ও মালিকের যুক্ত উৎপাদন কমিটী এবং তাহার পিছনে দেশবাসীর সমর্থন—ইহার জোরেই সরকারকে বাধ্য করা যাইবে কয়লা আমদানীর ব্যবস্থা করিতে।

বিরলাপুরে চটকল মজুরের বিরাট সভা

গত ২৩শে জুলাই বিরলাপুরে আড়াই হাজার চটকল মজুরের এক বিরাট সভা হয় কমরেড আব্দুল হালিমের সভাপতিত্বে। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি, কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী, কমরেড নীরেন ঘোষ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। তাঁরা বলেন যে কয়লা আমদানীর জন্য উপযুক্ত সংখ্যক মালগাড়ীর ব্যবস্থা যাতে হয়, তার জন্য সরকারকে বাধ্য করিতে হইবে। ইহার জন্য মজুরদের তরফ হইতে গণদরখাস্ত, ডেপুটেশন প্রভৃতি পাঠাইতে হইবে। মালিকের ভরসায় বসিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না। কারখানার দায়িত্ব আজ মজুরেরই বেশী। মজুর অগ্রণী হইলে আজ মালিককেও মজুরের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

বিরলাপুরে মজুর আন্দোলন নূতন। কিন্তু মজুর একতা এখানে দৃঢ়ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। দেশপ্রেমের কর্ত্তব্য এখানকার মজুরদের অনুপ্রাণিত করিয়াছে, তাই এখানে জুট মেমোরেণ্ডামে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ মজুরই সহি দিয়াছে। বিরলাপুর চটকল মজুর আন্দোলনে সকলকে পথ দেখাইয়াছে।

খাদ্যাভাব ঘুচাইতে ● উৎপাদন বাড়াইতে

★ চা-বাগান মজুরের একতা ★

চট্টগ্রামের কেলিসহর চা বাগানের মজুরদের একতা ও সংগঠন আজকে খাদ্য ব্যবস্থার জন্য আমলাতন্ত্রকেও সচেষ্ট করিয়াছে। অনেক দিন হইতেই মজুরদের অভিযোগ ছিল, এতদিন'সে অভিযোগে মালিক কাণ দেয় নাই। কিন্তু আজ শুধু মজুরই নয়, তাদের পিছনে দাঁড়াইয়াছে জনসাধারণ। এস্-ডি-ও তদন্ত করিতে আসিলেন, ম্যানেজারের বিবৃতির প্রতিবাদ করিয়া প্রকৃত অবস্থা কি তাহা মজুররা জানাইল। মালিকের মুখ কালো হইয়া গেল।

কিন্তু এখনও মিল-মালিক মজুরের দাবী পূরণ করে নাই। ইউনিয়নের তরফ হইতে খাদ্য ভাণ্ডার খোলার জন্য কনট্রোল দরে চাল ও আটা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চাওয়া হইয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাতে রাজী হইয়াছেন। তিনি সাপ্লাই অফিসারকে বলিয়াছেন ইউনিয়নের সহযোগিতায় যাতে প্রত্যেক বাগানে খাদ্য ভাণ্ডার খোলা হয় তার ব্যবস্থা করিতে।

ইতিমধ্যে এই খাদ্য ভাণ্ডার খোলার অপেক্ষায় না থাকিয়া ইউনিয়ন মজুর ও গ্রামবাসীদের কাছ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া অভাবগ্রস্তদের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছে।

উৎপাদন বৃদ্ধিতে টেঙ্গোমাকোর মজুরের দৃষ্টান্ত

২৪ পরগণা জেলার বেলঘরিয়ায় টেঙ্গোমাকোর মজুররা দেখাইয়াছে মজুররাই আজকে দেশরক্ষার জন্য উৎপাদন বাড়ায়। লড়াইয়ের একটা প্রয়োজনায় জিনিষ এখানকার মজুররা তৈরী করে। আগে যে মজুররা ৭০০ জিনিষ তৈরী করিত, নিজেদের চেষ্টার ফলে তারা উৎপাদন বাড়াইয়া ১২০০ করিয়াছে।

কিন্তু মিল-মালিক উৎপাদন বাড়ানো সম্বন্ধে কোনো দায়িত্ব অনুভব করে না। যে মজুররা প্রায় দ্বিগুণ উৎপাদন বাড়াইতে পারে, তাদের উৎসাহ ও সাহায্য দেওয়া দূরে থাকুক, কিছুদিন পরে কোনো একটা অজুহাতে সেই মজুরদেরই নেতা মজুর ইউনিয়নের কর্

ফসল বাড়াইতে দৃঢ়-সংকল্প

কৃষক ও জনসাধারণের ভিতর দারুণ উৎসাহ

শত শত বিঘা পতিত জমিতে চাষ সুরু হইল

২৫০০ বিঘা জমি চাষের যোগ্য হইল

বীরভূম—লাবপুর থানার রাঘবেশ্বর একটি ছোট গ্রাম। এখানের কৃষক আন্দোলন অনেক দিনের। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় নানাজপ লাঞ্ছনা সহিয়াও এখানকার কর্মীরা কৃষক সমিতিটিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। জনযুদ্ধের যুগেও তাহারা পিছাইয়া নাই। বোম্বাইতে যে কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেস হইয়া গেল, তাহার কথা এখানে বসিয়াই ইহারা শুনিয়াছেন, এবং কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্যও বুঝিয়া গিয়াছেন। তাই ৮ই জুলাই এই গ্রামে পার্টির একটি কমিটি গঠিত হয়, সভ্যেরা সকলেই সাধারণ কৃষক। ফসল বাড়াইবার দৃঢ় সংকল্প নিয়া মাঠে কাজ ও গ্রামে প্রচার আরম্ভ করিল। তাহাদের প্রচার ও উৎসাহের ফলে সাধারণের মধ্যে ফসল বাড়াইবার উৎসাহ আসিল। কিন্তু জলের অভাবে বীজ ধান শুকাইতে আরম্ভ করিল। ফলে খানিকটা হতাশাও আসিয়া দেখা দিল। কিন্তু এই হতাশাকে কাটাইতেই হইবে। অগ্রণী হইয়া আসিলেন কমিউনিষ্ট কৃষকরা। বলশেভিক দৃঢ়তার সহিত অসুবিধা দূর করিতে লাগিয়া গেলেন। কিছুটা দূরে কোপাই নদী, সেখানে বাঁধ বাঁধিলে জলের সুবিধা হইতে পারে। সাধারণ কৃষকদের কাছে নদীতে বাঁধ বাঁধার প্রস্তাব করা হইল, প্রথমে সকলে রাজী হইলেন না। যে কয়েকজন রাজী তাহাদের নিয়াই বাঁধ বাঁধা সুরু হইয়া গেল। বাঁধ দেওয়ার ফলে নদীর জল জমা হইতে দেখিয়া অন্যান্য চাষীরাও বাঁধের কাজে আগাইয়া আসিতে লাগিলেন। ৬ খানি গ্রামের চাষীরা এই বাঁধের পিছনে সমস্ত শক্তি লইয়া আগাইয়াছে। আজ যদি বর্ষাও না হয় তবুও ২৫০০ বিঘা জমি চাষ হইবে। ইহার ফলে এই অঞ্চলে চাষীদের মধ্যে আসিয়াছে অদম্য উৎসাহ ও অসীম প্রেরণা। "ফসল বাড়াইয়া আমরা আমাদের দেশকে রক্ষা করিব"—এই আওয়াজ কাজে পরিণত করা যায় এবং ইহার ভিতর দিয়া ঐক্যের ভিত্তি গড়িয়া তোলা যায়। ঐ ৬ খানি গ্রামের চাষীদের কাজে তাহা পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কৃষকরা ফসল বাড়ানোর সংকল্প নিতেছে

নদীয়া—কমরেড ধীরেন দাশ গুপ্তের নেতৃত্বে খোকুদার কমিউনিষ্ট ও কৃষক কর্ম্মীরা স্কোয়াড করিয়া 'ফসল বাড়াও, সপ্তাহে প্রচার চালাইয়াছেন। এই প্রচারে খুব ভাল ফল দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলের অনেক পতিত জমি আবাদ আরম্ভ হইয়া যায়, এখন পর্যন্ত যে পরিমাণ জমি চাষ হইয়াছে তাহাতে অন্ততঃ ৫।৬০ মণ ধান পাওয়া যাইবে, ইতি মধ্যেই কৃষকদের ভিতর ৪ জন 'জনযুদ্ধের' গ্রাহক হইয়াছেন সবাই ফসল বাড়াইবার দিকে নজর দিতেছেন।

ফসল বাড়াও আন্দোলনের ভিতর দিয়া জন সাধারণের হতাশার ভাব কাটিয়া যাইতেছে

জলপাইগুড়ী—"খাবার ফসল বাড়াও" সপ্তাহে শালদিরিঝানই ইউনিয়ন (লোফসল গাঁ) কৃষক সমিতির কর্ম্মী ও ভলাণ্টীয়ার গণ অনাবাদী জমির সন্ধান লওয়া ও খাদ্য ফসল বাড়াইবার রাজনৈতিক তাৎপর্য—কৃষক ও জোতদার সকলকেই বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দেন—হাট সভা, বৈঠক ও ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনা হইল। দেখা গেল এখানে সামান্য ২।৪ বিঘা জংলা জমি পতিত আছে। বর্ত্তমানে কৃষকরা ধান্য রোপনের কাজে ব্যস্ত। তবে তাহারা খাদ্যের ফসল বাড়াও আন্দোলনের ফলে খুব উৎসাহিত হইয়াছেন এবং সংকল্প নিয়াছেন যে শীতকালে ঐ সব জমি পরিষ্কার করিয়া উহাতে রবি ফসল আবাদ করিবে।

এই ইউনিয়ন অন্নাভাবে ভীষণ দুর্ভোগ ভুগিতেছে, এমনি অনেকে রোপনের জন্য যে চারা তৈয়ার করিয়াছিলেন তাহাও বিক্রয় করিয়া ধান কিনিয়া খাইতেছেন। কৃষক সমিতি ও খাদ্য কমিটির প্রচেষ্টায় সরকার হইতে ১০০/ মণ ধান কৃষকদের মধ্যে কর্জ্জ হিসাবে বিলি করিবার জন্য খাদ্য কমিটির হাতে আসিয়াছে। খাদ্য কমিটি ও কৃষক সমিতির অক্লান্ত চেষ্টায় এই অঞ্চলের কৃষক ও জনসাধারণের মুখে হতাশার ভাব আসিতে পারিতেছে না; জন সাধারণের মনে এই বিশ্বাস স্থায়ী হইতেছে যে ঐক্যবদ্ধ খাদ্যকমিটির ভিতর দিয়া ও ফসল বাড়াও আন্দোলনের মধ্য দিয়াই খাদ্য সমস্যা অংশেও আনিতে পারা যাইবে।

চট্টগ্রাম সপ্তাহে

● ছাত্র-সমাজ দেশরক্ষার পথে আগাইল ●

১৯শে জুলাই হইতে ২৫শে জুলাই সারা ভারতের ছাত্র সমাজ নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম সপ্তাহ পালন করিয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের অহ্বানে বাংলার জেলায় জেলায় এই সপ্তাহ পালিত হইয়াছে।

চট্টগ্রাম সপ্তাহ পালনের উদ্দেশ্য ছিল শুধু চট্টগ্রামের ভাইবোনদের বাঁচাইবার জন্য কিছু টাকা কড়ি সংগ্রহ করাই নয়, ইহার আসল উদ্দেশ্য—যে পথে আজ চট্টগ্রাম চলিয়াছে, সেই পথে বাংলার ও ভারতের ছাত্র সমাজকেও আগাইয়া লইয়া যাওয়া। শ্রেষ্ঠ দেশ প্রেমিকদের জন্মভূমি, কর্ম্মভূমি চট্টগ্রাম! সেখানকার ছাত্ররা বোমায় বিধ্বস্ত হইয়াও, অনাহারে অর্দ্ধমৃত হইয়াও শিক্ষাজীবনকে বাঁচাইবার জন্য ছাত্র শিক্ষক অভিভাবককে মিলাইয়াছে, খাদ্যের জন্য হিন্দু মুসলমানকে এক করিয়াছে, এ-আর পিতে যোগ দিয়া কি করিয়া দেশবাসীকে বাঁচাইতে হয় তাহা দেখাইয়াছে। পঞ্চমবাহিনীর মতলব অচল করিয়া, জনসাধারনের মনোবল অক্ষুন্ন রাখিয়া জাপ-আক্রমণকে ঠেকাইয়া রাখিতেছে। চট্টগ্রাম সপ্তাহ ছাত্রদের এই পথেই ডাক দিয়াছে।

কলিকাতায় এই সপ্তাহের প্রচারের ফলে ৪০০ টাকা উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে ২২০ টাকা তুলিয়া দিয়াছে কেবল ছাত্রীরাই। এই সপ্তাহের প্রচারের মধ্য দিয়া কর্ম্মীরা পঞ্চম বাহিনীর রাজনীতিকে ছাত্র-সাধারণের সামনে উদ্ঘাটিত করিয়াছে।

রিপন কলেজে পঞ্চমবাহিনী চুপিচুপি প্রচার চালাইতেছিল—সুভাস বসু জাপানের সাহায্য নিয়া ভারতকে স্বাধীন করিতে আসিতেছে। আমাদের ছাত্র কর্ম্মীরা সাধারণ ছাত্রের সামনে দাঁড়াইয়া মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে—সুভাষ বসু জাপানের ভাড়াটিয়া, দেশের শত্রু, জাতির কলঙ্ক। তাকে রুখিতে হবে। বিদ্যাসাগর কলেজে পঞ্চমবাহিনী আমাদের একজন ছাত্রকর্ম্মীর হাত হইতে 'দি ষ্টুডেন্ট' কাড়িয়া ছিড়িবার চেষ্টা করে। ছাত্র কর্ম্মীটী তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতে সুরু করে: দি ষ্টুডেন্ট লড়িতেছে শিক্ষাজীবনকে বাঁচাইবার জন্য, খাদ্যের জন্য, গান্ধীজীর মুক্তির জন্য, দেশরক্ষার জন্য। এই পঞ্চমবাহিনী 'দি-ষ্টুডেন্ট' ছিঁড়িয়া প্রমাণ করিতেছে সে এই সমস্ত কাজের বিরোধী। এই আবেদনের পরে পঞ্চমবাহিনী আর মুখ দেখাইবার সাহস করে নাই। ল' কলেজেও পঞ্চমবাহিনী ধর্ম্মঘট বাধাইয়া কলেজ বন্ধ করিবার চেষ্টা করে। সাধারণ ছাত্রদের হস্তক্ষেপে পঞ্চমবাহিনী সাংঘাতী হইয়াছে। বেথুন কলেজের এক সাধারণ সভায় আর-এস-পির কমরেডস গিয়া ছাত্রীদের ফাষ্ট-এড্-এ যোগদানের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। সাধারণ মেয়েরাই তাদের হঠাইয়া দেয়।

এই সপ্তাহ পালনের মধ্য দিয়া ফ্রটিশ, পোষ্ট গ্রাজুয়েট, ল' প্রভৃতি কলেজের কংগ্রেসী ছাত্ররা বিপুল সংখ্যায় ছাত্র-গার্ড হিসাবে কাজ করিবার জন্য আগাইয়া আসিয়াছে। এই সপ্তাহে ছাত্রগণ সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র দাবী উত্তলের জন্যও কাজ করিয়াছে। হোষ্টেলের চার্জ্জ কমানোর জন্য, ল' কলেজের বেতন কমানোর জন্য, সিটি কলেজ চালু রাখার জন্য, পোষ্ট গ্রাজুয়েটে কাগজের জন্য ছাত্র কর্ম্মীরা কাজ আরম্ভ করিয়াছে, জনরক্ষার কাজে ছাত্রদের টানিয়া আনিয়াছে, ছাত্র কর্ম্মীরা তিনটী স্কুল-কলেজে প্রাথমিক শুশ্রূষা বিদ্যা শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছে।

পাবনায় চট্টগ্রাম সপ্তাহ পালনের মধ্য দিয়া ছাত্রদের মনে আসিয়াছে কাজের জন্য প্রবল উৎসাহ। ৩৩ জন নূতন কর্ম্মী আসিয়াছে। গোপালচন্দ্র ইনষ্টিটিউশনের ছাত্ররা ক্লাশে ক্লাশে কাগজের জন্য আন্দোলন করিতেছে। পাবনা কলেজের ছাত্ররা ছাত্র ফেডারেশনে ও মুস্লিম ছাত্র লীগের যুক্ত নেতৃত্বে সস্তা দরে চালের জন্য আন্দোলন চালায়, ডেপুটেশন পাঠায় এবং হোষ্টেলের জন্য প্রতি সপ্তাহে ৩ বস্তা আটা আদায় করিয়াছে। হোষ্টেলের ছাত্রদের জন্য সমবায় ভাণ্ডার খোলার জন্য ছাত্র ফেডারেশন ও মুস্লিম ছাত্র লীগের একযুক্ত ডেপুটেশন খাদ্য-সচিবের সঙ্গে দেখা করিয়াছে। খাদ্য আন্দোলনে কাজ করিবার জন্য ১২ জন মুস্লিম ছাত্র-কর্ম্মী হিসাবে আগাইয়া আসিয়াছে। পাবনা কলেজ কর্তৃপক্ষ ফসল তৈরীর জন্য কলেজের বিরাট জমি ছাত্র-ফেডারেশনের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং খরচ বহন করিতে রাজী হইয়াছেন।

রাজসাহী কলেজের ছাত্ররা এক বেলা না খাইয়া পয়সা বাঁচাইয়া চট্টগ্রাম ফাণ্ডে অর্থ দিয়াছে। কলেজে ২ দিন সভা হইয়াছিল। পঞ্চমবাহিনী অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাবে বাধা দিয়াছিল, কিন্তু সাধারণ ছাত্রদের তারা টানিতে পারে নাই।

রাজসাহীর ভোলানাথ ইনষ্টিটিউশনে কলেজের ছাত্র সম্মেলন হইবার কথা ছিল। পঞ্চমবাহিনী কর্তৃপক্ষকে ভয় দেখায় যে, এইখানে সম্মেলন হইলে মারামারি হইবে। আমাদের কর্ম্মীরা পঞ্চমবাহিনীর এই প্রচার ব্যর্থ করিয়া ছাত্রদের সহি সংগ্রহ করিয়াছে যাতে স্কুলে সম্মেলন করার অনুমতি পাওয়া যায়।

চট্টগ্রাম সপ্তাহ পালনের ভিতর দিয়া এমনি করিয়াই ছাত্র সমাজ পঞ্চমবাহিনীকে কোণঠানা করিয়াছে। চট্টগ্রামের শিক্ষা ছাত্র সমাজ গ্রহণ করিয়াছে, তাই তাদের একতা আজ দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিতেছে।

পার্টির জন্য মায়ের দান

চট্টগ্রামের সুখেন্দু দস্তিদারের মা পার্টির লেনিন-ডে ফাণ্ডে ১০০৲ টাকা দিয়াছেন।

তিনি জেলা কমিটির সম্পাদকের কাছে এই চিঠি লিখিয়াছেন]

স্নেহের রণীষ

তুমি আমার সুখেন্দুর সাথী, দেশের জন্য তোমরা একসঙ্গে জেলে গিয়েছিলে। বর্ত্তমানে তুমি বাইরে এসে কমিউনিষ্ট পার্টির কাজ করছ। তোমাদের পার্টির ইংরাজী পত্রিকায় আমার পার্টি কংগ্রেসের যে চিঠি উঠেছে তা আমি দেখেছি। পূর্ণেন্দুর কাছে শুনলাম খাদ্যসংকট সমাধান, সুখেন্দু, অনন্ত, গণেশ ইত্যাদি আমার বন্দী ছেলেদের ও মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি নেতাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য চট্টগ্রাম কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে আগামী জানুয়ারী মাসের মধ্যে ৮০০০৲ টাকা তুলতে হবে। আমি বিধবা এবং আমাদের বিশেষ কোন জমিজমা নেই। ছেলেদের মধ্যে দু তিনজন যা সামান্য রোজগার করে তা দিয়েই কোনমতে সংসার চলে। বড় ছেলে পূর্ণেন্দু উকিল হলেও সবসময় পার্টির কাজ করে। তাই অন্য কোন দিক থেকে পরিবারের কোন আয় আসে না। আমার যৎসামান্য সঞ্চিত যা ছিল তা থেকে আমি "লেনিন ডে" ফাণ্ডের জন্য ১০০৲ টাকা পাঠালাম। আশা করি আমার এই সামান্য দান তোমাদের কাজে কিছু সাহায্য করবে। আমি মনেপ্রাণে আশীর্ব্বাদ করছি কমিউনিষ্ট পার্টির আদর্শ সফল হোক।

ইতি, আশীর্ব্বাদিকা—

(স্বাক্ষর) শ্রীকুমুদিনী দস্তিদার।

ময়মনসিংহ—১৮ই জুলাই লাউচাপড়া ইউনিয়ন কৃষক সমিতির উদ্যোগে খাবার ফসল বাড়াও সম্বন্ধে একটি বঠক হইয়া গিয়াছে। বৈঠকে ৫০ জন লোক জমায়েত হইয়াছিল, তন্মধ্যে মুসলমান কৃষকের সংখ্যাই বেশী। বৈঠকের আলোচনার ভিতর দিয়া তাহারা শপথ নেয় বিপদের হাত হইতে দেশকে বাঁচাইব—খাবার ফসল বাড়াইব এবং এক টুকরা জমিও পতিত রাখিব না। পরের দিন হইতে কাজ সুরু হইয়া যায়। একটি ধর্ম্মগোলা খোলা হয় এবং সেই গোলাতেই অনেকে ২।৩ মণ করিয়া ধান জমা দেন। ইহাতে ২০/০ মণ ধান ও ২/০ মণ চাউল পাওয়া যায়, আউস ধান ঘরে উঠিলেই ৪।৫মণ করিয়া ধান সবাই ধর্ম্মগোলাতে জমা দিবেন প্রতিশ্রুতি দেন। ইতিমধ্যেই তাহারা মুষ্টিভিক্ষা তুলিয়া গ্রামের অভাবী লোকদের সাহায্য দিতেছে। গাঁতা করিয়া জমিতে হাল দেওয়া, ফসল কাটা, রোয়া লাগান, এবং মোড়া বাঁধিয়া ক্ষেতে জল দেওয়া—এই সমস্ত কাজও আরম্ভ করা হইয়াছে। পতিত জমির হিসাব নেওয়া হইতেছে, এই দুর্দ্দিনে আর এক টুকরা জমিও পতিত রাখা হইবে না। পতিত জমির অর্দ্ধেক ফসল জমির মালিককে দেওয়া হইবে এবং বাকী অর্দ্ধেক ধর্ম্মগোলাতে জমা রাখা হইবে. ইহাই সকলে মিলিয়া ঠিক করিয়াছেন। জমির মালিকরাও ইহাতে আনন্দের সহিত রাজী হইয়াছেন।

ফসল বাড়াও আন্দোলনের প্রচার

রংপুর—'ফসল বাড়াও' সপ্তাহে কাঁটালবাড়ী ও চিনাই এলাকায় স্কোয়াড করে করে। স্কোয়াডের মোট সভ্য ৮ জন। কাঁটালবাড়ীতে হাটে প্রচার চালান হয়। খোলা মিটিং ৩টি করা হয়। এই প্রচারের ফলে ২০০ বিঘা পতিত জমি উদ্ধার করা হয় এবং কৃষক সমিতির সভ্য হন ১৫ জন। তিস্তা এলাকায় ৪টি স্কোয়াড কাজ করে। খোলা মিটিং ৫টী হয়। অনবরত বৃষ্টির জন্য ২০০ বিঘা আউষের আবাদ নষ্ট হইতে চলে। কর্ম্মীরা চেষ্টা করিতে থাকেন ঐ ধান উদ্ধার করিতে। তাহার জন্য বিশেষ করিয়া প্রচার ও জনসমবেশ করা হয়। ফলে ঐ ২০০ বিঘা জমির আউষ ধান উদ্ধার করা হয়। উলিপুর এলাকায় ৬টি স্কোয়াড গঠন করা হয়। ৮টি খোলা মিটিং করা হয়। ৪টি হাটে প্রচার চালান হয়। দুর্গাপুর বন্দরে ফসল বাড়াও সপ্তাহে একটি বড় জনসভা হইয়া গিয়াছে, তাতে ৬০০ লোক যোগ দিয়াছে। কৃষক সমিতির সভ্য হন ৬০ জন। প্রায় ১০০ বিঘা জমিতে চৈতালী আবাদ করার সংকল্প নেওয়া হয়।

স্কুলের মাঠেও ফসল লাগাইবার ব্যবস্থা

কুমিল্লা—গত ২২শে জুলাই 'খাদ্য ফসল বাড়াও' সপ্তাহে চিতলী বাজারের একটি জনসভা হয়। সভায় খাদ্য সমস্যা ও তাহার প্রতিকার, ফসল বাড়াও প্রভৃতি বিষয়ের উপর জেরা দিয়া বিভিন্ন কমরেডরা বক্তৃতা দেন। বলাঘান ও বাকিলায় ২টি হাই স্কুল ও তাহার সাথে সংযুক্ত ১টি মাঠ আছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা চালাইবার পর ঐ মাঠ ২টিতে ফসলের ব্যবস্থা করা ঠিক হইয়া যায়। বলাঘানে ছাত্ররা এবং বাকিনাতে স্থানীয় কৃষক সমিতি এই কাজের ভার নেয়। মোট জমির পরিমাণ ১৮ গণ্ডা।

এক হও, তবেই অন্নবস্ত্র মিলিবে

দারজিলিংএও জনগণের উদ্যম বাড়িতেছে

দারজিলিংএ জনগণের উদ্যম বাড়িতেছে

দারজিলিং-এ এর আগে জনগণের আন্দোলন বলিতে বিশেষ কিছু ছিল না। অথচ দারজিলিং-এ গরীব গুর্খা ও পাহাড়ী, ছোট ছোট ব্যবসায়ী ও দিনমজুরের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। খাদ্য সমস্যায় এখানকার অধিবাসীদের অবস্থাও আজ অত্যন্ত কাহিল হইয়া উঠিয়াছে। ধনিকরা বলেন, চালের দর বাড়িয়া যাওয়াটা ত' সমস্যা নয়, আসল সমস্যা চালের দুষ্প্রাপ্যতা। সরকারের খাদ্য কমিটির কর্ম্মচারীদের মধ্যেও হতাশা—সরকার কিছুই করিবে না। হতভাগ্য দারজিলিং-এ আমাদের পার্টি-সংগঠকের নেতৃত্বে স্থানীয় কমিউনিষ্টরাই জনগণের জোরে খাদ্য আদায়ের পথে আগাইলেন। বিভিন্ন মহল্লা ও বস্তির প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা হইল। সর্ব্বত্র সাড়া জাগিল। মহল্লায় মহল্লায় খাদ্য সুমারী আরম্ভ হইল। জনপ্রিয় গুর্খা নেতা কমরেড রতনলালের নেতৃত্বে ভলাণ্টিয়ার জোগাড় হইল। সরকারী মহলেও জনগণের তাগিদে কিছুটা কর্ম্মতৎপরতা দেখা দিল। দারজিলিং সহর, কার্সিয়াং, সোনাদহ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় ৩০।৪০টি দোকানে সপ্তাহে দুইদিন করিয়া ২০৲ হইতে ২৫৲ টাকা মণ দরে চাল বিলির ব্যবস্থা হইল। এই কাজের মধ্য দিয়া জনসাধারণ ঐক্যের জোর বুঝিতেছে। এদিকে যেমন ভলাণ্টিয়াররা তেমনি জনসেবার মধ্য দিয়া সহরে জনপ্রিয় হইয়াছে, অন্যদিকে সরকারী কর্ম্মচারীরাও বুঝিয়াছে এই সব নিঃস্বার্থ ভলাণ্টিয়াররা না থাকিলে জনসাধারণকে সেবা করা একা তাদের পক্ষে অসম্ভব।

'জনযুদ্ধ' খাদ্য আন্দোলনকে, খাদ্য আন্দোলন 'জনযুদ্ধ'কে জোরদার করিবে

মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার ৯ নং ইউনিয়নে ৭টি খাদ্য কমিটি আছে। খাদ্যাভাবে কৃষকরা জমি আবাদ করিতে পারিতেছে না দেখিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও সমস্ত খাদ্যকমিটিগুলির একটি যুক্ত সভা হয়। এই মুহূর্ত্তে ধান না পাইলে যাদের পক্ষে আবাদ করা অসম্ভব, তাদের নামের একটি তালিকা তৈরী হইল; দেখা গেল, সাড়ে ৩ শত মণ ধান এজন্য এখুনি দরকার। এস-ডি-ওর সহিত মিলিতভাবে দেখা করা হইল; ৫০ মন বীজধান ও সরকারী মজুদ ২ শত মণ ধান বিলির অনুমতি পাওয়া গেল। সমস্ত খাদ্য কমিটিকে এক করিয়া কমরেড গৌর করের সভাপতিত্বে ইউনিয়ন খাদ্য কমিটি গঠিত হইল। ধান বিলিতে ধানের মালিকদেরও সহযোগিতা পাওয়া গেল। সমবায় প্রথায় কণ্ট্রোলের দোকান খোলার জন্য ৫ শত টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া পাওয়া গেল। ১০৲ টাকার শেয়ার বিক্রি করিয়া ২ হাজার টাকায় দোকান খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইল। এই সঙ্গে ৭/ বিঘার একটি অনাবাদী জমি কৃষক সমিতির সহযোগিতায় আবাদ করার জন্য সকলেই মত দিলেন। আবাদী জমির ফসল ধর্ম্মগোলায় থাকিবে ঠিক হইল। খাদ্য সমস্যা সমাধান ও খাদ্য ফসল বাড়ানোর মধ্য দিয়া জাতীয় সমস্যার সমাধানের পথ যে একমাত্র 'জনযুদ্ধই দেখাইতেছে—এ কথা বুঝিয়া সভাস্থলেই ৩ জন 'জনযুদ্ধের গ্রাহক হইলেন।

সমিতিই কৃষকের বল

সম্প্রতি নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার ইউনিয়নে ইউনিয়নে প্রেসিডেন্টের মারফৎ অভাবীদের জন্য কম দামে চাল বিলির ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রেসিডেন্টরা প্রকৃত অভাবীদের খোঁজ নেবার ঝঞ্ঝাট পোহাইতে চান না; তাই ঠিক করিলেন, যারা ৸৹ আনার বেশী চৌকিদারী ট্যাক্স দেয় না, তারাই সস্তায় চাল পাইবে। কিন্তু বেতবাড়িয়ার কৃষক সমিতি স্থানীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টকে হিসাব করিয়া দেখাইয়া দেয় যে, এমন অনেক দুঃস্থ লোকও আছে যারা ৸৹ আনার উপরে ট্যাক্স দেয়। সংঘবদ্ধ কৃষকের এই দাবী ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উপেক্ষা করিতে পারে নাই। সমিতির জোর দেখিয়া কৃষকদের মনে নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে আস্থা বাড়িয়াছে। গত ২৬শে জুন খোকসা ও জনিপুর—এই দুইটি ইউনিয়নে সকল শ্রেণীর মিলিত জনরক্ষা সমিতি গঠিত হয়। স্থানীয় মহাজন ও বিশিষ্ট কয়েকজন লোক দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য সাড়ে ৪ শত টাকা ও ৪ মণ ছোলা সমিতিকে দান করেন। সমিতির কর্ম্মকর্ত্তাদের চেষ্টায় এস্-ডি-ওর কাছ হইতে ১৪৶০ আনা দরে ২০ মণ চাল পাওয়া যায়। এ ছাড়াও খোকসা ও জনিপুর—এই দুটি ইউনিয়নে প্রেসিডেন্টের মারফৎ সরকারী খয়রাতি সস্তা দরে চাল বিলি হইতেছিল। এস-ডি-ও জনরক্ষা সমিতির সহযোগিতা চাহিলেন। দুই ইউনিয়নের সমস্ত শ্রেণীর মাতব্বরদের ডাকিয়া যে সভা হইল তাহাতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে জনরক্ষা সমিতি, খোকসা ও জনিপুরের দুটি রিলিফ কমিটি—সবগুলি মিলাইয়া খোকসা-জনিপুর ইউনিয়ন রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটির মারফৎ খয়রাতি ও সস্তার চাল বিলি হইবে।

৩ হাজার ৬ শত মণ ধান উদ্ধার

মজুত বিরোধী আন্দোলন যে একমাত্র জনসাধারণের সহযোগিতার দ্বারাই সফল হইতে পারে, মুর্শিদাবাদের কমিউনিষ্টরা তার প্রমাণ দিয়াছেন। রুকুনপুর গ্রামে ২ শত মণ, বাগোয়ে ৯ শত মণ, লালবাগে ৫ শত মন, গোকর্ণে ৬ শত মণ, কেদারচাঁদ পুরে আড়াই শত মণ, সোমপাড়ায় দেড় শত মণ এবং কাশিতে ১ হাজার মণ ধান—মোট ৩ হাজার ৬ শত মণ ধান উদ্ধার ও স্থানীয় ভাবে বিলি করা হয়।

জনঐক্যই ভেদের পথ বন্ধ করিবে

যশোহরের মাইজপাড়া ইউনিয়নের সমস্ত হিন্দুমুসলমান ও খৃষ্টান মিলিত হইয়া খাদ্য সুমারীর জন্য ২৭টি গ্রামে ৯টি সাব কমিটি গঠন করে। ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হইতে সুরু করিয়া সমস্ত গ্রামবাসী এই জন্য স্কোয়াডে বার হয় ও অবস্থাপন্ন কৃষকদের কাছ হইতে ৫৬৪ মণ ধান ৪০৫টি অভাব গ্রস্ত সংসারে বিলি করে। ইহা দেখিয়া বিরিশিরি এলেকায় রাণীখং হইতে হঠাৎ এক মিশনারী সাহেব আসিয়া মাইলপাড়া ইউনিয়নের এক অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ৩০/০ মণ ধান হাত করিয়া অন্য এক কমিটিতে বিলি করিল। যারা ভেদ বাধাইয়া খাদ্য সমস্যা সমাধানের পথে বাধা সৃষ্টি করে, জনসাধারণের ঐক্যের সামনে তারা খড়কুটার মত ভাসিয়া যাইবে।

সরকারের দিকে নয়, জনগণের দিকে তাকাও

রূপনারায়ণের বন্যায় তমলুকের ২নং ইউনিয়নের বাঁপুর খাল, শঙ্কর খাল ও মুন্সাপুর খালের মোহনা গুলি ভাঙ্গিয়া ১০।১২টি গ্রামের প্রায় ৭ শত একর আবাদী জমির ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ফসল বাড়ানোর গরজ কৃষকেরই সব থেকে বেশী। তাই সরকারের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকার বদলে কৃষকরা নিজেরাই মুন্সাপুর খালের মোহনার বাঁধের উপর একটি পুল করিবার জন্য হাতে কলমে কাজ সুরু করিয়াছে। এই কাজে অনেক কৃষক সেচ্ছাসেবক পাওয়া গিয়াছে।

হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার বেঙ্গা গ্রামের কমিউনিষ্ট ও কৃষক কর্ম্মীদের চেষ্টায় গ্রামে কৃষক সমিতি গড়িয়া অভাবী গ্রামবাসীদের ধান বাড়ি হিসাবে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একজন ধনী প্রায় ২শত মণ ধান বাড়ি দিয়াছেন। অন্যান্য ধনীদেরও একাজে টানার চেষ্টা চলিতেছে। কিশোর বাহিনীর সভ্যেরা জনসেবার কাজে দারুন উৎসাহ দেখাইতেছে।

ফরিদপুরে খাদ্য সমস্যা দিন দিন ভয়াবহ হইয়া উঠায় এবং গ্রাম ও সহর অঞ্চলে কলেরার প্রকোপ বাড়ায় লীগ কমিউনিষ্ট পার্টি হিন্দুসভা ও বণিক সভার এক সম্মিলিত খাদ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। রেশনকার্ডের বিলি ব্যবস্থা, অভাবীদের অন্নছত্র ইত্যাদি দাবী সম্বলিত প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। সভায় ফরওয়ার্ড ব্লক ও আর-এস-পির লোক গোলমালের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। ইহাতে সহরে জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহের ধুম পড়িয়া গেছে।

এক হইয়া আঘাত রেখো

নৈহাটি পিপল্‌স ফুড কমিটির চেষ্টায় স্থানীয় জনসাধারণ বাঁধা দরে নিম্নিখপত্র পাইতেছিল। মহকুমা সদাই অফিসার ফুড কমিটির কাজ সমর্থন করিতেছেন ও স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ ফুড কমিটিকে অনুমোদন করিয়াছেন। অথচ স্থানীয় দারোগা গত ২০শে জুলাই কমরেড রতিকান্ত ব্যানার্জ্জীকে থানায় ডাকিয়া শানানি দেয় ও বলে, এরপর কোন দোকানে ফুড কমিটির ভলাণ্টিয়ারদের দেখিলেই তাকে গ্রেপ্তার করা হইবে দেশের সর্ব্বত্রই এই সমস্ত ফুড কমিটি জনসাধারণের ভালবাসা অর্জ্জন করিয়াছে। মন্ত্রিমণ্ডলির এই সমস্ত কমিটির তারিফ করিয়াছেন। কিন্তু আজ এই দারোগা সাহেবের গরু ভিজাইয়া ঘাস খাওয়া ও ভলাণ্টিয়ারদের বিতাড়নের চেষ্টার ভিতর দিয়া পঞ্চম বাহিনীর রাস্তাই সাফ হইতেছে না কি?

দুঃস্থের জন্য খাদ্য সাহায্যে সকলেই আগাইয়াছে

যশোহর—নড়াইল মহকুমায় মাইজপাড়া ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির কর্ম্মীরা দুর্গত কৃষক ও গ্রামবাসীদের সাহায্যের জন্য প্রায় ৪০০৲ টাকা তুলিয়া কর্জ্জ দিয়াছে। লোহাগড়ী কেন্দ্রেও অবস্থাপন্ন গ্রামবাসীদের নিকট হইতে ২৫ মণ ধান ও ১৫০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া দুঃস্থ লোকদের কর্জ্জ দিয়াছে। এই সব অঞ্চলে অতিরিক্ত ধান চাউল নাই বলিলেই হয়। তিন মাসের প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ধান চাউল যাহাদের নিকট মজুত আছে তাহাদের নিকট হইতে অতিরিক্ত ধান চাউল গরীব গ্রামবাসীদের কর্জ্জ দিয়া সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে।

লোহাগড়া কেন্দ্রে সাড়ে আট আনা সের দরে খাদ্য কমিটির তরফ হইতে দৈনিক ২০ হইতে ২৫ সের চাউল জনসাধারণকে সরবরাহ করা হইতেছে। চাউলের অভাবে হয়ত ইহা বন্ধ হইয়া যাইবে। খাদ্য আন্দোলনের ভিতর দিয়া এই অঞ্চলে কৃষক সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইতি মধ্যেই ২৫ জন কৃষক সমিতির সভ্য হইয়াছেন। লোহাগড়া অঞ্চলে কচুরীপানার উৎপাতে বহু ধান নষ্ট হয়। এই কচুরীপানার হাত হইতে ধান বাঁচাইবার জন্য খাদ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড বিমল রাহার নেতৃত্বে আন্দোলন সুরু হইয়াছে।

নড়াইল থানার তুলোরামপুর, সিঙ্গিয়া, মাইজপাড়া, দুর্গাপুর, নড়াইল, চাদপুর প্রভৃতি ইউনিয়নে প্রধানতঃ কৃষক সমিতির ও কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীদের নিয়াই খাদ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। দুইজন পার্টি সভ্য স্কো

● খাদ্য-সমস্যা সমাধানে ●

কলিকাতা জনরক্ষা সমিতি

সরবরাহ কেন্দ্র ও লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা

বাংলার আইন সভায় যখন খাদ্য সমস্যা নিয়া তর্কের ঝড় বহিতেছিল, কলিকাতা জনরক্ষা সমিতি তখন অভাবী জনসাধারণের মুখে খাদ্য দিবার জন্য অক্লান্ত শ্রম করিয়া যাইতেছিল। জনরক্ষা কমিটী হোয়াডে বিভক্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়িল। এবার আর শুধু প্রচারই নয়, ১৫ দিনের মধ্যে কিছু ব্যবস্থা করিতেই হইবে। ইহাই ছিল পণ।

আজও পর্য্যন্ত সরকারের ৪০০ দোকান খুলিবার প্রস্তাব কাগজে কলমেই রহিয়া গেল, রেশনিং এখা এখনও চালু হইল না। কিন্তু তাই বলিয়া জনরক্ষা সমিতি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। সব চাইতে অভাবী মহল্লাগুলির হিসাব নিকাশ নেওয়া হইল। খাদ্য মন্ত্রীর নিকট কয়েকবার ডেপুটেশনও পাঠান হইল। ইহার ফল ফলিল। দর্জ্জিপাড়া ও সরকার বাগানে দুইটি সরবরাহ কেন্দ্র খোলা হইল।

দর্জ্জিপাড়ার দোকানে জনরক্ষা সমিতির সম্পাদক কমরেড হরি ব্যানার্জীর উপর অনেকখানি ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সরকারের ব্যাপানে অবশ্য সরকারী আমলারা জনরক্ষা সমিতিকে আমল দিতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু খাদ্য কর্ম্মচারীর নিকট জানাইলে, তিনি জনরক্ষা সমিতিকে সাহায্য করিতেই অনুরোধ জানান। শিখাপপাড়াতেও জনরক্ষা সমিতির চেষ্টাতেই একটি সরবরাহ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ঢাকুরিয়াতে গণদুরগাণ্ড ও ডেপুটেশন পাঠানোর ফলে আটা, চিনি, কাপড়, প্রভৃতির জন্য একটি কনট্রোল দোকান খোলান সম্ভব হইয়াছে। ঐ এলাকার মহকুমা সরবরাহ কর্ম্মচারী জনরক্ষা সমিতির সম্পাদকের সাহায্য চাহিয়া চিঠি পাঠাইয়াছেন।

ইহা ছাড়া গুড় আকারে স্থানীয় রিলিফের ব্যবস্থাও করা হইতেছে। ভবানীপুরে জি, এম, রসিদ কোম্পানী ২২ নং ওয়ার্ড জনরক্ষা সমিতির পরিচালনায় সস্তা দরে সার্ট, পাঞ্জাবীর দোকান খুলিয়াছেন। কেশব সেন স্ট্রীটের জনরক্ষা সমিতি ৪।৶০ জোড়ায় ২০০ জোড়া ধুতী বিক্রির ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্যামপুকুর জঃ রঃ সমিতি ২৫০ লোকের জন্য একটি লঙ্গরখানা খুলিয়াছেন।

খয়রাতী লঙ্গরখানা খুলিলে সরকার সাহায্য করিবে বলিয়া খাদ্যমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা কাজে লাগাইবার জন্য কয়েকটি লঙ্গরখানা খোলার চেষ্টা হইতেছে। নতুন বাজারে ৪০০ ক্ষুধিত লোকের খাইবার উপযোগী একটি লঙ্গরখানার বন্দোবস্ত হইতেছে। খাদ্যমন্ত্রীর নিকট ডেপুটেশন পাঠাইলে তিনি কতকটা রাজী হইয়াছেন। গরচা বস্তীতেও এইরূপ লঙ্গরখানা খোলার চেষ্টা হইতেছে।

দক্ষিণ কলিকাতা জনরক্ষা সমিতি একটি বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। কোন সহৃদয় মারোয়াড়ী ১৬ টাকা মণ দরে ২০ হাজার লোকের জন্য চাল দিতে রাজী হইয়াছেন। তিনি কয়েকটি সরবরাহ কেন্দ্র খুলিবেন ও মাথা পিছু মাসে ১০ সের হিসাবে ৪ মাস ধরিয়া চাল সরবরাহ করিবেন। দক্ষিণ কলিকাতায় জনরক্ষা সমিতিগুলি অভাবী লোকের হিসাব লইতেছেন ও দোকান চালু করিবার জন্য ভলান্টিয়ার প্রভৃতি বন্দোবস্তও করিতেছেন।

জনরক্ষা সমিতি শুধু খাদ্য সমস্যার সমাধানেই আগায় নাই, জনস্বাস্থ্যের দিকেও দৃষ্টি দিতেছে। কলেরা প্রতিষেধক ইনজেকশান, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রভৃতির ব্যবস্থাও করিতেছে। নতুন বাজারে মেডিক্যাল বোর্ড স্থাপন করা হইয়াছে। মধ্য কলিকাতায় একটি দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ক্যাপ্টেন এস, কে, বোসের মত বিখ্যাত চিকিৎসকরাও ইহাতে সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিয়াছেন।

★ খাদ্য ব্যবস্থা করিতে ★

চাষী খাবার ফসল বাড়াইল, মহাজনও খাদ্য কমিটিকে সাহায্য করিল

মাদারীপুরের চিঠি (ফরিদপুর)

মাদারীপুরে চাউলের দাম বর্ত্তমানে খুবই বেশী, সহরের অর্দ্ধেক লোক দুবেলা খাইতে পায় না। শত শত অনাহারী ও অর্দ্ধাহারী নরনারী ঘর ছাড়িয়া সহরে আসিয়া সাহায্যের জন্য ঘুরিতেছে। এই দারুণ অবস্থার আবর্ত্তে পড়িয়া দেশপ্রেমিকরা দিশাহারা হইয়া পড়িতেছেন, জনসাধারণ অসহায় অবস্থায় দিন কাটাইতেছে। কিন্তু পার্টি কনফারেন্সের উন্নত শিক্ষা এবং উদ্দীপনা লইয়া কমিউনিষ্ট পার্টি 'খাদ্য ফসল বাড়াও' সপ্তাহ পালনের ভিতর দিয়া জনসাধারণকে এই অবস্থার হাত হইতে রক্ষা করিতে আগাইয়া আসিল। সমস্ত পার্টি সভ্য ও দরদী কর্ম্মীদের সাধারণ সভা ডাকিয়া বিভিন্ন স্কোয়াড গঠিত হইল—কৃষক ফ্রন্টের তিনটি স্কোয়াড গেল চুরির হাত হইতে ধান রক্ষার জন্য পাহারা দিতে ও শাকসব্জী লাগাইবার জন্য কৃষকদের সংগঠিত করিতে, খাদ্য ফ্রন্টের তিনটি স্কোয়াড গেল সহরের পতিত জায়গায় কুমড়া, কচু, লাউ প্রভৃতি তরকারীর উৎপাদন বাড়াইতে, ক্ষুধার্ত্তদের সাহায্যের জন্য খাদ্য কমিটিগুলিকে সক্রিয় করিতে। ছাত্র স্কোয়াডগুলি আরম্ভ করিল শিক্ষা ব্যবস্থার রক্ষা করার জন্য কেরোসিন ও কাগজের দাবীতে গণ-সহি সংগ্রহ। তাহারা খাদ্য সারিতে শৃংখলা আনিয়া জনগণের সেবায় আগাইয়া আসিল। ২টি মহিলা স্কোয়াড বাড়ী বাড়ী যাইয়া চরকা প্রবর্ত্তনের রাজনৈতিক তাৎপর্য্য বুঝাইয়া মতি সত্যিই চরকা প্রবর্ত্তন করিল

এই সপ্তাহের সাফল্য—এই সপ্তাহে চুরির হাত হইতে অনেক পরিমাণ ধান রক্ষা হইয়াছে, সহরের ৭টি জায়গায় তরকারী উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। খাদ্য সাহিতে ৩০০ হইতে ৪০০ লোককে সাহায্য করা হইয়াছে, চরকা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে ১০টি। এই সব স্কোয়াডের কর্ম্মীদের হাত কলমে শাক সব্জী লাগাইতে দেখিয়া অনেকেই উৎসাহিত হইয়াছেন, এমন কি একজন বিরোধী মতাবলম্বী মোক্তার ও বলেন "হাঁ এই ভাবে কাজ করিলে সত্য সত্যই কিছু হইবে।"

সহরে এই সপ্তাহে সবচেয়ে বড় সাফল্য রিলিফ কমিটি গঠন। রিলিফ কমিটি গঠনের সভায় কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, কমিউনিষ্ট, হিন্দুসভা উকিল ও মোক্তার এসোসিয়েশন; মিউনিসিপ্যালটি, ডাক্তার এসোসিয়েশন প্রভৃতি সকল দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হইয়া কমিটি গঠনে সম্মত হন। মিউনিসিপ্যালটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সাহা ঘোষণা করেন যে চরমুগরিয়ার মাড়োয়ারী এসোসিয়েশন প্রতিদিন ৫০০ লোকের খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত। সভা ডাকিবার পূর্ব্বে স্কোয়াডগুলি যখন প্রচারে বাহির হয়, তখন ডাক্তার হেমচন্দ্র সমাজপতি সাহায্য প্রার্থীদের বিনা পয়সায় ঔষধ দান ও চিকিৎসা করিবার প্রতিশ্রুতি দেন।

মাওয়ার চিঠি (ঢাকা)

মুন্সীগঞ্জের মাওয়া এলাকার জনসাধারণ একতার পথে আগাইয়া চলিয়াছে। 'একতার পথেই খাদ্য পাইতে হইবে' কমিউনিষ্ট ও কৃষক কর্ম্মীদের এই আওয়াজ মাওয়ার লোক বুঝিয়াছে এবং সেই অনুসারে কাজও সুরু হইয়াছে। মাওয়া এলাকার গত জানুয়ারী হইতেই খাদ্যের অভাব ভীষণ ভাবে দেখা দেয়। মেদিনীমণ্ডল ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট ও কৃষক কর্ম্মীরা ইহার প্রতিকারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকেন। সর্ব্বসাধারণকে লইয়া জনরক্ষা সমিতি গঠিত হয়, সভা করিয়া একতার ডাক দেওয়া হয়, কৃষকদের পাড়ায় পাড়ায় বৈঠক ও স্কোয়াড করা হয়। ফেব্রুয়ারী মাসের ১২ই তারিখে মুন্সীগঞ্জের মহকুমা হাকিমের নিকট এক বিরাট জন সমাবেশ করা হয়। মার্চ্চ মাসে দিগলীতে মহকুমা হাকিম আসিলে ১৫০০ স্ত্রী পুরুষ তাহার কাছে গিয়া প্রতিকার দাবী করে। হাকিম স্থানীয় সমস্ত ধান একত্র করিয়া নিয়ন্ত্রিত দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ১টা মাত্র গ্রামে এই ব্যবস্থায় বাজার হইতে চাউল উধাও হইতে লাগিল। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। লুঠতরাজ সুরু হইবার উপক্রম, কমিউনিষ্ট ও কৃষক কর্ম্মীরা আগাইয়া আসিলেন। সরকারের নিকট হইতে ২০০ মণ ধান আদায় করিয়া তাহা বিলি করিয়া অবস্থা আয়ত্তের ভিতর আনিলেন। কিন্তু এতবড় অনটনে ইহা আর কতদিন? কর্ম্মীদের সভায় স্থির হইল নিজেদের প্রচেষ্টাতেই এই অবস্থার প্রতিকার করিতে হইবে। গরীবদের সাহায্যের কাজে মহাজনদের টানিয়া আনিতে হইবে। মহাজনরা প্রথম প্রথম কোন সাড়াই দিলেন না। ঐ অঞ্চলের কর্ম্মীরা প্রায় ২০০ কৃষক স্ত্রী পুরুষকে লইয়া নূতন ভাবে কাজ সুরু করিলেন। তাহারা ধনী মহাজনদের কাছে গিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন, খাদ্যের দাবী জানাইতে লাগিলেন। দুই একদিন যাইতে না যাইতেই ক্যাডিরা পাগলার ধনী মহাজনরা কমিউনিষ্ট ও কৃষক কর্ম্মীদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। আলাপের ফলে তাহারা ১২০০০৲ টাকা তুলিয়া একটি ফণ্ড করিলেন। ঠিক হইল ইহা দিয়া ধান চাউল কিনিয়া সস্তাদরে গরীবদের দেওয়া হইবে। জনরক্ষা সমিতিই এই কাজ করিবে। জনরক্ষা সমিতির কর্ম্মীরা প্রতি বাড়ীর তথ্য নিয়া ১৩০০ খাদ্য টিকেট বাড়ী বাড়ী দিয়া আসেন। বিলি করার জন্য ধান ও চাউল যোগাড় করা হয়। এই সফলতায় চারিদিকে একটি সাড়া পড়িয়া যায়।

ঠিক এমনি সময় কৃষক সভার আওয়াজ "খাবার ফসল বাড়াও" এই অঞ্চলে আসিয়া পৌঁছে। স্থানীয় কৃষক সমিতি এই ডাক কৃষকদের কাছে পৌছাইয়া দেয়। কৃষক সভার এই ডাকে উৎসাহ পাইয়া স্থানীয় ২জন কৃষক কিছু দূর হইতে জল টানিয়া আনিয়া ক্ষেতে ঢালিয়া শস্য বাঁচাইয়া ৫ মণ ও ৭ মণ করিয়া আউধ ধান পান। ঐ দুইজন কৃষক এখন বলেন "আরও ১৫ দিন আগে এই কাজ করিলে আরও ৬ মাসের খোরাক পাইতাম।"

বর্ষায় কচুরীতে ধান নষ্ট করিতেছে। কৃষক সমিতি হইতে আওয়াজ উঠিল "কচুরীর হাত হইতে ধান বাঁচাও।" কৃষকরা চাঁদা তুলিয়া জমিতে বেড়া দিতেছে। রাঢ়িখাল-মাইজপাড়া ইউনিয়নের কৃষক সমিতি প্রায় ৫০০ কানি বিলজমির ধান কচুরীর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। মেওয়া এলাকায় গত সাত মাস ধরিয়া জনসাধারণ যে ভাবে নিজেদের সমস্তা প্রতিকারের ভার নিজেদের হাতে নিয়াছেন, তাহাতে জনসাধারণের শক্তি অনেক বাড়িয়াছে।

জনযুদ্ধের আর একজন শহীদ

কমরেড শান্তি চক্রবর্ত্তী

চট্টগ্রাম জিলা কমিটির অন্যতম সংগঠক কমরেড শান্তি চক্রবর্ত্তী দীর্ঘ দিন কঠোর যক্ষ্মা রোগের সঙ্গে লড়াই করে গত ২৩শে জুলাই হাসপাতালে মারা গিয়াছেন। দুর্ব্বল, রুগ্ন শরীর নিয়ে সর্ব্বক্ষণের কর্ম্মী হিসাবে তিনি কঠোর শ্রম করে গেছেন—পার্টির কাজে তাঁর নিরলস আত্মত্যাগ সকল কমরেডের অনুকরণীয় ছিল। চট্টগ্রাম পার্টি তাদের অন্যতম সাথী ও নেতাকে হারিয়ে মুহ্যমান হয়নি—আরও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে নভেম্বর কোটা পূরণ করতে অগ্রসর হয়েছে। কমরেড শান্তির শবকে লাল অন্ত্যেষ্টি দেওয়া হয়—ফুল ও রক্তপতাকার আচ্ছাদনে শবদেহকে পার্টি অফিসে আনা হয়। সেখানে ৩৫ জন কমরেড উপস্থিত ছিলেন—তাঁরা শান্তির নামে সেখানে প্রতিজ্ঞা করেন—"যে আদর্শের জন্য শান্তির মত নেতৃস্থানীয় কমরেড জীবন দিতে পারেন, সেই আদর্শকে কাজে করতে আমরা সর্ব্বপণ করে লড়বো। শান্তির আত্মদানে রক্তপতাকা আরও লাল হয়ে উঠেছে, চট্টগ্রাম ভারতের সীমান্তে সেই পতাকা উঁচু করে রাখবেই—নভেম্বর দিবসের মধ্যে আরও অন্ততঃ ১০ জন শান্তির মত নেতা তৈরী করবো।" এই সভাতে সমবেত কমরেড ও সমর্থকগণ পার্টিকে মহামারীর আক্রমণ হতে বাঁচানোর জন্য পার্টি ফণ্ডকে শক্তিশালী করার প্রতিজ্ঞা করেন—সভাতেই পার্টি ফণ্ডে নভেম্বর দিনসের মধ্যে ও এক মাসের মধ্যে ১৫০০৲ দেবার প্রতিশ্রুতি আসে।

হুগলী জেলায় কালচারাল ট্রেনিং স্কুল

গণ-সংস্কৃতি আন্দোলনের অন্যতম নেতা কমরেড বিনয় রায় গত ১৩ই জুলাই হইতে ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত ৩ দিন ধরিয়া হুগলীতে একটী ট্রেনিং স্কুল করেন। বাংলায় এই ধরণের স্কুল এই প্রথম। এই স্কুলে হুগলী জেলার পার্টি কর্ম্মীদের মধ্যে যাঁরা কবি, গায়ক, নাট্যকার, নৃত্যবিদ, তাঁরা যোগ দেন ও তাঁদের নিজ নিজ প্রোগ্রামের উপর শিক্ষা লন। কমরেড দয়ানা কুমারের পাঁচালী, কৃষককর্ম্মী কমরেড দুলালের কবি গান, কমরেড সুনীলের উৎপাদন নৃত্য, কমরেড সব্যার লোক-নৃত্য প্রভৃতির মহড়া দেওয়া হয়। কমরেড রায়ও তাঁর অনেকগুলি গান শিখাইয়া দেন। এই স্কুলে কিশোর বাহিনীর ১৫টী ছেলে আসে এবং তারাও তাদের কোরাস গান শোনায়।

হুগলী জেলার গণ-সংস্কৃতি সম্বন্ধে কমরেড মনোরঞ্জন হাজরা একটী রিপোর্ট দেন। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া ইহা স্থির হয় যে পাঁচালী ও কবি গানের নূতন ভাবে প্রচলন গ্রামে গ্রামে করা দরকার। তার জন্য স্কোয়াড ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

যে কয়দিন এই স্কুল চলিতেছিল, পার্টি অফিসের আশে পাশের সাধারণ লোক, মেয়ে পুরুষ সকলেই উৎসাহ ভরে গান ও নাচের মহড়া দেখিবার জন্য পার্টি অফিসে সমবেত হইত। জারী নাচের সময় ছেলে ও মেয়েরা এক সঙ্গে নাচিল। মফস্বলের ছেলে মেয়ের এই ভাবে একসঙ্গে নাচ আগে চলিত না। কিন্তু আজ এই নাচ দেখিয়া সাধারণ লোকেও বলিয়াছে: 'আপনাদের দেশপ্রেম ও উদ্দীপনা দেখে সত্যই আনন্দ ও আশা হয়।'

যুদ্ধের গতি

ইতালিতে ফ্যাসিবিরোধী সভা-মিছিল

জনগণের দাবী

মিত্রশক্তির সাথে আপোষ চাই ব্যক্তি স্বাধীনতা চাই

ফ্যাশিজমের ভাঙন শুরু হইয়াছে

ফ্যাশিজম্ যে আসন্ন ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছে মুসোলিনির পতন তাহারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। মুসোলিনি যখন ইতালির সর্ব্বেসর্ব্বার কাজে ইস্তফা দিল, তখন শুধু "একমন্ত্রী যাইল, আর এক মন্ত্রী আসিবে," এরূপ অবস্থা হয় নাই। ইতালী ফ্যাসিবাদের জন্মস্থান। মুসোলিনি ফ্যাশিষ্টদের প্রথম মূল গায়েন। ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত ইয়োরোপে মুসোলিনির খাতির ও দেমাক্ হিটলারের চেয়ে বেশী বই কম ছিল না। কিন্তু কিছুকাল হইতে মুসোলিনি কেবল হিটলারের পাঁ ধরিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। হিটলারের সাগ্রেরী করিয়া নিজেদের দুঃশাসনকে কায়েম করিয়া অন্যান্য দেশের টুঁটি টিপিয়া জোঁকের মত শোষণ করিয়া খোস মেজাজে বহাল তবিয়তে থাকিবার স্বপ্ন সে দেখিয়াছিল। সে স্বপ্ন ভাঙিয়া গিয়াছে।

ইতালীর জনসাধারণ যে আর মুসোলিনিকে বরদাস্ত করিতে রাজী ছিল না, তাহার বহু প্রমাণ সম্প্রতি মিলিয়াছিল। ক্রমাগত ইতালী যে ভাবে যুদ্ধে হারিতেছিল, দলে দলে ইতালিয়ান সেনা যেভাবে আত্মসমর্পণ করিতেছিল, অকারণ ফ্যাশিষ্টদের স্বার্থে লড়িয়া যাওয়ার চেয়ে শত্রুহস্তে বন্দী হওয়াকেই পছন্দ করিতেছিল, সিসিলি রাজধানী পালেরমোতে যে ভাবে অধিবাসীরা মার্কিণ সেনার প্রবেশে উল্লাস প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতে মনে হয় যে ফ্যাশিজমের বনিয়াদ টুটিয়া গিয়াছে। ইতালীতে হিটলারী জার্ম্মানদের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বও ক্রমাগত ইতালিয়ানদের অভিমানে আঘাত দিতেছিল। জনসাধারনের বিক্ষোভ যখন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ আকার লইবার উপক্রম করিল, তখন রাজা ও সৈন্যবাহিনীর উপরওয়ালারা বিদ্রূপ আটকাইবার জন্যই তাড়াতাড়ি মুসোলিনিকে সরাইয়া নূতন সরকার খাড়া করিয়াছে। বাদোলিয়োর গবর্মেণ্টের কাণ্ড কারখানা তাই আমাদের খুবই লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

ইতালীর জনশক্তিকে রোধ করিবে কে?

মুসোলিনি জনশক্তির পদাঘাতে পলায়ন করিয়াছে বলিয়া হিটলার-জার্ম্মানী ভীতিমত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। ফ্যাশিষ্ট পক্ষ হইতে তাই ক্রমাগত বলা হইতেছে যে ইতালী পূর্ব্বের মতই জার্ম্মানীর সহিত হাত মিলাইয়া লড়িয়া চলিবে, মুসোলিনি অসুস্থতার জন্য পদত্যাগ করিয়াছে, ইতালীর নূতন গবর্মেণ্টের সঙ্গে জার্ম্মানীর আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু ইতালীর জনসাধারণ যুদ্ধের বিপক্ষে এবং জার্ম্মানীর হুকুম বরদার হিসাবে লড়িতে অনিচ্ছুক বলিয়াই মুসোলিনি কুপোকাৎ হইয়াছে। জোর করিয়া জার্ম্মান বাহিনী ইতালী দখল করিয়া যে ইতালীকে যুদ্ধে রত রাখিবে, তাহার আশা খুবই কম। রুষরণাঙ্গনে বিপদে পড়িয়া হিটলার সে শক্তি হারাইয়াছে। সে শক্তি থাকিলে উত্তর আফ্রিকা ও সিসিলিতে মিত্রশক্তি এত সহজে বিজয়ী হইতে পারিতনা। আর বেশী দিন ইতালী এ যুদ্ধে থাকিতে পারিবে মনে হয় না।

ফাশিষ্ট দল ইতালীতে বরবাদ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি খবর আসিয়াছিল যে মুসোলিনী প্রভৃতি কয়েকজন ফাশিষ্ট সর্দ্দারকে একটা দুর্গে আটক রাখা হইয়াছে। জার্ম্মাণ বে-সামরিক লোকজন ইতালী ছাড়িতেছে, বল্‌কান দেশগুলিতে ইতালিয়ান সৈন্যদের অস্ত্র জার্ম্মাণরা নাকি কাড়িয়া লইতেছে। মিলানের মত প্রকাণ্ড শহরে গণবিক্ষোভ দেখা দিয়াছে, কমিউনিষ্টরা তাহার নেতৃত্ব করিতেছে। জনসাধারণ অবিলম্বে শান্তি ও ফাশিষ্ট নেতাদের উপযুক্ত দণ্ড দাবী করিতেছে। বাদোলিয়ো এ দাবীতে রাজী নয়, নূতন গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বত্র কঠোর সামরিক আইন জারি করিয়া গণবিক্ষোভ দমন করিবার মতলবে রহিয়াছে।

ব্রিটিশ ও আমেরিকান বড়কর্ত্তাদের মধ্যে অনেকে হয় তো বাদোলিয়োর মত একজন পুরাণো পাপীর সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু চার্চ্চিল এবং রুজভেল্ট জোর করিয়া বলিয়াছেন যে জার্ম্মাণীর সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়িয়া ইতালী মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ না করিলে রেহাই পাইবে না, লড়াই নির্ম্মমভাবে চলিতে থাকিবে। সম্প্রতি খবর আসিয়াছিল যে সেনাপতি আইসেনহাওয়ার মিত্রশক্তির পক্ষ হইতে যুদ্ধশান্তির সর্ত্ত জানাইয়াছেন, ইতালিয়ান সরকার সে বিষয়ে সলাপরামর্শ করিতেছে। শীঘ্রই যে হিটলারকে ইতালী হইতে পাত্তাড়ি গুটাইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ফ্যাসিজমের বিপদ সর্ব্বত্র

মিত্র সেনা সিসিলিতে ভালই লড়িতেছে এবং ৭০ হাজারেরও বেশী ইতালীয়ানকে বন্দী করিয়াছে। সিসিলির পশ্চিমে তিনটি ছোট দ্বীপ আত্মসমর্পণ করিয়াছে। পালেরমো দখল করিয়া মার্কিণ সেনা উত্তর কূল ধরিয়া মেসিনার দিকে অগ্রসর হইতেছে। কাতানিয়াতে ব্রিটিশ সেনা জার্ম্মাণদের প্রতিরোধ চূর্ণ করিতেছে। খাস ইতালীর উপর বোমা পড়িতেছে, জাহাজ হইতে গোলা ছোড়া হইতেছে। ফ্যানিষ্ট ইয়োরোপের নানা জায়গায় মিত্রপক্ষ দারুণ বোমাবর্ষণ করিতেছে। জার্ম্মাণীর হামবুর্গ শহরে তিনদিনে ৮০০০ টন বোমা ফেলা হইয়াছে। এদিকে রুমেনিয়ার তৈলখনি যে অঞ্চলে, সেখানকার প্রধান শহর প্লোয়েষ্টির উপর মধ্যপ্রাচ্য হইতে দুরপাল্লার বিমান যাইয়া বোমা ফেলিয়া অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

ফ্যাশিষ্টরা মরিয়া হইয়া অধিকৃত দেশগুলিতে বিকট অত্যাচারের নমুনা আরও বেশী দেখাইতেছে। চেকোস্লোভাকিয়াতে অন্ততঃ ৫০,০০০ লোককে জার্ম্মাণ আমলে অকথ্য যন্ত্রণা দিয়া মারা হইয়াছে। পোলাণ্ডের লুবলিন জেলার সমস্ত অধিবাসীকে নিশ্চিহ্ন করা হইতেছে। সর্ব্বত্র বর্ব্বর ফ্যাশিষ্টদের মরণ-তাণ্ডব চলিতেছে, আর জনশক্তি বিপুল বিক্রমে পরাক্রান্ত শত্রুকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে। গেরিলা বীরদের অপূর্ব্ব কাহিনী দুনিয়ার জনগণকে চমৎকৃত করিতেছে। আলবেনিয়ার গেরিলাদের ৫০টী দল শত্রুর জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে। ফ্রান্সের সশস্ত্র জার্ম্মাণ বাহিনীর উপর আক্রমণের মাত্রা ক্রমেই বাড়িতেছে। লাভালের নিজস্ব সংবাদপত্রের আফিসে দেদিন বোমা ফাটিয়াছে। হিটলারীদের মরণ ঘনাইয়া আসিতেছে।

জার্ম্মাণ সেনার অবস্থা সঙ্গীন

রুষ রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণদের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে। অবিরাম বৃষ্টির ফলে লালফৌজের অগ্রগতির বেগ খানিকটা কমিয়াছে। কিন্তু ওরেলকে আর বেশী দিন ফ্যাশিষ্টরা রাখিতে পারিবে মনে হয় না। উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিক হইতে লালফৌজ আগাইতেছিল, এখন পশ্চিম হইতেও ওরেল বিপন্ন হইয়াছে। ওরেলের ৫০ মাইল পশ্চিমে কারাচেভ অঞ্চলে লালফৌজ আক্রমণ করিয়াছে। ওরেল-ব্রিয়ান্সক্ রেলপথের অনেকটা এখন লালফৌজের অধিকারে আসিবার উপক্রম হইয়াছে। দক্ষিণে এই রেলপথের মাত্র দুইটা ষ্টেশন ফ্যাশিষ্টদের হাতে আছে। হিটলারীদের পশ্চিমদিকে পলাইবার রাস্তা ক্রমেই সরু হইতেছে। তাই বিপদ বুঝিয়া তাহারা ভয়োশিলভগ্রাদের দক্ষিণ পশ্চিমে সজোরে আক্রমণ করিয়াছে, কিন্তু একেবারেই সুবিধা করিতে পারে নাই, কেবল ট্যাঙ্ক খোয়াইতেছে। লেনিনগ্রাদের পশ্চিমে মিগার নিকটে যুদ্ধের ফলে শীঘ্রই মস্কো-লেনিনগ্রাদের মধ্যে সংযোগ পথ পরিষ্কার হইবে আশা করা যায়। বিয়েলগরদ অঞ্চলে কিছু কিছু লড়াই চলিতেছে। মাঝে মাঝে কুবানে সংঘর্ষের খবর আসে। আবহাওয়া পরিষ্কার হইলে লালফৌজ আরও জোরে অগ্রসর হইবে। ইয়োরোপের অন্যত্র হিটলারীদের উপর আঘাত পড়িলে লালফৌজ একেবারে মোক্ষম ঘা দিয়া ফ্যাশিষ্ট ধ্বংসের পালা ইয়োরোপে সাঙ্গ করিবে।

দুনিয়ার সর্ব্বত্র ফ্যাসিজমকে মারো

কিন্তু শুধু ইয়োরোপে ফ্যাশিষ্টদের চূর্ণ করিলে চলিবে না। প্রাচ্যে জাপানী ফ্যাশিষ্টদের বিষ দাঁত ভাঙার কাজে গাফিলি জনশক্তি বরদাস্ত করিবে না। মিত্রপক্ষ জাপানী ঘাঁটির উপর জোর কদমে বোমা ফেলিতেছে বটে। দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে গত মাসে যত বোমা ফেলা হইয়াছে, তত আর কখনও হয় নাই। গুওা, নিউজর্জিয়া, সালামুয়া, নিউগিনিতে এক মাসে ৪৩৬টী এরোপ্লেন মারা হইয়াছে, অনেকগুলি জাহাজও ডুবানো হইয়াছে। বার্ম্মাতে নিয়ম মাফিক বোমা ফেলিয়া শত্রুর নৌকা ও বজরা ইত্যাদি ডুবানো হইতেছে। কিন্তু ভারত ও চীনের জনশক্তিকে লইয়া বিপুল আক্রমণ না করিলে শত্রু ক্রমেই তাহার বিজিত দেশগুলিতে জাঁকিয়া বসিবার সুযোগ পাইতেছে, স্থানীয় লোকবল লইয়া সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে, নূতন কলকারখানা ফাঁদিয়া যুদ্ধোপকরণ বানাইতেছে। ভারতে জাতীয় সরকার ও বার্ম্মা দখল করিয়া চীনে সরবরাহ পাঠানোর ব্যবস্থা কায়েম করা তাই সামরিক দিক থেকে আজ এত বেশী জরুরী।

মুসোলিনিকে জনশক্তি বিতাড়িত করিয়াছে। ডগোল্ সম্বন্ধে চার্চ্চিল সাহেব বাঁকা কথা বলিতে থাকিলেও মিত্রে মিত্রে মিটমাট ভালই হইয়াছে। পোলিশ ও যুগোস্লাভ প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সঙ্গে বিলাত-আমেরিকার বড় কর্ত্তাদের দহরম-মহরম এবার কমাইতে হইবে। ইয়োরোপে ও এশিয়াতে ফ্যাশিষ্টদের উপর চরম আঘাত দিয়া হিটলার-মুসোলিনি-তোজোর দলকে সমুচিত শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিতে বিলম্ব যেন না ঘটে—ইহাই আজ জনশক্তির দাবী, জনশক্তির কাজ।

২।৮।৪৩

★ কংগ্রেস নেতাদের আবেদন ★

পঞ্চমবাহিনীকে তফাৎ কর ধ্বংসকার্য্য বন্ধ কর

● সর্ব্বদলীয় ঐক্য গড় ●

গণ আন্দোলনে রংপুরের ইতিহাস খুবই গৌরবোজ্জ্বল। খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য জনসাধারণকে পরিচালিত করিতে সেখানে সর্ব্ব দলীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহারা কংগ্রেস লীগ ঐক্যের ভিত্তিতে সমস্ত দলের ঐক্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন, রংপুরের উদাহরণ তাহাদিগকে পথ দেখাইবে, অনুপ্রাণিত করিবে।

মৌঃ মহিউদ্দীন খাঁ রংপুর জিলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং বি, পি, সি, সির একজন ভূতপূর্ব্ব ভাইস-প্রেসিডেন্ট। গত বৎসর আগষ্ট মাসে মহাত্মা গান্ধি প্রমুখ নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের ফলে যে আন্দোলন সুরু হইয়াছিল তিনি সেই আন্দোলন সংগ্রবে জেলে যান। সম্প্রতি তিনি মুক্তি পাইয়াছেন। যে সব কংগ্রেস কর্ম্মী দেশরক্ষার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযানকে আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া মনে করিতেছেন, পঞ্চমবাহিনীকে ঘৃণা করেন এবং খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য সর্ব্বদলীয় ঐক্যের ভিত্তিতে দেশরক্ষার জন্য দেশবাসীকে নির্দ্দেশ দিতেছেন, তিনি তাহাদের অন্যতম। সামনেই ৯ই আগষ্ট আসিতেছে, পঞ্চমবাহিনী এবং জাপানী দালালরা কংগ্রেসের নামে এবারও যাহাতে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করিতে না পারে তাহার জন্য তিনি প্রত্যেক দেশপ্রেমিককে আবেদন জানাইয়াছেন এবং সতর্ক বাণী চর্চ্চাচরণ করিয়াছেন। রংপুর কংগ্রেস কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীও এই আবেদনের সহিত সম্পূর্ণভাবে নিজকে য

৯ই আগষ্ট দেশভক্তির পরীক্ষার দিন

(১ম পাতার অবশিষ্টাংশ)

বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে সত্যাগ্রহের পথ হইতে ধ্বংসকাজের পথে টানিয়া নিতে।

কোন দেশপ্রেমিক যদি পঞ্চমবাহিনীর এই কথামত কাজ করেন তাহা হইলে ৯ই আগষ্টে অনিবার্য্য ইহাই ঘটিবে।

কংগ্রেসসেবীদের পথ

এ অবস্থায় কংগ্রেসসেবীদের উপরই সব নির্ভর করে। শঠ পঞ্চমবাহিনী তাহাদের জন্য ফাঁদ পাতিয়াছে। তাহারা যদি যোগ না দেন তো কিছুই হইবে না। পঞ্চমবাহিনীর সাধ্য নাই যে নিজের চেষ্টায় ভারতের কোথাও কয়েক শ' লোকের বেশী পথে নামাইতে পারে। তাহাদের অনুচরদের চেয়ে নেতার সংখ্যাই তো বেশী।

আর দেশভক্তরা যদি লোগ দেন তো গতবারের ৯ই আগষ্টের চেয়েও খারাপ অবস্থা হইবে। পুলিসের দমননীতি আরো বাড়িবে। লোকে ভাবিবে কংগ্রেসের আর একবার হার হইল, তাই লোকের মনোবল আরও ভাঙ্গিয়া পড়িবে। লোকে বলিবে, বৃটিশ কি সাংঘাতিক অত্যাচারী, জাপান আসুক আর এই অত্যাচারী বৃটিশকে দূর করুক। এমনি করিয়া জাপ-প্রীতি আরও বাড়িবে। পঞ্চমবাহিনীর আয়ুও বাড়িবে।

সুভাষ সুযোগ খুঁজিতেছে

ইহার চেয়েও অবস্থা খারাপ। সুভাষ বসু তো সিংগাপুরে আসিয়া হাজির হইয়াছে। জাপানীরা তাহাকে বানাইয়াছে 'স্বাধীন ভারত ফৌজের' 'কমাণ্ডার-ইন্-চীফ'। 'মার্শাল' সুভাষ হাঁ করিয়া আছে ৯ই আগষ্টের দিকে। ৯ই আগষ্ট হইবে সুভাষের গুণ্ডাদলের শক্তি পরীক্ষা, কত লোককে তারা ক্ষেপাইতে পারে, কত দেশভক্ত জনসাধারণকে তাহারা দলে টানিতে পারে।

৯ই আগষ্ট যদি কোন কংগ্রেসসেবী অথবা সাচ্চা দেশভক্তের দল তাহাদের সাথে যোগ দেয় আর খুব বড় রকমের আন্দোলন হয় বা গোলমাল বাধে, তাহা হইলে খুসী মনে 'মার্শাল' সুভাস প্রভু তোজোর দরবারে নিবেদন পেশ করিবে, ভারত আক্রমণের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত।

৯ই আগষ্ট পঞ্চমবাহিনীর কাজে কোন রকমেও সাহায্য করার মানে জাপানের ভারত আক্রমণে সরাসরি সাহায্য করা। প্রত্যেক দেশভক্তেরই ইহা মনে রাখিয়া পথ ঠিক করা উচিত।

তাদের কোনো রাজনীতির বালাই নাই

গোঁড়া কংগ্রেসসেবীদের প্রদেশে, যেমন ঝেরাইয়ে তারা নিজেদের সত্যাগ্রহী বলিয়া জাহির করে এবং বলে যে তারা ধ্বংসকার্য্যের পথে যাইবে না।

ভাগৎসিং-এর প্রদেশ পাঞ্জাবে তাদের আহ্বান হইতেছে এইরকম :—

"যদি তোমাদের কোনো আত্মসম্মান জ্ঞান থাকে, যদি দেশের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে, তবে ৯ই আগষ্টের আগেই সমস্ত ইংরাজকে গুলি করিয়া মার। ইংরাজ! ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাও!"

"ইংরাজরা ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নয়। সমস্ত ইংরাজকে ৮ই আগষ্টের আগে' মারিয়া শেষ করো।"

"আমাদের দেশের লোকেরা না খাইয়া মারা যাইতেছে, যদি নিজের জন্য খাদ্য চাও, তবে ৮ই আগষ্টের আগেই ইংরাজদের গুলি করিয়া মার। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক!"

১২ই জুলাই সমস্ত লাহোর সহরে চারিদিকে এই সমস্ত ইস্তাহার লাগান হইয়াছিল।

খাঁটি দেশভক্তদের দিয়া নিজেদের কাজ করানোর জন্য পঞ্চমবাহিনী এইরকম ভাবে আর কোথাও ডাক দিতে পারিয়াছে! কোন দেশেই পঞ্চমবাহিনী এই রকম সফল ভাবে নিজেদের কৌশল খাটাইতে পারে নাই। অথচ পঞ্চমবাহিনীর কোনো রাজনীতির বালাই নাই, তাদের একমাত্র কাজ—দেশের ভিতরে বিভেদ ও অরাজকতা সৃষ্টি করা এবং আক্রমণকারী ফ্যাসিষ্ট ফৌজের জন্য সুবিধাজনক অবস্থা তৈরী করা।

তারা ছাত্রদের কাজে লাগাইতে চায়

পঞ্চমবাহিনী ছাত্রদের উপরই বেশী নজর দিয়াছে। এ-আই-সি-সি প্রোগ্রামে তিন দিনের ছাত্র-ধর্ম্মঘটের জন্য ডাক দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাদের দালালরা গিয়া দেখিল যে ছাত্ররা এই প্রোগ্রামে উৎসাহ দেখাইল না, বরং সমালোচনা করিল। তখন তারা নামিয়া আসিল একদিনের ধর্ম্মঘটে; যদি ইহাতে দেশভক্ত ছাত্রদের উৎসাহিত করা যায়। তাদের মতলব হইতেছে এই যে, কোনোরকমে ছাত্রদের ধর্ম্মঘটে নামাইতে পারিলে হয়, বাকীটা যে আপনা হইতেই আসিবে, তা তারা জানে। প্রথম দিনের ধর্ম্মঘটের ফলে কিছু গ্রেপ্তার হইবে; তার পরের দিন গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আবার ধর্ম্মঘট হইবে; তারপর কর্তৃপক্ষ বাছা বাছা ছাত্রদের স্কুল-কলেজ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য নাম টাঙ্গাইয়া দিবে। তৃতীয় দিনের অবস্থা আরো গরম হইবে—বিতাড়নের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিতে ছাত্ররা ক্ষেপিয়া উঠিবে। তখন এইসব উত্তেজিত ছাত্রদের নাচাইয়া নিজেদের কাজ করাইতে পঞ্চমবাহিনীর একটুও অসুবিধা হইবে না।

কংগ্রেসী ছাত্ররা জিজ্ঞাসা করে: ধর্ম্মঘট 'শান্তিপূর্ণ' হইবে তো?

পঞ্চমবাহিনীর ছাত্রদের শেখানো আছে, তারা তৎক্ষণাৎ আশ্বাস দিয়া বলে: সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ধর্ম্মঘট হইবে! এইসব গুণ্ডারা জানে যে, আশে পাশে পুলিশ তো থাকিবেই, তারা প্রথম সূত্রপাত করিবে অশান্তির সৃষ্টির; আর তারা নিজেরা তো আছেই ছাত্রদের মধ্যে—সেখান হইতে তাঁরা ছাত্রদের উস্কানী দিবে।

ছাত্রদের দেশভক্তির সুযোগ লইয়া যে পঞ্চমবাহিনী নিজেদের কাজ হাসিল করিবে, তা দেশভক্ত ছাত্ররা হইতে দিবে না। সুভাষ বসু অপেক্ষায় আছে। ছাত্ররা যেন মনে রাখে, তাদের ধর্ম্মঘটের নিশানা পাইলেই সুভাষ ভারতে অভিযান করিবে।

তারা মজুর শ্রেণীকে বাগাইতে চায়

পঞ্চমবাহিনী মজুর ধর্ম্মঘটের জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। তারা আজ বুঝিয়াছে কমিউনিষ্ট পার্টির নীতির বিরুদ্ধে সরাসরি রাজনৈতিক আবেদন জানাইয়া অথবা পার্টির নেতাদের কুৎসা রটাইয়া মজুরদের ধর্ম্মঘটের পথে টানা যাইবে না।

বোম্বাইয়ের মিলগুলিতে বিদ্যুৎ শক্তির অনটন, উত্তর ও পূর্ব্ব প্রদেশগুলিতে কয়লার অভাব এবং সর্ব্বত্র খাদ্য ও মাগ্গী ভাতার সমস্যা—এই সব অর্থনৈতিক অসন্তোষই তারা সুযোগ হিসাবে বাছিয়া নিয়াছে। সংগ্রামপন্থী মিল মালিকেরা অতিলাভের আশায় কম উৎপাদন চায়; তারা মিল বন্ধ করিয়া এবং ৯ই আগষ্ট মজুরদের বেকার রাখিয়া পঞ্চমবাহিনীকে খুশী করিতে চায়। দেশপ্রেমিক মজুররা যাহাতে কাজে না যাইতে পারে সেজন্য পঞ্চমবাহিনী গুণ্ডার দল প্রস্তুত রাখিতেছে; মারপিটের তোড়-জোড় চলিতেছে। কমিউনিষ্ট পার্টির মজুর শ্রেণীর নেতা; মজুর শ্রেণীর কায়দা ঠিকই থাকিবে। আমরা পঞ্চমবাহিনীকে কিছুতেই উৎপাদনের উপর আঘাত হানিতে দিবনা। পঞ্চমবাহিনী যদি কোনো মজুর এলাকায় পা বাড়ায়, তবে তাদের নিকাশের ব্যবস্থা হইবে।

চট্টগ্রামের কমরেডদের জন্য

● অন্ধ্র প্রাদেশিক কমিটীর ১০০০৲ টাকা সাহায্য ●

[ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির অন্ধ্র প্রাদেশিক কমিটী বাংলা কমিটির সম্পাদকের কাছে চট্টগ্রামের কমরেডদের সাহায্যার্থে ১০০০ টাকা ও এই চিঠিখানি পাঠাইয়াছেন।]

প্রিয় কমরেড,

এই সঙ্গে ১০০০৲ টাকার ড্রাফ্‌ট পাঠাইলাম। চট্টগ্রামের কমরেডরা তাঁদের জীবন পণ করিয়া জাপ-দস্যুদের হাত হইতে ভারতের সীমান্ত রক্ষা করিতেছেন। তাঁদের সাহায্যের জন্য আমাদের এই ভ্রাতৃত্বমূলক দান। চট্টগ্রামের কমরেডরা দিনে একবেলা খাইয়া কাজ করিতেছেন শুনিয়া আমরা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছি। তাঁরাই তো আমাদের সম্মুখবর্ত্তী সৈনিক, তাঁরাই তো ভারতের সব চেয়ে শক্তিশালী ও দুর্ভেদ্য রক্ষাব্যূহ তৈরী করিয়া রাখিয়াছেন। অসীম বীরত্ব ও ত্যাগের দ্বারা তাঁরা যে কাজ করিয়াছেন, তারই জন্য আমাদের পবিত্র মাতৃভূমিতে জাপ আক্রমণ সম্ভব হয় নাই। চট্টগ্রামের এই সমস্ত বীর কমরেডরা আজ অনশনে। তাঁদের খাওয়াইবার দায়িত্ব আজ সমগ্র ভারতের সমস্ত কমরেডরই—যাতে তাঁরা তাঁদের কাজ করিয়া যাইতে পারেন, ভারতের মাটী হইতে জাপানী ফ্যাসিষ্টদের দূরে সরাইয়া রাখিতে পারেন। তাঁদের সাহায্য করার মানে আমাদের মাতৃভূমিতে জাপানী বর্ব্বরদের রক্ত-লোলুপ জঘন্য কাজ হইতে না দেওয়া। আমাদের চট্টগ্রামের ভাইদের প্রতি এই কর্ত্তব্যবোধ লইয়াই আমাদের প্রাদেশিক কমিটী ১০০০৲ টাকা সাহায্য পাঠানর সিদ্ধান্ত করিয়াছে। এই টাকা চট্টগ্রামের জেলা কমিটীর সম্পাদকের কাছে পাঠাইয়া দিবেন। লাল সালাম,—অন্ধ্র কমিটীর সম্পাদক।

২৯।৭।৪৩

হুঁশিয়ার হও

৯ই আগষ্ট এক চরম দিন।

৯ই আগষ্ট যদি ভারতের কোন দেশপ্রেমিক পঞ্চমবাহিনীর প্রোগ্রামের বিরুদ্ধতা না করিয়া তার সহায়তা করেন, এবং সেই পথে জনসাধারণকে পরিচালিত করেন, তবে তিনি দেশের মধ্যে এমন এক দুর্ভাগ্য ডাকিয়া আনিবেন, যা গত বছরের সংকটের চেয়েও অনেক বেশী মারাত্মক। যার ফলে শুধু আজ পুলিশের লাঠিতে রক্তগঙ্গা বহিবে না, বর্ষার শেষেই জাপ আক্রমণও সুরু হইবে।

যদি দেশপ্রেমিক জনসাধারণ পঞ্চমবাহিনীর এই চাল বুঝিতে পারে এবং সময় থাকিতে ৯ই আগষ্টের প্রোগ্রাম হইতে তফাৎ থাকিবার জন্য জনসাধারণকে হুসিয়ার করিতে পারে, পঞ্চমবাহিনী লেজ গুটাইতে পথ পাইবে না। শুধু তাই নয়, সুভাষ বসুও বসিয়া পড়িবে। ভারতবর্ষ আক্রমণ করা সম্বন্ধে এবং ভারতবাসীর মধ্যে সুভাষ বসুর প্রভাব সম্বন্ধে তোজোও ধিধান্বিত হইবে।

৯ই আগষ্ট পুরাপুরি শান্তি রক্ষা করা প্রত্যেক দেশপ্রেমিকেরই কর্ত্তব্য। এই দিন মাথা ঠাণ্ডা রাখিলে আমরা সংকট হইতে সমাধানের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব, গান্ধীজি ও অন্যান্য নেতাকে কারামুক্ত করিতে সমর্থ হইব এবং কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের ভিতর দিয়া জাতীয় সরকার কায়েম করিয়া তোজো ও সুভাষের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিব। এর মধ্যে এমন কিছুই নাই, যা আমাদের পক্ষে করা অসম্ভব।

কংগ্রেসসেবীরা আজ লীগের দিকে তাকাইয়া আছে, লীগ কংগ্রেসনেতাদের মুক্তি দাবী করিবে।

আজ লীগপন্থীরা আত্মনিয়ন্ত্রন অধিকারের আশায় কংগ্রেসসেবীদের দিকে তাকাইয়া আছে।

বুভুক্ষু জনগণ অন্নের আশায় সমস্ত দেশ-প্রেমিকের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। সচেতন কিষাণ খাদ্য ফসল বাড়াইতে আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; তারা এ কাজে সকলের সহযোগিতা কামনা করে।

দেশপ্রেমিক মজুর কারখানার কাজে অবিচলিত; দেশের প্রয়োজনে উৎপাদন বাড়াইতে সে প্রাণ তুচ্ছ করিয়াছে। মাগ্গী ভাতার ও সস্তার খাদ্য সামগ্রী পাইবার জন্য জনগণের উপরই সে ভরসা রাখিয়াছে।

এই সবই এক নূতন দেশপ্রেমের উত্থান সূচনা করে। নিঃস্বার্থ জনসেবার উপর প্রতিষ্ঠিত এই দেশপ্রেম ভ্রাতৃত্বমূলক ঐক্যকে নিকটতর করিয়াছে। এইখানেই ভারতের দেশপ্রেমের আসল ধারাটির সন্ধান মিলিবে। দেশভক্তদের আরো বেশী চিন্তা করা দরকার এবং প্রত্যেক খাঁটি দেশপ্রেমিক বুঝিবেন এ ছাড়া দ্বিতীয় আর পথ নাই।

৯ই আগষ্ট শান্তি বজায় রাখুন! সংকট সমাধানের এ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না!

আর এক মুহূর্ত্তও নষ্ট নয়। গত বছর আগষ্টে সুভাষ বসু বলিতে ছিল। এ বছর আচরা কাছে—নিকট সিঙ্গাপুরে।

আমরা যদি ৯ই আগষ্ট সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থাকিতে পারি, দেশদ্রোহী সুভাষের সাধ্য নাই সোনার বাংলা স্পর্শ করে।

●

জনসাধারণের কাছে পঞ্চমবাহিনী কোনঠাসা

ঢাকা জেলার—বজ্রযোগিনী গ্রামের ফুড-কমিটীর কাজে ব্যাঘাত ঘটাইবার জন্য পঞ্চমবাহিনীর একটী লোক ভয়ানক-ভাবে চেষ্টা করিতেছিল। ফুড কমিটীর সম্পাদক কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড সুশীলের বিরুদ্ধে নানান মিথ্যা প্রচার করিয়া জনসাধারণকে উস্কাইতেছিল। এমন কি একদিন কমরেড সুশীলকে মারিতে পর্য্যন্ত গিয়াছিল। এই ঘটনার পরে দোকানদার সমিতির ডাকে সমস্ত দোকানদার-গণ একত্র হইল ও ঠিক করিল যে যতদিন পর্য্যন্ত ফুড-কমিটী ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই গুণ্ডামীর বিচার না করিবে, ততদিন তাহারা এক টুকরা জিনিষও ঐ লোকটীকে বিক্রয় করিবে না। ফুড-কমিটী ও অন্যান্য জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি একত্রিত হইয়া বিচারের ভার নিল। জনসাধারণের সভায় লোকটী তার অন্যায় স্বীকার করিল এবং ফুড কমিটীর সমস্ত রকম নিয়মকানুন মানিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি দিল।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

প্রতি সংখ্যা ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪॥, ৬ মাস ২॥, ৩ মাস ১।০

★

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জি এম,এল,এ
২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২য় বর্ষ ● বুধবার, ১১ই আগষ্ট ১৯৪৩, ২৫শে শ্রাবণ ১৩৫০ ● ১৬শ সংখ্যা

দেশনেতারা কি বলিয়াছেন?

জাপানের সাহায্যে ভারত স্বাধীন হইবে না

সুভাষ বসুর পথ জাপানী-গোলামীর পথ

চক্রশক্তি ভারতবর্ষের প্রতি বন্ধুতাসূচক যে সব মনোভাব দেখাইয়াছে, তার উপর আমি কোনো দিন কোনো গুরুত্ব আরোপ করি নাই। সে কথার যে কোনো দাম আছে তাও আমি মনে করি নাই। তারা যদি ভারতে আসে, তবে তারা আসিবে মুক্তিদাতা হিসাবে নয়, তারা আসিবে অধিকৃত ভারতে ভাগ বসাইতে। সুতরাং, সুভাষ-বাবুর মতলবে যে আমার সম্মতি আছে, এরূপ কথা উঠিতেই পারে না। (গান্ধীজী—২১-৬-৪২)

সম্পূর্ণরূপে দাস মনোভাব না হইলে কেহ কল্পনা করিতে পারে না যে জাপান আমাদের স্বাধীনতা দিবে। জাপানকে আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া লওয়া উচিত—এ কথা যদি কোনো ভারতবাসী বলে, তা হলে তার সম্বন্ধে আমি এইটুকুই বলিতে পারি যে, তার মনোবৃত্তি একেবারে গোলামের মনোবৃত্তি—মনিব বদল করার কথাই সে ভাবিতে পারে, স্বাধীনতার কথা সে ধারণাও করিতে পারে না। বৃটেনের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া আছে বলিয়া যে আমরা জাপানকে বা অন্য কোনো আক্রমণকারীকে ডাকিয়া আনিতে যাইব—তাহা কখনই হইতে পারে না। (আজাদ—২৯-৪-৪২)

ইউরোপেই হোক আর এশিয়াতেই হোক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নমুনা কি তাহা গত শতাব্দীতে ভারতবাসী ভাল ভাবেই শিখিয়াছে। সময় আসিলে তোজোর সাহায্য ব্যতিরেকেই আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিব। জাপানীরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে না বলিয়া সম্প্রতি তোজো বেতারযোগে যে ঘোষণা করিয়াছে, তার কোনো অর্থ হয় না। আমাদের স্বাধীনতার জন্য তোজোর এত দরদ আমরা দেখিতে চাহি না।

(আবদুল গফুর খাঁ—২৪-৬-৪২)

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাদের সম্বন্ধে কি করিবে বা আমরা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে কি করিব—তাহা আসল বিষয় নয়। আসল প্রশ্ন হইতেছে ভারতের বিপদ এবং সেই বিপদ সম্বন্ধে আমরা কি করিতে যাইতেছি। সেইজন্যই, অনেক কিছু ঘটিয়া যাওয়া সত্ত্বেও, আমরা ভারতে বৃটিশের যুদ্ধ আয়োজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে যাইব না, আমাদের আমেরিকান বন্ধুরা ভারতে আসিলে তাদের প্রচেষ্টাকেও আমরা ব্যাহত করিব না। আমরা চাই পূর্ণবেগে উৎপাদন বাড়িয়া যাক। (নেহেরু—১২-৪-৪২)

অনেক দিন আগেই সুভাষবাবুর সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে। তার পরে ব্যবধান আরো বাড়িয়াছে এবং আজ সুভাষ বাবুর সঙ্গে আমাদের পার্থক্য খুবই বেশী। সুভাষ বাবু যে পথ লইয়াছেন তা যে সম্পূর্ণরূপে ভুল এবং অন্যায় পথ তা আমি বুঝি, এবং ইহা না বোঝাটাই আমার পক্ষে অন্যায় হইবে। সুভাষবাবুর পথকে যে আমি গ্রহণ করিতে পারি না, শুধু তাই নয়, যদি সুভাষবাবুর পরিকল্পনা কাজে পরিণত হয়, তবে আমি তার বিরুদ্ধতাই করিব। কারণ বাহির হইতে যে শক্তিই আসুক না কেন, সেই শক্তি জাপানের হাতের পুতুল হিসাবেই আসিবে।

সশস্ত্র ফৌজের সঙ্গেই যুদ্ধ হইবে। সুতরাং আমাদেরও গরিলা কায়দায় লড়িতে হইবে। (নেহেরু—১২-৪-৪২)

আমরা জাপান বা জার্ম্মাণী কাহারও গোলাম হইতে চাহি না। যে কোনো জাতি আমাদের গোলাম করিতে চায়, তারই বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করিব। জার্ম্মাণ ও জাপানী রেডিও প্রতিদিনই ঘোষণা করিতেছে যে তাদের লড়াই জাতিসমূহের মুক্তির জন্য এবং তারা ভারতকে স্বাধীনতা দিতে চায়। এই কথায় আমি বিশ্বাস করি না। এই সমস্ত ঘোষণার যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। আমাদের দেশকে রক্ষা করিতে আমরা প্রস্তুত। আমারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হই, তবে জাপান বা জার্ম্মানীকে ভয় করিব না। আমাদের দেশের সম্মান রক্ষার জন্য শেষ রক্ত-বিন্দুটী থাকা পর্য্যন্ত আমরা লড়াই করিব। (নেহেরু—৩০-৬-৪২)

খুলনা জেলা কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন এম, এল, এ-র বিবৃতি :—

গান্ধীজী প্রমুখ দেশনেতাদের গ্রেপ্তারের পর এক বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। সেদিন নেতাদের গ্রেপ্তারে ক্ষুব্ধ করিয়া গণ বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। কংগ্রেসের নামে এই আন্দোলন চলিয়াছিল। ভারত সরকার মহাত্মা গান্ধীকে এইজন্য অপরাধী সাব্যস্ত করিতেছিলেন, কিন্তু গান্ধীজী বন্দীশালায় থাকিয়া এই আন্দোলনের দায়িত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার যে সব চিঠিপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, বিশেষ করিয়া অনশনের পূর্ব্বে তাঁহার যে পত্রাবলী প্রকাশিত হয়, তাহাতে তিনি কংগ্রেসের অহিংসা নীতির প্রতি অবিচলিত আস্থা প্রকাশ করেন। আগষ্ট প্রস্তাবের ফলে কংগ্রেস যে কোনক্রমেই অহিংসা নীতি হইতে সরিয়া দাঁড়ায় নাই এবং কংগ্রেস সর্ব্বতোভাবে ফ্যাসিজমের বিরোধিতা করিতে চায়, তাহাও চিঠিতে প্রকাশ পাইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের অপ্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থাই যে হিংসাত্মক ঘটনাবলীর কারণ, তিনি তাহা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন।

কোটী কোটী নরনারীর কল্যাণ কামনাই তাঁহার জীবনের ধর্ম্ম। তাই সারা দেশময় খাদ্যাভাবে যখন অসংখ্য নরনারী দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে, তখন তিনি অনশনভাবে এই অবস্থা দেখিতে পারেন না বলিয়া কারামুক্তির দাবীতে অনশন করিয়াছিলেন।

গান্ধীজীর অনশনের পর ৬ মাস অতীত হইয়া গিয়াছে, দেশের ভিতর খাদ্য সংকট আরো তীব্রতর হইয়াছে। এই সময় গান্ধীজীর মুক্তি দেশবাসীর কাছে একান্ত আবশ্যক। ভারতের সমস্ত দলের পক্ষ হইতে গান্ধীজীর মুক্তির দাবী করা হইয়াছে। এই অবস্থায় গান্ধীজীর মুক্তি বিরোধী কোনো কার্য্যকলাপ করা অবাঞ্ছনীয়। শোনা যাইতেছে এবার ৯ই আগষ্টে পুনরায় কংগ্রেসের নামে ধ্বংস কার্য্য ও গণ-বিক্ষোভ প্রকাশ করা হইবে। এরূপ কার্য্য পুনরায় অনুষ্ঠিত হইলে ইহা সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেস ও দেশবাসীর স্বার্থের বিরুদ্ধে যাইবে, গান্ধীজীর মুক্তির দিনকে পিছাইয়া দিবে।

(শেষাংশ ২এর পাতায় দেখুন)

দেশভক্তদের কাছে

কংগ্রেস নেতাদের আবেদন

কংগ্রেসের নামে ধ্বংসকার্য্য ও গণবিক্ষোভ চলিতে দিও না

রবীন্দ্রনাথের স্মরণে

জাপানী ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বিশ্বকবির দৃপ্ত ঘোষণা

"...তাই আপনি (নোগচি) যখন বলেন এসিয়া মহাদেশে নতুন মহান বিশ্ব রচনার জন্যে অবশ্যম্ভাবী পথের কথা যত ভয়াবহই সে পথ হোক' তখন তার অর্থ হয়, এশিয়ার জন্য চীনকে বাঁচানোর উপায় হ'ল চীনের নারী আর শিশুর উপর বোমা ফেলা, প্রাচীন দেবমন্দির আর বিশ্ববিদ্যালয় কলুষিত করা। প্রাচ্য মাঝে মাঝে বিপথগামী হয়েছে বটে, কিন্তু আপনি বিশ্বমানবের ওপর যে পথ আরোপ করছেন, সে পথ প্রাচ্যেও প্রযুক্ত নয়ই, পশুর ভিতরও অবশ্যম্ভাবী নয়। আপনার মানস এসিয়া গড়ে উঠছে আকাশচুম্বী নরমুণ্ড সৌধের উপর। আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি এসিয়ার বাণীতে আস্থাশীল। কিন্তু আমিতো কদাচ স্বপ্নেও ভাবতে পারিনে, এসিয়ার বাণী এক হয়ে উঠবে এমন কাজের সাথে যা পৈশাচিক নরহত্যাপটু তৈমুরলঙ্গের অন্তরে আনন্দোল্লাস জাগায়। .....আপনার চিঠিতে 'এসিয়া এসিয়াবাসীর জন্য' এই নীতি দাঁড় করিয়েছেন রাজনাতিক বঞ্চনার যন্ত্র হিসেবে।...

...জাপানের গরীবদের বাঁচাবার কথা আপনি বলেছেন। বলেছেন তাদের নীরব ত্যাগের কথা। এই সকরুন ত্যাগের সুযোগ নিয়ে চালানো হচ্ছে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের কারবার, আক্রমণ করা হচ্ছে প্রতিবেশীর ঘরদোর। মানুষের মহান সম্পদ লুণ্ঠন করা হচ্ছে অমানুষিক উদ্দেশ্যে। আর এই নিয়ে গর্ব্ব।...''

(ফাসিষ্ট কবি নোগুচীর জবাবে রবীন্দ্রনাথ)

৭ই আগষ্ট রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু দিন। এই দিনে আমরা স্মরণ করিতেছি রবীন্দ্রনাথের জীবনের বাণী। এই মহাপ্রাচীন জাতির পুরাতন ঐতিহ্যের যাহা কিছু বরণীয়, যাহা কিছু গৌরবের, তাহারই বিকাশ আমরা দেখিতে পাই কবির জীবনে। তাই যখন ফ্যাসিজম্ পৃথিবীকে অতীত প্রতিক্রিয়ার অন্ধকারে অবলুপ্ত করিতে চাহিয়াছে, মানুষের জীবনকে পঙ্কিল করিয়া তুলিতে উদ্যত, অন্যায় ও অত্যাচার যখন মানব সভ্যতাকে গ্রাস করিতে তাক্ষ্ণ থাবা তুলিয়াছে, কবি তখন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারেন নাই! আবিসিনিয়া, স্পেন ও চীনের পক্ষ লইয়া ইতালীয়ান, জার্ম্মান ও জাপানী ফ্যাসিজমের রক্তাক্ত অভিশাপকে তিনি পৃথিবীর মানুষের কাছে অভিযুক্ত করিয়াছেন। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে তাঁহার অন্তরের তীব্র ঘৃণা প্রকাশ পাইয়াছে নোগুচীর কাছে তাঁহারই লেখা চিঠিতে।

আজ ফ্যাসিজম আমাদের সোনার বাংলার উপর আঘাত হানিতে উদ্যত। জাপানী দস্যুরা আজ বাংলার সীমান্তে ওৎ পাতিয়া আছে, সুযোগ পাইলেই বাংলার বুকে ঝাপাইয়া পড়িবে, জাপানী দালাল পঞ্চমবাহিনী দেশের মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া জাপানের জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে ব্যগ্র।

কবির স্মৃতিকে সম্মান দেখাইতে আজ আমরা প্রত্যেক দেশপ্রেমিক বাঙ্গালীর হইয়া শপথ করিতেছি—জাপানী দস্যুদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে ধ্বংস করিয়া রবীন্দ্রনাথের বাংলা, আমাদের মাতৃভূমি বাংলাকে আমরা বাঁচাইবই।

সম্পাদকীয়

★ কংগ্রেসসেবীদের প্রতি ★

বাংলার দুইজন বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবী—খুলনার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন এম-এল-এ ও রংপুরের মৌলভী মহীউদ্দীন খাঁ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ৯ই আগষ্টকে উপলক্ষ্য করিয়া দেশের মধ্যে অরাজকতা ও ধ্বংসকার্য্য করা দেশবাসীর পক্ষে মারাত্মক হইবে। সমস্ত কংগ্রেসসেবীদের কাছে তাঁরা আবেদন জানাইয়াছেন, এ পথ কংগ্রেসের পথ নয়, এ পথ পঞ্চমবাহিনীর।

এই দুইজন কংগ্রেসসেবী বুঝিয়াছেন যে বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়া দেশের এই নিদারুণ সংকট হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না, তার জন্য দরকার খাদ্য সমস্যা ও অন্যান্য সমস্যার সমাধানের জন্য সক্রিয়ভাবে এবং মিলিতভাবে চেষ্টা করা। ইঁহারা বুঝিয়াছেন যে এই সংকটের মধ্যে পঞ্চমবাহিনী সামান্য সুযোগ পাইলেই অনর্থ সৃষ্টি করিতে পারিবে।

কংগ্রেসসেবী ও দেশভক্তদের মধ্যে অনেকেই আজ ইহা উপলব্ধি করেন। বাংলার ভয়াবহ খাদ্য সমস্যা কোন দেশভক্তকে না ভাবাইয়া তুলিয়াছে? অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া সমস্যাকে আরো জটিল করিতে, খাদ্য ব্যবহারকে অসম্ভব করিয়া তুলিতে, খাদ্যাভাব, মহামারী, বন্যার পীড়িত মানুষের আর্তনাদকে আরো বাড়াইতে কোন দেশভক্ত চায়? আজকে ক্রমশঃই বেশী বেশী কংগ্রেসসেবী ও অন্যান্য দেশভক্ত আসিয়া মিলিতেছেন খাদ্য সমস্যা সমাধানের কাজে। তাঁরা পঞ্চমবাহিনীর পথকে নিজেদের পথ বলিয়া মনে করিতে পারেন না।

কিন্তু তাঁরা এখনও প্রকাশ্যভাবে পঞ্চমবাহিনীর বিরুদ্ধে কথা বলিতে আগাইয়া আসেন নাই। পঞ্চমবাহিনীর প্রত্যেকটি কৌশল উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইতে তাঁরা এখনও সচেষ্ট নন। সেই ফাঁকেই পঞ্চমবাহিনী পথ করিয়া লইতেছে।

পঞ্চমবাহিনী জানে, কংগ্রেসসেবীরা চুপ করিয়া থাকিলেই তারা তাদের কাজ উদ্ধার করিয়া লইতে পারিবে। তারা আরম্ভ করিবে সত্যাগ্রহ দিয়া, শেষ করিবে অরাজকতা ও ধ্বংসকার্য্যে। তারা মুখে গান্ধীজি ও কংগ্রেসের নাম উচ্চারণ করিতেছে, গোপনে তারা ছোরা শানাইতেছে। ৯ই আগষ্টের নাম করিয়া তারা কাজে নামিতেছে, তাদের কাজ হাসিল হইবে জাপানী অভিযানে।

বাংলার দেশপ্রেমিকের সামনে আজ পরীক্ষা। দেশকে জাপানের হাতে তুলিয়া দিবার বড়যন্ত্র পঞ্চমবাহিনী করিতেছে। ৫০ বৎসরের কংগ্রেসের ইতিহাসকে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। হাজার হাজার দেশভক্তের অবদানকে ব্যর্থ করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাহাই কি সফল হইবে? না বঙ্কিমের, চিত্তরঞ্জনের, রবীন্দ্রনাথের বাংলা তার স্বাধীনতার আদর্শকে রক্ষা করিবে?

কংগ্রেসের আদর্শ প্রত্যেক দেশবাসীর সামনে উজ্জ্বল। দেশ নেতা গান্ধীজি, নেহরু, আজাদের কথা দেশবাসীকে জানাইয়া দিতেছে যে, কংগ্রেসের স্বাধীনতার আদর্শ জাপানের গোলাম হওয়া নয়।

এই প্রচণ্ড সংকটে দেশকে রক্ষা করিতে দেশভক্তরা আগাইয়া আসুন। আজ চুপ করিয়া বসিয়া থাকা মানে পঞ্চমবাহিনীরই সুযোগ করিয়া দেওয়া। আজ 'শান্তিপূর্ণ' সত্যাগ্রহের নামে পঞ্চমবাহিনীকে কাজে নামিতে দেওয়ার মানে অশান্তি, অরাজকতা ও ধ্বংস ডাকিয়া আনা। প্রত্যেক জেলার কংগ্রেস-সেবীরা আওয়াজ তুলুন: সত্যাগ্রহ, ধর্ম্মঘট, অরাজকতা সৃষ্টি, ধ্বংসকার্য্য পঞ্চমবাহিনীর পথ, দেশপ্রেমিকের পথ নয়। সকল দেশপ্রেমিককে বুঝান, জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করুন। খাদ্য ব্যবস্থার চেষ্টায়, গান্ধীজির মুক্তির দাবীতে, অচল অবস্থা সমাধানের পথে সম[illegible] মিলিত করুন। কংগ্রেস-লীগ একতার পথ প্রশস্ত করুন। পঞ্চমবাহিনী পালাইতে পথ পাইবে না।

(১এর পাতার শেষাংশ)

তাই দেশের কংগ্রেসসেবী ছাত্র, যুবক ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক নরনারীর কাছে আমার আবেদন, তাঁহারা যেন পুনরায় এরূপ কার্য্য হইতে বিরত থাকেন। গান্ধীজীর মুক্তির জন্য, দেশের রাজনৈতিক অচল অবস্থা ও খাদ্য সংকট করিবার দূর জন্য হিন্দু মুসলমান নর-নারীকে ঐক্যবদ্ধ করাই আজ শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিকের কাজ। গান্ধীজী মুক্ত হইলে আমরা দেশবাসীর সর্ব্বপ্রকার দুরবস্থার প্রতিকার করিতে পারিব। হিন্দু মুসলমানের মিলিত চেষ্টায় রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূর করিয়া দেশরক্ষার ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিতে পারিব। তাই আজ সর্ব্বতোভাবে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য গড়িয়া তুলুন। দেশের খাদ্য-সংকট দূর করিতে অগ্রসর হউন।

১৯৪৩ সালের ৯ই আগষ্ট কিম্বা পরে কখনও যেন ১৯৪২ সালের আগষ্টের পুনরাবৃত্তি না হয়। ইহাই দেশবাসীর কাছে আমার আবেদন।

নিবেদক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন
খুলনা, ৩রা আগষ্ট ১৯৪৩

★

রংপুর জিলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট ও বি-পি-সি-সির ভূতপূর্ব্ব ভাইস-প্রেসিডেন্ট মৌঃ মহীউদ্দীন খাঁর বিবৃতি ইতিপূর্ব্বেই 'জনযুদ্ধে' প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন:—

আবার ৯ই আগষ্ট ঘুরিয়া আসিতেছে, পঞ্চমবাহিনী বা আমলাতন্ত্র সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে এমন কোন কাজই আমাদের করা সমিচীন হইবে না। বরং দেশরক্ষার জন্য নেতৃবৃন্দের মুক্তির প্রয়োজন। ইহারই জন্য, স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য, হতাশার পরিবর্ত্তে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করার ও জাতি সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করার বর্ত্তমান তাৎপর্য্য প্রত্যেক কংগ্রেস-সেবীকে বুঝিতে ও বুঝাইতে হইবে।

(আলোচনার শেষাংশ)

মনোবল ভাঙ্গিয়াছে, আর তার সুযোগে সুভাষ বসুর দালাল জনসাধারণকে জাপানের ভারত উদ্ধারের কথা শুনাইতেছে।

দেশরক্ষার খাতিরে বড়লাট তাঁর শাসন-নীতি পরিচালনা করিয়াছেন, এই কথা জাহির করা হইতেছে। কিন্তু যেখানে পূর্ব্ব ভারত জুড়িয়া খাদ্য-সংকট সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠিল, সেখানে শুধু ২০ লক্ষ ফৌজের উপর নির্ভর করিয়া দেশরক্ষা করা যায় না। রণনীতির দিক দিয়াই আজ ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তের এই অবস্থা দেশরক্ষার পক্ষে ক্ষতিকর। তাই আজ সিঙ্গাপুরের রেডিও উল্লসিত।

বড়লাটের নীতি সম্মিলিত জাতির যুদ্ধ জয়ের নীতিকে শক্তিশালী করে নাই, দুর্ব্বল করিয়াছে। দেশরক্ষা সবল করে নাই, দেশরক্ষা সম্বন্ধে ভারত-বাসীকে উদাসীন করিয়াছে।

আত্মতুষ্টির কথা বলিয়া বড়লাট চলিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু ভারতের দেশপ্রেমিকের দায়িত্ব শেষ হয় নাই। দেশরক্ষা করিতেই হইবে, দেশের জনসাধারণকে মিলাইয়া জাতীয় সরকার গঠন করিতেই হইবে। খাদ্য সংকট দূর করিতেই হইবে। এই দায়িত্ব পালন করিবার জন্য কংগ্রেস, লীগ সকল দেশভক্তের আগাইতে হইবে।

আলোচনা

খাদ্য-ব্যবস্থায় জনসাধারণের উদ্যোগ

ক্রমবর্দ্ধমান খাদ্যাভাব জনসাধারণকে ক্রমশঃ খাদ্য-ব্যবস্থার পথে আগাইয়া আনিতেছে। সরকারকে নিন্দা করিয়া বা সরকারী খাদ্য-ব্যবস্থার নিছক সমালোচনা করিয়া জনসাধারণের ক্ষুধা মিটানো যায় না, সকলের চেষ্টায় সাধ্যমত খাদ্য-ব্যবস্থা করাই এখানকার প্রয়োজন ইহা ক্রমশই জন-নেতারা বুঝিতেছেন। তাই কিছুদিনের মধ্যেই কলিকাতায় অনেকগুলি লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছে—আরো অনেকগুলি খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। বহু প্রতিষ্ঠান এই কাজে লাগিয়া গিয়াছে। বিত্তশালী লোকেরা লঙ্গরখানার জন্য অর্থ সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিতেছেন। মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটী, কলিকাতা রিলিফ কমিটী, বঙ্গীয় মহিলা খাদ্য-কমিটী, বঙ্গীয় মহিলা ইউনিয়ন, কলিকাতা জেলা মুসলিম লীগ, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে লঙ্গরখানা, সস্তা ভোজনাগার প্রভৃতি চালু হইয়াছে।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ উদ্যোগী হইয়া বঙ্গীয় রিলিফ কমিটী গঠন করিয়াছেন এবং স্যর বদরিদাস গোয়েঙ্কা, ভগিরথ কানোরিয়া প্রমুখ অর্থবান ব্যক্তিদের সহযোগিতায় লঙ্গরখানা ও সস্তা-ভোজনাগার খুলিয়া প্রত্যহ ৭০০০০ লোককে খাদ্য দিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই কার্য্যে তিনি বাংলা সরকারের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করিয়াছেন এবং বাংলা সরকারও তাঁহাকে সাহায্য দিতে রাজী হইয়াছেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের এই চেষ্টাকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

খাদ্য-ব্যবস্থার জন্য জনসাধারণকে উদ্যোগী করিতে ও সকলকে সম্মিলিত করিতে কলিকাতার জনরক্ষা সমিতি ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি অনেকদিন হইতেই চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ইতিমধ্যেই ৫টী ভোজনাগার খুলিয়াছে, আরো ৫টী খুলিবার চেষ্টা করিতেছে। জনরক্ষা সমিতি কলিকাতার বিভিন্ন এলাকায় স্বেচ্ছাসেবকদল ও কমিটী গঠন করিয়াছে, কয়েকটী ভোজনাগার পরিচালনার দায়িত্বও গ্রহণ করিয়াছে। বাংলার বহু জেলায় জনরক্ষা সমিতি ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এইরূপ লঙ্গরখানা খুলিয়া বা খাদ্য-বণ্টনের বন্দোবস্ত করিয়া ক্ষুধাতুর জনসাধারণের আশু সমস্যা মিটাইতেছে। আজ সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণের এবং জন-নেতাদের চেষ্টার সহিত জনরক্ষা সমিতি ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তি তৈরী হইবে।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ সকল দলের ও সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সাহায্য চাহিয়াছেন। খাদ্য-সমস্যা সমাধানের কাজে সকল দলের সাহায্য তিনি নিশ্চয়ই পাইবেন। সকলের মিলিত চেষ্টা শুধু কলিকাতায় নয়, বাংলার প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক সহরে, গ্রামে গড়িয়া উঠা দরকার। আজকে খাদ্যাভাবের সুযোগ লইয়া দেশদ্রোহীদের দল দাঙ্গা হাঙ্গামা লুঠপাঠ বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে। সকল জন-নেতা, সকল জনসাধারণ, সকল প্রতিষ্ঠান যদি খাদ্য-ব্যবস্থার পথে আগাইয়া আসেন, তবে দেশদ্রোহীদের মতলব ব্যর্থ হইবে, ক্ষুধার্ত্ত জনসাধারণের জুটিবে।

মজুত উদ্ধারের দিকে লক্ষ্য রাখ

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মজুত-উদ্ধারের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মজুত-উদ্ধার করিতে না পারিলে লঙ্গরখানা বা সস্তা ভোজনাগার কিছুই বেশী দিন চলিতে পারে না। চোরা কারবারও বন্ধ হইতে পারে না।

আজকে অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী রিলিফ-কিচেন বা সস্তা ভোজনাগারের জন্য অর্থ সাহায্য করিতে বা সস্তায় চাউল বিক্রয় করিতে উৎসাহী হইতেছেন। ইহা তাঁদের দেশের প্রতি কর্ত্তব্য-বোধের পরিচয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে সেটাই সব নয়। মুনাফালোভী মজুতদার আজকে মজুত-বিরোধী অভিযানে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাদের সমস্ত মজুত যদি বাহির হইয়া পড়ে, তবে তাদের তো ষোলো আনা লোকসান। তাই তারা সময় থাকিতে রিলিফ কিচেন খুলিয়া বা রিলিফ-কিচেনের জন্য সস্তা দরে কিছু চাউল দিয়া দেখাইতেছে যে তাদের মজুত-চাউল তাদের কারবারের জন্য নয়, জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য। ইহার ফাঁকে তারা মজুত লুকাইবার সুবিধা পাইবে। মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যেও দুর্ব্বলতার অভাব নাই। বড় বড় ব্যবসায়ীরা যদি রিলিফ-কিচেন প্রভৃতি খুলিয়া খাদ্যাভাবকে একটু কমাইতে পারে, তাহা হইলে মন্ত্রী মণ্ডলীদের সুবিধাই হয়। তার বদলে তাদের দিকে একটু নেক-নজর দিতে আপত্তি কি! এই রকম করিয়া হয়ত অনেক মজুত চাউলই গোপন-গুদামে থাকিয়া যাইবে।

৭ই ও ৮ই আগষ্ট কলিকাতায় ও হাওড়ায় মজুত-বিরোধী অভিযান হইল। তাহার ফল কি হইয়াছে, তাহা এখনও জানা যায় নাই। জানা গেলে বুঝিতে পারা যাইবে যে সত্যিই বড় মজুত-দারেরা ঐ ভাবে ফাঁকি পড়িয়াছে কি না।

মজুত-সন্ধানের যে পদ্ধতি লওয়া হইয়াছে, তাহাতে এই সন্দেহ হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে! যেখানে জনসাধারণের পক্ষ হইতে ভলান্টিয়ারগণ স্কোয়াডের সঙ্গে থাকিয়াছেন, সেখানে অল্পবিস্তর মজুতের সন্ধান মিলিয়াছে। কিন্তু এই স্কোয়াড তো শুধু সাধারণ মধ্যবিত্তদের বাড়ী সন্ধান করিবার জন্য। সাধারণ লোকদের বাড়ী হইতে আর কত মজুত-চাউল মিলিবে? আসল মজুত যেখানে থাকিতে পারে, অর্থাৎ বড় বড় ব্যবসায়ীদের বড় বড় দোকানে, কারখানায়, সেই সমস্ত জায়গায় সন্ধানের ভার পড়িয়াছে শুধু সরকারী কর্ম্মচারীর উপর। জনসাধারণের সজাগ দৃষ্টি সেখানে নাই। তাছাড়া বস্তি অঞ্চলকে সন্ধানের এলাকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। বস্তির লোকদের মজুত করিবার সামর্থ্য নাই সত্য; কিন্তু তাদের ঘরে মজুতদার তো সহজেই চাউল লুকাইয়া রাখিতে পারে।

তাই এই সমস্ত জায়গায় সম্বন্ধেও জনসাধারণকে নজর দিতে হইবে। স্কোয়াডের সঙ্গে থাকিতে না পারিলেও, কোথায় বড় কারবারীর মজুত লুকাইয়া আছে তার সন্ধান পাইলে এখনি তা কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে। বস্তির মধ্যে কোথাও মজুত লুকানো আছে জানিতে পারিলে তার সন্ধান জানাইতে হইবে। ভলান্টিয়ার দলকে ইহার জন্য সজাগ থাকিতে হইবে। জনসাধারণ সজাগ থাকিলে যেখানেই যাক মজুতদার ফাঁকী দিতে পারিবে না। জনসাধারণের চাপ আসিলে সরকারী কর্ম্মচারীও দায়িত্ব এড়াইয়া যাইতে পারিবে না।

বড়লাটের বিক্ষোভ!

কেন্দ্রীয় পরিষদে বিদায় বক্তৃতায় বড়লাট লিনলিথগো ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত রকম চেষ্টা করিয়াও তিনি সফল হইতে পারেন নাই। এবার তাঁর বক্তৃতায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার নাই। তিনি জোর দিয়াছেন এই কথারই উপর যে, এখন যেমন অবস্থাই হোক না কেন, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। যুদ্ধের পরে যে শাসন-তন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহারই আশায় বসিয়া থাক।

অর্থাৎ, আমলাতন্ত্র চায় অচল অবস্থা বজায় থাকুক। কিন্তু তার ফল দাঁড়াইতেছে কি? এই এক বছর আমলাতন্ত্র কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জেহাদ করিয়াছে, কিন্তু তার ফলে যা হইয়াছে তাতে পঞ্চম-বাহিনীরই শক্তি বাড়িয়াছে। জনসাধারণের

(২য় কলমের নীচে দেখুন)

● কুটীর শিল্পের কাজে ●

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যম

বগুড়ায় মেয়েদের চেষ্টায় সরবরাহ কেন্দ্র ও চরকাকেন্দ্র

বগুড়ার মহিলা আন্দোলন মাত্র দুই মাস হইল সুরু হইয়াছে। কিন্তু ইহারই ভিতর মেয়েরা অনেক কাজে আগাইয়া চলিয়াছেন। খাদ্য সংকট সমাধানের পথে বগুড়ার মেয়েদের অবদান বড় কম নয়। কন্‌ট্রোল দোকান খোলার জন্য মেয়েদের তরফ হইতে প্রথমে গবর্ণমেণ্টের ও ডেপুটেশন পাঠান হয়। ফলে তিনটি কেন্দ্রে আটা ও চিনি সরবরাহের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির দ্বারা মেয়েদের ভিতর ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় সরবরাহ করাইবার আশ্বাসও পাওয়া গিয়াছে। অভাবী মেয়েদের জন্য মহিলা সমিতির পক্ষ হইতে নিয়মিত ভাবে ডালভাঙ্গা, ছাতু তৈরী, বিড়ি তৈরী প্রভৃতির চেষ্টা হইয়াছে।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির তরফ হইতে তিনটি সূতা কাটা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং তাহাতে ১৯টি চরকা চলিতেছে। একটি ছোট তাঁতে তোয়ালে বোনাও চলিতেছে।

এই সকল কাজের ভিতর দিয়া মেয়েরা আত্মরক্ষা সমিতির সংগঠনকেও সুদৃঢ় করিতেছেন। ইহারই ভিতর তিনটি ওয়ার্ড সমিতি গঠিত হইয়াছে। মেম্বর হইয়াছেন ২০০ জন। ২০ জন ভলান্টিয়ার ও ৫ জন নূতন কর্ম্মী পাওয়া গিয়াছে, চাঁদা উঠিয়াছে ১৮২ টাকা। গণ দরখাস্তে ৬০০টি সই তোলা হইয়াছে, ৫টি ডেপুটেশন গিয়াছে।

কিশোর মেয়েদেরও সংগঠন গড়িয়া তোলা হইতেছে। আজ পর্য্যন্ত ৫টি কিশোর মেয়ে বাহিনীতে ৯৭ জন সভ্য হইয়াছে।

এই আন্দোলনের মাঝে বাধাও আসিতেছে অনেক। কিন্তু বগুড়ার মেয়েরা সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়াই আগাইয়া চলিয়াছেন।

মুন্সিগঞ্জে কুটির শিল্পে এক হাজার টাকা আদায়

মুন্সিগঞ্জ মহকুমা মহিলা সমিতি কুটির শিল্প গড়িবার কাজে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। হাসাইল, টঙ্গিবাড়ী, গুড়াপাড়া, সোনারং, আমতলি, কামারখাড়া, আউটসাহী, হাসারা প্রভৃতি গ্রামে চরকা-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। কিছু কিছু খদ্দর তৈরীও হইতেছে।

এক মাস আগে মহকুমা হাকিমের নিকট কুটির শিল্পের সাহায্যের জন্য এক ডেপুটেশন পাঠান হয়। গত ২২শে জুলাই মহিলা সমিতির সভানেত্রী চারুশীলা ব্যানার্জী ও সম্পাদিকা হিরণপ্রভা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে আবার ডেপুটেশন যায়। এবার সরকার হইতে এক হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর হয়। গরীব বিধবাদের জন্য দশ টাকা দরে ৬০ মণ ধানও আদায় হয়।

এই সব দাবী আদায়ের ফলে মেয়েদের মাঝে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা দিয়াছে, তাহাদের ভিতর আত্ম-বিশ্বাস জাগিতেছে।

সাহায্য সপ্তাহে দিনাজপুরের মেয়েরা

গত ৬ই জুলাই হইতে ১২ই জুলাই দিনাজপুরে অভাবী পরিবারের জন্য সাহায্য সপ্তাহ পালন করা হয়। এই সাহায্য সপ্তাহে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিই সব চেয়ে বেশী কাজ করিয়াছেন। মেয়েদের ৫টি স্কোয়াড বাহির হইয়া সহরের ঘাসিপাড়া, গণেশতলা, পাহাড়পুর, বালুবাড়ী, মাড়োয়ারীপট্টি, কলিকাতা, গুড়গোলা, রামনগর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচার করে। একশতেরও উপর বাড়ীতে 'বাইয়া দুইশ' আড়াইশ' মেয়ে পুরুষের কাছে বুঝাইয়াছেন খাদ্যসমস্যার সমাধান করিয়া দেশরক্ষা করাই আজকের দেশ-প্রেমিক কাজ। জনসাধারণ ইহাতে উৎসাহিত হইয়াছে। এই প্রচারের ফলে চাঁদা উঠিয়াছে ২৫ টাকা, সই যোগাড় হইয়াছে ৬৪, আত্মরক্ষা সমিতির সভ্য হইয়াছেন ২০ জন।

যেমন বাড়ী বাড়ী যাইয়া প্রচার করা হইয়াছে তেমনি পথ সভা ও বৈঠক করাও হইয়াছে। বালুবাড়ীতে ২টি ও পাহাড়পুরে ১টি বৈঠক সভা হইয়াছে। বালুবাড়ীর একটি বাড়ীতে ৩।১০ জন মেয়ে গল্পগুজব করিতেছিলেন। সেখানে স্কোয়াড গিয়া হাজির হইল। মেয়েদের ভিতর প্রথমে ছিল হতাশা। স্কোয়াডের প্রচারের ফলে তাঁহাদের উৎসাহ জাগিল, একজন স্কোয়াডের সাথে প্রচারে বাহির হইলেন। মুসলমান পাড়ায়ও প্রচারের জন্য একজন মুসলিম মেয়েকে পাওয়া গেল। পাহাড়পুরেও বৈঠকের ফলে মেয়েরা উৎসাহিত হন ও চাঁদা দেন।

দিনাজপুরের মেয়েরা এই সাহায্য সপ্তাহের ভিতর দিয়া আত্মরক্ষা সমিতিকেও সক্রিয় করিয়া তুলিয়াছেন। এই সপ্তাহে ৫টি পাড়া কমিটির সভা হইয়াছে। চরকাকেন্দ্র, বিড়িকেন্দ্র প্রভৃতির কাজও দেখা হইয়াছে। ১৫ জন নূতন কর্ম্মীকে এই সপ্তাহে কাজে নামানো গিয়াছে। এই সপ্তাহের ফলে হতাশ দিনাজপুরবাসীর মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে।

এই সাহায্য সপ্তাহে কমিউনিষ্ট মেয়েরাই সব চেয়ে বেশী খাটিয়াছেন বলিয়া কমিউনিষ্ট পার্টি হইতে একটি মেয়ে স্কোয়াডকে লাল পতাকা পুরস্কার দিয়া সম্মানিত করা হইয়াছে।

কলিকাতা আত্মরক্ষা সমিতির অফিস উদ্বোধন

কলিকাতায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজ হইয়াছে অনেক কিন্তু এতদিন জিলা আত্মরক্ষা সমিতির কোন অফিস ঘর ছিল না। গত ২৩শে লি মেমোরিয়াল স্কুলে অফিসের উদ্বোধন হয়। স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ স্কুলের একখানি ঘর অফিসের জন্য ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। উদ্বোধনী সভায় সভানেত্রী ছিলেন মিসেস হেমলতা মিত্র।

জিলা সমিতির তরফ হইতে কমরেড রেণু চক্রবর্ত্তী সমিতির রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টে তিনি বলেন, কলিকাতায় সমিতির সভ্য সংখ্যা মোট সাড়ে চার হাজার এবং প্রাইমারী কমিটির সংখ্যা ২৪—ইহার ভিতর ১০টি মধ্যবিত্ত মহিলাদের এবং বাকীগুলি বস্তি মেয়েদের। সমিতির তরফ হইতে ১১টি কনট্রোল দোকানে ১৩৮ জন ভলান্টিয়ার কিউ-এর শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছেন। কুটির শিল্পের দিক দিয়া চরকা, পুতুল, সাবান ও ঠোঙ্গা তৈরীর কাজ চলিতেছে। ৩টি স্থায়ী প্রাইমারী চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এই সমস্ত কাজের ভিতর দিয়া আত্মরক্ষা সমিতি কলিকাতার মেয়েদের ভিতর জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে, তাহাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিতেছে।

সভানেত্রী তাঁহার অভিভাষণে বলেন, "আজ এই সব মেয়েরা দেশের ধ্বংস ঠেকাবার জন্য যে অক্লান্ত আত্মত্যাগের নিদর্শন রেখে কাজ করে যাচ্ছেন তা বাস্তবিকই আমাদের বিস্মিত করে।"

সভাশেষে জনযুদ্ধের গান, কিশোর মেয়েদের গান ও একটি জননাট্য অভিনীত হয়। দেড়শত মহিলা বিশেষ উৎসাহ নিয়া ঘরে ফিরেন। ইহার ফল দুই একদিনের ভিতরই পাওয়া যায়। স্কুলটি যে পাড়ায় অবস্থিত সেই পাড়ার মেয়েরা ২৫জন সভ্য করেন ও ২০ টাকা চাঁদা তোলেন!

কয়লার দাবীতে চটকল মজুর

● মজুরের একতা ও সংগঠন বাড়িতেছে ●

কুষ্টিয়া সূতাকল মজুর সম্মেলন

কুষ্টিয়া টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এক সময় বাংলার শক্তিশালী মজুর সংগঠন ছিল। ১৯৩৯ সালে ৪ মাস যাবৎ মজুর ধর্ম্মঘট, সুভাষ বসুর বিমানঘাতকতা ও সরকারের প্রচণ্ড দমননীতি এই শক্তিকে বহু পরিমাণে দুর্ব্বল করিয়া দেয়। আজ দেশরক্ষার কাজে মজুর যখন নূতন করিয়া উৎপাদন বাড়াইবার দায়িত্ব নিতেছে ও নিজেদের সংগঠনকে মজবুত করিতেছে এই সময় কুষ্টিয়ার মজুরেরাও বহুদিনকার নিষ্ক্রিয়তা, মালিক ভীতি ও উদাসীন্য কাটাইয়া ইউনিয়নের বাৎসরিক সম্মেলন আহ্বান করে। সম্মেলনের প্রচারের ভিতর দিয়া কুষ্টিয়া সহরবাসীকেও আহ্বান করা হয় মজুরের সম্মেলনে যোগদানের জন্য। সহরের বহু উকীল, মোক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মজুরের উৎপাদন বৃদ্ধির এই পথকে দেশের একমাত্র বাঁচিবার পথ বলিয়া উল্লেখ করেন।

১লা আগষ্ট পরিমল থিয়েটার হলে কমরেড আবদুল মোমিনের সভাপতিত্বে এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। ঢাকা ও ময়মনসিংহে জাপানী দালালদের কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে, মিঃ জিন্নার উপর আক্রমণের নিন্দা করিয়া, লালফৌজের প্রতি অভিনন্দন জানাইয়া ও উৎপাদন বৃদ্ধি দেশ-রক্ষার কাজ এই কয়টি বিষয়ের উপর প্রস্তাব গৃহীত হয়। বজ্র মুষ্টিতে মজুর কমরেডরা প্রতিজ্ঞা করেন আগামী 'নভেম্বর ডে'র মধ্যে ইউনিয়নের সভ্য ১ হাজার, স্থায়ী তহবিলে ১ শত টাকা, জমিরুদ্দীন ফৌজে এক শত ভলান্টিয়ার সংগঠিত করিবেন। কমরেড সুরেশ রায় ও মজুর ভলান্টিয়াররা জনযুদ্ধের বিভিন্ন গান করেন।

টেক্সোমাকোর মজুরদের দাবী আদায়

টেক্সোমাকোর মজুররা উৎপাদন বাড়াইয়াছে। গত ১৮ই জুলাই মজুরদের যে সাধারণ সভা হয়, তারই ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মজুরদের মধ্যে প্রবল উৎসাহের সঞ্চার হয়। মজুরদের সংগঠনের জোরও বাড়িয়া যায়। তাদের দাবী অস্বীকার করা মালিকের পক্ষে সম্ভব হয় না। কোম্পানী ঘোষণা করিয়াছে—(১) সপ্তাহে ৫ সের চাউলের সাথে আড়াই সের আটাও দেওয়া হইবে। (২) এক পোয়া সরষার তেল দেওয়া হইবে। (৩) রাত্রে ডাক্তারের ব্যবস্থা হইবে। (৪) এক বছর ধরিয়া যারা চাকরী করিতেছে, তাদের মাহিনা বৃদ্ধি হইবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য দাবীগুলিও শীঘ্র পূরণ হইবে বলিয়া কোম্পানী জানাইয়াছে।

এক দিক দিয়া মিল মালিক মজুরদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেছে, কিন্তু আর এক দিক দিয়া চেষ্টা করিতেছে তাদের সংগঠন ভাঙ্গিয়া দিতে।

মুন্সীগঞ্জের মহিলা সমিতির সাফল্য

মুন্সীগঞ্জ মহিলা সমিতি প্রায় ৪ মাস ধরিয়া ৫টী কেন্দ্রে বস্ত্র সমস্যা সমাধানের জন্য চরকা ও তাঁত চালাইতে আরম্ভ করে। জনসাধারণের মধ্যে এই কাজের জন্য প্রচার করিয়া মহিলা সমিতি বিশেষ সাড়া পাইয়াছে। এখন তারা নিজেদের প্রতিনিধি নিয়া মহকুমা হাকিমের কাছে গিয়া চরকা ও তাঁতের জন্য সাহায্য দাবী করে। ইহার ফলে সরকার হইতে ১০০০ টাকা মহিলা সমিতির হাতে দিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

আর একদিনও চটকল বন্ধ রাখা চলিবে না

সরকারের কাছ হইতে কয়লার ব্যবস্থা করিতেই হইবে

মালিক ও মজুরের যুক্ত প্রতিনিধি সরকারকে চাপিয়া ধরো

মালিক ও মজুরের যুক্ত উৎপাদন কমিটী চাই

নদীয়া জুট মিল মজুরদের সভা

গত ১লা আগষ্ট নদীয়া জুট মিলের প্রায় ২০০০ মজুরের এক সভায় কমরেড আব্দুল হালিম, কমরেড ফারেজী, কমরেড কানাই প্রভৃতি কয়লা সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বক্তৃতা দেন। পঞ্চমবাহিনী মজুরদের উস্কাইতে চেষ্টা করিবে, কল কারখানা বন্ধ করাইতে চেষ্টা করিবে—মজুরদের একযোগে পঞ্চমবাহিনীর এই চেষ্টাকে পণ্ড করিতে হইবে। কারখানা চালু রাখিতে হইবে, উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। সভায় মজুররা এই প্রতিজ্ঞাই গ্রহণ করে।

গৌরীপুরে মজুর সভা

৩রা আগষ্ট গৌরীপুরে এক জনসভায় প্রায় ৭০০ মজুর উপস্থিত ছিল। গৌরীপুরের শ্রমিক নেতা কমরেড কমলা ম

খাদ্য-সংকট সমাধানের কাজে

চট্টগ্রামে হিন্দু-মুসলমান এক হইল

১০৪টি অন্নসত্রে দৈনিক ৫৬ হাজার লোককে খাদ্য বিতরণ

(চট্টগ্রামের রিলিফ কিচেন)

এই দারুন খাদ্যসংকটে হস্তক্ষেপ করিতে চট্টগ্রামের হিন্দু মুসলমান এক হইয়াছে। মুসলিমলীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, ছাত্রফেডারেশন, মুসলীম ছাত্র লীগ, নারী সমিতি সব কয়টি প্রতিষ্ঠানই আজ এক হইয়া রিলিফের কাজে নামিয়াছে—মিলিত স্কোয়াড মারফৎ রিলিফের জন্য টাকা তুলিতেছে। ইতিমধ্যে ১০৪ খানি অন্নসত্র খোলা হইয়াছে ৫৬০০০, নিরন্ন লোককে দৈনিক খাওয়ান হইতেছে। জমিদার, ব্যবসায়ী, ধনী, নির্ধন সকলেই যথা সাধ্য সাহায্য করিতেছে। খাদ্য আন্দোলনে সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের একতার জোরে সরকার জনগণের সহিত সহযোগীতা করিতে বাধ্য হইয়াছে মাসে ৮০০০ মণ চাউল অন্নসত্রে দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—জিলা খাদ্য কমিটির সঙ্গে সহযোগীতা করিতেছে। শুধু রিলিফ নয়, জনগণের সমবায় ভাণ্ডার খুলিয়া অল্প মূল্যে চাউল সরবরাহের জন্য ২১টি কেন্দ্র রীতিমত চালু আছে।

খাদ্য আন্দোলনে এ, আর, পি. বিমান বাহিনী এবং সৈন্যেরাও!

সহরে এ, আর, পি, নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া ৭টি অন্নছত্র চালাইতেছেন। পার্টি স্কোয়াড অন্নছত্র খুলিবার জন্য চাঁদা তুলিতে গেলে এ, আর, পি ও তাহাতে যোগ দেন, ডবলমুরিং এ, আর, পি নিজেদের সামান্য র‍্যাশান হইতে ২ ছটাক চাউল দিয়া অন্নছত্রে সাহায্য করেন এবং ৫০০ লোককে খাদ্য দিবার জন্য জনগণের কাছ হইতে চাঁদা তুলেন। আর, এ, এফ ও এই আন্দোলনে হাত মিলাইয়াছে। তাহারাও প্রতিদিন ২ বস্তা চাউল ও ১০৲ করিয়া অন্নসত্রে দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

গ্রামে ছুটিতে যে সব লোক সৈন্য বাহিনী হইতে বাড়ী আসিয়াছে তাহারা অন্নছত্রের জন্য কাজ করিতেছেন। একজন সৈন্য ছুটিতে বাড়ী আসিলে স্থানীয় পার্টি কমিটি তাহাকে গ্রামের শ্রেষ্ঠ দেশসেবক বলিয়া অভিনন্দন জানায় কারণ তিনি ফ্রন্টে জাপানকে রুখিয়া দেশ ও জাতীয় অস্তিত্ব বাঁচাইতেছেন, আমাদিগকে সময় দিতেছেন। আর ভিতরে আমরা জাতীয় একতা গড়িয়া দেশরক্ষা ও স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতেছি। ফ্রন্টে সৈনিকের লড়াই ও ভিতরে আমাদের দেশরক্ষার ও স্বাধীনতার লড়াই একযোগসূত্রে গাথা। উভয়ের লড়াইকে যুক্ত করিয়া দেশকে স্বাধীন করিতে হইবে। প্রথমে সৈনিক বন্ধুটি তাহাকে ঠাট্টা করিতেছে ভাবিয়া মন মরা হয় পরে যখন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে নিজের লড়াইয়ের সম্পর্ক বুঝিতে পারে, তখন তাহার চোখ মুখ স্বদেশপ্রেমের দীপ্তিতে ভরিয়া উঠে। তিনি অন্নসত্রে কাজ করিতে অগ্রসর হন কারণ দেশেরসংকটে কেহই ছুটি ভোগ করিতে পারে না। তিনি পার্টিকে সমর্থন করেন।

নারী সমিতি আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়াছে

নয়াপাড়া, ধলঘাট ও অন্যান্য জায়গায় মহিলা সমিতি খাদ্য আন্দোলন বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। নয়াপাড়া নারী সমিতি প্রায় ৫০০ লোককে দৈনিক খাদ্য বিতরণ করিতেছে। স্থানীয় কিশোরবাহিনী এই কাজে ভলান্টিয়ার দিয়া সাহায্য করিতেছে।

মহামারী নিবারণের কাজে এ, আর, পি ও ডাক্তার

শুধু জনগণের আশু খাদ্য ব্যবস্থার নয়, মহামারীর আক্রমণ হইতে লোকজনকে রক্ষার জন্য ডাক্তার, কবিরাজ ও বিশেষ ভাবে এ, আর, পি অগ্রসর হইয়াছে। এ, আর, পি কর্ম্মিগণ মুমূর্ষু ও রুগ্ন লোককে হাসপাতালে ভর্ত্তি করিতেছেন, তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন। ধলঘাটে স্থানীয় ডাক্তারগণ স্কোয়াডে বাহির হইয়া মহামারীতে আক্রান্ত জনগণকে চিকিৎসা করিবার দায়িত্ব নিয়াছেন। মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রগণও এই কাজে অগ্রসর হইতেছেন।

চট্টগ্রামের জনগণ জাপানী আক্রমণের আগুনের তলায় সংকট সমাধানের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়া একতা গড়িতেছে। জমিদার, মহাজন, হিন্দু, মুসলমান এ, আর, পি, সৈন্য বাহিনী সকলেই আজ জনগণের মুখে খাদ্য দিবার জন্য অগ্রসর। একতার জোরে তাহারা আমলাতন্ত্রকে নত করিয়াছে—লীগ, কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট কর্ম্মিগণ খাদ্য আন্দোলনে হাত মিলাইয়াছে। দেশ রক্ষার কাজে জনগণের এই ক্রমবর্দ্ধমান একতা সৈন্য বাহিনী, এ, আর, পি, সর্ব্বত্র প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

(চট্টগ্রামের রিলিফ কিচেন)

কেন্দ্রীয় খাদ্য কমিটীর উদ্যম

দুঃস্থ পরিবারের জন্য সাহায্য ব্যবস্থা

রাজসাহীতে গত খাদ্য শস্য গণনা কার্য্যে কমিউনিষ্ট পার্টি পূর্ণ সহযোগীতার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। রাজসাহী সহরেই ৫২টি সাব-ইউনিটের মধ্যে ২২টিতে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরাই গণনাকার্য্য পরিচালনা করেন। এই সব কর্ম্মীদের কর্ম্ম প্রেরণার ফলেই সহরবাসী খাদ্য গণনা কার্য্যে সহযোগীতা করে। খাদ্য গণনা কার্য্য শেষ হইলে পর সহরের খাদ্য সমস্যার কোন উন্নতি দেখা গেল না। দেখা গেল একদিকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সমস্যা সমাধানে উৎসাহী নয়, অন্যদিকে খাদ্য সাব ইউনিটগুলি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। অথচ সাব ইউনিটগুলিকে পরিচালনা করিবার জন্য কোন কেন্দ্রীয় খাদ্য কমিটি নাই। জনসাধারণ ক্রমশঃ হতাশ হইয়া পড়িতেছিল। এই অবস্থার মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টি আগাইয়া আসিল। স্থানীয় কংগ্রেসপন্থী, মুসলিম লীগপন্থী, কৃষকসভা, ছাত্রফেডারেশন প্রভৃতি গণপ্রতিষ্ঠান, মাড়োয়ারী সংঘ, জমিদার ও বিশিষ্ট জনসাধারণের সাথে কমিউনিষ্ট পার্টি কেন্দ্রীয় খাদ্য কমিটি লইয়া আলোচনা করিল। সকলেই কেন্দ্রীয় খাদ্যকমিটির প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিলেন। গত ২৩শে জুলাই মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মিঃ আজজুল আলমের সভাপতিত্বে ৫২টি সাব ইউনিটের সভাপতি, সম্পাদক, কংগ্রেস, লীগ, কৃষকসভা, ছাত্রফেডারেশন, হিন্দুমহাসভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও সহরের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও গণ নেতাদের একটি সভায় কেন্দ্রীয় খাদ্য কমিটি গঠিত হইল।

সভায় আলোচনা হইল যে খাদ্য সমস্যা ক্রমশঃ যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে দেশহিতৈষী ব্যক্তিরা নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না।

স্থির হইল দুঃস্থ জনগণকে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য একটি কেন্দ্রীয় খাদ্য ভাণ্ডার খোলা হইবে এবং জনসাধারণ বিশেষতঃ সঙ্গতি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, জমিদার এবং ব্যবসায়ীর নিকট হইতে খাদ্যদ্রব্য ও অর্থ সাহায্য আদায় করিতে হইবে। সাহায্য আদায় করিবার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি স্থির করিল ২রা আগষ্ট হইতে ৮ই আগষ্ট পর্য্যন্ত সাহায্য সপ্তাহ পালন করা হইবে এবং সাহায্য সপ্তাহকে সফল করার জন্য ৩০শে জুলাই এক জনসভা করিতে হইবে।

কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের সভাতেই সাহায্য ভাণ্ডারে সাহায্যের জন্য আবেদন করা হয়। মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান আলম সাহায্য ভাণ্ডারের জন্য দশ টাকা, মিঃ আজিজুর রহমান দশ টাকা, শ্রীযুত সুপ্রভাত চক্রবর্ত্তী পাঁচ টাকা, মিঃ আব্দার রহমান দুই টাকা, ছাত্রফেডারেশনের তরফ হইতে নীতাশু মৈত্র ছাত্র সাধারণের নিকট হইতে ৩০৲ টাকা তুলিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দেন।

★

'অভুক্ত গ্রামবাসীদের বাঁচাইতেই হইবে'

ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রতিজ্ঞা

খুলনার—মহেশ্বরপাশা গ্রামের ছাত্র ও শিক্ষকরা মিলিতভাবে এক সভায় স্থির করে যে সপ্তাহে একবেলা অনাহারে কাটাইয়াও আমরা অভুক্ত গ্রামবাসীদের বাঁচাইব।' প্রতিজ্ঞামত ছাত্র ও শিক্ষকরা একবেলার খাদ্য গ্রামবাসীর মধ্যে বিলি করিতেছে। ছাত্ররা কাগজ সমস্যার সমাধান দাবী করিয়া ও প্রতি বৎসর বই বদলানোর পদ্ধতির বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করিতেছে। সমস্ত শিক্ষকদের সমর্থন ছাত্ররা পাইতেছে।

আমলাতন্ত্র কি মজুত-বিরোধী আন্দোলন চায়না?

গত ২২শে জুলাই পালং থানার অন্তর্গত কাঠালবাড়ী গ্রামের কমরেড বিশেশর গাঙ্গুলী ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কমরেড গাঙ্গুলী ৬ই জুলাই তারিখে একটী সভায় মজুত-বিরোধী আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিতে উঠেন। কিন্তু স্কোয়াড মাষ্টার তাহাতে বাধা দেন। তিনি বলেন—আপনি কমিউনিষ্ট, আপনাকে কিছু বলিতে দেওয়া হইবে না। জনসাধারণ কিন্তু কমরেড গাঙ্গুলীর কথা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং কমরেড গাঙ্গুলীও এই আন্দোলনে জনসাধারণের দায়িত্ব কত বেশী তা বুঝাইয়া দেন। ইহার পরেই তিনি গ্রেপ্তার হইলেন। স্থানীয় কর্ম্মচারীরা কি চায় যে মজুত-বিরোধী আন্দোলনে জনসাধারণের প্রতিনিধি যোগ না দেয়?

দুঃস্থদের সাহায্যার্থে মাড়োয়ারী মহাজনরা আগাইয়া আসিলেন

জামসেদপুর—টাটানগর সহরতলীতে অবস্থিত জুগসলাই বহু মজুর ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর বাসস্থান। সেখানে কমিউনিষ্ট পার্টির জামসেদপুর কমিটির একটি সেল আছে। এই সেলের কমিউনিষ্টদের উদ্যোগে জুলাই মাসে জুগসলাইতে স্থানীয় কংগ্রেস, লীগ, ফুড ব্যবসায়ী ও মজুর প্রভৃতির প্রতিনিধি লইয়া একটি খাদ্য কমিটি গঠিত হয়। এই খাদ্য কমিটির ভলান্টিয়ারয়া প্রায় সকলেই মজুর এবং টাটা কারখানায় কাজ করেন। তাহারা কারখানার হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পরেও ঘরে ফিরিয়া আসিয়া মহল্লা ও বস্তি বস্তি ঘুরিয়া খাদ্য কমিটির কাজ করেন। কনট্রোলের দোকানের সামনে শত শত লোকের 'কিউ'তে তাহারা শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের এই প্রকার উদ্যোগে সন্ত্রষ্ট হইয়া সম্প্রতি স্থানীয় কয়েকজন সহৃদয় মাড়োয়ারী মহাজন আগাইয়া আসেন এবং দুঃস্থ লোকদের জন্য একটি লঙ্গরখানা খোলার সিদ্ধান্ত করেন। এই লঙ্গরখানা পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। গত ২৬শে জুলাই হইতে লঙ্গরখানাটি খোলা হইয়াছে। ৬০০ দুঃস্থ লোককে এখানে একবেলা খাওয়ান হয়। জুগসলাইতে কমিউনিষ্টদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য গড়িয়া উঠিতেছে। এই উদ্যোগের ভিতর দিয়া লীগ, কংগ্রেস ও অপর সকলের সহানুভূতি ও সহযোগীতা ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

★ খাদ্য-সংকটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ★

রংপুরে জনরক্ষা কমিটীর মধ্যে বিপুল ঐক্য

ডাক্তারদলও আগাইয়া আসিল

জনরক্ষা কমিটির মারফত গত তিন মাস ধরিয়া রংপুর সহরে ৪০ হইতে ৫০ মণ চাউল ১৫৲ টাকা মণ দরে বিক্রি হইতেছিল। ইহার পিছনে স্থানীয় সমস্ত রাজনৈতিক দল এক হইল; দলে দলে দেশপ্রেমিক জনরক্ষা বাহিনীতে নাম লিখাইল। জনরক্ষা কমিটির এই জনপ্রিয়তা দেখিয়া পঞ্চম বাহিনী চোখে অন্ধকার দেখিল। জনগণ যাতে খাদ্য না পায়, তার জন্য এই দেশদ্রোহীর দল মরীয়া হইয়া উঠিল। এই সুযোগে আমলাতন্ত্র চাল সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিল।

জনরক্ষা কমিটির সভাপতি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত দেখা করিলেন ও চাল সরবরাহের দাবী জানাইলেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ৫ হাজার মণ চাল সরবরাহ করিতে রাজী হইলেন। কিন্তু ৪।৫ দিন কাটিয়া গেল; সরকারী কর্ম্মচারীদের গড়িমসি আর কাটিল না। এই সুযোগে পঞ্চম বাহিনী লোকের মধ্যে হতাশা ও জনরক্ষা সমিতির নামে কুৎসা প্রচার করিতে লাগিল। কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টি দৃঢ়ভাবে এই অবস্থা বদলাইতে কাজে নামিল। ৬টি স্কোয়াড বাহির করিল; পঞ্চম বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের লোকের মধ্যে প্রচার হইল। জনসাধারণ বুঝিল, জনরক্ষা কমিটির পিছনে জনঐক্য চাই—তবেই চাল আদায় হইবে।

(রংপুরের ভলান্টিয়ার দল)

●

২রা আগষ্ট জনরক্ষা কমিটির একটি সভা বসিল। ঠিক হইল, পরদিনই একটি জনসভা ডাকা হইবে এবং একটি সর্ব্বদলের মিলিত ডেপুটেশন পাঠানো হইবে। ডেপুটেশনে থাকিবেন—জেলার লীগের সম্পাদক ও সভাপতি, কংগ্রেসের সহসভাপতি, হিন্দুসভার সহসভাপতি, কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, মহামেডান এসোসিয়েশনের সম্পাদক, ১ জন জমিদার প্রতিনিধি, ১ জন ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি এবং শিক্ষকদের ১ জন প্রতিনিধি। সভায় কমিটির একজন সদস্য বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিলেন কিন্তু সকলের মিলিত ঐক্যে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত জনরক্ষা প্রতিনিধির দল দেখা করেন এবং সমস্ত সহরে রেশনিং প্রথা চালু করার দাবী জানান। ম্যাজিষ্ট্রেট রেশনিংএর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও, বর্ত্তমানে চালের পরিমাণ দৈনিক ৪০ মণ হইতে ৬০ মণে বাড়াইতে এবং দৈনিক ১০ মণ আটা জনরক্ষা কমিটির হাতে দিতে রাজী হন। তাছাড়া বিক্রয় কেন্দ্রগুলি যাহাতে চোরা বাজারে পরিণত না হয় ও ব্যবসায়ীরা যাহাতে বেহিসাবী ভাবে চাল চালান না দেয়—তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেও রাজী হন।

●

৩রা আগষ্ট মিউনিসিপ্যালিটির মাঠে জনসভা। সকাল হইতে ৬টি স্কোয়াড প্রচার করিয়াছে। হর্ণ বাজাইয়া ও পথসভা করিয়া সভার বিজ্ঞপ্তি হইয়াছে। দেড় হাজার লোকের সভা। তার মধ্যে ২ শতের বেশী মহিলা এবং তার মধ্যে ১ শত জন মুসলমান মেয়ে। তাছাড়া সমস্ত শ্রেণী ও সমস্ত দল এই সভায় আসিয়াছে। পঞ্চম বাহিনীর অপচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সমস্ত দেশপ্রেমিক এক হইয়া খাদ্য সমস্যা সমাধানে আগাইয়াছে।

মৌঃ আবু হোসেন সরকার সভাপতির অভিভাষণে বলিলেন, জনরক্ষা কমিটির মধ্যে সকল শ্রেণী, সকল দল এক হইলে আমরা আমলাতন্ত্রের উদাসীনতা ভাঙ্গিতে পারিব। জনরক্ষা সমিতির সভাপতি সহরের খাদ্য সমস্যা, জনরক্ষা কমিটির প্রচেষ্টা ও ডেপুটেশনের ফলাফলের কথা বর্ণনা করিলেন।

পঞ্চম বাহিনীরা সভার এক অংশ হইতে গোলমালের চেষ্টা করে। ঐক্যের বিরুদ্ধে তাদের আঘাতের উত্তর জনগণের কাছ হইতেই আসিল। জনসাধারণের প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত হইয়া তারা শেষকালে সভা হইতে পলাইয়া গেল। সভা হইতে কাজের পরিকল্পনা নেওয়া হইল এবং হেশনিং চালু করার দাবী জানানো হইল।

সভায় ঠিক হইল—নিঃস্ব ও অভাবীদের বাঁচাইবার জন্য অন্নসত্র ও সুলভ ভোজনাগার খোলা হইবে এবং ক্রেতা, বিক্রেতা ও সরকারী কর্তৃপক্ষের একটি সম্মেলন ডাকা হইবে। শীঘ্রই জেলা খাদ্য সম্মেলন আহ্বান করা যাইবে। সভায় সমস্ত দেশপ্রেমিক ও সহৃদয় নাগরিককে জনরক্ষা বাহিনীতে যোগ দিতে বলা হইল।

সদর মহকুমা লীগের সভাপতি মোঃ বদীরউদ্দীন তাঁর বক্তৃতায় বিভেদকারীদের তীব্র নিন্দা করিয়া ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য আহ্বান জানান। জেলা কংগ্রেসের সহসভাপতি জিতেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী খাদ্য সমস্যা সমাধানে সকলকে আগাইয়া আসিতে বলেন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির জনৈক প্রতিনিধিও সভায় বক্তৃতা করেন। জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন বলেন, কংগ্রেসলীগ ঐক্যের শক্তি আজকের সংকট হইতে দেশকে বাঁচাইতে পারে। পঞ্চম বাহিনীর দেশদ্রোহিতাকে চূর্ণ করিয়া আমরা স্বাধীনতা ও দেশরক্ষার পথে আগাইব। এই পথেই খাদ্য সংকটের সমাধান হইবে। তুমুল ধ্বনির মধ্যে সভা শেষ হয়।

সভার শেষে ৪০ জন জনরক্ষা স্বেচ্ছাসেবক সার বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন। জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'আপনারা দেশের বীর সৈনিক। আপনারা খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে লড়াই ও পঞ্চম বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া দেশপ্রেমিক সংগ্রামকে শক্তিশালী করিতেছেন।' বক্তৃতার শেষে তিনি সকলকে পার্টি পত্রিকা 'পিপল্‌স ওয়ার' ও 'জনযুদ্ধ' পড়িয়া দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আরও সচেতন হইতে বলেন।

বন্যাক্লিষ্টদের সাহায্যে কৃষক সমিতি

মেদিনীপুরে বন্যায় কৃষক সমিতি

গত বছরের বন্যার ধাক্কা সামলাইবার আগেই মেদিনীপুরে আবার বন্যা সুরু হইয়াছে। তমলুকের খবরে জানা যায় গত ২০ শে জুলাই রূপনারায়ণ নদীর দুইটি খাল ভাঙ্গিয়া খারুই, গঠরা, গাধীন, প্রভৃতি গ্রামগুলি বাণে ভাসিয়া যায়। খবর পাইবার সাথে সাথে স্থানীয় কৃষক সমিতির ৩৫ জন ভলান্টিয়ার সারা রাত জাগিয়া বন্যার জল রোধ করিবার ব্যবস্থা করেন যাহাতে ঐ জল অন্য মাঠে ঢুকিয়া ধান নষ্ট করিতে না পারে। পরদিন মোট ৪০ জন ভলান্টিয়ার লাল নিশান কাঁধে করিয়া শ্লোগান দিতে দিতে ৮ ঘণ্টা প্রাণপণ খাটিয়া মাটি কাটিয়া জল বাহির করিয়া দেন। ইহার ফলে ধনী গরীব সবাই উৎসাহিত হইয়া উঠে। জল নিকাশের ফলে ৫০০ একর জমির ধান বাঁচিবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

ঘাটাল মহকুমা হইতেও খবর আসিয়াছে যে গত ১৮ই জুলাই দাসপুর থানায় কসাই নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া বন্যা সুরু হইয়াছে। বাঁধের নিকটে ৫।৬ খানি বাড়ী একেবারে ধ্বসিয়া গিয়াছে। ৩।৭ খানি বাড়ীর অবস্থা খুবই শোচনীয় ও বহু বাড়ীর ক্ষতি হইয়াছে। ৩নং ও ৪নং ইউনিয়নের ৫০ খানি গ্রাম বিপন্ন হইয়াছে। সমস্ত আউষ, ঝাঁঝি ও হৈমন্তিক ধান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বহু লোক অনাহারে দিন কাটাইতেছে। সরকার হইতে দুই মণ চাল ও আধ মণ ডালের ব্যবস্থা হইয়াছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এ সাহায্য কিছুই নয়। এখনই জনসাধারণকে এখানকার সাহায্যে আগাইয়া আসিতে হইবে।

একজন গরীব মুসলমান মেয়ে জনরক্ষা ভলান্টিয়ারদের যাবার সময় বলিয়া গেলেন: 'বাবা, তোমরাই আমাদের বাঁচাইতে পারো। না হইলে ছেলেমেয়ে নিয়া গলায় দড়ি দিতে হইবে।' সহরবাসী বুঝিতেছে, জনরক্ষা কমিটির মধ্যে এক জোট হইতে হইবে; তবেই খাদ্য জুটিবে।

●

এমনি করিয়াই রংপুর পার্টির নেতৃত্বে সমস্ত জনসাধারণের মিলিত চেষ্টায় রংপুরে খাদ্য-সংকটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলিতেছে। সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণ আজ পার্টির নির্দ্দেশে কাজে লাগিয়া গিয়াছে। ভলান্টিয়ার দলে শত শত যুবক আসিয়া মিলিতেছে—সৈনিকের মত শৃঙ্খলা লইয়া তারা কাজ করিয়া যাইতেছে।

খাদ্য-সংকটের সাথে রংপুরে আসিয়া জুটিয়াছে কলেরা মহামারী। কলেরার বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইবে। কিন্তু সামান্য কিছু সরকারী ডাক্তারে কি করিবে? পার্টির আহ্বানে সহরেরও আশেপাশের ডাক্তাররা এক হইল। তারা একটি মেডিকেল ইউনিট গঠন করিল। সেই ইউনিট স্বেচ্ছাসেবকের

রংপুরের কমিউনিষ্ট ডাক্তাররা ইন্‌জেকশন দিতেছেন

মত কাজ করিয়া সর্ব্বত্র এ্যান্টি-কলেরা ইন্‌জেকশন দিতে লাগিল। লোকের মনে আসিয়াছিল হতাশা, কিন্তু লোকে বুঝিল যেখানে কমিউনিষ্ট পার্টি রহিয়াছে, সেখানে হতাশা নাই, বাঁচিবার পথ সেখানে আছে।

হুগলীর বন্যায় জল নিকাষে কৃষক সমিতি

আরামবাগ মহকুমার দামোদর ও তারকেশ্বর নদীতে জল বাড়িয়া সমগ্র পুরশুরা, খানাকুল ও আরামবাগ থানার অধিকাংশ স্থান বানে ভাসিয়া গিয়াছে। প্রায় ১০০টি গ্রামে ৮।১০ হাত পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে। বহুলোক অনাহারে দিন কাটাইতেছে। ইহার উপর শতকরা ৯০ জন ডেঙ্গুজ্বরে ভুগিতেছে। এখনই জল নিকাশ না করিলে আমন ধান শেষ হইয়া যাইবে।

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য কৃষক কর্ম্মীরা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। তাঁহারা প্রথমে খোঁজ করিয়া দেখেন কোথায় বাঁধ কাটিলে জল নিকাষ হইবে। দেখা যায় শ্যামপুর ইউনিয়নের ৩টি স্থানে কাটিয়া দিলেই চলে। কিন্তু ঐস্থান কাটিতে প্রথমে সরকার হইতে বাধা আসে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সরকার রাজী হয় ও একস্থানে কাটিয়া জল নিকাষ করা সুরু হয়।

সাগর থানায় রিলিফ

২৪ পরগণা জেলা কৃষক সমিতির ২টি রিলিফ কেন্দ্র সাগর থানায় আছে। পিপ্‌লস্ সাইক্লোন রিলিফ কমিটি, জেলা রিলিফ কমিটি ও অন্যান্য রিলিফ কমিটির সাহায্যে জেলা কৃষক সমিতির কর্ম্মীগণ রিলিফ দিয়া আসিতেছেন। চাল, কাপড়, বার্লি, ঔষধ প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া পরিষ্কার জলাভাবের সময় ৬টি কূয়া খুঁড়িয়াও দেওয়া হইয়াছে। এখনও ২টি কেন্দ্রে ঔষধ ও বার্লি দেওয়া হইতেছে। বর্ত্তমান বর্ষায় চাষের সময় চাষীদের ৪ শত গামছা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এখন বিপদ হইতেছে যে অনাহার ও অর্দ্ধাহারের ফলে চারিদিকে ভীষণ আকারে ম্যালেরিয়া মহামারী দেখা দিয়াছে। এখানে এখনই সাহায্যের ব্যবস্থা না করিলে ৪৬ হাজার লোকের অস্তিত্ব থাকিবে না।

কাগজ তৈরীর পদ্ধতি

বাঁকুড়ায় কাগজ তৈরীর শিক্ষা সকল কর্ম্মী গ্রহণ করিতেছেন শুনিয়া অনেক জায়গা হইতে অনেকে জানিতে চাহিতেছেন—কি করিয়া কাগজ তৈরী করিতে হয়। এই সম্পর্কে বাঁকুড়ার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি একটা পুস্তিকা বাহির করিবার ঠিক করিয়াছে। যাঁহারা কাগজ তৈরীর পদ্ধতি শিখিতে চান, তাঁরা বাঁকুড়া মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাছে লিখিয়া এই পুস্তিকা আনাইবার ব্যবস্থা করুন।

ঠিকানা:—স্কুল ডাঙ্গা, মুক্তি কুটীর, বাঁকুড়া

হাওড়ার লঙ্গরখানার জন্য সাহায্য চাই

২৮।৭।৪৩ তারিখে হাওড়া কেন্দ্রীয় জনরক্ষা সমিতির উদ্যোগে শিবপুর রামমোহন মুখার্জ্জি লেনে একটি ফ্রী কিচেন খোলা হইয়াছে। ঐ এলাকায় প্রায় তিনশত পরিবারের বাস। তার মধ্যে ১৬ জন উপবাসী যাইতেছিল। ঐ সকল লোকদিগকে দৈনিক একবেলা করিয়া খাওয়াইতে কম পক্ষে ৩/০ মণ চালে ডালে প্রয়োজন। বর্ত্তমানে রামমোহন মুখার্জ্জি লেন হইতে স্থানীয় কমিটি কর্ত্তৃক ১।০ মণ চালে ডালে যোগাড় করিবার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে এবং হাওড়া কেন্দ্রীয় জনরক্ষা কমিটি ১।০ চালে ডালে দিয়াছে। কিন্তু আরো সাহায্য না পাইলে এই কেন্দ্র চালানো সম্ভব নয়। তা ছাড়া, আরও দুইটি ফ্রী কিচেন এখনই শিবপুর এলাকায় খোলা প্রয়োজন। সরকার ও জনসাধারণের সাহায্য চাই।

‘ফসল বাড়াও’ আন্দোলনে বিপুল সাড়া

১০০ বিঘা জমিতে চাষ বাড়িল

১১৬০০ টাকার বীজধান সংগ্রহ

রংপুরে ‘ফসল বাড়াও’ সম্মেলন

রংপুর—গত ৩০শে জুলাই রংপুর জিলার তিস্তা বন্দরে কুড়িগ্রাম মহকুমা খাদ্য ফসল বাড়াও সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সভায় মোট ৫০০০ লোক উপস্থিত ছিল। সভাপতিত্ব করেন রংপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ও জিলা কৃষক সমিতির সভাপতিমণ্ডলীর সভ্য কমরেড আবুহোসেন সরকার। হিন্দু ও মুসলমান সমপরিমাণেই সম্মেলনে যোগ দান করেন। স্থানীয় লীগ নেতাদের মধ্যেও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন।

তিনটি থানার ১১টি ইউনিয়ন হইতে ৫৫ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন এবং ১০০ ভলান্টিয়ার শৃংখলার সহিত সম্মেলনের সমস্ত কাজ তদারক করেন। ১৮ মাইল দূর হইতে ৫জন কৃষক বিধবা সম্মেলনে যোগ দেন।

সম্মেলনের জন্য একটি পাণ্ডেল এবং স্থানীয় মৃত কমরেড সেবারামের নামে একটি তোরণ করা হয়।

উদ্বোধন সঙ্গীতের পর অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে মহকুমার পতিত জমির এবং ফসল বাড়াইবার সম্ভাবনার একটি রিপোর্ট পাঠ করা হয়। সভাপতির বক্তৃতার পর ফসল বাড়াইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া একটি প্রস্তাব পাশ হয়। তাহাতে তিনটি বিল ও একটি মরা নদীতে খাল কাটিয়া প্রায় ৮০ বর্গ মাইল জমি উদ্ধারের পরিপ্রেক্ষিত লওয়া হয় এবং হাজার বিঘা উচু জমিতে আবাদের সংকল্প নেওয়া হয়। এজন্য জমিদার জোতদার ও সরকারকে সাহায্য করিবার আবেদন জানান হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবে পঞ্চম বাহিনীকে ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা লওয়া হইয়াছে এবং সমস্ত দেশপ্রেমিক প্রতিষ্ঠানকে ঐ কার্য্যে আগাইয়া আসিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। আরও দুইটি প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়। একটিতে চট্টগ্রামের সেনাবাহিনী আমাদের খাদ্যের জন্য একটি জাহাজ ছাড়িয়া দিয়া ও অন্যান্য ভাবে সাহায্য করিয়া জনসাধারণের সাথে সহযোগীতা করিতেছেন বলিয়া তাহাদের অভিনন্দন জ্ঞানান হয় এবং অপরটিতে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবী ও সংখ্যালঘু জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার সমর্থন করা হয়।

সভার উপস্থিত সকলের ভিতর খুবই উৎসাহ দেখা যায় এবং অনেকেই আলোচনায় যোগ দেন। সম্মেলনের শেষে রংপুর জিলা কমিটির সম্পাদক কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন পার্টির তরফ হইতে অধিক শস্য উৎপাদনের উপর জোর দিয়া একটি বক্তৃতা দেন।

ভলান্টিয়ার ও কৃষকরা নিজেদের হাতেই কাজ করিয়া পথ দেখাইল

হাওড়া—ডোমজুর থানার দক্ষিণ ঝাপড়দহ ইউনিয়ন এবং উত্তর ঝাপড়দহ ইউনিয়ন কৃষক সমিতির উদ্যোগে ‘খাদ্য ফসল বাড়াও’ আন্দোলনের প্রচারের জন্য কয়েকটি স্কোয়াড বাহির হয়। দারুণ বৃষ্টি সত্ত্বেও তাহারা গ্রামে গ্রামে গান গাহিয়া প্রচার চালাইতে থাকে। ইহার পর ঐ অঞ্চলে ৩০০ লোকের একটি সভায় শস্য বাড়াইবার আলোচনা চলে এবং উপস্থিত সকলে এই আন্দোলনের সার্থকতা বুঝিতে পারেন। পতিত জমি সংগ্রহ, লাঙ্গল দেওয়া বীজ সংগ্রহ, বাঁধ বাঁধা, বীজ রোপণ প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর জোর দিয়া ৭টি দিবস পালন করা হয়।

৩০ জন ভলান্টিয়ার ও কৃষক এই প্রচার উপলক্ষে নিজেরা একটি বাঁধ বাঁধিয়াছে, একজন গরীব চাষীর এক বিঘা জমি চাষ করিয়া দিয়াছে এবং ইউনিয়নবোর্ডের প্রেসিডেন্টের দেওয়া দুই বিঘা জমিতেও চাষ করিয়াছে।

সাঁকরাইল থানার নলপুর ইউনিয়নের কৃষকসমিতির উদ্যোগে ২০ জন কৃষক ও ভলান্টিয়ার ৫০ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট চওড়া খাল সংস্কার করিয়া প্রায় ১০০ বিঘা জমি চাষের উপযুক্ত করিয়াছে। এই জমিতে ৭০০ মণ ধান হইবে।

সাড়ে ৯ বর্গ মাইল জমিতে চাষ করার অধিকার লাভ

২৪ পরগণা—গত বৎসর এই জিলার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার ১৭ খানি গ্রামে সরকারী হুকুমে চাষ বন্ধ থাকে। কিন্তু চাষ করিবার অধিকার লাভ করিয়া ফসল বাড়াইবার উদ্দেশ্যে ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা কৃষক সমিতি অবিরাম আন্দোলন করিয়া আসিতেছিল। গণদরখাস্ত, জনসমাবেশ, এবং সদর মহকুমা হাকিম ও মন্ত্রীদের কাছে হাজার হাজার লোকের দাবী জানান হইয়াছিল। ইহার ফলে এ বৎসর সমস্ত গ্রামে না হইলেও সাড়ে ৯ বর্গ মাইল জমিতে চাষ করার অধিকার পাওয়া গিয়াছে। উপরন্তু ১৫০০/ মণ বীজধান ও ২০০০৲ টাকা চাষের গরু কিনিবার জন্যও পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া কৃষিঋণ বাবদ ৪০০০৲ টাকা দিবারও কথা আছে।

ঐ অঞ্চলের সাধারণ কৃষকরা কল্পনা করিতেও পারে নাই যে একই সঙ্গে এতগুলি দাবী এত শীঘ্র পাওয়া যাইবে। সরকারী কর্ম্মচারীরা যখন সেই এলাকায় গিয়া চাষ করার অধিকারের কথা ঘোষণা করিল, চাষীরা প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারে নাই, পরে কৃষক সমিতির কর্ম্মীরা গিয়া যখন উহা বুঝাইলেন তখন তাহারা বিশ্বাস করে। এই সাফল্যের জন্য কৃষক সমিতি কৃষকদের নিকট খুবই প্রিয় হয়। বিশেষতঃ কৃষককর্ম্মী কমরেড শৈলেন ঘোষ, মানিক হাজরা প্রভৃতি তাহাদের কাছে অত্যন্ত আপনার জন হইয়া পড়িয়াছে। কৃষক সমিতির নেতৃত্বে তাহারা ফসল বাড়ানর কাজে শতগুণ উৎসাহে আত্ম নিয়োগ করিয়াছে। এই অঞ্চলের অধিকাংশ কৃষকই মুসলমান কিন্তু আজ তাহারা হিন্দু চাষীদের সাথে মিলিয়া যেন একই সম্প্রদায়ের লোক হিসাবে কাজ করিতেছে।

জনরক্ষা কমিটির চেষ্টায় ১১৬০০৲ টাকার বীজধান প্রাপ্তি

২৪ পরগণা জিলার বারাসত মহকুমার “পাটুলী জনরক্ষা কমিটির” আবেদনক্রমে জেলা কৃষি বিভাগ হইতে বীজধান ঋণ দেওয়া মঞ্জুর হয়। কৃষিবিভাগ হইতে জনরক্ষা কমিটির সম্পাদককে জানান হয় যে যদি তাহারা বীজ ধান সরবরাহ ও বন্টনের ভার নেন তবে তাহাদিগকে এই ভার দেওয়া হইবে। জনরক্ষা কমিটি এই দায়িত্ব গ্রহণ করে। কমিটির হাতে ১১৬০০৲ টাকার বীজধান দেওয়া হয়। ইহার সম্পাদক কমরেড পাঁচকড়ি চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে ইহা বিলি করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান যথেষ্ট সহযোগীতা করিয়াছেন।

ফসল-বাড়ানোর কাজে বরিশাল এক সপ্তাহের হিসাব

ফসল বাড়াও আন্দোলনে বরিশালের কৃষকরা আগুয়ান হইয়াছে। শুধু প্রচার নয়, তারা প্রতি সপ্তাহেই নূতন নূতন জমি উদ্ধার করিয়া আবাদ করিতেছে। কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সমিতি প্রভৃতির কর্ম্মীরা কৃষকদের সঙ্গে কাজে লাগিয়া গিয়াছে।

১৫ই জুলাই হইতে ২৩শে জুলাই পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে সেখানে ফসল বাড়াও আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল যা হইয়াছে তা এই :—

কির্ত্তিপাশায় :—২ বিঘা ১৩ কাঠা জমিতে চাষ হইয়াছে। রবিশস্যের জন্য নূতন জমি আবিষ্কার লইয়াছে ৬ বিঘা। ঝরিপাফুলিয়া—২টা মাঠের ১২ মণ ধান রক্ষা করা হইয়াছে কচুরীপানা তুলিয়া। ২ জন লোককে বদলা জোগাড় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১টা পুকুর সাফ করা হইয়াছে। বানরীপাড়ায়—আধ বিঘা জমি কৃষক সমিতিকে দেওয়া হইয়াছে। ২ বিঘা জমির তিন পাশের খাল বন্ধ করিয়া রবিশস্যের ফসলের উপযোগী করা হইয়াছে। মহাজনগণ খাদ্যশস্য বাড়াইবার জন্য টাকা দিতে রাজী হইয়াছে। স্কুল প্রাঙ্গণে লাউ, ডাটা ইত্যাদি রোপণ করা হইয়াছে।

পটুয়াখালিতে :—একটী বাঁধ বাঁধিবার ফলে ১০০ মণ ধান বেশী ফলিবে। বাড়তি ২ বিঘা জমি আবাদ করা হইয়াছে। ৮টী দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য দিয়া তাদের চাষের কাজের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

গৈলাতে—৪ খানি পতিত জমি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে চাষের ব্যবস্থা হইতেছে। চাঁদসী এলাকায় ৫টী মৌজায় জমির তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে। বড়ানদীতে—১১০০ মণ বীজধান বিলি করা হইয়াছে। ইউনিয়নে একটী সরবরাহ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

‘ফসল বাড়াও’ আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িতেছে

ময়মনসিংহ—

২৫শে ও ২৬শে জুলাই রসিদাবাদ ও যশোদল ইউনিয়নে ফসল বাড়ানর প্রচারের জন্য ২টী জনসভা হয়। প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে সভার প্রচার কার্য্য ও অনুষ্ঠান সফলভাবেই শেষ হয়। রসিদাবাদ সভায় ১৫০ জন লোক ও অনেক মহিলা উপস্থিত ছিলেন, এবার যশোদলে ২৫০ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন। রসিদাবাদের সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত বঙ্গবিহারী পণ্ডিত এবং যশোদলের সভায় মৌলবী গোলামনবী, সভায় কৃষক কর্ম্মীরা “ফসল বাড়াও চাষী ভাইরে” গানটী গান। ফসল বাড়ানর প্রয়োজনীয়তা ও দেশরক্ষার কাজে ইহার গুরুত্ব বুঝাইয়া বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করেন। সভায় বাঁধা দরে দোকান খোলা, পতিত জমি কৃষককে দেওয়া, ম্যালেরিয়ার পীড়িত অঞ্চলে দুঃস্থদের কুইনাইন দেওয়া, কৃষিঋণ দেওয়া, খাদ্য কমিটিকে আরও ক্ষমতা দেওয়া, রসিদাবাদ ইউনিয়নের কৃষককর্ম্মী কমরেড হেম যে, সতীশ ডাক্তার, প্রফুল্ল সরকার ও ফটিক রায়ের মুক্তি ও জাতীয় নেতাদের মুক্তি দাবী করিয়া বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। দেড় ঘন্টা সভার কাজ চলে। কৃষকদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

এ ছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় কৃষক কর্ম্মীরাও স্কোয়াড করিয়া ফসল বাড়ানর প্রচার করিতেছেন। পতিত জমি আবাদেরও চেষ্টা হইতেছে। যশোদলের কৃষক কর্ম্মীরা রেল লাইনের ধারের জমি কৃষকদের দেওয়ার জন্য গণদরখাস্তে সহি নিতেছেন।

(৩এর পাতার শেষাংশ)

শ্রীরামপুর চটকল মজুরদের সভা

বাংলার চটকল মজুর ইউনিয়নের পক্ষ হইতে শ্রমিকদের একটী ডেপুটেশন বাংলার শ্রমমন্ত্রী, চটকল এসোসিয়েশনের সভাপতি ও কয়লার কন্ট্রোলারের কাছে বাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ডেপুটেশনে প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য ৪ঠা আগষ্ট শ্রীরামপুরের ইণ্ডিয়া জুট মিলের মজুরদের এক সভা হয়। সভায় ৫০০ মজুর উপস্থিত হয়। স্থানীয় সংগঠক কমরেড কেশব সমাদ্দার, কমরেড শিশির গাঙ্গুলী প্রভৃতি ডেপুটেশন পাঠাইবার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা দেন। কয়লার অভাব ঘুচাইয়া কারখানা চালু করিবার জন্য মালিকের উপর ভরসা করিয়া থাকিলে হইবে না, মজুরকেই আগাইতে হইবে, তাহারই জন্য ডেপুটেশনে মজুরদের প্রতিনিধি দরকার—সভায় এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সেই সভাতেই ৫ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয় এবং তাহাদের কলিকাতা যাইবার খরচও সভার লোকেরা চাঁদা তুলিয়া সংগ্রহ করিয়া দেয়। সভাতে ইউনিয়নের সভ্য হইবার জন্য অনেক মজুর আগাইয়া আসে।

জামসেদপুর

গত ৩১শে জুলাই গোলমুড়ী টিন প্লেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বার্ষিক নির্ব্বাচন সভা হইয়াছে। গত তিন বৎসরের মধ্যে এই ইউনিয়নের কোন নির্ব্বাচন হয় নাই। ৩১শে জুলাই সাধারণ সভা হওয়ার পূর্ব্বে এক গুত সাতদিন ধরিয়া কারখানার ভিতরে প্রতিটি ডিপার্টমেণ্ট প্রতিনিধি নির্ব্বাচন চলে। নির্ব্বাচন বিষয়ে মজুরদের উত্সাহ উৎসাহ পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। কারখানার প্রতিটি মজুর এই নির্ব্বাচনে অংশ লইয়াছে। টিন প্লেট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের এইবারের নির্ব্বাচনে অনেকখানি নূতনত্ব ছিল। এবার নির্ব্বাচনের প্রতিযোগিতা হয় কমিউনিষ্ট ও কমিউনিষ্ট বিরোধী দলের মধ্যে। কমিউনিষ্ট বিরোধী দলে ছিল দালাল ও সুবিধাবাদী মনোবৃত্তির লোক। অপরদিকে কমিউনিষ্টদের সাথে ছিল খাঁটি ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মী ও দেশভক্ত। বিরোধী দল মজুরদের মধ্যে বিহারী পাঞ্জাবী প্রাদেশিকতার ঝগড়া ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া জয়লাভ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু মজুররা তাদের আসল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে। তাই নানা কারসাজি করিয়াও ৪৬ জন প্রতিনিধির মধ্যে তাদের ৮ জনের বেশী নির্ব্বাচিত হইতে পারে নাই। তন্মধ্যে আবার একজনকে ৩১শে তারিখের সাধারণ সভায় মজুররা তাড়াইয়া দিয়াছে। নূতন সদস্যদের মধ্যে প্রোঃ আবদুল বারি সভাপতি ; মিঃ জন ডেপুটি সভাপতি ; মিঃ হাজি হুসেন, হরবনস সিং প্রভৃতি তিনজন সহ সভাপতি, কমরেড কেদার নাথ দাস সেক্রেটারী ও মিঃ লাল সিং ট্রেজারার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সম্মুক্ত রাজবন্দী কমরেড বারীন দত্ত কমিটিতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

যুদ্ধের গতি

★ লালফৌজের বিজয় অভিযান
★ ওরেল, বিয়েলগরড নাৎসী কবলমুক্ত
★ সিসিলির কাটানিয়া মিত্রশক্তির হাতে

সাবাস লালফৌজ

আবার মুনিয়া জুড়িয়া লালফৌজের জয় জয় কার পড়িয়া গিয়াছে। হিটলারীদের ভোঁতা মুখ ভোঁতা করিয়া লালফৌজ সর্ব্বত্র বীরবিক্রমে অগ্রসর হইতেছে। ওরেল দখল করিবার পর জার্ম্মানদের হাঁশ ফেলিবার সময় না দিয়া বিয়েলগরড লালফৌজ কাড়িয়া লইয়াছে এবং পলায়নপর শত্রুসেনাকে সন্ধিনে ঠেলিয়া চলিতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সব চেয়ে জোরদার ঘাঁটি খারকভ আবার বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মধ্যরণক্ষেত্রে ব্রিয়ান্‌স্কের অবস্থাও সঙ্গীণ। ওভাদের মার দিয়া লালফৌজ হিটলারের পদলেহকে বিধ্বস্ত করিতেছে।

৫ই জুলাই হইতে ৫ই আগষ্ট, এই এক মাস সময়ে ওরেল ও বিয়েলগরডের নিকট ১ লক্ষ ২০ হাজার জার্ম্মান মারা পড়িয়াছে, শত্রুর ৪৬০০ ট্যাঙ্ক এবং প্রায় ২৫০০ এরোপ্লেন খোয়া গিয়াছে। এছাড়া ১২০০০ জার্ম্মানকে বন্দী করা হইয়াছে, অনেক ট্যাঙ্ক ও কামান লালফৌজ কাড়িয়া লইয়াছে। প্রায় একহাজার গ্রাম ও জনপদকে শত্রুর কবল হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ওরেল এবং বিয়েলগরডে প্রায় একই সময় লালফৌজের অসামান্য সাফল্য উপলক্ষে কমরেড ষ্টালিন একটী বিশেষ বাণী পাঠাইয়া বলেন যে লালফৌজ গ্রীষ্মকালে বড়দরের আক্রমণ চালাইতে পারে না বলিয়া যে শত্রু প্রচারিত উপকথায় অনেকে বিশ্বাস করিত, তাহা একবার ভুয়ো প্রমাণ হইয়া গেল। যে সোভিয়েট ডিভিশন প্রথম ওরেল ও বিয়েলগরডে প্রবেশ করে, তাহাদিগকে ওরেল ডিভিশন ও বিয়েলগরড ডিভিশন নাম দেওয়া হইয়াছে। রাত বারোটায় মস্কোতে বারোটা তোফ দাগিয়া এই সাফল্যের জন্য আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে।

এবার খারকভ-ব্রিয়ান্‌স্কের পালা

ওরেল প্রায় দুই বৎসর হিটলারীদের হাতে ছিল। প্রাণপণ শক্তিতে শত্রু এখানে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, শেষে বিফল মনোরথ হইয়া বাড়ীঘরদোর সমস্ত জ্বালাইয়া পুড়াইয়া পলাইতে বাধ্য হয়। বিয়েলগরড গত শীত-অভিযানের সময় লালফৌজ দখল করিয়াছিল, কিন্তু বরফ তাড়াতাড়ি গলিতে আরম্ভ করায় লালফৌজকে সেখান হইতে সরিয়া আসিতে হয়। ওরেল হইতে পশ্চিমে, উত্তর পশ্চিমে ও দক্ষিণ পশ্চিমে লালফৌজ আগাইয়া চলিয়াছে। বিয়েলগরড হইতেও দক্ষিণ পশ্চিম ও পশ্চিমে যাইয়া খারকভের পাশ কাটাইয়া সোভিয়েটসেনা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম হইতে যে তিনটা রেললাইন খারকভে পৌছিয়াছে, তাহার দুইটা এখন লালফৌজের হাতে। খারকভের প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে চুগুইয়েভ হইতে সোভিয়েট সেনা অগ্রসর হইতেছে, খারকভকে ঘিরিয়া ফেলাই তাহাদের মতলব। জলোকেভ, গ্রেভজ্বণ, বগদুখভ প্রভৃতি স্থান দখল করিয়া খারকভের উত্তরে ও উত্তর পশ্চিমে অনেকটা লালফৌজ আগাইয়াছে, স্মি জশেন অবধি যাইয়া কীভ্ শহরের সহিত খারকভের যোগাযোগ বন্ধ করিতে লাগিয়াছে।

ব্রিয়ান্‌স্ক্ হইতে লালফৌজ এখন মাত্র ২৫ মাইল দূরে রহিয়াছে। জার্ম্মানরা বলিতেছে যে ওরেলের পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম হইতে লালফৌজ তো আসিতেছে, তাছাড়া ভিয়াজমার দক্ষিণপশ্চিম হইতে আক্রমণ করিয়া ব্রিয়ান্‌স্ক্‌কে ঘিরিয়া ফেলাই সোভিয়েটের মতলব। শত্রু যে নিদারুণ ভয় পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কুবানেও যে শত্রুর অবস্থা বিষম সঙ্গীন, সে খবর জার্ম্মান রেডিওই দিতেছে। জার্ম্মান জেনারল ভিট্‌মার যুদ্ধের আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছে যে সর্ব্বত্র এখন জার্ম্মানীকে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হইতে হইয়াছে, সুতরাং দেশের লোক এতদিন জয়ের সংবাদে অভ্যস্ত বলিয়া তাহাদের মনে যথেষ্ট ধাক্কা লাগিতেছে। জার্ম্মানরা যেখানে সর্ব্বেসর্ব্বা, সেই ইক্‌হল্‌ম্ হইতে সংবাদ আসিল যে হিটলারের স্বাস্থ্যে নাকি ভাঙন ধরিয়াছে। হিটলারকে সন্ত্রাইয়া সময় নেওয়া নূতন এক ব্যবস্থা জার্ম্মানীতে প্রবর্ত্তনের জন্য জল্পনা কল্পনা করিতেছে বলিয়াও গুজব রটিতেছে।

ওরেলে তিনলক্ষ সোভিয়েট সেনা বন্দী করিয়াছি বলিয়া জার্ম্মান প্রচারবিশারদরা যে গল্প ছড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে, মস্কো হইতে সে সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে একথা সম্পূর্ণ হাস্যকর। জার্ম্মানরা নিজেরাই অনেকে কপালভণে ওরেল হইতে পলায়ন করিতে পারিয়াছে বটে, কিন্তু কয়েকশত সোভিয়েট সৈন্য বন্দী করাও তাহাদের সাধ্যে ছিল না। খারকভ ও ব্রিয়ান্‌স্ক্‌কে শত্রুসেনাকে ঘিরিয়া পলাইবার পথ বন্ধ করিয়া, তাহাদের টুঁটি টিপিয়া মারাই লালফৌজের উদ্দেশ্য। কতগুলো জায়গা দখল করার চেয়ে জার্ম্মানীর সৈন্যবাহিনীকেই নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য সোভিয়েট অগ্রসর হইতেছে।

বাদোলিয়োর গড়িমসি বন্ধ করো

আগুণান লালফৌজ যাহাতে হিটলারকে চরম আঘাত শীঘ্রই দিতে পারে, সেজন্য সোভিয়েটের মিত্রদের উটিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। সিসিলির পালা প্রায় শেষ হইল। কাটানিয়া দখলের পর বাকী রহিল এটনা পাহাড়ের কাছে শত্রুদুর্গ ভাঙিয়া দেওয়া ; একাজও প্রায় চুকিয়াছে। শত্রু যাহাতে মেসিনা দিয়া পলাইতে না পারে, সে জন্য ব্রিটিশ ও আমেরিকান জাহাজ ও বিমান তৎপর রহিয়াছে। উত্তর ইতালীর তিনটী প্রধান শহর মিলান, তিউরিন্ ও জেনোয়া—বেজায় বোমা খাইয়াছে। বাদোলিয়ো গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধ সম্বন্ধে যে ভাবে গড়িমসি করিতেছে, তাহাতে শীঘ্রই তাহাকে মোক্ষম শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

রুজভেল্ট চার্চ্চিল ইতালীর বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ সম্বন্ধে যে ঘোষণা দিয়াছেন, ইতালীকে তাহা মানিয়া লইতেই হইবে। জেনারল আইজেন হাওয়ার ইতালীর নিকট যুদ্ধবিরতির যে সর্ত্ত দিয়াছেন, তাহাতে চার্চ্চিল-রুজভেল্টের ঘোষণার সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে কি না, জানা নাই। কিন্তু ইতালীর রাজবংশের উদ্দেশে আইজেনহাওয়ারের প্রশংসাবাণী অত্যন্ত নিন্দার যোগ্য। ইতালীর রাজা মুসোলিনির হাতের পুতুল সালিজা, আবিনীনিয়ার সম্রাটরূপে যথেষ্ট আত্মগরিমা করিয়াছেন। তাঁহাকে প্রশংসা করার কিছুই নাই। বাদোলিও আবিসীনিয়ার নিরস্ত্র জনগণের উপর বিষবাষ্প ছড়াইয়া বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়াছিল, স্বার্থের খাতিরেই মুসোলিনির সঙ্গে তাহার বিরোধ, না হলে জনগণের আদালতে সে মুসোলিনির মতই দাগী আসামী। মুসোলিনীর পতনের পর সারা ইতালীতে যে জনবিক্ষোভ দেখা দিয়াছে, কমিউনিষ্ট গ্রীষ্টীন গণতন্ত্রী প্রভৃতি দল মিলানের মত প্রধান শহরে আবার আত্মপ্রকাশ করিয়া যুদ্ধে হিটলারের ল্যাংবোট হইয়া ইতালীর লড়াইয়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলিতেছে এবং বাদোলিয়ো ফ্যাশিষ্ট দলকে বরবাদ করিতে বাধ্য হইলেও যেন তাহাদেরই দমন করিতে এবং মিত্রশক্তির নিকট হইতে সময় বাগাইতে ব্যস্ত।

হিটলারীদের আতঙ্ক

বাদোলিয়োর সহিত মিটমাটের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। সোভিয়েট, মার্কিন ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ দেশগুলিকে জানাইয়াছেন যে মুসোলিনী প্রভৃতিকে আশ্রয় দিলে সম্মিলিত জাতিসমূহের নীতির বিরুদ্ধাচরণ ঘটিবে। ইতালীতে মুসোলিনিকে এবং জার্ম্মানীতে হিটলারকে সরাইয়া ফ্যাশিজমের এক নূতন সংস্করণকে জিয়াইয়া রাখিবার চেষ্টাকে জনগণ ব্যর্থ করিয়া দিবে।

মিত্রশক্তির বোমা বর্ষণের চাপে জার্ম্মানীর মনে রীতিমত ভয় ঢুকিয়াছে। রাজধানী বার্লিন ও অন্যান্য জার্ম্মান সহর হইতে নাকি লোক সরানো হইতেছে। হিটলারের তাঁবেদার সুইডেন এই সুযোগ পাইয়া মাথা তুলিতেছে এবং হুকুম দিয়াছে যে জার্ম্মানী হইতে সরঞ্জাম-গামী ট্রেণকে সুইডেন দিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। ফিন্‌লাণ্ডে নাকি সামরিক বড়কর্ত্তারা হিটলারের পক্ষ পরিত্যাগ করিবার উপায় সম্বন্ধে মতলব ভাঁজিতেছে। ফ্রান্স, গ্রীস, যুগোশ্লোভিয়া প্রভৃতি হিটলারের দখলী দেশে জনশক্তির বিক্ষোভ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে।

ইতালী সম্বন্ধে গড়িমসি পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ দ্বিতীয় রণক্ষেত্র ইয়োরোপে খুলিতে পারিলে বীর-লালফৌজ জার্ম্মানীর সীমান্ত পর্য্যন্ত সিংহ বিক্রমে অগ্রসর হইবে। সে শক্তি যে লালফৌজ রাখে, তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ সপ্তাহে যথেষ্ট মিলিয়াছে।

যুদ্ধ জয়ের জন্যই ভারতে জাতীয় সরকার চাই

প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে মিত্র সেনা নিউ জর্জিয়া দ্বীপে প্রধান জাপানী বিমান ঘাঁটি মুণ্ডা দখল করিয়াছে। ভেলা প্রণালীতে যে নৌযুদ্ধ হইয়াছে, সেখানে জাপানীদের যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মার্কিণ রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট সম্প্রতি বলিয়াছেন যে আসল লক্ষ্যবস্তু হইতে মিত্রশক্তি এখনও অনেক দূরে। চীনকে সাহায্য করিতে হইলে বার্ম্মা দিয়া সরঞ্জামের রাস্তা খুলিতেই হইবে, একথা চীনের বৈদেশিক সচিব ভঙ্গীর মুখ আবার বলিয়াছেন। সেজন্য চাই ভারতবর্ষ হইতে অভিযান। সেজন্য চাই ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূর করিয়া জাতীয় সরকার কায়েম করা। জাপান যখন সুভাষ বসুকে সিঙ্গাপুরে লইয়া গিয়া প্রচার চালাইতেছে এবং ঠিক ৯ই আগষ্টের মুখে বার্ম্মাকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছি বলিয়া রব তুলিতেছে, তখন ভারতবর্ষের রাষ্ট্র সমস্যার সমাধান বিনা জাপানকে খেদাইবার কাজ সুসম্পন্ন হইবে না। বার্ম্মার স্বাধীনতা যে একটা পরিহাস, নান্‌কিংয়ে ওয়াচিং ওয়াইয়ের মৃত বার্ম্মীতে বা ম যে জাপানের হাতে পুতুল নাচ করিতে রাজী, তাহা অবশ্য ঠিক। জাপানের আশ্রয়ে স্বাধীনতার আশা যে জাপানী কামুয়ের মতই ফাঁসিয়া যাইতে বাধ্য, তাহা সকলেই জানে। কিন্তু ভারতের জাতীয় নেতারা কয়েদে থাকিলে, ভারতে জাতীয় সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে, দেশের সর্ব্বশক্তি লইয়া জাপানী ফ্যাসিষ্টদের খেদাইয়া প্রাচ্যে যথার্থ স্বাধীনতার পত্তন সম্ভব হইবে না। জাতীয় ঐক্যের জোরে জাতীয় সরকারের জন্য আজ তাই দেশকে বদ্ধপরিকর হইতেই হইবে লালফৌজের জাতীয় ঐক্যের জোরে জাতীয় সরকারের জন্য বৃটীশ আমাদের যে অনুপ্রেরণা দিতেছে, আমরা যেন তাহার যোগ্য হইতে পারি। (৯।৮।৪৩)

সোভিয়েট ইউনিয়নের মুসলীম রাষ্ট্রগুলির ক্রমবিকাশ

দেশের স্বাধীনতা এবং সম্মান বজায় রাখার জন্য সোভিয়েটের জনগণ আজ মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। উজবেক, তাজিক, তাতার, কাজাক, ডাগেস্তান ও আজারবাইজান প্রভৃতি মুসলিম রাষ্ট্রগুলির জনগণও এই স্বাধীনতার লড়াইতে সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যান্য জাতিগুলির সাথে সমানতালে পা মিলাইয়া চলিয়াছে। জার্ম্মান কবল হইতে সোভিয়েট দেশকে মুক্ত করার মহান এচেষ্টায় রাশিয়ান, ইউক্রেনিয়ান, জর্জ্জিয়ান প্রভৃতি জাতিগুলির পাশে দাঁড়াইয়া এই মুসলীম জাতিগুলির বীর জনগণও অপূর্ব্ব বীরত্বে নাৎসীদের উপর আঘাতের পর আঘাত হানিতেছে। সোভিয়েট মাতৃভূমির উপর মুসলীম জনসাধারণের অনুরাগ অত্যন্ত গভীর।

সোভিয়েট ইউনিয়ন কায়েম হওয়ার ফলে এখানকার মুসলীম অধিবাসীরা এখন তাহাদের স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এবং স্বাধীন, সুখী ও সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রের মালিক হইয়াছে।

উজবেকিস্তান, টাজিকিস্তান, কাজাকাস্তান, তুর্কোমেনিস্তান, কিরগিজিয়া এবং আজারবাইজান প্রভৃতি সোভিয়েট গণতান্ত্রিক দেশগুলির অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান—মাত্র অল্প কয়েক বছরে এই দেশগুলির চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে ও অশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। মাত্র কিছুদিন আগেও এই দেশগুলি জারের উপনিবেশ হিসাবে ছিল। জারের শাসনাধীনে তাহাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা চরম ছিল। হাজার বছরের পুরাণ সংস্কৃতির অধিকারী হইয়াও তাহারা তখন মানুষের সাধারন দাবী হইতে বঞ্চিত ছিল এবং দারুন অপমানে লাঞ্ছিত হইত।

বর্ত্তমানে এই অবস্থায় সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দারিদ্র প্রপীড়িত এই দেশগুলির মাত্র ২৫ বছর পরে আর্থিক সম্পদ, শিক্ষা, সংস্কৃতির দিকদিয়া অনেক উন্নতি হইয়াছে। উজবেকিস্থানে কলকারখানার প্রসার হইতেছে—বিশেষ করিয়া তুলা ও তুলাশিল্পের যথেষ্

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

★ বাংলার কিশোর জাগরণ ★

৩ মাসে কিশোর বাহিনীর ৯ হাজার সভ্য হয়েছে। তার মধ্যে ৩ হাজারই মেয়ে সভ্য। গোটা বাংলা দেশে ৩০০টি পাড়া বাহিনী। শুধু ভদ্রঘরের লেখা পড়া জানা ছেলে মেয়েই নয়, কৃষক মজুরের ছেলেমেয়েরাও আজ বাহিনীর সভ্য হচ্ছে। গ্রাম অঞ্চলে ২ হাজারের বেশী কৃষক ছেলে মেয়ে কিশোর বাহিনীতে এসেছে। শুধু কলকাতাতেই ২০০০-রও বেশী মজুর ছেলে মেয়ে কিশোর বাহিনীর সভ্য। এমন কি পর্দ্দানশীন মুসলমান মেয়েরাও আজ কিশোর বাহিনীর ব্রতে দীক্ষিত হয়েছে।

আদর্শ কিশোর হও

কিশোর বাহিনীর যারা সভ্য হবে, তাদের প্রত্যেককে হ'তে হবে আদর্শ কিশোর। লেখা পড়ায়, জনসেবায়, স্বাস্থ্যে দেশপ্রেমে তারাই হবে সকলের আদর্শ। সাহসে, নম্র স্বভাবে তারাই হবে সকলের প্রিয়। বাংলার কিশোর আন্দোলনের এই ভবিষ্যৎ দেখে অভিভাবকরাও ক্রমে আকৃষ্ট হচ্ছেন। তাঁরা বুঝেছেন, কিশোর বাহিনী শ্রেষ্ঠ কিশোরদের পল্টন।

ঠাকুমাও দলে এলেন

ঢাকার কামারখাড়া গ্রামে ১৭ জন স্কুলের মেয়ে একটি কিশোর বাহিনী গ'ড়েছে। তারা বিতর্ক-সভার আয়োজন ক'রলো। সভাপতি হ'লেন তাদের শ্রদ্ধেয় ঠাকুমা। আগে কিন্তু তাদের বাহিনীকে বড়রাও কেউই আমল দিত না। এবার তারা উৎসাহ পেলো। ৬ই জুন তারা আবার এক বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন ক'রলো! এবার কিন্তু গ্রামের দাদা-দিদি, বাবা-মা সবাই এলেন। আবার ঠাকুমাই সভাপতি। তিনি বলেন, 'মেয়েরা কাজ করতে জানে। আমাদের উচিত সব রকমে ওদের সাহায্য করা।' অভিভাবকদের অনেকে মেয়েদের নানারকম উপহার দিলেন।

খেলার মাঠের মীমাংসা হ'লো

কলকাতায় ছেলে মেয়েদের খেলবার খুবই অসুবিধা। গড় খাইতে মাঠগুলো কাটা। কাজেই ভবানীপুরে একটামাত্র খেলার মাঠ নিয়ে ছেলেদের দুটো দলে বাধলো ঝগড়া। মারামারি হয় হয়। এমন সময় কিশোর বাহিনী এসে প'ড়ে ঝগড়া থামালো। তারা বললো, এক একজন একেক দিন মাঠ পাবে। আপোষে ব্যাপারটা মিটে গেল। সবাই কিশোর বাহিনীর সভ্য হয়ে গেল।

খেলার মধ্যেও দেশপ্রেম

পুরাণো ঢঙের খেলা আজকের দিনে আর চলে না। হুগলীর কিশোর বাহিনী ঠিক করলো নতুন নতুন খেলা বার করতে হবে। শুধু খেলার উত্তেজনাই নয়, দেশপ্রেমের আবেগও থাকবে তার মধ্যে। খেলা ঠিক হল : 'হিটলারীদের ট্রেণ ধ্বংস!' জার্ম্মাণদের অধিকৃত দেশে একটা দীর্ঘ রেল লাইন। ফ্যাশিষ্ট সৈন্যরা এই পথে ট্রেণে করে যাচ্ছে। লাইনের দু'পাশে গেরিলা সৈন্য ওৎ পেতে আছে। এক···দুই···তিন! দুপাশ থেকে গেরিলা পল্টন চড়াও ক'রলো। ট্রেণটা লাইনচ্যুত হ'লো। ইঞ্জিন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গিয়েছে এবং ফ্যাশিষ্টরা নিহত হয়েছে। গেরিলারা মহা আনন্দে ফিরিয়া গেল। এ ছাড়াও হুগলীর কিশোরেরা এ-আর-পি, রুট মার্চ্চ ইত্যাদি খেলা উদ্ভাবন করেছে। তোমরা যদি কেউ নতুন দেশপ্রেমিক খেলা তৈরী করতে পারো, আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবে।

পাড়াপরশী সাহায্য

শুধু খেলাধুলা আর লেখা পড়াইতে নয়—জন-সেবাতেও কিশোর বাহিনী কম অগ্রণী নয়। কলকাতার বাজারে বাজারে চালের জন্য যে লাইন দাঁড়ায়, সেখানে কম ক'রে ৫০ জন কিশোর স্বেচ্ছাসেবক কাজ করে। তারা খালার গ্রাম আর সহরে মুষ্টিভিক্ষা তুলে দুঃস্থদের সাহায্য করে। তারা দেখে কার ঘরে খাবার নেই আর কার বাড়ীতে গাদা গাদা খাদ্য মজুত আছে। এমনি ক'রে তারা দেশের বিপদের দিনে দেশকে বাঁচাবার জন্যে অগ্রসর হচ্ছে। চাটগাঁর কিশোররা এক বেলা উপোষ ক'রে, অনাহারীদের বাঁচাচ্ছে। নোয়াপাড়ার লঙ্গরখানা তো তারাই চালাচ্ছে। দক্ষিণ কলকাতার তারা পাঁচ বাড়ী ঘুরে ১৫ সের চাল যোগাড় করলো। তারপর পাড়ার দুঃস্থদের খোঁজ নিয়ে তাদের মধ্যে বিলি ক'রলো।

শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখছে

বোমার বিপদ, খাদ্য সমস্যা সব কিছু মিলে আজ শিক্ষা ব্যবস্থার কণ্ঠরোধ করেছে। কিন্তু শিক্ষা বন্ধ হ'লে দেশের মধ্যে সংকট আরো যে বাড়বে কিশোররা এ কথা বুঝেছে। তাই যেখানে স্কুল বন্ধ হচ্ছে, সেখানে তারা কোচিং ক্লাস খুলে নিজেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করছে। টালিগঞ্জে ১৫ জন ছেলে মেয়ের অবৈতনিক কোচিং ক্লাস খোলা হয়েছে। কিন্তু যারা লেখা পড়া জানে না তাদেরও শিক্ষা দিতে হবে! বারো বছরের মেয়ে শান্তি সেই রকম ৮ জন ছেলে মেয়ের জন্যে আলাদা শিক্ষাকেন্দ্র খুলেছে।

জাপানকে রুখতে হবে

দেশপ্রেমিক কিশোররা জাপানকে রুখবে। দেশকে যারা পরের হাতে তুলে দিতে চায় তারা দেশের শত্রু—একথা তারা জানে। তাই তারা আজ কুচকাওয়াজ শিখছে : লাঠি খেলা, ছোরা খেলা শিখছে। মুর্শিদাবাদে তারা নাটক করেছে, কৃষকদের মধ্যে ফসল বাড়ানোর গান গেয়েছে, জাপবিরোধী প্রচার করেছে। লাইনবন্দী ক্ষুধার্ত্তের মধ্যে দেশপ্রেমের আবেদন জানিয়েছে। লুটতরাজ বন্ধ হয়েছে।

এইভাবে আজ বাংলার কিশোর বাহিনী জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে দেশরক্ষার দুর্জ্জয় প্রাচীর গড়ে তুলছে।

★

কিশোরবাহিনীকে ভাঙ্গিতে দিব না

শাঁখারীটোলায় ছোট মেয়েদের একটা কিশোর বাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক রবিবার ও বুধবার সমস্ত মেয়েরা এক জায়গায় মিলিত হয়। গত রবিবার মেয়েরা যখন তাদের মিলিবার জায়গায় আসিতেছিল, তখন কয়েকজন যুবক তাদের উপর ঢিল ছোড়ে। তারা মেয়েদের গান বাজনা বন্ধ করিয়া দিবারও চেষ্টা করিতেছে।

এই কিশোর মেয়েরা আজকে একত্র হইয়াছে। তাদের মনেও দেশপ্রেমের উৎসাহ। তারা নিজেরা আলোচনা করে, ভাল ভাল বই পড়ে, তারা গান গাহিয়া সাধারণ লোকের মনে দেশপ্রেম জাগায়। তারা খাদ্য আন্দোলনেও সাহায্য দেয় কিউতে ভলান্টিয়ারী করিয়া। বাড়ী বাড়ী মুষ্টি ভিক্ষা তুলিয়া এই ছোট মেয়েরাই পাড়ার সাময়িক অভাব মিটাইতে চেষ্টা করিতেছে। ছোটদের যে কিচেন খোলা হইয়াছে, সেখানে এরা নিয়মিত ভলান্টিয়ার দল গড়িয়া তাদের কার্ড দেওয়া, পরিবেশন করা প্রভৃতি কাজের ভার নিয়াছে। ইহারা কুচ-কাওয়াজ শিখিতেছে—ইহাদের প্রতিজ্ঞা দেশরক্ষার বীর সৈনিক ইহারা হইবে। তাই পঞ্চমবাহিনীর আক্রোশ ইহাদের উপর।

কিন্তু কিশোরবাহিনীর মেয়েরা কি তাতে ঘাব্‌ড়াইবে? না। তারা পাড়ার সব ছেলে মেয়েদের যদি এক করিতে পারে, তবে তাদের দল ভাঙিবার সাহস আর কার হইবে? তখন পিছনে লাগার দলটাই পিছাইয়া যাইবে।

বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের বন্যাক্লিষ্টদের সাহায্য করুন

পিপল্‌স ফ্রাড রিলিফ কমিটির আবেদন

প্রবল এবং আকস্মিক বন্যায় বর্দ্ধমান বিভাগের এক অতি বৃহৎ অংশ প্লাবিত হয়েছে, তার ফলে সে অঞ্চলের অধিবাসীরা সম্পূর্ণ রিক্ত ও বিপন্ন হয়ে পড়েছে। গত ১৫ই-১৬ই-১৭ই জুলাই থেকে যে প্রবল বন্যা আরম্ভ হয়েছে তার এখনও অবসান হয়নি। আবার নতুন করে বন্যা দেখা দিল বর্দ্ধমানে ও মেদিনীপুরে।

বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলের অনেকাংশ এখনও জলের নীচে। দামোদর, অজয়, সুবর্ণরেখা, খোরকাই প্রভৃতি নদীতে প্রবল বন্যা আসার ফলে বাঁধ ভেঙে গিয়ে বর্দ্ধমান জেলার বৃহত্তর অংশ, বীরভূম, মুরশিদাবাদ ও মেদনীপুরের অনেকাংশ বন্যায় সম্পূর্ণ প্লাবিত হয়ে গেছে। অধিবাসীরা সম্পূর্ণ রিক্ত ও গৃহহীন। শতকরা আশীটি মাটির বাড়ী বিলুপ্ত, সমস্ত খাদ্যশস্য বন্যার প্লাবনে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত, সকল সাংসারিক সম্বল নিশ্চিহ্ন, ভবিষ্যৎ খাদ্যের আশা ও ভরসার স্থল বীজধান বোনা জমি জলের নীচে, ধানের চারাও পচে গিয়েছে, অনেকের গৃহপালিত হালের বলদ এবং গরুও বন্যার ভেসে গেছে। এই-ই শেষ নয়। সঙ্গে সঙ্গে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের চিরসঙ্গী মহামারীও দেখা দিয়েছে, কলেরার প্রকোপও সামান্য নয়। এই অগণিত রিক্ত, সহায়-সম্বলহীন নরনারীকে বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে কথঞ্চিৎ শান্তিতে ও স্বাচ্ছন্দে রাখবার দায়ীত্ব আপনার আছে এবং আপনি সে দায়ীত্বের অংশ গ্রহণ করুন। আপনাদের মনুষ্যত্বের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। এই অগণিত অনাহার-ক্লিষ্টদের জন্যে আহার চাই, বস্ত্রহীনদের পরিধেয় কাপড় চাই। এদের বর্ত্তমান মাথা গুঁজবার জন্যে ঘর, আশু অভিজ্ঞ চিকিৎসক, চিকিৎসা ও ওষুধ ও পথ্যের প্রয়োজন। তাদের অদূর ভবিষ্যতে বাঁচবার জন্যে বীজধান চাই, হালের বলদ চাই। অবিলম্বে প্রতিকার না হলে মহামারীর আক্রমণে দেশের এই সব অংশ হয় তো শ্মশানে পরিণত হবে।

তাদের রিক্ততা ও সহায়হীনতার কথা একবার ভেবে দেখুন। এই অগণিত পীড়িত মানুষ আপনার মুখ চেয়ে আছে। তাদের বঞ্চিত করিবেন না। আপনার যথাসাধ্য সাহায্য বিধাতার আশীর্ব্বাদের মত গৃহীত হবে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাপতি
নীরেন্দ্রনাথ রায়, সম্পাদক
২৪৯ ডি, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রণেশের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে

নিখিল বঙ্গ ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী শিল্পী ও লেখক সংঘের সভাপতি শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিল ভারত জননাট্য সংঘের বঙ্গীয় শাখার সভাপতি শ্রীযুত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বিষ্ণু দে নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন।

গত ২৪শে জুলাই ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও 'প্রতিরোধ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রনেশ দাশগুপ্ত কোন গুপ্তঘাতকের হাতে গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রণেশ দাশগুপ্ত অক্লান্ত চেষ্টায় ঢাকার সাহিত্যিকদের মধ্যে ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। যাঁহারা ফ্যাসিষ্ট শক্তির সহায়তায় দেশের মুক্তির কল্পনা করেন এবং সেই কারণে হিংসাত্মক গুপ্ত আন্দোলনে লিপ্ত, শ্রীযুক্ত রণেশ দাশগুপ্তের কার্য্যকলাপ যাঁহাদের কর্ম্মপন্থার অন্তরায়—এই হিংসাত্মক আক্রমণ তাঁহাদের বলিয়া মনে করিবার বিশেষ কারণ আছে। প্রায় দেড় বৎসর আগে সোমেন চন্দকে এমনি ভাবেই হত্যা করা হইয়াছিল।

ফ্যাসিষ্ট শক্তির সহায়তায় কোনও জাতির মুক্তিতে আমরা বিশ্বাস করি না, মহাত্মা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল রাজনৈতিক নেতা এই কল্পনা ভ্রান্ত বলিয়া দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর ভ্রান্ত মুক্তিপন্থা অনুসরণের মর্ম্মন্তুদ স্মৃতি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষয় হইয়া আছে, আজও তাহার মাশুল আমাদের দিতে হইতেছে। এই পন্থা অনুসরণে গভীরতর দুর্দ্দশা আমাদের জীবনে নামিয়া আসিবে। শিল্প সাহিত্য জীবনাদর্শ বিপন্ন হইবে—ধ্বংস হইবে।

সোমেন চন্দের মৃত্যুর পর বাংলার প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক ও শিল্পীরা একত্রিত ভাবে প্রতিবাদ জানাইয়া ছিলেন এবং সেই প্রেরণা হইতেই সকলে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ গঠন করিয়াছেন।

আমরা সবিনয়ে জানাইতেছি যাঁহারা এই হিংস্র অসহিষ্ণুতা এবং আত্মঘাতী নীতি পোষণ করেন তাঁহারা উহা বর্জন করুন। যে আচরণ সংঘটিত হইয়াছে আমরা দৃঢ়ভাবে মুক্তকণ্ঠে তাহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি, এই সর্ব্বনাশা নীতির নিন্দা করিতেছি।

কমরেড নৃপেন চক্রবর্ত্তীকে অভিনন্দন

বাংলার বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড নৃপেন চক্রবর্ত্তী আমাদের মাঝে ফিরিয়া আসিয়াছেন। হিজলী জেল হইতে পলায়ন সম্পর্কিত মামলায় তিনি জামিনে খালাস আছেন। তাঁর মুক্তিতে আমরা তাঁকে লাল সালাম জানাইতেছি।

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

প্রতি সংখ্যা ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪॥, ৬ মাস ২॥, ৩ মাস ১।০

★

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জি এম,এল,এ
২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২য় বর্ষ ● বুধবার, ১৮ই আগষ্ট ১৯৪৩, ১লা ভাদ্র ১৩৫০ ● ১৭শ সংখ্যা

● দেশভক্ত দেখাইল ●

পঞ্চমবাহিনীর পথ দেশবাসীর পথ নয়

৯ই আগষ্ট চলিয়া গেল। পঞ্চমবাহিনী ৯ই আগষ্টকে উপলক্ষ্য করিয়া দেশবাসীকে উত্ত্যক্ত করিবার সব রকম চেষ্টাই করিয়াছিল। তারা ভাবিয়াছিল তাদের স্লোগান দেশভক্তদের টানিয়া আনিবেই। কিন্তু শোচনীয় পরাজয় হইল পঞ্চমবাহিনীর। দেশভক্তরা ৯ই আগষ্টে পূর্ণ শান্তি বজায় রাখিল। দেশভক্তরা দেখাইল পঞ্চমবাহিনীর পথ তাদের পথ নয়।

সারা বাংলায় ৯ই আগষ্ট পঞ্চমবাহিনীর উপর দারুণ আঘাত হানিয়াছে। কোনো জেলাতেই তারা তাদের প্ল্যান কার্য্যকরী করিতে পারে নাই।

তারা ভাবিয়াছিল কমিউনিষ্টরাই দেশভক্তদের আটকাইতেছে, তাদের শেষ করিতে পারিলেই পথ পরিষ্কার হইয়া যাইবে। ঢাকায় ও ময়মনসিং এ তারা গুপ্তহত্যা সুরু করিল। কিন্তু কমিউনিষ্টদের পিছনে দেশভক্ত জনসাধারণ। পঞ্চমবাহিনীর ছোরা অন্ধকারে লুকাইতে পথ পাইল না।

তারা দম্ভভরে বলিয়াছিল, 'জনযুদ্ধ' পঞ্চমবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচার করে, 'জনযুদ্ধকে' বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু তারা 'জনযুদ্ধকে' বন্ধ করিতে পারে নাই, 'জনযুদ্ধই' তাদের জনসাধারণের কাছ হইতে ভাগাইয়াছে।

প্রায় সমস্ত জেলা হইতেই খবর আসিল, ৯ই আগষ্টে পঞ্চমবাহিনী কোণঠাসা, দেশদ্রোহিতার মতলবে দেশবাসীর সাড়া আসে নাই, বরং, অধিকাংশ জায়গাতেই জনসাধারণই তাদের এমন ভাবে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে যে তাদের নিজেদের মধ্যেই আনিয়াছে হতাশা।

রংপুরে :—কংগ্রেসসেবীরাই আগুয়ান হইয়াছেন পঞ্চমবাহিনীর কৌশল ব্যর্থ করিতে। ৮ই আগষ্ট তারিখে কংগ্রেস প্রাঙ্গণে এক সভায় বঙ্গ কংগ্রেস সেবী মিলিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, দেশরক্ষার জন্য নেতাদের মুক্তির জন্য সকলের একতাবদ্ধ হইতে হইবে খাদ্য সংকট সমাধানের পথে, অচল-অবস্থা সমাধানের পথে, পঞ্চমবাহিনীর পথে নয়।

পঞ্চমবাহিনী পোষ্টার লাগাইয়াছিল : জাপান স্বাধীনতা দিবে!' তাদের এই পোষ্টারই জনসাধারণের কাছ হইতে তাদের তফাতে সরাইয়া দিল।

ময়মনসিং-এ :—পঞ্চমবাহিনী 'বিপ্লবের' নাম করিয়া ইস্তাহার দেয়, সভা, শোভাযাত্রা, ধর্ম্মঘটের প্রয়োচনা দেয়। কিন্তু ছাত্রদের সমর্থন তারা পায় নাই।

পঞ্চমবাহিনী আসিয়াছিল মজুরদের উস্কাইতে। এই দৃঢ়তা দেখিয়া তারা অন্ধকারে মুখ লুকাইল।

হুগলীতে—সংগ্রামপন্থী বিভ্রান্ত কংগ্রেস-সেবীদের বড় ঘাঁটী হুগলী। কিন্তু আজ খাদ্য-আন্দোলনের মাঝে জনসাধারণের একতা সংগ্রাম-পন্থীদের হতাশ করিয়াছে। তারা সংগ্রামের আওয়াজ তুলিতেও আজ পারিতেছে না। তারা বলিতে আসিয়াছিল হরতালের কথা—কিন্তু জন-সাধারণ বলিয়াছে, হরতালের চেয়ে খাদ্য-ব্যবস্থার জন্য কাজ করা বেশী দরকারী। কংগ্রেসভক্ত জন-সাধারণের মধ্যে একটি আবেদনপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হইতেছে—পঞ্চমবাহিনীর বিরুদ্ধে জন-সাধারণকে সজাগ করিবার জন্য।

দেশরক্ষার পথে সকলকে একতাবদ্ধ করো

মজুত উদ্ধার করিতে
বন্যার্ত্তদের সাহায্য দিতে
উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে
রেশনিং চালু করিতে
দুঃস্থদের খাদ্য দিতে
খাদ্য ফসল বাড়াইতে

খুলনায় :—কংগ্রেস নেতা নগেন্দ্রনাথ সেনের আবেদন কংগ্রেস সেবীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ জাগায়। সঙ্ঘ কারামুক্ত কংগ্রেস সভাপতিও বলেন, এ পথ কংগ্রেসের পথ নয়। পঞ্চমবাহিনী কলেজের ছাত্রদের ক্ষেপাইতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল।

পাবনায় :—একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস সেবী জানাইয়াছেন, ধ্বংস কার্য্যের দ্বারা কংগ্রেসের আদর্শ রক্ষা হইবে না। তিনি খাদ্য আন্দোলনে অংশ নিতেছেন। রিলিফ কিচেনের কাজে সাহায্য করিতেছেন। কলেজের শতকরা ৯০ জন ছাত্রই পঞ্চমবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে দাঁড়াইয়াছে'। নদীয়ার বিশিষ্ট কংগ্রেস সেবী ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় পঞ্চমবাহিনীর বড়যন্ত্র উন্মুক্ত করিয়া কংগ্রেস ভক্ত জনসাধারণকে আবেদন করিয়াছেন পঞ্চমবাহিনীকে তফাতে রাখিতে। পঞ্চমবাহিনীর চাল ব্যর্থ হইল।

ঢাকায়—কমিউনিষ্টদের স্লোগান সারা সহরে প্রচার চলায়। দেশভক্তদের বৃথায় পঞ্চমবাহিনীর চাল। দোকানদার ব্যবসাদার প্রভৃতি বলে : আমাদের এত করিয়া বলিতে হইবে না। আমাদের উপর বিশ্বাস করুন, পঞ্চমবাহিনীর ফাঁদে আমরা পা দিব না। ঢাকায় পঞ্চমবাহিনীর ছোরায় সোমেন নিহত হইয়াছে, রণেশ আহত। কিন্তু আজ তার জবাব ঢাকার জনসাধারণ দিয়াছে। পঞ্চমবাহিনী আওয়াজ তুলিয়াছিল হরতাল—তাতেও কেহ সাড়া দেয় নাই।

নারায়ণগঞ্জে—মজুরা দেখাইয়া দিয়াছে পঞ্চমবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের একতা কত জোরালো। ঢাকেশ্বরী মিল বন্ধ করিবার চেষ্টা চলিয়াছিল। কিন্তু ইউনিয়নের হাঁশিয়ার মজুরা তাড়াতাড়ি সভা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানাইল—মিল এক মিনিটও বন্ধ থাকিবে না, আজ মিল বন্ধ থাকার মানে দেশদ্রোহিতা করা।

কলিকাতায় পঞ্চমবাহিনী চেষ্টা করিয়াছিল ছাত্রদের ক্ষেপাইতে, ক্ষুধিত জনতাকে কাজে লাগাইতে, কিন্তু কলিকাতার ছাত্রসমাজ ও জনসাধারণ দেখাইয়াছে যে এবারের ৯ই আগষ্ট ১৯৪২-এর ৯ই আগষ্ট নয়, পঞ্চমবাহিনীকে আজ তারা চিনিয়াছে।

পঞ্চমবাহিনীর এই পরাজয়ের অর্থ কি? অর্থ এই যে, আজ দেশভক্ত এক বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে পঞ্চমবাহিনীকে চিনিয়াছে—কংগ্রেসসেবীদের অধিকাংশই আজ পঞ্চমবাহিনীর কাছ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। গান্ধীজীর নাম করিয়া, কংগ্রেসের নাম করিয়া, সত্যাগ্রহের কথা বলিয়া, কিছুতেই আজ কংগ্রেসসেবী জন-সাধারণকে তাদের পথে তারা টানিতে পারে না।

কিন্তু পঞ্চমবাহিনীর পথ হইতে শুধু সরিয়া দাঁড়ানোতেই দেশভক্তের দায়িত্ব শেষ হয় না—দেশ-ভক্তকে আজ সংকট সমাধানের পথে চলিতে হইবে। দেশভক্তের হতাশা পঞ্চমবাহিনীর খোরাক জুগাইয়া-ছিল, জাপ-প্রীতি তারা জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া-ছিল। আজ দেশবাসীর জাপ-মোহ কাটিয়াছে, দেশপ্রেম ধ্বংস হইতে বাঁচিয়াছে। দেশপ্রেমকে এখন কাজে লাগাইতে হইবে—দেশরক্ষার কাজে, সংকট সমাধানের কাজে, অচল-অবস্থা দূর করিয়া দেশবাসীর হাহাকার ঘুচাইবার কাজে।

সজাগ দেশপ্রেমিক বলিয়া থাকিতে পারে না। খাদ্যাভাব, মহামারী, বন্যায় লক্ষ লক্ষ লোকের আর্ত্তনাদ শুনিয়া দেশপ্রেমিক বলিতে পারে না—আমার করিবার কিছু নাই। জাপানী আক্রমণকে সামনে রাখিয়া দেশপ্রেমিক ভাবিতে পারে না—দেশরক্ষার জন্য আমি কিছু করিব না। আমলা-তন্ত্রের অক্ষমতা প্রতি পদে দেখিয়া দেশপ্রেমিক অচল অবস্থা সমাধানের দায়িত্ব এড়াইয়া যাইতে পারে না। তাকে আগাইতেই হইবে সংকট সমাধানের পথে। পঞ্চমবাহিনীর বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিকের জন্য তাকে আলো জ্বলের পথে লাইন টানতে।

কংগ্রেস-লীগকে মিলাও অচল অবস্থার সমাধান করো

কংগ্রেসের কোন কেন্দ্রীয় কমিটির নামে জন-সাধারণকে কেহ কেহ সংগ্রাম মূলক কার্য্যক্রমের দিকে ঠেলিয়া নিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু আমি এখন পরিষ্কারভাবে জানাইতে চাই যে কংগ্রেসের নামে ঐ তথাকথিত কমিটির কোন কিছু করার অধিকার নাই। যাহারা বাস্তবিকই দেশপ্রেমিক, তাহাদের কখনও ঐ সব প্রতিষ্ঠানের ভাঁওতায় পড়া ঠিক হইবে না। গান্ধীজী বড়লাটের নিকট তাঁহার চিঠিতে ৯ই আগষ্টের পর যে ধ্বংসমূলক কাজ অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাকে নিন্দা করিয়াছেন। তিনি ইহাও স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে তিনি বা কংগ্রেস ঐসব ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য দায়ী নন।

কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পা, (অন্ধ্র)

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি বা নিখিলভারত কংগ্রেসকমিটি তাহাদের অবর্ত্তমানে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে এমন কোন অধিকার দেন নাই যাহাতে সেই প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কংগ্রেসের নামে কোন কার্য্যক্রম চালু করিতে পারে। আমি ভাল করিয়াই জনসাধারণকে ইহা জানাইয়া দিতে চাই যে এই সব লোক কংগ্রেসের নামে হিংসাত্মক কাজ করিয়া কংগ্রেসের মূলনীতি লঙ্ঘন করিয়াছে।

সরোজিনী নাইডু
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য

পিপল্‌স ফ্রাড রিলিফ কমিটির আবেদন

বন্যার প্রকোপ ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলা হইতে যে সব রিপোর্ট আমরা পাইয়াছি তাহাতে জানা গিয়াছে যে ঐ সব অঞ্চলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ইহা ছাড়া আরও অনেক অঞ্চলে বন্যা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হুগলী ও মুর্শিদাবাদ জিলা এই প্লাবনের হাত হইতে বাদ পড়ে নাই। অবিলম্বে যথেষ্ট সাহায্য দরকার। আমরা সহৃদয় দেশবাসীর নিকট বন্যাক্লিষ্টদের জন্য আবেদন জানাইতেছি, সবাই যথাসাধ্য সাহায্য করুন।

নীরেন রায়, সম্পাদক
২৪৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

★

বর্দ্ধমান হইতে পিপল্‌স্ ফ্রাড রিলিফ কমিটির নিকট খবর আসিয়াছে—বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে সাহায্য পৌঁছাইতে নৌকা পাওয়া গেলেও মাঝি পাওয়া যাইতেছে না। এই খবর পাইয়া পিপল্‌স্ ফ্রাড রিলিফ কমিটি এখান হইতে ২১জন মাঝি সাহায্যের জন্য বর্দ্ধমানে পাঠাইয়াছে।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

সম্পাদকীয়

★ খাদ্য চাই, শান্তি চাই ★

এবার ৯ই আগষ্ট পঞ্চমবাহিনী পরাস্ত হইয়াছে।

তাহাদের ইচ্ছা ছিল ৯ই আগষ্ট হইতে আবার ধ্বংসকার্য্য আরম্ভ করিবে, কিন্তু স্বদেশপ্রেমিকেরা তাহাদের সমর্থন করেন নাই। ৯ই আগষ্ট তাঁহারা শান্তিরক্ষা করিয়াছেন, সুভাষ বসু এবং তোজোর জঘন্য মনস্কামনা তাঁহারা এবারের মত ব্যর্থ করিয়াছেন।

কিন্তু সঙ্কট কাটে নাই, বরং তাহা দিন দিন ঘোরতর হইতেছে। দারুণ অভাবের তাড়নায় দেশবাসীর কষ্টের সীমা নাই। না খাইয়া মানুষ মরিতেছে, ধান চাল কয়লা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, আগামী কয়েক মাস কিভাবে দিন কাটিবে তাহা ভাবিয়া দেশবাসী চোখে অন্ধকার দেখিতেছে।

সুভাষবাবুর দলবল ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে; আগামী দুই তিন মাসে অভাব ও অনটন যদি মাত্রা ছাড়াইয়া যায় এবং বর্ষা শেষ হইলেই যদি জাপানী সৈন্যরা ভারত আক্রমণ আরম্ভ করে তখন একবার দেখিয়া লইবে ও ৯ই আগষ্টের পরাজয়ের গ্লানি দূর করিবে।

এই দেশদ্রোহীরা মাথা নীচু করিয়া এখন লুঠতরাজ এবং দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি করার সুযোগের অপেক্ষায় আছে, সুভাষবাবুর রেডিও বক্তৃতা এবং এখানে তাহার চেলাদের কাণাঘুষা শুনিলে এবিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। দেশবাসীর জীবন লইয়া খেলা করিবার জন্য, তাহারা সাজসোজ করিতেছে।

দেশের দিগ্বিদিক হইতে বাঁচিবার জন্য ক্ষুধার্ত্ত নরনারীর কান্নার রোল উঠিয়াছে, তাহাদের বাঁচাইতেই হইবে। তাহাদের বাঁচাইয়া জাপানী দালালদের চক্রান্ত ব্যর্থ করিতেই হইবে দায়িত্ব প্রত্যেক কংগ্রেসসেবীর, এ দায়িত্ব প্রত্যেক লীগপন্থীর, এ দায়িত্ব প্রত্যেক স্বদেশপ্রেমিকের।

কিন্তু স্বদেশপ্রেমিকদের ঢিলামী এখনও কাটিল না।

মন্ত্রীমণ্ডলী এখনও কি করি না করি ভাবিতেছেন, এখনও স্কীমের পর স্কীম তৈরী করিতেছেন। কলিকাতার মজুতবিরোধী অভিযান কেমন যেন গোঁজামিলের মত হইয়া গেল। বড় বড় মজুতদারদের আড়তে শুধু পুলিসকেই পাঠান হইল, জনগণের প্রতিনিধি বা জনগণের কমিটিকে কোন পাত্তা দেওয়া হইল না; তাহার পর ফলাফল কি হইয়াছে দেশবাসী এখনও কিছু জানে না। কলিকাতা এবং তাহার কাছাকাছি মফঃস্বলে ৮০০ খাদ্যের দোকান খোলার কথা ছিল, বোধ হয় এক ডজনের বেশী দোকান এখনও খোলা হয় নাই। ধান চালের দাম এখনও বাঁধা হয় নাই। কয়লার অভাবে লোকের রান্না খাওয়া বন্ধ। শুনিতেছি গাড়ী গাড়ী কয়লা আসিতেছে অথচ তাঁহা পাইবার উপায় নাই।

দেশপ্রেমিক নেতারাও চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। মন্ত্রীমণ্ডলী তবু একটা সর্ব্বদলীয় খাদ্য সম্মেলন ডাকিয়াছিলেন খাদ্যশস্যের দাম এবং সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য; কিন্তু সে সম্মেলনের একমাত্র ফল হইল এই যে ব্যবসায়ীরা জোর গলায় বলিয়া আসিলেন চাউলের দাম ৩০ টাকা মণের কম কিছুতেই করা যায় না। কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভার নেতারা তাহার বিরুদ্ধে ত কিছু বলিলেনই না বরং কমিউনিষ্ট প্রতিনিধিরা যখন দাবী করিলেন চালের উচ্চতম দাম ১৫৲ এবং নিম্নতম দাম ১২৲ করা হউক তখন তাঁহারা হাসিরাই উড়াইয়া দিলেন।

নিশ্চেষ্টদের এই মিষ্টার বিজ্রুপ কাহাদের বুকে বাজিল? বাজিল তাহাদের বুকে যাহারা পেটে ক্ষুধা লইয়া দু'মুঠো ভাতের জন্য পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে।

মন্ত্রীমণ্ডলী সচেষ্ট হউন। অবিলম্বে খাদ্যবস্তুর দাম ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত করুন।

চাউলের উচ্চতম দাম ১৫৲ বাঁধিয়া দেওয়া হউক। লাইসেন্সপ্রাপ্ত সাধু ব্যবসায়ীদের দিয়া দেশের সকল জায়গা হইতে কৃষকদের উদ্বৃত্ত ধান চাল এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সমস্ত ধান চাল কিনিয়া লওয়া হউক। তাহার পর বাংলার প্রত্যেক জায়গার প্রত্যেক বাজারে ১৫৲ টাকা ম দরে চাউল বিক্রয়ের জন্য দোকান খোলা হউক। বড় বড় সহরে অবিলম্বে রেশনিং চালু করা হউক।

দেশের প্রত্যেক দল এই ব্যবস্থার জন্য মন্ত্রীমণ্ডলীকে সাহায্য করুন, এই ব্যবস্থার জন্য কৃষক হইতে ব্যবসায়ী সকলেই মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে সহযোগিতা করুন। দেশের প্রত্যেকটি খাদ্যকমিটি ইহার জন্য আন্দোলন করুন। দেশের জনগণ এই ব্যবস্থার জন্য কংগ্রেস ও লীগের ঐক্য গড়িয়া তুলুন। দেশময় খাদ্য সম্মেলন ডাকিয়া এই ব্যবস্থা দাবী করা হউক।

এইভাবে দেশপ্রেমিকরা সকলে মিলিয়া কাজে নামিলে সংকট নিশ্চয়ই দূর হইবে। সময় থাকিতে সকলেই উঠিয়া পড়িয়া লাগুন, পঞ্চমবাহিনীর হাতে অরাজকতা সৃষ্টির সুযোগ দিয়া দিবেন না।

ক্ষুধার্ত্ত জনতার জন্য খাদ্য চাই, শান্তি চাই।

(আলোচনার শেষাংশ)

নাই। কিন্তু একদিকে খাদ্য-ব্যবস্থার চেষ্টা হয়, তো অন্যদিকে আর একটা সমস্যা দেখা দেয়। কয়লার অভাব আজ প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতায় তো কয়লার অভাবে লোকের দিন চলা ভার হইয়াছে। চাল-ডাল-আটা জুটিলেও তাহা রাঁধিবার উপায় নাই।

প্রথম কয়লার অভাব জানিতে পারার পরে বাংলা সরকার সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেননা, অভাব শুধু সাধারণ লোকেরই নয়, কলকারখানারও বটে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের সঙ্গে ব্যবস্থা করিয়া যাতে দরকার মত কয়লার ওয়াগন পাওয়া যায়, তার চেষ্টা হইয়াছিল। তার ফলাফল ঠিক মত জানিতে পারা যায় নাই। চটকলগুলি একবার খুলিল, আবার বন্ধ হইল, আবার খুলিল—এই সব দেখিয়া মনে হয় কয়লা আনিবার পাকা বন্দোবস্ত হয় নাই। কিন্তু কলিকাতার সাধারণ লোকের ব্যবহারের জন্য যে কয়লার দরকার, তার ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া বাংলা সরকার জানাইয়াছেন। প্রতিদিন ২০ ওয়াগন কয়লা নাকি কলিকাতায় আসিতেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকে কয়লা পাইতেছে না, কয়লার দরও কমিতেছে না। সুতরাং, হয় কলিকাতার প্রয়োজনের তুলনায় এই কয়লা যথেষ্ট নয়, আর না হয় ইহার অধিকাংশই মজুতদারের ঘরে জমা হইতেছে।

প্রতিদিনকার প্রয়োজন হিসাব করিয়াই যদি কয়লা আসে, তা হইলেও কয়লার অভাব হওয়া বিচিত্র নয়। কেননা, কিছু ক্রেতা একদিনের বেশী হিসাব করিয়া কিনিলেই, অধিকাংশ লোকের অভাব পড়িবে। এই অভাব দূর করিতে হইলে চাই কঠোর রেশনিং প্রথা। বাংলা সরকার অবিলম্বে ইহার ব্যবস্থা করুন। জনসাধারণের মিলিত চেষ্টা সরকারকে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করাইতে বাধ্য করুক। ১৫-৮-৪৩

আলোচনা

কেন্দ্রীয় পরিষদের খাদ্য-আলোচনা

কেন্দ্রীয় পরিষদে খাদ্য আলোচনায় এবার দেশের খাদ্য সমস্যার গুরুত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এতদিন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট খাদ্য সম্মেলন করিয়া কি কার্য্যপন্থা অবলম্বন করিতে যাইতেছেন, তার পরিষ্কার আভাব লোকে পায় নাই। হঠাৎ স্বাধীন কারবার ঘোষণা করিবার ফলে মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের সুবিধাই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট করিয়া দিয়াছিল। তাতে ক্ষতির বেশীর ভাগটাই হইয়াছিল বাংলার। কেননা, এখানেই খাদ্যাভাব সবচেয়ে বেশী এবং তার সুযোগ লইয়া মুনাফালোভীদের অবাধ কারবারও এইখানেই সহজে চলিয়াছে। খাদ্য সচীবের বিবৃতি হইতে বুঝা যায় যে, খাদ্য সমস্যা সমাধান করিবার জন্য কোনো নির্দ্দিষ্ট ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের ছিল না। কোনোরকমে তাল সামলাইবার জন্য যখন যা মনে হইয়াছে, তাই করিয়াছে।

খাদ্য সচীব বলিয়াছেন, ঘাটতি প্রদেশে খাদ্য সরবরাহের জন্য বাড়তি প্রদেশ হইতে যখন সরবরাহ ব্যবস্থা করা গেল না, তখন স্বাধীন কারবারের উপরই নির্ভর করা ছাড়া উপায় কি? তিনি আশা করিয়াছিলেন যে স্বাধীন কারবারের ফলে অন্ততঃ কিছু পরিমাণ সরবরাহ ঘাটতি অঞ্চলে গিয়া পড়িবে। কিন্তু আসলে স্বাধীন কারবার মুনাফালোভীদেরই ষোলআনা সুবিধা করিয়া দিয়াছে, অভাবীদের কাছে খাদ্য পৌঁছাইয়া দেয় নাই। ইহা নূতন কথা কিছু নয়। বাংলার ভিতরকার অবস্থা হইতেই দেখা যায় যে, অভাব যত বেশী, ততই স্বাধীন কারবারীরা অভাবের সুযোগ লইয়া খদ্দি আটকাইয়া রাখে ও মুনাফা বাড়ায়। কারবারীদের এই অবাধ সুযোগটা বন্ধ করাই সরবরাহ নীতির প্রধান কথা। সেটাই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট এড়াইয়া চলিয়াছে।

সরবরাহ কন্‌ট্রোল ও রেশনিং চাই

ভবিষ্যতে খাদ্য ব্যবস্থা কি হইতেছে, তা খাদ্য সচীব বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে সরকারী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইবার আগে পরিকল্পনা প্রকাশ করিলে, কারবারীরা সুযোগ লইবে।

কারবারীরা সুযোগ লইবার চেষ্টা সর্ব্বদাই করে, যদি না সুযোগ লইবার রাস্তা বন্ধ করা যায়। তার জন্য এমন ব্যবস্থা করা দরকার, যাতে শুধু সরকারী হুকুমটাই একমাত্র রক্ষাকবচ না হইয়া জনসাধারণের সহযোগিতাও তার সঙ্গে থাকে। খাদ্য সচীব হিসাব দেখাইয়াছেন যে গত বছরের চেয়ে এ বছর ১০ লক্ষ টন চাউল কম্‌তি পড়িয়াছে, কিন্তু তেমনি গম ও অন্যান্য ফসল মিলাইয়া ৫০ লক্ষ টন বাড়তি হইয়াছে। সুতরাং, যদি খাদ্য-শস্যের চলাচলের সুবন্দোবস্ত করা যায়, তা হইলে গত বছরের চেয়ে খাদ্যাভাব এ বছর কোথাও হইতে পারে না। কঠোর রেশনিং ব্যবস্থা হইলে যে খাদ্যাভাব দূর হইতে পারে, ইহাই তাহার প্রমাণ।

রেশনিং-এর জন্য সরবরাহের ব্যবস্থা পাকা করা চাই, ইহা সত্য কথা। কিন্তু তার জন্য শুধু আমদানী রপ্তানীর কতগুলো আইন করিয়া দিলেই হইবে না। প্রত্যেক প্রদেশে জনসাধারণের সাহায্যে বাড়তি খাদ্য লুকাইয়া রাখা বন্ধ করিতে হইবে। বাড়তি খাদ্য ঘাটতি অঞ্চলের জন্য বাহির করিয়া দিবার দায়িত্ব জনসাধারণকেই দিতে হইবে। তারাই খাদ্যাভাব দূর করিবার জন্য আগ্রহশীল, মুনাফালোভী কারবারী বা মাহিনাধারী আমলাতান্ত্রিক কর্ম্মচারী নয়। জনসাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতা লইয়া যে খাদ্য নীতি অনুসৃত হইবে, তাহাই সফল হইবে। আজিকার শিক্ষা ইহাই।

কংগ্রেসসেবী পঞ্চমবাহিনীকে সমর্থন করে না

ধ্বংসকার্য্যের বিরুদ্ধে এবং পঞ্চমবাহিনীর উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে ক্রমশই কংগ্রেসেবীদের মনোভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। কংগ্রেসনেত্রী সরোজিনী নাইডু ৯ই আগষ্টে কংগ্রেসের নাম লইয়া ইতাহার প্রচার করার বিরুদ্ধে পরিষ্কার ভাবে তাঁর মত ঘোষণা করিয়াছেন। দিল্লীর ৪০ জন কংগ্রেসসেবী একটি যুক্ত বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে ৯ই আগষ্ট ধ্বংস কার্য্য বা কোন প্রকার বিক্ষোভ মূলক কাজ করা কংগ্রেসের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের ক্ষতিকর। বাংলার অনেক জেলায় কংগ্রেসসেবীরা পঞ্চমবাহিনীর কার্য্যকলাপে ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন। রংপুর ও খুলনার কংগ্রেস নেতাদের বিবৃতি ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। নদীয়ার কংগ্রেসসেবী শ্রীযুক্ত কিতীশ চট্টোপাধ্যায়ও বিবৃতি দিয়া জানাইয়াছেন যে কংগ্রেসসেবীদের কাজ শান্তিরক্ষা করা, দেশবাসীর খাদ্যাভাব দূর করার জন্য চেষ্টা করা। কয়েকটি জেলায় এই ধরণের বিবৃতিতে কংগ্রেসসেবীদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হইতেছে। ৯ই আগষ্টে পঞ্চমবাহিনীর প্ররোচনা কংগ্রেসসেবীদের যে ভুলাইতে পারে নাই, তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি সারা বাংলা দেশে। পঞ্চমবাহিনী ভাবিয়াছিল ৯ই আগষ্টের নাম করিয়া এবং অহিংসার বুলি আওড়াইয়া কংগ্রেসসেবীদের কাজে নামাইতে পারিবে। কিন্তু তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছে।

লীগ-কংগ্রেসের মিল চাই

এই সমস্ত ঘটনা হইতে ইহাই পরিস্ফুট হইয়া উঠে যে কংগ্রেসসেবীরা বর্ত্তমান সংকট হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু তাঁদের ব্যগ্রতা এখনও অচল-অবস্থা দূর করার কার্য্যকরী পথ গ্রহণ করে নাই। অচল-অবস্থা সমাধান করিতে গেলে কংগ্রেস ও লীগকে মিলিত ভাবে শাসনতন্ত্রের দায়িত্ব লইবার জন্য আগাইয়া যাইতে হইবে। কংগ্রেসসেবীরা ইহাতে এখনও বিশ্বাসী নন। তাঁরা ভাবেন জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বের দাবী মুসলিম লীগ করিতে পারে না, সুতরাং তাদের সঙ্গে মিলিবার কথা আসেই না। এই ধারণাটাই তাঁদের পিছাইয়া রাখিতেছে, এই ধারণার জন্যই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিবার প্রশ্নকে তাঁহারা গুরুত্ব দিতেছেন না। কিন্তু মুসলমান জনসাধারণের উপর মুসলিম লীগের যে প্রভাব রহিয়াছে, তাহা আজ বাস্তব ঘটনার মধ্যেই পরিস্ফুট। বাংলায় কাউন্সিলের উপনির্ব্বাচনে ৬টী আসনেই মুসলিম লীগ প্রার্থী জয়ী হইয়াছে। সীমান্ত প্রদেশে সমস্ত আসনেই মুসলিম লীগ প্রার্থী জিতিয়াছে। মুসলিম লীগের আবেদনে মুসলমান সমাজ সাড়া দেয়। সেইজন্যই মুসলিম লীগকেও জনসাধারণের প্রতি দায়িত্বশীল হইতে হয়। আজকে যে সব প্রতিষ্ঠানের পিছনে জনসাধারণ আছে, জনসাধারণের প্রতি দায়িত্ব যে সব প্রতিষ্ঠানের আছে, সেই সব প্রতিষ্ঠানই শাসন দায়িত্ব লইয়া সংকট সমাধান করিতে পারে। বাংলার তার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইতেছে। লীগ মন্ত্রিত্ব জনসাধারণের প্রতি যতটা দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতেছে, অন্য মন্ত্রিত্ব তা দেয় নাই। তাই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ঐক্য অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজন। কংগ্রেসসেবীরা অচল-অবস্থা সমাধানের এই একমাত্র কার্য্যকরী পথে আগাইয়া আসুন।

কয়লার রেশনিং চাই

বাংলার সরবরাহ মন্ত্রী খাদ্য-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যতটুকু করিতেছেন, তাহাতে জনসাধারণ খানিকটা আশান্বিত হইতেছে। রিলিফ কিচেন, কনট্রোল দোকান খোলার জন্যও জনসাধারণের সহিত মন্ত্রীমণ্ডলীর সহযোগিতা হইতেছে। তাহার ফলে এখনকার দুরবস্থা খানিকটা কমিবে সন্দেহ

রেলওয়ে মজুরের হুঁশিয়ারী

কারখানার কাজের লোকসান বন্ধ করিতে উদ্যোগী

গৌহাটি হইতে একজন কমরেড লিখিতেছেন:—

রেলওয়ের কারখানার কাজে আমাদের কমরেডরা বিশেষ হুঁশিয়ারীর সঙ্গে উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করিতেছে। এই মাসে কারো কোনো গাফিলতি দেখা যায় নাই। বরং, আমাদের কমরেডরা কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে।

কমরেড মতি আচার্য্য মোডিং-ফিটার হিসাবে অস্থায়ীভাবে কাজ করে। সে একটা ক্রাঙ্ক শেষ করিল ৩ দিনে, যে ক্রাঙ্কটা করিতে সাধারণতঃ লাগে এক সপ্তাহ।

কারখানার কাজে অনেক গাফিলতি ও লোকসান হইত। আমাদের মজুর কমরেডরা সেই সব লোকসান ধরিয়া দিয়াছে এবং লোকসান বন্ধ করিবার উপায়ও বাতলাইয়া দিয়াছে।

গৌহাটীতে রেলওয়ে ইঞ্জীন খুলিয়া রাখা হয় মেরামত করিবার জন্য। কিন্তু চাকা মেরামত করিবার কোনো ব্যবস্থা সেখানে নাই। চাকা মেরামতের জন্য পাটীতে হয় লামডি-এ। তার ফলে যতক্ষণ না লামডি হইতে চাকা মেরামত হইয়া ফিরিয়া আসে ততক্ষণ অন্যান্য অংশ মেরামত হয় না। ইহাতে তিন চার সপ্তাহ মেরামতী কাজে দেরী হইয়া যায়। চাকা মেরামত হইয়া আসিলেও অন্য অংশ মেরামত না হওয়ার দরুণ চাকা অকেজো হইয়া পড়িয়া থাকে। মিহামিছি ইঞ্জীনকে এত বেশী সময় অকেজো না রাখিলেও চলে। শুধু যদি আলাদা ফ্রেম থাকে, তা হইলে চাকা ছাড়া ইঞ্জিনের অংশটা সেই ফ্রেমের উপর বসাইলে পুরা ইঞ্জীনকেই মেরামত করা যায়, চাকা মেরামতের জন্য অনেকদিন অপেক্ষা করিতে হয় না। তারপর চাকা আসিলেই তা কাজে লাগান যায়।

মিলরয়েড ডিপার্টমেন্টে ১৫ জন লোকের কোনো কাজ নাই। অথচ এই লোকদের টেণ্ডার বা ইঞ্জীনের কাজে লাগান যাইতে পারে। মজুররা ইহাও বাতলাইয়া দিল।

এই কারখানায় কামারের কাজটাই সবচেয়ে জরুরী। অথচ এখানে একটা বাষ্পচালিত হাতুড়ী অকেজো হইয়া পড়িয়া আছে। বিদ্যুৎ শক্তির অভাবের জন্যই হাতুড়ীটাকে কাজে লাগান যাইতেছে না, তার ফলে অনেক কাজও বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। বেশী জোরালো একটা 'ডায়নামো' আনিলে এই হাতুড়ী চালানো যায় এবং কাজও অনেক বাড়িয়া যায়।

'চেন' সারাইবার কোনো ব্যবস্থা এখানে নাই। তার ফলে অনেক 'চেন' অকেজো পাকিয়া যাইতেছে। 'চেন' সারাইবার একটা ডিপার্টমেন্ট খুলিলে অনেক অকেজো চেন কাজে লাগাইতে পারা যায়, তাহাতে রেলের কাজও বেশী হয়।

এমনি করিয়াই আজকে গৌহাটীর রেলওয়ে মজুর কাজের প্রত্যেকটী খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাদের বুদ্ধি ও কৌশল খাটাইয়া রেলের কাজ বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। মালিকের মোটা মাহিনাধারী ইঞ্জিনীয়ারদের নজর যেখানে নাই, সেখানে স্বদেশপ্রেমিক মজুরের দৃষ্টি গিয়া পৌঁছিতেছে। দেশরক্ষার জন্য আজ রেলগাড়ী জোরে চালাইতে হইবে, যাতে ফৌজের রসদ ঠিকমত জোগান দেওয়া যায়, যাতে দেশবাসীর খাদ্য ঠিকমত সরবরাহ করিতে পারা যায়। মজুরের এই উদ্যোগ শুধু রেলের কাজের উন্নতিই করিবে তা নয়, মালিককে মজুরের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেও বাধ্য করিবে।

এই পথেই ইউনিয়নের জোর বাড়িল

গৌহাটীর লোকো ফোরম্যান ইউনিয়নকে উৎসাহিত করিতেছেন। মজুরদের উপর ইউনিয়নের প্রভাব তিনি স্বীকার করিয়াছেন। ৪ঠা আগষ্ট তারিখে কয়েকজন মজুর 'লোকো' কর্ত্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদ জানাইতে গিয়াছিল যে কর্ত্তৃপক্ষ কয়েকজন লোকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিয়া তাদের উঁচু পোষ্টের সুবিধা দিতেছে। 'লোকোর' কর্ত্তা মজুরদের বুঝাইতে পারিলেন না। তখন তিনি ডাকিলেন কমরেড গোপালকে। কমরেড গোপাল ইউনিয়নের নেতা। গোপাল আসিয়া আসল ব্যাপারটা মজুরদের বুঝাইলেন।

মজুরদের সংগঠনের জোর আজ বাড়িয়াছে। তাই মজুরদের দাবী পূরণও হইতেছে। গৌহাটীতে সস্তা দরের খাদ্য সরবরাহের দোকান খোলা হইয়াছে।

ইউনিয়নের কাজে সকলেরই আগ্রহ

ইউনিয়নের কাজে সকলের আগ্রহও ক্রমশঃ বাড়িতেছে। একদিন রেড ক্রশের একটী চাকুরে ইউনিয়নের কর্ম্মীকে তাঁর বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। তাঁর একটী ছেলে লোকো কারখানায় কাজ করে। তাকে ইউনিয়নের সভ্য করিয়া দিবার জন্য তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ছেলেটীকে আনিয়া তিনি বলিলেন—"এই আমার ছেলে, ইহাকে ইউনিয়নের সভ্য করিয়া লউন। মজুর শ্রেণীর কাজ ও দেশের কাজ করিবার সুযোগ ইহাকে দিন।" ইউনিয়নের দিকে শুধু মজুররাই আজ আসিতেছে, তা নয়: জনসাধারণও ইউনিয়নের পিছনে দাঁড়াইতেছে, ইউনিয়নকে শক্তিশালী করিতেছে।

★

চটকল মজুরের সভা

৪ঠা আগষ্ট আলমবাজারে প্রায় ১০০০ মজুরের এক সভা হয়। ২৪ পরগণা জেলার পার্টি সম্পাদক কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী ও কমরেড ধীরেন দে সভায় বক্তৃতা করেন।

৯ই আগষ্ট ব্রজব্রজ ষ্টার ময়দানে মজুর নেতা কমরেড আব্দুল হোসেন মোল্লার সভাপতিত্বে ৩০০০ মজুর ও জনসাধারণের এক বিরাট সভা হয়। শ্রমিক নেতা কমরেড আব্দুল মোমিন, কমরেড আদেম ইমানি প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। এই সভায় বহু মেয়ে মজুর আসিয়াছিল। কমরেড জুঁই ফুল বসু তাদের কাছে বক্তৃতা করেন।

এই সমস্ত সভায় মজুররা সমবেতভাবে পঞ্চম বাহিনীর কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জানায়। কংগ্রেসের নামে পঞ্চমবাহিনী ধ্বংসকার্য্য করিতে যাইতেছে, মজুরদের ধর্ম্মঘটের প্ররোচনা দিতেছে—পঞ্চমবাহিনীর এই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিতে একতাবদ্ধ হইবার জন্য মজুররা বদ্ধপরিকর হয়। মজুররা দাবী করে যে, দেশরক্ষার জন্য মিল চালু রাখিতে হইবে, পয়সা বাড়াইতে হইবে, মজুরদের দাবী পূরণ করিতে হইবে।

★

উৎপাদন বাড়ানোর পথে মজুরের একতা

ইউনিয়ন কর্ম্মীর চাকুরী আদায়

গত ১৩ই জুলাই ২নং চাকেশ্বরী কটন মিলের একজন তাঁতী, ঢাকা জেলা সুতাকল মজুর ইউনিয়নের ২নং চাকেশ্বরী মিল কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ চক্রবর্ত্তীকে মিলের ম্যানেজার হঠাৎ একটা বাজে অজুহাতে বরখাস্ত করে। ইহাতে মজুরদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পঞ্চমবাহিনী এই সুযোগে ধর্ম্মঘট বাধাইবার চেষ্টা করে। ইউনিয়ন মজুরদের বুঝায় —ধর্ম্মঘটের কোনো প্রয়োজন নাই, আমাদের একতা দ্বারা, উৎপাদন বাড়ানো নীতির জোরে অরুণের চাকুরী আমরা ফিরাইয়া দিবই। লেবর কমিশনরকে এই ব্যাপার জানান হয়। তিনি অনুসন্ধানে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে মজুরদের গণ-দরখাস্তে সহি সংগ্রহ করা হয়। ২৫শে জুলাই উৎপাদন সম্মেলনে ৮০০০ মজুর দাবী করে—উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অরুণের চাকুরী চাই। মিল মালিক মজুরদের দাবী অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। ৯ই আগষ্ট অরুণকে আবার চাকরীতে বাহাল করা হইয়াছে।

অভুক্তদের সাহায্যে চাকেশ্বরী শ্রমিক

প্রতিদিন শত শত অনাশ্রয়ক্লিষ্ট নিরাশ্রয় স্ত্রীলোক ও শিশু ঢাকেশ্বরীর মিল ব্যারাকগুলির সামনে পড়িয়া থাকে। ১নং চাকেশ্বরী মিলের মজুররা তাহাদের ইউনিয়নের নির্দ্দেশে স্থির করে যে তাহারা প্রত্যেকে কিছু কিছু চাঁদা দিয়া একটী সাহায্য কেন্দ্র খুলিবে এবং সেখান হইতে প্রত্যহ ক্ষুধার্ত্তদের খিচুরী বিতরণ করা হইবে। চাঁদা আদায় সুরু হইয়াছে। এই চাঁদা দিয়া মাসে ২৫।৩০ মণ চাউল হইবে। ইউনিয়নের পক্ষ হইতে মালিকদের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়। তাঁহারাও সাহায্য করিতে রাজী হইয়াছেন। দৈনিক চালে ডালে ২ মণ পরিমাণ খাদ্য পাক করিয়া ২৫০ জন ভিক্ষুককে বিতরণ করার ব্যবস্থা হইতেছে।

★

● খাদ্য ব্যবস্থার জন্য ●

সকলের সম্মিলিত চেষ্টা

মিলিত চেষ্টায় চাল বিলি

গাইবান্ধা সহরে কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে সকল দলের খাদ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটির মধ্যে কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, হিন্দু সভা সমস্ত দলের প্রতিনিধি মিলিত হইয়াছেন। যারা এতদিন কংগ্রেস লীগ ঐক্য অসম্ভব বলিয়া চীৎকার করিতেছিল, তাদের ভুল ভাঙিয়া গিয়াছে। যাঁরা এতদিন কমিউনিষ্টদের খাদ্য আদায়ের পন্থাকে সন্দেহের চোখে দেখিতেছিলেন, তাঁদের হতাশা কাটিতেছে। একজন কংগ্রেস নেতা বলিলেন, 'খাদ্য কমিটির সাফল্য সম্বন্ধে আগে আমার সন্দেহ ছিল; সকলের মিলিত ভাবে সংকট সমাধানের চেষ্টায় এখন তা দূর হইয়াছে।'

কিছুদিন আগে এস-ডি-ও একটি স্বতন্ত্র খাদ্য কমিটি গঠন করেন। সর্ব্বদলীয় খাদ্য কমিটির পক্ষ হইতে দুইটি কমিটিকে মিলাইবার জন্য একটি ডেপুটেশন এস-ডি-ওর কাছে পাঠানো হয়। এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলিতেছে।

৬ই আগষ্ট হইতে সর্ব্বদলীয় পিপ্‌লস্ ফুড কমিটির কাজ সুরু হইয়াছে। আপাতত দুইদিন পর একদিন ১।০ মন চাল নিঃস্ব ও দুঃস্থ লোকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিলি করা হইতেছে। প্রত্যেক ওয়ার্ডে কমিটির পক্ষ হইতে রেশন কার্ড বিলি হইয়াছে। কমিটির সভ্যদের কাছ হইতে ১৩ মণ চাল পাওয়া গিয়াছে। এ ছাড়া গাইবান্ধাবাসীদের কাছে চালের জন্য আবেদন করা হইয়াছে, এবং এস-ডি-ওর কাছেও চালের জন্য দাবী জানানো হইয়াছে। এস-ডি-ও কিছুদিন পর চাল দিতে রাজী হইয়াছেন। এ ছাড়াও বাঁধা দরে চাল বিক্রির জন্য সহরে সেলাম লওয়া হইয়াছে। প্রতি মাসে ১৬৲ টাকা মণ দরে ৫ শত মণ চাল বিক্রির জন্য কমিটির হাতে দিতে এস-ডি-ও রাজী হইয়াছেন। কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে এই ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায় সহরে বেশ সাড়া জাগিয়াছে।

খাদ্য আন্দোলনে অগ্রণী ব্যবসায়ীর দল

যশোহর জেলার বনগ্রাম কেন্দ্রে খাদ্য সমস্যা চরমে উঠিয়াছে। স্থানীয় কমিউনিষ্ট পার্টির চেষ্টায় জনগণ বুঝিতেছে, খাদ্য কমিটির মধ্যে একজোট না হইলে খাদ্য জুটিবে না। এই কেন্দ্রে এ পর্য্যন্ত ৭টি খাদ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে।

স্থানীয় কমিউনিষ্টদের খাদ্য ফসল বাড়ানো ও খাদ্য সংকট সমাধানের চেষ্টা দেখিয়া কাফাবাবার জমিদার রত্নেশ্বর পাঁড়ে পার্টির হাতে ২৪০০৲ টাকা বিনা সুদে ধার দিয়া কমরেড অজিত গাঙ্গুলীকে বলেন, 'তোমাদের আমি বিশ্বাস করি; আরও টাকা দরকার হইলে দিব।' এই টাকায় ধাইকাড়ায় একটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। পার্টি ফাণ্ডেও টাকা দিতে তিনি রাজী হইয়াছেন। গভর্ণমেন্টের কাছ হইতে খাদ্য কমিটি ৯৲ টাকা মণ দরে ধান এবং ১১০ সের দরে আটা পাইয়াছে। ঐ দরে এ পর্য্যন্ত ১০০ মণ ধান ও ৬৬ মণ আটা ৩০টী গ্রামে খাদ্য কমিটির কর্ম্মীরা বিক্রি করিয়াছেন।

গত ৫ই আগষ্ট কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে বনগ্রাম সহরের দেশপ্রেমিক হিন্দু মুসলমান ব্যবসায়ীদের এক বৈঠক হয়। মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে হারেজউদ্দীন আহমদ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় মোট ১৮৭৮৲ টাকা উঠে; তার মধ্যে ব্যবসায়ী মোঃ জাহানালী বিশ্বাস একাই ৫০১৲ টাকা দেন। গত তিনদিনে ৫৮৬ জন বুভুক্ষুর মধ্যে চাল ডাল মিশাইয়া খাদ্য বিলি করা হয়।

খাদ্য আন্দোলনে বনগ্রামের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও আগাইয়াছে। সতীশ রায় ও অনিল মুখার্জ্জীর উৎসাহে প্রতিদিন জন প্রতি ১সের হ

ফসল বাড়াইবার কাজে

দিনাজপুর ও রাজসাহীর কৃষক

স্কোয়াড করিয়া জমি চাষ, ফসল বাড়ানোর জন্য বাঁশ বাঁশরা ও কচুরী পানা ধ্বংস

রাজসাহীর চিঠি

২২শে জুন জেলার সমস্ত পার্টি-কর্ম্মী জমায়েত হইলেন সহরে—'খাদ্য ফসল বাড়াও' সম্পর্কে আলোচনা করিতে। তিন দিন ধরিয়া আলোচনা চলিল। সকলেই আন্তরিকতার সহিত খুঁটি-নাটি প্রশ্ন করিয়া জেলা নেতাদের কাছে জানিবার যাহা জানিয়া লইলেন। আলোচনার শেষে আত্ম-বিশ্বাস ও উৎসাহ লইয়া সবাই নিজ নিজ এলাকায় ফিরিয়া গেলেন। এদিকে প্রাদেশিক কিষাণ সভা হইতেও 'ফসল বাড়াও' আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তৃত নির্দ্দেশ আসিল—অবিলম্বে কাজ সুরু করা দরকার।

প্রথমে চলিল 'ফসল বাড়াও' রাজনীতির প্রচার। এই কাজ করিতে গিয়া যে সব বাধা আসিতেছে কমরেডরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সাথে সাথে জেলার নেতাদের কাছে রিপোর্ট পাঠাইয়া নির্দ্দেশও চাহিলেন। এমন করিয়া কাজের ভিতর দিয়া জেলা অফিস ও প্রাইমারী সংগঠনগুলির ভিতর যোগাযোগ স্থাপিত হইল। এই ফ্রন্টে জেলার কাজ প্রচুর সাফল্য লাভ করিল।

লালোর ইউনিয়ন—আমন ধান বোনার পরেই দারুণ বর্ষা শুরু হইল। জলে সব জায়গা ভরিয়া গেল, মাঠে জল জমিয়া কয়েক শত মণ বিছন ধান নষ্ট হইয়া গেল, কৃষকরা প্রমাদ গণিল। কমরেড সুধীর দাস দৃঢ় ভাবে জানাইল—'না, বিছন ধান আর এভাবে নষ্ট হইতে দিব না'। সে নূতন কায়দায় রোপার মতন করিয়া বিছন লাগান শুরু করিল এবং এই ভাবেই সকলকে কাজ আরম্ভ করিতে বলিল। এই ভিত্তিতে প্রচার চলিতে লাগিল। ১৭ জন কৃষক উৎসাহিত হইয়া ঐ ভাবে তাহাদের জমি বুনিয়া গেল। সময় পার হইয়া যাওয়ায় অবশ্য সবাই এই কায়দার সুযোগ নিতে পারিল না, কিন্তু ভবিষ্যতে বিছন নষ্ট হইবার পথ বন্ধ হইল।

এই অঞ্চলে ৭ বিঘা অনাবাদী জমি ৮ জন কৃষককে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

লালোর বিলে ১০০০ বিঘা জমির ফসল প্রতি বছর কচুরী পানায় নষ্ট হয়। এবার অতিবৃষ্টির ফলে অর্দ্ধেক জমি অনাবাদী পড়িয়া রহিল, বাকী অর্দ্ধেক কচুরী পানায় নষ্ট হইতে চলিয়াছে। কৃষক সমিতি আগাইয়া আসিল। লালোর গ্রামের কৃষকদের ভিতর ফসল বাঁচানোর জন্য প্রচার আরম্ভ করিল। কৃষকরা ভরসা পাইয়া ৭০ খানা বাঁশ নিয়া কচুরী পানা নষ্ট করার জন্য লাগিয়া গেল। ইহার ফলে ৫০০০ মণ ধান রক্ষা পাইবে।

বন্যার জল উঁচু হইয়া মাঝগ্রাম বিলে আসিয়া পড়িতেছে, ৫০ বিঘা জমির ফসলের সমূহ বিপদ। কমরেড সন্তোষ মৈত্র ১৪ জন কৃষককে নিয়া দাঁড়ার মুখে কোদাল ধরিল। কৃষকরা মাটি কাটিয়া দাঁড়ার মুখ বন্ধ করিল। ১৪ জনের মধ্যে ৭ জন কৃষক সমিতির সভ্য ছিল, বাকী ৭ জনও তখনি সমিতির সভ্য হইল। এই কাজের ফলে বাকলর ইউনিয়নের কৃষকরা চাতরা ও একটি মরা নদীর কচুরী ধ্বংসের জন্য কৃষক সমিতির সহযোগীতা চাহিয়াছে।

মধ্যবিত্ত যুবকরাও আজ আগাইয়া আসিতেছে ফসল বাড়ানোর কাজে। পার্টির দরদী শান্তি চক্রবর্ত্তী আওয়াজ তুলিয়াছে "আমি নিজে ভাল সার দিয়া নিজ হাতে জমি চাষ করিয়া ফসল করিব—কৃষকদের সার দিয়া জমি চাষ করাইতে শিখাইব, যাহাতে বেশী ফসল করা যায়।" কমরেড শান্তি নিজ হাতে কাজ শুরু করিয়া দিয়াছে, বর্ষা বাদল তাহার উৎসাহকে দমাইতে পারে নাই।

সরকারের নিরুট হইতে ৬৫/০ রোপার বিছন আদায় করা হইয়াছে। ৪টি ইউনিয়নের ১৩টি গ্রামের ১৪৫ জন কৃষকের ভিতর তাহা বিলি করা হইয়াছে। এই কাজে সাহায্য করিয়াছে তিনটি ফুড কমিটির সেক্রেটারী।

বীজ ধানের কথা শুনিয়া ৪ মাইল দূর হইতে বৃষ্টি মাথায় করিয়া জল কাদা ভাঙ্গিয়া বৃদ্ধা মহিলা কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্তা ক্ষিরোদমোহিনী দেবী আসিয়া হাজির। কমরেডদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া তিনি যাওয়ার সময় বলিয়া গেলেন—'আমাদের এলাকায় আমি কৃষক সমিতি ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়িয়া তুলিব।' ২ দিন পরে তিনি ফিরিয়া আসিলেন ১৭ জন কৃষক সাথে করিয়া। কৃষকরা বীজ ধান লইল।

২ জন প্রধান সংগঠক অসুখে থাকা সত্ত্বেও এই অঞ্চলে এক মাসে কৃষক সমিতির ৮৫ জন সভ্য হইয়াছে।

ফসল বাড়াইবার কাজে কৃষক সমিতির সংগঠনে

'জনযুদ্ধে' হাতিয়ার

গোপালপুরের বাবু সতীশচন্দ্র সরকার জনযুদ্ধ নিয়মিত পড়েন। জনযুদ্ধের লেখা নিয়া কৃষকদের ভিতর আলোচনা চালান। 'ফসল বাড়ান' সম্পর্ক 'জনযুদ্ধে' যে সব লেখা থাকে সকলকে পড়াইয়া উৎসাহিত করেন। তাঁহার এই প্রচারের ফলে কয়েক শত বিঘা জমি চাষ হইয়াছে।

দিঘীরপাড়ের একজন মুসলমান কৃষক যুবক অন্য স্থান হইতে 'জনযুদ্ধ' পড়িয়া আসেন। 'জনযুদ্ধ' তাঁহাকে সঠিক পথ দেখাইয়া দিয়াছে। উৎসাহী হইয়া তিনি কমরেড জীবন বাঁকে তাঁহাদের গ্রামে কৃষক সমিতি গড়িতে নিয়া গিয়াছেন। তিনি এখন জোর গলায় বলিতেছেন "আমরা আগে সমিতির ভিতর আসিতে চাই নি, 'জনযুদ্ধ' পড়িয়া এখন বুঝিতেছি কৃষক সমিতি কৃষকদেরই প্রতিষ্ঠান।"

'জনযুদ্ধের' প্রচার বাড়ানো মানে কৃষক আন্দোলনকেই জোরালো করা।

খাসুরা ইউনিয়ন: কৃষকসমিতির প্রচারের ফলে ১০টি গ্রামে ২২৫ বিঘা জমিতে নানাবিধ শাক সব্জী, ধান, আনারস, তুলা প্রভৃতি বোনা হইয়াছে।

৫০ জন কৃষক সমিতির সভ্য ও ভলান্টিয়ার আরও ১৫০ জন কৃষককে সাথে নিয়া ভ্রান্তি বিলের কচুরীপানা ধ্বংসের কাজে নামিয়াছে। বিস্তৃত ১৮,০০০ বিঘা জমি পরিমিত বিলের অজস্র কচুরীপানা ধ্বংস করা বর্ত্তমানে সম্ভব নয়, তাই কর্ম্মীরা কচুরীপানার গতিকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। ইহার ফলে কয়েক হাজার মণ খাদ্য শস্য রক্ষা পাইবে।

কৃষক সমিতির প্রতি সহানুভূতিশীল ৪।৫ জন মুসলমান জোতদার ১৭ জন দুঃস্থকে ১ মণ করিয়া ধান খয়রাত দিয়াছেন। ৩৫ জনকে আড়াই সের দরে ধান বিক্রি করিয়াছেন এবং এবং বাজার দর অপেক্ষা ৩৲ টাকা কমে দুঃস্থদের কাছে ধান বিক্রি করিতে রাজী হইয়াছেন।

কৃষক সমিতির 'ফসল বাড়াও' আন্দোলনে জোতদারও আগাইয়া আসিতেছে। ২ জন শিক্ষিত জোতদার কৃষক সমিতির প্রচারে নামিয়া গিয়াছেন। এই অঞ্চলে ১ মাসে কৃষক সমিতির সভ্য হইয়াছে ১২০ জন।

দমদমা ইউনিয়ন—এই অঞ্চলে জেলেদের মধ্যে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেয়। কৃষক সমিতির সেক্রেটারী কমরেড রজবালী সেখ তার গোলা হইতে ৬০ জন জেলেকে ৫০০/ মণ ধান বিনা সুদে কর্জ্জ দিলেন। ইহা ছাড়া তিনি আরও ধান কর্জ্জ দিতেছেন, খাদ্য কমিটির মারফত কো-অপারেটিভ ষ্টোরের জন্য ১০০০৲ টাকা দিতে রাজী হইয়াছেন।

এখানে ১০ মাসে কৃষক সমিতির সভ্য হইয়াছে ৯৯ জন।

ইলবপুর ইউনিয়ন: এই অঞ্চলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে কন্‌ট্রোলের দোকান খোলা হইয়াছে, সরকার হইতে কৃষিঋণ আদায় হইয়াছে।

এইদিকে কলাই হইত না। 'খাবার ফসল বাড়াও' সম্পর্কে এই এলাকায় প্রচার খুব ভাল হইয়াছে। ফলে কৃষকরা উৎসাহিত হইয়াছে। ঠিক হইয়া গিয়াছে ১০০০ বিঘা জমিতে কলাই বোনা হইবে।

অথচ তাহার জমিতে চাষও হয়। এবারে ঐ এলাকায় সকলের মনে প্রশ্ন—ভরকলালের ক্ষেতে ঐ রকম ফসল তৈরী হয় কেমন করিয়া? ফসল বাড়াও সপ্তাহে সন্ধান পাওয়া গেল, ভরকলাল রাত্রি জাগিয়া ক্ষেতের চাষ করে। সমস্ত দিন পার্টির অন্যান্য কাজ করে, তাই রাত্রিই তাহার সময়। তাহার এই গভীর দেশপ্রেম অন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

দিনাজপুরের চিঠি

গত ১৪ই হইতে ২০শে জুলাই বাংলা দেশে কমিউনিষ্ট পার্টি ও কিষাণ সভা হইতে 'ফসল বাড়াও' সপ্তাহ পালিত হইয়াছে। বোম্বাই-এ কমিউনিষ্ট পার্টির যে জাতীয় সম্মেলন হইয়া গেল তাহা কৃষকদের জন্য আওয়াজ তুলিয়াছে "দেশরক্ষার জন্য ফসল বাড়াইবার কাজে সমস্ত কৃষককে দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ কর।" সাচ্চা দেশপ্রেম কৃষকদের ফসল বাড়াইতে কিরূপে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে তাহা গত 'ফসল বাড়াও' সপ্তাহে দিনাজপুরের কৃষকরা দেখাইয়াছে। সপ্তাহ আরম্ভের পূর্ব্বে প্রত্যেক এলাকার কর্ম্মীদের যুক্ত বৈঠক হয় ও সপ্তাহের কাজ ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

এই সপ্তাহে সকলের চেয়ে বাহাদুরী দেখাইয়াছে ঠাকুর গাঁ পশ্চিম এলাকায় কৃষকরা। তাহারা এই সপ্তাহে স্কোয়াড করিয়া জমি চাষ করে। ৮টি স্কোয়াড গঠিত হইয়াছিল। প্রত্যেক স্কোয়াডে ৪।৫ জন কর্ম্মী থাকে। প্রত্যেক স্কোয়াড নিজ নিজ হাল গরু লইয়া বাহির হইয়াছে। যাহাদের হাল গরু নাই এরূপ কৃষকের জমি স্কোয়াডগুলি কোটা ভাগ করিয়া চাষ করিয়া ফেলিয়াছে। এরূপ ভাবে প্রায় ৪০ বিঘা জমি চাষ হইয়াছে।

পালিয়ার কমরেড ভরকলাল একজন বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট কর্ম্মী। সমস্ত দিন তিনি পার্টির কাজ করেন। তাহার বাড়ীতে অন্য কোন লোক নাই। চিন্নির বন্দর এলাকায় কমরেড নয়ান এবং সিদ্দি দু'জন আধিয়ার। তাহারা কৃষক সমিতির কাজ করে বলিয়া জমিদার এবার তাহাদের জমি কাড়িয়া লইয়াছে। এমন সময় আসিল 'ফসল বাড়াও' সপ্তাহ, তাহাদের জমি নাই, তাহারা ফসল বাড়াইবে কি করিয়া? তাহাদের হাল গরুও বেকার। অন্য সময়ের প্রচারের ফলে জানা গেল যে ঐ এলাকার মণিরুদ্দিন এক হালে তাহার সমস্ত জমি চাষ করিতে পারে না। নয়ান ও সিদ্দি তাহাদের নিজেদের হাল ও দু' জোড়া গরু মণিরুদ্দিনকে বিনা পয়সায় ধার দেয়—যাহাতে মণিরুদ্দিনের জমি পতিত না থাকে।

'ফসল বাড়াও' সপ্তাহে ফুলবাড়ী এলাকায় একটি স্কোয়াড ব্যাজার পাড়ার পতিত জমির হিসাব লইতে যাইয়া দেখিল সেখানে ১৫ বিঘার একখণ্ড দেবোত্তর জমি বহু দিন হইতে পতিত আছে, এবং ইহা আবাদ করিতে এই অঞ্চলের কেহ সাহস পায় না। নান্দুপুরের কৃষকরা সভা করিয়া ঠিক করিল তাহারা নিজেদের এলাকা হইতে গরু, লাঙ্গল প্রভৃতি আনিয়া স্কোয়াড করিয়া ঐ জমি আবাদ করিবে।

বাচাগঞ্জ এলাকায় এই সপ্তাহে ২টি খাল কাটা হয়। একটি ৬০০×৪×২ হাত, অপরটি ৭০০×৪×৩ হাত। স্থানীয় জোতদার ইহাতে সহযোগীতা করেন। ইহাতে প্রায় ১৫০০ বিঘা নূতন জমি আবাদের উপযোগী হইল।

দক্ষিণাইল গ্রামে ৪টি বাড়ীতে এণ্ডী সূতার চাষ হইয়াছে। দেওথপ্রা গ্রামের কমরেড কেশব ৪ বিঘা জমি নূতন আবাদ করিয়াছে। এই জমি গত ৫০ বৎসর পতিত আছে। সোণাপুর অঞ্চলে সাড়ে তিন বিঘা জমিতে আলু, ১১২ বিঘা জমিতে কলাই ও সরিষা ও ৫ বিঘা জমিনে যব চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে।

ইহা ছাড়া এই সপ্তাহে ১৪০টি বৈঠক হইয়াছে। ইহাতে প্রায় ৩৫০০ কৃষক যোগ দিয়াছে। প্রায় ৫০টি মৌজায় পতিত জমি ও রবি শস্য আবাদ সম্বন্ধে খুটিনাটী হিসাব লওয়া হইয়াছে। ১০৪ বিঘা নূতন জমি এই সপ্তাহে উদ্ধার হইয়াছে। পাঁচ হাজার বিঘা বিলা জমি অধিকার করা গিয়াছে যাহার জল নিকাশের ব্যবস্থা করিয়া আবাদের উপযুক্ত করা হইবে। ইহার সহিত আবার কিষাণ সভার সভ্য সংগ্রহ কাজও চলিয়াছে। এই সপ্তাহে মোট ৮০০ সভ্য হইয়াছে। মহিলা আত্মরক্ষার সভ্য হইয়াছে ১০৯ জন। এই সব কাজের ভিতর দিয়া কৃষকদের মধ্যে নূতন কর্ম্মী সংগ্রহ হইয়াছে ১৭০ জন। 'ফসল বাড়াও' ও 'মজুত বিরোধী' আন্দোলনের মধ্য দিয়া গত দেড় মাসে কৃষকদের ভিতর হইতে ৩০০ অগ্রণী কৃষক কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য হইয়াছে।

বীরভূমে ছাত্র সম্মেলন

গত ৩১শে জুলাই সিউড়ীতে বীরভূম জেলা ছাত্র ফেডারেশনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। সভাপতি ছিলেন প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের প্রতিনিধি কমরেড কুমুদ দাশগুপ্ত। বর্দ্ধমানের ছাত্রকর্ম্মী কমরেড শান্তব্রত চাটার্জ্জী সম্মেলন উদ্বোধন করেন। ছাত্র পতাকা, কংগ্রেস ও লীগ পতাকা উত্তোলিত হয়। প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের প্রস্তাবগুলি এই সভায় আলোচনা হয় ও গৃহীত হয়। সভায় চট্টগ্রাম কমরেডদের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়। সভায় ছাত্র ছাড়া সহরের সাধারণ লোকও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

লেনিন-ডে ফাণ্ডে

★ টাকা উঠে কেমন করিয়া ★

চাষী, মজুর, ছাত্র, সাহিত্যিক, শিল্পী সকলেরই উদ্যম

দিনাজপুরের চাষী তার জমি দান করিল

গত জুন মাসে কমিউনিষ্ট পার্টির দিনাজপুর জেলা কমিটি কৃষকদের কাছে আহ্বান জানায় যে কেন্দ্রীয় কমিটির ৫ লক্ষ টাকার তহবিলে ত্রিশ হাজার টাকা তুলিয়া দিতে হইবে। উক্ত টাকা প্রত্যেক এলাকায় ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। জেলার নেতারা বিভিন্ন এলাকার পার্টি সভ্যদের সাধারণ সভা করিয়া উক্ত কোটার জন্য আবেদন জানান। এই আবেদনে কৃষকের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ফুলবাড়ী এলাকার পার্টির সাধারণ সভ্যদের এক সভায় কমরেড বিনোদ সরকার তাঁর ৪১ বিঘা জমি ও উহার বর্ত্তমান আউস ধান পার্টিকে দান করিয়া পার্টির সবসময়ের কর্ম্মী হইলেন। উক্ত জমির মূল্য বার হাজার টাকা ও ফসলের মূল্য তিন হাজার টাকা হইবে। লালপুরের দিনমজুর ব্রজরাম তাঁহার শেষ সম্বল দশ কাঠা জমি পার্টিকে দিলেন। ফসল বাড়ান সপ্তাহে এক বৈঠকে দুইটা ফাউন্টেন পেন পাওয়া যায়। কলম দুইটি নিলাম উঠাইলে দীনবন্ধু ও আনন্দমোহন উহা ৪২৷৵ আনায় খরিদ করেন।

ইটাহারে পার্টি সভ্যদের সভায় অর্থের আবেদন করিলে সোনাপুরের কমরেড রঙ্গীল তাঁহার ৫ বিঘা জমি ও আউস ধান পার্টিকে দিল। উহার মূল্য ৫০০৲। কমরেড বনমালী তাহার জমির বর্ত্তমান আউস ধানের অর্দ্ধেক পার্টিকে দিতে প্রতিশ্রুত হইল। ইহার মূল্য ৩০০৲। দক্ষিণালের কমরেড ঘনশ্যাম ৫০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি দেন। গুলিরাজপুরের কমরেড তুফানু ১ মণ শুকনা মরিচ দেন। কমরেড মোহন লাল প্রতিশ্রুতি দেন ৫০৲ টাকার, রংলাল ৫০৲ টাকার। কচরার নিঃসম্বল দিনমজুর চৈতুও আগাইয়া আসিলেন ও ৫ টাকার প্রতিশ্রুতি দিলেন। বাংরুদ্দিন ২৫ টাকা। সভাস্থলেই ৬৫০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল।

মেয়েরাও আগাইয়া আসিল

কৃষক মেয়েরাও আজ আর পিছাইয়া নাই। খেড়ুয়ার লক্ষ্মীমাতা তাঁর সমস্ত রূপোর গহনা ও নগদ ১০৲ টাকা পার্টিকে দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কমরেড আদারী ১০৲, সন্ধ্যা ২৲ ও সোরবরী ২৲ টাকার প্রতিশ্রুতি দিলেন। জগনইলের কমরেড ভুতেশ্বরী তাঁর ২৫ কাঠা জমি, থালা বাটি, ১ জোড়া গরু ও বলদ সবই পার্টিকে দিলেন। নিজে ও তাঁর স্বামী পার্টির সবসময়ের কর্ম্মী হইলেন।

পার্টির জন্য সর্ব্বস্ব দান

বোচাগঞ্জ এলাকায় পার্টি কর্ম্মীদের সাধারণ সভা হয়। সেখানে কমরেড গোপামোহন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি—১১ বিঘা জমি, ২টি গরু, ঘরবাড়ী পার্টিকে দিলেন। নহেশ পুরের কমরেড বিহারী মোহন ৭ খানা কাঁঠালের তক্তা দিলেন ও ৪ মণ ধানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। আরও ৪০ মণ ধানের প্রতিশ্রুতি এই সভাতেই পাওয়া যায়। পারিয়ার কমরেড ভাকলাল একটা হ্যাজাক বাতি দিয়াছেন। কমরেড পষ্টরাম তাঁর ঘরবাড়ী দিয়াছেন এবং নিজে ও তাহার স্ত্রী পার্টির সব সময়ের কর্ম্মী হইয়াছেন।

দিনাজপুরের কৃষক বুঝিয়াছে, আজ পার্টিকে শক্তিশালী করার মধ্যেই তার দেশরক্ষার কর্ত্তব্য, দেশের সংকট ঘুচাইবার দায়িত্ব। দিনাজপুর লেনিন-ডে ফাণ্ডের কোটা পূর্ণ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

হুগলিতে সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া পার্টির চাঁদা সংগ্রহ

গত ২৫শে জুলাই চন্দননগর অম্বিকা-চরণ স্মৃতিমন্দির হলে স্থানীয় শিল্পী ও সাহিত্যিক কমরেডদের উদ্যোগে 'জাতীয় সংস্কৃতি উৎসব' পালন করা হয়। পার্টির লেনিন-ডে ফাণ্ডের জন্যই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল। ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন কমরেড মনোরঞ্জন হাজরা, দয়াল কুমার প্রমুখ পার্টির বিশিষ্ট কবি, লেখক এবং সাহিত্যিকরা ও এই অনুষ্ঠানে সাহায্য করেন খ্যাতনামা কবি হারীন চট্টোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানের প্রোগ্রামে ছিল গান, নৃত্য, অভিনয় প্রভৃতি। তার জন্য ষ্টেজ ও পর্দ্দা তৈরী করার জন্য সকলে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কবি হারীন্দ্র বলিলেন: পর্দ্দার আড়ালে গিয়ে জনগনকে তফাতে রাখতে চাও? ও সব দরকার নাই, আমাদের পর্দ্দা হবে পোষ্টার ও ছবি, দর্শক ও অভিনেতা থাকিবে পাশাপাশি। কমরেডরা বুঝিলেন এমনি করিয়াই গণ-সংস্কৃতিকে রূপ দিতে হয়।

অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। বিশ্বকবির 'একসূত্রে বাঁধা আছে সহস্রটী মন' গানের মধ্য দিয়া উৎসবের উদ্বোধন হইল। কমরেড দয়াল কুমারের পাঁচালী, কমরেড মনোরঞ্জন হাজরার খাদ্য-সংকট সম্বন্ধীয়, নাটক প্রভৃতি হইল। তারপর কৃষক কর্ম্মী কমরেড দুলাল রায় তাঁর নিজের কীর্ত্তন গান সুরু করিলেন। কীর্ত্তনের মধ্যেই তিনি ফুটাইয়া তুলিলেন পার্টির দেশপ্রেমিক রাজনীতি। কীর্ত্তনের মধ্যেই তিনি পার্টির ফাণ্ডের জন্য চাঁদার আবেদন জানাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের কাছ হইতে বিপুল সাড়া আসিল।

কবি হারিন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গানের স্কোয়াড গঠিত হইয়াছিল—কমরেড সুনীল, পাঁচু, ব্রজ, হারু ও সন্ধ্যাকে লইয়া। তাঁরই পরিচালনায় কমরেড বিনয় রায়ের গরিলা সঙ্গীত "হৈ হৈ হৈ" ও কানুর কমরেডদের সম্পর্কে "ফিরাইয়া দে দে" অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিয়াছিল। তারপর আরো অনেকগুলি গান হইল। এসব ছাড়া শ্রোতাদের, বিশেষ করে শ্রমিকদের যা সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, তা হইতেছে—কবি হারীন চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সুনীল, হারু এবং পাঁচুর উৎপাদন নৃত্য। কবি হারীন তাঁর নিজের লেখা "আ গয়া দিন স্বাধীনতাকা" গানটী গাহিলেন।

উৎসবের পরে—এই অনুষ্ঠানের ফলে সকলের মনে আসিল এক প্রবল উৎসাহ। কয়েক জন প্রবীন ব্যক্তি বলিলেন: তোমাদের সম্বন্ধে ভুল ধারনা ছিল। এখন দেখছি সত্যই তোমরা কিছু গড়ে তুলছো। মায়ের দল বলিলেন: এমন জিনিষ থিয়েটার বায়স্কোপের চেয়েও ভাল। এর জন্য টাকা খরচ করা সার্থক। একজন বৌদি বলিলেন: '৪ জনের ফাঁসী দিলে কি হবে, ওরকম কত গড়ে উঠ্‌বে।' একজন মৌলভী বলিলেন, "আমি দুইটন জনকে জোগাড় করেছি—যারা আজাদীর গান শিখবে।" পার্টির দেশপ্রেম সকলের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল।

তারই পরিচয় পাওয়া গেল পার্টি ফাণ্ডে চাঁদা সংগ্রহের মধ্যে। সেই খানেই আদায় হইল প্রায় ১০০ টাকা। অনেকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। পার্টির কাজে নানাভাবে সাহায্য করিবার জন্যও অনেকে আগাইয়া আসিলেন। ছেলে মেয়েরা আসিল কিশোর বাহিনীতে। পার্টির পিছনে সকলের শক্তি আসিয়া মিলিল।

পার্টির জন্য মেয়েদের আগ্রহ

কলিকাতায় মেয়েদের একটী 'সেল' পার্টির লেনিন-ডের ফাণ্ডের জন্য চাঁদা তুলিতেছে। মেয়ে কর্ম্মীরা মধ্যবিত্ত ঘরের ও বস্তির মেয়েদের কাছে গিয়া পার্টির কথা শুনাইতেছে। তারা সামনে তুলিয়া ধরিতেছে পার্টির দেশপ্রেমের আদর্শ। আজকে কমিউনিষ্ট পার্টির বাহিরে কেহ থাকিতে পারে না, প্রত্যেকেই কোন না কোন উপায়ে পার্টির কাজে সাহায্য করিবেই—এই আহ্বান তারা ঘরে ঘরে পৌঁছিয়া দিতেছে। তাদের ডাকে সাড়াও মিলিল অপূর্ব্ব। মেয়েরা নিজেদের গায়ের গহনা পার্টির ফাণ্ডে দান করিল।

একটী মেয়ে দেবী দত্ত, মধ্যবিত্ত ঘরের বৌ। সে দিল তার বিবাহের রূপার সিন্দুরের কৌটা। পার্টির কাছে তার সংস্কারের বন্ধনও ছিন্ন হইয়া গেল। আর একটি মেয়েও তার সিন্দুরের কৌটা দিল। আর একজন দিল একটী রূপার সেফ্‌টিপিন।

বস্তির মেয়েদের বিশেষ কিছু নাই। তবু তারা পার্টির জন্য দিবে। একজন দিল তার রূপার হার।

কলিকাতার পার্টি সমাবেশে বস্তির মেয়েরা গিয়াছে। সেখানে তারা শুনিল পার্টির ডাক: সর্ব্বস্ব পার্টির জন্য দিতে হইবে। তাদের কাছে বাড়ী ফিরিবার মতো সামান্য পয়সা। তারা সেই পয়সাই পার্টি ফাণ্ডে দিয়া দিল—প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে তারা দুই তিন মাইল হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিল।

ফসল বাড়াইতে

কৃষক, জমিদার ও জোতদার মিলিল

কৃষক সমিতির ডাকে বিপুল সাড়া

জলপাইগুড়ী

দেবীগঞ্জ থানার সুন্দরা দিঘী ইউনিয়নে কৃষক সমিতির সভ্যেরা আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন দেশরক্ষার জন্য, খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য খাবার ফসল বাড়ানো কৃষকদের পক্ষে সেরা দেশপ্রেমিকের কাজ। তাই তাহারা সংকল্প নিয়াছেন, তাহারা তাহাদের এলাকায় আমন ধান আবাদ যোগ্য কোন জমিই অনাবাদী থাকিতে দিবেন না।

কৃষক সমিতিতে খবর আসিল, চকচকারা বিলে ৭॥০ বিঘা জমি আবাদ করিত এমন একটি কৃষক পাড়া কলেরায় নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়ায় এবার সেই জমি অনাবাদী রহিয়া যাইতেছে। সময় অতি অল্প ২।১ জন কৃষকের পক্ষে তাহা আবাদ করা সম্ভব নয়।

সমিতি তখনই জমির মালিকের সাথে ব্যবস্থা করিল। সমিতির পক্ষ হইতে ঐ জমি চাষ করার ব্যবস্থা করা হইল। মাত্র ৪ দিনের পরিকল্পনা নিয়া জমি আবাদ করা গেল। ক্ষেতে ৩ দিন ধরিয়া হাল ও মই দেওয়া হইল। ১০ খানা হইতে ১৬ খানা পর্য্যন্ত হাল এক সাথে চলিল। আবাদের সময় কৃষকরা সাময়িক ভাবে নিজ নিজ আবাদ স্থগিত রাখিয়া দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য হিসাবে এই স্বার্থত্যাগ করিয়াছে।

এই ফসল বাড়ানোর কাজে যে কেবল কৃষক সমিতিই আগাইল তাহা নহে। দেশরক্ষার দায়ীত্ব তো জোতদারদেরও আছে। তাই সমিতির পক্ষ হইতে আবাদে নিযুক্ত কৃষকদের খাবার ব্যবস্থার জন্য জোতদারদের কাছে গেলে তাহারাও আগাইয়া আসিলেন। ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট ধনী জোতদার শ্রীযুত তারাপ্রসাদ বসুনিয়া, মহম্মদ নেবারুদ্দিন ধলেয়া বর্দ্ধন, যীগেন রায়, নৃপেন্দ্র রায় প্রভৃতি চাউল দিয়া সাহায্য করিলেন। জমির মালিক সাহায্য করিলেন আবশ্যক তরী তরকারী দিয়া। এমনি ভাবে জোতদার ও কৃষকের একত্র চেষ্টায় ৭॥০ বিঘা জমি আবাদ হইল। এই জমির ফসলের অর্দ্ধেক পাইবে কৃষক সমিতি। কৃষকদের যৌথ চেষ্টায় সমিতির ধর্ম্মগোলার তহবিল বাড়িয়া গেল।

গত ৩০শে জুলাই বোদা থানার সাজিড়ি ঝলই (আংগেল গা) ইউনিয়নের নমশাহাটে 'খাবার ফসল বাড়াও' সম্পর্কে এক জনসভা হইয়া গিয়াছে। সভায় সকল সম্প্রদায়ের লোকই উপস্থিত ছিলেন। কৃষকের সংখ্যা ছিল ৫০০, তার মধ্যে ৩০।৪০ জন কৃষক মহিলাও ছিলেন। সভার স্থানটি নানাবিধ পোষ্টারে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। স্থানীয় কৃষক কমরেড পল্টু বর্ম্মন পোষ্টারগুলির ব্যাখ্যা করিয়া সভায় সকলকে বুঝাইয়া দেওয়ার সময় একজন মুসলমান কৃষক জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা যে হিন্দু মুসলমান এক হও বলিতেছে, তোমরা কি মুসলমানের বাড়ীতে খাইবে?' এই প্রশ্ন শুনিবামাত্র স্থানীয় কৃষককর্ম্মী ছটু মহম্মদ আগাইয়া আসিয়া প্রশ্নকারীকে জবাব দিলেন "এক সাথে খাইলে যদি একতা হয়, তবে বাপ-বেটায় লাঠালাঠিই বা হয় কেন, আর ভাই-ই বা কেন ভাই-এর জমি ফাঁকি দিয়া নেয়? কিন্তু দেখুন আমাদের এই ইউনিয়নের হিন্দু মুসলমান কৃষকরা যে সামান্য একতা গড়িতে পারিয়াছে তারই জোরে কৃষক সমিতি ও খাদ্য কমিটির মধ্য দিয়া বীজ-ধান, কর্জ্জাধান এমন কি গরীবদের জন্য সাহায্যও আদায় করিতে পারিয়াছে। আপনারা আগাইয়া আসুন, সমিতিকে জোরদার করুন, তবেই আমাদের খাদ্যাভাব দূর হইবে, আমরা স্বাধীন হইতে পারিব।" স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও খাদ্য কমিটির প্রেসিডেন্ট সভায় উপস্থিত ছিলেন। কৃষকদিগকে খাবার ফসল বাড়াইতে উৎসাহ দিয়া সভায় বক্তৃতা করেন। ইহাতে কৃষকরা খুব উৎসাহিত হয়।

রংপুর

দেশরক্ষার জন্য "খাদ্য ফসল বাড়ানর" জন্য রংপুর জেলা কৃষক সমিতির বিভিন্ন ইউনিয়ন কৃষক সমিতিগুলি কাজে নামিয়া পড়িয়াছে। অনাবাদী উঁচু জমিতে জলসেচ করিয়া ও জলা জমির জল নিকাশ করিয়া জেলার সমস্ত পতিত জমি আবাদ করিবার সংকল্প জেলা কৃষক সমিতি গ্রহণ করিয়াছে এবং সে জন্য জেলা কৃষক সমিতির প্রতিনিধি দল জেলার সকল জমিদারের সহিত আলাপ আলোচনা চালাইতেছেন।

জেলা কৃষক সমিতির এই আহ্বানে বামনডাঙ্গার জমিদার পরিবারের শ্রীযুত মণীন্দ্র রায় চৌধুরী আগাইয়া আসিলেন। তিনি কৃষক সমিতির প্রতিনিধিদের জানাইলেন, তপোধন ইউনিয়নে তাহার নিজস্ব শীলমোহন বিলের হাজার বিঘা এবং তাহাদের এজমালী বোতলা বিলের পাঁচ শ বিঘা জমি তিস

★ ৯ই আগষ্ট কলিকাতায় ★

৯ই আগষ্ট ও তার পরের দিনগুলি দেশভক্তদের দেশপ্রেম বাচাই করার জন্যই আসিয়াছিল। কলিকাতার নরনারীর জ্বলন্ত দেশপ্রেমের আগুনে পঞ্চম বাহিনীর ষড়যন্ত্র পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। কিন্তু তাহা কি সহজেই হইয়াছে? না।

৯ই আগষ্টের একসপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে পঞ্চম বাহিনী প্রতিদিন ইস্তেহার ও পোষ্টার ছড়াইয়া কলিকাতার জনসাধারণকে বিশেষতঃ ছাত্রদের স্বপক্ষে টানিবার অশেষ চেষ্টা করিয়াছে। স্কুল-কলেজে ষ্ট্রাইক করিতে হইবে, মিটিং-শোভাযাত্রা বাহির করিতে হইবে, শ্রমিকদের ষ্ট্রাইক করাইতে হইবে, ক্ষুধার্ত্ত জনতাকে খাদ্য-সারি হইতে বাহির করিয়া মার্চ্চ করা হইবে, ইত্যাদি কথা তাহারা মুখে বলিয়াছে। বলার উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে একবার রাস্তার নামাইতে পারিলে হয়, তাহার পর আবার গতবারের মত ধ্বংসকার্য্য, দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধান যাইবে।

জনসাধারণ তাহার অভিজ্ঞতা ভুলে নাই। ট্রাম পোড়ান, দোকানপাট বন্ধ করা, স্কুল কলেজে বোমা ছোঁড়ায় যে-কি বিষময় ফল তাহা সকলেই দেখিয়াছে গতবারের অগাষ্টে। তাই তাহাদের কাছে আর ধ্বংস কার্যের কথা বলা চলে না। পঞ্চম বাহিনী সত্যাগ্রহ ও সভাশোভাযাত্রার বুলি বাহিয়া লইল, ছাত্রদের গরম গরম কথা বলিয়া "বিপ্লব" শুরু করার আবেদন জানাইল। সাধারণ লোকের যেটুকু রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আছে তাহার কাছেই সেই ধরণের আবেদন বিফল হইল।

খাঁটি দেশপ্রেমিকরা, কমিউনিষ্টরা ঐ করাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমে বুঝাইল—সভাশোভাযাত্রা, কলেজ স্কুল ষ্ট্রাইক ও সত্যাগ্রহ করার ফল দাঁড়াইবে—পঞ্চম বাহিনীকে সুযোগ করিয়া দেওয়া, অতএব ৯ই অগাষ্ট পরিপূর্ণ শান্তি রক্ষা কর, দেশের লোককে ডুবাইও না, জাপানকে আসিবার সুযোগ দিও না।

৯ই আগষ্ট সারা কলিকাতায় প্রায় এক হাজার কমিউনিষ্ট কর্ম্মীর ১০০টি দেশপ্রেমিক স্কোয়াড (কর্ম্মীর দল) স্কুল-কলেজ, হোষ্টেল-বাড়ী, বাজার-বস্তিতে ছড়াইয়া পড়িল। প্রত্যেকটি স্কোয়াডের (কর্ম্মীর দল) সাথে যোগাযোগ রাখিবার জন্য তিনটি কেন্দ্র। আবার সমস্ত স্কোয়াড ও বিভাগীয় কেন্দ্রের সাথে সংযোগ রাখিবার জন্য প্রাদেশিক পার্টি অফিসের কেন্দ্র। একটি প্রাদেশিক নেতার স্কোয়াড ও আর একটি কলিকাতা জেলা নেতাদের স্কোয়াড ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত। স্কোয়াডগুলির কাজ—যে কোনো উপায়ে হোক পঞ্চমবাহিনীর মতলব ব্যর্থ করিতে হইবে, জনসাধারণকে তাহাদের ফাঁদে পা দিতে দিব না। দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাইবার সুযোগ দিব না আর লাঠিগুলি চলিবার প্রয়োজনও আসিতে দিব না। জনসাধারণকে দেশপ্রেমের কথা বুঝাইব, পঞ্চমবাহিনীর প্রতিটি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিব, সাধারণ লোকের কাছ হইতে তাহাদের তাড়াইয়া অন্ধকার গর্তে ঢুকাইব, যেন দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া তাহারা প্রকাশ্য দরবারের সামনে আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে না পারে। এই সব কর্ম্মীর প্রতিজ্ঞা দৃঢ়, দেশপ্রেমিক কাজের পথে বিশ্বাস তাহাদের অটল। ঐ দিনে তাহাদের নিরলস কাজের ধারা, বিভিন্ন স্থানের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা, কেন্দ্রীয় অফিসে ঘন ঘন সংবাদ দেওয়া ও উপদেশ নেওয়া ইত্যাদির কায়দা দেখিলে যে-কোনো উচ্চ ধরণের মিলিটারী-যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভিজ্ঞ লোকও স্তম্ভিত হইবেন!

দেশভক্ত মেয়ে কর্ম্মীদের একটী ছোট্ট দল। হ্যারিসন রোডের মোড় হইতে বহুবাজার পর্য্যন্ত সমস্ত বৈঠকখানা রোডে কয়েকজন মেয়ে কর্ম্মী অনবরত পাহাড়া দিতেছে। খাদ্য-লাইনে যেন কেহই দাঙ্গা বাধাইতে না পারে। আগের রাত্রে কয়েকজন লোক কিছু পুরী-তরকারী খাওয়াইয়া লাইনের ক্ষুধার্ত্ত মেয়েদের উস্কানি দিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহাদের লাইন ছাড়িয়া রাস্তায় আসিয়া হৈ চৈ করিতে হইবে। লাইনের ভলান্টিয়ারিরা বুঝাইয়াছে, আমাদের সংগে রোজ রোজ যে সমস্ত দিদিমণিরা থাকেন তাঁহাদের পরামর্শ ছাড়া কিছুই করিব না, হৈ-চৈ বাধাইতে তাঁহারা নিষেধ করিয়াছেন। তবুও দুইজন মেয়েকে সেই ষড়যন্ত্রকারীরা কোথায় যেন লইয়া গেল। দেশভক্তির প্রচারের জোরে তাহাদের কুমতলব ধাঁসিয়া গেল। লাইন ঠিকই রহিল। এক এক করিয়া চাউল লইয়া তাহারা চলিয়া গেল।

আশুতোষ কলেজ। কলেজ খুলিতে না খুলিতে ষড়যন্ত্রকারী কয়েকজন পতাকা তুলিতে চাহিল। কারণ সুভাষ বাবুর হুকুম তামিল করা তাহাদের

★ পঞ্চমবাহিনী হটিয়া গেল ★

চাই-ই। নিজেরা পিছনে থাকিয়া দুইজন অবুঝ মেয়েকে দিয়া তাহারা পতাকা তুলিতে চায়। সাধারণ ছাত্রীদের ভিতর হইতে আওয়াজ আসিল, আসল কংগ্রেসী নেতারা কোন আদেশ দেন নি, আজ পতাকা উত্তোলন করার অর্থ জাতীয় পতাকার অসম্মান করা, জাপানের সুবিধা করিয়া দেওয়া। অবুঝ মেয়ে দুইটি কাঁদিয়া ফেলিল। দেশদ্রোহের কাজ করিতে তাহাদের হাত কাঁপিয়া উঠিল। ষড়যন্ত্রকারীরা পলাইল। কলিকাতার বুকে দেশ-ভক্তির প্রথম জয় সূচিত হইল।

শ্যামবাজারের একটি ফুড-কিউ। আশপাশের রাস্তায় ষড়যন্ত্রকারীরা বলিতেছে—দল বাঁধিয়া চল রাস্তায়, হৈ-হৈ করিয়া যাইতে হইবে, গোলমাল না বাধাইলে চাউল পাওয়া যাইবে না। পাঁচ ছয় শত ক্ষুধার্ত্ত লোকের জনতা। দেশপ্রেমিক কর্ম্মীদের স্কোয়াড তাহাদের কাছে হাজির। "তোমরা গোলমাল করিও না, সুশৃঙ্খলায় চল দোকানের কাছে, সংগঠনের জোরে চাউলের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করি এস।" জনরক্ষা বাহিনীর ভলান্টিয়াররা তাহাদের শৃংখলায় বসাইতে লাগিল। স্কোয়াডের নেতা ফুড অফিসারের সাথে আলাপ করিতে লাগিলেন। টিকিট দিতেই হইবে, চাউল বিলি না করিলে তাহারা খাইবে কি? অবশেষে টিকিট মিলিল, ক্ষুধার্ত্ত জনতা চাউল পাইল। ষড়যন্ত্রকারীরা লেজ গুটাইয়া অন্ধকারে মিশাইয়া গেল।

তালতলার অঞ্চল। স্কুলের ছোট ছোট ছেলে, কি-ই বা তাহারা বুঝে। ষড়যন্ত্রকারীরা তাহাদের বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে স্কুল ষ্ট্রাইক করিয়া ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একবার এস, তাহার পরই দেখিবে ভারত স্বাধীন! দেশভক্তের স্কোয়াডের নেতা একজন বহুদিনের অভিজ্ঞ দেশকর্ম্মী, বাংলার একজন ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ খেলোয়াড়। তাঁহাকে ছোট্ট ছোট্ট ছেলেরা বলে—তোমরা কমিউনিষ্ট, গভর্ণমেন্টের টাকা খাইয়াছ, তোমাদের কথা শুনিব না। তিনি ভাল করিয়া বুঝাইলেন—দেশের সংকটে দেশভক্তদের কাজ কি। ক্ষুধার্ত্তদের অন্নের ব্যবস্থার জন্য দুর্ভেদ্য ঐক্য চাই, দেশকে রক্ষা করিতে পারিলেই স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হওয়া যায়। জাপানী দালালদের কথা শুনিলে লোকে খাদ্য পায় না, পুলিশের গুলি খাইতে হয়, কংগ্রেস নেতাদের আসল আদর্শ হইতে অনেক দূরে সরিয়া যাওয়া হয়, নেতারা মুক্তি পান না, বর্ত্তমানে আমরা ইংরেজের অধীনে ভুগিতেছি কাল আমরা জাপানের অধীনে মরিব। ছেলেগুলির ভিতর হইতে একজন সত্যই দেশপ্রেমের আহ্বান বুঝিল। আরো অনেক আলোচনা সে করিতে চাহিল। ধীরে ধীরে ষড়যন্ত্রকারীদের কুমতলব ফাঁস করিয়া দিল। দেশপ্রেমিক স্কোয়াডে কাজ করিবার ইচ্ছা জানাইল। এই অঞ্চলে দেশভক্তদের স্কোয়াড কাজ করার ফলে আরো একজন ছেলে ঐ ভাবে স্কোয়াড কর্ম্মীদের সংগে চলিয়া আসিল। ষড়যন্ত্রকারীদের মুখ অন্ধকারেই চুপ হইয়া গেল।

কলেজে তাহারা একটাও গোলমাল বাধাইতে পারিল না। ষড়যন্ত্রকারীদের মন মুষড়িয়া যাইতে লাগিল। কোন প্রকারে ৪০ জনের একটী দল ঠিক করিল। রাস্তায় তাহারা বাহির হইল। কেন্দ্রীয় অফিসে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। আরো ৫টী দেশপ্রেমিক কর্ম্মীর স্কোয়াড পাইঠাতে হইবে। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ভারপ্রাপ্ত প্রাদেশিক নেতা বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে স্কোয়াড বসাইলেন। কেন্দ্রীয় অফিস হইতে একজন প্রাদেশিক নেতা একটি স্কোয়াড লইয়া দৌড়াইয়া গেলেন। একটু সুযোগ পাইলেই ষড়যন্ত্রকারীরা কলিকাতায় ছাত্রদের ক্ষ্যাপাইয়া তুলিবে, ছাত্রদের সহজাত দেশভক্তি প্রেরণাকে বিপথে একবার চালিত করিতে পারিলেই সারা সহরে আগুন জ্বালান যাইবে। সুতরাং, এইভাবের অতি ক্ষীণ চেষ্টাকেও পিষিয়া মারিতে হইবে। ৪০ জনের শোভাযাত্রাকারীর দল রাস্তায় দশ কদম আগাইয়া যায়—আর একটি করিয়া দেশসেবীর স্কোয়াড দেখে। তাহারা নিজেরাই বুঝে না যে কি জন্য এই গোলমাল করিতেছে, তাই দেশভক্তরা বুঝাইতে গেলে ধীরভাবে কথা শুনিবার মত ধৈর্য্যও নাই। কেহ বলে—হ্যাঁ, আমরা পঞ্চম বাহিনী, গোলমাল তো বাধাবই। কেহ আবার রাস্তায় একটা লরী হইতে জিনিস তুলিয়া লয়। আশপাশের দোকানদাররা বলে—এ সব ছোকরারা এইভাবে চুরি-টুরিই করে মশাই। কেবল গণ্ডগোল বাঁধানই এদের কাজ। এর নাম কি দেশের কাজ। এদের একটী দিনও দেখবেন না যে দোকানের চালের লাইনে দাঁড়িয়ে জনসাধারণের প্রকৃত সাহায্য করছে।

প্রত্যেকটি মোড়ে মোড়ে দেশসেবীদের স্কোয়াডের সামনে পড়িয়া বেচারারা হায়রাণ! কিছুক্ষণ আগে তাহারা লোককে ডাকিয়া বলিতেছিল—কেহ ট্রামে চড়িবেন না, এখন তাহারাই আবার কয়েকজন মিলিয়া দেশভক্তদের কর্ম্মীদলগুলির সংগে আলাপ আলোচনার হাত হইতে সরিয়া পড়িবার উদ্দেশ্যে ট্রামে চড়িল—উদ্দেশ্য কোনরকমে এই কয়েকজনেই ওয়েলিংটন স্কোয়ারেই যাওয়া যাক্। একটী দেশসেবী স্কোয়াড তখন সাইকেলে তাহাদের অনুসরণ করে। কারণ এই গণ্ডগোল বাধানর দলকে জনসাধারণের বা সাধারণ ছাত্রদের সংগে মিশিবার সুযোগ দিলেই তাহারা আগুন জ্বালাইবে। ট্রাম হইতে নামামাত্রই আবার ধরা হইল—দেশভক্ত দলটি কিছুতেই ছাড়িব না, আসল দেশের কাজের কথা তাহাদের বুঝাইইই। এইভাবে হয়রাণ হইয়া এই দলটি ভাঙ্গিয়া গেল—যে যাহার বাড়ী চলিয়া গেল।

ছাত্রদের ভিতর ষড়যন্ত্রকারীরা একটা না একটা হৈ-চৈ বাধাইতে পারিলে তবু কিছুটা আসর জমাইতে পারে। তাই পরদিন আবার তাহাদের কু-প্রচেষ্টা শুরু হইল! রিপণ কলেজে দরজা জানালার কাচ ভাঙ্গিল, পোষ্ট গ্রাজুয়েটে কয়েকজন মিলিয়া হৈ-হৈ করিতে লাগিল, যে কাগজ দিনের পর দিন জনসাধারণকে খাদ্য সংকটে পথ দেখাইতেছে, প্রকৃত দেশভক্তের একত্র করিয়া কংগ্রেস-লীগ মিলাইবার চেষ্টা করিতেছে, যে কাগজ বাংলার শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে সহস্র সহস্র লোক সাগ্রহে প্রতি সপ্তাহ পড়িতেছে সেই 'জনযুদ্ধ' কাগজ একখানি পুড়াইয়া ভাবিল জাপানী প্রভুকে তো বেশ সন্তুষ্ট করা গেল। কিন্তু তাহারা বুঝে না জনসাধারণের, ছাত্রসাধারণের অন্তরের জ্বলন্ত দেশ-প্রেমকে এই ভাবে কিছুমাত্র দমান যায় না, পুড়ান যায় না।

জনসাধারণের বাস্তব অভিজ্ঞতা ধ্বংসকার্য্য হইতে তাহাদের দূরে রাখিয়াছে। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার অফুরন্ত রাজনৈতিক জ্ঞান পঞ্চমবাহিনীর এবারে ষড়যন্ত্র চূর্ণ করিল। দেশপ্রেম জয়ী হইল।

★ দেশপ্রেম জয়ী হইল ★

(৫এর পাতার শেষাংশ)

কিন্তু সব চেয়ে বড় সমস্যা এই বিল ২টী হইতে, জল-নিকাশ করিয়া চাষের যোগ্য করা। প্রায় প্রায় দেড় মাইল লম্বা নালা কাটিতে হইবে। কৃষকগণ কি ভাবে ইহা করিবে? তপোধন কৃষক সমিতি আগাইয়া আসিয়া ইহার দায়ীত্ব লইল। ইউনিয়ন সমিতি হইতে ৩৮ জন কর্ম্মীর ৮টী স্কোয়াড গ্রামে গ্রামে এবং প্রত্যেক কৃষকের নিকট প্রচার করিতে লাগিল—অধিক শস্য উৎপাদনে কৃষকের দায়ীত্ব ও তপোধনের বিল ২টী উদ্ধার করা সম্পর্কে তপোধন কৃষকের দায়ীত্ব।

গত ৬ই আগষ্ট মণীন্দ্রবাবু তপোধন ইউনিয়নে গেলেন। তাহার সঙ্গে গেলেন জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী এবং জেলা কৃষক সমিতির সভাপতিমণ্ডলির সভ্য মোঃ আবু হোসেন সরকার। সেখানে ইউনিয়নের সকল গ্রাম হইতে ৬০ জন প্রতিনিধি জানাইয়া দিলেন, তাহাদের সংকল্পের কথা। তাহারা হাজার হাতে কোদাল ধরিয়া বিলের জমি বাহির করিবেই। এই প্রতিনিধি দলের ভিতর ছিল তপোধনের লীগ নেতা, কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীরা।

মণীন্দ্রবাবুর বিশ্বাস জন্মিল। তিনি জানাইয়া দিলেন—দরিদ্র ও ক্ষমিহীন কৃষকদের তিনি বিনা নজরে ও ২ বছর বিনা খাজনায় শীল মোহন ও বোতলা বিলের জমি পত্তন করিবে। এবং এখনই তপোধন ইউনিয়নকে তাহার যত ডাঙ্গা জমি আছে তাহাও বিনা নজরে পত্তন করিবেন।

হুগলী—সদর ও শ্রীরামপুর মহকুমার আমনান, সুগন্ধ্যা, আনন্দ নগর হরিপট প্রভৃতি ৫৬খানি ইউনিয়ন প্রায় প্রতিবৎসরই খরষতী, কুণ্ডী ও যিয়ানদীর জল বাড়িয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় ও ফসল নষ্ট করে।

এবারেও "খাদ্য ফসল ফলাও" সপ্তাহের গোড়াতেই বাঁধ ভাঙ্গিয়া ঐ সমস্ত ইউনিয়নের অধিকাংশ মাঠ যাট জলে ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হয়। কমিউনিষ্ট কৃষক কর্ম্মীরা সমগ্র গ্রামবাসীকে নিজেদের চেষ্টায় বাঁধ বাঁধিবার জন্য একত্রিত করেন এবং জমিদার ও স্থানীয় গোমস্তাকে বস্তার জন্য চাপ দেয়। বস্তা আদায় করিয়া নিজেরাই ফসল রক্ষার জন্য বাঁধ বাঁধিতে লাগিয়া গিয়াছে। নীচু মাঠগুলিতে এত জল হইয়াছে যে তাহাতে ধান ডুবিয়া গিয়া বহু ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে প্রতি বাড়ীতে খাদ্যাভাবে ও ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগ দেখা গিয়াছে। তাই তাঁহারা জেলা ও মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট খয়রাতি দান ও ঔষধপথ্যের দাবী জানায়। কর্ত্তৃপক্ষ দাবী পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

যুদ্ধের গতি

লালফৌজের জয়যাত্রা চলিতেছে

রুশদেশে জার্ম্মাণদের সব চেয়ে বড় ঘাঁটি হইল স্মোলেন্‌স্‌ক্। ইহার দক্ষিণপূর্ব্বে স্মোলেন্‌স্‌ক্ ও ব্রিয়ান্‌স্কের মাঝামাঝি স্পাস্ ডেমেন্‌স্‌ক্ অঞ্চলে লালফৌজ জার্ম্মাণদের আত্মরক্ষাব্যূহ ভেদ করিয়াছে। এখান হইতে যুক্রেনে শত্রুর সব চেয়ে বড় ঘাঁটি খারকভের দূরত্ব প্রায় ৪০০ মাইল। এই ৪০০ মাইলব্যাপী জায়গায় জোর কদমে যুদ্ধ চলিতেছে। শত্রুর প্রতিরোধ চূর্ণ করিয়া লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে।

লালফৌজ শুধু যে খারকভ, ব্রিয়ান্‌স্ক্, স্মোলেন্‌স্কের মত বিরাট শত্রুকেন্দ্রগুলি জয় করিতে চায়, তাহা নয়। লালফৌজের উদ্দেশ্য হইল শত্রু যে রাস্তা ও রেলপথ দিয়া সৈন্য ও সরবরাহ পশ্চিম হইতে আনায়, সেগুলি দখল করিয়া শত্রুকে ঘেরাও করা। খারকভ হইতে যে আটটী রেল লাইন গিয়াছে তাহার মধ্যে এখন মাত্র একটী হিটলারীদের হাতে রহিয়াছে। তাহারা এই রাস্তা দিয়া সৈন্যসম্ভার সরাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, লালফৌজ যাহাতে তাহাদের ঘেরাও করিয়া নিশ্চিন্ত না করিতে পারে সেজন্য যথাসাধ্য আত্মরক্ষামূলক লড়াই করিতেছে।

খারকভের উত্তরে মাত্র এক মাইল তফাতে একটী গ্রাম এখন সোভিয়েটের হাতে। খারকভের শহরতলীর রাস্তায় রাস্তায় লড়াই চলিতেছে। খারকভের পতন যে আসন্ন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এর চেয়ে বড় খবর এই যে লালফৌজ খারকভের পশ্চিমে অনেকটা আগাইয়া পন্টাভার সঙ্গে খারকভের রেল যোগাযোগ ভাঙ্গিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে। দক্ষিণপূর্ব্ব হইতে চুগুইয়েভ দখল করিয়া যে রেলপথ দক্ষিণে ক্রাইমিয়ার দিকে গিয়াছে, সেটাও কাড়িবার জন্য লালফৌজ আগুয়ান হইতেছে। এটা হাতাইলে ক্রাইমিয়াতে ও কুবানের সমুদ্রকূলে হিটলারীরা একেবারে যেন ইঁদুরের কলে আটক পড়িবে। জার্ম্মাণরা খারকভ অঞ্চলে মরিয়া হইয়া লড়িতেছে বটে, কিন্তু নীপার নদীর দিকে পলায়ন ছাড়া তাহাদের যে আর উপায় থাকিবে না, একথাই ক্রমে পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে। হিটলারীরা যে বিষম ফাঁদেরে পড়িয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

স্মোলেন্‌স্কে শত্রুর বিপদ বাড়িতেছে

মধ্যরণাঙ্গনে স্মোলেন্‌স্‌ক্‌কে প্রধান লক্ষ্য রাখিয়া লালফৌজের বিরাট অভিযান চলিতেছে। ব্রিয়ান্‌স্ক্ ও ভিয়াজমার মাঝামাঝি কাইরভ অঞ্চলে আক্রমণ করিয়া লালফৌজ পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতেছে। ব্রিয়ান্‌স্ক্‌কে বাঁচাইবার জন্য ২৫ মাইল পূর্ব্বে কারাচেভ দুর্গ এখন বিশেষ বিপন্ন; লালফৌজ শীঘ্রই ইহা দখল করিবে মনে হয়। উত্তর পশ্চিমে স্পাস্ ডেমেন্‌স্কে সোভিয়েট সেনা অগ্রসর হইয়াছে। খারকভের মত ব্রিয়ান্‌স্ক্‌ও ঘেরাও হইলে শত্রু যদি পলাইবার সময় না পায় তো একেবারে বিনষ্ট হইবে। কারাচেভের দক্ষিণে অনেকটা জলাভূমি থাকার দরুণ শত্রু একটু সুবিধা পাইলেও বেশীদিন লালফৌজকে ঠেকাইতে পারিবে না।

উত্তরে লাডোগা হ্রদের দক্ষিণে ও ২০০০ মাইল দক্ষিণে কৃষ্ণসাগরীয় বন্দর নভোরসিস্কের উত্তরে লালফৌজ জোর আক্রমণ করিতেছে বলিয়া সংবাদ জার্ম্মাণরাই দিতেছে। কিন্তু প্রধান লড়াই এখন যুক্রেনে ও স্মোলেন্‌স্‌ক্ অভিমুখেই চলিতেছে। খারকভ লালফৌজের দখলে আসিলে কীভও আবার মুক্তিলাভ করার সম্ভাবনা বাড়িবে। স্মোলেন্‌স্কের উত্তর পশ্চিমে জেলিকিলুকি গত শীতকালেই লালফৌজ কাড়িয়া লইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতে আক্রমণ বৃদ্ধি পাইলে উত্তর ও পশ্চিম হইতেও লালফৌজ ঝাঁপাইয়া পড়িয়া হিটলারীদের সমূহ বিপদ ঘটাইবে। আত্মরক্ষার জন্য এমন নিদারুণ লড়িতে যাইয়া জার্ম্মাণদের মনোবল কতদিন টিকিবে, এ বিষয়ে জার্ম্মাণ সেনাপতি ডিট্‌মার তো খোলাখুলিভাবে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছে।

হিটলারের মুখে রা নাই

বহদিন আর হিটলারের মুখে রা নাই। গত দুই বৎসরে কতবারই যে হিটলার তাহার প্রচার-বিশারদের দল লালফৌজকে রসাতলে পাঠাইয়াছে, কতবার যে বলিয়াছে যে লড়িবার শক্তি আর লালফৌজের একদম নাই, তাহার ফিরিস্তি বানাইলে একটা মজার ব্যাপারই হয়। গত জুলাই মাসে ২০০ মাইল ধরিয়া প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করার সময় হিটলার বলে যে এই অভিযান যুদ্ধের শেষ অধ্যায় হইবে, জয়ের আর বিলম্ব নাই। অবশ্য হিটলার সোভিয়েট আক্রমণ করার সময় হইতেই থাকিয়া থাকিয়া এই ধরণের কথা বহু আড়ম্বর করিয়া বলিয়াছে। কিন্তু লালফৌজ বারবার তাহার সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী ভণ্ডুল করিয়া দিয়াছে। অনেক জার্ম্মাণসৈন্য যে আর হিটলারী আশ্বাসে বিশ্বাস না রাখিতে পারিয়া আত্মসমর্পণ করিতেছে, এ খবর মাঝে মাঝে মস্কো রেডিও হইতে পাওয়া যায়। হিটলারীদের চূড়ান্ত বিপর্য্যয়ের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে।

কোথায় হিটলার সবচেয়ে বেশী ফৌজ মজুত রাখিয়াছে?

	জার্ম্মান ডিঃ	ইতালী ডিঃ	অধিকৃত রাজ্যের ফৌজ	মোট
পূর্ব্ব ফ্রন্টে (রুশিয়ায়) ও ফিনল্যাণ্ডে	১৯৭	—	৪২	২৩৯
নরওয়ে	১০	—	—	১০
ফ্রান্স এবং ইংলিশ চ্যানেলের পারে	৩১	৬	—	৩৭
ইতালী	—	৪০	—	৪০
বালকান রাজ্যে	৬	৩৪	১৪	৫৪
রিজার্ভ	৩১	—	১৫	৪৬
	২৭৫	৮০	৭১	৪২৬

রুশ ফ্রন্টে হিটলারের ফৌজ ১৯৭ ডিভিশন, আর অন্য সমস্ত ফ্রন্ট ও রিজার্ভ মিলিয়া হিটলারী ফৌজ ৭৮ ডিভিশন। এখনি পশ্চিমে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিলে হিটলারকে চরম আঘাত দেওয়া নিশ্চয়ই যাইবে।

সুইডেন হইতে সপ্তাহি খবর আসে যে কয়েকটী সরকারী অফিস বার্লিন হইতে সরানো হইতেছে। অন্যান্য সূত্র হইতেও রাজধানী বার্লিন ছাড়িয়া যাওয়া সম্বন্ধে খবর আসিতেছে। ব্রিটিশ বিমানবাহিনী প্রায় ৭০ বার বার্লিনেম উপর বোমা ফেলিয়াছে। জার্ম্মাণী ও জার্ম্মাণ-অধিকৃত ইয়োরোপের শিল্পঅঞ্চল ও বন্দরগুলির উপর বেশ জোর কদমেই বোমা ফেলা হইতেছে। বিমান আক্রমণ যে আরও নিদারুণভাবে ফ্যাশিষ্ট দেশ-গুলির উপর চালানো হইবে, আমেরিকা হইতে সেই আভাস আসিতেছে।

বাদোলিয়োকে শিক্ষা দাও

সিসিলির পর্ব্ব এখন এক রকম চুকিয়াছে বলা যায়। এট্‌না পর্ব্বত অঞ্চল এখন সবটাই মিত্রশক্তির হাতে। শত্রু যাহাতে সহীর্ণ মেসিনা প্রণালী পার হইয়া ইতালীতে পলাইতে না পারে, সেজন্য আমেরিকান ও ব্রিটিশবাহিনী পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। আমেরিকান সেনার রান্যাৎসো দখল গত কয়েকদিনের মধ্যে একটা বড় খবর।

রোম, মিলান, তিউরিণ প্রভৃতি ইতালিয়ান শহরের উপর আবার জোর বিমান আক্রমণ করা হইয়াছিল। সেদিন রোমের উপর আমেরিকানরা ১৪০০০ মণ ওজনের বোমা ফেলিয়াছিল। সম্প্রতি খবর আসিয়াছে যে ইতালিয়ান সরকার রোম শহরকে অসামরিক অঞ্চল ঘোষণা করিবে। অবশ্য রোমকে অসামরিক অঞ্চল মানিয়া লইবার পূর্ব্বে রোম হইতে সৈন্য সরাইতে হইবে, যুদ্ধের রসদ তৈয়ার করিবার কারখানা উঠাইয়া দিতে হইবে, সৈন্য চলাচলের জন্য রোমের রেল ষ্টেশন ইত্যাদি ব্যবহার করা বন্ধ করিতে হইবে, এবং এ সমস্ত বিষয়ে মিত্রপক্ষকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু আজ প্রধান প্রশ্ন হইল, ইতালী সম্বন্ধে মিত্রশক্তি কি করিবে? বাদোলিও গবর্ণমেন্ট এখনও জার্ম্মাণীর পো ধরিয়া রহিয়াছে, ইতালী এখনও যুদ্ধে অংশীদার, বিনাসর্ত্তে মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ এখনও ইতালী করে নাই, বাদোলিয়ো গবর্ণমেন্ট এখনও মিলানের মত প্রধান সহরে জনগণের যুদ্ধবিরোধ আন্দোলনকে দমন করিবার চেষ্টায় আছে, জার্ম্মাণ সৈন্য নাকি উত্তর হইতে ইতালীতে এখনও ঢুকিতেছে, ইতালীর বাহিরে যে সমস্ত ইতালিয়ান সৈন্য রহিয়াছে, তাহারা জার্ম্মাণদের হাতে এক রকম বন্দী, ইতালিয়ান সরকার এখনও তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনে নাই। এ অবস্থায় সিসিলির পালা চুকাইয়া ইতালীতে লড়াই মিত্রশক্তিকে জোরে চালাইতেই হইবে। সম্প্রতি একটী সাবমেরিণে মুসোলিনির ডুবিয়া মরার সংবাদ আসিয়াছে। কিন্তু মুসোলিনি ডুবিয়া মরিল কি বাঁচিল, তাহা লইয়া জল্পনাকল্পনা একেবারেই জরুরী নয়। মুসোলিনি পড়িয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাশিজমের পচন ধরিয়াছে। চরম আঘাত দিয়া হিটলার-মুসোলিনী-ভোজোর দল-বলকে সমূলে উৎখাত করিবার সময় আসিয়াছে।

নূতন আক্রমণের উদ্যোগ চলিতেছে

মিঃ চার্চ্চিল ক্যানাডা গিয়াছেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছে, যুদ্ধের পরিচালনা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে ও হইবে। ওয়াশিংটন হইতে খবর আসিয়াছে যে এর পর চার্চ্চিল মস্কো যাইয়া কমরেড ষ্টালিনের সঙ্গে বোধ হয় দেখা করিবেন! চার্চ্চিল রুজভেল্টের কথাবার্ত্তার সময় ষ্টালিন বা অন্য কোন সোভিয়েট নেতা উপস্থিত থাকিতেছেন না বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে অভিযোগ উঠিতেছে। ব্রিটিশ ও আমেরিকান দূত ষ্টালিনের সঙ্গে দেখা করিয়াছেন, সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ সর্ব্বদা রাখা হইতেছে, লালফৌজের অভিযান পরিচালনায় ব্যস্ত বলিয়া ষ্টালিনের পক্ষে দেশ ছাড়িয়া যাওয়া সম্ভব ছিল না—এ সব কথা অবশ্য শুনা গেল। কিন্তু যুদ্ধের কর্ত্তৃত্বে আজ সোভিয়েট যে বিরাট অংশ লইয়া আছে, জনগণ আজ সোভিয়েটের নামে যে উৎসাহ পায়, তাহা "টাইমসের" মত বীরস্বির ইংরেজ কাগজও স্বীকার করে। তাই "টাইমস", "নিউজ ক্রনিকল", "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান", "ডেলি হেরাল্ড" প্রভৃতি কাগজ জোর করিয়া বলিয়াছে যে এখন কিছুতেই সোভিয়েটকে বাদ দিয়া যুদ্ধ পরিচালনা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা চলিবে না।

জনমতকে যে কিছুতেই তাচ্ছিল্য করা যাইবে না তাহার প্রমাণ রোজই মিলিতেছে। ইংরেজ ও আমেরিকান সরকার যে সোভিয়েট ও চীনের সহিত খুবই ঘনিষ্ট যোগাযোগ রাখিতেছে, এ বিবৃতি লওন হইতে আসিয়াছে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব আমেরিকা গিয়াছেন এবং সেখান থেকে মস্কো যাইবেন, এ খবরও আসিয়াছে।

হিটলারীরা যে বিপদে পড়িয়াছে, তাহাতে অবস্থার চাপেই তাহারা ভাঙ্গিয়া পড়িবে আশা করিয়া থাকা বাতুলতা। তাহাদিকে প্রচণ্ড আঘাত এখনই দিবার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। ফ্যাশিষ্ট পদানত ইয়োরোপে জনগণ ক্রমেই অধৈর্য্য হইয়া উঠিতেছে। অত্যাচারীর নিপাতের জন্য তাহারা ব্যগ্র। স্কোভাকদের মধ্যে গেরিলার এখন খুবই তৎপর। সর্ব্বত্রই হিটলারীরা শত্রু পরিবৃত হইয়া রহিয়াছে, শুধু অস্ত্রের জোরে ট

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

ভারতবাসীর প্রতি চীনের শুভেচ্ছা

ডাঃ বি, কে, বসু কিছুদিন আগে চীন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস হইতে চীনে যে মেডিক্যাল মিশন পাঠান হইয়াছিল, তাহাতে পাঁচজন ডাক্তার ছিলেন, তন্মধ্যে ডাঃ বসু অন্যতম। কয়েক মাসের জন্য অন্য সকলের সাথেই তিনি চুংকিং শাসিত এলাকায় ছিলেন। বাকী সময় তিনি কমিউনিষ্ট উত্তর চীনে কাজ করিয়াছেন। এখানে ফিরিয়া আসার আগে চীনের কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড মাও সে তুং এবং চু-তের সাথে তাঁহার দেখা হয়। তাঁহারা চীনের জনসাধারণের পক্ষ হইতে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ও কংগ্রেসের নিকট আলাদা ভাবে যে দুইটি বাণী পাঠাইয়াছেন, তাহা নীচে দেওয়া গেল।

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট

ইয়ে-নান, চীন
৫ই এপ্রিল, ১৯৪৩

প্রিয় কমরেডগণ,

ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী জাতীয় প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে ও ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে আপনাদের অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টাকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দন জানাইতেছি। সুতরাং আজ যখন এই চরম মুহূর্ত্তে ফ্যাসিষ্ট বিরোধী সংগ্রাম জয়ের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে, তখন আমরা

মাও-সে-তুং

আপনাদের এই প্রচেষ্টার সাথে নিবিড় সংযোগ অনুভব করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস আছে যে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ও জনগণের উদ্যোগ ও চেষ্টায় আপনাদের সংকটের অবসান হইবেই। এবং সাথে সাথে ফ্যাসিষ্ট দস্যুদের ধ্বংস ও ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন আপনাদের এই উভয় লক্ষ্য সাফল্য-মণ্ডিত হইবে।

ভ্রাতৃত্বমূলক অভিনন্দন গ্রহন করুন

মাও-সে-তুং

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ হইতে

★

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মাননীয় সদস্যদের নিকট

ইয়ে-নান, চীন
৫ই এপ্রিল ১৯৪৩

আক্রমণকারী জাপানী দস্যুদের বিরুদ্ধে চীনে যখন জাতীয় প্রতিরোধ আরম্ভ হয় তখন আমাদের দেশের উপর আপনাদের গভীর বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ এবং আমাদের এই স্বাধীনতার সংগ্রামের অংশ গ্রহণ করিতে আপনাদের মহান প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের তরফ হইতে আপনারা একটি 'মেডিক্যাল ইউনিট' আমাদের দেশে পাঠান। আপনাদের প্রেরিত 'ইউনিটের' পাঁচজন সদস্যই অষ্টম রুট আর্মির সাথে কাজ করিয়াছেন। গত চার বৎসর ধরিয়া উত্তর চীনের সংগ্রাম ক্ষেত্রে তাঁহারা সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ করিয়া ও সমস্ত দুঃখদৈন্য উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা অব্যাহত-ভাবে কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের এই অক্লান্ত চেষ্টা এবং অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান কাজ

চু-তে

চীনের জনসাধারণকে ইহা পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিয়াছে যে চীনের সাথে একত্র হইয়া দাঁড়াইতে ভারতের জনগণের কি গভীর উৎসাহ।

'ইউনিটের' পাঁচ জন সদস্যের ভিতর তিন জন ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষে ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহা গভীর দুঃখের বিষয় যে ইউনিটের অন্যতম সদস্য ডাঃ কোটনিস্ 'সানসী-চারহার-হোপে বর্ডার রিজিয়নে' অসুখে মারা যান। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের জনগণ একজন সাহসী যোদ্ধা হারাইলেন এবং চীনের জনসাধারণ ও সেনাদল হারাইল একজন দরদী বন্ধুকে। আমাদের উভয় দেশের পক্ষেই ইহা অতি দারুণ ক্ষতি। তাই আজ যখন ডাঃ বি, কে, বসু ভারতে ফিরিয়া যাইতেছেন তখন তাঁহারই মারফত আমরা ভারতের জনগণ ও জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে যখন পৃথিবীব্যাপী ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী সংগ্রাম খুব দ্রুত জয়ের দিকে আগাইয়া যাইতেছে, তখন আমাদের একান্ত আশা যে চীন ও ভারত, এই দুই মহান দেশ আরও গভীরভাবে একতাবদ্ধ হইয়া ফ্যাসিজমকে ধ্বংস করিতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে হাতে হাত মিলাইবে, এবং তাহাদের এই যুক্ত চেষ্টায়, ফ্যাসিজমের কবলে যে সব দেশ আজও নিপুঁষ্ট হইতেছে তাহারা স্বাধীন হইবে এবং সাথে সাথে আমাদের এই দুই বিরাট জাতি, চীন ও ভারত স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারিবে।

আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন,

মাও-সে-তুং
চু-তে

উৎপাদন বাড়াইতে সোভিয়েট উজবেকিস্থানের নারী

এই ভয়াবহ সংগ্রামের দিনে উজবেক সোভিয়েট গণতন্ত্রের জনসাধারণ সাহস, উৎসাহ এবং কর্ম্ম-কুশলতার অপূর্ব্ব পরিচয় দিতেছে। উজবেকিস্থানের নারীরাও স্বদেশের জন্য তাহাদের মহৎ কর্ত্তব্য পালন করিতেছে।

তাসকেন্ট নগরীর কলকারখানায় নিপুন মেয়ে কারীগর ও 'ষ্টাখানোভাইট'-এর দল যে ভাবে কাজ করিয়া যাইতেছেন, তাহাতে ঐ সব কলকারখানার উৎপাদনের হার অনেক গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। পুরুষরাই আগে সম্পূর্ণভাবে খনির কাজ করিত, কিন্তু উজবেক নারীরা আজ পুরুষদের সে কাজেরও অংশ গ্রহন করিতেছেন।

তাসকেন্টের 'ষ্টালিন' কয়লা খনিতে ৫০ জন উজবেক নারী কাজ করিবার জন্য নিজেরাই আগাইয়া যান। তাহাদের প্রত্যেকেই মনে করেন, তাহাদের এই পরিশ্রম সার্থক হইবে যদি আক্রমণ-কারী জার্ম্মাণ দস্যুরা তাহাদের কাজের ফলে ধ্বংস হয়।

কৃষির কাজেও উজবেক মেয়েরা অদম্য উৎসাহের সহিত কাজ করিয়া যাইতেছেন। খালিম উরুস্বায়েভা একজন সোভিয়েট কর্ম্মচারীর স্ত্রী। মাখাবাট জিলার একটি যৌথ খামারে খালিম কাজ করেন। তিনি তাঁহার কাজের কোটার শতকরা ৩৫০ ভাগ পূর্ণ করিয়াছেন। ঝালান কুডুক জেলার নামুন যৌথ খামারে নাত জন মেয়ে কাজ করেন। তাঁহারা এই কাজে এই প্রথম। ইহাদের সকলের স্বামীই লাল ফৌজ, ফ্রন্টে জার্ম্মাণদের ঘায়েল করিতেছেন। যৌথ খামারে ইঁহারা আনকোরা নূতন হইলেও ইহাদের নির্দ্দিষ্ট কাজের দ্বিগুণ কাজ ইতিমধ্যেই ইহারা করিয়া ফেলিয়াছেন। আন্তিজান জেলায় খারাভাক গ্রামসোভিয়েটে 'ষ্টালিন' যৌথ খামার পরিচালনা করে। এখানে অনেক মেয়ে কর্ম্মী তাহাদের কাজের কোটার ২।৩ গুণ বেশী কাজ করিয়াছেন। খামিইয়াটসুয়ার আওলোভা এখানে কাজ করেন। চার জনের কাজ তিনি একাই করিতেছেন। তিনি বলেন 'আমার স্বামী ও দুই ছেলে ফ্রন্টে লড়াই করিতেছে। তাহাদের কাজ আমাকেই করিতে হইবে।' কেটমেনেন প্রতিদিনে '৫৮' হেক্টো একর জমি চাষ করেন, যদিও দৈনিক কাজের কোটা মাত্র ·১৫ হেক্টো একর। মালয়েঙ্গনার দুই ছেলে ফ্রন্টে লড়াই করিতেছেন। সুতরাং তিনি তাহার নিজের ও দুই ছেলের, মোট তিনজনের কোটা নিজেই করিয়া যাইতেছেন।

তাসসাজার গ্রামসোভিয়েটের মেয়ে কর্ম্মীরা জামার খোন আজিজভের নেতৃত্বে 'ট্রাক্টর' চালাইবার জন্য মেয়েদের একটি 'বিগ্রেড' গঠন করিয়াছেন। এই সব মেয়ে কর্ম্মীদের স্বামীরা সবাই দেশরক্ষার জন্য লড়াই করিতেছেন। বসন্তকাল আরম্ভ হওয়ার পর থেকে তাঁহারা ১২০ হেক্টা একর জমি চাষ করিয়াছেন। তাহার ভিতর ১০০ হেক্টা একরে তুলার বীজ বোনা হইয়াছে। পাইআরক্ জেলার মেয়েদের অনেকগুলি দল ইতিমধ্যেই তুলার চাষ শেষ করিয়া ফেলিয়াছে।

উরগুট গ্রামসোভিয়েট টিরটাট যৌথ খামার পরিচালনা করেন। উজবেক নারী নিয়াজভের নেতৃত্বে একটি দল নির্দ্দিষ্ট সময়ের ১০ দিন আগেই তুলার চাষ শেষ করিয়া দেন। সৈদাত গ্রাম্য সোভিয়েটের উর্দ্দা যৌথ খামারের মহিলা কর্ম্মী সুবেভেস্তার দল, ইগাগীইয়ুল খামারের সুন্ডারভ ও আলেয়েভের দলগুলি এবং আরও অনেক দলই নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগেই তাহাদের কাজের কোটা শেষ করিয়া দিয়াছেন।

ফারখাদ 'হাইড্রো ইলেকট্রিক' ষ্টেশন তৈরী করিতে হাজার হাজার উজবেক নারী খাটিতেছেন। তাহারা পরিখা খনন করিতেছে, অসংখ্য বোঝা মাটি নিজেরাই ভূগর্ভ হইতে উপরে টানিয়া আনিতেছেন।

উগীন জেলার নামানগান অঞ্চলে মিরাতুস্তালভ একজন মহিলা ইঞ্জিনিয়ার। তাঁহার জীবনের ঘটনা খুবই আশ্চর্য্যজনক, ছোটবেলা থেকেই তিনি তাহার পিতামাতাকে হারাইয়াছেন। সমরখান্দের একটি 'শিশু আবাসে' তিনি লালিত পালিত। তিনি স্কুল জীবনে খুবই মেধাবী ছিলেন। পরে তিনি তাসকেণ্ট গভর্ণমেণ্ট হাউসে সংবাদ প্রেরকের কাজ নেন। কাজে তিনি খুবই চতুর ও দক্ষ ছিলেন। শীঘ্রই তিনি ঐ কাজে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নবাই যখন এটা জানিতে পারিল মেরী তুস্তানভের পড়াশুনার খুবই আগ্রহ, তখন ট্রেড ইউনিয়নের তরফ হইতে তাহার শিক্ষার ভার নেওয়া হইল। তিনি চাষ আবাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াশুনা আরম্ভ করিলেন। পড়াশুনা করিয়া তিনি একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার হন। এই অঞ্চলে কিরভ খাল কাটার কাজ যখন আরম্ভ হয়, মিরা এই কাজের ভার পান। তাহার স্বামীও একজন ইঞ্জিনিয়ার। তাহারা উভয়ে পাশাপাশি ২টী সেকশনে খাল কাটার কাজে লাগিয়া যান। বর্ত্তমানে মিরার স্বামী লাল-ফৌজের একজন লেফটানাণ্ট।

স্বামীর কাছে প্রত্যেক চিঠিতে তিনি ফারখাদ 'হাইড্রো ইলেকট্রিক' ষ্টেশনের ক্রমোন্নতির কথা জানান। তিনি তাহার স্বামীকে লিখিয়াছেন "আমি এখানেই কাজ করিব। সীর দরিয়া নদীর সাহায্যে যে পর্য্যন্ত না এই ষ্টেশন উজবেকি স্থানের শত শত কলকারখানায় বৈদ্যুতিক শক্তি যোগাইতে পারিবে ততদিন পর্য্যন্ত আমার বিশ্রাম নাই। আজ কলকারখানায় উৎপাদন বাড়াইয়া জার্ম্মান দস্যুদের ধ্বংস করার সাহায্য করাই আমার সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য।" (টাস্)

বাহির হইয়াছে

কনক মুখার্জ্জি :
দেশরক্ষার ডাক—দাম দশ পয়সা
গানের বই। কমরেড কনক তাঁর কাজের মধ্যেই এই গানের বইটী লিখিয়াছেন। ইহাতে আছে সহজ ভাষায়, সহজ সুরে এবং জনসাধারণের ভঙ্গীতে দেশরক্ষার কয়েকটি গান।
কৃষক, মজুর, কিশোর, মেয়ে—সকলেরই পক্ষে দেশপ্রেমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই গানগুলি প্রচারের একটী দামী উপকরণ। এই গানগুলির ব্যাপক প্রচার দেশপ্রেমকে সকলের মাঝে প্রসারিত করিয়া দিবে।

অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের :
বাংলার কিশোর আন্দোলন—
দাম ছয় পয়সা

রণেন সেনের :
শ্রমিকদের সওয়াল জবাব—
দাম এক আনা

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
১২নং বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মুসলীম লীগের পিছনে জনমত কি নাই ?

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সম্প্রতি কয়েকটি উপ-নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। এই নির্ব্বাচনে মুসলমান কেন্দ্রগুলিতে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা চলিয়া ছিল। সাধারণ নির্ব্বাচনকেন্দ্র হইতে ২ জন কংগ্রেস প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় নির্ব্বাচিত হন। মুসলমান কেন্দ্রের ফলাফল নীচে দেওয়া গেল—

১। খলিল মোছলেম নির্ব্বাচন কেন্দ্র
আরবাব সের আলি খান (লীগ)—২১৫০
ইব্রাহিম খান (কংগ্রেস)—৮৮৩

২। লীমান্ত শহর মোছলেম নির্ব্বাচন কেন্দ্র
নওয়াবজাদা নছরুল্লাহ খান (লীগ)—৪২০৫
মোহাম্মদ জমান খান (কংগ্রেস)—১৪৯৪

৩। পেশোয়ার সিটি মোছলেম নির্ব্বাচন কেন্দ্র
গুলাম হুসেন (লীগ)—৪৭০৭
ইব্রাজান (কংগ্রেস)—২৫০১

৪। সাদ্দাম মোছলেম নির্ব্বাচন কেন্দ্র
লীগপ্রার্থী আয়ুব খান কংগ্রেসপ্রার্থী সাহেবজাদা ঘুরসিদ আহমদকে ৫৮৭ ভোটে হারাইয়া দিয়াছেন।

মুসলীম লীগ যে মুসলীম জনগণের সমর্থনের উপরই দাঁড়াইয়া আছে, এই নির্ব্বাচন তাহারই পরিচয়। কংগ্রেস ও লীগের মিলনের দ্বারাই হিন্দু-মুসলমান সমগ্র জনসাধারণের একতা হইতে পারে ইহা তাহারই স্পষ্ট ইঙ্গিত।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

কমিউনিষ্ট পার্টির
বাংলা কমিটির মুখপত্র

জনযুদ্ধ

প্রতি সংখ্যা ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪॥, ৬ মাস ২॥, ৩ মাস ১।০

★

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জ্জি এম,এল,এ
২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২য় বর্ষ ৩ | বুধবার, ২৫শে আগষ্ট ১৯৪৩, ৮ই ভাদ্র ১৩৫০ | ১৮শ সংখ্যা

—কয়লার অভাবে—

কল-কারখানা বন্ধ হইতে চলিল

মালিক-মজুর-জনসাধারণ সকলে মিলিয়া কয়লা আমদানীর জন্য লাগো

★

বাংলার কল কারখানার মালিকদের মুখপত্র 'ক্যাপিট্যাল কাগজ লিখিয়াছে :—

কয়লার অভাবে চটকলগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বাষ্পে চালিত প্রায় সমস্ত চটকলই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখনও যে গুলি চলিতেছে, সে গুলিও আর বেশীদিন চলিতে পারিবে না। ইলেকট্রিকে যে সমস্ত কল চলে, সেগুলির কাজ এখনও হইতেছে বটে; কিন্তু তারও অনেকগুলি শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যাইবে—কেননা তার মধ্যেও বাষ্পচালিত যন্ত্রের কাজ হয়। * * * যতদূর জানা যাইতেছে তাতে মনে হয় এই রকম অবস্থা কয়েক মাস ধরিয়া চলিবে। চটকল মালিকদের মধ্যে পরামর্শ হইতেছে যে কোনোরকমে এই অবস্থা কাটানো যায় কিনা। কিন্তু সুফলের কোনো সম্ভাবনা নাই। * * * চটকল গুলি এতদিন ধরিয়া বেকার মজুরদের ভাতা ও রসদ জোগাইতে পারে না। সুতরাং অবস্থা কি সাংঘাতিক দাঁড়াইবে তা ভাবিলে গা শিহরিয়া উঠে।

'ক্যাপিট্যাল' এই কথা লেখার আগে হইতেই চটকল এলাকার লোকেরা অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করিতেছে। শুধু চটকলেই নয়, অন্যান্য অনেক ছোট বড় কারখানারও এই অবস্থা। বেভুল সাহেবের কাছে অনেক কল-কারখানার মালিক দরবার করিয়াছিল। কিন্তু ফলাফল যে এখনও কিছু হয় নাই, তা 'ক্যাপিটালের' মন্তব্য হইতেই বুঝা যায়। বেভুল সাহেবও প্রকাশ্যে বিশেষ কিছু বলেন নাই। সংবাদপত্রে তিনি যতটুকু বলিয়াছেন তাতে শুধু এইটুকু কথা আছে যে তিনি কলকারখানায় কয়লা সরবরাহের প্রয়োজনীয়তাকে অন্যান্য প্রয়োজনের আগে বিবেচনা করিবেন।

কারখানার মালিকরা আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া বা খানিকটা দরদ দেখাইয়া নিবৃত্ত হইলেন। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিও বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়া গেলেন। কিন্তু আসল সংকট এখনই যাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে, তাদের এই সব কৈফিয়ৎ-এ কিছু সুবিধা হইবে না।

চটকলের তিন লাখ মজুর বেকার হইতে চলিয়াছে। তাদের ভাতা ও রেশনও যে বন্ধ হইবে তার আভাস 'ক্যাপিটালে' দিয়াছে। অন্যান্য অনেক কারখানাতেও হয়ত এইরকমই হাজার হাজার মজুর বেকার হইবে। অনাহার তাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

কিন্তু সমস্যা শুধু মজুরেরই নয়। চটকল বন্ধ হওয়ার মানে চট উৎপাদন বন্ধ হওয়া—দেশরক্ষার ব্যবস্থার প্রচণ্ড ক্ষতি। অন্যান্য কল কারখানা বন্ধ হওয়ার মানেও দেশরক্ষার উপকরণ কমিয়া যাওয়া। জলকল বন্ধ হওয়া মানে সহরবাসীর জল সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাওয়া।

মজুররা বেকার হইলে সঙ্গে সঙ্গে তার জের আসিয়া পড়িবে ব্যবসায়ী, চালুরীজীবী, চাষী সকলেরই উপর। হাট-বাজারে অচল অবস্থা আসিবে। খাদ্য-সংকট আরো বাড়িবে

বর্ষা শেষ হইতে চলিল, বাংলার বুকে আবার জাপানী হামলা হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা অনেকে করিতেছে। এই সংকটের মুখে আজ কল কারখানা বন্ধ হওয়া বাংলার পক্ষে মারাত্মক।

অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া আজকে মিল-মালিক, মজুর, জনসাধারণ সকলকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে। বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীর সামনে বিরাট দায়িত্ব। রেলওয়ে ও অন্যান্য যানবাহনের সাহায্যে বাংলায় কয়লা আনিতেই হইবে, কলকারখানা চালু রাখিতেই হইবে—না হইলে ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে যে অরাজকতা ঘনাইয়া আসিবে তাতে দেশরক্ষা হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে এই বিষয়ে সচেতন করাইতে হইবে, যাতে সমস্ত প্রয়োজনের আগে বাংলার কয়লা সরবরাহের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট করে।

যতদিন না কয়লা আসিবার বন্দোবস্ত হইতেছে, ততদিন হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এখনকার অবস্থা সামলাইবার দায়িত্ব মিল-মালিক, জনসাধারণ ও সরকারকে লইতেই হইবে। ৩ লাখ চটকল মজুর এখনি যাতে বেকার হইয়া না পড়ে, তারজন্য যথাসম্ভব বন্দোবস্ত করিতে হইবে। চটকল মালিকরা প্রচুর মুনাফা করিয়াছে, আজ দেশরক্ষার খাতিরে তাদের মুনাফার অংশ এই মজুরদের বাঁচাইবার জন্য দেওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে সরকার, ও জনসাধারণ মজুরদের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসুন। মালিক, মজুর ও জনসাধারণ পরস্পরের সহিত একযোগে যদি কাজ করে তবে এখানকার সংকট ঠেকানো যাইবে, কয়লা পাইবার উপায়ও করা যাইবে।

৪৫ ওয়াগন কয়লা যায় কোথায় ?

মুনাফালোভীর উপর কড়া নজর রাখো মজুতকারকে রোখো

৪৫ ওয়াগন করিয়া কয়লা দৈনিক কলিকাতায় আসিতেছে—সেদিন বাংলা গভর্ণমেণ্টের সরবরাহ বিভাগ ইহা জানাইয়াছেন। কিন্তু তবু কলিকাতায় কয়লার জন্য হাহাকার ঘুচে নাই, বরং বাড়িয়াছে। কয়লার দোকানে লোকে গিয়া শোনে কয়লা নাই, যদিও বা থাকে, ৮ টাকা দরের কমে ২।৪ সেরও পাওয়া যায় না। লোকের বাড়ীতে রান্না বন্ধ হইবার জোগাড়।

৪৫ ওয়াগন কয়লা গেল কোথায়? হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যায় এই ৪৫ ওয়াগন কয়লাতে কলিকাতাবাসীর দৈনিক প্রয়োজন কোনরকমে মিটিয়া যায়। চাহিদার উপযুক্ত সরবরাহ হইলে বাজারে কয়লার অভাব হইবার কোনো কারণ নাই। মজুত-দারের ঘরে নিশ্চয় কয়লা জমিতেছে, তা না হইলে এরূপ অবস্থা হইতে পারে না।

সরবরাহ বিভাগ কয়লা বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া আদেশ জারী করিলেন। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ এখনও হইল না। সেই ফাঁকে মজুতদাররা বেশ কিছু গুছাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। তাতেই আজকে কয়লার জন্য সাধারণ লোকের হাহাকার।

গাড়ী গাড়ী কয়লা কলিকাতার রাস্তার উপর দিয়া এদিক ওদিক যাইতেছে, লোকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। হয়ত সেই কয়লা কোন ব্যবসায়ীর গুদামে ঢুকিল, আর সেখান হইতে বাহির হইল অতি সামান্য অংশ। খরিদ্দার দোকানদারকে খোসামোদ করিয়াও এক সের কয়লা বাহির করিতে পারিল না। কলিকাতার বাজারে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

অথচ কয়লা বিক্রয় কনট্রোল করা যে খুব শক্ত ব্যাপার তাও নয়। চালের কারবারীরা আগে হইতেই প্রচুর চাল কিনিয়া গুদাম-জাত করিয়া রাখিয়াছে ও অল্প অল্প করিয়া বিক্রয় করিতেছে। বাহিরের লোকের পক্ষে সেই মজুতের সন্ধান পাওয়া মুস্কিল। কিন্তু কয়লা তো আগে হইতেই পুঁজি করা নাই। দৈনিক আসিতেছে, দৈনিক কারবারী-দের ঘরে যাইতেছে। চালের কারবারীর মতো কয়লার কারবারীর পক্ষে কয়লা লুকাইয়া ফেলা তত সহজ নয়।

কিন্তু বিক্রয়-কনট্রোল বা রেশনিং হয় নাই বলিয়া তাও সম্ভব হইতেছে অতি সহজে। কারবারীরা তো কিছু কয়লা ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করেই। তা ছাড়া কিছু কিছু লোককে চড়া দামে বেশী বিক্রয় করিয়া মুনাফা করিবার চেষ্টাও তো করিবেই। ৪৫ ওয়াগন কয়লার মধ্যে হইতে কিছু অংশও যদি এইরকম ভাবে আটক থাকে বা অসমানভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়, তবে তার অবশ্যম্ভাবী ফল হইবে যে অধিকাংশ লোকের ভাগে কয়লা জুটিবে না। তাই এখানে হইতেছে।

কঠোর হস্তে এই সব লুকাচুরী বন্ধ না করিলে কয়লার অভাব ঘুচিবে না, ৪৫ ওয়াগনের চেয়ে আরো বেশী আসিলেও দর পড়িবে না। ওয়াগনের সমস্যা মিটিবার কি হইল, বেশী কয়লা কি করিয়া আসিবে—এ সব ব্যাপার পরের কথা। যে কয়লা কলিকাতায় আসিতেছে, তার ঠিক মত বিক্রয় চাই, ইহাই এখনকার কয়লা সমস্যা মিটাইবার একমাত্র উপায়।

সরকারের মাহিনাধারী অফিসার, পুলিশ প্রভৃতি হাজার হাজার লোক কলিকাতায় রহিয়াছে—তারা কি করিতেছে? কনট্রোল আদেশ জারী করিলেই যে কাজ আপনা হইতে হয় না, তার নমুনা সরকার ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছেন। আজও কনট্রোল দর থাকা সত্ত্বেও শতকরা ৯০ ভাগ লোক ৮ টাকা দরে কয়লা কিনিতেছে। কনট্রোলকে কাজে পরিণত করিবার জন্য এখন হইতেই বন্দোবস্ত করা হোক।

এ কাজে জনসাধারণের পুরা সহযোগিতা পাওয়া যাইবেই। ঘরের রান্না বন্ধ রাখিয়া কে আর বসিয়া থাকিতে চায়, সকলের সম্মিলিত চেষ্টা কয়লা কনট্রোলের পিছনে আসিবেই।

কিন্তু সরকারের টনক কবে নড়িবে, তার উপর ভরসা করিয়া থাকিলে চলিবে না। জনসাধারণকে এখনি আগাইয়া গিয়া কাজ করিতে হইবে। জনসাধারণের সজাগ দৃষ্টি থাকিলে কোনো ব্যবসায়ী কয়লা লুকাইতে বা অসমানভাবে বিক্রয় করিতে পারিবে না।

সেদিন বৈঠকখানা বাজারে কয়লা ব্যবসায়ী কয়লা লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু জনরক্ষা কমিটির ভলান্টিয়াররা সেখানে উপস্থিত ছিল বলিয়াই তা হইতে পারে নাই। তারা দাঁড়াইয়া থাকিয়া সকল খরিদ্দারকে ৫ সের ১০ সের কয়লা বিক্রয় করাইল।

আর একদিন জনরক্ষা কমিটির ভলান্টিয়াররা রাস্তায় একটী কয়লার গাড়ীর সন্ধান পাইল। সেই গাড়ী যাইতেছিল এক মজুতদারের বাড়ী। জনরক্ষা কমিটি কয়লা মজুত করিতে দিল না, পাড়ার সকলকে বাঁধা দরে সেই কয়লা বিক্রয় করিল।

পাড়ার সকল লোক জনরক্ষা কমিটির মধ্যে একত্র হও। প্রত্যেক পরিবারের বরাদ্দ ঠিক করিয়া দাও। সকলের সহযোগিতায় দোকান হইতে কিনিবার ব্যবস্থা করো। দোকানদারের উপর কড়া নজর রাখ যাতে সে কয়লা লুকাইতে না পারে। প্রত্যেক পাড়ায় কোন দোকানদারকে লাইসেন্স দেওয়া উচিত, তা ঠিক করো ও কর্ত্তৃপক্ষের কাছে সমবেতভাবে জানাও।

কয়লার বিক্রয়-কনট্রোল যাতে ফাঁকীতে পরিণত না হয়, তারজন্য কলিকাতাবাসী সচেষ্ট হও।

সম্পাদকীয়

খাদ্য-ব্যবস্থাকে সফল করিতেই হইবে

চালের দর নিয়ন্ত্রণ হইয়াছে। ২৬শে আগষ্ট হইতে ধান ও চালের উচ্চতম পাইকারী দর ১৫ টাকা ও ৩০ টাকা বাঁধিয়া দেওয়া হইল। ক্রমশঃ দর আরো কমাইয়া দেওয়া হইবে। ১-ই সেপ্টেম্বর হইতে ধানের দর হইবে ১২ টাকা আর চালের দর হইবে ২৪ টাকা, তারপর ২৫ সেপ্টেম্বর হইতে দর হইবে ১০ টাকা ও ২০ টাকা।

চালের সংকট আগামী দুই তিন মাসেই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হইবার আশঙ্কায় জনসাধারণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। মন্ত্রীমণ্ডলীর এই দৃঢ় চেষ্টা জনসাধারণের মনে ভরসা আনিবে।

যে দর গভর্ণমেণ্ট বাঁধিয়া দিতেছে, তাহার চেয়ে আরো কম হওয়া উচিত কিনা, সে কথা লইয়া তর্ক তোলার সময় এখন নয়। বাজার দর উঠিয়াছে ৪০ টাকায়, এবং ক্রমশই আরো বাড়িবার দিকে চলিয়াছে—এই সাঙ্ঘাতিক অবস্থা হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য একটা বাঁধা দরে চাউল বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, ইহাই এখনকার জরুরী কাজ। দর নিয়ন্ত্রণের যে পদ্ধতি সরকার নিয়াছে, তাতে সেই কাজটা সম্ভব হইবে। ধাপে ধাপে দর কমাইয়া ২০ টাকায় নামাইয়া আনিতে পারিলে বাংলাবাসী অনাহার হইতে রক্ষা পাইবে।

কলিকাতার অক্টোবর মাস হইতে রেশনিং চালু করিবার ব্যবস্থাও হইতেছে। রেশনিং-এর সাফল্য নির্ভর করে এই দর কনট্রোল এবং সরবরাহ কনট্রোলের সাফল্যের উপর। মফস্বলেও রেশনিং দরকার। সরবরাহ ঠিক থাকিলে তবেই তা সম্ভব হইবে।

মোটের উপর সরকারী পরিকল্পনা সমগ্রভাবে সফল হইলে খাদ্য সমস্যা সমাধান নিশ্চয়ই হইবে। এই পরিকল্পনার মূল কথা সরবরাহ কনট্রোল—সেটা সফল করিতে পারিলে তবে অন্যান্য কাজও সহজ হইয়া যাইবে। এইখানেই আসিয়া পড়িতেছে জনসাধারণের বিরাট দায়িত্ব।

বাংলার যত আউষ ধান জন্মিতেছে, তার সমস্ত অংশ কনট্রোল করার ভিত্তিতেই চালের দর কমানোর চেষ্টা। প্রথম ধাপে যদি ধান সরবরাহ ঠিক মত হয়, তবেই দ্বিতীয় ধাপে দর নিয়ন্ত্রণ কাজে পরিণত হইবে। দ্বিতীয় ধাপে যদি সরবরাহ কনট্রোল আরো ভাল হয়, তবেই শেষ পর্য্যন্ত ২০৲ টাকা দরে চাল বিক্রয় হইতে পারে। সরবরাহ কনট্রোল বানচা হইয়া গেলে দর-নিয়ন্ত্রণও আগেকার মতো কাগজে কলমেই থাকিয়া যাইবে।

সেদিন ব্যবসাদারদের বৈঠকে সরবরাহ মন্ত্রী যখন তাঁদের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন, তখন সকলেই সেই পরিকল্পনাকে সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু দরের কথা উঠিতেই ব্যবসাদাররা আপত্তি জানাইয়াছিলেন যে, দর কমানো সম্ভব নয়। ব্যবসাদারদের আপত্তি যে ৩০ টাকার কম দরে চাল বিক্রয় করিলে তাঁদের লোকসান হইবে। কিন্তু এখন তাঁদের আপত্তির কোনো কারণ থাকিতে পারে না। ৩০ টাকা দর তাঁরা এখন পাইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঁধা দরে ধান সরবরাহ হইতে থাকিলে পরের ধাপে ২৪ টাকা ও ২০ টাকাতেও তাঁদের ক্ষতি হইবার কারণ নাই। ব্যবসাদাররা যদি অতিরিক্ত মুনাফার লোভে এই ব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা না করেন, তবে শুধু তাঁহাদেরই দোষে আজ খাদ্য সমস্যা রহিয়া যাইবে। দেশবাসীর ক্ষুধার জ্বালা ঘুচাইতে নিশ্চয়ই ব্যবসাদাররা দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ হইবেন।

শুধু ব্যবসাদার নয়, মহাজন, জমিদার, কৃষক, সহরবাসী সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিলে তবেই এই ব্যবস্থাকে সকলের স্বার্থে কার্য্যকরী করা যাইবে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী ছাড়া আর কেহ ধান চাল কেনা-বেচা করিতে পারিবে না। জেলার বাহিরে ধান চাল চালান যাইবে না। প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে নির্দ্দিষ্ট এলাকা হইতে ধান চাল কিনিতে হইবে। গ্রামের ধান ইচ্ছা মত খরিদ করা চলিবে না। গ্রামে বাড়তি ধান যা থাকিবে, তাই ব্যবসাদার কিনিতে পারিবে—গ্রামের প্রয়োজনের ধান গ্রামের ব্যবসায়ী গ্রামেই বিক্রয় করিবে। এইরকম ব্যবস্থা করিলে তবেই আউষ ফসল নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। ইহার তত্ত্বাবধান শুধু সরকারী কর্ম্মচারীদের হাতে ছাড়িয়া দিলে প্রতিপদে কাজের গলদ দেখা দিবে। গোপন-মজুত, চোরা কারবার ইত্যাদি বন্ধ করা অসম্ভব হইবে। তাই এই সমস্ত কাজের জন্য দাঁড়াইতে হইবে জনসাধারণকে। জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, কৃষক, সহরবাসী সকলের একযোগে চেষ্টা আজ দরকার।

সরবরাহ মন্ত্রী আভাষ দিয়াছিলেন যে গ্রামে ও সহরে যে সমস্ত খাদ্য-কমিটী হইয়াছে, তারই উপর এই সব কাজের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আসিয়া পড়িবে।

অবিলম্বে খাদ্য-কমিটীগুলিকে এইভাবে কাজে লাগান হোক। এই কাজের উপযুক্ত জনসাধারণের খাঁটী প্রতিনিধি খাদ্য-কমিটীতে লওয়া হোক। তাদের সকলের সক্রিয় সহযোগিতা যাতে পাওয়া যায়, মন্ত্রীমণ্ডলী তাই করুন। খাদ্য-সমস্যা সমাধানের এই সুযোগ যেন শুধু মন্ত্রীমণ্ডলীর আত্মতুষ্টির ফলেই নষ্ট না হয়।

জনসাধারণ নিজেরা আগাইয়া আসিয়া খাদ্য-কমিটীগুলিকে জোরালো করুন। যেখানে যেখানে জনরক্ষা কমিটী প্রভৃতি আছে, সেখানে সেই কমিটী চেষ্টা করুন যাতে সকলে মিলিয়া উপযুক্ত খাদ্য-কমিটী গঠন করা যায়। ব্যবসাদার, মহাজন, চাষী, সহরবাসী এই সব কমিটীর পিছনে সম্মিলিত হোন। সেন্সাস লইয়া বাড়তি ফসল ও ঘাটতি ফসলের হিসাব করুন। কোন কোন ব্যবসাদারকে লাইসেন্স দিলে বেচা-কেনার সুবিধা হইবে, তা কর্ত্তৃপক্ষকে জানান। জনসাধারণের নিষ্ক্রিয়তায় যেন খাদ্য-ব্যবস্থার এই পথ রুদ্ধ হইয়া না যায়।

আগামী কয়েক মাস বাংলার সামনে প্রচণ্ড পরীক্ষা। যদি আউষ ফসলের নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তবে তার পরে আমন ফসলের সময় অবস্থা আরো ভাল করা যাইবে। অনাহারের বিভীষিকা কাটিয়া যাইবে।

(আলোচনার শেষাংশ)

সহযোগীতা দরকার। একমাত্র জনসাধারণের সমর্থনের ভিত্তিতেই রেশনিং সফল করা যাইতে পারে। আজ বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীকে সেই দিকে সচেতন হইতে হইবে।

ইহা ছাড়া সারা বাংলার মধ্যে শুধু কলিকাতায় রেশনিং চালু করিলে সমস্যা মিটিবে না। বাংলার প্রত্যেক জেলায় মুনাফালোভীদের চোরাকারবার চলিতেছে। মজুতদারও মফস্বলের সহরে, গ্রামে সর্ব্বত্র রহিয়াছে। তাদের হাত হইতে সাধারণ লোককে রক্ষা করিতে ও সকলের খাদ্য ব্যবস্থা করিতে সর্ব্বত্রই এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন দরকার। বাংলা ব্যাপী এই বিরাট পরিকল্পনাকে চালু করিতে হইলে জনসাধারণের উপর অনেকখানি নির্ভর করিতে হইবে। মন্ত্রীমণ্ডলী খাদ্য ব্যাপারে অনেকবারই জনসাধারণের সহযোগীতা চাহিয়াছেন, রেশনিং ব্যাপারেই এই সহযোগীতার সবচেয়ে বেশী দরকার—সরকারকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে।

আলোচনা

সীমান্তের নির্ব্বাচন হইতে কি পাইয়াছি ?

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নির্ব্বাচনে মুসলীম লীগ জয়ী হইয়াছে। কংগ্রেসের সাথে প্রতিযোগীতা করিয়া মুসলমান কেন্দ্রের সমস্ত আসনগুলিই মুসলীম লীগ দখল করিয়াছে। এই এই নির্ব্বাচনে কয়েকটি জিনিষ ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ মুসলমান জনসাধারণের নিকট মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠান হিসাবে খুবই জনপ্রিয়। শুধু এই নির্ব্বাচনেই এটা প্রমান করে নাই, ইতিপূর্ব্বে বাংলা দেশের উপনির্ব্বাচনেও ইহা পরিষ্কারভাবে দেখা গিয়াছে। সুতরাং এই জনপ্রিয়তা সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়াই। মুসলমান জনসাধারণ আজ লীগকে তাহাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান বলিয়াই মনে করে। দ্বিতীয়তঃ সীমান্ত প্রদেশের এই নির্ব্বাচন প্রমাণিত করিয়াছে যে সীমান্তের জনসাধারণ আজ আর অচল অবস্থাকে জিয়াইয়া রাখিতে চায় না। আমলাতন্ত্রের হাতের পুতুল কর্ম্মচারীদের হস্তে ক্ষমতা অব্যাহত থাকুক, ৯৩ ধারা পুনরায় চলুক, সীমান্তের অধিকাংশ লোকই এর বিপক্ষে। সীমান্তে মুসলীম লীগ বর্ত্তমানে শাসনকার্য্য চালাইতেছে, তাই ভোটের ফলাফল হইতে এটা বোঝা যায় যে শাসনকার্য্য চলুক, অচল অবস্থার অবসান হউক ইহাই জনসাধারণের আগ্রহ। সীমান্তে কংগ্রেস নেতা ডাঃ খাঁ সাহেব সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন"...১৯৩৯ সালে জাতির আহ্বানে আমরা সীমান্তে অচল অবস্থা সৃষ্টি করি। সাড়ে তিন বৎসর সেই অবস্থা অব্যাহত রহিয়াছে। গত ১৩ই মে সংখ্যা লঘু দলের নেতা সরদার আওরঙ্গজেব খাঁনকে মন্ত্রীত্ব গঠনের ভার দিয়া লাট সাহেব সীমান্তে আবার শাসন ব্যবস্থা চালু করিয়াছেন।..." ডাঃ খাঁ সাহেবের এই বিবৃতি হইতে এটা বোঝা যায় যে অচল অবস্থার অবসান হউক এটা যেন তাঁহার ইচ্ছা নয়। আজিকার দিনে তিনি যদি এই ভুল পথ ছাড়িয়া অচল অবস্থা মিটাইতে তাঁহার শক্তি নিয়োগ করেন তবেই দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে। তাঁহার মত খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতার কাছ হইতে জনসাধারণ ইহাই আশা করে। তৃতীয়তঃ সীমান্তের এই নির্ব্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল 'পাকিস্থান ব্যবস্থা' সীমান্তে মুসলমানরা চান কিনা, ইহারই উপর। মুসলীম লীগের এই জয় সংখ্যা লঘু জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রশ্ন সামনে আনিয়া দিয়াছে। সংখ্যালঘু জাতিকে আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার ছাড়িয়া দিতে হইবে—এরই ভিত্তিতে আজ ভারতের অচল অবস্থা সমাধানের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সীমান্তের পাঠান জাতি পরিষ্কারভাবেই ইহা জানাইয়া দিয়াছে। সুতরাং কংগ্রেসসেবীদেরও আজ আগাইয়া আসিয়া এরই ভিত্তিতে সমস্যা সমাধান করিতে হইবে।

এই সুযোগ হারাইলে চলিবে না

কংগ্রেস লীগ একতার ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের ইচ্ছা আজ আর জন কয়েক লোকের ভিতরই নিবদ্ধ নাই, দেশের সর্ব্বত্রই এই মনোভাব জোরদার হইয়া উঠিতেছে। ভারতের মুসলমানদের ভিতরও অচল অবস্থা ঘুচাইতে আগ্রহ দেখা যাইতেছে। কিন্তু কংগ্রেসের ভিতর অনেকেই আজও মুসলমান সমাজের ভিতর এই পরিবর্ত্তনের সুর লক্ষ্য করিতেছেন না, মুসলমানদের 'পাকিস্থান' দাবীকে সন্দেহের চোখে দেখিতেছেন। কিন্তু আজ সমস্যাটিকে সন্দেহের দৃষ্টি ভঙ্গি দিয়া দেখিলে ভুল হইবে। ইহা বোঝা দরকার যে লীগও ভারতের স্বাধীনতা চায়, তাহাদের পাকিস্থান দাবী পরাধীন ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। পাকিস্থান দাবীর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী কৌশল খুঁজিলে মুসলমান সমাজের দেশপ্রেমের উপর অবিশ্বাস করা হইবে। আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার আজ পাইতে হইলে, চাই শাসন ক্ষমতা নিজেদের হাতে আনা, সাম্রাজ্যবাদী শাসনের হাত হইতে নিজেদের মুক্ত করা। কংগ্রেসসেবীদের দৃষ্টি ফিরাইয়া আজ এই দিকে আনিতে হইবে, তাঁহাদের বুঝিতে হইবে মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রনের দাবীর পিছনে সবলতা আছে, যুক্তি আছে। তাই সে সম্বন্ধে নির্ব্বাক বা উদাসীন থাকিলে বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করা হইবে। মুসলমান সমাজের ভিতর আজ যে আলোড়ন দেখা যাইতেছে তাহার সাথে কংগ্রেস-সেবীদের পরিচিত হইতে হইবে। লীগের ভিতরেও একদল চিন্তাশীল দেশপ্রেমিক খাঁটিভাবে ইহা চান। সীমান্তেরই লীগ দলের একজন এম, এল, এ একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন—সীমান্তে কংগ্রেস বন্দীদের মুক্তি দিতে হইবে এবং অন্যান্য জায়গার কংগ্রেসসেবীদের মুক্তি দিতে ভারত সরকারকে সীমান্ত পরিষদের অনুরোধ জানাইতে হইবে। এই দেশজুড় লীগ নেতা স্পষ্ট করিয়াই অচল অবস্থার সমাধান চাহিতেছেন, কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি না হইলে এটা সম্ভব নয় এটা বুঝিয়াছেন। মুসলিম নেতার এই আগ্রহ খুবই প্রশংসনীয় এবং মুসলাম জনমতের অভিব্যক্তি হিসাবেই ইহা নিতে হইবে। কলিকাতার লীগ নেতা মিঃ সিদ্দিকির সম্পাদনায় 'মর্ণিং নিউজ' কাগজ বাহির হয়। সেই কাগজের ২০শে আগষ্টের সম্পাদকীয়তে লেখা হইয়াছে "..... .....সিন্ধু, আসাম, বাংলা ও সীমান্তে লীগ মন্ত্রীত্ব প্রতিষ্ঠা ছাড়া সাধারণভাবে সমগ্র দেশে কাজ করিতে গিয়া লীগকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে, কেননা কংগ্রেসকে বাদ দিয়া কোন কিছু করা সম্ভব নয়। ....." 'সমগ্র দেশে কংগ্রেসকে বাদ দিয়া কোন কিছুই করা সম্ভব নয়' মিঃ সিদ্দিকি প্রভৃতি লীগ নেতার এই মনোভাবে কি বোঝা যায়? কংগ্রেসের সাথে বোঝাপড়ার প্রশ্নটাকে লীগ নেতা বেশ পরিষ্কার করিয়াই বলিয়াছেন। ডাঃ সুব্বারায়ন, শ্রীবাস্তব প্রভৃতি কংগ্রেস নেতাদের মধ্যেও এই মনোভাব দেখা গিয়াছে। সুতরাং আজ প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের কাজ এই সবল মনোভাবকে দেশময় ছড়াইয়া দেওয়া, যাহাতে অবিলম্বে কংগ্রেস লীগ ঐক্য গড়িয়া উঠে।

রেশনিং-এর পাকা বন্দোবস্ত চাই

বাংলা সরকার চাউল ও ধানের দর বাঁধিয়া দেওয়া ঠিক করিয়াছেন এবং ২২শে আগষ্টের প্রেস নোটে জানাইয়াছেন আগামী ১লা অক্টোবর হইতে কলিকাতায় 'রেশনিং প্রথা' চালু করিবেন। রেশনিং চালু করিতে দরকার দর বাঁধিয়া দেওয়া ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা। আজ এদিকেও মন্ত্রীমণ্ডলী কিছুটা উদ্যোগী হইয়াছেন। রেশনিং চালু করার ব্যবস্থা হওয়াতে জনসাধারণ আশ্বস্ত হইবে, লোকের মনে ভরসা বাড়িবে। কিন্তু রেশনিং প্রবর্ত্তন করিতে এবং সফলভাবে ইহা চালাইতে হইলে চাই প্রতিটি গৃহের সঠিক সেন্সাস, সরকারী দোকানগুলিতে ভালভাবে বিলির বন্দোবস্ত, প্রত্যেক দোকানের এলাকা ভাগ করিয়া দেওয়া, এই পরিকল্পনার সাথে যে সব সরকারী কর্ম্মচারীরা সংশ্লিষ্ট থাকিবেন তাহাদের কাজের তত্ত্বাবধান। এই সব করিতে হইলেন অবিলম্বে জনসাধারণের

দেশরক্ষার কাজে

★ ময়মনসিংহের মেয়েরা ★

মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের মধ্যে

ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দেশপ্রেমিক আন্দোলন সুরু হওয়ার সাথে সাথেই দেশপ্রেমিক মহিলারাও প্রত্যক্ষভাবে দেশ রক্ষার কাজে নামিয়াছেন। আজ জেলার প্রতিটি মহকুমাতেই মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হইয়াছে। সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে স্কোয়াড গঠন করিয়া প্রচার আন্দোলন, বৈঠক, আলোচনা সভা এবং মহিলা সমিতি সংগঠনের ভিতর দিয়া সাধারণ মহিলাদের আত্মরক্ষা সমিতিতে এবং প্রত্যক্ষ দেশরক্ষার কাজে অনেকখানি টানিতে পারিয়াছেন। জেলার ১৯টি কেন্দ্রে মহিলা সমিতির কাজ চলিতেছে। দেরপুরের মহিলা সমিতি ১৫টি চরকা যোগাড় করিয়া ৩টি কেন্দ্রে চরকা কাটার ব্যবস্থা করিয়াছে। সমিতি সকলশ্রেণীর লোকের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ১৫টি চরকার মধ্যে ১০টি নূতন চরকা একজন দেশপ্রেমিক জমিদার সমিতিকে দান করিয়াছেন। স্থানীয় মহাজনদের মধ্যে কয়েকজন মহাজন দুঃস্থ মহিলাদের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সুসং-এ ১টি চরকা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শটিকুড ও থয়ের তৈরী হইতেছে। সমিতি ৫জন দুঃস্থা মহিলাকে ৫/০ মন ধান যোগাড় করিয়া দিয়া সাহায্য করিয়াছে। পঞ্চটের মহিলা সমিতি ১টি চরকা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মুক্তিভিক্ষা তুলিয়া ও সমিতির সভ্যেরা সপ্তাহে একবেলা উপবাসী থাকিয়া চাউল জমাইয়া দুঃস্থা মহিলাদের সাহায্য করিতেছেন। ছোট ছোট মেয়েদের নিয়মিত গান ও খেলা শিখান হইতেছে। ভুলদোমায় চরকাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। সমিতি গ্রামের মেয়েদের একটি স্কুলও পরিচালনা করিতেছে। ময়মনসিংহ সহরের ১টি পাড়াতে চরকা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। নালিতাবাড়ীর মহিলা সমিতির কর্ম্মীরা নিয়মিত মহিলাদের নিয়া বৈঠক করিয়া ও সপ্তাহে ২ দিন আলোচনা সভা ডাকিয়া মহিলাদের কাজের মধ্যে আনিতে চেষ্টা করিতেছে। জুলাই মাসে তিনটি বৈঠক ডাকা হয়। বৈঠকগুলিতে ১৩৩, ৩০, ২৫ জন মহিলা উপস্থিত থাকেন। জামালপুর, টাঙ্গাইল, সদারচর, চারবাট্টাতেও মহিলা সমিতির কাজ সুরু হইয়াছে। প্রতিটি কেন্দ্রে নিয়মিত সভ্য সংগৃহীত হইয়াছে এবং মহিলাদের মধ্যে নিয়মিত আলোচনা ও বৈঠক করিয়া প্রচার চালান হইতেছে। মহিলা সমিতিগুলি নূতন সভ্য সংগ্রহ করিয়াছে ৫০৬ জন, এখানে ২৫৪ কৃষক মহিলা সভ্য এই সংখ্যার মধ্যে ধরা হয় নাই—কৃষক মহিলা সভ্য সংখ্যা ৬০০ শত)। মহিলা সমিতিগুলি মহিলাদের অধিকার নিয়াও আলোচনা চালাইতেছে। সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার ও বিবাহ আইনের স্বপক্ষে তাহারা প্রচার চালাইতেছে; সই-সংগ্রহ করিতেছে। এই প্রচার ও আন্দোলনের ফলে মহিলা সমিতি সাধারণ মহিলাদের মধ্যে পরিচিত হইতেছেন এবং সকল শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে মহিলা সমিতির প্রভাব বাড়িতেছে।

কৃষক মেয়েদের মধ্যে

দেশরক্ষার কাজে কৃষক মহিলারাও অগ্রসর হইতেছে। জেঙ্গুরা, ঘোসগাঁও, কুমারপতি, তন্তর, ধারাপানি, হলিদাবাদ এই ৬টি কেন্দ্রে কৃষক মহিলারা ফসল বাড়ানোর কাজে ও খাদ্য সমস্যা সমাধানের কাজে কৃষক সমিতিগুলির সহযোগীতার কাজ করিয়া যাইতেছে। জেঙ্গুরাস্থ খাদ্য ফসল বাড়ানোর আন্দোলনে ২টি মহিলা স্কোয়াড নিয়মিত কাজ করে। ঘোসগাঁয়ে এইমাসে ৮টি মহিলা স্কোয়াড গঠিত হয়। ১টি চরকা কেন্দ্রও এখানে স্থাপিত হইয়াছে। কুমারপাতিতে কৃষক মহিলা কর্ম্মীরা কয়েকটি বৈঠক ডাকেন। প্রত্যেকটি বৈঠকে ২০০।২৫০ মহিলা উপস্থিত হন। তন্তরে মহিলা কর্ম্মীরা ১টি চরকাকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। মহিলাদের একটি গানের স্কোয়াড পাড়ায় পাড়ায় গান গাহিয়া মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করে। ধারাপানিতে ৯জন কৃষক মহিলাকে নিয়া ১টি গ্রুপ তৈরী হইয়াছে। মহিলা সমিতির জন্য একটি অফিস ঘর নিয়া কর্ম্মীরা কাজ চালাইয়া যাইতেছে।

ছাত্রীদের মধ্যে

ছাত্রীদের মধ্যে ময়মনসিংহে ও জামালপুর কিছু কিছু কাজ সুরু হইয়াছে। জামালপুর ও ময়মনসিংহে কয়েকজন ছাত্রীকে ছাত্রী-সমিতির সভ্য করা হইয়াছে। ছাত্রীদের মধ্যে প্রচার ও আলোচনা চলিতেছে।

'জনযুদ্ধ' প্রচারে—'জনযুদ্ধ' প্রচারের দিক হইতে মেয়েরা পিছনে পড়িয়াছিল। আর তারা এদিক দিয়াও পেছনে থাকিবে না। এই মাসে ৮ জন স্থায়ী 'জনযুদ্ধের' গ্রাহক করা হইয়াছে।

★

সিলেট মহিলা শিক্ষা শিবির

৭ই জুলাই ১১ জন ছাত্রীকে লইয়া স্কুল সুরু হইল। ৩ জন জেলা-নেতা, একজন কিষাণ-নেতা, একজন লোকাল কমিটির সভ্য, বাকী বিভিন্ন গ্রাম ও সহরের স্থানীয় সংগঠক। জেলায় ইহা এক নতুন অভিজ্ঞতা।

যাঁরা স্কুলে আসিলেন, তাঁদের মধ্যে রহিয়াছেন সব রকমের মেয়ে। প্রাচীন পন্থী দিদি আজকে তাঁর গোঁড়ামী ছাড়িয়া আসিলেন সকলের সঙ্গে মিলিয়া স্কুলে পার্টির শিক্ষা লইতে। শশীদি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে, বাল্য-বিধবা, সমাজের কঠোর বিধান মানিয়া তাঁকে চলিতে হইত। তিনিও আজ কিষাণ-নেতা। তাঁর দেশপ্রেম তাঁর বন্ধন ভাঙ্গিয়াছে। গারুলী গ্রামের মেয়ে, কিন্তু লাল ঝাণ্ডার নীচে আসিয়া গ্রামের মধ্যে পার্টিকে প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। ইঁহারা ছাড়া আরো আছেন মণি, মায়া, অপর্ণা। ইঁহারা স্কুল কলেজের শিক্ষা নিয়ে আসিয়াছেন মহিলা আন্দোলনে। কালকের কলেজের ছাত্রী অপর্ণা আজ মান্দারকান্দির কিষাণদের নেতা।

১০ দিন শিক্ষা শিবির চলিতে থাকে। প্রতিদিনের বাঁধাধরা রুটীন ঠিক হইল। ভলান্টিয়ার ট্রেনিং, ফার্ষ্ট এড, রাজনৈতিক ক্লাশ, কুটির শিল্প শিক্ষা, স্কোয়াডের কাজ, কৃষ্টিমূলক আলোচনা, নাচ, গান, ডায়েরী, চিঠিপত্র প্রভৃতি শিখিবার আসর, আত্মসমালোচনা ইত্যাদি বিষয়ে ক্লাশ হইল।

ক্লাশ হইয়া গেলে কমরেডদের মনে বিপুল উৎসাহ আসিল কুটীর শিল্পের শিক্ষার ভিতর দিয়া। চরকা কাটা, সাবান তৈরী করা, পাড়ের গামছা, থাম তৈরী প্রভৃতি শিখাইবার ব্যবস্থা এই প্রথম হইল। স্কোয়াডের কাজের ভিতর দিয়া প্রত্যেকটি কর্ম্মীকে হাতে কলমে প্রচার ও কাজের ধরণ শিখানো হয়। কৃষ্টিরাক্রে শর বিশেষত্ব ছিল। গ্রামের মেয়েরা শিখাইলেন তাঁদের গ্রাম্য নাচের ভঙ্গী। দেশরক্ষার ডাকে মেয়েদের সাড়া জাগাবার জন্য রচিত গানে দেওয়া হইল গ্রাম্য সুর। সহরের মেয়েরাও তাতে যোগ দিলেন। প্রতিদিনকার সমালোচনার ভিতর দিয়া কুটিয়া উঠিল কর্ম্মীদের বুঝিবার আগ্রহ ও কাজের নিষ্ঠা।

বাইবার দিন কমরেডরা শপথ নিলেন—কে কোথায়, কি ধরণে কতখানি কাজ করবেন। দিদি আর নীরদা যাইবার সময় বলিয়া গেলেন: 'আমরা ২ জন বাদে এই স্কুলের সবাই পার্টি সভ্য, কিন্তু আজ স্বীকার না করিয়া পারিতেছি না যে, পার্টির এই বিরাট পরিবার থেকে বাইরে থাকিতে আমরা পারিব না। পার্টি সভ্য হয়ে তোমাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইবই।'

সংগঠনের মধ্যেই মজুরের জোর

চাটগাঁর চা-মজুর কাজ বন্ধ হইতে দিবে না

ইউনিয়নের পতাকার নীচে চাটগাঁর চা-মজুর সামিল হইতেছে। আজ চা-মজুর পয়সা বাড়াইতে ও বাগান চালু রাখিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মজুরের দৃঢ়তায় তার দাবী আদায়ের রাস্তাও সহজ হইয়াছে। ইউনিয়ন যত জোরালো হইতেছে, তার সামনে সরকার ও মালিক ততই নত হইতেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রত্যেক বাগানে নোটিশ দিয়াছেন, ৯ই আগষ্টের মধ্যে খাদ্য ভাণ্ডার খুলিতে হইবে; রিলিফ কর্ম্মচারীর কাছে নির্দ্দেশ গিয়াছে ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রয়োজনমত লঙ্গরখানা খুলিতে হইবে। ম্যানেজারদের মধ্যেও আগেকার ইউনিয়ন বিরোধিতা আর নাই। এমন কি দাতমারার ম্যানেজারও আজ ইউনিয়নকে মানিয়া নিয়াছে। ডলু বাগানের ম্যানেজার ও নেপচুনের ডাক্তার 'জনযুদ্ধের' গ্রাহক হইতে রাজী হইয়াছেন। ইউনিয়নের জোর দেখিয়া বাগানত্যাগী মজুররা আবার ফিরিতেছে। ইউনিয়নের দাবী মালিক আংশিক পূরণ করিয়াছে। কৈয়াছড়ার মজুররা কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ধান চাল পাইতেছে না। এই কৈয়াছড়াতেই অঞ্চলের প্রথম চা মজুর ইউনিয়ন। তাই এর উপরই মালিকের রাগ সব থেকে বেশী। কিন্তু মালিক আজ এর চেয়ে বড় ষড়যন্ত্র ফাঁদিতেছে। নেপচুন বাগানের কলঘর হইতে আস্তে আস্তে যন্ত্রপাতি সরানো হইতেছে। দাঁতমারা ও নেপচুন বাগানে ১সপ্তাহের বেতন বন্ধ রাখা হইয়াছে। টাকা কড়ি সম্পর্কে কলিকাতা হইতে মালিকের কাছ হইতে চিঠিপত্র পর্য্যন্ত আসিতেছে না। মালিক বাগান বন্ধ করিতে চায়। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ইউনিয়ন হইতে ইস্তাহার বাহির হইয়াছে। চা-মজুর বাগান বন্ধ হইতে দিবে না। মজুররা বাগান অঞ্চলে সভা করিয়াছে এবং ম্যাজিষ্ট্রেট ও লেবার কমিশনারের কাছে আবেদন জানাইয়াছে। ম্যানেজারদের সহযোগিতায় বাগান রক্ষা কমিটি গঠনের ব্যবস্থা হইতেছে। কলকজা সম্বন্ধে ইঁপিয়ারীর জন্য মজুর-ভলান্টিয়ার গঠনের চেষ্টা চলিতেছে।

রিষড়া ধাঙড়দের জিত হইল

গত ১৩ই আগষ্ট রিষড়া মিউনিসিপ্যালিটির মেথর ও ধাঙড় মজুররা খাদ্য দ্রব্য ও মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে ধর্ম্মঘট করে। স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড দীনেন ভট্টাচার্য্য ও কমরেড শ্যামলাল পাণ্ডে ধাঙড়দের সভা ডাকিয়া বলেন, 'দাবী আদায়ের জন্য হরতালের আজ প্রয়োজন নাই। জনসাধারণের সমর্থনের জোরে দাবী আদায় করিতে হইবে। আজ সহরবাসীর স্বাস্থ্য রক্ষা ধাঙড়ের দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য। কাজেই সে কর্ত্তব্য হইতে ধাঙড় মজুর কখনই বিচ্যুত হইবে না।' পরদিন গোখানায় যখন সমস্ত ধাঙড় জমায়েত হইয়া কমিউনিষ্ট নেতাদের সহিত আলোচনা করিতে থাকে তখন হঠাৎ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া কমিউনিষ্টদের গালিগালাজ করিতে থাকেন ও পুলিশ ডাকিয়া আনেন। ইহাতে ধাঙড়দের মধ্যে অসন্তোষ বাড়িয়া যায়। চেয়ারম্যান তাদের কাজে যোগ দিতে বলিলে ধাঙড়রা গোলমাল সুরু করে। তখন কমরেড দীনেন ভট্টাচার্য্য ধাঙড়দের কাজ চালু রাখিতে আহ্বান জানান। ইহাতে ধাঙড়রা সাড়া দিল। তখন চেয়ারম্যান ধাঙড়দের বিভিন্ন দাবী পূরণের প্রতিশ্রুতি দিলেন ও কমিউনিষ্টদের গ্রেপ্তারীর জন্য তলব করা পুলিশকে ফিরাইয়া দিলেন।

৯ই আগষ্ট শান্তিরক্ষা হইল

গত ৯ই আগষ্ট ২৪ পরগণার নদীয়া জুট মিলের কর্ত্তৃপক্ষ ঢোল পিটিয়া জানাইয়া দিল মিল আবার চলিবে। কিন্তু কারখানায় উপস্থিত হইয়া জানা গেল পাকা সুতা ছাড়া আর কোন মিলই চলিবে না। তখন মজুরদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ দেখা গেল। কিন্তু মজুরদের অরাজকতার পথ হইতে ফিরাইতেই হইবে। না হইলে দেশদ্রোহী পঞ্চম বাহিনী ইহার সুযোগ গ্রহণ করিবে। কমরেড মহাবীর ও কমরেড গোলাপের চেষ্টায় কারখানার বাইরে ৩।৪ শত মজুরের সভা হইল। কমরেড মহাবীর ৯ই আগষ্টের এই সভায় বলেন, 'সরকার ও জাপানী

একতার পথে গ্রামবাসীরা

বাড়তি খাদ্য উদ্ধারে ● ফসল বাড়াইতে

সকলের চেষ্টা

খাদ্য সংকট সমাধানে সবাই মিলিল

ময়মনসিংহ—টংকে এলাকায় ১নং ইউনিয়নে ভেদীকুড়া অঞ্চলে চারুমা-পাড়া সোহাগীপুর, গাছছাপাড়া, মুন্সী-পাড়া কড়ইপাড়া, কলিকাবাড়ী, জিগলবাগ প্রভৃতি অঞ্চলে যখন খাদ্য সংকট খুবই তীব্র হইয়া উঠিল তখন কৃষক ও কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা গ্রামে গ্রামে বৈঠক করিয়া খাদ্যকমিটি গঠন করেন। খাদ্য সেন্সাসের সময় আরও ব্যাপক প্রচার চালাইয়া ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য, জুট কমিটি কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সমিতি, হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান—সবাইয়ের মিলিত চেষ্টায় একটি ইউনিয়ন কার্য্যকরী সমিতি হয়। ইউনিয়নের ২৭টি গ্রামে ৯টি সাব কমিটি গঠন করা হয়, সেন্সাসের সমস্ত ভারই পড়ে কৃষক ও কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের উপর। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত উপেন চন্দ্র রায় সরকার, ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত রায় সরকার, নরেন্দ্রচন্দ্র সরকার, আবদুল হাই মুন্সী, নিরঞ্জন সরকার, মোহনচন্দ্র মারাক, উমেশচন্দ্র দ্বারি, জুট কমিটির সভ্য শ্রীযুক্ত লোচন চন্দ্র রায়, বিষেশর সরকার, মহিমচন্দ্র রায়, কৃষ্ণচন্দ্র সাংখ্য, মহম্মদ সুরত আলি, কালীচরণ সরকার প্রভৃতি সবাই কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের কাজে খুবই উৎসাহিত হইয়া উঠেন। প্রতিটি গ্রামের মাতবর ব্যক্তিরাও আগাইয়া আসেন। প্রতিদিন স্কোয়াড করিয়া অবস্থাপন্ন কৃষক ও অন্যান্য গৃহস্থের বাড়ী গিয়া প্রচার চালান হয়। ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নিজেই দুঃস্থ জনগণের মধ্যে ১৮৩॥০ মণ ধান বিতরণ করেন। জাঙ্গিলাপাড়া গ্রাম হইতে ৯৭/০ মণ ধান এবং ভেদীকুড়া গ্রামের এক গৃষ্টান পরিবার হইতে ১২৲ টাকা আদায় করিয়া বিলি করা হয়। এইরূপে অবস্থাপন্ন কৃষকদের বাড়ী হইতে মোট ৭২৫/০ মণ ধান ও ২৫৲ টাকা যোগাড় করিয়া অন্ততঃ ৪২০টি অত্যন্তপন্ন পরিবারকে বিলান হয়। এই কাজে ইউনিয়নে সমস্ত গ্রামের জনসাধারণ খুবই উৎসাহিত হইয়া উঠেন। জনসাধারণ নিজেরাই আগাইয়া আসিয়া অবস্থাপন্ন ঘরের বাড়তি ধানের খোঁজ নিয়া কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের জানান। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টকে সাথে নিয়া বাড়ী বাড়ী গিয়া বাড়তি ধান আদায় করিয়া জনসাধারণের মধ্যে বিলি করেন।

ভয়রামাপাড়া গ্রামে একজন অবস্থাপন্ন কৃষক প্রথম জনসাধারণের হাতে তাহার প্রচুর বাড়তি ধান দিতে রাজী হইল না। জনসাধারণ এই অন্যায় মাথা পাতিয়া নেয় নাই। শুধুমাত্র বজায় রাখিয়া তাহারা স্কোয়াড মাষ্টারকে জানাইয়া ঐ ধান আদায় করে। জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ হইলে ঐ কৃষক ৩০/০ মণ ধান অভাবীদের বিলি করেন এবং আউস ফসল হইতেও সাহায্য করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। রাণীপুর গ্রাম হইতেও এমনি ভাবে এক অবস্থাপন্ন কৃষকের ঘর হইতে ২০/০ মণ ধান পাওয়া যায়।

বাগপাড়া ও রামসিংপুর এই এলাকায় ২টী ক্ষুদ্রগ্রাম, কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড পরেশ চন্দ্র সরকারের নেতৃত্বে এখানে একটি গ্রাম্য কমিটি গঠন করা হয়, ২৫/ মণ ধান ঐ অঞ্চল হইতে আদায় করিয়া ঐ দুইটি গ্রামের জন্য ঐ কমিটির তত্ত্বাবধানে একটি ধর্ম্মগোলা স্থাপন করা হয়। এই মিলিত চেষ্টায় ঐ দুইটি গ্রামের দুঃস্থ পরিবারগুলি রক্ষা পাইল। শুধু তাই নয় ঐ দুইটি গ্রামের ১৭টি পরিবারে ৪৭ খানা হাল এক জোটে ৫ একরের উপর জমি চাষ করিয়া আমন ধান লাগাইয়াছে।

ফসল বাড়াইবার কাজে জনসাধারণ, কৃষক সমিতি ও জোতদার

জলপাইগুড়ি—'খাদ্য ফসল বাড়াও' সপ্তাহ হইতে এই পর্য্যন্ত পাচাগড় এলাকায় ৪০টি পাড়া মিটিং এবং ৩টি বাড় সভা করার ফলে জনসাধারণ ও জোতদারদের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ফসল বাড়ানোর কাজে খুব ভাল ভাবে আরম্ভ হইয়াছে। ৩নং পাচাগড় ইউনিয়নে কৃষক সমিতি, জোতদার ও অন্যান্য জনসাধারনের প্রচেষ্টায় প্রায় ৭০ বিঘা জমিতে জোয়ারের আবাদ হইয়াছে। এই ফসল এই এলাকায় প্রথম, কলাই প্রায় ৩০০ বিঘা জমিতে লাগান লইয়াছে এবং আরও ৪০০ বিঘা জমিতে লাগান হইবে। রবি শস্যের জন্য শত শত বিঘা জমি ঠিক করা হইতেছে।

৪নং ধাক্কামারা ইউনিয়নে কৃষক কর্ম্মীদের প্রচারের ফলে জোতদার বসির আহম্মদ, আবেদীন চৌধুরী ও মুরারী মোহন ঠাকুর প্রায় ১০০ বিঘা জমিতে বেশী ধান আবাদ করিয়াছেন। অন্যান্য জোতদারদের সহযোগীতায় ফসল বাড়ানোর কাজে সাহায্যের জন্য ১৩/০ মণ বীজ ধান কৃষি ঋণ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া প্রায় ২৭৫ বিঘা জমিতে কলাই বোনা হইয়াছে।

খাদ্য ফসল বাড়াইবার চেষ্টা

হাওড়া—আমতা থানার অধীন উদং ইউনিয়ন কৃষক সমিতি, ফুড কমিটি ও কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের মিলিত চেষ্টায় ১২ বিঘা পতিত জমি, ৭॥০ বিঘা জমির খড়িখন ও পানের বরোজ তুলিয়া দিয়া আউস ধানের চাষ দেওয়া হইয়াছে।

এখানকার মজুতকারী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে ৬০ মণ কড়াই, ৭৫ মণ ধান এবং ১৬ মণ আটা উদ্ধার করিয়া কনট্রোলের দরে গরীব গ্রামবাসীদের মধ্যে বিক্রয় করা হইয়াছে।

জেলার সর্ব্বত্র অন্নসত্র খোলার ব্যবস্থা

২৪ পরগণা—এই জিলার খাদ্য কমিটি স্থির করিয়াছে যে এই কমিটির উদ্যোগেই অবিলম্বে ডায়মণ্ড হারবার ও ফলতায় এবং শীঘ্রই দেবীপুর, মন্দিরতলা, মুড়িগঙ্গা, কল্পঞ্জলী প্রভৃতি স্থানে বিনা খরচায় অন্নসত্র খোলা হইবে। কমিটির সম্পাদক কমরেড সত্য নারায়ন চাটার্জ্জি, কমিটির সদস্য রায় সাহেব অনুকুল দাস এম, এল, এ, যতীশ রায় এবং ডায়মণ্ড হারবারের মহকুমা হাকিম ফলতায় যাহাতে অবিলম্বে একটি অন্নসত্র খোলা হয় তাহা বন্দোবস্ত করিতে সেখানে গিয়াছেন।

নৈহাটি খাদ্য কমিটির উদ্যোগে ২০শে আগষ্ট হইতে সেখানে একটি অন্নসত্র খোলার ব্যবস্থা হইয়াছে। এখানে সপ্তাহে ২ দিন ২৫০ জনকে বিনা খরচায় খাওয়ানোর বন্দোবস্ত হয়। ইতিমধ্যেই নৈহাটী খাদ্য কমিটি ১২০০৲ টাকা তুলিতে সক্ষম হইয়াছে, স্থানীয় কোন ব্যবসায়ী সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে রাজী হইয়াছেন।

জেলা খাদ্য কমিটির চেষ্টায় বজবজ থানার বড়ুলে এবং পড়িয়াতে ২টি করিয়া সস্তা-দরের চাউলের দোকান খোলা হইয়াছে, বড়ুল খাদ্য কমিটির তত্ত্বাবধানে স্থানীয় কেন্দ্রের চাউল বিক্রয় হইতেছে।

ক্ষুধার্ত্তদের সংখ্যা দিন দিন এত বৃদ্ধি হইতেছে যে সম্প্রতি একদিন মেটিয়াবুরুজে বদরতলায় একটি কনট্রোল দোকানের খাদ্য লাইনে ধাক্কাধাক্কী ফলে একটি মেয়ে হঠাৎ পড়িয়া যায়, তার ফলে তার কোলে যে শিশুটি ছিল তৎক্ষণাৎ মারা যায় এবং স্ত্রীলোকটীও গুরুতর ভাবে আহত হয়। স্থানীয় খাদ্য কমিটির ভলান্টিয়াররা আহত মেয়েটিকে ভলান্টিয়ার শিবিরে নিয়া যান এবং স্থানীয় কমরেড ডাক্তার তারাপদ নস্কর তার প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। কমরেড কালীপদ তৎক্ষণাৎ দোকানদারদের কাছ থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আইডিন ও তুলা কিনিবার ব্যবস্থা করেন।

প্রায় এক মাস গত হইল মেটিয়াবুরুজে বদরতলায় স্থানীয় ব্লক খাদ্য কমিটিকে অমান্য করিয়া ফুড সাপ্লাই অফিসার কেবলমাত্র একটি দোকানে চিনি দেওয়ায় কমিটির তরফ হইতে জেলা হাকিমকে দরখাস্ত করা হইয়াছিল। ফলে সম্প্রতি এডিসন্যাল জেলা হাকিম তদন্ত করিতে আসেন। উক্ত কমিটির নেতৃত্বে দুই শতাধিক লোক হাকিমের কাছে অভাব অভিযোগ জানান। জনসাধারণের কথানুযায়ী হাকিম সাহেব একটি দোকানের স্থানে তিনটি দোকান করিয়া গিয়াছেন এবং এই তিনটি দোকানই স্থানীয় কমিটির তত্ত্বাবধানে থাকিতে নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

★ ক্ষুধিতের হাহাকার ঘুচাইতে ★

কলিকাতার আত্মরক্ষা ও জনরক্ষা সমিতি

কলিকাতার ক্ষুধিতের আর্ত্তনাদ দিন দিন বাড়িয়াই যাইতেছে। রাস্তা ঘাটে কাতারে কাতারে মেয়ে পুরুষ শিশু একমুষ্টি ভাতের জন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অনাহারে প্রতিদিন লোক মারা যাইতেছে। সস্তায় চাল পাইবার অপেক্ষায় থাকিলে এই সমস্ত লোকের জীবন বাঁচান যাইবেনা। এখনি তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। জনসাধারণের পরস্পরের সহযোগিতায় লঙ্গরখানা খুলিতে হইবে, যাতে মৃত্যুর হাত হইতে ক্ষুধিতদের বাঁচান যায়।

কলিকাতার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এই কাজে অগ্রসর হইয়াছে। জনরক্ষা সমিতিও তাহাদের সহিত একসাথে এই কাজ করিতেছে।

সবশুদ্ধ ১৬টী লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছে, তার মধ্য দিয়া দৈনিক ১৪০০ মেয়ে, পুরুষ, শিশুকে খাওয়ান হইতেছে। আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে ৯টী জনরক্ষা সমিতির উদ্যোগে ৫টী ও উভয়ের যুক্ত চেষ্টায় ২টী লঙ্গরখানা চলিতেছে।

উত্তর কলিকাতায় ৭টী লঙ্গরখানা চলিতেছে। কুমারটুলিতে দৈনিক ১২৫ জন শিশুকে খাওয়ান হইতেছে। বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে ৪০ জনকে বাগবাজারে ৭০ জনকে, হরিনাথ দে বস্তিতে ১০০ জনকে, পার্শিবাগানে ১০০ জনকে দৈনিক খাওয়ান হইতেছে।

মধ্য কলিকাতায় ৫টী লঙ্গরখানায় খাওয়ান হইতেছে। ডিকসন লেনে ৫০ জনকে, কলিন্‌স্ ইনষ্টিটিউটে ৭৮ জনকে, স্কটলেনে ৫০ জনকে খাওয়ান হইতেছে। ইহা ছাড়া হিদারাম ব্যানার্জ্জি লেনে, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে, জোড়াবাগানে ও বেলেঘাটাতেও লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছে।

দক্ষিণ কলিকাতায় কাঁকুলিয়া বস্তিতে ১০০ জনকে, গরচা বস্তিতে ৫০ জনকে, নিকিড়ি-পাড়া বস্তিতে ৫০ জনকে, সতীশ মুখার্জ্জী রোডে ৩৫০ জনকে দৈনিক খাওয়ান হইতেছে।

এই সমস্ত লঙ্গরখানা খুলিতে আত্মরক্ষা সমিতি ও জনরক্ষা সমিতি জনসাধারণের কাছ হইতে সবরকম সাহায্য পাইতেছে। কোথাও কোথাও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান লঙ্গরখানা খুলিবার ব্যয়ভার বহন করিয়া জনরক্ষা বা আত্মরক্ষা সমিতিকে পরিচালনার দায়িত্ব দিয়াছে। কলিন্‌স্ ইনষ্টিটিউটের লঙ্গরখানার জন্য উইমেনস্ এশোসিয়েশন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সহিত একযোগে কাজ করিতেছেন। জোড়াবাগানের লঙ্গরখানার জন্য স্থানীয় জনরক্ষা সমিতি গন্ধবণিক মহানভা ও গ্লোব নার্সারীর বিশেষ সাহায্য পাইয়াছে। বেলেঘাটার লঙ্গরখানা খুলিতে স্থানীয় জনসাধারণই উদ্যোগী হইয়াছেন। সতীশ মুখার্জ্জী রোডে যে লঙ্গরখানা চলিতেছে, তাহাকে জনরক্ষা ও আত্মরক্ষার ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণের হাতে হাত মিলাইয়া কাজ করিতেছেন।

দরজীপাড়া, সরকারবাগান, বাগবাজার, বেলেঘাটা, বিশ্বাসপাড়া—এই পাঁচটী জায়গায় জনরক্ষা সমিতির সহযোগিতায় গভর্ণমেণ্ট ষ্টোর খোলা হইয়াছে। দর্জ্জীপাড়ায় ফুড এক্সিকিউটিভ অফিসার জনরক্ষা কমিটিকেই তত্ত্বাবধান-কমিটী গঠন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় রিলিফ কমিটির যে সমস্ত ষ্টোর খোলা হইয়াছে, তার মধ্যে বালিগঞ্জ কমিটির এলাকার ষ্টোর ও শাহনগরের ষ্টোর পরিচালনা করিতে জনরক্ষা কমিটির সেচ্ছাসেবকগণ সহযোগিতা করিতেছেন।

এইভাবে ক্রমশই সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সহযোগিতা আত্মরক্ষা ও জনরক্ষা সমিতির পিছনে আসিয়া জুটিতেছে। খাদ্য সমস্যা সকল জনসাধারণকে এই পথে মিলাইবেই, খাদ্যাভাব ঘুচাইতে সকলে উদ্যোগী হইয়া আসিবেই, কলিকাতায় তাহারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে।

শুধু অর্থ দিয়া সাহায্যই নয়, ক্রমশই বেশী বেশী লোক কাজে আগাইয়া আসিতেছে। আত্মরক্ষা সমিতির ডাকে পাড়ার মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা, বস্তির মেয়েরা, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা লঙ্গরখানার কাজে সাহায্য করিতেছে।

বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটের একজন বিধবা মহিলা ও স্থানীয় পাঁচ ছয় জন স্বেচ্ছাসেবিকাকে পাওয়া গিয়াছে। ইঁহারাই সেখানকার রিলিফ কিচেনের সব কাজকর্ম্ম চালাইতেছেন। সম্প্রতি ইঁহারা নিজেরাই রান্না করিয়া সমস্ত লোকদের খাওয়াইতেছেন। রিলিফের জন্য এখানকার মেয়েরা নিজেরাই টাকা-পয়সা তুলিতেছেন।

হরিনাথ দে বস্তির লঙ্গরখানা পরিচালনা করিতেছেন স্থানীয় একজন মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলা। তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়াছেন পাড়ার কয়েকজন স্বেচ্ছা-সেবিকা।

কলিন্‌স্ স্কুলের একজন শিক্ষক ও তাঁর স্ত্রী এখানকার লঙ্গরখানার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। পাড়ার লোকেরাও উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁরা টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এই লঙ্গরখানায় নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের অনেকে খাইতে আসেন। পাড়ার অনেক পরিবারের সক্রিয় সাহায্য আত্মরক্ষা সমিতি পাইতেছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা নিজেরা আগাইয়া আসিয়া পরিবেশনের কাজ করিতেছে।

মহিলা আত্মরক্ষা কমিটির উদ্যোগে যে লঙ্গরখানাগুলি খোলা হইয়াছে। সেগুলি প্রধানতঃ শিশুদের জন্য। সমিতি প্রথমে একটি সেন্সরে লয়। যে সব অঞ্চলে বস্তি আছে বা যেখানে গরীব লোকেরা থাকে, সেই সব অঞ্চল বাছিয়া রিলিফ কিচেন খোলা ঠিক হয়। সেন্সাস লওয়া হয় ৫ হইতে ১৪ বছর পর্য্যন্ত ছেলে মেয়েদের। তাদের নাম লিখিয়া কার্ড বিলি করা হয়—প্রতি কার্ড পিছু দুই পয়সা লওয়া হয়।

শুধু লঙ্গরখানায় খাওয়ানর মধ্যেই আত্মরক্ষা সমিতির কাজ শেষ হয় না। খাওয়ানর পরে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে গল্প-গুজব, আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়া তাদের দেশপ্রেম শিক্ষা দেওয়া হয়। তাদের মায়েদের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করা হয়। এমনি ভাবেই আত্মরক্ষা সমিতির ক্রমশই বিস্তার লাভ করিতেছে।

কলিকাতার সমস্যা দারুণ। তার অতি সামান্য অংশই আত্মরক্ষা সমিতি ও জনরক্ষা সমিতি সমাধান করিতে পারিতেছে। কিন্তু তবু জনসাধারণের মধ্যে আসিতেছে আশা, জনসাধারণ সচেষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বহু প্রতিষ্ঠান এই কাজে নামিয়াছে, পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা গড়িয়া উঠিতেছে। আংশিকভাবে হইলেও সমস্যার সমাধান হইতেছে। দেশবাসী বাঁচিবার ভরসা পাইতেছে, বাঁচিবার পথ দেখিতেছে। ইহাই আত্মরক্ষা সমিতি ও জনরক্ষা সমিতির সব চেয়ে বড় সাফল্য।

বন্যার্ত্তদের সেবায় মিলিত দল

বর্দ্ধমানে এ-আর-পি কর্ম্মীরা প্রকৃত দেশসেবার পরিচয় দিল

দামোদরের দ্বিতীয় বানে আরও বিস্তৃত এলাকা জলমগ্ন হইয়াছে। একেকটি গ্রাম জলবেষ্টিত দ্বীপের মত। নৌকা ভিন্ন পারাপার অসম্ভব। ঘর বাড়ী, চাষের জমি জলগর্ভে। কেউ গাছের উপর, কেউ চালার মাথায় আশ্রয় নিয়াছে। অনাহার আর কলেরার মড়ক লাগিয়াছে। বন্যার্ত্তদের দুর্গতির আর সীমা নাই।

বন্যার্ত্তদের বাঁচাইবার জন্য বর্দ্ধমানের কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিষ্ট পার্টি একযোগে কাজ করিতেছে। বিপন্ন গ্রামগুলি হইতে লোক অপসারণ ও রিলিফের ব্যবস্থা হইতেছে। জেলার কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা বিভিন্ন কেন্দ্রে সেবাকার্য্য চালাইতেছে। যথেষ্ট সরকারী সাহায্যের অভাবে রিলিফের কাজ এখনও সুসম্পন্ন হইতে পারিতেছে না। কিন্তু বিভিন্ন দলের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায় সরকারী ঢিলেমি ক্রমেই ভাঙিতেছে।

রিলিফ স্বেচ্ছাসেবকের দল প্রাণ বিপন্ন করিয়া বন্যার্ত্তদের বাঁচাইতেছে। এ-আর-পি কর্ম্মীরা জনসাধারণের কাছে প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

এ-আর-পি কর্ম্মীদের সাহসিকতা

নৌকাডুবির ফলে বন্যার বাঁধের মুখে একটি জলমগ্ন গাছে দুজন লোক আটক হইয়া পড়ে। সমস্ত দিন ধরিয়া তাদের উদ্ধার করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তীরবেগে জলের স্রোত ছুটিতেছে। নৌকা গাছের কাছে আনাই অসাধ্য। রাত্রিতে উদ্ধার অসম্ভব। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কমরেড শচী

এ-আর-পির কর্ম্মীগণ

অধিকারী ও কমরেড শিবশঙ্কর চৌধুরী তাদের টর্চ্চের আলো দেখাইয়া সাহস দিলেন। পরদিন দুপুর গেল। কিছুতেই কিছু হইল না। জল বাড়িতে বাড়িতে লোক দুটির প্রায় কোমর পর্য্যন্ত ডুবিল। অনাহারে, অনিদ্রায় লোক দুটির শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তীরের লোকজন তাদের উদ্ধারের আশা ছাড়িয়া দিল। কিন্তু ফিরিবার আগে একবার শেষ চেষ্টা করিতে হইবে। জীবন বিপন্ন করিয়া সেই বন্যার টানে নৌকা চালাইতে হইবে। লোক দুটি যদি ঠিক মত নৌকায় লাফাইতে পারে তবেই তারা রক্ষা পাইতে পারে। এ-আর-পি কর্ম্মীরা আগাইয়া আসিল। অকুল, মৃনা, কপিলুদ্দিন, সাত্তার, আমজেদ, আকবর—এই কজনে 'সুইসাইড স্কোয়াড' ঠিক হইল। পারস্থ সকলের মনে দারুণ উদ্বেগ। হয় দুটি লোক রক্ষা পাইবে, না হয় নৌকাস্থ সকলেরই সলিল সমাধি হইবে। লোকদুটির একজন নৌকায় লাফাইতে পারিল না। এ-আর-পি কর্ম্মী আমজেদ তাকে বাঁচাইবার জন্য লাফাইয়া পড়িল। দুজন লোকই রক্ষা পাইল। এ-আর-পির সাহসিকতায় সমস্ত লোক মুগ্ধ হইল। কমিউনিষ্ট পার্টি তাদের অভিনন্দন জানাইল। সমস্ত সহরবাসী তাদের বীরত্বে অভিনন্দন জানাইল।

তিনজন মিলিটারী অফিসারকে উদ্ধার

৭ই আগষ্ট বর্দ্ধমান জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক কমরেড বিনয় চৌধুরী কয়মরা গ্রামে রিলিফের কাজে গিয়া শুনিলেন, বাঁকা নদীর ধারে এক গ্রামে অনেকগুলি সাঁওতাল বন্যার জলে আটক হইয়া আছে। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখেন একটি ঘরের চালে ৩ জন মিলিটারী অফিসারও সাঁওতালদের সঙ্গে আটক হইয়া আছেন। ৩ জনই মিলিটারী উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনীয়ার; কলিকাতা হইতে বন্যার কাজে আসিয়াছিলেন। নৌকাডুবি হওয়ায় এই গ্রামে আশ্রয় নেন। ২০ ঘণ্টা এইভাবে কাটানোর পর কমরেড বিনয় চৌধুরী অন্যান্য সাঁওতালদের সঙ্গে তাঁদের উদ্ধার করেন। ইহাতে সহরে খুব সাড়া পড়িয়া যায়।

৭ দিন পর উদ্ধার

৮ই আগষ্ট কমরেড বিনয় চৌধুরী ও কমরেড শিবশঙ্কর চৌধুরী বেলনা ও টেটপাড়ায় রিলিফের কাজে যাইতেছিলেন। বেলডাঙ্গা গ্রামে গিয়া দেখেন একটি সাঁওতাল ৭ দিন একটি জলমগ্ন ডুমুর গাছে আটক হইয়া আছে। এই ৭ দিন লোকটি গাছের ডুমুর ও একটি মরা ছাগলের পচা মাংস খাইয়া কাটাইয়াছে। লোকটিকে উদ্ধার করিয়া সহরে আনা হয়।

এ পর্য্যন্ত তিন হাজার লোককে বিপজ্জনক এলাকা হইতে উদ্ধার করিয়া সহরে আনা হইয়াছে। জেলা জজ এই সব লোকের সুবন্দোবস্তের ভার নিয়াছেন। পিপ্‌ল্‌স্ ফ্রাণ্ড রিলিফ কমিটি হইতে রক্ষাকার্য্যের জন্য বর্দ্ধমানে ২১ জন মাঝি পাঠানো হইয়াছে।

হুগলীর কৃষক বন্যায় গৃহহীন

গত ৭ই আগষ্ট হইতে বলাগড় ও পাণ্ডুয়া থানার প্রায় সমস্ত গ্রামে প্রবল বন্যা দেখা দেয়। বন্যার জলে মাটির ঘরগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; আউস ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমন ধানের চারাও হাজিয়া গিয়াছে। অন্ন, বস্ত্র, ও গৃহহীন কৃষক অনাহারে ও রোগে মৃতপ্রায়। চাল পাওয়া যায় না; যেখানে সামান্য খাদ্য আছে সেখানে চাল প্রতি সের ১৵০ আনা ও চিড়া প্রতি সের ১॥০ আনা দরে বিক্রি হইতেছে। তার উপর কলেরার মড়ক লাগিয়াছে। সরকার হইতে পরিবার পিছু ৸৵০ আনা ও কখনও কখনও চিড়া, গুড়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এই সামান্য সরকারী সাহায্যের উপর টিকিয়া থাকা অসম্ভব। তাই ২।৩টি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট স্থানীয় কৃষক সমিতির সহিত একযোগে রিলিফের কাজে অগ্রসর হইয়াছেন। ১০।১৫ দিনের মধ্যে জল নামিয়া গেলে যাতে চাষ আবাদ চলিতে পারে তার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের কাছে বীজ ধান, চারাধান, কৃষিঋণ ও কৃষকদের ঘর তুলিবার জন্য সাহায্য চাওয়া হইয়াছে। এ ছাড়া সাধারণের কাছে অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ ও স্বেচ্ছাসেবকের জন্য কৃষক সমিতি হইতে আবেদন প্রচারিত হইয়াছে।

কাগজ তৈরী শিখিবার বই

বাঁকুড়া মহিলা সমিতি, স্কুল ডাংগা, বাঁকুড়া এই ঠিকানায় কাগজ তৈরী সম্বন্ধে একটী পুস্তিকা পাওয়া যাইতেছে। পুস্তিকার দাম—দুই আনা।

করিদপুরের চিঠি

ফসল বাঁচাইতে জনসাধারণের উদ্যম

খাদ্য সংকটের তীব্রতা এই জেলায় এতটুকুও কমে নাই। চাউলের দর আগের মতই চড়া। সহস্র সহস্র নরনারী না খাইয়া দিন কাটাইতেছে। অনাহারে মৃত্যুর খবর প্রায়ই পাওয়া যাইতেছে। দেশের এই সংকট সমাধানে একদিকে সাচ্চা দেশ-ভক্তেরা আগাইয়া আসিতেছে, দেশপ্রেমিক সমস্ত দলকে এক করিয়া সংকটকে রুখিতে চেষ্টা করা হইতেছে। অন্যদিকে জাপানী দালাল ফরওয়ার্ডব্লক ও আর, এস, পির দল চাহিতেছে সংকট বাড়াইতে, যাহাতে দেশে লুঠতরাজ হয়; গৃহযুদ্ধ বাধে, জাপানের আসার পথ সুগম হয়।

দেশপ্রেমের কাজে জোর বাড়িতেছে

গোপালদন্দ মহকুমার জামালপুরে কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির উদ্যোগে একটি ডেপুটেশন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের নিকট যায়। ইহার ফলে কচুরীপানা আটকাইয়া ৬০ একর জমির ফসল রক্ষা করা হইয়াছে। কোরকন্দী ইউনিয়নে টেষ্ট রিলিফ হিসাবে ৬২৫৲ টাকা প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে এবং খয়রাতি দান হিসাবে পাওয়া গিয়াছে ১৬০৲ টাকা। এই টাকা কৃষক মহিলাদের ভিতর বিলি করা হইয়াছে। একটা খালের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইলে তাহা ভাল করিয়া বাঁধিয়া ৩৬ বর্গ মাইল স্থানের ফসল বন্যার হাত হইতে রক্ষা করা হইয়াছে।

গোপালগঞ্জ মহকুমার বাঙ্গাবাড়ীতে ভলান্টিয়ার বাহিনী সংগঠন করিয়া প্রতিদিন ধান পাহারা দেওয়া হইতেছে। কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়া ৩০।৩৫ বিঘা জমির ২৫০/০ মণ ধান রক্ষা করা হইয়াছে। ২ জন কৃষকের কাছ হইতে আলুর চাষের জন্য ৩ বিঘা জমি পাওয়া গিয়াছে।

হরিণাঘাটির বিশিষ্ট ধনী সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্যের নিকট গণদরখাস্ত পাঠান হয়। উত্তরে তিনি জানাইয়াছেন যে যাহাদের কোনও আয়ের ব্যবস্থা নাই তাহাদের অন্ততঃ একবেলা খাওয়াইবার তিনি ব্যবস্থা করিবেন। কৃষক সমিতি, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের দেশপ্রেমিক কর্ম্মপন্থার সাফল্য দেখিয়া একজন 'সংগ্রাম সমর্থক' খাদ্য কমিটির সমর্থক হইয়া আমাদের নীতিতে কাজ করিতেছেন। তিনি সকলকে বুঝাইতেছেন, 'যদি বাঁচিতে হয়, দেশকে রক্ষা করিতে হয় তবে প্রত্যেককে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিতে হইবে।' তিনি একজন মুসলমান কৃষককে 'জনযুদ্ধের' গ্রাহক করিয়াছেন।

কোটাপাড়া কমিউনিষ্ট পার্টির একজন সভ্য কমরেড দীপক মুখার্জ্জি। তাহার চেষ্টায় ঐ অঞ্চলে নানাপ্রকার শাক-সব্জী লাগান হইয়াছে। ১ বাড়ীতে ১৫ সের ভুট্টা হইয়াছে, এক বাড়ীতে প্রতিদিন ২ সের মরিচ হইতেছে এবং অন্যান্য শাক-সব্জি বিক্রয় করিয়া প্রতিদিন ৪।৫৲ টাকা আয় হইতেছে। একখানি জমির আধ হাত পুরু মাটি বদলাইয়া ১॥০ মণ বেগারী ডাল হইয়াছে। ইহা ছাড়াও ৫০টি আনারস গাছ, পুঁই পাছ ও হলুদ লাগান হইয়াছে।

তুলাসারে রোয়া ধান লাগাইবার জন্য ১৬ গণ্ডা ও বালুচরার ৫ গণ্ডা জমি পাওয়া গিয়াছে। উভয় স্থানেই পাহারা দিয়া চুরীর হাত হইতে ধান রক্ষা হইতেছে। বালুচরাতে কৃষকরা তাহাদের উদ্বৃত্ত ধান খাদ্য কমিটির হাতে বিক্রয় করিতে রাজী হইয়াছেন। হরগাঁ গ্রামে পাহারা দিবার জন্য ৩।৭ কাণি জমির ফসল চুরী হইতে পারে নাই।

এই সব কাজের ভিতর দিয়া জনসাধারণের মধ্যে একটা জিনিষ পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—পঞ্চম-বাহিনীর পথ ধ্বংসের পথ, কমিউনিষ্টদের পথ মুক্তির পথ।

★

চাল, চিনি ও কেরোসিনের জন্য একতা

রংপুর জেলার বদরগঞ্জ এলাকার আত্মরক্ষা সমিতির মহিলা কর্ম্মীরা বাড়ী বাড়ী মুষ্টিভিক্ষা তুলিয়া দুঃস্থদের খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ২৫শে আগষ্ট তাঁরা ৫০ জন অভাবীকে খাওয়ান। কিশোর বাহিনীর কর্ম্মীরা এই কাজে মহিলাদের সাহায্য করে। বন্দরের বিশিষ্ট প্রতিনিধি স্থানীয় লোকদের এই উপলক্ষে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাঁরা সকলেই এই কাজে সর্ব্বাঙ্গীন সাহায্য করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। একজন ত তখনই ৫ সের চাল দিতে রাজী হইলেন।

আগে বদরগঞ্জের জন্য নির্দ্দিষ্ট চিনির কোটা আসার সঙ্গে সঙ্গে অতি লোভী মহাজনরা চড়া দরে পাইকারদের কাছে বিক্রি করিত। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের চিনির অভাবে কাটাইতে হইত। এবার জনরক্ষা সমিতি সভা ডাকিয়া বা

হাওড়া জেলা পার্টি সমাবেশ

● পার্টি ফাণ্ডে ৭০০০ টাকা সংগ্রহ ●

২৫ই আগষ্ট হাওড়া জেলার পার্টি সভ্যদের সমাবেশে ৩০০ জন শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক প্রতিজ্ঞা লইলেন—আমরা দেশকে রক্ষা করিব, জাতীয় ঐক্য গঠন করিব, দেশের সংকট ঘুচাইয়া জাতীয় সরকার কায়েম করিব। এই সমাবেশে পার্টির সমস্ত দিককার শক্তি একত্র মিলিত হয়। সমাবেশে যাঁরা উপস্থিত হন তাদের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ মজুর, ২০ ভাগ কৃষক, ১৬ ভাগ কিশোর, ১৮ ভাগ মেয়ে, ৮ ভাগ ছাত্র এবং ২৩ ভাগ সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের কর্ম্মী।

জেলার সব থেকে বৃদ্ধ শ্রমিক কর্ম্মী কমরেড হৃষেীক পোলে পার্টির পতাকা উত্তোলন করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন: আমি যখন পার্টিতে আসি তখন হাওড়ার মাত্র ৫ জন কর্ম্মী ছিলেন, আজ পার্টির সভ্য ২৭১ জন—মাত্র ৪ বছরে পার্টি এই শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে। পতাকা উত্তোলনের পর রাজগঞ্জের কিশোর বাহিনীর গান হয়। সভাপতি মণ্ডলী গঠিত হয় পার্টির ৫ জন কমরেডকে লইয়া। কমরেড শৈলজা দে—জেলা পার্টির মা হিসাবে পরিচিতা, তিনিও সভাপতি মণ্ডলীর একজন।

জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সমর মুখার্জ্জী রিপোর্ট পেশ করেন। দেশরক্ষার দিক দিয়া হাওড়া জেলার গুরুত্ব কতটা এবং সেই অনুপাতে হওড়ার পার্টি কমরেডদের দায়িত্ব তিনি রিপোর্টে আলোচনা করেন। প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক কমরেড ভবাণী সেন তারপর বক্তৃতা করেন। পার্টি কংগ্রেসের শ্লোগান গুলি তিনি বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দেন। কমরেড রণেন সেন ও আব্দুল মোমিনও বক্তৃতা প্রসঙ্গে হাওড়া পার্টির কাজের দোষ গুণ আলোচনা করেন।

পার্টি সমাবেশে রাজগঞ্জ ও শিবপুরের মজুররা তাদের নিজেদের লেখা গান গাহিল। রাজগঞ্জ ও শিবপুরের কিশোর দলও গান গাহিয়া সকলের মনে বিপুল উৎসাহ আনিয়া দেয়। গানের শ্রেষ্ঠ 'সেল' হিসাবে রাজগঞ্জ সেল পুরস্কার পায়। পোষ্টার লেখার জন্য অফিস সেলকেও পুরস্কার দেওয়া হয়।

সমাবেশের আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—পোষ্টার প্রদর্শনী। পার্টি কংগ্রেসের মূল শ্লোগান গুলির উপর ভিত্তি করিয়া তিন সেট পোষ্টার করা হইয়াছিল। হাতে কলমে পয়দা বাড়াও ও ফসল বাড়াও এই শ্লোগানের উপর স্থানীয় কাজ কি হইয়াছে তা পোষ্টারে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। একটা মানচিত্রে দেখানো হইয়াছে পঞ্চম বাহিনী এই জেলায় গত ১ বছরে কি ভাবে কোথায় হটিয়া গিয়াছে। তৃতীয় 'সেটে' দেখান হইয়াছে পার্টিকে গণ পার্টিতে পরিণত করার জন্য কি করিতে হইবে। প্রদর্শনীর আর একটা অংশ ছিল মেয়েদের হাতের কাজ—ফুটীর শিল্প বাড়াইবার দৃষ্টান্ত।

হাওড়ার মজুররা আজ উৎপাদন নীতিকে হাতে কলমে অনুসরণ করিতেছে, এই সমাবেশে মজুর কমরেড তা দেখাইল। ভারতের শ্রেষ্ঠ লোহা কারখানা ফেটকিনের মজুর সেলের সম্পাদক এবং জেলার শ্রেষ্ঠ মজুর কর্ম্মী কমরেড হারু আদক উৎপাদন বাড়াইতে গিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন তার উপর বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, "পয়দা বাড়ানো নীতি একটা চাতুরী বা চাল নয়, পয়দা বাড়ানো মজুরদের দেশপ্রেমিক কর্তব্য। তিনি শ্রেষ্ঠ মজুর কর্ম্মী হিসাবে পার্টির কাছ হইতে পুরস্কার পান।

সমাবেশের সাফল্য কি হইল? এই সমাবেশের মধ্য দিয়া জেলায় সর্ব্বপ্রথম রেড গার্ড গঠিত হইল। ১০০ জন রেড গার্ড এই সমাবেশে শৃঙ্খলার সহিত কাজ করিয়াছিল।

পার্টি তহবিলের জন্য বিপুল সাড়া আসিল এই সমাবেশে। দুই ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ৭০০০ টাকা উঠিল। কমরেড অগ্রম দত্ত ও নিরঞ্জন চাটার্জ্জী দিলেন ১০০ টাকা করিয়া। কমরেড বিভূতি মুখার্জ্জী (ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক) দিলেন তাঁর শিবপুরের ৫ কাঠা জমি, যার মূল্য ৪০০০ টাকা। কমরেড কার্ত্তিক সেনাপতি দিলেন একসেট সোণার বোতাম।

নূতন নূতন লাল পরিবার সেদিন পার্টির মধ্যে আসিল। মা, বাবা, ছেলে, মেয়ে সকলকে সার বাঁধিয়া দাঁড় করাইয়া দেখানো হইল। কমরেড হরিদাসনের মা আসিয়া ঘোষণা করিলেন, "আমি একজন কর্ম্মীকে রোজ খাওয়াবার ভার নিলাম আর আমার মেয়েকে সর্ব্বক্ষণের কর্ম্মী হিসাবে পার্টিকে দিলাম।" কমরেড ফণী মুখার্জ্জী ঘোষণা করিলেন, জিলা কমিটির তহবিলের জন্য তিনি ৫০০ টাকা তাঁর স্ত্রীর হাতের সোনার চুড়ি, তাঁর ছেলে মেয়েদের গহনা পার্টিকে দিলেন। কমরেড গোপবন্ধুর মা বলিলেন: 'আমার ৭৫০ টাকা জমা আছে, তাই পার্টিকে দিলাম।'

মজুর কমরেড অনন্ত, নুর, রসিদ, সুরেণ, রাম, হারু, মোজাম্মেল দিলেন তাঁদের একসপ্তাহের মজুরী। পোর্ট ইঞ্জিনীয়ারিং এর একজন মজুর কমরেড দিলেন একখানা সাইকেল। মজুর কমরেড অনন্তর বৌদি দিলেন সোনার চুড়ি। কমরেড কালীর বৌ দিলেন সোনার মাকড়ি। কমরেড বৈদ্যনাথ, কমরেড লক্ষ্মী কুণ্ডু, কমরেড বামাচরণ মালীইঁহারাও দিলেন টাকা, আংটী, ঘড়ি, ইত্যাদি। বামাচরণের স্ত্রী দিলেন একখানা কানপাশা।

আন্দুলের কমরেড জ্ঞান মণ্ডল বৃদ্ধ বয়সে পার্টিতে যোগ দিয়াছেন। তিনি একজন ব্যবসায়ী। তিনি জেলা ফাণ্ডে দিলেন ১০০ টাকা এবং মাসিক ২৫৲ টাকার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

চাষী ঘরের বিধবা মেয়ে কমরেড অঞ্জনা তাঁর বাড়ীঘর সব কিছুই পার্টিকে দিয়াছেন। আজ তিনি তাঁর পাথরের থালা ও কাঁসার থালাটিও আনিয়া দিলেন পার্টিকে।

কিশোরদের মধ্যেও সাড়া পড়িয়া গেল। কেউ দিল তার ফাউন্টেন পেন, কেউ দিল তার খেলার পুরস্কার কাপ-মেডেল।

একজন বাইরের লোক শ্লোগান শুনিয়া সভার ভিতরে আসিলেন। তিনি সভার আলোচনা খানিকক্ষণ শুনিয়া বলিলেন: আমিও পেছিয়ে থাকব না, জাপানীদের কাজে সাহায্য করব। তাঁর কাছে এক টাকা ছিল, তাই তিনি পার্টিকে দিলেন।

এই ভাবে উঠিল ৭০০০ টাকা। জেলা পার্টির ইতিহাসে ইহা স্মরণীয় দিন। এই বিপুল সাফল্য সকলকে আরো উৎসাহিত করিল। সকলে প্রতিজ্ঞা নিলেন ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে কোটার এক চতুর্থাংশ পূরণ করিব।

অনুষ্ঠানে শেষ বক্তৃতা দিলেন, কমিউনিষ্ট নেতা নৃপেন চক্রবর্ত্তী। তাঁর বক্তৃতার পর সকলে সমবেত কণ্ঠে অন্তর্জাতিক সঙ্গীত গাহিল। ৩৫০ দেশপ্রেমিকের মুখে চোখে সংকল্পের তেজ ফুটিয়া উঠিল—দেশরক্ষার জন্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য।

★ কংগ্রেসসেবীদের অভিমত ★

দেশবাসীর দুর্দ্দশা লাঘবই দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য

আজ কয়েকদিন হইল কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করার পর অন্নবস্ত্রের অভাবে দেশের লোকের যে দুরবস্থা লক্ষ্য করিলাম তাহা মর্ম্মান্তিক। কিন্তু দেশের এই চরম দুর্গতির দিনে আমাদের হতাশ হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, আজ কংগ্রেস কর্ম্মীগণের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় খাদ্য সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইয়া আসা উচিত। নতুবা খাদ্যসমস্যা দিন দিন গুরুতর আকার ধারণ করিয়া দেশে ব্যাপক মহামারী লুঠতরাজ ও নিদারুণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইতে পারে। পঞ্চমবাহিনী ইহার সুযোগ নিয়া দেশের জনসাধারণকে আবার ধ্বংসকার্য্যে প্ররোচিত করার জন্য চেষ্টা করিবে। ইহাতে দেশেরই সর্ব্বনাশ হইবে, আর সুবিধা হইবে আক্রমণোন্মুখ জাপানের। দেশের মধ্যে অরাজকতা, লুঠতরাজ, বিশৃঙ্খলা, ধ্বংসকার্য্য হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদের রক্ষীবাহিনী গঠন করা নিতান্ত জরুরী। দেশপ্রেমিকের আজ সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে দেশের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য একতাবদ্ধ হওয়া। ইহার ভিতর দিয়াই প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার স্বীকারের ভিত্তিতে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গড়িয়া উঠিবে। ফলে আমরা দেশরক্ষার জন্য জাতীয় সরকার কায়েম করিয়া স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে পারিব। আমাদের সামনে সমস্যা যতই জটিল হউক না কেন, হতাশ হইয়া বসিয়া থাকা বা অন্যের উপর নির্ভর করা কংগ্রেসের আদর্শ নয়—কোন দেশপ্রেমিকেরই নয়। জাপান আমাদিগকে স্বাধীনতা দিবে, ইহা কল্পনা করা মূর্খতারই নামান্তর।

শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ দাস
সম্পাদক, ধুবড়ী জিলা কংগ্রেস কমিটী

মতিলাল দাস, সভ্য „

★

আগষ্ট মাস আবার আসিয়াছে। গত বছরের আগষ্টের ধ্বংসমূলক কার্য্য আমি সমর্থন করি নাই। এবার যখন জনসাধারণ অনাহারে মরিতেছে, পঞ্চমবাহিনী সেই সুযোগে দেশের ভিতরে গোলযোগ বাধাইতেছে এবং সীমান্তে শত্রুর আক্রমণ ঘনাইয়া আসিতেছে, তখন ধ্বংসমূলক কার্য্য যে কত বেশী জাতীয়তা-বিরোধী ও জাপানের সাহায্যকারী তাহা আমি পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করিতেছি।

জনসাধারণের বর্ত্তমান দুর্দ্দশায়, তাদের অন্নবস্ত্রের কষ্টে তাদের সেবা করিবার আগ্রহ আমার মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছে। খাদ্য-সমস্যার সমাধানের ভিতর দিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার পথে আসিবে এবং কংগ্রেস-লীগ একতার ভিত্তি তৈরী হইবে। এই পথেই জাতীয় ঐক্য গড়িয়া উঠিবে। এই সঙ্কটজনক অবস্থায় জনসাধারণের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, এই সময় এ-আই-সি-সির সভ্যদের সভা করিয়া আগষ্ট প্রস্তাবের পুনর্বিবেচনা করা উচিত এবং দেশবাসীকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করা উচিত।

নিমাইচাঁদ বড়ুয়া
গোয়ালপাড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি

ভারতের বিভিন্ন জায়গার কংগ্রেস-সেবীদের অভিমত

আমেদাবাদ সিটি কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত জীবনলাল দিওয়ান, গুজরাট প্রাদেশিক কংগ্রেস সভ্য ডাঃ হরিপ্রসাদ দেশাই, প্রভুদাস পটওয়ালা প্রভৃতি একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন:—প্রতি মাসের ৯ই আগষ্ট শহীদ দিবস হিসাবে যে সব হিংসামূলক কাজ হয় বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ, তাহা সমস্তই কংগ্রেসের নীতির বিরোধী। আমরা জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাইতেছি, যে কোনো অবস্থাই হোক না কেন, তাঁরা যেন শান্তি বজায় রাখেন ও ধ্বংস কার্য্যের বিরুদ্ধে সজাগ থাকেন।

গান্ধীজীর আশ্রমের সত্য ও খাত-নামা নেতা শ্রীযুক্ত নরহরি ভাই পারিখ একটি পুস্তিকা লিখিয়াছেন, তাতে তিনি বলিয়াছেন 'হিংসা ও গোপনতা' কংগ্রেসের নীতি নয়। তিনি বলিয়াছেন যে জনসাধারণের দুর্দ্দশা দূর করার জন্য কিছু করিতেই হইবে।

ত্রিচিনপল্লী জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ও এ-আই-সি-সি সভ্য শ্রীযুক্ত রাজাচিদম্বরম্ বলিয়াছেন, কংগ্রেস বরাবর ফ্যাসিষ্ট বিরোধী, সেই কংগ্রেসের মর্য্যাদা যদি আমরা রাখিতে চাই, তবে জাপানী আক্রমণের সুবিধা হয় এই রকম সকল কাজ হইতে আমাদের নিবৃত্ত থাকা উচিত। আমরা আমাদের নেতাদের ফিরাইয়া চাই। জনসাধারণের একতা না হইলে তা হইবে না। জাপানী আক্রমণের হাত হইতে দেশকে ভালভাবে রক্ষা করিবার জন্য আমরা চাই জাতীয় গভর্ণমেণ্ট। কংগ্রেস লীগ একতা না হইলে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট আসিবে না। এই উদ্দেশ্যে আজ সকলকে কাজ করিতে হইবে ইহাই আমার আবেদন।

কাটোলের ২৫ জন কংগ্রেসসেবীর সভায় একটা প্রস্তাব গৃহীত হয় যে অচল অবস্থা সমাধানের জন্য জাতীয় ঐক্য দরকার। এই সভায় গোপীনাথ শ্রীবাস্তবের প্রস্তাব সমর্থন করা হয় এবং ৯ই আগষ্টে সমস্ত কংগ্রেস সেবীকে শান্তিরক্ষার জন্য আবেদন জানান হয়।

জনযুদ্ধের শহীদ কমরেড রেবতী দাস

১৩ই আগষ্ট চট্টগ্রামের কৃষক নেতা কমরেড রেবতী দাস মারা গিয়াছেন। তিনি ছিলেন রতনপুর গ্রামের এক কৃষক পরিবারের ছেলে। রতনপুর চট্টগ্রামের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। কমরেড রেবতীই রতনপুরকে গড়িয়া তুলিয়াছেন।

পার্টির কাজে কঠোর পরিশ্রমের ফলে অনেক দিন তিনি মুরিসি রোগে ভুগিতেছিলেন। ৪ দিন পূর্ব্বে হঠাৎ ডবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে ১০ মিনিট কমরেড রেবতা সজ্ঞানে ছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি তাঁর পরিবারের লোকদের বলিয়া যান: আমার জন্য তোমাদের কাঁদিবার একটুও প্রয়োজন নাই। আমার পিছনে রহিয়াছে বিরাট পার্টি, সেই পার্টিকে তোমরা ভাল বাসিলে আমার স্বান্ত্বনা মিলিবে।

সহকর্ম্মীদের তিনি বলিয়া যান: আমার জন্য শোক না করিয়া আমার আদর্শকে সাফল্য মণ্ডিত কর, জাতির ধ্বংস কামী পঞ্চম বাহিনীকে ঘৃণা কর, গণ পার্টি গড়িয়া তোলো। অন্ধের আদর্শ আমাদের চট্টগ্রামের পার্টি জীবনে গড়িয়া তোলো। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।'

কমরেড রেবতীর শেষ বাণী শুধু চট্টগ্রামের কমরেডরাই নয়, সমস্ত বাংলার পার্টি কমরেড কাজে পরিণত করিবার প্রতিজ্ঞা নিতেছে।

যুদ্ধের গতি

'সর্ব্বত্র আক্রমণ চালাও'

কুইবেকে চার্চ্চিল রুজভেল্ট আলোচনা চলিতেছে। যুদ্ধের চেহারা যে শীঘ্রই বদলাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সোভিয়েটকে বাদ দিয়া এরূপ জরুরী আলোচনা হওয়ার বিলাত ও আমেরিকার অনেকেই বিরক্ত। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব ইডেন্ সাহেব মস্কো যাইয়া সব কথা জানাইবেন বটে, কিন্তু ইয়োরোপের যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনাতে সোভিয়েটের নিমন্ত্রণ হইল না, ইহাতে খুসা হইবে একমাত্র হিটলার। ল্যাসিষ্টদের এখন একটিমাত্র ভরসা আছে। একদিকে সোভিয়েট ও অপরদিকে ব্রিটেন আমেরিকার মধ্যে যদি মনান্তর মাথা চাড়া দিয়া উঠে, তাহা হইলে হিটলারেরই সুবিধা। হিটলারের পরাজয় আসন্ন ও সোভিয়েটের বিজয় অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া যে সব প্রতিক্রিয়াপন্থী এখনই ইয়োরোপে বড় দরের স্থল আক্রমণ স্থগিত রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, তাহারা হিটলারকেই সাহায্য করিতেছে, মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে।

সোভিয়েট হইতে সম্প্রতি স্পষ্ট জানানো হইয়াছে যে এই বৎসরের মধ্যে হিটলারকে হারাইতে হইলে ইয়োরোপে মিত্রপক্ষকে অন্তত এমন আক্রমণ করিতে হইবে, যাহার ফলে রুষ রণক্ষেত্র হইতে জার্ম্মানীকে ৬০ ডিভিশন সৈন্য সরাইতে হয়। পূর্ব্ব পশ্চিম দুই দিক হইতে আঘাত করিয়া হিটলারের দর্পচূর্ণ করা তখন নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে। এ পর্য্যন্ত মিত্রপক্ষ সিসিলিতে মাত্র ২টী জার্ম্মান ডিভিশন ও অল্প কয়েকটি ইতালিয়ান ডিভিশনের সঙ্গে লড়িয়াছে। রুষ রণক্ষেত্রে এখন রহিয়াছে জার্ম্মান ডিভিশন ১৯৭টী ও হিটলারের তাঁবেদার দেশগুলি হইতে ৪২টী। সিসিলির যুদ্ধে ৩৮ দিনে মিত্রসেনা বিজয়ী হইলেও মাত্র দুইটী জার্ম্মান ডিভিশনকে তাহারা আটক করিতে পারে নাই, জার্ম্মানরা আত্মরক্ষার লড়াই করিতে করিতে পিছু হটিয়া ইতালীতে ফিরিয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ সত্যই বলিয়াছেন যে তাঁহারা বাজে প্রচার চান না, আসল কাজ চান। বহুদিন যুদ্ধ চালাইয়া জার্ম্মানদের ক্লান্ত করিয়া ফেলা যদি মিত্রশক্তির সমরনীতি হয়, তাহা হইলে সোভিয়েট সে নীতি সমর্থন করিতে পারে না। এখনই আঘাতের পর আঘাত করিয়া হিটলারীদের পর্য্যুদস্ত করিতে হইবে।

কুইবেক্ আলোচনাতে সোভিয়েট প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকা অন্যায় কথা। কিন্তু একথা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে জনমতের চাপে ইয়োরোপে জোর কদমে লড়াই মিত্রপক্ষকে চালাইতেই হইবে।

তার আভাব কুইবেক হইতে পাওয়া গিয়াছে। শুধু বিমান আক্রমণই নয় অবিলম্বে স্থলপথে আক্রমণ করিয়া জার্ম্মাণীকে ঘায়েল করিতে হইবে, এই সীদ্ধান্ত কুইবেক সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। 'সর্ব্বত্র আক্রমণ চালাও' এই আওয়াজ তোলা হইয়াছে। বৃটেন ও আমেরিকাকে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাহাদের এই প্রস্তাব কাজে লাগান দরকার, তবেই তাহারা সোভিয়েটকে প্রকৃত সাহায্য করিতে পারিবে।

হিটলারের বিপুল ক্ষতি

লালফৌজ সাত সপ্তাহ ধরিয়া যে আক্রমণ চালাইতেছে, তাহার ফলে হিটলারের বিপুল ক্ষতি হইয়াছে। মস্কো হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে ঐ সময়ে দশ লক্ষেরও বেশী শত্রুসৈন্য হতাহত হইয়াছে, ইহার মধ্যে তিনলক্ষ মরিয়াছে। ২৫০০০ শত্রুসৈন্য বন্দী হইয়াছে। লালফৌজ শত্রুর ৪৬০০ বিমান, ৬৪০০ ট্যাঙ্ক, ৬৮০০ কামান ও ২০০০০ মোটরলরী নষ্ট করিয়াছে।

লালফৌজ অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। খারকভের অবস্থা খুবই সঙ্গীন, ব্রিয়ান্স্কের বিপদ বাড়িতেছে, স্মলেন্সকের দিকে এবং দক্ষিণে দনেৎস্ নদী অঞ্চলে নূতন সোভিয়েট আক্রমণ চলিতেছে।

খারকভ অঞ্চলে জার্ম্মানরা প্রাণপণে পালটা আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু সুবিধা করিতে পারে নাই। খারকভকে চারদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিবার অয়োজন চলিতেছে। খারকভ হইতে শত্রুর পালাইবার রাস্তা এখন মাত্র একটা। দক্ষিণে ক্রাইমিয়ার সঙ্গে যোগযোগ রাখিবার জন্য যে রেললাইন গিয়াছে, লালফৌজ সেদিকে আগাইয়া চলিয়াছে। খারকভের ৮০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে লেবেদিন নামে সহর লালফৌজ দখল করিয়াছে। এখান থেকে সুমি জংসনের দূরত্ব মাত্র ত্রিশ মাইল। এটা যাইলে খারকভ-কীভ রেলপথ শত্রুর হস্তচ্যুত হইবে। খারকভের দক্ষিণ পশ্চিমে ৬০ মাইল দূরে পণ্টাভার দিকে লালফৌজ যাইতেছে। পণ্টাভা কাড়িয়া লইতে পারিলে শত্রুর পক্ষে নীপার নদী পর্য্যন্ত পলাইবার রাস্তা বন্ধ হইবে। মাত্র খারকভের মত নামজাদা সহর দখল করিয়া হাততালি খাওয়ার চেয়ে লালফৌজ খারকভকে চারদিক হইতে ঘিরিয়া নীপার নদীর পূর্ব্বে অবস্থিত ৫০ ডিভিশন শত্রু-সৈন্যকে বিনষ্ট করাকে অনেক বেশী জরুরী মনে করে।

লালফৌজ সর্ব্বত্র অগ্রসর হইতেছে

মধ্য রণক্ষেত্রে ব্রিয়ান্স্ক্ অঞ্চলে বিরাট জলাভূমি দারুণ বৃষ্টির ফলে গলিত অবস্থায় রহিয়াছে বলিয়া লালফৌজের অগ্রগতি খানিকটা কমিয়াছে। কিন্তু ব্রিয়ান্স্ক্ ও স্মোলেন্সকের দিকে লালফৌজের সাঁড়াশী আক্রমণ চলিতেছে। ব্রিয়ান্সকের রাস্তার শত্রুর বড় ঘাঁটি কারাচেভ ও জিজড্রা এখন লালফৌজের হাতে। কোন কোন জায়গায় ব্রিয়ান্সকের বিশ মাইলের মধ্যে লালফৌজ পৌছিয়া গিয়াছে। স্মোলেন্স্ক্ ও ব্রিয়ান্সকের মাঝামাঝি অঞ্চলে স্পাস্ দেমেন্স্ক্ হইতে সোভিয়েট আক্রমণ চলিতেছে। ব্রিয়ান্স্কের মাঝামাঝি অঞ্চলে স্পাস্ দেমেন্সক্ হইতে সোভিয়েট আক্রমণ চলিতেছে। ব্রিয়ান্সকের কাছে আত্মরক্ষা করিতে যাইয়া ১৫ দিনের যুদ্ধে ৩৭,০০০ জার্ম্মানের প্রাণ গিয়াছে।

আরও উত্তরে ইয়ারয়া রুসা অঞ্চলে, লাদোগা হ্রদের কাছে এবং ফিন্লাণ্ডের সীমান্তে লালফৌজ আক্রমণ করিতেছে বলিয়া জার্ম্মাণই খবর দিতেছে। দনেৎস্ নদী অঞ্চলের যুদ্ধে লালফৌজ ইজিয়ুমের কাছে বেশ সাফল্যলাভ করিয়াছে। আরও দক্ষিণে তরোশিলভগ্রাদের পশ্চিমে স্থানীয় যুদ্ধ চলিতেছে।

সব চেয়ে জরুরী লড়াই হইতেছে খারকভ অঞ্চলে। পশ্চিমে ইয়োরোপ হইতে চাপের মত চাপ পড়িলে এখানে সমস্ত হিটলারীদের নিঃশেষ করা লালফৌজের পক্ষে খুবই সহজ হইবে, এই বৎসরই হিটলারের দর্পচূর্ণ হইবে। দ্বিতীয় ফ্রন্টের প্রশ্ন আজ তাই এত বেশী গুরুত্ব।

ইয়োরোপ আক্রমণের সময় উপস্থিত

সিসিলির যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। ইতালীর উপর বোমা ফেলা হইতেছে, কামান দাগা হইতেছে। ইংরেজ ও আমেরিকান বিমানবাহিনী বারবার আক্রমণ করিয়া হিটলার-অধিকৃত শিল অঞ্চলগুলিকে খুবই ঘায়েল করিতেছে। জেনারল আলেকজান্দার বলিয়াছেন যে দক্ষিণ ইতালী মিত্রশক্তির প্রভাবে আসিলে দক্ষিণ ফ্রান্স ও বলকান দেশগুলিতে নামিয়া যুদ্ধ করা সহজ হইবে। জার্ম্মানী

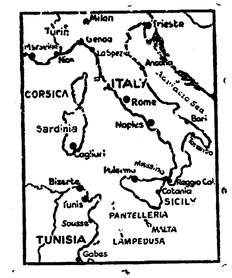

যে রীতিমত ভয় পাইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু ক্রমাগত গড়িমসি করিতে থাকিলে ইয়োরোপের জনগণ উৎসাহ হারাইতে পারে, জার্ম্মাণরাও আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালাইয়া লড়াইয়ের নিষ্পত্তিকে মুলতুবী রাখিয়া যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করিবে।

ইয়োরোপের জনগণ যে ফ্যাশিষ্ট কবল হইতে মুক্তির জন্য ব্যাকুল, তাহার প্রমাণ হরদম মিলিতেছে। নরওয়েতে জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে বিপুল বিক্ষোভের খবর আসিয়াছে। ডেন্মার্কে অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ফ্রান্সে জার্ম্মান কর্ত্তৃপক্ষ সকলকে অস্ত্রশস্ত্র সরকারের হাতে তুলিয়া দিতে হুকুম দিয়াছে। হাঙ্গেরীতে হিটলারকে সাহায্য করা লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে, দেশ যে ফাসিষ্টদের কাণ্ডকারখানায় ব্যতিব্যস্ত তাহার প্রমাণ ক্রমেই বেশী মিলিতেছে। ফিন্লাণ্ড সোভিয়েটের সঙ্গে একটা আলাদা বন্দোবস্ত করিয়া যুদ্ধ হইতে সরিয়া পড়িতে উদগ্রীব, খবর আসিয়াছে। ইতালীতে বাদোলিয়োর জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে জনগণ দাঁড়াইতেছে।

লণ্ডনের বেতার হইতে ফরাসী দেশভক্তদিগকে যথাসময়ে মিত্রশক্তির আক্রমণে সাহায্য করিবার কথা জানানো হইয়াছে। কিন্তু ফরাসী ও অন্যান্য দেশের স্বাধীনতাকামী জনগণকে আর অধৈর্য্য না করিয়া এখনই বড় দরের আক্রমণ শুরু হউক। চার্চ্চিল-রুজভেল্টের কথাবার্ত্তার ফলে এরূপ কিছু ঘটিবে, সকলেই আশা করিতেছে। সোভিয়েট রাশিয়া ঢাকিয়া কথা বলে না। তাই এই দাবীই সোভিয়েট হইতে আসিয়াছে; এ দাবী দুনিয়ার জনগণ একবাক্যে সমর্থন করিতেছে।

জাপানকে খেদাইবার কতদূর?

কুইবেকে চার্চ্চিল-রুজভেল্ট কথাবার্ত্তায় জাপানের বিরুদ্ধে, লড়াই জোর কদমে চালাইবার কথা নিশ্চয়ই হইবে। সম্প্রতি উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে আলিউশিয়ন্ দ্বীপপুঞ্জে কিস্কাদ্বীপ হইতে আমেরিকানরা জাপানীদের তাড়াইয়াছে। নিউ গিনিতে জাপানীরা নাকি পশ্চাদপসরণ করিতেছে। কিন্তু আসল কাজ এখনও অনেক বাকী রহিয়াছে। চীনকে সাহায্য করিতে হইলে বার্ম্মা মারফৎ সরবরাহ পাঠাইতেই হইবে। বর্ম্মা দখল করিতে হইলে ভারতে জাতীয় সরকার স্থাপন করিয়া, বর্ম্মায় স্বাধীনতা অধিকার স্বীকার করিয়া, ভারতবর্ষ ও বর্ম্মার জনগণের সক্রিয় সাহায্য লইয়া জাপানকে খেদাইতে হইবে। একথা সকলেই বোঝে, শুধু সম্রাজ্যের মায়া কাটাইয়া এই কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করিতে চার্চ্চিল কোম্পানীর সঙ্কোচের আর সীমা নাই। কিন্তু যুদ্ধময় করিতে হইলে এ সঙ্কোচ কাটাইতেই হইবে, ভারতে জাতীয় সরকার কায়েম করিতেই হইবে।

★ সোভিয়েট আজারবৈজান ★

সোভিয়েট শাসন-তন্ত্র প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর সমৃদ্ধিশালী আজারবৈজান দ্রুত উন্নতির দিকে আগাইয়া যাইতেছে। সমগ্র জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যই দেশের অফুরন্ত ধনসম্পদ কাজে লাগান হইতেছে। আজারবৈজানের রাজধানী বাকু শুধু সোভিয়েটের নয়, পৃথিবীর ভিতরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তেল উৎপাদন ও সরবরাহের কেন্দ্র বলিয়া সবাই জানে। তেল ছাড়াও, এখানে লোহা, কয়লা, তামা প্রভৃতি অনেক অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই সব পদার্থের উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে পড়িয়া গিয়াছে। জনসাধারণের সমষ্টিগত পরিশ্রমে শস্য উৎপাদনের দিকেও আজারবৈজান যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। খাবার ফসল, তুলা, চা, আঙ্গুর, নেবু ও কয়লা প্রভৃতি অনেক রকম কৃষিজাত জিনিষ এখন এখানে উৎপন্ন হইতেছে।

সোভিয়েট আজারবৈজানের সংস্কৃতি ও সভ্যতা বহু প্রাচীন। এই দেশের মনীষী, কবি ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মানবজাতির ক্রমোন্নতির ইতিহাসে তাঁহাদের অনেক কিছু দান রাখিয়া গিয়াছেন। নিজামী গান্জেভী আজারবৈজানের জাতীয় জীবনের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি একজন বড় কবি ও দার্শনিক। মানবের মুক্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার অদম্য ইচ্ছা তাঁহার সমস্ত লেখার ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সোভিয়েটের সমগ্র জনসাধারণ নিজামীকে শ্রদ্ধা করে, তাহার লেখার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে।

আজারবৈজানের আর একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মির্জ্জা আখুন্দভ। তিনি বর্ত্তমান যুগের লোক বলিলেই হয়। তিনি একজন বড় লেখক ও সাহিত্যিক। আজারবৈজান পৃথিবীর সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে সমৃদ্ধিশালী করিতে তাঁহার দান অতুলনীয়। আখুন্দভের চেষ্টা ছিল তাঁহার দেশের লোক ও সমাজকে নব্যযুগের বর্ব্বরতা ও অন্যান্য প্রতিক্

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

পাকিস্থানের দাবী গোঁড়ামী নয়

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করা

১৫ই আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যায় 'আজাদ' পত্রিকা অফিসে "পূর্ব্ব পাকিস্থান রেণেসাঁ সোসাইটির আমন্ত্রণে এক সভা হইয়া গিয়াছে। এই সভার আগে ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পীর সংঘের উদ্যোগে এই ধরণেরই এক আলোচনা উক্ত সংঘের অফিসে হয় এবং এই সংঘের মধ্যেকার কর্ম্মীদের সঙ্গে মুস্লীম লেখক ও চিন্তাশীল সমাজের যে সৌহার্দ্যি পূর্ণ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতেছে—"আজাদ' অফিসের সভা তাহারই অগ্রগতির পরবর্ত্তী ধাপ।

এই আলোচনা সভার সভাপতি ছিলেন আবুল মনসুর আহম্মদ এবং প্রধান বক্তা ছিলেন অধ্যাপক গোপাল হালদার। অধ্যাপক হালদার একটি লিখিত নিবন্ধে সংখ্যাল্প জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার যে শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা দেখাইয়া অখণ্ড হিন্দুস্থানের পক্ষের ও বিপক্ষের যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করেন। জনসাধারণের মধ্যে সংখ্যালজাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রন অধিকার সম্পর্কে পাঁচকার চিন্তা না থাকার সাম্রাজ্যবাদ অখণ্ড হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের বুলি লইয়া কি ভাবে চক্রান্ত করিয়াছে তাহাও পরিষ্কার কহিয়া বোঝান এবং পাকিস্থান বলিতে কেন হিন্দুসমাজ বা সাধারণ কংগ্রেস সেবীরা ইহা সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত বলিয়া ধরে তাহাও খোলসা করিয়া দেন। গোপালবাবুর পর যে সমস্ত মুস্লীম বক্তারা বক্তৃতা করেন তাহাতে এই সন্দেহের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। হবিবুল্লাহ বাহার বলেন: "পাকীস্থানের দাবী সাম্রাজ্যবাদের কাছে আবেদন নয় অতীতে মুস্লীমরা স্বাধীনতার জন্য দলে দলে প্রাণ দিয়েছে, তিন আইনে কারাবরণ করেছে ভবিষতে তা' করবে।" 'আজাদের' স্যানেজার মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ এই উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন যে সাম্প্রদায়িক কলহ আজ এমনি আকার ধারণ করিয়াছে যে সাধারণ হিন্দু 'আজাদ' অফিসে আসিতে গেলে মনে করে তাহাদের প্রবেশ নাই। এই আলোচনা সভার এক 'হিন্দুর সমাগম দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। রেণেসাঁ সোসাইটির কনভেনার মুজীবর রহমান খাঁ বলেন: "অথণ্ড সাম্রাজের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদেরই সম্পর্ক। ভারতে হিন্দু, মোগল, পাঠান ও ইংরাজ সম্রাটরা এই জন্য অখণ্ডত্বের মহিমা কীর্ত্তন করেছে। পাকিস্থান দাবী সেই পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে, পাকিস্থান দাবী বিপ্লব ও প্রগতির পক্ষে।" বিখ্যাত নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য বলেন: মুসলমানের পাকীস্থান দাবীতে যদি সাম্রাজ্যবাদের হাত আবিষ্কার করা যায় তো হিন্দুদের মুসলমান বিদ্বেষেও সাম্রাজ্যবাদীর হাত দেখতে পাওয়া যাবে। এই ঝগড়া না করে দাবীর মূল নীতি সম্পর্কে জ্ঞান শিক্ষা হলে সমস্যা সহজ হবে।" কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী অখণ্ড হিন্দুস্থান ও পাকীস্থান দাবীর মধ্যে যে গোঁজামিল আছে তাহা দেখান এবং ঘোষণা করেন যে দশকোটী মুসলমান কখনো সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল হইতে পারে না। সর্ব্বাপেক্ষা চমৎপ্রদ বক্তৃতা হয় কমরেড মুজফ্ফর আহম্মদের। অতীতে মুস্লীম সম্প্রদায় কি ভাবে সাম্রাজ্য-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়াছে—ওহাবি আন্দোলনের দৃষ্টান্ত প্রভৃতি দেখাইয়া তিনি মুস্লিম জনগণের দেশের জন্য শৌর্য্য, আত্মত্যাগ ও অশেষ লাঞ্ছনা ভোগের ইতিহাস বর্ণনা করেন। তাহার পর সোভিয়েট রাশিয়ার সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের অধিকার দেওয়া ও মুস্লীম রাষ্ট্র তৈয়ারী করার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি দেখান যে কি ভাবে সেই সকল সংখ্যাল্প সম্প্রদায় বা রাষ্ট্রগুলি পৃথক না হইয়া একত্রে রহিয়াছে। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবীর পিছনে লীগ আসিলে এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকারের পিছনে কংগ্রেস দাঁড়াইলে আমাদের দেশেও যে এইরূপ হইতে পারে তাহা তিনি জানাইলেন। সর্ব্বশেষে তিনি মুস্লীম জনগণের সংগঠিত হইবার আশ্চর্য্য প্রবণতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন: সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের আত্ম নিয়ন্ত্রণের দাবী বৈপ্লবিক দাবী—এই দাবী আদায় করিতে হইলে বৈপ্লবিক চেতনা, বৈপ্লবিক সংগঠন ও পেশাদার বৈপ্লবিক কর্ম্মীর প্রয়োজন। লীগের মধ্যে মুস্লীম যুব সম্প্রদায় এখন হইতে এইরূপ কর্ম্মী হিসাবে যোগদান করুন। তবেই কেবল এই দাবী পাওয়া যাইতে পারে। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার এই আহ্বান উপস্থিত সমস্ত মুস্লীম শ্রোতাদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করিল। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, ফাসিষ্ট-বিরোধী দেশভক্ত ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির এই প্রতিষ্ঠাতাকে তাই তাহারা দীর্ঘরাত্রি পর্য্যন্ত নিজেদের মধ্যে বসাইয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিল।

'আজাদ' পত্রিকার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "এই ধরণের অনুষ্ঠান কলিকাতায় এই প্রথম। বাংলা ও আসামের চিন্তা নায়কেরা একত্র হইয়া দরদ ও আন্তরিকতার সাথে আলোচনা করেন।" আমরা বলি যে এই ধরণের আলোচনা কলিকাতায় নয়—ভারতবর্ষে ইহা প্রথম। সাম্রাজ্যবাদের অপ কৌশলে আজিকার এই সংকটের দিনে ভারতের দুই মহান সম্প্রদায় দূরে দাঁড়াইয়া পরস্পরের নিন্দা করিয়াছে বটে, কিন্তু এমনি করিয়া পরস্পরের বোঝাপড়ার ব্যাপার এই প্রথম সুরু হইল। আজ চরম খাদ্য সংকটের, ভাপানী আক্রমণের করাল ছায়া সোণার বাংলাকে ম্রিয়মাণ করিয়া রাখিয়াছে। আজ যদি এই মুহূর্ত্তেই জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি না হয় তো আর কবে তাহা হইবে? তাই গান্ধীজীর অনশনের সময় তাঁহার মুক্তির দাবীর পিছনে বাংলা আইন সভার লীগের সমর্থন ঐ মিলনের আগ্রহ সূচক ছিল। বাংলায় নেতারা এই সুযোগ ধরিতে পারেন নাই, বাংলার চিন্তা নায়কেরা অগ্রসর হইলেন। আমরা এই অভিযানের শুভ কামনা করি এবং বলি "আপনারা অগ্রসর হউন, সংখ্যাল্প জাতির আত্মনিয়ন্ত্রন স্বীকারের পথে এই মহান দেশের লৌহ দৃঢ় ঐক্য গড়িয়া উঠিবে—আমলাতন্ত্র ও ফাসিষ্ট অপকৌশলকে ব্যর্থ করিয়া ভারত আবার দুনিয়ার বুকে গৌরবময় আসনের প্রতিষ্ঠা করিবে।"

ভারতের সমস্যায় বিলাতের জনগণের আগ্রহ

(বেন ব্র্যাডলের তার)

লিন্‌লিথগোর বিদায়ী বক্তৃতায় এখানে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। হাউস অব কমন্সে মিঃ সোরেন সেন ভাইসরয়কে সম্প্রতি লিখিত গান্ধিজীর পত্র সম্পর্কিত প্রশ্ন করেন। তার উত্তরে যা বলা হয়, তার ফলে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ প্রায়ই বাড়িয়া যায়।

আমেরী বলেন, তিনি অথবা ভাইসরয় কেউই গান্ধিজীর কাছ হইতে সম্প্রতি কোন চিঠি পান নাই; তবে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর কাছে গান্ধিজী একটি চিঠি দিয়াছেন। আমেরী আরও বলেন যে, তিনি জনস্বার্থের খাতিরেই চিঠির তথ্য প্রকাশ করিতে রাজী নন। মিঃ সোরেন সেন তখন প্রশ্ন করেন, বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে মিঃ গান্ধীর মনোভাব কি—সে সম্বন্ধে তা হইলে সাধারণ লোক কি করিয়া মত গঠন করিবে?' আমেরী উত্তর দিলেন, সাধারণ লোক মত গঠন করে, ইহা আমরা চাই না।'

'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' তার সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিল, 'রাজনৈতিক খেল হিসাবে ভাইসরয়ের বক্তৃতাটি অপূর্ব্ব।'

এই পত্রিকার আরও লেখা হয় যে, মিঃ গান্ধী ও কংগ্রেস নেতারা এখন জেলে; কারো সহিত তাঁদের সাক্ষাতের হুকুম নাই। জেলের বাইরের নেতাদের সহিত মিঃ গান্ধীর পত্রব্যবহারেরও অনুমতি নাই। 'মিঃ গান্ধীর মতামত সম্বন্ধে ব্রিটিশ জনসাধারণকে জানিবার সুযোগ না দিবার সিদ্ধান্তটি কার? সেটাও কি ভারত সরকারের 'সিদ্ধান্ত'? না আমেরীর? এ বিষয়ে দেশ জানিতে চায় এবং পার্লামেন্টেরও জানা উচিত।'

'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে'র সম্পাদকীয়ের শেষে বলা হইয়াছে, 'ইহা হইতে বুঝা যায়, লর্ড ওয়াভেল যদি ভিন্নভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন, তবে বর্ত্তমান ব্যর্থতা দূর হইবে ও তিনি জয়যুক্ত হইবেন।'

লিনলিথগোর বক্তৃতা এসঙ্গে গ্রেটব্রিটেনের কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'ডেলি ওয়ার্কার' বিদায়ী ভাইসরয় সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি যে পূর্ব্বে ইউনিয়ানিষ্ট পার্টির ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং জে, এণ্ড পি, কোটস লিমিটেড এর ডিরেক্টর ছিলেন, একথার উল্লেখ করিয়া 'ডেলি ওয়ার্কার' লিখিয়াছে, "ভারতবর্ষে আসিয়া ভাইকাউণ্ট ওয়াভেলকে তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তীদের কলঙ্কিত আসনে বসিতে হইবে। ওয়াভেল জনদরদ্দী লোক; তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তীর শাসনকালে যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, তাঁর আমলে এইবার সে ক্ষতি পূরণের সুযোগ আসিয়াছে।

অচল অবস্থা দূর করো

সম্মিলিত ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিয়নের (ব্রিটেনের সব থেকে শক্তিশালী ও প্রগতিশীল, ট্রেড ইউনিয়নের অন্যতম) ষ্টাট ফোর্ড শাখা হইতে নিম্নলিখিত দাবী গুলি জানাইয়া মিঃ চার্চ্চিলের কাছে তার পাঠানো হইয়াছে

—দুর্ভিক্ষের কষ্ট লাঘব করো

—কংগ্রেস ও সমস্ত ফাসিষ্ট বিরোধী গণতান্ত্রিক বন্দীদের মুক্ত করো

—ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করো

—ভারতীয় দলগুলির সহিত আপোষ আলোচনা চালাও

—ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান করো

হাউস অব কমন্সে মিঃ মেসার ভারত-সচিবকে প্রশ্ন করেন—কোকনাদে ২২শে জুন সোভিয়েট দিবস পালনের অনুমতি কেন দেওয়া হয় নাই? আমেরী প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'আমার কাছে খবর আসে নাই, তবে আমি এ বিষয়ে তদন্ত করিব।' মিঃ ডবি ভারতসচিবকে জিজ্ঞাসা করেন, সম্প্রতি কয়েক মাসের মধ্যে গণ-ভিত্তিতে ফাসিষ্ট-বিরোধী যে সব সমিতি (দেশরক্ষা সমিতি) গঠিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তিনি খবর রাখেন কি না? ঐ সমিতি গুলি কি ধরণের এবং তাদের প্রচার কতখানি; বাংলাদেশে তার সংগঠনের প্রসারই বা কত ব্যাপক? আমেরী উত্তর দেন :—মাননীয় সদস্য তাঁর মনোভাব যদি খুলিয়া বলেন তা হইলে এ বিষয়ে খবর নিতে রাজি আছি। এ বিষয়ে সরকারী কোন খবর আমার জানা নাই।'

সোভিয়েট আজারবৈজান—৭ পাতার শেষাংশ

সেই সাথে জার্ম্মান পানৎসার বাহিনীর ৩৬ জনকে মারিয়াছেন। ইব্রিম মুলেমানভকে সম্মানিত করা হইয়াছে সোভিয়েটের সম্মানজনক 'হিরো অব দি সোভিয়েট ইউনিয়ন' (সোভিয়েটের বীর) উপাধি দিয়া। তিনি জীবনভাবে জখম হওয়া সত্বেও যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন নাই বরঞ্চ অদ্ভুত সাহসের সহিত লড়াই চালাইয়া গিয়াছেন। আজারবৈজানের অধিবাসীদের মধ্যে এইরূপ সাহসী যোদ্ধা অনেকেই আছেন। ইঁহাদের নাম সাহস ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জন্য ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

যখন আজারবৈজানের সাহসী যোদ্ধারা সোভিয়েট ইউনিয়নে অন্যান্য জাতির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া জার্ম্মান বর্ব্বরদের বিরুদ্ধে জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত, তখন কিন্তু আজারবৈজানের মজুর, কিষান ও বুদ্ধিজীবীরাও অফুরন্ত দেশপ্রেম নিয়া যুদ্ধ জয়ের জন্য উৎপাদন বিপুলভাবে বাড়াইয়া চলিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে আবদুল্লায়েভ ও সানা গেলিয়েভের নাম। আবদুল্লায়েভ বাকু কারখানার একজন মিস্ত্রি। তিনি তাঁহার মাসিক কাজের কোটা বাড়াইয়াছেন বহু গুন। সানা গেলিয়েভ একজন কৃষক, বয়স ১১০ এরও বেশী। তিনি এতবৃদ্ধ হইয়াও কাজে যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। মাঠে গিয়া তিনিও যুবকদের মতই তুলা কুড়াইতে পারিবেন। সবাই মিলিয়া যখন তাহাকে বাড়ী ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন, তখন তিনি তেজের সহিত জবাব দিলেন "যুদ্ধজয়ের জন্য আমিও মেহনত করিতে চাই।"

এই যুদ্ধে আজারবৈজানের শ্রেষ্ঠ অবদান লড়াইয়ের জন্য তেল যোগান। তেলের খনির মজুরেরা ফ্রন্টের যোদ্ধার ন্যায়ই কাজ করিয়া যাইতেছেন। তাঁহারা নিয়মিত ভাবে তেলের উৎপাদন বাড়াইয়াই চলিয়াছেন। যুদ্ধের গতিবেগের সহিত সমান তালে তেল উৎপাদন বাড়াইয়া তেলের কারখানার মজুরেরা ফ্রন্টের সমস্ত চাহিদাই মিটাইতেছেন। যুদ্ধের আগে বাকুতে বিমানের জন্য যে পরিমাণ বিশুদ্ধ তেল পাওয়া যাইত, এখন তাহার তিনগুণ বেশী পাওয়া যায়।

দেশরক্ষার কাজে আজারবৈজানের মেয়েরা যথেষ্ট কিছু করিতেছেন। এই মেয়েরাই সোভিয়েটতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হওয়ার আগে বহুবিধ সামাজিক অত্যাচারে নিপৃহীত হইতেন, পুরাতন কুসংস্কার-পূর্ণ আইনের বেড়াজালে বাঁধা ছিলেন। কিন্তু আজ সোভিয়েট ব্যবস্থার তাহারা স্বাধীনভাবে, মুক্তির, আবহাওয়ার অন্যান্য সকলের সাথেই ফাসিষ্ট লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমান অংশ গ্রহণ করিতেছেন। ফাসিষ্ট হত্যাকারীদের উপর তাহাদের ঘৃণা অসীম। আজারবৈজানের অনেক মেয়েই লালফৌজে যোগ দিয়া লড়াই করিতেছেন এবং যাহারা যুদ্ধে জখম হইতেছেন তাহাদের বাঁচাইতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। লোভী ও ঘুনিত নাৎসী শত্রুরা যখন ট্রাঙ্গকেশানেসের অভ্যন্তরে আগাইয়া আসিতেছিল, আজারবৈজানের একজন নারী স্কুলশিক্ষক নৈমদ ইমানোভা সমগ্র আজারবৈজান নারীদের নামে দেশকে রক্ষা করার শপথ গ্রহণ করেন।

হাজার হাজার আজারবৈজান নারী দেশের তৈলখনিগুলিতে কাজ করিয়া যাইতেছেন এবং অতি অল্প সময়ের ভিতরই দুঃসাধ্য কাজগুলি আয়ত্ত করিয়া নিয়াছেন। লাঙ্গায়ের মামেডোভা একজন লালফৌজের স্ত্রী। তিনি সাধারণ মজুর হিসাবেই বাকু তেল পরিষ্কারের কারখানায় কাজ আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরেই তিনি তাহার নিপুনতা দিয়া সহকারী পরিচালকের পদে উন্নীত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে তাহার কেন্দ্রে বরাদ্দ কাজের অনেক বেশী কাজ হইতেছে। গুলবানীনালিমোভা একজন কৃষকের মেয়ে। তিনি সাধারণ মজুর থেকে একজন নিপুন কারীগরের স্তরে গিয়া পৌছিয়াছেন। আগালরোভা একজন ইঞ্জিনিয়ার। সোভিয়েটের বীর যোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য উৎপাদন ক্ষেত্রে তিনি তাহার সমস্ত শক্তি ব্যয় করিবেন বলিয়া সংকল্প নিয়াছেন এবং ফাসিষ্ট আক্রমণকারীদের বিধ্বস্ত করিতে তাহার সর্ব্বস্ব কিছু দেওয়ার শপথ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন।

স্বাধীনতার উপাসক আজারবৈজানের নরনারী আজ অনমনীয়ভাবে রক্তপিপাসু জঘন্য ফাষ্টিসবাদকে নির্ম্মূল করিতে বদ্ধপরিকর। তাঁহারা জানেন পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধেই এই দস্যুদের অভিযান। তাই আজারবৈজানের মেয়ে পুরুষ সবাই আজ সর্ব্ববিধ কাজে নিজেদের ঢালিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের একমাত্র পন "শত্রুকে ঘায়েল করিতেই হইবে।" জয় তাঁহাদের অবশ্যম্ভাবী। (টাস্)

ম্যানেজারের নোটিশ

বাকীতে কাগজকেও কাগজ দেওয়া হইবে না। এজেন্টের টাকা প্রতি সপ্তাহের সোমবারের মধ্যে না আসিলে সেই সপ্তাহের কাগজ পাঠানো হইবে না। সোমবারের পরে আসিলে সেই বুধবারের পরিবর্ত্তে পরের বুধবারের সংখ্যা কাগজ পাঠানো হইবে।

মফস্বলের যে সব জায়গায় এজেন্টরা কাগজ নেওয়া বন্ধ করিতেছে জেলা কমিটিগুলি সে সব এজেন্টদিগকে সক্রিয় করিবার কোনও চেষ্টা করিতেছে না। জেলা কমিটিগুলি অবিলম্বে এই দিকে নজর দিন।

আমরা সমস্ত মফস্বলের এজেন্টদিগকে জানাইতেছি যে আগামী ৮ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে যাহার যত বাকী আছে তাহা শেষ করিয়া দুই সপ্তাহের মূল্য (কমিশন বাদে) অগ্রিম হিসাবে জমা দিতে হইবে। কলিকাতা, হাওড়া, ২৪ পরগণা ও হুগলী জেলার এজেন্টদিগকে এক সপ্তাহের দাম অগ্রিম জমা রাখিতে হইবে এবং প্রতি সপ্তাহে নগদ মূল্যে কাগজ লইতে হইবে। এই তারিখের পর এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম করা হইবে না।

রুষ-রণাঙ্গনের খবরে প্রকাশ, লালফৌজ খারকভ পুন দখল করিয়াছে।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

জনযুদ্ধ

প্রতি সংখ্যা ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪॥, ৬ মাস ২॥, ৩ মাস ১।০

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জ্জি এম,এল,এ
২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২য় বর্ষ ● বুধবার, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৩, ১৫ই ভাদ্র ১৩৫০ ● ১৯শ সংখ্যা

দর বাঁধার সাথেই

★ রাতারাতি চাল উধাও ★

● শুধু বিবৃতি নয়, লুকানো চাল বাহির করো ●
● দর নিয়ন্ত্রণ কাজে পরিণত করো ●
● কন্‌ট্রোল দোকান খোলো ●

২৩শে আগষ্ট হইতে চালের দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে ৩০৲ টাকায়। কিন্তু ২৬শে আগষ্টের পর দোকানে চাল কিনিতে গিয়া লোকে দেখে চাল নাই। রাতারাতি চাল উধাও হইয়া গিয়াছে। দু-চার বস্তা খুব খারাপ চাল সামনে রাখিয়া ব্যবসাদার ৩০৲ টাকা দরে বিক্রয় করিয়া দেখাইতেছে সে আইন মানিয়া চলে।

কিন্তু লোকের চোখে অন্ধকার। কিছু সস্তায় চাল পাওয়া যাইবে ভাবিয়া সকলে আশ্বস্ত হইয়াছিল। এখন অবস্থা দাঁড়াইল আগেকার চেয়েও খারাপ। বাজার হইতে চাল একেবারে উধাও। গোপনে চেষ্টা করিয়া খুব চড়া দরে হয়ত কিছু চাল ব্যবসাদারের কাছ হইতে মেলে। কিন্তু কার এমন ক্ষমতা আছে যে ব্যবসাদারের মুনাফা লোভকে তৃপ্ত করিয়া চোরাবাজারের সঙ্গে পাল্লা দিবে?- চালের সমস্যা নতুন করিয়া দেখা দিল।

শুধু কলিকাতাতেই নয়, মফস্বলেও এই একই ব্যাপার। ব্যবসাদার আইনকে অবজ্ঞা করিয়া লোকের ক্ষুধা লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে।

কোনো কোনো কাগজে বলা হইয়াছে যে ব্যবসাদাররা নতুন করিয়া চাল খরিদ করা বন্ধ করিয়াছে বলিয়াই হঠাৎ চালের এই ঘাটতি। ২৬শে তারিখের আগে চাল খরিদ করিতে হইলে বেশী দামেই তা করিতে হইবে। তারপর তা যখন বিক্রয় হইবে তখন কন্‌ট্রোল দরে বিক্রয় করিতে হইবে—তাহাতে ব্যবসাদারের লোকসান, তাই নতুন আমদানী সে তারা করে না।

ছোট দোকানদারের পক্ষে সেরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ আছে সন্দেহ নাই। এবং এই কারণে চালের অভাব কোনো কোনো ক্ষেত্রে হইতে পারে। কিন্তু ইহার জন্য দু-এক দিনের মধ্যেই বাজার হইতে চাল উধাও হয় কি করিয়া? চোরা বাজারে চালের দর হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইই বা কেন? দোকানের সামনে নিকৃষ্ট চাল ছাড়া আর কোনোরকম চাল দেখা যায় না কেন? আসলে ব্যবসাদার বেশী চাল মজুত করিয়া রাখিয়া চড়া দরের আশায় ধীরে ধীরে বিক্রয় করিতেছিল—এখন সুনাফার লোভে আবার তা লুকাইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে ব্যবসাদারদের সম্মেলনে দর-নিয়ন্ত্রণের কথা যখন উঠিয়াছিল, তখন ব্যবসাদাররাই হাসিয়া বলিয়াছিল—৩০৲ টাকার কম দর হইলে চলিতে পারে না। ব্যবসাদারদের সহযোগিতা পাইবার জন্যই মন্ত্রীমণ্ডলী হঠাৎ দর না কমাইয়া ৩০ টাকা হইতে সুরু করিলেন, যাতে পুরাণো দরে কেনা মজুত চাল বিক্রয় হইতে অসুবিধা না হয়। তারই জন্য এই ব্যবস্থা।

কিন্তু মুনাফালোভীরা চড়া দরে চাল বিক্রয় করিয়া প্রচুর মুনাফা করিয়াছে, এখন তা হঠাৎ ছাড়িতে চায় কি? তারা স্পষ্টই বোঝে যে চালের অভাবের বাজারে মুনাফা করিতে কোনো অসুবিধাই নাই। কয়েকদিন চাল আটকাইয়া রাখ, লোকে ক্ষুধার জ্বালায় যে দরে পাইবে সেই দরেই চাল কিনিতে বাধ্য হইবে।

মুনাফা লোভীরা এত সাহস পাইল কোথায়? কেন পাইবে না? তারা দেখিয়াছে দর-নিয়ন্ত্রণ কাগজ কলমেই থাকিয়া যায়। সরকারী বিভাগের কড়াকড়ি নাই।

বড় বড় মুনাফালোভী কারবারীরা দেখিয়াছে, যতই আইন করা হোক, যতই মজুত বিরোধী অভিযান করা হোক, তারা ঠিক পার পাইয়া যায়। সাধারণ লোকের কাছে বা চুনোপুঁটী দোকানদারের কাছেই কর্ত্তৃপক্ষের যত হুমকী। আসল মজুতকারীর দরজায় গিয়া সকলে হাসিয়া ফিরিয়া আসে।

তারা দেখিয়াছে মন্ত্রীমণ্ডলীকেও তাদেরই মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। সরবরাহ কনট্রোল বা দর কনট্রোল সব কিছুর জন্যই তাদের সাহায্য চাহিতে হয়। তাদের বাদ দিয়া কাজ করিবার মত সাহস রাখিতে গেলে জনসাধারণের শক্তি দরকার। সে শক্তি মন্ত্রীমণ্ডলী এখনও পিছনে আনিতে পারে নাই।

সারা বাংলাদেশের উৎপন্ন ফসল নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য আজ সরকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু তারই সুরুতে মুনাফালোভীদের এই স্পর্দ্ধা।

সরবরাহ মন্ত্রী ব্যবসাদারদের সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, তিনি কঠোর ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে মুনাফালোভী সায়েস্তা হইবে না। বাজারে চাল বাহির করিতে হইবে—তার জন্য মজুত উদ্ধার এখনিই করিতে হইবে। মজুতদারের জন্যই যে চাল উধাও হইয়া গেল, সে বিষয়ে জনসাধারণের সন্দেহ আজ আর নাই। সুতরাং মজুত উদ্ধারে জনসাধারণ সাহায্য নিশ্চয়ই করিবে। সরবরাহ মন্ত্রী মুখের কথায় হুমকী না দিয়া এখনি মজুত সন্ধানের ব্যবস্থা করুন।

শুধু মজুত উদ্ধারেই এখনকার সমস্যা মিটিবে না। এমন অনেক ব্যবসাদার আছে যারা আড়তদারদের কাছ হইতে চাল না পাইয়া বাজারে সরবরাহ করিতে পারে না। যতক্ষণ না এই সব বড় কারবারীদের মজুত বাহির করা যাইতেছে, ততক্ষণ সহজভাবে বাজারে চাল আমদানী হইবে না। সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য সরকারের তরফ হইতে কনট্রোল দোকানে আরো চাল সরবরাহ করা হোক—কনট্রোল দোকানের সংখ্যা এখনি বাড়ানো হোক।

জনসাধারণ! এই আওয়াজ তুলিয়া কাজে লাগো। পাড়ায় পাড়ায় কমিটি গড়িয়া সকলের দাবীর কাছে ব্যবসাদারকে মাথা নত করিতে বাধ্য করো। ভলান্টিয়ার দল তৈরী করো—জনসাধারণের খাদ্যের এক কণা যাতে মুনাফালোভী লুকাইতে না পারে, তার জন্য তার উপর কড়া নজর রাখো; খাদ্য ব্যবস্থার পথ যে মুনাফালোভীরা বন্ধ করিবে জনসাধারণ তা সহ্য করিবে না।

শ্রীবাস্তবের প্রস্তাব সমর্থনে আসামের কংগ্রেস নেতা

আসাম্ এসেম্ব্লির কংগ্রেস পার্টির ছুপ, করিমগঞ্জ কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ আদিত্য এম-এল-এ ৯ মাস জেল ভোগ করিয়া গত দুই মাস হইল মুক্ত হইয়াছেন। তিনি শ্রীবাস্তবের চিঠির উত্তরে নিম্নলিখিত চিঠি লিখিয়াছেন:—

প্রিয় শ্রীবাস্তব,

আপনার চিঠি অনেক ঘুরিয়া মাত্র তিন দিন আগে আমার হাতে আসিয়া পৌছিয়াছে। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাও আমি আগ্রহ সহকারে পড়িয়াছি। কংগ্রেসের নাম লইয়া গোপন অথবা হিংসামূলক কার্য্য করা বা ইস্তাহার প্রচার করার অধিকার কাহাকেও দেওয়া হয় নাই—ইহা তিনি যে স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন, তাহা ঠিকই হইয়াছে। কংগ্রেস যে তার অহিংস নীতি হইতে সরিয়া যায় নাই, তাহা আজ নূতন করিয়া জানাইবার সময় আসিয়াছে। আজকের অবস্থা এত গুরুতর, বিশেষ করিয়া আমাদের এ দিকে, যে এখন নিজেদের চেষ্টায় নিম্নস্ত জনসাধারণকে বাঁচান ছাড়া কংগ্রেসসেবীদের পক্ষে অন্য কোন কাজ করার নাই। আপনি কংগ্রেস সেবীদের যে ঘরোয়া সভা করিবার প্রস্তাব করিতেছেন, তাহাতে কাহারও আপত্তির কোনো কারণ থাকিতে পারে—তা আমার মনে হয় না।

শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা সহ
(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ আদিত্য।

তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি

[পিপল্‌স ওয়ারের সম্পাদকীয়]

বোম্বাই সরকার আমাদের পত্রিকার উপর আঘাত হানিয়াছে। 'পিপল্‌স ওয়ার' ও 'নিউ এজ প্রিন্টীং প্রেস'—প্রত্যেকের কাছে দেড় হাজার টাকা করিয়া জামানত চাওয়া হইয়াছে।

এই জুলুমের পক্ষে কি অভিযোগ আছে? 'পিপল্‌স ওয়ার' এগ্রিস্ বিরোধী যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বাধা দিয়াছে? কখনই না। যুদ্ধ চালনার পক্ষে ক্ষতিকারক—এমন কোনো অজুহাত আমলাতন্ত্রের হাতে এবার নাই।

কায়ুর শহীদ এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বন্দীদের উপর লেখা পাঁচটি প্রবন্ধেই আমলাতন্ত্রের আপত্তি। কায়ুরের কৃষক নেতাদের 'বীর' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে—ইহাতেই পুঁতপুঁতে আমলাতন্ত্র 'হত্যাকার্য্যে'র অনুমোদন দেখিয়াছে।

আজ দেশরক্ষাই প্রধান কর্ত্তব্য—সমস্ত লেখার মধ্যে জোরের সঙ্গে এই কথাই ধ্বনিত হইয়াছে। জাপানী দস্যুদের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য এবং মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য আমাদের দণ্ডিত বন্ধুরা প্রেরণাপূর্ণ আবেদন জানাইয়াছিলেন; এজন্য আমরা তাঁদের অভিনন্দন জানাইয়াছিলাম। এই দণ্ডিত বন্ধুদের অসীম দেশপ্রেম ভারতের প্রত্যেকটি নরনারীর সামনে জ্বলন্ত আদর্শ—প্রবন্ধগুলির মধ্যে তাদের এই দেশানুরাগই ব্যক্ত হইয়াছিল।

মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়াইয়াও এই সব মানুষ দেশের প্রতি তাদের মহান্ কর্ত্তব্যের কথা ভোলে নাই। সরকারের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূ

সম্পাদকীয়

★ হতাশা নয়, কাজে লাগো ★

খবরের কাগজের পাতায় প্রতিদিন অনাহারে মৃত্যুর খবর বাহির হইতেছে। ১৬ই আগষ্ট হইতে ২৫শে আগষ্ট পর্য্যন্ত কলিকাতার হাসপাতালে মরিয়াছে ১৪৩ জন। রাস্তায় মৃতদেহের সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে ১৫৫। এই খবরটুকুই সব নয়। কলিকাতার অবস্থা যাঁরা চোখে দেখিয়াছেন, তাঁরাই জানেন অনাহারের ছবি কি বীভৎস। রাস্তায় রাস্তায় কঙ্কালসার নর-নারী-শিশু জন্ত-জানোয়ারের মত এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একটুকরা খাদ্যের জন্য মা-ছেলেতে কাড়াকাড়ি হইতেছে। ক্ষুধার জ্বালায় বাপ-মা ছেলে-মেয়েকে ফেলিয়া পালাইতেছে। গৃহস্থের দরজায় এক মুঠি অন্নের জন্য কি কাতর চীৎকার!

কলিকাতার ছবি এই রকম। ইহা হইতেই বুঝা যায় মফঃস্বলের গ্রামে সহরে অবস্থা কি। মফঃস্বলে খাদ্য পাওয়া যাইতেছে না বলিয়াই লোকে কলিকাতায় ছুটিয়া আসিতেছে—যদি এখানে আসিয়া কোনো রকমে বাঁচিয়া থাকা যায়।

খাদ্য-সমস্যা বাংলাকে যে জর্জ্জর করিয়াছে, তাহা আজ বুঝাইয়া বলিবার দরকার করে না। অথচ যারা খাদ্য-সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব লইয়াছে, সেই আমলাতন্ত্রের মাথায় সমস্যার তীব্রতা এখনও ভাল করিয়া ঢুকিতেছে না। উচ্চতম দপ্তর হইতেই নিম্নতম দপ্তর পর্য্যন্ত একটা পরম আত্মতুষ্টির ভাব। বিলাতে বসিয়া আমেরি সাহেব কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন—ভারতবাসীর ক্রয়শক্তি বাড়িয়াছে বলিয়াই এই সমস্যা। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের খাদ্য-বিভাগ এক বছর ধরিয়া গবেষণা করিয়া আজ হিসাব দিলেন যে ১৯৪১-৪২এর তুলনায় এ বছর ভারতে খাদ্য বেশী উৎপাদন হইয়াছে। বাংলাকে আত্মস্থ করিবার জন্য তাঁরা জানাইলেন যে আগষ্টের প্রথম ভাগে ১৪০০০ টন গম ও ৩৫০০০ টন চাল আসিয়াছে। রেশনিং-এর ১০ দফা মূলনীতি তাঁরা জানাইলেন। কিন্তু খাদ্য ব্যবস্থার কি হইল, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন না, পাছে মুনাফালোভীরা তা জানিয়া ফেলিয়া আগে হইতে সাবধান হইয়া যায়!

বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী জোর গলায় বলিলেন, খাদ্য-সমস্যা দূর করিবই। কিন্তু কাজের সময় দেখা গেল তাঁদের অনেক কথাই বড় বড় মুনাফালোভীর ফন্দির মাঝে হারাইয়া যায়। মজুত বিরোধী অভিযান হইল, কিন্তু মজুত খাদ্যের কতটুকু অংশ তাতে উদ্ধার হইল? কলিকাতা-হাওড়ার লক্ষপতিদের ঘর হইতে কত চাল বাহির করা গেল? ধান-চালের দর বাঁধিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু তা পুরা দস্তুর পালন করা হয় যাতে, সে বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার জন্য মন্ত্রীমণ্ডলী কতটুকু করিয়াছেন? দেখা গেল দর নিয়ন্ত্রণ হইতে না হইতেই বাজার হইতে চাল উধাও হইয়া যাইতেছে। সরবরাহ মন্ত্রী জানাইয়াছিলেন আগষ্ট মাসের মধ্যেই ১০০টা দোকান কলিকাতায় খোলা হইবে, কিন্তু ২৫টার বেশী খোলার কোনো আভাব পাওয়া যাইতেছে না।

আসল গলদ কোথায়? খাদ্য-ব্যবস্থা করিতে আজকে যতটা দৃঢ় চেষ্টা করা দরকার, তা শুধু আইন করিয়া বা ব্যবসাদারদের সাহায্য লইয়াই হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট সরাসরি কোনো দায়িত্বই অনুভব করে না, তাই তাঁরা চলিতেছেন মামুলী চালে। আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কেই তাঁদের কাজ শেষ হইয়া যায়। তাঁদের দায়িত্ব চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে হইলে, প্রাদেশিক সরকারের উদ্যোগ চাই। বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী খাদ্য-ব্যবস্থার ঠিক পথটা ধরিলেন বটে, কিন্তু সে পথে চলিবার মতো আয়োজন তাঁরা করিলেন না। কাজেই সমস্ত পরিকল্পনা মাঝপথে আসিয়া বানচাল হইয়া যাইতেছে। আর জনসাধারণ হতাশ হইয়া ভাবিতেছে—এ সমস্যার সমাধান বুঝি হইবে না।

বাংলার ধান-চালের পরিমাণ কি এমনভাবে কমিয়াছে যে, খাদ্যের অভাবে পথে ঘাটে লোক মারা যাইবে? মিলিটারীর খোরাকের জন্য বা রপ্তানীর জন্য কি এমন ঘাটতি হইয়া গিয়াছে, যাতে এখানকার খাদ্য একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়? যতটুকু হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তা আংশিক সত্য ধরিয়া লইলেও দেখা যায়যে, সেরূপ সম্ভাবনা নাই।

খাদ্য যে মজুত রহিয়াছে, ইহাতেই তা বুঝা যায়। সে মজুত দু-একজনের কাছে নয়, সরকারী এজেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ মজুতদার সকলের কাছেই। সরকারী এজেণ্টকে সরকার আয়ত্তে আনিতে পারে না, কারণ সেই এজেণ্টের উপর ভরসা করিয়াই সরকারকে সরবরাহ ব্যবস্থা করিতে হয়। সাধারণ মজুতদারকে সায়েস্তা করা যায় না, কারণ সরকারী কর্ম্মচারীদের চোখকে ফাঁকী দিবার কায়দা সে জানে। মজুতদার খাদ্য-সমস্যাকে জিয়াইয়া রাখিতেছে।

অথচ আজকে যেখানেই জনসাধারণের চেষ্টার উপর দাঁড়াইয়া খাদ্য-সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হইয়াছে, সেখানেই সফল হইয়াছে। গত মজুতবিরোধী অভিযানে অনেক জায়গায় তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মজুতদার সরকারী কর্ম্মচারীকে এড়াইতে পারে, কিন্তু জনসাধারণের সজাগ দৃষ্টিকে এড়াইতে পারে না। অনাহারের সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য যেখানেই জনসাধারণ আগাইয়া আসিয়াছে, সেখানেই তা সফল হইতেছে। কলিকাতায় ও মফঃস্বলে এই যে শত শত লঙ্গরখানা খোলা হইতেছে, তার পিছনে কাদের শক্তি? সমস্ত শ্রেণীর লোকই আগাইয়া আসিয়াছে এই কাজে। মুনাফালোভীও জনসাধারণের আবেদনে সাড়া না দিয়া পারে নাই। যদি এই চেষ্টা না হইত, তা হইলে বাংলার অবস্থা কত সাঙ্ঘাতিক হইত কে জানে?

চট্টগ্রামের মত জায়গায়, যেখানে খাদ্যাভাব ও মহামারী সবচেয়ে বেশী ধাক্কা দিয়াছে, সেখানেও জনসাধারণের চেষ্টাতেই বিপদ সামলান সম্ভব হইতেছে। ১০৪টি লঙ্গরখানা চলিতেছে, ৫৬০০০ লোক দৈনিক খাইতেছে। জনসাধারণের চাঁদা ও সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের অর্থ দুই-ই আসিতেছে। সাধারণ লোক, এ-আর-পি, এমন কি মিলিটারী পর্য্যন্ত খাদ্য-ব্যবস্থায় সাহায্য করিতেছে। জনসাধারণের উদ্যোগই চট্টগ্রামকে বাঁচাইতেছে।

আজকে এই দারুণ অবস্থায় এই শিক্ষাই আমাদের সামনে। আমেরির মুখের দিকে তাকাইয়া বা গভর্ণমেণ্টের কাঁধে দায়িত্ব চাপাইয়া দিয়া বসিয়া থাকিলে খাদ্য সমস্যা ঘুচিবে না। তাতে দেশবাসীর মনে আসিবে আরো হতাশা।

সেই হতাশার সুযোগ নিবে তারাই যারা চায় খাদ্য ব্যবস্থা না হোক, যারা চায় মজুতকারীদের ঘরে খাদ্য লুকাইয়া থাকুক, যারা চায় সরবরাহ কন্‌ট্রোল ও দর নিয়ন্ত্রণ অচল হইয়া যাক্। অনাহারকে জিয়াইয়া রাখিয়া তারা চায় অরাজকতা সৃষ্টি করিতে। ইহাদের ফাঁদে পা দিলে দেশের সর্ব্বনাশ আমরাই ডাকিয়া আনিব।

দেশবাসীর হতাশা সুযোগ দিবে আমলাতন্ত্রকে শুধু কাগজে-কলমেই খাদ্য পরিকল্পনা শেষ করিতে; মন্ত্রীমণ্ডলীর দুর্ব্বলতা আরো বাড়াইয়া তুলিতে। ধান-চালের ক্রয় বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার যে ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার উপর পুরা কর্ত্তৃত্ব আসিবে মুনাফালোভী ব্যবসাদারের। আজকে মজুত চাল উধাও হইতেছে, কাল সরবরাহ হইতেই চাল উধাও হইয়া যাইবে। এই অবস্থাকে রুখিতে হইবে।

আমাদের কাজে লাগিতে হইবে, সরকারকে কাজে টানিয়া নামাইতে হইবে। মজুত-উদ্ধারে, সরবাহ কনট্রোলে, রেশনিং-এ দর-নিয়ন্ত্রণে আমাদেরই উদ্যোগী হইতে হইবে। ইহাই দেশবাসীর সামনে এখনকার প্রশ্ন।

আলোচনা

চাল যায় কোথায়?

লোকের মনে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে চাল যায় কোথায়? ভারত রক্ষার কাজে নিযুক্ত লোকের জন্য বছরে ৪লাখ টন গম লাগে। এক পাঞ্জাবেই বছরে যে গম উৎপন্ন হয় ইহা তাহার আট ভাগের এক ভাগ মাত্র। চাল লাগে ১ লাখ ৪৫ হাজার টন, আসামে উৎপন্নের ৬ ভাগের একভাগ মাত্র। সুতরাং গোটা ভারতের চাল-গম ফৌজ খায় না। তাহা ছাড়া ফৌজের খোরাকী দেশরক্ষার আবশ্যকীয় কর্ত্তব্য।

রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায় ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষ হইতে ৯ লাখ টন খাদ্যদ্রব্য চালান গিয়াছে। আর ১৯৪২-৪৩ সালে চালান গিয়াছে ৩ লাখ টন। ১৯৪৩ সালের প্রথম সাত মাসে চাল রপ্তানী হইয়াছে ৭০ হাজার টন—বাংলার উৎপন্ন চালের একশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। গম রপ্তানী হইয়াছে ২১ হাজার টন, পাঞ্জাবের উৎপন্নের দুইশ ভাগের ১ ভাগ মাত্র। আমরা চাল রপ্তানী সমর্থন করিতেছি না, কিন্তু রপ্তানীই খাদ্যাভাবের কারণ নয়। দেশে চাল ঘাটতি পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু যেটুকু চাল আছে তাহা লুকাইয়াছে মজুদকারীর গুদামে।

আমলাতন্ত্র গোপন চাল টানিয়া বাহির করিতে পারে নাই। দর বাড়াইয়া মজুদ চাল বাহির করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ভারত সরকার বাড়তি প্রদেশ হইতে চাল বাংলায় সাহায্য করিবে বলিয়া ঢাক পিটাইয়াছিল। কিন্তু সে প্ল্যান বানচাল হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশ ৩ লাখ টন চাল দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। পাঠাইয়াছে মাত্র ৩৯ হাজার টন।

হতাশার সুযোগ কারা লইতেছে?

জাতীয় সংবাদপত্রগুলির স্তম্ভে স্তম্ভে শুধু আর্ত্তনাদ, ক্রোধ ও হতাশা। এই হতাশার সুযোগ লইয়া এমন প্রচারও আজকাল চলিতেছে, যাতে সাধারণ লোকের ধারণা হয় যে খাদ্য মজুত করাই দরকার। ২৪ আগষ্টের সময় ইস্তাহার বাহির হইয়াছিল—'তোমার খাদ্য বাহির করিয়া লইতে দিও না, তোমার প্রতিবেশীকে তুমিই সাহায্য করো।' সম্প্রতি একটি সাপ্তাহিক কাগজে চাষীদের উদ্দেশ করিয়া লেখা হইয়াছে 'ধান গোলাজাত করে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিবেন না, যে কোনো মুহূর্ত্তে আপনার সম্পত্তি আপনার অধিকার হইতে কাড়িয়া লওয়া হইতে পারে।' এই সমস্ত প্রচারের উদ্দেশ্য। খাদ্য-সমস্যা সমাধানে জনসাধারণের যে চেষ্টা আজ সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে, তাহাকে নষ্ট করা অর্থাৎ বাড়তি ধান-চাল যার আছে, সে যদি তা সাধারণের প্রয়োজনে বাহির করিয়া না দেয়, তা হইলে মজুত উদ্ধারও হয় না, সম্মিলিত ভাবে লঙ্গরখানা খোলা, বা সরবরাহ কেন্দ্র করা কিছুই হয় না। সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ তো অকেজো হইয়া যাইবেই। এই প্রচারে মুনাফালোভী, চোরাকারবারী সকলেই খুসী। ইহাতে তাদেরই সুবিধা। এই প্রচারে পঞ্চম বাহিনী আরো খুসী, কেননা, ইহাতে অনাহার বাড়িয়া যাইবে, লুঠপাট দাঙ্গা বাধাইতে সুবিধা হইবে। সিঙ্গাপুরের রেডিও-তে নাকি সুভাষ বসু বলিয়াছে—ভয় নাই আমি চাল লইয়া যাইতেছি। জনসাধারণের হতাশার পরিণাম শেষ পর্য্যন্ত এইখানে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। চালের কথা শুনাইয়া জাপানী অভিযানকে সহজ করিবার চেষ্টা!

কিন্তু হতাশ হইয়া দেশের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিব, না নিজেদের ঐক্যের জোরে খাদ্য সমস্যার সমাধান যতটা করা যাইতেছে, তাকে আরো ভাল করিব, আমলাতন্ত্রকে জনসাধারণের চাপে কাজে নামাইব, খাদ্যব্যবস্থার ভিতর দিয়া নিজেদের অধিকার কায়েম করিব?

বাঁচিবার পথ

কংগ্রেস-লীগ-মহাসভা-কমিউনিষ্ট প্রভৃতি সকল দলের মিলিত চেষ্টায় রংপুর সহরে ১৫৲ মণ দরে ৪০।৫০ মণ চাল বিক্রি হইতেছে, গাইবান্ধায় ১৬৲ মণ দরে ৫ শত মণ চাল বিক্রির ব্যবস্থা হইয়াছে। বগোহরে ৯৲ মণ দরে ধান ও ।১০ সের দরে আটা খাদ্য কমিটি পাইয়াছে ও ৩০টি গ্রামে ১০০ মণ ধান ৬৬ মণ আটা দিতে পারিয়াছে। মুন্সীগঞ্জে ১২ হাজার টাকা তুলিয়া জনরক্ষা সমিতি সস্তাদরে চাল বিক্রির ব্যবস্থা করিয়াছে—এ পর্য্যন্ত ১৬ শত খাদ্য টিকিট বিলি হইয়াছে। দিনাজপুরের সকল দলের মিলিত খাদ্য কমিটি ৮৫টি পরিবারকে কণ্ট্রোল দরে চাল দিতেছে ও শীঘ্রই সরকারের নিকট হইতে ১০ হাজার লোকের চাল পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল মাত্র। অধিকাংশ জেলা হইতেই এই ধরণের খবর আসিতেছে। যে রেশন প্রথা আমলাতন্ত্র চালু করিতে গরিমসি করিতেছে, জনসাধারণ আপন চেষ্টায় আমলাতন্ত্রকে তাহা করিতে বাধ্য করিতেছে। ইহা ছাড়া বুভুক্ষুদের জন্য সর্ব্বত্রই লঙ্গরখানা খোলা হইতেছে। আগামী ফসলের জন্য গ্রামে গ্রামে কৃষকদের নিজের চেষ্টায় খাবার ফসল বাড়াইবার আন্দোলন আগাইয়াছে।

ইহাই বাঁচিবার একমাত্র পথ। আমলাতন্ত্রের দিকে নয়, জনসাধারণের শক্তির দিকে তাকাইতে হইবে। এই পথেই কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট, সর্ব্বদলকে এক হইতেই হইবে। জাতীয় একতা গড়িয়া উঠিবার ইহাই পথ।

কয়লার ব্যবস্থা করো

কয়লাভাব কলিকাতায় এখনও প্রবল। যে ৪৫ ওয়াগন কয়লা আসিতেছে, তাহা কলিকাতার প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কি না, তা সরকার খোলাখুলি বলেন নাই। অমৃতবাজার কাগজ বলিতেছে যে শতকরা ৫০ ভাগ কয়লা কম উৎপাদন হইতেছে। সুতরাং কলিকাতাতেও নিশ্চয় অর্দ্ধেকের বেশী কয়লা আমদানী হইতেছে না।

সে হিসাব লইয়া তর্ক তোলা এখন দরকার নাই। এখনকার কথা হইতেছে ৪৫ ওয়াগন কয়লা কলিকাতাবাসীর মধ্যে বণ্টন হইতেছে কি ভাবে। শোনা যায় যে ওয়াগন দাঙ্গীবার, তার মোটা অংশ বড় কারবারীরা মরাইয়া ফেলে এবং সেই জন্য ছোট ব্যবসাদার প্রায় অতি সামান্য অংশ। বড় কারবারীর এই জুয়াচুরী বন্ধ না করিলে ৪৫ ওয়াগন কয়লারও ভাগ কলিকাতাবাসী পাইবে না।

তা ছাড়া, সরকার কয়লার ব্যবসায়ীদের লাইসেন্সের ব্যবস্থা করিয়া খালাস। কিন্তু শুধু লাইসেন্স দিলেই হয় না। কোন এলাকায় কত কয়লা দৈনিক দরকার, তা হিসাব করিয়া সেই পরিমাণ কয়লা সেই এলাকার দোকানদারকে কিনিবার লাইসেন্স দিতে হইবে। তা না হইলে শুধু দোকানদারদের গ্রেড ভাগ করিয়া দিলে ফল হইবে এই যে, কোনো এলাকায় বড় কারবারী বেশী কয়লা আনিল, আর কোনো এলাকায় ছোট দোকানদার এত সামান্য কয়লা পাইল যে তাতে সেই এলাকার লোকের চাহিদা মিটে না।

ইহার জন্য দরকার একেকটা এলাকা ভাগ করিয়া দোকান ঠিক করা। সেই এলাকায় প্রত্যেক বাড়ীতে কত কয়লা দরকার তার সেন্সাস লইতে হইবে। সেই হিসাব মত দোকানদারকে সরবরাহ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক বাড়ীর জন্য রেশনিং করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে প্রচণ্ড অভাবের খানিকটা সুরাহা হয় নিশ্চয়ই।

আজ কলিকাতার অনেক পাড়াতেই জনরক্ষা কমিটির উদ্যোগে লোকেরা নিজেরাই একত্র হইয়া এই ব্যবস্থা করিতেছে। কয়লার ছোট ব্যবসায়ীরাও এই কাজে সাহায্য করিতেছে। রেশনিং করিতে লোকেরা আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। সকলে মিলিয়া দোকানদার ঠিক করিয়া লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করিতেছে। জনসাধারণের এই চেষ্টার সঙ্গে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ সহযোগিতা করুন। কয়লা সমস্যা মিটিবার উপায় হইবে।

২৩-[illegible] ডিক্সন [illegible], মণ্ডল প্রেসে অজিতকুমার ব্যানার্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

বন্যার্ত্তদের সাহায্যের জন্য ট্রাম-মজুর

১৮ই আগষ্ট রাজাবাজার সেক্‌সনের ট্রাম মজুরদের এক সভায় ঠিক হয় যে বন্যার্ত্তদের সাহায্যের জন্য সমস্ত ট্রাম মজুরের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করা হইবে। এক সপ্তাহব্যাপী মুষ্টিভিক্ষা তোলা হইবে—ইহা স্থির হয়। একজন মজুর কমরেড বলিলেন, শুধু মজুরদের কাছ থেকেই নয়, একদিন ট্রাম শ্রমিকরা নিজেদের পোষাক পরিয়া ফেট্‌ন লইয়া জনসাধারণের কাছ হইতে চাঁদা তুলিবে। এই কথায় সকলেই উৎসাহিত হইল।

২৩শে আগষ্ট সোমবার কমরেড ইসমাইলের নেতৃত্বে ২৫জন ট্রামমজুর স্কোয়াড করিয়া বাহির হইল। ফেষ্ট্‌ন, পোষ্টার প্রভৃতি লইয়া তাহারা শ্লোগান দিতে দিতে আগাইয়া আসিল। রাস্তার লোকেরা তাকাইয়া দেখিতে লাগিল—ইউনিফর্ম্ম পরিহিত ট্রাম শ্রমিক আগাইয়া আসিয়াছে দেশকে বাঁচাইবার জন্য। শিয়ালদহের রাস্তার দুদিকেই দুজন করিয়া মজুর কাপড় বিছাইয়া প্রত্যেক দোকান হইতে পয়সা তুলিতে লাগিলেন। ট্রামের যাত্রীরা উৎফুল্ল হইয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল। গিনি হাউসের সামনে স্কোয়াড আসিল। আশে পাশের বাড়ী হইতে সাহায্য আসিল। এক বাড়ী হইতে একটী ছোট মেয়ে দিল পাঁচটী রূপার চুড়ি ও কয়েকটি টাকা। গরীবলোকেদের মধ্যেও অনেকে আট আনা, একটাকা করিয়া দিল। বহুবাজার কিউএর সামনে যখন স্কোয়াড আসিল, কিউয়ের মেয়েরা উৎসাহিত হইয়া উঠিল। তারা অনুভব করিল তাদেরই মতো ছেলে মেয়েদের বাঁচাইতে আজ ইঁহারা লাগিয়াছেন। আশে পাশের অনেক লোক পয়সা দিল।

কোয়াড ধর্ম্মতলায় আসিয়া হাজির হইল। চারিদিকে লোক জমা হইয়া গেল। অন্যান্য সেকসনের ট্রামও এখানে আসে। সমস্ত ট্রাম মজুরদের মধ্যেই উৎসাহ আসিল। ট্রামমজুর দাঁড়াইয়াছে দেশবাসীকে বাঁচাইতে। ইহাতে প্রত্যেক ট্রামমজুরের মুখে দেশপ্রেমের উজ্জ্বলতা। সেদিনকার কাজ শেষ করিয়া দেখা গেল সংগ্রহ হইয়াছে ৩৫।/১৫ এবং ৫টা রূপার চুড়ি।

বুধবারদিন পার্কসার্কাসের স্কোয়াড বাহির হইল। পার্কসার্কাসের লোকজনদের কাছ হইতে অর্থ সংগ্রহ করা হইল। তারপর স্কোয়াড আসিল নোনাপুকুর ওয়ার্কশপের মজুরদের মধ্যে। সেখানে কয়েকজন মজুর আসিয়া যোগ দিল। তারপর স্কোয়াড আসিল ডায়মন্ড রোডে। সাধারণ লোকের কাছ হইতে পয়সা কড়ি উঠিল। একজন লোক প্রশ্ন করে, 'এ কি ট্রাম কোম্পানী করছে?' ট্রাম-মজুরা উত্তর দেয়, 'না আমাদের ইউনিয়ন আমাদের এই পথ দেখাইয়াছে।' ভদ্রলোক ধন্যবাদ দিয়া বলে—তোমাদের উপর আমার শ্রদ্ধা হয়। সত্যই তোমরা দেশভক্ত। তিনি একটাকা দেন। সেখান হইতে স্কোয়াড কলেজ ষ্ট্রীট হইয়া ইউনিয়ন অফিসে ফিরিয়া আসে। এই অল্প সময়েই জনসাধারণের সাথে ট্রাম শ্রমিকদের গভীর সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হয়। তারা সংগ্রহ করে ৩৭/৫। ইউনিয়ন অফিস হইতে ফিরিবার পথে তারা ট্রামে ২ খানা 'জনযুদ্ধ' ও একখানা 'লোকযুদ্ধ' বিক্রয় করে।

রিষড়ার মজুর নিজের পায়ে দাঁড়াইয়াছে

রিষড়ার হেষ্টিংস জুট মিল প্রায় দেড় মাসের উপর কয়লার অভাবে বন্ধ আছে। প্রথমে ছুটী-ওয়ালা মজুরদের খোরাকী দেওয়া হয় না। ইউনিয়নের দাবীতে মজুররা ৪।০ খোরাকী ও রেশন কার্ড আদায় করিল। মালিক মজুর-ইউনিয়নের শক্তি ভাঙ্গিবার জন্য দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে মিল বন্ধ থাকা অবস্থাতেই প্রায় ১২০০ মজুরকে ছাঁটাই করে। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে মজুররা দল বাঁধিয়া লেবর কমিশনরের কাছে যায়। তিনি আশ্বাস দেন যে তিনি প্রতিকারের চেষ্টা করিবেন।

অভাবগ্রস্ত এই সব মজুরদের খাওয়াইবার জন্য মজুররা নিজেরাই আগাইয়াছে। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রতিদিন প্রায় ২০ সের চাউল ও ২৲ টাকা চাঁদা তোলা হইতেছে। ইউনিয়ন স্থানীয় সাব্-ডিভিশনল অফিসারের সঙ্গে দেখা করিয়া একটা লঙ্গরখানা খুলাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

চটকল মজুরের সভা

২০শে আগষ্ট গার্ডেনরীচ চটকল মজুর ইউনিয়নের উদ্যোগে বজবজ চটকল মজুরের সভায় প্রায় ১০০০ মজুর সমবেত হয়। মজুর কমরেড ললিত নস্কর সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় শুধু মজুরই নয়, মিউনিসিপালিটীর কয়েকজন কমিশনর, স্থানীয় ডাক্তার প্রভৃতিও উপস্থিত ছিলেন। কিশোর বাহিনীর ছেলেরা শোভাযাত্রা করিয়া সভায় আসে, উদ্বোধন সঙ্গীত গায়। কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী, আব্দুল হালিম, কমরেড গুরুদাস পাল প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। সভায় সমবেত মজুররা প্রতিজ্ঞা নিল যে একদাসে তারা ২০০ ভলান্টিয়ার গঠন করিবে। মজুররা দাবী করে :—মিল বন্ধ থাকার সময় সরকারের কাছ থেকে রিলিফ চাই! উৎপাদন বাড়ানর জন্য ডবল সিফ্‌ট চালু করো! মজুরদের ডেপুটেশন মজুর করো! এনকোয়ারী কমিটী গঠন করো! সভাতেই ১২ জন ভলান্টিয়ার সংগৃহীত হয়।

১৯শে আগষ্ট নারিকেলডাঙ্গার হরা ও কাদাপাড়া চটকল মজুরদের এক সভা হয়। প্রায় ৬০০ মজুর সময়েত হইয়াছিল। স্থানীয় মুসলিম লীগের সম্পাদকও সভায় হাজির ছিলেন। কমরেড দীন মহম্মদ সভাপতিত্ব করেন। কমরেড দাড়ীবাবা, কমরেড যতীন চাটার্জ্জী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। লীগ-সম্পাদক বলেন: মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কমিউনিষ্ট পার্টির পতাকাতলে দাঁড়ানো উচিত। একমাত্র কমিউনিষ্ট নীতিই আজ দেশকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে। সভার শেষে কমরেড চতুরালী একটী গান গাহেন। মজুররা উৎসাহিত হইয়া উঠে। সভাতেই কয়েকজন ইউনিয়নের সভ্য হয়। 'স্বাধীনতা' কাগজও বিক্রয় হয়।

২১শে আগষ্ট বেলেঘাটা চটকল মজুর ইউনিয়নের অফিসে ২০০ মজুরের এক সভা হয়। কমরেড আলি মোহাম্মদ সভাপতিত্ব করেন। কমরেড আব্দুল গণি, কমরেড রেজাক খাঁ, কমরেড চতুরালি প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। তাঁরা বলেন যে, আজ ইউনিয়নের মধ্যে সমস্ত মজুরকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। ইউনিয়নের জোরেই মজুর মিলমালিকের গাফিলতি ভাঙ্গিয়া উৎপাদন বাড়াইতে পারে ও দাবী আদায় করিতে পারে।

মাহেশ সুতাকল মজুরের সভা

মাহেশের সুতাকলের মজুররা বোবাই ও ঢাকার সুতাকল মজুরদের উৎপাদন বাড়ানোয় অনুপ্রাণিত হইয়া এক সপ্তাহ ব্যাপী উৎপাদন বাড়ানোর প্রচার করে। এই সপ্তাহে স্কোয়াড, গেট-মিটিং প্রভৃতি হয়। ২২শে আগষ্ট সপ্তাহের শেষদিনে একটা সভা হয়। এই সভায় স্থানীয় মজুর সংগঠক কমরেড গোপাল দত্ত, শিশির গাঙ্গুলী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। তাঁরা বোম্বাই ও ঢাকার মজুরদের দৃষ্টান্ত বুঝাইয়া দেন। রামপুরিয়ার মজুর কমরেড শান্তি রায় ও বঙ্গেশ্বরীর মজুর মিস্ত্রি বাসুদেব জানা সভায় প্রতিজ্ঞা করেন যে তাঁরা উৎপাদন বাড়াইবার জন্য মজুরের শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবেন। সভায় মজুররা দাবী জানায় যে তাদের জন্য মিলের দামে কাপড় সরবরাহ করিতে হইবে। ইউনিয়নে যোগ দিবার জন্য আবেদন জানান হয়। কয়েকজন মুসলমান মজুর ইউনিয়নের কাজ করিতে আগাইয়া আসেন। ১০।১২ জন ভলান্টিয়ারও সংগৃহীত হয়। মেয়েরাও ভলান্টিয়ার হইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁদের লঙ্গরখানার কাজে লওয়া হয়।

উৎপাদনে ঘাটতি বন্ধ করো

কাঁকিনাড়া চটকলে সুতার জন্য যে মাড় দেওয়া হইত, সম্প্রতি তা বন্ধ করা হইয়াছে। মাড় না দিলে সুতা খারাপ হইয়া যায়, আর তাতে তাঁতের কাজেও অসুবিধা হয়। চট তৈরী করিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে ঠিকা তাঁতীদের মজুরীও কমিয়া যায়। শুধু তাই নয়, বরাদ্দ কাজ না হইলে আবার তাঁতীদের জবাব পর্য্যন্ত দেওয়া হয়।

সুতরাং মাড় বন্ধ করিবার ফলে একদিকে উৎপাদনে ঘাটতি হইতেছে, আর একদিকে মজুরী কম ও মজুর ছাঁটাইয়েরও সম্ভাবনা বাড়িতেছে। ইহাতে মজুরদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়িবে, উৎপাদনে আরো অসুবিধা হইবে।

কাঁকিনাড়ার মজুর! ইউনিয়নের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হও। ইউনিয়ন হইতে এই বে বন্দোবস্তের প্রতিকার দাবী করো।

ব্রুকবণ্ড চা-কারখানার মজুরদের সম্মেলন

২২শে আগষ্ট ব্রুকবণ্ড চা-কারখানার মজুর ইউনিয়নের সম্মেলন হয়। কমরেড ইসমাইল সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনের জন্য মজুররা শুধু নিজেদের মধ্যেই নয়, ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের মধ্যেও প্রচার করিয়াছিল। ম্যানেজারও সম্মেলনে আসিবার জন্য আগ্রহ দেখাইলেন। সম্মেলনের জন্য সে দিন ১২।০ টার সময় কারখানার ছুটি দেওয়া হইল।

সম্মেলনে প্রত্যেকটি ডিপার্টমেণ্ট হইতে মজুর আসিল। অন্যান্য কারখানার মজুররা সম্মেলনে অভিনন্দন জানাইবার জন্য আসিল। খাদ্য-সমস্যার সমাধানের জন্য, মজুরদের মাগগী ভাতার দাবী করিয়া, যুক্ত উৎপাদন কমিটির দাবী জানাইয়া অনেকগুলি প্রস্তাবও সম্মেলনে গৃহীত হয়।

সম্মেলনের ফলে মজুরদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ আসিল। মিস্ত্রী প্রভৃতিরাও ইউনিয়নের সভ্য হইতে চাহিল। মজুরদের সঙ্ঘ শক্তি দেখিয়া মালিকও তাদের সহিত সহযোগিতা করিতে আগাইয়া আসিলেন। উৎপাদন বাড়াইবার জন্য মজুরের প্রস্তাব মালিক মানিয়া লইয়াছে।

দেশরক্ষার পথে মজুর আগাইতেছে
উৎপাদন বাড়াইতে
জনগণের একতা গড়িয়া তুলিতে দাবী আদায় করিতে

ঢাকেশ্বরীর ২১ জন মজুর পুনরায় কাজে বাহাল হইল

গত বছর ২২শে আগষ্ট ঢাকেশ্বরী মিলে একটি হরতালের ফলে ২১ জন মজুরকে মালিক বরখাস্ত করে। ইহারা ইউনিয়নের অগ্রণী কর্ম্মী ছিলেন। এই বরখাস্তের জন্য মজুররা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে লেবর কমিশনরের কাছে মীমাংসার জন্য দাবী করে। লেবর কমিশনর আসিয়া হস্তক্ষেপ করার ফলে মিল মালিকের সঙ্গে এই চুক্তি হয় যে, ঐ ২১ জনকে উপস্থিত সাস্‌পেণ্ড করিয়া রাখা হইবে এবং তাঁদের মজুরীর অর্দ্ধেক তাদের দেওয়া হইবে। এডজুটিকেটরের সিদ্ধান্তে যদি তাঁরা নির্দ্দোষ প্রমাণিত হন, তবে তাঁদের পুনরায় কাজে লওয়া হইবে এবং মজুরীর বাকী অর্দ্ধেকও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। এক বছর পরে এডজুটিকার সি

● জনগণের মিলিত চেষ্টায় ●

নানাস্থানে লঙ্গরখানা ও চাল বিলি

যশোহর—গত ১৮ই আগষ্ট যশোহর সহরে জেলা খাদ্য কমিটির পক্ষ হইতে অন্নসত্র খোলা হইয়াছে। কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীরা উদ্যোগী হইয়া খাদ্য কমিটির পক্ষ হইতে স্বোয়াড করিয়া প্রচার চালায় এবং পাড়ায় পাড়ায় অর্থ ও চাউল সংগ্রহ করে। মোট প্রায় ২ মণ চাউল ও ৮৫৸/০ টাকা সংগৃহীত হয়। খাদ্য কমিটির সমস্ত সভ্য ও বিশেষ নাগরিকদের স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্র জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পেশ করা হয়। অন্নসত্রে বিনামূল্যে চাউল ও ডাল সরবরাহের জন্য অনুরোধ জানান হয়। উক্ত অন্নসত্রে দৈনিক গড়ে ৬০ জন নরনারীকে একবেলা করিয়া খিচুড়ী খাওয়ান হইতেছে। লীগ কর্ম্মীরাও অগ্রণী হইয়া জেলা খাদ্যকমিটির সহযোগীতায় একটি স্বতন্ত্র লঙ্গরখানা খোলেন। উক্ত লঙ্গরখানায় গত ৮ দিন যাবত গড়ে দৈনিক ৩০ জন করিয়া লোককে খিচুরী খাওয়ানো হইয়াছে। কেন্দ্রীয় লঙ্গরখানা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও খাদ্যকমিটির সভাপতি মৌঃ ওয়াসিয়ার রহমান এম, এল, এর অনুমতিক্রমে জেলা বোর্ডের আফিস প্রাঙ্গনে খোলা হইয়াছে। উক্ত অন্নসত্রে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রন্ধনশালা হইয়াছে। কেশবপুরে গত ৯ই আগষ্ট হইতে সকল দলের সম্মিলিত চেষ্টায় একটি অন্নসত্র খোলা হইয়াছে। গড়ে দৈনিক ৬০।৭০ জন লোককের একবেলা করিয়া খিচুড়ী খাওয়ান হইতেছে। নড়াইলে সরকারী ও বেসরকারী মহল এবং সকল দলের চেষ্টায় একটি অন্নসত্র খোলা হইয়াছে। উক্ত মহকুমায় শিঙ্গিয়া কেন্দ্রে ১টি সাপ্তাহিক অন্নসত্র খোলা হইয়াছে। রূপগঞ্জেও একটি অন্নসত্র খুলিবার আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে। কালিয়ায় কমিউনিষ্টরা উদ্যোগী হইয়া আর্ত্তত্রাণ ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন এবং ৮।১০টি দুঃস্থ পরিবারকে চাউল দিয়া সাহায্য করা হইতেছে। মাগুরায় আর্ত্তত্রাণের জন্য কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা সকল দলকে জনরক্ষা সমিতির মধ্যে মিলিত করিয়া দেড়শত টাকার বিষয় সংগ্রহ করিয়াছে।

২৪ পরগণা বসিরহাটের ছাত্র, যুবক, কমিউনিষ্ট ও কৃষককর্ম্মীরা প্রতিদিন বাড়ী বাড়ী যাইয়া ভাত ও ফেন যোগাড় করিতেছেন এবং তাহা দ্বারা প্রায় ১৫০ ভিক্ষুককে খাওয়ান হইতেছে। নৈহাটি ও ডায়মণ্ডহারবারের কিশোরবাহিনীর ছেলেরা ছোট ছোট দলে ভাগ হইয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া চাউল ও ডাল সংগ্রহ করে এবং নিজেরাই রান্না করিয়া গরীবদের খাওয়াইতেছে। রামকৃষ্ণ মিশন কর্ত্তৃক ডায়মণ্ডহারবারে তিনটি অন্নসত্র খোলা হইয়াছে। কিন্তু তাহারা নিজেরা ঐগুলি পরিচালনা করিতে অসমর্থ হওয়ায় স্থানীয় কৃষক সমিতির কর্ম্মীদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কৃষক সমিতির কর্ম্মীরা আনন্দচিত্তে এই ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

অন্নবস্ত্রের জন্য জনজমায়েত

নীলফামারীতে যখন দারুণ অন্নাভাব দেখা দিল, তখন সমস্ত দল খাদ্য কমিটি ও জনরক্ষা সমিতির মধ্যে জমায়েত হইল। এদের মিলিত চেষ্টায় আজ ৩ মাস ধরিয়া সহর ও নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলির দুঃস্থ জনসাধারণ সপ্তাহে /২৷৷ সের করিয়া চাল ১৫৲ মণ দরে পাইয়া আসিতেছে। জনসাধারণ একতার জোরে কর্ত্তৃপক্ষকেও কাজে নামাইতে পারিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ১২ শত পরিবারের মধ্যে কুপন বিলি করা হইয়াছে। চালের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য সই সংগ্রহ চলিতেছে। খাদ্য কমিটির অফিস হইতে রেশন প্রথায় আটা, ময়দা ও চিনি বিলির ব্যবস্থাও হইয়াছে। এক সপ্তাহে এ পর্য্যন্ত ১২৫টি কুপন বিলি হইয়াছে। মফস্বলেও আটা, ময়দা ও চিনি বিলির ভার খাদ্য কমিটিই নিয়াছে। ফলে, চোরাবাজার বন্ধ হইয়াছে। খাদ্য কমিটি ও জনরক্ষা সমিতির তত্ত্বাবধানে লঙ্গরখানা ও ক্যান্টিন খোলার চেষ্টা চলিতেছে। খাদ্য তদারকীতে এখানে যে সব ধান পাওয়া গিয়াছে, ১৬৲ টাকা দরে প্রত্যেককে ১ মণ করিয়া তাহা বিক্রি করা হইতেছে। শুধু চাল আটাই নয়; খাদ্য কমিটির চেষ্টায় ১৸/১০ আনা দরে ১৪০০ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় অধিকাংশই মফস্বলবাসীর মধ্যে বিলি হইয়াছে। এখানে জনরক্ষা কমিটির তত্ত্বাবধানে একটি কলেরা রিলিফ কমিটি খোলা হয়। এইকাজে স্থানীয় মহাজন, উকিল ডাক্তার, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ—সকলেই নানাভাবে সাহায্য করেন। গ্রামবাসীদের টিকা দেওয়া হয়। তাছাড়া ঔষধ, পথ্য ও রোগীদের পারিবারিক সাহায্যেরও বন্দোবস্ত করা হয়। ফলে কলেরা খুব বেশী ছড়াইতে পারে নাই।

পঞ্চমবাহিনীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল

৯ই আগষ্ট ঢাকার উমারী পাড়ায় একটা চালের দোকানের সামনে ৫০০ মেয়ের ভীড়। তারা কন্‌ট্রোলে চাল নিতে আসিয়াছে। এই সুযোগে সেখানে আসিয়া হাজির হইল পঞ্চমবাহিনী। তারা বুজুরু মেয়েদের উস্কাইতে লাগিল। 'তোমরা ফিরে যাও, চাল দেওয়া হবে না।' এই কথায় যখন কিছু হইল না, তখন তারা মেয়েদের হাত হইতে টিকিট কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিল।

খবর পাইয়া কমিউনিষ্ট পার্টির মেয়েরা সেখানে ছুটিয়া গেল। সকলের কাছে পঞ্চমবাহিনীর ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া তাঁরা দেখাইলেন। পঞ্চমবাহিনী পলাইয়া গেল। কমিউনিষ্ট কর্ম্মী ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্ম্মীরা রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে সেখানে থাকিয়া সকলকে চাল বিতরণ করিলেন। পঞ্চমবাহিনী বিফল মনোরথ হইয়া পার্টির মেয়েদের নামে গালাগালি দিতে লাগিল। সেই গালাগাল শুনিয়া একজন স্থানীয় মহিলা রুখিয়া দাঁড়াইলেন। পঞ্চমবাহিনী দেখিল কমিউনিষ্টদের পেছনে আজ জনসাধারণ। তারা ভয়ে পিছাইয়া গেল। ৯ই আগষ্টের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল।

★

কমরেড অজিত ঘোষ

কমরেড অজিত ঘোষ জামালপুরে (ময়মনসিংহ) থাকার সময় পার্টির সংস্পর্শে আসেন। সেইখানে তিনি ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৪৩ সালের প্রথমে তিনি কলকাতায় আসেন। সেখানে তিনি পার্টির সংস্কৃতি ফ্রন্ট গড়বার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই "ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের" অফিস সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। অফিসের কাজ ছাড়াও গান ও সংগঠনের কাজেও তাঁর অফুরন্ত উৎসাহ ছিল। পার্টির সংস্কৃতি ফ্রন্টের বৈশিষ্ট ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। তাঁহাকে হারাইয়া পার্টি একজন উদীয়মান কর্ম্মীকে হারাইল।

বাঁচার জন্য খাদ্য কমিটি চাই

গত ৩ সপ্তাহে মাদারীপুর সহরে ৪০ জন অভুক্ত লোক মারা গিয়াছে। কমিউনিষ্ট পার্টি, লীগ ও অন্যান্য দলের সহযোগিতায় ফরিদপুর সহরে ২টি লঙ্গরখানায় দৈনিক ২৫০০ হইতে ৩০০০ অভুক্তদের খাওয়ানো হইতেছে। মাদারীপুরে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের চেষ্টায় দৈনিক ১ হাজার লোকের জন্য ১টি সরকারী লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছে। খাদ্য কমিটির মারফৎ কোরকদি ইউনিয়নে ১৫ ব্যাগ আটা, ৫০ মণ বজরা, ও ১ বস্তা চিনি, ৪০ মণ চাল, ও পালং-এ ৩৩ মণ চাল, ৫০ মণ ধান ও ২৮ মণ আটা বাঁধা দরে বিলি হইয়াছে। ভোজেশ্বর খাদ্য কমিটির জন্য ৩৩ মণ চাল, ২১ মণ আটা ও ৭ মণ ময়দা মঞ্জুর হইয়াছে। এ ছাড়াও খয়রাতী দান হিসাবে পালং, ছয়গাঁ, ডিঙ্গামাণিক ও গয়ঘরে ৫শত করিয়া টাকা বিলি করা হইয়াছে। ছয়গাঁয় কৃষিঋণ বাবদ ১৭ শত টাকা বিলি হইয়াছে।

খাদ্য কমিটিতে এক হও

গত ১৪ই আগষ্ট জামশেদপুরের যুগশলাইয়ে অস্থায়ী খাদ্য কমিটির উদ্যোগে এক বিরাট সভা হয়। সভায় কমরেড ধরণী গোস্বামী, আমীর সিং প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। বস্তির একজন মহিলার বক্তৃতায় সভাস্থ সকলে উৎসাহিত হয়। সভায় বিভিন্ন দাবীমূলক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং কংগ্রেস লীগ ও ও কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিদের লইয়া একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়।

মজুতকারীদের চাল ব্যর্থ করো

মজুতবিরোধী অভিযানের, সময় ডোমারের আশেপাশে যে সব খাদ্য কমিটি গড়িয়া উঠে, তার অধিকাংশই মজুতকারাদের হাতে থাকিয়া যায়। ফলে ৯৲ টাকা মন দরে আটক ধান বিক্রির নির্দ্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও গ্রাম্য খাদ্যকমিটিগুলি হইতে ধান বিক্রির ব্যবস্থা হইতেছে না। কাজেই এখনি এই সমস্ত মনোনীত কমিটিগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া প্রকৃত মজুতবিরোধী ও গরীব প্রতিনিধিদের নিয়া খাদ্য কমিটি পুনর্গঠিত করিতে হইবে। শুধু নৈতিক চাপ দিয়াই মজুতকারীকে জনস্বার্থে লাগানো যায় না। এ জন্য কড়া ব্যবস্থা চাই।

জনরক্ষার কাজে বগুড়ার মেয়েরা অগ্রণী

বগুড়ার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি কাঠনারপাড়া ও মালতীনগরে ২টি কণ্ট্রোলের দোকান খুলিয়াছে এবং মেয়েদের মধ্যে বাঁধা দরে আটা, ময়দা ও চিনি বিক্রি করিতেছে। মুষ্টিভিক্ষা তুলিয়া সহরে ৫টি পরিবারকে সাহায্য দেওয়া হইতেছে। শীঘ্রই দুঃস্থ মেয়েদের জন্য ১টি লঙ্গরখানা খোলা হইবে। বাজারের এক ব্যবসায়ীর কাছ হইতে সংগৃহীত ১১ খানি কাপড় দুঃস্থ মেয়েদের মধ্যে বিলি করা হয়। সমিতির উদ্যোগে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বিক্রিরও ব্যবস্থা হইতেছে। ফেলপাতা গ্রামে একটি আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হইয়াছে।

লেনিন-ডে ফাণ্ডে কুড়িগ্রামের মেয়ের সোনা-গয়না দান

রাঙ্গামা রংপুর জিলার কুড়িগ্রাম মহকুমার ছোট একটি গ্রাম। কৃষক আন্দোলন এখানে আগে কখনও হয় নাই। হালে নতুন সমিতি গঠিত হইয়াছে। লেনিন-ডে ফাণ্ডের প্রচারে জিলা সংগঠক আসিয়া আবেদন জানাইলে সকলেই উৎসাহিত হন। প্রথম সাড়া দেন কমরেড বাসন্তী। নগদ ১৫৲ টাকা, সোনার একটি টিকলী ও রূপার একটি মেডেল তিনি দেন। ইহাতে সকলেরই উৎসাহ বাড়িয়া যায়। কমরেড বাসন্তীদের পাচক কমরেড নগেন তাঁহার এক মাসের বেতন ১০ টাকা পার্টি ফাণ্ডে দিলেন। বাসন্তীর মা ১২ টাকা দিয়া বলিলেন, "পার্টিই দেশের ভরসা। আমার মেয়েকে পার্টির কাজে দিয়াছি। আমার সাধ্যমত সামান্য কিছু টাকা দিলাম।" বাসন্তীর কাকীমা দিলেন ১৫৲ টাকা, বড় মাও দিলেন ১৲ টাকা। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র রায় ১০৲ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। বেলা দিলেন একটি রূপার চুলের কাঁটা এবং ১ টাকা। পার্টি দরদী একজন মহিলা দিলেন ৬৲ টাকা ও রূপার কাঁটা। আরও অনেকে সাধ্যমত টাকা দিলেন।

বাগুয়ার এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কুড়িগ্রাম সহরের মহিলা সেল সেক্রেটারী দিলেন সোনার কান-ফুল ও মাসিক ২ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কমরেড কনক দিলেন সোনার ঝুমকি। বিরাজ দেবী ২১ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। মেয়েদের এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া ছেলেরাও আগাইলেন। কমরেড হারাণ ২০০ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। দুই একটাকা করিয়া অনেকেই দিলেন। অন্নসংকটে পীড়িত কুড়িগ্রাম এই দুর্দ্দিনে পার্টির পতাকা উন্নত রাখিবে—লেনিন-কোটা পূর্ণ করিবে।

পিপল্‌স ফ্রাড রিলিফ কমিটির আবেদন

পিপলস ফ্রাড রিলিফ কমিটির নিকট মেদিনীপুরের স্থানীয় রিলিফ কর্ম্মীগণের প্রেরিত বিস্তারিত বিবরণ আসিয়াছে। তাহাতে জানা যায় ঐ জেলার অনেক অংশে প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। জরুরী আবেদনের উত্তরে পিপলস্ ফ্লাড রিলিফ কমিটি তৎক্ষণাৎ অর্থ ও স্বেচ্ছাসেবক পাঠাইয়াছে ও পরে অর্থ চাউল বরাদ্দি দিয়া সহায়তার ব্যবস্থা করিতেছে। বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরে রিলিফ কার্য্য চালাইবার জন্য কমিটি সাধারণের নিকট প্রার্থনা করিতেছে। যে কোনরূপ সাহায্য ২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীটে সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইলে তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

নীরেন্দ্রনাথ রায়, সেক্রেটারী।

ব্লাড ব্যাঙ্কে কমিউনিষ্ট বন্দীর রক্ত দান

মেদিনীপুর জেলের ১২ জন বন্দী ব্লাড ব্যাঙ্কে সব শুদ্ধ ৩০০০ সি-সি রক্ত দান করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কমিউনিষ্ট ছাড়া দু-একজন কংগ্রেস বন্দীও আছেন।

দম দম জেলেরও ৭ জন কমিউনিষ্ট বন্দী রক্ত দান করিয়াছেন।

★ ফসল বাড়াও আন্দোলন ★
বাড়িয়া চলিতেছে

'খাবার ফসল বাড়াও' আন্দোলনে সমষ্টিগত চেষ্টা

রংপুর—সম্প্রতি এই জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত ফুলগাছ গ্রামে কৃষক সমিতির পক্ষ হইতে ৪টি ভলান্টিয়ার দল বাহির হয়। কর্ম্মী ও ভলান্টিয়ার মিলিয়া প্রায় ১৫০ জন কৃষক এই স্বোয়াডে যোগদান করেন। এই স্বোয়াডের ভলান্টিয়াররা 'গাতা' করিয়া ২০ দোন পতিত জমি এক সঙ্গে চাষ দেন। এই পতিত জমি স্থানীয় জোতদার তমিরুদ্দিন সমিতিকে ফসল বৃদ্ধির কাজে পত্তন করেন এবং আরও অন্যান্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। 'গাতার' ভলান্টিয়াররা রক্ত পতাকা হস্তে জনযুদ্ধের গান গাহিতে গাহিতে এক সঙ্গে ১১ খানা হাল চালান। উক্ত গাতায় ১২ জন মুসলমান কৃষক যোগদান করেন এবং ৩ জন জোতদার হাল ধার দিয়া সাহায্য করেন। গ্রামে সাধারণ কৃষকদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে এতদূর সাড়া পড়িয়া যায় যে ঐ জমির সামনে একটি বিরাট জনতা জমিয়া যায় এবং কমিউনিষ্টপার্টির জেলা কমিটির সংগঠক কমরেড পরেশ মজুমদার "খাবার ফসল বাড়াও" আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য্য বুঝাইয়া একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন, এই সভাস্থলেই ১০০ জন কৃষক সমিতির সভ্য ও ৫ জন নূতন কর্ম্মী সংগৃহীত হয়।

'ফসল বাড়াও' প্রচারের ভিতর দিয়া গ্রাম্য একতা গড়িয়া উঠিতেছে

চট্টগ্রাম—হাশিলাশ দ্বীপ খাদ্য কমিটির উদ্যোগে 'ফসল বাড়াও' আন্দোলনের প্রচারের জন্য বাদ্যযন্ত্র সমেত ৭ জন কর্ম্মীর একটি স্বোয়াড বাহির হয়। 'ফসল বাড়াও' চাষী ভাইরে, গানটি গাহিয়া স্বোয়াড সমস্ত গ্রামটি প্রদক্ষিণ করে এবং সেই সাথেই একটি সাধারণ সভার প্রচারও চালান হয়। কৃষকরা মুগ্ধ হইয়া নিজ নিজ হাল ছাড়িয়া কিছুক্ষণের জন্য গানটি শুনিতে থাকেন এবং পরে নূতন উৎসাহে গানের সাথে সাথে জোরে হাল চালাইতে থাকেন। হিন্দু ও মুসলমান ছাত্ররা একযোগে মিছিল করিয়া সভায় যোগ দেয়, স্থানীয় শিক্ষকরা ও সহানুভূতি লইয়া সভাতে আসেন। সমস্ত গ্রামের লোকদের ভিতর খাদ্য সমস্যা সমাধানের প্রবল ইচ্ছার ভিতর দিয়াই এমনিভাবে একতার ভিত্তি গড়িয়া উঠে। সভাতে হিন্দু মুসলমান, জমিদার, শিক্ষক, নারী, ছাত্র ও কৃষক লইয়া ৪০০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। কমরেড রণধীর দাসগুপ্ত এবং কমরেড ধীরেন দাস সভায় বক্তৃতা করেন। অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য বাবু অখিনীকুমার বড়ুয়া খাদ্য কমিটির হাতে প্রায় ১৪ কানি জমি আবাদের জন্য ছাড়িয়া দেন। কমিউনিষ্ট পার্টির স্থানীয় কমিটি প্রায় ১ কানি জমিতে বিভিন্ন ফসল করিয়া গ্রামের সাধারণ লোকদের উৎসাহিত করে।

সভার প্রচারের ফল খুবই ভাল হইয়াছে। খাদ্যকমিটি ও স্থানীয় দেশপ্রেমিকদের চেষ্টায় ২৫৲ টাকা তোলা হয় এবং সেই টাকা দিয়া কলেরার প্রতিষেধক 'ভেকসিন' কিনিয়া প্রায় ১০০ জন নরনারী ও শিশুকে টীকা দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে গ্রামের লোকদের ভিতর ঐক্য ও প্রীতির সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতেছে। খাদ্যকমিটি গ্রামে একটি অন্নসত্র খুলিয়াছে এবং এই সব কাজের ভিতর দিয়া ২০ জন ভলান্টিয়ারের একটি দল গড়িয়া উঠিয়াছে।

কৃষকদের নিজেদের চেষ্টায়ই বাঁধ বাঁধা হইল

২৪ পরগণা—ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার মথুরাপুর থানার অন্তর্গত 'ডিপোট' ১ম খণ্ড বাংলার আইন পরিষদের রায় হরেন্দ্র চৌধুরী এম, এল, এর জমিদারী। গত ২২শে জুলাই তারিখে ঐ স্থানের সুরেন্দ্রগঞ্জ মৌজার বাউণ্ডারীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ১০০ বিঘা জমি নোনা জলে ভরিয়া যায়। কৃষকরা জমিদার ও সরকারের নিকট বার বার আবেদন নিবেদন, দরবার করিয়া ঐ বাঁধ বাঁধিয়া দিবার জন্য বলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল না পাওয়ায় মহকুমা ও স্থানীয় কৃষক সমিতির মিলিত উদ্যোগে প্রায় ২০০।৩০০ কৃষক মিলিয়া ঐ বাঁধ বাঁধিয়া ১০০ বিঘা জমি চাষের উপযোগী করিয়াছে। বর্ত্তমানে সেখানে ভালভাবেই আবাদ হইয়াছে।

গত ১৮ই আগষ্ট উক্ত সুরেন্দ্রগঞ্জ মৌজার রিরমুলতলার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। ফলে ১৫০ বিঘার আবাদী জমি ও পানীয় জল নষ্ট হইয়া যায়। জমিদারের পক্ষ হইতে কোনরূপ ব্যবস্থা না হওয়ায় স্থানীয় কৃষক সমিতির চেষ্টায়ই ১০০ কৃষক ভলান্টিয়ার উক্ত বাঁধ বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।

যশোহরে 'খাবার ফসল বাড়াও' সপ্তাহের কাজ

টাউন কেন্দ্রে—২৪ বিঘা জমি আবাদ হইয়াছে ১৭ মণ বীজ ধান কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হইয়াছে, ১৩ জন কৃষক সমিতির সভ্য হইয়াছে। কমরেড সুধাংশু বসু মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে হইয়াও চাষীর জীবন যাপন করেন। তিনি প্রতিজ্ঞা নিলেন দিনে দশ কাঠা করিয়া জমি চাষ করিবেন। এই শপথ তিনি রক্ষা করিয়াছেন।

কেশবপুর (পাঁজেরাসহ) কেন্দ্রে—কৃষকের ছেলে কমরেড ইয়াসিনের নেতৃত্বে ১৫ জন ভলান্টিয়ারের একটি দল ১৬/২ বিঘা জমি চাষ করেন। এই অঞ্চলে মোট ১৯/২ বিঘা জমি চাষ হইয়াছে। ৪০ জন কৃষক সমিতির সভ্য হইয়াছে এবং আরও ২৫ বিঘা জমি চাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বৈঠকের মধ্য দিয়া ৪৫২ জনের ভিতর এই আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য্য বুঝান হইয়াছে।

বনগ্রাম কেন্দ্রে—কমরেড কৃষ্ণপদ মুখার্জ্জির নেতৃত্বে ২টি খাল সংস্কার করা হইয়াছে। ইহার ফলে ৩০ বিঘার বেশী জমিতে ফসল বাড়ানোর ব্যবস্থা হইল। ইহা ছাড়া এখানে মোট ৩৮ বিঘা জমিতে চাষ করা হইয়াছে, ৫০ জন কৃষক সমিতির সভ্য হইয়াছে। ৫০০ লোকের ভিতর প্রচার চালান হইয়াছে।

অতস্যানগর কেন্দ্রে সিসাড়ীর কর্ম্মী ও কৃষকদের এক বৈঠকে 'খাবার ফসল বাড়াও' আন্দোলনের তাৎপর্য্য বুঝান হয়; ফলে সেখানেই ৫ বিঘা জমি সংগৃহীত হইয়াছে। গাঁচুড়েতে ২২ জন ভলণ্টিয়ার ১৭ খানা লাঙ্গল লইয়া নিশান হাতে মাঠে কাজে নামিয়া গেলেন। উৎসাহ উল্লাস ধ্বনির মধ্যেই কাজ সুরু হইল। অল্প সময়ের মধ্যেই ২ বিঘা জমিতে চাষ দেওয়া হইয়া গেল। সর্ব্বশুদ্ধ এই কেন্দ্রে ৯/১ বিঘা জমি চাষ হইয়াছে, ৭২২ জনের ভিতর প্রচার চালান হইয়াছে, ৪৪ কৃষক সমিতির সভ্য হইয়াছে।

নড়াইল কেন্দ্রে সিসিয়ার—কমরেড রামরতন বাবুর নেতৃত্বে ২০ বিঘা জমি চাষ হইল পূর্ব্বে ধান রোয়ার প্রথা এখানে ছিল না। কৃষক কর্ম্মীরা পথ দেখাইলেন। পাট উঠাইয়া ১১ বিঘা জমিতে ধান লাগান হইল, অন্যান্য কৃষকদের ৯।১০/ বিঘার চারার সাহায্য দেওয়া হইল—এইভাবে ২৫ বিঘাতে ফসল বাড়াইবার ব্যবস্থা হইল।

কালিয়াতে সংগঠন নূতন গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে ১ বিঘা জমির কচুরীপানা তোলা হইয়াছে, ৩ বিঘা পাট তুলিয়া ধান লাগান হইয়াছে।

লীগ নেতার আহ্বান
ঘরে ঘরে "জনযুদ্ধ" চাই

নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের মেম্বার ভূতপূর্ব্ব আসাম প্রাদেশিক মুসলীম লীগের অর্গানাইজার মৌলভী আবদুল্লা লিখিয়াছেন :

"বাংলার প্রাদেশিক কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র "জনযুদ্ধের" সাফল্য আমি কামনা করি। অগণিত মূক জনসাধারণের মুখে এই "জনযুদ্ধ" ভাষা দিতেছে। ক্ষুধায় কাতর, অনশনে জর্জ্জর দেশবাসীকে খাদ্য যোগাড়ের পথ দেখাইতেছে। "ফসল বাড়াও" আন্দোলনের ভিতর দিয়া দেশের দূরবস্থা দূরের ভার গ্রহণ করিয়াছে। ফ্যাক্টরীতে, মিলে উৎপাদন চালু রাখিয়া দেশরক্ষার ভার নিয়াছে।

জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া জাতীয় সরকার আদায় এবং জাপানকে রুখিয়া ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথ "জনযুদ্ধ" দেখাইয়াছে।

বাংলার ঘরে ঘরে "জনযুদ্ধ" স্থান লাভ করুক, এই আমি চাই।

স্বাক্ষর—আবদুল্লা

আর্ত্তের সাহায্যে কমিউনিষ্ট মেডিক্যাল ইউনিট সকলের সাহায্য চাই

কমিউনিষ্ট পার্টির মেডিকেল ইউনিট পিপ্‌লস ফ্রাড রিলিফ কমিটির আহ্বানে বর্দ্ধমানে একটি মেডিকেল মিশন ঔষধপত্র সমেত পাঠান। ডাঃ অমিয় বানার্জ্জী এম-বি ও ক্যাম্বেল মেডিকাল স্কুলের ছাত্র সনৎ মণ্ডল এবং দ্বিজেন কুণ্ডু এই মিশনে ছিলেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং জনসাধারণের কাছে আবেদন করিয়াছেন—আরো ডাক্তার, ঔষধপত্র বর্দ্ধমানে পাঠানো প্রয়োজন। কালনা অঞ্চলে দীর্ঘকালের জন্য কয়েকটী মেডিকাল মিশন ও ঔষধপত্র পাঠানো অবিলম্বে দরকারী হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আশা করি চিকিৎসক, ঔষধ ব্যবসায়ী ও জনসাধারণ এই আহ্বানে সাড়া দিবেন। পার্টির মেডিকাল ইউনিট বিনা খরচে কলিফ ইনষ্টিটিউট ও ডিঙ্গন লেনের রিলিফ কেন্দ্রে আহার্য্যপ্রার্থীদের কলেরা ও টাইফয়েড প্রতিষেধক ইনজেকশন দিতেছেন। ক্যাম্বেল হাসপাতালে ডাক্তার ও ছাত্ররা এ বিষয়ে সহযোগিতা করিতেছেন। অন্যান্য কেন্দ্রে এই ইনজেকশন দিবার জন্য ইহারা প্রস্তুত। ডাক্তার, মেডিকাল ছাত্র, ঔষধ ব্যবসায়ী ও জনসাধারণ ইহাদের শক্তি বৃদ্ধি করুন।

অভাবীদের সাহায্যে এ-আর-পি ওয়ার্ডেন

শুধু বোমায় বিধ্বস্ত জনসাধারণকে সাহায্য করাই এ-আর-পি কর্ম্মীদের কাজ নয়, অনাহারী জনসাধারণকে সাহায্য করা, দেশের ভিতরে যাতে লুঠতরাজ দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধিয়া জাপানী হামলার সুবিধা না হয় তাহার দিকে নজর রাখাও এ-আর-পি কর্ম্মীর দেশপ্রেমিক কাজ। কলিকাতার এনটালী অঞ্চলের এ-আর-পি কর্ম্মীরা তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। আর কিছু না হউক অনাহারা লোকদের যদি ভাতের ফেনও দেওয়া যায় তাহা হইলেও তাহাদের প্রাণ বাঁচে। তাই এ-আর-পি কর্ম্মীরা ভাতের ফেন যোগাড় করিতে লাগিয়া যান। এন্টালী অঞ্চলে প্রায় ১০ মণ ফেন যোগাড় করিয়া রোজ ১৫০ হইতে ২০০ লোককে খাওয়ান হইতেছে কিন্তু তবু বহু অনাহারীকেই ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। আরও সাহায্য প্রয়োজন। এ-আর-পি কর্ম্মীদের এই কাজে ষ্টাফ অফিসারও স্বয়ং প্রশংসা করিয়াছেন।

সমস্ত এলাকার এ-আর-পি কর্ম্মীরা এই কাজে আগাইয়া আসিয়া সাচ্চা দেশভক্তের কাজ করুন।

অভাবীদের সাহায্যে খুলনার সর্ব্বদল

বর্দ্ধমানের বন্যার্ত্ত ও খুলনার অভাবীদের সাহায্যের জন্য গত ১লা আগষ্ট খুলনা মিউনিসিপ্যাল হলে জনসাধারণের এক সভা হয়। সভায় কংগ্রেস, লীগ, হিন্দু মহাসভা, কমিউনিষ্ট পার্টি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, কৃষক সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মার্চ্চেন্টস এসোশিয়েসন, টিচার্স এসোশিয়েসন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লইয়া সর্ব্বদলীয় পিপলস রিলিফ কমিটি গঠিত হয়।

ঐ কমিটির কর্ম্মীগণ স্বোয়াড করিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া অভাবীদের তালিকা তৈরী করে। ৪ দিনে ১২৪টি পরিবারের হিসাব নেওয়া হয়, ইহার ভিতর ৪০টি পরিবারের এক বেলাও আহার জুটে না। ১৮ই আগষ্ট হইতে রিলিফ কিচেন খুলিয়া ইহাদের খাওয়াইবার ব্যবস্থা করা হয়। ৪৫০ জন ভিক্ষুকের জন্য মার্চ্চেন্টস এসোশিয়েশন একটি লঙ্গরখানা খোলেন।

প্রত্যহ মুষ্টি ভিক্ষা ও চাঁদা তোলা হইতেছে। প্রচার পত্র বিলি করা হইতেছে। খাদ্য সংকটের মাঝে খুলনার সর্ব্বদল এক হইয়া দেশকে বাঁচাইবার জন্য আগাইতেছে।

ঐক্যের পথে লীগ সম্পাদকের আস্থা

ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার মোস্‌লেম লীগ সেক্রেটারী মজহারুল হক কমিউনিষ্ট পার্টির একজন নেতাকে একটা চিঠি লিখিয়াছেন। কমিউনিষ্ট পার্টির কার্য্য পন্থাই যে আজ দেশের বাঁচিবার একমাত্র পথ ইহা অনুভব করিয়া তিনি উৎসাহিত হইয়াছেন। সম্মিলিত ভাবে কাজের ভিতর দিয়া তিনি বুঝিয়াছেন যে এই ঐক্যের পথেই জাতীয় সমস্যা সমাধান হইবে। তাঁর কথা মুসলিম জনমতেরই অভিব্যক্তি। কংগ্রেস লীগ ঐক্যের ভিত্তি এমনি করিয়াই গড়িয়া উঠিতেছে।

চিঠির সারাংশ নীচে দেওয়া হইল :—

স্থানীয় কমিউনিষ্ট পার্টি এখানে লঙ্গরখানা খুলিবার ব্যাপার অগ্রনী হয়। আমরা

অনাহারের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে

● হুগলী জেলা আগাইয়াছে ●

খাদ্য-সমস্যা জনসাধারণকে ব্যাকুল করিয়াছে। গ্রামের লোক কোনরকম ভাবে আধ-পেটা খাইয়া কাটাইতেছে, কিন্তু সহরের গরীব শ্রেণী নিরুপায়। ৪০ টাকা মণ চাল কিনিয়া খাইবার সাধ্য তাদের নাই। বন্যায় ফসল নষ্ট হইয়া যাওয়ায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত নর-নারীর ভিড় সহরে প্রতিদিন বাড়িতেছে। চটকল বন্ধ, বেকার মজুর হাহাকার করিতেছে। অনাহারের বিভীষিকা সকলকে সন্ত্রস্ত করিতেছে।

কমিউনিষ্ট পার্টির জেলা কমিটী স্থির করিল: অনাহার হইতে জনসাধারণকে বাঁচাইবার জন্য এখনি কাজে লাগিতে হইবে। এই কাজের মধ্য দিয়াই আজ সকল শ্রেণীর লোককে এক করা যাইবে, ইহারই ভিতর দিয়া দেশপ্রেমিক রাজনীতি সকলের প্রাণে সাড়া আনিবে। অনাহারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চাষীকে খাদ্য ফসল বাড়াইতে উৎসাহিত করিবে, মজুরকে উৎপাদন বৃদ্ধির পথে আগাইয়া লইয়া যাইবে।

হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর এই চারিটী জায়গায় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা অগ্রণী হইলেন। সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে যাওয়া হইল, রিলিফ কিচেন খোলার জন্য তাঁদের সাহায্য চাওয়া হইল। মহিলা-আত্মরক্ষা সমিতি মেয়েদের মধ্যে প্রচার করিল। সকলের কাছ হইতেই সাড়া আসিল। অর্থ দিয়া, কাজ করিয়া সকল শ্রেণীর লোক রিলিফ-কিচেন খুলিতে উদ্যোগী হইলেন।

হুগলী চকবাজারে একটি লঙ্গরখানা খোলা হইল। তাতে প্রতিদিন ৩০ জন লোককে খাদ্য দেওয়া হইতেছে। **বাঃ চন্দননগরে** একটি লঙ্গরখানায় প্রতিদিন ৪০ জনকে খাওয়ান হইতেছে। **চন্দননগরে নাড়ুয়ামে** একটি লঙ্গরখানায় প্রায় ৯০ জন লোককে খাওয়ান হইতেছে, **গোন্দলপাড়ার** লঙ্গরখানায় খাইতেছে ৫০ জন। **শ্রীরামপুরে চাতরার** লঙ্গরখানায় ৩০ জন লোক দৈনিক খাইতেছে। ইহা ছাড়া **চুঁচুড়া ও মাহেশে** আরো দুইটি লঙ্গরখানা খোলার ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীরামপুরে আর একটি লঙ্গরখানার জন্য কমরেড পাঁচু ভাদুড়ীর মা নিজেই সমস্ত অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব লইয়াছেন। চন্দননগরে আরো তিনটি লঙ্গরখানা শীঘ্রই খোলা হইবে।

কিশোরবাহিনীর ছেলে মেয়েরা আগাইয়া আসিল লঙ্গরখানার ছোট খাট কাজ করিতে। গোন্দলপাড়ার কিশোরবাহিনী ঠিক করিল—এই কাজে জনসাধারণকে উৎসাহিত করিতে হইবে। তারা পোষ্টার লাগাইল, কোরাসে গান গাহিয়া প্রচার করিল, পাড়া থেকে শাক শব্জী, কাঠ, কয়লা, চাল সংগ্রহ করিয়া দল বাঁধিয়া গান করিতে করিতে লঙ্গরখানায় পৌঁছিয়া দিল। চন্দননগর মহিলা সমিতি একটি চ্যারিটি করিয়া সংগৃহীত টাকা লঙ্গরখানার জন্য দিল। শ্রীরামপুরের মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি একটি অর্থ ভাণ্ডার তৈরী করিল, তা থেকে চাল কিনিয়া ১৫ টাকার সেই চাল লঙ্গরখানায় সরবরাহ করিতে লাগিল।

জনগণের উদ্যোগ সরকারী কর্ত্তৃপক্ষকেও কাজে নামাইল— চন্দননগর রিলিফকেন্দ্রের উদ্যোক্তাদের চেষ্টায় গভর্ণমেণ্টের কাছ হইতে কনট্রোল দরে চাল পাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীরামপুরে লঙ্গরখানাতেও সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ কনট্রোল রেটে ৬২ মণ চাল দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

তেজিনীপাড়ায় গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে একটি লঙ্গরখানা খোলা হইতেছিল, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি তার সমস্ত ভার লইতে আগাইয়া গেল। সমিতির কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ সেই লঙ্গরখানার সব ভার তাদেরই উপর ছাড়িয়া দিল।

শ্রীরামপুরের মিউনিসিপ্যালিটির তরফ হইতে কনট্রোল দরে চাল দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কাহারা চাল পাইবার উপযুক্ত, তার লেজার লইয়া কার্ড দিবার সমস্ত দায়িত্ব স্থানীয় জনরক্ষা কমিটীর হাতেই দেওয়া হইয়াছে।

গ্রামের মধ্যেও চেষ্টা—বড়া ইউনিয়নের অধিবাসীরা মিলিয়া চাঁদা করিয়া ৪০০৲ টাকা সংগ্রহ করে। সেই টাকায় স্থানীয় প্রয়োজনের জন্য একটী কো-অপারেটিভ ষ্টোর খোলা হইয়াছে। এই ষ্টোর হইতে বাজার দরের চেয়ে অনেক কম দরে কাপড়, আটা ও গুড় বিক্রয় করা হইতেছে। **দিঙ্গুরে** জমিদার শ্রীযুক্ত অবনী বর্ম্মণের সহযোগিতায় একটি ষ্টোর খোলা হইয়াছে। সেখানেও সস্তায় আটা ও কাপড় বিক্রয় হইতেছে। **আরামবাগের ডিহিভাতপুরে ও চাঁপাডাঙ্গায়** দুইটি লঙ্গরখানা খুলিবার জন্য স্থানীয় লোকের সাহায্য পাওয়া যাইতেছে।

বন্যায় রিলিফ কার্য্য—বন্যা অঞ্চলের বন্যার্ত্তদের সাহায্যের জন্য চুঁচুড়া হইতে কমরেড পরিতোষ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি স্বেচ্ছাসেবক দল বন্যাপীড়িত অঞ্চলে গিয়াছে। তারা বার্লি, চাল, কাপড় প্রভৃতি লইয়া গিয়াছেন।

কমিউনিষ্টদের পিছনে জন-ঐক্য গড়িয়া উঠিতেছে—লঙ্গরখানা খোলার কাজে ও বন্যার্ত্তদের সাহায্যের কাজের ভিতর দিয়া আজ জেলার সকল শ্রেণীর জনগণের ঐক্য গড়িয়া উঠিতেছে। হুগলী চকবাজারে দুইটি বিদ্যমান মুসলিম আঞ্জুমান ছিল, কিন্তু আজ তারা এক হইয়া লঙ্গরখানার জন্য সাহায্য করিতেছেন। হুগলী চুঁচুড়া ও শ্রীরামপুর উভয় যায়গাতেই হিন্দু-মহাসভার লোকেরা এই সব কাজে কমিউনিষ্টদের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছেন। কংগ্রেসসেবীরাও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন নাই। হুগলী জেলা রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে—তাহার সভাপতি হইয়াছেন শ্রীরামপুরের কংগ্রেসী চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত কানাই গোস্বামী এম-এল-এ।

চন্দননগরের খ্যাতনামা নাগরিক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ রিলিফ-কিচেন খোলার কাজে উৎসাহ সহকারে সাহায্য করিতেছেন। বাঃ চন্দননগর রিলিফকিচেন উদ্বোধনের দিন তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন: এতদিন আমরা যে সমস্ত রাজনৈতিক কর্ম্মীদের কাছ হইতে দূরে সরিয়া থাকিতাম, আজ সেই সমস্ত কর্ম্মীদের বিপুল উদ্যম দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহারাই আজ দেশবাসীকে বাঁচাইতে উদ্যোগী হইয়াছে, ইহাদের সাহায্য করা আমাদের কর্ত্তব্য।

চাতরার স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ রিলিফ কিচেনে কাজ করিবার জন্য ছাত্রদের ছুটী দিতেছেন। অর্থ দিয়াও তাঁরা এই কাজে সাহায্য করিতেছেন।

মেয়েদের মধ্যেও সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির আহ্বানে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা তাদের সামান্য সম্বল হইতেই চাঁদা দিতেছে। কেহ গায়ের গহনা খুলিয়া দিতেছে। কেহ তার লক্ষ্মীর হাঁড়ী হইতে পুঁজি টাকা আনিয়া দিতেছে।

খাদ্য সমস্যায় হুগলী জেলা হতাশ হইয়া পড়ে নাই, সকলের মধ্যে আসিয়াছে বিপুল কর্ম্মোদ্যোগ।

খাবার ফসল বাড়ান ও দেশরক্ষার কাজে মাদ্রাজের কৃষক

মাদ্রাজে কৃষকের হাতে সাড়ে আট হাজার বিঘা জমি

খাবার ফসল বাড়াইবার আন্দোলন আজ সারা ভারতবর্ষে। মাদ্রাজের গোদাবরী জিলাও এ বিষয়ে আগাইয়া চলিয়াছে। পশ্চিম গোদাবরী জিলা কৃষক সমিতি খাবার ফসল বাড়াইবার আন্দোলন করিবার ফলে অনেক জয়লাভ করিয়াছে।

আগে ২৮৬০ একর জমি পতিত পড়িয়াছিল। একদানা ফসলও ফলিত না। এইবার এই সমস্ত জমি গরীব চাষী ও জমিহীন চাষীরা আবাদ করিবার জন্য পাইয়াছে। এই সাড়ে আট হাজার বিঘা জমিতে এবার ফসল হইবে।

হুকুম না নিয়াই কৃষকরা যে সব জমিতে আবাদ সুরু করিয়াছিল সেই সব জমিরও হুকুম হইতেছে। ১৭ একর এখনি পাওয়া গিয়াছে। ২০০ একরের জন্য কৃষক সমিতি চেষ্টা করিতেছে।

কৃষক সমিতির আন্দোলনের ফলে কৃষকরা মাদ্রাজ গভর্ণমেন্টকেও নামাইতে পারিয়াছে। জমিতে জল সেচের জন্য মাদ্রাজ গভর্ণমেন্ট দুইটি কাজে হাত দিবে ঠিক করিয়াছে। একটির জন্য খরচ হইবে ৫০ লাখ টাকা আর একটিতে ১৩ লাখ টাকা।

সরকার হইতে আরও একটি খাল কাটিয়া ৭টি গ্রামের ফসিবী করিয়া দিবে। ১ লাখ টাকা খরচে আর একটি জল সেচের ব্যবস্থা করিয়া ১৪০০ একর জমির ফসল বোনায় সাহায্য করিবে।

কৃষকদের দেশপ্রেম বাড়তি ফসল সাহায্য

ইন্দুপল্লী মাদ্রাজের কৃষ্ণা জেলার একটি গ্রাম। গ্রামের সবাই কৃষক সমিতির সভ্য। এই গ্রামে হিসাব নিয়া দেখা গেল প্রত্যেক পরিবারের উপযোগী খাবার বাদে ৫ হাজার বস্তা ধান বাড়তি থাকে। কমিউনিষ্টরা কৃষকদের দেশপ্রেমে আবেদন করিল। পাশের গ্রামগুলির অভাবীদের জন্য এই ধান সাহায্য কর। দেশভক্ত কৃষকরা বিনা বাক্য ব্যয়ে এই ধান সাহায্য করিল।

দেশরক্ষার কাজে কৃষক সমিতি ৫০০ গরুর গাড়ার মিছিল

মাদ্রাজের অন্ধ্র দেশের কোন এক স্থানে। তখন কেবল ভোর হইয়াছে, সূর্য্য উঠে নাই। ৫০০ গরুর গাড়ী জড় হইয়াছে। প্রায় দেড় মাইল লম্বা মিছিল। প্রত্যেক গাড়ীতে আছে লাল নিশান। ১১ খানি গ্রামের গাড়ী, ছয় সাত মাইল পথ আসিয়াছে। এইবার সুরু হইল মিছিল। চীৎকার উঠিল—দেশরক্ষার জন্য বিমান ঘাঁটি বানাও! জাপ দস্যু ধ্বংস হউক! কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ!

অন্ধ্র দেশের কোন এক স্থানে দেশরক্ষার ঘাঁটি তৈরী হইতেছে। তাহারই মাল নিয়া চলিয়াছে এই গাড়িগুলি।

কণ্ট্রাক্টর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিয়াছিলেন গাড়ী দিবার হুকুম জারী করিতে। ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছিলেন কৃষক সমিতির সাহায্য নেওয়াই ভাল। অগত্যা কণ্ট্রাক্টর কৃষক সমিতির সেক্রেটারীর নিকট হাজির হইতে বাধ্য হইলেন। সেক্রেটারী কথা দিলেন ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় গাড়ী হাজির থাকিবে।

এদিকে কৃষক সমিতির তরফ হইতে গ্রামে গ্রামে সভা হইতে লাগিল। দেশরক্ষার জন্য কৃষকদের দেশপ্রেম জাগান হইল। প্রত্যেকের কোটা ভাগ করিয়া দেওয়া হইল কে কয়খানা গাড়ী যোগাড় করিবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে সব গাড়ী হাজির!

সেই সন্ধ্যায় গাড়োয়ান ও কৃষকদের সভা হইল। দেশরক্ষার এই কাজ যে স্বাধীনতার কাজ তাহা বুঝান হইল। প্রত্যেক গাড়ীর ভাড়ার হার জানাইয়া দেওয়া হইল। কাহারও কোন আভযোগ থাকিলে কৃষক সমিতির অফিসে জানাইতে বলা হইল।

কৃষকদের ভিতর অপূর্ব্ব উৎসাহ জাগিল। প্রত্যেক গাড়ী পিছু আটআনা তাহারা কৃষক সমিতিতে চাঁদা দিবে ঠিক করিল। কৃষক সমিতিকে তাহারা জোরদার করিবেই, দেশরক্ষা করিয়া দেশ স্বাধীন তাহারা করিবেই।

কমরেড গৌরীশঙ্কর মিত্রের স্মৃতি-দিবস

গত ২৫শে আগষ্ট ট্রামওয়ে ওয়ার্কাস ইউনিয়নের অন্যতম কর্ম্মী কমরেড গৌরীশঙ্কর মিত্রের স্মৃতি-দিবস তাহার আত্মীয়স্বজন এবং কমিউনিষ্ট পার্টির কয়েকজন সভ্য একত্রে উদযাপিত করেন। কমরেড গৌরীশঙ্কর ১৯৩৮ সালে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়া ট্রামওয়ে ওয়ার্কাস' ইউনিয়নের বেলগাছিয়া 'সেকশনে' কাজে লাগিয়া যান। অক্লান্তভাবে খাটিয়া ট্রামওয়ে মজুরদের ভিতর তিনি ইউনিয়নকে খুবই প্রিয় করেন। ইউনিয়নের কাজে তাঁহাকে খুবই পরিশ্রম করিতে হইত, ফলে তাঁহাকে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। সেই রোগেই ১৯৪০ সালে তিনি মারা যান। অনুষ্ঠানের প্রথমে তাহারই ভ্রাতা কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য কমরেড শিবশঙ্কর মিত্র তাহার জীবনী আলোচনা করিবার পর কমরেড নিরঞ্জন সেন কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে কমরেড গৌরীশঙ্করের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

পিপলস্ ফ্রাড রিলিফ কমিটি

(প্রাপ্তি স্বীকার)

কুমুদিনী সিংহ ৫৲, ক্ষিতীশচন্দ্র রায় (মালদা) ৫৲, নমিতা মিত্র, (পাংশা) ২৲, কিরণচন্দ্র দে ও ডাঃ আর, আহমদ (মুসলীম লীগ, বিরামপুর, দিনাজপুর) ৫৲, মহিলা সহায়ক সংস্থা (এলাহাবাদ) ১১৲, ষ্টীল প্রডাক্টস্ লিমিটেড :(কারার এক্সচিং গুইমার ডিপার্টমেন্ট), খিদিরপুর ১৮/১০ উত্তর কলিকাতা ডিফেন্স সেল নং ১ ৫।০ (প্রথম দফা) অধ্যাপক প্রভাসচন্দ্র ঘোষের মারফৎ ৯।০, জনৈক ট্রাম শ্রমিক ৪০৲; ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক ওয়ার্কস (এন্টালী), ২৯ জন ক্লার্ক ৭৸০, জার্ডিন মেজিজ্, কোং এর ক্লার্কবৃন্দ ৮৲, অমলকৃষ্ণ ঘোষ ৫৲; সুধীরচন্দ্র ঘোষ ৫৲, সুমন ঘোষ ৫৲, পুপরি মহিলা সমিতি, মজঃফরপুর ২০৲ নিউ ওয়ার্কশপ রিলিফ কমিটি, ডিব্রুগড় ১০০৲, সমর চৌধুরীর মারফৎ ৭।০, কমিউনিষ্ট পার্টি কমিউন, সারপেণ্টাইন লেন; ১৬৸০, (এক বেলার অরক্ষনের উদ্বৃত্ত) কানন গোস্বামী, রাজবন্দী, রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেল ডাঃ সমর রায় চৌধুরীর মারফত ৯।০, শিশির কুমার রুদ্রের মারফত ১০৲; লক্ষ্মী জুট সেল, (১ম দফে) ২৲, নূপেন চক্রবর্ত্তীর মারফৎ ১৮৲, বঙ্কিম মুখার্জ্জি ২৲, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, নীরেন রায় ১৲, ডাঃ সুধীর কুমার মজুমদার ২০৲; রাজাবাজার ট্রামশ্রমিকগণ ৩৫।/১৭।০ (৩ ৫টী রূপার চুড়ি), বেলিয়াঘাটা ডিফেন্স সেল ২৲, লক্ষ্মী জুট সেল (২য় দফা) ২৲।

মোট ৩৬৩৫৸৫/৭।০

নীরেন্দ্রনাথ রায়, সেক্রেটারী।

যুদ্ধের গতি

★

ইউক্রেনের দ্বিতীয় রাজধানী জার্ম্মান কবলমুক্ত

মস্কোর ২৩শে আগষ্টের খবরে প্রকাশ, লালফৌজ খারকভ নগরী পুনরায় অধিকার করিয়াছে। এই সম্পর্কে ষ্টালিন ঘোষণা করিয়াছেন—"সমতলভূমি অঞ্চল হইতে অগ্রসর রুশ-বাহিনী ভরোনেজ ও দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গণ হইতে অগ্রসর রুশবাহিনীর সহযোগীতায় প্রচণ্ড যুদ্ধের পর শত্রু প্রতিরোধ ভেঙ্গে করিয়া খারকভ সহর অধিকার করিয়াছে। আমাদের খারকভ নগরী ইউক্রেনের দ্বিতীয় রাজধানী এইভাবে জার্ম্মান দুর্ব্বৃত্তদের কবলমুক্ত হইল।"

খারকভ হারাইয়া জার্ম্মানরা দক্ষিণ রুশিয়ার তাহাদের বৃহত্তম সুরক্ষিত ঘাঁটিটী হারাইল। ইহার ১২০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে নীপারের পর খারকভই ছিল জার্ম্মানদের শেষ স্বাভাবিক আত্মরক্ষা ব্যূহ। খারকভ পুনরধিকার করায় লালফৌজ সমগ্র দক্ষিণ রুশিয়ায় প্রতিপত্তি লাভ করিবে। দুই বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে এই চতুর্থবার এই সহরটি হাত বদলাইল। গত ১৯৪১ সালে জার্ম্মানরা রুশিয়া আক্রমণ করার ৪ মাস পরেই সহরটি দখল করে। বর্ত্তমান বর্ষের ১৬ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ১৬ মাস কাল উহা জার্ম্মানদের অধিকারেই ছিল; গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী লালফৌজ অসীম বিক্রমে জার্ম্মানদের সামনা সামনি যুদ্ধে হারাইয়া সহরটি দখল করে। সহরটিকে মজবুত ঘাঁটিতে পরিণত করার আগেই মাসখানেক পরে লক্ষ লক্ষ সৈন্য আনাইয়া জার্ম্মানরা আবার সহরটি দখল করে। তারপর আবার ২৩ সপ্তাহ সহরটি ধরিয়া রাখার পর তুমুল লড়াইয়ের পর জার্ম্মানরা সহর হইতে বিতাড়িত হয়। খারকভে আবার সোভিয়েট পতাকা উড়িতে থাকে।

লালফৌজ সর্ব্বত্রই প্রচণ্ড আঘাত হানিতেছে

খারকভ দখল করার পর লালফৌজের অগ্রগতি এতটুকুও থামে নাই, বরঞ্চ নানা দিক হইতে আক্রমণ চালাইয়া জার্ম্মানবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করিতেছে। গত ২৭শে আগষ্ট মস্কো হইতে রয়টারের সংবাদদাতা জানাইতেছেন—"দক্ষিণ রণাঙ্গনের দুই পার্শ্বে লালফৌজের ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনীর অগ্রগতির ফলে নীপারের পূর্ব্বদিকে বিরাট জার্ম্মানবাহিনীর বিপদ ঘনীভূত হইতেছে।" ইউক্রেনের অভ্যন্তরে লালফৌজের অগ্রগতি রোধের জন্য জার্ম্মানগণ বহু ট্যাঙ্ক ও মোটর বাহিত সৈন্যদল নিয়োগ করিতেছে। পোলটাভা ও কিয়েভের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য তাহারা মরিয়া হইয়া লড়াই চালাইতেছে। জার্ম্মানগণ সোভিয়েট কীলকের উভয়পার্শ্বে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়াছে, কিন্তু সোভিয়েটবাহিনীও প্রতিপক্ষের আক্রমণের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ সুরু করিয়াছে।

খারকভের ৭০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গুরুত্বপূর্ণ রেলকেন্দ্র জেনকভ দখল করার পর লালফৌজ পোলটাভার পাশ ছাড়াইয়া গিয়া ইউক্রেনের মধ্যে ঢুকিয়া যাইতেছে। কিয়েভ-পোলটাভা রেলপথের ৩০ মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। অন্য পার্শ্বে ৩০০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে জার্ম্মানরা ডনেৎস অববাহিকার প্রচণ্ড যুদ্ধে ধীরে ধীরে হটিয়া যাইতেছে। সেখানে লালফৌজ শ্রমশিল্প অঞ্চলের প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্র ষ্টালিনোর রক্ষা বৃহে তাহাদের কীলক প্রসারিত করিতেছে। এই সঙ্গে সোভিয়েট সৈন্যরা খারকভের দক্ষিণে এক নূতন আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। এই আক্রমণ ডনেৎস রণাঙ্গণে জার্ম্মান সরবরাহ বিপদগ্রস্ত করিয়াছে।

ক্রিমিয়া নগরীর মুক্তি আসন্ন?

মস্কোর ২৮শে আগষ্টের খবরে প্রকাশ লালফৌজ সেভস্ক সহরটি জার্ম্মানদের হাত হইতে কাড়িয়া নিয়াছে। ঠিক পরের দিনেই আবার খবর আসিয়াছে—ক্রিমিয়ার দক্ষিণে সোভিয়েট বাহিনীর অভিযান উক্ত নগরীকে ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। নগরীর পূর্ব্ব ও উত্তরাঞ্চলের অরণ্যে সোভিয়েট অভিযান সাময়িকভাবে প্রতিহত হইবে বলিয়া জার্ম্মানগণ আশা করিয়াছিল, কিন্তু গত ২৪ ঘণ্টায় রুশবাহিনী শুধু যে সেভস্ক সহরটি দখল করিয়াছে তাহা নহে, তাহারা সেভস্ক রক্ষার জন্য প্রেরিত অতিরিক্ত জার্ম্মান সৈন্যদের উপরও প্রচণ্ড আঘাত হানিতে সক্ষম হইয়াছে। শুধু তাই নয়, সোভিয়েট সেনা আরও আগাইয়া গিয়া কয়েকটি জনপদ দখল করিয়াছে।

জার্ম্মান সংবাদে প্রকাশ যে স্মোলেন্সকের প্রায় ৪০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে এবং ইয়ারসেভো-মোস্কল রাস্তার উত্তরে রুশ সেনাবাহিনী পুনরায় আক্রমণ সুরু করিয়াছে। যেরূপ যুদ্ধ চলিতেছে এবং সোভিয়েট-সেনা ট্যাঙ্ক ও বিমানের সহায়তায় বারবার জার্ম্মানব্যূহ ভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

সোভিয়েটের এই আক্রমণ-ক্ষমতা কিসের সূচনা

লালফৌজের এই বিরাট আক্রমণ ক্ষমতা হিটলারী যুদ্ধপরিকল্পনাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে। সোভিয়েট ভূমিতে হিটলারী সেনাদল আজ আর তাহাদের সুরক্ষিত ঘাঁটিগুলি আগলাইতে পারিতেছে না—একে একে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি তাহাদের ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। লালফৌজের এই গতিবেগ এই যুদ্ধের ইতিহাসে এক উৎসাহপূর্ণ অধ্যায়। পাল্টা আক্রমণ হানিয়া নাৎসীদের এইভাবে পর্যুদস্ত করায় সমস্ত যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া গিয়াছে। এতদিন গ্রীষ্মকালে হিটলারই জোরে আঘাত দিত, কিন্তু এ বৎসরে হিটলারের সে আঘাত শুধু স্তব্ধ হইয়া যায় নাই, পরন্তু ওরেল, বাইলোগরদ ও খারকভ বিষয়ে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে লালফৌজ বেশী ক্ষমতা নিয়া হিটলারীদের আঘাত হানিতে সক্ষম। গত দুই বৎসরের লড়াইয়েতে সোভিয়েট রণনীতির চরম উৎকর্ষতা প্রমাণিত হইয়াছে, হিটলারের বিজয়ের গর্ব্ব স্তিমিত প্রায়।

জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সির সংবাদে প্রকাশ জার্ম্মানরা বিখ্যাত সহর টাগানরোগ পরিত্যাগ করিয়াছে

লালফৌজ জার্ম্মান সেনাদলকে এমন বিব্রত করিয়া রাখায় ইউরোপের অন্যান্য স্থানে হিটলারের বিপদ চরমে উঠিয়াছে। অবিকৃত ইউরোপে জনগণ ক্রমশই প্রকাশ্যে নাৎসীদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ শক্তি বাড়াইয়া তুলিতেছে। ফ্রান্সের দেশপ্রেমিকরা তৈরী হইয়া আছে, যে মুহূর্ত্তে ইউরোপে হিটলার বাহিনী আক্রান্ত হইবে, সেই মুহূর্ত্তে তাহারা মিত্র শক্তির সহিত যোগ দিয়া ফরাসী দেশকে আবার নাৎসীকবল হইতে মুক্ত করিতে লাগিয়া যাইবে। ইতালিতে জনগণের বিক্ষোভকে বদাগ্নিও দাবাইতে পারিতেছেন না, অশান্তির আগুন অনেক বড় বড় সহরগুলিতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। বৃটিশ ও আমেরিকার বিমান বাহিনীর ক্রমাগত আক্রমণে জনসাধারণ শান্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

ডেনমার্কের অবস্থাও সঙ্গীন—জার্ম্মান সৈন্যরা তাহাদের সামরিক কর্ত্তৃত্ব ডেনমার্কে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

সমগ্র ডেনমার্কে সামরিক জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইয়াছে। গ্রীস, আলবেনিয়া, যুগোস্লোভিয়া ও অন্যান্য অধিকৃত দেশগুলিতেও জনগণের নাৎসী বিরোধিতা সংগঠনের রূপ নিয়াছে; লালফৌজের বিজয় অভিযান ও এই সব দেশের আভ্যন্তরিক জরুরী অবস্থা আজ শুধু একটী ব্যাপারকেই স্পষ্ট করিয়া সামনে আনিয়া দিয়াছে হিটলারের এই বিপদের মুহূর্ত্তে অবিলম্বে নানাদিক দিয়া হিটলারী স্নায়ুকেন্দ্র ইউরোপে আক্রমণ চালাইবার আবশ্যকতা। কুইবেক সম্মেলনের ফতোয়ায় তাহার ইঙ্গিত আছে—কিন্তু ইঙ্গিতকে আজ এখনি রূপ দিতে হইবে। মিত্রশক্তি ইতালী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে আক্রমণ চালাইয়া জার্ম্মান শক্তি এম্‌নিভাবে দ্বিধাবিভক্ত হইলে সোভিয়েটের দুর্ব্বার গতি তাহারা রুখিতে পারিবে না, ১৯৪৩ সালের ভিতরেই হিটলারের পতন হইবে। সোভিয়েট নায়কেরা ইহাই চান—শুধু তারাই নয়, দুনিয়ার স্বাধীনতাকামী ফ্যাসিষ্ট বিরোধী জনগণের আওয়াজও এই।

জাপানী ফ্যাসিষ্টদের মতলব

লালফৌজের হাতে হিটলারের নাকাল দেখিয়া জাপানী ফ্যাশিষ্ট নায়কেরা খুবই চিন্তায় পড়িয়াছে। জাপানী ফ্যাসিষ্টরা জানে যে হিটলারের পতনে তাহাদের সাধের তরীও ডুবিয়া যাইবে, পরন্তু এটা করিয়া রাখা আর বেশী দিন চলিবে না। তাই তাহারাও যথা সম্ভব সাবধান হইতেছে। খুব তাড়াতাড়ি তাহারা তাহাদের ফাটলগুলিকে তালি দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। চুংকিং সরকারের সাথে নানা ছলছুতায় কোন আপোষ করা যায় কিনা সে দিকে নজর দিয়াছে। দরকার হইলে তাহারা ওয়াং-চিং-ওয়াইকে পথে বসাইতেও রাজী আছে। কিন্তু বার্ম্মায় কুইসলিং বা-ম জাপানীদের সে কারসাজী না বুঝিয়াই জাপানী তাঁবেদারীকে স্বাধীনতা ভাবিয়া মসগুল হইয়াছে। দেশদ্রোহী সুভাষকে এইদিকে আনিয়া একদিকে বা-মকে উৎসাহ দিতেছে আবার অন্য দিকে ভারতের পঞ্চমবাহিনী দেশদ্রোহীদের সঙ্গাগ করাইতে চেষ্টা করিতেছে। জাপানীদের এই মতলব হাসিল করিতে দেওয়া হইবে না। লর্ড লুই মাউণ্টবেটেনের নিয়োগের সফলতা আনিতে অবিলম্বে অনেক কিছু করা দরকার।

★

জাপানী ফ্যাশিষ্টদের ঘায়েল কর

ভারতকে যদি দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়ার সামরিক আয়োজনের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তবে কি শুধু লর্ড লুই মাউণ্টবেটেনের মত একজন সেনাপতির নিয়োগই যথেষ্ট? এবারকার যুদ্ধে একটা জিনিষ খুব ভাল ভাবে প্রমাণ করিয়াছে যে জনগণের সক্রিয় সহায়তা ব্যতীত যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়। ফ্যাশিষ্ট বিরোধী জনযুদ্ধে জনগণকে আগাইয়া আসিতে হইবে। যুদ্ধের সকল পর্য্যায়ে তাহাদের সংযোগীতা একান্ত দরকার। বাংলা ও আসামের দরজায় জাপানী শত্রু। সে শত্রু অপরাজেয় নয়—তাহাকে তাড়াইয়া দিতে হইবে। সেই সংকল্প লইয়াই মিত্রশক্তি নতুন ভাবে জাপানীদের বিরুদ্ধে আক্রমণের কথা ভাবিয়াছে, লর্ড মাউণ্ট বেটেনের নিয়োগের সাথে তাই দরকার ভারতের অচল অবস্থা দূর করা, ভারতের কংগ্রেস নেতাদের কারামুক্ত করিয়া কংগ্রেস-লীগ একতার ভিত্তিতে জাতীয় সরকার গঠনের পথ প্রশস্ত করা। জাতীয় সরকার কায়েম হইলে দেশের আপামর জনসাধারণ উৎসাহিত হইবে, এই যুদ্ধকে স্বাধীনতার যুদ্ধ বলিয়া আকড়াইয়া ধরিবে। খাদ্যাভাবে দেশের জনগণ আজ বিপন্ন, কয়লার অভাবে কলকারখানা বন্ধ হইয়া যাইতেছে, কংগ্রেস নেতাদের অবর্ত্তমানে দেশের লোকের মনে হতাশা, জনসাধারণের মনের এই অবস্থা সামরিক দিক দিয়াও খুবই ক্ষতিকর। যুদ্ধে জিতিতে হইলে একদিকে যেমন সমর সম্ভার, অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্যদের চলাচলের ঘাঁটি প্রভৃতি ভোরদার করা দরকার, ঠিক তেমনি ভাবে, অন্য দিক দিয়া লোকের মনে উৎসাহ জাগান, খাদ্যাভাবের আতঙ্ক দূর করিয়া জনসাধারণের মনে ভরসা জাগান, সুষ্ঠু এ-আর-পি সংগঠন গড়িয়া তোলা, কলকারখানা পূর্ণভাবে চালু করার ব্যবস্থা করা, জনমতকে যুদ্ধ জয়ের উৎসাহে মাতাইয়া তোলা, তাহাদের ভিতরে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্বদেশপ্রেমের আকাঙ্খা জাগাইয়া তোলাও তেমনি দরকার। ফ্যাশিষ্ট শক্তির পতনের দিন আসন্ন, হিটলারের শক্তিতে ঘুন ধরিয়াছে, তাহারই মিত্র জাপানী ফ্যাশিষ্টদের আঘাত করার এ সুযোগ হারাইলে চলিবে না।

রাজসাহীতে প্রাদেশিক ছাত্র-সম্মেলন

২৫টী জিলার ৩৭৫ জন প্রতিনিধির যোগদান

গত ২২শে আগষ্ট হইতে ২৩শে আগষ্ট পর্য্যন্ত রাজসাহীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কমরেড বিশ্বনাথ ম

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

বর্ত্তমান লড়াইয়ে
সোভিয়েট ইউনিয়নে কৃষির উন্নতি

আইভান এ, বেনিডিক্টভ,
সোভিয়েট ইউনিয়নের কৃষি বিভাগের কমিশনার

গত দুই বৎসরের যুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের কৃষিকার্য্য এক কঠিন পরীক্ষার ভিতর দিয়া অগ্রসর হয়। হিটলারী জার্ম্মান দস্যুরা দেশের শস্য উৎপাদনের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করে। এই স্থানগুলি সাময়িকভাবে হামাইয়াও সোভিয়েট সরকার ও কৃষকরা লালফৌজ, দেশের সামরিক শিল্পগুলি ও জনসাধারণকে স্বাভাবিক ভাবেই কৃষিজাত দ্রব্য সরবরাহ করার সঙ্কল্প নিয়াছেন। অবশ্য এই সঙ্কল্প কাজে পরিণত করিতে তাঁহাদিগকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়।

তাঁহাদের এই উদ্যম অনেক দিকেই পরিচালিত করা হইতেছে। প্রথমতঃ ফ্রণ্ট লাইনের বহুদূরে, বিশেষ করিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে চাষোপযোগী এলাকা বাড়ানো। দ্বিতীয়তঃ বিপন্ন এলাকা হইতে দেশের অভ্যন্তরে যৌথ ও সরকারী খামারের যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টরগুলি এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতি অপসারণ করা এবং সর্ব্বোপরি সেই যন্ত্রপাতির সাহায্যে যেখানে কোনকালে ফসলাদি উৎপন্ন হয় নাই সেই সব স্থানে দ্রুত শস্য উৎপাদনের বন্দোবস্ত করা।

আগের তুলনায় (অর্থাৎ লড়াইয়ের পূর্ব্বে) দেশের জনবল, ট্রাক্টর এবং ক্ষেত খামারের উপযোগী পশুর সংখ্যা কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েট সরকারের এই সব পরিকল্পনার জন্য যৌথ এবং সরকারী খামারগুলি প্রশংসনীয় উদ্যমের সহিত কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ বাড়াইয়াই চলিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, ১৯৪১ সালের শরৎকালে ১৬০০০০০ হেক্টা একর অধিক পরিমাণ স্থানে শীতকালীন বীজ বোনা হইয়াছিল, এবং তারপরের বৎসর ১৯৪২ সালেই এই স্থানের পরিমাণ বাড়িয়া ২৬০০০০০ হেক্টা একরে উঠিয়াছে। উরাল অঞ্চল, সাইবেরিয়া এবং সুদূরপ্রাচ্যেই ইহা বেশীর ভাগে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

বর্ত্তমান বৎসরে ইহা আরও বৃদ্ধি পাইবে। সরকারী পরিকল্পনায় পাওয়া যায় যে এই বৎসর কৃষির জমি গত বৎসরের তুলনায় ৬৪০০০০০ হেক্টা একর বাড়িয়া যাইবে। খাবার ফসলের জমিই শুধু ৩৯০০,০০০ হেক্টা একর বাড়িবে।

ইহার সাথে গত ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের সময়ে এই দিক দিয়া রাশিয়ার অবস্থা তুলনা করা যাইতে পারে। তখনকার দিনে শস্য উৎপাদনের জমির পরিমাণ শতকরা ১১ ভাগ কমিয়া গিয়াছিল, বীট চাষের জমি কমিয়াছিল শতকরা ৩১ ভাগ, ইহা ছাড়া আলুর জমি শতকরা ১৭ ভাগ এবং ফ্লাক্সের জমি শতকরা ১৩ ভাগ কমিয়াছিল। পশুর সংখ্যাও ভীষণ ভাবে কমিয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সোভিয়েট-ইউনিয়নে পশুর সংখ্যা খুবই বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯৪২ সালে গরু, ভেড়া এবং ছাগলের সংখ্যা শতকরা ১১ ভাগ বাড়িয়াছে। গত বৎসর (অর্থাৎ ১৯৪২ সালে) যৌথ খামারগুলি ১৯৪১ সালের প্রায় দেড়গুণ বেশী পরিমাণ মাংস সরকারের নিকট বিক্রয় করিয়াছে।

কৃষিকার্য্যের এইরূপ উন্নতি সত্ত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়নে খাদ্যশস্যের অভাব দেখা দিয়াছে। জার্ম্মান ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারীদের উচ্ছেদ করিবার জন্য আজ লালফৌজের যে বিরাটবাহিনী লড়াই করিতেছে, তাহাদের জন্য যথেষ্ট খাদ্যশস্যের চাহিদা দেখা দিয়াছে। ইহা ছাড়া শত্রুকবলমুক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বাস্থ্য ও শক্তি পুনরায় ফিরাইয়া আনার জন্যও যথেষ্ট খাদ্য শস্য ব্যয় হইতেছে।

জার্ম্মান কবলিত ইউক্রেন, বেলো রুশিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চল দুর্গতির চরম সীমায় গিয়া পড়িয়াছিল। নাৎসী মুক্ত সেই সব অঞ্চলকে পুনরায় গড়িয়া তুলিতে যথেষ্ট সময় ও সাজ সরঞ্জাম দরকার। সাময়িক ভাবে জার্ম্মান ঘাতকেরা যে সব এলাকা নিজেদের দখলে রাখিয়াছিল, সেই সব এলাকার ক্ষতির সঠিক হিসাব এখন করা মোটেই সম্ভব নয়। অবশ্য ইহা জোরের সহিতই বলা যায় যে জার্ম্মান দস্যুরা বেপরোয়া ভাবে কৃষির সাজ সরঞ্জাম ও ট্রাক্টরগুলি নষ্ট করিয়াছে। অত্যধিক পরিমাণে পশু প্রভৃতি ধ্বংস করিয়াছে, খামারের ঘর বাড়ীগুলি একেবারে ফেলিয়া দিয়াছে এবং জমির অবস্থা খুবই কাহিল করিয়াছে। সোভিয়েটের এই সব অঞ্চল হইতে হিটলারী 'নয়াবিধানের' ছাপ মুছিয়া ফেলিতে যথেষ্ট সময়, পরিশ্রম ও অর্থের দরকার।

যুদ্ধের দিনে চাষের জমির পরিমাণ বাড়ান এবং উন্নত ধরণের শস্য উৎপাদন আপনা হইতেই সম্ভব নয়। ইহার জন্য যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে। ইহার জন্য যথেষ্ট মেহনত ও উদ্যমের দরকার। এই দারুণ অসুবিধা জয় করার জন্য দেশের বালক বৃদ্ধ সবাই আপ্রাণ পরিশ্রম করিতেছে। গ্রামে গ্রামে শিশুসদন খোলা হইয়াছে, 'কিণ্ডার গার্টেন' প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, যাহাতে শিশুদের মায়েরা তাহাদের ছেলেমেয়েদের দেখার ভার নির্ভয়ে অন্যের উপর দিয়া মাঠে গিয়া কৃষির কাজ করিতে পারেন। কৃষির সবচেয়ে দরকারী সময়ে সহর হইতে লোক আসিয়া চাষীদের সাথে ক্ষেত খামারের কাজ করে। গেল বৎসরেও ১৭০০০০০ বয়স্ক স্কুল ছাত্র মাঠের কাজে চাষীদের সাহায্য করিয়াছে।

সোভিয়েট সরকারের পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করায় দায়ীত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়া যৌথ খামারগুলি পরিশ্রমের কসুর করিতেছে না—বসন্তকালের চাষের নির্দ্ধারিত কোটা পুরাপুরি ভাবে, এমন কি বরাদ্দের বেশীই করিবার চেষ্টা হইতেছে। কৃষকদের জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম এবং সোভিয়েট সরকারের অবিরাম সাহায্যের ফলেই ইহা সম্ভব হইতেছে। যুদ্ধজনিত সব রকম অসুবিধা সত্ত্বেও সরকার যৌথ খামারগুলিতে কৃষির সাজ-সরঞ্জাম এবং ট্রাক্টর ষ্টেশনগুলিতে তেল, যন্ত্রপাতি এবং নূতন নূতন ট্রাক্টর দিয়া খুবই সাহায্য করিতেছেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে যে এবার কৃষিকাজের ৬০ ভাগই ট্রাক্টরের সাহায্যে করা হইবে।

গত বসন্তকালে সোভিয়েট ইউনিয়নে অনেক গুলি অত্যাবশ্যকীয় ঘটনা ঘটে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, শত্রুমুক্ত অঞ্চলগুলিতে বসন্তকালীন বীজ ফেলার দারুন সাফল্য। সেই সাফল্য সম্ভবপর হইয়াছিল অন্যান্য অঞ্চলের সকলের সমবেত সাহায্যের জন্যই। কৃষির দিক দিয়া নাৎসীকবল মুক্ত রষ্টভ, ভরনেজ, কুরস্ক, ষ্টালিনগ্রাদ, ষ্টাভ্রোপোল ও উত্তর ককেসাস খুবই তৎপর হইয়াছে। গত বৎসর জার্ম্মানদের হাত হইতে মস্কো স্মলেনস্ক ও টুলা অঞ্চলের যে সব এলাকা অধিকার করা গিয়াছিল, যৌথখামারগুলি সাফল্যের সহিত সেই সব এলাকার বীজ বুনিয়াছিল। কালিনিন অঞ্চলের যৌথখামারগুলিই সরকারী নির্দ্ধারিত বীজ বোনার কাজ সবচেয়ে নিপুনতার সহিত করিতে পারিয়াছে।

শত্রুকবলমুক্ত সোভিয়েট অঞ্চলকে সাহায্য করিবার আন্দোলন ব্যাপকভাবে সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জনরক্ষা ফণ্ড এবং জার্ম্মান মুক্ত জেলাগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য একমাত্র কাজাক সোভিয়েট-গণ-তন্ত্রেই ২০,০০০ হেক্টাএকর বেশী জমিতে শস্য বোনা হইয়াছে, কিরথিজিয়ার দুইটি এলাকার হইয়াছে ১০,০০০ হেক্টাএকর, গোর্কী অঞ্চলে ৯৮০০ হেক্টাএকর। ইউনিয়নের অনেক স্থানেই এইরকম কাজ সুরু হইয়াছে। এই সব অঞ্চলে পশু প্রভৃতি দিয়াও যথেষ্ট সাহায্য করা হইতেছে।

সর্ব্বশেষে আর একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। সহরের বাসিন্দাদের ভিতরেও শাকসব্জী চাষের জন্য জমি বণ্টনের ব্যবস্থা। সমস্ত সোভিয়েট সহরগুলিতে এখন এমন একটি পরিবার পাওয়া যাইবে না যেখানে সেই পরিবারের লোকেরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য শাকসব্জি উৎপাদনের ব্যবস্থা না করিয়াছে। সোভিয়েট সরকার ইতিমধ্যেই গত বৎসর সহরগুলির ৭৩০,০০০ হেক্টাএকর পরিমাণ জমি আলাদা করিয়া রাখিয়া কোনরূপ খাজনা না লইয়াই শাকসব্জী উৎপাদনের জন্য সহরের লোকদের ভাগ করিয়া দিয়াছেন। এ বৎসর এই জমির পরিমান অনেকগুণেই বাড়িয়া যাইবে। সাথে সাথে সাধারণ চাষের যন্ত্রপাতি এবং সার দিয়া সরকার মজুর ও কর্ম্মচারীদের সাহায্য করিতেছেন।

এইভাবে যৌথখামারের কৃষক এবং সহরের সমষ্টিগত চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা দেশের খাদ্যের মজুত পরিমাণ বাড়াইতে চেষ্টা করিতেছে। (টাস)

★ জাপ কমিউনিষ্ট পার্টির বাণী ★

জাপ ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লড়ো

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট :

[চীনের লাল রাজধানী ইয়েনান সহর হইতে কমরেড ওকানা জাপানের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ হইতে এই বাণী পাঠাইয়াছেন। ১৯৩৫ সালে মস্কো সহরে বিশ্ব কমিউনিষ্ট কংগ্রেসে তিনি জাপানী পার্টির প্রতিনিধি ছিলেন। কমিউনিষ্ট ইনটারন্যাশনালের কার্য্যকরী সমিতিরও তিনি সভ্য ছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি মস্কো হইতে ইয়েনানে ফিরিয়া আসেন এবং এখানে জাপ কমিউনিষ্ট পার্টির একটি কেন্দ্র গড়েন। চীনের অষ্টম সেনা বাহিনীর হাতে অনেক জাপ সেনা বন্দী হইয়াছিল, তাহাদের ভিতর অনেকেই কমিউনিষ্ট ও ফ্যাসিষ্ট বিরোধী। ইহারা আজ এই জাপ কমিউনিষ্ট কেন্দ্রের নেতৃত্বে চীনের সাথে একযোগে জাপ ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়িতেছে। জাপ কমিউনিষ্ট কেন্দ্র রেডিও মারফৎ জাপ সেনাদের ভিতর দিনের পর দিন প্রচার চালায়।]

আপনাদের পার্টির ঐতিহাসিক প্রথম কংগ্রেস সাফল্যের সাথেই শেষ হইয়াছে। এই কংগ্রেস ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে, বিশেষ করিয়া জাপানী ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে ও ভারতের স্বাধীনতার জন্য সমস্ত ভারতবাসীর একতা সুদৃঢ় করিবার কাজে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিবে।

ভারতবাসীর সামনে আজ মহা বিপদ; জাপানী ফাসিষ্ট আক্রমণের বিপদ। আমরা বিশ্বাস করি ভারতবাসী পৃথিবীর সমস্ত ফাসিষ্ট বিরোধী গভর্ণমেণ্ট ও জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া প্রাচ্যের জনসাধারণের এই মিত্র বৃহম ও রক্তপিপাসু শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া ইহাকে পরাজিত করিবে।

১৯৩১ সালে জাপ ফাসিষ্টরা মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ সুরু করে। সেই দিন হইতে আমরা জাপ জনসাধারণ ও জাপ কমিউনিষ্ট পার্টি, চীনের জনসাধারণ ও চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে একযোগে একই শত্রুর বিরুদ্ধে অশেষ আত্মত্যাগ সহিষ্ণা সাহসের সাথে লড়িতেছি।

সমস্ত প্রাচ্যের জনসাধারণের এই একই শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা ভারতবাসী ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতি সহযোগিতা জানাইতেছি।

সমস্ত ভারতবাসীকে বলুন জাপ ফাসিষ্টরা ভারতকে স্বাধীনতা দিবার যে বুলি কপচায় তাহা যে কত বড় নির্লজ্জ ধাপ্পাবাজী মাঞ্চুরিয়া ও নানকিং-এই তাহার পরিচয়।

জাপ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছে। আমাদের জয় বেশী দূরে নয়।

দুনিয়ার ফাসিষ্ট বিরোধী ফ্রণ্ট জিন্দাবাদ! ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি জিন্দাবাদ!

(স্বাঃ) ওকানা
জাপানের কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষে

৫ই আগষ্ট, ১৯৪৩

সোমনাথ লাহিড়ীর লেখা
৯ই আগষ্টের একবছর
দাম—পাঁচ আনা

১৯৪২-এর ৯ই আগষ্টের পর একবছর কাটিয়া গিয়াছে। কংগ্রেসকর্ম্মী ও অন্যান্য দেশভক্তের মনে আজ বহু প্রশ্ন জমা হইয়া আছে। একদিকে ধ্বংসপথের ব্যর্থতা, অন্যদিকে দেশরক্ষার আহ্বান। কেন আজ ধ্বংসকাজ দেশবাসীর পক্ষে আত্মহত্যার সামিল? দেশরক্ষার মধ্যেই মুক্তির পথ কেন? আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কেন স্বীকার করিব? কংগ্রেস-লীগ ঐক্য কেন?

এই বইতে সেই সব প্রশ্নের জবাব আছে।

দেশভক্ত প্রত্যেক কংগ্রেসসেবী, প্রত্যেক লীগ কর্ম্মীকে আজ গত একবছরের শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। এই সব প্রশ্ন এড়াইয়া গেলে আজ দেশের সংকট সমাধান অসম্ভব।

দেশভক্ত প্রত্যেক কর্ম্মীর হাতে এ বই প্রচারিত হোক। ১৫ দিনের মধ্যে সমস্ত বই নিঃশেষ করিতে হইবে।

প্রাপ্তিস্থান—ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি
১২নং, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

কমিউনিষ্ট পার্টির
বাংলা কমিটির মুখপত্র

জনযুদ্ধ

প্রতি সংখ্যা ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪॥, ৬ মাস ২॥, ৩ মাস ১।০

★

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জি এম,এল,এ
২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২য় বর্ষ ● বুধবার, ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৩, ২২শে ভাদ্র ১৩৫০ ● ২০শ সংখ্যা

জনসেবায় দেশপ্রেমিক এ-আর-পি

জনপ্রিয়তা বাড়িল, দেশরক্ষার আগ্রহ বাড়িল

এক বছর আগেও এ, আর, পি, সংগঠনকে দেশ বাসী সন্দেহের চোখে দেখিত, সরকারী সংগঠন বলিয়া উহাকে ভাল বাসিতে দ্বিধা করিত। কংগ্রেস-পন্থী দেশপ্রেমিকরা উহাকে শক্তিশালী করিতে আগাইয়া আসিত না। পঞ্চমবাহিনী বলিত, বোমা পড়ার সময় পালাইয়া যাও, এ, আর, পি সংগঠনকে চুরমার কর।

আমলাতন্ত্র এ, আর, পি সংগঠনের শক্তি না বাড়াইয়া, এ, আর, পি কর্ম্মিদের দাবী দাওয়া অগ্রাহ্য করিত; পঞ্চমবাহিনীর কাজের সুবিধা করিয়া দিত।

ঐ সময়ে এ, আর, পি, কর্ম্মিদের মনের অবস্থা ছিল সবচেয়ে দুর্ব্বল, জনসাধারণের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক ছিল সবচেয়ে কম।

চট্টগ্রাম, কেনা ও কলিকাতায় জাপবোমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ, আর, পি কর্ম্মিরা যে দেশ-প্রেমের পরিচয় দিল তাহাই সর্ব্বপ্রথম জনসাধারণকে এ, আর, পির সমর্থক করিয়া তুলিল, জন সাধারণ বুঝিল, এ, আর, পি দেশরক্ষার সংগঠন, জাপ বোমা হইতে বাঁচিবার ভরসা।

কিন্তু আজ খাদ্য সংকট এ, আর, পি কর্ম্মিদের আরো বেশী দেশপ্রেমে জাগ্রত করিয়াছে, খাদ্যসংকট হইতে দেশকে না বাঁচাইলে জাপ আক্রমণ ঠেকান যাইবে না এই বিশ্বাস লইয়া এ, আর, পির কর্ম্মিরা জনসেবার কাজে আগাইয়া আসিয়াছে, জনসেবার মধ্যদিয়া তাহারা আজ যেমন জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে, এমন জনপ্রিয়তা তাহাদের আর কোন দিন ছিল না। তাহারা দেশবাসীর নিকট দেশ-রক্ষার অগ্রনী সৈন্য হিসাবে দেখা দিয়াছে।

চট্টগ্রামের এ, আর, পি কর্ম্মিদের দেশ-প্রেমের অগ্নি পরিক্ষা হইয়াছে দিনের পর দিন জাপ বোমায়। দেশ সেবার কাজেও তাহারাই আজ সকলের আগে। তাহারা সহরে ৭টি রিলিফ কিচেন চালাইতেছে, নিজেদের রেশন হইতে এক ছটাক করিয়া চাউল ঐ কিচেনে দিতেছে, কিচেনের জন্য চাঁদা তুলিয়াছে প্রায় ৩০০০৲। সহরের রাস্তার মুমূর্ষুদের সেবার কাজে, চিকিৎসার কাজে, মৃতদেহ রাস্তা হইতে সরাইবার কাজে তাহারা প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছে। এমনকি, দেশবাসীকে অন্ন যোগাইবার জন্য তাহারা ১৫ বিঘা জমিতে ফসল ফলাইয়াছে, তাহাদের কাজ নাগরিক ও সৈন্যবাহিনীকে স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

কলিকাতার রাজপথে এ, আর, পি কর্ম্মিদের সেবার কাজ প্রত্যেকটি নাগরিকের প্রশংসা অর্জ্জন করিতেছে। ডিপোর ফাষ্ট এড পার্টিগুলি প্রত্যহ রাস্তা হইতে দুস্থ রোগীদের, মুমূর্ষু বুভুক্ষুদের, হাসপাতালে নিবার ব্যবস্থা করিতেছে, একমাত্র কলেজ ষ্ট্রিট ডিপোর কর্ম্মিগণই একদিনে এইরূপ সাতটি রোগীকে ক্যাথেল হাসপাতালে পাঠাইয়াছে। চালের লাইনে অসুস্থদের সেবা করা ও তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠানোর কাজে ওয়ার্ডেনরা বিশেষ তৎপরতা দেখাইতেছে।

রিলিফের কাজে তাহাদের উদ্যম ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে, বড় বাজার সাব এরিয়ায় প্রত্যেক ওয়ার্ডেও তাহাদের সাপ্তাহিক রেশন হইতে [৪॥০ সের চাউল হইতে] ১ পোয়া করিয়া চাউল সংগ্রহ করিয়া রিলিফ কিচেন খুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে, তীর্থপতি স্কুলের ফাষ্ট এড পোষ্টের কর্ম্মিগণ দুস্থদের খাওয়াইবার জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা তুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। ইটালী সাব এরিয়ার কর্ম্মিগণ পাড়ার জনসাধারণের কাছ হইতে ফেন সংগ্রহ করিয়া দুস্থদের খাওয়াইতেছে। তাহা ছাড়া, চালের কিউর শৃংখলা রক্ষায়, কয়লা বিতরণের কাজে [বিড়তলা সাব এরিয়ার ওয়ার্ডে নরা একাজে অগ্রণী বস্তীর্ত্তদের সেবার এবং বস্তিতে বস্তিতে রিলিফের কাজ চালানোর ক্ষেত্রে সিভিল ডিফেন্স ইন্‌ফরমেশন বুরোর কর্ম্মিরা বিশেষ ভাবে অগ্রনী] এ, আর, পির কর্ম্মিগণ ব্রতী হইয়াছে।

বর্দ্ধমানে :—বন্যাপীড়িতদের সেবার জন্য বর্দ্ধমানের এ-আর-পি আগাইয়া গিয়াছে। নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া একটী দল যে ভাবে দুইটী লোককে উদ্ধার করিয়াছে, তার কাহিনী বর্দ্ধমানের লোক চিরকাল মনে রাখিবে। রিলিফের কাজে তারা অবিরাম খাটিতেছে। দেশসেবার মহান কর্ত্তব্য বর্দ্ধমানের এ, আর, পি কর্ম্মিদের আজ নূতন পরিচয় করিয়া দিল।

স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলে এ, আর, পি কর্ম্মিদের মনের জোর আজ যেমন বাড়িয়াছে, এমন আর কোনদিন বাড়ে নাই, দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তাহাদের শক্তিশালী করিয়াছে, পঞ্চম বাহিনীর উস্কানী ব্যর্থ হইয়াছে, এ, আর, পি কর্ম্মিদের দেশরক্ষার প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হইয়াছে।

কিন্তু তাহাদের প্রতি জনসাধারণের কর্ত্তব্য কেবল ভালবাসা জাগানো নয়, তাহাদের পেছনে দাঁড়ানো। এ, আর, পি কর্ম্মিদের রোজকার কাজে সাহায্য করিয়া, স্বেচ্ছাসেবক এ, আর, পি হিসাবে কাজ করিয়া, এ, আর, পি কর্ম্মিদের দাবীর পেছনে জনমত গঠন করিয়া এবং এ, আর, পির ভিতরকার গলদ দূর করায় কর্ম্মিদের সাহায্য করিয়া আমাদিগকে দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে।

জাপ-দস্যু আজ পরাজয়ের মুখে মারমুখো হইয়া ভারত আক্রমণের জন্য উদ্যত, দেশদ্রোহী সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে তাহারই আয়োজন করিতেছে—এই অবস্থায় জাপ বোমা হইতে দেশবাসীকে বাঁচাইবার দায়িত্ব প্রত্যেক দেশবাসীর। এ, আর, পির সহিত জনসাধারণের সম্পর্ককে দৃঢ় করা তাহার প্রধান উপায়। দেশপ্রেমই আমাদের আজ সে পথে একত্র করিতেছে।

মজুতদারকে ছাড়িলে চাল মিলিবে না

সবাই মিলিয়া দেশদ্রোহী মজুতদারকে শায়েস্তা কর

যার কাছেই যান সেই জিজ্ঞাসা করে—রাতারাতি চাল গেল কোথায়? কালকে দোকানে বস্তা বস্তা চাল ছিল, আজ সব ফাঁকা।

মিলিটারী ফৌজ তো আর একদিনে সব চাল খাইয়া ফেলে নাই, রাতারাতি বাংলার বাইরেও চাল চালান হইয়া যাইতে পারে না। তবে চাল গেল কোথায়?

তার খবরও সাধারণ লোকেই দেয়। একটা বাজারে গিয়া উপস্থিত হইতে সেখানকার একটা লোক বলিল: দেখিতেছেন ঐ বিরাট দোকানটার দিকে, এক কনাও চাল নাই; অথচ কাল সন্ধ্যার সময়ও ওখানে কয়েক শত মণ চাল জমা রহিয়াছে আমি দেখিয়াছি।

একজন খরিদ্দার চালের দোকানে গেল। অত্যন্ত মোটা চাল দেখাইয়া দোকানদার বলিল: এই চাল ৩২ টাকা মণ। আর যদি ভাল চাল চান তবে অল্প সময় খোঁজ লইবেন, দাম লাগিবে ৪০ টাকা।

২৯শে তারিখের সকাল বেলা একটী রাস্তার উপরে দেখা গেল—বহুদূর পর্য্যন্ত অল্প অল্প চাল পড়িয়া রহিয়াছে। বোঝা গেল রাত্রে এই পথে প্রচুর চাল সরাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

জনসাধারণের চোখের অন্তরালে এই রকম কাণ্ড চলিতেছে। বড় মজুতদারকে দায়ী করা, আর ছোট দোকানদারকে এড়াইয়া যাওয়ার কোনো কথা ইহার মধ্যে নাই। বড়ই হোক আর ছোটই হোক সকল ব্যবসাদারই একই পথে চলিয়াছে। দর-কন্‌ট্রোল মানিব না, চাল লুকাইয়া রাখিয়া লোককে জব্দ করিব, তারপর চোরা কারবার ইচ্ছামত চালাইব—ইহাই হইতেছে চালের কারবারীর আজকের চেষ্টা। ইহার দ্বারা ছোট দোকানদার চেষ্টা করিতেছে যাতে তার লাভের অঙ্ক না কমে, আর বড় কারবারী চেষ্টা করিতেছে যাতে গোটা চালের বাজার তার হাতের মুঠার মধ্যে আসে।

মুনাফালোভী যদি আজকে চালের বাজার নিজের আয়ত্তে আনিতে পারে, তবে পরের ধাপে দর আরো নামাইবার যে মতলব হইয়াছে, তাও ফাঁসিয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে আউব-ফসল নিয়ন্ত্রণও যদি বাণচাল হইয়া যায়, তবে আর ভাবনা কি? সরবরাহের উপর ইচ্ছামত কন্‌ট্রোল থাকিবে শুধু কারবারীর, বাঁধা-দর কাগজে কলমেই থাকিয়া যাইবে; বে-আইনী চোরাকারবার আইনী হইয়া উঠিবে। কন্‌ট্রোল-দোকানই হোক, আর রেশনিং-ই হোক কোনো কিছুই চালাইবার সাধ্য কারুর থাকিবে না। সরবরাহটাই যদি আগাগোড়া মুনাফালোভীর হাতে চলিয়া যায়, তবে কোনো ব্যবস্থাই কার্য্যকরী হইতে পারে না।

সরকার মুনাফালোভী মজুতদারকে সায়েস্তা করিতে পারিতেছে না, শুধু একথা বলিয়া খালাস হওয়া চলে না। মজুতদারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের তীব্র ঘৃণা না জাগাইতে পারিলে, জনসাধারণের সজাগ দৃষ্টি দিয়া মজুতদারকে আটকাইতে না পারিলে, মজুত-করার চেষ্টা কখনই বন্ধ হইবে না।

লোকের সাধারণ বিক্ষোভ বাহিরে চাল চালান যাওয়ার বিরুদ্ধে, সরকারী ব-বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে। এই সাধারণ বিক্ষোভের আওতায় মজুতদার নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে। 'দেশের ভাগটা অন্যের ঘাড়েই যখন চাপিতেছে, তখন আমার দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি পড়িবে না, আমি ইচ্ছামত কাজ চালাইয়া যাইব'—ইহাই তো মজুতদারের ভরসা।

তা না হইলে দু চার দিনের মধ্যে বাজার ফাঁক করিয়া চাল লুকাইয়া ফেলার সাহস মজুতদার কোথা হইতে পায়? চোখের সামনে মূর্ত্তিমান অনাহার দেখিয়াও, ক্ষুধার্ত্তদের আকুলী বিকুলী শুনিয়াও মজুতদারের দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্যবোধ জাগে না কেন? নিজের মুনাফা কমাইয়াও দেশকে বাঁচাইতে তার এতটুকু আগ্রহ হয় না কেন?

অথচ, দেশকে অনাহার হইতে বাঁচাইতে আজ কে না চেষ্টা করিতেছে? ক্ষুধিতকে খাদ্য দিবার জন্য সমাজের সকল শ্রেণীর লোক ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। জেলায় জেলায় ইহার জন্য কি বিপুল কর্ম্মোদ্যোগ। কলিকাতায় এমন লোক অল্পই আছে যে এই কাজে আগাইতেছে না। কিন্তু তবু অনাহারের মূল কারণ ঘুচাইবার জন্য যে চেষ্টা হওয়া দরকার, তা এখনও হইতেছে না। মজুত বন্ধ করিবার চেষ্টা নাই।

তার একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল ৩রা তারিখের ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের সভায়। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ, কিরণ শঙ্কর রায়, নলিনাক্ষ সান্যাল প্রভৃতি অনেক নেতাই এই সভায় বক্তৃতা করিলেন খাদ্যসমস্যার সমাধানের প্রশ্নে। কিন্তু কারও বক্তৃতায় মজুতদারের বিরুদ্ধে একটা কথা শোনা গেল না। যে প্রস্তাব সভায় গ্রহণ করা হইল তাহা শুধু সরকারী কার্য্যাবলীরই সমালোচনা। সরকারী বে-বন্দোবস্তকে নিন্দা করিতে গিয়া এই প্রস্তাব মজুতদারের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলিতে ভুলিয়া গেল। বাড়তি 'আউষ' ধানের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনাকে শুধু নিন্দাই করা হইল, বাড়তির হিসাব যে আরো ভাল করিয়া করা উচিত এবং সরবরাহ কন্‌ট্রোলের জন্য সকলেরই যে চেষ্টা করা উচিত, সে রকম কোনো প্রশ্ন তোলা হইল না।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ অবশ্য বলিলেন যে, শুধু মন্ত্রী-মণ্ডলীকে দোষ দিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবেনা, দেশের লোককেই চেষ্টা করিতে হইবে নিরন্ন দেশ-

(শেষাংশ ৭ পাতায় দেখুন)

সম্পাদকীয়

আমলাতন্ত্রের হস্তক্ষেপ বন্ধ করো

কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ হইতে কলিকাতায় ৫ই ও ১২ই সেপ্টেম্বর দুইটি জনসভা ও শোভাযাত্রা করিবার অনুমতি চাহিয়া পুলিশ কমিশনারের নিকট দরখাস্ত করা হইয়াছিল। পুলিশ কমিশনার অনুমতি দেন নাই। লড়াইয়ে বাধাসৃষ্টি করা প্রভৃতি মামুলি যুক্তি তিনি দেখাইতে পারেন নাই, কেননা সভার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সৈন্যদের দেশবাসীর কাছে জনপ্রিয় করিয়া তোলা এবং দেশরক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন ও সক্রিয় করা। পুলিশ কমিশনর বলিলেন—এই ধরণের প্রচার করিবার কোনো প্রয়োজন নাই, জনসাধারণ ঠিকই আছে। তিনি আরো বলিলেন যে কলিকাতার এখন যেরূপ দুর্দ্দশা তাতে শোভাযাত্রা প্রভৃতি করা অত্যন্ত বে-মানান হইবে।

বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর আমলে কলিকাতা ও মেদিনীপুর ছাড়া আর সব জেলাতেই সভা-শোভাযাত্রা করিবার বাধা ঘুচিয়াছে। মন্ত্রীমণ্ডলী ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিসর বাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কলিকাতা ও মেদিনীপুরে বিনা অনুমতিতে সভা করা নিষিদ্ধ হইলেও যে জোর করিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া রাখা হইবে, ইহা নিশ্চয়ই মন্ত্রীমণ্ডলী চান নাই। দেশরক্ষার প্রশ্নের উপর জনসাধারণের কাছে প্রচার করার প্রয়োজনকে শুধু আইনের দোহাই দিয়া অস্বীকার করার যে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না, ইহা মন্ত্রীমণ্ডলী নিশ্চয়ই অনুভব করেন। ইতিপূর্ব্বে খাদ্য আন্দোলনের জন্য কলিকাতায় অনেক সভা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে মন্ত্রীমণ্ডলীর আপত্তির কোনো কারণ হয় নাই।

কিন্তু আমলাতান্ত্রিক দপ্তর ব্যক্তি স্বাধীনতা বাড়াইতে নারাজ। যেখানে তাদের হাতে চাবিকাঠি রহিয়াছে, সেখানে যে কোন অজুহাতেই হোক সেই চাবিকাটী ব্যবহার করিবার জন্য তারা উন্মুখ। তাই পুলিশ কমিশনর তাঁর ক্ষমতার জোরেই সভার অনুমতি দিতে আপত্তি জানান।

চালের জন্য আজকে কলিকাতার অবস্থা সাংঘাতিক। মজুতদারের বিরুদ্ধে সমস্ত লোককে সজাগ ও সক্রিয় করিতে না পারিলে চাল সংকট ঘুচিবে না। অথচ ইহার জন্য অনুমতি দিতেও পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ ইতস্ততঃ করিতেছে।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। জেলার কর্ত্তৃপক্ষ এ সব ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব ফলাইতে আরো বেশী উৎসাহী। তার নমুনা দেখা গেল মেদিনীপুরে। মেদিনীপুরে একজন কর্ম্মীর মৃত্যুতে শোকসভা করিবার অনুমতি চাওয়া হইয়াছিল। সে অনুমতিও ম্যাজিষ্ট্রেট দেন নাই।

শাসন-দায়িত্বের উপর আমলাতন্ত্রের এইপ্রকার হস্তক্ষেপ কতদিন চলিবে? মন্ত্রীমণ্ডলীর শত দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও, ইহা বলিতেই হইবে যে তাঁরা জনসাধারণের সহযোগে কাজ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মজুত-বিরোধী অভিযান, চালের দর নিয়ন্ত্রণ, ফসল নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি মন্ত্রীমণ্ডলীর কয়েকটি কাজ তারই পরিচয়। ইহাতে জনসাধারণের সমর্থনও মন্ত্রীমণ্ডলীর পিছনে বাড়িতেছে। আমলাতন্ত্রের আপত্তি সেইখানেই। তারা মন্ত্রীমণ্ডলীকে খেলার পুতুল করিয়া রাখিতে চায়, জনসাধারণের কাছ হইতে তাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে চায়। তাঁদের দুর্ব্বলতা বাড়াইতে চায়, যাতে আমলাতন্ত্রের খেয়াল খুশীর কাছে তাঁরা মাথা নত করিতে বাধ্য হন।

নিজেদের দুর্ব্বলতা পুষিয়া রাখিয়া মন্ত্রীমণ্ডলী আমলাতন্ত্রের এই হস্তক্ষেপকে বন্ধ করিতে পারিবেন না। জনসাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতা যত বেশী তাঁরা অর্জ্জন করিবেন, ততই আমলাতন্ত্রের হস্তক্ষেপ শিথিল হইয়া যাইবে। মন্ত্রীমণ্ডলীকে দায়ী করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। জন-স্বার্থের জন্য মন্ত্রীমণ্ডলী যতটুকু কাজ করিতেছেন, সেই কাজকে জনসাধারণের সকলের চেষ্টায় ফলপ্রসূ করিয়া তুলিতে হইবে। তাহার ভিতর দিয়াই মন্ত্রীমণ্ডলীকে জনসাধারণের প্রতি দায়িত্বশীল করিয়া তোলা যাইবে। আমলাতন্ত্রের হাত দুর্ব্বল হইয়া যাইবে।

★ ★ ★

লংগরখানা ও খাদ্য-কমিটিতে জাতীয় একতা গড়ো

কলিকাতার উপর মন্বন্তরের ছায়া পড়িয়াছে। হাজার হাজার কংকালসার বুভুক্ষু নরনারীর আর্ত্তনাদে কলিকাতার বাতাস ভরিয়া উঠিয়াছে। পশুর মত মানুষ মরিতেছে। চারিদিকে শুধু হতাশ ও বিলাপ।

কিন্তু ইহা হইল শুধু একদিকের চিত্র। মানুষের এই মহা দুর্দ্দিনের মাঝেই আবার জাতির সমস্ত শক্তি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয় জীবনে বিরাট আলোড়ন তুলিয়াছে। সরকার কিছু করিল না বলিয়া দেশবাসী ক্ষুধার বিড়ালের মত প্রাণ দিবে, আর আমরা দাঁড়াইয়া দেখিব—দেশভক্ত বাঙ্গালী, দেশভক্ত ভারতবাসী কেহই তাহা ভাবিতে পারে না, তাই আজ আপন শক্তিতে বিশ্বাসী হইয়া দেশবাসী নিজেই আগাইয়াছে।

কলিকাতাকে বাঁচাইতেই হইবে—এই লক্ষ্য নিয়া আজ বাঙ্গালী, মাড়োয়াড়ী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, হিন্দু, মুসলমান, কংগ্রেস, লীগ, মহাসভা, কমিউনিষ্ট, ব্যবসায়ী, দোকানদার উকীল, ডাক্তার,—সমস্ত জাতির, সমস্ত শ্রেণীর, সমস্ত দলের ভারতবাসী বুভুক্ষুর সাহায্যে নামিয়াছেন। কলিকাতায় শত শত লংগরখানা খোলা হইতেছে। হাজার হাজার অনাহারে মৃতপ্রায় ভারতবাসীর মুখে অন্ন জোগান হইতেছে।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিও অন্যান্য মহিলা প্রতিষ্ঠান একযোগে মিলিয়া শিশুদের জন্য দুধের ব্যবস্থা করিয়াছেন, নিজেদের তদারকে বুভুক্ষুদের আহার জোগাইতেছেন।

যে এ-আর-পি সম্বন্ধে সাধারণ লোকের তেমন বিশ্বাস ছিল না, সেই এ-আর-পির কর্ম্মীরাও বুভুক্ষুর সাহায্যে আগাইয়াছেন, দেশভক্তদের সাথে হাতে হাত মিলাইয়া দাঁড়াইতেছেন।

দুইদিন আগেও যাঁহারা আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী ছিলেন, কিছুই করা সম্ভব নয় বলিয়া হতাশায় ডুবিয়া গিয়াছিলেন, আজ তাঁহারাও যা কিছু সম্ভব করিবার জন্য আগাইয়াছেন। শুধু বাংলা দেশেই বিরাট আন্দোলন সুরু হয় নাই, বাংলাকে বাঁচাইবার জন্য সমস্ত ভারতবাসীর ভিতর সাড়া জাগিয়াছে। সিন্ধু হইতে ৪ লাখ বস্তা খাদ্যদ্রব্য বাংলায় পাঠানো হইয়াছে। পঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ, উড়িষ্যা হইতেও খাবার পাঠানোর চেষ্টা চলিতেছে। সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেসন কোম্পানী চাল সরবরাহের জন্য বিনা মাশুলে ষ্টীমার দিতে রাজী হইয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন পত্রিকার তরফ হইতে হাজার হাজার টাকা তোলা হইতেছে। স্যার তেজবাহাদুর, পণ্ডিত মালব্য প্রমুখ নেতারা সাহায্যের আবেদন করিয়াছেন। জিন্নাও সাহায্য পাঠাইয়াছেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে সুদূর ডেরা গাজি খাঁ হইতেও কমিউনিষ্ট পার্টি অফিসে সাহায্য আসিয়াছে।

দেশে যেমন এইরূপ নিদারুণ সংকট আর কোন দিনই দেখা যায় নাই, তেমনি এই বিপুল আন্দোলনও ইহার আগে কোনদিন দেখা যায় নাই। সমস্ত ভারতবাসীর এই একতার চাপে সরকারও বাধ্য হইয়াছে রেলের ওয়াগন দিতে, চাল আনিবার বন্দোবস্ত করিতে।

কিন্তু আজও এই বিপুল চেষ্টা বিচ্ছিন্ন ভাবেই চলিতেছে। ইহাকে আজ সংঘবদ্ধ করিতে হইবে। হতাশার অন্ধকার ভেদ করিয়া জাতীয় জীবনে কর্ম্মোদ্যোগের যে বান ডাকিয়াছে তাহাকে সংহত করিতে হইবে। দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও লীগকে একযোগে এই বিপুল আন্দোলনের সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে, সমস্ত দল, সমস্ত শ্রেণীর একতাকে লৌহদৃঢ় একতাবদ্ধ আন্দোলনে পরিণত করিতে হইবে।

কিন্তু শুধু লংগরখানা খুলিয়া দেশকে বাঁচানো যাইবে না। মৃতপ্রায় বুভুক্ষুর সংখ্যা বাড়িয়াই চলিবে। একদিকে যেমন আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য লংগরখানা চাই, তেমনি সমস্ত দেশবাসী যাহাতে সপ্তাহ চাল কিনিতে পারে তাহার জন্য চাই রেশন প্রথা ও কনট্রোল দোকান। ইহার জন্যও আজ সারা বাংলায় বিপুল আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে। জিলায় জিলায় সর্ব্বদলের মিলিত খাদ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। খাদ্য কমিটি অভাবীদের তালিকা করিতেছে, সরকারের নিকট হইতে, ধনী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে চাল আদায় করিয়া রেশন টিকিট প্রথায় কন্‌ট্রোল দরে চাল বিক্রি করিতেছে। ইহার ভিতর দিয়া কংগ্রেস-লীগ-মহাসভা-কমিউনিষ্ট মিলিতেছে। হিন্দু মুসলিম মিলন সম্ভব হইতেছে।

দিনাজপুরে দুই বছর আগে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন লইয়া হিন্দু-মুসলমানে কি তীব্র বিরোধই না দেখা দিয়াছিল, সারা বাংলার সাম্প্রদায়িক মনকে আলোড়িত করিয়াছিল। আজ সেই দিনাজপুরেই খাদ্য কমিটির ভিতর কংগ্রেস-লীগ-মহাসভা-কমিউনিষ্ট একযোগে আন্তরিকতার সাথে কাজ করিতেছেন। হিন্দু মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এমনি করিয়াই আজ বাংলায় জাতীয় আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার হইতেছে, নতুন পথে বিপুল জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে। সমস্ত দেশভক্ত বাঙ্গালী এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করুন। কংগ্রেস ও লীগ দেশভক্ত, তোমার দেশভক্তির সত্যিকারের পরিচয় এইখানে। জাতীয় একতা গড়িবার ইহাই রাজপথ।

আলোচনা

পাটের দর কমাইবার জন্য মিল-মালিকের ষড়যন্ত্র

পাটের দর লইয়া ধনিক ব্যবসায়ীরা ষড়যন্ত্র চালাইয়াছে। গত জুন মাসে আমেরিকার কাছ হইতে চটের যে অর্ডার পাওয়া যায় তা সরবরাহ করিবার জন্য মিল-মালিকরা সাধারণ ভাবে সমস্ত পাট ফসলের দরই নামাইয়া দেয়। বাজারে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পাটের বাজার দর ২ টাকা কমিয়া যায়। সরকার মিল-মালিকের ঠিক করা এই দর আইন-সম্মত নয় বলিয়া জাহির করে। কিন্তু তাতে বাজারের বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই। এখন কেন্দ্রীয় জুট কমিটি বলিয়াছেন যে পাট চাষীদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া পাটের দর বাড়ানো উচিত। ধান-চালের দরের তুলনায় পাটের দর কম হওয়া উচিত নয় এবং সেইজন্য চটকল সমিতির নির্দ্ধারিত দর সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিয়া একটা ব্যবস্থা করা উচিত—ইহাই কেন্দ্রীয় জুট কমিটির বক্তব্য।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চটকলের মালিকরা আপত্তি জানাইতেছে। মালিকদের মুখপত্র 'ক্যাপিট্যালে' বলা হইয়াছে যে, চালের দর বাড়ার জন্য খুব কম পাট চাষীরই ক্ষতি হয়, সুতরাং পাটের দর বাড়াইবার কোনো কারণ নাই। মিল-মালিকরা আরো বড় বড় কথা বলিয়াছেন: এখন ধান চাষ করা বেশী দরকার। পাটের দর বাড়াইলে চাষীরা ধান চাষের বদলে পাট-চাষের জন্যই লাগিয়া যাইবে; তা হইলে খাদ্য ফসল বাড়ানোর আন্দোলনটাই বিফল হইয়া যাইবে।

পরিষ্কার দেখা যাইতেছে, খাদ্য-ফসল বাড়ানোর প্রতি'দরদ' দেখাইয়া চটকল মালিকরা পাটের দর কমাইয়া রাখিতে চায়, যাতে তাদের মুনাফার হার আরো বাড়ে। এখন পাটের দর এমনিই কমিয়াছে। এই কম-দরটাই যদি কোনক্রমে বজায় রাখা যায় সে চেষ্টা করিতে মালিকরা অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

মালিকদের এই ষড়যন্ত্র বিফল করিতে হইবে। তা না হইলে পাট-চাষীরা মারা যাইবে। অনেক পাট-চাষীকে চাল কিনিয়া খাইতে হয়, তাদের অবস্থা শোচনীয় হইবে। তা ছাড়া সাধারণভাবে সমস্ত জিনিষের দর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাটের দর বৃদ্ধি না হইলে পাট-চাষী মাত্রেই ক্রমশঃ আর্থিক অস্বচ্ছলতা বাড়িতে থাকিবে। পাটের নিয়তম মূল্য বাঁধিয়া দিতে হইবে।

চটের দরকার কমিয়াছে কি?

মিল মালিকরা মুখে বলিতেছে ধান-চাষেরই বেশী দরকার, পাট-চাষের দিকে চাষীকে প্রলুব্ধ করা উচিত নয়। ইহাতে মনে হয় যে পাটের দরকার বুঝি কমিয়া গিয়াছে। সপ্তাহ চটকল মালিকরা ৪ মাসের জন্য চটকলের কাজের যে প্ল্যান লইয়াছে, তাতে দেখা যাইতেছে যে প্রতি মাসে এক সপ্তাহ করিয়া কাজ বন্ধ রাখা হইয়াছে। কয়লার অভাবের জন্যই যে মিল-মালিককে এরূপ করিতে হইতেছে তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার মানে এই নয় যে চটের পয়সা কম করিলেই চলিবে। চটকল-মালিক সমিতি বলিয়াছে যে দরকার মতো কাজের ঘণ্টা বাড়াইয়া পয়দার ঘাটতি পূরণ করিয়া লওয়া হইবে। যে-সামরিক প্রয়োজনে পাট ও চটের সরবরাহ কম হইলেও সামরিক প্রয়োজনে চটের প্রয়োজন যথেষ্ট রহিয়াছে। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহেও বৃটিশ ও রুশ সরকারের কাছ হইতে বিরাট অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। একমাত্র ভারতেই সামরিক প্রয়োজনে পাট দরকার হয় নেহাৎ কম নয়। ১৯৪১-৪২ সালেই ৫৫ লক্ষ মণ পাট ভারতে দরকার হইয়াছে। এখানকার অবস্থায় দরকার আরো বেশী হইবে নিশ্চয়ই। সুতরাং চটের দরকার আছে এবং যে পরিমাণ পাট দরকার ঠিক সেই পরিমাণ পাট চাষ করিয়া বাকী জমিতে খাদ্য ফসল চাষ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তার জন্য যেমন ধানের দর বাঁধিয়া দিতে হইবে তেমনি পাটেরও ন্যূনতম দর বাঁধিয়া দিতে হইবে। চটকলগুলিকে ভাল ভাবে চালু করিতে হইবে এবং মজুরদেরও ন্যায্য মজুরী দিতে হইবে। আজকের প্রয়োজনে এ সবই দরকার।

চটকল মজুরের পুরা মজুরী চাই

কিন্তু মিল-মালিকের চেষ্টা যে কোনো রকমে নিজেদের মুনাফা বাড়াইতে। কয়লার অভাবে অধিকাংশ চটকল বন্ধ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ইলেকট্রিকে চলে এমন চটকলও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ রাখা হইয়াছিল। শীঘ্র চটকল খুলিবে না বলিয়া হতাশা ছড়ানো হইয়াছে। এই অচল-অবস্থার ভিতর দিয়াই পাটের দর কমিল। আজকে সেই কম দরকে বজায় রাখিবার জন্য মিল-মালিক উৎসুক। কয়লার অভাবে মানে এক সপ্তাহ কল বন্ধ রাখা এখন দরকার হইতে পারে। কিন্তু যত শীঘ্র সম্ভব পুরা মাস কল চালু করাই দরকার। সেই চেষ্টাই কি মিল-মালিক করিবে? না, কাজের ঘণ্টা বাড়াইয়া ক্ষতিপূরণের সঙ্গে সঙ্গে মুনাফা বাড়ানোর দিকেই মিল-মালিকের ঝোঁক বেশী?

মজুরকে আওয়াজ তুলিতে হইবে—যে সপ্তাহ কল বন্ধ থাকিবে, সেই সপ্তাহেরও পুরা মজুরী চাই। বাড়তি কাজের জন্য নিয়মমাফিক বাড়তি মজুরী চাই। মজুর যদি সচেতন ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করে তবে মালিকের মুনাফা-লোভের ফন্দী অচল হইয়া যাইবে, পয়দা বাড়িবে, মজুরের দাবীও আদায় হইবে। পাট-চাষীর ভাগ্যও চটকল মালিকের খেয়ালখুসির উপর নির্ভর করিবে না।

গত সংখ্যার ভুল সংশোধন

মিলিটারীর জন্য চাল লাগে বাংলার উৎপন্নের ৬০ ভাগের এক ভাগ—৬ ভাগের এক ভাগ নয়।

উৎপাদন বাড়ানো
আজ মজুরের সবচেয়ে বড় সংগ্রাম
মিল-মালিকের গাফিলতি ভাঙ্গো ● দাবী আদায় করো

দেশভক্ত মজুরের দাবী আদায়

ত্রাম্বলেন্দপুরের টিনপ্লেট কারখানার হট-মিলের মজুরদের ভিতর গত ২৪শে আগষ্ট এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি মজুরদের জন্য বরাদ্দ যে গম দেওয়া হইত তাহাতে এত বালি ও পাথর মিশান থাকিত যে তাহা খাওয়া একরকম কঠিনই ছিল। গত ২৪শে তারিখে মজুরদের ভিতর অনেকেই উত্তেজিত হইয়া উঠে। দিনরাত জ্বলন্ত আগুনের সামনে খাটুনী, গমের বরাদ্দ বেশী নয়, তাও যদি বালি আর কাঁকড়ে ভরা থাকে তো মজুর বাঁচিবে কি করিয়া। একটা হস্তেনস্তে করিবার জন্য মজুররা অস্থির হইয়া উঠে। ইউনিয়নের নেতারা খবর পাইয়া ছুটিয়া আসেন। দেশরক্ষার কাজে মজুরদের দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্যের কথা তাঁহারা মজুরদের বুঝাইতে থাকেন। উৎপাদন বাড়াইয়াই যে দাবী আদায় সম্ভব, তাহা বলা হয়। অবশেষে মজুররা শান্ত হইয়া কাজে যায়। তাহাদের দাবীর কথা ম্যানেজারের নিকট জানান হয় এবং গত ২৬শে আগষ্ট হইতেই পরিষ্কার গম দেওয়া সুরু হয়, দেশপ্রেমিক মজুরের দাবী আদায় হয়।

উৎপাদন বাড়াইবার কাজে

গত ২২শে আগষ্ট ব্রুকবণ্ডের মজুররা বাৎসরিক সম্মেলনে শপথ নিয়াছে দেশরক্ষার জন্য উৎপাদন বাড়াইবে। সম্মেলনের পরদিনই তাহারা কাজে প্রমাণ করিয়া দিল ইহা শুধু তাহাদের মুখের কথা নয়। সে দিন ছিল জন্মাষ্টমী। কয়েকজন মজুর ম্যানেজারের নিকট ছুটি চাওয়ার সিদ্ধান্ত করিল কিন্তু দলে দলে মজুররা আসিয়া বলিল আমরা উৎপাদন বাড়াইবার শপথ নিয়াছি, ছুটি চাই না। ম্যানেজার অবশ্য ২টার সময় ছুটির আদেশ দিলেন। মজুররা সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত কাজ করিল। মজুররা এবার নিজের দায়িত্ব বুঝিয়াছে।

বুভুক্ষুর জন্য ব্রুকবণ্ড মজুর ৭০০ টাকা চাঁদা তুলিল

ব্রুকবণ্ডের মজুররা যেমন উৎপাদন বাড়াইতেছে তেমনি ক্ষুধার্ত্ত ভাইবোনদের সাহায্যেও আগাইয়া আসিয়াছে। তারা অনাহারী লোকদের খাওয়াইবার জন্য চাঁদা তুলিতে লাগিল। ৭০০৲ তারা নিজেরাই তুলিল। আরো ৭০০৲ মালিক সাহায্য করিল। খিদিরপুরে সকলে মিলিয়া একটা রিলিফ কমিটি গঠন করিয়াছে।

মেটিয়াবুরুজে—হতাকল মজুরদের ভিতর উৎপাদন বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রচারের জন্য গত ২৩শে আগষ্ট কারবালা ময়দানে কেশরাম কটন মিলের মজুরদের এক সভা হয়। কমরেড মদন দান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রবল বৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও দুই শতের উপর মজুর হাজির হয়। কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী, অমর গাঙ্গুলী ও সভাপতি উৎপাদন বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। রেশনের মূল্য কমাইবার জন্য মজুর ও মালিকের যুক্ত বোর্ড গঠনের দাবী জানাইয়া কোম্পানীর কাছে একটি মেমোরেণ্ডাম পাঠাইবার কথা বলা হয়। মজুররা সবাই একবাক্যে সম্মতি জানায়।

১লা সেপ্টেম্বর মিল গেটে এই বিষয় নিয়া সভা হইয়া গিয়াছে।

উৎপাদন বাড়াইবার পথে বাধা

বেলঘরিয়ার টেক্সম্যাকোর মজুররা তাহাদের ইউনিয়নের নেতৃত্বে বুঝিয়াছে দেশরক্ষার জন্য উৎপাদন বাড়ানো আজ সত্যিকারের দেশ-প্রেমিক কাজ। তাই মজুররা নিজেরা চেষ্টা করিয়াই উৎপাদন বাড়াইবার নূতন কায়দা বাহির করে। এই কায়দায় উৎপাদন ৭০০০ স্থানে ২২০০ এ পরিণত হয়। ইহাতে মাল বাতিলের সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা মাত্র ৫।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ম্যানেজার বাবুর ইহা সহ্য হইল না। তিনি তাহার নিজের প্ল্যানই চালু করিবার জন্য কড়া হুকুম দিলেন। তিনি অছিলার ঐ ডিপার্টমেণ্ট বন্ধ করিয়া দিলেন এবং তাহার ফলে ৩৪ জন মজুর বরখাস্ত হইয়াছে। ম্যানেজার বাবুকে এই দেশদ্রোহী পথ হইতে ফিরাইবার জন্য মজুরদের আরও একতা চাই, ইউনিয়নকে জোরদার করা চাই, উৎপাদন বাড়াইবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা চাই।

মিল চালু রাখার জন্য কয়লা চাই

কয়লার অভাবে চটকলগুলি এক মাসেরও উপর বন্ধ। ইহার ফলে দেশরক্ষা ব্যবস্থারই বাধার সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু মজুররা এই অবস্থা চলিতে দিতে নারাজ। বেঙ্গল চটকল মজুর ইউনিয়নের নেতৃত্বে মজুররা কয়লা আদায়ের জন্য সভা ও মিছিল করিতেছে। দলে দলে সকলে ইউনিয়নের সভ্য হইতেছে।

বিরলাপুরে-স্কোয়াড ও গেট মিটিং করিয়া সভার জন্য প্রচার কাজ চালান হয়। গত ২৭শে আগষ্ট একটি সভা হয়, সভায় ৫ শত মজুর হাজির হয়। বজবজ হইতে কমরেড সাদে ইমানির নেতৃত্বে একদল মজুর স্লোগান দিতে দিতে সভায় আসে। সভায় সভাপতি ছিলেন কমরেড নীরেন ঘোষ। কমরেড শৈলেন ঘোষের বক্তৃতার পর কমরেড ইমানী বলেন, বজবজের মজুরদের মতই আমাদের আগাইতে হইবে। বজবজে দুই মাস হইল কল বন্ধ। কিন্তু মজুররা একটুও দমে নাই। তাহারা কয়লার জন্য আন্দোলন করিতেছে, দলে দলে সকলে ইউনিয়নের মেম্বর হইতেছে। সভাপতি বলেন, কয়লা, এডজুডিকেশন, অবিলম্বে সরকারী রিলিফ ও তদন্ত কমিটির দরখাস্তের উত্তরের জন্য অবিরাম আন্দোলন চালাইতে হইবে, সকলকে ইউনিয়নের মেম্বর হইতে হইবে, মজুররা স্লোগান দিয়া সবাই সম্মতি জানায়। সভাইই কয়েকখানা "স্বাধীনতা" ও "জনযুদ্ধ" বিক্রী হয়।

জগদ্দলের মজুরদের ভিতরও সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দুইটি স্কোয়াড এক সপ্তাহ ধরিয়া প্রচার চালায়। বত্তী ও গেট মিটিং মারফৎ এক হাজার মজুরের নিকট সাধারণ সভায় প্রচার ও কয়লা সংকট সমাধানের জন্য বাংলার চটকল মজুরকে একতাবদ্ধ হইবার আবেদন করা হয়। ২৯শে আগষ্ট সভা হয়। প্রায় ৫ শত মজুর সভায় হয়। কমরেড ফারুকী সভাপতি হন। কয়লা সংকটের সমাধানের জন্য যে মজুরকেই আগাইতে হইবে সে কথা কমরেড ইরশাদ বুঝাইয়া বলেন। কমরেড ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত একতা ও সংগঠনের জোরে মুনাফাখোর মালিকদের উৎপাদন নীতি ব্যর্থ করিতে ও সরকারকে কয়লা সরবরাহে বাধ্য করিতে মজুরদের আবেদন করেন। সভায়ই ২৮ জন ইউনিয়নের মেম্বর হয় ও কমিউনিষ্ট পার্টির জন্য দেড় টাকা সাহায্য উঠে।

ক্রাজিন্সলরেও স্কোয়াড মারফৎ প্রচার করা হয়। গত ২৯শে আগষ্ট কমরেড কয়লার সভাপতিত্বে সভা হয়। সভায় প্রায় ৫ শত মজুর উপস্থিত হয়। কমরেড তারক দাস ও রঘুনাথ বক্তৃতা দেন। মজুরদের ভিতর বেশ সাড়া পড়ে।

কয়লার জন্য মোহিনী মিল মজুরের দাবী

কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল কয়লার জন্য দুই সপ্তাহের উপর হইল বন্ধ আছে। ইহার আগে গত ২ মাসে আরও দুইবার বন্ধ ছিল। দেশের এই চরম বস্ত্র সংকটের দিনে কল বন্ধ রাখা যে কত মারাত্মক তাহা মজুররা বুঝিতে পারিয়া কয়লার জন্য আন্দোলন চালাইতেছে। গণ দরখাস্তে সই লওয়া হইতেছে। ইউনিয়নের তরফ হইতে এস-ডি-ওর নিকট কয়লার জন্য দাবী জানান হয়। তিনি যথাসাধ্য করিবেন প্রতিশ্রুতি দেন। মিল মালিক মৌখিক সমর্থন জানাইলেও ইউনিয়নের সহিত যুক্তভাবে চেষ্টা করিতে রাজী হয় না। মজুররা দেখিল নিজেদের ইউনিয়ন আরো শক্তিশালী না করিলে ও অন্যান্য জনসাধারণকে এই দাবীর পিছনে টানিতে না পারিলে মিল মালিককে টানা যাইবে না। তাই তাহারা ব্যাপক ভাবে ইউনিয়নের মেম্বর করিতেছে। এক সপ্তাহের ভিতরই একশ জন মেম্বর হইয়াছে। গত ২৫শে আগষ্টের সভায়ও বহু মজুর ইউনিয়নের মেম্বর হয়। এইবার মজুররা স্কোয়াড করিয়া বার এসোসিয়েসন ও মিলের ডিরেক্টরদের নিকট যাইয়া প্রচার করিতেছে। তাঁহারা মালিককে নামাইবার চেষ্টা করিবেন আশ্বাস দিয়াছেন।

সুরা চটকল মজুরদের রেশন আদায়

সুরা চটকলে অসুস্থতার জন্য প্রায় দুইশত মজুর একবেলা বা কেহ একদিন অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু কয়লার অভাবে কল বন্ধ হইয়া গেলে এই সব মজুরের রেশনও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই সময় খাকি ডিপার্টমেণ্টও বন্ধ হইয়া যায় ফলে মজুরদের হাজিরা উঠান হয় না, তাহাদের রেশনও বন্ধ হইয়া যায়। মজুররা ইহাতে না দমিয়া ইউনিয়নের মারফৎ আন্দোলন চালায় ও বড় সাহেবের নিকট দরখাস্ত করে। ফলে শেষ পর্য্যন্ত মজুরদের নাম হাজিরা বইতে তোলা হয় ও রেশনের বন্দোবস্ত হয়। ছাঁটাই না হওয়ারও প্রতিশ্রুতি মিলে।

'বদলী' চাইনা, স্থায়ী কাজ চাই

বাঁশবেড়িয়ায় গাঙ্গেস জুট মানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর দুইটি চটকল কয়লার অভাবে বন্ধ ছিল। গত ১৫ই অগাষ্ট দুইটি কলই খোলে কিন্তু এক সপ্তাহ পরে ১নং মিল আবার বন্ধ হইয়া যায়। সব চটকলের নিয়ম অনুযায়ী সপ্তাহ ৪।০ ও সস্তায় রেশন প্রত্যেক মজুরের পাওয়া উচিৎ। মালিক জানায় ১নং মিল কবে খুলিবে ঠিক নাই, মজুররা 'বদলী' হিসাবে ২নং মিলে কাজ করিতে পারে। মজুররা মনে করে ইহার ফল তাহাদের স্থায়ী চাকুরী শেষ হইয়া যাইবে এবং পরে ছাঁটাইর আশংকা থাকিবে। তাই তাহারা ২নং মিলে বদলী হিসাবে কাজ করিতে রাজী নয়। মালিক জানাইয়া দিয়াছে বদলী হিসাবে কাজ না করিলে তাহাদের রেশনও দেওয়া হইবে না, খোরাকী ভাতাও দেওয়া হইবে না। ওদিকে মিলগেটে পুলিসও মোতায়েন করা হইয়াছে। মজুররা জানাইয়া দিয়াছে তাহারা কাজ করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত কিন্তু তাহাদেরও খোরাকী ভাতা ও রেশন দিতে হইবে। এই বিষয়ে লেবার কমিশনারকেও জানান হইয়াছে।

ফেঁচুগঞ্জের মজুর কর্ম্মী কমরেড মাখন ঘোষের মৃত্যু

কিছুকাল যাবৎ কমরেড মাখন ঘোষ যক্ষ্মারোগে ভুগিতেছিলেন। প্রায় দেড়মাস পূর্ব্বে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় যান এবং সেখানে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কমরেড ঘোষ প্রায় দশ বৎসর যাবৎ কলিকাতা ও সুরমাভেলী জেলা পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইদানীং তিনি ফেঁচুগঞ্জ ওয়ার্কারস্ ইউনিয়নের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। যক্ষ্মারোগাক্রান্ত অবস্থায় তিনি পার্টির কাজের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করিয়া ও সাফল্য কামনা করিয়ার সিলেট জেলা কমিটির নিকট যে পত্র দিয়াছিলেন তাহা জনযুদ্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে পার্টি অপূরণীয় ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। পার্টির তরফ হইতে আমরা এই বীর কর্ম্মীর স্মৃতির উদ্দেশে সম্মান জানাইতেছি।

●

কমরেড দিলীপ বসুর মৃত্যু

কান্দীর কৃষক সমিতির কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড দিলীপ বসু নিউমোনিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কমরেড দিলীপ একজন পার্টি সভ্য ছিলেন। কান্দী মহকুমা ও মুর্শিদাবাদ জেলার এই নিষ্ঠাবান কর্ম্মীর মৃত্যুতে আমরা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহার অসমাপ্ত কর্ম্ম পূর্ণ করার

এই কলিকাতা !

[শিয়ালদহ ষ্টেশনের সামনের একটি দৃশ্য]

"রাত্রে খাওয়া হবে না—কয়লা নেই" পাচক এসে জানিয়ে গেল। অগত্যা কেন্দ্রীয় জনরক্ষা সমিতির সম্পাদক কমরেড স্নেহাংশু আচার্য্য ও আমি অন্যত্র খাওয়া সেরে নেব স্থির করে বার হ'লাম। কথা ছিল: সকালে সোমনাথের সঙ্গে "আজকের কলিকাতার" কিছু ছবি জনযুদ্ধের জন্য তুলতে যাব। কাজেই রাত্রি তাঁর কাছে কাটিয়ে সকালবেলা বার হলাম।

ছবি রোজ রোজ দৈনিক সংবাদপত্রে যে রকম বার হচ্ছে আমরা তা তুলতে পারি না। স্বামী ক্যামেরা, অভ্যস্ত ফটোগ্রাফার ও অর্থের অভাব তার প্রধান কারণ। তাই ছবির বদলে যা দেখেছি তাই কিছু বর্ণনা করতে চেষ্টা করছি। কিন্তু বর্ণনা কি সম্ভব? মানুষের এই মর্ম্মন্তুদ বেদনার সামনে দাঁড়িয়ে ঘটা করে কান্না অসম্ভব, চেতনা অবশ হয়ে আসতে চায়, রক্তে অতি-মানবীয় শক্তির জন্য চাঞ্চল্য সুরু হয়। মনে হয়: যদি একটা যাদুকর হতে পারতাম—তাহলে এক নিমিষেই—হাঁ এক নিমিষেই.....

সাম্রাজ্যবাদের গর্ব্ব—কলিকাতা তাদের দ্বিতীয় নগরী, দুয়োরাণী। কিন্তু হলে কি হবে? জরাগ্রস্ত আধিপত্যের শিথিল মুষ্টি হতে যখন রাজমহলের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে, তখন সেই ধারণায় থাকে কেবল বন্য প্রবৃত্তি: পরিকল্পনাহীন, অসংলগ্ন, অসামাজিক ও অনহযোগী আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি। কার্য্যতঃ এ আত্মহত্যারই নামান্তর।

কিন্তু আমাদের মনে এই কলিকাতার অন্তরুপ। অপরিচ্ছন্ন রাস্তা ঘাট, ঠেসা ঠেসি বাড়ী, বড় বাজারের বিশ্রি গলি—এ সব তো আছেই। কিন্তু আলোর দিকও তো আছে এখানে। ভারতের মুক্তি আন্দোলনের নানাবিধ ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত স্মৃতি যে এর গলিতে গলিতে, পার্কে পার্কে। এই তো সেদিন:—কংগ্রেস মন্ত্রীগ্রহণের পর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এ, আই, সি, সির বৈঠক, সেই উপলক্ষে দেশবন্ধু পার্কে বিরাট জনসমাবেশ—কলিকাতা ও সহরতলীর শ্রমিকশ্রেণীর সেই সুশৃঙ্খল সামরিক সমাবেশ কি কখনও ভোলা যায়? তার আরও কিছুদিন আগে ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেস। পার্কে পার্কে শত শত যুবক সামরিক পরিচ্ছদে কংগ্রেস পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে কুচকাওয়াজ শিখছে,—কখনো রাস্তায় সামরিক বাদ্যের সঙ্গে আগে পিছু ঘোড়সোয়ার স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে চলেছে,—তাদের মুখে দীপ্তি, চোখে ঔজ্জ্বল্য, পদক্ষেপে স্বাধীনতার দৃঢ় সংকল্প। সে কলিকাতা না বিপ্লবমুখর পেট্রোগ্রাদ? অনেক পার্থক্য—তবু মনে পড়ে: ট্রেণ থেকে নেমে লেনিন আর্মডিকারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সঙ্গে বিরাট শোভাযাত্রা, তেমনি কংগ্রেস সভাপতি মতিলালকে হাওড়া ষ্টেশন থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে.....

* * *

কমরেড লাহিড়ী বলেন: "এই যে এই মৃতদেহের ছবিটা তোল", শিয়ালদা' ষ্টেশনে যাত্রী বার হবার পথের পাশে সার্কুলার রোডের উপর পড়ে আছে একটি মৃত যুবকের দেহ। গায়ের জামা কাপড়, শারীরিক লক্ষণ দেখে মনে হয় না লোকটী পেশাদার ভিখারী। দূরে দাঁড়িয়ে চোখ মুছছে দুটো অনাহার-ক্লিষ্ট বুড়োবুড়ি। প্রশ্ন করতে সাহস হল না। সার্কুলার রোড ও বৌবাজারের দুই ধারে অসংখ্য ক্ষুধার্ত্ত নরনারী শিশু ছোট ছোট দলে বসে আছে—আশে পাশে শেণ্টারগুলি থেকে ময়লা দুর্গন্ধে রাস্তা চলা দায়—তবু অনাহারে আজ সেখানে জয়ী। তারই একটু দূরে পথচারী পরিবার কয়েকখানি ইঁটের উপর হাঁড়ি বসিয়ে রান্নার চেষ্টা করছে।

এরা কারা?

প্রশ্ন করে জানা গেল এদের অধিকাংশই স্বল্প জমি ওয়ালা, বা জমিহীন কৃষক পরিবার। কলিকাতার আশে পাশের জেলায় ক্ষেত মজুরী করে এদের দিন চলতো। কিন্তু এখনো ফসল উঠেনি, ক্ষেতে কাজ নেই, জিনিষের দাম অস্বাভাবিক—তাই এই অবস্থা। এমনি একটা পরিবারকে প্রশ্ন করলাম: "তোমার ঘর-বাড়ী আছে? "হাঁ বাবু"। "কতদিন এসেছ"? "মাস দুয়েক"। যদিও জানি হাজার হাজার লোক ফুটপাতে শুয়ে রাত কাটায় তবু প্রশ্ন করলাম: "রাতে কি বাড়ীতে ফিরে যাও?" "না আমরা জনা এগারো মিলে বস্তিতে একটা ঘর ভাড়া করেছিলাম তিন টাকা ভাড়া নিত। কিন্তু আজকাল ভিখারীর সংখ্যা এত বেড়েছে যে ভাড়ার টাকা তুলতে পারি না। তাই কাল রাত থেকে বস্তির মালিক আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে।".....

কিছুদিন ও আগে এই সব পরিবারের পুরুষেরা পরের ক্ষেতে খামারে খেটেছে, মেয়েরা ধান কুটে, চিঁড়ে মুড়ি ভেজে, বড়ি তৈরী করে এবং গ্রামের পুকুরের কলমি শাক, মাঠের নটে শাক তুলে বাজারে বিক্রী করে সংসার চালিয়েছে। কোনরকমে দুটী শাক ভাত, আধ পেটা, সিকি পেটা খেয়ে চালিয়েছে। কিন্তু এখন আর চলে না। স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের গৌরব নিয়ে বসে থাকা সামান্য কিছুদিন হয়তো চলে—কিন্তু নিরন্তর ক্ষুধা, চোখের সামনে ছোট ছোট শিশুর আর্ত্তনাদ, তিলে তিলে কঙ্কালসার হয়ে মরা, মরতে দেখা চলে না। ভিক্ষা কি মানুষে সহজে দেয়? বন্যা ও দুর্ভিক্ষে সাহায্য নিয়ে কতবার তো কত গ্রামে গিয়েছি। দিনের পর দিন উপবাসে ক্ষিন্ন হয়ে গেছে—তবু একদিন যারা খেটে খেতে পারতো, গ্রামের লোক যাদের স্বচ্ছল পরিবার বলে মনে করতো—কিছুতেই তারা সাহায্য কেন্দ্রের কাছে আসতে পারছে না এমন নজির কত দেখেছি। আজ তাদেরই দল হাজারে হাজারে কলিকাতার চারিপাশে, গ্রামের ভূমিহীন, অল্প জমিওয়ালা, বন্যাপীড়িত কৃষক পরিবার, যাদের পরিশ্রমে সোনার বাংলার ক্ষেতে মাঠে সোনা ফলে। হোক না বন্যা, হোক না খরতাপ—তবু যাদের রক্তাক্ত পরিশ্রমে এবারও কত লক্ষ লক্ষ বিঘা জমিতে অশ্রান্ত সবুজের, সবুজ প্রবাহ বয়ে গেছে।.....

[একটি বুভুক্ষু পরিবার]

লাইনে

"ঐ যে, ও দিকে দেখ, একটা মেয়ে অপেক্ষা করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে." হয়তো মরেও যেতে পারে। রাস্তার আর একটি বুভুক্ষু তার এলুমিনিয়ামের ভাঙ্গা থালা দিয়ে বাতাস করতে গেল, একজন' মাথায় জল দিতে লাগলো। কে একজন ভাতের ফেন ভোগাত করেছিল—তাই তার মুখে ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। শুধু তো আর দিনের পর দিন অপেক্ষা নয়—দীর্ঘ অনাহারের দুর্ব্বলতা। এক চুমুক পেলে একরত্তি জীবনের শক্তি নেবে—তাই নিয়ে আবার সে হয় তো লড়বে। নিশ্চয় লড়বে, যতক্ষণ না মরে যায় ততক্ষণ জীবনের এই সংগ্রাম চলবে। একি মানুষের আবাসভূমি না জঙ্গল? বাঘ সিংহের সঙ্গে, প্রকৃতির উদ্দাম শক্তির সঙ্গে এ লড়াই তো নয়? তবে এ কার সঙ্গে কার লড়াই? একজন চাল নিয়ে বার হচ্ছে দেখে তাকে প্রশ্ন করলাম। আমাদের ক্যামেরা দেখে সে আন্দাজ করলো—আমরা কাগজের লোক। তাই সে চলতে চলতে বল্লে: রাস্তায় রাস্তায় চসমা ফিরি করে খাই। কিন্তু আমার মত দোকানদারের কাছ থেকে যারা কেনে তারা তো গ্রামের স্বচ্ছল কৃষক বা কারখানার মজুর। তা তাদের অবস্থা দেখতেই পাচ্ছেন। বাড়ীতে ৪।৫ জন পুষ্টি—কোনরকমে দুটো শাক সিদ্ধ। শাক না তো গাছ গাছড়ার ডাল পাতা। গত কয়েক সপ্তাহ মাছ চোখেও দেখতে পাই নি। মাছ মানে ফুখে চিংড়ি মাছ।"

ডাষ্টবিনে

চিংড়ি মাছ? কিন্তু ও কি! সামনের ঐ ডাষ্টবিনের মধ্যে থেকে কতগুলি বড় বড় হাড় নিয়ে টানাটানি করছে—একটী ক্ষুধার্ত্ত বালক। দুটি হাড়ের সন্ধিস্থলে যে নরম হাড় থাকে তাই নেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা এবং তারই পাশে দুটি কুকুর অন্য একটি হাড়ের রক্তমাখা অংশ চাটছে। এমনি করে মানুষে পশুতে খাদ্য নিয়ে মারামারি, রাত্রিতে শোয়ার যায়গা নিয়ে মারামারি। কিন্তু সংখ্যায় আজ শেয়াল কুকুর থেকে ক্ষুধার্ত্ত নরনারী কলকাতায় অনেক বেশী। তা'ছাড়া চাউলের দোকানের অর্থ পশুর কাছে সুস্পষ্ট নয়। তাই দোকানের সামনে যখন অগণিত নরনারী সারি সারি শুয়ে রাত্রি কাটায়, ব্যাংফল ওয়ালের মাঝে মলমূত্রে ভরিয়ে তোলে, ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাঁদে, কলেরায় অবসন্ন হয়ে পড়ে, অজ্ঞান হয়, মরে, তখন বুঝি অবুঝ পশুর কাছেও সে স্থান অপ্রীতিকর হয়ে পড়ে। "আ: কি যে ভাবছ, দেখ না?" বৌবাজার ও কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে ফুটপাতের কাছে একটা ৯।১০ বছরের মেয়ে শুয়েছিল, মৃত্যু তার শিয়রে দাঁড়িয়ে তবু ডান হাতটা শেষবারের মত পথচারীদের উদ্দেশে উত্থিত হয়ে ঢলে পড়ল—সমস্ত শরীরটা একবার কুঞ্চিত হয়ে উঠে রক্তহীন ঠোঁট দুটীর মধ্য দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল।

[রাস্তার উপরে কয়েকটি বুভুক্ষু পরিবার]

"অন্ন দাও, প্রাণ দাও, রক্ষা কর"

কলকাতার লোক এ ডাক শুনেছে। রাস্তায় চলি আর ভাবি। গত ডিসেম্বর মাসে যখন বোমা পড়ে তখন এই সঙ্কটের অত্যন্ত সামান্য আভাষ পাওয়া যায়। রাজনৈতিক সঙ্কটে অবসন্ন, আমলাতান্ত্রিক অপদার্থতায় ও অত্যাচারে ক্ষুব্ধ ও দ্বিধা বিভক্ত জাতি, কলিকাতায় বিভিন্ন সম্প্রদায় সে দিন পরাধীনতার জ্বালার উপর এই নূতন দস্যুর আঘাতে জেগে উঠেছিল। জনরক্ষা ও আত্মরক্ষার নামে—কলিকাতায় স্ত্রী পুরুষ এগিয়ে এসেছিল পাড়ায় পাড়ায়। তবু সে দিন ধনীরা, কংগ্রেস হিন্দুসভা বা লীগের নেতারা, যারা বিশেষ করে চেষ্টা করলে এ ক্ষতি এতদূর বৃদ্ধি পেতে নাও পারতো তারা আশানুরূপ ভাবে একাজে এগিয়ে আসেন নি। ঘরোয়া বৈঠক হয়েছে বারবার। আমাদের পার্টি বার বার চেষ্টা করেছে—কিন্তু কাজে কিছুই হয়নি। তবু এই দেশব্যাপী আত্মহত্যার পাশে আত্মরক্ষার প্রয়াস এই কলকাতাতেই সুরু হয়েছিল।...কুমারটুলির বাজারের এক পাশে শখানেক লোক পুরি তরকারী নিয়ে বসেছে। একজন লোক খেয়ে উঠতে প্রশ্ন করলাম "কেমন খেলে"? "বেশ এখনো পেট ভরে খাওয়ায়"। একজন কর্ম্মীকে প্রশ্ন করতে সে বল্লে: "সরকারী সাহায্য পাওয়া গেল না দেখে আমরা বাজারে থেকে তরকারি চাঁদা তুলি এবং তাই বিক্রয় করে এদের খাওয়াই। দুধওয়ালাদের বলেছি তারা এক কাপ করে দুধ চাঁদা দিলে আমরা কিছু শিশুদের দুধ দিতে পারবো। দুধওয়ালারা রাজী হয়েছে।" "বাঃ চমৎকার! তোমাদের মনে তাহলে ভরসা আছে?" "নিশ্চয়, গত বোমার হাঙ্গামার পর এসব ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়েছিল কিন্তু তখন কেউ ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। আর আজ দেখুন সবাই কিছু করতে চায়। এই উত্তর কলিকাতাতেই বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, গোপাল মিত্র লেন, নতুন বাজার হরিনাথ দে ষ্ট্রীটে এখন সব খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে, দৈনিক ৩।৪ শ'লোক খাচ্ছে।"—জানুয়ারী মাসে কিছুই ছিল না আজ দৈনিক ৩।৪ শ'লোক খাওয়ানোর ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ঠিকই তো :এতে ভরসা আসবে না কেন?

"না আমরা খেতে যাব না"—কয়েকটি ছেলে কলিজইনষ্টিটিউটের গেটের সামনে জটলা করছে। "কেন খেতে যাবে না ভাই?"—"ওখানে খাওয়ার পর গায়ে হ'ই ফুটিয়ে দেয়।" আত্মরক্ষা সমিতির মেয়ে কর্ম্মীরা ও কমিউনিষ্ট পার্টি ডাক্তাররা বেরিয়ে এলেন। ডাক্তাররা বোঝালেন যে এই ঔষধ ফুটিয়ে দিলে কলেরা হবে না, টাইফয়েড হবে না, বাবা মাকে ছেড়ে হাঁসপাতালে গিয়ে একা একা শুয়ে থাকতে হবে না। "একে তো খাওয়া জুটছে না—তাতে আবার অসুখ হলে কত কষ্ট হবে বলতো!" খোকারা চুপ করে ভাবে, ওরা যে সব বুড়ো মানুষে মত চালাক হয়েছে! মেয়ে কর্ম্মীরাও পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকে। আস্তে আস্তে ওরা খাওয়ার ঘরে ঢোকে। ডিয়ন লেনেও তাই। ক্যাথেল হাঁসপাতালের ডাক্তার ও ছাত্ররা ইনজেকশন দেবার জন্য প্রস্তুত। "এই সব ঔষধ কোথায় পেলে!" "কেন আমাদের সঙ্গে একটা ওষুধের কোম্পানীর চেনা ছিল তাই চেয়ে নিয়ে এসেছি। আর দেখুন যদি সব কোম্পানী এমনি কিছু করে ঔষুধ দেয় তো আমরা সব যায়গায় দিতে পারি।" "এত ডাক্তার আপনারা পাবেন কোথায়?" "ডাক্তারের অভাব? কলিকাতায় কতগুলি মেডিকাল কলেজ ও স্কুল রয়েছে না? তাদের ডাক্তার ও ছাত্র সবাই এসে এ কাজ করবে। দেশের নেতারা একবার ডাক দিয়ে দেখুন না?" সত্যিই তো অভাব কিসের? অভাব শুধু এক হয়ে ডাক দেবার। এ পাড়ার একজন জনরক্ষা কর্ম্মী বল্লেন-পার্শিবাগান, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট উইলিয়ামস লেন ও বেলিয়াঘাটাতে ফ্রি কিচেন হয়েছে। চোর বাগানে সম্প্রতি একটি সমিতি গঠিত হয়েছে সেখানকার সমিতির পৃষ্ঠপোষক ১০০৲ টাকা দিয়েছেন এবং আর একজন বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক ধনী মাসে ৫০০৲ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর একজন ভদ্রলোক তাঁর একটি দ্বিতল বাড়ীই তিন মাসের জন্য খাদ্য কেন্দ্রের কাজে দিয়েছেন।

এরপরে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে—বিখ্যাত ধনী সুরুজমল নাগরমলের পরিচালনায় একটি খাদ্য কেন্দ্রের কাছে উপস্থিত হইলাম। লোকেরা পয়সা দিয়ে কুপন নিচ্ছে এবং খেতে পাচ্ছে। বহুবাজারে সেই কণ্ট্রোলের দোকানের লাইনের সঙ্গে এখানকার লাইনে কত পার্থক্য—কেমন সুশৃঙ্খলে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। ভাল করে ব্যবস্থা করতে পারলে সব যায়গাতেই এমনি হওয়া সম্ভব। শুধু কি খাওয়ান সম্ভব, আর অনেক কিছু সম্ভব। নতুবা যেমন দেখলাম বালীগঞ্জের ত্রিকোন পার্কে রোটারী ক্লাবের খাদ্য ব্যবস্থায়—তেমন হওয়া বিচিত্র নয়। হাজার হাজার স্ত্রী ও শিশু খেতে বসেছে ক্ষুধার্ত্ত শিশুর কান্না মায়েদের বিচলিত করছে—এবং সেই কান্না সামলাতে একজন স্বেচ্ছাসেবিকা লাটি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি কচ্ছেন। কিন্তু কাঁকুলিয়া ও গরচা বস্তিতে অন্য দৃশ্য। গরচাতে ছেলে স্নান করে আসে, খেয়ে নেয়, তারপরে গান করে—এবং কাঁকুলিয়াতে স্নান করে এসে কিছুক্ষণ পড়াশুনা করে তারপর গান করে এবং খেতে বসে। ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় এবং মনে মনে জেগে থাকে—জন্মভূমির মহিমা, ত্যাগের, শৌর্য্যের ও বীর্য্যের গান—দুরূহ সংগ্রামে জয়ী হওয়ার প্রেরণা।

সবই করা যায়—সবই হয়—শুধু..."শুধু কি?" প্রশ্ন করলাম—হিন্দুস্থান রোডের একটী জনরক্ষা স্কোয়াডকে।

তারা বল্লেন যে মাত্র ঘণ্টা দুই পাড়াতে ঘোরার পর ফলে ৩০০৲ টাকা চাঁদার প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন—কলেজের ৩ জন ছাত্র ও দুটি চাকুরিয়া তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন প্রচারে। দেশ সেবায় আনন্দ কার না হয়—তবু মানুষ একা একা বোধ করে—আলাদা, আলাদা ব্যবস্থা করতে চায়। প্রতাপাদিত্য রোডে জন দুই দেশপ্রেমিক নিজের চেষ্টায় দুধ বিতরণ কেন্দ্র খুলেছিলেন—এখন সেটা বেশ বড় হয়েছে। জনরক্ষার সেচ্ছাসেবকরা তাদের সাহায্য করছিল। মানুষের সহজ শুভ বুদ্ধি আঁধারের মাঝে পথ খুঁজে পায়। তাই মনতে পেলাম দক্ষিণ কলিকাতার কয়েকটী কেন্দ্র মিলিত ভাবে কাজ করার ব্যবস্থা করছে।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে রিলিফ কিচেন

ইহাকে বাঁচাও

লেখক
সুধী প্রধান

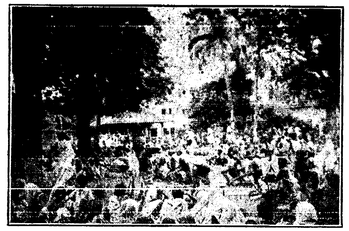

বালিগঞ্জ ত্রিকোন পার্কে রিলিফ কেন্দ্র

সমস্ত কমিটি এক হও

বেঙ্গল রিলিফ কমিটি, জনরক্ষা, আত্মরক্ষা—নিখিল ভারত মহিলা সঙ্ঘ এবং আরো অনেক সমিতি আজ ক্ষুধার্ত্তদের সাহায্যের কাজে এগিয়েছেন। কিন্তু সমস্যা অনেক বড়, দিন দিন কলিকাতায় মৃতের সংখ্যা বাড়ছে—ক্ষুধার্ত্তদের সংখ্যাও বাড়ছে। সহরের মধ্যে ময়লা ও আবর্জ্জনায়—সহরের স্বাস্থ্য বিপর্য্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে। সন্ধ্যার মুখে গড়ের মাঠের মধ্য দিয়ে ট্রামে চড়ে ফিরছি আর বার বার মনে আসচে এই আশ্রয়হীন খাদ্য-হীন নরনারীর অবস্থা? * * * দুদিন বাদে বর্ষা শেষ হবে আকাশে চাঁদ উঠবে। আগের দিনে কলিকাতায় অগণিত নরনারী সন্ধ্যায় এই মাঠের সবুজ ঘাসের উপরে দাঁড়িয়ে শ্রান্তি দূর করতো, গাছে ঘেরা এই মাঠে চন্দ্রালোকের বিচ্ছিন্ন সুষমায় জীবনের প্রতি নূতন করে মুগ্ধ হত—হয় তো যে যার হুখে দুঃখে পৃথক ভাবে চিন্তা করতে পারতো—কিন্তু আজ অধিকাংশেরই এক চিন্তা! অন্ন চাই, আশ্রয় চাই—আত্ম রক্ষার ব্যবস্থা চাই। কে জানে হয়ত বর্ষাশেষের এই চাঁদিনী রাতেই আবার জাপানী বোমা হানবে আগুন আর মৃত্যু।...অনাহারে মৃত্যু...বোমায় মৃত্যু...মৃত্যুর বিভীষিকা। শিউরে উঠে চোখ বুজলুম।...আশার সঞ্চার করে দূরে ট্রাম শ্রমিকের একটা হোয়াড টাৎকার করে ওঠে: খাদ্যের জন্য এক হও, কংগ্রেসলীগ এক হও, জাতীয় সরকার কায়েম কর। অন্ধকার রাত্রির মাথায় মিটি মিটি তারার মালাও আশার আলো জ্বালিয়ে তোলে একটী তারা, দুটী তারা, জনরক্ষা সমিতি, আত্মরক্ষা সমিতি, বেঙ্গল রিলিফ কমিটী—তার পর জ্যোৎস্না-লোকিত নীল আকাশ—

—একহও

আমাদের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমই দেশকে বাঁচাইবে

কলিকাতা জেলা পার্টি সমাবেশ

ইউরোপে হিটলারী দলের পরাজয়, ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রশক্তির আক্রমণাত্মক প্রস্তুতি সমগ্র ফ্যাশিষ্ট শক্তির ধ্বংস নিকটে আনিতেছে। বর্ষা শেষে ভারত আক্রমণের জন্য জাপ দস্যুরা তৈরী হইতেছে, দেশ দ্রোহী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ভারত অভিযানের সৈন্যদল তৈরী হইতেছে, 'স্বাধীনতার' নামে ব্রহ্ম দেশের দেশদ্রোহীদের নেতৃত্বে জনসাধারণকে লড়াইয়ের জন্য তৈরী করা হইতেছে। জাপ বোমা ও জাপ আক্রমণ প্রত্যহ আসন্ন হইতেছে।

দেশরক্ষার সৈন্যদল জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন, দেশনেতারা কারাগারে, খাদ্য সংকট গভীর, পঞ্চম বাহিনী বেপরোয়া, আমলাতন্ত্র সম্পূর্ণ উদাসীন এই অবস্থায় দেশকে বাঁচাইবার দায়িত্ব দেশবাসীর জনগণকে ঐ কথা বুঝাইবার জন্য গত ২৬শে আগষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে কলিকাতা পার্টির সভ্যদের এক সভা হয়। সভায় কমরেড সরোজ মুখার্জ্জি বলেন, দেশরক্ষার জন্য আমরা হাতে কলমে যে কাজ করছি তা যদি সমগ্র দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ না করে, তাদের মধ্যে দেশপ্রেম না জাগায়, তাদের একত্রিত ও সংগঠিত না করে তাহলে আমরা ঐ সকল কাজের মধ্য দিয়ে জাতীয় সংকটের সমাধান করতে পারবো না। জেলা কমিটীর সম্পাদক কমরেড কুমুদ বিশ্বাস বলেন এ, আর, পি সংগঠনকে মজবুত করা, এ, আর, পি কর্ম্মীদের মনোবল বাড়ানো এবং এ, আর, পি সংগঠনের গলদ দূর করা আজ যেমন অন্যতম প্রধান দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য, তেমন, জনসাধারণের মধ্যে এ, আর, পি শিক্ষার প্রচার, জনসাধারণের সেবার মধ্য দিয়ে জনসাধারণ ও এ, আর, পির সম্পর্ককে দৃঢ় করা আজ আমাদের দেশরক্ষার একটি বড় কাজ।

সমাবেশে পার্টি সভ্যদের মধ্যে দেশরক্ষার জন্য যে শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেম জাগ্রত হয়, তাহা একটি ঘটনার মধ্যে ফুটিয়া উঠে। সমাবেশের শেষ দিকে কমরেড কুমুদ বিশ্বাস বলেন, পার্টিকে গণ পার্টি করবার সঙ্গে সঙ্গে পার্টি অফিসকে বাড়াতে হবে, মজবুত করতে হবে, তার জন্যে আমাদের এখুনি চাই কিছু আসবাবপত্র, আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যদের কাছ হইতে বিপুল সাড়া আসে। ৮টী চেয়ার, ৭টী টেবিল, ৪টি আলমারী, ১টী টাইপ রাইটিং মেসিন, ৪টী ফাউণ্টেনপেন, প্রভৃতি বহু আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

★

একটি দরদী মহিলার চিঠি

পার্টির হাতে ৫০৲ টাকা দান

'জনযুদ্ধ' সম্পাদক সমীপে,

মাননীয়েষু,

'জনযুদ্ধে' কমিউনিষ্ট পার্টির কমরেড শান্তি চক্রবর্ত্তীর কথা প'ড়ে মনটা খারাপ হ'য়ে গেল। ভাবলাম কত কর্মীরই অমূল্য জীবন এই রকম অমানুষিক পরিশ্রমে ভেঙে পড়েছে—অকালে ঝরে পড়ছে। হয়ত অর্থাভাবে অনেকেরই নিয়মিত আহার জুটছে না। তাই আমার যথাসাধ্য এই ৫০ টাকা আমি যে জেলার মেয়ে সেই ২৪পরগণা জেলার পার্টিকে দিলাম—যদি সামান্য কোন কাজে লাগে। আমি ঘরের বউ—এ ছাড়া আর কি করতে পারি।—চেষ্টা করব, যদি ভবিষ্যতে আরও কিছু পার্টিকে সাহায্য করতে পারি।

নৈহাটী, ২৪ পরগণা ইতি—

৩০-৮-৪৩ জ্যোৎস্না দেবী।

জলপাইগুড়ীর চিঠি

খাদ্য সমস্যা সমাধানে

দেশভক্তরা আগাইয়া আসিতেছে

খাদ্য সংকটকে পঞ্চম বাহিনীর কাজে লাগাইবার চেষ্টা

জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সুমিলিত চেষ্টার জোরে এই সহরের ৭২০ পরিবারকে 'পিপলস্ ফুড কমিটির' দোকান হইতে ১৫৲ টাকা দরে চাউল সরবরাহ করা সম্ভব হয়। সাথে সাথে সরকারী কর্তৃপক্ষ একটি পৃথক দোকান খুলিয়া 'পিপলস্ ফুড কমিটির' অনুমোদন ক্রমে ৪০০ পরিবারকে চাউল সরবরাহ করেন। কিন্তু জুলাই মাসের শেষ থেকে প্রতিকূল অবস্থা দেখা দিতে থাকে। চাউলের দর খুবই বাড়িতে থাকে এবং ৩০।৩২ টাকার কমে চাউল পাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। সহরের অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ছাড়া আর সকলের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া পড়ে। 'পিপলস্ ফুড কমিটি' অর্থ ও সরবরাহের অভাবে রেশনের অর্দ্ধেক করিয়া দিতে বাধ্য হয়, সাড়ে সাত শত দুঃস্থ ব্যক্তি অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতে থাকে। গ্রামাঞ্চলে জোতদারের লোভ ও জন সাধারণের সাথে অসহযোগীতা বাড়িতে থাকে। তাহাদের উদ্বৃত্ত ধানের এক কণাও গ্রামস্থ অনশন ক্লিষ্ট লোকদের দিতে নারাজ। আমলাতন্ত্র নোটিশজারী করিয়াই খালাস, উপায়হীনের মনোভাব নিয়াই বসিয়া থাকে। এই অবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ নিতে লাগিল পঞ্চম বাহিনী ও মজুতকারীরা। মজুতকারীরা বলিতে লাগিল—'গভর্ণমেন্ট সব চাউল কিনে নিয়ে যাচ্ছে সৈন্যের জন্য—জেলায় বা সামান্য চাউল আছে ডাও সপ্তাহ খানেকের মধ্যে উড়ে যাবে"। পঞ্চমবাহিনী প্রচার করিতে লাগিল "জাপান কয়েক লক্ষ টন চাউল ষ্টেড্রস সোসাইটির মারফত বাংলায় দিতে প্রস্তুত, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তা নিতে প্রস্তুত নয়—সুতরাং না খেয়েই আমাদের মরতে হবে, মরবার আগে এসো আমরা শেষ মরণ কামড় দিয়ে যাই"।

দুই প্রচারের ফল একই। জনগণের মধ্যে অবসাদ ও হতাশা, জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বন্দনা। এই প্রচারের ফলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অনেকেই প্রভাবান্বিত হইতে লাগিল, খাদ্যকমিটির কেহ কেহ 'আর কিছু হবে না' বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাঁদের অবসাদ ও নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ লইয়া ফরোয়ার্ডব্লকপন্থীরা ফুডকমিটিবিরোধী ও কমিউনিষ্ট বিরোধী প্রচার কার্য্য প্রকাশ্যে চালাইতে সুরু করিল।

এই অবস্থার মোড় ঘুরাইতেই হইবে

এই অবস্থায় কমিউনিষ্ট পার্টি জেলা কমিটি সংকল নিল, এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, ৯ই আগষ্টের ব্যাপক প্রচারের মধ্য দিয়া রাজনৈতিক দিক দিয়া পঞ্চম বাহিনীকে কোনঠাসা করা হইয়াছে সত্য এবং এই প্রচারের ফলে জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও আস্থা অনেক পরিমাণে অর্জ্জন করা গিয়াছে সত্য, কিন্তু অচল অবস্থাকে সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া জনগণকে আন্দোলনের ভিতর টানিয়া আনিতে পারা যায় নাই, অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারা যায় নাই। কারণ বাস্তব কাজের ভিতর দিয়া পার্টি সংকট সমাধানের পথে আগাইয়া আসিতে পারে নাই। খাদ্যের ভিত্তিতে এক সপ্তাহের প্রোগ্রাম নিয়া জেলা কমিটি সমস্ত শক্তি সুসংহত করিয়া কাজে নামিল।

প্রত্যক্ষ কাজ

(১) সাত দিন ধরিয়া সহরের সর্ব্বত্র মোট ৩০টি বস্তি মিটিং করা হইল। (২) সহরের ১১টি ব্লক কমিটিকে চালু করা হইল। ব্লক কমিটির প্রত্যেকটি সভ্যের সাথে (মোট সভ্য সংখ্যা ১১৩) প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করা হইল। খাদ্য আন্দোলনের ভিতর রাজনীতি বিশ্লেষণ করা হইল। ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় তাঁদের উদ্বুদ্ধ করা হইল। মুষ্টি-ভিক্ষা সংগ্রহ, কুটীর শিল্প প্রচলন ও ফুডকমিটির চাঁদা সংগ্রহে তাঁহারা অগ্রসর হইলেন। (৩) ১০০০ পার্টি ইস্তাহারের সাহায্যে সহরের ৯৪৯টি বাড়ীতে ও ২০০০ লোকের ভিতর কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করা হইল। (৪) ভলান্টিয়ার বাহিনী সুগঠিত করা হইল এবং নূতন ৬০ জন ভলান্টিয়ার সংগৃহীত হইল। (৫) ব্লকে ব্লকে কাজের সাড়া পড়িয়া গেল। ৪২ নূতন মিলিটাণ্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। ১০ জন 'জনযুদ্ধের' গ্রাহক সংগৃহীত হইল। (৬) ব্যবসায়ীরাও সাড়া দিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, তাঁহাদের ন্যায্য দাবী আদায় করিতে হইলে জনগণের পাশে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে। তাঁহাদের ভিতরকার সর্ব্বপ্রকার দলাদলি বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা পিপলস্ ফুড কমিটির সহযোগীতায় ঐক্যবদ্ধ ব্যবসায়ী সমিতি গঠন করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। (৭) পিপলস্ ফুড কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটি ১১ হাজার টাকা তুলিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল এবং কাজে নামিয়া পড়িল।

জনসভায় দারুন উৎসাহ

২৬শে আগষ্ট 'পিপলস্ ফুড কমিটি' এক জনসভা আহ্বান করিল। ফরোয়ার্ড ব্লক ইহার প্রকাশ্য বিরোধিতা করিতে লাগিল। জনগণ যাহাতে সভায় না যায় তার জন্য যথেষ্ট প্রচার চলিতে লাগিল, মহিলা কর্ম্মীদের পর্য্যন্ত ভয় দেখান আরম্ভ করিল। ইহা সত্বেও যখন ফুড ভলান্টিয়ারদের নেতৃত্বে প্রত্যেক পাড়া হইতে শোভাযাত্রা বাহির হইতে সুরু হইল তখন তাহারা শোভাযাত্রার ভিতরে আসিয়া নানারকম গোলমাল করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদের সকল রকম অপচেষ্টা ব্যর্থ হইল। শান্তিপূর্ণভাবে মিছিলগুলি সভায় আসিয়া জমায়েত হয়। শোভাযাত্রার পোষ্টারে ও জোগানে সহরে এক উদ্দীপনার সৃষ্টি হইল। সভায় লোক হইয়াছিল প্রায় ৭০০।৮০০—তন্মধ্যে অনেক কংগ্রেস কর্ম্মীও ছিলেন। মহিলাদের সংখ্যা ছিল ৩০০—সভার সভাপতিত্ব করেন জেলার বিখ্যাত উকিল শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ মহলানবীশ এম, এল সি। সভায় ফরোয়ার্ডব্লকপন্থী কয়েকজন বাহিরে থেকে নানাজাপ বিরুদ্ধ শ্লোগান দিয়া সভা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করে কিন্তু সভা ভাঙ্গা ত দূরের কথা সমস্ত জনসাধারণের সামনে তাদের মুখোস খুলিয়া পড়ে। জনগণ নিজেরাই বলিতে থাকেন "এরা আমাদের খাবার দিতে চায় না, এরা আমাদের শত্রু, দেশের শত্রু, জাপানীদের চর।" সভাশেষে জনসাধারণই আগাইয়া আসিয়া মহিলাদের নিলিয়ে নিজ নিজ পাড়াতে ও বাড়ীতে পৌছাইয়া দিয়া আসেন। উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তিদের উপহাস ও ক্ষোভ মাথায় করিয়া ঐ মুষ্টিমেয় ফরোয়ার্ডব্লকপন্থীদের বাড়ী ফিরিয়া যাইতে হয়।

জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট ডেপুটেশন

৩০শে আগষ্ট 'পিপলস ফুড কমিটির' তরফ থেকে ডেপুটি কমিশনারের নিকট এক ডেপুটেশন পাঠান হয়। ডেপুটেশনের দাবীগুলি ডেপুটি কমিশনার মানিয়া নেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন—(ক) অবিলম্বে কমিটিকে ২০৲ টাকা দরে ১৫০০ মণ চাউল দেওয়া হইবে (খ) ১০০০টী পরিবারকে ১৫৲ টাকা দরে রেশনিং প্রথায় দৈনিক ৫০ মণ চাউল সরবরাহ করা হইবে। (গ) 'পিপলস ফুড কমিটির' পরিকল্পনা অনুযায়ী সহরে অবিলম্বে একটি ও দেবীগঞ্জ থানায় লঙ্গরখানা খোলা হইবে। (ঘ) ব্যবসায়ী, গভর্ণমেণ্ট ও ফুড কমিটির প্রতিনিধিদের নিয়া এক জয়েণ্ট কমিটি গঠন করিয়া তাহার উপর সরবরাহের সর্ব্বপ্রকার দায়ীত্ব অর্পণ করা হইবে।

গ্রামাঞ্চলে

এই সময়ের মধ্যেই গ্রামাঞ্চলে সংকট সমাধানের জন্য বাস্তব কাজ দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলিয়াছে। ১০০ বিঘা অনাবাদী জমি কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের চেষ্টায় চাষ হইয়াছে। জোতদারদের ভিতরও প্রচার চালাইয়া তাঁহাদের অনেকেই সহযোগীতার পথে আনা যাইতেছে।

কয়লা-সমস্যা দূর করিতে

★ কলিকাতার জনরক্ষা সমিতি ★

কয়লা সংকট ভীষণ আকার ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে জনরক্ষা সমিতি সংকট সমাধানের জন্য আগাইয়া আসে। সরকারী কর্তৃপক্ষ কবে কি করিবে, সেই ভরসায় না থাকিয়া জনরক্ষা সমিতি প্রত্যেক পাড়ার লোকদের মিলাইয়া রেশনিং ঠিক করিয়া কয়লা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিল। লোকে কয়লার অভাবে হাহাকার করিতেছিল, কেহ বেশী পায়, আর কেহ একেবারেই পায় না। জনরক্ষা সমিতির চেষ্টায় সকলেরই কিছু কিছু করিয়া দৈনিক কয়লা পাইবার উপায় হইল।

শ্যামপুকুরে—সমস্ত পরিবারে ৫ সের করিয়া কয়লা দিবার জন্য কার্ড প্রথা চালু করা হয়। যে সব বাড়ীতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কয়লা আছে, তাহাদের কিছুদিন কয়লা না নিতে অনুরোধ করা হয়, যাতে অভাব্ত কয়েকটী দুঃস্থ পরিবার কয়লা পাইতে পারে। ইহাতে কেহ কেহ রাজী হন। শ্যামপুকুর এলাকায় ১১৪৭২ জন লোকের জন্য মাত্র তিনটি দোকানকে লাইসেন্স দেওয়া ছিল। কিন্তু এই তিনটি দোকান এত লোকের জন্য মোটেই যথেষ্ট নয় বলিয়া গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ আরম্ভ করা হয় এবং তার ফলে এই এলাকায় আরো ৪টী লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকান খোলা হয়। উল্টাডিঙ্গি রেলওয়ে সাইডিং-এ ৯৭ টন কয়লা পড়িয়াছিল। এই কয়লা যাতে এই অঞ্চলে পাওয়া যায় তার জন্য সরবরাহ বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করা হইতেছে।

বাগবাজার—এই এলাকাকে ১০টি ব্লকে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। সমস্ত লোকের সংখ্যা গণনা করিয়া কার্ড দেওয়া হইতেছে এবং সেই অনুসারে কয়লা বিতরণ করা হইতেছে।

পোয়াবাগান—এখানে ৬টী কয়লার দোকানে জনরক্ষা সমিতির ভলান্টিয়ার কাজ করিতেছেন এবং ইহার ভিতর দিয়াই সমিতি জোরালো ও জনসিদ্ধ হইয়া উঠিতেছে।

দর্জ্জিপাড়া—এখানে ৮টী কয়লার দোকানে ২ জন করিয়া জনরক্ষা ভলান্টিয়ার কাজ করেন।

নতুন বাজার—মণ্ডল ষ্ট্রীটে কয়লার দোকানে কয়লা বিক্রয় লইয়া গোলমাল হয়। জনরক্ষা সমিতির কর্ম্মীরা হস্তক্ষেপ করেন। স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়া তাঁরা ঠিক করিয়া দেন যে প্রত্যেক বাড়ীতে একদিন অন্তর ৫ সের করিয়া কয়লা দেওয়া হইবে। পাড়ার অর্দ্ধেক লোক এই ব্যবস্থার রাজী হইয়াছেন। কয়লার দোকানটিকে 'এ' ক্লাস করিবার চেষ্টা হইতেছে।

মধ্য কলিকাতায়—স্কটলেনে ৫টী দোকানে কার্ড প্রথায় কয়লা দেওয়া হইতেছে। জনরক্ষা সমিতির স্থানীয় নেতারা এই কাজে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। বেনেটোলা, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, সারপেনটাইন লেন ও কেশব সেন ষ্ট্রীটে কয়লার দোকানগুলিতে জনরক্ষা ভলান্টিয়ার কাজ করিতেছেন।

বালিগঞ্জে—সমস্ত কয়লার দোকানদারদের এক সভা ডাকা হয় এবং সেই সভার সিদ্ধান্ত মত দোকানদাররা রেশনিং প্রথায় কয়লা বিক্রয়ের প্রস্তাব মানিয়া লন। হিসাব দেখিবার জন্য তাঁরা জনরক্ষা সমিতির সহযোগিতা লইতেছেন। লেক এলাকায় ও সাহানগর এলাকায় কয়লার দোকানে জনরক্ষা ভলান্টিয়ার কাজ করিতেছেন।

কয়লা সম্মেলন—২৩শে আগষ্ট কৈবর্ত্ত সমাজ হলে জনরক্ষা সমিতির উদ্যোগে ১১নং ওয়ার্ডের কয়লা ব্যবসায়ীদের এবং স্থানীয় অধিবাসীদের লইয়া একটি সম্মেলন হয়। সমস্ত শ্রেণীর লোকের তরফ হইতেই প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। জনরক্ষা সমিতির সম্পাদক কমরেড ধীরেন ধর এই অঞ্চলের কাজের রিপোর্ট দেন। এই অঞ্চলে জনরক্ষা সমিতির চেষ্টাতেই একটি বন্টন-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। তাহাতে ২৫ জন ভলান্টিয়ার কাজ করেন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সহযোগিতায় ২টী লঙ্গরখানায় ২০০ শিশুকে খাওয়ান হইতেছে। রেশনিং-এর ভিত্তিতে এই অঞ্চলে কি ভাবে কয়লা বিক্রয় হইতে পারে, তাহাও স্থির বলেন। তিনি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে ফুড-অফিসারের নিকট একটি ডেপুটেশন পাঠাইয়া পাড়ার প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ পাইবার জন্য কয়লা ব্যবসায়ীদের লাইসেন্সের বন্দোবস্ত করা হোক। আর একটি প্রস্তাবে তিনি বলেন যে জনরক্ষা সমিতি যে সেন্সাস লইতেছে, তা স্বীকার করিয়া লওয়া হোক। সভার লোকেরা প্রস্তাবগুলি মানিয়া লন। জনরক্ষা সমিতির সফলতা সম্বন্ধে কয়েকজন লোকের সন্দেহ ছিল, কিন্তু জনরক্ষা সমিতির বিভিন্ন কাজের বিবরণে তাঁদের সন্দেহ নিরসন হয়। সভায় আর একটি প্রস্তাব তোলা হয়। এই পাড়ায় একটি লঙ্গরখানা খুলিয়া ১০০ শিশুকে খাওয়ানর প্রস্তাব। সকলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সপ্তাহে ২০০ লোককে খাওয়ানর প্রতিশ্রুতি দেন। আরও দুই জন ব্যক্তি জনরক্ষা সাহায্য করেন।

এই জাপ-বিরোধী দেশপ্রেমিক

আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছে

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের তোষণনীতি এবং আমাদের তিন শ বছরের পরাধীনতার সুযোগ লইয়া জাপদস্যু যে দিন মালয় ও ব্রহ্মের পথে ভারতের দিকে আগাইয়া আসিতেছিল—সে দিন আমাদের অনেক বীর সন্তান মালয় ও ব্রহ্মে জাপদস্যুর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া প্রাণ দেন। আমরা আজো তাহাদের অধিকাংশের কথা জানি না। আমরা যেন একথা ভুলিয়া না যাই যে এই সকল দেশপ্রেমিক জাপবিরোধী লড়াইয়ে প্রাণ দিয়া আমাদের দেশকে জাপদস্যুর হাত হইতে বাঁচাইয়াছে, আমাদিগকে দেশরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে সময় দিয়াছে। ইহারা দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়াছে।

লেঃ এস, সি ব্যানার্জ্জী ছিলেন একজন ইঞ্জিনীয়র, খুলনা জেলার চন্দনী মহলে তাঁহার বাড়ী। যুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সৈন্য দলে যোগ দেন। জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করার পর তিনি মধ্য প্রাচ্যের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মদেশে আসিয়া জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ব্রহ্মদেশের ১৭নং ইণ্ডিয়ান ডিভিশনে তিনি ফিল্ড ইঞ্জিনীয়র নিযুক্ত হন। চিন্দুইন নদীর তীরে ১৭নং ইণ্ডিয়ান ডিভিশন যখন ঘেরাও হয়, তখন লঞ্চে নদী পার হওয়ার সময় জাপ বিমান হইতে তাহাদের উপর মেশিন গান চালান হয়, তিনি সেখানেই প্রাণ ত্যাগ করেন।

একজন সামরিক অফিসার তাহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছেন, "যদিও তিনি অনেক বিপজ্জনক অবস্থায় পড়িয়াছেন, বিশেষ ভাবে পেগুর যুদ্ধে যদিও তাঁহাকে অনেক বিপদে পড়িতে হইয়াছে, কিন্তু কখনো তাঁহাকে ভীত হইতে দেখা যায় নাই।.....

এই নির্ভিক দেশ সন্তানের আত্মত্যাগ বৃথা যাইবে না, আমরা জাপদস্যুকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইব।

যুদ্ধের গতি

স্মোলেন্সকের দিকে লালফৌজ

বিরাট রণক্ষেত্র ব্যাপিয়া লালফৌজের বিজয় অভিযান অপ্রতিহত গতিতে চলিতেছে। হিটলারীদের মনে যে দারুণ ভয় ঢুকিয়াছে, তাহা যুদ্ধের সম্বন্ধে জার্ম্মাণীর সরকারী বেতার বক্তা জেনারেল ডিট্রমারের কথায় পরিষ্কার। "শেষ পর্য্যন্ত আমাদের লড়িতে হইবে—জাতি ও রাষ্ট্র হিসাবে বাঁচিবার জন্যই আমাদের লড়িতে হইবে"—এই মর্ম্মে ডিট্রমার বক্তৃতা করে। যে লালফৌজকে গত আড়াই বৎসরে হিটলারীরা "নিশ্চিহ্ন করিয়াছি" বলিয়া বার বার দর্প দেখাইয়াছে, সেই লালফৌজের চাপে আজ ফ্যাশিষ্টরা "ত্রাহি, ত্রাহি" ডাক ছাড়িতে বাধ্য হইতেছে।

দক্ষিণে আজভ সাগরকূলে টাগানরগ বন্দর ও শিল্প নগরী দখল করিয়া লালফৌজ পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া মারিউপল্ বন্দরের কাছাকাছি পৌছিয়াছে। পূর্ব্ব ডুক্রেনে ওরোশিলভগ্রাদের দক্ষিণ পশ্চিমে ফ্যাশিষ্টরা বরাবার হারিতেছে; লালফৌজ বিরাট শিল্পকেন্দ্র ষ্টালিনো হইতে এখন মাত্র ১৫ মাইল দূরে রহিয়াছে। ইহার উত্তর পশ্চিমে দনেৎস্ নদী অঞ্চলে লিসিচান্সক্ শহর এখন আবার সোভিয়েটের হাতে। খারকভ অঞ্চলে বিপুল যুদ্ধের ফলে সমস্ত অঞ্চলটী শত্রুর কবলমুক্ত হইয়াছে। লালফৌজ পাল্টাভার দিকে অগ্রসর হইতেছে, নীপার নদীকূলে শীঘ্রই পৌছানো তাহার উদ্দেশ্য। খারকভের উত্তর পশ্চিমে হুমি জংশন কাড়িয়া লইয়া উত্তর ডুক্রেনে দেস্না নদী পর্য্যন্ত লালফৌজ আগাইয়াছে। রেল জংশন কনোটপ দখল করিতে পারিলে যুক্রেনের রাজধানী প্রাচীন কীয়েভ নগরীর সঙ্গে রেল-যোগাযোগ খুবই বিপন্ন হইবে। লালফৌজ উত্তর ও দক্ষিণ হইতে কনোটপের পাশ কাটাইয়া অগ্রসর হইয়াছে; শীঘ্রই আবার কনোটপে লাল নিশান উড়িতে থাকিবে। যুক্রেনের সর্ব্বত্র লালফৌজের জয় জয়কারের খবর আসিতেছে। সাড়ে সাত লক্ষ শত্রু সৈন্য কোনক্রমে লালফৌজের বজ্রমুষ্টি এড়াইয়া যাইবার জন্য আত্মরক্ষা মূলক লড়াই চালাইতেছে। আক্রমণ চালাইবার তাগিদ আর হিটলারীদের নাই।

মধ্যরণক্ষেত্রে জার্ম্মাণদের সব চেয়ে বড় ঘাঁটি স্মোলেন্সকের বিপদ ক্রমাগত বাড়িতেছে। খবর আসিয়াছে যে হিটলার এখন থেকে তাহার প্রধান ঘাঁটি সরাইয়া পোলাণ্ডে লইয়া গিয়াছে। স্মোলেন্সকের মাত্র ৪০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে এল্নিয়া এবং উত্তর পূর্ব্বে দরোগোবুশ দখল করিয়া লালফৌজ সাঁড়াশীর ফলার মধ্যে স্মোলেন্সককে চাপিবার ব্যবস্থা করিতেছে। আরও উত্তরে লালফৌজ যে আক্রমণ করিতেছে, সে খবর জার্ম্মাণরাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া দিতেছে। সে বিষয়ে মস্কো হইতে এখনও পাকা খবর আসে নাই।

এবার সোভিয়েটই গ্রীষ্মাভিযান দৃঢ়বেগে চালাইতেছে। জুলাই মাসে দুই শত মাইলব্যাপী যুদ্ধক্ষেত্রে বিপুল সমরোপকরণ লইয়া আক্রমণ করিতে গিয়া হিটলারকে কোনক্রমে পলাইয়া বাঁচিতে হইয়াছে। লালফৌজের অপূর্ব্ব রণকৌশল সারা ইয়োরোপে নূতন উন্মাদনা আনিয়াছে, ফ্যাশিষ্ট দুঃশাসনে যাহারা জর্জ্জর, সেই জনগণ আজ সর্ব্বত্র মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে। পশ্চিম হইতে মিত্রশক্তি অগ্রসর কবে হইবে, তাহার জন্য অধীর প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে।

ইউরোপে বিদ্রোহের আগুন

ডেনমার্ক যে আর নাৎসি অত্যাচার বরদাস্ত করিতে রাজী নয়, তাহার বহু প্রমাণ সম্প্রতি মিলিয়াছে। বহুকাল মূখ বুজিয়া সহ্য করার পর আর হিটলারের হুকুম তামিল করিতে সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ নারাজ হওয়ার দরুণ নাৎসিরা সরাসরি সেখানকার জনগণকে দমন করার ব্যবস্থা ধাড়ে লইয়াছে। সারা দেশে তাহারা সামরিক আইন জারী করিয়াছে; শুনা যাইতেছে যে রাজা ও রাণীকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, জার্ম্মাণ সৈন্যদের সঙ্গে স্থানীয় সৈন্যদের লড়াই লাগিতেছে। কিন্তু জনগণ দমে নাই, সর্ব্বত্র সভাসমিতি, ধর্ম্মঘট চলিতেছে।

হিটলারীরা ডেনমার্কের উপর যেমন গত তিন বৎসর ধরিয়া চড়াও হইয়া বসিয়াছে, সুইডেনে সেরূপ না বসিলেও ভয় দেখাইয়া সুইডেনকে ঠাণ্ডা রাখিয়াছিল। কিন্তু ডেনমার্কের দুরবস্থা দেখিয়া, সুইডেনের টনক নড়িয়াছে, জার্ম্মাণীর প্রতি কথার সুর বদলাইয়াছে। নাৎসিরা দুইটি সুইডিশ নৌকা ডুবাইয়াছে বলিয়া সুইডেনের সরকার তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছে; সুইডেনের প্রধান মন্ত্রী ডেনমার্কের দুঃখে সমবেদনা জানাইয়াছেন।

বুলগেরিয়ার রাজা বোরিস যে খুন হইয়াছেন, এ খবরের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। বোরিস্ বহুদিন হইতে হিটলারে বিশেষ বন্ধু ও ভক্ত। কিন্তু বুলগেরিয়ার জনসাধারণ কিছুতেই রুশিয়ার বিরুদ্ধে লড়িতে রাজি নয়, পুরোপুরী হিটলারের তাঁবেদারী করিতে রাজী নয়।

ফ্রান্সে হিটলারীদের উপর আক্রমণের সংখ্যা গতমাসে তিনগুণ বাড়িয়াছে। ফরাসী দেশভক্তেরা অন্তত ১০০০ হাজার জার্ম্মান সৈন্যের প্রাণ লইয়াছে। ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে আড়াই লক্ষ ফরাসী দেশভক্ত ফ্যাশিষ্টদের সঙ্গে লড়িবার জন্য তৈয়ার রহিয়াছে। ফ্রান্সের বাহিরে যে সব দেশভক্ত দ্যগোল্ ও জিরোর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হইয়া কমিটি গঠন করিয়াছে, ইংরেজ ও আমেরিকান সরকার অনেক গড়িমসির পর তাহাকে একরকম মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে বলিয়া ফ্রান্সে ফ্যাশিষ্টবিরোধী জনসংহতি উৎসাহ পাইয়াছে, ফ্যানিজম্ ধ্বংসের জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছে।

ফিনল্যাণ্ডের শাসকরা সোভিয়েটের সঙ্গে শান্তিপ্রচেষ্টার কথা অস্বীকার করিলেও সেখানকার জনসাধারণ যে ফ্যাসিষ্টপদলেহী কর্ত্তৃপক্ষের জবরদস্তি সহিতে রাজী নয়, তাহার প্রমাণ আসিতেছে।

লালফৌজের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া ইউরোপের জনগণ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। পশ্চিমে যথার্থ দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিতে তারা নারাজ, মুখোস পরিয়া ভালোমানুষটি সাজিলেও বিপ্লবের আশঙ্কায় য়াহারা দ্বিতীয় ফ্রন্টের পথে বাধা সৃষ্টি এতদিন ধরিয়া করিতেছে, তাহাদের মুখোস খুলিয়া যাইতেছে। লালফৌজের বিজয় অভিযান জনগণের দাবীকে এতই শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে যে কুচক্রীদের মতলব ভাসিয়া যাইবার উপক্রম ঘটিতেছে।

ইতালী অভিযান

কুইবেক সম্মেলনে সোভিয়েট প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল না বলিয়া সম্মিলিত জাতিসমূহের মধ্যে যথেষ্ট বিক্ষোভ হইয়াছিল। অবশ্য সম্মেলনের পক্ষ হইতে বার বার সাফাই গাওয়া হয় যে প্রধানত জার্ম্মাণের যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছিল বলিয়া সোভিয়েটের উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ইহাতে বিক্ষোভ শান্ত হয় নাই। চার্চ্চিল-রুজভেল্ট প্রভৃতিকে বার বার বলিতে হইয়াছে যে যথাসম্ভব শীঘ্র সোভিয়েট, আমেরিকা ও ব্রিটেনের এক সম্মেলন হইবে।

কুইবেকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিকে কাজে পরিণত করিতে বিলম্বকে জনসাধারণ বরদাস্ত করিবে না। তাই যুদ্ধের চতুর্থ বার্ষিকী দিনে (৩রা সেপ্টেম্বর) মিত্রশক্তির খাস ইতালী আক্রমণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইতালির দক্ষিণকূলে প্রায় দশমাইল জায়গা এখন মিত্রশক্তির হাতে; রেজিও এবং তারান্তোর মত বন্দরে মিত্রশক্তির জাহাজ রহিয়াছে। কিন্তু টিমে তেতালা গতিতে ধীরে সুস্থে ইতালীজয়ের চেষ্টা যথেষ্ট নয়। ইউরোপের অন্যত্র আক্রমণ চালাইতে হইবে। এ ব্যবস্থা যে শীঘ্রই হইবে, সে আশ্বাস কর্ত্তৃপক্ষ দিতে বাধ্য হইতেছেন।

জার্ম্মানী ও হিটলার অধিকৃত ইয়োরোপের অন্যত্র মিত্রশক্তির বিমানবহর দারুণ বোমা ফেলিয়া বিপর্য্যয় ঘটাইতেছে। একমাসে খাস বার্লিন সহরের উপর ৯০০০ টন বোমা পড়িয়াছে। কিন্তু আজকাল শুধু বোমা :ফেলিয়া কেল্লাফতে হয় না। কোন কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বোমাফেলিয়া যুদ্ধজয়ের স্বপ্ন দেখিলেও জনমতের চাপেই মিত্র সেনাকে ইয়োরোপে নামিয়া বার্লিন পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে হইবে।

যুদ্ধের এখন এমন অবস্থা উপস্থিত যে হিটলার প্রমাদ গণিতেছে, আর জনগণই আশায়, উৎসাহে, উন্মাদনায় উৎফুল্ল হইতেছে। তাই এই সময় হিটলারের যাহারা বহুরূপী বন্ধু, তাহারা শান্তির নাম করিয়া যুদ্ধ এখনই শেষ করিতে চাহিতেছে, হিটলার ও ফ্যাসিজমের চূড়ান্ত পরাজয়ের পূর্ব্বেই একটা কোনরকম মিটমাটের চেষ্টায় লাগিয়াছে। স্পেনের দুর্ব্বৃত্ত শাসক ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে হ্যামুয়েল হোরের কথাবার্ত্তা এই পর্য্যায়ে পড়ে। তেমনই হঠাৎ পাদরীদের সেরা মহন্ত পোপ সায়েব শান্তির জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন, বেতারে বাণী ছাড়িয়াছেন, বৃটেন ও আমেরিকায় দূত পাঠাইয়াছেন। কিন্তু এই অপচেষ্টাকে জনসাধারণ ব্যর্থ করিয়া দিবে। ব্রিটেন ও আমেরিকায় সোভিয়েটের শত্রু যাহারা আছে তাহারা আর মাথা তুলিতে পারিবে না। হিটলার ও ফ্যাসিজমের ধ্বংসের ব্যবস্থা সফল হউক, তাহার পর শান্তির কথা।

জাপানের বিরুদ্ধে এখনই লড়ো

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়াতে জাপানের বিরুদ্ধে জোর করমে লড়াই চালাইবার জন্য লর্ড মাউণ্টব্যাটন্ প্রধান নায়ক হইয়াছেন। ভারতবর্ষ ও সিংহলকে প্রধান ঘাঁটি করিয়া আক্রমণ চলিবে বলা হইয়াছে। হিটলারকে না হারাইয়া জাপানের বিরুদ্ধে তেমন কিছু করা যাইবে না বলিয়া যে রব কিছুকাল আগে উঠিয়াছিল, এখন সে রব আর নাই। এখনই জাপানকে দেখাইতে হইবে, চীনে সরবরাহ পাঠাইতে হইবে, চীনে যাহারা মনোবল হারাইয়া জাপানের সঙ্গে মিটমাটের কথা ভাবিতেছে, তাহারা আবার যাহাতে মনোবল ফিরিয়া পায়, সে দায়িত্ব এখনই মিত্রশক্তিকে লইতে হইবে।

কিন্তু বার্ম্মা হইতে জাপানকে তাড়াইয়া চীনকে সাহায্য করিতে হইলে আমাদের দেশে জাতীয় সরকার নিতান্ত প্রয়োজন, যুদ্ধের খাতিরেই জাতীয় সরকার নহিলে চলিবে না। খাদ্যাভাবে হাজার লোক আমাদের দেশে মরিতেছে; জাপানী আসিলেই বার্ম্মার চাল খাইয়া বাঁচিব,' এ ধরণের প্রচারকার্য্য ফ্যাসিষ্ট ভাড়াটিয়ারা চালাইতেছে। এ অবস্থায় বার্ম্মাতে ফ্যাসিষ্টদের উচ্ছেদ করিতে হইলে ভারতবর্ষে জাতীয় সরকার কায়েম করিতে হইবে।

থাকিয়া থাকিয়া বিলাতের এক একজন মহারথী বলেন যে যতদিন যুদ্ধ চলিতেছে, ততদিন ভারতে কোন রাজন

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

★ ছাত্র সম্মেলনের আহ্বান ★

● দেশবাসীর সেবায় অগ্রসর হও

● শিক্ষা-ব্যবস্থা রক্ষার মধ্য দিয়া দেশরক্ষা কর

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, জেনারেল সেক্রেটারী বি, পি, এস, এফ।

গত ২১শে হইতে ২৩শে আগষ্ট রাজশাহী সহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনের ৬ষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এবারকার সম্মেলন সকল দিক হইতেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য।

এই সম্মেলন দেশপ্রেমের নামে বাংলার ছাত্র-সমাজকে দেশ ও দেশবাসীর সেবায় অবিলম্বে কাজে নামিয়া ছাত্রফেডারেশনকে শক্তিশালী করিতে আহ্বান করিয়াছে। বাংলার ছাত্র আন্দোলনে এই নূতন পরিবর্ত্তন ইতিমধ্যেই বাংলার দিকে দিকে সুরু হইয়াছে। তাহার প্রমাণ রাজশাহী সম্মেলনে ছাত্রফেডারেশনের সাংগঠনিক শক্তির মধ্যে।

রাজশাহীতে তাই ২৩০০০ সভ্যের পক্ষ হইতে ২৫টী জেলার ৩৭৫ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। ছাত্রফেডারেশনের এত সভ্য আর কোন বছরে সংগৃহীত হয় নাই। এত প্রতিনিধিও আর কোন সম্মেলনে আসেন নাই। এই প্রতিনিধিদের মধ্যে আবার ১০৩ জন একেবারে নূতন কর্ম্মী, অনেকেই ৯ই আগষ্টের "সংগ্রামে" অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এ থেকেই বোঝা যায় যে কংগ্রেসপন্থী দেশপ্রেমিক ছাত্ররা ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় ছাত্রফেডারেশনের মধ্যে কমিউনিষ্ট ছাত্র-কর্ম্মীদের সহিত মিলিত হইতেছে।

শুধু কংগ্রেস ভক্তরাই নয়, ছাত্রকর্ম্মীদের নিরলস কর্ম্ম প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া আজ লীগ ভক্ত ছাত্ররাও সহযোগীতার হাত বাড়াইতেছেন। সম্মেলনে তাই ১৯ জন মুস্লিম ছাত্র প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বগুড়ার ১১ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৫ জনই মুস্লিম ছাত্রকর্ম্মী, ইহা ছাড়া পাবনার মুস্লিম ছাত্র লীগ হইতে একজন প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন আর চট্টগ্রামের মুস্লিম ছাত্র লীগ পাঠাইয়াছিলেন অভিনন্দন বাণী।

ছাত্রফেডারেশন আজ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও নেতাদের সমর্থনও লাভ করিতেছে। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু জানাইলেন "দেশের সেবায় তোমরা সাহসী ও অগ্রণী হও", লীগনেতা নাজিমুদ্দিন লিখিলেন "কেবল ছাত্রদের মধ্যে নহে, বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য গড়িয়া তোলার জন্য তোমাদের অভিনন্দন জানাই" আরও বহু শিক্ষাবিদ, শিল্পী ও কংগ্রেস নেতা সম্মেলনের প্রতি তাহাদের শুভেচ্ছা জানাইয়াছেন, ছাত্র সমাজকে আহ্বান করিয়াছেন জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে। শিক্ষক এবং অধ্যাপকরা আজ ছাত্রফেডারেশনের সমর্থনে সাহসের সহিত আগাইয়া আসিয়াছেন। তাই সম্মেলনের প্রাক্কালে কলিকাতার প্রায় কুড়িজন খ্যাতনামা অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক এক বিবৃতি প্রচার করিয়া সম্মেলনের জন্য সাহায্যের আবেদন করেন। জলপাইগুড়ী কলেজের অধ্যাপকগণ সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া একটী অভিনন্দন বাণী পাঠান। এমনি ভাবে ছাত্র আন্দোলনের এই বিরাট পরিবর্ত্তনের মুখে বাংলার গণছাত্র আন্দোলনের প্রধান কমরেড বিধনাথ মুখার্জ্জীর সম্মেলনে সভাপতিত্ব করা আমাদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের নিশ্চিত সূচনা করিতেছে।

প্রতিনিধি সম্মেলন

সর্ব্বপ্রথম দেশদ্রোহী পঞ্চমবাহিনীর জঘন্য আক্রমণে নিহত ময়মনসিংহের ছাত্রকর্ম্মী ফণীন্দ্র চক্রবর্ত্তীর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণের পর সম্মেলনের কাজ সুরু হয়। ক্রমাগত তিন দিন বিভিন্ন প্রস্তাবের আলোচনায় প্রায় ৩০ জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন। কমরেড প্রভাত দাসগুপ্ত বার্ষিক রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্ট সভায় পেশ করেন। তিনি বলেন: বিগত এক বছরে মাসের পর মাস মেদিনীপুরের সাইক্লোন রিলিফ হইতে সুরু করিয়া আজিকার খাদ্য-আন্দোলন ছাত্র-ফেডারেশনের বিভিন্ন ইউনিট-গুলি যত বেশী জোরালো ও ব্যাপক ভাবে করিয়াছে, ছাত্র-ফেডারেশনের সভ্য সংখ্যা, ছাত্র ভলান্টিয়ার ও সক্রিয় প্রাইমারী কমিটীর সংখ্যাও বিভিন্ন স্তরে তত পরিমাণে বাড়িয়াছে। কিন্তু বাংলার হাজার হাজার ছাত্রের কথা চিন্তা করিলে এখনও আমরা অনেক পিছনে। তাই এখন 'গণ-ছাত্র আন্দোলন গড়িয়া তোলার একমাত্র উপায়—আরও ব্যাপক এবং গভীর ভাবে ছাত্র-ফেডারেশনের নীতি প্রচার করা এবং তাহার সাথে সাথে হাতে কলমে প্রত্যক্ষ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া। "মূল রাজনৈতিক প্রস্তাবে" ছাত্র-ফেডারেশনের দেশপ্রেমিক নীতি পুনরায় স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হইয়াছে এবং এই দৃঢ় মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, শিক্ষা ব্যবস্থা ও দেশ রক্ষার আন্দোলনের মধ্য দিয়া কংগ্রেস-লীগ ও কমিউনিষ্ট ছাত্রদের যে ঐক্য গড়িয়া উঠিবে তাহাই আজ সমগ্র জাতিকে সংকট সমাধান ও স্বাধীনতা লাভের পথে সাহায্য করিতে পারে।" শিক্ষা ব্যবস্থা রক্ষা কর" এবং "দেশবাসীর সেবা কর" এই দুইটী প্রস্তাবে ছাত্র সমাজকে কার্য্যকরী পন্থার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া পঞ্চমবাহিনীর কার্য্য কলাপ ও নৈন্যদের সহিত মৈত্রী সম্বন্ধেও দুইটী প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। সৈন্যবাহিনী সম্পর্কিত প্রস্তাবটী মতামতের জন্য প্রচার করা হইবে, ইহা বাধ্যতামূলক নয়। সভাপতি কমরেড বিধনাথ উপসংহার বক্তৃতায় তাহার নিজের সময়ের ছাত্র আন্দোলনের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিয়া বলেন—"আজিকার ছাত্র-ফেডারেশন রাজনৈতিক ভাবে বহু গুণে শক্তিশালী। কিন্তু পরিস্থিতির প্রয়োজনের তুলনায় আজও ছাত্র-ফেডারেশন দেশপ্রেমিক ছাত্র-সমাজকে দ্রুত সংকট সমাধানের পথে পরিচালিত করিতে পারিতেছে না। সম্মেলনের প্রস্তাবগুলি নিজেরা ভালভাবে বুঝিয়া সাহসের সাথে প্রতিনিধিগণ যদি নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সমাজের মধ্যে তুমুল আন্দোলন সুরু করেন, শিক্ষা ব্যবস্থা রক্ষা ও বিপন্ন দেশবাসীর সেবার কাজে লাগিয়া যান তবে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলাদেশে দুনিয়ার সব চাইতে শক্তিশালী এক বিরাট ছাত্র আন্দোলনের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী।

প্রকাশ্য অধিবেশন

২৩শে আগষ্ট অপরাহ্ন সাড়ে চারিটায় স্থানীয় ভুবনমোহন পার্কে কমরেড বিধনাথ মুখার্জ্জীর সভাপতিত্বে দেড় হাজার লোকের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য অধিবেশন বসে। সম্মেলন উপলক্ষে প্রাপ্ত বিভিন্ন অভিনন্দন বাণী প্রথমে পাঠ করা হইলে বিপুল আনন্দ ধ্বনির মধ্যে রাজশাহীর কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন চৌধুরী, লীগ-নেতা মোঃ মাদার বক্স আর পাবনার মুস্লিম ছাত্র-লীগের একজন প্রতি-নিধি পর পর বক্তৃতা করেন। সকলেই ছাত্র-ফেডারেশনের ঐক্য প্রতিষ্ঠার বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে অভিনন্দন জানাইলেন, ইহার পিছনে নিজেদের সমর্থন ঘোষণা করিলেন। নিঃ বঃ শিক্ষক সমিতির সহকারী সভাপতিও শিক্ষা ব্যবস্থা রক্ষার আন্দোলনে শিক্ষক সমাজের সমর্থন জানাইয়া ছাত্র-ফেডারে-শনকে অভিনন্দিত করেন। প্রতিনিধি সভায় গৃহীত মূল প্রস্তাবটী কমরেড অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য সভায় পেশ করিলে কমরেড সভাপতি অন্যান্য প্রস্তাবগুলির তাৎপর্য্য উপস্থিত জনতাকে বুঝাইয়া দেন। ইহার পর কমরেড বিনয় রায়ের নেতৃত্বে কয়েকটী সঙ্গীতের পর মুহুর্মুহু শ্লোগান ও জয়ধ্বনির মধ্যে সভা শেষ হয়।

নূতন সংস্কৃতি, নূতন প্রতিভা

বাংলায় গণসংস্কৃতি জাগরণে ছাত্রদের ভূমিকা সামান্য নয়। তুলি, লেখনী এবং কণ্ঠের মধ্য দিয়া বার বার ছাত্রদের অমর দেশপ্রেম মূর্ত্ত হইয়াছে। তাই রাজশাহী সম্মেলনে সংস্কৃতি সমাবেশ অত্যন্ত আকর্ষণের বস্তু হইয়া উঠিল। মালদহ, ঢাকা, মৈমনসিংহ, নদীয়া, চট্টগ্রাম, হুগলী ও কলিকাতা হইতে ৭টি স্কোয়াড আসিয়াছে। জনসাধারণের পরিচিত লোককলার মধ্য দিয়া দেশানুরাগের বাণী ধ্বনিত হইল। গম্ভীরা, কীর্ত্তন এবং অন্যান্য গ্রাম্য সুরও যে মানুষকে দেশরক্ষায় অনুপ্রেরিত করিতে পারে—এই লোককলার মধ্যে তারই পরিচয় পাওয়া গেল। কলিকাতা ও হুগলীর স্কোয়াড নৃত্যভঙ্গীর মধ্যেও নব ভাব ফুটাইয়া তুলিল। ঢাকার সাধন দাশগুপ্ত এবং মৈমনসিংহের সতীশ সাহা নিজেদের রচিত গানে সকলকে মুগ্ধ করিল। অনুষ্ঠানের শেষে কমরেড বিনয় রায় ৪টি ছাত্র পতাকা উপহার দিলেন—লোক সঙ্গীতের জন্য মৈমনসিংহ ও ঢাকা স্কোয়াড, নৃত্যের জন্য কলিকাতা স্কোয়াড ও সর্ব্বাঙ্গীন পরিদর্শিতার জন্য হুগলী স্কোয়াড এই সম্মান লাভ করিল।

পঞ্চমবাহিনীর বে-পরোয়া আক্রমণ

৯ই আগষ্টে ছাত্র সমাজকে বিপথে পরিচালিত করার ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হইয়া দেশদ্রোহী পঞ্চমবাহিনীর দল ক্ষেপিয়া উঠিল প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনকে ভাঙিবার জন্য। তাই বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে বিষাদঘাতকরা গোপনে রাজশাহীতে হাজির হইল, স্থানীয় গুণ্ডাদের জড় করিল। ছাত্রফেডারেশনের জাতীয় ঐক্য ও দেশরক্ষা নীতির বিরোধীতা করার সাহস তাহাদের নাই। তাই তাহারা কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিয়া সম্মেলন বয়কটের আওয়াজ তুলিল, উপস্থিত ছাত্রীদের সম্বন্ধে জঘন্য ভাষায় ইস্তাহার প্রচার করিল।

২২ তারিখ রাত্রির অন্ধকারে সংস্কৃতি সমাবেশের উপর গুণ্ডাদলের প্রথম আক্রমণ সুরু হইল। কয়েক দিন আগে যাহারা বয়কটের শ্লোগান দিয়াছিল আজ তাহারাই ভাড়াটিয়া মাতাল গুণ্ডার দল লইয়া সম্মেলনে প্রবেশ করিতে চাহিল কেন? কারণ মারামারি না করিয়া আর সম্মেলন পণ্ড করা যায় না। সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে বার বার জোর করিয়া প্রবেশের চেষ্টার পরও অনুষ্ঠান পণ্ড করিতে না পারিয়া বিভেদ সৃষ্টিকারী দল পলায়ন করিল, আমাদের সাহসী স্বেচ্ছাসৈনিকবাহিনীর শক্তিতে সংস্কৃতি সমাবেশের সমস্ত অনুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে শেষ হয়। পঞ্চমবাহিনী পুনরায় পরাজিত হইল। এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য পঞ্চমবাহিনীর দল ২৩ তারিখে সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন পণ্ড করিবার জন্য শহরবাসীর মধ্যে অরাজনীতিক মিথ্যা প্রচার সুরু করিল, কিন্তু এই চক্রান্তও সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পরিণত হইল তখন, যখন ভুবনমোহন পার্কের ভিতরে ও বাহিরে দেড়হাজারের উপর শহরবাসী সমবেত হইল, শুধু তাহাই নয় সভায় বক্তৃতা দিলেন স্থানীয় কংগ্রেস ও লীগ নেতা আর শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি।

সভাশেষে পঞ্চমবাহিনীর দল ক্ষেপিয়া উঠিল। ৫০ জনের এক শোভাযাত্রা বাহির করিল, সে শোভাযাত্রায় গান্ধী মুক্তির আওয়াজ নাই, ক্ষুধার্ত্ত জনতার কথা নাই, শুধু দুইটি শ্লোগান "সুভাষ বসু জিন্দাবাদ" "কমিউনিষ্ট পার্টি ধ্বংস হউক"। ইহাতেও বিশেষ ফল হইল না, তখন প্রতিনিধি শিবিরে যাইবার পথে একদল প্রতিনিধিকে অন্ধকারের মধ্যে আক্রমণ করা হয়, শিবিরের মধ্যে ইট পাটকেল পড়িতে থাকে, আবার অপর দিকে অভ্যর্থনা সমিতির অফিসও চড়াও করা হয়। আমাদের স্বেচ্ছাসৈনিকরা অদ্ভুত বীরত্বের সহিত এই সমস্ত আক্রমণকে ব্যর্থ করে, গুণ্ডারদলকে পলায়ন করিতে বাধ্য করে। উভয় পক্ষেই কিছু আহত হয়। অধিক রাত্রিতে পুলিস আসিয়া প্রতিনিধি শিবিরে প্রত্যেকটি ঘর খানাতল্লাস করে আমাদের আত্মরক্ষার জন্য সংগৃহীত লাঠিগুলি নিয়া যায়।

কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে পঞ্চমবাহিনীর এই অপচেষ্টা সম্মেলনের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিতে পারে নাই, সম্মেলনকে ভাঙিতে পারে নাই। বিশেষ করিয়া কলিকাতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহের ভলান্টিয়ার কমরেডদের দিনরাত পরিশ্রম, নির্ভীকতা ও বীরত্ব সম্মেলনকে গুণ্ডাদলের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। ইহাতে সাধারণ প্রতিনিধিগণের মনোবল ও রাজনৈতিক দৃঢ়তা ও পঞ্চমবাহিনীর দেশদ্রোহী কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে চেতনা হাজারগুণ বাড়িয়াছে। তাই ২৪ তারিখে আগামী বছরের জন্য সভ্য সংগ্রহের কোটা নিবার সময় বিভিন্ন জিলার মধ্যে তীব্র প্রতিযোগীতা সুরু হইল। ছোট ছোট জিলাগুলিও বর্ত্তমান অবস্থায় আমূল পরিবর্ত্তন আনিবার জন্য আশাতীত কোটা নিয়াছে। ময়মনসিংহ সবার উপরে, বর্ত্তমান সভ্যসংখ্যা ১৫০০ তাহারা ডিসেম্বরের মধ্যে করিবেন ৫৫০০, কলিকাতাও আগাইয়াছে এখন ২৩০০, করিবেন ৬০০০ ২৪শে সন্ধ্যায় বাংলার বৈপ্লবিক ছাত্র সমাজের নেতা প্রায় চারিশত ছাত্রছাত্রী ও কিশোর কর্ম্মী নিজ নিজ কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া গেলেন এই প্রতিজ্ঞা নিয়া যে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা বাংলার হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে দেশ ও দেশবাসীর রক্ষার কাজে সক্রিয় সমাবেশ করিয়া জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করিব। গান্ধীজিকে মুক্ত করিয়া খাদ্য সংকট সমাধান করিব জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইব।

ম্যানেজারের নোটিশ

বাকীতে কাগজকেও কাগজ দেওয়া হইবে না। এজেন্টের টাকা প্রতি সপ্তাহের সোমবারের মধ্যে না আসিলে সেই সপ্তাহের কাগজ পাঠানো হইবে না। সোমবারের পরে আসিলে সেই বুধবারের পরিবর্ত্তে পরের বুধবারের সংখ্যা কাগজ পাঠানো হইবে।

মফস্বলের যে সব জায়গায় এজেন্টরা কাগজ নেওয়া বন্ধ করিতেছে জেলা কমিটিগুলি সে সব এজেন্টদিগকে সক্রিয় করিবার কোনও চেষ্টা করিতেছেন না। জেলা কমিটিগুলি অবিলম্বে এই দিকে নজর দিন।

আমরা সমস্ত মফস্বলের এজেন্টদিগকে জানাইতেছি যে আগামী ৮ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে যাহার যত বাকী আছে তাহা শেষ করিয়া দুই সপ্তাহের মূল্য (কমিশন বাদে) অগ্রিম হিসাবে জমা দিতে হইবে। কলিকাতা, হাওড়া, ২৪ পরগণা ও হুগলী জেলার এজেন্টদিগকে এক সপ্তাহের দাম অগ্রিম জমা রাখিতে হইবে এবং প্রতি সপ্তাহে নগদ মূল্যে কাগজ লইতে হইবে। এই তারিখের পর এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম করা হইবে না।

গ্রাহকগণ কোন চিঠি লিখিলে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

কমিউনিষ্ট পার্টির
বাংলা কমিটির মুখপত্র

জনযুদ্ধ

প্রতি সংখ্যা ছয় পয়সা
ব্যাষক ৪॥, ৬ মাস ২॥, ৩ মাস ১।০

★

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জ্জি এম,এল,এ
২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২য় বর্ষ ● বুধবার, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৩, ২৯শে ভাদ্র ১৩৫০ ● ২১শ সংখ্যা

বাংলাকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করো

সর্ব্বদলীয় রিলিফকমিটি গড়ো

—দেশবাসীর প্রতি কমিউনিষ্ট পার্টির আবেদন—

★

বাংলা আজ চরম দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়া চলিয়াছে—কোনদিন এরূপ অবস্থা বাংলায় হয় নাই। সমস্ত প্রদেশ জুড়িয়া অনাহার। ভিতরে ক্ষুধার জ্বালা আর বাহিরে রোগের আক্রমণ—ইহাই বাংলাবাসীর অবস্থা। সওয়া ছয় কোটি বাঙ্গালী—আমাদেরই ভাই আজ ধ্বংস পাইতে বসিয়াছে। তারা তাকাইয়া আছে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের দিকে। আমরা যদি আজ ভাইয়ের কর্ত্তব্য না করি, তা হইলে কাল আমাদেরও ভাগ্যে বাংলারই মতো দুর্দ্দশা নামিয়া আসিবে। বাংলায় আজ অতি দ্রুত সাহায্য পাঠাইতে পারিলে দেশের অবশিষ্ট অংশ খাদ্য সংকটের ভয়াবহ পরিণাম হইতে রক্ষা পাইবে। বাংলাকে সাহায্য করার অর্থই হইল আমাদের নিজেদের সাহায্য করা।

কমিউনিষ্টপার্টি ভারতের সমস্ত দেশভক্তের কাছে আবেদন জানাইতেছে—তাঁরা যেন বাংলার দিকে বিশেষ ভাবে নজর দেন। জাপানীরা বাংলায় আক্রমণের পরিকল্পনা করিতেছে—সেই পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করিতে হইলে, প্রতি-আক্রমণের উদ্যোগ করিতে হইলে সব চেয়ে জরুরী কাজ হইল বাংলায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খাদ্য-শস্য পাঠাইয়া অনাহার হইতে বাংলাবাসীকে বাঁচানো।

কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটী দেশের সমস্ত কমিউনিষ্ট ও পার্টি-সংগঠনকে আহ্বান জানাইতেছে যে, তাঁরা একটা দিন ঠিক করিয়া বাংলার জন্য অর্থ-ও খাদ্য সংগ্রহের আন্দোলন করুন—সমস্ত দেশপ্রেমিক ও জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা এই আন্দোলনে গ্রহণ করুন।

নিখিল ভারত কৃষক সভা পাঞ্জাবের কৃষকদের উদ্বৃত্ত খাদ্য শস্য বাংলার জন্য বিক্রয় করিতে বলিয়াছে—কৃষক সভার এই সিদ্ধান্তকে কমিউনিষ্ট পার্টি অভিনন্দিত করিতেছে।

কমিউনিষ্ট পার্টি বাংলার সমস্ত দেশভক্তকে, সমস্ত দলকে এই আবেদন জানাইতেছে, অনাহার দূরীভূত করার জন্য, অন্নদানের জন্য সকলের একতা গড়িয়া তুলুন। বাংলার মধ্যে পূর্ণ একতা গড়িয়া উঠিলে দেশের অন্যান্য অংশ হইতে বিপুল সাড়া পাওয়া যাইবে।

বাংলার লীগমন্ত্রিত্বের কাছে কমিউনিষ্টপার্টি আবেদন জানাইতেছে—সমস্ত দলকে লইয়া সরকারী সহযোগিতায় একটা মিলিত রিলিফ কমিটী গঠন করুন। বেসরকারী রিলিফ কার্য্যের সহিত সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা না হইলে বাংলার অবস্থা সামলান যাইবে না। দরজার গোড়ায় জাপানী আক্রমণকারীরা অপেক্ষা করিতেছে। বাংলার অবস্থা যত খারাপ হইবে ততই তাদের সুবিধা হইবে।

কেন্দ্রীয় কমিটি
ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি

এ-আর-পি আপনাকেই বাঁচাইবে, আপনিও এ-আর-পিকে গড়িয়া তুলুন

'ষ্টেটস্‌ম্যান' কিছুদিন আগে লিখিয়াছিল—
বর্ষার পর কলিকাতায় জাপানী বোমাবর্ষণের সম্ভাবনা।
গত বছরের অভিজ্ঞতা জনসাধারণ ভোলে নাই,
চট্টগ্রাম ও কলিকাতার এ-আর-পি কর্ম্মীদের
সাহস ও দেশপ্রেমিকতা
সকলের চোখের সামনে ভাসিতেছে।
সেই এ-আর-পি আজ দেশসেবার মধ্য দিয়া
আরো জনপ্রিয় হইয়াছে।
জনসাধারণ! এ-আর-পির কাজে সহায়তা করো,
এ-আর-পিকে শক্তিশালী করো,
কলিকাতাকে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করো।

● মেয়ে-ওয়ার্ডেন ফাঁফে ●

আমূল পরিবর্ত্তন কিসের জন্য?

কলিকাতার এ-আর-পির মেয়ে ওয়ার্ডেনদের ষ্টাফে আমূল পরিবর্ত্তন করা হইবে—এইরূপ কথা কিছুদিন হইতে শোনা যাইতেছিল। দেশরক্ষার গুরুত্ব বুঝিয়া এ-আর-পিকে উন্নত করিবার জন্যই কর্ত্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা করিতেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু কাজে যা হইতেছে, তাতে মেয়ে ওয়ার্ডেন ষ্টাফের উন্নতির চেয়ে অবনতির লক্ষণই বেশী দেখা যাইতেছে।

সারা কলিকাতায় একশ'র বেশী মেয়ে ওয়ার্ডেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই নাকি কাজ হইতে ছাড়ান হইতেছে। অদ্ভুতাত—তাঁরা ইংরাজী ভাল বলিতে পারেন না।

ইংরাজী জানাটা এ-আর-পি ওয়ার্ডেনদের একটি যোগ্যতা সন্দেহ নাই। কিন্তু সেটাই আসল যোগ্যতা নয়। আসল যোগ্যতা এ-আর-পির কাজে আগ্রহ ও দক্ষতা এবং বোমাবর্ষণের অবস্থায় সাহসের সঙ্গে কাজ করিয়া যাওয়া। গত বছর বোমাবর্ষণের সময় এই মেয়েরাই কি সেই দক্ষতা ও সাহস দেখান নাই? ক্যান্টীন, কনট্রোল দোকান প্রভৃতি তত্ত্বাবধান করা ও অন্যান্য জনসেবার যে যে কাজ এ-আর-পি মাঝে মাঝে করিয়াছে, তাতেও কি ইঁহারাই দক্ষতা দেখান নাই? শুধু ইংরাজী না জানার অজুহাতেই তাঁদের ছাড়াইয়া, সেই জায়গায় কাজে অনভিজ্ঞ অ-পরীক্ষিত ইংরাজী-নবিশদের লইলেই কি এ-আর-পি বেশী শক্তিশালী হইবে?

এ-আর-পি কর্ত্তৃপক্ষ কি চান? জাপানী বোমার হাত হইতে দেশবাসীকে রক্ষার বন্দোবস্ত? জনসাধারণের মধ্যে এ-আর-পির কাজ জনপ্রিয় করিয়া তোলা? না শুধু কেতা দুরস্ত দপ্তর?

তা যদি না হয় তবে কিছুদ্ধ এই সব মেয়ে ওয়ার্ডেনদের কাজ হইতে ছাড়ান হয়?

● ছোট-দোকানদার ●

মুনাফালোভীর দিকে চাহে কেন?

জনসাধারণের সঙ্গে হাত মিলাইয়া চোরাকারবার বন্ধ কর

ছোট-দোকানদাররা বলে—আমরা উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছি। বিশী দামে জিনিষ বিক্রয় করিবার জন্য জনসাধারণের আক্রোশ আমাদের সহিতে হয়, অথচ মহাজন-কারবারীর কাছ হইতে চড়া-দামে ছাড়া জিনিষ আমরা পাই না।

এই সমস্ত দোকান উঠিয়া যাক, তাই কি সকলে চায়? না। এই সব দোকানদারের সঙ্গেই সাধারণ খরিদ্দারের নিত্য-নৈমিত্তিক সম্বন্ধ। চাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিনকার খাদ্য-সামগ্রীর জন্য লোকে এই সব দোকানদারদের কাছেই ছুটিয়া যায়। জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে এই দোকানদারদের স্বার্থও দেখা উচিত নিশ্চয়ই।

কিন্তু, তা হইতে পারে তখনই যখন ছোট দোকানদারও জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গেই তাদের নিজেদের স্বার্থ এক করিয়া ভাবে। দোকানদার শুধু মুনাফালোভীর দিকেই চাহিয়া আছে, জনসাধারণেরও সহানুভূতি পায় না, আর মুনাফা-লোভীর কাছেও ধাক্কা খায়।

দোকানদার বলে—আমি চোরা বাজারে বেশী দরে চাল কিনিয়াছি, তাই বিক্রী করিতেছি বেশী দরে। হইতে পারে। কিন্তু মহাজনের কাছে চোরাবাজারের দরে চাল কিনিবার সময় দোকান-দারের কিছুমাত্র আপত্তি হয় কি? হয় না। কেনা-দরের উপর কত লাভ রাখিয়া বিক্রি করিব—শুধু এইটুকুই দোকানদার হিসাব করে। খরিদ্দারের পক্ষে সেই দরে কেনা সম্ভব কি না, তা সে চিন্তা করে না।

সেইজন্য, মহাজনও দর চড়াইতে থাকে, আর দোকানদারও নির্ব্বিবাদে তা মানিয়া লইয়া খরিদ্দারের ঘাড়ে ক্ষতির বোঝা চাপায়।

অর্থাৎ মুনাফালোভী মহাজনেরই দালাল হিসাবে ছোট দোকানদার কাজ করিয়া যায়। জন-সাধারণের সহানুভূতি কেন তাদের উপর আসিবে?

দোকানদার মহাজনকে আপনার লোক না ভাবিয়া, জনসাধারণকেই আপনার লোক বলিয়া ভাবুন। জনসাধারণ যেমন চোরাবাজারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেছে, দোকানদাররাও তাই দাঁড়ান।

মহাজন যখন চোরাবাজারের দর হাঁকে, তখন দোকানদার আপত্তি জানান। জনসাধারণের সঙ্গে মিলিয়া সেই মুনাফালোভী মহাজনের চোরকারবারকে বন্ধ করিতে আগাইয়া যান। তার গোপন মজুতের সন্ধান বাহির করুন। তবেই মহাজন-কারবারীর মতলব ফাঁসিয়া যাইবে, বাঁধা দরে বিক্রি করিতে সে বাধ্য হইবে। তাতে দোকানদারেরও স্বার্থ-রক্ষা হইবে, জনসাধারণেরও স্বার্থ রক্ষা হইবে।

খুঁজিয়া বাহির করো

বেশী দরে চাল বিক্রয় করে কে

সরকার জানাইয়াছেন, মজুত-খাদ্যের ও বেশী দরে খাদ্য বিক্রয়ের সন্ধান দিলে পুরস্কার দেওয়া হইবে।

মুনাফালোভী কারবারী এই ঘোষণায় ঘাবড়ায় নাই। সে মনে করে, দেশের লোক কি আর আইনের সাহায্যে আমাকে জব্দ করিবে?

তাই ১০ই সেপ্টেম্বর পার হইয়া গেলেও চালের দেখা পাওয়া যায় না। ২৬ টাকার জায়গায় চোরাবাজারে ৪০।৪৫ টাকায় চাল বিক্রয় হয়।

খরিদ্দারের কাছে প্রশ্রয় পাইয়াই মুনাফালোভী আজ এত সাহস। খরিদ্দারের সমর্থনের জোরেই সে আইনকে অবজ্ঞা করিতেছে, চালের দর বাড়াইতেছে।

পুরস্কারের লোভে নয়, দেশদ্রোহী মজুতদারের ও মুনাফালোভীর কারসাজী ভাঙ্গিবার জন্য, জনসাধারণকে অনাহার হইতে বাঁচাইবার জন্য আজ লুকানো মজুত ও বেশী দরে বিক্রয় ধরাইয়া দেওয়া সকলের কর্ত্তব্য।

পাড়ায় পাড়ায় সন্ধান করো—কে খাদ্য দ্রব্য লুকাইয়াছে, কে বেশী দরে বিক্রয় করিতেছে—মুখের কথায় না শুনিলে আইনের জোরে তাদের সায়েস্তা করো।

লক্ষ লক্ষ লোককে অনাহারে রাখিয়া যারা নিজেদের মুনাফার হিসাব করিতে বসে, তাদের প্রতি কোন দয়া নাই।

সম্পাদকীয়

★ সর্ব্বদলীয় সম্মেলন চাই ★

বাংলার প্রত্যেক নরনারীর কাছে আজ শুধু একটি প্রশ্ন "খাদ্য পাইবার ব্যবস্থা কি? আইন সভার তর্কবিতর্কে এই প্রশ্নেরই প্রধান স্থান।

মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরোধীরা কি বলিতে চান তাহার আভাষ দিয়াছেন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং মৌলবী ফজলুল হক। নূতন গভর্ণরের নিকট একখানা খোলা চিঠিতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বলিয়াছেন এই অনর্থের জন্য বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী দায়ী। তাঁহার দাবী হয় এই মন্ত্রীমণ্ডলী সরাইয়া গভর্ণর অন্য মন্ত্রীমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করুন অথবা তিনি নিজের হাতে সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করুন। ফজলুল হক সাহেব ইস্তাহার ছড়াইয়া প্রচার করিতেছেন—মন্ত্রীমণ্ডলী ধোকাবাজী চালাইতেছে, দেশবাসী ইহা বরদাস্ত করিও না।

মন্ত্রীমণ্ডলী ধান চালের দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। অতিরিক্ত মুনাফাখোর ব্যবসাদাররা ষড়যন্ত্র করিয়াছে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ব্যর্থ করিয়ই। বাজারে যে চাল ছিল রাতারাতি তাহাও উধাও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু না শ্যামাপ্রসাদবাবু না হক সাহেব কেহই তাহার জন্য ব্যবসাদারদের তিরস্কার করেন নাই, জনসাধারণকেও বলেন নাই যে মুনাফালোভী মজুতকারীদের ধর। খাদ্য চোরদের না শাসাইয়া, শাসাইয়াছেন মন্ত্রীদের, আমলাতন্ত্রের কাছে আবেদন জানাইয়াছেন মন্ত্রীদের তাড়াইয়া দাও।

মন্ত্রীমণ্ডলী মজুতবিরোধী অভিযান চালাইয়াছেন, খাদ্যের দর বাঁধিয়া দিয়াছেন, ধান চাল কিনিয়া সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু কোনটাই সফল করিতে পারেন নাই। তাঁহারা মজুতকারীদের বড়যন্ত্র ভাঙ্গিতে অক্ষম, ধান চাল সরবরাহ করিতে অসমর্থ। তাঁহারাও আসল চোরদের নিষ্কৃতি দিয়াছেন, কলিকাতায় বড় বড় ব্যবসায়ীদের বিরোধীতার কাছে দুর্ব্বলতা দেখাইয়াছেন, বড় বড় আড়তে মজুতবিরোধী অভিযানের জন্য জনসাধারণের প্রতিনিধিদের যাইতে দেন নাই, মূল্য নিয়ন্ত্রণ সফল করিবার জন্য কিংবা ফসল কিনিবার জন্য জনগণের খাদ্যকমিটির সহযোগিতা গ্রহণ করেন নাই। মজুতবিরোধী অভিযানের ফলাফল কি, আমদানি খাদ্য কিভাবে বণ্টন করা হইতেছে তাহার কোন তথ্য জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করেন নাই। আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা খাদ্যসমস্যা সমাধান করিতে চান।

মন্ত্রমণ্ডলীর এই দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া হক সাহেব এবং শ্যামাপ্রসাদবাবু ঘন ঘন জিগীর ছাড়িতেছেন—মন্ত্রীমণ্ডলীকে তাড়াও।

নিষ্কৃতি পাইল বড় মজুতদার যে ষড়যন্ত্র করিয়া দেশবাসীকে খাদ্য হইতে বঞ্চিত করিতেছে। নিষ্কৃতি পাইল কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র যে এতদিন বাংলাকে খাদ্য সরবরাহ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে। নিষ্কৃতি পাইল প্রাদেশিক আমলাতন্ত্র যে বরাবর খাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থা বান্‌চাল করিয়া আসিতেছে। ফলভোগ করিতেছে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী। সোনার বাংলায় আজ শ্মশানের চিতা জ্বলিতেছে।

গত এপ্রিল মাসে আমরা কংগ্রেস এবং লীগ উভয়কেই আবেদন জানাইয়াছিলাম—ঐক্যবদ্ধ মন্ত্রীসভা গঠন করুন, জনগণের খাদ্যের জন্য সকল দল মিলিত হউন। কিন্তু লীগ তখন তাহাতে কান দেন নাই। লীগ নেতারা ভাবিয়াছিলেন আমরা মন্ত্রীত্ব পাইলেই সব ঠিক করিয়া দিতে পারিব। ৬ মাসের কঠোর অভিজ্ঞতায় তাঁহারা দেখিলেন আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া খাদ্যসমস্যা সমাধান করা যায় না, **দলাদলি দেশে দুর্ভিক্ষ আনিয়াছে।** ৬ মাসের তিক্ত অভিজ্ঞতায় কংগ্রেসের বুঝা উচিত যে তাঁহাদের লীগবিরোধী মনোভাব ও লীগবিরোধীতা দেশবাসীকে দুর্ভিক্ষ ও মড়কের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছে।

আইন সভায় আবার তর্কের ঝড় উঠিয়াছে। মন্ত্রীমণ্ডলীর স্বপক্ষ দল আর বিপক্ষ দলে ক্ষমতার জন্য কলহ বাধিয়াছে। আইন সভার বাহিরে লক্ষ লক্ষ জনতা শ্মশানের চিতার দিকে ছুটিয়াছে। মুনাফাখোর মজুতকারী তাহার বস্তা সামলাইতে ব্যস্ত।

আজ আবার আমরা কংগ্রেস এবং লীগ উভয়কেই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে উভয়ের একতাবদ্ধ চেষ্টা ছাড়া এ দুর্ভিক্ষ থামিবে না। **মূল্য নিয়ন্ত্রণ সফল করিতেই হইবে, মজুতকারী-দের ষড়যন্ত্র ভাঙ্গিতেই হইবে, ধান চাউল কিনিয়া সরকারী ব্যবস্থায় রেশনিং চালু করিতেই হইবে।** আইন সভার প্রত্যেক স্বদেশভক্ত এই উদ্দেশ্য লইয়া মিলিত হউন মহাসভা, লীগ ও কংগ্রেস প্রভৃতি সকল দল একত্র করুন। বাংলার ক্ষুধার্ত্ত জনসাধারণ আপনাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে, দেশের এই দারুণ দুর্য্যোগের সময় আপনারা দলাদলির ঊর্দ্ধে উঠুন।

মন্ত্রীমণ্ডলী বুঝুন যে একতার শক্তি ছাড়া এবং জনগণের সহযোগিতা ছাড়া এ দুর্ভিক্ষ দূর করা যাইবে না। এই খাদ্যসংকট দূর করিতে না পারিলে তাঁহাদের মন্ত্রীত্বও টিকিতে পারে না। কাজেই দলগত প্রতিপত্তির লোভ ছাড়িয়া ঐক্যের জন্য সকল দলের দিকে হাত বাড়ান। কংগ্রেস এবং হিন্দুমহাসভা বুঝুন যে লীগ-বিরোধিতার পথে তাঁহারাই আজ দুর্ভিক্ষ মারাত্মক করিয়া তুলিতেছেন, খাদ্যচোর মজুতকারীদের রেহাই দিতেছেন। এখন দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর মুখের দিকে চাহিয়া মন্ত্রীমণ্ডলীকে জব্দ করিবার চেষ্টা ছাড়ুন ও লীগের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হইবার চেষ্টা করুন।

দেশে যে শ্মশানের আগুন জ্বলিয়াছে তাহাতে আপনাদের দলাদলি পুড়িয়া ছাই হউক। কংগ্রেস-লীগ-মহাসভা প্রভৃতি সকল দলের সম্মিলিত মন্ত্রীসভা তৈরী করিয়া বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীকে বাঁচান। **পরস্পরকে দায়ী করিবার জন্য ঝগড়া ছাড়িয়া ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য আলাপ আলোচনা সুরু করুন।** শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়, সার নাজিমুদ্দিন ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অন্যান্য দলের নেতাদের লইয়া একত্রভাবে বৈঠক করিয়া ঐক্যের সর্ত্ত স্থির করুন। লীগ হউক, কংগ্রেসই হউক আর মহাসভাই হউক একতার জন্য প্রত্যেককে যে কোন মূল্য দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে; দেশে যে দুর্ভিক্ষ ও মড়ক লাগিয়াছে তাহাতে কোন দলেরই কোন দাম নাই।

আলোচনা

মিলিত রিলিফ কার্য্য দরকার

রিলিফের কাজ কলিকাতা ও মফস্বলের জেলাগুলিতে ক্রমশঃই বাড়িতেছে। মফস্বলের জেলার অধিকাংশই জায়গাতেই মিলিতভাবে রিলিফ কার্য্য হইতেছে, একটী দুইটি কমিটির মধ্যেই সকলে মিলিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতায় তা হয় নাই। এখানে অন্ততপক্ষে ২৫টী রিলিফ কমিটী গঠিত হইয়াছে। তার মধ্যে কয়েকটির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ কমিটি কাজ করিতেছে বিচ্ছিন্নভাবে। সমস্ত রিলিফ কার্য্যের হিসাব লইলে দেখা যায় যে এই সব রিলিফ কমিটি ছাড়াও স্বতন্ত্রভাবে বহু ছোট খাটো প্রতিষ্ঠান অল্প বিস্তর কাজ করিতেছে। পাড়ায় পাড়ায় অনেক সমিতি, অনেক ধনী ব্যক্তি, অনেক অফিসের কর্ম্মচারীরা, এ-আর-পির লোকেরা নিজেরা চাঁদা তুলিয়া বুভুক্ষুদের খাওয়াইতেছে। ইহা ছাড়া সরকারী রিলিফের ব্যবস্থা তো আছেই। বাংলার বাহির হইতেও অর্থ আসিতেছে প্রচুর।

এই সমস্ত রিলিফ কার্য্য যদি একসঙ্গে মিলিতে পারিত, তবে তার ফলে রিলিফের কাজ আরো ভালোভাবে চলিত নিশ্চয়ই। রিলিফ তাতে আরো স্থায়ী হইত এবং আরো বেশী লোককে খাদ্য দেওয়া যাইত। মফস্বলের জেলাগুলির সামান্য সম্বলের তুলনায় কলিকাতার রিলিফ কমিটিগুলির সম্বল অনেক বেশী। এই সম্বলকে পরিপূর্ণ কাজে লাগাইতে না পারিলে রিলিফের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। তাই আজ কলিকাতার সমস্ত রিলিফ কমিটি গুলি সম্মিলিত হওয়া দরকার।

জনগণের একতা ইহার মধ্যেই

খাদ্য-সমস্যার কাছে হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ নাই। তার পরিচয়ও এই রিলিফ আন্দোলনের মধ্যে দেখা যাইতেছে। বাংলার বহুজেলায় মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা মিলিতভাবে একই রিলিফ কমিটির মধ্যে কাজ করিতেছেন। যেখানে মিলিত কমিটি হয় নাই, সেখানেও রিলিফের প্রশ্ন লইয়া সাম্প্রদায়িকতার জন্ম হইতে পারে নাই। কিন্তু কলিকাতার রিলিফ আন্দোলনের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। মুসলিম লীগ স্বতন্ত্রভাবে রিলিফ কমিটি গড়িয়াছে, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদও হিন্দু মহাসভার কথাই বেশী বলিতেছেন। তাতেও কিছু আসে যায় না। ক্ষুধার্ত্ত খাদ্য পাইলেই হইল। কিন্তু প্রচারের মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা আসিয়া পড়িতেছে। জিন্নার মারফৎ কোন একটি মুসলিম প্রতিষ্ঠান মুসলিম বুভুক্ষুদের জন্য অর্থ সাহায্য করিল, আর ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ সেই ছুতা পাইয়া মুসলিম লীগকে আক্রমণ করিয়া বসিলেন। মুসলিম সমাজের মুখপত্রও শ্যামাপ্রসাদকে গালাগালি করিল। খাদ্য-সমস্যার জায়গায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো আরম্ভ হইল। অথচ আজকে ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদানের ব্রতে হিন্দু-মুসলিম, কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা, লীগ ঐক্য গড়িয়া উঠিবার কি বিপুল সম্ভাবনা। খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য পরিপূর্ণ জন ঐক্য দরকার, তারই ভিত্তি আজ তৈরি হইয়াছে। সেই পথে না গিয়া ভেদের পথেই কি ক্ষুধার্ত্তের খাদ্য মিলিবে?

খাদ্য-ব্যবস্থার চেয়ে মন্ত্রীত্ব-বিরোধই কি বড়?

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বাংলার লাট রাদারফোর্ডকে যে খোলা চিঠি লিখিয়াছেন, তাতে তাঁর খাদ্য-সমস্যা সমাধানের আগ্রহের চেয়ে মন্ত্রীমণ্ডলীকে সায়েস্তা করিবার আগ্রহটাই বড় হইয়া উঠিয়াছে। খাদ্য-ব্যবস্থার নানান গলদ দেখাইয়া তিনি শুধু মন্ত্রীমণ্ডলীকে দায়ী করিয়াছেন। তিনি পরোক্ষভাবে বলিয়াছেন যে, এই মন্ত্রীমণ্ডলীকে সরাইয়া এমন মন্ত্রীত্ব গঠন করা হউক, যাঁরা জনসাধারণের আস্থাভাজন। তিনি এমন কথাও বলিয়াছেন যে, যদি প্রতিনিধিমূলক জাতীয় গভর্ণমেণ্টের হাতে দায়িত্ব দেওয়া না যায়, তা হইলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিস্বরূপ গভর্ণরেরই নিজের হাতে সব দায়িত্ব তুলিয়া উচিত।

মন্ত্রীত্বের উপর চটিয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ আজ এতদূর বিভ্রান্ত হইয়া গিয়াছেন যে তিনি আমলাতন্ত্রের হাতেই সব দায়িত্ব তুলিয়া দিতে চান। আমলাতন্ত্রের হাতে ভার তুলিয়া দিলে যে খাদ্য ব্যবস্থা হয় না, বরং খাদ্য ব্যবস্থার পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, তা তিনি ভুলিয়া গেলেন। জনসাধারণ খাদ্যিকার লাভের জন্যই আন্দোলন করিতেছে, কি খাদ্য ব্যবস্থায়, কি ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রবর্ত্তনে, সকল ক্ষেত্রেই। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদও তো সেই দাবী লইয়াই আন্দোলন করিয়াছিলেন। মন্ত্রীমণ্ডলী কেন পরিপূর্ণ ভাবে জনসাধারণের সহযোগিতা লইতেছে না, ইহাই তো তাঁর প্রশ্ন ছিল। কিন্তু তিনি সেই সমস্ত কথা ভুলিয়া গিয়া আজ জনসাধারণের জায়গায় আমলাতন্ত্রকে ত্রাণকর্ত্তা হিসাবে পাইতে চাহেন। মন্ত্রিত্ব বিরোধের ঝোঁক তাঁকে এইখানেই টানিয়া আনিয়াছে।

ফজলুল হক সাহেব এই সুযোগে মন্ত্রিত্বের জন্য আর একবার চেষ্টা করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তিনি একদিকে বিবৃতি দিতেছেন—বাংলাকে অনাহার হইতে বাঁচাও। আবার অন্য দিকে এই ধরণের ইস্তাহার ছাড়িতেছেন: মন্ত্রীমণ্ডলীর ধান্দা বাজীতে ভুলিবেন না, আইন সভার অধিবেশনে মন্ত্রীমণ্ডলীকে কায়দা করুন। দেশবন্ধু পার্কের বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন: আমার মন্ত্রীত্বের সময় অনাহারে একজন লোকও মারা যায় নাই, আর এখন শত শত লোক প্রতিদিন মারা যাইতেছে। নূতন গভর্ণরের দিকে ফজলুল হক সাহেব আগ্রহ ভরে তাকাইয়া আছেন, যদি তাঁর আগ্রহেই আবার ক্ষমতা ফিরিয়া পান। তিনি বলিতেছেন: নূতন গভর্ণরকে কাজের জন্য খানিকটা সময় দেওয়া উচিত এবং কোন ভাবে বর্ত্তমানে তাঁকে বাধা দিবার মত কিছু করা উচিত নয়।

আমলাতন্ত্রের চেয়ে মন্ত্রীমণ্ডলীই জনগণের বেশী কাছে

কিন্তু আমলাতন্ত্রের চেয়ে মন্ত্রীমণ্ডলী জনগণের বেশী কাছে এবং সেই জন্যই আমলাতন্ত্রের চেয়ে মন্ত্রীমণ্ডলীই জনগণের স্বার্থরক্ষা বেশী করিতে পারে। খাদ্য ব্যবস্থার দিক দিয়া মন্ত্রীমণ্ডলী যা করিয়াছে, তার মধ্যে অনেক গলদ আছে সত্য। কিন্তু সেই গলদগুলির আসল কারণ খাদ্য ব্যবস্থার চেষ্টার মধ্যে নয়, আমলাতন্ত্রেরই কাছে মন্ত্রীমণ্ডলীর দুর্ব্বলতার মধ্যে। আমলাতন্ত্রকে মন্ত্রীমণ্ডলী নাড়াইতে পারে নাই। তাই বাংলার বাহির হইতে খাদ্য-শস্য আমদানীতে ক্রমাগত টালবাহনের অভাবের অজুহাতে ও অন্য নানা অজুহাতে বাংলায় খাদ্য আমদানী করিতে দেরী করিয়াছে। খাদ্য আসিয়াও মাঝ পথে তা উধাও হইয়া যায়। মজুত উদ্ধারের কাজে ধনিকদের স্বার্থের কাছে মন্ত্রীমণ্ডলী হার স্বীকার করিল—আসল মজুতদার টিকিয়া রহিল। দর কনট্রোল করিয়াও তা কারবারীরা মানিল না। কেন হইয়া হইতেছে? যে অমালাতান্ত্রিক যন্ত্রের ভিতর দিয়া সব কাজ হয়, সেই যন্ত্রের উপর মন্ত্রীমণ্ডলী কর্ত্তৃত্ব করিতে সাহস করে না। তাই পরিকল্পনা শুধু কাগজে কলমেই থাকিয়া যায়।

আমলাতন্ত্রের হাতে সব দায়িত্ব তুলিয়া দিলে ইহার প্রতিকার হইবে না, জনসাধারণের চেষ্টার দ্বারা মন্ত্রীমণ্ডলীর গলদ দূর করিয়া তাঁদের কাজগুলিকে সফল করিতে হইবে, তাতেই প্রতিকার হইবে।

আউষ ধান নিয়ন্ত্রন করা, দর কনট্রোল, অন্নদান কেন্দ্র খোলা প্রভৃতি কাজগুলি ভাল ছাড়া মন্দ নয় এবং এই কাজগুলিকে সত্যি সত্যি ভাল করিয়া করিতে পারিলে খাদ্য সমস্যার অনেকটা অবসান হয়। মন্ত্রীমণ্ডলীই এই কাজ করিতে উপযুক্ত হইয়াছে, আমলাতন্ত্র নহে। এই কাজের মধ্যে

(আলোচনার শেষাংশ)

যে গলদ রহিয়াছে, তা দূর করিতে হইলে যে উৎসাহ লইয়া জনসাধারণ রিলিফ দিতেছে, সেই উৎসাহ লইয়াই ফসল নিয়ন্ত্রণ, দর কনট্রোল প্রভৃতির জন্য তাদের লাগিতে হইবে। তবেই তো মন্ত্রীমণ্ডলীর ঘাড়ের উপর চাপিয়া রহিয়াছে যে আমলাম্লিক যন্ত্র তাকে নড়ানো যাইবে। তবেই তো মন্ত্রীমণ্ডলীর দুর্ব্বলতা চুরমার করিয়া তাঁদের জনসাধারণের আরো বেশী কাছে আনা যাইবে।

কিন্তু ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ জনসাধারণের দৃষ্টি সে-দিকে আনিতে চান না। দেশের ভিতরকার খাদ্য ব্যবস্থার দিকে নজর না দিয়া শুধু বাহির হইতে চাল আমদানীর জন্যই সমস্ত চোর দিতেছেন। ভারতের বাহির হইতে বা বাংলার বাহির হইতে যেখান প্রভৃতির জন্য তাদের লাগিতে হইবে। তবেই তো মন্ত্রীমণ্ডলীর ঘাড়ের উপর চাপিয়া রহিয়াছে যে আমলাম্লিক যন্ত্র তাকে নড়ানো যাইবে। তবেই তো মন্ত্রীমণ্ডলীর দুর্ব্বলতা চুরমার করিয়া তাঁদের জনসাধারণের আরো বেশী কাছে আনা যাইবে।

কিন্তু ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ জনসাধারণের দৃষ্টি সে-দিকে আনিতে চান না। দেশের ভিতরকার খাদ্য ব্যবস্থার দিকে নজর না দিয়া শুধু বাহির হইতে চাল আমদানীর জন্যই সমস্ত চোর দিতেছেন। ভারতের বাহির হইতে বা বাংলার বাহির হইতে যেখান হইতেই চাল আসুক, ভিতরের যন্ত্রকে যদি ঠিক চালু করা না যায়, তবে বাহির হইতে আনিলেও তো সে চাল চোরাবাজারে চলিয়া যাইবে। আমলাতন্ত্র তা ঠেকাইবে না, ঠেকাইতে পারে জনসাধারণের আরো বেশী কাছে আনা যাইবে।

মন্ত্রিত্বকে ভাঙ্গিয়া নয়, মন্ত্রিত্বকে কংগ্রেস লীগ ঐক্যের উপর দাঁড় করাইয়াই খাদ্য-ব্যবস্থা সম্ভব।

নিরন্নকে খাদ্য দানে ট্রাম মজুর

জনসাধারণও তাদের সঙ্গে মিলিল

★

দেশের এই নিদারুণ সঙ্কটের দিনে কলিকাতা ট্রাম শ্রমিকেরা তাদের দেশ প্রেম ও দায়িত্ব লইয়া আগাইয়া আসিয়াছে। হাজার হাজার লোকের অনশনে মৃত্যু দেশভক্ত ট্রাম শ্রমিকদের চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলার বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য রাজাবাজার, বেলগাছিয়া, পার্ক-সার্কাস, কালীঘাট প্রভৃতি সেক্‌দন হইতে ট্রাম শ্রমিকেরা স্কোয়াড বাহির করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে দুই শত টাকা সংগ্রহ করেন।

ইহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না—দেশের অন্ন সঙ্কট সমাধানের জন্য তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। ট্রাম মজুর ইউনিয়নের পক্ষ হইতে কালীঘাট সেকসনের ৪ জন শ্রমিক কর্ম্মী অগ্রনী হইয়া স্থির করিলেন যে তাহারা শ্রমিকদের প্রাপ্ত "রেশন" হইতে মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া অনশন ক্লিষ্ট দেশবাসীর মুখে অন্ন দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। শ্রমিকদের সপ্তাহ ব্যাপি অক্লান্ত পরিশ্রমে চাল, ডাল প্রভৃতি যোগাড় হইল। সমস্ত ট্রাম শ্রমিকরা আনন্দের সহিত তাহাদের সামান্য রেশন হইতে কিছু কিছু দিলেন দেশের নিরন্ন ভাই বোনদের মুখে খাবার দিতে। দলে দলে শ্রমিক স্বেচ্ছাসেবক হইলেন এই কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য।

সেদিন শনিবার ২৮ শে আগষ্ট,—ট্রাম শ্রমিকদের ডোভার লেনস্থিত মেসে নিরন্নদের খাওয়ান হইবে। শ্রমিকদের মধ্যে কি বিপুল উৎসাহ। বৈকাল ৫টায় সেখানে প্রায় ১ হাজার নিরন্ন লোকের সমাবেশ হইল। সমস্ত পাড়ায় একটা নূতন জীবনের সাড়া পড়িয়া গেল। পাড়ার সমস্ত বাসিন্দারা—ভীড় করিয়া দেখিতে লাগিলেন। ট্রাম শ্রমিকদের উৎসাহ ও দেশপ্রেম তাহাদিগকে অভিভূত করিয়াছে। তাঁহারাও অনুপ্রাণিত হইলেন। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা বলিলেন—ইহাই নেতৃত্ব, ইহাই দেশপ্রেম।

খাওয়া সুরু হওয়ার আগে ট্রাম শ্রমিকদের প্রিয় নেতা ও ইউনিয়নের সেক্রেটারী কমরেড ধীরেন মজুমদার উপস্থিত জনসাধারণকে আহ্বান করিয়া বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলেন—"দেশ-বাসীকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতে, জাপানী আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষার জন্য আমরা ট্রাম শ্রমিকরা যে কোন ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠিত হইব না।

মাসে বা সপ্তাহে একদিন খাওয়াইয়া দেশ-বাসীকে বাঁচান যাইবে না—ইহাকে কেবল মাত্র সেবাব্রতের চক্ষুতে দেখিলে চলিবে না—ইহা গুরু-তর রাজনৈতিক কাজ। এই কাজের ভিতর দিয়া আমরা পাড়ায় সমস্ত হিন্দু মুসলমানদের একত্রিত করিব, দেশভক্তদের হতাশাকে দূর করিয়া কংগ্রেস লীগকে মিলাইব। নেতাদের মুক্ত করিয়া দেশ রক্ষা করিব"—পাড়ার লোক ইহাদের কাজে অনুপ্রাণিত হইলেন, সাহায্য লইয়া আগাইয়া আসিলেন। সেখানে দুজনে ৭৲ চাঁদা দিলেন। আরও অনেক প্রতিশ্রুতি দিলেন।

পরিবেশনের সময় ট্রাম শ্রমিকরা নিরন্নদের বাড়ী ঘরের পরিচয় নিতে লাগিলেন। উপস্থিত নিরন্ন জনতার অধিকাংশই কৃষক। অসংখ্য কৃষক সমিতি গড়িয়াছে—কৃষক আন্দোলন চালাইয়াছে।

"পাড়ার লোকের সহযোগীতায় প্রত্যহ খাওয়াইবার জন্য লঙ্গরখানা খুলিব"—দেশভক্ত ট্রাম শ্রমিক এই প্রতিজ্ঞা নিয়া কাজে নামিল। কাজ পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইল। ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে লেক রোড মেসে ১০০ জনকে নিয়মিতভাবে খাওয়ান হইবে। সেদিন বস্তির দুস্থদের মধ্যে ১০০ টিকেট বিলি করা হইল সবাই বলিতে লাগিল 'ট্রাম শ্রমিকেরা ইহার বন্দোবস্ত করিয়াছে"—মজুরের দেশ প্রেম ও কর্ম্মক্ষমতায় যাহাদের অবিশ্বাস ছিল তাহারা তাদের ভুল উপলব্ধি করিয়া লজ্জিত হইলেন। আশে পাশের বাড়ী হইতে ভদ্র মহিলারাও সাহায্যে আগাইয়া আসিলেন।

ট্রাম শ্রমিকের ত্যাগ ও প্রত্যক্ষ কাজ ট্রাম-কোম্পানীর মালিককে পর্য্যন্ত সাহায্যের জন্য টানিয়া নামাইয়াছে। কোম্পানী ঘোষনা করিয়াছে মুষ্টি ভিক্ষার কাজে প্রত্যহ একজন করিয়া শ্রমিককে কোম্পানীর কাজ হইতে ছুটি দেওয়া হইবে এবং রিলিফের রান্নার জন্য কোম্পানী হইতে মাসে ১০ মণ করিয়া কয়লা বিনা পয়সার দেওয়া হইবে।—এই কাজের ভিতর দিয়া সমস্ত ট্রাম শ্রমিকের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাহাদের ও জনসাধারণের মধ্যে সৌহার্দ্দের ভাব গড়িয়া উঠিয়াছে।

দুঃস্থ জনগণের পাশে দেশপ্রেমিক মজুর

দেশপ্রেমিক মজুর আজ দেশবাসীর পাশে দাঁড়াইয়াছে। দুস্থ অভুক্তদের খাওয়াইবার কাজে দরিদ্র মজুর আগাইয়াছে। আজ যখন মজুতকারীর দল লক্ষ মণ চাল চোরাগুদামে রাখিয়া হাজার নরনারীকে হত্যা করিতেছে, তখন মজুররা তাদের দেশপ্রেমের পরিচয় দিতেছে। চট্টগ্রাম বাংলার দ্বার রক্ষা করিতেছে। তাই ডিব্রুগড়ে রেলমজুর ইউনিয়ন চট্টগ্রাম দিবস পালন করে। নিজেদের সামান্য বাঁচাইয়া ৫০০৲ টাকা তুলিয়াছে। ৩০০৲ টাকা তারা চট্টগ্রামকে দিয়াছে, ১০০৲ টাকা 'পিপলস্ ফ্রাড রিলিফ কমিটিকে দিয়াছে ও বাকী ১০০৲ টাকা স্থানীয় দুঃস্থদের জন্য রাখিয়াছে। আসাম সীমান্তের এই বাহাদুর মজুর ভাইদের দেশপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া চট্টগ্রাম জেলা জনরক্ষা সমিতি তাদের অভিনন্দন জানাইয়াছে। বাংলা হইতে প্রত্যহ দুর্ভিক্ষ পীড়িতের দল আসামের দিকে যাইতেছে। রাস্তার উপর রোজ মৃত কঙ্কাল পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। ইহাদের বাঁচানোর জন্য স্লামডিং-এর ব্যবসারী কণ্ট্রাক্টার ও বি-এণ্ড-এ রেল মজুর ইউনিয়ন এক জোট হইয়া একটি খাদ্য কমিটি গড়িয়া তুলিয়াছে। অভুক্তদের জন্য লঙ্গরখানানা খোলা হইয়াছে; অনাহার-পীড়িতদের সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা হইতেছে এবং সবল দুঃস্থদের কাজে লাগাইবার চেষ্টা চলিতেছে। গত ২৮শে আগষ্ট ইউনিয়নের আহ্বানে কাদাপাড়া চটকল মজুরদের একটি বস্তি হইতে দুস্থ মেজ শিশুদের জন্য ৩৫ সের চাল উঠিয়াছে। ইহা হইতে বিনা পয়সায় খিচুড়ি বিলি করা হইবে। মজুরদের মধ্যে এ কাজে খুবই উৎসাহ আসিয়াছে। মজুররা ১ দিনের খোরাকী পর্য্যন্ত দিতে রাজী হইতেছে। দোকানদারও মজুরদের দেখিয়া আগাইয়াছে প্রতি রবিবার মুষ্টিভিক্ষার চাল উঠিবে। ইহার ভিতর দিয়া ইউনিয়নের প্রতি মজুরদের দরদ বাড়িয়াছে। গত ৪ঠা আগষ্ট সুবর্ণ রেখা ও বুড়ী বালাং নদীতে দ্রুত গতিতে জল বাড়িতে থাকে। ফলে বন্যায় বহু লোকের জীবন বিপন্ন হয়। জলেপর ষ্টেশনের কমরেড কিশোরী স্থানীয় একজন যুবক ও কয়েকজন মিলিটারী পর্য্যবেক্ষক একটি ছোট ডিঙ্গি নৌকার সাহায্যে প্রাণ বিপন্ন করিয়া ১৫০ জনেরও বেশী নরনারী ও শিশুর উদ্ধার করেন। বন্যা-বিধ্বস্তদের সেবার কাজে স্থানীয় পুলিশ বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করে। সাধারণের সংঘবদ্ধতা সে অপচেষ্টা ব্যর্থ করে।

একতাই মজুরের হাতিয়ার

মজুর একদিকে বিভেদকারী ও পঞ্চমবাহিনীকে চিনিতেছে, অন্যদিকে একতার শক্তি পরখ করিতেছে ও লালঝাণ্ডার নীচে সামিল হইতেছে। ২৯শে আগষ্ট জগদ্দলে ৫ শত চটকল মজুরের এক সভা হইল। সভায় কমরেড ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত ও কমরেড ফারুকি এবং মজুর কমরেড ইরশাদ ও কমরেড লক্ষ্মীচাঁদ বক্তৃতা করেন। সভায় দেশপ্রেমিক উৎপাদন নীতি, কয়লা সমস্যা ও তার সমাধানের উপায়, এবং মালিকের ষড়যন্ত্র ভাঙ্গিয়া দাবী আদায়ের কায়দা মজুরদের বুঝাইয়া বলা হয়। **একজনও ইউনিয়নের বাইরে নয়'—এই** আওয়াজের অর্থ বুঝিতে পারিয়া তখন তখনি ৩০জন মজুর ইউনিয়নের সভ্য হইয়া গেল। পার্টি ফণ্ডে ১/১০ পয়সা সভায় উঠিল। সভার পর সকলের মধ্যেই দারুণ উৎসাহ দেখা গেল। গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ভদ্রামশেদপুর টিন প্লেট ইউনিয়নের মজুরদের এক সভা হইল। কমরেড হরবান সিং সভাপতিত্ব করেন। কমরেড রাজেশ্বর সেন, কমরেড কেদার দাস ও কমরেড ফিরোজ খাঁ বক্তৃতা করেন। উৎপাদন বাড়ানোই মজুরের প্রধান দায়িত্ব—দেশপ্রেমিক মজুর এ কথা বুঝিল। গত ২৭শে আগষ্ট কলিকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একহাজার বিড়ি মজুরের সভা হইল। বিখ্যাত মজুরনেতা কমরেড ইসমাইল সভাপতি। সভার সুরুতে দু'জন বিড়ি মজুর কবিতা পাঠ করিল—কবিতার মধ্য দিয়া মজুরের দেশপ্রেমিক আবেদন জানানো হইল। সভার প্রস্তাব করা হইল, বিড়ি তামাকের দর সরকার হইতে বাঁধিয়া দেওয়া হোক। কারণ, জনসাধারণের সুবিধার জন্য বিড়ির দাম কম রাখিতে হইবে। এজন্য কলিকাতা বাসীর কাছে বিড়ি মজুরদের এই দাবীর পিছনে দাঁড়াইতে আহ্বান জানানো হয়। এই সভায় বিড়ি মজুরদের মধ্যে খুবই সাড়া পড়িয়া গেছে। সভায় তখনই ৪০ জন মজুর ইউনিয়ন সভ্য হয়।

পঞ্চমবাহিনী তাড়া খাইল

বেলেঘাটায় বাবুবাগান চটকল বস্তিতে একটি স্কোয়াড মজুরের উৎপাদন নীতি বুঝাইতে গিয়াছে। এমন সময় একজন সুভাষপন্থী পঞ্চমবাহিনী সেখানে আসিয়া হাজির হইল। সে খোলাখুলি জাপানের ন

জনরক্ষা সমিতির উদ্যোগে লঙ্গরখানা

খিদিরপুরে লঙ্গরখানা

গত ২৩শে অগাষ্ট খিদিরপুরে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লইয়া একটি কেন্দ্রীয় খাদ্য কমিটি গঠন করিবার জন্য সভা ডাকা হয়। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বিনোদ গোপাল মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি ও কর্পোরেশন কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র মুখার্জ্জীকে কোষাধ্যক্ষ করিয়া একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। লঙ্গরখানা খুলিবার জন্য মোট ৫৭৪০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। শীঘ্রই ৪টি কেন্দ্র খোলা হইবে। ক্রকরও মজুররা মোট ১৪০০৲ টাকা (মালিকদের সাহায্য সহ) তুলিবে ঠিক করিয়াছে। লঙ্গর খানার কাজের জন্য ·· ন ভলান্টিয়ার হইয়াছেন। ৬জন এ, আর, পি, কর্ম্মীও ভলান্টিয়ারের কাজে আগাইয়া আসিয়াছেন।

কয়লা সম্মেলন

এই দারুণ কয়লা সংকট সমাধানের জন্য গত ২৯শে অগাষ্ট খিদিরপুরের প্রায় ৬০ জন কয়লা ব্যবসায়ী এক সভায় মিলিত হন। অনেক আলোচনার পর ঠিক হয় যে জনরক্ষা সমিতির মারফৎ কার্ড বিলি করিয়া কয়লা বিক্রি করা হইবে।

ভবানীপুরে নূতন লঙ্গরখানা ও আশ্রয় গৃহ

জনরক্ষা সমিতির চেষ্টায় চক্রবেড়ে রোড সাউথ ও দেবেন ঘোষ রোডে নূতন লঙ্গর খানা খোলার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দুস্থদের থাকিবার জন্য একটি ঘরেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সহযোগে এই আশ্রয় গৃহে কুটির শিল্প খোলারও চেষ্টা হইতেছে। সাঁকাড়ী পাড়া রোডে ৫০জন শিশুর জন্য একটি লঙ্গর খানা খোলা হইয়াছে। লঙ্গর খানা খুলিবার দিন স্থানীয় বহু ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই সহযোগিতা করিবেন কথা দেন।

অভাবীদের সাহায্যে

দিনাজপুর জিলার ফুলবাড়ী এলাকার বিভিন্ন স্থানে গত ১লা সেপ্টেম্বর কৃষক দিবস পালিত হইয়াছে। হাটে হাটে পোষ্টার ও স্কোয়াড মারফৎ প্রচার করা হয়। এবারকার কৃষক দিবসের বিশেষত্ব ছিল অভাবীদের সাহায্যের জন্য আবেদন। বালিয়াডাঙ্গি থানায় কৃষকদের যে নিদারুণ অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে ও অনাহারে লোক মারা যাইতেছে তাহার সাহায্যের জন্য আবেদন করা হয়।

দৌলতপুর মাঠে কমরেড কৃষ্ণবন্ধু শীলের সভাপতিত্বে সভা হয়। ডাঙ্গাপাড়া হাটের সভায় সভাপতি ছিলেন কমরেড ক্ষিরোদ গোবিন্দ। উভয় সভায়ই বালিয়া ডাঙ্গির জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

লালপুর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির তরফ হইতে কৃষক মেয়েরা কৃষক মহিলা কমরেড বুধমনীর নেতৃত্বে স্কোয়াড করিয়া বাড়ী বাড়ী যাইয়া বালিয়া ডাঙ্গী কৃষকদের সাহায্যের জন্য চাঁদা তুলিতেছেন। এ পর্য্যন্ত ১০৲ টাকা উঠিয়াছে।

পার্ব্বতীপুর এলাকায় কমরেড বিভূতি মিত্রের নেতৃত্বে স্কোয়াড ঘরে ঘরে যাইয়া চাঁদা তুলিতেছেন। এ পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা উঠিয়াছে ও কিছু প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

সাহানগরে কণ্ট্রোলে চাল ও কয়লা বিলি

প্রায় তিন মাস হইল সাহানগর জনরক্ষা সমিতি জনসাধারণের মাঝে কাজ করিতেছে। সাহানগর অঞ্চলে মহিলা কনট্রোল দোকানটি যখন বিশৃংখলার জন্য উঠিয়া যাইবার উপক্রম হয়, তখন সমিতি আগাইয়া আসিয়া ইহার কাজের ভার নেয়। আজ পর্য্যন্ত শৃংখলার সাথে এই দোকান মারফৎ ৩৫,৮৮০ জনকে চাল, ৮০০০ জনকে আটা, ১২০০ জনকে চিনি ও ৫৩০ জনকে ময়দা বিক্রি করা হইয়াছে। বয়স্কদের সাথে ছোটদের বসিতে অসুবিধা হয় দেখিয়া ছোটদের আলাদা কিউ প্রথা করা হইয়াছে।

এই কণ্ট্রোল দোকানের কাজ নিয়াই সমিতি চুপ করিয়া বসিয়া নাই। মজুত বিরোধী অভিযানের সময় সাহায্য করিয়াছে। ফুড একজিকিউটিভ অফিসারকে বিতরণ কেন্দ্র খুলিবার জন্য দাবী জানায় ও কয়েকটি ঘর দেখাইয়া দেয়। ফলে তিনটি বিতরণ কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা হইয়াছে।

অভাবীদের সাহায্যের জন্য সমিতি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত একযোগে কাজ করিতেছে। বিরলার রিলিফের সাথে সহযোগিতা করিয়া ১৩ শত বাড়ীর সেন্সাস লওয়া হয় ও ৭ ব্রাঞ্চার টিকিট বিলি করা হয় ও প্রায় ৭ শত মণ চাল এবং আটা দেওয়া হয়। এই সেন্সাস লইতে যাইয়া দেখা যায় যে প্রায় ১০০ হইতে ১৫০ লোক ভিক্ষা করিয়া কোন রকমে বাঁচিয়া আছে। ২০০ পরিবার অতি কষ্টে দিন চালাইতেছে। ইহাদের সাহায্যের জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সহযোগিতায় সাহানগর পার্কে একটি সস্তায় খাদ্য দোকান খোলা হইয়াছে। সমিতির ভলান্টিয়াররা সাহানগর, নিকারীপাড়া ও প্রতাপাদিত্য রোডের লঙ্গরখানায় সাহায্য করিতেছে।

কয়লার ব্যবস্থার জন্যও সমিতি চেষ্টা করিতেছে। একটি কয়লার দোকানে কয়লা বিলির ভার সমিতির ভলান্টিয়াররা গ্রহণ করিয়াছে। সমিতির নির্দ্দেশ অনুযায়ী আর একটি দোকান চালান হইতেছে। আরো একটি দোকানের ভারও গ্রহণ করিবার কথা হইয়াছে এবং নূতন একটি দোকান খুলিবারও চেষ্টা চলিতেছে।

সমিতির তরফ হইতে জনসাধারণকে ডাক্তারী সাহায্য দেওয়াও হইতেছে। ৩ জন দুঃস্থ লোকের চিকিৎসা করান হইয়াছে, চারজন মৃতের সৎকার করা হইয়াছে।

জনসাধারণ আজ দেখিতেছে জনরক্ষা সমিতি বিপন্ন আপদে তাহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। তাই তাহারা জনরক্ষা সমিতিকে শক্তিশালী করিবার জন্য আগ্রহশীল।

কমরেড মহম্মদ আমিনের মৃত্যু

কমরেড আমিন ছিলেন একজন পাঞ্জাবী মুসলমান। ১৯৪০ সালে তিনি প্রথম কমিউনিষ্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। অক্লান্তভাবে পার্টির কাজ করিয়া তিনি খড়্গপুরের (মেদিনীপুর) রেল শ্রমিকদের মধ্যে পার্টিকে প্রিয় করিয়া তোলেন। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ কমরেড আমিনের কাজ সন্দেহের চোখে দেখিতে থাকে, তাই তাঁহাকে ১৯৪০ সালেই স্বগৃহে অন্তরীণের আদেশ দেওয়া হয়। এবং কিছুদিনের মধ্যেই অন্তরীন আইন ভাঙ্গার অপরাধে তাঁহাকে জেলে যাইতে হয়। জেলের মধ্যেই তিনি যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। বাহিরে আনার পর তাঁহার রোগ বাড়িয়াই চলে। গত ৭ই আগষ্ট এই দেশভক্ত কর্ম্মীর জীবনের দাঁড়ি অবসান হয়।

পার্টির বে-আইনি অবস্থায় স্বগৃহে অন্তরীণ থাকা সত্ত্বেও তিনি খড়্গপুরের পার্টিকে বাঁচাইয়া রাখেন। ১৯৪২ সালের ২৩ আগষ্ট খড়্গপুরে যে বিরাট ফ্যাসিষ্ট বিরোধী জনসমাবেশ হয় তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এই কমরেড। আমরা এই মৃত কমরেডের স্মৃতির উদ্দেশে বদ্ধমুষ্টি উত্তোলন করিয়া সম্মান দেখাইতেছি।

দর্জ্জিপাড়ায় লঙ্গরখানা

দর্জ্জিপাড়া জনরক্ষা সমিতি হিসাব নিয়া দেখে যে ১২টি পরিবারের ৫০ জন লোক প্রায় অনাহারেই দিন কাটাইতেছে। সমিতির তরফ হইতে ইহাদের সাহায্যের জন্য জনসাধারণের নিকট চাঁদা তোলা হয় ও একটি লঙ্গরখানা খোলা হয়। এই লঙ্গরখানায় রোজ ৫০ জনকে খাওয়ান হইতেছে।

গোয়া বাগানে দুধ বিলি

গোয়া বাগান জনরক্ষা সমিতি নিকটস্থ গোহাটার গোয়ালাদের নিকট হইতে দুধ সংগ্রহ করিয়া রোজ ৩০টি শিশুকে দুধ বিলি করিতেছে। সমিতির ভলান্টিয়াররা ঘরে ঘরে যাইয়া দুই পয়সা করিয়া ১৫৲ টাকা সাহায্য তুলিয়াছেন। অভাবীদের খাওয়াইবার জন্য এই টাকা খরচ করা হইবে।

বহরমপুরে রেশনিং-এর জন্য

জনসাধারণ সেন্সাস লইতে উদ্যোগী

খাদ্যাভাব দূর করিবার জন্য বহরমপুরবাসী সম্মিলিত হইতেছে। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণ ইতি পূর্ব্বে দাবী জানাইয়াছিলেন যে খাদ্যবস্তুর সেন্সাস ও রেশনিং-এর ব্যবস্থা জনসাধারণের তত্ত্বাবধানেই হওয়া দরকার। এই দাবী যে খাদ্যাভাব দূর করিবার এখনকার একমাত্র উপায়, তা সহরবাসী সকলে ক্রমশঃ উপলব্ধি করিল। সহরে একটী মিলিত রিলিফ কমিটী গঠিত হইল। এই কমিটীর তরফ হইতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে যাওয়া হইল এবং রেশনিং ও সেন্সাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন যে রিলিফ কমিটী যদি সেন্সাস লইবার দায়িত্ব লয়, তা হইলে তিনি আপত্তি করিবেন না। রিলিফ কমিটীর মধ্যে যত লোক ছিল সকলেই সেন্সাসের কাজে লাগিয়া গেলেন। সারা সহরে ৪০টী কোয়াড বাহির হইল। জনসাধারণ সকলেই স্কোয়াডের কাজে সহযোগিতা করিতেছে। রেশনিং-এর প্রয়োজনীয়তা আজ জনসাধারণ বুঝিতেছে।

রিলিফ কমিটীর মধ্যে সবাই

সহর রিলিফ কমিটী ছাড়াও মুর্শিদাবাদ জেলা-রিলিফ কমিটীতে আজকে জেলার বিশিষ্ট লোকেরা আসিয়াছেন। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর এই কমিটীর সভাপতি হইলেন। মহারাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রাও ইহার পৃষ্ঠপোষক। মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র নন্দী কমিটীর সম্পাদক, বহরমপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান মৌলভী আব্দুল গনি, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় সুরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ প্রভৃতি সহকারী সম্পাদক হইলেন। কমিটীর সভ্যদের মধ্যে কমিউনিষ্ট কর্ম্মী, কংগ্রেস কর্ম্মী প্রভৃতি সকলেই আছেন। সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় এই ভাবে যে রিলিফ কমিটী গঠিত হইল তাহার উপর জনসাধারণের আস্থাও আসিল। সহরে ৫টী লঙ্গরখানা খোলার সিদ্ধান্ত লওয়া হইল এবং তার জন্য সহজেই ২০০০ টাকা চাঁদা উঠিল। এই সমস্ত লঙ্গরখানায় ২০০০ লোককে খাদ্য দিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

২৪ পরগণা

নৈহাটী পিপল্‌স ফুড কমিটীর উদ্যোগে গত ২২শে আগষ্ট হইতে লঙ্গরখানার কাজ সুরু হইয়াছে। ২২শে এবং ২৯শে আগষ্ট প্রায় ১৫০০ লোককে খিচুরী খাওয়ান হয়। নৈহাটির জনসাধারণ চাঁদা তুলিয়া এই ব্যয় ভার বহন করিতেছেন। এই লঙ্গরখানাতেঠিক এখনও পুরা সপ্তাহ ধরিয়া খাওয়ান সম্ভব হইতেছে না। ফুড কমিটী চেষ্টা করিতেছে যাতে সরকারের কাছ হইতে অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়।

সরবরাহ মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন

২৪পরগণা জেলা খাদ্য কমিটীর তরফ হইতে এক প্রতিনিধি দল গত ২৮শে আগষ্ট সরবরাহ মন্ত্রীর সহিত দেখা করেন। তাঁরা যে কনট্রোল-দোকানের জন্য অন্ততঃপক্ষে প্রতি সপ্তাহে ১৪০০০ মণ চাল সরবরাহ এবং প্রত্যেক মিউনিসিপালিটী ও ইউনিয়নে অন্ততপক্ষে একটী করিয়া লঙ্গরখানা খোলার দরকার। মন্ত্রী মহাশয় বলেন যে তিনি ঐরূপ লঙ্গরখানা খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ইতি পূর্ব্বেই ৬০,০০০ মণ খাদ্য শস্য পাঠাইয়াছেন। তিনি জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত যোগাযোগ রাখিবার জন্য ফুড কমিটীকে পরামর্শ দেন।

গাইবাঁধা মহকুমা 'ফসল বাড়াও' সম্মেলন

১লা সেপ্টেম্বর গাইবাঁধা সহরে মহকুমা কৃষক সমিতির নেতৃত্বে মহকুমা কৃষক সম্মেলন হয়। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় নেতা মৌলভী মহম্মদালী সাহেব। ৪মাইল দূর হইতে ১০০০ কৃষক শোভাযাত্রা করিয়া সহরে আসেন। সহরে ৩০০ বিড়ি মজুরও এই শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। সভায় প্রায় ৩০০০ লোক হইয়াছিল। মুস্লিম লীগের সভাপতি মোঃ খয়রা জামান চৌধুরী সাহেব এই সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি অধিক ফসল বাড়াইতে কৃষকদের সংগঠিত হইতে উপদেশ দেন।

সভার শেষে কমরেড পূর্ণেন্দু পালের নেতৃত্বে খাদ্য-সঙ্কট ও তাহার সমাধান বিষয়ে একটী পালা-গান ও জাপ আক্রমণের ধ্বংস লীলা, ঐক্য প্রচেষ্টায় আমলাতন্ত্রের বাধা, জনগণের উদ্যোগে কংগ্রেস-লীগের মিলন প্রভৃতির নৃত্য দেখান হয়।

সভা ও মিছিল

খুলনা জিলার শোভনা ইউনিয়ন কৃষক সমিতির উদ্যোগে কৃষক দিবস পালিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে দুইটি স্কোয়াড ঘরে ঘরে প্রচার করে। বিকালে একটি শোভাযাত্রা বাহির হয়। কিশোর বাহিনীর ছেলেমেয়েরাও অনেকে শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। ভলান্টিয়ারদের কুচকাওজের পর কমরেড মনীন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে সভা হয়। সভায় ফাসি বিরোধী বন্দীদের মুক্তির দাবী করা হয়। জেলার অন্যতম নেতা কমরেড শচীন বসুর উপর হইতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবী করা হয়।

দার্জ্জিলিং এ সভা ও খাদ্য কমিটি

খাদ্য সংকট দার্জ্জিলিং-এ ও ভীষণ আকার নিয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে দেখা দিয়াছে হতাশা। এমনি অবস্থায় সহরের বিশিষ্ট নাগরিক ও কমিউনিষ্টদের চেষ্টায় একটি জনসভা ডাকা হয়। বস্তীতে ও মহল্লায় স্কোয়াড যাইয়া সভার উদ্দেশ্য প্রচার ও ইস্তাহার বিলি করে।

সভায় সভাপতি হইলেন গুর্খা লীগের প্রেসিডেণ্ট ও এম, এল, এ মিঃ দম্বর সিং গুরুং। কমরেড গনেশলাল সুব্বা নেপালী ভাষায় একটি বক্তৃতা দেন। তাঁহার পর বক্তৃতা দেন কমরেড সুশীল চ্যাটার্জ্জী। সভায় বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়। দার্জিলিং-এ এই ধরনের সভা এই প্রথম। হলে তিল ধারনেরও স্থান ছিল না। ৩৫ জন গুর্খা ভলান্টিয়ার সভার শৃংখলা রক্ষা করেন।

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পর সহরের সমস্ত কর্ম্মী ও সংঘের প্রতিনিধি লইয়া একটি খাদ্য কমিটি গঠন করা হয়। অর্থ সাহায্য, ও ভলান্টিয়ারের জন্য সভায় আবেদন করা হইলে বেশ সাড়া পাওয়া যায়।

লেনিন-ডে কোটা পূরণের জন্য

পার্টি কর্ম্মীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা

ঢাকা

২৫ শে আগষ্ট বৈকালে ৫॥০ টায় কমিউনিষ্ট-পার্টির জিলা অফিসে ঢাকা লঙ্করের পার্টি সভ্যদের সাধারণ সভা। ৯ই আগষ্টের পরে এই প্রথম আবার সহরের পার্টিসভ্য এক সভায় একত্রিত হইলেন। রবিবার না হওয়ায় সমস্ত মজুর ও ও ছাত্র কমরেডরা সভায় যোগ দিতে পারেন নাই। রিলিফ কমিটির মিটিং থাকায় এক মহল্লায় কমরেডরা যোগ দিতে পারেন নাই, কলরার শুশ্রূষায় ব্যস্ত আর এক মহল্লায় কমরেডরা আসিতে পারিলেন না। ৮০ জন কমরেড সভায় উপস্থিত হইলেন তাহার মধ্যে ২২ জন মহিলা, দুই জন মধ্যবিত্ত ঘরের মুসলমান মহিলাও আছেন। ইহাছাড়া ৩০ জন কিশোর তাহাদের উৎসাহ দিয়া সভাকে সজীব করিয়া তুলিল। জিলা কমিটির সম্পাদক কমরেড জ্ঞান চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার পর জাগ জাগ দেশ দরদী ভাই" গানটি দ্বারা সভার কাজ আরম্ভ হইল। জিলা কমিটির সংগঠক কমরেড বিনয় বসু ঢাকা সহরের রিপোর্ট পাঠ করিলেন। ৯ই আগষ্টের বিরাট ঝড়ের ভিতর দিয়া আমরা কি ভাবে নূতন উৎসাহ নিয়া কাজে আগাইয়া আসিয়াছি, অভুক্ত জনগণকে খাওয়ানর দায়িত্ব নিয়া কি ভাবে আমরা দেশরক্ষার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিতেছি ও করিব এবং পঞ্চম বাহিনীকে নির্ম্মূল করিতে পারিব, এ কাজে এখনও আমাদের কি ত্রুটী রহিয়াছে কমরেড বসু তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। রিপোর্টের পর কমরেড নিবেদিতা নাগের নেতৃত্বে একটি গান হয়।

১৫ জন কমরেড নূতন পার্টি সভ্য হওয়ার শপথ গ্রহণ করেন। দুই জন মধ্যবিত্ত ঘরের মুসলমান মহিলা যখন শপথ গ্রহণ করেন তখন সবাইয়ের কি যে উৎসাহের ভাব ফুটিয়া উঠে। শপথ গ্রহণের পর কমরেড সভাপতি নূতন কমরেডদের কর্ত্তব্য এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে পুরানো কমরেডদের দায়িত্ব ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

নূতন কমরেডদের অভিনন্দন জানাইবার পর কমরেড লম্বর তাঁহার স্বরচিত "বোম্বাইসে লোকযুদ্ধ আয়া হ্যায়" গানটি করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি এখনকার ভুল ত্রুটী সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া পার্টির পরবর্ত্তী কাজ কি হইবে তাহা বলেন, এবং লেনিন দিবস কোটা পূরণ করার জন্য আবেদন জানান। সভায় প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি আসিতে লাগিল। কমরেড হাসিনা খাতুন প্রতিশ্রুতি দিলেন, আমি আমার কিশোর বাহিনী হইতে ১৫৲ টাকা দিব। কমরেড রণেশ দাসগুপ্ত তাহার আঘাতের পর এখনও বাহির হইতে পারেন না কিন্তু তবুও তিনি গাড়ী করিয়া আসিয়া সভায় উপস্থিত হন এবং ৫০৲ টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন, হোসিয়ারী শ্রমিক কমরেড সন্তোষ ও অমিয় তাহাদের ১৫ দিনের বেতন ফাণ্ডে দিবেন। মজুর কমরেড রাধা কান্ত ও সহর আলি যথাক্রমে ২৫৲ ও ১০৲ প্রতিশ্রুতি দেন। মহিলা কমরেড নিবেদিতা, নীলিমা, ডলি, অমিয়া, ১০০৲, ৬০৲, ৫৫৲, ৫০৲, টাকার প্রতিশ্রুতি দেন। কিশোর ছাত্র প্রভৃতি সকলেই তাহাদের সংখ্যা জানাইতে থাকেন। কমরেড সোনা ফিঞ্চার চায়ের দোকান আছে, তিনি এক মাসের লাভের অর্দ্ধেক দিবেন। সর্ব্বশেষে কমরেড রণবীর ঘোষ ঘোষণা করেন তিনি তাহার বাড়ী বিক্রয় করিয়া ১০০০৲ ফাণ্ডে দিবেন। সভার শেষে হিসাব করিয়া দেখা গেল ১৬৪৫৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। সভাস্থানেও নগদ কিছু পাওয়া গিয়াছে। একটি সোনার আংটি ও একজন দিয়াছেন।

অল্প সংখ্যক পার্টি কমরেডদের নিকট হইতে এই পরিমাণ টাকার প্রতিশ্রুতিতে কমরেডরা বুঝিলেন লেনিন দিবস কোটা আমরা ছাপাইয়া অনেক দূর যাইতে পারিব।

জলাবাড়ী ইউনিয়ন মুসলীম লীগ সেক্রেটারীর বিবৃতি

এ বছর ৯ই আগষ্ট পঞ্চম বাহিনীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দেশের জনসাধারণের দেশপ্রেম জয়ী হইয়াছে।

গত বছর ৯ই আগষ্ট কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের সাথে সাথে দেশব্যাপী যে ধ্বংসকার্য্য ও অরাজকতা সুরু হয় তাহাতে লীগপন্থী তথা মুসলীম জনসাধারণ বিভ্রান্ত হইয়া ভাবিল—কংগ্রেসের এই পথ কংগ্রেস ও লীগের ঐক্যের পথে বিরাট অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে; আমলাতন্ত্রের কংগ্রেস বিরোধী প্রচার মুসলমানদের মনে আরও সন্দেহ সৃষ্টি করিল।

যেদিন ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি সাহসের সহিত আমলাতন্ত্রের এই প্রচার, কংগ্রেস কর্ম্মীদের উত্তেজনা এবং জনসাধারণের হতাশার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের পথে জাতীয় ঐক্যের আওয়াজ তোলে—সেদিন সম্পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস লইয়া তাহাদের বক্তব্য আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। পরে গান্ধীজীর উপবাস ও জিন্না সাহেবের কাছে চিঠি প্রমাণিত করে—কংগ্রেস ধ্বংসাত্মক পথ গ্রহণ করে নাই, কংগ্রেস লীগের সাথে ঐক্য চায়। এ বছর ৯ই আগষ্ট পঞ্চমবাহিনীর প্রচার ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া কংগ্রেসসেবীরা তাই ধ্বংসের পথ গ্রহণ করে নাই—ভারতের পক্ষে ইহা নূতন আলোকের সন্ধান দিবে।

মুসলীম-লীগের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে কংগ্রেস কর্ম্মীদের নিকট আমার অনুরোধ তাহারা আর একটু আগাইয়া আসিয়া মুসলমানদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দাবী মানিয়া লইবে।

লীগপন্থীভাইদের কাছে আমার দাবী—এই সুযোগ নষ্ট করা আত্মহত্যার সামিল হইবে,—তাহাদের কর্ত্তব্য, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করিবার জন্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবী করা।

কমিউনিষ্ট পার্টির কাছে আমার বক্তব্য কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের জন্য তাহাদের অক্লান্ত প্রচার ভারতবাসীর দেশপ্রেমের জোরে জয়ী হইবেই—।

আঃ মহাম্মদ আব্দুল লতিফ মিঞা

কৃষক সম্মেলন

বীরভূম জেলার বিষ্ণুপুর ইউনিয়নে গত ২৪ শে আগষ্ট ইউনিয়ন কৃষক সম্মেলন হয়। এতদিন যে হতাশার অবস্থা ছিল এই সম্মেলনের ফলে তা দূর হয়। কৃষকদের ভিতর আবার সাড়া জাগে। সমিতির সভ্যও সংগৃহীত হইতে থাকে। সম্মেলনে ১৮ টাকা চাঁদাও উঠে।

২৮ শে আগষ্ট আহম্মদপুর ইউনিয়নেও একটি সম্মেলন হয়। পঞ্চম বাহীনীর বাধা সত্ত্বেও প্রায় ৫ শত লোক সম্মেলনে যোগ দেয়। উভয় সম্মেলনেই বর্ত্তমান খাদ্য সংকট ও তাহার সমাধানের জন্য খাবার ফসল বাড়ানো, কণ্ট্রোল দোকান ও লগরখানা খোলা, প্রভৃতির প্রস্তাব নেয়া হয়।

কোটা-পূরণে কলিকাতার ছাত্ররা

৪৫০০ টাকায় জোশীর ছবি বিক্রয়

কমিউনিষ্ট পার্টি আজকে দেশের সংকট ঘুচাইবার জন্য কাজে নামিয়াছে, কমিউনিষ্ট পার্টিকে শক্তিশালী করিলে সেই কাজই জোরালো হইবে—কলিকাতার ছাত্র-সমাজ ইহা অনুভব করিয়া পার্টির ফাণ্ডে যার যা আছে সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিল। ৭ই সেপ্টেম্বর ছাত্রদের এক সভা হয়। সেই সভায় পার্টি ফাণ্ডের জন্য আবেদন জানান হইলে ছাত্রদের মধ্যে সাহায্য দানের প্রতিযোগিতা সুরু হইয়া যায়।

ফাউন্টেন পেন, ঘড়ি, আংটী প্রভৃতি যার যা ছিল, সব পার্টির ফাণ্ডে জমা হইতে লাগিল। মেয়েরা অনেকেই সোনার চুড়ি খুলিয়া দিলেন। অনেক ছাত্র নিজেদের হাতখরচের টাকা দিলেন। কারমাইকেলের একটী ছাত্র কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত ধ্বংসকার্য্যে বিশ্বাসী ছিলেন। আজ তিনি পার্টির নীতেকে গ্রহন করিয়াছেন—তিনি তাঁর আংটী খুলিয়া দিলেন। একটী ছাত্র তার দেড়শ টাকার বই দিয়া দিল।

যে সব জিনিষ পাওয়া গেল, তা তখন নিলামে দেওয়া হইল। ইহার জন্য সমস্ত স্কুল কলেজের মধ্যে আবার প্রতিযোগিতা হয়। একটী সেলাইমেশিন পোষ্ট গ্রাজুয়েটের ছাত্ররা ৫৫০ টাকায় কিনিয়া লয়। আরো তিনটী পেনের মধ্যে একটী নেয় আশুতোষ কলেজের ছাত্রীর' ৪৫০ টাকায়, ২য়টী নেয় আশুতোষ কলেজের ছাত্ররা' ৫৫০৲ টাকায়, তৃতীয়টী নেয় উত্তর কলিকাতার ছাত্রীরা ৪৫০৲ টাকায়। ২টী ঘড়ির মধ্যে ১টী প্রিণস কলেজের ছাত্ররা ৪০০৲ টাকায় কিনিয়া নেয়, ২য়টী স্কুল ছাত্ররা, কিনে ৫৫০৲ টাকায় ৪টী মনিব্যাগ স্কটীশ ছাত্ররা ৬০০৲ টাকায় কিনিয়া নেয়।

সভার সবার চাইতে উল্লেখ যোগ্য প্রতিযোগিতা হইল যোশীর ছবির উপর। সাড়ে চার হাজার টাকা তুলিয়া দিবার প্রতিশ্রুতিতে স্কটীশ চার্চ্চের ছাত্ররা এই ছবি কিনিয়া লয়।

কমিউনিষ্ট পার্টির জন্য ছাত্ররা সর্ব্বস্ব দিতে আজ তৈরী।

মালদহ সোভিয়েট সুহৃদ সম্মেলনে পঞ্চম বাহিনীর গুণ্ডামি

গত ২৫শে আগষ্ট মালদহের জেলা সোভিয়েট সুহৃদ সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সঙ্ঘের প্রাদেশিক কমিটির পক্ষ হইতে কমরেড স্নেহাংশু আচার্য্য ও কমরেড ভূপেশ গুপ্ত এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলন পণ্ড করার জন্য পঞ্চম বাহিনী প্রাণপণ চেষ্টা করে; সহরময় তারা গুজব রটাইয়া দেয়, সভায় মারামারি হইবে। কিন্তু দেখা গেল সম্মেলনের দিন হলে তিল ধারণের স্থান নাই; সহর ভাঙ্গিয়া লোক আসিয়াছে। তখন পঞ্চম বাহিনী হলের মধ্যে ঢুকিয়া গোলমাল সুরু করিল। সুভাষের নামে তাদের শ্লোগান; সভার লোক তাতে সাড়া দিল না। কমরেড স্নেহাংশু আচার্য্য ও কমরেড ভূপেশ গুপ্তের বক্তৃতার পর সে দিনকার মত সভা শেষ হয়।

পর দিন আবার সভা। আগের দিন সহরবাসী পঞ্চমবাহিনীর গুণ্ডামি দেখিয়াছে। তাছাড়া পাড়ায় পাড়ায় রাজনৈতিক প্রচার হইয়াছে। পঞ্চমবাহিনীর ইস্তাহার ব্যর্থ হইল; স্থানীয় মহাসভাকে দিয়া সাম্প্রদায়িক কুমতলব হাঁসিল করা গেল না। দ্বিতীয় দিন আরো বেশী লোকের সমাবেশ হইল। সোভিয়েটের সমর্থনে বাংলার বিশিষ্ট মনীষীবৃন্দের আবেদন সভায় পঠিত হইল। পঞ্চমবাহিনী আবার হৈ চৈ আরম্ভ করিল। তাদের নালিশ বক্তৃতার ফলে জনসাধারণ সোভিয়েটভক্ত হইবে। কিন্তু ইহাতে সুবিধা হইল না দেখিয়া ভলান্টিয়ারদের উপর চড়াও হইতে চেষ্টা করে; কিন্তু সুবিধা না পাইয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়ে। সভা ভাঙিবার পর সেই রাত্রেই দেড়শত লোকের একটি মিছিল বাহির হয়। পরদিন সকালে স্কোয়াড করিয়া 'ইণ্ডো সোভিয়েট জার্ণাল' বিক্রি করা হয়। এই সম্মেলনে সহরবাসীর কাছে পঞ্চমবাহিনীর মুখোস খুলিয়া পড়িয়াছে। সকলে বুঝিয়াছে, দেশের এই সব অনুচররা শুধু কমিউনিষ্ট ও সোভিয়েট ইউনিয়নেরই বিরোধী নয়—স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক মানুষের তারা শত্রু।

কামারকাঠীতে পঞ্চমবাহিনী মাথা তুলিতেছে

বরিশাল জেলার কামারকাঠীতে পঞ্চমবাহিনীর গুপ্ত পোষ্টার দেখা গেল: 'যে সব স্থানে কমিউনিষ্ট পার্টির সভা অথবা বৈঠক হইবে, তাহাতে আগুন লাগান হইবে।' কমিউনিষ্ট পার্টির পোষ্টার দেখিলেই তাহা ছিড়িয়া ফেলিবার জন্য পঞ্চম-বাহিনী চেষ্টা করিতেছে। পঞ্চমবাহিনী কি চায়? তারা চায়, খাদ্যের জন্য সভা-সমিতি না হোক, খাদ্যাভাব বাড়িতে থাকুক। অন্য কোনো উপায়ে না পারিয়া এইভাবে তারা এখন জনসাধারণকে উদ্ব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে।

তাদের অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করিতে পারে জনসাধারণই। কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীরা তাদের কার্য্যকলাপের উদ্দেশ্য জনসাধারণের কাছে বুঝাইতেছে। মুসলিম লীগের সম্পাদক মৌলভী আব্দুল লতিফ লীগের নাম করিয়া ইহাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন করিতেছেন। তিনি প্রচার করিতেছেন: পঞ্চমবাহিনী সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় থাকা কোনো মুসলমানের পক্ষেই আর সম্ভব নয়। ছাত্র-ফেডারেশন ও আত্মরক্ষা সমিতি হইতেও প্রচার চালানো হইতেছে।

ফ্যাশিষ্ট বিরোধী মুক্তি সৈনিক

২৪ পরগণার এক মজুর এলাকায় এক প্রচার স্কোয়া

★ খাদ্যের দাবীতে জনসমাবেশ ★

আসামে খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের অভাব দিন দিন বাড়িতেছে; ডিব্রুগড়ে বিশেষভাবে এই সংকট তীব্র আকারে দেখা দিয়াছে। খুচরা দোকান ও সমবায় সমিতিগুলি বাঁধাদরে কোনো কোনো নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ সরকার হইতে পাইয়া আসিতেছিল; কিন্তু তাদের বণ্টনব্যবস্থায় কারো কোনো হাত ছিল না। জনসাধারণের চাপে আজ সরকারী ঔদার্য্যও ভাঙিতেছে। সমস্ত প্রদেশ জুড়িয়া যে খাদ্যসংকট দেখা দিয়াছে তার বিহিত করিবার জন্য শিলং-এ খাদ্য সম্মেলন ডাকা হইয়াছে। এই সম্মেলন যাতে সফল হয়, তার জন্য ডিব্রুগড়ের বিভিন্ন গণপ্রতিষ্ঠান হইতে খাদ্য পরিকল্পনা পাঠানো হইয়াছে। তাছাড়া রেশনিং দাবী করিয়া বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের লোকদের স্বাক্ষরযুক্ত একটি গণদরখাস্ত এই সম্মেলনে পাঠানো হয়। মাত্র দু'দিনে ১৬৪২টি সই পাওয়া যায়।

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত গাটিয়াডেঙ্গা অত্যন্ত দরিদ্র গ্রাম। আশে পাশে প্রত্যেক ইউনিয়নে অন্নসত্র খোলা হইয়াছে; প্রত্যহ ১০০ শত নরনারীকে খাউভাত দেওয়া হইতেছে। স্থানীয় কৃষক কর্ম্মী কমরেড ছলিম এই সব অন্নসত্রে ফসল বাড়ানো ও কুটির শিল্পের কাজে সকলকে উৎসাহ দিতেছেন। স্থানীয় খাদ্য কমিটির সম্পাদক মাষ্টার আবদুস সুকুরের চেষ্টাতেই একদিকে জাপ বিরোধী ঐক্য গড়িয়া উঠিতেছে। অন্যদিকে জন হিতকর আন্দোলন বাড়িতেছে। গ্রামে এ পর্য্যন্ত ৮৪ জন কৃষক সমিতির সভ্য হইয়াছে এবং অন্নসত্রের কাজে পাঁচজন ভলান্টিয়ার পাওয়া গিয়াছে।

গত জুলাই মাস হইতে বাঁকুড়ার ওন্দা কৃষক সমিতি অন্ন, বস্ত্র এবং কেরোসিনের জন্য একতা গড়িয়া তোলে। গণদরখাস্তে ৩শত সই পাওয়া যায়। থ্যামারবেড়িয়া খাদ্য কমিটি উদ্যোগী হইয়া জিলা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠায়। কর্তৃপক্ষ ওন্দা কো-অপারেটিভের হাতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় দিতে রাজি হইলেন। স্থানীয় কর্ম্মীরা জনসাধারণের মধ্য হইতে ২ দিনেই ২ হাজার টাকা উঠাইলেন। থানা অঞ্চলে সস্তায় কাপড় পাওয়া গেল। কুমারডাঙ্গার কৃষককর্ম্মীরা ইহাতে উৎসাহিত হইয়া নিজেদের গ্রামে চিনির রেশন করিয়া দেন। ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় ভালভাবে বিলি হইতেছে দেখিয়া কর্তৃপক্ষ চিনি, ময়দা বিক্রির ভারও কো-অপারেটিভের হাতে দিল। এজন্য কৃষক সমিতির কর্ম্মীরা রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করিয়াছে।

হাওড়ার অন্তর্গত আমতা থানার ডাঃ কমরেড সরকারের নেতৃত্বে স্থানীয় ইউনিয়নবোর্ড ফুড কমিটি, হোম গার্ড, সরকারী জুট অফিসার, সার্কেল অফিসার এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতায় ১৩।১৪ শত অভাবী লোকের একটি লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছে। কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সমিতি, জনরক্ষা সমিতি, ইউনিয়ন বোর্ড ও হোম গার্ডের স্বেচ্ছাসেবকের দল এই কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে। ফুড কমিটি মারফৎ প্রতি ইউনিটে কার্ড মারফৎ দুঃস্থদের মধ্যে চাল, আটা বিলি হইতেছে।

কিছু দিন আগে মাণিকগঞ্জের জনরক্ষা সমিতির পক্ষ হইতে স্থানীয় কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি ও হিন্দু মহাসভার একটি রিলিফ কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির চেষ্টায় সরকার হইতে সহরে ও বিভিন্ন যায়গায় কয়েকটি লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছে। সহরে রোজ ১৫০০ শত দুঃস্থকে খিচুড়ি দেওয়া হইতেছে। এই কাজে সমস্ত শ্রেণী ও সমস্ত সম্প্রদায় এক হইয়াছে। কিন্তু চালের অভাবে অবস্থা খুব সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। অনাহারের জন্য রোগও ছড়াইয়া পড়িতেছে। হাসপাতালে ৪।৫ জনের বেশী স্থান সংকুলান হয় না। রিলিফ কমিটির উদ্যোগে ঔষধ বিতরণ ও অস্থায়ী হাসপাতাল খুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এখনি চাল আমদানীর ব্যবস্থা ও হাসপাতালের সুরাহা না হইলে অন্নাভাব ও মহামারী প্রবল আকার ধারণ করিবে।

দেশবাসীকে খাদ্য দিতে সৈন্য ও এ-আর-পির লোকেরা

২৪ পরগণার বিরলা পুরে চালের অভাবে লোকের খাদ্যাভাব প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় সেখানকার উপকূলরক্ষী সৈন্যরা চুপ করিয়া থাকিতে পারে নাই। দেশবাসীর সুখে দুঃখে তারা অংশ গ্রহণ করিতে চায়। বিরলাপুরে তারা একটি রিলিফ কিচেন খুলিল। এখানে প্রতিদিন দেড়শ লোক খাইতেছে। এই কাজের ফলে জনসাধারণের সঙ্গে তাদের সদ্ভাব গড়িয়া উঠিতেছে। যারা ভাবিত সৈন্যরা শুধু ভাড়াটিয়া ফৌজ, তাদেরও আজ বিশ্বাস হইতেছে যে সৈন্যরা দেশ রক্ষারই ফৌজ, দেশবাসীরই ভাই।

পাঙ্কুনিয়ার এ-আর-পি কর্ম্মীরা তিন বেলা অন্তর এক বেলা না খাইয়া সেই রেশন দিয়া একটী রিলিফ কিচেন খোলেন। তাঁদের এই কাজ অন্যান্য লোকের মনেও সাড়া আনিয়া দিল। তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে অন্যান্য মেসের বাসিন্দারাও আগাইয়া আসিল। একটী মেসের মাসিক হিসাব নিকাসের পর যে চাল-ডাল প্রভৃতি উদ্বৃত্ত ছিল, তা রিলিফ-ফাণ্ডে জমা দেওয়া হইয়াছে। মুসলিম মেসের লোকেরাও তাদের উদ্বৃত্ত রিলিফ কিচেনের জন্য দান করিল। এই সমস্ত অর্থ একত্র করিয়া প্রতিদিন অনাহারী লোককে খাওয়ান হইতেছে।

দেশরক্ষার জন্য এই যুদ্ধ

শ্রীহট্টের হেমন্ত নাথ দাস ১৯৩০।৩১ সালে রাজনৈতিক অভিযোগে আড়াই বছর কারাবাস ভোগ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি মিলিটারী কণ্ট্রাক্টের কাজ নিয়াছেন; শুধু 'অর্থোপার্জ্জনের জন্য নয়, দেশরক্ষার কর্ত্তব্য হিসাবেই তিনি এই কাজ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে যে চিঠি লিখিয়াছেন তার প্রতি তাঁর দেশানুরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'তোমাকে আজ দেশের কাজে নিযুক্ত দেখিতে আমার প্রবল ইচ্ছা হয়। আজ দেশের ডাক আমাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে; ফ্যাশিষ্ট জাপানীকে আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়া আজ রুখিতে হইবে। তোমার নিকট আমার আহ্বান—তুমি তোমার বিপুল কর্ম্মশক্তি নিয়া দেশের ভিতর নারীসংঘ গঠন করিয়া কুটির শিল্পের মধ্য দিয়া দেশের উন্নতি করো। দেশরক্ষা ও স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হও।'

কৃষক সমিতির কাজে বাধা

ময়মনসিংহ জিলার শ্রীনন্দি থানায় পুলিশের তরফ হইতে কৃষক সমিতির কাজে বাধা জন্মান হইতেছে। স্থানীয় পুলিশ কর্ম্মচারীরা বলেন কৃষক সমিতি যে আইনী কাজ চালাইতেছে। অথচ ইহা আজ কাহারও অজানা নাই যে কৃষক সমিতি খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে, খাবার ফসল বাড়াইবার কাজ করিতেছে, অভাবীদের সাহায্য করিতেছে। তবু এই থানায় কৃষক কর্ম্মী কমরেড ধরণী, মঙ্গলা, প্রভৃতিকে আটক করা হইয়াছিল। আমরা এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পিপল্‌স্ ফ্রাড রিলিফ কমিটী

পিপল্‌স্ ফ্রাড রিলিফ কমিটির নিকট সংবাদ আসিয়াছে যে হুগলী জেলার বলাগড় থানার, পোলবা থানার ও আরামবাগ সাবডিভিসনের বহুগ্রাম বন্যার ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সর্ব্বত্র ঘরবাড়ী ভাসিয়া গিয়াছে, গরু বাছুর মারা পড়িয়াছে, খাদ্য শস্য নষ্ট হইয়াছে, ম্যালেরিয়া ও কলেরা মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে।

বলাগড় থানায় আমাদের স্কোয়াড কাজ করিতেছে। আরামবাগ অঞ্চলে আমাদের স্থানীয় কর্ম্মীরা বঙ্গল রিলিফ কমিটির সহিত সহযোগিতায় রিলিফ কার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। আমাদের কর্ম্মীদের উদ্যোগে সকল পার্টির সহযোগে একটি জেলা বন্যাসাহায্য সমিতি গঠন করিয়া বঙ্গল সেন্ট্রাল ফ্লাড রিলিফ কমিটি ও অন্যান্য কমিটির সহিত একযোগে বন্যাসাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার কাণ্ডি অঞ্চলের অধিবাসীগণের পক্ষ হইতে তাঁহাদের দুরবস্থায় সহায়তা করার জন্য পিপল্‌স্ ফ্রাড রিলিফ কমিটির নিকট আবেদন আসে। তদুত্তরে কমিটি তৎক্ষণাৎ অর্থ সাহায্য প্রেরণ করিয়াছে। বর্দ্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলায় কমিটির কার্য্য ক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। তদনুসারে কমিটি পুনরায় সাধারণের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা:—সেক্রেটারী, পিপল্‌স্ ফ্রাড রিলিফ কমিটি, ২৪নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—নীরেন্দ্রনাথ রায়

প্রাপ্তি স্বীকার (দ্বিতীয় দফা)

পূর্ব্বে স্বীকৃত ৩৬৫৸৶৭৷৹

বৃটিশ ইণ্ডিয়া ইলেক্‌ট্রিক কোং (বামাল লরি) ৫৲, নৃপেন চক্রবর্ত্তীর মারফৎ ১০৲, ট্রাম শ্রমিক পার্কসার্কাস ৩৭৶৫, সুনীল বসুর মারফৎ ৮৭৲, সুমন সরকারের মারফৎ ২৪৲, লক্ষ্মী জুট মিল (৩য় দফা) ৮৲, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের মারফৎ ২৫৲, মধুচন্দ্র ও কিশোরবাহিনী, (শাখান্, শিলং) ৩০৲, ট্রামশ্রমিক, বেলগাছিয়া ৪৩।৶৭।৹, ট্রামশ্রমিক, কালীঘাট ১৪।৹, মেডিক্যাল ইউনিয়নের উদ্বৃত্ত ১১৸৶৹, প্রফেসর অমরেন্দ্র মিত্রের মারফৎ ১০৲, ট্রামশ্রমিক, পার্ক সার্কাস (দ্বিতীয় দফা) ১৮৲, রামচাঁদ হজারিমাল, (জুয়েলার, দিল্লী) ৩০০৲, রণজিৎ গুহের মারফৎ ৮৶৹, ট্রামশ্রমিক, বেলগাছিয়া (দ্বিতীয় দফা) ১৯৸/১৭।৹, খলিলুর রহমান (যুক্ত বাইণ্ডার্স) ৩৲, ডি, বিশ্বাস (৺৷৹ চালের দাম) ২৲, এম্, এল্, জামাল ১৲, মোট—১০২৩৸/১৭।৹।

কমরেড নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মারফৎ পাওয়া গিয়াছে—ধুতি ২, শাড়ী ৬, জামা ১৯, ব্লাউজ ২২, ফ্রক ৪, গেঞ্জি ২।

প্রাপ্তি স্বীকার (৩য় দফা)

পূর্ব্বে স্বীকৃত ১০২৩৸/১৭।৹

মণিকা গুপ্ত, শিলং ২৲, এ, আর, পি ফ্রেণ্ডস্, চিৎপুর, পোষ্ট টেন্ ১০৲, এ, ধি, সেন্‌স্, সি, সি, পি, এম, অফিস, সাব্রাই ডিপার্টমেন্ট ২২।৹, কমলা পতি রায়, রিপন্ কলেজ হইতে ৬৲, লক্ষ্মী জুট মিল (৫ম দফা) ৫৲, গভর্ণমেন্ট মেডিকেল ষ্টোর ডিপো (২য় দফা) ৭৲, শান্তি মিত্র ৫৲, গোপাল আচার্য্যের মারফৎ ২২৲, গভর্ণমেন্ট মেডিকেল ষ্টোর ডিপো (৩য় দফা) ৩৲, লক্ষ্মী জুট সেল (৬ষ্ঠ দফা) ৪৲, নৃপেন চক্রবর্ত্তীর মারফৎ ৪০৲, সুমন সরকারের মারফৎ ২৭০৲, শ্যামল ঘোষের মারফৎ ৩০৲, সুমন সরকারের মারফৎ ৫৲, নবকুমার দত্ত ও পি, বি, সরকার, শিমলা ৫৲, দুলাল চন্দ্র মিত্র, মজফরপুর ৫০৲, পিপল্‌স্ সাইক্লোন রিলিফ কমিটি ৮০।৶১০৲, শ্যামবাজার, বাগবাজার সেল ১৸০, হরিপদ চ্যাটার্জ্জির মারফৎ ৪।০, মোট—১৫২৩৸৶৭।৹।

সম্পাদক—নীরেন্দ্রনাথ রায়

২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রিট।

ওয়ার্কার্স লীগের সিদ্ধান্ত

দল ভাঙ্গিয়া দিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির সহিত কাজ করিব

[ওয়ার্কার্স-লীগ বাংলা ও দিল্লী প্রদেশের মজুর আন্দোলনের একটি ছোট দল। ইহারা বিভিন্ন সময়ে কমিউনিষ্ট পার্টির বিরোধী রাজনীতি লইয়া মজুর আন্দোলনে কাজ করিয়াছেন, তাহার ফলে মজুর-আন্দোলন শক্তিশালী হয় নাই, মজুর আন্দোলনে ভেদ সৃষ্টি হইয়াছে।

কিন্তু বর্ত্তমানে তাহারা তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন, জাতীয় সংকটের গভীরতা এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির অগ্রগতি তাহাদিগকে সঠিক রাজনীতি গ্রহণে সাহায্য করিয়াছে, তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মজুর আন্দোলনের ঐক্যের জন্য তাহারা নিজেদের দল ভাঙ্গিয়া দিয়া কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে বিভিন্ন গণ-সংগঠনে কাজ করিবেন, দেশরক্ষা জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় সরকারের জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়া কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্য পদের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবেন। আমরা আশা করি বিবৃতিতে তাঁরা যা বলিয়াছেন, দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়া তা তাঁরা প্রমাণ করিবেন। তাহাদের বিবৃতির সারাংশ নীচে ছাপা হইল—সম্পাদক]

আজকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যারা কমিউনিজমে বিশ্বাসী, তাদের পক্ষে কমিউনিষ্ট পার্টির বাইরে থাকা বা কমিউনিষ্ট পার্টির বিরোধীতা করা দেশের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতারই মতো হইবে। আমরা এতদিন কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি সঠিক ভাবে বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু আজ যখন তা বুঝিয়াছি এখন আমরা আমাদের ভুল সংশোধন করিয়া লইতেও ব্যগ্র হইয়াছি। আজকে যারাই দেশ-প্রেমিক, তাদেরই কর্ত্তব্য ফরোয়ার্ড ব্লক, সি-এস-পি প্রভৃতি পঞ্চম বাহিনীর কার্য্য কলাপের মুখোস খুলিয়া ধরা এবং দেশরক্ষার পথে জনগণকে একতা বদ্ধ করা এবং এই পথে কমিউনিষ্ট পার্টির নির্দ্দেশই কার্য্যকরী করা। তাই আমরা ওয়ার্কার্স লীগের গত কনভেনশনে ওয়ার্কার্স লীগকে ভাঙ্গিয়া দিবার ও ব্যক্তি গত ভাবে প্রত্যেকে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি।

এই বিবৃতিতে সুরেন পোদ্দার, রাম সুরথ, মাখন চাটার্জ্জি প্রভৃতি স্বাক্ষর করিয়াছেন।

ম্যানেজারের নোটিশ

বাকীতে কাহাকেও কাগজ দেওয়া হইবে না। এজেন্টের টাকা প্রতি সপ্তাহের সোমবারের মধ্যে না আসিলে সেই সপ্তাহের কাগজ পাঠানো হইবে না। সোমবারের পরে আসিলে সেই বুধবারের পরিবর্ত্তে পরের বুধবারের সংখ্যা কাগজ পাঠানো হইবে।

মফস্বলের যে সব জায়গায় এজেন্টরা কাগজ নেওয়া বন্ধ করিতেছে জেলা কমিটিগুলি সে সব এজেন্টদিগকে সক্রিয় করিবার কোনও চেষ্টা করিতেছেন না। জেলা কমিটিগুলি অবিলম্বে এই দিকে নজর দিন।

আমরা সমস্ত মফস্বলের এজেন্টদিগকে জানাইতেছি যে আগামী সপ্তাহের মধ্যে যাহার যত বাকী আছে তাহা শেষ করিয়া দুই সপ্তাহের মূল্য (কমিশন বাদে) অগ্রিম হিসাবে জমা দিতে হইবে। কলিকাতা, হাওড়া, ২৪ পরগণা ও হুগলা জেলার এজেন্টদিগকে এক সপ্তাহের দাম অগ্রিম জমা রাখিতে হইবে এবং প্রতি সপ্তাহে নগদ মূল্যে কাগজ লইতে হইবে। এই তারিখের পর এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম করা হইবে না।

গ্রাহকগণ কোন চিঠি লিখিলে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন।

যুদ্ধের গতি

ইতালীর আত্মসমর্পণ

ইতালী মিত্রশক্তির নিকট বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। হিটলার-জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে মিত্রশক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিবার প্রতিশ্রুতি ইটালীর নিকট আদায় করা হইয়াছে। মিত্রসেনার প্রধান সেনাপতি যুদ্ধ-পরিচালনার জন্য যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন মনে করিবেন, ইতালিয়ান সরকারও সে ব্যবস্থাকে চালু করিবে বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে।

হিটলারীদের দিন যে ঘনাইয়া আসিল, ইটালীর আত্মসমর্পণ তাহার একটী জাজ্বল্যমান প্রমাণ। মিত্রশক্তির পক্ষে এ একটা রীতিমত বড় দরের সাফল্য। জনশক্তির জয়যাত্রা যে কেহই রোধ করিতে পারে না, আজ তাহা ক্রমেই পরিষ্কার হইতেছে।

ইতালীর অস্ত্রসমর্পণ জনগণেরই বিজয় সূচিত করিতেছে। ইতালীর বিভিন্ন অঞ্চলে, এবং বিশেষ করিয়া উত্তরে মিলানের মত শিল্প নগরীতে জনতা বারবার শত বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে। হিটলারের লেজুড় হইয়া যুদ্ধে লাগিয়া থাকিতে ইতালীর জনশক্তি যে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক, তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়াই বদোলিয়ো সরকার আত্মসমর্পণ করা স্থির করিয়াছে।

আজ জগতের জনশক্তির সকল প্রেরণার উৎস হইল সোভিয়েট ইউনিয়ন। লালফৌজের অপূর্ব্ব বীরত্ব ও রণকৌশল সারা দুনিয়ার চমক লাগাইয়াছে। কিন্তু কেবল একথা বলাই যথেষ্ট নয়। স্বয়ং চার্চ্চিল সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে লালফৌজ আঘাতের পর আঘাত করিয়া হিটলারীফৌজকে ঘায়েল না করিলে উত্তর আফ্রিকা ও সিসিলি বিজয় এই সময়ে সম্ভব হইত না। সোভিয়েটের ভয়ে কম্পমান অবস্থায় রহিয়াছে বলিয়া হিটলার যথেষ্ট সংখ্যায় সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ রুশদেশ হইতে সরাইয়া ইতালীতে ব্যবহার করিতে সাহস পায় নাই। লালফৌজ না থাকিলে ইতালী এভাবে এখন মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইত না।

এই কাজ সুরু হইল

ইতালী এখন মিত্রশক্তির সঙ্গে মিলিয়া জার্ম্মানদের সঙ্গে লড়িতে রাজী, ইতালীর জনগণ তো লড়িবার জন্য ব্যগ্র, শুধু নেতৃত্বের অপেক্ষায় রহিয়াছে। যুদ্ধবিরতির সর্ত্তগুলি সোভিয়েট ইউনিয়ন অনুমোদন করিয়াছে।

কিন্তু ইটালীর আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শেষ হয় নাই। আসল কাজ বরং এখনই শুরু হইল। হিটলার মান বজায় রাখিবার জন্য উত্তর ইতালীর অনেক খানি দখল করিয়াছে বলিয়া দাবী করিতেছে, রোম শহরেও জাঁকিয়া বসিয়াছে। অপরদিকে মিত্রপক্ষ দক্ষিণ হইতে অগ্রসর হইতেছে। নেপল্‌স্ অঞ্চলে সাফল্য লাভ করিয়াছে, ব্রিন্দিসি বন্দর দখল করিয়াছে। ২০টী ইতালিয়ান যুদ্ধজাহাজ মিত্রশক্তির আশ্রয়ে আসিয়াছে, আরও ২২টী শীঘ্রই আসিতেছে। শত্রু শুধু একটী বড় জাহাজ ডুবাইতে পারিয়াছে। জার্ম্মান অধিকৃত ইতালীতে জনগণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, রেল-শ্রমিকরা যুদ্ধোপকরণ পাঠাইতে গরহাজী হইতেছে, সামরিক আইন জারি করিয়া জার্ম্মানরা বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিতেছে।

কর্সিকা দ্বীপ মিত্রশক্তির হাতে। এখান থেকে ফরাসী দেশের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে অবতরণ করা সহজ। এ অঞ্চলে ফরাসী দেশভক্তেরা বহুদিন ধরিয়া হিটলারীদের উদ্যত্ত করিয়া তুলিতেছে। ব্রিন্দিসি হইতে পূর্ব্ব সাগর পার হইয়া বলকান দেশগুলিতে নামা মিত্রশক্তির পক্ষে শক্ত একেবারেই নয়। অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরি, রুমেনিয়া এবং হিটলার অধিকৃত বল্‌কানের সর্ব্বত্র সহজেই খুব জোর বোমা ফেলা সম্ভব। এভাবে যুদ্ধ চলিতে থাকিলে শত্রু নিদারুণ বিপদে পড়িবে, ইতালীর জনসাধারণও মিত্রশক্তির সঙ্গে হাত মিলাইয়া ফ্যাশিষ্ট বর্ব্বরদের দূর করিয়া দিবে। আর পূর্ব্ব দিক হইতে লালফৌজ শত্রুকে চরম আঘাত দিবার জন্য আগাইয়া আসিবে।

ফ্যাসিষ্টদের ভূয়ো প্রচার

ইতালির বিপর্য্যয় সম্বন্ধে স্বয়ং হিটলার খানিকটা গলাবাজি করিয়াছে। মুসোলিনীকে কিছুদিন আগে জার্ম্মানরাই অকর্ম্মণ্য বলিয়াছিল, তাহাকে সরাইয়া বদোলিওকে বসানো যে হিটলারেরই হুকুমে ঘটিয়াছে বলিয়াছিল। আজ আবার শুনা যাইতেছে যে মুসোলিনিকে জার্ম্মানরা নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়াছে। হিটলার বলিয়াছে যে মুসোলিনিই ইতালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা, আর তাহারই নেতৃত্বে নূতন করিয়া ইতালীর উপর ফ্যাসিজম্ চাপানো হইবে। সেদিন বদলিয়া ছিল হিটলারীদের প্রিয় পাত্র, আর আজ আবার মুসোলিনির প্রতি তাহারা দরাপরবশ ভাব দেখাইতেছে! জনশক্তির কাছে হার মানিয়া যেই বদোলিয়ো মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করিল, তখনই ফ্যাসিষ্টদের সুর বদ্‌লাইল!

ফ্যাসিষ্টরা প্রাণপণে প্রচার করিতেছে যে ইতালী আত্মসমর্পণ করায় হিটলারের বিশেষ কোন লোকসান হয় নাই। কিন্তু যতই তাহারা গলাবাজি করুক, ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ক্রমেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইতালী যে হিটলারের লেজুড় হইয়া থাকিতে চাহে না, তাহা অকাট্য। ইতালীতে আজ মিত্রসেনা সাফল্যের সহিত লড়িতেছে। ইতালীর জনগণ ফ্যাসিষ্ট ব্যবহা ভাঙ্গিবার জন্য তৈয়ার হইতেছে। ইতালী হইতে ইউরোপের অন্যত্র নূতন আক্রমণ আজ মিত্রশক্তির পক্ষে খুবই সহজ হইয়া উঠিয়াছে। ফ্যাসিষ্টদের নাভিশ্বাস হইবার উপক্রম ঘটিয়াছে। ইতালীর জনগণের সঙ্গে হাত মিলাইয়া অগ্রসর হইলে মিত্রসেনাকে বাধা দিবার শক্তি আর হিটলারের নাই। লালফৌজের ভয়ে রুষদেশ হইতে সমরসম্ভার সরাইয়া আনিবার সাহসও তাহার নাই।

মুসোলিনিকে জার্ম্মানীতে লইয়া গিয়াছি বলিয়া ফ্যাসিষ্টরা উন্নাদ করুক। হিটলার-মুসোলিনি, এই দুই দুর্বৃত্তকে একদিন একত্রই জনশক্তি পাকড়াও করিবে। "ঘরের ঘরে পিসী আর কণের ঘরের মাসী" সাজিবার যে চেষ্টা বদোলিয়ো কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া করিল, তাহা ভেস্তিয়া গিয়াছে। ইতালীর জাগ্রত জনতার সঙ্গে হাত মিলাইয়া আজ মিত্রপক্ষ ফ্যাসিষ্টদমনে অগ্রসর হইতেছে।

লালফৌজের জয়জয়কার

লালফৌজের বিজয় অভিযান দুর্ব্বারবেগে চলিতেছে। সেপ্টেম্বর মাসের এই কয়দিনে সোভিয়েটে শত্রুর হাত হইতে যে অঞ্চলগুলি কাড়িয়া লইয়াছে, তাহা মাপিলে ইতালীর এক-তৃতীয়াংশের সমান হইবে। স্মোলেন্সক্ হইতে কৃষ্ণসাগর-সর্য্যন্ত সর্ব্বত্র লালফৌজ শত্রুর দর্প চূর্ণ করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

নীপার নদীর পূর্ব্বে যে সব শত্রুসৈন্য রহিয়াছে, তাহাদের আজ সমূহ বিপদ। লালফৌজ জাপোরোজর ও নীপ্রোপেট্রভ্‌স্কের খুবই নিকটে পৌছিয়াছে। উত্তর যুক্রেণে সোভিয়েটসেনা অগ্রসর হইয়া ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কীভ্ নগরীর দিকে চলিয়াছে, কোন কোন স্থানে দূরত্ব মাত্র ৫০ মাইল। খারকভের পশ্চিমে শত্রুকে ছত্রভঙ্গ করিয়া পল্টাভার দিকে লালফৌজের জয়যাত্রা চলিতেছে। আর একটিমাত্র রেলজংশন লইতে পারিলে কীভ ও পল্টাভা দুই-ই লালফৌজ শত্রুর কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে। আরও দক্ষিণে নীপার নদীর অভিমুখে সোভিয়েট সেনা আগুয়ান্। দনেৎসের বিরাট শিল্প অঞ্চল এখন সোভিয়েটের হাতে; ষ্টালিনো দখল করিয়া শত্রুকে লালফৌজ এখান থেকে খেদাইয়া দিয়াছে। আজভসাগর কূলে মারিউপল্ বন্দর কাড়িয়া লইয়া শত্রুর সৈন্যসম্ভার সরাইবার ব্যবস্থা বন্ধ করার বন্দোবস্ত হইতেছে। সমগ্র যুক্রেন ব্যাপিয়া যুদ্ধ যেভাবে চলিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে ক্রাইমিয়াতে ফ্যাসিষ্ট সৈন্য আটক পড়িবে, নীপারের পূর্ব্বে শীঘ্রই শত্রু নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

মধ্যরাঞ্চলে স্মোলেন্স্‌কের নিকট যুদ্ধ পূর্ব্ব-বেগে চলিতেছে। ব্রিয়ান্‌স্কের দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া লালফৌজ শহরটিকে প্রায় ঘিরিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়াছে। এখানে জঙ্গল ও জলাভূমি অনেক থাকার দরুণ অগ্রগতির বেগ দক্ষিণের তুলনায় কম। কিন্তু শত্রু যে প্রমাদ গণিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। একেবারে দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর কূলে নভোরসিস্ক্ বন্দরে লালফৌজ নামিয়াছে বলিয়া খবর আসিয়াছে। যে ভাবে হিটলারীরা লালফৌজের হাতে নাস্তানাবুদ হইতেছে, তাহাতে খুব বেশীদিন আর তাহারা লড়িতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। জার্ম্মাণ সৈন্য পলাইতেছে, জার্ম্মাণ সৈন্যের মনোবল নষ্ট হইতেছে।

হিটলার বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছে যে পশ্চিম-ইয়োরোপে মিত্রশক্তি বিপুল বোমা বর্ষণ করায় ফলে জার্ম্মানীর প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। রুষ যুদ্ধক্ষেত্র সম্বন্ধে কিছু বলিবার সাহস তাহার হয় নাই। কিন্তু পূর্ব্ব অভ্যাসমত এই বৎসরই জার্ম্মানী জয়লাভ করিবে বলিয়া মিথ্যাদম্ভ করিতেও হিটলার ভুলে নাই। ইতালীতে যে পর্ব্ব শুরু হইয়াছে, মিত্রশক্তিকে এবার সেই পর্ব্বকে সুসম্পন্ন করিতে হইবে, নানা-স্থানে আঘাত করিয়া ফ্যাশিষ্টদের অস্থিত করিতে হইবে, জাগ্রত জনশক্তির সহযোগিতায় জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

যুদ্ধ জয় ও ভারতে জাতীয় সরকার

জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ সম্পর্কে কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য খবর আছে। নিউগিনিতে শত্রুর অবস্থা খারাপ হইয়াছে। লে অঞ্চলে মিত্রসেনা অগ্রসর হইতেছে; সালামুয়ার দুই মাইল দূরে একটা বড় বিমান ঘাঁটি মিত্রসেনা দখল করিয়াছে। দুইটীই ভাল খবর কিন্তু আরও অনেক জোরে আঘাত না দিলে জাপানী ফ্যাশিষ্টের বিষদাঁত ভাঙিবে না। চীনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার দিকে জাপান খুবই মনোযোগ দিয়াছে। জাপানের এই মতলব ফাঁসাইতে হইলে চীনে সাহায্য পাঠানর ব্যবস্থাকে পাকা করা চাই-ই। সমরবিভাগের একজন মুখপাত্র সম্প্রতি বলিয়াছেন যে বার্ম্মা আক্রমণের সময় এবার আসিয়াছে। ভালকথা, কিন্তু শুধু কথায় আক্রমনেরই সময় আসে নাই, আক্রমণকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে হইলে যাহা অপরিহার্য্য সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করার সময় বহুদিন আসিয়া গিয়াছে, আর তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা চলে না। ভারতের জাতীয় সরকার কায়েম করিয়া বার্ম্মাবাসীর মনে মিত্রশক্তির উদ্দেশ্য পরিষ্কার ভাবে না বুঝিলে বার্ম্মা আক্রমণের পূর্ণ সাফল্য ঘটিতে পার

Regd. No. C. 2836

Telegrams:—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone:—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

কলিকাতায়
৩ হাজার দেশভক্তের সমাবেশ

- পার্টির জন্য সংগ্রহ ৩৫ হাজার টাকা
- স্টালিনের ছবি বিক্রয় ১০ হাজার টাকায়
- খাদ্য-সংকট সমাধানের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা

টাউন হলটি প্রায় ভরিয়া গিয়াছে। মজুর ছাত্র, মধ্যবিত্ত, পুরুষ, মেয়ে প্রায় তিন হাজার কমিউনিষ্ট পার্টি সভ্য ও দরদী মিলিত হইয়াছেন। কলিকাতার বুকে যে মৃত্যুর কালো ছায়া নামিয়াছে, পথে পথে কংকালসার মুমূর্ষু নর নারীর যে করুণ আর্ত্তনাদ—এই মহা সংকট হইতে দেশকে বাঁচাইতে হইবে। কমিউনিষ্ট পার্টির জন্য যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া পার্টিকে শক্তিশালী করিতে হইবে। পার্টির প্রতিটি সভ্য প্রতিটি দরদীকে আর্ত্তের সেবায় নামিতে হইবে, সমস্ত দেশ ভক্তকে নামাইতে হইবে। ইহারই উদ্দেশ্যে টাউন হলে গত ১১ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা জিলা কমিটী এই সমাবেশের আয়োজন করিয়াছিলেন।

অজস্র পোষ্টার, ছবি ও নিশানে হলটি সাজানো। মৌলানা আজাদ, নেহেরু, জিন্না, যোশী ও অন্যান্য নেতাদের ছবি। মঞ্চের উপর কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট ও ছাত্র পতাকা।

কলিকাতার বিভিন্ন সেলের সুন্দর সুন্দর প্রাচীর পত্র, ছবি ও পোষ্টারের একজিবিশন। এই সমস্ত মিলিয়া হলটিতে এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

সভাপতি মণ্ডলী গঠিত হইল। তাহাতে থাকিলেন—প্রাদেশিক নেতা নৃপেন চক্রবর্ত্তী, মহিলা নেতা অমিয়া সীতরা, মজুর নেতা বসির ও ও রামজী, ছাত্র নেতা সুনীল মুন্সী ও কিশোর নেতা বুনু।

কমরেড যোশীর অভিনন্দন বাণী পড়া হইল। তিনি লিখিয়াছেন—"কলিকাতা জেলার কমরেডরা গত বছরের রেকর্ড ছাপিয়ে যাবে, পার্টি কেন্দ্র ইহাই আশা করে। ব্যক্তি গত স্বার্থত্যাগই দেশ সেবার সব চেয়ে সহজ রূপ। আজকের এই সঙ্কীন অবস্থায় প্রয়োজন হলো আমাদের দেশপ্রেমিক প্রেরণা দেশের অন্যান্য সহযোগী দেশভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, খাদ্য ও স্বাধীনতার জন্য দেশভক্ত জনগণকে সক্রিয় করা। খাদ্য আন্দোলনে আপনারা যে জোরের সাথে কাজ করবেন ফাসিষ্ট আক্রমণকারী ও তার পঞ্চমবাহিনী—যারা আমাদের কমরেডদের খুণ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আপনারা যে আরো বেশী লড়বেন, আপনাদের এই ১১ই তারিখের দানই হবে তার প্রথম আন্তরিক প্রতিজ্ঞা।"

কলিকাতা জিলা কমিটির রিপোর্ট পড়িলেন কমরেড কুমুদ বিশ্বাস। কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী, রণেন সেন, চতুরালী প্রভৃতি খাদ্যসংকট ও পার্টির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলেন। কমরেড গোপাল আচার্য্য পার্টি ফাণ্ডের আবেদন জানাইলেন। সভার সকলেই উৎসাহের সাথে যথাসাধ্য দান করিতে থাকেন। মেয়েরা দিলেন, সোনার হার, আংটি, ছুড়ী, ব্রোচ, ইয়ারিং, সিঁদুরের কৌটা, নাকছবি, ইত্যাদি। ছেলেরা দিলেন সোনার বোতাম, মেডেল, রিষ্ট ওয়াচ, ক্যামেরা, টাইপ রাইটার, ফাউনটেন পেন, কোট প্রভৃতি। কাঁসার থালা-বাটি, শাড়ী প্রভৃতিও মেয়েরা দিলেন। ইহা ছাড়া নগদ টাকা উঠিল অনেক। মোট নগদ পাওয়া গেল তিন হাজার টাকা ও প্রায় সাত হাজার টাকার গহনা ও অন্যান্য জিনিষ। ইহা ছাড়া প্রায় ২৫০০০ টাকার প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গেল। জয়া কারখানার মজুর কমরেড ইন্দুর স্ত্রী তাঁহার একমাত্র সম্বল সেলাইয়ের কলটিও দিলেন। মজুররা কেহ দিলেন এক মাসের, কেহ এক সপ্তাহের মজুরী—দিন গুজরাণের একমাত্র সম্বল। একজন কমরেড দিলেন বঁধোনো ষ্টালিনের বড় একখানা ছবি। ছবিখানি সভাতেই নিলামে দেওয়া হইল। কলিকাতা জিলা কমিটি, ছাত্র ফ্রন্ট, বিদ্যাসাগর ছাত্র সেল ও ট্রাম মজুরদের ভিতর পালা পড়িয়া গেল। শেষ পর্য্যন্ত ছাত্র ফ্রন্ট দশ হাজার টাকায় ছবিখানি কিনিয়া নিলেন। সভায় বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হইল।

সভার শেষে ছিল সংস্কৃতি প্রোগ্রাম। কিশোর-বাহিনী, মহিলাফ্রন্ট, ছাত্র ফ্রন্ট গান ও নাচের ভিতর দিয়া সংকট ও সমাধানের কথা শোনাইলেন। মজুদবিরোধী আন্দোলন ও দেশদ্রোহী সুভাষের উস্কানা সুন্দর ফুটিয়া উঠিল ছাত্রদের মূক অভিনয়ে। কর্পোরেশন মজুরদের রাস্তা সাফ করার নাচ ও গানটি সবাইকেই মুগ্ধ করিল।

সভাশেষে একজন বলিলেন, আমি অনেক খাদ্য সভা শুনিয়াছি, সেখানে দেখিয়াছি হতাশা ও অপরকে গালাগালি। আপনাদের সভায় একতার আবেগপূর্ণ আবেদন শুনিলাম। মনে আশাও জাগিল।

জনৈক ট্রাম মজুর একতায় বিশ্বাস করিতেন না, কমিউনিষ্ট বিরোধীই ছিলেন। তিনিও সভার পার্টিফাণ্ডে কিছু দান করিলেন।

কলিকাতার পার্টি র‍্যালী সার্থক হইয়াছে।

★ চীনের দেশভক্ত কিশোর ★

চীনের লাল কিশোর—'সিয়াও কুয়ে'। লাল পণ্টন যেখানে যায়, সঙ্গে থাকে এই ছেলের দল। লাল পণ্টনের জন্য খাটা-খাটনি করে, শত্রুর গুপ্ত খবর আনে। সেনাপতিরা পর্য্যন্ত এদের দেশ-প্রেমকে শ্রদ্ধা করে; এমন কি, সামরিক বিষয়েও এই কিশোর বাহিনী তাদের সুচিন্তিত মতামত দেয়। এদের মধ্যে অনেকেই আগে পরের বাড়ী গোলামী ক'রত—পিঠে এখনো তাদের চাবুকের দাগ। অনেকে আবার শহীদ বিপ্লবীদের ছেলে কিম্বা ভাই। আপনার ব'লতে এখন তাদের কেউ নেই। এরা সবাই প্রাণ দিয়ে দেশকে ভালবাসে—জাপানী ডাকাতদের ঘৃণা করে। ছোট ছোট ছেলে, কিন্তু সাহস অসীম। সব সময় তাদের একটি চিন্তা—দেশকে বাঁচাতে হবে। তারা মৃত্যুকে কেয়ার করে না; বিপদ তুচ্ছ করে সামনে এগোয়। কত কিশোর শত্রুর খবর জানতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু আজও নির্ভীক কিশোর বাহিনী ছায়ার মত শত্রুর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ায়।

দেশের মধ্যে একতা গ'ড়ে তুলতে এই সব কিশোরদের চেষ্টার শেষ নেই। যেদিন চীনের মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে রক্তারক্তি চলেছে, যেদিন লাল পণ্টন জাপানীদের বিরুদ্ধে একা হাতে লড়াই চালাচ্ছে—সেদিন কিশোর বাহিনী পুলিসের গুলি মানে নি; আওয়াজ তুলেছে—জাপানের বিরুদ্ধে সকলে এক হও।

এমনি এক সময়ে। লাল পণ্টন এক গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে। সরকারী সৈন্য সদলবলে আসছে। শুধু এক কিশোর পিছনে থেকে গেছে। গ্রামের এক বুড়ী তাকে আশ্রয় দিয়েছে। সরকারী ফৌজ গ্রাম তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজছে। শেষ পর্য্যন্ত ছেলেটি ধরা পড়লো। পকেট থেকে পাওয়া গেল লাল তারা আঁকা টুপি। লুকোবার উপায় নেই।

'তুমি গুপ্তচর! ডাকাত!'

'আমি গোয়েন্দাও নই, ডাকাতও নই! যদি জোরে ছুটতে পারতাম, আমার টিকিও দেখতে পেতে না। আমি হচ্ছি দেশপ্রেমিক লাল পণ্টনের লোক।'

ছেলেটি প্রাণপনে বোঝাতে চেষ্টা ক'রলো—ভাইয়ে ভাইয়ে খুনোখুনি থামাও; এক হ'য়ে জাপানকে রোখো। কমাণ্ডার শক্ত লোক। গুলি ক'রে মারার আদেশ হ'লো।

ছেলেটি চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমাকে কোতল করো—কেন গুলি নষ্ট করবে? বরং ঐ গুলি দিয়ে একজন জাপানী ডাকাতকে মেরো।'

যে সেপাই তাকে গুলি করতে এসেছিল, হঠাৎ তার ভাব বদলে গেল। সে ফিরে এসে কমাণ্ডারকে ব'ললো, 'আপনার কথামত একে আমি মারতে পারবো না। ছেলেটি জাপানের বিরোধী। সে যা কথা বলছে, খুব খারাপ নয়।'

কমাণ্ডার রেগে আগুন। কিন্তু সমস্ত সেপাই এবার তার আদেশের বিরুদ্ধে। ছেলেটি সুযোগ বুঝে সেখান থেকে স'রে স'ড়ল।

দেশকে বাঁচাবার কাজে এমনি ক'রে সবাই আজ এক হয়েছে। লোকের মুখে মুখে আজ এই সব দেশপ্রেমের কাহিনী শোনা যায়।

●

সোভিয়েট মজুর জিন্দাবাদ!

নিউ-ইয়র্ক, ১০ই জুন—জর্জ্জ এফ, এডেম সি, আই, ওর অন্তর্ভুক্ত "ইউনাইটেড অটো মোবাইল ওয়ার্কার্স-ফেডারেশনের" সেক্রেটারী ট্রেজারার। তিনি মস্কোর 'সোভিয়েট-মেটাল ওয়ার্কার্স-ফেডারেশনের' সেক্রেটারীর নিকট এক অভিনন্দন বাণী পাঠান। লালফৌজকে সবরকমের অস্ত্রশস্ত্র যোগাইয়া ফাসিষ্ট দস্যুদের বিরুদ্ধে অনবরত বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ চালাইতে সক্ষম রাখার জন্য তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের মজুরদের কাজের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। তিনি বলেন "আমাদের ইউনিয়নের ৯৭০০০০ সদস্য সোভিয়েটের মজুরদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া আমেরিকার সেনাবাহিনীর জন্য ঠিক অনুরূপ কাজই করিয়া যাইতেছে। বীর লালফৌজের জন্য আমাদের তৈরী অস্ত্র-শস্ত্রের একাংশ রপ্তানী হইতেছে, সরকারী বিবরণ হইতে এই খবর পাইয়া আমরা গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। আমরা আশা করি আমাদের এবং অন্যান্য মিত্র শক্তিবর্গের সমবেত প্রচেষ্টায় ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারীরা ঘায়েল হইবে"।

পৃথিবীর মজুর এক হউক!

কুইন্সবিশেত, ১০ই জুন—অষ্ট্রেলিয়ার সিড-নেটাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তরফ হইতে অষ্ট্রেলিয়ার আগামী 'কাউন্সিল অব ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে' ইঙ্গ-সোভিয়েট ট্রেড-ইউনিয়ন কমিটিতে যোগ দিবার একটি প্রস্তাব আনা হইবে। 'অষ্ট্রেলিয়ান কাউন্সিল অব ট্রেড ইউনিয়নের সভ্য সংখ্যা ১০ লক্ষেরও উপর, মেলবোর্ণ সহরে ইহার আগামী অধিবেশন হইবে।

সোভিয়েট ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা অষ্ট্রেলিয়ার মজুরদের এই প্রস্তাবকে খুব সময়োপযোগী বলিয়া মনে করেন কারণ ফ্যাসিষ্ট দস্যুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বর্ত্তমানে পৃথিবীর সমস্ত মজুর শক্তির সুদৃঢ় একত্রবোধ খুবই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং স্বাধীনতাপ্রিয় যে কোন দেশের মজুরদের এই প্রকার উদ্যমকে তাঁহারা সব সময়ই সাদরে গ্রহণ করিবেন।

মেক্সিকো, ১০ই জুন—কনফেডারেশন অব লাটিন আমেরিকান ওয়ার্কার্সের প্রেসিডেণ্ট লম্বার্ডো টলেডানো এক বিবৃতিতে জানান যে তাহাদের সমিতির অন্তর্ভুক্ত ১৪ টি জাতীয় গ্রুপের অধিকাংশ গ্রুপই অবিলম্বে ইঙ্গ সোভিয়েট ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিতে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে।

(এলায়েড লেবর নিউজ)

★ বাংলার দেশপ্রেমিক কিশোর ★

কোমরে কফির তলোয়ার। লেফট রাইট লেফট রাইট! দাঁড়াবার ভঙ্গি একেবারে সামরিক। ছোট্ট ছোট্ট পায়ে মাটি কাঁপিয়ে দিচ্ছে। এরা জামালপুরের খুদে পণ্টন—কিশোর বাহিনী!...সাইরেন বাজলো! বিপদ তুচ্ছ ক'রে এ-আর-পি ছুটছে; আর চেঁচিয়ে বলছে, 'নেগাইভ নাও, সেণ্টার নাও।' রাস্তার লোক যে যেখানে পারে শুয়ে প'ড়লো। একটু পরে। এ-আর-পি আসিস। দলে দলে লোক আসছে—বোমার চোট লেগেছে। তাদের শুশ্রূষায় এ-আর-পি কর্ম্মীরা ব্যস্ত।...হুইসল্। খেলা শেষ হ'ল। দেখকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচাবো—প্রত্যেকের চোখে মুখে একটি প্রতিজ্ঞা!

পাহাড়ের ওপর জাপানী শিবির। ৫০ জন ফৌজ এই ঘাঁটি উড়িয়ে দেবে। হামাগুড়ি দিয়ে তারা পাহাড়ে উঠছে। হাতে হাতবোমা। শত্রুর দেশজয়ের অহঙ্কার তারা গুঁড়িয়ে দেবে।... চট্টগ্রামের কিশোরবাহিনী এই খেলা তৈরী করেছে। তারা জানে জাপানী বোমা দেশের লোককে খুন করে। তাই জাপানের ওপর তাদের দারুণ ঘৃণা। তারা আজ জনগণের সেবায় এগিয়ে এসেছে। লঙ্গরখানায় তারা লোক খাওয়ায়, বাড়ী বাড়ী শক্তি ফলায়।

ঢাকার দেওয়ানবাজার মুস্লিম এম-ই ইস্কুলের ৫১ জন মেয়ে নিয়ে কিশোর বাহিনী। মুষ্টি ভিক্ষায় যে চাল ওঠে, তাইতে ২০টি দুঃস্থ পরিবার প্রাণ বাঁচায়। ইস্কুলের মাঠে মেয়েরা শব্জিলাগিয়েছে। শব্জি বিক্রির টাকা দিয়ে ইস্কুলের গরীব মেয়েদের তারা সাহায্য করবে। বর্দ্ধমানের বন্যাপীড়িতদের জন্যও তারা চাঁদা তুলছে। চাকীর নরসিংদি গ্রামের কিশোররা লঙ্গরখানা আর চিনি, আটা বিলির কাজে বড়দের সঙ্গে সমান হ'য়ে খাটছে। রোজ ১৫০ জন দুঃস্থ শিশুকে দুধ দিচ্ছে। এ কাজে তারা স্থানীয় ব্যবসাদারদেরও সাহায্য আদায় করেছে।

কলকাতার মধ্য এলাকার সমস্ত কিশোর বাহিনী ২৮শে আগষ্ট এক সম্মেলন করে। বস্তির দুঃস্থ ছেলেমেয়েরা এসেছিল; এক হয়ে প্রতিজ্ঞা নিলো—দেশবাসীর দুঃখ আমরা মোচন ক'রবো। বহরমপুরের কিশোর বাহিনী সম্প্রতি 'জাগো কিশোর' অভিনয় করে। পাড়ার লোকজন কিশোরবাহিনীর বহু মুখী গুণ দেখে মুগ্ধ হয়েছে।

'আমাদের কিশোর বাহিনী বাড়ী বাড়ী ফেন যোগাড় ক'রে প্রত্যেক শনিবার প্রায় ৭৫।৮০ জন লোককে খাওয়ায়। বিকেলে তারা মুষ্টিভিক্ষা তোলে। আর প্রত্যেক রবিবার তারা প্রায় ১৫০-২০০ জন লোককে 'খিঁচুড়ি খাওয়ায়। একটা কয়লার দোকান সপ্তাহে ১০ সের কয়লা বিনা পয়সায় কিশোর বাহিনীকে দিতে রাজী হয়েছে।' বালীগঞ্জ কিশোর বাহিনীর একজন মেয়ে চিঠিটা লিখছে।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

কমিউনিষ্ট পার্টির
বাংলা কমিটির মুখপত্র

জনযুদ্ধ

প্রতি সংখ্যা ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪॥, ৬ মাস ২॥, ৩ মাস ১।০

★

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জি এম,এল,এ
২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২য় বর্ষ ● বুধবার, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৩, ৫ই আশ্বিন ১৩৫০ ● ২২শ সংখ্যা

● চটকল পুরা চালু করিবার জন্য ●
পূরা মাসের মজুরীর জন্য ● খাদ্যাভাব ঘুচাইবার জন্য
● মাগগী-ভাতার জন্য ●

চটকল মজুরের বিরাট জমায়েত

৩ লাখ চটকল মজুরের সামনে এক নূতন সমস্যা। খাদ্যাভাবের সঙ্গে চটকল মজুরকে অনেকদিন থেকেই লড়াই করিতে হইতেছে। মাগগী ভাতার দাবী তাদের এখনো পূরণ হয় নাই। তার উপর কিছুদিন আগে কয়লার অভাবে চটকলগুলি বন্ধ হইয়া রহিল। ৩ লাখ মজুরকে সামান্যতম ভাতার উপর নির্ভর করিয়া আধ-পেটা খাইয়া কাটাইতে হইল। এখন মিল চলিয়াছে বটে, কিন্তু পুরা মাস নয়। প্রত্যেক মাসে এক সপ্তাহ করিয়া বন্ধ থাকিবে। এই এক সপ্তাহের মজুরী চটকল মজুর পাইবে না, সামান্য কিছু খোরাকী দিয়াই চটকল মালিক খালাস। খাদ্য-দ্রব্যের দাম যখন আগুণ হইয়া উঠিয়াছে, তখনই মজুরের মজুরী কমিল! কয়লার অভাবে চটকল আবার কবে বন্ধ হইয়া যায়, তারও কোন ঠিকানা নাই—এই খাদ্যাভাবের সময় এমনি অনিশ্চিত অবস্থায় চটকল মজুরকে পড়িতে হইল।

চটকল মজুর সংকটের মধ্যে পড়িয়া দিশাহারা হইয়া যায় নাই। একতাবদ্ধ হইয়া এই অবস্থার সমাধান করিতে প্রতিজ্ঞা নিয়াছে। দুই মাস আগে ৫০ হাজার চটকল মজুরের সহি লইয়া এক দরখাস্ত পাঠানো হইয়াছে। আজকে জগদ্দলে বিরাট জমায়েত করিয়া চটকল মজুর তাদের দাবী জানাইয়াছে।

১৯শে তারিখের জগদ্দলের জমায়েত চটকল মজুর আন্দোলনের একটা নূতন ধাপ। চটকল মজুরের সংগঠন ও একতা যে দিনের পর দিন জোরালো হইতেছে, তার পরিচয় পাওয়া গেল এই জমায়েতে।

কোন জায়গারই মজুর বাদ যায় নাই। বজবজ, কাদাপাড়া, আলমবাজার, জুরা, কাঁকিনাড়া, ভাজিনগর, ঘুসুড়ী চাঁপদানী, রিসড়া, মেটিয়াবুরুজ, শিবপুর, বালী, তেলিনীপাড়া, জগদ্দল—সমস্ত এলাকা হইতেই চটকল মজুর আসিয়াছে। নিজেদের নিজেদের ইউনিয়নের পতাকা লইয়া দলবদ্ধ মজুর শোভাযাত্রা করিয়া আসিয়াছে। চটকল মজুরের পিছনে দাঁড়াইবার জন্য আসিয়াছে ট্রামমজুর, বি-এণ্ড-এ রেলওয়ে মজুর, আয়রণ এণ্ড ষ্টীল মজুর প্রভৃতি।

মজুর আন্দোলনের বিখ্যাত নেতা কমরেড আব্দুল রেজাক খাঁর সভাপতিত্বে সভা সুরু হইল। কমরেড বিনয় রায় কোরাসে গান গাহিলেন। সমগ্র জনতা তাঁর সঙ্গে সমস্বরে গাহিয়া উঠিল—"আ গয়া দিন স্বাধীনতাকা"। শিবপুরের ও অন্যান্য জয়াগার মজুররাও নিজেদের লেখা গান গাহিল। মজুর-কবি কমরেড বিপদ মুখে মুখে রচনা করিয়া সভার বিবরণী গাহিয়া শুনাইলেন।

কমরেড আব্দুল মোমিন, কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী, কমরেড ইন্দ্রজিত গুপ্ত প্রভৃতি নেতারা চটকল মজুরের সংকট বর্ণনা করিয়া বলিলেন: চটকল চালু রাখিতে হইবে, তার জন্য কয়লা আমদানীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু মিল-মালিক তার জন্য কি চেষ্টা করিতেছে? মজুরের সঙ্গে মিলিয়া একযোগে চেষ্টা করিলে কয়লা-আমদানীর ব্যবস্থা হইতে পারে। মিল-মালিক চটকল চালু রাখার দায়িত্ব অনুভব করে না, বরং কয়লার-অভাবের সুযোগ লইয়া কারখানার কাজ কমাইয়া পাটের দর কমানোর দিকে তাদের ঝোঁক বেশী। মজুরের পুরা মজুরী দিতে মিল-মালিক এখনও রাজী নয়। এই খাদ্যাভাবের সময় যাতে মজুর ভরপেট খাইয়া পূর্ণ উৎসাহে পয়সা বাড়াইতে পারে, দেশরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে, সে দিকে মিল-মালিক বা গভর্ণমেণ্টের কারো দৃষ্টি নাই।

****

জনযুদ্ধ বিশেষ সংখ্যা
১২ পৃষ্ঠা দাম দুই আনা

আগামী (৬ই অক্টোবর) জনযুদ্ধ বিশেষ সংখ্যা বাহির হইবে। বেশী সংখ্যা লইতে হইলে এজেণ্টরা আগেই খবর দিন।

****

কিন্তু মিল-মালিক ও গভর্ণমেণ্টের উদাসীনতা সত্বেও এই মজুরই উৎপাদন চালু রাখিয়াছে, উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আগাইয়াছে এবং এই কাজের ভিতর দিয়া তারা যে একতা ও সংগঠনের পরিচয় দিয়াছে, তারই জোরে তার দাবী কিছু কিছু পূরণ হইয়াছে। যদি ৫০ হাজার মজুর উৎপাদন বাড়াইবার প্রতিজ্ঞা লইয়া নিজেদের দাবীর জন্য গণ-দরখাস্ত না করিত তবে আজকে বন্ধ-হত্তার খোরাকীও মিলিত না। আজকের সংকটে মজুরই ঠেকাইবে। জাপানী হামলার আশঙ্কা এবছর আগে বেশী—মজুরকে দেশরক্ষার জন্য আগে দাঁড়াইতে হইবে। মালিক, গভর্ণমেণ্ট, জন-সাধারণ সকলকে দেশরক্ষার পথে মজুরই টানিয়া আনিবে।

(শেষাংশ ২-এর পাতায় দেখুন)

খাদ্য-সংকটে লাটসাহেবই ভরসা!
হক-শ্যামাপ্রসাদের মিনতি

ক্ষুধার যন্ত্রণায় দলে দলে লোক মরিতেছে, সারা বাংলায় মড়ক লাগিয়াছে। গোটা বাংলার প্রেত-মূর্ত্তি আজ বিশীর্ণ কঙ্কালের রূপ ধরিয়া কলিকাতার ফুটপাথের ধারে ধারে ঘুরিতেছে।

আর কেন্দ্রীয় সরকারের আমলাতন্ত্র বলিতেছে ইহা বাড়াবাড়ি, লোকের মৃত্যুর খবর লইয়া নাকি "অতিরিক্ত নাটুকেপনা করা হইতেছে!" কলিকাতার ফুটপাথের উপর বসাইয়া দিতে পারিলে বোধ হয় এই আমলাদের চৈতন্য হইত।

মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যে দাঁড়াইয়া দেশবাসী তাহাদের দেশ-নেতাদের চাহিতেছে। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহরু প্রভৃতি নেতাকে যদি তাহারা এই দুর্দিনে নিজেদের মধ্যে পাইত তো তাঁহারা নিশ্চয়ই মৃত্যু হইতে বাঁচিবার পথ দেখাইতে পারিতেন! আর আমলাতন্ত্র বলিতেছে—না, তাঁহাদের কিছুতেই ছাড়া হইবে না! দেশবাসীর প্রয়োজনে আমলাতন্ত্রের কি আসে যায়?

অথচ আশ্চর্য্য এই যে এ হেন আমলাতন্ত্রের সমর্থকও আজ দেশের মধ্যে জোটে এবং তাঁহারা নিজেদের মান্যগণ্য নেতা বলিয়া দাবী করেন!

এমন নেতাও আজ দেশে পাওয়া যায় যাঁহারা গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া গলা ফাটাইয়া মহা-আমলা লাট সাহেবের 'কাছে বিনীত প্রার্থনা জানাইয়া বলিতেছেন, হে লাটসাহেব তুমি আমাদের বাঁচাও, দয়া করিয়া সমস্ত ক্ষমতা তোমার হাতে তুলিয়া লও, আমরা তাহাতে বাধা তো দিবই না, বরং সাহায্য করিব!

দেশের মধ্যে এরূপ নেতা আছেন বলিয়া আপনার বিশ্বাস হইতেছে না? তাঁহাদের বিবৃতি ও বক্তৃতা আমরা তুলিয়া দিতেছি, দেখুন বিশ্বাস হয় কি না?

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ

"বাংলা দেশের মন্ত্রীমণ্ডলীর মত কোন দলগত মন্ত্রীমণ্ডলী আজ লোকের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভের আবেদনে সফল হইতে পারে না।...যদি এই কাজের জন্য কোনো প্রতিনিধিমূলক জাতীয় গবর্ণমেণ্ট বসানো বা বিশ্বাস করা বা কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব না হয় তবে একটি মাত্র পন্থাতর আছে। তাহা হইল: মহামান্য সম্রাটের শাসনতন্ত্রের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে আপনিই সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করুন এবং নিজের নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতি লইয়া বাংলা দেশের জনসাধারণের সম্মুখীন হোন।"

(লাটসাহেবের কাছে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের খোলা চিঠি)

অমৃত বাজার পত্রিকা

(ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ও হক সাহেবের মন্ত্রীত্ব বিরোধী জেহাদে এই পত্রিকাই প্রধান হাতিয়ার)

"মন্ত্রীমণ্ডলীকে কাজ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া দরকার, তার জন্য গভর্ণরকেই হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।"

"ভারত শাসন আইনের ১২৬ ক ধারা প্রয়োগ করিতে গেলে চলিবে না। তাতে দেরী হইয়া যাইবে, এবং নানা জটিলতার সৃষ্টি হইবে।"

"যা কিছু করিতে হইবে তো এখনি করা দরকার, বেপরোয়া ভাবে এবং কঠোর হস্তে ব্যবস্থা করিতে হইবে। এক মুহূর্ত্ত দেরী না করিয়া মন্ত্রিত্বের জঞ্জাল ঝাঁটাইয়া দূর করিতে হইবে।" (২১।৮।৪৩)

চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে! কয়েক মাস আগে গভর্ণর সাহেব যখন ৯৩ ধারার সাহায্যে মন্ত্রীমণ্ডলী ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন তখন হক সাহেব, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ, অমৃতবাজার—সবাই দেশবাসীর প্রতি-বাদের সঙ্গে সুর মিশাইয়া বলিয়াছিলেন, গভর্ণরের হস্তক্ষেপ বন্ধ করিতে হইবে, মন্ত্রীত্বের ভিতর দিয়া দেশবাসীর ষেটুকু ক্ষমতা আছে আমলাতন্ত্র তাহাও ৯৩ ধারার সাহায্যে কাড়িয়া লইবে ইহা আমরা কিছুতেই সহ্য করিব না। তখন লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রধান অভিযোগ ছিল যে ইহারা গভর্ণরের সাহায্যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। আর আজ তাঁহারা গভর্ণরেরই কাছে দরখাস্ত করিতেছেন—হস্তক্ষেপ কর, মন্ত্রীমণ্ডলীকে জোর করিয়া সরাও, সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে লও।

ভেদনীতির ইহাই অনিবার্য্য ফল। এই জন্যই এসেম্বলির মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি করিয়া এসেম্বলিই বন্ধ করাইবার চেষ্টা সুরু হইয়াছে—যাহাতে লাটসাহেব ৯৩ ধারা প্রয়োগের সুযোগ পান।

তাহার চেয়ে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গেও হাত মিলানো অনেক ভাল নয় কি? আমাদের দেশেরই লোক তাহারা, দেশের লক্ষ লক্ষ লোক লীগকে আপনার বলিয়া জানে। তাহাদের সঙ্গে এক হও। মন্ত্রীমণ্ডলীর দুর্ব্বলতা দেখাইয়া দেও, কিন্তু আমলা-তন্ত্রের সাহায্যে তাহাকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিও না, কারণ তাহাতে তোমার, আমার বা দেশবাসীর শক্তি বাড়িবে না, আমলাতন্ত্রের শক্তিই বাড়িবে। জনসাধারণের খাদ্যের জন্য যে কোনো সর্ত্তে কংগ্রেস, লীগ, হিন্দু সভা—সব এক হও। সর্ত্তের দরকষাকসি বড়, না জনসাধারণের খাদ্য বড়?

মিঃ ফজলুল হক

"নূতন লাটসাহেব আসিয়া বাংলা দেশের ভার লইয়াছেন। মিঃ হক দেশবাসীর কাছে জানাইয়াছেন যে নূতন লাটসাহেব যে কোনো নীতিই কাজে প্রয়োগ করুন তাহাতে দেশ-বাসীর কোনো মতেই বাধা দেওয়া উচিত নয়। গভর্ণর সাহেবকে যথেষ্ট সময় দেওয়া দরকার।"

(দেশবন্ধু পার্কে হক সাহেবের বক্তৃতা—১৩ই সেপ্টেম্বরের অমৃত বাজার দেখুন।)

মিঃ বদরুদ্দোজা

(ইনি হক সাহেবের প্রধান সেনাপতি ও কলিকাতার মেয়র)

"প্রদেশের খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের জন্য হঠাৎ একজন ফুড কমিশনার নিয়োগ করা নিশ্চয়ই শুধু শুধু নয়। আমরা ভাবিয়া আশ্বস্ত হইতেছি যে নূতন গভর্ণরের রাজত্বের ফলে বাংলা দেশের শাসনতন্ত্রে বেশ স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে।"

(এসেম্বলি বক্তৃতা—অমৃত বাজার ১৮ই সেপ্টেম্বর)

সম্পাদকীয়

দেশ প্রেমিক বন্দীদের মুক্তি চাই

আটক বন্দীদের মুক্তি মিলিল না।

স্যার নাজিমুদ্দীন আইন সভায় বলিয়াছেন, দেশে পঞ্চম বাহিনী আছে। তাহারা টোকিও-সাইগন রেডিওর নির্দ্দেশমত চলে। দেশভক্ত কমিউনিষ্টদের খুন জখম করে। দেশের ভিতর ধ্বংস ও অরাজকতা সৃষ্টি করতে চায়। তাই বন্দীদের মুক্তি দেওয়া যায় না।

দেশের ভিতর যে পঞ্চম বাহিনী আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু বন্দীদের সবাই কি পঞ্চম বাহিনী? নিশ্চয়ই নয়। বন্দীদের মাঝে আছেন বহু খাঁটি কংগ্রেস সেবী, তাঁহাদের ভিতর আছেন দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান দেশ প্রেমিক। বহু ভূতপূর্ব্ব সন্ত্রাসবাদীও আছেন যাঁহারা কমিউনিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী, যাঁহারা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন দেশের এই খাদ্য সংকটে মৃত প্রায় দেশবাসীকে বাঁচাইতে আত্মনিয়োগ করিবেন, দেশরক্ষা করিবেন। তবু তাঁহাদের মুক্তি মিলিল না।

দেশ প্রেমিক বন্দীদের আটক রাখা পঞ্চম বাহিনী দমনের পথ নয়। ইহাতে পঞ্চম বাহিনীর পথ খোলনাই করা হয়। দেশের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী ও নেতাদের অনুপস্থিতির সুযোগে দেশভক্তদের ভুলপথে চালাইবার সুযোগ পঞ্চম বাহিনী পায়। কংগ্রেসের নামে পঞ্চম বাহিনী যখন ধ্বংস ও অরাজকতার পথে দেশ ভক্তদের টানিতেছে, তখন দেশকে বাঁচাইবার জন্যইতো সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন কংগ্রেস কর্ম্মীদের মুক্তি।

দেশের বুকে যখন মন্বন্তরের ছায়া নামিয়াছে, শত শত দেশবাসী যখন দিনের পর দিন অনাহারে মরিতেছে তখনই তো দেশ চায় দেশভক্ত নেতাদের। আর্ত্তত্রাণে নিয়োজিত প্রাণ সতীশ দাস গুপ্তের মুক্তির প্রয়োজন আজইতো সব চেয়ে বেশী। বাংলার পূর্ব্ব সীমান্তে যখন জাপ আক্রমণ আসন্ন, দেশবাসীর মনে উৎসাহ জাগাইতে, তাহাদের সংগঠিত করিতে তখনইতো দরকার অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ নেতাদের।

স্যার নাজিমুদ্দীন পঞ্চম বাহিনীকে দমন করিয়া দেশরক্ষা করিবার যে কথা বলিয়াছেন তাহার জন্যই তো চাই দেশ প্রেমিক বন্দীদের মুক্তি। দেশভক্তরা মুক্তি পাইলে আর্ত্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন, খাদ্য সংকট সমাধানে দেশকে সংঘবদ্ধ করিতে পারিবেন, দেশের ভিতর হইতে হতাশা কাটাইয়া দেশ রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিতে পারিবেন। পঞ্চম বাহিনীকে দমন করিবার ইহাই পথ।

ভারতের বহু স্থানে লীগ নেতা ও কর্ম্মীরা বন্দীমুক্তির আবেদন করিয়াছেন। বাংলার মুসলিম লীগই প্রথম গান্ধীজী ও নেতাদের মুক্তির প্রস্তাব আইন সভায় সমর্থন করিয়া দেশবাসীর শ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন। বাংলার লীগের অন্যতম নেতা নাজিমুদ্দীন লীগের দেশপ্রেমিক ঐতিহ্য বজায় রাখিয়া সমস্ত দেশপ্রেমিক বন্দীদের মুক্তি দিন। সমস্ত দেশবাসী এক বাক্যে ইহাই দাবী করে।

পাটের দর কমপক্ষে ১৮ টাকা চাই

চটের বদলে আমেরিকা হইতে খাদ্য-শস্য আমদানী করো

বাংলাদেশের প্রায় দেড় কোটী পাট-চাষী আজ পাটের বাজার-দরের দিকে চাহিয়া আছে। এই পাটের উপরই তাদের যথাসর্ব্বস্ব নির্ভর করে। অথচ পাটের দর কি হইবে, তার উপর তাদের কোনো হাত নাই। চটকল মালিকরা উপর হইতে যে দর হাঁকিতেছে, তাই মানিয়া লইয়া চাষীকে চলিতে হইতেছে।

চটকল মালিক সমিতি গত জুন মাসে পাটের খরিদ-দর ঠিক করিয়াছে ১৪৲, ১৭৲ ও ১৯৲ মণ। পাট-চাষীর উৎপাদন-খরচ হিসাব করিয়া যে এই দর ঠিক করা হইল তা নয়। চটকল সমিতি আমেরিকা হইতে ৭০ কোটী গজ চটের অর্ডার পাইয়াছে এবং প্রতি ১০০ গজ চটের জন্য ২৬ টাকা হিসাবে দর পাইয়াছে। এই বিক্রয়-দরের হিসাব করিয়া নিজেদের মুনাফা রাখিয়া চটকল সমিতি পাটের খরিদ-দর ঠিক করিল।

সরকার এই দর ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করে নাই, বরং, কেন্দ্রীয় জুট কমিটীর মতে এই দর বর্ত্তমান মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় কম এবং সেইজন্য দর বাড়ান সম্বন্ধে তাঁরা চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু দর-বৃদ্ধি যাতে না হয়, তারজন্য চটকল মালিকরাও নানা রকম যুক্তিতর্ক ও অজুহাত দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁরা বলিতেছেন যে পাট-চাষীকে চাল কিনিয়া খাইতে হয় না, সুতরাং চালের দর বাড়িলেই যে পাটের দরও বাড়াইতে হইবে এমন কোনো কথা নাই।

কিন্তু এই দারুণ খাদ্যাভাবের সময় পাট-চাষীদের অবস্থা কি? বাংলায় ধান-চালের ঘাটতি হইয়াছে, সুতরাং পাট-চাষী ধান-চাষ করুক আর না করুক, তার প্রয়োজন তাতে মিটিবে না, তাকে চাল খরিদ করিতেই হইবে। গড়পড়তা ১৮৲ মণ দরে পাট বিক্রয় করিয়া চড়া দরে চাল খরিদ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা তার পক্ষে অসম্ভব। যুদ্ধের পূর্ব্বে পাটের দর ছিল ধানের দরের দ্বিগুণ। অথচ তারপর হইতে আজ পর্য্যন্ত জীবিকা নির্ব্বাহের খরচ গড়পড়তা বাড়িয়াছে তিনগুণ। এখনকার দরে পাট-বিক্রয় করিয়া যে আয় চাষীর হইতেছে তা খরচের তুলনায় কত কম তা ইহাতেই বুঝা যায়।

চটকল মালিকরা বলিবেন—আমেরিকার সঙ্গে ২৬ টাকার কনট্রাক্ট করিয়া তো আর তাঁরা পাটের দর এমন কিছু বাড়াইতে পারেন না যাতে তাঁদের লোকসান হয়। সত্য কথা। কিন্তু এই চটের বদলে তাঁরা আমেরিকা হইতে খাদ্য-ফসল আনিবার কনট্রাক্ট করিতে পারেন, তাতে বাংলাদেশের চালের ঘাটতি অনেকটা পূরণ হইবে এবং চালের দরও কমিবে। এই ব্যবস্থা হইলে তবেই ১৮৲ টাকা মণ পাটের দরে পাট চাষীর যে ক্ষতি হইতেছে, তা পূরণ হইতে পারে।

চটকল মালিকরা পাট-চাষীর স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া চলিতেছেন। তাই এই রকম ব্যবস্থা সম্ভব হইলেও তা করিবার চেষ্টা তাঁদের নাই। বরং, জোর করিয়া দর কমাইয়া রাখিবার সকল রকম চেষ্টায় তাঁরা রত। কয়লার অভাবে চটকলের কাজ কমিয়াছে। এই সুযোগটাকেও পাটের দর কমানোর জন্য কিভাবে ব্যবহার করা যায় তাও চটকল মালিকরা চিন্তা করিতেছেন। সরকারও এখন পর্য্যন্ত শুধু হিসাব-নিকাশেই ব্যস্ত, চটকল মালিকদের খেয়ালখুশীর হাত হইতে পাট-চাষীদের রক্ষার জন্য মোটেই ব্যস্ত নয়।

কিন্তু পাট-চাষীকে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। চটকল-মালিকের ষড়যন্ত্র ও সরকারের উদাসীনতা ভাঙ্গিতে হইবে।

আওয়াজ তোলো: পাটের দর কমপক্ষে ১৮ টাকা মণ বাঁধিয়া দাও এই সর্ত্তে যে আমেরিকার অর্ডারের বদলে আমেরিকা হইতে খাদ্য-শস্য আমদানী করিতে হইবে। এই দাবী লইয়া সর্ব্বত্র সভা-সমিতি করিয়া আন্দোলন করো। এই দাবী শুধু পাট-চাষীরই স্বার্থে নয়, বাংলার খাদ্যাভাব ঘুচাইবার জন্য সকলেরই এই দাবী। সমস্ত জনগণকে এই আন্দোলনে টানিয়া লও।

আলোচনা

বাংলার দুর্য্যোগ

১৫ ই আগষ্ট হইতে ১৩ই সেপ্টেম্বর এই একমাসের ভিতর শুধু এক কলিকাতা সহরেই ১৩০১ জন লোক না খাইয়া মারা গিয়াছে। এই একমাসে কলিকাতার রাস্তা হইতে সাড়ে তিন হাজার লোককে হাসপাতালে সরানো হইয়াছে। শ্মশান ঘাটে চিতা নিভাইবার অবসর হয় না। বাংলার প্রতি জেলাতেই এই রকম ঘটনা ঘটিতেছে।

কারণ কি?

এবার বাংলায় প্রয়োজনের তুলনায় ৩০ লক্ষ টন চাউল কম উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু মহামারী এবং দুর্ভিক্ষের ইহাই যদি একমাত্র কারণ হইত তাহা হইলে আগামী দুই তিন মাস কোনমতে শুধুমাত্র রিলিফের ধাবড়া করিলেই নূতন বৎসরে সুসময় দেখিবার আশা করা যাইতে পারিত।

উৎপাদনের ঘাটতি ছাড়াও এক বড় শত্রু রহিয়াছে—অতিরিক্ত মুনাফাখোর মজুতদার। ৬ই সেপ্টেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকা লিখিতেছেন—"মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী হইবার পর বাজার হইতে ধান চাল সহসা উধাও হইয়া গিয়াছে, ইহাতেই বুঝা যায় যে গোপনে গোপনে আমদানি চাপিয়া রাখার চেষ্টা হইতেছে।.....

সুবিধাবাদী, ক্ষমতালোভী এবং মুনাফাখোর প্রভৃতি যেন একটা ষড়যন্ত্র পাকাইয়াছে।" ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি গভর্ণরের কাছে মন্ত্রীমণ্ডলীর নামে অভিযোগ করিয়া যে খোলা চিঠি লিখিয়াছেন তাহাতেও তিনি বলিতেছে—

"বাংলার সবচেয়ে বড় ক্ষতি করা হইয়াছে বড় বড় আড়তদার এবং মিলওয়ালাদের খুসীমত দামে যথেষ্ট মাল খরিদ করিয়া মজুত করিতে দেওয়ার ফলে।"

মজুতদারই প্রধান শত্রু

আজ বাংলায় হাজার হাজার লোকের মৃত্যুর জন্য প্রধান দায়ী এই মজুতদার। ইহাদেরই চাপে হক্‌মন্ত্রীমণ্ডলী মূল্য নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিয়াছিলেন, ইহাদেরই ভয়ে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী কলিকাতায় মজুত বিরোধী অভিযানে জনগণের খাদ্যকমিটির সহযোগিতা গ্রহণ করেন নাই। ইহাদেরই কারসাজিতে মূল্য নিয়ন্ত্রণ জারী হইবার পর বাজার হইতে ধান চাউল অদৃশ্য হইয়াছে।

দলাদলির পরিণাম

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি এবং তাঁহার পরিচালনায় পরিচালিত বিরোধীদল এই মজুতদারদেরই নিন্দিত দিয়াছেন। আইন সভায় খাদ্যসমস্যার বিতর্কে যোগদান করিয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বলিয়াছেন—"বর্ত্তমান গভর্ণমেন্টের (মন্ত্রীমণ্ডলীর) সততা ও সামর্থ্যের উপর আমাদের কোন আস্থা নাই, এই গভর্ণমেন্ট খাদ্য বিতরণের সুব্যবস্থা করিতে পারে না।" অর্থাৎ মন্ত্রীমণ্ডলীকে তাড়াও। কিন্তু মজুতদার মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হও, মজুতদারের মজুত টানিয়া বাহির কর, মূল্য নিয়ন্ত্রণ চালু কর এই আহ্বান তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে করেন নাই। কংগ্রেসের তরফ হইতে ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল যে প্রস্তাব আনিয়াছেন তাহাতে তিনি মন্ত্রীমণ্ডলীকে অপসারিত করিবার কথা বলেন নাই, বরং একতাবদ্ধ খাদ্য কমিটি (রিলিফ কমিটি) গঠনের আবেদন জানাইয়াছেন, কিন্তু তিনি মুনাফাখোর মজুতদারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইবার দাবী না জানাইয়া শুধু মন্ত্রীমণ্ডলীকেই অকর্ম্মণ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

মন্ত্রীমণ্ডলীও লীগ বিরোধীদের দোষারোপ করিয়াছেন, কিন্তু কলিকাতায় মজুতদারদের বিরুদ্ধে কেন জনগণের সহযোগিতা নেন নাই, কেন আমদানি, রপ্তানি, মজুত ও বিক্রয়ের পুরা হিসাব দিতেছেন না তাহার কোন কৈফিয়ৎ দেন নাই। বরং মজুতদারদের খাতাল দিয়া বলিয়াছেন—ব্যবসাদারদের কাছেও বেশী মজুত নাই; খাদ্য সংকটের ১২ দফা কারণ বর্ণানার মধ্যে তিনি মজুতদারও অতিরিক্ত মুনাফাখোরের নামও উল্লেখ করেন নাই।

লীগ ও লীগ বিরোধীদের দলাদলি মজুতদারদেরই স্পর্দ্ধা বাড়াইতেছে। ইহাদের কারসাজির বিরুদ্ধে, এবং আমলাতন্ত্রের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে লীগ কংগ্রেস ও মহাসভাকে একতাবদ্ধ হইতেই হইবে। সমস্ত দলের সম্মিলিত মন্ত্রীত্ব ছাড়া মজুতদারদের প্রতিরোধ ভাঙ্গিবে না, মূল্য নিয়ন্ত্রণ কিংবা রেশনিং চালু করা যাইবে না।

৩রা অক্টোবর নিখিল-বঙ্গ পাট দিবস

পালন করুন

(বঙ্গীয়-প্রাদেশিক কৃষক-সভা)

(১-এর পাতার শেষাংশ)

ট্রাম-মজুর, বি-এণ্ড-রেলওয়ে মজুর, আয়রণ এণ্ড ষ্টীল প্রভৃতির পক্ষ থেকে চটকল মজুরদের অভিনন্দন জানানো হইল। কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ হইতে কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ অভিনন্দন জানাইলেন। কলিকাতার মজুর নেতা কমরেড ইস্‌মাইল বলিলেন: ট্রাম মজুরের সংখ্যা মাত্র ৬ হাজার—তারা নিজেদের সংগঠনের জোরে যা করিতেছে, ৩ লাখ চটকল মজুর তা কেন পারিবে না? চটকল মজুরকে বাংলার সমস্ত মজুরের নেতা হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।

আলমবাজারের মেয়ে-মজুর কমরেড দুখমন বক্তৃতা দিতে উঠিলেন। মজুরদের মুখে উৎসাহ ও গর্ব্বের রেখা, তাদের বোনরাও আজ আন্দোলনের নেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কমরেড দুখমন বলিলেন: একতা ও সংগঠনের জোরে আমরা নিশ্চয়ই জয়ী হইব, দেশকে বাঁচাইব, নিজেদের বাঁচাইব। ইউনিয়নের মধ্যে সমস্ত মজুরকে সামিল হইতে হইবে।

একতা ও সংগঠনের জোর আজ মজুররা সচেতন ভাবেই বুঝিয়াছে। মজুর-আন্দোলনকে ভাঙ্গিবার জন্য মজুরের শত্রু চারিদিকে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে—কিন্তু তাদের সায়েস্তা করিতে আজ মজুর বদ্ধপরিকর।

এই জমায়েতেই লেবার পার্টির লোকেরা আসিয়া সভা ভাঙ্গিবার জন্য যত রকম সম্ভব চেষ্টা করিল। মজুরদের উত্তাইতে চেষ্টা করিল। গোলমাল করিয়া সভা পণ্ড করিবার চেষ্টা করিল। কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে গালা-গালি করিয়া দাঙ্গা বাধাইবার ছুতা খুঁজিতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই না পারিয়া সভার পাশেই নিজেদের ভাড়াটে লোক লইয়া পাল্টা মিটিং সুরু করিল। কিন্তু একতাবদ্ধ ছয় সাত হাজার চটকল মজুর পরিপূর্ণ শৃঙ্খলার মধ্যে থাকিয়া তাদের সমস্ত উস্কানীকে ব্যর্থ করিল। তারা দেখাইল মজুরের একতা মজুর জোহী আসিয়া ভাঙ্গিতে পারে না। বিরাট জমায়েতের কাছে লেবার পার্টির জঘন্য উদ্দেশ্য জাহির হইয়া পড়িল, তারা মুখ কালো করিয়া পালাইয়া গেল।

চটকল মজুরের এই একতাকে প্রত্যেক এলাকায় কাজে দেখাইতে হইবে। পুরামাস মিল চালু করিবার জন্য, পুয়ামাসের মজুরী উশুল করিবার জন্য, পয়সা বাড়াইবার জন্য, খাদ্যাভাব ঘুচাইবার জন্য মজুরের সংগঠনকে বাড়াইতে হইবে। দেশ বাসীর সঙ্গে হাতে হাত ধরিয়া দেশ রক্ষার পথে মজুরকে আগাইতে হইবে।

ক্ষুধিতকে বাঁচানোর ভার মজুরেরও

কলিকাতার মজুর সংগঠনগুলি অন্নদানের কাজে আগাইয়াছে

অন্নদানের জন্য বি-এণ্ড-এ রেলওয়ের মজুর

দেশের এই দুর্দ্দিনে বিভিন্ন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের দরিদ্র মজুররাও তাহাদের দায়ীত্ব লইয়া আগাইয়া আসিতেছে, নিরন্ন জনগণকে সাহায্য করার জন্য। দেশপ্রেমিক মজুর আজ ক্ষুধাতুর দেশবাসীর পাশে দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের এই দেশপ্রেম ও দায়ীত্ববোধ লোকের মনের হতাশা নষ্ট করিবে, খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে ও অন্নদানের জন্য সর্ব্বাঙ্গীন ঐক্য গড়িয়া তুলিতে সকলকে সাহায্য করিবে এবং দেশ রক্ষার জন্য লোকের মনে আস্থা বিশ্বাস আনিয়া দিবে।

লক্ষরখানা খুলিয়া রেলওয়ে মজুর দেশসেবার পথে আর এক কদম আগাইয়া গেল।

২৮ শে আগষ্ট,—কমরেড রামজী উপাধ্যায় ও অন্যান্য ইউনিয়ন সংগঠকদের নেতৃত্বে চিৎপুর শাখার সমস্ত ডিপার্টমেন্টের মজুরদের লইয়া ইউনিউন অফিসে সভা বসিল। দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথা আলোচনা হইল—অভুক্ত নরনারী ও শিশুদের খাওয়াইবার জন্য বি এণ্ড এ রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তরফ হইতে লঙ্গরখানা খুলিবার বন্দোবস্ত হইল। এই বন্দোবস্ত ভার লইল ৫টি ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত ১২ জন মজুরের একটি কমিটি। সভায় মজুররা প্রতিজ্ঞা করিল—দেশের বর্ত্তমান খাদ্য সংকটের সমাধান করে লঙ্গরখানা খুলিয়া সমস্ত রেলওয়ে মজুর ও আশে পাশের পাড়ার জনসাধারণকে একতাবদ্ধ করিতে হইবে।

১লা সেপ্টেম্বর—এই সংকল্প লইয়া বি এণ্ড এ রেলওয়ের ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কলিকাতা শাখার সমস্ত সংগঠক ও মজুররা রেলওয়ে 'গ্রেণসপে' চাল ও ডাল আদায় সুরু করিয়া দিন। সাধারণ মজুরদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল। কেরানীরাও অনেকে আগাইয়া আসিল। 'গ্রেনশপের' কর্ম্মচারীরাও সাহায্য করিল। ঐ দিনই আদায় হইল চাল প্রায় ৩০ সের ও ডাল প্রায় ১৮ সের। তারপর প্রতিদিন এই ভাবে চাল ও ডাল আদায় চলিতে থাকে।

৫ই সেপ্টেম্বর—বৈকাল ৬টায় লঙ্গরখানার উদ্বোধন হইবে। রেল মজুর কমরেড রামজী উপাধ্যায়, ঘুরে লাল, মহেন্দ্র বিশ্বাস, ভুলাই তেওয়ারী, রণেরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, সেখাওয়াট প্রভৃতি, স্থানীয় প্রতিবেশী শ্রীযুত কেষ্ট ঘোষ, ইউনিয়ন সংগঠকরা, অন্যান্য বহু মজুর ও পাড়ার ভদ্রলোক মিলিয়া প্রায় ৩০০ লোক আসিয়া উপস্থিত। ইউনিয়ন অফিসের সম্মুখে লাল ঝাণ্ডা এবং নানা প্রকার পোষ্টার সাজানো এবং মাঝখানে লাল সালুর উপর লেখা ইউনিয়নের নাম। চারিদিকে বিপুল উৎসাহ। যাহাদের খাওয়ান হইবে তাহাদের কার্ড দেওয়া হইয়াছে। ইতিমধ্যে তাহারা আসিয়া গেল। বলরাম ঘোষ রিলিফ কিচেন হইতে খিচুড়ী আসিল। মজুররা নিজেরাই আগাইয়া পরিবেশন করিল। প্রায় ৪০০ হিন্দু মুসলমান নরনারী ও শিশুকে খাওয়ানো হইল।

রেল মজুর আজ নিজেদের হাতে ইউনিয়ন গড়িয়া তুলিয়াছে কেবলমাত্র নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাবী আদায় করিবার জন্য নহে। তাহারা জানে দেশ বাঁচিলে তাহারাও বাঁচিবে। তাই ডিসেম্বর মাসে যখন জাপানী বোমা বাংলাদেশের জনসাধারণের মনোবল ভাঙ্গিয়া চুরমার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল তখন রেল মজুররা রেলওয়ে উপপাদন ও গাড়ী চালু রাখিয়া দেশের কোটী কোটী জনসাধারণের মুখে খাদ্য পৌছাইয়াছিল এবং যে বীরফৌজ চট্টগ্রাম

বি-এণ্ড-এ রেলওয়ে ইউনিয়নের মজুর কর্ম্মীরা

ও আসামের সীমান্তে দাঁড়াইয়া জাপানী শত্রুর হাত হইতে দেশরক্ষা করিতেছে তাহাদেরও রসদ ও হাতিয়ার পৌছাইয়া দিয়াছিল। আজও তেমনি যখন দেশে শত সহস্র লোক অনাহারে মরিতেছে তখন তাহারা বসিয়া থাকিতে পারে না। ইউনিয়নকে লোহার মত মজবুত করিয়া তাহারা এই সংকট সমাধানে আগাইয়া যাইবে, জনসাধারণকে একত্রিত করিয়া বৃহত্তর ঐক্য—বংগ্রেস-লীগ ঐক্য গড়িয়া তুলিবে এবং তাহার সাথে সাথে জনসাধারণের সাথে হাত মিলাইয়া রেল যান বাহন ব্যবস্থার মধ্যে যে গলদ আছে তাহা হটাইয়া দিয়া জনসাধারণ ও সীমান্তের ফৌজকে আরও বেশী বেশী সাহায্য করিবে কারণ রেল মজুর জানে ইহার মধ্য দিয়াই দেশের মুক্তি এবং রেল মজুরের উপর জুলুমের অবসান।

ইউনিয়নকে শক্তিশালী করো

দেশের এই দুর্দ্দিনে রেলশ্রমিক এক প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে পারে। দেশের হাহাকার মিটাইতে, খাদ্য শস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চলাচল করিতে সৈন্যদলের হাতে দেশরক্ষার প্রয়োজনীয় হাতীয়ার দিতে পারে রেল শ্রমিক। উপরোক্ত কাজ রেলশ্রমিক করিতে পারে নিজের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করিয়া, নিজেদের সংঘবদ্ধ করিয়া। বি এণ্ড এ রেলশ্রমিক ইউনিয়ন রেল শ্রমিকগণের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করিবার জন্য শ্রমিকের দাবী দাওয়া আদায় করিবার জন্য, হাজার হাজার শ্রমিককে বি এণ্ড এ রেলশ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে সংগঠিত করিবার জন্য ও ইউনিয়নকে কোম্পানী কর্ত্তৃক মানাইয়া লইবার জন্য আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর হইতে বি এণ্ড এর রেলশ্রমিক ইউনিয়নের প্রত্যেক শাখা কেন্দ্রে এক মাসের জন্য ক্যাম্পেন সুরু করা হইবে। প্রত্যেক কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় অফিস হইতে রেলশ্রমিকের প্রতি আবেদন প্রচার করা হইবে এবং উক্ত আবেদনে শ্রমিক ও কর্ম্মচারীগণের সহি ও স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হইবে। আবেদনে—ইউনিয়নের নীতি, দাবী (জোনাল প্রথার রদ, সর্ব্বনিম্ন ১৬৲ টাকা মাগ্‌গিভাতা ও তাহারা একজনের মত রসদ কোম্পানী হইতে নেন তাহাদের ৩০৲ টাকা মাগ্‌গি ভাতা ইত্যাদি ও ইউনিয়নকে স্বীকার করিবার দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে। এই ক্যাম্পেনের মারফৎ ইউনিয়নের সভ্যসংখ্যা বর্ত্তমানের ৩৫০০ হইতে ১৬০০০ এ আনিতে হইবে। সুতরাং প্রত্যেক শাখা অফিসে এই ক্যাম্পেন পরিচালনার জন্য ভালভাবে প্ল্যান নিতে হইবে ও প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করিতে হইবে। একমাত্র ক্যাম্পেনের ভিতর দিয়াই আমরা হাজার হাজার রেলশ্রমিক ও কর্ম্মচারীর মধ্যে তাঁহাদের দেশের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে চেতনা জাগ্রত করিতে পারিব।

খাদ্য সমস্যায় ট্রাম ও বাস মজুর

খাদ্য সমস্যা সমাধান করে যখন সকল শ্রেণীর লোকই আগাইয়া আসিতেছে, তখন বাংলার ট্রাম ও বাস মজুররাও পিছাইয়া নাই। গত ৯ই সেপ্টেম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কমরেড গোপাল আচার্যের সভাপতিত্বে ৫০০ ট্রাম ও বাস মজুর প্রতিজ্ঞা করিল তাহারা ক্ষুধাতুর নরনারীকে খাওয়াইবার জন্য তাহাদের যথাসাধ্য দিয়া কলিকাতার ৪টি লঙ্গরখানা চালু রাখিবে। সভায় ট্রামের কমরেড জাহির ও বাসমজুরদের পক্ষ হইতে কমরেড পিয়ারীলাল বক্তৃতা দেন।

গ্যাস মজুররাও বসিয়া নাই

দেশের বর্ত্তমান সংকট ও কলিকাতায় অন্নাভাবে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু গ্যাস মজুরদেরও মনে ও চাঞ্চল্য আসিয়াছে। ক্ষুধাই দেশবাসীকে বাঁচাইবার দায়ীত্ব নিতে তারাও আগাইয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা পূজার সময় প্রতি বৎসর গ্যাস কারখানাতে নানারকম উৎসব হয়। এ বৎসর তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছে তাহারা উপবাসী লোকদের খাওয়াইবে। তাহারা নিজেরাই অগ্রণী হইয়া প্রত্যেকে /১০ সের চাল, /১০ ডাল এবং এক আনা দু'আনা করিয়া ২১৩ দিনের মধ্যে ১০ মণ চাল, ৪ মণ ডাল ও ১২৲ টাকা তুলিল। মজুরদের কাজে কোম্পানীর ম্যানেজারও উৎসাহ পাইয়া সম পরিমাণ চাল ডাল ও অর্থের প্রতিশ্রুতি দিল। শুধু একদিন নয়, যাহাতে প্রত্যহ, অন্ততঃ ছুটির দিনগুলিতে নিরন্ন লোকদের অন্ন দেওয়া যায় তারজন্য তাহারা নিজেদের রসদ হইতে চাল ডাল যোগাড় করিতেছে। অন্যান্য মজুরদের মত গ্যাস মজুররাও প্রকৃত দেশপ্রেমের পথে আগাইয়া আসিতেছে।

★ 'চট্টগ্রামকে রক্ষা করো' ★

দেশরক্ষার প্রদর্শনী

চট্টগ্রামের মাটিতে আজ এক নতুন ইতিহাস লেখা হইতে চলিয়াছে। ইহার নায়ক চট্টগ্রামের লক্ষ লক্ষ দেশভক্ত অধিবাসী। দারুণ মন্বন্তর, জাপানী দস্যুর আক্রমণ—কিছুতেই তাদের মনোবল ভাঙ্গে নাই। গৃহশত্রুর প্ররোচনা ব্যর্থ হইয়াছে। খাদ্যাভাব মহামারী চট্টগ্রামকে শ্মশান বানাইয়াছে সত্য—কিন্তু সেই শ্মশান হইতে আজ এক বলিষ্ঠ জীবন জন্ম নিতেছে।

চট্টগ্রামের প্রিয় নেতারা আজও কারাগারে। যাদের উপস্থিতিতে চট্টগ্রামে বিদ্যুৎবেগে দেশরক্ষার প্রাচীর গড়িয়া উঠিতে পারিত, যাদের আহ্বানে সমস্ত বাংলা এক হইয়া চট্টগ্রামের পিছনে দাঁড়াইত—মূর্খ আমলাতন্ত্রের হাতে তারা বন্দী।

কিন্তু দেজন্য চট্টগ্রামের মানুষ বসিয়া থাকে নাই। তারা জীবন তুচ্ছ করিয়া বাংলার দুয়ার আগলাইয়া রাখিয়াছে। গ্রামে গ্রামে তারা ফসল বাড়ানোর কাজে আগাইয়াছে—নূতন নূতন জমিতে আজ আবাদ হইতেছে। অভুক্ত মানুষকে খাওয়ানোর জন্য ৪৮৯টি লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছে। ৮৮,৪৩৩ জন অভুক্ত মানুষ ইহাতে অন্ন পাইয়াছে। সরকার ৪৫২টি লঙ্গরখানার ৫,০০০ মণ চাল দিয়াছে। এ ছাড়া কণ্ট্রোল দোকানে টাকায় ২ সের করিয়া বিক্রির জন্য ১ হাজার টন চাল দেওয়া হইয়াছে।

লঙ্গরখানার ডাল, নুন ও অন্যান্য জিনিষ সাধারণ লোকের কাছ হইতে উঠানো হয়। মুষ্টি ভিক্ষায় ২০ মণ চাল উঠিয়াছে। লঙ্গরখানা চালানোর জন্য আলাদা জমিতে চাষও করা হইয়াছে। ২৫,০০০ লোককে কলেরার ইঞ্জেকশন দেওয়া হইয়াছে।

এই কাজে আজ চট্টগ্রামের সমস্ত লোক এক জোট হইতেছে। এ-আর-পি কর্ম্মীরা প্রাণপণে খাটিতেছে। মুসলীম লীগ, মুসলীম ছাত্র লীগ ও হিন্দু জাতীয়তাবাদীর দল সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া জনসেবায় নামিয়াছে। আর-এ-এফ সৈন্যদলও আজ চট্টগ্রামবাসীর রক্ষায় আগাইয়া আসিয়াছে।

চট্টগ্রামের মাটিতে আজ এক আশার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। একদিকে সমস্ত চট্টগ্রামবাসীর ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু একতা, অন্য দিকে সৈন্য ও এ-আর-পির সঙ্গে জনগণের নিবিড় ভ্রাতৃত্ব।

এই পটভূমিতে ১৮ই ও ১৯ শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম মোসলেম হলে এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে। সমস্ত দল ও দলবহির্ভূত সকল লোকের উদ্যোগে এই প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছে। সরকার পর্য্যন্ত ইহার সহিত সহযোগিতায় বাধ্য হইয়াছে। পোষ্টার, ছবি, চার্ট, ম্যাপ ও সেই সঙ্গে এ-আর-পির ওর নগর রক্ষার প্রদর্শনী এবং তাঁতাঁতা কুটিরশিল্প ও লোককলার উৎসবের মধ্য দিয়া দেশপ্রেমিক প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছে। সমস্ত দিক দিয়া কি ভাবে দেশকে রক্ষা করা যায়—তাহা দেখানোই এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য।

চট্টগ্রামকে রক্ষা করার এই ব্যবস্থাকে জয়যুক্ত করিতে হইলে সর্ব্বাঙ্গীন সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজন। অর্থ সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা; ডাঃ এম, এ, হাসেন, পূর্ণেন্দু দস্তিদার; যুগ্ম সম্পাদক, 'চট্টগ্রামকে রক্ষা করো' প্রদর্শনী কমিটি। জেলা জনরক্ষা সমিতি অফিস, জে, এম, সেন এভিনিউ, চট্টগ্রাম।

চোরা কারবার বন্ধ করিতে
জলপাইগুড়ীর খাদ্যকমিটি

সরকার চালের দর বাঁধিয়া দিয়াছেন কিন্তু কারবারীরা আপনা হইতেই এই বাঁধা দর মানিতে প্রস্তুত নয় জনসাধারণের সম্মিলিত চেষ্টা না হইলে দর-কন্‌ট্রোল অসম্ভব। জলপাইগুড়ির খাদ্য-কমিটির সামনে এই প্রশ্ন দেখা দিল। কমিটির সভ্যরা সকলেই দর-কন্‌ট্রোলের নীতিকে সমর্থন করিলেন। কিন্তু এই দর-কন্‌ট্রোলকে কাজে লাগান যায় কি করিয়া? সরকার, জনসাধারণের খাদ্য-কমিটী ও ব্যবসাদার—তিন জনের পরস্পরের সহিত সহযোগিতা হইলে তবেই ইহা সম্ভব।

খাদ্য-কমিটী একটী জনসভায় দর-কন্‌ট্রোলের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইল। কংগ্রেসসেবীরা বলিলেন: দর-নিয়ন্ত্রনের জন্য সরকারের এই চেষ্টা ভালই। এই চেষ্টাকে সফল করিতে হইলে জোরাল ভলান্টিয়ার দল দরকার, যারা কারবারিদের উপর কড়া নজর রাখিতে পারিবে। তাঁরা এই পরামর্শ দিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা নিজেরা কাজে নামিলেন না, বলিলেন, তাঁরা সরকারী ব্যবহার সঙ্গে সহযোগিতা করিতে পারেন না।

কংগ্রেসসেবীদের এই নিশ্চেষ্টতা সত্বেও সাধারণ লোক চুপ করিয়া থাকিল না। খাদ্য-কমিটীর আহ্বানে তারা সাড়া দিল। খাদ্য-কমিটীর চেষ্টায় যাতে চালের দোকানদারদের দর-কন্‌ট্রোল সম্বন্ধে সাহায্যতা পাওয়া যায় তার জন্য সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। এখানে চালের দোকানদারদের দুইটী সমিতি। দুইটীকে না মিলাইতে পারিলে কিছুতেই এই ব্যবস্থা সফল হইবে না। খাদ্য-কমিটীর তরফ হইতে এই দুইটী সমিতিরই যুক্ত সভা ডাকা হইল। কয়েকজন পাইকারী দোকানদার ও খুচরা দোকানদারদের প্রায় অনেকে সভায় আসিলেন। ব্যবসায়ীরা নিজেরাই স্বীকার করিলেন যে চোরাকারবার চলিতে থাকিলে তাঁদেরই অসুবিধা। তাঁরা ইহাও স্বীকার করিলেন যে তাঁদের সংগঠনের দুর্ব্বলতার জন্যই আজকে তাঁরা সরকারের কাছ হইতে 'পারমিট' পান না। দোকানদাররা 'পারমিট' না পাওয়ার জন্যই চোরা কারবার বাড়িতেছে। ব্যবসায়ীরা ঠিক করিলেন যে তাঁরা তাঁদের পরস্পরের মধ্যকার ভেদাভেদ মিটাইয়া একতাবদ্ধ সংগঠন গড়িবেন।

কিন্তু দোকানদারদের এই সংঘবদ্ধতাকে মহাজন পাইকারেরা ভয়ের চোখে দেখিল। তারা ভাবিল দোকানদাররা এইভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইলে তাদের চোরা কারবার অচল হইয়া যাইবে। যেদিন নূতন সংগঠন গড়িবার কথা ছিল সেদিন দোকানদাররা যাতে সভায় হাজির না হইতে পারে, তার জন্য চোরাকারবারীরা ষড়যন্ত্র করিল। ছোট-দোকানদারদের তারা ভয় দেখাইল যে মিটিং-এ গেলে তাদের লাইসেন্স বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

আমলাতন্ত্রের কর্ম্মচারীও চায় ব্যবসাদারদের মধ্যে ভেদাভেদ থাকুক, তা হইলে চোরা কারবারও চলে এবং কর্ম্মচারীদেরও সুবিধা হয়। যে সব দোকানদার এই মিটিং-এ যোগ দিল, তাদের ব্যবসার লাইসেন্স দিতে সরবরাহ অফিসার গোলমাল করিতে লাগিলেন।

মুনাফালোভী ব্যবসাদারদের কারসাজীতে ও আমলাতান্ত্রিক কর্ম্মচারীদের উদাসীনতায় এখনও ব্যবসায়ীদের সংগঠন ভাল করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে না, বরং, যে সব ব্যবসায়ী খাদ্য-কমিটীর সহিত সহযোগিতা করিতেছে, তাদের নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। কিন্তু তবু জলপাইগুড়ীর খাদ্য-কমিটীর পিছনে জনসাধারণের সমর্থন যে ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে, তাতে এই সব বাধা কাটাইয়া চোরকারবারীদের সায়েস্তা করা যাইবেই। ছোট দোকানদারদের উপর চোরাকারবারীদের হামলা ও স্থানীয় কর্ম্মচারীদের উদাসীনতা সহ্য করিয়া গেলে চলিবে না। ইহার জন্য বাংলা সরকারের কাছে গণ দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে। জনসভা করিয়া জনমত গঠন করিতে হইবে। জনমতের দুর্ব্বলতা দেখিয়াই চোরকারবারী ভরসা পাইতেছে। সম্মিলিত জনমতের কাছে একদিনও চোরাকারবার টিকিতে পারে না।

রংপুরের শোচনীয় অবস্থা

ডোমার একটা বিখ্যাত বন্দর। চালের দর নিয়ন্ত্রণের পর হইতেই এখানে বাজারে চাল একেবারেই পাওয়া যাইতেছে না। বাড়তি অঞ্চল ধরিয়া লইয়া সরকারের পক্ষ হইতে ধান-চাল কেনা হইতেছে, কিন্তু যে চাল মজুতকারীর ঘরে আটক রহিয়াছে, তা উদ্ধারের বিশেষ কোনো বন্দোবস্ত হইতেছে না।

সেপ্টেম্বরের প্রথম কয়েকদিনের মধ্যেই ডোমার বন্দরে ৪টী অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে। ক্ষুধার জ্বালায় লোকে কিরকম পাগলের মত হইয়া যায় তার একটা শোচনীয় দৃষ্টান্ত দেখা গেল একদিন। একটী লোক রাস্তার ধারে বসিয়া কাঁটা তার দিয়া নিজের দেহ ও চোখে আঘাত করিতেছে। তার হাতে কলা পাতা। সে কোনো জায়গায় খাইতে যাইতেছিল, কিন্তু অনাহারক্লিষ্ট দেহে যাইতে পারিল না, আত্মহত্যার প্রবৃত্তি তার জাগিয়া উঠিল। লোকটাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল বটে, কিন্তু বাঁচাইতে পারা গেল না।

মেদিনীপুর—কেশপুর থানার জনসাধারণের খাদ্য-সংকট প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। বন্যফল ও গাছের পাতা সিদ্ধ করিয়া লোকে খাইতেছে। একটী তাল দ্বারা ৫।৬ জনের সংসারে এক বেলা খাওয়া হইতেছে। দিন মজুরের অবস্থা আরো সাঙ্ঘাতিক। তারা কাজ পাইতেছে না। নানা স্থানে চুরি ডাকাতি হইতেছে। ধান-লুঠও বাড়িতেছে।

কিন্তু এই অবস্থা সত্বেও লোকে দিশাহারা হইয়া পড়ে নাই। নিজেদের চেষ্টায় যথাসাধ্য খাদ্যাভাব ঘুচাইতেছে। ৪ নং ইউনিয়নে প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত, ফুড কমিটীর সভাপতি, স্থানীয় অবস্থাপন্ন কৃষক, জমিদার, কৃষককমিটীর কর্ম্মীরা মিলিয়া বাড়ী বাড়ী হইতে সাধ্যমত সাহায্য গ্রহনের চেষ্টা করিতেছে। একটি গ্রামে ৭০ জনকে খাদ্য দেওয়া হইল। ঐ গ্রাম হইতে কনট্রোল দোকানের জন্য ১৫০ টাকা পাওয়া গেল। পিয়াশালা গ্রাম হইতে ২৫ মণ ধান সংগ্রহ হইল। একজন পত্তনিদারের কণ্ট্রোল দোকানের জন্য ৩০০০৲ টাকা দিলেন। সাতডুবি গ্রাম হইতে ৫০ জনের মত রিলিফ পাওয়া গেল। এইভাবেই খাদ্যাভাবের সঙ্গে লড়াই চলিতেছে।

ত্রিপুরা:—দক্ষিণ লাকসাম থানা এলাকায় আউস ফসল না হওয়ায় শতকরা ৯০ জন গ্রামবাসী চাল খরিদ করিয়া দিনাতিপাত করিতেছে। কাজেই অনশনক্লিষ্ট লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট পার্টির চেষ্টায় বাঁসাই, হালনাবদ, মনিপুর, আলিনকীপুর নবাকার, তালনা, শ্রীপুর ও বাদুয়ারা মৌজাগুলিতে ৬টী লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছে। গ্রামবাসীদের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া ও কিশোরবাহিনীর চেষ্টায় মুষ্টি ভিক্ষার সাহায্যে এই লঙ্গরখানাগুলি চলিতেছে।

বাংলার ক্ষুধার জ্বালা ঘুচাইতে এক হও!

বাংলার সমস্ত জেলা হইতেই খাদ্যাভাবের খবর আসিতেছে। চালের বাজারে চাল নাই—পয়সা দিয়াও লোকে কিনিতে পায় না। চোরাবাজারে দর উঠিয়াছে ৪০।৪৫৲। ঢাকায় হঠাৎ চালের বাজার আগুণ হইয়া উঠিল। গ্রামের চাষীদের মধ্যে যারা দিন মজুরী করিয়া খায়, তাদের চাল কিনিয়া খাইবার সামর্থ নাই—তাদের ভাগ্যে অনাহার। দলে দলে লোক সহরে ছুটিয়া আসিতেছে। সমস্ত জেলাতেই অন্নদান কেন্দ্র খোলা হইতেছে। কিন্তু বাংলার এই ক্ষুধার জ্বালা মিটাইবার জন্য এই অন্নদান কেন্দ্রগুলিই যথেষ্ট নয়। এখনও সকল লোকে একত্র হইয়া অন্নদানের জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা করে নাই, এখনও অবস্থাপন্নের ঘরে ঘরে ধান-চাল মজুত থাকে। মুনাফালোভী দোকানদার এখনও নিশ্চিন্ত মনে তার চোরা কারবার করিয়া যাইতে পারে। আমলাতন্ত্র এখনও বাংলার এই ক্ষুধা দেখিয়াও নিজেদের খেয়ালখুসীমত জনসাধারণকে উপেক্ষা চলিতে পারে।

খাদ্য-সংকটকে সামলাইয়া উঠার মত এখনও কিছুই করা যায় নাই। কিন্তু তবু আজ আমাদের সামনে আশার ছবিই জাগিয়া উঠিতেছে। সমস্ত জেলা হইতে খাদ্যাভাবের খবরের সঙ্গে সঙ্গে খবর আসিতেছে অন্নদানের চেষ্টা ও উদ্যমের। খাদ্যাভাব ঘুচাইবার জন্য জমিদার আজ কৃষকের সঙ্গে মিলিতেছে। ধনী মিলিতেছে গরীবের সঙ্গে, ব্যবসাদারও মিলিতেছে খরিদ্দারের সঙ্গে। জনগণের একতার কাছে আমলাতন্ত্রও মাথা নত করিতেছে। বাংলাবাসীর সহজ দেশপ্রেম আজ জাগিয়াছে। এই দেশপ্রেমকে পরিপূর্ণ একতার ভিতিতে গড়িয়া তুলিতে পারিলে আজকের সংকট কাটাইয়া উঠিতে আমরা পারিবই।

ম্যাজিষ্ট্রেট কি খাদ্যব্যবস্থার পথ বন্ধ করিতে চান?

ডিক্রগড় হইতে তার আসিয়াছে:—

জনসাধারণের খাদ্য কমিটীর উপর আমলাতান্ত্রিক বাধা আসিতেছে। দুইটী খাদ্য কমিটী ছাড়া আর কোনটীকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় নাই। সরকার ঘেঁষা লোকদের নিয়া পাল্টা খাদ্য কমিটী গঠন করা হইতেছে। শুধু তাই নয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ৬ জন কমিউনিষ্ট কর্ম্মীর উপর এই আদেশ জারী করিয়াছেন যে তাঁরা যদি তাঁদের কাজ বন্ধ না করেন তবে তাঁদের উপর কঠোর ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হইবে।

দর কনট্রোলের বিরোধী কাহারা?

মুন্সাদী অঞ্চলে গত ২৮ সে আগষ্টের পর হইতে যাতে বাঁধা দরে ধান চাল কেনা বেচা হয়, তার, জন্য স্বেচ্ছাসেবকেরা সন্ধান রাখে। প্রথমে ধান বিক্রেতা চাষীরা কনট্রোল দরেই বেচে, কিন্তু ফরিয়ারা আসিলেই ঐ দরে বেচিতে অস্বীকার করে। ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য, ফুড কমিটীর প্রেসিডেন্ট—ইহারাও দর কনট্রোলের বিরুদ্ধে মনোভাব জানাইতেছেন। দোকানদারদের যথেষ্ট দামে বেচিতে ইহাদের কেহ কেহ সাহায্য করিতেছেন। থানা অফিসারের কাছে যাওয়া হয়। কিন্তু তিনিও এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চান না, উল্টা তিনি এদিক ওদিক নাকি প্রচার করিতেছেন যে খাদ্য-সমস্যা লইয়া বেশী কিছু করিলে গ্রেপ্তার করা হইবে। কনট্রোলের বিষয় ঢেঁড়া পিটাইয়া জানান পর্য্যন্ত হয় নাই। দর কনট্রোলকে বানচাল করিবার জন্য স্বার্থপর লোকেরা এইভাবে ষড়যন্ত্র করিতেছে।

ময়মনসিংহে রিলিফ কার্য্য

সহরে রিলিফ কার্য্য প্রথম আরম্ভ করে ছাত্র-ফেডারেশন। ছাত্ররা বাড়ী বাড়ী গিয়া চাল-টাকা সংগ্রহ করিয়া প্রতিদিন ৫০ জন বুভুক্ষুকে খাদ্য দিতে আরম্ভ করিল। তাদের এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া ক্রমশঃ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও আগাইয়া আসিল। এখন খাদ্য কমিটী, কংগ্রেস, ছাত্রফেডারেশন, মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী আগরওয়ালা প্রভৃতির আলাদা আলাদা রিলিফ কিচেন চলিতেছে। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে রিলিফ কার্য্য চলার ফলে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিতেছে। কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটী গঠনের জন্য সহরে প্রচার চলিতেছে।

নেত্রকোনা-স্থায় খাদ্য কমিটীর তরফ হইতে একটা লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছে, তাতে দৈনিক ৩৫০ জন লোক খাইতেছে। কিশোরগঞ্জেও একটী ক্যান্টিন চলিতেছে, তাতে ১০০ জন খাইতেছে। সেরপুরে ব্যাপক কেন্দ্রের দেখা দেওয়ায় লঙ্গরখানা খোলা সম্ভব হইতেছে না, এখানে অভাবগ্রস্তদের চাউল সাহায্য করা হইতেছে। সুসং পরগণায় জলমা থানার কয়েকটী গ্রামে খাদ্য কমিটীর তরফ হইতে সাহায্য দেওয়া হইতেছে।

শ্রীরামপুরে অন্নদান কেন্দ্র

শ্রীরামপুর সহর রিলিফ কমিটীর তরফ হইতে ৪ টা অন্নদান কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং গড়ে ৯০০ লোকে খাওয়ান হইতেছে। এই কাজের দৃষ্টান্ত অন্যান্য লোকের মনেও দেশসেবার কর্ত্তব্য জাগাইয়াছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী তারকচন্দ্র সাধু খাঁ প্রতিদিন ৪০০ লোককে নিজের পয়সায় খাওয়াইতেছেন। হুগলী জুটমিলের সর্দ্দারয়া ইতিমধ্যে একদিন একশত লোককে খাওয়াইতেছে। শ্রীযুক্ত কেষ্ট শীল ও চাউল ব্যবসায়ী দাশরথি সাধু খাঁ, ক্ষেত্র সাধু খাঁ প্রভৃতি আরো কারবারী অন্নদান কেন্দ্র খুলিবার মনস্থ করিয়াছেন।

কৃষকের সঙ্গে জমিদারের সহযোগিতা

ময়মনসিং জেলার ঘোষগাঁও গ্রামের একজন কৃষক কর্ম্মী লিখিতেছেন:—এখানে খাদ্যাভাব প্রচণ্ড। অথচ মহাজনদের কাছ হইতে অনেক চেষ্টা করিয়াও বাড়তি ধান মিলিল না। তখন আমরা ৫০০ জন দুঃস্থ কৃষকের সঙ্গে নিয়া মুক্তাগাছার জমিদারের কাছে যাই। তিনি গরীব কৃষকদের ৮০৲ টাকা সাহায্য দিবার প্রতিশ্রুতি দেন। মহাজন মাতব্বররা অনেক চেষ্টা করিয়াছিল যাতে জমিদার এই টাকা না দেন। তারা জমিদারকে জানাইয়াছিল যে—এখানে অন্নাভাব নাই। কিন্তু কৃষকদের কথার উপর নির্ভর করিয়াই জমিদার টাকা দিলেন। এই কাজের ফলে স্বার্থপর মহাজনরাও নমিয়া গেল। তাদের অনেকের কাছ হইতেও শেষ পর্য্যন্ত কিছু কিছু ধান বাহির করা গেল। এইভাবে ২০০ দুঃস্থ কৃষক পরিবারকে আমরা বাঁচাইয়াছি।

কংগ্রেসী ও লীগকর্ম্মী পাশাপাশি

কলিকাতায় খাদ্য-দানের কাজে হিন্দু মুসলিম সহযোগিতা এখনও গড়িয়া উঠে নাই। বরং সহযোগিতার বদলে তীব্র রেষারেষি চলিতেছে হিন্দু মহাসভা ও লীগের মধ্যে। কিন্তু মফস্বলে যেখানে উচ্চতর রাজনীতির ঝগড়ার চেয়ে লোকে খাদ্যাভাব দূর করাকে বেশী দরকার মনে করে, সেখানে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মুসলিম লীগ একযোগে রিলিফের কাজে আগাইতেছে।

ময়মনসিং-এর চন্দ্রকোনা অঞ্চলে মুসলিম লীগ ও কমিউনিষ্টদের সম্মিলিত স্কোয়াড বাহির হইতেছে রিলিফের অর্থ সংগ্রহের জন্য। শুধু কমিউনিষ্ট নয়, কংগ্রেসের সভাপতিও এই স্কোয়াডে মিলিলেন এবং তিনিই হইলেন স্কোয়াডের নেতা। খাদ্য সমস্যা এখানে সকলের মনের ক্ষুদ্রতা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

অভাবীদের সাহায্যে
★ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ★

বরিশালে লংগরখানা ও কুটিরশিল্প

বরিশালে যে অভাব ও অন্নকষ্ট দেখা দিয়াছে, তাহার প্রতিকারের জন্য বরিশালের মেয়েরা আগাইয়া আসিয়াছেন। মেয়েদের নিজেদের সংগঠন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মারফৎ তাঁহারা অভাবীদের সাহায্যে নামিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটি ও রিলিফ কমিটি হইতে ১০।১২ মণ চাল সংগ্রহ করিয়া সহরের প্রায় ৫০টী অভাবী পরিবারকে আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইয়াছে। একটি লংগরখানাও খোলা হইয়াছে। তাহাতে প্রায় ৩ শত শিশু ও নারীর খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। সরকারের সাহায্য ব্যবস্থা হইতে দৈনিক ১ মণ চাল ও প্রাথমিক কাজ আরম্ভ করার জন্য ১ শত টাকা পাওয়া গিয়াছে। দুই জন মহাজন ২ মণ ডাল দিয়াছেন।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির লংগরখানার কাজে আকৃষ্ট হইয়া সহরের বিশিষ্ট নেতা ও মহিলারা আরও একটি লংগরখানা খুলিবার জন্য আত্মরক্ষা সমিতিকে অনুরোধ করে এবং সাহায্য দিতে বাক্সী হয়। শীঘ্রই আরও একটি লংগরখানা খোলা হইবে।

২৯ শে আগষ্ট অর্থসংগ্রহ প্রচার দিবস পালন করা হয়। সহরের বিভিন্ন কেন্দ্রে ৩০ জন মেয়ে ভলান্টিয়ার ৪টি স্কোয়াডে ভাগ হইয়া ৮।১০ ঘণ্টা করিয়া লংগরখানার প্রচার ও অর্থ সংগ্রহ করে। ৩৫ টাকা ওঠে, ৫ মণ জ্বালানী কাঠ ও ১ শত টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

একজন সহৃদয় মহাজন ছোট শিশুদের দুধ খালির ব্যবস্থা করিবার জন্য সব দায়িত্ব আত্মরক্ষা সমিতির হাতে দেন।

অভাবীদের খয়রাতী আহারের ব্যবস্থা করিলেই যে সমস্যার সমাধান হইবে না, আত্মরক্ষা সমিতি তাহা বুঝিতে পারিয়া কুটির শিল্প চালুর ব্যবস্থা করিতেছে। জিলার ২০টি প্রাইমারী কমিটির ১০টি কেন্দ্রে চরকা বসিয়াছে। ৪।৫টি কেন্দ্রে বাঁশের সাঙ্গি, ঝোরা ইত্যাদি তৈরী হয়। একটিতে হোগলা তৈরী হয়।

আত্মরক্ষা সমিতির এই সব কাজ দেখিয়া বহু মেয়ে মহিলা সমিতিতে যোগ দিতেছেন। লঙ্গরখানার কাজে প্রায় ৪০ জন ভলান্টিয়ার হইয়াছেন। যে সব অভাবী মেয়েরা লঙ্গরখানায় খান তাঁহাদের ভিতর হইতেই কর্ম্মী তৈয়ার হইতেছে, রান্না ও পরিবেশনের কাজ তাঁহারা করিতেছেন, আত্মরক্ষা সমিতির মেম্বরও হইতেছেন।

মুন্সাদীর—তেরচরে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গ্রামের সকলকে একদিন উপবাস করিতে অনুরোধ করিয়াছে। ঐ দিনের চাল দিয়া গ্রামের ৫ হইতে ১৪ বছর বয়সের অভাবী বালক বালিকার জন্য একটি লঙ্গরখানা খোলা হইবে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছেও সাহায্যের জন্য আবেদন করা হইয়াছে।

খুলনায় রিলিফের কাজে

খুলনার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিও অভাবীদের সাহায্যে পিছাইয়া নাই। গত জুন মাস হইতে তিনটি কেন্দ্রের সাতটি পাড়ায় সাপ্তাহিক ১ মণ ৫ সের চাল মুষ্টি ভিক্ষা দ্বারা সংগ্রহ করিয়া সমিতির ভলান্টিয়ার দিয়া পাড়ায় পাড়ায় বিলির ব্যবস্থা করে। গত আগষ্ট মাসে খুলনা সহরে সর্ব্বদলের মিলিত যে পিপ্‌লস রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে, তাহাতে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিও যোগ দিয়াছে। এই কমিটির লঙ্গরখানায় আত্মরক্ষা সমিতি ১ মণের উপর চাল ও ২৮ সের তরকারী সংগ্রহ করিয়া চালাইতেছে। সমিতি আরও ঠিক করিয়াছে মাসে দুই মণ চাল সংগ্রহ করিয়া দিবে। তিনটি পাড়ায় ৫০টি বাড়ীতে সমিতির নাম খোদাই ঘট দেওয়া হইয়াছে মুষ্টি ভিক্ষার জন্য। লঙ্গরখানার কাজে সমিতির ভলান্টিয়ারা যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন।

লঙ্গরখানা ছাড়াও যাহাতে খুলনা সহরে রেশন প্রথা চালু হয় ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের ব্যবস্থা হয়, তাহার জন্যও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি আন্দোলন চালাইতেছে। এই উপলক্ষ্যে গত ১৩ই সেপ্টেম্বর জিলা সাপ্লাই অফিসারের নিকট সমিতির তরফ হইতে ডেপুটেশন পাঠান হয়। অনেক আলোচনার পর সাপ্লাই অফিসার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির হাতে বর্ত্তমানে ৮শত খানা ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় দিবার প্রতিশ্রুতি দেন ও প্রয়োজন অনুযায়ী আরও কাপড় দিবেন বলেন।

আত্মরক্ষা সমিতি গঠনের কাজও খুলনায় আগাইয়া চলিয়াছে। গত ১১ই সেপ্টেম্বর টুটপাড়া অঞ্চলে এক সভায় ৩১ জন মহিলা সমিতির মেম্বর হন ও একটি প্রাথমিক কমিটি গঠন করা হয়। মৌভোগ গ্রামে গত ১২ই তারিখে একটি সভা হয় ও ২৬ জন মহিলা লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়।

ত্রিপুরা করদ রাজ্যে

ত্রিপুরা করদ রাজ্যের কৈলা সহরে মহিলারা কুটিরশিল্প ও রিলিফের কাজে নামিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয় সুতাকাটায় ব্যবস্থা হইয়াছে ও তাঁত বসান হইয়াছে। একজন শিক্ষক এই কাজ পরিদর্শনের দায়িত্ব নিয়াছেন।

কলিকাতায় নিরন্নকে অন্নদানে
মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও জনরক্ষা সমিতি

কলিকাতার বুকে যে মৃত্যুর অভিযান চলিয়াছে, হাজার হাজার কংকালসার বুভুক্ষু নরনারীর করুণ আর্ত্তনাদে কলিকাতার বাতাস ভরিয়া উঠিয়াছে—এই মহা সংকট হইতে কলিকাতাকে বাঁচাইবার জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও জনরক্ষা সমিতি তাহাদের সামান্য শক্তি নিয়াই অগ্রসর হইয়াছে। ৩৫টি লংগরখানা খুলিয়া ১০ হাজার বুভুক্ষু নরনারী ও শিশুর মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেছে।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও জনরক্ষা সমিতির লংগরখানা:—

স্থান	কত লোক খায়	স্থান	কত লোক খায়
১। কুমারটুলী বস্তী	১২৫	২০। নতুন বাজার	৭০
২। শ্যামপুকুর	৬৮		৩০ শিশুর দুধ
৩। বাগবাজার	৭৫	২১। প্রতাপাদিত্য রোড	৬৫০
৪। পার্শিবাগান	২২৫		১২৫ শিশুর দুধ
৫। কলিজ ইনষ্টিটিউট	১০০	২২। হিন্দুস্থান পার্ক	২৫০
৬। হরিনাথ দে বস্তি	১৩০	২৩। বালিগঞ্জ ষ্টেশন	২৫ শিশুর দুধ
৭। স্কটস্ লেন	১০০	২৪। পার্কসার্কাস	৬০০
৮। বেলেঘাটা	৩০০	২৫। দর্জ্জিপাড়া	৫০
৯। গর্চ্চা বস্তী	১০০	২৬। গোয়াবাগান	১৫০
১০। দক্ষিণ কলিকাতা রিলিফ	১০০০	২৭। বালিগঞ্জ প্লেস	২০০
১১। কাঁকুলিয়া	১০০ শিশু	২৮। চক্রবেড়ে রোড	৫০ শিশু
১২। ডিগ্রন লেন	১০০	২৯। শাঁখারীপাড়া রোড	৫০ শিশু
১৩। টালিগঞ্জ বস্তি	৫০	৩০। ইন্দু রায় রোড ১নং	৭০
১৪। নীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট	১৫০	২নং	২৫
১৫। চোরবাগান	২০০	৩১। চাকুরীয়া	২০০
১৬। চেতলা	১০০০	৩২। খিদিরপুর ৪টি কেন্দ্রে	২০০০
১৭। শাহানগর	১৫০	৩৩। ১১নং ওয়ার্ড	১০০
১৮। মুদিয়ালী রোড	২০০	৩৪। ১৪নং ওয়ার্ড	১০০
১৯। লেক অঞ্চল	২৫	৩৫। রাসমণিবাজার	১০০

★ কলেরার বিরুদ্ধে লড়াই ★

ময়মনসিংহের সেরপুর সহরে ভীষণ কলেরার আক্রমণ সুরু হইয়াছে। তিন সপ্তাহে ২৬৫ জন লোক আক্রান্ত হয়, ১১০ জন মারা যায়। ক্ষুধার জ্বালায় নানা রকমের কুখাদ্য খাওয়ার ফলেই অধিকাংশ লোক আক্রান্ত হইয়াছে। জন সাধারণের এই সংকটে স্থানীয় কমিউনিষ্টরাই সর্ব্বপ্রথম সামনে আসিয়া দাড়ায়। ১৫ই আগষ্ট সকাল বেলা একজন কলেরায় আক্রান্ত লোক রাস্তায় পড়িয়া জলের জন্য চীৎকার করিতেছে, কোন লোকই তাহাকে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয় নাই। খবর পাইয়া কমিউনিষ্ট কর্ম্মিরা আসিয়া লোকটিকে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়া হাসপাতালে পাঠায়। পরেরদিন খবর আসে একটি পাড়ায় তিন জন লোক মারা গিয়াছে এবং ২ দিন ধরিয়া মৃতদেহগুলি পড়িয়া আছে, সৎকারের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। কর্ম্মীরা তিনটী মৃতদেহ পুড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া পাড়ায় এবং পাড়ায় গিয়া দেখিতে পায় আরও ২জন ইতি মধ্যে মারা গিয়াছে। ৫টি মৃতদেহই সৎকার করা হয়।

পরদিন কর্ম্মীরা ৪টি স্কোয়াডে বিভক্ত হইয়া সমস্ত দল, সম্প্রদায় ও সহরের বিশিষ্ট লোকদের সাথে দেখা করিয়া কলেরা মহামারীর বিরুদ্ধে সমবেত ভাবে সংগ্রাম করার আহ্বান জানায়। কলেরার আক্রমণ ব্যাপকতর হইতে থাকে, আরও কয়েক জন লোক মারা যায়।

২০ আগষ্ট কমিউনিষ্টরা সমস্ত দল, সম্প্রদায় ও সহরের বিশিষ্ট লোকদের মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান ও কমিশনারদের এক সভায় আহ্বান করে। ঠিক হয়, পরদিন চেয়ারম্যান সহরের সবাইকে সভায় আহ্বান করিবেন, এবং একটি কমিটি গঠিত হইবে।

২২শে তারিখ মিউনিসিপ্যানটির হলে কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট, মহাজনসভা, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, সংসদী ও সহরে আরও বিশিষ্ট লোকদের নিয়া একটি "রিলিফ কমিটি" গঠিত হয়। পেশাল অফিসার পুলিশ ইনিসপেক্টার, সিভিক গার্ড কমাণ্ডার প্রভৃতি সরকারী কর্ম্মচারীরাও কমিটিতে যোগদেয়। রিলিফের কাজ ব্যাপক ভাবে সুরু হয়। রোগীদের চিকিৎসার জন্য কমিটি ৭০৲ টাকা বেতনে একজন ডাক্তার নিযুক্ত করে। তিন জন ডাক্তার বিনা পরিশ্রমিকে রোগীদের দেখার ভার নেন। রোগীদের ঔষধ পথ্য ও আক্রান্ত পরিবার জনকে খাবার দিয়া (১০ মণ চাউল প্রতিদিন বিলি করা হয়) সাহায্য করা হয়। ২টী ক্যাম্প খুলিয়া রোগীদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ৬টি স্কোয়াড গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কাজ করিতেছে। সিভিক গার্ডরাও স্কোয়াডের সঙ্গে যোগ দেয়। কমিটি আক্রান্ত এলাকায় একটি নলকূপ বসাইয়াছে। এক সপ্তাহের মধ্যে একটি রিলিফ কিচেন খোলার সিদ্ধান্তও কমিটি নিয়াছে।

এই বিরাট ঐক্যের ভিতর ভেদ আনিতে চেষ্টা করিতেছে কয়েকদিন স্বার্থান্বেষী লোক। কিন্তু জন সাধারণের ঐক্যকে ধ্বংস করবার শক্তি তাহাদের হইবে না—জন সাধারণের মিলিত শক্তিই তাহাদের ধ্বংস করিবে।

সেরপুর ও আশেপাশের গ্রামের অবস্থা

সেরপুরসহর, ৩১ আগষ্ট পর্য্যন্ত
আক্রান্ত ২৬৫ জন, মৃত্যু ১১০ জন
ভাল হইয়াছে ১০০ জন

সহরে লোক সংখ্যা ২৩০০০, মিনিসিপ্যালটী কলেরার টীকা দিয়াছে ৪০০০ লোকের। প্রতিদিন গড়ে ১৫ জন আক্রান্ত হইয়াছে। মুসলমান কৃষকদের সংখ্যার শতকরা ৯০ জন কাহারও ঘরেই খাবার নাই। সরকারী সাহায্যও পাওয়া যাইতেছে না। প্রতিষেধের জিনিষের খুবই অভাব।

আশেপাশের গ্রাম, ২৮শে আগষ্ট পর্য্যন্ত
২২টা গ্রামে আক্রান্ত ১৩০
মৃত্যু, ৬৫

কলেরার টীকা দেওয়া হইয়াছে ২৭০০ লোককে—সরকারী ব্যবস্থা নাই বলিলেও চলে। ২।১ টী গ্রাম ছাড়া কোথাও রিলিফ দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

পিপলস্ রিলিফ কমিটী, বেঙ্গল

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা, কলিকাতার ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়ন, বি-এণ্ড-এ রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন প্রভৃতির প্রতিনিধি, শ্রীযুক্ত বঙ্কিম মুখার্জ্জী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী এলা রীড, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মোয়াজ্জেম হোসেন, নীরেন্দ্র রায়, এস, কে, আচার্য্য, এ-আর-মহিলাবাবী প্রভৃতিকে লইয়া এই কমিটী গঠিত হইয়াছে। ক্ষুধিত সেবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে অথবা যে কোনো রিলিফ কমিটীর সহিত সহযোগিতায়

খাদ্য-সঙ্কটই সকল দলকে মিলাইল

রংপুর

গত ২৯শে আগষ্ট তারিখে কুড়িগ্রাম মহকুমার কাজি এমদাদুল হক এম-এল-এর সভাপতিত্বে মহকুমা সর্ব্বদলীয় খাদ্য সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মৌলভী আবুহোসেন সরকার খাদ্য সংকট ও তাহার সমাধানের পথ সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কংগ্রেস-লীগের ঐক্য ও খাদ্য কমিটিগুলিকে চালু করিবার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন।

হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা প্রসঙ্গে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের কাজের প্রশংসা করেন।

মহকুমা মুসলীম লীগের সম্পাদক মৌলভী নজীর হোসেন খন্দকার খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন এবং এই কাজে স্থানীয় ভাবে কংগ্রেসের সহযোগিতা আহ্বান করেন। অন্যান্য দলের প্রতিনিধিরাও কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের সমর্থনে বক্তৃতা করেন।

এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং সম্পাদক ছিলেন কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড হারাণ চৌধুরী। এই সভায় উপস্থিত জনসাধারণের সংখ্যা ৫০০০, তার মধ্যে শতকরা ৮০ জন মুসলমান। সহরের উকীল, মোক্তার, মহিলা, ছাত্র, মহাজন, কর্ম্মচারী প্রভৃতি ও বিভিন্ন খাদ্য-কমিটির প্রতিনিধি এই সভায় যোগ দেন। বাংলা গভর্ণমেন্টের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন উপলক্ষে মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় ২০টি স্কোয়াড কাজ করে—১৩৪।০ টাকা চাঁদা উঠে। ৪০ জন রেড-গার্ড এবং ভলান্টিয়ার সভার শৃঙ্খলা রাখে। সভায় নিম্নলিখিত ভাবে একটি কেন্দ্রীয় খাদ্য কমিটি গঠন করা হয়। মহকুমা কংগ্রেসের সভাপতি ও সম্পাদক, মুসলীম, হিন্দু মহাসভা, কৃষক সমিতি, কৃষক প্রজা সমিতির প্রতিনিধিও অনুরূপ ভাবে নেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া কমিউনিষ্ট পার্টিরও ২ জন প্রতিনিধি থাকিবেন। এই কমিটি মহাজন সমিতির পক্ষ থেকে তিন জন ও নেতৃ স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ থেকে ৫ জনকে কো-অপ্ট করিবেন। কেন্দ্রীয় খাদ্য কমিটির প্রস্তাব আনেন কমিউনিষ্ট পার্টির কমরেড মণীশ রায় এবং সমর্থন করেন মহকুমা লীগের সম্পাদক, মহকুমা কংগ্রেসের সভাপতি প্রভৃতি।

এই সর্ব্বদলীয় খাদ্য কমিটি গঠনের পর স্থানীয় মাড়োয়ারী মহাজন (উক্ত সম্মেলনের অন্যতম আহ্বায়ক) শ্রীযুত ছাগিনামল আগরওয়ালা দৈনিক ১০০০ দুস্থ জনসাধারণকে বিনামূল্যে খিচুরী বিতরণের প্রতিশ্রুতি দেন। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ৩ মাসের জন্য ১৫৲ টাকা দরে ১৫০ মণ চাল দিতে রাজী হন। এই লংগরখানা ২রা সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা এই লংগরখানায় অক্লান্ত ভাবে খাটিয়া যাইতেছে—ছাগিনা বাবুর বদান্যতায় দৈনিক ১০০০ হিন্দু মুসলমান খাবার পাইতেছে।

ময়মনসিংহ

গত ২৩শে আগষ্ট নেত্রকোণাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও জনপ্রতিনিধিদের এক সভায় সকল দলের সম্মিলিত 'ফ্রি-কিচেন বোর্ড' গঠিত হয়। কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, হিন্দু মহাসভা, কমিউনিষ্ট পার্টি, ছাত্রফেডারেশন, কিষাণ সভা, উকীল সমিতি, মোক্তার সমিতি, শিক্ষক সমিতি, মহাজন সমিতি প্রভৃতি প্রত্যেকটি পার্টি ও প্রতিষ্ঠানের লোকদের নিয়া বৃহদ্‌বৃহদ্‌ খাদ্য দেওয়ার জন্যই এই বোর্ড হইয়াছে। এই বোর্ডের সভাপতি হইয়াছেন মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুত অখিল সেন, মুসলীম লীগের মৌ: আবুল উদ্দীন তালুকদার ও কমিউনিষ্ট পার্টির কমরেড চারু ভট্টাচার্য্য যুগ্ম-সম্পাদক এবং মহকুমা কংগ্রেসের ক্যাশিয়ার ডাঃ শশীকুমার ধর ক্যাশিয়ার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

২৭শে আগষ্ট এই বোর্ডের তরফ হইতে একটি লংগরখানা খোলা হয়। গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে প্রতিদিন ১ মণ চাল পাওয়া যাইতেছে। কিছু চাঁদাও উঠিতেছে। এই কাজের ভিতর দিয়া জনসাধারণের মধ্যে একতার ভাব গড়িয়া উঠিতেছে—লোকর মনে হতাশাও কাটিয়া যাইতেছে।

★

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনার জন্য

কংগ্রেসসেবীদের নিখিল ভারতীয় বৈঠক চাই

খুলনার কংগ্রেস নেতার শ্রীবাস্তবের প্রস্তাব সমর্থন

●

(১৬-৮-৪৩ তারিখে শ্রীবাস্তবের কাছে লেখা খুলনার খাতনামা কংগ্রেসনেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনের চিঠিটি আমরা নিচে অনুবাদ করিয়া দিলাম। তিনি আজকের অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য আগ্রহ দেখাইয়াছেন, কংগ্রেস সভ্যদের দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। খাদ্য-সংকটের সমস্ত দিকটা তিনি দেখেন নাই এবং এই সংকটের জন্য শুধু মাত্র আমলাতন্ত্রকেই তিনি দায়ী করিয়াই শেষ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তবুও খাদ্য-সমস্যাকে চোখে দেখিয়া কংগ্রেসসেবীদের নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা তিনি সমর্থন করেন নাই। কংগ্রেসকে তিনি ডাক দিয়াছেন সমস্যা সমাধানের জন্য। কংগ্রেসসেবীরা যদি আগাইয়া আসেন তা হইলে খাদ্য-ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের দায়িত্বহীনতা এবং দেশের ভিতরকার মুনাফালোভীর বড়যন্ত্র দুইই ভাঙ্গা যাইবে। অচল অবস্থার অবসান হইবে।)

প্রিয় বন্ধু,—

কাগজে আপনার বিবৃতি পড়িলাম; ২।৮।৪৩ তারিখে আমার কাছে লেখা আপনার চিঠিও পাইয়াছি। কংগ্রেসের ঘোষিত নীতির বিরোধী কোন কাজ কংগ্রেসের নামে কোন কংগ্রেস-সেবীর করা উচিত নয়—একথা আপনি ঠিকই বলিয়াছেন।

কিন্তু যে সমস্ত কংগ্রেসসেবী জেলের বাইরে আছেন, তাঁদের পক্ষে একসঙ্গে অতীতে যা ঘটিয়াছে ও ভবিষ্যতে যা ঘটিতে পারে তার ভিত্তিতে বর্ত্তমান অবস্থায় পর্য্যালোচনা করায় কোন বাধা আছে বলিয়া মনে হয় না।

এ-আই-সি-সিতে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তার নীতি নির্দ্ধারণ এবং প্রস্তাবের অংশবিশেষ পরিবর্দ্ধন ও সংশোধনের ক্ষমতা একমাত্র এ-আই-সি-সির।

কংগ্রেসের বিশিষ্ট সভ্যরা সকলেই কারারুদ্ধ বলিয়া, যে সব কংগ্রেসসেবী জেলের বাইরে আছেন' দেশের প্রতি তাঁদের কোন কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব নাই—এমন কথা উঠিতেই পারে না।

প্রত্যেকের বোঝা উচিত, যিনি যত ছোটই হোন—দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর তিনিও একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; কাজেই তাঁরও কিছুটা দায়িত্ব আছে।

মাহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস নেতৃমণ্ডলীর অন্যান্য নেতাদের পাওয়া না যাইতে পারে—কিন্তু ইহা এমন কিছু একটা নূতন ঘটনা নয়। উদাহরণ স্বরূপ ১৯২১ সালে আমেদাবাদের কংগ্রেসের কথা ধরা যাইতে পারে—মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতি সত্বেও ঐ অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ঘরে আজ যখন আগুন লাগিয়াছে, তখন কংগ্রেসের সাধারণ সভ্যদের পক্ষে নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতির অজুহাত দেখানো শোভা পায় না। এই আগুন এখনই নিভাইতে হইবে; নিজের ও প্রতিবেশীর ঘর ও সম্পদ রক্ষা করিতে হইবে। অত্যন্ত সাধারণ বুদ্ধি হইতেই একথা মনে আসে।

যে সমস্ত কংগ্রেসসেবী আজ জেলের বাইরে আছেন, তাঁদের নিয়া অবিলম্বে এ-আই-সি-সির সভা ডাকা সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ এক মত। সাধারণভাবে আজকের অবস্থা এবং বিশেষভাবে জাতীয় সরকার এবং মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য আটক বন্দীদের মুক্তির সমস্যাও এই সভার আলোচ্য বিষয় হইবে। সেই সঙ্গে আজ দেশের মধ্যে যে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে সে সম্বন্ধেও আলোচনা করিতে হইবে। বেসামরিক জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ও সৈন্যদলের চাহিদার মধ্যে সরকার সমতা রক্ষা করিতে অক্ষমতা দেখাইয়াছে। ইহাই এই সমস্যার কারণ। ঝড়, বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের ফলে এই দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে।

সম্মেলনের স্থান এলাহাবাদে করুন এবং খুব বেশী দেরী না করিয়া বড়দিনেই সভা ডাকুন। যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভাল।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন সম্বন্ধে যে সব বিধিনিয়ম চালু আছে, এই প্রাথমিক সম্মেলনে সেই নীতিই পালিত হইবে।

মালদহের চিঠি

● ঐক্যের পথে মালদহ ●

দুর্দ্দিন

সরকারী মতে মালদহ উদ্বৃত্ত জেলা। এই জেলায় এবার ৮ লাখ মণ ফসল উদ্বৃত্ত হইয়াছে। ভাদই ধান ও ভুট্টা এবার যেমন ফলিয়াছে, গত বিশ বছরেও এমন ফসল ফলে নাই। সকলের মনে আশা জাগিয়াছিল মালদহ এবার কতকটা রেহাই পাইবে।

কিন্তু বাজার আগের মতই আগুন। চালের দর ৩২ টাকা মণ। দর বাঁধার পর ;২৫ টাকা হইতে ৩১ টাকা পর্য্যন্ত চলিতেছে। গ্রামের কোন কোন হাটে ইহার চেয়েও চড়া দরে ব্যবসায়ীরা চাল কিনিতেছে। অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের হাতে চাল চলিয়া যাইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে ইহারাই যে আরও চড়া দরে চোরাবাজারে চাল বেচিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আজ সবারই অবস্থা কঠিন। গরীব চাষী, দিনমজুর আর মধ্যবিত্তের ঘরে হাহাকার পড়িয়াছে। রোজই অনাহারে ও মহামারীতে মৃত্যুর খবর পাওয়া যাইতেছে। চাপাই-নবাবগঞ্জে চার জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়াছে। শতকরা প্রায় ৭৫ জনই ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগে ভুগিতেছে।

আশার আলো

এই অভাব, রোগ ও মৃত্যুর কালোছায়ার মাঝে আশার আলো হইতেছে, মালদহের জনসাধারণ বুঝিতেছে তাহাদের নিজেদেরই আগাইয়া আসিয়া মালদহবাসীকে বাঁচাইতে হইবে। তাই সবার মাঝেই মিলিত ভাবে কাজের উদ্যম দেখা দিয়াছে।

প্রবীণ কংগ্রেসী নেতা শ্রীযুক্ত সতীশ আগরওয়ালা স্বয়ং উৎসাহ দেখাইতেছেন। পুরানো মালদহে গত এক মাসে তিনি ৬০ মণ চাল দিয়াছেন—ঐ চাল টাকায় তিন সের দরে অভাবীদের ভিতর বিক্রী করা হইয়াছে।

নয়রিয়া, নরহাট্টা এবং লক্ষ্মীপুরে চিনি ও কেরোসিনের খুবই অভাব ছিল। সকলের মিলিত চেষ্টায় সাপ্লাই অফিসারের নিকট ডেপুটেশনের ফলে বাঁধা দরে চিনি পাওয়া যাইতেছে। নয়রিয়ায় কো অপারেটিভ সোসাইটি গঠিত হইয়াছে, কেরোসিন, চিনি, প্রভৃতি কনট্রোলের দরে পাওয়া যাইতেছে। কো-অপারেটিভের জন্য এক হাজার টাকাও জোগাড় হইয়াছে।

ব্যাপক ম্যালেরিয়ার প্রতীকারে কৃষক সমিতি জিলা বোর্ড মারফৎ ১ হাজার পিল বিলি করিতে সমর্থ হইয়াছে। কলেরাতেও সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ছাত্রফেডারেশন সমবেত চেষ্টায় টিটাগড় মিলের নিকট হইতে ২০ রীম কাগজ কন্‌ট্রোল দরে আনিতে পারিয়াছে।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি পুরোনো মালদহ ও নরহাট্টায় চরকাকেন্দ্র খুলিয়াছে।

মিলিত চেষ্টা

এমনিভাবে বহুমুখী ধারায় যে আন্দোলন চলিতেছিল তাহাই আজ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচণ্ড খাদ্য সংকট সমাধানের কাজে আসিয়া মিলিয়াছে। কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুসভা, কমিউনিষ্ট, মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী, জমিদার, উকীল, মিউনিসিপ্যালিটি ও জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান সবাই মিলিয়া একটি খাদ্য কমিটি গঠন করিয়াছেন। রিলিফ কিচেন খোলার জন্য টাকা ও চাল তোলা হইতেছে।

স্থানীয় জমিদার ও হিন্দুসভার নেতা মহারাজকুমার সীতাংশু আচার্য্য প্রথমেই ১৩ মণ ধান ও ৫০০ টাকা দিয়াছেন। সবাই সাধ্যমত দিতেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কনট্রোল দরে চাল দিতে রাজী হইয়াছেন। অভাবীদের সেন্সাস নেওয়া হইতেছে। প্রতিদিন স্কোয়াড বাহির হইয়া টাকা ও চাল সংগ্রহ করা হইতেছে। এ পর্য্যন্ত ৪০ জন ভলান্টিয়ারও হইয়াছে।

ইহা ছাড়া চরকাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, কাগজ প্রস্তুত প্রভৃতিরও চেষ্টা চলিতেছে।

একদিকে যেমন খাদ্য সংকট সমাধানের চেষ্টা তেমনি কলেজের জন্যও একটা মিলিত আন্দোলন চলিতেছে। মালদহ সহরের ৩০ মাইল দূরে এক পল্লীর মাঝে ৩০ জন ছাত্র লইয়া একটি কলেজ চলিতেছিল। সকলের মিলিত চেষ্টায় এই কলেজটিকে সহরে আনার চেষ্টা হইয়াছে। ইউভার্সিটি হইতে বলা হইয়াছে ৩০ হাজার টাকায় রিজার্ভ ফাণ্ড না থাকিলে কলেজ চালানো হইবে না। ম্যাজিষ্ট্রেট ইহার প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী হন না। কিন্তু স্থানীয় সর্ব্বদল মিলিয়া চেষ্টা করিতেছেন এই টাকা তুলিবেনই, শিক্ষা চালু রাখিবেনই।

এমনিভাবেই এই মহাসংকটের দিনে মালদহ একতার পথে আগাইয়াছে।

যুদ্ধের গতি

রাশিয়ায় হিটলারীরা নাজেহাল

মস্কোর উত্তর পশ্চিমে কালিনিন অঞ্চল হইতে সুদূর দক্ষিণে কৃষ্ণসাগরের কূল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই হিটলারীদের অবস্থা সঙ্গীণ হইয়া উঠিয়াছে। লাল ফৌজের অগ্রযাত্রা রোধ করিবার শক্তি ফাসিষ্টরা হারাইয়াছে।

৫ই জুলাই হইতে ৫ই সেপ্টেম্বর, এই দুই মাসের মধ্যেই চার লক্ষ জার্ম্মাণ লালফৌজের হাতে মরিয়াছে। শত্রু সৈন্যের হতাহতের সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। এ ছাড়া গ্রীষ্মাভিযানে লালফৌজ শত্রুর ৫,৭২৯টী এরোপ্লেন, ৮,৪০০ ট্যাঙ্ক, ৫,১৯২ কামান এবং ২৮,০০০ মোটরলরী নষ্ট করিয়াছে, ৩৮,৬০০ জার্ম্মাণকে বন্দী করিয়াছে ও হাজার-হাজার ট্যাঙ্ক ও কামান অটুট অবস্থায় কাড়িয়া লইয়াছে।

রুষদেশে আঘাতের পর আঘাত খাইয়া হিটলার হীনবল হইয়া পড়িতেছে। তাই সে সাহস করিয়া বন্ধু মুসোলিনিকে বাঁচাইবার জন্য যথেষ্ট সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ যখনসময়ে ইতালী ও সিসিলিতে হাজির করাইতে পারে নাই। বাদোলিয়া যে মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিল, তাহারও মূল কারণ লালফৌজের বাহাদুরী। হিটলারের দিন ফুরাইয়া আসিতেছে বুঝিয়াই বাদোলিয়োরা মিত্রশক্তির সঙ্গে হাত মিলাইতে রাজী হইল।

ইতালীতে এখন যে যুদ্ধ চলিতেছে, রুষরণক্ষেত্র থেকে যথেষ্ট সংখ্যায় সৈন্য সরাইয়া হিটলার সেখানে পাঠাইবার সাহস পায় নাই। শুনা যাইতেছে যে রুশিয়া হইতে মাত্র ৪ ডিভিশন জার্ম্মাণ সৈন্য গিয়াছে। ফ্রান্স ও বল্‌কান দেশগুলি হইতেই হিটলার ইতালীতে যোদ্ধা পাঠাইতেছে। মিত্রশক্তি যখন সত্যই পশ্চিমে হিটলারের ট্রুঁটি টিপিয়া ধরিতে পারিবে, যখন শুধু ইতালীতে নয়, অন্যত্রও সৈন্য নামাইবে, যখন কর্সিকা, সার্ডিনিয়া হইতে দক্ষিণ ফ্রান্সে নামিবে, ইতালী হইতে বল্‌কান দেশগুলিতে নামিবে; ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্স, হলাণ্ড, বেলজিয়ম, নরওয়ে, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে নামিবার ব্যবস্থা করিবে, তখন পূর্ব্ব পশ্চিম দুই দিক হইতে আক্রমণের চাপে হিটলার আর পালাইবার পথ পাইবে না।

কেমন করিয়া ফ্যাশিষ্টদের নায়েস্তা করিতে হয়, তাহা লালফৌজ দেখাইয়া দুনিয়াকে চমৎকৃত করিতেছে। লালফৌজের কৃতিত্বের শতাংশের একাংশ মিত্রশক্তি দেখাইতে পারিলে এই শীতকালেই ইয়োরোপে ফ্যাসিষ্টধ্বসনের পর্ব্ব চুকাইয়া দেওয়া যাইবে।

সাবাস লালফৌজ

লালফৌজকে সারাদেশের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করিয়া ষ্টালিন গত রবিবার তিনটী ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। এগুলিতে বলা হইয়াছে যে রুষদেশে শত্রুর সব চেয়ে বড় ঘাঁটি স্মোলেন্‌স্কের দরজা আগ্‌লাইয়া জার্ম্মাণরা যে দুর্গ বানাইয়াছিল, তাহা লালফৌজের আঘাতে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দুখুশোহিনা ও য়ার্টসেভো দখলের পর খাস স্মোলেন্‌স্কের দিকে লালফৌজ আগাইতেছে। এ ছাড়া জানানো হইয়াছে যে, যে দেস্‌না নদী স্মোলেন্‌স্ক্ হইতে কীভ্ পর্য্যন্ত বহিয়া গিয়াছে তিন জায়গায় সে নদী লালফৌজ পার হইয়া পশ্চিম-কূল থেকে শত্রুকে তাড়াইয়াছে। ব্রিয়ান্‌স্কের পশ্চিমে, নভ্‌গরড্-সেভের্স্কিতে এবং টুব্‌চেভ্‌স্কে লালফৌজের সাফল্য খুবই উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় ঘোষণাতে বলা হইয়াছে যে লালফৌজ যুক্রেনের রাজধানী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কীভ্ নগরের ১৮০ মাইল পূর্ব্বে প্রিলুকি দখল করিয়াছে; পল্টাভা ও কীভের মাঝামাঝি লুবনি ও রম্‌নি এখন সোভিয়েটের হাতে। খারকভ্ ও নীপ্রোপেট্রোভ্‌স্কের মাঝামাঝি ক্রাস্‌নোগ্রাদ সহর লালফৌজ কাড়িয়া লইয়াছে; পাভ্‌লোগ্রাদও শত্রুর কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে। নীপার নদীর উপর বিরাট শিল্পকেন্দ্র জাপোরোজ্‌জ হইতে মাত্র ৩৫ মাইল দূরে লালফৌজ রহিয়াছে।

মধ্যরণক্ষেত্রে ব্রিয়ান্‌স্ক্ দখল করিয়া স্মোলেন্‌স্কের পতন যে আসন্ন, তাহা লালফৌজ প্রমাণ করিয়াছে। যুক্রেনে পল্টাভাকে প্রায় চারদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়া কীভের দিকে লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে, দুই বৎসরেরও বেশী যে সব অঞ্চল নাৎসিদের অধীনে নরক যন্ত্রণা পাইয়াছে, তাহাদের মুক্তির দিন আসিতে বিলম্ব নাই। ষ্টালিনো হইতে পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া দন্‌বাসের বিরাট শিল্প অঞ্চলকে মুক্ত করিয়া নীপার নদীর দিকে লালফৌজ চলিতেছে, ক্রাইমিয়াতে যে সব শত্রুসৈন্য রহিয়াছে, তাদের সহিত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ক্রমেই ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। নীপারের পূর্ব্বে যে লক্ষ লক্ষ ফ্যাশিষ্ট রহিয়াছে, তাহাদিগকে যেমন ষ্টালিনগ্রাদে ঘটিয়াছিল তেমনই ইঁদুরের কলে পুরিয়া মারিবার ব্যবস্থা লালফৌজ করিতেছে।

আজ্‌ভ সাগর কূলে মারিউপল্ দখল করিয়া সোভিয়েট সেনা এখন মেলিটোপলের ত্রিশ মাইলের মধ্যে আসিয়াছে। আর একটু আগাইয়া আসিতে পারিলে ক্রাইমিয়া হইতে শত্রুর পলাইবার পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইবে। কৃষ্ণ-সাগর কূলে নভরসিস্ক বন্দর কাড়িয়া লইয়া এখন লালফৌজ আলাপা হইতে শত্রুকে খেদাইতেছে; এখান থেকে বিতাড়িত হইলে শত্রুর কোন ক্রমে ক্রাইমিয়া যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু যে ভাবে নীপারের দিকে লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে তাড়াতাড়ি পলাইতে না পারিলে একটা বিরাট জার্ম্মাণ বাহিনী ক্রাইমিয়াতে একদম আটক পড়িবে।

পশ্চিম হইতে আঘাত করো

হিটলার সত্যই আজ লালফৌজের বীরত্ব দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতেছে। রুষ রণক্ষেত্র হইতে যোদ্ধা সরাইবার সাহস তাহার নাই। পশ্চিম ইয়োরোপে মিত্রশক্তি নামুক্; শুধু ইতালীতে নয়, অন্যত্রও লড়াই শুরু হউক্। দুই দিকের চাপে ফ্যাশিষ্ট দানবকে নিষ্পিষ্ট করা হউক্।

সময় যাইতেছে। যথাসম্ভব শীঘ্র এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতেই হইবে। ইতালী লইয়া হিটলার বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। অন্য দেশে খবর দারীর কাজে ইতালিয়ান সেনার উপর সে আর নির্ভর করিতে পারিতেছে না। জার্ম্মাণ হাই কমাণ্ড যে বিশেষ চিন্তাকুল, তাহার প্রমাণ যথেষ্ট মিলিতেছে। ফ্রান্স, বুলোগ্নাভিয়া, গ্রীস প্রভৃতি দেশে গেরিলা যোদ্ধারা শত্রুকে মারিবার জন্য তৈয়ার রহিয়াছে। বুলগেরিয়া, ফিনল্যাণ্ড, হাঙ্গেরিতে রাজনৈতিক সঙ্কট ঘনাইয়া উঠিতেছে। নরওয়ে, ডেনমার্কে ফ্যাশিষ্টদের বিরুদ্ধে জনমত বিদ্রোহের জন্য উদ্যত হইতেছে। জার্ম্মাণ সেনাপতিরা নাকি আর খোস মেজাজে হিটলার অবতারের হুকুম তামিল করিতে রাজী হইতেছে না। পশ্চিম থেকে স্থল আক্রমণ করিয়া চরম আঘাত দিবার সময় আসিয়া গিয়াছে।

সোভিয়েট সরকারের সঙ্গে ইংরেজ ও আমেরিকান সরকারের কন্‌ফারেন্স শীঘ্রই হইবে শোনা যাইতেছে। আমেরিকান দূত আলোচনার জন্য মস্কো হইতে ওয়াশিংটনে গিয়াছেন। আলোচনার পাট চুকাইয়া কাজ সুরু হউক, ইহাই সোভিয়েটের দাবী, ইহাই দুনিয়ার জনগণের দাবী।

বার্ম্মা আক্রমণের কতদূর?

পূর্ব্ব মহাদেশে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিতেছে—মাউণ্টবাটেন্‌কে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করিয়া বাগাড়ম্বর কি একটা বড় ঘরের ধাপ্পা মাত্র? বার্ম্মা আক্রমণের কত দূর? শুধু আকাশ থেকে বোমা ফেলিয়া বা জাহাজ থেকে কামান দাগিয়া কেল্লা ফতে যে হইবে না, এ বোধটা কি কর্ত্তৃপক্ষের মগজে ঢোকে না? বার্ম্মার-স্থল-আক্রমণ করিতেই হইবে; চীনে সরবরাহ পাঠাইবার ব্যবস্থা কায়েম করিতেই হইবে; জাপান চীনের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য যে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, সে-চক্রান্তকে ভণ্ডুল করিতেই হইবে; আর বার্ম্মা আক্রমণকে সফল করিতে হইলে ভারতবর্ষে জাতীয় সরকারের দাবী মানিতেই হইবে। ভারতবর্ষ ও বার্ম্মার অধিবাসীদের মনে নিরাশা যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া রহিয়াছে; যুদ্ধ জয় করিতে হইলে জনগণকে জাগাইয়া তাহাদেরই লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে, ফ্যাশিষ্টরা তখন পলাইবার পথ খুঁজিতে বাধ্য হইবে।

লালফৌজের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জনশক্তি আজ জনযুদ্ধ লড়িবে, জিতিবে, সর্ব্বদেশে স্বাধীনতার আবাহন করিবে।

(২০।৮।৪৩)

★

★ ইতালির স্বাধীনতা সংগ্রাম ★

● ফাসিষ্ট শৃঙ্খল টুটিবার পথে ●

২৫শে জুলাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। অত্যাচার ও নিপীড়নের রক্তাক্ত পথে স্বেচ্ছাচারী সন্ত্রাসবাদী ফ্যাসিষ্ট মুসোলিনী ২০ বৎসর ইতালীতে নির্ম্মম শাসন চালাইয়াছে। এই দিন তাহার সিংহাসন ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। প্রথম ফ্যাসিষ্ট নেতার পতন হইল। চক্রশক্তি শিবিরের একটি স্তম্ভ ধ্বসিয়া পড়িল। পরাজয়ের ফাটল বিস্তৃত হইল ফ্যাসিষ্ট চক্রীদের মাঝে।

দেখিল ইতালীর পথে পথে জনতার কি বিজয় উল্লাস! তুরীন ও মিলানের হাজার হাজার মজুর বিশ বছর পর প্রথম রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল। সভা ও মিছিল করিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করিল বিশ্বের জনগণের মুক্তি যুদ্ধে—ফ্যাসিজমের ধ্বংসে তাহারাও সহযাত্রী। সহস্র কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল—"শান্তি ও স্বাধীনতা" চাই। সহরে সহরে জনগণের যুক্ত ফ্রন্ট গড়িয়া উঠিতে লাগিল। লিবারেল, ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান, সোশ্যালিষ্ট, কমিউনিষ্ট সবাই এই যুক্তফ্রন্টে যোগ দিল। বিশ বছর পর ইতালীর জাতীয় জীবনে আবার সাড়া জাগিল।

কিন্তু জনগণের এই বিপ্লবী জাগরণে বাদোলিও শংকিত হইয়া উঠিল। ফ্যাসিষ্ট দস্যুদের দমনের কথা মুখে বলিলেও বাদোলিও আসলে ফ্যাসিষ্ট জেনারেল ও কর্ম্মচারীদের ষড়যন্ত্রে বাধা দিল না। বরং ফ্যাসিষ্ট বিরোধী গণজাগরণের পথেই বাধার সৃষ্টি করিল। সভা ও মিছিল নিষিদ্ধ হইল। ওদিকে হিটলারের সাথে তখনও সহযোগ চলিতে লাগিল। এই সুযোগে হিটলার উত্তর ইতালিতে সৈন্য জমায়েত করিল। ইতালীর ফ্যাসিষ্টরা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া থাকিল।

তখন ইতালীর জনগণের মাঝে ধ্বনি উঠিল, "হয় মিত্রশক্তির সাথে সন্ধি, না হয় বদোলিওর পতন চাই।" জনগণ সকল বাধা ভাঙ্গিয়া নিজ হাতেই ফ্যাসিষ্ট দমনের চেষ্টা করিতে লাগিল, কারাগারের লৌহ কপাট ভাঙ্গিয়া দেশভক্ত রাজবন্দীদের তাহারা মুক্ত করিল। এ দিকে মিত্রশক্তিও চাপ দিতে থাকিল। এইবার বাদোলিও বাধ্য হইল মিত্র শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিতে।

কিন্তু মুসোলিনীর পতনের পর ৬ সপ্তাহে হিটলার যে সুযোগ করিয়া নিয়াছে, ফ্যাসিষ্ট কর্ম্মচারীরা ষড়যন্ত্রের যে সুযোগ পাইয়াছে, তাহাবই ফলে হইল মুসোলিনীর পলায়ন।

হিটলারের তাঁবে উত্তর ইতালির ক্রিমোনাতে স্বেচ্ছাচারী ফ্যাসিষ্ট সরদার মুসোলিনীর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মুসোলিনীর সে দিন আর নাই। সমগ্র ইতালিতে মুসোলিনীর নির্ম্মম একচ্ছত্র শাসন ফুরাইয়াছে। ইতালীর জনগণের নাৎসী ও ফ্যাসিষ্ট ঘৃণা জনন্ত আগুনের রূপ নিতেছে। রোমের পথে পথে গেরিলা যুদ্ধ দেখা দিয়াছে। অনেক ইতালীয় সেনাবাহিনী অস্ত্র ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিয়াছে, জার্ম্মান নাৎসীদের বিরুদ্ধে তাহারা লড়িতেছে। উত্তরে পো নদীর তীরে হিটলারের তথাকথিত রক্ষাব্যূহের পিছনে রহিয়াছে ইতালীর স্বেচ্ছ বিপ্লবী জনতা—তুরীন ও মিলানের হাজার হাজার মজুর। বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়াইয়া আছে হিটলারী ফৌজ।

হঠাৎ মুসোলিনির পতন হয় নাই। ইহা শুধু স্বেচ্ছাচারী শাসকের হাত বদল নহে। এই যুদ্ধের মাঝে গর্ব্বিত মুসোলিনির মাথা হিটলারের বুটের নিকট নত হইতে থাকে, ইতালীর শাসন নাৎসী সরদারের হুকুম মত চলিতে সুরু করে। ইতালী হইয়া পড়ে বাস্তবে নাৎসীদের উপনিবেশ। তাহারই ফলে ইতালীতে দেখা দেয় রাজনীতিক সংকট।

উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ যখন শেষ হইয়া আসিল, ইতালীর সীমান্তে যুদ্ধ ঘনাইয়া উঠিল, তখন রাজনীতিক সংকট আরও ঘনীভূত হইল। প্রভু হিটলারের নিকট মুসোলিনী চাহিল আরও ফৌজ মিত্রশক্তির আক্রমণ প্র

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

ভারতের স্বাধীনতা দাবীর পিছনে

বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের মজুর

খাদ্য সংকট দূর করার জন্য, দেশরক্ষার জন্য, জাতীয় সরকার কায়েম করার জন্য—কংগ্রেস নেতাদের মুক্ত করিয়া তাহাদের সহিত আলোচনা সুরু কর, ভারতবাসীর এই দাবী আজ সর্ব্বত্রই সমর্থন লাভ করিতেছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার বহু সংগঠন, রাষ্ট্রবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক সবাই ঐ দাবী সমর্থন করিয়া ভারতের স্বাধীনতা দাবীর পক্ষে জনমত গঠনে সহায়তা করিতেছেন।

আমাদের দেশবাসীরা অনেকেই এখন পর্য্যন্ত বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া বা আমেরিকার মজুর শ্রেণীকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের মিত্র বলিয়া মনে করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা চার্চ্চিল, রুজভেল্ট বা এটিলির নীতিকেই ঐ সব দেশের জনসাধারণের অভিমত বলিয়া ধরিয়া লন। সত্য বটে ভারতের স্বাধীনতার জন্য এখনও বৃটেন বা আমেরিকার মজুর শ্রেণীর আন্দোলন এতটা শক্তিশালী হয় নাই, যাহার চাপে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট আমাদের দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হয় কিন্তু ইঁহাদের আন্দোলন ও চাপ যে দিন দিনই বাড়িতেছে তাহা অষ্ট্রেলিয়া ও ব্রিটেনের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনের ফলাফল হইতে বেশ পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় দু বছর আগেও সেখানকার গভর্ণমেণ্ট মেজিসের নেতৃত্বে মিউনিকপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলরা ক্ষমতায় ছিল। সেখানে কমিউনিষ্ট পার্টি বেআইনী ছিল, মজুরদের মজুরী কমানো হইয়াছে এবং তাহাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল না, সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর হিটলারের বিশ্বাসঘাতকের মত আক্রমনের ফলে মজুরদের মধ্যে যে চাঞ্চল্য ও আন্দোলন সুরু হয় তাহার ফলে ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে কার্টিনের নেতৃত্বে 'লেবর ক্যাবিনেট' গঠিত হয় ও কমিউনিষ্ট পার্টিকে বৈধ বলিয়া স্বীকার করা হয়।

সংগঠিত ৮ লক্ষ অষ্ট্রেলিয়ান মজুরদের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে যে সব আলোচনা ও প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে যে ইঁহারা শুধু যে জাপানের বিরুদ্ধে নিজেদের দেশকেই রক্ষা করিতে পারিবে কেবল তাহাই নহে, এই যুদ্ধকে বিশ্বের সমস্ত পরাধীন জাতির মুক্তির লড়াই হিসাবে জিতিবার পক্ষেও এক বিরাট অংশ গ্রহণ করিবে।

এই কংগ্রেসে উপস্থিত ডেলিগেটরা ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে নিজেদের অসন্তোষ জানাইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন—

"এই কংগ্রেসের ইহা সুস্পষ্ট অভিমত যে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীদের ন্যায্য দাবী পূরণের উদ্দেশ্যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সহিত পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করা উচিত।

"যদিও নিজেদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতবাসীদের কোন কিছু বলিবার বা করিবার অধিকার নাই এবং যে স্বাধীনতার জন্য আমরা লড়াই করিতেছি তাহা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত, কংগ্রেস ইহা স্মরণ না করিয়া পারিতেছে না যে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে এই লড়াইতে হতাহতের সংখ্যায় ভারতবর্ষের সংখ্যা সমস্ত ডোমিনিয়ানগুলির মিলিত সংখ্যার সমান এবং বাস বৃটেনের সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ।

"আমরা মনে করি যে ভারতের স্বাধীনতা এবং সেখানকার ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী বন্দীদের মুক্তি অষ্ট্রেলিয়া ও মিত্রশক্তির পক্ষে খুবই আবশ্যকীয় কারণ ইহার ফলে ভারতের অসন্তুষ্ট জনসাধারণ জাপানের বিরুদ্ধে লড়িবার উৎসাহ পাইবে এবং 'বার্ম্মা রোড' খোলার পক্ষে সহায়ক হইবে।"

বৃটেনের মজুরদেরও ঐ একই দাবী

বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের যে অধিবেশন সাউথ পোর্টে হইয়া গিয়াছে, সেখানেও বৃটিশ মজুর ভারতের বর্ত্তমান অচল অবস্থা দূর করার জন্য জোরদার দাবী পেশ করিয়াছে। ভারতবাসীরাই নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রন করিবে—বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যাহাতে এই নীতি মানিয়া লয় এবং ভারতবাসীদের সহিত বন্ধুত্বের সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়, এক প্রস্তাবে কংগ্রেসে ইহা দাবী করা হইয়াছে। প্রথমতঃ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় জনসাধারণের স্বাধীন ভোটে নির্ব্বাচিত জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে হইবে, এবং তৃতীয়তঃ এই নূতন গভর্ণমেণ্টকে সম্পূর্ণ ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ দিতে হইবে, এই সংশোধনগুলি যোগ করিয়া মূল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

বৃটেনের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অগ্রণী বামপন্থী কর্ম্মীরা এই প্রস্তাব পাশ করাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। কি করিয়া এই প্রস্তাবকে কার্য্যকরী করা যায় তাঁহারা সে সম্বন্ধে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, গভর্ণমেণ্টে লেবর পার্টির যে সব মন্ত্রী রহিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে এবং লেবর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছেও তাঁহারা এ বিষয় উপস্থিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

কমিউনিষ্ট পার্টির দাবী: কংগ্রেস বন্দীদের মুক্তি চাই

সম্প্রতি লণ্ডন জিলা কমিউনিষ্ট পার্টির যে সম্মেলন হইয়া গিয়াছে সেখানে এক প্রস্তাবে কংগ্রেস নেতাদের এবং অন্যান্য ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী বন্দীদের মুক্তি এবং ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে একটি সাময়িক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আবার আলোচনা আরম্ভ করার দাবী করা হয়। ভারত-বর্ষে অন্নকষ্ট সমাধানের জন্য খাদ্য-সামগ্রী ও তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য-দ্রব্যের আরও বেশী আমদানী ও উৎপাদন এবং মজুতদার ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা দাবী করিয়াও প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে

স্কটিশ খনি মজুররাও ভারতের অচল অবস্থার সমাধান চায়

কিছুদিন আগে গ্লাসগোতে ইণ্ডিয়া লীগের যে সম্মেলন হয় সেখানে "স্কাশনাল স্কটিশ মাইন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট এ, বি, ই, মোফাট নিম্নলিখিত বাণী পাঠাইয়াছিলেন—"আমাদের নিজেদের শক্তিতে এবং লেবর ও ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থনে আমরা চাই ভারতের সমস্ত ফ্যাসিষ্ট বিরোধী বন্দীদের মুক্তি। আমরা চাই এখনই একটা আপোষ নিষ্পত্তির জন্য ভারতীয়দের সহিত আলোচনা আরম্ভ করা হউক"।

আজ এই সব প্রস্তাব এবং বাণীর মধ্যে পৃথিবীর মজুর শ্রেণীর সত্যিকারের মনোভাব আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। আমেরী-এটলি কোম্পানীর দাম্ভিক উক্তিই যে ঐ সব দেশের সবটুকু ইতিহাস নয়—ভারতবাসীর স্বাধীনতার প্রশ্নে বৃটেন ও অষ্ট্রেলিয়ান জনসাধারণ যে আমেরী-এটলিকে সমর্থন করে না, ইহা তাহারই পরিচায়ক। এই ব্যাপারে বৃটিশ ও অন্যান্য দেশের মজুরদের দাবী ক্রমেই জোরদার হইয়া উঠিতেছে—ইহাকে আর উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

ক্ষুধিতের সেবায় সাহায্য করুন

মৃতপ্রায় নরনারীকে বাঁচান

বাংলা দেশের ক্ষুধিত ও মৃতপ্রায় নরনারীকে বাঁচাইবার ভার সহৃদয় দেশবাসীরাই না লইলে কে লইবে? সেজন্যই আজ দিকে দিকে দেশবাসীর মধ্যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বহু দাতা অকাতরে অর্থ, বস্ত্র ও অন্ন দান করিতেছেন, কত জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ও দেশভক্ত কর্ম্মী ক্ষুধিতের অন্নদান সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন।

কলিকাতা **"জনরক্ষা সমিতি" ও "মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি"** প্রায় দেড় বৎসর ধরিয়া নানাভাবে সেবাকার্য্য করিয়া আসিতেছেন। কণ্ট্রোল দোকানে জনসাধারণের চাউল পাইবার সুবন্দোবস্ত, পাড়ায় পাড়ায় যথাসাধ্য কয়লা সরবরাহ ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া বুভুক্ষু নরনারীকে বিনা-মূল্যে বা অল্প-মূল্যে খাদ্য-দান, শিশুদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ ও কলেরা নিবারণের ব্যবস্থা, অনেকগুলি ক্যান্টিন চালানো ইত্যাদি বহু সেবাকার্য্যের ভার ইঁহারা লইয়াছেন। **ইঁহাদের চেষ্টায় ও স্থানীয় মহানুভব জনসাধারণের সাহায্যে বর্ত্তমানে কলিকাতার বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ৩৫টি খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র হইতে বিনা মূল্যে বা অল্প-মূল্যে জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রায় দশ সহস্র নরনারী ও শিশু প্রত্যহ খাদ্য পাইতেছে।**

কিন্তু অভাবের সীমা নাই। সে তুলনায় এ পর্য্যন্ত যে চেষ্টা হইয়াছে তাহা খুবই কম। সেজন্য ইঁহারা আরও বেশী সাহায্য-কেন্দ্র খুলিবার ও অন্ন বিতরণের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কলিকাতার পথে পথে ক্ষুধার ফলে রোগাতুর নরনারীর শুশ্রূষা করিবার জন্য ইহারা একটি সাময়িক হাঁসপাতাল খুলিবারও চেষ্টা করিতেছেন, কারণ এখন পর্য্যন্ত এই উদ্দেশ্যে যতগুলি আশ্রয় স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে অভাব পূরণ হইতেছে না।

এই সমস্ত কাজের জন্য আরও অনেক অর্থের প্রয়োজন। ভারতবাসী তথা কলিকাতাবাসীর বদান্যতা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। আমরা সমস্ত ভারতবাসীর কাছে বিশেষ করিয়া কলিকাতার মহানুভব নাগরিক ও নাগরিকাদের কাছে আবেদন করিতেছি—যিনি যাহা পারেন ইঁহাদের ক্ষুধিত সেবাকার্য্যে দান করুন এবং আর্ত্ত দেশবাসীকে অভাব, যন্ত্রণা ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করুন। ইতি—

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	মোহিনী দেবী
মহারাজাধিরাজ, বর্দ্ধমান	মহারাজা, কাশিমবাজার
মহারাজা, ময়মনসিংহ	উর্ম্মিলা দেবী
সৈয়দ নওশের আলি	জাষ্টিস এ, এন সেন
ইন্দিরা দেবী	লাবণ্য প্রভা দত্ত, এম-এল-সি
যতীন্দ্রনাথ বসু	স্যার হরিশঙ্কর পাল
ডাঃ সুন্দরী মোহন দাশ	জে, সি, গুপ্ত
খানবাহাদুর জসিমুদ্দীন আহম্মদ	বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
ডাঃ বি, সি, ঘোষ	ফণীন্দ্রনাথ নাথ ব্রহ্ম
ডাঃ আর, আহ্‌মদ	দেবজীবন ব্যানার্জি
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার	প্রশান্ত বসু (বঙ্গবাসী কলেজ)
সাতকড়িপতি রায়	বি, সি, ঘোষ (আই এফ-এ)
বুদ্ধদেব বসু	মোয়াজ্জেম হোসেন (লাল মিঞা)
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
বঙ্কিম মুখার্জী	মিসেস এলা রীড
জীবনলাল পণ্ডিত	মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
লীলা মজুমদার	মিসেস ডি, এম, বসু

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩

স্নেহাংশু আচার্য্য বার-এট-ল
২৭, বেকার রোড, আলিপুর।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত।

কমিউনিষ্ট পার্টির,
বাংলা কমিটির মুখপত্র

জনযুদ্ধ

প্রতি সংখ্যা ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪॥, ৬ মাস ২॥, ৩ মাস ১।০

★

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জি এম,এল,এ
২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২য় বর্ষ ● বুধবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৩, ১২ই আশ্বিন ১৩৫০ ● ২২শ সংখ্যা

খাদ্যের পথ বন্ধ করিয়াই কি খাদ্য-সংকট মিটিবে?

২৭শে তারিখের 'হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ডে' প্রকাশ যে ২৬শে তারিখে কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে একটী জন সভার এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে যে, যদি সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীত্ব গঠন করা সম্ভব না হয়, **তবে যেন গভর্ণর সাহেব ৯৩ ধারা প্রয়োগ করিয়া নিজের হাতে শাসন দায়িত্ব তুলিয়া লন।**

আমলাতান্ত্রিক কর্ম্মচারীদের সভা এটা নয়, ইউরোপীয়ানদেরও সভা ইহা নয়। আমাদেরই দেশের লোক এই সভায় হাজির ছিল। লীগ মন্ত্রিত্বের বিরুদ্ধে নানারকম সমালোচনা লোকে শুনিয়াছে, ষ্টেটস্‌ম্যান ও অমৃতবাজারের সম্পাদকীয় মন্তব্যে কড়া ব্যবস্থার কথা লোকে পড়িয়াছে। কিন্তু জনসভায় দাঁড়াইয়া গভর্ণরের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিবার প্রস্তাব পাশ করার কথা কেহ শুনিয়াছেন কি?

যারা এই সভা করিয়াছে তারা জন সাধারণের প্রতিনিধিত্ব কতটুকু করে তার বিচার না হয় নাই করিলাম। তবু এই রকম সভা আজ হইতে পারে! ভাবে ভঙ্গীতে যে কথা এতদিন প্রকাশিত হইয়াছে, আজ প্রকাশ্য ভাবে জনসভার দাবী হিসাবে তাহা জাহির করিতে আটকায় না!

অর্থাৎ আমলাতন্ত্র যার জন্য ফন্দি ফিকির ভাঁজিতেছে, সেটাই সাধিয়া করিয়া দিবার জন্য এই সমস্ত লোকেরা উন্মুখ। তার খবর দেখুন দিল্লীর সংবাদদাতার পত্রে :—

"ভারত গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতাশালী মহলের মধ্যে যে মনোভাবটা এখন খুবই প্রবল দেখা যাইতেছে, তা হইতেছে এই যে, বাংলার খাদ্য-সংকটের সুযোগ লইয়া মন্ত্রীত্বকে সরাইয়া ৯৩ ধারা প্রয়োগ করিতে হইবে।" (পিপলস্ ওয়ার—১৯শে সেপ্টেম্বর)

মন্ত্রীদের তাড়াইয়া, আইন সভাকে বাতিল করিয়া একমাত্র আমলাতন্ত্রকে ত্রাণকর্ত্তা হিসাবে মাথায় রাখিলে খাদ্য মিলিবে কি? চোরা কারবার তাতে বন্ধ হইবে? মজুত উদ্ধার হইবে? দর-নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং সহজে হইয়া যাইবে? বাংলার ৮ কোটী লোকের অনাহার ঘুচিবে?

বেশী হিসাব নিকাশ করিতে হইবে না, মাত্র কয়েকদিন আগে আমলাতন্ত্রের রক্ষক আমেরি সাহেব কি বলিয়াছেন শুনুন :—

বাংলার খাদ্যাভাবের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া আমেরি বলিতেছেন, বাংলার ৫ কোটি রক্ষক তাদের উৎপন্ন ফসলের কিছু অংশ আট্‌কাইয়া রাখিয়াছে, তাহা খাদ্যাভাবের অন্যতম কারণ।

অর্থাৎ আমেরির মতে বাংলার ৪কোটি চাষীর খাদ্যাভাব নাই! অনাহারে মৃত্যুর খবরগুলি তা হইলে সবই মিথ্যা!

কেন্দ্রীয় সরকার মজুতকারী ও মুনাফালোভীদের রুখিবার জন্য কি করিতেছে, এই প্রশ্নের জবাবে আমেরি বলিতেছেন :—"ভারতে মুনাফা-লোভী প্রচুর আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু গভর্ণমেণ্টের দপ্তর দ্বারা ইঁহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা খুবই শক্ত। তা ছাড়া চাষীরা যে ফসল মজুত করিতেছে তা বাহির করা আরো শক্ত ব্যাপার।"

আমলাতন্ত্রের হাতে এসব ব্যাপার শক্ত হইবে না কেন? জনসাধারণকে বাদ দিয়া শুধু অর্ডিনান্সের জোরে খাদ্য ব্যবস্থা করিবার কথা যারা ভাবে তারা খাদ্য সমস্যাকে শক্ত করিয়া রাখা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারে না। জনসাধারণের অধিকাংশকেই যারা মজুতকারী বলিয়া দায়িত্ব এড়াইতে চায়, আসল মজুতকারের দিকে তাদের নজর পড়িবে কি করিয়া?

কিন্তু এই মজুতকার জনসাধারণের হাতেই আটক পড়ে। জনসাধারণের তত্ত্বাবধানে সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং শুধু কাগজে কলমে না থাকিয়া কাজে পরিণত হয়। জনসাধারণের সম্মিলিত চেষ্টাতেই ক্ষুধিতের অন্ন জুটে। এই কয়েক মাসের চরম দুর্দ্দিনে তার কিছু কিছু পরিচয় বাংলার লোক পাইয়াছে।

মন্ত্রিত্বকে বাঁচাইয়া রাখিলে সেই কাজে আমরা আরো জোর কদমে আগাইতে পারিব, আমলাতন্ত্রের হাতে সব ছাড়িয়া দিলে আমাদের শুধু বসিয়া বসিয়া দেখা আর হা হতাশ করা ছাড়া আর কিছু করার থাকিবে না। সহযোগিতার দ্বারা মন্ত্রিত্বকে জোরালো করিলে খাদ্য ব্যবস্থার ত্রুটিও যেমন ধরিতে পারিব, ত্রুটি শুধরাইতেও তেমনি পারিব। আমলাতন্ত্রের ডিক্টেটারীতে শুধু প্রতিবাদ করা ছাড়া আর কি হইবে?

লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী ক্ষুধার্ত্ত জনতা প্রতিবাদ চায় না, চায় খাদ্য। তাদের খাদ্য দিতেই হইবে।

তার পথ

বুভুক্ষু অভিযান নয়,
অন্নদান কেন্দ্র খোলা
খাদ্য-ব্যবস্থা পঙ্গু করা নয়,
মজুত উদ্ধার ও দর কনট্রোল করা
মন্ত্রিত্বকে ধ্বংস করা নয়,
মন্ত্রিত্বকে আরো কার্য্যক্ষম করিয়া তোলা

ইহাই জনসাধারণকে খাদ্য দিবে। দেশবাসী! সেই পথে অগ্রসর হও!

● ক্ষুধিত বাংলাকে ●
এই মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাও!

গত কয়েকদিনে দৈনিক খবরের কাগজে অনাহারে মৃত্যুর যে হিসাব বাহির হইয়াছে, তাই একত্র করিয়া নাচে দেওয়া হইল :—

কলিকাতায় (১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ২৬শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত)		৬৮২
ঢাকায় (১লা হইতে ২১শে পর্য্যন্ত)	...	৩৬৫
ফরিদপুরে (১লা হইতে ২১শে পর্য্যন্ত)	...	২২২
বরিশালে (১লা হইতে ২০শে পর্য্যন্ত)	...	১২৫
চাঁদপুরে (১লা হইতে ২০শে পর্য্যন্ত)	...	১০০
ময়মনসিংহে (১লা হইতে ২০শে পর্য্যন্ত)	...	৬০
বাংলার সমস্ত জেলা মিলাইয়া অনাহারে মৃত্যু (১লা হইতে ২০শে পর্য্যন্ত)	...	২০৭০

এই মৃত্যুকে আরো বাড়াইতে চায় কে?

কলিকাতার রাস্তার ধারে ধুঁকিয়া মরিতেছে যে সব ক্ষুধার্ত্ত নর-নারী-শিশু, তাদের মধ্যে এই ছোট কাগজটী বিলি হইয়াছে :—

—ঃ চাউল, আটা ও কাপড়ের জন্য ঃ—

স্থান :—চাঁদপাল ঘাটের পূর্ব্বদিকে, টাউন হলের দক্ষিণদিকে, লাটের বাড়ীর পশ্চিমদিকে ও ইডেন গার্ডেনের উত্তর দিকে—

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ বেলা ১২টা হইতে।

খাদ্য পাইবার টিকিটের মত এই কাগজগুলি দেখিয়া ক্ষুধার্ত্ত লোকেরা ভাবে, ঐ জায়গায় গিয়া এই টিকিট দেখাইলেই খাবার পাওয়া যাইবে। জায়গার নাম নাই, সীমানা হিসাব করিয়া গেলে পৌঁছান যায় কলিকাতার এসেম্‌ব্লি হাউসে।

২৭শে তারিখে কলিকাতার পথে দেখা গেল মেয়ে পুরুষ শিশু দলে দলে যাইতেছে এসেম্‌ব্লি হাউসের দিকে। তারা বলিল : সেখানে নাকি খাবার দেওয়া হইতেছে। এমনি লোভ দেখাইয়া তাদের টানিয়া নিয়া যাওয়া হইতেছে। অনেকে লঙ্গরখানার খিচুড়ী ছাড়িয়াই চলিয়া আসিয়াছে।

তাদের যখন বলা হইল—যেখানে যাইতেছ সেখানে খাদ্য নাই, লঙ্গরখানার দিকেই ফিরিয়া যাও, তখন তাদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কাঁদিয়া আকুল। আবার তারা ছুটিল যেখান হইতে তারা আসিয়াছে।

কত বড় দেশদ্রোহী হইলে ক্ষুধাতুর নর-নারীর সঙ্গে এই তামাসা করিতে পারে! লোকের মুখে অন্ন দেওয়ার কাজ ইহাদের নয়, অন্ন কাড়িয়া লইবারই কাজ এদের। মৃত্যু রোধ করিতে ইহারা চায় না, ইহারা চায় ক্ষুধার্ত্ত জনতা পাগলের মত এদিকে ওদিকে ছুটিয়া যাক, গোলমাল ও লুটপাঠ করুক, পুলিশের লাঠি, গুলি চলুক, একজনের জায়গায় ১০০ জন মরুক—তাতে সহজে অরাজকতা সৃষ্টি হইবে।

তাই আজকে এসেম্‌ব্লির মধ্যে খাদ্য লইয়া যে দলাদলি চলিতেছে, তার সুযোগ ইহারা ছাড়িতে চায় না

এই পঞ্চমবাহিনীকে রুখিয়া ক্ষুধিত বাংলাকে বাঁচাও!

বাংলার খাদ্যাভাব ঘুচাইতে
বিলাতের মজুর শ্রেণী
কমিউনিষ্ট নেতা হ্যারি পলিটের দাবী

বিলাতের কমিউনিষ্ট দৈনিক 'ডেলি ওয়ার্কারে' হ্যারি পলিট বাংলার খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে সরকারকে অবিলম্বে নিম্নলিখিত কাজগুলি করিতে আবেদন করিয়াছেন :—

(১) গভর্ণমেণ্টের হাতে যে ষ্টক আছে তা অবিলম্বে বাহির করিয়া বিনা মূল্যে দুঃস্থদের খাদ্য দেওয়া হউক।

(২) মজুতকারীর ঘরের মজুত ধান চাল ও শস্য বাজেয়াপ্ত করা হউক।

(৩) দক্ষিণ আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় যে বাড়তি খাদ্য আছে তা ভারতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হউক।

হ্যারি পলিট বলিতেছেন যে এই দাবীগুলির পিছনে সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে।

সম্পাদকীয়

ধ্বংসের হাত হইতে বাংলাকে বাঁচাও

কলিকাতায় সত্যাগ্রহ সুরু হইয়াছে। ২০শে সেপ্টেম্বর ৩০ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে; ২৪শে তারিখ গ্রেপ্তার হইয়াছে ১০ জন। ২৭শে ৩ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

আবার '৯ই আগষ্ট' ঘটাইবার চেষ্টা চলিতেছে। কংগ্রেসভক্ত অনেকেই পঞ্চমবাহিনীর ফাঁদে পা দিতে চলিয়াছেন।

সত্যাগ্রহের সাথে সাথেই পঞ্চমবাহিনী গোলমাল বাধাইবার জন্য বড়যন্ত্র করিতেছে। ২৪শে তারিখ এক রহস্যপূর্ণ ইস্তাহারে ক্ষুধিত জনতাকে আইন সভায় যাইয়া সভায় আটা ও চাল কিনিবার জন্য উস্কাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ২৭শে তারিখও আইন সভার হানা দিবার জন্য বুভুক্ষুদের উত্তেজিত করা হইয়াছে। ইহারই সাথে স্কুল কলেজ ।ইক করিয়া বুভুক্ষু জনতার মাঝে আগুন জ্বালাইবার জন্য ছাত্রদের আহ্বান করা হইয়াছে। একবার ক্ষুধিত জনতা রাস্তায় নামিলেই হয়। তার পর পুলিশের সাথে সংঘর্ষ তো অনিবার্য্য। তখন লুটপাট, দাঙ্গা, ধ্বংসকার্য্যের পথ তো খোলসা। ইহাই পঞ্চমবাহিনীর মতলব।

আর, এস, পি দল তাহাদের যুদ্ধনীতি সম্পর্কিত পুস্তিকায় বলিয়াছে, "পার্টি জনরক্ষা বাহিনী গঠন করিবে।...এই বাহিনী এখন হইতে যথাসম্ভব রিলিফের কাজ করিয়া জনগণের মন জয় করিবে এবং বিশ্বাস অর্জ্জন করিবে। তার পর লুটপাট দাঙ্গা হাঙ্গামা যদি আরম্ভ হয়, তবে তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া এই সমস্ত দাঙ্গাহাঙ্গামাকে...গণবিপ্লবের দিকে পরিচালিত করিয়া লইয়া যাইবে।...উপবাসীদিগকে যথাসম্ভব অর্থ এবং খাদ্যদ্রব্য দ্বারা সাহায্য করিয়া অসুখ বিসুখে শুশ্রূষা করিয়া তাহাদের মন জয় করিতে থাকিবে। এমনি ভাবে সাহায্য পাইয়া জনগণ (জনরক্ষা) বাহিনীকে বিশ্বাস করিবে, তাহাদের নেতৃত্ব মানিয়া চলিবে।...তখন দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং লুটপাটেও আমাদের নেতৃত্বই মানিয়া চলিবে।"

এই নীতিই আজ কাজে খাটাইবার চেষ্টা চলিতেছে। রিলিফ কেন্দ্রে ও ক্যানটিনে বুভুক্ষুদের উস্কান হইতেছে, ইস্তাহার বিলি করিয়া উত্তেজিত করা হইতেছে। ইহার পরের ধাপই হইতেছে লুটপাট ও দাঙ্গা হাঙ্গামা।

৯ই আগষ্ট পঞ্চবাহিনীর ডাকে জনগণ সাড়া দেয় নাই। কংগ্রেস ভক্ত পঞ্চমবাহিনীর ফাঁদে পা দেয় নাই। এই পরাজয়ের মাঝে পঞ্চমবাহিনী আপন মৃত্যুর ইঙ্গিত দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছে। ওদিকে আজ সোভিয়েট রণক্ষেত্রে নাৎসী বাহিনীর শির দাঁড়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। হিটলারী ফৌজ পলায়নের পথে। ইতালী ফাসিষ্ট—মুক্ত হইতে চলিয়াছে। ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট আসন্ন। ইউরোপে জনসাধারণের মাঝে বিপ্লবের আগুন ছড়াইয়া পড়িতেছে। নাৎসী-ফাসিষ্টদের দিন ফুরাইতেছে। তাইতো ফাসিষ্ট দালাল পঞ্চমবাহিনী ভারতে আজ মরিয়া হই ৩১ উঠিতেছে। ফাসিষ্ট পরাজয়ের এই বিপর্য্যয়ের দিনে জাপান ভারতের দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িবার একবার শেষ চেষ্টা দেখিবে। বর্ষাও শেষ হইল। তাই ভারতের পঞ্চমবাহিনী এখন হইতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। নূতন করিয়া ৯ই আগষ্ট ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে।

পঞ্চমবাহিনী সুযোগ নিতেছে চরম খাদ্যসংকটের। কলিকাতা ও সারা বাংলার শত শত শবদেহ ও হাজার হাজার বুভুক্ষু নরনারীর মৃত্যু অভিযানকে তাহারা তাহাদের ঘৃণ্য কাজে লাগাইবার জন্য পৈশাচিক উল্লাসে মত্ত হইয়াছে। মৃত্যুপথযাত্রীদের বাঁচাইবার তাগিদ তাহাদের নাই—ধ্বংস, অরাজকতা ও মরণের পথে ঠেলিয়া দিবার কাজে তাহারা হাত বাড়াইয়াছে।

আইন সভার অচল অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা, লাট সাহেবের হাতে স্বৈরাচারী শাসন ক্ষমতা দিবার জন্য আন্দোলন—হক-শ্যামাপ্রসাদ দলের এই সব কাজেরও সুযোগ পঞ্চমবাহিনী নিতেছে। আইন সভাকে কেন্দ্র করিয়া পঞ্চমবাহিনী জনতাকে ধ্বংস, লুটপাট ও দাঙ্গা হাঙ্গামার পথে টানিবার সুযোগ পাইতেছে।

সত্যাগ্রহ শেষ পর্য্যন্ত দাঙ্গা ও লুটপাটের পথে নিয়া যায়। আইন সভার অচল অবস্থা ঘটাইবার চেষ্টা পঞ্চমবাহিনীরই পথ করিয়া দেয়। লাট সাহেবের হাতে স্বৈরাচারী ক্ষমতা দমননীতির তাণ্ডবলীলার সুযোগ দেয়—পঞ্চমবাহিনীর পথই খোলসা করে।

বাংলার দেশভক্ত নরনারী কি দেশের এই মহাসঙ্কটের দিনে পঞ্চমবাহিনীর হাতের পুতুল বনিবে? বাংলার হাজার হাজার মৃতপ্রায় নংনারীকে না বাঁচাইয়া তাহাদের মরণের পথে ঠেলিয়া দিবে? দেশের ভিতর ধ্বংস, অরাজকতা, লুটপাট, দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাইবার সুযোগ দিয়া দেশকে ছারখার করিতে দিবে, জাপ বোমার খোরাক বনিয়া দেশবাসীর রক্তে বন্যা বহিতে দিবে?

নিশ্চয়ই নয়, দেশভক্ত বাঙ্গালী দেশকে বাঁচাইবে।

(আলোচনার শেষাংশ)

বিরোধী দলগুলি যেমন আমলাতন্ত্রের হাতে শাসন ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে, মন্ত্রীমণ্ডলীর সেইরকম জনগণের সহযোগিতা ছাড়া, আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া ব্যবসাদারদের উপর নির্ভর করিয়া খাদ্যসংকট সমাধান করিতে চান। মন্ত্রীবিরোধী অভিযানের সময় তাঁহারাই যে খাদ্য কমিটি তৈরী করিয়াছিলেন, আজ আউস বা আমন ধান কিনিবার জন্য সেই খাদ্য-কমিটির হাতে কোন ক্ষমতা তাঁহারা দেন নাই। আমলাতন্ত্রের চাপে জনগণের সহযোগিতা হইতে মুখ ফিরাইয়াছেন বলিয়াই আজ তাঁহারা মফস্বল জেলাগুলিতে খাদ্য রপ্তানি করিতে অক্ষম, সহরে সহরে রেশনিং চালু করিতে অপারক।

এই নীতি ব্যর্থ করা। রেশনিং এর জন্য জনগণের কমিটির সহায়তায় শস্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্য সরকারী ব্যবস্থা দাবী কর। মূল্য নিয়ন্ত্রণ সফল করিবার জন্য প্রত্যেকটি খাদ্য কমিটি সক্রিয় হও। জেলায় জেলায় রেশানিং সম্মেলন ডাকিয়া জন সাধারণের সহযোগিতায় রেশানিং দাবী কর, আমন ফসল কিনিয়া জনসাধারণের কমিটির তত্ত্বাবধানে সরকারী আড়তে মজুত রাখিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ কর। এই কাজের ভিতর দিয়া সকলের ঐক্য গড়িয়া তোল, বাংলার আইন সভাকে রক্ষা করিবার জন্য আওয়াজ তোল, দাবী কর ভেদপন্থা বর্জ্জন করিয়া প্রত্যেক দল সর্ব্বত্র রেশনিং ব্যবস্থা চালু করিবার জন্য আন্দোলনে ও আয়োজনে নামিয়া পড়ুন।

যে অচল অবস্থা ও যে ভেদ আজ আছে তাহাই দেশে দুর্ভিক্ষ আনিয়াছে। ইহার উপর নূতন অচল অবস্থা চাপাইলে, ভেদ আরও বাড়াইলে দুর্ভিক্ষই গুরুতর হইবে।

আলোচনা

আইন সভায় সত্যাগ্রহ

২২ শে সেপ্টেম্বর—আইন সভায় কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত কিরণ শঙ্কর রায় এক বিবৃতি দিয়া বলেন খাদ্য শস্য বাজার হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে, অবিলম্বে মন্ত্রীমণ্ডলীর নিকট হইতে প্রতিকারের আশ্বাস চাই। তাঁহার বিবৃতিতে সকল দলের ঐক্যের জন্য কোন দাবী ছিল না, সংকট দূর করিবার জন্য কংগ্রেসের সহযোগিতার কোন প্রতিশ্রুতি ছিল না, ছিল শুধু মিঃ সুরাবর্দ্দির নিকট একটি বিবৃতির দাবী।

পরদিন সুরাবর্দ্দি সাহেব বিবৃতি দেন। কিরণবাবুর প্রশ্ন যেমন সুরাবর্দ্দি সাহেবের উত্তরও তেমন। 'কলিকাতার সরবরাহের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেছি কিন্তু মফঃস্বল জেলা সম্পর্কে এখনও উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারি নাই, তবে গভর্ণমেণ্ট যাহা করিবার তাহা করিতেছে।'—ইহাই হইল সুরাবর্দ্দি সাহেবের বিবৃতির সারমর্ম্ম।

এই বিবৃতি বিরোধী দলের নেতাদের একটা প্রচণ্ড সুযোগ মিলিল। ফজলুল হক আবার এক বিবৃতি দিতে চাহিলেন, মাননীয় স্পীকার বজেটের সময় নষ্ট করিতে নিষেধ করিয়া তাহা বন্ধ করিলেন। তখন সকল বিরোধী দল একযোগে আইন সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

হক, শ্যামাপ্রসাদ ও কিরণবাবুদের উদ্দেশ্য কি? মন্ত্রীমণ্ডলী কত অপদা তাহা প্রমাণ করা এবং এই মন্ত্রীমণ্ডলী থাকিতে আইন সভার কাজ চলিতে না দেওয়া, যেমন করিয়া হউক বাধা সৃষ্টি করা।

জনগণের জন্য খাদ্য ব্যবস্থা নয়, আইন সভার সত্যাগ্রহ চালানো, আইন সভার কাজ অচল করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

অচল অবস্থার দাবী

আইন সভার ভিতরকার এই সত্যাগ্রহ কেবলমাত্র একটা সাময়িক উত্তেজনা নয়। ইহার পিছনে রহিয়াছে এক বিপজ্জনক রাজনৈতিক মতবাদ।

২৩ শে সেপ্টেম্বর তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকা লিখিতেছে—"বাংলাদেশের এই তথাকথিত পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসী একটা নিষ্ঠুর বিদ্রূপ।" "সমগ্র যন্ত্রটি আগাগোড়া পচিয়া গিয়াছে।"

২২শে সেপ্টেম্বর উক্ত পত্রিকা লিখিয়াছিল "আমরা মিঃ রাদারফোর্ডকে আহ্বান করি মন্ত্রীমণ্ডলীকে তাড়াইয়া দিয়া নিজ হাতে ক্ষমতা গ্রহণ করিতে।" ২৩ শে সেপ্টেম্বর ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে প্রকাশ্য জনসভায় দাবী করা হইয়াছে ৯৩ ধারা জারী করা হউক।

জাতীয়তাবাদীরা আজ লাটসাহেবের স্তুতিগান আরম্ভ করিয়াছেন, জাতীয়তাবাদীরা আবিষ্কার করিয়াছেন বাংলার পার্লামেন্টারী ডেমোক্রাসী পচিয়া গিয়াছে, জাতীয়বাদীরা দাবী করিতেছেন গভর্ণর ডিক্টেটরশিপ স্থাপন করিয়া বাংলাকে বাঁচান। বিপদ এই যে আমলাতন্ত্রের এই গুণবকদের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টি।

আমলাতন্ত্রের স্তুতিগানের সঙ্গে সত্যাগ্রহ মিলাইয়া নূতন কায়দায় "সংগ্রাম" আরম্ভ করিবার আয়োজন চলিতেছে। সংগ্রামপন্থী কংগ্রেস সেবীরা আইন সভার অবসান চাই এই ধ্বনি লইয়া আইন সভার বাহিরেও মিছিল ও সত্যাগ্রহ সুরু করিয়াছেন।

এই সত্যাগ্রহ, এই সংগ্রাম কাহার বিরুদ্ধে এবং কিসের জন্য? এ সংগ্রাম আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়। কংগ্রেস পন্থীরা ভাবিতেছেন ৯৩ ধারা জারী করাইতে পারিলেই, আইন সভা ভাঙ্গিতে পারিলেই আমলাতন্ত্রকে জব্দ করা হইল, লীগও জব্দ হইল। কিন্তু জনসাধারণের নির্ব্বাচিত আইন সভাকে নিষ্প্রভ প্রমান করিয়া তাহা ভাঙ্গিতে সাহায্য করিলে আমলাতন্ত্রকেই জব্দ করা হয়।

এ সংগ্রাম বাংলার গণতান্ত্রিক অধিকারের বিরুদ্ধে। এ সংগ্রাম খাদ্যের জন্য নয় খাদ্যের বিরুদ্ধে। এ সংগ্রাম জন সাধারণের অধিকারের বিরুদ্ধে। কেন আজ কংগ্রেস একথা বলিতে পারে না যে জনগণকে খাদ্য দিবার জন্য আইন সভার অধিকার রক্ষা করিবার জন্য সকল দল একত্র হইব?

পঞ্চম বাহিনীর কারসাজি

ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর-এস-পির লোকেরা এই সুযোগে প্রচার আরম্ভ করিয়াছে—রিলিফ রিলিফ কর কেন, রিলিফে কিছুই হইবে না, আইন সভার বাইরে সত্যাগ্রহের জন্য অভিযান পাঠাও। শাসন তান্ত্রিক অচল অবস্থা সৃষ্টি কর। রাদারফোর্ডের হাতে ক্ষমতা যাক এটা পঞ্চম বাহিনী দিন রাত কামনা করিতেছে। কারণ অচল অবস্থা চালু রাখিতে পারিলেই ধ্বংস কার্য্যের আবহাওয়া সৃষ্টি করা যায়। বর্ষা শেষ হইয়া যাইতেছে। বোমাবর্ষণ এবং জাপ আক্রমণ আসন্ন। এই বেলা যদি বাংলার শাসন তান্ত্রিক অচল অবস্থা সৃষ্টি করা যায় তাহা হইলে দেশরক্ষা ও নাগরিকের প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা পণ্ড করা সম্ভব হইবে।

এ ই মতলব লইয়া পঞ্চম বাহিনীর দলগুলি ৯৩ ধারার জন্য অভিযান আরম্ভ করিয়াছে।

আইন সভার ভিতর লীগ বিরোধী দলগুলি যে ধ্বংস নীতি আরম্ভ করিয়াছেন তাহার পরিণাম হইবে দেশের সর্ব্বত্র পঞ্চম বাহিনীর ধ্বংস নীতি।

জরুরী নোটিশ

বিশেষ সংখ্যার কাগজ রেল পার্শেলে দেবার সুবিধা থাকিলে—যারা ২৪ কপির বেশী নেবেন, দীঘ্র জানান। ম্যানেজার

স্বদেশ প্রেমিকে এ নীতি চাহে না

দেশের সর্ব্বত্র আজ স্বদেশ প্রেমিকদের ভিতর নূতন চেতনা আসিতেছে—রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান চাই। কংগ্রেস ও লীগের ভিতর মিটমাট চাই। ঠিক সেই সময় বাংলার কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা, কৃষক প্রজা পার্টি সকল দল মিলিয়া নূতন অচল অবস্থা সৃষ্টির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এ পথে দেশপ্রেমিক জনগণের সমর্থন নাই বলিয়াই তাঁহারা আমলাতন্ত্রের কাছে দাবী করিতেছেন গভর্ণরের ডিক্টেটরশিপ! যে গণতান্ত্রিক অধিকার জনগণের পরম প্রিয়, দলাদলির জন্য সেই গণতান্ত্রিক অধিকারকেই তাঁহারা ঝাঁটাইয়া দিতেছেন!

সরকারের বিরুদ্ধে যাহাদের মনে প্রচণ্ড ঘৃণা তাহাদের দ্বারা এটা কি করিয়া সম্ভব হয় যদি না ইহার পিছনে মন্ত্রুতদারের কারসাজি থাকে। যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া লুকোশলে সেই সকল দলকে নাচাইতেছে। মুনাফাখোর মজুতদারের জয় জয়কার। মন্ত্রীদলে আর মন্ত্রী বিরোধীদলের উভয় দলের পিছনে সে সমান তালে নাচিয়া আছে—ভেদ, বিরোধ এবং অচল অবস্থা তাহারই প্রথম কাম্য। ভেদ-পন্থী, মজুতদার আর পঞ্চমবাহিনী এই তিন আজ আমলাতন্ত্রের রাজনৈতিক মনস্কামনাই পূর্ণ করিতেছে, আমলাতন্ত্রকেই চেষ্টা করিয়া জনপ্রিয় করিয়া তুলিতেছে, অথচ সমগ্র জনতা প্রচণ্ড ঘৃণায় আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে মুখ ফিরাইয়াছে।

(শেষাংশ সম্পাদকীয়-এর নীচে দেখুন)

নীলফামারীর চিঠি

● খাদ্য সংকট সমাধানে ●

জাতীয় নেতাদের মুক্তি চাই

খাদ্য সংকটের তীব্রতা

সরকার হইতে ধান চাউলের দর বাঁধিয়া দেওয়ার পর হইতেই চোরাকারবারী ও মজুতকারীরা অন্যান্য স্থানের মত নীলফামারীতেও (রংপুর) মানুষের জীবনকে তাচ্ছিল্য করিয়া বেশী লাভের আশায় তাহাদের জঘন্য কাজ সুরু করিয়া দেয়। বাজার হইতে গোপনে চাউল ও ধান উধাও হইতে থাকে। সমস্ত সহরে খাদ্য শস্যের দারুণ অনটন দেখা দেয়, হাজার হাজার লোক অনাহারে দিন কাটাইতে থাকে। সহর ও গ্রাম—সব জায়গার অবস্থাই সমান হইয়া পড়ে। মানুষের দুঃখ দৈন্যের এরূপ নগ্নমূর্ত্তি আগে কখনও চোখে পড়ে নাই। জীর্ণ, বিশীর্ণ কঙ্কালসার দেহ সর্ব্বত্রই ঘুরিয়া বেড়ায়। ক্ষুধার জ্বালা এমনি! গোটা বাংলার মত নীলফামারীও এর কবল হইতে বাদ পড়ে নাই।

জনরক্ষা কমিটীর উদ্যোগ

অনাহারে লোক মরিতেছে, আমলাতন্ত্রের কোন উদ্যোগ নাই। কিন্তু দেশপ্রেমিক বাঙ্গালী আজ চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। ধ্বংসের মুখ হইতে জাতিকে বাঁচাইতে হইবে—তাই সবাইকে আজ যথাসাধ্য আগাইয়া আসা দরকার। স্থানীয় জনরক্ষা কমিটি নিজেদের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া নিল—ক্ষুধিতের মুখে অন্ন দিতে হইবে। ১০ দিনের চেষ্টার পর সরকারের নিকট হইতে এক সপ্তাহের জন্য ২৬৲ মণ দরে দৈনিক ১০ মণ চাউল ও ১২।০ মণ দরে দৈনিক ৫০ মণ ধান সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিক্রয়ের জন্য আদায় হইয়াছে। অভাবের তুলনায় ইহা খুবই সামান্য, তবুও এই সামান্য দিয়াও অনেকেরই এক মুষ্টি অন্ন জুটিবে।

সপ্তাহে জনরক্ষা কমিটির চেষ্টায় একটি সস্তা ক্যান্টিন খোলা হইয়াছে। এখানে খুব বয়স্ক দৈনিক তিন আনা হিসাবে এবং বালক বালিকা ছয় পয়সা হিসাবে গড়ে ২০০ লোক পেট ভরিয়া খাইতেছে। দিন দিন লোক বৃদ্ধি পাইতেছে—অর্থাভাবে বহু লোক খাইতে পারিতেছে না। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ১৬৲ টাকা মণ দরে এই সস্তা ক্যান্টিনের জন্য চাউল দিতে রাজী হইয়াছেন।

দেশবাসী দেশনেতাদের মুক্তি চায়

অনাহার, রোগ, মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যে দাঁড়াইয়া আমাদের দেশের লোক আজ চাহিতেছে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহেরু, মৌলানা আজাদ প্রভৃতি দেশনেতাদের নিজেদের ভিতর। দেশবাসীর ভরসা আছে দেশনেতারা আজ যদি মুক্তি পাইতেন, তবে খাদ্য সংকট এমন ভাবে দেখা দিত না; অনাহার আজ সমগ্র দেশকে এমন ক্ষত বিক্ষত করিতে পারিত না। তাই নীলফামারীর জনসাধারণ ১৩ই সেপ্টেম্বর এক জন সভায় 'দেশনেতাদের মুক্তি' এবং 'সরকার হইতে খাদ্য শস্য সরবরাহের দাবীর' আওয়াজ তুলিল। সভার আগে স্লোগান করিয়া পাড়ায় পাড়ায় সভার কথা প্রচার করা হইয়াছিল।

সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীন কংগ্রেস নেতা ডাঃ তারকনাথ চক্রবর্ত্তী। তাঁহার বক্তৃতায় লোকের মনে উৎসাহ জাগায়। তিনি বলেন, এখন নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিবার সময় নাই, প্রত্যেককে কাজে নামিতে হইবে, দেশবাসীকে দেশবাসীই বাঁচাইবে।

মহকুমা কংগ্রেস কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অন্যতম কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দাস বলেন, একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিই নেতাদের মুক্তির জন্য আন্দোলন করিতেছে—আমাদেরও তাহাদের সহিত মিলিয়া ইহাকে জয়যুক্ত করিতে হইবে। ইহা ছাড়া মিঃ মনসুর আলি আহম্মদ, শ্রীযুত ফিরোদ ভট্টাচার্য্য, মোহিত ভট্টাচার্য্যও সভায় বক্তৃতা করেন। নারী আত্মরক্ষা-সমিতির তরফ হইতে কুমারী নীলিমা ঘোষ খাদ্য সমস্যা সমাধানে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে মহিলাদের আহ্বান করেন। সর্ব্বশেষে শ্রীযুত নকুলেন্দ্র ব্যানার্জ্জী সকলকে ভলান্টিয়ার হওয়ার জন্য আবেদন জানান। সভাতে নেতাদের অবিলম্বে মুক্তির দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহা ছাড়া সরকারের কাছে ডেপুটেশন পাঠানোর জন্য একটি কমিটিও গঠিত হয়। সভায় লোক হইয়াছিল ৩০০, তন্মধ্যে অনেক মহিলাও উপস্থিত ছিলেন।

রিলিফের কাজে মহাজন কমিটি

স্থানীয় 'মহাজন কমিটির' প্রচেষ্টায় এখানে একটি লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছে। লঙ্গরখানার নাম হইয়াছে 'মহাজন রিলিফ সোসাইটি'—মহাজন কমিটি মাসে ৭৫০৲ টাকা ইহার জন্য খরচ দিতেছে। সরকার কনট্রোল দরে এই লঙ্গরখানাকে চাউল দিতেছে। দৈনিক ৬০০।৬৫০ লোক এখানে খাইতেছে।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি

আত্মরক্ষা-সমিতির কর্ম্মীরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ষ্টাণ্ডার্ড কাপড়ের জন্য নাম ও টাকা সংগ্রহ করিয়া কাপড় কিনিয়া বাড়ী বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতেছেন। এই সমিতি কয়েকটি দুঃস্থ মহিলাকে চাঁদা তুলিয়া কাপড় কিনিয়া দিয়াছে। ইঁহারা কাপড়ের অভাবে আত্মরক্ষা সমিতির কাজে বাহির হইতে পারিতেছিলেন না।

পার্টি কর্ম্মীর মৃত্যু

আজকাল প্রায়ই পার্টি কর্ম্মীদের মৃত্যুর সংবাদ আসিতেছে। কঠোর পরিশ্রম ও খাদ্যাভাবে আমাদের কর্ম্মীদের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এই সব কর্ম্মীদের চেষ্টাতে আজ খাদ্যের জন্য ও দেশরক্ষার জন্য দেশবাসী সংঘবদ্ধ হইতেছে। ইহাদের মৃত্যুতে শুধু পার্টির নয়, সমস্ত দেশের ক্ষতি হইতেছে। গত ১০ই সেপ্টেম্বর বরিশাল মুলাদির জনপ্রিয় পার্টিকর্ম্মী কমরেড মহম্মদের মৃত্যু হইয়াছে। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর পাবনা জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক ও জেলা পার্টির অন্যতম সংগঠক কমরেড জ্ঞানেন সেনের মৃত্যু হইয়াছে। রংপুর, বদরগঞ্জের মহিলা কর্ম্মী কমরেড অমিয়া বসুর মৃত্যুর খবরও পাওয়া গিয়াছে। এই ৩জন কর্ম্মীর মৃত্যুতে পার্টির বিস্তর ক্ষতি হইল। পাবনা রংপুর ও বরিশালের কমরেডরা মৃত কমরেডদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহাদের অসমাপ্ত কাজ আমরা সমাপ্ত করিয়া পার্টিকে আগে বাড়াইব।

দিনাজপুরের চিঠি

দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিরুদ্ধে

সর্ব্বদলের সংগ্রাম

দুর্ভিক্ষ ও মহামারী

ঠাকুরগাঁ মহকুমার বালিয়াডাঙ্গী থানায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। এমন অবস্থা আর কোন দিনই হয় নাই। এতদিন কাউন, ছাতু, কচু খাইয়া কোন রকমে লোকে প্রাণ বাঁচাইয়াছে। এখন তাহাও জোটে না। আমজামখোর, পারিয়া, ধনতলা—এই তিনটি ইউনিয়নে ৬১৯ জন অনাহারে দিন কাটাইতেছিল, তাহার ভিতর ৩৫ জন মারা গিয়াছে, বাকী সকলে যে আর কতদিন বাঁচিবে বলা কঠিন। ক্ষুধার জ্বালা সহিতে না পারিয়া আমজামখোর ইউনিয়নের মসরুদ্দীন মণ্ডল আত্মহত্যা করিয়াছে। ধনতলার আমজাত মহম্মদ অনাহারে তিনদিন কাটাইবার পর চতুর্থ দিন সে আর সহিতে পারিল না, আত্মহত্যার চেষ্টা করিল। হঠাৎ তার ভাই দেখিতে পাইয়া তাহার প্রাণ বাঁচায়।

ছেলেমেয়ে বিক্রির সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। শৌলা গ্রামের ১২ বছরের একটি মেয়েকে নাকি ৬ টাকায় বিক্রি করা হইয়াছে। পারিয়া গ্রামেও নাকি ৪ বছরের একটি ছেলেকে এক কাঠা চালের মূল্যে বেচা হইয়াছে।

অথচ দিনাজপুর বাংলার একটি শস্য প্রধান জেলা, উদ্বৃত্ত অঞ্চল।

এই দুরবস্থা জিলার অনেক অংশেই ছড়াইয়া পড়িতেছে। রংপুর জিলার ডোমার, নিলফামারী, সৈয়দপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বহু বুভুক্ষু দিনাজপুর সহরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। শহরের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বুভুক্ষার সাথে দেখা দিয়াছে কলেরা মহামারী। কোতয়ালী, চিরির বন্দর ও কাহারুল থানায় বহু লোক কলেরায় মরিতেছে।

রিলিফ

একদিকে যেমন দিনাজপুরে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর মৃত্যু অভিযান চলিয়াছে, ইহাকে লড়িবার জন্য দিনাজপুরবাসীও তেমনি আগাইয়া আসিয়াছেন। সকলেই সাধ্যমত সাহায্য করিতেছেন। জিলা কৃষক সমিতি হইতে জিলার সর্ব্বত্র বালিয়াডাঙ্গী সপ্তাহ পালন করিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য চাল ও টাকা তোলা হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ডেপুটেশন পাঠাইবার ফলে ফুড কমিটির মারফৎ এখনি রিলিফ কাজের জন্য তিনশত টাকা পাওয়া গিয়াছে। খাদ্য কমিটি হইতে ৩৬০০ পরিবারের ২০ হাজার লোকের সেন্সাস নেওয়া হইয়াছে। সরকার হইতে ৫ জন কর্ম্মচারীকে খাদ্য কমিটির কাজে সাহায্য করিতে দেওয়া হইয়াছে। ১৫ টাকা মণ দরে ৬০০০ লোককে চাল দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ইহার সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হইয়াছে খাদ্য কমিটির উপর। এতদিন সহরে রেশনিং প্রথায় যে আটা ও চিনি দেওয়া হইতেছিল, তাহার ব্যবস্থা করিবার ভারও খাদ্য কমিটির হাতে দেওয়া হইয়াছে।

খাদ্য কমিটী ছাড়াও সহরে মাড়ওয়ারী রিলিফ সোসাইটি বুভুক্ষুদের জন্য রিলিফ কাজে নামিয়াছেন। তাঁহারাও যথেষ্ট কাজ করিতেছেন। রামকৃষ্ণ আশ্রমও অভাবীদের সাহায্য করিতেছেন।

দিনাজপুরে গত এক বছরে যে হতাশা ও ব্যর্থতার সৃষ্টি হইয়াছিল, আজ জনসাধারণের মাঝে সে হতাশা কাটিতেছে, আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসিতেছে।

সর্ব্বদলীয় খাদ্য কমিটি

দিনাজপুরে খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য সকল দলের মিলিত চেষ্টা অনেকদিন হইতেই সুরু হইয়াছে। বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় খাদ্য কমিটির ভিত্তি আরও বাড়াইয়া ইহাকে পুনর্গঠিত করা হইয়াছে। উত্তর বঙ্গের বিখ্যাত মুসলিম নেতা মৌলানা আব্দুল্লাহেল বাকী এই কমিটির সভাপতি হইয়াছেন। কারামুক্ত নেতা শ্রীনিশীথ কুণ্ডু, এম, এল, এ, লীগ সভাপতি মোঃ কাদের বক্স, এম, এল, সি, লীগ এম, এল, এ, মোঃ হাফেজুদ্দীন, প্রভৃতি সহঃ সভাপতি হইয়াছেন। কংগ্রেস নেতা শ্রীনরেশ দাসগুপ্ত, জিলা লীগের সেক্রেটারী মোঃ রহিমুদ্দিন ও কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী কমরেড সুশীল সেন এই কমিটির যুক্ত সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। হিন্দু মহাসভার নেতা রায় সাহেব যতীন্দ্রমোহন সেন ট্রেজারার হইয়াছেন। সদ্য কারামুক্ত কংগ্রেস নেতা শ্রীনরেন্দ্রমোহন সেন, শ্রীপ্রভাত সেন প্রভৃতি এই কমিটিতে যোগ দিয়াছেন। কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীবিজয় মিত্র, শ্রীকুসুমার সেন প্রভৃতি বিখ্যাত ডাক্তার, উকীল, মোক্তার, ব্যবসায়ী সবাই কমিটিতে আছেন।

দিনাজপুরে বিরাট খাদ্য সংকট ও সর্ব্বদলের একতা দিনাজপুরের মহারাজা শ্রীজগদীশনাথ রায় ও স্থানীয় বিখ্যাত জমিদার রায়বাহাদুর পূর্ণেন্দু-নারায়ণের সহানুভূতি জাগাইতে পারিয়াছে। তাঁহারা খাদ্যকমিটির পেট্রন হইয়াছেন।

রেশন প্রথা

যে দিনাজপুরে দুই বছর আগে প্রতিমা নিরঞ্জন লইয়া ভয়ানক সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, আজ সেই দিনাজপুরে হিন্দু মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া একই সাথে আন্তরিকতার সাথে কাজ করিতেছেন। দিনাজপুরে এই বিরাট একতা আন্দোলন অভূতপূর্ব্ব। ইহার ফলও ফলিয়াছে যথেষ্ট।

প্রথমে খাদ্য কমিটি নিজের চেষ্টায় ৮৫টি পরিবারকে কণ্ট্রোল দরে চাল দিতেছিল, আজ সরকারকেও সাহায্য করিতে নামানো সম্ভব হইয়াছে। ১২০০ পরিবারের ৬ হাজার লোককে কণ্ট্রোলে চাল দিবার জন্য সরকার হইতে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। খাদ্য কমিটি হইতে ৩৬০০ পরিবারের ২০ হাজার লোকের সেন্সাস নেওয়া হইয়াছে। সরকার হইতে ৫ জন কর্ম্মচারীকে খাদ্য কমিটির কাজে সাহায্য করিতে দেওয়া হইয়াছে। ১৫ টাকা মণ দরে ৬০০০ লোককে চাল দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ইহার সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হইয়াছে খাদ্য কমিটির উপর। এতদিন সহরে রেশনিং প্রথায়

মৃতপ্রায় নরনারীকে বাঁচাইতে
কলিকাতার পথে পথে
"জনরক্ষা" ও "আত্মরক্ষা" স্কোয়াড

হাজার হাজার ক্ষুধিত নরনারীর মুখে অন্ন দিতে হইবে, তাহাদের জন্য আশ্রয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে, কলিকাতার সহরে রিলিফের কাজে একতা আনিতে হইবে, দেশপ্রেমিকদের রিলিফের কাজে জাগাইতে হইবে—এই সঙ্কল্প লইয়া গত ১৮ই সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতা জনরক্ষা ও আত্মরক্ষা কমিটির দেড়শতাধিক ভলান্টিয়ার রাজপথে সাহায্য সংগ্রহে বাহির হইয়াছে।

দেশকে বাঁচাইবার আগ্রহ লইয়া ইতিমধ্যেই কলিকাতার নাগরিক অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে। তাহাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় পাড়ায় পাড়ায় খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে, দুগ্ধ বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। দেশপ্রেমিক কলিকাতাবাসী সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

জনরক্ষা ও আত্মরক্ষা কমিটির ভলান্টিয়ারেরা সাহায্য সংগ্রহ করিবার সময় তাহাই লক্ষ্য করিল।

মধ্য কলিকাতার আত্মরক্ষা কমিটির একটি স্কোয়াড। ক্রীক রোর দোকানদার, দর্জ্জি, ধোপা, ছাপাখানা, গরীব মুসলমানদের ঘর, বস্তি পরিবার এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পরিবার এবং দেশীয় খৃষ্টান পরিবার—প্রত্যেকের কাছেই দেশসেবায় আবেদন জানাইল। একজন মুসলমান দোকানদার প্রথমে বলে যে শুধু মুসলমানদের খাবারের জন্য টাকা দিবে, আর কোথাও দিবে না। কিন্তু রিলিফের কাজে হিন্দু মুসলমান সকলে একত্র কাজ করার প্রয়োজন বুঝানো হইলে সে উৎসাহিত হইল। তখনি সাহায্য দান করিল এবং প্রতিমাসে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল। একটি ছোট মুদী দোকানের মালিক। প্রথমে সে বর্ত্তমান অবস্থার জন্য সরকারকে, দোষারোপ করে এবং সাহায্য দিতে চায় না। কিন্তু যখন তাহাকে বুঝানো হইল, যাহারা অন্নাভাবে মরিতেছে তাহারা সরকারের লোক নয়, আমাদেরই দেশের মা-বাবা, আমাদেরই ভাই বোন, আমাদেরই দেশবাসী, তাহাদিগকে বাঁচাইবার দায়ীত্ব আমাদের, তখন সে সাধ্যমত কিছু দিল। একজন গরীব ধোপা কেবল নিজেই সাহায্য দিল না, আরো পাঁচজনকে বুঝাইয়া বলিল এবং ভবিষ্যতে আরো টাকা তুলিবার প্রতিশ্রুতি দিল। একজন মহিলা বলিলেন, তাঁহাদের পাড়ায় কোন খাদ্য কেন্দ্র খোলা হইলে তিনি ১০০ জন লোককে রাঁধিয়া খাওয়াইবার ভার নিতে রাজী আছেন। আর একজন মহিলা স্কোয়াডে কাজ করিতে রাজী হইলেন। চারটি বাড়ীতে মুষ্টি ভিক্ষা রাখিবার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল।

এমন ভাবেই প্রত্যেক এলাকায় জাতি, ধর্ম্ম ও রাজনীতি নির্ব্বিশেষে ধনী, গরীব সকলে সাড়া দিতেছে। দক্ষিণ কলিকাতার জনরক্ষা কমিটির একটি স্কোয়াড সাপুর বস্তী অঞ্চলে গরীব মজুরদের মধ্য হইতেও অর্থ সংগ্রহ করে। দেশরক্ষায় সৈন্য বাহিনীর মধ্যেও দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। তিনজন সৈন্য অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। মধ্য কলিকাতার সভ্যমুক্ত কংগ্রেসকর্ম্মী ডাঃ যশোদা ভট্টাচার্য্য রিলিফের কাজে ঐক্য প্রচেষ্টা সমর্থন করেন এবং জনরক্ষা কমিটির সভ্য হইতে রাজী হন। চোরবাগান এলাকায় একজন মুসলীম লীগ কর্ম্মী ঐক্য প্রচেষ্টার উৎসাহিত হন এবং নিজে অপর একটি খাদ্য কেন্দ্রের সাথে যুক্ত থাকা সত্বেও সাহায্য করেন। শোভা বাজারে একদল কিশোর নিজেদের প্রচেষ্টায় প্রতি রবিবার ত্রিশজন দুঃস্থকে খাওয়াইতেছে। জনরক্ষা স্কোয়াড তাহাদের উৎসাহিত করিলে তাহারা একযোগে কাজ করিতে রাজী হয়। তাহা ছাড়া প্রত্যেক এলাকায় অনেক বিচ্ছিন্ন খাদ্য কেন্দ্র জনরক্ষা ও আত্মরক্ষার উপর খাদ্য কেন্দ্রের পরিচালনা ভার ছাড়িয়া দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে।

জনরক্ষা ও আত্মরক্ষা সমিতির সাহায্য সংগ্রহের আন্দোলন মাত্র সুরু হইয়াছে। ইতিমধ্যে তাহাদের ভলান্টিয়ার শত শত বাড়ী, শত শত দোকান, অফিস প্রভৃতিতে জনসেবার বাণী পৌঁছাইতে পারিয়াছে। তাহারা দেশবাসীর মধ্যে যে জ্বলন্ত দেশপ্রেমের পরিচয় পাইয়াছে তাহার তুলনা নাই। উত্তর কলিকাতায় ঠাকুর ক্যাসেল ষ্ট্রীটের একটি বস্তির একটি গরীব বৌ, অনেক দিন তাহার নিজেরই খাবার জোটে না। জনরক্ষা ভলান্টিয়ার তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে সে তার একটি মাত্র পয়সা, তাই দান করিল। দেশপ্রেমের পরীক্ষায় এই মেয়েটিকে অতিক্রম করিবে কে? যে জাতির মধ্যে এসব দেশপ্রেমিক মেয়ে আছে সে জাতির ধ্বংস হইতে পারে না।

★

মুঙ্গেরে দেশভক্তদের সভা

বাংলার সীমান্তে জাপানী শত্রু আক্রমণের অপেক্ষায়; আর বাংলার ঘরে ঘরে আজ ক্ষুধার আগুন জ্বলিয়াছে। বাংলা দেশকে বাঁচাইতে না পারিলে, বাংলার লক্ষ লক্ষ অভুক্ত দেশভক্তের কঙ্কালের উপর দিয়া সমস্ত দেশের বুকে জাপানী গোলামী কায়েম হইবে। কাজেই বাংলাকে বাঁচাইতে হইবে—এই আওয়াজ বাংলার বাহিরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। গত ১৮ই সেপ্টেম্বর মুঙ্গেরের লক্ষীসরাই বাজারে কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য দেশভক্তদের একটি সভা হয়। এই সভায় বাংলাদেশকে সাহায্যের জন্য একটি শক্তিশালী সাহায্য কমিটি গঠিত হয়। সভায় কমরেড জ্যোৎস্না রায় ও কমরেড ভোলা সাউ বাংলার দুরবস্থা বর্ণনা করেন। যিনি সভাপতি ছিলেন, তিনি এককালে সুভাষ ভক্ত ছিলেন। কিন্তু আজ তাঁর সে ধারণা ভাঙ্গিয়াছে। তিনি সভায় সকলের কাছে দেশ রক্ষা করার জন্য মর্ম্মস্পর্শী আহ্বান জানাইলেন।

★

শ্রীরামপুরে পার্টি সমাবেশ

কমিউনিষ্ট পার্টি দেশবাসীর কাছে দেশরক্ষা ও ঐক্যের আওয়াজ তুলিয়াছে। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা অক্লান্তভাবে আজ দেশপ্রেমিক নীতিকে কাজের মধ্যে রূপ দিতেছে। তাই দিন দিন পার্টির দরদীও বাড়িতেছে। যার কিছু নাই সেও আজ পার্টির হাতে তার শেষ কপর্দ্দক তুলিয়া দিতেছে। গত ৫ই আগষ্ট শ্রীরামপুরে যে পার্টি সমাবেশ হইল তাহাতে পার্টিকে সাহায্যের জন্য দেশভক্তদের দারুণ আগ্রহ দেখা গেল। কমরেড পাঁচু ভাদুড়ী, কমরেড সন্ধ্যা চাটার্জ্জী ও কমরেড অজিত বসুর বক্তৃতার পর ১৫ মিনিটের মধ্যে নগদ ৫২৸৶৫ আনা এবং একটি আংটি, দুটি সুটকেশ ও ৬২৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। মনোরঞ্জন হাজরার 'ক্ষুধার ডাক' অভিনয়ের পর সভা শুরু হয়। এই সমাবেশের পর পার্টি দরদীদের মধ্যে উৎসাহ আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

★ মজুত ধান চাল উদ্ধার ★

নোয়াখালি চৌমুহনীর খবরে প্রকাশ যে তিন চার দিনের মধ্যে সেখানে ৫ জন লোক অনাহারে মারা গিয়াছে। বাজারে একেবারে ধান চাল নাই। যাহাও আছে দোকানদারেরা লুকাইয়া রাখিয়াছে ও চোরাবাজারে ধানের দর ২২ টাকা ও চাউলের দর ৪০ টাকা। কনট্রোল রেটে বিক্রয় একেবারে বন্ধ।

রিলিফের কাজে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান

মুসলিম চেম্বার অফ কমার্স—আজ পর্য্যন্ত সংগৃহীত অর্থ—১,৪০,৪৮৮ টাকা। কলিকাতা হইতে উঠিয়াছে ১,০৭,৭৪৩ টাকা, বোম্বাই হইতে পাওয়া গিয়াছে ১৪,৬৪১ টাকা।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু মুস্লিম চেম্বারের হাতে ১০০০ টাকা দিয়া বলিয়াছেন যে ইদ উৎসবের দিনে দুঃস্থ মেয়ে ও শিশুদের এই অর্থ দ্বারা যেন খাওয়ান হয়।

বেঙ্গল রিলিফ কমিটী—এই কমিটী কলিকাতায় সস্তা দরে ৪০ হাজার লোককে খাদ্য দিতেছে। শীঘ্রই আরো ৪০ হাজার লোককে দেওয়া হইবে। কলিকাতার বাহিরে মফঃস্বলে এই কমিটী ৫০ হাজার টাকা সাহায্যের জন্য দিয়াছে। কলিকাতায় লঙ্গরখানা হইতে সবশুদ্ধ ২০ হাজার লোককে খাওয়ান হইতেছে। মেদিনীপুরের ৫ হাজার দুঃস্থ পরিবারকে দিবার জন্য এই কমিটীর হাতে খাদ্য শস্য দেওয়া হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত এই কমিটীর হাতে ৬ লাখ ৫৪ হাজার টাকা আসিয়াছে।

দুঃস্থ সাহায্য কমিটী—প্রতাপাদিত্য রোডের ক্যাচিনে প্রত্যহ ১০০০ দুঃস্থ ও ২০০ শিশুকে খাওয়ান হইতেছে।

দরিদ্র নারায়ণ সেবা কেন্দ্র—১০০০ লোককে বিনামূল্যে কাপড় বিতরণ করিয়াছে। লঙ্গরখানার জন্য এই কেন্দ্র ২৭৭০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

যশোয়াল রিলিফ কমিটী—দোকানদারদের কাছ হইতে সংগৃহীত ৩২২৯ টাকা সংগ্রহ করিয়া একটী লঙ্গরখানা খুলিয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশন—গত আগষ্টের ১৫ই এর মধ্যে ৬২ হাজার লোককে খাদ্য দিয়াছেন।

মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটী—শেঠ জওয়ালা প্রসাদ ভারতিয়ের কাছ হইতে ১৫০০০ টাকা পাইয়াছে—এই টাকায় দুঃস্থ শিশুদের বস্ত্র দেওয়া হইবে।

নিখিল ভারত মহিলা সমিতি—নিরাশ্রয় ও দুঃস্থ শিশুদের প্রতিপালনের জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন।

সরকারী প্রচেষ্টা—কলিকাতায় খয়রাতী লগনীখানায় প্রতিদিন ৭০ হাজার লোককে খাওয়ানো হইতেছে। কলিকাতায় আশে পাশের লঙ্গরখানাগুলিতে প্রতিদিন ২২ হাজার লোক খাইতেছে। সমগ্র বাংলায় মোট ২৪৪২টী লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে কাঁথিতে ৫১৯, তমলুকে ১২৪টী, বাকরগঞ্জ সদর (উত্তর) ৭৪টী, বাকরগঞ্জ সদর (দক্ষিণ) ৬১টী, ভোলার ৫৫টী, কক্সবাজারে ৩৪টী, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১৭৮টী এবং নোয়াখালি সদরে ২৫৬টী লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছে। এই সকল লঙ্গরখানায় ৮,২০,২৬৯ জন লোককে খাওয়ানো হইতেছে।

মজুত চাল উদ্ধার না করিলে কোন উপায় নাই। লোকে ভাবে কোথায় আর চাল মজুত, সব বাহিরে চালান হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তা নয়, অনেক মহাজনের ঘর হইতে মজুত ধান চাল বাহির হইতেছে। তারই কয়েকটী ঘটনা দেওয়া হইল।

এক মহাজনের ঘরে ১৪ মণ চালের বোঁজ পাওয়া যায়। দেখিতে দেখিতে অনেক লোক জড় হইয়া যায়। সকলে মিলিয়া ঠিক করিল যে মহাজনকে ২ মণ চাল খোরাকীর জন্য দিয়া বাকী সব সকলের মধ্যে প্রয়োজনমত বিক্রি করা হউক।

আর একদিন দুই জায়গায় চাউল মজুত আছে বলিয়া খবর পাওয়া যায়। মজুতকারীদের বুঝাইয়া সেই চাল উদ্ধার করা হয়।

১৩ই সেপ্টেম্বর খোজ পাওয়া গেল যে ১৪ মণ চাউল অন্য এক জায়গায় চালান যাইতেছে। হোম গার্ড, ও সাধারণ লোক সকলে মিলিয়া এই চাউল ধরিয়া ৩৫০ লোকের মধ্যে দেড় সের করিয়া বিলি করা হয়।

চৌমুহনী বাজার হইতে প্রায় ২০ মণ চাউল নৌকায় চালান যাইতেছিল। সেই চাল ধরিয়া ফেলা হয়। ঐ দোকানদারের ঘরেই আরো ৪০ মণ চাউল ছিল। গতিক দেখিয়া সেই চাউল সে কন্‌ট্রোল দরে বিক্রী করিতে রাজী হইল।

স্থানীয় ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং থানা খাদ্য কমিটীর সম্পাদক ৩ নৌকা ধান চড়া দরে টাদপুরে চালান দিবার ব্যবস্থা করেন। রাত্রি তখন ১টা। কৃষক সমিতির একজন কর্ম্মী কয়েকজন ভলান্টিয়ারসহ সেই নৌকা আটক করে। সার্কেল অফিসার এই সমস্ত ধান থানায় পাঠাইয়া দেয়। ব্যাপারটী সম্বন্ধে এখন তদন্ত চলিতেছে।

চৌমুহনী বাজারের একজন দোকানদার ৩০০ মণ ধান বেশী দরে চালান দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। জানিতে পারিয়া ভলান্টিয়ারেরা সেই দোকানদারের ধান আটক করে। দোকানদার বলে—আমার ধান বিক্রী করাইয়া দিন, আমি তো মজুত ফেলিয়া রাখিতে পারি না। তখন ভলান্টিয়ারেরাই অভাবী লোকদের খবর দিয়া সকলকে জুটাইয়া প্রয়োজন মত ধান সকলকে বিক্রী করিল।

★

ক্ষুধার্ত্তের সেবায় সমস্ত দল এক হইল

গত ১২ই সেপ্টেম্বর রংপুর জেলার সৈদপুর বাজারে চাল পাওয়া গেল না। তখন কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা এক জোট হইয়া সাব্রাই অফিসারের কাছ হইতে ঐ দিন বাজারে ২৫৲ টাকা দরে বিক্রীর জন্য ৯ মণ চাল আদায় করিল। বর্ত্তমানে প্রতি হাটবারের (সপ্তাহে ৩ দিন) জন্য ২৫ মণ করিয়া চাল পাওয়া যাইতেছে। এ ছাড়াও গত ১৫ই জুলাই হইতে এখানে লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছে। এই লঙ্গরখানায় সরকার রোজ ১ মণ করিয়া চাল দিতেছে। এই কাজে কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য দেশভক্তের দল, এক সঙ্গে মিলাইয়াছে। সহরের সরকারী কর্ম্মচারীরাও দুর্গতদের বাঁচানোর কাজে সহযোগিতা করিতেছে। ছাত্র ভলান্টিয়ার ও এ-আর-পি কর্ম্মীরা এই লঙ্গরখানায় অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেছে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মেয়েরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া চাল তোলা ও লঙ্গরখানার অন্যান্য কাজে খুবই সাহায্য করিতেছে।

★ রিলিফের কাজে যশোহর ★

অভাবী লোকের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। ফরিদপুর, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি জিলা হইতে বহু বুভুক্ষু যশোহরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই দারুণ দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য প্রথম অন্নসত্র খোলা হয় গত ৮ই আগষ্ট। প্রথমে মাত্র ৩৯ জনকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। কিন্তু অবস্থা ক্রমেই সংগীন হইয়া উঠে। তখন খাদ্য কমিটির তরফ হইতে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ডেপুটেশন পাঠান হয়। অনেক আলোচনার পর ম্যাজিষ্ট্রেট খাদ্য কমিটিতে সরকারী কর্ম্মচারী নিতে অনুরোধ করেন ও কমিটিকে মানিয়া নিতে রাজী হন। চারজন সরকারী কর্ম্মচারীকে কমিটিতে কো-অপ্ট করা হয়।

এইবার খাদ্য কমিটির তরফ হইতে চাঁদা তুলিবার জন্য খুব প্রচার করা হইল। কয়েক দিনের ভিতর দুই হাজার টাকা চাঁদা উঠিল।

গত ৮ই সেপ্টেম্বর জেলা খাদ্যকমিটি পুনর্গঠিত করা হইল। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট কমিটির সভাপতি, জিলা-বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি কমিটির সহঃ সভাপতি, সদর মহকুমা হাকিম এবং কমরেড কৃষ্ণ বিনোদ রায় যুগ্ম সম্পাদক, জিলা হিন্দু সভার সম্পাদক, জিলা মুসলিম লীগ জনরক্ষা কমিটির সম্পাদক ও কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী সহকারী সম্পাদক এবং সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন। জমিদার, ব্যবসায়ী ও মুসলিম নাগরিকদের কয়েকজনকে কমিটিতে কো-অপ্ট করা হইল। কমিটিতে সিদ্ধান্ত করা হয়:—

(১) ৮০ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক আয় বিশিষ্ট পরিবারগুলিকে ১৫ টাকা মণ দরে চাল সরবরাহ করা হইবে। যে পরিবারগুলির আয় মাথা পিছু দশ টাকার বেশী, আপাততঃ তাহাদের চাল দেওয়া হইবে না। গভর্ণমেণ্ট ১০ টাকা দরে ধান দিবে। ঘাটতি পুরণের জন্য জনসাধারণ মাসিক দুই হাজার টাকা ও গভর্ণমেণ্ট ৪ হাজার টাকা দিবে। (২) কেন্দ্রীয় অন্নসত্রে আড়াই শত লোককে খাওয়ান হইবে। (৩) অভাবী রুগীদের জন্য বার্লি, দুধ প্রভৃতি দেওয়া হইবে। হাসপাতালের এ, আর, পি, বেডগুলি রোগীদের জন্য ব্যবহার করা হইবে। এই সব রোগীর চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষকে ৩৫০ টাকা দেওয়া গেল। রোগীদের হাসপাতালে পাঠানোর জন্য এ, আর, পি এম্বুলেন্স গাড়ী ব্যবহার করা যাইবে। অন্নসত্রে একজন এ, আর, পি ডাক্তার উপস্থিত থাকিবেন।

কেন্দ্রীয় অন্নসত্রের একটি মহিলা শাখা খোলা হইয়াছে। মহিলা খাদ্য কমিটি ইহার ভার লইয়াছেন। তাঁহারা পরিবেশন, দেখা শুনা প্রভৃতি কাজ করিতেছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার স্পীকার সৈয়দ নওসের আলি খাদ্য ও রিলিফ কমিটিকে, মাসে আড়াই শত টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দেন ও ব্যক্তিগত ভাবে জিলার অবস্থা দেখিবেন বলেন।

যশোহরে খাদ্যসংকট সমাধানের জন্য এইভাবে সকল দলের সকল শ্রেণীর লোকই আগাইয়া আসিয়াছেন।

★

গ্রামে গিয়া কি দেখিলাম

'জনযুদ্ধ' সম্পাদকের কাছে একজন মহিলা কমরেড ঢাকা জেলার বেরা গ্রাম হইতে ১৯শে সেপ্টেম্বর এই চিঠিটী লিখিয়াছেন :—

গ্রামের বেশীর ভাগ পরিবারই অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ছিল ৬ মাস আগেও। এই গ্রাম এবং এর পাশাপাশি গ্রামের চাষীরাও বেশ অবস্থাপন্ন ছিল। প্রায় প্রত্যেকের জমিতেই ২।৩ শত মণ পাট হত। কিন্তু এখন এরা একবেলা তো দূরের কথা ৩।৪ দিনেও একবেলা খেতে পায় না। শুধু তাই নয়, বেশীর ভাগ চাষী এবং গৃহস্থরা দল বেঁধে আসামের দিকে চলে গেছে চালের আশায়। গ্রামে পুরুষ নেই বললেই চলে। বেশীর ভাগ বাড়ীই খালি পড়ে আছে, অথবা ১টী ২টী বিধবা স্ত্রীলোক বাড়ী পাহাড়া দিচ্ছে। গ্রামে চোর ডাকাত এলে কেউ কাউকে সাহায্য করার মতও লোক নেই।

পরশুদিন বিক্রমপুরের বিথাঙ বন্দর কমলাঘাটে চালের মণ ছিল ৬৪ টাকা। আশেপাশের গ্রাম থেকে রিলিফ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু তা দরকারের তুলনায় কতটুকু? একটী ফুড কমিটির তরফ থেকে মহাজনের কাছ থেকে চাল এনে এবং ঢাকেশ্বরী মিলের কাপড় এনে গ্রামের গরবীব ভদ্র পরিবারকে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ৪।৫ মাসের বেশী রিলিফ দেওয়ার সামর্থ্য কারুর নেই। আউটশাহী গ্রামে একটী লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে, কিন্তু তাতে আর ক'জনকে খাদ্য দেওয়া যায়? ক্ষুধা যেন দৈত্যের মতো হাত বাড়িয়ে সকলকে ধরতে যাচ্ছে—তাকে কায়দা করতে গেলে যে বিপুল চেষ্টার দরকার, তা কই?

আত্মরক্ষা সমিতির কথায় সকলেই সাড়া দিচ্ছে। কেন দেবে না সাড়া? প্রত্যেকেই তো চায় বাঁচতে। কিন্তু সকলের বাঁচবার আগ্রহকে আজকে সংগঠনের রূপ আমরা কতটা দিতে পারছি, তাই হচ্ছে প্রশ্ন। সকলকে মেলাতে হবে—না হলে আজ উপায় নেই।

কুষ্ঠিয়ায় মজুতকারীর বিরুদ্ধে জনঐক্য

কুষ্টিয়া সহরে ১০ই সেপ্টেম্বর কোন দোকানে এক ফোঁটাও চাল মিলিল না। রাতারাতি সব চাল উধাও হইয়াছে। মহাজন চাল আটক রাখিয়া দর নামানোর চেষ্টা বানচাল করিতে চায়। সেই ভয়েই আগের দিন রাত্রে মহাজনদের কাছ হইতে সরকার ৩৭৲ টাকা দরে কিছু চাল কিনিয়াছে। কিন্তু সে চালও পরদিন ২৪৲ দরে জনসাধারণের মধ্যে বিক্রীর ব্যবস্থা হইল না। ফলে, গরীব শহরবাসীর অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল। এই ভাবে দুদিন কাটিয়া গেল। খবর আসিল নদীপথে মহাজনরা বস্তা বস্তা চাল সরাইতেছে। স্থানীয় কয়েকজন কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কয়েকজন ভলান্টিয়ারের সাহায্যে ১২ই সেপ্টেম্বর ৮ বস্তা চাল ধরিয়া ফেলিল। সেই চাল ৫ শত দুঃস্থ লোকের মধ্যে ।৶০ আনা সের দরে বিক্রী হইল। ঐ দিন রাত্রে ভলান্টিয়ারদের চেষ্টায় ৪১ বস্তা চাল চোরাগুদাম হইতে ধরা পড়িল। এই চাল সহস্রাধিক লোকের মধ্যে ২৫৲ টাকা মণ দরে খুচরা হিসাবে বিক্রী করা হয়। নিজেদের মিলিত চেষ্টা ছাড়া অন্নসমস্যা দূর হইবে না—এ কথা স্থানীয় লোকেরা বুঝিতেছে। তাই প্রায়ই এখানে ভলান্টিয়ারদের চেষ্টায় শুধু চালই নয়, চিনি, ময়দা ও তেলের মজুতও ধরা পড়িতেছে।

ক্ষুধিতকে সাহায্য কর

[মুকুন্দদাসের 'মাতৃপূজা' নাটকের, "বিপ্লবী বিদ্রোহী মোরা" এই গানের সুর]

শোন ওরে ও সহরবাসী, শোন ক্ষুধিতের হাহাকার
দেশবাসী না এগিয়ে এলে দেশ বাঁচানো বিষম ভার ॥
ক্ষুধার জ্বালায় পাগল হ'য়ে, মা বেচে দেয় ছেলে মেয়ে
শেষ সম্বল ইজ্জৎ বেচেও জোটে না ক্ষুধার আহার ॥
হাজার হাজার লক্ষ কোটী, মরণ পথে চলছে ছুটি
ভেদাভেদ আজ দূর করে নাও, দেশ বাঁচানোর সকল ভার ॥
অন্ন, বস্ত্র, অর্থ দাও, ক্ষুধিতের সেবার ভার নাও
জনরক্ষা, আত্মরক্ষা, সাহায্য চায় সবাকার ॥

—বিনয় রায়

পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটি, বেঙ্গল

বাংলার দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণকে অনাহার ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই কমিটি সাধ্যমত চেষ্টা করিবে। ইহা লঙ্গরখানা খুলিবে, বর্ত্তমানের লঙ্গরখানাগুলিকে যথাসাধ্য অর্থ ও খাদ্যদ্রব্য দিয়া সহায়তা করিবে, দুঃস্থগণের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিতে ইহা অন্যান্য সমিতির সহিত একযোগে কার্য্য করিবে। বাংলাদেশের জন্য সমপ্রভাবে বা যে কোন অংশে যে কোন প্রতিষ্ঠান যাহাও দ্বারাই পরিচালিত হউক না কেন, এই উদ্দেশ্যে কাজ করিলে এই কমিটি তাহাদের সহিত একযোগে কাজ করিতে প্রস্তুত আছে। কমিটি আশা করে দেশের সর্ব্বত্র হইতে সকল স্বদেশসেবীর সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা ইহা লাভ করিতে পারিবে।

মৌলবী সৈয়দ নৌশের আলী,
(ব্যবস্থাপক পরিষদের স্পীকার) সভাপতি।
অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
(কোষাধ্যক্ষ)
চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন
(লাল মিঞা) এম, এল সি।
ও অধ্যাপক নীরেন্দ্র রায় (যুগ্ম সম্পাদক)।
৬২ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

'জনযুদ্ধ' পাঠক সম্মেলন

গত ১০ই সেপ্টেম্বর দিনাজপুর জিলার লালপুর ও দৌলতপুরে দুইটি জনযুদ্ধ পাঠক সম্মেলন হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কমরেড রূপনারায়ণ রায়। প্রায় ৫০ জন প্রতি সম্মেলনে উপস্থিত হন। সবাই জনযুদ্ধের প্রচার বাড়াইবার শপথ নেন এবং ৩৫ জন স্থায়ী গ্রাহক হইবার প্রতিশ্রুতি দেন। পরদিন ৬ জন স্থায়ী গ্রাহক টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

****

নূতন বই

কৃষক কর্ম্মীদের শিক্ষা কোর্স ॥০
কমিউনিষ্টদের নীতি ও কাজ—॥৵০
(প্রাদেশিক কেন্দ্রে সেল-লীডারদের ক্লাসের বক্তৃতা)
পঞ্চমবাহিনী কাহারা /০
কারখানার উৎপাদন পণ্ড হইতে দিও না—/০
(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি
১২ বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

****

বদরগঞ্জে লংগরখানা

বদরগঞ্জে এলাকায় অনাহারে মৃত্যু বাড়িয়া চলিয়াছে। এক সপ্তাহে ৫ জন মারা গিয়াছে। অনাহারে মৃত্যুর সাথে যোগ দিয়াছে কলেরা। এই দুরবস্থার হাত হইতে বদরগঞ্জকে বাঁচাইবার জন্য স্থানীয় মহিলা ও অন্যান্য কর্ম্মীরা আগাইয়া আসেন। একটি লংগরখানা খোলা হইবে ঠিক হয়। দুয়ারে দুয়ারে ঝুড়িতা মুষ্টি ভিক্ষা তুলিয়াই লংগরখানা সুরু করা হয়। এই কাজে কংগ্রেসসেবীরাও আগাইয়া আসিয়াছেন। একজন বাঙ্গালী মিলিটারী কর্ম্মচারীও লংগরখানায় সাহায্য করিয়াছেন।

এই লংগরখানার সাহায্যের জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির একটি সভা হয়। প্রায় ১৫০ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। আর একটি জনসভা হয়। তাহাতে সভাপতি ছিলেন স্থানীয় লীগ নেতা মোঃ আল্‌তাফ উদ্দীন চৌধুরী। লংগরখানায় সাহায্যের জন্য সবাই প্রতিশ্রুতি দেন।

★

দোকানের চাল যায় কোথায়?

দোকানে চাল নাই। রাতারাতি চাল উধাও হইল, না, চালেরই অভাব? অভাব আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু যে চাল আছে, তাই বা বাজারে বাহির হয় না কেন? কারণ চোরা কারবার করিবার জন্য দোকানদার চাল লুকাইয়াছে। সেই চাল বাহির করিবার কি চেষ্টা হইতেছে? সরকারী ঘোষণার পর মাত্র ৩টী খবর পাওয়া গিয়াছে—চাল উদ্ধারের।

কলিকাতায় কুমারটুলী অঞ্চলে ৩টী দোকান হইতে মোট ৬০০০ মণ চাল পুলিশ উদ্ধার করিয়াছে। এই চাল বুচরা দোকানদারদের মারফৎ ২৪৲ মণ দরে বিক্রয় হইতেছে।

বেহালা অঞ্চলে কয়েকটি গুদাম হইতে ৫০০০ মণ ধান উদ্ধার হইয়াছে। এ ছাড়া তালতলা, আহিরীটোলা, বেহালা ও টালিগঞ্জে চাউলের গুদাম সমূহ হইতে বিনা লাইসেন্সের ৫০০ মণ চাল উদ্ধার হইয়াছে।

মন্মমনসিং-এর মুক্তাগাছার এক দোকান হইতে ৪০০ মণ চাল বাহির করা হইয়াছে।

এই রকম হাজার হাজার কারবারীর গোপন গুদামে চাল মজুত আছে। তা বাহির করিবার পুলিশ কি চেষ্টা করিতেছে?

শুধু পুলিশের উপর ভরসা করিয়া থাকিলে চলিবে না। পুলিশের কাণ্ডকারখানা সকলেই জানে। জনসাধারণকে নিজেদের চেষ্টায় এই সব গোপন মজুত খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

রিলিফ কাজে কলিকাতার ছাত্ররা

● কলেজে কলেজে কমিটি গঠন ●

শনিবার, ৪ঠা সেপ্টেম্বর: ইউনিভার্সিটির তিনটি ক্লাশের ছাত্ররা মিলে নিজেরা ক্লাশ কমিটি তৈরী করে, চাঁদা তুলে ৭০০ জন-দুঃস্থকে খাওয়ালো, স্কটিশের ছাত্ররা ২৫০কে। গত এক সপ্তাহের মধ্যে ইউনিভার্সিটি, স্কটিশ, বিদ্যাসাগর, সিটি, রিপন, আশুতোষ প্রভৃতি প্রত্যেকটি কলেজে ক্লাশ ও কলেজ রিলিফ কমিটি তৈরী হয়েছে। গত ১০ দিনে প্রায় ১৫০০০ লোকের খাবার, এই সমস্ত কমিটির তরফ থেকে বিতরণ করা হয়েছে।

এই সমস্ত রিলিফ কমিটির কাজে প্রায় ৪২৫ জন ছাত্রছাত্রী নিয়মিতভাবে কাজ করছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই কংগ্রেসী ছাত্র। স্কটিশ চার্চের বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য সেখানকার কলেজ রিলিফ কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক, ইনি গত ৯ই আগষ্টের আন্দোলনে কারাবরণ করেছিলেন। লীগপন্থী ছাত্ররা সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ সহযোগিতা দিচ্ছেন; ইউনিভার্সিটির একটি ক্লাশে কংগ্রেসী ও লীগপন্থী ছাত্রদের নিয়ে কমিটি গঠিত হয়েছে। জনসাধারণের সেবার মধ্য দিয়ে কলকাতার ছাত্রদের সম্পূর্ণ একতা গড়ে উঠছে।

রিলিফের কাজ যখন আরম্ভ হয় তখন অনেক ছাত্রই প্রশ্ন করেছিল: একাজ কতদিন চালান যাবে? কিন্তু নিজেদের কাজের মধ্য দিয়েই তাদের এই প্রশ্নের জবাব তারা পেল। প্রথমে তারা ভেবেছিল খুব জোর সপ্তাহে একদিন খাওয়ানো যাবে, আজ প্রায় প্রত্যেকটি কলেজ সপ্তাহে অন্ততঃ দুদিন খাওয়াতে পারছে, আশুতোষ ও ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা দৈনিক কমপক্ষে ৭০০ লোকের অন্ন বিতরণ করছে। ইউনিভার্সিটির ক্লাশে ক্লাশে প্রতিযোগিতা—কোন্ ক্লাশ কত বেশী লোককে অন্ন যোগাচ্ছে; বাংলা ক্লাশের ছাত্রছাত্রীরা প্রতিযোগিতা করে চাঁদা তুলছে।

শুধু ছাত্ররা নয়, ছাত্রীরাও। আশুতোষ কলেজের ছাত্রীরা দৈনিক ৩০০ লোককে খাওয়াচ্ছে, এবং ২০০টি শিশুকে দুধ বিতরণ করছে।

প্রত্যেক কলেজে অধ্যাপক মহাশয়রা ছাত্র-ছাত্রীদের এই প্রচেষ্টার সংগে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছেন। প্রায় প্রত্যেকটি ক্লাশ ও কলেজ কমিটির মধ্যে তাঁরা আছেন এবং অর্থ ও উপদেশ দিয়ে, ছাত্রদের উৎসাহিত করছেন। রিপন কলেজের প্রোফেসররা রিলিফ কমিটিকে আশ্বাস দিয়েছেন যে মাসিক ২০০৲ টাকা তাঁরা তুলে দেবেন। রিপন হষ্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বলেছেন হষ্টেলের সমস্ত বাসন-কোসন দিয়ে তিনি ছাত্রদের সাহায্য করবেন।

স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যেও ছাত্রদের এই উৎসাহের ছোঁয়াচ লেগেছে। ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের অনুপ্রেরণায় ইউনিভার্সিটি রেস্তরাঁর মালিক ১০০ জনকে খাওয়াবার খরচ ১৩৲ টাকা ও বিতরণের জন্য কিছু রুটি দিলেন। দক্ষিণ কলিকাতার পপুলার ক্যাফিনের কর্ত্তৃপক্ষ আশুতোষের ছাত্র ও ছাত্রীদের অন্যন্ত সস্তা দরে খিচুড়ী সরবরাহ করছেন। ক্রেওস্ এম্বুলেন্স ইউনিট আশুতোষ ছাত্রীদের শিশু ক্যাফিনে দৈনিক বিনামূল্যে ২০০ জন শিশুর দুধ সরবরাহ করছেন।

বিভেদকারীরা কোণঠাসা হল

রিলিফের কাজের ভেতর দিয়ে কলিকাতার ছাত্র সমাজের চেহারা বদলে গিয়েছে। এই দেখেই পঞ্চমবাহিনী চেষ্টা করতে লাগল ছাত্রদের মধ্যে ভেদ আনতে। 'রিলিফে কিছু হবে না' এই রকম প্রচার করে ও অনেক জায়গায় নতুন কমিটী তৈরী করে তারা ছাত্রদের ঐক্য ভেঙ্গে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু দেখা গেল তাতেও ছাত্র-ঐক্য নষ্ট হয় নি। যেখানে নতুন করে কমিটী তৈরী করা হয়েছে, সেখানেও খাঁটী কর্ম্মীরাই আবার সেই কমিটীতে নির্ব্বাচিত হলেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করবার নাম করে বিভেদ-কারীরা একটা সভা ডাকে। প্রায় ৬০০ ছাত্র আসে। কিন্তু এই সভায় প্রতিনিধিত্বমূলক কোনো কমিটী গঠন না করে অধিকাংশ ছাত্রকে বাদ দিয়ে বিভেদকারীরা তাদের নিজেদের লোক নিয়ে একটা কমিটী গঠন করলো। ছাত্ররা তাদের ভেদ চেষ্টা বুঝল। সকলেই বলতে লাগল: ওরা কাজ চায় না, দলাদলি চায়। তাদের সমর্থক হয়ে যারা এসেছিল তারাও বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ল।

ছাত্রদের মধ্যে চাঞ্চল্য, সম্মিলিত রিলিফ কমিটী গঠন করতে হবে। প্রত্যেক কলেজে যে রিলিফ কাজ হচ্ছে, তাকে চালিয়ে যেতে হবে। পূজার বন্ধে কলেজ, হোষ্টেল বন্ধ হয়ে গেলেও যেন রিলিফ বন্ধ না হয়। ২০০০০ লোককে ছাত্ররা এখন খাওয়াচ্ছে, তা কি বন্ধ হতে পারে?

ছাত্রদের সম্মিলিত রিলিফ কমিটি

পূজার বন্ধে লঙ্গরখানা চালু রাখার ব্যবস্থা

২৩শে সেপ্টেম্বর ১০টী কলেজের রিলিফ কমিটীর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভা হয়। অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী সভাপতিত্ব করেন। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক, লেক ডিউ বয়েজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রভৃতিও সভায় যোগ দেন। বিভিন্ন কলেজের প্রতিনিধি নিয়ে কমিটী গঠন হয়। ইউনিভার্সিটী-পোষ্টগ্রাজুয়েট ও আণ্ডার গ্রাজুয়েট, স্কটিশ চার্চ্চ, বিদ্যাসাগর, আশুতোষ, বেথুন, উইমেনস্ কলেজ প্রভৃতির রিলিফ কমিটীর প্রতিনিধি কমিটীতে নেওয়া হয়। যে সমস্ত কলেজে এখনও কমিটী গঠন হয় নি, সে সব কলেজ থেকে রিলিফ-কর্ম্মী হিসাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা হবে।

ঠিক হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলারকে এই সম্মিলিত কমিটীর সভাপতিত্বের জন্য আবেদন করা হবে। কমিটীর সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন শিক্ষক সমিতির শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সেন ও ইউনিভার্সিটী শিক্ষক সমিতির শ্রীযুক্ত রমণীমোহন রায়। কোষাধ্যক্ষ হলেন অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্ত্তী।

পূজায় রিলিফের ব্যবস্থা

পূজার ছুটীতে অনেক ছাত্রই বাড়ী চলে যাবে। যাতে রিলিফের কাজ বন্ধ না হয় তার জন্য ভলাণ্টিয়ার সংগ্রহ করা হচ্ছে। পূজার ছুটীতে অর্থের অভাব যাতে না হয় তার জন্য ছাত্রদের কাছ থেকে এক মাসের চাঁদা নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তা ছাড়া অধ্যাপকদের কাছ থেকে ও চারিটি অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়েও চাঁদা সংগ্রহ করা হচ্ছে। রিলিফের কাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষদের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে। কলেজের ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, অন্যভাবেও দরকার মত সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে।

সম্মিলিত রিলিফ কমিটীর এখনকার কাজ হচ্ছে পূজার বন্ধে রিলিফের কাজ ঠিক মত চালিয়ে যাওয়া। তা ছাড়া যাতে রিলিফ কমিটীর সঙ্গে ও কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে ছাত্রদের রিলিফ কাজে সহযোগিতা পাওয়া যায়, তার জন্যও এই কমিটী চেষ্টা করিবে।

জনযুদ্ধ বিশেষ সংখ্যা

আগামী সংখ্যা (৬ই অক্টোবর) জনযুদ্ধ গল্প ও ছবিতে সুশোভিত হইয়া বাহির হইবে। ১২ পৃষ্ঠা দাম দুই আনা। বেশী কপি নিতে হইলে এজেন্টরা আগেই টাকা পাঠান। টাকা না পৌছিলে কাগজ পাঠান হইবে না।

এক সপ্তাহ বন্ধ

পূজার ছুটিতে প্রেস বন্ধ থাকার জন্য ১০ই অক্টোবর 'জনযুদ্ধ' বাহির হইবে না। ৬ই অক্টোবরের পরবর্ত্তী সংখ্যা বাহির হইবে ২০শে অক্টোবর। এজেন্টরা লক্ষ্য রাখুন।

পাঞ্জাবের চিঠি

বাংলার সাহায্যে রিলিফ কমিটী

লাহোরে একটী সেণ্ট্রাল পিপ্‌ল্‌স্ ফুড কমিটী আগে হইতেই ছিল। এই কমিটী হইতে বেঙ্গল সেন্‌ট্রাল রিলিফ কমিটী নামে একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে। এই কমিটীকে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিয়া এখানকার বিভিন্ন সংগঠনের জননেতারা এক প্রচারপত্র বাহির করিয়াছেন। এই আবেদন পত্রে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আছেন—প্রাদেশিক হিন্দু সভার সভাপতি রাজা নরেন্দ্র নাথ, সিটি মুসলিম লীগের সভাপতি নবাবজাদা রসিদ আলি, কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত কে সান্তানম, কমিটীর সভানেত্রী রাজী রসিদা লতিফ, এম্ এল এ, বেগম ইফতিকার উদ্দিন, কমিউনিষ্ট পার্টির সোহন সিং যোশ, ব্যাপারী মণ্ডলের সভাপতি সর্দ্দার সোধ বংশ এবং মহিলা কলেজের অধ্যাক্ষা কুমারী প্রেমবতী থাপার। এই আবেদনে বলা হইয়াছে যে বাংলার দুঃখ কেবল কতগুলি লোকের দুঃখ নয়, ইহার সঙ্গে ভারতরক্ষার প্রশ্ন জড়িত।

এই রিলিফ কমিটীর উদ্যোগে রাস্তায়, সিনেমায় ও মহল্লায় স্কোয়াডের দ্বারা চাঁদা তোলা হইতেছে। প্রত্যেক সিনেমায় বাংলার দুর্দ্দশার স্লাইড বিনা খরচায় দেখানো হইতেছে। স্কোয়াডকে আরো ভালভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য কংগ্রেস নেতা সান্তানম ১০ জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক দিবেন এবং মুসলিম লীগও ১০ জন স্বেচ্ছাসেবক দিবেন—এরূপ কথা পাওয়া গিয়াছে।

পাঞ্জাবের প্রত্যেকটী জনসাধারণ বাংলার জন্য বেদনা অনুভব করে এবং প্রত্যেকেই কিছু না কিছু করিতে চায়। কিন্তু রাজনৈতিক দলাদলি ও মজুতকারীদের কৌশলের ফলে অনেকেরই মনে সন্দেহ হয় যে সাহায্য পৌছিবে কি না। এই সন্দেহের ফলে এখানে কেন্দ্রীয় কমিটী থাকিতেও বিভিন্ন দল নিজস্ব সাহায্য কমিটী তৈয়ারী করিয়াছে। ওদিকে বাংলায় কোন কেন্দ্রীয় সাহায্য কমিটি নাই বলিয়া এখানকার কেন্দ্রীয় কমিটীও বিশেষ প্রবল হইতে পারিতেছে না। এই কারণে আজ বাংলার একটী কেন্দ্রীয় কমিটী প্রয়োজন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মিলিত একটী ডেপুটেশন পাঞ্জাবে আসা প্রয়োজন। এই প্রতিনিধি-দলকে শুধু পাঞ্জাব সরকারের কাছে আসিতে হইবে এবং সরকারি সাহায্য চাহিতে হইবে। দীর্ঘকালের স্বদেশ-সেবায় উদ্বুদ্ধ এই দুই প্রদেশের জনগণের মিলিত তৎপরতা, সজাগ দৃষ্টি ও অবিচলিত দেশপ্রেম মজুতকারীদের চাল ব্যর্থ করিবে, আমলাতান্ত্রিক অপদার্থতা দূর করিবে ও ভারতরক্ষার ঘর ও বাহির পৌর্য্যের সঙ্গে একত্রে রক্ষা করিবে।

কৃষক সমিতির চেষ্টায়

ধান চাল বিলি

সারা বাংলার মন্বন্তর জলপাইগুড়ীর দেবীগঞ্জ এলাকায়ও কালো ছায়া মেলিয়াছে। গত ১৫ দিনের মধ্যে ৪০।৫০ জন লোক অনাহারে মারা গিয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য সুন্দরদীঘি ইউনিয়ন কৃষক সমিতির তরফ হইতে মহকুমা হাকিম ও সার্কেল অফিসারের নিকট দরখাস্ত ও ডেপুটেশন পাঠান হয়। দাবী করা হয়:—(১) দুর্ভিক্ষ পীড়িত ইউনিয়নগুলিতে এখনই চাল বিলি করিতে হইবে। (২) প্রতি হাটে ধান চাল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৩) কেরোসিন তেলের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই ডেপুটেশনের ফলে সরকার হইতে ৬নং ও ৯নং ইউনিয়নে ৫ মণ ধান বিলি করা হয়। কৃষক সমিতি হইতে প্রস্তুত অভাবীদের তালিকা অনুযায়ী কৃষক কর্ম্মীদের সহায়তায় এই বিলির কাজ করা হয়।

কালিয়াগঞ্জ হাট হইতে ৭।৮ ও ৯নং ইউনিয়নের লোকেরা ধান চাল কিনে। কৃষক সমিতি সরকারের নিকট হইতে ধান চাল পাইয়া এই হাটে সরবরাহ করিতেছে। এই হাট ছাড়াও জগন্নাথ হাটের পর দিন কৃষক সমিতির ভলাণ্টিয়াররা ৬নং ও ১০নং ইউনিয়নের লোকদের চাল সরবরাহ করিতেছে।

চোরাবাজার বন্ধ করার জন্যও কৃষক ভলাণ্টিয়াররা স্কোয়াড করিয়া প্রচার করিতেছে। তাহারা আওয়াজ তুলিয়াছে ২।১ বেলা না খাইয়া থাকিয়াও চোরাবাজার সৃষ্টি করিতে দিব না, তবেই মূল্য নিয়ন্ত্রণ ঠিক থাকিবে—সবাই খাইয়া বাঁচিবে। ইহাতে জনসাধারণ চোরাবাজার বন্ধ করিবার জন্য সাড়া দিতেছে।

যুদ্ধের গতি

লাল ফৌজের জয় জয় কার

দুনিয়া ভরিয়া আজ লাল ফৌজের বাহবা পড়িতেছে। স্মোলেন্‌স্ক দখল করিয়া লালফৌজ পশ্চিমে অনেকটা আগাইয়াছে। যেত রাশিয়ার মধ্যে ঢুকিয়া সেদিনই সেনা ব্রিয়াল্‌স্ক হইতে পশ্চিমে সুরাজ পর্যন্ত ছোটান্ দখল করিয়াছে। স্মোলেন্‌স্কের উত্তর-পশ্চিমে যাইয়া বোরোভায়াকে শত্রু করল মুক্ত করিয়াছে। টেল্‌সক রেল জংশন অধিকার করিয়া দনিয়াদ-কীভ্ রেলপথ কাটিবার ব্যবস্থা এখন হইতেছে।

দেস্‌না নদীর পশ্চিমতীরে দুর্ভেদ্য জার্ম্মাণ দুর্গ সব চূর্ণ বিচূর্ণ হয়া গিয়াছে। কীভ্ হইতে নীপ্রোপেট্রভস্ক্ ২৫০ মাইল ধরিয়া কয়েক স্থানে লাল ফৌজনীপার নদীকূলে পৌছিয়াছে, নদীর পশ্চিম কূলে যাইয়া ঘাঁটিও বানাইয়াছে। গোমেল আর ক্রেঙ্গেস্ অভিমুখে দ্রুতবেগে লাল ফৌজ চলিতেছে। প্রতিদিনই শত শত জনপদের মুক্তি সংবাদ আসিতেছে।

ক্রেমের ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজধানী কীভ্ নগরের মুক্তি আসি বলিয়া। তিন দিক হইতে শহরের পাশ কাটিয়া লালফৌজ শত্রুকে চিপিয়া মারিবার ব্যবস্থা করিতেছে। জাপরজয় ও নিপ্রো-পেট্রভস্কের মধ্যে শত্রুর যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। নীপারে কূলে প্রচণ্ড যুদ্ধ অবশ্য হইবে, কিন্তু ফলাফল সম্বন্ধে আর তিল মাত্র সন্দেহ নাই। সোভিয়েট জনসেনার কাছে ফ্যাশিষ্ট বর্ব্বরদের এত-কালকার বড়াই অন্ত ভাঙিয়া যাইতেছে। আগামী শীতকালের মধ্যে সমগ্র সোভিয়েট দেশ শত্রু কবল মুক্ত হওয়া এবং তার পর জার্ম্মানীতে লাল ফৌজের প্রবেশ করা একেবারেই অসম্ভব নয়। পোলাণ্ডের সীমান্ত হইতে মাত্র ৮০ মাইল দূরে আজ লাল ফৌজ রহিয়াছে।

হিটলারীদের নাকীকান্না

দিনের পর দিন সোভিয়েট রণক্ষেত্র হইতে যে খবর আসিতেছে, তাহাতে সর্ব্বদেশের জনগণের মনেই উন্মাদনা জাগিতেছে। যাহারা লাল ফৌজ, যাহারা সোভিয়েট গণরিক, তাহারা তো প্রায় সকলেই শ্রমিক কৃষক কুল হইতে আসিয়াছে। অসাধ্যসাধন আজিকার দুনিয়ায় কেবল তাহারাই দেখাইতেছে। এত জাঁকজমক করিয়া যে বিরাট জার্ম্মাণ বাহিনী হিটলার খাড়া বরিয়াছিল, যাহার ভয়ে সমস্ত ইয়োরোপ এতদিন কম্পমান ছিল, আজ সে বাহিনী পর্যুদস্ত হইতে চলিতেছে, কোথাও দাঁড়াইতে পারিতেছে না, পলায়ন ছাড়া আর তাহার অন্য উপায় নাই। সামরিক কৌশল যে জনসাধারণ কি ভাবে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে, নূতন ছাঁচে যুদ্ধকে গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহার প্রমাণ হইল সোভিয়েটের লড়াই।

জার্ম্মাণ ফ্যাসিস্টরা নাকী কান্না শুরু করিয়াছে। "সোভিয়েট বিপুল সংখ্যায় সৈন্য পাঠাইতেছে বলিয়া হারিতেছি"—আজ এই হইল তাহাদের অজুহাত। যে জার্ম্মাণ জাতি এতকাল হিটলারের হুকুম তামিল করিয়া লক্ষ লক্ষ সন্তানের প্রাণ হারাইয়াছে, সে আর এ সব কথায় ভুলিবে না। কীভ্ অঞ্চলে লালফৌজ প্যারাশুট করিয়া শত্রু ব্যূহের পিছনে সৈন্য নামাইয়াছে, এ খবর জার্ম্মাণরা দিতেছে। শত্রুকে পরিবেষ্টিত করিয়া যাবার কৌশল সোভিয়েট যেমন দেখাইতেছে, তেমন আর কখনও ঘটে নাই। দুই বৎসর ধরিয়া হিটলার বার বার লালফৌজকে ঘিরিয়া মারিবার বৃথাই চেষ্টা করিয়াছে। যুদ্ধ কেমন করিয়া লড়িতে হয় তাহা সোভিয়েটই দেখাইল।

সর্ব্বত্র সোভিয়েটের সাফল্য

কৃষ্ণসাগর কূলে আনাপা দখল করিয়া লালফৌজ শত্রুকে তামান উপদ্বীপের একাংশে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। আজভ সাগরকূলে বের্ডিয়ান্‌স্ক দখল করিয়া মেলিটোপলের কাছে লালফৌজ রহিয়াছে। এখান হইতে এবং নীপ্রোপেট্রভস্ক্ অঞ্চল হইতে যে আক্রমণ হইতেছে, তাহার ফলে ক্রাইমিয়াতে শত্রুসেনা বন্দী হইবার সম্ভাবনা খুবই প্রবল।

যুক্রেনে পাভ্‌লোগ্রাদ ও ক্রাস্‌নোগ্রাদ, এবং কিছু উত্তরে গ্রিলুকি ও রম্‌নি দখল করা খুবই উল্লেখ যোগ্য। কিন্তু এর চেয়ে বড় খবর হইল পণ্টাভা দখল। এই বিরাট জংশন লাল ফৌজের হাতে পড়ার ফলে শুধু যে কীভের অবস্থা সঙ্গীন হইল তাহা নয়, সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চলে জার্ম্মাণ বাহিনীকে ষ্টালিন গ্রাদে যেমন নিশ্চিহ্ন করা গিয়াছিল, তেমনই করা সম্ভব হইল। পণ্টাভা জার্ম্মাণরা "পরিকল্পনা" মাফিক্ ছাড়িয়া যায় নাই, লাল ফৌজের হাতে বেদম মার খাইয়াই তাহারা কোনক্রমে পলাইতে পারিয়াছে।

রুষ রণক্ষেত্রের দিকে আজ সারা দুনিয়া চাহিয়া রহিয়াছে। ইয়োরোপের জনগণের চাঞ্চল্য রীতিমত বাড়িয়াছে। ফ্যাশিজমের নাভিশ্বাস উঠিতে বিলম্ব নাই।

ইউরোপে জনজাগরণের লক্ষণ

ফিন্‌ল্যাণ্ড থন সোভিয়েটের সঙ্গে একটা মোকাবিলা করিয়া মিটমাটের জন্য ব্যস্ত। রুমেনিয়া নাকি শান্তিস্থাপনের জন্য ব্যগ্রতা দেখাইতেছে। হাঙ্গেরীর সৈন্য সরাইয়া লইতে বুঝি হিটলার বাধ্য হইতেছে। বুলগেরিয়াতে যুদ্ধ শান্তির জন্য চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে।

আন্ত্রিয়াতিক সমুদ্রতীরে যুগোশ্লোভ গেরিলারা লড়িতেছে। মিত্রশক্তির সাহায্য নাকি সেখানে গিয়াছে। যথার্থ মুক্তিকামী গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে মিহেলোভিচের একটা মিটমাট পাকাপাকি ভাবে করিবার চেষ্টা বুঝি মিত্রশক্তির তরফ থেকে হইতেছে। মিহেলোভিচকে বিশ্বাসঘাতক ছদ্মবেশী ফ্যাশিষ্ট বলিয়াই জনগণ জানে। মিত্রশক্তিকে তাহা ধামাচাপা দিতে জনগণ অথীকার করিবে।

কসিকা দ্বীপে ফ্যাশিষ্টদের তাড়াইবার জন্য স্থানীয় দেশপ্রেমিকরা মিত্রশক্তির হাত মিলাইয়া লড়িতেছে। বস্তিয়া বন্দর দখল করিয়া সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

ইতালীতে মিত্রশক্তির লড়াই ভালই চলিতেছে। সালের্ণোতে জার্ম্মাণরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও আমেরিকান বাহিনীকে সমুদ্রে তাড়াইতে পারে নাই। ব্রিটিশ অষ্টম বাহিনী অগ্রসর হইয়া ফজিয়া অঞ্চলে লড়িতেছে। মুসোলিনির দম্ভ এখন যেন ফাঁকা আওয়াজ শুনাইতেছে। ইতালীর জনসাধারণ দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য আজ বদ্ধপরিকর; মিত্রশক্তির সাহায্য আসিলেই তাহারা অত্যাচারীর বুকে ছুরি বসাইয়া দিবে।

হিটলার কোথায় কোন্ গর্ত্তে আশ্রয় নেয়, আজ তাই ভাবিবার সময়। রুষদেশে যে কোথাও সে আর আত্মরক্ষার শক্ত ঘাঁটি গড়িতে পারিবে মনে হয় না। আর পরাজয়ের টাল সাম্‌লাতে না পারিলে জার্ম্মাণীতেও তাহার স্থান থাকিবে না। সোভিয়েটে বন্দী জার্ম্মাণরা এক স্বাধীন জার্ম্মাণী কমিটি গড়িয়াছে, ফ্যাশিজম্ জন্মস্থল ইতালী হইতে উৎখাত হইতেছে, জার্ম্মাণী হইতেও বিতাড়িত হইবে।

আজ কি চাই?

জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই যে ভাবে চালানো উচিত তাহা হয় নাই। মাউন্টব্যাটন্ ও ম্যাক্-আর্থারের মধ্যে নাকি মতভেদ ঘটিয়াছে। কিন্তু জাপান যে ভয় পাইয়াছে, ইউরোপে ফ্যাশিজমের সর্দ্দার পাণ্ডার অবস্থা দেখিয়া চিন্তাকুল হইয়াছে, তাহা তোজোর সেদিনকার বক্তৃতায় প্রকাশ।

এ বিরাট বিশ্বযুদ্ধে সহজে জয়লাভ করার স্বপ্ন দেখা নির্ব্বুদ্ধিতা। আঘাতের পর আঘাত করিয়া ফ্যাশিষ্টদের দুনিয়ার সর্ব্বত্র মারিতে হইবে। সেজন্য চাই আম যুদ্ধে জনগণের অবিসম্বাদী নেতা সোভিয়েটের সঙ্গে ব্রিটেন-আমেরিকার সম্পূর্ণ মৈত্রী। সেজন্য চাই সেই জাতীয় সরকার যাহা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা না করিলে জাপানকে সত্যই হারানোর কল্পনা আকাশকুসুম হইয়া থাকিবে।

(২৭।৯।৪৩)

স্মোলেন্সকে রক্তপতাকা উড়িতেছে

পঁচিশ মাস পরে আবার লালফৌজের জয়ধ্বজা স্মোলেন্‌সকের বুকের উপর উড়িতেছে। স্মোলেন্‌স্ক ছিল সারা রুশিয়ার জার্ম্মানদের সব চেয়ে বড় ঘাঁটি, সব চেয়ে সুরক্ষিত দুর্গ। এইখানেই হিটলার তার প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল। এখানে তাই লড়াইও হইয়াছিল প্রচণ্ড, দুই পক্ষে মিলিয়া পাঁচ লক্ষ সৈন্য স্মোলেন্‌স্কের জন্য লড়িয়াছিল। শত্রু বলিতে চেষ্টা করিতেছে যে সে স্মোলেন্‌স্ক জ্বালাইয়া দিয়া কোনক্রমে ল্যাজ গুটাইয়া পলাইতে পারিয়াছে। কিন্তু কমরেড ষ্টালিন বিজয়ী লাল-ফৌজকে অভিনন্দন জানাইয়া যে বানী প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে পষ্ট বলা হইয়াছে যে ঝড়ের বেগে আক্রমণ করিয়া সোভিয়েট সেনা স্মোলেন্‌স্ক দখল করিয়াছে। শহর ধ্বংস করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা অবশ্য শত্রু করিয়াছে। কিন্তু দুই বৎসর নরক যন্ত্রনায় পর যেন গোপন গহ্বর হইতে বাহির হইয়া স্মোলেন্‌সকের সোভিয়েট নাগরিকরা লালফৌজকে বিপুল অভ্যর্থনা দিয়াছে। ফ্যাসিষ্ট দানব সোভিয়েটভূমি হইতে উৎখাত হইতেছে। জনসেনার জয়গানে আজ পৃথিবী মুখরিত হইতেছে।

প্রায় দুই বৎসর আগে এই স্মোলেন্‌স্কে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ জার্ম্মান বাহিনী প্রথম ধাক্কা খায় লালফৌজের হাতে। বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর হইয়া কয়েক সপ্তাহে সোভিয়েট দেশ গ্রাস করিব, লালফৌজকে নিশ্চিহ্ন করিব বলিয়া হিটলার দর্প করিয়াছিল। স্মোলেন্‌স্ক অঞ্চলে যে বিরাট যুদ্ধ তখন হইয়াছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। শত্রুর সব মতলব সেখানে লালফৌজ বানচাল করিয়া দিল, হিটলারের কল তখন থেকেই বিগড়াইতে শুরু করিল। বিদ্যুৎ-বেগে ছুটিয়া যাইবার স্বপ্ন আকাশকুসুম হইয়া রহিল।

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। লালফৌজের অপরাজেয় শক্তি দেখিয়া জগৎ চমৎকৃত হইয়াছে। দশমাস ধরিয়া সোভিয়েটের আক্রমণে ফ্যাসিষ্ট শত্রু ত্রাহি, ত্রাহি, ডাক ছাড়িতেছে। লালফৌজের হাতে ওস্তাদের মার খাইয়াছিট লারীরা আপন প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টায় মরিয়া হইয়া উঠিতেছে।

হিটলার মুখ চুন করিয়া এখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। এই স্মোলেন্‌স্কের পথ দিয়াই ১৩১ বৎসর আগে নেপোলিয়নকে রুষদেশ ছাড়িয়া ফিরিতে হয়। কিন্তু নেপোলিয়ন হারিয়াছিল রুষদেশের প্রচণ্ড শীত ও বিরাট আয়তনের কাছে। হিটলার হারিতেছে লালফৌজের অতুল বিক্রমের কাছে।

দুনিয়ার মুক্তিকামী জনগণ আজ সোভিয়েটের জয় জয় কার করিতেছে। ফ্যাসিষ্ট মহলে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। হিটলারের প্রধান সাগরেদ গোয়েবেল্‌স্ আর্ত্তনাদ করিতেছে—"যাহাই ঘটুক, আমরা আত্মসমর্পণ করিব না।" গোয়েবেল্‌স্-জাতীয় নর পিশাচদের টুঁটি টিপিয়া মারিয়া ফ্যাসিজমের বিলোপ ঘটাইবার ব্যবস্থা সোভিয়েট করিতেছে লালফৌজের স্মোলেন্‌স্ক-বিজয় আজ সর্ব্বদেশে স্বাধীনতার আহ্বান করিতেছে।

যুক্রেনের রাজধানী কীয়েভের মুক্তি ঘটিতে বিলম্ব নাই। নীপার নদীকূলে লালফৌজ তীব্র আক্রমণ চালাইতেছে। যেত রাশিয়ার আবার লালঝাণ্ডা উড়িতেছে। ইয়োরোপের জনগণ আজ লালফৌজকে বরমাল্য দিবার উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে। সাবাস্ লালফৌজ! সোভিয়েট ইউনিয়ন জিন্দাবাদ!

ভারতের স্বাধীনতা সমর্থনে আমেরিকার মজুর

(৮এর পাতার শেষাংশ)

স্বাধীনতাকে একটা অবাস্তব বস্তু হিসাবে পরিকল্পনা করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয়দের অনুকূলে ষোল আনা হইলেও বৃটীশের বিরুদ্ধে নয়।

তিনি আরো বলেন—আমেরিকায় অনেক প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবি ও উদারমতাবলম্বী রাজনীতিক আছেন যাঁহারা গত কয়েক বৎসর যাবত ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা গান্ধীজীর সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখেন; তাঁহার উচ্চ আদর্শ ও সরল জীবনযাত্রার সহিত পরিচিত। কিন্তু ইঁহাদের কেহ কেহ ভারতের স্বাধীনতা দাবীকে সমানাধিকারের নৈতিক প্রশ্নরূপেই বিবেচনা করিতেন। সুতরাং ভারতের নেতৃবৃন্দকে যখন গ্রেপ্তার করা হইল তখন কয়েকজন বলিতে আরম্ভ করিলেন এই সংকটকালে সম্মিলিত জাতি সমূহের সামনে এমনিভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ভারতীয়দের উচিত হয় নাই। এই মনোভাব শুধু এই জন্যই হইতে পারিয়াছে যে আক্রমণের দিনে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে অতি শীঘ্র চরম আঘাত হানার জন্যই যে ভারতে জাতীয় সরকার একান্ত দরকার, সমস্তাটিকে ইহারা এইভাবে দেখেন নাই।

ভারতীয়দের অনুকূলে, কিন্তু ব্রিটীশ বিরোধী নয়

নাবিক কমরেডরা বলেন যে, আমেরিকান কংগ্রেসে পঞ্চমবাহিনী, নিগ্রো বিরোধী, নাৎসী পন্থী বহু প্রতিক্রীয়াশীল ব্যক্তি রহিয়াছে, তাহাদের লক্ষ্য হইতেছে রুজভেল্টের "যুদ্ধ-জয়ের" নীতিকে ক্ষুন্ন করিয়া সম্মিলিত জাতি সমূহের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করা।

ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দ ভারতীয় সমস্যার আলোচনায় যাহাতে বিরক্তি বোধ না করেন, এই জন্য আমেরিকান শাসন বিভাগের একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে কোনও মনো-মালিন্যের সৃষ্টি না করিয়া ভারতের দাবী সমর্থন করা। এইজন্যই ডাইস প্রেসিডেন্ট ওয়ালেস, ওয়েণ্ডেল উইলকি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ পরোক্ষভাবে ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করিয়া থাকেন।

মজুরদের সমর্থন

কিন্তু আমেরিকার সংঘবদ্ধ মজুররা ইহা বোঝেন যে, সুস্পষ্টভাবে উত্থাপ

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

বাংলার ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে

মজুর শ্রেণীর ঐক্য প্রতিষ্ঠা হইল

২৫শে ও ২৬শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় বাংলার ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন হইল। ১ লক্ষ সংগঠিত মজুরের প্রায় ৩৫০ জন প্রতিনিধি লইয়া সম্মেলন সুরু হইল। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড ডাঙ্গের সভাপতিত্ব করার কথা ছিল, কিন্তু তিনি আসিতে না পারায় কমরেড মৃণালকান্তি বোস সভাপতিত্ব করেন।

প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়নের সম্মেলন বাংলায় এই প্রথম। এক প্রচণ্ড সংকটের সময় মজুরশ্রেণী আজ একত্র হইয়াছে—দেশের লোকে খাদ্যাভাবে হাহাকার করিতেছে, কয়লার অভাবে অনেক কল-কারখানা আংশিকভাবে বন্ধ, বাংলাবাসীর মরণ বাঁচন সমস্যা। তার উপর আসন্ন জাপ-আক্রমণ।

কিন্তু এই বিপদের মুখেই আজকে মজুরশ্রেণীর দৃঢ়তা ও একতা আগের চেয়ে অনেক বেশী বাড়িয়া উঠিয়াছে। সাধারণ লোকে যখন খাদ্যাভাবের জন্য ইহাকে তাহাকে দায়ী করিয়া বসিয়া আছে, বাংলার এসেম্‌ব্লিতে যখন খাদ্যের নাম করিয়া চলিতেছে শুধু ঝগড়া, তখন এই মজুররাই নিজেদের দুর্দ্দশার মধ্যেও দেশ বাঁচাইবার কর্ত্তব্য ভোলে নাই। গত বছর বোমার সময় যে মজুর কল-কারখানা চালু রাখিয়াছিল, ট্রামগাড়ী চালাইয়াছিল, জলকল, বিজলী কলের কাজ ঠিক রাখিয়াছিল, সেই মজুরই আজ উৎপাদন বাড়াইয়া দেশ-রক্ষার শক্তি গড়িতেছে, বুভুক্ষুকে খাওয়াইয়া অনাহার রুখিতেছে। কয়লার অভাব ঘুচাইবার জন্য সেই মজুরই আজ সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করিতেছে, কারখানার ভিতরকার জুলুম ও অন্যায় রোধ করিবার জন্য একতাবদ্ধ হইতেছে। মজুর-শ্রেণী বিপদ অতিক্রম করিবার জন্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

একতা প্রতিষ্ঠা হইল

সেই জন্যই বাংলার মজুরশ্রেণী একতার যে দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিল, তা শুধু সারা ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেই নয় সারা দেশবাসীর কাছেই আজকের দিনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

এই সম্মেলনে অনেক দলেরই প্রতিনিধি ছিল। কিন্তু সমস্ত প্রস্তাবই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এ রকম একতা আর কোন দিন দেখা যায় নাই।

রাজনীতিক প্রস্তাব লইয়া প্রথমে বিভিন্ন দলের মধ্যে মতভেদ ছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সামান্য অদল বদল করিয়া এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। এই প্রস্তাব মজুরশ্রেণীকে তার রাজনীতিক কর্ত্তব্য জানাইয়া দিয়াছে। ফ্যাসিজম্‌কে ধ্বংস করার এই লড়াইয়ে আজ রুশের মজুরের সঙ্গে সমস্ত দেশের মজুর ও দেশবাসীকে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া অভিযান করিতে হইবে, তার ভিতর দিয়াই আসিবে বিশ্ব মানবের মুক্তি, তাহাই ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া গঠনের পথ খুলিয়া দিবে। আজ রুশের বিজয় অভিযান মজুরের সেই পথের নিশানা দেখাইতেছে।

সভাপতি যখন সর্ব্বসম্মত এই প্রস্তাব ঘোষণা করিলেন, তখন প্রতিনিধিদের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়িয়া গেল। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়নের সহযোগী সম্পাদক কমরেড শান্তা ভালেরাও বাংলার ট্রেড ইউনিয়নকে অভিনন্দন জানাইয়া বলিলেন: বাংলা সারা ভারতের মজুর আন্দোলনকে পথ দেখাইয়াছে।

সভাপতি এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন এবং পর পর কমরেড সুবীন প্রামাণিক, ডাঃ চারু ব্যানার্জ্জি, কমরেড বিশ্বনাথ দুবে, মিঃ হুমায়ুন কবীর ও কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী ইহা সমর্থন করিলেন।

কমরেড লাহিড়ী বলেন: শ্লোলেন্দ্রের পুনর্দখল আজকে ধনবাদী দুনিয়ার অবসান সূচনা করিতেছে—তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধনবাদী মনোভাবেরও অবসান হইতেছে। আজকে তাহই প্রমাণ। কাল শ্লোলেন্দ্রে পুনর্দখলের খবরে এখানে যে বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, তার ফলে আজ আমাদের মধ্য হইতে একতা-বিরোধী মনোভাবের শেষ রেশটুকুও চলিয়া গিয়াছে। একতা মজুর-শ্রেণীই গড়িতে পারে—একতা মজুর-শ্রেণীরই মুক্তি আনিয়া দিবে।

বাংলার মজুরের পাশে সারা ভারতের মজুর

সম্মেলন উদ্বোধন করেন কমরেড শান্তা ভালেরাও। তিনি বাংলার শ্রমিকদের আহ্বান করিয়া বলেন যে বাংলার খাদ্য সংকটকে ঠেকাইবার দায়িত্ব তাদেরই লইতে হইবে। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী তাঁর অভিভাষণে বলেন: আজকে এই চরম সংকটেও দেশবাসীর মধ্যে ঐক্য নাই। কিন্তু মজুর শ্রেণী তাদের মধ্যে ঐক্য গড়িয়া তুলিয়াছে, দেশরক্ষার দায়িত্ব তারা লইয়াছে। বাংলা জাপানী হামলার মুখে—তাকে বাঁচাইবার ভার বাংলার ও কলিকাতার মজুররা লইয়াছে, ভারতের সমস্ত মজুর কলিকাতার মজুরের সাহায্যে আগাইয়া আসুক।

পাঞ্জাবের মজুর নেতা কমরেড কোর্ব্বান স্বাগত অভিনন্দনে বলিলেন যে পাঞ্জাবের মজুর ও চাষী বাংলাকে খাদ্য জোগাইবার ভার লইয়াছে। তারা সেখান হইতে গম পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। বোম্বাইয়ের মজুর নেতা কমরেড মিরাজকর বলিলেন যে তিনি এখানকার মজুরদের উৎসাহ দেখিয়া অনুপ্রাণিত হইয়াছে। বোম্বাই-এর মজুর বাংলার খাদ্য সমস্যায় উদাসীন নহে। তারা বাংলার সাহায্যের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতেছে এবং অনেক সাহায্য এখানে পাঠাইয়াছে।

প্রস্তাব

সম্মেলনে লালফৌজকে ও চীনকে অভিনন্দন জানাইয়া দুইটী প্রস্তাব গৃহীত করা হইল। খাদ্য-সংকট সম্বন্ধে একটী প্রস্তাবে বলা হইল যে সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, মজুত-উদ্ধার, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং প্রভৃতি ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করা দরকার এবং ইহার জন্য জনসাধারণের কমিটীর সহিত পূর্ণ সহযোগিতা দরকার। উৎপাদনে অব্যবস্থার প্রতিকার, চটকল মজুরের দাবী, চটকল খোলার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়েও প্রস্তাব গৃহীত হইল। ইহা ছাড়া মজুরদের মাগ্‌গী ভাতা বৃদ্ধি, রেশন প্রভৃতির দাবী, ট্রেড ইউনিয়ন বিনা-নোটিশে ষ্ট্রাইক করার মৌলিক দাবী প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। ট্রামমজুর, বাসমজুর, পোর্টট্রাষ্ট, ডক, প্রেস, সূতাকল চটকল প্রভৃতি মজুরদের দাবী জানান হইল। রেলওয়ে মেনস ফেডারেশনের সভাপতি যমুনা দাস মেহতার বিভেদ নীতির বিরুদ্ধে মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ করিবার আহ্বান জানান হইল।

গান ও নাটক

মজুরদের সম্মেলনে মজুররাই গান নাটক অভিনয় করিল। কমরেড বিনয় রায়ের নেতৃত্বে মজুর কোয়াড সমবয়ে গাহিল 'মেহনতকশ্ উঠ জাগ হোশ মে আ'। সমস্ত জমায়েত সমবয়ে গায়কের সঙ্গে সঙ্গে এই গান গাহিল। ট্রামওয়ে মজুর কমরেড তাদের নিজেদের রচিত একটী গান গাহিল। সবচেয়ে উৎসাহের সঞ্চার হইল ট্রামওয়ে মজুরদের নাটক অভিনয়ে। এই নাটকের ভিতর দিয়া তারা দেখাইল দেশের বিপদে কেমন করিয়া হিন্দু মুসলমান আপনা হইতেই এক হইয়া যায়। জাপানী হামলার মুখে হিন্দু মুসলমান হাতে হাতে ধরিয়া দেশ রক্ষায় আগাইয়া যাইতেছে। এই নাটক ও গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইল যে মজুর আন্দোলন আজ মজুরদের দেশপ্রেমিক চেতনার সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে। ইহাই আজকে মজুর-আন্দোলনের নূতন ধারা।

খোলা সম্মেলনে ৬ হাজার মজুরের জমায়েত

অত্যন্ত অল্প সময়ের খবরেই খোলা সম্মেলনে ৬ হাজার মজুর জমায়েত হইল। জগদ্দল ও গৌরীপুরের মজুর, ট্রামওয়ে ও বাসমজুর শোভাযাত্রা করিয়া আসিল এই জমায়েতে। ২০০ মেয়ে মজুরও হাজির হইল। ট্রামওয়ে মজুররা তাদের চাকুরীর পোষাক পরিয়া সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া লাল পতাকা অভিবাদন করিল।

কমরেড শান্তা ভালেরাও-এর সভানেত্রীত্বে সভা সুরু হইল। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী সভা উদ্বোধন করিলেন। কমরেড বিশ্বনাথ দুবে, কমরেড রণেন সেন, আব্দুল মোমিন, ইস্‌মাইল, কমরেড সুধীন প্রামানিক প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা করিলেন। বোম্বাই, পাঞ্জাব ও কেরেলার পক্ষ হইতে বাংলার মজুরদের অভিনন্দন জানাইলেন কমরেড মিরাজকর, কমরেড কোর্ব্বান ও কমরেড শেখর।

৬ হাজার মজুর—১ লাখ সংগঠিত মজুরের পক্ষ হইতে এই প্রতিজ্ঞা লইয়া গেল যে আজ যে একতা প্রতিষ্ঠা হইল তাহা বাংলার ৮ লক্ষ মজুরকে সংগঠনের মধ্যে টানিয়া আনিবে; দেশকে একতার পথে সংহত করিবে।

ভারতের স্বাধীনতা সমর্থনে

আমেরিকার মজুর

মার্কিন বাণিজ্য জাহাজের ৪জন আমেরিকান নাবিক ভারতের পরিস্থিতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবৃতিটি আমাদের নিকট দিয়াছেন। ইঁহারা আমেরিকার সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং প্রগতিশীল সমিতি "ন্যাশনাল মেরিটাইম ইউনিয়নের" সদস্য। এই ইউনিয়নের সভ্য সংখ্যা এক লক্ষেরও উপর। কয়েকদিন আগে ইঁহারা বোম্বাই এ পৌঁছেন এবং কমিউনিষ্ট পার্টির হেড কোয়ার্টারে আসিয়া ভারতীয়দের জাতীয় দাবীর পক্ষে ইঁহারা কি ভাবে কাজ করিয়া যাইতেছেন তাহার উল্লেখ করেন।

ভারতের স্বাধীনতা সমর্থনে জনমত

ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সংগ্রামে স্বাধীনতা প্রিয় ভারতের ৪০ কোটী লোকের সক্রিয় সহায়তা যাহাতে অর্জ্জন করা যাইতে পারে, তজ্জন্য ভারতকে স্বাধীনতা প্রদানের অনুকূলে আমেরিকার জনমত সৃষ্টির জন্য ১৫ মাস পূর্ব্বে "ভারতের সমস্যা সম্পর্কে গোলটেবিল" নামে একটি প্রতিষ্ঠানের গোড়া পত্তন হয়।

'ন্যাশনাল মেরিটাইম ইউনিয়ন', বিশেষ ভাবে তাহার কমিউনিষ্ট সদস্যরা এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বিশেষ উদ্যোগী হন।

গত বৎসর এই প্রতিষ্ঠান ওয়াশিংটনে ভারতের স্বাধীনতার সমর্থনে এক জনসমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে কমপক্ষে তিন হাজার লোক জমায়েত হন। পার্ল বাকের মত বিশিষ্ট লেখিকা এই সমাবেশে বক্তৃতা করেন। ভারতীয় পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপের জন্য মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ কর্ডেল হালকে অনুরোধ করার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধি দল এই সভাতে নির্ব্বাচিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে ভারত সম্পর্কে একটি বিবৃতি পড়া হয় এবং ভারতীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার জন্য ভারতে অবস্থিত মার্কিন সৈন্যদের অনুরোধ করিয়া একটি তার প্রেরণ করা হয়। ভারতের নেতৃবৃন্দের প্রেক্ষারের প্রতিবাদ করিয়া এই প্রতিষ্ঠান ভারতে ও বৃটেনে তারবার্ত্তা প্রেরণ করে।

ভারতের প্রতি মার্কিন মজুরদের একাত্মবোধের প্রতীক হিসাবে প্রধান প্রধান সমস্ত মার্কিন বন্দরে ভারতীয় নাবিকদের জন্য প্রতিষ্ঠান খোলার সিদ্ধান্ত এই গোল টেবিল প্রতিষ্ঠানে গৃহীত হয়।

আমেরিকার স্বার্থেই ভারতের স্বাধীনতা দরকার

লুইগি আন্টোনিনি, রবার্ট জোসফি, পাল বাক, ফ্রেডরিক মার্চ্চ প্রভৃতি মজুর নেতা, আইনজীবী গ্রন্থকার, অধ্যাপক, অভিনেতা ইত্যাদি কমপক্ষে ৪শত বিশিষ্ট মার্কিন নাগরিক ভারত সম্পর্কে এক বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—"আমেরিকার অধিবাসীরা ভারতের বর্ত্তমান অচল অবস্থায় খুবই শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে কারণ এই অবস্থা চলিতে থাকিলে তাহাতে মিত্রশক্তির জয় লাভে বাধা জন্মিতে পারে। বর্ত্তমানে ভারতে মার্কিন সৈন্যবাহিনী ও যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম খুবই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ভারতরক্ষার একটা বিশিষ্ট দায়িত্ব আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। আমাদের সামরিক কার্য্যকলাপের উপর চীনের ভাগ্য এবং জয়ের জন্য তাহার যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার ক্ষমতা অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানিতে আজ দরকার ৪০ কোটী ভারতবাসীর সমর প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ সহযোগীতা। তাহা না পাইলে আমেরিকা ও অন্যান্য মিত্রশক্তির অযথা লোকক্ষয় বন্ধ রাখা যাইবে না।

"আমরা জানি যে এই সমস্যা সমাধানের জন্য সকল দলই চেষ্টা করিতেছে এবং সমস্যা সমাধান কত দুরূহ। এই স্বাধীনতার সংগ্রামে আমাদের মিত্র বৃটেনের সহিত আমরা অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীদের স্বাভাবিক দাবীর পিছনে আমাদের সম্পূর্ণ সমর্থন আছে।

"সুতরাং আমরা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে দাবী জানাইতেছি যে তিনি যেন মিত্রশক্তিবর্গের অন্যান্যের সাথে এক হইয়া ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার আশ্বাস দেন এবং যুদ্ধ জয়ের জন্য সমগ্র ভারতবাসীর সক্রিয় সহযোগীতা আদায় করেন।"

ভারতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য এই সর্ব্বপ্রথম বাস্তবভাবে প্রশ্নটি উত্থাপিত হইল।

অবাস্তব স্বাধীনতা নয়

কালিফোর্ণিয়া হইতে আগত নাবিকটি বলিলেন—বিবৃতিটি ভাল করিয়া পড়িলে উহাতে দুইটি জিনিষ দেখা যাইবে। প্রথমত: ভারতীয়

(শেষাংশ ৭ পাতায় দেখুন)

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অক্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

কমিউনিষ্ট পার্টির
বাংলা কমিটির মুখপত্র

জনযুদ্ধ

বিশেষ সংখ্যা দাম দুই আনা
বার্ষিক ৪॥, ৬ মাস ২॥, ৩ মাস ১।০

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জ্জি এম,এল, এ
২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২য় বর্ষ ৫ | বুধবার, ৬ই অক্টোবর ১৯৪৩, ১৯শে আশ্বিন ১৩৫০ | ২৪শ সংখ্যা

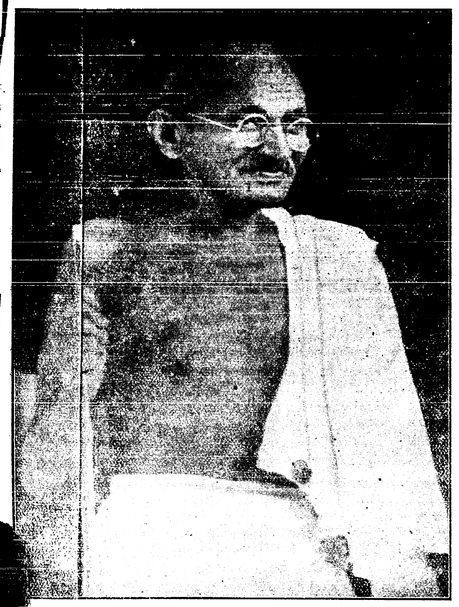

সারা প্রচারের অন্তরাল হইতে গান্ধীজী বলিয়াছিলেন :—

"দেশের খাদ্যাভাবে কোটী কোটী লোক যে দুর্দ্দশায় ভুগিতেছে তাহা আমাকে অসহায় দর্শকের মত দেখিতে হইবে!" (১৯শে জানুয়ারীর চিঠি)

এই দুর্দ্দশার লাঘব করা আপনার, আমার কর্ত্তব্য নয় কি?

কলিকাতায় অনাহারে মৃত্যুর হার দেখুন :—

২৭শে সেপ্টেম্বর	৭২
২৮শে "	৮১
২৯শে "	৭১
৩০শে "	৬৮
১লা অক্টোবর	৭০
২রা "	৭৫

গত সপ্তাহে কলিকাতার হাসপাতালে মৃত্যুর গড়পড়তা হার ছিল ৬২

অনাহারীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়া খাদ্য মজুত রাখিতেছে কে—সন্ধান করুন!
তার মজুত বাহির করুন! রিলিফ ফিরেনে সাহায্য দিন।

সম্পাদকীয়

★ গান্ধী-জয়ন্তী ★

গান্ধীজীর ৭৫-তম জন্মদিনে আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

ভারতের এই রাষ্ট্রনেতাই দেশবাসীর স্বাধীনতার কামনাকে বাস্তব রূপ দিয়াছেন। তিনিই শিখাইয়াছেন স্বাধীনতার জন্য দেশবাসীকে, এক হইয়া দাঁড়াইতে; তিনিই শিখাইয়াছেন স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ ও দুঃখ বরণ করিতে। নিজের জীবন দিয়া তিনি ইহার পরীক্ষা দিয়াছেন। তাঁরই আদর্শে, তাঁরই পরিচালনায় দেশবাসীর মধ্যে আসিয়াছে আত্মশক্তিকে বিশ্বাস, সহস্র বাধা বিপত্তির মধ্যেও যা দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীকে স্বাধীনতার পথে অবিচলিত রাখিয়াছে।

আজ দেশের এই চরম দুর্দ্দিনে তিনি কারাগারে। যে সময়ে দেশবাসীর আত্মবিশ্বাসের চরম পরীক্ষা, সেই সময়ই তাদের শ্রেষ্ঠ নেতা তাদের কাছে নাই। যে সময়ে দেশের মাঝে ঐক্যের সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন, সেই সময়েই তাঁর পরিচালনা হইতে জনগণ বঞ্চিত।

বাংলা আজ খাদ্যাভাবে জর্জ্জর। দেশের যে নেতার আহ্বানে বাংলার এই ক্ষুধা দূর করিবার জন্য সমস্ত দেশবাসী, সমস্ত বাংলাবাসী এক হইতে পারিত, তাঁর কণ্ঠ আজ কারার অন্তরালে নিরুদ্ধ।

কংগ্রেসের নাম করিয়া যখন দেশদ্রোহীর দল দেশে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে, তখন কংগ্রেসের আদর্শে শিক্ষা অক্ষুন্ন রাখিবার সব চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি যিনি, তিনি কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসারিত। স্বাধীনতার নামে যখন জাপানের হাতে দেশকে তুলিয়া দিবার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলিতেছে, তখন সেই ষড়যন্ত্রকে চুরমার করিয়া-যিনি দেশবাসীকে ফ্যাসিষ্ট-বিরোধের পথে, দেশরক্ষার পথে, স্বাধীনতার পথে আগুয়ান করিতে পারিতেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই দক্ষ সেনাপতি আজ আমাদের ভিতর নাই। আমলাতন্ত্র তাঁকে আইন ও শৃঙ্খলার নামে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

এ লজ্জা আমাদেরই। আমরাই তাঁকে মুক্ত করিতে পারি নাই। আমরাই তাঁর মুক্তির জন্য সমস্ত দেশবাসীকে, কংগ্রেসসেবী ও লীগভক্তকে এক করিতে পারি নাই। দেশের সংকট আরো বাড়াইয়া যারা তাঁর বন্দিত্বকে কায়েম করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাদের আমরা নিষ্ক্রিয় করিয়া দিতে পারি নাই।

এ লজ্জা আমাদেরই ঘুচাইতে হইবে।

জেলের মধ্যে তিনি দেশের দুর্দ্দশায় ব্যাকুল হইয়া প্রাণবলি দিতে বসিয়াছিলেন, আর আমরা, তাঁর অনুগামীরা, এই দুর্দ্দশা যুগাইতে সকলে এক হইতে পারিব না? জেলের মধ্য হইতে তিনি লীগের সঙ্গে মীমাংসার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, আর আমরা কোটী কোটী দেশবাসী বাইরে থাকিয়া কংগ্রেস-লীগ মীমাংসার পথ প্রস্তুত করিব না? জেলের মধ্য হইতে তিনি বাংলার খাদ্য-সমস্যা ঘুচাইবার জন্য সাধ্য মত করিতে চাহিয়াছেন, আর আমরা চোখের সামনে অনাহার ও মৃত্যু দেখিয়াও খাদ্যাভাব ঘুচাইতে সকলে মিলিতে পারিব না?

নিশ্চয়ই পারিব। এবং এই কাজের মধ্য দিয়াই সম্মিলিত জনগণের শক্তিতে আমরা গান্ধীজীকে মুক্ত করিব।

বাংলার সাহায্যে বিলাতে রিলিফ কমিটী

বাংলার এই চরম খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য ইংলণ্ড, আমেরিকা, কানাডা অষ্ট্রেলিয়া সর্ব্বত্রই জনসাধারণ আগাইয়া আসিতেছে।

বিলাতে ভারত রিলিফ কমিটি নামে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটির সভাপতি হইয়াছেন পার্লিয়ামেন্টের মেম্বর ক্লিমেণ্ট ডেভিস। কমিটির সহকারী সভাপতি হইয়াছেন সাইলিন পর্ণডাইক প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিক নাগরিকা। কার্য্যকরী কমিটির সভাপতি হইয়াছেন কৃষ্ণ মেনন।

কমিটির ভিতরে আছেন লিবারেল দলের পার্লিয়ামেন্ট সদস্য উইলফ্রিড রবার্টস্, লেবার পার্টির সোরেনসেন, ডবি, প্রভৃতি।

ভারতের খাদ্যসংকটের তীব্রতা সম্বন্ধে বিলাতের জনমতকে জাগ্রত করা ও গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য দানে টানিয়া নামানই হইবে কমিটির কাজ।

বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের যে খাদ্যশস্য মজুদ আছে তাহা হইতে ভারতে সাহায্য পাঠাইবার জন্য ও যথোপযুক্ত জাহাজের ব্যবস্থা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইবে।

গ্লাসগো, ম্যাঞ্চেষ্টার ও বার্মিংহামেও কমিটির শাখা খোলা হইয়াছে।

"ক্ষুধিতের সেবায় সাহায্য করুন"

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের শেষ বাণী

প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসেবী, বরেণ্য নেতা শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে আমরা গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছি। আজীবন তিনি দেশের ও দশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। শেষ জীবনে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়াও তিনি বাংলার এই ভয়াবহ অবস্থা দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারেন নাই। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগেও তিনি 'জনরক্ষা সমিতি' ও 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির' অন্নদান সেবার কাজে সাহায্য করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের এই শেষ আহ্বান দেশবাসী ভুলিবে না। ক্ষুধিত বাংলাকে বাঁচাইতেই হইবে।

★

বাংলাদেশ আজ যে ভীষণ খাদ্যসংকটের ভিতর দিয়া চলিয়াছে, এত বড় সংকট ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর আর কখনও হয় নাই। বাংলার প্রত্যেকটি পরিবার, বাংলার প্রত্যেকটি বাড়ীঘর আজ বিলুপ্ত হইবার উপক্রম। কতলোক মরিতেছে, কতলোক দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, আর হাজারে হাজারে ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়াছে। কলিকাতার পথে যে সব লোক ঘর ছাড়া হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাহাদের এক হিসাব লওয়া হইয়াছে। এই হিসাবে দেখা যায় যে উদ্বাস্তুদের মধ্যে শত করা ৪৭·২ জন কৃষি মজুর, ২৫ জন কৃষক এবং বাদবাকি অন্য লোক। ইহাদের মধ্যে শতকরা ২৪·৪ জনের পরিবার ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ কি? বাংলার অমূল্য ভ্রমসম্পদ সংকটের চাপে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। যদি অবিলম্বে ইহাদের নিজ নিজ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করা না যায় তাহা হইলে এবারকার আমন ফসল কাটিবার মত মজুর জুটিবে না, আগামী বৎসরও শস্য বপণ হইবে না। গ্রামে গ্রামে অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে ভীষণ কলেরা ও মহামারী এই সমস্তাই গুরুতর করিয়া তুলিতেছে। এ বৎসর এই মুহূর্তে সংকট দূর না করিতে পারার অর্থ আগামী বৎসর সংকট নূতন ভাবে আরও গুরুতর মূর্ত্তি লইয়া দেখা দিবে।

এই সংকট কেন?

কিন্তু বিপদের কথা এই যে সংকট দূর করিবার জন্য দেশভক্তদের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা নাই, আছে শুধু ইহার কারণ লইয়া উন্মত্ত গবেষণা এবং দোষ কাহার সেই কথা লইয়া দলাদলি। এমেরী সাহেব রায় দিয়াছেন দোষ বাংলার জন-প্রতিনিধি মন্ত্রীমণ্ডলীর যাহারা সুব্যবস্থা করিতে পারে নাই এবং কৃষকদের যাহারা ধান চাউল আট্‌কাইয়া রাখিয়াছে! হক শ্যামাপ্রসাদ চীৎকার করিতেছেন মন্ত্রীমণ্ডলীই যত নষ্টের গোড়া উহাদের তাড়াও সব ঠিক হইয়া যাইবে। হক সাহেব ও শ্যামাপ্রসাদ বাবুর মন্ত্রীবিরোধী অভিযানের সুযোগ লইয়া সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিরা (এমেরী ও ওয়াট্ সন) বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে বাংলার খাদ্য সংকটের জন্য দায়ী নির্ব্বাচিত আইন সভা। আসল অপরাধী কেন্দ্রীয় আম্‌লাতন্ত্রকে তাঁহারা বেকসুর খালাস দিয়াছেন। এক বছর আগে যখন খাদ্য সংকটের সূচনা দেখা দেয় তখন হইতেই কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র এবং কেন্দ্রীয় আম্‌লাতন্ত্রের নির্দ্দেশে পরিচালিত প্রাদেশিক আম্‌লাতন্ত্র অন্বয় সঙ্গীন্ করিয়া তুলিয়াছে। তাহারাই সময় মত বাংলায় বাহির হইতে শস্য আমদানিতে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। বাহির হইতে আমদানি বস্তু বন্ধ হওয়ায় ভিতরে মজুতদারেরা মজুত করিবার সুযোগ পাইয়াছে। আম্‌লাতন্ত্র জানিত যে বাংলায় ঘাট্‌তি আছে তথাপি সময় মত রেশানিংএর পরিকল্পনা করে নাই। আম্‌লাতন্ত্রই গত মার্চ্চ মাসে মূল্য নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিয়া চাউলের মণ ত্রিশ টাকাতে ঠেলিয়া তুলে। আমলাতন্ত্রই খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় জনগণের সহযোগিতা গ্রহণ করিতে বাধা দেয় এবং তাহার ফলেই মজুতদারদের সুবিধা হয়।

খাদ্য সংকটের জন্য প্রধান অপরাধী—নির্ব্বাচিত মন্ত্রীমণ্ডলী নয়, সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্র।

মজুতদারের কারসাজি

সময় থাকিতে ঘাটতি পূরণ করিতে অস্বীকার করিয়া আমলাতন্ত্র বাঙ্গালীদের অসহায়ভাবে মজুতদারের কবলে ঠেলিয়া দিয়াছে। দেশে ঘাটতি আছে মজুত নাই, একথা বলিয়া লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীকে দোষ [illegible] শ্যামাপ্রসাদ-পন্থীদের একটা [illegible] ২৩নং ডিক্সন লেন, কা[illegible] সরবরাহের জন্য [illegible]

কিন্তু এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে আউস ধান ফলিয়াছে অন্ততঃ ৬ কোটি মণ, অর্থাৎ তাহা হইতে পাইব অন্ততঃ ৩ কোটি মণ চাউল। এই চাউল স্বাভাবিক ভাবে বাজারে আসিলে সংকটের অনেক লাঘব হয়। অথচ আগষ্ট মাসের শেষে মূল্য নিয়ন্ত্রণ হইবার পর কোথাও চাউল নাই। কাজেই মজুতদারদের হাতে চাউল নিশ্চয়ই আছে।

সরকারের হাতে কতটা এখন মজুত আছে তাহা আমরা জানি না, সরকারের কর্ত্তব্য সে তথ্য বাহির করা, তাহা হইলে মজুতদারের কারসাজি ভালভাবে ধরা পড়িবে। আমাদের অনুমান সরকারের হাতে যাহা আছে তাহা কয়েক লক্ষ মণ মাত্র হইবে। সরকারের এই সামান্য মজুত হইতেই কন্‌ট্রোলের দোকান এবং মিলিফ কিচেন চালানো হইতেছে। বাংলায় মজুতদারদের হাতে যে চাউল আছে তাহা কন্‌ট্রোল দামে কেনা বেচার জন্য বাহির করা মনুষ্যত্বের খাতিরে, স্বদেশ সেবার খাতিরে প্রত্যেক বাঙ্গালীর জাতীয় কর্ত্তব্য। বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালীকে উপবাসী রাখিয়া চাউল মজুত করিয়া বসিয়া থাকে তাহা হইলে পাঞ্জাবীর কাছে কিংবা উড়িয়ার কাছে আমাদের দাবী টিকিবে কেন?

বাংলাকে বাঁচাও

"ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্ন পান"

লোভী মজুতদার আজ নানাভাবে সংকট সমাধানের ব্যবস্থা পণ্ড করিতেছে। মজুতবিরোধী অভিযানের সময় তাহারা ধান চাউল সরাইয়া লইয়া মফঃস্বল জেলাগুলিকে একেবারে রিক্ত করিয়া দিয়াছে। সরকারী এজেন্ট যখন ধান চাউল কিনিতে বাহির হয় তখন তাহারা দর চড়াইয়া সরকারী এজেন্টের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া কিনিয়া ফেলে। এমনি ভাবে তাহারা সরকারের আউষ ধান কেনা পণ্ড করিয়াছে, এই ভাবেই তাহারা আমন ধান কেনা পণ্ড করিবার চেষ্টায় আছে। ইহাদের চক্রান্তে যেমন সরকারী এজেন্টরা কিনিতে পারে না তেমনি সাধু ব্যবসারীরাও কিনিতে পারে না। ইহারই ফলে মিলিফ কেন্দ্রে এবং কন্‌ট্রোলের দোকানে চাউল জোটে না। ইহারই জন্য রেশনিংএর ব্যবস্থাও চালু হইতে পারে না। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থ করিবার জন্য তাহারা বাজার হইতে ধান চাউল একেবারে সরাইয়া ফেলিয়াছে। মুনাফার লোভে এই মজুতদারেরা বাঙ্গালীর কষ্টের দিন এবং মৃত্যুর সংখ্যা বাড়াইতেছে না কি? জিদ করিয়া দাম চড়াইয়া তাহারা পথে পথে ক্ষুধার্ত্তের ভিড় বেশী জমাইতেছে না কি?

মন্ত্রীমণ্ডলীর নীতি

সরকারের হাতে খাদ্য শস্যের পুঁজি অতি সামান্য, সরকার সারা বাংলায় রেশনিং চালু করিতে অক্ষম, এবং মজুতদের উক্তি হইতে জানা যায় যে সরকারী এজেন্টরা আউষ ধানও কিনিতে পাইতেছে না। এ অবস্থা কেন হয়? মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং আউষ ধান কিনিবার স্কীম করিবার জন্য মন্ত্রীমণ্ডলী যে প্রেস কনফারেন্স ডাকিয়াছিলেন তাহাতে কমিউনিষ্ট প্রতিনিধিদের অন্যতম প্রস্তাব ছিল —প্রত্যেক এলাকায় খাদ্য কমিটির মারফৎ সরকারী এজেন্টরা ফসল কিনুক। খাদ্য কমিটি ঠিক করিয়া দিবে সেই অঞ্চল হইতে কত ধান কেনা চলিতে পারে, সেই অঞ্চলে দোকান খুলিয়া কত বিক্রী করা উচিত এবং উদ্বৃত্ত থাকিলে অন্য অঞ্চলের জন্য কত লওয়া চলিতে পারে। সরকার কর্ত্তৃক ফসল কেনা বেচার মূলনীতি হওয়া উচিত, যে অঞ্চল হইতে ফসল যাতা পায় সমস্তই কিনিয়া অন্য জায়গার জন্য লইয়া আসে অথবা পরে সরবরাহ করার জন্য আপাততঃ আটক করিয়া রাখে তাহা হইলে বাড়তি অঞ্চলও যে এখন ঘাটতির অঞ্চল হইয়া দাঁড়ায়।

আমলাতন্ত্রের চাপে মন্ত্রীমণ্ডলী জনগণের খাদ্য কমিটির সহযোগিতা নেন নাই এবং বিরোধী দলের আক্রমণের ফলে তাঁহারা ব্যবসায়ীদের সাথে রফা করিবার জন্য ব্যস্ত। ইহার নূতন এক প্রমাণ কলিকাতার কনট্রোল দোকানের ব্যবস্থা। নিয়ম হইয়াছে যে ৪০০ দোকানের তত্ত্বাবধানের ভার থাকিবে ২০ জন পাইকারী বিক্রেতার উপর। তাহাদের মারফতই সরকার দোকানগুলিকে সরবরাহ করিবেন। যে জনরক্ষা কমিটি গত এক বছর ধরিয়া মজুত ধরিতেছে এবং কনট্রোল দোকানের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে সেই জনরক্ষা কমিটিও ঠাঁই পাইল না।

আগামী সংখ্যা বন্ধ

পূজার ছুটিতে প্রেস বন্ধ থাকার জন্য আগামী সংখ্যা 'জনযুদ্ধ' বাহির হইবে না। পরবর্ত্তী সংখ্যা বাহির হইবে ২০শে অক্টোবর।

অথচ এই মন্ত্রীমণ্ডলীই জুন মাসে জনগণের খাদ্য কমিটি গড়িয়া মজুতবিরোধী অভিযান আরম্ভ করিয়াছিল, এই মন্ত্রীমণ্ডলীই ব্যক্তি স্বাধীনতা বাড়াইয়াছে। আজ মন্ত্রীমণ্ডলীকে আমলাতন্ত্র এবং মজুতদারের প্রভাবের মধ্যে ঠেলিয়া দিল কে? [illegible] এবং শ্যামাপ্রসাদ। নিছক বিরোধীতা, [illegible] আক্রমণ, সরকারের কাছে কিছু বিক্রী করিবার জন্য দেশবাসীকে উত্তেজিত করা, ভেদের বিষ ছড়াইয়া সংকট সমাধান অসম্ভব করা—ইহাই হইল হক এবং শ্যামাপ্রসাদের নীতি। এই নীতি আমলাতন্ত্র এবং মজুতদারদের ক্ষমতা বাড়াইয়াছে। মন্ত্রীমণ্ডলীকে তাহাদেরই প্রভাবের মধ্যে ঠেলিয়া [illegible] লক্ষশতকরা মন্ত্রীমণ্ডলীকে আক্রমণ করেন কিন্তু হক শ্যামাপ্রসাদের আন্দোলনের ফলে যে সংকট দূর হয় না সংকট [illegible] গুরুতর হয় তাহা কি তাঁহারা বুঝিতে অক্ষম?

ভেদ এবং দলাদলিই আজ [illegible] সমাধানের পথে বাধা। মজুতদার পিছনে [illegible] অত্যন্ত ওস্তাদের মত এই ভেদাভেদের [illegible] হইতে মজা লুটিতেছে। জাতীয় ঐক্যই [illegible] সমাধানের একমাত্র পথ।

দেশবাসীর দাবী ও কর্ত্তব্য

মজুত বাহির হইতেছে না বলিয়াই মজুতদারের কারসাজি ব্যর্থ করিবার জন্য আগামী দুই মাসে বাংলার বাহির হইতে অন্ততঃ এক কোটি মণ চাউল ও গম আমদানি করিতে হইবে। সরকারী সরবরাহ বিভাগকে পাইকারী মজুতদারদের প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে হইবে। অবিলম্বে প্রত্যেক সহরে রেশনিং চালু করিতে হইবে। মফঃস্বলের প্রত্যেক এলাকায় সরবরাহের জন্য সরকারী দোকান খুলিতে হইবে, সরকারী এজেন্টরা যে অঞ্চলে যাহা কিনিবেন সেইঅঞ্চলের সরকারী দোকানে তাহা বিক্রয় করুন, ঐ অঞ্চল যদি বাড়তি অঞ্চল হয় তাহা হইলে উক্ত অংশ ঘাটতি অঞ্চলে পাঠান। ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে খাদ্যকমিটির সহযোগিতা গ্রহণ করুন। বেনামী ভাবে শুধু কিনিয়া মজুত করিয়া রাখিলে চলিবে না, তাহাতে বাড়তি অঞ্চলও অভাবগ্রস্ত হইবে এবং লোকে ভয়ে মজুত ছাড়িবে না।

দেশবাসীর কর্ত্তব্য শুধু দাবী করিয়া বসিয়া থাকা নয়। মজুতদারের মজুত আবিষ্কার করা আমাদেরই কর্ত্তব্য। যেমন রিলিফ কিচেন চালানো আজ আমরা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া [illegible] পারিয়াছি, তেমনি সরকারী এজেন্টের কাছে চাউল বিক্রী করা এবং করানো আমাদেরই কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। নদীয়া কৃষক এবং খুলনা জোতদার যদি সরকারী এজেন্টের কাছে ধান বিক্রী না করে তাহা হইলে ফরিদপুরে বর্দ্ধমানে কিংবা মেদিনীপুরে কনট্রোলের দোকান চলিবে না—সেখানকার হাজার হাজার লোকেরা খাইয়া মরিবে। আজ নদীয়া যদি বর্দ্ধমানকে না খাওয়ায় তাহা হইলে পাঞ্জাব কেন বাংলাকে খাওয়াইবে?

বাংলার প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক ইউনিয়নে ইউনিয়নে জনগণের খাদ্য সমাবেশ হউক। খাদ্য সমাবেশের এক অঙ্গ হইবে এবং আমদানি, সরবরাহ এবং রেশনিং প্রভৃতি দাবী করা। অন্য কাজ হইবে সেই গ্রাম এবং সেই ইউনিয়নের জনগণকে নিজেদের সংকট নিজেরা দূর করিতে উৎসাহিত করা। যে যার নিজের জন্য না দাঁড়াইয়া প্রত্যেকে পরের জন্য দাঁড়াও, সংকটের সম্মুখীন তাহাতে দূর হইবে। আমাদের ইউনিয়নে আমরা মা-বোনদের অন্য এলাকায় গিয়া পথে দাঁড়াইতে দিব না, আমাদের ইউনিয়নে যাহার যতটুকু ধান চাউল আছে তাহা এই অঞ্চলের সকলে ভাগ করিয়া খাইব, যদি কষ্ট থাকে তবে অন্য অঞ্চলের জন্য পাঠাইব। সরকারী এজেন্ট কিংবা কৃষকসমিতির অনুমোদিত সাধু ব্যবসায়ী—ইহাদেরই কাছে বিক্রী করিলে ঘাটতি এলাকার লোকে পাইবে, রেশনিং চালু করাও সরকারের পক্ষে সম্ভব হইবে। সবাই মিলিয়া লোভী কৃপণ মজুতদারকে ধরিব যেন আমাদের বাজারে তাহারা পাত্তা না পায়। আমাদের এলাকায় আমাদের সর্ব্বসাধারণের ঐক্য আমরা অটুট রাখিব। এই প্রতিজ্ঞাই হউক প্রত্যেকটি খাদ্য সমাবেশে সহস্র সহস্র নরনারীর সমবেত প্রতিজ্ঞা। এই প্রতিজ্ঞা কাজে পরিণত হইলে সংকট নিশ্চয়ই দূর হইবে।

ভবানী সেন

দেশপ্রেমিক লোক সংস্কৃতির পতাকা

জনসাধারণের হাতে

[করপোরেশন মজুরের সংস্কৃতি স্কোয়াড]

জনবহুল বউবাজার ষ্ট্রীটে সেদিন সাড়া পড়িয়া গেল। দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষিত নরনারীর মুখের অন্ন, পরনের বস্ত্র যোগাইবার জন্য জনরক্ষা ও আত্মরক্ষা নমিতি যুক্ত মিছিল বাহির করিয়াছে। মিছিল তো কলিকাতা সহরে কত বাহির হয়, দেখিয়া শুনিয়া গা সওয়া হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেদিনকার মিছিল আবার যেন নূতন করিয়া মরা গাঙ্গে জোয়ার আনিল। মিছিলের সাথে ছিল গান—"শোন ওরে ও সহর বাসী, শোন কৃষিতের হাহাকার"—"চাইরে অর্থ, চাইরে বস্ত্র, চাইরে অন্নজল"—মুকুন্দদাসের প্রাণস্পর্শী সুরে এ গান শুনিয়া কি কেউ স্থির থাকিতে পারে? দোকানদার, পথচারী, ট্রাম বাস যাত্রী, বাড়ীর মেয়েরা এমন কি ইংরেজ সৈন্য পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিল—আনি, দু'আনি, টাকা, চাল, ডাল, জামা, যার যা সামর্থ অকাতরে দান করিল। অনেকে মিছিলের সাথে সাথে গান করিতে করিতে চলিল, গানের কগজ চাহিয়া নিয়া গেল। সারা মধ্য কলিকাতায় লোকের মুখে মুখে এই গানের মধ্য দিয়া এক নূতন ধরণের দেশপ্রেমিক উৎসাহের সঞ্চার হইল —"দেশরাণী না এগিয়ে এলে দেশ বাচানো বিষম ভার"।

ডিয়ান লেনে ছেলে মেয়েদের লঙ্গরখানা। কিছুদিন আগেও এরা হাসিতে জানিত না, ক্ষুধার তাড়নায় দিশাহারা হইয়া কাঁদিত। আজ তাহারা খাওয়ার পর পরম উৎসাহে গান করে—

"মোরা ছেলে মেয়ে, আসি নেয়ে ধুয়ে
রোজ ক্যান্টিনে যাই, গরম-খিচুড়ী খাই।"

এমনি ভাবে, একদিকে যখন দেশের লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষুধার জ্বালায় ভিক্ষুকে পরিণত হইতেছে, দীর্ঘ দিনের অনাহারে পথে ঘাটে শিয়াল, কুকুরের মত পড়িয়া মরিতেছে, ক্ষুধাতুরা উন্মাদিনী মা ছেলেকে মাটিতে পুতিয়া বা জলে ভাসাইয়া সকল জ্বালার অবসান করিতে চাহিতেছে, এত বড় সঙ্কটের মুখে দেশবাসী হতাশ ও বিহ্বল হইয়া, দুয়ারের শত্রু জাপানকে পর্য্যন্ত ভুলিতে বসিয়াছে, তখন লোকের হতাশা দূর করিয়া আশার আলো দেখাইতে, লক্ষ লক্ষ ক্ষুধাতুর দেশবাসীর মুখের আহার পরণের কাপড় জুগাইবার জন্য মজুত, চাষী নির্ব্বিশেষে দেশের কোটী কোটী জন সাধারণের সুপ্ত দেশভক্তি জাগাইয়া তুলিতে এক নূতন ধরণের নাচ, গান, নাটক ও ছবির আন্দোলন এই দেশেরই মাটীতে দ্রুত বাড়িয়া উঠিতেছে।

হুগলীর কৃষক কমরেড দুলাল রায়, তাঁর এলাকার নাম করা কীর্ত্তনীয়া ও কবি, আবার কৃষক সমিতির একজন নমস্কার কর্ম্মী। তিনি বুঝিয়াছেন দেশের লোকের অতি প্রিয় কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া ফসল বাড়াইবার কথা বলিলে তা লক্ষ লক্ষ কৃষককে অনুপ্রাণিত করিবে। তাই তিনি নূতন কীর্ত্তন বাঁধিয়াছেন—

"ওরে চাষী ভাই!
তোর আশার জো লেগেছে আজ ফসল
বাড়ানো চাই"

জাপানের বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া তিনি রাশিয়ার নজীর দেখাইয়া দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন—

"আজি রাশিয়া নগরে প্রতি ঘরে ঘরে সকলে
সাজিছে রণে।
সারা দুনিয়ার মুক্তি আনিতে সকলে সাজিছে রণে।"

নূতন রূপে কীর্ত্তন আজ হুগলীর হাজার হাজার চাষী ভাইকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে ফসল বাড়াইতে। "মাগুর" "নিমাই সন্ন্যাসের" পাশেই তাহারা কমরেড দুলালের কীর্ত্তনকে স্থান দিয়াছে।

মৈমনসিংহে জারি ও গাজীর পট গ্রাম অঞ্চলের অতি প্রিয় নাচ গান। জারি গানে একজন মূল গায়েন থাকেন আর সকলে গোল হইয়া ঘুরিয়া, নাচিয়া দোহারকী করে। পট গানে ছবি দেখাইয়া গানের মধ্য দিয়া ছবির বিষয় বুঝান হয়। মৈমনসিংহের গ্রাম্য কবি ও কৃষক কর্ম্মী নিবারণ পণ্ডিত এই জারি ও পট গানের ছন্দে চাষীকে ডাক দিয়া খাদ্য-সমস্যা সমাধানের পথ দেখাইয়াছেন।—

—"গেলে হাট বাজারে
গেলে হাট বাজারে, ঘুরে ঘুরে, জিনিষ পাওয়া দায়
চাল মিলেতো ডাল মিলে না প্রায় সব জায়গায়।"
—(পট)

"হারে ও কৃষক ভাই,
চল সবে মিলে জোট বান্ধিয়ে সবারে জানাই
নইলে তো আর বাঁচবার উপায় নাই।"
—(জারি)

"দেশে জাগবে জনগণ কংগ্রেস-লীগ মিলন হইবে
রে এবার"
—(জারি)

তাঁহার ডাক চাষীরা শুনিয়াছেন, হাজারে হাজারে এই গানগুলির ছাপানো বই বিক্রী হইয়াছে, হাটে গঞ্জে সর্ব্বত্র এই গান আজকাল লোক মুখে ফেরে—সারা বাংলায় এই গানগুলি ছড়াইয়াছে। ভারত জোড়া নিবারণ পণ্ডিতের নাম।

দেশ জুড়িয়া বিভিন্ন জেলা হইতে আজ এইরূপ কবি, গায়ক, নাট্যকার ইত্যাদি বাহির হইয়া আসিয়াছেন জনসাধারণ ও দেশকর্ম্মীদের মধ্য হইতে। জন সাধারণের পরিচিত বাউল, ভাটিয়ালী, কীর্ত্তন, কবিগান, জারি, পট ইত্যাদি লোক শিল্পের মধ্য দিয়া তাঁহারা শুনাইতেছেন আশা ও উৎসাহের কথা, হতাশ ও বিহ্বল জনগণের মনে জাগাইতেছেন আত্মবিশ্বাস, লোকের মুখে মুখে ফিরিয়া গানগুলি লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে পৌঁছিতেছে, তাহাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। মৃতপ্রায় লোকশিল্প নবজীবন ফিরিয়া পাইতেছে।

উত্তর বাংলার ভাওয়াইয়া পাঁইত্যালী গান, রাখাল ছেলের, কৃষক যুবকের, নৌকার মাঝির নিত্য সঙ্গী। মুখে মুখে বানাইয়া তাহারা গলা ছাড়িয়া গান ধরে—"ও আমার সোনার বেঁদুয়ারে" কৃষক সমিতির কর্ম্মীরা উৎসাহের সাথে তার নিয়াছেন নিত্য নূতন প্রয়োজনে নূতন নূতন ভাওয়াইয়া, পাঁইত্যালী গান রচনা ও চালু করিয়ার।

বেহুলা, লখীন্দরের কাহিনী লইয়া 'পদ্মপুরাণ' পালা গান শুনিতে হাজার হাজার লোক আসে। রংপুরের কৃষককর্ম্মী পূর্ণ এরূপ একটা দলের অধিকারী—তিনি তার নিয়াছেন, কৃষক জীবন ও খাদ্য ফসল বাড়ানোর উপর নূতন পদ্মপুরাণ বাঁধিবেন ও বিভিন্ন যাত্রাপার 'গান দিবেন'।

হুগলীর কবি ও দেশকর্ম্মী দয়াল কুমারের রচিত কায়ুর মহীদলের উপর প্রাণস্পর্শী পাঁচালী ক্ষুদিরাম কানাইলালের কথা মনে করাইয়া দেয়। এ পাঁচালী শুনিয়া হুগলীর হাজার হাজার লোক চোখের জল ফেলিয়াছেন, অধিবাসীর মনের কালি ধুইয়া গিয়াছে।

ঢাকার জনপ্রিয় বেদে-বেদেনীর নাচ গান, সর্দ্দার বাড়ীর গান, বৈরাগাদের প্রভাতী গান, চাষ পেটানো গান ইত্যাদি আজ উৎপাদন বাড়ানো খাদ্য সমস্যা সমাধান, দেশরক্ষা, প্রভাতফেরীর রূপ লইয়া নূতন ভাবে জাগিয়া উঠিতেছে। হাজার হাজার লোকে এই গানগুলি করিতেছে।

ফরিদপুরের 'নীল' গান, মালদহের 'গম্ভীরা' গান নূতন রূপে হাজার হাজার লোককে দেশপ্রেমের কথা শুনাইতেছে।

এই নূতন নাচ, গানের, আন্দোলনের ঢেউ নাচ গান পাগল সাঁওতালদের মধ্যেও ঢুকিয়াছে। রংপুর জেলায় তাহারা তাহাদের 'দঙ্গ' 'রিএক্সেং' ইত্যাদি নাচ গানের মধ্যে নূতন দেশপ্রেমিক রূপ দিয়া বিভিন্ন নাচগানের দলের মধ্যে প্রতিযোগীতার আয়োজন করিতেছে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়াই তাহারা সমস্ত সাঁওতালকে জাপানী চর ইতালীয় পাদরীদের প্রচারের বিরুদ্ধে এক করিবে, দেশ বাঁচানোর নৈমিক হইবে।

শ্রমিকরাও বসিয়া নাই। তাহাদের মধ্য হইতে আসিয়াছেন চটকল শ্রমিক বিপিন। মুখে মুখে বানাইয়া কবি গান করিতে তাঁহার জুড়ি নাই। চটকল শ্রমিকদের বস্তি, কারখানা, সভা সমিতিতে তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া শুনাইতেছেন—

লেখক :—বিনয় রায়

"মেরে চটকলকে ভিতর
ক্যা ক্যা হোতা হায় দিন ভর—"

চটকল শ্রমিকদের তিনি শুনাইতেছেন কারখানার বে-বন্দোবস্তির কথা, ইউনিয়নের কথা, অধিক মাল উৎপাদন করিয়া দেশকে বাঁচানোর কথা। তাহাদেরই সহকর্ম্মী বিপদের গুণপনায় চটকল শ্রমিক গর্ব্ব অনুভব করে। বিপদ তাহাদের অতি প্রিয় ঘরোয়া কবি।

ট্রাম শ্রমিক ও ইউনিয়নের নেতা দশরথলাল ও চতুর আলী নূতন দেশপ্রেমের তুফান তুলিয়াছেন, হিন্দুস্থানীদের অতি প্রিয় 'কাজরী' গানের মধ্য দিয়া—

"লাল ঝণ্ডা তুম সে কহ্‌তা হায় পুকার
ভাইয়া মজদুরোঁ
দেশকে রক্ষা করো সভি হুববার ভাইয়া
মজদুরোঁ।"

অথবা—

"অইলে ফ্রাঙ্কিকে জমনওয়া, কামোরা
ভটকে কর'বই না"

ঢোলক, খঞ্জনীর সাথে উৎপাদন বাড়ানোর এই গানগুলি সমস্ত শ্রমিকের মনোহরণ করিয়াছে—হাজারে হাজারে তাঁহারা হাততালি দিয়া এই দেশপ্রেমিক গানগুলি করেন দশরথ চতুরআলী সাথে।

'কাওয়ালী' দলের হাওড়ার, শ্রমিক-কবি আলী হুসেনের উৎপাদন বাড়ানোর গান এক নতুন দেশাত্মবোধের সৃষ্টি করিয়াছে—

"খতরেমে হমারা গুলসন হ্যায়,
শিরপর জাপানী দুষমন হ্যায়
কুরবানে বতন, তন-মন-ধন হ্যায়,
হম সৈনাবার বড়াওঙ্গে।"

এ গান শুনিয়া নেহাৎ পিষিয়ে পড়া শ্রমিকও উৎপাদন বাড়ানোর দেশপ্রেমিকতায় অভিভূত হয়। উৎপাদন বাড়াইয়া দেশরক্ষার কাজে শ্রমিক শ্রেণীর সামনে আদর্শ হইল সোভিয়েটে ও তাহার লাল ফৌজ। সমঝদার শ্রমিক মহম্মদ এরশাদ তাই 'কাজরী' গেয়ে সোভিয়েটকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন—

ষ্টালিনগ্রাড কী কহানী, সব কো ইয়াদ হ্যায় জো বাণী খানা মিলে না হরগিজ পানী, দেশকী রক্ষা করণা থা।"

মিশালে ইষ্টালিন গ্রাড, কয়েদে দুষমন কো বরবাদ
ইসিসে হোঙ্গে হম আজাদ, হম ইয়ে ওয়াদা
করতে হ্যাঁয়।

করপোরেশন শ্রমিকরা কলিকাতাকে চালু রাখিবার প্রতিজ্ঞা নিয়াছে। ঝাড়ু, খুরুপ নিয়া নাচ গানের মধ্য দিয়া তাহারা সমস্ত শ্রমিককে উদ্বুদ্ধ করিতেছে, বিভিন্ন এলাকায় তাহারা এইরূপ নাচগানের দল গড়িয়া তুলিতেছে।

শুধু গানই নয় মেটিয়া বুরুজের শ্রমিক কর্ম্মী গুরুদাস পাল, উৎপাদনের উপর নাটক লিখিয়াছেন এবং স্থানীয় শ্রমিকেরাই এই নাটক করিয়াছেন। ফলে এলাকায় সমস্ত শ্রমিক আজ ইউনিয়ন ও উৎপাদন বাড়ানোর নীতি পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়াছেন।

এমনি করিয়া চৈতন্যদেব রবীন্দ্রনাথ, ডি, এল, রায়, রজনী সেনের সোনার বাংলার বুকে আবার নূতন এক সংস্কৃতির স্পন্দন জাগিয়া উঠিতেছে। বিভিন্ন জেলার বহুমুখী লোকশিল্প আশার আলোকে আসিয়া আবার জীবন্ত হইয়া উঠিতেছে। শ্রমিক কৃষক, সাধারণ দেশকর্ম্মীদের মধ্য হইতে বিভিন্ন ধরণের নূতন নূতন শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক বাহির হইতেছে। লোকশিল্পের বিরাট বৈচিত্র ও তাহার সহিত সরল দেশপ্রেমের নূতন জোয়ার শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি শিল্পী ও সাহিত্যিককেও নাড়া দিয়াছে। বিখ্যাত নট ও নাট্যকার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য লিখিতেছেন সাধারণ গ্রাম্য জীবনের হিন্দু মুসলীম সমস্যা নিয়া নাটক, কলিকাতার ট্রাম শ্রমিকেরা, শ্রমিক সম্মেলনে সেই নাটক করিতেছে, বাংলার শিল্পী এবং সাহিত্যিকরা জেলায় জেলায় ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্প সঙ্ঘ গড়িয়া, জনসাধারণের উপযোগী গান, নাটক, ছবি ইত্যাদি সৃষ্টি করিতেছেন। নিজেরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া লোকশিল্পের বিভিন্ন রূপ, জনসাধারণের জীবনযাত্রা প্রণালী ও নানা সমস্যার সহিত পরিচিত হইতেছেন।

আজিকার গণ সংস্কৃতি আন্দোলন এই উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই ভিত্তি স্থাপন করিতেছে।

[ট্রাম [illegible]রের সংস্কৃতি স্কোয়াড]

কাটা পা

লেখক :—
সরোজ মুখার্জী

উঃ, এত গরম! পুড়িয়ে মারতে চাও নাকি?

বিন্দু অন্যমনস্ক। আস্তে আস্তে গরম জলের বাটীতে পাদা পাদা পাউডার ঢালিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

মাখন ছেঁড়া কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ গুটাইতে লাগিল। সেই কতদিন আগে বোমার আগুনে তাহার ডান পা পুড়িয়া গিয়াছিল। এখনও প্রতিদিন তাহাকে ধুইতে হয়, নিজে নিজেই ব্যাণ্ডেজ লাগাইতে হয়। ইউনিয়নের ডাক্তার বলিয়া দিয়াছেন প্রত্যেকদিন তাহাকে এই কাজটী করিতেই হইবে।

তাহার পায়ে পচা ঘা। তাহা বলিয়া তাহার রোজকার কাজের পরিমাণ যে কমিয়াছে তাহা নহে। আগে যাহা করিত সে সমস্তই তো এখন করেই। উপরন্তু যে লাঠিটা তাহার সাথী হইয়াছে তাহাতে যত্ন করিয়া তেল মাখানো এবং প্রতিদিন ঠিক নির্দ্দিষ্ট কায়দায় ঘা ধোওয়া ও ব্যাণ্ডেজ করা এই দুইটী কাজ তাহার বাড়িয়াছে।

চারিটা বাজিবামাত্র ইউনিয়নের অফিসে আসিয়া সেই দশ বছরের পুরাতন টুলটির উপর সে বসিয়া পড়ে। কত নূতন নূতন মজুর আসিয়া তাহাকে দেখে আর প্রশ্ন করে—এর হরজানার কি হল? ইহাদের হতাশার সুর বদলাইয়া দিয়া মাখন উত্তর দেয়—হরজানা আদায়ের কোর্টে ইউনিয়নের লোক তো রোজই দৌড়াদৌড়ি করছে, তবুও কোর্ট কিছু করল না। তাতে কি হয়েছে? আমাদের কাজ কি বন্ধ হয়ে গেছে! আমরা যা চাইব তাই যদি সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাব তাহলে আর আমাদের এত কাণ্ড করার দরকার কি ছিল? তাহলে তো বুঝতে হবে এই সব কোর্ট, কানুন, কারখানা সবই আমাদের আর তার ব্যবস্থা আমাদেরই হাতে? তা তো এখনো হয় নি। তারই চেষ্টা চলছে আর তা দেরী হচ্ছে, এই তোমাদের জন্যেই। তোমাদের সে উৎসাহ কই? তোমার লাইনের সবাইকে এই কাজে নামাতে পেরেছ? কথা মত কাজ চাও আর তা করবার বেলায় ইউনিয়নের ওই কানাই আর দশরথ আছে, না!

মাখনের প্রত্যেকটা কথা অতিশয় ঝাঁঝাল। অথচ সব মজুর তাহার কথা মন দিয়া শুনে। আশ্চর্য্য তাহার বলার ভঙ্গী।

ইউনিয়নের দপ্তর হইতে যখন সে বস্তীতে ফিরিয়া যায় তখন দশটা বাজিয়া যায়। তবুও বিন্দু ফিরিয়া আসে না। রহমানদের আড্ডায় কি যে এত গল্প হয় তা সেই জানে। আরে মেয়েদের লইয়া এত কি আলোচনা? নিজেরা তো ইউনিয়নের কাজ কত করে আবার মেয়েদের গল্প শুনাইয়া দলে টানিবে? নিজেরা কর আগে দেখি, তাহার পর অন্য কথা। ইত্যাদি কত কি সে ভাবিতেছে।

* * * *

আজও ঠিক তাহাই। গির্জার ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিয়া গেল। বিন্দু আর আসে না।

৫নং বস্তীর আট দশ জন বাচ্চা ছেলেমেয়ে মাখন কাকার দাওয়ায় আসিয়া হাজির। প্রত্যেকের হাতে এক একটি টিনের বাক্স। ইউনিয়ন হইতে ফিরিয়া আসিয়াও মাখনের বিশ্রাম নাই। এই বস্তীতেই দুইদের খাওয়াইবার একটী লঙ্গরখানা। মজুরদের পয়সাতেই তাহা চলে। রিলিফের চাঁদার হিসাব মাখনকেই রাখিতে হয়। সে এক একটী খাদ্য পুলিয়া পয়সার হিসাব লইতেছে আর যাহার বেশী আদায় হইয়াছে তাহাকে কত কি বলিয়া তারিফ করিতেছে। কাহাকে বলিতেছে, তুমি আসল মজদুর বাচ্চা, আবার কাহাকেও বলিতেছে, তুমি রুশ মুলুকের ছেলেদের সমান। মাঝে মাঝে ঘায়ের যন্ত্রণা বাড়ায় জন্য নিজের বাঁ হাতখানি পায়ে বুলাইতেছে। এমন সময় হঠাৎ বিন্দু আসিয়া বলিল, আমি রহমানদের বাড়ীতেই রাতের খাওয়াটা সেরে এসেছি। আজ আর চাল পাওয়া যায় নি। শুধু আটা দিয়েছে। অষ্টচ নিয়ম আছে ৫ সের চাল বা ৫ সের আটা দেবে। চাল চাহিলাম, বল্লে চাল নেই, আটা নেবে তো নাও। কি আর করি আটাই এনেছি। তোমার জন্যে তাড়াতাড়ি দুখানা রুটী করে দিই আর ওবেলার ডাল একটু আছে। তাই দিয়ে তোমার একলার বেশ হয়ে যাবে। কি করি বল? এত সব বলছ, করছ, কই কারখানার বাবুরা তো মোটেই এসবের কিছুই করছে না! কিছুই হবে না, দেখছি।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মাখন বলিল, খামো, খুব হয়েছে, এই সব বুঝি রহমানের শিক্ষা? রহমান তাহলে ইউনিয়নের কাজ খুব বুঝেছে দেখছি? হুঁ!

রুটীর শেষ টুকরাটী মুখে পুরিবামাত্র পাশের বস্তী হইতে তিনজন জোয়ান মজুর দৌড়াইয়া আসিল। এক সঙ্গে সকলে মিলিয়া বলিয়া উঠিল, মাখনদা, শুনেছ বিপিন কি বলছে?

—কি বলছে?

—সে বলছে, এই দেখ আমাদের মাখন বোমার ঘায়ে পঙ্গু হয়ে গেল, তবুও মালিকরা তাকে হরজানা দেয় নি। তার পর দেখ মাগ্‌গী ভাতা মাত্র ৫৲ টাকা আর চাল-ডাল-আটার কি বে-বন্দোবস্ত। লোক না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে, আর তোমরা বল, কারখানা চালাও তা নইলে সর্ব্বনাশ। কর্ত্তারা আমাদের বেশ বাগে পেয়েছে। ষ্ট্রাইক না করলে আর কোন উপায় নাই। কাল থেকে সব বন্ধ কর। কেউ কারখানায় যেও না। আর তার কথা শুনে প্রায় সবাই ঠিক করে ফেলেছে যে কাল থেকে কেউ কাজে যাবে না।

শশব্যস্ত হইয়া মাখন উঠিয়া পড়িল। লাঠিখানা হাতে লইল। তাহাদের হাত ধরিয়া দাওয়া হইতে নামিয়া মাখন বলিল, চল তোমাদের বস্তীতে।

তখন বারটা বাজে-বাজে। প্রায় সকলেরই খাওয়া দাওয়া শেষ। মাখন জোর গলায় বলিয়া উঠিল,—যাকে পাব এই এখানে ডেকে আন।

আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় একশত মজুর সেখানে জুটিয়া গেল। সমস্ত বস্তী হইতেই লোক আসিয়াছে। মাখন বাঁধান উঁচু চিপির উপর জোরে জোরে লাঠিখানি ঠুকিতে ঠুকিতে বলিতে লাগিল,—

বিপিন তোমাদের ষ্ট্রাইক করিতে বলিতেছে, না? এ কথা সত্যি যে আমরা মাগ্‌গী ভাতা উপযুক্ত পরিমাণে পাচ্ছি না। এ কথা সত্যি যে আমরা চাল-আটা নিয়মিত পরিমাণে পাচ্ছি না। কিন্তু ভাই, আমি আগেও ইউনিয়ন করেছি আর আজও করছি। আজকের অবস্থা আগে ছিল না। তখন আমিই তোমাদের বলতাম, চল ষ্ট্রাইক করি, আমায় হরজানা দেয় নি, আমাদের তল্পা বাড়াচ্ছে না। এর প্রতিকার করি। কিন্তু আজও এ সবের প্রতিকার নিশ্চয়ই করব। তবে তার রাস্তা অন্য। মাগ্‌গীভাতা কম, ৪।৫ জনকে বরখাস্ত করেছে কিন্তু তার চেয়েও একটা বড় বিপদের কথা কি ভেবেছ? ওপর থেকে দস্যিরা বোমা ফেলবে, কারখানাকে কারখানা ছারখার হবে, তখন কোথায় কাজ করে মাগ্‌গীভাতা চাইবে? সারা দেশটা আগুনে পুড়বে, গাঁয়ের চাষী, শহরের বাবু সব যে মরবে। তাদের বাঁচাবে কে? তার ওপর, আমাদের কারখানা লোহার কারখানা। একদিন বন্ধ করা মানে যেখানে লড়াই হচ্ছে সেখান থেকে সৈন্যরা হাতিয়ার না পেয়ে পিছিয়ে আসবে। আমি বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, বিপিনের কথায় মেতে তোমরা কারখানায় যাচ্ছ না আর লড়াইএর ময়দান থেকে ইংরেজ, মার্কিণ, গুরখা, পাঞ্জাবী সৈন্যরা ওই পঞ্চাশ মাইল পিছিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে দস্যু সৈন্যরাও পঞ্চাশ মাইল এগিয়ে আসছে। শীঘ্রই তারা আমাদের সীমানায় ঢুকে পড়বে। ওঃ কি বীভৎস সে দৃশ্য। চারিদিকে মৃত্যু, আগুণ আর ধ্বংস। কারখানার কাজ করে আমরা দুনিয়ার মানুষকে বাঁচাই, আর যারা মানুষের শত্রু তাদের ধ্বংসের অস্ত্র আমরাই আজ বানাচ্ছি। আমাদের দেশ, আমাদের কলকারখানা আমরাই বাঁচাব। যত কষ্টই হোক, যত কম তঙ্কাই আজ পাই, কাজ আমরা বন্ধ করব না।

একজন মজুর এমন সময় বলিয়া উঠিল—তা তো হল, কিন্তু আমাদের দিকেও কি বাবুরা কিছুই তাকাবে না?

গম্ভীর স্বরে মাখন জবাব দিল,—বাবুরা তাকাবে? কেন তাকাবে? তাদের কাবু করতে পেরেছে? একপথে সবাই চলতে শিখেছ? এস সবাই এক পথে, আমরা বাবুদের বাধ্য করব। তারাও যে বলে দস্যুদের রুখতে হবে। আর আমরা তা কাজে করে দেখাচ্ছি। তখন আর আমাদের ছাড়া তাদের উপায় থাকবে না যে।

অনেকেই বলিয়া উঠিল,—আমরা কাজে যাব মাখন দা।

* * *

তবুও বিপদ কাটিয়া যায় নাই। ছোটবাবুর দপ্তরে বিপিনকে লইয়া পরামর্শ চলিতেছে। কি মজা দেখ, বাবুরাই আজকাল আবার ষ্ট্রাইক করাইবার যড়যন্ত্র আঁটে। বয়লার ঘরের প্রধান মিস্ত্রীকে তাহারা ঘুষ দিতেছে। তাহাকে শিখাইতেছে, তুই আসিস না তারপর আমরা আর সব ঠিক করে নেব।

কারখানার বাবুদের মধ্যে নানা মত। যাহারা দেশভক্ত তাহারা কারখানা বন্ধ রাখিতে চাহে না। আর যাহারা জাপানের দালাল তাহারা কাজ পণ্ড করিতে নানা মতলব ভাঁজিতেছে।

দলে দলে মজুর কারখানা অভিমুখে ছুটিতেছে। রাস্তার কোণে দুই একজন জাপানী দালাল তাহাদের আটকাইবার চেষ্টা করিতেছে। একজন গেট বন্ধ করিয়া দিতেছে। মাখনের দলের মজুররা জোর করিয়া ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছে। অফিস ঘরে বাবুরা বসিয়া তর্ক করিতেছে। কেহ বলিতেছে, কয়লা নেই, তাই আজ কারখানা বন্ধ রাখা হোক। আবার কেহ বলিতেছে, না না চলুন মশাই চেষ্টা চরিত্র করে কারখানা চালু করা যাক, চলুন সকলে মিলে সরকারের কাছে যাই, একটা ব্যবস্থা হবেই, সরকারও তো চায় কারখানার কাজ চালু থাকুক, মালমশলা যত তৈরী হবে ততই তো লড়াইএ জিতবে।

মাখন বস্তীর ভিতর বসিয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। কি হইল? কারখানা কি সত্যই বন্ধ রহিল? সে নিজে তো বয়লার ঘরের মিস্ত্রী ছিল। দৌড়াইয়া গিয়া দেখিয়া আসিবে না কি? কিন্তু পায়ের যন্ত্রণা তো ক্রমশঃই বাড়িতেছে। তাহাতে কি হয়, সে কারখানা চালাইবেই। দেশের স্বার্থ তাহাকে ডাক দিয়াছে। দেশকে সে বিক্রয় করিতে দিবে না। কি করিয়া সে বাহির হয়। বিন্দু তো বাড়ীতেই থাকে না। কোথায় যে তাহার মন পড়িয়া আছে?

দুপুরবেলায় বসিয়া যে রিক্‌সাওয়ালাকে সে প্রতিদিন দেশের কথা বুঝায় সে ওই যাইতেছে। এমন দিনে সে নিশ্চয়ই বিনা পয়সায় তাহাকে কারখানার গেটে পৌঁছাইয়া দিবে। এই ভরসায় সে বুক বাঁধিল। লক্ষ্মণ রিক্‌সাওয়ালাকে সে ডাকিল। সে মাখনদাকে নিশ্চয়ই পৌঁছাইয়া দিবে।

খোঁড়া পায়ে হাঁটিয়া মাখন গেটের সামনে হংকার দিয়া সকলকে জোর করিয়া ফটক খুলিতে বলিল। গেট দুই ফাঁক হইয়া গেল। মাখন তাহার পায়ে যেন নূতন জোর পাইল। কোন দিক না তাকাইয়া সে বয়লার ঘরে হাজির।

সারা কারখানা কর্ম্মযজ্ঞনে মুখর হইয়া উঠিল।

মাখনের চোখের সামনে স্পষ্ট ছবি ভাসিয়া উঠিতেছে—ভারতপ্রান্তের সৈন্যরা দ্রুত আগাইয়া যাইতেছে আর দস্যু সৈন্যরা পিছন ফিরিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতেছে।

* * *

আজ লাল-সড়কের ধারে বিরাট ময়দানে ইউনিয়নের মিটিং। কি অপরূপ সে দৃশ্য। দামী দামী সুন্দর সামিয়ানা নাই। বড় বড় টেবিলও নাই। তবুও এত সুন্দর সজ্জা কিসে হইল। এত মনোরম সভা তো কোন মিটিংএ দেখা যায় না। হাজার হাজার মাথার কালো চুল, ডুবন্ত সূর্য্যের লাল আভা আর দশ হাত দূরে দূরে লাল নিশান ও হাতে লেখা ছবি পোষ্টার। সারা ময়দানকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। মাঝে মাঝে আবার এক একটি বড় নিশান মাথা উঁচু করিয়া জানাইতেছে—আমরা বীর মজদুর, আমরা দেশভক্ত, আমাদের রক্ত জলকরা মেহনতে দেশ স্বাধীন হইবে। তিন চারিটী খাটিয়া পাশাপাশি মিলাইয়া বক্তাদের বসার জায়গা হইয়াছে।

একদল মজুর গাহিতেছে,
লাল ঝাণ্ডা তুমসে কহতা হুয়, পুকার
ভাইয়ো—

মাখন ভাবিতেছে—এত মেয়ে মজুরকে ইউনিয়নের মিটিংএ কে আনিল? তাহাদেরও প্রাণ আছে, তাহারাও আমাদের মতই কাজ করে, ভাবে। তাহারাও আগাইয়া সামনে আসে। বিপদে আপদে, সুখে দুঃখে তাহারাও তো আমাদেরই সাথে। একসাথে তাহারাও নিশ্চয়ই লড়িবে।

(শেষাংশ ৯এর পাতায় দেখুন)

★

বৃষ্টি তখনও থামে নাই। মাঠের পথ কাদায় পিছল হইয়া উঠিয়াছে। অতি সন্তর্পণে পথ চলিয়াছি। মাঠের ভিতর হইতে কে ডাকিল, "কমরেড, ইনক্লাব!" চমকাইয়া উঠিলাম। তিন বছর আগে দিনাজপুরের মাঠে মাঠে একদিন এই আওয়াজ ছিল। তাহারা দেখি হরেকান্ত লাঙ্গল ছাড়িয়া বজ্রমুষ্টিতে অভিবাদন জানাইতেছে। পথে আরও অনেকের সাথে দেখা হয়—বিনোদ, উপেন, অলিমুদ্দীন, মহেশ। সবাই বজ্রমুষ্টি তুলিয়া অভিনন্দন জানায়।

মনে পড়িয়া যায় তিন বছর আগের কথা। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আমলে ইহারাই হাটে হাটে ভলান্টিয়ার অভিযান চালাইয়াছিল। আওয়াজ তুলিয়াছিল, "কৃষকের তোলা বটি নাই।" ইহাদেরই সাথে সংঘর্ষ বাধিয়াছিল পুলিশের। পুলিশকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক করিয়াছিল ইহারাই। তারপর নবাবগঞ্জে যে নির্ম্মম দমননীতি চলিয়াছিল দিনাজপুরে তাহার তুলনা মিলে না। সেদিন দিনাজপুরে নামিয়াছিল প্রতিক্রিয়ার কালো ছায়া। ভবিষ্যৎ ক্ষণিকের তরে সমীমাথা মনে হইয়াছিল। এই কৃষক যুবকরা সে দিন অনেক অত্যাচার সহিয়াছে, জেল খাটিয়াছে, জরিমানা দিয়াছে। আজ আবার ইহারাই সবার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আগুনে পোড়া খাঁটি সোনা!

ইহারা নিজেরাই গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতি গড়ে। কমিটির মিটিং করে। জিলার রিপোর্ট পাঠায়। নিজেরাই গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রচার করে। খাদ্য কমিটি গড়ে। ফসল বাড়ায়।

ইহাদের ট্রেনিং ক্লাস নিবার জন্যই লালপুরের চলিয়াছি। সুদীর্ঘ তিন বছর পর।

টিনের চালা বাঁধিয়া সাময়িকভাবে স্কুল ঘরটি করা হইয়াছে। কৃষকের বাড়ী। আয়োজন করিয়াছে কৃষক যুবকরাই। ভাঙ্গা কাঠের এক নোটিশ বোর্ড টানানো হইয়াছে। ছোট বড় বাঁকা বাঁকা অক্ষরে তাতে নোটিশ লেখা। বড় একটা লাল নিশান দিয়া ঘেরা শিক্ষকের আসন। বিভিন্ন আয়োজনের জন্য বিভিন্ন কমিটি। কোন হট্টগোল নাই, বৃথা চীৎকার নাই। সুন্দর শৃংখলার সাথে কাজ চলিয়াছে।

ক্লাসে বসিয়াছে প্রৌঢ়, যুবক সবাই। পুরাতন মুখের সাথে অনেক নূতন মুখও মিলিয়াছে। শ্রেষ্ঠকর্ম্মী ইহারা—কৃষকের ছেলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লাস করে, নোট নেয়। প্রশ্ন করে, উত্তর দেয়। সহজ সরল মুখগুলি চিন্তায় গভীর হইয়া উঠে, চোখের মাঝে দেখা দেয় অফুরন্ত জিজ্ঞাসা।...

নিশীথ রাত। ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছি। পাশের ঘরে শোনা যায় অস্ফুট কণ্ঠের কথা। খড়ের বিছানায় শুইয়া কৃষক ছাত্ররা আলাপ করিতেছে। "বলে ফোঁজের চোটটা দেখেছিস্, হিটলারের দিন এবার ফুরালো।" "ফুরাবে না, জানিস্ জার্ম্মানী কার্ল মার্ক্সের দেশ!" "এবার কিন্তু ভাই লড়ায়ের ভেতর দিয়ে দুনিয়ার সব দেশ স্বাধীন হবে।" অবাক হইয়া শুনি। ক্রমে তাদের কথা নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে অস্পষ্ট হইয়া আসে।

সুদূর পল্লীর এক অখ্যাত কোণে ততোধিক অখ্যাত কৃষক যুবক খড়ের বিছানায় শুইয়া স্বপ্ন দেখে "জার্ম্মানী" "কার্ল মার্ক্স" "বিশ্বের স্বাধীনতা"।

ইতিহাসের পাতা হইতে জীর্ণ মলিন কয়েক

কৃষক মেয়েতে বড় উঠানখানি ভরিয়া গিয়াছে। গোবর দিয়া নিকানো পরিষ্কার উঠানখানি। রং বেরঙের মাদুর পাতা। দলে দলে আরও মেয়ে আসিতেছে। প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, যুবতী কেহই বাদ যায় নাই। কিশোর মেয়েরাও আসিয়া জুটিয়াছে। পর্দ্দানশীন মুসলিম মেয়েরাও আসিয়াছে।

সভা সুরু হয়। বুধমনী আগাইয়া আসে।

প্রৌঢ়া বিধবা কৃষক মহিলা। জীবনে অনেক লাঞ্ছনাই সে সহিয়াছে। গরীব কৃষক তারা। দুই বিঘা জমি মাত্র সম্বল। পেট চলে না। পরের জমিতে ভাগ-চাষী। অভাব-অনটনের চাকার তলে জীবনটা যেন গুঁড়াইয়া যায়। রুগ্ন স্বামী সে খাটুনী সহিতে পারে নাই। দশ বছর আগে একদিন চোখ বুজিয়াছে। বুধমনী সেদিন এক হাতে চোখের জল মুছিয়াছে, আর একহাতে ভাগ্যকে দোষারোপ করিয়াছে—ভগবান সংসারে কেন গরীবের জন্ম দেয়!

ইহার পর একদিন গ্রামে কৃষক সমিতির হুজুগ আসে। একমাত্র সন্তান খোকা সমিতির মাঝে নামিয়া পড়ে। কুসংস্কারে মলিন, অজানা-ভয়ে শংকিত মায়ের মন উতলা হইয়া উঠে। খোকার মুখে মা নতুন কথা শোনে, সভা সমিতিতে যোগ দেয়। আন্দোলন মাকেও টানিয়া নামায়।

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
তারার মিছিল
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

প্রৌঢ়া বিধবার চোখের সামনে যেন নতুন জগতের আলো জাগে। মা এমনি করিয়াই কমিউনিষ্ট পার্টির মেম্বর হয়। দিন নাই, রাত নাই, ঘরে ঘরে প্রচার করিয়া বেড়ায়। ভিন্ন গ্রামে যাইয়াও দুই তিন দিন থাকিতে হয়, মেয়েদের বুঝাইতে হয়, সভায় বক্তৃতা দিতে হয়। ঘরে বসিয়া মাতাপুত্রে কত আলোচনা হয়। খোকা অতি কষ্টে 'জনযুদ্ধ' পড়িয়া শোনায়। মা কতক বোঝে, বেশীই বোঝে না। হাজারো প্রশ্ন করে, খোকাই কি সব কথার উত্তর দিতে পারে? তবু বেশ লাগে নতুন জীবন। আগের বেদনাময় দিনগুলি আজ দুঃস্বপ্নের মতই মনে হয়।...

বুধমনীর পর দাঁড়ায় ক্ষান্ত।

ক্ষান্তমনী বয়সে তরুণ। মধ্যবিত্ত কৃষক তারা। খাটুনীর অন্ত নাই, তবু দিন চলে। ছয় বছর আগে একদিন তাহাদেরই বাড়ীতে বসিয়া লালপুর গ্রামের কৃষক সমিতির গোড়া পত্তন হইয়াছিল। স্বামী রূপনারায়ণ সবার আগে সমিতিতে মাথা দিয়াছে। সেই দিন হইতেই এই বাড়ীটাই হইয়াছে গ্রামের জীবন-কেন্দ্র। কতদিন কত কমরেড আসিয়াছে, ক্ষান্তমনীকেই রান্না-বান্না, খাওয়ার সব ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। প্রথমে বিরক্তি বোধ হইত। মনে হইত এ এক আপদ জুটিল। ভয় হইত স্বামীকে ইহারা যেন দূরে টানিয়া নিতেছে। সমিতির কাজে রূপনারায়ণকে কতদিন ভিন্ন গ্রামে কাটাইতে হইয়াছে। ক্ষান্তমনী কত্তা 'যমুনাকে বুকে জড়াইয়া সারা রাত জাগিয়া কাটাইয়াছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছে সমিতির অপদেবতা যেন স্বামীর কাঁধ হইতে নামিয়া যায়। মনে আবার একটু গর্ব্বও বোধ হইয়াছে, স্বামীকে গ্রামের সব কৃষকই ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। সবাই তার কথা মানে। পাঁচ বছরের যমুনাও যেন কেমন আঁকা বাঁকা কথা বলে, বাপের সাথে সভা

কতদিন স্বামীকে সে জিজ্ঞাসা করিয়াছে সমিতির কথা। প্রথমে রূপনারায়ণতো হাসিয়াই উড়াইয়া দিতো—"তোমরা মেয়েমানুষ ওসব বুঝবে না'। বাড়ীতে যে সব বৈঠক-মিটিং হইতে ক্ষান্ত কিন্তু আড়ালে কান পাতিয়া তাহা শুনিত। মনে কত দ্বন্দ্ব, কত তর্কের ঝড় উঠিত। আবার ভালোও লাগিত ইহাদের—এই আত্মভোলা মানুষগুলিকে। ঘরবাড়ী ছাড়িয়া, সুখ সুবিধায় বিসর্জ্জন দিয়া গরীবের জন্য নামিয়াছে। কবে নাকি চাষীদের ঘর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে লক্ষ্মীমন্ত হইয়া উঠিবে। জমিদার-মহাজনের পীড়ন নাকি থাকিবে না। সত্যিই নাকি! ক্ষান্তর মনে বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়।

ক্ষান্তর জীবনে মোড় ঘুরিয়া গেল যেদিন রূপনারায়ণকে পুলিশে ধরিয়া নিয়া গেল। সারাটা দিন সে বসিয়া বসিয়া কাঁদিল। যেদিন সে শুনিল রূপনারায়ণের জেল হইয়া গিয়াছে সে দিন কিন্তু তাহার চোখে জল পড়িল না। তাহার বাড়ীতে বঞ্চিত মানুষের যে নীড় দানা বাঁধিয়াছে, স্বামীর অবর্ত্তমানে সে নিজেই তাহাকে বাঁচাইবে। ক্ষান্তমনি আন্দোলনে নামিল। এই তিন বছর ধরিয়া সে সমিতির সাথে আছে। সভা সমিতি করে, চরকা কাটে, শটি তৈরী করে, শত শত মেয়েকে জাগায়, আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে। আজ সে পার্টির মেম্বর। মেয়ে যমুনাও বড় কম নয়। কিশোর বাহিনীর নেতা সে। ক্ষান্ত আবার নতুন করিয়া সংসার পাতে। লাল সংসার।

মেয়েদের সভা শেষ হইয়া যায়।

একজন কৃষক বধূ সলজ্জ অস্ফুট কণ্ঠে আসিয়া বলে, "কমরেড একবার আমাদের বাড়ী যাবে না?" মনে পড়িয়া যায় পরমেশ্বরের স্ত্রী সে। গোপন আমলে ইউ-জি থাকার সময় এই বধূটি কাজের যে পরিচয় দিয়াছে তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। গোপনে সংবাদ আনা-নেয়া, কমরেডদের লুকাইয়া রাখা, অন্তরের সমস্ত স্নেহ ঢালিয়া আদর যত্ন করা—ইউ-জি জীবনের সে এক পরম সম্পদ। হৈমবতী আজ পার্টির মেম্বর, আত্মরক্ষা সমিতির অক্লান্ত কর্ম্মী। কাজে তার অফুরন্ত উৎসাহ। পরমেশ্বর নিজেও পার্টির মেম্বর। ঘর ও বাহির তাহাদের আজ বাঁধা পড়িয়াছে একই লাল সূত্রে।

প্রৌঢ়া চন্দ্রাবতী আসিয়া অনুযোগের সুরেই বলে, "কমরেড আমাদের কি চিরকালই অন্ধ রাখবে? পড়াশুনা শেখাবার কি ব্যবস্থা করবে? গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে হয়, সবাইকে বুঝাতে হয়। পার্টির কাগজগুলি যদি পড়তে না পারি তো লোককে বুঝাবো কি করে?" চন্দ্রাবতী পার্টির মেম্বর। পার্টি মেয়েদের মনের কথারই প্রতিধ্বনি সে করিয়াছে। শত শত প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা পর্য্যন্ত আজ লেখাপড়া শিখিতে চায়। নতুন জগতের দিশা তাহারা পাইয়াছে—অন্ধকারের বুক চিরিয়া আলোর শিখার তাহারা জীবন উদ্ভাসিত করিতে চায়।.....

পশ্চিমের আকাশে তখন কাঁচা সোনা নদীর জলে ভাসিয়া ভাসিয়া পড়িতেছে। নদীর গা ঘেঁসিয়া লালপুর ডাঙ্গা। দলে দলে কৃষকরা আসিতেছে। ফসল বাড়াইবার সভা।

জনতার গুঞ্জন ভেদ করিয়া সুর উঠে 'ও কিষাণ ভাই, কাস্তেটারে দিও জোরে শান্'। চাহিয়া দেখি কৃষক কিশোরীরা গান ধরিয়াছে। যমুনা, শান্তি, চাঁপা আরও অনেকে। কিশোর বাহিনীর নেতা ইহারা। জন্মের পর হইতেই লাল-পুরে ইহারা দেখিয়াছে সভা, মিছিল, লাল ঝাণ্ডা। শুনিয়াছে কতরকমের জয়ধ্বনি। তাহার সাথে ইহারাও ছুটিয়াছে। আজ এই কিশোর মেয়েরা নিজেরাই দল বাঁধিয়াছে। অনেক গান তাহারা শিখিয়াছে। সব গানের অর্থ তারা বোঝে না, সুরও অনেক বেসুরা হইয়া যায়। কিন্তু কিই বা আসে যায় তাতে?

যুগ যুগ নিপীড়িত, অশিক্ষিত, কুসংস্কারগ্রস্ত চাষীর ঘরে নব নবীনের জয় গান সুরু হইয়াছে।

★

সভায় রূপনারায়ণ আসিয়া দাঁড়ায়। বলিষ্ঠ কৃষক যুবক। এ অঞ্চলের নেতা সে। অনেক আত্মত্যাগ লাঞ্ছনা সে সহিয়াছে। জানিবার শুনিবার প্রবল আকাঙ্খা তাহার। শিখিয়াছেও অনেক। সুন্দর বক্তা সে। বাড়ীঘর ছাড়িয়া জিলার অনেক স্থানেই সে সংগঠক হিসাবে ঘুরিয়াছে। আজ সে পার্টির জিলা-সংগঠক।

তারপর আসে অবেশ। গরীব চাষীর ছেলে সে। শান্ত, স্বল্পভাষী। কৃষক সমিতির প্রথম দিন হইতেই সে আছে। সেও ঘর ছাড়িয়াছে। জিলার অন্যত্র সংগঠন গড়িয়া তোলে। জীবনে লেখাপড়ার কোন সুযোগই মিলে নাই, হাল চাষ আর কুসংস্কারের পঙ্কিলতা ছিল জীবনের সাথী। পার্টি তাহার জীবনে এক অপূর্ব্ব চেতনা আনিয়াছে। অক্লান্ত চেষ্টায় সে লেখাপড়া শিখিতেছে। আঁকা-বাঁকা বড় বড় অক্ষরে সে রিপোর্ট লেখে, বানান করিয়া জনযুদ্ধ পড়িয়া শোনায়। বক্তৃতা দেয়, বৈঠক করে, সমিতি চালায়।

এইবার ওঠে হাচিমুদ্দিন। সেও কৃষক সমিতির গোড়া হইতেই আছে। কৃষক সমিতির জন্য সমাজে তাহার অনেক গঞ্জনাই সহিতে হইয়াছে, তবু সে সমিতি ছাড়ে নাই। তাহার প্রাণের প্রিয় কৃষক সমিতি! সেও আজ পার্টির মেম্বর, স্থানীয় নেতা।

কৃষকরা নিজেরাই আজ জিলার আন্দোলন চালাইতেছে—জিলার নেতৃত্বের পদে দাঁড়াইতেছে। জাতীয় আন্দোলনের এ এক নবযুগ।

সভায় অনেক বক্তৃতা হয়। স্থির সংকল্প ও দৃঢ় বিশ্বাস নিয়া কৃষক যুবকরা বলিয়া চলে। খাদ্য-কমিটি, ফসল বাড়ানো, কোথায় কত হাজার বিঘা জমি তাহারা চাষ করিয়াছে, কত রিলিফ কমিটি খুলিয়াছে, মানুষকে তাহারা মরিতে দিবে না, দেশকে বাঁচাইবে.....।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছি। একটা সভায় ডায়মণ্ড হারবার যাইতেছি। অসংখ্য বুভুক্ষু কংকালসার নর নারীর ভীড়। আমার পাশের সিটে বসা একটি যুবকের দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে—কোন পথ নাই, মৃত্যুই এ জাতীর ভাগ্য

ট্রেণের জানালা দিয়া আকাশের দিকে তাকাই। একটি দুটি করিয়া সারা আকাশ তারায় ছাইয়া গিয়াছে। স্নিগ্ধ প্রশান্ত আলোর ঝিকিমিকি। আমার মনের আকাশে জাগিয়া উঠে লালপুর গ্রামখানি। গরীব কৃষকের গ্রাম। নবযুগের শোষণের চিহ্ন তার বুকে। পাইক-পেয়াদা-বরকন্দাজ, মহাজন-জোতদার-জমিদার। সেখানেও খাদ্য সংকট, মজুতদার, বুভুক্ষা, মহামারী, মৃত্যু। সমস্ত ছাপাইয়া চোখে ভাসে লালপুরের ধানক্ষেত—সবুজের মেলা। শরতের শ্যামল মাঠ। তাহার সামনে জায়াচিত্রের মত আসিয়া দাঁড়ায় বলিষ্ঠ বাহু রূপনারায়ণ, হাচিমুদ্দিন, অবেশ, পরমেশ্বর, বিধবা বুধমনী, সলজ্জ হৈমবতী, ক্ষান্ত, চন্দ্রাবতী, কিশোর মেয়ে যমুনা, শান্তি.....অসংখ্য তারার মিছিল। একশ, দুশ .....সাতশত কৃষক পার্টির মেম্বর। এক হাজার, দু হাজার.....সতের হাজার সংঘবদ্ধ কৃষক। লালপুর, খয়ের বাড়ী, ঝাঁজিহাল.....কত গ্রাম, কত থানা।

দিনাজপুর নয়, সারা বাংলা। মৃত্যু নয়, জীবন। হতাশা নয়, আশার আলো।

লেখক—বিভূতি গুহ

দুনিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধের
ফাসিষ্ট শক্তির দিন

—লেখক ঃ—

★ ★ ★

সেদিন পর্য্যন্ত সোভিয়েটের প্রশংসা শুনলে যেন অনেকেরই গায়ে জ্বর আসত। এঁরাই ১৯১৭ সালে বিজের মত বলেছিলেন যে বলশেভিকরা গোটাকতক দুর্দ্ধর্ষ গুণ্ডা, কিন্তু দেশশাসন ওদের কর্ম্ম নয়। বিপ্লবের পর চার পাঁচ বছর ধরে যখন দুনিয়ার বড় লোকেরা এক জোট হয়ে সোভিয়েট দেশ আক্রমণ করছিল তখন এঁরাই বলতেন যে আর দেখতে হবে না, শীঘ্রই সোভিয়েটের দফা রফা হবে। পরদারিকী পরিকল্পনার কথা যখন ওঠে, দেশের জীবনকে নতুন ছাঁচে ঢেলে গড়ার চেষ্টা যখন সোভিয়েট শুরু করে, তখন তো এঁরা প্রায় হেসে লুটিয়ে পড়েছিলেন, অর্থনীতি আবার অসভ্য বলশেভিকরা কী জানবে! ১৯৩৬ সালে যখন নতুন সোভিয়েট শাসনবিধি বাহাল হয়, অন্য দেশে সাধারণ লোক স্বপ্নেও যে-সব অধিকার পাবার আশা করতে সাহস পায় না সে-সব অধিকার যখন সোভিয়েট জনসাধারণ পুরোপুরি পেল, তখন এঁরা বলে উঠলেন, "ও সমস্ত হচ্ছে খবরের কাগজ গরম করার 'প্রোপাগাণ্ডা'. আসলে কিছু হয় নি, হবেও না।" সাতাশ মাস আগে যখন গভীর রাত্রে ডাকাতের মত হঠাৎ গিয়ে হিটলার সোভিয়েট আক্রমণ করল, তখন এঁরাই বললেন যে চাষা-ভুষোরা আবার জার্ম্মাণীর সঙ্গে লড়বে কি, তারা হেরে ভূত হয়ে গেছে।

আজ কিন্তু এই সিন্দুকদের গলা বন্ধ হয়ে গেছে, লালফৌজের জয় জয় কার আজ দুনিয়ার সব দেশে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

সোভিয়েট সেরা লড়িয়ে

কিন্তু এখনও অনেকে ভাবেন যে জার্ম্মানরাই হল দুনিয়ার সেরা লড়িয়ে, সোভিয়েট দেশটা বেজায় বড় আর সেখানকার লোক সংখ্যাও খুব বেশী বলে বেচারী জার্ম্মাণী এখন ক্লান্ত হয়ে পিছু হটছে। তাঁরা বোঝেন না যে হিটলার আজ সোভিয়েটের বিরাট আয়তন আর নিদারুণ শীতের কাছে হার মানে নি, হিটলার হার মানছে সোভিয়েটের অজ্বল আর মনোবল মিশিয়ে যে অপরাজেয় শক্তি সাম্যবাদী নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে, সেই শক্তির কাছে। তাঁরা জানেন না যে নিছক সামরিক শক্তি হিসাবেও সোভিয়েটের তুলনা নেই। আধুনিক যুগের যুদ্ধে যে সব নয়া কৌশল প্রয়োগ হয়, তার অধিকাংশ এসেছে সোভিয়েট থেকে। বিশ বছরে সোভিয়েটের চাষী মজুর শুধু নতুন দুনিয়া গড়ে নি, সে-দুনিয়াকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিপুল সামরিক শক্তিও অর্জ্জন করেছে। এ শক্তি আছে বলে আর ফ্যাশিজমের সঙ্গে যুদ্ধে বিশ্বের জনগণের সাহায্যে নিশ্চিত বলে দারুণ দুঃসময়েও যুদ্ধ জয় সম্বন্ধে সোভিয়েটের তিল মাত্র সন্দেহ হয় নি।

জগত জয় করার মতলব নিয়ে হিটলার লড়াইয়ে নামে। প্রথম থেকেই সে জানত যে সোভিয়েটকে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ না করতে পারলে তার মতলব হাঁসিল হবে না। তাই ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে সে অতর্কিতভাবে সোভিয়েট আক্রমণ করল। এজন্য এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক, কামান ইত্যাদির যে অভূতপূর্ব্ব সমাবেশ সে করেছিল, তা থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে তার মতে ঐ বিপুল শক্তি নিয়ে ইংলণ্ড আক্রমণ করা কি ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ও মধ্যপ্রাচ্যে অগ্রসর হয়ে যাওয়ার চেয়ে সোভিয়েট ধ্বংস করা ছিল অনেক বেশী জরুরী। সোভিয়েট যে ঘাসে মুখ দিয়ে চরে না, তা সে ভালোরকমই জানত; পোলাণ্ডে, লিথুয়ানিয়া-এস্থোনিয়া-লাটভিয়াতে, বেসারাবিয়া-বুকোভিনাতে, ফিনলাণ্ডে সে দেখেছিল কিভাবে অনিবার্য্য ফাসিষ্ট আক্রমণকে নিষ্ফল করে দেবার জন্য সোভিয়েট তার শক্তি বিস্তার করেছিল, জনগণের আন্তরিক সমর্থন পেয়ে সোভিয়েটভূমির আয়তন বাড়াতে পেরেছিল। সোভিয়েটকে দাবাতেই হবে—এই হল তার ধনুক ভাঙা পণ।

সোভিয়েট-বিরোধী মতলব ফাঁস

হেস্‌কে দূত করে পাঠিয়ে তাই সে চেষ্টা করল যাতে বলশেভিক জুজুর ভয় দেখিয়ে ব্রিটেনকে নিজের দলভুক্ত করা যায়। বিলাতের বড়লোকদের মধ্যে ছদ্মবেশী ফাসিষ্টের অভাব ছিল না বলে তার খানিকটা ভরসা থাকার কারণও ছিল। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে যাই হোক্, সোভিয়েট সম্পর্কে জনমতকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়া একেবারেই সহজ নয়। দুনিয়ার জনসাধারণ জানে, মর্ম্মে মর্ম্মে জানে, যে সোভিয়েট তাদের বন্ধু, তাদের নেতা। ইংরেজ জনসাধারণও তাদের অনেক নেতার অপচেষ্টা সত্ত্বেও এ কথা বোঝে। বাইশ বছর আগে সদ্যোজাত সোভিয়েটকে পিষে মারার জন্য বড়লোকরা যখন উঠে পড়ে লেগেছিল, তখন ইংরেজ মজুর তাদের সাহায্য করতে অস্বীকার করেছিল। তখনকার চেয়ে জনমত আজ সোভিয়েট বিষয়ে অনেক বেশী সজাগ। তাই হিটলারের আশা ভঙ্গ ঘটল, ইংরেজ সরকার হিটলারের তাঁবেদারী করে সোভিয়েট দলনে যোগ দিতে রাজী হল না, আর হিটলার যখন সোভিয়েট দেশ আক্রমণ করল, তখন চার্চ্চিল ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে জানালেন যে ইংরেজ সোভিয়েটকেই সাহায্য করবে।

সব দেশের জনসাধারণ সোভিয়েটকে সাহায্য করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হল, যত শীঘ্র সম্ভব পশ্চিম থেকে হিটলারকে আক্রমণ করা চাই বলে দাবী তুলল। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সোভিয়েটের পাকাপাকি পরস্পর সাহায্য মূলক মৈত্রী হল, কিছু-কাল পরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিও হল। কিন্তু আক্রমণের ধাক্কা সোভিয়েটকে একাই সাম্‌লাতে হল। বহুদিন পর্য্যন্ত সোভিয়েট মিত্র-শক্তির কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য কোন সাহায্যই পায় নি।

দুনিয়ার চমক

হিটলার বিপুল বাহিনী নিয়ে অতর্কিত আক্রমণ করেছিল। ইয়োরোপকে পদানত করে সমগ্র মহাদেশের লোকসংখ্যা ও শিল্পসম্পদকে সে যুদ্ধ জয়ের জন্য ব্যবহার করছিল। জার্ম্মানীর সামরিক কৃতিত্বের গৌরবময় ইতিহাস কেউ অস্বীকার করে না। দু'বছর নানাদেশে বিদ্যুৎগতিতে যুদ্ধ চালিয়ে দেশের পর দেশকে দখল করে ফ্যাশিষ্ট বাহিনী রণ-কৌশলের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল, অপরাজেয় বলে খ্যাতি পেয়েছিল। তাই প্রথমটা লালফৌজকে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকতে হল, শত্রুর যথাসম্ভব ক্ষতি ঘটিয়ে আর নিজের ক্ষতি যথাসম্ভব কমিয়ে পিছু হটে যাওয়াই তার প্রধান কৌশল হল। শত্রু কেবল চাইছিল লালফৌজকে ঘেরাও করতে, ধ্বংস করতে; বারবার হিটলার আর তার প্রচার বাগীশ অনুচরেরা দম্ভ করছিল যে লালফৌজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, ইউরোপ থেকে সোভিয়েটকে নির্ম্মূল করা হচ্ছে।

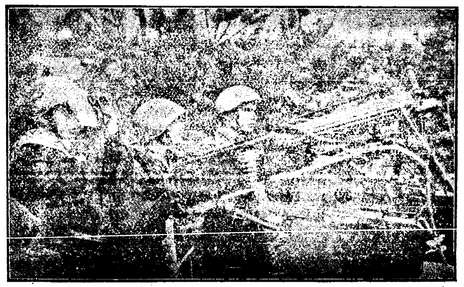

নৈন্যসংখ্যা ও যুদ্ধোপকরণের দিক থেকে সোভি-য়েটের চেয়ে তখন হিটলারের ক্ষমতা বেশী; লাল ফৌজ তাই প্রচণ্ড প্রতি-আক্রমণ করে তখনই সীমান্ত থেকে ফ্যাশিষ্টদের বিতাড়িত করতে পারে নি. করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু যে অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখিয়ে লালফৌজ লড়ল, শত্রুর যে নিদারুণ ক্ষতি সে ঘটাল, ষ্টালিনের আহ্বানে সারা দেশে যে অভাবনীয় একাগ্রতা মূর্ত্ত হয়ে উঠল, পিছু হটার সময় শত্রুর হাতে সোভিয়েট সম্পদ যাতে না পড়ে সে জন্য নীপার নদীর বাঁধের মত বহু কষ্টে গড়া অনেক সাধের জিনিষ তারা যে ভাবে জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে, ধ্বংসকরে দিল, শত্রু অধিকৃত অঞ্চলে স্ত্রী পুরুষ মিলে যে অসমসাহসিক গেরিলা দল তারা বাঁধল, তা দেখে সমস্ত জগৎ অবাক্ হয়ে রইল। নিজের দেশের মাটীর জন্য স্বাধীন মানুষ সত্যই কেমন করে লড়ে, তার পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হল।

মরণজয়ী লালফৌজ

প্রথম ধাক্কায় হিটলার-বাহিনী সোভিয়েট দেশের মধ্যে অনেকটা এগিয়ে গেল বটে, কিন্তু সোভিয়েটের অতুল শৌর্য্যই সবার চোখে বেশী করে পড়তে লাগল। হিটলার বারবার মিথ্যা দম্ভ করে বলল যে লালফৌজ নিঃশেষ হয়ে গেছে, শীঘ্রই সে মস্কো দখল করবে। কিন্তু লালফৌজ তার সমস্ত মতলব ফাঁসিয়ে দিল, দূর পাল্লার দূরবীণ কষে মস্কোর ছবি দেখেই তাকে খুসী হতে হল। লেনিনগ্রাদ থেকে ওডেসা পর্য্যন্ত নানাস্থানে সোভিয়েটের যে মৃত্যুঞ্জয় প্রতিরোধ শক্তির খবর আসতে লাগল, তা যেন কল্পনাই করা যায় না। মানুষের ইতিহাসে শৌর্য্য বীর্য্য তেজস্বিতার নতুন অধ্যায় যেন লেখা হতে লাগল।

১৯৪১ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ স্মোলেন্‌স্ক দখলের সময় দুই দফা নিয়ে ৯০ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধ করছে। ইতিহাসে কখনও এমন বিরাট যুদ্ধ হয় নি। সমস্ত ইয়োরোপের প্রভু হিটলারকে বোঝা দিচ্ছিল সোভিয়েট একা। আর বিদ্যুৎবেগে সোভিয়েট জয় করার স্বপ্ন হিটলারকে ছাড়তে হল। একমাস ধরে স্মোলেন্‌স্কের কাছে যে লড়াই হল, সেটা হিটলারের পক্ষে হল প্রথম পরাজয়। মস্কো দখলের যত কিছু নক্সা সে করেছিল, তা ভণ্ডুল হয়ে গেল। মার্শাল টিমোশেঙ্কো ছিলেন স্মোলেন্‌স্কে লালফৌজের নায়ক। এর হাতেই হিটলার প্রথম পরাজয়ের স্বাদ বুঝল।

সোভিয়েট ভূমির অনেকটা তখন হিটলারের কবলে। লালফৌজকে কোথাওই ঘেরাও করতে না পারলেও অনেকটা অগ্রসর সে হয়েছিল। দক্ষিণে যুক্রেনের অধিকাংশ দখল করে কেয়েভ ফতে করার আশা তার হচ্ছিল। তাই অক্টোবর মাসে ধুমধাম করে সোজাসুজি মস্কোর দরজায় ধাক্কা দেবার জন্য হিটলার মরিয়া হয়ে ছুটল। অনেকেই ভাবলেন যে এ যাত্রা বুঝি সোভিয়েট আর রক্ষা পায় না।

মস্কোর প্রায় ত্রিশ মাইলের মধ্যে পৌঁছে গিয়েও হিটলারের মনস্কামনা পূর্ণ হল না। হিটলারের দ্বিতীয় পরাজয় এখানে ঘটল, মস্কোর সান্‌নে লড়াইয়ে মার্শাল জুকভের অধিনায়কত্বে লালফৌজ হিটলারীদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করাতে বাধ্য করল, ১৯৪১-৪২ সালের শীতকালের চার পাঁচ মাস ধরে লালফৌজই আক্রমণ চালাল, অনেক জায়গা ফিরে দখল করল, মস্কো সম্পূর্ণ নিরাপদ হল, লেনিনগ্রাদের চার দিকে শত্রু-অবরোধ আলগা হয়ে গেল।

বিপদের আশঙ্কা বুঝে হিটলার আবার ইংরেজ আর আমেরিকানদের কাণে কুহকবার্ত্তা পাঠাতে লাগল—"বলশেভিকরা নেহাৎ পাষণ্ড প্রকৃতির লোক, তারা হেরেও হারছে না, ইয়োরোপের সভ্যতাকে তারা চূর্ণ বিচূর্ণ করবে, সুতরাং এসো, আমার সঙ্গে জুটে সোভিয়েট ধ্বংসে লাগো।"

হিটলারের সঙ্গে হাত মেলাতে ছদ্মবেশী ফ্যাশিষ্টরা ব্যস্ত থাকলেও তখন আর সোভিয়েটের বিরুদ্ধে কোন কথা জনসাধারণ কিছুতেই বরদাস্ত করল না। হিটলারের অরণ্যে রোদনই সার হল।

১৯৪২-এর গ্রীষ্ম যখন এল, তখন হিটলার আবার প্রাণপণ চেষ্টা করল ককেশস্ পার হয়ে তেলের খনি-গুলো হস্তগত করতে আর এগিয়ে গিয়ে পিছন থেকে খাস্ মস্কোকে ঘেরাও করতে। তার সমস্ত শক্তি নিয়ে সে দক্ষিণে আক্রমণ চালাল। তখনও সোভিয়েট লড়ছে একদম একা। অমানুষিক সাহসে লালফৌজ লড়ে চলল, ২৫০ দিনের অবরোধের পর সেবাস্তোপোল শত্রুর হাতে গেল। ডন্ নদী পার হয়, দনেৎস্ অববাহিকায় ফ্যাশিষ্টরা এসিয়ে গেল, দক্ষিণমুখো গিয়ে ককেশস্ পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত পৌঁছাল, সান্‌না-সান্‌নি গিয়ে ভল্‌গা নদীর তীরে ষ্টালিনগ্রাদে হাজির হল। আর যে সোভি-য়েটের কোন আশা নেই, এই হল অধিকাংশ লোকের ধারণা।

ষ্টালিনগ্রাদ—দুনিয়ার বুকে নতুন ইতিহাস

কিন্তু সোভিয়েট হল নতুন দুনিয়া, নতুন ধরনের মানুষ সেখানে নিজেদের নতুন দুনিয়া বানিয়েছে। অন্ধদেশে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে মরে, তারাই সোভিয়েট দেশ গড়েছে, নতুন ছাঁচে ঢেলে নতুন মানুষ সৃষ্টি করেছে। তাই অন্য দেশ সম্বন্ধে যে ধারণা স্বাভাবিক, সোভিয়েট সম্বন্ধে তা খাটে না। সোভিয়েটের আর কোন আশা নেই, এই হল যখন অধিকাংশ লোকের ধারণা, তখন সে ধারণা যে কত ভুল, তা সোভিয়েটই দেখিয়ে দিল।

১৯৪২এর নভেম্বর মাস থেকে তাই আবার মানুষের ইতিহাসে বীরত্বের নতুন অধ্যায় লেখা হতে লাগল। ষ্টালিনগ্রাদ থেকে শত্রু শুধু বিতাড়িতই হল না, হাজার হাজার শত্রুসৈন্য সেখানে আটক পড়ল। সোভিয়েটের পাল্টা আক্রমণে শত্রুকে কোনক্রমে পালিয়ে বাঁচতে হল। ষ্টালিনগ্রাদ থেকে ৫০০ মাইল পিছু হটে শত্রু খারকভ অঞ্চলে ঘাঁটি বানাল, লেনিনগ্রাদের অবরোধ শেষ হল, ককেশসের তেল আর হিটলারের কপালে জুটল না মস্কোতে জাকিয়ে বসার স্বপ্ন তার কাছে আকাশ কুসুম হয়ে রইল।

জনগণের উপরই সোভিয়েটের ভরসা

সোভিয়েটের বন্ধুরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে ১৯৪২ সালেই পশ্চিম ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খুলে সোভিয়েটের কাঁধ থেকে ভার কমিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু নিদারুণ দুঃসময়েও সোভিয়েট উল্লেখ-যোগ্য সাহায্য পেল না। সব দেশের জনমত এক হয়ে বলল যে অবিলম্বে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খোলা হোক্ কিন্তু সরকারী বড়কর্ত্তারা নানা অজুহাতে গড়িমসি করে চলল। ১৯৪২এর অক্টোবর মাসে স্বয়ং ষ্টালিন বললেন যে সোভিয়েট তার মিত্রদের যে সাহায্য করেছে, সে তুলনায় মিত্রশক্তি সোভিয়েটকে খুবই কম সাহায্য করেছে।

কারুর মুখের দিকে তাকিয়ে না থেকে সোভিয়েট লড়ে চলল। নিজেদের স্বার্থেই মিত্রশক্তি যে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খুল্‌তে বাধ্য, আর তখনই যে ফ্যাশিষ্ট পদানত দেশে জনগণের মুক্তি সংগ্রাম সাফল্য মণ্ডিত হবে, এ ভরসা সোভিয়েটের ছিল।

১৯৪৩ সালের গ্রীষ্ম ঋতু আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিটলার শেষ চেষ্টা করল। এবার আর বিরাট আক্রমণের শক্তি তার ছিল না। তাই ওরেল-কুর্স্‌ক্-বিয়েলগরদ' অঞ্চলে মাত্র ২৫০ মাইল-ব্যাপী জায়গায় বিপুল যুদ্ধোপকরণ সমাবেশ করে ফ্যাশিষ্টরা আক্রমণ করল। ১৯৪২এর শীতকাল থেকে স্বয়ং ষ্টালিনের পরিচালনায় লালফৌজ লড়ছিল। ফ্যাশিষ্টদের আক্রমণ শুরু হয়েছিল

পুরোভাগে সোভিয়েট
শেষ হইতে চলিয়াছে

হীরেন মুখার্জী

নিদারুণ জোর, কিন্তু একনাসে তার তেজ নিঃশেষ হয়ে গেল। হিটলারীদের নাভিশ্বাস উঠবার সময় নিকট হয়ে উঠছিল, লালফৌজের হাতে আঘাতের পর আঘাত খেয়ে ফ্যাশিষ্টরা শুধু আত্মরক্ষা করতেই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পড়ল।

মুক্তির অভিযান

সোভিয়েটের আক্রমণ আজ কয়েক মাস ধরে চলেছে। হিটলারীদের অবস্থা যে সঙ্গীন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। খারকভ, ব্রিয়ানসক্, পল্টাভা, স্মোলেন্‌স্ক্—সর্ব্বত্র আবার সোভিয়েটের লাল ঝাণ্ডা উড়ছে। একেবারে উত্তরে লড়াই কিছুটা স্তব্ধ অবস্থায় রয়েছে, কিন্তু কালিনিন্ থেকে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত সব জায়গায় লালফৌজের জয়জয়কার পড়ে গেছে। কুবান্ থেকে শত্রু আজ বিতাড়িত। আজব সাগরের কূল বেয়ে লালফৌজ এগিয়ে চলেছে, ক্রাইমিয়াতে শত্রুসৈন্যকে ইঁদুর কলে বন্দী করে মারার উদ্যোগ করছে। দনেৎস্ অঞ্চলে বিরাট শিল্পকেন্দ্রগুলি এখন সোভিয়েটের হাত। নীপার নদীর ধারে এখন যুদ্ধ হচ্ছে; নীপারের পূর্ব্বে যে সব ফ্যাশিষ্ট সৈন্য রয়েছে, তাদের পালাবার পথ বন্ধ করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

যুক্রেনের ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজধানী কীভের সহরতলীতে এখন লালফৌজ লড়ছে। যে স্মোলেন্‌স্কে হিটলার তার সব চেয়ে বড় ঘাঁটি বানিয়ে বহু দিন পোস মেজাজে বাহাল তবিয়তে তার সৈন্যদের খবরদারী করেছে, সেই স্মোলেন্‌স্ক্ দখল করে লালফৌজ যেত রাশিয়ায় ঢুকেছে সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এটা আয়তনে দ্বিতীয়। সেখানে গোমেল, মোগিলেভ, নিটেব্‌স্ক আজ লালফৌজের হাতে মুক্তির প্রতীক্ষা করছে।

আর দেশের লোকের কাছে বড়াই করার মত অবস্থা হিটলারের নেই। তাই গোয়েবেল্‌স্ বলতে আরম্ভ করেছে—"আত্মসমর্পণ আমরা করব না, শেষ পর্য্যন্ত আমরা লড়ে যাবই।"

চূড়ান্ত পরাজয়ের দুঃস্বপ্ন দেখে আজ হিটলারীরা আঁতকে উঠছে। তাদের চূড়ান্ত পরাজয় আটকাবার ক্ষমতা কারুর নেই। লালফৌজের বজ্রমুষ্টি থেকে রেহাই পাবার উপায় আর তাদের মিলবে না।

ইতালীর জনগণ মাথা তুলিয়াছে

রুষ রণক্ষেত্রে লড়াই ছাড়া ইতিমধ্যে আরও অনেক কিছু ঘটে গেছে। ইয়োরোপের অন্যত্র দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খোলার জন্য জনগণের দাবীকে আর কিছুতে কর্ত্তারা অগ্রাহ্য করতে পারল না। উত্তর আফ্রিকায় তার এক মহড়া হল। জার্ম্মাণ, ইতালিয়ানবাহিনী সেখানে হেরে গেল। তারপরে আরম্ভ হল সিসিলির পালা, স্থানীয় অধিবাসীরা মিত্রশক্তিকে বাধা দিল না, জার্ম্মানবাহিনী লড়তে লড়তে সাগর পার হয়ে ইতালীতে ফিরে গেল। হিটলারী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সমস্ত ইয়োরোপের জনগণ বিদ্রোহ করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। মিত্রশক্তির সাহায্য আসছে জানলে তারা উল্লসিত হয়ে ওঠে। তাই ইতালীর কাছাকাছি যখন মিত্র সেনা হাজির হল, তখন ইতালীর জনসাধারণ চঞ্চল হয়ে উঠল, মুসোলিনীকে তারা আর বরদাস্ত করল না, ফ্যাশিজমকে দূর করছি বলে বাদোলিয়ো নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করল।

সোভিয়েটের সঙ্গে লড়াইয়ে হিটলার এমন নাজেহাল হয়েছে যে উত্তর আফ্রিকায় কিম্বা সিসিলিতে যথেষ্ট সংখ্যায় সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ পাঠাবার সাহস সে পায় নি। হিটলারের দিন ফুরিয়ে আসছে বুঝে তার বাদোলিয়ের মুসোলিনীকে তাড়াতে ও ফ্যাসিজমকে নির্ম্মূল করা সম্বন্ধে অন্তত মুখের কথা বলতে গরজ্‌জী হল না। ইতালীতে জনশক্তির এই সাফল্যের প্রধান কারণই হল লাল ফৌজের লড়াই।

কিন্তু বাদোলিয়ো এক সময় নিজে একজন খুনো ফাসিষ্ট ছিল, তার পক্ষে হঠাৎ চেহারা বদ্‌লানো সহজ হল না। কিছুদিন তাই সে চেষ্টা করল হিটলারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে, সে চেষ্টা করল ইতালীর জনশক্তিকে দাবিয়ে রাখতে, চেষ্টা করল ফাসিজমের একটা নতুন সংস্করণ ইতালীর বুকে চাপাতে। কিন্তু সোভিয়েট রণক্ষেত্রে লালফৌজ বার বার হিটলারীদের এমন নিদারুণ আঘাত দিচ্ছিল যে কোনোকালে আর হিটলার যে নয়া ফাসিজমকে বাঁচাবার ক্ষমতা রাখবে এমন লক্ষণ রইল না। হতদম্ভ হয়ে বাদোলিয়ো মিত্রশক্তির কাছে ইতালীয় পক্ষ থেকে আত্মসমর্পণ করল, ইতালীর জনশক্তি এতদিন যা চাইছিল, মিত্রসেনার সঙ্গে হাত মিলিয়ে হিটলারীদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করতে চাইছিল, সেই কাজে যোগ দিল।

ফাসিজম ধ্বংসের চূড়ান্ত আঘাত

লালফৌজের ওরে কম্পমান অবস্থায় রয়েছে বলে এখনও হিটলার যথেষ্ট সংখ্যায় সৈন্য ও সহরোপকরণ রুষদেশ থেকে আনতে পারছে না। সোভিয়েট লড়ছে বলেই আজ ইতালীতে মিত্রসেনা অগ্রসর হতে পারছে, সোভিয়েট লড়ছে বলেই আজ জার্ম্মাণ অঞ্চলে মুসোলিনির আবার ইতালীর হর্ত্তাকর্ত্তা হওয়ার স্বপ্ন দিনের পর দিন ভেঙে যাচ্ছে।

পোলাণ্ড থেকে মাত্র আশী মাইল দূরে আজ লালফৌজ রয়েছে। সোভিয়েট শুধু চায় যে ৬০ ডিভিশন জাপান সৈন্যকে অন্যত্র সরাতে হিটলার বাধা হোক, আর তা হলেই এ বছরের মধ্যে হিটলারের দফা রফা করা যাবে। ইতালী ছাড়া অন্যত্র ফাসিষ্টদের সঙ্গে লড়বার পরিকল্পনা যে মিত্রশক্তির রয়েছে, তা চার্চ্চিল বলেছেন। কিন্তু যত শীঘ্র সম্ভব নানাদিক থেকে ফাসিষ্টদের আক্রমণ করা হোক, সোভিয়েটের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে যুদ্ধ চালানো হোক। সোভিয়েট, ব্রিটিশ ও আমেরিকান সরকারের একত্র আলোচনা আজ তাই এত গুরুতর।

লেনিন একবার বলেছিলেন যে শত্রুর মনোবল যখন ক্ষীণ হয়ে আসে, তখন চূড়ান্ত আঘাত দিয়ে পর্য্যুদস্ত করা হল শ্রেষ্ঠ রণকৌশল। লালফৌজ প্রথম থেকে এই নীতিই অনুসরণ করে এসেছে। ফাসিষ্টরা আজ ইয়োরোপে উদ্বাস্তু হয়ে উঠছে, লালফৌজের প্রচণ্ড আঘাত তাদের নিস্তেজ করে দিয়েছে। আজ তাই চূড়ান্ত আক্রমণের এত প্রয়োজন। মিত্রশক্তি তার কর্ত্তব্য করুক; লাল ফৌজ প্রস্তুত রয়েছে, ইয়োরোপে জনগণের সংগ্রামে প্রেরণা ও সাহায্য দিবার জন্য আজ লালফৌজ মুক্তির নিশান নিয়ে অপ্রতিহতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে।

ট্রেণের মধ্যে ভেলি-প্যাসেঞ্জারের ভীড়। নানান রকম কথা হইতেছে—যুদ্ধের খবর, খাদ্য-সমস্যা, আরো কত কি। এই সময়ের ট্রেণগুলো যেন রাজনীতির আসর।

আলোচনা ও তর্ক হঠাৎ থামিয়া যায়। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক সেই কামরায় ওঠেন, হাতে তাঁর অনেকগুলো খবরের কাগজ। সকলে সম্ভ্রমভরে তাঁকে জায়গা করিয়া দিল। অনেকেই চেনেন তাঁকে—দুঃস্থদের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করাই তাঁর জীবনের ব্রত।

হাতের কাগজ খুলিয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "দেখছেন কাগজের এই ছবিগুলো, মৃত্যুর বিভীষিকা আজ বাংলা দেশকে ছেয়ে ফেলেছে। কোথায় লাগে ছেয়াত্তরের মন্বন্তর, আজ বাংলা শ্মশান হতে বসেছে। এ বাংলাকে বাঁচাবে কে? আপনি, আমি, আরো শত শত সহস্র সহস্র লোক। সামান্য কিছু করে দান করে যান, এ মৃত্যু আপনারও জীবনের অভিশাপ।"

দেশের অবস্থা লইয়া মুখরোচক গল্প চলিতেছিল, তার তাল কাটিয়া গেল। লোকের চোখের, সামনে ছবিটা ভাসিয়া উঠিল—শীর্ণকায় মা তার মরা ছেলেকে বুকে ধরিয়া কাঁদিতেছে।

"এ মৃত্যুর জন্য দায়ী কে?" "এ মৃত্যু রোধ করিবার ভার কার?"—সমস্ত লোকের মনেই উত্তেজনা। চাঁদা উঠিল কিছু, লোকের মন কিন্তু তবু গরম। এই বিভীষিকার ছবি দেখিতে পারা যায় না!

বৃদ্ধ ভদ্রলোক পরের ষ্টেশনে নামিয়া গেলেন। ট্রেণে আবার রাজনীতির ঝড় উঠিল। এবার আলোচনাটা একটু অন্য সুরে। "যা বলেছেন উনি, ছেয়াত্তরের মন্বন্তর কোথায় লাগে। দেশটা যাবেই ধ্বংস হয়ে।"

"কলকাতায় যাওয়াই আজকাল দুরূহ ব্যাপার মশাই, রাস্তা চলতে দশগুণ সময় লাগে।"

খবরের কাগজে শুধু মৃত্যুর ছবিই। মৃত্যু কিন্তু আজকে অনেক সহজ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার রাস্তা চলা ভার—এ কথাটা যিনি পরম উদাসীনভাবে বলিলেন তিনি ঠিকই বলিয়াছেন। সত্যিই কলিকাতায় গেলে দেখিবেন কত সাধারণ-ভাবে মরণ আসিতেছে। হা-হুতাশ, কান্নাকাটি নাই, রাস্তায় পড়িয়া লোক মরিতেছে, তার পাশেই যে যার নিজের নিজের জন্য ভাবিতেছে। যারা মরিতেছে, তাদেরই সহিয়া গিয়াছে, তা অপরের তো সহিবেই।

বহুবাজার যেন মৃত্যুর কিউ। দুশ' তিনশ' গজের মধ্যে তিনটা মড়া পড়িয়া। কয়েক ঘণ্টা আগে যে ধুঁকিতেছিল, এখন তার শবদেহের উপর মাছি ভ্যান ভ্যান করিতেছে। তারই বাপ-মা-মেয়ে একটু দূরে বসিয়া পচা ভাত খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতেছে। কে মরিল না মরিল অত দেখিতে গেলে চলে না! নিজের প্রাণ নিজে বাঁচাও!

হ্যারিসন রোডে ভোর বেলার দৃশ্য দেখিয়াছেন? রাস্তার উপর সারবন্দী লোক শুইয়া। ময়লা, এঁটো, কাদা, গোবর—এই সবের মধ্যেই শত শত লোকের প্রসারিত দেহ। তার মধ্যে কে জীবন্ত, কে মৃত বুঝিবার উপায় নাই। হয়ত এদেরই মধ্য হইতে পাঁচ দশটা মৃতদেহ বাহির হইবে। কখন কে মরিল জানিবারও উপায় নাই।

অনাহার ও মৃত্যু দুইই এক এখন।

যেদিকে চান দেখিবেন ভিখারী। জাতভাই কি ভিখারী হইয়া গিয়াছে? ভিখারী তো তবু ভাল। তার মন আছে, ধর্ম আছে, তার মনুষ্যত্বও আছে। কিন্তু এদের কি আছে?

লোকের কাছে খাদ্য বা পয়সা চাহিতে তারা পারে না। কাছে দাঁড়াইয়া শুধু ক্যান্ ক্যান্ করিয়া তাকাইয়া থাকে। খাবারের দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া খানাদের দিকে শুধু একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। যদি কেউ খাবার দেয় সঙ্গে সঙ্গে মুখে ফেলিয়া দেয়।

ছেলে এধারে যাইতেছে, মা ওধারে যাইতেছে—কে কার কথা মনে রাখে? যে দিকে গেলে খাদ্য পাওয়া যাইবে, সেই দিকেই সকলে ছোটে। বাড়ীর দরজায় দরজায় হানা। কাতর চীৎকার—"এক মুঠি অন্ন দাও।" কেউ দিল তো খাইল, না হয়তো না খাইয়াই শুকাইয়া রহিল। তাতেও যেন কোন বিক্ষোভ নাই।

মানুষ বলিয়া নিজেদের মনে করিতেও ভুলিয়া গিয়াছে। লজ্জার বালাই নাই। উলঙ্গ মেয়ে পুরুষ নিঃসঙ্কোচে ঘুরিতেছে।

গরু-ভেড়াও তো ঠিক এইরকমই। কি হইতেছে, কি হইবে তার চিন্তা করিবার ক্ষমতা নাই। গরু ভেড়ার সঙ্গে এই ক্ষুধার্ত নর-নারীর তফাৎ কোথায়? ভিখারী হইলেও কথা ছিল, জানোয়ারের সামিল হইয়া গিয়াছে ইহারা।

॥ স—ং—ক—ট ॥

"দেখ্‌লে মন ক্ষেপে ওঠে। কি সাংঘাতিক অবস্থায় থাকে এরা! উঃ, আমরা তো অনেক ভাল আছি।"—কথা হইতেছিল একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে।

"ক্ষেপে ওঠে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু করছেন কি?"

"করবার আর কি আছে? সব শেষ হয়ে যাবে, ঠেকাবার ক্ষমতা আর আমাদের কি আছে?"

বলিয়া ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন? অবশ্য তাঁরও শোচনীয়। এরা রাস্তায় দাঁড়াইয়া মরিতেছে, তিনি ঘরে মরিতেছেন।

বাড়ীর লজ্জা বাহিরের লোকে জানিতে পারে না। চাল যোগাড় না করিলে খাওয়া বন্ধ। তার জন্য এদিক ওদিক ছুটাছুটি। চেনা শোনা দোকান-দারের কাছে গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা—"দিন না মশাই ৫ সের চাল, যা দাম লাগে দেব।"

আগের দিনই বাড়ীতে কথা হইতেছিল—"যাক চালের দর বাঁধা হল, এবার একটু সস্তা দরে চাল পাওয়া যাবে।" কে আর ভাবে যে এত সহজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তার পরদিনই মাথায় বজ্রাঘাত—দোকানে চাল নাই! কর্তা ছুটিলেন বাড়ী—"তাই তো ভেবেছিলাম চাল একটু সস্তা হলো, কিন্তু এ যে দেখছি উল্টা বিপদ, চালই উধাও।"

করিবার আর কি আছে? উধাও তো উধাও! ঘরের অভাব ঘরে পুষিয়া রাখো। দোকানদারের উপর কি আমার হাত আছে? তারা যদি না দেয়, কি করিব?

তফাৎটা কোথায়? রাস্তার ঐ অর্দ্ধ-উলঙ্গ জানোয়ার প্রায় নরনারীর আশা-আকাঙ্খা সব শেষ হইয়া গিয়াছে। আর ভদ্র পোষাক পরা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোকেরা মজুতদারের গুদামের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছে—আমার আর করিবার কি আছে? চাহিদা বা দাবী ওদেরও নাই, এঁদেরও নাই।

ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের সভা। লোকে লোকারণ্য। আজকে চালের অভাব সম্বন্ধে হেস্ত নেস্ত কিছু নিশ্চয়ই হইবে—সকলেরই মনে আশা। কেন হইবে না? ঐ অমুক মুখোপাধ্যায় আজকে বক্তৃতা করিবেন, দেখিবেন তিনি ঠিক একটা উপায় বাহির করিয়া দিবেন।

"বাংলা মরছে, বাংলাকে বাঁচাও"—বক্তৃতা শুনিয়া দেহে মনে শিহরণ লাগে। সকলেই ভাবে, সত্যি বাংলাকে বাঁচাইতে হইবে। চলো এখুনি গিয়া ভলান্টিয়ার হই।

"চাল যে বাজারে পাওয়া যায় না, তার সম্বন্ধে কি হোলো?"—একজন আর একজনকে জিজ্ঞাসা করে। জবাব আসে—"আরে সে সব পরের কথা, এখন শোনো।"

প্রস্তাব হইল খুব জমকালো—শুধু শুধু মজুত-দারকে দোষ দিয়া খাদ্য সমস্যাকে এড়াইয়া যাওয়া হইতেছে, ইহা আমরা সহিব না।

সভা ভাঙ্গিয়া গেল। মনের গরম প্রচণ্ড। বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে এ উদ্বাহুকে জিজ্ঞাসা করে—"কেমন শুনলে বক্তৃতা? কি অদ্ভুত বলে লোকটা, কত বড় লোক দেখতে হবে তো।"

"চালের ব্যাপারটা কি হোলো বলুন তো"—একজন গরীব শ্রেণীর লোক পাশ থেকে বলিয়া উঠে।—চালের আবার কি হবে? চাল তো পাওয়া যাচ্ছেই না, যাবেও না।

পাশেই ফুটপাতের উপর কাতারে কাতারে শুইয়া মৃত্যু পথ যাত্রীর দল।

দোকানে চাল নাই। কেন চাল নাই? দোকানদার বলে: আমরা আর কি করব, বেশী দামে কিনে সস্তায় তো বিক্রী করতে পারি না। মহাজন আমাদের ছাড়ে না। ৪০ টাকা দরে আমাদেরই কিনতে হয়, তো খরিদ্দারকে আর কি করে কন্‌ট্রোল দরে দেব?

সমস্যা মিটিয়া গেল। খরিদ্দার বুঝিল—সত্যিই তো দোকানদার আর কি করিবে? চলো চোরা-বাজারে। দোকানদারও নিশ্চিন্ত—মহাজন যখন ছাড়ে না তখন এইরকমই চলিতে হইবে বৈ কি।

খরিদ্দার আমাদের দিকে একটু না দেখলে আমরা বাঁচি কি করে—দোকানদার কাতর স্বরে বলে।

বেশ সহজেই কাজ চলিয়া যায়। দোকানে চাল নাই—কি আর করা যাইবে? আইন তো চিরকালই সরকারী। আমাদের সঙ্গে তো সম্বন্ধ নাই, আইনের দিকে চাহিয়া আর কি হইবে? মজুতদার? কে তার খোঁজ রাখে? আমাদের নাগালের বাইরে সে। অনাহারই তার চেয়ে সহজ!

কিউ ক্রমশঃ লম্বাই হইতেছে। আগে ছিল শুধু গরীব শ্রেণীর লোকেরা, যাদের কোনো উপায় নাই। এখন তাদের অনেকেই রাস্তায় পড়িয়া ধুঁকিতেছে, আর কিউ-এ তাদের স্থান লইয়াছে নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকেরা।

কিউ-এ দাঁড়াইতে লজ্জা এখন আর নাই। সহজ বলিলেই তো অনাহার সহজ নয়। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। মান খোয়াইয়াও নিজে খাইতে হইবে, ছেলেপুলেদের খাওয়াইতে হইবে।

কিন্তু কিউ লম্বা হইলেই তো সমস্যার শেষ নয়। মান খোয়াইয়া রাস্তার লোকের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়াইলেই যে খাদ্য মিলিবে তা নয়। তা হইলে আর দোকানে গেলে চাল পাওয়া যায় না কেন?

"তবে আবার কি করব? এত কাণ্ড করেও যদি খাদ্য না মেলে, তা হলে না হয় ঐ রাস্তার লোকের মতই শুকিয়ে মরবো"—গরম হয়ে একজন জবাব দেয়।

আর একজন বলেন—"সত্যর ক্যান্টিন তো খোলা আছে, সেখানেই না হয় ছেলে পুলে নিয়ে খাব। মান যখন গেছেই, আরো যাক।"

পাশে খবরের কাগজওয়ালার হাতে দৈনিক কাগজটা খোলা। তাতে লেখা রহিয়াছে—কলিকাতায় ২০ হাজার মণ চাল মজুতদারের গোপন গুদাম হইতে উদ্ধার। সেদিকে কারো দৃষ্টি পড়ে না। কিউ-এর ঠেলাঠেলি চলিতেই থাকে।

মুমূর্ষুর আর্তনাদ। এ আর্তনাদ যারা রাস্তার উপর পড়িয়া ধুঁকিতেছে, শুধু তাদেরই নয়, সারা বাংলাদেশের। এই আর্তনাদে মিশিয়া গিয়াছে আপনার আমারও কণ্ঠ। সঙ্কট কার নয়? আপনার সুযোগ সুবিধা আছে, তাই আপনি কোনো রকমে খাদ্য জোগাড় করিতেছেন, তাও প্রতি নিয়ত আপনি অনুভব করিতেছেন অনাহার আপনাকেও শাসাইতেছে।

ঐ মুমূর্ষুদের মধ্যে গিয়া দেখুন, ওখানে শুধু ভিক্ষুক আছে তা নয়, ওখানে আছে গ্রামের গৃহস্থ চাষী, ক্ষেত-মজুর, দিন-মজুর, কলকারখানার মজুর সকলেই। সন্ধান লইয়া দেখুন, দেখিবেন, যাদের মান ছিল, ইজ্জৎ ছিল, সম্বল ছিল, তারাও আজ এই স্তরে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। সমস্ত জাতটাই মরিতে বসিয়াছে। এই মৃত্যুর সারির মধ্যে আপনিও আছেন, আমিও আছি।

হঠাৎ মনে পড়িয়া যায় সাইরেন অনেক দিন বাজে নাই। কে একজন বড় মিলিটারী অফিসার সেদিন কাগজে লিখিয়াছে, বর্ণাশেষে জাপ বোমারুর হানা দিবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। আঁৎকাইয়া উঠি, এই দুর্দিনে সাইরেন যদি বাজে? আর বাজিলেই বা কি? মৃত্যুর বাঁশী মুমূর্ষুর কানে অনেক সময় মধুর শোনায়!

ট্রেণের কথা মনে পড়ে। 'দায়িত্ব কার?'—ইহার জবাব পাইলেই কি আপনি নিশ্চিন্ত? যেমন নিশ্চিন্ত হন ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের সভার বক্তৃতা শুনিয়া! যেমন নিশ্চিন্ত হন চোরাবাজারে চাল পাইয়া!

যাদের চাল মিলে না, হাততালিতে যাদের পেট ভরে না, ভাঙ্গা মাটির ভাঁড় হাতে করিয়া দুয়ারে দুয়ারে ফ্যানের জন্য যাদের কাতর চীৎকার, মান, ইজ্জৎ যাদের অভাবের আগুনে পুড়িয়া খাক হইয়া গিয়াছে, ফুটপাথে মুখ থুবড়িয়া মৃত্যু যাদের ভাগ্য,—এই হতভাগ্যদের বাঁচাইবার দায়িত্ব কার?

একই দেশের মাটিতে, পাশাপাশি বাড়ীতে বাস করিয়া সংসারের হাজারো সূত্রে যাদের সাথে জীবন বাঁধা পড়িয়াছে—সেই একান্ত পরমাত্মীয় দেশবাসীকে বাঁচাইবার দায়িত্ব কার? আপনি আমি কি এ দায়িত্ব এড়াইতে পারি?

লেখক
—তুষার চ্যাটার্জি—

এজেন্টদের প্রতি

ম্যানেজারের জরুরী নোটিশ

আজও অনেকে টাকা জমা দেন নাই। ফলে আমরা কাগজ কম ছাপাইতে বাধ্য হইতেছি। আগামী সপ্তাহের কাগজ বন্ধ থাকিবে, কিন্তু আগামী ১৮ই অক্টোবর সোমবারের ভিতর যাহারা টাকা না পাঠাইবেন পরবর্ত্তী সংখ্যা হইতে কাগজ তাহাদের নিকট পাঠান হইবে না।

নাৎসীমুক্ত সোভিয়েটভূমির সাহায্যে

রিলিফ ফাণ্ড তোলায় মজুররা

গত বছরের শীত কাল। বিজয়ী লাল ফৌজ নাৎসী দস্যুদের অনেক দূর পিছনে ঠেলিয়া নিয়াছে—সোভিয়েটের বহু জনপদ আবার মুক্ত হইয়াছে। সোভিয়েট বাহিনী দুর্দ্দমনীয় বেগে আগাইয়া চলিয়াছে। তাহারা সহরের পর সহর, গ্রামের পর গ্রাম শত্রুর হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। অগ্রগামী লাল ফৌজের পিছনেই আছে সোভিয়েট রেল মজুর। ধ্বংস স্তূপের ভিতরে পুনরায় কর্ম্ম কোলাহল ফিরাইয়া আনার ব্যাপারে তাহাদের কাজই যে সব চেয়ে-দরকারী।

শত্রুকবলমুক্ত অঞ্চলে রেল মজুররা পা দিয়াই দেখিতে পায়—ধ্বংস ও নৃশংসতার নগ্ন মূর্ত্তি। এ ধ্বংস কাজ নাৎসীরা কোন সামরিক নীতির দিক দিয়া করে নাই। ধ্বংসের জন্যই ধ্বংস করা হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের রেল লাইনের দু'ধারে রেল মজুরদের খাকার জন্য যে সুন্দর সুন্দর কতগুলি বাংলো ছিল, তাদের চিহ্নও সেখানে নাই। পাশবিক বর্ব্বরতার চরম আঘাত সেখানে হানিয়াছে। রেল মজুরদের পরিবার পরিজনের যে দু'চার জন তখনও বাঁচিয়াছিল তাহাদিগকে তারই কিছু দূরে গর্ত্তের ভিতরে থাকিতে হইত, অথচ কিছুদিন আগেও এদের বাড়ী ঘর দোর সবই ছিল।

শত্রু আসার সাথে সাথে রেল মজুররা পিছনের দিকে চলিয়া যায়, শত্রুর হাতে ধরা দেবে না। কিন্তু এখন আবার তাদের কর্ম্মস্থলে সোভিয়েট পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। তাই অনেকেই ফিরিয়া আসিয়াছে কারণ এখন তাহাদের যে অনেক কিছু করিতে হইবে। রেল লাইন, দালান কোটা, ষ্টেশন প্রভৃতি সবই ঠিক করিতে হইবে। কিছু দিনের মধ্যেই তারা তাদের বন্ধু বান্ধবদের জানাইতে লাগিল—আক্রমণকারী জঘন্য শত্রু আজ তাহাদের সহর ও গ্রামগুলির অবস্থা কি করিয়াছে।

ইনইউটিনোর ষ্টেশনমাষ্টার বণ্ডারেঙ্কো কুইবিশেভের রেল মজুরদের একটা চিঠি লেখে—"অবশেষে আমার নিজের গাঁয়ে ফিরে এসেছি। জায়গাটা একদম চেনা যায় না। নাৎসী লুণ্ঠন-কারীরা এমন ভাবে সব কিছু ধ্বংস করেছে যে আমাদের ঘর যে কোথায় ছিল তাও বুঝতে পারছি না। আমরা কিন্তু একটুও মুসড়ে পড়ি নি। দারুণ উৎসাহে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা এই ভগ্নাবশেষ আর রাখবো না। নতুন করে সব গড়ে তুলবো। লাইন ঠিক করার কাজ সবার আগে হাতে নিয়েছি। কারণ রেল চলাচল স্বাভাবিক করতে পারলেই বীর লালফৌজ ফ্যাসিষ্ট জানোয়ারদের আমাদের সোভিয়েট ভূমি থেকে খুব সহজেই তাড়িয়ে দিতে পারবে।"

এই চিঠিখানি অনেকেই পড়িল। প্রথমে এক-জনে পড়িল—সে পড়িয়া অন্যের হাতে দিল। এমনি করিয়া চিঠিখানি বহু হাত ঘুরিতে লাগিল। যে-ই চিঠিখানি পড়িল, সে-ই হিটলার বাহিনীর অত্যা-চারের কাহিনীতে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাদের দেশ, তাদের পিতৃভূমি সোভিয়েটের উপর আক্রমণ-কারীর কি নিষ্ঠুর অনাচার। চিঠির ভিতরে বর্ণিত হতাশার কোন ইঙ্গিতই নাই কিন্তু আজ এখানের মজুররা এটা বুঝিল যে তাহাদেরই সাথীরা ফ্রন্ট লাইনের সামনে বসিয়া খুবই অসুবিধা ভোগ করিতেছে। তাই এরা সংকল্প নিল—ঐ ধ্বংস স্তূপের ভিতরে যাহারা আছে বা কাজ করিতেছে তাহাদের সুখ সুবিধার দায়িত্ব আমরা লইবই।

এদের সাহায্যের জন্য ব্যাপকভাবে আন্দোলন সুরু হইল। কুইবিশেভ-উফা লাইনের ছোট একটি ষ্টেশন, জাই। এখানে মাত্র কয়েক ঘর রেলমজুর বাস করে। এরা ঐ অঞ্চলের সাহায্যের জন্য দিল ৭০০০ রুবল, এক টনের ও বেশী আলু, ১২ কিলো-গ্রাম মাখন, ৩০টি বালতি, কেটলি প্রভৃতি পাত্র, ৫টি গরু, জামা জুতা ও শিশুদের জন্য অনেক গরম কাপড়।

৬৭ বৎসরের বৃদ্ধা প্রসকভায়া ডানিলিনা। তার দুই ছেলেই লালফৌজ। সবার আগে সে দিল তার ভেড়াটি। কুইবিশেভ-উফা লাইনে কিছুদিনের মধ্যেই সবশুদ্ধ দশ লক্ষ কিলোগ্রামেরও বেশী আলু, দশ টনের বেশী অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য, হাজার হাজার সংখ্যায় কাপড় জামা, এক গাড়ীরও বেশী বাসন কোসন এবং ১৮ লক্ষ ১৭ হাজার রুবল।

সংগৃহীত জিনিষগুলি পাঠানোর জন্য সব একস্থানে জড়ো করিয়া রাখা হইয়াছিল। অনেক রকমের জিনিষ.....। একটা পার্শেলের গায়ে একটা চিঠি লেখা। চিঠিটা লিখিয়াছিল উফার ৫১নং রেলওয়ে স্কুলের বাস্কীর ছাত্ররা। চিঠিটা এই—

"আমাদের প্রিয় ভাই বোনেরা, আমরা জানি তোমরা ফ্যাসিষ্ট দস্যুদের হাতে কত লাঞ্ছনাই ভোগ করিয়াছ। নাৎসী নরখাদকদের হাত হইতে আমাদের সাথী বোল্কারা তোমাদের মুক্ত করিয়াছে। তোমাদের কাছ থেকে আমরা বহু দূরে। কিন্তু আমরা সব সময়েই তোমাদের কথাই ভাবি। তোমরা গত শীতে পড়া শুনা করিতে পার নাই। তাই আমরা ঠিক করিয়াছি আমরা সর্ব্বপ্রথম তোমাদের কাছে অনেকগুলি পাঠ্য বই ও খাতা পাঠাইব।

মুরলাট ষ্টেশনের স্কুলের ছাত্ররা তাহাদের সাথীদের জন্য পাঠাইয়াছে অনেক রকমের পড়ার বই, গল্প, উপন্যাস। রেলওয়ে ওয়ার্কাস ইউনিয়নের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যাবাসের ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য সবাই মিলিয়া পাঠাইয়াছে ঔষধপত্র ও ডাক্তারীর যত অস্ত্রপাতি। বুওলমা ষ্টেশনের সবাই মিলিয়া দাঁতের চিকিৎসার জন্য যাহা যাহা দরকার তাহা যোগাড় করিয়াছে। রুজেভকার ডাক্তারেরা প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য যত কিছু আবশ্যক সবই পাঠাইয়াছে। কুইবিশেভের একটি হাসপাতালের কর্ম্মচারীরা দিয়াছে অস্ত্রোপচারের জন্য যে সব যন্ত্রপাতি দরকার সব কিছু।

মার্চ্চের প্রথম দিকে রেলওয়ে ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি লিসকিন জেলা শাখার চেয়ারম্যান্ ভ্লাসেঙ্কো কাছ হইতে একখানা চিঠি পায়। সদ্য মুক্ত অঞ্চলের রেলমজুরদের তরফ হইতে চিঠিতে লেখা হইয়াছে যে ফ্যাসিষ্ট গুণ্ডারা যে সব রেল লাইন নষ্ট করিয়া দিয়াছিল তাহা আবার তাড়াতাড়ি সারান হইতেছে।

এই চিঠির নকল ইউনিয়নের সব শাখা গুলিতেই পাঠান হয়। ফলে সর্ব্বত্রই রেল মজুরদের সভা সমিতি হয়। ঐ সব মুক্ত অঞ্চলে আরও বেশী সাহায্য পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

সাহায্য অনেক রকমেরই পাঠান হয়। জিয়ুলী রেল মজুররা সংবাদ আদান প্রদানের একটি যন্ত্রকে মেরামত করিয়া সেইটাই পাঠাইয়া দেয়। বারেন্ড লাইনের মজুররা সাহায্যের জন্য তিনশ রকমের যন্ত্রপাতি নিজেদের হাতেই তৈরী করে। পেনজা ষ্টেশনের মজুররা একটি রেলগাড়ী সারাইয়া তাহাই পাঠায়, তাহারা অনেকগুলি কলকব্জাও মেরামত করিয়া দেয়। এমন করিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্ব্বত্রই রেল মজুরা আগাইয়া আসে তাদের সদ্যমুক্ত সাথীদের সাহায্য করিতে—সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করে, যথাসম্ভব সাহায্য পাঠাইয়া নূতন করিয়া সব গড়িয়া তুলিতে হইবে। সকলেরই এক লক্ষ্য—নাৎসীদের নির্ম্মূল করা। [টাস্ হইতে]

★ সিরিয়া লেবাননের স্বাধীনতা ★

জনযুদ্ধের প্রথম বিজয় নিশান

"তার চাইতে হতেম যদি আরব বেদুইন"—সেই আরবের মরুপ্রান্তরে দুইটি দেশ সিরিয়া ও লেবানন। স্বাধীন আরব তারা ছিল না। তাদের গলায় ছিল ফরাসীর দাসত্ব শিকল। কিন্তু বিষমানবের ফাসিষ্ট বিরোধী এ মহা মুক্তি-যুদ্ধে আরবের সে শিকল টুটিল। সিরিয়া লেবাননের বুকে স্বাধীনতার বিজয় পতাকা উড়িল। একটি পরাধীন জাতি স্বাধীন হইল।

উত্তর আফ্রিকা হইতে ফাসিষ্ট চক্রশক্তি যেদিন নিশ্চিহ্ন হইল, সেদিন সেখানে জনগণের মিলিত শক্তি আত্ম প্রতিষ্ঠায় আগাইল। তাহারই ফলে গঠিত হয় ফরাসী জাতীয় কমিটি। দ্য গোলের নেতৃত্বে এই কমিটিতে ফ্রান্সের কমিউনিষ্ট, সোশ্যালিষ্ট, ডেমোক্রাট সবাই মিলিত হইয়াছে। এই কমিটি সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতা মানিয়া নিয়াছে। সিরিয়া ও লেবাননে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করিয়াছে।

স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয় অবশ্য ১৯৪১ সালের ২৩ শে নভেম্বর। তখন সিরিয়া-লেবানন হইতে ভিসি নাৎসী শাসন শেষ হইয়াছে। কিন্তু জনশক্তি তখনও দুর্ব্বল। তাই স্বাধীনতার ঘোষণা শুধু কাগজের পাতায়ই লিপিবদ্ধ ছিল। ফরাসী জাতীয় কমিটির হাতে শাসনভার আসিবার পর গত ১৮ই মার্চ্চ (১৯৪৩) গণতান্ত্রিক পার্লিয়ামেণ্ট নির্ব্বাচনের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্ব্বাচনের কাজ চালাইবার জন্য একটা সাময়িক জাতীয় গভর্ণমেণ্টও গঠন করা হয়।

দেশপ্রেমিক আরবরা এইবার গভর্ণমেণ্ট গঠনে আগাইয়া আসেন। লেবানন রাষ্ট্রের নব নেতা ডাঃ আইয়ুব তাবেত লেবাননের জাতীয় আন্দোলনে অতীতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনবার তাঁহাকে কারাগারে কাটাইতে হইয়াছে।

সিরিয়ারও সাময়িক জাতীয় সরকার গঠন করিয়াছেন দেশপ্রেমিক নেতা জাতা আইয়ুবী। ফরাসী দেশে যখন পপুলার ফ্রন্ট গভর্ণমেণ্ট চলিতেছিল তখন আইয়ুবী ছিলেন সিরিয়ার প্রধান মন্ত্রী।

এই সাময়িক জাতীয় সরকারের তত্ত্বাবধানেই নব নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। সিরিয়া-লেবাননে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সিরিয়া-লেবানন ছোট দেশ হইলেও বিচিত্র তার ইতিহাস। "আরব বেদুইন" কোনদিনই পরাধীনতা মাথা পাতিয়া নেয় নাই। তুর্কীর পরাধীনতার বিরুদ্ধে তাহারা মাথা তুলিয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। কিন্তু সে জাতীয় জাগরণ নিনদ্ধ ছিল শুধু শিক্ষিতদেরই মাঝে। গত মহাযুদ্ধে তুর্কীর শিকল টুটিল কিন্তু ফরাসীর দাসত্ব শিকল জুটিল। এবার জাতীয় জাগরণ জনগণের মাঝেও ছড়াইয়া পড়িল।

ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্ট গভর্ণমেণ্টের সময় কিছু ব্যক্তি স্বাধীনতা মিলিল কিন্তু পপুলার ফ্রন্টের পতনের সাথেই স্বেচ্ছাতন্ত্র চাপিয়া বসিল। ১৯৪০ সালে নাৎসীদের হাতে ফ্রান্স চলিয়া যাওয়ার সাথে সিরিয়া-লেবাননের ভাগ্য নাৎসীদের চাকায় বাঁধা পড়ে।

এখান হইতে নাৎসীরা বিতাড়িত হইবার পর স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়, তাহাই আজ কাজে পরিণত হইল। শতাব্দী পরাধীনতা ঘুচিল। যাহারা বলে ফাসিষ্ট চক্রশক্তির পরাজয়ে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ আমেরিকাই শক্তিশালী হইবে, জনগণের গলার পরাধীনতার শিকল থাকিয়াই যাইবে—সিরিয়া-লেবানন তাহাদের সে ভুল ভাঙ্গিবে। উত্তর আফ্রিকার ফরাসী জাতীয় কমিটি যে স্বাধীনতার প্রতীক সাম্রাজ্যবাদীর হাতের পুতুল নয় সিরিয়া-লেবানন তাহারই উদাহরণ। এই ফরাসী জাতীয় কমিটি ফাসিষ্ট বিরোধী রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়াছে, স্পেনের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধা ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের সেনাদের মুক্ত করিয়াছে, কমিউনিষ্ট পার্টির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া নিয়াছে।

জনগণের এই বিজয় অভিযানে আরব জনগণও আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সিরিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির অবদান ইহাতে বড় কম নয়। ভিসি-নাৎসীর বর্ব্বর শাসনের আমলে গোপনে থাকিয়া কমিউনিষ্ট পার্টিই দেশপ্রেম জাগাইয়া রাখিয়াছে। গোপন পত্রিকা 'সার্ভিত-এল-সাব' বাহির করিয়া জনগণকে উৎসাহিত করিয়াছে। এই পত্রিকা আজ একটি বিখ্যাত পত্রিকা। কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য সংখ্যাও আজ কয়েক হাজার।

লালফৌজ আজ বিজয়ের পথে। ফাসিষ্ট শক্তির মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে। সিরিয়া লেবানন স্বাধীন হইয়াছে। বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের স্বাধীনতার দিন বেশী দূরে নয়।

কাটা পা

(৪ পাতার শেষাংশ)

মাখনের পায়ের যন্ত্রণা খুবই বাড়িয়াছে। সে আর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতে পারে না। তিনজন মজুর বলিয়া উঠিল, আমরা কাঁধে তুলিয়া মাখনদাকে ধরিয়া রাখিব, তোমরা বক্তৃতা শোন। দেখকে বাঁচাইবার কি দারুণ উৎসাহ। মুখে চোখে তাহার দেশপ্রেমের জ্যোতি সমগ্র জনতাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতেছে।

আমরা যাহারা রিপোর্ট লিখিতেছিলাম ভাবিতেছি, বক্তৃতা শুনিব কি করিয়া হাত তালির শব্দে কাণ যে ঝালাপালা হইয়া যাইতেছে।

মাখন বিরাট জনতা দেখিয়া অভিভূত হইয়া গেল। সে আজ পনের বছর ইউনিয়ন করিতেছে—এত লোক কোনদিন ইউনিয়নের সভ্য হয় নাই। আজ ইউনিয়নের খাতায় সকলেরই নাম লিঠভুক্ত হইয়া গেল। তাহার চেয়ে আরো বিস্ময়ের জিনিষ তাহার কাছে এই যে একজন মেয়ে মজুর এত সুন্দর বক্তৃতা কি করিয়া দিল!

বহু বক্তৃতার পর কারখানার বড় বাবু অনেক দূরের এক কোণ হইতে চীৎকার করিতেছে—আমিও কিছু বলিতে চাই। মাখন বলিয়া উঠিল' বেশ আসুন। বড়বাবু দৌড়াইয়া গিয়া বলিতে লাগিল,—কারখানার মাল বাড়াতে তোমরা এত বেশী উৎসুক তা আমি কালকার কাণ্ড দেখেই বুঝেছি। তোমরা প্রত্যেকটি লোক এত দেশভক্ত! তোমাদের পাঁচজন লোক বাছাই কর। আমরা একসাথে বসে কাল তোমাদের ওই পাঁচ দফা দাবীর কথা আলোচনা করব।

মাখন বলিয়া উঠিল, তা আমরা ইউনিয়নের মিটিং করে সব ঠিক করে নিচ্ছি। এত বলাতেও তো আপনাদের হুঁস হয় না। আজ আমরা যখন সব একমন একপ্রাণ তখন দেখি আপনার মুখ থেকে ভাল ভাল কথা বেরুচ্ছে। এই যদি না করেন তাহলে ঐ বিপিনের দল আর লালা বাবুরা মিলে শুধু কারখানাটা ডোবাবে তাই না সারা দেশটাকেও ডোবাবে। লালাবাবু ও বিপিনদের সাজা দেওয়ার দাবীটাও ভুলিলে চলিবে না।

মাখনের পচা ঘায়ে অস্ত্রোপচার হইয়া গিয়াছ

অপরাজিত

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

★

হঠাৎ পৃথিবীকে প্রদোষের এত রুক্ষ লেগেছিল!

ছোট বেলার অভিজ্ঞতা মনে প'ড়ে গেল। একান্নবর্তী সংসার; বারোয়ারী শাসন। এত নিঃসঙ্গ লাগতো। চুরি করে সকলের চোখ এড়িয়ে লিখতে হ'ত। কী লিখতো?—বিষণ্ণ রোদনভরা কথা। মৃত্যুর কথা ভেবে রোমাঞ্চ হ'ত। সামনের বাড়ীর এক সহপাঠী যখন গলায় দড়ি দিল, প্রদোষ তখন তাকে শ্রদ্ধা করেছিল।

হাফপ্যাণ্ট পরা সে বয়স কেটে গেছে বলেই নয়, এক নূতন আশার জগৎ আবিষ্কার করেছে ব'লেই প্রদোষ আজ মৃত্যুকামনাকে ঘৃণা করে।

এইত সেদিন এক হৃদয়প্রবণ বন্ধু সোফায় শুয়ে প্রদোষকে ব'লেছিল, 'সত্যি তোমাদের আত্মত্যাগ দেখে শ্রদ্ধা হয়।'

কথাটা শুনে প্রদোষের ভিতরটা বিদ্রোহ করেছিল। আত্মত্যাগ দুর্বলের ধর্ম্ম, আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠা করি। সোভিয়েটের লাল-পল্টন তার প্রণয়িনীর কাছে আল্টোৎসর্গের পাঁচালি শোনায়নি; বলেছে, 'আমি আসবো; সহস্র মৃত্যু উপেক্ষা করে আমি ফিরে আসবো।' সে জানে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে অন্ধকারের এ লড়াই; এ লড়াই জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর। আর জীবন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেই।

তাই পোড়া মাটিতে সবুজ রং ধরে; পোড়ো জমির ধ্বংসস্তূপে নতুন ইমারত ওঠে।

স্মলেন্সক লালফৌজের হাতে। ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান নাৎসি শয়তান। তার পৈশাচিক মুঠি ক্রমেই শিথিল। হাত থেকে স্খলিত একের পর এক গ্রাম আর নগর। সামনে পিছনে মুষলধারে মৃত্যুর বর্ষণ। সোভিয়েট এক অসামান্য দেশ। দেশজোড়া মুক্তির প্রাকার। লুব্ধ পঙ্গপাল সেই কঠিন দেয়ালে পতঙ্গের মত মাথা খুঁড়ে মরেছে। দেশ জয়ের দম্ভ স্বস্তিকাচিহ্নিত কবরে সমাহিত।

দুর্গত মানুষ চেয়ে দেখে, অত্যাচার আর শোষণের বিরাট মহীরুহ ভেঙে পড়ছে। দুনিয়ার সর্ব্বহারার একটি সশস্ত্র বাহিনী এই লালফৌজ, সর্ব্বহারার প্রথম স্বদেশ এই সোভিয়েট। এই বিদ্যুৎস্তম্ভ থেকে বিপ্লব বিচ্ছুরিত হচ্ছে—দেশে দেশে রক্ত নিশান ওঠে।

লালফৌজ জিন্দাবাদ।···প্রদোষ সকলের সঙ্গে চীৎকার করে ওঠে। স্মলেন্সক থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে কলকাতার হাজারটা কণ্ঠ ফেটে পড়ে।

মজুর কংগ্রেসের ভিড় ঠেলে প্রদোষ রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। হলে ঢোকবার আগে ব্যক্তিগত জীবনের এক বিপর্য্যয়ে পৃথিবীকে এত রুক্ষ লেগেছিল।

একদিন চোখে নানা স্বপ্ন ছিল। আজকে স্বপ্নের সওয়ার বদলেছে। বৈরাগ্যের গৈরিক রং মুছে গিয়ে জীবনের অসীম ঐশ্বর্য পায়ের কষষ দ্রুত করেছে। ফুটপাথের অন্ধকারে বিপুল জনতরঙ্গ শুয়ে আছে। আকাশ গাঢ় নীল। ঝোড়ে মোড়ে আবার এ আর পির হেল্‌মেট দেখা দেয়। বর্ষা কেটে গেছে। বিমান চালকের চোখে মেঘ আর ধাঁধাঁ লাগাবে না।

এই জনসঙ্ঘকে বাঁচাতে হবে!

সুরেশ দা'!···এক হাতে ছাতি, অন্য হাতে মোটা মলাটে বিজ্ঞানের বই। বাসের দোতলায় দেখা হ'য়ে গেল।

'কি করছিস্?'

'রাজনীতি।'

'চাকরী বাকরী?'

'কিচ্ছু না। শুধু রাজনীতি।'

সুরেশদা মুখ ফেরালেন। পাশে ব'সে প্রদোষের মনে প'ড়ল লেকের রেললাইনের কথা।

অনেকদিন আগে। স্বদেশীতে প্রথম হাতে খড়ি। এই সুরেশদার চোখ দুটো তখন জ্ব'লতো। এর কাছে লুকিয়ে লুকিয়ে বন্ধ ঘরে নিষিদ্ধ বই পড়া—ফাঁসি কাঠে যারা প্রাণ দিয়েছে তাদের জীবনী, বাংলায় অগ্নিযুগের ইতিহাস।···

বাড়ীতে দারুন শাসন। পাড়ার লোক জানে সুরেশদা সাংঘাতিক লোক। অপরিণত ছেলেদের মাথায় স্বদেশীর বিষ ঢোকায়। দেশপ্রেম ভাল জিনিষ। ভাল না জেল, ভাল না ধানাতল্লাসী।··· তাই ঘুমন্ত বাড়ীকে ফাঁকি দিয়ে রেললাইনে প্রদোষের প্রাতঃ ভ্রমণ। দেশের কাজে প্রাণ দিতে হবে। ছেলে রিক্রুট করতে হবে।

'তোমার মধ্যে প্রতিভা আছে; তুমি নার আশুতোষের মত বড় হবে।' কথাটা শুনে রোমাঞ্চ লেগেছিল।···একদিন প্রদোষ বাড়ীতে হাতে হাতে ধরা প'ড়ে গেল। লাল অক্ষরে নাম লেখা বইটা যখন পোড়ানো হ'লো, তার সমস্ত মনটা বেদনায় বিষিয়ে উঠলো।

বিকেলে সুরেশদার সঙ্গে দেখা। 'বাড়ীতে থাকা চলবে না'—প্রদোষ ধরা গলায় ব'ললো। সুরেশদার সেদিনের উত্তর প্রদোষ ভোলেনি। 'বাড়ীর শাসনে নিজে যাওয়ার চেয়ে রাস্তায় মাথা উঁচু ক'রে মরা ঢের ভালো।' কথাটা শুনে প্রদোষের কেমন যেন ভয় হ'য়েছিল। মুহূর্ত্তে তার মনে হ'ল, সে যেন সত্যি মরে যাচ্ছে আর পৃথিবী তার বালক আশুতোষকে হারাচ্ছে।

তারপর প্রদোষের জীবন অনেক নূতন মোড় নিয়েছে। সুরেশদার বিজ্ঞানী মনের কোনে গ্রাম্য বিধবার অন্ধ কুসংস্কার যেদিন সে আবিষ্কার ক'রলো—সেদিন সে সুরেশদার প্রভাব থেকে মুক্ত। আন্দামান বন্দীমুক্তির আন্দোলন তার মধ্যে নূতন জাগরণ এনেছে। দুপুরে গলা পিচের ওপর দিয়ে খিদিরপুর যাওয়া আসা—মজুরের জমায়েতে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়া; তার মধ্যে অনেক, অনেক উচ্ছ্বাস ছিল!

এত কথা মনে ভিড় ক'রে আসে!···এখানেই নামতে হবে।

'আচ্ছা চলি'। সুরেশদাও হয়তো বিগত জীবনের কথা ভাবছিল। ইতিহাসের একটা পুরানো ধারাকে পিছনে ফেলে প্রদোষ নেমে প'ড়লো।

ছোটদি-কে দেখে ত' প্রথমটা প্রদোষ চিনতেই পারে নি। হাসিখুসি মানুষটা এমন বদলে গেছে; দেখে মনে হয় বেদনায় কুঁকড়িয়ে আছে।

একসঙ্গে ট্রামে ওঠে।

'আসিস্ বাঁচতে ইচ্ছে করে না।'···কথাটা শুনে প্রদোষ এতটুকু অবাক্ হয় না। ছোটদি-কে চোখে দেখেই সে একথা চেনেছে। কথাটা পুনরুক্তি মনে হ'ল।

'আসিস্ একদিন। এখন বড় লেখক হয়েছিস—আমার জীবন নিয়ে একটা বড় উপন্যাস লিখে দিবি।'

ছোটদি-র সঙ্গে পাঁচ-ছ বছর পরে দেখা। কৈশোরের উচ্ছল দিনগুলো মুহূর্ত্তে ভিড় করে এলো। একসঙ্গে হৈ হৈ ক'রে কাটানো; ছাদের কার্ণিশে হেঁটে বেড়ানো। পাড়ার নাম করা দস্যি মেয়ে এই ছোটদি সাইকেলে এপাড়া ওপাড়া চ'ষে বেড়াতো।

ছোটদি ছবি আঁকতো; চমৎকার হাত। প্রদোষ পাশে ব'সে মুগ্ধ চোখে আঁকার কৌশল দেখতো। এ রংয়ের সঙ্গে ও রং মিশে নতুন রং হ'ল। এটা আকাশের, ওটা মাটির।

একদিন ছোটদি নির্জনে প্রদোষকে একটা কাগজ দেখালো। আইনের চোখে নাকি আপত্তিকর। ওপরে অপরিচ্ছন্ন ছাপার অক্ষরে লেখা: 'বিপ্লবী'। তাতে সব গরম গরম রাজদ্রোহকর লেখা। সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ। কাগজটা পড়া হোল না।

কে এক গণককার এসেছিলো। ছোটদি হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞেস ক'রল, দেখুন ত' রাজদ্বারে নিগ্রহ আছে নাকি। গণককার মাথা নাড়লো। ছোটদি প্রদোষকে দেখিয়ে বলে, দেখুনতো ওর। গণককার গম্ভীর মুখে বলে, কালাপানির চিহ্ন দেখা যায়। শুনে ছোটদির মুখ কালো হ'য়ে গিয়েছিল। ভয়ে নয়, ঈর্ষায়।

ছোটদি-র সঙ্গে আর দেখা হয় নি। প্রদোষের কবিজীবনের প্রথম ভক্ত এই ছোটদি তার স্মৃতিতে বিদ্যুল্লেখার মত বেঁচে আছে। সেদিন ট্রামষ্টপে প্রদোষ সেই ছোটদির প্রেতমূর্ত্তি দেখেছে।···

প্রদোষের বাঁচবার প্রবল আগ্রহ হয়। সুরেশদা আর ছোটদির মৃত আত্মার তর্পণ সে বেঁচে থেকে করে যাবে। সমাজের কোথায় কল বিগড়েছে। বিকল যন্ত্রণাতি নিয়ে ওরা মেরামত করতে গিয়েছিল। মারা পড়েছে।

প্রদোষও মারা যাচ্ছিল। হিসেবী চোখ ওকে বাঁচিয়েছে। একদিন সেও ত' শুধু কথার কারুকার্য্যে মুক্তি খুঁজেছিল। শুধু হা-হুতাশ, শুধু আশাভঙ্গের আর্ত্তনাদ। ছুটে এসে অনেক হাত তার করমর্দন করেছিল; ব'লেছিল—ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কিন্তু প্রদোষ তাদের মৃতের মত ঠাণ্ডা হাত দেখে চমকে উঠেছিল।

জীবনের উষ্ণতা বরাবর তাকে ডেকেছে। স্পন্দমান জনস্রোতে সে বার বার সূর্য্যোদয় দেখেছে। তাই অন্ধকার তাকে অত্যাচারিত করতে পারে নি।

এক বন্ধুর বাড়ী।

পাশের ঘরে তুমুল কাব্যবিচার চলেছে। নাম-করা আধুনিক লেখকরা উপস্থিত। এঘরে প্রদোষ আর তার কয়েকজন বন্ধু গোল হ'য়ে ব'সে। কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো পড়া হচ্ছে।

সর্ব্ব-হারার শৃংখল ছাড়া হারাবার আর কিছু নেই। জয় করবার জন্যে আছে গোটা পৃথিবী।

প্রদোষের ঝাপসা দৃষ্টি ক্রমে স্বচ্ছ হ'য়ে আসে। ঘর ক্রমে বাইরে শাখা মেলে। কালের কষ্টিপাথরে জ্ঞানের পরখ চাই।

একে একে চেনা হয়। লাল ঝাণ্ডা আপিস। দেয়ালে ময়লা কাপড় জামা ঝোলে। গাঙ্গুলি বক্তৃতা দিচ্ছে। একঘর মজুর।

প্রদোষ ক্ষুব্ধ হয়। নূতন পৃথিবীর ত্রাণকর্ত্তা এরাই? অনেকের শরীরে এদের দুষ্ট ব্যাধির চিহ্ন, অশ্লীল ভাষা, চোখেমুখে চিন্তাহীনতা। আস্তে আস্তে যেতে যেতে প্রদোষ বোঝে এরাই বজ্রের ধাতু। এদের সঙ্গে সমষ্টিটা তার নেশার মত কাটে। বস্তিতে ইউনিয়নের সভ্য করা, দুপুরে উড়ে মজুরদের ক্লাস নেওয়া। ওরা এমন ভাবে বাস করে প্রদোষ আগে জানতো না। এই প্রথম সে কলকাতাকে চিনলো।

লেনিন ডে। বীর পূজা নয়, বিপ্লবের অঙ্গীকার। প্রদোষ স্কোয়াডের সঙ্গে এবস্তি ও বস্তি ঘুরে বেড়ায়। মে চে-র মিছিলে সে অদ্ভুত আনন্দ অনুভব করে। এত লোক এক সঙ্গে, একই উদ্দেশ্যে! এদের সকলের সংকল্পের ইতিহাস কি তারই মত?

দিনগুলো মনে ক'রতে প্রদোষের ভারি ভাল লাগে।

তারপর নানান সংঘাতের মধ্য দিয়ে সে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। নিজের আদর্শের সঙ্গে বাড়ীর দাবীর সংঘর্ষ তার কাছে কী মর্ম্মান্তিক লেগেছিল। তুচ্ছ ঘটনায় এক একদিন বিপ্লব বেধে যেত। শুধু বাড়ীর সঙ্গে নয়, আদর্শের সঙ্গে আদর্শের ঠোকাঠুকি প্রদোষকে একদিন উদ্‌ভ্রান্ত করেছিলো। নিজের গড়া পরিবেশকে বার বার ভাঙতে হয়েছে। অভিজ্ঞতার আগুনে পুড়ে তবে তার আদর্শ আজ নিখাদ সোনা হয়েছে।

প্রদোষের চোখে আজ নূতন দৃষ্টি প্রদীপ। যা নেই তাকে দেখতে শিখেছে। বর্ত্তমানের কাছে বাগ্‌দত্ত ভবিষ্যৎকে সে চিনেছে। জীবনের এই অপরাজিত দিক তার কাছে উন্মীলিত।

এক রাস্তা লোক ধুঁকে মরছে।

যে যার বেদনার ইতিহাস বলে।—গ্রামে আমার জমি আছে, হাল বলদ আছে। ধানও হয়েছে খুব। এই অঘ্রানেই কাস্তে ছোঁয়াতাম। সব কেমন ওলট পালট হ'য়ে গেল।

প্রদোষ জানে, এর অনেকটা মিথ্যা। হয়ত লোকটার নিজের ব'লতে জমি ছিল না। দেনার দায়ে হাল-বলদ বেচেছে। তবু সংসারের সবাইকে বাঁচাতে পারে নি। ক্ষিধের মারে ভাল-বাসা, স্নেহ সব গুঁড়িয়ে গিয়েছে। যে যেদিকে পারে খসে পড়েছে। এরা ভিক্ষুক নয়। লঙ্গর-খানার খিচুড়ি গিলে এদের পৌরুষ আহত হয়। এক বেলার শাকান্নেরও স্বাদ ছিল।

এই কঙ্কালেও একদিন জোর ছিল। চোখের সামনে সহরের পাঁচিল পার হ'য়ে এক দিগন্ত ভেসে ওঠে। রুক্ষ মাঠ তার হাতের স্পর্শে সবুজ হ'ত। কর্ম্মহীন সারাটা দিন এখন এত বিস্বাদ লাগে। প্রথম প্রথম মর্যাদায় লাগতো—ভিক্ষা ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হয়।

আকাশ গাঢ় নীল। মেঘের চিহ্ন নেই। ওরা আসবে।

হাজার হাজার মানুষ সেই অগ্নিবৃষ্টির নিচে প্রাণ দেবে। আশাহত মানুষ ভাগ্যকে দুষবে।

এই জনসঙ্ঘকে বাঁচাতে হবে। প্রদোষ মনে মনে প্রতিজ্ঞা নেয়। 'লুট করো, দাঙ্গা করো।' অন্ধকার মন্ত্রণা দেয়। এদের প্রদোষ চেনে। অন্নাজকতার খাল কেটে ঘরে এরা কুমীর আনতে চায়। দেশের গলায় ছুরি বসিয়ে এরা স্বাধীনতার আওয়াজ ওঠায়।

দেশের সমস্ত লোককে আজ উঠে দাঁড়াতে হবে। দেশদ্রোহীদের চক্রান্ত চূর্ণ করো। প্রদোষের পদক্ষেপ দ্রুত হয়।

ম'রচে পড়া অস্ত্রে শান দিতে হবে। সে এবার অগ্নিগর্ভ লেখা লিখবে।

লোকটা বোধহয় ম'রে যাবে। পকেটের দু'-আনা পয়সায় প্রদোষের হাত পড়ে। মুমূর্ষু লোকটা অদূরে এক দুঃখকে দেখিয়ে দেয়। ইসারায় বলে, আমি আর বেশীক্ষণ নেই। পরদিন লোকটার মৃতদেহে দেখা গেল মাছি ভন্‌ভন্ করছে।

প্রদোষের আশ্চর্য লাগে—ক'দিন আগেও এই পৃথিবীকে এত রুক্ষ মনে হয়েছিল!

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

প্রতি সংখ্যা দাম ছ পয়সা
বার্ষিক ৪॥, ৬ মাস ২॥, ৩ মাস ১।০

★

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জি এম,এল, এ
২৪৯ বোবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২য় বর্ষ | বুধবার, ২০শে অক্টোবর ১৯৪৩, ৩রা কার্ত্তিক ১৩৫০ | ২৫শ সংখ্যা

কলিকাতা ও শহরতলীর বাসিন্দা! একত্রে আওয়াজ তোলো

এখনি রেশনিং ব্যবস্থা চাই!
আর দেরী করা চলিবে না

কলিকাতা ও হাওড়া শহরকে কেন্দ্র করিয়া একদিকে বঙ্গদেশ হইতে কাঁচড়াপাড়া ও অন্যদিকে উলুবেড়িয়া হইতে হুগলি—এই এলাকাই বাংলার যা কিছু কল, কারখানা, শিল্প ও ব্যবসার প্রাণ। এই এলাকার কাজ কর্ম্ম অচল হইলে রেল ষ্টীমার বন্ধ হইয়া যায়, কল-কারখানা উঠিয়া যায় বাংলার প্রায় অর্দ্ধেক লোকের আমদানীর পথ বন্ধ হয়। বিদেশ হইতে যে-শস্য আনিয়া বাংলাকে বাঁচাইতে হইবে সে শস্যও রেলার রেলার পৌঁছিতে পারে না, ক্ষুধিত বাংলার যেটুক জীবন এখনও ধুক ধুক করিতেছে তাহাও শেষ হইয়া যায়।

সেই জুন মাস হইতে সরকার ও সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের হাঁকডাক শুনিতেছি যে এই এলাকার বাসিন্দাদের চাল-আটার ব্যবস্থা হইল বলিয়া। প্রথমে শুনিলাম সহরের ভিতরে গারশো ও বাহিরে গারশো এই আটশো দোকান হইতে কন্‌ট্রোল রেটে সমস্ত অধিবাসীকে চাল-আটা দেওয়া হইবে। জুন গেল, জুলাই গেল, আগষ্টও গেল—তবুও গোটা পঁচিশেকের বেশী দোকান আর দেখা গেলনা। শুনিলাম লোক গণনা হইতেছে—এইটা শেষ হইলেই আর ভাবনা নাই, একেবারে রেশনিং বা বরাদ্দ ব্যবস্থা। মাথাপিছু প্রত্যেক লোকের জন্যই চাল আটা নাকি বরাদ্দ করিয়া দেওয়া হইবে। আশ্বস্ত হইলাম। ও হরি! শুনতি শেষ হইল, আগষ্ট গেল, সেপ্টেম্বর গেল, অক্টোবরও বুঝি যায়—কিন্তু বরাদ্দ আর হইল না। ঐ শুনতিতে নাকি চলিবে না, আবার নূতন করিয়া শুনতি সুরু কর! একবার বসিয়া, একবার দাঁড়াইয়া শুনিতে শুনিতে ডিসেম্বর আসিয়া দিতে পারিলে তখন আমন ধানের খোলা মাঠ দেখাইয়াই বোধ হয় কর্ত্তারা কর্ত্তব্য শেষ করিবেন, চর আর খাও!

ইত্যবসরে কলিকাতা ও শিল্প অঞ্চলের মজুর ও মধ্যবিত্ত অধিবাসীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। সরকার যে একেবারে কিছু করে নাই তাহা আমরা বলিতেছি না। দিন পনের হইতে শ-দুই দোকান মারফৎ চাল ও আটা বিক্রয় হইতেছে। পরিবারের লোকসংখ্যা হিসাবে সেখানে রোজ এক সের হইতে তিন সের আটা ও সের খানেক চাল কিনিতে পাওয়া যায়। আগের চেয়ে যে অবস্থা একটু উন্নত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু কলিকাতার বাহিরে এখনও পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। আর এত বড় কলিকাতা শহরেই বা মাত্র শ দুয়েক দোকানে কিরূপে চলে? আগের দিনের কন্‌ট্রোল দোকানের তুলনায় এই দোকানের সংখ্যা অনেক বেশী বটে, কিন্তু আগের দিনের তুলনায় আজ অনেক বেশী লোক লাইনে দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছে। বাজারে যখন চাল আটা প্রায় পাওয়াই যায় না এবং পাওয়া গেলেও দাম অসম্ভব বেশী তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহু ভদ্রলোককে লাইনে দাঁড়াইতে হইতেছে। ফলে লাইনে বেজায় ভিড়। আমরা নিজে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি যে বেলা ৩টায় দাঁড়াইলে ৬টা নাগাত দোকানীর কাছে পৌঁছান যায়। অথচ সকাল হইতে রাত পর্য্যন্ত অনবরত বিক্রয় চলিলে ভিড় অনেক কমানো যায়।

লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী জনসাধারণের সহযোগিতার কাজ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু এই দোকানগুলি বিলি করিবার সময় জনসাধারণ বা জনহিত্র প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে পরামর্শও করা হয় নাই; এবং এই দোকানের বিক্রয় তত্ত্বাবধানের ভার জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানগুলিকে না দিয়া ব্যবসাদারের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে বহু অনাচার ঘটিতেছে।

আমরা অনেকগুলি দোকান ঘুরিয়া দেখিয়াছি। আটা বা চাল ঠোঙায় ভরিয়া রাখিয়া দেওয়া হয় খরিদ্দারের সামনে ওজন করিয়া দেওয়া হয় না। বহু লোক অভিযোগ করিল যে ওজন কিছু কম থাকে, অনেকে বলিল ধুলা, কাঁকর প্রভৃতিও যথেষ্ট মিশানো থাকে। দোকানদার নিজেই সর্বেসর্বা, সে এ-আর-পি পরচা দেখিয়া নিজের

(শেষাংশ ৮ম পাতায় দেখুন)

চালের অভাবে হাহাকার
আর সুরাবর্দ্দী বলেন—চাল উধাও হয় নাই!

দিল্লীর খাদ্য সম্মেলনে সুরাবর্দ্দী সাহেব বলিয়া আসিয়াছেন:

খবরের কাগজে যা লেখা হইতেছে তা ঠিক নয়, বাজার হইতে চাউল উধাও হইয়া যায় নাই। মূল্য নিয়ন্ত্রণের পর চালের দরও নামিয়া গিয়াছে।

সুরাবর্দ্দী সাহেব আশা করেন যে চোখের সামনে রাতারাতি চাউল উধাও হইতে দেখিয়াও বাংলার লোকে তাঁর খাতিরে বিশ্বাস করিবে যে বাংলায় চোরাকারবার নাই!

অপরের কথা দূরে থাকুক, লীগমন্ত্রীমণ্ডলীর সমর্থক 'আজাদ' পত্রিকাও যে সুরাবর্দ্দী সাহেবের কথা স্বীকার করে না! ৯ই অক্টোবরের 'আজাদ' লিখিতেছে: চুনোপুঁটী মজুতদারদের উপর এ-জায়গায় ও-জায়গায় সামান্য রকম হামলা হইতে দেখি বটে, কিন্তু রুই কাতলা যে একেবারে বাদ পড়িয়া যাইতেছে।

অর্থাৎ শুধু মজুতদার চোরাকারবারী আছে তা নয়, তাদের ধরিবার চেষ্টাই মন্ত্রীমণ্ডলী করিতেছে না।

সুরাবর্দ্দী কোন ভরসায় তা অস্বীকার করেন? আমলাতন্ত্রের খাতির পাইবার জন্যই কি?

এদিকে যাঁদের সমর্থনের উপর তাঁদের মন্ত্রীত্ব দাঁড়াইয়া আছে, সেই লীগ ও লীগের জনসাধারণও যে তাঁদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

মাঝ থেকে চোরাকারবারীদেরই মজা। চোরা-কারবার নাই—স্বয়ং সরবরাহমন্ত্রী এই কথা বলিলেন, তখন আর কাকে পরোয়া?

মন্ত্রীমণ্ডলী ইহার কী জবাব দিবেন!

শুধু খাদ্য নয়
ক্ষুধিতদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করুন

আর কতদিন চোখের সামনে যন্ত্রণা দেখতে হবে? কলকাতার নাগরিক আমরা, আমাদের হৃদয় বৃত্তি কি লোপ পেতে বসেছে? অগাষ্ট থেকে আজ অক্টোবর পর্য্যন্ত কলকাতার পথে পথে নর নারী ও শিশু দিন কাটাচ্ছে। একবেলা সামান্য খাওয়া যদি বা তারা পায় তো অবিরাম বর্ষার আশ্রয় নেই, আসন্ন শীতের জন্যে আচ্ছাদন নেই, দলে দলে কাতারে কাতারে মরছে। আমরা সরকারকে ধিক্কার দিই, মন্ত্রীদের ধিক্কার দিই, আমেরিকে ধিক্কার দিই—কিন্তু নিজেদের ধিক্কার দিই না কেন? মাত্র লাখ খানেক নিরাশ্রয় নরনারী—তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা আমরা করতে পারি না? সরকার যদি অপদার্থ হয় তাই বলে কলকাতার নিজেরাই আমরাও কি অপদার্থ হব? অতুল ঐশ্বর্য্যশালী কলিকাতা সহরে নাগরিকরা নিজেদের চেষ্টায় মাত্র লাখ খানেক নরনারীর আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারে না?

এই বিপন্নগ্রস্ত নরনারীর আশ্রয়হীনতার ভিতর আমাদের নিজেদের বিপদই যে ঘনিয়ে আসছে তাও কি আমরা দেখতে পাচ্ছি না? কর্পোরেশন থেকে জানিয়েছে যে কলেরা রোগ কলকাতায় মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে। নিরাশ্রয় নরনারী পথ-ঘাট যত বেশী নোংরা করতে বাধ্য হবে কলেরা ততই কলকাতার ঘরে ঘরে বিষ ছড়াবে, আমাদেরই মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে। মাত্রাজে বোমা পড়েছে, কলকাতারও যে কোন দিন পড়তে পারে। সাইরেন যে দিন হঠাৎ আঁৎকে উঠবে সেদিন এই লক্ষ লোকের জনতা ভয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে দিগ্বিদিক ছুটবে, আমাদেরই বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে ঢুকে পড়বে, ঠেলা-ঠেলিতেই হাজারে হাজারে মরবে।

আমরা কি এমনই অপদার্থ যে মাত্র লাখ খানেক মানুষের আশ্রয় গড়ে দিতে পারি না? কর্পোরেশন কি করতে আছে? সমস্ত পার্কে সমস্ত মাঠে চালাঘর তুলে দিয়ে এদের বাসের ব্যবস্থা করতে পারে না? বি-এন রের মোটা মাইনে বাঁচাবার জন্যে তাদের চোঁচামেচির অন্ত নেই, কিন্তু নিরাশ্রয়দের বাঁচাবার জন্যে কর্পোরেশন আঙ্গুলও নড়ায় না কেন? এত রিলিফের হৈ চৈ, আর কতকগুলো বাড়ী সংগ্রহ করে আমরা এদের আশ্রয় দিতে পারি না? এদের বেশীর ভাগই এসেছে ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর আর হাওড়া জেলা থেকে। যে টাকায় আমরা শহরে এদের খাওয়াচ্ছি, সেই টাকা দিয়ে এদের গ্রামের কাছে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে পারি না? এদের শহরের বাইরে রাখবার জন্যে গভর্ণমেণ্ট যা নামমাত্র ব্যবস্থা করেছে তাতে শুধু হাজার দশেকের জায়গা হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য যে সেই জায়গাগুলোও ভর্ত্তি হয় নি। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ প্রভৃতি বলছেন সেখানকার আশ্রয়গুলো ভাল নয়। সত্যি কথা, কিন্তু মাথার উপর চাল আছে তো, ফুটপাথের চেয়ে তো ভাল! সেখানেই বা আমরা যতগুলিকে সম্ভব পাঠিয়ে দিই না কেন? আমরা যাদের সাহায্য করছি পথেরধারে প্রত্যহ তাদের কাতর গোঙানি না শুনলে আমাদের দানের প্রবৃত্তি বন্ধ হয়ে যাবে না কি?

রিলিফও আজ দলাদলির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেইজন্যেই এত লাখ লাখ টাকা সত্ত্বেও নিরাশ্রয়রা আশ্রয় পায় না। মুসলিম চেম্বারের রিলিফ কমিটী, বেঙ্গল রিলিফ কমিটি প্রভৃতি কত লাখ লাখ টাকা তুলেছে, অথচ এখনও পর্য্যন্ত তার সামান্য অংশই খরচ হয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় যত রিলিফ, দল বেদলের যত রিলিফ তারা সবাই মিলে একত্র বসে যদি পরামর্শ করে কাজ করে তো নিরাশ্রয়দের গ্রামে বসেই খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা যায়, অথচ তারা পথে পথে বর্ষা ও শীতে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচে, বোমার হত্যাকাণ্ড থেকে বাঁচে, কলকাতা সহর মহামারী ও বিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচে।

আসুন আমরা এক হয়ে এদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করি। গভর্ণমেণ্টের আশ্রয়গুলিতে যত লোক ধরে আগে তত লোক সেখানেই পাঠাবার ব্যবস্থা করি। সে আশ্রয়স্থলগুলি তো আর লীগের টাকায় নয় যে সেখানে পাঠালে তাদের নাম হবে! আমাদেরই জনসাধারণের রাজস্ব থেকে সে আশ্রয় চলছে। সেখানে তদারক করার জন্যে গ্রামের স্থানীয় ভদ্রলোকদের অনুরোধ করতে পারি—তাহলে আর অনাচারের ভয় থাকবে না। কিন্তু সেখানে ক'জনই বা ধরবে? সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রিলিফের টাকা আমরা শহরে খাওয়ানোয় খরচ না করে আসুন এক একটা থানা বা ইউনিয়ন ধরে রিলিফ কেন্দ্র খুলবার ব্যবস্থা করি। মাত্র এক পাড়ায় যত ভদ্রলোক ও প্রতিষ্ঠান দরিদ্রদের খাওয়াচ্ছেন তাঁদের সবার সাহায্যের টাকা একত্র করলে অনায়াসে একটা ইউনিয়ন রিলিফকেন্দ্র চালানো যায়। আর স্বেচ্ছাসেবকের কোন অভাব হবে না, টাকা পেলে গ্রামের লোকেরাই সমস্ত ভার নিতে প্রস্তুত আছেন।

সম্পাদকীয়

বাঁধা দরে খাদ্য চাই

বাংলার দিকে দিকে মৃত্যুর আর্তনাদ উঠিয়াছে। অন্ততঃ এক কোটি লোক আজ অনাহারে নিশ্চিত মরণের পথে পা দিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশ গরীব কৃষক, ক্ষেত মজুর এবং গ্রামের কামার কুমার প্রভৃতি শিল্প ব্যবসায়ী। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হইতে বসিল। প্রতি সপ্তাহে ১১০০০ এর উপর লোক মারা যাইতেছে, ইহাদের মধ্যে শিশুর সংখ্যা খুব বেশী। গরীব বাঙ্গালী হাজারে হাজারে নির্বংশ হইতে বসিয়াছে। যাহারা কোন্ মতে বাঁচিয়া আছে তাহারাও অভাবে এবং সংক্রামক ব্যাধির চাপে মৃতপ্রায়।

অথচ আউষ ধান দেশে প্রচুর হইয়াছিল। এবার যত আউষ ধান ফলিয়াছে তাহাতে ভাত্র এবং আশ্বিন এই দুই মাস সারা বাংলার স্বচ্ছলভাবে চলিয়া যাইবার কথা। কিন্তু ব্যাপার এই যে ভাত্র এবং আশ্বিন এই দুই মাসেও বাংলার কোন জেলার কোন বাজারে ধান কিংবা চালের একটি দানাও পাওয়া যায় না। এই ধান গেল কোথায়? ইহা নিশ্চয়ই দেশে মজুত আছে। ইহা বাহির করিলে এখনও একমাস আমরা বাঁচিতে পারি।

বড় বড় ব্যবসায়ীরেরা ধান কাটিবার সঙ্গে সঙ্গেই উহার অধিকাংশ কিনিয়া মজুত করিয়া ফেলিয়াছে। অতিরিক্ত মুনাফার লোভে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থ করিয়া দাম বাড়াইবার জন্য তাহারা বাজারে কিছুই বাহির করিতেছে না। বাজারে ধান চাউল পাওয় যায় না দেখিয়া অনেক জোতদার ও জমিদার নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধান জমাইয়া রাখিয়াছেন। কৃষকদের যাহাদের অল্প বিস্তর আছে তাহারাও প্রতিক সুবিধা নয় দেখিয়া নিয়ন্ত্রিত দামে বেচিতে চায় না। সরকার যাহা কিনিতেছেন তাহাও পরিমাণে যথেষ্ট নয় বলিয়া আপাততঃ বেচিতেছেন না। দেশে যে যাহার নিজের চিন্তায় আছে, কাজেই সকলেই মরিতে বসিয়াছে। অতি লোভী মুনাফাখোর মজুতদার যদি দাম চড়াইবার লোভে ফসলের একটা বড় অংশ আটক করিয়া না রাখিত তাহা হইলে এত বড় একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটিত না। ফসল উহাদের আড়তে সরিয়া যাইবার ভয় না থাকিলে প্রত্যেক কৃষক, প্রত্যেক জোতদার স্বাভাবিকভাবে কেনাবেচা করিত, বাজারে নিয়ন্ত্রিত দামে চাউল পাওয়া যাইত। মুনাফাখোর মজুতদারের লোভেই বাঙ্গালী নির্বংশ হইতে বসিল।

এই ঘৃণ্য শকুনের দৃষ্টি আমন ধানের উপরও পড়িয়াছে। ফসল কাটার আগেই সে অগ্রিম টাকা দিয়া ক্ষেতের ফসল কিনিয়া ফেলিতেছে! এই মজুতদার যে কে তাহা প্রত্যেক কৃষকই চেনেন। হাটে বাজারে তাহার দালাল চড়া দর হাঁকিয়া ধান কিনিয়া থাকে। গ্রামের হাট হইতে কলিকাতার বড় বড় কোম্পানী পর্য্যন্ত সকল জায়গাতেই তাহার পায়ের চিহ্ন আছে।

এই অর্থ পিশাচের কাছে কৃষক যদি ধান বেচেন তাহা হইলে আগামী বৎসরও দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু এবং মহামারীর দৌরাত্ম্য চলিবে। গোটা বাংলা গোরস্থানে পরিণত হইবে আর সেই গোরস্থানে সারি সারি কবরের ধারে বসিয়া গুটি কয়েক মজুতদার চাউলের বস্তা আর টাকা গণিয়া পিশাচের মত হাসিবে।

এই ভয়ঙ্কর পরিণতি হইতে দেশকে বাঁচাইতে পারেন প্রত্যেক কৃষক, প্রত্যেক জোতদার, প্রত্যেক জমিদার, প্রত্যেক ব্যবসায়ী। যাহার হাতে যাহা কিছু বেচিবার মত ধান আছে তাহা নিয়ন্ত্রিত দামে বেচুন। মুনাফাখোর মজুতদারের কাছে বেচিবেন না, বরং সকলে মিলিয়া তাহার পিছনে এমনভাবে লাগুন যাহাতে সে তাহার মজুত মাল বাহির না করিয়া পারিবে না।

বেচুন খাদ্য কমিটির কাছে কিংবা তাহাদের কাছে যাহাদের কিনিয়া খাইতে হয়। বেচুন কৃষক সমিতির অনুমোদিত সৎ ব্যবসায়ীর কাছে। বেচুন নিজ নিজ গ্রামে সমবায় ভাণ্ডার গড়িয়া তাহার কাছে। বেচুন সরকারী এজেন্টের কাছে যাহাতে সহরে ও ঘাটতি অঞ্চলের গ্রামে রেশনিং হইতে পারে।

সরকারের কাছে আমাদের দাবী এই মুহূর্ত্তেই সহরে সহরে এবং ঘাটতি অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে রেশনিং কর, দোকান খোল, কেনা মজুত বেচিতে আরম্ভ কর, পরে বেচিব বলিয়া ধরিয়া রাখিও না। সরকারী এজেন্টদের হুকুম কর খাদ্য কমিটির সাথে পরামর্শ করিয়া ধান কিনিতে এবং অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে পাঠাইতে। সরকারী এজেন্টের কাছে বেচিতে অনেকের ভয় আছে সরকার যদি মজুত বাহির না করে। সরকার মজুত বাহির না করিয়া সরিয়া যাইবে কোথায়? সহরে সহরে এবং ঘাটতি অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে সকলে মিলিয়া জোর আন্দোলন চালাও রেশনিংএর জন্য এবং সরকারী দোকানের জন্য। সরকার মজুত বাহির করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু মুনাফাখোর মজুতদারের হাতে যাহা পড়িবে তাহা বাহির হইবে না। সরকারী এজেন্টের কাছে বেচিতে না চাওয়ার অর্থ সহরে ও ঘাটতি অঞ্চলে সরবরাহের ব্যবস্থা না হইতে দেওয়া, সেখানকার লোকদিগকে না খাওয়াইয়া মারা।

মুনাফাখোর মজুতদারকে বয়কট করুন। গ্রামে গ্রামে সমবায় ভাণ্ডার বা ধর্ম্মগোলা তৈরী করুন। বাঁধা দরে কেনা বেচা করুন। যে নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধান বাঁধা দরে বেচিতে চাহিবে না সে হাজার হাজার বাঙ্গালীর মৃত্যুর জন্য দায়ী। বাঁধা দরে পাইতে হইলে বাঁধা দরে বেচিতে হইবে। যে যাহার নিজের স্বার্থ না দেখিয়া সকলে সকলের স্বার্থ দেখুন নতুবা বাংলার হিন্দু মুসলমান সবংশে নির্ব্বংশ হইয়া যাইবে। বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালীকে না খাওয়ায় তাহা হইলে পাঞ্জাবী কিংবা উড়িয়া বাঙ্গালীকে খাওয়াইবার জন্য খাদ্য পাঠাইবে কেন? নিজেদের পুঁজি বাহির করুন তাহা হইলে বিদেশ হইতে আরও আসিবে।

খাদ্যের জন্য, মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য প্রত্যেক গ্রামের ও সহরের সর্ব্বসাধারণ একতাবদ্ধ হউন।

[আলোচনার শেষাংশ]

খাদ্যের চেয়ে দলগত বিরোধই কি বড় হইল!

বুঝিবেন কি করিয়া? পাকাভাব ঘুচানোর চেয়ে লীগ-বিরোধই আজ নেতাদের কাছে বড় প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর্থার মুর কয়েকদিন আগে কিরণ শঙ্কর রায়, শ্যামাপ্রসাদ প্রভৃতির কাছে এক মর্ম্মস্পর্শী আবেদনে জানাইয়াছিলেন যে বাংলার এই অনাহার ও মৃত্যু ঘুচাইতে কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুমহাসভা প্রভৃতির মিলন গড়িয়া তোলা দরকার। এই আবেদনের উত্তরে নেতারা কি বলিলেন? শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় বলিলেন: 'নাজিমুদ্দিন ও লীগ যে পাকীস্তানের দাবী করে তা ভুলিয়া যাইতে আমি পারি না, সুতরাং তাঁদের সঙ্গে মিলনের কথা আমি চিন্তা পারে না।' তিনি অবশ্য ইহাও বলিয়াছেন যে মিলনের যথাসাধ্য চেষ্টা তাঁরা করিয়াছেন, কিন্তু লীগের নেতারাই মিলিতে চান না। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদও এই ধরণের কৈফিয়ৎ দিয়াই শেষ করিলেন।

একদিকে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতারা এই ভাবে আর্থার মুরের আবেদনকে উড়াইয়া দিলেন, আর একদিকে লীগের মুখপত্র 'আজাদ'ও কিরণশঙ্করের জবাবে যেন নিশ্চিন্ত হইয়াই বলিল—যাক বাঁচা গেল, পাকীস্তান না মানিলে মিলন তো হইতেই পারে না। 'আজাদ' ভাবিল, তার পাকীস্তান বাঁচিল! কিন্তু কংগ্রেস লীগ মিলন না হইলে, লীগের পাকীস্তানও যে কার্যতঃ আসিতে পারে না, সে কথা 'আজাদের' মনে হইল না।

কংগ্রেস লীগ হিন্দু মহাসভা না মিলিলে যে আজকে এই দারুণ খাদ্যাভাব ঘুচানর কোনো চেষ্টা সফল হইতে পারে না, তা কি ইহাদের কেহই গভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন? পাকীস্তানের দাবী মানা না মানার চেয়ে বড় কথা—বাংলাকে বাঁচাইতে হইবে। আগে কতটুকু চেষ্টা হইয়াছে না হইয়াছে, তার চেয়ে বড় কথা আজ খাদ্য ফসল নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, বুভুক্ষুদের আশ্রয় দিতে হইবে, বাহির হইতে আমদানীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। দোষ কার এই লইয়া ঝগড়া করিতে গিয়া এদিকে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বাড়ে, চোরাকারবারীর হাতে খাদ্য চলিয়া যায়। বাংলার হিন্দু মুসলমান্ জনসাধারণ এই দলগত বিরোধ দেখিতে চায় না, তারা চায় খাদ্য।

আলোচনা

খাদ্য সংকট সমাধানে আমেরির আশ্বাস!

বাংলার খাদ্য-সংকটের ভয়াবহ অবস্থার কথা প্রচার করাকে ইতিপূর্ব্বে আমলাতন্ত্র বাড়াবাড়ি বলিয়া শাসাইয়াছিল। বিলাতে বসিয়া আমেরি সাহেবও খাদ্য সংকটের কথাটাকে চাপিয়া যাইবারই চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আজকে বিলাতের ও অন্যান্য জায়গার কাগজের মারফৎ বাংলার ভয়াবহ অবস্থা দুনিয়ার সামনে খুলিয়া গিয়াছে। তাই আমেরিও তাল সামলাইতে ব্যস্ত।

তিনি পর পর কয়েকটী বিবৃতিতে বাংলার এই অবস্থার কথা স্বীকার করিয়া ইহার প্রতিবিধানের দায়িত্ব লইয়াছেন। কিন্তু সে দায়িত্ব কি রকম? বার্ম্মিংহামের একটা বক্তৃতায় আমেরি বলিয়াছেন যে তাহাতে দৈনিক ১৩ লাখ লোককে বিনা মূল্যে খাওয়ান হইতেছে—এত লোক বার্ম্মিংহামেও নাই। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, সব চেয়ে বড় সংকট কাটাইতে পারা গিয়াছে। অর্থাৎ এখন কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতা হইয়াছে, খাদ্য-ফসল বাড়াও আন্দোলন চলিতেছে এবং মজুত কন্‌ট্রোলও হইতেছে—আর কি চাই!

সবই হইতেছে সত্য, কিন্তু তা কতদূর এবং কি রকম হইতেছে তার একটী দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। আমেরি সাহেব নিজেই বলিয়াছেন যে কলিকাতায় অন্ততঃ এক মাসের খাদ্য মজুত আছে, কিন্তু অত্যধিক দরের জন্য লোকে তা কিনিতে পারে না। এই মজুত উদ্ধার হয় নাই, যদিও মজুত উদ্ধারের আয়োজন কাগজে কলমে বেশ বড় বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। আমেরি সাহেবের আশ্বাসের মূল্য কতটুকু, তার নমুনা ইহাই।

দিল্লীর খাদ্য-সম্মেলনের সিদ্ধান্ত

কয়েকদিন ধরিয়া দিল্লীর খাদ্য-সম্মেলনে অনেক আলোচনা ও পরামর্শের পর তিনটী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইল। সকল প্রদেশে প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যের দর বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। বড় সহরগুলিতে রেশনিং প্রবর্ত্তিত হইবে। প্রাদেশিক সংকারকে খাদ্য সংগ্রহ করিতে বলা হইবে।

এই সিদ্ধান্তগুলি খাদ্য-সমস্যা সমাধানের দিক দিয়া অনেকটা সাহায্য করিবে সন্দেহ নাই। খাদ্য-শস্যের দর বাঁধার অভাবে এতদিন পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট মোটা লাভ করিয়া গম বিক্রয় করিয়াছে, তাহা গ্রেগরী কমিটির নিকট স্যর পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাসের বিবৃতি হইতে জানা যায়। পাঞ্জাবের গম বাংলায় রপ্তানী করিবার ব্যাপারে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের গাফিলতি কেন্দ্রীয় সরকারও এতদিন ঘুচাইতে পারে নাই। আজকের সিদ্ধান্ত নিখুঁতভাবে কাজে পরিণত হইলে এই সমস্ত বে-বন্দোবস্ত ঘুচিবে।

কিন্তু খাদ্য-সমস্যার তার চেয়ে বড় দিকটা খাদ্য-সম্মেলন এড়াইয়া গিয়াছে। সেটা হইল জনসাধারণের সহযোগিতায় ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা। শ্রীশ্বাস্তব উদ্বোধন বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে একটী এডভাইসারী কমিটী গঠিত হইবে খাদ্য ব্যবস্থায় সাহায্য করিবার জন্য। কিন্তু এডভাইসারী কমিটীর পরামর্শ কোনো কাজেই লাগিবে না, যদি না ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতা থাকে। সুরাবর্দ্দী সাহেব একবার একটা পরামর্শ দিলেন যে, বে-সরকারী খাদ্য-কমিটীর সহযোগিতায় খাদ্য-বণ্টনের ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু সেই কথা খাদ্য-সম্মেলনে যোগদানকারী কাহারও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না।

বাংলায় মজুতদারেরই প্রতিপত্তি

এদিকে বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীর দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া এখনিই মজুতদার আসর জাঁকাইয়া বসিয়াছে। কনট্রোল দোকান খোলা হইল, তার তত্ত্বাবধানের ভার জনসাধারণের উপর পড়িল না, পড়িল কারবারীদের উপর। রেশনিং-এর জন্যও এখন মন্ত্রীমণ্ডলীকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইতেছে ব্যবসায়ীদেরই উপর! ১লা অক্টোবর বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স, ভাশন্যাল চেম্বার অফ কমার্স ও মারোয়াড়ী চেম্বার অফ কমার্স যুক্ত বিবৃতি দিয়াছে যে ব্যবসায়ীদের সাহায্য না লইলে রেশনিং কি করিয়া হইবে?

কেন্দ্রীয় সরকার শুধু হুমকীই দিল যে বাংলার অবস্থার উন্নতি না হইলে, ২২৩ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টই খাদ্য-সংগ্রহের সব ভার লইবে। কিন্তু এই হুমকিতে মজুতদার ঘাবড়াইবে না, বরং তারা খুসীই হইবে, কেননা তখন তাদের চোরাকারবারের সুবিধা আরো বাড়িয়া যাইবে।

আমন ধানের দিকে মুনাফালোভীর নজর

ইহা তো গেল উপরের ব্যাপার। আসল কাজ যেখানে অর্থাৎ ফসল ধরিয়া করা, সেখানেই আজ মুনাফালোভীদের নজর সবচেয়ে বেশী। আউষ ফসল নিয়ন্ত্রণ করিতে সরকার পারিল না, আগেই মজুতদার তা কিনিয়া ফেলিয়াছে। আমন ফসল নিয়ন্ত্রণ যদি বানচাল হইয়া যায়, তা হইলে তাদের আর ঠেকাইবে কে? বাংলার অনাহারের উপর কারবার করিবার ষোল আনা সুবিধা তারা পাইবে।

অথচ এ বিষয়ে কি আমলাতন্ত্র, কি মন্ত্রীমণ্ডলী সকলেই পরম আত্মতুষ্ট! সুরাবর্দ্দী সাহেব দিল্লীতে বলিয়া আসিলেন যে অবস্থা ঠিক হইয়া আসিতেছে। রাদারফোর্ড সেদিন বেতার বক্তৃতায় বলিলেন যে, আমন ধান উঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার খাদ্য সমস্যা মিটিয়া যাইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের মত তিনিও একটা হুমকী দিলেন যে কোনো লোককে ঘাটতি না করিয়া সরকারী এজেন্ট দ্বারা আমন ফসল কিনিয়া লওয়া হইবে। এই রকম হুমকী দর কন্‌ট্রোলে, মজুত উদ্ধারে অনেক ব্যাপারেই হইয়াছে, কিন্তু শুধু হুমকীতে চোরাকারবারই বাড়িয়াছে।

দলাদলিতে কার সুবিধা?

এই অবস্থার ফজলুল হক ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ আসর গরম করিয়া বক্তৃতা দিতেছেন—আমন ফসল নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা হইতেছে তা বানচাল করিয়া দাও। ফজলুল হকের একটিমাত্র কথা—মন্ত্রীমণ্ডলীর কাজ সম্বন্ধে তদন্ত কর। বিবৃতির পর বিবৃতি বাহির করিয়া, বক্তৃতা করিয়া তিনি শুধু মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধেই ঝাল ঝাড়িতেছেন, খাদ্য সমস্যা সমাধানের কোনো কথা বলিবার কুৎসৎ তাঁর নাই।

১৫ই অক্টোবর ইউনিভার্সিটি ইন্সিটিটিউটের সভায় কিরণশঙ্কর রায়, শ্যামাপ্রসাদ, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী প্রভৃতি নেতারা যে বক্তৃতা দিলেন তাতে তাঁরা স্পষ্ট বলিলেন যে আমন ফসল উঠিলেই যে খাদ্যাভাব মিটিবে তা নয়, কেন না মজুতদারের হাতেই ফসল চলিয়া যাইবে। কিন্তু এই আশঙ্কার সমাধানের কি পথ তাঁরা বাতলাইলেন? সোজাসুজি তাঁরা বলিলেন যে কোন চাষী যেন সরকারী এজেণ্টের কাছে বা অন্য কারোর কাছে ফসল বিক্রয় না করে।

ইহার ফল কি? প্রকাশ্য ক্রয় বিক্রয় বন্ধ হইবে, এবং তারই ফাঁকে চোরাকারবারীরা গোপনে ফসল কিনিয়া মজুত করিবার সুবিধা পাইবে। গরীব চাষীগা এখনই আমন ফসল মহাজনের কাছ হইতে দাদন পাইয়াছে। তাদের ফসল চলিয়া যাইবে মহাজনের ঘরে। সরকারী এজেন্টও এই চোরা কারবারের মধ্যে ডুবিয়া থাকিবে। অর্থাৎ যে ফসলের উপর সমস্ত বাংলার বাঁচা নির্ভর করিতেছে, যার উপর ঘাটতি এলাকার সরবরাহ নির্ভর করিতেছে, যার উপর সহরের রেশনিং নির্ভর করিতেছে—সেই ফসলটাই গোপন গুদামে অন্তর্ধান হইবে।

মন্ত্রীমণ্ডলীর অক্ষমতার ঢাক পিটাইতে গিয়া বাংলাবাসীর একমাত্র ভরসা এই আমন ফসলকে মজুতদারের হাতে তুলিয়া দিতেছেন—ইহা কি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ, ফজলুল হক, কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি নেতারা বুঝিতেছেন না?

নিরন্নদের সাহায্যে অগ্রণী মজুর

টেক্সামাকোর মজুররা এবার বিষকর্ম্মা পূজার দিন অন্যান্য বারের মত উৎসব করে নাই। পথে ঘাটে মানুষ যখন কাতারে কাতারে অন্নাভাবে মরিয়া যাইতেছে, তখন এধরণের উৎসব শোভা পায় না। ইউনিয়নের নেতৃত্বে মজুরদের সভা হইল, সভায় রিলিফের জন্য একটি কমিটি গঠিত হইল। কমিটিতে ফোরম্যান প্রভৃতি সকলেই থাকিল। কর্ত্তৃপক্ষ এই কমিটির হাতেই তাঁদের বরাদ্দ টাকা দিল। তাছাড়া সমস্ত মজুর কমিটিতে চাঁদা দিল। ভলান্টিয়ার বাহিনীর সাহায্যে ২ দিনে ১৩০০ দুঃস্থ লোককে খাওয়ানো হইল।

কাঁচড়াপাড়ার মজুররা গত একমাস ধরিয়া তাদের রিলিফ কমিটির মারফত রোজ ৭।৮ শত দুঃস্থ লোককে খাওয়াইতেছে। ২৪শে সেপ্টেম্বরের সভায় ৪।৫ শত মজুর উপস্থিত ছিল। দেশের এই সংকটে রেলমজুর ইউনিয়নকে মজবুত করিতে হইবে, তবেই আমরা দেশের উপর শত্রুর হামলা রুখিতে পারিব, দেশের লোককে বাঁচাইতে পারিব—কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী, কমরেড ননী সেন প্রভৃতির এই আবেদনে মজুরদের মধ্যে উৎসাহ বাড়িয়া যায়।

কলিকাতার রেলপাছিমার ডিপোর ট্রাম মজুররা গত ২৩শে সেপ্টেম্বর ১ হাজার অনাহারীর মধ্যে খিচুড়ী বিলি করিয়াছে। বেলগাছিয়ার একজন মহিলা ডাক্তার ট্রামমজুরদের এই কাজে সাহায্য করেন। পরে শ্যামবাজার ট্রাম মজুরদের মেসে এক সভা হয়। কাছাকাছি পাড়া হইতে লঙ্গরখানার কাজে ট্রাম মজুরদের নিকট সাহায্য চাওয়া হয়। কমরেড ইসমাইলের আবেদন অনেকেই ভলান্টিয়ার হিসাবে তৎক্ষণাৎ নাম দেয়। ৫ জন দুঃস্থ উৎসাহী যুবকও এই কাজে আগাইয়া আসে।

হুগলী চাঁপদানী ৬ই অক্টোবর মজুর শ্রেণী ও অন্যান্য জনসাধারণের ঐক্যের ভিত্তিতে একটি জনরক্ষা সমিতি গঠিত হইয়াছে। জন সাধারণের মধ্য হইতে চাল, ডাল ও অর্থ সংগ্রহের কাজ সুরু হইয়াছে। এই সমিতি স্থানীয় সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত লঙ্গরখানা ভালভাবে চালানোর জন্য, গরীব জনসাধারণ ও দুঃস্থ মজুর পরিবারের মধ্যে কন্‌ট্রোলদরে চাল বিলি এবং ব্ল্যাকার্ড রুথ বিক্রি ব্যাপারে সরকারী রিলিফ কমিটির সহিত একযোগে কাজ করিতে ঠিক করিয়াছে।

চটকল বন্ধ হওয়ার দরুন মজুরদের অবস্থা যখন শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল, তখন ২৪-পরগণার আতপুরে জনসাধারণের মিলিত খাদ্য কমিটি গঠিত হইল। মিউনিসিপ্যালিটি ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্যও আদায় হইল। গরীব বেকারদের মধ্যে ১০০ মণ চাল ও ৩০০ মণ আটা বিলির ব্যবস্থা হইল। কিছুদিনের মধ্যে ২৫০ জন লোকের মত একটি লঙ্গরখানা খোলা হইল। বিশ্বকর্ম্মা পূজার দিন বিজলী কারখানার মজুররা ১ হাজার লোককে খাওয়াইল। ছোট ছোট দোকানদারদের সাহায্যে খাদ্য কমিটির রেশন কার্ডে তেল, আটা ও চিনি বিলির ব্যবস্থা হইয়াছে। দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের জন্য দুধ ও অসুস্থদের জন্য বার্লি দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কাজে স্থানীয় জমিদার ও এগ্রিকিউটিভ অফিসার হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণের সাহায্য পাওয়া যাইতেছে। স্থানীয় সিনেমার ম্যানেজার দুইটি শো চ্যারিটি দিতে রাজী হইয়াছেন।

ইউনিয়নের জোরে দপ্তরী মজুরদের জয়লাভ

কয়েক মাস ধরিয়া মালিকের জুলুম জবরদস্তি বাড়িতে থাকায় দক্ষিণ কলিকাতার দপ্তরী মজুরদের মধ্যে ধর্ম্মঘটের ভাব দেখা যাইতেছিল। মজুরদের এক সভায় কমরেড গৌরগোপাল মাল্লা বুঝাইয়া বলেন যে, ইউনিয়নকে জোরদার করিতে পারিলে মজুরদের দাবী আদায় হইবে। সভায় মজুরদের একটি প্রতিনিধিমণ্ডলী গঠিত হইল। মালিকপক্ষ এই প্রতিনিধিমণ্ডলীকে দাবী পূরণের আশ্বাস দিল। কিন্তু দু'মাস তাদের টালবাহানায় কাটিয়া গেল। একদিকে পঞ্চমবাহিনীর উস্কানি অন্যদিকে পুলিশের ধমকানি উপেক্ষা করিয়া দলে দলে মজুর কাগিগর ইউনিয়নকে মজবুত করিতে আগাইয়া আসিল। এই ঐক্যে মালিকের জিদ টিঁকিল না। তারা ইউনিয়নের মহম্মদ আলি ও গৌর মান্নাকে ডাকিয়া মজুরদের যুক্তিতাতার দাবী পূরণ করিল ও কথা দিল ভবিষ্যতে ইউনিয়নকে না জানাইয়া কখনও কোন মজুরকে বরখাস্ত কিংবা মাহিনা ছাঁটাই করা হইবে না।

গাইবান্ধায় বিড়ি মজুরদের সভা

গত সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে গাইবান্ধায় সহর কমিটির সম্পাদক ও স্থানীয় লীগ নেতা মোঃ সিরাজউদ্দীন আহম্মদের সভাপতিত্বে বিড়ি মজুর ইউনিয়নের এক বিরাট সভা হয়। সভায় বিড়ি মজুরদের পক্ষ হইতে সস্তায় খাদ্যের দাবী জানানো হয়। সভাপতি ফুড কমিটির মারফৎ সস্তায় চালের বন্দোবস্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন প্রতিশ্রুতি দেন। মজুররা ভলান্টিয়ার পাঠাইয়া খাদ্য কমিটির কাজে সাহায্য করিতে রাজী হইয়াছে।

মালিককে উৎপাদন পণ্ড করিতে দিও না

কেশোরাম কটন মিলে বুজ সংক্রান্ত কাপড় ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড রুথ প্রচুরভাবে তৈয়ারী হইতেছে। কিন্তু কিছুদিন হইতে তাঁত খুবই খারাপ চলিতেছে। সমস্ত 'বিমে'র মাত্র ৪ ভাগের ৩ ভাগ মজুররা কাজে লাগাইতে পারিতেছে। ইহাতে গড়ে 'বিম' পিছু ৪০০৲ টাকা মত লোকসান হইতেছে। কোম্পানী উৎপাদন সম্বন্ধে নির্ব্বিকার। অথচ মজুররা সপ্তাহে ২ দিন কোন জরুরী কারণে কামাই করিলে গোটা সপ্তাহের রেশন হইতে বঞ্চিত হয়। অনেককে ৮।১০ মাইল দূর হইতে হাঁটিয়া আসিতে হয়। ২ মিনিট দেরী হইলেই তাকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। ম্যানেজারের কাছে মজুরদের ডেপুটেশন যায়; ম্যানেজার বিশেষ কানই দেয় না। গত ৩০শে সেপ্টেম্বর মজুরদের এক সভা হয়। সভায় সমস্ত মজুর প্রতিজ্ঞা নেয়—ধর্ম্মঘট নয়, ইউনিয়নকে জোরদার করিয়া মজুরের দাবী আদায় করিব।

★ রেলওয়ে মজুর! এক হও ★

বাংলার সহরে ও গ্রামে শত শত মা ও শিশু, বাংলার বুকের বলিষ্ঠ ছেলে মেয়ে, আজ খাদ্যের অভাবে মরিতেছে। বস্ত্রের অভাবে, নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিষপত্রের অভাবে জনসাধারণ কী কষ্টই না ভোগ করিতেছে। কয়লার অভাবে কলকারখানা বন্ধ হইয়া যাইতেছে, হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িতেছে।

দেশব্যাপী বিপদ যখন এত গভীর, রেল শ্রমিকদের দায়িত্ব তখন সবচেয়ে বড় হইয়া পড়িল। এক জেলা হইতে অপর জেলা, এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে, বাহির হইতে বাংলায় খাদ্য, কাপড় ও কয়লা আমদানীর সকল দায়িত্ব পড়িল রেল শ্রমিকদের উপর। ওয়াগন চালু রাখিয়া ইঞ্জিন মেরামত করিয়া গুদাম হইতে তাড়াতাড়ি মাল খালাস করিয়া অল্প সময়ে কি ভাবে বেশী মাল চলাচলে সাহায্য করা যায় তাহাই বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল।

রেল শ্রমিকদের মধ্যে বিরাট ঐক্য গড়া এবং সমস্ত রেল শ্রমিককে ইউনিয়নের সভ্য করিয়া রেলওয়ে শ্রমিক ফেডারেশনকে শক্তিশালী করাই যখন দেশসেবার প্রধান উপায়, সে সময়ে বিভেদের শক্তি জামালপুর সম্মেলনে ফেডারেশনের মধ্যে ভাঙন আনিতে চেষ্টা করিল। দেশব্যাপী সংকটের সমাধান নয় তাহাকে আরো গভীর করার কাজে ভেদপন্থীরা সাহায্য করিল।

এই রকম গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত্তে বি, এ্যাণ্ড, এ, রেলের শ্রমিকরা সমগ্র বাংলা ও আসামে দেশসেবার প্রতিজ্ঞা লইয়া এক বিরাট আন্দোলন শুরু করিল। তাহারা শপথ করিল—"সমস্ত রেলশ্রমিককে দেশসেবায় ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিব, রেলের কাজ চালু রাখিয়া সক্রিয় করিব, প্রত্যেকটি রেল শ্রমিককে ইউনিয়নের মধ্যে আনিব, রেল শ্রমিকদের ৩০৲ মাগ্গী ভাতা ও সকলের এক রেটে রেশন আদায় করিব, রেল কর্ত্তৃপক্ষ যাহাতে ইউনিয়নকে মানিতা লয় তাহার জন্য চাপ দিব। এই সকল দাবীর উপর সকলের সই সংগ্রহ করিব।"

২৯শে সেপ্টেম্বর হইতে বি, এ্যাণ্ড এ রেলের চিৎপুর ও শিয়ালদহ ব্রাঞ্চ ইউনিয়নের পক্ষ হইতে তিনটি হোয়াডে প্রায় ২৮জন কর্ম্মি এই আন্দোলন আরম্ভ করিল।

চিৎপুরের একটি হোয়াড দক্ষিণদাড়ীর লোকে কোয়াটারে যাইয়া উপস্থিত হইল। হাতে তাহাদের ফেষ্টুন, মুখে ইউনিয়নের দাবীর আওয়াজ। তাহারা গান ধরিল "মেহনত কশ ওঠ হোশ মে আ"। দেখিতে দেখিতে ৫০০ জন রেল মজুর আসিয়া জুটিল। ইউনিয়নের নেতা কমরেড রামজী বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলিল, "দেশবাসীকে বাঁচাইতে না পারিলে রেল মজুরও বাঁচিবে না। তাহার জন্যেই আমরা আজ এই অভিযান শুরু করিয়াছি, প্রত্যেকটি মজুরকে ইউনিয়নের সভ্য করিয়া আমরা নিজেকে ও দেশকে রক্ষা করিব।"

সভাস্থলে ২৮জন মেমোরেণ্ডা সহী করিল, ১০ জন ইউনিয়নের সভ্য হইল, চারজন 'স্বাধীনতা' পত্রিকা, ২জন 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা ক্রয় করিল, দুইজন 'জনযুদ্ধ' একজন 'লোকযুদ্ধ' এবং একজন 'কৌমীজ' পত্রিকার গ্রাহক হইল। হোয়াডে গান করিতে করিতে অফিসে ফিরিল।

চিৎপুর শিয়ালদহের হোয়াডেগুলি সমস্ত রেল শ্রমিকদের মধ্যে বিপুল সাড়া আনিল। চিৎপুরের আই ও ডবলিউ ডিপার্টমেণ্টের হিসাব লইয়া দেখা গেল ৬০ জনের মধ্যে ৫৯ জন ইউনিয়নের সভ্য হইয়াছে। শিয়ালদহ ক্যারেজ ডিপার্টমেণ্টে একজন শ্রমিক আগাইয়া আসিয়া ১০টি সহী সংগ্রহ করিল, ৭জন ইউনিয়নের সভ্য করিল।

চিৎপুর শিয়ালদহের রেল শ্রমিকদের মধ্যে ৮ দিনে ইউনিয়নের কর্ম্মিরা ১১টি বৈঠক সভা করিল, ৩২ খানা পার্টি পত্রিকা বিক্রয় করিল, ৫০০ শ্রমিকের নিকট ইউনিয়নের কথা পৌঁছাইল।

চিৎপুর শিয়ালদের রেলশ্রমিক সমস্ত বি, এ্যাণ্ড এ রেল শ্রমিকদের পথ দেখাইল।

ঈদ সম্মেলনে সকলে এক হইল

● এই ঐক্যকে আগে বাড়াও ●

২৪ পরগনা জেলার বজবজে ঈদ-সম্মেলন সকল শ্রেণীর মনে এক গভীর সাড়া আনিয়া দেয়। যে কমিটির চেষ্টায় ইহা উদযাপিত হয় তাহার সভাপতি

দেশবাসীকে বাঁচাইতে
কলিকাতার ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ

পুজোর ছুটি। কিন্তু ছুটিতেতো বুভুক্ষু দেশবাসীর ক্ষুধার হাত থেকে ছুটি নাই। তাই এই জরুরী অবস্থায় জরুরী ব্যবস্থা চালু রাখিতেই হইবে। কলেজে কলেজে রিলিফ কেন্দ্র খোলা রহিল। আশুতোষ, বিদ্যাসাগর, স্কটিশ, বিপন প্রভৃতি কলেজ এ ব্যাপারে অগ্রনী। ছুটিতে কলেজের রুটিনের বালাই নাই, সারাদিনে চার ঘন্টা দেশবাসীকে বাঁচাইবার কাজ প্রত্যেকেরই করা চাই। তাই ৬০০ ভলান্টিয়ার নিজেদের নাম ধাম দিয়া কাজের প্রতিশ্রুতি জানাইল। বাকি যারা, তারা প্রত্যেকেই চাঁদা দিয়া ছুটিতে ১৫০০৲ টাকার উপর তহবিল গড়িয়া তুলিয়াছে রিলিফের কাজ চালু রাখার জন্য।

ভুখ মিছিল নয়—ভুখ মেটাবার কাজ

ভুখ মিছিল! বিপন কলেজ বন্ধ হওয়ার দিনই এ আওয়াজ উঠে। যারা রিলিফ কাজে নানা অজুহাতে বাধা দিয়াছে তারাই হঠাৎ পাতা হইয়া উঠে। ক্লাসে ক্লাসে হল্লা তোলে। কিন্তু তারপরই ক্লাসে ক্লাসে ৬৫ জন ভলান্টিয়ার আগাইয়া আসে ছুটির কাজের জন্য। ভুখ মেটাবার কাজের কাছে আজ ভুখ মিছিল বরবাদ!

স্থায়ী রিলিফ—বস্তীতে বস্তীতে

বস্তী সেন্সাস রিপোর্ট কর্ম্মী ফিরিয়া, রিপোর্ট দেয়—বেশীর ভাগ লোকই নিয়মিত খাইতে পায় না। যেখানেই জিজ্ঞাসা করি সেখানেই শুনি কোনো রোজগার নাই। এক জায়গায় একটি লোক ছেঁড়া নেকড়া পরিয়া বাহির হয়—চাঁদাঁর টাকা দেওয়া কয়েকখানা হাড় মাত্র। জিজ্ঞাসা করা হইল, ক'জন লোক তোমার বাড়িতে? জবাব দিল, ১৭ জন। ফের প্রশ্ন করায় জানিলাম, একখানি ঘর ভাড়া করিয়া ১৭ জন তারা থাকে, এক পরিবারভুক্ত নয়, বিভিন্ন পরিবারের লোক এক সঙ্গে মেদিনীপুর হইতে আসিয়াছে। এখানে একটি ঘর ভাড়া নিয়া এক সঙ্গে থাকে আর রিলিফ কিচেনে খায়।

কালিঘাট বস্তি, গোয়াবাগান বস্তি, বলাই সিংহী বস্তি, সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীট বস্তি, শ্যামপুকুরের মধ্যবিত্ত এলাকা। ছাত্ররা সেন্সাস লইতে সুরু করে। অভাবীদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে, ছোট ছেলেদের দুধ দেবার ব্যবস্থা হয়। ছাত্ররা চোখের সামনে বস্তির জীবনে পরিবর্ত্তন দেখে এই বিভিন্ন বস্তির এক হাজার লোককে প্রত্যহ খাওয়ানো হয়। ৪৪০ জন বাচ্চাকে দুধ দেওয়া হয়।

ক্ষুধাতো কিছুটা মিটিল, কিন্তু রোগ? তাই বস্তিগুলিতে কলেরার প্রতিষেধক দিয়ে মহামারীর পথও রোধ করার ব্যবস্থা সুরু হইয়া যায়। এ কাজের ভার নেয় কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা।

বস্তির পর বস্তিকে আজ ক্ষুধার ও মহামারীর হাত থেকে বাঁচাইতে হইবে। ইউনাইটেড রিলিফ কমিটির ডাকে ছাত্ররা নামে জনসাধারণের মধ্যে আরো টাকার জন্য। দু-আনা, চার-আনার দান হিসাবেই ৩০০৲ টাকা পাওয়া গেল। ট্রামে ছাত্র কর্ম্মীরা চাঁদা তোলে। এক ভদ্রলোক বলেন, এই তো চাই—ছাত্ররা না নামিলে কি হয়! দেরী হইয়াছে, তবু যা হউক এবার কাজ আগাইবে। কর্ম্মীরই তো অভাব। তিনি টাকা দিলেন।

আর একটি ট্রামে একটি ছাত্র বাজে কিছু চাঁদা দিয়া চুপ চাপ দাঁড়াইয়া থাকে। সংগ্রহকারী যখন ট্রাম থেকে নামে, তখন ছুটিয়া আসে নিজের নাম টিকানা দেয়, কাজ করিবে।

ছাত্র রিলিফের বনিয়াদ ছাত্র ফেডারেশন

কাগজে কাগজে বাহির হয়—আশুতোষ কলেজের রিলিফ কাজ ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে সুরু হয়। ভুখ মিছিলওয়ালারা এতে আপত্তি করে। কিন্তু ছাত্ররা তাদের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়।

ট্রামে চাঁদা তোলার সময় কয়েক জন যুবক জানিতে চায় এতে ছাত্র ফেডারেশন আছে কি না। আছে বই কি!—তারা চাঁদা দিল।

রিলিফ ভলান্টিয়ারদের মধ্যে ১০০ থানার উপর 'ছাত্র ফেডারেশনের ডাক' (ছাত্র সম্মেলনের প্রস্তাব) বিক্রি হইয়াছে। কংগ্রেসী ছাত্র বিশ্বনাথ ব্যানার্জি (স্কটিশ) ও বিনয় চ্যাটার্জি (বিদ্যাসাগর) তাঁদের কলেজের নেতা। তাঁরা কলিকাতার সিটি ছাত্র-ফেডারেশনের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য হইতে রাজী হইয়াছেন। আশুতোষ কলেজে গুজরাটি ছাত্র অজিত হিমানী রিলিফ কাজের মধ্যে ছাত্র-ফেডারেশনের সভ্য হ'ন। তিনি দুটীর মধ্যে বোধাই হইতে এই কাজের জন্য টাকা তুলিবেন।

উত্তর কলিকাতার পথে পথে
জনরক্ষা স্কোয়াড

মৃতপ্রায় নর নারীকে বাঁচাইতে জনরক্ষার স্কোয়াড উত্তর কলিকাতার কর্ম্মীদের মনে এক অপূর্ব্ব সাড়া আনিয়া দিয়াছে। নগরবাসীকে রিলিফের কাজে নামাইবার সংকল্প নিয়া জনরক্ষার ভলান্টিয়াররা রাজপথে সাহায্যের জন্য বাহির হইয়াছে। তাহাদের সংকল্প ব্যর্থ হয় নাই—উত্তর কলিকাতাবাসীরা আজ জাগিয়া উঠিয়াছে। ৯ই অক্টোবর পর্য্যন্ত উত্তর কলিকাতার জনরক্ষার স্কোয়াডের কার্য্যই তাহার প্রমান।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর একটী স্কোয়াড। রাস্তার দুই ফুটপাথে চারজন চারজন করিয়া ভলান্টিয়ার সিলকরা বাক্স নিয়া সাহায্য আদায় করিয়া চলিল—দুইপাশে দুইটী ঝুলি নিয়া ভলান্টিয়াররা আদায় করিল জামা কাপড়। আর রাস্তার মধ্যপথ দিয়া "শোন শোন ওরে সহরবাসী" "চাইবে অর্থ, চাইবে বস্ত্র, চাইবে অন্ন" গাহিতে গাহিতে চলিল গানের স্কোয়াড। সমস্ত অঞ্চলে এক বিরাট সাড়া পড়িয়া গেল। "জনরক্ষাকে সাহায্য কর" "ক্ষুধিতের সেবায় এগিয়ে আসো" "ক্ষুধিতকে অন্ন দাও" 'ধান্যের জন্য এক হও" প্রভৃতি শ্লোগানে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট মুখরিত হইয়া উঠিল। রাস্তার দুইপাশে ফ্লাট বাড়ী হইতে মহিলারা সাড়ী, জামা, টাকা ফেলিতে লাগিলেন—একটি মহিলা দিলেন একখানা দশ টাকার নোট। এক বোধাই কাপড়ওয়ালা দিল নতুন একটি গেঞ্জীর বাণ্ডিল—তাহাতে ছিল ২১টী গেঞ্জী ও ২৫টি ফতুয়া। রাস্তার অচেনা কিশোর কিশোরীরা আসিয়া পয়সা আদায় করিয়া দিল—একটি কিশোর দিল নিজের পকেট হইতে একটি আনি। একজন মুচি দূর হইতে স্কোয়াড দেখিয়া আগাইয়া আসিয়া বাক্সে একটি দু'আনি ফেলিয়া দিল। জনরক্ষা সমিতিতে কাজ করিবার জন্য আগাইয়া আসিল ৫'জন ভলান্টিয়ার—২ জন স্কোয়াডের সঙ্গে সঙ্গেই চলিল। একজন মুসলমান জুতার দোকানদার তার গায়ের জামাটি খুলিয়া দিল। এক রুটিওয়ালা স্কোয়াডে দিল একটা রুটি। কাজ চলিল তিন ঘন্টা। মোট আদায় হইল ৭৯৸/৩, চাউল ৫ সের, সাড়ী ২ খানা, নতুন ফতুয়া ২৫টি, সার্ট ২টি, ব্লাউজ ১টি, নতুন গেঞ্জী ২১টি, হাফপ্যান্ট ৩টি, ফ্রক ৩টি।

বেলগাছিয়া অঞ্চলে একটি স্কোয়াড। স্কোয়াডের ভলান্টিয়াররা গ্রে ষ্ট্রীটের মোড় হইতে ট্রামে চাপিলেন গান গাহিতে গাহিতে। ট্রামে যাত্রীদের কাছ হইতে বেশ ভালো আদায় হইল। ট্রামে উঠিবার সময় স্কোয়াডের গান শুনিয়া এক মহিলা দিলেন একটি টাকা। পাইকপাড়া অঞ্চলটি "জাগো জাগো নগরবাসী" গানটিতে জাগিয়া উঠিল—বাড়ী হইতে চাউল, জামা কাপড়, টাকা আসিতে লাগিল। একটি কিশোরী তার প্যাণ্ট ও ফ্রক খুলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। এক ভদ্রলোক তার মৃত ছেলের কোট ও জামা কাপড় দিয়া দিল। আর একটি বাড়ী হইতে একটি বৌ স্কোয়াডকে ডাকিয়া নিয়া একটা টাকা দিল এবং বলিল জামা কাপড় দিতে তার খুব ইচ্ছা তবে শ্বশুরের অনুমতি ব্যতীত দিতে পারে না। এই বলিয়া সে শ্বশুরের ঘর দেখাইয়া দিল। ভলান্টিয়ার তখন শ্বশুরের কাছে ইস্তাহার নিয়া উপস্থিত হইল—ভদ্রলোক জামা কাপড় দিলেন। একটি মেসের চাকর তার সার্টটি দিল। ইতিমধ্যে বর্ষা নামিয়া পড়ায় স্কোয়াড একটী বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া গান গাহিতে থাকে। বর্ষা থামলে যখন স্কোয়াড চলিয়া আসিতেছিল তখন সেই বাড়ীর একটী মহিলা আসিয়া একখানা সাড়ী ও একখানা চাল দিলেন। ১। ঘণ্টা স্কোয়াডের কাজে মোট আদায় হইল ৩৩৷৩, সাড়ী ৭ খানা, ধুতি ৪টা, সার্ট (বড়) ১১টা, ব্লাউজ ১টা, ইজের ৪টা, কোট ১টা, ছোট সার্ট ৪টা, পাঞ্জাবী ২টা, ফ্রক ৪টা, চাউল ১০ সের।

দুর্গত বাংলা ইহাদের চায়

(জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সাবধান হওয়ার জন্য জেল থেকে যে সব দীর্ঘমেয়াদী বিপ্লবী বন্দীরা দেশের জনসাধারণের কাছে আবেদন পাঠাইয়াছিলেন,' শচীন কর গুপ্ত তাঁহাদেরই একজন। মেছুয়া বাজার বোমার মামলায় প্রথমে তাঁর জেল হয়, পরে জেল থেকে পালানো, রিভলবার রাখা প্রভৃতির জন্য তার জেল ১৫ বৎসরে দাঁড়ায়। আন্দামানে থাকার সময় তিনি টেরোরিষ্ট পথ ছাড়িয়া কমিউনিষ্ট হ'ন। তিনি জেল থেকে আমাদের একজনের কাছে এই চিঠি দিয়াছেন)

.....অন্নের ভাণ্ডার বাংলায় আজ শত সহস্র বংগবাসী খাদ্যাভাবে ভগ্ন জানোয়ারের মত রাস্তায় কুঁকড়ে মরে থাকে। কলিকাতার এই চিত্র যখন ষ্টেট্‌সম্যান কাগজে দেখি তখন সহজেই বুঝতে পারি মফঃস্বল অঞ্চলের কি ভয়াবহ অবস্থা। .....কিন্তু মুক্তি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখছি না। এক সময় সত্যিই খুব আশা করেছিলাম যে মুক্তি পাব এবং বাইরে গিয়ে উদ্দীপনা নিয়ে দেশরক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করবো। সরকার মুক্তি দিতেছে না বলে উৎসাহ মোটেই হারাই নি। তবে দেশের এই সংকট মুহূর্ত্তে সরকার যদি মুক্তি দিত, আমাদের সমস্ত শক্তি খাদ্য সমস্যার সমাধানে নিয়োগ করা অবশ্যই সম্ভব হত।.....

দুর্গত বাংলা এই সব দেশদরদীদের মুক্তির চায়। ইঁহাদের উপস্থিতি দেশবাসীর মনে খাদ্যের জন্য, দেশ রক্ষার জন্য ঐক্যের প্রেরণা যোগাইবে। সকলে এক হইয়া আজ এই সব দেশপ্রেমিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করুন।

শুধু রিলিফই নয়, স্থায়ী সমাধানের পথে

বিদ্যাসাগর কলেজের একজন নুতন অধ্যাপক, ছাত্র-ফেডারেশনের সমর্থক। তাঁর সংগে আলোচনায় জানা গেল কোন নামজাদা সংবাদ পত্রের অফিসে অনেক মজুত চাল ধরা পড়িয়াছে। সেই কাগজই বলে, দেশে চাল নাই। আলোচনার ভিতর দিয়া তিনি বুঝিতে পারেন, মজুতদারের দলই সমস্ত দেশে এই বিরাট হাহাকার সৃষ্টি করিয়াছে।

একজন ছাত্র মজুতদারদের কারসাজীর কথা শুনিয়া ভীষণ রাগিয়া যায়, বলে 'ওদের একটা লিষ্ট তৈরী করিয়া দাও, সবাই মিলিয়া ওদের একঘরে করিব'।

দৈনন্দিন ঘটনা চোখ খুলিয়া দেয়। কিন্তু তবুও সমাধান হইবে না যতক্ষণ এই 'লিষ্ট' তৈরি করার দায়িত্ব দলে দলে রিলিফ ভলান্টিয়াররা না নেয়।

প্রত্যেক কর্ম্মীই স্বীকার করে—আমরা যা করিতেছি, প্রয়োজনের তুলনায় তা অতি সামান্য। সমস্যা সমাধানের পথে সমস্ত ছাত্ররা এখনও উৎসাহী নয়। মজুতদারদের সায়েস্তা করার জন্য ছাত্ররা এখনও এক হইয়া আগাইয়া আসে নাই।

দুটীর আগামী কুড়ি দিন কলিকাতার ছাত্ররা এ দুর্ব্বলতা কাটাইয়া উঠিবেই। তা না হইলে বেশানিব ব্যবস্থার মধ্য দিয়া প্রতিটি লোকের মুখে অন্ন দেবার ব্যবস্থা কে করিবে?

পিপলস ফ্লাড রিলিফ কমিটি

এই কমিটির বিগত অধিবেশনে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে যেহেতু বাংলার বন্যাপীড়িত জনগণের সহায়তা করিবার জন্য বৃহত্তর খাদ্য সংকটের অংশমাত্র, ও যেহেতু পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়া সকল রিলিফ প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কার্য্য করিতে আহ্বান করিতেছে, ও যেহেতু পিপল্‌স্ ফ্লাড রিলিফ কমিটির সভাপতি, সম্পাদক ও অন্যান্য বিশিষ্ট সভ্য এই পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন, সুতরাং এখন হইতে পিপল্‌স্ ফ্লাড রিলিফ কমিটি আর পৃথকভাবে কাজ না করিয়া পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটির নামে কাজ করিবে। পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটির ঠিকানা—৩২, বৌবাজার ষ্ট্রীট, (ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলের উপরে)।

নীরেন্দ্রনাথ রায়, সম্পাদক

প্রাপ্তি স্বীকার (৪র্থ দফা)

পূর্ব্বে স্বীকৃত—১৫৯৩৸/১৩।০; ডাঃ নীরদ মুখার্জ্জির মারফৎ—১৭।০; পপুলার ষ্টিফিং ওয়ার্কস—১০৲; নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মারফৎ—২৩৲; গভর্ণমেন্ট মেডিকাল ষ্টোর ডিপো (২য় দফা)—১৭৲ লক্ষ্মী জুট সেল (৬ষ্ঠ দফা)—৫১৲; নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মারফৎ—৫৫৲; এইচ এণ্ড এস ফ্যাক্টরি, কাশীপুর—১৷৲; প্রভাসচন্দ্র ঘোষের মারফৎ—১৷৲; বিদেশী কমরেড—১৷৲; ডাঃ জি এইচ কাজমী, আগ্রা—১৲; প্রমথ চক্রবর্ত্তীর মারফৎ—৲; হিরণকুমার সান্যাল মারফৎ—১৷৲; মীরা সান্যাল—৲; নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মারফৎ—১৷৲; ট্রামশ্রমিক, পার্ক সার্কাস—২৷৷১৫; সন্তোষ চ্যাটার্জ্জি মারফৎ—১৷৲; ই ভাই ফুচ্চাকাল—১৷৲; সেকেন্দ্রাবাগান বস্তী—৸।৴৹; হরিনারায়ণ সহায়, ভাই এ এফ সেকেন্দ্রাবাদ—২৫।৲; মহাকালী পাঠশালা ছাত্রবৃন্দ—৲; মিঃ শিতরাজ—৮৩।৴৹; এ আর পি সেল, আলিপুর—৪৩।৴৹; এইচ এণ্ড এস ফ্যাক্টরি (২য় দফা)—২।/৴৹; প্রফুল্ল ঘোষের মারফৎ—১৬৸/৹; লক্ষ্মী জুট সেল (৭ম দফা)—২।/৴৹; ট্রামশ্রমিক, কালীঘাট ডিপো—১৭৲৹; নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মারফৎ—২৭।৹ গোপাল আচার্য্য মারফৎ—৩৲; দিলীপ বোস মারফৎ—১৪৲; নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মারফৎ—৩৲; ফণীন্দ্রনাথ গুপ্ত মারফৎ—১৷৲; মণিকুন্তলা সেন মারফৎ—২৭৸/৹; ভবানীপুর ওয়ার্কস্ পোষ্ট—১৪৲; অজিত মিত্রের মারফৎ—১৩৲; শ্যামল ঘোষের মারফৎ—১৷৲; হিংগ সান্যা'লের মারফৎ—২৲; এস এম টাংকী, আলিগড়—৩৲; লাবণ্য গোস্বামী, মৈমনসিংহ—২৲; টিটাগড় এণ্ড এ পোষ্ট—৲; বিসেস এস স্তাডসিল, বম্বে—১৷৲; ডাঃ সুধীর ঘোষের মারফৎ—৬৮।৴৹; নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মারফৎ—১৩৲; প্রভাসচন্দ্র ঘোষের মারফৎ—২৷৲; ডাঃ নীরদমুখার্জ্জির মারফৎ—২৲; অনিল কাঞ্জিলালের মারফৎ—৩৷৴১৹; মিস সাঁবনা বোসের মারফৎ—৩।৴৹; মোট—২৫৪৩/৭।৹ ৩০-৯-৪৩

যুদ্ধের গতি

নীপারের মহাযুদ্ধ

নীপার নদীর কাছে শত্রুর ঘাঁটিগুলিকে চূর্ণ করিয়া হিটলার বাহিনীকে নিশ্চিন্ত করিবার অটল প্রতিজ্ঞা লইয়া লালফৌজ যে বিপুল অভিযান চালাইতেছে, যুদ্ধের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। গোমেল হইতে আজভ সাগর পর্য্যন্ত সাতশত মাইল ব্যাপী রণক্ষেত্রে প্রধান যুদ্ধ হইতে থাকিলেও উত্তরে নেভেল অঞ্চলে শত্রুর প্রাণপণ পাল্টা আক্রমণ হটাইয়া দিয়া লালফৌজ লাটভিয়ার সীমান্ত হইতে ৬০ মাইলের মধ্যে পৌঁছিয়াছে, লেনিনগ্রাদের দিকে সরবরাহ পাঠাইবার যে রাস্তা ব্যবহার করে, তাহাকে বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে। দুই পক্ষের অন্তত বিশ লক্ষ সৈন্য আজ লড়িতেছে, জার্ম্মান পিতৃভূমিকে বাঁচাইবার চিন্তায় হিটলারীরা মরিয়া হইয়া আর্ত্তনাদ শুরু করিয়াছে।

ক্রাইমিয়ার ফাঁদে শত্রু আটক

দক্ষিণ রুশিয়ার আজ হিটলারীরা চরম বিপদের সাক্ষাৎ পাইতেছে। কুবান্ ছাড়িয়া কোন্‌ক্রমে তামান্ উপদ্বীপে অন্তত ২০,০০০ যোদ্ধা বোরাইয়া কার্চ্চপ্রণালী পার হইয়া তাহারা ক্রাইমিয়াতে পলায়ন করিয়াছে। হিটলার সাত ডিভিসন সৈন্যকে (অন্তত দুইলক্ষ) হুকুম দিয়াছে যে কিছুতেই যেন তাহারা ক্রাইমিয়া ছাড়িয়া না আসে। এদিকে ফিরিবার রাস্তাকেও লালফৌজ একেবারে বন্ধ করিয়া দিতেছে। নীপার নদীকূলে প্রধান শিল্পনগর জাপরোজয় এখন লালফৌজের হাতে। ইহার নিকটেই ছিল নীপার বাঁধ, জগতের মধ্যে সব চেয়ে বড় বাঁধ, সোভিয়েটের গৌরব। দুই বৎসর পূর্ব্বে হিটলার এ অঞ্চল দখল করে, তখন এই আশ্চর্য্য সম্পদকে সোভিয়েট শত্রুহস্তে যাইতে দিবে না বলিয়া সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া দেয়। জাপরোজয় হইতে মেলিটোপল হইয়া ক্রাইমিয়া পর্য্যন্ত যে রেল রাস্তা গিয়াছে, তাহা লালফৌজ কয়েক দ্রাঘগায় কাটিয়া দিয়াছে। মেলিটোপলের পতন আসন্ন, শহরে রাস্তায় রাস্তায় লড়াই চলিতেছে। হিটলারীদের ক্রাইমিয়া থেকে পলাইতে হইলে পেরিকপ্ দিয়া মাত্র একটী সরু রাস্তা ব্যবহার করিতে পারে। যে বেগে লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে শত্রুর পক্ষে পলাইয়া পগার পার হইবার আশা সুদূরপরাহত। ইতালিয়ন্‌রাদে যেমন ঘটিয়াছিল, তেমনই ক্রাইমিয়াতে ফ্যাসিষ্ট বাহিনী লালফৌজের ফাঁদে বাধা পড়িবে, কৃষ্ণসাগরের পশ্চিমকূল ও রুমেনিয়ার তৈলখনিগুলি সোভিয়েটের নাগালের মধ্যে আসিয়া যাইবে।

কীয়েভ ও গোমেলের মুক্তি আসন্ন

নীপারের পশ্চিমকূলে লালফৌজ স্থানে স্থানে ৫০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে। নীপ্রোপেট্রভস্ক শহরের চারদিকে লালফৌজ বেড়াজাল লাগাইতেছে। ইহার উত্তর পশ্চিমে ও ক্রেমেঙ্গুসের দক্ষিণ পূর্ব্বে একটা বড় দরের সোভিয়েট আক্রমণ চলিতেছে। খারভ উত্তরে কুর্স্কের রাজধানী কীয়েভ প্রায় ঘেরাও হইয়া পড়িয়াছে, শহরের উপকণ্ঠে যুদ্ধ চলিতেছে। জার্ম্মানরা যে এই সুন্দর ইতিহাস প্রসিদ্ধ শহরকে ধ্বংস করিবার বন্দোবস্ত করিতেছে, তাহা স্পষ্ট। বর্ব্বর শত্রু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ধ্বংসলীলার মধ্যে পলায়ন করিবার জন্য আজ ব্যস্ত সমস্ত।

শ্বেত রুশিয়ার গোমেল মোগিলেভ ভিটেবস্ক, হিটলারের এই আত্মরক্ষার দুর্গ হইতে চলিয়াছে। কীয়েভের মত গোমেলের পতন সংবাদ যে কোন মুহূর্ত্তে আসিতে পারে। যেদিন বুহ সম্পূর্ণ ভাঙিয়া পড়িবে, সেদিন আর হিটলারের কোন আশা থাকিবে না, যে সোভিয়েট ভূমিকে তাহার ঘৃণিত সম্পর্কে সে কলঙ্কিত করিয়াছে সেই সোভিয়েট ভূমি হইতে তাহাকে ল্যাজ গুটাইয়া পলাইতে হইবে। এই জন্য এখানে শত্রু মরিয়া হইয়া লড়িতেছে, কিন্তু লালফৌজের অজ্ঞান্ত আঘাতে আজ শত্রু খুঁকিতেছে, হিটলারের প্রচার বাগীশদের গরম গরম বোলচালে আর তাহার সান্ত্বনা নাই।

লালফৌজের সমর কৌশল

সমস্ত যেত রুশিয়ার সোভিয়েট গেরিলার দল আজ আসন্ন মুক্তির সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া শত্রুকে উদ্যত করিতেছে। বড় রেলরাস্তা থেকে দশ মাইল দূরে ক্যারিয়ের যাইতে সাহস পায় না, সেখানে হইল সোভিয়েট গেরিলাদের রাজত্ব। লালফৌজের সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে ইহারা হাত মিলাইবে, শত্রু সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইবে।

লালফৌজের অপূর্ব্ব সমর কৌশলে আজ জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছে। লালফৌজের পদাতিক, গোলন্দাজ, ট্যাঙ্কবাহিনী, শত্রুর ট্যাঙ্ককে মারিবার কৌশল, বিমানবাহিনী প্রভৃতি সবই যে জার্ম্মানদের চেয়ে ভালো, একথা সকলে বলিতে বাধ্য হইয়াছে। মিত্রশক্তির কাছ থেকে সমরোপকরণ সামান্য কিছু আসিয়াছে বটে, কিন্তু প্রায় সমস্ত নূতন সমরোপকরণ হইল সোভিয়েটের নিজস্ব, যুদ্ধ বিদ্যায় যে মজুত কিষাণ দুনিয়ার সেরা তাহার প্রমাণ।

ইউরোপে জনগণের মুক্তি উদ্যোগ

সোভিয়েটের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে সারা ইয়োরোপ অনুপ্রানিত হইয়া উঠিয়াছে। যুগোস্লাভিয়ার জনগণ মোতায়েন। জার্ম্মাণ সৈন্যদের সঙ্গে লড়িয়া প্রচুর সাফল্য লাভ করিতেছে। গ্রীসের গেরিলারা মুক্তির জন্য লড়িতেছে, সেখানকার ইতালিয়ান সেনা তাহাদের সঙ্গে যোগ দিতেছে। রুমেনিয়ার শাসক শ্রেণী লালফৌজের অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতেছে, হিটলারের পরাজয় যে অনিবার্য্য তাহা বুঝিতেছে, সোভিয়েটের সঙ্গে আলাদা মিটমাটের কথা তুলিতেছে। হিটলারের তাঁবেদার হাঙ্গেরী আর প্রভুর হুকুমবরদারী করিতে সাহস পাইতেছে না, যেত রাশিয়া ও বল্‌কান দেশগুলিতে সৈন্য পাঠাইতে অস্বীকার করিয়াছে। ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হলাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে—সর্ব্বত্র দেশভক্তদের মনে মুক্তির আশা বাড়িয়া উঠিতেছে, দ্বিতীয় ফ্রণ্টের জন্য আকুল আগ্রহে তাহারা চাহিয়া রহিয়াছে। এমন যে স্পেন—হিটলারের পদলেহনে যাহার জুড়ি নাই—সেও তাহার সৈন্যবাহিনী নাকি রুষ দেশ হইতে সরাইয়া আনিয়াছে। পর্টুগাল ছিল ফ্যাসিষ্টদের পরম বন্ধু, কিন্তু আজ গতিক দেখিয়া পর্টুগাল হিটলার ও তোজোর রক্ত চক্ষুকে অগ্রাহ্য করিয়া মিত্রশক্তিকে নেতৃত্বে, সাহায্য করিবার জন্য চুক্তি বদ্ধ হইবার সাহস পাইয়াছে।

প্রচার বাগীশদের চক্রান্ত

অভিসন্ধিতভালা প্রচারবিশারদের দল বলিয়া বেড়াইতেছে যে ষ্টালিন হিটলারের সঙ্গে রফা করিবেন। কিন্তু সোভিয়েটে স্পষ্ট বলিতেছে, বারবার বলিতেছে যে হিটলারের রফা রফা না করিয়া লালফৌজ ক্ষান্ত হইবে না। দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিয়া এখনই হিটলারকে নির্ম্মূল করা যাহাদের মনঃপুত নয়, তাহারাই এ ধরণের ধূর্ত্ত, কুচক্রী মিথ্যা প্রচার করিতেছে।

আমেরিকা ও ব্রিটেনের কোন কোন উচ্চপদস্থ লোক মাঝে মাঝে বলিতেছে যে যুদ্ধ এখনও বহুদিন চলিবে, ১৯৪৫-এর আগে চূড়ান্ত মীমাংসা হইবে না। এ ধরণের প্রচারের বিরুদ্ধে সোভিয়েট সংবাদপত্র "যুদ্ধ ও শ্রমিকশ্রেণী" তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছে। লালফৌজ যে শক্তি দেখাইয়াছে, তাহার সামান্য অংশও যদি মিত্রশক্তি দেখাইতে পারে তো এই শীতকালেই হিটলারের দফা রফা হইবে, পৃথিবীর মুক্তি সম্ভব হইবে, সহজ হইবে, নিরুট হইবে।

ইতিহাসের কলকাঠি জনগণের হাতে

সর্ব্বদেশে জনগণের জাগরণ দেখিয়া যাহারা ভীত, ইতিহাসের কলকাঠি আজ তাহাদের হাতে নয়। জনযুদ্ধ কেমন করিয়া লড়িতে হয়, মিতিতে হয়, তাহা লালফৌজ সকলের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতেছে। যাহারা জনশক্তির রুদ্রমূর্ত্তি দেখিবার আশঙ্কায় দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতেছে, যাহারা প্রাচ্যে জনগণের ভয়ে ভারতে জাতীয় সরকার স্থাপনের কর্ত্তব্যকে ক্রমাগতই দূরে ঠেলিয়া দিতেছে, যাহারা বলিতেছে যে ইয়োরোপে বোমাবর্ষণ করিয়া এবং ধীরে সুস্থে জাপানকে হারাইবার ব্যবস্থা করিয়া কেল্লা ফতে হইবে, যাহারা সীমান্ত সমস্যা লইয়া সোভিয়েটের সঙ্গে পোলাণ্ড, বল্‌টিক দেশগুলি প্রভৃতির মনোমালিন্য ঘটাইবার গোপন আশা পোষণ করিতেছে, তাহাদের চক্রান্ত আজ অগ্নি-অক্ষরে লিখিত ইতিহাস নিশ্চয়ই ব্যর্থ করিতেছে। জনগণের জয়যাত্রা রোধ করিবার শক্তি লোভসর্ব্বস্ব শাসককুলের নাই, সোভিয়েটের কাছে সব চেয়ে বড় এই শিক্ষাই আমরা পাইতেছি।

হিটলার সংহারের শেষ পর্ব্ব

সোভিয়েট, মিত্রদেশ ও ইয়োরোপের জনগণ—এই ত্রি-শক্তির ত্রিশূলাঘাতে ফ্যাসিষ্ট দানবকে মারিতে হইবে। সোভিয়েট, আমেরিকা ও ব্রিটেনের পররাষ্ট্র সচিবরা শীঘ্রই মস্কোতে মিলিত হইবেন, যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ করিবেন। ষ্টালিন-হিটলার মিটমাটের মিথ্যা গুজব রটাইয়া এই মিলিত প্রচেষ্টাকে কেহ নষ্ট করিতে পারিবে না। অবাস্তব প্রশ্ন তুলিয়া দ্বিতীয় ফ্রন্টের কথাকে ধামাচাপা দিবার চক্রান্তও ব্যর্থ হইবে। ইয়োরোপের জনগণ আজ লালফৌজের নেতৃত্বে বিজয় অভিযান আরম্ভ করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়াছে। ফ্যাশিষ্ট ও ছদ্মবেশী ফ্যাসিষ্টদের ষড়যন্ত্রকে জনশক্তির বলে আজ চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে হইবে—ইহাই আজ সর্ব্বদেশের জনগণের দাবী, ইহাই আজ সোভিয়েটের প্রতি দুনিয়ার শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার পদ্ধতি।

১৮।১০।৪৩

ইতালীতে গণ-জাগরণ

ইতালীতে মুসোলিনীর প্রভুত্বের অবসান হইয়াছে। ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে ইতালীর জনসাধারণের এই অভিযানের নেতৃত্ব করিয়াছে ইতালীর একটি বিরাট ধর্ম্মঘট সুরু হয়। ফ্যাসিজম ধ্বংস করিয়া স্বাধীনতা, শান্তি ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের এই অভ্যুত্থানই মুসোলিনীর পতনের কারণ, এবং এইসব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত বাদোলিওকেও নাৎসীদের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া সম্মিলিত জাতিসমূহের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য করে।

টুরিণ, মিলান ও নেপল্‌সেই প্রথমে এই গণ-আন্দোলনের সাড়া আসে। এবং মুসোলিনীর বিরুদ্ধে ইতালীয়ান জনসাধারণের এই ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিরোধশক্তির কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়ায় এই তিনটি শহর।

পঞ্চাশ হাজার মজুরের ধর্ম্মঘট

উত্তর ইতালীর টুরিণ সহরে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর জন্য গোপন আন্দোলনের যে কেন্দ্র আছে, গত ১০ই মার্চ্চ সেখান হইতে যে ইস্তাহার দেওয়া হয় তাহাতে বলা হয় "আমাদের দাবী পুরণের জন্য আমরা ১৫ই মার্চ্চ হইতে ব্যাপক ধর্ম্মঘট সুরু করিব।" "শান্তি ও স্বাধী

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

লীগ মন্ত্রী-মণ্ডলী কোন পথে ?

—সাজ্জাদ জাহীর—

বাংলার হাজার হাজার মানুষ অনাহারে প্রাণ হারাইতেছে। দিন দিন অবস্থা খারাপের দিকে। লীগের নিজস্ব মন্ত্রীমণ্ডলী এই সংকট সমাধানে অক্ষম। এ অবস্থায় লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব করিতেছে কী ?

লীগের আজ সব থেকে গুরু দায়িত্ব। এই মুহূর্তে আর্ত জনগণকে বাঁচাইবার কাজে আজ একটি মাত্র রাজনৈতিক দল তার বিপুল শক্তি নিয়োগ করিতে পারে—সে দল হইতেছে মুসলিম লীগ। মুসলিমপ্রধান সমস্ত প্রদেশগুলিতেই লীগের মন্ত্রীমণ্ডলী বর্তমান। কাজেই এগুলি লীগের আয়ত্তাধীন। পাঞ্জাব এবং সিন্ধু খাদ্য ফসলের দিক দিয়া উদ্বৃত্ত প্রদেশ। এখান হইতে খাদ্য ফসলের ঠিক মত ব্যবস্থা হইলে হাজার হাজার লোকের জীবন রক্ষা করা সম্ভব। তা ছাড়া বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলীও লীগের হাতে; এই মন্ত্রিমণ্ডলীর পিছনে আছে লীগের প্রভাব ও প্রতিপত্তি। আজকের দিনে দুর্গত মানুষকে অনাহার আর মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচানো ছাড়া লীগের আর কী লক্ষ্য থাকিতে পারে ? কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা কী দেখিতেছি ?

বাংলায় স্বামীত্রীর সংসার ভাঙিয়া গিয়াছে। অন্নাভাবে বাপ মা সন্তানকে পর্যন্ত হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। পূর্ব্ব বাংলা মুসলমান প্রধান অঞ্চল; আজ সেখানে ক্ষুধার্ত্ত নর নারী আর শিশু খাদ্যের সন্ধানে দেশান্তরী হইতেছে। তারা বাংলার সীমান্ত ছাড়িয়া আসামে আশ্রয় খুঁজিতেছে; কিন্তু সেখানেও হয় রাস্তায় অথবা রেলের কামরাতেই তাদের জীবন শেষ হইতেছে।

রোজ হাজার হাজার হিন্দু আর মুসলমান বাংলায় প্রাণ হারাইতেছে। কলিকাতা সহরে মৃত্যুর হার দিন দিন বাড়িতেছে। সহরের দুঃস্থদের মধ্যে শতকরা অন্তত ৩০ জন মুসলমান।

লীগ কাউন্সিলের জরুরী মিটিং ডাকার পক্ষে এ অবস্থা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নয় কি ?

গত এপ্রিলে দিল্লী অধিবেশনের পর দুর্ভাগ্যবশত নিখিল ভারত লীগ কাউন্সিলের কোন সভাই হয় নাই। গত ছ'মাসের দারুণ সংকটে দেশে সর্ব্বনাশ ঘনাইয়া আসিল—অথচ এই দীর্ঘ সময়ের ::। লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব একেবারে কাউন্সিলের সভা ডাকিলেন না। রিলিফের জন্য একটি আবেদন দেওয়া ছাড়া কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আর কিছুই করেন নাই। ইহার ফল কী হইল ?

লীগের বিভিন্ন মন্ত্রিমণ্ডলী পরস্পর বিরোধী নীতি অনুসরণ করিতেছে। তারা লীগের নিখিল ভারত অধিবেশনে নির্দ্দেশিত নীতির বিরুদ্ধতা করিতেছে। এই নীতির ফলে জনগণের দুর্দ্দশা অনেক বাড়িতেছে।

দিল্লীর খাদ্য প্রস্তাব

২৭শে এপ্রিল দিল্লীতে লীগের যে খাদ্য প্রস্তাব পাশ হয়, তাহাতে বলা হয় :

"মুসলীম লীগ দাবী করিতেছে যে নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের নিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহের নীতি নির্দ্ধারণে ধনিক ও সরকারী কর্ম্মচারীদের অপেক্ষা জনসাধারণের প্রতিনিধিদেরই বেশী করিয়া পরামর্শ নেওয়া হউক। ইহা আরও দাবী করিতেছে যে, মজুত মালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক এবং নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষপত্র ন্যায্যমূল্যে এমনভাবে বিক্রয়ের গ্যারাণ্টি দেওয়া হউক যাহাতে উৎপাদন-জীবির আর্থিক লাভ বজায় থাকে। অতিরিক্ত মুনাফালোভ জনসাধারণের এবং বিশেষভাবে দুঃস্থ শ্রেণীর দুর্দ্দশার কারণ; মুসলিম লীগ ইহার তীব্র নিন্দা করিতেছে।"

এই নির্দ্দেশ কাজে পরিণত করিলে অনেক অহেতুক দুঃখ দূর হইতে পারিত। কিন্তু কোন মন্ত্রিমণ্ডলীই কি এই নীতি কাজে পালন করিয়াছে ? একটি মন্ত্রীমণ্ডলীও বোধহয় করে নাই।

তারা লীগের নির্দ্দেশ ভুলিয়া গিয়াছে

বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলীর কথাই ধরা যাক। বিরুদ্ধ পক্ষ সমস্ত দোষ মন্ত্রিমণ্ডলীর ঘাড়ে চাপাইতেছে—ইহা অবশ্যই ঠিক নয়। কিন্তু তাই বলিয়া যা ঘটিয়া চলিয়াছে সে সম্বন্ধে আমাদের অন্ধ থাকিলে চলিবে না। মন্ত্রিমণ্ডলী সুরু করিয়াছিল ভালই সারা প্রদেশব্যাপী মজুতবিরোধী ব্যবস্থা আরম্ভ হইল, হাজার হাজার খাদ্য কমিটি গঠিত হইল—যে কোন জনপ্রিয় ও দেশপ্রেমিক মন্ত্রিমণ্ডলীর পক্ষে ঠিক এই ভাবেই কাজ আরম্ভ করা উচিত ছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই মন্ত্রিমণ্ডলী আমলা-তন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করিল।

বড় বড় মজুত কলিকাতারই উপর। কলিকাতার মজুত মাল বাহির করার ব্যাপারে আমলাতন্ত্র মন্ত্রিমণ্ডলীর পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। এ অবস্থায় দুর্ব্বলতা দেখানো মানেই জনসাধারণকে নিরন্ন রাখিতে রাজী হওয়া; মন্ত্রমণ্ডলী সেই দুর্ব্বলতাই দেখাইল। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যদি এই অবস্থার সজাগ থাকিত তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ এই ভুল সংশোধন করিতে পারিত এবং লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীকে আগাইয়া যাইবার নির্দ্দেশ দিতে পারিত। মন্ত্রিমণ্ডলীর মজুতবিরোধী অভিযানের পক্ষে জনসাধারণকে আহ্বান জানানোও সম্ভব হইত। আর আমলা-তন্ত্রের বিষদাঁতও ভাঙ্গিয়া যাইত।

এখানেই শেষ হইল না। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে মন্ত্রীমণ্ডলী আবার আমলাতন্ত্র ও মুনাফাকারীদের হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দিল। সপ্তাহি মিঃ সুরাবর্দী স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি আটার দর বাঁধিয়া দিয়াছেন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া—লীগের নির্দ্দেশ মত জনসাধারণের প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করিয়া নয়। বাংলার অতিরিক্ত মুনাফা লোভ ও অযথা দুর্মূল্যতা সম্বন্ধে ইহাই তাঁর বক্তব্য ছিল।

উত্তর ভারতের রিজিয়নাল ফুড কন্‌ট্রোলার সার কলিন গারবেট কিছুদিন আগে বলিয়াছেন, "সম্প্রতি পাঞ্জাব সরকারের সঙ্গে লেনদেনে বাংলা সরকারের ৪০ লক্ষ টাকার মত মুনাফা হইয়াছিল।" ২৭শে সেপ্টেম্বর মিঃ সুরাবর্দী স্বীকার করিলেন যে, এতদিন ধরিয়া বাংলা সরকার মোটা লাভ করিয়াছে এবং ইহার সমর্থনে তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল যুক্তি দেখাইলেন।

হাজার হাজার হিন্দু আর মুসলমান যখন অনাহারে মরিতেছে তখন ৪০ লক্ষ মুনাফা? ইহার চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কী হইতে পারে। মণপিছু ৫৲ ঠাকা দাম কমিয়াছে। ইহা হইতে বোঝা যায় যে, সাধারণ লোককে মণ প্রতি ৫৲ বা সের প্রতি ৵৹ আনা বেশী দিয়া এই বিরাট মুনাফা ফুলাইয়া তুলিতে হইয়াছে। অতিরিক্ত মুনাফার বিরুদ্ধে ন্যায্য মূল্যের সমর্থনে লীগের যে নির্দ্দেশ আছে, ইহা কি তার একেবারে বিরুদ্ধে যায় না ? ইহা কি হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই অবর্ণনীয় দুর্দ্দশা, এমন কি মৃত্যুর কারণ হয় নাই ?

ইহার ফলে কী দেখিতেছি ? লোকে অনাহারে মারা পড়িতেছে। মুসলমান ও হিন্দু পরিবারগুলি আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। লীগের উপর মুসলমান জনসাধারণের যে বিশ্বাস আছে, নির্ব্বাচনে যার ফলে লীগ প্রাধান্যের জয় হইয়াছে—কয়েকজন মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী লোক অতিরিক্ত মুনাফার উদ্দেশ্যে সেই বিশ্বাস ও সমর্থনকে ব্যক্তিগত কাজে লাগাইয়াছে। লীগের নামের উপর উহারা কলঙ্ক লেপন করিয়াছে। দুর্ভিক্ষের জন্য আমেরি লীগ-মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর দোষারোপ করিয়াছে। ভারত সরকার এই সুযোগে আমলাতান্ত্রিক প্রভাব বাড়াইবার উদ্দেশ্যে এমন সব কর্ম্মচারী পাঠাইতেছে, যাহারা মন্ত্রীমণ্ডলীকে টেক্কা মারিয়া কাজ করিয়া যাইবে।

এই পরিস্থিতি বুঝিয়া লীগ নেতৃত্ব কি হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে পারে ? মুসলমানদের নেতৃত্ব করিবার এবং দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল হিসাবে দাঁড়াইবার অধিকার হইতে যদি বঞ্চিত না হইতে চায়, তা হইলে লীগ এ অবস্থায় কখনোই চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে আজ ইহা জীবন-মরণের সমস্যা, লীগ নেতৃত্ব যদি এ অবস্থায় হস্তক্ষেপ না করে, মন্ত্রী-মণ্ডলীর কাজের সমালোচনা না করে, জনস্বার্থ-বিরোধী ও মুনাফাবাজ লোকদের অপসারিত না করে এবং জনগণের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত না করে—জনসাধারণের আস্থা ভাঙিয়া পড়িতে বাধ্য।

লীগ কাউন্সিলের সভা ডাকিতেই হইবে। সমস্ত দেশপ্রেমিক লীগ কর্ম্মীকে আজ ইহার জন্য সক্রিয় হইতে হইবে, লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর কার্য্যাবলীর সমালোচনা করিতে হইবে, নতুন অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া খাদ্য নীতি পুনর্নির্দ্ধারণ করিতে হইবে এবং মুনাফাবাজী ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হইবে। লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর কার্য্যাবলী সম্পর্কে খোলাখুলি সমালোচনা ও লীগ মহলে জমিদারী স্বার্থান্ধতা সম্পর্কে হুঁসিয়ারীর ফলে জনসাধারণের বিশ্বাস ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইবে এবং জনসাধারণের মনে খাদ্যের জন্য আপ্রাণ প্রয়াসের আশা জাগাইতে পারা যাইবে।

ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে কেবল একটি মাত্র দল এই ক্রমবর্দ্ধমান সংকটের মুখ হইতে জনসাধারণকে বাঁচাইতে পারে না। অনশন ও মৃত্যুর হাত হইতে, মুনাফাবাজ ও মজুতকারীর কবল হইতে দেশবাসীকে বাঁচাইবার কাজে এক সাথে সম্মিলিত হইবার জন্য সমস্ত দলের কাছে মর্ম্মস্পর্শী আবেদন জানাইতে হইবে। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে এবং কংগ্রেসের অনুপস্থিতিতে সমগ্র দেশবাসীর নেতা হিসাবে লীগকে আজ তার গুরু দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।

(সপ্তম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আন্দোলনের পুরোভাগে কমিউনিষ্টরা

ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে এই দেশপ্রেমিক প্রতিরোধ সংগ্রামের নেতৃত্ব করে ইতালীর কমিউনিষ্ট পার্টি। এই পার্টির মুখপত্র 'লা ইউনিটা' ফ্যাসিষ্ট বিরোধী সংগ্রামে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হইতে এক আবেদন জানায়। ইতালীর রোমান ক্যাথলিকরা কমিউনিষ্ট, সোশ্যালিষ্ট, লিবারেল, রিপাবলিকান ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক ফ্যাসিষ্ট বিরোধী দলগুলির সাথে মিলিত হইয়া এক সংঘবদ্ধ ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী ফ্রন্ট গড়িয়া তোলে। মুসোলিনীর জন্মভূমি মিলান সহরেই এক গোপন সম্মেলনের অধিবেশন হয় এবং সেখান হইতে 'স্বাধীন মিলান রেডিও' হইতে ফ্যাসিষ্ট বিরোধী 'ম্যানিফেষ্টো' প্রচারিত হয়।

তাহাদের ঘোষনায় (১) এই যুদ্ধ বন্ধ করা (২) অর্থনৈতিক ধ্বংসের হাত হইতে দেশকে বাঁচানো (৩) ইতালীতে গণতান্ত্রিক অধিকারের পুনঃ প্রতিষ্ঠা—এই তিনটি মূল দাবীর উপর ভিত্তি করিয়া নিম্নলিখিত কর্ম্মসূচী প্রচার করা হয় :—

—বক্তৃতা, সংবাদপত্র ও সংগঠন গড়িয়া তোলার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা।

—হিটলারের সহিত সন্ধি বাতিল করিয়া দেওয়া এবং বর্ব্বান ও রাশিয়া হইতে সমস্ত ইতালীয়ান সৈন্যদের সরাইয়া আনা ও 'ইতালীর স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌম অধিকার অক্ষুন্ন রাখিয়া' মিত্রশক্তির সমূহের সহিত সন্ধি স্থাপন করা।

—জার্ম্মান ও তাহাদের তাঁবেদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এবং ফ্যাসিষ্টদের দ্বারা অন্যায় ভাবে লব্ধ ধন সম্পত্তি দখল করা ও এই সব অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া।

ম্যানিফেষ্টোতে বলা হয়—মুসোলিনীর গভর্ণমেন্টই এই পথের অন্তরায়···জার্ম্মানীকে রক্ষা করার দুর্গ হিসাবে মুসোলিনী ইতালীকে ব্যবহার করিতে চায়—ইহার অর্থই আমাদের কারখানা, সহর, যানবাহন ও সৈন্য দলের ধ্বংস সাধন করা।

মুসোলিনীকে দূর করিতে হইলে সমস্ত ইতালীয়ানদের সংঘবদ্ধ হইতে হইবে। আমাদের মধ্যে সব পুরানো মত-বিরোধ আজ বিসর্জ্জন দিতে হইবে। আমাদের মধ্যে বিভেদের সমস্ত বিষয়-গুলি দূর করিতে হইবেএবং শুধু ইহাই স্মরণ রাখিতে হইবে—আমাদের মাতৃভূমি বিপন্ন। আল্‌প্‌স্ হইতে সিসিলি পর্য্যন্ত ভূখণ্ডের প্রত্যেকটি ইতালীয়ান আজ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াক। মুসোলিনী ও ফ্যাসিজম ধ্বংস হউক।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

প্রতি সংখ্যা দাম ছ পয়সা
বার্ষিক ৪॥, ৬ মাস ২॥, ৩ মাস ১।০

★

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জ্জি এম,এল, এ
২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২য় বর্ষ ০ রবিবার, ২৭শে অক্টোবর ১৯৪৩, ১০ই কার্ত্তিক ১৩৫০ ২৬শ সংখ্যা

দুঃস্থদের বাহিরে লইয়া যাইবার কি করিতেছেন ?

আশ্রয় কেন্দ্রগুলি খালি পড়িয়া থাকিবে, আর ইহারা কলিকাতার রাস্তায় পড়িয়া মরিবে ?

শীত আসিয়া পড়িল, এখনও কলিকাতার রাস্তায় দুঃস্থরা পড়িয়া আছে। সকালে রাস্তায় গেলে কি করুণ দৃশ্য চোখে পড়ে! ছোট ছেলে মেয়ে, বুড়ী ঠাণ্ডায় কাঁপিতেছে। যেটুকু প্রাণ ছিল তাও বুঝি এমনি করিয়া শেষ হইয়া যায়! একটি-এধার ক্র্যাকটের শব্দে ভয়ে সকলে আঁতকাইয়া উঠে। লোহার টুকরা লাগিয়াই তো কত লোক জখম হইবে। বোমা পড়িলে তো কথাই নাই। চট্টগ্রামে হামলা হইয়া গিয়াছে, কলিকাতাতেও যে কোনো দিন হইতে পারে। এই দুঃস্থদের দশা কি হইবে ?

অবস্থা এত সাঙ্ঘাতিক, অথচ কলিকাতার বাহিরে যে কয়েকটী সরকারী আশ্রয়কেন্দ্র আছে সেখানেও ইহারা যাইতে চায় না। তাদের জিজ্ঞাসা করিলে বলে—ওখানে গেলে ধরিয়া নিয়া নাকি সুন্দরবনে ছাড়িয়া দিয়া আসিবে। কেহ বলে—ওখানে গেলে লড়াইয়ে লইয়া যাইবে। ভয়ে অনেক দুঃস্থ আজকাল সরকারী ক্যাণ্টিনে খাইতেই যায় না, পাছে সেখান হইতে ধরিয়া তাদের কলিকাতার বাহিরে পাঠাইয়া দেয়। কি ভয়ানক আস্থা!

আর লোকে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছে—ভালই তো, সরকারই জনসাধারণের কাছে হেলো হইয়া গেল! কিন্তু এদিকে যে মৃত্যুমুখে দল মরিয়া শেষ হইয়া যায়! নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করিতেই কি আমরা চাই? সরকার যতটুকু ব্যবস্থা করিয়াছে, সেইটুকুই পুরাপুরি কাজে লাগাইয়া নেওয়া তো আমাদেরই কাজ। আশ্রয়কেন্দ্র বেশ্‌ন্দোবস্ত অনেক কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু দুঃস্থ ? সেখানে যদি নাই যায়, তবে বেশ্‌ন্দোবস্তটাই বা দর হইবে কি করিয়া? মাত্র ১২ হাজারের জন্য আশ্রয় তৈরী করা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু ১৯ হাজার করিয়া ঘরে তখন আরো কেন্দ্র খুলিবার জন্য আমরাই তো সরকারকে চাপ দিতে পারি। সরকারও বলিতেছেন যে দরকার হইলে আরো কেন্দ্র খুলিতে তাঁরা প্রস্তুত।

তা না করিয়া সরকার বলিয়াছেন কেন্দ্র দেখিতে গিয়া যে আমরা এই সব লোকদের মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতেছি। গুরুর ভক্তরাও মারা মরা করিতেছে, তারা তো দেশের লোকের নির্জ্জিয়তারই সুযোগ লইতেছে। কলিকাতাতে ঘরে ঘরে আশ্রয় তৈরী হইবে, ততদিনে যে হাজারে হাজারে উজাড় হইয়া যাইবে।

আর সমস্যাটা তো শুধু এই দুঃস্থদের প্রাণে বাঁচানোই নয়, এদের কর্ম্মক্ষম করিয়া তোলা। কলিকাতার এই একলাখ, দেড়লাখ দুঃস্থ খাতায় টুকিয়া রাখে কাহাকে কাহাকে দেওয়া হইল। খাতায় যদি সে আজে-বাজে কতকগুলি নম্বর বসাইয়া মালের মিথ্যা খরচ দেখায় ও পরে সেই মাল চোরা বাজারে বেচে তো তাহা ধরিবার উপায় নাই। কারণ বিক্রয়ের সময় জনসাধারণের তত্ত্বাবধান করিবার এখতিয়ার নাই, সরকার হইতেও কোন ব্যবস্থা নাই। একটা দোকানে দেখিলাম, দোকানের বাঁধা খরিদ্দারদের আলাদা করিয়া আগে দেওয়া হইতেছে, অন্য সকলে পরে পাইবে। অথচ এই পক্ষপাতিত্বের কোন হুকুম নাই।

এই সমস্ত অনাচারের তদন্ত হওয়া দরকার। স্থানীয় কংগ্রেস, লীগ, হিন্দু সভা, জনরক্ষা সমিতি তথা সমস্ত স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত কমিটির হাতে দোকানগুলির তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া দরকার।

তা ছাড়া সামান্য শ দুয়েক দোকানে শহরের কয়জন লোক চাল পাইবে ? প্রত্যেক দোকানে ৮ মণ করিয়া চাল দেওয়া হয়। তাহাতে লোক পিছু এক সের করিয়া ধরিলে দৈনিক মাত্র ৩৪ হাজার লোক চাল পাইতে পারে, অথচ শুধু কলিকাতা শহরেরই লোক সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ, সমস্ত শিল্প এলাকার লোক সংখ্যা ৪০।৫০ লক্ষ। চালের সঙ্গে আটা যোগ দিলেও লাখ দেড়েকের বেশী লোক কিছুতেই পাইতে পারে না। বাজারে যখন চাল প্রায় উধাও, কিংবা এমন দাম যাহা শহরের চৌদ্দ আনা লোকেরই নাগালের বাহিরে—তখন এই এলাকার বাকী প্রায় ৩৫ লক্ষ লোক কি পাইবে ?

এই জন্য কলিকাতা ও শিল্প অঞ্চলে রেশনিং বা বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রচলনে আর এক দিনও দেরী করিলে চলে না। তাহাতে সকলে খাদ্য পাইবে, অথচ অপচয় যথেষ্ট বন্ধ হইবে। বর্ত্তমানে মিল, অফিস প্রভৃতির মালিকরা কর্ম্মচারীদিগকে বেচিবার জন্য সরকার হইতে কিছু কিছু চাল আটা পায়। কিন্তু তাহার যে কর্ম্মচারী সংখ্যা বাড়াইয়া দেখাইয়া চালের চোরা-কারবার করিতেছে না তাহা ধরিবার ব্যবস্থা কোথায়? কোনো কোনো স্থান হইতে এরূপ অভিযোগ আমরা শুনিয়াছি।

কলিকাতা ও শিল্প অঞ্চলের বাসিন্দা! আপনারা অনেক দিন অপেক্ষা করিয়াছেন। এইবার জোর গলায় আওয়াজ তুলুন, "এখনি রেশনিং চাই!" পাড়ায় পাড়ায় বাসিন্দাদের মিটিং ডাকিয়া স্থির করুন চাল-আটার বরাদ্দ মাথা পিছু কত হওয়া দরকার, দাম কি হইবে, পাড়ার কোন কোন দোকান মারফৎ বিক্রয় হইলে সকলের সুবিধা হইবে ইত্যাদি। স্থানীয় সকল বাসিন্দাদের সাহায্যে বর্ত্তমান দোকানগুলির তদারক করুন, সঙ্গে সঙ্গে রেশনিং প্রচলনের জন্য সরকারের কাছে ডেপুটেশন পাঠান। ভাল করিয়া চাপ দিতে পারিলে সরকার আর রেশনিংয়ে গাফিলতি করিতে পারিবে না।

রোমা রোলাঁর স্মরণে

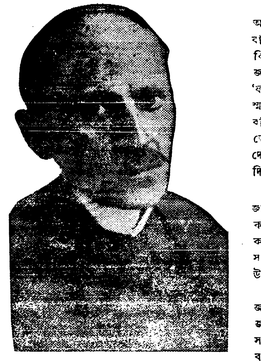

ফ্যাশিষ্ট বন্দিশালায় মনীষী রোমা রোলাঁ-র মৃত্যু হইয়াছে। রোমা রোলাঁ ছিলেন সেই জাতির লেখক, যাঁরা সাহিত্য ও সমাজের নিবিড় বন্ধনে বিশ্বাসী। তিনি বলিতেন, 'আমাদের স্থান শ্রমজীবীদের পাশেই···ওরা বৃক্ষমূল, আমরা শাখা।' তাই তিনি সর্ব্বহারাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "শ্রমজীবী হাত ধরো। আমরা তোমাদের। এসো আমরা এক সঙ্গে সম্মিলিত হই। সম্মান্য আজ বিপন্ন।"

রোমা রোলাঁ ছিলেন সমস্ত অন্যায় ও অত্যাচারের চির শত্রু—তেনী শোষণ ও সাম্রাজ্য-বাদের চির বিরোধী। তাই রুশ বিপ্লবে যেদিন বিপ্লবের রক্তরাগ দেখা দিল, তিনি সোভিয়েট জনগণকে সমস্ত হৃদয় দিয়া অভিনন্দন জানাইলেন 'ফরাসী বিপ্লবের পর পৃথিবীর ইতিহাসে নব থেকে স্মরণীয় দিন ১৯১৭র এই ৭ই নভেম্বর।' তিনি বলিয়াছিলেন, 'দিন যেমন রাত্রিকে উচ্ছেদ করে তেমনি রুশ ভূখণ্ডের এই বিপ্লব স্ফুলিঙ্গ অন্যান্য দেশে বিচ্ছুরিত হইবেই। আমি সেই অনিবার্য্য দিনের আবির্ভাব ঘোষণা করিতেছি।

সোভিয়েট ইউনিয়নের টুটি চাপিয়া ধরিবার জন্য যেদিন প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রগুলি চক্রান্ত করিতেছিল, সেদিন রোমা রোলাঁ তাঁহাদের সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ষড়যন্ত্রকারীর দল, এখনও সরিয়া দাঁড়াও। সোভিয়েটের বিরুদ্ধে তোমাদের উদ্যত হাত সংযত করো।'

রোমা রোলাঁ ছিলেন দুনিয়ার অত্যাচারিত জনগণের বন্ধু। কোটি কোটি শৃঙ্খলিত মানুষের জন্য তিনি অসীম বেদনা বোধ করিতেন। ভারতে সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার স্মরণ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'ভারতের শ্রমিক সমাজ অনশন ও অতিরিক্ত পরিশ্রমে ধুঁকিয়া মরিতেছে। তাদের ফলানো সোনা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তরীন খাদে অদৃশ্য হইতেছে। এই নিষ্ঠুর শোষণের বিরুদ্ধে আমরা তীব্র নিন্দা জানাইতেছি।' ভারতের কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে যখন মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করা হইল, তখন তাদের সম্বন্ধে মনীষী রোমা রোলাঁ লিখিয়াছিলেন, 'সাম্রাজ্যবাদী শুখলের বিরুদ্ধে পৃথিবী জোড়া সংগ্রামে যে সব হাজার হাজার নরনারী প্রাণপাত করিয়াছে, ইহারা তাদেরই জীবন্ত প্রতীক।'

রোমা রোলাঁকে হারাইয়া আজ আমরা জনগণের বাহিনীতে একজন নির্ভীক যোদ্ধার অভাব বোধ করিতেছি। তাঁর হাতে শ্রেষ্ঠী চিত্ত শান্তির তরবারি। সোভিয়েট ভূমিতে এবং সমস্ত জগৎ জুড়িয়া জনগণের যে শক্তি তার সাথে শান্তির সমাধি রচনা করিতেছে—সেই শক্তি যেন অসংখ্য হাসিয়া এই বিরাট মনীষীর স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানাইবে। রোমা রোলাঁ আজ নাই; কিন্তু তাঁর সৃষ্টি শুষ্ক হয় নাই। আমরা তাঁকে বহু বহু শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি, 'ভূমিকম্প বিপ্লব ও অগ্নিগর্ভ এই সব কষ্টসহনের ভিতরে ...হইতেছে আত্মোৎসর্গ করা হয় না। মুক্তির জন্য নিয়তই হাতে। শ্রদ্ধেয় যে আজকের জন্য তাহাদের বলি দিতে হয় যে আজকে ভাঙ্গা ... ভিত্তি হইয়া থাকিবে। অন্ধকারের ভিতর দিয়া।'

জাতীয় ঐক্য সপ্তাহ

১লা নভেম্বর হইতে ৮ই নভেম্বর

—দেশবাসীকে বাঁচাইবার জন্য

—নেতাদের মুক্তির জন্য

—জাতীয় গভর্ণমেণ্টের জন্য

—দেশের স্বাধীনতার জন্য

খাদ্যাভাব দূরীকরণের একটি ব্যবস্থা—এই মত ছাড়া অন্য দূর করিয়া সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রগুলিতে পাঠানো। তাদের দূরীকরণে হইবে, তাহারা কেন্দ্রে গেলে সাদের প্রাণের ভয় নাই, বাস্তবিকপক্ষে অন্যত্র সেখানে থাকা যাইবে।

শুধু মুখের কথাতেই ইতাদের আশ্রয় কেন্দ্রে যাইয়া না। ইহাদের সঙ্গে ইহারা আশ্রয় কেন্দ্রে যাইয়া নিতে হইবে, সেখানে থাকিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে যে তাদের ভয়ের কোনো কারণ নাই।

শুধুর মুখ্যমন্ত্রীকে ঠেকানো না যাইতে পারে। কিন্তু যাতে ইহারা আতঙ্কিত না হয়, তারজন্য কলিকাতার বিশিষ্ট লোকদের উচিত এই সব কেন্দ্রে গিয়া সেখানকার অবস্থা দেখিয়া আসিয়া জনসাধারণের কাছে বিবৃতি দেওয়া। তাতে শুভ ফল হইবে।

সেখানে আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হইয়াছে, সেখানকার প্রবন্ধী ও সরকারীদের লইয়া আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ জন্য কমিটি গঠিতে হইবে। স্থানীয় অঞ্চলগুলি শান্তিতে সেই কমিটিকে এই কাজে দিতে হইবে। এই কমিটির স্বেচ্ছাসেবকরা দুঃস্থদের খোঁজখবর করিবে। কাজে হইবে তার দূর কেন্দ্রে হইতেই উপযুক্ত লোকের সহযোগিতায় কাজেও ঘরে ঘরে খোঁজখবর যাইবে।

এ কাজে [illegible] সকলকেই। কমিটিতে বাঁধাইতে হইবে, [illegible] করিতে হইবে, কাজের [illegible] হইবে। এখনি এক [illegible] কলিকাতার মুখ [illegible]।

জাপানী বোমার জবাব দাও!

জাপানী বোমার বাংলার বুকে [illegible] দিয়াছে। [illegible] কিন্তু [illegible] হয়েছে। [illegible] এক [illegible] দুঃস্থ [illegible]। [illegible] জন্য [illegible] পাঠাইবে! এই [illegible] বলিয়াছিলেন, তাঁরা এমন বলেন কি?

সুভাষ বোস সিঙ্গাপুর রেডিও হইতে পাঞ্জাবের মন্ত্রীমণ্ডলকে জানাইয়াছে : 'ন্যাংলাম্ম খাদ্যশস্য পাঠাইবেন না।' আর একদিকে বলিতেছে : আমি ফৌজ লইয়া যাইতেছি।

জাপান বাংলাকে খাদ্য ইত্যাদি এই রকম করিয়াই!

বাংলার খাদ্য-সংকটই জাপানের মহাসুযোগ—সেই সঙ্কট দূর করিতে সকলে এক হও!

বোমার হামলার সামনে দেশবাসীর অসহায়তাই জাপানের একমাত্র ভরসা—বোমার হাত হইতে দেশবাসকে রক্ষা করিবার জন্য সকলে উঠিয়া পড়িয়া লাগো!

চাউল চাই

ইস্পাহানী কোম্পানীর মারফত সরকার কত খাদ্যশস্য কিনিয়াছেন সরবরাহ বিভাগ হইতে তাহার এক হিসাব দেওয়া হইয়াছে। এই হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৪৩ সালের ১১ই অক্টোবর পর্য্যন্ত উক্ত কোম্পানি ২৫,৪৬,৫৭৮ মণ ধান কিনিয়াছেন। কি সাংঘাতিক জিনিষ! সমস্ত বাংলা দেশকে খাওয়াইতে হইলে মাসে প্রায় সওয়া দুই কোটি মণ চাল দরকার হয়। অন্ততঃ এক কোটি মণ মজুত না হইলে বাংলার সহরগুলিতে ও গ্রাম্য এলাকায় রেশনিং করা অসম্ভব। ২৮শে অক্টোবরের সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে ৯ই হইতে ১৫ই অক্টোবর এই এক সপ্তাহে বাংলার বাহির হইতে ১৪৭৭৭ টন অর্থাৎ প্রায় ৪ লক্ষ মণ খাদ্যশস্য আমদানি হইয়াছে। সপ্তাহে এই হারে আমদানি হইলে কলিকাতা এবং সহরতলীতে রেশনিং চালু করা যাইতে পারে, কিন্তু সারা বাংলাকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা কি? একমাত্র উপায় মুনাফাখোর মজুতকারী ব্যবসায়ীদের মজুত ধরা। মজুত ধরা হয় না বলিয়াই সরকারী সরবরাহ বিভাগের এই অবস্থা।

রেশনিং আরম্ভ কর

কলিকাতা এবং সহরতলীতে রেশনিং বা বরাদ্দ প্রথা চালু করিবার মত খাদ্যশস্য সরকারের হাতে আসিতেছে, তাহাতেই বা দেরী হয় কেন? এখানে রেশনিং চালু করিলে কলিকাতার মুনাফাখোর মজুতদারের সর্ব্বনাশ হয়, কলিকাতার চোরা বাজার বন্ধ হয় এ বিষয়ে মন্ত্রীমণ্ডলীর অমার্জ্জনীয় নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে আজাদ পত্রিকা ২২শে অক্টোবর মন্তব্য করিয়াছেন—"বাংলা সরকারের ফুড রেশন সম্পর্কে অনেক বড় বড় কথা বহু দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি। কলিকাতায় শত শত দোকান খোলা হইবে, হাজার হাজার কর্ম্মচারী কাজ করিবে। গত ছয় মাস যাবত লোক নিয়োগের জন্য আবেদনকারিদিগকে শুধু ইন্টারভিউই দেওয়া হইতেছে। আসল কাজের কোনই আভাস পাওয়া যাইতেছে না। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বাংলার মফস্বলে কি প্রধায় ফুড রেশন প্রবর্ত্তিত হইবে তাহার কোন খোঁজ খবর এখনও পাওয়া যাইতেছে না।" কারণ কি? কারণ মন্ত্রীরা চোরাবাজারের উপর আঘাত করিতে অক্ষম, কারণ ইউরোপীয় মজুতদারের ভয়। বাংলার মুসলিম লীগ দলের সরকারে শক্তি প্রয়োগ করিয়া মন্ত্রীমণ্ডলীর নিষ্ক্রিয়তা ভাঙ্গুন, সরকারী খাদ্যনীতি পরিচালনার ভার পক্ষ হইতে হস্তগত করুন।

মজুত ধর

কলিকাতায় বিভিন্ন ব্যবসায়ের সব কমার্স (বণিক সমিতি) এর একটি করিয়া সরবরাহ প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কলিকাতা এবং সহরতলীর কারখানা মালিকেরা মজুরদের ও কর্ম্মচারীদের খাদ্য সরবরাহ করিয়া থাকেন। শুনা যায় যে সরকার গমের দাম মণ প্রতি ১২৲ ঠিক করিয়া দিবার পরও একবার এই প্রতিষ্ঠানের মারফৎ ১৭৲ দরে গম বিক্রী হইয়াছে। ইহা সত্য হইলে সরকারী সরবরাহ বিভাগের অনুমোদন ছাড়া নিশ্চয়ই হয় নাই। বাঁধা দরের বেশী দাম নিয়া বিক্রী করিবার অনুমতি তাহাদের কেন দেওয়া হইল? বণিক সমিতির উপর সরবরাহ বিভাগের এই পক্ষপাতিত্ব কেন? সরবরাহ বিভাগের নাকের ডগাতেই এই ভাবে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যতিক্রম করা হইলে বাজারে কি অবস্থা হইবে সহজেই বুঝা যায়। বণিক সমিতি হইতে যে সব কোম্পানি গম ও আটা কিনিয়া নেয় তাহারা আবার তাহাদের কর্ম্মচারীদের কাছে কি দামে বিক্রী করে? কোন কোন কোম্পানী খুব কম দামে মজুরদের খাদ্য সরবরাহ করিয়া থাকে কিন্তু বহুগুলি কোম্পানী বণিক সমিতির নিকট হইতে খাদ্য শস্য নেয় তাহাদের মধ্যে মাত্র শতকরা ১০টি কোম্পানী এইরূপ কম দামে বেচে, বাকি ৯০টি বেচে বুগীমত দামে। অক্টোবর মাসে বণিক সমিতি হইতে ১৪৷৶০ মণ দরে আটা বিক্রী হইয়াছে। কোন একটি কোম্পানী বণিক সমিতির নিকট হইতে ঐ দরে আটা কিনিয়া মজুরদের কাছে নাকি ২২৲ মণ দরে বিক্রী করিয়াছে (আটার নিয়ন্ত্রিত মূল্য ১৫৲)। এই রকম মুনাফাখুরী কত চলিতেছে তাহার তদন্ত হওয়া উচিত। এই ত গেল দামের কথা। ইহা ছাড়া বণিক সমিতির নিকট হইতে খাদ্য শস্য কোন কোম্পানী কত পরিমাণ কিনিতেছে এবং মজুরদের নিকট কত পরিমাণ বিক্রী করিতেছে, মজুত করিয়া চোরা বাজারে কিছু চালান করিতেছে কিনা তাহারও তদন্ত হওয়া উচিত। আমরা দাবী করি জনগণের খাদ্য কমিটির সহযোগিতায় এই সব কোম্পানীর গুদামে মজুত ধরিবার জন্য থানা-তল্লাসী করা হউক।

দেশে চাউল আছে

হরদয়াল কুঞ্জরু পূর্ব্ব বঙ্গ সফর করিয়া আসিয়া এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—"আমি মনে করি না যে গত বছরের আমন ধান কম হওয়ার জন্য কিংবা বর্ম্মী চাউল না আসিবার জন্য এই ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে বলিয়াছেন যে বাংলায় ২০ লক্ষ টন (৫ কোটি ৪০ লক্ষ মণ) ঘাটতি আছে, তাহা সত্য হইলেও ঘাটতির তুলনায় অভাব দেখা দিয়াছে ঢের বেশী।" কুঞ্জরু কথাতেই স্পষ্ট হয় যে মজুত থাকা সত্ত্বেও এই দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিয়াছে। তিনি বলিতেছেন সময় থাকিতে বাংলা সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা না করার জন্যই এই সংকট দেখা দিয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত ব্যবস্থাটা কি তাহা তিনি বলেন নাই। দেশে মজুত থাকা সত্ত্বেও যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে তখন উপযুক্ত ব্যবস্থাই হইল সরকার কর্ত্তৃক মজুত ধরা এবং খাদ্য শস্য কিনিয়া সরবরাহের ব্যবস্থা করা। অথচ কুঞ্জরু সরকারকে মজুত ধরিতে ত বলেনই না, বরং সমস্ত আমন ধান কিনিতেও নিষেধ করিয়াছেন। কতটা আমন শস্য সরকারের কেনা উচিত এবং কি ভাবে তাহা বিতরণ করা উচিত তাহা না বলিয়া শুধু বলিয়াছেন—সরকার বর্ত্তমান অবস্থায় সমস্ত আমন শস্য কিনিলে ফল সাংঘাতিক হইবে। কৃষকদের কি করা কর্ত্তব্য সে সম্পর্কে কুঞ্জরু বিবৃতি নীরব। শ্রীযুক্ত কুঞ্জরু ঠিকই বলিয়াছেন যে আমন ধান উঠিলেই সংকট আপনা আপনি দূর হইবে না। কিন্তু কি ভাবে আমন ধান রক্ষা করা উচিত? সরকারকে মজুতদারের কেনা বেচা বন্ধ করিতে হইবে। কৃষকদের কর্ত্তব্য স্থানীয় প্রয়োজন মত ধান ধর্ম্মগোলায় রাখিয়া দিয়া বাকি ধান নিয়ন্ত্রিত দামে সরকারী এজেন্টের কাছে বিক্রী করা। সরকারের কর্ত্তব্য আমন ধান কিনিয়া সহরে সহরে রেশনিং এবং ঘাটতি অঞ্চলে দোকান খোলা। কৃষক নিয়ন্ত্রিত দামে সরকারী এজেন্টের কাছে বিক্রী না করিলে সহরে এবং ঘাটতি অঞ্চলের লোকদের না খাওয়াইয়া মারা হয়।

যদেশ সেবকেরা প্রশ্ন করিবেন—সরকারী এজেন্টের কাছে বেচিলে তাহা যে দেশবাসী পাইবে তাহার প্রমাণ কি? সরকারী সরবরাহ বিভাগের অসংখ্য সংবাদ দেখিয়া স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন আসে। কিন্তু সরকারী এজেন্টের কাছে না বিক্রী করার ফল কি হইয়াছে? ইস্পাহানী কোম্পানী মাত্র ২৫ লক্ষ মণ ধানের বেশী কিনিতে পারে নাই, ৪ কোটি মণ আউস ধান যে কোথায় উধাও হইয়াছে তাহার পাত্তা নাই। সহরে সহরে গ্রামে চাউলের অভাবে হাহাকার উঠিয়াছে। ইস্পাহানী যে ২৫ লাখ মণ কিনিয়াছে তাহা কি হইয়াছে? কলিকাতায় শতাধিক দোকান খোলা হইয়াছে এবং মফস্বলের উদ্বৃত্ত অঞ্চলে সহরে রেশনিং সম্ভব হইয়াছে, লক্ষ্মীপাশাতে বহুলোক লোক পাইতেছে। কিন্তু মজুতদারের নিকট হইতে একটি দানাও বাহির করিতে না। সরকারী এজেন্টের কাছে নিয়ন্ত্রিত দামে বেচিলে গণ আন্দোলনের চাপে তাহা আদায় করা যায় কিন্তু অর্থাৎপাচ মজুতদারের কাছে বেচিলে তাহা অদৃশ্য উদ্দামে লুকানো থাকে, কেহই পায় না।

বাঁধাদরে ব্যাপারীর লোকসান নাই

আনন্দবাজার পত্রিকা ২১শে অক্টোবর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে চাকার অবস্থা বর্ণনা করিয়া লিখিতেছেন "চাউলের ব্যবসায়ীগণ সরকারী কণ্ট্রোল মূল্যের দরুণ চাউল ক্রয় করিয়া আনিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।" "কনট্রোল দরের জন্য চাউল আমদানি একেবারেই অসম্ভব।" ভাবটা যেন এই যে মূল্য নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিলে চাকার লোকে চাউল পাইবে! ব্যবসায়ী বলে 'নিয়ন্ত্রিত দামে কিনিতে না পারিলে বেচিব কি করিয়া!' ২৮শে আগষ্ট চালের দর বাঁধিয়া দেওয়া হয়, ২৭শে আগষ্টও ঐ চাকার বাজারে চাউল ছিল। খুচরা ৩৲ টাকা মণ দরে পাওয়া যাইত। ঠিক ২৯শে আগষ্ট হইতেই চাউল উধাও হইয়াছে এবং ৭০৲ টাকা দর হাঁকা সুরু হইয়াছে। তখন বাঁধাদরে পাইকারী দর ৩০৲। প্রত্যেক ব্যবসায়ী অনায়াসে ঐ দামে বেচিতে পারিত। সেই চাল এখনও মজুত আছে, কারণ তাহা বাজারে বাহির হয় না। আজ ব্যাপারীরা সেই চালের দর একশ' টাকা হাঁকিতেছে। ২০ টাকায় না পারুক অন্ততঃ ৩০ টাকায় ত তাহা বেচিতে পারে, তাহা বেচে না কেন? অতিরিক্ত মুনাফাই তাদের লক্ষ্য, কনট্রোল দরের অসুবিধা অজুহাত মাত্র। ব্যাপারীদের অনেকেই ডিসেম্বর মাসে ১৫ টাকার জিনিষ জুলাই মাসে ৩০ টাকায় বেচিয়াছে না হয় সেপ্টেম্বর মাসে কিছু লোকসানই হইল। সব জেলার সব ব্যাপারীরা যদি কনট্রোল দরে বিক্রী করে তাহাহইলে কোন ব্যাপারীরই লোকসান যায় না, কারণ প্রথমতঃ কৃষকেরা ৯ মাস আগেই সব আমন বেচিয়া ফেলিয়াছে, ব্যবসায়ীরা তখন কিনিয়াছে ১২৲ টাকা মণ দরে, দ্বিতীয়তঃ আউস কিনিয়াছে আগষ্ট মাসে দরে।

কাজেই প্রত্যেক ব্যবসায়ী যদি ঐ দরে মজুত ছাড়ে তাহাহইলে প্রত্যেকেই ন্যায্য মুনাফা পায় এবং দুর্গত ধ্বস হইতে বাঁচে। কিন্তু মজুতদার কনট্রোল দামে চাউল আমদানি অসম্ভব বলিয়া লোকের মন ভুলাইতে চায়।

বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে সুভাষ বসু

গত ২২শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ ফৌজের যোগে ঘোষণা করেন যে কলকাতার স্বাধীন ভারতের "জাতীয় সরকার" গঠন করা হইয়াছে। সুভাষ বসুই হইয়াছেন তাহার প্রধান মন্ত্রী, সমর সচিব এবং পররাষ্ট্র সচিব। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই "জাতীয় সরকারের" এই "প্রধান মন্ত্রী" বেতার যোগে পাঞ্জাব প্রদেশ মুসলিমদিগকে উপদেশ দিয়াছেন—"বাংলাকে কোন খাদ্যশস্য পাঠাইও না।" সুভাষের জাতীয় সরকারের প্রথম কীর্ত্তি বাংলার বিরুদ্ধে পাঞ্জাবী মজুতদারদের উস্কানি দেওয়া। দুর্ভিক্ষ পীড়িত দুঃস্থ বাংলাকে সহজে অপমানে দুহায় পদানত করা সম্ভব, এজন্যই সুভাষের নির্দ্দেশ—"বাংলাকে খাদ্য হইতে বঞ্চিত করা। এই সুভাষই কিছুদিন আগে ঘোষণা করিয়াছিলেন জাপান বাংলাকে চাউল পাঠাইতে প্রস্তুত আছে। অর্থাৎ ভারতের কোন প্রদেশ বাংলাকে খাদ্য দিও না, দুর্ভিক্ষের পীড়নে দুঃস্থ হউক তখন জাপান তাহাকে চাউলের লোভ দেখাইয়া বশ্যতা আদায় করিবে।

আমেরির জবাবে বাংলার লীগনেতা

[ভারত সচিব মিঃ আমেরির বিবৃতির পর বাংলা মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা আক্রাম খাঁ একটা বিবৃতি দিয়াছেন। আজকের পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগের বিশেষ দায়িত্ব। খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক চাহিয়া আছে মুসলিম লীগ কি বলে, মন্ত্রীমণ্ডলীকে কি নির্দ্দেশ দেয়। মন্ত্রীমণ্ডলী যাতে আমলাতন্ত্রের দিকে না ঝুঁকিয়া, জনসাধারণেরই সহযোগিতার উপর দাঁড়াইয়া এই সমস্যা সমাধান করে, তা নিখিল ভারত লীগের নির্দ্দেশ। এই নির্দ্দেশ বাংলায় পালিত হইতেছে কি না, তা দেখা বাংলার মুসলিম লীগের কর্ত্তব্য। আমেরি বাংলার খাদ্য সমস্যার জন্য দায়ী করিয়াছেন প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনকে এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট সব কিছু করিতেছেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন—মৌলানা আক্রাম খাঁ আমেরির এই অপমানসূচক আমলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তির স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক দায়িত্বহীনতা শুধু ভারতসচিবের দপ্তরে ও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টেই তো নয়, প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টেও। তারও বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে তবেই স্বায়ত্তশাসনের মর্য্যাদা রক্ষা হইবে। মন্ত্রীমণ্ডলীকে সেই দায়িত্বহীনতার ফাঁদ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে—ইহাই বাংলার মুসলিমলীগের কাছ হইতে জনসাধারণ আশা করে।]

মিঃ আমেরীর মতে দুইটী নূতন কারণে ভারতের সদ্য সঙ্কটপূর্ণ আর্থিক পরিস্থিতি আজ চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। একটি হইতেছে বর্ত্তমান যুদ্ধ, আর একটি হইতেছে স্বায়ত্ত শাসনের প্রসার দ্বারা ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার পূর্ব্বতন ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টি। * * * মিঃ আমেরীর উক্তি গ্রহণ করিয়া আমরা যদি ধরিয়া লই যে, ভারত সরকার পূর্ব্বাহেই আসন্ন দুর্ভোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এইরূপ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইয়াছি, তাহাহইলে ভারত শাসন ব্যবস্থার অত্যাধিক কার্য্যকারিতায় যদি কেহ বিমোহিত না হয় তবে তাহাকে দোষী করা চলে না। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ঘাড়ে বোঝ চাপানো আর 'নাচতে না জানলে উঠানের দোষ'—একই কথা। দেশের খাদ্য পরিস্থিতি ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রহিয়াছে। এমতাবস্থায় প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট সমূহের তথাকথিত বিরোধিতা সম্ভবতঃ উল্লেখযোগ্যভাবে পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন করিতে পারিত না।

পক্ষান্তরে ভারত সরকার যে যথা সময়ে পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করিতে পারেন নাই এবং তজ্জন্যঘোরে অচ্ছন্ন ছিলেন তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। মাত্র সে দিন তাঁহারা খাদ্য বিভাগ সংগঠন করিয়াছেন—এই দিক দিয়া তাঁহাদের অন্ততঃ ১ বছর দেরী হইয়া গিয়াছে।

মিঃ আমেরী নিজেই বলিয়াছেন যে, সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থার দ্বারাই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে এবং ভারত গভর্ণমেন্ট গত ১৮ মাস যাবৎ উহার প্রতিই মনোনিবেশ করিয়াছে।

যদিও রেলওয়ে ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণের ভার রহিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, যদিও তাঁহাদের হাতে রহিয়াছে বিশেষ জরুরী ক্ষমতা এবং বহির অধিকাংশ প্রদেশেই গভর্ণর কর্ত্তৃক ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে শাসিত হইতেছে তথাপি ভারত সরকারের প্রচেষ্টা খুব কমই হইয়াছে। এই সকল ঘটনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে তাঁহারা যে বিরাট কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, ভারত সরকার সেই কর্ত্তব্য পালনের যোগ্যতা দেখাইতে পারেন নাই।

বিহারের লীগনেতা বলেন

কংগ্রেসকে ধ্বংস করার মানে লীগকে দুর্ব্বল করা

মুস্লিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মিঃ লতিফুর রহমান বলিতেছেন :—

"কংগ্রেস ভারতীয় জনগণের একটি প্রধান এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ। কংগ্রেস দুর্ব্বল হওয়ার মানে ভারতের জনগণ এবং তাদের সমস্ত দলই দুর্ব্বল হওয়া। সেই জন্যই আমরা অসহায় বোধ করিতেছি।"

"বাংলায় আমরা কংগ্রেস ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদকে কোয়ালিশন মন্ত্রিত্বের জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছি। কিন্তু আমরা হক ও প্রজা পার্টিকে লইতে পারি না। মুস্লিম লীগ ছাড়া অন্য মুস্লিম পার্টিকে আমরা মুস্লিম জনসাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করি না।"

"বিহারে যুক্ত মন্ত্রিত্বের ভিত্তি হইতে পারে—মজুত-বিরোধী অভিযান, খাদ্য-ফসল বাড়াও আন্দোলন, উৎপাদন ও শান্তি।"

"কংগ্রেস বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নটাই একটা বড় ভিত্তি। বাংলায় এবং সীমান্ত প্রদেশে অনেক কংগ্রেসদেবীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। সংখ্যা লঘিষ্ঠ প্রদেশেও কংগ্রেসদেবীদের মুক্তি না দেওয়ার কোনো কারণ আমি খুঁজিয়া পাই না।"

"কংগ্রেস লীগ একতার জন্য আমরা গান্ধীজীর কাছ হইতে আগ্রহ প্রকাশ দেখিতে চাই।"

"আমরা খাদ্য কমিটীতে যে ভাবে কাজ করিতেছি, দুইটী প্রদেশে কংগ্রেসদেবীদের মুক্তি যে ভাবে দিতেছি, আমাদের দিক হইতে মিলনের যে আগ্রহ দেখানো দরকার তাহার মধ্য দিয়াই তাহা যথেষ্ট দেখানো হইয়াছে।"

(পিপল্‌স্ ওয়ার হইতে)

খাদ্যের জন্য সকলের ঐক্য চাই

পি, আর, দাসের আবেদন

গত ১০ই অক্টোবর মুঙ্গেরে বিহার বাঙালী সমিতির পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে প্রবাসী বাঙালীর প্রবীন নেতা শ্রীযুক্ত পি, আর, দাস সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—

'ক্ষুধিত, দুঃখিনী বঙ্গ-জননী আজ নিজের সন্তানগণকে অন্ন দানে অক্ষম'। আজ যদি এই অন্নাভাবের কারণের কথা ভাবি, তবে এই সত্যতারই উপর ঘৃণা জন্মে। যাহারা রোদে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া দিনরাত পরিশ্রম করিয়া দেশের অন্নের সংস্থান করিল, আজ তাহারই স্ত্রী পুত্র লইয়া অন্নাভাবে পথের উপর শেষ নিশ্বাস ফেলিতেছে। লোভী ও নিষ্ঠুর মুনাফালোভীদের কৃপায় চাউলের দাম অস্বাভাবিকরূপে বাড়িয়া যাওয়ায় আজ চাষীরা সকলের আগে প্রাণ হারাইতেছে। বাংলাদেশে অন্ন চাই। সেইজন্য অন্য প্রদেশের উদ্বৃত্ত খাদ্য বাংলাদেশে পাঠানো প্রয়োজন। সে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সেই খাদ্যও মুনাফাকারীর হাতে পড়িয়া অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। মুনাফাকারীদের সংযত করিবার জন্য এবং খাদ্যের ন্যায্য বণ্টনের জন্য চাই দেশের লোকের সমবেত প্রচেষ্টা। দেশের লোকের সমবেত প্রচেষ্টার জন্য চাই দেশের নেতাদের মুক্তি, কংগ্রেস ও লীগের মিলন এবং জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং আমাদের এই সকলের জন্যও আন্দোলন করিতে হইবে। শুধু কয়েকটা টাকা সাহায্য করিয়াই যেন আত্ম প্রসাদ লাভ না করি।'

দলাদলি বন্ধ করুন

শ্যামাপ্রসাদের কাছে কংগ্রেস নেতার প্রস্তাব

ত্রিপুরা জেলা সেন্ট্রাল রিলিফ কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (কংগ্রেস) এম-এল-এ, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নিকট এক প্রস্তাব করিয়াছেন যে, সর্ব্বপ্রকার দলাদলি বিসর্জ্জন দিয়া খাদ্য সংকট সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, কৃষক-প্রজা পার্টি ও অন্যান্য দল সমূহের উচিত বাংলার সকল জেলার প্রতিনিধিদের লইয়া কলিকাতায় এক সভায় সমবেত হওয়া। (ইউ, পির খবর)

ক্ষুধিতের জন্য এক লক্ষ টাকা দান

১৯শে অক্টোবরের এ-পির খবর :—মেদিনীপুরের শ্রীযুক্ত রাজকুমার সিংহ শালবনি ও গড়বেতা থানায় ৪৪টী লঙ্গরখানা খুলিয়াছেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

দেশবাসীকে বাঁচাইবার ভার দেশবাসীরই

গত ১০ই অক্টোবর শ্রীরামপুর টাউন (হুগলী) রিলিফ কমিটির চাতরা শাখার উদ্যোগে এক উপবাস দিবস প্রতিপালিত হয়। আটটি মোহাল্লা আগের দিন হইতে সহরের সর্ব্বত্র প্রচার করে এবং তাহার ফলে ১২৯টী বাড়ীর পরিবার উপবাস করিতে রাজী হয়। তাঁহাদের উপবাসের চাউল রিলিফ কমিটিকে দেওয়াও ঠিক হয়। ইহার মধ্যে এক চতুর্ব্বর্ণের মুসলমান পরিবার। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রায় ৫০ জন মহিলা ও সহরের ছাত্রগণ এই উপবাসে যোগ দেন। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১ মণ ২৫ সের চাউল এবং এক টাকা ৬ পয়সা পাওয়া যায়। সন্ধ্যায় উপবাসীদের এক সভা হয়। সভায় রেশনিং চালু করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নালিতাবাড়ীর (ময়মনসিংহে) নেতা কমরেড জলধর পালের মাতৃবিয়োগ হইলে কমরেড জলধরের পিতা সামাজিক বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে ঠিক হয় সামাজিক ভাবে শ্রাদ্ধ দিতেই হইবে এবং সেইজন্য ৭০৲ খরচ বরাদ্দ ধরা হয়। ইতিমধ্যে কমরেড জলধর সামাজিক বৈঠকে উপস্থিত হইয়া মাতব্বরদের নিকট আবেদন জানান যে এইভাবে সামাজিক শ্রাদ্ধ অর্থ ব্যয় না করিয়া নিরন্নদের অন্ন দান করিয়া দেশকে রক্ষা করা আজ প্রত্যেক দেশবাসীর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। কমরেড পালের আবেদনে মাতব্বরা উদ্বুদ্ধ হন এবং ৭০৲ টাকায় নিরন্নদের চাউল প্রভৃতি দেওয়াই ঠিক হয়। ঐ টাকা দিয়া ১৮০ জনকে চাউল বিতরণ করা হয় এবং ৩০৲ টাকা ময়মনসিংহ সহরের একটি রিলিফ কিচেনে দেওয়া হয়।

কলিকাতার হরিঘোষ স্ট্রীট। মসজিদ বাড়ী—দর্জ্জিপাড়া অঞ্চলে এক 'জনরক্ষা-আত্মরক্ষা স্কোয়াড'। প্রত্যেকটি বাড়ী হইতেই কিছু না কিছু আদায় হইল। জামা, ধুতি ও সাড়ীতে মোট ৪২টা হইল, চাউল উঠিল আধ মণ আর টাকা উঠিল ৪৭৷৩৷। একজন ভদ্রলোক তেতলা হইতে স্কোয়াডকে ডাকিলেন, বলিলেন রাস্তায় অনেকদিনই তিনি দুঃস্থ হইতে 'জনরক্ষা আত্মরক্ষা' স্কোয়াড দেখিয়াছেন এবং কিছু দিবেন মনস্থ করিয়াছেন। তিনি দিলেন এক টাকা। আর এক ভদ্র মহিলা দোতলা হইতে ফেলিয়া দিলেন ৩ খানা সাড়ী ২টা ব্লাউজ ও একটি টাকা। স্কুলে যাইবার পথে একটি ছেলে দিল একটি ৸৹ আনি! শ্যামবাজার মোড়ে একটি স্কোয়াড গান করিতেছিল, আর ভলান্টিয়ারা ট্রামে চড়িয়া বাক্সে সাহায্য আদায় করিতেছিল। একটি মজুর ট্রাম হইতে নামিয়া আসিয়া ঝুলিতে একটি টাকা ফেলিয়া দিল। দমদমের একটি কারখানার মজুর সে। প্রতিদিন একটা সময় স্কোয়াডের সাথে বাহির হইবারও আগ্রহ জানাইল।

'আমন' ফসল রক্ষার জন্য

ময়মনসিংহের মহারাজার আগ্রহ

কৃষক সভার হাতে ১000 একর জমি দান

২২শে অক্টোবর কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী, আবদুল্লা রসুল ও ভূপেশ গুপ্ত ময়মনসিংহের মহারাজা শ্রীযুক্ত শশীকান্ত আচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঢাকার জমিদারদের পক্ষ হইতে তিনি পরিষদের সভা

তাঁর সঙ্গে দুইটী বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়। চোরাকারবারীর হাত হইতে আমন ফসল কি করিয়া বাঁচানো যায় ও কি ভাবে খাদ্য ফসল বাড়ানো যায়।

তিনি বলেন: "হাঁ, মজুতদারের হাত হইতে আমন ফসল রক্ষা করা দরকার; কিন্তু কি উপায়ে তা করিতেছেন?"

"সমস্ত প্রদেশব্যাপী জনসাধারণের খাদ্য কমিটির দ্বারা। লোকে যদি তাদের স্বার্থ না দেখে, অপরে দেখিবে কি?"

"ঠিকই, তা হইলে আপনারা বড় জমিদারদের সঙ্গেও সহযোগিতা করুন।"

তাঁকে বলা হইল যে আজকে বড় জমিদারদের ফসল জনসাধারণকে অনাহার হইতে বাঁচানোর জন্য ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। তিনি তা স্বীকার করিলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সরকারী এজেন্টের কাছে ফসল বিক্রয় না করিলে কি চলে না? তাঁকে যখন বলা হইল যে সহরে খাদ্য সরবরাহ করিতে হইলে এজেন্টদের কাছে বিক্রয় করিতেই হইবে এবং এজেন্টদের যদি বা চেষ্টা করিলে জনসাধারণ কন্‌ট্রোল করিতে পারে, কিন্তু মজুতকারীকে কন্‌ট্রোল করা অসম্ভব; তখন তিনি স্বীকার করিলেন যে সত্যই জনসাধারণই চেষ্টা করিলে ক্রয় বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

"কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডলী কি আপনাদের তা করিতে দিবে?"—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"নিশ্চয়ই দিবে। মন্ত্রীমণ্ডলী যে কিছু করিতে চায় না, তা তো নয়। আসল কথা তারা জানে না কেমন করিয়া চোরাকারবারীকে ঠেকাইতে হয়। আমাদেরই তার জন্য লাগিতে হইবে।"

"এ বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আমি একমত। পরস্পরের বিরুদ্ধে গালাগাল করিয়া কোনো লাভ নাই। দলগত বিরোধের চেয়ে খাদ্য সমস্যাকে বড় করিয়া ভাবা উচিত।"

খাদ্য ফসল বাড়ান সম্বন্ধে তিনি কৃষক সভাকে সাহায্য করিতে রাজী হইলেন। তিনি তখনই যশোহরে তাঁর জমির এক হাজার একর কৃষক সভার হাতে দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইহাতে বীজধানও তিনি সরবরাহ করিবেন।

তাঁকে বলা হইল, "আপনি অন্যান্য জমিদারদেরও এই রকম করিতে বলুন না।"

তিনি বলিলেন: "নিশ্চয়ই করিব, আপনারা ময়মনসিংহে যাইবেন, আমরা জমিদার সমিতির সভা ডাকিয়া সব ব্যবস্থা করিব।"

খাদ্য-সংকটের ভয়াবহ পরিণতি

বাংলার শস্যভাণ্ডার বরিশালে খাদ্য নাই!

বরিশাল বাংলার শস্যভাণ্ডার। ৩ কোটী মণ চাল এই জেলায় হয়, ১ কোটী মণ বাড়তি চাল এই জেলা থেকে চালান দেওয়া চলিতে পারে। কিন্তু এবার এই বরিশালের লোকও অনাহারে মরিতেছে। কারণ অধিকাংশ চাল বাজারে বাহির হয় নাই। বাংলার এই শস্যভাণ্ডারে দেখুন অজস্র নরনারী পথে পথে ঘুরিতেছে—ক্যাম্পের দিকে চলিতেছে। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কলেরা ও বসন্ত দেখা দিয়াছে। ছিঁড়ুটী খাইয়া অনেকে ছেলে মেয়ে লইয়া অরণ্যে ভ্রমিতেছে।

দুঃসহের মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ হইতেছে গ্রামের কৃষি মজুর বা ছোট চাষী। ছোট চাষীদের যা ধান ছিল আগেই সুদের জ্বালায় তাহা বেচিয়া ফেলিয়াছে, এমন চাল পাওয়া যায় না। তাই তারা দলে দলে আসিতেছে সহরে।

গৌরনদী থানার চাঁদসী ইউনিয়নে ১৬০০০ লোকের বাস। তার মধ্যে চাষী ১২০০০। কৃষি মজুর হইতেছে ৪০০০, গরীব চাষী ৬০০০, মধ্যবিত্ত চাষী ১৫০০ এবং ধনী চাষী ৫০০। আজ এদের অবস্থা কি?

মজুর ও গরীব চাষীর ৫০০ মিলিটারীতে যোগ দিয়াছে। ৩০০০ কোনোরকমে সর্ব্বস্ব বেচিয়া এতদিন টিকিয়া আছে। ১০০০ (তার মধ্যে মেয়ে ও শিশুই বেশী) সহরে চলিয়া আসিয়াছে। ৮০০ জন ইউনিয়ন রিলিফ কিচেনে খাদ্য পায়। ১০০ জন মারা গিয়াছে অনাহারে ও রোগে। ৮০০০ চাষী ও মজুরের মধ্যে এখন গ্রামে আছে ৪০০০। ইহারাও রুগ্ন, কঙ্কালসার হইয়া কাজের অযোগ্য হইয়া পড়িয়া আছে। ইহারা আমন ফসলের কাজ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা—শতকরা ৯০ জনই এই খাদ্য-সংকটে বাতিব্যস্ত। ৭০ জন অনাহারের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে। গৈলা গ্রামের খবরে জানা যায় যে শতকরা ২৫ জন মধ্যবিত্ত গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। শতকরা ৫০ জন কোনরকমে টিকিয়া আছে। ২০ জন এক বেলা খায়। মাত্র ৪ জন দু' বেলা খাইতে পায়।

দিনাজপুরও বাড়তি জেলা!

ক্ষুধার জ্বালায় ১২ বছরের একটি মেয়েকে ৬ টাকায় বিক্রয় করা হইয়াছে, একটি ৪ বছরের ছেলেকে বিক্রয় করা হইল এক মুঠি চালের বদলে। একটি চাষী যুবক ক্ষুধার জ্বালায় আত্মহত্যা করিল, আর একজন দিন দিন অনাহারে থাকিয়া আত্মহত্যা করিতে যাইতেছিল, তার দাদা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। এই চিত্রই আজ দিনাজপুরের।

বালিয়া ডিঙ্গি থানার কয়েকটি ইউনিয়ন—আমজানখোর, পারিয়া খামতালু। ২০,০০০ চাষীর বাস এখানে, তার মধ্যে ৮০০০ জমিহীন ও গরীব। অল্প তারা অনাহারে। ৬১৯ জন দু' চার দিনের মধ্যে একবার খাইতে পায়। ৩৫ জন ইতিমধ্যেই মারা গিয়াছে।

দিনাজপুর সহরে ২০ হাজার লোকের মধ্যে ৩ হাজার অনাহারে। ৭ হাজার লোক কোনো রকমে এক বেলা খাইতে পায়। অথচ দিনাজপুর বাড়তি জেলা—সরকারের একটা খাদ্য-ভাণ্ডার।

ময়মনসিংহের অবস্থা

কিশোরগঞ্জে মহকুমার হুসেনপুর থানার অধীন গোবিন্দপুর ইউনিয়নের বাজারে চাউল নাই। সামান্য যতটুকু চাউল দেখা যায় তা ৮০৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয়।

নারায়ণগঞ্জের খবর

এক মাসের বেশী হইল নারায়ণগঞ্জে চাউল নাই। বহু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাত পরিবার সপ্তাহের পর সপ্তাহ ভাত না খাইয়া কাটাইতেছে। ছোরা বাজারেও চাউল মিলিতেছে না। ৭০।৮০ টাকা দরে কোনো কোনো ভাইপায় সামান্য চাউল মিলিতেছে।

আড়াইহাজার থানার সুধীন জাতগ্রাম ইউনিয়নে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। বাজারে চাউল নাই। অধিকাংশ লোক ছোলা, কচু, সাপলা প্রভৃতি খাইয়া কোন রকমে টিকিয়া আছে।

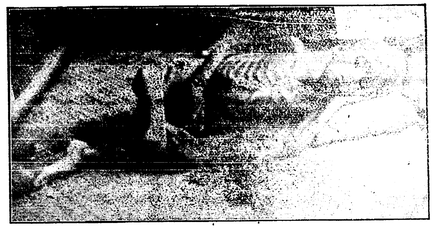

(চট্টগ্রামে অনাহারে মৃত বালক)

মেয়েরা পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে!

ক্ষুধার জ্বালায় বাঁকুড়া

মিউনিসিপ্যাল অফিসে খবর লইয়া জানা গেল দৈনিক মোট ২০।২৫ জন মুমূর্ষুর বন্দোবস্ত তাদের করিতে হয়। পথের ধারে পড়িয়া মরা, জলের মধ্যে ছেলে ভাসাইয়া দেওয়া, মুমূর্ষুকে শৃগালে খাওয়া—এ সব দৃশ্য পুরাণো হইয়া আসিয়াছে।

ষ্টেশনে ২ কাছে শালবনে দেখা যাইবে বি-এন রেলওয়ের খাদ্যশস্যের মালগাড়ীর আশায় বসিয়া আছে লোকে। সেখান থেকে যদি কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লওয়া যায়।

রোজস্ট্রী অফিসে দৈনিক গ্রাম ২৫০০।৩০০০ বিঘা জমি হস্তান্তর হইয়া যাইতেছে। একটি অফিসের হিসাব—২৭০০ বিঘা।

একটী গ্রামের চেহারা দেখিলেই অবস্থা বোঝা যাইবে—খারমাড়া গ্রাম। এখানে চাষী প্রায় ১০০ ঘর। ইহাদের প্রায় ৭৫ জন জমি বিক্রয় করিয়া দিয়াছে। ১০ জন হাল গরু বিক্রয় করিয়া দিয়াছে। কামার, কুমার, নাপিত, ছোট দোকানদার মাষ্টার প্রভৃতি লইয়া ২৫ জন লোকের কোনদিন খাদ্য জোটে, কোনদিন জোটে না। ৩০০ দিনমজুর প্রায় অনাহারে। বাহিরের চাকুরে ৪০ জন—বাহির থেকে দিন চলার মত দেখায়। একটি স্কুল, তাতে ৫০ জন ছাত্র, ছাত্ররা ক্রমশঃ স্কুল ছাড়িয়া দিতেছে। মাষ্টারের খাবার জুটে না। তোতদার ৩ জন—ইহারা ক্রমশঃ কাপিয়া উঠিতেছে, জমি, ধান গরু সব এখানে আসিয়া জমিতেছে। প্রায় ২৫ জন তাঁতী—তাদের কাজ নাই। দোকান হাটে ও কো-অপারেটিভ হইতে যে কাজ পায়, তাতে দিন ৸০ আনা ১৲ টাকা আয় হয়। ভাত পায় না—একবেলা মুড়ি খাইতে হয়, আর একবেলা উপবাস। অর্থাৎ প্রায় শতকরা ৮৫ জন বুভুক্ষু এই গ্রামে।

ইন্দাশুর, চাতরা, রাস্তাবাঁধ, গঙ্গাজলঘাটিতে এখনি শতকরা ৯০ জন লোক বুভুক্ষু। এই সমস্ত গ্রাম থেকে কিশোরী, যুবতী মেয়েগুলিকে লংগ্রহ করিয়া নিয়া যাওয়া হইতেছে বেশ্যাবৃত্তির জন্যে।

বাঁকুড়া সহরে প্রায় ১০ হাজার ঘর লোক। তার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধে ৯ বিড়ি মজুর, চাষী, গাড়োয়ান কামার, কুমার প্রভৃতি ক্যানটিন, লঙ্গরখানার উপর নির্ভরশীল। বাকী অংশ কনট্রোল দোকানের উপর নির্ভরশীল। মাষ্টার, উকিল, ডাক্তার, ছাত্র—ইহাদেরও অবস্থা ক্রমশঃ ঐ শতকরা ৫০ জনের মতই হইয়া উঠিতেছে।

ইহাই বাঁকুড়া সহর ও গ্রামের ছবি। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের কুইনাইন নাই। গভর্ণমেন্টের ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের কুইনাইন চোরাবাজারে। কলেরার ইন্‌জেকশন্, ব্লিচিং পাউডার নাই।

কলিকাতা ও সহরতলীতে অনাহারে মৃত্যু

১৬ই আগষ্ট হইতে ১৮ই অক্টোবর পর্য্যন্ত হাসপাতালে ভর্ত্তির সংখ্যা	১০,৩২০
" মৃত্যু "	২,৯৯৫
১লা আগষ্ট হইতে ১৮ই অক্টোবর পর্য্যন্ত রাস্তা হইতে সরানো মৃতদেহের সংখ্যা	৫,৪৫৮

—২১শে অক্টোবরের ষ্টেটস্‌ম্যান হইতে

ঢাকায় অনাহারের করুণ চিত্র

জে-সি-গুপ্তের বিবৃতি

(১৮ই অক্টোবর)

বেণ্টেশ্বর মাস হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ঢাকায় মাত্র ৪৭০০০ মণ খাদ্য শস্য পৌঁছিয়াছে। ইহা শুধু ঢাকা সহরের ১৫ দিনের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। জনসাধারণের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। দশ বারোটা লঙ্গরখানা থাকা সত্ত্বেও বহু সংখ্যক নিরাশ্রয় অনশনক্লিষ্ট নর-নারী ও শিশু মুমূর্ষ অবস্থায় রহিয়াছে। গ্রামাঞ্চলে লোকে শাপলা, সালুক ও কচু প্রভৃতি খাইয়া প্রাণধারণ করিতেছে। এক পক্ষকাল ধরিয়া বাজার হইতে চাউল সম্পূর্ণরূপে উধাও হইয়াছে। যদি বাজারে সামান্য কিছুও পাওয়া যায় তবে সের ২৲ টাকা বা তাহারও বেশী দরে বিক্রয় হয়। গত জুন মাসে খাদ্য অভিযানের সময় জানা যায় যে ঢাকা শুরুতর রূপে গাঁটতি জেলা। কিন্তু তখাপি এই জেলার প্রয়োজনের ১২ ভাগের একভাগ মিটাইবার পক্ষেও উপযুক্ত মাল আসিয়া পৌঁছে নাই।

চট্টগ্রামে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব

নিজস্ব সংবাদদাতার খবর

চট্টগ্রামে খাদ্য সমস্যা সাংঘাতিক। গ্রামগুলিতে শত শত লোকে না খাইয়া মরিতেছে। চালের দাম ৮০ টাকা মণ। সব জায়গাতেই এই অবস্থা। যারা লঙ্গরখানায় খাইয়া বাঁচিয়া আছে তাদের বর্ত্তমান সংখ্যা একলাখ হইবে। সারা জেলায় লঙ্গরখানায় সংখ্যা এখন ৫৭২। গত সপ্তাহে মিউনিসিপাল এলাকায় মৃত্যুর সংখ্যা ১৬০।

এ অবস্থায়ও চাল লুকানো থাকে

মজুত-বিরোধী অভিযানে এখানে ৩০০০ মণ ধান উদ্ধার হইয়াছে। এই সমস্ত ধানের কিছু কিছু খাদ্য কমিটির হাতে দেওয়া হইয়াছে বিলি করিবার জন্য।

(ক্ষুধার জ্বালায় কৃষক পরিবার গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়াছে)

ধ্বংসের পথে কৃষক শ্রেণী!

বাংলার পাশে সমগ্র ভারত

পাঞ্জাব

পাঞ্জাব কিষাণ সভার প্রতিনিধিরা বাংলার খাদ্য সচিব মিঃ সুরাবর্দ্দীকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা দুর্গত বাংলার সাহায্যে পাঞ্জাবের কৃষকদের উৎসাহিত করিবেন এবং তাদের কাছ হইতে উদ্বৃত্ত শস্য কিনিয়া খরিদমূল্যে বাংলা সরকারের কাছে বিক্রি করিবেন। ইহার ফলে অতিলোভী মুনাফাখোরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবে এবং বাংলার অভাবগ্রস্তদের পক্ষে সস্তায় খাদ্য পাওয়া সম্ভব হইবে। কিষাণ সভার পক্ষ হইতে প্রদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে এর জন্য আন্দোলন সুরু হইয়াছে। ল্যায়ালপুর কিষাণ সভা বাংলার প্রাদেশিক কিষাণ সভার মারফৎ ৪ হাজার মণ আটা বয়রাতি দান হিসাবে দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। মুসলীম সাহিত্যসঙ্ঘ খ্যাতনামা অভিনেতা পৃথ্বীরাজ প্রমুখ শিল্পীদের সহায়তায় ৩ হাজার টাকা তুলিয়াছে। মুরী হকি ক্লাব কলিকাতার জনরক্ষা সমিতির কাছে ৩১৲ টাকা সাহায্য পাঠাইয়াছে। অমরাবতীর ছাত্রছাত্রীরা বরারী প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের কাছে ১০০০৲ টাকা সাহায্য পাঠাইয়াছে। রাওয়ালপিণ্ডির ইউথস ইউনিয়ন ও মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন একযোগে প্রচার করিয়া তিন দিনের মধ্যে ২৭৫৲ টাকা তুলিয়াছে। লাহোরের মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এক আনা দু'আনা করিয়া ২০৩৲ টাকা তুলিয়াছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাহায্যে আরো টাকা তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। উদয়শঙ্কর সম্প্রদায়ের জোরা ও কামেশ্বর নৃত্যানুষ্ঠানের সাহায্যে বাংলার জন্য মোটা তহবিল তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। মুসলিম লীগ রিলিফ কমিটির প্রথম সভায় ১৫,০০০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

খাদ্য কমিটির মারফৎ জলপাইগুড়ি সহরে রেশনিং

জলপাইগুড়ির তার (২২শে অক্টোবর)

কমরেড শচীন দাসগুপ্ত তার করিয়া জানাইতেছেন যে জলপাইগুড়ির খাদ্য কমিটির পরিচালনায় জলপাইগুড়ি সহরে রেশনিং প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

• নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন প্রথম দফায় ২,৫০০৲ টাকা ছাড়িয়াছে। লালা মুলকরাজ অগ্রবালকে সভাপতি করিয়া একটি 'বাংলার গ্রামাঞ্চল সাহায্য সমিতি' গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন ১লক্ষ টাকা সাহায্য তুলিয়া সেই টাকায় চাল কিনিয়া বাংলায় পাঠাইবেন। কাল্‌কা, ঝিলাম, মুলতান, ফিরোজপুর, জলন্ধর, অমৃতসর ও রাওয়াল পিণ্ডিতে সর্ব্বদলীয় সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে।

বোম্বাই

১০ই অক্টোবর বোম্বাইতে বাংলার দুর্গতদের সাহায্যে একটি মুশায়েরা অনুষ্ঠিত হয়। বিখ্যাত উর্দু কবি জোশ মলিহাবাদী, সাগর নিজামী, কাফী প্রভৃতি নিজেরাই সাহায্য সংগ্রহ করেন। অনুষ্ঠানে সব শুদ্ধ ১৩,৩০০৲ টাকা উঠিয়াছে। বোম্বাইয়ের সূতা মজুরা মালিকদের কাছে প্রস্তাব করিয়াছে, তোমরা একদিনের কাঁচামাল মুফত দাও ও কল চালু রাখো আমরা বেগার খাটিয়া দিব। মালিকরা দেশপ্রেমিক মজুরদের এই প্রস্তাবে রাজী হইলে বাংলার হাজার হাজার দুর্গত বস্ত্র পাইবে কারণ মজুররা এক দিনের আত্মত্যাগে ২৩ লক্ষ গজ কাপড় পয়দা করিবে। ক্ষুধিত বাংলার মুখে অন্ন দিতেও মজুররা কম উৎসাহী নয়। লালবাগ কল মজুর পল্লিতে খাদ্য সংগ্রহ চলিতেছে। ৩০টি পরিবার আগাইয়া আসিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের খাদ্য সাহায্য ভাণ্ডারে দিল। ১লা হইতে ৮ই অক্টোবর বোম্বাইয়ের কমিউনিষ্টরা বাংলার জন্য সাহায্য সপ্তাহ পালন করে। মজুর কবি আন্না সাঠে দুর্গত বাংলাকে বাঁচাইবার আহ্বান জানাইয়া একটি মর্ম্মস্পর্শী গাথা লেখেন। বোম্বাইয়ের অগ্রণী মজুর বাংলাকে বাঁচাইবার জন্য আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। জ্যাকারিয়া বাজারের মুসলিম ব্যবসায়ীরা বাংলার সাহায্যে কলিকাতার মুসলিম চেম্বার অব কমার্সের কাছে ২,৮৭২৲ টাকা পাঠাইয়াছে। বোম্বাইয়ের প্রাদেশিক লীগ সিভিল ডিফেন্স কমিটি ৭,০০০৲ টাকা তুলিয়াছে। আমেদাবাদ রিলিফ কমিটি করাচি হইতে ১,৪০,০০০৲ টাকা মূল্যের ৫০০ টন চাল রামকৃষ্ণ মিশনের মারফৎ বাংলার জন্য কিনিবার প্রস্তাব নিয়াছে।

পাতিয়ালা

পাতিয়ালা ষ্টেট বাংলা সরকারের কাছে ১,০০০ টন আটা এই সর্ত্তে খরিদমূল্যে বেচিতে রাজী হইয়াছে যে, বাংলা সরকারকে ঐ খাদ্য বাংলার খরিদমূল্যে বেচিতে হইবে।

সিন্ধু

সিন্ধুর খাকসার দল বাংলার প্রধান মন্ত্রীর কাছে ২৫,০০০ লোককে খাওয়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। করাচীর ব্যবসায়ীরা রামকৃষ্ণ মিশনের মারফৎ ৬,৯৬৬ বস্তা চাল পাঠাইবার সংকল্প নিয়াছে।

আলীগড়

আলীগড়ে বাংলার সাহায্যের জন্য আন্দোলন সুরু হইয়াছে। মজুর ও ফেরীওয়ালা হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট ছোট দোকানদার, মুচি, গরীব নাগরিক সকলেই তার সাধ্যমত সাহায্য করিতেছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে দল বাঁধিয়া চাঁদা ও মুষ্টিভিক্ষা তুলিতেছে। এমন কি সহরের বারবনিতারাও তাদের সাধ্যমত সাহায্য দিতেছে। কারণ, অন্নাভাবে বাংলায় ব্যাপক দেহবিক্রয়ের কাহিনী তারা শুনিয়াছে, তাই তারা বাংলার নারী সমাজকে এই অনশ্বর হইতে রক্ষা করিতে চায়। আলীগড়বাসী কলিকাতার জনরক্ষা সমিতির কাছে ইতিমধ্যেই ১০০৲ টাকা সাহায্য পাঠাইয়াছে।

ভারতের বাহির হইতেও

ভারতের বাহিরে দেশরক্ষাবাহিনী হইতে জনৈক বাঙালী কর্ম্মচারী খুলনার জনৈক পার্টিসভ্যের কাছে লিখিয়াছেন, 'জনরক্ষা সমিতি দুর্ভিক্ষে খুব ভাল কাজ করছে দেখিলাম। আমরা এখানে বাঙালী সৈনিকমহল হইতে জনরক্ষা সমিতির জন্য চাঁদা তুলিতেছি। অক্টোবর ও নভেম্বরের মধ্যে ৮০০৲ টাকা পর্য্যন্ত পাঠাইতে পারব বলিয়া আশা করি।'

বাংলাকে বাঁচাতেই হইবে!

সিংহল

সিংহল ষ্টেট কাউন্সিলের নীডার শ্রীযুক্ত সেনানায়ক সংবাদপত্র মারফৎ জানাইয়াছেন যে সিংহলে একটি সেণ্ট্রাল বেঙ্গল রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে। কলম্বো টাউন হলে বাংলাকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে একটি সর্ব্বদলীয় সভা হয়; সভায় কলম্বোর মেয়র, শিক্ষাসচিব ও শ্রীযুক্ত আনে প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

যুক্তপ্রদেশ

কানপুরের স্থানীয় মজুর সভা, ইউথস ইউনিয়ন ও কমিউনিষ্ট পার্টি সম্মিলিত ভাবে বাড়ী বাড়ী মুরিয়া প্রথম দফায় ৫০০৲ টাকা তুলিয়াছে। স্থানীয় মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন ২০০৲ টাকা বাংলায় পাঠাইয়াছে। মীরাটের পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটি একদিনে বাংলার জন্য ১০০৲ টাকা তুলিয়াছে। লক্ষ্ণৌয়ের মজদুরাবাদের মুসলিম ক্লাব বাংলার জন্য ১০০০৲ টাকা তুলিয়াছে। দেরাদুনে একটি সর্ব্বদলীয় বেঙ্গল রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে। মুসলিম লীগ, খাকসার এবং কাপড় ও শস্য ব্যবসায়ী সমিতি ইহার সহিত সহযোগিতা করিতেছেন। চন্দৌলির মেমন চেম্বার অব কমার্স বাংলার সাহায্যের জন্য কলিকাতার মুসলিম চেম্বার অব কমার্সে ৪০০৲ টাকা পাঠাইয়াছে। যুক্তপ্রদেশের লীগ বাংলার জন্য ৫,০০০৲ টাকার অর্থ সাহায্য পাঠাইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ

নাগপুরের ল কলেজের ছাত্ররা বাংলার জন্য তাদের প্রীতিসম্মিলনী ও খেলাধুলার জন্য বরাদ্দ ২৭০০৲ টাকা পাঠাইয়াছে। মরিস কলেজ ৫০০৲ টাকা ও সায়েন্স কলেজ ২৫০৲ টাকা তুলিয়াছে। অন্যান্য অর্থ সংগ্রহের পরিমাণ ১০০০৲ টাকা। বালরপুরের ননিমজুররা একটি বেঙ্গল রিলিফ কমিটি গঠন করিয়াছে।

বিহার

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর জামালপুর রেল-মজুরদের একটি সভায় বাংলার সাহায্য প্রেরণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। অভাবগ্রস্ত জামালপুরের মজুররা রেল কোম্পানীর দোকান হইতে সামান্য যা রেশন পায় তাহা হইতেই এক মুঠো এক মুঠো করিয়া বাংলার সাহায্য ভাণ্ডারে দিতেছে। মুঙ্গেরের রহিমপুর গ্রামের বাসিন্দারা ২০ জন দুঃস্থ শিশুর ভার লইতে রাজী আছে।

আসামের নিমেষ কারখানার মজুররা বাংলার জন্য রিলিফ কমিটি গঠন করিয়া সাহায্য সংগ্রহের কাজ সুরু করিয়া দিয়াছে।

হাজং চাষীরা গ্রামকে বাঁচাইল

ময়মনসিংহ জেলার একটি হাজং গ্রাম—পাড়ামপাড়া। আমন ধান এখানে খুব খারাপ হইয়াছিল। গত জুলাইয়ের শেষ দিকে চাষীদের শতকরা ৭৫ জনই তাদের ধান হয় খাইয়া ফেলিয়াছে আর না হয় বিক্রী করিয়া ফেলিয়াছে। সারা গ্রামে অনাহারের ছায়া পড়িয়াছে।

কিন্তু এইখানকার চাষীরাই টঙ্ আন্দোলনে একতার জোর দেখাইয়াছে। খাদ্য সংগ্রাহেই কি তারা ঘাবড়াইয়া যাইবে? তারা একত্র বসিয়া ঠিক করিল যার ঘরে যতটুকু ধান-চাল আছে, তা সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। তারপর তারা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের মহাজনদের কাছে গেল, তাদের সাহায্য চাহিল। আউষ ফসল না উঠা পর্য্যন্ত তারা এমনি করিয়া সমবেত চেষ্টায় গ্রামের আহার জোগাড় করিল। দারুণ অভাবের মধ্যেও সেখানের কোন লোক মরিল না।

তারই পাশের একটি গ্রামের ছবি

টাঙ্গাইলের একটি গ্রাম নাপাকপুল। জুলাই মাসে সেখানে শতকরা ২৫ জন লোক না খাইয়া আছে। মাদেরিয়ায় গ্রাম উজাড় করিয়া দিতেছে। প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই একজন না একজন লোক মরিতেছে। গ্রামে বড়িক্ষু লোক যে নাই তা নয়, কিন্তু পরস্পরের সহযোগিতা দ্বারা গ্রামকে বাঁচাইবার কোনো চেষ্টা নাই। দুঃস্থরা অসহায় ভাবে কাঁদে, বাহিরের লোক গেলে তার কাছে সাহায্য চায়। বড়িক্ষু লোক যারা, তারা শুধু লীগ মন্ত্রিত্বকে ও আমলাতন্ত্রকে ধিক্কার দিয়া বসিয়া আছে। তারা ভাবিতেছে কখন জাপান আসিয়া তাদের সাহায্য করিবে।

নেত্রকোণায় খাদ্য কমিটির চেষ্টায় ৮০০০ মণ মজুত চাল উদ্ধার

গত বছর নেত্রকোণা সহরে যে ফুড-কমিটি গঠিত হয়, তারা ব্যবসায়ীদের ৮০০০ মণ চাউল চালান দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল। এই চাউল ব্যবসায়ীদের ঘরেই মজুত থাকিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত জনসাধারণ এই চাউল পায় নাই। এবারে নেত্রকোণায় দুঃস্থদের খাদ্য দিবার জন্য যে ফ্রি-কিচেন-বোর্ড গঠিত হইল, তার পক্ষ হইতে চেষ্টা হইতে লাগিল কি করিয়া এই ৮০০০ মণ চাউল বাহির করিয়া আনা যায়।

এই বোর্ড হইতে ব্যাপক প্রচার সুরু হইল। প্রচারের ভিতর দিয়া সহরে ও গ্রামে জনসাধারণের মধ্যে সৃষ্টি একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সহরের তিন মাইল দূরের বালি গ্রামের চাষীরাও লঙ্গরখানার জন্য চাঁদা তুলিতে লাগিল। মুসলমান চাষীরা সারাদিন রোজা করিয়াও কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিল। সকলের চেষ্টায় লঙ্গরখানা চলিতে লাগিল।

এই রকম আবহাওয়ার মধ্যে মহাজনরা মজুত চাউল না ছাড়িয়া পারেন কি? বোর্ড হইতে তাঁদের কাছে এই চাউল নিম্নশ্রিত মূল্যে বিলি করিবার জন্য দাবী করা হইল। মহাজনরা দাবী অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁরা চাউল দিতে রাজী হইলেন।

এস-ডি-ওর কাছেও দাবী করা হইল যে এই চাউল সরকার ও জনসাধারণের সম্মিলিত হেফাজতে রাখা কনট্রোল দোকান খোলা হউক। এস-ডি-ও রাজী হইলেন। চারটি কেন্দ্রে মহাজনদের দোকানে কনট্রোল শপ খোলা হইল। সহরবাসীদের প্রতি পরিবারের জন্য প্রতিদিন ৩৲ টাকার চাউল বিধার ব্যবস্থা হইল।

কিন্তু সরকার তবু জনসাধারণের পুরাপুরি সহযোগিতা লইতে চায় না। চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা সাগ্রাই অফিসার নিজের হাতে রাখিয়া দিলেন। কিন্তু তার ফল হইল কি? প্রতিদিনই খাদ্য সাব্যিতে নিত্য নূতন হাঙ্গামা দেখা দিতে লাগিল। সামলাইতে না পারিয়া শেষ পর্য্যন্ত এস-ডি-ও আবার ফ্রি-কিচেন বোর্ডের স্বেচ্ছা-সেবকদের ডাকিয়া তাদের হাতে ভার দিলেন। বোর্ডের তত্ত্বাবধানে কার্ড প্রথা প্রবর্ত্তন হইল এবং দৈনিক ১০০০ পরিবার চাউল পাইতে লাগিল।

প্রত্যেক সকলের জন্য দাঁড়াও!

কৃষক-সমিতির নেতৃত্বে বাঁধা দরে ধান-চাল বিক্রয়

নেত্রকোণার নিকটবর্ত্তী বালি অঞ্চলে চাষীদের কাছ হইতে মহাজনরা চড়া দরে নব ধান চাল কিনিয়া লইতে লাগিল—দর নিয়ন্ত্রণ কেউ মানে না। চাষী বলেঃ মজুতদারকে বেচিতে চাই না সত্য, কিন্তু কাপড়, তেল, নুন ইত্যাদি বেশী দামে কিনিতে হইলে আমরা করি কি? সেই জন্যই চড়া দর পাইলেই বেচিয়া ফেলি।' বেচা কেনা নিয়ন্ত্রণ করা এক রকম অসম্ভব হইয়া উঠিল।

তখন কৃষক সমিতির ডাক দিল: যারা কৃষক সমিতির লোক, তাদের কর্ত্তারা সমস্ত বাড়তি ধান বাঁধা দরে বিক্রয় করা—সমস্ত ধান কৃষক সমিতিতে আনিয়া দাও।

এই ডাকে সাড়া দিল প্রথমে কৃষক সমিতির ভলান্টিয়ারেরা। যার বিক্রি করিবার মত ধান ছিল, সব কৃষক সমিতির কাছে জমা দিল। দেখাদেখি অনেক গৃহস্থ চাষীও ধান আনিয়া দিল। এমনি করিয়া ১০০ মণ ধান পাওয়া গেল। হাটের দিন গোষ্ঠীর পতাকা লইয়া মহানন্দোল্লাসে সেই ধান বিক্রি আরম্ভ হইল। বাহিরা বাহিরা গরীবদেরই এই ধান দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা ও গান দ্বারা সকলকে বুঝান হইল এই ভাবে বিক্রি করিলে সকলেরই ভাল হইবে।

এই দৃষ্টান্ত অনেকেরই মনে ঘা দিল। হাটে আরো অনেক কৃষক বাঁধা দরে ধান বিক্রয় করিল।

মজুতদারের কারসাজী ব্যর্থ করিতে
শ্রীহট্টের জনসাধারণ

শ্রীহট্ট সহরে চাউলের দর ৩০৲ হইতে ৪০৲। নিম্ন মধ্যবিত্ত ও বস্তি অঞ্চলের ঘরে ঘরে অনশন, অর্দ্ধাশন দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে চাউলের দর বাঁধিয়া দেওয়া হয়। প্রথমে বাজারে কিছু কিছু খুচরা বিক্রেতা চাউল লইয়া আসিল। কিন্তু তারপর হইতেই আরম্ভ হইল দর বাঁধা বিফল করিবার জন্য মজুতদারদের ব্যাপক প্রচেষ্টা। বাহির হইতে সহরে যতটুকু চাউলই আসুক না কেন, দেখা গেল যে মজুতকারারা তাহা বেশী দামে কিনিয়া গোপনে সরাইয়া লইতে লাগিল। আস্তে আস্তে দেখা গেল বাজারে আর খুচরা বিক্রেতা নাই।

মজুরদার সহরবাসীকে উপবাসের মুখে ঠেলিয়া দিল

মহাজনরা বলিতে সুরু করিল—'দর বাঁধিয়া দেওয়ার ফলেই এই অবস্থা, দর বাঁধা উঠাইয়া লইতে হইবে।' পঞ্চমবাহিনীও এই প্রচারে তাল ঠুকিয়া চলিল, সহরবাসীও এই প্রচারে পা বাড়াইল। সর্ব্বত্র এই একই কথা—'দর বাঁধিয়া দেওয়াতেই এই অবস্থা—বাঁধা দর উঠাইয়া নেওয়াই ভাল।"

ইহাতে সুবিধা হইল মজুতদারদের। বাজারে চাউল একেবারেই উঠিল না। রাত্রের অন্ধকারে মজুতদাররা চাউল সরাইতে লাগিল, দোকানগুলিতে আর চাউল পাওয়া যায় না। মজুতদাররা সহরে চাউল বিক্রয় বন্ধ করিল। সহরের লোকের অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া পড়িতে লাগিল।

মজুত মাল বাহির করা চাই

সংকটে হস্তক্ষেপ করার জন্য খাদ্য কমিটী প্রধান মন্ত্রীর নিকট তার করিল—স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে কালিঘাট মহল্লা খাদ্য কমিটির সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মজুত মাল বাহির করার কাজে টানিয়া নামাইল। স্থানীয় এ, ডি, সি, মজুত চাউল বাহির করার কাজে কালিঘাট খাদ্য কমিটির প্রধান সংগঠককে সাহায্য করার আশ্বাস দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য কমিটি সহরে জনসভার আয়োজন করিল। ভলান্টিয়াররা ৪টি স্কোয়াড করিয়া সহরে প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন। ছাত্র শিল্পীরা মজুতদারকে নরহন্তাকারী স্বাধীনতার শত্রু হিসাবে অঙ্কিত করিয়া পোষ্টার তৈরী করিলেন। মজুত বিরোধী শ্লোগানযুক্ত পোষ্টারও তৈরী হইল।

মজুত মাল বাহির করিতে ৪টি মহল্লার জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা হইল। ৭টি রাস্তার মোড়ে সভা হইল। প্রত্যেকটি সভায় ৫০।৬০ জন লোকের সমাবেশ হইল। ২টি মহল্লায় বৈঠক হইল। সভার দিন প্রত্যেক পাড়ায় প্রচার চালান হইল। ১০০০ লোকের কাছে স্কোয়াড প্রচার করিল। সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য কমিটির ভলান্টিয়ারদের সহযোগীতায় কর্ত্তৃপক্ষ দুই দিনে ৫৫ মণ চাউল ও ১০০০ মণ ধান বাহির করিল। সরকারকে দিয়া খাদ্য কমিটি এই চাউল বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিল। ৭টি ওয়ার্ডে ভলান্টিয়ারদের সহযোগীতায় ৭টি দোকানের মারফত চাউল বিক্রয় হইল।

বৃদ্ধ এবং কিশোররাও চাউল বাহির করার কাজে

সরকারী স্কুলের হেডমাষ্টার রাত জাগিয়া বাজার পাহারা দিলেন, মজুত মালের তথ্য সংগ্রহ করিলেন। মনিপুরি বস্তির ১০ জন মুসলমান প্রচার স্কোয়াডের সঙ্গে যোগ দিলেন। কালীঘাটের কিশোররা পোষ্টার হাতে নিয়া ৭ নম্বর ওয়ার্ড উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল। বৃদ্ধা মহিলারাও মজুত মালের খবর সংগ্রহ করিয়া দিলেন।

সহরবাসী বলিল—মজুতদাররাই প্রধান শত্রু

সহরে ব্যাপক প্রচারে ও খুঁজে মজুত চাউলের খবরে সহরবাসীর মধ্যে সাড়া আসিয়া দিল। সর্ব্বত্রই শোনা গেল 'মজুতদাররাই প্রধান শত্রু'। পরিষদের কংগ্রেসী সভাপতি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসকে বলিতে শোনা গেল 'বিলাতের পত্রিকা যে বলে, আমাদের দেশের মজুতদাররাই খাদ্য সংকটের জন্য দায়ী তাহা কি আর অসত্য?' লীগের নেতা মিঃ আজমল আলী বলিলেন, "মজুতদাররা খুনী, জরিমানা আর শুধু জেল দিলে তাহাদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। খুনী বলিয়া যাহাদের ফাঁসী দেওয়া হয় তাহারা মাত্র খুন করে একজন দুইজনকে আর মজুতদাররা খুন করিতেছে হাজার হাজার লোক। এদের শাস্তি হওয়া উচিৎ ফাঁসী'। সংগ্রাম সমর্থক করিতেন একজন অধ্যাপক, তিনিও আজ এই কথা আগ্রহের সহিত সমর্থন করেন।

প্রচার স্কোয়াডের হাতে ছাত্র শিল্পীদের অঙ্কিত নরহন্তাকারী, স্বাধীনতার শত্রু মজুতদারদের বিভৎস রূপ দেখিয়া জনসাধারণ বলিতে লাগিল·····'এই ঠিক ছবি হইয়াছে'।

জনসভা

৩রা অক্টোবর। মজুতদারদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণার অভিব্যক্তি হইল জনসভায়। প্রচার স্কোয়াড সন্তার পূর্ব্বে সভার সমাবেশের জন্য পাড়ায় পাড়ায় গেল। ৭।৮ জন করিয়া লোক দলে দলে সভায় আসিতে লাগিল। সভায় লোক হইল ১००० এরও উপর। অনেকেই বলিলেন বহুদিনের মধ্যে এতবড় সভা আর হয় নাই। সভায় সভাপতিত্ব করিলেন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ আব্দুল রসিদ চৌধুরী। সভায় দাবী উঠিল—'বাঁধা দরে চাউল চাই', 'সহরে সহরে পুরা রেশনিং চাই', 'অভাবগ্রস্থ গ্রামে চাউল সরবরাহ কর', 'মজুত বিরোধী অভিযান চালাও', 'খাদ্য কমিটির সাথে সহযোগিতা কর'। এই দাবীর ভিত্তিতে প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। সভায় মুসলীম লীগ নেতা বলিলেন—এই সংকটের হাত হইতে শুধু সরকার আমাদের রক্ষা করিতে পারে না। আমাদের নিজেদেরই এই সংকট সমাধান করিতে হইবে। গ্রামে সহরে খাদ্য কমিটি গঠন করিয়া খাদ্য কমিটির ভলান্টিয়ার হইয়া খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য আগ্রহীরা আসিতে শ্রীহট্টবাসীকে তিনি আহ্বান জানাইলেন।

অন্নদানের কাজে কলিকাতাবাসী এক হও!

গত ২।১ মাস হইতে কলিকাতা সহরের জীবনে এক নূতন অধ্যায় শুরু হইয়াছে। একদিকে, বাজার হইতে চাউল উধাও হইল, সোয়া লক্ষ নিরাশ্রয় নরনারী মা ও শিশু—কলিকাতার রাজপথে, অলিতে গলিতে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল, অনাহারে মৃত্যুর দিকে আগাইয়া চলিল। অপর দিকে, দেশপ্রেমিক কলিকাতার নাগরিক আগাইয়া আসিল। দেশবাসীকে বাঁচাইবার জন্যে, নিরান্নরকে অন্নদানের জন্যে, মা ও শিশুদের মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার জন্যে সেবা কার্য্যের আন্দোলন চলিতে লাগিল।

অন্নরক্ষা ও আত্মরক্ষা সমিতি এই বিরাট সেবা-কার্য্যের আন্দোলনে ক্ষুদ্র শক্তি হইলেও অগ্রণী সংগঠন সন্দেহ নাই। তাহারা ১৮ই সেপ্টেম্বর হইতে সহরময় আওয়াজ তুলিল, "আরো বেশী সেবাকার্য্য চাই, আরো ভাল সেবাকার্য্য চাই, সেবার কাজে একতা চাই।" তাহারা দল বাঁধিয়া, দেশ-প্রেমের গান করিয়া নাগরিকদের জাগাইতে চেষ্টা করিল।

সেবাকার্য্যের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সংগঠনগুলির মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন কেবল জনরক্ষা ও আত্মরক্ষা সমিতিগুলিই নয়, অন্যান্য সংগঠনের নেতারাও ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। সেবাকার্য্যের ব্যাপকতা, নিরাশ্রয়দের বিভিন্ন সমস্যা তাহাদিগকেও ক্রমশঃ ঐকাবদ্ধ সেবাকার্য্যের পথে টানিতে লাগিল।

উত্তর কলিকাতার ১ক নম্বর ওয়ার্ডে এই ঐক্যবদ্ধ সেবাকার্য্যের জন্য স্থানীয় সকল রিলিফ কমিটির প্রতিনিধিদের এক সভা ডাকেন শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের একজন কাউন্সিলার এবং হিন্দু-মহাসভার সভ্য। সভায় ঐক্যবদ্ধ সেবাকার্য্যের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। ঐ কমিটির সভা আহ্বায়ক কমুনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড কমল বসু। কমিটিতে স্থির হয় যে, (ক) এলাকার প্রত্যেকটি লঙ্গরখানায় এক রকমের খাদ্য বণ্টন করার চেষ্টা হইবে। (খ) প্রত্যেক নিরান্নরকে এক রকমের টীকেট দেওয়া হইবে। (গ) একটি মেডিক্যাল ইউনিট গঠন করিয়া প্রতিবেশক চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং একটি মেডিক্যাল ক্যাম্প খোলার ব্যবস্থা করা হইবে [এই উদ্দেশ্যে ডাক্তারদের লইয়া একটি সাব-কমিটিও গঠিত হয়] (ঘ) আশ্রয়স্থলের জন্য চেষ্টা করা হইবে।

এই কাজকে সফল করার জন্য প্রত্যেকটি রিলিফ-সংগঠনের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। এই ওয়ার্ডে বিভিন্ন ধরণের রিলিফ সংগঠনের মোট সংখ্যা ৪২।

গত ১৭ই অক্টোবর এন্টালীর বাণী লাইব্রেরীতে কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা, কম্যুনিষ্ট পার্টি, উত্তর এন্টালী সেবাসমিতি, এন্টালী আর্য্যসমাজ, বেলেঘাটা চটকল মজুর ইউনিয়ন এবং মারুবাজলেন ও ইণ্ডিয়া ফ্যান কারখানার শ্রমিক প্রতিনিধিদের এক মিলিত বৈঠক হয়। ১৯নং ওয়ার্ড কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুত অমিয় রঞ্জন দাসগুপ্ত সভাপতিত্ব করেন। এন্টালী অঞ্চলের সেবাকার্য্যকে ঐক্যবদ্ধভাবে চালাইবার জন্য এন্টালী সেন্ট্রাল রিলিফ কমিটি নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। শ্রীযুত অমিয়রঞ্জন দাসগুপ্ত (কংগ্রেস), প্রমথনাথ সেন (হিন্দুমহাসভা), জগত ঘোষ (কম্যুনিষ্ট), অরুণ সেন বার-এট-ল প্রভৃতি এই কমিটিতে আছেন। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক মনোরঞ্জন সেন, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ মাঝুলী, প্রমথনাথ সেন এবং জগৎ ঘোষকে লইয়া 'একটা ডেপুটেশন দল' সাম্রাই অফিসারের নিকট পাঠান সিদ্ধান্ত করা হয়।

মধ্য কলিকাতার বিভিন্ন রিলিফ সংগঠনগুলিও একযোগে কাজ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। ১৪ এ, শরৎ ঘোষ ষ্ট্রীটের খ্রীষ্টান কন্সিলাংয়ে, বৈঠকখানা ফাষ্ট লেনের সরকার রেস্তোঁরা নবীনকুণ্ডু লেনের পুজা কমিটি, মুক্তারাম বাবু রো'র গন্ধ বণিক মহাসভা, কলেজ ষ্ট্রীটের মিড বয়েজ ক্লাব এবং তাহাছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে যাঁহারা লঙ্গরখানা পরিচালনা করেন তাঁহাদের মধ্যে ৪৪নং ক্রীকরোর ডাক্তার কে ঘোষ, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীটের শ্রীযুত হিন্দু প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত বৈদ্যনাথ বাজোরিয়া প্রভৃতি জনরক্ষা আত্মরক্ষার সহিত একযোগে সমগ্র এলাকার রিলিফের কাজে ঐক্য ও সমন্বয় গড়িয়া তুলিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। পার্ক সার্কাস এলকায় ৪টি রিলিফ প্রতিষ্ঠান ঐক্যবদ্ধ কাজের জন্য শীঘ্রই একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই চারিটি রিলিফ সংগঠনের মধ্যে আছেন শ্রীযুত দেবজীবন ব্যানার্জ্জী, (কংগ্রেস) পঙ্কজ গুপ্ত এবং আরো বহু বিশিষ্ট নাগরিক।

দক্ষিণ কলিকাতার নাগরিকরাও এ বিষয়ে বসিয়া নাই। সেখানে পঞ্চপুকুর রিলিফ কমিটি, ল্যান্সডাউন রিলিফ কমিটি এবং জনরক্ষা ও আত্মরক্ষা সমিতি সকলের আগে একযোগে কাজ করিতে চেষ্টা করেন। পঞ্চপুকুর রিলিফ কমিটির সভাপতি বিচারপতি সি, সি, বিশ্বাস এই কাজে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দেখান। মহিম হালদার ষ্ট্রীটের একটি লঙ্গরখানা এবং গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোডের একটি লঙ্গরখানার পরিচালকগণ একযোগে কাজ করার প্রস্তাবে সম্মতি জানান।

প্রত্যেক এলাকার সেবাকার্য্যে ঐক্যের প্রয়োজন আজ সকলেই বুঝিতেছেন। কিন্তু এখনও প্রত্যেকটি দেশ প্রেমিকের মধ্যে আত্মবিশ্বাস আসে নাই, সন্দেহ, সংশয় রহিয়া গিয়াছে।

শীত আসিয়া পড়িতেছে, জাপানী বোমা মাদ্রাজ হইতে চট্টগ্রামে পড়িয়াছে এবং চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতার বুকে আঘাত করিতে কতক্ষণ? দৈনিক মৃত্যুর হার ৭০ হইতে ৮০ এবং ৮০ হইতে ৯০ এর ঘর অতিক্রম করিয়াছে। মহামারীতে মৃত্যুর সংখ্যা অন্যান্য বছরের তুলনায় এখনই চার গুণ। এত বড় বিপদের মুখে প্রত্যেকটি সংশয় সন্দেহ দূরসাত হইয়া পড়ুক। কলিকাতার নাগরিকের দেশপ্রেম প্রত্যেক এলাকায়, প্রত্যেক ওয়ার্ড ও সাব এরিয়ার রিলিফের কাজে ঐক্য গড়িয়া তুলুক। নিরাশ্রয়দের আশ্রয় দেওয়া, কলিকাতা সহরকে মহা-মারীর হাত হইতে রক্ষা করা এবং কলিকাতা সহরে রেশনিং আদায় করার জন্যে কংগ্রেস-লীগ-মহাসভা ও দলহীন দেশপ্রেমিকদের মিলিত প্রচেষ্টা চাই।

রিলিফের কাজে ছাত্ররা

হাওড়া—বালীতে ২ মাস আগে ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম্মীরা একটি লঙ্গরখানা খোলে। চাল-ডাল তারা সংগ্রহ করে বালীর জনসাধারণ দেয় বাজারের দোকানদারেরা। স্থানীয় কাঠের ব্যবসায়ীরা লঙ্গরখানার জন্য সস্তা দরে কাঠ যোগান দেয়। রোজ দু' বেলা ৭০০ লোক এখানে খায়। রান্না করে যারা খায় তারাই। হাওড়া সহরের কেন্দ্রীয়ান স্কুলের ছাত্ররা রোজ ৯০ জন বাচ্চাকে দুধ খাওয়ায়, আর দীনবন্ধু স্কুলের ছাত্ররা ১০০ জনকে। মৌড়ীতে ফেডারেশনের কর্ম্মীরা দুধ দেয় ১০০ জনকে। শিবপুরের ছাত্ররা চাঁদা তুলিয়া ৪০ জনকে দুধ বিলি করে। ঐ চাঁদা তোলা হয় শিবপুর বাজারের প্রত্যেকটি দোকানদারের কাছ থেকে। ডোমজুড়ে ছাত্রকর্ম্মীরা কৃষক সমিতির সংগে মিলে রোজ ২০০ শিশু দুধ দেয়।

হাওড়া সহরে ও মফঃস্বলে ৪টি লঙ্গরখানায় ছাত্রফেডারেশনের কর্ম্মীরা কাজ করে। স্কোয়াড করিয়া টাকা ও চাল তোলে, পরিবেশন করে। ডোমজুড়ের কর্ম্মীরা স্থানীয় লঙ্গরখানার জন্য ৫/০ কড়াই সংগ্রহ করে। সমস্ত হাওড়া জিলায় ২০০ ছাত্র এই রিলিফের কাজে আছে। হাওড়া সহর ও সহরতলীর প্রায় প্রত্যেকটি স্কুল হইতেই ভলান্টিয়ার আসে। একটি স্কুলে আবেদন জানানো মাত্র ১টি ক্লাস থেকেই ৩১ জন ছাত্র ভলান্টিয়ার হয়। কেদারনাথ স্কুলে ২ মাস আগে স্কুলের পাশ ছেলেরা ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম্মীদের স্কুলে ঢুকিতে দিত না—আজ সেই সব ছাত্রই ফেডারেশনের ডাকে সবার আগে সাড়া দিয়াছে। এই রিলিফের কাজের ভিতর দিয়া প্রায় ১০০ নূতন কর্ম্মী ফেডারেশনের সভ্য হইয়াছে। মেডিক্যাল রিলিফের কাজেও ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম্মীরা আগাইয়া যায়। ডোমজুড়, আন্দুল ও মহিষরেখা এলাকায় ছাত্রকর্ম্মীরা কলেরার টীকা দিয়াছে—ঔষধ ও টাকা সংগ্রহ করে, পীড়িতের শুশ্রূষা করে।

নদীয়া—কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্ররা 'চ্যারিটি শো করিয়া ৪০০৲ টাকা তুলিয়াছে। এই টাকা দিয়া শীঘ্রই কলেজে একটি লঙ্গরখানা খোলা হইবে। নবদ্বীপের সমস্ত কলেজের ছাত্র লইয়া ছাত্রদের রিলিফ কমিটি হইয়াছে। ছাত্ররা একটি লঙ্গরখানা খুলিয়াছে।

রাজসাহী—কলেজের ছাত্ররা একটি লঙ্গর-খানা খুলিয়াছে। রোজ প্রায় ৫০।৬০ জন। প্রিন্সিপাল কলেজফণ্ড থেকে এই লঙ্গরখানায় চাঁদা দিয়াছেন।

যুদ্ধের গতি

জাপানী হুমকির জবাব চাই

জনগণকে পারতপক্ষে যথাসম্ভব দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া জাপানকে সায়েস্তা করার যে মতলবকে মিত্রশক্তি আঁকড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে গড়িমসির দলগুলি আজ ক্রমাগতই দেখিতেছি। ইংরোয়েপে ক্যাসিষ্টরা যেমন আঘাতের পর আঘাত খাইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, এশিয়াতেও তেমনই জাপানকে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা হইতেছে না। মাদ্রাজে সেদিন বোমা পড়িয়াছিল, আবার চট্টগ্রাম অঞ্চলে শত্রুর হাওয়াই জাহাজ হানা দিতে আসিয়াছিল। আকাশযুদ্ধে শত্রুর কয়েকটা বিমান নষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে জাপানী ফ্যাসিষ্ট আক্রমণের তোড়জোড় বেশ করিতেছে। বেতার মারফৎ আবার সুভাষ বসুর আফালন শুনা যাইতেছে। বার্মীন ভারত কমিটি নামে এক প্রহসনের সৃষ্টি জাপান করিয়াছে, সুভাষ বসু তাহার 'নেতাজী' সাজিয়া সদলবলে দিল্লী যাইয়া হাজির হইব বলিয়া দম্ভ করিতেছে। দুর্ভিক্ষের জ্বালায় বাংলাদেশ ছটফট করিতেছে, খাদ্য সমস্যার সমাধান হইতেছে না, রাজনৈতিক অবস্থা অচল রহিয়াছে, জাতির প্রিয় নেতারা এখনও কারাগারে পচিতেছেন, দেশবাসী মুহ্যমান হইয়া আছে। জাপানের হুমকিতে তাই আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

গড়িমসি বন্ধ করো

কিন্তু দিল্লীতে সপ্তাহ লর্ড মাউন্টব্যাটনের নেতৃত্বে যুদ্ধবিশারদদের যে আলোচনা হইল, তাহার ফলে চট্টগ্রাম এই ফ্যাসিষ্ট জল্লাদকে যে ঘাঁটাইয়া দূর করা হইবে তাহার লক্ষণ কম। কর্ত্তারা এখনও যেন মনে করেন যে ধীরেসুস্থে জাপানকে হারানো চলিবে, আর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যা এখনই সমাধান করা সামরিক দিক থেকে যেন জরুরী নয়। দিল্লী হইতে জানা গেল যে কোন একটা সময়ে দক্ষিণ বার্ম্মাতে নৌ ও বিমান আক্রমণ করা হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলার দিক থেকে স্থল আক্রমণ চলিবে। কিন্তু ইতিমধ্যে ভারত মহাসাগরে মিত্রশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা না করিলে বার্ম্মা আক্রমণ সম্ভব নয়। আন্দামান, নিকোবর দ্বীপ এখনও জাপানের হাতে। শত্রু মাদ্রাজে, চট্টগ্রামে বোমা ফেলিয়াছে, সিংহলে হানা দিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই অবস্থায় বার্ম্মা আক্রমণ যে কবে শুরু হইবে, তাহা বলা শক্ত। পশ্চিম ইয়োরোপে যেমন এখনও দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিয়া হিটলারের দফা রফা করিবার ব্যবস্থা হয় নাই, এশিয়াতেও তেমনই জাপানকে দাবাইবার যথার্থ আয়োজন নাই। বার্ম্মায় বোমা ফেলিয়া, প্রশান্তমহাসাগরের অসংখ্য দ্বীপগুলিকে একে একে দখল করিয়া, কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে যে জাপানের দর্পচূর্ণ করা হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। ইতিমধ্যে চীনে সাহায্য পৌঁছিতেছে না, ভারতবর্ষে অচল রাজনৈতিক অবস্থা না ভাঙ্গিলে আসল বার্ম্মা আক্রমণের উদ্যোগ ও সম্পূর্ণ হইতেছে না।

ইয়োরোপে মহাসমর দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খোলায় যাহারা বাধা দিতেছে, তাহারাই ভারতে জাতীয় সরকার কায়েম পূর্ণ উদ্যমে জাপানকে দেখাইবার ব্যবস্থাকে বাধা দিতেছে। ইয়োরোপে ও এশিয়াতে ফ্যাসিষ্টরা একসঙ্গে হইয়া পরাজয় স্বীকার করিবে, ইহাই তাহাদের আশা। কিন্তু এ আশা যে নিতান্তই ভুল, তাহা পৃথিবীর জনগণ জানে, সোভিয়েট বার বার তাহা বুঝাইয়া দিয়াছে। জনশক্তির চাপে আজ তার পশ্চিম ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র এবং ভারতবর্ষে জাতীয় সরকারের দাবী সাময়িক কারণেই মানিয়া লইতে কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হইবে।

মস্কো কনফারেন্স ও ইয়োরোপ আক্রমণ

মস্কোতে সোভিয়েট, আমেরিকা ও ব্রিটেনের পররাষ্ট্র সচিবরা একত্র আলোচনা করিতেছেন। আলোচনার ফলাফল এখনও প্রকাশ হয় নাই। কিন্তু আলোচনার উদ্দেশ্য হইল যথাসম্ভব শীঘ্র যুদ্ধজয় এবং যুদ্ধের পর সোভিয়েটের সঙ্গে বন্ধুতা রক্ষা করিয়া চলা। সোভিয়েট পক্ষ থেকে বার বার পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে যে আড়াই বৎসর একা সোভিয়েট হিটলারীদের প্রায় সমগ্র শক্তির বিরুদ্ধে লড়িতেছে, সোভিয়েটের ক্ষতি হইয়াছে অপরিমিত, এখনও সোভিয়েট ভূমি সম্পূর্ণ হিটলারের কবলমুক্ত হয় নাই। তাই সব চেয়ে বড় কথা আজ হইল এখনই পশ্চিম ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণ্ট খুলিয়া যুদ্ধ জয়ের দিনকে আগাইয়া আনা। নানা অছিলায় এতদিন মিত্রশক্তি দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খোলে নাই। ইতালীতে যে যুদ্ধ হইতেছে, তাহাকে সোভিয়েট দ্বিতীয় রণক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। ইতালীতে ব্রিটিশ সেনাপতি আলেকজান্দার স্বয়ং বলিয়াছেন যে তাঁহাকে লড়িবার জন্য হিটলারকে রুশদেশ হইতে একজন যোদ্ধাকেও সরাইয়া আনিতে হয় নাই। অবশ্য ইতালী হইতে হিটলার রুশদেশে সৈন্য পাঠাইতে পারে নাই। কিন্তু সোভিয়েট চায়, ভূমিকার জনগণ চায়, যে মিত্রশক্তি অন্ততঃ ৬০ ডিভিশন সৈন্যকে রুশরণক্ষেত্র থেকে পশ্চিমে সরাইতে বাধ্য করুক। একাজ যে একেবারেই অসম্ভব নয়, তাহা আমেরিকান সেনেটের এক রিপোর্টে প্রকাশ। ইহাতে জানা যায় এই বৎসরই আমেরিকা থেকে অন্ততঃ ২৫ লক্ষ যোদ্ধা ইয়োরোপে পাঠাইবার ব্যবস্থা সম্ভব। ব্রিটেন ও আমেরিকার জনসাধারণ চায় যে এখনই হিটলারকে চরম আঘাত দেওয়া হউক। কিন্তু বড়কর্ত্তারা হয় চুপ, কিম্বা জেনারল স্মাটসের মত অকারণ বলিয়া উঠেন যে আগামী বৎসর ইয়োরোপ আক্রমণ করা যাইবে।

গোমেলের দ্বারে তুমুল লড়াই

লালফৌজ সোজ নদীর তীরে শত্রু অবস্থিত ঘাঁটিগুলির নিকট পৌঁছিবামাত্র গোমেলের জন্য ভীষণ লড়াই সুরু হয়। ভেটকা সহর দখল করিয়া তাহারা জার্ম্মাণদের গোমেল রক্ষার প্রধান আত্মরক্ষা ব্যূহে পৌঁছে। কয়েক রাত্র ধরিয়া গোমেলকে কেন্দ্র করিয়া প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ চলিতে থাকে। গোমেলের যে সব অধিবাসী জার্ম্মাণদের কবল হইতে পলাইতে পারে তাহারা আসিয়া সংবাদ দেয় যে জার্ম্মাণরা সহরের প্রতিটি বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া ধ্বংস করিতেছে। জার্ম্মাণ অফিসার ও সৈন্যরা তাহাদের 'হাই কমাণ্ডের' আদেশ ঠিকমতই পালন করিতেছে। জার্ম্মাণ বন্দী পল কিসার জার্ম্মাণ 'হাই কমাণ্ডের' আদেশ সম্পর্কে যে বিবৃতি দেয় তাহাতে বলা হইয়াছে—"জার্ম্মাণ সর্ব্বোচ্চ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের হুকুমনামায় আদেশ জারী করা হইয়াছে যে পশ্চাদপসরণকারী জার্ম্মাণ সেনা যেন প্রতিটি বসতিপূর্ণ এলাকা ধ্বংস করিয়া সকল বেসামরিক অধিবাসীদের জোর পূর্ব্বক তাহাদের সাথে লইয়া যায়। এর কাজের জন্য বিশেষভাবে আছে সতোক সেনার সাথেই এক একটি নাইকেল-বাহিনী। ইহার প্রত্যেকটি সৈন্য জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষের অত্যন্ত বিশ্বস্ত অনুচর।"

জার্ম্মাণ সেনার সম্মুখে ও পিছনে এই নাইকেল-বাহিনী থাকা সত্ত্বেও অনেক বেলো রুশিয়ান সহর ও গ্রাম নাৎসী ধ্বংসলীলার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। সোভিয়েট সেনার অজস্র রণ্টেপুঞ্জ ও তড়িৎ আক্রমণই সহর ও গ্রামগুলকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইতে পারিয়াছে।

সিয়েস্তোভ গ্রামের অধিবাসী মেজেভিচ এক জন অধ্যয়কক। সে তাহার গ্রামটি কি ভাবে ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহা বর্ণনা করে—"জার্ম্মাণ সরবরাহকারী সেনা দল একদিন আমি দের গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতে আরম্ভ করে, পাঁচ দিন ধরিয়া ইহা চলে। তাহারা গোমেলের দিকে যাইতেছিল। আমাদের লালফৌজ নিকটেই ছিল। হঠাৎ এক দিন পাঁচটা গাড়ী বোঝাই সৈন্যদল আসিয়া হাজির, তাহারা আসিয়াই গ্রামের ভিতরই দক্ষিণ দিকে পরিখা তৈরি করিতে লাগিয়া গেল। 'ফ্রেঞ্চ মর্টার' ও কামানও সাজানো হইল। সবাই জানিল এই গ্রামটির জন্য তুমুল লড়াই হইবে—জার্ম্মাণরা এটিকে ধ্বংস করিবেই। গ্রামের অন্য দিক দিয়া তখনও জার্ম্মাণ সরবরাহকারী সেনারা যাইতেছিল। লাল-ফৌজ তাদের পরিখার ভিতরই থাকিয়া গেল। একদম সেনানায়ক একটি পাহাড়ে উঠিয়া 'ফিল্ডগ্লাস' দিয়া কি দেখিল, তাহার পর যেন কি হুকুম দিল। সোভিয়েট সেনাও দৌড়াইয়া গিয়া রাস্তার দু ধারেই বন্দুক ও মেসিনগান নিয়া দাঁড়াইল। আরও আধ ঘণ্টা চলিয়া গেল। আশ্চর্য্য! হঠাৎ কসাক অশ্বারোহীরা আসিয়া উপস্থিত, ঠিক যেন গোমেল হইতেই আসিয়াছে। কসাক-বাহিনী জার্ম্মাণ সরবরাহকারী সেনাদের পথ রোধ করিল। সংখ্যায় তাহারা মাত্র এক কি দুই স্কোয়াড্রন হইবে। কিন্তু জার্ম্মাণরা ভীষণ ভয় পাইল। কসাক সেনারা উন্মুক্ত তরবারী দিয়া জার্ম্মাণদের কচুকাটা করিতে লাগিল। জার্ম্মাণ অফিসরদের জীবন্তই বন্দী করিল। জার্ম্মাণদের কামান মাত্র দু' বার গোলা চালাইতে পারিল···জার্ম্মাণ সরবরাহকারী বাহিনীর একটি সেনাও রক্ষা পাইল না। ইহার পর আবার আমাদের পদাতিক সেনারা আসিয়া উপস্থিত। আমাদের মুক্তিদাতা লালফৌজ অরুষ্ণ বিশ্রামের পর শত্রুর দিকে আগাইয়া চলিল।"

এইভাবে গ্রামটিকে বাঁচাইয়া সোভিয়েট সেনা তাহাদের রণনৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। বৃদ্ধ অধ্যক্ষক মাত্র লড়াইয়ের ছোট একটি ঘটনাই দেখিতে পায়। কিন্তু সোভিয়েট বাহিনীর এ বছরকার শরৎকালীন আক্রমণ এই ধাঁচেই চলে। পার্শ্ব ও পিছন দিক আক্রমণ করিয়া ঠাঁয় যা দিয়া শত্রুকে একদম কাবু করাই লালফৌজের বর্ত্তমান রণনীতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ।

গোমেলকে কেন্দ্র করিয়া যে অর্দ্ধচন্দ্রাকার ব্যূহ জার্ম্মাণরা রচনা করিয়াছে, তাহার আয়তন দিনের পর দিন সঙ্কীর্ণ হইতেছে। সোভিয়েট সেনা গোমেলের সহরতলী মোভোলেইচিমি দখল করায় তাহারা সহরের উত্তর, দক্ষিণ পূর্ব এবং দক্ষিণ দিক দিয়া সহরের অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, প্রচণ্ড লড়াই চলিতেছে—গোমেল সহরটা ধ্বংস স্তূপে পরিণত হইতেছে।

গত ১৩ই অক্টোবর লালফৌজ গোমেলের উত্তর ও দক্ষিণ দিক দিয়া জার্ম্মাণ ব্যূহে ভাঙ্গন আনে। জার্ম্মাণরা মনে করিতে লাগিল যে আর হয়তো একটা অবরুদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু সোভিয়েট সেনা সে বাধা অতিক্রম করিয়াছে। সোজ নদী পার হইয়াছে। নদীর পশ্চিম দিকে এতদিন বাহিনী জার্ম্মাণরা যে সুরক্ষিত ঘাঁটিগুলি তৈরী করিয়াছিল তাহা লাল ফৌজের প্রচণ্ড আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। গোমেল নগরীর প্রবেশ পথে প্রচণ্ড যুদ্

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

জাতীয় ঐক্য সপ্তাহে
দেশভক্তের কাছে আহ্বান
কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আবেদন

ভারতের উপর দুর্ভিক্ষ ও অনাহারের ছায়া। বাংলা, মালাবার ও উড়িষ্যা মৃত্যুর পথে। প্রতিদিন হাজার হাজার লোক রাস্তা ঘাটে মরিতেছে। সসার পরিবার ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। গ্রাম উজাড় হইতেছে।

বাংলা ক্ষুধায় ধুঁকিতেছে, লোকেরা অনহায়—জাপানের পক্ষে আক্রমণের এই তো সুবিধা। দেশের ভিতরটা যখন ভাঙ্গিয়া পড়ে, প্রতিরোধের ব্যবস্থা যখন দুর্বল হইয়া উঠে, তখনই তো আক্রমণকারী সুযোগ খোঁজে।

১৫ মাস হইয়া গেল জাতীয় কংগ্রেসের উপর আমলাতন্ত্র আঘাত হানিয়াছে। এই ১৫ মাসে দেশের অবস্থা আজ এইখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

দেশভক্তগণ! আজ আমাদের সামনে দুটা পথ খোলা—খাদ্যের জন্য, দেশরক্ষার জন্য, জাতীয় গভর্ণমেণ্টের জন্য হয় আমরা ঐক্যবদ্ধ হইব, আর না হয়, একটা সমগ্র জাতির আত্মবিলোপের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ধ্বংস হইব। কোন পথে আমরা যাইব?

আমাদের দেশভক্তদের জীবনে ত্যাগ ও দেশ সেবার আদর্শ উজ্জ্বল, তাঁরা কি দেশের এই চরম দুর্য্যোগে জনসাধারণকে বাঁচাইতে আগাইয়া আসিবেন না?

কংগ্রেসের আদর্শ দেশবাসীর দুর্দ্দশায় তাদের মাঝে আসিয়া দাঁড়ানো। গান্ধীজী ও শ্রীমতী নাইডু তাহারই আবেদন জানাইয়াছেন। কংগ্রেস সেবীরা সেই আবেদনে কতটুকু সাড়া দিয়াছেন?

ক্ষুধিতকে বাঁচাইবার মধ্য দিয়াই আজকে স্বাধীনতার পথ প্রস্তুত হইবে। তাহার ভিতর দিয়াই আমরা দেশনেতাদের মুক্তি আনিব, দেশকে রক্ষা করিব। অনাহারকে রুখিতে পারিলে আমলাতন্ত্রই দুর্ব্বল হইবে এবং দেশবাসীই সবল হইবে।

দেশভক্তরা তা বুঝিতেছেন না, তাই তাঁদের হতাশার সুযোগ লইয়া সি এন-পি প্রভৃতিরা খাদ্যাভাব বাড়াইবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। তারা প্রচার করিতেছে যে নেতাদের মুক্তি ও অচল অবস্থার অবসান মানে সাম্রাজ্যবাদের শক্তি বৃদ্ধি। তাদের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া বাংলায় ঘরোয়া ঝগড়া চলিতেছে, লোকে সরাইয়া ৯৩ ধারা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা চলিতেছে।

কংগ্রেসের নামে গান্ধীজীর নামে এই সব ব্যাপার চলিতেছে—খাদ্যের সম্ভাবনা ইহাতে দূরে চলিয়া যাইতেছে।

খাদ্যের জন্যই আজ সকল দেশভক্তকে এক হইতে হইবে। খাদ্যাভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উপরই আজ জাতির বাঁচা মরা, জাতীয় ঐক্য হওয়া না হওয়া, নেতাদের মুক্তি বন্ধ নির্ভর করিতেছে।

কংগ্রেসসেবীদের প্রতি বার আবেদন—দেশকে খাদ্যাভাব হইতে বাঁচাইবার জন্য সকল দলের একতা গড়িয়া তুলুন, তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন, তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া লউন। ইহাতে নেতাদের মুক্তির দাবী জোরালো হইবে।

লীগ নেতৃত্বের কাছে আমরা আবেদন জানাইতেছি—দেশকে ক্ষুধার জ্বালা হইতে বাঁচানোর সাধ্য এক জাতীয় মন্ত্রিত্বের নাই। কংগ্রেসকে বাদ দিয়া আপনারা হাজার হাজার লোকের মৃত্যুর কারণ হইবেন। লীগের ও স্বার্থে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দরকার। কংগ্রেস নেতারা মুক্ত না হইলে দেশরক্ষা দুঃসাধ্য পাকিয়াই যাইবে। হিন্দু-মুসলমান সকল দেশবাসীর জীবন জাপানী আক্রমণের কবলে পড়িবে।

জাতীয় নেতাদের মুক্তির জন্য লীগ আগাইয়া আসুন। এই একটা কাজের ভিতর দিয়াই আমলাতন্ত্র কোণঠাসা হইবে, কংগ্রেস-লীগ সহযোগিতা হইবে এবং খাদ্যের ব্যবস্থা হইবে।

খাদ্যের জন্য লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করুন, মজুতদারদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। মন্ত্রীমণ্ডলীকে জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে ও মজুতদারদের রুখিতে বাধ্য করুন। জাতীয় গভর্ণমেণ্টের দাবী লইয়া আগাইয়া আসুন।

কংগ্রেসসেবী এবং লীগভক্ত উভয়েই বুঝিতেছেন যে জাতীয় ঐক্য না হইলে আমলাতন্ত্রকে পরাস্ত করা যাইবে না। তবু তাঁরা মিলিতে পারিতেছেন না, পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস তাঁদের আলাদা করিয়া রাখিতেছে।

তাঁরা আসুন এই সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করিয়া, যেমন করিয়া তাঁরা আসিয়াছিলেন জাতীয় আন্দোলনের প্রথম স্তরে। পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হোন। এই মিলনের দ্বারাই সারা জাতি মৃত্যু হইতে জীবনের পথে, দাসত্ব হইতে স্বাধীনতার পথে যাইতে পারিবে।

★ কলিকাতায় কিশোর সম্মেলন ★

গত ১৪ই অক্টোবর ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটুট হলে কিশোর বাহিনীর উদ্যোগে কলিকাতার কয়েক হাজার কিশোরের একটি বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি কিশোরদের খুবই উপভোগ্য হয়। সভায় ঢাকা, হাওড়া ও কলিকাতার বিভিন্ন কিশোর বাহিনীর কাজের বিবরণী পড়া হয়। গান নাচ ও আবৃত্তির মধ্য দিয়া দেশের বর্ত্তমান অবস্থা অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠে। কমরেড পি, সি, যোশী সভায় কিশোরদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এবং একটি কিশোর পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ছোট্ট বক্তৃতা দেন। সভার শেষে কিশোরেরা একটি নাটিকা অভিনয় করে। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে কিশোর বাহিনীকে অভিনন্দন জানান এবং বলেন, কিশোরেরা আজ দেশের এই অবস্থায় নূতন ইতিহাস রচনা করিবে।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ
সকলে পায় না কেন?

জানুয়ারী হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যে ৬৮ কোটী ৩০ লক্ষ গজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ তৈরী করার অর্ডার গভর্ণমেণ্ট দিয়াছিল এবং এই পরিমাণ কাপড় তৈরাও হইয়াছিল। কিন্তু সেপ্টেম্বরের শেষদিক পর্য্যন্ত এই ষ্টকের ৩৬ কোটীরও বেশী মিলমালিকদের গুদামেই রহিয়া গিয়াছে।

মিল মালিকরা তো ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ ফেলিয়া রাখিতেই চায়, কেননা, তাহাহইলে বেশী দামের মাল মোটা মুনাফায় তারা বেচিতে পারিবে। তারা সরকারের কাছে দাবী করিয়াছিল যে সাধারণ দালাল ও ব্যবসায়ীর মারফৎ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয় করা চলিবে না, ইহার জন্য আলাদা এজেন্সী করিতে হইবে। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে সাধারণ ব্যবসাদারদের বিক্রয়ের ভার না দিয়াই ভালই হইয়াছে, কেননা, ব্যবসায়ীরা তো নিজের লাভের জন্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ আটকাইয়া রাখিয়া অন্য কাপড়ের দাম চড়াইত। কিন্তু মিল মালিকরা তার চেয়ে বড় চাল চালিল। তারা তো গভর্ণমেণ্ট যে আমলাতন্ত্রের দপ্তরে কাজ করে, তাদের মারফৎ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয় করিবে, অথচ ইহার বেশীর ভাগই পড়িয়া থাকিবে মিলমালিকেরই গুদামে।

তাই হয়েছে। মাল তৈরী, লোকের কাছে তা পৌঁছিতেছে না। বাংলা অর্ডার দিয়াছে ২ কোটী ১০ লক্ষ গজ, কিন্তু ১ কোটী গজের বেশী কাপড় পৌঁছাইল না। যুক্ত প্রদেশ অর্ডার দিল ২ কোটী গজ, পাইল মাত্র ১ কোটী ৩০ লক্ষ গজ।

আমাদের বাড়তি কাপড় নিয়ে কাজ বিশেষ করিতে পারিল না। মিল মালিকরা এই সুযোগে অবশ্য বটে, তবে যে সাধারণ হাতেই বিক্রয় ব্যবস্থা দেওয়া হোক। অর্থাৎ তারা উৎপাদন ও বণ্টন দুটিই কন্ট্রোল করিতে চায়।

সরকারী এজেন্সি বা মুনাফালোভী যার হাতেই ভার ছাড়িয়া দেওয়া হোক, অবশ্য এইরকমই থাকিবে। জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া বণ্টনের ব্যবস্থা করা হউক। কাপড় থাকিতে কাপড়ের অভাব—এ রকমটা অন্ততঃ তাতে হইবে না।

পীপল্‌স রিলিফ কমিটী
(বেঙ্গল)

পীপলস্ রিলিফ কমিটি, বেঙ্গল (৬২, বহুবাজার ষ্ট্রীট) সহযোগীতার ভিত্তিতে রিলিফ কার্য্য আরম্ভ করিয়া, গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন রিলিফ কমিটিকে অর্থ বস্ত্র ও ঔষধাদি প্রেরণ করিতেছে, ইহা ইতিমধ্যে নোয়াখালি জেলা মহিলা রিলিফ কমিটিকে দুই শত টাকা, রাজশাহী কেন্দ্রীয় ফুড কমিটিকে একশত ও কাঁথী রিলিফ কমিটিকে একশত টাকা পাঠাইয়াছে। ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে দুঃস্থগণের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য এক হাজার খানি বস্ত্র, বর্দ্ধমানে বন্যা অঞ্চলের জন্য চারিশত খানি ও চব্বিশ পরগণার একটি গ্রাম্য কেন্দ্রে একশত খানি বস্ত্র পাঠাইয়াছে। শিশুদের জন্য এক হাজার পায়জামা পাঠানোর ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে।

চব্বিশ পরগণার হাকিমপুর গ্রামে ভয়ানক কলেরা এখনও চলিতে থাকায় একটি মেডিক্যাল ইউনিট সেখানে বহাল রাখা হইয়াছে। দুই হাজার রোগীর চিকিৎসার উপযুক্ত কলেরা ডাক্তারিন রপুর জেলার মেডিক্যাল ইউনিটকে পাঠানো হইয়াছে। অন্যান্য জেলা হইতে ক্রমাগতই আবেদন আসিতেছে, অভিজ্ঞতার ফলে দেখা যাইতেছে এই সহযোগীতার ভিত্তিতেই প্রচুরতম সহায় দান করা যাঁয়। আমরা আশা করি, আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আমরা সকল স্বদেশভক্তের সহযোগীতা পাইব!

পীপলস রিলিফ কমিটি বেঙ্গল (৬২ বহুবাজার ষ্ট্রীট) এপর্য্যন্ত যে সকল দান পাইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ আগামী সংখ্যায় দেওয়া হইবে।

চৌধুরী মোহাম্মেদ হোসেন
(প্রাণ মিঞা)

নীরেন্দ্রনাথ রায়,
যুগ্ম সম্পাদক।

৫ই নভেম্বর—৩৩
নভেম্বর বিপ্লব সংখ্যা

আগামী ১৩ই নভেম্বর জনযুদ্ধের নভেম্বর বিপ্লব সংখ্যা বাহির হইবে। দাম হইবে দুই আনা। এজেণ্টরা অন্ততঃ করা নভেম্বরের ভিতর যত কপি দেশী নিবেন অর্ডার দিন।

ম্যানেজার "জনযুদ্ধ"

যথেষ্ট কাপড় থাকিতেও
কাপড়ের দর বাড়ে কেন?

কাপড়ের দর চার পাঁচগুণ বাড়িয়াছে। লোকে ভাবে কাপড়ের কমতি হইয়াছে, তাই দর চড়িল। কিন্তু হিসাব দেখুন, কাপড়ের কমতি তো নাই-ই, বরং অন্যান্য বছরের তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগ কাপড় এবার বেশী তৈরী হইয়াছে।

ব্যবসাদার ও মিল মালিকের হিসাব...২৭০ কোটী গজ
(যার হিসাব সরকারের কাছে দেওয়া হইয়াছে)
এবারের মিলের উৎপাদন যা হইবে...৫০০ কোটী গজ
তাতের কাপড় যা সাধারণতঃ এক বছরে তৈরী হয়...১৮০ কোটী গজ
লুকানো ষ্টক (আন্দাজ করা যাইতে পারে কমপক্ষে)... ৫০ কোটী গজ
মোট—১০০০ কোটী গজ

সরকারী হিসাব হইতে জানা যায় যে মিলিটারীর জন্য এবং বাহিরে রপ্তানীর জন্য দরকার হয় ১৪০ কোটী গজ, তাহা হইলে দেশবাসীর জন্য পাওয়া যাইতে পারে বাকী ৮৬০ কোটী গজ। ইহাতে প্রত্যেক লোকের ভাগে বছরে অন্ততঃ এক জোড়া করিয়া কাপড় পড়ে। কাপড়ের এই রকম অচ্ছলতা থাকিতেও বস্ত্র বাড়ি দেন; মুনাফালোভীর কারসাজিই ইহা নয় কি?

ষ্টক তো পাওয়া গেল, এখন দর বাঁধিয়া দিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কি করিতেছেন?

রোমারোলাঁর স্মৃতিতে
লেখকদের সভা

গত ২৩শে অক্টোবর ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ [illegible] রোমারোলাঁর স্মৃতিতে একটি [illegible] সভা হয়। [illegible] নাথ মুখোপাধ্যায় [illegible] সভায় [illegible] মহাশয় [illegible] বক্তৃতা করেন। বিখ্যাত কবি [illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible] স্মৃতি লিখিত একটি [illegible] পাঠ করেন। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে অধ্যাপক নেপালচন্দ্র মৈত্র, ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকি, ডাঃ সরসীলাল সরকার, মুজফ্ফর আহমেদ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

২৩নং ডিগ্রন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

কমিউনিষ্ট পার্টির
বাংলা কমিটির মুখপত্র

জনযুদ্ধ

প্রতি সংখ্যা দাম ছ পয়সা
বার্ষিক ৪॥, ৬ মাস ২॥, ৩ মাস ১।০

★

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জ্জি এম,এল, এ
২।৯ [illegible] ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২য় বর্ষ ৩ | বুধবার, ৩রা নভেম্বর ১৯৪৩, ১৭ই কার্ত্তিক ১৩৫০ | ২৭শ সংখ্যা

চটকল মজুর কি দুঃস্থে পরিণত হইবে?
খাদ্য-সরবরাহের ব্যবস্থা হইতে পারে, আর কয়লা সরবরাহ করিয়া চটকলগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিতেই কেন্দ্রীয় সরকারের যত টালবাহানা।

চটকলগুলির সংকট দিনের পর দিন বাড়িতেছে। দুই মাস আগে চটকলগুলি তো একেবারে বন্ধই হইয়া গিয়াছিল কয়লার অভাবে। তারপর কেন্দ্রীয় সরকার যখন কারখানার নিয়মিত কয়লা পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, তখন চটকল আবার চলিল, তাও মাসে তিন সপ্তাহ। মিল মালিকরা বলিয়াছিলেন, শীঘ্রই অবস্থার উন্নতি হইবে।

কিন্তু অবস্থার উন্নতি কতটা হইয়াছে বা হইতেছে, তা মিল মালিকদের মুখপত্র 'ক্যাপিটাল' কাগজের লেখা হইতেই দেখুন। ২৭শে অক্টোবরের 'ক্যাপিটাল' লিখিতেছে :—

"এখন কারখানাগুলিতে তিন সপ্তাহ কাজ হইতেছে বটে, কিন্তু কয়লার অভাবে কতগুলি মিল আগেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সপ্তাহে আরো অনেকগুলি মিল বন্ধ হইয়া যাইবে।...পুজার পর চটকলের কাজ ঠিক ভাবে চলিবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল, কিন্তু কয়লা সরবরাহের যে প্রতিশ্রুতি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট দিয়াছিলেন, তা পূরণ না হওয়ায় সেই আশা নষ্ট হইতে বসিয়াছে।"

কেন্দ্রীয় সরকার তো অনেক গবেষণা ও পরিকল্পনা করিয়া ঠিক করিলেন যে ছোটখাটো পনিগুলিকে বাদ্দিল করিয়া বড় খনিগুলোকেই ভাল ভাবে কাজে লাগান হইবে এবং কাছাকাছি চালানো হইতে শিল্প অঞ্চলের জন্য কয়লা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেই কয়লা তাড়াতাড়ি এবং ঠিক মত পৌঁছিবে। কিন্তু এই পরিকল্পনার ফল তো এখনো দেখা গেল না।

এদিকে কয়লার অভাবে বাংলার গোটা চট শিল্পটাই পঙ্গু হইয়া যাইতে বসিয়াছে। হাজার হাজার মজুর বেকার হইয়া যাইতেছে। এখনই কলিকাতায় যে অগণিত দুঃস্থ চাষীকে হইতে আসিয়া জুটিয়াছে, তাদের সামলানই এক মহাসমস্যা হইয়া পড়িয়াছে। ইহার উপর কলিকাতার আশে পাশে এই ৪ লাখ চটকল মজুর কাজ খোয়াইয়া যদি দুঃস্থে পরিণত হয়, তবে অবস্থা কি সাংঘাতিক হইবে, তা কি সরকার ভাবিয়াছেন?

কলিকাতা ও আশে পাশের সহরগুলি ছাইয়া যাইবে এই দুঃস্থদের দ্বারা। রিলিফ কিচেন বা দুঃস্থ কেন্দ্রেই এই সমস্যা মিটিবে না। এদের অধিকাংশই বাংলার বাহিরের লোক, বাহিরে পাঠাইয়া দিলেও সেখানে এদের খাদ্য সমস্যা আরো প্রবল হইয়া উঠিবে।

চটকলগুলিকে টিকমত চালু রাখাই এই আসন্ন সমস্যাকে ঠেকাইবার একমাত্র উপায়। খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য বড়লাট মিলিটারীকে তৎপর হইতে বলিয়াছেন। কয়লা আমদানীর কেন্দ্রেগুলি রোধ করিবার জন্যও মিলিটারীর সাহায্য চাওয়া যাইতে পারে না কি?

কয়লায় এত অভাব এখানে আর ছোট খনিগুলিকে বাতিল করিয়া কয়লা সরবরাহের খরচ কম করা হইতেছে। প্রত্যেক খনি চলিলে যত বেশী সম্ভব কয়লা তুলিয়া পাঠাইবার ব্যবস্থা করাই এখন দরকার। চটকলকে চালাইয়া তবে তো যানবাহনের খরচ কমাইবার কথা উঠে।

অবস্থা এত সাংঘাতিক, অথচ বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীকে এ বিষয়ে মোটেই মাথা ঘামাইতে দেখা যাইতেছে না। কলিকাতা ও মফস্বলের জনসাধারণের কয়লা সমস্যা খানিকটা মিটিয়াছে দেখিয়াই কি তাঁরা নিশ্চিন্ত হইয়া গেলেন? চটকলগুলির প্রকৃত অবস্থা কি তা তাঁরা অনুসন্ধান করিয়াছেন? মিল মালিকরা তো একের পর এক অজুহাত ও কৈফিয়ৎ দিয়া যাইতেছেন, তার কতটা ঠিক, কতটা বেঠিক তা যাচাই করিবার চেষ্টাও কি মন্ত্রীমণ্ডলী করিয়াছেন?

দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের বলিয়া হাল ছাড়িয়া না দিয়া, মন্ত্রীমণ্ডলী মজুর ও জনসাধারণের সহযোগিতায় এই অবস্থার প্রতিকার করিতে আগাইয়া আসুন। বিপন্ন বাংলায় খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা হইতে পারে, আর কয়লা সরবরাহের ব্যবস্থা হইতে পারে না?

শুধু ক্যাম্পে পাঠানই নয়,
দুঃস্থ ক্যাম্পগুলিকে উন্নত করুন। দেখাশোনা করুন। তবেই দুঃস্থদের ভয় ঘুচিবে

দুঃস্থদের সরানোর জন্য কলিকাতাবাসী সচেষ্ট হইয়াছে। গত কয়েকদিন ধরিয়া কলিকাতায় শুধু কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরাই নয় সহরের যুবক বৃদ্ধ অনেকেই রাস্তায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুঃস্থদের তুলিয়া লইয়া দুঃস্থ ক্যাম্পে পাঠাইতেছে। কাজটি সহজ নয়। সরকার তো অর্ডিনান্স জারী করিয়া দিলেন। কিন্তু অর্ডিনান্স দেখিয়াই তো আর দুঃস্থরা আপনা হইতেই ক্যাম্পে চলিয়া যাইবে না। বরং, হাজার রকম গুজবে তাদের যে আতঙ্ক হইয়াছিল, পুলিশ ও কর্ম্মচারীদের রক্তচক্ষু ও জবরদস্তি দেখিয়া তাদের আতঙ্ক তো আরো বাড়িয়া যাইবেই।

অবস্থা বুঝিয়া সরকার অর্ডিনান্সের জবরদস্তি প্রয়োগ এখনও করেন নাই। জনসাধারণের সাহায্যে দুঃস্থদের ঝুলাইয়া ঝুলাইয়া আশ্রয় স্থলে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, মন্ত্রীমণ্ডলীও এই ইচ্ছাই প্রকাশ করিয়াছেন।

যতটা কাজ হইয়াছে, তা হইয়াছে ইহারই জন্য। তাও খুব সন্তোষ হয় নাই। জনরক্ষা আত্মরক্ষা সমিতির ও কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীরা, বিভিন্ন পাড়ার সদ্বন্ধ জনসাধারণ প্রভৃতি যাঁদের এই দুঃস্থরা সত্যিই বিশ্বাস করে, তাঁরাও যখন এদের আশ্রয় কেন্দ্রে যাইবার কথা বলেন, এরা তো ভয়ে আঁতকাইয়া ওঠে। তাঁরা এদের বুঝাইয়াছেন, সঙ্গে করিয়া আশ্রয় কেন্দ্রে পৌঁছিয়া দিয়াছেন, সেখানে থাকিয়া তাদের ভরসা দিয়াছেন, তবে এরা ভরসা পাইয়াছে।

এই যখন অবস্থা, তখন এদের কোনরকমে ঠেলিয়া ক্যাম্পে পাঠাইলেই যে সব ঠিক হইয়া গেল এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে। ক্যাম্পগুলির ভিতরের বন্দোবস্ত ভাল করা হোক, জনসাধারণের তত্ত্বাবধানে রাখা হোক, তাতে দুঃস্থরা নিশ্চিন্ত হইবে এবং ক্যাম্পে যাইবার আগ্রহ তাদের আপনা হইতেই আসিবে। অর্ডিনান্সের দরকার তখন হইবে না।

জনসাধারণকেই তার জন্য লাগিতে হইবে। কলিকাতার ঘাড়া নই হইয়া যাইতেছে দেখিয়া এখন অনেকেই দুঃস্থদের ক্যাম্পে পাঠাইবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু ক্যাম্পগুলিতে কোথায় কি বে-বন্দোবস্ত আছে, সে সব দিকে লোকের নজর যদি না থাকে, লোকে যদি সেগুলিকে উন্নত করিবার চেষ্টা না করে, তা হইলে দু-দিন পরে তো আবার সমস্যা এই রকমই দেখা দিবে। কত দুঃস্থ ক্যাম্পে যাইবার ভয়ে কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, এরা দু-দিন বাদে আবার এখানে ফিরিয়া আসিবে, আর না হয়, অন্য কোনো জায়গায় গিয়া পথে পড়িয়া থাকিবে।

সমস্ত ক্যাম্পগুলি পরিদর্শন করুন, সেখানকার লোকদের ক্যাম্প তত্ত্বাবধান করিবার ভার দিন, দুঃস্থদের দেখাশুনা দিন যে ক্যাম্পে গিয়া তারা জলে পড়ে নাই, দেশবাসীই আশ্রয়ে আছে।

জাতীয় ঐক্য সপ্তাহের ডাক

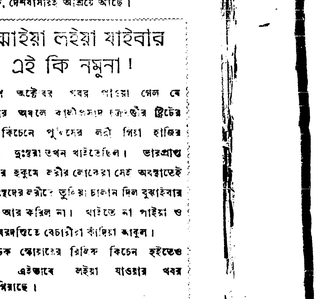

বাঁচিবার জন্য ইহারা
আপনার, আমার দিকেই তাকাইয়া আছে!

খাদ্যাভাব ঘুচাইবার জন্য আপনি কি করিতেছেন?

—দলাদলি বিসর্জ্জন দিয়া এক হউন! খাদ্য কমিটি গড়ুন!
—মজুতদারের হাত হইতে আমন ফসল রক্ষা করুন!
—বিলির বন্দোবস্ত করুন!
—আপনার বাড়তি খাদ্য ক্ষুধিতের মুখে তুলিয়া দিন!
—দুঃস্থকে বাঁচান!

বুঝাইয়া লইয়া যাইবার এই কি নমুনা!

৩১শে অক্টোবর খবর পাওয়া গেল যে বাগবাজার অঞ্চলে কাশীপুরের রাস্তার ষ্ট্রিটের রিলিফ কিচেনে পুঁ[illegible]দের লরী গিয়া হাজির হইয়াছে। দুঃস্থরা তখন খাইতেছিল। ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর হুকুমে লরীর লোকেরা সেই অবস্থাতেই নাকি দুঃস্থদের লরীতে তুলিয়া চালান দিল বুঝাইবার অপেক্ষা আর করিল না। খাইতে না পাইয়া ও ভোর-জবরদস্তিতে বেচারীরা কাঁদিয়া আকুল।

মাড়ক ঘোষাদের রিলিফ কিচেন হইতেও দুঃস্থদের এইভাবে লইয়া যাওয়ার খবর পাওয়া গিয়াছে।

এই রকম ব্যাপার দেখিয়া দুঃস্থরা তো আরো আতঙ্কিত হইবে। সাধারণ লোক যাঁরা দুঃস্থদের বুঝাইয়া ক্যাম্পে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁরাও তো ইহাতে বিরক্ত হইয়া উঠিবেন, এইরকম কাণ্ড কারখানা চলিতে থাকিলে তাঁদের কথাতেও তো দুঃস্থরা যাইতে চাহিবে না।

জবরদস্তি মত বুঝাইয়া ইহাদের লইয়া যাওয়া হইবে, এ মর্ম্মে পরিষ্কার সরকারী ঘোষণা থাকা দরকার এই সব অতি-উৎসাহী কর্ম্মচারী ও পুলিশ এরকম করে কেন? কর্ত্তৃপক্ষ তদন্ত করুন।

আমন ধান রক্ষা কর

আমন ধান সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করিবেন সরকার এখনও তাহা ঠিক করেন নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে তাহা তাঁহাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। দারুণ অভাবে কৃষকেরা আগেই ধান লইয়া ক্ষেতের ফসল বেচিয়া ফেলিতেছে; শুধু ফসলই নয়, ফসল সমেত জমি পর্যন্ত বিক্রী হইয়া যাইতেছে। রংপুর জেলায় নীলফামারীতে এ বছর প্রথম ৯ মাসে প্রায় ১২ হাজার দফা জমি বিক্রি রেজিষ্ট্রি হইয়াছে, গত বছর এই সময় হইয়াছিল মাত্র ৪ হাজারের কিছু বেশী। ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জে প্রতিদিন ১৭৫ দফা জমি বিক্রী রেজেষ্ট্রি হইতেছে, গত বছর এ সময় হইত মাত্র ১০ কি ১২ দফা। বাঁকুড়া জেলায় দৈনিক ৩০০০ বিঘা জমি বিক্রী হইয়া যাইতেছে। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ কৃষকদের হাত হইতে জমি ও ধান যাইতেছে বড়লোকের হাতে যেখানে মজুতদারের পাণ্ডা ঢের বেশী, সেই সঙ্গে কৃষক হইতেছে দুঃস্থ ও সর্বহারা।

সরকারের কৃষি বিভাগ হইতে এখনই কৃষকদের বল দিয়া এই জমি ও ধান রক্ষা করা উচিত, এখনকার কেনা বেচা আইন করিয়া বন্ধ করা উচিত। সরকার এখনই ঘোষণা করুন আমন ধান কি ভাবে কিনিবেন, কি ভাবে বণ্টন করিবেন। গ্রামে গ্রামে জনগণের কর্তব্য সমবায় সমিতি গড়িয়া কৃষকদের ধান ও জমি রক্ষা করা।

এই ব্যবস্থা যদি এখনই না করা হয় তাহা হইলে আমন ধান কেহ চোখেও দেখিতে পাইবে না। লুব্ধ মজুতদারের দৃষ্টি আমন ধানের উপর পড়িয়াছে, তাহার উপর কড়া নজর রাখ।

"স্বাধীন বাণিজ্য" অচল

শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় নাকি ঢাকায় এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে সরকার সমস্ত আমন ধান কিনিয়া ফেলিবার কথা চিন্তা করিতেছেন। ইহার উপর মন্তব্য করিয়া ২৮শে অক্টোবর 'আনন্দবাজার' সম্পাদকীয় অংশে লিখিতেছে—"বিগত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের অভিজ্ঞতা হইতে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক তাঁহার ডেসপ্যাচে লিখিয়াছেন, এইরূপ অবস্থায় দেশের স্বাভাবিক বাণিজ্য স্রোত অব্যাহত রাখাই উচিত। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এজেণ্টের মারফৎ সমস্ত চাউল কিনিয়া লইলে সেই বাণিজ্য স্রোত ব্যাহত হয়। গত কয়েক মাসে গভর্ণমেণ্টের ক্রয় নীতির ফলে হইয়াছেও তাহাই। একদিকে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি অন্য দিকে চোরা বাজারের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, গভর্ণমেণ্টের উচিত সেই স্বাভাবিক বাণিজ্য স্রোত পুনঃ প্রবর্তিত করা এবং তাহার জন্য ব্যবসায়ীগণকে যানবাহন ও মূল্যনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা।"

এই প্রস্তাব অনুসারে চলিলে আমন ধান আউষ ধানের মতই মজুতদারদের গোলাজাত হইবে। কেন?

(১) মার্চ মাসে সরকার স্বাধীন বাণিজ্য চালু করিয়াছিলেন, মার্চ হইতে আগষ্ট এই ৬ মাস স্বাধীন বাণিজ্য চলিবার ফলে চাউলের দর মণ প্রতি ২৪৲ টাকা হইতে ৩৫৲ টাকায় উঠে। তখন কংগ্রেস মহাসভা প্রভৃতি সকল দলই দাবী করে—বাজারকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকা বলিয়া ঘোষিত করা হউক অর্থাৎ সরকার সরবরাহের সমস্ত ভার হাতে নিক। এখন আবার দাবী উঠিয়াছে 'স্বাধীন বাণিজ্য চাই অর্থাৎ মজুতদারের ধান কেনা বন্ধ করিও না।

(২) ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সঙ্গে এখনকার তুলনা চলে না। ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের কারণ ছিল সম্পূর্ণ অজন্মা এবং রাজস্বের জন্য ধান বাজেয়াপ্ত করা। এবারকার সংকটে মজুতদারের গোলায় চাউল জমা হইয়াছে আর লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ না খাইয়া মরিতেছে। সরকার মজুতদারের সাথে পাল্লা দিয়া ধান কিনিতে অক্ষম তাই সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারে না।

(৩) সরকার যদি ধান কিনিয়া সরবরাহের ব্যবস্থা না করে তাহা হইলে মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যর্থ হইতে বাধ্য। সরকার মূল্যনিয়ন্ত্রণ করিয়াছে অথচ সরবরাহের ব্যবস্থা করে নাই এই জন্যই মজুতদারেরা চোরাবাজার সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে। স্বাধীন বাণিজ্য ব্যাহত করার জন্য চোরাবাজার হয় নাই, উহা ব্যাহত না করার জন্যই হইয়াছে। সরকারী নীতির ফলই এইখানেই।

কাজেই সরকারকে ধান কিনিয়া রেশনিং ও সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে, স্বাধীন বাণিজ্য বন্ধ করিতে হইবে। তবেই আমন ধান রক্ষা করা সম্ভব।

কিন্তু সরকারের উচিত নয় জমিজমা আমন ধান কেনা, কারণ সারা বাংলার সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে আমলাতান্ত্রিক যন্ত্র অক্ষম। 'আনন্দবাজারের কথাতেই বলি "বাংলায় গভর্ণমেণ্টের সেই সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালনের ক্ষমতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।"

তবে সরকারের কতটা কেনা উচিত? আর বাকি ধানের কি ব্যবস্থা করা উচিত?

সরকার ৫ কোটি মণ চাউলের মত ধান কিনুন এবং উহা দিয়া বাংলার সমস্ত সহরে রেশনিং করা হউক। যে গ্রামে যত ধান দরকার তাহা রাখিয়া বাকি ধান গভর্ণমেণ্ট কিনুন।

যে ধান গ্রামে থাকিবে তাহাও "স্বাধীন বাণিজ্যের" কবলে ছাড়িয়া দেওয়া চলিবে না। সমবায় সমিতি ও ধর্মগোলা গঠন করিয়া স্থানীয় অধিবাসীরা সমবেতভাবে উহার কেনা বেচা করুন। একটি ধানও যেন মজুতদারের হাতে না পড়ে। যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থায় স্বাধীন বাণিজ্য চলে না।

পঞ্চম-বাহিনীর কারসাজি

আমন ধান লইয়া সরকার কি করিবেন তাহা এখনও ঠিক হয় নাই, কিন্তু মজুতদার যেমন সক্রিয় হইয়াছে, পঞ্চম বাহিনীও তেমনি সক্রিয় হইয়াছে। রংপুর জেলার গুজব রটিয়াছে সরকার হইতে ১০০০০ কাস্তে আমদানি করা হইয়াছে, পুলিশ ফিরা ধান কাটিয়া সব ধান সরকার কাড়িয়া লইয়া যাইবে; এই গুজবের একমাত্র ফল হইবে এই যে কৃষকেরা ভয়ে ধান ও জমি আগে হইতেই বেচিয়া ফেলিবে। তাহার পর তাহারা পথে দাঁড়াইবে। জুনমাসে মন্বন্তরে যখন মজুতবিরোধী অভিযান হয় তখন পঞ্চমবাহিনী বহু জায়গায় গুজব রটাইয়াছিল, এবার সকলের সব ধান সরকার কাড়িয়া লইয়া যাইবে। সেই গুজবের ফলে বহু চাষী নিজের খোরাকী পর্যন্ত না রাখিয়া বেচিয়া ফেলিয়াছিল, সেই ধান তখন মজুতদার কলিকাতায় ও হাওড়ায় আনিয়া জমা করে। যে সব চাষী তখন ধান বেচিয়াছিল তাহাদের অনেককেই দেখা যায় সহরের অন্নসত্রগুলির চোখের জলে বুক ভাসাইয়া সেই গুজবের কাহিনী বলে। পঞ্চম বাহিনী আবার সেই কুকীর্তি আরম্ভ করিয়াছে। কোন কৃষক যেন এই দুষ্কৃতকের কথায় না ভোলে। গ্রামে গঞ্জগুলা গড়, সেখানে যাহা যেটিবার যেচ, মজুতদারের কাছে বেচিওনা। লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী থাকিতে সরকার জোর করিয়া সব ধান কাটিয়া লইতে যাইতে পারে না। লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর হাজার ঘোষ থাকিলেও মুসলীম্ লীগ দাঁড়াইয়া আছে হাজার হাজার মুসলমান কৃষকের সমর্থনের উপর। এই মন্ত্রীমণ্ডলী কোন কৃষকের ধান জোর করিয়া লইতে পারে না, তা সে হিন্দু কৃষকই হউক আর মুসলমান কৃষকই হউক। বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রী সরকারী নীতি পরিচালনার জন্য সকল দলের সম্মিলিত খাদ্যকমিটি গঠনের আয়োজন করিতেছেন, কাজেই এখন গুজব একেবারেই অমূলক।

মিলিটারীর সাহায্য চাই

নূতন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করিয়াছেন বাংলার খাদ্য সংকট দূর করিবার জন্য মিলিটারীকে সাহায্য করিতে হইবে। এই ঘোষণায় বাংলার স্বদেশভক্ত পত্রিকাগুলি আনন্দিত হইয়াছে সত্য কিন্তু এ ঘোষণার তাৎপর্য্য তাহারা ধরিতে পারে নাই। বাংলার সংকট আজ সমস্ত দুনিয়ার জনগণকে জাগাইয়া তুলিয়াছে; ভারত, ব্রিটেন, আমেরিকা—সকল দেশের জনগণই বাংলার খাদ্য সংকটের জন্য সাম্রাজ্যবাদীর উপর চাপ দিয়াছে। লর্ড ওয়াভেলের ঘোষণা তাহারই ফল। বাংলার সমস্ত সমস্যার পিছনে আজ দুনিয়ার জনগণ, ইহাই বাংলার শক্তি। এই শক্তিই আজ শক্তিশালী আমলাতন্ত্রকে নত করিয়াছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় এভাবে আমলাতন্ত্রকে নত করা যায় নাই। বৃহত্ত দুনিয়ার জনগণের সঙ্গে ঐক্যের পথে চলিলে আমরা জন্মসূত্রকে কায়েম করিয়া প্রত্যেকটি অধিকার আদায় করিতে পারি।

এখন বাংলা গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য মিলিটারীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া খাদ্য সরবরাহের জন্য যান বাহনের ব্যবস্থা করা। যেমনভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য ও অস্ত্র পাঠাইবার জন্য বিশেষ যানবাহনের ব্যবস্থা আছে, তেমনি বাংলার জেলার জেলায় খাদ্য পাঠাইবার জন্য বিশেষ যান বাহনের ব্যবস্থা করা হউক।

সরবরাহ বিভাগ কি করিতেছে?

সরকারের নিকট বাংলার বাহির হইতে যে গম ও আটা আসিতেছে তাহা কি ভাবে ব্যয় করা হয়? কলিকাতা ও আশে পাশের বিভিন্ন কোম্পানী তাহাদের মজুর ও কর্মচারীদের দিবার জন্য গম ও আটা লয়। এই গম ও আটা বিতরণ করা হয় চেম্বার অব কমার্স (বণিক সমিতি) এর মারফৎ। চেম্বার অব কমার্সকে যত গম আটা দেওয়া হয় সবই খরচ হয় কি? না মাসে মাসে কয়েক হাজার মণ উদ্বৃত্ত থাকে? আমরা জানি অনেক কারখানার বহু মজুর ও কর্মচারীরা আটা নেয় না। উহা নিশ্চয়ই উদ্বৃত্ত থাকে। এই উদ্বৃত্ত আটা পাকে প্রকারে চোরা বাজারে যায় না ত? অথবা পড়িয়া পড়িয়া নষ্ট হয় না ত? বিশ্বি কনট্রোল দোকানে যে আটা মরদা দেওয়া হয় তাহা কি হয়? সরবরাহ বিভাগ যদি ইহার খোঁজ না রাখে তাহা হইলে দুই এক মাসের মধ্যেই গম আটা চোরাবাজারে যাইয়া ঢুকিতে পারে।

বাংলার চাষী কি সর্ব্বস্বান্ত হইবে?

হুগলীর চাষী শেষ হইতে বসিয়াছে

শ্রীরামপুরের লঙ্গরখানার একটি দৃশ্য। শতকরা ৩০ জন হইতেছে সহরের ভিখারী। আরো ৩০ জন আসিয়াছে নিকটবর্তী গ্রাম হইতে, তারা জমিহীন কৃষক। শতকরা ২০ জন হইতেছে মেয়ে ও শিশু, বেকার মজুরের ঘরের ছেলে-মেয়ে। বাকী যারা, তারা হইতেছে সহরের দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক।

গ্রামের একটা লঙ্গরখানার দৃশ্য দেখুন। আরামবাগের পুরশুড়া অঞ্চলে বা বড়া অঞ্চলের লঙ্গরখানার ঘিরা দেখিবেন সবই ক্ষেত মজুর। এরাই আজকে সর্ব্বস্বান্ত, ছোট চাষীরাও দিনে একবেলার বেশী আহার পায় না। মধ্যবিত্ত লোকও কিছু কিছু আছে। শুধু অনাহারই নয়, পেশাদার ভিক্ষুক ছাড়া আর সকলে ভুগিতেছে—ম্যালেরিয়া, ডুপসি, পেটের অসুখ প্রভৃতিতে। বুভুক্ষার হার দেখিয়া বোঝা যায় যে অজন্মার দিনমজুর ও গ্রামের ক্ষেত মজুর—এরাই ক্রমশঃ ধ্বংসে হটিয়া যাইতেছে।

হুগলী জেলা সাধারণতঃ ঘাটতি জেলা। বছরে প্রায় ৫০ লাখ মণ চাল বাহির হইতে আমদানি করিতে হয়। তাহার উপর এবারে জুন ও জুলাই মাসে বন্যায় প্রায় ৫০ হাজার লোককে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে।

গ্রামের গরীব লোকদের সম্বল শুধু মজুরী। কিন্তু তাও কিনিয়া খাইবার সামর্থ্য অনেকেরই নাই। সহরের দিকে লোকেরা ছুটিয়া আসিতেছে কাজের জন্য, কিন্তু কাজই বা পাইবে কি?

আমন ধান এবার হইয়াছে প্রচুর। অন্যান্য ফসল বাদ দিয়াও এবারে অনেক জমিতে আমন ধানের চাষ হইয়াছে। কিন্তু গ্রামের লোকেরা রোগে, অনাহারে দীর্ণ, আমন ধান তুলিবে কে?

সেপ্টেম্বর মাস হইতে বাজারে একেবারে চাউল নাই। হুগলী জেলায় বড় বড় চালের কল, কিন্তু তবু বাজারে চালের দেখা পাওয়া যায় না। চোরা বাজারে চাল বিক্রয় হইতেছে ৪০।৫০ টাকা মণ দরে।

গ্রামে গ্রামে সরকার হইতে লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা কতটুকু? সবশুদ্ধ বড় জোর ৭০ হাজার লোক খাদ্য পাইতেছে। ৬ লাখ গরীব চাষীর মধ্যে এই সামান্য চেষ্টায় কি হইবে?

নদীয়া

নদীয়া জেলায় আউষ ধান প্রচুর হয়, কিন্তু আমন ধান হয় কম। মোটের উপর নদীয়া জেলা ঘাটতি জেলা। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে গ্রাম হইতে খুব বেশী লোক সহরে চলিয়া আসে নাই। কারণ, গ্রামে ছোলা ও কলাই প্রচুর হয়। গ্রামবাসীরা তাই খাইয়া দিন কাটাইতেছে।

লঙ্গরখানায় যারা যায়, তাদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই হইতেছে সহরের গরীব লোক। শতকরা ১২ জন আসিয়াছে বর্দ্ধমান ও ফরিদপুর জেলা হইতে। বাকী ৮ জন গ্রামের জমিহীন মজুর।

সহরের অবস্থাই সব চেয়ে সাংঘাতিক। মূল্য নিয়ন্ত্রণের পর হইতে চাল পাওয়া যায় না। সরকারী এজেন্ট আজ পর্য্যন্ত ৫৩ হাজার মণ চাল কিনিয়াছে, কিন্তু এই সমস্ত চাল ষ্টক করিয়া আটকাইয়া রাখিয়াছে। তার ফলে চোরা বাজার আরো বাড়িয়াছে।

চাষীর হাত হইতে জমি চলিয়া যাইতেছে

২৭শে অক্টোবরের খবর—নারায়ণগঞ্জে দৈনিক ১৫০ হইতে ১৭৫ খানি জমি বিক্রয় কোবালা সব-রেজিষ্ট্রি অফিস হইতে রেজিষ্ট্রি হইতেছে। পূর্ব্বে গড়ে ১০ হইতে ১৫ খানি হইত।

রাণাঘাটে আশে পাশের জেলা হইতে প্রতিদিন লোক আসিয়া জুটিতেছে। ষ্টেশন সর্ব্বদা ভরিয়া থাকে, কিন্তু এখানে বিলিক কিচেনের কোনো বন্দোবস্ত নাই।

(একটি সর্ব্বস্বান্ত কৃষকের ছবি)

যশোহর

যশোহর সহরের একটী লঙ্গরখানায় অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, এখানে যারা খায়, তাদের মধ্যে শতকরা ৫০ জন হইতেছে ত্রিপুরা, ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার লোক। এই সমস্ত লোকেরা তাদের সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া এ জেলা হইতে ও জেলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে খাদ্যের অন্বেষণে।

অনাহার এখনও ব্যাপকভাবে যশোহরের অধিবাসীর মধ্যে ছড়াইয়া যায় নাই বটে, কিন্তু যশোহরের চাষীরা ক্রমশই ধ্বংসের পথে আগাইতেছে। গ্রামের মধ্যে শতকরা ১০ জন লোকের খাইবার মত বাড়তি চাল আছে। বাকী সকলেই তাদের সর্ব্বস্ব বেচিয়া দিয়াছে। এখন তাদের আবার চড়া দামে কিনিতে হইতেছে। ফলে চাষীকে তার হাল গরু বিক্রয় করিতে হইতেছে, জমিহীন চাষীরা বিক্রয় করিতেছে ভিটাবাটি ও তাদের শেষ সম্বল। এমনি করিয়া অনাহারের সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়া চাষী জাতটাই পথে আসিয়া দাঁড়াইতেছে।

'মহামারী অঞ্চল'

২৫শে তারিখের ইভনিংটেন্ড প্রেসের খবর—রাজসাহী জেলার নওগাঁ মহকুমাকে 'মহামারী অঞ্চল' বলিয়া সরকার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে।

কাঁথি মহকুমায় মৃত্যুর হার

কাঁথির মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বড় লাটের কাছে বলেন যে, আগষ্ট মাস হইতে অক্টোবরের শেষের দিক পর্য্যন্ত ৩০০০ লোক এই মহকুমায় অনাহারে মারা গিয়াছে।

কলিকাতার পথে মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য!

২৬শে অক্টোবর। কলিকাতার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ফুটপাতের উপর একটা স্ত্রীলোক ও তার মুমূর্ষু সন্তান পড়িয়া আছে। কঙ্কালসার মায়ের বুকে এমন দুধ নাই যে ছেলেটী চুষিয়া খাইতে পারে। মা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া বুকের দুধ নিঙড়াইয়া বাহির করিয়া একটী ছোট টিনের কৌটায় রাখিতেছে। তাই ছেলেকে খাওয়াইয়া বাঁচাইবে। খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল, ছেলেটী মরিয়া গিয়াছে, দুধ খাওয়াইবার দেরী সহে নাই। ছেলেটাকে কাপড় চাপা দিয়া, মা সেই কৌটা হইতে নিজের বুকের দুধ নিজেই পান করিতে লাগিল!

ক্ষুধিতা নারীদের রক্ষা কর!

মেদিনীপুরের নারীদের অবস্থা পুরুষদের অপেক্ষাও শোচনীয়। আমি এইরূপ কতগুলি ঘটনা জানি যে, রাস্তার পার্শ্বে নিস্রারতা ধরিত্রী নারীদের উপরে পাশবিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দুঃস্থ এবং অসহায়া নারীদের উপরে অত্যাচার করিবার মতলবে একদল লোক ঘোরাফেরা করিতেছে বলিয়া মনে হয়।

(—বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিতের বিবৃতি হইতে ২৩শে অক্টোবর)

মুর্শিদাবাদের অবস্থা

কলিকাতার মেয়র মিঃ বরকতুল্লা ২৩শে তারিখে যে বিবৃতি দিয়াছেন তিনি তাহাতে বলিতেছেন :—

দীর্ঘকাল অনশনের ফলে জনসাধারণের জীবনী শক্তি শীর্ণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। সমগ্র জেলার কলেরা এবং ম্যালেরিয়া মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই বহু লোক মারা গিয়াছে। কান্দী, জঙ্গীপুর এবং সদর মহকুমায় কোন কোন অংশে এই ভাবে মৃত্যুর সংখ্যাই সমধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপযুক্ত পরিমাণে কুইনাইন ও কলেরার টীকা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকিলে হয়ত কয়েক হাজার লোকের জীবনরক্ষা হইতে পারিত।

ক্ষুধার জ্বালায় আজ লোকে তার পুঁজিপাটা আর বসত বাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া ফেলিতেছে এবং এক মুষ্টি অন্নের জন্য সব ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে।

কান্দী মহকুমার এক জননী তাহার পুত্রকে বিক্রয় করিবার জন্য বাঁকুড়া বহরমপুরে আসে। পেটের জ্বালায় আজ জননী নিজের ছেলেকে বিক্রয় করিতে উদ্যত।

এই বছরে আমন ফসলের অবস্থা ভাল দেখা যাইতেছে, কিন্তু চাষীরা না বাঁচিলে ফসল কাটিবে কে? তাই আজ গ্রামঞ্চলে শুধু খাদ্য সরবরাহ পাঠাইলেই চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে কুইনাইন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ঔষধের ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

বাংলার এই দুর্দ্দিনে দেশ বিদেশ ভুলিয়া গিয়া সরকারী ও বেসরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে যথাশক্তি সাহায্য করাই প্রত্যেকের অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা বাংলাকে ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচানো যাইবে না।

খাদ্যাভাবের সঙ্গে কলেরা

কুমিল্লাপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার অক্টোবরের ১৫ দিনের মধ্যে ২২০ জন অনাহারে এবং ১৫০ জন কলেরায় মারা গিয়াছে। এক সপ্তাহে ৭টি মহল্লায় কলেরায় মারা গিয়াছে ২১২ জন।

মাদারীপুর সহরে দুই দিনে ১৮ জন লোকের অনাহারে মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়াছে।

রাজবাড়ীর ১৯শে অক্টোবরের খবর—অনশনে ৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

ক্ষুধার জ্বালায় মা মেয়েকে বেশ্যাবৃত্তি করিতে পাঠাইল

নোয়াপাড়ার একটি রিলিফ কিচেনে একটী বৃদ্ধা ও দুইটী মেয়েকে আনা হইয়াছে। তারা রিলিফ কিচেনে কাজ করিবে ও খাইবে। তাদের কাহিনী শুনুন।

তারা হশোহরের পূর্ব্ব প্রান্তে একটী গ্রামের বাসিন্দা ছিল। দু বছর আগে বৃদ্ধার স্বামী মারা গিয়াছে। তাদের বাড়ী ছিল, কিছু জমি ছিল, নারিকেল, সুপারীর কয়েকটী গাছও ছিল। ইহাতেই তাদের কোনরকমে চলিয়া যাইত। খাদ্যাভাব আসিয়া পড়ায় তারা এক এক করিয়া সব বেচিয়া দিল। কিন্তু তাতেও আর কতদিন চলিবে?

৭ বছরের মেয়েকে ক্ষুধার জ্বালায় কাতর দেখিয়া মা আর সহ্য করিতে পারিল না। তার আর এক মেয়ে ময়না, সে বেশ্যাবৃত্তি করিয়াও যদি খাদ্য জুটাইতে পারে সেই আশায় তারা সকলে বেশ্যা-পল্লীতে চলিয়া গেল।

একদিন দেখা গেল বেশ্যাপল্লীতে বৃদ্ধা ও তার মেয়ে বসিয়া কাঁদিতেছে। জনরক্ষা কমিটির ভলান্টিয়ারের কাছে কাঁদিতে কাঁদিতে তারা দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিল। যখন তাদের বলা হইল লঙ্গরখানার কাজ করিতে, তারা আত্মসহকারে রাজী হইয়া চলিয়া আসিল।

একটী মাত্র কাহিনী। কিন্তু লোকের অগোচরে এইরকম কাহিনী আরো কত ঘটিতেছে, তার খোঁজ পাওয়া যায় কি?

মেয়েদের সমাজ জীবন ভাঙ্গার পথে

বাংলাকে বাঁচাইবার দায়িত্ব আপনার, আমার উপরই

খাদ্যাভাব বাড়াইতে চায় কারা?

গত ২২শে অক্টোবর খুলনা সহরে রিলিফ সম্বন্ধে আলোচনার সময় কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সামনে কতকগুলি যুবক বলিতে থাকে : 'খাদ্যাভাবে লোক যত বেশী মরিবে, বিপ্লব ততই আগাইয়া আসিবে।' ইহারাই ২৪শে তারিখে সহরে একটি ভুখ মিছিল বাহির করে। জন পঞ্চাশেক লোককে ইহারা এই বলিয়া উস্কাইল যে, চাউলের বরাদ্দ যা ঠিক হইয়াছে, তা পাওয়া যায় না, তাই ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়া গোলমাল করিতে হইবে। কন্‌ট্রোল দোকানে কি কে-বন্দোবস্ত হইতেছে সুয়াদুরী কোথায় হইতেছে, সে দিকে তারা নজর দিল না, তারা শুধু বলিল—ভুখ মিছিল করিতে হইবে।

কিন্তু মিছিলের লোকরা এই যুবকদের আগেকার দিনের কথা যখন শুনিল, তখন তারা তাদের উপর ভরসা করিয়া মিছিলে যাইতে চাহিল না। তারা ফিরিয়া আসিল কন্‌ট্রোল দোকানে। সেখানে সরবরাহ অফিসারের বিশেষ অনুমতি লইয়া আসিয়া তারা মাথা পিছু আধ সের করিয়া চাউল পাইল।

খাদ্যাভাব কাটিপাড়া গ্রামকে কাবু করিতে পারিল না

আগষ্ট মাসের শেষ হইতে এখানে খাদ্য সংকট প্রচণ্ড হইতে লাগিল। অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। মা কোলের জীবন্ত সন্তানকে নদীতে ফেলিয়া দেয়, স্বামী স্ত্রীকে বেচ্যালয়ে বিক্রী করিয়া দেয়। সাথে সাথে কলেরা মহামারী দেখা দেয়।

কিন্তু কাটিপাড়া গ্রামবাসী তাতে দিশাহারা হয় নাই। স্থানীয় চিকিৎসকদের জমায়েত করিয়া একটী চিকিৎসা রিলিফ ইউনিট তৈরী হইল। স্বেষ্ট পত্রের জন্য অর্থ সংগৃহীত হইল। সঙ্গে সঙ্গে জেলাবোর্ড ও জেলা কর্তৃপক্ষের কাছেও প্রতিনিধি পাঠানো হইল।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি রুগ্ন শিশুদের দুধ বার্লি বিলি করিবার জন্য ও বস্ত্র সংকট দূর করিবার জন্য, চরকা-শিল্প চালু করিতে অর্থ সংগ্রহের জন্য বাহির হইল। ২৫ জন শিশুকে দুধ বার্লি বিলি করা সুরু হইল এবং ১৫টি চরকা সূতা কাটিবার জন্য সরবরাহ করা হইল। কিশোরবাহিনী ও ছাত্রফেডারেশনের কর্ম্মীরা মুষ্টি ভিক্ষায় বাহির হইল। এই ভাবে চেষ্টা করিয়া ১২ সেপ্টেম্বর হইতে সপ্তাহে একদিন ৪০০ লোককে খাওয়াইবার জন্য একটি অন্নসত্র খোলা হইল। ২১শে সেপ্টেম্বর রাড়ুলী, কাটিপাড়া, বাঁকা ইউনিয়ন রিলিফ কমিটী গঠিত হইল। ইউনিয়নের পক্ষ হইতে ১৬০০ টাকা সংগৃহীত হইল এবং জেলা কর্তৃপক্ষের কাছ হইতে ১৭০০ টাকা ও নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাল, ডাল পাওয়ার ব্যবস্থা হইল। ১লা অক্টোবর হইতে দৈনিক ১১০০ লোককে তিন গ্রামের ৩টী অন্নসত্রে খাওয়ান হইতে লাগিল। ইহা ছাড়া ৩০০ গরীব, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোককে চাউল দিবার ব্যবস্থা হয়। গ্রামের সমস্ত শ্রেণীর লোকই এই রিলিফ কমিটিতে যোগ দেয় এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। এই গ্রামের কাজ দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম খেশরাতেও 'জনরক্ষা কমিটি' গঠিত হয়। সেখানেও ১লা অক্টোবর হইতে ২০০ লোককে রিলিফ কিচেনে খাওয়াণ হইতেছে।

ইউনিয়ন রিলিফ কমিটী আগামী শীতের দিনের জন্য গৃহহীন ও বস্ত্রহীন দুঃস্থদের অনাথাশ্রম খুলিবার ব্যবস্থা করিতেছে। 'ফসল বাড়াও' আন্দোলনের ভিত্তিতে স্থানীয় কৃষক সমিতির সহযোগিতায় বাঁধ বন্দী ব্যবস্থা ও রবি শস্যের বীজের জন্য জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে গণ স্বাক্ষরসহ প্রতিনিধি পাঠানোর ফলে জেলা কর্তৃপক্ষ বাঁধের ব্যয় ভার বহন করিবার আশ্বাস দিয়াছেন। চরকা শিল্পের জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এস-ডি-ওর কাছে অর্থ সাহায্য দাবী করায় ২৫০ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

(পথের ধারে রমণীর মৃতদেহ)

শুধু নিজের জন্য নয়, পরের জন্য দাঁড়াও!

আসানসোলের ডাঃ সি, কে, বিকোল্‌স রোডে বি তিন নম্বর এলাকায় এ, আর, সি, পোষ্টের দেশপ্রেমিক বারীনবাবু নিজের রেশন হইতে কিছু বাঁচাইলেন এবং ২৪ অক্টোবর তারিখে ১৫ জন বালককে খিচুড়ী খাওয়াইলেন। তাঁহার সহকর্ম্মী গোপালবাবু—তিনি কি কম দেশপ্রেমিক? তিনিই বা চুপ করিয়া থাকিবেন কেন? পরের দিনের ভার তিনিই লইলেন। সামনের বাড়ীর বাসিন্দা—পরের বাড়ী গতর খাটাইয়া সাহায্য দিন চলে। দুঃখী সে, তাই দুঃখীর দুঃখ তাহার চেয়ে কে বেশী বুঝিবে? কিন্তু সে কি দিবে? প্রতিদিন রান্নাবান্নার ভার সে লইল। ক্রমে ক্রমে আসিল মজুর মোহনলাল, হেডমাষ্টার ভূপেরবাবু, পাড়ার উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, কেরাণী, ও মুদি ব্যবসায়ী। প্রতিদিন ২০ জনের খাদ্য যোগানের কাজ এইভাবে সুরু হইল।...

ঝিংরি মজুরা—বার্ণপুরও রেলওয়ে মজুরদের পাড়া।

১৩ই অক্টোবর সকালে পাড়া খাদ্য কমিটির কর্ম্মীরা ঝুলি হাতে বাহির হইল। প্রতিজ্ঞা "আজ পাড়ার লঙ্গরখানা খুলিতেই হইবে।' ফোরম্যান রহিমের দক্ষিণ কমরেড ফোনোগ্রেবলাল ও মজুর কমরেড রামাবতার। পূজার ছুটিতে মজুরেরা রেশন পায় নাই। ঘরে চাল ডাল নাই—কি তাহারা দিবে? তাহারা তাই লঙ্কা, হলুদ, লবণ ও রসুন লইয়া হাজির। একটি দশ বছরের কিশোরী—সে বাড়ী বাড়ী গাইয়া চাউল জোগাড় করিতে লাগিল—যাহারা অফাহারে দিন কাটায় তাহারাও আধ পোয়া করিয়া চাউল দেয়। এমনি করিয়া দুই ঘণ্টায় প্রায় ৮ সের চাউল ও ২/১০ পয়সা মেলে। রাধিবার জন্য আগাইয়া আসে এক বৃদ্ধ। দৈনিক ১০ জনের খাওয়াইবার ব্যবস্থা হয়।...

কিন্তু সহরে তো হাজার হাজার লোক, তাহাদের খাদ্যাভাব, আশ্রয়াভাব এবং আগামী শীতের জন্য বস্ত্রাভাব। রামকৃষ্ণ আশ্রম, মহিলাকল্যাণ স্কুল, মহাবীর সঙ্ঘ ও উষাগ্রাম স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ ঐ সাহায্য কার্য্যে আগাইয়াছেন বটে কিন্তু ইহাদের মিলিত কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটি কবে হইবে?

মুর্শিদাবাদে খাদ্যাভাবের সঙ্গে লড়াই

মুর্শিদাবাদে খাদ্যাভাব, অথচ অনেকের গোপন গুদামে চাল মজুত রহিয়াছে। মজুত-বিরোধী আন্দোলনে জনসাধারণ কাজে নামিল।

কলিকাতা ও সহরতলীতে অনাহারে মৃত্যু

১৬ই আগষ্ট হইতে ২৬শে অক্টোবর পর্য্যন্ত
হাসপাতালে মৃত্যু.....৩,৯৮০
১লা আগষ্ট হইলে ২৬শে অক্টোবর পর্য্যন্ত
রাস্তায় মৃত্যু.....৬,২৭৬

রোগের বিরুদ্ধে লড়াই

বুলনার শোভনা গ্রামে দেশপ্রেমিক কর্ম্মীদের চেষ্টায় একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইউনিয়নের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও অন্যান্য জনসাধারণ মিলিতভাবে এই চিকিৎসালয়ের কর্ম্মপন্থা স্থির করেন। স্থানীয় কয়েকজনের কাছ হইতে ২০৪৲ টাকার ঔষধপত্র পাওয়া গিয়াছে। ডাঃ রামকান্ত মৃণালকি ও ডাঃ সতীশ হালদার রোজ সকাল বিকালে ৪ ঘণ্টা করিয়া রোগী দেখিবার ভার নিয়াছেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতে কমরেড জিতেন বিশ্বাস, কমরেড সতীশ মল্লিক ও কমরেড সুধন্য রায় উহা বিতরণ করিবেন।

নদীয়া জেলার শান্তিপুরে গত এক মাস হইতে কলেরার প্রকোপ বাড়িতে থাকে। রোজ ৫।৭ জন লোক মারা পড়িতে থাকে। স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা অন্যান্য সহরবাসীর সহায়তায় মিউনিসিপ্যালিটির সহিত একযোগে পাড়ায় পাড়ায় কলেরা নিবারণের ব্যবস্থা করেন। সহরের ডাক্তার তেজেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিনামূল্যে ঔষধপত্র ও স্যালাইন দিয়া এই কাজে সাহায্য করিতেছেন। ইহার ফলে শহরে কলেরার প্রকোপ কমিয়া আসিয়াছে। যতগুলি কলেরা রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে, তাদের ১ জনও মারা যায় নাই।

হাওড়া জেলার ডোমজুড়ে অনাহারের সাথে মহামারী ভীষণ ভাবে দেখা দিয়াছে। ৮০ জন কিষাণ ১৫ দিনে কলেরায় মারা গিয়াছে। মৃতদেহ সৎকারের লোক পাওয়া যায় না। একজনেই দুঃদিনি মৃতদের টানিয়া নিয়া কবর দিতেছে। দেশপ্রেমিকদের সহযোগিতায় কমিউনিষ্ট পার্টির ডাক্তাররা এই মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই সুরু করিয়াছেন। একটি জনসভায় রিলিফ কমিটি গঠিত হয়। সভায় ২০০৲ সংগৃহীত হয়। ১৫ দিনের মধ্যে ১৫০ জনকে কলেরা প্রতিষেধক বটীকা দেওয়া হয়। ১৬০ জনকে নিয়মিত শুশ্রূষা কার্য্যের বন্দোবস্ত করা হয়। ৩৪০ জন মুমূর্ষু শিশুকে নিয়মিত বার্লি দেওয়া হয়। ডাঃ মণি ঘোষ ও ডাঃ কালি চাটার্জ্জি তাঁহাদের ডিসপেনসারী থেকে বিনামূল্যে রিলিফের কাজে ঔষধ দিতেছেন। ডাঃ বিভূতি চক্রবর্ত্তী প্রতি দিন ৪ ঘণ্টা রিলিফ কমিটির কাজে সময় দিতেছেন।

বিভিন্ন জেলায় সরকারী খাদ্য সরবরাহ

বাংলা সরকারের ইস্তাহারে প্রকাশ যে, ঢাকা ও চট্টগ্রাম শিভাপের জেলাগুলিতে দিনাজপুর হইতে প্রতিদিন ৩৫০টন চাউল পাঠান হইতেছে। তাঙ বান বাহনের অভাবের জন্য খাদ্য শস্য পাঠাবে ও অন্যান্য জায়গা হইতে সংগ্রহ করিয়া আরো কতগুলি জেলায় দেওয়া হইতেছে :—কলিকাতা হইতে দৈনিক ৩০০ টন যাইতেছে ফরিদপুর, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী, সিরাজগঞ্জ, নিমকামারী ও ভাটিয়াপাড়া-এ। ২০০টন যাইতেছে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে। ১০০টন যাইতেছে ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, ঢাকা, পাবনা, দক্ষিণ-ফরিদপুর প্রভৃতিতে। ৩৫০টন আউষ চাল যাইতেছে পূর্ব্ব বঙ্গের জেলাগুলিতে।

লুকাইয়া চাউল চালান

শ্রীহট্টের পথর (২৫শে অক্টোবর) আজমেরী গঞ্জের পুলিশ ৮ নৌকা চাউল আটক করিয়াছে। প্রকাশ, এই চাউল শ্রীহট্টের বাহিরে পাঠান হইতেছিল।

সতেরটী জায়গায় মোট ৫ হাজার মণ ধান উদ্ধার হইল। পরে সমস্ত দলের সহযোগিতায় জেলায় একটি কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটি গঠিত হয়। বিভিন্ন সহরেও এইরূপ কমিটি গঠিত হইল। এই সমস্ত কমিটির চেষ্টায় জেলার অনেক জায়গায় লঙ্গরখানা খোলা হইল ক্ষুধিতদের খাওয়াইবার জন্য। বহরমপুর সহরে ৫টী লঙ্গরখানায় ২২০০ জন, কান্দীতে ১০টী লঙ্গরখানায় ৫০০০ জন, জঙ্গীপুরে ২৫টী লঙ্গরখানায় ১৫০০ জন ও বহরমপুর মহকুমায় ১৫টি লঙ্গরখানায় ১০০০ জন প্রত্যহ বিনামূল্যে একবেলা খাদ্য পাইতেছে। একবেলা লালবাগ মহকুমায় ৪০টী কিচেনে ২০০০ লোক খাইতেছে।

ইহা ভিন্ন কান্দীতে ২টি, বহরমপুরে ২টী শিশু কেন্দ্র খোলা হয়। এই কেন্দ্রগুলি হইতে ১৪০ জন শিশুকে দুধ, বার্লি, চিনি সরবরাহ করা হইতেছে। সাধারণ মহিলারা এই শিশু কেন্দ্রের কাজে সহায়তা করিতেছেন।

গ্রামে ধান এ বৎসর প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ বেশী উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই ধান যাতে মজুতদারের ঘরে চলিয়া না যায়, তাহার উপর নজর রাখাই এখন সকলের কাজ। জনসাধারণ আজকে বুঝিয়াছে যে নিজেদের নিজেরাই না বাঁচাইলে চলিবে না।

বহরমপুরের একটি পাড়ায় জনসাধারণের চেষ্টা বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য। সেই পাড়ায় সকলে পণ করিয়াছে যে, পাড়ার কোন পরিবারকে অভুক্ত রাখিবে না যার বেশী আছে, সে বাড়তি অর্থ, বস্ত্র ও চাউল দিতেছে অভাবীর জন্য। এইভাবে সেই পাড়ার খাদ্যাভাব দূর হইতেছে।

প্রয়োজনের তুলনায় এই সরবরাহ যে কত সামান্য, তাহা একটি জায়গার হিসাব হইতেই বুঝা যাইবে। ৩৫০ টন অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ১১ হাজার মণ চাল পূর্ব্ববঙ্গের জেলাগুলিতে যাইতেছে। এই চালে দৈনিক মাত্র ১৬।১৭ আধ লোকের অনাহার ঘোচে। কিন্তু পূর্ব্ব বঙ্গের জেলাগুলিতে অভাবীর সংখ্যা ইহার চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং বাহির হইতে সরবরাহের উপর ভরসা করিলে চলিবে না। স্থানীয় মজুত যেখানে যা আছে, তা উদ্ধার করিতে হইবে। সরকার যদি চাল পাঠানোর হিসাব দিয়াই খুব করিতেছি বলিয়া নিশ্চিন্ত হন, তাহাহইলে সমস্যা আরো জটিল হইয়া উঠিবে।

গ্রামবাসী, সহরবাসী মিলিত হোন
খাদ্য থাকিতে কাহাকেও অনাহারে মরিতে দিব না—
এই পণ লইয়া কাজে লাগুন

বাংলার পিছনে আজ সমগ্র ভারত দাঁড়াইয়াছে

দুর্গত বাংলাকে বাঁচাইতে আজ সমগ্র ভারতে বিরাট আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। সকল সম্প্রদায়, সকল শ্রেণী আজ মুক্তহস্তে ক্ষুধিত বাঙ্গালীকে সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিয়াছে। প্রাদেশিক সীমানার গণ্ডি, সাম্প্রদায়িক মত বিরোধের রেশ কিম্বা দলাদলির হট্টগোল এই সাহায্য দানকে ম্লান করিতে পারে নাই। 'বাংলাকে বাঁচাইতেই হইবে' এই আওয়াজ আজ প্রত্যেক দেশপ্রেমিক ভারতবাসীকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, সবাই এক হইয়া আজ বুভুক্ষু বাঙ্গালীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। দেশভক্ত বাংলার অধিবাসীরা কি ইহা দেখিয়া আজও মতবিরোধের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে, না এক হইয়া সংকট বরণ করিবে? সোনার বাংলা ধ্বংস হইতে পারে না, তাই সমস্ত বাঙ্গালী জাতি আজ এক হইয়া এই সংকট রুখিবেই।

বোম্বাইয়ের জনগণ বাঙ্গালীর পাশে

বাংলার দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্যের জন্য বোম্বেতেও এ পর্য্যন্ত ১২ লক্ষ টাকারও বেশী সংগৃহীত হইয়াছে। এই টাকা উঠিয়াছে সকল শ্রেণীর লোকের কাছ থেকেই। এই টাকার মধ্যে ব্যবসায়ীদের বঙ্গীয় রিলিফ তহবিলে উঠিয়াছে ৪,৩০,০০০৲ টাকা, 'জন্মভূমি-নূতন গুজরাট' পত্রিকা তহবিলে ৩৫৬০০০৲ টাকা ও 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার তহবিলে ৩,২৭০০০৲ টাকা। সম্প্রতি সহরে একটি খেলার ব্যবস্থা দ্বারা ৮০০০৲ টাকা, বিতর্কের ব্যবস্থা দ্বারা ৩০০০৲ টাকা ও বিচিত্র অনুষ্ঠান দ্বারা ৬০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

মজুর শ্রেণীও পিছাইয়া নাই

আহমদাবাদের কাপড়ের কলের মজুরগণ টেক্সটাইল এসোসিয়েশনের মারফত আহমদাবাদ কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটিকে প্রথম দফায় ৪৭,৩৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ক্ষুধিত বাংলার মুখে অন্ন দিতে দেশপ্রেমিক মজুররা আগে বাড়িতেছে। করাচীতে ট্রাম মজুররা ১২০৲ টাকা পাঠাইয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার মজুররা তুলিয়াছে ২২৲ টাকা। সংঘবদ্ধভাবে টাকা তোলা হইতেছে। ইহা ৬।৭টা আহমদাবাদের দৈনিক পত্রিকা 'সন্দেশ' ও 'সমাচারের' তহবিলেও প্রায় এক লক্ষ টাকা উঠিয়াছে। এই টাকা উঠিয়াছে সহরের জনসাধারণের কাছ হইতে।

পুণা, সাতারা...সকলস্থানেই

পুণায় "দৈনিক সকল" পত্রিকার বঙ্গীয় দুর্ভিক্ষ তহবিলে ১,০৪,১৮৫৲ টাকার উপর সংগৃহীত হইয়াছে। সাতারার কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, হিন্দুমহাসভা, কমিউনিষ্ট, খাদসার, তপশিলী ও অন্যান্য দল মিলিয়া বাংলাকে সাহায্যের জন্য একটি সর্ব্বদলীয় রিলিফ কমিটি গুলিয়াছে। তাহাতে এ পর্য্যন্ত ৪০০০৲ টাকা উঠিয়াছে।

ছাত্রের দল বাংলাকে মরিতে দিবে না

লায়ালপুর ইঞ্জেক্ট ইউনিয়ন তিন দিনের চেষ্টায় ২৪১৫০ তুলিয়াছে। ইটারসির মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের ছাত্রেরা বাংলার দুর্গতদের সাহায্যের জন্য ৩০৲ টাকা উঠাইয়াছে। আগ্রা দেউ জনস কলেজ ও রাজকোটের ধর্ম্মেন্দ্র সিংজী কলেজ উঠিয়াছে যথাক্রমে ৯০৲, টাকা ও ২০১৲ টাকা। বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যের জন্য দ্বারভাঙ্গা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রের দল একটি অভিনয়ে প্রায় ২৭০০৲ টাকা তুলিয়াছে। জুরাটের মুসলীম ছাত্রদল বাংলার সাহায্যের জন্য আরও ১২৫৲ টাকা দিয়াছেন।

কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, হিন্দুমহাসভা সকল দলই

বাংলার সাহায্যের জন্য করাচীর কংগ্রেস ডিষ্ট্রেস রিলিফ ফণ্ড ৪৩০০ মণ চাউল পাঠাইয়াছে। সিন্ধুর কংগ্রেসসেবীরা বাংলার জন্য যে সাহায্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে এ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০০০০৲ টাকা উঠিয়াছে। সাহারানপুর মুসলিম লীগ ও ফার্মিস্থার (পূর্ণিয়া) মুসলিম লীগ বাংলার সাহায্যের জন্য মিঃ জিন্নার নিকট যথাক্রমে ৭২৲, ৫৫০০৲ টাকা পাঠাইয়াছেন। আহমদাবাদ জিলা মুসলীম লীগ প্রথম দফায় পাঠাইয়াছে ২০০০৲ টাকা।

মিঃ জিন্না ২১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত বাংলার মোসলেম বণিক সভায় রিলিফ ফণ্ডে মোট ৪০৬৫২৸৯ পাই পাঠাইয়াছেন। বাংলাকে সাহায্য করিবার জন্য মুজঃফরপুরের জেলা হিন্দুসভা যে তহবিল খুলিয়াছে তাহাতে ৩৮০০৲ টাকারও বেশী সংগৃহীত হইয়াছে।

মস্‌জিদ, মিশন...সর্ব্বত্রই

লাহোরের বাদশাহী মসজিদে ঈদের দিনে বাংলার দুর্গতদের জন্য ৫০২০৲ টাকার উপর তোলা হইয়াছে। দেরাদুনে ঈদের দিনে উঠিয়াছে ১৪০০৲ টাকা। লক্ষ্ণৌতে মহম্মদ ইসমাইল খানের আবেদনক্রমে ঈদের দিনে মোটা রকমের অর্থ আদায় হইয়াছে।

করাচীর রামকৃষ্ণ মিশন ব্যবসায়ীদের কাছ হইতে বাংলাকে সাহায্যের জন্য ৬৮৬১ বস্তা চাউল যোগাড় করিয়াছে। দেরাদুনে রামধুনী উৎসবে বাংলার দুর্গতদের জন্য ৩৫৲ টাকা তোলা হইয়াছে। বিজয়া দশমীর মেলাতেও ৩৫৲ টাকা উঠিয়াছে।

মিউনিসিপ্যালিটির দান

বাংলার অনশনক্লিষ্টদের সাহায্যের জন্য নব্যাবশাহ (সিন্ধু) মিউনিসিপ্যালিটি ২৫০৲ টাকা দিয়াছে। মাদ্রাজ করপোরেশন মঞ্জুর করিয়াছে ১০০০৲ টাকা। নিমলা মিউনিসিপ্যালটি বাংলার দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্যের জন্য ৩০০০৲ টাকা দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

জেলের ভিতরের বন্দীরাও

জব্বলপুর স্থানীয় জেল হইতে মুক্তি প্রাপ্ত রাজবন্দীরা জানাইয়াছেন যে বন্দীরা ১১০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং উহা 'বেঙ্গল রিলিফ ফণ্ডে' পাঠাইয়া দিবার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছেন। নাসিক রোড জেলের রাজ বন্দীগণ বেঙ্গল রিলিফের জন্য ৭৩৬৲ টাকা পাঠাইয়াছে। বেলগাঁও কোর্ট অন্তরীণ জেলের রাজ বন্দীগণও উক্ত ফণ্ডের জন্য ২০৯৲ টাকা পাঠাইয়াছে। বেঙ্গল রিলিফ কমিটি শ্রীযুত বিজলাল বিয়ানীসহ অন্যান্য রাজবন্দীদের কাছ হইতে তেলোর জেল থেকে ৪০১৲ অর্থ সাহায্য পাইয়াছে।

সুদূর সিংহলেও

দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলার সাহায্যার্থে সিংহলে ইতিমধ্যেই ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা উঠিয়াছে। মিঃ পি, সি, সেনানায়কের সেন্ট্রাল বেঙ্গল রিলিফ ফণ্ডে মোট ২,৭৫,০০০ টাকার অধিক উঠিয়াছে।

মহিলারাও নিশ্চেষ্ট নাই

আনন্দে (বোম্বাই) মহিলা ডলাটিয়ার ও ছাত্রেরা বাংলার সাহায্যের জন্য ৯০০৲ টাকা তুলিয়াছে। বোম্বাইয়ের মহিলা সমিতি এক টাকার একটি দুর্ভিক্ষ রিলিফ তহবিল খুলিয়াছে, সকল স্থান হইতেই বেশ উৎসাহ পাওয়া যাইতেছে। কোয়েটার মহিলা লীগ বেগম ইছার নেতৃত্বাধীনে বাংলার জন্য আড়াই হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

সাহিত্যিকদের উদ্যম

বাংলার দুর্গতদের সাহায্যের জন্য পাঞ্জাবের সাহিত্যিকগণ এক তহবিল খুলিতেছেন। ৩জন বিশিষ্ট কবি, গল্পলেখক সাংবাদিক ও নাট্যকারগণের স্বাক্ষরিত এক আবেদন প্রচারিত হইয়াছে। তেজপুর কালচারাল সোসাইটির বঙ্গীয় রিলিফ তহবিলে ১০,০০০৲ টাকা উঠিয়াছে।

সিংহল কমিউনিষ্ট পার্টির সাহায্য

সিংহল কমিউনিষ্ট পার্টি বাংলাকে বাঁচাইবার জন্য সিংহলে ব্যাপক আন্দোলন সুরু করিয়াছে। কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মারফৎ পীপল্‌স্ রিলিফ কমিটির কাছে তাহারা দুই দফায় এক হাজার টাকা পাঠাইয়াছে।

ক্ষুধিতকে বাঁচাইতে সকলের একতা

কাশ্মীরের চিঠি

কাশ্মীরের পাহালগাম—প্রমোদ ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ বায়গা—সেখানে ২।১ মাসের জন্য দেশ বিদেশ হইতে বহু লোকের সমাবেশ হয়। ইহাদের মধ্যে কংগ্রেসের লোক থাকে, লীগের লোক থাকে আরো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের লোক থাকে। এবারে সেখানে কয়েক জন কম্যুনিষ্ট বন্দী ও অন্যান্য রোগের সঙ্গে লড়িতে গিয়াছেন। কমরেড অজয় ঘোষ, কমরেড গোপাল দাস (বেনারস), কমরেড লিট্টো ও রাজবংস (পাঞ্জাব)—ইহারা সকলেই জেলখানা ও পার্টির বেআইনির সময় গুপ্তভাবে কাজ করিবার কঠোর পরিশ্রমে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া ছিলেন। এঁরা সকলেই জানেন যে তাড়াতাড়ি সুস্থ হইয়া দেশের ডাকে যোগ দিবার চেষ্টাই আজ তাহাদের একমাত্র কাজ। কিন্তু বাংলার দুরবস্থা তাহাদের চঞ্চল করিয়া তোলে। তাঁহারা পাহালগামে আগত দেশবাসীদের কাছে না যাইয়া পারেন নাই। তাহারা জানিতেন দেশবাসীর অটল দেশপ্রীতির কথা, তাহাদের বিশ্বাস ছিল—জনতার শক্তির উপর। তাই তাঁহারা এক সপ্তাহে প্রায় দুই হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। এবং এই টাকা সংগ্রহ করার মধ্যদিয়াও তাহারা পার্টিকে গৌরবান্বিত করেন।

আমাদের কমরেডদের মধ্যে কমরেড গোপালদাস সর্ব্বাংশেই সুস্থ ছিলেন বলিয়া তিনিই প্রচারের কাজে অগ্রসর হন। ২২ বছরের ছেলে গোপাল দাস—কিন্তু অভিজ্ঞতায় ও রাজনীতি জ্ঞানে কম নন, তাঁহার সংগঠন ক্ষমতা ওখানকার প্রত্যেকটি লোককে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। তিনি ওখানকার ভ্রমণকারীদের স্বদেশপ্রেম জাগাইয়া তাহাদের লইয়া কোয়াড করেন—এবং তাহাদের আহ্বানে একটী ভ্যারাইটী শো ও জনসভা করেন। এই সমস্ত অনুষ্ঠানই একটী যুক্ত কমিটির দ্বারা পরিচালিত হয়—এবং এই কমিটিতে সর্ব্বদলের নেতারা থাকেন এবং গোপাল দাস যে হোটেলে থাকিতেন সেই হোটেল ম্যানেজার কোষাধ্যক্ষ হন। তিনি আজ পিপলস ওয়ারের গ্রাহক। এমনি ঐ কমিটির প্রায় সকলেই পিপলস ওয়ারের গ্রাহক হইয়াছেন। জনসভায় লীগ ও সনাতন ধর্ম্মসভার নেতারা বলেন : "আমরা সকলেই বাংলার কথা ভাবিতাম কিন্তু আমাদের অনৈক্য এমনি ভাবে আত্মঘাত করিয়াছে যে এখনো যে কিছু কিছু করিবার আছে তাহা বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু এই কম্যুনিষ্ট পাহালগামের জমিতে তুমিকম্প সৃষ্টি করিল। আমাদের দেশ প্রেমের উপর ভিত্তি করিয়া তাহারা আমাদের মিলাইয়াছে—এমনি করিয়া সারা দেশ মিলিতে পারে—দেশের সমস্যা দূর হইতে পারে।" কয়েকজন জেলপ্রত্যাগত কংগ্রেস মহিলা কর্ম্মী বলিলেন : পাহালগামে আমরা দেখিলাম—কম্যুনিষ্ট কেমন করিয়া দেশপ্রেমের সাহায্যে দেশকে বাঁচায়—।" এই টাকা সর্ব্বশ্রেণীকে সর্ব্বদল নির্ব্বিশেষে বিতরণ করিবার জন্য শ্যামাপ্রসাদের কাছে পাঠানো হয়।

ঢোরা কারবার এখনও চলে

নোয়াখালী জেলা হইতে জনৈক সংবাদদাতা লিখিতেছেন :

'চৌমুহনীর মত বাজারেও প্রকাশ্যে চাল পাওয়া যায় না। রাত্রির অন্ধকারে নৌকায় করিয়া ধান-চালের বস্তা সরানো হইতেছে। এদিকে লোকের দুর্দ্দশা চরমে উঠিল।

৬ই অক্টোবর জনৈক কৃষক কর্ম্মী আসিয়া খবর দিল, তাহার গ্রামের জনৈক চাউল ব্যবসায়ী বাগাদীদের নিকট ২১৸০ আনা মণ দরে ৮০ মণ লুকানো ধান বিক্রি করিতেছে। ব্যবসায়ীটি ঐ অঞ্চলের একজন বেশ প্রতিপত্তিশালী লোক—স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং থানা ফুড কমিটির সেক্রেটারী। সেই গ্রামের লোকদের জড়ো করিয়া যখন চালানী নৌকা আটক করা হইল, তখন ব্যবসায়ীটির অবস্থা কাহিল। দেশপ্রেমিক কর্ম্মীদের দেখিয়া সে বুঝিল, টাকা দিয়া ইহাদের কেনা অসম্ভব। ইতিমধ্যে গ্রামঅঞ্চলি হইতেও লোকজন আসিয়া পড়িল। মজুতকারীকে সকলে মিলিয়া সাবেস্তা করিবে। নৌকাগুলি সার্কেল অফিসারের কাছে হাজির করা হইল। ঠিক হইল, স্থানীয় জনসাধারণের সামনে এই ব্যাপারের নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং কোন প্রকার জায়গায় বাঁধাদের এই চাল বিক্রি করিতে হইবে। নির্দ্ধারিত মূল্যের (২৫৲ মণ) চেয়ে প্রতি মণে প্রায় ৭৲ টাকা করিয়া বেশী নেওয়া হইয়াছে। কাজেই, চালের মালিককে ব্যাপারীর কাছ হইতে নেওয়া অতিরিক্ত মূল্য ফিরাইয়া দিতে হইবে এবং উভয় পক্ষকে তাদের এই অন্যায় কাজের জন্য সকলের সামনে দুঃখ প্রকাশ করিতে হইবে। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণের এই ব্যবস্থা মানিয়া নিতে ব্যবসায়ীটি রাজী হইল না। কাজেই চালনী নৌকা থানায় আটক করা হইয়াছে, ব্যবসায়ীটিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পরদিন রাত্রেও রক্ষী বাহিনীর কড়া পাহারার জন্য কয়েকজন ব্যবসায়ী 'মজুত' সরাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল। তার পরের দিন একজন ব্যবসায়ীর স্থানীয় কর্ম্মীদের কাছে আসিয়া ৩০০ মণ ধান বাঁধাদের বেচিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সমস্ত থানা রাত্রেও রক্ষী দাদের মারফৎ ২০০ লোকের মধ্যে বাঁধাদের বিলি করা হইল। এর পর হইতে প্রায়ই খবর আসিতে লাগিল—অমুকের কাছে ৪০ মণ, অমুকের কাছে ২০ মণ ধান মজুত আছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ঐ সব মজুতকারীরা বাঁধাদের ঐ সব ধান বিক্রি করিতে রাজী হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে কিষাণ সমিতির লোকজন ৩০ মণ

ক্ষুধিতের সেবায় জনগণের একতা

বগুড়ার জালোর ইউনিয়নের কৃষক সমিতির পক্ষ হইতে দৈনিক ৭০ জনকে খাওয়াইবার মত একটি লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছে। মহম্মদসিংহের সরারচরের গ্রামে স্থানীয় সকল দলের পরিচালনায় দৈনিক ১৮০ জন ও কিশোরগঞ্জে সহরে দৈনিক ৪।৫ শত নিরন্নকে লঙ্গরখানায় খাওয়ানো হইতেছে। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার আজ পর্য্যন্ত প্রায় ৮০টি লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছে; ইহাতে প্রতিদিন ২০।২২ হাজার লোক অন্ন পাইতেছে। রংপুরের ডোমার বন্দরে অনাথ ও দুস্থ রোগীদের জন্য একটি আর্ত্তসদন নির্ম্মানের জন্য স্থানীয় জনমঙ্গল সমিতি চেষ্টা করিতেছে। ডোমার, ডিমলা ও জলঢাকা থানায় দৈনিক ৫০০ শত দুস্থের জন্য ২৩টি লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছে। দিনাজপুরের ঝুলাবাড়ীতে বাঙ্ক কমিটির মারফৎ ৮০ জনকে ১০০ জন লোককে দৈনিক খাওয়ানো হইতেছে। স্বগুড়াড়ায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে দৈনিক ৩০ জন শিশুকে দুধ দেওয়া হইতেছে। তাছাড়া সমিতির ৪টি কেন্দ্র হইতে ৩৫০ জোড়া ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বিলি করা হইয়াছে। হুগলীর শ্রীরামপুরের ৪টি অন্নসত্রে দৈনিক ১২ শত বুভুক্ষুকে একবেলা করিয়া খাওয়ানো হইতেছে। ১৯শে সেপ্টেম্বর ৪ হাজার নাগরিকদের এক সভায় খাদ্যের দাবী জানানো হয় ও খাদ্যের জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হইতে বলা হয় মিউনিসিপালিটি হইতে হইতে স্থানীয় রিলিফ কমিটিকে ১৭০০ ধুতি বিক্রয়ের ভার দেওয়া হইয়াছে। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ রিলিফ কমিটির হাতে দিয়া ৪ দিনে ৮০ মণ চাল সস্তা দরে বিক্রি করিতে রাজী হইয়াছে। তাছাড়া গরীব মধ্যবিত্তদের মধ্যে সপ্তাহে সাড়ে ৩ হাজার মণ চাল সস্তা দরে বিক্রির ব্যবস্থা হইয়াছে। বুড়ামান্নার ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ৫ জন মহিলার একটি স্কোয়ার্ড করিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া রিলিফের জন্য চাল আদায় করে। আগেড়তলাতে মহিলারা অর্থ ও খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দুঃস্থা মহিলাদের সাহায্য করিতেছেন।

নীলফামারীতে জনসাধারণ নিজেরাই আগাইয়া আসিয়া একটি 'অনাথ শিশু রক্ষণাগার' খুলিয়াছে। এই রক্ষণাগার চালাইবার জন্য একটি সাব-কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই রক্ষণাগার খোলার স্থানীয় জনসাধারণের ভিতর বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইতেছে। ইতিমধ্যে বহু মহিলা এই রক্ষনাগারের অনাথ শিশুদের সেবাশুশ্রূষা করার জন্য আগাইয়া আসিয়াছেন। স্কুলের মেয়েরা আসিয়াছে শিশুদের দেশপ্রেমের গান শিখাইবার জন্য। ডাঃ যোগেন্দ্র ব্যানার্জি ও ডাঃ মনোজকান্তি ঘোষ এদের চিকিৎসার সব ভার নিয়াছেন। নারী আত্মরক্ষা সমিতিও আগাইয়া আসিয়া গরীব মেয়েদের ভিতর দেড়শ জোড়া ষ্টাণ্ডার্ড শাড়ী ও কাপড় বিলি করিয়াছে। এখানে কুড়কমিটির মারফত সরকার দৈনিক পঁচিশ মন চাউল ও চল্লিশ মন ধান বিলি করিতেছে। কিন্তু ইহা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধান, চাউল বিলির পরেও বহুলোক ফুডকমিটির অফিসের সামনে ভীড় করিয়া থাকে। স্থানীয় কংগ্রেস, মুসলীম লীগ ও কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত এক ডেপুটেসন খাদ্য-সরবরাহ মন্ত্রী মিঃ সরওয়ার্দীর নিকট যায়। তিনি তিরিশ হাজার মণ আটা ও ময়দা দিতে রাজী হন। কিন্তু তাহা এখন পর্য্যন্ত আসিয়া না পৌঁছাতে ফুডকমিটির তরফ হইতে সরবরাহ মন্ত্রীর নিকট টেলিগ্রাম করা হইয়াছে। ফুডকমিটি কর্ত্তৃক ধান, চাউল, আটা, ময়দা প্রভৃতি বিলি কাজে স্থানীয় যুবক ও অন্যান্য সকলে পালা করিয়া কাজ করিতেছে।

নূতন গান, নাটক চাই

আমন ধান কাটার আর দেরী নাই। কিন্তু চোরা কারবারী ও মজুতদারের হাতে এই ধান চলিয়া যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। চাষীদের মধ্যে প্রচার করুন চোরা কারবারী ও মজুতদারদের মতলব। চাষীদের উদ্বুদ্ধ করুন যাতে তারা গ্রামকে, সহরকে, দেশকে বাঁচাইবার জন্য ধান বিলির বন্দোবস্ত করে। নতুন গান ও নাটক লিখিয়া চাষীদের প্রাণে সাড়া আনিয়া দিন। এই ধরণের গান, নাটক, পাঁচালীর কপি আমাদের কাছে পাঠাইয়া দিন, যাতে আমরা তার উপর পুস্তিকা ছাপাইতে পারি।

—সংস্কৃতি বিভাগ, 'জনযুদ্ধ'

গোলদারী ব্যবসায়ীর সমস্যা

কলিকাতা গোলদারী ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ হইতে 'জনযুদ্ধ' সম্পাদকের কাছে একটি চিঠি আসিয়াছে। চিঠিটা অংশ বিশেষ দেওয়া হইল:—

"আমরা ৪০০০ মুদি ব্যবসায়ী কলিকাতার বাজারে কারবার করি। আগে আগে মিল মালিকের দালালরা আমাদের কাছে আসিয়া মাল লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিত। আজকাল হাওয়া পাল্টাইয়া গিয়াছে। আমাদেরই মিলের দরজায় বাইতে হয়। সেখানে গিয়া দালালের ছাড়পত্র না দেখাইলে মাল পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হইয়াছে যে, দালালকে ৫০০ টাকা জামিন দিতে হইয়াছে এবং কাগজে কলমে মালের দাম ৩৯ টাকা লিখিয়া আসলে দিতে হইয়াছে ৫০ টাকা। জনসাধারণের কাছে চড়া দরে বিক্রী করিতে গিয়া আমরা তাদের বিরাগ ভাজন হই, আইনের ফাঁদে পড়ি। কিন্তু যে মিল মালিক ও ফড়িয়ারা মনের আনন্দে ব্যাঙ্কের হিসাব বাড়াইতেছে তাদের কিছু হয় না।

মুদির দোকানে আর কত চাল মজুত থাকিতে পারে? বড় বড় বিলাতি প্রতিষ্ঠানগুলি, চা বাগানের মালিক-এরা কর্ম্মচারীদের নাম করিয়া লক্ষ লক্ষ মণ চাল ধরিয়া রাখিয়াছে। এমন চা বাগানের খবর পাইয়াছি, যারা ২।৩ বছরের মত মাল মজুত রাখিয়াছে।

এদিকে রেশনিংএর অজুহাতে গভর্ণমেণ্ট কন্‌ট্রোল দোকান খুলিছেন, তার ফলে মুদির দোকানগুলি অচল হইয়া যাইবে। ৪ হাজার মুদির দোকান এই ভাবে বন্ধ হইয়া গেলে কলিকাতাতেই ২০ হাজার লোকের সংসার চলা ভার হইবে। আমাদের এই দুরবস্থা হইতে বাঁচাইবার জন্য জনসাধারণ কি করিতেছে?"

[গোলদারী ব্যবসায়ীদের সমস্যা যা চিঠিতে লেখা হইয়াছে, তা ঠিকই। কিন্তু ইহার প্রতিকার হইবে কোন পথে? বড় কারবারী, মিল মালিক প্রভৃতির মুনাফালোভকে বন্ধ করিতে হইলে, তাদের মজুত বাহির করিতে হইলে জনসাধারণের সঙ্গে একযোগে চেষ্টা করিতে হইবে। যতক্ষণ দোকানদার নিজেদের জনসাধারণ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করেন, ততক্ষণ মহাজন কারবারীদের মুনাফালোভের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে তাঁদের সাহস তো হইবেই না, বরং তাদেরই দলীয় লোক হইয়া পড়িবেন এবং জনসাধারণের সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইবেন। সেই জন্যই ব্যবসায়ী সমিতির প্রথম কাজ জনসাধারণের সহিত একযোগে পরামর্শ করা, বড় মুনাফালোভীদের ঠেকাইতে চেষ্টা করা।

দ্বিতীয়তঃ, রেশনিং-এর ফলে তাঁদের দোকান উঠিয়া যাইবার যে আশঙ্কা তাঁরা করিতেছেন, তাও বন্ধ হইতে পারে, যদি তাঁরা জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। বিশ্বাসী দোকানগুলিকে যদি বিক্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাতে জনসাধারণের আপত্তি তো নাই-ই বরং তাদের সুবিধাই। যত বেশী বিক্রয় কেন্দ্র হইবে ততই লোকের ঝঞ্ঝাট কমিয়া যাইবে। দোকানদারদা জনসাধারণের সঙ্গে মিলিলে জনসাধারণই দাবী করিবে পাড়ার দোকানের মারফৎ বণ্টন ব্যবস্থা হউক। জনসাধারণের দাবীর ভিতর দিয়াই দোকানগুলি বাঁচিতে পারে। সুতরাং রেশনিংকে দায়ী না করিয়া, দোকানদাররা রেশনিং সফল করিবার জন্য আগাইয়া আসুন, তাতে তাঁরাও বাঁচিবেন, জনসাধারণও বাঁচিবে।—সম্পাদক]

পীপল্‌স রিলিফ কমিটী, বেঙ্গল

পীপলস রিলিফ কমিটি বেঙ্গল (৬২ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা)। দানের তালিকা প্রথম ফর্দ্দ:—

মারী লিটারারী সার্কল পাঞ্জাব ২০০০.., ক্রি বিচুড়ি: কিচেন, কলিকাতা (মিঃ এ, সি, গুপ্ত, ট্রেজারারের মারফৎ)—১০০০.., জেনারেল সেক্রেটারী, মিরনি কামগড় ইউনিয়ন—১০০০.., অমলনেরে, বম্বে পিপলস ফ্লাড রিলিফ কমিটি ৮০৭.., বেঙ্গল রিলিফ ফাণ্ড (আগ্রা কমিউনিষ্ট পার্টি সংগৃহীত)—৭৫১.., আর ডুলীপ সিংহ, লাহোর ৫০২.., শ্রীমতী চামেলী বসু, পুণরী ফ্যাকটরী, বিহার ৫০৩৮., বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশন—৬২৫.., ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন—৫০০., শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, এসেল ও বোতল সাপ্লাই এজেন্সী—৫০০.., ডিষ্ট্রিক্ট রিলিফ কমিটি কারনুল, মাদ্রাজ—৫০০.., বেঙ্গল রিলিফ কমিটি, ক্যাম্পবেলপুর, পাঞ্জাব—৪০০.., পিপস কোম্পানী, "জলবিজ" সিন্দিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোং, বম্বে—২৬০.., নর্সাপুর তালুক কমিটি, মাদ্রাজ—১১২৫/০, অল পার্টিস ফ্যামিন রিলিফ কমিটি ত্রিচিনপলী, মাদ্রাজ—১৩০.., রেলওয়ে গুডস্ অফিস, তুতিকোরিন, মাদ্রাজ—১০১/০, ব্রাহ্মণ্য এসোসিয়েশন, বেজওয়াদা, মাদ্রাজ—১১০.., প্রিন্সিপ্যাল ডি, আর, খ্যাডমিল, পুনা—১০০.., মিষ্ট ওয়ার্কশপ, ডিগ্রগড় (মিঃ কে, পি, দত্তর মারফৎ)—১০০.., ইষ্টর্ণ লীগ, পাঞ্জারমা, মাদ্রাজ—১০০.., মিঃ সুশীল রায়, কলিকাতা—১০০.., মিঃ কে, সি, বিশ্বাস, প্রভাতী টেকস্‌টাইল—১০০.., ইহা ছাড়াও অন্ধ্র ও মালাবারের নিরন্ন কৃষকগণের নিকট হইতে, ব্রিটিশ সৈনিকগণের নিকট হইতে, এবং ভারতের সর্ব্বত্র ছাত্র ও শ্রমিকগণের নিকট হইতে বিভিন্ন পরিমাণের অর্থ সাহায্য কমিটির নিকট আসিয়াছে।

চৌধুরী মোস্তাফেজুম হোসেন
(লাল মিঞা)
নীরেন্দ্রনাথ রায়,
যুগ্ম সম্পাদক।

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া মিলের মজুররা কি না খাইয়া মরিবে?

জয়দ্দলে এ্যাংলো ইণ্ডিয়া মিলওলির ২নং মিলটী সম্প্রতি মিলটারী দখল করিয়াছে। সেখানে নাকি লড়াইয়ের মালমশলা তৈরী হইবে এবং তার জন্য সেই মিলের যন্ত্রপাতি সব সরানো হইতেছে এবং মজুরদের সকলকেই কাজ হইতে জবাব দেওয়া হইয়াছে। প্রায় ৪ হাজার মজুর এখানে কাজ করে। মজুরদের বলা হইয়াছে যে তারা অন্য কারখানায় বদলী কাজের জন্য চেষ্টা করুক। বতদিন না বদলী কাজ হইয়াছে যে তারা অন্য সপ্তাহে ৩।০ টাকা খোরাকী দিবে।

কোম্পানী এইটুকু করিয়াই দায়িত্ব শেষ করিল। কিন্তু এই যে ৪ হাজার মজুর বেকার হইল, ইহাদের কতদিন কবে বদলী কাজ পাইবে তার কোনো ঠিকানা আছে কি? ততদিন এদের ৩।০ টাকার দিন চালাইতে হইবে! অর্থাৎ প্রায় অনাহারের সামিল! বদলী পাইলেই বা কি সুবিধা? দুচার দিন একজন কাজ করিল, তারপর তো আর তার কাজ থাকিবে না। কিন্তু কোম্পানী তো তার খোরাকীও বন্ধ করিয়া দিবে।

যখন চটকলের পরদা বাড়ানো দরকার তখনই এই ভাবে ৪ হাজার মজুরকে বেকার করিয়া দেওয়ার মানে পরদাটে খাটতি করা।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়া মিলের মজুররা দাবী করে: অন্য কারখানায় কাজ দাও! যতদিন না কাজ দেওয়া হয় কোম্পানীর তরফ হইতে খোরাকী ও রেশন দিবার বন্দোবস্ত করা হোক। কাজ না দিতে পারিলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। যারা দেশে চলিয়া যাইতে চায়, তাদের যাইবার খরচ দেওয়া হোক।

ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের প্রস্তাব

আমন ফসল রক্ষার জন্য প্রাদেশিক মুসলিম লীগকে অনুরোধ

মজুতদারদের হাত হইতে আমন ফসল রক্ষা আন্দোলনের জরুরী কর্ত্তব্য—ঢাকা জেলা মুস্লিম লীগ জনসাধারণকে এই আবেদন জানাইয়াছেন। তাঁদের সভায় একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইতেছে:

'খাদ্যাভাবের জন্য সমগ্র বাংলায় যে ভয়ঙ্কর সংকট দেখা দিয়াছে, তাহাতে ঢাকা জেলা মুসলিম লীগ কাউন্সিলের এই সভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে। সরকার যে আউষ ফসলের আশা করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ মজুতকারীদের হাতে চলিয়া গিয়াছে। এখন আমন ধান কাটিবার সময় আসন্নপ্রায়। বছরের অধিকাংশ সময় বাংলা দেশকে এই ফসলের উপর নির্ভর করিতে হয়। কাজেই এই ফসলও যদি সমাজদ্রোহী মজুতকারীদের গুদামবন্দী হয়, তাহা হইলে বাংলাদেশকে বাঁচাইবার আশা ছাড়িতে হইবে। সরকার একটী যে সমস্ত ফসল কিনিয়া লইতে ও মজুতকারীদের শায়েস্তা করিতে পারিবে, বর্ত্তমান সরকারের উপর দেশবাসীর অত্যধিক ভরসা নাই। সুতরাং, খাদ্য কমিটি, রিলিফ কমিটি প্রভৃতি জনগণের যে সমস্ত প্রতিনিধিমূলক সংগঠন আছে তাহার সহযোগিতায় উদ্বৃত্ত খাদ্য শস্য কিনিবার জন্য এবং ঐ কাজের জন্য উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে উপযুক্ত পরিমাণে টাকা কর্জ্জ দিবার জন্য এই সভা সরকারী কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইতেছে। জেলার সমস্ত লীগকর্ম্মীদের কাছে এই সভা নির্দ্দেশ দিতেছে যে, কৃষকরা যাহাতে তাহাদের উদ্বৃত্ত ফসল মজুতকারীদের কাছে না বেচিয়া ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে বিক্রি করে, তার জন্য কৃষকদের অনুপ্রাণিত করিতে হইবে, প্রত্যেকটি লীগ কর্ম্মীকে জনরক্ষা সমিতি, কিষাণ সমিতি, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সহিত এক যোগে কাজ করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের খাদ্যশস্য প্রথমে সেই অঞ্চলেই বণ্টন করা হইবে ও একমাত্র উদ্বৃত্ত ফসলই অন্যত্র চালান করা হইবে—এই মর্ম্মে বিজ্ঞপ্তি বিতরণ করিতে হইবে। নিকোপল্ হারাইলে তাহার অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিবে।

নীপার-বাঁকে শত্রুর বিপদ

নীপারের বিরাট বাঁকের মধ্যে যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার ফলেও ইতালিয়াপ্রাদের মত ফাসিষ্ট খাতকের

যুদ্ধের গতি

হিটলারীদের আর নিস্তার নাই

আজ পরাজয়কে ঠেকাইয়া রাখিবার আশা যতই ক্ষীণ হইতেছে, ততই হিটলারীরা খাঁতকাইয়া উঠিতেছে। জার্ম্মাণ সংবাদবিভাগ আজ বিলাপ করিতেছে যে পাঁচ মাস ধরিয়া বিপুল সোভিয়েট-বাহিনীর সঙ্গে লড়িয়া হিটলারীরা মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে, সজ্ঘশক্তি তাহাদের প্রায় ফুরাইয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণরাই স্বীকার করিতেছে যে সোভিয়েট শ্রীমাভিযান শুরু হওয়ার সময় হইতে তাহাদের ১২০০০ ট্যাঙ্ক খোয়া গিয়াছে, যুদ্ধের ইতিহাসে এ রকম ক্ষতি কখনও কাহারও হয় নাই। শত্রুসৈন্য যে কত মরিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই! যুদ্ধের দুই বৎসর পূর্ণ হওয়ার সময়, গত জুন মাসে সোভিয়েট জানায় যে শত্রুর ৩৪ লক্ষ সৈন্য মারা গিয়াছে বা আটক পড়িয়াছে। তাহার পরে হতাহতের সম্পূর্ণ হিসাব আর আসে নাই। কিন্তু শত্রুর যে কিরূপ লোকসান হইতেছে তাহা জানা যায় যখন মস্কোর রেডিও জানায় যে সপ্তাতি এক সপ্তাহের যুদ্ধে মাত্র কয়েকটি জায়গায় ৩৫০০০ জার্ম্মাণের প্রাণ যায়। লালফৌজ আজ বিজয়দর্পে অগ্রসর হইতেছে, শত্রুর ব্যূহ সর্ব্বত্রই ভাঙিয়া পড়িতেছে, এখানে ওখানে সরিয়া হইয়া লড়িতে থাকিলেও হিটলারীদের আর নিস্তার নাই।

লালফৌজের অগ্রগতি

হিটলার ঘন ঘন তাহার প্রবীন অনুচরদের সঙ্গে মোলাকাৎ করিতেছে। অক্টোবর মাস সে তিনবার এধরণের আলোচনা সভা বসাইয়াছিল। যুদ্ধে পরাজয় ঘটিতেছে, দেশের মধ্যে অসন্তোষ বাড়িয়া উঠিতেছে, যে জয়ের, আজ তাহারই গর্দ্দান লইবার দিন আসিতেছে। হিটলারের ধোঁতা মুখ ভোঁতা করিয়া লালফৌজ নয় মাসে ইতালিগ্রাদ হইতে সোলা মাপিলে ৫০০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে। কেকশসের যে অঞ্চলে গত বৎসর ফ্যাশিষ্টরা পৌঁছিয়াছিল, সেখান থেকে খরিলে লালফৌজ আগাইয়াছে ৩৫০ মাইল। ইহার মধ্যে দুই মাসে লালফৌজ আজভসাগরকূলে টাগানরগ দখল করার সময় হইতে ২৫০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে। যুদ্ধের প্রত্যেক বিভাগে লালফৌজ যে দুনিয়ার সেরা, তাহা স্পষ্টই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। সোভিয়েটের কৃষক ও শ্রমিক সেনাপতির দল জগৎকে দেখাইয়াছে যে জার্ম্মাণীর অহঙ্কারী অভিজাত সেনাপতিদের চেয়ে তাহাদের কৃতিত্ব ঢের বেশী। বিলাতের লেবরদলের একজন নেতা মিষ্টার জর্জ্জ হিক্‌স্ এই কথাই সম্প্রতি বলিয়াছেন। যুগোস্লাভিয়ার দেশভক্ত দলগুলি অসমসাহসে লড়িতেছে, কোথাও কোথাও নাকি মিত্রসেনা তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। গ্রীসে সর্ব্বত্র ধ্বংসকার্য্য বাড়িয়া চলিতেছে, পুলিশ ও মিলিটারী সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিতেছে। গ্রীস, নরওয়ে ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড সর্ব্বত্রই এক ধরণের সংবাদ আসিতেছে। ফিনলাণ্ড, রুমেনিয়া, হাঙ্গেরি প্রভৃতি হিটলারের মিত্রেরা ভয় পাইয়া কোনক্রমে যুদ্ধ হইতে সরিয়া পড়ার মতলব ভাঁজিতেছে। স্পেন, বুলগেরিয়া ও তুর্কীর মত যে সব দেশ এ পর্য্যন্ত জার্ম্মানীর সঙ্গে বন্ধুতা রক্ষা করিয়া চলিতেছিল, তাহারা গতিক বেখিয়া মিত্রশক্তির দিকে চলিতেছে। হিটলারী দলের মধ্যে যে সকট ঘনাইয়া উঠিতেছে, তাহাকে সম্পূর্ণ ফ্যাশিষ্ট-পরাজয়ে পরিণত করিতে হইলে শত্রুকে আঘাতের পর আঘাত করিতে হইবে।

মস্কো কনফারেন্সের সাফল্য

সোভিয়েটের সঙ্গে ব্রিটেন-আমেরিকার আজ তাই সম্পূর্ণ একমত হইয়া যুদ্ধ পরিচালনার গুরুত্ব এত বেশী। হিটলারীরা ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে সোভিয়েটের সঙ্গে ব্রিটেন-আমেরিকার ঝগড়া বাধাইয়া দিতে। আমেরিকার কোন কোন বচনবাগীশ সুর তুলিতেছেন যে যুদ্ধের পর সোভিয়েট ইয়োরোপে প্রাধান্য বিস্তার করিবে, অধিকাংশ দেশ কম্যুনিষ্ট বনিয়া যাইবে। ইহার ভাবার্থ এই যে এ অবস্থায় সোভিয়েটের সঙ্গে সহযোগিতা খুব ভাবিয়া-চিন্তিয়া করিতে হইবে, দ্বিতীয় ফ্রন্টকে ধামা চাপা দেওয়াই দরকার হইবে। কিন্তু এ ধরণের প্রচার সত্ত্বেও মস্কো কনফারেন্সে সোভিয়েট, ব্রিটেন ও আমেরিকার পররাষ্ট্র-সচিবরা সম্পূর্ণ একমত হইয়াছেন, পরস্পরকেই একথা বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। মস্কো কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত এখনও জানা যায় নাই, কিন্তু ত্রিশক্তি যে আজ দল বেঁধাও হওয়ার বিপদে পড়িয়াছে। নিম্নোপেট্রোভস্ক ও নীপ্রোজেজিন্‌স্ক্ দখল করিয়া ক্রিভয়রগের দিকে পলায়মান শত্রুসেনাকে বিষম সংকটে ফেলিয়াছে। নীপ্রোপেট্রোভস্ক, দুই বৎসরেরও উপর জার্ম্মানদের কবলে ছিল। ১৯৪১ সালে এই সহরে ও সহরতলীতে ৫৮টি ইস্পাতের কারখানা ছিল। সোভিয়েট খাতব শিল্পের কেন্দ্র ছিল নিপ্রোপেট্রোভস্ক্।

শত্রু একদম মরিয়া হইয়া ক্রিভয়রগের জন্য লড়িতেছে। রেলজংশনের অতি নিকটে এখন যুদ্ধ চলিতেছে। ক্রিভয়-রগ হাতছাড়া হইলে শুধু যে একটা বড় শিল্পকেন্দ্র যাইবে তাহা নয়, জার্ম্মানদের পক্ষে পশ্চিমে পলাইবার পথও বন্ধ হইবে। তাই প্রাণপণে শত্রু লড়িয়া চলিতেছে। কিন্তু অবস্থা যে সঙ্গীন, তাহা শত্রু নিজেই স্বীকার করিতেছে। বার্লিন হইতে বারবার আক্ষেপ শুনা যাইতেছে যে সোভিয়েটের যে এত শক্তি মজুদ ছিল তাহা কেহ জানিত না!

গোয়েবেল্‌স্ হাঁপাইয়া উঠিতেছে

জার্ম্মানীর ভিতরে যে এ অবস্থায় অসন্তোষ বাড়িয়া চলিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নাই। দমন নীতিকে যথাসম্ভব কঠোর করিয়া এবং প্রচার কার্য্যে ধর্ম্মযাজকদের জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া জনমতকে শান্ত করিবার চেষ্টা হিটলারীরা করিতেছে। কিন্তু এখন আর সোভিয়েটের সমর শক্তিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার উপায় নাই বলিয়া তাহারা নূতন মতলব ঠাওরাইয়াছে। তাহারা গরীবদের কাণে কাণে বলিতেছে যে সোভিয়েটের সঙ্গে একটা আলাদা চুক্তি করা সম্ভব, আর বড় লোকদের বলিতেছে যে ব্রিটেন আমেরিকার সঙ্গে আলাদা মিটমাট করা যাইবে। কিন্তু ইহাতে ভবী ভুলিতেছে না। ঘটনাপ্রবাহ আজ এমন গতিতে চলিতেছে যে গোয়েবেলসের মিথ্যার কারখানা আর পারিয়া উঠিতেছে না।

আঘাতের পর আঘাত করো

যে সব কারখানায় যুদ্ধবন্দী আর বিদেশী শ্রমিকদের জোর করিয়া খাটানো হয়, সেখানে গোলমাল দিনের পর দিন বাড়িতেছে। ইতালীর সংবাদ পাইয়া বার্লিনে ১০,০০০ ইতালিয়ান মজুর ধর্ম্মঘট করে, হিটলারের ছবি পুড়াইয়া দেয়, ইতালীতে তাহাদিগকে ফেরৎ পাঠানো হউক বলিয়া দাবী করে। অনেকে কারখানায় অনুপস্থিত থাকিতেছে, কলকব্জা ভাঙিতেছে, নানা উপদ্রব ঘটাইতেছে। যুগোস্লাভিয়ার দেশভক্ত দলগুলি অসমসাহসে লড়িতেছে, কোথাও কোথাও নাকি মিত্রসেনা তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। গ্রীসে সর্ব্বত্র ধ্বংসকার্য্য বাড়িয়া চলিতেছে, পুলিশ ও মিলিটারী সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিতেছে। গ্রীস, নরওয়ে ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড সর্ব্বত্রই এক ধরণের সংবাদ আসিতেছে। ফিনলাণ্ড, রুমেনিয়া, হাঙ্গেরি প্রভৃতি হিটলারের মিত্রেরা ভয় পাইয়া কোনক্রমে যুদ্ধ হইতে সরিয়া পড়ার মতলব ভাঁজিতেছে। স্পেন, বুলগেরিয়া ও তুর্কীর মত যে সব দেশ এ পর্য্যন্ত জার্ম্মানীর সঙ্গে বন্ধুতা রক্ষা করিয়া চলিতেছিল, তাহারা গতিক বেখিয়া মিত্রশক্তির দিকে চলিতেছে। হিটলারী দলের মধ্যে যে সকট ঘনাইয়া উঠিতেছে, তাহাকে সম্পূর্ণ ফ্যাশিষ্ট-পরাজয়ে পরিণত করিতে হইলে শত্রুকে আঘাতের পর আঘাত করিতে হইবে।

মস্কো কনফারেন্সের সাফল্য

সোভিয়েটের সঙ্গে ব্রিটেন-আমেরিকার আজ তাই সম্পূর্ণ একমত হইয়া যুদ্ধ পরিচালনার গুরুত্ব এত বেশী। হিটলারীরা ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে সোভিয়েটের সঙ্গে ব্রিটেন-আমেরিকার ঝগড়া বাধাইয়া দিতে। আমেরিকার কোন কোন বচনবাগীশ সুর তুলিতেছেন যে যুদ্ধের পর সোভিয়েট ইয়োরোপে প্রাধান্য বিস্তার করিবে, অধিকাংশ দেশ কম্যুনিষ্ট বনিয়া যাইবে। ইহার ভাবার্থ এই যে এ অবস্থায় সোভিয়েটের সঙ্গে সহযোগিতা খুব ভাবিয়া-চিন্তিয়া করিতে হইবে, দ্বিতীয় ফ্রন্টকে ধামা চাপা দেওয়াই দরকার হইবে। কিন্তু এ ধরণের প্রচার সত্ত্বেও মস্কো কনফারেন্সে সোভিয়েট, ব্রিটেন ও আমেরিকার পররাষ্ট্র-সচিবরা সম্পূর্ণ একমত হইয়াছেন, পরস্পরকেই একথা বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। মস্কো কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত এখনও জানা যায় নাই, কিন্তু ত্রিশক্তি যে আজ যুদ্ধব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত, এ সংবাদে হিটলারের খরহরিকম্প উপস্থিত হইবে। ফ্যাশিজমকে মারিবার খড়্গ আজ শানিত হইতেছে।

প্রাচ্যে আয়োজন কোথায়?

ইয়োরোপে ফ্যাশিজম্-ধ্বংসের আয়োজন সম্পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। কিন্তু সে-তুলনায় প্রাচ্যে কিছুই হয় নাই। বর্ষা কাটিয়া যাওয়ায় দুই পক্ষ তোড়জোড় করিতেছে। বোমা ফেলিয়া এবং চোরাকে কৃষকবার্ত্তা শুনাইয়া জাপান কাজ সুরু করিয়াছে। বার্ম্মা রোডের উপরে চীনের বিরুদ্ধেও জাপান নূতন আক্রমণ চালাইয়াছে। সর্ব্বনাশা দুর্ভিক্ষের আঘাতে বাংলা মুহ্যমান। দেশের নেতারা জেলে পচিতেছেন, যাঁরা বাহিরে আছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই পরস্পরের দোষ দেখাইতে ব্যস্ত। হুমকুম্ভ করিয়া মাইণ্ডবাটন্ দিল্লী আর চুকিয়েছে বাতচিৎ করিলেন, তাঁহাদের খানাপিনার খবর কাগজে বড় হরফে ছাপা হইল। কিন্তু কাজ কতদূর আগাইল তাহার লক্ষণ নাই। ফ্যাসিষ্ট হামকির জবাব দিতে হইলে এখনই দেশের লোকের সহযোগিতা লইয়া যুদ্ধের আয়োজন চাই। কর্ত্তৃপক্ষের মুখ চাহিয়া না থাকিয়া আমরাই আজ আন্দোলন করিব, ঐক্যের বলে নেতাদের ছাড়াইয়া আনিব, খাদ্যসমস্যা ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করিব, ফ্যাসিজমকে ধ্বংস করিয়া স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইব। ১।১১।৪৩

উজবেকিস্তানের মেয়ে

তেইশ বছরে পাকা ইঞ্জিন-ড্রাইভার

২৩ বছরের ইঞ্জিন ড্রাইভার সে। উজবেকের অধিবাসী। নাম তার বাগারেট মিরবাবায়েভা। মেয়ে ইঞ্জিন ড্রাইভার! জীবনে এই প্রথম আমার মেয়ে ইঞ্জিন ড্রাইভারের সাথে কথা। মস্কো-তাসকেন্ট এক্সপ্রেস গাড়ীতে আজকাল নিয়মিত তাহাকে দেখা যায়।

বুধ যুগান্তরের কুসংস্কারে ভরা ছিল ঐ উজবেকিস্তান। প্রাচ্যের যত অর্থহীন নিয়ম কানুন সবগুলিই তার সমাজজীবনে শক্ত গাঁট বাঁধিয়া ছিল। অক্টোবর বিপ্লবের ধাক্কায়ই তার মজবুত বনিয়াদ প্রথমে বড় রকমের আঘাত পায়। দেখা গেল আস্তে আস্তে নূতন উজবেক গড়িয়া উঠিতেছে···তাতে কুসংস্কারের স্থান নাই, অর্থহীন নিয়মের অত্যাচার নাই।

কিন্তু মিরবাবায়েভার পিতা সহজে নূতনকে তাঁর নিজের পরিবারের জীবনে স্থান দিতে রাজী হ'ন নাই। সোভিয়েট সমাজজীবনের চৌদ্দ বছরের অবিশ্রান্ত আঘাত অবশেষে তাঁকে কুসংস্কারের হাত থেকে জয় করে। মধ্য এশিয়ার ঐ সব জাতিগুলির ভিতর অনেকদিনের একটা নিয়ম ছিল—ঘোড়ার লোমে তৈরী একপ্রকার পাগামবা ধারা (ঘোমটা) মেয়েদের মুখ ঢাকিতে হইত। পর্দ্দানসিন করিয়া রাখার জন্যই এই ব্যবস্থা। মিরবাবায়েভার পিতা এই সেদিন—১৯৩১ সালে তাঁর পরিবার থেকে পাগামবাকে বিদায় দিলেন। তাই ১৯৩১ সালেই মিরবা

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

ঐক্যের পথে মৃত্যুকে পরাস্ত কর

নভেম্বর বিপ্লবের ২৬ বার্ষিকীতে

পনের মাস আগে আমলাতন্ত্র ঐক্যহীন ভারতের উপর আঘাত হানে এবং জাতির নেতাদিগকে জেলে পাঠায়। যে কোন উপায়ে অচল অবস্থা সৃষ্টি করাই হয় আমলাতন্ত্রের নীতি।

এই পনেরো মাসের মধ্যে আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের উপর ধ্বংসলীলা চালাইয়াছে। তাহাদের নীতির ফলে সংক্রামক রোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারি এবং শিল্পউৎপাদনে অভূতপূর্ব বিঘ্ন দেখা দিয়াছে।

ক্ষতি হইয়াছে কাহার? এই দুর্নীতির স্রষ্টা বা পরিচালকবর্গের নহে—ক্ষতি হইয়াছে ভারতের জনগণের।

ইহাতে ভারতরক্ষার ব্যবস্থা শক্তিশালী হইয়াছে বলিয়া আমলাতন্ত্র কি বড়াই করিতে পারে? সত্য বটে—তাহারা প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করিয়াছে, সত্য বটে তাহারা আমাদের দেশকে রক্ষা করিবার জন্য বৃটেন, আমেরিকা ও ভারতের বাহা বাহা সন্তানদের সমাবেশ করিয়াছে।

কিন্তু স্বাধীনতার বেদীমূলে সদা সর্ব্বদা উৎসর্গীকৃত জনগণের যে অমর সহযোগিতা সেনাবাহিনীকে অজেয় করিয়া তোলে তাহাই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

বাংলা ও উড়িষ্যা—যেখানে আক্রমণের আশঙ্কা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—সেখানে নিতান্ত আমলাতান্ত্রিক অপদার্থতাই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়াছে। সেখানে অনাহার ও মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা! যে বাংলা আত্মরক্ষার শির সমুন্নত করিয়া দাঁড়াইবে—তাহা আজ অনাহারে ধূলায় লুটাইতেছে।

অচল অবস্থাই মৃত্যু

আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ আজ নাই। দেশের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা দেখিলে ফ্যাসিষ্ট আক্রমণ আসাইয়া আসে। জাপানীরা মরিয়া হইয়া তাহারই প্রস্তুতি করিতেছে।

অচল অবস্থাই মৃত্যু, অচল অবস্থার অর্থ আক্রমণের আশঙ্কা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মৃত্যু।
ভারতের নরনারী!

আমাদের দেশের লোককে খাওয়াইবার জন্য, সহস্র সহস্র নরনারীকে অনাহার, মৃত্যু ও জাপানী আক্রমণের বীভৎসতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সমস্ত বাধা-বিপত্তি ভাসাইয়া দিতে আমরা যদি আজই ঐক্যবদ্ধভাবে ক্ষমতা করায়ত্ত না করি তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যতও নাই, স্বাধীনতাও মিলিবে না।

আমরা যদি আমাদের মিলিত শক্তিদ্বারা সরকারকে, জাতীয় নেতাদের মুক্ত করাতে বাধ্য না করিতে পারি—তাহা হইলে স্বাধীনতার কোন আশাই নাই।

জাতীয় গভর্ণমেণ্ট যদি ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার না নেয়, জনগণের নেতারা যদি দুর্ভিক্ষ ও আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়িতে দেশকে আহ্বান না করেন—তাহা হইলে স্বাধীনতা সুদূরপরাহত।

আমাদের দাবী অপ্রতিরোধ্য

কার সাধ্য ঐক্যবদ্ধ দাবী আটকায়? গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী বা বুনো আমলাতন্ত্রের এ সাধ্য নাই! মিলশক্তির বিজয়, লালফৌজের গৌরবমণ্ডিত অভিযান আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী করে নাই। রুশ, বৃটেন, ভারত ও আমেরিকার সৈন্যের রক্তের নদী সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তি যোগাইতে বহে নাই। জনসাধারণের এই রক্তস্রোত স্বাধীনতার রক্তকমলকে ভাসাইয়া তুলিয়াছে, স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর জনগণকে শক্তিশালী করিয়াছে।

হিটলার ও তাহার অনুচরবর্গের প্রত্যেকটি পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অচল অবস্থা দূর করিবার দাবী প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। "কংগ্রেস ফ্যাসিষ্ট পন্থী" সাম্রাজ্যবাদীদের এই কুৎসার জাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বাংলার দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু আমলাতন্ত্রের মুখোস চূড়ান্ত ভাবে ধূলিসাৎ দিয়াছে। "ব্রাপবিরোধী লড়াইয়ের পাতিরেই অচল অবস্থা"—এই সাফাইয়ের মূল্য আমেরিকা ও বৃটেনের জনগণের কাছে একেবারেই নাই।

প্রগতিশীল শক্তিবর্গ আজ আপোষের জন্য চাপ দিতেছে। ৭০ লক্ষ মজুরের বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দাবীও আজ এই। সেখান হইতে রব উঠিয়াছে: আমেরীকে তাড়াও। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী বৃটিশ জনগণ আজ আমাদের পক্ষে।

অচল অবস্থার পক্ষে যাহারা, তাহাদের আজ অস্থির দশা। তবুও তাহারা প্রাণপণে ক্ষমতা খাঁকড়াইয়া আছে। তাহাদের নীতি আমাদের দেশকে ধ্বংসের পথে, ও মৃত্যুর পথে ঠেলিয়া দিয়াছে।

দেশপ্রেমিকরা হতাশ হইয়া ভাবেন যে উহারা বুঝি মিত্রশক্তির জয়লাভের জন্যই ক্ষমতা রাখিতে পারিয়াছে। কংগ্রেস দলিত, জাতি তাহাদের পদানত তাই বুদ্ধি তাহারা এখনও জাতির শাসক।

তাহারা এখনও আমাদের শাসক—কারণ ভারতের জনগণের প্রকৃতশক্তি—কংগ্রেস ও লীগের মিলিতশক্তি আজিও অচল অবস্থা দূর করিয়া জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ছিনাইয়া লইবার জন্য ব্যবহৃত হইল না। আমাদের স্বাদেশিকতা, আমাদের দেশপ্রেমের ইহাই হইল মর্ম্মান্তিক পরিহাস।

আজ একতার অর্থ হইল ক্ষমতা অধিকার করা এবং আমাদের দেশের লোককে বাঁচাইতে অগ্রসর হওয়া—তাই আজ যদি আমাদের দেশপ্রেম আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ না করিতে পারে—তাহা হইলে সে কিসের দেশপ্রেম? আমাদের দেশের উপর আক্রমণের আশঙ্কাতে যদি আমাদের কারাবাস ও যন্ত্রণাভোগের গর্ব্বোদ্ভব স্মৃতি আমাদের না মিলাইতে পারে তো সে কারাবাস ও কষ্টভোগের মূল্য কি?

নিদারুণ হতাশার লীগ ও কংগ্রেস পরস্পরের উপর দোষ চাপাইতেছে। মুমূর্ষুকে বাঁচাইবার জন্যও কংগ্রেসের লোকেরা লীগ-দেশভক্তদের সহিত মিলিবে না। লীগমন্ত্রীকে তাহারা নরকারের চর বলিয়া মনে করে। এইরূপে মনোমালিন্য কায়েম রহিয়াই যায়। তাহারা বোঝে না যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ খণ্ড বিখণ্ডভারত নয়—বরং এমনি জাত্য অধিকার স্বীকার করা যাহার ফলে কেবল আজ নয় ভবিষ্যতেও ভারত অখণ্ড থাকিবে, স্বাধীন হইবার পথে চূড়ান্তরূপে অগ্রসর হইবে। গত ৮ই আগষ্টের কংগ্রেস প্রস্তাব এই অধিকার স্বীকারের পথে কত বেশী আগ্রাহী ছিল একথা আজ কংগ্রেসভক্ত ভুলিয়া গিয়াছে।

ক্লীবত্ব পরিহার কর

সরকারী জুলুমের বিরুদ্ধে লীগ প্রতিবাদ করে নাই, জাতীয় নেতাদের মুক্তি দাবী করে নাই বলিয়া দেশভক্তরা ঐক্য সম্পর্কে হতাশ হইয়াছে। তাই আমলাতন্ত্রও অচল অবস্থা চালু রাখিবার সুযোগ পায়। লীগ নেতৃত্ব জাতীয় নেতাদের মুক্তি দাবী না করিয়া তাহার আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীকে দুর্ব্বল করিয়াছে, অবিলম্বে ক্ষমতা অধিকারের পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার ফলে আমলাতন্ত্র দুই পক্ষের কাহাকেও ক্ষমতা দিতেছে না। কংগ্রেস ও লীগের ঐক্যবদ্ধ শক্তি যদি সাম্রাজ্যবাদীদের হাত হইতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ছিনাইয়া না লয়—তাহা হইলে তাহা পাওয়া যাইবে না। অথচ লীগ কংগ্রেসের সহিত মিলিতে চাইতেছে না। সহস্র সহস্র মৃতপ্রায় মুসলমানকে বাঁচাইবার জন্য বাংলার সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করিতে লীগ রাজী নয়। কেবলমাত্র মিলিত কংগ্রেস-লীগ নেতৃত্বই মন্বন্তরকারীদের পরাজিত করিয়া লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমানকে বাঁচাইতে পারে একথা জানিয়াও লীগ জাতীয় নেতাদের মুক্তি দাবী করে না।

জাপানী আক্রমণের দারুণ বিপদ এবং দেশরক্ষা করিবার জন্য জনগণের একত্র মিলনের কথা লীগ বা কংগ্রেস কেহই উপলব্ধি করিতেছে না। অনৈক্য ও বিভেদ আমাদের কোথায় লইয়া চলিয়াছে? হুশিয়ী হইয়াছে কাহার? আমলাতন্ত্র গান্ধীজীর সহিত নেতাদের মিলিতে দিতেছে না, সে আপোষের সম্ভাবনায় ভীত, তাই গান্ধীজীর পত্র জিন্নার হাতে দেয় নাই। কেবলমাত্র এই ধরণের জুলুমবাজীর দ্বারা সে তাহার পতনোন্মুখ ক্ষমতার প্রাসাদকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে।

বিশ্বাসঘাতক জাপানী দালাল হইতে সাবধান!

ফরোয়ার্ড ব্লক ও সি-এস-পি কংগ্রেসের নামে এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ লইতেছে। জাপানী প্রভুদের হাতে দেশকে বেচিয়া দিবার জন্য তাহারা অব্যগ্রকতা, পরাজয় মনোবৃত্তি ও লুঠতরাজ সৃষ্টি করিতেছে। কংগ্রেস ও লীগ একত্রে দেশরক্ষার ব্যাপারে নীরব বলিয়া তাহারা জাপানী আক্রমণকে আশীর্ব্বাদ বলিয়া প্রচার করিতে সাহস পায়। কংগ্রেস-লীগ ঐক্যকে তাহারা অত্যন্ত ভয় করে বলিয়া তাহারা লীগকে জাতীয়তা বিরোধী দল বলিয়া তীব্র নিন্দা করে। অচল অবস্থা দূর করাকে তাহারা পরাজয় বলিয়া প্রচার করে—কারণ তাহারা জানে অচল অবস্থা দূর হইলে সমস্ত ত্রুটি দেশরক্ষার আগ্রাহ্য আসিবে। "ট্রেরিক নীতি"

কমরেড পানিগ্রাহীর মৃত্যুতে শোকসভা

উড়িষ্যা প্রাদেশিক কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী কমরেড ভগবতী পানিগ্রাহীর মৃত্যুতে কলিকাতার ব্রজবন্ধু নৈশ বিদ্যালয়ে গত ২৮শে অক্টোবর একটি স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমরেড শচী রাউত রায় ও কমরেড রঙ্গধর বিসওয়াল বক্তৃতা করেন। কমরেড পানিগ্রাহীর একটি জীবনী প্রকাশের জন্য কমরেড শচী রাউত রায়ের উপর ভার অর্পিত হয়। সভায় কলিকাতাপ্রবাসী বিশিষ্ট উড়িয়া ভদ্রলোক, ছাত্র ও মজুরের সমাগম হইয়াছিল।

(৭ পাতার শেষাংশ)

সোভিয়েটবাহিনী শত্রুর পশ্চাদধাবন করিয়া অনেকগুলি গ্রাম দখল করে। সেই সব গ্রামগুলি হইতে ২৫০০ অসামরিক অধিবাসীকে মুক্ত করা হয়। জার্ম্মানরা ইহাদিগকে স্মোলেন্সকের পশ্চিমদিকে দিকে লইয়া যাইতেছিল।

এলনিয়ার পশ্চিমে ও দক্ষিণেও প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। এখানেও জার্ম্মাণরা ভীষণভাবে হারিয়া যায়। তাহারা রিজার্ভ সৈন্য আনাইয়া পাল্টা আক্রমণ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয় না। লালফৌজ তাহাদের সাফল্যের সুযোগ পুরা মাত্রায়ই লইতে থাকে।

২৯ নং এলনিয়া গার্ড নামক পদাতিক বাহিনী এই যুদ্ধে তাহাদের অসাধারণ বীরত্ব ও অপূর্ব্ব কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দেয়। সার্জেন্ট কর্নিভের নেতৃত্বে 'স্বাউটদের' দুর্জ্জয় সাহসের কথা সমগ্র সেনাবাহিনীতে ছড়াইয়া পড়ে। টহল দেওয়ার সময় ৪ জন স্বাউট' প্রথম ১৬ জন জার্ম্মান দ্বারা আক্রান্ত হয়। লড়াই চলিতে থাকে। সোভিয়েট স্বাউটরা সেই আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেয়—শুধু তাই নয়, সেই যুদ্ধে তাহারা ১৫ জন জার্ম্মাণকে ঘায়েল করে এবং কেরার সময় আরও ১৬ জন জার্ম্মাণকে বন্দী করিয়া আনে। (টাস্)

নতুন বই

দেশভক্তদের জাগাও
—পি. সি. জোশী

ইতিহাসের ধারা
—অমিত সেন

[মানুষের সভ্যতার বিবর্ত্তনের ইতিহাস এই বইখানিতে আলোচনা করা হইয়াছে]

Moscow News No. 38. (May) to No. 59 (July) -/2/- Each
International Literature No. 4 & 5 (April & May) 1/- Each
Molotov's Note to Allied Nations -/3/-
Joseph Stalin.....Marx-Engels Lenin Institute -/14/-

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী
১২, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটীর আবেদন

হিসাবে তাহারা কংগ্রেস নেতাদের জেলে রাখার সাফাই গায়। লোকের অনাহারের সুযোগ লইয়া তাহারা লুঠ পাটে প্রয়োচনা দেয়।

ঐক্য অথবা মৃত্যু

দেশপ্রেমিক ভাইয়েরা—বিভেদের ফলে যে বিপদ দেশের বুকে নামিয়া আসিয়াছে তাহা উপলব্ধি করুন। আমরা ক্ষমতা পাই নাই—জাপানের চর পুরাতন দেশভক্তরা জাপ দাসত্বের প্রস্তুতি করিতেছে, শত্রুকে সাহায্য করিবার জন্য দেশে ধ্বংসের লীলা বহাইতেছে। ইহাই কি চলিবে? আজই যদি আমরা একত্র হইয়া ক্ষমতা অধিকার না করিতে পারি তাহা হইলে ইতিহাস—আমাদের ভবিষ্যত, আমাদের ক্ষমা করিবে কি? আজ ঐক্য বন্ধ না হওয়ার অর্থ আমাদের জাতি ও জনগণের কাছে অক্ষমনীয় অপরাধ করা, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যাওয়া, বাংলায় বুভুক্ষা ও জাপানী আক্রমণকে ডাকিয়া আনা। বুভুক্ষা ও দাসত্বের গ্লানিকর অস্তিত্বে কে বিষাদী? একমাত্র ঘৃণ্য পঞ্চমবাহিনী। তাই আজ একত্রে অচল অবস্থা দূর করুন—আমলাতন্ত্রের ফাঁস গলা হইতে ছিঁড়িয়া ফেলুন।

কংগ্রেস ও লীগের দেশভক্ত ভাইয়েরা—

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম আক্রমণ এইরূপেই সুরু হইবে। ইহাই দেশবাসী আমাদের কাছে আশা করে। আহুন আমরা এক হই—জাতীয় গবর্ণমেণ্ট আদায় করি এবং স্বাধীন ভারতের ভিত্তি স্থাপন করি।

কমরেড ননী গুপ্তের মৃত্যু

গত ১৯শে অক্টোবর তারিখে বিকাল ৫-৩০ মিনিটে বরিশালের গৈলা গ্রামে কমরেড ননী গুপ্ত বন্যারোগে মারা গিয়াছেন। ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়া কমরেড গুপ্ত পার্টির সংস্পর্শে আসেন। বরিশাল কাঁচড়াপাড়া প্রভৃতি স্থানে তিনি পার্টির কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কাজের ভিতর দিয়া অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, পরে তাহাই যক্ষা রোগে দাঁড়ায়। গত ১ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি এই দারুণ রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। এই অবস্থায়ও যতদূর সম্ভব তিনি পার্টির কাজ করিতে উৎসুক ছিলেন।

মৃত্যুর দিন সব কমরেডের কাছেই কাঁর শেষ সময়ের কথা ছিল "পার্টিকে লাল সেলাম, কমরেড যোশীকে লাল সেলাম, সব কমরেডদের লাল সেলাম।...আমাদের কাজ যেন মুহূর্ত্তের জন্য পেছনের দিকে না যায়...জয় আমাদের সুনিশ্চিত।"

তাঁর কিছু টাকা ছিল এবং কিছু জামা কাপড়ও ছিল। সমস্ত তিনি পার্টিকে দিয়া গিয়াছেন। কমরেড গুপ্তের মা বলিয়াছেন—'আমার ছেলে যে পার্টিতে এবং যে নীতি নিয়ে কাজ করেছে সে পথই একমাত্র পথ। আমার শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি সব কিছু দিয়া পার্টির কাজ করবো।'

পার্টি আজ কমরেড গুপ্তকে হারাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত। আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি উত্তোলন করিয়া এই বীরকে সম্মান দেখাইতেছে।

★ সোভিয়েটবাহিনীর সাফল্য

১লা নভেম্বরের খবরে প্রকাশ, লালফৌজ পেরিকোপ দখল করিয়া ক্রাইমিয়া হইতে জার্ম্মানসৈন্যদের পলাইবার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

জনযুদ্ধ

●নভেম্বর বিপ্লব সংখ্যা

এই সংখ্যার দাম দু' আনা
বার্ষিক ৪৷, ৬ মাস ২৷, ৩ মাস ১৷০

★

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জ্জি এম,এল,এ
২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কমিউনিষ্ট পার্টির
বাংলা কমিটির মুখপত্র

২য় বর্ষ | বুধবার, ১০ই নভেম্বর ১৯৪৩, ২৪শে কার্ত্তিক ১৩৫০ | ২৮শ সংখ্যা

ভারতবাসীর পক্ষ হইতে রুশের জনগণের প্রতি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর অভিনন্দন

হে বীর জনগণ! ভারতের নেতারা জেলের মধ্যে আবদ্ধ, তাঁরা তোমাদের অভিনন্দন জানাইতে পারিতেছেন না। তাই, ভারতের পক্ষ হইতে ভারতবাসীর নামে তোমাদের শুভেচ্ছা জানাইবার সৌভাগ্য আজ আমারই হইল। নভেম্বর বিপ্লবের যে কঠোর ও জয়ের দিনগুলির ভিতর দিয়া নূতন রশিয়া জন্মলাভ করিয়াছে, সেই দিনের ২৬ বার্ষিকীতে আমি তোমাদের শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

মাত্র ২৫ বছরের মধ্যে তোমরা জাতিগঠনে যে অভূতপূর্ব্ব সাফল্যের পরিচয় দিয়াছ, তাহা দুনিয়ার কাছে চমকপ্রদ। মানবসভ্যতার ইতিহাসে পঁচিশ বছর আর কতটুকু? তোমাদের এই সাফল্য দেখিয়া আমরা গর্ব্ব ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি।

তোমাদের মহান ত্যাগের দ্বারা, নিজেদের ভবিষ্যতের সম্বন্ধে তোমাদের দুর্দ্দমনীয় আশা ও দুর্জ্জয় বিশ্বাসের দ্বারা, তোমরা এক জীর্ণ সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে হইতে গড়িয়া তুলিয়াছ অপূর্ব্ব গণতন্ত্রের জগত। চাষীর ভাঙ্গা কাণ্ডেকে তোমরা স্বাধীনতার তারকায় পরিণত করিয়াছ। পদদলিত মৃতপ্রায় এক মানবসমাজকে তোমরা দুর্দ্ধর্ষ বীরের দলে পরিণত করিয়াছে। এই বীরের দলই আজকে দুনিয়ার স্বাধীনতা ও সভ্যতার রক্ষাকর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে।

ভারত ও অন্য যে কোনো দেশ আজকে স্বাধীনতার জন্য লড়িতেছে, তাদের সকলের কাছে তোমাদের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত আশার আলো ফুটাইয়া তুলিবে, তাদের প্রাণে প্রেরণা আনিয়া দিবে। রুশিয়ার জনগণ! আমরা তোমাদের প্রণাম জানাইতেছি, আমাদের প্রীতি ও প্রশংসার অভিবাদন জানাইতেছি।

সোভিয়েটের প্রতি ভারতের অভিনন্দন

সোভিয়েটের আদর্শ ব্যর্থ হইতে পারে না
মহাত্মা গান্ধী

আমার গভীর বিশ্বাস যে স্বাধী যা কিছু তা হিংসার দ্বারা গড়িয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি স্বীকার না করিয়া পারি না, যে বলশেশ্বিক আদর্শের পিছনে শত সহস্র নরনারীর পবিত্র ত্যাগের মহিমা রহিয়াছে, যে আদর্শের জন্য তারা তাদের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছে, যে আদর্শ লেনিনের মত মহান আত্মার ত্যাগের গরিমায় পূত হইয়া উঠিয়াছে, সে আদর্শ বৃথা কখনই নয়। রুশের জনগণের এই ত্যাগ চিরকাল উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে এবং যতই দিন যাইবে ততই তাদের আদর্শ সম্পূর্ণ ও পবিত্র হইয়া উঠিবে।

(ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫ই নভেম্বর ১৯২৮)

মনুষ্যত্বের মহত্তম আদর্শকে তোমরাই রূপ দিতেছ
রবীন্দ্রনাথ

তোমাদের দেশের মানুষকে তোমরা শুধু বৈজ্ঞানিক শিক্ষাই দিতেছ তা নয়, তাকে তোমরা স্রষ্টা করিয়া তুলিতেছ। মনুষ্যত্বের সব চেয়ে বড় আদর্শ ইহাই, ইহাকেই তোমরা কাজে পরিণত করিতেছ। পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম তোমরাই মানুষের মনের সুপ্ত সম্পদকে প্রকাশের সুযোগ দিতেছ। ইহার জন্য আমি অন্তর হইতে তোমাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি।

(মস্কো, ১৯৩০)

বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণে রুশিয়ার শিক্ষা কাজে লাগাও
মিঞা বসির আহমদ

(নিঃ ভাঃ মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য)

স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার চমকপ্রদ লড়াই আজ দুনিয়ার লোকের কাছে বিস্ময় ও প্রশংসার জিনিষ। সোভিয়েটের অদ্ভুত প্রতিরোধে আমরা সকলেই তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। কেননা, রাশিয়ার এই প্রতিরোধের জন্যই দুনিয়া ধ্বংস হইতে বাঁচিয়াছে। রুশিয়ার এই সাফল্য দেখিয়া আমরা বুঝি যে সেখানকার রাষ্ট্রব্যবস্থার ত্রুটি কিছু থাকলেও বাঁটি জিনিষই বেশী আছে। আমরা, ভারতের জনগন ও জাতিসমূহ, রুশিয়ার কাছ হইতে শিক্ষা লইতে পারি। আমাদের এখানকার বিভিন্ন স্থানীয় অবস্থাকে কি ভাবে বিবেচনা করিতে হইবে, তা বুঝিবার পক্ষে এই শিক্ষা আমারা কাজে লাগাইতে পারি।

নতুন অর্থনীতিক ও সমাজ ব্যবস্থাই রুশ জনগণের শক্তি
শ্রীযুক্ত রাজা গোপালাচারী

জার্ম্মানী রুশিয়ার উপর আক্রমণ করায়, রুশিয়ার প্রতি সহানুভূতি ও উদ্বেগ জানাইয়া এক প্রস্তাব ১৯৪১ সালের শেষ সপ্তাহে জাতীয় কংগ্রেসের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিতে গৃহিত হইয়াছিল। সেই প্রস্তাব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

তারপর হইতে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিল, তাতে রুশিয়ার প্রতি আমাদের সহানুভূতি ও প্রশংসা আরো বাড়িয়াছে। যুদ্ধের প্রথমদিকে রুশিয়াকে যে প্রচণ্ড ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাতে রুশজনগণের মনোবলকে এতটুকু ভাঙ্গিতে পারে নাই। ইহাতেই প্রমাণিত হয় সোভিয়েট ইউনিয়নের সামাজিক ও অর্থনীতিক ব্যবস্থা কত খাঁটি, অন্য কোন যুক্তির আর দরকার করে না। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলিবার আর কিছু নাই। এই ব্যবস্থার ফলেই আজ রুশিয়ার জনগণের মধ্যে আসিয়াছে এমন বিপুল শক্তি, যার দ্বারা দুনিয়ার প্রচণ্ডতম আঘাতকেও তারা প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছে, জয়ের গৌরব লইয়া সংগ্রামে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সোভিয়েটের প্রতি কংগ্রেসের সৌভ্রাতৃত্ব

(ওয়ার্কিং কমিটীর প্রস্তাব, বার্দ্দোলী, ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪১)

সোভিয়েট ইউনিয়ন সংস্কৃতি সমাজ ও মনুষ্যত্বের দিক দিয়া মানব জীবনকে যেভাবে সমৃদ্ধ করিতেছে, তা মানব সভ্যতার অগ্রগতির পথে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। ওয়ার্কিং কমিটী মনে করে যে, লড়াইয়ের বিপদের মাঝে পড়িয়া সোভিয়েটের এই মহান প্রচেষ্টা যে ব্যাহত হইতেছে, তাহার চেয়ে গভীর দুঃখের বিষয় আর কিছু হইতে পারে না। নিজেদের দেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সোভিয়েটের জনগণ যে বিস্ময়কর আত্মত্যাগ ও অপূর্ব্ব বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে, তাহার প্রতি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী প্রশংসা জানাইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটী সোভিয়েট জনগণের প্রতি গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে।

নভেম্বর বিপ্লবের ২৬ বার্ষিকীতে সোভিয়েটের বীর লালফৌজ, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও সোভিয়েটের ঐক্যবদ্ধ নর-নারার প্রতি আমাদের অভিনন্দন!

রুশের নরনারী চরম বিপদে তাদের দেশকে বাঁচাইয়াছে

আমরা কি আমাদের জাতির ধ্বংস হইতে দিব?

সোভিয়েটের মত আমরাও জাতীয় ঐক্য গড়িব, অনাহারকে রুখিব, দেশকে রক্ষা করিব, স্বাধীন করিব!

নভেম্বর বিপ্লবের ২৬ বার্ষিকীতে কমরেড ষ্টালিনের ঘোষণা

আজ পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে হিসাব নিকাশের দিন আগতপ্রায়। লড়াই এমন এক জায়গায় পৌঁছিয়াছে, যখন আমরা বলিতে পারি যে শত্রুকে আমরা আমাদের দেশ হইতে একেবারে খেদাইয়া দিব।

এই বছরই ছিল লড়াইয়ের সবচেয়ে সংকটজনক বছর। লালফৌজের অপূর্ব্ব সাফল্যে অবস্থা ঘুরিয়া গিয়াছে।

মিত্রশক্তির সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা মস্কো সম্মেলনের ফলে অনেক বেশী শক্তিশালী হইয়াছে। আমাদের শত্রুর পরাজয় আগের চেয়ে আরো আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

দক্ষিণ রোপে মিত্রশক্তির অভিযানকে দ্বিতীয় ফ্রন্ট বলা যাইতে পারে না, কিন্তু সত্যকার দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার আর দেরী নাই। তাহাতে আমাদের জয় আরো নিকটবর্ত্তী হইবে, মিত্রশক্তির সহিত আমাদের বন্ধুত্ব আরো প্রগাঢ় হইবে।

পাঁচটি কাজ মিত্রশক্তির সামনে রহিয়াছে:

(১) ইউরোপের জনগণকে হিটলারী কবল হইতে উদ্ধার করিতে হইবে।

(২) মুক্ত জনগণকে তাদের নিজেদের পছন্দ মত রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন করিবার স্বাধীনতা ও অধিকার দিতে হইবে।

(৩) লড়াইয়ের ধ্বংস ও হত্যার জন্য দায়ী যারা তাদের চরম শাস্তি বিধান করিতে হইবে।

(৪) ইউরোপে এমন এক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, যাহাতে জার্ম্মান আক্রমণের সম্ভাবনা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

(৫) জার্ম্মান ফ্যাসিষ্টদের কবলে পড়িয়া যে সব অঞ্চল অত্যাচারিত হইয়াছে, সেই সব অঞ্চলকে পুনর্গঠন করিবার জন্য সেখানকার জনগণের সঙ্গে স্থায়ী সহযোগিতার পথ তৈরী করিতে হইবে।

লালফৌজ ও সোভিয়েট জনগণ বিরাট জয়লাভ করিয়াছে, কিন্তু এখনো তাদের বিশ্রাম করিবার সময় নাই, শেষ জয় সহজে আসিবে না, তার জন্য আরো কঠোর সংগ্রাম করিতে হইবে।

জয় নিকটে, কিন্তু এই জয় লাভ করিতে হইলে বিপুল শক্তির সমাবেশ করিতে হইবে। দেশের ভিতরের লোককে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, রণক্ষেত্রের ফৌজকে দৃঢ় কৌশল ও সংকল্পের পরিচয় দিতে হইবে।

শত্রুকে একমুহূর্ত্ত অবসর দিলে চলিবে না। শত্রুকে মরণ আঘাত হানিবার জন্য আমাদের সমস্ত শক্তি সংহত করিতে হইবে।

২০নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

★ রেশনিং চালু করো ★

সহরে খাদ্যের বরাদ্দ

৪ঠা নভেম্বর সরকার থেকে রেশনিংএর ফরমান বাহির হইয়াছে। এই ফরমান অনুযায়ী বাংলার সমস্ত সহরে যদি রেশনিং হয় তাহা হইলে ৬০লক্ষ লোকের জন্য মাথা পিছু খাদ্যের বরাদ্দ হইবে। অনেক সহরে ইতিমধ্যে আংশিকভাবে বরাদ্দ প্রথা বা রেশনিং চালু হইয়া গিয়াছে কিন্তু বাংলার রাজধানী কলিকাতা এখনও বাকি। কলিকাতায় যদি রেশনিং হয় এবং সেই সঙ্গে বাংলার প্রত্যেক সহরেই যদি রেশনিং হয় তাহা হইলে ৬০ লক্ষ সহরবাসীর খাইবার ব্যবস্থা ত হইবেই সেই সঙ্গে গ্রামগুলিও বাঁচিবে। গ্রামগুলিতে চাউল নাই তাহার প্রধান কারণ গ্রামের চাউল আসিয়া সহরের ব্যবসায়ীদের কাছে জড় হইয়াছে। গ্রামের খুব কম লোকেই অতিরিক্ত দামে চাউল কিনিতে পারে, তাই চোরা বাজারের বড় আড্ডা সহরে। সহরের লোক চোরাবাজার হইতে অতিরিক্ত দামে চাউল কেনে বলিয়া গ্রামের বাজারে বা বন্দরে চাউল নাই। সহরে যদি বরাদ্দ প্রথা হয় তাহা হইলে প্রত্যেক সহরবাসী টিকিট দেখাইয়া সরকারী দোকান হইতে বরাদ্দ মত চাউল পাইবে—তখন চোরাকারবারীরা যাইবে কোথায়? তাহাদের তখন মজুত চাউল মফঃস্বলের বাজারে ও বন্দরে পাঠাইতেই হইবে, চাউলের দাম কমাইতেই হইবে।

সহরে রেশনিং করা মানে চোরাবাজারের মাথায় আঘাত করা।

সরকারী দোকান চালাইবে কে?

রেশনিং চালু করা মানে সরকারী দোকান হইতে বাঁধা দরে টিকিট দেখিয়া মাথা পিছু বরাদ্দ অনুযায়ী লোকের কাছে চাউল প্রভৃতি বিক্রয় করা। এই সরকারী দোকান চালাইবে কে? রেশনিংএর জন্য যে আইন জারী করা হইয়াছে তাহাতে বলা হইতেছে এই কাজের জন্য পাইকার বা খুচরা ব্যবসাদার এবং কলের মালিকদের ডাকা হইবে। অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের হাত দিয়া দোকান চালান হইবে এবং ব্যবসায়ীরা তাহার জন্য কমিশন পাইবে। জনগণের খাদ্য কমিটির নামও এই আইনে উল্লেখ করা হয় নাই।

রেশনিংএর কথা উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবসায়ীরা দাবী করিয়াছিল যেন তাহাদের সহযোগিতা লওয়া হয়, কমিউনিষ্টরাও দাবী করিয়াছিল যেন জনগণের খাদ্যকমিটি বা জনরক্ষা কমিটির সহযোগিতা লওয়া হয়। মন্ত্রীমণ্ডলী ব্যবসায়ীদের দাবীই পুরাপুরি গ্রহণ করিয়াছেন, কমিউনিষ্টপার্টির দাবী বা জনগণের দাবী গ্রহণ করেন নাই।

মন্ত্রীমণ্ডলী হয়ত সোজা রাস্তা দেখিয়াছেন। ব্যবসায়ীরাই চাউলের কারবারে ওস্তাদ, তাহারাই চাউল আটকাইয়া মন্ত্রীমণ্ডলীকে নাজেহাল করিয়াছে, সুতরাং রেশনিংএর ব্যবস্থার তাহাদের শান্ত রাখিলে শ্যামাপ্রসাদবাবু অন্ততঃ এই একটি ব্যাপারে চুপ করিয়া থাকিবেন। শ্যামাপ্রসাদবাবুও সত্য সত্যই রেশনিংএর ব্যাপারে চুপ আছেন। কিন্তু ক দিন? ব্যবসায়ীদের মধ্যে যাহারা অসৎ তাহারা যখন রেশনিংএর দোকান হইতে ভাল চাউল চোরাবাজারে সরাইবে তখন তাহা ধরিবে কে? এক মণ চাউলে দুই দের করিয়া কাঁকর মিশাইলে ১০০ মণ চাউল হইতে ৫ মণ চাউল সরান যায়, চোরাবাজারে ৫ মণ চাউলের দাম হইবে ২০০ টাকা। কন্‌ট্রোল দোকান হইতে এমন কি সরবরাহ বিভাগের বস্তা হইতে যে চাউল বাহির হয় তাহার নমুনা দেখিয়া বলিতে পারি যে এরকম দুর্নীতি এখনও আছে—পরেও থাকিবে। সরকারী দোকানের চাউল যদি অখাদ্য হয় তাহা হইলে অবস্থাপন্ন লোকেরা ঐ চোরাবাজার হইতে চাউল কিনিবে। এই দুর্নীতি বন্ধ করিতে পারে জনরক্ষা কমিটি বা জনগণের খাদ্য কমিটি। জনগণের উপর দোকান তদ্বির করিবার ভার না দিলে রেশনিং চালু হইবার পরও চোরাবাজার থাকিবে, সহরবাসীকে চাউলের সঙ্গে মাটি ও পাথরের কুচি খাইতে হইবে।

তখন শ্যামাপ্রসাদ বাবুর মুখ কে বন্ধ করিয়া রাখিবে? মন্ত্রীমণ্ডলী যতই ব্যবসায়ীদের তোষণ করেন ততই চোরাবাজার বড় হয়, তাই সংকট বাড়ে আর বিরোধী দলের সুবিধা হয়। এ জ্ঞান মন্ত্রীমণ্ডলীর নাই তাহা নয়। কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডলী কি করিতে পারেন? জনগণের উপর ভরসা নাই, জনআন্দোলনের সঙ্গে যোগ নাই, শুধু আমলাতান্ত্রিক দস্তুরের উপর নির্ভর করিয়া যাহারা চলেন তাঁহাদের দুর্গতি কে ঠেকাইতে পারে?

মন্ত্রীমণ্ডলীর দুর্গতি হইল কি সদ্গতি হইল, সেটা অবশ্য বড় কথা নয়। বড় কথা হইল রেশনিংএর সাফল্য এবং জনগণের খাদ্য ব্যবস্থা। তাহার জন্য সরবরাহ ব্যবস্থার উপর জনগণের খাদ্যকমিটিকে বা জনরক্ষা কমিটিকে তদ্বির করিবার ভার দিতেই হইবে।

ব্যবসায়ীদেরও রাখ

ব্যবসায়ীদের পসার যাহাতে মাটি না হয় তাহার জন্য দোকান চালাইবার কাজ দোকানে সরবরাহ করিবার জন্য ব্যবসায়ীদেরও দিতেই হইবে। তাহা না দিলে ব্যবসায়ীরা করিবে কি? কিন্তু প্রত্যেক মহল্লায় রেশন শপ তদারক করিবার জন্য প্রতিনিধিমূলক জনগণের কমিটির কর্তৃত্ব চাই। তাহারা দেখিবে কি রকম চাউল সরবরাহ করা হয়, তাহারা দেখিবে কে কত পরিমাণ পায়, পরিমাণে কমতি আছে কিনা, ভেজাল এবং মিশাল চলিতেছে কিনা। সরবরাহ বিভাগ এই সমিতির সঙ্গে সহযোগিতা করিলে দুর্নীতি দূর হইবে, রেশনিং সফল হইবে। এই কমিটি দেখিবে সকলে কার্ড পাইয়াছে কি না, কিংবা কার্ডের মধ্যে কোন জালিয়তি আছে কি না, এই কমিটি দেখিবে ফাঁকি দিয়া বাজে নাম চালাইয়া কোন বাড়ীতে বেশী মাল যায় কিনা আবার কোন বাড়ী সাধারণ ভুলের জন্য রেশন হইতে বঞ্চিত আছে কি না।

কলিকাতা সহরে এখনই এই কাজের জন্য একটা সর্ব্বদলীয় প্রতিনিধিমূলক কমিটি চাই।

জাতীয় ঐক্য সপ্তাহে জনগণের দাবী

রেশনিং চালু করো! মজুত বিরোধী অভিযান চালাও! আমন ফসল বাঁচাও!

জাতীয় ঐক্য সপ্তাহের প্রথম দিনে ৭ই নভেম্বর কমিউনিষ্ট পার্টির কলিকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কলিকাতাবাসী জনসাধারণের এক সভা হয়। প্রায় ৫ হাজার লোক—হিন্দু-মুসলমান ছাত্র, যুবক, মজুর, মধ্যবিত্ত সকলে এই সভায় হাজির হইয়া সমবেত দাবী জানায়—রেশনিং চালু করিতে দেরী করিলে চলিবে না, প্রত্যেকের জন্য ন্যায্য বরাদ্দ ঠিক করা হোক, রেশন-দোকানের তত্ত্বাবধানের ভার জনসাধারণের উপর দেওয়া হউক।

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির সম্পাদক কমরেড ভবানী সেন প্রথমেই রেশনিং সম্বন্ধে বলেন যে সরকারের টালবাহানার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, জনসাধারণ যদি এখনি জোর আন্দোলন না করে, তা হইলে হয় ত রেশনিংএর অর্ডার হইতে হইতেই দুই তিন মাস কাটিয়া যাইবে। মজুতদাররা আমন ফসলের লোভে বসিয়া আছে, রেশনিং হইতে দেরী হইলে চোরাকারবারীর হাতেই আমন চলিয়া যাইবে। কলিকাতার ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে রেশনিং করিতে হইলে মফঃস্বলের জেলা হইতে বেশী ধান না আনিলেও চলে। এই কলিকাতাতেই কত মজুতদারের ঘরে চাল লুকানো আছে, সেগুলি বাহির করা হোক।

কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জ্জী, কমরেড ইন্দ্রজিত গুপ্ত প্রভৃতি দাবী জানান যে জনরক্ষা কমিটির মধ্য দিয়া সকলে রেশনিংএর জন্য আন্দোলন করুন। সভার সভাপতি কমরেড সরোজ মুখার্জ্জী বলেন যে আজ রুশিয়ার লোকেরা তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়িতেছে, আমাদেরও তেমনি বাংলাকে রক্ষা করিবার জন্য সকলে এক হইয়া লাগিতে হইবে!

লালফৌজের সাফল্য

৫ই নভেম্বরের সোভিয়েটের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে গত চার মাসের গ্রীষ্ম এবং শরৎ কালান অভিযানে সাড়ে তিন লক্ষ স্কোয়ার কিলোমিটার সোভিয়েটভূমি জার্ম্মানদের কবল মুক্ত হইয়াছে। ১২০০ মাইল ব্যাপী দীর্ঘ রণাঙ্গনে লালফৌজ ১৮০ হইতে ২৭০ মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে এবং ১৬২টি সহরসহ ৩৮০০০ জনপদ দখল করিয়াছে। এই অভিযানে নিহত জার্ম্মানদের সংখ্যা ৯ লক্ষ এবং জার্ম্মাণ বন্দী সংখ্যা ৯৮০০০। জার্ম্মানদের ২৮টি ট্যাঙ্ক এবং মোটর ডিভিশনসহ ১৪৪ ডিভিশন সৈন্য পর্য্যুদস্ত হইয়াছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় যে বন্দী এবং হতাহত জার্ম্মানদের সংখ্যা গত মাসে ২৭ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে।

উত্তর ডনেৎস হইতে নীপার পর্য্যন্ত যে বিশাল ভূভাগ লালফৌজ পুনর্দখল করিয়াছে তাহা সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে একটি উর্ব্বরতম কৃষি অঞ্চল। এখানে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই অভিযানে লালফৌজ শত্রু পক্ষের ৯৯০০ বিমান, ১৫৪০০ ট্যাঙ্ক (বিধ্বস্ত অথবা অধিকৃত) ধ্বংস করিয়াছে। ইহার ভিতর ১৮০০ 'টাইগার' এবং প্যান্থার জাতীয় ট্যাঙ্ক ছিল। ৮৯০টি সাজোয়া গাড়ী, ১৩০০০ বিভিন্ন ধরণের কামান (এইগুলির মধ্যে ১৩৫০ খানি ফার্ডিনাণ্ড কামান ছিল) ১৩০০০ মর্টার, ৫০০০০ মেসিনগান, ৬০৫০০ লরি, ৩১০টি ট্যাঙ্ক লরি, ২৫০০ মোটর সাইকেল, ৯০০ ট্রাক্টর, মাল বোঝাই ১৩০০০ গাড়ী, ৪০০০ হাজারের উপর রেলগাড়ী, ৩০০ ইঞ্জিন, ২০০০ বিভিন্ন রকমের মাল বোঝাই ডজান লালফৌজ এই অভিযানে ধ্বংস করিয়াছে।

বাঁধা দর চালু করিতে সরকারী কর্ম্মচারীদের বাধ্য কর। মজুতকারীর হাতে এককণা ধানও বেচিও না। সকলে মিলিয়া আজ হইতে বাঁধা দর চালু রাখিতে পারিলে, এবং মজুতদারকে একঘরে করিতে পারিলেই আমনের দর প্রকৃতপক্ষে কমিবে এবং অন্যান্য দরকারী জিনিষের দরও কমান সম্ভব হইবে।

সম্পাদকীয়

বাঁধা দর চালু কর

সরকার দর বাঁধিয়া দিবার পর হইতে দুই মাস হাটে বাজারে ধান-চাল একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছিল। চোরাবাজারে অসম্ভব দরে খাদ্যশস্য বিক্রয় হইতেছিল। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি হইতে দেখা যাইতেছে যে মফঃস্বলের হাটে বাজারে ধান-চাল আসে, কিছু বিক্রয় হয় আর কিছু ফিরিয়া যায়। রংপুর, খুলনা, দিনাজপুর এমন কি ঢাকা জেলা হইতেও এই ধরণের খবর পাওয়া যাইতেছে।

হাটে-বাজারে ফাঁকাঙ্গে আউস প্রভৃতি উঠিতে থাকায় দরও কিছু কিছু কমিতে শুরু করিয়াছে। খুলনায় ৩০।৩২৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকাতে দর নামিতে দেখা গিয়াছে। রংপুরে ৩০।৩৫৲ টাকায় চাল মিলিতেছে; কুড়িগ্রামে ২০৲ টাকাতেও পাওয়া যায়। বর্দ্ধমানেও ২০৲ টাকা মণে চাল বিক্রয় হইতেছে। এমন কি ঢাকা শহরে যেখানে চাল একেবারেই পাওয়া যাইত না, সেখানেও নাকি ৩০।৩৫৲ টাকায় চাল উঠিতেছে।

ছোট ছোট মজুতদাররা আউস চাল নষ্ট হইয়া যাইবার ভয়ে ও আমনের আশায় মজুত ছাড়িতেছে। বড় মজুতদাররাও কিছু কিছু চাল-ধান বাজারে পাঠাইতেছে।

লোকে ভাবিতেছে এইভাবেই ধান-চালের দর নামিবে। সরকার ভাবিতেছে, এইরূপে স্বাভাবিক নিয়মে বেচা কেনা চলিতে থাকিলে চাল-ধান বাজারে আসিবে, দর আপনা-আপনি কমিয়া যাইবে। তাই বাঁধা-দর চালু করার দিকে কাহারও প্রচেষ্টা নাই। সরকারী কর্ম্মচারীরা নিয়ন্ত্রিত দরে বেচা-কেনার কোন চেষ্টাই করিতেছে না।

কিন্তু বাজারের স্বাভাবিক নিয়মে ধান-চালের দর উঠা-নামা করিবে ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। বাজারে এই যে ধান-চাল উঠা শুরু করিয়াছে এবং দর-দাম দুই এক টাকা করিয়া নামিতেছে তাহার পিছনে বড় বড় মজুতদারের ষড়যন্ত্র রহিয়াছে। মজুতদাররা এইভাবেই সস্তায় আমন কিনিবার ব্যবস্থা করিতেছে। বাংলার পল্লীকে নিঙড়াইয়া সমস্ত আমন যখন ইহারা কিনিয়া শেষ করিবে তখন তাহারাই হইবে আবার চাউলের রাজা। তখন তাহারা খুসীমত দর হাঁকিতে শুরু করিবে। গত চৌদ্দ মাসের ধান-চালের বাজারের ইতিহাস ইহাই।

মজুতদারের এই সর্ব্বনাশা ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিতে হইলে বাঁধা-দর চালু করিতেই হইবে।

প্রধান খাদ্যশস্যের দর-দামের উপরই অন্যান্য জিনিষের দর-দাম নির্ভর করে। একদিকে ধান-চালের দর নামাইয়া বাঁধা দামে বিক্রয় চলিলে, অপরদিকে কাপড়, চিনি, তেল প্রভৃতি কৃষকের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাঁধা-দরে বিক্রয় ও সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে।

২৪-পরগণার গ্রামে অনাহারের করুণ কাহিনী

"মৃতদেহ সৎকার করিবার অবসর নাই, আশেপাশের জলা জায়গায় মৃতদেহ টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া ক্রমে শেয়াল কুকুরে খাইয়া ফেলে। সারাদিনা এইসব জায়গায় দুর্গন্ধে ভরিয়া থাকে। পচা গলা মৃতদেহ, মরার মাথার খুলি চারিদিকে ছড়াইয়া থাকে। গ্রামবাসীরা এই শ্মশানের মধ্যেই বাস করে।" ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত চম্পাহাটী ও আশেপাশের গ্রামের অবস্থা দেখিয়া আসিয়া মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্ম্মীরা এই বিবৃতি দিয়াছেন। তাঁরা লিখিতেছেন :—

চম্পাহাটীর পথে আমরা দেখিলাম, মরার মাথার খুলি চারিদিকে ছড়াইয়া আছে। সে কি বীভৎস দৃশ্য। মনে হয় বুঝি মানুষ বঞ্চিত শ্মশানে আসিয়াছি।

দূরে দেখা যায় ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর, প্রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। একটি ঘরেও আজ মানুষ নাই। অনাহারের জ্বালায় হয় ইহারা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, আর না হয় মরণের কোলে আশ্রয় নিয়াছে।

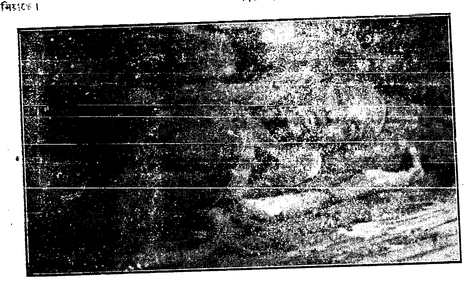

অনাহারে মৃত্যুর কবলে

চম্পাহাটীর আশে পাশে প্রায় ২৭ খানি গ্রামের অবস্থা আজ প্রায় এই রকম। অনেক বাসাই খালি পড়িয়া আছে। যারা কোনো রকমে এখনও গ্রামে টিকিয়া আছে, তারা লঙ্গরখানার খাদ্য খাইয়া দিন চালাইতেছে। কলেরায় লোক মরিতেছে—প্রতিদিন ৩।৪টী মরার সংবাদ পাওয়া যায়। ভাঙ্গাফুটা চালার নীচে যারা মাথা গুঁজিয়া ছিল, তাদের পথ জুটে না, অন্ন জোটে না, তার উপর জল বৃষ্টিতে ভিজিতে হয়—তাই তারাও এক এক করিয়া ঘর ছাড়িয়া লঙ্গরখানার আশে পাশে গাছের তলায় বা কারুর বাড়ীর বারান্দায় আশ্রয় লইয়াছে।

রিলিফ কিচেন

এখানে গভর্ণমেণ্ট হইতে যে লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছে, তাতে দৈনিক প্রায় ৪ হাজার লোককে খিচুরী খাওয়ান হয়। এ ছাড়া স্থানীয় জমিদার ৫০ জন শিশুকে সকালে দুধ দেন। এই দুগ্ধ-কেন্দ্রটী নাকি আগে গভর্ণমেণ্টই চালাইত, কিন্তু কিছুদিন চালাইবার পর বন্ধ করিয়া দেয়। ইহা ছাড়া বৃটীয় কর্ম্মী সংঘ হইতেও ৩০টী শিশুকে বালি দেওয়া হয়। ইউনিয়ন বোর্ড হইতেও একটি কিচেন চালানো হয়, সেখানেও কিছু লোক খিচুরী খায়।

গভর্ণমেণ্ট কিচেনে গিয়া দেখিলাম, স্থানীয় জমিদার ইহার দেখাশোনা করেন। গ্রাম্য স্কুলের ছেলেরা ও স্থানীয় কয়েকজন যুবক রান্না ও খাওয়ান-দাওয়ানর সব কাজ করেন। ৩টার সময় খাওয়ান আরম্ভ, কিন্তু ১২টা থেকে লোক আসিয়া জমা হইতেছে।

কয়েকজন ক্ষুধিত লোক আমাদের দেখিয়াই কাছে আসিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তারা বলিল: 'মিনিমিনি! জলের মত খিচুরী খেয়ে জীবন আর বাঁচে না।' শোনা গেল, খিচুরি রান্না করিয়া তাতে নাকি গরম জল মিশানো হয়, যাতে বেশী লোক পেটে পায়। অথচ গভর্ণমেণ্ট থেকে নাকি প্রতি ৪ হাজার লোককেই উপযুক্ত চাল ডাল আসে।

একটী কৃষক পরিবারের কাহিনী

জঙ্গলপ্রায় দেখা গেল একটি সুশ্রী বধূ এক পাশে একটি ছেলে কইয়া জড়াসড়ো হইয়া বসিয়া আছে। তাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তার কি স্বামী, না ঘর বাড়ী কিছু নাই? সে বলিল: 'সব ছিল, কিন্তু আজ সর্ব্বনাশা পেটের জ্বালায় রাস্তায় এসে খিচুরী খেতে বসেছি।'

৩ মাস আগেও ৩টী ছেলে মেয়ে এবং স্বামী লইয়া তার সংসার ছিল। স্বামী চাষ করিত অন্যের জমিতে, ভাগে যা ধান পাইত এবং অন্যান্য কিছু কাজ করিয়া মিলিয়ে তার সংসার চলিয়া যাইত। কিছুদিনের মধ্যেই অনাহার দেখা দিল। সেখানে কোনো রকমে অন্নসংস্থান করিতে না পারিয়া স্বামী চলিয়া আসে সহরে। কিন্তু তারপর হইতে স্বামীর আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বাকী ২টী কচি শিশুও খাইতে না পাইয়া ও অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া শীঘ্রই মারা গেল। ছোট শিশুটি এখনও কোনোরকমে ধুঁকিতেছে। এই শিশুকে বাঁচাইবার জন্যই আজ মা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে এই লঙ্গরখানায়। এখন এরা পড়িয়া থাকে রাস্তায় ও একবেলা লঙ্গরখানার খাইয়া জীবন ধারণ করে।

এই রকম কাহিনী একটিই নয়। এই অঞ্চলে অধিকাংশ চাষীই ভাগচাষী, কিছু লোক মাছ বিক্রী করিয়া দিনপাত করে। কিন্তু না খাইয়া এরা কাজই বা করিবে কি? তাই পুরুষেরা অধিকাংশই পেটের জ্বালায় সহরে ছুটিয়া গিয়াছে—ঘর দোর স্ত্রী পুত্র গ্রামে পড়িয়া রহিয়াছে অনাহারের মধ্যে। এক এক করিয়া স্ত্রী পুত্রও ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইতেছে। জলে ঠাণ্ডায় মৃত্যু, কলেরায় মৃত্যু এদের নিত্য ব্যাপার। মেয়েরা অসহায় অবস্থায়, ভাতই জোটে না, তো তাদের সামাজিক জীবন থাকিবে কি করিয়া?

আমরা যাইতে এই সব ক্ষুধিত নর-নারীর মনে কি ভরসা! তারা বলে: 'আপনারা আমাদের বাঁচান!' গ্রামের লোকেরাও বলে: 'এই সব বে-বন্দোবস্ত দূর করিবার জন্য আপনারা লাগুন।' সত্যই আজ এই ধ্বংস রোধ করিতে হইলে দেশের প্রত্যেকটী লোকের সাহায্য চাই। গ্রাম্য জীবন নষ্ট হইতে বসিয়াছে, চাষী সমাজ হইতে উৎখাত হইতেছে, মেয়েরা ধ্বংসের পথে যাইতেছে, জাতির এই চরম দুর্দ্দিনে সকলের চেষ্টা চাই—অপরের উপর ছাড়িয়া দিয়া, পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। আমাদের দেশ আমাদেরই বাঁচাইতে হইবে।

চট্টগ্রাম চা-বাগানের মজুরদের দুর্দ্দশা

লেবর অফিসারের তদন্তের ফল

চট্টগ্রামের চা-বাগানগুলির মজুরদের দুর্দ্দশার কথা ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার ফলে মজুরেরা আজ সেখানে অনাহারে ধুঁকিতেছে। চা বাগানগুলি বন্ধ হইয়া যাইবার যোগাড় হইয়াছে। ইউনিয়নের পতাকার নীচে সংঘবদ্ধ মজুরেরা চা বাগানগুলি বাঁচাইতে ও মজুরদের দুর্দ্দশা ঘুচাইতে অনেকদিন হইতেই লড়াই করিয়া আসিতেছে। জনসাধারণের সমর্থনও তাদের পিছনে। ইউনিয়নের সংঘবদ্ধ দাবীর ফলে কলিকাতা হইতে লেবর অফিসর আসেন বাগানগুলির অবস্থা তদন্ত করিতে। এই তদন্তের সময় মজুর ইউনিয়নের পক্ষ হইতে কমরেড রজনীকর সেনগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। তদন্তে যা প্রকাশিত হয়, তার বিবরণ দেওয়া হইল।

ওরা ৬ঠা অক্টোবর কৈয়াছড়া ও দাঁতমারা বাগানে তদন্ত হয়। নেপচুন ও ভুলু বাগানের ম্যানেজারদের ডাকিয়া তাঁদের সাথেও আলোচনা করা হয়। তদন্তে প্রকাশ পায়—

(১) প্রায় প্রত্যেকটী বাগানই বন্ধ হইতে চলিয়াছে। দাঁতমারা বাগানে ৩ মাস আগে ছিল ৩৫০ জন মজুর। এখন ছেলেমেয়ে সব মিলিয়া কাজ করে ১৫০ জন। নেপচুন বাগানে ছিল ১৪০ জন। এখন মাত্র ১০।১২ জন কাজ করে। ভুলু বাগানে গত মাসে ছিল ৬০ জন, এখন আছে মাত্র ৭ জন।

(২) খাইতে না পাইয়া এক একজন মজুর কঙ্কালসার হইয়া গিয়াছে। তদন্তে প্রমাণ হইল যে প্রত্যেক মজুর, এমন কি সর্দ্দারেরা পর্য্যন্ত একবেলার বেশী খাইতে পায় না। দিনে লবণ দিয়া চা খায়, রাত্রে চালের গুঁড়া ও লতাপাতা সিদ্ধ খায়। প্রত্যেক বাগানে অন্নসত্র খোলা হইয়াছিল, এখন তাও ভাল করিয়া চলে না। এবং তাতে যে পরিমাণ খাদ্য দেওয়া হয় তাতে একজন ছোট ছেলেরও আধপেটা হয় না। ৯০ ভাগই একবেলাও পেট ভরিয়া খাইতে পারে না। ফলে বাদের এখনও সামর্থ্য আছে, তারা অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে।

(৩) আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের ওরা তারিখের মধ্যে না খাইতে পাইয়া দাঁতমারা বাগানে মারা গিয়াছে ৯ জন, নেপচুন বাগানে ৫ জন, ভুলু বাগানে ১ জন ও কৈয়াছড়া বাগানে ১জন। এই ১৬ জনের মধ্যে কেউ কেউ রাস্তায় জঙ্গলের মধ্যে ও গ্রামবাসীদের গোয়াল ঘরে মরিয়া পড়িয়াছিল।

(৪) ইহা ছাড়া ৬০।৮ দিনের মধ্যে মৃত্যু হইতে পারে এই অবস্থায় পড়িয়া আছে দাঁতমারা বাগানে ২৪ জন, নেপচুন বাগানে ১০ জন, ভুলু বাগানে ৩ জন মোট ৩৭ জন।

(৫) পাতা ওজনে কর্ত্তৃপক্ষের চুরি ধরা পড়িয়া যায়।

তদন্ত শেষ করিয়া লেবর অফিসার সেইখানেই মানেজারদের কতকগুলি সর্ত্ত মানিতে বাধ্য করেন। এই সর্ত্তের মধ্যে মজুরী বৃদ্ধি, অসুস্থদের ভাতা, প্রসূতিদের ছুটী প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সব সর্ত্ত মানিবার জন্য মানেজারগণ লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

এই তদন্তের রিপোর্ট জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানান হইলে তিনি লেবর অফিসারকে ইউনিয়নের সহিত পরামর্শ করিয়া মজুরদের অভিযোগ সম্বন্ধে একটী নিষ্পত্তি করিতে বলেন। ইউনিয়নের পক্ষ হইতে কমরেড রজনীকর সেন ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ইউনিয়নের বক্তব্য শুনিয়া প্রতিশ্রুতি দেন যে শীঘ্রই তিনি এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবেন।

আমন ফসলকে বাঁচাও!

২৮শে অক্টোবর। কলিকাতার জনরক্ষা বাহিনী রাজপথে নিরাশ্রয় ক্ষুধিত নরনারীর মধ্যে আওয়াজ তুলিল, "রাজপথ হইতে আশ্রয় ঘরে, আশ্রয় ঘর হইতে গ্রামে ফিরিয়া যাও, তাহাতে তোমরাও বাঁচিবে, সংক্রামক রোগ হইতে কলিকাতা বাঁচিবে, গ্রামের আমন ফসলও বাঁচিবে।"

১১০নং ল্যান্স ডাউন ষ্টেটের একটি আশ্রয় কেন্দ্র। সেখান হইতে একখানা লরীতে ২০ জন নিরাশ্রয় কৃষক ২৪ পরগণা লক্ষ্মীকান্তপুর আশ্রয় কেন্দ্রের দিকে রওনা হইল। কৃষকদের মধ্যে আছে, ছেলে, বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুত্র পরিবার। তাহাদের সঙ্গে আমরা ২ জন জনরক্ষা ভলান্টিয়ার।

একজন বৃদ্ধ কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কতদিন গ্রাম ছেড়েছ?' বৃদ্ধ বলিল, 'সেই বড় ঝড়ের তিন হপ্তা পরে।' তারপর একজন একজন করিয়া নিজ নিজ পরিবারের অবস্থা, গ্রামের অবস্থা বলিল। কেহ বলিল, আমার পরিবারে ১০ জন না খাইয়া মরিয়াছে; কেহ বলিল, আমাদের গ্রামে মাত্র ৪০ জন বাঁচিয়া আছে; একটি ১৩।১৪ বছরের ছেলে বলিল, আমার বাড়ীতে আমি একাই বাঁচিয়া আছি।

এবার আবার বৃদ্ধটি কথা বলিল, 'দেখো আমার বাড়ীতে কোনদিন অতিথিকে না খাইয়ে বিদায় দেইনি।' লরী এবার সহর ছাড়িয়া গ্রামে ঢুকিল। মাঠে মাঠে ফসল, ধানের ক্ষেতগুলি সমস্ত লরীতে এক নূতন আনন্দ আনিয়া দিল। কেহ বলিল আর ১০ দিন, কেহ বলিল আর ২ হপ্তা ও তারপরই ধান উঠিবে। ছোট ছেলেমেয়েগুলি ফুরার জ্বালায় তখনো কাঁদিতেছিল। বৃদ্ধ কৃষকটি আনন্দের আতিশয্যে বলিয়া উঠিল, 'ওরে আর কাঁদিসনে, এবার বাঁচবে', ধানের মুখ যখন দেখেছি, আর মরবো না।' একটি ক্ষেতের মাঝখানে এক অলক সোনালী হাসি ফুটিয়া উঠিল। বাংলার চাষী আবার আশায় বুক বাঁধিল, আমন ফসলের মধ্যে সে পাইল বাঁচিবার ভরসা।

লরী আসিয়া পৌঁছিল সোনারপুরের হাটে। গ্রামের লোকেরা চোখে-মুখে কৌতূহল, এরা কারা?

আমরা তাহাদের বলিলাম, 'এরা তোমাদের গাঁয়ের মরদ চাষীর ছেলে মেয়ে, বাপ মা আর বৌ। এরা আবার তোমাদের মধ্যে ফিরে আসলো আমন ফসলকে ঘরে তুলবার জন্যে।'

একজন গ্রামের চাষী বলিল, "আমন ফসলকে আর ঘরে রাখতে পারলো?"

আমরা বলিলাম, "আমন ফসলের জন্য আজই গ্রামের লোকদের প্রত্যেক ঘর দখল ডাক, তাদের নিয়ে কৃষক সমিতি গড়ো, ধর্ম্মগোলা তৈরী করো। তোমাদের আমন ফসলের লড়াইয়ে এই নিরাশ্রয় কৃষকদের টেনে নাও। সকলে এক সাথে বাঁচবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কর।"

লরী আবার চলতে শুরু করিল, গ্রামের আনাচে কানাচে, ধান আর ধান, চারিদিকে আমনের অভিনন্দন।

দুঃস্থ-ক্যাম্পগুলির উন্নতি করা
জনসাধারণেরই কাজ

কলিকাতার রাস্তায় দুঃস্থদের মরিতে না দিয়া সরকারী ক্যাম্পে লইয়া গিয়া তাদের বাঁচাইবার এবং নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া যাইবার ব্যবস্থার জন্য আজ সকলেই চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু শুধু ক্যাম্পে পাঠাইয়া দিয়াই জনসাধারণের কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই। দুঃস্থ ক্যাম্পগুলিতে যদিও মাথা গুঁজিবার ও খাইবার ব্যবস্থা আছে, তবু নানান অব্যবস্থা ও কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতার ফলে দুঃস্থরা অনেক অথবিধা ও কষ্ট ভোগ করে। কয়েকটি ক্যাম্পের যে বিবরণী পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই দেখা যায় যে, কোনরকমে নিয়মরক্ষা করিবার জন্যই যেন দুঃস্থদের সেখানে লইয়া যাওয়া হয়। দুই চার দিনের বেশী দুঃস্থদের রাখা হয় না, অক্ষম অবস্থাতেই যেখানে সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এই সব বে-বন্দোবস্ত কি দূর হইতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। বাহির হইতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী ও নেতারা যদি এই ক্যাম্পগুলি নিয়মিত পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় লোকেরা কমিটি করিয়া যদি ক্যাম্পের পরিচালনার ভার নেন, তা হইলে ক্যাম্পগুলির বে-বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই দূর হয়। রিলিফ কিচেনের বে-বন্দোবস্তও ঘুচিতে পারে এই উপায়ে। দুঃস্থকে বাঁচাইতে এই কাজে সকলকেই আজ অগ্রণী হইতে হইবে।

কলিকাতার বাহিরে যে সমস্ত দুঃস্থ ক্যাম্প খোলা হইয়াছে, সেগুলির কার্য্যকর্ম্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য কলিকাতার জনরক্ষা ও আত্মরক্ষা সমিতির কয়েকজন সভ্য কয়েকটী জায়গায় গিয়াছিলেন। তাঁদের বিবরণী ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় নীচে দেওয়া হইল।

মথুরাপুর ক্যাম্প

দুইটী চালের গুদামে এই ক্যাম্প খোলা হইয়াছে। একটী পুরুষদের জন্য ও একটী মেয়েদের জন্য। সবশুদ্ধ ৫০০ লোক ইহাতে থাকিতে পারে, কিন্তু এখানে রাখা হইয়াছে ৬০০। অসুস্থ লোকদের জন্য খানিকটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও আছে। কাপড় চোপড়, কম্বল প্রভৃতি আছে, ডাক্তারের ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নাই।

অসুস্থ ও শিশুদের জন্য বার্লির ব্যবস্থা আছে। অন্য সকলকে সকালে খাইতে দেওয়া হয় ছোলা এবং দুপুরে ও রাত্রিতে ভাত, ডাল ও খিচুড়ী দেওয়া হয়। অসুস্থদের জন্য ভাত, মাছ ও তরকারির ব্যবস্থা আছে। বয়স্ক লোকদের তিন পোয়া ও ছোটদের দেড় পোয়া খিচুড়ী দেওয়া হয়। অসুস্থদের শুইবার জন্য মাদুর ও কম্বল দেওয়া হয়, সাধারণ লোকদের শুধু মাদুর দেওয়া হয়।

থাকিবার খাইবার ব্যবস্থা মোটের উপর ভাল হইলেও অনেকরকম দুর্ভোগ দুঃস্থদের ভুগিতে হইতেছে। এখানকার অনেক দুঃস্থ আত্মীয় স্বজন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। তাদের যখন আনা হইয়াছে, তখন তাদের আত্মীয়ের খোঁজ খবর করিতে দেওয়া হয় নাই। তাছাড়া যারা নিজেরাই এই দুঃস্থ ক্যাম্পে থাকিবার জন্য আসে তাদের এখানে লওয়া হয় না। এরা শেষ পর্য্যন্ত লঙ্গরখানায় গিয়া পড়িয়া থাকে।

সবচেয়ে বে-বন্দোবস্ত হইতেছে দুঃস্থদের এখানে রাখিবার ব্যাপারে। কর্ত্তৃপক্ষ নাকি হুকুম দিয়াছেন যে দুই চারদিন মাত্র রাখিয়াই তাদের গ্রামে পাঠাইয়া দিতে হইবে। ১০।১৫ জন এক জায়গার দুঃস্থ জুটিলেই তাদের গ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। অবশ্য তাদের অন্যেকেই দুই বেলার চাউল ও ডাল ও নিকটবর্ত্তী রিলিফ কিচেনের জন্য একটা কার্ড দেওয়া হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাইবার মত অবস্থা না হইতেই তাদের জোর করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

দক্ষিণ বারাসাত ক্যাম্প

এই ক্যাম্পটীও একটি চালের গুদামে। প্রায় ৫০০ লোক থাকিতে পারে। ক্যাম্পটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু আলো বাতাসের অভাব। এই ক্যাম্পের সবচেয়ে বড় বে-বন্দোবস্ত এই যে এখানে মেয়ে পুরুষের আলাদা থাকিবার ব্যবস্থা নাই। চিকিৎসার বন্দোবস্তও ভাল নাই। অসুস্থ লোকেরাও অন্য সকলের সঙ্গে একই ঘরে পড়িয়া আছে।

দুঃস্থদের এখানে রাখা হয় মাত্র ২ দিনের জন্য। তারপর তাদের নিজেদের নিজেদের থানায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পাঠাইবার ব্যবস্থার কোনো ঠিক নাই। ১০।১৫ মাইল দূর পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইতে হয়। অথচ দুঃস্থরা অধিকাংশই রুগ্ন ও শীর্ণ, তাদের চলিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, সেই অবস্থাতেই তাদের ঠেলিয়া পাঠান হয়।

সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়, যাদের যাইবার কোনো জায়গা নাই, তাদেরও ২ দিনের বেশী রাখা হয় না এবং যেখানে হোক যাইবার হুকুম দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

ক্যাম্পে চিকিৎসার অত্যন্ত বে-বন্দোবস্ত। ৩।৪ দিনের মধ্যে চার পাঁচ জন মরিয়াছে। শিশুদের জন্য দুধের বন্দোবস্তও নাই। কাপড় চোপড়ের অভাবও প্রচণ্ড। খাদ্য যা দেওয়া হয়, তাতে নানান

রিলিফ কিচেনে খাদ্য প্রার্থীগণ

বিভিন্ন জেলায় মৃত্যুর হার

৩০শে অক্টোবর, এ-পি-র খবর :—ফরিদপুর জেলায় ২৩শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে কলেরায় ২৭৪ জন মারা গিয়াছে। আগের সপ্তাহে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ২২২।

কুমিল্লা

৩১শে অক্টোবরঃ, ইউ-পি-র খবর :—

গৌরীপুর ইউনিয়নে গত ২ মাসে অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে ৫০০

সুন্দলপুর ইউনিয়নে গত ৩ মাসে মৃত্যু হইয়াছে ১০০, শিশু মৃত্যু ৫০

দাদকান্দি ইউনিয়নে গত ৩ মাসে মৃত্যু হইয়াছে ৩৫০

ইলিয়টগঞ্জ ইউনিয়নে গত ৩ মাসে মৃত্যু হইয়াছে ৩৩০

২৮শে অক্টোবর, এ-পি-র খবর—চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ থানায় বিভিন্ন ইউনিয়নে মৃত্যুর হার :—

হামচাপুর—৩৫, খাঞ্জুরিয়া—২২, গুপ্তি—৪৮, বৈচাতারি—৩৮, দাতরা—১৯। ১লা হইতে ২৪শে অক্টোবর চাঁদপুরের রাস্তায় মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে—২২৫, হাসপাতালেও প্রায় এইরূপই মৃত্যুর সংখ্যা।

ইউ-পি-র খবরে প্রকাশ পাবনা জেলায় চন্দুরারা ও বাইশবাড়ী গ্রামে সেপ্টেম্বর হইতে ২৮শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ১০৩ জন মেয়ে ও শিশু অনাহারে মারা গিয়াছে।

লক্ষ্মীকান্তপুর ক্যাম্প

এখানে সবশুদ্ধ ২ হাজার লোককে রাখিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এত লোক ধরিবার মত জায়গা এখানে নাই। ২৭শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এই ক্যাম্পে মাত্র ৮৩ জন লোক ভর্ত্তি হইয়াছে।

বাজে জিনিষ মিশাইয়া দেওয়ার ফলে পেটের রোগ লাগিয়াই আছে।

এই সব আভ্যন্তরিক বে-বন্দোবস্ত ছাড়া ক্যাম্প সম্বন্ধে উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতাও মারাত্মক। ক্যাম্পের চাউল নাই, অথচ তার জন্য তিন চার দিন ধরিয়া কলিকাতায় আনাগোনা করিয়াও সময় মত সরবরাহ মেলে না। ফলে ক্যাম্পের দুঃস্থদের না খাইয়া বা আধপেটা খাইয়া থাকিতে হয়।

স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে এই ক্যাম্পের যেন অসহযোগিতা। তারা কোনরকমে ক্যাম্পের খাওয়া দাওয়া, কাজ কর্ম্মে সাহায্য করে না। একটি কমিটি আছে ক্যাম্প তত্ত্বাবধান করিবার জন্য, কিন্তু কমিটির সভ্যদেরও বিশেষ আগ্রহ নাই। খাদ্য সরবরাহ যা হয়, তাও যে ঠিকমত ব্যবহার করা হয় বলিয়া মনে হয় না।

সরকারী রিলিফ কিচেনগুলির অবস্থা

দুঃস্থ ক্যাম্পের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী রিলিফ কিচেনগুলির প্রয়োজনীয়তাও খুব বাড়িয়া গিয়াছে। কেননা, যে সব দুঃস্থ ক্যাম্পে আশ্রয় পায় না, তাদের ভরসা এই রিলিফ কিচেন। কিন্তু রিলিফ কিচেনের বে-বন্দোবস্ত আরো বেশী।

গোচারণ, গোয়ালবাড়ী, কেশবপুর, সূর্য্যপুর প্রভৃতি জায়গার রিলিফ কিচেনগুলির আহার্য্যের ব্যবস্থা মোটেই ভাল নয়। খিচুড়ীর মধ্যে অনেক জায়গায় জলের মাত্রাই বেশী। স্থানীয় লোকেরা সন্দেহ করে যে কিচেনের জন্য যে খাদ্য দ্রব্য আসে তার অনেকাংশ গোপনে বিক্রয় হয়। খিচুড়ীতে চাল-ডালের চেয়ে বজরাই বেশী দেওয়া হয় এবং তা খাইয়া লোকেরা পেটের অসুখ, কলেরা প্রভৃতি রোগে ভোগে।

কলিকাতার রাস্তায়

বাসে করে চলেছি কলিকাতার পথে। খানিকক্ষণের মধ্যেই বাসটা একটা 'ষ্টপের' কাছে এসে দাঁড়াল। পাশে একটা মিষ্টির দোকানের সামনে, ফুটপাতের ওপরের ডাষ্টবিনটা শালপাতার ঠোঙ্গায় স্তূপাকার হয়ে আছে। আমাদের বাসটার পেছনে এসেছে করপোরেশনের লরীখানা—আবর্জ্জনা তুলে নেবার জন্য। দুটা শীর্ণ ছেলে, আর একটা মেয়ে অক্লান্তভাবে খুঁজে চলছে শালপাতার ঠোঙ্গার স্তূপের মাঝে; দুই হাত দিয়ে ঠোঙ্গাকে ধরে জিভ দিয়ে চেটে নিচ্ছে জিলিপী আর রসগোল্লার শুকিয়ে যাওয়া রস। মেয়েটা পেয়েছে একটুকরা রুটী আর একটু তরকারী এরই মাঝ থেকে। ছেলেটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হল—অনেক শালপাতাই খোঁজা হয় নি এখনো, অথচ করপোরেশনের লরীটাত এসেই গেছে। খোঁজা আর হল না, ধারুড় এসে হাঁক্‌ল—ভাগ, ভাগ.....।

* * * *

এসপ্লানেড ছাড়িয়ে বাস এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ পেছন থেকে একজন ট্রাফিক পুলিশ হাঁকল—রোখ্‌কে। হাঁকাতে হাঁকাতে সে এসে বল্‌ল বাস ড্রাইভারকে যে সামনে ঐ যে লরীটা যাচ্ছে, ওটা বোধ হয় চাল নিয়ে পালাচ্ছে। দেখা গেল, সামনের লরীটা বস্তায় ভরা, প্রায় দোতালা বাসের মত উঁচু হয়ে আছে বস্তায়। বোঝা গেল বস্তাগুলো চাল বোঝাই—কোনো মজুতদার লুকানো চাল পাচার করছে।

লরী চালক পালাবার চেষ্টা করছে, আমাদের বাসটা তার পিছু নিল। যাত্রীদের মধ্যে উত্তেজনা। একজন যাত্রী বল্‌ল। কি সাংঘাতিক কাণ্ড দেখেছেন, চাল লুকিয়ে রেখে চুপি চুপি সরাবার তালে আছে।' আর একজন বল্‌ল: 'চালগুলা এবার বাজারে আসবে।'

শেষ পর্য্যন্ত লরীটা ধরা পড়ল। যাত্রীরা বলাবলি করছে: বস্তা তো কম নয়, অনেক চাল দেখ্‌ছি। লোকে ডাষ্টবিনের এঁটো কুড়িয়ে খাচ্ছে, আর এদিকে চোরাকারবারী বড়লোক হয়ে যাচ্ছে!

রিলিফ কিচেনের চালেও চোরা কারবার চলে!

রামকৃষ্ণপুর ২৪ পরগণা জেলার কুলটী থানার একটি গ্রাম। এখানকার রিলিফ কিচেনের অন্যতম কর্ত্তা গ্রামের জমিদার বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ।

২৭শে অক্টোবর সন্ধ্যা রাত্রি। গ্রামের পথে কয়েকজন গ্রামবাসী লণ্ঠনের বাতিতে হঠাৎ দেখিতে পাইল, তিন বস্তা চাউল লইয়া যাওয়া হইতেছে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—চাউল কার?

'চাউল বঙ্কিম ঘোষের'।

গ্রামবাসী জমিদারের নাম শুনিয়াও ছাড়িবার পাত্র নয়। তাহারা চাউলসহ বঙ্কিম ঘোষের বাড়ী আসিয়া হাজির। রিলিফ কিচেনের চাউলের হিসাব হইল। দেখা গেল এই চাউল রিলিফ কিচেনের।

খবর পাইয়া পুলিশ আসিয়া হাজির। দারোগা 'বাবুর হুকুম হইল—রিলিফ কিচেন বন্ধ করিয়া দাও। গ্রামবাসী তাহাতেও ভয় পাইল না। তাহারা সকলে মিলিতভাবে দাবী করিল—রিলিফ কিচেন চালু রাখিতে হইবে, বঙ্কিম ঘোষকে কর্ম্মকর্ত্তার কাজ হইতে বরখাস্ত করিয়া গ্রামের অপর একজন প্রতিনিধির উপর ভার দিতে হইবে, চোরাবাজারে মাল যাহাতে না যাইতে পারে তাহার জন্য আরো কড়া নজর রাখিতে হইবে। রিলিফের কাজে চুরি বন্ধ করার ভার গ্রামবাসীকেই লইতে হইবে, রামকৃষ্ণপুর তাহার পথ দেখাইল।

নীলফামারীকে বাঁচাও

রিলিফের কাজে সমস্ত দলের দেশভক্তদের মিলিত প্রচেষ্টা
'আমন' রক্ষার সম্মিলিত আয়োজন

চারিদিকে মৃত্যু ও হাহাকার

নীলফামারী মহকুমার মোট জনসংখ্যা ৬ লক্ষ ২৫ হাজার। সারা রংপুর জেলার গত কয়েক মাসে ৫০০০০ লোক অনাহারে ও মহামারীতে মারা গিয়াছে। এই মৃত্যু সংখ্যার বার আনা অংশই নীলফামারী মহকুমার দুঃস্থ গ্রামের লোক।

নীলফামারী, ডোমার, কিশোরগঞ্জ, সৈয়দপুর ও জলঢাকা—এই কয়টি থানার লোকই সবচেয়ে বেশী শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছে। মহকুমার শহর, বন্দর ও গ্রামে প্রত্যহ কম পক্ষে ৫০ জন করিয়া মরিতেছে। লম্পীচাপ, বড়তিটা ও খোকসামারীর কয়েকটা অঞ্চলের জমিতে ধান ফলিয়াছে, কিন্তু জমিতে যাহারা চাষ করিয়াছিল তাহারা হয় মরিয়া গিয়াছে নতুবা তাহাদের জমি ফসল সমেত কম মূল্যে জোতদার ও মহাজনদের নিকট বিক্রয় করা হইয়াছে। ডিমলা ছাড়া অন্যান্য থানার জমির ফসল কাটিবার জন্য লোক নাই।

পাবনা জেলার একটী গ্রাম্য অঞ্চলে ৫৪টী পরিবারের ২৪১ জন লোকের মধ্যে এখন মাত্র ৭১ জন জীবিত আছে। তার মধ্যেও অনেকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। (ইউ-পির খবর)

সমগ্র মহকুমায় দারুণভাবে কলেরার প্রকোপ লাগিয়াছে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেষ্টায় বহু কলেরা ইঞ্জেকশন দেওয়া হইয়াছে। স্যানিটারী ইনস্পেক্টর সাধারণ লোক ও অন্যান্য সমস্ত দেশভক্ত মিলিয়া ১৫ দিনের মধ্যে কলেরার প্রকোপ কিছু পরিমাণ থামাইতে সক্ষম হইয়াছে। নীলফামারী ও ডোমারের রাস্তায় এখনও লোক মরিয়া পড়িয়া থাকে। সহর ও বন্দরগুলির রাস্তার যেখানে বান শবদেহ দেখিবেন। আর গ্রামের রাস্তায় যাহারা পড়িয়া আছে কে তাহার খোঁজ রাখে?

ধান-চালের অবস্থা

ডিমলা ও জলঢাকায় জোতদারদের হাতে কিছু মজুত ধান আছে। এই মজুত বাহির করিতে পারিলে মহকুমার প্রয়োজনের অতি ক্ষুদ্র অংশই মিটিতে পারে মাত্র। বোরাগাড়ী ও কৈমারী হাটে বার টাকা মণ দরে ধান বিক্রয় হইতেছে। আমন ধান এবার খুব ভালই হইয়াছে। কয়েকটী স্থানের খবর যে এত ফলন গত দশ বছরের ভিতর দেখা যায় নাই। কিন্তু জমির ফসল জমিতে থাকিতে থাকিতে বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। সরকারের গুদামে আছে ৯০০ মণ ধান ও ৪০০০ মণ চাউল—সম্প্রতি দুই ওয়াগন আটা গিয়াছে।

দুর্গতদের সাহায্যে

নীলফামারীর কর্ত্তৃপক্ষ মোটামুটিভাবে জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সহযোগিতা করিতেছেন। কিন্তু মহকুমার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যে অফুরন্ত সাহায্যের প্রয়োজন তাহার এক আনাও হইতেছে না। গত বছরের স্থানীয় ফসলের এক ডোমার হইতেই প্রায় ৭০,০০০ মণ চাউল রপ্তানী হইয়া গিয়াছে আর সেই জায়গায়ই শতকরা ৯০ জন চাষীর একবেলারও অন্ন নাই। নীলফামারীতে চাউল ধান প্রেরণকে সর্ব্বাগ্রে স্থান না দিয়া অন্যত্র চাউল পাঠানের জন্যও সরকারের চেষ্টা হইতেছে। সম্প্রতি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলা হইয়াছে রংপুর হইতে দশ হাজার মণ খাদ্যশস্য অন্য জেলার পাঠাইতে হইবে অথচ ইহার বিরুদ্ধে কেহই উচ্চবাচ্য করিতেছে না।

নীলফামারী, সৈয়দপুর ও ডোমার এই তিনটি স্থানে "মিলিত খাদ্য কমিটি", "বঙ্গীয় রিলিফ কমিটি" ও লীগের কর্ম্মীদের চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত ২টী শিশুসদন, ৩টী হাঁসপাতাল, ৩টি সত্রাদরের ক্যান্টিন ও ৪টী নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্যশস্য বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া মফঃস্বলে ইউনিয়ন রিলিফ কমিটি মারফৎ ৬০টী লঙ্গরখানা চলিতেছে। কয়েকজন মাড়োয়ারী ব্যবসাদার ব্যক্তিগতভাবে ৩টী রিলিফ কিচেন চালাইতেছেন। সমস্ত মিলাইয়া সমগ্র মহকুমার এইভাবে ৬০ হাজার লোক একবেলা করিয়া খাইতে পাইতেছে।

নীলফামারীতে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির চেষ্টায় জনসাধারণের নিকট অর্থ আদায় করিয়া দৈনিক ১৫ সের দুধ শিশুদের মধ্যে বিতরণ করিতেছে এবং ১০০ জন গরীব লোককে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় জোগাইয়াছে। ডোমারের মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ৩০০টী শিশুকে দুধ ও শটী বিতরণ করিতেছে। নীলফামারীর শিশুসদনে ৫০ জন শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবাশুশ্রূষা চলিতেছে—একজন মহিলা কর্ম্মী সেখানে নার্সের কাজ করিতেছেন। স্থানীয় মুসলমান নেতা সমসুর মিঞা শিশুসদন পরিদর্শনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। নীলফামারী সহরে প্রায় ৩০০ জন গরীব মধ্যবিত্ত সস্তাদরে ক্যানটিনে আহার পাইতেছে। সহর ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকদের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ দৈনিক ৪০ মণ ধান ও ২৫ মণ চাল দিতেছে—স্থানীয় খাদ্য কমিটি তাহা দৈনিক কার্ডের সাহায্যে বিতরণ করিতেছে। ১২০০ পরিবার মণ প্রতি ১৬৲ টাকা বাঁধা দরে আড়াই সের করিয়া প্রতি সপ্তাহে পাইতেছে। ইহা ছাড়া বঙ্গীয় রিলিফ কমিটির কর্ম্মীরা কন্‌ট্রোল দরে ৪ মণ চাল দিতেছেন এবং ১ মণ চাল বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। তাহারা ১৫ সের শটী বিনামূল্যে বিলি করিতেছেন।

মিলিত প্রচেষ্টার সুরু

সমগ্র মহকুমার যেখানে দুই লক্ষ লোককে সাহায্য দানের প্রয়োজন সেখানে এইভাবে বিছিন্ন দুই চারিটি কেন্দ্রের প্রচেষ্টায় রিলিফের কাজ সফল হইতেছে না। ইহা লক্ষ্য করিয়া নীলফামারীতে একটা সম্মিলিত খাদ্য সম্মেলন করা হইয়াছে। এই সম্মেলনে সমস্ত দল একত্রিত হইয়া মিলিত আয়োজন সুরু করিয়াছে।

প্রাচীন কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত তারক চক্রবর্ত্তী হইতে সুরু করিয়া মহাসভা, লীগ ও কমিনিষ্ট কর্ম্মী সকলে মিলিয়া একটী সুচিন্তিত পরিকল্পনা এই সম্মেলনে গ্রহণ করেন।

এই খাদ্য সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী কংগ্রেস হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি এবং অন্যান্য কয়েকজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি লইয়া ২২ জনের একটী প্রতিনিধি মূলক শক্তিশালী রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে। সেই দিনই মৌলভী আবু হোসেন সরকারে প্রচেষ্টায় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া নীলফামারীতে একটী দরদের আশ্রয় খোলার ব্যবস্থা হইয়া গেল। এই কমিটির সম্পাদকগণ বঙ্গীয় রিলিফ কমিটি, পীপলস্ রিলিফ কমিটি, বেঙ্গল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট সাহায্যের আবেদন পাঠাইলেন।

শুধু রিলিফ নয়—আমনের ব্যবস্থা চাই

সম্মেলনে আর একটী প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—দুর্ভিক্ষের হাত হইতে বাঁচিতে হইলে (১) এখুনি আমাদের মহকুমাবাসী প্রতি ইউনিয়নে সকল দল ও দেশপ্রেমিক একত্র হইয়া জনগণের শক্তিশালী খাদ্য কমিটি গড়িয়া তুলিতে হইবে। যেখানে খাদ্য কমিটি আছে তাহাকে জনসভায় সমর্থিত ও সংশোধিত করিয়া সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। (২) প্রত্যেক ইউনিয়নের সঠিক লোক সংখ্যার ভিত্তিতে বছরের খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা খাদ্য কমিটির হাতে রাখিতে হইবে। (৩) মজুতদারদের প্রতি কথা খাদ্যশস্য উদ্ধার করিতে হইবে। কৃষকদের বিক্রীর উপযোগী খাদ্য শস্য মজুতদারদের কাছে না বেচিয়া জনসাধারণের খাদ্য ভাণ্ডার সমবায় বা খাদ্য কমিটির মনোনীত সাধু ব্যবসায়ীদের সাহায্যে কন্‌ট্রোল দরে কেনা বেচার ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৪) প্রতিটি ইউনিয়নে বরাদ্দ প্রথায় সরবরাহ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে। (৫) প্রতি ইউনিয়নের উদ্বৃত্ত ফসল ঘাটতি ও প্রয়োজনীয় অঞ্চলে খাদ্যকমিটির মারফৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারী এজেন্টগণ বাড়তি ফসল ক্রয় করিলে তাহা কোন্ ঘাটতি অঞ্চল বা সহরে সরবরাহ করা হইবে এ সকল তথ্য জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে হইবে।

অন্নাভাবের দরুণ বালিকা বিক্রয়

নেত্রকোণা রিলিফ কমিটির সেক্রেটারীর নেতৃত্বে স্থানীয় বিভিন্ন দল মহকুমা হাকিমের সাহায্যে ২৮শে অক্টোবর রাত্রিতে পতিতালয় হইতে ১২টী বালিকাকে উদ্ধার করিয়াছে। প্রকাশ, ঐ সকল বালিকাকে ১০ আনা হইতে ১।০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছিল।

কন্দিরপুরের চাকণ্ড গ্রামের রিলিফ সোসাইটীর সম্পাদক জানাইতেছেন যে একটী বিধবা যুবতীকে উদ্ধার করা হইয়াছে। অন্নাভাবের দরুণ স্ত্রীলোকটীকে ২৩ টাকা মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছিল।

গ্রামে গ্রামে প্রচারের জন্য কংগ্রেস নেতাদের আহ্বান

মুন্সিগঞ্জ নেতা মনসুর মিঞা সম্মেলনের উদ্বোধনে এই পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মী মোহিত ভট্টাচার্য্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত সুরেন দাস প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠিয়া কৃষক ও মধ্যবিত্ত সকলের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগাইয়া তুলিবার জন্য আহ্বান জানান যে এই গ্রামগুলি সুসম্পন্ন করিবার জন্য প্রত্যেক দলের কর্ম্মীকে গ্রামের কৃষকদের মধ্যে বুঝাইতে হইবে। বাংলা দেশকে ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইবার জন্য সকল দল মিলিত হইয়া প্রচারও সংগঠনে বাহির হইতে হইবে। প্রত্যেক ইউনিয়ন ও গ্রামে সভা মিছিল করিয়া কৃষকদের বুঝাইতে হইবে মজুতদারকে ধান দিও না, কন্‌ট্রোল দরে খাদ্য কমিটির মারফৎ কেনা বেচা কর।

সমগ্র মহকুমার আগামী একুশ দিনের মধ্যে ৫২টা সভা ও ১৭টী খাদ্য সম্মেলন করা এবং ৪৭টী খাদ্য কমিটি গঠন করার আয়োজন করা হয়। এই সমস্ত সভা সম্মেলনে প্রচারের জন্য লীগের বদির মিঞা, কংগ্রেসের সুরেনবাবু ও কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা ইউনিয়নে ইউনিয়নে বাহির হইবেন। এই ভাবে সমগ্র মহকুমার রিলিফ ও আমন রক্ষার কাজ সফল হইয়া উঠিবে।

জনগণের সাহায্যে তোমায়ে একমান গজিয়া কিছু ধান চাউল বিলি করার পর স্থানীয় কর্ম্মীরা কর্ত্তৃপক্ষকে আবেদন জানায়, এস-ডি-ও প্রতি সপ্তাহে ১০০ মণ চাউল দিবার ব্যবস্থা করেন। তোমারের লঙ্গরখানায় ১২০০ লোক খাইতেছে এবং প্রচুর পরিমাণে দুঃস্থ লোক আসিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। দৈনিক ৪০ মণ চাউল সরবরাহ হইতেছে অথচ এই অঞ্চলের প্রয়োজন আরো শতগুণ বেশী, কারণ সরবরাহ কেন্দ্র হইতে ইউনিয়নের সমস্ত লোক সাহায্যের জন্য তাকাইয়া আছে। বড়তিটা অঞ্চলে দশ হাজার লোক অনাহারে আছে অথচ নিয়মিত খাদ্য সরবরাহের উপযুক্ত কোন ব্যবস্থাই হয় নাই।

নীলফামারীতে মজুত উদ্ধার করিয়া ২২০০ মণ ধান পাওয়া গিয়াছিল কিন্তু তাহা হইতে মাত্র ৯০০ মণ স্থানীয় সমবায় ও দোকানগুলি বিক্রয়ের জন্য পাইয়াছিল।

নীলফামারী, সৈয়দপুর ও ডোমারে ১লা নভেম্বর হইতে পুরা বরাদ্দ প্রথা চালানর কথা ছিল। এজন্য সম্পূর্ণ ব্যবস্থা এখনও হইয়া উঠে নাই। নীলফামারী সহরের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ প্রথমে জনগণের খাদ্য কমিটিকে বাদ দিয়া কয়েকজন স্কুল শিক্ষককে ভার দিয়াছিল, বর্ত্তমানে আবার স্থানীয় খাদ্য আন্দোলনের নেতা নকুলেশর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে বরাদ্দ চালুর ভার দিয়াছে।

ভারতের সাহায্যে আমেরিকার মজুর

রয়টারের খবরে প্রকাশ, আমেরিকার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অর্গানিজেশন কংগ্রেসের রিলিফ কমিটী ভারতের দুর্ভিক্ষপীড়িত অধিবাসীদের সাহায্যার্থে ১ লক্ষ ডলার (প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা) পাঠানর সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

পিপলস্ রিলিফ কমিটী, (বেঙ্গল)

পিপলস্ রিলিফ কমিটিতে নিম্নলিখিত জায়গা হইতে অর্থ সাহায্য আসিয়াছে :—

অমলনির, গিরনী কামগার ইউনিয়ন—বাংলার সাহায্যের জন্য প্রথম দফা হিসাবে ১০০০ টাকা পাঠাইয়াছে।

লিফিয়া নেভিগেশন, বোম্বাই—কর্ম্মচারীদের মধ্য হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রথম দফা হিসাবে ২৩০ টাকা পাঠাইয়াছে।

আমেদাবাদ লাল মিল, তাঁত ঘর—তাঁতীরা, হেড জবার ও লাইন জবার সকলে মিলিয়া একটি রিলিফ কমিটী গড়িয়াছেন। তাঁরা সংগৃহীত ৯৮৩ টাকার একটি চেক পাঠাইয়াছেন।

ডিব্রুগড়, মিউ ওয়ার্কসপ—এই কারখানার মজুররা দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে। আগেই ইহারা বন্যা পীড়িতের জন্য সাহায্য পাঠাইয়াছে। চট্টগ্রামের বোমা বিধ্বস্ত নরনারীর জন্যও সাহায্য পাঠাইয়াছে। সম্প্রতি পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটির কাছে ইহাদের কাছ হইতে ১০০৲ সাহায্য আসিয়াছে।

কালকা রিলিফ কমিটি—তিন দফার মিঃ রামলাল বর্ম্মার মারফৎ ৩০০৲ পাঠাইয়াছে।

উজ্জয়িনী টেক্সটাইল মিল মজুর মজুরদের মধ্য হইতে সংগৃহীত ৭৭৫ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

বর্দ্ধমানের জন্য বিশেষ সাহায্য—কলিকাতার ব্যবসায়ী মিঃ বিভূতি ভূষণ দত্ত ৫০০৲ দিয়াছেন। তিনি উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন যে বর্দ্ধমানের দুর্গতদের জন্য বিশেষ করিয়া ইহা দেওয়া হইয়াছে।

বিশ্ব বিপ্লবের পথে

১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্য লাভ করে। তখনও বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ শান্ত হয় নাই। দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদীরা তখনো পৃথিবীকে ভাগ করিবার সুখের স্বপ্নে বিভোর। মিত্রশক্তি জার্ম্মাণীকে জব্দ করিবার নানা কৌশল আঁটিতেছে আর কাইজার কোন রকমে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিতেছে। অস্ত্রশস্ত্রের বল—না হয় কূটনীতির বল—এই দুই সবল করিয়া যে যাহার স্বার্থ সমাধান করিবে ইহাই ছিল স্থির। জনগণের আন্দোলনকে ইহারা দাবাইয়া রাখিয়াছিল—আন্তর্জাতিক সোস্যাল ডেমক্রাসীকে তাহারা যুদ্ধের চাকায় বাধিয়া দিয়াছিল এবং উহাদের বিশ্বাসঘাতকতাকে ভিত্তি করিয়া তাহারা শ্রমিকদের মাথার উপর দিয়া সর্ব্বরকম দুর্নীতি চাপাইয়া যাইবে ভাবিয়াছিল। যুদ্ধে যে পক্ষের হার বা জিত হোক না কেন—সমাজ বিপ্লবকে যে তাহারা চিরকালের মত লোহার সিন্ধুকে বন্ধ রাখিয়াছে এ বিষয়ে তাহারা নিশ্চিন্ত ছিল। এই পরম নিশ্চিন্ততার মধ্যে খবর আসিল রুশদেশে সমাজ বিপ্লব সাধিত হইয়াছে এবং রুশ শ্রমিক ও কৃষকের বৈপ্লবিক আহ্বান ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সৈন্য, শ্রমিক ও প্রগতিশীল নরনারীকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। সেই আহ্বানে সংগঠনের অভাব, নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা ও দুর্ব্বলতা এবং শাসকশ্রেণীর অপরিমিত সামরিক শক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া মুক্তিপাগল জনসাধারণ সেদিন দেশে দেশে বিপ্লবের আগুন জ্বালাইয়া তুলিল।

ফিনল্যাণ্ড

রুশ বিপ্লবের ফলে সোভিয়েট রুশ ফিনল্যাণ্ডকে জারের সাম্রাজ্যবাদের হাত হইতে মুক্তি দেয়। কিন্তু সেখানকার ধনী ও শোষক সম্প্রদায় নূতন দাসত্ব প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করে। তাই দেখা যায় যে গোটা ১৯১৭-১৮ সালে ফিনল্যাণ্ডে ধর্ম্মঘটের পর ধর্ম্মঘট হইতেছে। আত্মহত্যার রণক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত ফিন সৈন্যেরা ডেভগার্ড গঠন করিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহ

> সর্ব্বজাতির সমান অধিকার ও সকল পরাধীন দেশের স্বাধীনতা স্থাপনই এ যুদ্ধে আমাদের লক্ষ্য।
>
> —ষ্টালিন

পরিচালনা সুরু করিতেছে। কিন্তু ফিনিশ ধনিকদের প্রতিনিধি, বর্ত্তমানে হিটলারের চর মার্শাল মানারহিম জার্ম্মাণ সৈন্যের সাহায্যে অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়া এই বিপ্লব দমন করে। মানারহিমের ভাড়াটে গুণ্ডারা ১৫০০০ নরনারীকে হত্যা করে। ৭০৯১৫ জন (ঠিকার মধ্যে :স্বীলোক ৪৫০০) বিদ্রোহীকে জেলে পাঠায়।

ব্যাভেরিয়া

১৯১৮ সালের ৭ই ও ৮ই নভেম্বর মিউনিক সহরে বিপ্লব সুরু হয়। ইস্‌নার নামক একজন সমাজতন্ত্রীর নেতৃত্বে একটী সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র গঠিত হয়। জগদ্বিখ্যাত ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক আর্ণষ্টটলার এই গণতন্ত্রের সহ-সভাপতি হইয়াছিলেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী আইন সভার অধিবেশনের সময় ইস্‌নারকে প্রতিক্রিয়াশীলের দল গুলী করিয়া মারে এবং তাহার পরে বলশেভিকদের চেষ্টায় নূতন বিপ্লব ঘটে। বলশেভিকরা এখানে ৬ঠা এপ্রিল হইতে ১লা মে পর্য্যন্ত ক্ষমতা অধিকার করিয়াছিল।

হাঙ্গারী

যুদ্ধের শেষ দুই বৎসর শাসক শক্তির সমস্ত কৌশল ব্যর্থ করিয়া সৈন্যদলে, দেশের ভিতর কলকারখানায়, ক্ষেত খামারে জনগণ বিপ্লবের নেশায় পাগল হইয়া উঠে। গত ৫০ বছরে যাহা হয় নাই যুদ্ধের শেষে দুই বছরে তাহাই ঘটিয়া যায়। ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে মাগিয়ার অঞ্চলের জেলাগুলিতে রুশের অনুকরণে সৈন্য, ছাত্র ও মজুরদের কাউন্সিল (সোভিয়েট) তৈরী হয় এবং তাহারাই দেশের শাসনভার গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে ১৩শে নভেম্বর রাশিয়া হইতে বেলাকুন আসেন। ইনি আগে চাঙ্গারীতে এক ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট ছিলেন। পরে রাজনৈতিক অপরাধের জন্য নির্ব্বাসিত হন এবং রাশিয়ায় যাইয়া [illegible] সদস্যে আসেন ও লেনিনের শিষ্যত্ব শিক্ষিত হন। ইহার পরিচালনায় ২১শে মার্চ্চ মজুরেরা ক্ষমতা লাভ করে এবং সোভিয়েট তৈরী হয়। এলেক্সি গর্ব্বাই নামে একজন শিল্পী এই সোভিয়েটের সভাপতি হন ও বেলা কুন গবরাষ্ট্র সচিব হন। ১লা আগষ্ট পর্য্যন্ত ইহারা ক্ষমতা রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই অল্প কয়েক দিনের মধ্যে ইহারা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন সাধন করেন। ব্যাঙ্ক, ব্যবসা কলকারখানা প্রভৃতি যাবতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ইহারা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করেন এবং জনগণের মিলিসিয়াও গঠন করিতে সমর্থ হন।

জাপান

১৯১৮ সালে তেরাচাই মন্ত্রীত্বের সময় জাপানে ধর্ম্মঘট ও খাদ্য লুটপাটের স্রোত বহিতে থাকে। এই আন্দোলন গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করিবার দিকে ঝুঁকিয়াছিল। কিন্তু ইহা এতই প্রবল হইয়া উঠে যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা মন্ত্রীত্ব বদল করিয়া হারা পরিচালিত মন্ত্রীত্বের সাহায্যে ভোটাধিকার বাড়ায় এবং নির্ব্বাচনের নিয়ম কিছু শিথিল করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিতে চেষ্টা করে। আইন সভায় নির্ব্বাচিত হইতে হইলে আগে ১০ইয়েন জমা দিতে হইত—এই আন্দোলনের ফলে তাহা তিন ইয়েন হইয়া যায়। আসলে ইহার আগে জাপানে কোনরূপই সংগঠিত গণআন্দোলন ছিল না—কিন্তু বিশ্বের জনগণের বিপ্লবের ঢেউ এখানেও আসিয়া পৌঁছায় এবং জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে তাহাতে যোগ দেয়।

কোরিয়া

জাপানের অধীনে কোরিয়া। কোরিয়াতেও তাই স্বাধীনতার আন্দোলন এতদিনে দানা বাঁধিতেছিল। ১৯১৯ সালের মার্চ্চ মাসে দুইলক্ষ কোরিয়াবাসী কোরিয়ার রাজধানীর রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। সঙ্গে তাঁহাদের দাবী সম্বলিত ঘোষণা পত্র। ইহার একখানি প্যারিসের শান্তি বৈঠকে পাঠানো হইয়াছিল—আর একখানি জাপানী শাসকবর্গের কাছে পাঠাইবার জন্য ঐ শোভাযাত্রা। কোরিয়ার স্বাধীনতার আন্দোলন—আমাদের ভারতেরই কংগ্রেস আন্দোলনের মতই বহিংস। সেদিনের সেই শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন—৩০জন প্রতিনিধি। তাহাদের মধ্যে ১২জন ক্রীশ্চান, ১৫জন সিনতোয়া ও ৩জন বৌদ্ধ। জাপানী পুলিশ ইহাদের গ্রেপ্তার করে—এই অহিংস শোভাযাত্রার উপর গুলি চালায় এবং ১৫ দিনের মধ্যে ১০০০ কে গ্রেফতার করে, ১১,০০০ উপর লোককে বেত্রদণ্ড দেয়। ইহার পর তাহারা অত্যাচারের উপর অত্যাচার চালায়—কোরিয়াবাসীদের স্বাধীনতা স্বপ্নকে ডুবাইয়া দিবার জন্য।

ফ্রান্স

যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ফরাসী সরকার কৃষ্ণ সাগরের পথে ডেনিকিনকে সাহায্য করিবার জন্য জাহাজ বোঝাই অস্ত্র শস্ত্র ও রসদ পাঠায় এবং ওডেসা ও ক্রিমিয়াতে কয়েক ডিভিসন সৈন্যও পাঠায়। কিন্তু নৌ বাহিনীতে ফরাসী শ্রমিক আঁটে মাতির চেষ্টায় নাবিকেরা বিদ্রোহ করে। ফলে ফরাসী সরকার শিশু সোভিয়েটের উপর আক্রমণ থামাইতে বাধ্য হয়।

অপরদিকে যুদ্ধের পরে ১৯২০ সালের প্রথম ছয়মাসে—ফরাসীদেশে ধর্ম্মঘটের প্রবল বন্যা বহিতে থাকে। তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক নেতা মিলার্‌ঁ তখন মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাদের আসলরূপ শীঘ্রই জনগণের সামনে প্রকাশ হইয়া পড়ে। ফ্রান্সের রাস্তায় রাস্তায়, সহরের সহরের জনসাধারণের বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শনী দেখা যায়। সারা এসেনসিয়াল সার্ভিসের অর্থাৎ ট্রাম, গ্যাস, ইলেকট্রিসিটিতে ধর্ম্মঘট সুরু হইয়া যায়। বামপন্থী নেতৃত্বের আপোষ মনোভাবের ফলে তাহারা ধর্ম্মঘটগুলিকে বিপ্লবের পথে চালনা না করিয়া—সহরের শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার কাজে সরকারকে সাহায্য করিতে থাকেন।

> অন্যান্য দেশের বুর্জ্জোয়ারা যদি আমাদের বিরুদ্ধে হাত তোলে তো সেই সব দেশের শ্রমিকেরা সে হাত টানিয়া নামাইবে। —লেনিন

জার্ম্মানী

১৯১৭ সালের ১৭ই মার্চ্চ জার্ম্মানীতে প্রথম রুশ বিপ্লবের খবর পৌঁছায়। কাইজার ও তাহার অনুচররা বুঝিতে পারে তাহাদের দিন ফুরাইয়াছে। তাই অবিলম্বে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিশ্বাসঘাতক নেতাদের সহিত ব্যবস্থা করিয়া সুযোগ ও সুবিধা দিবার ছলে—ক্ষমতা রাখিবার কৌশল বিস্তার করে এবং জার্ম্মান সোস্যাল ডেমক্রাট নেতারাও সে পথে পা দেয়। কিন্তু জনগণ সহজে এ ফাঁদে পা দিতে চায় নাই—সামান্য ঘুষে তাহারা বিশ্বাস করে নাই। তাই বিপ্লবী দাবী ওঠে। কাইজার ইনসুরেক্সের নামে বার্লিন হইতে ২৯শে অক্টোবর পলায়ন করিয়া জেনারেল হেড কোয়ার্টারে আশ্রয় নেন। তাহার জয়না ছিল—সৈন্যেরা হয়তো তাহাদের সম্রাটকে মানিবে। হায়রে সম্রাট! সৈন্যরা তাহাকে চাহিল না—তাহারা আদেশ অমান্য করিল। আর্ম্মি হেডকোয়ার্টারকে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া তাহারা চলিয়া গেল—জার্ম্মান কৃষক মজুরের সন্তানরা কাইজারের প্রতি ঘৃণায়, অবহেলায় বিপ্লবের দিকে মুখ ফিরাইল।

নভেম্বর বিপ্লব

অপর দিকে জার্ম্মাণীর বিখ্যাত সামরিক বন্দর কিয়েলে নাবিকদের বিদ্রোহের খবর বিদ্যুৎগতিতে ছড়াইয়া পড়িল। কাইজারের সিংহাসন ত্যাগের পূর্ব্বেই প্রায় এক সপ্তাহ ধরিয়া তাহারা ঐ বন্দরটী অধিকার করিয়াছিল। নভেম্বরের প্রথম দিকে জাহাজীদের একটি কমিটি হয়। কিন্তু সামরিক কর্ত্তারা তাহাদের কাজ করিতে বাধা দেয়। নেতাদের গ্রেপ্তার করে। ইহার প্রতিবাদে সহস্র সহস্র শ্রমিকের শোভাযাত্রা হয়। সামরিক কর্ত্তারা গুলি চালায়। এই গুলির জনগণের সঙ্গে সৈন্যের বন্ধন বাড়াইয়া তোলে এবং পদাতিক বাহিনী মজুরদের সঙ্গে যোগ দেয়। কিয়েল হইতে এই বিদ্রোহের আগুন হামবুর্গ, হানোভার, কলোন, মিউনিক, ষ্টাটগার্ট, ব্রুনস্বিগ প্রভৃতি সব বড় বড় সহরে ছড়াইয়া পড়ে। এই বিপ্লবের মেরুদণ্ড ছিল জার্ম্মাণ শ্রমিক ও সৈন্যের কাউনসিল (সোভিয়েট)। ইহাদের মধ্য হইতে রব ওঠে কাইজারকে তাড়াও—৮ই নভেম্বরের সকালের মধ্যে কাইজারকে না

> দুনিয়ার বুর্জ্জোয়ারা আমাদের তুলনায় অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক হইতে শতগুণ বলশালী। কিন্তু বিপ্লব সারা দুনিয়ায় ছড়াইতেছে বলিয়াই উহারা আমাদিগকে মারিতে পারিবে না। —লেনিন

তাড়াইলে—সাধারণ ধর্ম্মঘট হইবে। এই চাপে পড়িয়া সোস্যাল ডেমক্রেটিক নেতারাও বলিতে বাধ্য হয় যে কাইজার না যাইলে তাহারা সরকারকে সমর্থন করিবে না। ৯ই নভেম্বরের সকালেও কাইজার সিংহাসন ত্যাগ করে নাই। বার্লিনে শ্রমিকেরা সাফল্যপূর্ণ ধর্ম্মঘট করিল। সৈন্যেরা অসামরিক বেশে ধর্ম্মঘটকারীদের সঙ্গে মিশিয়া গেল। কাইজার সিংহাসন ত্যাগ করিলে সোশাল ডেমক্রেটিক নেতা এবার্ট ও সিডম্যান প্রভৃতি শ্রিলম্যান্নকে চ্যান্সেলার করিয়া এক সরকার গঠন করে এবং জনসাধারণকে শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে ঘরে ফিরিয়া যাইতে আহ্বান করিল। কিন্তু বার্লিনের জনগণের দৃষ্টি তখন রক্তমাখা রক্ত পতাকায় নিবদ্ধ। তাই তাহারা বার্লিনে রাস্তা বাহিয়া বড় রাস্তা ধরিয়া রাজকীয় উদ্যানের মধ্য দিয়া রাজপ্রাসাদের দিকেই আগাইয়া চলিল। জনমানবহীন সেই রাজপ্রাসাদে তখনো একটী লাল পতাকা বাতাসে পৎ পৎ করিয়া উড়িতেছে।...৪০ মিঃ আগে এই রাস্তা দিয়াই তাহারা এমনি করিয়া আগাইয়া ছিল যুদ্ধের জন্য, প্রতিশোধ লইবার জন্য। আর ৪০ মাস যুদ্ধের পরে তাহারা চলিয়াছে শান্তির জন্য,

(শেষাংশ ৮ পাতায় দেখুন)

সুধী প্রধান

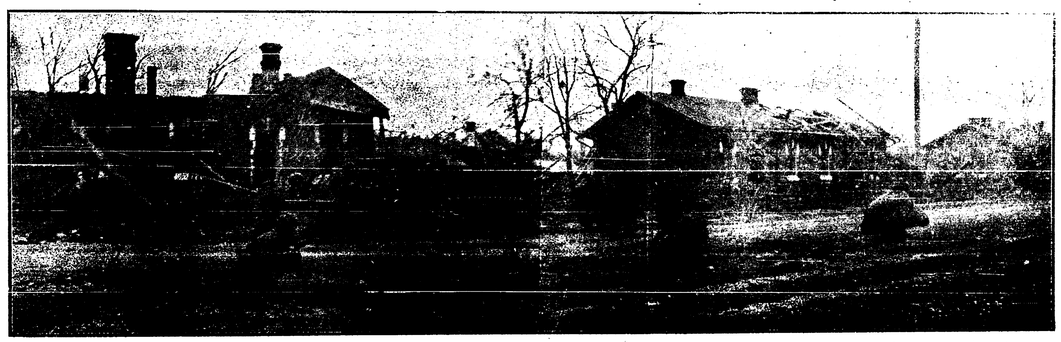

নভেম্বর বিপ্লবের পতাকাবাহী লালফৌজ

হিটলারের পথে পথে ধ্বংসের স্বাক্ষর

ইউরোপের দেশে দেশে

নভেম্বর বিপ্লবের জ্বালিত স্মৃতি বাহিকী। ২৬ বছর আগে এই সপ্তাহে দুনিয়ার নিপীড়িত জনগণের সামনে মুক্তির প্রতীক হিসাবে নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়া সোভিয়েট রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছিল। ২৬ বছরে ইহা পূর্ণশক্তিতে বাড়িয়া উঠিয়াছে।

হিটলারী দস্যুরা যে দিন ইহার গলা টিপিয়া মারার পার্ব্বা লইয়া গর্জ্জিত ভাবে ইহার উপর অতর্কিতে ঝাপাইয়া পড়িয়াছিল সেই দিন হইতেই এবং বিশেষ করিয়া লেনিনগ্রাদ, মস্কো ও ষ্টালিনগ্রাদের দুর্জ্জয় প্রতিরোধের মধ্যে সোভিয়েট শক্তি তাহার সত্যিকারের রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। খারকভ, স্মোলেনস্ক ও নীপারের তীরে লালফৌজের দুর্ব্বার জয়যাত্রা দুনিয়াকে স্তম্ভিতকের ইঙ্গিত দিতেছে।

আজ নভেম্বর বিপ্লব ও তাহার শিক্ষা কেবল মাত্র সোভিয়েট সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই। আজ কেবল লালফৌজই ইহার একমাত্র বাহক নহে—প্রত্যেক দেশে, বিশেষ করিয়া ইয়োরোপ খণ্ডে ইহার তাৎপর্য্য দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছে।

খাস জার্ম্মাণীতে

জার্ম্মাণীতে বিপ্লবের বিস্তৃতি সম্বন্ধে কমরেড ষ্টালিন ১৯৪১ সালে নভেম্বর বিপ্লবের ২৪শ স্মৃতি বার্ষিকীতে বলিয়াছিলেন—"যাহারা হিটলার ও তাহার অনুচরদের ন্যায় মূর্খ একমাত্র তাহারাই ইহা বুঝিতে অক্ষম যে জার্ম্মাণ সৈন্যদের পিছনে কেবলমাত্র ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের জনগণই নহে, খাস জার্ম্মাণীও একটা আগ্নেয়গিরি হিসাবে রহিয়াছে। ইহার অজ্যুৎপাতের আগুনে হিটলারী দানবেরা কবরস্থ হইবে"।

জার্ম্মাণীতে গণবিপ্লবের আগ্নেয়গিরি কি ভাবে ধুমায়িত হইয়া উঠিতেছে তাহার যতটুকু বিবরণ জার্ম্মাণীর বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে তাহা কমরেড ষ্টালিনের ভবিষ্যতবাণীর সত্যতাই প্রমাণ করিতেছে।

১৯৪১ সালের ৮ই অক্টোবর জার্ম্মাণ যুদ্ধবন্দীদের ৫৮নং ক্যাম্পে এক সম্মেলন হয়। সেখানে ১৫৮ জন জার্ম্মাণ যুদ্ধ বন্দী উপস্থিত ছিলেন। তাহারা জার্ম্মাণ জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বিশেষ করিয়া জার্ম্মাণ মজুরদের কাছে আবেদন করিয়া বলেন যে তাহারা যেন ধ্বংসমূলক কাজের সাহায্যে যুদ্ধ-প্রচেষ্টকে নষ্ট করে এবং হিটলারী নরঘাতকদের উচ্ছেদের জন্য সংঘবদ্ধ হয়।

২রা নভেম্বর ইকহলমের 'সোস্যাল ডিমোক্রাটেন' পত্রিকার বার্লিনস্থ সংবাদদাতা এই খবর দিয়াছেন যে লালফৌজের বিজয়ী অভিযানে এবং ইতালীতে মিত্রপক্ষের অগ্রগতির সংবাদে যে সকল জার্ম্মাণ অধিবাসীদের মধ্যে পরাজয়ের মনোভাব দেখা দিয়াছে ক্রমেই অধিক সংখ্যায় তাহাদের হত্যা করা হইতেছে। জার্ম্মাণ কাগজগুলিতে এই হত্যার যে বিবরণ বাহির হইতেছে তাহা হইতে দেখা যায় যে মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে দেহের হইতে আরম্ভ করিয়া সরকারী কর্ম্মচারী, মজুর প্রভৃতি সকল পর্য্যায়ের লোকই রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ সিনেমা অভিনেতা রবার্ট ডোরসেকে হত্যা করার বিবরণও প্রকাশিত হইয়াছে।

ইকহলমের ২৭শে অক্টোবরের খবর যে ইতালীর নৌবহরের আত্ম সমর্পনের খবর পাইয়া 'তিরপিজ' (৩৫,০০০ টন), 'সানহাই' (২৬,০০০ টন), 'লুতসো' (১৯,০০০ টন) নামক জার্ম্মাণীর তিনটী বড় যুদ্ধ জাহাজের নাবিকরা ঐগুলির কলকব্জা বিকল করিয়া রাখে।

ওস্‌লো হইতে ৬ই অক্টোবর খবর পাওয়া গিয়াছে যে জার্ম্মাণ নাবিকদের মধ্যে ১৯১৮ সালের 'কিয়েল বিদ্রোহের' আলোচনা, চলতি ব্যবস্থার সম্বন্ধে অসন্তোষ, নাবিক ও নৌ-সৈন্যদের গ্রেপ্তার প্রভৃতি হইতে ইহাই পরিষ্কার বোঝা যায় যে জার্ম্মাণ নৌ-সৈন্য ও ইউ-বোট নাবিকদের মধ্যে অসন্তোষ, হতাশা ও পরাজয়ের মনোভাব ছড়াইয়া পড়িতেছে। কিছুদিন থেকে বিভিন্ন জার্ম্মাণ নৌ-ঘাঁটি হইতে ইউ-বোটের নাবিক ও নৌ-সৈন্যদের মধ্যে গোলযোগের খবর পাওয়া যাইতেছে।

...'ভেনস্কা দাগা ব্লাদেৎ' পত্রিকার বার্লিনস্থ সংবাদদাতা ৩রা নভেম্বর সংবাদ দিয়াছেন যে, জার্ম্মাণীর অভ্যন্তরে ভয়ানক গোলযোগ দেখা দিয়াছে। এমন কি বার্লিন প্রভৃতি অনেকগুলি সহরে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছে।

অষ্ট্রীয়া

অষ্ট্রীয়া ১৯৩৮ সাল হইতে জার্ম্মাণরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। বার্ণের একটি খবরে প্রকাশ যে মস্কো ত্রিশক্তি সম্মেলনের ঘোষণার পরে ভিয়েনা এবং অষ্ট্রীয়ার অন্যান্য সহরে দেশভক্তদের প্রতিবাদ সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হইতেছে। হিটলারী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব ক্রমেই ছড়াইয়া পড়িতেছে। অক্টোবর মাসের প্রথম ১৫ দিনে ৪০০ লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যেও ইহা সংক্রামিত হইতেছে। তাহাদেরও অনেককে ধরা পড়িয়াছে। ভিয়েনার প্রধান প্রধান রাস্তার বাড়ীর দেওয়ালে হিটলার-বিরোধী গোপনে ভরিয়া যাইতেছে। জনসাধারণই আগাইয়া আসিয়া ইহা লিখিতেছে।

অধিকৃত ইয়োরোপে

যুগোস্লাভিয়া

নিজেদের দেশকে নাৎসী ফাশিষ্ট দস্যুদের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য যাহারা সুরু হইতেই গেরিলা কায়দায় লড়িতেছিল, আজ তাহারা ৩ লক্ষ সৈন্যের এক সুসংহত বাহিনীতে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে।

দানিয়ের পৃষ্ঠলে বীঁধিয়া হিটলার যে যুগোস্লাভিয়াকে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিল, সেই যুগোস্লাভিয়াই অধিকৃত দেশগুলির মধ্যে সকলের আগে নিজ দেশের জমিতে একটি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার পরে এখানেই হিটলার সবচেয়ে বেশী ঘায়েল হইতেছে। এমন একটিও দিন বাদ যায় না যখন সার্ব্ব, ক্রোট, স্লোভেন প্রভৃতি জাতিগুলির জনগণ স্বাধীন যুগোস্লাভ মুক্তিফৌজের অধীনে একটির পর একটি সহর অথবা জনপদ নিজেদের দখলে না আনিতেছে।

... ৪র্থ মন্টোনিগ্রিন ব্রিগেডের সৈন্যরা সাফল্যের সহিত যুদ্ধের পর কেলোসিন সহরটি দখল করিয়াছে।

...১ম ক্রোট কোর জাগ্রেব-সুজাক লাইনে জেনারেলস্কী-ইল নামক রেল ষ্টেশনটি দখল করিয়াছে।

... স্লোভেনিয়ার জার্ম্মাণ যান্ত্রিক বাহিনীর সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে।

...যুগোস্লাভিয়ায় যে সব ইতালীয় সৈন্যদল রহিয়াছে তাহাদিগকে যুগোস্লোভ মুক্তি ফৌজের সহিত মিলাইয়া লওয়া হইতেছে।

(স্বাধীন যুগোস্লাভিয়া রেডিও)

চেকোস্লোভাকিয়া

এখানেও সব কিছু শান্ত নয়। ষ্টক্‌হলমের খবরে প্রকাশ যে উত্তর মোরাভিয়ায় এক দেশপ্রেমিক গণঅভ্যুত্থান হইয়াছে। ফলে ওলোমুক নামক স্থানে ৫১৯ চেক দেশভক্তকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। ওলোমুক উত্তর মোরাভিয়ায় সব চেয়ে প্রধান শিল্পকেন্দ্র এবং রেল জংশন।

নিরঞ্জন সেন

...১০ই অক্টোবর জার্ম্মান রেডিও হইতে বলা হইয়াছে যে এথেন্স গ্যাস কারখানায় ধর্ম্মঘটের জন্য ৩ জন মজুরকে মৃত্যুদণ্ড এবং ৩৮ জনকে জেলে পাঠান হইয়াছে।

ইতালী

ইতালীয় জনগণের আন্দোলনের ফলে দস্যু মুসোলিনীর পতন হইয়াছে। মিলান, রোম, নেপলস্ এ মজুর ধর্ম্মঘট ও গণতান্ত্রিক আগরণই বাদোলিও গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য করিয়াছে হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে। ইহা ইতালীতে গণ আন্দোলনের জয়ই সূচিত করিতেছে।

উত্তর ইতালী এখনও হিটলার মুসোলিনীর অধীনে। গেরিলা কায়দায় বীর ইতালীয় জনসাধারণ ফাসিষ্ট নরঘাতকদের উৎখাত করিতেছে।

...সুইস পত্রিকা "লিবেরা ষ্ট্যাম্পা" খবর দিয়াছে যে উত্তর ইতালীতে গেরিলা যোদ্ধারা প্রতিদিনই লুকাইয়া জার্ম্মান সেনানায়কদের ও সৈন্য বোঝাই গাড়ী ধ্বংস করিতেছে। অস্ত্র, গোলাবারুদও নষ্ট করিয়া দিতেছে।

জার্ম্মানরা সেদিন ১০ জনকে ধরিয়া নেয় এবং ইতালীয়ানদের ভয় দেখাইবার জন্য তাহাদিগকে গুলি করিয়া হত্যা করে। বুগান হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে ২৭শে অক্টোবর রাত্রে মিলান সহরের রাস্তায় জার্ম্মান ও ইতালীয়ান সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মানরা কোন এক বাড়ীতে বন্দুক প্রভৃতি লুকানো দেখিতে পায়। বাড়ীর কর্ত্তাকে তাহারা তখনই গুলী করিয়া হত্যা করে। একজন ইতালীয়ান এই সংবাদ ইতালীর সৈন্যদের কাছে দেয়—তার ফলেই ঐ সংঘর্ষ।

রুমানিয়া

লালফৌজের সাফল্য এবং রুমানিয়া জনসাধারণের আন্দোলনের ফলে রুমানিয়ায় হিটলারের দালাল আণ্টনেস্কু এখন চেষ্টা করিতেছে কি করিয়া রুমানিয়া সৈন্যদল রুশ রণাঙ্গন হইতে ফিরাইয়া আনা এবং যুদ্ধ হইতে ভাগিয়া পড়া যায়।

পোলাণ্ড

এই সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের যাহারা প্রথম বলি, যাহারা অপূর্ব্ব বীরত্বের সহিত গত ৪ বছর ধরিয়া রাস্তায়,

জনগণের জয়যাত্রা

বুলগেরিয়া

হিটলারের দালাল ফিলোপ ও তাহার মন্ত্রীমণ্ডলীকে উচ্ছেদ করার জন্য স্বাধীন বুলগেরিয়া রেডিও হইতে জনসাধারণকে আহ্বান জানান হইতেছে। বুলগেরিয়ান পার্লামেণ্টে বামপন্থীরা প্রভাবশালীদল। হিটলারের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিয়া, সোভিয়েটের সহিত শান্তি ও বন্ধুত্ব চাই—এই দাবীতে এক শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। বুলগেরিয়ার অধিবাসীরা অধিকাংশই জাতিতে স্লাভ। সৈন্যদল সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে নারাজ। তাই ফিলোপ এখনও পর্য্যন্ত বুলগেরীয় সৈন্যদলকে লালফৌজের বিরুদ্ধে পাঠাইতে পারে নাই। কিন্তু ইহাদিগকে যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীসের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতেছে। 'স্বাধীন বুলগেরিয়া রেডিও' বুলগেরিয়া হইতে রাজরাণ ও জার্ম্মাণ ভাড়াটিয়াদের উচ্ছেদের জন্য যে আবেদন করিয়াছে, তাহা ক্রমেই জনসাধারণকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য অনুপ্রাণিত করিয়া তাহাদিগকে শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিতেছে।

গ্রীস

নাৎসী ফাসিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে গ্রীসে সমস্ত রাজনৈতিক দল জাতীয় প্রতিরোধের জন্য মিলিত মুক্তি ফ্রন্টে সংহত হইয়াছে। এই রাজনৈতিক সংগঠনই গ্রীসের গেরিলাবাহিনীর চালক। এই মুক্তি ফ্রন্ট ফাসিষ্ট দস্যু ও তাহাদের তাবেদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বদ্ধপরিকর। ইহারা গ্রীসের রাজা জর্জ্জেরও বিরুদ্ধে কারণ গ্রীসের জনসাধারণ ইহা ভুলিতে পারে নাই যে এই রাজা জর্জ্জই মেটাক্সসের হাতে শাসন ভার তুলিয়া দিয়াছিল এবং সেই মেটাক্সসই গ্রীসে গণতান্ত্রিক অধিকার ধ্বংস করিয়া নাৎসী আক্রমণের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়।

মাঠে, কারখানায়, হিটলারকে বাধা দিতেছে, সেই পোলিশ অধিবাসীরা এক সুসংবদ্ধ বিরাট সংগঠিত করিতেছে।

পোলাণ্ডের দেশপ্রেমিকরা সোভিয়েট ইউনিয়নে আসিয়া একটি স্বাধীন মুক্তিফৌজে সংগঠিত হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ পোলিশ যোদ্ধাদের লইয়া গঠিত একটি আলাদা 'আর্মিকোর' লালফৌজের সহিত একত্র হইয়া নীপারের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতেছে। দেশের ভিতরে গেরিলাবাহিনী এবং বাহির হইতে এই মুক্তি ফৌজের মিলনে বিপ্লবের সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।

ফিনল্যাণ্ড

এখান হইতে যে সব খবর পাওয়া যাইতেছে তাহা হইতে ইহা পরিষ্কার যে এখানেও জনসাধারণ সোভিয়েটের সহিত লড়াই আর বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত নয়। বার বার আলাদা সন্ধির জন্য তাহারা ফিনিশ সরকারকে চাপ দিতেছে।

পশ্চিম ইয়োরোপে

হল্যাণ্ডে সমস্ত স্বদেশপ্রেমিক জনসাধারণ ও তাহাদের বিভিন্ন পার্টিগুলি নাৎসীদের বিরুদ্ধে একত্রিত হইয়া সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে। তাহারা হিটলারের হাতে মৃত্যু এবং শত অত্যাচারকে উপেক্ষা করিয়া স্বাধীন এবং গণতান্ত্রিক হল্যাণ্ডের জন্য লড়াই করিতেছে।

সেখানে প্রোটেষ্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উদারপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত "ক্রি নেদারল্যাণ্ড", কোনালিষ্টদের "প্যারোল" প্রোটেষ্টাণ্টদের 'লয়ালটি', রোমান ক্যাথলিকদের 'ক্রিভরেস" এবং কমিউনিষ্টদের "দি ট্রুথ" ও "পার্ক" নামক পত্রিকাগুলি গোপনে বাহির হইতেছে।

(শেষাংশ ৮ এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিশ্ব বিপ্লবের পথে নভেম্বর বিপ্লব

(৬ পাতার শেষাংশ)

স্বাধীনতার জন্য ও রুটীর জন্য। ৯ই নভেম্বরের সারাটি দিন বার্লিনের রাস্তায় রাস্তায় লড়াই হইয়াছিল—পোষ্ট অফিস, টেলিগ্রাফ বিল্ডিং সামরিক দপ্তর এবং রাজপ্রাসাদ বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দল কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। সে দিন জার্মাণ জনগণের প্রকৃত নেতা লেবেকনেট রাজপ্রাসাদের বারান্দায় দাঁড়াইয়া জনগণকে বিপ্লবের জন্য জয়ন্ত ভাষায় আহ্বান করিয়াছিলেন…লেনিনের সহকর্মী লেবেকনেট ও রোজা লাক্সেমবুর্গ জার্মাণ সোস্যাল ডেমক্রেটদের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রাণ হারাইলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্তও জার্মাণ জনগণ তাহাদের ত্যাগ করে নাই।

ভারতবর্ষ

নভেম্বর বিপ্লবের ধাক্কা ভারতেও আসিয়াছিল। শুধু নভেম্বর বিপ্লব নয়, ১৯০৫ সালে যখন প্রথম রুশ বিপ্লব হয় তখন এ দেশে যে স্বদেশী আন্দোলন হয়, সেই সম্পর্কে লর্ড কার্জন রিপোর্ট দিতে গিয়া রুশ বিপ্লবের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। নভেম্বর বিপ্লবের পরও সরকারী নথিপত্রে দেখা যায় যে তাসখণ্ডে ভারতীয় বিপ্লবীদের শিক্ষা দিবার জন্য একটি স্কুল কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আফগানীস্থানের পথে প্রচুর সাম্যবাদী প্রচারপত্র আসিতে থাকে। বৃটিশ সরকারের সহিত আফগানিস্থানের সমস্ত রাজনৈতিক সম্পর্ক রুশ জাতির দ্বারা পরিচালিত হয়। তাহার পরে ১৯২০-২১ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কথা নূতন করিয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই—ভারতে এইরূপ ব্যাপক জনজাগরণ প্রমুখ। এই সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতে এই সময় মজুর আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়া ওঠে।

ইংলণ্ড

রুশবিপ্লবের শত্রুদের মধ্যে বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদীরা ছিল প্রধান পাণ্ডা। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিপুল সামরিক শক্তি ও সম্পদের মালিক হিসাবে তাহারা ভাবিয়াছিল শিশু সোভিয়েটকে তাহারা কাবু করিবে। ইংলণ্ডের লেবার পার্টির মোসাহেবী তাহাদের স্পর্দ্ধা বাড়াইয়া দিয়াছিল। ইংলণ্ডে তখনো লেনিনপন্থীদের কোন সংগঠন ছিল না। শ্রমিক আন্দোলনে কোন প্রকৃত সমাজতন্ত্রবাদী নেতৃত্ব ছিল না এবং লেবার পার্টির নেতা ম্যাকডোনাল্ড ও হেণ্ডারসন নানা ভাবে বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনকে কুণ্ঠিত চালনা করিবার জন্য বহুপরিকর, রাশিয়ার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ক্ষেপাইবার চেষ্টায় ব্যস্ত। ইহা সত্বেও বৃটেনের শ্রমিক দল স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে প্রায় বৈপ্লবিক অবস্থার সৃষ্টি করে। যুদ্ধের সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হইবার দুই দিনের মধ্যে সৈন্যদলে বিদ্রোহ দেখা দেয়—প্রথমে সোরহাম, তারপর ফরাসী দেশে অবস্থিত ক্যাম্পে এবং সমগ্র দক্ষিণ ইংলণ্ডে এই বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়ে। বৃটিশ প্রধান সেনাপতি স্যার হেনরি উইলসন ১৯১৯ সালে মন্ত্রীসভার রিপোর্ট দেন "কোন অপ্রিয় আদেশ আমরা সৈন্যদের দিতে পারি না। শৃঙ্খলা অতীতের বিষয় হইয়াছে। ইউরোপ ও রাশিয়া হইতে উহাদের সরাইইয়া আনিলে বিপদের আর অন্ত থাকিবে না।" বলশেভিকদের বিরুদ্ধে লড়েড জর্জ্জ আর্কেঞ্জেলের পথে বৃটিশ সৈন্য পাঠাইতে চেষ্টা করেন। সৈন্যেরা এই কার্য্যে অস্বীকার করে ও বিদ্রোহ হয়। এইরূপে ফরাসী সেনাপতি ফস, জার্ম্মাণ সেনাপতি লুডেন ডর্ফ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের রুশের দিকে সামরিক অভিযানের জন্য সৈন্যের অভাব হইয়া পড়ে। ইহার পর লয়েড জর্জ্জ পোলাণ্ডে অর্থ ও রসদ পাঠাইয়া রুশ বিরোধী আন্দোলনে সাহায্য করিতে চেষ্টা করেন। জলিজর্জ্জ নামে একটা জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো হইতে ছিল পোলাণ্ডে। লণ্ডনের ডক মজুরেরা সে জাহাজে মাল পুরিতে অস্বীকার করে। সারা দেশে এই আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ে। "রাশিয়ায় হস্তক্ষেপ বন্ধ কর" নামে একটি কমিটি তৈরী হয়। ইহার আন্দোলনের ফলে আর্কেঞ্জেলের পথে সৈন্য প্রেরণ বন্ধ হয়। পোল্যাণ্ডে রেড আর্ম্মির বিজয় দেখিয়া লয়েড জর্জ্জ রুশ আক্রমণ করিবেন বলিয়া ভয় দেখান। ইহার উত্তরে বৃটিশ শ্রমিকেরা, রেল শ্রমিক, যানবাহন শ্রমিক, খনি মজুর, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও লেবার পার্টিকে চাপ দিয়া সাধারণ ধর্ম্মঘটের ব্যবস্থা করে। দিকে দিকে সোভিয়েটের মডেলে কাউনসিল অব অ্যাকসন গড়িয়া ওঠে এবং ২১শে জুলাই আন্তর্জাতিক ধর্ম্মঘটের ব্যবস্থা হয়। এই ধর্ম্মঘট ইংলণ্ডে অত্যন্ত সুচারু রূপে হয় এবং দেশে বিপ্লবের অবস্থা সৃষ্টি হয়। লয়েড জর্জ্জ বাধ্য হইয়া পোল্যাণ্ডকে রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধি করিতে উপদেশ দেন।

এই ভাবে সেদিন দেশে দেশে জনগণ সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের বিরুদ্ধে এবং প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের পক্ষে আগাইয়া আসিয়াছিল। সংগঠন ও নেতৃত্বের অভাবে বহু দেশে বিপ্লব সফল না হইলে ও দুনিয়ার শ্রমিক সেদিন রুশ বিপ্লবকে বাঁচাইয়াছিল এবং রক্ষা করিয়াছিল। ২৬ বছর পরে আজকের এই মহা যুদ্ধে অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রাশিয়ার বিপ্লবী রেডআর্ম্মি আজ অতুলশৌর্য্যে জয়ন্ততম ও নিদারুণ শক্তিশালী জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যবাদের মেরুদণ্ডকে ভাঙ্গিয়া দিতেছে। আজ কেবল বিপ্লবকে রক্ষা করিবার প্রশ্ন নয়, বিপ্লবকে দেশে দেশে বিকশিত করিবার সমস্যা দেখা দিয়াছে। তাই আজ অধিকৃত ইউরোপের দেশে দেশে কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে ব্যাপক জন আন্দোলন হিটলার বিরোধী গেরিলা আন্দোলনে সংহত হইয়াছে। দেশে দেশে বামপন্থী প্রগতিশীল নেতৃত্ব সোভিয়েটের আদর্শে আজ সুসংগঠিত। তাহাদের আন্দোলন ও সোভিয়েটের চাপের ফলে মস্কো ত্রিশক্তি কনফারেন্সে নির্দ্ধারিত ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক ইউরোপের ব্যবস্থাকে কোন লন্ডন জর্জ্জ, কোন ফস বা কোন সুডেন ডর্ফ আটকাইতে পারিবেন না। সোভিয়েটের দেশ রক্ষার সংগ্রাম এমনি ভাবে দুনিয়ার মানব মুক্তির সংগ্রামে পরিণত হইবে। আমাদের দেশের হতাশ দেশভক্তরা কেবল আমেরি ও চার্চিলের কণ্ঠই শুনিতে পান,—যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিল, সাম্রাজ্যবাদীরা জিতিয়া গেল ভাবিয়া অস্থির হন এবং আরো বেশী করিয়া দেশরক্ষা ব্যবস্থা হইতে সরিয়া দাঁড়ান। তুল রাস্তায় অকৃতকার্য্য হইয়া জনগণের শক্তিতে বিশ্বাস হারান। অথচ গত মহাযুদ্ধের এই ইতিহাসে এবং আজ চোখের উপর ইউরোপ ও আমেরিকায় যাহা ঘটিতেছে—তাহাতে জনগণের শক্তিতে বিশ্বাস হারাইবার কিছুই নাই—কেবল আমাদের দেশের মিলিত জনশক্তিকে লইয়া দ্রুত এই জনযুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িবার অপেক্ষা মাত্র। লালসৈন্যের পাশে দাঁড়াইয়া, বিশ্বের দলিত মানবের পাশে দাঁড়াইয়া আমরাও প্রতিক্রিয়াশীলদের কৌশল চূর্ণ করিব এবং স্বাধীন হইব।

বিশ্ব ছাত্র-সঙ্ঘের আবেদন

১৭ই নভেম্বর ছাত্র-দিবস পালন করুন

[বিশ্বছাত্রসংঘের লণ্ডন দপ্তর হইতে নিখিল ভারত ছাত্রফেডারেশনের কাছে প্রেরিত একটি আবেদনের সারার্থ আমরা নীচে ছাপাইলাম। এই আবেদনপত্রে আগামী ১৭ই নভেম্বর আন্তর্জাতিক ছাত্র-দিবস পালনের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ছাত্র-সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ফাসিষ্ট দস্যুদের যে বর্ব্বর আক্রমণের ফলে অধিকৃত ইয়োরোপের বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃতিকেন্দ্র আজ সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে তাহারই জ্ঞাপনার্থ ইহানীং বিশেষ করিয়া আমাদের বাংলাদেশেও দেখিতে পাইতেছি। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলে পড়িয়া ছাত্রেরা হাজারে হাজারে স্কুল কলেজ ছাড়িয়া দিতেছে দলে দলে শিক্ষকেরা নিম্নস্তরের শ্রমশিরে চাকুরী নিতেছে। শুধু মফঃস্বলে নয় খাস কলিকাতা শহরেও প্রাইমারী শিক্ষা উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। বাংলার দ্বিতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ভবন স্থানান্তরের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়াই সামরিক প্রয়োজনের অনুহাতে রাতারাতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। এইক্ষণ ভাবে চারিদিক হইতে আজ এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাও বিপর্য্যস্ত হইতে চলিয়াছে। এ অবস্থায় আমাদের দেশে আন্তর্জাতিক ছাত্রদিবস পালনের প্রকৃত উপায়—'ফাসিস্ত ধ্বংস হইতে শিক্ষক ও ছাত্রদের রক্ষার জন্য সম্মিলিতভাবে সর্ব্বনাশী দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবা বিপন্ন দেশবাসীকে আপ্রাণ সাহায্য করা, স্থানীয়ভাবে শিক্ষাসমস্যা সমাধানের কাজে আত্মনিয়োগ করা। আর সবার উপর জাগানী ফ্যাসিষ্টদের আসন্ন বিনাশ আক্রমণ হইতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও নিজেদের রক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া।]

বিশ্ব ছাত্রসঙ্ঘের আবেদন

বন্ধুগণ! এ বছর সারা দুনিয়ায় তৃতীয় বার্ষিক বিশ্ব ছাত্র দিবস উদ্‌যাপিত হইতে চলিয়াছে। ১৯৪১ সালে লণ্ডনে এবং অন্যান্য দেশে এই দিবস প্রথম পালন করা হয়। নাৎসীদের ট্যাঙ্ক আর কামানের মুখে আমাদের যে সব বন্ধুরা প্রাণ হারাইয়াছিল, সেদিন আমরা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাদের স্মরণ করি। তারপর এ বছরে অনেক কিছু ঘটিয়া গিয়াছে। ১৯৪২ সালে ইতালিয়াভাঙ আর এল আলামিন হইতে ফ্যাসিষ্ট শত্রু প্রতিহত হইয়াছে; তাই সে বছরকার ছাত্র দিবসে আমরা সেই পশ্চাদ্ধাবিত শত্রুকে দ্রুত পরাস্ত করার সংকল্প নিয়াছিলাম। তারপর গত এক বছরে অধিকৃত ইয়োরোপ ও এশিয়া হইতে ছাত্র বন্ধুদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের অসংখ্য সংবাদ আসিয়াছে। বড় বড় ধ্বংস হইয়াছে, দেশদ্রোহীরা খুন হইয়াছে, হাজার হাজার বে-আইনী কাগজ ঝিলি করা হইয়াছে, মোগল বেতারে প্রচার হইয়াছে। যে সব ছাত্র বন্ধু বীর বিক্রমে সংগ্রাম চালাইয়াছে, তাদের অনেকেই আজ শত্রুর হাতে নিহত। কিন্তু তাদের আত্মদান ব্যর্থ হয় নাই। দেশে দেশে তাদের আত্মদান আজ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এবার আসন্ন ছাত্র দিবসে আমরা তাদের স্মরণ করিব। এরা নিজেদের জীবন দিয়া আমাদের বিজয়ের পথ চিহ্নিত করিয়াছে। অধিকৃত দেশগুলির মুক্তির জন্য আমরাও জীবন পণ করিব। যুদ্ধ জয়ের পরে বিধ্বস্ত বিভীষিকাবলি যাতে আবার পুনর্গঠিত করা যায় তার জন্য আমরা অর্থ সংগ্রহ করিব।…

ইণ্টার ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ষ্টুডেন্টস

১৮, গ্রসভেনর প্লেস, লণ্ডন

১৯৪৩-এর সংকল্প বাণী

১৯৪৩ সালের ছাত্র দিবসের প্রারম্ভে আমরা সম্মুখে বিজয়ের রক্তিম সঙ্কেত দেখিতেছি। ফ্যাসিষ্ট অধিকৃত দেশগুলিতে আমাদের বন্ধুরা আজও যে নিষ্ঠুর নিগ্রহ ভোগ করিতেছে, তাহা মনে রাখিয়া এই শুভ দিনকে দ্রুত আসন্ন করিয়া তুলিতে হইবে। সেই সব বীর সহকর্ম্মীদের সহিত আজ আমরা গভীর একাত্মতা জ্ঞাপন করিতেছি। ফ্যাশিষ্টদের বিরুদ্ধে যে অভিযান তাকে আমরা অক্লান্ত যুদ্ধ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া সফল করিব। ইণ্টার ন্যাশনাল ষ্টুডেন্টস অ্যাসোমব্লিকে আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি। এই প্রতিষ্ঠান সমস্ত দুনিয়ার স্বাধীনতাকামী ছাত্রদের পথ প্রদর্শক হোক, ইহাই আমরা কামনা করি। ছাত্র, অধ্যাপক শিক্ষক এবং যারাই স্বাধীন চিন্তা ও সাধু সংকল্পের সমর্থক—আসুন আমরা মিলিত হই ফ্যাসিজম নিশ্চিহ্ন করিয়া।"

১৭ই নভেম্বর বিশ্ব ছাত্র দিবস কেন?

১৭ই নভেম্বর ১৯৩৯…অধিকৃত ইউরোপে নাৎসীরা এই প্রথম গণবিদ্রোহ দেখিল। স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির চির শত্রুর বিরুদ্ধে অধিকৃত দেশগুলির যে সংগ্রাম—সেদিন ছাত্ররা তার পুরোভাগে। ১৭ই নভেম্বর রাত্রিতে সশস্ত্র নাৎসী বাহিনী চেকোস্লোভাক ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসগুলি চড়াও করিল। নিরস্ত্র ছাত্রেরা শুধু হাতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু নিষ্ঠুর নাৎসিবাহিনী সেদিন রক্তগঙ্গা বহাইয়া দিল। রক্ত কলঙ্কিত সে ইতিহাসের কথা দুনিয়ার ছাত্র সমাজ ভাল করিয়াই জানে। চেকোস্লোভাক ছাত্র ইউনিয়নের নিহত কর্ম্মকর্ত্তাদের নাম এবং নাৎসিদের নিষ্ঠুরতার বিশদ বিবরণ আজ আর অবিদিত নয়। সেদিন যে সব ছাত্ররা নির্য্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাইয়াছিল, তাদের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের নাৎসি কন্‌সেণ্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হইল। মধ্য ইয়োরোপের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় হইতেছে প্রাগ-এর চার্লস্ ইউনিভার্সিটি। ১৩৪৮ সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। নাৎসিরা আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয়টিও বন্ধ করিয়া দেয়। ১৯৩৯-এর ১৭ই নভেম্বরের গণ অভ্যুত্থান দেখাইয়া দিল—মৃত্যু ভয় দেখাইয়া স্বাধীনতার আকাঙ্খা কখনও দমন করা যায় না।

ইউরোপের জনগণের জয়যাত্রা

(৭-এর পাতার শেষাংশ)

এখানে স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু গোপন ঘোড়া তাহাদের জীবন হাতের মুঠায় লইয়া সংগ্রামশীল জনসাধারণের কাছে স্বাধীনতার আশার বাণী পৌঁছাইয়া দিতেছে—তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া মুক্তি সংগ্রাম সংগঠিত করিতেছে।

ইতিমধ্যেই 'দি ট্রুথ' পত্রিকার ৪জন কমিউনিষ্ট সম্পাদককে গুলি করা হইয়াছে, ৩ জনকে ১৫ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। গত বড় দিনের সময়ে 'ফ্রি নেদারল্যাণ্ড' পত্রিকার ১৭ জন সম্পাদককে গুলি করিয়া মারা হইয়াছে।

ডেনমার্ক ও নরওয়েতে

এখানের জনগণও জার্ম্মাণ অধিকারের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কাজ চালাইয়া যাইতেছে। ডেনমার্কের দক্ষিণ জুট ল্যাণ্ড জিলায় গত ১৩ই অক্টোবর রাত্রে বোমার সাহায্য ঠিক একই সময়ে ৯টি 'হলেকট্রিক পাওয়ার হাউস' উড়াইয়া দেওয়া হয়।

নরওয়েতে ওসলো ও ক্রিস্টিনিয়ানের মধ্যে জার্ম্মান সৈন্যবাহী ট্রেন উড়াইয়া দেওয়ার জন্য ১৪ই অক্টোবর সকালে ৫ জন নরওয়েজীয়ানকে গুলি করিয়া মারা হইয়াছে।

ফ্রান্স

বিপ্লবের জন্মভূমি "প্যারী কমিউনের' ফ্রান্স তাহার ২০০ বৎসরের গৌরবময় ইতিহাস বিস্মৃত হয় নাই। বিশ্বাসঘাতক রাষ্ট্রবিদ ও সেনা নায়কদের চক্রান্তে ক্ষণিকের জন্য পরাভূত হইলেও বিপ্লবী ফরাসী জনসাধারণ সম্বিত হারাইয়া ফেলে নাই। ফ্যাসিষ্ট দাসত্বের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করে নাই।

আক্রমণের প্রথম দিন হইতেই ফরাসী দেশপ্রেমিকরা প্রতিরোধের পতাকা উচ্চে তুলিয়া অগ্রসর হইয়াছে। সমস্ত শ্রেণীর সমস্ত সম্প্রদায়ের ৫ লক্ষেরও অধিক ফরাসী সন্তান এক সুসংবদ্ধ মুক্তি ফৌজে সংগঠিত হইয়া অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে সুযোগের আশায়।

লালফৌজের কিয়েভ দখল

মার্শাল ষ্টালিন ৬ই নভেম্বরের 'অর্ডার অফ-দি-ডে'তে জানাইয়াছেন, লালফৌজ উক্রাইনের রাজধানী কিয়েভ সহর দখল করিয়াছে। গত ২ বছর ইহা জার্ম্মাণের অধিকারে ছিল।

রাস্তায়, কলকারখানায়, ডকে, রেলষ্টেশনে যেখানেই তাহারা পারিতেছে ফ্যাসিষ্টদের ঘায়েল করিতেছে। ২৭শে অক্টোবর রাত্রে ভিসি হইতে প্যেতা গভর্ণমেণ্টের মুখপাত্র রেডিও মারফত ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে "ফ্রান্সে যে কোন মুহূর্ত্তে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা ছড়াইয়া পড়িতে পারে। সমস্ত ফ্রান্স জুড়িয়া এক নূতন বিদ্রোহাত্মক কাজের ঢেউ বহিয়া যাইতেছে। সর্ব্বত্রই খণ্ড খণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। মার্শাল প্যেতার অধীনস্থ 'ফরাসী লিজিয়নের' মধ্যে পর্য্যন্ত অসন্তোষ ছড়াইয়া পড়িতেছে।

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর ফ্রান্সে জার্ম্মেণীর জন্য লোক সংগ্রহের প্রধান কর্ত্তা ডাঃ রিতারকে কয়েকজন দেশপ্রেমিক ফরাসী যুবক গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে।

…৪ঠা অক্টোবর প্যারী রেডিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে ধ্বংসমূলক কার্য্যকলাপে যোগ দেওয়ার জন্য ৫০ জন ফরাসীকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে।

গণশক্তির জয় অবশ্যম্ভাবী

নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা

হিটলার আজ ৩৫টি দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত। এই ৩৫টি দেশের গণশক্তি আজ ঘৃণ্য ফ্যাসিষ্ট বাহিনীর মূলোচ্ছেদ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রতিরোধের ধাপ অতিক্রম করিয়া তাহাদের সংগ্রাম আজ আক্রমণাত্মক রূপ লইয়াছে। এই দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণের সামনে ঘৃণ্য ফ্যাসিষ্ট ব্যবস্থা ধ্বংস হইয়া সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ ধ্বসিয়া পড়িবে। বৃটেন, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশের জনগণও আজ বীর বিক্রমে এই লড়াইয়ে অগ্রাহয়া চলিয়াছে। পৃথিবীব্যাপী এই বিরাট গণশক্তির চাপে ফ্যাসিষ্টবাদ ধ্বংস হইবে—নভেম্বর বিপ্লব সফল হইবে। স্বাধীন দুনিয়ার সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার সত্যিকারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে। গণশক্তির জয় অবশ্যম্ভাবী।

নতুন সোভিয়েট সাহিত্য

হীরেন মুখার্জী

প্রায় এক বছর আগে সোভিয়েট লেখক ও শিল্পীদের এক সভায় বিখ্যাত লেখক আলেক্সাই টলষ্টয় বলেন, অনেকে মনে করেছিলেন যে আজ কামানের গর্জ্জন শিল্পের মধুকণ্ঠকে ডুবিয়ে দেবে, যুদ্ধের সময় সাহিত্য তার উৎকর্ষ হারিয়ে ফেল্‌বে, সাহিত্য হয় বিকৃত হয়ে যাবে, নয় একেবারে নীরব হয়ে পড়বে। কিন্তু ফ্যাসিস্টরা যে বর্ব্বর বাহিনী পাঠিয়ে সোভিয়েটকে চূর্ণ করতে চেয়েছিল, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে সোভিয়েট জনগণের বিপুল বীরত্বের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের বহুরূপী প্রকাশও দেখা গেছে। ১৯১৭ সালের সোভিয়েট বিপ্লব জনতার হাতে শিল্পের মহাস্ত্র তুলে দিয়েছিল। তখনই রাতারাতি অবশ্য জ্ঞানশিল্প জন্মায় নি, কিন্তু হাজার বাধা অতিক্রম করে সোভিয়েট শিল্প আজ জনগণেরই নিজস্ব শিল্প হয়েছে, জনগণের হাতে সোভিয়েট সংস্কৃতি বহু বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করেছে।

লেখক ও শিল্পীদের এই সত্তা যখন হয়েছিল, তখন 'সোভিয়েটের বিপদ নিদারুণ ভাবেই দেখা দিয়েছিল। ইয়োরোপে কোথাও দ্বিতীয় ফ্রন্টের লক্ষণ তখন ছিল না, হিটলারীরা দক্ষিণ রুশিয়াতে সমস্ত শক্তি একত্র করে অগ্রসর হচ্ছিল; ইতালিয়ান ও ককেশস্ অঞ্চলে বিপুল যুদ্ধ চল্‌ছিল, পিছন থেকে মস্কো দখলের স্বপ্নে হিটলার মশগুল হয়েছিল। কিন্তু তখন দুঃসময়েও সোভিয়েট নাগরিকদের আত্মবিশ্বাস, যুদ্ধ জয় সম্বন্ধে অটল প্রতিজ্ঞার এতটুকু নড়চড় ঘটে নি। সোভিয়েট লেখক ও শিল্পীরা মিলে তাই ফাসিষ্ট দানব দলনের কাজে তাদের লেখনী দিয়ে, তুলিকা দিয়ে, আত্মনিয়োগ করার সংকল্প প্রচার করছিলেন, আর জোর গলায় দুনিয়ার কাছে সোভিয়েটের নতুন জনসংস্কৃতির কথা জানিয়েছিলেন।

দেশরক্ষার লড়াইয়ে সাহিত্য

কয়েকটা নতুন সোভিয়েট বই সম্প্রতি খাস মস্কো থেকে এসেছে। এদের মধ্যে অল্পস্বল্প বাংলা অনুবাদ হয়ে বেরিয়েছে। কিন্তু এদিকে আমাদের দৃষ্টি আরও বেশী যাওয়া দরকার। নতুন বইগুলো পড়ে আশ্চর্য্য হতে হয়, সোভিয়েট জনসাধারণের মুক্ত, দীপ্ত, বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পেয়ে অবাক্ হতে হয়।

নিজের দেশের মাটীর জন্য মানুষ কেমন ক'রে লড়্‌তে পারে, সংকল্পের মহত্ব সম্বন্ধে প্রত্যেক যোদ্ধাই লেশমাত্র সন্দেহ না থাক্‌লে যে কী অটুট বীর্য্য ও মনোবল নিয়ে মানুষ লড়তে পারে, বর্ব্বর শত্রুর অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতাকে "বজ্রসম দহিবার" মত জ্বলন্ত ঘৃণা যখন হয় জাগ্রত জনসেনার সুদর্শনচক্র, তখন মারণাস্ত্রই যে কেমন করে নতুন আলোয় ঝলমল করে ওঠে, পিতৃভূমির জন্য জায়যুদ্ধে সোভিয়েটের সর্ব্বত্র, সর্ব্বজাতির মধ্যে ছোটবড়, স্ত্রী,পুরুষ, সকলেরই মনের বনিয়াদে যে কী অপূর্ব্ব আলোড়ন এসেছে—তাই নিয়ে আজ আমাদের কাছে চেনা, অচেনা ও প্রায়-অচেনা সোভিয়েট শিল্পী ছবি আঁক্‌ছেন, সঙ্গীতসৃষ্টি করছেন, গীতি-কবিতা লিখছেন, গল্প লিখছেন, হয়তো বা কেউ মহাকাব্য বা বিরাট উপন্যাসের পরিকল্পনা করছেন। একদিকে যুদ্ধ চল্‌ছে—রুশসৈন্য, জয়াবহ, সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধ চল্‌ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ছে স্বাধীন সোভিয়েট মানুষের স্বকীয় মহিমার স্ফুরণ, সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ছে নবসংস্কৃতির বিজয় অভিযান।

যুদ্ধ ও বিশ্ব-সাহিত্য

যুদ্ধ যখন হয়, তখন যুদ্ধের ছায়া দেশের শিল্পে সাহিত্যে পড়্‌তে বাধ্য। সোভিয়েট ছাড়া অন্য দেশের সাহিত্যকে যুদ্ধ একেবারে স্পর্শ করে নি বলা বাড়াবাড়ি হবে, যদিও অবশ্য ফ্যাসিষ্ট দেশগুলিতে যে শিল্পসাহিত্যের বালাই একরকম নেই বলা একটুও অন্যায় হবে না। কিন্তু সোভিয়েট ছাড়া অন্যদেশের সাহিত্যকে যুদ্ধ কমই স্পর্শ করেছে, আর যা করেছে তা আলাদা ধরণে। আর কোন দেশে শত্রুর প্রতি অটুট ঘৃণা শিল্পক্ষেত্রেও হাতিয়ার হয়ে ওঠে নি, যুদ্ধজয়ের পর নতুন দুনিয়া গড়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততা কোথাও নেই, দেশের সকলে নানা ভাবে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় মিলে থেকে যে নতুন মহাভারতের উপকরণ দিনের পর দিন শিল্পীদের হাতে তুলে দিচ্ছে, এ-বোধও অন্য কোন দেশে নেই।

সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতিই নতুন সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে

১৯১৪-১৮ সালে যখন প্রথম দুনিয়াজোড়া লড়াই বেধেছিল, তখনও যুধ্যমান দেশগুলির সাহিত্যে তার ছায়া পড়েছিল। প্রথমে কিছুকাল সহজাত দেশপ্রেম নিয়ে রিউপার্ট ব্রুকের মত ইংরেজ কবি ভালো কবিতা লিখ্‌লেন। কিন্তু তার কিছু পরেই এল প্রতিক্রিয়া। কবিরা অবশ্য লিখে চল্‌লেন, ওয়েন্, বা সিগফ্রিড সাসুনের মত যথার্থ কবি লিখ্‌তে থাক্‌লেন, সাধারণ সৈনিকের জীবন নিয়ে চমৎকার ভাবেই লিখ্‌লেন। কিন্তু যুদ্ধ যতো চালা-চ্ছিলেন, তাঁদের আসল চেহারাও শিল্পীদের চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল। তাই শিল্প সৃষ্টিতে একটা বে-সুর বাজ্‌তে লাগ্‌ল, পাকা ফলের মধ্যে যেন পোকা ঢুকে গিয়েছিল। যে উদ্দেশ্যের জন্য লড়াই, যাদের নায়কত্বে লড়াই, সে-উদ্দেশ্য ও সে-নেতৃত্ব সম্বন্ধে কোন আশা, কোন ভরসা রাখাই আর তখন সম্ভব ছিল না, পৃথিবীর মুক্তিই উদ্দেশ্য বলে যে যুদ্ধের বিজ্ঞাপন চারিদিকে ছড়ানো হয়েছিল, সে বিজ্ঞাপনের ভণ্ডামিকে আর ঢেকে রাখা গেল না। শিল্প সৃষ্টির উদ্দীপনার উৎস যাচ্ছিল শুকিয়ে, জীবন হয়ে উঠ্‌ছিল অর্থহীন, আশাভঙ্গের বেদনাকে ভুলবার জন্যই বুদ্ধি সৌন্দর্য্যের দরজা প্রাণপণে আগ্‌ল বসে কবি গান গেয়ে যাবার বৃথা চেষ্টায় লাগ্‌ল লেন।

সাহিত্যের দিগ্‌ভ্রান্তি

যুদ্ধ শেষ হল। যে লক্ষ লক্ষ মারুষের প্রাণ গেল, কেউ তাদের কথা ভাব্‌ল না। সমাজপতিরা কালনেমির লঙ্কা ভাগে ব্যস্ত রইলেন। সত্য জীবন যেন একটা বিরাট পরিহাস হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। "ওরে আশা নাই—আশা শুধু মিছে ছলনা"—একথা বলা শুধু কবির একটা সাময়িক বিলাস মাত্র রইল না, এ কথাই জীবন ব্যাপারে অকাট্য সত্য হয়ে দাঁড়াল। সব চেয়ে শক্তিমান্ সাহিত্য স্রষ্টারা শুধু আসন্ন প্রলয়ের কথা বল্‌তে থাক্‌লেন, কেউ কেউ আশ্রয় খুঁজ্‌লেন প্রাচীন চিন্তাধারার মধ্যে।

ইংরেজীর মত অজ্ঞাত সাহিত্যের উপরও এই কালছায়া পড়্‌ল। শিল্পী চাইলেন জীবনকে অস্বীকার করতে; নিছক কবিতার সাধনা শুরু হল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের চেতন-অচেতন রাজ্য থেকে অষ্টধাতু সংগ্রহ করে নতুন কবিতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করানো হল। কবিতা হল নিগূঢ় রূপসৃষ্টি, মাত্র কয়েকজনের বোধগম্য হয়ে জীবন-বহির্ভূত অবস্থায় বন্দী রইল।

এবারকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন বাধ্‌ল, সভ্যতার উন্মাদরোগ মোচনের জন্য যখন অস্ত্রোপচার হল, রক্ত ক্ষরণ অনিবার্য্য হল, তখন এলিয়েটের মত মহাকবি বললেন যে এ জঘন্য কাণ্ডকে ভুলে গিয়ে একাগ্র মনে শুধু লিখে যেতে হবে। জীবন যখন রুদ্ররূপে দেখা দিল, তখন জীবন থেকে এরা সরে গেলেন, আত্মতৃপ্তির চূড়াস্ত করতে চাইলেন।

সোভিয়েট ছাড়া অন্য সব দেশে অধিকাংশ শ্রদ্ধেয় শিল্পীই যেন চোখ বুজে আছেন, ভাব্‌ছেন যে এ করাল তাণ্ডব চুকে যাক্, আ

বিজয়ের সংগঠনে

নৃপেন চক্রবর্ত্তী

প্রতিজ্ঞা

'দেশের অভ্যন্তরে আমরা নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করে যাচ্ছি, আমাদের দৃষ্টি রয়েছে ভবিষ্যতের দিকে। কোন বাধাকেই আমরা ভয় করি না। বরং বাধা বিঘ্ন আমাদের আরো দৃঢ় করে। এত দিনে আমাদের দেশবাসী শক্তিতে অনেক বড় হয়েছে, সংগঠনে অনেক মজবুত হয়েছে, লড়াইয়ের স্বার্থে সমস্ত শ্রম ঢেলে দিতে অভ্যস্ত হয়েছে। আমাদের প্রিয় নেতা! তোমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমরা আমাদের কথা রাখবো। ১৯৪২ সালের তুলনায় ১৯৪৩ সালের দ্বিগুণ অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করবো।'

উরলের শিল্প এলাকার ১৫ লক্ষ নরনারীর প্রতিজ্ঞা। তারা কমরেড ষ্টালিনের কাছে ১৯৪৩ সালের নববর্ষে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আবার নূতন করে তা পালন করবার প্রতিজ্ঞা নিল।

কেবল উরলে নয়; সোভিয়েট দেশের সর্ব্বত্র আজ একই প্রতিজ্ঞা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

প্রতিযোগিতা

ঐ প্রতিজ্ঞা তারা পালন করছে কি ভাবে? সারা দেশময় এক অভিনব উৎপাদন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। যন্ত্রপাতি তৈরীর একটি কারখানা। সারা সোভিয়েটের উৎপাদন প্রতিযোগিতায় এরা প্রথম স্থান পেয়েছিল। মে মাসের প্রথম ১০দিন চলে গেল। এগারো তারিখে যন্ত্র শিল্পের মন্ত্রিসভা থেকে রিপোর্ট আস্‌লো তাদের কারখানা এবার দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। খবরটা দেখতে দেখতে সমস্ত মজুরদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। কি করে আবার প্রথম স্থান দখল করা যায়? কারখানার সকল মজুর বৈঠক করলো, কোন্ ডিপার্টমেণ্টকে, কোন্ মজুরকে কি ভাবে সাহায্য করা দরকার তার খোঁজ নেওয়া হলো। দেখা গেল, একটা ডিপার্টমেণ্ট বড়ই পিছনে পড়ে থাকে। অন্য সেকশন থেকে তাদের ১৫ জন মজুর দেওয়া হলো, সে সেকশনের কয়েকজন মজুর বল্‌লো, আমরা রোজ তিন ঘণ্টা বেশী কাজ করে সেক্‌শনের কাজ চালিয়ে নেবো। হিসেব করে দেখা গেল যে, তারা নির্দ্ধারিত কাজের চেয়ে ১৩৫ ভাগ কাজ বেশী করতে পারবে।

আইভান ম্যাসলানিকভ কারখানার ডিরেক্টর। তার সন্দেহ তখনো যায়নি; এতেও কি প্রথম স্থান লাভ করার গ্যারাণ্টি আছে? অন্য কারখানাগুলি তো আরো ভালভাবে কাজ করতে পারে! সেবার কাজাক স্থানের একটি কারখানা নির্দ্ধারিত কাজের চেয়ে ১৭৬ ভাগ কাজ বেশী করেও প্রথম হতে পারলো না! হাঁ ওটা একটা বড় কথা বটে, কিন্তু কেবল নির্দ্ধারিত কাজের বেশী করলেই চল্‌বে না, দেখতে হবে, কারখানার যা ক্ষমতা সে অনুসারে সবচেয়ে বেশী হলো কি না, বরাবর সমান ভাবে কাজ বাড়লো কি না।

যারা এ প্রতিযোগিতার বিচারক তারা প্রতি মাসে প্রত্যেক শিল্পের কাজের হিসেব নেয়। তারা বেশী নির্ভর করে ট্রেড ইউনিয়ন ও শিল্প বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তাদের মতামতের উপর। সারা সোভিয়েটে দেশের ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী নিকোলাই স্বারনিকই হলো বিচার কমিটির সভাপতি।

যে কোন কারখানাই কিন্তু এ প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে পারে। কারণ, কাজ যখন ভাগ করে দেওয়া হয় তখন কারখানার ক্ষমতা অনুসারেই তা দেওয়া হয়, তাছাড়া যন্ত্রপাতির উন্নতি যেখানে যা ঘটছে প্রত্যেক কারখানা তা জানতে পারে, নিজেদের কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু প্রতিযোগিতায় পরাজিত হলে সেখানকার মজুরদের কী আপশোষই না হয়! গরকার সাইবেরিয়ার একটি কারখানা চারের পরারা বেশীদিন রাখতে পারলো না! কারখানার ডিরেক্টর সে পরাজয় সম্পর্কে বলতে গেয়ে বললো, 'আমাদের পক্ষে সেদিনটা বড়ই দুঃখের দিন গিয়েছে.....তবে, কারখানার সকল মজুর ঐ প্রতিজ্ঞা নিয়েছে যে তারা আবার ঐ পরারা ফিরিয়ে আনবে।'

সোভিয়েট ওয়ার্কার

নওজোয়ান

উৎপাদনের কাজে ছেলে বুড়ো, পটু অপটু সকলেই এসে নেমেছে। এক মস্কো এলাকায় কল কারখানার কাজ করে এমন নওজোয়ান মজুরের দল ৬ হাজারের বেশী।

ভিক্টর শমোখিন এমনি একটি নওজোয়ান মজুর দলের নেতা। বয়স তার সতেরো। গত বছর জুনমাসে চারজন নওজোয়ান নিয়ে এদের দল গঠিত হয়। সারা মাসের জন্য কাজ দেওয়া হয় ২৫টি 'কলিপার' তৈরী করা। প্রথমদিকে নওজোয়ানদের মোটেই কাজে মন বসে না। লায়ডা অভাচিনকভ্ তো কতক্ষণে কাজ ছেড়ে খেলার মাঠে যাবে তার জন্যে পাগল। ভিকেটার কিন্তু তাদের গাল মন্দ দিতে লাগলো না। সে নিজেই এসে তাদের খেলার সাথী হলো। প্রতি রবিবার তাদের খেলা হতো সবচেয়ে বেশী। তারপর একদিন ভিকেটার বলল, 'দেখো, আগামী রবিবার হয়তো আমার আসা হবে না। আর, তোমরা যদি তোমাদের কাজের ভাগ না করো, তো আমাকেই বেশী খেটে তা করতে হবে, নতুবা লীডার হিসেবে আমাকেই তো কাজের হিসেব দিতে হবে।

তার পর থেকে দলের কেউ কিন্তু ভিকেটরকে অসন্তুষ্ট করতে চাইল না। প্রথম মাসে দেখা গেল তারা কোনক্রমে ২৫টি 'কলিপার' তৈরী করেছে। তারপর দেখতে দেখতে তারা তাদের নির্দ্ধারিত সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল, কর্ম্মপটুতা বাড়ালো এবং মাসে ১৭০টি 'কলিপার' তৈরী করে তারা এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করলো।

শিক্ষিত

অল্প সময়ের মধ্যে হাজার হাজার নওজোয়ান কলকারখানার কাজে শিক্ষিত হয়ে উঠ্‌ছে। শতশত ট্রেনিং স্কুলে তাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে; ভাস্তা কুসাকও হবিনা স্কুলে শিক্ষিত একজন ইস্পাত কারখানার মজুর। তাকে যখন তার কাজের কথা জিজ্ঞেস করা হলো সে খুব বিনীত ভাবে বললো,—ও সম্পর্কে আর বিশেষ কি বলার আছে, আমি তো সিস্‌কভের একজন সহকারী। সে যা করতে বলে তাই করি। আর সে একজন নিপুণ ইস্পাতের কারিগর, সব সময় আমাকে সব ব্যাপারে সাহায্য করে থাকে।' তারপর সে তার কাজের খুঁটিনাটি সব বলতে লাগলো। মাত্র ৮ মাস কাজ ক'রে সে এখন ইস্পাতের কাজে একজন পণ্ডিত বলা যেতে পারে।

ইস্পাত তৈরীর কাজ যেমন একটা বিরাট ব্যাপার, তাতে তো মজুরকে মুগ্ধ ও দায়িত্বসম্পন্ন না করে পারে না। কী চমৎকার ব্যাপার—গলিত লৌহ ধীরে ধীরে ইস্পাত এবং ইস্পাত থেকে বিমান কামান আর ট্যাঙ্কে পরিণত হচ্ছে! কুলাকভের বাড়ীর কথা যে মনে আনে না তা নয়, চাষীর ছেলে ফসলের সময় আস্‌লে একবার চঞ্চল হয়ে উঠ্‌বে তা স্বাভাবিক। কিন্তু, সে আজ ভাবছে, 'না এবার আর বাড়ী যাবো না। আমাদের ইস্পাত তৈয়ার করতেই হবে, আমরা একটা বড় কাজে জড়িয়ে আছি, এ কাজ আমাদের শেষ করতেই হবে।'

শিশু

মজুররা যে সময়ে চালাচ্ছে উৎপাদনের জন্য সংগ্রাম, তখন তাদের শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিকে যে কোন গাফিলতি ঘটবে তার জো নেই। ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম নেতা মিখেইল কুজনেট্‌সভ এক বিবৃতিতে জানান, ১৯৪৩ সালে কারখানা ও অফিসের মজুরদের ৬ লক্ষ ৩৫ হাজার শিশুকে পাঠানো হবে গ্রীষ্মাবাস ও স্বাস্থ্যনিবাসে, আর স্থানীয় সোভিয়েট ও শিক্ষা বোর্ড গুলি আরো ৭ লক্ষ শিশুর জন্য স্বাস্থ্য নিবাসের ব্যবস্থা করবে। ট্রেড ইউনিয়নই কিন্তু একাজে সবচেয়ে বেশী অগ্রনী। একাজে তারা ১২ কোটি ২০ লক্ষ রুবল খরচ করবে ঠিক করেছে।

বিজয়ের পথে

সোভিয়েট দেশ আজ বিজয়ের পথে। বিজয়ের সংগঠনে সোভিয়েট মজুর ইতিহাস রচনা করছে। শত্রুর হাত থেকে কারখানাকে বাঁচানো এবং সুদূর উরলে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজ যেমন তার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে, তেমন আজ ষ্টালিনগ্রাদের মত বিধ্বস্ত সহরকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে গড়ে তোলার কাজে তার বীরত্ব আমাদের বিস্মিত ও মুগ্ধ করছে। উৎপাদন বাড়ানোর সংগ্রামে প্রতিযোগিতা কাঁচা মাল বাঁচানো, কাজের নৈপুণ্য বাড়ানো, বিলাসিতা আর অপচয়ের বিরুদ্ধে অভিযানে সোভিয়েটের বীর মজুর আমাদেরও বিজয়ের পথ দেখাবে।

সেই নীপার বাঁধ আবার বাঁধা হবে

(পাঁচ পাঁচ বছর লেগেছিল বিখ্যাত নীপার বাঁধ তৈরী করতে। এই বাঁধ ছিল সোভিয়েটের গর্ব্বের বিষয়। যে লোকটি এই বাঁধ তৈরীর কাজে নিজের সমস্ত সাধনা নিয়োগ করেছিল, নাৎসীদের আক্রমণে সে নিজের হাতে সেই বাঁধ চূর্ণ করেছে। ক্যাপ্টেন বোরজেন্‌কোর সঙ্গে বাঁধের নির্ম্মাতা সোল্‌নিশকোর যে আলাপ হয়, এখানে তাই সংক্ষেপে দেওয়া হল)।

'সোলনিশকোর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ হয়ে গেল।

শত্রুর আঁটঘাঁট জানতে চলেছি। আমাদের বাহিনীর সবাই প্রায় জোয়ানগোছের। একজন শুধু মধ্যবয়স্ক। লোকটার রংগে পাংশুটে দাগ; বুকে অর্ডার অব লেনিন আর রেড ষ্টার ঝোলানো। জিজ্ঞেস করলাম, সম্মান দুটি কিসের?' লোকটা উত্তর দিল, 'নীপার বাঁধের জন্য।'

আশ্চর্য্য হলাম। নীপারের জন্যে কেউ রেড ষ্টার পেয়েছে বলে ত জানি না।

কাছেই একটা বিস্ফোরণ! আগুনের আলোয় লোকটার মুখ জ্বলজ্বল করে উঠলো। মুখে প্রতিজ্ঞার কঠিন, কুঞ্চিত রেখা। লোকটাকে এবার চিনতে পারলাম। এই সেই বিখ্যাত সোলনিশকো। দশ বছর আগে এর কাহিনীতে সমস্ত কাগজ পরুষ্মুখ হয়ে উঠেছিল। নীপারের বিখ্যাত কারিগর ডানাল সোলনিশকো!

আলাপ জমে উঠলো। সোলনিশকো বলে যায়—

অর্ডার অব লেনিন কেন পেয়েছিলাম, বোধ হয় জানো। আমি পুদিগীতে রেকর্ড করেছিলাম। বাঁধের কাজ যখন শেষ হল, তখন আমার আর করবার মত কিছু থাকলো না। কিন্তু দূরে যেতেও মন উঠলো না। বাঁধের ওপর কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। তাই প্রায় প্রত্যেক বছর জাপোরঝিতে একবার করে ছুটিটা কাটিয়ে আসতাম। নদীর ধারে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঁধের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিতাম। মনে ভাবতাম, ঐখানে দাঁড়িয়ে ঐ বাঁধ হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের কল্যাণ করে যাবে।

কিন্তু তারপরই যুদ্ধ বাধলো। পল্টনে যোগ দিলাম। জার্ম্মানরা সংখ্যায় অনেক। পিছনে জাপোরঝিতে সরে আসতে হল। ক্রমে নীপারের বাঁধে এসে পৌঁছলাম। এর মধ্যে ভালো স্কীমার হয়ে উঠেছি। ধ্বংসমূলক কাজে, ডিনামাইট ল্যাগানোতে হাত বেশ পেকে উঠেছে।

সেনানায়ক আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, বাঁধটা উড়িয়ে দাও।

তক্ষুনি আমি আমার স্কাপারদের জড়ো করলাম। ছেলেগুলো ভারী ধারালো। এসব কাজে খুবই দুঃখোড়। তাদের সঙ্গে আলোচনা শেষ করে একবার বাঁধের গায়ে মাথেল পাথরে খোদাই করা আমার নামটা শেষবারের মত পড়ে নিলাম। তারপর সংগ্রামের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম।

বাঁধটা ওড়াতে এক মিনিটের বেশী লাগে নি। যা তৈরী করতে বছরের পর বছর কেটে গিয়েছিল, তাকে ধ্বংস করতে লেগেছিল মাত্র একটা মিনিট।

সোলনিশকো একটু থামলো। একটা সিগারেট পাকিয়ে নিয়ে আবার বলে চললো—

নদীর ধারে খানিকক্ষণ বসে থাকলাম। মনটা বেদনায় ভারাক্রান্ত। বুঝেছিলাম, আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করেছি। তবু আজ পর্য্যন্ত আমার বেদনার লাঘব হয় নি।

জার্ম্মাণ দস্যুদের আমি প্রাণ দিয়ে ঘৃণা করি। এই ঘৃণা আমার মধ্যে অনির্ব্বাণ জ্বলছে। নীপারের জন্যে আমি ওদের কখনও ক্ষমা করতে পারবো না।

আমি ওদের ঘৃণা করি। তাই কঠিন প্রতিহিংসা নিচ্ছি। আর আমার এই রেড ষ্টার-এর সম্মান সেই জন্যেই। সোলনিশকো এবার চুপ করলো।

যারা শুনছিল সবাই চুপচাপ। কিছুক্ষণ পর স্তব্ধতা ভেঙে একজন সৈনিক বললো, 'দুঃখ কেন, জ্যান! আমরা আবার ওখানে পৌঁছবো। নীপারে আমরা নিশ্চয় পৌঁছবো। যুদ্ধ শেষ হলে আবার বাঁধ বাঁধা হবে। আর তুমি আবার তৃতীয় দফা সম্মান পাবে।

সকলের মুখেই হাসি ফুটে উঠলো। শুধু সোলনিশকো তেমনি গম্ভীর; তার মুখে বিষণ্ণতার ছায়া।

চীনের কিশোর—সিয়াও কুয়ে

দুরন্ত এই লাল কিশোরের দল—চীনের 'সিয়াও-কুয়ে'। জাপানীদের চীন জয়ের সাধ এরা ঘুচিয়ে দেবেই—দারুন প্রতিজ্ঞা এদের।

উত্তর চীনের একটি খোলা জায়গা। মাঠ আর মাঠ। সামরিক কায়দায় কুচ-কাওয়াজ চলছে। বিউগিল বাজছে, বন্দুক ছোড়া হচ্ছে, ছোট্ট পায়ের ঘায়ে মাটি কাঁপিয়ে দিচ্ছে।...এরা সব 'সিয়াও-কুয়ে'।

'সিয়াও-কুয়ে' একজন বাচ্চা ছেলে, মনে হয় পৃথিবীর কিছুই জানে না। চোখ দু'টী উজ্জ্বল, মাথায় একটি 'ক্যাপ', কচি মুখখানি, দেখলেই মমতায় মন ভরে যায়, আদর করতে ইচ্ছা হয়...?

কিন্তু ধমকে দাঁড়াতে হয়। বাচ্চা বটে, কিন্তু মরদের মত তেজ। জাপানী ডাকাতদের মনে প্রাণে ঘৃণা করে। ছোট ছেলে, কিন্তু সাহস দুর্জ্জয়। অনেক অত্যাচার সে সয়েছে। শিশু বয়স তার কেটেছে দুঃখের আঁওতায়। গরীব হ'লে যা হয়। জীবনের গোড়া থেকেই অবিশ্রান্ত একটানা কষ্ট।

যু-কিনের চাং-চাউতে সে থাকতো। পাহাড়ে কাঠ কাটতো, ছোট-খাট বোঝা বইত, তাতে যা পেত পরিবারের আর সবার সাথে ভাগ করে খেত। জমা জমি ছিল না, একেবারে নিঃস্ব। এর ফলেই তাকে বরাবর ক্ষুধার তাড়না ভোগ করতে হয়েছে। দুঃখের কপাল—তাই মনে মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে... আচ্ছা গরীবের কথা কি কেউ ভাবেও না? জীবন কি এমনি ভাবে কাটাতে হবে? আস্তে আস্তে দিন চলে, দুঃখের দিন কিনা! হঠাৎ একদিন সে গ্রামের লোকের কাছে নাম শুন্‌লো লালফৌজের। লালফৌজ আবার কী? সে আরও জান্‌তে চাইলো...তারা গরীবের বন্ধু। যারা খেতে পায় না, তাদের স্বার্থের জন্যই এরা লড়াই করে। জাপানীরা আস্‌ছে লুট তরাজের জন্যে, গরীবকে ভোগাতে, গরীবের দুঃখকে আরও বাড়াতে। লালফৌজ তাই তাদের প্রাণপনে বাধা দিচ্ছে। দেশকে তাদের হাতে তুলে দিয়ে গোলাম বন্‌তে চায় না।

...বীর কিশোরের মনে কত আশা জাগ্‌লো... লালফৌজ...হাঁ, লালফৌজই ত ভাল, গরীবের ব্যথা বোঝে, দরদ দিয়ে তাদের দেখবে! তার ছোট ছোট ভাই-বোনগুলি, আর তার বুড়ো বাপ মা...গাঁয়ের সব গরীবের হল, কেউ আর উপোস করবে না, কিশোরের মনে খোদাই হয়ে রইল লালফৌজের নাম।

* * *

তারপরের বছর। চাং-চাউয়ের অতি নিকটে পাহাড়ের ওপারে লালফৌজের আসার কথা শোনা গেল। বাচ্চা সেই কিশোর। পাহাড়কে হার মানাবেই.....ওপারে যাবে, লালফৌজের কাছে তাদের দৈন্যের কথা জানাবে, তাদের গাঁয়ে ডেকে আনবে। চোখে মুখে দৃঢ় সংকল্পের ছাপ।

করলোও তাই। ভয় ভর নাই.....পাহাড়ের উপর উঠ্‌লো, তাতে কত কষ্ট, কত দুঃখ যে সইতে হ'লো। দু' তিন দিন খেতে পায় নি, পায়ের পাতা দিয়ে রক্ত ঝরতো পাথরের ঘায়ে। পা ফুলে উঠলো ...কিছুকেই মান্‌বে না। যাবেই...যাবেই সেই গরীবের বন্ধু লালফৌজের কাছে।

বাস্তবিকই ওপারে তখন লালফৌজের ছাউনি পড়েছিল। সন্ধ্যার ছায়া তখনও পৃথিবীকে ঢেকে ফেলে নি। আলো অন্ধকারের মিলন হয় হয়। পথশ্রান্ত কিশোর এসে হাজির লালফৌজের ছাউনিতে। চল্‌তে আর পারে না, ছোট পা দু'খানি অবশ হয়ে গেছে।

দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে একজন এগিয়ে এল, ছোট ছেলে দেখে কোলে নিতে চাইল।

বালক বাধা দিয়ে বল—'তুমি কি লালফৌজ... আমি তাদের সাথে দেখা করবো।'

লালফৌজটি অবাক। তাকে নিয়ে ছাউনির ভেতরে গেল। খুব আদর যত্ন করল। গরম জল দিয়ে সেঁকে দিল...তারপর খাওয়া দিল।

'সিয়াও কুয়ে' এই দরদে খুবই আরাম পেল। তারপর আস্তে আস্তে বল—লালফৌজকে সে নিতে এসেছে তাদের গ্রামে। সেখানে অনেক গরীব আছে, খেতে পায় না।...তারা সবাই লালফৌজকে চায়...।

* * *

এরপর তার জীবনে সুরু হ'ল নতুন অধ্যায়, লালফৌজের সাথেই সে আছে। এখানেও দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়, কিন্তু তার ধরণই আলাদা। ...দেশের স্বাধীনতার জন্য, জাপানী গুণ্ডাদের হাত হ'তে চীনকে মুক্ত করার জন্য যে কষ্ট তাদের সইতে হয়, তাতো গর্ব্বেরই জিনিষ, সে দুঃখকে বরণ করতে আনন্দই লাগে। তারপর লালফৌজের সাথে সাথে চলা কি যে সুখের! তাদেরই মত ছোট ছেলেদের জন্য লালফৌজের কি মমতা...

* * *

আরও বছর খানেক পরে, চাং-চাউ জাপানীদের হাত থেকে চীনের বীর লালফৌজ কেড়ে নেয়। এবারে লালফৌজ তাদের গ্রামেও যায়। গ্রামের যত জুলুমবাজ মহাজন আর অত্যাচারী জমিদার... তাদের আর কারো পাত্তা রইলো না। গরীব চাষী জমি পেল, জমিদারকে আর খাজনা দিতে হয় না... সমস্ত গাঁয়ের রং ফিরলো। তাদের গ্রামে, আশে পাশের সব গ্রামে লাল নিশান উড়ছে...।

কিশোর বীরের বুক উঁচু হয়ে যায় আনন্দে, গর্ব্বে...চীনের লালফৌজ।

● কিশোরদের গান ●

মোরা বীর কিশোর দল,
আমরা যুগের স্বপ্ন ভরে—
আমরা জাতির বল।

আমরা যুগের মুক্তি মুকুল
রক্ত উষার ফুটন্ত ফুল
সবুজ প্রাণের অফুরন্ত নেশায়
চিত্ত যে চঞ্চল।

হ'তে পারি শিশু মোরা
নই তবুও হীন।
মোদের মাঝে লুকিয়ে আছে
ভবিষ্য রঙীন।

দুঃখ নিশায় আমরা প্রদীপ
লাল তারকার পরেছি টিপ
চলার তালে পড়বে ধুলো
দাসত্ব শৃংখল।

ঘরেতে আজ হাহাকার
দ্বারে দস্যু দল
আমরা ফিরে দেখবো ব'সে
মায়ের চোখের জল?

চীন রুশিয়ার বীর কিশোর
দেশের লাগি লড়ছে জোর
তাদের হাতে হাত মিলায়ে
লড়বো মোরা চল।

ব্রেমাঙ্ক বিশ্বাস

চিঠির টুকরো

'৩ মাসে আমরা ১০০ জন সভ্য করেছি। তার মধ্যে লঙ্গরখানার ২৬ জন কিশোরের কাছ থেকে আমরা পয়সা নিইনি। তারা আমাদের সঙ্গে পুকুর পরিষ্কার করে, লঙ্গরখানার জন্য টাকা পয়সা তোলে। এখানকার এক বাড়ীর বাচ্চা একজন চাকর একবেলা উপোষ ক'রে, সেই পয়সায় কিশোর বাহিনীর সভ্য হয়েছে। কিশোর বাহিনীর কাজে তার ভারী উৎসাহ। এ পর্য্যন্ত আমরা ৩টি পুকুর অর্দ্ধেক পরিষ্কার করেছি। ৩টি রাস্তা মেরামত করেছি। গোড়াতে এক ভদ্রলোক আমাদের ঠাট্টা করেছিলেন, এখন তাঁর মত বদ্‌লেছে। তিনি নিজে ২৲ টাকা চাঁদা দেবেন ব'লেছেন আর তার নাতিকে কিশোর বাহিনীতে যেতে ব'লেছেন।'

—কোয়ে পাড়া কিশোর বাহিনী, চট্টগ্রাম।

'বাংলার কিশোর কিশোরী, তোমাদের নিদারুণ দুর্দ্দশায় আমরা ব্যথিত। তোমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান কিশোর বাহিনী আজ দুর্দ্দিতের সেবার ভার কাঁধে নিয়েছে। মৃত্যুর কালো ছায়ার মধ্যে তোমরা হ'চ্ছ আশার আলো। তোমাদের ত্যাগ ও সেবা আমাদের আদর্শ। তোমাদের দুঃখ দূর ক'রবো—আমাদের এই প্রতিজ্ঞা। আমাদের বজ্রমুষ্টির অভিনন্দন জেনো।'

—কানপুর সিভিল লাইনের কিশোর বাহিনী।

★সোভিয়েটের কিশোর আগে চলে★

★

সোভিয়েট কিশোরদের এক কাগজে কতকগুলো সাদাসিধে প্রশ্ন ছাপানো হয়। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা এর জবাবে যা লেখে, তা থেকে কিছু কিছু এখানে তুলে দিলাম।

১৯৪২-সাল তোমাদের কী শিখিয়েছে?

বারো বছরের গ্রাম্য মেয়ে মার্গারেটের জবাব শোনো: নাৎসীদের আমি গভীরভাবে ঘৃণা করতে শিখেছি। বন্দী লাল ফৌজদের মুখে ওরা ধারালো অস্ত্র বিঁধিয়েছে। পালাবার সময় গ্রামে ওরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ইঁদারাগুলোর অস্তিত্ব রাখেনি; সমস্ত জলে বিষ ঢেলে দিয়ে গেছে। যাবার সময় গোয়ালের গরু পর্য্যন্ত নিয়ে গেছে আর সেই সঙ্গে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে আমার বুড়ো বাপ আর ছোট ভাইটিকে।'

ইস্কুলের মেয়ে শুরা লিখছে: 'ওদের মেরে ফেলো, দূর করে দাও এদেশ থেকে। ওদের অত্যাচার থেকে দেশের লোককে বাঁচাও।'

'লালফৌজকে গেল বছরে তোমরা কী ভাবে সাহায্য করেছো?'

কিশোররা যে যার কাজের ফিরিস্তি দিয়েছে। মাঠ নিড়ানো থেকে মাড়াই পর্য্যন্ত যোগ চাষে তারা অক্লান্ত খেটেছে। ওষুধের জন্যে গাছগাছড়া যোগাড় করেছে, বুলেটের জন্যে কুড়িয়েছে টুকরো ধাতু। যুদ্ধক্ষেত্রের সৈন্যদের কাছে নানারকম উপহার পাঠিয়েছে আর হাসপাতালে পাঠিয়েছে নিজেদের হাতের তরীতরকারী, ফলমূল। তা ছাড়া তারা মন দিয়ে লেখাপড়া করেছে। কী করে এক বন্দী লালফৌজকে জার্ম্মানদের হাত থেকে বুদ্ধি ক'রে বাঁচিয়েছে—সেই কাহিনী লিখেছে ছোট ছেলে নাজারোভ। একটি কিশোর কী ক'রে এক জার্ম্মাণকে বন্দী ক'রলো শোনো! ছেলেটি বন্দুক হাতে বেরিয়েছে—একজন জার্ম্মান সে শিকার করবেই। ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে সে দেখতে পেল, এক জার্ম্মাণ মাটিতে বন্দুক শুইয়ে কুড়ুল দিয়ে একটা কাঠ চেলা ক'রছে। ছেলেটি জার্ম্মাণটার বুকের দিকে বন্দুকটা বাগিয়ে ধ'রে চেঁচিয়ে উঠলো, 'রুশদের এলাকায় এসে প'ড়েছো, আচ্ছা নীয়েট লোক ত!' বেচারা জার্ম্মান অসহায় ভাবে ছেলেটার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রলো। রুশ শিবিরে যখন তারা এসে পৌঁছলো, তখন জার্ম্মাণটা বুঝলো—ছেলেটা তাকে দারুণ ঠকিয়েছে। আসলে সে জার্ম্মাণ এলাকাতেই ছিল।

কী হ'লে তোমরা সব থেকে খুশী হও?

এক জন [illegible] শত্রুকে হিটলার সদলে নিপাত যাক—এই ইচ্ছে আমার সব থেকে বড় কামনা। হিটলার সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তি অমান্য করেছে; এর জন্যে হিটলারকে গুলি করা হোক। আমাদের দেশবাসীর ওপর যে নিদারুণ অত্যাচার হয়েছে, তার জন্যে হিটলারকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন কারুর ওপর নিষ্ঠুরতা করে না; যা কিছু পীড়ন হিটলারের ফৌজই তা করে থাকে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গুলি খাওয়াকে নিষ্ঠুরতা বলে না—সেটা হচ্ছে জনগণের স্বাভাবিক প্রতিহিংসা বৃত্তি।'

সোভিয়েট কিশোরের চিঠি

...ষোল বছর বয়স আমার। উদমার্ৎ স্বায়ত্ত রিপাব্লিকে আমার বাড়ী। আমি ইস্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়ি। আমাদের ইস্কুল বাড়ীটা বেশ উঁচু একটা জমির ওপর। প্রত্যেকটা ঘরে চমৎকার আলো হাওয়া। ইস্কুলে আমাদের রুশ, উদমার্ৎ ক এবং অন্যান্য ভাষা শিখতে হয়, তাছাড়া ভূগোল ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, জীবতত্ত্ব, অঙ্কন, সঙ্গীত, শরীরচর্চ্চা প্রভৃতি অধ্যয়ন করতে হয়। উঁচু ক্লাসের মেয়েরা নার্সিং এবং ছেলেরা বন্দুক, হাতবোমা প্রভৃতি ছুড়তে শেখে। ক্লাস শেষ হ'লে পর ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন আড্ডায় যোগ দেয়: যেমন এ-আর-পি, আত্মরক্ষামূলক রসায়ন, স্কুটিশিল্প, দাবা খেলা, স্বাস্থ্যচর্চ্চা, নিসর্গ অনুশীলন কিম্বা ফটোগ্রাফি। যন্ত্রের কলকব্জা সম্বন্ধে জানতে আমি সব থেকে বেশী উৎসুক। মোটর, ট্রাক্টর, রেডিও আর অ্যামফিফায়ারের কলকব্জা সম্বন্ধে আমার জানাশুনা আছে। আমি আর আমার বন্ধু টেলিফোন অপারেটরের পরীক্ষায় পাশ করেছি। ভূতত্ত্বের জটিল জরীপ বিদ্যাও আমি বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করেছি।

...লেণা নদীর ধারে মজুরদের যে বসতি আছে সেখানেই আমরা থাকি। আমাদের সংসারে পাঁচজন মানুষ। আমার বোন, ছোট ভাই, আমি সবাই ইস্কুলের ছাত্র। লাল ফৌজকে 'পাইওনিয়ার' (কিশোর বাহিনী) নামে ট্যাঙ্ক দেবার জন্য আমাদের ইস্কুলে যে তহবীল গঠানো হয় তাতে আমরা ৭০০ রুবল টাকা দিয়েছিলাম। তাছাড়া অবসর সময়ে কারখানাতেও আমরা কাজ করেছি।

কিশোর বাহিনী শোনো

কিশোর বাহিনীর কেন্দ্রীয় অফিসের ১নং চিঠি

তোমরা পেয়েছো কি? তোমাদের ঠিকানা দিয়ে রিপোর্ট পাঠাও।

কিশোর বাহিনীর কেন্দ্রীয় অফিস,
৮।২ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

★ অবরোধ-মুক্ত লেনিনগ্রাদ ★

—রাতের আঁধার।…১১ই জানুয়ারীর রাত।…

বরফে ঢাকা পথগুলি। তার ভিতর দিয়ে চলেছে অসংখ্য ফৌজ। এক দল যায়, আস্তে আস্তে দূর দিগন্তে মিলায়, আবার নতুন দল। একটার পর আর একটা……চলেছেই।

—মোটরে চড়া সৈন্য…হঠাৎ হঠাৎ দেখা যায়। …অবিশ্রান্ত গতির যেন মহড়া!

এরা সব লালফৌজ। শক্ত ঘাঁটি বেঁধে ঠিক হচ্ছে—লাডোগা-হ্রদের তীর থেকে লেনিনগ্রাদ পর্য্যন্ত। দূরপাল্লার কামানের সারি বসানো হচ্ছে, মুখ গুলি তার ঘোরানো রয়েছে ফ্রুসেলবুর্গ, মস্কোভাস্কায়া ডুবরোভকা, সিনাভিনোর দিকে।…কিছুদূরে আগুনের ঝলক মাঝে মাঝে দেখা যায়।

অফিসাররাও সবাই কর্ম্মব্যস্ত, আসে আর যায়, কত কী খবর নিয়ে।

ভোর হয় হয়।

বাল্টিক নৌবহরের গোলন্দাজরা হুকুম পায় 'আক্রমণ চালাও।'

বেজায় শীত, আর আঁধার তো আছেই। একটি ছোট্ট বাতি, মিট-মিট করে জ্বলছে। কিন্তু তবুও তারই আলোতে দেখা যাচ্ছে সতেজ কতগুলি মুখ। নওজোয়ান এরা—লাল নৌবহরের ফৌজ…। এদের মন বলে—

'লেনিনের সহর এখনও জেগে আছে… জার্ম্মানরা সহরটিকে আগ্‌লে রেখেছে। এ অবরোধের শেষ চাই-ই, কিছুতেই অবরুদ্ধ থাক্‌বো না। আমরা এমন আঘাত হান্‌বো যার ঘায়ে জার্ম্মান লাইন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, এ তল্লাটেও জার্ম্মানদের দাঁড়াতে দেবো না…… আমাদের লেনিনের স্মৃতিতে যেরা এই সহর।'

এই গোলন্দাজ দল…। এদের কিন্তু বিরাট দায়িত্ব। লেনিনগ্রাদকে অবরোধমুক্ত করতে হলে এদের অনেক কিছুই করতে হবে। জার্ম্মানরা সহরের চারিদিকে কত শক্ত ঘাঁটিই না বানিয়েছে… অজস্র সুদৃঢ় ঘাঁটি…এগুলিকে গুড়িয়ে দিতেই হবে। …নতুবা লেনিনগ্রাদের অবরোধ ভাঙ্গা যাবে না।

বাল্টিক নৌবহরের ফৌজ…যেখানে দরকার পড়ে সেখানে তারা হাজির। অনেকে পদাতিক ফৌজের সাথে এক হয়ে লড়াই করছে, চারিদিকেই শুংখলা, একত্ববোধ,…মৃত্যুর মাঝেও যেন নিয়মানুবর্ত্তিতার ব্যতিক্রম নাই।

লেনিনগ্রাদের লড়াই—এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ লড়াইয়ে বাল্টিক নৌবাহিনীর সেনারা সর্ব্বত্র ফৌজ বুগিয়েছে…এই যুদ্ধে তাদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাক্‌বে।

জার্ম্মানরা লড়াই করতে জানে—কিন্তু লাল ফৌজের সাম্‌নে আছে—লালনিশান…কত বড় আদর্শ! জার্ম্মানদের তারা ধাওয়ে করতে পারবেই।

লাল বিমানবহর……তৈরী হয়েই আছে… রুশ-জার্ম্মান লড়াইয়ে তাদের বীরত্বও যে ভোলা যায় না!

* * *

ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে সোভিয়েটবাহিনী প্রস্তুত… আঘাত হানবার অপেক্ষায় চারিদিক স্তব্ধ। ঝড়ের আগের মুহূর্ত্তে যেমন সব চুপচাপ থাকে।…শত শত কামান ইঙ্গিতের অপেক্ষায়—মৃত্যুর তাণ্ডব কখন যে সুরু করবে!

সকাল হয়ে গেছে—চারিদিকে আলোর ঝলমল! এখনই হয়ত মহাপ্রলয় সুরু হবে। ৯-৩০ মিনিট। লেনিনগ্রাদের অভ্যন্তর হ'তে কামানের গোলার বন্দনা জানালো অবরোধ লাইনের ওপারের লালফৌজকে।

তারপর সুরু হ'ল কামানের অবিশ্রান্ত গর্জ্জন। হিটলারী দস্যুরা ভালভাবেই বুঝতে সোভিয়েটকে আঘাত দেওয়ার ফল।

ছোট বড় সব রকম কামান থেকেই গোলা ছোড়া হচ্ছে…একটি মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম নেই। বরফ পড়ছে, তবুও গোলন্দাজরা ঘামে ভিজে গেছে …সবাই গা থেকে গরম জামা ছুড়ে ফেলে দেয়। কি চওড়া বুক…আর লোহার মত হাতের পেশীগুলি, বাল্টিক নৌ বহরের ফৌজ…সমগ্র সোভিয়েটের নরনারী এদেরে জন্য গর্ব্বিত।

জার্ম্মাণ লাইন হ'তে কিছু পরেই সোভিয়েট কামানের জবাব আসে। তুমুল সংঘর্ষ!…এবার কিন্তু বরফ ঢাকা পড়ে গেছে ধূঁয়ার আবরণে।

মাথার উপরে লাল বিমান বাহিনী তাদের কাজও করে যাচ্ছে—জার্ম্মাণ লাইনের উপরে গিয়ে আঘাতের পর আঘাত দিচ্ছে।

নীচে তুমুল গোলার ঘা, উপরে বিমানের প্রচণ্ড আঘাত—জার্ম্মাণ লাইন মুছে যাচ্ছে। অনেক 'সেক্টরে' জার্ম্মাণ হুনরা দাঁড়াতে পাচ্ছে না, দৌড়ে পালায়…পিছনের ঘাঁটিতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু লাল গোলান্দাজরা সেখানেও তাদের টিঁক্‌তে দেয় না।

(লাল নৌবহরের ফৌজ)

ঠিক এই সময়েই লাল ফৌজের পদাতিক বাহিনীও জার্ম্মান সেনাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে।

নেভার তীরে সোভিয়েট লাইনের একটি সেক্টরের ভার আছে বাল্টিকের একদল নৌ বাহিনীর উপর। এদের বাহিনীর প্রত্যেকটি ফৌজেরই অসীম কৃতিত্ব। দুর্দ্দান্ত সাহসের জন্য সবাই সম্মান পেয়েছে। রক্ষাব্যূহের এই দিকটা গত শরৎকালে ছিল জার্ম্মাণদের কবলে…তারপর সোভিয়েট নৌবাহিনীই দুর্জ্জয় সংকল্প নিয়ে জার্ম্মাণ লাইনে ঢুকে পড়ে। সে কী তুমুল লড়াই… জার্ম্মাণরা টিঁকতে পারে না, হটে যায়। সেই থেকে সেখানে লাল ফৌজই আড্ডা গেড়েছে। জার্ম্মাণরা বার বার আঘাত করেও আর তাদের হটাতে পারে নি। সমস্ত শীতে এরাই সেই অঞ্চল পাহারা দিয়েছে…একটুও নড়ে নি। মানুষ যেন অভ্রভেদী পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে…কেউ আর টলাতে পারবে না। সাবাস্ নৌ বহরের ফৌজ! লেনিনগ্রাদের যুদ্ধ তোমাদের অমর করেছে।

এবারের এই আক্রমণের গৌরব নিল এই 'সেক্টর'। এখান থেকেই অবরোধ ভাঙ্গার চেষ্টা সুরু হ'ল। না দেখলে বিশ্বাস হয় না…মরণ পণ করে কি ভাবে এরা এগিয়েছে। প্রত্যেকের মুখেই ঐ এক আওয়াজ 'লেনিনগ্রাদকে বাঁচাতে হবে…আমাদের লেনিনের সহর…।'

জার্ম্মাণরা খুবই বাধা দিচ্ছে। কিন্তু দাঁড়াতে পারছে না। সোভিয়েট বাহিনী একটু একটু করে এগোচ্ছেই।

পোটেক্লিনের 'ব্যাটারী', টারাসভের 'ব্যাটারী', কুক, বারবাকজ, লেজাটভ, সিমাকিন…এদের সবায়ের কাছ থেকে জার্ম্মাণ দস্যুরা খুব শিক্ষা পাচ্ছে, আরও কত নাম করা যায়! সবাই কাজে মেতে আছে…এ যে লেনিনগ্রাদের জন্য যুদ্ধ… তাদের নিজেদের সহর…কত কষ্ট এই সহরকে সইতে হয়েছে। সবাই শপথ করেছে…সব কিছু দিয়েই এই জীবন মরণ যুদ্ধে এগিয়ে যাব।

রাত আসে……আবার ভোর হয়, কিন্তু লড়াইয়ের আর বিরাম নাই। লেনিনগ্রাদের নরনারী অবরোধে এতদিন থেকে কি দারুন কষ্টই পেয়েছে, ক্লান্ত, শ্রান্ত, অবসন্ন……তবুও উদ্যমকে জিইয়ে রেখেছে……উৎসাহকে নিভ্‌তে দেয় নি। মরণকে হাসিমুখে বরণ করেছে……জগতের সেরা এই লোকগুলি! দুনিয়ার লোক স্তম্ভিত বিস্ময়ে চেয়ে আছে এদের দিকে…এদের এই লড়াই!

খুব শীতের সকাল। শূন্যের চেয়ে সতের ডিগ্রী নীচে এখানকার তাপ। কিন্তু কেউ বিশ্রামের কথা ভাবে না। সহরের ভিতরের কারখানাগুলিও দিনরাত চলছে—ফ্রন্টের সব কিছুর যোগানোর ভার এদের। মেসিন ঘরে, কারখানার দিনের পর দিন বন্দী হচ্ছে……উৎসাহের তড়িৎ বয়ে যায়…… লেনিনগ্রাদের নরনারী দ্বিগুন উৎসাহে কাজ করে।

বাল্টিক নৌবহরের ফৌজরা একবার শেষ চেষ্টা করে দেখে…ধ্বসে পড়া জার্ম্মান লাইন একদম গুড়িয়ে দেওয়া যায় কি না…

জার্ম্মানরা মরিয়া হয়ে আটকাচ্ছে।

হঠাৎ একটি 'সেক্টারে' আওয়াজ ওঠে… 'জার্ম্মান লাইন উড়ে গেছে'

তারপর সে কী বিরাট উত্তেজনা…শত সহস্র কণ্ঠে শোনা যায় ঐ একই আওয়াজ…"জার্ম্মানদের হটিয়ে দিয়েছি……লেনিন গ্রাদকে অবরোধমুক্ত করেছি…লেনিনের সম্মান রেখেছি"…।

কাটাচ্ছে সোভিয়েট মজুর……রাস্তায় রাস্তায় ঘাঁটি বানাচ্ছে সোভিয়েট নরনারী, রাতেও বিশ্রাম নেই, এ যেন চিরচলমান কর্ম্ম প্রবাহ!

এমনভাবে লড়াই চলতে থাকে……একটির পর একটি করে অনেকদিন পার হয়ে যায়…… শত্রুদের ক্ষতিও বাড়তে থাকে—তাদের শক্ত ঘাঁটিগুলি অকেজো হয়ে যায় বা হাত বদল হয়।

হ্রদের ধারে সোভিয়েট 'স্কী' সেনারা আবার নতুন করে আক্রমণ সুরু করে; জার্ম্মান লাইন বুঝি আর টেঁকে না……সোভিয়েট সেনা আস্তে আস্তে এগোচ্ছে……আর তারা পিছন হটবে না।

কি দারুন সংকল্প! 'নেভার' সেক্টরের সেই পদাতিক বাহিনী—যাদের বীরত্বের কাহিনী ইতিহাসে উচ্ছল হয়ে থাকবে……তাদের একজন মেজর……বাল্টিক নৌবহরের ফৌজদের অভিনন্দন জানায়…বলে "কি চমৎকার!…জার্ম্মানদের কেমন করে এমনিভাবে দাবালো?…লাল সেলাম"

সকলের জন্য সকলের দরদ…

* * *

লেনিনগ্রাদের অবরোধ ভাঙ্গার মুখে……খবর আসে, লালফৌজ ফ্রুসেলবুর্গ জার্ম্মানদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে।

তারপরের খবর—জার্ম্মানদের শক্ত ঘাঁটিগুলিগুলি একে একে হাত ছাড়া হচ্ছে…জার্ম্মানদের অনেকেই

● স্বাগত ●

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

গ্রাম উঠে গিয়েছে শহরে—
শূন্য ঘর, শূন্য গোলা,
ধান-বোনা জমি আছে পড়ে।
শুকানো তুলসীর মঞ্চে
নিষ্প্রদীপ অন্ধকার নামে;
আগাছায় ভ'রেছে উঠোন।

সূর্য্য পাটে বসেছে কখন।
রাখালের দেখা নেই—
কোথাও গোরুর পাল ওড়ায় না ধূলো;
চেকিতে ওঠে না পাড়,
একটি কল্‌সিও জল ওঠায় না ঘাটে।
বুনো ঘাসে পথ ঢাকে,
বিনা শাঁখে সন্ধ্যা হয়,
সূর্য্য বসে পাটে।

তাঁত তাঁত বোনে নাকো,
কলু আর ঘোরায়না ঘানি;
কুমোরের ঘরে চাকি,
ঝাঁপ বন্ধ, নিরুদ্দেশ হয়েছে দোকানী
হাতুড়ি বিকিয়ে হাটে
ভস্ম মেখে প'ড়ে থাকে বেকার হাপর।
যে পথে কামার গেছে
কে জানে সে পথের খবর?

শীতের আমেজ আসে;
জ্বলে না আগুন চণ্ডীমণ্ডপের কোলে।
হাতে হাতে ঘোরেনাকো হুঁকো,
চুলোচুলি হয় নাকো মোড়লে মোড়লে।
নিশুতি রাত্রিতে কান্না
চৌকি শুনে কুকুর ডাকে না।

দিগন্তের বনস্পতি হাত নাড়ে,
মাঠের সোনালি ধান গুচ্ছ গুচ্ছ বাড়ে।
দুচোখে প্রতীক্ষা তার,
স্বপ্ন তাকে করাখাত করে।

ওঠে ডাক শহরে শহরে।
রাস্তার শ্মশান থেকে মৃতপ্রায় জনস্রোত শোনে
মাঠের ফসল দিন গোণে।
প্রতিজ্ঞা কঠিন হাতে
একে একে তারা সব
চোখের শোকাশ্রু মুছে ভাবে—
ঘরে ঘরে নবান্ন পাঠাবে।

পথে পথে পদশব্দ ওঠে,
আকাশে নক্ষত্র ফোটে;
নদী করে সন্তাষণ, পাখী করে গান।
মাঠের সম্রাট দেখে মুগ্ধ নেত্রে
ধান আর ধান।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

কমিউনিষ্ট পার্টির
বাংলা কমিটির মুখপত্র

জনযুদ্ধ

প্রতি সংখ্যা দাম ছ পয়সা
বার্ষিক ৪॥, ৬ মাস ২॥, ৩ মাস ১।০
★
সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জ্জি এম,এল,এ
২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২য় বর্ষ] বুধবার, ১৭ই নভেম্বর ১৯৪৩, ১লা অগ্রহায়ণ ১৩৫০ [২৯শ সংখ্যা

জাতীয় ঐক্যের পথে

এক বছর পরে কমিউনিষ্ট পার্টির ডাকে আবার জাতীয় ঐক্য সপ্তাহ পালন হইল। এই এক বছরে জাতির সংকট তো দূর হয়-ই নাই, বরং আরো গভীর হইয়াছে, উহা সর্ব্বগ্রাসী খাদ্য সংকটে পরিণত হইয়াছে। জাপ-আক্রমণের সম্ভাবনা কমে নাই, কংগ্রেস নেতারা আদৌ মুক্ত হয় নাই, মুস্‌লিম লীগ ও কংগ্রেসের নেতারা আজো মিলিত হইতে পারে নাই। বরং, এই বাংলায় যখন হাজারে হাজারে মানুষ অনাহারে মরিতে বসিয়াছে, গ্রাম্য জীবন ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, মানুষের ক্ষুধা লইয়া সমাজদ্রোহী ব্যবসা করিতেছে, তখনও দেশের নেতাদের মধ্যে চলিতেছে ঝগড়া, পরস্পরের প্রতি দোষারোপ—বাংলাকে বাঁচাইবার এমন চরম মুহূর্ত্তেও ঐক্য গড়িয়া উঠিতেছে না।

নেতাদের মনে হতাশা ও সন্দেহ

কংগ্রেস, লীগ ও হিন্দু মহাসভার নেতাদের নিকট দেশরক্ষা ও দেশ সেবার ডাক পৌঁছান হইল। কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে দেখা গেল, অবসাদ, নিষ্ক্রিয়তা ও কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ত্তমান সংকট সম্পর্কে দারুণ ঔদাসীন্য। হুগলীর অন্যতম কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত বীরেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জী, এম, এল, এ বলিলেন, 'জাপ আক্রমণের কোনই সম্ভাবনা নাই, কারণ, জাপানের সঙ্গে ভারতের তো কোন কলহ নাই'।

মুসলিম লীগের নেতাদের মধ্যে দেখা গেল আত্মতুষ্টির ভাব। আমন ফসল সম্পর্কে সচেতন প্ল্যানের অভাব। নেতৃত্বের এক অংশের মধ্যে এই আত্মতুষ্টির ভাব, অপর অংশের মধ্যে বিভেদের চেষ্টা। অন্যতম লীগ নেতা মিঃ এ, আর সিদ্দিকী, এম, এল, এ বলিলেন, "যতক্ষণ মিঃ জিন্না ও গান্ধীজীর মতো ডিক্টেটর ভারতের রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে আছেন ততদিন ভারতের কোন ভবিষ্যৎ নেই।"

সাংবাদিকদের মধ্যে রহিয়াছে সন্দেহ', একতা কি সম্ভব? ছাড়িলেও কংগ্রেস নেতারা যে লীগের সহিত হাত মিলাইবে তারই বা ভরসা কোথায়? অমৃতবাজার পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ডাঃ বীরেন সেন বলিলেন, "গান্ধীজী বোধাই প্রস্তাব প্রত্যাহার না করিলে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি সম্ভব নয়।"

কৃষকপ্রজা ও হিন্দুমহাসভার নেতারা আজও অধীকার করেন দেশের মধ্যে মজুতদার আছে, তাহাদের হাত হইতে আমন ফসল বাঁচানোর দরকার আছে, তাহার জন্য লীগের সহিত একতার প্রয়োজন আছে।

হুগলী জেলায় দেখা গেল, পুরাণো কংগ্রেস কর্ম্মীগণ নেতাদের মুক্তির দাবীতে আন্দোলন করিতে অস্বীকার করিলেন। মিলিতভাবে সভা করিতে প্রথমে তাঁরা রাজী হইলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা ইস্তাহার প্রচার করিলেন: কেহ এই সমস্ত সভায় যোগদান করিবেন না।

জনগণ সক্রিয়

কিন্তু বাঁচিবার প্রয়োজন যেখানে সব চেয়ে বেশী সেখানে দেখা গেল ঐক্যের জন্য সত্যিকার আগ্রহ। তা যদি না হইত, ক্ষুধার জ্বালায় বাংলা শ্মশান হইয়া যাইত। লক্ষ লক্ষ সাধারণ নরনারীই বাংলাকে এই মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতেছে। কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় কৃষিতকে বাঁচাইবার জন্য কি আগ্রহ! জেলায় জেলায় খাদ্য আন্দোলনে কি অভূতপূর্ব্ব সাড়া!

জাতীয় ঐক্য সপ্তাহ এবার আরম্ভ হইল সারা বাংলাব্যাপী একটা বিরাট আন্দোলনের অংশ হিসাবে। কলিকাতায় দুঃস্থদের আশ্রয় কেন্দ্রে পাঠাইবার জন্য স্কোয়াড প্রচার চলিতেছে। জেলায় জেলায় আমন ধান রক্ষার জন্য কৃষকদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এই সময়ই আসিল ঐক্য সপ্তাহ।

রুশ বিপ্লবের বিজয় উৎসব জনগণের প্রাণে নতুন আশার সঞ্চার করিল। ভারতবাসীর পক্ষ হইতে রুশ জনগণের প্রতি কংগ্রেস-নেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর অভিনন্দন দেশবাসীর মধ্যে সাড়া আনিয়া দিল। মুস্‌লিম লীগ নেতাও আহ্বান জানাইলেন—রুশের শিক্ষা লইয়া আমাদের দেশে ঐক্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। মুস্‌লিম জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

কলিকাতায় ৭ই নভেম্বর হইতে৭ দিন প্রভাতফেরী, সভা ও শোভাযাত্রা হইল। হাজার হাজার লোকের কাছে আওয়াজ পৌঁছাইল: কলিকাতাকে বাঁচাতে হলে, রেশনিং চাই, দেশনেতাদের মুক্তি চাই, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য চাই, কারখানার উৎপাদন বাড়ানো চাই, পাকা এ-আর-পির ব্যবস্থা চাই; সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব চাই।

৭ই হইতে ১৩ই নভেম্বর কলিকাতার বিভিন্ন পার্কে যে সভা হইল, তাতে সকল শ্রেণীর লোক সমবেত হইয়াছে। জাতীয় ঐক্য সপ্তাহ জনসাধারণের কথাকেই ভাষা দিয়াছে, তাদেরই বাঁচিবার আশাকে দুটাইয়া তুলিয়াছে, তাই জনসাধারণকে কোনো বিরুদ্ধ প্রচার টলাইতে পারে নাই, তারা দলে দলে আসিয়াছে সভায়, সভার আলোচনা শুনিয়া উৎসাহিত হইয়াছে।

পার্কসার্কাসের সভায় কংগ্রেস নেতা মিঃ জে সি গুপ্ত এম-এল-এ এবং বেলেঘাটার সভায় স্থানীয় বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত অমিয় দাস গুপ্ত সভাপতিত্ব করেন। তাঁরা উভয়েই বর্ত্তমান সংকটে জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন স্বীকার করেন। পার্ক সার্কাসের সভায় একজন লীগ কর্ম্মী কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবী সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন।

হাজরা পার্কে ১১ই নভেম্বর বাংলার লীগ কংগ্রেস মহাসভার সম্মিলিত মন্ত্রিত্বের দাবীতে এক বিরাট সভা হয়। দুই হাজার নরনারী ঐ দাবী সমর্থন করে।

● জনসাধারণের শত্রুদের রোখো

দেশের এই দুর্দ্দশা—জনসাধারণ সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিতেছে যাতে খাদ্যাভাব ঘোচে, মৃত্যুর হাত হইতে লোকে বাঁচে। কলিকাতায় রেশনিং-এর জন্য, মজুত উদ্ধারের জন্য, মিলিত খাদ্য-কমিটীর জন্য, দলাদলি ঘুচাইয়া সম্মিলিত মন্ত্রিত্বের জন্য কমিউনিষ্ট, জনরক্ষা ও আত্মরক্ষার কর্ম্মীগণ আন্দোলনে নামিয়াছে। যে কোনো মতেরই হোক না কেন, বাঁচিবার আগ্রহে দল, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে নরনারী এই আন্দোলনে সহযোগিতা করিয়াছে।

কিন্তু এই কলিকাতারই বুকের উপর একদল লোক বিরুদ্ধ-রাজনীতির নাম করিয়া যে সব কাণ্ড করিয়াছে, তা গুণ্ডামীর চেয়েও জঘন্য।

গত ১১ই তারিখে সেন্ট জেম্‌স্ পার্কে সম্মিলিত মন্ত্রিত্বের দাবীতে যে সভা হয়, সেই সভাটা ইহারা গোলমাল, মারামারি করিয়া সভা পণ্ড করে। ইহাদের শ্লোগান: 'জাতীয় ঐক্য চাই না', সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব চাই না' 'কমিউনিষ্ট পার্টি ধ্বংস হোক।'

১৩ই তারিখে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নভেম্বর বিপ্লব স্মৃতিবার্ষিকীর সভায় ইহারা পিছন হইতে চীৎকার করিয়া সভা পণ্ড করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ৬।৭ হাজার লোকের কাছে ইহারা করিবে কি? ইহারা পিছন হইতে গোলমাল ও মেয়েদের উদ্দেশে গালাগালি করিয়া গায়ের ঝাল মিটাইতে লাগিল।

তারপরের দিন ইহারা ট্রেড ইউনিয়নের মিটিংও পণ্ড করিবার চেষ্টা করে। তাতেও কিছু করিতে না পারিয়া ইহারা শেষ পর্য্যন্ত জনসাধারণের চোখের আড়ালে গুণ্ডামী সুরু করিল।

বিকালবেলা ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে একটি গলির মধ্য দিয়া দুইজন কমিউনিষ্ট মেয়েকর্ম্মী রিক্সা করিয়া আসিতেছিলেন; ইহারা ৬০।৭০ জন লোক একত্র হইয়া রিক্সা থামাইয়া তাঁদের উপর চড়াও হইতে চেষ্টা করে। তাঁদের অশ্লীলভাষায় গালাগালি করে।

তারপরই ক্রীক রোর এক ভদ্রলোকের বাড়ী চড়াও হইয়া ইহারা বাড়ীর মেয়েদের নামে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করিতে থাকে। এই বাড়ীর মেয়েরা আত্মরক্ষা সমিতির সভ্য।

সন্ধ্যাবেলা ইহারা স্থানীয় জনরক্ষা সমিতির অফিসের দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরকার সব জিনিষপত্র চুরি করিয়া লইয়া যায়।

এই জনরক্ষা সমিতি স্থানীয় বুভুক্ষুদের জন্য লঙ্গরখানা খুলিয়াছে, ছোট ছেলে মেয়েদের খাওয়াইতেছে। এই অঞ্চলের ধনী মধ্যবিত্ত সকলেই অর্থ দিয়া এই কাজে সাহায্য করিতেছেন। ইহাদের সহ্য হইল না! অফিস হইতে মজুত চাউল ও টাকা পয়সা সরাইয়া লইয়া গেল।

ইহাদেরই অনেককে দেখা গিয়াছে কন্‌ট্রোল দোকানের কিউ-তে। সেখানে গোলমাল বাধাইয়া লোকের কেনাকাটা বন্ধ করিয়া দেয়। মজুতদারের বিরুদ্ধে কথা বলিতে গেলে ইহারাই আপত্তি করিয়াছে। দুঃস্থদের আশ্রয়ে পাঠানতে, রেশনিং-এর দাবীতে ইহারাই বাধা দিয়াছে।

মুখে রাজনীতির বুলি আওড়াইয়া, কংগ্রেসের নাম উচ্চারণ করিয়া ইহারা লোকের সমাজ জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। কলিকাতার বুকের উপর ইহারা এই রকম অনাচার করিয়া বেড়াইবে, আর লোকে তা সহ্য করিবে? কংগ্রেস-সেবীরা ইহাদের স্বরূপ সকলের কাছে জানাইয়া দিন, কংগ্রেসের নামে কলঙ্ক আনিতে দিবেন না। সকলে ইহাদের উপর কড়া নজর রাখুন! জনসাধারণের চোখের আড়ালেই ইহাদের যত দাপট, জনতার ঘৃণা ও নিন্দার সামনে ইহারা মাথা তুলিতে পারিবে না।

বাংলার জনসাধারণ

নভেম্বর বিপ্লবের স্মৃতিদিবস—ঐক্য সপ্তাহের শেষ দিনে, ১৩ই নভেম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সভা কলিকাতায় অভূতপূর্ব্ব সাড়া আনিয়া দিল। সারাদিন স্কোয়াড প্রচার চলিল। পথের মোড়ে মোড়ে সভা—'নভেম্বর বিপ্লবের প্রতিজ্ঞা আমাদেরও' এই আওয়াজে কলিকাতা মুখরিত হইল।

প্রায় ৮ হাজার নরনারীর বিরাট সভায় আসিয়াছে মজুর, ছাত্র, চাকুরীজীবী, কংগ্রেসকর্ম্মী, মুসলিমলীগ কর্ম্মী—সকলেই। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরাও আসিয়াছে দলে দলে।

আইন পরিষদের সভাপতি সৈয়দ নৌসের আলি একটী পত্রে সোভিয়েটের প্রতি তাঁর অভিনন্দন জানাইলেন। বিখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার রুশ জনগণের প্রতি, সোভিয়েটের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার প্রতি ও কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাইলেন।

৮ হাজার জনতা স্তব্ধ হইয়া হীরেন মুখার্জ্জী, বিশ্বনাথ মুখার্জ্জী, চতুরানী, রেজাক খাঁর বক্তৃতা শুনিল। সোভিয়েট নরনারীর দৃঢ় ঐক্য ও বীরত্বের কথা যখন বক্তারা বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন শ্রোতাদের মুখে চোখে প্রতিজ্ঞার রেখা। আমাদের দেশকে বাঁচাইতে আমরাও এমনি ভাবেই ঐক্য গড়িব—এই আওয়াজ সকলের কণ্ঠে গর্জ্জিয়া উঠিতে লাগিল।

শুধু কলিকাতায় নয় জেলায় জেলায় জনসাধারণের মধ্যে এমই রকম চেষ্টা ও উদ্দীপনা।

শেষাংশ ৮ পাতায় দেখুন।]

সম্পাদকীয়

লীগের প্রস্তাব

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলীম লীগের কাউন্সিল গত অধিবেশনে খাদ্যের জন্য যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে তাহা প্রত্যেক স্বদেশভক্তের মনে নূতন উদ্দীপনা সৃষ্টি করিবে।

প্রথমতঃ, বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্য বৃটিশ আমলাতন্ত্রই যে দায়ী সে কথা ঘোষণা করিয়া উক্ত প্রস্তাবে এমেরী এবং তাহার আমলাতান্ত্রিক নীতিকে নিন্দা করা হইয়াছে, এমেরীর আক্রমণ হইতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সমর্থন করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই প্রস্তাব মন্ত্রীমণ্ডলীকে এই নির্দ্দেশ দিয়াছে যে প্রতিনিধিমূলক বেসরকারী কমিটির পরামর্শ মত বিভিন্ন এলাকা হইতে উদ্বৃত্ত আমন ধান কিনিয়া বিতরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে, আমন ধান ক্রয় বিক্রয়ের হিসাব প্রকাশ করিতে হইবে এবং বেসরকারী প্রতিনিধিমূলক কমিটিকে উপযুক্ত ক্ষমতা দিতে হইবে মজুতের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার জন্য।

এই প্রস্তাবের ভিতর সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন মাত্র নাই, এই প্রস্তাব আমলাতান্ত্রিক খাদ্য ব্যবস্থাকেই আঘাত করিয়াছে। সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে জনগণের অধিকারের জন্য আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ লীগের ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম!। কংগ্রেসের পক্ষে এই নূতন ঘটনা উপেক্ষা করা অসম্ভব। এতদিন কংগ্রেস আর লীগ চলিতেছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে। এতদিন কংগ্রেসের কাজ ছিল লীগনেতাদের সম্প্রদায়িকতা ও আমলাতন্ত্র-প্রীতির স্বরূপ খুলিয়া ধরা আর লীগের কাজ ছিল অন্ধ ভাবে নেতাদের সমর্থন করা। আজ বাংলার অন্ধকারময় দুর্য্যোগের ভিতর লীগের জনমত দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, লীগের কাউন্সিল উক্ত প্রস্তাবের ভিতর ঘোষণা করিতেছে জনগণের লড়াইয়ে লীগ কংগ্রেস হইতে পিছনে পড়িয়া থাকিবে না। লীগ কাউন্সিলের এই প্রস্তাব হঠাৎ আসে নাই, ইহার পিছনে রহিয়াছে জেলায় জেলায় খাদ্য কমিটির ভিতর অন্যান্য দলের সঙ্গে লীগের আন্তরিক যোগদানের অভিজ্ঞতা।

কংগ্রেস এসেমব্লী পার্টি আমন ধান সম্পর্কে এখনও কোন নীতি ঘোষণা করে নাই। আমন ধান মজুতদারের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য, আমলাতন্ত্রের অব্যবস্থা হইতে বাংলাকে রক্ষা করিবার জন্য কংগ্রেসকে আগে পা বাড়াইতেই হইবে। আজ লীগ কাউন্সিলের প্রস্তাব কংগ্রেসকে সুযোগ দিয়াছে লীগের সঙ্গে একতাবদ্ধ হইয়া খাদ্যের জন্য লড়িবার। লীগের প্রস্তাব উপলক্ষ্য করিয়া এই মুহূর্ত্তেই একতার জন্য আলোচনা এবং মীমাংসা নিশ্চয়ই সম্ভব। কংগ্রেস যদি আজ এই অভাবনীয় সুযোগ গ্রহণ করে তাহা হইলে মন্ত্রীমণ্ডলীকে মজুতদার ও আমলাতন্ত্রের প্রভাব হইতে টানিয়া আনিয়া কংগ্রেস বাংলায় এই মৃত্যু ও মহামারীর ভিতর নূতন ইতিহাসের সূচনা করিতে পারে। কংগ্রেস যদি এ সুযোগ উপেক্ষা করে তাহা হইলে আগামী বৎসর মৃত্যু ও মহামারীর গতিবেগই বাড়িবে। এ সুযোগ উপেক্ষা করা কংগ্রেসের পক্ষে আত্মহত্যা।

লীগ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বাংলার লীগের ইতিহাসে এক অভিনব ঘটনা। কিন্তু ঐক্যের পথে মৃত্যুকে পরাস্ত করিবার জন্য লীগকে আরও অগ্রসর হইতে হইবে। লীগ কাউন্সিল যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে আছে আমলাতন্ত্র এবং মজুতদারের সমবেত শক্তি। এই শক্তিকে হটাইতে হইলে চাই সম্মিলিত মন্ত্রীত্ব। সম্মিলিত মন্ত্রীত্বের পথ বাধামুক্ত করিবার জন্য অবিলম্বে সকল দলের মিলিত প্রাদেশিক খাদ্যকমিটি গড়িতে হইবে এবং খাদ্যনীতি পরিচালনার জন্য মন্ত্রীমণ্ডলীকে এই কমিটির পরামর্শ অনুসারে চলিতে হইবে। লীগ যদি সাহসের সঙ্গে এ পথে অগ্রসর হয় কংগ্রেসের সমর্থন নিশ্চয়ই পাইবে, আর এ পথে অগ্রসর না হইলে কাউন্সিলের প্রস্তাব শুধু মুখের কথাই থাকিবে, কাজে কখনও পরিণত হইবে না।

প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লীগ কাউন্সিল এবার যে লড়াই আরম্ভ করিয়াছে তাহাকে সম্মিলিত মন্ত্রীত্বের দিকে আগাইয়া লইতেই হইবে নতুবা বাংলার মৃত্যু ও সেই সঙ্গে লীগের মৃত্যু অনিবার্য্য। আমলাতন্ত্র নিজের প্রয়োজনে লীগকে মন্ত্রীত্বে বসাইয়াছে, লীগকে সম্মুখে রাখিয়া সে জনগণের বিদ্বেষ হইতে রেহাই পাইতে চায়। কিন্তু সে প্রয়োজন যদি তাহার না মিটে তাহা হইলে এই আমলাতন্ত্রই লীগকে আবার মন্ত্রিত্ব হইতে বরখাস্ত করিতে দ্বিধা করিবে না। শুধুই মন্ত্রীত্ব যাওয়ার প্রশ্ন নয়, আগামী বৎসর লীগ যদি আমন ধানের ব্যবস্থা করিতে না পারে, আগামী বৎসর যদি মৃত্যু ও মহামারীর গতিরুদ্ধ না হয় তাহা হইলে লীগের ভিত্তিই ভাঙ্গিয়া চুরমার হইবে।

বাংলাকে বাঁচাইয়া লীগকে বড় করিবার জন্য লীগ আজ কোন রকম ইতস্ততঃ না করিয়া সকল দলের প্রতি ঐক্যের হস্ত প্রসারিত করুন, তাহা হইলে সম্মিলিত মন্ত্রীত্ব সম্ভব হইবে, বাংলার জাতীয় জীবনে নূতন ইতিহাসের সৃষ্টি হইবে।

একচেটিয়া কারবারীদের কোণঠাসা কর!
রেশনিং-এ টালবাহানা চলিবে না।

মুনাফালোভী মজুতদারদের হাত থেকে আমন ধান বাঁচাও

মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে কৈফিয়ৎ চাই

কলিকাতায় রেশনিং আরম্ভ করার দিন আবার পিছাইয়া গেল কেন? গত মার্চ্চ মাসে শুনিয়াছিলাম রেশনিং এর পরিকল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পর ৮ মাস কোন সাড়াশব্দ ছিল না। শেষে শুনিলাম ১লা নভেম্বর কলিকাতায় রেশনিং আরম্ভ হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে দেখা গেল লোক গণনার পদ্ধতিতে ভুল হইয়াছে সুতরাং আবার গণিতে হইবে। ঠিক হইল ১৫ই নভেম্বর রেশনিং শুরু হইবে। ১৫ই নভেম্বর হইতে পিছাইয়া নির্দ্দিষ্ট তারিখ হইল ১লা ডিসেম্বর, এখন আবার তারিখ ১৫ই ডিসেম্বরের খাঙ্গায় গিয়া পৌছিয়াছে। এত দেরী এবং এত টালবাহানার অর্থ কি? যদি লোক গণনার জন্যই এত দেরী ও এত গণ্ডগোল হয় তাহা হইলে যে দপ্তর এত অপদার্থ তাহার উপর লোক গুনতির ভার না দিয়া উচিত ছিল জনরক্ষা কমিটির উপর ভার দেওয়া, অন্ততঃ তাহার সহযোগীতা লওয়া। যে রেশনিং এর উপর কলিকাতায় নাগরিকদের জীবন মরণ নির্ভর করে, তাহা লইয়া এই রকম দীর্ঘসূত্রতার অপরাধে যাহারা অপরাধী তাহাদের শাস্তি দেওয়া উচিত।

কিন্তু লোক গুনতির জন্য বা দপ্তর সাজাইবার জন্য এত দেরী হইতেছে তাহা বিশ্বাস করা অসম্ভব। কলিকাতার রেশনিং করার মত চাউলের অভাব আছে তাহাও মন্ত্রীমণ্ডলী স্বীকার করেন না। যদি তেমন অভাব থাকে তবে তাহাও খুলিয়া বলা উচিত। রেশনিং এর দাবী লইয়া দেশে কোন দলাদলি নাই, অন্ততঃ এই একটা দাবীর উপর সকল দলই একমত। মন্ত্রীমণ্ডলী যদি সরল ভাবে সত্য কথা খুলিয়া বলেন দেশের লোক নিশ্চয়ই উপযুক্ত পরিমাণ শস্য রেশনিং এর জন্য সংগ্রহ করিবে। কিন্তু সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী নিজেই বলেন যে কলিতাতায় রেশনিং করিবার মত রসদ তাঁহার হাতে আছে।

তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে রেশনিং লইয়া এত টালবাহানার কারণ অত্যন্ত গুরুতর। এই কলিকাতাতে অনেক বড় বড় কোম্পানির ঘরে মজুত মাল আছে, চোরাবাজারে খুব বেশী দামে বিক্রী করিয়া তাহারা টাকার সিন্দুক ভরিতেছে। কলিকাতায় রেশনিং হইলে তাহাদের পসার মাটি, কারণ সকলেই যদি বরাদ্দ মত চাউল পায় তাহা হইলে আর চোরা বাজারের খরিদ্দার কে হইবে? চোরাবাজারের প্রভাবেই রেশনিং এর বিলম্ব হইতেছে। চোরাবাজারের এই প্রভাব কাহার উপর? মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর, না সরবরাহ বিভাগের উপর? মন্ত্রীমণ্ডলী জনগণের সামনে অবিলম্বে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য।

আমন ধানের কি হইবে?

১১ই নভেম্বর সরকারী সরবরাহ বিভাগ এক নূতন ঘোষণা বাহির করিয়াছে।

এই ঘোষণা অনুসারে ১লা ডিসেম্বর হইতে চাউলের বাঁধা দর কমাইয়া দেওয়া হইল, ইহার পর আরও কমান হইবে। বাঁধা দরের বেশী দামে যে কেনাবেচা হইবে সে সবই বে-আইনী। সরকারী ইস্তাহারের এই অংশটুকু নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী।

কিন্তু কৃষক, জোতদার ও জমিদারেরা কাহার নিকট আমন ধান বেচিবে? সরকারী ইস্তাহার হইতে মনে হয় যে সরকার আমন ধান কিনিয়া সরবরাহ করিবার জন্য কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে নাই। ইস্তাহারে শুধু এইটুকু বলা হইয়াছে "সরকারী এজেন্ট বাঁধা দরের কম দামে কিনিতে প্রস্তুত থাকিবে।" তাহার মানে এই যে গতবারের মত সাধারণ ব্যবসায়ীদের অবাধ অধিকার রহিল ধান চাউল কিনিয়া মজুত করিবার।

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির স্মারকলিপিতে দাবী করা হইয়াছিল—

—সরকারকে ৫ কোটি মণ চাউল কিনিতে হইবে।

—ঐ চাল লইয়া অন্ততঃ সহরে রেশনিং চালাইতে হইবে এবং ঘাটতি অঞ্চলের গ্রামে বাঁধাদরে দোকান খুলিতে হইবে।

—খাদ্য কমিটির সারকত বা কৃষক সমিতির সারকত কিনিতে হইবে এবং কোথায় কত কেনা হইল কোথায় তাহা কি ভাবে খরচ হইল জনগণের কাছে তাহার হিসাব দিতে হইবে।

—গ্রামের উদ্বৃত্ত চাউল হইতেই সরকার কিনিবে, বাকি চাউল সমবায় সমিতি বা ধর্ম্ম গোলায় মারফত কেনাবেচা হইবে, সাধারণ ব্যবসাদারদের স্বাধীন কেনাবেচা বন্ধ করিতে হইবে।

প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিলেও এই রকম প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডলী এই নীতি গ্রহণ করেন নাই, বরং মজুতদারদেরই সুযোগ দিয়াছেন ইচ্ছামত কিনিবার ও বেচিবার।

অন্য দিকে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি ৭ই নভেম্বর সংবাদ পত্রে এক বিবৃতি দিয়া দাবী করিয়াছিলেন—

"আমি অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত গভর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া দিতেছি তাঁহারা যেন আমন ধানের বেলায় বর্ত্তমান সরকারী ক্রয় নীতি অনুসরণ না করেন।"

সরবরাহ বিভাগের ইস্তাহার হইতে মনে হয় মন্ত্রীমণ্ডলী শ্যামাপ্রসাদ বাবুর প্রস্তাবের দিকেই ঝুঁকিয়াছেন। ইহার একমাত্র ফল হইবে এই যে জানুয়ারী মাসের মধ্যেই মজুতদারেরা আমন ধান কিনিয়া মজুত করিয়া ফেলিবে, তাহার পর সরকার গতবারের মতই মজুতদারদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া কিনিতে আরম্ভ করিবেন, মার্চ্চ এবং এপ্রিল মাসে চাউলের দর আবার গতবারের মত চড়িবে।

এই পরিণতি হইতে বাংলাকে বাঁচাইতে পারেন জমিদার, জোতদার ও কৃষকেরা। গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি ও ধর্ম্মগোলা গড়ুন। সব ব্যবসায়ীরা কৃষক সমিতির কাছে বাঁধা দরে বিক্রী করিবার প্রতিজ্ঞাপত্র সহি করুন। যাহাদের ধান তাহারা বেচুন সমবায় সমিতির কাছে, ধর্ম্মগোলার কাছে এবং যাহারা কৃষক সমিতির নিকট প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করিবে তাহাদের নিকট।

সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশময় আন্দোলন আরম্ভ করুন—

সরকারকে চাউল কিনিয়া সরবরাহের ভার নিতেই হইবে। সরকারকে বাধ্য করুন—জনগণের সহযোগিতায়, জনগণের কাছে হিসাব দাখিল করিয়া আমন ধান কিনিয়া সহরে ও ঘাটতি অঞ্চলে রেশনিং এর ব্যবস্থা করিতে।

একচেটিয়া কারবারীদের সাম্‌লাও

মন্ত্রীদের বোধ হয় ধারণা যে এবার আমন ধান প্রচুর হইয়াছে সুতরাং দাম অত্যন্ত কমিবে, মজুতদার এবার আর মজুত করিতে পারিবে না। যুক্তি অতি সরল। দাম যদি ক্রমশঃই কমিতে থাকে তাহা হইলে মজুতদার মজুত করিবে কোন্ ভরসায়?

সাধারণ লোকের মনেও এই ধারণা উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। কিন্তু এ সুখস্বপ্ন সময় থাকিতে না ভাঙ্গিলে মৃত্যু ও মহামারীরই ছড়াইয়া পড়িবে।

বাংলার চাউলের কারবার এখন মুষ্টিমেয় কয়েক জন ক্রোড়পতি ব্যাঙ্কের মালিকদের হাতে। কলিকাতা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের হাট পর্য্যন্ত প্রত্যেক ফড়িয়া ও আড়তদার কোন না কোন রকমে ইহাদের সঙ্গে এক শিকলে বাঁধা। এত বড় একচেটিয়া কারবার আছে বড় বড় আন্তর্জ্জাতিক লোহা-লক্কড়ের কারবারে। বাংলায় গত এক বৎসরের মধ্যে বাংলায় চাউলের কারবার একচেটিয়া ব্যাঙ্কের মালিকদের মুঠার মধ্যে গিয়াছে।

ইহাদের মজুত করিবার ক্ষমতা, দাম নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা অসাধারণ। দরকার মত চাউল আটকাইয়া কিংবা ছাড়িয়া ইহারাই চাউলের বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করিতেছে।

কাজেই আমন ধান প্রচুর হইয়াছে সুতরাং আপনা আপনি দাম কমিবে, কেহ মজুত করিতে পারিবে না—এই সুখস্বপ্নের বিলাস ছাড়িয়া মন্ত্রীমণ্ডলী আমন ধান কিনিবার পরিকল্পনা করুন—জনগণের সহযোগীতায়, জনগণের সাহায্যে ও জনগণের জোরে চাউলের কারবারের রাজা উজিরদের সায়েস্তা করুন। ইহারাই কলিকাতায় রেশনিং ঠেকাইয়া রাখিয়াছে, ইহারাই নিজেদের স্বার্থে রব তুলিয়াছে সরকার যেন আমন ধান না কেনে।

মহামারী দিনাজপুর ও মালদহকে উজাড় করিতেছে

দিনাজপুর জেলায় কলেরার প্রকোপ

দিনাজপুর ধান চাউলের বাড়তি জিলা। এখানেও কিন্তু খাদ্যাভাব ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়াছে। বালিয়াডাঙ্গি, আটোয়ারী, খানসামা, চিরিরবন্দর থানায় উত্তর অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী অভাব দেখা দিয়াছে। বালিয়াডাঙ্গি অঞ্চল হইতে এ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০ জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। নবাবগঞ্জ, ফুলবাড়ী, ইটাহার, বংশীহাটী অঞ্চলেও আজ জমিহীন কৃষকদের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। এই খাদ্যাভাবের সঙ্গী হিসাবে কলেরা মহামারী রূপে দেখা দিয়াছে।

গত ২৩শে অক্টোবর পর্য্যন্ত কেবল জেলা বোর্ডের রেকর্ড মতেই ৩৩০৬ জন কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে এবং ২৭০৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। বহু পরিবার এবং গ্রাম একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছে। কেবল অক্টোবর মাসের প্রথম তিন সপ্তাহেই জিলাতে ১৪৯৫ জন আক্রান্ত ও ৯৬৩ জন মারা গিয়াছে। কোতয়ালী থানার ২৪৬ জনের মধ্যে ১৭৫ জনই মারা গিয়াছে। চিরিরবন্দরে ২৩৩ জনের মধ্যে ১৫৯ মারা গিয়াছে। ইটাহারে ১০৭ জনের মধ্যে ৯০ জনই মারা গিয়াছে। দক্ষিণনগর গ্রামের এক বাড়ীর ৭ জন লোক সবাই মারা গিয়াছে। দুই দিন ধরিয়া শবগুলি ঘরের ভিতর পড়িয়া ছিল। দক্ষিনাইল গ্রামের একটি পাড়া একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছে।

অনাহারের সাথে ম্যালেরিয়া মালদহকে ধ্বংস করিতেছে

মালদহের মলেরিয়া অঞ্চলের খাদ্য সংকটের সাথে সাথে অমৃতি, কাঞ্জিগ্রাম, মিঞ্চি ইউনিয়নে ব্যাপক ভাবে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে। গরু প্রভৃতির ভিতরও মড়ক ছড়াইয়া পড়িতেছে। মৃত্যুর হার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। বার্লি, মিশ্রি, কুইনাইন প্রভৃতি জিনিষ মোটেই পাওয়া যায় না। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে একেবারে নির্ব্বিকার. কোন চেষ্টাই নাই। মালদহে কয়েকটী গ্রামে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রুগী ও মৃত্যুর সংখ্যা:—

গ্রাম	বাড়ী	বর্ত্তমান রুগীর সংখ্যা	এ পর্য্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা
বারঘড়িয়া	৬১	৯০	১২ (৬ জন শিশু)
রায়গ্রাম	৭৫	১৫০	৭ („ „)
বিনোদপুর	৫০	১৩৫	৭ („ „)
হরিশপুর	৬০	১২৫	৩০ (১৭ „ „)
গোকুল নগর-কামাত	৮০	২০০	৩৭ (২৫ „ „)
মোবারকপুর	১২৫	২৫০	১২০ (৮০ „ „)

চাঁদপুরে ৬ দিনে ২৫৯ জনের মৃত্যু

দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া চাঁদপুরকে গ্রাস করিয়াছে। এই ক্ষুদ্র সহরে গত ২৪শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৬ দিনে ২৫৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। তন্মধ্যে রাস্তার ও প্রকাশ্য স্থানে ৯৪ জন, ইমার্জ্জেন্সী হাসপাতালে ৩৪ জন, পুরাণবাজারের হাসপাতালে ৮ জন, এবং সহরের নিঃস্বদের আবাসস্থলে ৫৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

মুন্সীগঞ্জে ১৫ হাজার লোকের মৃত্যু

ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় অনাহার বা অনাহারজনিত রোগে এ পর্য্যন্ত প্রায় ১৫ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

১৫ দিনে 8000 জমি বিক্রয়ের দলিল রেজেষ্ট্রি রংপুরে চাষীরা ভূমিহীন হইতেছে

আমন ধান উঠিতে এখনও প্রায় তিন সপ্তাহ দেরী আছে। কিন্তু আমন ধান উঠা পর্য্যন্ত এই তিনসপ্তাহই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন জায়গা হইতে যা সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাতে জানা যায় ক্ষুধার অসহ্য তাড়নায় লোকে কাঁচা ধান কাটিয়া খাইতেছে। ক্ষেত হইতে কাঁচা ধান চুরির সংবাদ খুবই পাওয়া যাইতেছে। অনাহারী লোকেরা ক্ষেতের ধান ২।৩ টাকা মণ হিসাবে এবং ধান সমেত জমি ২৪।৩০৲ টাকা বিঘা হিসাবে বিক্রি করিয়া দিতে বাধ্য হইতেছে। এক বন্দরগঞ্জ রেজিষ্ট্রী অফিসেই ১৫ দিনে ৪০০০ জমি বিক্রির দলীল রেজিষ্টারী হইয়াছে। নীলফামারী মহকুমার দেশীবাই ইউনিয়নের হিসাবে প্রকাশ ইউনিয়নের প্রতি শত করা ৫০ জন কৃষকের হাল ও বলদ বিক্রি হইতেছে। ৭।৮ বিঘা ধাদের জমি এই রকম কৃষকরা দলে দলে ভূমিহীন কৃষক বনিতেছে। এর সাথে কলেরার প্রকোপও সমস্ত জেলায় ছড়াইয়া পড়িতেছে। অখাদ্য খাওয়ার জন্য এবং অন্নাহারে থাকার দরুণ অন্যান্য রোগও ভীষণ ভাবে দেখা দিয়াছে।

পাবনা জেলার অবস্থা

খাদ্যশস্য উৎপন্নের দিক দিয়া সাধারণতঃ পাবনা জেলা ঘাটতি জেলা নয়, বরং কিছুটা পরিমাণে বাড়তি বলা যায়। এই জেলায় ১৭ লক্ষ লোকের মধ্যে ১৩ লক্ষই চাষী, তার ভিতর আবার প্রায় সাড়ে আট লক্ষই ভাগ চাষী বা জমিহীন চাষী। ইহা ছাড়া এই জেলায় বহুসংখ্যক তাঁতি, জেলে, কারিগর প্রভৃতির বাস। কলিকাতার বাজারে এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে মাছ যায়। ৩৩০০০ জন তাঁতি ৭০০০ তাঁতে কাজ করে।

এই বৎসর এই জেলায় আউস হইয়াছে ৭০ লক্ষ মণ, বরো হইয়াছে দেড় লক্ষ মণ এবং গম হইয়াছে ১৪০০০ মণ।

এখানে এই শস্যশস্যের পরিমাণ হিসাব করিলে পাবনা জেলার ঘাটতি খুবই কম, অথচ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর করাল ছায়া পাবনা জেলাকে গ্রাস করিয়াছে। জেলার ১৭ লক্ষ লোকের ভিতর ৮। লক্ষ গরীব চাষীর অবস্থা খুবই সঙ্গীন। তাহারা আজ খাদ্যের অভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। অনেকে মরিয়াছে, অনেকে ঘর ছাড়িয়াছে, যাহারা আজও গ্রামে আছে তাহাদেরও খাদ্য মিলিতেছে না। জেলার ৭০০০ হাজার তাঁতের প্রায় সবই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সূতা প্রভৃতির অভাবে তাঁতিরা কাজ চালাইতে পারিতেছে না—ফলে ইহাদের দুর্গতি চরমে উঠিয়াছে। ৩ লক্ষ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকও আজ অনাহার, অর্দ্ধাহারের ভিতর দিয়া দিন কাটাইতেছে। জেলে, কারিগর প্রভৃতির অবস্থাও ঐ একরূপ।

অনাহারে মৃত্যু ব্যতীতও প্রায় সকল ইউনিয়নেই সংক্রামক রোগ ব্যাপক ভাবে আরম্ভ হইয়াছে। দুর্গতেরা খইল, কলাগাছ ও অন্যান্য কুখাদ্য অখাদ্য খাইতেছে।

ছেলেদের মধ্যে এক ভবানীপুর মৌজায়ই ১৮ জন মারা গিয়াছে। সারা থানায় দাদপুর গ্রামে কলেরা ও অনশনের ফলে বহু লোক মারা যাইতেছে, তাহাদের অধিকাংশই জেলে।

অনাহারের কবলে বরিশাল

বরিশালকে বাংলাদেশের শস্যভাণ্ডার বলিয়াই লোকে জানে। বরিশালের বালাম চাউল জেলার চাহিদা মিটাইয়া করিদপুর, ঢাকা, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলার অধিবাসীদের বাঁচাইয়া রাখে। অথচ এই বরিশাল জেলার আজকে ভীষণ অবস্থা—অনাহারের তাড়নায় সাধারণ লোক ঘর বাড়ী ছাড়িতেছে, কৃষকরা জমি জমা বেচিয়া ফেলিতেছে, শত সহস্র লোক কাঙ্গাল হইয়া এক মুষ্টি ভাতের জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া মরিতেছে।

বরিশাল জেলার জেলে ও তাঁতিরা কি ভাবে ধ্বংস পাইতেছে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেখুন—চাঁদশীর নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে ৩০০ ঘর জেলের বাস। আজ সেখানে একটিও বয়স্ক পুরুষ নাই। সবাই গ্রাম ছাড়িয়া খাদ্যের অন্বেষণে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাই গ্রামের মেয়ে ও শিশুরা মৃত্যুর দিন গণিতেছে।

সমস্ত জেলায় ২৭১টি রিলিফ কিচেন আছে—তাহাতে মাত্র ৮০০০০ হাজার লোক খাওয়া পায়। কিন্তু ইহার অনেক গুণ বেশী লোকের রিলিফ দরকার। ৩০ লক্ষ লোক এই জেলায় বাস করে। তার মধ্যে ৩ লক্ষ লোকই রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জেলার ভোলা মহকুমার অবস্থা সবচেয়ে সঙ্গীন। হাজার হাজার লোক এখানে মারা যাইতেছে। এক সেপ্টেম্বর মাসেই এক হাজার লোক মারা গিয়াছে। অজানা যে আরও কত মারা গিয়াছে তাহার ঠিক ঠিকানা নাই। বগা ও কালাইয়া অঞ্চল হইতে সাংঘাতিক খবর পাওয়া যাইতেছে। এই অঞ্চলের হাটগুলিতে নাকি প্রকাশ্যভাবে স্ত্রীলোক বিক্রয় হইতেছে। ইতিহাসের মধ্য যুগেই 'মেয়ে বিক্রী' এই বর্ব্বর প্রথা চালু ছিল, কিন্তু আজ 'বাংলার শস্য ভাণ্ডার' বরিশালের কি দারুণ অবস্থা! আমাদের মা বোনরা এক মুষ্টি ভাতের জন্য কি দারুণ লাঞ্ছনাই ভোগ করিতেছে।

বরিশাল জেলার গৈলা একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানকার শতকরা ৫০ জন লোক উপবাস করে ৪৫ জন একবেলা খায়। আর একটি বড় গ্রাম কৌড়িপাশা—এখানে শতকরা ৭০ জন লোক উপবাস করিতেছে। সহরের লোক সংখ্যা ৫০ হাজারের উপরে। এর ভিতর ৯ হাজার লোক রিলিফের উপর নির্ভর করিতেছে। সহরে দৈনিক অনেক লোকই অনাহারে মারা যাইতেছে। ৩১শে অক্টোবর তারিখে এক রাস্তায়ই ১২ জন লোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

তমলুকে এক মর্ম্মন্তুদ ঘটনা

মেদিনীপুর জেলার তমলুকের দেবীপুর গ্রামের একটি মর্ম্মান্তিক ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। অনশনের ফলে দুর্ব্বল ও কঙ্কালসার এক বৃদ্ধ একটি খালের ধার দিয়া যাইবার সময় হঠাৎ ক্ষুধার্ত্ত শৃগাল তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করে। কয়েকজন পথিক শৃগালগুলিকে তাড়াইয়া দিয়া সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় বৃদ্ধকে শৃগালের কবল হইতে রক্ষা করে।

কলিকাতা ও সহরতলীতে অনাহারে মৃত্যু

১৩ই আগষ্ট হইতে ১০ই নভেম্বর পর্য্যন্ত হাসপাতালে মৃত্যু	৪,৮২৫
১লা আগষ্ট হইতে ১০ই নভেম্বর পর্য্যন্ত রাস্তায় মৃত্যু	৭,৬৩৫
১লা আগষ্ট হইতে ৬ই নভেম্বর কর্পোরেশনের হিসাব অনুসারে মোট মৃত্যু	১৩,৬১৪

আসুন আমরা এক হইয়া অনাহারের এই মৃত্যুকে রুখিব

আমন ফসল বাঁচাও

হাওড়ার বদমতলা হইতে চাঁপাডাঙ্গার ট্রেন ছাড়িল। গ্রামের মধ্য দিয়া ট্রেণ ছুটিয়া চলিয়াছে। চারিদিকে ধানের ক্ষেত। যতদূর চোখ যায়, আমন আর আমন। ধানের সোনালী রঙে মাঠের এক নতুন রূপ। কলিকাতার রাস্তায় দুঃস্থদের ভীড়ের ক্ষেত্রে এ দৃশ্য কত আলাদা!

এক একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে চোখে পড়ে শত শত বুভুক্ষু ষ্টেশনের পাশের লঙ্গরখানায় খাইতেছে। গাড়ীর যাত্রীদের কাছে ছেলে মেয়ে আসিয়া জুটে—দু একটা পয়সার আশায়। এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম: তোমাদের বাড়ী কোথায়? সে বলিল: এই কাছেই একটা গ্রামে। এখানে কোনো রকমে দিন কাটাইতেছি—কয়েক দিনের মধ্যেই তো আমরা কাজ পাইব।

'কি কাজ?'

'কেন, ধান কাটার কাজ। এবারে তো অনেক ধান হয়েছে, আমাদের আর বেশীদিন কষ্ট করতে হবে না।'

চাঁপাডাঙ্গা পর্য্যন্ত সব জায়গাতেই এই। দু ধারে অজস্র আমনের দিকে চাহিয়া এই দুঃস্থরা দিন গণিতেছে।

মাঠের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। ধান মাথা ছাড়াইয়া যায়। কোনো জমি খালি নাই। একজন চাষীর সঙ্গে মাঠেই দেখা হইল। সে যাইতেছে পাশের গ্রামের লঙ্গরখানায়। সেখানে সে নিজে খাইবে ও তার পরিবারের জন্য সিদ্ধুটী লইয়া আসিবে। ধান ক্ষেতের দিকে তাকাইয়া সে বলিল, এমন ধান গত দশবছরের মধ্যে হয় নাই। এই ভরসাতেই লঙ্গরখানায় গেয়ে বেঁচে আছি।

লঙ্গরখানা দু একটা নয়, এক একটা গ্রামই যেন লঙ্গরখানায় পরিণত হইয়াছে। এক টা লঙ্গরখানায় দেখিলাম, ছোট ছেলে মেয়েরা ২ ঘন্টা আগেই থালা হাতে করিয়া বসিয়া ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিতেছে। তাদের বাপ তাদের সান্ত্বনা দিতেছে, 'ক' দিন কষ্ট করে নে, এবার দুঃখ ঘুচবে।'

গ্রামের চাষীদের লইয়া সভা হইল। লঙ্গরখানায় দারিদ্র্য ঘুচাইতে হইবে, এই অক্ষুণ্ণ ধানে গ্রামকে, সহরকে খাওয়াইতে হইবে। গ্রামবাসীর মনে আশার সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ—'গত বছরও তো আমাদের ধান ছিল, কিন্তু বেচিয়া দিয়া এখন চালের অভাবে হাহাকার করতেছি। এবার আমরা বুঝিয়া শুনিয়া ধান বেচিব।'

সভায় আওয়াজ উঠিল: কৃষক সমিতি ও খাদ্য কমিটির মধ্যে সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হও। সমস্ত গ্রামবাসী মিলিয়া ধর্ম্মগোলা তৈরী কর, তাতে বাড়তি ধান জমা দাও। তুমিও বাঁচিবে, তোমার দেশবাসীর কাছেও ন্যায্য দরে ধান পৌছিবে। জনসাধারণের চেষ্টা থাকিলে এই খাদ্যের সম্ভার লইয়া জুয়াচুরী কে করিবে, খাদ্য আটকাইবে কে? সমস্বরে ধ্বনি উঠিল: আমন ধানকে বাঁচাও!

আমন ফসল রক্ষার অভিযান সুরু

আমন ধান রক্ষার লড়াই সুরু হইয়া গিয়াছে। কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সভার আহ্বানে বাংলার প্রতি জেলার সহরে ও গ্রামে সর্ব্বশ্রেণীর জনগণ, সকল রাজনৈতিক দলের দেশপ্রেমিক কর্ম্মীরা আমন ধান রক্ষা করার কাজে আগাইয়া আসিয়াছে। জনগণের উৎসাহ দেখিয়া মনে হয়—পুরাণো দিনের কংগ্রেস আন্দোলনের উৎসাহ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রত্যেক সহর হইতে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকেরা কৃষকদের মধ্যে আমন ধান রক্ষা প্রচারকল্পে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ধর্ম্মগোলা ও সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে, কোথাও কোথাও সমবায় সমিতির জন্য অর্থ সংগ্রহ সুরু হইয়াছে। ধর্ম্মগোলার জন্য কৃষকেরা ধান বাঁধা দরে বিক্রি করিবার প্রতিশ্রুতি দিতেছে। বাংলায় এবার আমন ধান ভালই হইয়াছে। কাজেই তাহাকে মজুতদার ও চোরা-বাজারের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিলে খাদ্য-সংকটের সুরাহা করা যাইবে, লক্ষ লক্ষ নরনারীকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচানো সম্ভব হইবে। মজুতদার ও চোরাবাজার হইতে আমন ধানকে একেবারেই তফাৎ না করিতে পারিলে হাজার ভাল ফসলও কিছু করিতে পারে না ইহা আজ বাংলার জনসাধারণ হাড়ে হাড়ে শিখিয়াছে।

কমিউনিষ্ট পার্টির দাবী

কমিউনিষ্ট পার্টি গত মাসে বাংলা সরকারের সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রীর কাছে একটি মেমরেণ্ডাম দাখিল করে। এই মেমরাণ্ডামে প্রস্তাব করা হয় যে কৃষকেরা যাহাতে অল্পমূল্যে ধান চাল বিক্রয় করিতে উৎসাহিত হয় তাহার জন্য কাপড়, চিনি কেরসিন প্রভৃতি বাঁধা দরে তাহাদিগকে সরবরাহ করার জন্য কৃষক সমিতি বা খাদ্য কমিটির সাহায্য নেওয়া হোক। কৃষকের জন্য ১০ হইতে ১৩ টাকা এবং সহরে ১৩ হইতে ১৫ টাকার দর বাঁধিয়া দেওয়া হউক। সরকার তাহার নিজেদের এজেন্ট মারফৎ ৫ কোটী মণ আমন চাউলের বেশী কিনিবেন না—এবং এই কেনার কাজে খাদ্য কমিটির সহায়তা ও উপদেশ নিতে হইবে ও কেবল বাড়তি-অঞ্চল হইতে লোকের ব্যবহারের মত রাখিয়া কিনিতে হইবে। খাদ্য সংক্রান্ত জিনিষপত্রের স্বাধীন ব্যবসায়ীদের দ্বারা কেনা বেচা বন্ধ করিতে হইবে। ফসল ধরিবার আগে কেনাকে যে সকল চুক্তি হইয়াছে তাহা বে-আইনি ও বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিতে করিতে হইবে। জনসাধারণের নির্ব্বাচিত খাদ্যকমিটি, কৃষক সমিতি ও সমবায় সমিতিকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদিগকে খাদ্য সংক্রান্ত জিনিষ কেনা বেচা ও জমা করিবার অধিকার দিতে হইবে। যাহাদের মজুত আছে তাহাদিগকে মজুতের পরিমাণ জানাইয়া সরকারী ছাড়পত্র নিতে নিতে হইবে। মজুতবিরোধী আন্দোলন চালাইতে হইবে—এবং মজুত উদ্ধার করিলে তাহা যেখানে রেশনিং নাই সেখানে জনগণের কাছে বাঁধা দরে বিক্রয় করিতে হইবে—এবং রেশনিং যেখানে আছে সেখানে সংবাদপত্র ও রেডিও মারফৎ সরকার মজুত উদ্ধারের পরিমাণ জানাইবেন।

আগামী দুই মাসের মধ্যে আমন ধানের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইবে। সরকারের কাছে দাবীর সঙ্গে সঙ্গে সকলকে আমন ধান রক্ষার জন্য কাজে লাগিতে হইবে।

আমন রক্ষার অভিযান দেশের লোকের নিজের চেষ্টায় নিজেদের বাঁচাইবার অভিযান। সরবরাহহীন দর বাঁধা, স্বাধীন ব্যবসা ও চোরাবাজারের অভিজ্ঞতা বাংলার সকলে জীবন দিয়া শিখিয়াছে, তাই এবারে তাহারা এক দানা আমন ধানও খাদ্য কমিটি ও কৃষক সমিতির নির্দ্দেশ ছাড়া কোথাও হাত ছাড়া করিবে না। গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মগোলা ও সমবায় সমিতি করিয়া নিজেদের অভাব মিটাইবে—বাড়তি অঞ্চল হইতে বাঁধা দরে অভাবী অঞ্চলের জন্য ও সহরের রেশনিং এর জন্য সরকারী এজেন্ট বা লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করিবে। এই সকল কার্য্যে সফলতার উপর বাংলার কোটী কোটী মুমূর্ষু নরনারীর জীবন নির্ভর করিতেছে—এক মুহূর্ত্ত নষ্ট করিবার আর সময় নাই।

আমন ধান রক্ষার সংগ্রামে গাইবাঁধার লীগনেতা

আমন ধান রক্ষার জন্য গাইবাঁধা (রংপুর) মহকুমায় ব্যাপক আন্দোলন সুরু হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য দলের সঙ্গে লীগ কর্ম্মীরাও এই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। স্থানীয় লীগের সহ-সম্পাদক ও মিউনিসিপ্যাল খাদ্য কমিটির সম্পাদক মৌঃ সিরাজুদ্দিন আহমদ নিজে তো এই কাজে লাগিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে কৃষক সভার কর্ম্মীদের হাতে পত্র দিয়া তিনি তাহার পরিচিত বন্ধু বান্ধবকেও আহ্বান করিতেছেন। সারুদাপুরের মৌঃ কৈজার রহমান খানকে তাঁহার লিখিত চিঠি এখানে উদ্ধৃত করা হইল:

প্রিয় খান সাহেব,

আমার বন্ধুগণ (কৃষক সমিতির কর্ম্মীরা) তাঁহাদের মিশন লইয়া আপনাদের নিকট যাইতেছেন। উদ্দেশ্য: বর্ত্তমানে দেশের খাদ্য সংকটে যাহাতে আমন ধান মজুতদারদের নিকট না যায়—এবং আমন ধানের জন্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রিত করা যায়—তাহার জন্য প্রতি ইউনিয়নে খাদ্য সমিতি গড়িয়া তোলা। ইহা আজ সকলের কাজ—দেশ বাঁচানোর কাজ। সুতরাং ইহাদের সঙ্গে করিয়া যে কোনো মতে, যে কোন দলের বা যে কোন জাতির—হিন্দু কিম্বা মুসলমান সকলের নিকট যাইবেন। যাহাতে এই কাজটা করা যায়—তার জন্য সকল শক্তি নিয়োজিত করিবেন—নচেৎ দেশ ধ্বংস হইবে। এবং এমন মনে করিবেন আমাকে যখনই ডাকিবেন আমি তখনই উপস্থিত হইয়া আপনাদিগকে সাহায্য করিব। নিজেরা ও সংযোগ করিয়া সকলকে কাজের জন্য আহ্বান দিন। ইতি—

আপনাদের ছেলের উদ্দিন আহমদ—৭.১১।৪৩

গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে প্রচার

রংপুর (সদর)

রংপুর সদর মহকুমার লীগ, কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিদের একটী বৈঠক হইয়া গিয়াছে। এই বৈঠকে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে একটী কার্য্যসূচি গ্রহণ করা হয় এবং সেই অনুযায়ী কাজ করিয়া খাদ্য সংকট হ'তে উদ্ধার ও আমন ধান রক্ষার ব্যাপারে অগ্রসর হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় রংপুরের সমস্ত দেশভক্ত জনগণিকে একত্রে খাদ্য কমিটি মারফৎ সক্রিয় করিবার চমৎকার ব্যবস্থা হইয়াছে। সর্ব্বদলের কর্ম্মীদের লইয়া সমস্ত এলাকার খাদ্যকমিটির ভিত্তিতে ইহারা কাজ করিবেন, ফসলের ও জনসংখ্যার প্রয়োজনীয়তার হিসাব নিকাশ করিবেন, বাড়তি এলাকায় ধর্ম্মগোলা, সমবায় সমিতি তৈয়ারী করিবেন, বিক্রয়ের ব্যবস্থা বাঁধাদরে নিয়ন্ত্রিত করিবেন, যে সব ফসল উঠিবার আগেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে—তাহা জমদারের জোরে ফসলের পরিবর্ত্তে টাকায় পরিশোধ ব্যবস্থা করিবেন। এই পরিকল্পনা গ্রহণের পর হইতেই ইহাকে কার্য্যকরী করার জন্য সহরে প্রতিদিন প্রভাতফেরী ও পথসভা অনুষ্ঠিত হইতেছে। গ্রামে গ্রামে প্রচারক দল পাঠাইবার জন্য কর্ম্মী, স্বেচ্ছাসেবক এবং অর্থ সংগ্রহের কাজ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সুরু হইয়াছে। কোন কোন জায়গায় প্রচারক দল চলিয়া গিয়াছে এবং কাজও সুরু হইয়া গিয়াছে।

বদরগঞ্জে—৬টী কেন্দ্রে কাজ সুরু হইয়াছে। বদরগঞ্জ বাড়তি অঞ্চল। কিন্তু সেখানকার কৃষকরা খাদ্য কমিটি মারফৎ কেনা বেচা করিতে এবং অন্যান্য এলাকার জন্য বাঁধাদরে বিক্রয় করিতে রাজী হইয়াছে।

গাইবাঁধায়—একটী প্রচারকদল তুলসী ঘাট হাটে আমনধান রক্ষার কথা প্রচার করিতেছিল। হাটে আগত অন্যান্য গ্রামের কৃষকেরা সেই প্রচার শুনিয়া তাহাদের প্রত্যেকের গ্রামে উহাদের নিতে চায়। কি ভাবে আমনধান রক্ষা করা যায়—তাহার কৌশল জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করে। বড়ভিটার একটী সভায় জমিদার কাছারীর নায়েব গোমস্তারাও পর্য্যন্ত যোগ দেয় এই সভার সমবায় সমিতি খোলা স্থির হয় এবং তার জন্য চার হাজার টাকা মূলধন উঠানো সাব্যস্ত হয়।

কমলাবাড়ীতে—এই ইউনিয়নে চার হাজার লোকের মধ্যে ৩৬০০ লোকেরই খাদ্য নাই। তাই এখানকার সভায় লোকেরা আমন ধান রক্ষার কথা সহজেই বুঝিতে পারে এবং অবিলম্বে লঙ্গরখানা খোলার ব্যবস্থা হয়।

নিলফামারী—জলঢাকা থানার গ্রামে গ্রামে আমন ধান রক্ষার প্রচারের জন্য নিলফামারীর জনপ্রিয় কর্ম্মী বাবু নকুলেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনজন কমিউনিষ্ট কর্ম্মী প্রচারক দল গঠন করেন এবং দেশাবাড়ী, মীরগঞ্জ, শিমুলবাড়ীতে তিনটি বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। আমন ধান রক্ষার কাজে সমবায় সমিতি খাদ্য কমিটি ও কৃষক সমিতির প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিলে সর্ব্বত্রই বিশেষ সাড়া পড়িয়া যায়। প্রত্যেক সভাতেই শত শত কৃষক আসিয়া সমিতির সভ্য হইতে চায়। প্রত্যেক যায়গা হইতেই এই প্রচারক দলকে লইবার জন্য আমন্ত্রণ আসিতেছে। সমান ভাবে কর্ম্মীরা সব যায়গায় যাইবা উঠিতে পারিতেছেন না। অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে যে বিগত আইন অমান্য আন্দোলনের সময় যেরূপ গণ জাগরণ দেখা গিয়াছিল বর্ত্তমানে আমন ধান রক্ষার ব্যাপারে সেইরূপ সাড়া পাওয়া যাইতেছে।

ডোমার—ডোমার বন্দরে গত ২ই তারিখে কম্যুনিষ্ট পার্টির চেষ্টায় একটি সভা হইয়া গিয়াছে এবং সেখানেও আমন ধান্য রক্ষা, ধর্ম্মগোলা ও সমবায় সমিতি স্থাপন সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই বিষয়ে প্রচার চালাইবার জন্য ব্যবস্থা হইতেছে।

রামনাতে (বর্ডমান) ৫ই তারিখে একটি সভা হয়। এই সভায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভায় সম্পাদক কমরেড রসুল বক্তৃতা করেন। সভা হইবার আগে সভার কার্য্য পণ্ড করার জন্য স্থানীয় পুলিশ নানাপ্রকার বাধার সৃষ্টি করে, একজন কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীকে গ্রেফতার করে। কিন্তু জনগণের একতার জোরে পরে তাহাকে ছাড়িতে বাধ্য হয় এবং পুলিশ যে অন্যায় করিয়াছে তাহার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে। যথা সময়ে সভা আরম্ভ হয়। সভার প্রারম্ভেই এই গোলমাল এবং শেষ পর্য্যন্ত জনগণের জয়ে সকলেই বিশেষ উৎসাহিত হন। এক হাজার লোকের এই সভা আমন ধান রক্ষা ও সমবায় সমিতির ব্যাপারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক কাউনসিলের সমস্ত প্রস্তাবই মানিয়া লয়। রায়নার সমবায় সমিতি গঠন করিবার জন্য ৮৫টা শেয়ার দুই টাকা করিয়া কিনিবার জন্য সভায় সকলেই রাজী হয়।

হুগলী—মাহেশ, শ্রীরামপুর ও চাতরার জনসভায় আমন ধান রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া কমরেড পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী বক্তৃতা দেন। প্রত্যেক সভাতেই গ্রামে প্রচারক পাঠাইবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক ও অর্থের কথা জানানো হয় এবং বহু কর্ম্মী স্বেচ্ছাসেবক হইবার জন্য নাম লেখান বা অর্থ সাহায্য করিতে রাজী হন। পাণ্ডুয়া থানা বাড়তী অঞ্চল। তাই সেইখানে ১৩ই হইতেই প্রচার সুরু হইয়া গিয়াছে। হাটে হাটে সভা, বৈঠক ও শেষে দ্বারবাসিনীতে সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃতি স্কোয়াড আমন রক্ষার পালা গান গাহিয়া গ্রামবাসীদের মনে দেশপ্রেমের সঞ্চার করিতেছে। কৃষক সমিতির সভ্য কৃষকরা ৩০০ মণ ধান কৃষক সমিতির হাতে বিক্রি করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। আর একটি প্রচারক দল চণ্ডীতলা থানায় রওনা হইয়া গিয়াছে।

দেবীগঞ্জ (জলপাইগুড়ি)—নবান্নের দিন লাল সুন্দরদীঘি এলাকায় আমন ধান রক্ষার সভা হয় কালীগঞ্জ হাটে। এই হাটে আগেকার দিনে কৃষক সমিতির অনেক সভা হইয়াছে—কৃষক সমিতির পীঠস্থান এই হাট। স্থানীয় আন্দোলনের নেতা বুড়া উদয়ভা সভার প্রথমে "শোন ওরে ও গ্রামবাসী, শোন সুধিতের হাহাকার" গান করেন এবং পরে জেলা সংগঠক মণীশ রায় আমন ধান রক্ষার রাজনৈতিক গুরুত্ব বুঝাইয়া দেন। শত শত কণ্ঠে জনতা প্রতিধ্বনি করে "হেতেতি ধান রক্ষা করিবই।" এই ধ্বনি আজ জলপাইগুড়ির গ্রামে গ্রামে ছড়াইতেছে—খাদ্য কমিটি, কৃষক সমিতি ও স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা বড়িয়া যাইতেছে।

দিনাজপুর—১লা নভেম্বরের খবরে জানা যায় যে দিনাজপুরে জেলা কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীরা আমন ধান রক্ষা করার সুনির্দ্দিষ্ট প্ল্যান করিয়া কাজে নামিতেছেন। দিনাজপুর জেলা বাড়তি জেলা। কাজেই এখানে আমন ধান ক্রয় বিক্রয়, খাদ্যকমিটির মারফৎ সমবায় ও ধর্ম্মগোলা প্রতিষ্ঠা এবং প্রত্যেক গ্রামের মাথা পিছু হিসাব করিয়া অভাবের দিনগুলির জন্য খাদ্য সঞ্চয় রাখার ব্যবস্থা চাই। সেই সবদিকে খেয়াল রাখিয়া প্ল্যান করা হইয়াছে। নভেম্বর সপ্তাহের আগে দিনাজপুর সহরে যে প্রাথমিক প্রচার কার্য্য হয় তাহাতে সহরে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের প্রাদেশিক সংগঠক লিখিতেছেন যে সহরে পুরাণো কংগ্রেস আন্দোলনের উৎসাহ আজ খাদ্য সংকট সমাধানের কাজে দেখা দিতেছে। যুবক, বৃদ্ধ, মধ্যবিত্ত, গরীব সকলেই আজ স্বেচ্ছাসেবক হইবার জন্য নাম লিখাইতেছে।

আমন ধান রক্ষায় কৃষক সভার নির্দ্দেশ

—এক দানা ধান চালও চোরা বাজারের হাতে পড়তে দেব না।

—সর্ব্বত্র কৃষক সমিতি ও খাদ্য সমিতির মারফত—ধান চাল কন্ট্রোল দরে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যবসাদারদের কাছে বিক্রী হবে।

—কৃষক সমিতি বা খাদ্য সমিতির পরামর্শ ও অনুমোদন না নিয়ে এবং পরিমাণ স্থির না করে যাহাতে কেনা না হয়—তাহার জন্য সরকারী এজেন্টদের উপর নির্দ্দেশ দাবীকর।

—সমবায় সমিতি ও ধর্ম্মগোলা তৈরী কর। বাঁধাদরে বেচ এবং অতিরিক্ত মুনাফার লোভ বর্জ্জন কর।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুস্লিম-লীগের প্রস্তাব

আমন ধানের কেনা-বেচায় খাদ্য কমিটীর সহযোগিতা চাই

প্রাদেশিক সরকারের প্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ

বর্ত্তমান খাদ্য সংকট সম্বন্ধে গভীর ভাবে বিবেচনা করিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল এই মত প্রকাশ করিতেছে যে, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নীতির জন্যই সংকট এত জটিল হইয়া উঠিয়াছে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট মুনাফাখোর ও মজুতদারদের চোরা কারবারকে ও অন্যান্য অনেক অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়াছে। মিঃ আমেরি প্রভৃতি নিজেদের দায়িত্ব এড়াইয়া গিয়া শুধু প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনকেই দায়ী করিয়াছেন, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের উদাসীনতার ফলে যে অবস্থা জটিল হইয়া উঠিয়াছে তাহা দেখেন নাই। তাই এই কাউন্সিল মিঃ আমেরি প্রভৃতির নীতিকে নিন্দা করিতেছে। এই কাউন্সিল মনে করে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নিম্নলিখিত কার্য্যক্রম গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে ইহা কাজে পরিণত করা:—

(১) নিখিল ভারত মুস্লিম লীগের খাদ্য প্রস্তাব কাজে পরিণত করা হউক।

(২) বাংলার সর্ব্বত্র শক্তিশালী প্রতিনিধিত্ব মূলক বে-সরকারী কমিটি গঠন করা হউক এবং মজুতদার ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা এই সমস্ত কমিটির উপর দেওয়া হউক।

(৩) ভিন্ন ভিন্ন সরকারী রিলিফ কমিটী না রাখিয়া খাদ্য কমিটির সঙ্গে সেগুলিকে মিলাইয়া দেওয়া হউক।

(৪) অনুমোদিত খাদ্য কমিটির মারফৎ খাদ্য বণ্টন করা হউক। আমন কিনিবার ব্যাপারে স্থানীয় খাদ্য কমিটির মারফৎ গ্রামের প্রয়োজন কত তাহা হিসাব লওয়া হউক এবং যাহাতে কেনা বেচার দ্বারা স্থানীয় বাজার নষ্ট না হইয়া যায়, সে দিকে নজর রাখা হউক।

(৫) আমন ফসল কত কেনা হইল এবং কত বিক্রয় হইল, তার হিসাব নিয়মমত প্রকাশ করিতে হইবে।

(৬) কৃষিজাত দ্রব্যের নির্দ্দিষ্ট মূল্যের অনুপাতে নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষেরই দাম বাঁধিয়া দেওয়া হউক।

(৭) রেশনিং প্রবর্ত্তনের জন্য মিউনিসিপ্যাল এলাকায় ও ইউনিয়নে সরকারী দোকান খোলা হউক। ধর্ম্মগোলা, সমবায় ভাণ্ডার প্রভৃতি খোলা হউক।

(৮) মজুতদার, চোরাকারবারী, মুনাফাখোর ও ঘুষখোরদের কঠোর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হউক।

(৯) আমন ধান কত ফলিয়াছে এবং প্রয়োজনের জন্য কত দরকার, তার সেন্সাস এখনি নেওয়া হোক।

(১০) জনসাধারণের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দাম নির্দ্দিষ্ট করা হউক।

(১১) দুঃস্থদের মধ্যে বিনামূল্যে বিলি করিবার জন্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড রুল সরবরাহ করা হউক। যেখানে এখনো কাপড় পৌঁছায় নাই, সেখানে কাপড় সরবরাহ করা হউক।

(১২) সমস্ত প্রদেশে মজুত-বিরোধী অভিযান করা হউক।

হালিসহরে খাদ্য কমিটীর সাফল্য

হাজিনগর ও হালিসহর অঞ্চলে ২৬০০০ লোকের বাস। তাহার মধ্যে কারখানা হইতে যে পরিমাণ রেশন পাওয়া যায়, তাহাতে প্রায় ১০ হাজার লোকের কোনো প্রকারে চলিতে পারে। বাকী ১৬ হাজার লোক আজ অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতেছে। ইহাদের খাদ্য ব্যবস্থার জন্য আজ হালিসহরের সকল শ্রেণীর লোক উদ্বেগী হইয়াছে।

কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা, মুসলীম লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি বিভিন্ন দলের বিশিষ্ট নেতাদের লইয়া একটি খাদ্য কমিটী গঠন করা এখানে সম্ভব হইয়াছে। হালিসহর মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার মহম্মদ সফিউদ্দিন আহমদ (মুসলীম লীগ) এই কমিটীর সভাপতি। মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্-চেয়ারম্যান, কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত মহাদেব সরু, হিন্দুমহাসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নৃপেন মুখার্জ্জী প্রভৃতি সকলে এই কমিটিতে আছেন।

এই মিলিত কমিটীর চেষ্টায় সরকারের কাছ হইতে কন্ট্রোল দরে ২৩২ মণ আটা, ৫৩ মণ ময়দা, ২০০ মণ চাউল, ২১৯ মণ চিনি পাওয়া গিয়াছে। সমস্ত এলাকাকে ৪টী ব্লকে ভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেক ব্লকে একটি কমিটী ও তার অধীনে ২০।২৫ জন করিয়া ভলান্টিয়ার। খাদ্যদ্রব্য যা পাওয়া গিয়াছে, তা প্রত্যেক ব্লক কমিটীর মনোনীত দোকান হইতে বিক্রয় করা হইতেছে। কমিটী সমস্ত জনসাধারণের সেন্সাস লইয়া ৪০০০ অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে কন্ট্রোল দরে ঐ খাদ্য বিতরণ করিতেছে।

জাতীয় ঐক্য সপ্তাহ

বীরভূম-তাঁতিপাড়া:—২রা নভেম্বর এখানে এক সভায় মুক্ত কংগ্রেস কর্ম্মী অমিয় দাস বক্তৃতা করেন। তিনি কৃষকদের আবেদন করেন যে মজুতদারের কাছে ধান না বেচিয়া কৃষক সমিতি মারফৎ সমবায় ভাণ্ডার খুলিয়া বাড়তি ধান কেনা বেচার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

হুগলী:—১লা নভেম্বর হইতে সারা জেলায় সভা শোভাযাত্রা সুরু হয়। শ্রীরামপুর, হুগলী, চন্দননগর, চাঁপাডাঙ্গা, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে সভা হয়। রেশনিং-এর দাবী করিয়া ও কৃষকদের আমন ধান কৃষকসমিতির মারফৎ কেনা বেচার আবেদন জানাইয়া প্রচার করা হয়।

মায়ের ডাক

৭ই নভেম্বর রংপুরের মুলাটোল পাড়ার ৫০০ লোকের এক সভায় ৫০ বছরের বৃদ্ধা শ্রীযুক্তা কিরণ দেবী বক্তৃতা করেন। ইনি এখানকার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা। একবেলাও প্রায় তাঁর আহার জোটে না তিনি সভায় দাঁড়াইয়া আবেগময়ী কণ্ঠে বলিলেন:—তোমরা ছেলেরা যদি আজ হতাশ হয়ে বসে থাক, দেশ বাঁচবে কি করে? তোমরা উঠে দাঁড়াও, তোমাদের পাশে আমরা মায়েরা আছি। আমরা তোমাদের উৎসাহ দিয়ে নিয়ে যাব। আমন ধানকে বাঁচাও, মজুতদারের হাতে তুলে দিও না। দেশের মা বোন ছেলেদের বাঁচাও ক্ষুধার জ্বালা থেকে।

সরকারী লঙ্গরখানার উন্নতি করুন!

আমন ধান কাটার সময় হইয়া আসিল। এই সময় গ্রামে থাকিয়া কৃষি মজুররা যাতে সক্ষম হইয়া কাজে লাগিতে পারে, তার জন্য গ্রামের লঙ্গরখানাগুলির সাহায্য ইহাদের অনেকেরই দরকার। সকলে লঙ্গরখানাগুলির খোঁজ নিন, ইহার বে-বন্দোবস্ত দূর করুন, তত্ত্বাবধানের জন্য অগ্রসর হোন।

আরামবাগে সরকারী লঙ্গরখানার অবস্থা

পুরশুড়া হইতে আরম্ভ করিয়া ভাঙ্গামোড়া ইউনিয়নের শেষ পর্য্যন্ত আরামবাগ মহকুমার একটা অংশ। দামোদর নদীর ধারে ধারে গ্রামগুলি। এই গ্রামগুলির অবস্থা আজ সাংঘাতিক। বন্যার জলে প্রতি বছরই এই সমস্ত অঞ্চল ভাসিয়া যায়। ক্ষেত খামার ডুবিয়া যাইবার ফলে চাষীর হাতে কিছু ছিল, তাও আজ নাই। একেকটা গ্রামই লঙ্গরখানায় পরিণত হইয়াছে।

চাঁপাডাঙ্গা লঙ্গরখানা

চাঁপাডাঙ্গা দামোদরের পূর্ব্ব পারে। একটা বড় ব্যবসার কেন্দ্র এখানে। এখানে সরকারী লঙ্গরখানা একটা দেখিলাম। কম পক্ষে প্রতি দিন এক হাজার লোক এই লঙ্গরখানায় খায়। কেনো বাঁধা লিষ্ট নাই। আশে পাশের গ্রাম হইতে, এমন নাকি চাঁপাডাঙ্গার অনেক দূরের গ্রাম হইতেও ট্রেণে করিয়া অজস্র লোক আসে এখানে খাইবার জন্য। বেলা ১টার ট্রেণ ভর্ত্তি কত দুঃস্থ এখানে খাইয়া আবার ২টার ট্রেণে চলিয়া যায়।

এখন এই লঙ্গরখানা তত্ত্বাবধানকরে মিলিটারী ডিপার্টমেণ্ট। রান্নার আয়োজন দেখিলাম। কিচুড়ী যা দেওয়া হয়, তাতে চাল, ডাল, বজরা সব কিছুই দেখা গেল। শুনা গেল যে আগে খিচুড়ী খারাপ হইত, কিন্তু এখন ইহার উন্নতি হইয়াছে।

গ্রামের মধ্যে

আরামবাগের মধ্যে শ্যামপুর ইউনিয়নে দুইটা লঙ্গরখানা। একটা পার শ্যামপুরে ও আর একটা শ্রীরামপুরে। এক একটাতে ৫০০ করিয়া লোক খায়।

পুরশুড়া ইউনিয়নে জঙ্গলপাড়ায় একটা লঙ্গরখানায় ৩৫০ লোক খায়। ডিহিবাতপুর ইউনিয়নে ডিহিবাতপুর, দুলালবাটী ও নিমডাঙ্গা এই তিনটী গ্রামে লঙ্গরখানার এক একটাতে ৬০০।৭০০ করিয়া লোক খায়। ভাঙ্গামোড়া ইউনিয়নের সোনালুকে ও ভাঙ্গামোড়ায় দুইটী লঙ্গরখানা। সোনালুকে প্রায় ১০০০ লোক খায়, ভাঙ্গামোড়ায় ২৫০ লোক খায়।

প্রত্যেকটী সরকারী লঙ্গরখানার তত্ত্বাবধানের জন্য গ্রামের বিশিষ্ট লোকদের লইয়া এক একটী কমিটী আছে। যেখানে কমিটী ভাল লোকদের লইয়া তৈরী হইয়াছে, সেখানে জনসাধারণের মধ্যে অভিযোগ বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু দুই একটী জায়গায় বে-বন্দোবস্তের কথা শুনা গেল। শ্রীরামপুর গ্রামের যে লঙ্গরখানা, তাতে খিচুড়ী অত্যন্ত কদর্য্য। গ্রামবাসী অভিযোগ করিল যে রান্নার ভার বরাবর কয়েকজন লোকের হাতে থাকার ফলে জিনিষপত্রের গোলমাল হইতেছে। রান্নার সময় দেখা যায় যে চাল ও ডাল রান্না হয় আলাদা ভাবে এবং বজরা রান্না হয় আলাদা ভাবে। পরে যখন বজরার সঙ্গে চাল ডাল মিশানো হয়, তখন চাল ডালের মাত্রা অনেক কমিয়া যায়।

তফসলপাড়ার লঙ্গরখানার সম্বন্ধে নানা অভিযোগ শুনিয়া কিছুদিন আগে মহকুমা হাকিম তদন্ত করিতে আসিয়াছিলেন। তদন্তে প্রকাশ পাইল যে, খাতাপত্রে ১০০০ এর উপর খাওয়ানোর হিসাব রহিয়াছে, অথচ আসলে ৩৫০র বেশী লোককে খাওয়ান হয় না। মহকুমা হাকিমের তদন্তের পর হইতে এইরূপ জুয়াচুরী বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে এই লঙ্গরখানার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব যার উপর ছিল, মহকুমা হাকিম তাঁকেই কাজে বহাল রাখিয়া গেলেন। জনসাধারণের মনে সন্দেহ যে এই লোকের জন্য আবার খাদ্য গোলমাল হইতে পারে।

খাদ্য সরবরাহে গলদ:—প্রায় প্রত্যেক লঙ্গরখানা সম্বন্ধে দুইরূপ অভিযোগ শোনা গেল যে, সরকার হইতে চাল, ডাল ও বজরা যা দেওয়া হয়, তা অত্যন্ত নগণ্য। এর মধ্যে চালের মধ্যে ১৫।১৬ সের ভুসি ও কুড়া মিশানো থাকে। বজরা আসে এক একটা চালানের মত, তার মধ্যে বাদাম তেলের গোল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। পরিষ্কার বোঝা যায় যে যেখান হইতে চাল, ডাল, বজরা সরবরাহ হয়, সেইখানেও ভেজাল মিশান হইতেছে। এ সম্বন্ধে অবিলম্বে তদন্ত হওয়া দরকার।

গ্রামবাসীদের চেষ্টা চাই:—যদিও প্রত্যেক লঙ্গরখানার জন্য এক একটা কমিটী আছে, তবু এই কমিটীগুলি শুধু নামেই। এই কমিটীগুলির সহিত যেন গ্রামবাসীদের কোনো সম্বন্ধ নাই। তাহারই ফলে আরকে লঙ্গরখানার নানান বেবন্দোবস্ত দেখা দিতেছে। গ্রামবাসীদের সহযোগিতা ও চেষ্টা থাকিলে এই সমস্ত বে-বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই দূর হইতে পারে।

গ্রামকে বাঁচাইতে গ্রামবাসীর একতা

একটী আদর্শ রিলিফ কিচেন

হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার গ্রাম পুরশুড়া। গ্রামে প্রায় ১৪০০ লোকের বাস, মধ্যবিত্ত চাষী, গরীব চাষী, কৃষি মজুর সকলেরই অবস্থা আজ একই রকম, খাওয়ার কোন সংস্থান নাই।

নিজেদের গ্রামকে যে তারা নিজেরা বাঁচাইবে তার উপায় নাই। হুগলী জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান—কৃষক সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন, কমিউনিষ্ট পার্টি সকলের সাহায্য তারা লইল। হুগলী জেলায় যে রিলিফ কমিটি আছে তার কাছে আবেদন করিল। সকলের চেষ্টায় এখানে একটা লঙ্গরখানা খোলা হইল। কিন্তু গ্রামে দুঃখিতের সংখ্যা এত বেশী যে শুধু এই রিলিফ কমিটীর সাহায্যেই লঙ্গরখানা চালাইতে পারা যায় না। কলিকাতার মারোয়াড়ী রিলিফ কমিটীর কাছে আবেদন জানান হইল, তাঁরা লঙ্গরখানার চাল, ডাল, বজরা সরবরাহ করিতে রাজী হইলেন।

এখন লঙ্গরখানায় পুরশুড়া গ্রামেরই প্রায় ৬০০ ও অন্যান্য গ্রামের আরো ৪০০ লোক খায়। চাল, ডাল, বজরা সরবরাহ করে মারোয়াড়ী রিলিফ কমিটী। মাসে প্রায় ৩০০ টাকা নগদ লাগে, তা সরবরাহ

★ দেশরক্ষায় আগুয়ান মজুর ★

অক্সশ্রী মিলে ৩ শিফ্‌টে কাজ চলে। 'সি' শিফ্‌টের প্রায় একশো তাঁত বন্ধ। অন্যান্য ডিপার্টেণ্ড একই অবস্থা। আগে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল আধমণ। মজুররা এখন মাথাপিছু মাসে মাত্র ১১ সের চাল ও ৪ সের আটা পায়। অন্য কোন জিনিষ দেওয়া হয় না। যুদ্ধের আগে তাঁত ঘরে গড়ে ৩২৲ টাকা মাসিক মাহিনা উঠিত, এখন শতকরা ৫০৲ টাকা মাগ্‌গী ভাতা দেওয়া হইতেছে। এখন ভাতা সহ মাহিনা ৩৫৲ টাকা উঠিয়াছে। অর্থাৎ আগেকার মাহিনা ছাঁটাই হইয়াছে, কত ছাঁটাই হইয়াছে কেহ জানে না। ফলে রেশন ফুরাইলে মজুরদের উপাসী থাকিতে হয়, ফলে সপ্তাহের সব দিন কাজে যাওয়া হয় না। ইহার উপর মজুরদের মারধরও করা হইয়া থাকে। ফলে কোন মজুরই এখানে ২।৩ মাসের বেশী টিকিতে পারে না।

বেলঘরিয়ার **মোহিনী মিলের** কর্তৃপক্ষ কিছুদিন হইল স্থানীয় ইউনিয়নের নেতা কমরেড বিশেষর দাসকে জবাব দিয়াছে। কমরেড দাস এই মিলের পত্তনী হইতে এখানে কাজ করিতেছিলেন। তাঁর কাজে তিনি সবচেয়ে দক্ষ ছিলেন। কোন দিন তাঁর কাজে কেউ গলতি দেখে নাই। তাঁর অপরাধ, তিনি দেশবাসীর বস্ত্রাভাব মিটাইবার জন্য খজুরদের অধিক সস্তাকাপড় উৎপাদনের কাজে উৎসাহিত করিতেছিলেন। এই ধরণের সেরা দেশপ্রেমিক মজুরদের বরখাস্ত করিয়া মোহিনী মিল-এর কর্তৃপক্ষ দেশবাসীর স্বার্থে আঘাত হানিতেছেন। ইহার ফলে তাঁহারা দেশবাসীর সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইবেন।

নিরন্নদের বাঁচাইতে মজুরশ্রেণী

কলিকাতার রাস্তায় ঘাটে যাহারা অন্নাভাবে মরিতেছে, তাহাদের বাঁচাইবার জন্য কলিকাতার মজুর আগাইয়াছে। তাহারা জানে, ইহারা পেশাদার ভিক্ষুক নয়; ইহাদের বাঁচাইতে পারিলে মাঠের ফসল বাঁচিবে, সমস্ত দেশবাসী অনাহারের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। তাই ট্রাম আর রেলের মজুর, চটকল আর লোহা কারখানার মজুর—সবাই এই কাজে নামিল। মালিকদেরও দুঃখদের সেবায় সাহায্য করিতে বাধ্য করিল।

জয়া কারখানার মজুররা ইউনিয়নের নেতৃত্বে ঠিক করিল লঙ্গরখানা খুলিবে। ১৫ই হইতে ২২শে অক্টোবর এই ৭ দিনে ৩ মণ চাল উঠিল। মজুররা যথাসাধ্য দিল, কিন্তু তাদের একার সাহায্যে তারা বেশী লোক খাওয়াইতে পারিবে না। কাজে পাড়ায় পাড়ায় সাহায্যের যোগাড়ে বাহির হইল। অভাবগ্রস্ত মধ্যবিত্তের ঘর হইতেও সাহায্য আসিল। কারখানার মজুররা পাড়ায় ঘোরাও করিয়া খুব দুঃস্থ ২০ জন প্রতিবেশীকে ফিরিস্তি নিলো। ইহাদের তারা বাঁচাইবে। এই কাজে তারা পাড়ার ভদ্রলোক, কারখানার মালিক সবাইকে টানিয়া নামাইল। জার্‌সুকার ম্যানেজার ২৫৲ টাকা দিলেন—মাসে মাসে ঐ টাকা দিবেন বলিলেন। স্যামুয়েল ফিট্‌জ-এর ফ্যাক্টরী ম্যানেজার কর্মক্ষম দুঃস্থদের কাজ দিবেন বলিলেন। পাড়ার ভদ্রলোকেরা ২৲।১৲ টাকা করিয়া প্রত্যেকে কিছু কিছু দিলেন। ২১ তারিখে লঙ্গরখানা খোলা উপলক্ষে পাড়ার ভদ্রলোক কারখানার মালিক সবাইকে ডাকা হইল। কমরেড সুধীর ও কমরেড হরিদাস বক্তৃতা দিলেন। সবাই বুঝিল, নিরন্নদের বাঁচানোই আজ সেরা দেশপ্রেম। রোজ ৭০ জনকে এখানে খাওয়ানো হইতেছে। স্থানীয় মজুর ইউনিয়ন ও জনরক্ষা সমিতি এই লঙ্গরখানার একযোগে কাজ করিতেছে।

বৈহাটির নন্দীরা জুট মিল-এর মজুররা দুঃস্থদের জন্য একটি লঙ্গরখানা খুলিবার জন্য মিলের ভিতর জোর প্রচার চলাইতে থাকে। মিলের সমস্ত হিন্দু মুসলমান মজুর এক হইয়া চাল, ডাল ও পয়সা তুলিতে থাকে। গত ১০ই অক্টোবর হইতে প্রতি রবিবার মজুররা নিজেদের চেষ্টায় প্রায় ৫০০ নিরন্নদের খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। মজুরের দৃষ্টান্তে মিলের বাবুরাও উৎসাহিত হইয়াছে। গত ২৩শে অক্টোবর তাহারা ১ হাজার বুভুক্ষুদের খিচুড়ি খাওয়াইয়াছে ও প্রতি শনিবার দুঃস্থদের খাওয়াইতে মনস্থ করিয়াছে।

বজবজ ও কাঁচরাপাড়ায় মজুরের সমাবেশ

গত ২৪শে অক্টোবর বজবজ মজুর ইউনিয়ন ও বিরলাপুর চটকল মজুর ইউনিয়নের ৩ হাজার মজুরের এক বিরাট জমায়েৎ হইয়া গিয়াছে। কয়লা সংকটের সুরু হইবার পর হইতে বজবজের মিলগুলি প্রায় একটানা বন্ধ। বাজারে চাল মেলে না। তা সত্ত্বেও ইউনিয়নের কর্ম্মীদের প্রচারে মজুরদের হতাশার ভাব কাটিতে লাগিল। ইস্তাহার ছাপার জন্য মিলের ভিতরে ও বাহিরে ৪০৲ চাঁদা উঠিল। রবিবার মিটিং, শনিবার মিলে নোটীশ পড়িল আগামী হপ্তা মিল বন্ধ। মিলের ৩০ ভাগ মজুর বাড়ী চলিয়া গেল। রবিবার আবার কন্‌ট্রোল হইতে চাল কিনিবার দিন। বহু লোক সেজন্য ব্যস্ত। তবু কম পক্ষে ৩ হাজার লোক ময়দানে জমা হইল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরও কয়েকজন সভায় আসিলেন। রেশনিং-এর জন্য মজুরদের দাবী তাঁদেরও দাবী। সভায় কয়েকজন মহিলাও উপস্থিত হইলেন। কমরেড আবদার রেজ্জাক খাঁর সভা-নেতৃত্বে মিটিং সুরু হইল। প্রথমেই স্থানীয় লীগ নেতা নুর মহম্মদ মল্লিক দেশবাসীর খাদ্যের জন্য ও নিজেদের দাবীর জন্য মজুরদের এই দেশপ্রেমিক আন্দোলনকে অভিনন্দন জানান। তার পর কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জি, আব্দুল মোমিন, নিত্যানন্দ চৌধুরী, নিবেদিতা নাগ, আবুল হোসেন প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। সভায় গণসঙ্গীতের ব্যবস্থা ছিল।

গত ৩১শে অক্টোবর কমরেড ইপ্রজিৎ গুপ্তের সভাপতিত্বে **কাঁচরাপাড়ায়** ২ হাজার রেল মজুরের একটি সমাবেশ হয়। ঐ দিন সকালে ভলান্টিয়ারদের বিরাট সমাবেশ হয় ও একটি মিছিল বাহির হয়। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী ও কমরেড মোমিন সভায় বক্তৃতা করেন। সমস্ত মজুর এক হইয়া দেশবাসীকে রক্ষার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিল।

পীপলস রিলিফ কমিটি, বেঙ্গল

প্রাপ্তি স্বীকার—

পীপলস রিলিফ কমিটিতে এ পর্য্যন্ত (২৬।১০। ৪৩) ১৮, ২৬৬৮/০ আসিয়াছে। প্রাপ্তি স্বীকারের তালিকা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে ইহাতে ধনিক শ্রেণীর মোটা অঙ্কের দান নাই; ইহাতে আছে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মধ্যবিত্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহায্য। দিল্লী সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটি ৪৫০০৲, অমলনের কামগড় ইউনিয়ন ১০০০৲, ঐ শিচুড়ী কিচেন, কলিকাতা ১০০০৲, পীপল্‌স্ ফ্রাণ্ড রিলিফ কমিটি ৮০০৲, উত্তিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন ৭০০৲, মারী সাহিত্য চক্র ২০০০৲, আগ্রা রিলিফ কমিটি ৭৫১৲, শ্রীযুত দিলীপ সিংহ, লাহোর ৫৫২৲, শ্রীমতী চামেলী বসু, পুণরী ফ্যাক্টরী, বিহার ৫০৫০৲, শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, (এসেন্স এণ্ড সাপ্লাই এজেন্সি, কলিকাতা) ৫০০৲, কারমুল ডিষ্ট্রিক্ট কমিটি, (সি, পি, আই) ৩০০৲, বেঙ্গল মোশন পিকচারস্ এসোসিয়েশন ৬২৫৲, বেঙ্গল ফ্যামিন রিলিফ কমিটি, ক্যাম্প বেলপুর, পাঞ্জাব ৪০০৲, সিংহল কমিউনিষ্ট পার্টি ৫০০৲, "জলবিজয়" জাহাজের কোম্পানী (সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন, বোম্বে) ২৬০৲।

চৌধুরী মোহাম্মেদ হোসেন,
নীরেন্দ্রনাথ রায়, যুগ্ম সম্পাদক
৬২, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রেল-মজুরদের মধ্যে ভেদসৃষ্টি রোখো

দেশ রক্ষা ও দেশ সেবার কাজে রেলমজুররা যখন সব চেয়ে বড় স্থান অধিকার করিয়া আছে তখন নানা দিক হইতে তাহাদের মধ্যে বিভেদের শক্তি কাজ করিতেছে।

বি, এণ্ড এ রেল মজুরদের উপর রেল কর্ত্তৃপক্ষের কয়েকটি সাম্প্রতিক হুকুম মজুরদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছে। হুকুমগুলি হইল সামরিক অঞ্চলে মজুরদের পাঠানো সম্পর্কে। রেল মজুরদের যখন দুই বছর আগে প্রথম যুদ্ধ-বণ্ডে সই করিতে বলা হয় তখন কয়েকটি সুবিধার লোভ দেখাইয়া তাহাদের সই লওয়ার চেষ্টা হয়। সকল রেল মজুরকে দেশপ্রেমে জাগাইয়া এক সঙ্গে একই সুবিধা দান করিয়া সামরিক কাজে টানা হয় না। সেখানেই বিভেদের বীজ ছড়ানো হয়। যে সমস্ত মজুর বণ্ডে সই করে না, সামরিক ভাতা প্রভৃতি অনেক সুবিধা হইতে তাহাদের বঞ্চিত রাখিয়া তাহাদিগকে জব্দ করার চেষ্টা হয়।

বর্ত্তমানে মজুরদের উপর হুকুম হইয়াছে যে যাহারা বণ্ডে সই করে নাই তাহাদিগকেও সামরিক অঞ্চলে যাইতে হইবে। তিনজন বণ্ডে সই করা মজুরকে ঐ সকল এলাকায় বদলী করিতেছে। সামরিক বণ্ডের মধ্যেও আবার দুইটি ভাগ করা হইয়াছে—কম্‌বাটাণ্ট এবং নন-কম্‌বাটাণ্ট। এক একজন অফিসারের সহিত দারোয়ান, পিয়ন প্রভৃতি যাহারা যায় তাহাদের নন কম্‌বাটাণ্টের পর্য্যায়ে রাখিয়া তাহাদের ভাতা প্রভৃতি অনেক কম দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার ফলে স্থানান্তরের সময়ে তাহাদের মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দিতেছে।

কিন্তু মজুরদের মধ্যে কোথাও আজ আর সামরিক বণ্ডের বিরোধী মনোভাব নাই। তাহারা সকলেই রেলের কাজকে সামরিক কাজের দৃষ্টিতে দেখে এবং দেশরক্ষা ও দেশসেবার কাজে তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করে। এই অবস্থায় তাহাদিগকে সামরিক ও অসামরিক এই দুই গণ্ডীতে রাখিতে তাহারা চাহে না। তাহারা সকলের জন্য একই রেটে মাগগীভাতা, সামরিক ভাতা ইত্যাদি সুবিধা দাবী করে। কর্ত্তৃপক্ষ কেবল এখানেই অসন্তোষ সৃষ্টি করিতেছে না। কেরাণীদের মধ্যে যাহারা ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত ডিউটি দেয়, তাহাদিগকে সামরিক বিভাগ হইতে বাদ দেওয়ার কথাও নাকি তাহারা ভাবিতেছে।

দেশের উপর জাপ-বোমা যখন পড়িতে শুরু করিয়াছে, দেশদ্রোহী সুভাষের নেতৃত্বে জাপ-ফৌজ যখন দেশ আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত, সেই সময়ে রেল কর্ত্তৃপক্ষ সমগ্র রেল মজুরকে সামরিক শিক্ষা ও সামরিক কাজের সুযোগ সুবিধা না দিয়া সামরিক বিভাগ হইতে কেরাণীদের বাদ দেওয়ার কথা ভাবিতেছে। দেশবাসীকে খাদ্য দিবার জন্য রেল মজুর যে সময় প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছে, কর্ত্তৃপক্ষ সে সময়ে তাহাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করিতেছে।

রেল মজুরকেই এই বিভেদের পথ বন্ধ করিতে হইবে। কর্ত্তৃপক্ষের সুযোগ সুবিধা দানের উপর ভরসা করিয়া নয়, নিজেদের দেশবাসীর বিপদের কথা স্মরণ করিয়া তাহারা সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিবে, সামরিক এলাকায় কাজ করিয়া দেশ রক্ষার গৌরব অর্জ্জন করিবে; দেশবাসীকে খাদ্য দান করিয়া দেশপ্রেমকে সার্থক করিবে।

কংগ্রেস-লীগ এক হও

দিল্লীর হিন্দু মুসলমানের আহ্বান

'আমরা মনে করি, কংগ্রেস এবং লীগ যদি এক হয় তাহা হইলে আজকের খাদ্য সংকট দূর হইবে; আমরা দেশবাসীকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতে পারিব; জাপানী আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিয়া স্বাধীনতার পথে আগাইতে পারিব।... আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করিতে হইলে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কংগ্রেস নেতারা মুক্তি পাইলে, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে মুসলিম লীগের সহিত ঐক্য প্রতিষ্ঠাই তাঁহাদের প্রথম কাজ হইবে।' জাতীয় ঐক্য সপ্তাহে এই মর্ম্মের একটি ঘোষণাপত্রে ৫ দিনের মধ্যে দিল্লীর ২০০০ মুসলমান সই দিয়াছেন।

একজন মুসলমান ফকির এই ঘোষণাপত্র পড়িয়া বলিলেন, সংকটের সময় সকলকে এক হইতে হইবে; ইহা কোরাণেরই কথা। তিনি নিজে ত' সই দিলেনই, তাঁহাড়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া আরো সই আদায় করিলেন। একজন বৃদ্ধ মুসলমান বলিলেন, কংগ্রেসের সহিত বনিবনা না হইলে লীগ একা কিছুই করিতে পারিবে না। অবশ্য ২।১ জন বিরুদ্ধতার ভাবও দেখাইলেন। কিন্তু এই রকম সন্দেহবাদীর সংখ্যা খুবই কম দেখা গেল। একটি মহল্লায় মুসলীম লীগের একজন কর্ম্মকর্ত্তা নিজেই সই যোগাড় করার কাজে লাগিয়া গেলেন।

হিন্দু সহরবাসীরাও একটি স্বতন্ত্র ঘোষণাপত্রে সই দিতেছেন। তাহাতে মুসলমানদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে এবং মুসলমান জাতিসমূহের এই ন্যায়সঙ্গত দাবী মানিয়া লইবার জন্য কংগ্রেসের কাছে আবেদন জানানো হইয়াছে।

গত ৩রা নভেম্বর জুম্মা মসজিদের সম্মুখে উর্দ্দু ময়দানে কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে আড়াই হাজার লোকের এক সভা হয়। সভায় কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবী করিয়া এবং নেতাদের মুক্তির জন্য মুসলিম লীগ ও মিঃ জিন্নাকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালাইবার আহ্বান জানাইয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কমরেড যজ্ঞদত্ত, শাকির, ইয়ামিন প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

সভায় অমৃতসর সিটি মুসলিম লীগের প্রধান সম্পাদক আজকের সংকটে কংগ্রেস-লীগ ঐক্য দাবী করিয়া মর্ম্মস্পর্শী আবেদন জানান। তিনি বলেন, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর হাত হইতে মিলিবে না, মিলিবে দেশবাসীর হাত হইতে। কাজেই কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির জন্য লীগকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে।

রেশনিং চালু করিয়া

কোম্পানীর রেশন কাটা বন্ধ কর

কলিকাতা ও শিল্প অঞ্চলের কিছু কিছু মজুর মালিকদের কাছ হইতে সপ্তাহে বাঁধা দরে কিছুটা রেশন পায়। কিন্তু এই রেশনের উপর নিজেদের কর্ত্তৃত্ব রাখিয়া মালিকরা মজুরদের সর্ব্বদাই জব্দ রাখিতে চায়। কারখানার যে কোন কসুরের জন্য প্রথমেই হাত পড়ে রেশনের উপর। পোর্ট, চটকল এবং অন্যান্য বহু স্থানে মজুররা কাজে দেরীতে আসিলে, অসুস্থ বা অন্য কোন ভাবে অনুপস্থিত থাকিলে প্রথমেই তাহাদের রেশন কাটা হয়।

গত ৮ই নভেম্বর বেলঘরিয়া ইউনিয়ন জুট মিলে মিলের সর্দ্দার ও কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মজুর একত্র হইয়া রেশন কাটার বিরুদ্ধে মজুরদের ধর্ম্মঘট করিতে উত্তেজনা দেয়। প্রায় ৫০০ মজুর বেলা দেড়টা দুইটার সময় ধর্ম্মঘট করে।

কারখানার ভিতরে এবং বাহিরে কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মিরা মজুরদের বুঝায় যে মালিকরা অনেকদিন যাবৎ উৎপাদন পণ্ড করিয়া আসিতেছে, দেশের এই বিপদের দিনে উৎপাদন চালু রাখাই হইল দেশ প্রেমিকের কাজ। তাহাদের কথায় মজুররা আবার কাজে ফিরিয়া আসে।

ধর্ম্মঘট করা নয়, সমগ্র কলিকাতায় রেশনিং ব্যবস্থা চালু করাই হইল রেশন কাটার পর্য্যায় বন্ধ করার উপায়। রেশনিং চালু হইলে তখন মজুররা একদিকে যেমন সমগ্র পরিবারের জন্য বরাদ্দ খাদ্য পাইবে, অপর দিকেও খাদ্যের উপর আর মিল মালিকের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না। মজুর ও জনসাধারণের একতায় রেশনের কর্ত্তৃত্ব আমরা নিজেদের হাতে লইব।

দুর্ভিক্ষের পোষ্টার

প্রাদেশিক সংস্কৃতি সেলের শিল্পী কমরেড মণি রায়ের আঁকা তিন রকমের পোষ্টার ছাপা হইয়াছে।

প্রত্যেক ধরণের পোষ্টার

১০০ কপি	১৯৲
৫০ ,,	১০৲
২৫ ,,	৫৲
৫ ,,	১৲
১ কপি	।৹

প্রাদেশিক সংস্কৃতি সেল
(বাংলা কমিটি)
ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি
২৪৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যুদ্ধের গতি

হিটলারীদের আর্ত্তনাদ

হিটলারের প্রধান প্রচার বাগীশ গোয়েবেল্‌স্ সেদিন অর্ত্তনাদ করিয়াছে যে লালফৌজ অগ্রসর হইয়া সারা ইউরোপে বলশেভিক বিপ্লব ঘটাইবে। গোয়েবেল্‌সের বহুদিনকার মতলব হইল বলশেভিক জুজুর ভয় দেখাইয়া ব্রিটেন ও আমেরিকার সঙ্গে সোভিয়েটের একটা ঝগড়া লাগাইয়া দেওয়া। মস্কো সম্মেলনে সোভিয়েট, ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে যে ঐক্য দেখা গিয়াছে, ফ্যাশিষ্টরা আজ প্রাণপণে সে-ঐক্যকে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে। লালফৌজের ভয়ে তাই গোয়েবেল্‌সের এই আর্ত্তনাদ।

ফ্যাশিষ্টদের মনে ভয় ঢুকিবার কারণ রহিয়াছে যথেষ্ট। লালফৌজের বিজয় অভিযানকে রোধ করার শক্তি তাহাদের নাই। কেমন করিয়া আপন প্রাণ বাঁচানোর ব্যবস্থা করা যায়, সোভিয়েটের আক্রমণজালে আটক পড়ার ভয় থেকে কেমন করিয়া নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, এই চিন্তাই আজ হিটলারীদের নিদারুণ বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। শ্বেত রাশিয়া হইতে ক্রাইমিয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই লালফৌজের জয়জয়কারের খবর আসিতেছে।

লালফৌজের কীয়েভ দখল

নভেম্বর বিপ্লবের বার্ষিকী উৎসবের প্রথম দিন কমরেড ষ্টালিন ঘোষণা করিলেন যে লালফৌজ যুক্রেনের ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজধানী কীয়েভ শহর দখল করিয়াছে। যুক্রেনের মধ্যে সবচেয়ে বড় শিল্পকেন্দ্র ও শস্যের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি ছয় বৎসরেরও উপর একাদিক্রমে ফ্যাশিষ্ট অত্যাচার সহ্য করার পর আবার স্বাধীন সোভিয়েটভূমির ভিতর আসিল। ষ্টালিন তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় বলিলেন যে চূড়ান্ত বিজয় অবশ্য সহজ নয় এবং সেজন্য এখনও কঠোর সংগ্রাম প্রয়োজন, কিন্তু সেদিন ক্রমেই নিকটে আসিতেছে যখন শ্বেত-রাশিয়া ও যুক্রেন হইতে শত্রু বিতাড়িত হইবে। ক্রাইমিয়া, ক্রাটুভিয়া, এস্তোনিয়া, লিথুনিয়া, মোলডাভিয়া ও কারেলিয়ান ফিনিশ সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র শত্রু কবলমুক্ত হইবে।

চূড়ান্ত বিজয়ের দিন আসিতেছে

বাগারয়র ষ্টালিনের স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু সোভিয়েট সেনার বিপুল সাফল্যের কথা তিনি সহজ সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। মধ্যরাত্রিগণে লালফৌজ ৭৫০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে। সাত লক্ষ বর্গমাইল সোভিয়েটভূমি হইতে শত্রু বহিষ্কৃত হইয়াছে। ষ্টালিনগ্রাদ হইতে খেরসন পর্য্যন্ত লাল-ফৌজ বজ্রগতিতে আগাইয়া গিয়াছে। গত এক বৎসরে শত্রু ৪০ লক্ষাধিক সৈন্য, ২৫ হাজার ট্যাঙ্ক ও ৪০ হাজার বিমান খোয়াইয়াছে। যুদ্ধ এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যখন শীঘ্রই দেশের সকল অঞ্চল হইতে শত্রুকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করা হইবে।

কীয়েভের লড়াইয়ের চারদিনে ১৫০০০ জার্ম্মাণ মারা গিয়াছে, ৬২০০ শত্রুসৈন্য বন্দী হইয়াছে। এই বন্দীসংখ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হিটলারীদের হুকুম হইল যে লালফৌজের বেড়াজাল এড়াইতে না পারিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাদের লড়িয়া যাইতে হইবে। হিংস্র পশুর মত একেবারে মরিয়া হইয়া এখনও তাহারা লড়িতে খুব কসুর করে নাই। কিন্তু গত চার মাস আগে লক্ষাধিক শত্রুসৈন্যকে কয়েদ করা হইয়াছে, এ সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে।

"বিদ্যুৎগতি ভাটুটিন"

কীয়েভ দখলের পরদিনই খবর আসে যে লালফৌজ ফাষ্টভ, দখল করিয়াছে, জিতোমিরের সঙ্গে কীয়েভের যোগাযোগ ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, ঝিটোমির ও ক্রিভয়রগের যোগাযোগ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। কীয়েভের পশ্চিমে জেনারল ভাটুটিন্ দুর্দ্ধর্ষ বেগে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহার নামকরণ হইয়াছে "বিদ্যুৎগতি ভাটুটিন্"। বারোদিয়াস্কো দখল করিয়া যখন কীয়েভের ৬২ মাইল উত্তর পশ্চিমে বড় রেলজংশন করোষ্টেন্‌কে লালফৌজ তিনদিক থেকে ঘিরিয়াছে, করোষ্টেনের পতনের সঙ্গে হিটলারের বাল্টিক-বরা ৩৩,০০০ সৈন্যকে হয় আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, নয় লালফৌজ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবে। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রেলজংশন জিতোমির এখন সোভিয়েটের দখলে। পোলাণ্ডের সীমান্ত এখান থেকে ৫০ মাইল মাত্র। লেনিনগ্রাদ হইতে কৃষ্ণসাগরকূলে ওডেসা পর্য্যন্ত যে হাজার-মাইল রেলপথ গিয়াছে, তাহা এখন লালফৌজ দুই জায়গায় কাটিয়া দিয়াছে। উত্তরে নেভেল এবং দক্ষিণে জিতোমির আর শত্রুকবলে নাই। করো.ষ্টেন লালফৌজের দখলে আসিলে মধ্যরণাঙ্গনের শত্রু বাহিনী দক্ষিণ-পশ্চিমে যে সব হিটলারী সেনা রহিয়াছে তাহাদের সহিত যোগাযোগ রাখিতে পারিবে না।

দক্ষিণ রাশিয়ায় শত্রুর হৃৎকম্প

জিতোমিরের দক্ষিণ-পশ্চিমে বারদিচেভ্। এই রেলজংশন কাড়িলে পোলাণ্ড ও রুমানিয়া যাইবার রেলরাস্তা অনেকটা সোভিয়েটের হাতে আসিবে। রুমানিয়া হইতে সংবাদ আসিতেছে যে সেখানকার সরকার সোভিয়েটকে বেসারাভিয়া ফেরৎ দিবার কথা ভাবিতেছে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

ক্রাইমিয়াতে হিটলারীদের ইঁদুরকলে বন্ধ করিয়া মারার ব্যবস্থা চলিতেছে। ক্রাইমিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলে কার্চ্চে লালফৌজ নামিয়াছে; ক্রাইমিয়ার উত্তরে পেরিকপে লালফৌজ জাঁকিয়া বসিয়াছে; কৃষ্ণসাগরে সোভিয়েট নৌবাহিনী তৎপর রহিয়াছে। ক্রিভয়-রগ হইতে খেরসন, দক্ষিণ নীপারের এই অঞ্চলে শত্রুকে ঘেরাও করার জন্য সোভিয়েট যাহা করিবার তাহা করিতেছে। উত্তরে লাটভিয়ার সীমান্তের কাছে নেভেলের পশ্চিমে লালফৌজ বড় দরের আক্রমণ চালাইতেছে। মধ্যরণাঙ্গনে স্মোলেন্‌স্কের উত্তর পশ্চিমে গোমেলের উত্তরে, চের্ণিগভের পশ্চিমে অবিরত আক্রমণ চলিতেছে। হিটলারীদের হৃৎকম্প এমন অবস্থায় স্বাভাবিক।

লেবাননের উপর আঘাত বন্ধ কর

লেবানন হইতে কয়েকদিন ধরিয়া যে সংবাদ আসিতেছে তাহাতে জানা যায় যে, সেখানে ব্যাপক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। জনসাধারণের উপর গুলী চলিয়াছে, লোকজন হতাহত হইয়াছে। ট্যাঙ্ক ও মেসিনগান লইয়া সৈন্যদল অশান্তি দমনে বাহির হইয়াছে। গোড়ার খবর এই যে লেবাননের প্রতিনিধি পরিষদে যে নূতন শাসনতন্ত্রের খসড়া গৃহীত হইয়াছে, ফরাসী হাই-কমিশনার ম'সিয়ে জ্যাঁ হেলেভ তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছেন। শুধু তাই নয়, আইন সভার যে ৪৮ জন সদস্য নূতন শাসনতন্ত্র সমর্থন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বন্দী করা হইয়াছে, এমন কি লেবাননের প্রেসিডেণ্ট ও মন্ত্রীসভার একজন ব্যতীত অপর সকলকেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

লেবাননের অধিবাসী জনসাধারণের উপর সেখানকার ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের এই অত্যাচার ও জবরদস্তীমূলক আচরণে চারিদিক হইতে তীব্র প্রতিবাদ উঠিয়াছে। স্থানীয় খৃষ্টান ও মুসলীম নেতারা সকল স্বাধীন কর্ত্তৃপক্ষের এই আচরণের বিরুদ্ধে খুবই আপত্তি জানাইয়াছেন, মিশর হইতে নাহাশ পাশা জোরের সহিতই এই অবস্থার পরিবর্ত্তন দাবী করিয়াছেন, বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রগুলির ভিতরও ইহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। ভারতের মুসলীম লীগ এবং জাতীয়তাবাদী পত্রিকা গুলিও এক বাক্যে এর প্রতিকার দাবী করিয়াছে। বাস্তবিকই জনগণের উপর এই অত্যাচার কোন দেশের কোন মুক্তিকামী স্বদেশপ্রেমিক সমর্থন করিতে পারে না। খবর দেখিয়া মনে হয় যে গ্রেপ্তার ও গুলী চালনার কারণ এ নয় যে লেবানিজ নেতারা নাৎসী জার্ম্মানীর সহিত কোন গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত—কারণ ইহাই যে নূতন শাসনতন্ত্রের খসড়ায় ফরাসী 'ম্যানডেট' অধীকার করিয়া লেবানন ফরাসী কর্ত্তৃত্ব মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে চায়। ইহা যদি সত্য হয়, ইহার মধ্যে অন্য কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত যদি না থাকিয়া থাকে তবে ফরাসী জাতীয় মুক্তি কমিটির নিজেদের সুনাম ও জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে তাহাদের দাবীর বিশ্ব জোড়া সমর্থন বজায় রাখিবার জন্য লেবাননের এই অবস্থার অবসান ঘটানো দরকার।

ইহা সুনিশ্চিত যে মুক্তিকামী ফরাসী জনগণ লেবাননের জনসাধারণের উপর স্থানীয় ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের এই জুলুম নিশ্চয়ই সমর্থন করে না। ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মানীকে ধ্বংস করিতে, ফরাসী জনগণের মুক্তির জন্য, সমস্ত দুনিয়ার স্বাধীনতার ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য 'ফরাসী জাতীয় মুক্তি কমিটি'র আগাইয়া আসিয়া অবিলম্বে লেবানীজ অধিবাসীদের সহিত সহযোগিতার পথ প্রস্তুত করিয়া লওয়া দরকার। ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী দালালরা পচা ভার্সাই সন্ধির দোহাই দিয়া 'ম্যানডেট' বলিয়া যে সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি পূরণ করিতে চায়—তাহা এখনই বন্ধ করা দরকার, কারণ তাহাদের এই কাজ গোয়েবেলসের প্রচারকেই শক্তিশালী করিবে।

মস্কো সম্মেলন ও ফ্যাশিষ্ট ষড়যন্ত্র

সোভিয়েট ও ব্রিটেন আমেরিকার মধ্যে ভাঙন্ ধরাইবার জন্য তাই হিটলারের পঙ্গপাল প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল, এখনও সুযোগ পাইলেই করিতেছে। কিন্তু মস্কো সম্মেলনের সিদ্ধান্তে তাহারা একটা প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছে। মস্কোতে স্থির হইয়াছে যে ফ্যাশিষ্টরা বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ না করিলে যুদ্ধ শেষ হইবে না, ফ্যাশিষ্টরা যে নিদারুণ অত্যাচার করিতেছে, যাহার প্রমাণ কমরেড মলটভ বার বার পৃথিবীর জনমতের কাছে প্রচার করিয়াছেন, সে অত্যাচারের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হইবে। হিটলার ও তাহার সাকরেদরা যে আবার বিড়ালতপস্বী সাজিয়া আলোচনা সভায় বসিবে ও শান্তিস্থাপনের জন্য কথাবার্ত্তা চালাইবে, তাহাদের সে-আশা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ফ্যাশিষ্ট দানবকে পরাজিত করিয়া

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

প্রাদেশিক মোস্‌লেম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন

● লীগ দেশভক্তদের আহ্বান ●

[নিজস্ব প্রতিনিধির বিবরণ]

গত ৬ই এবং ৭ই নভেম্বর কলিকাতা মোসলেম ইনষ্টিটিউট হলে বাংলার প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিলের বার্ষিক অধিবেশন হয়।

দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে বাংলাদেশ যখন ধ্বংস হইতে বসিয়াছে, বাংলার গ্রামে ও সহরে হাজার হাজার মুসলমান মা বোন ও শিশু, চাষী ও কারিগর, মধ্যবিত্ত ও দোকানদার যখন অনশনে মরিতেছে সেই সময়ে মোসলেম লীগের কাউন্সিলের এই অধিবেশন বিশেষ ঔৎসুক্য ও আশার সৃষ্টি করে। মোসলেম লীগ কেবল বাংলা নয়, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও পাঞ্জাবে,—কি আইন সভার উপনির্ব্বাচনে, কি অন্যান্য ব্যাপারে, প্রত্যহ নূতন শক্তিলাভের পরিচয় দিতেছে। বাংলা, সীমান্ত, সিন্ধু, পাঞ্জাব ও আসামের মন্ত্রিসভায় তাহারা সব চেয়ে বড় সংগঠিত শক্তি। এই অবস্থায় বর্ত্তমান সংকটের সমাধান সম্পর্কে তাহাদের ভাবী কর্ম্মপন্থা দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা স্বাভাবিক।

বাংলার প্রায় ২৩০ জন মোসলেম নেতা এই অধিবেশনে যোগদান করেন। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, বগুড়া, খুলনা, বর্দ্ধমান, রংপুর, পাবনা ও দিনাজপুরের প্রতিনিধি। ইহার অধিকাংশ জেলা খাদ্যের অভাবে আজ শ্মশান ও কবরভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এই জন্যই অধিবেশনে খাদ্যসমস্যা সব চেয়ে বড় স্থান অধিকার করে।

বিদায়ী প্রাদেশিক সম্পাদক মিঃ সুরাবর্দ্দী বার্ষিক রিপোর্টেও তাহার ছাপ না পড়িয়া পারে না। তিনিও বলিতে বাধ্য হন, "জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রদেশের সকলে যাহাতে সমবেত-ভাবে বর্ত্তমান খাদ্যসমস্যার সমাধান ও ভাবী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্গঠনে সাহায্য করে তজ্জন্য সকল দল ও সকল সম্প্রদায়ের সমবায়ে প্রতিনিধিত্বমূলক বে-সরকারী খাদ্য-কমিটি গঠনের প্রতিও স্থানীয় লীগ কর্ম্মিদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে।" ইহা মিঃ সুরাবর্দ্দীর ব্যক্তিগত মন্তব্য নয়, বর্ত্তমান মোসলেম বাংলার খাদ্য সংকট হইতে বাঁচিবার আগ্রহ।

জেলায় প্রতিনিধিদের বক্তৃতার মধ্যে যে স্বরটি ফুটিয়া উঠে তাহা হইল লীগ নেতৃত্ব, যাহাদের সব চেয়ে বড় অংশ আজ মন্ত্রিমণ্ডলীতে আছে, তাহাদের বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ সম্পর্কে অসন্তোষ। 'আজাদ' পত্রিকার কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই অসন্তোষ ভালভাবে প্রকাশ হয়। একটি প্রবন্ধে স্পষ্টই বলা হয়, "এ যাবৎ দেখা গিয়াছে, মন্ত্রিসভার সদস্য কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হাতে লীগের কাজ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছে।" বাংলায় লীগের মন্ত্রিমণ্ডলী থাকা সত্ত্বেও খাদ্যসমস্যার সমাধান হইতেছে না, সরকারী কর্ম্মচারীদের অনাচার ও চোরাবাজারের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতেছে না, রিলিফের কাজ ভালভাবে চলিতেছে না, এমন কি প্রত্যেক গ্রামে ও সহরে লীগের সংগঠন দানা বাঁধিতেছে না—ইহাই ছিল অসন্তোষের মূল কারণ।

নেতৃত্বের কার্য্যক্রমের বিরুদ্ধে লীগের সাধারণ সভ্যদের এই অসন্তোষ এবং নেতৃত্বের মধ্যে এই অসন্তোষের প্রতিক্রিয়া বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রিলিফের কাজ ভাল ভাবে চালাইবার জন্য যখন মোসলেম লীগ রিলিফ কমিটি গঠন করার প্রস্তাব হয়, মন্ত্রিদের পক্ষ হইতে তাহার বিরোধিতা করিয়া বলা হয় যে ওয়াকিং কমিটিই উহা করিতেছে এবং করিবে। প্রত্যেক মন্ত্রিকে যখন তাঁহার এক মাসের বেতন রিলিফ ফাণ্ডে দেওয়ার প্রস্তাব আসে, স্যার নাজিমুদ্দিন তখন বলেন, লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টি একটি স্বতন্ত্র সংগঠন, সুতরাং তাহার সভ্যদের সম্পর্কে এই অধিবেশনে ঐ ধরণের প্রস্তাব পাশ অবৈধ। কিন্তু মন্ত্রিদের ঐ সকল আপত্তি গ্রাহ্য হয় না।

খাদ্য প্রস্তাব ও লীগকে গণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রস্তাবই অধিবেশনের সবচেয়ে বড় সাফল্য ঘোষণা করে। খাদ্য সম্পর্কে সম্মিলিত ফুড কমিটির উপর যেমন ভরসা রাখা হইয়াছে, তেমনই লীগ সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য সমগ্র বাংলাদেশে শতকরা ৫০ ভাগ সভ্য বাড়ানোর জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্য হইতেই এতদিন প্রধান প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছিলেন। তাহারা এবার কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হন নাই। কিন্তু ওয়াকিং কমিটিতে এখনও আইন সভার বাইরের লোক তিনজনের বেশী নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই, বাকী ১১ জনের মধ্যে দুইজন মন্ত্রী এবং পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী আছেন।

একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই যে বাংলার দুর্ভিক্ষ ও সমগ্র ভারতের জাতীয় সংকট লীগের চেহারাকে বদলাইয়াছে। দুই বছর আগেও লীগের কাউন্সিলের অধিবেশনে সাম্প্রদায়িক সমস্যা, কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের উপর আক্রমণ ভিন্ন আর কিছু আলোচিত হইত না। আজ জনগণের বাঁচিবার বিভিন্ন সমস্যা প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু দেশপ্রেমিক লীগের মধ্যে আজও যে দুর্ব্বলতা রহিয়াছে, অধিবেশনে তাহা সকলেই লক্ষ্য করিতে পারিবে। প্রথমতঃ, সংকটের ব্যাপকতা সম্পর্কে লীগ কর্ম্মিদের চেতনা এখনও কম। তাই জাপ আক্রমণ, কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি এবং দেশ রক্ষার দায়িত্ব সম্পর্কে তাহারা কোন আলোচনা করিলেন না। খাদ্য সংকট যে কত গভীর এবং তাহা যে কেবল কোন একটিমাত্র দল সমাধান করিতে পারে না, সে চেতনা না থাকার জন্যই অন্যান্য দলের সহিত সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব কায়েম করার সম্ভাবনা আছে কি না তাহা আলোচনা করা হইল না।

দ্বিতীয়তঃ, লীগ নেতৃত্বের বর্ত্তমান কার্য্যক্রমের বিরুদ্ধে অসন্তোষের মধ্যে কত বড় বিপদ রহিয়াছে তাহাও লীগ নেতৃত্ব ও কর্ম্মিরা ভাল ভাবে দেখিতে পান নাই। লীগমন্ত্রিত্ব এবার যখন বাংলায় নূতন করিয়া গঠিত হয়, তখন তাহা কেবল মুসলমান নয় বাংলার হিন্দুদের মধ্যেও আশার উদ্রেক করিয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার দুর্ব্বলতা বাংলার প্রত্যেকটি হিন্দুকে লীগ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে। বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আজ যতখানি লীগ হইতে দূরে এমন আর কোনদিন ছিল না। কেবল তাহাই নয়, মোসলেম জনসাধারণ, যাহারা লীগের সমর্থক ও দরদী, তাহাদের মধ্যে হতাশা ও অবসাদ আসিতেছে। লীগের নেতৃত্বের গায়ে আঘাত খাইয়া সে লীগ হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছে।

এই অবস্থার সঙ্গে কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের যুগের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক, কংগ্রেসের নেতৃত্ব কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও সেদিনে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করিতে পারে নাই। তাহারা কংগ্রেস সংগঠনকে এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করে, ডিঙ্গাইয়া চলিতে থাকে। ফলে, কংগ্রেসের ভিতরে ও বাহিরে বিভেদের শক্তি বাড়িতে থাকে। অনেক প্রদেশে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যায়। আমলাতন্ত্রের শক্তি বাড়ে, মন্ত্রিরা ক্রমশঃ আমলাতন্ত্রের পুতুল হইয়া উঠে।

সেদিনের তুলনায় আজকাল জনগণের প্রয়োজন অনেক বেশী। আজ তাহার সামনে নিশ্চিত মৃত্যু দাঁড়াইয়া আছে। এই অবস্থায় যদি দেশ ও লীগ সংগঠনকে বাঁচাইতে হয় তাহা হইলে জনগণের প্রয়োজনে সকল দলের সহিত মিলিতে হইবে। অন্যান্য দলের উপর, জনগণের উপর, ভরসা রাখিতে হইবে। লীগ কাউন্সিলের প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত করার অন্য কোন পথ নাই।

জাতীয় ঐক্যের পথে বাংলার জনসাধারণ

(১-এর পাতার শেষাংশ)

রংপুরে—ঐক্য সপ্তাহের মধ্য দিয়া কংগ্রেস হিন্দু মহাসভা, মুস্‌লিম লীগের ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। আমন ধান রক্ষা করিবার জন্য সকলে মিলিত চেষ্টা সুরু করিয়াছে। গাইবান্ধার মুস্‌লিম লীগ নেতা আবেদন জানাইতেছেন, মত ও দল নির্ব্বিশেষে এক হইয়া সকলকে আমন ফসল বাঁচাইতে হইবে।

যশোর, মীরভূম, হুগলী, দিনাজপুর, রাজসাহী প্রভৃতি জেলা হইতেও যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে, আমন ধান রক্ষার আন্দোলনই আজ জাতীয় ঐক্যের বনিয়াদ রচনা করিতেছে। চাষীরা আওয়াজ তুলিয়াছে: কৃষক সমিতির গোলায় বাড়তি ধান বেচিব। এই আন্দোলনে সহরবাসী ও গ্রামবাসীর মধ্যে বিপুল একতা গড়িয়া উঠিতেছে।

সৈনিকরাও জনগণের পাশে

গাইবান্ধার সংবাদ দাতা জানাইতেছেন যে ষ্টেসনে একটী মিলিটারী ট্রেণ খামিলে কর্ম্মীরা 'পিপলস্ ওয়ার' ও জাতীয় ঐক্যের পুস্তিকা তাদের কাছে বিক্রী করিতে যায়। সৈনিকরা গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া আগ্রহ সহকারে কাগজ কেনে এবং কর্ম্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে।

অল্পক্ষণ গাড়ী থামায়, সকলের কাছে যাওয়া গেল না। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় একজন সৈনিক চীৎকার করিয়া বলিল: আমি বাঙ্গালী, আমার কাছে আপনারা এলেন না?' সে কর্ম্মীদের হাত তুলিয়া অভিনন্দন জানাইল।

জাতীয় ঐক্যের ডাক জনগণের কাছে পৌঁছিয়াছে। জনতার এই আগ্রহ ও উৎসাহের কাছে নেতাদের অবসাদ, আত্মতুষ্টি, উদাসীন্য কোথায় ভাসিয়া যাইবে। দেশবাসীর সতেজ জীবন আত্মবিশ্বাসের ভিতর দিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্যাকুল। ভেদ চেষ্টা এখানে পরাস্ত হইবেই।

বাহির হইয়াছে

খাদ্যের জন্য লড়ো—ভবানী সেন
দাম—দশ পয়সা

পঞ্চমবাহিনী কাহারা (২য় সংস্করণ)
দাম—এক আনা

আমন রক্ষার একমাত্র পথ
দাম—এক আনা

ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী
১২ নং বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নভেম্বর দিবস শেষ হইল
লেনিন দিবসের আর দুই মাস বাকী
কোটা কতদূর পূর্ণ করিলেন?

ভ্রম সংশোধন

৪ পৃষ্ঠায় 'আমন রক্ষার অভিযান সুরু' শীর্ষক লেখায় ১ম কলমের ২য় প্যারার ১০ লাইনে "সরকার তাহার নিজেদের এজেন্ট মারফৎ ৫ কোটী মণ আমন চাউলের বেশী কিনিবেন না"র স্থলে হইবে—"সরকারকে ৪ কোটী মণ আমন চাউল কিনিয়া সমস্ত সহরে রেশনিং-এর ব্যবস্থা করিতে হইবে ও ঘাটতি অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে বাঁধা দরের দোকান খুলিতে হইবে।"

সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির উদ্যোগে

সোভিয়েট সম্বন্ধে বক্তৃতাবলী

স্থান—৪৬ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
(সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির অফিস)

তাং—২০শে নভেম্বর হইতে ২৯শে পর্য্যন্ত
প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৮টা

বিষয়:—১। সোভিয়েট গণতন্ত্র। ২। জাতি সমস্যা ও সোভিয়েট রুশিয়ার তার সমাধান। ৩। সোভিয়েটের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ৪। বিশ্বের মুক্তি আন্দোলনে সোভিয়েটের স্থান। ৫। ১৯৪১-৪৩ সালের যুদ্ধ, লালফৌজ বনাম নাৎসী ফৌজ। ৬। সোভিয়েট রুশিয়ার শিল্প ও সংস্কৃতি। ৭। সোভিয়েট রুশিয়ার নারী ও শিশুর স্থান। ৮। সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে চলতি প্রশ্নাবলী ও তার উত্তর। ৯। সোভিয়েট ও ভারতবর্ষ। ১০। সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতি আন্দোলনের ধারা।

বক্তা:—১। কমরেড হীরেন মুখার্জ্জী।
২। „ গোপাল হালদার।
৩। „ ভবানী সেন।
৪। „ ভূপেশ গুপ্ত।
৫। „ স্নেহাংশু আচার্য্য।
৬। „ চিন্মোহন সেহানবীশ।
৭। „ নৃপেন চক্রবর্ত্তী।
৮। „ ভূপেশ গুপ্ত।
৯। „ হীরেন মুখার্জ্জী।
১০। „ ভবানী সেন।

প্রবেশ পত্রের মূল্য—
সম্পূর্ণ বক্তৃতাবলীর জন্য এক টাকা।
প্রতিটি বক্তৃতা—চার আনা।
(মহিলা প্রাপ্ত পার্টিকর্ম্মী এবং মজুর কমরেডদের জন্য বিশেষ সুবিধা—
সম্পূর্ণ বক্তৃতাবলী চার আনা)

টিকিট প্রাপ্তির স্থান:—
সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতি অফিস
স্থান—৪৬ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রত্যহ—বৈকাল ৪টা হইতে ৭টা।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

জনযুদ্ধ

প্রতি সংখ্যা দাম ছ পয়সা
বার্ষিক ৪॥, ৬ মাস ২॥, ৩ মাস ১।০
★
সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জ্জি এম,এল,এ
২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২য় বর্ষ] বুধবার, ২৪শে নভেম্বর ১৯৪৩, ৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৫০ [৩০শ সংখ্যা

এখনও অবাধ বাণিজ্যের চেষ্টা!

চোরা কারবারার হাতে এবারও কি আমন অদৃশ্য হইবে?

আমন ধান কাটা সুরু হইয়া গিয়াছে; জায়গায় জায়গায় আমনের চাউল তৈরী করিয়া চাষীরা হাটে বিক্রয়ের জন্য আনিতেছে। এখনো পর্য্যন্ত বাংলার সরবরাহ মন্ত্রী জানাইতেছেন, আমন-নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা পাকাপাকি ভাবে স্থির করিবার জন্য বিবেচনা করা হইতেছে। বিবেচনা শেষ হইবেই বা কবে, আর তা কাজে পরিণত হইবেই বা কবে? আমনের মাঠ ফাঁকা হইয়া গেলে নাকি?

গতিক সেই রকমই মনে হয়। অনেক দিন ধরিয়া আমন-নিয়ন্ত্রণের আভাষ দিয়া সুরাবর্দ্দী সাহেব বড় বড় ঘোষণা করিয়াছিলেন; আর এই শেষ মুহূর্ত্তে দেখা গেল তিনি এখনো মনস্থির করিতেই পারেন নাই, কি করিয়া আমন-নিয়ন্ত্রণ করিবেন। গত শুক্রবারে তিনি আইন পরিষদের বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের ডাকিলেন পরামর্শ করিবার জন্য। তিনি ডাকিলেন প্রায় সকল দলকেই, কিন্তু যে দলটী খাদ্য-সমস্যা সমাধানে সকলের ঐক্য গড়িবার জন্য এবং মজুতদারের হাত হইতে আমন রক্ষার জন্য সব চেয়ে বেশী সক্রিয়, সেই দলটিকে অর্থাৎ কমিউনিষ্ট পার্টিকে তিনি বাছিয়া বাদ দিলেন, যেহেতু কমিউনিষ্ট পার্টি আইন সভার ভিতরকার দল নহে।

সংবাদপত্রে এই মিটিংএর রিপোর্ট যতটুকু বাহির হইয়াছে তাহা হইতে মনে হয় এই বৈঠকে একটা মতের মিল দেখা গিয়াছে। মন্ত্রীত্ব-বিরোধী দলের সঙ্গে, ইউরোপীয়ান দলের সঙ্গে, ব্যবসায়ী স্বার্থের সঙ্গে যতদূর সম্ভব একটা মীমাংসার ভিত্তি এতদিন পরে মন্ত্রীমণ্ডলী তৈরী করিতে পারিয়াছেন। স্বাধীন চলতি ব্যবসায়ের উপর যতদূর সম্ভব কম হস্তক্ষেপ করা হইবে, ইহাই হইল এই ঐক্যের ভিত্তি। দর-কণ্ট্রোল থাকিবে, কিন্তু সরবরাহ কণ্ট্রোল করিবে ব্যবসায়ীরাই। এই প্রশ্ন লইয়াই এতদিন ধরিয়া কত বাক্‌বিতণ্ডা, কত দ্বৈধারৈধি। এ দিকে হিন্দু মহাসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ব্যবসায়ীদের বাদ দিয়া সরকার যে আমন ধান কিনিবে—তা চলিবে না। ওদিকে ব্যবসায়ী মহল চীৎকার করিতেছে, সরকার যা কিছুই করুন, আমাদের সাহায্য লইয়াই করুন। এই বৈঠকে এই দ্বোরৈধির একটা মীমাংসা হইল বটে!

মজুতদারের বিরুদ্ধে মাথা কুটিয়াও সকল দলকে একতাবদ্ধ করা যায় নাই, আজ মজুতদার ব্যবসাদারের যে ব্যবস্থায় সুবিধা হয় তাহার জন্য বিভিন্ন দলের ঐক্য বেশ সহজ হইয়া উঠিতেছে।

গত বছরও আমরা দেখিয়াছি, এই ব্যবস্থার উপর ব্যবসায়ী ও সরকারের বেশ ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। কাগজে কলমে দর বাঁধা, কিন্তু সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যবসায়ীরই হাতে। সরকারের কোনো দায়িত্ব নাই জনসাধারণের খাদ্য জুগাইবার—শুধু মিলিটারী, এসেন্সিয়াল সার্ভিস প্রভৃতির জন্য সরবরাহ লইয়াই সরকারের মাথা ব্যথা। তার ফল কি হইল? একদিকে চোরাকারবারী, অন্যদিকে সরকারী এজেন্ট পরস্পরের সহিত পাল্লা দিয়া ফসল কিনিয়া মজুত করিতে লাগিল। সাধারণ লোকে চালের দরের ঠিকানা পায় না। বড় কারবারী, কল-কারখানার মালিক, কার ঘরে যে কত চাউল মজুত হইল তাও জানা গেল না। আমলাতন্ত্রের সরবরাহ দপ্তর হইতে আরম্ভ করিয়া জেলা ও মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ পর্য্যন্ত সকলের সঙ্গে হরেকরকম কারবারীর দহরম মহরম বাড়িতে লাগিল। আমলাতন্ত্রের মুঠার মধ্যে থাকিয়া তখনকার প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক ২৪শে ফেব্রুয়ারী আইন পরিষদে নিরুপায় হইয়া বলিলেন: 'চোরাবাজারকে আয়ত্তে আনা গভর্ণমেণ্টের পক্ষেও শক্ত।'

চাউল যখন মজুতদারের হাতে এবং জনসাধারণ যখন মজুতদারের হাত থেকে চাউল দাবী করিতেছে তখন কাজের কাজ কিছু হইল না। তখন মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে বিরোধীদলের শুধু ঝগড়াই চলিয়াছে। আর তলে তলে মজুতদার সুবিধা করিয়া নিতেছে। ২৮শে আগষ্টের পরের দিনই বাজার হইতে সব চাউল উধাও হইয়া গেল—তখন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ প্রভৃতি নেতারা জোর গলায় মন্ত্রীমণ্ডলীর নিন্দা করিতেছিলেন এই বলিয়া যে, মন্ত্রীমণ্ডলী দর নিয়ন্ত্রণ করিয়াই লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া দিল, যাও চাউল ছিল, তাও উধাও হইয়া গেল। দর-নিয়ন্ত্রণকে দায়ী করিয়া তিনি এত কথা বলিলেন, অথচ যারা চাউল লুকাইয়া ফেলিল, সেই চোরা কারবারী ও মজুতদারের বিরুদ্ধে স্পষ্ট করিয়া একটা কথাও বলিলেন না। কংগ্রেস-নেতারা হতাশ হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। মন্ত্রীমণ্ডলীও তখন কাগজে কলমে দর বাঁধিয়া বসিয়া বসিয়া চোরা-কারবারীর খেলা দেখিতে লাগিলেন।

আর, আজকে ধান চাউল চাষীর হাতে, কারবারীরাই খরিদ্দার, এখন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদও দাবী করিতেছেন—কেনা বেচার অবাধ অধিকার দেওয়া হোক ব্যবসায়ীকে, সুরাবর্দ্দী সাহেবও বলিতেছেন—যতদূর সম্ভব কম হস্তক্ষেপ করা হইবে স্বাধীন ব্যবসার উপর! এবং ইহারই উপর আমলাতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ইউরোপীয় দল হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস প্রতিনিধি পর্য্যন্ত সকলেরই বেশ সহজেই মীমাংসা হইয়া গেল!

অবশ্য শুনা যাইতেছে যে ঐ বৈঠকে কংগ্রেস প্রতিনিধিরা নাকি দাবী করিয়াছিলেন যে ঘাটতি অঞ্চলে সরবরাহ করিবার দায়িত্ব সরকারকে লইতে হইবে এবং সেজন্য উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে সরকারকে খরিদও করিতে হইবে।

উপরে ঐক্য তো হইল, এদিকে জনসাধারণের অবস্থা কোনদিকে যাইতেছে দেখুন! এখনি অনেক হাট হইতে খবর আসিতেছে যে, মহাজন কারবারীরা ১৫।১৬ টাকায় ও অনেক ক্ষেত্রে তারও কম দরে চাষীর কাছ থেকে আমন চাউল কিনিতেছে। তবুও এখনো কন্‌ট্রোল দর জারী আছে ২০।২২৲ টাকা মণ। সেই চাউল ফড়িয়ারা লইয়া যাইতেছে আড়তদারের ঘরে। ২৪ পরগণার কয়েকটী হাটের খবর এই যে, সাধারণ খরিদ্দারও চাষীর চাউল কিনিবার সুযোগ পাইতেছে না। যেমন হাটে চাউল আসিল, অমনি ফড়িয়ারা শেষ দানাটী পর্য্যন্ত কিনিয়া লইতেছে।

শুধু ইহাই নয়। আমন কিনিবার সুবিধা হাতে পাইয়া এবার কারবারীরা গোটা চাউলের বাজারটাকেই হাতের মুঠার মধ্যে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। কলিকাতার ও মফস্বলের অনেক জায়গায় কন্‌ট্রোল দরে আগেকার ভাল চাউল দোকানে দোকানে বিক্রী সুরু হইয়াছে। এই চাউল এতদিন লুকানো ছিল, এখন কারবারীরা ইহা বাহির করিতেছে এই ভরসায় যে, লোকে সস্তাদরে ভাল চাউল পাইলে কন্‌ট্রোল দোকানগুলির, দঙ্গা রুকা হইবে, এক এক করিয়া সব তুলিয়া দিতে. সরকার বাধ্য হইবে। তখন তো লোকে পুরাদস্তুর কারবারীর গোলাম বনিয়া যাইবে। রেশনিংকে আনচাল করিবার ইহার চেয়ে অব্যর্থ উপায় আর কি আছে?

আর, আমাদের মহাবুদ্ধিমান সরবরাহ দপ্তর এই সব দেখিয়া শুনিয়া আতঙ্কিত হওয়ার বদলে আশ্বস্ত হইতেছেন—যাক, বাঁচা গেল, রেশনিং, কন্‌ট্রোল দোকান, আমন-ক্রয়—এত ঝঞ্ঝাট আর পোয়াইতে হইবে না! কন্‌ট্রোল দোকানগুলি বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কোথায় তাঁরা কন্‌ট্রোলের চাউলের দর আরো কমাইয়া দিবেন, তাতে গরীব লোকেরা খারাপ চাউলও দুমুঠা খাইয়া বাঁচিতে পারিত, তা না করিয়া তাঁরা নিশ্চিন্ত হইয়া কন্‌ট্রোল দোকানের চাল বস্তা-বন্দী করিয়া বসিয়া আছেন। যেন ইহাতে অফিসার ও কর্ম্মচারীদের পরিশ্রম ও খরচ বাঁচিয়া যাওয়ার সম্ভাবনায় মন্ত্রীমণ্ডলীর মহাআনন্দ!

(শেষাংশ ২ এর পাতায় দেখুন)

লোকে অনাহারে মরিতেছে, এখনও
মজুতদার চাল লুকাইয়া মজা দেখে!

মেদিনীপুরে খাদ্যাভাবে মহামারী ও মৃত্যুর কথা কাহারো অজানা নাই। সেই মেদিনীপুরেই এখনো মজুতদারের ঘরে হাজার হাজার মণ ধান চাউল লুকানো থাকে, ভাবিতে পারেন কি?

আমাদের সংবাদদাতা জানাইতেছেন:—

মেদিনীপুর সহরে এখনও অনেক চাউল মজুতকারীদের ঘরে মজুত আছে বলিয়া মনে হয়। একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ করিয়া জানা গেল যে গভর্ণমেণ্ট তার ২ হাজার মণ চাউল ধরিয়াছে কিছুদিন আগে। সম্প্রতি আরো কয়েকটি মজুত ধরা পড়িয়াছে। সুরেন সেতুয়া নামক একজন ব্যবসায়ীর কাছ হইতে ৩০০ মণ ধান বাহির হইয়াছে। বসন্ত ঘোষের কাছ হইতে ২৫০০ মণ, অর্জ্জুন দাল আপরমলের কাছ হইতে ২০০০ মণ, বলদেও কর্ম্মমলের কাছ হইতে ৫০০ মণ। রঘুনাথ রাও-এর কাছ হইতে ১০০০ মণ চাউল উদ্ধার হইয়াছে। ইহাদের কেহ কেহ জামিনে খালাস আছে, সকলেরই মামলা চলিতেছে।

মেদিনীপুরের মত ছোট সহরে এখনো যদি এত ধান চাউল লুকানো থাকে, তবে যেখানে আরো বড় কারবারীর আস্তানা, সেই কলিকাতায় ও অন্যান্য বড় সহরে না জানি কত মজুত লুকানো আছে!

খবরের কাগজের পাতায় রুচিৎ কখনো এক আধটা মজুত উদ্ধারের খবর পাওয়া যায়। কর্ত্তৃপক্ষ কি ভাবিয়াছেন, সব মজুত হাতে আসিয়া গিয়াছে? আর চেষ্টা করিবার দরকার নাই!

সম্পাদকীয়

মজুরের বরাদ্দ বাঁচাও

কলিকাতা এবং সহরতলীর অনেকগুলি কোম্পানি চেম্বার অব্ কমার্সের খাদ্যসরবরাহ সংগঠনের নিকট হইতে চাল গম আটা প্রভৃতি আনিয়া মজুরদের ভিতর বিক্রী করে। মজুরেরা যাহাতে বাঁধা দরে বা তাহারও কমে খাদ্য পায় সেই উদ্দেশ্যে সরকারী সরবরাহ বিভাগ হইতে চেম্বার অব্ কমার্সকে খাদ্য সরবরাহ করিয়া থাকে। কিন্তু কোন কোম্পানি যদি মজুরের নাম করিয়া এই খাদ্য লইয়া চোরাবাজারে বিক্রী করিয়া মুনাফা করে তবে তাহার কি রকম শাস্তি হওয়া উচিত ?

কয়েকদিন আগে সরকারী সরবরাহ বিভাগের এক খবরে জানা গিয়াছে যে হাওড়ার কোন একটি কোম্পানির রেশন ক্লার্ক বা বরাদ্দ বিতরণের কেরাণী চোরা বাজারের কারবার করিতে গিয়া গ্রেপ্তার হইয়াছে। সরকারী সরবরাহ বিভাগ এই কোম্পানির নাম গোপন করিয়া রাখিতেছে কেন ?

আমরা আর একটি কোম্পানির খবর পাইয়াছি। খবরটি অবশ্য তদন্ত সাপেক্ষ। আশাদের সংবাদ এই যে কলিকাতার নিকটে কোন একটি সুতাকল মজুরের বরাদ্দ হইতে খাদ্য চুরি করিয়া চোরাবাজারে বিক্রী করিতেছে। এই কোম্পানিটি অক্টোবর মাসে মজুরদের নাম করিয়া চেম্বার অব কমার্স হইতে প্রত্যেক মজুরের জন্য সপ্তাহে সাড়ে তিন সের করিয়া আটা আনিয়াছে, কিন্তু মজুরদের দিয়াছে প্রত্যেককে আড়াই সের করিয়া। প্রত্যেক মজুরের নিকট হইতে সপ্তাহে ১ সের আটা চুরি করিয়া কোম্পানি মাসে অনধিক ২০০ মণ আটা বাঁচাইয়াছে। এই ভাবে গম, চিনি, চাউল সবই চুরি হয়।

এইখানেই এই কাহিনীর শেষ নয়। মজুরদের যাহা দেওয়া হয় তাহাও নাকি বে-আইনীভাবে—বাঁধাদরের বেশী দামে। কোম্পানি আটা পায় প্রতি মণ ১৪॥৵০ দরে, কিন্তু মজুরদের কাছে বিক্রী করে নাকি ১৭৲ মণ দরে। অথচ আটার বাঁধা দর ১৫৲; চিনি কিনিয়াছে ১৬॥৵০ মণ দরে, বিক্রী করিয়াছে ২০ টাকা মণ দরে। এইভাবে ময়দা ও চাউল হইতেও বোধ হয় অতিরিক্ত মুনাফা করা হয়।

এই সংবাদ সত্য হইলে যে কোম্পানি এইভাবে মজুরের নিকট হইতে বে-আইনীভাবে খাদ্য বেচিয়া মুনাফা করে দেশের জনমত তাহাদের জন্য কি শাস্তি বিধান করে ?

কোম্পানি কারখানার ভিতর মজুরকে দোহন ও শোষণ করিয়া নিরস্ত হইতে পারে নাই। তাহার লোভের জিহ্বা রোখ মানে না। এখন মজুরের নিকট খাদ্য বেচিয়াও সে মুনাফা করিতেছে, মজুরের রেশন চুরি করিয়া চোরাবাজার ফাঁপাইতেছে।

এই রকম কত কোম্পানি যে দেশের খাদ্য মজুত করিয়া বাংলার মৃত্যু ও মহামারীর মহোৎসব সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ঠিক ঠিকানা নাই।

এই ব্যাপারের তদন্ত চাই। সরকারী সরবরাহ বিভাগ এবং চেম্বার অব্ কমার্স তদন্ত করিলেই এই ব্যাপারের হদিস পাইবেন, মজুরের খাদ্যচোর ধরা পড়িবে। এই চোরদের অবিলম্বে ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ্দ করা হউক।

অবিলম্বে কলিকাতা ও সহরতলীর সর্ব্বসাধারণের জন্য রেশনিং চাই। সর্ব্বসাধারণের জন্য রেশনিং নাই বলিয়াই কোম্পানি সুযোগ পায় মজুরের খাদ্য চুরি করিয়া চোরাবাজারে বিক্রী করিবার। রেশনিং চালু করিতে দেরী করিয়া সরকার এই সব চোরাকারবারীদের সুবিধা করিয়া দিতেছে। এই চুরির বিরুদ্ধে জবরদস্ত জনমত তৈরী হউক, সরকারকে অবিলম্বে রেশনিং চালু করিতে বাধ্য করুন।

সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চোরাকারবারীর ষড়যন্ত্র রোখো

আমনের মোহ

অনেকেই ভাবিতেছে—আমন ধান উঠিবার সময় আসিয়াছে, বাজারে ধান চাউল বাহির হইয়াছে :সুতরাং খাদ্য আর রেশনিংএর দরকার নাই, সরকারী নিয়ন্ত্রণ অনাবশ্যক। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রব তুলিয়াছেন—সরকার যেন ধান কেনা বেচা না করে তাহাহইলেই বাজার ঠিক থাকিবে।

জনসাধারণ যদি এই মোহে অন্ধ থাকে তাহা হইলে আবার মৃত্যুর কঠোর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া যাইতে হইবে।

এখন বাজারে উঠিতেছে আউষ এবং পুরাতন আমন। এতদিন ইহা মজুত করা ছিল, মজুতকারীরা এখন নূতন আমন কিনিবার জন্য পুরাতন চাউল ছাড়িতেছে, তাই দাম কমিতেছে। কিন্তু পুরাতন চাউল ফুরাইলে আবার দাম চড়িবে—আবার প্রত্যেক মজুতদার তখন নতুন ধান কিনিতে আরম্ভ করিবে। সরকার নূতন ধান কিনিয়া সরবরাহের দায়িত্ব লইতে চাহে না, কাজেই মজুতদারদের অবাধ অধিকার রহিয়াছে নূতন ধান কিনিবার।

সহরে এবং ঘাটতি অঞ্চলের গ্রামে রেশনিং না হইলে দুই মাস বাদে আবার চোরাবাজারের অত্যাচার পূর্ণাঙ্গভাবে সুরু হইবে। ধান চাউলের দর ভীষণ ভাবে কমিয়া যাইবে বলিয়া যে ধারণা দেখা দিয়াছে ইহা মোহ বই সত্য নয়।

কৃষকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

কৃষকের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। ধান এখন কৃষকের হাতে সুতরাং সরকার হইতে আরম্ভ করিয়া মজুতদার ব্যাপারী সকলেই চেষ্টা করিতেছে ধানের দর জানুয়ারী মাসে যাহাতে অসম্ভব রকমে কমিয়া যায়। তাহারা চেষ্টা করিতেছে কৃষকের নিকট হইতে বাঁধাদরের কম দামে ধান কিনিতে। সরকার ঘোষণা করিয়াছে, বাজারে ব্যাপারীদের কেনা বেচা বন্ধ করিবে না। মজুতদারেরা ছোট পাকাইয়া চলিলে জানুয়ারী মাসে ধানের দর খুব কমিলেও কমিতে পারে। কিন্তু এই দর আবার মার্চ্চ মাস হইতে ভীষণভাবে বাড়িবেই বাড়িবে যদি না ইতিমধ্যে সরকারী নীতি বদলায়। মার্চ্চ মাস হইতে মজুতদার ও সরকার প্রতিযোগিতা করিয়া কিনিতে আরম্ভ করিবে। যে কৃষক জানুয়ারীতে বাঁধা দরের কম দামে বেচিবে সেই মারা পড়িবে। ডিসেম্বর মাস হইতে সরকার যে দর বাঁধিয়া দিয়াছে তাহার কম দামে কোন কৃষক যেন বিক্রী না করে। প্রত্যেক ব্যাপারীই এমন কি সরকারী এজেন্টও চেষ্টা করিবে বাঁধা দরের কমে কিনিতে, কিন্তু ধান কৃষকের হাতে, কৃষক জোট বাঁধিয়া বাঁধা দর দাবী করিলে কাহারও সাধ্য নাই তাহাকে ঠকায়।

কাহার কাছে ধান বেচিবে ?

কৃষক যদি মজুতদারের কাছে ধান বিক্রী না করে তাহা হইলেই সারা বছর ধান চাউলের একটাকা দর থাকিতে পারে, চাউলের দর থাকিবে ১০ টাকা হইতে ১৫ টাকার মধ্যে এবং সেই অনুসারে পড়তা অনুযায়ী ধানের দর।

কৃষক মজুতদারের কাছে ধান বেচিবে না ত কাহার কাছে বেচিবে ? গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি গড়, ধর্ম্মগোলা তৈরী কর, তাহার কাছে ধান বেচ। গ্রামে গ্রামে খাদ্য কমিটি ও কৃষক সমিতি গড়, খাদ্য কমিটি বা কৃষক সমিতি বেসরকারী ও সরকারী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখাইয়া লইবে—বাঁধা দরের বেশীতে বেচিতে পারিবে না, মজুত করিয়া রাখিবে না, মজুতদারের কাছে বেচিবে না, মাল কোথায় কখন থাকে কৃষক সমিতিকে জানাইয়া রাখিবে। এই ভাবে প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করিয়া যাহারা কৃষক সমিতির বা জনগণের খাদ্য কমিটির ছাড়পত্র লইবে তাহাদের নিকট কৃষকরা ধান বিক্রী করিবে। খাদ্য কমিটির বা কৃষক সমিতির ছাড়পত্র ছাড়া কাহারও নিকট ধান বিক্রী করার মানে আবার দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বীজ বপন করা। খাদ্য কমিটির বা কৃষক সমিতির ছাড়পত্র ছাড়া যাহারা ধান চাউলের কারবার করে তাহারা আমন ধানের সওদা করে না, করে মৃত্যুর সওদা। মৃত্যুর সওদাগরের কাছে কোন কৃষক ধান বেচিও না। যে গ্রামে কৃষক সমিতি নাই সে ইউনিয়নে এখনই কৃষক সমিতি গড়, প্রত্যেক ইউনিয়নের কৃষক সমিতি এখনই অঞ্চলী হইয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে ব্যবসায়ীদের সহি আদায় করুক এবং যাহারা উহাতে সহি করে তাহাদের নাম ঢোল সহরতে জানাইয়া দিক। প্রত্যেকে যতটা সম্ভব সঘবসরের খোরাকী রাখিয়া বাকিটা বিক্রী কর, প্রয়োজনের বেশী জমাইয়া রাখিও না, বাঁধা দরের বেশীতেও বেচিও না। প্রত্যেক কৃষক যদি এই নীতি অনুসরণ করে, প্রত্যেক কৃষক যদি কৃষক সমিতির প্রতি বিশ্বস্ত হয় এবং প্রত্যেক ইউনিয়ন কৃষক সমিতি যদি তাহার কর্ত্তব্য পালন করে তাহা হইলে কৃষকও বাঁচিবে, দেশও বাঁচিবে। সরকার খাদ্যকমিটি ও কৃষক সমিতির মারফৎ ধান চাউল কিনিতে প্রস্তুত নয়। খাদ্য কমিটি বা কৃষক সমিতির ছাড়পত্র ছাড়া কাহারও নিকট বেচিও না—এই জোর দেখাইয়া সরকারকে বাধ্য কর খাদ্য কমিটি বা কৃষক সমিতির মারফৎ ধান কিনিতে।

দুঃস্থদের বাঁচাও

লোকের মনে ধারণা হইয়াছে—এখন আমন ধান বাজারে উঠিতেছে সুতরাং এখন আর রিলিফের দরকার নাই। এই ধারণা হইতে রিলিফের জন্য দানে ও রিলিফের কাজে ঢিলামী আসিয়াছে। এই ঢিলামী বাংলার হাজার হাজার নরনারীকে মৃত্যুর মুখে পাঠাইবে। বাংলার ২ কোটি লোক সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে, অতি সস্তা দামেও তাহাদের কিনিবার শক্তি নাই। ইহাদের জন্য রিলিফ চাই, রোজগারের মত কাজ চাই। প্রায় এক কোটি লোক উপবাসে ও অনাহারে কাজ করিবার শক্তি হারাইয়াছে, ইহাদের অন্ততঃ আর ৬ মাস খাওয়াইয়া বাঁচাইতে হইবে। অনাহারের উপদ্রবের পর আসিয়াছে দুরন্ত ম্যালেরিয়ার আক্রমণ। ক্ষেতের কাজ কারখানার কাজ এজন্য বন্ধ হইবার উপক্রম। ইহাদের জন্য অপদার্থ আমলাতন্ত্র কুইনাইনেরও বন্দোবস্ত করিতে পারে নাই, নিষ্ঠুর মজুতকারীরা কুইনাইন লইয়াও মুনাফার লোভে মজুত করিয়া রাখিতেছে। এই ব্যাধিগ্রস্তদের জন্য সঘবস্ত্র রিলিফ চাই, ঔষধ চাই, পথ্য চাই। বাংলাকে বাঁচাইবার জন্য রিলিফের কাজ পূর্ণোদ্যমে চালাইতে হইবে, নতুবা কোটি কোটি মণ আমন ধানও বাংলাকে বাঁচাইতে পারিবে না।

(শেষাংশ ১ এর পাতার শেষাংশ)

সরকারের অক্ষমতা সম্বন্ধে আমরা সচেতন সত্যি ; কিন্তু আমাদের ক্ষমতা সম্বন্ধেও আমরা সচেতন হই না কেন ? আজকে আমন ফসল সরকারের হাতেও নয়, চোরাকারবারীর হাতেও নয়, চাষীর হাতে, দেশবাসীর হাতে। চাষী ও দেশবাসী যদি আমন বাঁচাইতে এক হয়, তবে কে আমন কাড়িবে ? ব্যাঙতির চেয়ে এক দানা ফসল বাহিরে যাইতে দিব না ইহাও যেমন আমাদের দাবী, তেমনি ঘাটতি অঞ্চলের জন্য, সহরের রেশনিং-এর জন্য বাড়তি খাদ্য পাঠাইয়া সেখানকার লোকদের খাওয়াইয়া বাঁচানোও তো আমাদেরই দাবী ? চোরাকারবারীর হাতে সব ছাড়িয়া দিয়া সরকার ঘাটতি অঞ্চল ও সহরের লোকদের মৃত্যুর মুখে যাইতে দিবে—ইহা কি আমরা বরদাস্ত করিব ?

খাদ্য এখন দেশবাসীর হাতে আছে বলিয়াই দেশবাসীই চেষ্টা করিলে অবস্থার মোড় ঘুরাইতে পারে। গ্রামে খাদ্য কমিটিকে জোরালো করিয়া সেই খাদ্য কমিটির ধর্ম্মগোলায় যদি বাড়তি ধান মজুত করা এবং তা খাদ্য কমিটিই মনোনীত এজেন্টের মারফৎ বিক্রয় করি, তবে কোনো চোরাকারবারীর সয়তানী টেকে না।

এই প্রশ্নে মতভেদ নাই। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ, কংগ্রেস নেতারা, কেহই ইহাতে আপত্তি করেন নাই। সুরাবর্দী সাহেবও দিল্লীতে গিয়া বড় গলায় জাহির করিয়া আসিয়াছেন যে খাদ্যকমিটির সহযোগিতাতেই কাজ ভাল হইবে। কিন্তু এই কাজটাতেই দেখা যাইতেছে ফাঁকী চলিতেছে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ প্রভৃতি 'খোলা কারবার' লইয়া এত লড়াই করিলেন, কিন্তু সুরাবর্দী সাহেব বড় বড় কথা বলা সত্বেও কোনো জেলার খাদ্য কমিটীগুলিকে যে সক্রিয় হইতে দিতেছেন না, তার প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ বা অন্যান্য নেতারা কি বলিয়াছেন ? জনসাধারণের খাদ্য জনসাধারণের হাতে রাখিতে পারে যে গ্রামের ও সহরের মিলিত খাদ্য কমিটী তাকে ভালভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য ও সক্রিয় করিবার জন্য তাঁরা কি আন্দোলন করিয়াছেন ? সুন্নিম লীগের প্রস্তাবেও খাদ্য কমিটীর সহযোগিতায় আমন ক্রয়ের প্রস্তাব হইয়াছে। এই প্রশ্নে আজ যে ব্যাপক ঐক্য সকল দলের মধ্যে হইতে পারে এবং যে ঐক্য ব্যবসাদারের ঐক্য নয়, ক্ষুধিত জনসাধারণের ঐক্য, সেই ঐক্য গড়িয়া তুলিতে এখনো নেতারা সচেষ্ট নন।

কিন্তু নেতারা অগ্রসর হইলেও, দেশবাসী মরিয়া যায় নাই। বাঁচিবার সমস্যা যাদের সবচেয়ে বেশী, যারা ছিলে তিলে অনাহারে মৃত্যুর বিভীষিকা চোখের সামনে দেখিয়াছে, যারা ক্ষুধার দারুণ জ্বালা প্রতিনিয়ত সহিয়াছে, সেই লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী বাংলার সাধারণ হিন্দু মুসলমান নর নারীই আজ এই ঐক্য গড়িয়া তুলিবে। তাদেরই চাপে উপরের নেতারাও মিলিত খাদ্য কমিটী গড়িতে বাধ্য হইবেন।

আওয়াজ তুলুন :—চোরাকারবারীর হাতে আত্মসমর্পণ করিতে সরকারকে দিব না। ঘাটতি অঞ্চলের জন্য ও সহরের রেশনিং-এর জন্য দরকার মত চাউল সরকারকে কিনিতেই হইবে। খাদ্য কমিটীর সহযোগিতায় কেনা বেচা করিতে হইবে। এজেন্টদের তত্ত্বাবধানের ভার খাদ্য কমিটীর উপর দিতে হইবে।

দুর্দ্দশা ও ধ্বংসের হাত হইতে দুঃস্থদের বাঁচাও

ঢাকার চিঠি

ঢাকার গ্রাম-অঞ্চল আজ জনশূন্য শ্মশান হইতে বসিয়াছে। দলে দলে লোক দেশান্তরী হইতেছে। শুধু জমিহীন ক্ষেতমজুর নয়, জমিজমা, ঘরবাড়ী বেচিয়া কৃষকের দল অভাবের তাড়নায় অন্যান্য জেলায় চলিয়া যাইতেছে। টাঙ্গিবাড়ী ইউনিয়নে ১৮শ হাজার লোকের বাস ; আজ সেখানে লোকসংখ্যা ৮ হাজারের বেশী নয়। ১ লক্ষেরও বেশী লোক অন্যান্য জেলায় চলিয়া গিয়াছে। শহর ভাড়িয়া মুটে মজুর, কামার, কারিগর তাদের গ্রীপুত্র ফেলিয়া এই জনস্রোতে মিশিতেছে। ক্ষুধার জ্বালার কাছে সাত পুরুষের ভিটেমাটি, সংসারের মায়া মমতা পর্য্যন্ত হার মানিয়াছে। নারায়ণগঞ্জ ষ্টিমারঘাটে যে সমস্ত কুলি দেখা যায়, তাদের মধ্যে শতকরা ৬০ জনের বয়স ১৪ বছরের কম। ঢাকা শহরের দুঃস্থদের মধ্যে কর্ম্মক্ষম পুরুষ দেখাই যায় না। পল্লী অঞ্চলে খাটিবার মত লোকই নাই। গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন ইহার ফলে ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। যারা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে, মৃত্যুর হাত হইতে তাদেরও রেহাই নাই। পথের উপর তাদের নরকঙ্কাল জমা হইতেছে।

শহরের প্রতি ৩ জন ১ জনকে বাঁচাও

ইহাই ঢাকার সমগ্র ছবি নয়। শহর অঞ্চলের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঢাকা শহরে ১৫ হাজার শাঁখারীর বাস। এতকাল ইহাদের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। আজ জিনিষপত্রের অভাবে শাঁখা তৈরী অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তার উপর শাঁখা কিনিবার লোকও নাই। কাজেই গোটা শাঁখারীবাজার আজ ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হইতে চলিয়াছে। সস্তা লঙ্গরখানাই আজ ইহাদের একমাত্র ভরসা। রাজমিস্ত্রি, গাড়োয়ান, ঘেরিওয়ালা, গোয়ালা সকলেই বেকার। শহরের সিকি ভাগ লোক ইহারাই। শহরের প্রতি ৩ জন লোক যদি ১ জনকে বাঁচানোর ভার না নেয়, তাহা হইলে হাজার হাজার লোক অনাহারে মারা যাইবে।

লোকের হাতে পয়সা নাই

অবস্থা কতটা সঙ্গীন নিচের ঘটনা হইতে কিছুটা আভাস পাওয়া যাইবে। গত কয়েক সপ্তাহে ঢাকা টাউন রিলিফ কমিটি খাদ্য ফসল পায় এবং ৯২টি মহল্লা কমিটির মারফৎ বাড়ী পিছু ৬ সের হিসাবে খাদ্য বিলির ব্যবস্থা হয়। এক সপ্তাহ পার হইয়া গেলে দেখা গেল বরাদ্দ খাদ্যের শতকরা ৩৫ ভাগ পড়িয়া আছে। কিনিবার লোক নাই। শহরের সিকি ভাগ লোকের (ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে) এমন কি ২৲ টাকা মণ দরেও (চোরাবাজারে এখনকার দর ৪৫৲ টাকা) খাদ্য কিনিবার সামর্থ্য নাই।

ভারতের দুর্ভিক্ষে সোভিয়েটের সাহায্য

ভারতের খাদ্য সংকটে সোভিয়েট রাশিয়ায় যথেষ্ট উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। দুর্ভিক্ষে ভারতকে সাহায্য করিবার জন্য ইতিমধ্যেই সোভিয়েট সরকার বৃটিশ সরকারকে জানাইয়াছেন যে তাঁহারা ভারতের জন্য চাউল পাঠাইবেন। সোভিয়েট তুর্কীস্থান হইতে চাউল আফগানিস্থানের পথে ভারতে পাঠান যায় কিনা তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। সোভিয়েট আজ জীবন মরণ লড়াই-এ লিপ্ত। ফ্যাসিষ্ট ফৌজ তাহাদের দেশ আজ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে—তাহাদের দেশের উর্ব্বরতম প্রদেশগুলি ধ্বংসের স্তূপে পরিণত করিয়াছে। নিজেদের দেশের এই দারুণ দুরবস্থার ভিতরও দরদী সোভিয়েট আজ সাহায্যের হাত ভারতের দিকে প্রসারিত করিয়াছে।

এই ব্যাপক মৃত্যু রোধ করো

অন্নাভাবের সহিত মহামারীর মড়ক লাগিয়াছে। মৃতের পরিবারে স্বজন আর কান্নার রোল উঠে না। কারণ, পাড়াপ্রতিবেশীঃ কানে গেলে মৃতের আত্মীয় সৎকার করিতে হইবে। সৎকার করিবার মত তাদের আর্থিক সংস্থান নাই। তাই তারা হয় নদীতে, না হয় মাঠে চুপি চুপি শবদেহ ফেলিয়া দিয়া আসে। গত দেড় মাস ধরিয়া সমস্ত জেলায় প্রতি মাসে অনাহারে ২০০ এবং ম্যালেরিয়া ও কলেরায় ৮০০ লোকের মৃত্যু হইতেছে। অবস্থা এইভাবে চলিলে এই বছরের শেষে শুধু ম্যালেরিয়ায় ঢাকার প্রতি ৪০ জনের মধ্যে ১ জন লোক মারা পড়িবে। শিত্রমপুরের সিকি ভাগ লোক আজ ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী। মাণিকগঞ্জের শতকরা ৭৫ জন কৃষক আজ রোগশয্যায়। অথচ এই মাণিকগঞ্জ ধান চাষের জন্য এ অঞ্চলে বিখ্যাত, তার উপর এখানে এবার প্রচুর আমন ফসল হইয়াছে।

সুতাকল মজুর ধ্বংসের মুখে

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের সুতাকল মজুরের সংখ্যা ৯ হাজার। ইহারা মিল হইতে রেশন পায় বলিয়া অনেকে মনে করে ইহাদের অবস্থা বেশ ভালই। কিন্তু বরাদ্দের পরিমাণ অর্দ্ধেক করিয়া দেওয়ার ফলে ইহাদের অবস্থা :এখন অত্যন্ত শোচনীয়। মাসে আধ মণ খাদ্যে একার পেট চলিতে পারে, কিন্তু সমস্ত পরিবারের ইহাতে চলে না। ইহার ফলে ৪ হাজারের বেশী নর-নারী ও শিশুকে অনাহারে থাকিতে হইতেছে। তাছাড়া সুতাকল মজুররা এতদিন তাদের রেশন হইতে মিলের মধ্যে ৩ হাজারের মত এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতেও প্রায় ঐ সংখ্যক দুঃস্থ লোকদের খাওয়াইয়া আসিতেছিল। রেশন অর্দ্ধেক হওয়ার ফলে এই সমস্ত দুঃস্থ লোক বিনা সাহায্যে মারা পড়িবে।

বস্ত্র সংকট রোখো

ঢাকার সুতাকল মজুররা মাসে ১ কোটি ২ লক্ষ ধুতি, শাড়ী ও অন্যান্য ধরণের পরিধেয় উৎপাদন করিয়া থাকে। ঢাকার বেশীর ভাগ মধ্যবিত্তদের কাপড় চোপড়ের জন্য এই উৎপাদনের উপর নির্ভর করিতে হয়। আজকের দিনে মাল চলাচলের অসুবিধাই ইহার প্রধানতম কারণ। আজ এই সমস্ত মিলগুলি একদম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। ২নং ঢাকেশ্বরী মিলেই ২০৪৬ জন মজুরের মধ্যে ৫৫৪ জন মজুর জ্বরের জন্য কাজে যাইতে পারিতেছে না। ১০০ জন মজুর জ্বর গায়ে কাজ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই তাঁতী। ৫০৯টি তাঁতের মধ্যে ৩৯২টি বেকার। ১নং ঢাকেশ্বরী মিলের অবস্থা আরো সঙ্গীন। ইহার উপর আছে কয়লার সংকট। কাজেই মিলে যদি তালা পড়ে, তাহা হইলে ঢাকা জেলায় সপরিবারে ১ লক্ষ সুতাকল মজুরই যে শুধু দুঃস্থ জনসঙ্ঘে পরিণত হইবে তাই নয়—ঢাকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও বিনা বস্ত্রে কাটাইতে হইবে।

মুনফালোভী দোকানদার হুঁশিয়ার !

গত এক বছর ধরিয়া চোরাবাজার ঢাকাকে শ্মশান বানাইয়াছে। দোকানদাররা জোঁকের মত জনসাধারণের রক্ত শুষিয়াছে। কিন্তু যেদিন হইতে কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটির তত্ত্বাবধানে ভলান্টিয়ার মারফৎ খাদ্য বিলি হইতে লাগিল এবং জনসাধারণের মধ্যে হতাশার ভাব কাটিতে লাগিল, সেদিন হইতে ছোট দোকানদাররা ক্রমে কোনঠাসা হইতে লাগিল। ১ মাস আগেও তারা রিলিফ কমিটির প্রস্তাবে রাজী হয় নাই। আজ রিলিফ কমিটি সহরের মধ্যে সরবরাহের সব থেকে বড় প্রতিষ্ঠান। গত্যন্তর না দেখিয়া ছোট দোকানদাররা আজ রিলিফ কমিটির যে কোন সর্ত্ত মানিতে উৎসুক। কিন্তু মহল্লা কমিটিগুলি খাদ্যের বিলি ব্যবস্থা ও হিসাব পত্রের জন্য মাহিনা করা লোক রাখিতেও রাজী, কিন্তু দোকানদারদের কিছুতেই আর বিশ্বাস করিবে না।

চন্দননগরে খাদ্য-সংকটের মধ্যেও

● চরম সরকারী অব্যবস্থা ●

(সংবাদদাতার চিঠি)

ফরাসী অধিকৃত ক্ষুদ্র সহর চন্দননগর। বৃটিশ অধিকৃত বাংলাদেশের মধ্যে যেন একটি দ্বীপ। বাংলার শাসন ব্যবস্থার সহিত ইহার কোনো যোগ নাই, তাই ইহার খাদ্য সমস্যা একটি অদ্ভুত জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে। চারিপাশের হুগলী জেলা বা বাংলার কোনো অঞ্চল হইতে এখানের ব্যবসায়ীরা কোনো খাদ্য দ্রব্য কিনিয়া আনিতে পারে না, এখানে খাদ্য আসিবে বাংলার সিভিল সাপ্লাই বিভাগের বিশেষ অনুমতিপত্র লইয়া এবং সেই অনুমতি পত্র চন্দননগরের শাসনকর্ত্তা (এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর) যাহার হস্তে দিবেন সেই মাল আনিতে পারিবে। চন্দননগরে ৪০ হাজার লোকের বাস, সেই সংখ্যার জননাধারণের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য দ্রব্যের দরকার, অনুমতি পত্র পাওয়া যায় তাহার তুলনায় অত্যন্ত কম ; ফলে গভর্ণমেন্টের কন্‌ট্রোলে অর্দ্ধেক দিন মাল থাকে না, আর বাজারের ব্যবসায়ীরা লুকাইয়া বাহির হইতে যে মাল লইয়া আসেন তাহা প্রকাশ্য বাজারে চোরাবাজারের দরে বিক্রয় হয় এবং জনসাধারণও সেই দরে কিনিতে বাধ্য হয়।

অগ্নিমূল্যে খাদ্যদ্রব্য কিনিতে না পারায় সহরের দরিদ্র শ্রমজীবি ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের মধ্যে ব্যাপক অনাহার দেখা দিয়াছে। ফরাসী গভর্ণমেন্টের বাজেটে নাকি টাকা নাই, তাই রিলিফ দিবার ব্যবস্থাই গভর্ণমেন্ট করেন নাই। জনসাধারণের চেষ্টায় চন্দননগর রিলিফ কমিটি মারফৎ পাঁচটি কিচেনে প্রায় ৫০০ শত লোককে দৈনিক অন্ন দেওয়া হইতেছে। গভর্ণমেন্টের সাহায্য না পাইয়া বাজারে অগ্নিমূল্যে জিনিষ কিনিতে বাধ্য হওয়ায় এই কমিটির সামর্থ্যও সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। চন্দননগরে হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার শ্রেষ্ঠ চাউল ব্যবসায়ী এবং অনেক বড় বড় ধনীর বাস, অথচ চন্দননগর রিলিফ কমিটিতে আশানুরূপ কোন সাহায্যই তাহাদের নিকট হইতে আসে নাই।

শোচনীয় অবস্থা চরমতম আকার ধারণ করিতেছে, গভর্ণমেন্টের নূতন নূতন ট্যাক্স ও ওয়ার ফণ্ডের জন্য। খাদ্যাভাবে সহরবাসী হাহাকার করিতেছে সেই সময় গভর্ণমেণ্ট নূতন প্রবর্ত্তিত হাউস ট্যাক্‌সের দুই বৎসরের দেয় পরিমাণ একই সঙ্গে আদায়ের জন্য নোটীশ জারী করিতেছেন। ইহার উপরে আবার চন্দননগর হইতে যুদ্ধ ফণ্ডের জন্য এক মাসের মধ্যে ৩০,০০০৲ টাকা আদায় করা হইবে। যুদ্ধের জন্য জননাধারণের সহানুভূতি জাগাইয়া তাহাদের স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতার চেষ্টা না করিয়া জোর করিয়া শত শত টাকা চাঁদা চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। সরকারী কর্ম্মচারী ও দরিদ্র শিক্ষক প্রভৃতিদের মাহিনা কাটিয়া লওয়া হইতেছে। সরকারী কন্‌ট্রোল দোকান হইতে মাল পাইবার জন্য প্রত্যেক সহরবাসীকে চারি আনা পয়সা দিয়া সরকারী লটারীর টিকেট কিনিতে বাধ্য করা হইতেছে এবং ১৲ হইতে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

দুঃস্থদের সাহায্যে উদয়শঙ্কর

পৃথিবীবিখ্যাত নর্ত্তক উদয়শঙ্কর তাঁহার দলবল সহ বোম্বাই যাইতেছেন। তাঁহার ম্যানেজার ইণ্ডিয়ান পিপল্‌স্ থিয়েটার এসোসিয়েশনের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন যে শঙ্কর বোম্বের মজুরদের নামমাত্র মূল্যে নৃত্য দেখাইবেন। এই টিকিট বিক্রয়ের অধিকাংশই জননাট্যসংঘকে দেওয়া হইবে। সংঘ এই অর্থ বাংলার দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য ব্যয় করিবে। বোম্বের ঐতিহাসিক পারেল ময়দানে দুইদিন এই প্রদর্শনী হইবে এবং আশা করা যাইতেছে দৈনিক ৫০,০০০ মজুর এই জগৎবিখ্যাত শিল্পীর শিল্পের মধ্য দিয়া তাহাদের সংগ্রাম, আশা ও আকাঙ্খার প্রকাশ দেখিবে। শঙ্করের মত একজন প্রথমশ্রেণীর শিল্পীর এই প্রচেষ্টা আশা করি অন্যান্য শিল্পীদেরও প্রেরণা যোগাইবে।

পীপল্‌স্ রিলিফ কমিটী (বেঙ্গল)

প্রাপ্তি স্বীকার

সোহাটি দুর্গাপূজা কমিটি—৩২৸/০ ; নরসাপুর তালুক কমিউনিষ্ট কমিটি—১১৯৸/০ ; অলপার্টিস ফ্যামিন রিলিফ কমিটি, ত্রিচিনাপল্লী মাদ্রাজ—১৩৸৲ ; রায়রুস এসোসিয়েশন, বেজ ওয়াদা—১১৲ ; রেলওয়ে গুডস্ অফিস, টিউটি কোরিন মাদ্রাজ—১১১৷০ ; ডিব্রুগড় নিউ ওয়ার্কশপ—১০০৲ ইউথ লীগ, পদ্মারমা, মাদ্রাজ—১০০৲ ; প্রিন্সিপ্যাল ডি, আর, গ্যাডগিল, পুণা—১০০৲ ; মিঃ সুধীন রায়, কলিকাতা—১০০৲ ; মিঃ কে, সি, বিশ্বাস, প্রভাতী টেকস্‌টাইলস—১০০৲ , মিঃ রুস্তম আলি জিনজু—২৫৲ ; রামকৃষ্ণ মুখার্জ্জির মারফৎ—২৫৲ বলজ রায়, ভিজিগাপত্তম—৪৫৲ ; নরসাপুর তালুক কমিটি—৫০৲ ; এস, ভি, রংনম, ইষ্ট গোদাবরী—৯৷৶০ ; জি, ভেঙ্কেটাশরম্—১২৲ ; বেল্লারী টাউন কমিউনিষ্ট কমিটি—৩৭৷৶০ ; শ্রীমতী বিজয়বেন অমলনি—২৫৲ ; হিন্দী বিদ্যাপীঠ, বম্বে—১৩৷০ ; মিসেস্ টি সেন, রংপুর—১২৲ ; কে, ভেঙ্কেটারাও—৫৮৲ ; ডি, সত্যম, ওংতেই গোদাবরী—৫৲ ; বেজওয়াদা, গ্রাম্য কৃষক সভা—৮৲ ; জি, আর, রাউ, গাণ্টুর জেলা—৩০৲ ; প্রভুদাস দালাল, নানাকে, বম্বে—৫০৲ , এন, নারায়ণ রেড্ডী, নরসিপেট মাদ্রাজ—৯৲ ।

খাদ্যবিলির কাজে ছাত্র

আমন-রক্ষার অভিযান

আমন ধান বাংলাদেশকে বাঁচাইবে, এই আমন রক্ষা কর—বাংলার ঘরে ঘরে আজ এই কথা। সহর হইতে দুঃস্থরা ক্রমশঃ গ্রামের দিকে চলিয়া যাইতেছে। তাদের বাঁচিবার পথ তারা দেখিতেছে। গ্রামে চাষীরা তোড়জোর করিতেছে আমন কাটিবার জন্য। সহরের বাসিন্দারা দিন গুনিতেছে, কবে বাজারে নূতন চাউল উঠিবে।

কিন্তু তারই সঙ্গে লোকের মনে সন্দেহ—কেমন করিয়া আমনকে জনসাধারণের ঘরে আনা যাইবে? সর্ব্বশান্ত চাষী ধান না বেচিয়া করে কি? লোভী কারবারীর লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছে আমনের দিকে, তার হাত হইতে চাষী কি করিয়া বাঁচিবে? সরকারী এজেন্টের হাতে অযথা অধিকার দিয়া লোকে বিশ্বাস করিতে পারে না। দেশবাসী নিজেরাই চেষ্টা করিয়া একটা কিছু না করিলে চলিবে না, অপরের উপর ভরসা করিয়া থাকিলে এবারেও ঠকিতে হইবে—অধিকাংশ লোকেই আজকে এইটুকু পরিষ্কার অনুভব করিতেছে।

জনসাধারণের মধ্যে এইটুকু আত্মবিশ্বাস অন্ততঃ আজ আসিয়াছে। তাই আমন রক্ষার অভিযানে একটা নূতন সাড়া দেখা যাইতেছে। কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সমিতি, খাদ্য কমিটির কর্ম্মীদের সঙ্গে মুসলীম লীগের কর্ম্মী, অনেক কংগ্রেস-সেবী ও হিন্দুমহাসভার কর্ম্মীদের একটা কার্য্যসূত্রে তৈরী হইতেছে। সহরে সহরে মিলিত সভা হইতেছে, গ্রামে গ্রামে প্রচার চলিয়াছে। বাংলাকে বাঁচাইবার জন্য জনসাধারণের ব্যাপক চেষ্টা সুরু হইয়াছে।

আমন রক্ষার জন্য সর্ব্বদলীয় খাদ্য কমিটি চাই

৩১শে অক্টোবর পাইকারাঞ্চায় সকল দলের ও শ্রেণীর এক মিলিত খাদ্য সমাবেশে আমন রক্ষার জন্য পরিকল্পনা লওয়া হয়। সভা হইতে সর্ব্বদলীয় খাদ্য কমিটি গঠন করিবার জন্য হিন্দু, মুসলমান, কংগ্রেস, লীগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে ৩৪ জন ব্যক্তিকে লইয়া একটি সংগঠন সমিতি তৈরী হয়। সভা সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা করে: অতি লোভী মহাজনদের হাত হইতে আমন ধান রক্ষার জন্য প্রতি ইউনিয়নে ও সহরে কংগ্রেস, লীগ, মহাসভা, কৃষক প্রজা, কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট পার্টির সহযোগিতায় পুরাণো খাদ্য কমিটিগুলিকে সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। এই খাদ্য কমিটিগুলি সমবায় সমিতি দ্বারা বা মনোনীত সাচ্চা ব্যবসায়ীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ধান-চাউল কেনা বেচা করিবে। সরবরাহ ব্যবস্থা খাদ্য কমিটিগুলির ভিতর দিয়া সরাসরি কিংবা সরকারী ক্রেতাগণের মারফৎ করা হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে স্থানীয় অত্যাব পূরণের পূর্ব্বে যাহাতে অন্যত্র খাদ্য রপ্তানী না হয়।

দিনাজপুরের হাটে প্রচার

ফুলবাড়ী দিনাজপুরের একটি বিখ্যাত বন্দর। ১২ই নভেম্বর এই হাটে কৃষক সমিতির পক্ষ হইতে একটি মিছিল বাহির হয়। হাটের মধ্যে ৮ শত লোককে লইয়া সভা হয়। ব্যবসায়ী, খরিদ্দার, চাষী সকলের মধ্যে প্রচার হয়। 'আমন ধানকে রক্ষা করিতে হইলে গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মগোলা কর, গ্রামের প্রয়োজন গ্রামে রাখ, বাড়তি ধান খাদ্য কমিটীর মারফৎ সরকারী এজেন্টের কাছে বিক্রয় কর'—এই আওয়াজ উঠানো হয়। সন্ধ্যার পর হাটের মধ্যে হিন্দু মুসলমান ব্যবসাদারদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতে দেখা যায়। তাঁরা বলাবলি করেন, কৃষক সমিতির কর্ম্মীরা সত্যই একটি কাজের মত কাজ করিতেছে।

দিনাজপুর জেলায় ৩০টী থানার মধ্যে ২৬টী থানায় প্রচার চলিতেছে। ৫টি জায়গায় সমবায় ভাণ্ডার খুলিয়া কৃষক সমিতির মারফৎ ধান-চাউল কেনা বেচার জন্য চেষ্টা হইতেছে। অনেক জোৎদারও এই সমবায় ভাণ্ডারের সহিত সহযোগিতা করিতে রাজী হইয়াছে।

ঢাকার চাষী মজুতদারকে চিনিয়াছে

আমন রক্ষার কথা ঢাকার চাষীদের কাছে আজ জীবন মরণের প্রশ্ন। মজুতদার ও চোরা কারবারীকে ধান বেচিব না এই মনোভাব ক্রমশঃই চাষীদের মনে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। মানিকগঞ্জ হইতে খবর পাওয়া যায় যে, অজ্ঞাত বহুরের মত আমন কিনিবার জন্য এবারও ফড়িয়ারা দল বাঁধিয়া গ্রামে গিয়াছিল। কিন্তু গ্রামের লোক তাদের উপর চড়াও হইয়া তাদের ভাগাইয়া দিয়াছে।

কৃষক সমিতির প্রচার চলিতেছে। কৃষকের আমন রক্ষার এই প্রতিজ্ঞাকে খাদ্য কমিটী ও কৃষক সমিতির ভিতর দিয়া কাজে লাগাইতে হইবে।

(আমন ধানের লোভে চোরাকারবারী)

জলপাইগুড়িতে পাইকার ও জোতদারদের বিরুদ্ধ প্রচার

জলপাইগুড়ির বোদা অঞ্চলের হাটে সভা করিয়া প্রচার করা হয়। সাধারণ লোকে মজুতদারের হাত হইতে আমন ধান বাঁচাইবার জন্য উৎসাহিত হইয়া উঠে। কিন্তু হাটের পাইকার ও জোৎদারয়া পাল্টা প্রচার সুরু করিল। তারা লোকের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করিতেছে—সরকার ফৌজের জন্য সব ধান লইয়া যাইবে, সুতরাং সরকারী এজেন্টের কাছে কেহ বেচিও না। ফুড কমিটীর নামে তারা প্রচার সুরু করিল যে, ফুড কমিটী কৃষকের স্বার্থ দেখিবে না। রেশনিং সম্বন্ধে তারা প্রচার করিতেছে যে, গ্রামে রেশনিং করিয়া প্রত্যেককে মাত্র ১০ ছটাক করিয়া চাল দেওয়া হইবে, তাতে কৃষকদের প্রাণ বাঁচিবে কি করিয়া?

এই অঞ্চলে চাষীর জমি-জমা দেনার দায়ে ও অনাহারের জ্বালায় জোৎদার মহাজনের কাছে বিক্রী হইয়া যাইতেছে। মহাজন ও জোৎদারের তাই প্রচণ্ড উৎসাহ। আমন রক্ষার আন্দোলন তাদের স্বার্থে যা দিতেছে। তাই তারা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, যাতে তাদেরই হাতে ধান ও জমি ছাড়িয়া দিতে কৃষক বাধ্য হয়। কিন্তু চোখের সামনে মহাজন ও জোৎদারের স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা দেখিয়া কৃষক কি তাদের বিশ্বাস করিতে পারে? সাধারণ চাষীই অনেকে আজ ইহাদের প্রশ্নের জবাব দিয়া বলিতেছে: তোমাদের ভাববার দরকার নাই, আমাদের ধান আমরা কৃষক সমিতি ও খাদ্য কমিটীর চেষ্টায় বাঁচাইব। কৃষক সমিতি ও খাদ্য কমিটী আমাদেরই, তোমাদের নয়।

ময়মনসিংহে কংগ্রেস, মহাসভা, লীগের একত্র কাজ সুরু

ময়মনসিংহে সবে মাত্র কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার কর্ম্মীদের সঙ্গে লীগের আমন রক্ষার জন্য চেষ্টা একযোগে সুরু হইয়াছে। কিন্তু এখনও কার্য্য প্রণালী লইয়া কিছু কিছু সন্দেহ রহিয়াছে। পরস্পরের মধ্যে মিলিতভাবে আলোচনা চলিতেছে। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার জোৎদ্দারা স্বীকার করিতেছেন যে, খাদ্য কমিটীর মারফৎ ধান কেনা বেচা করিলে সরকারী এজেন্টরা খামখেয়ালী করিতে পারিবে না। তাঁরা ইহাও স্বীকার করিতেছেন যে, ধান চালের ষ্টক যদি সরকার কনট্রোল না করে, তা হইলে সহরে রেশনিং হওয়া বা ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্য পাঠান সম্ভব নয়। কিন্তু তবু গত বছরের সরকারী এজেন্টদের কার্য্যকলাপের অভিজ্ঞতা তাঁদের পিছাইয়া রাখিতেছে, তাঁরা 'সরকারী এজেন্ট' কথাটাই বরদাস্ত করিতে পারিতেছেন না। অনেকে পরামর্শ দিতেছেন যে, কি করিয়া যে, কে মজুতদার ও কে সাচ্চা ব্যবসায়ী? তার চেয়ে রুলক সমিতি বা খাদ্য কমিটী সমস্যায় ভাণ্ডার করিয়া আমাদের কাছ হইতে কিনিবার ব্যবস্থা করুন।

খাদ্য কমিটী ও কৃষক সমিতিকে জোরালো করিবার জন্য কৃষকরা আগাইয়া আসিতেছে। তারা দেখিতেছে জোতদার ও মহাজনরা পুরাণো চাউল বাজারে ছাড়িয়া নতুন ধান সস্তায় কিনিবার চেষ্টা করিতেছে। চাষীদের সংহতিই মহাজনের কারসাজীকে ব্যর্থ করিতে পারে। তাই ময়মনসিংহের সর্ব্বত্র আগামী ২২শে হইতে আমনরক্ষার আন্দোলনকে আরো জোরালে করিবার প্রোগ্রাম লওয়া হইয়াছে।

হুগলী জেলায় আমন রক্ষার প্রচারক দল

আমন রক্ষার আন্দোলন হুগলী জেলার গ্রামে সাড়া আনিয়া দিয়াছে। সদর ও শ্রীরামপুর মহকুমা হইতে দুইটী প্রচারকদল গ্রামাঞ্চলে গিয়াছে প্রচারের জন্য। তাঁরা গ্রামে গ্রামে সভা ও বৈঠক করিয়া আমন রক্ষার উপায় বাতলাইয়া দিতেছেন, চাষীদের উৎসাহিত করিতেছেন।

সদর মহকুমার একটি অঞ্চলে কৃষকরা প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তারা কৃষক সমিতির মারফৎ তাদের বাড়তি ধান বিক্রয় করিবে। প্রত্যেক ইউনিয়নে ইউনিয়নে সভার এই প্রতিজ্ঞা লওয়া হইতেছে—কৃষক সমিতি ও খাদ্য কমিটীর গোলার বাড়তি ধান রাখিব।

সহরবাসী আমন রক্ষার আন্দোলনে সহানুভূতি দেখাইতেছে। এই আমন রক্ষার উপরই সহরের রেশনিং-ও নির্ভর করে, তাই প্রচারক দলের কাজে সহরবাসী সাহায্য করিতেছেন। শ্রীরামপুরে চাতরা হইতে যখন আমন-অভিযাত্রী দল যাত্রা করিল, তখন তাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য এক জনসভা হয়। এই সভায় বৃদ্ধ, যুবক, কিশোর, মেয়েরা সকলেই আগ্রহ সহকারে হাজির হয়। লোকে ইহাদের আশীর্ব্বাদ জানাইল। মেয়েরা শঙ্খধ্বনি করিয়া ইহাদের সম্বর্দ্ধনা করিল। সেই সভাতেই অভিযাত্রীদের জন্য ৪০ টাকা চাঁদা উঠে। একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ইহাদের হাতে ১৫ টাকার কুইনাইন দেন। চণ্ডীতলা থানার গ্রামাঞ্চলে এই প্রচারক দল যাত্রা করিয়াছে।

মুনাফালোভীর হাত থেকে আমন বাঁচাও!

২৪ পরগণা জেলার বারাসাত মহকুমার ছাড়োয়া, খাদুড়ে ব্যান্ডাল প্রভৃতি হাট হইতে খবর পাওয়া যাইতেছে যে, এই অঞ্চলে নূতন ধানের চাউল ১৫ ১৬ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। গরীব চাষীরা অভাবের তাড়নায় ধান পাকিবার আগেই ধান কাটিয়া চাউল তৈরী করিয়া এই সমস্ত হাটে বিক্রয় করিতে আনিতেছে। ফড়িয়ারা তো তৈরীই আছে কিনিবার জন্য। তারাই দর হাঁকিতেছে। কনট্রোল দরকে গ্রাহ্য না করিয়া ১৫। ১৬ টাকা দরে তারা চাষীর চাউল কিনিয়া লইতেছে। দু-চার মণ নয়, এক একজন চাষী ১০০ মণ পর্য্যন্ত চাউল এই সব ফড়িয়ারের কাছে বিক্রয় করিতেছে।

সোনা যাইতেছে ফড়িয়ারা সস্তায় এই চাউল কিনিয়া তা কলিকাতার শ্যামবাজার হাতীবাগান প্রভৃতি অঞ্চলে অল্প অল্প করিয়া আনিয়া বেচিতেছে। এখানে তারা দর দিতেছে ২২, মণ। চাষীর মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া তারা এই ভাবে চোরাকারবারকে বেশ সহজ করিয়া দিতেছে। এই কারবারীই বলাবলি করিতেছে যে আগামী জানুয়ারী চালের দর দেওয়া হইবে ১০ টাকা মণ।

এই সব ফড়িয়ারের পিছনে রহিয়াছে বড় কারবারী, যারা এখন হইতে আমন চাউল মজুত করিতে সুরু করিয়াছে।

ইহাদের হাত হইতে আমন বাঁচাও! অভাবগ্রস্ত চাষীকে সামনে পাইয়া এই কারবারীরা এমনি করিয়া ধান চাল শুষিয়া লইলে শেষ পর্য্যন্ত চাউলের বাজার আবার এবছরের মতই আগুন হইয়া যাইবে! কৃষক সমিতির বা খাদ্য কমিটির মারফৎ চাষীর ধান চাউল কেনা বেচার ব্যবস্থা কর। মজুতদারের হাতে চাষীর ভাগ্য ছাড়িয়া দিও না!

উৎপাদনের লড়াইয়ে টেক্সোম্যাকোর মজুর

বেলঘরিয়ার টেক্সোম্যাকো কারখানার মজুরদের উৎপাদনের লড়াই বাংলার মজুর শ্রেণীর কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তারা উৎপাদন বাড়াইয়াছে প্রায় তিনগুণ। উৎপাদন বাড়ানর সফলতা তাদের একদিনে আসে নাই। গত মার্চ্চ মাস হইতে ধাপে ধাপে তারা ইউনিয়নকে শক্তিশালী করিয়াছে। আজ সেখানে ৯৫০ জন মজুরের মধ্যে প্রায় সকলেই ইউনিয়নের সভ্য। তারা ইউনিয়নের চাঁদা তোলে মাসিক ৪৫০ টাকা। ইউনিয়নের জোর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মালিকও ইউনিয়নকে মানিতে বাধ্য হইয়াছে এবং মজুরদের দাবীর উপর প্রত্যেকবারই ইউনিয়নের সঙ্গে মালিককে শেষ পর্য্যন্ত রফা করিতে হইয়াছে। আজ সেখানে মালিকের নীতি জয়যুক্ত নয়, মজুরের সংগঠনের নীতি, উৎপাদনের নীতি ও দেশরক্ষার নীতিই ক্রমশঃ জোরালো হইয়া উঠিতেছে।

সংগঠনের আগে

টেক্সোমাকো বেলঘরিয়ার একটি লোহা ও ইস্পাতের কারখানা। এখানকার মজুরদের মধ্যে অনেক দিন হইতেই অভিযোগ মজুরী মাগগী ভাতা প্রভৃতি সম্বন্ধে। গত বছর ডিসেম্বরে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে এখানে ধর্ম্মঘট হইল। কোনো ইউনিয়ন তখন এখানে ছিল না। ধর্ম্মঘটের ভিতর দিয়া মজুররা বিশেষ কিছু লাভ করিতে পারিল না। বরং ধর্ম্মঘটের মধ্যে মজুরদের সঙ্গে মিলের দারোয়ানদের মারামারি হইল, অনেকে জখম হইল—কিন্তু মজুর-দাবীর কোনো সুরাহা হইল না।

ফেব্রুয়ারী মাসে আবার একটা ধর্ম্মঘট হওয়ায় কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীরা এই কারখানার মজুরদের পরিচালনা করিতে আগাইয়া যায়। তখনও ইউনিয়ন গড়িয়া উঠে নাই। কিন্তু তবু সংগঠিত ভাবে মজুররা নিজেদের দাবী আদায় করিতে চেষ্টা করিল। মজুররা দাবী করিল:—(১) যারা আগের মারামারিতে জখম হইয়া পড়িয়াছিল, তাদের অনুপস্থিতির সময়কার মজুরী দিতে হইবে। (২) কাজ করিতে করিতে কেহ মারা গেলে তাহার পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে ও সেই পরিবারের একজনকে কাজে লইতে হইবে। (৩) আগেকার ধর্ম্মঘটের সময়কার পুরা মজুরী ও ভাতা চাই। (৪) যে সব দারোয়ান অপরাধী বলিয়া গণ্য হইয়াছে, তাদের বরখাস্ত করা হোক। (৫) ইউনিয়নকে মানিয়া লওয়া হোক। (৬) ইউনিয়নের পক্ষ হইতে তিনজন প্রতিনিধিকে ম্যানেজারের সহিত আলোচনা করিবার সুযোগ দেওয়া হোক।

এই সমস্ত দাবীই মালিক পূর্ণ করিবার প্রতিশ্রুতি দেয়। মজুররা তারপর নিজেদের ইউনিয়নকে সংগঠিত করে। ইউনিয়ন কমিটী তৈরী হয়।

সংগঠনের প্রথম অবস্থা

কিন্তু তখনও মজুররা উৎপাদন নীতি বুঝে নাই। দেশরক্ষার আন্দোলনে তারা শুধু ফ্যাসিজম বিরোধী প্রচারই করিয়াছে। তাই তাদের সংগঠনও এমন শক্তি অর্জ্জন করিতে পারিল না, যাতে কারখানায় মজুরের একতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। দাবী আদায়ের জন্যও তাই মজুররা ধর্ম্মঘট ছাড়া অন্য কোনো উপায়ের কথা তখন ভাবিতে পারে নাই।

এপ্রিল মাসে ১৫ দিনের নোটিশ দিয়া আবার ধর্ম্মঘট হইল। মজুররের দাবী এবার শুধু নিজেদের মজুরীর দাবীই নয়, দেশরক্ষার দাবীও তারা উপস্থিত করিল। তাদের দাবী:—(১) এ-আর-পির পাকা বন্দোবস্ত (২) কারখানার ভিতরে ক্যান্টিন (৩) সস্তা দরের দোকান (৪) মাগগী ভাতার বৃদ্ধি।

সংগঠনের জোর তখন দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। তাই এই ধর্ম্মঘট মিল মালিককে ঘাবড়াইয়া দিল। জেনারেল ম্যানেজার অন্য জায়গায় ছিলেন তিনি ফোনে খবর পাঠাইলেন আমি ফিরা মীমাংসা করিয়া দিতেছি। জেনারেল ম্যানেজার আসিয়া ইউনিয়নের নেতা ধীরেন দে-কে সরবরাহ বিভাগের হেড অফিসে লইয়া গেলেন। সেখানে দাবী পূরণের প্রতিশ্রুতি তাঁকে দেওয়া হয় এবং তার ফলে ধর্ম্মঘটের অবসান হয়।

মে মাসের মাঝামাঝি একদিন একজন মজুরকে বিনা কারণে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে সমস্ত মজুরই কাজ বন্ধ করিয়া দিল। এবার কিন্তু আর ধর্ম্মঘটও করিতে হইল না। মজুরের একতাবদ্ধ প্রতিবাদেই কাজ হইল। ৫ মিনিটের মধ্যেই মীমাংসা হইয়া গেল। মালিক স্বীকার করিলেন যে ম্যানেজারের লিখিত আদেশ ব্যতীত এবং ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা না করিয়া যখন তখন কাহাকেও বরখাস্ত করা চলিবে না। মালিক এইবার স্পষ্ট ভাবে ইউনিয়নকে স্বীকার করিয়া লইলেন।

উৎপাদন বাড়ানোর আন্দোলনে—

সংগঠনের এই জোরের উপর দাঁড়াইয়া মজুরদের মধ্যে উৎপাদন নীতির প্রচার সুরু হইল। কারখানার গেটে মিটিং চলিতে লাগিল। ইউনিয়নের কর্ম্মীরা কমরেড ধীরেন দের নেতৃত্বে মজুরদের বুঝাইতে লাগিলেন যে, শুধু সংগঠন গড়িলেই সব হইবে না, উৎপাদন বাড়ানোর জন্য মজুরকেই কোমর বাঁধিয়া লাগিতে হইবে—তাতেই মজুরের দাবী আদায়ের শক্তিও হইবে, দেশ রক্ষার পথও মজুর প্রশস্ত করিবে।

শুধু প্রচারেই কাজ সীমাবদ্ধ রহিল না, হাতে কলমে উৎপাদন বাড়াইয়া মজুররা দেখাইয়া দিল যে কারখানাকে তাহারাই দেশ রক্ষার জন্য ভাল ভাবে ব্যবহার করিতে পারে। তিন জন 'সেটার' মজুর-সত্য সরকার, রাখাল দাস ও জুকুমার দাস—এঁরা মেশিন লথের নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন। ফোরম্যান এই প্রণালীকে মানিয়া লইল। কিন্তু উপর ওয়ালা সহজে মজুরের এই কৃতিত্ব মানিতে চাহিবে কেন? কমরেড ধীরেন যখন ওয়ার্কস্ ম্যানেজারের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলেন, ম্যানেজার বলিলেন: আমাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে আসিবেন না। জেনারেল ম্যানেজারের কাছে গেলে, তিনি বলিলেন ওয়ার্কস্ ম্যানেজারের কাছে যাও। মজুররা উৎপাদন বাড়াইতে গেলেও কর্ত্তৃপক্ষ বাধা দেয়। ইউনিয়ন দাবী তুলিল: ওয়ার্কস্ ম্যানেজার উৎপাদন বৃদ্ধিতে বাধা জন্মাইতেছে, তাকে সরানো হোক।

তারা কি করিয়াছে—

—সকলেই ইউনিয়নের মধ্যে
—তিনগুণ উৎপাদন বৃদ্ধি
—ইউনিয়নকে মালিক স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে
—দাবী আদায় হইয়াছে

এই অবস্থায় মে মাসের শেষ দিকে একটা ঘটনা ঘটিল। ফাউণ্ডী ডিপার্টমেন্টের ফোরম্যানের সঙ্গে মজুরদের গোলমাল হইল, তার ফলে ৬ জন মজুরকে ৭ দিনের জন্য বরখাস্ত করা হইল। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে মজুররা সকলে ধর্ম্মঘট করিয়া দাবী করে যে সত্যই অন্যায় যে করিয়াছে, তার শাস্তি চাই। এই দাবী মালিক অস্বীকার করিতে পারিল না। জেনারেল ম্যানেজার আসিলেন তদন্ত করিতে। ইতি মধ্যে ফোরম্যানই ভয়ে পদত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তার পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইল। মজুরদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দাখিল করা হইয়াছিল, তাহা তুলিয়া লওয়া হইল। ম্যানেজার ইউনিয়নের নেতা কমরেড ধীরেন দেকে অনুমতি দিলেন কারখানার মধ্যে গিয়া মজুরদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া অবস্থা বুঝাইয়া দিতে।

জুন ও জুলাই মাসে টেক্সোমাকোর মজুররা আরো আগাইয়া গেল। উৎপাদন নীতির প্রচার দানা বাঁধিল এক বিরাট মজুর সভায়। এই সভায় মজুররা প্রতিজ্ঞা নিল: ধর্ম্মঘটের পথে গিয়া উৎপাদনকে পণ্ড আমরা করিব না। ইউনিয়নের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির জোরে, সমস্ত মজুরের একতার জোরে আমরা উৎপাদনও বাড়াইব, দাবীও আদায় করিব

জুনের শেষ দিকে মজুররা মালিকের কাছ হইতে দুইটি দাবী আদায় করিল। দস্তার দোকান খোলা হইল, মাগগীভাতা মালিক ৯ টাকা মঞ্জুর হইল।

মজুররা প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে উৎপাদন কমিটী গঠন করিল এবং সেই কমিটীর ভিতর দিয়া সেই সেই ডিপার্টমেন্টে কি করিয়া উৎপাদন বাড়ান যায়, তার সন্ধান লইতে ও পরামর্শ করিতে লাগিল। কারখানার কয়েকটি কাজে আগের চেয়ে প্রায় তিনগুণ জিনিষ তৈরী হইতে লাগিল। এই কারখানার ইতিহাসে এ রকম কোনো দিন হয় নাই।

উৎপাদন বৃদ্ধিতে মালিকের বাধা

কিন্তু যতই উৎপাদনের লড়াইয়ে মজুর শক্তি সঞ্চয় করিতেছে, ততই মালিকও বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। মজুরের একতার কাছে মালিক মাথা নত করে, দাবী পূরণ করিতে বাধ্য হয়; কিন্তু উৎপাদনে মজুরের কৃতিত্ব ও দায়িত্ব মালিক বরদাস্ত করিতে পারে না। যাদের চেষ্টায় উৎপাদনে উন্নতি হইতেছে, তাদেরই উপর মালিক হামলা সুরু করিল।

ইতিপূর্ব্বে সুকুমার দাসকে বাজে অজুহাতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। আগষ্ট মাসে ইউনিয়নের সহ-সভাপতি বিশ্বনাথ প্রসাদকেও বরখাস্তের নোটিশ দেওয়া হইল। অক্টোবর মাসে চার্জ্জম্যানকেও একটি বাজে অজুহাতে ডিস্‌মিস্ করা হইল। মজুরের সঙ্গে মালিকদের সংঘর্ষ আবার সুরু হইল।

এবারের সংঘর্ষ স্পষ্টভাবে উৎপাদনের প্রশ্ন লইয়া। মজুর উৎপাদন বাড়াইবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ, মালিক উৎপাদন পণ্ড করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ মজুরকে আঘাত করিতে আগাইয়া আসিল। ইউনিয়নকে মালিক অস্বীকার করিতে লাগিল। একসঙ্গে অনেক মজুরের উপর হুমকী আসিল, অনেককে বরখাস্ত করা হইল। প্রত্যক্ষভাবে মালিক দেশ রক্ষার বিরোধী কাজে নামিল।

মালিকের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতে লাগিল। হুমকীর নোটিশ প্রত্যাহার করাইবার জন্য মজুররা দাবী তুলিল। শেষ পর্য্যন্ত মজুরেরাই জয় হইল। ২৮শে অক্টোবর জেনারেল ম্যানেজারের সহিত ইউনিয়ন নেতাদের যুক্ত বৈঠকে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা হইয়া গেল। ম্যানেজার আবার ইউনিয়নকে স্বীকার করিয়া লইলেন। বরখাস্ত মজুরদের আবার কাজে লওয়া হইল। হুমকীর নোটিশ বন্ধ হইল।

উৎপাদনের লড়াইয়ে টেক্সোমাকোর মজুর এমনি দৃঢ়তার সঙ্গে আগাইয়া যাইতেছে।

মজুর আন্দোলনের উপর এই আঘাত বন্ধ কর

কলিকাতায় বিভিন্ন কলকারখানার মালিকরা মজুরদের উপরে এক নয়া আক্রমণ শুরু করিয়াছে। রেলওয়ে, কর্পোরেশন, ট্রাম, পোর্ট, লোহাকারখানা ও চটকলের মজুরদের রেশন বা খোয়াকীর উপর আক্রমণের ইহা প্রস্তুতি বলা যাইতে পারে। জনসাধারণ ও মজুরের মিলিত শক্তি ছাড়া এই আক্রমণকে রুখিতে পারা যাইবে না।

ট্রাম মজুরদের উপর জুলুম

কলিকাতার লোকসংখ্যা ২১ লক্ষ হইতে বাড়িয়া ৩০ লক্ষ হইয়াছে। এই বাড়তি ৯ লক্ষ জনসাধারণের প্রধান যান বাহন ট্রাম এবং কলিকাতার ট্রামশ্রমিক প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া তাহাদের সেবা করিয়া আসিতেছে।

কিন্তু ট্রাম কোম্পানী ট্রামে যাত্রীর ভীড়কে কেবল মাত্র মুনাফা বাড়াইবার কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। বিডডে, অলডে, ট্রান্সফার, মান্থলী টিকেট প্রভৃতি হইতে জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া তাহারা একচেটিয়া ব্যবসার পুরা সুযোগ লইতেছে, তাহার ফলে তাহারা ট্রামের 'টাইম টেবিল' এমন ভাবে তৈয়ার করিতেছে না যাহাতে কলিকাতার রাস্তায় আরো বেশী বার ট্রাম যাতায়াত করিতে পারে, ট্রাম মজুরদের জন্য তিন শিফ্‌ট কাজের ব্যবস্থা হয়, এবং তাহাদের পরিশ্রম কমে। অপর পক্ষে, ট্রাম কোম্পানী মজুরদের 'ওভারটাইম' খাটিবার জন্য চাপ দিতেছে এবং তাহার ফলে মজুরদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। ট্রাম শ্রমিকরা দৈনিক আট ঘণ্টা পরিশ্রম করে। কাজের চাপের জন্য আট ঘণ্টার বেশী পরিশ্রম করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এত দিন নিয়ম ছিল যে কোন ট্রাম যদি ডিপোতে পৌছিতে পৌছিতে এমন হয় যে তাহার ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টরের আট ঘণ্টা খাটুনীর বেশী সময় চলিয়া গেল তাহা হইলে ঐ মজুরদের 'কোয়ার্টার' বা একদিনের মজুরীর চার ভাগের এক ভাগ দেওয়া হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে চেষ্টা করিতেছে যে যাহাদের কোয়ার্টার দাবী হইবে তাহাদের দিয়া পুরা ১০ ঘণ্টা খাটাইয়া লইবে।

কেবল ইহাই নয়, যাহারা কাজে আসিতে একটু দেরী করে তাহাদের এখন আর সেদিনের মত কাজ দেওয়া হয় না। ফলে, রাজাবাজার ডিপোতে একদিনে দেখা যায় প্রায় ১৭ খানা ট্রাম বন্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। নোমাপুকুরে ছুটির দিনের জন্য মাগগীভাতা কাটা হইয়াছে, পি, ডবলিউ ডিপার্টমেন্টে ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্টের মত শনিবারে আধা দিনের ছুটি দেওয়া হইতেছে না। খাদ্য যাহা দেওয়া হইতেছে তাহা খুবই খারাপ।

ট্রাম মজুরদের এক সাধারণ সভায় দাবী করা হইয়াছে, সমগ্র কলিকাতার জন্য রেশনিং চাই। ট্রাম শ্রমিকরা যুদ্ধিতের সেবায় অন্নছত্র খুলিয়া দেশবাসীর সেবা করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে কোম্পানী তাহাদের শক্তিকে আঘাত করিতেছে, ইউনিয়নকে ভাঙ্গিয়া দেবার মতলব আঁটিতেছে। কেন্দ্রীয় আইন সভায় প্রস্তাব উঠিয়াছে, প্রত্যেক কোম্পানীকে বাধ্যতামূলক ভাবে ইউনিয়ন মানিয়া লইতে হইবে। কোম্পানীর কি তাহাই ভয়ের কারণ? ট্রাম শ্রমিক বহু আঘাতের মধ্যে নিজেদের ইউনিয়নকে রক্ষা করিয়াছে, আজো তাহাকেই আগাইয়া আসিতে হইবে।

টালা পাম্পিং ষ্টেশনে অসন্তোষ

কলিকাতা কর্পোরেশনের টালা পাম্পিং ষ্টেশনে গত ১৩ই নভেম্বর তিন জন মজুরকে হঠাৎ নোটিশ দেওয়া হয় যে তাহাদিগকে 'ডিগ্রেড' করিয়া অন্যান্য ছোট ষ্টেশনে স্থানান্তরিত করা হইল।

এই তিনজন মজুর টালা জলকলের শ্রমিকদের নেতা। তাহাদের জন্যই গত বৎসর জাপ-বিমান আক্রমণের মধ্যেও মজুরদা নাহনের সহিত দাঁড়াইয়া সহরের লোককে জল সরবরাহ করিয়াছে।

ষ্টেশন সুপারিনটেণ্ডেণ্টের এই জুলুমের ফলে মজুরদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। তাহারা কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ ও লেবার কমিশনারের সিফট ডেপুটেশনে যায়, কাউন্সিলারদের সহিত সাক্ষাৎ করে। লেবার অফিস হইতে বলা হয় যে ধর্ম্মঘটের নোটিশ না দিলে তাহারা বিশেষ কিছু করিতে পারিবেন না।

যখন কলিকাতায় আবার বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা ঠিক সেই সময়ে টালা শ্রমিকদের উপরে এই আঘাত কাহাকে সাহায্য করে?

(শেষাংশ ৩ পাতায় দেখুন)

জেলার চিঠি—মালদহকে বাঁচাইতে হইবে

চাউলের দর নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পর হইতেই অন্যান্য স্থানের মত এ জেলারও প্রকাশ্য বাজারে চাউল পাওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল—চোরাবাজার ফাঁপিতে লাগিল। চাউল যথেষ্ট আছে, কিন্তু যোগাড় করিতে হইবে চোরাবাজার হইতে এবং খুবই চড়া দাম দিয়া কিনিতে হইবে। চোরাবাজারের দর ৪৮৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠে।

সেপ্টেম্বরের শেষ দিক হইতে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত খাদ্যের এই অবস্থা সহরে চলিতে থাকে। এই সময় মালদহ সহরের প্রায় দু'শ মধ্যবিত্ত পরিবার ভাত না খাইয়া ছাতু, মুড়ি প্রভৃতিতে দিন চালায়। কিন্তু এই সব জিনিষের দামও চাউল উধাও হওয়ার পর থেকেই খুবই বাড়িয়া যায়, সুতরাং সাধারণ লোকের অবস্থা খুবই সঙ্গীন হইয়া উঠে। শুধু যে সহরেই এই অবস্থা দেখা দেয় তাই নয়, নরহাট্টা, অমৃতি, নথরিয়া প্রভৃতি পল্লী অঞ্চলেও বাজার হইতে চাউল উধাও হয়। জেলা ব্যাপী সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

জনসাধারণের চোখ খুলিল

এই প্রথম জনসাধারণ বুঝিল যে চোরাবাজার সৃষ্টি হওয়ার ফলেই দেশের খাদ্যাবস্থা এত সংকটজনক। জনসাধারণ বুঝিতে লাগিল চোরাবাজার সৃষ্টি করার জন্য মুনাফালোভী মজুতদাররাই দায়ী—মজুতদাররাই সংকট বাড়াইয়া চলিয়াছে। ফুড-সেন্সাস নেওয়ার সময় তাহাদের ধারণা ছিল যে, দেশের বড় বড় পাইক [illegible] ধান যে লুকাইয়া রাখে তাহা দেশের মঙ্গলের জন্য। তাদের সে ধারণা এবার দূর হইয়াছে। তাই অনেকেই বলিতে লাগিল —মজুতদাররাই দেশের লোককে না খাওয়াইয়া মারিবে। মজুতদাররাই দেশের শত্রু। আবার কেহ কেহ বলিল—গভর্ণমেণ্ট হইতে চাউল কেনা বন্ধ করুক, বিদেশী পাইকারদের এ জেলা হইতে মাল দেওয়া বন্ধ করুক, আর সেই সাথে মূল্য নিয়ন্ত্রণ উঠাইয়া নেওয়া হউক, তবে চাউল পাওয়া যাইবে।

অন্যদিকে পল্লী অঞ্চলে জোতদার ও স্থানীয় মজুতদারগণ আগুয়াল তুলিল—বিদেশী পাইকার ও সরকারী এজেন্টের কাছে ধান চাউল ছাড়িও না, দেশের ধান দেশে রাখো। এর ফলে সরকারী এজেন্টের ধান কেনা প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। হাট বাজারে ধান চাউল আমদানী খুবই কমিয়া গেল। গ্রাম্য জোতদার ও মজুতদাররা ধান চাউল বিক্রি বন্ধ রাখিল। তাহারা বেশী দামের আশায়ই ইহা করিল।

চাউল উধাও হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া দেখা যায় যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মজুতদারদের মজুত চাউল ধরার চেষ্টা না করিয়া গুদাম বিজেতাদের নিয়ন্ত্রিত দরে চাউল বিক্রয় করার জন্য বাধ্য করিতে চেষ্টা করে। ফলে মজুতদাররা মূল্য নিয়ন্ত্রণকে সম্পূর্ণ বানচাল করিয়া দেওয়ার সুযোগ পায়—আস্তে আস্তে বাজার হইতে সমস্ত চাউল গোপন আশ্রয়ে চলিয়া যায়।

আমলাতন্ত্রের অব্যবস্থা

এই অবস্থায় স্থানীয় আমলাতন্ত্র চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু স্থানীয় বড় বড় মজুতদারদের খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা না করিয়া গ্রামের সাধারণ গৃহস্থ ও কোন কোন জোতদারদের উপর ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী চাউল আদায়ের নোটিশ জারী সুরু করিয়া দিল। গ্রামের প্রয়োজন বা ঘাটতির হিসাব না নিয়াই জেলাকর্তৃপক্ষ এই 'রিকুইজিশন অর্ডার' দেওয়ায় গ্রামের সর্ব্বশ্রেণীর কৃষকের মধ্যে দারুণ আতঙ্ক দেখা দিল। গ্রামে অপপ্রচার সুরু হইল যে সরকার সব ধান নিয়া যাইবে। তাই গ্রামের সকলের মধ্যেই এই ধারণা জন্মায় যে সরকার যখন নোটিশ জারী করিয়াই 'সব লইয়া যাইবে, তখন আমাদের না খাইয়াই মরিতে হইবে, সুতরাং বেশী খাটিয়া ফসল বুনিয়া লাভ কি? যতদূর জানা গিয়াছে তাতে দেখা যায় যে ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী ঐ নোটিশ মাপিচক, কালিয়াচক এবং সদর থানার বি অঞ্চ গ্রামে জারী করা হইয়াছে।

নোটিশ জারীর ফল

ঐ নোটিশ জারীর ফলে এক দিকে যেমন জনসাধারণের মনে আতঙ্ক দেখা দিয়াছে—যার ফলে ফসল বাড়াও আন্দোলনের সমূহ ক্ষতি হইতেছে, অন্যদিকে তেমন গ্রামের ছোট খাট মজুতদার ও জোতদাররাও ভয় পাইয়া বাজারে ধান চাউল কিছু ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। তবে ঐ নোটিশ জারীর প্রতিক্রিয়ায় সব চেয়ে সুবিধা হইয়াছে বড় বড় মজুতদার ও পঞ্চমবাহিনীর। তারা আওয়াজ তুলিয়াছে—এবার আমন ধান যেন কিছুতেই সরকারের হাতে না পড়ে। তারা আরও বলিতেছে ফসলের আবাদ বাড়াইও না, তাতে আমলাতন্ত্রেরই সুবিধা হইবে।

গ্রামের অবস্থা

গ্রামের বড় বড় জোতদারদের হাতে প্রচুর খাদ্য মজুত আছে। গৃহস্থ চাষীদের বেশীর ভাগেরই 'বৈশাখী' না ওঠা পর্য্যন্ত খাদ্য মজুত আছে। এ জেলায় এখন যে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে তাহা দরিদ্র চাষী ও ক্ষেত মজুরদের মধ্যে। আধিয়ারী ও ফসল কাটানর কাজ করিয়া এরা গড়ে ৩.৪ মাসের খাদ্যের যে সংস্থান করিয়াছিল তাহা ফুরাইয়া আসিয়াছে। এখন এরা দৈনিক মজুরী গড়ে ছ'আনার বেশী পায় না, এই মজুরীতে দৈনিক একবেলাও সমগ্র পরিবারের খাদ্য সংস্থান সম্ভব নয়, তাই জেলায় এখন প্রায় শতকরা ৫০ জনের মধ্যে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে।

খাদ্যাভাবের সাথে সাথে মহামারী

এ মাসের প্রথম হইতে জিলার প্রায় সর্ব্বত্রই মহামারীর আকারে কলেরা ও ম্যালেরিয়া দেখা দেয়। এ পর্য্যন্ত পাঁচটি থানায় ইহার প্রকোপ সবচেয়ে বেশী। খবরা ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় কলেরা এবং সদর, কালিয়াচক ও রতুয়া থানায় ম্যালেরিয়ার আক্রমণ খুবই বেশী। এ পর্য্যন্ত যত লোক আক্রান্ত হইয়াছে ও মারা গিয়াছে তার শতকরা ৭৫ জন ক্ষেত মজুর ও দরিদ্র চাষী। এর মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার হইবে শতকরা ১৫ জন। জিলার সর্ব্বত্রই ঔষধের অভাব। প্রয়োজনীয় ঔষধের অভাবে গ্রামঞ্চলে বহু লোক বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়াছে। কুইনাইনের অভাব সর্ব্বত্র। যতদূর জানা গিয়াছে তাতে দেখা যায় কেবলমাত্র অক্টোবর মাসেই ৫০৮১ জন কলেরায় আক্রান্ত হয় এবং মারা যায় ৩২০৭ জন।

অবস্থার মোড় ঘুরানোর চেষ্টা

মজুত বিরোধী অভিযান, সরকারী, ষ্টক খালাস, নিয়ন্ত্রিত মূল্যে দোকান, সহরে বরাদ্দ প্রথা চালু করার আন্দোলন এবং সেই সাথে সাথে খাদ্য ও পীড়ার হিসাবে লওয়া প্রভৃতি কাজ আরম্ভ হয়। খাদ্য, ঔষধ ও বার্ত্তি বিতরণের ভিতর দিয়াই প্রথমে কাজ সুরু করা হয়। সহরে চাউল সম্পূর্ণ উধাও হইয়া যাবার সাথে সাথেই ছয়টি ফোয়াড সহরের প্রত্যেক পাড়া হইতে সর্ব্বদল ও সর্ব্বশ্রেণীর লোকের নিকট গণদরখাস্তের সহি যোগাড় আরম্ভ করে। গণদরখাস্তে দাবী ছিল (১) অবিলম্বে সরকারী মজুত চাল নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রি করা (২) নিয়ন্ত্রিত দোকান (৩) টাউনে বরাদ্দ প্রথা চালু করা ও তার জন্য অবিলম্বে সহরের ও গ্রামের খাদ্য হিসাব লওয়া, মজুত বাহির করা। গণদরখাস্তে কংগ্রেস, লীগ, মহাসভা প্রভৃতি সকল দলের লোকই সহিদেয়। গণদরখাস্তের ফলে কর্তৃপক্ষ সরকারী মজুত চাউল ছাড়ার ব্যবস্থা করে। সপ্তাহে ১০০ বস্তা চাউল নিয়ন্ত্রিত মূল্যে জনসাধারণকে দেওয়া সুরু হয়।

নথরিয়া, নরহাট্টা ও কলিগ্রামে খাদ্য সেলাস, পীড়ার হিসাব লওয়া, সমবায় ভাণ্ডার ও ঔষধপথ্য বিতরণ প্রভৃতি চলিতে থাকে। নরহাট্টার কৃষক সমিতি দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে দৈনিক ৫০ জন লোককে ঔষধ দেওয়া হয়। কোয়াড করিয়া কলেরা প্রতিষেধকও ১৫০ লোককে দৈনিক দেওয়া হয়। নথরিয়ায় প্রায় ২৫০ জনের মধ্যে কুইনাইন ও অন্যান্য ঔষধ বিলি হয়। কলিগ্রামে ৪০ জনকে কলেরা প্রতিষেধক দেওয়া হয়। টাউনের ছাত্ররা সহরের দরিদ্র পল্লীতে বার্লি, চিনি ও ঔষধ বিলি করে। এছাড়াও সহরের লঙ্গরখানার জন্য দৈনিক সাহায্য তোলার কাজ চলে। কলিগ্রামের জমিদার, জোতদার ও মধ্যবিত্ত এবং লীগ ও কংগ্রেসসেবী দ্বারা সাহায্য কমিটি গঠিত হয়। ইহা হইতে দৈনিক ১৭৪ জন লোক চউল পায়। সহরের ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম্মীরা প্রফেসার, শিক্ষক, ছাত্র প্রভৃতিদের নিয়া সাহায্য সমিতি গঠন করে।

নথরিয়ায় সমবায় ভাণ্ডার খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ঐ অঞ্চলে সকলশ্রেণীর লোকই এই অঞ্চলের সাফল্য দেখিয়া নরহাট্টা অঞ্চলেও সমবায় আন্দোলন জনপ্রিয় হইয়াছে।

কলিগ্রাম এলাকায় ভিঙ্গোল ইউনিয়নে একটা বাঁধ বাঁধিয়া ১১০০ বিঘা জমি হইতে জল নিকাশ করিয়া তাহাকে আবাদ যোগ্য করা হইয়াছে। এই জমিতে রবিশস্য আবাদ যা করা হইয়াছে তাতেও প্রায় ৬০০০ মণ ফসল ঐ অঞ্চলে বেশী হইবে।

(৫ পাতার শেষাংশ)

পোর্ট শ্রমিকদের খাদ্য বরাদ্দ কত?

খাদ্য-বরাদ্দ কাটা এবং খারাপ খাদ্য দেওয়ার প্রতিবাদে কলিকাতা পোর্টে ক্রেন্ ডিপার্টমেণ্টের শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা যায়। গত ১৬ই নভেম্বর কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট এম্প্লয়িজ এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে এক ডেপুটেশন পোর্ট কমিশনারের সেক্রেটারীর সাথে সাক্ষাৎ করে। সেক্রেটারী খাদ্য-বরাদ্দের সম্পর্কে বলে যে, খাদ্য-বরাদ্দ যাহাই থাক না কেন তাহারা যখন যেমন সরবরাহ পান তেমন পরিমাণ খাদ্য দিতে পারেন এবং উহার অধিক কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না। তিনি ইহাও জানান যে, শীঘ্রই কলিকাতায় যে রেশনিং চালু হইবে তাহাতে পোর্ট শ্রমিকদের মাথা পিছু সপ্তাহে সাড়ে তিন সের চাল আটা দেওয়া হইবে। শ্রমিক, মালিক সরকারের মিলিত কর্ত্তৃত্বে গ্রেন সপ পরিচালনায় তিনি বিশেষ আপত্তি জানান।

সপ্তাহে মাথা পিছু পাঁচ সের চাল আটা শ্রমিকদের ন্যূনতম প্রয়োজন, তাহারা গায়ে খাটে বলিয়া ভদ্রলোকদের তুলনায় তাহাদের খাদ্য-বরাদ্দ অধিক হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মালিক ও সরকারের পক্ষ হইতে যদি মাত্র সাড়ে তিন সের খাদ্য-বরাদ্দ চালু করার চেষ্টা হয় তাহার ফলে সমস্ত শ্রমিকের মধ্যে রেশনিং এর বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হইবে। প্রত্যেক শ্রমিক কলিকাতায় সাধারণ ভাবে রেশনিং চালু করার প্রয়োজন স্বীকার করে। কলিকাতার শ্রমিককেই সম্মিলিত ভাবে দাবী করিতে হইবে, অবিলম্বে রেশনিং চাই এবং রেশনিং ব্যবস্থায় মজুরদের সপ্তাহে মাথা পিছু পাঁচ সের চাল আটা চাই, রেশনের উপর মজুর মালিক ও সরকারের মিলিত কর্ত্তৃত্ব চাই।

কলিকাতা পোর্টের বাহান্নুর মজুর গত ১৫ দিনে সমগ্র পোর্টে বিরাট জাগরণ আনিয়াছে; ১০ দিনের মধ্যে পাঁচ শতাধিক শ্রমিক ইউনিয়নের সভ্য হইয়াছে। পোর্টকে দেশরক্ষা ও দেশসেবার কাজে চালু রাখিবার প্রতিজ্ঞা লইয়া তাহারা অগ্রসর হইতেছে। তাহারা রেশনিং এর আন্দোলনে কলিকাতার ট্রাম ও অন্যান্য শ্রমিকদের সহিত একযোগে জনসাধারণকে পথ দেখাইবে, মালিক ও সরকারের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবে।

এইসব কমরেডের মৃত্যুতে—শুধু পার্টির নয়, দেশেরও ক্ষতি

এই সপ্তাহে পাঁচ জন কমরেডের মৃত্যুসংবাদ আসিয়াছে। অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে দিনের পর দিন ইহারা দেশসেবা করিয়াছেন, স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে, বিশ্রাম পান নাই। রোগ হইয়াছে, ঔষধ জোটে নাই—তবু মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দেশ-প্রেমের অনির্ব্বাণ শিখা ইহাদের চেতনায় অচঞ্চল রহিয়া গিয়াছে।

কমরেড আব্দি মাহমুদ—বীরভূমের মারগ্রামের ছেলে। স্কুল হইতে পার্টির সম্পর্কে আসেন—ইঁহার চেষ্টায় জেলা লীগ ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে ছাত্র ফেডারেশনের সহযোগিতা স্থাপিত হয়। মারগ্রামে কৃষক সমিতি ও পার্টি সৃষ্টির প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়। মৃত্যুর আগে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। পুঁজার ছুটিতে বাড়ী আসিয়া পার্টির কাজ করিতে করিতে টাইফয়েড রোগে মারা যান। ইনি মুসলমানপ্রধান অঞ্চলের লোক ছিলেন এবং নিজ অঞ্চলে পার্টিকে জনপ্রিয় করিয়াছেন।

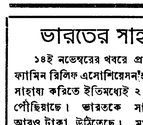

কমরেড নীল—বড় ভিটার (রংপুরের) কৃষক কর্ম্মী। গত বৎসর জাতীয় সপ্তাহে ইনি একাই ৩০০ কৃষককে সমিতিতে আনিয়াছিলেন। ইঁনি কলেরায় আক্রান্ত হন এবং ঔষধ আনিবার আগেই মারা যান। মরিবার আগের দিন ইনি পার্টি ফাণ্ডে ২৲ টাকা চাঁদা দেন এবং সর্ব্বপক্ষের কর্ম্মী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে নিজের পিতাকে ডাকিয়া কৃষক সমিতির কাজ করিতে বলেন, সমিতিকে একটী গাই গরু দান করিতে বলেন।

কমরেড পোপেশ্বর মজুমদার—শ্রীরামপুর মাহেশের সুতাকলে কাজ করিতে করিতে ইউনিয়নে যোগ দেন এবং পার্টির সম্পর্কে আসেন। নিম্নবর্ত্তের অন্ন যোগাইবার কাজে ইনি অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। টাইফয়েড রোগে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

কমরেড বেনীমাধব পাঞ্জুলী—বালীর ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক ও বালীর কিশোর বাহিনীর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। কিন্তু ইঁহাকে সহরের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকই ভালবাসিত।

ইঁহার মৃত্যুর খবরে সারা সহর শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে এবং সর্ব্ব শ্রেণীর উদ্যোগে বিরাট শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতের সাহায্য চীন

১৪ই নভেম্বরের খবরে প্রকাশ চীনের 'ইণ্ডিয়ান ন্যামিন রিলিফ এসোশিয়েসন' হইতে দুর্গত ভারতকে সাহায্য করিতে ইতিমধ্যেই ২ লক্ষ টাকা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ভারতকে সাহায্য করিবার জন্য আরও টাকা উঠিতেছে। মাদাম চ্যাং-কাই-শেক এই কমিটির সভাপতি। ভারতের এই দুর্দ্দিনে তিনি মৃতকল্পে চীনের সকলকে সাহায্য করিতে আবেদন জানাইয়াছেন। জাপানী দস্যুরা চীনের উপর অনেকদিন হইতেই আঘাত হানিতেছে। চীন আজ তাহাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার মরণ পণ করিয়া লড়াই করিতেছে। দুঃখ কষ্ট তাহাদিগকে দমাইতে পারে নাই। তাহাদের এই দুর্দ্দিনেও তাহারা যে ভারতের ব্যথার অংশ নিতে চাহিয়াছে, সমগ্র ভারত কৃতজ্ঞ হৃদয়ে চিরদিন সে কথা মনে রাখিবে।

যুদ্ধের গতি

মস্কো সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ কতদূর?

মস্কো সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে অবিলম্বে পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে চাপিয়া ধরিয়া হিটলারী জার্ম্মাণীকে বিধ্বস্ত করিতে হইবে। এ সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ আরম্ভ এখনও হয় নাই, কিন্তু বিলম্বের ফল যে অত্যন্ত বিষময় তাহা বলাই বাহুল্য। বৎসরাধিক কাল দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিবার প্রতিশ্রুতি মিত্রশক্তি রক্ষা করে নাই। সোভিয়েট এ ব্যাপার লইয়া কখনও 'ঢাক ঢাক গুড় গুড়' মনোবৃত্তি দেখায় নাই, স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছে যে সিসিলির যুদ্ধের জন্য রুশ রণক্ষেত্র থেকে হিটলারকে একজন যোদ্ধাকেও সরাইতে হয় নাই, আবার বলিয়াছে যে ইতালীর যুদ্ধকেও দ্বিতীয় ফ্রন্ট আখ্যা দিয়া সেখানকার কচ্ছপগতি বাহিনীর গৌরব বাড়াইবার চেষ্টা বৃথা। সময় যত যাইবে ততই পদানত ইয়োরোপবাসীর যন্ত্রণা বাড়িতে থাকিবে, সাড়ে তিন বৎসর ধরিয়া বাহারা হিটলারীদের অমানুষিক অত্যাচার সহিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদের শিরদাঁড়া ভাঙিয়া দিবার সময় আসিই দানবরা সময় পাইবে, আর সোভিয়েট ভূমিতে লক্ষ লক্ষ নাগরিকের নরক ভোগ শেষ হইতে বিলম্ব হইবে। আধুনিক যুদ্ধে পরাক্রান্ত শত্রুকে হারাইতে হইলে বিজয়ী সেনাকেও বহু ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। লালফৌজ একা সারা দুনিয়ার সকল মুশকিল আসান করিয়া দিবে, এ আশা করিয়া হাত-পা গুটাইয়া থাকা আর যাহাই হউক লালফৌজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের চিহ্ন নয়।

দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলাইতে হইবে

সম্প্রতি জিতোমির-কয়ভিশেভ অঞ্চলে শত্রু যে পাল্টা আক্রমণ শুরু করিয়াছে এবং ছয়দিন দখলে রাখিবার পর জিতোমির হইতে লালফৌজ পরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে, সেই পাল্টা আক্রমণ আজ বিশেষ করিয়া অবিলম্বে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা সম্বন্ধে মিত্রশক্তির টাটকা প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। গত জুলাই মাসে মরিয়া হইয়া ওরেল-বিয়েলগরদ-কুর্স্ক অঞ্চলে অভূতপূর্ব্ব অস্ত্র সমাবেশ করিয়া হিটলার লালফৌজকে চাপিয়া ধরার চেষ্টা করে। সে চেষ্টা বিফল হয়, ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ট্যাঙ্কযুদ্ধে লালফৌজের বিজয় ধ্বজা উড্ডীন হয়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের যন্ত্রযুদ্ধে সত্যার কেল্লা ফতে হয় না, লালফৌজকেও যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। জুলাই মাসের তুলনায় হিটলার আজ নিশ্চেষ্ট, তাই জিতোমির অঞ্চলে যে পাল্টা আক্রমণ সে করিয়াছে তাহার সহিত কুর্স্কের লড়াইয়ের তুলনা হয় না। লালফৌজ সামান্য পিছাইলেও হিটলারীদের চরম সাফল্য একেবারে অসম্ভব। কিন্তু যদি বিক্রমে লালফৌজ যখন লড়িতেছে, তখন যদি মিত্রসেনারা চিকি পর্য্যন্ত না দেখা যায়, যথার্থ দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিতে যদি বিলম্ব হয়, খুবই বোমা ফেলিতেছি আস্ফালন করিয়াই যদি মিত্রপক্ষ অবশ্য কর্ত্তব্য এড়াইবার চেষ্টা করে, তো জনগণকে অবহিত হইয়া এখনই মুহূর্ত্ত মাত্র নষ্ট না করিয়া দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

লালফৌজের জয়যাত্রা চলিতেছে

লালফৌজের জয়যাত্রা যে একটুও থামে নাই, তাহার প্রমাণ আমাদের প্রত্যহ। জার্ম্মানরা ত্রস্ত হইয়া সংবাদ দিতেছে যে সুদূর উত্তরে লাডোগাহ্রদ হইতে দক্ষিণে ক্রাইমিয়ার পূর্ব্বাঞ্চল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই লালফৌজ আঘাত করিতেছে। জিতোমিরের কাছে শত্রু সামান্য সুবিধা পাইয়া থাকিলেও জিতোমির হইতে ক্রিভয়-রগ ও নিকোপেলি পর্য্যন্ত যে সব জার্ম্মাণ রহিয়াছে, তাহাদের অবস্থা এখন খুবই সঙ্গীন। নিকোপোল অভিমুখে লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে; আর সেদিন নীপারের দক্ষিণকূলে চেরকাসির যুদ্ধের ফলে কীয়েভ, চেরকাসি ও নীপ্রোপেট্রোভস্ক হইতে লালফৌজ এ অঞ্চলের সমস্ত শত্রুসৈন্যকে নিদারুণ বিপদে ফেলিতে পারিবে। জিতোমির হাতছাড়া হইলেও মেলিনগ্রাদ, ওডেসা ও কীয়েভ-পোলাও রেলপথের কয়েকটী গুরুত্বপূর্ণ জংশনে লালফৌজ শত্রুর যাতায়াত ব্যবস্থা ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। নেভেল, করজেন, অজ্রুচ দখল করার ফলে আজ শত্রুর পক্ষে খেত রাশিয়া ও পশ্চিম যুক্রেনের মধ্যে সৈন্য চলাচল অসম্ভব। শ্বেত রাশিয়ার শত্রুর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি গোমেল এখন প্রায় ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছে। পশ্চিমে রেটুটনা এখন লালফৌজের হাতে, উত্তরপশ্চিমে জলোবিন্ কাড়িয়া লইলে গোমেল সম্পূর্ণ ঘেরাও হইবে। মজির রেলজংসন ও বিখ্যাত প্রিপেট জলাভূমির দিকে লালফৌজ আগাইতেছে। আসন্ন শীতে শত্রু দাঁড়াইবার স্থান পাইবে না।

গা-ঢিলা চলিবে না

বচনবাগীশ গোয়েবল্সের মুখে দম্ভের কথা আর তাই শুনা যায় না। কেবলই সে আর্ত্তনাদ করিতেছে, ইয়োরোপ বলশেভিক হইয়া গেল, জার্ম্মাণী বাইলে আর ধনতন্ত্রের কোন আশা নাই, লালফৌজ জার্ম্মাণীতে হাজির হইবার অপেক্ষা না রাখিয়াই ইয়োরোপের জনগণ-সোভিয়েটের কর্ত্তৃত্বকে মুক্ত হইয়া অত্যাচারী শাসকদের তাড়াইবে। হিটলারীদের হুংকম্পের আজ যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া গা ঢিলা দেওয়া আজ একান্ত অপরাধ। আঘাত দিবার সময় বহুদিন আসিয়া গিয়াছে, বিলম্বে শত্রুরই সুবিধা।

ফ্রান্সে নূতন সংকট

ইয়োরোপে জনগণের বিক্ষোভ বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। যুগোশ্লাভ গেরিলারা অপূর্ব্ব বিক্রমে লড়িয়া যাইতেছে। ফ্রান্সে নূতন সংকট দেখা দিতেছে। জয়গণব বৃদ্ধ পেত্যাঁর সঙ্গে জার্ম্মাণদের প্রীতভাস লাভালের মতভেদের খবর আসিতেছে। দানবের মূল্য আজ ফরাসীদের কাছ থেকে ছিটলারিরা এমন নির্ম্মমভাবে আদায় করিতেছে, যে ক্যাপিষ্টদের পদ-লেহনে স্বীকৃত হইয়াও বৃদ্ধ পেত্যাঁর মনে আজ বুঝি সংশয় জাগিতেছে। ফ্রান্সের দেশভক্তেরা যে কিছুকেই হিটলারী দুঃশাসনকে মানিবে না, তাহা সুস্পষ্ট না হইলে সেখানকার সর্দ্দার পাণ্ডাদের মধ্যেই গোলযোগ বাধিবার উপক্রম হইত না। পশ্চিমে ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিবার সময় যদি এখনও না আসিয়া থাকে তো কবে আসিবে?

সোভিয়েটের শত্রুদের খেদাইয়া দাও

এখনও সোভিয়েটের মিত্রদেশগুলিতে সোভিয়েটের শত্রুর অভাব নাই। সোভিয়েট পত্রিকা "প্রাভ্দা" কয়েকজন এই ধরণের বিভীষণ আমেরিকানের নাম করিয়াছে, "যুদ্ধ ও শান্তিকেন্দ্রী" নামে সোভিয়েট কাগজ বিলাতে ছদ্মবেশী সোভিয়েট শত্রুদের মুখোস্ খুলিয়া দিতেছে। আমেরিকায় ব্রিটিশ রাজদূত হ্যালিফাক্স্ যখন বলেন যে যুদ্ধজয়ে অনেক বিলম্ব আছে, আমেরিকার যুদ্ধ বিভাগের আণ্ডারসেক্রেটারী প্যাটারসন যখন বলেন যে আগামীবৎসরে জাঁকালো লড়াই হইবে, আজ দ্রুততাতিশীল যুদ্ধের আশা করা যায় না, তখন জনমতকে এই সব রথীদের চাপিয়া ধরিতে হইবে, স্পষ্ট জানাইয়া দিতে হইবে যে সোভিয়েটকে যে অঙ্গীকার দেওয়া হইয়াছে, বার বার দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করার মতলব সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতেই হইবে।

কথা নয় চাই কাজ

ইতালীতে মিত্রশক্তি ঢিমে তেতালা ঢঙে লড়িতেছে। এদিকে তুর্কীর অতি নিকটে লেরস্ ও কস্ নামে দুইটী দ্বীপ জার্ম্মাণীরা দখল করিয়াছে। লেবাননের গোলমাল চুকাইবার চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু এখনই স্বাধীনতার সম্পূর্ণ আশ্বাস দিয়া গোলমাল চুকানো জরুরী সামরিক কর্ত্তব্য। তুর্কী যাহাতে এখনও নিরপেক্ষ হইয়া বসিয়া না থাকে, ব্রিটেনের সঙ্গে তুর্কীর যে চুক্তি সে অনুসারে তুর্কীকে যথাসম্ভব শীঘ্র মিত্রপক্ষে যুদ্ধে নামানোর চেষ্টা হউক, সোভিয়েট এ দাবী করিতেছে। আর মস্কো সম্মেলনে বলা হইয়াছে যে সমস্ত ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করা হইবে। কিন্তু জাপানকে হারাইতে হইলে শুধু বুগাঁভিলে নামিয়াছি, এদিক ওদিক বোমা ফেলিয়াছি, জাহাজ ডুবাইয়াছি বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না। ইয়োরোপে যেমন জাগ্রত জনতাকে সঙ্গে লইয়া হিটলার দলনে এনখই অগ্রসর হইতে হইবে, তেমনই এশিয়াতে জনমতকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, ভারতে জাতীয় সরকার বসাইয়া, জাপানের দর্পচূর্ণ করার বিপুল আয়োজন শুধু কথায় না, কাজে আরম্ভ এখনই করিতে হইবে।

[সোভিয়েটের নূতন চীফ অব ষ্টাফ মার্শাল এ. এম. ভ্যাসিলেভস্কি। সোভিয়েটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গৌরব 'অর্ডার অব সুভোরোভ' অর্জ্জনের পর ইনি এই উচ্চ পদমর্য্যাদা লাভ করেন। ষ্টালিনগ্রাদ ও ভরোনেজের যুদ্ধে ইনি সমর কুশল হিসাবে যশস্বী হন]

কিয়েভ দখলের সামরিক গুরুত্ব

(কর্ণেল এস, গেড্রিলভ)

মস্কো, ১২ই নভেম্বর

গত ১২ই জুলাই হইতে এই চার মাসে লাল-ফৌজ অজস্র ক্ষিপ্রতা ও বীরত্বের সহিত জার্ম্মানদের আক্রমনোদ্যোগ শুধু ব্যর্থই করে নাই, নিজেরাও সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত জোর আক্রমণ চালাইয়া গিয়াছে। বিস্তির এলাকায় তাহারা নাৎসী সৈন্যদের উপর তীব্র আঘাত হানিয়াছে। সমগ্র ফ্রন্ট জুড়িয়াই লালফৌজ তাহাদের আক্রমণ ক্ষমতা বজায় রাখিয়াছে।

জার্ম্মানদের দুর্ভেদ্য ব্যূহ কিম্বা সুদৃঢ় ঘাঁটি অথবা মরিয়া হইয়া বাধা দেওয়ার চেষ্টা বা চলাচলের অসুবিধা—কোন কিছুই লালফৌজের গতিরোধ করিতে পারে নাই। তাহাদের অগ্রগমন অব্যাহতই রহিয়াছে। এই অতুলনীয় আক্রমণের চার-মাস শেষ হওয়ায় সাথে সাথেই সোভিয়েট বাহিনী ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ দখল করিয়া এক বিরাট সাফল্য লাভ করিয়াছে।

এই জয় যেমন সোভিয়েটের মনোবল আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে, তেমন সামরিক দিক হইতেও ইহার গুরুত্ব যথেষ্ট। নীপার নদীর বাঁধ অনেক দিক দিয়া এতদিন জার্ম্মানদের খুবই সুবিধা করিয়া দিতেছিল। লালফৌজও নীপার নদী অতিক্রম করাকে যথেষ্ট কষ্টসাধ্য বলিয়াই মনে করিত। কিয়েভ জয়ের সাফল্যে সে বাধা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে—বিজয়ী লালফৌজ আজ নদীর পশ্চিম তীরে নিজেদের ঘাঁটি সম্প্রসারিত করিয়াছে। তাহা ছাড়া জার্ম্মানদের অজেয় থাকার গর্ব্ব আজ ধূলি-সাৎ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সামরিক শক্তিতেও আজ ঘুন ধরিয়াছে। লালফৌজের অসীম সাহস, তাহাদের সেনানায়কদের অদ্ভুত দক্ষতা, প্রত্যেকটি সৈন্যের সবল মনোভাব ও দেশপ্রেম আজ জার্ম্মানদের সোভিয়েট বাহিনীর

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

জার্ম্মান কবল-মুক্ত কিয়েভে

[ওয়াই, মাকারেঙ্কো]

অগ্রগামী লাল ফৌজের সাথেই আমরা তোয়ের দিকেই ফিরেছে পৌঁছি। জার্ম্মানরা সহর হতে বিতাড়িত হলেও তখন পর্য্যন্ত সহরের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকণ্ঠে লড়াই করছিল। মাঝে মাঝে রাইফেল ও মেসিনগানের শব্দ কানে ভেসে আসছিল। আবার কখনো কখনো তা ছাপিয়ে উঠছিল বড় বড় কামানের গর্জ্জনে। সমস্ত সহরটাই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল। থাকবার বড় বড় বাড়ী, লাইব্রেরী, জিনিষপত্র রাখার গুদাম, সরকারী অফিস প্রভৃতি সব দালানগুলি থেকেই উঠছিল আগুনের হল্কা। কিয়েভে সবচেয়ে সুন্দর রাস্তা—ক্রেসাটিক বুলেভার্ড। সব রাস্তাটাই আগুণ আর আগুণ। সোফিয়া স্কোয়ার, সেবচেঙ্কো বুলেভার্ড, সাকসাগানস্কী ষ্ট্রীট, টলষ্টয় স্কোয়ার, তেসিনিভস্কায়া স্কোয়ার ...এই সবগুলিরই অবস্থা এক। যে সব অট্টালিকার আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার ভিতর কয়েকটা ছিল রাশিয়ার শিল্প-চাতুর্য্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন। সহরের তখনকার অবস্থা দেখলে মনে হয় যে জার্ম্মানরা সমস্ত সহরটাকেই এইভাবে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। কিন্তু লালফৌজের দ্রুত অগ্রগমনই জার্ম্মানদের সে সাধে বাধা জন্মিয়েছে। তা সত্বেও অনেক চমৎকার ও প্রয়োজনীয় জায়গা হয় নাৎসীরা উড়িয়ে দিয়েছে, নয় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এর প্রমাণ স্বরূপ বলা যেতে পারে মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরী ও অন্যান্য বড় বড় দালান এবং বিখ্যাত কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীগুলির ধ্বংসস্তূপ। আর অনেক বাড়ীর নীচে 'মাইনও' পোতা রয়েছে।

আমরা যখন গিয়া পৌঁছি তখন রাস্তাগুলি ছিল জনমানব শূন্য। তারপর আস্তে আস্তে দু'একটি করে মনুষ্যমূর্ত্তি আমাদের চোখে পড়ে। তারা ছিল সহরের আনাচে কানাচে লুকিয়ে, কেউবা কিছু দূরের বনে জঙ্গলে, কেউবা সিড়ির নীচে, কেউবা গড়খাইতে...। এখন লালফৌজ সহর ফের দখল করেছে, তাই কিয়েভের নরনারী বেরিয়ে এল তাদের লুকানো স্থান থেকে, সাথে আনলো তাদের জিনিষপত্র যা কিছু এতদিন জার্ম্মান দস্যুদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এমনি করে একে একে অনেকেই এসে হাজির, কিন্তু তা বলে সদাকর্ম্মচঞ্চল কোলাহল মুখরিত কিয়েভ নগরীকে পুরাণো অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে এরা পারলো না। কিয়েভের অধিবাসীরা আমাদের সাদরে অভিনন্দন জানাচ্ছিল।...লালফৌজের সাফল্যের গর্ব্বে গর্ব্বিত এরা। এরা বর—হিটলারী দানবরা কিয়েভের অনেককেই জোর করে ধরে নিয়ে গেছে—আর হাজার হাজার নর-নারীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। বলার সময় তাদের চোখে মুখে অসহ্য ঘৃণার ভাব ফুটে বেরুচ্ছিলো.....

বুড়ো মিস্রি টিখন শুটরুরার সাথে আমাদের দেখা ভ্লাডিমিরস্কী হিলে। সে বললো—সেন্টেশ্বর মাস থেকেই জার্ম্মানরা কিয়েভ থেকে লোকজন সরাচ্ছিলো। জোর জবরদস্তি করে ধরে এদের ট্রেণে বোঝাই করে পশ্চিম দিকে পাঠাতো। এক এক দিনে এভাবে কত ট্রেণই না গিয়েছে! আমি ফাঁকি দিয়ে কোন রকমে পালিয়ে এসেছি। আজ আবার ফিরে যাচ্চি।

বুড়ো মিস্রি যখন কথা বলছিল, তখন মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল...তার চোখে জল। ৪০ বছর পর্য্যন্ত সে কিয়েভে। জার্ম্মানরা যখন সহর দখল করে, তখন ঘরবাড়ী তাকে ছাড়তে হয়, দূর থেকে সে যখন সহরের দিকে চাইতো, তখন তার অন্তরের ভিতর থেকে উঠতো ব্যথার দীর্ঘশ্বাস...৪০ বছরের বাসভূমি এই কিয়েভ এখনও কত সুন্দর!

নীপারের তীরে এই কিয়েভ, সমস্ত সোভিয়েটের গর্ব্ব!

সহর ঘুরে দেখছিলাম। দেখে মনে হলো জার্ম্মানরা সহরটিকে ধরে রাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। বাধা দেওয়ার জন্য কত সুদৃঢ় ঘাঁটিই না সহরের বুকে তৈরী করেছিল—আর কামান বসানো কত মজবুত স্থান। লালফৌজ আগে থেকেই এ জানতে পেরেছিলো, তাই কিয়েভ আক্রমণের সাথে সাথেই জার্ম্মানদের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারা অনেক পাঁচ ব্যবস্থা নেয়। নদী অতিক্রম করে তারা যখন সহরের নিকট যায় তখন সহর ধ্বংসের পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা লড়াই সুরু করে। তারা খুব হুঁসিয়ার ছিল এক বিষয়ে, কিয়েভের বুকে যেন কোন গোলা গিয়ে না পড়ে।...প্রত্যেকটি লাল ফৌজের কাছে কিয়েভ কত যে প্রিয়। অগণিত গর্ব্বের নিদর্শন আছে এই সহরে...তাকে যতদূর পারা যায় বাঁচানো চাই-ই। সোভিয়েটের প্রত্যেকেই জানে কিয়েভের কথা...তাদের অতি আদরের ইউক্রেণের রাজধানী এই কিয়েভ!

শহরের কারখানার বড় বড় অঞ্চলগুলি জার্ম্মাণরা কবর স্থানে পরিণত করেছে। কারখানাগুলি ধ্বংস করেছে। কলকব্জাগুলি গুড়িয়ে দিয়েছে। পড়ল দিল কিয়েভে সবচেয়ে এক বড় কারখানা...জনমানবের সাড়া শব্দ নাই সেখানে, নিশুতি রাতের ভয়াবহ স্তব্ধতা যেন বিরাজমান। জার্ম্মাণরা অনেক দিন কিয়েভ দখলে রেখেছিলো—কিন্তু ২। ৪টা ছোট ছোট কারখানা ছাড়া কোন কিছুই চালাতে পারে নি। কিয়েভের মজুররা কাজ থেকে সরে গিয়েছে—জার্ম্মাণদের সাহায্য করবে না।...দেশপ্রেমিক নরনারী তাই উপবাসে দিন কাটিয়েছে...।

কিয়েভে পেকোরা 'মনাষ্টারী' ও উসপেনস্কী 'ক্যাথাড্রেল' আজ ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। জার্ম্মানরা এর থেকে সব দামী জিনিষই আগে সরিয়েছে—তারপর এ সব উড়িয়ে দিয়েছে।

সহরের উপকণ্ঠে এসে পৌঁচেছি। এখানে জার্ম্মাণরা কতগুলি হত্যা করার কারখানা তৈরী করেছিল। শত সহস্র নরনারীকে এখানে এনে ব্যাপক ভাবে হত্যা করা হতো, তাদের এখানেই কবর দিত। কত নিরপরাধ লোককে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। তার জ্বাজ্বল্যমান প্রমাণ বিদ্যমান। যে সব বেসামরিক লোককে নিষ্ঠুরভাবে তিলে তিলে হত্যা করা হত তাদের শবগুলি আগুনে পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলা হত। এমন করে জার্ম্মানরা তাদের অপকর্ম্মের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলে দিতে চাই তো। কিন্তু লালফৌজ এত দ্রুত এসে পড়ায় সব কিছু তারা মুছে ফেলতে পারে নি।

কিয়েভ নগরী আজ বর্ব্বর হুনদের কবল হতে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। লালফৌজ আরও এগিয়ে যাচ্ছে।...সমস্ত ইউক্রেন হতে নাৎসী দস্যুদের তাড়িয়ে দেওয়ার সময় আগত প্রায়। (টাস্)

সংগ্রাম তহবীল এখনও শূন্য

সময় শেষ হইয়া আসিল

পার্টির জয় পরাজয় আপনার হাতে

সেনিন দিবস আগাইয়া আসিয়াছে। আজ অবধি ফাইটিং ফাণ্ডের তহবীলে মাত্র ২৩,৬৩৫৲ টাকা উঠিয়াছে। কমরেডগণ কি সপথ করিয়াছিলেন তা কি ভুলিয়া গিয়াছেন? উৎসাহ উদ্যম যে ব্যর্থ হয় না তা আমরা গতবারে প্রমাণ করিয়াছি। কোটা পূর্ণ করিয়াও আমরা আরো বেশী টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এবার স্বেচ্ছায় নেওয়া কোটার কি শোচনীয় পরিণতি! পরাজয়ের মনোভাব ছাড়িয়া নৈরাশ্য ও অবসাদ ত্যাগ করিয়া নিজেদের কথা রক্ষা করুন। স্বদেশ হিতৈষণার নামে স্বদেশভক্তদের জাগাইয়া পার্টির সংগ্রাম তহবীল পূর্ণ করিয়া লউন। সত্য বটে খাদ্যসংকটে দেশবাসী আজ ম্রিয়মান; সেইজন্যই এ দুরবস্থা হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য এখনই সকল পার্টি সভ্যকে কর্ম্মতৎপর হইতে হইবে। কমরেডগণ সংগ্রাম তহবীলের কোটা পূর্ণ করিতে অবিলম্বে উঠিয়া পড়িয়া লাগুন। প্রতিটি জিলা সমিতি, প্রতিটি সেল এবং প্রত্যেক পার্টি মেম্বার পার্টির শক্তি বৃদ্ধির জন্য অর্থ সংগ্রহের মহান প্রচেষ্টায় ব্রতী হউন। প্রত্যেকে নিজের নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এতটুকু শৈথিল্য না করিয়া পার্টি প্রতিষ্ঠার কাজে, দেশরক্ষার কাজে অগ্রসর হোন।

কোনো কোনো জিলা কোটা একেবারেই পাঠায় নাই। কোনো কোনো জিলা অতি অল্প টাকা পাঠাইয়াছে। অলঙ্কার বাদে কোন্ জিলা কত টাকা দিয়াছে নিম্নে তার তালিকা দেখিলে বুঝা যাইবে আত্ম সন্তুষ্টি নিয়ে থাকার সময় আর নাই।

কলিকাতা ৯৭৬৩।৶১৫, চাটগাঁ ২২০০৲, হুগলী ৩০৩৶০, হাওড়া ৬৩৭৲, চব্বিশপরগণা ৩১০।৶০, নদীয়া ৪৮০।৶০, দিনাজপুর ২২৫৲, বগুরা ২৭৫৲, বাঁকুড়া ৬০৲, খুলনা ৯৭৲, মুরশিদাবাদ ৫০৲, জামসেদপুর ৪৩২।৶, নোয়াখালী ৯৫৲, কুমিল্লা ৫০০৲, ঢাকা ১০০০৲, ময়মনসিং ৩৫০৲, ফরিদপুর ১৪০৲, পাবনা ৫০৲, বশোহর ৮৩৲, মেদিনীপুর ১৪৲। ২০শে নবেম্বর, ১৯৪৩।

মৃত্যু শয্যায়ও সোভিয়েট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ

বিশ্বভারতী পত্রিকার 'কবি কথা' প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহলানবিশ লিখিয়াছেন, 'রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর ছিল গৃভীর আস্থা। জার্ম্মানি যখন রাশিয়া আক্রমণ করল, শেষ অসুখের মধ্যে ও বারে বারে খোঁজ নিয়েছেন রাশিয়াতে কী হচ্ছে। বারে বারে বলেছেন, সবচেয়ে খুশি হই রাশিয়া যদি জেতে। সকাল বেলা অপেক্ষা ক'রে থাকতেন যুদ্ধের খবরের জন্য। যেদিন রাশিয়ার খবর একটু খারাপ, মুখ ম্লান হয়ে যেত; খবরের কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিতেন।

যেদিন অপারেশন করা হয় সেদিন সকাল বেলা অপারেশনের আধ ঘণ্টা আগে আমার সঙ্গে তাঁর এই শেষ কথা, "রাশিয়ার খবর ব'লো।" বললুম, একটু ভালো মনে হচ্ছে, হয়তো একটু ঠেকিয়েছে। মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "হবে না? ওদেরই তো হবে। পারবে। ওরাই পারবে।"

তাঁর সঙ্গে আমার এই শেষ কথা। আমি ধন্য, যে, সেদিন তাঁর মুখের জ্যোতিতে আমি দেখেছি বিশ্বমানবের বন্দনা।

ম্যানেজারের নোটিশ

কোনো গ্রাহক কিছু জানার জন্য "জনযুদ্ধ" অফিসে চিঠি লিখিলে অবশ্য গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন। নতুবা পত্র অনুসারে কোন কিছু করা যাইবে না।

'মস্‌লেকে আটক রাখো'

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাঁধ হইতে চেম্বারলেনের ভূত এখনও নামে নাই। গত শনিবারে সার অসওয়াল্ড মস্‌লে-র মুক্তি হইতে ইহাই মনে হয়। সার অসওয়াল্ড মস্‌লে ব্রিটিশের একজন নাম করা ফ্যাশিষ্ট সর্দ্দার। আজ, যখন সারা দুনিয়ায় ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে চরম সংগ্রাম চলিয়াছে, তখন মস্‌লের মুক্তিতে ফ্যাশিষ্টদের জোর বাড়িবে সন্দেহ নাই। তাছাড়া ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র নিজের দেশেই এখনও ফ্যাশিষ্ট গৃহশত্রুদের ঘায়েল করিতে পারে নাই। সেদিনও তারা কমরেড লেনিনের প্রতিমূর্ত্তি বিক্রুত করিয়াছিল।

মস্‌লেকে মুক্তিদানের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের লিবারাল, লেবার ও কমিউনিষ্ট প্রভৃতি সমস্ত দলের মুখপত্রে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছে। শনিবার রাত্রিতে লণ্ডনের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সম্মুখে এক বিরাট জনসভা 'মস্‌লেকে আটক রাখো' এই আওয়াজ তুলিল। ১৫ লক্ষ মজুরের ২ শতাধিক প্রতিনিধি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ব্রিটেনের এই মজুরশ্রেণীই কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির জন্য জনপ্রিয় আন্দোলন চালাইতেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাঁধ হইতে ভূত নামাইবার দায়িত্ব আজ সংঘবদ্ধ জনগণ গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা দুধকলা দিয়া সাপ পুষিবার নীতি আর বরদাস্ত করিবে না।

দেশপ্রেমিক বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তির জন্য

● চট্টগ্রামবাসীদের দাবী ●

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার ও অন্যান্য পুরাতন মামলার বন্দীদের প্রায় ১৪ বছর জেল ভোগ হয়ে গেছে। এই সব বীর বন্দী চট্টল সন্তানদের দেশপ্রেম ও সাহসের কথা জেলের ঘরে ঘরে। তাদের স্মৃতিতে আজও চট্টলবাসীর মন দেশপ্রেম, সাহস ও প্রেরণায় ভরে ওঠে।

জাপানীরা যখন ভারতের দ্বারদেশে, তখন এইসব দেশপ্রেমিক বীর সন্তানরা চুপ করে থাকতে পারেন নি। তখনই ঐ আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার জন্য তাঁরা ঐক্যের আবেগপূর্ণ আবেদন জানিয়েছিলেন।

তারপর খাদ্য সঙ্কট যখন ভয়ঙ্কর রূপে চাটগাঁতে দেখা দিল, তখন এই দেশপ্রেমিক বন্দীরা জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়েছেন—চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলমানকে বাঁচাতে হবে।

এঁরা বাইরে এলে, তাদের ডাকে সারা জেলা সাড়া দেবে। খাদ্য সঙ্কট সমাধানের জন্য শত লক্ষ অনাহারী মুমূর্ষুদের সেবার জন্য, পঞ্চমবাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য, জাপানীদের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার জন্য আবার নূতন দেশপ্রেম সারা জেলাকে এক করবে।

চাটগাঁর এই বন্দীদের ও বাংলার অন্যান্য পুরাণো মামলার বন্দীদের

"আমরা মুক্তি চাই"

শ্রীকুমুদিনী দস্তিদার, সভানেত্রী জিলা নারী সমিতি; খান বাহাদুর আবদুল সত্তার, ভূতপূর্ব্ব পাবলিক প্রসিকিউটার, শ্রীঅরেন্দ্রলাল খাস্তগীর ব্যারিষ্টার, সভাপতি চট্টগ্রাম বার এসোসিয়েশন; এম, এমদাদুল ইসলাম; শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস, সম্পাদক "পাঞ্চজন্য", শ্রীবসু সিংহ, সম্পাদক জিলা ছাত্র ফেডারেশন; করুনা দত্ত, জিলা নারী সমিতি; ডাঃ এম, এ, হাসেম, সভাপতি জিলা সোভিয়েট সুহৃদ সঙ্ঘ; শ্রীশচীন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, বি-এল, 'এসোসিয়েটেড প্রেস'; যশোদা চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির চট্টগ্রাম জিলা কমিটী; শ্রীহিমাংশু মজুমদার, যুক্ত সম্পাদক জিলা খাদ্য কমিটী প্রভৃতি।

লেবাননের প্রেসিডেণ্ট ও মন্ত্রীদের মুক্তিলাভ

আলজিয়ার্স, ২১শে নভেম্বর।

সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ফরাসী জাতীয় মুক্তি কমিটি জেনারেল কাত্রোর প্রস্তাবে মত দিয়াছে। প্রস্তাব অনুযায়ী লেবাননের সভাপতিকে স্বপদে বহাল রাখা হইয়াছে। ধৃত অন্যান্য মন্ত্রীদিগকেও মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। লেবাননস্থ ফরাসী ডেলিগেন্ট-জেনারেল ম'সিয়ে হেলুকে আলজিয়ার্স যাইতে বলা হইয়াছে।

ধান চালের দর জানান!

বিভিন্ন হাটে আমন ধান চাল কি দরে বিক্রী হইতেছে, তার খবর নিয়মিত আমাদের কাছে পাঠান।

প্রত্যেক সপ্তাহের দরের খবর চাই।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

জনযুদ্ধ

সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জ্জি এম,এল,এ
২৪৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

প্রতি সংখ্যা দাম ছ পয়সা
বার্ষিক ৪॥, ৬ মাস ২॥, ৩ মাস ১।৹

২য় বর্ষ] বুধবার, ১লা ডিসেম্বর ১৯৪৩, ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৫০ [৩১শ সংখ্যা

● অনাহারের সঙ্গে ম্যালেরিয়া ●

বাংলাকে উজাড় করিতেছে

কুইনাইন চাই! সেবাদল গঠন কর!

আমন ধান উঠিতেছে, অনাহারের বিভীষিকা এবার কাটিয়া যাইবে লোকের মনে এই আশা। কিন্তু বিভীষিকা তো শুধু অনাহারেরই নয়, অনাহারের সঙ্গী হিসাবে আসিয়াছে মহামারী। ইতিপূর্ব্বে না খাইয়া ও অখাদ্য, কুখাদ্য খাইবার ফলে দেখা দিয়াছিল কলেরা, এখন দেখা দিয়াছে ম্যালেরিয়া। শুধু দু'একটী জেলায় নয়, বাংলার প্রায় সমস্ত জেলাতেই ম্যালেরিয়া ভীষণ মূর্ত্তি লইয়া দেখা দিয়াছে।

ঢাকা হইতে আমাদের সংবাদ দাতা লিখিতেছেন :—

হিসাব নিয়া দেখা গিয়াছে যে ঢাকা জেলার প্রতি দিন ২০০ লোক অনাহারে মরিতেছে, আর ম্যালেরিয়ায় মরিতেছে প্রতিদিন ৮০০ জন। যদি এই হারে মৃত্যু হয়, তবে বছর শেষের মধ্যেই সারা জেলার এক লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় শেষ হইয়া যাইবে।

মানিকগঞ্জ মহকুমার শতকরা ৭৫ জন চাষী ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। ইহাদের মধ্যে শতকরা ২৫ জনের ম্যালিগনান্ট ম্যালেরিয়া হইতেছে এবং তারা তিন চার দিনের মধ্যেই মারা যাইতেছে।

মুন্সিগঞ্জ মহকুমার বিক্রমপুরে অধিকাংশই সর্ব্বাক্রান্ত। এঁদের মধ্যে শতকরা ২৫ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। মুন্সিগঞ্জ কলেজ হস্টেলে দিয়া দেখিলাম ২০ জন ছাত্র শয্যাশায়ী।

হুগলী জেলার আরামবাগ হইতে সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, গোঘাট ও আরামবাগ থানায় প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর ৭ জনের মধ্যে ৩ জন ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী।

শুধু গ্রামে নয়, খাস কলিকাতাতেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যে ভাবে বাড়িয়াছে, তাহা আশঙ্কাজনক। করপোরেশনের হেলথ অফিসার ডাঃ আমেদ বলিয়াছেন : গত ১৪ই অক্টোবর হইতে ১৩ই নভেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতার ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছে ৪৩১ জন। গত ৫ বছরে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর হার ছিল বার্ষিক গড়ে ৩৪১।

মেদিনীপুরের খবর নূতন করিয়া বলিবার দরকার নাই। অজস্র প্রকাশিত কাঁথির গ্রামের বর্ণনা হইতেই দেখা যাইবে, ম্যালেরিয়ার গ্রামের পর গ্রাম শ্মশান হইয়া যাইতে বসিয়াছে।

(শেষাংশ ২-এর পাতায় দেখুন)

অনাহার ও ম্যালেরিয়ায় চাষী অক্ষম হওয়ার ফলে অনেকের জমিতে আজ আমন কাটিবার লোক জুটিতেছে না।

আমন কি ক্ষেতেই পড়িয়া থাকিবে?

আমন কাটিবার জন্য ভলাণ্টিয়ার দল গড়ুন!

এই আমনের উপরই বাংলার বাঁচা মরা নির্ভর করিতেছে।

ব্যবসাদারের উপর ছাড়িয়া দিলেই

চাউলের দর কমে নাকি!

শ্যামাপ্রসাদ এই আশাতেই বুঝি মশ্‌গুল!

চাউলের দর এতদিন পরে নামিতে দেখিয়া লোকে আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। নতুন ধানের চাউল নয়, গতবারের আমন ধানের চাউলই আবার বাজারে বাহির হইয়াছে। কন্‌ট্রোল দরে তো বটেই, অনেক জায়গায় তারও কম দরে বিক্রী হইতেছে। সেদিন কলিকাতার এক জায়গায় দেখিলাম কুটিপাতের উপরই ঢালিয়া চাউল বিক্রী হইতেছে—দর আট আনা সের। দোকানে গেলে 'চাউল নাই' একথা এখন আর শুনিতে হয় না। বরং, লোকে সহজে ভাল চাউল পাইতেছে বলিয়া কন্‌ট্রোলের দোকানগুলিই প্রায় বেকার হইয়া যাইতে বসিয়াছে। যেখানে রেশন কার্ড হাতে লইয়া লোকে ৭টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত কিউ-এ ঠেলাঠেলি করিত, সেখানে এখন আর কার্ডেরই দরকার হয় না। সরকার লাগাও হুকুম দিয়াছে, যে ইচ্ছা চাউল কিনিতে পারে।

এই অবস্থাটাই যদি কয়েক মাস আগে হইত, তবে বাংলার এই ৬ লক্ষ লোককে অনাহারে মরিতে হইত না। যে চাউল এখন বাহির হইতেছে ২০ টাকায়, সেই চাউল যদি আগে বাহির হইত তবে ৬ লক্ষের কিছু অংশও বাঁচিয়া যাইতে পারিত।

হঠাৎ এইভাবে লুকানো চাউল বাহির হয় কেন, তার কারণ আমরা গতবারে লিখিয়াছি। ব্যবসায়ীরা অবাধ বাণিজ্যের পথ খোলসা করিতে চায়; তা না হইলে, যে চাউল তারা ৪০।৫০ টাকার কমে ছাড়িবে না বলিয়া খরিদারকে শাসাইয়াছিল, সেই চাউলই আজ এত কম দরে ছাড়িয়া জনসাধারণের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেছে—এ সৎপ্রবৃত্তি তাদের আসিল কোথা হইতে?

অথচ ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি প্রভৃতি নেতারা এখনও বেশ জোর গলায় বলিতেছেন যে, কারবারীদের হাতে ছাড়িয়া দাও, দেখিবে চাউলের দর এবার আর নাবিবে না। ২৮শে নভেম্বর শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় তিনি গভর্ণমেন্টকে সাবধান করিয়া বলিলেন : "গত বছর সরকার চাউল কিনিতে আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়াই, দর এত ঢুল। গভর্ণমেন্ট যদি না কেনে, তবে দর কখনো বাড়িবে না।"

কিন্তু দরটা বাড়াইল কে? ব্যবসাদাররা সরকারকে খরিদার পাইয়া দর বাড়াইয়াছে, আর তার ফল ভোগ করিল জনসাধারণ। অনেক ক্ষেত্রে সরকারকে কন্‌ট্রোল রেটে বেচিতে বাধ্য হইয়া ব্যবসাদাররা সাধারণ খরিদারের উপর দিয়া যত ইচ্ছা মুনাফা করিবার আশ মিটাইয়া লইয়াছে। ডিসেম্বর জানুয়ারী মাসে চাষীর কাছ হইতে ৪।৫ টাকায় ধান কিনিয়াছে ব্যবসাদাররা, আর সেই ধানের চাউল চোরা বাজারে লইয়া দিয়া তারা ৪০।৫০ টাকা দর চড়াইয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোকের ক্ষুধার উপর ব্যবসা করিয়া কারবারীরা বড়লোক হইল, আর শ্যামাপ্রসাদ তাদেরই পক্ষ সমর্থন করিয়া বক্তিতেছেন—সরকারের কেনার দরুণ দর বাড়াইতে ইহারা বাধ্য হইয়াছে! যেন সরকার বাঁচাইবার ব্যবস্থা না করিলে, লোককে মারিবার অধিকার ব্যবসাদারদের পুরা দস্তুর আছে!

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বলিয়াছেন, ব্যবসাদারের ইঁকের উপর সরকার নজর রাখিলে আর কোনো গোলযোগ হইতে পারিবে না। অথচ আমরা দেখিতেছি, সরকারের নজর রাখার উপর শ্যামাপ্রসাদের নিজেরই বিশ্বাস নাই। এই মিটিং-এই তিনি বলিলেন : 'যে আমলাতন্ত্রের নিজের মধ্যেই গলদ সে আর ব্যবসাদারদের গলদ দূর করিবে কি?' তবু তিনি সুর ধরিয়া বলিয়া আছেন—ব্যবসায়ীদেরই হাতে ছাড়িয়া দাও।

ব্যবসাদাররা সব করুক, তার সরকার শুধু ইঁকের উপর নজর রাখুক—ইহাতেই যদি কাজ হইত, তা হইলে, চাউল উধাও হইবার যাইত না, আর আজ বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারীদের নাকের ডগায় আবার সেই চাউল লইয়া আসিবার স্পর্দ্ধাও কারবারীরা দেখাইতে পারিত না। ব্যবসাদারদের হাতে সুযোগ দিয়া ইঁক বন্‌ট্রোল হইবে না, ইঁক বন্‌ট্রোল হইবে ব্যবসাদারদের অবাধ সুযোগ বন্ধ করিয়া।

জনসাধারণের মনোনীত সৎ ব্যবসায়ীদেরই ব্যাঁড়িয়া খরিদের লাইসেন্স দেওয়া হোক, খাদ্যকমিটীর

ওয়াকিবহাল আমলাতন্ত্র!

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের খাদ্য বিভাগ নাকি বলিয়াছেন বাংলার চাষীরা কাছে অক্ষম হইয়া পড়ায় ধান কাটার লোকের যে কমতি হইয়াছে—এরূপ খবর গভর্ণমেন্ট এখনো শোনেন নাই।

(দিল্লীর এ-পির খবর)

পূর্ণ তত্ত্বাবধানে ক্রয়-বিক্রয় করা হোক, সমস্ত সহরে রেশনিং-এর জন্য ও ঘাটতি এলাকার জন্য

সরবরাহের ভার সরকার নিক, সমস্ত ব্যাপারের খাদ্য কমিটীর সহযোগিতা নেওয়া হোক—ইহাই আসল কন্‌ট্রোল।

ইহাতে ব্যবসাদারের বা আমলাতান্ত্রিক কর্ম্মচারীর, কারুর জারিজুরি চলিবে না।

এই রকম ব্যবস্থা কাজে পরিণত করিতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ আগাইয়া আসিবেন কি? সত্যর জনসাধারণের কাছে তিনি ঐক্যের জন্য আবেদন করিয়াছেন। জনসাধারণ ঐক্যের চায় দলাদলি চায় না। কিন্তু ব্যবসাদারদের সৃষ্ট কতিপয় তাদের মুনাফা বাড়াইয়া অনাহারে মৃত্যুর মধ্যে জনসাধারণ ঐক্য চায় না, তারা ঐক্য চায় বাঁচিবার জন্য, অন্নের জন্য।

কোন পথ কংগ্রেসের পথ ?

১ জন না ৯৯ জন ?

হুগলী জেলার কংগ্রেস নেতাদের দ্বারা পরিচালিত সাপ্তাহিক নির্দ্মোক পত্রিকার ১ম বর্ষ ২২শ সংখ্যায় (২৮শে অক্টোবর) লেখা হইয়াছে—"যাহারা মরিয়া গিয়াছে বা যাহারা নিশ্চয়ই মরিবে তাহাদের কথা তুলিয়া যাহাদিগকে কোনক্রমে বাঁচাইয়া রাখা যাইতে পারে তাহাদের কথাই চিন্তা করা উচিত। ইহাদিগকে বাঁচাইতে হইলে ইহাদিগকে চাউল দিতে হইবে এবং সেই চাউল যোগাড় করিতে হইলে 'কন্‌ট্রোল' তুলিয়া দিতে হইবে।" কন্‌ট্রোল তুলিবার অর্থ কি নির্দ্মোক সে কথা খুলিয়া বলেন নাই। চাউল অদৃশ্য হইয়াছিল কেন? কন্‌ট্রোল ছিল ২২৲ আর মজুতদারেরা ২২ টাকায় বেচিতে চাহে না, তাহারা চাহে ৫০ টাকা মণ দরে চাউল বেচিতে। 'কন্‌ট্রোল তুলিয়া দাও' এই ধ্বনির অর্থ টাকায় তিন পোয়া দরে চাউল বেচিতে দাও। এ দরে বাংলার ৯৯ জন কিনিতে পারে না, পারে ১ জন। নির্দ্মোকের খাদ্যনীতির অর্থ হইল এই যে—এই ৯৯ জন নিশ্চয়ই মরিবে, তাহাদের কথা তুলিয়া যে ১জন ধনীকে বাঁচাইয়া রাখা যাইতে পারে তাহার কথাই চিন্তা করা উচিত।

মজুতদার না জনগণ

সব জেলাতেই দোকানে দোকানে আজ যথেষ্ট পুরাণো আমন চাউল দেখা যায়, দাম কোথাও ১৫৲ কোথাও ২২৲। ইহার ভিতর এমন পুরাণো চাউল আছে যাহা দেখিলেই বুঝা যায় ১ বছর আগে কেনা, অর্থাৎ এই চাল মজুতদারেরা ৬৲।৭৲ দরে কিনিয়া এতদিন মজুত করিয়া রাখিয়াছিল, কন্‌ট্রোল দরে (২২৲ মণে) বেচিবে না বলিয়া। এইভাবে তাহারা বাংলার ৬ লক্ষ হতভাগ্যকে হত্যা করিয়াছে, এক কোটী গৃহহুকে ভিখারী সাজাইয়াছে। কিন্তু এই ব্যবসাদারদের শাস্তির দাবী 'নির্দ্মোক' করে নাই, নির্দ্মোক বলিতেছে—"দোষ ব্যবসাদারদিগের নহে, দোষ বা ভুল সরকারের।" অর্থাৎ সরকার যখন দেশবাসীকে বাঁচাইল না তখন এই ব্যবসাদারদের অধিকার আছে দেশবাসীকে মারিবার। কেন না ইহারা ত আর শতকরা ১ জন ধনীকে মারে নাই মারিয়াছে শতকরা ৯৯ জন গরীবকে। কংগ্রেস নেতারা আজ কারারুদ্ধ তাই আজ এই ঘৃণিত কংগ্রেস বিরোধী পথ কংগ্রেসীদের পরিচালিত পত্রিকার আদিম এবং অকৃত্রিম কংগ্রেসী পথ বলিয়া বিঘোষিত হয়।

ভেদ না ঐক্য

নির্দ্মোক পত্রিকার ১ম বর্ষ ১৯ সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে "কোন কমিউনিষ্ট অথবা সাম্প্রদায়িক দলের সহযোগিতায় সেবাকার্য্য না করাই উচিত," অর্থাৎ জনগণের খাদ্যের জন্য ঐক্য গড়িও না ভেদ সৃষ্টি কর। বাংলার বহু জেলায় সকল দলের মিলিত কাজের ফলে বাংলার বহু গৃহহু চাউল পাইয়াছে, বাংলার বহু দুহ্থ প্রাণে বাঁচিয়াছে। নির্দ্মোক নির্দ্দেশ দিতেছেন—এই ঐক্য ভালো। অবশ্য শতকরা ৯৯ জনের জন্য যাহাদের মাথাব্যথা নাই, ঐক্যের পথে তাহাদের লাভও নাই, শতকরা ১জনের জন্য ভেদের পথই শ্রেয়ঃ। জনগণের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া চলিবার একমাত্র পরিণতি ভেদ সৃষ্টি।

অবসাদ না কর্ম্মোদ্যম

নির্দ্মোক পত্রিকার ঐ সংখ্যাতেই লেখা হইয়াছে "কংগ্রেসের বে-আইনী থাকা অবস্থায় কংগ্রেস কর্ম্মীরা বাস্তবিক পক্ষেই কোন কাজ করিতে পারে না, সামাজিক কর্ত্তব্যবোধে নেহাৎই যেটুকু না করিলে নয় মাত্র ততটুকু করিয়াই কংগ্রেস কর্ম্মীগণকে ক্ষান্ত থাকিতে হইবে। অবশ্য করিবার কিছু নাই, বেশী মাত্রায় উৎসাহপ্রদানও হইলে উৎকণ্ঠাই প্রকাশ করা হইবে, কাজের কাজ কিছুই হইবে না।" যখন মৃত্যু ও মহামারীর প্লাবনে বাংলা বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে তখন ইহাই হইল একদল কংগ্রেস কর্ম্মীর উক্তি! ইহা পড়িবার সময় চক্ষুকেও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এ উক্তি শুধু তাহাদেরই উক্তি হইতে পারে, জনগণের ক্ষমতায় যাহাদের আস্থা নাই। নির্দ্মোকের কর্ম্মকর্ত্তাদের এ আস্থা থাকিবার কথা নয়, কারণ খাদ্য সম্পর্কে তাঁহাদের দাবী হইল শতকরা ১জনের দাবী, শতকরা ৯৯ জনের দাবী তাঁহারা ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাই ঐক্যের বিরুদ্ধে তাহাদের মন বিষদগ্ধ, নিষ্ক্রিয়তা তাঁহাদের কাছে অদৃষ্টবাদীর ভাগ্যলিপির মতই আকর্ষণীয়।

আমন ধান রক্ষা কর

১ম বর্ষ ২৫শ সংখ্যার নির্দ্মোকে লেখা হইয়াছে "সরকার যদি সমগ্র জাতির হিতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমন ধান্য ক্রয় করিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উচিত হইবে দেশের সমস্ত ধান ক্রয় করিয়া লওয়া এবং দেশের সর্ব্বত্র রেশন ব্যবস্থা চালু করা।...বাংলার সর্ব্বত্র রেশনিং চালু করিবার জন্য যে সমস্ত প্রাথমিক ব্যবস্থা করা প্রয়োজন সরকার তাহা করুন। তাহার পর কিছু চাউল সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বত্র ১৫ দিন রেশন দিয়া দেখিবেন চাউল সংগ্রহ করিতে আর তিলমাত্র ক্লেশ পাইতে হইবে না।" নির্দ্মোকের এই উক্তি শতকরা ১ জনের জন্য নয়, শতকরা ১০০ জনের জন্য। নির্দ্মোক এখানে যে ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন তাহা আমলাতন্ত্রের নিকট হইতে ভিক্ষার দান হিসাবে পাইবার বস্তু নহে, তাহা ঐক্যবদ্ধ খাদ্য আন্দোলনের জোরে আদায় করিতে হইবে। এ ব্যবস্থার মজুতদারী ধ্বংস হইবে। নির্দ্মোকের এই উক্তি প্রমাণ করে যে যাহারা কংগ্রেস সেবী তাঁহারা শত ভুল সত্ত্বেও কোন না কোন সময় জনগণের পথে আসিতে বাধ্য। কিন্তু ঐক্যের পথে যতক্ষণ না আসিতেছেন ততক্ষণ নির্দ্মোকের এ দাবী শুধু অসহায়ের ভিক্ষা চাওয়ার মত নিষ্ফল হইবে।

★ মুষ্টিমেয় ধনীর সুবিধা নয়,
সকলের জন্য খাদ্য ব্যবস্থা
★ অবসাদ নয়, দেশবাসীর
সেবায় আত্ম-নিয়োগ
★ ভেদ সৃষ্টি নয়,
জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা

সম্পাদকীয়

ভারত ও লেবানন

লেবাননের জাতীয় নেতারা বন্দী হইয়াছিলেন আবার কয়েকদিনের মধ্যেই মুক্ত হইয়াছেন। লেবাননের জাতীয় সরকার নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, লেবানন আজ জয়ের পথে। লেবাননকেও ভারতের মত পরাধীন অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদীর অধীনে যুদ্ধে যোগদান করিতে হইয়াছে। কিন্তু লেবাননের জাতীয় নেতৃত্ব যুদ্ধে যোগদানের সর্ত্ত হিসাবে জাতীয় সরকারের দাবী উপস্থিত, করিয়া যুদ্ধ ব্যবস্থা হইতে নির্লিপ্ত ছিল না। তাঁহারা পরাধীন অবস্থাতেই রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ গ্রহণ করিয়া দুনিয়াব্যাপী মহাযুদ্ধে ফাসিষ্ট দানবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছেন, সেই আয়োজনের ভিতর দিয়া দেশরক্ষা ও স্বাধীনতার মন্ত্রে সমগ্র দেশবাসীকে একত্রাবদ্ধ করিয়াছেন। তাই ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ যখন লেবাননের জাতীয় জীবনের উপর আঘাত করিল তখন সে আঘাতের বিরুদ্ধে মরিয়া হইয়া দাঁড়াইল লেবাননের সকল শ্রেণী ও সকল জাতি। সেই সঙ্গে দাঁড়াইল সমগ্র আরব মহাদেশ, সমগ্র আমেরিকা, সমগ্র ইংলণ্ডও প্রাচ্যের জনগণ। এই লেবাননের শাসনকর্ত্তা মঁসিয়ে দ্যু মিনিফিগোরা মত দুমিয়াকে বুঝাইতে পারিল না যে লেবাননের জাতীয় নেতারা পক্ষসমর্থনের কাজ করিয়াছে কিংবা তাহাদের মধ্যে ঐক্য নাই। লেবাননের জন্য দুনিয়াব্যাপী গণ আন্দোলনের খর স্রোতে মঁসিয়ে দ্যু মিনিফিগোরা বিদায় হইতে হইয়াছে, লেবাননের জাতীয় নেতারা সগৌরবে তাঁহাদের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

লেবানন যেমনভাবে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করিয়াছে, কংগ্রেসও পারিত এবং এখনও পারে ঠিক তেমনি ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করিতে। লেবানন স্বাধীনতার আগে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, কিন্তু কংগ্রেস স্থির করিয়াছে জাতীয় ঐক্য হইবে স্বাধীনতার পর। লেবানন জাতীয় গভর্ণমেণ্টের জন্য অপেক্ষা না করিয়া দেশরক্ষার আয়োজনের ভিতর দিয়াই শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু কংগ্রেস স্থির করিয়াছে আগে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট পাইব তাহার পর দেশরক্ষার ব্যবস্থায় যোগ দিব। এই দুর্ব্বলতাই ভারতকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে দুনিয়ার জনগণের নিকট হইতে, দেশের ভিতর সৃষ্টি করিয়াছে ঐক্যের বদলে ভেদ। তাই ৯ই আগষ্টের পর ভারতের জন্য দুনিয়া তেমন ভাবে জাগে নাই, ভারতবাসী দিনের পর দিন অচল অবস্থার অবসাদে ও সংকটে জড়াইয়া পড়িতেছে।

লেবানন যেমন ভাবে দুনিয়াকে জাগাইয়াছে ভারতও পারে ঠিক সেই ভাবে দুনিয়াকে জাগাইতে। দেশরক্ষা ও জাতীয় ঐক্যের পথই সেই পথ। লেবাননের মত ভারতের দেশভক্তরা সেই পথ অবলম্বন করুন তাহা হইলে জনশক্তির প্রভাবে জেলের দরজা খুলিয়া যাইবে, কংগ্রেস নেতারা সগৌরবে মুক্তিলাভ করিয়া রাষ্ট্রনায়কের স্থান গ্রহণ করিবেন।

অনাহারের সঙ্গে ম্যালেরিয়া বাংলাকে উজাড় করিল

(১ম পাতার শেষাংশ)

আমন কে তুলিবে ?

লোকে মরিয়া যাইতেছে, সেটাই শুধু সংকট নয়। ক্ষেত মজুর, চাষী—ইহারা ম্যালেরিয়ায় অক্ষম হইয়া পড়িয়া থাকিলে আমন ধান কাটিবে কে?

মাণিকগঞ্জেই ঢাকার মধ্যে সব চেয়ে বেশী আমন ধান হইয়াছে। কিন্তু এই আমনের অবস্থা কি হইবে ভাবুন! সেখানে কার্ত্তিকের ফসলেরই শতকরা ২৫ ভাগ এখনো কাটা হয় নাই। লোকে আশঙ্কা করিতেছে যে আমনের অর্দ্ধেক হয়ত কাটাই হইবে না। গ্রামের রাস্তায় ও মাঠের মধ্যে দেখা যায় চাষী জ্বরে কাঁপিতেছে—কাজ করিবে কি?

ফরিদপুর জেলার খবরেও প্রকাশ যে আমন ধান কাটিবার জন্য ক্ষেত মজুর পাওয়া যাইতেছে না।

কারখানার উৎপাদনও বন্ধ হইতে চলিল

ঢাকার সুতাকল মজুরদের উপর ম্যালেরিয়া সাংঘাতিকভাবে আঘাত করিয়াছে। ঢাকেশ্বরীর দুই নম্বর মিলে ২০৪৬ জন মজুরের মধ্যে ৫৫৪ জন ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী। এদের অধিকাংশই ভাঁতী। তার ফলে উৎপাদন অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। চিত্তরঞ্জন ও লক্ষ্মী মিলে শতকরা ৪০ জন মজুরের ম্যালেরিয়া। একটা শিফ্‌ট একেবারেই বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে।

কাছাকাছি গ্রামাঞ্চলে, যেখান হইতে এই সব সুতাকলের মজুরেরা আসে সে সব গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় হইতে চলিল। একটী গ্রামে ৭০০ জন মারা গিয়াছে।

কলিকাতার কাছাকাছি কাদাপাড়ার কারখানায় ৫০০ তাঁতের মধ্যে ৩০০টী তাঁত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মজুরদের মধ্যে এমন একটী বাড়ী নাই, যে ঘরে ম্যালেরিয়া রুগী দেখা যায় না। মজুরদের মধ্যে নিরাশার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কলকারখানায় খাটার ইচ্ছা তাদের মোটেই নাই, সকলেই দেশের দিকে রওনা হইতে চাহিতেছে।

ম্যালেরিয়া রুখিবার কি হইতেছে ?

চাউলের বদলে অন্য খাদ্য খাইয়াও চলে। কিন্তু ম্যালেরিয়ার কুইনাইন ছাড়া গতি নাই। সেই কুইনাইন আজ দুষ্প্রাপ্য। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পর চোরাবাজারে কুইনাইন অদৃশ্য হইয়াছে। ঢাকায় ৫ গ্রেণ কুইনাইনের দাম ১ টাকা; একটি এম্পুলের দাম তিন টাকা। সাধারণ ঔষধের দোকান ৪০০ টাকার কমে এক পাউণ্ড কুইনাইন সংগ্রহ করিতে পারে না। সুতরাং সাধারণ লোকে কুইনাইন চোখে দেখিতে পায় না।

খবরে কাগজে দেখা গিয়াছে যে বাংলা গভর্ণমেণ্ট ৪২০০০ পাউণ্ড কুইনাইন সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন জেলায় পাঠাইয়াছে। কিন্তু তা কি লোকের হাতে পৌঁছিয়াছে, না মাঝ পথে কোথাও অন্তর্ধান হইয়াছে? ঢাকার একটি ঘটনা হইতেই অবস্থাটা জানা যায়।

মুন্সীগঞ্জের এস-ডি-ও র কাছে ২০০ পাউণ্ড কুইনাইন আসিয়াছে বিতরণের জন্য। চোরা-কারবারীরা হাতে যাতে না পড়ে, তার জন্য তিনি স্থানীয় খাদ্য কমিটির হাতেই এই কুইনাইন দিতে চাহিলেন। কিন্তু ম্যান করিতেই সময় চলিয়া গেল। খাদ্য কমিটির প্রতিনিধিরা শেষবার এস-ডি-ও র কাছে গিয়া দেখিলেন, তিনিও ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত। কুইনাইন আর লোকের কাছে পৌঁছিল না। মানিকগঞ্জের এস-ডি-ও কুইনাইন লইয়া বসিয়াই আছেন, জনসাধারণের পাইবার কোনো ব্যবস্থাই করেন নাই।

অধিকাংশ জায়গাতেই এই রকম হইতেছে। জেলা বোর্ডের হাতে, সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের হাতে কুইনাইন গিয়া পৌঁছিতেছে, কিন্তু ততদিনে তা বিলি হইবে, তার কোনো ঠিকানা নাই। বাংলা সরকারের প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, কুইনাইন বণ্টন ব্যাপারে কোন ত্রুটি আছে কিনা সরকার তার অনুসন্ধান করিতেছেন। কুইনাইন মজুতের জন্য দূরে থাক, খাস সরকারী কর্ম্মচারীরাই যে কুইনাইন বিতরণে কি রকম গাফিলতি করিতেছে, তা তো আমরা দেখিলাম।

জনসাধারণের সাহায্য লও

সরকারী দপ্তরের ফিলামী কতদিনে ভাঙ্গিবে, কোন্ ততদিন অপেক্ষা করিবে না। সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর ছাড়িয়া না দিয়া জনসাধারণের সাহায্য লইয়া, বিভিন্ন জনপ্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদের দ্বারা কুইনাইন বিলি করিবার ব্যবস্থা সরকার করুন! জন-সেবক কর্ম্মীরা আজকে এই মহামারীকে বন্ধ করিতে আগুয়ান হইয়াছে। ঢাকার কলেজের ছাত্ররা গ্রামে গিয়া ম্যালেরিয়াগ্রস্তদের বাঁচাইবার জন্য তৈরী। তবুও তারা অনেক দরবার করিয়াও এস-ডি-ওর কাছ হইতে কুইনাইন পায় না। ঢাকেশ্বরী অচ্ছুত সুতাকলের মজুররা ইউনিয়নের তরফ হইতে হাসপাতাল খুলিয়া, ডাক্তারের ব্যবস্থা করিয়া ম্যালেরিয়াকে রুখিবার চেষ্টা করিতেছে। কাদাপাড়ার খবরে প্রকাশ, সেখানেও ইউনিয়ন ডাক্তারের বন্দোবস্ত করিয়াছে। মিল মালিকরা বসিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু মজুররা তাদের রোগগ্রস্ত ভাইদের দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু তাদের হাতে কুইনাইন ও অন্যান্য ঔষধপত্র দেওয়া হইতেছে কি? গ্রামে আজ কৃষক সমিতি, খাদ্য কমিটী আগুয়ান হইয়াছে চাষীকে বাঁচাইবার জন্য। সামান্য কুইনাইন জোগাড় করিয়া, হোমিওপ্যাথি ঔষধ লইয়া তারা ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়িতেছে। তবু তাদের হাতে কুইনাইন দেওয়া হয় না, তাতে নাকি সরকারী ব্যবস্থার ত্রুটি হইবে!

এই জঘন্য আমলাতান্ত্রিক দায়িত্বহীনতা ভাঙ্গিতেই হইবে। সরকারী কর্ম্মচারীই হোক আর চোরাকারবারীই হোক, কে কোথায় কুইনাইন লইয়া পুঁজি করিয়া রাখিতেছে, জনসাধারণ তার সন্ধান লউন। জন-প্রতিষ্ঠানের মারফৎ কুইনাইন বিলি করার দাবী করুন! ম্যালেরিয়াকে ঘুচাইবার জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক লইয়া কমিটী করুন! সেবাব্রতী দল তৈরী করুন! আপনাদের চেষ্টা থাকিয়া থাকিলে, মৃত্যু লইয়া ছেলে খেলা করিতে কে সাহস করিবে?

মজুতদারের হাত হইতে আমন রক্ষার জন্য

মিলিত খাদ্য কমিটি গড়ো

ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছে যে বৃহত্তর কলিকাতার জন্য বাংলার বাহির হইতে খাদ্য সরবরাহ করা হইবে, বাংলার সমস্ত সহরেই রেশনিং চালু করা হইবে, রেশনিং এর জন্য এবং জরুরী অবস্থার প্রয়োজনে যে চাউল দরকার হইবে সরকার শুধু সেইটুকুই বাংলা হইতে ক্রয় করিবেন। কেন্দ্রীয় সরকার স্বাভাবিক বাণিজ্য অব্যাহত করিবে এই আনন্দেই স্বদেশভক্তরা অধিকাংশ আত্মহারা হইয়াছেন, কিন্তু এই ব্যবস্থার সমস্ত আমন যে মজুতদারের হাতে যাইতে পারে সে বিষয়ে তাঁহারা সচেতন নন। জনগণের স্বার্থে এমন কয়েকটি দাবী রহিয়াছে যাহা আজ সকল দলের ঐক্যের ভিত্তি হইতে পারে। আমরা চাই সমস্ত সহরে রেশনিং এর জন্য এবং ঘাটতি জেলার গ্রামে বাঁধা দরের দোকান খোলার জন্য সরকার ৫ কোটি মণ চাউল কিনুক। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের ভিতর হইতে বাছিয়া সাধু ব্যবসায়ীদের সরকারী ক্রয়ের কাজে বহাল করা হউক। সরকারী ক্রেতাদের এই নির্দ্দেশ দেওয়া হউক যে খাদ্য কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী ক্রয় ও বণ্টন করিতে হইবে এবং তাহারা ব্যক্তিগতভাবে কোন কারবার করিতে পারিবে না। অজ্ঞাত ব্যাপারীদের লাইসেন্স লইতে বাধ্য করা হউক এবং এই রকম আইনজারী করা হউক যে তাহাদেরও খাদ্য কমিটির তত্ত্বাবধানে ব্যবসায় চালাইতে হইবে। গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি ও ধর্ম্মগোলা তৈরী করিয়া তাহার মারফত যতটা সম্ভব গ্রামের ধান চাউল কেনা বেচা করা হউক। এই ভিত্তিতে সকল দলের একতা গড়িয়া তুলিলে মজুতদারের চক্রান্ত পরাস্ত হইবে, আমলাতন্ত্রের বাধা চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে।

আমন রক্ষার জন্য কৃষকদের রিলিফ চাই

জলপাইগুড়ির খাদ্য কমিটী আমন রক্ষার অভিযানে প্রথম কাজ হিসাবে গ্রামে গ্রামে আরো ভাল করিয়া রিলিফ কিচেন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। গ্রামে ক্ষেত-মজুরদের অবস্থা আজ অত্যন্ত শোচনীয়, তাদের খাদ্য দিয়া বাঁচাইয়া না রাখিলে আমন ধান কাটিবার সামর্থ্যও তাদের নাই। জলপাইগুড়ি খাদ্য কমিটির তরফ হইতে একটী কমিশন বোদা, পঞ্চগড়, দেবীগঞ্জ প্রভৃতি থানার সমস্ত অঞ্চল ঘুরিয়া আসিয়া প্রস্তাব করিল যে, অবিলম্বে খাদ্য ও বস্ত্র সেই সব অঞ্চলে পাঠানো দরকার। খাদ্য কমিটি ২০০০ টাকা মঞ্জুর করিল, এবং প্রথমে ৫টী রিলিফ কেন্দ্রের ভিতর দিয়া সাহায্য পাঠান হইল। আমন রক্ষার উদ্দেশ্যে কৃষকদের সাহায্য করিবার জন্য ২১শে তারিখে কৃষক-সাহায্য-দিবস পালন করা হইল। এই দিন সহরবাসীর কাছে আমন রক্ষার প্রচার ও কৃষকদের রিলিফের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হইল। এই দিনে ৫০০ টাকা নগদ সংগ্রহ হইল। এই দিনের প্রচারে কংগ্রেসদেবী, লীগ কর্ম্মী সকলেই এক সঙ্গে কাজ করিলেন। খাদ্য কমিটির মধ্যে লীগ ও কংগ্রেস উভয়েরই একত্র করিবার দাবী লইয়া একটি আবেদনে গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হইতেছে। লীগ ও কংগ্রেসের অনুগামীরা অধিকাংশই ইহাতে স্বাক্ষর করিতেছেন।

আমনরক্ষা সম্মেলন

কিন্তু এখনও খাদ্য কমিটির মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্য আসে নাই। সীরা চা বাগানের স্বার্থের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে জড়িত, তাঁরা আমন কন্‌ট্রোলের চেয়ে অবাধ বাণিজ্যের দিকেই বেশী ঝুঁকিতেছেন। এই সমস্ত মতভেদ দূর করিবার উদ্দেশ্যে এবং আমনরক্ষার সম্বন্ধে একটী যুক্ত পরিকল্পনা করিবার জন্য আমনরক্ষা সম্মেলন ডাকা স্থির হইয়াছে।

গ্রামবাসীর মধ্যে আমনরক্ষার আগ্রহ

প্রথম প্রচারের ফলে গ্রামবাসীর মধ্যে সমবায় ভাণ্ডার খোলার আগ্রহ বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। জোতদার শ্রেণীর অধিকাংশই আমনের উপর দিয়া মুনাফার চিন্তা করিতেছে। কিছু কিছু জোতদার সমবায় ভাণ্ডার, ধর্ম্মগোলা প্রভৃতি করার কথায় সমর্থন জানাইতেছে। ব্যবসায়ীদেরও অধিকাংশ জোতদারদের সঙ্গে জোট পাকাইবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু তা হইলেও গরীব কৃষক ও যাহারা খাটিয়া খায়, তাদের সকলেই আমনরক্ষার অভিযানে সাড়া দিতেছে। এই সমস্ত দরিদ্রশ্রেণীর গ্রামবাসীদের একতা ও সহযোগিতাই জোতদারকে বাধ্য করিবে গ্রামবাসীর স্বার্থ রক্ষা করিতে।

অবাধ বাণিজ্যে বিপদের আশঙ্কা

'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের' মন্তব্য

[নীচে আমরা ২৫শে নভেম্বরের 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য উদ্ধৃত করিলাম। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের মতামত হিসাবে হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। আমন ধান ক্রয় করার সম্বন্ধে অবাধ বাণিজ্যের অনুসরণ করিলে শেষ পর্য্যন্ত বাংলার খাদ্য আবার মজুতদারের ঘরে চলিয়া যাইতে পারে এবং বাংলায় আবার সাঙ্ঘাতিক বিপদ দেখা দিতে পারে, 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' সে বিষয়ে সরকারকে সাবধান করিয়া দিয়াছে।

ইহাতে অবশ্য বলা হইয়াছে, অসামরিক জনসাধারণের জন্য প্রাদেশিক সরকার সরবরাহের দায়িত্ব লউন এবং মিলিটারী ও এসেন্সিয়াল সার্ভিসের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্ব লউন। তা হইলেই সরকারী ক্রয় সম্বন্ধে জনসাধারণের অবিশ্বাস কাটিবে। কিন্তু, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় আমলাতন্ত্রই তো সমান। যতক্ষণ না জনসাধারণ ক্রয় বিক্রয়ের উপর তত্ত্বাবধান করিতেছে, ততক্ষণ আমলাতন্ত্রের উপর ভার ছাড়িয়া দিলে কোনো সুরাহা হইবে না। আসল কথা—জনসাধারণের মিলিত খাদ্য কমিটির সহযোগিতায়, খাদ্য কমিটির তত্ত্বাবধানে সরকারকে ক্রয় বিক্রয় করিতে হইবে। খাদ্যকমিটির তত্ত্বাবধানে সরকারী সরবরাহ হইলে অসামরিক ও সামরিক সমস্ত জনসাধারণের খাদ্যই ঠিক জায়গায় দিয়া পৌঁছিবে, আমলাতান্ত্রিক জুলুমও চলিবে না, চোরাকারবারীর কারসাজীও টিকিবে না।]

—সম্পাদক

প্রদেশের জন্য উদ্বৃত্ত খাদ্য সঞ্চয় করা তো দরকারই, উপরন্তু প্রদেশের ভিতরে জায়গায় এলাকা ভাগ করিয়া সেই সঞ্চিত খাদ্য ছড়াইয়া রাখা দরকার।

কিন্তু মুনাফালোভী কারবারীদের যদি যথেষ্ট কিনিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে ফল হইবে কি? ফসলের একটী অংশ তাদের হাতেই অদৃষ্ট হইয়া যাইবে। তাতে এখনকার মতই বাংলায় আবার সাংঘাতিক বিপদ দেখা দিবে।

শুর শ্রীবাস্তব বলিয়াছেন যে, জরুরী অবস্থার জন্য কিছু খাদ্য সঞ্চয় করার দরকার আছে এবং সেইজন্য মুনাফালোভীদের যথেষ্ট কিনিবার প্রবৃত্তিকে আটকাইবার উদ্দেশ্যে কন্‌ট্রোল অর্ডার জারী করাও দরকার। কিন্তু এই কন্‌ট্রোলও আপনা-আপনি কার্য্যকরী হইতে পারে না। গভর্ণমেণ্টের শক্ত খরিদ করার প্ল্যানটি কার্য্যকরী হইলে, তবেই এই কন্‌ট্রোলও কাজে লাগিবে। কিন্তু শ্রীবাস্তব যা বলিয়াছেন তাতে ইহাই মনে হয় যে, সাধারণ ক্রয় বিক্রয়ের ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে স্বাধীন ব্যবসায়ীদের উপর; এবং কলিকাতা ও অন্যান্য জায়গার রেশনিং-এর জন্য ও প্রদেশের জন্য কিছু সঞ্চয় করিবার জন্য—ইহারই জন্য যেটুকু দরকার, ঠিক সেই টুকুই সরকার কিনিবেন। আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে, চলতি কারবারকে একেবারে বাদ দিয়া চলা উচিত নয়। কেননা, চলতি কারবারের ভিতর দিয়া কেনা বেচার যে সহজ ও ব্যাপক ব্যবস্থা আছে, সে রকম ব্যবস্থা নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা অসম্ভব। কিন্তু চলতি কারবারকে বাদ দিয়া খাদ্য ব্যবস্থা করা; আর ব্যবসায়ীদের ক্রয় বিক্রয়ের উপর কোন কন্‌ট্রোল না রাখিয়া, চাউল কোথায় যাইতেছে না যাইতেছে তার উপর তত্ত্বাবধান না রাখিয়া তাদের ব্যবসার অবাধ অধিকার দেওয়া—এই দুটী কি এক জিনিষ? বাংলার অবস্থা এখনো স্বাভাবিক হইয়া উঠে নাই, সুতরাং দুইটীকে এক জিনিষ বলিয়া ভাবা যায় না। যতদিন লড়াই চলিবে, ততদিন এইরকম অস্বাভাবিক অবস্থাই থাকিবে। অবাধ কেনা-বেচার মধ্যে এখনো এত বেশী অনিশ্চয়তা ও সন্দেহ রহিয়াছে যে, সে পথ অনুসরণ করিতে মুনাফালোভীকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

অবাধ কেনা-বেচা যদি চলে, তা হইলে আমাদের সন্দেহ হয়, এখন দর যেভাবে নামিতেছে, এই অবস্থাটা বেশী দিন থাকিবে না। সরবরাহ ও চাহিদা ঠিক রাখিবার একটী মাত্র উপায় আছে। সমস্ত চাউল খরিদ করার দায়িত্ব সরাসরি গভর্ণমেণ্ট নিন, এবং যথোপযুক্ত কন্‌ট্রোল রাখিয়া সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিতর দিয়া সেই চাউল বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করুন। ব্যবসায়ীরা সরকারী এজেন্টের কাছ হইতেই চাউল সরবরাহ পাইবে। ধান-চাউল ক্রয় করার ব্যাপারে দায়িত্বশীল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে সরকার এজেন্ট নিয়োগ করুক, তাতে আপত্তি নাই; কিন্তু তাদের স্বাধীনভাবে বিক্রয় করিবার অধিকার কোনো-ক্রমেই দেওয়া চলিবে না।

ইহাও আমরা বলিতে চাই যে, মিলিটারী ও এসেন্সিয়াল সার্ভিসের জন্য সরবরাহের দায়িত্ব প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হাতে না রাখিয়া কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। তা হইলে অসামরিক জনসাধারণের জন্য সরকারের পক্ষে শক্ত ক্রয় করার সুবিধাও হইবে এবং জনসাধারণের বিশ্বাসও সরকার অর্জ্জন করিতে পারিবে।

আমন ধান এবার প্রচুর হইয়াছে, প্রায় ২৭ কোটী মণ, বাংলার সারা বছরের খোরাক হইয়াও বাড়তি হইবে। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, এত ধান যখন হইয়াছে, তখন কলিকাতার বাহিরে রেশনিং-এর দরকার নাই। গভর্ণমেণ্ট এইরকমই ভাবিতেছেন, তা না হইলে উচ্চতম দরের অনেক কম দরেই আপনা আপনি বাজারে চাউল পাওয়া যাইবে—একথা গভর্ণমেণ্ট বলিতেন না। কিন্তু এ আশায় বসিয়া থাকা চলে না। প্রথমতঃ, আগামী বছরেও যে এত বেশী ধান হইবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নাই—সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য এবারকার খাদ্য হইতে কিছু সঞ্চয় রাখা দরকার হইতে পারে। তা হইলেই দরকার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা এবং তা সব চেয়ে ভালভাবে হইতে পারে রেশনিং-এর বন্দোবস্তের ভিতর দিয়া। দ্বিতীয়তঃ, লড়াই এখনো শেষ হয় নাই, এমনও হইতে পারে যে এখন যানবাহনের মতটুকু সুবিধা পাওয়া যাইতেছে, ভবিষ্যতে লড়াইয়ের প্রয়োজনে তাও হয়ত থাকিবে না। সুতরাং তখনকার জন্য কিছু

আরামবাগের চাষী মুনাফালোভীর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে

আরামবাগ মহকুমার গোঘাট ও আরামবাগ থানার কিছু কিছু অংশে ধান

মেদিনীপুরকে ধ্বংস হইতে বাঁচাও!

গত বছর হইতে বার বার মেদিনীপুরের উপর দুর্যোগ নামিয়া আসিয়াছে। গত বছরের ঝড়ে কাঁথি ও তমলুক মহকুমা প্রায় বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। ৭ লক্ষ গৃহ ধ্বংস হইয়াছে, ১৫ লক্ষেরও বেশী লোক গৃহহীন হইয়াছে, ৪০ হাজারের বেশী মরিয়াছে। তারপরে এবছর জুলাই মাসে আবার বন্যা হইল। তমলুক ও ঘাটাল মহকুমার বহু ধান জমি নষ্ট হইয়া গেল। যাও বা আউশ উঠিতেছিল, তাও গেল। পর পর এইরূপ দুর্যোগে মেদিনীপুরের কৃষক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িল। তারপরেই সারা বাংলাব্যাপী প্রচণ্ড খাদ্য-সংকট। চালের দর আগুন হইয়া গেল। অভাবগ্রস্ত মেদিনীপুরের কৃষক ও গ্রামবাসীদের উপবাস করা ছাড়া আর গতি নাই। এক একটি গ্রাম শ্মশান হইয়া যাইতে লাগিল। দলে দলে লোকে সহরে আসিয়া রাস্তায় আশ্রয় নিল। কলিকাতার পথের দুঃখদের অনেকাংশই এই মেদিনীপুরের।

গ্রামে একতা বা সংগঠনের অভাব। অনাহার হইতে পরস্পরকে রক্ষা করা দূরে থাক, আজ মেদিনীপুরের গ্রামে গ্রামে চুরি ডাকাতির আতঙ্ক। ভয়েই অনেকে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া আসে। যে মেদিনীপুর একদিন একতা ও সংগঠনের আদর্শ ছিল, সেই মেদিনীপুরেরই আজ এই অবস্থা! যে মেদিনীপুরে কংগ্রেসের নাম গ্রামের লোকের মুখে মুখে ফিরিত, সেখানেই আজকে লোকে চুরি, ডাকাতি, মুনফালোভীর জুয়াচুরী পর্য্যন্ত আটকাইতে পারে না, কংগ্রেসের নামে ভয় পায়।

বিজাতি জনসাধারণের উপর আমলাতন্ত্রের দমননীতি মেদিনীপুরকে আজ এই অবস্থায় আনিয়াছে। গত ঝড়ের পরে যখন লক্ষ লক্ষ লোক অসহায় হইয়া দেশকর্ম্মীদের সাহায্য কামনা করিয়াছে, তখনো আমলাতন্ত্র কঠোর হস্তে দমননীতি চালাইয়াছে। তখনও কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় পাইকারী জরিমানার হুকুম রদ করা হয় নাই। জেলে আবদ্ধ কংগ্রেস কর্ম্মীরা দুর্গতদের সাহায্য দিবার জন্য অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিলেন, তখনও তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয় নাই। তখনও রিলিফ কার্য্যে রত অনেক কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মেদিনীপুর ঝাড়তি জেলা। কিন্তু আজ অনেক জায়গায় গ্রামের ধান জমির প্রায় ৭০ ভাগই অনাবাদী পড়িয়া আছে। ম্যালেরিয়া ও মহামারীতে গ্রাম ছাইয়া দিয়াছে। গরীব চাষী ক্ষুধার তাড়নায় বাড়ী ঘর বাসন কোসন সব মহাজনের কাছে বিক্রী করিয়া ফেলিতেছে। জলের দামে জমি হাতছাড় হইয়া যাইতেছে।

নীচে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতিতে কাঁথি মহকুমার কয়েকটী মাত্র গ্রামের যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তা থেকেই মেদিনীপুরের অবস্থা কি সাংঘাতিক তা বোঝা যায়। এই মেদিনীপুরকে ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইতে হইবে, তার জন্য বাংলাবাসী অগ্রসর হও! মেদিনীপুরবাসী একতাবদ্ধ হও!

অনাহারের কবলে কাঁথি

জনশূন্য গ্রাম

গ্রামটীর নাম জাদুবসন। প্রায় তিনশত লোকের সেখানে বাস ছিল। তুফান-বন্যা, ম্যালেরিয়া আর দুর্ভিক্ষের গ্রাসে সব গিয়া মাত্র দুটী প্রাণী স্বামী আর স্ত্রীতে ঠেকিয়াছে। সূর্য্যাস্তের কিছুক্ষণ আগে আমরা সেই গ্রামে পৌঁছাই, তখন তারা দুজনে চলিয়াছে সহরের দিকে। রাত্রে তারা ভয়ে গ্রামে থাকিতে পারে না। মাত্র কয়েকদিন আগে তারা রাত্রিবেলা রান্না করিতেছিল, এমন সময় দূরের কোন গ্রাম হইতে প্রায় ৪০ জন লোক আসিয়া তাদের বা ছিল কাড়িয়া নিয়া যায়। পরে লোকের মুখে শুনিলাম, এই ইউনিয়নে বাইশ দিনের মধ্যে ঐ ধরণের ডাকাতী চলিশবার হইয়াছে। পথের দু-পাশের গ্রামগুলি সবই জনশূন্য। গ্রামবাসীরা সব ডাকাতির ভয়ে সহরে গিয়া আশ্রয় নিয়াছে রাত্রির জন্য। সকাল হইলে ছয় সাত মাইল পথ আবার হাঁটিয়া ফিরিবে।

সমুদ্রকূলের কাছাকাছি গ্রামগুলি দেখিবার জন্য আগাইয়া চলিলাম দক্ষিণ দিকে। পথের দুপাশে মানুষের খুলি, পাঁজরের হাড়। ঝোপের মধ্যে কড় মড় শব্দ শুনিয়া চম্‌কিয়া উঠিতে হয় দিনের বেলাতেই—কুকুরের দল হাড় চিবাইতেছে। খাল বিলের কাদা জলের মধ্যে মাঝে মাঝে দুএকজন নগ্নপ্রায় পুরুষ ও নারীর কংকালসার দেহ দেখা যায় —মাছ ধরিতেছে তারা। আমাদের সঙ্গে পথ প্রদর্শক যে ছিল, সে ধান জমির দিকে দেখাইয়া বলিল: ঐ সব জমিতে সোনা ফলে। শুধু বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে, তাতেই এই ধান হয়েছে।' কিন্তু ধান ক্ষেত আর কতটুকু। সমস্ত জমি খালী পড়িয়া আছে, মাঝে মরুদ্যানের মত এক একখণ্ড ধান ক্ষেত।

অনাথ আশ্রম

একটী গ্রামে অনাথ আশ্রম। সেখানে দেখিলাম প্রায় ৩০ জন শিশুর কংকালসার কালো কালো বিবর্ত্ত দেহ। দু দিন মাত্র আগে আশ্রমটী খোলা হইয়াছে। প্রথম দিনে ছিল ৫ জন, তারপর দিন আসিল ২৫ জন, তৃতীয় দিনে দু ঘণ্টার মধ্যেই ৩০ জন। বাপ মা নিজেরা আসিয়া ছেলে মেয়েদের আশ্রমে রাখিয়া যাইতেছে।

এখানে দুইটী ভাইবোনকে দেখিলাম। তাদের বাপের ছিল প্রায় ৮০ বিঘা জমি। বাপ মরিয়াছে কলেরায়, মা মরিয়াছে ম্যালেরিয়ায়, বড় ভাইও মরিয়াছে ম্যালেরিয়ায়। মেয়েটীর গায়ে ছেঁড়া একটি ন্যাকড়া। ছোট ভাইটী উলঙ্গ। রাত্রিবেলায় ছোট ভাইটী শীতের জ্বালায় ন্যাকড়াটী কাড়িয়া লইবার জন্য দিদির সঙ্গে মারামারি করে। ইহাদের খাইবার বন্দোবস্তই আছে, কিন্তু কাপড় চোপড় ও ঔষধের বন্দোবস্ত কিছুই নাই।

ম্যালেরিয়ায় গ্রাম উজাড়

অনাথ আশ্রম থেকে ফিরিবার পথে পাইঁরাচাসি গ্রামের পাশে শ্মশানে দেখি কুকুর শকুনে একটী শবের দেহ ছিঁড়িয়া খাইতেছে। শুনিলাম:মৃত লোকটীর নাম ক্ষেত্রমোহন নায়েক। নির্ব্বংশ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত নিজেও মরিল ম্যালেরিয়ায়। যারা তার শবদেহ সৎকার করিতে আসিয়াছিল, তারা চিতায় আগুন দিবার আগেই জ্বরে আক্রান্ত হইল। শব ফেলিয়া তারা পলাইল। শুনিলাম সেই গ্রামে প্রায় ৫০০ জনের বাস ছিল, এখন বাকী আছে ২৫।

আরেকটী গ্রামে ১৫০ জনের মধ্যে বাকী আছে মাত্র একটি পরিবার। তাদের সম্পত্তি ৭৫ বিঘা, চরিয়াছে মাত্র ৯ বিঘা। বীজ ধান, বলদ, টাকা কিছুই নাই। আছে ম্যালেরিয়া আর উপবাস।

গ্রামবাসীরা সর্ব্বস্ব বেচিতেছে আধ মণ ধানের বদলে এক বিঘা জমি বিক্রয়

কাঁথি সহরের হাটে দেখি দশটা বাসনের দোকানে অসম্ভব ভীড়। গ্রামের লোকেরা যার বা পুঁজি বাসন ছিল বিক্রী করিতেছে। একটি দোকানে দেখিলাম কিছু পূজার বাসন—কাঁসী, ঘণ্টা, পঞ্চপ্রদীপ বিক্রয় হইতেছে। আর একটি দোকানে দেখিলাম কাঁশীর তৈরী পিতলের বংশীধারী গোপালের বিগ্রহ বিক্রয় হইতেছে!

আদালতের প্রাঙ্গনে মেলার মত ভীড়। সাব-রেজিষ্ট্রেশন অফিসে হৈ-চৈ চলিয়াছে। চাষীরা মহাজন কারবারীদের কাছে জমি বিক্রয় করিতেছে। দাম কাগজপত্রে এক, আর হাতে কলমে আর এক। আধ মণ ধানের বদলে এক বিঘা জমি বিক্রয় হইতে দেখিলাম।

জনসাধারণের মনে হতাশা

এমনি করিয়া কাঁথির কৃষককুল সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ভিখারী বনিতেছে। তাদের রক্ষা করিবার জন্য কি হইতেছে? রিলিফের কাজে অনেকেই নামিয়াছে, কংগ্রেসসেবী, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি, কিন্তু সকলেই গবর্ণমেণ্টের মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। মজুতদার সম্বন্ধে লোকে উদাসীন। পঞ্চম বাহিনী সুযোগ বুঝিয়া গুজব ছড়াইতেছে—সাবধান! গবর্ণমেণ্ট সব ধান কাড়িয়া লইবে। গতবার এইরকম গুজব শুনিয়া সাধারণ লোকেই শত শত মণ ধান নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। বাসে আসিতে আসিতে একজনের কথা শুনিলাম। সে বলিতেছে—৫০০ মণ ধান আমিই সাউটে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলাম। আর একজন বলিল: এক নৌকা ধান—৫হাজার মণ—একটী গ্রামের লোকজন ধরিয়া ডুবাইয়া দেয়। জনসাধারণের খাদ্য জন-সাধারণের হাতে রাখিবার কোন চেষ্টা না করিয়া এমনি ভাবে নষ্ট করিয়া দিবার জন্য লোকে ঝুঁকিয়াছিল—আর আজ পথে পথে মুমূর্ষুর দল!

গোপালপুর গ্রামে একজন কংগ্রেসকর্ম্মীর সঙ্গে দেখা হইল। তাঁর মনে হতাশা। কংগ্রেসের নামে তিনি এখন ভয় পান; বলেন, 'ও সব থাক, রিলিফের কথাই এখন বলুন।' সংগ্রামের ব্যর্থতায় তিনি দমিয়া গিয়াছেন। আজ কংগ্রেসের নামে লোককে পরস্পরের সাহায্য করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেও তিনি ভয় পান। জনসাধারণের মধ্যেও কংগ্রেস সম্বন্ধে ভীতি!

আর জনসাধারণের ভীতি ও হতাশার সুযোগ লইতেছে আমলাতন্ত্র। সহরে বা গ্রামে খাদ্য-সমস্যার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সভার অনুমতি এখনও কর্ত্তৃপক্ষ দেয় না। জনসাধারণকে মিলিত করিবার আন্দোলনও আজ বাধা পাইতেছে।

জনসাধারণকে উৎসাহিত করো

আজ এখানে দরকার জনসাধারণকে নূতন উৎসাহে উৎসাহী করা, তাদের আশা দেওয়া। গ্রামের লোকেরা আমাদের বার বার বলিল: আপনারা আসেন না কেন এখানে, আপনারা এলে আমরা আশা পাই।"

জলপাইগুড়ীর কৃষকদের অবস্থা

ধান সমেত জমি মহাজনদের হাতে যাইতেছে

অভাবের জ্বালায় স্ত্রী-পুত্র বিক্রয়

গ্রামের অবস্থা কি হইয়াছে

জলপাইগুড়ী জেলার বোদা এলাকায় জতুন-পুকুরী একটি গ্রাম। গ্রামটি বেশ বড়, ৫০০ পরিবারের বাস। এই ৫০০ পরিবারের ভিতর অনেক পরিবারের লোকই দিন মজুরী করিয়া খায়, অনেক ঘর ভাঁতিও আছে, কয়েক ঘর লোকের ভিক্ষাই সম্বল। অবশ্য এই ধরনের পরিবারগুলির সংখ্যা ৩০০ হইবে। ইহার ভিতর ৩৩টি পরিবারের খবর নেওয়া গেল। কি সাংঘাতিক অবস্থা! অনেকগুলি খালিঘর পড়িয়া আছে। একটী চালা-ঘরের মালিক ছিল একজন ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ। সে কয়েকদিন আগে অনাহারে মারা গিয়াছে। অনাহারে মারা যাওয়াটা আজ বাংলাদেশের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার—অনেক বুড়া লোকই মারা গিয়াছে—কিন্তু অথর্ব্ব ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ দিনের পর দিন এক মুঠা ভাতের জন্য কি তীব্র আকাঙ্খা নিয়াই না দিন কাটাইয়াছে, তিলে তিলে মরিয়াছে, তবুও তাহার ক্ষুধা মেটে নাই, তাহাকে মরিতে হইয়াছে! এ ঘটনা আজকের দিনে গা-সহা হইয়া গেলেও ইহা মানুষের মনকে নাড়া দেয়, না দিয়া পারে না।... আর একটা বাড়ীর সামনে ভাঙ্গা একটা 'বাস' পড়িয়া আছে—ইহা তাদের পুরান দিনের ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন—অবশ্য আজকের কথা স্বতন্ত্র। এই পরিবারটি আজ ধ্বংসের মুখে—থালা, ঘটি, বাটি, গরু, লাঙ্গল সবই বিক্রি করিয়া দিয়াছে—আজ পথের কাঙ্গাল। অন্য দুইটি কৃষক পরিবার। তাহারা তাহাদের জমি জমা, হালের গরু প্রভৃতি সব কিছু বাঁধা দিয়া নিঃস্বের পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সব চেয়ে মর্ম্মন্তুদ আর একটি ঘটনা—ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ কি হইতে পারে! একটি জোয়ান কৃষক তাহার স্ত্রী বিক্রী করিয়াছে।

গ্রামে তাঁতওলি বন্ধ, এখন আর চলে না। থোঁজ নিতে গেলে তাঁতিরা বলিল তাঁত চালান আর সম্ভব নয়। হিসাব করিয়া দেখা গেল তিন জনের তিন দিনের পরিশ্রমে ১২৲ টাকা খরচ করিয়া ৮ খানা বস্ত্রখণ্ড পাওয়া যায়। কিন্তু ভাল দরে বিক্রী করিলেও তাহা ১২৲ টাকার বেশী বেচা যায় না। সুতরাং এই অবস্থায় পড়িয়া তাঁতি শ্রেণী আজ দিনমজুর বা ভিক্ষুকে পরিণত হইতেছে।

খাওয়া না জোটায় এত দিন গাঁয়ের লোক কচু খাইয়া দিন কাটাইয়াছে। এই গ্রামে প্রচুর পরিমাণে কচুর চাষ আছে। কিন্তু আজ একটি কচুর চারাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না...গাঁয়ের অনেকেই এতদিন উহাতেই জীবন ধারণ করিয়াছে ৩০টি পরিবারের খোঁজ নিয়া জানা গেল এইসব খবর, কিন্তু ইহাই ঐ ৩০০ পরিবারেরই ইতিহাস।

বোদা থানার প্রায় প্রতিটি গ্রামেরই এই ইতিহাস। আমতলা ছোট একটি গ্রাম। মাত্র ৭৫ জন লোকের বাস। খাদ্য সংকট আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথেই ৩০ জন অনাহার ও রোগে মারা গিয়াছে। ফলে গ্রামে শতকরা ২০ ভাগ জমি অনাবাদী পড়িয়া আছে।

তাঁতিপাড়া আর একটি গ্রাম। ৬০ ঘর তাঁতি গ্রামের বাসিন্দা। প্রত্যেকটি পরিবারকে আজ ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়। তাঁত বন্ধ, সুতরাং তাহাদের ব্যবসা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এই নিদারুন সংকটে গ্রামগুলির শিক্ষাও বন্ধ হইয়া যাইতেছে। মৈনানদীঘি মাইনর স্কুলে ১০০ ছেলে পড়িত। আজ সেখানে ৪০টি ছেলে স্কুলে আসে।

নামমাত্র সরকারী সাহায্য

এই দারুন অবস্থার হাত হইতে নিরন্ন জন-সাধারণকে বাঁচাইতে সরকারী সাহায্য যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহা খুবই বৎসামান্য। মালান্দীপাড়া গ্রামে ৩০টি পরিবার একদম উপবাস করিয়া দিন কাটায়। সরকারী সাহায্য মাত্র গিয়া পৌঁছে ১৪টি পরিবারে। তাহাও জীবন ধারণ উপযোগী নয়। প্রতিটি বয়স্ক মানুষ দিনে এক পোয়া ও ছোটরা দিনে ২ ছটাক চাউল পায়। কিন্তু এই সাহায্য যেমন প্রতিটি উপযুক্ত পরিবার পায় না তেমন ইহা প্রতিটি গ্রামেও দেওয়া হয় না।

গরীব কৃষকদের চাউল কিনিবার সঙ্গতি নাই

আজ কাল গ্রামের হাটে যথেষ্ট পরিমাণ চাউল আসিতেছে। নিয়ন্ত্রিত দরেই বিক্রী হয়। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রিত মূল্যেও চাউল কিনিবার শক্তি গরীবদের নাই। আজ কৃষক চাউল কিনিবার সঙ্গতি কোথায় পাইবে? তাহারা ইতিপূর্ব্বেই অভাবের তাড়নায় নিঃস্ব হইয়া বসিয়া আছে। তাই মৈনানদিঘীর হাটে গেল সপ্তাহে যে চাউল উঠিয়াছিল তাহার শতকরা ২৫ ভাগ অবিক্রীত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। চাউল আছে—বাজারে পাওয়া যায়, অথচ লোক উপবাসী, গ্রামের কৃষকরা খাদ্যের অভাবে অবসন্ন।

অভাবের তাড়নায় কৃষকরা কি করিতেছে

শতকরা ৮০ ভাগ কৃষক আজ অসময়েই ধান কাটা সুরু করিয়া দিয়াছে। ধান পুরা পাকে নাই—সুতরাং আজ এই ধান কাটার অর্থ এই যে ২০দিন পরে ধান পুরা পাকিলে যদি কাটা হইত তবে যে পরিমাণ চাউল পাওয়া যাইত আজ এই অসময়ে কাটার দরুন তাহার অর্দ্ধেক চাউল পাওয়া যাইবে। 'আধিয়ার' জোতদারের হুকুম ব্যতীত ধান কাটিতে পারে না। কিন্তু আজ হুকুম না আসিতেই তাহারা গোপনে ধান কাটিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। কোন কোন স্থানে জোর করিয়াই ধান কাটিতেছে। তাহা ছাড়া মাঠ হইতে ধান চুরীও যাইতেছে।

এই অসময়ে ধান কাটা বন্ধ করিতে না পারিলে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে সমগ্র জেলার ১০ দিনের খোরাক নষ্ট হইয়া যাইবে।

অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে জলপাইগুড়ি পিপল্‌স্ ফুড কমিটি'র চেষ্টা

গ্রামের প্রকৃত অবস্থার খোঁজ নিতে ছয় জনের একটি ডেপুটেশন 'ফুড কমিটি' হইতে গ্রামে পাঠান হয়। এই দলে শ্রীযুত মহলানবীশ এম, এল, সি মহাশয়ও ছিলেন। তাঁহারা কতকগুলি দুর্দ্দশাগ্রস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া সমস্ত খবর সংগ্রহ করিলেন। অবস্থাকে আয়ত্তে আনিতে ৮টী ইউনিয়নে অবিলম্বে চাউল ও বস্ত্র পাঠানোর ব্যবস্থা হইল। 'আমন' কাটা পর্য্যন্ত ৮০০০ লোককে রোজ খাওয়ানোর বন্দোবস্ত এইভাবে করা হয়। সহরে এই সব 'রিলিফ কেন্দ্রের' জন্য সাহায্য সংগ্রহ করা ঠিক হয়। ইহার জন্য বিশেষ করিয়া ২টি দিন খাদ্য করা হইয়াছে। এই ২ দিন সহরে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের কাছ হইতে সাহায্য তোলা হইবে।

ঠিকমত বণ্টনের ব্যবস্থা হইলে এবারকার ফসল জেলাকে বাঁচাইতে পারে

সাধারণতঃ জলপাইগুড়ী জেলার বৎসরে ৯১ লক্ষ মণ চাউল লাগে। এই বৎসর 'আমন' ফসলের পরিমাণ ৩৩ লক্ষ মণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহার সাথে গত আউসের খন্দ ৬ লক্ষ মণ যোগ দিলে সারা জেলার গোটা বৎসরে খাদ্যের অনটন কোন ক্রমেই আসিতে পারে না। মোট এই পরিমাণ বাদেও এ জেলার কাওন, পায়রা প্রভৃতি খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয় এবং মজুতের পরিমাণও যথেষ্ট আছে।

কিন্তু হুঁসিয়ার!

ফসল পাকা না হইতেই জনগণের এই মুখের খাদ্য কাড়িয়া নিতে স্বার্থান্বেষীরা সক্রিয় হইয়া উঠিতেছে। ইহারা যদি তাহাদের জঘন্য চেষ্টা সফল করিতে পারে তবে তাহার ফল কি হইবে? কৃষকরা আজার লেই ভয়াবহ উপবাস ও ধ্বংসের কবলে গিয়া পড়িবে। দুর্ভিক্ষে ইতিমধ্যেই সহস্র সহস্র লোক মারা গিয়াছে অথচ এই মৃত্যুর কারণ কয়েকজন লোভীর মুনাফা লাভের দুর্নিবার আকাঙ্খা।

কিভাবে ইহারা সাধারণ কৃষককে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে

এই জেলার শতকরা ৬৫ ভাগ 'জমীদার' চাষী। সাধারণতঃ বৎসরের ৫ মাস ইহারা জোতদারদের নিকট হইতে ধার করিয়া চালায়। অবশ্য এ বৎসর কোন কোন জোতদার বিনা সুদে কিম্বা নামমাত্র সুদে ইহাদের ধার দিয়াছে, কিন্তু কেহ কেহ আবার ইহাদের এই অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া চড়া সুদে ধার দিয়াছে। একটা উদাহরণই যথেষ্ট হইবে। একজন কৃষক ১৬৲ টাকায় কোন এক জোতদারের এক মণ ধান নিয়াছে—তাহাকে ফেরৎ দিতে হইবে ৬৪৲ টাকার মূল্যের ধান।

ধান সমেত জমি, বলদ প্রভৃতি বাঁধা দেওয়ার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। ধান সমেত এক বিঘা জমি ১০৲ টাকায় দেওয়ার ব্যাপারও অনেক আছে। গরু বলদ প্রভৃতি আরও ব্যাপকভাবে কৃষকদের হাতছাড়া হইতেছে।

আর একভাবে কৃষকদের কাছ হইতে শক্ত কাড়িয়া নেওয়া হইতেছে। ক্ষুধার জ্বালায় অভাবী কৃষক ধারের জন্য মহাজনের কাছে হাত পাতিতেছে। মহাজন ত খুবই ব্রাহ্মী। ৫০৲ টাকা দিল। কৃষকটিকে তার পরিবর্ত্তে তাহার বিশেষ বিশেষ জমীর ধান ঐ মহাজনকে দিতে হইবে। সুতরাং ধান কাটা হইবার আগেই কৃষকদের হাত হইতে ধান চলিয়া যাইতেছে।

এই দারুণ অভাবের বৎসরেও সময় বুঝিয়া খাজনা ও ট্যাক্সের তাগাদা স্বার্থান্বেষীরা সুরু করিয়া দিয়াছে। জমিদারের পাইকরা ইতিমধ্যেই গ্রামে গ্রামে খাজনা আদায়ের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। আবার কোন কোন ইউনিয়ন বোর্ড ৭ দিনের মধ্যেই 'ট্যাক্স' পরিশোধ করার নোটিশ দিয়াছে। কিছুদিনের মধ্যেই ধান কাটা শেষ হইবে। তখন কৃষকরা টাকা দিতে পারে—কিন্তু আজ ৭ দিনের ভিতরই 'ট্যাক্স' শোধ করিয়া দিতে হইবে এ নোটিশের অর্থ কি?

ধান সমেত জমি বিক্রয়ের একটি দৃষ্টান্ত

আগেই বলা হইয়াছে, জেলার সর্ব্বত্রই নামমাত্র মূল্যে ধান সমেত জমি বিক্রয়ের খবর পাওয়া যাইতেছে। কি দুরবস্থায় পড়িয়া কৃষকেরা এই কাজ করিতেছে একটি উদাহরণই ইহাকে ভালভাবে লোকের চোখে ধরিতে পারিবে। ১৫ বিঘা জমি। ফসল হইয়াছে যথেষ্ট। সাধারণতঃ ফসল সমেত ইহার মূল্য ২০০০৲ টাকা। আজ ১৫০৲ টাকায় ইহা বিক্রি হইতেছে।

অভাবের তাড়নায় মানুষকে অমানুষ করিতেছে

স্ত্রী ও ছোট ছেলে মেয়ে বিক্রীর দৃষ্টান্ত ত আছেই, কিন্তু বয়স্ক ছেলে এবং ভাইকেও বিক্রয় করা হইতেছে। অথচ ইহারা সবাই মিলিয়াই পরিবারের কাজ কর্ম্ম করে, ধান বোনে, কাটে, ও চাউল বানায়। ইহারা এমনিভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার অর্থই শস্য উৎপাদন ও তাহাকে ঘরে আনার কাজ ব্যাহত হইবে, লোকের উপবাসের পথ পরিষ্কার হইবে।

ইহা বন্ধ করিতেই হইবে

ধ্বংসের মুখ হইতে আজ এই কৃষকশ্রেণীকে রক্ষা করিতে হইবে। যাহারা হল চাতুরী ও অভাবের সুযোগ নিয়া ইহাদের জমিজমা হস্তগত করিয়াছে, ফসল কাড়িয়া নিয়াছে, তাহাদের সেই দেওয়ার অধিকার বাতিল করিয়া দিতে হইবে। কৃষকদের আবার তাহাদের জমিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করিতে হইলে তাহাদের কৃষির সাজসরঞ্জাম বা তাহা কিনিবার জন্য কৃষিঋণ দিতে হইবে। অবিলম্বে ইহা না করিলে এই সব কৃষকদের ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচান সম্ভব হইবে না। ইতিমধ্যেই জেলা কৃষক সমিতি এই কাজে আগাইয়া আসিয়াছে। সমস্ত বিষয় পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করিয়া ও তাহার প্রতীকার চাহিয়া একটি 'মেমোরেণ্ডাম' স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ও মন্ত্রীমণ্ডলীকে দেওয়ার উদ্যোগ সুরু হইয়াছে। তাহা ছাড়া জেলার জমিদার, জোতদার, মহাজন ও কৃষকদের কাছে এক আবেদন করার আয়োজন হইতেছে, যাহাতে এই ভয়াবহ অবস্থার হাত হইতে জেলাকে বাঁচাইতে সবাই আগাইয়া আসে এবং মিলিত হইয়া এইসব সমস্যার মীমাংসা করে। এদিকে 'জলপাইগুড়ী ফুড কমিটি'ও ৭ই ডিসেম্বর তারিখে এক সম্মেলনে এই সব সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া যাহাতে ইহার সমাধান হয় তাহার চেষ্টা করিবে বলিয়া প্রস্তাব নিয়াছে।

কৃষকদের ধ্বংস হইতে বাঁচাও

রংপুরের বড়তিটা ইউনিয়নে প্রায় ১০,০০০ লোকের বাস। ইহারা অধিকাংশই দরিদ্র কৃষক—শতকরা ৯০জন লোক অনাহারে, অর্দ্ধাহারে মৃত-প্রায়। ক্ষুধার জ্বালায় কৃষকরা হালের বলদ, ক্ষেতের ধান ও জমিজমা বিক্রী করিয়া নিঃস্ব হইয়াছে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে, জমি-জমায় ইহারা পুনঃ প্রতিষ্ঠ না হইলে, ইহাদের আর বাঁচিবার পথ নাই।

কয়েকমাস পূর্ব্বে এই এলাকায় কৃষকরা ফসল বাড়াইবার দিকে যথেষ্ট নজর দেয়, ফলে বড়তিটা ইউনিয়নে শস্য হইয়াছে যথেষ্ট। কিন্তু আজ এই ফসল কৃষকের ভোগে না আসিয়া মহাজন মজুত-দারের গোলায় উঠিবার অপেক্ষা করিতেছে। কারণ ধান অগ্রিম দাদনে বিক্রী হইয়াছে, কতক জমি সমেত।

এই অবস্থাকে রুখিতে কমিটিসহ কর্ম্মীরা স্থানীয় লোকদের সাথে একযোগে স্লোগান প্রচারে বাহির হয়। ২রা নবেম্বর হাটের প্রাঙ্গণে ৪০০ লোকের এক জনসভা বসে। স্থানীয় জোতদার, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, জমিদার কাছারীর নায়েব, তালুকদার, স্থানীয় লীগ নেতা জাহেরুদ্দিন চৌধুরী প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সভায় কমরেড বসু চক্রবর্ত্তী সমবায় ভাণ্ডার খোলা এবং অগ্রিমদাদন বাতিল করিয়া টাকা ফেরত লওয়ার জন্য আবেদন জানান। সকলে একবাক্যে দাদনের ধানের বদলে টাকা নিতে ও সমবায় ভাণ্ডার খুলিতে প্রতিশ্রুতি দেন।

মালিকের আঘাত রোখো।
ঢাকার সূতাকল মজুরের অবস্থা

গত ১৮ই তারিখ হইতে ঢাকার ঢাকেশ্বরী ও চিত্তরঞ্জন কটন মিলের মালিকেরা এই মিলগুলি ১৫ দিনের জন্য বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বাংলার মজুতদারেরা আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির সুযোগে বাংলাকে না খাওয়াইয়া মারিতেছে—ইহার উপর শীতের দিনে যাহাতে এই নিরন্ন রোগগ্রস্তরা একটুকরা আচ্ছাদনও না পায় তাহারই হিংস্র পরিকল্পনা আজ ঢাকার মিল-মালিকদের মাথায়। যে মুনাফাখোরদের একদল বাংলার লক্ষ লক্ষ নরনারীকে খাদ্যের বদলে গাছপালা খাইতে বাধ্য করিয়াছে—তাহাদেরই আর একাংশ আজ ঐসব আশ্রয়হীন, খাদ্যহীন নরনারীকে উলঙ্গ করিয়া বাংলার গ্রামাঞ্চলকে বস্ত্র মানুষের নিবাস বানাইতে চায়।

ঢাকায় ৬টী কাপড়ের কল আছে। ইহার টাকুর সংখ্যা ৭৫,০০০, তাঁত ১৭০০ এর উপর। ইহাতে ৯০০০ হাজার শ্রমিক কাজ করে এবং দৈনিক ৪লক্ষ গজ কাপড় তৈয়ারী করে। ইহার মধ্যে ঢাকেশ্বরী ও চিত্তরঞ্জন মিলে প্রায় ৮ হাজার শ্রমিক কাজ করে। কাজেই এই দুটী মিল বন্ধ করা মানে—ঢাকার বস্ত্রশিল্পের প্রায় নব্বই ভাগ শ্রমিককে বেকার করা, ১৫দিনে ৬০লক্ষ গজ কাপড় হইতে দেশের লোককে বঞ্চিত করা।

উৎপাদনের উপর মালিকের আঘাত

অথচ এই সকল শ্রমিক তাহাদের ইউনিয়নের পরিচালনায় উৎপাদন বাড়াইয়া দেশের লোককে সস্তায় কাপড় দিবার সুযোগ করিয়া দিতেছিল। কিছুদিন আগে ঢাকেশ্বরী মিলের দুইটী স্বদেশপ্রেমিক শ্রমিকের কথা আমরা জনযুদ্ধে লিখিয়াছি। ইহারা এক অভিনব কৌশল আবিষ্কার করেন যাহার ফলে শ্রমিকের সংখ্যা বা কাজের সময় না বাড়াইয়া সমস্ত মিলের উৎপাদন শতকরা ১৫ হইতে ২৫ ভাগ বাড়িয়া যায়। সমস্ত বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের কাছে ইহা আদর্শস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু মালিকেরা ইহা চায় না। অল্প উৎপাদনেই যেখানে চারিগুণ লাভ করা চলে—সেখানে বেশী উৎপাদন করিয়া সস্তায় মাল বেচিয়া কি লাভ? মুনাফাখোরদের হিসাব এমনই। তাই তাহারা কৌশল খুঁজিতে লাগিল—কি করিয়া শ্রমিকদের উৎপাদননীতি বন্ধ করা যায়।

সুযোগও মিলিয়া গেল। ঐ অঞ্চলে ব্যাপক ম্যালেরিয়া সুরু হইল। কুইনিন্ নাই, মিল হইতে চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই—ফলে মধুমেহের শতকরা ৬০ভাগ এই ব্যারামে আক্রান্ত হইল। মিলে লোকাভাব হইতে লাগিল। উৎপাদন শতকরা ৩০ ভাগ কমিয়া গেল। চিত্তরঞ্জন কটন মিল ও লক্ষ্মী মিল এক সিল্ক কাজ এই সুযোগে বন্ধ করিল। শ্রমিকদিগকে ঔষধ পথ্য দিয়া সুস্থ করিবার ব্যবস্থা ত দূরের কথা—মালিকেরা হুকুমজারী করিল যে যাহারা কাজে অনুপস্থিত থাকিবে—তাহাদের কম দরে পরিমাণমত চাউল দেওয়া হইবে না। "রোগীদের ঔষধ দিও না—পথ্য না দিয়া মার", "যাহারা অসুস্থ—কাজের সিল্ক বন্ধ করিয়া তাহাদের তাড়াও"—ইহাই হইল মালিকদের ধ্বংসমূলক নীতি।

ইউনিয়ন হাসপাতাল খুলিল

দেশভক্ত শ্রমিকেরা ইহার বিরুদ্ধে ইউনিয়নের চেষ্টায় প্রত্যেকটী মিলে একটি করিয়া অস্থায়ী হাসপাতাল খোলে। এই হাসপাতালে সেবা করে জন্মী মজুরেরা—ঔষধের জন্য ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটী ৩০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছে। আশে পাশের শ্রমিক গ্রামগুলির লোকেরা এই হাসপাতালে রুগী পাঠাইল—এই হাসপাতালের উপর তাহাদের বিশ্বাস অগাধ। কিন্তু কুইনাইন পাওয়া যায় না—গত তিনমাসে অনাহারে ও রোগে একটীমাত্র গ্রামেই ৭০০ লোক মারা গিয়াছে। মিলের লোকাভাব—আমন ধান কাটিবার লোকাভাব। এই দারুণ অবস্থার মধ্যে শ্রমিকেরা মিল চালু রাখিবার সংগ্রাম করিতেছিল।

কয়লার অভাব মালিককে সুযোগ দিল

ইহার উপর আসিল কয়লাভাব। কয়লার চালান সময়মত আসে না—ঘণ্টার পর ঘণ্টা মিল বন্ধ থাকিতে লাগিল। এই দুই সংকটের মাঝখানে যখন ইউনিয়নের নেতৃত্বে শ্রমিকরা প্রকৃত দেশভক্তের মত মিল চালু রাখিবার সংগ্রাম করিতেছিল তখন এই পূর্ব্বোক্ত দুইটী মিল বন্ধ হইয়া গেল।

এইবার মালিকদের দালালরা প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিতেছে "ছুটি মিলিয়াছে তো এখন বেতন আর বোনাস দাবী কর—তাই লইয়া বাড়ী যাও—আরাম কর!" শ্রমিকেরা লেবার অফিসারের কাছে গিয়া মালিকদের এই কৌশলের কথা জানায়। কিন্তু তিনি পাকা আমলা। তিনি বলিলেন, জুটের বড় বড় মালিকেরাই কয়লা পায় না—এখানে কয়লা আসা সে অনেক দূরের ব্যাপার। আর তোমরা উৎপাদন বাড়ানোর কথা কি বলিতেছ; সে তো মালিকেরাই বোঝে ভাল। তাহারা কেন ইচ্ছা করিয়া মিল বন্ধ করিবে—তোমরা এই সমস্ত পাকামো বন্ধ কর বরং দাবীদাওয়ার কথা বল তাহাই শুনিব।" এইভাবে আমলাতন্ত্রের অবহেলায় আজ মিল মালিকদের কৌশল সাফল্যলাভ করিতেছে।

যুক্ত উৎপাদন কমিটি হইতে না দেওয়ার মতলব

এখনি মিল বন্ধ করিবার পিছনে মালিকদের আরো একটি মতলব আছে। সম্প্রতি নূতন ডাইরেক্টর বোর্ড নির্ব্বাচিত হইবে। বর্ত্তমান ম্যানেজিং ডাইরেক্টরগণ চাহে না যে শ্রমিকরা মিলের সাধারণ দেশভক্ত অংশীদারকে যুক্ত উৎপাদন কমিটি ও উৎপাদন বাড়াইবার নীতিতে প্রভাবান্বিত করিতে পারে। তাই তাহারা শ্রমিকদের সঙ্গে সাধারণ অংশীদারদের এই সংযোগ বন্ধ করিয়া দিতে চায়।

তাই আজ শ্রমিকের মিল চালু রাখিবার লড়াই—ঢাকেশ্বরী মিলের সাধারণ অংশীদারদের দেশপ্রেমের কাছে আহ্বান। তাহাদের ও শ্রমিকের মিলিত সহযোগিতাই কেবল আজ ঐ মিল দুটিকে চালু করিতে পারে, কয়লা যোগাড় করিতে পারে ও ঔষধ ও পথ্যের সাহায্যে দেশপ্রেমিক শ্রমিকদের সবল করিতে পারে।—সারা বাংলা দেশের বস্ত্রহীন নরনারী আজ তাহাদের কাছে প্রত্যাশা করে।

ঢাল কল-ওয়ালারা আরো লাভ করিতে চায়!

বাংলা সরকার চাউলের মূল্য আরো কমাইয়া ১৫।৴৭ মিলের দর বাঁধিয়া দেওয়ায় কলওয়ালাদের তরফ হইতে আপত্তি উঠিয়াছে। ই'হাদের বক্তব্য সংক্ষেপে এই যে, ধানের দর ৯॥০ টাকা বাঁধিয়া দেওয়ায় উপরোক্ত দরে চাউল বিক্রয় করিয়া ই'হাদের মণকরা মাত্র এক টাকা লাভ থাকিবে এবং উহাতে তাঁহাদের পোষাইবে না। অর্থাৎ ধানের দর আরো কমাইয়া অথবা চাউলের দর বাড়াইয়া দেশবাসীকে আরো কিছুদিন দোহন করিবার পথ প্রশস্ত রাখা হউক। স্বাভাবিক অবস্থায় চাউলের দর যখন চার-পাঁচ টাকা ছিল, তখন কোন কলওয়ালা ধান ভানিয়া মণকরা চারি আনার বেশী অর্জ্জন করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। বর্ত্তমানে মিলের ব্যয় কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু উহা চারগুণ বাড়ে নাই নিশ্চিত। (প্রবাসী—অগ্রহায়ণ সংখ্যা)

ঢাকা রিলিফ কমিটির
বিরাট সাফল্য
সহরবাসীর মধ্যে খাদ্য বিলি

ঢাকার নিদারুণ দুর্দ্দশার কাহিনী গত সংখ্যার জনযুদ্ধে বাহির হইয়াছে। এই দুর্দ্দশা কল্পিকাতা অপেক্ষা বেশীই হইবে। তবু তাহার কালো ছায়ায় আজও যে আশার আলো বাহির হইয়াছে তাহা হইতে সকলেরই শিখিবার আছে।

ঢাকা সহরে তিন লাখ লোক বাস করে। কিন্তু ইহার জন্য পঞ্চাশ রকমের রিলিফ কমিটি খাড়া না করিয়া জনগণ একটি রিলিফ কমিটিকেই শক্তিশালী করিয়াছে। এই কমিটির কেন্দ্রীয় পরিষদে সমস্ত দলের প্রতিনিধি রহিয়াছেন এবং সরকার পক্ষের প্রতিনিধি হিসাবে জেলা জজ মিঃ জে দে সভাপতি আছেন। কিন্তু এই কমিটির প্রকৃত শক্তি হইল ইহার ৯২টি মহল্লা কমিটি ও তাহাদের স্বেচ্ছাসেবকদল। এই সকল মহল্লা কমিটি প্রতি মহল্লার জনগণের নির্ব্বাচিত লোক। এই সকল কমিটির সভ্য ও স্বেচ্ছাসেবকদের রাত্রিদিন পরিশ্রমে মহল্লাগুলি নিদারুণ দুর্দ্দশার মধ্যে ভরসা পায়।

এই কমিটির পরিচালনায় ১৫টি লঙ্গরখানায় প্রতিদিন ৫০০০ হাজার লোক বিনা পয়সায় এবং ৪০টি সস্তা ক্যান্টিনে এক আনা পয়সা দিয়া ৮০০০ হাজার লোক খাদ্য পায়। কিন্তু এই কমিটির সর্ব্বাপেক্ষা বড় সাফল্য—সহরের প্রত্যেক ঘরে চাল ডাল বিলির ব্যবস্থা। পূর্ব্বোক্ত ৯২টি মহল্লা কমিটির মারফতে প্রত্যেকটি পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সম্ভব। কমিটি তাহাই করিয়াছে। কলিকাতার আগে হইল না অথচ ঢাকার ঐ কমিটি এক সপ্তাহে এ, আর, পি লোকদের সাহায্যে সমস্ত সহরের লোকসংখ্যা গণনা করিয়াছে। ইহার ভিত্তিতে এবং জনগণের সর্ব্বাঙ্গীন একতার জোরে এই কমিটি সরকারের কাছে দাবী করে যে ঢাকা শহরের জন্য সরকারের যত চাল মজুত আছে তাহা এই কমিটির হাতে দিতে হইবে। এই দাবী সরকার মানিতে বাধ্য হইয়াছে। গত সপ্তেম্বর মাস হইতে সরকার ঢাকার জন্য যত অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্য আনিয়াছে—তাহা এই কমিটির হাতে আগাম দিতে বাধ্য হইতেছে। কমিটি সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া জিনিষের দাম ঠিক করিয়াছে—প্রতি পরিবারে মাথাপিছু কত দিতে হইবে তাহা স্থির করিয়াছে এবং মাল পাইবার ২।১ দিনের মধ্যে সকলকে বিলিব্যবস্থা করিয়া সরকারের দাম মিটাইয়া দিতেছে। সরকারী সরবরাহের পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য—কিন্তু সেই পরিমাণও ক্রমে ক্রমে বাড়িয়াছে। ঢাকায় যত খাবার যাইবে ততই যে তাহা বাড়িবে তাহা সুনিশ্চিত।

এখানে কন্‌ট্রোলের দোকানের কেলেঙ্কারী নাই তাই তাহার পিছনের দরজার পথে সরকারী সরবরাহের অর্দ্ধেক মাল চোরাবাজারে উধাও হইবার সুযোগ নাই। পরিশ্রম ও সততার সঙ্গে সরকারী আমলাদের জনসংখ্যার হিসাবের অজিনষ এখানে চলে না। দোকান ও দোকানী খুঁজিয়া বেড়াইবার কারসাজী এখানে ব্যর্থ। ঢাকার ঐক্যবদ্ধ জনগণ আজ কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটির মারফতে এমনি অস্ত্র তৈয়ারী করিয়াছেন যাহা অকর্ম্মণ্য সরকারী আমলাদের কল্পনার বাইরে, যাহা অতিলোভী দোকানদারদের বিভীষিকা। তাই এই কমিটিকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা সরকারের নাই। ব্যবসায়ীরা ইহাকে ভাঙ্গিতে পারে না, দলগত বা সম্প্রদায়গত স্বার্থ ইহার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে গিয়া পরাজয় মানিয়াছে। গত তিন মাসের নিদারুণ দুর্দ্দশার মধ্যে ঢাকা রিলিফ কমিটির এই কাজ দেশভক্তদের কাছে আদর্শস্বরূপ।

উৎপাদনের লড়াইয়ে
দোমহানীর রেলওয়ে শ্রমিক

বুনো ড্রাইভার কমরেড ছিজু। যৌবনের বুকের ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে সে চালিয়েছে ইঞ্জিন। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে তার দৃষ্টিশক্তি এ'ল ক্ষীণ হয়ে—ঐ কালো বুনো জানোয়ারের মত ইঞ্জিন ও আর-ধরে রাখতে পারে না। তাই চলে আসতে হল ডেডে টিণ্ডেলের কাছে। উৎসাহ বিমিয়ে যায়—ঐ জানোয়ার গুলোকে ও যে পোষ মানিয়েছিল। মায়া কি সহজে ছাড়া যায়।

এমনি সময় এল পার্টির পয়দাবার বাড়াবার নীতি। অভিজ্ঞ মজুর ছিজু গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো। একদিন খবর এল ইঞ্জিনের জন্য মিহি বালু তৈরী নেই, কাল সকালে ইঞ্জিন বেরুতে দেরী হবে। কাজটা অবশ্য ছিজুর নয়। কিন্তু হলে কি হবে? সকালবেলার পুঁটপুটে বাচ্চা ড্রাইভারগুলি বালু না পেলে কেলল হল্লাই করতে জানে। কি জানে ওরা ইঞ্জিনের? থাকতো যদি চোখ তাহলে দেখিয়ে দিত ছিজু কেমন করে ইঞ্জিন চালাতে হয়। নাঃ, ও নিজেই বসে গেল চালুনী নিয়ে বালু সাফ করতে।.....সকাল বেলায় ড্রাইভারগুলি যখাসময়ে বিড়ি টানতে টানতে আর শীষ দিতে দিতে ডেডে বেরিয়ে যায় রিলে। বুড়ো ছিজুর বুকের মধ্যে পুরাণো স্মৃতির আনন্দ ও বেদনা যেন এক সঙ্গে মোচড় দিয়ে ওঠে।...আর একদিন খবর এল সিগনালিং এর দোষে দুটো ওয়াগান বে-লাইন হয়েছে। এখনি রিলিফ ট্রেন পাঠানো দরকার। সেডে ইঞ্জিন নেই। এইমাত্র যেটা এসেছে—তার কুয়ানার জন্য যেতে চলে গেছে। তাদের জন্য অপেক্ষা করতে গেলে রিলিফ ট্রেন যেতে অনেক দেরী হবে। "নাঃ, এই ছোড়া গুলোকে নিয়ে আর পারা যায় না—চোখ বুজে সিগনাল টানবে আর চোখ খুলে খেতে দৌড়বে। বয়স আছে তাই গায়ের জোর দেখায়—একটু যদি বুদ্ধি থাকতো!" ছিজু মনে মনে গাল পাড়ে কিন্তু তখনি সেড ফ্যারারম্যানের ও ফিটারকে টেনে নিয়ে যায় ইঞ্জিনের পাশে। ফ্যারার ফিনিং থেকে ওয়াটারিং পর্য্যন্ত ঝটপটে সেরে নেয়। খেয়ে দেয়ে কুয়ানারা হল্লা করতে করতে হাজির—ঘর্ম্মাক্ত ছিজু ইঞ্জিনের পিঠ চাপড়িয়ে দিয়ে হাঁক দেয়" বা ছোঁড়ারা 'হুসিয়ার হয়ে চালাস্!" এইবার ছিজু হয়তো বিশ্রাম নেবে। কি বা আর করার আছে? কিন্তু তার তেল চিটচিটে জামার ভেতরের পকেট থেকে বেরিয়ে আসে একখানা সযত্নে ভাঁজ করা "জনযুদ্ধ"। ছিজু পড়তে জানে না—তাই রাগে বিড় বিড় করতে ছোটে আর কতগুলি আলসে ছোকরাদের কাছে—"নে পড়—পড়ে শোনা দেশশত্রু সবাই তোদের মত আলসে হয়ে আছে কি না।"

বাহাদুর সোনেলাল

কমরেড সোনেলাল দোমহানী সেডের একজন ফিটার। তাহার বাবা ও দুই ভাই রেল-শ্রমিক। সোনেলালের তাই গর্ব্ব যে তার সমস্ত পরিবারই রেলের শ্রমিক।—মজুরের ছেলে সোনেলাল—উৎপাদন বাড়ানোর নীতি সহজেই বোঝে। অনেক দিন জোগজোগের পর সোনেলাল কাজে যোগ দিয়ে দেখলো—অনেকগুলি ইঞ্জিন সেডে পড়ে রয়েছে অকেজো হয়ে। সোনেলাল জানে এর অর্থ দেশের লোকের কাছে খাবার পৌঁছিতে দেরী, যাত্রীদের চলাচলের অসুবিধা—যারা আসাম সীমান্ত রক্ষা করছে তারা অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ পাবে না। সোনেলাল কাজে লেগে গেল। ৪ঠা নবেম্বর সেডে দুইটী ইঞ্জিন পড়ে রয়েছে এদের সারতে স্বাভাবিকভাবে ছয়দিন লাগতো—সোনেলাল একদিনেই সেরে দিল। ৫ই নবেম্বর—আর দুইটী ইঞ্জিন—সারতে লাগবে চারদিন। সোনেলাল তাদেরও একদিনে চালু করে দিল। পরের দিন দেখলো ১৮৮ নং ইঞ্জিন পঞ্চমবাহিনীর মত ডবল কয়লা খাচ্ছে। পরীক্ষা করে দেখা গেল—ব্লাইড ভালবের এসবেনটস্ প্যাকিং নাই। এসবেসটস্ ফাইবার সহজে মেলেই বা কোথায়? কিন্তু তখনই সোনেলালের মনে এল জুট ফাইবারের কথা—তাই দিয়ে প্যাক করে সে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য অনেক কয়লা বাঁচিয়ে দিল। "সোনেলাল তুমি এখনো শরীরে বল পাও নি এত খাটো কেন?" সোনেলাল মজুরের ছেলে রুশিয়ার রণক্ষেত্রে যারা লড়ছে তাদের স্বগোত্র। সে সহজেই দেখিয়ে দেয় পায়ের নীচে তার দেশের মাটি—বুকে তার শ্রমিকের রক্ত স্পন্দন আর চোখের সামনে রুশ ভাইদের অক্লান্ত মুক্তি যুদ্ধ। সোনেলাল ৭ই নভেম্বর রুশ বিপ্লবের দিনে নিশ্চয় শুনেছে রুশশ্রমিকের কীয়েভ দখলের সংবাদ।

যুদ্ধের গতি

গোমেল লালফৌজের হাতে

কমরেড ষ্টালিন ২৬শে নভেম্বর ঘোষণা করিয়াছেন—গোমেল লালফৌজের দখলে। গোমেলের চারিপাশে যে ফাঁদ লালফৌজ তৈয়ারী করিয়াছিল—তাহা এড়াইতে গিয়া সহস্র সহস্র জার্ম্মান সৈন্য নীপার নদীতে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। গোমেল অধিকারের ফলে মধ্য বৃষাঞ্চলে যে সকল হিটলারী সৈন্য আছে তাহাদের সহিত উক্রেনে অবস্থিত জার্ম্মান সৈন্যদের সম্পর্ক শেষ হইয়া এইবার তাহারা লাল ফৌজের সাঁড়াশীর চাপে এসে একে শেষ হইবে। গোমেল গোলাঞ্চলের রাস্তায় দুইটী গুরুত্বপূর্ণ রেলপথের কেন্দ্র। একটী পথ পশ্চিমে ব্রেস্টলিটভস্কে গিয়াছে—অপরটী উত্তর পশ্চিমে মিন্‌স্ক ও ভিলনার পথে জিথুয়ানিয়াঃ পৌঁছিয়াছে। এবং সামান্য কয়েক মাইলের মধ্যে লেনিনগ্রাদ ওডেসা রেল লাইনঃ ছিল সমস্ত জার্ম্মান সৈন্যবাহিনীর শীতের সম্বল। কিন্তু ওভরুশ, কোরোটেন ও গোমেল পতনের পর এই সম্বল টুকরা টুকরা হইয়া যাইতেছে। গোমেল দখলের সংবাদ আসিবার পিছনে পিছনেই খবর আসিয়াছে যে গোমেলের উত্তর পশ্চিমে প্রায় ২৫ মাইল দূরে মগিলেভ ও গোমেলের মধ্য পথে ঝলোভিনের নহরের ১৪ মাইলের মধ্যে লালফৌজ পৌঁছিয়া গিয়াছে। প্রিপেট জলাভূমির বরফের মত জল এবং বিল ও খালের ঝোপে ঝাপে লুকাইয়া গেরিলার শত্রু মৃত্যু ফাঁদ—ইহারই দিকে লালফৌজ জার্ম্মান সৈন্যদের তাড়াইয়া লইয়াছে।

জিটোমির ত্যাগ

গোমেল দখলের আগে লালফৌজ ছয়দিন জিটোমির দখলে রাখিবার পর ছাড়িয়া আসে। লালফৌজের শীত অভিযানের পথে ইহাই প্রথম পিছু হটিয়া আসা। এই ব্যাপারে হিটলারের বন্ধুরা অনেকেই কানাকানি করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে জার্ম্মান সৈন্যদের কোন সুরাহাই হয় নাই। গোমেল হইতে কুফসানর পর্য্যন্ত লেনিনগ্রাদ-ওডেসা লাইনের উপর লালফৌজের প্রবল প্রতাপ হইতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই, ফাইভে লালফৌজ পর্ব্বতের মত দাঁড়াইয়া আছে। ওপথে জার্ম্মান-সৈন্য বা রসদ কিছুই নীপারের বাঁকে বা কীয়েভের বাঁকে আসিতে পারিবে না। প্রাভদার সংবাদদাতা তাই জানাইয়াছেন যে জিটোমিরের পূর্ব্বে লালফৌজ ষ্টালিনগ্রাদের সংকল লইয়া লড়িতেছে। জিটোমির, জিত্তরয়র ও নিকোপলে জার্ম্মানরা যে আত্মরক্ষা ব্যূহ রচনা করিয়াছে তাহা চূর্ণ করিয়া বাগ, নিকাইলেভ ও ওডেসার দিকে লাল ফৌজ আগাইয়া চলিবে।

ভিসি মন্ত্রীদের পতন

লালফৌজের বিজয় অভিযান ফরাসীর বিপ্লবী শক্তিগুলিকে উৎসাহিত করিতেছে। উত্তর আফ্রিকার ফরাসী সৈন্য ও নৌবাহিনীর মধ্যে যে সকল ফাশিষ্টপন্থী অফিসার ছিল তাহাদের ১৫ জনকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। জিরোর আপত্তি শোনা হয় নাই। ফরাসী মুক্তি সংসদ হইতে দুইটী ভিসি পন্থী সেনানায়ক জেনারেল জর্জ্জেন ও লে জেফিল তাঁহা বিদায় লইয়াছে। এখন কেবল জিরোর মনোনীত একজন রহিল। ট্রাইন্‌স অব ইণ্ডিয়া'র সংবাদদাতা লিখিতেছে যে ফরাসীর ভিতর প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতাদের চাপেই এই পরিবর্ত্তন হইল। এই সকল নেতারা সম্প্রতি আলজিয়ার্সে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা জানাইয়াছেন যে জিরোর কমিটিনিষ্ট বিরোধী মনোভাব ফরাসীতে ফরাসী মুক্তি সংসদের সম্মান ক্ষুণ্ণ করিতেছে। এইগুলি ফরাসী জনগণের চাপে ফরাসী মুক্তি সংসদ হইতে প্রতিক্রিয়াশীলরা বিতাড়িত হইতেছে এবং ইংরাজ ও মার্কিন সরকার ফরাসী মুক্তি সংসদে পূর্ণ ক্ষমতাশালী রাজনুত পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছে।

ফরাসী ও লেবানন

ফরাসী জনগণের এই চাপেই লেবাননের গোলমাল মিটিয়া গেল। হেলুকে সরাইয়া জেনারেল কাত্রো লেবাননের স্বাতীয় নেতাদের মুক্তি দিয়াছেন। এই ব্যাপারের মধ্যে রহিয়াছে ফ্রান্সের জনগণের সঙ্গে, ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীলদের লড়াই। বৃটিশ ও আমেরিকার প্রতিক্রিয়াশীলরা এই ব্যাপারকে উপলক্ষ করিয়া নিজেদের মাহাত্ম কীর্ত্তন করিতে, ফরাসী জনগণকে দুনিয়ার চোখে হেয় করিতে এবং লেবণবাসীর হৃদয়ক্ষেপের নামে নিজের সুবিধা করিতেই চায়। যে বৃটিশ মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য মাথা ব্যথা করিতে রাজী নয়, তারাই লেবাননের স্বাধীনতার জন্য এত দরদী হইল!

প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের দুরবস্থা

সলোমন দ্বীপ পুঞ্জের উত্তর পূর্ব্বে গিলবার্ট দ্বীপ পুঞ্জে আমেরিকার নৌ-সৈন্যেরা চমৎকার লড়াই করিতেছে। মাকিন ও তারাওয়া দ্বীপ দখল হইয়াছে। ওদিকে নিউগিনিতে সাটেলবার্গও দখল হইয়াছে। জাপানী নৌ-বাহিনী এখন ফিলিপাইন, ওয়েই ইই ইণ্ডিজ, সলোমন ও অন্যান্য অধিকৃত দ্বীপগুলির মাঝে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। মাকিন ও অষ্ট্রেলিয়ানবাহিনীর মারের চোট তাহারা সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাই চোলো আর আঁতকাইয়া উঠিয়াছে। জাপানী পার্লামেণ্টের যে অতিরিক্ত বৈঠক হইয়াছে তাহার ফলাফল সম্পর্কে বিখ্যাত সোভিয়েট সংবাদ পত্র "যুদ্ধ ও শ্রমিক শ্রেণী" মন্তব্য করিয়াছে যে প্রশান্ত মহাসাগরে আক্রমনোদ্যোগ আজ জাপানের হাত হইতে আমেরিকার হাতে গিয়াছে এবং জাপানের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থাও গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে।

সোভিয়েট উজবেকিস্থান

উজবেক সোভিয়েট সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক বা উজবেকিস্থানের মোট আয়তন ৪ লক্ষ ১৮ হাজার বর্গ কিলোমিটার। এই অঞ্চলের জনসংখ্যা ৬২ লক্ষ ৭৮ হাজার। উজবেকিস্থানের রাজধানীর নাম তাসখেন্ট, এখানে ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার লোকের বাস। এই গগতস্র সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত এবং আফগানিস্থানের সহিত উহার সীমান্ত আসিয়া মিশিয়াছে। তিয়েনশান ও পামীর পর্ব্বতমালার পাদদেশ ও ঢালু অঞ্চলে এবং রক্তবর্ণ বালুকাময় কিজিল কুমের মরুভূমিপ্রায় বিস্তীর্ণ সমতলভূমি ব্যাপিয়া এই বিরাট দেশ অবস্থিত। এখানে খুব বড় বড় গোচারণভূমি আছে এবং প্রচুর কয়লা, তৈল, গন্ধক, তাম্র, নিকেল ও ফস্ফোরাইট পাওয়া যায়।

উজবেকিস্থান চিরদিন তুলা উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ, কিন্তু জারদের আমলে চাষীদের অবস্থা ছিল নিতান্ত শোচনীয় এবং একদিকে যেমন তাহাদের চাষের জমি ছিল ক্ষুদ্র, অপর দিকে তেমনই তুমির খাজনা ছিল খুব বেশী এবং জল ব্যবহারেরও জন্য যথেষ্ট অর্থ গভর্ণমেণ্টকে দিতে হইত।

দেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল নিতান্ত নগণ্য এবং যে গুলি ছিল সেগুলিতেও রুশিয়ান ভাষার মারফতই শিক্ষা দেওয়া হইত। উজবেক জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল মাত্র শতকরা ২ কি ৩ ভাগ। নারীদের জীবনযাত্রা অতিবাহিত হইত নির্জ্জনতায়, বাল্যকালেই তাহাদের বিবাহ হইয়া যাইত এবং পাত্রী ক্রয় বিক্রয়ের প্রথাও ছিল।

১৯২৪ সালেই সর্ব্বপ্রথম উজবেকরা নিজেদের ইচ্ছামত রাষ্ট্র গঠনের অধিকার লাভ করে। এই সময়েই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গ হিসাবে উজবেক সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক গঠিত হয়। সোভিয়েট শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সঙ্গেই উজবেকদের জাতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন দেখা দিল।

উজবেকিস্থানে সেচ-ব্যবস্থার সাহায্যে কৃষি কার্য্য পরিচালনের বর্ত্তমানে যে ব্যাপক ব্যবস্থা হইয়াছে, সোভিয়েট ইউনিয়নের আরও কোনও রাষ্ট্রে সেরূপ নাই। ১৯৩৮ সালে চাষযোগ্য ২৮ লক্ষ হেকটেয়ার ভূমির মধ্যে ১৫ লক্ষ হেক্‌টারে সেচকার্য্যের ব্যবস্থা ছিল। তারপর হইতে সেচ ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার হইয়া চলিয়াছে। ১৯৪০ সালে ২৭০ কিলোমীটার দীর্ঘ ফারসানা খাল খনন করা হয়। এই খাল দ্বারা ৫ লক্ষ হেক্‌টার তুমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সির-দরিয়া নদী হইতে ফারসানা খালে জল প্রবাহিত হয়।

সোভিয়েট ইউনিয়নের উৎপন্ন তুলার শতকরা ৬০ ভাগই উজবেকিস্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে তুলা চাষের জমির মোট পরিমাণ হইতেছে ১০ লক্ষ হেক্‌টার এবং ১৯৩৮ সালে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ছিল ১৪ লক্ষ টন।

তুলা ছাড়া এই সকল সেচ জমিতে চাউল, তৈলশস্য, শর্করা উৎপাদক বীট, আঙ্গুর প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সকল জমিতে সেচকার্য্যের ব্যবস্থা নাই, তথায় গম ও বার্লি উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিপ্লব-পূর্ব্ব যুগের পুরানো চাষের যন্ত্রপাতির স্থলে এখন এখানে ব্যবহার করা হয় ট্রাক্টর (বয়ু-লাঙ্গল) এবং ফসল কাটার স্বয়ং-চালিত যন্ত্র। বর্ত্তমানে উজবেকিস্থানে শস্য ও তুলা চাষে বিশ সহস্রাধিক ট্রাক্টর এবং ১৫ শতাধিক ফসল কাটার স্বয়ং চালিত যন্ত্র ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

উজবেকিস্থানের শিল্পও সমান তালেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তুলা পেঁজা এবং বস্ত্র ও রেশম উৎপাদনের শিল্পই এখানে প্রধান। এখানে প্রচুর পরিমাণ তুলা বীজ, উদ্ভিজ্জ তৈল, টিনে-করা ফল, তরিতরকারী ও মদ উৎপন্ন হয়। ১৯৩৮ সালে উজবেকিস্থানে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের মোট মূল্য ছিল ১৫০ কোটি রুবল। ১৯১৩ সালে উৎপন্ন দ্রব্যাদির মূল্য ছিল মাত্র এর ৬ ভাগের একভাগ।

বর্ত্তমান যুদ্ধে উজবেকিস্থান সোভিয়েটবাহিনীকে ফল, চাউল, গম, পশম, তুলা, বস্ত্র এবং অন্যান্য সরবরাহ করিতেছে।

অর্থনৈতিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক উন্নতিও যথেষ্ট হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে উজবেকিস্থানে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোকদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৭০ ভাগ। এখানে শিক্ষা সার্ব্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ১৩ লক্ষ বালক বালিকা শিক্ষা পাইয়া থাকে। রুশ বিপ্লবের পূর্ব্বে যেখানে উচ্চতম শিক্ষার একটাও প্রতিষ্ঠান ছিল না, সেখানে আজ ২৭টা প্রতিষ্ঠান উজবেকিস্থানের নাগরিকদের উচ্চশিক্ষায় সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতেছে। বর্ত্তমানে শতাধিক কারিগরি শিক্ষার কলেজ এবং ৩ সহস্রাধিক সাধারণ পাঠাগার ও ক্লাব উজবেকিস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে ২ শতাধিক পত্রিকা আছে, ইহার ১০০টী উজবেক ভাষায় এবং অবশিষ্টগুলি অন্যান্য অধিবাসীদের ভাষায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। গবেষণার জন্য ২০টী প্রতিষ্ঠান আছে এবং বি

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

বিভিন্ন জেলার

কলিকাতার ছাত্র রিলিফ স্কোয়াড

কলিকাতার ছাত্রদের রিলিফের কাজ শুধু কলিকাতাই সীমাবদ্ধ থাকে নাই—কলিকাতার বাহিরেও আজ ছাত্ররা রিলিফের কাজের জন্য যাইতেছে। গত ৬ই নভেম্বর কলিকাতা ছাত্র ও শিক্ষকদের মিলিত রিলিফ কমিটির উদ্যোগে ছাত্রদের দুইটি রিলিফ-স্কোয়াড মাদারীপুরে ও পাবনা জিলার বেড়া বন্দরে পাঠান হয়।

মাদারীপুরে ছাত্ররা দুস্থদের কলেরার টীকা দিবার বন্দোবস্ত করে। মাদারীপুরে আজ প্রধান সমস্যা ম্যালেরিয়ার দুরন্ত আক্রমণ, কিন্তু বাজারে কোথাও কুইনাইন নাই। স্থানীয় ছাত্ররা কলিকাতার ছাত্র-স্কোয়াডের কাজে মুগ্ধ হয় এবং স্কোয়াডের কর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বোঝে যে দেশের এই দারুণ দুর্দিনে দেশবাসীকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য ছাত্র ও শিক্ষকদের আগাইয়া আসিতে হইবে। তাই মাদারীপুরেই তিনটি স্কুলে তারা ছাত্র ও শিক্ষকদের মিলিত রিলিফ কমিটি গঠন করে—একটি ইসলামিয়া হাইস্কুলে, আর একটি মাদারীপুর হাইস্কুলে, অপরটি উপারী স্কুলে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছাত্ররা এস, ডি, ওর নিকট ডেপুটেশন পাঠাইয়া পড়ার জন্য কেরোসিন সরবরাহের ব্যবস্থা করে। এই সকল কার্য্যের ফলে মাদারীপুরের জনসাধারণের মধ্যে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—ছাত্রদের রিলিফের কাজে তাহারা উৎসাহ নিয়া সহযোগিতা করিতেছেন।

শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্মিলিত রিলিফ কমিটির আবেদন

কলিকাতার শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্মিলিত রিলিফ কমিটি বেঙ্গল মেডিকাল রিলিফ কমিটির সহযোগিতায় বন্যার লোকদের খাদ্য, দুধ এবং ঔষধ দিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই কাজ চালাইবার জন্য প্রয়োজন অর্থ ও ঔষধের।

তাই আমি সমস্ত জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানের সমস্ত মেডিকাল কার্ম্মের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করিতেছি। অর্থ, ঔষধ, খাদ্য এবং দুধ দুর্দ্দশা লাঘবের জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় জিনিষই সাদরে গৃহিত হইবে।

অর্থ, জিনিষপত্র প্রভৃতি রিলিফ কমিটির অফিসে (১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, তিনতলা) এবং বেঙ্গল মেডিকাল রিলিফ কমিটির অফিসে (৬৭ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে) ধন্যবাদের সহিত গৃহিত হইবে।

স্বাঃ ডাঃ সি, সি, রায়

সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির ক্লাশে পুলিশের বাধা

সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির উদ্যোগে সোভিয়েট সম্বন্ধে বক্তৃতার যে ক্লাশ হইতেছিল, তাহাতে পুলিশ উপস্থিত থাকিতে চায়। উদ্যোক্তারা এই বলিয়া আপত্তি জানান যে, ইহা সর্ব্বসাধারণের জন্য বক্তৃতা নহে, সুতরাং ইহাতে পুলিশের আসিবার কোনও যুক্তি সঙ্গত কারণ নাই। পুলিশ শেষ পর্য্যন্ত ডিফেন্স রক্ষা আইনের জোরে এই ক্লাশে উপস্থিত থাকিবার দাবী করে। ইহার প্রতিবাদে উদ্যোক্তারা ক্লাশ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে পুলিশের এই জুলুমের প্রতিকার দাবী করিয়াছেন।

পাবনা জিলার বেড়া বন্দরে যখন ছাত্রদের রিলিফ স্কোয়াড পৌঁছে তখন স্থানীয় স্কুল বন্ধ। ডাক্তার এস, সি, মুখার্জ্জির কাছ হইতে প্রাপ্ত সামান্য ঔষধ দিয়াই পার্শ্ববর্ত্তী একটি গ্রামকে কলেরার মহামারী হইতে ছাত্ররা রক্ষা করে। এই বেড়া বন্দরেও ম্যালেরিয়ার দুরন্ত আক্রমণ সুরু হইয়াছে, কিন্তু এখানেও সেই কুইনাইনের অভাব। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে আজ এখানকার জেলেরা ধ্বংসের পথে আগাইয়া চলিয়াছে।

মধুরাপুর ও লক্ষ্মীকান্তপুর—দুস্থদের এই দুইটি ক্যাম্পে ও ছাত্রদের দুইটি স্কোয়াড পাঠানো হইয়াছে। মধুরাপুরে ছাত্ররা দুস্থদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়া তাহাদের উৎসাহিত করে, ক্যাম্পের কর্ত্তৃপক্ষকে :মেডিকাল রিলিফ সম্বন্ধে সাহায্য করে। এই ক্যাম্পে মেডিকাল রিলিফের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আজ বিশেষ প্রয়োজন।

লক্ষ্মীকান্তপুর গ্রামের অবস্থা ভয়াবহ—পাশাপাশি মানুষ ও কুকুরের গলিত শবদেহ, পড়িয়া রহিয়াছে গ্রামের শ্মশানঘাটে সর্ব্বদাই সাত আটটি শবদেহ স্তূপীকৃত থাকে, গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য গলিত শবদেহগুলি সরাইবার কোন ব্যবস্থাও নাই। সমস্ত গ্রামটিতে কলেরা বসন্তের আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। বেঙ্গল রিলিফ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের একটি মাত্র রিফিফ কিচেন, এখানে ২০০০ লোকে খিচুরী খায়। কিন্তু ভলান্টিয়ারের অভাবে এই কিচেনটি বন্ধ হইয়া যাইবার পথে। এখানে একটি বিপন্ন কংগ্রেসের ছাত্রের সঙ্গে ছাত্র-স্কোয়াডের কর্ম্মীদের আলাপ হয়—সে কিচেনে ভলান্টিয়ারের কাজ করিতে স্বীকৃত হয়। স্কোয়াডের কর্ম্মীরাও বলে যে তাহারাও এখানে আসিয়া কিছুদিন থাকিয়া কিচেনটি যাহাতে ভালোভাবে চলে তাহার ব্যবস্থা করিবে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং স্থানীয় ছাত্রটি তাহাদের থাকা ও খাওয়ার সমস্ত ভার নিতে রাজী হন।

কলিকাতার বিভিন্ন কলেজ হোষ্টেলে রেশনের সমস্যা সমাধানের জন্য কলিকাতার ছাত্রফেডারেশন উদ্যোগী হইয়া বিভিন্ন হোষ্টেলের প্রতিনিধির এক সভার ডাকে। ১৮টি হোষ্টেলের প্রতিনিধি এই সভায় যোগদান করেন—সভায় একটি কনভেনর কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি কলিকাতার ৪৫টি কলেজ হোষ্টেলের মধ্যে ৩৭টির ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করিয়া বিভিন্ন হোষ্টেলে রেশনের বর্ত্তমান অবস্থা এবং কি ভাবে এ ব্যবস্থার উন্নতি করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং একত্র একটি কনফারেন্সও ডাকা হয়।

১৭ই নভেম্বর প্রিন্সিপাল পি, কে, বসুর (বঙ্গবাসী কলেজ) সভাপতিত্বে হোষ্টেল প্রতিনিধিদের একটি কনফারেন্স হয়। ৩৫টি হোষ্টেল হইতে মোট ১৫০ জন প্রতিনিধি সর্ব্বসময় উপস্থিত ছিলেন।

হোষ্টেলের জন্য কনট্রোল দ্বারে রেশন দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহিত হয় এবং স্থির হয় যে এ সম্বন্ধে অনতিবিলম্বে ডাঃ বি, সি, রায় ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জির কাছে ডেপুটেশন নিয়া যাওয়া হইবে।

রেশনিং-র জন্য ছাত্রদের সংগঠিত করিবার কর্ম্মিরার উদ্দেশ্যে সমস্ত কলেজ হোষ্টেলের প্রতিনিধিদের নিয়া একটি কলিকাতা মিলিত হোষ্টেল কমিটি গঠন করার প্রস্তাবও গৃহীত হয়!

সামনে দাঁড়াইতে না পারিয়া দেশদ্রোহীরা গোপনে লাঠি চালাইতেছে!

গত ২৩শে নভেম্বর রাত্রে শ্রীরামপুরের মাহেশ অঞ্চলে স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড দীনেন ভট্টাচার্য্যকে একটি ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া দেশদ্রোহীর দল লাঠি দ্বারা নির্ম্মম প্রহার করে। কমরেড দীনেনের মাথা ফাটিয়া যায়, তাঁকে হাসপাতালে পাঠাইতে হয়।

কমরেড দীনেন ও আরো ৩।৭ জন কর্ম্মী ঐ অঞ্চলে প্রচারে বাহির হইয়াছিলেন। আগামী মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে যাতে কংগ্রেস প্রার্থী জয়ী হয় এবং যাতে যোগ্য কংগ্রেসসেবী প্রার্থী দাঁড়াইতে পারেন, ইহারই জন্য তাঁরা প্রচার করিতেছিলেন। হঠাৎ দুইজন যুবক অন্ধকারের মধ্যে তাঁদের উপর আক্রমণ করিয়া পলাইয়া যায়। স্কোয়াডের কর্ম্মীরা তখন স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে ব্যাপারটি জানাইতে যান। একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে কমরেড দীনেন যান, এবং সেখানেই ঐ দুইজন লোক লুকাইয়াছিল। দীনেনকে একলা পাইয়া তারা গুণ্ডার মত তাঁকে মারে।

কিন্তু কমরেড দীনেনের রক্তপাত বৃথা যায় নাই জনসাধারণ আজ দেশদ্রোহীদের চিনিয়াছে। ইহারা কংগ্রেসের লোক বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেয়, অথচ কংগ্রেসকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করে। ইহারাই ইতিপূর্ব্বে গান্ধীজীর মুক্তি আন্দোলনে উপহাস করিয়াছিল। মাহেশের মজুরদের উৎপাদন সম্মেলনে ইহারাই বাধা দিয়াছিল, রিলিফ কিচেনকে বন্ধ করিবার জন্য ইহারাই চেষ্টা করিয়াছিল। ইহারাই 'নির্ম্মোক' কাগজ হাতে লইয়া প্রচার করিয়া বেড়াইত, জনসাধারণের মধ্যে ভেদ আনিতে চেষ্টা করিত। কথার না পারিয়া ইহারা এখন মরিয়া হইয়া লাঠি ধরিয়াছে!

কমরেড দীনেনকে মারার সঙ্গে সঙ্গে মাহেশ অঞ্চলের বিশিষ্ট বাসিন্দা হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ লোক পর্য্যন্ত প্রায় ৫০০ লোক সেই বাড়ীর সামনে গিয়া ঐ দুইজনকে বাহির করিয়া দিবার দাবী করে। মাহেশ ও রিষড়ার মজুরদাও আসিয়া তাদের নেতাদের উপর গুণ্ডামীর প্রতিকার দাবী করিল। সকলে ধ্বনি তুলিল: কংগ্রেস থেকে দেশদ্রোহীদের তফাৎ করো, কংগ্রেসকে ছোট করিতে দিও না।

জনতার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া শেষ-পর্য্যন্ত ঐ দুইজন লোক জনতার সামনে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিল ও সকলের দাবী অনুসারে কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

ইহাদের উপর সকলে নজর রাখিয়াছে।

দেশদ্রোহীদের তফাৎ করিয়া জনসাধারণের ঐক্য গড়িতে হইবে, কংগ্রেসের মর্য্যাদা রাখিতে হইবে—এই আওয়াজ তুলিয়া শ্রীরামপুরের লোকেরা কাজে নামিয়াছে।

জেলার বিভিন্ন খবর

খাদ্য সচিবের কাছে মেমোরেণ্ডাম

বীরভূমের জেলা কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট পার্টির জেলা কমিটি বাংলার খাদ্য সচিবের কাছে কি ভাবে আমন ধান ক্রয় ও সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা যায় তাহার একটি পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছে।

কমিউনিষ্ট পার্টির সমাবেশ

ময়মনসিংহ জেলার সেরপুরে গত ২০শে নভেম্বর তারিখে জামালপুর মহকুমার পার্টি সভ্য ও সমর্থকদের একটি সমাবেশ হইয়া গিয়াছে। এই সমাবেশে পাঁচশ [illegible] অনেক দূর হইতেও বহু পার্টি সভ্য, কৃষক কর্ম্মী ও ভলান্টিয়ার যোগ দিয়াছেন। এই সমাবেশ উপলক্ষে ১০০০ ভলান্টিয়ারের একটি শোভাযাত্রা সহরের রাস্তায় কুচকাওয়াজ করে সভায় ৩০০০ লোক হইয়াছিল।

সম্মিলিত মন্ত্রীত্ব দিবস

সম্মিলিত মন্ত্রীত্ব দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ কলিকাতার কাট্‌রাপুটিতে একটি জনসভা হইয়া গিয়াছে। সভায় মুসলমান অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ভবানীপুরের প্রবীন লীগনেতা মৌলানা জহুর আমেদ। সম্মিলিত মন্ত্রীত্ব গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস, লীগ ও মহাসভার নেতাদের ইহা কার্য্যকরী করিতে আবেদন জানান হয়।

চট্টগ্রাম মেডিকেল রিলিফ কমিটি

গত ২রা নভেম্বর চট্টগ্রাম মোসলেম হলে সহরের বিশিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ডাক্তার ও মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের লইয়া 'চট্টগ্রাম মেডিকেল রিলিফ কমিটি' গঠিত হইয়াছে। চট্টগ্রামের দুঃস্থ নরনারীকে সাহায্য করাই এই কমিটির উদ্দেশ্য।

জনসাধারণের চেষ্টায় লঙ্গরখানা স্থাপন

২৪ পরগণা জেলার ফলতা থানার চালুগঞ্জী গোবিন্দ আশ্রমে একটি লঙ্গরখানা খোলা হয়। এখানে দৈনিক প্রায় ১০০০ লোকের খাওয়ানর ব্যবস্থা হইয়াছে।

দুঃস্থদের সাহায্যে মহিলা সমিতি

ঢাকা জেলার মাওরা মহিলা সমিতির ভলান্টিয়ারা নিয়ন্ত্রনের লঙ্গরখানার রান্নার কাজ করিতেছেন। মহিলাদের স্কোয়াড পাড়ার পাড়ার প্রচারের মধ্য দিয়া চাঁদা, কাপড় প্রভৃতি যোগাড় করিতেছে। ইতিমধ্যেই শিশুদের জন্য একটি শরিফুড কেন্দ্র খোলা হইয়াছে—৪৫টি শিশুকে ওখানে খাওয়ানো হইতেছে।

ক্ষুধার্ত্ত নরনারীর জন্য রিলিফ কিচেন

বরিশাল জেলার নারায়ণপুর গ্রামে দুঃস্থ ও নিম্নবর্গের সাহায্যের জন্য একটি শক্তিশালী রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে। কমিটির সেক্রেটারী হইয়াছেন স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর গুপ্ত ও সভাপতি হইয়াছেন ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডাঃ পুলিন চাটার্জ্জি। এই কমিটির চেষ্টায় এখানে একটি লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছে। ২৫০ জন হিন্দু মুসলমান এখানে রোজ খাইতেছে। গ্রামের অনেকেই ইহাতে সাহায্য দিতেছে, তন্মধ্যে জনহিতব্রতী শ্রীযুত রমণী রঞ্জন সেন লঙ্গরখানার জন্য ৩০৲ টাকা ও বস্ত্রহীনদের জন্য ১৭ খানা ব্ল্যাঙ্কার্ট কাপড় কমিটির হাতে দিয়াছেন।

বিনামূদে ১৮০০ মণ ধান বিলি

দিনাজপুরের বোঁয়খাও এম বিদ্যাত জোতদার শ্রীমন্ত ঠাকুরের ও তাহার জ্ঞাতার ৩০০০ হাজার মন ধান সরকারের কাছে 'লিন' করা ছিল। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চলের সাহায্যের জন্য কৃষক কর্ম্মীরা তাঁহার নিকট আবেদন জানাইলে তিনি ১৮০০ মণ ধান কৃষকদের ঋণ দিতে রাজী হন। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইলে এ ধান বাহির করিয়া ৫০০০ কৃষককে বিলি করা হয়।

লঙ্গরখানা খোলার জন্য এস, ডি, ওর কাছে ডেপুটেশন

বরিশাল জেলার ভারুকাঠি গ্রামে দারুণ অনাহার দেখা দিয়াছে। শতশত গরীব লোক অনাহারে দিন কাটাইতেছে। ইহার প্রতীকারার্থ গ্রামের জনসাধারণ মিলিত হইয়া গ্রামের প্রাচীন দেশকর্ম্মী শ্রীযুক্ত মন্মথরঞ্জন দাস গুপ্তকে সভাপতি করিয়া একটি রিলিফ কমিটি গঠন করিয়াছে। এই কমিটির পক্ষ হইতে এস, ডি, ওর কাছে ডেপুটেশন পাঠাইয়া সরকারী সাহায্যে একটি লঙ্গরখানা হইয়াছে। এখানে রোজ ১২০ জন লোককে খাওয়ানো হইতেছে।

শিশু রিলিফ কেন্দ্র

বহরমপুর সহরে মহিলা সমিতি ও ছাত্রীসংঘের কর্ম্মীরগণের উদ্যোগে ২টি শিশু রিলিফ কেন্দ্র গত ৩ মাস হইতে দুধ, বার্লি ও চিনি ৭৭ জন শিশুকে বিতরণ করিতেছে।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পরিচালনায় মিল্ক-ক্যান্টিন

খুলনার কাটিপাড়া রিলিফ কিচেনে সরকারের তরফ হথতে ১৬ টীন জমা দুধ দুঃস্থ বালক বালিকাদের মধ্যে বিতরণের জন্য আসে। গত ১৯শে নভেম্বর স্থানীয় রজনী গার্লস স্কুলে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে মিল্ক ক্যান্টিন খোলা হয়। সমিতির এই ক্যান্টিন হইতে প্রত্যহ ৫০ জন বালক বালিকাকে দুধ বার্লি বিলি করা হইতেছে।

মজুরদের সাহায্যে লঙ্গরখানা

চটকল মজদুর ইউনিয়ন এবং তেলিনীপাড়া তন্তুবের জনরক্ষা কমিটির উদ্যোগে মজুরদের নিকট হইতে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া একটি লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছে। প্রত্যহ প্রায় ৩০ জন ছেলেমেয়ে ও বয়স্ক লোককে এখানে খাওয়ানো হইতেছে।

মহিলা আত্মরক্ষা সম্মেলন

রংপুর জেলার বদর গঞ্জের মহিলা কর্ম্মীরা গত ১৩ই নভেম্বর একটি মহিলা আত্মরক্ষা সম্মেলন আহ্বান করেন। মধুপুর, পাওনার ডোবা, ডাঙ্গাপাড়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে কৃষক মহিলারা ঐ সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে আমন ধান সংরক্ষণ, নেতাদের মুক্তি, ৩১ কুচির শিল্প প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে ৩টি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

প্রতি সংখ্যা ৷৷ পয়সা
বার্ষিক ৪৷, ৬ মাস ২৷,
৩ মাস ১৷০

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জ্জি
এম,এল,এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

জনযুদ্ধ

২য় বর্ষ] বুধবার, ৮ই ডিসেম্বর ১৯৪৩, ২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৫০ [৩২শ সংখ্যা

১২ই ডিসেম্বর, রবিবার, বেলা ৩টায়
কলিকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে
বিরাট জন-সমাবেশ
কলিকাতা ও অন্যান্য সহরে অবিলম্বে রেশনিং চালু করার দাবী করিবার জন্য—কলিকাতা, হাওড়া, ২৪ পরগণা, হুগলী প্রভৃতি জেলা হইতে কৃষক, মজুর, ছাত্র, জনসাধারণ এই সমাবেশে যোগ দিন।
কমিউনিষ্ট পার্টি, বাংলা কমিটি

কলিকাতায় বিপদ ঘনাইয়াছে

কিন্তু এ-আর-পির উন্নতি কই?

এখনও রেশনিং-এ দেরী কেন?

ক্ষুধার জ্বালা লোকের সবে মাত্র একটু কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু বিপদ আর একদিক থেকে আরো সাংঘাতিক ভাবে মৃত্যু আনিয়া দিতেছে। জাপানী বিমান কলিকাতা এলাকায় হানা দিয়াছে, দিনে দুপুরে বোমার ঘায়ে আমাদের কত ভাই বোনের রক্ত পাত হইয়াছে!

মিলিটারী ডিপার্টমেন্টের প্রচারিত খবর:—অদ্য (রবিবার) জাপানী বিমান কলিকাতা এলাকায় হামলা করিয়াছে। কতকগুলি বোমা বর্ষণ হইয়াছে; কিছু পরিমাণ ক্ষতি ও হতাহত হইয়াছে। জঙ্গী বিমানের পাহারায় দুই ঝাঁক বোমারু আসিয়াছিল। দুইটী শত্রু বিমান ঘায়েল হইয়াছে, আরো ৪টী ঘায়েল হইয়াছে বলিয়াও মনে হয়।

আকস্মিক নয়, এবারের জাপানী হামলার তোড়জোড় অনেক দিন থেকেই হইতেছিল। দেড়মাস আগে মাদ্রাজে বোমা পড়িয়াছিল। মাত্র কয়েক দিন আগে আসামে ও পূর্ব্ববঙ্গেও বোমা বর্ষণের খবর আমরা পাইয়াছি। কলিকাতাতেও যে কোন দিন বিমান হানা হইতে পারে, তাহা অনেকেই অনুমান করিয়াছিল। খাদ্যসংকটে উৎপীড়িত বাংলাদেশকে বোমার ঘায়ে আরো বিশৃঙ্খল ও আতঙ্কিত করিয়া আক্রমণের পথ প্রস্তুত করিবার সুযোগ জাপানীরা ছাড়িবে কেন?

সরকার অনেক দিন আগেই কলিকাতা এলাকাকে লাল এলাকা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু শুধু সতর্কতা জ্ঞাপন ছাড়া আর বেশী কি করা হইয়াছে, তাহাই আমাদের প্রশ্ন।

মিলিটারী আয়োজনের কথা আমরা ছাড়িয়া দিই, আমাদের সাধারণ সহরবাসীর পক্ষে সবচেয়ে বড় কথা বে-সামরিক অধিবাসীদের বোমার হাত হইতে, বিশৃঙ্খলার হাত হইতে বাঁচাইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা। গত বৎসরের অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। আমরা দেখিয়াছি, এ-আর-পি ব্যবস্থা যতদূর পারা হওয়া দরকার, তা ছিল না। কলিকাতার যান-বাহন, কলকারখানা চালু রাখিবার জন্য মজুরদের সব রকম সুবিধা দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। দোকান পাট বন্ধ হইয়া গেলে জনসাধারণের যে প্রচণ্ড খাদ্য সমস্যা হইবে, তার বিরুদ্ধে কোনো আয়োজন ছিল না।

এই তিক্ত অভিজ্ঞতার পরও আজকের খাদ্য সংকটের মধ্যে বোমার হাত হইতে জনসাধারণকে বাঁচাইবার জন্য নূতন কি করা হইয়াছে?

এ-আর-পির কাজের মধ্যে আমরা দেখিলাম আলো-নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি একটু হইয়াছে। ভাল কথা! কিন্তু শুধু আলোক-নিয়ন্ত্রণেই তো কাজ হইবে না, সেন্টার চাই, প্রত্যেক বাড়ীতে আশ্রয় গৃহ চাই, বেশী সংখ্যার রিলিফ স্কোয়াড চাই, খবর-সরবরাহের পাকা বন্দোবস্ত চাই, আর চাই এ-আর-পির উপর জনসাধারণের আস্থা।

আজ বাদে কাল বোমা পড়িতে পারে, এতদিনে এ-আর-পির নূতন কাজ আমাদের চোখে যা পড়িল তা এই যে, পার্কে পার্কে গড়খাইগুলার মাটী চাঁছা হইতেছে। বাকী সব ব্যবস্থা ঠিক আছে বলিয়াই এ-আর-পি কর্ত্তৃপক্ষের বোধ হয় ধারণা!

কিন্তু কি রকম ঠিক আছে দেখুন! গত বছরে ডেপুটি কন্ট্রোলার বলিয়াছিলেন যে কলিকাতায় অন্ততঃ ১৬ হাজার মাহিনাধারী ওয়ার্ডেন দরকার, তার মধ্যে মাত্র ৪:হাজার ওয়ার্ডেন এখন পর্য্যন্ত আছে। ওয়ার্ডেন বাড়াইবার কোনো চেষ্টা নাই, বরং বাজারে গুজব শুনিয়াছি, এ-আর-পি ষ্টাফে নাকি ছাঁটাই হইবে!

২৩টি সাব-এরিয়ার জন্য মাত্র ১১টী রিপোর্টিং স্কোয়াড আছে। সারা সহরের জন্য যেখানে অন্ততঃ ১০০ ফাষ্ট এডপোষ্ট দরকার, সেই জায়গায় আছে মাত্র ৩৯টী। মাত্র ৮৫টী রেসকু পার্টি আছে, অথচ এই পার্টিরই লোক বলে যে ইহা প্রয়োজনের তুলনায় কম।

ইচ্ছা করিলে ভলান্টারী ওয়ার্ডেন নিয়াই এ-আর-পি ষ্টাফ বাড়ান যায়, কিন্তু গত বছরের পর হইতে ভলান্টারী ওয়ার্ডেন লওয়া বন্ধ হইয়াছে।

শুধু তাই নয়, উৎসাহী ও কর্ম্মঠ ওয়ার্ডেনদের বাজে অজুহাতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা ওয়ার্ডেন হিসাবে সত্যিকারের দেশপ্রেমিক দায়িত্ব লইয়া কাজ করে কি না, তাই বাছিয়া বাছিয়া তাদেরই কয়েকজনকে তাড়ান হইল!

বনবিহারী মুখার্জ্জির নাম সর্ব্বজন বিদিত। গোয়েন্দাগিরিতে তিনি হাত পাকাইয়াছেন। তিনি এ-আর-পির অফিসার-ইনচার্জ্জ। এই রকম লোক এ-আর-পির কর্ত্তা হইলে, এ-আর-পির দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য ওয়ার্ডেনরা শিখিবে, না, এ-আর-পির মধ্যে গোয়েন্দাগিরির কাজে লাগিবে—তাতে লোকের সন্দেহ হইতে পারে। ওয়ার্ডেনদের একটী অংশের মধ্যে শোনা যায়, 'জাপান আসিলে ভালই হইবে' এই মনোভাব। ইহারাই নাকি কমিউনিষ্টদের পিছনে লাগে। ইহারাই নাকি কে 'জনযুদ্ধ' পড়িতেছে, তার খোঁজ করে। ইহাদের জন্য অনেক সময় দেশপ্রেমিক ওয়ার্ডেনরাও কাজে বাধা পায়।

এই তো এ-আর-পির কর্ত্তাদের কীর্ত্তি। এই এ-আর-পিকে উন্নত করার কি হইতেছে? কর্ত্তৃত্বের জড়ং দেখাইয়াই যে বোমা ঠেকান যায় না, তা কি কর্ত্তৃপক্ষ এতদিনেও বুঝেন নাই?

এখনি রেশনিং চালু কর

অন্যদিকে রেশনিং-এর প্রশ্ন। এতদিন তো টালবাহানা করিয়া চলিয়াছে। রেশনিং-এর ঘোষণা, এফুমারেশন কার্ড তৈরী, কার্ড বিতরণ এই সবের মধ্যে রেশনিং আটকাইয়া আছে। চালের দর সস্তা হইল দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত। কিন্তু সস্তা দর কতদিন থাকিবে? রবিবারের বোমার পরই যে চালের দর আবার বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে সে খেয়াল কি কর্ত্তৃপক্ষ রাখেন? এদিকে যে হারে কাজ হইতেছে, তাতে রেশনিং-এর কার্ড বিলি হইতেই তো এখনো একমাস কাটিয়া যাইবে, কবেই বা রেশনিং হইবে?

এ-আর-পি ওয়ার্ডেনদের উপর নাকি কড়া তাগাদা আসিয়াছে, ৭ দিনের মধ্যেই কার্ড বিলি শেষ করিতে হইবে। কিন্তু এখন তো তাদের কার্ড বিলি লইয়া পড়িয়া থাকিলে চলিবে না, এ আর-পি ব্যবস্থার জন্য খাটিতে হইবে। এই অজুহাতেই হয়ত আবার কার্ড বিলি বন্ধ হইয়া যাইবে।

সরকার একটি করিতে যান তো আর একটী বান্‌চাল হইয়া যায়। তাদের ক্ষমতা তো বোঝা গিয়াছে, এখন কার্ড বিলির জন্য এ-আর-পির উপর ভরসা না করিয়া জনসাধারণের সাহায্য সউন। জনরক্ষা সমিতি, আত্মরক্ষা সমিতি, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতির কর্ম্মীরা তৈরী আছে পাড়ায় পাড়ায় কার্ড বিলি করিতে। তাঁদের হাতে ছাড়িয়া দিন, ৭ দিনে সব কার্ড বিলি হইবে, রেশনিং-এর আয়োজন পাকা হইবে।

দেশবাসী অগ্রসর হও

শুধু সরকারী ব্যবস্থার ত্রুটী দেখাইলেই চলিবে না। আমরাই বা কি করিতেছি? জাপানী হামলা আসন্ন, এই সতর্কবাণী সত্বেও জনসাধারণের মধ্যে আসন্ন, এই সতর্কবাণী সত্বেও জনসাধারণের মধ্যে অবসাদ, এই সতর্কবাণী সত্বেও জনসাধারণের মধ্যে অবসাদ, এই সতর্কবাণী সত্বেও জনসাধারণের মধ্যে আত্মতুষ্টি ছিল। জাপান কি সত্যই আসিবে?—এই আশার মশগুল হইয়া জনসাধারণ নিশ্চেষ্ট ছিল। তা না হইলে দেশবাসীকে বাঁচাইতে আমাদের যে কর্ত্তব্য তা আমরা করি নাই কেন? এখনো এ-আর-পির নিয়মকানুন সম্বন্ধে লোকে সচেতন নয়। এখনো সর্ব্বত্র পাকা সেন্টারের জন্য বিভিন্ন কর্ত্তৃপক্ষকে আমরা বাধ্য করিতে পারি নাই। কর্পোরেশনের জল সরবরাহ-কেন্দ্রে এখনও কলসার অভাবের আশঙ্কা। কর্পোরেশনের কর্ত্তারা মাঝে মাঝে শুধু কৈফিয়ৎ দিয়াই খালাস! কলিকাতাকে বাঁচাইবার জন্য এই কর্পোরেশন কর্ত্তাদের সচেষ্ট করিতে কলিকাতাবাসী কি করিয়াছে? রেশনিং-এর দাবী এখনো জোর গলায় ধ্বনিত হয় না। তা যদি হইত তবে কার্ড বিলি করিতে কর্ত্তৃপক্ষ এমন ছেলে খেলা করিতে পারিত না; দিনের পর দিন রেশনিং পিছাইয়া দিয়া লোককে ভাঁওতা দিতেও কর্ত্তৃপক্ষ সাহস করিত না।

এখনও পঞ্চমবাহিনী রাস্তাঘাটে বলিয়া বেড়ায় 'জাপান আসিলে ক্ষতি কি?' কলিকাতার ভাই-বোনদের রক্তস্রোত দেখিয়া যাদের এই পৈশাচিক উল্লাস, সেই দেশদ্রোহীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র অচল করিতে আমরা কি করিয়াছি?

এখনও খাদ্যের জন্য, বোমা হইতে আত্মরক্ষার জন্য সমস্ত দলকে আমরা মিলাইতে পারি নাই। আমলাতন্ত্রের চালবাজী এখনও আমরা ব্যর্থ করিতে পারি নাই।

আজকে অপেক্ষা করিবার সময় নাই—আসুন! কলিকাতাবাসী, বাংলাবাসী মিলিত হইয়া আমরা অমাদের দেশকে বাঁচাইতে অগ্রসর হই, আমলাতন্ত্রের টালবাহানা আমরাই ভাঙ্গিতে পারিব।

কলিকাতা অঞ্চলে জাপানী হামলা

বসিয়া থাকিবার সময় নাই, সকলে কোমর বাঁধিয়া কাজে লাগুন! লোকের মনের আতঙ্ক দূর করুন! বোমা হইতে আত্মরক্ষার নিয়মকানুন সকলকে শিখান!

গত বছর জাপানী বোমা কলিকাতাকে অচল করিতে পারে নাই,

এবারও পারিবে না!

কলকারখানা, যান-বাহন, কাজকর্ম্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য চালু রাখুন!

স্কুল-কলেজকে দেশরক্ষার শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত করুন!

কলিকাতাবাসীর দৃঢ়তা-ই জাপানী দস্যুদের অর্দ্ধেক পরাজয়।

এ-আর-পির সঙ্গে সহযোগিতা করুন। এ-আর-পি কর্ম্মীদের মনে দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্যবোধ জাগাইয়া তুলুন! বোমার সময়ে এ-আর-পির কাজই আপনার সবচেয়ে বড় দেশসেবা। পাড

'আমন' প্ল্যানে মজুতদারের জিৎ

গত ২০শে নভেম্বর ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে মিঃ বি, আর, সেন ভারত সরকারের পক্ষ হইতে বলেন "বাংলাদেশে সাধারণ ভাবে জনসাধারণের আস্থা না ফিরাইয়া আনিতে পারিলে অবস্থার খুব বেশী উন্নতি হওয়ার কোন আশা নাই।" গত ২৯শে নভেম্বর শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বক্তৃতায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, "কেবল বিবৃতি দিয়া অথবা ভারতরক্ষা আইন আরো কড়াকড়ি ভাবে চালু করিয়া খাদ্যের ব্যাপারে জনসাধারণের আস্থা ফিরাইয়া পাওয়া যাইবে না।" জনসাধারণের 'আস্থা' ফিরাইয়া আনা যায় কি ভাবে? ডাঃ মুখার্জ্জী বলেন, "গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হইল, কয়েকটি সর্ত্তাধীনে স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্য চলিতে দেওয়া; এবং, যখন তাহার মধ্য দিয়া জনসাধারণের আস্থা আসিবে তখন গভর্ণমেণ্ট বাজারে আসিয়া ব্যবসায়ীদের কাছ হইতেই, টেণ্ডার মারফৎও চাউল কিনিতে পারিবে।"

২রা ডিসেম্বর মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী এক বিবৃতিতে বলেন, "গভর্ণমেণ্ট তাড়াহুড়া করিয়া বাজারে চাউল কিনিতে যাইবে না তাহার প্রয়োজনও তাহাদের নাই।" ঐ তারিখেই ব্যবসায়ীদের মুখপাত্র মিঃ এ, এইচ গজনভী, এম, এল, এ, (কেন্দ্রীয়) এক বিবৃতিতে মন্তব্য করেন, "এখন গভর্ণমেণ্টকে সাবধান করিয়া দেওয়া দরকার যে, আমন সম্পর্কে তাহারা যেন ভুল না করে। বাংলার বাকী লোকদের বাঁচাইতে হইলে আমনের জন্য অবাধ বাণিজ্যের পথ খোলা রাখিতে হইবে।" ২রা ডিসেম্বর কংগ্রেস এসেমব্লী পার্টির নেতা ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল এক বিবৃতিতে বলেন; "আগামী মন্ত্রি দুই গভর্ণমেণ্টের পক্ষে বাজারে যাইয়া বেশী চাউল ক্রয় করা উচিৎ হইবে না।" জনসাধারণের 'আস্থা' ফিরাইয়া আনিবার জন্য কংগ্রেসনেতারা মহাসভা, লীগ এবং ব্যবসায়ী সমন্বয়ে বলিতেছেন, আমন ফসলকে অন্ততঃ কিছুদিন স্বাভাবিক বাণিজ্যের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক। তাঁহারা কাহার 'আস্থা'র কথা ভাবিতেছেন? ব্যবসায়ীদের না জনসাধারণের? 'আমন' ফসল ব্যবসায়ীদের হাতে তুলিয়া দিয়া তাঁহারা ব্যবসায়ীদের 'আস্থা' ফিরাইয়া পাইতে চাহেন।

সরকারী 'আমন' প্ল্যান

গবর্ণমেণ্টের ১৯৪৪ সালের আমন প্ল্যানের মধ্য দিয়া এই ব্যবসায়ীদের 'আস্থা' ফিরাইয়া পাইবার চেষ্টাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই 'আমন' প্ল্যানটি কি? খুব সংক্ষেপে বলিতে গেলে উহা:—(১) ভারত সরকার আগামী এক বৎসরকাল বৃহত্তর কলিকাতার ৪৫ লক্ষ লোককে খাওয়াইবে এবং সেখানে রেশনিং চালু করিবে। (২) বৃহত্তর কলিকাতার বাহিরের সহরগুলিতে রেশনিং চালু করিবার জন্য, বড় বড় শিল্পগুলির মজুরদের জন্য, ঘাটতি এলাকায় এবং ঘাটতি ও বাড়তি এলাকায় স্থানীয় ভাবে খাদ্য মজুত করার জন্য এবং প্রাদেশিক খাদ্য ভাণ্ডার তৈরীর জন্য সরকার প্রয়োজনমত আমন ফসল কিনিবে। (৩) সরকারের তরফ হইতে সমস্ত চাউল ও ধান কিনিবার ভার থাকিবে একটি ক্রয় বোর্ডের উপর। এই বোর্ডে থাকিবে ৫টি চাউল ব্যবসায়ী কোম্পানী (যাহাদের চীফ্ এজেণ্ট বলা হইয়াছে), রেলওয়ের একজন এবং বাণিজ্য সমিতির দুইজন প্রতিনিধি। (৪) কয়েকটি বাছাই করা বাড়তি অঞ্চল হইতে চীফ্ এজেণ্ট ভিন্ন আর কেহ ধান চাউল বাহিরে চালান করিতে পারিবে না। (৫) অনুমতিপত্র ভিন্ন কাহাকেও ২০ মনের বেশী ধান চাউল রাখিতে দেওয়া হইবে না। (৬) জেলাগুলির জন্য সরকার যে চাউল ক্রয় করিবে, বাড়তি অঞ্চল হইতে যে চাউল চালান হইবে, অথবা বিলগুলি যে চাউল বিক্রয় করিবে তাহা যতটা সম্ভব নির্দ্দিষ্ট বিক্রয় কেন্দ্রের মারফৎ সরকারী তত্ত্বাবধানে বিক্রয় করা হইবে।

সরকার চেষ্টা করিবে যাহাতে সবচেয়ে কম চাউল ক্রয় করিয়াও সবচেয়ে বেশী চাউলের উপর কর্ত্তৃত্ব করা যায় এবং তাহার জন্য তাহারা সিভিল সাপ্লাই বিভাগে অতিরিক্ত ডেপুটী ডিরেক্টর, সরকারী ডেপুটি ডিরেক্টর এবং ইনস্পেক্টরের এক বিরাট বাহিনী গঠন করিবে। বর্ত্তমানে প্রায় দুইশত এবং প্রয়োজন হইলে উহার সংখ্যা আরো বাড়ানো হইবে।

জনসাধারণের 'আস্থা' ফিরাইয়া পাইবার জন্য ইহাই সরকারী প্ল্যান। একদিকে মজুতদারদের যাহারা আসল নেতা তাহাদের আনিয়া বসানো হইল আমন ক্রয় করার বোর্ডে; এবং অপরদিকে যাহারা মজুতদারদের আসল সাকরেদ সেই আমলাদের লইয়া গঠন করা হইল তত্ত্বাবধানের বাহিনী। যে আমলাতন্ত্র ও মজুতদার সমগ্র খাদ্য সংকটের জন্য দায়ী, তাহাদের হাতে দেওয়া হইল "আমন" প্ল্যানকে কার্য্যকরী করার ভার!

জনসাধারণের চেয়ে মজুতদার বড় হইল!

অথচ, সত্যি সত্যি যাহারা জনসাধারণের আস্থা ফিরাইয়া আনিতে পারে, প্ল্যানে তাহাদের কোন স্থান নাই। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি লইয়া একটী প্রাদেশিক খাদ্য কমিটি গঠন করা এবং তাহার হাতে খাদ্য ক্রয় ও বণ্টনের তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়ার কোন কথাই সরকারী প্ল্যানে নাই। গ্রামে গ্রামে জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া যে সমস্ত খাদ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে তাহাদের সহিত আমন ক্রয়ের ব্যাপারে সহযোগিতার কোন কথাই নাই।

'আমন' প্ল্যানে মজুতদারের জয় হইয়াছে। সম্প্রতি বাজারে কিছু কিছু মজুত মাল ছাড়িয়া তাহারা জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণাই জন্মাইতেছিল যে আমন ফসল আনার সঙ্গে সঙ্গেই খাদ্য সংকট দূর হইল। ২৮শে নভেম্বর মিঃ সুরাবর্দ্দী পর্য্যন্ত ঢাকা সহরে তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, "কণ্ট্রোল থাক আর না থাক, দর যে পড়িবে তাহা আমি জানি।" জনসাধারণের মনে মিথ্যা আশার জাল বুনিয়া মিঃ সুরাবর্দ্দী এখন বিড়কীর দরজা দিয়া মজুতদারদের হাতে আমন ফসল বাহির করিয়া দিতেছেন।

গত আউস ফসলও খুব ভাল হইয়াছিল। তখনও আমলাতন্ত্রের কর্ম্মচারীর অভাব ছিলনা, আইন কানুনের অভাব ছিলনা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মজুতদাররা তাহা হাত করিতে পারিল কি করিয়া? আজ হয়ত এক জনের স্থানে ৫জন বড় ব্যবসায়ীর উপর ভরসা করিয়া মিঃ সুরাবর্দ্দী বলিতেছেন যে চাউলের উপর কর্ত্তৃত্ব করা সম্ভব হইবে। কিন্তু আসলে এই ব্যবসায়ীরাই চাউলের জোরে বাংলাদেশের রাজনীতির উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে। গত এক বছরে তাহারা এ কাজে যথেষ্ট হাত পাকাইয়াছে।

মিঃ সুরাবর্দ্দী তাঁহার ঢাকার বক্তৃতায় খাদ্য কমিটির প্রয়োজনও স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা খাদ্য ক্রয়ের জন্য নয়। মজুদদারের হাতে আমন তুলিয়া দেওয়ার পর গ্রামে যে অবস্থা দেখা দিবে তাহার মোকাবেলা করার জন্য।

লীগ-কংগ্রেস-মহাসভার দায়িত্ব

সরকারী 'আমন' প্ল্যানের উপর মুসলীমলীগ এবং হিন্দুমহাসভার নেতারা খাদ্যও কোন কথা বলেন নাই। কংগ্রেস নেতা ডাঃ শ্যামা যাহা বলিয়াছেন তাহাতে সরকারী পরিকল্পনার সহিত কোন কোন ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। তিনি প্রাদেশিক ক্রয় বোর্ডে বড় বড় চাউল ব্যবসায়ীদের রাখার বিরুদ্ধে এবং ধানের ন্যূনতম দর ৬ টাকার বাঁধিয়া দেওয়ার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মূল বক্তব্য হইতেও ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, তিনি জনসাধারণ নয়, ব্যবসায়ীদের উপরেই ভরসা রাখেন বেশী।

ব্যবসায়ী ও আমলাতন্ত্র মিলিত হইয়াছে। 'আমন' ফসল হাত করিবার জন্য তাঁহাদের এই মিলন জনসাধারণের মধ্যে আত্মতুষ্টির ভাব আনিয়া দিতেছে। কিন্তু আমন ফসলই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। ইহাকে বাঁচাইতে হইলে আমলাতন্ত্র ও ব্যবসায়ীর মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে জনসাধারণ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত সংগ্রাম প্রয়োজন। ব্যবসায়ীদের লইয়া ক্রয় বোর্ড নয়, রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি লইয়া প্রাদেশিক খাদ্য কমিটি এবং স্থানীয় মজুতদার নয়, স্থানীয় খাদ্য কমিটির সহযোগিতায় 'আমন' ফসল ক্রয় করার জন্য সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা চাই।

● 'আস্থা' চাই কাহার?
● আমলাতন্ত্র ও মজুদদারের মিলিত রাজত্ব
● 'আমন' রক্ষায় সম্মিলিত হও

কমিউনিষ্ট পার্টির পথই সত্য

হাওড়া পার্টি সমাবেশে কংগ্রেস ও লীগ নেতার বক্তৃতা

গত ২৮শে নভেম্বর হাওড়া জেলার পার্টি সমাবেশে দেশ-প্রেমিকদের মধ্যে যে একতা দেখা দিল, তাহা দেশবাসীর প্রাণে উৎসাহ জাগাইবে। এই সমাবেশে শুধু কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীরাই নয়, অনেক লীগনেতা, কংগ্রেসনেতা ও বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। কামউনিষ্ট পার্টি খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা যে মত নির্ব্বিশেষে সকলেরই পথ তা সকলেই বলিলেন। হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালোবরণ ঘোষ বক্তৃতায় বলেন: খাদ্য সংকট সমাধানে কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি আমি নির্ভুল মনে করি। মুসলিম লীগ সভাপতি খান বাহাদুর গোলাম রব্বানী বলেন: একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিই সর্ব্বদলীয় একতার জন্য লড়িতেছে। আমরা, খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করিতে রাজী আছি। লীগ সম্পাদক মুজিবর রহমান বলেন: কমিউনিষ্ট পার্টির ডাক আজকে অনাহার ক্লিষ্ট সকলকে স্পর্শ করিবে। এই পার্টির নীতি লীগ বা কংগ্রেসের বিরোধী নয়। বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীযুক্ত সত্য সেন বলেন: এই রকম একতা ছাড়া কোনো কাজ হয় না। এই পার্টির কাজ আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। জাতির মুক্তি বাহিনীর প্রতীক এই সমাবেশ।

পার্টি ফাণ্ডে সকলের অকাতর দান দেখিয়া সভাপতি মহাশয় বলেন: আমি ভাবিতেই পারি নাই, এই রকম অকুণ্ঠ ত্যাগ পার্টির জন্য কেহ করিতে পারে। যে পার্টি এই রকম, সে পার্টি যে কত খাঁটী তাতে আমার সন্দেহ নাই।

এই সমাবেশে আমনরক্ষার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বাংলা কমিটির সম্পাদক ভবানী সেন বক্তৃতা করেন। সেদিন ঢে ফাণ্ডে সমাবেশে প্রায় ২৫০০ টাকা উঠিয়াছে।

সম্পাদকীয়

আহত ও রুগ্নদের চিকিৎসা কি বন্ধ হইবে?

ক্যাম্বেল ধর্ম্মঘটের অবসান করো

প্রকাশ্য দিবালোকে জাপানী গুণ্ডারা আবার কলিকাতায় বোমা ফেলিয়াছে, এ দেশের অনাহার নয়নারীকে হত্যা করিয়াছে। কলিকাতায় জাপানীদের বাসা চাউলের ইহাই প্রথম নমুনা। জাপানীরা আর আক্রমণ করিবে না বলিয়া যে সব দেশভক্তরা এখনো দেশরক্ষায় প্রাথমিক ব্যবস্থা হইতেও হাত গুটাইয়া আছেন—দেশবাসীর রক্তপাতে তাঁদের এই আত্মসন্তুষ্টি ভাঙ্গিবে।

এই প্রাথমিক ব্যবস্থা কি? আমাদের আশ্রয়হীন, খাদ্যহীন, রোগাক্রান্ত দেশবাসী আশা করে যে আমরা এ-আর-পি, ফার্ষ্ট এইড পোষ্ট ও যথেষ্ট আশ্রয় গৃহ প্রভৃতি খোলাড় করিতে তাহাদের সাহায্য করিব। আহতদের শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিব। তাই আজ প্রত্যেক সহরবাসীর প্রাথমিক দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য হইল ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সবল করা, সব সময়ের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখা।

অথচ গত দুই সপ্তাহ ধরিয়া এ-আর-পির প্রধান অবলম্বন ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে ৫৫০ ছাত্র ধর্ম্মঘট করিয়া রহিয়াছে। ৩০০ খাদ্যহ চরমপত্র দিয়াছে। কলিকাতার অন্যান্য হাসপাতালে সহানুভূতি সূচক ধর্ম্মঘট হইয়া গিয়াছে। এবং সারা বাংলার মেডিক্যাল কলেজ, স্কুল ও হাসপাতাল গুলি এই ব্যাপারে চঞ্চল—একটা সাধারণ ধর্ম্মঘট হইতে পারে।

এই অবস্থা একমাত্র জাপানী দস্যুদের সুবিধা করিয়া দিবে—বোমা বিধ্বস্ত রুগ্ন নমুনারী যাহাতে চিকিৎসার সুযোগও না পায় হয় তাহারই অবস্থা।

ক্যাম্বেল হাঁসপাতাল সরকারী হাঁসপাতাল। ছাত্রদের দাবী—মেসগুলি সরকার পরিচালনা করুন—গতবারের মত তাহাদের যেন বোমার জন্য হাঁসপাতাল ছাড়িয়া যাইতে না হয়—শিক্ষার ব্যবস্থা ভাল করা হউক—যাহাতে তাহার ভাল ভাবে লোকের সেবা করিতে পারে। ইউনিয়ন মানা হোক। খাদ্যদ্রব্যের দাবীও আশ্রয়, মাগ্গী ভাতা সংক্রান্ত। সমস্ত দাবী গুলিই হাঁসপাতালে টিকিয়া থাকিবার দাবী।

এই সকল দাবী অবিলম্বে সরকারের মানিয়া লওয়া উচিত ছিল। তাহার পারবর্ত্তে সরকারী গেজেট নোট এই হাসপাতাল তুলিয়া দেবার হুমকী দেখাইয়াছে। অর্থাৎ "অবাধ্য ছেলেদের জন্য করিবার জন্য কলিকাতাবাসীর জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে পারি, এমন কি একটা হাঁসপাতাল সঙ্কটের বাধাইতে পারি"—ইহাই হইল আমলাদের নীতি। ইহা জেল দারোগার নীতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নীতি হইতে নয়।

অথচ আমরা জানি যে ছাত্ররা অবিলম্বে কাজে যোগ দিতে ইচ্ছুক। বোমা পড়িবার পর ষ্ট্রাইক কমিটি হাঁসপাতালে রিলিফ স্কোয়াড পাঠাইয়াছে। গত বৎসর ইহাদের প্রচারেই বোমা পড়ার সময় খাদড়রা সব পলায় নাই।

মন্ত্রীমণ্ডলী এক্ষেত্রে চুপ করিয়া আছেন কেন? এখনি তাহারা ছাত্রদের সঙ্গে দোলা কথা বলুন—ছাত্রদের দাবী মানিয়া লউন, ধর্ম্মঘটের অবসান হইবে।

ছাত্রদের কাছে আমাদের আবেদন যে তাহারা ধর্ম্মঘট না বাড়াইয়া সমস্ত মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ছাত্র ও জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া মন্ত্রীমণ্ডলীকে চাপিয়া ধরুন—ধাদ্রদুদিগকেও তাহাদের পন্থা অনুসরণ করিতে বলুন। আপনাদের দাবী ন্যায্য—কেহই ইহা অগ্রাহ্য করিতে পারে না। বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় শঙ্কিত সহরবাসী আজ সকলেই আপনাদের দাবীর পিছনে—আপনারা হাঁসপাতাল চালু রাখিয়া আপনাদের দেশপ্রেমের পরিচয় দিন।

পাঁচ লক্ষ লোক মৃত্যুর মুখে

নোয়াখালীর অনাহার ক্লিষ্ট কৃষককূলের করুণ কাহিনী

নোয়াখালির বিভিন্ন গ্রাম হইতে হাজার হাজার লোক সৈন্যবিভাগে যোগ দিয়াছে। কিন্তু তাদের যে স্ত্রীপুত্র পরিবার পড়িয়া আছে, তাদের অবস্থা সাংঘাতিক। তাদের কাছে কোনো অর্থসাহায্য আসে না, কাজেই তারা দুঃস্থ পরিণত হইয়া লঙ্গরখানায় খাইয়া কোনোরকমে দিন কাটাইতেছে। এই রকম অবস্থায় কতদিন ইহারা থাকিতে পারে? ক্রমশঃ ইহারাই অন্নের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল। এইভাবে প্রায় ২ লক্ষ লোক আসাম ও অন্যান্য অঞ্চলে চলিয়া গিয়াছে। বাকী আরো ২ লক্ষ, যারা ঘর বাড়ীর মায়া কাটাইতে পারে নাই, তারা পড়িয়া আছে। অনাহার, রোগ ইহদের নিত্য সঙ্গী। ৮ মাস আগে কৃষকদের শতকরা ৫০ জনের এই অবস্থা ছিল। এখন আরো শতকরা ২৫ জন এই অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে। অনেক গ্রাম প্রায় জনশূন্য হইয়া যাইতেছে। পশ্চিম দিকের দীগুলি—চরবাড়ী, চরলামবি, চরমণ্ডল প্রভৃতি জায়গায় গ্রামবাসীর প্রায় ৯০ ভাগই মরিয়া শেষ হইয়াছে।

যারা বাঁচিয়া আছে, তাদের অবস্থা এমন যে কিনিয়া খাইবার মত সামর্থ্য তাদের নাই। চরবাধে জমি পতিত পড়িয়া আছে। চাষ করিবার লোক নাই। শতকরা ৩০ ভাগ বলদ মহামারীতে মরিয়া গিয়াছে।

সব শুদ্ধ প্রায় ৫ লক্ষ দুঃস্থ নরনারী শিশুর একমাত্র ভরসা আজ রিলিফ কিচেন। কিন্তু ৬০৪টী রিলিফ কিচেনে আর কত লোক খাদ্য পাইতে পারে? গ্রামের শিশুদের শতকরা মাত্র ৫০ জন লঙ্গরখানায় আধপেটা খাইতে পায়।

কাপড় ও ঔষধের দুর্ভিক্ষ

শুধু খাদ্যের অভাবই নয়, কন্ট্রোল রেটে জিনিষ কেনাও আজ লোকের সাধ্যের অতীত। কাপড় ও ঔষধ জোটে না। মেয়েরা সামান্য একটুকরা ন্যাকড়া পড়িয়া লঙ্গরখানার খাইতে আসে। শিশুদের শতকরা ৫০ জনের এমন পরিচ্ছদ নাই যাতে তারা এই শীতে বাঁচিতে পারে। কলেরা ও ডুপসি তো অনেক দিন হইতেই ছিল, এখন নূতন করিয়া ম্যালেরিয়া আসিয়াছে। কুইনাইন নাই, ডাক্তারেরও অভাব।

মুনাফালোভীর নূতন কৌশল

মজুতদার ও মুনাফালোভীর বিরুদ্ধে জনসাধারণের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের ফলে আজকে বড় কারবারীরা আর সুবিধা করিতে পারিতেছে না। কিন্তু তারা নূতন কৌশল ধরিয়াছে। গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট কারবারীর মারফৎ আজকে চোরা-কারবার চলিতেছে। নোয়াখালি সহর হইতে মাত্র দেড় ঘন্টার পথ হাজিগঞ্জ—সেখানে চাল বিক্রয় হইতেছে ৬৫।৭০ টাকা মণ; আর চৌমহনীতে বিক্রয় হইতেছে ৩০ টাকা মণ। কারবারীরা চৌমহনী হইতে-চাউল লুকাইয়া হাজিগঞ্জে বিক্রয় করিয়া মণ পিছু ২৫।৩০ টাকা লাভ করিতেছে। আজকে যে কেউ ৫০ টাকা বা ১০০ টাকা জোগাড় করিতে পারে, সেই এইভাবে চালের কারবার করিয়া বড়লোক হইবার চেষ্টা করিতেছে। জেলার ও জেলার বাহিরে এখনো অবাধ বাণিজ্য চলিতেছে, তাতে চোরাকারবারীর প্রচণ্ড সুবিধা হইয়াছে।

আমন ধানকে জেলার মধ্যে রাখিতে না পারিলে এই বুহাচুরী বন্ধ করা যাইবে না। লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঠেকানো যাইবে না। তার সঙ্গে দরকার ব্যাপকভাবে রিলিফ দেওয়া। অন্তত ২৫ লক্ষ মণ চাউল বাহির হইতে আনা দরকার।

ময়মনসিংহে জনসাধারণের চেষ্টায় মজুত উদ্ধার

আমাদের সংবাদদাতা লিখিতেছেন:—কিছুদিন পূর্ব্বে ময়মনসিংহে মোট ২৫০০ মণ ধান মজুতকারীর হাত হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে নলকুড়ায় ১০০ মণ, হলদিগ্রামে ১০ মণ, ঠাকুরবোনায় ১১৯১ মণ, বাউসীতে ২৩৮ মণ ধান উদ্ধার হইয়াছে। পাটের নীচে এই ধান লুকানো ছিল। ইহা ছাড়া চাউল উদ্ধার হইয়াছে মোট ১০১৬ মণ। ইহার মধ্যে সাতভায় পাওয়া গিয়াছে ২৫০ মণ, বারহাট্টায় ১৫০ মণ, লক্ষ্মীগঞ্জে ৪০০ মণ, মালকানগরে ১৫০ মণ, এবং সেরপুরে ৩০ মণ।

আইনকে ফাঁকী দিয়া মুনাফালোভী চাল চালান দিতেছে

চাঁপাডাঙ্গা হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানাইতেছেন:—

কয়েকদিন হইল এক সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে কোনো ব্যক্তি মহকুমা হাকিমের ছাড়পত্র ব্যাতিরেকে দুই মণের বেশী ধান বা চাল একসঙ্গে রেলে 'বুক' করিতে পারিবে না। কিন্তু বাহিরের চোরা কারবারীরা এই চাঁপাডাঙ্গার বাজারে ধান ক্রয় করিয়া ৫০।৬০ জনের নামে দুই মণ করিয়া 'বুক' করিতেছে। রেল আইনকে ফাঁকি দিয়া এই ভাবে চোরাকারবারী কাজ চালাইয়া লইতেছে। সরকার মুনাফালোভীর এই ষড়যন্ত্র বন্ধ করিবার জন্য কি করিতেছে।

পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটি (বেঙ্গল)

প্রাপ্তিস্বীকার

কে, সি, দে এণ্ড সন্স কলিকাতা ৫১৲, জে, এন, বানার্জ্জি ২৲, শান্তিপ্রসাদ মুখার্জ্জি ৫৲, শ্রীঠপুর রিলিফ কমিটি ২০৲, শ্রীমতী আশা দাসগুপ্ত, রামপুর ৬৸৶০, এম, নাগভূষন রাও, নন্দীগ্রাম ১০৲, মিসেস ইন্দিরা বাগাং ৭৫৲, জামসেদপুর ডিষ্ট্রিক্ট ইউনিট ৪০৲, মিঃ চক্রবর্ত্তী, মাদ্রাজ ৫৬৶০, ডি,জে, কুক, মনলীপত্তন ৬৸৶০, কে, এস, রাও, নন্দীগ্রাম ২০।৶০, শিবদত্ত পাণ্ডে, ভাগলপুর ৫৲, রায়ৎ সংঘম, পেমামালুর, কিস্টনা ১৭০৲, রায়ৎ এসোশিয়েশন, কিস্টনা জেলা ৩৩৶০, আজিজ পাবানি, পুনা ৪৫।০, কাস্তুরা কমিউনিষ্ট পার্টি ৪০৲, বি, টেড ওয়ালী, সিন্ধু, ১৬৲, অন্ধ্র সেবা সংঘম ১৩৲, কে, পি, চোপরা, জলন্ধর ৩৬৲, আর, এল, ভড়মা, বেঙ্গল রিলিফ কমিটি, পাঞ্জাব ২০০৲, রায়ৎ সংঘম, নিদামারো, গোদাবরী ৩২৲, এস, ডি, রতনম গোদাবরী ৩৸০, কমিউনিষ্ট পার্টি, কাড্ডালোর ১৩০৲, গ্রাম্য রায়ৎ সমিতি, পোমলাপাড়ু, অন্ধ্র, ৬৯৲, রাম সুব্বারাও, অন্ধ্র কিষাণ সভা ৩২৲, ডেকটেবর লু, বিজয় নগরম্ ২৪৲, সীতারাম অঞ্জনেয়া রাইস মিল কৃষ্ণা জেলা ৩৫৲, তিরব্রীচ তালুক কমিটি, মাদ্রাজ ৭০৲, শিবদত্ত পাণ্ডে, ভাগলপুর ২৲, নিউ এজ প্রিন্টিং প্রেস, বম্বে ৭৫৲, পি, রাজা বাহাদুর, মাদ্রাজ ২০৲, ব্রিটিশ সৈনিক, সেকেন্দ্রাবাদ ২৭৲, রায়ৎ সংঘম, কণপাল্লুলা কিষ্টনা ৩৮৲, ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন রাম অঞ্জনের রাইস মিল, কিষ্টনা ১২৲।

কলেরা ও ম্যালেরিয়ায় হাজার হাজার লোকের মৃত্যু

শান্তিপুরে কলেরার প্রকোপ ● একটি ইউনিয়নে ম্যালেরিয়ায় 2000 লোকের মৃত্যু

সম্মিলিত মেডিকাল রিলিফ কমিটী গঠন

শান্তিপুর সহরে ব্যাপক আকারে কলেরা দেখা দিয়াছে। প্রত্যহ ২০।২৫ জন লোক মারা যাইতেছে। ইহার প্রতিকারের জন্য গত ২৩শে নভেম্বর সকল শ্রেণীর লোক হইয়া একটি সভা হয় এবং মিউনিসিপ্যাল কমিশনর ও অন্যান্য লোকেরা লইয়া একটি রিলিফ কমিটী গঠিত হয়। এই কমিটীর চেষ্টায় ফলে মহকুমা হাকিম কয়েকজন স্যানিটারী ইন্সপেক্টরের ব্যবস্থা করেন, ব্রিটিং পাউডার ও কুইনাইন প্রভৃতি সরবরাহ করেন। সহরের বিশিষ্ট ডাক্তাররা নিজেদের কাজ বন্ধ করিয়াও কলেরার চিকীৎসার জন্য এই কমিটীর সহিতসহযোগিতা করিতেছেন।

একটী গ্রামে কলেরায় ১০০০ লোকের মৃত্যু

সিরাজগঞ্জের খবরে প্রকাশ, বেলকুচি থানার টমাই গ্রামে কলেরায় ১০০০ লোক মারা গিয়াছে। কামারখন্দ থানার চৌবাড়ী গ্রামে ১২৫ জন মারা গিয়াছে। তরাস থানার গিরপোঁটা, পুলা, তরাস প্রভৃতি প্রত্যেক গ্রামে একমাসে ১২৫ জন কলেরায় মরিয়াছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দীর খবর—এখানে দৈনিক ১৫০ জন করিয়া কলেরায় মরিতেছে

বরিশালের খবর:— ২০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে ১৭০ জন কলেরায় মারা গিয়াছে।

২রা ডিসেম্বরের ইউ-পির খবর:—

অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে মুর্শিদাবাদ জেলার বেগডাঙ্গা ইউনিয়নে ম্যালেরিয়ায় ২০০০ লোক মারা গিয়াছে। কলেরায় মারা গিয়াছে ৪০০ লোক। আন্দুলবারিয়া ইউনিয়নে ১০০০ জন লোক বিভিন্ন জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে।

দুর্দ্দশার মাঝেও খাজনার জন্য উৎপীড়ন

কুড়িগ্রামের মোগলবাসা হইতে সংবাদদাতা লিখিতেছেন:—কিসামত মালভাঙ্গা, কিসামত ও চড় নিতাই ঝাড়ে ব্যাপক কলেরা দেখা দিয়াছে। প্রতি সপ্তাহে ৮।১০ জন লোক মারা যাইতেছে। অনেক গ্রামে এমন অবস্থা যে মৃতদেহ সৎকার করিবার লোক নাই।

এই অবস্থায় কাশিমবাজার কাছারী হইতে খাজনার জন্য কৃষকদিগকে চাপ দিতেছে। ভয় দেখান হইতেছে যে খাজনা না দিলে ডিসেম্বর মাসে সমস্ত জমি নিলাম হইয়া যাইবে। ইহার মধ্যেই এই ইউনিয়নে নিলাম ও ক্রোক সুরু হইয়াছে।

বরিশালে টেষ্ট রিলিফ বন্ধ

সরকারী দুর্ব্যবস্থার চরম

বরিশালের টেষ্ট-রিলিফের জন্য সরকার সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিল। তাহার মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা জেলা বোর্ডের মারফতে ব্যয় করা হইয়াছে—এবং বাকী দুই লক্ষ টাকা এখনো সরকারের হাতে। বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী গত জুন জুলাই মাসে ২ লাখ ৬১ হাজার এবং গত সেপ্টেম্বর অক্টোবরে ২ লাখ ৩২ হাজার কৃষক এই কাজ করে। সদর দক্ষিণ, উত্তর এবং ডোনার ইউনিয়ন লইয়া সর্ব্বসমেত ৫৭ ইউনিয়নে এই কাজ হইয়াছে। রাস্তা ঘাট মেরামত ও জঙ্গল পরিষ্কার করা ছাড়া ফসল বাড়াইবার প্রয়োজনে এক পয়সাও ব্যয় হয় নি। বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান জীবনরক্ষা সমিতির সহযোগে টেষ্ট রিলিফের যে পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছিলেন তাহা সরকার মঞ্জুর করে নাই। উপরন্তু এখন এই টেষ্ট রিলিফ বন্ধ করিল।

যে সকল যায়গায় টেষ্ট রিলিফ দেওয়া হইতেছিল তাহাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমন ফসল দেরীতে ওঠে। কাজেই এখানে টেষ্ট রিলিফ বন্ধ করিবার ফলে সেই যায়গার দুরবস্থা ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, স্থানীয় লঙ্গরখানায় ভিড় বাড়িয়া গিয়াছে।

টেষ্ট রিলিফ বন্ধ হইবার কারণ

কমিশনার মার্কিন সাহেব ডোনারে একটি টেষ্ট রিলিফ দেখিতে যান। সেই সময় অধিকাংশ লোক খাইতে গিয়াছিল। মাত্র ৬ জন লোক কাজ করিতেছিল। ইহাতে তাঁহার ধারণা হয় যে রিলিফের দরকার নাই এবং তাঁহার আদেশে রিলিফ বন্ধ হয়। কিন্তু পরে জেলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান তাঁহাকে কারণগুলি বুঝাইয়া বলিলেও তিনি কর্ণপাত করেন না। জেলা বোর্ড গত ৯ই রাজস্ব সচিব ও সমবায় সচিবের কাছে এই অবস্থা বিবৃত করিয়া তার করিয়াছে কিন্তু আজও পর্য্যন্ত কোন কিছুই করা হয় নাই!

আমরা এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্ট আকর্ষণ করি। যে সকল অজ্ঞরা দেশের সকলের অবস্থা বোঝে না, লোকের দুর্দ্দশায় অন্ধ, এমন কি জেলা বোর্ডের মত অর্দ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ গ্রাহ্য করে না তাহাদের হাতে টেষ্ট রিলিফের কাজ ছাড়িয়া দেওয়ার অর্থ কি? বরিশালের জনগণ ইহার জবাব চায়!

ভোলার নিদারুণ অবস্থা

বরিশাল বাংলার শস্য ভাণ্ডার—এবং বরিশালের অন্যতম শস্যভাণ্ডার ভোলা। কিন্তু এই ভোলার জনগণকে দুই বৎসর আগে সাইক্লোনে আঘাত করে এবং গত বৎসর মজুতদারের

দিনাজপুরের চিঠি

আমন ধান মজুতদার পাইবে না

সাড়ে পাঁচ শত ভলাণ্টিয়ার প্রচারে নামিয়াছে

সবে ধান কাটা সুরু হইয়াছে। গ্রামের হাটে কোথাও কোথাও নতুন ধান চাল বাজারে আসিতেছে। পুরাণো আমন চালের দর নামিতেছে। গ্রামে পুরাণো চাল ১৪।১৫৲ টাকা মণ, সহরে ১৬।১৭ টাকা। নতুনের দর গ্রামে ১২।১৩ টাকা। সরকারী এজেন্ট এখনও কেনা সুরু করে নাই। বড় ব্যবসায়ীরাও হাটে নামে নাই। সাধারণ বছরে ব্যবসায়ীরা এই সময়ে ধান কেনা সুরু করে না কারণ ধান ভিজা থাকে। ছোট ফড়িয়া ও পাইকার কেনা বেচার হাত দিয়াছে। চাল কলের দালালরাও ঘোরাঘুরি করিতেছে। বর্ত্তমানে বাজার পড়তির দিকে।

পড়তি বাজারের সম্ভাবনায় মধ্যবিত্তের মনে মোহ জাগিতেছে—এবার বুঝি আর ভয়ের কারণ নাই। খোলা বাজারেই বাঁচিবার হদিস মিলিবে। পড়তি বাজারের দিকে চাহিয়া কৃষক শংকিত হইয়া উঠিয়াছে। নতুবা ধানের বাজারে প্রথম মাসে বিক্রি করে গরীব কৃষকরাই। কাপড়ের দাম কমে নাই। কেরোসিন, আটা, চিনির চোরাবাজারে মাথা গলান যায় না।

সব চেয়ে বিপদ—অভাবের দিনে গরীব কৃষকরা জোতদার মহাজনের নিকট হইতে ২৫৲।৩০৲ মণ দরে চাল কর্জ্জ নিয়াছিল। চুক্তি হইয়াছিল টাকার হিসাবে, ধানের হিসাবে নয়। আজ তাহাদের এক মণ চাউলের স্থানে ৩ মণ শোধ দিতে হইবে। কোথাও কোথাও কৃষকরা কর্জ্জ নিয়াছিল পোয়রা, কাউন প্রভৃতি। মহাজন তাহার পরিবর্ত্তে শোধ চাহিতেছে ধান—এক মণে দেড় মণ। বহু জমি কৃষকের হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে, সেই জমির ধানের ভাগও কৃষক আর পাইবে না। রুক্মিণী অঞ্চলে আড়াই হাজার বিঘা জমি হইতে কৃষক বঞ্চিত হইয়াছে। তাহার প্রচুর ফসলের এক দানাও কৃষকের ভাগ্যে জুটিবে না।

কৃষক সমিতির ডাক

ঠিক এই অবস্থায় কৃষক সমিতি হইতে জোতদার কৃষক সবাইকে ডাক দেওয়া হইয়াছে, 'বেঁচতি ধান বাঁচাও, দেশবাসীকে বাঁচাও'। প্রচার করা হইতেছে: (১) চাউলের উচ্চতম দরের সাথে নিম্নতম দর বাঁধিয়া দাও। (২) গ্রামের স্থানীয় খোরাকীর বেচা কেনার জন্য ছোট ফড়িয়া বা পাইকারদের কৃষক সমিতি বা খাদ্য কমিটির লাইসেন্স নিতে হইবে। লাইসেন্সধারী ছাড়া কাহারও নিকট বেচা কেনা চলিবে না। বেচা কেনার তদারক করিবে কৃষক সমিতি বা খাদ্য কমিটির ভলাণ্টিয়ার। (৩) অভাবের দিনের জন্য এখনই গাঁয়ে গাঁয়ে ধর্ম্মগোলা গড়িয়া ধান জমা দাও। জোতদার ধান জমা দিয়া সামান্য সুদও পাইবে। (৪) গ্রামের প্রয়োজনের হিসাব নাও। (৫) কৃষক সমিতি বা খাদ্য কমিটির মারফৎ সরকারী এজেন্টকে চাল কিনিতে হইবে।

কর্জ্জা ধানের ব্যাপারে জোতদারের সাথে আপোষে আসিতে হইবে। দাবী:—(১) টাকার হিসাবে শোধ নেওয়া চলিবে না, ধানের হিসাবে নিতে হইবে। পায়রা, কাওনের কর্জ্জা পায়রা, কাওনেই শোধ নিতে হইবে। (৩) অভাবের তাড়নায় বিক্রি জমির ধানে কৃষকের অংশ দিতে হইবে।

সুরাবর্দ্দি সাহেবের নয়া কীর্ত্তি!

মুখে খাদ্য কমিটির গুণগান—কাজে খাদ্যকমিটিকে অস্বীকার

রংপুর জেলার কুড়িগ্রামের এক সভায় মিঃ সুরাবর্দ্দি বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে জনসাধারণের মিলিত খাদ্য কমিটীগুলিকে সক্রিয় করিতে হইবে এবং তাহেরই সহযোগিতায় খাদ্য বণ্টন প্রভৃতি কাজ করিতে হইবে। কিন্তু সুরাবর্দ্দি সাহেবের এই কথার পর স্থানীয় মুস্লিম লীগ সম্পাদক যখন তাঁকে জানান যে এখানে সর্ব্বদলীয় খাদ্য কমিটী আছে, তখন কিন্তু সুরাবর্দ্দী সাহেব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের দিকেই তাকান। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই খাদ্য কমিটিকে স্বীকার করেন না, তিনি তাঁর তৈরী কাগজে কলমে যে খাদ্য কমিটী আছে, সেটাকেই মানিয়া লইতে বলেন। জনসাধারনের আপত্তি সত্বেও সুরাবর্দ্দী সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের কথায় সায় দিলেন এবং জনসাধারণের খাদ্য কমিটিকে মানিয়া নিতে অস্বীকার করিলেন।

জনসাধারণের এই খাদ্যকমিটী গঠিত হইয়াছিল একটি সম্মেলনে, সেখানে ৫০০০ লোক উপস্থিত হইয়াছিল। কংগ্রেস, লীগ, হিন্দু মহাসভা, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া এই কমিটি। সুরাবর্দ্দী সাহেব বক্তৃতায় বড় বড় কথা বলিয়া গেলেন, স্পষ্ট কাজের সময় আমলাতন্ত্রের কাছেই আত্মসমর্পণ করিলেন। ইহাই কি সুরাবর্দ্দী সাহেবের খাদ্যনীতির নমুনা?

ভলাণ্টিয়ার দল কাজে নামিয়াছে

আমন বাঁচাইবার আন্দোলন দুই সপ্তাহ হইল সুরু হইয়াছে। হাটে, বাজারে স্লোগাড় প্রচারে বাহির হইয়াছে। সভা, বৈঠক সুরু হইয়াছে। সমস্ত অঞ্চলের সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই। যেটুকু খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় গোটা জিলায় আমন রক্ষার প্রচার কার্য্যে প্রায় সাড়ে পাঁচশত ভলাণ্টিয়ার ইতিমধ্যেই নামিয়া পড়িয়াছে। প্রায় ৪৫টি হাটে প্রচার করা হইয়া গিয়াছে। ২টি বিধ্যাত মেলাতেও প্রচার হইয়াছে। ৩ হাজার ইস্তাহার বিলি হইয়াছে। প্রায় ২৭ হাজার লোকের ভিতর প্রচার হইয়া গিয়াছে।

ঠাকুরগাঁও মহকুমার পূর্ব্ব এলাকায় কৃষক কর্ম্মীরা অভিনব কায়দায় প্রচার করিতেছে। একটি প্রচার স্লোগাড় রংগীন পোষাক পড়িয়া হারমোনিয়াম গলায় বাঁধিয়া নাচ গানের ভিতর দিয়া হাটে হাটে প্রচার চালাইতেছে। ইহাতে কৃষকের ভিতর যথেষ্ট সাড়া পড়িয়াছে। বিভিন্ন এলাকায় প্রচারের জন্য একটি গান ও যাত্রা অভিনয়ের স্লোগাড় বাহির করিবার পরিকল্পনাও করা হইয়াছে।

প্রচারের সাথে সাথে গ্রামের লোক সংখ্যা ও প্রয়োজনের হিসাব নেওয়াও সুরু হইয়াছে।

জোতদারও সমর্থন করিতেছে

এই প্রচারের মাঝে অনেক জোতদারও সমর্থন করিতেছেন। ঠাকুরগাঁও পশ্চিম এলাকার শ্রীমন্ত ঠাকুর, মোঃ মক্তিজুদ্দিন, কালীবাবু, শ্যামদাসবাবু প্রভৃতি বড় জোতদার তাঁহাদের সমর্থন জানাইয়াছেন। কোন কোন এলাকায় জোতদাররা এখনও ইতস্তত করিতেছেন। একটী এলাকায় একজন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এই কাজে বাধা দিবার জন্য গোপন বৈঠক করিয়াছিলেন। কিন্তু বোর্ডের কোন কোন মেম্বর তাহাতে রাজী হন না। ঠাকুরগাঁর পূর্ব্ব এলাকায় শিবরামপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট অন্যায় প্রচারে বাহির হইয়াছেন। স্লোগাড়ী হাটে প্রচারের সময় একজন জোতদার বাধা দিবার চেষ্টা করিলে জনসাধারণ তাহার সহিত বিতর্ক সুরু করে, তখন তিনি নিরস্ত হন।

এই প্রচারের মধ্য দিয়া এক হাজার কৃষক সমিতির মেম্বর হইয়াছে।

রংপুরের চিঠি

★ জমি হস্তান্তর বন্ধ করো ★

আমন ধান প্রচুর হইয়াছে। বাজারে এই ধান কিছু কিছু আসিতেছে। মজুতদাররা গত বারের মজুত এখন ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। দিনাজপুর হইতেও প্রচুর ধান আসিতেছে। গরীব ও মধ্যবিত্ত চাষীরা ধান পুরা পাকিবার আগেই ধান বেচিয়া দিতেছে। এই সমস্ত কারণে ধানের দর নামিয়াছে ১০ টাকায়।

কিন্তু প্রচুর আমন হইলে কি হইবে? আমন কৃষকের হাত হইতে আগেই সরিয়া যাইতেছে। নানানভাবে চাষীর জমি হস্তান্তর হইতেছে। উলিপুর থানায় পনের দিনের মধ্যে ১৩০০০ লোকের জমি হস্তান্তরের কেরেস্তী হইয়াছে। কোর্ট প্রজাদের জমি হইতে উচ্ছেদ একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গরীব চাষীদের সমস্ত জমিই চলিয়া যাইতেছে, আর মধ্যবিত্ত চাষীর জমির খানিকটা চলিয়া যাইতেছে মহাজনের হাতে। তা ছাড়া পুরুষ অভিভাবক নাই এরূপ অসহায় স্ত্রী ও শিশুর সংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ হইবে।

অনাহারক্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে গরু-বলদের মধ্যেও মহামারী দেখা দিয়াছে। তা ছাড়া প্রায় তিন ভাগের একভাগ চাষী তো ইতিমধ্যেই হাল-বলদ বেচিয়া দিয়াছে। লালমনির হাট থানায় ও নিলফামারী মহকুমায় ক্ষেত মজুরের অত্যন্ত ভীষণ ভাবে দেখা দিয়াছে।

আমন রক্ষার পালা গান

রংপুর জেলার আদরগঞ্জের কয়েকজন কর্ম্মী মিলিয়া আমন রক্ষার একটী পালা গান তৈরী করিয়াছেন। তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় এই পালা গান গাহিয়া জনসাধারণকে আমনরক্ষার আন্দোলনে উৎসাহিত করিতেছেন। এই কর্ম্মী দলের ডাক আসিতেছে চারিদিক হইতে। সদর মহকুমা খাদ্য সম্মেলনে ইঁহারা সাধারণ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গান করেন। রংপুর সহরের একটী দুঃস্থ ক্যাম্পে একদিন ইহাদের আমন্ত্রণ আসে। ২৩শে নভেম্বর ইঁহারা সেখানেও পালা গান করেন। কীর্ত্তনের সুরে আমন রক্ষার ডাক শুনিয়া কৃষক, মধ্যবিত্ত সকলেরই মনে নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইতেছে।

হাটে হাটে প্রচার করো

রংপুর জেলার হাটে হাটে আমনরক্ষার প্রচার করা একটি নিয়মিত কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাঁটালবাড়ীর হাটে কৃষক সমিতির অফিস উদ্বোধন হইল এবং তারগর কর্ম্মীরা স্লোগাড় করিয়া প্রচারে বাহির হইল। ধানের আড়তে গিয়া তারা আগুণ জ্বালিল: 'কৃষক সমিতির নির্দ্দেশ মত ধান বেচ!' তিনজন ব্যবসায়ী তখনই সেই ডাকে সাড়া দিল। মোগলআশা হাটের ইব্রাহিম ব্যাপারী নামক একজন ব্যবসায়ী তাঁর দোকানটী সমবায় ভাণ্ডার হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং ১ হাজার টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

সমবায় ভাণ্ডার খোলো রিলিফের কাজ জোরে চালাও

এই অঞ্চলে ৬টী সমবায় ভাণ্ডার খোলার ব্যবস্থা হইতেছে। তার মধ্যে একটি ইতিমধ্যেই খোলা হইয়াছে। ছোট জোতদারও সমবায় ভাণ্ডারের সহিত সহযোগিতা করিতেছে। কাপড় কেরোসিন প্রভৃতি কন্ট্রোল্ দরে পাইলে তারা অনেকেই সমবায় ভাণ্ডারে বাণ বেচিতে খুবই রাজী।

সঙ্গে সঙ্গে রিলিফের কাজও আরো ভাল করিয়া চালানো হইতেছে। সরকার লঙ্গরখানা বন্ধ করিয়া দিবার মতলব করিয়াছিল। কিন্তু জনসাধারণের চাপে তা হয় নাই। রংপুর ও নিলফামারীতে দুঃস্থ ক্যাম্প খোলা হইয়াছে। রংপুর, নিলফামারি, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, ডোমার প্রভৃতি জায়গায় দুধ বিতরণ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

কৃষক, মজুর, ছাত্র, শিক্ষক সকলেরই কাছে আমন রক্ষার ডাক

খুলনা জেলায় আমন ধান রক্ষার আন্দোলন সুরু হইয়াছে। ২৪শে নভেম্বর বাগেরহাট থানার ১১টা গ্রামের কৃষক কর্ম্মী, কমিউনিষ্ট কর্ম্মী, স্থানীয় শিক্ষক, গ্রাম্য নেতা প্রভৃতি সকলে পাঁচপাড়া গ্রামে 'আমন রক্ষার' জন্য সমবেত হন। বাগেরহাট ও কচুয়া থানায় আন্দোলনের প্রোগ্রাম করা হয় ও একদল কর্ম্মী লইয়া একটী ভ্রাম্যমান স্লোগাড় গঠন করা হয়। এই সভাতেই স্লোগাডের জন্য চাঁদা উঠে। স্থানীয় বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতারা স্লোগাডকে অভিনন্দন জানাইলেন। সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা পাইয়া স্লোগাড় প্রচারে রওনা হইল।

কৃষক জনসাধারণের মধ্যে—ধর্ম্মগোলা কমিটী গঠন

সরমখালি গ্রাম। বাসিন্দা প্রায় সকলেই কৃষক। এখানে যা আমন ধান হইয়াছে তাহাতে আড়াই মাসের বেশী চলিবে না। গ্রামবাসী সকলকে লইয়া সভা করা হইল। ধর্ম্মগোলা করিয়া ধান রক্ষা করিতে হইবে—এই কথা বলাতে গ্রামের কয়েকজন ধনী কৃষকও রাজী হইলেন। ১৫ জন নেতৃস্থানীয় লোক লইয়া সেইখানেই ধর্ম্মগোলা কমিটী গঠিত হইল। তাঁহাদের মধ্যে দুইজন স্থানীয় চিতলমারী হাই স্কুলের শিক্ষক। সভায় ৪৩ জন ভলাণ্টিয়ার সংগৃহীত হইল—ইহারা আমন রক্ষার জন্য কাজ করিবে। চিতলমারী গ্রামের শিক্ষক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র ঢালী বলিলেন যে তিনি তাঁর স্কুলের ছাত্রদের এই কাজের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ করিবেন।

ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে

কান্দাপাড়া মুরজেহা হাই স্কুলের শিক্ষক মোঃ লতিফর রহমান ছাত্রদের আহ্বান জানাইলেন, আমন ধান রক্ষা করিবার জন্য তোমাদেরও উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। ছাত্রদের সভা হইল। সেই সভাতেই ২১ জন ভলাণ্টিয়ার হইল। ছাত্র ও শিক্ষক সকলে সেইখানেই চাঁদা তুলিয়া কর্ম্মীদের হাতে দিলেন।

রেলযাত্রীদের মধ্যে

রেলের যাত্রীদের মধ্যেও প্রচার চলিয়াছে। রূপসা হইতে বাগেরহাট ট্রেণে ৪টী কামরায় ২৫০ জন যাত্রী। তাহাদের মধ্যে গিয়া কর্ম্মীরা গাহিলেন: 'জাগো জাগো দেশ-দরদী ভাই।' যাত্রীদের উদ্দেশ করিয়া তাঁরা আহ্বান জানাইলেন: আমন ধান রক্ষার জন্য আপনারা যে যেখানকার আছেন সঙ্ঘবদ্ধ হোন! ট্রেণে কৃষক, মধ্যবিত্ত, মেয়ে, পুরুষ সকলেই ছিল। ধর্ম্মগোলার কথা শুনিয়া কৃষকেরা বলাবলি করিতে লাগিল: 'হাঁ গ্রামে ধর্ম্মগোলা করিলে আমাদের ধান বাঁচে বটে।' একজন কৃষক মেয়ে বলিল: টাকা আমার নাই বটে, কিন্তু গ্রামে গিয়া সবাইকে ধর্ম্মগোলা গড়িবার জন্য বলিব। ট্রেণযাত্রী সকলেরই মধ্যে উৎসাহ জাগিয়া উঠিল।

যশোহরে আমন রক্ষায় কৃষক ও জনসাধারণের উদ্যোগ

যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি মিলিত ভাবে আমন রক্ষার আন্দোলন সুরু করিয়াছেন। গত ১৮ই নভেম্বর কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির উদ্যোগে ঘাটবাওড় ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে কৃষকদের একটী বৈঠক হয়। মাধবপুর, সন্তরপুর মণির্গা এই তিনটী গ্রামের ৬৩ জন কৃষক ও কৃষক নেতা বৈঠকে যোগ দেন। এই বৈঠকে ঘাটবাওড় ইউনিয়ন কৃষক সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি গঠিত হয় এবং ফসলের পরিমাণ, বাধা দরের জিনিষের দোকানে কি পরিমাণ কাপড়, চিনি, আটা প্রভৃতির প্রয়োজন হইবে তাহা নির্দ্ধারণের জন্য সেন্সাস লওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আমন রক্ষার জন্য, রিলিফের জন্য, রেশনিং-এর জন্য ★ সর্ব্বদলীয় একতা চাই! ★

বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে অনাহার, মহামারী ও মৃত্যুর খবর আসিতেছে। কৃষক ও কৃষি-মজুর দুঃস্থে পরিণত হইয়াছে। অনেক জায়গায় আমন ধান কাটিবার লোকের অভাব। ইহাদের জন্য রিলিফ চাই, মুনফাখোরীর হাত হইতে আমন রক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত চাই। কিন্তু প্রচুর আমন হইয়াছে এই আশায় একদিকে রিলিফের চেষ্টাও করিয়া আসিবার আশঙ্কা, আর একদিকে সরকারী পরিকল্পনার সুযোগে মুনফাখোরীর হাতে আমন চলিয়া যাইবার আশঙ্কা। এই উভয় আশঙ্কা ঠেকাইবার জন্য চাই সর্ব্বদলীয় একতা। যাতে কোনো দলের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে আমলাতান্ত্রিক উদাসীনতা টিকিয়া থাকিতে না পারে, যাতে কোনো দলের আশ্রয়ে কোনো মুনফাখোরী মাথা তুলিতে না পারে। কংগ্রেস, হিন্দু-মহাসভা, মুস্লিম লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি সকলের প্রতিনিধি লইয়া খাদ্য কমিটী গড়ুন, সেই কমিটির পিছনে সর্ব্বশ্রেণীর লোককে সম্মিলিত করুন—আমন রক্ষার জন্য, দুঃস্থদের বাঁচাইবার জন্য, সহরে রেশনিং-এর জন্য।

রংপুর

রংপুর জেলায় ও সদর মহকুমায় এ বছরের দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে অনেক লোক প্রাণ হারাইয়াছে এবং হারাইতেছে। জেলায় এ পর্য্যন্ত এক লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। এই জেলার মোগলআশা ইউনিয়নে দুর্ভিক্ষের ফলে শতকরা ৬০ জন কৃষক জমি বন্ধক দিতে বাধ্য হইয়াছে। তাই গ্রামের অধিকাংশ কৃষকই আজ জমিহীন। কৃষকদের মধ্যে শতকরা ৯৩ জন মুসলমান—জেলার অন্যান্য অঞ্চল হইতেও এই একই ধরণের খবর আসিতেছে। নিরন্ন কৃষক পেটের দায়ে জমি বেচিতেছে, রিলিফ কিচেনের উপর নির্ভর করিতেছে, ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে, আর যেখানে কোন কিছুই মিলিতেছে না সেখানে কেহ বা বাড়ী ও জমি জমা ছাড়িয়া অজ্ঞাত চলিয়া যাইতেছে, কেহ বা দেশের ভিটা জমিতেই অনাহারে প্রাণ হারাইতেছে।

সম্মিলিত ভাবে খাদ্য ও রিলিফের জন্য মুস্লীম লীগ অগ্রণী

সদর মহকুমায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রতিরোধের জন্য সম্মিলিত ভাবে খাদ্য ও রিলিফ কাজ করিবার এই জন্য কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট পার্টি ও হিন্দু মহাসভাকে আহ্বান করে। কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট পার্টি মহকুমা মুস্লীম লীগের এই দেশ প্রেমিক আহ্বানে সাড়া দেয়। গত ৩রা নভেম্বর কমিউনিষ্ট পার্টির অফিসে কংগ্রেস, মহকুমা মুস্লীম লীগ ও কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিদের আলোচনা বৈঠক হয়। বৈঠকে মহকুমার আমন ধান রক্ষা, রিলিফ কাজ ও খাদ্য ফসল বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি সর্ব্ব সম্মত পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এখানে ঠিক হয় যে শীঘ্রই একটি সর্ব্ব দলীয় মহকুমা খাদ্য সম্মেলন আহ্বান করিয়া একটি স্থায়ী সর্ব্বদলীয় ও প্রতিনিধি মূলক খাদ্য কমিটি গঠন করিয়া মহকুমার সর্ব্বত্র এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করা হইবে।

সম্মেলনের প্রস্তুতি ও প্রচার

৩রা নভেম্বরের এই যুক্ত অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ১১ই নভেম্বর রংপুর মিউনিসিপালিটি প্রাঙ্গনে একটি জনসভা হয়। ঐ জনসভায় মহকুমা মুস্লীম লীগের সভাপতি মোঃ বজীর উদ্দীন আহাম্মদ, জেলা কংগ্রেসের সহ-সম্পাদক মনিমোহন মজুমদার এবং কমিউনিষ্ট পার্টির বিভূতি লাহিড়ী যুক্ত অধিবেশনের পরিকল্পনা উপস্থিত জনসাধারণকে বুঝাইয়া বক্তৃতা করেন। ঐ সভায় মহকুমা সম্মেলন আহ্বানের জন্য একটি সংগঠক কমিটি গঠিত হয়। সংগঠক কমিটির পক্ষ হইতে ২৮শে নভেম্বর সম্মেলনের দিন ধার্য্য হয়।

কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিষ্ট পার্টির যুক্ত অধিবেশনে গৃহীত পরিকল্পনা ছাপাইয়া ১০৬টী ইউনিয়নের ও মিউনিসিপ্যাল এলাকার প্রত্যেকটি সংগঠন, খাদ্য কমিটি, রিলিফ কমিটি এবং ইউনিয়ন বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিকে সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হয়। ইহা ছাড়াও মহকুমার ৫৬টী ইউনিয়নে এবং মিউনিসিপাল এলাকায় কর্ম্মী প্রেরণ করিয়া বা স্থানীয় কর্ম্মী মারফৎ প্রত্যক্ষ ভাবে প্রচার চালান হয়। এই সকল স্থানের হাটগুলিতে প্রচার স্লোগাড় সম্মেলনের প্রচার চালায় এবং স্থানীয় জনসাধারণকে বক্তৃতায় পরিকল্পনাটি বুঝাইয়া দেয়।

জন সভায় প্রচার

সম্মেলনের প্রচারের জন্য ৩টি বিভিন্ন স্থানে জনসভা হয়। মিঠাপুকুর থানার জনসভায় লীগ নেতা মোঃ বজীর উদ্দিন আহম্মদ এবং জেলার কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক কমরেড মনিকৃষ্ণ সেন বক্তৃতা করেন। এই সকল প্রচারের সময় সকল স্থানেই জনসাধারণ ও সংগঠনগুলি আগ্রহের সহিত এই পরিকল্পনা ও সম্মেলনের বিষয় সমর্থন করে।

সম্মেলনের সাফল্য

২৮শে নভেম্বর বেলা ২টার সময় রংপুর টাউন হলে সম্মেলনের পরামর্শ সভার এবং বৈকাল ৬টার সময় জেলা বোর্ড প্রাঙ্গনে সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সম্মেলনে মহকুমা কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিষ্ট পার্টি, মহকুমা কৃষক সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন ও আত্মরক্ষা সমিতি যোগদান করে। ক্ষত্রিয় সমিতি ও হিন্দুমহাসভার কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মহকুমার ৯টী থানার ৭টি থানা হইতে এবং কমপক্ষে ৫০টি ইউনিয়ন হইতে, সহরের কয়েকজন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, জেলা বোর্ডের চেয়ার ম্যান, অন্ততঃ ১০টি ইউনিয়ন কৃষক সমিতির প্রতিনিধি, সহরের কয়েকটি রিলিফ ও ফুডও কমিটির প্রতিনিধি যোগদান করেন। সম্মেলনে শ্রেণী-হিসাবে শিক্ষক, সহরের মধ্যবিত্ত, জমিদার, জমিদার কর্ম্মচারী, জোতদার, কৃষক, ভূমিহীন কৃষক প্রভৃতি শ্রেণী উপস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে ধান কাটার কাজ আরম্ভ হওয়ায় ও শীত বস্ত্রের অভাবে এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কারণে সকল গ্রাম হইতে ব্যাপক সমাবেশ সম্ভব না হইলেও সম্মেলনের উপস্থিতি সর্ব্বাধিক হইতে খুবই প্রতিনিধি মূলক হয়।

সম্মেলনের আলোচনা ও দাবী

সম্মেলনে ৩জন লইয়া একটি সভাপতি মণ্ডলী গঠিত হয়। সভাপতি মণ্ডলীর সভ্য ছিলেন লীগের মোঃ বজীর উদ্দীন আহম্মদ, কংগ্রেসের শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন সিংহ এবং কমিউনিষ্ট পার্টির কমরেড শঙ্কর রায়। পরামর্শ সভায় সভাপতি মণ্ডলীর পক্ষ হইতে যুক্ত অধিবেশনের পরিকল্পনাগুলি প্রস্তাব আকারে পেশ করা হয়। এই প্রস্তাবে গ্রামে গ্রামে জন প্রতিনিধি মূলক খাদ্য কমিটি গড়িয়া, আমন ধানের ক্রয়, বিক্রয়, সরবরাহমূল্য ও বণ্টন নিয়ন্ত্রনের কথা বলা হইয়াছে। সরকারী ঋণ, স্থানীয় চাঁদায় সমবায় সমিতি ও ধর্ম্মগোলা করিয়া গ্রামের বাৎসরিক প্রয়োজন (খোরাক ও বিহন) গ্রামে রাখিতে, বাড়তি হইলে খাদ্য কমিটির মারফৎ ও সরকারী এজেন্ট মারফৎ ঘাটতি এলাকায় বাঁধা দরে বিক্রয় করিতে, সহরগুলি সমিতে পূর্ণ ও সকল লোকের রেশনিং চালু করিতে বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া দুর্ভিক্ষের দরুণ জমি হস্তান্তর নাকচ দাবী করিয়া, রিলিফের সম্বন্ধে, প্রাথমিক স্কুল ও খাদ্য ফসল বৃদ্ধি সম্পর্কে আরও কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সম্মেলনে একটি অস্থায়ী খাদ্য কমিটি গঠিত হয়। জেলা কংগ্রেসের সহকারী সভাপতি শ্রীযুত নীতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এই কমিটির সভাপতি এবং মহকুমার লীগ সভাপতি মৌঃ বজীর উদ্দীন আহম্মদ ইহার সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হয়।

জেলার অন্যান্য স্থানে আমন ফসল রক্ষার উদ্যোগ

গ্রামের প্রয়োজনীয় আমন ফসল ধর্ম্মগোলা করিয়া গ্রামে রাখার ভিত্তিতে দুর্গাপুকুর, লেলগাছা ও মোগলআশা ইউনিয়নের যুক্ত কমিটিগুলি জোর প্রচার চালাইতেছে এবং ইহাকে কার্য্যকরী করিতে জনসাধারণকে একতাবদ্ধ করিতেছে। নিরন্ন কৃষক শ্রেণী ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আশু নালিশ, ডিগ্রীজারী ও নীলাম প্রভৃতি জমি হইতে উৎখাতের পদ্ধতিগুলি বন্ধ রাখিবার আওয়াজ তুলিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে।

কাঠালবাড়ী খাদ্য সম্মেলনে সকল দলের একতা

সম্মেলনের আগে স্থানীয় কর্ম্মীরা ৩টি স্লোগাডে বিভক্ত হইয়া গ্রামে গ্রামে জোর প্রচার চালায়। গ্রামের খাদ্য কমিটিতে সকল দলকে এক করার জন্য আলোচনা চলে, বৈঠক হয়, ফলে কমিটিগুলিতে সকল দলের একতা গড়িয়া উঠিতে থাকে। ইহার পর ২৫শে নভেম্বর খাদ্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়। দিনাজপুরের কৃষক নেতা হাজি মহম্মদ দানেশ এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। মহকুমা লীগের সেক্রেটারী আসিতে না পারায় একটি বাণী পাঠান। কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড সুধীর মুখার্জ্জি এই সম্মেলনে বক্তৃতা দেন। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয় তন্মধ্যে সরকারকে এই সর্ব্বদলীয় খাদ্য কমিটি মানিয়া লইতে হইবে, এই কমিটির বা কৃষক সমিতির মারফৎ খাদ্য ক্রয় করিতে হইবে এবং সাব দিতে হইবে, অভাবের তাড়নায় ফসলসহ জমি হস্তান্তর বাতিল করিয়া দিতে হইবে প্রভৃতি প্রস্তাবগুলি আছে।

মিলিত খাদ্য কমিটীর সাফল্য

ধর্ম্মগোলা মারফৎ ক্রয়ের ব্যবস্থা

ব্যবসায়ী মনোনয়নে খাদ্য কমিটীর অধিকার

নোয়াখালী

নোয়াখালি ঘাটুতি জেলা ২২ লক্ষ হিন্দু মুসলমান জেলার বাসিন্দা। দেশব্যাপী খাদ্য সংকটের আঘাতে হাজার হাজার সুখার্ত্ত নরনারী লাকসামে, চাঁদপুরে আখাউড়ার লঙ্গরখানায় খাদ্যের জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়, পথে, ঘাটে, হাঁসপাতালে মারা যায়। বহু গ্রাম জনশূন্য হইয়াছে, আরও অনেক গ্রাম জনশূন্য হওয়ার মুখে। জেলার বিভিন্ন লঙ্গরখানায়ও লক্ষাধিক লোক সিকিপেটা খাইয়া অতি কষ্টে জীবনধারণ করিয়া আছে।

এই সংকট সকল দলকে এক করিল

এই হইল গোটা জেলার চিত্র। দেশপ্রেমিক দলগুলি নীরব উপেক্ষায় ইহা দেখিতে পারে না, তাহারা ভুলিতে পারে না ইহারা সমাজের অতি প্রয়োজনীয় অংশ। ইহাদিগকে বাঁচাইতে না পারিলে গোটা জেলা শ্মশান হইয়া যাইবে। তাই সকল দল হাতে হাত মিলাইয়া আগাইয়া আসে, দেশপ্রেমের তাগিদে। ৮ই নভেম্বর কংগ্রেস, লীগ, মহাসভা, কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সমিতি, নারী সমিতি ছাত্রফেডারেশন—সকল দল মিলিয়া জনসভা আহ্বান করে। সকল দলের প্রতিনিধি জেলার নেতাদের লইয়া খাদ্য ও রিলিফ কমিটি গড়িয়া উঠে। পরে সেই কমিটির মধ্যে লওয়া হয় জেলার সকল এম, এল, সি ও এম, এল, এ গণকে।

জনসভার দাবী

জনসভার সর্ব্ব সম্মতিক্রমে সরকারের নিকট দাবী করা হয় (১) ঘাটতি জেলা নোয়াখালীর ধান চাউল বাইরে চালান বন্ধ কর। যে সব পথে চালান যাইবার আশঙ্কা সেখানে কড়া পাহারা বসাও। (২) জেলার ভিতর অবাধ বাণিজ্য বন্ধ কর। ধর্ম্মগোলা, সমবায় ভাণ্ডার, খাদ্য কমিটি ও কৃষক সমিতির মারফত কেনা বেচা চালু কর। (৩) অসামরিক সরবরাহ বিভাগের গলদ দূর করিবার জন্য জনসাধারণের সহযোগিতায় গলদ বিরোধী অভিযান চালাও। (৪) সহর এলাকায় অগৌণে বরাদ্দ প্রথা চালু কর। (৫) খাদ্য সম্পর্কিত সকল ব্যাপারে সর্ব্বদলীয় জেলা খাদ্য ও রিলিফ কমিটির সহিত সহযোগিতা কর।

কমিটিতে কাহারা আছেন?

সেদিন জনসভায় যে খাদ্য ও রিলিফ কমিটি গঠিত হয়, তাহাতে জেলার বড় বড় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিরাই আছেন। কংগ্রেসের নেতা শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকু

বাঁকুড়ায় বিড়ি মজুরের উপর মালিকের হামলা

লেবার অফিসারের আপোষ চেষ্টা ব্যর্থ

গত এপ্রিল মাস হইতে বাঁকুড়া বিড়ি মজুরদের উপর মালিকেরা হামলা চালাইতেছে। প্রথমে মালিকেরা একজোটে কারখানা বন্ধ করে। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশের দুরবস্থার সুযোগে মজুরদের মজুরী কমাইবে—যাহারা আধপেটা খাইয়া কাজ করিতেছিল তাহাদের খাদ্য আরো কমাইবে। হইলও তাহাই, ১০০০ বিড়ি মজুর বেকার হইয়া পড়িল। তবু কারখানা চালু রাখিবার আন্দোলন চালাইবার ফলে ম্যাজিষ্ট্রেটের মধ্যস্থতায় মালিকেরা কারখানা খুলিতে বাধ্য হইল। কিন্তু ওখানকার সর্ব্বপ্রধান কারখানা ২২২নং কারখানা, এখানে ৪৫০ জন মজুর কাজ করে, সেখানে মজুরী ১৫ আনা হইতে ১০ আনায় নামাইয়া আনা হইল। ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ বানচাল করিবার জন্য অন্যান্য কারখানায় নামে মাত্র ১০।১৫ জন মজুরকে কাজে নেওয়া হইল—এবং পাশের গ্রাম হইতে ৫।৬ আনা মজুরী দিয়া দুষ্থ লোকেদের নিকট হইতে বিড়ি তৈয়ারী করানো হইতে লাগিল। ইহার পর ২২২নং কারখানার মালিক ইউনিয়নের উপর জুলুম সুরু করিল, ইউনিয়নের কর্ম্মীদের একে একে বরখাস্ত করিতে লাগিল এবং ইউনিয়নের কর্ম্মীদের কারখানা যাওয়া, সভ্য ও চাঁদা সংগ্রহ করা বন্ধ করিতে লাগিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এই সম্পর্কে ইউনিয়ন জানাইলে তিনি ইউনিয়নের সভ্য ও চাঁদা সংগ্রহ করিবার অধিকার সাব্যস্ত করিয়া আদেশ দিলেন। কিন্তু মালিক সে আদেশ অগ্রাহ্য করিল। মজুরদের আন্দোলনের ফলে সহরের সমস্ত বিশিষ্ট লোক, উকিল, অধ্যাপক, ডাক্তার প্রভৃতি সকলেই মধ্যস্থতার চেষ্টা করিলেন—মালিকেরা তাহাতেও রাজী হইল না।

মালিকের ঔদ্ধত্য চরম সীমায়

ইহার পর ইউনিয়ন লেবার কমিশনরের কাছে আবেদন করে এবং তিনি লেবার অফিসার মিঃ সুশীল মোহন মুখার্জ্জীকে গত ১৮ই নভেম্বর পাঠাইয়া দেন। এই ভদ্রলোক আপোষের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু ২২২নং কারখানার মালিক ডি, ভি, কুণ্ড ইঁহার সঙ্গে দেখা করিতেও অস্বীকার করে। অগত্যা লেবার অফিসার রাত্রি আটটার সময় ইহার গদিতে যাইয়া দেখা করে। এবং তিন ঘণ্টা ধরিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কুণ্ড কিছুই মানিতে রাজী নয়, এমন কি এক আনা মজুরী বাড়াইতেও তাহার আপত্তি। ইহার উপর গত ২৫শে নভেম্বর হইতে এই কারখানা বন্ধ করিয়া দিয়াছে—ফলে ৪৫০ জন মজুর বেকার হইল।

এই বিড়ি মজুররা কারা?

এই সকল মজুররাই বাঁকুড়ায় অগ্রণী হইয়া সস্তাদরে কন্‌ট্রোলের দোকান খুলিবার আন্দোলন করে, কন্‌ট্রোলের দোকান চালু করিয়া সহরের প্রায় ২৩,০০০ লোকের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করে। এই বিড়ি ইউনিয়নের লোকরাই সরকারী বেসরকারী লঙ্গরখানায় অকাতরে পরিশ্রম করিতেছে, রুগ্ন দুঃস্থ শিশুদের দুধ বিতরণ করিতেছে—রোগীদের সেবা করিতেছে। ইহারা বাঁকুড়ার অন্যান্য দেশপ্রেমিক কর্ম্মীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া দেশের সেবা করিয়াছে।

আজ তাহারা নিজেদের দুর্দ্দশায় পিছাইয়া পড়ে নাই। সহরের বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের সাহায্যে একটি সমবায় বিড়ি সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে, তাহার দেশার বিক্রয় হইতেছে এবং আশা করা যায় এক সপ্তাহের মধ্যেই সেখানে বিড়ি তৈয়ারী হইবে।

সরকারী এ্যাডজুডিকেশন চাই

অশঙ্ক ইহাদেরই উপর মালিকের হামলা। ইহার অর্থ অনাহারী বাঁকুড়ার উপর আরো ১৮০০ দুষ্ট চাপাইয়া দেওয়া—অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ানো, এই ধরণের অতিলোভী জুলুমবাজ মালিকদের বশ করাইতে হইলে এখনি এ্যাডজুডিকেশন বসান দরকার। তাহার জন্য লেবার কমিশনার ও লেবর মন্ত্রীর কাছে ইউনিয়ন আবেদন জানাইতেছে। আমরা দাবী করি অবিলম্বে ইহার ব্যবস্থা হউক। অপর পক্ষে আমরা আশা করি যে বাঁকুড়ার দুঃখী দেশপ্রেমিক জনসাধারণ সামাজিক চাপের দ্বারা এই সকল অতিলোভীদের বুঝাইয়া দিবেন যে মালিকদের এই নরহত্যাকর যড়যন্ত্র তাঁহারা সহ্য করিবে না।

নিখিল বঙ্গ ফ্যাসিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলন

আগামী ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে কলিকাতার ২য় বার্ষিক ফ্যাসিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীযুত প্রেমেন্দ্র মিত্র, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, শচীন দেববর্ম্মণ, আবুল মনসুর আহমদ, হারীন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে লইয়া সম্মেলনের সভাপতি-মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। এই সঙ্গে সঙ্গীত, অভিনয়, চিত্র ও শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকিবে। সম্মেলন উপলক্ষে বাংলার খ্যাতনামা লেখকদের লেখাসমন্বিত 'কেন লিখি' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। চাকা প্রদর্শিত লেখক সঙ্ঘ হইতেও এই উপলক্ষে 'ক্রান্তি' নামক একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। বিশদ বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় চিঠি লিখুন।

ফাসিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘ
৪৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আসামের চা মজুরদের দুরবস্থা

চা বাগান, আড়াকাটি, 'কুলী'—এই কথা কয়টা একত্রে বলিলে এক সময় ভীতির সঞ্চার করিত। কিন্তু আজ যাহারা ডুবেলা চা খায় তাহারা এই ভয় তো ভুলিয়াছেই—তাহার সঙ্গে ভুলিয়াছে এই "কুলীদের" দুর্দ্দশার কথা।

কিন্তু এ ওদাসিন্য আজ মারাত্মক। আমাদের সীমান্তে দাঁড়াইয়া জাপানী দস্যু, মাঝে মাঝে সেখানে তাহাদের বোমা অগ্নি ও মৃত্যু বর্ষণ করিতেছে, ভারতে এই পূর্ব্ব সীমান্তে কোন রূপ সুযোগ পাইলে ইহারা পঙ্গপালের মত ভারতের বুকে ছুটিয়া আসিবে। অথচ চা মজুরদের মধ্যে রোগ ও মহামারী অনশন ও মৃত্যু আজ সেই সুযোগই করিয়া দিতেছে।

ইহা কিরূপে হইল

আসামের লোক সংখ্যা প্রায় ৯ কোটী দশ লক্ষ। ইহার মধ্যে চা বাগানের বারো লক্ষ মজুর। আসামের জমি উর্ব্বর—চিরকাল বাড়তি ফসলই ফলে। অথচ সেখানেও আজ বাংলায় দুর্ভিক্ষের ছায়া পড়িয়াছে। মজুতদারদের লোভে ও আমলাতান্ত্রিক অবহেলায় সেখানে চাউলের দর হু হু করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ বাড়িল না মজুরদের মজুরী। যুদ্ধের ফলে দৈনিক একটী পুরুষ ।৹ নারী ।৴৹ এবং বালক দশ পয়সা পাইত আজও তাহাই রহিয়াছে। চালের দর যেখানে ৩৷৹।৪৹ টাকা (বর্ত্তমানে ২৷৹।২২ টাকা) ছিল সেখানেও তাহাদের মাহিনা রহিল মাসে যথাক্রমে ৬।৫।৪ টাকা। যুদ্ধের জন্য কোনরূপ মাগগী ভাতা ইহাদের দেওয়া হইল না।

কোম্পানীর রেশনিংএ দুর্ব্যবস্থা

কোম্পানী রেশনিং করিল, সস্তা দরে চাউল ও অন্যান্য জিনিষ সরবরাহের ভার নিল। কিন্তু দামের হার বিভিন্ন বাগানে বিভিন্ন রকম। চাউল ৫৲ হইতে ১২৷৹ টাকা দরে দেওয়া হয়। এবং কোন বাগানই সমগ্র পরিবারের সরবরাহের ভার নিল না। কেবল যে ব্যক্তি কাজ করে তাহাকেই রেশন দেওয়া হইতে লাগিল। রেশনের পরিমাণ একজনেরও কম। চাউল সাধারণতঃ ২৷৹ সের হইতে ৫ সের পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। অথচ বয়স্ক মজুরেরা দৈনিক কমপক্ষে আধসের হিসাবে অন্ততঃ ৭ সের চাউল সপ্তাহে খাইবেই। কিন্তু বেশীর ভাগ বাগানেই ৴৩৷৹ সেরের বেশী চাউল দেওয়া হয় না। এক একটী বাগানে সপ্তাহে ৫ সের দেওয়া হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ডাবি চা বাগানের হিসাব দেওয়া যাক। এই চা বাগান কাছাড় জেলার অন্যতম প্রধান বাগান। এখানে মাসে একজন মজুরকে ৪৲ টাকায় ১৪ সের চাউল, ।৴৹ আনায় দুই সের নুন, ।৵৹ আনায় দুসের ডাল, ।৴৹ আনায় এক পোয়া সর্ষের তেল এবং তিন পোয়া কেরসিন তেল।৹ আনায় দেওয়া হয়। মোট ৪৸৶৹ আনায় এগুলি পাওয়া যায়। এখন একটি পাঁচজনের পরিবারের হিসাব লওয়া হইলে দেখা যাইবে যে তাহাদের যদি দুই জন কর্ম্মক্ষম থাকে তা হইলে তাহারা মাহিনা পাইবে ১৷।১২ টাকা একত্রে এবং রেশনের মাল পাইবে ১৸৶৹ আনার। ফলে তাহাদের যা বাকী থাকিবে তাহাতে বাহিরের দোকানে দুসের চাউলও পাওয়া যায় না। অথচ এই পাঁচজনের মধ্যে যদি তিনটী অল্পবয়স্ক ধরা যায় তাহা হইলে ইহাদের মাসে ৮৪ সের (সপ্তাহে যদি বয়স্ক ৬ সের ও অল্পবয়স্ক তিন সের পায়) তো লাগিবেই। অথচ সেই যায়গায় পূর্ব্বোক্ত হিসাবে তাহারা পাইল মাত্র ২৮ সের।

মজুরদের নিদারুণ অবস্থা

এই ভাবে মাসের ১৮ দিন উপোস থাকিয়া কতদিন উহারা কাজ চালাইতে পারে? শুধু তাই নয় আজ—এই দীর্ঘ অনশনের ফলে এবং চা জঙ্গল হইতে গাছ গাছড়া খাইয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিতে গিয়া মজুরদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে উদরাময়, আমাশা ও শোথ দেখা দিয়াছে। দলে দলে মৃত্যুর খবর আসিতেছে। দেশের বহু দূরে লোক চক্ষুর অন্তরালে এই ভাবে বিপদ ঘনাইয়া উঠিতেছে।

ভয়াবহ সম্ভাবনা

ইহার ফল গুরুতর হইবার সম্ভাবনা। খাদ্যের অভাবে যদি এই সকল মজুর রেল লাইন ধরিয়া আসিতে থাকে, যদি আশে পাশের গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে—তাহা হইলে দেশে অরাজকতা দেখা দিবে। দেশের যোগাযোগ ব্যাবস্থা ব্যাহত হইবে, সৈন্য চলাচলে বিঘ্ন জন্মিবে, লুঠতরাজ, মহামারী ছড়াইয়া পড়িবে। ইহাতে জাপানী দস্যুদের সুবিধা হইবে।

প্রতিকারের উপায়

এই বিপদ আটকাইতে হইলে দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে উদ্যোগী হইতে হইবে এবং চা মজুরদের নিম্নলিখিত সুবিধা আদায় করিয়া দিতে হইবে। (১) পরিবারের প্রত্যেকটী ব্যক্তিকে হিসাব করিয়া সেই অনুযায়ী রেশন দিতে হইবে। (২) খোরাকির পরিমাণ সপ্তাহে বয়স্কদের ৫ সের হিসাবে এবং অল্পবয়স্কদের ৩৷৹ হিসাবে চাউল দিতে হইবে। (৩) চাউলের দর টাকায় দশ সের করিতে হইবে। (৪) মজুরদের দেশরক্ষার উদ্বৃদ্ধ করিবার জন্য, উৎপাদন নীতি সফল করিবার জন্য, ইউনিয়নের কর্ম্মীদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। (৫) উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য, বাগানে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রত্যেক বাগানে মালিক ও মজুর প্রতিনিধিদের যুক্ত উৎপাদন কমিটি গঠন করিতে হইবে।

সর্ব্বদলীয় একতা চাই

[৫এর পাতার শেষাংশ]

ফরিদপুর

অন্যান্য জেলার ন্যায় ফরিদপুর জিলাও খাদ্য সংকটের ফলে একেবারে উজাড় হইয়া যাইতেছে। সরকার হইতে বিভিন্ন রকম সাহায্য দেওয়া হইতেছে বটে কিন্তু তাহা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নহে। দুঃস্থ জনসাধারণকে বাঁচাইবার জন্য ফরিদপুরে একটি জেলা কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে। কমিউনিষ্ট পার্টি, মুসলীম লীগ, ফ্রাঙ্ক ফেডারেশন, মুসলীম ছাত্রলীগ, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি রহিয়াছেন এই কমিটিতে। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সাহায্য বিতরণ করাই এই কমিটির নীতি। তাই পিপলস্ রিলিফ কমিটি এই কমিটিকে প্রথম দফায় ১০০০ টাকা ও ১০৯১ খানা কাপড় দিয়া সাহায্য করিয়াছে। জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে মুসলীম চেম্বার অফ কমার্সের প্রেরিত ৫০০ মণ চাউলও এই কমিটির মারফতে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বিতরণ করা হইবে।

এই কমিটী হইতে ফরিদপুরে ৪০০ খান মাদারীপুরে ৪৭৫ খান, রাজবাড়ীতে ২০১ খান, গোপালগঞ্জে ১৫১ খান কাপড় বিলি করা হইতেছে। মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত গোয়ালচামটে একটী দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র ১৫ই নভেম্বর হইতে খোলা হইয়াছে। এই কেন্দ্র হইতে ৫০ জন শিশুকে মাথা পিছু এক পোয়া হারে দুধ দেওয়া হয়।

যশোহর

গত ২৮শে নভেম্বর বিভিন্ন দলের নেতাদের সম্মতি লইয়া ঝনঝরাগ্রাম অঞ্চলে বরাদ্দ সম্মেলনের আয়োজন হয়। সম্মেলনের পূর্ব্বে ৩ দিন স্কোয়াড বাহির হইয়া বরাদ্দ ব্যবস্থার দাবী সম্বলিত গণ দরখাস্তে স্বাক্ষর সংগ্রহ ও প্রচার করে: মোট ১৩ জন কর্ম্মী স্কোয়াডে কাজ করেন এবং একশত বাড়ীতে গিয়া দুই শত স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন।

কর্ম্মীরা প্রচারের সময় 'ঐক্যের পথে আমন ধান রক্ষা কর' প্রভৃতি পুস্তিকা ৪৪ কপি এবং ৯ কপি 'জনযুদ্ধ' বিক্রয় করেন। সম্মেলনের আগের দিন কংগ্রেস, মুসলীগ লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সমিতি, ব্যবসায়ী সঙ্ঘ প্রভৃতি দল ও প্রতিষ্ঠানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের স্বাক্ষর সম্বলিত ইস্তাহার বিলি করা হয়। লীগ নেতা মৌ হারেজ উদ্দীন সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিতে স্বীকৃত হন।

কর্ম্মীরা সহরের পর্ব্বেখালী কালোপুর, মোড়ল পাড়া, দোগাছিয়া, মনমোহনপুর, চাঁদপাড়া, চাল্‌তী, মাধবপুর, সজ্জপুর, মণিগাঁ, পাইক পাড়া, নতুন গ্রাম এই ১১টী গ্রামেও প্রচার চালান।

২৩শে নভেম্বর নানারকম পোষ্টার সজ্জিত টাউন হল প্রাঙ্গনে সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের উপস্থিতি খুব অল্প হইলেও উন্নিশটি ১১টী গ্রামের দুই শতাধিক কৃষক সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। নির্ব্বাচিত সভাপতি অনিবার্য্য কারণে সম্মেলনে উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ ও সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া পত্র দিয়াছিলেন। বনগ্রামের প্রবীণ নেতা শ্রীযুক্ত ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সম্মেলনে অধ্যাপক গোপাল দাসগুপ্ত, কমরেড সুকুমার মিত্র, কমরেড হক, প্রবীণ কৃষক নেতা শ্রীযুত শীতল মণ্ডল, কমরেড অজিত গাঙ্গুলী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। সম্মেলনের প্রারম্ভে সংস্কৃতি স্কোয়াড "জাগ জাগ দেশ দরদী" গানটী গাহেন। সম্মেলনে বনগ্রাম সহরে খাদ্য বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দাবী জানাইয়া এবং আমন ধান সম্পর্কে মোটামুটী ভাবে কমিউনিষ্ট পার্টির স্বারক লিপি সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

যুদ্ধের গতি

আবার জাপানী হামলা

পূর্ব্ব বাংলার কয়েক জায়গায় একাধিকবার বোমা ফেলিয়া জাপানী বোমারুরা ক্ষান্ত হয় নাই। ৭ই ডিসেম্বর রবিবার প্রকাশ দিবালোকে তাহারা দল বাঁধিয়া আসিয়া কলিকাতা অঞ্চলে বোমা ফেলিয়া যায়। এই সাফল্যের জন্য বেশ কিছু দাম তাহাদিগকে দিতে হইয়াছে। দুইখানি জাপানী বিমান নষ্ট করা হইয়াছে, সম্ভবতঃ আরও চারখানি ধোয়া গিয়াছে। কলিকাতাবাসীও জাপানী হুম্‌কীতে আতঙ্কিত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হওয়ার কিছুমাত্র লক্ষণ দেখায় নাই। জাপানী ফ্যাসিষ্টরা যে কি চায়, তাহা জানিতে কাহারও বাকী নাই। তাই আমাদের সোণার বাংলাকে বাঙালী কিছুতেই ফ্যাসিষ্ট দস্যুদের কবলে যাইতে দিবে না।

জাপানের চোখ আমাদের দিকে

প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে সম্প্রতি জাপানীরা বেশ খানিকটা আঘাত খাইয়াছে। গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকান বাহিনীর সাফল্যে তাহারা ভয় পাইয়াছে। রবাউল ও বুগাঁভিলের মধ্যে এক নৌযুদ্ধে জাপানী নৌবহর মার্কিন নৌবহরের কাছে হারিয়াছে। নিউগিনিতে অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্য অগ্রসর হইতেছে। জাপানীরা এখন প্রশান্ত মহাসাগরে আক্রমণ না চালাইয়া আত্মরক্ষার দিকেই মনোযোগ দিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু জাপানী জানে যে দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে যুদ্ধ করিতে করিতে মিত্রশক্তির বহু সময় যাইবে, খাস টোকিও অভিমুখে যে আক্রমণ না চালাইলে যুদ্ধ জয় খেটিবে না তাহা এখনও সুদূরপরাহত। তাই জাপানের মতলব মিত্রশক্তির সব চেয়ে দুর্ব্বল ঘাঁটি ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হওয়া। আমলাতন্ত্র এখনও দেশবাসীকে বাদ দিয়া দেশরক্ষা করার নির্ব্বোধ স্বপ্ন দেখিতেছে। জাতীয় নেতারা যখন কারাগারে, দেশ যখন দুর্ভিক্ষের জ্বালায় অবসন্ন, তখন তো জাপানের পোয়াবারো বটেই। তাই ফ্যাসিষ্ট জাপান তাহার অনুচর মারফৎ বেতারে কুহকবার্ত্তা পাঠাইতেছে, ভারতকে স্বাধীন করিয়া দেওয়াই বুঝি জাপানের কামনা! আর সঙ্গে সঙ্গে বোমারু পাঠাইতেছে, দেশের লোকের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া, উৎপাদন ও যাতায়াত ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া, ভারতবর্ষে পা বাড়াইবার সব বন্দোবস্ত পাকা করিবার চেষ্টায় লাগিয়াছে। কিন্তু মূঢ় আমলাতন্ত্রের মুখ চাহিয়া আমরা থাকিব না, আমাদের দেশ আমাদিগকেই বাঁচাইতে হইবে, আর সে কাজ ঠিকভাবে করিবার জন্যই জাতীয় নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় সরকার দাবী করিয়া আন্দোলনকে আমরা বাড়াইয়া লইয়া যাইব।

কাইরোতে নেতৃসম্মেলন

মিশরে কাইরো শহরে চিয়াংকাইশেক, রুজভেল্ট ও চার্চ্চিল একত্র বসিয়া আলাপ আলোচনা করিয়াছেন। একজন সাংবাদিক বেশ বলিয়াছেন যে ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মানী ও জাপানের নামে মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা কাইরো হইতে বাহির হইয়াছে। ফ্যাসিষ্টদের প্রধান সর্দ্দার অবশ্য হিটলার, এবং সেজন্য হিটলারীদের ধ্বংস করার গুরুত্ব খুবই বেশী। হিটলার কুপোকাৎ হইলে তাহার দোস্ত তোজর অবস্থা অত্যন্ত কাহিল। কিন্তু চিয়াংকাইশেকের সঙ্গে এই আলোচনার অর্থ হইল যে জাপানের দুর্ধর্ষ্ট কবিরার ব্যবস্থা পাকা করা হইতেছে, মৃদুমন্দ গতিতে প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধ একেবারেই যথেষ্ট নয়। তারতবর্ষের রাজনৈতিক দাবী না মিটাইলে ফ্যাসিষ্ট দখল থেকে বার্ম্মাকে উদ্ধার করিয়া চীনে সাহায্য পাঠানো সম্ভব নয়। সুতরাং কাইরোতে সামরিক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়ে কথাবার্ত্তা নিশ্চয় হইয়াছিল। জাপানকে শিক্ষা দিবার জন্য, মিত্রশক্তিকে গড়িমসি বন্ধ করাইবার জন্য জনশক্তি যে আন্দোলন চালাইয়াছে, কাইরো সম্মেলন সে আন্দোলনের সাফল্যই সূচনা করে। জাপানকে শিক্ষা দিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইলে যুদ্ধজয়ে বিলম্ব ঘটিবে না। ওয়াশিংটনে কোরিয়ার একজন মুখপাত্র বলিয়াছেন যে কোরিয়া জাপানের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য প্রস্তুত। মিত্রশক্তির কাছে সাহায্যের অপেক্ষা করিয়া তাহারা রহিয়াছে। গতিক্ বুঝিয়া ফ্যাসিষ্টদের বন্ধু ডক্টর সালাজার (ইনি পর্টুগালের প্রধান মন্ত্রী) হঠাৎ জাপানীদের নৃশংসতা সম্বন্ধে বেলচাল ছাড়িতেছেন! জাপানকে পৃথ্বীদম্ভ করার উদ্যোগপর্ব্ব শেষ করিবার সময় আসিয়া গিয়াছে।

লালফৌজের সাফল্য সংবাদ

শ্বেত রাশিয়ায় এবং নীপার বাঁকে লালফৌজের অগ্রগতিকে শত্রু বহু চেষ্টায় ঠেকাইতে পারিতেছে না। ভিটেব্‌স্‌ক ও মোগিলেভ এই দুই প্রধান জার্ম্মান দুর্গের দিকে লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে। মোগিলেভ ও বরিসভ, অভিমুখে লালফৌজ চলিতেছে, বরিসভ, তাহার দখলে, ঠিক ঝ্‌লোবিনের নীচে নীপার নদীতীরে লালফৌজ পৌঁছিয়াছে। লেনিনগ্রাদ-ওডেসা রেলপথের উপর লালফৌজের বজ্রমুষ্টি শিথিল হয় নাই। কীরেভের উত্তর পশ্চিমে করোষ্টেন হইতে লালফৌজ সরিয়া আসিয়াছে বটে কিন্তু অক্রচ্‌ষ্টেশন তাহার হাতে, মজিরও দখল প্রায় হইয়া আসিল। শ্বেত রাশিয়া হইতে শত্রুকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করিবার জন্য লালফৌজের এই অগ্রগতির ফলে ২২ ডিভিশন শত্রুসৈন্য বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ঝ্‌লোবিন ও রোগাচেভ লালফৌজের হাতে পড়িতে বিলম্ব নাই। করোষ্টেন জিতোমির অঞ্চলে বহু সৈন্য জমায়েৎ করিয়া শত্রুসৈন্য সামান্য সাফল্য করিয়াছে বটে কিন্তু শ্বেত রাশিয়ায় কিম্বা নীপারকুলে চেবকাসির কাছে ও ক্রেমেঞ্চুগের পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে তাহারা কিছুতেই পারিয়া উঠিতেছে না। লালফৌজ যাহাতে একেবারে রুমেনিয়াতে হাজির না, হয় সে জন্য তাহারা মরিয়া হইয়া পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু লালফৌজ বেতোর মাসা স্থানে আক্রমণ চালাইতেছে, সেভেন হইতে কার্ক্ক পর্য্যন্ত সমগ্র শত্রুকে নাজেহাল করিতেছে, তাহাতে সামান্য স্থানীয় সাফল্যে তাহাদের সান্ত্বনা মিলিতেছে না।

লালফৌজের অগ্রগতি যখন চমকপ্রদ বেগে চলিতেছে, বার্সিন, লাইপৎসিগ প্রভৃতি সহরে মিত্রপক্ষ যখন নিদারুণ বোমা ফেলিতেছে, তখনই কাইরোতে সম্মেলন সারিয়া ইরাণের রাজধানী তেহেরাণে যাইয়া চার্চ্চিল ও রুজভেল্ট কমরেড ষ্টালিনের সঙ্গে আলোচনা করেন। এখানে কি সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহা এখনও জানা যায় নাই। কিন্তু মস্কো সম্মেলনের পর এত শীঘ্র এই তিন নেতা যে যত সত্বর সম্ভব ফ্যাসিষ্টশক্তিগুলিকে নির্ম্মূল করার পরিকল্পনা সম্বন্ধেই পাকাপাকি আলোচনার জন্য মিলিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হিটলারের প্রচারবিশারদরা আবার আঁৎকাইয়া উঠিয়াছে। "জার্ম্মাণরা ভয় পাইবার লোক নয়" বলিয়া যে ভাবে তাহারা হল্লা শুরু করিয়াছে' তাহাতে আতঙ্ক যে কত বেশী হইয়াছে তাহাই প্রমাণ হয়। পাশ্চম ইয়োরোপে নূতন রণক্ষেত্র খুলা হইবার আশঙ্কায় আজ হিটলারীরা শশব্যস্ত। তাই আবার নূতন করিয়া শান্তির বুয়া তাহারা তুলিয়াছে। হিটলারের বৈদেশিক মন্ত্রী রিবেনট্রপকে নাকি পর্টুগালের রাজধানী লিসবনে দেখা গিয়াছে; কোনজন্যে মানে মানে যুদ্ধ থামানোর চেষ্টায় নাকি ফ্যাসিষ্টদের বন্ধুরা কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে। কন্তু তেহেরাণে নিশ্চয়ই মস্কো সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে জোর করিয়া কাজে পরিণত করার ব্যবস্থা হইয়াছে। দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিয়া হিটলারের বিষাঁত ভাঁড়াইয়া দিবার বন্দোবস্ত মিত্রশক্তি না করিয়া পারিবে না।

হিটলারের দিন ঘনাইয়া আসিল

হিটলারীদের বিরুদ্ধে ইয়োরোপে নানাদেশের জনগণের রুদ্ধরোষ এখন যেন ফুলিয়া উঠিতেছে। উত্তর ইতালীতে মুসোলিনির ফ্যাসিষ্ট সরকার স্থানীয় কর্ম্মচারীদের তাড়াইয়া নূতন লোক নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছে। তিউরিণে জার্ম্মাণ সেনার সঙ্গে জনসাধারণের সংঘর্ষের সংবাদ আসিতেছে। মিলানে ধর্ম্মঘটের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। ফ্রান্সে রাজনৈতিক সঙ্কট কাটে নাই। নিরপেক্ষ সুইডেন এখন আর যেন হিটলারকে তেমন ভয় পায় না; নরওয়ের ১৫০০ ছাত্রকে জার্ম্মাণীতে চালান দেওয়ার বিরুদ্ধে সুইডেন প্রতিবাদ জানাইয়াছে। জার্ম্মাণ সংবাদ-প্রতিষ্ঠান জানাইতেছে যে তুর্কীর রাষ্ট্রপতি ইস্মেদ্রের সঙ্গে চার্চ্চিল-রুজভেল্টের কথাবার্ত্তা হইতেছে। অর্থাৎ জার্ম্মাণীর ভয় যে তুর্কী না শেষে মিত্রপক্ষে ঢুকিয়া না যায়, মিত্রশক্তি বলকান দিয়া তৃতীয় ফ্রন্ট না খুলিয়া বসে। মার্কিন বড়কর্ত্তাদের মধ্যে কর্ণেল নক্স, যে তাই বলিয়াছেন যে ইয়োরোপের যুদ্ধ শেষ হইতে দেরী নাই, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কিন্তু মিত্রশক্তিকে সব সময় স্মরণ রাখিতে হইবে কমরেড ষ্ট্যালিনের কথা। শত্রুর শক্তি কম মনে করিয়া অতিরিক্ত উৎফুল না হইয়া আজ প্রাচ্যে ও পাশ্চত্যে সর্ব্বত্র ফ্যাসিষ্ট শক্তিগুলিকে সম্পূর্ণ পর্য্যুদস্ত করিবার সমস্ত ব্যবস্থা কাজেম করিতে হইবে। ফিরিয়া ফিরিয়া আবার সেই একই কথা যুদ্ধের গতির মধ্যে দেখা যায়—ইউরোপে এখনই দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিয়া, ভারতে জাতীয় সরকার বসাইয়া, ফ্যাসিজ্‌মকে ধ্বংস করা হউক্, সারা দুনিয়ায় স্বাধীনতার রাস্তা পাকা করা হউক্।

সোভিয়েট তাজিকিস্থান

তায়ানশান পর্ব্বতমালা এবং "পৃথিবীর ছাদ" স্বরূপ পামির মালভূমির মধ্যে সোভিয়েট তাজিকিস্থান অবস্থিত। তাজিকিস্থানের সীমান্ত আফগানিস্থান ও পশ্চিম চীনের সহিত আসিয়া মিশিয়াছে।

তাজিকিস্থানের আয়তন ১৪৩৯০০ বর্গ কিলোমিটার এবং এখানকার জনসংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সর্ব্বোচ্চ ষ্ট্যালিন শৃঙ্গ (৭৪৯৫ মিটার), লেনিন শৃঙ্গ (৭১২৭ মিটার) এবং ৭৭ মাইল দীর্ঘ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ ফুবার নদী ফেডচেঙ্কো তাজিকিস্থানে অবস্থিত।

জারের আমলে তাজিকিস্থান ছিল নিতান্ত অনুন্নত অবস্থায়।

রুশ জনসাধারণের সহায়তায় তাজিকিরা জারের ও বোখারার আমীরের শাসন হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়া ফেলে এবং ১৯২৪ সালে স্বাধীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর ১৯২৯ সালে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়। তাজিকিস্থানের অধিবাসীদের তিন-চতুর্থাংশ তাজিকী আর অবশিষ্ট উজবেক, কিরগীজ ও রুশিয়ান। তাজিক গণতন্ত্রের মধ্যে পামিরের মালভূমি ও ঢালু অঞ্চলে একটী 'অটোনমাস এলাকা' গঠন করা হইয়াছে। এই অঞ্চলের কেন্দ্র হইতেছে খরগ এবং উহার অধিবাসীরা প্রায়ই তাজিক ও উজবেক।

সোভিয়েটতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর হইতে তাজিকিস্থানের যথেষ্ট পরিমাণ আর্থিক উন্নতি হইয়াছে। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের অর্থ সাহায্যে পশ্চিম তাজিকিস্থান ও নিকটবর

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

বোমার আঘাতে লোক মরিতেছে

হাঁসপাতালের ধর্ম্মঘট কি এখনও মিটিবে না ?

আজ প্রায় দুই সপ্তাহ ধরিয়া ক্যাম্বেল হাঁসপাতালের ছাত্রেরা ধর্ম্মঘট করিতেছে। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, হাঁসপাতালের ধাঙড়রাও ইউনিয়নের মারফতে কর্ত্তৃপক্ষকে চরমপত্র প্রদান করিয়াছে।

ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে প্রায় ৫৫০ ছাত্র এবং তিনশো ধাঙড় আছে : সাধারণতঃ ৭৫০ রোগীর বেড নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু সব সময়েই এক হাজার হইতে দেড় হাজার রুগী থাকে এবং কলেরা, বসন্ত বা নানা সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা আরো বাড়িয়া যায়। বাংলা দেশে সরকার পরিচালিত সমস্ত মেডিক্যাল স্কুল ও হাঁসপাতাল হইতে এই হাঁসপাতাল নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। বাংলার ও কলিকাতার মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও গরীব রোগীদের প্রধান আশ্রয় এই হাঁসপাতাল কলিকাতার কলেরা, বসন্ত ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের প্রধান থাকা এই হাঁসপাতালই সামলাইয়া দেয়। অসংখ্য দুঃস্থদেরও এই হাঁসপাতালে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এখানে এ-আর-পি বেডের সংখ্যা ৫০০। কলিকাতার সমগ্র এ-আর-পি ব্যবস্থার এই হাঁসপাতালে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এবং এই এ-আর-পি ব্যবস্থায় ছাত্রদেরও প্রধান ভূমিকা আছে, কেননা—দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষার্থী ছাত্র হইতে ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্ররা (মোট ছাত্র সংখ্যার তিন ভাগের দুই ভাগ) হাঁসপাতাল ডিউটীর মধ্য দিয়া একই সঙ্গে দিবারাত্র ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার ও নার্সের কাজ করিয়া থাকে।

ছাত্রদের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের মারাত্মক গাফিলতি

কাজেই এই সকল ছাত্ররা যাহাতে নিশ্চিন্ত মনে হাঁসপাতালে থাকিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তৃপক্ষের উচিত। কিন্তু এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ কখনো কিছু করে নাই। ক্যাম্বেলের অধিকাংশ ছাত্র নিকটস্থ মেসে থাকে, প্রাইভেট কনট্রাক্টারের সাহায্যে মেস চালায় এবং তাহার ফলে নানা অসুবিধায় ভোগে। বহুদিন হইতে তাই ছাত্রদের দাবী ছিল সরকারী মেস করিবার। ৩২ সালের ষ্ট্রাইকে এই দাবী উত্থাপিত হইয়াছিল—গত বৎসর বোমা পড়িবার সময় যখন চাকর বাকর পালাইয়া সমস্ত হোটেল অচল হয়, হয় তখনো এই দাবী ওঠে—গত বৎসর ষ্ট্রাইকের এটা প্রধান দাবী ছিল। কর্ত্তৃপক্ষ চিরকাল টালবাহানা করিয়া আসিতেছে। যুদ্ধের প্রথম দিকে ক্যাম্বেলের মধ্যে অদৃশ্য নার্স কোয়ার্টার তৈয়ারী হইতে পারিল—কিন্তু ছাত্রদের হোষ্টেলের কথা কর্ত্তৃপক্ষের মনেও আসিল না।

মেডিক্যাল ছাত্রদের সকাল ৭টা হইতে বিকাল ৫টা পর্য্যন্ত ক্লাস করিতে হয়। তাহার উপর থাকে হাঁসপাতাল ডিউটী। এই অবস্থায় এই চোরাবাজারের দিনে তাহাদের যে কি দুরবস্থায় পড়িতে হইয়াছে তাহা ক্যাম্বেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও জানেন। একটী মেসের লোক চাউল কিনিতে গিয়া ধরা পড়ে এবং তাহাকে ছাড়াইতে সমস্ত মেস শুদ্ধ ছাত্ররা থানায় গিয়া হাজির হয়। গত বৎসর বোমা পড়ার পর সমস্ত মেসের চাকর বাকর পালায় বলিয়া অধিকাংশ ছাত্রদের থাকা খাওয়ার অভাবে কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। অথচ ছাত্ররা চাহিয়াছিল হাঁসপাতালে থাকিতে, তাহারা চাহিয়াছিল বোমার আহত লোকদের সেবা করিতে, তাহাদেরই চেষ্টায় সেই সময় হাঁসপাতালের ধাঙড়রা সব পালায় নাই। কিন্তু পলাতক ধাঙড় বা ডাক্তাররা যখন ফিরিয়া আসিল তখন কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের কিছু বলিলেন না—ছাত্রদের উপর জরিমানা হুকুম করিলেন। "ছাত্রদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিব না, খাওয়ার যোগাড় করিয়া দিব না—এমন কি পেণ্টারের ব্যবস্থাও করিব না—কেবল তাহাদের জরিমানা করিব"—এই নীতি জেল কর্ত্তৃপক্ষের নীতি, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষের নীতি হইতে পারে না।

শিক্ষা ব্যবস্থার সংকট

যুদ্ধে ডাক্তার পাঠাইতে গিয়া এমন পরিকল্পনা-হীন ভাবে কাজ করা হইয়াছে যাহার ফলে এখানে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। অথচ ডাক্তারী শিক্ষা মানুষের জীবন-মরণের ব্যাপার। এখানে চারটী সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে সপ্তাহি দুইটী সার্জ্জেন আছেন। একজনকে পড়াইতে হয়—স্কুলের এবং ক্যাকাল্‌টীর পরীক্ষা লইতে হয়, রুগী দেখিতে হয়, ছাত্রদের ক্লিনিক দিতে হয়। অর্থাৎ কোনটাই হয় না। চিকিৎসার ভালমন্দ নাই—কোন রকমে সারা চলে মাত্র। মেডিক্যাল ওয়ার্ডেও তেমনি। তিনটী ওয়ার্ডে দুইটী ডাক্তার। তাহার মধ্যে একজনকে পূর্ব্বোক্ত সার্জ্জেনের মত সবই করিতে হয়। প্যাথলজীতে এমন একজনকে বসানো হইয়াছে যিনি এতদিন কেবল আউট-ডোরে রুগী ভর্ত্তির কেরাণীর কাজ করিয়াছেন। মেটিরিয়ার কোন শিক্ষক নাই এবং এনাটমিতে এমন একজন ডিমনষ্ট্রেটরকে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, যিনি আজীবন ছেলেদের কেবল ঔষধ তৈয়ারীই শিখাইয়াছেন। এইভাবে যাহাদের বদলিকরা হইয়াছে, ছেলেরা যেমন ইহাতে সন্তুষ্ট নয় তাঁহারাও তেমনি সন্তুষ্ট নন। কারণ তাঁহারাও রীতিমত অসুবিধায় পড়িয়াছেন।

ইউনিয়নের প্রতি আঘাত

কাইন, খাদ্যব্যবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বহুদিন হইতেই ছাত্ররা ইউনিয়নের মারফৎ কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তো তাহা শুনেন নাই পরন্তু যাহাতে ছাত্র ইউনিয়ন ধ্বংস হইয়া যায়—তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথমে নোটিশ দিয়াছেন ইউনিয়নের চাঁদা মাহিনার সঙ্গে আদায় হইবে না, তারপরে বলিয়া দেন যে ইউনিয়নকে কর্ত্তৃপক্ষ মানিয়া লইতে রাজী নন। ঐ ইউনিয়ন যে সার্জ্জেন জেনারেলের সম্মতিক্রমে গঠিত হয়, প্রথম সভায় তদানীন্তন মন্ত্রী সারোয়ার্দ্দী সাহেবের সভাপতিত্বে হয়—একথা আজ কর্ত্তৃপক্ষ চাপিয়া যাইতে চান। এমন কি তৎকালীন সার্জ্জেন জেনারেল যে সম্মতিপত্র দিয়াছিলেন—আজ তাহাও অফিসে নাই।

ধাঙড়দের দুর্দ্দশা

ইহার উপর ৩০০ ধাঙড়দের জীবন লইয়া খেলা চলিতেছে। ইহারা হাঁসপাতালের প্রধান অবলম্বন। অনেক অভিজ্ঞ ধাঙড় আছে যাহারা কাজের বেলায় অনেক সময় অভিজ্ঞ নার্স হইতেও ওস্তাদ। অথচ ইহাদের আশ্রয় দিবার, মাগগী ভাতা বাড়াইবার, চাকুরীতে গ্রেড করিবার, বৎসরে একমাস ছুটি দিবার কোন ব্যবস্থাই নাই। এমন কি যাহারা নানা ধরণের রুগীকে অকৃতোভয়ে সেবা করিতেছে তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও নাই। গতবার ধর্ম্মঘটের পর ইহাদের রেশন ব্যবস্থা করা হইয়াছে কিন্তু রেশন কেবল একজনকে দেওয়া হয় পরিবারের অন্য লোকে কি খাইবে তাহার ব্যবস্থা নাই। রেশনের মধ্যে কয়লা নাই এবং যে বস্তিতে তাহারা থাকে তাহা পরিষ্কার রাখিবার কোন ব্যবস্থাই নাই।

অবিলম্বে ইহার প্রতিকার চাই

ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে এই দুরবস্থার কথায় কলকাতা ও বাংলার সমস্ত মেডিক্যাল স্কুল বা কলেজ আজ চঞ্চল। সংগঠনী গাফিলতির ফলে একটা জীবন চিকিৎসা সঙ্কট দেখা দিতে পারে। কলিকাতায় আবার বোমা পড়িয়াছে। হাঁসপাতালে হতাহত রোগী আসিয়াছে। এই অবস্থায় এই ধরণের ধর্ম্মঘট মারাত্মক। সরকার এক প্রেস নোটে চিরাচরিত আমলাতান্ত্রিক উপায়ে সমস্ত দোষ ছাত্রদের ঘাড়ে চাপাইয়া, তাহাদের শৃঙ্খলা-হীনতা ও হঠকারিতার কথা তুলিয়া হাঁসপাতাল উঠাইয়া দিবার হুমকি দিয়াছেন। দেশভক্ত লীগ-জনগণের লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর আশুতায় আশ্রয়ার্থ আমলারা আজ দেশের স্বাস্থ্য, কলিকাতার এ-আর-পি ব্যবস্থা, অসংখ্য হিন্দু মুসলমান ছাত্রদের মেডিক্যাল শিক্ষা ব্যবস্থাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে সাহস পায়। অসংখ্য নরনারীর জীবন লইয়া খেলা করিতে সাহস পায়।

যুদ্ধে সৈন্যদের খাওয়া থাকার যেমন ব্যবস্থা দরকার বোমা বিধ্বস্ত সহরের হাঁসপাতালের ডাক্তার, ছাত্র, নার্স ও কুলীদের প্রতি তেমনি ব্যবস্থা দরকার। ছাত্ররা চায় যে সমস্ত মেস সরকার চালাক। তাহাদের দাবী সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত, ছাত্ররা গত বৎসরের ফাইনের মাপ চায়, ইউনিয়নকে মানিতে বলে। ইহার মধ্যে হঠকারিতার কিছুই নাই। বোমা পড়িবার পর এইসব ছাত্ররা হাঁসপাতালে কাজ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়াছে। তারা ডেপুটেশন পাঠাইয়া জানাইয়াছে যে আহতদের চিকিৎসার তারা তাদের কর্ত্তব্য করিবে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ নাকি তাতেও রাজী হয় নাই। অচল অবস্থা কর্ত্তৃপক্ষ জিয়াইতে চায়।

কলিকাতার জনগণকে এই ব্যাপারে চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। অবিলম্বে হস্তক্ষেপের দ্বারা ইহার সুমীমাংসা করাইয়া দিতে হইবে।

সুধী প্রধান

বিভিন্ন জেলার খবর

আমনরক্ষা অভিযান

হুগলী জেলার চণ্ডীতলা থানার 'আমন ধান রক্ষা' অভিযানের দ্বিতীয় সপ্তাহ শেষ হইয়াছে। এই সপ্তাহে কৃষ্ণরামপুর, তেলীপুকুর, রূপনারায়ণবাটি, আলিপুর প্রভৃতি গ্রামে সভা হয়। এই সপ্তাহের অভিযানের ফলে কানাইডাঙ্গা গ্রাম নিবাসী কৃষক সভার কর্ম্মী শ্রীযুত সতীশচন্দ্র ঘোষ তাহার উদ্বৃত্ত সকল ধান (আনুমানিক ২০০ মণ) কৃষক সমিতির মতানুসারে বিক্রয় করিবার প্রতিশ্রুতি দেন।

বালকের প্রাণরক্ষায় কমিউনিষ্ট কর্ম্মী

গত ২৭শে নভেম্বর হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মাহেশে বাজারের নিকট একটি দারুণ দুর্ঘটনা হইতে এক বালকের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। রাস্তার দুইদিক থেকে দুইটি লরী সবেগে আসিয়া পড়ার সাথে সাথেই একটি ছোট ছেলে বাড়ী থেকে বাহির হইয়া তাহার ভিতর গিয়া পড়ে। মাহেশের সুতাকল মজুর কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড কিরীটি সিকদার জীবন তুচ্ছ করিয়া ছেলেটিকে বাঁচান। কিন্তু তিনি নিজে আঘাত থেকে বাঁচিতে পারেন নাই। লরী চালক অতিকষ্টে লরী থামাইতে তাঁহার আঘাত গুরুতর হইতে পারে নাই।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি পরিচালিত দুগ্ধ কেন্দ্র

ফরিদপুর জেলার পালং গ্রামে সরকার হইতে একটি দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল। স্থানীয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্ম্মীদের দ্বারা এই কেন্দ্রটি পরিচালিত হইত। এই কেন্দ্রটি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় আত্মরক্ষা সমিতি স্থানীয় জনসাধারণের কাছ হইতে অর্থ সংগ্রহ দ্বারা কেন্দ্রটি পরিচালনা করিতেছে।

আন্তর্জ্জাতিক ছাত্র দিবস

গত ১৭ই নভেম্বর রংপুর জেলা ছাত্র-ফেডারেশনের কলেজ প্রাইমারী কমিটির উদ্যোগে 'বিশ্ব ছাত্র দিবস' উপলক্ষে কলেজে একটি সভা হয়। সভায় ২০০ জন ছাত্র উপস্থিত ছিল।

চট্টগ্রাম জেলার ঢেমশা চৌধুরী হাটে গত ১৭ই নভেম্বর ছাত্র-ছাত্রীদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় বহু ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিল। কমরেড অশোক বিশ্বাস সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। আন্তর্জ্জাতিক সংগীতের পর সভা শেষ হয়।

মধ্যবিত্ত দুঃস্থপরিবারদের সাহায্যের উদ্যম

বরিশাল গুপ্ত রিলিফ মিশনের প্রধান পরিচালক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ সেনের মারফৎ নারায়ণপুর-ভারুকাঠী রিলিফ কমিটি মধ্যবিত্ত দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যার্থে প্রতি সপ্তাহে ৪ মণ চাউল ও আটা পাইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি সেই মিশন নারায়ণপুর-ভারুকাঠী গ্রামে শিশুদের জন্য একটী দুগ্ধ-কেন্দ্র খুলিয়াছে।

দক্ষিণ মৈশুর অগ্রণী কিশোর

ঢাকা সহরের দক্ষিণ মৈশুরি কিশোর বাহিনী দুঃস্থদের সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিয়াছে। তাহারা প্রত্যেকরবিবার ২০০ হইতে ২৫০ জন লোক-কে খিচুড়ী খাওয়ায়। এজন্য যে চাউল লাগে তাহা তাহারা পাড়ায় বাড়ী বাড়ী হইতে সংগ্রহ করে। শুধু নিজের পাড়ার কথাই তাহারা ভাবে না। সংপ্রতি একটি বিচিত্র অনুষ্ঠান করিয়া তাহারা যে ৫০৲ টাকা পায় তাহার একটি অংশ সহর রিলিফ-কমিটিকে দিয়াছে। তাহারা নিজেদের পড়াশুনার জন্য একটি কিশোর পাঠাগার স্থাপন করিয়াছে।

লালফৌজ দিবস পালন

গত ৭ই নভেম্বর শিলচর সহরে গোলদিঘির পারে কমরেড দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে 'লালফৌজ দিবস দিবস' পালন করা হয়। কমরেড মণীন্দ্র রায়, ইরাবতী সিং লালফৌজের কৃতিত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। সভায় বহু লোক হইয়াছিল।

'লেনিন ডে' ফাণ্ডে কৃষকের দান

বগুড়া জেলার পাঁচবিবি অঞ্চলে গোপালপুর, বাঘুয়ী, কাসপুর, দানেন্দ্রপুর বাজিতপুর গ্রামের প্রতিটি বাড়ী হইতে 'লেনিন ডে' ফণ্ডের জন্য সকল কৃষকরাই তাদের সামর্থ্য অনুসারে আউধান দেন।

মুন্সীগঞ্জ মহিলা সমিতির আবেদন

বিক্রমপুরের মহিলা সমাজকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য অর্থ ও বস্ত্র দিয়া সাহায্যের জন্য মুন্সীগঞ্জ মহিলা সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা হিরণপ্রভা বানার্জ্জী দেশবাসীর নিকট এক আবেদন করিয়াছেন।

নভেম্বর বিপ্লব-দিবস পালন

গত ১৭ই নভেম্বর খুলনা সহরে নভেম্বর দিবস পালন উপলক্ষে শোভাযাত্রা ও সভা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সভা হয় করোনেশন পার্কে। প্রায় এক হাজার লোক সভায় উপস্থিত ছিল। বাংলার কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড সরোজ মুখার্জী সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভার শেষে খাদ্য-সংকট সমাধানের উপর একটি নাটক অভিনীত হয়।

আগড়তলায় 'ব্লিলিফ' কাজ

আগড়তলার স্থানীয় কর্ম্মীরা ফোরাড প্রচার দ্বারা জনসাধারণের কাছ হইতে যথেষ্ট সাহায্য সংগ্রহ করিতেছে। ইতিমধ্যেই কয়েকটি কেন্দ্রে রিলিফ কিচেন খোলা হইয়াছে। রাজ পরিবারের লোকেরাও সাহায্য দিতেছেন। স্থানীয় একটি খৃষ্টান মিশন হইতে গরীবদের শীতবস্ত্রের জন্য ১০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

পার্টি অফিস উদ্বোধন

গত ১৯শে নভেম্বর তারিখে রংপুর জেলার বড়ডিটা বন্দরের উপর কিশোরগঞ্জ থানা অফিস খোলা হইয়াছে। এই সম্পর্কে যে বৈঠক হয় তাহাতে—'জনযুদ্ধ' কিভাবে বর্ত্তমান সংকটে জাতির সেবা করিতেছে—এই বিষয়ে আলোচনা হয়।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

জনযুদ্ধ

প্রতি সংখ্যা ছ' পয়সা
বার্ষিক ৪৪, ৬ মাস ২৷
৩ মাস ১৷০

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জি
এম,এল,এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

২য় বর্ষ] বুধবার, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৪৩, ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৫০ [৩৩শ সংখ্যা

১০ হাজার লোকের সমাবেশে

● অবিলম্বে রেশনিং চালু করিবার দাবী ●

(নিজস্ব প্রতিনিধির বিবরণ)

গত রবিবার ১২ই ডিসেম্বর কমিউনিষ্ট পার্টির ডাকে কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ১০ হাজার জনতা সমবেত হইয়া দাবী জানায় : কলিকাতা ও শিল্প অঞ্চলে অবিলম্বে রেশনিং চালু করো! রেশনিং-এর কার্ড বিলি হইতে দোকান খোলা পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারে জনসাধারণের সহযোগিতা লও! মুনাফালোভী মজুতদারের হাতে জনসাধারণের ভাগ্য ছাড়িয়া দিতে দিব না, সকলের খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব সরকার লউক! শুধু কলিকাতারই নয়, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি জেলা হইতেও দলে দলে লোক এই সভায় উপস্থিত হইয়াছে। বহু দিনের মধ্যে কলিকাতায় এত সংঘবদ্ধ ও বিরাট সমাবেশ হয় নাই।

এই সভার পাশে ঐ সময়েই দেখিলাম ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের মিটিং। খাদ্য-ফসল-বাড়াও প্রদর্শনীর ঘরে তিনি সভা করিতেছেন। লোক সংখ্যা ৫০০-র বেশী নয়। শ্যামাপ্রসাদ রেশনিং-এর কথা কিছুই বলিলেন না। জনসাধারণের খাদ্য সরবরাহের জন্য তিনি দাবী জানাইলেন : ব্যবসাদারদের হাতে সব ছাড়িয়া দাও! সরকারী আমন-ম্যানে ব্যবসাদারদের হাতেই বেশী সুবিধা আসিল, কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ তবু দাবী জানাইতেছেন : ইহাতে চলিবে না, ব্যবসাদারদের পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে।

এই বছরের অনাহারের মধ্য দিয়া যখন লোকে মুনাফালোভী মজুতদারের কারসাজীর তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, তখনও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুষ্টিমেয় লোক লইয়া এই দাবী জানাইতেছেন! তিনি চাষীদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন : শুধু খাইবার জন্যই নয়, অন্যান্য প্রয়োজনের জন্যও ধান ঘরে রাখিয়া দাও, বিক্রী করিও না; সাধারণ লোকের মজুত সম্বন্ধে বলিলেন : সরবরাহের নিশ্চয়তা না পাইলে তারা কি করিবে, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা ছাড়া তাদের গতি কি?

সরবরাহ-কন্‌ট্রোলে, রেশনিং-এ যাদের অবাধ মুনাফা লাভে অসুবিধা হয়, তারা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের এই বক্তৃতা শুনিয়া খুসী হইতে পারে বটে; কিন্তু মুনাফালোভীর হাত হইতে বাঁচিবার জন্য যারা ব্যগ্র, সেই জনসাধারণ শ্যামাপ্রসাদের কথায় ভরসা পায় না।

তাই দেখিলাম এই মিটিং-এরই পাশে পার্কের আর এক অংশে কমিউনিষ্ট পার্টির ডাকে হাজার হাজার লোক আসিয়া জুটিয়াছে—রেশনিং-এর দাবী করিবার জন্য। কলিকাতার গত এক বছরের ইতিহাসে এত বড় সভা আর হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শুধু কলিকাতারই লোক নয়, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি জেলা হইতেও লোক আসিয়াছে। মজুরা আসিয়াছে দল বাঁধিয়া শোভাযাত্রা করিয়া। বিভিন্ন কলকারখানা হইতে প্রায় ৫ হাজার মজুর এখানে সমবেত। কলিকাতার হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীর লোকই আসিয়াছে। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরাও রহিয়াছে সভায়। কয়েকদিন আগেই বোমা পড়িয়াছে, কিন্তু লোকের মনে আতঙ্ক নাই, বরং আসিয়াছে দৃঢ়তা।

কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের সভাপতিত্বে সভা আরম্ভ হইল। গভীর মনোযোগের সঙ্গে লোক সভার বক্তৃতা শুনিল। প্রধান বক্তা কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জ্জী এখনি রেশনিং চালু করার দাবী জানাইয়া বলিলেন যে, রেশনিং হইলে মুনাফালোভীদের চাল মজুত করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কলিকাতাই মুনাফালোভীদের ঘাঁটি কলিকাতায় রেশনিং চালু করিতে যত দেরী হইবে, ততই তারা সুবিধা পাইবে চাল মজুত করিবার ও চোরা কারবারের পথ খোলা করিবার। এবং তা হইলে শুধু কলিকাতা-বাসীরই সর্ব্বনাশ নয়, সারা বাংলারই এবারের মতই সর্ব্বনাশ হইবে। জনসাধারণ এই অবস্থাটা বুঝিতেছে না বলিয়াই রেশনিং সম্বন্ধে উদাসীন এবং সরকারও জনসাধারণের উদাসীনতার সুযোগ লইয়া রেশনিং-এ টালবাহানা করিতেছে।

কমরেড ইন্দ্রজিত গুপ্ত বলেন যে, রেশনিং অবিলম্বে চালু করাইতে হইলে জনসাধারণকে সক্রিয় হইতে হইবে। রেশন কার্ড বিলি হইতে আরম্ভ করিয়া, বেশী দোকান খোলান ও পরিচালনা করা সমস্ত কাজেই জনসাধারণের দায়িত্ব লইতে হইবে।

কমরেড স্নেহাংশু আচার্য্য সরবরাহ দপ্তরের কাজের নমুনা দেখাইয়া বলেন যে এখনো অনেক লোক রেশন কার্ড পায় নাই। জন-রক্ষা সমিতির সহযোগিতা লওয়া হোক, কার্ড বিলি আমরাই করিয়া দিব। যত দোকান খোলা হইতেছে, তাও প্রয়োজনের তুলনায় কম। বড়বাজার এলাকায় ৫৫ হাজার লোকের জন্য মাত্র ৮টি দোকান। ১ হাজার লোককে একদিনে একটা দোকান হইতে কিনিতে হইবে। তার মানে অর্দ্ধেক লোকই পাইবে না, কিউ-এর ভীড় আগের চেয়েও বাড়িবে। বেশী দোকান খোলার জন্য জনসাধারণকে দাবী করিতে হইবে। সাধু ব্যবসায়ীদের সাহায্যে দোকানের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে।

মজুর নেতা কমরেড চতুরালিও বক্তৃতা করেন। তিনি রেশনিং-এর দাবীতে মজুরদের সংহত হইতে বলেন। (শেষাংশ ২ পাতায় দেখুন)

জাপানী বোমার বিরুদ্ধে দেশবাসী

দিল্লী হইতে সংবাদদাতার তার :—

১২ই ডিসেম্বর রবিবার কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে কমরেড শর্ম্মার সভাপতিত্বে এখানে ৭ হাজার লোকের এক সভায় কলিকাতার জাপানী বোমাবর্ষণের নিন্দা করা হয় এবং এই বিপদে বাংলার জনগণের প্রতি একত্ববোধ জানান হয়। ইহাও দাবী করা হয় যে অবিলম্বে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দিয়া অচল অবস্থার অবসান করা হোক এবং কংগ্রেস-লীগের একতার ভিত্তিতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করা হোক। সভায় বর্ম্মার জননেতা থিনপি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বর্ম্মায় জাপানী বর্ব্বরতার কাহিনী বর্ণনা করেন। সভার পরে কলিকাতার বোমা বর্ষণের ঘটনা লইয়া পিপল্‌স্ থিয়েটার সঙ্ঘ একটী অপেরার অভিনয় করে।

(বোমা বিধ্বস্ত কলিকাতার একটি অঞ্চল

সম্পাদকীয়

এমেরীকে তাড়াও

এমেরী বলিয়াছেন, জাহাজে ভারতের জন্য সব পাঠাইবার জন্য মুইসাইন পাঠাইবার ভারতের নাই। এই অপদার্থের হাতেই ভারতের শাসন ভার! বাংলার সহস্র সহস্র নরনারী যখন ম্যালেরিয়ার মৃত্যুর পথে তখন একথা বলিবার স্পর্দ্ধা এমেরী কেন পায়?

সমগ্র ভারত দাবী করিতেছে, এমেরীকে তাড়াও। এই এমেরী কংগ্রেস নেতাদের আটক করিয়া রাখিয়াছে। এমেরীকে তাড়াইয়া কংগ্রেস নেতাদের মুক্ত কর।

বার্ম্মিংহামের সভায় এমেরীকে আত্মরক্ষার জন্য পুলিশ রাখিতে হইয়াছিল।

ইংলণ্ডের প্রধান শ্রমিক প্রতিষ্ঠান ট্রান্সপোর্ট মজুর ইউনিয়ন ভারতের দাবী লইয়া ইংলণ্ডেও আন্দোলন তুলিয়াছে। ভারতের জনগণ আর বৃটেনের জনগণ এই উভয়ের সমবেত সংগ্রাম দমন করিবার সাধ্য সাম্রাজ্যবাদের নাই।

এমেরীর পতনের দিন আসন্ন। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবীতে জনশক্তি জয়ী হইবেই।

সঙ্কটের পর আবার সঙ্কট

প্রচুর আমন ধান হওয়া সত্ত্বেও বাংলার ৯০০০০ গ্রাম ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। গ্রাম্য অর্থনৈতিক জীবন তাসের ঘরের মত ধ্বসিয়া পড়িতেছে। দুর্ভিক্ষের পর আসিয়াছে ব্যাধি এবং মহামারী, আমন ধানের প্রাচুর্য্যের মধ্যে দেখা দিতেছে নিরাশ্রয় কৃষি সংকট। যাহারা ভাবে এবার প্রচুর আমন ধান হইয়াছে, স্বাধীন বাণিজ্য চালু থাকিলে আর দুঃখ সহিতে না তাহারা অন্ধ। যাহারা অন্ধ নয় তাহারা চোখ খুলিলেই দেখিতে পাইবে সংকট থামে নাই, বরং ঘোরতর ভাবে বাড়িতেছে, মৃত্যু ও মহামারীর নূতন স্রোত বাংলাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে।

রোগের আক্রমণ

নিদারুণ ম্যালেরিয়ার সারা বাংলার ঘরে ঘরে মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে। দুর্ভিক্ষের নির্দ্দয় আঘাতে মানুষের জীবনীশক্তি এমন ভাবে নষ্ট হইয়াছে যে সাধারণ ম্যালেরিয়ার আক্রমণ তাহারা রোধ করিতে অক্ষম। প্রতিদিন ম্যালেরিয়া ঘরে হাজার হাজার লোক মরিতেছে। সেই সঙ্গে আছে কলেরা, বসন্ত ও পোষ। এই মহামারীর গতি থামাইতে না পারিলে আগামী এক মাসে বাংলার এক কোটি লোক মরিয়া শেষ হইয়া যাইবে। অন্ততঃ ৩ কোটি নরনারী এখন ব্যাধির আঘাতে শয্যাগত। চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা প্রভৃতি কয়েকটি জেলার এক একটা সমগ্র মহকুমা নিশ্চিহ্ন হইবার উপক্রম। অথচ ম্যালেরিয়ার মানুষের মরিবার কথা নয়। কুইনাইন হইলেই ম্যালেরিয়ার হাত হইতে মানুষ বাঁচানো যায়, কিন্তু কোথায় কুইনাইন? সরকার নাকি ৩০০০০ পাউণ্ড কুইনাইন সরবরাহ করিতেছেন, কিন্তু ইহাতে খুব বেশী হইলে মাত্র ৯০ লক্ষ মানুষ বাঁচানো যায়, দরকার ৩ কোটি লোকের জন্য। কিন্তু সরকার যাহা সরবরাহ করিতেছে তাহাই কি পাওয়া যায়? চাউলের মত কুইনাইনও চোরাবাজারে অদৃশ্য হইতেছে, নিষ্ঠুর মজুতদারেরা দুইশ টাকা তিনশ টাকা দরে কুইনাইন বেচিয়া মুনাফা করিতেছে।

গ্রাম্য সংকট

ব্যাধির অত্যাচারের আমন ধান অনেক ক্ষেত্রে রাঙ্কেই পড়িয়া থাকিবে। চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর প্রভৃতি জিলায় গৃহ দিনমজুরের অভাবে প্রায় অর্দ্ধেক ধান সময় মত কাটা হইবে না।

দিনমজুরের অনেকে দুর্ভিক্ষের আঘাতে মরিয়া গিয়াছে, কেহবা অভাবের তাড়নায় সৈন্যদলে যোগ দিয়াছে, যাহারা তাহাও পারে নাই তাহারা আছে লঙ্গরখানায়। যাহারা এখনও কর্ম্মক্ষম আছে তাহারাও দু তিন ঘণ্টার বেশী কাজ করিতে পারে না। গ্রামাঞ্চলের মজুরদের তিন ভাগের দুই ভাগ এখন কাজ করিতে অক্ষম।

তাই গ্রামের যানবাহন অচল হইবার উপক্রম। অনেক জায়গাতেই নৌকার মাঝিরা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, গরুগাড়ীর গাড়োয়ানেরা ম্যালেরিয়ায় ভূমিশেয়ী। সহর হইতে গ্রামে এবং গ্রাম হইতে সহরে মালপত্র আমদানি রপ্তানি করা যেমন দুষ্কর তেমনি ব্যয়সাধ্য। গ্রামে তাই তেল, চিনি, নুনের দাম দারুণ ভাবে চড়িতেছে, অথচ কৃষকের ধানের দাম যাইতেছে কমিয়া। দুর্ভিক্ষে যাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে তাহাদের অবস্থা সঙ্গীন, কিন্তু যাহাদের ঘরে ধান উঠিয়াছে তাহারাও ধান বেচিয়া সর্ব্বস্ব দিয়া কাপড়, তেল, নুন, চিনি ও কুইনাইন জোগাড় করিতে পারে না।

গ্রামে ধানের দাম নামিয়া অনেকক্ষেত্রে মণ প্রতি ৫ টাকা হইয়াছে, অথচ কয়েক সপ্তাহ আগেও কৃষকদিগকে ২০ টাকা ২৫ টাকা মণ দরে ধান কিনিতে হইয়াছে। আজ সেই কৃষক ধান বেচিয়া কাপড় কিনিতে পারে না, কুইনাইন জোগাড় করিতে না পারিয়া ম্যালেরিয়া ঘরে মারা যায়। আর যেখানে সামান্য কিছু আছে সেখানেও পাবণ্ড মজুতদার শকুনের মত ওৎ পাতিয়া রহিয়াছে। যাহা পায় তাহা লইয়াই মুনাফাখুরী করে, মানুষ মারার সওদাগরী করিয়া চালচলনের পোষাক আর গ্রামোফোন কেনে!

আমন ধান কোথায় যাইতেছে

জমাজমিতে যাহাদের স্বত্ব আছে তাহাদের শতকরা ১০ জন এবার সমস্ত আমনধানের শতকরা ৭৫ ভাগের মালিক। ইহারা হইল, জমিদার, গাতিদার এবং জোতদার। দুর্ভিক্ষের তাড়নায় বহু কৃষক তাহার জমাজমি এবার বেচিয়া ফেলিয়াছে। রেজেষ্ট্রী অফিসের ভিড় দেখিয়াই তাহা বুঝা গিয়াছিল। আবার অনেকে জমিদার ও জোতদারদের কাছে ধান কর্জ্জ লইতে বাধ্য হইয়াছিল, সেই কর্জ্জ এখন তিন গুণ ধান দিয়া শোধ করিতে হইতেছে। এইভাবে সারা বাংলার আমন ধানের ৪ ভাগের তিন ভাগ গিয়াছে গ্রামের বড়লোকদের গোলায়। এবার তাহারা সহসা এই ধান বিক্রী করিতে চাহেনা, অন্ততঃ গতবারের মত অগ্নিমূল্য না হওয়া পর্য্যন্ত নয়। চার ভাগের এক ভাগ ধান আছে গরীব কৃষকদের হাতে। এই ধান তাহারা ধরিয়া রাখিতে পারে না, এখনই তাহাদের নগদ টাকা চাই; কাপড় কিনিতে হইবে, তেল-নুন-চিনি কিনিতে হইবে, কুইনাইন কিনিতে হইবে, জমিদারের খাজনা দিতে হইবে, মহাজনের সুদ দিতে হইবে। তাই আজ গরীব কৃষক তাহার ধান জলের দামে বেচিয়া ফেলিতে বাধ্য।

এই ধান কে কেনে?

সরকারী এজেন্টরা অপেক্ষা করিতেছে, 'ধানের দাম আরও কমুক তাহার পর কিনিব, ইহাই হইল সরকারী নীতি। ইতিমধ্যে মজুতদার ব্যবসায়ী এই ধান কিনিয়া ফেলিতেছে। আর এক মাসের ভিতর গরীব কৃষকদের হাতের সমস্ত ধান মজুতদার ব্যবসায়ীর হাতে চলিয়া যাইবে, সরকারের মারাত্মক নীতির প্রথম বলি হইবে এই গরীব কৃষকেরা।

গ্রামের বড় লোকদের ঘরে যে ধান আছে তাহা তাহারা এবার সহজে ছাড়িবে না। ফেব্রুয়ারী মাস হইতে সরকারী এজেন্ট এবং বড় বড় মজুতদার বাজারে নামিয়া যখন পালা দিয়া ধান কেনা সুরু করিবে তখন দাম চড়িতে আরম্ভ করিবে আর গ্রামের বড় লোকেরা ধান বেচিয়া তখন দেদার মুনাফা লুটিবে।

সরকারের দায়িত্ব ছিল মজুতদার যাহাতে বাজারে ঢুকিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা। সরকার সময় থাকিতে ধান না কেনার মতলব করিয়া মজুতদারদেরই সুবিধা করিয়া দিয়াছে। শ্যামাপ্রসাদ বাবুর দল চীৎকার করিতেছেন সরকার যেন ধান না কেনে, অর্থাৎ মজুতদারকে ধান বিক্রিতে দাও। সরকারী নীতি শ্যামাপ্রসাদ বাবুর পথই অনুসরণ করিয়াছে। ইহার ফলে মার্জ্জ বাস হইতে আরম্ভ হইবে আবার রক্তপাতের মত দুর্ভিক্ষ, ধানের প্রাচুর্য্যের মধ্যে দেখা দিবে অনাহার আর মৃত্যু। সস্তা কমাইবার জন্য মন্ত্রীমণ্ডলী ও মন্ত্রীর বিরোধী দলের মধ্যে একতা স্থাপন সম্ভব হয় নাই, অথচ সস্তা বাড়াইবার জন্য দেখিতেছি একতা বেশ সহজে হইয়া গেল। যে পথে জনগণের সর্ব্বনাশ, সে পথে নেতাদের মধ্যে যেন মতের মিল গড়িয়া উঠিয়াছে।

- মৃত্যু ও মহামারী
- গ্রামের পর গ্রাম উজাড়
- কৃষক সর্ব্বস্বান্ত
- আমন ধান উধাও

বাঁচিবার পথ

দুর্য্যোগের ঘন ঘটা এবার আরও জোরে সাজিয়া আসিতেছে। বাংলা কি এবার সম্পূর্ণ ধ্বংস হইবে? ১৯৪৩ সালের সংকটের চেয়ে ১৯৪৪ সালের সংকট আরও বড় আরও ঘোরতর। এ সংকটে বাঁচিবার একমাত্র পথ দেশকে বাঁচাইবার জন্য জনগণের ঐক্য। জেলায় জেলায় জনগণের যে খাদ্য কমিটি গড়িয়া উঠিয়াছে উহাই আমাদের নিকট দুর্য্যোগময় অন্ধকারে আশার আলোক। খাদ্য কমিটিকে দুর্নীতি হইতে মুক্ত করুন। খাদ্য কমিটির ভিতর সাচ্চা স্বদেশ ভক্ত পাঠান, খাদ্যকমিটির মধ্যে সকল দলু সকল শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করুন, খাদ্য কমিটির আহ্বানের পিছনে জনমত পুঞ্জীভূত করুন। খাদ্য কমিটি গড়িয়া তুলুক সাচ্চা ব্যবসায়ীদের সমবায় সমিতি, খাদ্য কমিটির সহযোগিতায় সমবায় সমিতি কন্‌ট্রোল দামে বেচা করিবে। খাদ্য কমিটির পরিচালনায় গ্রামে কাপড় তেল নুন বিক্রী হইবে। খাদ্য কমিটির পরিচালনায় গ্রামের প্রয়োজনীয় ধান রাখিয়া বাকি ধান ন্যায্য দামে বিক্রী হইবে। ধানের নিয়ন্ত্রিত মূল্য খাদ্য কমিটি বাঁধিয়া দিক। খাদ্য কমিটি সরকারী এজেন্টদের উপর চাপ দিয়া তাহাদের বাধ্য করুক এখনই বাঁধাদরে ধান কিনিতে এবং সেই ধান খাদ্যকমিটির মারফৎ মজুত কিংবা বিলির ব্যবস্থা করিতে।

খাদ্যকমিটি রিলিফের কাজ চালাইয়া গরীব দুঃস্থদের বাঁচাইবে, রিলিফের জন্য প্রতি মহকুমায় স্থায়ী শিবির পরিচালনা করিবে।

(১ম পাতার শেষাংশ)

এই সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইল, তাতে এই ১০ হাজার জনতা সমস্বরে সমর্থন জানাইল। 'মেহনত কশ উঠ' গানের সময় দেখা গেল প্রায় সমস্ত মজুর গায়কদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া গান ধরিয়াছে। জনতার এইরূপ উৎসাহ কলিকাতায় আর দেখা যায় নাই। সভার প্রথমে মাইক্রোফোন খারাপ হইয়া গিয়াছিল; মিস্ত্রী জুটিল না, কিন্তু সভার মধ্য হইতেই ইলেকট্রিক মজুররা আগাইয়া গিয়া মাইক্রোফোন সারাইয়া দিল। সেই কথা যখন ঘোষণা করা হইল, তখন সমগ্র জনতা আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল।

পঞ্চমবাহিণীর মুরোদ এবারে একেবারে ভাঙ্গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সভায় তারা গোলমাল করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু এবার তাদের বক্তৃতে শোন গেল, কমিউনিষ্ট পার্টির পিছনে এত লোক তা তো জানা ছিলনা।' জনতার মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। বহু সাধারণ লোক আসিয়াছে। তারা হয়ত রাজনীতি বোঝে না। কিন্তু খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য তারা তো ব্যাকুল। শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতাও তারা শুনিয়াছে। কিন্তু সেখানে পাইয়াছে শুধু নিরাশা, শুধু ব্যর্থ বিক্ষোভ। এখানে তারা দেখিতে পাইল বাঁচিবার খোলা পথ, যে পথে তারা চলিতে পারে, যেখানে তারা নিজেদের শক্তির উপর বিশ্বাস করিতে পারে এবং নিজেদের চেষ্টায় খাদ্যব্যবস্থা করিতে পারে। আজ কংগ্রেস বে-আইনী, কংগ্রেস নেতারা কারারুদ্ধ, কিন্তু তবু তারা দেখিল দেশকে বাঁচাইবার জন্য সত্যিকারের দেশপ্রেমিক চেষ্টা সুরু হইয়াছে। তাদের মন আশায় ভরিয়া উঠিল।

রোগের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে বাঁচাইবার ভার নিয়ে খাদ্যকমিটি; ঔষধ, ডাক্তার ও নার্স জড়ো করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থ ও প্রত্যেক দুঃস্থের জন্য চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা করিবে।

মুনাফাখোরী ও মজুতের বিরুদ্ধে খাদ্যকমিটিকে অবিশ্রান্ত অভিযান চালাইতে হইবে। যে কনট্রোল দামের বেশীতে ধান, কাপড়, কেরাসীন, কুইনাইন যে কোন জিনিষ বেচিবে খাদ্যকমিটি গ্রামের সালিসী আদালত বসাইয়া তাহার বিচার করিবে। যে মজুত আটাইয়া রাখিবে তাহার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিবে। বড়লোক, গরীবলোক সবার মধ্যে মজুতের বিরুদ্ধে এই খাদ্য কমিটি শক্তিশালী জনমত গড়িয়া তুলিবে।

এই ভাবে খাদ্যকমিটির কাজ পরিচালনা করুন, তাহা হইলে ইহা আর শুধু আলাপ পরামর্শের কমিটি না হইয়া জনগণের বিষ্যসভাজন স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। এই রকম ভাবেই আজ বর্ত্তমান রাষ্ট্রের পাশাপাশি জনগণের এক নূতন ধরণের রাষ্ট্রশক্তি গড়িয়া উঠিতে পারে। জনগণের বিপ্লবীশক্তি জয়লাভ করিতে পারে।

জনগণের মধ্যে দেশকে বাঁচাইবার আন্দোলন জাগিলে বাংলা মরিবে না, মরিতে পারে না। এই রকম আন্দোলনের স্রোতে সারা বাংলাকে টানিয়া আনিলে আমন ধানের একটা গোটাও মজুতদার আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

আমাদের দেশ আমরা বাঁচাইব এই সংকল্প আজ বাংলার ৬ কোটি নরনারীকে বাঁচিবার ও বাঁচাইবার আন্দোলনে টানিয়া আনুক।

লেনিন-ডের
আর মাত্র এক মাস বাকী।

কমরেড, আপনি আপনার কোটা পূরণ করিয়াছেন কি?

মনে রাখিবেন—
এই কোটা পূরণের অর্থ দেশকে বাঁচানো।

(৭ এর পাতার শেষাংশ)

তেজোর মুখভোঁতা করার কতদূর

ফ্যাসিষ্টদের পরাজয় অনিবার্য্য, কিন্তু এখনও হিটলারের তুলনায় তেজোর অবস্থা অনেক ভাল। পূর্ব্ব এশিয়াকে স্বাধীন করিবার সংকল্প লইয়া লড়িতেছি বলিয়া তেজো ও তাহার হুকুমবরদারেরা প্রচার চালাইতেছে। কয়েকটা ধীপে আমেরিকান-দের সাফল্য কিম্বা বার্ম্মায় বার বার বোমা ফেলাই আজ যথেষ্ট নয়। অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী কার্টিন ঠিকই বলিয়াছেন যে হিটলারকে হারাইবার পর জাপানকে সহজে ঠাণ্ডা করা যাইবে মনে করা বাতুলতা। ফ্যাসিষ্ট জাপানকে সত্যই পর্য্যুদস্ত করিতে হইলে ভারতের রাজনৈতিক দাবী মিটাইয়া জাতীয় নেতাদের লইয়া মন্ত্রিসভার পরিচালনায় বার্ম্মা দখল করিতে হইবে, বীর চীনের হাতে হাতিয়ার পৌঁছিয়া দিতে হইবে, এশিয়াতে স্বাধীনতার নবযুগ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তেহেরান সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ সত্যই শুরু করিলে হাতে হাতে ফল মিলিবে, জনযুদ্ধে জনগণের বিজয় আসিবে, নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করা হইবে।

জাপানী বোমার আঘাতে কলিকাতা টলিবে না

(নৃপেন চক্রবর্ত্তী)

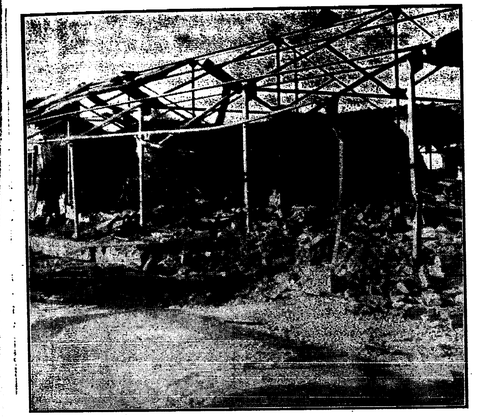

জাপানী বোমা গরীবদের ঘর দুয়ার ভাঙ্গিয়াছে

রবিবার ৫ই ডিসেম্বর। এক বছর পর কলিকাতার আবার জাপানী বিমান হানা দিল। ভারতের গর্ব্ব এই কলিকাতা মহানগরী। দিনে দুপুরে বিমান আক্রমণ এখানে এই প্রথম।

দিনের আলোয় জাপানীরা আসিতে পারে, প্রথমে কেউ বিশ্বাসই করে নাই। সবাই ভাবিয়াছিল বোমা পড়িবে না ছাই! কিন্তু কামানের গর্জ্জনের সঙ্গে এক ঝাঁক বিমানের সাড়া পাওয়া গেল। তারপর কিছুক্ষণ চুপ। আবার এক ঝাঁক বিমানের শব্দ, সেই সঙ্গে বিমানধ্বংসী কামানের হঙ্কার!

পার্টি অফিসে যাইতে যাইতে পথে আন্দাজ করিতে লাগিলাম কোথায় বোমা পড়িয়াছে। এ-আর-পির একজন কমরেড প্রথম খবর দিল। ঐ এলাকার তার ডাক পড়িয়াছিল। বোমার কাণ্ড কারখানা স্বচক্ষে সে দেখিয়া আসিয়াছে। আমরাও ঐ অঞ্চলে রওনা হইলাম।

স্থানীয় কমরেডরা তখনই বোমাবিধ্বস্ত এলাকা হইতে ফিরিতেছে। কমরেড অবনীর কাছ হইতে প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা শোনা গেল: 'সাইরেনের সময় আমি বস্তিতে। স্কোয়াডে বেরিয়েছিলাম। সাইরেন বাজবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সবাইকে শেল্‌টারে যেতে বললাম। প্রথমটা তারা গ্রাহ্যই করেনি। টেনে টেনে তাদের কাউকে কাউকে শেল্‌টারে ঢোকালাম। সেখানে শেল্‌টার যা ছিল তাতে সব লোক আঁটে না। আমরা যে শেল্‌টারে ঢুকেছিলাম, তার খুব কাছাকাছি বোমা পড়ছিল। শেল্‌টারের লোকগুলো যাতে আতঙ্কগ্রস্থ না হয়, তার জন্য আমরা তাদের ষ্টালিনগ্রাডের বীরত্বের গল্প বলছিলাম। কিন্তু ঐ অঞ্চলে যদি আরও কিছু বেশী সংখ্যক শেল্‌টার থাকতো, আর এ-আর-পির ব্যবস্থা সম্বন্ধে যদি আগে থেকে ভাল প্রচার হ'ত তাহ'লে কখনোই এত লোকের সর্ব্বনাশ হ'তে পারতো না।

বোমাবিধ্বস্ত একটি বস্তিতে উপস্থিত হইলাম। ঘরগুলিতে জনপ্রাণী নাই। যারা রক্ষা পাইয়াছে, তাহারা পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া সরিয়া পড়িতেছে।

প্রকাণ্ডে কতগুলি মৃতদেহ ফেলিয়া রাখার কি মানে হয়! দলে দলে জনতা আসিয়া আতঙ্কগ্রস্থ হইতেছে। 'জাপানী হাতের নিশানা মোটেই ঠিক নয়'—একজনকে বলিতে শোনা গেল। লোক টির দিকে মুখ ফিরাইলাম। জাপানীরা কতখানি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে, হাত দিয়া নিশানা করিয়া দেখাইতেছিল। লোকটিকে বলিলাম, 'একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন, ওরা একটিও সামরিক লক্ষ্য বস্তুতে বোমা ফেলেনি এটা তারা ইচ্ছে করেই করেছে। কাজকর্ম্ম বন্ধ করার জন্য ওরা মজুরদের খুন ক'রতে চেয়েছিল।

বোমায় প্রথম যেখানে সব থেকে বেশী হইয়াছে সেইখানে আমরা উপস্থিত হইলাম; বস্তিটির সমস্ত চালাই হয় টিন, কিম্বা টাইলের। বোমার আঘাতে মাটিতে বড় বড় গর্ত্ত হইয়াছে। কতকগুলি বাড়ীর দেওয়াল লোহার টুকুরায় ঝাঁঝরা হইয়া গেছে। একটি দুটি চালের আগুন তখনও নেভে নাই। সামনে একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের চোখে জল। গায়ে খদ্দর, কংগ্রেসের লোক বলিয়াই মনে হয়। মুখে তাঁর বিচলিত রেখা। জাপানী বর্ব্বরদের প্রতি ঘৃণার চিহ্ন!

একদল মজুরের সহিত দেখা হইল। তাদের কাছে শুনিলাম, রবিবার বলিয়া সেদিন অনেক মজুরই যে যার বস্তিতে ছিল। একজন বলিল, কিন্তু রবিবার দিনও আমাদের কাজে যেতে হয়। না হ'লে আরও বেশী লোক খুন হ'ত।'

এক মজুরের এক বুড়ি মার সঙ্গে দেখা। রান্না করিতে বসিয়াছিল। বুড়ীর সারা মুখ, কাপড়-ও সর্ব্বাঙ্গ ফস্‌ফরাস্ অথবা ঐ জাতীয় কোন গ্যাসে সবুজ হইয়া গেছে। বুড়ি তার রক্ষা পাওয়ার বৃত্তান্ত বলিল। তার চোখে মুখে শান্ত, অবিচলিত ভাব।

এর পর দলে দলে বড় কর্ত্তারা আসিতে আরম্ভ করিলেন। প্রধান মন্ত্রী সার নাজিমুদ্দীনকে ঘুরিতে দেখা গেল।

আমাদের মধ্যে একজন বলিল, 'মালিকদের বলে এই সমস্ত নিরাশ্রয় মজুরদের জন্য কতকগুলি পাকা বাড়ীর ব্যবস্থা করুন না। তাহাড়া কাঁচা ঘরে যারা থাকে তারাও দারুণ ভয় পেয়ে গেছে। তাদের জন্যও পাকা বাড়ীর ব্যবস্থা করা দরকার।

প্রধান মন্ত্রী উত্তরে বলিলেন, 'সে দায়িত্ব মালিকদের।' তাঁর কাছ হইতে কোন ভরসা পাওয়া গেল না।

মন্ত্রীর জন্য বসিয়া না থাকিয়া আমরা নিজেরাই প্রভাবশালী লোকদের কাছে গেলাম। স্থানীয় একজন কর্পোরেশন কাউন্সিলারকে আমরা পাকড়াও করিলাম। তিনি হিন্দুমহাসভার লোক। 'ইস্কুল বাড়ীগুলো কিছুদিনের জন্য খালি করে দিতে পারেন না?' তিনি উত্তর দিলেন, 'অসম্ভব, এখন পরীক্ষা চলছে। তাছাড়া ইস্কুলবাড়ী মজুরদের জন্য করা হয় নি।' আমরা থামলাম না। 'বাজে কথা বলবেন না। সহরের কাজকর্ম্ম চালু না রাখতে পারলে, আপনি ভেবেছেন ইস্কুল নির্ব্বিঘ্নে চালিয়ে যাবেন?' শেষ পর্য্যন্ত তিনি ইস্কুলবাড়ী মজুরদের জন্য সেন্টার হিসাবে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন। আমাদের সেক্রেটারী কমরেড রাধাকান্ত অবিচলিত। আরও আশ্রয়স্থলের জন্য তিনি বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিলেন। নিজের বাড়ীর নিচের তলাটা মজুরদের আশ্রয়ের জন্য ছাড়িয়া দিলেন।

আমাদের এ-আর-পি কমরেড এ-আর-পি সম্বন্ধে সুখবর আনিল। কর্ম্মীদের মনোবল এতটুকু ভাঙ্গে নাই। তারা আপ্রাণ খাটিতেছে। ২৪ ঘণ্টা ডিউটি দিতেছে। এ-আর-পির কাজ বড় কম নয়। আমলাতান্ত্রিক অপদার্থতা ও জুলুম অগ্রাহ্য করিয়া এই সমস্ত দেশপ্রেমিকরা অতীতে তাদের দৃঢ়তা দেখাইয়াছে। তারা দেশপ্রেমের এক মহান্ ঐতিহ্য তুলিয়া ধরিয়াছে। জাপানী বোমার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া এবং দেশবাসীকে রক্ষা করিয়া এবারও তারা সে ঐতিহ্যের মর্য্যাদা রাখিয়াছে।

রাত্রির ছায়া কিছু পরেই নামিয়া আসিল। রাস্তাগুলি জনশূন্য। আমাদের কমরেডরা তখনও মজুরদের আশ্রয়স্থলে পাঠাইবার জন্য অবিশ্রাম কাজ করিয়া যাইতেছে।

আমরা পার্টির কেন্দ্রীয় অফিসে ফিরিয়া আসিলাম। খবর পাওয়া গেল, শহরের অন্যান্য মজুরদের মধ্যে মোটেই আতঙ্ক কিম্বা হতাশার ভাব নাই। ট্রামের মজুর নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত ট্রাম চালাইয়াছে, কর্পোরেশনের মজুর অবিচলিত-ভাবে কাজ করিয়া গিয়াছে। গত বছরের সঙ্গে আকাশপাতাল তফাৎ। যদিও দুর্ভিক্ষপীড়িত, তবুও শহরের মনোবল ভাঙে নাই।

পরদিন মালিকদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু কোন ফল হইল না। আমরা মেমোরেণ্ডাম পাঠাইয়া বলিলাম, আতঙ্ক দূর করার জন্য মুক্তভাবে কাজ করা দরকার। মজুরদের জন্য পাকা বাড়ীর এখুনি ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ-আর-পির সুব্যবস্থার জন্যও আমরা দাবী জানাইয়াছিলাম। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ গা দেখান নাই।

সন্ধ্যায় ঐ অঞ্চলে আবার আমাদের স্কোয়াড বাহির হইয়াছে। একটি মজুর পরিবার চোখে পড়িল। জিজ্ঞাসা করিলাম তোমরাও কোন আত্মীয় বাড়ীতে উঠে যাবে নাকি? উত্তর দিল, 'আমাদের এখানে কোন আত্মীয়স্বজন নেই। তবে কাছাকাছি একটা চাকা সেন্টার তৈরী ক'রে দিতে পারেন?' আমরা বলিলাম, 'যতদিন সেন্টার না হয়, ততদিন কাছে কোন পাকা বাড়ীর একতলায় আশ্রয় নাও না।' তার কাঁচা ঘরের জানলা বোমার দমকায় উড়িয়া গেছে। সে জানাইল, আমাদের উপস্থিতিতে সে মনে জোর পাইয়াছে। লোকটির সাহস দেখিয়া অবাক হইলাম। বিপদ তার কাছে তুচ্ছ। কাজ সে করিবেই।

জ্যোৎস্না আলোকিত রাত্রি। বস্তি ছাড়িয়া ছোট ছোট দলে মজুররা চলিয়াছে। একটি দলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোথায় চলেছ?' '৩ মাইল দূরের এক জঙ্গলে।' 'তোমাদের জন্য পাকা বাড়ীর ব্যবস্থা করছি। কলকাতা ছেড়ে পালিও না।' 'যদি পালাব, তা হ'লে এত কষ্ট ক'রে জঙ্গলে যাবো কেন?' 'তোমরা সবাই আজ কাজে গিয়েছিলে?' 'সবাই। একটি সেকশনে শুধু দুজন যায় নি।' একজন বুড়োগোছের মজুর বলিল, এভাবে কতদিন চলবে? একজন কমরেড জবাব দিল, 'বার্ম্মা নেবার আগে আমরাও নিরাপদে ছিলাম। যতদিন কলকাতাকে ঠেকিয়ে রাখবে, ততদিন তোমার বিহারের ঘরবাড়ী বাঁচবে। কলকাতা যদি জাপানীদের হাতে যায় তা হ'লে এখান থেকে তোমার দেশের ঘর বাড়ীর ওপর হামলা চলবে।' বুড়োলোকটি তার ভুল বুঝিল তার মুখে সংকল্পের কঠিন রেখা ফুটিয়া উঠিল। কাজে অবিচলিত থাকিবে সে। বোমার আঘাতে যারা মরিয়াছে, তাদের আত্মদান ব্যর্থ হয় নাই। অনাহার, মহামারী আর কাপাণী বোমা মৃত্যু আনিয়াছে সত্য কিন্তু স্বাধীনতার আকাঙ্খার মৃত্যু নাই।

তাদের মুখের অন্ন কাড়িয়াছে

কৃষক-শ্রেণী ধানের মুখে—
আমন ধান তুলিবে কে?
মজুররা অক্ষম—
কারখানা চালাইবে কে?
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রের অভাব
ডাক্তারের অভাবে চিকিৎসা বন্ধ

ম্যালেরিয়া মহামারী
কলিকাতার অবস্থা

কলিকাতার ৮ই ডিসেম্বরের গেজেটে প্রকাশ যে বাংলা সরকার কলিকাতা মিউনিসিপাল এলাকার মধ্যে ম্যালেরিয়া ও শোথ বিপজ্জনক রোগ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

সহরের ধানজ ও মেথরদের ভিতর ম্যালেরিয়া ও টাইফয়েড মহামারীর আকার ধারণ করিয়াছে। ট্যাংরায় মেথর বস্তিতে গত দুই মাসে ২০ জন লোক শুধু ম্যালেরিয়া ও টাইফয়েডে মারা গিয়াছে অথচ এখানে মাত্র ২৫০ জন লোকের বাস। অন্য একস্থানে ড্রেন কুলীদের একটা বস্তী—সেখানে ১৫০ জন লোক থাকে, তার ভিতর ১৫ জনই রোগে মারা গিয়াছে। আবার প্রত্যেক বাড়ীতেই রোগাক্রান্ত লোক আছে। কর্পোরেশন মজুরদের ইউনিয়নের তরফ থেকে এই মহামারীর হাত হইতে মজুরদের রক্ষা করার জন্য আন্দোলন করা হইতেছে। কিন্তু হানীয় কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ এই অবস্থা জানা সত্বেও কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে না।

কলিকাতা কর্পোরেশনে ২৮নং ওয়ার্ডে ৪০ হাজার লোকের বাস। তাহার মধ্যে বিশহাজারের জনী মজুর। সমগ্র ওয়ার্ডে শতকরা ৫০ জনের বেশী আজ ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হইয়াছে।

মুরা, কাঁদাপাড়া প্রভৃতি এলাকায় যে সমস্ত চটকল আছে তাহার অধিকাংশ শ্রমিক বিহার বা যুক্তপ্রদেশের লোক। তাহারা দেশে পলাইয়া যাওয়ার ফলে মিলগুলিতে কমপক্ষে তিন শত তাঁত বন্ধ আছে।

কিরণবাবু একজন হানীয় ডাক্তার। 'জনযুদ্ধের' প্রতিনিধি তাহার সহিত সাক্ষাত করিলে তিনি তাঁহার ডিসপেন্সেরীতে রাশী রাশী ইন্‌জেক্‌সনের শিশি দেখাইয়া বলিলেন, "ইহা ছাড়া, আমি বাড়ী যাইয়া আরো অনেক ইন্‌জেক্‌সন্ দিয়াছি।" ম্যালেরিয়ার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, "আসল কারণ হলো, এদের খাদ্যাভাবে জীবনীশক্তি একেবারেই কমে গেছে। ম্যালেরিয়া ও ডপসী তাহারই ফল।" তিনি বলেন যে যাহারা মারা যাইতেছে তাদের মধ্যে অধিকাংশ বয়স্ক লোক।

চিকিৎসকের নিকট যাইতে পারে এমন অবস্থা খুব কম মজুরেরই আছে। সমগ্র ওয়ার্ডে কন্‌ট্রোল দরে কুইনাইন বিলি করা হয় মাত্র একটিস্থানে এবং সেখানেও প্রয়োজন মত কুইনাইন পাওয়া যায় না।

প্রত্যহ রাস্তায় মৃতদেহ পড়িয়া থাকে এবং তাহার প্রত্যেকটি ম্যালেরিয়ার আক্রমণে মৃত। হানীয় একটি চায়ের দোকান হইতে জানা গেল, রাস্তার অপর পাশে আর একটি চায়ের দোকান ছিল। দোকানের প্রত্যেকটি লোক আক্রান্ত হয় এবং একজনও বাঁচে না। ফলে দোকানটি এখন বন্ধ পড়িয়া আছে। একটি বস্তীর বাড়ীর ৫০ জন লোকের মধ্যে একজনকেও পাওয়া যাইতেছে না। তাহাদের অধিকাংশ মারা গিয়াছে এবং যাহারা মারা যায় নাই, পলাইয়া গিয়াছে।

বস্তী ও পাড়ার নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং কারিগর শ্রেণীর বাসিন্দারাও বিশেষভাবে আক্রান্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "মশায়, কোথায় যাবো।" অসহায়ভাবে আকাশের দিকে তাকাইল।

খাদ্য-সংকটের চরম অবস্থা
বাংলা জুড়িয়া মহামারীর আক্রমণ

প্রত্যেক জেলা হইতে খবর আসিতেছে—ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি রোগে শত শত লোকের মৃত্যু হইতেছে এবং হাজার হাজার অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া আছে। অনাহারে লোকের ঘাড় ভাঙিয়া গিয়াছে, তাই তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে এই মহামারী। সকলের সঙ্গীন অবস্থা চাষীর ও মজুরের—তাদের কর্ম্মক্ষমতা নষ্ট হইলে কেই বা আমন কাটিবে, কেই বা কারখানা চালাইবে। একটী কাজের লেখা হইয়াছে—বাংলার প্রমশক্তির তিনভাগের দুইভাগই অক্ষম। যে ব্যাপক সংকট আমাদের দেশকে ছাইয়া রহিয়াছে, মহামারীর সংকট তারই একটী অবস্থা। কুইনাইন ও অন্যান্য ঔষধ পথ্য লোকে পায় না—চালের বাজারের মত সেখানেও চোরাকারবারীর রাজত্ব। চালের মজুতদারের মত কুইনাইনের মজুতদারও বাংলার চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া আছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের অপদার্থতা এই অবস্থাকে জিয়াইয়া রাখিয়াছে। তাই আজকে চাই জনসাধারণের চেষ্টা। কুইনাইনের জন্য মজুত উদ্ধার অভিযান চালাও! জনসাধারণের হাতে কুইনাইন দিবার দাবী করো! রিলিফ কোয়াড গঠন করো! মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই এ সকলে এক হও!

কম্যুনিষ্ট পার্টির যে সমস্ত কর্মী এ এলাকার কাজ করেন তাহাদের একজন দুইজন ছাড়া প্রত্যেকে ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হইয়াছেন। চটকল মজুরদের নেতা শয্যাশায়ী আছেন কিন্তু তাহা সত্বেও তাহারা এলাকার সেবাকার্য্য চালাইয়া যাইতেছেন, আরো কয়েকটি কুইনাইন কেন্দ্র খুলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার কাজে তাহারা এই এলাকার কংগ্রেস এবং অন্যান্য দেশ-সেবকদের ঐক্যবদ্ধ করিতেছেন।

মুর্শিদাবাদে

মুর্শিদাবাদ জেলায় ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপ দেখা গিয়াছে। কৃষক সভার নিকট নিম্নলিখিত মৃত্যুর সংবাদ আসিয়াছে। ইসলামপুরে ৫০০ জন, খলসেপাড়ায় ৩৮০ জন, ভরতপুরে ৪৫০ জন, মোরগ্রামে ১৭০ জন।

ম্যালেরিয়াকে আয়ত্তে আনিবার জন্য জেলার কৃষক সমিতির জেলা বোর্ডের সহযোগীতায় ইউনিয়ন বোর্ডে বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণ করিতেছে।

মুর্শিদাবাদের জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর সুরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ জানাইয়াছেন যে এই জেলার চকপ্রামে গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে এ পর্য্যন্ত মোট ২৫০০ অধিবাসীর মধ্যে ৫০০০-এর অধিক লোক কলেরায় মারা গিয়াছে।

কাশী মহকুমার অন্তর্গত আলুগ্রাম ইউনিয়নে সর্ব্ব সমেত ৭টী গ্রাম। এই ৭টী গ্রামে ভীষণ ভাবে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডের হিসাবে রোগাক্রান্তের ও মৃত্যুর সংখ্যা যা পাওয়া গিয়াছে, তা নীচে দেওয়া হইল :—

	ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত	মৃত্যু
মদনপুর গ্রাম	৬০ জন	৩০ জন
হুসিয়া ,,	৪০ জন	১৫ জন
যেহালই ,,	২০ জন	১০ জন
আজরপুর ,,	৭০ জন	২৪ জন
আলুগ্রাম ,,	৭৫ জন	২৬ জন
মাসলা ,,	৬০ জন	২৬ জন
করাইল ,,	৩০ জন	১৫ জন

হুগলীতে

হুগলীর জেলার পেম্মারাপুর ইউনিয়নে একটি গ্রামে ৮০০০ লোকের বাস। ঐ গ্রামে ইতিমধ্যেই ২০০ লোক ম্যালেরিয়ার মারা গিয়াছে, আরও ৫০ জন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কুইনাইন একদম পাওয়া যাইতেছে না। এই ইউনিয়নের অন্যান্য গ্রামের অবস্থা ঠিক এইরূপ। এই অঞ্চল বাদে বড়া ইউনিয়নে ও ম্যালেরিয়া খুবই ভীষণ ভাবে দেখা দিয়াছে।

এই জেলার কানাইডাঙ্গা গ্রামে ২৫০টি পরিবার বাস করিত। খাদ্য সংকটের সাথে সাথেই প্রায় ১২৫টি পরিবার গ্রাম ছাড়িয়া সহরে চলিয়া যায়। বর্ত্তমানে ২০টি পরিবার গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে। গ্রামের অন্ততঃ ১০০ জন লোক ম্যালেরিয়ায় ও কলেরায় মারা গিয়াছে।

শ্রীহট্ট জেলার বানিয়াচঙের ভীষণ অবস্থা

বানিয়াচঙ শ্রীহট্ট জেলার এক খুব বড় গ্রাম। লোক সংখ্যা ৪২০০০। খাদ্য সংকটের তীব্রতা এখানেও দারুণ ভাবে আঘাত করিয়াছে। খাদ্যাভাবের সাথে সাথে আসিয়াছে সাঙ্ঘাতিক ম্যালেরিয়া মহামারী। হাজারে হাজারে লোক ম্যালেরিয়ায় মারা যাইতেছে। শ্রীহট্ট জেলা রিলিফ কমিটি এই খবর পাইয়া গ্রামবাসীদের সাহায্য করিতে এখানে তাহাদের প্রতিনিধি পাঠাইয়া দিয়াছে। তাঁহারা ও বানিয়াচঙ ফুড কমিটি যুক্তভাবে যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা এই—(১)বানিয়াচঙ গ্রামে ৩১ অক্টোবর পর্য্যন্ত শুধু ম্যালেরিয়াতেই ৪২০০ লোক মারা গিয়াছে। (২) গ্রামে ৩০০০০ লোক ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত। (৩) গ্রামে ২০০০ লোক একদম উপবাস করিতেছে। (৪) মাত্র ৩ জন ডাক্তার ও ৩টি চিকিৎসা কেন্দ্র অল্প কিছু কুইনাইন বিতরণ দ্বারা এই রোগের বিরুদ্ধে লড়িতেছে। (৫) রোগাক্রান্ত লোকদের পথ্য মিলিতেছে না।

শীতের সাথে সাথে অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মৃত্যু সংখ্যাও বাড়িয়া যাইতেছে। শীতবস্ত্রের অভাবে অনেক নূতন লোক রোগে আক্রান্ত হইতেছে। ২৩শে নভেম্বরে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বানিয়াচঙ বাজারে ৫০০ লোকের শবাধার বিক্রী হইয়াছে। ইহাতে বোঝা যাইতেছে মুসলমানদের মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা; ইহার সাথে হিন্দুদের শবদাহের হিসাব নিলে জানা যায় যে প্রতি সপ্তাহে এই গ্রামেই ৭০০ লোক ম্যালেরিয়ায় মারা যাইতেছে। এই হিসাবে গত কয়েক মাসের ভিতর বানিয়াচঙে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৭০০০।

কলেরা মহামারী

হুগলীর আরামবাগ মহকুমার সর্ব্বত্র কলেরা মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। এক মাসের মধ্যে অন্ততঃ ২ হাজার লোক কলেরায় মারা গিয়াছে।

কৃষ্ণনগর সহরে ও মফঃস্বলে ব্যাপকভাবে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং অন্যূন বহু লোকের মৃত্যু হইতেছে।

খুলনার দাতক্ষিরা মহকুমার বাকুলা, সারাবপুর, হাজিপুর ও অন্যান্য গ্রামে কলেরা ও ম্যালেরিয়া মহামারী রূপে দেখা দিয়াছে। ২৭শে নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ২৫০ জন লোক এই রোগের কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে।

২০শে নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বরিশালের জেলায় ৩৪২ জন লোক কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে এবং তার মধ্যে ১৮১ জন মারা গিয়াছে।

বাংলাকে বাঁচাইতে
এই মহামারীর বিরুদ্ধে লড়ো!
রিলিফ কোয়াড গঠন করো!
মজুতদারের হাত হইতে
কুইনাইন উদ্ধার করো!
আমলাতান্ত্রিক গাফিলতি ভাঙ্গো!

কলেরাকে রুখিতে মিলিত চেষ্টা

২৪ পরগণার আলিপুরদুয়ার মহকুমার ভামেস্তানগরে কলেরার প্রকোপ সুরু হইয়াছে। কলেরা মহামারীতে আতঙ্কগ্রস্ত না হইয়া গ্রামের লোক এক হইয়া রোগীদের চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিবার জন্য একটি 'মেডিকেল ইউনিট' গড়িয়া তুলিয়াছে। এই ইউনিট ইতিমধ্যেই অনেককেই কলেরার প্রতিষেধক 'ইনজেক্‌সন' দিয়াছে। ফলেরার রুখিবার জন্য পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটি ব্রাহ্মণপুর ও সপ্তগ্রা গ্রামকে যথাক্রমে ১০৭৲ ও ৫০৲ টাকা সাহায্য পাঠাইয়াছে।

যশোহরে ৪ সপ্তাহে ১০৭৪ মৃত্যু

২৫শে অক্টোবর হইতে ২০শে নভেম্বরের মধ্যে যশোহর জেলার নিম্নলিখিত স্থানে ১০৭৪ লোক কলেরায় মারা গিয়াছে। বনগ্রাম মহকুমা আক্রান্ত ১০৪ জন, মৃত্যু ৯০ জন, ঝিনাইদহ ৪৫৭ আক্রান্ত, ২৯৭ মরিয়াছে, মাগুরার আক্রান্ত হইয়াছে ৪৩৯ জন, মরিয়াছে ৩৪০, নড়াইলে ২২৯ আক্রান্ত, ১৪৮ জন মরিয়াছে, সদর মহকুমায় ২৩৭ জন আক্রান্ত হইয়াছে, মরিয়াছে ১৭৯ জন।

মহামারীর বিরুদ্ধে ছাত্ররা

কলিকাতা শিক্ষক-ছাত্র যুক্ত-রিলিফ কমিটির পক্ষ হইতে ৩ জন ছাত্রের একটি মেডিকেল ইউনিট ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ হইয়া মানিকগঞ্জ পৌছিয়াছেন: ম্যালেরিয়া সংক্রামকভাবে ঢাকার গ্রামগুলিকে উজাড় করিতেছে। নারায়ণগঞ্জ মহকুমার একমাত্র লিচ্ছিগঞ্জ গ্রামেই গত ৩ মাসে ৮০০ লোক ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছে। মানিকগঞ্জ মহকুমার একমাত্র ঘিওরা থানাতেই ৬০০০০ লোক আক্রান্ত হইয়াছে অথচ এই মহকুমায় এক গ্রেণ কুইনাইনও পাওয়া যাইতেছে না। এস-ডি-ও বা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কেহই কুইনাইন যোগাড় করিতে পারিতেছেন না বলিয়া জানাইয়াছেন। সরকার হইতে ১০০ পাউণ্ড কুইনাইন পাঠানোর কথা ছিল, প্রয়োজনের তুলনায় ইহা খুব অপ্রচুর হইলেও সেইটুকুও আজ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছায় নাই।

ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের মেসে এই সম্পর্কে আলোচনা হয়। গত ২৭শে নভেম্বর প্রায় ২৫০ জন মেডিকেল ছাত্রদের উপস্থিতিতে একটি সভা হয়। এই সভায় 'ঢাকা মেডিকেল স্কুল রিলিফ কমিটি' গঠিত হইয়াছে। এই কমিটির ২ জন ভলান্টিয়ার ও ইউনিভার্সিটি রিলিফ কমিটির ২ জন ভলান্টিয়ার মেডিকেল ইউনিটের সাথে মানিকগঞ্জ গিয়াছেন।

শিক্ষা জীবনে নূতন সংকট

বহুব্যাপী অপুষ্টিকর ও অপ্রচুর আহার্য্যের ফলে শিক্ষক ও ছাত্রদের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ও তাঁহার এক বিবৃতিতে এই বিপদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মাদারীপুর ইসলামিয়া স্কুলের শতকরা ৮০ জন ছাত্রই ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী। ফরিদপুর, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় ম্যালেরিয়ার ব্যাপক আক্রমণ শিক্ষা জীবনে নূতন সংকট সৃষ্টি করিয়াছে। বাংলার বহু প্রাইমারী স্কুল, হাইস্কুল ও অন্যান্য শিক্ষায়তন উঠিয়া গিয়াছে এবং অনেকগুলির অবস্থা খুবই সঙ্গীন। রাজসাহীর রাণীনগর স্কুলে ৩০০ ছাত্রের মধ্যে ১৫০ জনই স্কুলে অনুপস্থিত। আশে পাশের অন্যান্য স্কুলের অবস্থাও তাই। ময়মনসিংহের জি, কে, পি, এম স্কুলে বোধ হয় ছাত্রছাত্রীর মধ্যেই উঠিয়া যাইবে। খুলনায় কাটিপাড়া অঞ্চলের এম-ই, আপার প্রাইমারী, লোয়ার প্রাইমারী স্কুলগুলি অনেক আগেই উঠিয়া গিয়াছে। হাইস্কুলের অবস্থাও সঙ্কটজনক। ফরিদপুরের উপজেলা হাইস্কুল বড়দিনের পর বোধ হয় আর চলিবে না।

দেনার দায়ে চাষীর ধান মহাজনের হাতে চলিয়া যাইতেছে

শুধু ব্যবসাদারের হাতেই যে চাষীর আমন ধান চলিয়া যাইবার আশঙ্কা, ত নয়, ধানের ভাগচাষী, ছোট চাষী—ইহারা আজ দেনার দায়ে তাদের পেটের খোরাক পর্য্যন্ত মহাজনের হাতে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছে। নীচে বিভিন্ন জেলার যে খবর দেওয়া হইল, তাতে দেখা যায় অভাবের দিনে চাষীরা মহাজনের কাছে যে ধান কর্জ্জ লইয়াছিল, আজকে সেই ধানের ৪।০ গুণ তাদের পরিশোধ করিতে হইতেছে। ফলে তাদের খোরাকীর ধানও খাকে না। এমনি করিয়াই আমন জিরা জমিতেছে মুষ্টিমেয় ধনীর ঘরে। এখনি খাদ্য কমিটি, কৃষক সমিতি প্রভৃতির জোরে এই মহাজনদের বাধ্য করুন, যাতে তারা বেশী ধান :লইতে না পারে, যাতে লক্ষলক্ষে মারিয়া তারা কয়েকজন মজা লুটিতে না পারে।

বগুড়ার চিঠি

বগুড়া জেলার আদিয়ার চাষীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তারা তাদের হাল গরু সব মহাজনের কাছে জলের দামে বিক্রী করিয়াছে। তারা জোতদারের কাছ হইতে ইতিপূর্ব্বে ধান কর্জ্জ লইয়াছিল ১৬৲ টাকা মণ হিসাবে। তাদের সঙ্গে চুক্তি হইয়াছে যে টাকা হিসাবে তাদের ধান শোধ দিতে হইবে। এখন ধানের দর নামিয়াছে ৬৲ টাকায়। অর্থাৎ একমণ ধানের বদলে এখন প্রায় তিনমণ ধান তাদের শোধ দিতে হইবে। তার উপর টাকায় আট আনা করিয়া সুদ দিতে হইবে। জোতদার চাষীদের কাছ হইতে আগেই হাতচিটা লইয়াছে—সুতরাং চাষীদের আপত্তি করিবার কোন উপায় নাই। এই অবস্থা ক্ষেতলাল থানাতেই সব চেয়ে বেশী।

২৪ পরগণার চাষীদের অবস্থা

কাকদ্বীপ অঞ্চলের চাষীরা গত জুন মাসে ২০৲ টাকা মণ হিসাবে ধান মহাজনদের কাছ হইতে কর্জ্জ নিয়াছিল। এখন সেখানে নূতন চালের দরই ১০৲ টাকা। এই সব চাষীদের দেনা শোধ দিতে এক মণের বদলে ৪।০ মণ ধান মহাজনের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইতেছে। তাহার ফলে আমন ধান চোখে দেখিতে না দেখিতেই তাহা চাষীর হাত হইতে চলিয়া যাইতেছে।

বসিরহাট মহকুমার তম্বানীপুর ইউনিয়নে ৯০০টী পরিবারে সবশুদ্ধ ৬০০০ লোক বাস করে। ইহার মধ্যে ৩৫ জন মহাজন। এই কয়েকজন মহাজন ৯০০-র মধ্যে ৮০০ পরিবারকে ধান কর্জ্জ দিয়াছিল ইহাদের প্রত্যেককেই আজ একমণের জায়গায় ৫ মণ করিয়া ধান পরিশোধ করিতে হইতেছে। এই ৮০০টী পরিবার আমনের প্রাচুর্যের মধ্যেও আজ অনাহারের আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিতেছে।

উচিলদহ গ্রামে ৩০০টি পরিবারের অবস্থাও এইরকম।

দিনাজপুর

পতিরাম গ্রাম হইতে কমরেড নন্দীদাস লিখিতেছেন :—আমন ধানের বাজার দর আজ যে ভাবে নামিয়া যাইতেছে, তাতে চাষীদের সামনে সমূহ বিপদ। বালুরঘাট মহকুমার হাটে ৩।৩।০ মন দরে ধান বিক্রয় হইতেছে। চাষী কন্‌ট্রোল দরে ধান বেচিতে চায়, কিন্তু কন্‌ট্রোল দরে ক্রেতা নাই। গভর্ণমেণ্ট এজেন্ট হিসাবে কোন ক্রেতা নাই। অভাবের তাড়নায় চাষী বাধ্য হইয়া এত কম দামেই ধান বেচিতেছে। যারা ইতিপূর্ব্বে ১৪।১৫ টাকা দর হিসাবে ধান কর্জ্জ লইয়াছিল, তাদের এক মণের বদলে ৪।৫ মণ ধান শোধ দিতে হইতেছে।

বর্দ্ধমান

আমাদের সংবাদদাতা জানাইতেছেন :—

২১শে নভেম্বর তারিখে বর্দ্ধমানে আমন ধানের দর ৬৲ টাকা হইতে ৮৲ টাকা মণ, কোনো কোনো জায়গায় ৭৲ মণ দরেও ধান বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু চাষীরা এই দরেই বিক্রী করিবার জন্য ধান লইয়া আসিতেছে। তাদের দেনা শোধ দিতে হইবে, রোগের ঔষধ কিনিতে হইবে, ধান বিক্রী না করিয়া উপায় কি?

শুধু তাই নয়, তাদের অধিকাংশ ধান মহাজনের কর্জ্জ শোধ দিতেই শেষ হইয়া যাইতেছে। দুরবস্থার সময় তারা মহাজনের কাছ হইতে 'বাকি' লইয়াছিল। ২৫ টাকা মণ হিসাবে এখন ধান ধার লইয়া দেই হিসাবে এখন এক মণের জন্যে ৫ মণ ধান তাদের শোধ দিতে হইতেছে।

খাদ্য কমিটীর মারফৎ ধান বিক্রয়

বগুড়া জেলার সোনাতলা গ্রামের অনেক ব্যবসায়ী খাদ্য কমিটীর মারফৎ আমন ক্রয়, মজুত ও বিক্রয়ে রাজী হইয়াছে। পাঁচশিকির কয়েকজন ব্যবসায়ী খাদ্য কমিটীর তত্ত্বাবধানে ক্রয়-বিক্রয়ে সম্মতি দিয়াছেন। ঝালিঘাটির জোতদাররা ধর্ম্মগোলা গড়িয়া তুলিবার জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

—সংবাদদাতার খবর।

যশোহরে আমন ধান রক্ষার জন্য
ছয় হাজার কৃষকের সমাবেশ

যশোহর জেলার মধ্যে ঝিনেদা মহকুমায় আমন ধান যথেষ্ট হইয়াছে, ধান কাটাও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। কিন্তু কৃষক, গাড়িওয়ান, মহাজন সকলের মনেই এক প্রশ্ন—আমন ধান কি করিয়া রক্ষা করিব?

৫ই ডিসেম্বর কালীগঞ্জ গ্রামে স্থানীয় কৃষক নেতাগণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে এক সভা হইল। সভায় প্রায় ৬০০০ লোক সমবেত হইয়াছে, অধিকাংশই কৃষক। গাড়িওয়ান ও মহাজনদের ভিতরও অনেকে উপস্থিত আছেন।

বক্তৃতাকে যশোহর জেলার সকল দলের প্রতিনিধিই উপস্থিত। কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সমিতি, মুসলিম লীগ, কৃষক প্রজাদল, কংগ্রেস প্রভৃতি প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই কেহ না কেহ হাজির আছেন। সকল দলের ঐক্য সভার মধ্যে সৃষ্টি করিল একটি আশা ও উৎসাহের পরিবেশ। সভা উদ্বোধন করিলেন ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান্ ওয়াজিউর রহমান সাহেব। উদ্বোধনের পর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক কমরেড ভবানী সেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া কমরেড সেন সমবেত জনগণকে আহ্বান করিয়া বলেন—যে ঐক্য আজ এই সভার বিশেষত্ব, সেই ঐক্যই শুধু আমন ধান রক্ষা করিবে। মজুতদারেরা গত বছর তিন টাকা মন দরে কৃষকের নিকট হইতে আমন ধান কিনিয়া পরে ৩০ টাকায় বেচিয়াছে, সে আজ আবার কৃষকদের বাড়ীতে হাটাহাটি আরম্ভ করিয়াছে। সরকারী খাদ্য নীতির মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন মজুতদারকে সাবেধা না করিয়া মন্ত্রীমণ্ডলী ব্যবসারী ও আমলাতন্ত্রের হাতে আমন ধান তুলিয়া দিতেছেন, ইহার ফলে অভিজ্ঞ মজুতদার গতবারের মতই এখন কৃষককে ঠকাইয়া সস্তা দামে ধান কিনিবে, ভরা মজুত করিয়া তিন মাস পর চড়া দাম হাকিতে সুরু করিবে। এই মজুতদারকে তফাৎ কর। গ্রামে গ্রামে খাদ্য কমিটি গড়িয়া গ্রামের প্রয়োজনীয় ধান গ্রামেই রাখ, বাকি ধান বিক্রী কর খাদ্য কমিটির মারফৎ। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জোরে সরকারকে বাধ্য কর খাদ্য কমিটির মারফৎ ধান কিনিতে। কৃষকদের সাম্‌নে আর এক বিপদ উপস্থিত। সরকার হইতে আরম্ভ করিয়া মজুরদার সকলেই চেষ্টা করিতেছে ধানের দাম এখন অসম্ভব কমাইবার। তোমরা সকলে মিলিয়া জোট বাঁধিয়া স্থির কর ৬৲ মণের কম দরে ধান বেচিব না, কন্‌ট্রোলের বেশী দামও চাহিব না।

কৃষক নেতা মৌলবী আব্দুল খালেক উঠিয়া বলেন আজ আমাদের ভিতর ঐক্য নাই বলিয়াই দেশে এই দারুণ দুর্দ্দিক। এ দুর্দ্দিক বন্ধ করিবার একমাত্র উপায় সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীসভা। জেলা মুশলিম লীগের সম্পাদক সৈয়দ আব্দুর রৌফ সাহেব ঘোষণা করেন, সকল রকম দলাদলি ভুলিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে একযোগে কাজ কর, সাচ্চা খাদ্য কমিটি গড়িয়া মজুতদারদের তফাৎ কর। খাদ্য কমিটির ভিতর যহ জায়গায় জুয়াচোর মজুতদার ঢুকিয়া মুনাফাখুরীর সুবিধা করিয়া খাকে, তাই আমাদের খাদ্য আন্দোলন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, এই দুর্ব্বলতার জন্যই আমরা সরকারকে বাধ্য করিতে পারি নাই ধান ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষমতা। খাদ্য কমিটির হাতে তুলিয়া দিতে। মুনাফাখোরের মজুতদারের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট পার্টি যে জেহাদ আরম্ভ করিয়াছে আমি তাহার উৎসাহী সমর্থক।

জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক কমরেড সুকুমার মিত্র বাংলার খাদ্য সংকটের বিভীষিকার কথা বর্ণনা করিয়া ঐক্যের জন্য আহ্বান জানান। ঝিনেদা মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন ঘোষণা করেন সরকার যদি মজুতদারদের সঙ্গে রফা না করিয়া মজুতদারদের সাবেধা করিত তাহা হইলে বাংলার লক্ষ লক্ষ লোক আজ মৃত্যুর কবলে পড়িত না। মজুতদারের কাছে এক কণা ধানও কেহ বেচিও না। সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রশ্ন করেন—কিন্তু সরকারী ক্রেতারা যদি গরীব চাষীর উপর অত্যাচার করিয়া তাহার প্রয়োজনীয় ধানও কাড়িয়া লয় তাহা হইলে তাহা রুখিবে কেমন করিয়া? এই প্রশ্নে সমবেত জনতার মন তখন আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের মনে পড়িল সরকারী ক্রেতারা আউষ ধান কিনিবার জন্য কত লোকের উপর দুর্ব্যবহার করিয়াছে, সেই আউষ ধানের হাজার হাজার বস্তা এখনও যশোহরের কাছাকাছি কয়েকটি ষ্টেশনে পড়িয়া পড়িয়া নষ্ট হইতেছে।

কৃষকদের মনে তখন জাগিতেছে আরও অনেক কথা। আমরা না হয় কন্‌ট্রোল দামে ধান বিক্রী করিলাম, কিন্তু আমরা ত কন্‌ট্রোল দামে কেরাসীন, চিনি কিংবা কাপড় পাই না।

এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়া যশোহর জেলার কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড কৃষক বিনোদ রায় বক্তৃতায় বলেন :—

কন্‌ট্রোল দামে ধান বিক্রী কর, কন্‌ট্রোল দামে নিজেদের চেষ্টাতেই কেরাসীন ও কাপড় পাইবে।

খাদ্য কমিটি ও কৃষক সমিতি গড়—এই কমিটি তোমাদের প্রয়োজনীয় ধান গ্রামে রাখিয়া দিবে, বাকি ধান সরকারী ক্রেতা ও অন্যান্য সাধু ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রী করিবে। এই কমিটিই সরকার হইতে তোমাদের জন্য কন্‌ট্রোল দামে অন্যান্য জিনিষ সংগ্রহ করিতে পারিবে।

সমবেত জনগণ তখন সমস্বরে ঘোষণা করে আমন ধান মজুতদারের কাছে বেচিব না, খাদ্য কমিটির মারফৎ আমন ধান বেচিব, খাদ্য কমিটি গড়িয়া তুলিব।

মজুতদারেরাও কেহ কেহ সভায় আসিয়াছিল। মজুতের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংকল্প তাহাদের অতিষ্ঠ করিয়া তুলে। তাহাদের ধারণা ছিল সভায় সরকারী এজেন্টের ধান কেনার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইবে, কিন্তু সভার কার্য্যবলীতে তাহারা হতাশ হয়, প্রতিবাদ করিবার সাহসও তাহাদের ছিল না।

কেবল বক্তৃতাতেই সভা শেষ হয় নাই। সভায় সংকল্প যাহাতে কার্য্যকরী হয় সে জন্য একটি অস্থায়ী খানা খাদ্য কমিটি ঐ সভাতেই গঠিত হয়।

সমবায় ভাণ্ডার গড়িতে কৃষক ও জোতদার মিলিল

জলপাইগুড়ি জেলার মুন্সরদিঘী ইউনিয়নে সমবায় ভাণ্ডার গড়িবার উদ্দেশ্যে ২নং ওয়ার্ডে ১লা ডিসেম্বর এক সভা ডাকা হয়। কৃষক, জোতদার প্রভৃতি সকলেই যোগ দেয়। স্থানীয় একজন জোতদার সমবায় ভাণ্ডারের জন্য ২০০ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। গরীব চাষীরাও যথাসাধ্য চাঁদা দিল। এমনি করিয়া সেই সভাতেই ২৫০ টাকা উঠিল।

ইহার পর ১নং ওয়ার্ডেও সভা হয়। স্থানীয় জমিদার এখানে উৎসাহী হইয়া সমবায় ভাণ্ডারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। জেলে সম্প্রদায় ঠিক করিয়াছে তারা সপ্তাহে ২ আনা করিয়া চাঁদা দিয়া সমবায় ভাণ্ডারে সাহায্য করিবে। ৯নং ওয়ার্ডেও চাঁদা উঠিতেছে।

'সবার আগে ধর্ম্মগোলা করিব'

যশোহর জেলার পাঁচুড়িয়া গ্রামে কৃষকদের লইয়া সভা হইল। সভায় এই আওয়াজ উঠান হইল: 'কন্‌ট্রোল দর বজায় রাখ এবং তার জন্য ধর্ম্মগোলা মারফৎ ধান বিক্রয় কর।' পাঁচুড়িয়ার চাষীরা সব আন্দোলনেই অগ্রনী।

রেশনিং-এর লড়াইয়ে ট্রাম শ্রমিক

রেশনিং চালু কর। ট্রামের ভাড়া কমাও।

৯ঠা ডিসেম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ট্রাম শ্রমিকদের একটী বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। প্রথমে নোনাপুকুর কারখানা হইতে ৮০০ শ্রমিক ব্যাজ ও ফেষ্টুন লইয়া বাহির হয়, বেলগাছিয়া হইতেও আর একটী দল এবং আরো অন্যান্য যায়গা হইতে দলে দলে ট্রাম শ্রমিক আসে। ড্রাইভার ও কনডাক্টারগণ তাহাদের নিজস্ব পোষাকে আসিয়াছিলেন। সর্ব্বসমেত প্রায় তিন হাজার শ্রমিক আসে। কোম্পানাতে সাড়ে চার হাজার শ্রমিক খাটে—ইহার মধ্যে ইউনিয়নের নিয়মিত সভ্য সাড়ে তিন হাজার। ইহাদের মুখে ধ্বনি ছিল : রেশনিং চাই, কংগ্রেস লীগ এক হও, কংগ্রেস নেতাদের মুক্ত কর।

সরকারী নিষেধের ফলে এবং দেশব্যাপী সংকটের চাপে বহুকাল ট্রাম শ্রমিক এই ধরণের সভা করে নাই। কিন্তু দেশবাসীর দুরবস্থা ইহারা দিনের পর দিন দেখিয়াছে। তাই রেশনিং এর জন্য ইহাদের শক্তিশালী ইউনিয়নের প্রভাব লইয়া ইহারা অগ্রসর হইল। ইহাদের যে দেশপ্রীতি জাপানী বোমাকে অগ্রাহ্য করিয়া গত বৎসর ট্রাম চালু রাখিয়াছিল—সেই দেশপ্রীতিই আজ আবার খাদ্যের লড়াইয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে।

সভার একটি প্রস্তাবের পক্ষে কমরেড রণেন সেন মজুতদারদের মুখোশ খুলিয়া ধরেন এবং তাহাদের চাতুর্য্য পূর্ণ প্রচারের স্বরূপ বুঝান। তিনি আমন রক্ষা করা ও অবিলম্বে কলিকাতা এবং অন্যান্য সহরে রেশনিং চালু করিবার দাবী জানান। এই রেশনিং স্কীম অনুযায়ী প্রত্যেকটী বয়স্ক শ্রমিক ও তাহার স্ত্রীকে কমপক্ষে সপ্তাহে ৫ সের চাউল দিতে হবে—কোনরূপ লোকসান হইলে বাড়তি মাগ্গী ভাতা দিয়া তাহা পূরণ করিতে হইবে, শ্রমিকেরা নিজেদের পছন্দ মত বাইরের বা মালিকের দোকানে জিনিষ নিবে। রেশন দিবার যায়গাগুলিতে শ্রমিক ও মালিক উভয়ের মিলিত কর্তৃত্ব কায়েম করিতে হইবে। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে রেশনিংএর দ্বারা বাংলার খাদ্য সংকট ঘুচানো সম্ভব এবং রেশনিংএর ভিত্তিতে বাংলার সমস্ত রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য এই সভা অনুরোধ করিতেছে।

ইহার পর চতুর আলি মাগ্গী ভাতার উপর বক্তৃতা করেন। তিনি দেখান যে কোম্পানী প্রচুর লাভ করিতেছে—অথচ শ্রমিকদের যে মাগ্গী ভাতা দেয় তাহাতে চড়া দামের বড় জোর শতকরা ৬০ ভাগ পূরণ করা যায়।

কোম্পানী মাসিক টিকিটের দাম বাড়াইয়াছে, দুপুরে সস্তা ভাড়া ও ট্রান্সফার টিকিট উঠাইয়া দিয়াছে এবং যাত্রীর তুলনায় গাড়ীর সংখ্যা বাড়াইতেছে না। ইহার উপর কমরেড বসির এক নিন্দাসূচক প্রস্তাব আনেন। বসির জানান যে ১৯৪২ সালে কোম্পানী ৩১। লাখ টাকা লাভ করিয়াছিল এবং এই বছরের জুলাই মাসের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকার মুনাফা পকেটস্থ করিয়াছে। এই ভাবে কোম্পানী লোকের অসুবিধা করিয়া নিজের স্বার্থ পূরণ করিতেছে। তাই আজ ট্রাম শ্রমিক ও জনসাধারণকে একত্রে কোম্পানীর এই অভিযানকে বন্ধ করিতে হইবে। ইউনিয়ন ও ট্রামশ্রমিক এই ব্যাপারে জনসাধারণের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করিবে।

সভার শেষে ট্রাম ইউনিয়নের পুরাতন নেতা গোপাল আচার্য্য কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষে শ্রমিকদের কাছে আবেদন জানান যে এই পার্টি ইউনিয়নের জন্ম হইতে ইহার সমস্ত সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছে, এদেশের প্রত্যেক শ্রমিক পরিবারে এই ইউনিয়নকে পরিচিত করিয়াছে। এই শ্রমিকদের ত্যাগ, কষ্ট স্বীকার এবং সাহস পার্টিকে আজ শক্তিশালী অবস্থায় আনিয়াছে। এই ইউনিয়নের ৩০ জন শ্রমিক আজ পার্টি সভ্য। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নয়, আজ শত শত শ্রমিককে ইহার সভ্য হইতে হইবে, এই পার্টি তাহাদেরই সম্পত্তি। আজ তাহাদের প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে তাহারা প্রত্যেকেই এই পার্টির জন্য কাজ করিবে, পার্টির পত্রিকা পড়িবে, বিক্রয় করিবে এবং আগামী মাহিনার দিনে পার্টির জন্য এক টাকা দান করিবে।

সহপ্রকাশক কমিউনিষ্ট পার্টি জিন্দাবাদ এই ধ্বনি বার বার জানাইয়া দেয়—ট্রাম শ্রমিক এই আহ্বানে সাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িবে না।

মৃত শহীদদের স্মৃতিতে

জলপাইগুড়ীর দেবীগঞ্জ এলাকার বাসী মোহন বর্ম্মণ ও প্রভানন্দ বর্ম্মণ গত সপ্তাহে কলেরা রোগে মারা গিয়াছেন। ইহারা পার্টি বে-আইনী থাকা অবস্থায় পার্টির সম্পর্কে আসেন—এবং গোপন কাজের মধ্য দিয়াই কৃষক সভা ও পার্টি সংগঠন নিজ নিজ এলাকায় তৈয়ারী করেন। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিরুদ্ধে দিনের পর দিন অনশনে থাকিয়াও ইহারা দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

ত্রিপুরার কমরেড কালিদাস ভৌমিক রক্ত আমাশয়তে মারা গিয়াছেন। ইনি ও ইহার স্ত্রী পূর্ণধাসিনী ছিলেন ত্রিপুরার একমাত্র স্বামী ও স্ত্রী যাহারা একত্রে পার্টি সভ্য হইয়া ছিলেন। ইহারা দুইজনই বে-আইনী গোপন অবস্থায় পার্টিকে সসম্মানে বাঁচাইয়াছেন। কালিদাস তাহার স্ত্রী ও দশ বছরের একটি ছেলেকে আজ পার্টির কাছে রাখিয়া গেলেন।

ফরিদপুরের কোরকদী অঞ্চলে কমরেড সুরেশ চক্রবর্ত্তী হরবোগে মারা গিয়াছেন। ইনি ১৯৩৮ সালে কৃষক আন্দোলনে যোগ দেন, তাহার পর বে-আইনী অবস্থার মধ্যে পার্টিতে আসেন। ইনি আগে পুরোহিত ছিলেন কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে পার্টির সব সময়ের কর্ম্মী হওয়ার ইচ্ছাই প্রবল হয়—তিনি কৃষকদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়েন। কৃষক মেয়েদের মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে ২১৩ জন সভ্যা করেন এবং খাদ্যাভাবের দিনে সারাদিন না খাইয়া তিনি নুরেল কিচেনে রান্না করিতেন—আবার রাত্রিতে পার্টির কাজ করিতেন। ইনি নিঃসন্তান বিধবা পত্নী রাখিয়া গিয়াছেন।

এই সকল কর্ম্মীরা নিরন্তর দেশ সেবাই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা কম্যুনিষ্ট পার্টির বেআইনী অবস্থায় পার্টিতে আসেন। অসহ্য অত্যাচার ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া, অবর্ণনীয় অভাব ও অনাটনের মধ্যে থাকিয়া কৃষক সমিতি, কংগ্রেস, মহিলা সমিতি, ছাত্র সমিতি ও শ্রমিক ইউনিয়ন গড়িয়াছেন—দেশের প্রত্যেক সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করা, তাহাদের ন্যায্য দাবী আদায় করা এবং দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা, ইহাই ছিল তাহাদের জীবনের একমাত্র সাধনা। নিজের জন্য ইহারা কোন দিন কিছুই চাহেন না। রোগের জ্বালা, অনশনের তীব্র দংশন কিছুই ইহাদের অনির্ব্বান দেশপ্রেমকে মুহ্যমান করিতে পারে নাই। ইহারা মৃত্যুর সময়ও নিশ্চিন্ত জানিয়া গিয়াছেন—তাহাদের পার্টি, তাহাদের দেশকে নির্ভুল ভাবে সেবা করিতেছে—তাই তাহারা মৃত্যুর সময়ও নিশ্চিত বিশ্বাসে তাহাদের বিধবা, তাহাদের সন্তান তাহাদের বৃদ্ধ পিতা ও তাহাদের সামান্য ভিটামাটি বা গরু বাছুর পার্টির হাতে দিয়া যান। তাহাদের সহকর্ম্মীদের সাফল্য কামনা করিয়া যান। এই সকল সহকর্ম্মীরাও ইহাদের মত নিরাকুল দুরবস্থার মধ্য দিয়া দেশ সেবা করিতেছেন। তাই এই সব শহিদদের সম্মান দেখাইতে হইলে ইহাদের সহকর্ম্মীদের সাহায্য দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে।

মজুরদের ভোটার করিতেই কর্পোরেশনে যত গোলমাল!

করপোরেশনের ইলেকশনের জন্য ভোটার লিষ্ট তৈরী হইতেছে। চীফ্ একজিকিউটিভ অফিসার কলিকাতার সমস্ত রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নকে নোটিশ দিয়া জানাইয়াছেন, '১৮ই নভেম্বরের মধ্যে তাদের সভ্যদের লিষ্ট পাঠাইয়া দিতে হইবে, যাতে তাদের নাম ভোটার লিষ্টে উঠিতে পারে। নোটিশে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক নামের সঙ্গে, যাহার অধীনে যে কাজ করে, সেই নিয়োগ কর্ত্তার একটি সার্টিফিকেট দিতে হইবে।

কলিকাতা করপোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কাছেও এই রকম নোটিশ আসিয়াছিল। তাঁরা ১৭ই নভেম্বর ইউনিয়নের সভ্যদের নামের তালিকা পাঠাইয়াছেন এবং লিখিয়া দেন যে, করপোরেশনই যখন এই মজুরদের নিয়োগকর্ত্তা, তখন চীফ্ একজিকিউটিভ অফিসারই যেন বিচার বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট দিয়া দেন।

দশ বারো দিন কাটিয়া গেল, ১লা নভেম্বর তারিখে কর্পোরেশনের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর স্বাক্ষরে ইউনিয়নের কাছে জবাব আসিল : নামের তালিকা ফেরৎ দেওয়া হইল, আমাদের অফিসেদের পক্ষে নাম যাচাই করা সম্ভব নয়।

এদিকে তাঁরাই আবার নোটিশে জানাইয়াছিলেন :— নিয়োগকর্ত্তার কাছে সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করার অধিকার প্রত্যেক ইউনিয়নের আছে এবং সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করার অধিকার কোনো নিয়োগকর্ত্তার নাই। (চীফ একজিকিউটিভ অফিসারের ১-১০-৪৩ তারিখের নোটিশ)

কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ নিজেদের নোটিশ নিজেরাই ভুলিয়া গেলেন নাকি? না, তাঁরা ভাবিয়াছেন, অধীনস্থ মজুরদের সম্বন্ধে আমরা নিয়ম মানি আর না মানি, তা আর কে দেখিতে যাইতেছে?

মজুরদের ব্যাপার বলিয়াই কর্তৃপক্ষের সময়ে কুলায় না, অথচ যখন বড় কর্ম্মচারী নিয়োগের প্রশ্ন আসে, তখন তো দেখি দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ করপোরেশন তাই লইয়াই সর-গরম হইয়া আছে! তার জন্য সময়ের অভাব তো হয় না?

অফিসের গাফিলতিতে এই যে ৯৫০ জন মজুর ভোটারের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল, ইহা যে সমস্ত কর্পোরেশনেরই একটা কলঙ্ক, ইহা কি কর্পোরেশনের কর্ত্তারা ভাবিয়াছেন? ভোটারদের ভোটের অধিকার এমনি করিয়া নষ্ট করিবার জন্যই নাকি কলিকাতাবাসী ভোট দিয়া কর্ত্তাদের গদিতে বসাইয়াছে, আর বড় বড় কর্ম্মচারীদের মোটা মাহিনা জুগাইতেছে? কর্পোরেশন কর্ত্তাদের কাছ হইতে আমরা জবাব চাই।

বঙ্গলক্ষ্মী সূতাকল মজুরের প্রথম জয়

মালিক কারখানা বন্ধ করে, মজুর কারখানা চালু করায়

নভেম্বর মাসের গোড়া থেকেই শ্রীরামপুর বঙ্গলক্ষ্মী মিলের মজুররা দেশপ্রেমিক উৎপাদন-নীতিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া দলে দলে ইউনিয়নের সেম্বর হইতে থাকে। মালিক তুলা খারাপ দেয়, মাড় খারাপ দেয়, জোড়াপিছু রেট অন্যান্য সূতাকলের চেয়ে দাম কম দেয়। তাই এখানে কাপড়ের উৎপাদনও কম হয় এবং মজুরের হপ্তাও বেশী উঠে না। বঙ্গলক্ষ্মীর দেশপ্রেমিক মজুররা আওয়াজ তুলিল: ভাল তুলা চাই, ভাল মাড় চাই, অন্য মিলের মত রেট চাই, আমরা কাপড় তৈয়ারী বাড়াইবই। মালিকের কাছে তারা এই সব দাবী লইয়া ডেপুটেশন পাঠাইল। মালিক বলিল যে ৬ই ডিসেম্বর জবাব দেওয়া হইবে।

ইতিমধ্যে ৫ই রবিবার কলিকাতায় বোমা পড়িল। অনেকের মধ্যে গত বছরের মত আবার পালাইয়া যাইবার মনোভাব। বঙ্গলক্ষ্মীর মজুররা তাদের নেতা বৃদ্ধ কমরেড শ্যামলালের নেতৃত্বে আওয়াজ উঠাইল: আমরা একজনও মজুর কারখানা ছাড়িয়া যাইব না, কিন্তু উপযুক্ত এ-আর-পি ব্যবস্থা চাই। মালিকের সঙ্গে সঙ্গলবার কথা হইল। মালিক বলিল: দাবীর কথা যদি বল, তা হলে মিল বন্ধ করিয়া দিব। মজুররা বলিল: মিল বন্ধ করা চলিবে না এবং দাবীও পূরণ করিতে হইবে। মালিক দুদ্ধের সঙ্গে জানাইল: দুইমাস মিল বন্ধ রাখিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কারখানার মোটর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। মজুররা কারখানা বন্ধ করিতে দিবে না, তারা ৭০০ মজুর কারখানা হইতে বাহির হইল না।

মালিক ব্যাপারটাকে অবস্থান ধর্ম্মঘট বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ইউনিয়নের কাছে তাদের এই দুর্বুদ্ধির হার হইল। ইউনিয়ন হইতে জেলা ও মহকুমা হাকিমের কাছে প্রতিনিধি পাঠাইয়া তাঁদের মিলে আনা হইল। সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ হইল, মজুররা ধর্ম্মঘট করে নাই, মালিকই মিল বন্ধ করিয়াছে। হাকিম প্রকাশ্য আশ্বাস দিলেন যে বৃহস্পতিবার হইতে মিল চলিবে।

মালিক কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে মিল চালাইল না। ১০০০ মজুরের ডেপুটেশন আবার মহকুমা হাকিমের কাছে গেল। ইতিমধ্যে মালিক নেতৃস্থানীয় মজুরদের বরখাস্ত করার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত সঙ্ঘবদ্ধ মজুরদের দৃঢ়তা ও তাদের মিল চালু করার সংকল্পের কাছে মালিক শেষ পর্য্যন্ত মাথা নত করিল। ঐদিনই ২টার সময় মিল চলিবে ঠিক হইল।

মজুররা তার আগে কমিউনিষ্ট পার্টি আফিসে সকলে জমায়েত হইল। ১০০০ জন মজুর প্রতিজ্ঞা করিল: তিন হাজার মজুরকেই তারা ইউনিয়নের সভ্য করিবে। উৎপাদন বাড়াইবে, তাদের ন্যায্য দাবী আদায় করিবে। তারা তাদের দাবীর উপর একটী গণদরখাস্ত করিয়া লেবার কমিশনরের কাছে ডিপুটেশন যাইতেছে।

বাস-মজুরদের দাবী

'বাস'-এর মজুররা প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া কলিকাতায় চলাচলের ব্যবস্থা ঠিক রাখিয়াছে। জাপানী বোমার হামলা সুরু হইয়াছে—ঠিক এই সময় ইহাদের দায়ীত্ব খুবই বেশী, তাই ইহাদের সুবিধা অসুবিধার সাথে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ যোগ আছে। বাস শ্রমিক ইউনিয়নের তরফ হইতে তাহাদের নানারূপ অসুবিধার কথা আগেও জানান হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাহারা বহুবিধ অসুবিধার ভিতর কাজ করিতেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য (১) খুচরার অসুবিধা (২) পুলিশ কেস—বাস 'ষ্টপে' ছাড়া বাস দাঁড় করাইলে অথবা বাম্পারে বা সিড়ির উপর আরোহী হইলে সাধারণতঃ পুলিস কেস হয়। এ বিষয় আরোহীগণ সচেতন থাকিলে বাসের মজুররা পুলিস কেসের হাত হইতে রেহাই পায়। (৩) মাহিনার অবস্থা (৪) কাজের স্থায়ীত্বের অভাব। তাই বাস শ্রমিক দাবী করিতেছে (১) অবিলম্বে ডবল সিফট্ চালু করা হউক (ভোর ৫টা হইতে ২টা এবং বেলা ২টা হইতে রাত ১১টা)। (২) মাহিনা নির্দ্দিষ্ট করা হউক (কন্‌ডাক্টর অন্ততঃ ৭৫৲, ড্রাইভার ১২৫৲ টাকা) (৩) চাকুরীর স্থায়ীত্ব চাই (৪) সিণ্ডিকেট বা এসোসিয়েশন এবং ইউনিয়নের যুক্ত কমিটির মারফত সত্তার খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হউক। (৫) আরও বেশী বাস ও পেট্রোল চাই (৬) কুপন চালু করিয়া খুচরার সমস্যা সমাধান করা হউক (৭) বাসের টাইমটেবেল ঠিক করার সময় ইউনিয়নের সহযোগীতা গ্রহণ করা হউক।

যুদ্ধের গতি

নূতন ইতিহাস গড়া হইতেছে "পৃথিবীর সকল জাতির স্বাধীনতা চাই"

ইরাণের রাজধানী তেহেরাণে ইতালি, চার্চ্চিল ও রুজভেট প্রধান প্রধান সামরিক ও রাজনৈতিক সহকারীদের লইয়া সপ্তাহ পাঁচদিন ধরিয়া যে আলোচনা করিলেন, তাহা ভবিষ্যৎ ইতিহাসে এক অতি স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া পরিচিত হইবে। হিটলারের নাৎসিবাহিনীকে সম্পূর্ণ নির্ম্মূল করিয়া অবিলম্বে যুদ্ধজয়ের ব্যবস্থা করাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল। তেহেরাণ হইতে নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরিত যে বিবৃতি প্রকাশ হইয়াছে, তাহা "জনযুদ্ধের" অন্যত্র ছাপা হইয়াছে। কোন প্রকার কথার মারপ্যাচ না রাখিয়া মিত্রশক্তির নেতারা বলিয়াছেন যে "কখন এবং কি ভাবের ইয়োরোপের পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ হইতে শত্রুকে আক্রমণ করা হইবে, সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ একমত হইয়াছি।" ষ্টিথ্যর ফ্রন্ট সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে বাগাড়ম্বর চলিয়াছে, তাহার তুলনায় এরূপ সোজাসুজি কথা সোভিয়েট ও অন্যান্য দেশের জনগণের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছে। সোভিয়েট সংবাদপত্রগুলিতে বলা হইয়াছে যে তেহেরাণের সিদ্ধান্ত মানবজাতির পক্ষে নূতন এক যুগের অবতারণা করিতেছে। জলে, স্থলে, আকাশে ফ্যাসিষ্ট সমরশক্তিকে বিধ্বস্ত করার জন্য মিত্রশক্তি অবিশ্রাম আক্রমণ চালাইবে, ক্রমেই আক্রমণের মাত্রা বাড়াইবে। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতিসমূহের বিজয় অভিযানকে বাধা দিতে পারে। স্বয়ং কমরেড ষ্টালিনের স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে একথা শুনিয়া ইয়োরোপের হিটলারের পদদলিত জনগণ আশায়, অনুপ্রেরণায় জাগিয়া উঠিবে। তেহেরাণ হইতে হিটলারীদের মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা বাহির হইয়া গিয়াছে। পরোয়ানা জারি করার ভার পড়িয়াছে মিত্রবাহিনীর উপর।

তেহেরাণে কমরেড ষ্টালিনের উপস্থিতি

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে তেহেরাণ সম্মেলনে কমরেড ষ্টালিনের বিরাট ব্যক্তিত্ব সকলকে ছাপাইয়া গিয়াছিল। ষ্টালিনের সঙ্গে ছিলেন মার্শাল ভরোশিলভ; শুনা গিয়াছে পশ্চিম ইয়োরোপে আক্রমণ চালানো সম্বন্ধে ইনি বোধ হয় ইংরাজ ও আমেরিকান সেনাপতিদের পরামর্শ দিবেন। মার্শাল টিমোশেঙ্কো ও মার্শাল জুকভ সম্ভবত ষ্টালিনের সঙ্গে ছিলেন। সোভিয়েটের প্রতি ব্রিটেনের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ মিষ্টার চার্চ্চিল ব্রিটেনের তরফ হইতে কমরেড ষ্টালিনকে 'ষ্টালিনগ্রাদ তরবারি' উপহার দেন। পশ্চিম ও দক্ষিণ ইয়োরোপ হইতে আক্রমণ চালাইবার যে প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ ও আমেরিকান নেতারা দিলেন, তাহা সোভিয়েটের সম্পূর্ণ মনঃপূত বলিয়া ঘোষিত হইল। সুতরাং যে হিটলারীরা আশা করিয়াছিল যে সোভিয়েটের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা ব্যাপারে ব্রিটেন ও আমেরিকার মনোমালিন্য ঘটিবে, ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যেই যে বিভীষণদল দ্বিতীয় ফ্রন্টকে ভেস্তাইয়া দিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল, তাহাদের সকল চক্রান্ত বিফল হইয়াছে। ইয়োরোপে ফ্যাসিষ্টদের পরাজয়কে যে আর বেশীদিন ঠেকাইয়া রাখা চলিবে না, তাহা আজ সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।

যুদ্ধ শেষ হইবার পর শান্তিপ্রতিষ্ঠার কাজে মিত্ররাষ্ট্রসমূহের ঐক্য বজায় রাখার প্রতিশ্রুতিও তেহেরাণ সম্মেলনে পাওয়া গিয়াছে। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে পৃথিবীর জনগণ যাহা চায়, সেই সুবিধাই শান্তির সর্ত্ত স্থির করা হইবে। আরও বলা হইয়াছে যে দুনিয়ার সকল জাতি যেদিন স্বাধীন জীবন যাপন করিবে, অত্যাচারের কবল হইতে যেদিন তাহারা মুক্ত হইবে, নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী যেদিন তাহারা জীবনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে, সেই দিন যে শান্তি আসিতেছে, এই ভরসা লইয়া নেতৃবৃন্দ সম্মেলন শেষ করিতেছেন। এই সুস্পষ্ট বিবৃতিকে কথার ধোঁয়ায় উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা সাম্রাজ্যবাদীরা যে করিবে না, তাহা নয়। কিন্তু এরূপ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাপত্রে "পৃথিবীর সকল জাতির" স্বাধীনতার অধিকার চার্চ্চিল-রুজভেটকে যে স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহার মূল্য খুবই বেশী। যুদ্ধ জয় ও যুদ্ধের পর সুস্থ্য সমাজ ব্যবস্থা বজায় রাখিতে হইলে আজ জনগণের মুক্তি আন্দোলনকে যে অগ্রাহ্য করা চলিবে না, তাহাই চার্চ্চিল রুজভেট তেহেরাণে স্বীকার করিয়া আনিয়াছেন। মস্কোতে ত্রিশক্তির বৈদেশিক মন্ত্রীরা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, সেগুলিই তেহেরাণে সুনির্দ্দিষ্ট হইল।

তুর্কীর সঙ্গে মিত্রশক্তির বন্ধুতা

ষ্টালিন, চার্চ্চিল ও রুজভেট একত্র মিলিবার পূর্ব্বেই চার্চ্চিল ও রুজভেট চিয়াংকাইশেকের সঙ্গে দেখা করিয়া জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই যথাসম্ভব জোরে চালানো সম্পর্কে আলোচনা করেন। তেহেরাণ সম্মেলনের পরেই আবার কাইরো যাইয়া চার্চ্চিল ও রুজভেট তুর্কীর রাষ্ট্রপতি ইনোনুকে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলেন, সোভিয়েট প্রতিনিধিরা আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। কিছুকাল আগে সোভিয়েট পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল যে ব্রিটেনের সঙ্গে তুর্কীর চুক্তি থাকা সত্বেও যদি তুর্কী যুদ্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া বসিয়া থাকে তো প্রকারান্তরে হিটলারকেই সুবিধা দেওয়া হয়। সপ্তাহি যুদ্ধের গতি যে ভাবে চলিয়াছে, তাহাতে তুর্কী পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশী মিত্রপক্ষের অনুকূলে আসিয়াছে। ব্রিটেন, সোভিয়েট, আমেরিকা ও তুর্কীর মধ্যে বন্ধুতাবন্ধন এখন পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশী দৃঢ়। তুর্কী অবশ্য এখনই মিত্রশক্তির পক্ষ লইয়া যুদ্ধে নামিতেছে না, কিন্তু তুর্কীর সাথে মিত্রশক্তির মৈত্রী বাড়ার ফলে হিটলারীরা শঙ্কিত হইয়াছে। তুর্কীও বুলগেরিয়ার সীমান্তে জার্ম্মান সৈন্য জমায়েৎ করা হইয়াছে বলিয়া গুজব পর্য্যন্ত রটিয়াছে।

ফ্যাশিষ্টদের আতঙ্ক বাড়িল

ইরাণে যখন নেতৃ সম্মেলন চলিতেছিল, তখন সেখানে গোলমাল বাধাইবার আশায় জার্ম্মানরা প্যারাশুটে করিয়া কিছু লোক নামাইয়াছিল। তাহাদের প্রায় সকলকেই আটক করা হইয়াছে। মিত্রশক্তির মধ্যে যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে মতের ঐক্য গড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া ফ্যাশিষ্টরা আজ ভীতিসম আতঙ্কিত। গোয়েবেল্‌স বারম্বার চীৎকার করিয়া বলিতেছে যে জার্ম্মানরা কিছুতেই আত্মসমর্পণ করিবে না। পাঁচশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯১৮ সালে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা আবার ঘটিতে দিবে না। হিটলার, মুসোলিনি ও তোজো মিলিয়া যে চুক্তি করিয়াছিল, তাহার পর দুই বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে জার্ম্মানীর বৈদেশিক মন্ত্রী রিবেনট্রপ বলিতেছে যে পূর্ব্ব এশিয়াতে জাপান রেশ জাঁকাইয়া বসিতেছে, আর ইয়োরোপে লালফৌজকে জার্ম্মানব্যূহ শেষ পর্য্যন্ত ভাঙিতে দেওয়া হইবে না। জাপানকে লইয়া এখন হিটলারীরা কিছু ফাঁক করিতে পারিতেছে, লালফৌজ সম্বন্ধে তাহাদের মনে যে ভয় ঢুকিয়াছে তাহা ঢাকিবার জন্যই মাঝে মাঝে ভাল ঠুকিতেছে। কিন্তু কাইরো ও তেহেরাণ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে পূর্ব্ব পশ্চিমে সর্ব্বত্র ফ্যাসিষ্টদের দর্পচূর্ণ করার কাজ আগাইবার ব্যবস্থা এখন হইবে।

পশ্চিম ইয়োরোপে অবিলম্বে আক্রমণ চাই

তেহেরাণ সম্মেলন সর্ব্বত্র জনগণের মধ্যে উৎসাহ জাগাইয়াছে বলিয়া আনন্দের আতিশয্যে বসিয়া থাকার সময় আজ নয়। লালফৌজ শ্বেত-রাশিয়াতে মোগিলেভ, রোগাচেভ ও ঝলোবিন অভিমুখে চলিয়াছে। নীপার বাঁকের প্রচণ্ড যুদ্ধে লালফৌজ সংখ্যা লাভ করিতেছে। ক্রেমেনুংগ ও ক্রিভরগের মাঝামাঝি জায়গায় ক্রিভরগ্রাদ প্রায় লালফৌজের দখলে আসিয়া পড়িয়াছে। চেরকাশির রেল ষ্টেশনের কাছে এখন যুদ্ধ চলিতেছে। জন্যেমেস্কা দখল করিয়া লালফৌজ ক্রেমেনুংগ হইতে কুফসাগর পর্য্যন্ত প্রসারিত শত্রুর সৈন্য চলাচলের পথকে রীতিমত বিপন্ন করিয়াছে। কিন্তু শত্রুর যে মরিয়া হইয়া লড়িবার ক্ষমতা নিঃশেষ হয় নাই, তাহার প্রমাণ আসিতেছে কীয়েভের ৭০ মাইল দূরে মালভ্‌টারনের দারুণ পাল্টা আক্রমণের মধ্যে। জার্ম্মাণরা এখানে একমাস ধরিয়া বিপুল সমাবেশ করিয়া লড়িতেছে, একসঙ্গে ১৭০০ ট্যাঙ্ক ব্যবহার করিতেছে। ষ্টালিনগ্রাদের পর নাকি এতবড় যুদ্ধ আর হয় নাই। নীপার-বাঁকের যুদ্ধে ৭ লক্ষ জার্ম্মান সৈন্যের বিপদ খুবই বাড়িয়াছে, কিন্তু মুখরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই শত্রু কীয়েভের পশ্চিমে আপ্রাণ লড়িতেছে। লালফৌজ দমে নাই, গত পাঁচদিন ধরিয়া রোজই শত্রুর এক একটী ডিভিশনকে ধ্বংস করিয়াছে। এভাবে ক্ষতি সহ্য করিয়া শত্রু আর কতদিন চালাইতে পারিবে সন্দেহ। কিন্তু পশ্চিম ও দক্ষিণ ইয়োরোপে রণক্ষেত্র খোলা যে কত জরুরী তাহা এই লড়াইয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে। তেহেরাণ সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে অবিলম্বে কাজে লাগাইতে হইবে।

ইয়োরোপে জনশক্তি বাড়িতেছে

ইয়োরোপে জনগণের শক্তি বাড়িতেছে তাহা সুনিশ্চিত। চেক্ রাষ্ট্রপতি বেনেশ মস্কো যাইয়া সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তিস্বাক্ষর করিয়াছেন। কয়েক মাস আগে বিলাতের বড় কর্ত্তারা তাঁহাকে মস্কো যাইতে দেয় নাই, আজ আর তাহারা পারিয়া উঠিল না। যুগোস্লাভিয়ার দেশভক্তেরা মার্শাল তিতোর নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছে, সোভিয়েট ইহাকে যুগোস্লাভিয়ার যথার্থ প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। ব্রিটিশ সরকার কিন্তু কাইরোতে অন্য একটী যুগোস্লাভ মন্ত্রিসভার পৃষ্ঠপোষক। বিশ্বাসঘাতক মিহাইলোভিচ্‌কে এখনও ব্রিটিশ সরকার বরবাদ করে নাই। কিন্তু পার্লামেন্টে একজন সরকারী মুখপাত্র বলিয়াছেন যে মিহাইলোভিচের চেয়ে তিতোর নেতৃত্বে দেশভক্ত দলই অনেক বেশী লড়িতেছে, ইতালীতে মিত্রশক্তি যতগুলি জার্ম্মান ডিভিশনের সঙ্গে লড়িতেছে - ততগুলির বিরুদ্ধেই তিতোর দল লড়িতেছে। নরওয়ের অসলোবিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকের সকলকে জার্ম্মাণীতে পাঠানোর বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ সুইডেন ও হিটলারের তাঁবেদার ফিনলাণ্ড পর্য্যন্ত আপত্তি জানাইয়াছে। লালফৌজের আঘাতে হিটলারীরা আজ এতটা অবসন্ন, তাহাদের পূর্ব্বখ্যাতি আজ এতই ম্লান যে ব্যাঙের লাথি আজ তাহারা খাইতেছে। পশ্চিম ও দক্ষিণ ইয়োরোপে যুগপৎ আক্রমণ ঘটিলে জনগণের উৎসাহ তরঙ্গে মদমত্ত হিটলার ভাসিয়া যাইবে।

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA; Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

বাংলার দুর্গতদের সাহায্যে
পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটী

রিলিফের কাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য :

বাংলার পিছনে সমগ্র ভারতকে সংহত করার জন্য :

সমস্ত জনগণকে রিলিফের কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য :

বাংলার সংকট আজ দেশ বিদেশের লোকের প্রাণে সাড়া জাগাইয়াছে। ভারতের বাহিরের বিভিন্ন দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের মধ্যকার দূর দূরান্ত প্রদেশের ধনী গরীব সকলশ্রেণীর জনসাধারণের কাছ হইতে বাংলার জন্য সাহায্য আসিয়াছে। মাত্র ৩ মাসের মধ্যে শোধ হয় ৫০ লক্ষ টাকার উপর বাংলায় সাহায্য পৌঁছিয়াছে। কিন্তু বাংলার পিছনে এই বিপুল জনঐক্যকে আমরা কতটুকু কাজে লাগাইতেছি? রিলিফের কাজে বাংলার জনসাধারণের মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্য কই? এখনও বিভিন্ন রিলিফ কমিটির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা গড়িয়া উঠে নাই। প্রত্যেক জেলাতেই অনেক প্রতিষ্ঠান রিলিফের কাজে নামিয়াছে। তাদের প্রত্যেকের সম্বল যদি একত্র করিয়া কাজে লাগান হইত, তা হইলে অনেক বেশী লোক সাহায্য পাইত এবং প্রয়োজনীয় সাহায্যও ভারী হইত।

একটি উদাহরণ দিলে অবস্থাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। নোয়াখালিতেও দুর্ভিক্ষের প্রকোপ খুবই বেশী: ২১ লক্ষ লোক সংখ্যার মধ্যে দুই থেকে আড়াই লক্ষ লোক মারা গিয়াছে, আরো দুই লক্ষ লোক মৃত্যুর মুখে। এখানে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী, মুস্লিম লীগের প্রভাবও যথেষ্ট। কিন্তু এখানে বেঙ্গল রিলিফ কমিটীর শাখা হিসাবে যে নোয়াখালী রিলিফ কমিটী গঠিত হইয়াছে, তাহা শুধু হিন্দুমহাসভা ও কংগ্রেসের লোক নিয়াই গঠিত, মুসলিম লীগের কোনো লোক এই কমিটিতে নাই। কমিউনিষ্ট, কৃষক সভা, ছাত্র-ফেডারেশন, নারী সমিতিরও কোনো স্থান নাই এই রিলিফ কমিটিতে। ইহার ফলে রিলিফের কাজে সমস্ত জনসাধারণের সহযোগিতা নাই। অথচ এই জেলায়ই চৌমহানীতে সকল দলের সহযোগিতায় যে রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে, তারা কত ভাল ভাবে কাজ করিতে পারিতেছে—গৃহরখানা চালান ছাড়া তারা একটি হাসপাতালও খুলিয়াছে। চট্টগ্রামে রিলিফের কাজ খুব ভালভাবে হওয়া দরকার। কিন্তু সেদিন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির একজন কর্মী বেঙ্গল রিলিফ কমিটির কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়া ইহাই জবাব পাইলেন যে, হিন্দু মহাসভার নামে কাজ করিলে সাহায্য পাওয়া যাইবে, নতবা নহে।

পাঞ্জাবের জনগণের মধ্যে
বাংলার প্রচার স্কোয়াড

কবি হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শরৎ বিনয় রায়ের নেতৃত্বে বাংলা হইতে যে প্রচারকদল পাঞ্জাবে গিয়াছেন, তাঁরা গান, নাটক ও নাচের মধ্য দিয়া বাংলার সংকটের কথা পাঞ্জাববাসীর কাছে প্রচার করিতেছেন। তাঁদের প্রচারে পাঞ্জাব জাগিয়া উঠিয়াছে। এক মাসের মধ্যেই তাঁরা প্রায় ১ লক্ষ টাকা নগদ ও জিনিষ পত্রে সংগ্রহ করিয়াছেন। এই টাকা সংগ্রহ হইয়াছে চাষী, মধ্যবিত্ত, ধনী সকলের কাছ হইতেই। অনেক জায়গায় গরীব চাষীরা নিজেদের শেষ সম্বলটি পর্য্যন্ত বাংলার জন্য দিয়াছে।

একটী গ্রামে বাংলার দুর্ভিক্ষের কথা শুনিয়া একটী বৃদ্ধ কৃষক দুইটী টাকা বাহির করিয়া দিল। তার ছোট মেয়েটি পাশেই বসিয়াছিল, সে বলিল: "দুই টাকাই দিলে? কাল তো আমাদের উপবাস করিতে হইবে।" কিন্তু বাপ তাতেও টাকা ফিরাইয়া লইতে নারাজ। স্বেচ্ছাসেবক নেতারা অনেক বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধকে একটী টাকা ফিরাইয়া লইতে রাজী করিতে পারিল।

পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটির ডাকে ঐক্য গড়িয়া উঠিতেছে

রিলিফের কাজে ভেদ দূর করিয়া প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপন করার জন্য পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটী চেষ্টা করিতেছে। পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটী গঠিত হইয়াছে সর্ব্বদলের প্রতিনিধি লইয়া। মুসলিমদের জনপ্রিয় নেতা সৌদের আলি, কংগ্রেস নেতা জে-সি-গুপ্ত, লিবারেল নেতা যতীন্দ্র নাথ বসু, লীগ নেতা আজাদ মিঞা, বিশিষ্ট ডাক্তার আহমেদ, বিশিষ্ট অধ্যাপক ও সাহিত্যিক বৃন্দ, কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সভার প্রতিনিধিদের মিলনে এই কমিটীর পিছনে জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। এ পর্য্যন্ত এই কমিটিতে সাহায্য আসিয়াছে ৫৫ হাজার টাকার কিছু বেশী। সংখ্যা হিসাবে এই অঙ্ক মোটেই চমকপ্রদ নয়, কিন্তু চমকপ্রদ ইহাই যে, এই টাকা ধনীদের কাছ হইতে আসে নাই, ইহার অধিকাংশই আসিয়াছে বাংলার ও ভারতের কৃষক, মজুর প্রভৃতির কাছ হইতে।

অন্ন-মালাবারের চাষী নিজে দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইয়াও বাংলার ভাইবোনদের জন্য খাদ্য পাঠাইতে উদ্‌গ্রীব হইয়া পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটিকে জানায় যে ২০ হাজার মণ চাল অন্ততপক্ষে পাঠাইতে তারা প্রস্তুত। মাদ্রাজ ঘাটতি প্রদেশ বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত সরকার এই চাল পাঠাইতে দেন নাই। কিন্তু অন্ধ্রের এই ভ্রাতৃত্ব বাংলা কোন দিন ভুলিবে না। মধ্যপ্রদেশের মাণ্ডলীতে যে রিলিফ কমিটী গঠিত হইয়াছে, তার মারফৎ ৬০০ মণ চাল আসিয়াছে এবং তাহা বিক্রি কেন্দ্রে বিতরণ করা হইয়াছে।

পাঞ্জাবের কৃষক বাংলার পিছনে

পাঞ্জাবের মন্ত্রীসভা মন্তুতদারের ঘাঁটি। কিন্তু সেখানকার কৃষক ভাইরা বাংলাকে বাঁচাইতে অগ্রণী। ইতিমধ্যে তারা ৩ মালগাড়ী চাল পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। নিখিলভারত কৃষক সভার সভাপতি কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী ও বাংলার সংস্কৃতি স্বেচ্ছাসেবক পাঞ্জাবের যে কোন সহরে ও গ্রামে গিয়াছেন, সেখানেই জনসাধারণ বাংলার সাহায্যে অকাতরে অর্থ দিয়াছে। বঙ্কিম বাবু বলেন যে এই প্রচারের ফলে পাঞ্জাবে আজ নতুন সাড়া আসিয়াছে, মজুতদার ও মুনাফালোভীর বিরুদ্ধে ভাসিয়া গিয়াছে, বাংলাকে বাঁচাইতে হইবে এই আওয়াজে পাঞ্জাব একতাবদ্ধ হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত যে তিনটী মালগাড়ী পাঞ্জাব হইতে আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তা চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরের জন্য পাঠান হইতেছে। তারপরে ২৪ পরগণা, হাওড়া, রংপুর, চাঁদপুর, ফরিদপুর, ইত্যাদি স্থানে পাঠান হইবে।

বিভিন্ন জায়গায় সাহায্য দান

পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল যে স্থানীয় চেষ্টায় যে সব রিলিফ কমিটী ও খাদ্য কমিটি গড়া হইয়াছে, তাদের যথাযোগ্য সাহায্য দেওয়া। সেই হিসাবে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ফরিদপুর, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, রংপুর, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর, মালদহ ইত্যাদি জেলার নানা প্রতিষ্ঠানকে অর্থ, বস্ত্র ও ঔষধ পাঠান হয়। পরে ২৪ পরগণার গ্রামঅঞ্চলের সমস্তা গুরুতর হওয়ায় ঐ জেলাতে প্রায় ৫০টী কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানের ভার লওয়া হয়। ২৪ পরগণায় ২৬০০ কাপড় বিলির ব্যবস্থা ব্যবস্থা হইয়াছে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সহযোগিতায় ৩০০০ কম্বল বিলি সুরু হইয়াছে। বড় বড় কাপড়ের কলের কাছ হইতে বিনা মূল্যে বা অল্প মূল্যে কাপড় চাওয়া হয়। কিন্তু তা পাওয়া যায় নাই। সিভিল-সাপ্লাই বিভাগ হইতেও কিছু কাপড় কিনিয়া বিলি করা হইয়াছে।

জেলার বিভিন্ন খবর

পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটির সাহায্য

কমিউনিষ্ট ও কৃষক কর্ম্মীদের উদ্যোগে পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটির সহায়তায় মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী সহরে ২টি সস্তা কান্টিন খোলা হইয়াছে। তাহাতে ১৫০ জন মজুরকে এক আনায় ৬খানা রুটী ও ডাল পাইতেছে।

ছাত্রদের রেশনিং প্রবর্ত্তনের দাবী

৩রা ডিসেম্বর ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে হার্নীজ প্রাইভেট স্কুলের ছাত্র প্রতিনিধিদের রেশনিং সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সভাপতিত্ব করিয়াছেন কমরেড সুরঞ্জন ব্যানার্জী। সভার প্রতিটি সহরে রেশনিং প্রবর্ত্তনের দাবী করা হইয়াছে।

ধান তানার উপযুক্ত মজুরী চাই

গ্রামের দুঃস্থা চাষী মেয়েরা অন্ন গৃহস্থের বাড়ী ধান ভানিয়া নিজেদের খোরাক উপার্জ্জন করে। কিন্তু তাহাদের নিঃস্বতার সুযোগ লইয়া বহু স্থানে অতি কম মজুরীতে ধান ভানানো হইতেছে। যাহাতে এই চাষী মেয়েরা যথার্থ মজুরী পাইতে পারে তজ্জন্য রংপুর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি আগাইয়া আসিয়াছে। কুড়িগ্রাম সহরে, কুড়িগ্রামের সিমারী গ্রামে, বদরগঞ্জের মধুপুর গ্রামে ইতিমধ্যেই এই বিষয় আলোচনার জন্য চাষী মেয়েদের সমাবেশ হইয়াছে। এই সব সমাবেশে ধান তানার জন্য উপযুক্ত মজুরীর দাবী জানান হয়।

জনসাধারণের খাদ্য কমিটি গড়িতে কৃষক সমিতির উদ্যোগ

বীরভূম জেলার ময়রা ডিহি গ্রামে কৃষক সমিতির উদ্যোগে গ্রামবাসীদের এক সভা হয়। আলোচনায় স্থির হয় গ্রামের সকলের মত লইয়া একটি খাদ্য কমিটি গঠন করা হইবে। এই সভার স্থানীয় জমিদার সৈয়দ মাহমুদ আলমও উপস্থিত ছিলেন। কৃষক সমিতি পরিচালিত সমবায় ভাণ্ডারে ইতিমধ্যেই ৬৫ জন সভ্য করা হইয়াছে এবং ১০০৲ টাকা উঠিয়াছে।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পরিচালনায় লঙ্গরখানা

বরিশাল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি হইতে ২টী লঙ্গরখানা চালান হইতেছে। ১২০০ শিশু ও মহিলা ঐ লঙ্গরখানায় খায়। সপ্তাহে ২টী লঙ্গরখানায়ই ১০০ পুরান কাপড় দেওয়া হয় এবং শিশুদের জন্য দুধ দেওয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছে। লঙ্গরখানার এই দুঃস্থা মহিলাদের লইয়া গত ১০ই নভেম্বর স্থানীয় টাউন হলে এক বিরাট সভা হয়, সভায় লোকসংখ্যা হইয়াছিল ৭০০। সভা হইতে সম্মিলিত দাবী উঠে দুঃস্থ ও শিশুদের জন্য শীতবস্ত্র চাই, সস্তা দরে মাল চাই, আরও রিলিফ চাই।

টাইফয়েড ও কলেরার চিকিৎসার জন্য কমিটী এক লক্ষ লোকের ঔষধ যোগাড় করিয়াছে। তা বিতরণ সুরু হইয়াছে। ঢাকা জেলায় যে ছাত্র রিলিফ স্কোয়াড গিয়াছে, তাতে ঔষধ সাহায্য করা হইয়াছে। বোম্বাই হইতে কিছু ঔষধ আমদানী করিয়া চট্টগ্রামে পাঠান হইয়াছে। কিন্তু আসল সমস্যা যে কুইনাইনের, তার সমাধান এখনও করিতে পারা যায় নাই। সামান্য পরিমাণ কুইনাইন সংগ্রহ করা গিয়াছে তার দ্বারাই এখনও কাজ চালানো হইতেছে। সরকারী কুইনাইন সরবরাহের মধ্যে অব্যবস্থা, কুইনাইনের চোরাকারবার ইত্যাদির বিরুদ্ধে জনসাধারণকে আন্দোলন করিতে হইবে—তার জন্য এই কমিটী সচেষ্ট। দুর্ভিক্ষের ফলে গ্রামের অনেক লোকে তাদের জাত ব্যবসায় চালাইতে পারিতেছে না। শান্তিপুরের তাঁতি, খাগড়ার কাসারী, নদীয়া, পাবনা, মেদিনীপুর প্রভৃতির জেলে, তাঁতি, কুমার প্রভৃতি আজ প্রায় বেকার হইয়া পড়িয়াছে। তাঁদের নিজেদের ব্যবসায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য রিলিফ কমিটী চেষ্টা করিতেছে। আমন ধান রক্ষার জন্য এই কমিটির পক্ষ থেকে কৃষকদের কাছে ইস্তাহার প্রচার করা হইয়াছে। বাংলাকে বাঁচাইতে এই সমস্ত প্রচেষ্টায় পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটী সকলের সহযোগিতা কামনা করে।

একই জমিতে বৎসরে তিনবার চাষ

ময়মনসিংহ জেলার সুসঙ্গের সেওরা গ্রামের কমরেড বিমল অধিক শস্য উৎপাদনের জন্য তাহার জমিতে সার দিয়া তিনবার চাষ করিয়া তিনবারই যথেষ্ট পরিমাণ ধান পাইয়াছেন। সাধারণতঃ ঐ জমিতে ২ বার চাষ দেওয়া হইত।

যশোহরের গাইঘাটায় খাদ্য সম্মেলন

গত ৩০শে নভেম্বর যশোহর জেলার গাইঘাটা স্কুলের নিকটস্থ মাঠে খাদ্য সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহাদুরের প্রবীণ নেতা শ্রীযুত সরোজলাল গাঙ্গুলী সভাপতিত্ব করেন। ৫০০ শতাধিক কৃষক ও অন্যান্য জনসাধারণ সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলনে খাদ্য কমিটি-সারবক্ত কসলের হিসাব গ্রহণ, বাঁধা দরে আমন ধান ক্রয় বিক্রয়, পাটের দাম নুন্যতম ১৮৲ টাকা নির্দ্ধারণের দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জনসাধারণের চেষ্টায় দুঃস্থদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র

শ্রীহট্ট জেলার হুনামগঞ্জে সর্ব্বদলীয় ফুড কমিটির উদ্যোগে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সহযোগিতায় ২৭৲ টাকা ব্যয়ে দুঃস্থদের জন্য ২টি আশ্রয় গৃহ, একটি রান্নাঘর ও তিনটি পায়খানা নির্ম্মিত হয়। ৭ই নভেম্বর ৬৬ জন দুঃস্থকে ঐ আশ্রয়কেন্দ্রে আনা হয়। এই কেন্দ্রের খরচ চালাইবার জন্য ফুড কমিটি বাজার হইতে চাল ডাল ও সহরের অধিবাসীদের কাছ হইতে চাঁদা আদায় করিতেছে। স্থানীয় কিশোর বাহিনীও ইহার জন্য যথেষ্ট সাহায্য সংগ্রহ করিতেছে।

রিলিফ কিচেন বন্ধ

কোলাগাঁও ইউনিয়নে ৭টী গ্রামের ১০ হাজার লোকের বাস। গত ৩ মাসে রোগে ও অনাহারে এই অঞ্চলে ২ হাজার লোক মরিয়াছে। এখানে তিনটি রিলিফ কিচেন আছে, তাতে ৯৫০ লোক খাইত। কিন্তু এই মাস হইতে কর্ত্তৃপক্ষ রিলিফ কিচেন একে একে বন্ধ করিয়া দিতেছেন। জেলেরা যে অঞ্চলে থাকে সেখানে ২০টী পরিবার মরিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে।

জাপানী হামলাকে ভয় করি না

গত ৭ই ডিসেম্বর পার্ক সার্কাস ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ট্রাম এমিকরা এক সভায় গত বছরের মত এবারেও জাপানী বোমার হামলাকে গ্রাহ্য না করিয়া কাজে থাকিয়া কলিকাতার নাগরিক জীবন চালু রাখার প্রতিজ্ঞা করে। সভায় উপযুক্ত পরিমাণ আশ্রয়ছল এবং সাইরেন বাজার সাথে সাথেই ডিপোর গেট খুলিয়া দেওয়ার দাবী করা হয়।

লীগ কর্ম্মীরা কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চায়

যশোহরে গত ৭ই নভেম্বর নভেম্বর দিবস উপলক্ষে এক জনসভার জেলা লীগ কমিটির সদস্য মৌলভী আবদুল হাই অধিবেশে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবী জানান এবং কংগ্রেস লীগের একতা গড়িয়া তুলিবার জন্য লীগ ও কংগ্রেসের সদস্যদের নিকট আবেদন করেন।

রিলিফের কাজে সৈন্যদল

যশোহর জেলা খাদ্য ও রিলিফ কমিটির আবেদনে স্থানীয় আর-এ-এফ ইউনিটগুলি খাদ্য ও রিলিফ কমিটিতে ৪ জন প্রতিনিধি পাঠান। তাঁরা ইতিমধ্যেই দুঃস্থদের জন্য প্রথম দফায় ১২০ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। আর একবার তাঁরা ১২৭ টাকা দান করেন। আরো অর্থ সংগ্রহের জন্য তাঁরা চেষ্টা করিতেছেন।

নদীয়ায় রেড-এড দিবস

কৃষ্ণনগরের ছাত্রকর্ম্মীরা ২৭শে নভেম্বর অসুস্থ কমরেডদের সাহায্য করিবার জন্য রেড-এড দিবস পালন করে। তাহারা কয়েকটি ছাত্র হোষ্টেলে যায়। একটি হিন্দু হোষ্টেলের প্রায় ৪৫ জন ছাত্র মোট ৬৲ টাকা দেয়—একটি মুসলমান হোষ্টেলে ২৲ টাকা উঠে এবং আরো ২।১টি মেসে প্রায় ২১০ টাকা মোট ১০০।১০। টাকা এই দিন উঠে।

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

জনযুদ্ধ

মূল্য সংখ্যা ৸৴ পয়সা
বার্ষিক ৪৷, ৬ মাস ২৷,
৩ মাস ১৷০

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জি
এম,এল,এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

২য় বর্ষ] বুধবার, ২২শে ডিসেম্বর ১৯৪৩, ৬ই পৌষ ১৩৫০ [৩৪শ সংখ্যা

কুইনাইনের অভাবে লোক মরিতেছে
অথচ কুইনাইন থাকিতেও বিলি হয় না।
আমলাতন্ত্র না পারে তো জনসাধারণের হাতে ভার দিক

গ্রামের পর গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় হইয়া যাইতেছে, কত পরিবার একেবারে নির্ব্বংশ হইতেছে। অথচ ম্যালেরিয়া ঠেকাইবার জন্য কুইনাইন কোথায়? অনাহারের পরই যখন রোগ আসিয়া আক্রমণ সুরু করিল, তখনই যদি কুইনাইন জুটিত, তা হইলে মহামারী এত ব্যাপক ভাবে দেখা দিতে পারিত না। কিন্তু কুইনাইন তখন সম্পূর্ণভাবে মুনাফালোভীর হাতে। রেজিষ্টার্ড দোকানে সরকার কুইনাইন সরবরাহ করিয়া থাকেন শুনিয়াছি, কিন্তু ৩৭ টাকা পাউণ্ডের কুইনাইন কোন জায়গায় ৩০।৪০০ টাকায় কমে পাওয়া যায় নাই। যার সামর্থ্য আছে কিনিয়া বাঁচিয়াছে, আর অধিকাংশ লোক ধুঁকিতে ধুঁকিতে মরিয়াছে।

প্রায় একমাস আগে বাংলা সরকারের প্রেস নোটে বলা হইয়াছিল যে, বিভিন্ন জেলায় প্রচুর কুইনাইন মজুত থাকা সত্ত্বেও কুইনাইন বণ্টন হইতেছে না, এ বিষয়ে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু একমাস কাটিয়া গেল মজুত কুইনাইন উদ্ধারেরই বা কি হইয়াছে, আর বণ্টনেরই বা কি হইয়াছে, তার নমুনা আমরা বিশেষ কিছু দেখিতে পাই নাই।

প্রতি জেলা হইতে এখনো সেই একই খবর আসিতেছে, ম্যালেরিয়ায় রোগী মরিয়া শেষ হইয়া যাইতেছে, অথচ কুইনাইন চোখে দেখা যায় না। রিলিফ স্কোয়াড চিকিৎসার জন্য বাহির হইয়াছে, হাতে কুইনাইন নাই। ডাক্তারের কাছে রোগী গিয়া ফিরিয়া আসে, সেখানেও কুইনাইন নাই।

সরকারী হিসাব অনুযায়ী যে ৩৬ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন সাধারণের বিক্রয়ের জন্য সরবরাহ করা হইয়াছে, তা গেল কোথায়? নিশ্চয়ই তা বড় বড় রেজিষ্টার্ড কারবারীর হাতে মজুত আছে এবং চোরাবাজারে আগুন দরে তা বিক্রয় করিয়া তারা মজা লুটিতেছে। রংপুরের একটি খবরে প্রকাশ যে, এখনও কলিকাতা হইতে কোম্পানীর এজেণ্ট নাকি বিভিন্ন সূত্রে কুইনাইন সংগ্রহ করিতেছে। বরিশালের একটি গ্রাম্য ডাক্তারেরই কথা: যে কোনো দরে কুইনাইন পাইলেই হয়, বিক্রি করিয়া প্রচুর মুনাফা। অর্থাৎ কুইনাইন সরবরাহ যত হইতেছে, চোরাকারবারও ততই কাঁপিতেছে।

চোরাকারবারীর হাত হইতে কুইনাইন উদ্ধার করা দূরে থাকুক, সরকারী ব্যবস্থায় কুইনাইন বণ্টন কতটা হইতেছে, তারও হিসাব আমরা কিরকম পাই দেখুন:—

রংপুর হইতে একজন সংবাদদাতা খবর দিতেছেন যে, সেখানে নাকি গুজব প্রচুর কুইনাইন ট্রেজারীতে মজুত থাকিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

মেদিনীপুরের খবরে প্রকাশ যে, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে একদিকে যখন হাজার হাজার লোক ম্যালেরিয়ায় মরিতেছে, তখনও নাকি ১০০০ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে মজুত আছে।

বরিশালের চাঁদপী গ্রামের যে খবর অজস্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাতে দেখা যাইতেছে, সদরফারী ডিস্পেন্সারীতেও কুইনাইন থাকে না।

মানিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জের যে খবর কয়েক সপ্তাহ আগেই জনযুদ্ধে প্রকাশিত হইয়াছে, তাতেও দেখা যায় এস, ডি-ও কাছে কুইনাইন থাকা সত্ত্বেও তাহা বিলি হইতেছে না।

বাংলার জনস্বাস্থ্য বিভাগ ব্যগ্র হইয়া নানান কেতাদুরস্ত পরিকল্পনা করিতেছেন বটে, কিন্তু আসল গলদ যেখানে তা দূর করিবার দিকে তাদের নজর নাই। ৮ই ডিসেম্বর কাগজের খবর: সরকার প্রদেশের সর্ব্বত্র অধিক সংখ্যক ঔষধালয় স্থাপন, যে সব অঞ্চলে রোগের প্রকোপ বেশী সেই সব অঞ্চলে আরও সিভিল সার্জ্জন নিয়োগ, পল্লীঅঞ্চলে কুইনাইন বিতরণের জন্য লোক নিয়োগ, ২৫০টী থানায় ১৫০০ জন স্যানিটারী ইনস্পেক্টর ও অন্যান্য কর্ম্মচারী নিয়োগ প্রভৃতির ব্যবস্থা হইতেছে। দেখিতে শুনিতে এই ব্যবস্থা খুবই ভাল। কিন্তু হাজার গণ্ডা সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগ করিলেই যে রোগীর কাছে কুইনাইন পৌঁছিবে, তার ভরসা কি? এস, ডি, ও, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বড় বড় কর্ম্মচারীরা তো মূর্খ নন, আমরা তো তাঁদের সাক্ষাতে অনেক জায়গায় দেখিলাম—তাঁরাও তো ঘরে কুইনাইন রাখিয়া রোগ ঠেকাইবার পরিকল্পনা করেন।

২৪ পরগণা জেলার একটী অঞ্চলের খবর পাইলাম যে, ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইয়া আসিয়াও গরীব লোকেরা সরকারী ডাক্তারখানা হইতে কুইনাইন পায় না, অথচ পয়সাওয়ালা লোকেরা দিব্বি পাইতেছে।

কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে খবর পাওয়া গিয়াছিল, বিমান যোগে মিলিটারী বিভাগ ঢাকায় কুইনাইন লইয়া গিয়াছে। রোগীর কাছে তাড়াতাড়ি কুইনাইন হাতে পৌঁছাও, তারই জন্য নিশ্চয়ই এই ব্যবস্থা। কিন্তু সেই কুইনাইন কতদিনের মধ্যে কতজন রোগীর কাছে পৌঁছিয়াছে বা পৌঁছিবে? কলিকাতা হইতে কয়েকজন মেডিকেল ছাত্র ঢাকায় মানিকগঞ্জ এলাকার গ্রামাঞ্চলে সাহায্য দিতে গিয়াছেন, তাঁরা লিখিতেছেন, তাঁরা যত তাড়াতাড়ি পিয়াছেন, কোথাও কুইনাইন পাওয়া যায় না। তাঁরা ম্যালেরিয়া প্রপীড়িতদের জন্য আশ্রাণ খাটিয়া তাদের বাঁচাইতে চান, ১০০ হাজার লোকের জন্য অন্ততঃ ৬৫০ পাউণ্ড কুইনাইন দরকার। কিন্তু তাঁদের কাছে আছে মাত্র দেড় আউন্স।

কুইনাইনের জন্য তাঁরা এস-ডি-ও, মিলিটারী মেডিক্যাল অফিসার সকলের কাছেই ছুটাছুটি করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও কুইনাইন পান নাই। এস-ডি-ও বলিলেন, ১০০ পাউণ্ড কুইনাইন দাতব্য চিকিৎসালয়ে দেওয়া হইবে, রিলিফের জন্য কিছুই দেওয়া হইবে না।

ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ২ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন ছিল, কিন্তু বিভিন্ন ডাক্তারের মারফৎ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কুইনাইন বিলির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু ডাক্তারা সাথে সাথেই চোরা কারবার সুরু করে। তাদের সাহেবা করিতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট করিলেন কি? তিনি কুইনাইন বিলি বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তবু রিলিফ প্রতিষ্ঠানের হাতে সেই কুইনাইন দিলেন না।

রিলিফের কর্ম্মীরা রোগীর ঘরে ঘরে গিয়া তাদের সন্ধান লইতেছে, তাদের হাতে কুইনাইন দিলে রোগীর কাছে তা সময়মত পৌঁছিবে, তাতে অনেক লোক মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিয়া যাইবে—তবু কর্ত্তারা তাদের হাতে কুইনাইন দিতে নারাজ। তাতে বুঝি সরকারী ব্যবস্থার অক্ষমতা জাহির হইবে!

কিন্তু অক্ষমতা জাহির হইতে বাকী কি আছে? কুইনাইনের চোরা কারবার সরকার ঠেকাইতে পারেন নাই, ঠেকাইতে গেলে এদিকে কুইনাইন বিলি বন্ধ হইয়া যায়। নিজেদের কর্ম্মচারীদের মুনাফা প্রবৃত্তিও বন্ধ করিতে পারেন নাই। উপরওয়ালা হইতে আরম্ভ করিয়া স্যানিটারী ইন্সপেক্টর ও ডিস্পেন্সারীর ডাক্তার পর্য্যন্ত কুইনাইন লইয়া লুফা খেলিতেছে। মুমূর্ষু লোকের অভিশাপ কুড়াইয়া কতদিন এই ভণ্ডামী আমলাতন্ত্র চালাইয়া যাইবে?

সম্প্রতি সরকারের খানিকটা সুবুদ্ধি হইয়াছে বটে। যে-সরকারী রিলিফ প্রতিষ্ঠানকে কুইনাইন দিতে তাঁরা রাজী হইয়াছেন। কিন্তু তার পরিমাণ কতটুকু? ছাত্র-ফেডারেশন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি প্রভৃতির হাতে যা দেওয়া হইয়াছে তা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। চাকায় রিলিফ স্কোয়াড মাত্র ১০০০ পিল কুইনাইন অনেক চেষ্টায় পাইয়াছেন, এই এক হাজার পিলে ৫০ রোগীও বাঁচে না। বাকী হাজার হাজার রোগীর ভাগ্য নির্ভর করিবে সেই সরকারী ডাক্তার, স্যানিটারী ইন্সপেক্টর প্রভৃতির উপর, যাঁদের কাজে লাগিতেই দিন কাটিয়া যায়, কুইনাইন বাহির করিতে 'তো কথাই নাই! জেলা বোর্ডের অব্যবস্থা ঘুচাইবার জন্য সরকার অডিনান্স জারী করিয়া ক্ষমতা নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছেন। কিন্তু নিজের হাতে লইয়া তার দিতেছেন তো এই সমস্ত কর্ম্মচারীরই উপর। তাতে বন্দোবস্ত কতটা ভাল হইবে, লোকের সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

সরকারের বিরাট পরিকল্পনা কাজে লাগিতে লাগিতে, কর্ম্মচারী, ডাক্তার নিযুক্ত হইতে হইতে এবং তারপরে অফিস গুছাইয়া বসিতে বসিতে বহুদিন যাইবে। কিন্তু রোগ ততদিন বসিয়া থাকিবে না। আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার গর্ব্ব ছাড়িয়া সরকার রিলিফ কমিটীগুলির সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করুন, তাদের হাতে অন্ততঃ কুইনাইন দিন, স্থানীয় কর্ম্মচারীদের তাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করিতে নির্দ্দেশ দিন, তাতে এই সংকট তাড়াতাড়ি ঠেকান সম্ভব হইবে। ইহাতে জনসাধারণেরও চেষ্টা আসিবে, কুইনাইনের চোরাকারবারীও কোনঠাসা হইবে।

রেশনিংএর জন্য সকলের মিলিত দাবী
জনসাধারণের কমিটির হাতে বণ্টনের ও তদারকের ভার চাই!

রেশনিং সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য শনিবার ১৮ই ডিসেম্বর কলিকাতার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে কলিকাতা জনরক্ষা সমিতির উদ্যোগে ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র ব্রহ্মের সভাপতিত্বে সকল মতের নেতাদের এক সভা হয়। কংগ্রেস নেতা ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, জে-সি গুপ্ত, হিন্দু মহাসভার নেতা দেবেন্দ্র নাথ মুখার্জী, মুসলীম লীগ নেতা খায়েরুল আনাম খাঁ, কমিউনিষ্ট পার্টির কমরেড ভবানী সেন প্রভৃতি এই সভার আলোচনা করেন। সভায় সর্ব্ব সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়:—

কলিকাতার নাগরিকদের এই সভা কলিকাতা ও শিল্প অঞ্চলে রেশনিং প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করিতে দাবী জানাইতেছে।

(১) অবিলম্বে রেশনিং পরিকল্পনার বিশদ বিবরণ জনসাধারণকে জানান হউক।

(২) জনসাধারণের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে যে পরিমাণ ও যে ধরণের খাদ্য দরকার, সেই মত বরাদ্দ ঠিক করা হউক এবং সেই মত খাদ্য সরবরাহের পাকা বন্দোবস্ত করা হউক।

(৩) রেশনিং সফল করিতে জনসাধারণের সহযোগিতা লওয়া হউক। এই উদ্দেশ্যে খাদ্য বণ্টনের পদ্ধতি নির্ণয় ও তাহার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য জন-প্রিয় প্রতিনিধিমূলক মহল্লা বা ওয়ার্ড কমিটি গ

মৃত্যুকে হটাও

কৃষকের জমি ফেরত দাও

দুর্ভিক্ষের চাপে এবার বহু কৃষক জমাজমি বিক্রী করিয়া ফেলিয়াছে। মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানায় ১৩৫ ইউনিয়নে বিক্রী হইয়াছে প্রায় ৭৩৫ বিঘা জমি, ১৭নং ইউনিয়নে ৪৭৫ বিঘা, কেশপুর থানায় ১৫০০ বিঘা। এই বিবরণ সম্পূর্ণ সঠিক না হইতে পারে কিন্তু বিক্রয়ের পরিমাণ ইহার কাছাকাছি আছে নিশ্চয়ই। এই সমস্ত জমি কৃষকেরা কি দামে বিক্রী করিয়াছে তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার এমন অনেক কৃষক আছে যাহারা ৫ মণ ধান লইয়া দুই বিঘা জমি বিক্রী করিয়াছে। কাঁথিতে আগে জমির দাম ছিল বিঘা প্রতি তিন চার শ' টাকা, এবার এই সংকটের মধ্যে কৃষকেরা ৩০ টাকা ৪০ টাকার এক এক বিঘা জমি বেচিয়া ফেলিয়াছে। এই রকম ঘটনা শুধু মেদিনীপুরে ঘটে নাই, ঘটিয়াছে বাংলার সর্ব্বত্র।

বাংলার অধিকাংশ কৃষক এবার তুমিহীন মজুরে পরিণত হইয়াছে। তাহারা স্নেহসহ করিয়া যে ধান ফলাইয়াছে এবার সে ধানের মালিক হইবে অন্যে, অর্থাৎ সেই সব জমিদার, জোতদার ও মহাজনেরা যাহারা কৃষকদের দুরবস্থার সুযোগ লইয়া তাহাদের ঠকাইয়া নামমাত্র দামে জমি হস্তগত করিয়াছে। গতবার তাহারা নিজেদের ধান আটকাইয়া রাখিয়া অগ্নিমূল্যে বেচিয়াছে, টাকার লোভে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু ঘটাইয়াছে, তাহাতেও তাহাদের লোভের তৃষ্ণা মিটে নাই, নাম মাত্র দামে কৃষকের জমি হস্তগত করিয়া কৃষককে তাহারা সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে।

মধ্যবিত্তেরা মনে করিবেন না যে এ অত্যাচার শুধু কৃষকের উপরই চলিবে। বড় লোকেরা যে জমি হস্তগত করিয়াছে সে জমির ধান তাহাদের গোলাতেই উঠিবে। বাংলার শতকরা ৭৫ ভাগ ধান এবার এই রকম বড় লোকদের গোলায় যাইবে, এই ধান আটকাইয়া তাহারা গতবারের মত মুনাফা করিবে, ফলে কৃষক যেমন না খাইয়া মরিবে, মধ্যবিত্ত ও তেমনি না খাইয়া মরিবে।

যদি বাংলাকে এবার এই সর্ব্বনাশের হাত হইতে বাঁচাইতে হয় তাহা হইলে ধান সমেত জমি এখনই কৃষকদের ফেরত দিতে হইবে।

সরকারী আইনে ফাঁকি

সরকারী বিবরণ হইতে জানা যায় যে এ বিষয়ে সরকার একটি আইন তৈরী করিবার আয়োজন করিতেছেন। সরকারের প্রস্তাবিত আইনে কৃষক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে দরখাস্ত করিবে, ম্যাজিষ্ট্রেট যদি বুঝিতে পারেন যে ঐ কৃষক খাদ্যাভাবে তাহার জমি বিক্রী করিতে বাধ্য হইয়াছিল তাহা হইলে যে দামে সে বেচিয়াছিল সেই দামের উপর টাকায় দু পয়সা হারে সুদ সমেত শোধ দিয়া জমি ফেরত পাইবে অথবা ইচ্ছা করিলে ১০ বৎসরের জন্য ঐ জমি খাই খালানী বন্ধক রাখিতে পারিবে।

এই আইনের মধ্যে মস্ত বড় ফাঁক রহিয়াছে। প্রথমতঃ কৃষক সুদসমেত দাম শোধ দিয়া জমি ফেরত লইতে পারিবে না, কারণ সে সর্ব্বস্বান্ত, এবারের ধান ও তাহার ঘরে উঠিতেছে না। কাজেই সে বাধ্য হইয়া ১০ বৎসরের খাই খালানী বন্ধক রাখিবে। অর্থাৎ মাত্র দু তিন মাসের খোরাকীর বিনিময়ে কৃষক তাহার জমির দশ বছরের ধান তাহার প্রবঞ্চককে দিতে বাধ্য হইবে। ১০ বছরের খাইখালানী বন্ধক রাখাও যা জমি হারানোও তা।

দ্বিতীয়তঃ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করিয়া জমি পাইতে হইলে শুধু মুষ্টিমেয় ধনী কৃষকের পক্ষেই তাহা সম্ভব।

তৃতীয়তঃ এই আইন কার্য্যকরী হইবে ১লা বৈশাখ হইতে, যদি অবশ্য ইতিমধ্যে আইনটি পাশ করা হয়। কিন্তু ১লা বৈশাখের আগেই জমির ধান মালিকের গোলায় উঠিয়া যাইবে। কৃষক বেচিয়াছিল ধান ভরা জমি, ফেরত পাইবে শূন্য জমি, জমিতে চাষ দিয়া ধান ফলাইবে আবার অভাবের তাড়নায় সেই ধান সমেত জমি বেচিয়া ফেলিবে। ১লা বৈশাখের পর আইন চালু করিবার পিছনে যে রহস্য রহিয়াছে তাহা বুঝা শক্ত নয়। কৃষককে ধান দেওয়া উদ্দেশ্য নয়, জমি চাষ করানো উদ্দেশ্য, চাষের মালিক হইবে কৃষক, ধানের মালিক হইবে জমিদার বা জোতদার।

শালিসীবোর্ডের হাতে ভার দাও

তাই কৃষকের দাবী—১লা বৈশাখের পর নয়, এই মুহূর্ত্তে আইন চালু করিতে হইবে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর বিচারের ভার দিলে চলিবে না, প্রত্যেক গ্রামে কৃষক ও অন্যান্যদের প্রতিনিধি লইয়া সালিশী বোর্ড তৈরী করিয়া তাহার উপর জমি প্রত্যর্পণের ভার দিতে হইবে। কৃষকদের নির্দ্দেশ দেওয়া হউক অবিলম্বে সার্কেল অফিসারের নিকট দরখাস্ত করিতে এবং সার্কেল অফিসারদের উপর এই নির্দ্দেশ দেওয়া হউক যে দরখাস্ত পাওয়া মাত্র ঐ জমির ধান বিক্রী বা হস্তান্তর না করিবার হুকুম জারী করিতে হইবে। ইতিমধ্যে সালিশী বোর্ড তৈয়ারী করা হউক এবং এই আইন করা হউক যে বিনা সুদে আসল টাকা অনধিক ১০ বৎসরের কিস্তী বন্দীতে শোধ দিবার সর্ত্তে জমির দখল এই মুহূর্ত্তে কৃষককে দিতে হইবে।

জমিদার মহাজনেরা এখনই হৃত আওয়াজ তুলিবেন টাকা দিয়া জমি কিনিয়াছি ও জমি এবং জমির ধান আমাদের হকের সম্পত্তি, কোন্ ন্যায় বিচারে তাহা ফেরত দিব? এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ এবং স্পষ্ট। কোন্ ন্যায় বিচারে তোমরা ধান আটকাইয়া রাখিয়া হাজার হাজার লোক মারিয়াছ? কোন ন্যায় বিচারে তোমরা পাঁচ টাকার ধান পঞ্চাশ টাকায় বেচিয়াছ? কোন ন্যায় বিচারে তিনশ টাকার জমি তিরিশ টাকায় কিনিয়াছ? ন্যায় ধর্ম্ম যত কি জমিদার মহাজনের জন্য? ন্যায় ধর্ম্মের কথা যত কম উঠানো হয় ততই ভাল। দেশের সর্ব্বসাধারণকে বাঁচাইবার জন্য কৃষকের জমি কৃষকদের ফেরত দিতে হইবে, দেশ সেবার খাতিরে জমিদার মহাজনরাও ইহাতে রাজী হইবেন। কৃষককে ধান ও জমি ফেরত না দিলে এবারেও দেশে ধান থাকিতে দুর্ভিক্ষ হইবে এবং আগামী বারের জন্যও জমি চাষ হইবে না।

ঋণ আদায় থামাও

দুর্ভিক্ষের সময় যাহারা কৃষককে ধান কর্জ্জ দিয়াছিলেন তাঁহারা এখন প্রতি মণের জন্য চার মণ পাঁচ মণ ধান আদায় করিতেছেন। ইহার ফল কি হইবে? গত কয়েক মাস কৃষকেরা অতিকষ্টে জীবন ধারণ করিয়াছে কিন্তু এখন ধানের মুখ দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা যদি এই ভাবে হারাইতে হয় তাহা হইলে তাহাকে নিত্য দুর্ভিক্ষ এবং নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করিতে হয়। গরীব কৃষকের ধান এই ভাবে মহাজনের গোলায় উঠিলে তাহাতে শুধু কৃষক মরিবে না, মরিবে সর্ব্বসাধারণ, কারণ মহাজনের ক্ষমতা আছে যে সে ঐ ধান মজুত করিয়া গতবারের মত ভীষণ চড়ারদে বেচিতে পারে বা বেচিতে অস্বীকার করিতে পারে।

মহাজনের যুক্তি এই—২০৲ টাকা মণের সময় ধান কর্জ্জ দিয়াছি সুতরাং এখন পাঁচ টাকা মণের সময় ৪ গুণ চাই। গতবার মজুতদারেরা শহতানি করিয়া ধানের দাম চড়াইয়াছিল, সেই দর সেবা পাওনার হিসাবে দাবী করাও শয়তানি। যে যত ধান কর্জ্জ করিয়াছিল সাধ্যমিক টিক ভক্ত ধানই শোধ দিবে, কিন্তু তাহার এক কাচ্চাও বেশী নয়।

গভর্ণমেণ্টও এইসময় কৃষি ঋণ আদায় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভীষণ দুর্ভিক্ষের পর কৃষকের উপর রাজ্যের সমস্ত পাওনাদার যদি এমনি করিয়া হানা দেয় তাহা হইলে এবার কৃষকশ্রেণী নিশ্চেষ্ট হইবে, জমিতে এবার আর ফসল ফলিবে না, আগামীবার যে দুর্ভিক্ষ হইবে তাহাতেই সারা বাংলার সমস্ত লোকের জীবনান্ত ঘটিবে, বাংলার ধানের ক্ষেত সব গোরস্থানে পরিণত হইবে।

বাংলাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য করেকটা বছর কৃষকের ঋণ আদায় স্থগিত থাকুক।

ধানের দর বাঁধিয়া দাও

গ্রামে ধানের দর ক্রমাগতই কমিতেছে আর সহরে চাউলের দর ক্রমাগতই বাড়িতেছে। ন্যায়প্রসাদ বাবু বলেন সরকার যেন ধান না কেনে তাহা হইলে লোক সুখে থাকিবে। সরকার ত ধান কিনিতেছে না। তবে গ্রামে বা ধানের দর এত কম কেন, আর সহরেই বা চাউল আসিল কেন? এবার ত অজন্মা হয় নাই। মিলিটারীতেও চাউল কিনিতেছে না। সরকারী এজেণ্টও চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। ন্যায়প্রসাদ বাবুর পরম প্রিয় স্বাধীন বাণিজ্য ত এখন কায়েম। যে ব্যবসায়ীরা কৃষককে ঠকাইয়া খুব কমদামে ধান কিনিতেছে, সেই ব্যবসায়ীই মজুত আরম্ভ করিয়াছে। শহরে সে বেচে না, ধান উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই মজুতদারী আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

সভায় সভায় ন্যায়প্রসাদ বাবু সরকারকে বলিতেছেন ধান কিনিও না, কৃষককে বলিতেছেন সরকারের নিকট ধান বেচিও না, ব্যবসায়ীরকে কিছুই বলিতেছেন না। তাহার মানে কি? তাহার মানে কৃষককে শুধিয়া মধ্যবিত্তকে মারিয়া মজুতদার ব্যবসায়ী যাহাতে ক্রোড়পতি হইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করা। আশ্চর্য্যের কথা আজাদ পত্রিকাও ন্যায়প্রসাদ বাবুর সুরে সায় দিয়া লিখিতেছে—"সরকার যদি এখন হইতে ধান চাউল কেনার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যান, তবে ধান চাউলের বাজারে অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা দিবে, তাহার গতি কিরূপ সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না।" ইহার পর ন্যায়প্রসাদ বাবুর সঙ্গে মৌলানা আক্রাম খাঁর কোলাকুলি হওয়া উচিত। কেনই বা হইবে না? ব্যাপারী যেমন হিন্দুর মধ্যে আছে, ব্যাপারী তেমন মুসলমানের মধ্যে আছে। এখন কৃষকের হাতে ধান, ব্যাপারী সেই ধান চায়, সরকার যদি বন্টনের ভার না নেন তবেই ব্যাপারী সে ধান পাইতে পারে এবং তাহা মজুত করিয়া কোটি কোটি টাকা জমাইতে পারে।

সরকারও চুপ করিয়া বসিয়া আছে, ধানের নিয়তম দামও বাঁধিয়া দেয় না, কেনেও না, সরবরাহ করে না, দর কন্‌ট্রোলও করে না। ফলে গ্রামে ধানের দর কমিতেছে, সহরে চাউল দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। স্বাধীন বাণিজ্যের খাতিরে সর্ব্বসাধারণের বিরুদ্ধে যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। ব্যবসায়ীর অধিকার লইয়া সকলেই ব্যস্ত, জনসাধারণের কথা কে শোনে?

জনসাধারণের কথা জনসাধারণকেই শুনাইতে হইবে। দাবী কর—ধান চাউলের নীচু দর ও উচু দর বাঁধিয়া দাও। সরকার খাদ্য কমিটির মারফত উদ্বৃত্ত ধান কিনুক, খাদ্য কমিটির মারফত তাহা ঘাটতি অঞ্চলে বেচুক, সে ধান কোথায় থাকে কোথায় যায় তাহার হিসাব সর্ব্বসাধারণের সামনে প্রতি মাসে পেশ করুক। জনগণের জমায়েতের জোরে এই দাবী আদায় কর।

চিকিৎসা অভাবে লোকে মরিতেছে

অথচ ক্যাম্পবেলে স্কুল বন্ধ!

১৫ই তারিখের এক প্রেসনোটে সরকার জানাইয়াছেন যে ছাত্রাভাবের দরুণ ক্যাম্পবেল স্কুল অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হইল। ধর্ম্মঘটকারী ছাত্রেরা যতদিন না ধর্ম্মঘটের অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া স্যুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাছে পড়িবার আবেদন জানায় ততদিন নাকি সরকারের স্কুল বন্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ইহার আগে আর একটি প্রেস নোটেও ছিল যে ছাত্রদের দাবী অত্যন্ত কড়া ভাষায় লিখিত। মোটের উপর এই দু'টী প্রেস নোটেই ছাত্রদের দাবীর যৌক্তিকতা সম্পর্কে কোন কথাই নাই কেবল আছে 'কঠোর ভাষা' ছাত্ররা অবাধ্য ও স্কুলে আসিতেছে না—তাই স্কুল বন্ধ করা হইল। গত ৫ই তারিখে বোমা পড়ার পরই ছাত্ররা স্যুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাছে গিয়া জানায় যে তাহারা আহত দেশবাসীর সেবা শুশ্রূষা করিতে হাসপাতাল ডিউটিতে যোগ দিতে চাহে। কিন্তু স্যুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাহা ভদ্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। অথচ ছাত্রদের ঐ প্রস্তাব মানিয়া লইলে এবং ছাত্রদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে ব্যবস্থা করা হইবে—এই প্রতিশ্রুতি দিলে, ঐ দিনই ধর্ম্মঘট মিটিয়া যাইত। কিন্তু সরকার সে পথ গ্রহণ করিলেন না। ছাত্রদের পক্ষ হইতে যে দুইএকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক মন্ত্রীদের ও বিভাগীয় সেক্রেটারীদের সহিত দেখা করিয়াছিলেন তাহাদিগকে জানান হইয়াছে যে ছাত্রেরা নাকে খত দিয়া ধর্ম্মঘট উঠাইয়া লইলেও তাহাদের নেতাদিগকে তাড়ান হইবে। এইভাবে ক্যাম্পবেলে ষ্ট্রাইক জিয়াইয়া রাখার অবস্থা সরকারই সৃষ্টি করিতেছে।

জনসাধারণের অবহেলা ঘুচাও

কিন্তু স্কুল বন্ধ হইবার আগে পর্য্যন্ত জনসাধারণও ছাত্রদের দাবীর পিছনে আসিয়া দাঁড়ান নাই। দৈনিক পত্রে খবর বাহির হইয়াছে, সম্পাদকীয় মন্তব্যও হইয়াছে। কিন্তু এটা যে একটা মামুলি ষ্ট্রাইক্ নয়, শিক্ষক ও ছাত্রের মনোমালিন্য নয় ইহা কোথাও প্রকাশ পায় নাই। রোগাক্রান্ত, বোমা-বিধ্বস্ত, চিকিৎসকহীন ও যথেষ্ট হাসপাতালহীন বাংলার জনগণের সামান্যতম আত্মরক্ষার সম্বল রক্ষার সঙ্গে যে ক্যাম্প বেলের ছাত্রদের দাবী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এ কথা আজও সাধারণ লোকে জানে না। বিধানচন্দ্র ও কিরণশঙ্কর চুপ। ন্যায়প্রসাদ 'আচ্ছা তোমরা এস' বলিয়া অমৃতসরে চলিলেন। গত রবিবারের সভায় উপস্থিত সত্তোষ বসু (গত ষ্ট্রাইক মিটাবার মন্ত্রী) কে লইয়া একটী কমিটি করাও তাহাদের বিবেচনায় আসিল না।

কিন্তু সব চেয়ে দুঃখের বিষয় লীগের উপেক্ষা। এই ধর্ম্মঘটের মধ্যে মুসলমান ছাত্রও আছে। তাহাদের কয়েকজন ধর্ম্মঘটের নেতাও বটে। কাজেই আমলাতান্ত্রিক কৌশল সফল হইলে সেই সব ছেলেরা বিতাড়িত হইবে। মুসলমান সমাজের সামান্যতম শিক্ষার সুযোগও কি শেষ পর্য্যন্ত লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতেই বানচাল হইবে এবং লীগ তাহা চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া দেখিবে?

ছাত্রদের কর্ত্তব্য

জনসাধারণের সঙ্গে ক্যাম্প বেল ছাত্রদের এই সংঘোগ হীনতার সুযোগে আমলাতন্ত্র আজ এত বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর এরূপ সাংঘাতিক আঘাত করিতে সাহস পায়। আমলাতন্ত্র ভাবিতেছে যে নভেম্বরে পরীক্ষাথী ছাত্রদের সঙ্গে ধর্ম্মঘটী ছাত্রদের বিভেদ ঘটাইয়া তাহারা একদিকে ছাত্রদের দাবী উপেক্ষা করিবে, অপরদিকে ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া ছাত্রনেতাদিগকে সাজা দিবে। ইহাতে হাসপাতালে এ-আর-পি ব্যবস্থা, দুঃস্থ লোকদিগের চিকিৎসার ব্যবস্থা চুলায় যায় যাউক। সরকার যুদ্ধে পাঠাইবার জন্য যে সমস্ত চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র-দিগকে বৃত্তি দিয়াছে তাহারা বসিয়া থাকে থাকুক। ইহাই আমলাতন্ত্রের নীতি।—জনগণের স্বার্থের ধার তে ধারেই না, মুচ্ছব্যবস্থাও পণ্ড করে। কাজেই ক্যাম্পবেলের ছাত্রদের লড়াই আজ সরকারের ষ্ট্রাইক্ চালাইবার বিরুদ্ধে ছাত্রদের স্কুল খুলিবার লড়াই। এই লড়াই সফল করিতে হইলে প্রথমে সমস্ত ক্যাম্পবেলের ছাত্রদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ ক্যাম্পবেলের ছাত্রদের অন্যান্য ছাত্র সংগঠন, যেমন ছাত্র ফেডারেশনের সহযোগিতার জনমত তাহাদের পক্ষে আনিতে হইবে। তৃতীয়তঃ ক্যাম্পবেলের ছাত্র ও অন্যান্য ছাত্রের মিলিত প্রচেষ্টায় কংগ্রেস, লীগ ও মহাসভার নেতাদের একটি মিলিত ডেপুটেশন মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে লইয়া যাইতে হইবে। ক্যাম্বেল হাসপাতাল আমলাদের পৈত্রিক সম্পত্তি নয় যে ইহাকে ফিরিঙ্গী বন্ধ করা যায়। ঐক্যবদ্ধ বাংলার জনগণ একদিন স্কুল খোলাইবেই। বাংলার সমস্ত দল ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সমস্ত ছাত্রদের কাছে আমাদের আবেদন তাহারা আজ ক্যাম্বেল ছাত্রদের পাশে আসিয়া দাঁড়ান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাঁচিয়া থাকিবার উপর এত বড় আঘাত আর কখনও আসে নাই। এই আঘাত বন্ধ করিতেই হইবে।

আমনের মরসুম

কিন্তু চাল গেল কোথায়?

কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ ও যশোহর হইতে জরুরী খবর আসিয়াছে সহরের বাজারে এক দানাও চাল মিলিতেছে না। অন্যান্য জেলা হইতেও এই একই ধরণের খবর আসিতেছে।

মজুতদার আবার চাল লুকাইতেছে। না হইলে, আমন উঠার পরে চালের অভাব হইবে কেন?

হাওড়ায় জন-সমাবেশ

কংগ্রেস, লীগ, মহাসভা ও কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি সমস্ত দেশপ্রেমিক প্রতিষ্ঠানের মিলিত উদ্যোগে

রেশনিং-এর জন্য

২৯শে ডিসেম্বর বেলা ৩টায় হাওড়া ময়দানে শিরাট জন সমাবেশ

সকলে যোগদান করুন!

সারা বাংলায় মহামারীর প্রকোপ

ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগে

হাজার হাজার লোকের মৃত্যু গ্রামের পর গ্রাম উজাড়

এক একটী পরিবার ধ্বংস—কুইনাইন অভাবে চিকিৎসা বন্ধ

ঝরিশাল—ভোলাতে মহামারী আকারে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে। দৈনিক শত শত লোক চিকিৎসার অভাবে মারা যাইতেছে। কুইনাইন একেবারে পাওয়া যাইতেছে না। পটুয়াখালি মহকুমার বিভিন্ন গ্রামের অবস্থাও ঐ একরূপ। কুইনাইনের অভাবে রোগের প্রকোপ বাড়িয়াই যাইতেছে।

শ্রীযুত হরিদাস মজুমদার এল, এস, সি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে জেলার প্রায় অন্যেক অঞ্চলেই মহামারীরূপে কলেরা দেখা দিয়াছে। এমন কি সহরে মিউনিসিপ্যাল এলাকার ভিতরেও বহু লোক এই রোগে প্রাণ হারাইতেছে।

পটুয়াখালি সহর, খেপুপাড়া প্রভৃতি গ্রামে বসন্ত রোগ দারুণভাবে দেখা দিয়াছে। সংবাদ পাওয়া গেল পটুয়াখালি মহকুমার অন্তর্গত বাউকল থানায় বসন্তরোগ ভীষণ ভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইহা ছাড়া কেশবপুর, মেদিপুর, সূর্য্যমণি, মদনপুর, চালকাঠী, মমিনপুর, কনকদিয়া গ্রামগুলিতে বসন্ত রোগ দুরন্ত মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। ইতিমধ্যেই অনেক লোক এই রোগে প্রাণ হারাইয়াছে

ভোলা মহকুমার বসন্ত প্রভৃতি রোগে বহু পরিবার একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এই রোগের প্রচণ্ডতার ফলে কোন কোন স্থানে লোক যাতায়াত বন্ধ করিয়াছে।

কুমিল্লা—জেলার প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলে দারুণ ম্যালেরিয়া। দিদ্যাকুটে গ্রামের খবরে প্রকাশ যে এখানে একজনও প্রাপ্ত বয়স্ক কৃষক সুস্থ নাই। সবাই শয্যাশায়ী, মাঠে ধান কাটার লোক পাওয়া যাইতেছে না। চাঁদপুরের গ্রামগুলিতে ৫০০০০ লোক ম্যালেরিয়া আক্রান্ত। কুইনাইন বা ডাক্তারের সাহায্য মিলিতেছে না।

বসন্ত ও কলেরা রোগে বহুলোক মারা যাইতেছে। জগতপুর গ্রামে ৬ শত লোক মারা গিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

চাঁদপুর মহকুমার বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট বলেন যে ধনপতি গ্রামের এক পরিবারের ১২ ব্যক্তি কলেরায় মারা যায়। মহকুমার অন্যান্য স্থান হইতেও এইরূপ সংবাদ আসিতেছে।

ঢাকা—মুন্সীগঞ্জের ৯ই ডিসেম্বরের খবরে প্রকাশ যে মুন্সীগঞ্জ মহকুমার সর্ব্বত্র ম্যালেরিয়ার দরুণ প্রকোপে প্রত্যহ প্রায় সহস্র লোকের প্রাণহানি হইতেছে। কোন কোন অঞ্চলে সমগ্র পরিবার সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। প্রয়োজনের তুলনায় কুইনাইন মোটেই পাওয়া যাইতেছে না।

১৫ই ডিসেম্বরের খবরে প্রকাশ, মুন্সীগঞ্জ মহকুমার কয়েকটি অঞ্চলে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

ফরিদপুর—এই জেলার ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অবর্ণনীয়। হাজারে হাজারে লোক চিকিৎসা ও কুইনাইনের অভাবে মারা যাইতেছে। বর্ত্তমানে জেলার কোন কোন গ্রামে অধিবাসীদের ভিতর শতকরা ৭০ জন লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে।

এই জেলায় বসন্ত রোগও খুব ছড়াইয়া পড়িতেছে। গয়ঘরের সংবাদে প্রকাশ যে এমন ঘর নাই যেখানে বসন্ত রোগী দেখা যায় না।

চট্টগ্রাম—অনাহারের সাথে সাথে ম্যালেরিয়ার আক্রমণও জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে।

যশোহর—যশোহরে প্রায় সকল মহকুমাতেই কলেরায় অনেক লোক মরিতেছে।

পাবনা—ভাট-সাঙ্গিনা ইউনিয়নে এক কলেরাতেই গত ৩।৪ মাসের মধ্যে ১৫০ জন মারা গিয়াছে।

সিরাজগঞ্জের ১৫ই ডিসেম্বরের খবরে প্রকাশ কলেরা ও অনাহারে বহুলোক মারা গিয়াছে। এমন কি কয়েকটি অঞ্চলের বহু পরিবার সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদ—ম্যালেরিয়ার মহামারী সমগ্র জেলাকে উজাড় করিতেছে। কাশী মহকুমার অবস্থা খুবই শোচনীয়। হাজার হাজার লোক এই ব্যাধিতে মারা যাইতেছে।

ময়মনসিংহ—নেত্রকোণার কেন্দুয়া থাড়া অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার বিশেষ প্রকোপ দেখা দিয়াছে। নরাপুকুর গ্রামে প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। মাঠে ধান পাকিয়া যাওয়া সত্ত্বেও কাটিবার লোক নাই।

এই সংকট রুখিতে কি করিতেছেন?

শ্রীরঙ্গম—সমগ্র জেলার ম্যালেরিয়া মহামারী রূপে দেখা দিয়াছে। প্রত্যেকটী গ্রাম হইতে অস্বাভাবিক হারে লোকক্ষয়ের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

বাঁকুড়া—বাঁকুড়া জেলার সর্ব্বত্র ম্যালেরিয়া প্রবল আকারে দেখা দিয়াছে এবং শতকরা প্রায় ২০ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। বিষ্ণুপুর মহকুমায় শতকরা ৯৫ জন লোকই ম্যালেরিয়া আক্রান্ত। কুইনাইন ও পথ্যের অভাবেই অধিকাংশ লোক মারা যাইতেছে।

শ্রীহট্ট—ধান কাটার পুরা মরশুম। অথচ হবিগঞ্জের লাখাই খানার অনেকগুলি গ্রামে ধান কাটার লোক পাওয়া যাইতেছে না। ফসলের ৭৫ ভাগ এখনও জমিতে পড়িয়া আছে। প্রকাশ ঐ সকল গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক সকলেই ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। তাহাদের মাঠে গিয়া ধান কাটিবার শক্তি নাই।

খুলনা—বাগের হাট হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে সহরে ও মফঃস্বলে ভয়ানক ভাবে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কুইনাইন পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। সাতক্ষিরা মহকুমারও ঐ একই খবর।

সাতক্ষিরা মহকুমায় কলেরায় প্রত্যহ বহুলোক মারা যাইতেছে।

নদীয়া—মেহেরপুর মহকুমায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রকাশ মেহেরপুরের তিন মাইল দূরবর্ত্তী রাধাকান্তপুর গ্রামে এক মাসের মধ্যে ১৮৫টি পরিবারের ৫৩ জন লোক ম্যালেরিয়ার মারা গিয়াছে।

দিনাজপুর—দিনাজপুর জেলায় কলেরা ভীষণ মহামারী হিসাবে দেখা দিয়াছে। এই কয় মাসে হাজার হাজার লোক কলেরায় মারা গিয়াছে।

২৪ পরগণা—সাগুনা ইউনিয়নের ১৫টি গ্রামে ১০৯১টি পরিবারের ৬১৪৮ জন লোকের ২৬৩৪ জন লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। ৩২জন প্রাপ্ত বয়স্ক ও ২৯৬ জন শিশু ইতিমধ্যেই মারা গিয়াছে।

বসিরহাট মহকুমার সর্ব্বত্র কলেরার প্রকোপ ভীষণ ভাবে দেখা দিয়াছে। বাদুরিয়া থানার অধীন সাহেদা নগর গ্রামে ২৪ জন, আটুরিয়ায় ১৭ জন, তেঘরিয়ায় ৬ জন, পোলতায় ৪ জন, বাজিতপুরে ১১ জন এবং স্বরূপনগর থানার অধীন বাঁকড়া গ্রামে ৪১ জন ও কৈজুড়িতে ২০ জনের কলেরায় মৃত্যু হইয়াছে। বসিরহাট মিউনিসিপ্যালিটির অধীন ভ্যাংলা গ্রামে তিন দিনে ৬ জন কলেরায় মারা গিয়াছে।

রাজসাহী—নাটোর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে ম্যালেরিয়া দারুণ ভাবে এই মহকুমার গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করিতেছে। ইতিমধ্যেই ১০০০ জনের বেশী লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

রাজসাহী সহর ও সহরতলীতে এখনও কলেরার প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে। এবং লোকও যথেষ্ট মারা যাইতেছে।

নোয়াখালী—জেলার সর্ব্বত্র যে সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে শত শত লোক মরিতেছে। কুইনাইন পাওয়া যাইতেছে না।

ফরিদপুরের একটি গ্রামের করুণ কাহিনী

ফরিদপুর হইতে কমরেড নৃপেন রায় লিখিয়াছেন :—ক্ষোরাডে বাহির হইয়াছি, খাদ্যকাণী অভিমুখে চলিলাম। সাথে বিতরণের জন্য কিছু কাপড় ছিল। বিতরণ শেষ করিয়া বৈকালে বাজারের দিকে গেলাম। আমাদের দেখিয়া এক দোকানদার ডাকিয়া আনিয়া বসাইলেন। দেখা দেখি অনেকেই আসিয়া বসিল। এক বৃদ্ধ এক কোণে চাদর মুড়ি দিয়া বসিয়াছিলেন। বয়স প্রায় ৭৫। কাপড় নাই বলিলেই চলে এবং গায়ের চাদর শত ছিন্ন। তিনিই প্রথম কথা বলিলেন, বাবুরা, আমাদের দিকে একটু দৃষ্টি দিবেন। আমরা তো নির্ব্বংশ হইতে চলিলাম। আমাদের দেখিবার কেহ নাই। শুনিয়াছি আপনারাই গরীবের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, আপনারা বাঁচিয়া থাকুন। এই বলিয়া তিনি তাঁহার গ্রামের মর্ম্মপীড়া বিবরণ করিলেন। তাঁহাদের গ্রাম ওখান হইতে ৩ মাইল দূরে। ঐ গ্রামে ২০০ ঘর জেলে ছিল। অনাহারের কবলে পড়িয়া ৫০ ঘর একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। বাকী ১৫০ ঘরের লোক সংখ্যা ছিল ৪০০। তার মধ্যে কিছুদিনের ভিতর যুবক মরিয়াছে ৬৭ জন, শিশু ২৭ জন, মেয়ে লোক ১১ জন এবং বৃদ্ধ ৬ জন মোট ১১১ জন। গ্রামে যুদ্ধক্ষেত্র চেহারা দেখাই যায় না। যাহারাও বাঁচিয়া আছে তাহারাও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত—শতকরা ৮৫ জন আক্রান্ত ও শয্যাশায়ী। ইহার পর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বৃদ্ধ আবার বলিলেন—বাবুরা, ওষধ দিয়া আমাদের বাঁচান! তা না হইলে নির্ব্বংশ হইলাম।

আমরা তাঁহাকে আশ্বাস দিলাম। বলিলাম, কুইনাইন ও কাপড় যোগাড় করিয়া আবার আমরা এখানে আসিব। ফিরিবার সময়ে মনে হইল জনযুদ্ধের পাতায় পাতায় জেলেদের করুণ কাহিনীর কথা যে লেখা হইতেছে, তাহা আজ বাস্তবে দেখিলাম।

একটি গ্রামে কলেরায়

মেদিনীপুরের কৃষক সর্ব্বস্বান্ত

অথচ ধান বাহিরে চলিয়া যাইতেছে, রিলিফ বন্ধ হইতেছে

(নিজস্ব প্রতিনিধির লিখন)

২৩শে নভেম্বর। ট্রেণে যাইতে যাইতে দুধারের অধিকাংশ ক্ষেতে দেখিলাম পরিপূর্ণ ফসল। পরে জানিলাম, ১৯৪১-৪২ সালের তুলনায় কেশপুর, পাঁশকুড়া ও তমলুক থানার অধিকাংশ অঞ্চলেই ধান এবার মন্দ হয় নাই।

কিন্তু তমলুক ও কাঁথি মহকুমার দক্ষিণ অঞ্চলগুলির ভিন্ন অবস্থা। এ সমস্ত জায়গায় ধান আবাদের সময় হাজার হাজার গ্রামবাসী অনাহারে ও মহামারীতে প্রাণ হারাইতেছিল; দুঃস্থদের রিলিফের যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল না। আবাদের মাঝামাঝি হইতে তাম্রের মাঝামাঝি—আবাদের পক্ষে সব থেকে দরকারী সময়ে অনেকগুলি অঞ্চলে সরকার হইতে অজ্ঞাত কারণে রিলিফ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

মাত্র ২০ ভাগ জমিতে ধান

ফলে, বহু জমির আবাদ হইল না। কাঁথা থানার শতকরা মাত্র ২০ ভাগ জমিতে ধান বোনা হইয়াছে; তাও জলসেচের অভাবে বোনা জমির শতকরা প্রায় ১০ ভাগ জমি হইতে ফসলই পাওয়া যাইবে না। ভগবানপুর ও পটাশপুর থানায় শতকরা ৩০ ভাগ জমি অনাবাদী পড়িয়া আছে। তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম থানায় আগের আগের বছরের তুলনায় শতকরা ৫০ কি ৬০ ভাগ ফসল এ বছর ফলিয়াছে। মচিবাদল, সুতাহাটা থানারও একই অবস্থা। ইহা হইতে বুঝা যায়, মেদিনীপুর এ বছর ফসলের দিক দিয়া উদ্বৃত্ত অঞ্চল ত নহই, এমন কি শুধু নিজের জেলার ফসলে আত্মনির্ভর করার ক্ষমতাও ইহার নাই।

লোক সর্ব্বস্বান্ত

মেদিনীপুরের আজ হাজারটা সমস্যা। এখুনি সেদিকে নজর না দিলে ব্যাপক সর্ব্বনাশ দেখা দিবে এখনও সমস্ত জেলায় দুঃস্থ জনসঙ্ঘ ছড়াইয়া আছে। ম্যালেরিয়, মহামারীর রূপ নিয়াছে। কোথাও দিন মজুরের অভাব, কোথাও বেকার জনসমুদ্র হাহাকার করিতেছে। লোকে যথাসর্ব্বস্ব বেচিয়াছে, বাঁধা দিয়াছে। একমুঠো অন্নের বিনিময়ে জমি হাত ছাড়া হইয়াছে। হাঁড়কাঁপানো শীতে লোকের গায়ে এক টুকরা কাপড় নাই। ইহার উপর আছে পাজনা, চ্যান্স আর মহাজনের তাগাদা।

লোকের হাতে নিদারুণ টাকার দরকার। মনে আতঙ্ক—সরকার ধান বাজেয়াপ্ত করিতে পারে। ফলে, বাজারে হ হ করিয়া ধান আসিতেছে, দৈনিক দর পড়িতেছে। ভবিষ্যতে দর আরো পড়িতে পারে এই ভয়ে কৃষক ধাঁ ধাঁ করিয়া বাজারে ধান উজাড় করিয়া আনিতেছে।

২৪শে ডিসেম্বর মেদিনীপুর সহরে দেখিলাম কন্‌ট্রোল দোকানে সের পিছু ৸৵১০ আনা দরের পাশে মজুতকারীরা পুরানো ধান ।৶০ আনা সের বেচিতেছে। ২৫শে কেশপুর থানায় শুনিলাম, এবার যে শতকরা ১২ ভাগ জমিতে ফসল হইয়াছে তার অর্দ্ধেক তারা চাউলের আড়তদারদের কাছে ৮৲।৮৲০ আনা মণ দরে বেচিয়া দিয়াছে। ইহার অধিকাংশ হাওড়ার হাটে চালান যাইবে। পাঁশকুড়া ও তমলুক থানার অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে ধানের দর ৭।০ টাকা। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে দক্ষিণের দুঃস্থ অঞ্চলগুলিতে ধানের দর ছিল ৫৲। ৬৲ টাকা (চাল টাকায় ৩।৪ সের)।

৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ ফসল কাটা হইয়া গেছে। এর অধিকাংশই বিক্রী হইয়া জেলার বাইরে গেছে। সরকার হইতে ধানচালের সর্ব্বনিম্ন দর সাব্যস্ত হয় নাই। মুনাফাখোরা ও মজুতদার মহাজনে গ্রাম হইতে ফসল লুটিয়াছে। বাজারে দর অনির্দ্ধারিত। কলিকাতার বোমার খবরের সঙ্গে সঙ্গে ধান ত বটেই, অন্যান্য জিনিষ পত্রের দরও ধাঁ করিয়া বাড়িয়া গেল।

রিলিফ কেন্দ্রের অব্যবস্থা

গত বছরের দুর্ভিক্ষের ফলে যে দুর্গত জনসঙ্ঘের সৃষ্টি হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত তারা নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে নাই। রিলিফই তাদের একমাত্র ভরসা। দুরবস্থা যেখানে অপেক্ষাকৃত কম, সেখানকার কাহিনী শুনুন। কেশপুর থানার ৪টি ইউনিয়নে বেঙ্গল রিলিফ কমিটির ৪টি কেন্দ্র আছে। ২০০ লোককে খয়রাতি খাবার দিয়াছে ও ৮ শতাধিক লোককে সাহায্য ও সস্তার চাল দিয়াছে। তমলুক থানার ১১নং ইউনিয়নে ১১ হাজার লোকের বাস। ৫ হাজার দুঃস্থ লোকের মধ্যে আড়াই হাজার স্থানীয় জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত ৪টি সরকারী লঙ্গরখানায় খাদ্য পাইতে ছিল। পাঁশকুড়ার ১৭নং ইউনিয়নের ২৫ হাজার লোকের মধ্যে ৫ হাজার লোক ৫টি সরকারী লঙ্গরখানায় খাদ্য পাইতে ছিল। দক্ষিণ অঞ্চলে দুঃস্থদের সংখ্যা অনেক বেশী।

দুঃস্থদের সাহায্যদান সবচেয়ে জরুরী

দুঃস্থদের মধ্যে গ্রাম্য কারিগর, ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষীর সংখ্যাই বেশী। লঙ্গরখানার খাদ্য খাইয়া তারা প্রাণ রক্ষা করিয়াছে বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য হারাইয়াছে। কারিগররা তাদের যন্ত্রপাতি খোয়াইয়াছে; নূতন কিনিবারও ক্ষমতা নাই। যাতে তারা আবার তাদের কাজকর্ম্ম সুরু করিতে পারে, তার জন্য তাদের সাহায্য দরকার। ক্ষেত মজুররা ফসলকাটার সময় একবেলার পেটভাতা ও চার-পাঁচ আনা মজুরী পায়। এই ।০ আনা পয়সায় তাদের কাপড়, ওষুধপত্র ও সংসার নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করা অসম্ভব। যতদিন খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য জিনিষপত্রের দর না নামে, ততদিন ইহাদের পরিবারকে সাহায্য দিতে হইবে। গরীব চাষীরও একই অবস্থা। অনেকের জমি হাতছাড়া হইয়াছে, কারো কারো ১০।১৫ দিন হইতে একমাস-দেড়মাসের মত ধান ঘরে উঠিবে। অন্যান্য জরুরী জিনিষপত্র খরিদের জন্য ও পাওনা মিটাইবার জন্য সে ধানও হাতছাড়া হইবে। কাজেই ইহাদের সংসারগুলিকে এখুনি সাহায্য না দিলে ইহাদের কিছু দিনের মধ্যেই সপরিবারে প্রাণ হারাইতে হইবে। যখন আরও রিলিফের সুবন্দোবস্ত চাই, তখনই সরকারী আদেশে ৩০শে নভেম্বর হইতে সমস্ত লঙ্গরখানা বন্ধ হইয়া গেল। শুধু তাই নয়, বেসরকারী রিলিফ প্রতিষ্ঠানগুলিকেও হাত গুটাইতে বলা হইয়াছে। বেঙ্গল রিলিফ কমিটি ইতিমধ্যেই কয়েকটি লঙ্গরখানা তুলিয়া দিয়াছে—১৪ই ডিসেম্বর হইতে নাকি বাকিগুলিও বন্ধ হইবে! যদি এই আত্মতুষ্টির মোহ আজই ভাঙ্গিয়া না দেওয়া যায়, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর পথ প্রশস্ত হইবে। ইহার ফলে জেলা হইতে ধান চালের সরবরাহ ব্যাহত হইবে। বাজার আগুন হইবে।

ম্যালেরিয়ার আক্রমণ

জনগণের জীবনে, খাদ্যের পথে আরো এক দুষমন দেখা দিয়াছে। সে ডুষমন কলেরা ও ম্যালেরিয়ার মহামারী। এই রোগ আজ সর্ব্বত্র হানা দিয়াছে। বড় ও বন্যা হইয়াছে ইহার বাহন। অনাহারে দুর্ব্বল দেহ; ওষুধের ব্যবস্থা নাই। কাজেই মাছির মত লোক মরিতেছে। নন্দীগ্রাম থানায় ১নং, ৬নং, ১০নং, ১২নং ইউনিয়নের প্রত্যেকটিতে শতকরা ৫০ জন; ২নং ইউনিয়নে শতকরা ২৫ জন; ৩নং ও ৪নং ইউনিয়নের প্রত্যেকটিতে শতকরা ২০ জন; ৫নং ও ৯নং ইউনিয়নের প্রত্যেকটিতে শতকরা ৪০ জন; ৭নং ১৩নং, ১৪নং ও ১৫নং ইউনিয়নের প্রত্যেকটিতে শতকরা ৮০ জন এবং ৮নং ও ১১নং ইউনিয়নের প্রত্যেকটিতে শতকরা ৬০ জন; সুতাহাটা থানায় শতকরা ৪৫ জন হইতে ৫০ জন ও মহিষাদল থানায় শতকরা ৪০ হইতে ৪৫ জন; মহনা থানায় শতকরা ৫০ হইতে ৬০ জন; তমলুক থানায় শতকরা ২৫ হইতে ৩০ জন এবং পাঁশকুড়া থানায় শতকরা ৭০ হইতে ৮০ জন লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। ইহার ফলে ফসল কাটিবার লোকে টান পড়িয়াছে। লোকে ওষুধ ও পথ্যের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে।

কুইনাইনের দারুণ অভাব। যা পাওয়া যায়, তাও প্রায়ই বাজে। সরকারী দর কোথায় প্রতি পাউণ্ড ৩৭৲ টাকা হওয়া উচিৎ, সেখানে বাজার দর ৩০০৲ টাকা হইতে ৫০০৲ টাকা। মজুতকারী ও মুনাফাখোর মানুষের জীবন নিয়া অবাধ জুয়া খেলিতেছে। সরকারে এ বিষয়ে গা নাই। ডাক্তাররা পর্য্যন্ত অতি লোভের আশায় মানুষের জীবন বাঁচানোর গর্ব্ব ভুলিয়াছে। তারা আজ সততা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছে। ডাক্তারের অভাব হইয়া দেখা দিয়াছে পয়সার প্রলোভন দেখাইয়াও সরকার ডাক্তার পায় না। শুধু ওষুধে কি হইবে। ডাক্তার চাই। কলিকাতার বেশজ্ঞ ডাক্তার ও মেডিক্যাল ছাত্ররা এই দেশপ্রেমিক কাজে আগাইয়া আসুন। একতার জোরে সরকারী সহযোগিতা আদায় করুন। ইহাদের বাঁচাইতে না পারিলে আপনিও আসন্ন ধ্বংস হইতে বাঁচিবে না।

কৃষকের একতায় মজুতদারের ঘাঁটি টলমল

আমন রক্ষার জন্য

দিনাজপুরে ৪ হাজার কৃষক-ভলান্টিয়ার কাজে নামিয়াছে

বাংলার অন্যতম শস্য ভাণ্ডার দিনাজপুর। সাধারণ বছরে এই জেলায় প্রায় ৩ কোটী মণ ধান উৎপন্ন হয়। এবার হইয়াছে প্রায় ৫।০ কোটী মণ। দিনাজপুর জেলার ১৯ লক্ষ লোকের খোরাক হইয়াও এই ধান হইতে প্রায় ৩।০ কোটী মণ উদ্বৃত্ত থাকিবে। কিন্তু আগে পড়িবে এই জেলারই উপর। এখানকার ধান চাল গুদামজাত করিতে পারিলে মজুতদার মহাজনরা চালের বাজারের একটা বড় অংশ দখল করিয়া বসিবে। দিনাজপুর মজুতদারেরও দুর্গ।

কিন্তু মজুতদারের এই দুর্গকে আজ দিনাজপুরের কৃষক জাঁদরেল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বাংলার কৃষক আন্দোলনে দিনাজপুরই একদিন পথ দেখিয়াছিল। 'তোলাবটী' ও আধিয়ার আন্দোলনের ভিতর দিয়া এই জেলাতেই সমস্ত কৃষক একদিন কৃষক সমিতির ঝাণ্ডার তলে জমায়েত হইয়া নিজেদের দাবী আদায় করিয়াছিল। আজ আবার দিনাজপুরে সেই উৎসাহ ফিরিয়া আসিয়াছে। চার হাজার কৃষক ভলান্টিয়ার সংঘবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—আমন রক্ষা করিব। দিনাজপুরের কৃষকের এই অভিযান বাংলার সমস্ত কৃষককে আজ পথ দেখাইবে।

ঠাকুরগাঁও সহরে ১ হাজার কৃষক ভলান্টিয়ারের মিছিল

১০ই ডিসেম্বর ঠাকুরগাঁও সহরের একটী সভার নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে দলেদলে কৃষকরা আসিয়া হাজির হয়। ১০০০ সংঘবদ্ধ কৃষক ভলান্টিয়ারের একটী বিরাট মিছিল সহর প্রদক্ষিণ করে। সহরের বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক এই সভায় হাজির ছিলেন। মহকুমা মুসলিমলীগের সভাপতি মোঃ ফজলুল করিম সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় আমন ধান রক্ষার জন্য ধর্ম্মগোলায় ধান বিক্রয় প্রভৃতি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

হাটে, মেলায় সর্ব্বত্র আমন রক্ষার অভিযান

শ্রীরামপুর থানা—জিলপীর মেলা মুসলমানদের একটী পবিত্র মেলা। এই মেলায় আমন রক্ষার কথা প্রচার করিবার জন্য কৃষকসমিতির তরফ হইতে ৫৫০ জন ভলান্টিয়ার হাজির হইল। মেলা প্রদক্ষিণ করার পর একটী বিরাট সভা হয়। সভায় প্রায় ৫ হাজার লোক জমায়েত হয়। আমন রক্ষার কথা শুনিয়া জনতা উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

আরালিয়া হাটে প্রচার করিবার জন্য ৭০ জন ভলান্টিয়ার লাল পতাকা ও পোষ্টার লইয়া হাজির হইল। হাটে ৪টী সভা হইল, তাহাতে গানও বক্তৃতার মধ্য দিয়া বর্ত্তমান সংকটে দেশবাসীর কর্ত্তব্য বুঝান হইল। সভার শেষে গ্রাম্য ধান চাউলের ব্যবসায়ীগণ কৃষক সমিতির নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে স্বীকৃত হইল।

বৈচালী খাগড়া হাটে ২৭ জন ভলান্টিয়ার প্রচারে বাহির হয়। তাহাদের বক্তৃতা শুনিয়া চতুর্দ্দিক হইতে লোকে আসিয়া নানা প্রশ্ন করে। সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পর সকলে কৃষক সমিতির মতে চলিতে রাজী হয়।

খটতলা হাটে ২৫ জন ভলান্টিয়ার প্রচারে গিয়া শুনিল সেখানে একটী চোরা কারবারীকে চড়া দরে কেরসিন বিক্রয় করিতেছে। সকলে মিলিয়া তাহাকে কেরসিনসহ ধরিয়া ফেলে। হাটের পুলিশ ও চৌকিদার তাহাকে থানায় লইয়া গেল। খবর পাওয়া যায় যে সে দারোগাকে কিছু ঘুষ দিয়া খালাস পাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু দারোগা বলেন যে কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট পার্টির এই স্বয়ং ভলান্টিয়ারা না ছাড়িলে তিনি তাকে ছাড়িতে পারেন না।

কমরেড গুরুবাস তালুকদারের নেতৃত্বে একটি একটি ছোয়াল নসীপুর হাট, বিরামপুর, পার্ব্বতীপুর, ফুলবাড়ী, বিবিরবন্দর, বোচাগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচার করিতেছে।

শিরামপুরহাটে স্থানীয় লীগ কর্ম্মীরা একটি জনসভা করেন ও স্থির করেন যে কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীদের সঙ্গে যুক্তভাবে আমন রক্ষার আন্দোলন করিবেন।

জোতদার ও পাইকারদের সমর্থন

৬ই ডিসেম্বর প্রায় ১০০ ভলান্টিয়ার জেলার ধান-চাউলের অন্যতম কেন্দ্র ধনকোরা হাটে প্রচারে যায়। লাহিড়ী হাটেও প্রায় ২০০ ভলান্টিয়ার প্রচার করে। প্রচারের সময় অনেক জোতদার আসিয়া প্রশ্ন করে। প্রায় ৮।১০ জন জোতদার হাটেই কথা দেয় যে তারা ধর্ম্মগোলায় যোগ দিবে ও আন্দোলন সমর্থন করিবে।

কৃষক সমিতি ও খাদ্য কমিটির সর্ত্ত অনুযায়ী লাইসেন্স লইবার দাবী করিলে গ্রামের পাইকাররা সমর্থন করে। ২০ মনের নীচে যাহারা ধান-চাল বেচা কেনা করে, তাদের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে। জগন্নাথপুর ইউনিয়নের বৈরাগী আখড়া হাটে বড় বড় পাইকাররা নিজ নিজ লাইসেন্স দেখাইতে রাজী হয় ও কৃষক সমিতির ভলান্টিয়ারদের কাছে বেচা-কেনার হিসাব দেয়।

বোচাগঞ্জ এলাকার একটী হাটে ভলান্টিয়ারা উপস্থিত থাকিয়া কেনা-বেচা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে। পাইকারদের সঙ্গে আলোচনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বেচাকেনা প্রায় ১ ঘণ্টা বন্ধ ছিল।

নিকলানি গ্রামে একটী বৈঠকে আলোচনার পর স্থানীয় জোতদার ব্রজমোহন সাহা বলেন যে, আজকে তাঁহার সমস্ত সন্দেহ দূর হইল। তিনি নিজে মজুতদারের বিরুদ্ধে কাজে নামিতে প্রস্তুত হন এবং ধর্ম্মগোলা গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

লীগ ও কংগ্রেস নেতার সমর্থন

বিখ্যাত লীগ নেতা মৌঃ হাজিমুদ্দিন চৌধুরী এম এল এ, (প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য) এই আন্দোলন সমর্থন করিতেছেন। বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র মোহন সেনও কৃষক সমিতির আন্দোলনে সহানুভূতি দেখাইতেছেন।

সমবায় সমিতি গঠনে সাড়া

সমবায় পদ্ধতিতে ধান কেনা বেচার জন্য দিনাজপুরের একটী বিখ্যাত ব্যাঙ্কের কাছ হইতে অগ্রিম টাকা লইবার চেষ্টা হইতেছে। উক্ত ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদের মধ্যে অনেক কংগ্রেসীও আছেন। ইতিপূর্ব্বে এই ব্যাঙ্ক সেন্ট্রাল ফুড কমিটীকে বিনা সুদে ৩ হাজার টাকা রিলিফের জন্য ধার দিয়াছে। টাকা পাইবার প্রচেষ্টা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। ইহা সফল হইলে কৃষক সমিতি হইতে প্রায় ১ লক্ষ টাকার ধান খরিদ করা সম্ভব হইবে।

মহাজনদের হাত হইতে চাষীকে বাঁচাও

সিঙ্গিয়া গ্রামের নন্দলাল বর্ম্মণ একজন গরীব চাষী। বাড়ীতে তার ৭ জন লোক। ৭ বিঘা জমিতে তার কোনো রকমে চলিয়া যায়। গত বছর আমার না হওয়ায় স্ত্রী-পুত্র পরিবারকে সকল নিবার জন্য তাকে এক এক করিয়া থালা ঘটি বাটি বিক্রয় করিতে হয়। তাতেও যখন কুলাইল না, তখন সে মহাজনের কাছ হইতে ৫ মণ ধান কর্জ্জ লয়। ঠিক হয় মাসে মাসে এই ধান বাবদ তাকে ৬৸৲ দিতে হইবে। ৫।৬ দিন পরে মহাজন আবার তার উপর চাপ দিয়া সমস্ত জমি লিখিয়া লয়। এখন নন্দলাল ৬৸৲ টাকার জায়গায় ৮৲৲ টাকা দিতে চাহিয়াছে, কিন্তু মহাজন তাতে রাজী নয়, সে বলে নন্দলালের জমিটাই সে লইবে, টাকা লইবে না। তার ক্ষেতের ফসল জোর করিয়া কাটিয়া লইবার হুমকী দিতেছে।

বরিশালে 'আমন দিবস'

কংগ্রেস নেতার আহ্বান

৭ই ডিসেম্বর বরিশাল টাউন হলে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ধীরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে আমন দিবস পালন হয়। সভায় সহরের সকল শ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিল। বহু মুসলমান ছাত্র ও কয়েকজন এ-আর-পি কর্ম্মচারীও উপস্থিত ছিল। বরিশালের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত সরল কুমার দত্ত সজোরে ভাবে রিলিফ দিবার কাজের জন্য সকলকে আবেদন জানান। হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র গুহ, কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল সেনগুপ্ত প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট নেতা সভায় বক্তৃতা করেন। ৩৫০ ছাত্র কিশোর, মহিলা এবং যুবকদের একটী শোভাযাত্রা সহর প্রদক্ষিণ করে।

লীগ সম্মেলনে আমন রক্ষার প্রতিজ্ঞা

১১ই ডিসেম্বর রংপুরের ফুলছড়ি থানায় লীগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভার কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীদেরও আমন্ত্রণ করা হয়। সভায় ৫০০ লোক জমায়েত হইয়াছিল। সভায় আমন রক্ষার জন্য প্রস্তাব লওয়া হয়:—অবাধ বাণিজ্য বন্ধ কর। ধর্ম্মগোলা, সমবায় ভাণ্ডার ও খাদ্য কমিটীর মারফৎ কেনা বেচা চালু কর।

ইউনিয়ন বোর্ড সমবায় ভাণ্ডার গঠনের ভার লইল

২৩শে নভেম্বর রংপুর জেলার নোহালীপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যগণ একটী বিশেষ সভায় সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্থির করেন যে, তাঁদের ইউনিয়নে এবার যে ফসল হইয়াছে, কৃষকগণ যদি তা মজুতকারী ফড়িয়ার কাছে বিক্রয় না করিয়া সমবায় ভাণ্ডারে জমা রাখিবার ব্যবস্থা করে, তবে ইউনিয়নকে অন্নাভাব হইতে বাঁচান যাইবে। গ্রামবাসী যাহাতে সমবায় ভাণ্ডার গঠন করিয়া ধান চাউল জমা রাখার ব্যবস্থা করে বোর্ড হইতে তাহার ভার লইয়া কার্য্য পরিচালনা করা স্থির হইয়াছে।

ধর্ম্মগোলা গঠনে ময়মনসিংহের কৃষকরা

ধর্ম্মগোলা ও সমবায় সমিতি গঠনে ময়মনসিংহে ক্রমশই বেশী সাড়া পাওয়া যাইতেছে। পাহাড় এলাকার গারো, হাজং, হিন্দু-মুসলমান সমস্ত সম্প্রদায়ের কৃষকের মধ্যে উৎসাহ আসিয়াছে। ছোট মহাজনরাও সহযোগিতা করিতেছে।

ভাগ্যালপুরের দেওয়ানগঞ্জেও ২টী সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে। নালিতাবাড়ী বাজারে একমাত্র বড় মহাজন ছাড়া অন্যান্য সমস্ত দলকে লইয়া একটী খাদ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং সমবায় সমিতি গঠন করিবার জন্য ১২০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

টঙ্গ এলাকার রিপোর্ট হইতে বিভিন্ন গ্রামে ধর্ম্মগোলা গঠনের ও তাহাতে ধান জমা দিবার নিম্নলিখিত খবর পাওয়া গিয়াছে:— নয়নকান্দি ৩০ মণ, মানিকপুর ৪০ মণ, কালাপানি ৩০ মণ, ভরতপুর ১০০ মণ, গড়পাড়া ৫০ মণ, কালিকাপুর ৫০ মণ, তারানগর ৪০ মণ, লেমুরা ১১২ মণ, ফুলবাড়ী ২৫ মণ, চৈতনগর ১০০ মণ, গড়গাঁও ৬০ মণ, রাণীগাঁও ৬০ মণ, খারমই ইউনিয়ন ৮টী ধর্ম্মগোলায় ৫০ মণ, দারাপাড়া ইউনিয়ন ১টী ধর্ম্মগোলায় ৫০ মণ, ভতেপুর ইউনিয়নে ১৭টী ধর্ম্মগোলা।

২৪ পরগণার

জয়নগর-মজিলপুর অঞ্চলের বিবরণ

অনাহার ও রোগে মৃত্যু, বস্ত্রাভাবে স্ত্রীলোক বাহির হইতে পারে না, আমন ধান কি মাঠেই পড়িয়া থাকিবে?

আমাদের সংবাদদাতা মজিলপুর অঞ্চলে ঘুরিয়া আসিয়া কয়েকটী গ্রামের এই সংবাদ দিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ, অনাহার, রোগ ও শীতে আজ গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হইতেছে। লোকাভাবে আমন ধান কাটাও অনেক বায়গায় সম্ভব হইতেছে না। যাহারা এখনও বাঁচিয়া আছে তাহারা ঔষধ, পথ্য ও শীতবস্ত্র অভাবে দিন দিন মৃত্যুর মুখে আগাইয়া চলিয়াছে। সমস্ত গ্রামগুলিতে যেন মৃত্যুর নাভিশ্বাস দেখা দিয়াছে। নারীর লজ্জা নিবারণের বস্ত্র নাই, মৃতের সৎকারের ব্যবস্থা নাই—পিতা পুত্রের শোকে কাঁদে না—মানুষ যেন আজ আর মানুষ নাই, পশুর মত মরিতেছে।

মজিলপুর (মাহিষ্য পাড়া)—৪০০ জন অধিবাসীদের মধ্যে ২৮০ জন আজ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। বাকী ১২০ জন মৃত্যুর ফাঁদে পড়িয়াছে—অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, ঔষধ নাই। জমিজমাহীন বলিয়া অনাহারে কাটাইতেছে, প্রতিদিন ২।১ জন মরিতেছে।

দেড়ুপাড়িয়া—জনসংখ্যা ২০০ জন। ইহার শতকরা ৭৫ ভাগ নিরন্ন। পরের জমিতে ধান কাটিয়া খাইতে হয়। এখানে মেয়েদের লজ্জা নিবারণের মত বস্ত্র নাই। রোজ ২।১ জন করিয়া ম্যালেরিয়াতে মরিতেছে।

পড়েরপাড়—২৮০ জন লোকের প্রায় ২৪০ জনই দিন মজুর। ইহাদের ঘর বাড়ী ও খাবার তো নাই—তাহার উপর গ্রামে এক পচা ডোবাই একমাত্র জলের ব্যবস্থা বলিয়া ম্যালেরিয়া মশের মত চাপিয়া বসিতেছে। প্রতিদিন ২।৩ জন করিয়া মরে। নিকটস্থ গ্রাম বেলিয়াতে লোকের অবস্থা একটু স্বচ্ছল হইলেও ম্যালেরিয়া তাহাদের অব্যাহতি দেয় নাই।

টাপাতক্সা—এখানে দুইটী পাড়া আছে। বাউরিপাড়া ও মুসলমানপাড়া। বাউরিপাড়ায় ১০০ লোকের বাস প্রায় সবই দিন মজুরী করিয়া খায় কিন্তু ৯০ জনই আজ ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। মুসলমান পাড়ায় ১৫০ জনের মধ্যে ১৩০ জন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। এখানেও দিন মজুরের সংখ্যা ৭৫। যাহারা ধান কাটিবে তাহারাই রোগে পড়িয়া।

করিমাপাড়া—৩০০ জন অধিবাসীর অধিকাংশই আজ দিন মজুরে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের অবস্থা এককালে স্বচ্ছল ছিল। কিন্তু গত বৎসর খালাবাড়ি, গহনাপত্র, জমিজমা এমন কি বসিবার পিড়ি পর্য্যন্ত বিক্রি করিয়া দিয়াছে। অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা উটিয়াছে ৭০টী। সামান্য ২।১ ঘর মধ্যবিত্ত যাহারা সাহায্য গ্রহণ করিতে লজ্জা পায় তাহারাও আজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

দুর্গাপুর—এখানকার শতকরা ৬০ জন চাষী মজুর। প্রায় সকলেই জমিজমা হীন। শতকরা ৭০ জনের বেশী ম্যালেরিয়া গ্রস্ত। দুর্ব্বল দেহ লইয়া ইহারা মজুরীও করিতে পারে না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়াছে। এখানে শুধু ম্যালেরিয়া নয় তাহার উপর আছে কলেরা ও হাম। গত দেড় মাসের মধ্যে ১২০ জনের বেশী লোক মারা গিয়াছে।

ফতেপুর—এখানে মুসলমানের বাস বেশী। এখানে ৫০টি পরিবার একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। আর ৫টী পরিবারের পাঁচজন লোক সহরের ত্রিলিক হইতে ফিরিয়া দিন মজুরী করিতেছে। বর্ত্তমান অধিবাসী সংখ্যা ৫৫০ জন। কিন্তু গত এক মাসের মধ্যে নূতন কবর হইয়াছে ১১২টী, অনাহারে মৃত্যু ৮০ জনের। এখনো ২৬২ জন অনাহারে রহিয়াছে। মেয়েরেরা প্রায় সবই বস্ত্রহীন। এমন ৫ জন মেয়েও পাওয়া যায় না যাদের বস্ত্র আবৃত করার মত কাপড় আছে। এখন এখানে শতকরা ৯০ জনই ম্যালেরিয়া গ্রস্ত। খাদ্য নেই, ঔষধ পথ্য নাই, শীতবস্ত্র নেই। কিন্তু তার উপর আছে জমিদারের অত্যাচার, খাজনা ও ঋণ পরিশোধের তাগিদ। সহরের ত্রিলিক থেকে যারা বাঁচিয়া ফিরিয়াছিল তারা আজ এই আমনের সামনে দাঁড়াইয়া হয়তো মরিবে।

আলিপুর—এখানকার শতকরা ৬০ ভাগই জমিজমা হীন। দীর্ঘকালের অনাহার ও রোগ আজ তাহাদের এমনি দুর্ব্বল করিয়াছে যে মাঠের ধান লুঠাইয়া যাইতেছে অথচ কাটার লোক নাই। নিকটে রাধাবল্লভতলার ত্রিলিফ কিচেন উঠিয়া গিয়াছে ফলে একবেলা যাহা জুটিতেছিল তাহার পথ বন্ধ।

অক্সদেশ্বর পুর ও ফুটিগোদা—৬০০ জন অধিবাসীর মধ্যে দুই বেলা খাইতে পায় মাত্র ৮৪ জন। অনাহারে মৃত্যু ৫৪ জন এবং ফুটিগোদায় ১৫০ জনের মধ্যে না খাইয়া মরিয়াছে ৪৫ জন। ইহার পর মুচীপাড়া, ভাটপাড়া, পদ্মপুকুর, শ্রীপুর, মরদা, রামকৃষ্ণপুর ও গঙ্গানাটি প্রভৃতি গ্রামগুলিতে বর্ত্তমানে ২৩০০ জন অধিবাসী থাকে। ইহাদের শতকরা ৯০ জনই চাষী মজুর। একবারে জমিজমা হীনের সংখ্যা শতকরা ৮০। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত শতকরা ৮৫ জন। অনাহারে ৪২২ জন মরিয়াছে রোগে মরিয়াছে ২২ জন। শতকরা ৮০ জনই রোগে ভুগিতেছে। কুইনিন পাওয়া যায় না। যাহা পাওয়া যায় তাহাও রোগী নিজে না হাজির হইলে দেওয়া হয় না। নগ্ন এবং মুমূর্ষু নরনারী রোগের জ্বালায় ধীরে ধীরে মরে কিন্তু কুইনিন আর আনা হয় না। মৃতের সৎকারের ব্যবস্থা নাই, যে যেখানে মরে সেইখানেই পড়িয়া থাকে। যাহারা দিন মজুরী করিয়া ২।৪ পয়সা পায় তাহা খাদ্য ও বস্ত্রের জন্য অবিলম্বে খরচ হইয়া যায়। দুর্দ্দিন বাদের কথা চিন্তা করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। পিতা এখানে সামনে এক থালা খাদ্য পাইলে পুত্রের শোক ভুলিয়া যায়। মনে হয় ইহারা যেন আর মানুষ নাই।

(৬এর পাতায় শেষাংশ)

গ্যাস মজুরও একতার পথে

কলিকাতা সহরের গ্যাস শ্রমিকদের উপর এতদিন পুলিশ ও দালালদের রাজত্ব চলিতেছিল। ইউনিয়নকে ভাঙ্গিবার জন্য মালিকরা একজন দালালের উপর ঠিকে-মজুর নিয়োগের ভার দেয়, পুলিশ কর্ম্মীদের হয়রাণ করে।

এই অবস্থার বিরুদ্ধে মজুররা শক্ত হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা ইউনিয়নকে মজবুত করিবার জন্য দলে দলে টিপসই দিতে লাগিল। মাত্র ৪ দিনে প্রায় দুইশত মজুর ইউনিয়নে যোগ দিল।

ম্যানেজার মজুরদের এই জাগরণ দেখিয়া কয়েকজন সর্দ্দারকে ডাকিয়া পাঠাইল। তাদের দাবী ছিল: (১) যে তিন মাসের টাকা তাহাদের আগাম দেওয়া হইয়াছে, তাহার মকুব চাই (ভবিষ্যতেও য

মজুর-আন্দোলনে নয়া জাগরণের ঢেউ

জাপ বোমার বিরুদ্ধে। কাজ চালু রাখার জন্য।

[জাপ-দস্যু কলিকাতার বুকে বোমা ফেলিয়া শত শত মজুরের রক্তে মাটি লাল করিয়াছে। জাপ-বিরোধী লড়াইয়ে মজুররা সকলের আগে। তাহারা দেশ রক্ষা ও দেশ-সেবার জন্য উৎপাদন চালু রাখিয়া প্রতিদিন জাপ-আক্রমণকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। গত এক বছরে কলিকাতার মজুর-আন্দোলন অনেক বেশী শক্তিশালী হইয়াছে। কলিকাতার দেশ প্রেমিক মজুর বাংলার ক্ষুধিতদের মুখে অন্ন দিতে, কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি ও কংগ্রেস লীগ একতার দাবীতে, উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কয়লা বাঁচানো প্রভৃতির লড়াইয়ে নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধতার পরিচয় দিয়াছে।

এই সংঘবদ্ধতাই এবার জাপ বোমাকে ব্যর্থ করিয়াছে। কলিকাতার প্রত্যেকটি কলকারখানার শ্রমিক আজ আর কাজ ছাড়িয়া যাইবার কথা ভাবিতেছে না, কাজে লাগিয়া থাকিবার জন্য বাসস্থান, এ, আর, পি, আশ্রয় ঘর, রেশনিং এবং মজুরী ও মাগ্‌গী-ভাতার দাবীতে জনমত গঠন করিতেছে।

জাপ-বোমার ফলে কেবল কলিকাতা নয়, সারা বাংলার সংকটকে বাড়িয়াছে। খাদ্যের ব্যাপারে মজুতদার আতঙ্ক সৃষ্টির সুযোগ পাইতেছে, আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি ও অব্যবস্থা বাড়িয়াছে, পঞ্চমবাহিনী গুজব রটাইয়া অরাজকতা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেছে। বাংলার এই সংকটে কলিকাতার মজুর আন্দোলনই প্রধান ভরসা। ট্রাম, পোর্ট, জুট, ইলেকট্রিক, গ্যাস এবং কর্পোরেশনের মজুর দেশপ্রেমিকদের অবসাদ দূর করিয়া দেশকে বাঁচানোর প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।]

পোর্ট শ্রমিক ডিভিল

কমরেড রামনরেশ পোর্টের একজন দেশ প্রেমিক মজুর, বোমা পড়ার পর সে একদিন ইউনিয়নের অন্যান্য কর্ম্মীদের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলে, "আমাকে একা চারজনের কাজ করিতে হইতেছে। সারারাত একা কাজ করিয়া কাজ চালু রাখিতেছি।"

কমরেড নীতারাম জেটির সবচেয়ে জঙ্গী মজুর, ইউনিয়নের অন্যতম নেতা। সারাক্ষণ প্রচারের কাজ করিবার জন্য অনুমতি চাওয়া হইলে পোর্ট কমিশনারের সেক্রেটারী বলিলেন, "এ মহা ভাল কাজ করিতে পারে এমন মজুর এদের সেক্‌সনে আর কেউ আছে কি?"

কমরেড পরমানন্দ ক্রেন বিভাগের মেকার্‌ও, কিভাবে অঞ্চলোকের সাহায্যে বেশী কাজ করিয়া পোর্টকে চালু রাখা যায়, তাহার জন্য কয়দিন সে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছে।

আর ইহারাই হইল পোর্ট ট্রাষ্ট মজুর ইউনিয়নের নেতা। গত নভেম্বর মাসে ইহারা পোর্ট শ্রমিকদের মধ্যে সভ্য সংগ্রহের আন্দোলন চালাইয়া এক নূতন আলোড়ণ সৃষ্টি করে, মাত্র ১৫ দিনের সময়ে পোর্টে এক হাজার নূতন সভ্য হয়।

পত ৮ই ডিসেম্বর এই ইউনিয়নের নেতারা যখন পোর্ট কমিশনারের চেয়ারম্যানের নিকট এক ডেপুটেশনে গেলেন তখন চেয়ারম্যান তাহাদের একটি দাবীও সরাসরি অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। পাকা বাসস্থানের দাবীর উপরে তিনি জানাইলেন যে ইউনিয়ন বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিলে পোর্ট ট্রাষ্ট তাহা নিতে রাজী আছে, এ, আর, পি, আশ্রয় ঘর সম্পর্কে জানাইলেন যে পাকা কংক্রীটের আশ্রয়ঘর তৈরী করা হইবে এবং যতক্ষণ তাহা না হয় উন্নত ধরণের গড়খাই তৈরী করা হইবে। ইউনিয়ন বাহারের বাড়াই করিয়া দিবে তাহাদের এ, আর, পির, শিক্ষা দেওয়া হইবে। কোথায় আহত বা নিহত হইলে তাহাদের ক্ষতিপূরণের হার এবং তাহাদের নাম সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়নকে জানানো হইবে। যাহারা গত বছরের বোমার পরে চাকুরীতে ভর্ত্তি হইয়াছে তাহাদের পুরানো চাকুরী স্বীকার করার কথা বিবেচনা করা হইবে, বোমা পড়ার পর বিনামূল্যে খাদ্য দেওয়া হইবে, ইউনিফরম্ বা পোষাকের ব্যবস্থা করা হইবে, এ, আর, পি কর্ম্মীদের দাবী জানানো হইলে বিবেচনা করা হইবে, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের উন্নতি করা হইবে। ইহা ছাড়া ইউনিয়নের পাঁচজন নেতাকে মজুরদের মধ্যে প্রচারের কাজ চালাইবার জন্য বেতন সহ ছুটি মজুর করা হয় এবং আরো ছোট খাট অভিযোগের বিষয় বিবেচনার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

পোর্ট শ্রমিক তাহার দেশ প্রেমের জোরে কোম্পানীকে দাবী পূরণে বাধ্য করিয়াছে।

মৃত্যুর মধ্যেও দেশসেবা

ধাপা, মধ্যকলিকাতা, বেলেঘাটা ও কাশীপুরে কর্পোরেশনের ধাঙ্গররা যখন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত, যখন কেবল মাত্র ধাপার অল্পদিনের মধ্যে কয়পক্ষে ২০ জন কর্পোরেশন মজুর ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছে, জাপবোমা তখন তাহাদের উপর আনিল নূতন বিপদ। পাকা বাসস্থান নাই, আশ্রয় ঘর নাই, অথচ এই মৃত্যু ও মহামারীর মুখে কলিকাতাকে ছাড়িয়া দিয়া তাহারা কোথায় পালাইবে!

কালীঘাট এলাকার কয়েকজন কর্পোরেশন মজুর নিজেরা গড়খাই খুড়িতে লাগিয়া গেল। কিন্তু কেবল নিজেরা বাঁচিলেই তো চলিবে না? তাহারা সহরের নোংরা আশ্রয় ঘরগুলি পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে সহরের অধিকাংশ পাকা শেল্‌টার পরিষ্কার হইয়া গেল। সাহনগরে পাড়ার লোকও আসিল একাজ নিজেদের হাতে লইতে। "জনসাধারণের সহযোগিতা ছাড়া কি কলিকাতার মত বড় সহরকে পরিষ্কার রাখিয়া মহামারীর বিরুদ্ধে লড়া যায়?" ধাঙ্গরদের এই মন্তব্য কলিকাতার নাগরিকদের কাণে পৌছিল।

চটকল মালিকের বজ্জাতিও ভাঙ্গা যায়

ইদজুহার ইদের দিনে বরাবরই চটকল মজুররা ছুটি পাইয়া থাকে, কিন্তু এবার বেলেঘাটা ইউনিয়ন জুট মিলের মালিক হঠাৎ জানাইল, ঈদের ছুটি দেওয়া হইবে না।

মজুরদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা গেল, তাহারা ঈদের দিন কাজে আসিতে অস্বীকার করিল। কিন্তু ঈদের পরের দিন ভোরে তাহারা কাজে ফিরিয়া দেখে মালিক লক্-আউট ঘোষণা করিয়াছে! চটকল মজুর কাজ চালু রাখিতে চায়, জাপ-বোমাও তাহাদিগকে এবার কাজ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। তাহারা শুক্রবার লেবার কমিশনারের নিকট ডেপুটেশন পাঠাইয়া তাহাদের দাবী জানাইল:—"হল চালু কর, বৃঃস্পতিবারের মজুরী ও রেশন চাই।" লেবার কমিশনার হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইল। চটকল মজুর তাহাদের ইউনিয়নের নেতৃত্বে আবার শক্তির পরিচয় দিল। মালিক সোমবার হইতে কাজ চালু করিতে স্বীকৃত হইল। ৮শত মজুরের বিরাট সভা কম্যুনিষ্ট পার্টি ও চটকল মজদুর ইউনিয়নের নেতৃত্বে আস্থা জানাইল, ইউনিয়নের সভ্য হওয়ার সংখ্যা লইল। যাহারা এতদিন ইউনিয়নের বিরোধিতা করিতেছিল তাহারাও একত্র কাজ করিবার জন্য আগ্রহ জানাইল।

একদিকে জাপ-বোমা পড়িতেছে, অপরদিকে, ম্যালেরিয়া ও খাদ্যাভাবে চটকল মজুর ধ্বংস হইতেছে এই অবস্থায় কাজ চালু রাখার দায়িত্ব কত গুরুতর মজুররা তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। মালিকদের পত্রিকা "ক্যাপিটাল" ও একথা স্বীকার করিতেছে যে মজুরের অভাব, কয়লার অভাব প্রভৃতি উৎপাদনের পথে বড় বাধা হিসাবে আসিতেছে। অথচ আজও কল বন্ধ করিয়া, মাগগী ভাতা ও রেশনিং এর দাবী অগ্রাহ্য করিয়া, কথায় কথায় রেশন কাটিয়া পাকা বাসস্থান ও আশ্রয় ঘরের ব্যবস্থা না করিয়া ইহারা উৎপাদনে পদে পদে বিঘ্ন ঘটাইতেছে। চটকল মজুরের একতাই ইহাদের বজ্জাতি ভাঙ্গিতে পারে।

বিজলী মজুরকে লালঝাণ্ডাই পথ দেখাইল

লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিজলী কলের মজুর আন্দোলন করিতেছিল: "জনসাধারণ ও কল কারখানাকে সস্তা বিজলী সরবরাহের জন্য কয়লা বাঁচাও, তার বাঁচাও, কাজ চালু রাখো।"

কিন্তু মুনফালোভী মালিক তাহাদের তাড়াটে গুণ্ডা দিয়া লুন্ঠন করিয়া মজুরদের খাটাইতে চায়, মজুরদের কোন সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখে না। তাহাদের যে খাদ্য দেওয়া হয় তাহা মানুষের পক্ষে খাওয়ার উপযুক্ত নয়।

লাইনের একজন মজুরকে মারপিট করার কয়েকটি সেকসনে ধর্ম্মঘট হয়, সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করে। ইউনিয়ন সমস্ত ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধিদের লইয়া লেবার কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করে। তাহারা দাবী করে: মজুরের উপর মারপিট বন্ধ কর, খারাপ রেশন দেওয়া বন্ধ কর, ধর্ম্মঘটের জন্য কাহাকেও শাস্তি দিও না, ধর্ম্মঘটের সময়ের মজুরী চাই, শতকরা ২৫ ভাগ মজুরী বৃদ্ধি চাই।

একজন মজুরের পাশে সকল মজুরকে দাঁড়াইতে দেখিয়া, মজুরদের কাজ চালু রাখার সংকল্প দেখিয়া লেবার কমিশনার হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হয়। তাহার প্রতিশ্রুতিতে মজুররা কাজে যোগদান করে। কিন্তু তাহারা কাজে যোগদান করিয়াই বসিয়া থাকে না। তাহারা দাবীর উপর সকলের সই সংগ্রহ করিতে থাকে, ইউনিয়নের সভ্য সংগ্রহ করিতে থাকে।

দুইদিনের মধ্যে শত শত সই সংগ্রহ হয়, শতাধিক নূতন সভ্য হয়। লালঝাণ্ডা ইউনিয়ন আবার সকলের জনপ্রিয় হইয়া উঠে।

মজুরদের গণ দরখাস্তের জবাবে কোম্পানী জানায় যে তাহাদের একটি দাবী ভিন্ন আর সকল মানিয়া লওয়া হইল! কোম্পানী শতকরা ২৫৲ মজুরী বৃদ্ধির দাবী অগ্রাহ্য করে।

লালঝাণ্ডার নীচে দাঁড়াইয়া বিজলী মজুর অনেক শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়াছে, সরকারী নির্য্যাতন দালালদের উস্কানী ও কোম্পানীর রক্ত চোখ তাহাদের দমাইতে পারে নাই। তাহারা প্রত্যেকটি বাধাকে অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

স্বাধীনতা তহবিলে ট্রাম মজুরের দান

(কলিকাতা ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কর্ম্মীবৃন্দ)

কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে কলিকাতা ট্রাম শ্রমিকরা তাহাদের ইউনিয়নের মধ্য দিয়া গত ১৯২৮ সাল হইতে কলিকাতার শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়া আসিতেছে।

কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বেই, বিনা হরতালে শুধুমাত্র দেশসেবা ও দেশরক্ষার কাজের ভিতর দিয়া সংগঠন আন্দোলনের জোরে তাহারা যখন ট্রামের মত শক্ত কোম্পানীর নিকট হইতেও এক মাসের বোনাস্ আদায় করিল, তখন বাহারের পার্টি নীতিতে সন্দীহান ছিল, তাহারাও পার্টির নীতির সত্যতা বুঝিল।

এমনি সময় আসিল পার্টির লেনিন-ডে ফণ্ডের ডাক। সেকসনে সেকসনে সভা হইয়া গেল। সকলে সেকসনের মিলিত সাধারণ সভা হইল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। সেই রাত্রেই ট্রামে ট্রামে শোনা গেল—"পার্টিকে দিয়ে এক এক রুপয়া।"

মাহিনার দিন সেকসনে সেকসনে সকলের দারুণ উৎসাহ। সকলেই ইউনিয়নের চাঁদা ৵৹ দুই আনা এবং পার্টির জন্য এক টাকা করিয়া দিয়া গেল। কালিঘাট সেকসনে একজন পার্টিবিরোধী লোকের নিকট চাঁদা চাওয়াই হইল না। সে বাচিয়া আসিয়া টাকা দিয়া গেল। পার্কসার্কাস, রাজাবাজার, বেলগাছিয়া—সর্ব্বত্রই টাকা উঠিল। পার্কসার্কাসে একজন হিন্দু মহাসভার লোক বলিল, "আমি কেমন করিয়া দিব—আমি হিন্দু মহাসভার লোক!" অমনি আর একজন বলিল, "হিন্দু হলেও তুমি ত শ্রমিক—কম্যুনিষ্ট পার্টি ত শ্রমিকদের পার্টি—পার্টিকে দিবে না কেন?" সেও এক টাকা দিয়া গেল। সবচেয়ে চমৎকার হইল বেলগাছিয়ার। গেটের সামনে লাল ঝাণ্ডা উড়িতেছে। দুইখানি চেয়ার ও দুইখানি টেবিল নিয়া, দুইটি রসিদ বই নিয়া গেটের সামনে চাঁদা উঠিতেছে। একদল কর্ম্মী কম্যুনিষ্ট পার্টির নীতি ও কাজ বুঝাইয়া দিতেছে। গেটের মধ্যে কোম্পানীর দালাল ইউনিয়নের চাঁদার জন্য বসিয়া আছে দুইজন দালাল। শ্রমিকরা মাহিনা নিয়া আসিবার পথে তাহাদের দিতেছে গালি—আর বাইরে আসিয়া দুই টেবিলে ইউনিয়নের চাঁদা ৬৲ ১৲ টাকা কম্যুনিষ্ট পার্টির চাঁদা দিয়া দুই রসিদ লইয়া চলিয়া যাইতেছে। লাল ঝাণ্ডা দেখিয়া অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতেছিল. কি ব্যাপার! সকলকেই ইউনিয়নের চাঁদা ও পার্টির টাকা দিতে দেখিয়া তাহারা ট্রাম মজুরদের প্রশংসা করিয়া গেল। একজন বাহিরের মজুর বলিল, "আমাদেরও ইউনিয়ন গড়িয়া দিন।" তাহারা ট্রামের নেতাদের ঠিকানা লইয়া গেল।

হেড অফিসে পয়েন্টম্যান ও ফ্লাগম্যানদের মাহিনা হয়। ইহাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা অত্যন্ত কম এবং ইহাদের মাঝে ইউনিয়নের কর্ম্মীও বিশেষ কম। কিন্তু পার্টির প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা ইহাদের কারও চাইতে কম নয়। ইহাদের ১৮০ জনের মধ্যে ১৬৯ জনই পার্টির জন্য এক টাকা এবং ইউনিয়নের জন্য ৵৹ দিয়া গেল। একজন ছুটী প্রভৃতি থাকায় মাহিনা পাইল ১৷৴৹ মাত্র। আমাদের কমরেড তাহার নিকট পার্টির টাকা চাহিতে দ্বিধা-বোধ করিতেছিলেন। কিন্তু সে সকলের পিছে থাকিবে না। সেও ১৲ টাকা ও ৵৹ চাঁদা দিয়া গেল। **জিল—পার্টী বাঁচিয়া থাকিলে তবেই তো বাঁচিবো।"**

এমনি ভাবে ট্রামের ট্রাফিক, ইঞ্জিনিয়ারীং মিনিয়লস্, এমনকি ফিনিশিয়র ষ্টাফও পার্টিকে ১৲ টাকা করিয়া দিয়া গেল। যে দারোয়ানরা এতদিন ইউনিয়নের বাইরে ছিল—তাহারাও এবার আর বাইরে থাকিল না।

এখনও অনেকের মাহিনা বাকী, অনেকে বোনাসের টাকা পাইলে দিবে—কিন্তু এর মধ্যেই কালীঘাট ৩৮৲ টাকা, বেলগাছিয়া ১৯০৲ টাকা, রাজাবাজার ১২৮৲, পার্কসার্কাস ১৮৬৲, মিনিয়লস ১৬২৲ ও সিনেয়রস্ ২৩৲ টাকা পার্টির ফাণ্ডে জমা দিয়াছে। এখনও নোনাপুকুর, হাওড়া, খিদিরপুর প্রভৃতির টাকা আদায় হয় নাই। জাপ-বোমার জবাবে, স্বাধীনতার সংগ্রামে এই ট্রাম মজুরদের হারাইতে পারে কে?

(শেষাংশ ৫এর পাতায়)

যুদ্ধের গতি

লালফৌজের নূতন অভিযান

তেহেরাণের সিদ্ধান্তগুলিকে কাজে পরিণত করিতে লালফৌজ বিলম্ব করে নাই। যুদ্ধেপে কিছু কাল যে তুমুল যুদ্ধ চলিয়াছে, তাহার খবর তো রোজই আসিতেছিল। আজ আবার শ্বেত-রাশিয়ার উত্তরে নেভেল অঞ্চলে লালফৌজের বিপুল আক্রমণের খবর আসিল। লাটভিয়া সীমান্ত হইতে ৮০ মাইল দূরে যে লড়াই শত কয়েকদিন ধরিয়া চলিতে ছিল, সে সম্বন্ধে জার্ম্মাণরা সন্ত্রস্ত হইয়া খবর পাঠাইতেছিল। কিন্তু এই প্রথম মস্কো হইতে সরকারী বিবৃতিতে নেভেলের যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া গেল। প্রায় ৫০০ বর্গ মাইল জুড়িয়া লালফৌজ এখানে অগ্রসর হইয়াছে, ২০০০০ শত্রুসৈন্য মারা গিয়াছে, ২০০০ এরও বেশী বন্দী হইয়াছে। শত্রুর তিনটী পদাতিক ডিভিশন ও একটী ট্যাঙ্ক ডিভিশন চূর্ণ করা হইয়াছে; বিপুল যুদ্ধোপকরণ লাল-ফৌজের হস্তগত হইয়াছে।

হিটলারের শেষ চাল ভেস্তাইয়া যাইতেছে

যুক্রেণের রাজধানী কীয়েভের ৫০ মাইল পশ্চিমে যে যুদ্ধ মাসাধিক কাল চলিতেছে, তেমন যুদ্ধ নাকি এ বৎসর হয় নাই। ইহার অর্থ এই যে জুলাই মাসে সঙ্কীর্ণ কুর্স্‌ক-বিয়েলগরদ অঞ্চলে অভূতপূর্ব্ব ট্যাঙ্ক সমাবেশ করিয়া হিটলার প্রাণপণ যে আক্রমণ করিয়াছিল, এবার আরো বেশী মরিয়া হইয়া সে তুলনায় আরও তীব্র আক্রমণ কীয়েভের পশ্চিমে জার্ম্মাণ সেনাপতি ফন্‌মান্‌ষ্টাইন লাগাইয়াছে। যুক্রেণের অস্ত্র লালফৌজকে শত্রু ঠেকাইতে পারিতেছে না, কীয়েভের পশ্চিমে তাহাকে এতই শক্তি সমাবেশ করিতে হইয়াছে যে অন্যান্য জায়গায় সাহায্য পাঠানো অসম্ভব। লালফৌজ তাই মধ্য নীপার অঞ্চলে চেরকাসি দখল করিয়াছে; কাইর-ভোগ্রাদের দিকে চলিতেছে; স্মিয়ানা প্রায় লাল ফৌজের কবলে, ক্রিভয়রগে ও সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে শত্রুর অবস্থা ক্রমেই আরও বেশী সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু হিটলার শুধু চাহিয়া রহিয়াছে কীয়েভের পশ্চিমে; কীয়েভ যাহাতে সে আবার দখল করিয়া জার্ম্মাণীর আহত অভিমানকে সান্ত্বনা দিতে পারে, লালফৌজ যাহাতে এখানে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া অন্যত্র বড় দরের আক্রমণ না করিতে পারে, ইহাই তাহার আশা। কিন্তু ভাটুটিনের নেতৃত্বে লালফৌজ অটল প্রতিজ্ঞা লইয়া লড়িতেছে; শত্রুকে নিদারুণ ক্ষতি সহ্য করানো হইতেছে, সামান্য পথ অগ্রসর হওয়ার জন্য শত্রুকে অকাতরে যোদ্ধা ও যুদ্ধোপকরণ হারাইতে হইয়াছে। এ যুদ্ধের কোন হেড-নেড এখনও নাই; কিন্তু লালফৌজ যুক্রেণের কীয়েভে শত্রুকে যে ঢুকিতে দিবে না, তাহা নিশ্চিত। আর নেভেল অঞ্চলে বিপুল আক্রমণ চালাইয়া এবং নীপার বাঁকে অগ্রসরতাকে লড়িয়া ও অগ্রসর হইয়া লালফৌজ হিটলারের সকল আশা নির্ম্মূল করিতেছে।

তেহেরাণের প্রতিজ্ঞা পালন করো

সারা রুশদেশে বরফ জমিবার সঙ্গে সঙ্গে লাল ফৌজের শীতাভিযান আরম্ভ হইতেছে। এখন চাই অবিলম্বে তেহেরাণের সিদ্ধান্ত অনুসারে পশ্চিম ও দক্ষিণ হইতে হিটলারকে আক্রমণ করিয়া চূড়ান্ত বিজয় লাভের ব্যবস্থা। ইতালীকে জার্ম্মাণদের আত্মরক্ষা ব্যূহ জায়গায় জায়গায় ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। হিটলারের প্রচার-বিশারদ গোয়েবেল্‌স্ স্বীকার করিতেছে যে মিত্রশক্তির বিমান বাহিনীকে আটকাইবার ক্ষমতা জার্ম্মাণীর নাই। জার্ম্মাণীর ট্রুপস, বিশেষতঃ বার্লিন শহরে, বোমাও ফেলা হইয়াছে বিস্তর। কিন্তু স্বপক্ষে আক্রমণ ছাড়া যুদ্ধের নিষ্পত্তি হইবে না। আক্রমণের আশঙ্কায় জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ রমেলকে জন্য পাঠাইয়াছে। এই আক্রমণে বিলম্ব ঘটিলে পশ্চিম ইয়োরোপে রুশটেডউকে সাহায্য করার শত্রুরই সুবিধা। হিটলারের চাবুকে আজ যাহারা জর্জ্জরিত, যাহারা মিত্রশক্তির আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি সংগ্রামে নূতন উদ্দীপনা লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবে, তাহাদের কাছে সাহায্য পৌছাইয়া দিতে দেরী করা একটা বিষম অপরাধ। ফ্যাসিষ্ট নরক ভোগ যতদিন ইয়োরোপের জনগণ করিতে বাধ্য হইবে, ততই তাহাদের আশা নিভিয়া আসিবে, মনোবল কমিয়া যাইবে। তাই এখনই পশ্চিম ইয়োরোপে আক্রমণের ব্যবস্থা এতই জরুরী ব্যাপার।

নৈরাশ্যের কারণ নাই

ইয়োরোপের সর্ব্বত্র জনতা অধীর আগ্রহে দ্বিতীয় ফ্রন্টের অপেক্ষা করিতেছে। ব্রিটিশ বৈদেশিক মন্ত্রী মিষ্টার ইডেন বলিয়াছেন যে বিরাট সংগ্রাম এখন আসন্ন, কিন্তু সহজে উৎফুল্ল হওয়ার কোন কারণ নাই। সহজে উৎফুল্ল হওয়ার কারণ না থাকিতে পারে; শত্রু এখনও নখদন্তহীন হইয়া পড়ে নাই। শত্রুর সঙ্গে যে খুবই জোরে লড়িতে হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু নৈরাশ্যের ও বিলম্বযাত্র কারণ নাই। ইউরোপব্যাপি জনজাগরণের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। ফ্রান্সেও নাকি গেষ্টাপোকে জার্ম্মাণীরা প্রায় বন্দী অবস্থায় রাখিতে বাধ্য হইয়াছে; হিটলারের হুকুমবরদারী করার লোক আর মিলিতেছে না। পশ্চিমে ও দক্ষিণে আঘাত দিবার সময় আজ উপস্থিত।

ইতালীতে কেমন যুদ্ধ হইয়াছে?

কলিকাতার একদিন বিমান হানার ফলে কলিকাতা কর্পোরেশনের হিসাব অনুসারে ৩০৪ জন মারা গিয়াছে, ইহাদের কেহ কেহ আহত হইয়া হাঁসপাতালে মরিয়াছে। পার্লামেন্টে ঈডেন্ সাহেব বলিয়াছেন যে ২৫শে নভেম্বর পর্য্যন্ত ইতালীতে ইংরেজ বাহিনীর মধ্যে মরিয়াছে ৩,২১২, এবং আমেরিকানদের মধ্যে মরিয়াছে ১,৬০৩, অর্থাৎ একদিন সামান্য একটী বিমানহানায় আমারিক যতলোক মরিয়াছে, সে-তুলনায় প্রায় তিন মাসের যুদ্ধে ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্য মরিয়াছে তাহার সাড়ে এগারো গুণেরও কম। দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিলে এর চেয়ে ঢের বেশী লোক হতাহত হইবে, কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যুদ্ধজয় যখন আজ জনগণেরই কাম্য, তখন পিছাইলে চলিবে না। সোভিয়েট যে এ পর্যন্ত ইতালীর যুদ্ধকে দ্বিতীয় ফ্রন্ট বলিতে চায় নাই, তাহার কারণ এই নিহতের সংখ্যা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

প্রাচ্যের যুদ্ধ ও রাষ্ট্রনীতিক সমস্যা

প্রাচ্যের যুদ্ধে কিছুটা সোরগোল বাড়িয়াছে। নিউদিল্লিতে অক্টেলানরা অগ্রসর হইতেছে। নিউব্রিটেনে ম্যাকার্থারের সৈন্য জাপানীদের বিব্রত করিতেছে। মাউন্টব্যাটন্ বার্ম্মার যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। হুনান্ অঞ্চলে চীনারা জাপানীদের রীতিমত হারাইয়াছে। আমেরিকান বিমানে নাকি চীনে বহু মালপত্র পাঠানো হইতেছে। কিন্তু পশ্চিমের মত প্রাচ্যেও যে অনুপাতে যুদ্ধ চালানো নিতান্ত দরকার, তেমন যুদ্ধ হইতেছে না। সে জন্য অবশ্য প্রয়োজন শুধু কোরিয়া ও ফিলিপাইন্ নয়, বার্ম্মা প্রভৃতি দেশকেও স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞতি দেওয়া এবং ভারতবর্ষে জাতীয় সরকার বনাইয়া সত্যই জনগণকে লইয়া যুদ্ধপরিচালনা করা। যুদ্ধ জয়ের জন্য ইহা যে অপরিহার্য্য, তাহা বুঝিতে অস্বীকার করা আজ শুধু বাতুলতা নয়, একটা রীতিমত অপরাধ।

দুনিয়ার গণমুক্তির লড়াইএর অগ্রগামী সৈনিক রুষ জনসাধারণের রাষ্ট্র সোভিয়েট যুগোশ্লাভিয়ার এই নূতন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে মানিয়া লইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে সেখানে একটি সামরিক মিশন প্রেরণ করিতেছেন।

ইংলণ্ডের কমন্স সভার পররাষ্ট্র সচিবের সাহায্য-কারী মিনিষ্টার অফ ষ্টেট মিঃ চিচার্ল ল বুটেনের জনমতের চাপে ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে হেতু তিতোর নেতৃত্বে গেরিলারাই জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্টদের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ঘায়েল করিতেছে সেই হেতু বুটেন তাহাদিগকে সাহায্য বেশী দিতেছে।—আমেরিকার সেক্রেটারী অফ ষ্টেট মিঃ কর্ডেল হালও ঐরূপ বিবৃতি দিতে বাধ্য হইয়াছেন। কারণ বৃটিশ ও আমেরিকার জনগণ আজ আর ইহা বরদাস্ত করিতে রাজী নয় যে, চার্চিল ও রুজভেল্ট কেবল মুখেই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার বুলি আওড়াইবে আর কাজের সময় প্রতিক্রিয়াশীল ও পলাতিত রাজতন্ত্রকে তাহাদের সমর্থন দিবে।

অজুহাতে সমস্ত বলকান দেশগুলিতেও ইহার ফলে এক বিরাট গণজাগরণ দেখা দিতেছে। বুলগেরিয়া হইতে খবর এই যে, প্রায় ১৫ শত বুলগার যুবক দেশ হইতে পালাইয়া গিয়া জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্ট ও নিজেদের দেশের কুইসলিংদের বিরুদ্ধে মার্শাল তিতোর মুক্তিফৌজে যোগ দিয়াছে। বুলগেরিয়ার সৈন্যরাও গেরিলাদের কাজে নিজেদের অস্ত্র, গোলাবারুদ সাহায্য করিতেছে।

যুগোশ্লাভিয়ায় মুক্তি আন্দোলন

মার্শাল তিতোর নেতৃত্বে জনগণ লড়িতেছে

Нове мере против бандитизма

দেশপ্রেমিক মার্শাল তিতো

ইঁহাকে জীবিত অথবা মৃত ধরিয়া দিতে পারিলে হিটলার ১ লক্ষ স্বর্ণ মার্ক পুরস্কার দিবে ঘোষণা করিয়াছে।

[হিটলারের প্রচারিত পোষ্টার—ডেলি ওয়ার্কার হইতে]

যুগোশ্লাভিয়ার ঘটনাবলীতে গত দুই সপ্তাহে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা কেবল মাত্র বলকান দেশগুলি নহে—সমস্ত দুনিয়ার জনগণের মুক্তি আন্দোলনকে প্রভাবান্বিত করিবে।

১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে জার্ম্মাণ, ইতালী ও বুলগেরিয়ার ফ্যাসিষ্ট সৈন্যদল কর্ত্তৃক যুগোশ্লাভিয়া আক্রান্ত হইলে রাজা পিটার তাহার গভর্ণমেন্ট লইয়া দেশ হইতে পালাইয়া যায়। একমাত্র বামপন্থী দলগুলি একত্র হইয়া গেরিলা কায়দায় ফ্যাসিষ্ট হানদের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়িয়া আসিতেছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যে সব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ইয়োরোপে আবার পুরানো উপায়ে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই কায়েম রাখিতে চায়—তাহারা মিহাইলোভিচকে যুগোশ্লাভিয়ার মুক্তিফৌজের বীর নেতা হিসাবে জগতের সামনে লাহির করিয়াছে, কিন্তু আজ যুগোশ্লাভিয়া সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা বাইরের জনতে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই মিহাইলোভিচ প্রকৃত পক্ষে এ্যাক্‌সিস্ পক্ষের বিরুদ্ধে একটা লড়াই পর্য্যন্ত করে নাই—বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে গেরিলা বাহিনীর বিরুদ্ধে জার্ম্মাণ ও ইতালীয় ফ্যাসিষ্টদেরই সাহায্য করিয়াছে—অথচ এই মিহাইলোভিচকেই পলাতিত যুগোশ্লাভ গভর্ণমেন্ট নিজেদের যুদ্ধমন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছে।

গত আড়াই বৎসর ধরিয়া যুগোশ্লাভ মুক্তিফৌজ যে আত্মত্যাগ ও বীরত্বের সহিত দেশের মুক্তির জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছে তাহার নেতার নাম যোসেফ ব্রজোভিচ তিতো। বিশ্বাত জোডেন-আমেরিকান লেখক লুই আদামিকের মতে তিতো এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একজন অন্যতম সেনাপতি হিসাবে গণ্য হইবেন, যদিও তিনি সৈনিকের ইউনিফরম পরেন না বা জীবনে কোন দিন কোন সামরিক স্কুল বা কলেজে যোগ দেন নাই। তাহার বয়স ৪৩ বৎসর, তিনি ১৯৩৬ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত যুগোশ্লাভিয়ায় বে-আইনী ঘোষিত শ্রমিক আন্দোলন পরিচালিত করিয়াছেন এবং ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে রিপাবলিকান স্পেনের পক্ষে লড়াইয়ে জন্য সহস্র সহস্র শ্রাম্ভ দেশপ্রেমিককে সংগঠিত করিয়াছিলেন। যুগোশ্লাভিয

Regd. No. C. 2836,

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

বাংলার সাহায্যে ১ লক্ষ টাকা

বাংলার ক্ষোয়াড সমস্ত পাঞ্জাবে সাড়া জাগাইল

প্রায় এক মাসের উপর বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি পাঞ্জাবের জনসাধারণের কাছে বাংলার দুর্দ্দশা জানাইবার জন্য একটী কালচারাল স্কোয়াড পাঠায়। এই স্কোয়াডের কাজ ছিল গানে, নাচে, অভিনয়ে বাংলার দুর্দ্দশা ও তাহার কারণ পাঞ্জাবের জনসাধারণের কাছে খুলিয়া ধরা।

পাঞ্জাবে বাংলার স্কোয়াড

পাঞ্জাবী মজুতদারদের নেতা ছেটুরাম, বলদেও সিংএর মিথ্যা প্রচারকে ব্যর্থ করা এবং পাঞ্জাবের জনগণের সঙ্গে বাংলার জনগণের আন্তরিক যোগাযোগ স্থাপন করা।

শিল্প পরিচালক হারীণ

এই স্কোয়াডের নেতা ছিলেন পার্টির বিখ্যাত গায়ক বিনয় রায় এবং সমস্ত সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানের প্রধান পরিচালক ছিলেন—বিপ্লবীকবি, স্বরশিল্পী ও নৃত্যকার হারীণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার ষ্ট্রীও সাহায্য করিয়াছেন। পার্টি স্কোয়াড পাঠাইতেছে শুনিয়া হারীণ জর গায়েই তাহাদের সঙ্গে ট্রেণে চাপিয়া বসিলেন। হারীণের আদর্শ প্রত্যেক দেশপ্রেমিক শিল্পীরই অনুকরণযোগ্য।

পাঞ্জাবের জনগণের সাড়া

এই স্কোয়াড পাঞ্জাবের সর্ব্বত্র ঘুরিয়াছে; বিশেষ করিয়া প্রত্যেকটী প্রধান প্রধান সহরে গিয়াছে। তাহাতে পাঞ্জাবের জনসাধারণ যে অভূতপূর্ব্ব সাড়া দিয়াছে তাহাতে এই স্কোয়াড অভিভূত হইয়া গিয়াছে। যেখানে মুক্ত যায়গায় ষ্টেজ পাওয়া গিয়াছে সেখানে বিনা টিকিটে শো দেওয়া হইয়াছে এবং এই সব জায়গায় ১০ হইতে ১৫ হাজার পর্য্যন্ত লোক জমা হইয়াছে। রাত্রি ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত তাহারা সেখানে অপেক্ষা করিয়াছে। কিন্তু তাহা শুধু শো দেখিবার জন্য নয়। শো তো ১২ ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয় কিন্তু জনসাধারণ যে দান করিতে চায় তাহা গ্রহণ করিতেই এত সময় কাটিয়া যাইত। দেখা গিয়াছে রাত্রি দুটার পর ও দান করিবার লোকের অভাব হয় না। সারা পাঞ্জাবের অধিকাংশ লোক আজ বাংলাকে যে বাঁচাইতে চায় তাহার এমনি প্রমাণ আর কখনো দেখা যায় নাই। এই সকল সভায় দুই হাজার হইতে ৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা উঠিয়াছে এবং প্রচুর সত্ত্ব ও বস্ত্রের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

যে সকল যায়গায় খোলা ময়দানে ষ্টেজ পাওয়া যায় নাই সেখানে হলের মধ্যে টিকিট করিয়া শো দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু টিকিটে বত্র টাকা না উঠিয়াছে (২।১ হাজার টাকা) তার চেয়ে বেশী হইয়াছে শোয়ের পর ওয়ানকাতা কালেকশনে।

শিল্প অনুষ্ঠান

ফিরোজপুরের একটী মহিলা স্কোয়াড বাংলা স্কোয়াডের শক্তি বৃদ্ধি করেন। এই স্কোয়াডে পাঞ্জাবের বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত গায়িকা লাজবন্তী ও শকুন্তলাও ছিলেন। অনুষ্ঠান খুব অনাড়ম্বর ছিল। দুটী একাঙ্কিকা, হারীণের মুনাফির ও বিনয়ের ম্যয় ভুখা হুঁ, হারীণের কল্পিত অনাহার নৃত্য (উষা ও কুশপতি নাচিয়া দেন), হারীণের "ফুটপাথে মৃত্যু" কবিতা, বিনয়ের গেরিলা গান এবং হারীণের গেরিলা নৃত্য। ম্যয় ভুখাহুঁ শেষে কমরেড ইর্ন্দের লেখা "শুনো বাংলাকি খবরিয়া" গান যখন কমরেড নাথনা গাইতেন—তখন পাঞ্জাবের কৃষক ও মধ্যবিত্ত অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিত না।

বুড়ো শিখ বাবা তাহার সারাদিনের রোজগার দুটী টাকা স্বেচ্ছাসেবকের হাতে তুলিয়া দেন—জলন্ধরপুরের [illegible] বছরের ছোট মেয়েটী বলে "বাবা, দুটো টাকাই দিয়ে দিলে—কাল কি খাব।" "সে হবেখন। শুনলিনে কি অবস্থা। কাল একবেলা না হয় না খেয়ে থাকবো, ওরা যে দিনের পর দিন খায় না।" মেয়ে কাঁদিতে থাকে—স্বেচ্ছাসেবকরা অনেক কষ্টে বাপকে একটী টাকা ফিরাইয়া দিতে সমর্থ হয়।

হোসিয়ারপুরে একটী কিশোরী কিন্তু তাহার নাকের সোলকই খুলিয়া দেয়, অমৃতসরে একটী মেয়ে তাহার বিয়ের বালা দেয়—সেটী আবার ওখানেই ৫০০৲ টাকায় বিক্রি হয়। হোসিয়ারপুরের আর একটী মেয়ে পাঞ্জাবের এই শীতের মধ্যেও তাঁহার বহিরাবরণ খুলিয়া দেন।

একজন অত্যন্ত গরীব কাশ্মিরী শ্রমিক তাহার অনেক কষ্টে সঞ্চিত ১০টী টাকা দিয়া দেয়।

ছোট ছোট দোকানদার ও সৈন্যদের উৎসাহ

মণ্টোগোমারী, ফিরোজপুর, লুধিয়ানা, জলন্ধর, হোসিয়ারপুর, অমৃতসর, লাহোর, রাউলপিণ্ডি ও গুজরানওয়ালাতে স্কোয়াড গিয়াছিল। প্রত্যেকটী শহরের ছোট ছোট দোকানদার মণ্ডি ও বাজারে স্কোয়াডকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। বাহারা বড় বড় মজুতকারীদের বিরুদ্ধে তাহারা খুব সহজেই এই স্কোয়াডের উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছিল। ফিরোজপুরে এক বাজারে সর্ব্বপেক্ষা বৃহৎ জন সমাবেশ হয়। প্রায় বিশ হাজার লোক আসে। রাত্রি দুটা পর্য্যন্ত চাঁদা ওঠে।

পাঞ্জাবের ছেলেদের মত বাংলার কৃষক ও মধ্যবিত্তের বহু ছেলে আজ সৈন্যদলে পাঞ্জাবের বহু যায়গায় ছড়াইয়া আছে। তাই যেখানে স্কাউনিং কাছে শো হইয়াছে তাহারা দলে দলে আসিয়াছে। তাহারা বলিয়াছে, তোমরা আমাদের সেনাপতিদের কাছে চল—আমাদের মধ্যে শো দেখাও আরও হাজার হাজার টাকা তুলিয়া দেব। সেনাপতি আমাদের দাবী না শুনিয়া পারিবে না।" সময় অভাবে স্কোয়াড অনুরোধ রাখিতে পারে না—ট্রেণ ছাড়িয়া যায়। প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া বিদায় জানায় ভারতের কৃষক ও মধ্যবিত্তের খাঁকি পোষাক পরা বীর ছেলেরা। বিনয়ের গরিলা গান তাহাদের দেশাত্মবোধ জাগাইয়াছে—পাঞ্জাবের অকুণ্ঠিত দান তাহাদের ভরসা দিয়াছে যে তাহাদের ক্ষুধিত গরিবাংলার ভার দেশের লোকেই নিবে।

পাঞ্জাবী মজুতদারের ভিত্তি টলমল

এই স্কোয়াডের সঙ্গে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী যোগ দেন। তিনি প্রত্যেক জায়গায় বক্তৃতা দ্বারা বাংলার দুর্ভিক্ষের কারণ, সরকারী অব্যবস্থা, মজুতদারদের ষড়যন্ত্র, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভিতরের কথা খুলিয়া বলেন। বাংলার মজুতদারদের সঙ্গে পাঞ্জাবী মজুতদার কি ভাবে বাংলাকে মারিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহা বলেন। বঙ্কিমবাবুর এই প্রচারের ফলে পাঞ্জাবের কেন্দ্রীয় ব্রিজিক কমিটি অত্যন্ত লাভবান হইয়াছেন—তাহারা প্রায় এক লাখ টাকা তুলিতে সক্ষম হইয়াছে, পাঞ্জাবের কৃষকেরা ও জনসাধারণ আসল ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াছে। ছোটুরাম, বলদেও সিং এবং মিস্তার হাসাং খাঁ পাঞ্জাবের শতকরা ১৮ ভাগ লোকের মজুতদারদের প্রতিনিধি কিন্তু আজ বাংলার পিছনে বাকী ৮০ ভাগ লোক জড়ো হইয়াছে। পাঞ্জাবী ও বাংলার জনসাধারণের মিতালিকে ধ্বংস করার কাজে এক সঙ্গে আজ সংকট ও রাজনৈতিক সংকট দূর করার কাজে, এই স্কোয়াড তাই এক স্মরণীয় কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে হতাশাগ্রস্ত শিল্পীদের কাছে দেখাইল—আজিকার দিনে কি ভাবে শিল্প জনসাধারণের কাজে লাগিতে পারে, জনসেবার দ্বারা জনপ্রিয় হইতে পারে, দেশের মুক্তির আন্দোলনে অত্যন্ত সম্মানজনক অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

★ সোভিয়েট আজেরবাইজান ★

আজেরবাইজান সোভিয়েট সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকের আয়তন ৪৬০,০০০ বর্গ কিলোমিটার এবং ইহার জনসংখ্যা ৩২১০০০০। এই রিপাবলিকের রাজধানী বাকু, ইহার অধিবাসী সংখ্যা ৮০০০০০। এই এলাকা ট্রান্স-ককেসাসের পূর্ব্বাংশে ইরাণ সীমান্তে অবস্থিত।

আজারবাইজানের ইতিহাস প্রায় ৩ হাজার বছরের পুরানো। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ জারের আমলে প্রায় অনাবিষ্কৃতই ছিল। দেশের একমাত্র শিল্পকেন্দ্র ছিল বাকুর তৈলক্ষেত্র। দেশের অবশিষ্টাংশে যে কৃষি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহা দেশের চাহিদা কোনরকমে পূরণ করিত। শুধু পশু পালন, ভ্রাম্যমাণ চাষ এবং ভ্রাম্যমাণ উৎপাদন ছিল দেশের সেই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। তুলার চাষ সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছিল। দেশের সেচ-ব্যবস্থা ছিল জনকয়েক বড় বড় জমিদারের আয়ত্তাধীন। জারের শাসন আজেরবাইজানবাসী বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টিরই প্ররোচনা যোগাইত, আর একদিকে সকলের উপরই সমান ভাবে অত্যাচার চালাইত।

১৯৫০ সালেই আজেরবাইজানে সোভিয়েট গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে আর্মেনিয়া ও জর্জ্জিয়ার সহিত একযোগে সোভিয়েট ইউনিয়নের অঙ্গীভূত হয়। সোভিয়েট শাসন দেশে স্বাধীনতা এবং আর্থিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির পত্তন করিল। আজেরবাইজানের শতকরা ৬০ ভাগেরও অধিক আজেরবাইজানিজ (তায়ুর্ক) এবং অবশিষ্ট আর্মেনিয়ান, রুশিয়ান, কুর্দ্দি, তাত, তালিশ এবং জর্জ্জিয়ান। নাকিচেভান স্বশাসক গণতন্ত্র (রাজধানী নাচিকেভান) এবং কারাবাক স্বশাসক এলাকা (রাজধানী স্টেপানাকার্ট) আজেরবাইজানের অন্তর্ভুক্ত।

জারের অধীনে এই দেশের লোকেরা খুব দরিদ্র এবং নিরক্ষর ছিল, এখন সোভিয়েট আমলে তারা কর্ম্মঠ, সচেতন এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন হইয়া নিজেদের স্বাধীন দেশের গড়িয়া তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত শতকরা ৯৯ জনেরও অধিক লোকের অক্ষরজ্ঞান ছিল। প্রায় ৫ লক্ষ বালকবালিকা বিদ্যালয়ে যায়। বিপ্লবের আগে মাধ্যমিক বিদ্যালয় যেখানে দুর্লভ ছিল, সেখানে এখন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়াও ১৫টা উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান এবং প্রায় একশটা টেকনিকাল কলেজ গড়িয়া উঠিয়াছে। সোভিয়েট শাসনের আগে আজেরবাইজানে ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা ছিল মাত্র ১২ জন, এখন সেখানে দাঁড়াইয়াছে শত শত।

ইহা ছাড়া ৫ শতাধিক অধ্যাপক এবং বিজ্ঞানবিদ আছেন। এখানকার বিজ্ঞান কেন্দ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের "অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের" আজেরবাইজানস্থ শাখা। এই গণতন্ত্রে ১৫টা থিয়েটার ও ব্যালে আছে। আজেরবাইজানের বিখ্যাত নিজামী (প্রায় ৮ শত বছর পূর্ব্বে বাঁচিয়াছিলেন) এবং অন্যান্য ভাল লেখকদের গ্রন্থাদির বড় বড় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। নূতন বহু লেখক, সঙ্গীতকার এবং গায়কেরও উদ্ভব হইয়াছে। জারের আমলে দেশীয় ভাষায় মাত্র দুইখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত; বর্ত্তমানে প্রায় ১ শত পত্রিকা এখানে প্রকাশিত হইয়া থাকে। আজেরবাইজানের নারীরাও সামাজিক নির্য্যাতন মুক্ত হইয়া পুরুষের সহিত সমানাধিকার ভোগ করিতেছে।

এই যুদ্ধের আগে বাকুর তেলের খনি হইতে বৎসরে আড়াই কোটি টন তেল উৎপন্ন হইত। গতবারের যুদ্ধের সময় যে পরিমাণ তেল উৎপন্ন হইত ইহা তাহার তিন গুণ। তেল বিশুদ্ধ করার কারখানাও গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া কৃষিজাত দ্রব্য হইতে নানাপ্রকার জিনিষ তৈরীর কল কারখানাও যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে।

কৃষি ক্ষেত্রেও তেমনি উন্নতি দেখা যায়। চাষের জমির পরিমাণ ১০ লক্ষ হেক্টারেরও বেশী। কৃষির উন্নতির জন্য অনেকগুলি খাল কাটান হইয়াছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় 'সাহ্ল ডিভিডি ক্যানেল' ১০৭ কিলোমিটার লম্বা। ইহা ১৯৪০ সালে কাটা হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে আজেরবাইজান তুলার চাষে দ্বিতীয় স্থান নিয়াছে। ইহা ছাড়া পাহাড়ের গায়ে আছে অসংখ্য ফলের বাগান, আঙ্গুরের মাঠ, তামাক এবং অন্যান্য ফলের চাষও যথেষ্ট হয়। লনকোরান নিম্নভূমিতে চা এবং অন্য ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। উত্তরে কাস্পিয়ান হ্রদের ধারে ধান হয়। কাস্পিয়ান হ্রদ হইতে নানারকমের মাছ ধরিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠান হয়।

আজেরবাইজানের রাজধানী বাকুর তেলের উপর ছিটলারের দারুন লোভ ছিল। ১৯৪২ সালের শীতকালীন অভিযানে লালফৌজ অসীম দৃঢ়তা ও বীরত্বের সহিত লড়িয়া তাহার সে আশা গুঁড়াইয়া দিয়াছে। ১৯৪৩ সালে লালফৌজ ককেসাস হইতেই নাৎসী বাহিনীকে তাড়াইয়া দিয়া হিটলারের পরিকল্পনা সমূলে ধ্বংস করিয়াছে। (টাস্)

বি-এণ্ড-এ রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশন

২৩শে ডিসেম্বর শনিবার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে এই ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভা ও বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইবে।

জ্যোতি অম্বু, সাধারণ সম্পাদক।

মণ পিছু ১৫৲ কর ধার্য্য

কৃষকদের উপর ত্রিপুরা রাজ সরকারের জুলুম

স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের কোন কোন ব্যবস্থার ফলে বর্ত্তমানে এমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যে হাজার হাজার বিঘা জমির পাকা আমন ধান নষ্ট হইবার ও সেজন্য হাজার হাজার কৃষকের অনাহারে মরিবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

নোয়াখালি জেলার রোশনাবাদ এলাকার (বৃটিশ) ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজার ব্যক্তিগত জমিদারী আছে। সেই জমিদারীর প্রায় দুই হাজার কৃষক অল্প দূরে বৃটিশ সীমানা পার হইয়া ত্রিপুরা রাজ্যে বহু জমিতে চাষ আবাদ করে। ঐ সব জমির খাজনা বাবদ ত্রিপুরা রাজ্যে তাহারা প্রায় দুই লাখ টাকা খাজনা দেয়।

গত বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্যের ব্যবস্থা ছিল এই যে ত্রিপুরা রাজ্য হইতে বৃটিশ এলাকায় ধান আনিতে হইলে মণ করা দুই আনা কর দিতে হইবে। এ বৎসর (১৩৫০ সাল) আষাঢ় মাসে হুকুম দেওয়া হইল ঐ কর বৃদ্ধি করিয়া দুই আনার স্থলে এক টাকা দিতে হইবে। পরে হঠাৎ শ্রাবণ মাসে তাহা উঠিল পাঁচ টাকার ও ১লা আশ্বিন মণ করা ১৫ টাকার।

৩রা শ্রাবণ আর এক হুকুম জারি হইল সমস্ত বাকি ও হাল খাজনা পর্য্যন্ত মিটাইয়া সরকারী পরোআনা না পাইলে কোন কৃষক ঐ সমস্ত জমির ধান কাটিতে পারিবে না।

এই সব অদ্ভুত ব্যবস্থার ফলে কৃষকরা তাহাদের জমির ধান কাটিতে পারিতেছে না, বুনো শূয়ার ও হরিণে তাহা খাইয়া ও নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। এ বিষয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রীর সহিত কৃষকদের প্রতিনিধিরা আলোচনা করিতে গেলে তিনি বলেন মহারাজার নিকট হইতে কোন নির্দ্দেশ আনিতে না পারিলে তিনি কিছুই করিতে পারিবেন না। পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার পক্ষ হইতে মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সময় চাহিয়া তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে পত্র লেখা হয় কিন্তু এ পর্য্যন্ত (১১ই ডিসেম্বর) সাত দিনের মধ্যে সে চিঠির উত্তর পাওয়া যায় নাই।

মহারাজ অবিলম্বে ঐ সকল কৃষককে ধান কাটিবার ও ঘরে আনিবার সম্বন্ধে এ বৎসরের সমস্ত বাধা হইতে রেহাই না দিলে তাঁহার জমিদারির প্রায় দুই হাজার কৃষক পরিবার অনাহারে মারা পড়িবে।

বর্দ্ধমানে দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র

বর্দ্ধমান সহরে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি নিজেরা চাঁদা তুলিয়া দুঃস্থ শিশুদের জন্য তিনটি দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র খোলেন। ইহাতে মোট ১৭৫ জন শিশুকে প্রতিদিন দুগ্ধ বার্লি ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। বর্দ্ধমানে সমিতি আত্মরক্ষীদ শিশু ও নারীদের জন্য একটি আশ্রয়কেন্দ্র খুলিবার আয়োজন করিতেছেন। সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্তা শিবরাণী মুখার্জি এই সব ব্যাপারে খুবই অগ্রণী হইয়া টাকা পয়সা দিতেছেন।

প্রতি সংখ্যা ৷৷০ পয়সা
বার্ষিক ৪৷, ৬ মাস ২৷, ৩ মাস ১৷০

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জি
এম,এল,এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

জনযুদ্ধ

২য় বর্ষ] বুধবার, ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৪৩, ১৩ই পৌষ ১৩৫০ [৩৫শ সংখ্যা

আবার চাউল উধাও হয় কেন ?

"গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এজেণ্টের মারফৎ সমস্ত চাউল কিনিয়া লইলে সেই বাণিজ্যস্রোত ব্যাহত হয়।...আমাদের মনে হয় গভর্ণমেণ্টের উচিত সেই স্বাভাবিক বাণিজ্যস্রোত পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা এবং তাহার জন্য ব্যবসায়ীগণকে যানবাহন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করা।"

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে অক্টোবর

"যতই আমন ধান কাটা শেষ হইয়া আসিতেছে ততই চাউলের দর হু হু করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। (ময়মনসিংহ) জেলার মফঃস্বলের হাটে প্রতিমণ চাউল ২০৲।২২৲ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। অর্থাৎ কন্‌ট্রোল দরে চাউল বিক্রয় হয় না। গেল বছরও দর নির্দ্দিষ্ট করার পরই চাউল উধাও হয়, এই বৎসরেও ঠিক সেই নমুনা আরম্ভ হইয়াছে। ভাল আমন ধান হইয়াছে—নিম্নহারে দরও বলবৎ রহিয়াছে তথাপি চাউল বাজার হইতে কেন অদৃশ্য হইতেছে এবং মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা এক রহস্য বটে!"

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬শে ডিসেম্বর

এ রহস্য স্বাভাবিক বাণিজ্যস্রোতেরই রহস্য। সরকার জনগণের স্বার্থ পদদলিত করিয়া স্বাভাবিক বাণিজ্যস্রোতের মুখে আমন ধান ভাসাইয়া দিয়াছে, সেই আমন ধান গিয়া উঠিয়াছে মজুতদারের গোলায়।

ময়মনসিংহ হইতে আমাদের সংবাদদাতা জানাইতেছেন :—গত বারের তুলনায় ধানের ফসল প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। শতকরা ৫০ ভাগ জমিতে একর প্রতি ২০।২২ মণ ধান হইয়াছে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নলিতাবাড়ীতে সুসঙ্গ অঞ্চলে ধানের দর ৩৲-৪৲ পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। গভর্ণমেণ্ট চাউল কেনা সুরু করে নাই। ফড়িয়ারা যেই মুহূর্ত্তে বুঝিল যে সরকার এখন কিনিবে না, তাহাদেরও কিনিতে কোন বাধা নাই, এবং স্বাভাবিক বাণিজ্যস্রোত বন্ধ হইবার ভয় নাই; অমনি তাহারা বুকে বল পাইয়া গ্রামের হাট বাজারে ছুটিয়াছে। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতেই দর চড়িতে আরম্ভ করে। ফলে ১৬ই ডিসেম্বর হইতে সেরপুর ও নলিতাবাড়ী বাজারে চাউলের দর ১৪৲-১৫৲ টাকা ওঠে, ময়মনসিংহ সহরের দর ১৭৲ হইতে ২২৲। হাজার হাজার মণ চাউল রেলপথে চালান হইতেছে। ময়মনসিংহের বাজারে চাউল পাওয়া যায় না। যে জেলায় এত ধান হইয়াছে সেই জেলায় মাঠ হইতে ধান উঠিতে না উঠিতেই দুর্ভিক্ষ। সহরের মধ্যবিত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের মজুর পর্য্যন্ত সকলেই অনাহারে।

এই চাউল সরকারী এজেণ্টও কিনিতেছে না, মিলিটারীও কিনিতেছে না, কিনিতেছে ঢাকার মহাজনরা এবং স্থানীয় ফড়িয়ারা। ময়মনসিংহকে দোহন করিয়া যে চাউল এই মহাজনেরা কিনিতেছে তাহা কি ঢাকার লোকে পাইতেছে? আনন্দ বাজার পত্রিকার ২০শে ডিসেম্বর খবরে প্রকাশ ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জে বাহির হইতে চাউল আসিতেছে না, চাউলের দর চোরাবাজারে ২৭৲ টাকায় উঠিয়াছে। ঢাকার সর্ব্বত্রই এই অবস্থা। ১০০ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় করিবার জন্য মহাজন মজুতদারদের জিহ্বা লকলক করিতেছে, তাহারা কি এখন চাউল বাহির করিতে পারে? সরকার কিনিবার ব্যবস্থা করে নাই সরবরাহেরও দায়িত্ব নেয় নাই। দর কন্‌ট্রোল আছে, আমদানী রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা আছে, কিন্তু মহাজনরা সমস্ত আইনকে তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিয়া চাউল মজুত করিতেছে। গতবার যাহা হইয়াছিল এবারও তাহাই হইতেছে।

এ অবস্থা শুধু ঢাকা ও ময়মনসিংহে নয়, বাংলার অধিকাংশ জেলায় এই অবস্থা দেখা দিয়াছে।

মজুতদার গাড়ী গাড়ী সরাইতেছে

দামোদর বাবু সভায় সভায় বলিয়া বেড়াইতেছেন—"সরকার যেন ধান কিনিতে না নামে, সরকার কিনিতে নামিলেই দাম চড়িবে। সরকার না কিনিলে, স্বাভাবিক বাণিজ্য স্রোত অব্যাহত রাখিলে দর বাড়িবে না।—সরকার ত কিনিতে নামে নাই, এখন দর চড়ে কেন? এখন চাউল অদৃশ্য হয় কেন? শ্যামাপ্রসাদ বাবু বলিবেন 'আমি ত এমন কথা বলি নাই যে ব্যবসায়ীদের ইচ্ছামত মুনাফা করিতে দাও, আমি বলিয়াছি তাহাদের কিনিতে দাও তাহার পর তাহাদের দরের উপর আর মালের উপর নজর রাখ।' অর্থাৎ চোরকে আগে চুরি করিতে দাও তাহার পর যদি পার তাহাদের ধরিও। মজুতদারও এমন চোর যে ধরা কেমন করিয়া না পড়িতে হয় তাহা গত এক বছর ধরিয়া শিখিয়াছে। সরকার আইন করিয়াছে ২ মণের বেশী চাল রেলগাড়ীতে চালান দেওয়া নিষিদ্ধ। ব্যাপারীরা ময়মনসিংহে এক একজন ৫০ খানা টিকিট করিয়া ১০০ মণ সরাইতেছে। ধরো এবার তাহাকে!! ইহাতে টাকার দিক হইতে লোকসানের ভয় তাহার নাই কারণ, সে জানে যে, কিছুদিন মাল ধরিয়া রাখিতে পারিলেই একমণ চাউল ১০০ টাকায় বিক্রী হইবে।

দরের নির্দ্ধারিত দামে ছাড়া আর কোন দামে বাজারে কেহ চাউল সরবরাহ করিতে পারিবে না। ঢাকার ব্যাপারীরা ময়মনসিংহের গ্রামের হাটে যাইয়া ১৪৲ টাকা হইতে ১৭৲ টাকা দরে চাউল কিনিতেছে, প্রতি মণ চাউলের জন্য যেখানে সাধারণতঃ চারি আনা ছয় আনা গরুর গাড়ীর ভাড়া দেওয়া হয় সেখানে ইহারা দিতেছে আট আনা হইতে বার আনা, ষ্টেশনে গাড়ীতে তুলিবার জন্য দিতেছে প্রতি মণে এক টাকা। এই খরচে নিতান্ত সাধুব্যক্তিও কন্‌ট্রোল দরে চাউল সরবরাহ করিতে অক্ষম, ফলে মজুত আটকাইয়া চাউলের দর ১০০৲ টাকায় তুলিবার মত নিষ্ঠুরতা যাহার আছে সেই শুধু চাউলের কারবারে টিকিয়া থাকিবে। আমন ধান উঠিতে উঠিতেই যদি সরকার খাদ্য কমিটির মারফৎ ধান কিনিয়া থাকিতে পারিতে। এ আপত্তি যদি কয়েকদিন মাত্র আগে উঠিয়া থাকে তবে এতদিন বঙ্গীয় মন্ত্রীসভা চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন কেন? গত একমাস ধরিয়া মজুতদারদের কিনিবার সুযোগ দিয়াছেন কেন? এখনও তাঁহারা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের বাধা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্য কথা জনগণের কাছে খুলিয়া বলিয়া জনগণের সহযোগিতা দাবী করিতেছেন না। মন্ত্রীমণ্ডলী যখনই ঠিক করিয়াছিলেন যে খাদ্যকমিটির মারফৎ ধান কেনার প্রশ্নই উঠিতে পারে না, ব্যবসায়ীদের মারফৎ ধান কিনিব, তখনই সরকারী ক্রয় ব্যবস্থা ব্যর্থ করিবার ভিত্তি

(শেষাংশ ৮ পাতার দেখুন)

কমরেড আনন্দ গুপ্তের মুক্তি

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত কমরেড আনন্দ গুপ্ত প্রায় ১৪ বৎসর কারাভোগের পরে ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য গত শুক্রবার আলিপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। তাঁহাকে বর্ত্তমানে সিউড়ী থাকিতে হইবে এবং কনেকটি নিষেধাজ্ঞাও তাঁহার উপর আরোপ করা হইয়াছে।

আজও বাংলার বিভিন্ন জেলে দীর্ঘ দিন মেয়াদী বহু রাজনৈতিক বন্দী রহিয়াছেন। অনেককে আবার দণ্ডভোগ শেষ হওয়ার পরে ভারতরক্ষার আইনে গ্রেপ্তার করিয়া বন্দীনিবাসে আটক রাখা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছেন, অনেকের ১৪ বৎসর কারাভোগ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের মুক্তি দেওয়া হইতেছে না। চট্টগ্রামের কমরেড কালী চক্রবর্ত্তী, বরিশালের কমরেড রমেশ চ্যাটার্জ্জী এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বন্দীদের সবারই ১৪ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এই সব দেশপ্রেমিক বন্দীরা কারাগারের লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও দেশবাসীকে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আবেগপূর্ণ আহ্বান জানাইয়া ছিলেন। তাঁরা জাপানী ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জনগণের পাশে দাঁড়াইতে ইচ্ছুক।

দেশের বহু লোক এই সব বন্দীদের নেতা বলিয়া মানে। বাংলার ঘরে ঘরে তাঁহাদের নাম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জাগায়। তাই দেশের এই দারুণ সংকটের দিনে জনগণের বুকে বল যোগাইয়া বাংলাকে রক্ষা করিতে এইসব রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি একান্ত প্রয়োজন। তাই দেশের সর্ব্বত্র হইতে আওয়াজ উঠিয়াছে—এই সব দেশ-প্রেমিক বন্দীদের মুক্তি চাই।

সম্পাদকীয়

শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাই

কারাগারের ভিতর শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাই গান্ধী হৃদরোগে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আছেন। এমেরী সাহেব জানাইয়া দিয়াছেন যে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া চলে না তাঁকে, জেলের ভিতরই ভাল চিকিৎসক আছে। যেন হৃদরোগের চিকিৎসার জন্যই শ্রীযুক্তা গান্ধীকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। সমগ্র সভ্যজগৎ যখন এই নিষ্ঠুর পরিহাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইল তখন আমলাতন্ত্র আবার নূতন যুক্তি পাইয়াছে। শ্রীযুক্তা গান্ধীকে এখন মুক্তি দিলে তিনি তাঁহার স্বামীর সান্নিধ্য হইতে বঞ্চিত হইবেন। যেন কস্তুরীবাইএর পারিবারিক কল্যাণের জন্যই গান্ধী পরিবারকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে!

যে উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদ অসুস্থতার অজুহাতে ফাসিষ্টনেতা মোসলেকে মুক্তিদান করিয়াছে, সেই আবার চিকিৎসা ও পারিবারিক কল্যাণের অজুহাতে অসুস্থা ফাসিষ্টবিরোধী কস্তুরীবাইকে কারারুদ্ধ রাখিয়াছে। ইহা শুধু ঔদ্ধত্য নয়, ইহা হীন প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থ।

কিন্তু এ স্বার্থকে পদদলিত করিয়া জনগণ অগ্রসর হইবে। আসুন, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলি। জাতীয় ঐক্যের শাণিত আঘ

লঙ্গরখানা খোলা রাখো

অনাহার কি ঘুঁচিয়াছে

নোয়াখালীর ৬০৪টী সরকারী লঙ্গরখানা ১৫ই তিসেম্বর হইতে বন্ধ হইয়াছে। মেদিনীপুরের বহু লঙ্গরখানা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে (গত সংখ্যা জনযুদ্ধে প্রকাশিত সংবাদ দেখুন)। ঢাকা সিটি রিলিফ কমিটি সরকারী হুকুমনামার মত হইয়া দরাগঞ্জ সস্তা দরের ক্যান্টিনে আটা সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিতেছেন। প্রত্যহই সংবাদ-পত্রে দেখা যাইতেছে—বিভিন্ন জেলার লঙ্গরখানাগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে বা হইতেছে।

সরকারী যুক্তি হইতেছে, আমন উঠাতে অবস্থা কিছুটা সহজ হইয়াছে, সংকট আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে! সত্যই কি তাই? নোয়াখালীর লঙ্গরখানাগুলিতে প্রায় দেড় লক্ষ লোক যে করিয়া হউক একবেলা খাবার পাইতেছিল। এখন তাহারা কোথায় যাইবে, কি খাইবে? এ জেলার কালিকাপুর গ্রামের দুই হাজার লোকের মধ্যে ২০০ ঘরই বাকুড়, তাহার মধ্যে শত খানেক আগেই মরিয়াছে—যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদের না আছে কাপড়-চোপড় আর না আছে খাটিবার ক্ষমতা। কাটাখালির ২০০ ঘর জেলের মধ্যে ১৫০ জেলে মরিয়া শেষ হইয়াছে, আর যাহারা বাকী আছে তাহারাও অসুখে জরাজীর্ণ। গাবুয়া গ্রামে ৩১ জন মারা গিয়াছে, বসন্ত ও ম্যালেরিয়ায় ৬১ জন শয্যাশায়ী আর ২৬ জন লঙ্গরখানায় খাইতেছিল। লক্ষ্মীপুর থানার গাজিপুর গ্রাম মুসলমান প্রধান—এ গ্রামে আর ৩০০ জন অনাহারে মরিয়াছে, কলেরায় মারা গিয়াছে ১০৮ ও বসন্তে ২৫ জন মরিয়াছে। লঙ্গরখানায় খাইত ১০৫ জন।

নোয়াখালীর এই সংবাদ হইতে কি জানা যায়? লঙ্গরখানা বন্ধ করিয়া দিলে যাহারা এখনও কোন প্রকারে বাঁচিয়া আছে তাহাদের মৃত্যু কি আরো তাড়াতাড়ি আসিবেনা? গ্রামে ও শহরে কোথাও কোথাও ধান চাল মিলিতেছে সত্য কিন্তু দাম ক্রমশঃই আবার বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু যে হাজার হাজার লোক লঙ্গরখানায় খাইত তাহাদের এই ধান-চালে কি আসে যায়? তাহারা কিনিবে কোথা হইতে? একেইত তাহারা বাড়ীঘর, আসবাব-পত্র সবকিছুই বেচিয়া ফেলিয়াছে তাহার উপর বর্ত্তমানে খাটিবার ক্ষমতাও হারাইয়াছে। আমন ধান উঠার লঙ্গরখানায় যাহারা খায় তাহাদের অবস্থা বিলুমাত্র ফিরে নাই। এই সব অনাহারী লোক ধীরে ধীরে রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিতেছিল—এখন তাহারা মরিবে দ্রুতগতিতে। লঙ্গরখানা বন্ধ করার অর্থ বাংলার অনাহারী লোকের মৃত্যুহার হাজারগুণ বাড়াইয়া দেওয়া—এ কথা কি সরকার ভাবিয়া দেখিতেছেন? অনাহার যখন ঘুচে নাই, মানুষ যখন কর্ম্মক্ষম হয় নাই—তখন লঙ্গরখানা খোলা রাখিতেই হইবে।

সমাজে ফিরানোর পথ

সরকারের আর একটি যুক্তি আছে,—যাহারা লঙ্গরখানায় খায় তাহাদের সমাজে ফিরাইতে হইবে। নিশ্চয়ই বাংলার অনাহারী চাষী, জেলে, ঋষি প্রভৃতি সম্প্রদায়কে ঘর-সেরস্ত ও ভিটা-মাটিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কিন্তু তাহাদের কর্ম্মক্ষম করিয়া তুলিবার কোন ব্যবস্থা না করিয়া, তাহাদের বাড়ী-ঘরের বন্দোবস্ত না করিয়া, তাহাদের রোজী-রোজগারের উপায় ঠিক করিয়া না দিয়া—লঙ্গরখানা বন্ধ করিলেই কি তাহারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে? কখনই না। নোয়াখালীতে নাকি গ্র্যান কম হইয়াছে যে, কেন্দ্রে কেন্দ্রে "গরীবখানা" (পুওর হাউস) খোলা হইবে, অথচ, কোথায় তাহা হইবে, কবে সেগুলি চালু হইবে—ইত্যাদির বন্দোবস্ত করার আগেই নোটিশ হইল—লঙ্গরখানায় খাওয়া বন্ধ। গরীবখানায় মানুষের পর মানুষ জড়ো করিলেই কি তাহাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হইল? অনাহারী মানুষকে বাড়ী ঘরে ও সমাজে ফিরাইতে হইলে সর্ব্বপ্রথম তাহার খাওয়ার যোগাড় করিয়া দিতে হইবে। তাহার ব্যবস্থা কোথায়? রোগে-শোকে যাহারা ভুগিতেছে, যাহাদের কাজের সংস্থান নাই, শুধু একটি মুখের কথায় কি তাহাদের সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব? তাহার জন্য তাহাদের লাঙ্গল-গরু দিতে হইবে, জমি-বীজ দিতে হইবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত কাজ করিবার শক্তি তাহারা ফিরিয়া না পায় ততদিন তাহাদের আরো ভাল খাবার ব্যবস্থা বর্ত্তমান লঙ্গরখানাগুলিতেই করিতে হইবে। রোগের ওষুধ ও পথ্য, বাড়ী-ঘরের জমি-জায়গা, কাজ-কর্ম্মের বন্দোবস্ত এবং বিভিন্ন প্রকারের কৃষি-ঋণ না দিলে সমাজে ফিরাইবার কথা বাতুলতা মাত্র। সরকার কি এই সব জিনিষের ব্যবস্থা করিয়াছেন? ইহা না করিয়া লংগরখানা তুলিয়া দেওয়ার অর্থ আংলোয়ায় আজ যেখানে দৈনিক ক্রান্তার ক্রান্তার লোক মরিতেছে কাল দেখানে মরিবে লক্ষ লক্ষ।

গ্রামগুলিকে আবার গড়িতে হইবে

গত খাদ্য-সংকটে বাংলার গ্রাম্যজীবন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সংসার পরিবার সবই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। বাংলার গ্রামগুলিকে আবার সাজাইতে হইবে। সংসারী যুক্তি হইতেছে—লঙ্গরখানা বন্ধ করিয়া দিলে লোকজন গ্রামে ফিরিবে এবং পুরাতন কাজকর্ম্মে নিজে নিজে বহাল হইয়া যাইবে। গ্রামে দিন মজুরীর অভাব, ধান কাটা সম্পূর্ণ হইতেছে না, মজুরীর হার কোথাও কোথাও তিন টাকায় উঠিয়াছে। অতএব লঙ্গরখানা বন্ধ করিয়া দাও সব ঠিক হইয়া যাইবে। মজুরীর অভাব কেন? বাংলার লোক হাজারে হাজারে মরিয়াছে এবং আরো লক্ষ লক্ষ লোক অসুখে ভুগিতেছে। অসুখে ভুগিয়া তাহাদের কর্ম্মশক্তি শেষ হইয়া গিয়াছে। মজুরী যাহারা করিবে তাহাদের দেহে বল কোথায়? মজুরীর দাম কমাইতে হইলে, মজুরীর সংখ্যা বাড়াইতে হইলে যাহারা মজুরী করিবে তাহাদের ভাল করিয়া খাওয়াও, তাহাদের উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্যের যোগাড় করা। মৃত্যুশয্যা হইতে উঠাইয়া মাঠের দিকে ঠেলিয়া দিলেই কি আর কোন লোক মজুরী করিতে নামিতে পারে? এই সমস্ত না ভাবিয়া লঙ্গরখানা বন্ধ করার অর্থ গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেওয়া। বাংলার মহামারী ও মৃত্যুকে হটাইবার জন্য এত যে আয়োজন-তাহাকেই আরো ঘনীভূত করার জন্যই লঙ্গরখানা বন্ধ করা হইতেছে। যাহারা লঙ্গরখানায় খাইত তাহাদের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইলে গ্রামের মজুর বাড়িবে না, আর মজুরীও কমিবে না। মজুরী সংকট ক্রমাগত আরো বাড়িবে।

জনগণের দাবী এড়ানো চলিবে না

যেখানেই লঙ্গরখানা বন্ধের কথা উঠে, সেখানেই স্থানীয় জনসাধারণ একবাক্যে 'না না' করিয়া উঠে। নোয়াখালীতে মাথখানে লঙ্গরখানা চালাইবার জন্য স্থানীয় জনসাধারণকে অর্দ্ধেক খরচ দিতে বলা হইয়াছিল—হাজার হাজার মানুষের সমাবেশে তাহারা সরকারী খরচে লঙ্গরখানা চালু করিবার দাবী তোলে এবং সরকার তাহা মানিয়া লয়। ঢাকাতেও বহু জায়গায় বলা হইয়াছে—জনসাধারণ ২৫০৲ টাকা দিলে তাহার তিনগুণ রিলিফ কমিটি হইতে দেওয়া হইবে। গরীব জনসাধারণ মানুষের মৃত্যু দেখিতে পারে না, তাহারা যে কোন উপায়ে টাকা জোগাড় করিয়া রিলিফ চালাইয়া আসিয়াছে। ঢাকা সহরে কিছুদিন আগে সস্তা দরে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করার কথা উঠে—জনসাধারণ সমাবেশ করিয়া তাহার বিরোধিতা করে। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থা যখন অমনমনীয়ভাবে লঙ্গরখানার বিরুদ্ধে লাগিয়া পড়িয়াছে তখন জনসাধারণ আর কত তাল সামলাইবে? বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে জনসাধারণ দাবী করিতেছে—লঙ্গরখানা আরো কিছুদিন চালু রাখিতে হইবে। এই দাবী উপেক্ষা করার পিছনে কি কোন যুক্তি আছে? মন্ত্রীমণ্ডলী যে জনসাধারণ হইতে এতদূরে সরিয়া যাইবেন তাহা কি কেহ কল্পনা করিতে পারিয়াছে? ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখের্জ্জি হুরে হুরে মিলাইয়া কলিকাতার মিটিংএ ঘোষণা করেন—মানুষকে সমাজে ফিরাইতে হইবে, গ্রামগুলি আবার গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু তাহা করিতে হইলে যে সব জিনিষের দরকার তাহার জন্য শ্যামাপ্রসাদ আন্দোলন করিতে২হেন না কেন? চতুর্দ্দিক হইতে দাবী উঠাও: অনাহারী মানুষকে সমাজে ফিরাইতে হইলে তাহাদের জন্য ঘরবাড়ী, লাঙ্গল, জমির ব্যবস্থা করো। বীজ ইত্যাদির জন্য কৃষি-ঋণ দাও। জেলে, মাঝি, ঋষি, তাঁতী প্রভৃতি সম্প্রদায়কে হাতে একটিও পয়সা নাই—তাহাদের কৃষিঋণ বা অন্যান্য লোনের ও টেস্ট রিলিফের ব্যবস্থা করো, যাহাতে তাহারা নিজ কাজকর্ম্মে ও বিভিন্ন কুটীর শিল্পে লাগিয়া যাইতে পারে। এই সব বিষয়ের পাকা ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত লঙ্গরখানাগুলি চালু রাখিতেই হইবে এবং খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত আরো উন্নত করিতে হইবে। অনাহারী বাঙ্গালীকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করিবার ইহাই একমাত্র পথ। অন্য পথে তাহাদের মৃত্যুর মুখে সরোরে ঠেলিয়া দেওয়াই হইবে। মৃত্যু-পথের বিরুদ্ধে বাংলার জনসাধারণ সমবেত আওয়াজ তুলিবেই। সমাজ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা ও গ্রাম্য জীবন গড়িয়া তোলার আন্দোলন আগামী বছরের সংকট রুখিবার আন্দোলন। জনসাধারণের জমায়েতের জোরে এই আন্দোলনকে সফল করিতে হইবে।

লঙ্গরখানা বন্ধের আগে চাই ঃ
★ বিনা-পয়সায় খাদ্য শস্য বিতরণ
★ সস্তাদরে খাদ্য শস্য বিক্রয়
★ গরু-বীজ ও জমির জন্য কৃষিঋণ
★ জেলে, ঋষি, মাঝিদের জন্য ঋণ
আর টেষ্ট রিলিফের কাজের ব্যবস্থা।

এসেন্সিয়াল সার্ভিসের শ্রমিকদের সম্মেলন

গত ২৪শে তারিখে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে এসেনসিয়াল সার্ভিসের শ্রমিকদের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সভার সভাপতি—পরিষদে ছিলেন কমরেড চন্দুর আলি (সভাপতি) বসির (ট্রাম) মহম্মদ হানিফ (গ্যাস), বাদল (বাস) নিধার সিং (ইলেকট্রিক), বিভূতি (করপোরেশন) ও রামবাস (পোর্ট কমিশনার)। এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া কংগ্রেস নেতা জে, সি, গুপ্ত একটি বাণী পাঠান।

কমরেড ইসমাইল সম্মেলন সুরু করিবার সময় বলেন যে গত বৎসরের চেষ্টায় আমাদের বিভিন্ন ইউনিয়ন শক্তিশালী হইয়াছে, আমাদের কিছু কিছু দাবী আমরা আদায় করিতে পারিয়াছি। আমাদের কমিটিকে সরকার মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে এবং আমাদের প্রভাবে বাস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে। গতবৎসর বোমার সময়ে আমরা সহরের খাভাবিক জীবন চালু রাখিতেও সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু এ বৎসর বোমার বিপদ আরও বেশী। নিদারুণ অন্নসংকেটে দেশের সমস্ত শ্রেণী আজ মরণাপন্ন—তাই দায়িত্বও আমাদের কাজ অনেক বেশী। ইহা বুঝিয়া আমাদের কাজে নামিতে হইবে।

ইহার পর কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য কমরেড বাটনীওয়ালা বলেন যে বোম্বাই এর শ্রমিকরা যেমন দেশব্যাপী নিরাশার মধ্যেও ঐক্যবদ্ধ আঘাতে আমলাতন্ত্রকে পরাজিত করিয়া বেসনিং আদায় করিয়াছিল—তেমনি কলিকাতার শ্রমিকরাও করিবে। শ্রমিকদের হাতে কলিকাতা—মালিকদের হাতে নয়।

সভাপতি কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি বলেন যে এসেনসিয়াল সার্ভিসের শ্রমিকদের হাতে কলিকাতার জীবন। কলিকাতাই দেশরক্ষার প্রধান ঘাঁটি। শ্রমিকদের ভাল এ-আর-পি শেল্টার নাই, মাগ্‌গী ভাতা পায় নাই, বেসনিং ও পায় নাই—তবুও শ্রমিকরা কিসের জন্য আজও সহরে আছে?—তাহারা আছে কারণ ইহা তাহাদেরই দেশ। যে ঐক্যের দ্বারা তাহারা উৎপাদন বাড়াইতেছে, ট্রাম, বাস, বিদ্যুৎ চালু রাখিতেছে—তাহারা সেই ঐক্যের দ্বারাই তাহাদের দাবীপূরণ করিবে, দেশকে রক্ষা করিবে, দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবে।

সম্মেলনে উৎপাদন বাড়ানো, বেসনিং চালু করা, শেল্টার, মাগ্‌গী ভাতা ও যুক্ত উৎপাদন কমিটি তৈয়ারী করিবার সংকল্প সূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

হাওড়ার ১৫ হাজার মজুর ও জনসাধারণের প্রতিজ্ঞা

অবিলম্বে রেশনিং চালু করো—খাদ্য কমিটির হাতে ভার দাও

২২শে রবিবার হাওড়া ময়দানে শ্রমিক ও জনসাধারণের একটি বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। হাওড়া জেলা হিন্দু মহাসভা, লীগ, কংগ্রেসকর্ম্মী ও কমিউনিষ্ট পার্টির ঐক্যবদ্ধ আহ্বানে এই সভা আহুত হয়। কিন্তু হাওড়ার চটকল, লোহা কারখানা ও সুতাকলের হাজার হাজার মজুর, যাহারা এই যুদ্ধের জন্য দিনরাত উৎপাদন করিতেছে—তাহাদের উপস্থিতি এই সভার বৈশিষ্ট্য ছিল।

সভায় দুটী প্রস্তাব কমিউনিষ্ট পার্টির হাওড়া জেলা কমিটির সম্পাদক উত্থাপন করেন এবং লীগের একজন বিশিষ্ট নেতা তাহা সমর্থন করেন। প্রথম প্রস্তাবে অবিলম্বে রেশনিং চালু করিতে ও খাদ্য কমিটির সহযোগিতা লইতে বলা হয় এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি লইয়া একটী জেলা খাদ্য কমিটি গঠন করা হয়।

সভার প্রারম্ভেই লীগের ফখিরুদ্দিন খাঁ সভার উদ্যোক্তাদের এই ঐক্যের জন্য আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, সরকারের উচিত ছিল কিন্তু চোরাকারবারী ও মুনাফাখোরদের মিলিত চেষ্টার ফলে তাহার বিলম্ব হইতেছে। এই সভা ইহাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে-আমরা উহাদের চাল বাজী ব্যর্থ করিব।

কমরেড ইন্দ্রজিত গুপ্ত মন্ত্রুতদারদের মুক্তির উত্তর দিয়া বলেন যে, আজ দেশের লোক দেখিতেছে বাজারে লুকানো চাউল বাহির হইয়া আসে। এই চাউল যদি তাড়াদের গুদাম হইতে না বাহির হইয়া থাকে তো সরকার কি তাহা জাহাজ বোঝাই করিয়া ভূমধ্য সাগর হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে, না সৈন্যদের আজকাল কম খাওয়াইয়া রাখিতেছে? ইহারাই আজকাল অবাধ বাণিজ্যের নামে বেসনিং চালু করায় দেরী করাইতেছে, বেসনিং ব্যবস্থা তাহাদের হাতে লইবার চেষ্টা করিতেছে। বাংলার লক্ষ নরনারীর মৃত্যুর দায়িত্ব প্রধানতঃ ইহাদের উপর। এবার ইহাদের সকল চেষ্টা বিফল করিতে হইবে মজুতা গভদামের চেয়ে আরো বেশী দুর্দ্দশা দেখা দিবে।

ইহার পর ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী কমরেড পি সি জোশী বোম্বাইয়ের কন্‌ট্রোল দোকান ও রেশনিং চালু করার ব্যাপারে শ্রমিকের সাফল্যের দৃষ্টান্ত দেন। বোম্বাই-এ গত বৎসর মাত্র ৫০০ কমিউনিষ্ট ছিল, কিন্তু ৬০ হাজার শ্রমিক তাহাদের চেষ্টায় আন্দোলন সুরু করিল। ৭ দিনে ৬০টী ও ১ মাসে ১০০টি কন্‌ট্রোলের দোকান সরকার খুলিল। তার পরে অল্পদিনের মধ্যে রেশনিং চালু হয়। এই ব্যাপারে বোম্বাই-এর সকল দল মিলিয়াছিল। কিন্তু বাংলা-দেশে বিভেদ বেশী। তাই শ্রমিকশ্রেণীকে অগ্রসর হইয়া এই বিভেদ ঘুচাইতে হইবে। শ্রমিকশ্রেণী আজ যুদ্ধের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশে দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা যদি বলে সহরের সমস্ত লোকের রেশনিং না দিলে আমরা রেশনিং লইব না, আমরা মজুতদারদের দোকানের সামনে কন্‌ট্রোলের দামে চাউল বিক্রি করাইবার দাবী লইয়া পিকেটিং করিব—তাহা হইলে মজুতদার ও সরকারী আমলা সকলেই কম্পমান হইবে। হাওড়ার এই সভায় সমাগত অসংখ্য শ্রমিক ভাই আজ যেন বুঝিয়া যায় যে, তাহাদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের দ্বারাই কেবল এই অবস্থা দূর হইতে পারে।

সভাপতি কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী শেষ বক্তৃতায় হাওড়ার জনসাধারণের এই ঐক্যে অভিনন্দন জানান এবং করাচীতে মিঃ জিন্নার কম্যুনিষ্টদের ঐক্য চেষ্টার প্রতি বক্রোক্তির জবাবে বলেন যে মিলনের স্থান অন্য কোথাও না পাওয়া গেলে অনাহারের মৃত লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের কবরের পাশে নিশ্চয় আছে। কোনও সৎ হিন্দু ও মুসলমান ইহা উপেক্ষা করিতে পারে না। এই সভাই তাহার উত্তর—এবং এই সভার প্রস্তাবকে সভাই তাহার উত্তর—এবং এই সভার প্রস্তাবকে আমরা জাতীয় ঐক্যে পরিণত করিব।

কুইনাইনের চোরা-কারবার রোখো

সম্মিলিত চেষ্টাই আমলাতন্ত্রের অব্যবস্থা ভাঙ্গিবে

ম্যালেরিয়া ও অন্য নানাবিধ রোগে 'বাংলা শেষ হইতে চলিল। কুইনাইন এবং অন্যান্য ঔষধ লইয়া যে মুনাফাখোরী চলিতেছে ইহা বন্ধ করিবে কে? বাংলার সমস্ত ডাক্তাররা এখনও সজাগ হউন, মজুত হইতে ঔষধ টানিয়া বাহির করুন, টাকার লোভ ছাড়িয়া বাংলাকে বাঁচান। স্বদেশপ্রেম কি এমন ভাবেই মরিয়া গেল যে বাংলার হাজার হাজার লোকের মৃত্যু বাংলার ডাক্তারদের দেশসেবার আত্মোৎসর্গ করাইতে পারে না?

সরকার কি করিতেছে? বিদেশ হইতে অবিলম্বে কুইনাইন আনার বন্দোবস্ত হউক, ঔষধ আনিবার ব্যবস্থা করা হউক। বাংলাকে বাঁচাইবার জন্য দেশময় আন্দোলনের জোরে সরকারকে বাধ্য কর মজুত পয়সা নাই—তাহাদের কৃষিঋণ বা অন্যান্য লোনের ও টেস্ট রিলিফের ব্যবস্থা করো, যাহাতে তাহারা নিজ কাজকর্ম্মে ও বিভিন্ন কুটীর শিল্পে লাগিয়া যাইতে পারে। এই সব বিষয়ের পাকা ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত লঙ্গরখানাগুলি চালু রাখিতেই হইবে এবং খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত আরো উন্নত করিতে হইবে। অনাহারী বাঙ্গালীকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করিবার ইহাই একমাত্র পথ। অন্য পথে তাহাদের মৃত্যুর মুখে সজোরে ঠেলিয়া দেওয়াই হইবে। মৃত্যু-পথের বিরুদ্ধে বাংলার জনসাধারণ সমবেত আওয়াজ তুলিবেই। সমাজ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা ও গ্রাম্য জীবন গড়িয়া তোলার আন্দোলন আগামী বছরের সংকট রুখিবার আন্দোলন। জনসাধারণের জমায়েতের জোরে এই আন্দোলনকে সফল করিতে হইবে।

সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াই

ঢাকায় ছাত্ররা সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াই করিতে আগাইয়া আসিয়াছে। এ পর্য্যন্ত তাহাদের ৮টি কোয়াড গ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়া ম্যালেরিয়া ও কলেরার চিকিৎসা করিতেছে। মুন্সীগঞ্জ কলেজের কয়েকটি কোয়াডে বিভক্ত হইয়া লীগের নেতৃত্বে কয়েকটি কোয়াডে বিভক্ত হইয়া মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় কুইনাইন বিতরণ এবং ব্যাধি সম্পর্কে সমস্ত রকম তথ্য সংগ্রহ করিতেছে। ইউনিয়নে ইউনিয়নে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য এবং পর্য্যাপ্ত কুইনাইনের জন্য জেলায় সর্ব্বত্র আন্দোলন চলিতেছে। বরিশালের জেলা ছাত্রফেডারেশন কলেরা রোগের বিস্তৃতি নিবারণকল্পে চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের উদ্যোগে সংক্রামকব্যাধি নিবারণী কোয়াড গঠিত হইয়াছে।

কুইনাইনের দারুণ অভাব

হুগলী হইতে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে এই জেলার বড়া ইউনিয়নে ১৬টি গ্রামে ২২০৪ পরিবারের ১৪২৪৩ লোক-সংখ্যার প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারের অন্ততঃ ১ জন না একজন ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত। হিসাবে জানা যায় যে শতকরা ৮৫ জনই এই দারুণ ব্যাধিতে শয্যাশায়ী। দলে দলে লোক মারা যাইতেছে। স্থানীয় কমিউনিষ্টরা, কৃষক সমিতির কর্ম্মীরা, ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি, জানিটারী ইনসপেক্টর ও ইউনিয়ন বোর্ড এসবেগার কাজ করিয়া চেষ্টা করিতেছে অনেকটা রুখিতে পারিয়াছিল, কিন্তু হাতে ঘা কুইনাইন ছিল তা নিঃশেষ হওয়াতে, নূতন করিয়া কুইনাইন না পাওয়াতে রোগ আবার দারুণ ভাবে সুরু হইয়াছে। প্রায় ২০০০ হাজার লোক মুমূর্ষু অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে। প্রকাশ, জেলা বোর্ডের স্থানীয় ডিসপেন্সারীতে কুইনাইন ও সিনকোনা থাকিলেও তা ঠিকমত বিতরণের ব্যবস্থা হইতেছে না।

বক্রামপুর গ্রামের ৪০২ পরিবারের মধ্যে ৩৭৫টি পরিবার ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষের কাছে কুইনাইনের জন্য আবেদন জানাইয়াও কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই।

পিয়ারপুর ইউনিয়নের শতকরা ৩০ ভাগ লোক মরিতে বসিয়াছে। রাজ্যধরপুর ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামটিই ম্যালেরিয়ায় যে উজাড় হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

বাঁকুড়ার অবস্থা ভয়াবহ

বাঁকুড়া হইতে কমরেড মুক্তি সিং জানাইতেছেন যে বাঁকুড়া জেলায় ট্যুমালেরিয়া দারুণ মহামারী রূপে দেখা দিয়েছে। রোগীরা কুইনাইন পাইতেছে না। সুখুর গ্রামের কথা ছাড়িয়া দিয়া এমন কি সহরের ২।১ মাইল দূরের গ্রামগুলির অবস্থাও শোচনীয়। শতকরা ৯০ জন লোক রোগে শয্যাশায়ী। কেশাকুল গ্রামে গিয়া দেখি এক একটি বাড়ীতে ৭।৮ জন ইতিমধ্যেই জ্বরে শেষ হইয়াছে। বাকী যারা এখনও বাঁচিয়া আছে তাদেরও চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই নাই। ক্ষেতের ধান ক্ষেতেই পড়িয়া আছে। বেলবনী প্রভৃতি অন্যান্য গ্রামগুলির ঐ একই অবস্থা। ধান কাটার লোক নাই, ধান নষ্ট হইয়া যাইতেছে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতির তরফ হইতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলার অফিসারের সাথে পর পর দেখা করা সত্ত্বেও বিশেষ কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। তাহারা উপরোক্ত সংগঠনগুলির হাতে কুইনাইন দিতে নারাজ, অথচ গ্রামগুলির প্রকৃত তথ্য দেওয়া সত্ত্বেও সেই সব এলাকায় কুইনাইন পাঠাইবারও কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। গুজব জেলায় কুইনাইন আসিয়াছে। ভালভাবে তাহা বিলি করিলে মহামারীর সংকট অনেকটা কমান যায়।

কুইনাইন চাই, কলেরার প্রতিষেধক চাই

চট্টগ্রাম হইতে জেলা কৃষক সমিতির অফিস সম্পাদক কমরেড চিত্তপ্রিয় দাস জানাইয়াছেন যে গ্রামে ম্যালেরিয়া ও কলেরার মড়ক লাগিয়াছে। কুইনাইন নাই, কলেরার প্রতিষেধকের ও কোন ব্যবস্থা নাই। অবিলম্বে ইহার ব্যবস্থা না হইলে জেলার কৃষক সম্প্রদায়ের সমূহ ক্ষতি হইবে।

রংপুরের কমরেড অনিল দেব রতিপুর ক্যাম্প হইতে জানাইতেছেন যে গোকুণ্ডা ইউনিয়নে প্রায় ১৩০০০ লোকের মধ্যে ৫০০০ লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। ইহা ছাড়া প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই ২।৩ জন করিয়া ঘা, পাঁচড়ায় ভুগিতেছে, অথচ কুইনাইন ও মলম পাওয়া যাইতেছে না।

ঔষধ ও পথ্য কিনিবার শক্তি নাই

দিনাজপুরে ইটাহার থানায় মাহনাই ইউনিয়নে মারনাই ও রাজকোট গ্রামে ম্যালেরিয়া ভীষণ ভাবে দেখা দিয়াছে। গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটি লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। মারনাই গ্রামে লোক সংখ্যা ৪২২, ম্যালেরিয়ায় এর মধ্যেই ৬৮ মারা গিয়াছে। রাজকোট গ্রামে লোক সংখ্যা ৬৪৯, ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছে ২১ জন। ঔষধ ও পথ্য কিনিবার শক্তি নাই বলা যায় মত লোকের অবস্থা নাই। ডাক্তিটারী ইনসপেক্টরের মারফত খুব সামান্য কুইনাইন বিলি হইয়াছে, কিন্তু তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অতি কম। ম্যালেরিয়ার অত্যধিক ভুগিবার পর অনেকেই আবার শোথ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে।

ফ্রি হাসপাতাল চাই, শীতবস্ত্র চাই

রংপুরের কমরেড সুধীর মুখার্জ্জি সংবাদ দিতেছেন যে, লিনাই ইউনিয়ন অঞ্চলে ১৮ মাইলের মধ্যে কোন ফ্রি হাসপাতাল নাই এবং কোথাও কুইনাইন পাওয়া যায় না। প্রতি বাড়ীতে ম্যালেরিয়া ও ডোয়াইটীস। শিশু রোগীর সংখ্যাই বেশী। ১টি গ্রামে ২০টি পরিবারে ২৬ জন মহিলা ও ৫০ জন শিশুই ম্যালেরিয়া রোগী। ৪০ জন মহিলার পরিধান কাপড় নাই। শীতে গায়ে দিবার কিছুই নাই। কেহ ঘর থেকে বাহির হইতে পারে না। অন্যদিকে কেরোসিন দুষ্প্রাপ্য। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মারফৎ যে কেরোসিন দেওয়া হয় তাহা সাধারণ লোকের ঘরে আসে নাই। ফলে রাত্রে রোগীর পরিচর্য্যা ও পথ্য দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। অবস্থা অসহনীয় হওয়ায় দিনাই ইউনিয়ন আত্মরক্ষা সমিতি হইতে ২৮ জন নারী ও শিশু গ্রামের প্রতিনিধি দল হিসাবে ১০।১২ মাইল দূরে কুড়িগ্রাম মহকুমাহাকিমের নিকট উপস্থিত হন। আত্মরক্ষা সমিতির বিনোদা দেবী ও আশা চক্রবর্ত্তী তাহাদের নেতৃত্ব করেন। তাঁহারা মহকুমা হাকিম ও সামরিক প্রতিনিধির সাথে দেখা করেন। উভয়ে অবস্থার গুরুত্ব স্বীকার করিয়া অবিলম্বে প্রতীকারের প্রতিশ্রুতি দেন। পরে তাহারা কংগ্রেস নেতা উপেন্দ্র নাথ লাহিড়ী ও হিন্দু-মহাসভার সেক্রেটারীর সহিত দেখা করেন। তাঁহারাও যথাসাধ্য যুক্ত প্রচেষ্টার প্রতিশ্রুতি দেন।

কৃষকরা ম্যালেরিয়ায় ধুঁকিতেছে

আমন ধান কাটিবে কে?

বরিশাল হইতে কমরেড জ্যোতি দাশগুপ্ত গত ১৮ই ডিসেম্বর তারিখ লিখিতেছেন—মহামারী বিশেষ করিয়া ম্যালেরিয়া, কলেরা ও বসন্তের প্রকোপে আমাদের জেলায় ভোলা ও পটুয়াখালি মহকুমায় চর অঞ্চলে ধান কাটার সমস্যাটি প্রবল ভাবে দেখা দিয়াছে। এই দুইটি মহকুমাই বাড়তি অঞ্চল। নোয়াখালি, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলা এবং জেলার অন্যান্য কমতি অঞ্চলের কৃষক বন্দর বাদাগুলি ঐ সব চরে প্রত্যেক বৎসরই ধান রোপণ করে ও কাটে। কিন্তু এই বৎসর যেমন একদিকে অনেক কম লোক আসিয়াছে, তাহার উপর আবার যাহারা আসিতেছে তাহারাও রোগে পড়ায় প্রচুর ধান মাঠেই খরিয়া পড়িবার বিপদ দেখা দিয়াছে। অনেক কৃষক কাজ করিতে গিয়া রোগ লইয়া ফিরিয়া আসিতেছে পটুয়াখালি সহর এই প্রকার অন্য জায়গার রোগীতে ভরিয়া গিয়াছে। প্রত্যহ ৫০।৬০ জন লোক ভয়ে ফিরিয়া আসিতেছে।

ম্যালেরিয়ায় এক মহকুমাতেই ৪০ হাজার লোক মৃত

বরিশালের ভোলা মহকুমায় এ পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়ায় প্রায় ৪০ হাজার লোক মারা গিয়াছে।

কিছু দিন আগে গৌরনদী অঞ্চলে আমি যখন কাজ করিতেছিলাম তখন দেখিয়

আমন রক্ষার জন্য জোতদার ও চাষী মিলিতেছে

রংপুর জেলার সিনাই পঞ্চগ্রাম কাঠালবাড়ী অঞ্চলে জনগণের খাদ্যকমিটীর সালিশী দ্বারা জমি, ধান হস্তান্তর প্রভৃতির মীমাংসা করিতে হইবে, ইহা ঠিক হইয়াছে। তাহার জন্য আন্দোলন সুরু হইয়াছে। সিনাই ইউনিয়ন কৃষক সমিতি আফিসে কৃষকগণ তাহাদের অভাব অভিযোগ লইয়া দলে দলে আসিতেছে।

পঞ্চগ্রাম সমিতির একটী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি বন্ধকী জমি ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে এবং একটি ধানশুদ্ধ জমি বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল, তাহাও ফেরৎ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

আমন কাটিবার জন্য স্বেচ্ছা-সেবকরা কাজে নামিয়াছে

হুগলী জেলার সিঙ্গুর থানার বড়া ইউনিয়নে তিন চারটী গ্রামে কৃষক সমিতির উদ্যোগে আমনধান বেচা কেনার জন্য গ্রাম্য কমিটী গঠিত হইয়াছে। ঝাঁকারি গ্রামে ধর্ম্মগোলা কমিটী গঠন করিয়া ধান সংগ্রহ করা হইতেছে। সিঙ্গুর থানার গ্রামে গ্রামে আমন ধান কাটিবার জন্য অন্য স্থান থেকে কৃষিমজুররা আসিত। কিন্তু এবার ম্যালেরিয়ায় স্থানীয় কৃষিমজুররাও যেমন ধান কাটিতে পারিতেছে না, তেমনি বাহির হইতে লোক না আসাতেও ধান কাটার অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে। কৃষক সমিতির কর্ম্মীরা রোগাক্রান্ত গৃহস্থদের ধান কাটিয়া গোলাজাত করিয়া দিতেছে।

দিনাজপুর জেলার যোগনইল গ্রামের একজন অসুস্থ কৃষকের ধান কাটিবার জন্য কৃষক সমিতির তরফ হইতে ভলান্টিয়ার দলকে ডাক দেওয়া হয়। কমরেড মনমোহন রায় ও রমনচন্দ্রের নেতৃত্বে ১৫ জন কৃষক ভলান্টিয়ার কাজে লাগিয়া গেল। তারা কোরাস করিয়া লাল নিশান ও পোষ্টার লইয়া গান গাহিতে গাহিতে ৩ বিঘা জমির ধান কাটিয়া খামারে জমা করে।

আমনরক্ষায় পোষ্টার প্রদর্শনী

শিলী কমরেড মণি রায় ক্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিলী সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সম্প্রতি ময়মনসিংহ জেলায় চিত্রপ্রদর্শনীর জন্য যান। বাংলার বর্ত্তমান সমস্যা তাঁর চিত্রের বিষয়বস্তু ছিল। ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, করিমগঞ্জ, মুক্তাগাছা, জেঠুয়া প্রভৃতি শহর ও গ্রামাঞ্চলে পোষ্টার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। একদিকে বাংলার করুণ কাহিনী, অন্যদিকে এই মর্ম্মান্তিক সর্ব্বনাশ হইতে মুক্তির নিশানা—ইহাই মণি রায়ের প্রদর্শনীর বিশেষত্ব ছিল। শিক্ষক, ছাত্র, শিল্পী, বুদ্ধিজীবি, ভদ্রলোক, কৃষক সমস্ত শ্রেণী ও সম্প্রদায় হইতে দলে দলে লোক এই প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়াছে—দৈন্যদলও বাদ যায় নাই। শিল্প যে সংগ্রামের ধারালো হাতিয়ার হইতে পারে—প্রদর্শনীর ব্যাপক আবেদনে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যে সব অতিলোভী মজুতদার সহস্র সহস্র লোকের কবর রচনা করিয়াছে, তাদের হাত হইতে আমন রক্ষা করিব—এই প্রতিজ্ঞাই ছবির মধ্য দিয়া প্রত্যেক দর্শকের মনে পৌঁছিয়াছে।

দেশপ্রেমিক জোৎদার

চাষীর জমি ফেরৎ দিল

মোগলবাসা ক্যাম্প হইতে কমরেড মণীশ রায় লিখিতেছেন।

এই ক্যাম্পে আসিয়া আমি শুনিতে পাই যে ১৭ই ডিসেম্বর এখানে জমি হস্তান্তরের একটী শালিশী বিচার হইবে। স্থানীয় কৃষক মহিম দাসের একটী জমি বাকী খাজনার দায়ে নিলাম হইয়া যায় এবং স্থানীয় জোৎদার পদ্মলোচন দত্ত উহা ৫০টাকায় কেনেন। উক্ত জমি ফেরৎ পাইবার জন্য মহিম দাস কৃষক সমিতির কাছে আবেদন জানান। ১৭ই তারিখে কৃষক সমিতির তরফ হইতে একটী ডেপুটেশন গেল পদ্মবাবুর কাছে। তাঁকে বর্ত্তমান অবস্থা বুঝাইয়া বলায় তিনি মহিম দাসকে বিনাসর্ত্তে জমি ফেরৎ দিলেন।

আমন রক্ষার আন্দোলনে দিনাজপুরের জোৎদার

ঠাকুর গাঁ পূর্ব্বকেন্দ্রে আমন রক্ষার অভিযানে জোৎদাররাও ক্রমশঃ ক্রমশঃ সহযোগিতা করিতেছে। জগন্নাথপুর ইউনিয়নে যে দুই জন জোৎদার পূর্ব্বে কৃষক আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারাও কৃষক সমিতির আমন রক্ষার প্ল্যান মানিয়া লইয়াছেন এবং ধর্ম্মগোলায় ধান দিতে রাজী হইয়াছেন।

শিবরামপুর ইউনিয়নে—ধনগাঁও গ্রামের জোৎদার দীননাথ অধিকারী আজ লাঠি ঘাড়ে করিয়া ভলান্টিয়ারের সারিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি যে সব ধান কর্জ্জ দিয়াছেন, তা সমস্তই ধর্ম্মগোলায় দিবেন। তিনি তাঁর একটী গোলা ছাড়িয়া দিয়াছেন।

পাবনার চিঠি

পাবনা স্বভাবতঃ ঘাটতি জেলা। তা হইলেও এবার এই জেলায় যত আমন ধান হয়রাছে, গত ১০ বছরের মধ্যে এত বেশী আমন জন্মে নাই। কিন্তু এই আমন ধান কাটিবার লোক কোথায়? দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া ক্ষেত মজুরের একটা অংশ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, আর কিছু অংশ জেলা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। যাহারা বাকী আছে, তাহারা অধিকাংশই ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। আমাদের কমরেডরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দেখিতে পান যে, পাকা ধান ক্ষেতে পড়িয়া আছে, ইঁদুর, পাখী ইত্যাদিতে খাইয়া নষ্ট করিতেছে, অথচ ধান কাটিবার লোক মেলে না।

যে সামান্য ধান উঠিতেছে, অভাবের তাড়নায় চাষীরা তাহা ঢাকার মহাজনদের কাছে বিক্রয় করিতেছে। স্থানীয় মহাজনরা ধানের দাম পড়িয়া যাইবার ভয়ে ধান কিনিতে সাহস পাইতেছে না। সরকার হইতে জেলার ধান জেলার রাখা বা বাড়তি জেলা হইতে ধান আনিয়া জেলার ঘাটতি পূরণের কোন চেষ্টা নাই। সরকারের গড়া খাদ্য কমিটিগুলিও নিষ্ক্রিয়। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত লোকদের কমিটির সভাপতি মণ্ডলী গঠিত হয়। যোগেন্দ্র লাল রায় (সভাপতি, জেলা কংগ্রেস কমিটি), সৈয়দ আকবর আলি (সভাপতি, জেলা মুসলিম লীগ) শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশ্বাস (সভাপতি, মহকুমা হিন্দু মহাসভা) মোঃ আব্দুর রসদ মামুদ (চেয়ারম্যান, জেলা বোর্ড) প্রভৃতিকে লইয়া। কমিটির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন কমরেড অমূল্য লাহিড়ী (কম্যুনিষ্ট পার্টি)। এই কমিটি আমন রক্ষা, রেশনিং, সমবায় ভাণ্ডার প্রভৃতির জন্য আন্দোলন চালাইতেছে।

পাবনাকে বাঁচাইতে কংগ্রেস-লীগ-মহাসভার ঐক্য

পাবনা জেলা দুর্ভিক্ষের কবলে। সরকারী অব্যবস্থার ফলে এই নিদারুণ অবস্থা আরো সাংঘাতিক হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই সংকটই আজকে পাবনার দেশপ্রেমিকদের মধ্যে যে ঐক্য গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা অনেক জেলাতেই সম্ভবপর হয় নাই। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি, জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি, হিন্দু মহাসভার নেতা, কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা—ইঁহারা সকলে মিলিয়াছেন পাবনাকে বাঁচাইবার জন্য। সকল দলের জননেতাদের মিলিত পরিচালনার শিল্পকে পাবনার জনসাধারণ একত্র হইয়া দাঁড়াইলে মহাজন, মজুতদার, মুনাফালোভীর কারসাজী কতক্ষণ টিকিবে, আমলাতন্ত্রের অব্যবস্থা কতক্ষণ থাকিবে?

পাবনার চিঠি

পাবনা স্বভাবতঃ ঘাটতি জেলা। তা হইলেও এবার এই জেলায় যত আমন ধান হয়রাছে, গত ১০ বছরের মধ্যে এত বেশী আমন জন্মে নাই। কিন্তু এই আমন ধান কাটিবার লোক কোথায়? দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া ক্ষেত মজুরের একটা অংশ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, আর কিছু অংশ জেলা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। যাহারা বাকী আছে, তাহারা অধিকাংশই ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। আমাদের কমরেডরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দেখিতে পান যে, পাকা ধান ক্ষেতে পড়িয়া আছে, ইঁদুর, পাখী ইত্যাদিতে খাইয়া নষ্ট করিতেছে, অথচ ধান কাটিবার লোক মেলে না।

যে সামান্য ধান উঠিতেছে, অভাবের তাড়নায় চাষীরা তাহা ঢাকার মহাজনদের কাছে বিক্রয় করিতেছে। স্থানীয় মহাজনরা ধানের দাম পড়িয়া যাইবার ভয়ে ধান কিনিতে সাহস পাইতেছে না। সরকার হইতে জেলার ধান জেলার রাখা বা বাড়তি জেলা হইতে ধান আনিয়া জেলার ঘাটতি পূরণের কোন চেষ্টা নাই। সরকারের গড়া খাদ্য কমিটিগুলিও নিষ্ক্রিয়। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত লোকদের বাঁচাইবার জন্য সরকারী কুইনাইন বিতরণের যে ব্যবস্থা তাহাতে দরিদ্র গ্রামবাসীদের কাছে কুইনাইন বিতরণের যে ব্যবস্থা তাহাতে দরিদ্র গ্রামবাসীদের কাছে কুইনাইন মোটেই পৌঁছাইবে না।

এই দুর্ভিক্ষের অবস্থায় চাষীর শতকরা ৪০টা গরু নাড়া নিয়াছে অথবা বিক্রী হইয়া গিয়াছে। খাদ্যাভাব ও রোগে অন্যান্য ৩০টি অকর্ম্মণ্য। গরু কিনিবার জন্য সরকারী সাহায্য না পাইলে আমন উঠিবার পর অনেক জমিই পতিত থাকিয়া যাইবে। এই অবস্থায় আবার ইউনিয়নে ইউনিয়নে ট্যাক্স শতকরা ২৫ ভাগ বাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে।

পাবনাকে বাঁচাইতে দেশপ্রেমিকরা একতাবদ্ধ হইয়াছে

কিন্তু এই সাঙ্ঘাতিক অবস্থাই আজ পাবনার কংগ্রেসনেতা, হিন্দু মহাসভাপন্থী, লীগ নেতা, কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মী সকলকে একতাবদ্ধ করিয়াছে। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা যখন জেলা কংগ্রেসের সভাপতির সহিত দেখা করেন, তখন তিনি আমাদের কর্ম্মীদের গলে লইয়া জেলালীগ সভাপতি, মহকুমা হিন্দু মহাসভার সভাপতি, জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান্ ও অন্যান্য নেতাদের কাছে গিয়া খাদ্যব্যবস্থার সম্পর্কে আলোচনা করেন।

নিকারাজগঞ্জ মহকুমার ৯টি থানার প্রতিনিধি লইয়া ১৪ই ডিসেম্বর এক সভা হয়, তাহাতে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি সকল দলের কর্ম্মীরা যোগ দেন। এই এই সভার মহকুমা খাদ্যকমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি মণ্ডলী গঠিত হয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র লাল রায় (সভাপতি, জেলা কংগ্রেস কমিটি), সৈয়দ আকবর আলি (সভাপতি, জেলা মুসলিম লীগ) শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশ্বাস (সভাপতি, মহকুমা হিন্দু মহাসভা) মোঃ আব্দুর রসদ মামুদ (চেয়ারম্যান, জেলা বোর্ড) প্রভৃতিকে লইয়া। কমিটির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন কমরেড অমূল্য লাহিড়ী (কম্যুনিষ্ট পার্টি)। এই কমিটি আমন রক্ষা, রেশনিং, সমবায় ভাণ্ডার প্রভৃতির জন্য আন্দোলন চালাইতেছে।

রংপুরে আমন রক্ষার অভিযান

বদরগঞ্জ হইতে কমরেড শঙ্কর রায় লিখিতেছেন: বদরগঞ্জ থানার চারিদিকে ধান কাটা সুরু হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ধান বিক্রিও হইতেছে। দরিদ্র কৃষকরা শীত বস্ত্র সংগ্রহের জন্য বাধ্য হইয়া ধান বিক্রয় করিতেছে। বাংলা গভর্ণমেণ্টের নূতন খাদ্য নীতি ঘোষিত হইবার পর এবং রংপুর জেলায় রপ্তানীর বাধা ঘুচিয়া যাওয়ার ফলে স্থানীয় ধান চালের ব্যবসায়ীরা বাজার হইতে ধান চাল খরিদ করিয়া মজুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মহাজনের দালালরা গ্রামে বাজারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধান সংগ্রহ করিতেছে। জেলার বাহিরের খরিদ্দাররাও আসিয়া জুটিয়াছে।

কৃষকদের নিকট হইতে বিভিন্ন কায়দায় ধান হাত ছাড়া হইতেছে। কাপড়ের দর অত্যধিক থাকায় ১ খানা কাপড়ের জন্য কৃষককে দেড় মণ হইতে দুই মণ ধান ছাড়িতে হইতেছে। দরকাটা চুক্তিতে কর্জ্জ লওয়ায় কৃষককে ১ মণের জায়গায় ৩।৪ মণ ধান শোধ দিতে হইতেছে। অল্প জমির মালিক কৃষক অভাবের তাড়নায় তার অধিকাংশ জমি মহাজনের কাছে বেচিয়া ফেলিয়াছে বা বন্ধকী রাখিয়াছে। এক মধুপুর ইউনিয়নেই কবালা বন্ধক ইত্যাদির ফলে ১০০০ ঘর কৃষক তাদের জমি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

কৃষক সভা বাঁচিবার পথ দেখাইল

কিন্তু এই দুর্দ্দশার মধ্যেও কৃষক সভার কাছ হইতে কৃষকগণ বাঁচিবার রাস্তা খুঁজিয়া পাইয়াছে। তাই বদরগঞ্জের বিভিন্ন কেন্দ্রে গ্রামের চাষীরাই আমন রক্ষার জন্য আজকে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। মধুপুর ইউনিয়নে ১০ জন কৃষক সব সময়ের কর্ম্মী হিসাবে কাজে নামিয়াছেন। ৪০ জন কৃষক প্রচারে সাহায্য করিতেছেন। কমরেড নগেন সাহা আমন রক্ষার পালা গানের দল খুলিয়াছেন, তাহাতে জনসাধারণ যোগ দিতেছে। গ্রামে গ্রামে এই গায়কদল গিয়া গান করিতেছেন, তাহার পরে সংগঠকদল গিয়া ধর্ম্মগোলার জন্য, সমবায় সমিতির জন্য গ্রামবাসীকে বুঝাইতেছেন। এই গানে অনুপ্রাণিত হইয়া মধুপুরের জোৎদার মাধবচন্দ্র রায় তাঁহার ক্রীত কোবালার জমি ফেরৎ দিতে স্বীকৃত হন। দিলালপুরের মোঃ তছলিমুদ্দিনও জমি ফেরৎ দিতে রাজী হন। শ্রীযুক্ত যোগেশ বর্ম্মণ দরকাটা চুক্তিতে কর্জ্জ দেওয়া ২০০ মণ ধান প্রতি মণে সওয়া মণ হিসাবে শোধ লইতে রাজী হন।

এই আন্দোলনের ভিতর দিয়া কৃষকগণ নূতন উৎসাহ পাইতেছে। কৃষক সমিতির প্রচেষ্টায় এই সংকট হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে এই বিশ্বাস তাদের আসিতেছে। ৫ দিনে এই এলাকায় ৫০০ নূতন কৃষক সমিতির সভ্য হইয়াছে।

কুড়িগ্রামে সমবায় সমিতি গঠনে চাষী মেয়েরা

সুধীর মুখার্জ্জীর তার, ১৮ই ডিসেম্বর

জমিহীন গরীব চাষী মেয়েরা আমন রক্ষা আন্দোলনে বিপুল ভাবে সাড়া দিতেছে। কিষাণ সভার তরফ হইতে সমবায় সমিতি ও ধর্ম্মগোলার প্রচার করা হইতেছে। সমবায় সমিতির জন্য চাঁদা উঠিতেছে। প্রত্যেক বাড়ী পিছু দশ টাকা করিয়া শেয়ার বিক্রয় করা হইতেছে। স্বর্ণময়ী বরমণি একজন গরীব বিধবা, প্রথম দফা দুই আনা দিয়া শেয়ার কিনিয়াছেন। টাঙ্গন্নর মা মাসিক চার আনা দিতেছেন, পঞ্চমুখী বরমণি দিয়াছেন ৮ আনা। বহু কৃষক ৵০আনা।০আনা করিয়া দিতেছে। পাঁচ টাকা দশ টাকা চাঁদাও উঠিতেছে। দুই দিনে শেয়ারের প্রথম দফা হিসাবে ২০০ টাকা উঠিয়াছে। প্রতিশ্রুতি লইয়া কাঁঠালবাড়ী সিনাই ইউনিয়নে সবশুদ্ধ ২০০০ টাকার জোগাড় হইয়াছে। কৃষক কর্ম্মীরা আওয়াজ তুলিয়াছে: প্রত্যেক কর্ম্মীই শেয়ার কিনিবে। সকলে বলিতেছেন, এইবার ঠিক রাস্তা পাইয়াছি, আমন আমরা রক্ষা করিতে পারিবই।

● ● এই তো বিক্রমপুর ● ●

নৃপেন চক্রবর্ত্তী

মুন্সীগঞ্জের মহকুমা হাকিমের বিবৃতি অনুসারে এক মুন্সীগঞ্জ মহকুমাতেই কমপক্ষে ৫০ হাজার নরনারী অনাহারে মারা গিয়াছে। বিক্রমপুর পরগণায় ম্যালেরিয়া ও কলেরার আক্রমণে হাজার হাজার লোক মারা যাইতেছে বলিয়া প্রত্যহ খবর আসিতেছে। এই অবস্থায় প্রবাসী বিক্রমপুর বাসীর মন উদ্বেগে চঞ্চল হওয়া স্বাভাবিক। জাতীয় আন্দোলন, সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র,—দেশবন্ধু, সরোজিনী নাইডু ও আচার্য্য জগদীশ চন্দ্রের বিক্রমপুরকে রক্ষা করার জন্য কার না আগ্রহ জাগিবে?

প্রায় আট বছর পরে বিক্রমপুর রওনা হইলাম উদ্বেগে অনেক রকমের আলোচনা চলিয়াছে—যুদ্ধ, আমন, কন্‌ট্রোল, বোমা। এক কোনায় তুমুল তর্ক চলিয়াছে রিলিফ কিচেন সম্পর্কে। একজন মধ্যবিত্ত ঘরের লোক রিলিফ কিচেনের চুরি সম্পর্কে অনেক গল্প বলিতেছেন। স্টীমারের মালখানায় কয়েকটি খুব বড় বড় ষ্টীল ট্রাঙ্ক। এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মশায় এই ট্রাঙ্কে কি আছে বলতে পারেন।'

'সরষের তেল'।

এমন ভাবে বলিলেন যেন এটা সকলেরই জানা কথা, কেবল আমিই জানিনা। খবর লইয়া জানিলাম ঢাকায় সরষের তেল পাওয়া যায় না তাই এই ভাবে আইনকে ফাঁকি দিয়া ট্রাঙ্ক বোঝাই করিয়া তেল চালান হয়।

লোকটি বলিল, "কি করবে মশাই, কন্‌ট্রোলেই তো সব অনর্থ ঘটিয়াছে, নতুবা যে তেল গোয়ালন্দে একটানা দু আনা সের, তা ঢাকায় দু টাকা বার আনায় বিক্রি হইতেছে।" "কিন্তু কন্‌ট্রোল না থাকলে তো গোয়ালন্দেও এটা দুটাকা বারো আনায় বিক্রি হতো।"

ভদ্রলোক নিরুত্তর হইলেন।

লঞ্চে তালতলাঘাটে পৌছিলাম। তালতলা একটি ছোট বন্দর, ধলেশ্বরীর বুকে। ঘাটে শত শত নৌকা-মাঝির ভীড় থাকে, যাত্রী লইয়া টানাটানি হয়, হিন্দুস্থানী 'কুলীর' ভীড় ও বড় কম থাকে না। কিন্তু এবার একেবারে ফাঁকা!

রাত্রি আসিল। তালতলায় একজন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে আতিথি হইলাম। পরিবারে গৃহস্বামী, তাহার স্ত্রী ও তিনটি ছেলে মেয়ে—সকলে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। আমাদের উপস্থিতি তাহাদের বিব্রত করিল।

গৃহস্বামী ৯ই আগষ্টের সংগ্রামে যোগ দিয়া ছিলেন। ৯ই আগষ্টের তালতলায় গুলী চলিয়াছিল। প্রায় ৭।৮ হাজার জনতা স্বাধীনতার সংকল্প লইয়া কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইয়াছিল।

"কিন্তু, আজকের খাদ্যের লড়াইয়ে, ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তালতলা কোথায়? গৃহস্বামীর কাছে জানা গেল, তালতলায় এমন কি একটি জননাধারণের রিলিফ কিচেনও নাই। একটি সরকারী কুইনাইন বিলির কেন্দ্রে প্রায় সতাশিক লোক ভীড় করিয়া দাঁড়ায়। একখানা বাড়ীতে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে বিশজন লোক গিয়াছে। তালতলা আজ ধ্বংসের মুখে!

আউটসাহী ইউনিয়নে আসিলাম। ইউনিয়নের জন সংখ্যা প্রায় সাড়ে এগারো হাজার। এখানকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জাতীয় আন্দোলনে বরাবর অংশ গ্রহণ করিয়াছে। নিখিল ভারতগ্রামউদ্যোগ সমিতি, রামকৃষ্ণ মিশন এবং অন্যান্য সমিতির মধ্য দিয়া এই ইউনিয়ন বরাবর জনসেবা করিয়া আসিতেছে।

ডাঃ শচীন দাস ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়নের একজন ডাক্তার। হার হিসাব মতো জানা গেল ইউনিয়নের লোক সংখ্যা এখন সাড়ে সাত হাজারের বেশী হইবে না।

"সব লোকই কি অনাহারে মরেছে?" "না, জ্বর এবং ম্যালেরিয়া কলেরায় মরেছে প্রায় দেড় হাজার, দেশ ছেড়ে আসাম প্রভৃতি এলাকায় পালিয়েছে বাকী দেড় দু'হাজার।" ময়না গোপ আউটসাহী গ্রামের একজন গোয়ালা, দুর্ভিক্ষের সহিত লড়াই করিয়া কি ভাবে বাঁচিয়া আছে তাহার কথা বলিতে লাগিল—"বেচার যতো যা ছিল তা সব শেষ হয়ে গেছে। ছেলেকে স্কুল ছাড়িয়েছি, ভাত আজ প্রায় ২ বছর পেট ভর খেয়ে দেখলাম না। কিন্তু তা সত্তেও আয় মাসে ৩০৲ হবে না, ব্যয় ৩০৲ টাকার কম নয়। কি করি বলতো?

সুশীল দেব গ্রামের হাই স্কুলের শিক্ষক, অন্যতম সমাজ সেবক। নিজের বাঁচিবার লড়াইয়ের কথাই কেবল বলিলেন না। বলিলেন, "ছাত্র সংখ্যা তিনশ থেকে একশতে নেমেছে, জায়ুরারীতে আরও নামবে রিজার্ভ ফণ্ডও শেষ হয়েছে। এবার বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর পথ কি?"

রিলিফ কিচেন। কলিকাতায় ক্ষুধিত নিরাশ্রয়দের রিলিফ কিচেন দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাদের পরিচয় ছিল অজানা। নিজের গ্রামে রিলিফ কিচেনের সামনে দাঁড়াইয়া বুক কাঁপিতেছিল। কাহাকে দেখিব কে জানে।

হঠেল্লা বাঙ্কর। সানাই বাজাইয়া শতাধিক মেডেল সে পাইয়াছে। গ্রামের গৌরব সে বাড়াইয়াছে। রিলিফ কিচেনে দাঁড়াইয়া সে প্রথমেই বলিল, "জানেন, আমার সবগুলি মেডেল বিক্রি করে দিয়েছি, কিন্তু তাতেও স্ত্রীকে বাঁচাতে পারলাম না।

লক্ষণ মিস্ত্রি। কাঠের কাজে ইহার কাছে এলাকার মধ্যে কেউ দাঁড়াইতে পারে না। ডাকিতে সাহস হইতেছে না, পাছে তাহার মনে আঘাত লাগে। কিন্তু নিজেই সামনে আসিয়া বলিল, "পাড়ার তো আমি একাই বেঁচে আছি, বার আনা মরে গেছে চার আনা দেশ ছেড়েছে।"

নীতার মা। এর ছেলের সহিত আমরা ছোট বেলা হইতে খেলা করিয়াছি; ইহাকে ভাইয়ের মত দেখিয়াছি। ছোট দোকানদার ঘরের লোক ইহারা। দেখিলাম রিলিফ কিচেনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিচেনের অন্যতম পরিচালক কানাই আমাদের সহপাঠী। কোন দিন কোন স্বদেশী কাজে ছিল না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, যাহারা দিন মজুর তাহারা এখন আর আসে না। এখন যাহারা আসে তাহারা নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের লোক। দিন মজুররা আর বাঁচিয়া নাই।

"চালের দর যখন সবচেয়ে বেশী তখনও কিচেনে এক হাজারের বেশী লোক হয় না। এখন ১৫ শত এবং ভীড় ক্রমশঃ বাড়ছে। কিন্তু চাল যা লওয়া হয় তাতে চলে না। সরকার যখন বলছে চালের অভাব নেই, বিচুড়ীর জন্য চালের পরিমাণ আরো বাড়াচ্ছে না কেন?"

পূর্ব্ব বিক্রমপুর সম্মেলন শুরুবার ১৭ই-ডিসেম্বর। ঢাকা জেলা কমিউনিষ্ট পার্টি: আমন রক্ষা ও মহামারীকে রুখিবার জন্য আউটসাহীতে এই সম্মেলন ডাকিয়াছে। সম্মেলনে প্রায় আড়াই হাজার লোক আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রায় ৭০ ভাগ এলাকার চাষী এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। ইহাদের অধিকাংশকে কোন কালে সভা সমিতিতে আসিতে দেখি নাই। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন প্রাদেশিক কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড সরোজ, উপস্থিত থাকেন লীগনেতা কমরেড সামসুদ্দিন এবং স্থানীয় অনেক লীগ কর্ম্মী, অনেক গ্রাম্য নেতা। সম্মেলনের সাফল্য বিচলিত করিল পঞ্চমবাহিনীকে; তাহারা ঢিল ছুড়িয়া ইস্তাহার ছড়াইয়া গোলমাল সৃষ্টি করিতে যাইয়া ব্যর্থ কাম হইল। সম্মেলন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল, ঘাটতি অঞ্চল হিসাবে যাহাতে সহর ও বন্দর অঞ্চলে অবিলম্বে রেশনিং হয়, গ্রামে কন্‌ট্রোলের সুব্যবস্থা হয়, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও কারিগরদের জন্য আয়ের ব্যবস্থা হয় তাহার জন্য খাদ্য আন্দোলন আরো জোরদার করিতে হইবে। সম্মেলন আওয়াজ তুলিল, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে জনসাধারণের পাশে দাঁড়াইবার জন্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই।

ইউনিয়নের ফুড কমিটির বৈঠক। এই কমিটিতে আছেন ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য, কংগ্রেস, লীগ কমিউনিষ্ট কর্ম্মী এবং অঞ্চলীয় জনপ্রতিনিধি। সেখানে দেখিলাম কর্ত্তব্যপ্রতা। চাউলের পারমিট পাওয়া গিয়াছে। টাকা তুলিয়া ঐ চাউল আনাইয়া কন্‌ট্রোলের মারফৎ বিলি করিতে হইবে; কাপড় আসিয়াছে, গরীবদের তালিকা করিয়া উহা তাহাদের মধ্যে বিলি ব্যবস্থা করিতে হইবে; কুইনাইন বিলির জন্য সপ্তাহের এক একদিন এক এক পাড়ায় স্কোয়াড করিয়া যাইতে হইবে; স্থানীয় হাসপাতালে ২০ খানা নূতন বেড খোলা হইয়াছে; এই বেডের জন্য সাজ-সরঞ্জাম চাই। কেরোসিন, চিনি প্রভৃতি অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষের পারমিট পাওয়া যাইতেছে না; তাহার জন্য হাকিমের নিকট প্রতিজ্ঞাই বিক্রমপুরকে বাঁচাইবে।

দুঃস্থ মেয়েদের শোচনীয় অবস্থা

ইহাদেরই বাঁচাইতে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির চেষ্টা

রংপুর

আমনের ক্ষেতে কাজ জুটিবে বলিয়া পুরুষরা আজ গ্রামে ছুটিতেছে—কিন্তু লঙ্গরখানার হাসপাতাল ও ডেষ্টিটিউট ক্যাম্পে পড়িয়া থাকে রোগাক্রান্ত, গতিশক্তিহীন, অনাহার নারী ও শিশুর দল। ক্ষুধার জ্বালায় ইহারাই প্রথম গ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিতে বাধ্য হইয়াছিল—আজ বুঝি তাহারা ফিরিতে পাইবে না।"

রংপুরের দুঃস্থ নিবাসে ১০৫ জনের মধ্যে ৮০ জনেরই আরাকান ক্ষত এবং ইহার মধ্যে আছে ৬৭ জন স্ত্রী। নীলফামারীতে ৯১ জনের মধ্যে ৫৫ জন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। তাহার মধ্যে শিশু ৩১, স্ত্রী ১৭, পুরুষ ৭ জন। নিলফামারীর সরকারী শিশুভবনে প্রতিদিন ২।৩ জন মরিতেছে—১৫০ পরিবারের মধ্যে ৫০টী পরিবারের পুরুষই স্ত্রী ও শিশুদের ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহাদের আশে পাশে ঘুরিতেছে জোতদারের লোক—ইহাদের বিনা পয়সার মজুরে পরিণত করিবে, আর দালাল—ইহাদের বেশ্যা বানাইবে।

দিলালপুরের ৫।৬ বছরের কুলী মেয়েকে একটী জোতদার ১০ টাকায় কিনিয়াছে। বরারগঞ্জে একটী দুঃস্থা মা তার ৫।৬ বছরের মেয়েকে একটী বেশ্যার কাছে বিক্রি করিয়াছে, দাম মাঘ মাসে পাইবে।

গ্রামে গ্রামে আজ অনাহারগ্রস্ত স্ত্রীলোকেরা খোলা হইয়াছে। গ্রামের কৃষক কর্ম্মীরা খাঁটি দুধ দিয়া যায়—কিশোর বাহিনীর ছেলেরা তাহা বিলায়—এই ভাবে মহিলাদের চেষ্টায় ২০০ শিশু রোজ দুধ পায়! স্থানীয় আর্য্য নাট্য সমিতি অভিনয় করিয়া ৭০০ টাকা তুলিয়া দেয় মহিলাদের হাতে। এই ভাবে সকল শ্রেণীর মিলন দেশ সেবার মধ্য দিয়া সাধিত হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে ফরোয়ার্ড ব্লকের ভাঁওতায় পড়িয়া কয়েকজন পুরানো কংগ্রেস কর্ম্মী বিভেদ সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু সফল হয় নাই।

আমন নিয়ন্ত্রণের আন্দোলনে আত্মরক্ষা সমিতি গ্রামে গ্রামে মহিলাদের মধ্যে প্রচার চালাইতেছে। সুন্দর দিঘীর গড়ে বুড়ীমায়ের নেতৃত্বে কৃষক মেয়েরা মজুতদার ও জোতদারদের বিরুদ্ধে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

আত্মরক্ষা সমিতি খাদ্য কমিটীগুলির মতই দিন দিন জনপ্রিয় ও শক্তিশালী হইতেছে।

পটুয়াখালি (বরিশাল)

আত্মরক্ষা সমিতি লঙ্গরখানা চালায়। সেখানে ২০০ জন নারী শিশু ও পুরুষ খায়। সমিতির মেয়েরা গান গাহিয়া গরীবদের শীতবস্ত্র যোগাড় করিয়াছে এবং যাহারা আসে তাহাদের দিয়াছে। ইহা ছাড়া দুইটি দুধ বিতরণের কেন্দ্র হইয়াছে—যেখানে শিশু ও তাহাদের মায়েরা দুধ বিনা পয়সায় পায়। পরিবেশন করে ওখানকার কিশোরেরা।

বেলেতোড় (বাঁকুড়া)

গ্রামের মেয়েরা কেবল মাত্র "জনযুদ্ধ" কাগজ পড়িয়াই বুঝিতে পারে তাহাদের কর্ত্তব্য। নারী কল্যাণ সমিতি গড়ে, চাঁদা তোলে, দুধ বার্

উৎপাদনের পথে দেশপ্রেমিক মজুর

দেশরক্ষায় সাহায্য করিতেছে

আসাম প্রাদেশিক মজুর সম্মেলন

গত ২৮শে নভেম্বর ডিব্রুগড়ে আসাম প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলন ও উৎপাদন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে শ্রীহট্ট কাছাড়, চা-বাগান মজুর ইউনিয়ন, দোকান কর্মচারী সঙ্ঘ প্রেস কর্মচারী ইউনিয়ন, বি এণ্ড এ রেল মজুর ইউনিয়নের প্রতিনিধি, লামডিং এবং ডিব্রুগড় শাখা এবং এ-আর এণ্ড টি কোং লিঃ হইতে প্রতিনিধি দল আসে।

আসামের মজুর ইউনিয়নগুলি খুব বেশীদিনের নয়। কিন্তু আজ উৎপাদনের দেশ-প্রেমিক নীতি আসামের মজুর আন্দোলনকে দ্রুত শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছে। কাজ চালু রাখিয়া আসামের মজুর আজ ভারতের সীমান্ত রক্ষার ভার লইয়াছে। প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কমরেড কালিপ্রসন্ন দাশ তাঁর রিপোর্টে বলেন, ডিব্রুগড়ের ৩ জন ইউনিয়নসভ্য গত নভেম্বরে সপ্তাহে ৮ ঘণ্টার কাজ ৫ ঘণ্টায় করিয়া দিয়াছে। তারা কাজের ধরণ উন্নত করার জন্য কর্মীদের লইয়া ছোট ছোট দলল গঠন করিয়াছে। আগে সেখানে মাসে ২ খানা করিয়া ইঞ্জিন সারানো হইত, আজ সেখানে ৪ খানা করিয়া ইঞ্জিন মাসে মাসে সারানো হইতেছে। কর্তৃপক্ষ সংঘবদ্ধ মজুরের দাবী উপেক্ষা করিতে পারে নাই। লামডিংয়ে ইউনিয়নের নেতৃত্বে ৩ মাসের মধ্যে মজুররা কাজের ঢিলেমি কমাইয়া অনেকখানি উৎপাদন বাড়াইয়াছে। বেঁচুগঞ্জ ওয়ার্কশপের মজুররা ৩০ দিনের কাজ ১০ দিনে করিয়াই শুধু তাদের দেশপ্রেমের পরিচয় দেয় নাই, সংঘবদ্ধ শক্তির জোরে মালিকদের কাজ পণ্ড করার নীতিকেও পরাস্ত করিয়াছে।

আসামের মজুর আজ তার দেশপ্রেমের ঝাণ্ডা উঁচা রাখিয়াছে। প্রায় পাঁচ হাজার মজুর ইউনিয়নে ইউনিয়ন সংঘবদ্ধ হইয়াছে। তাই সহস্রাধিক মজুর ও পাঁচ শত নাগরিকের এই সমাবেশে আসামের মজুর আন্দোলনের অগ্রগতি চিহ্নিত হইল।

ডিব্রুগড় খাদ্য কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ফুকন (কংগ্রেসসেবী) সম্মেলনকে অভিনন্দন জানাইলেন। শুভেচ্ছা পাঠাইয়াছিলেন ডিব্রুগড়ের ওয়ার্কস্ ম্যানেজার এবং এ আর এণ্ড টি কোং লিঃ এর জেনারেল ম্যানেজার ও এজেন্ট। এ আর এণ্ড টি কোং লিঃ মজুর ইউনিয়নের সেক্রেটারী কমরেড মহেন্দ্র বে (নিজে একজন পুরানো রেল মজুর ও প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী) উভোক্তাদের পক্ষ হইতে সকলকে সম্বাধণ জানান। বি এণ্ড এ রেল মজুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড জ্যোতি বসু সভাপতির অভিভাষণে বলেন, উৎপাদনই আজ মজুরের দেশরক্ষা ও জনসেবার একমাত্র পথ। ইউনিয়ন মজবুত করিয়া, কাজ চালু রাখিয়া সংঘবদ্ধ শক্তির জোরে মজুর তার নায্য দাবী আদায় করিবে।

রেলওয়ে, চা ও উৎপাদন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাব এই সম্মেলনে গৃহীত হয়। প্রত্যেকটি প্রস্তাবে উৎপাদন বৃদ্ধি, ইউনিয়নের অধিকার প্রতিষ্ঠা, ন্যায্য দাবী ও দেশরক্ষার অটুট সংকল্প প্রকাশ পায়। চা মজুরদের নেতা ও প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত অরুণ কুমার চন্দ যাহাতে মজুরদের সহিত মিশিবার অধিকার পান, তার জন্য বিশেষ করিয়া একটি প্রস্তাবে দাবী করা হয়।

প্রতিনিধি সভায় শ্রীযুক্ত অরুণ কুমার চন্দ (শ্রীহট্ট কাছাড় চা বাগান মজুর ইউনিয়নের সভাপতি ও আসাম কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির ডেপুটি লীডার) আগামী বৎসরের জন্য প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সভায় কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবী করিয়া ও কংগ্রেস লীগ ঐক্য কামনা করিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বঙ্গলক্ষ্মী মজুরেরা দ্বিতীয় জয়

বঙ্গলক্ষ্মীর দেশপ্রেমিক মজুররা এক হইয়া কোম্পানীর উৎপাদন পণ্ড করার মতলব রুখিয়াছিল। তারা বুঝিয়াছে, ইউনিয়নের জোরে এক হইয়া ন্যায্য দাবীও আদায় করা যায়। ১ হাজার গণ সই লইয়া কমরেড গোপাল দত্ত ও কমরেড শান্তি রায়ের নেতৃত্বে একটি ডেপুটেশন লেবার কমিশনারের সহিত দেখা করে। ঠিক হয় মজুর, মালিক ও সরকারের প্রতিনিধিদের যুক্ত বৈঠকে এ সম্বন্ধে মীমাংসা হইবে।

ইহার পর বস্তিতে বস্তিতে ক্ষোয়াড বাহির হয় ও প্রত্যেক মজুরকে ইউনিয়নের ঝাণ্ডার নিচে সংঘবদ্ধ হইতে বলা হয়। এই আন্দোলনের ফলে কোম্পানী ২ পাই করিয়া বেঁচ বাড়াইতে, সরিষার তেল ও ডালের দর কমাইতে ও উৎপাদন বোনাস ।৷০ আনা বাড়াইতে রাজী হইয়াছে।

মিল মালিক এখন মজুরদের ঐক্য ভাঙিবার জন্য দালাল মারফৎ ইউনিয়নের নামে কুৎসা রটাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধানো ও মিথ্যা মামলা দায়ের করার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ মজুর মালিকের চাল পদে পদে পরাস্ত করিতেছে। তারা পঞ্চায়েত বসাইয়া দালালদের একঘরে করিয়াছে। মালিকের প্রতিনিধি যখন মজুরদের অভাব অভিযোগের তদন্তে আসে, তখন ম্যানেজার ও তার দালালদের কাজ পণ্ড করার উদ্দেশ্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। দালালরা যে অসৎ—একথা তাঁকেও স্বীকার করিতে হইল। শেষ পর্য্যন্ত দালালদেরই তিনি শাসাইয়া গেলেন।

গ্যাস মজুরদের মধ্যে জাগরণ

গ্যাস মজুরদের মধ্যে নূতন জাগরণ আসিয়াছে। ট্রামের বাহাদুর মজুর এই জাগরণের নেতা হইয়াছে। ২২শে ডিসেম্বর গ্যাস মজুরদের সভায় কমরেড ইসমাইল, চতুর আলি ও মিশির বক্তৃতা করেন। তাঁরা প্রত্যেকে বলেন, যদি কোম্পানীর ও পুলিশের জুলুম বন্ধ করিতে চাও, যদি অত্যাচারী দালাল জগদীশকে খেদাইতে চাও, যদি আপন দাবী আদায় করিতে চাও ও দেশকে বাঁচাইতে চাও, তাহা হইলে জোরদার ইউনিয়ন খাড়া করো। এই বক্তৃতা শুনিয়া মজুরদের মধ্যে উৎসাহ বাড়িয়া যায়। সভার পর ১০০ জন ইউনিয়নের সভ্য হয় ও বাকী সকলে সভ্য হইবে প্রতিশ্রুতি দেয়।

মিল কর্তৃপক্ষের জুলুম

গত ৬।৭ মাসে বেলঘরিয়ার ইণ্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং কারখানায় শত শত মজুর মালিকের জুলুমের জন্য কাজ ছাড়িয়া গেছে। মজুরদের মাহিনা ও মাগগী ভাতা খুবই কম; চালাই কারখানার মজুরদের প্রায়ই ঢোট লাগে, কিন্তু ওষুধপত্রের তেমন ব্যবস্থা নাই। এ-আর-পি ষ্টাফে মাত্র ৯ জন লোক। তাদের পোষাক, শিক্ষা ও মাহিনার সুবন্দোবস্ত নাই। মাসের পর মাস এই জুলুম অসহ্য হইয়া উঠায়, তারা ১৩ই ডিসেম্বর হরতাল করে ও কমিউনিষ্ট পার্টির সাহায্য চায়। পার্টির নেতৃত্বে তৎক্ষণাৎ ইউনিয়ন গড়া হইয়া যায় ও ৩ দিনের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন ইউনিয়ন সভ্য হয়। পরে লেবার কমিশনারের আখাসে পরদিনই ষ্ট্রাইক ভাঙাইয়া লওয়া হয়। কিন্তু কাজ নাই অছুহাতে মিল কর্তৃপক্ষ ১০ জন মজুরকে জবাব দিয়াছে। কর্তৃপক্ষের এই জুলুমের যাহাতে প্রতীকার হয়, তার জন্য এ বিষয়ে আমরা লেবার কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সরকারী কমিউনিকের প্রতিবাদ

জগদ্দল মজদুর ইউনিয়নের সেক্রেটারী কমরেড সত্যপ্রসন্ন দাস জানাইতেছেন যে, বন্ধ মিলগুলির মজুরদের নিয়োগ সম্পর্কে গত ১১ই ডিসেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকায় যে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে কিছু ভুল আছে। বন্ধ মিলগুলির মধ্যে একটিতে মজুরদের অন্য কারখানায় নিয়োগ করা সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। এখানকার সাড়ে ১৮ শত মজুরের সপরিবারে এখন পথে বসিবার উপক্রম হইয়াছে। এখানকার মজুররা লেবার কমিশনারের কাছে কাজ পাইবার ইচ্ছা জানাইয়াছিল। সুতরাং এই বিজ্ঞপ্তি আমাদের অবাক করিয়াছে। এখনি সরকারের পক্ষ হইতে ঐ কোম্পানীর অন্য কোন মিলে কাজ পাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

রেশনিং চালু করিতে

কাহারা আগাইয়াছে ?

টালিগঞ্জ সাব এরিয়া। জনরক্ষা কমিটির কর্মীরা রেশনিং অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইল, "রেশন কার্ড বিলি করার আমাদের সাহায্য লওয়া হোক।"

কর্তৃপক্ষ সিভিক গার্ডের সাহায্যে কার্ড বিলি করিতে যাইয়া জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেন। কয়েক দিনের মধ্যে কেবল মাত্র এ, আর, পিকে ঐ কাজে রাখিয়া সিভিক গার্ড তুলিয়া লওয়া হয়। জনরক্ষার কর্মীদের বলা হয় রেশন কার্ড লিখিতে।

৩রা ডিসেম্বর হইতে জনরক্ষার কর্মীরা রেশন কার্ড লিখিতে থাকেন। তাহারা এক সপ্তাহের মধ্যে যে কাজ করেন, কর্তৃপক্ষ ইহার আগে এক মাসে তাহা করিতে পারেন নাই। তার পর জনরক্ষার কর্মীরা কার্ড বিলির কাজ চাহেন, কিন্তু তাহাদের সেকাজ দেওয়া হয় না।

মধ্য কলিকাতা এবং উত্তর কলিকাতা, খিদিরপুর এবং অন্যান্য এলাকার ঠিক একই ব্যাপার ঘটে। কার্ড বিলির কাজে জনসাধারণের সাহায্য লওয়া হয় না।

ফল হইয়াছে এই, অনেক এলাকায় এখনও কার্ড লেখাই শেষ হয় নাই, কার্ড বিলি যে-গতিতে চলিয়াছে তাহাতে আগামী ১৫ই জানুয়ারীর আগে প্রাথমিক কার্ড বিলিই শেষ হইবে না।

কয়েকটি এলাকায় দেশপ্রেমিক মনোভাব লইয়া কার্ড বিলির কাজ করিয়া এ, আর, পি কর্মীরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বড়বাজারের এ, আর, পি কর্মীরা মাত্র ৪ দিনে ৪০ হাজার লোকের কার্ড বিলি করিয়াছেন।

কিন্তু জনসাধারণের সহযোগিতা ভিন্ন কার্ড বিলিতে যে গলদ থাকিয়া যায় তাহা সর্ব্বত্রই ফুটিয়া উঠিতেছে। বড়বাজার এলাকায়ও কমপক্ষে ৮।১০ হাজার লোক হয় এখনও কার্ড নেয় নাই নতুবা ভুলচুক ও দুর্নীতির ফলে কার্ড হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

কার্ড বিলির কাজে গড়িমসি, গাফিলতী এবং জনরক্ষা কর্মী প্রভৃতির সহযোগিতা লইতে অনিচ্ছা দেখিয়া ইহাই মনে হয় যে, রেশনিং চালু করিতে কর্তাদের বিশেষ গরজ নাই।

পাড়ার প্রতিনিধি দল এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে কবে ?

বাঁকুড়ায় রেশনিং-এর জন্য গণদাবী

গত ৪ই ডিসেম্বর বাঁকুড়া সহরে রেশনিং কন্‌ফারেন্স হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, হিন্দুমহাসভার নেতা, কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মী, সহরের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ সকলেরই মিলিত প্রচেষ্টায় এই সম্মেলন হয়। স্থানীয় কংগ্রেস নেতাও ইহাতে সম্মতি জানান। সম্মেলনে দাবী জানান হয়—এখনি বাঁকুড়ায় রেশনিং-এর প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। এই দাবীকে আরো জনপ্রিয় করিবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় প্রচার চলিতেছে। ২০ জন প্রতিনিধি লইয়া একটী ডেপুটেশন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গণ-দরখাস্ত সহ পাঠান হইয়াছে।

শ্রীরামপুরে রেশনিং-এর জন্য সভা

১৯শে ডিসেম্বর চাতরায় স্থানীয় সর্ব্বশ্রেণীর নাগরিকদের লইয়া একটি সভা হয়। গত নভেম্বর মাসে শ্রীরামপুরের মহকুমা হাকিম সহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের এক প্রকাণ্ড সভায় রেশনিং প্রবর্ত্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং সেই অনুযায়ী লোকগণনা কার্য্যও করা হয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতি কাজে পরিণত হয় নাই। চাতরার জনসাধারণ এই সভায় দাবী জানাইল যে, আমনরক্ষা করিতে হইলে, মজুতদার ও মুনাফালোভীকে কোণঠাসা করিতে হইলে সহরে অবিলম্বে রেশনিং চালু করিতে হইবে।

ঢাকায় পার্টি সমাবেশ

গত ১২ই ডিসেম্বর ঢাকা বার এসোসিয়েশন হলে একটি পার্টি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে আমন রক্ষা বিষয়ে কমরেড রণেশ দাশগুপ্তের একটি নাটক অভিনীত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন স্কোয়াড নিজেদের ক্রন্ট উপযোগী গান করেন। কমরেড কানু সুন্দরের 'লোকযুদ্ধ লায়ারে' গানটি খুবই উপভোগ্য হয়। সাধারণ রাজনৈতিক রিপোর্ট পেশ করেন কমরেড বিনয় বসু। মহিলা কমরেড হিরণ রায় তাঁর শেষ সম্বল সাড়ে ৬ বিঘা জমি পার্টিকে দান করেন। কমরেড সরোজ মুখার্জ্জী পার্টির নীতি ব্যাখ্যা করেন।

একটি ইস্তাহার সম্পর্কে

নভেম্বর দিবস উপলক্ষে জেলা কমিটি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ইস্তাহারে মোহনপুরে রিলিফ কাজ সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে, স্থানীয় কয়েকজন রিলিফ কমিটির সভ্য তাহাতে আপত্তি করিয়াছেন।

আমাদের পার্টির স্থানীয় ইউনিট ছাড়া আর কেহই কিছু করেন নাই, এরূপ বলা আমাদের ইস্তাহারের উদ্দেশ্য নয়।

যদি কেহ তাহাতে আপত্তি করেন, তবে আমরা দুঃখিত। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, আমাদের পার্টির কর্ম্মীরা ছাড়াও স্থানীয় অনেকে রিলিফ আন্দোলনে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন।

সুধীন মৈত্র
সম্পাদক, পাবনা জেলা কমিটি

যুদ্ধের গতি

ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মানীর সর্ব্বনাশ আসন্ন

১৯৪৩ সাল শেষ হইয়া আসিল। বর্ষাসমেত দ্বিতীয় ক্রন্ট খুলিয়া লালফৌজের বোঝা কমাইলে হিটলারের বহু বহুদিন পূর্ব্বেই রুষ হইয়া যাইত। যে কুচক্রীরা নানাভাবে দ্বিতীয় ক্রন্ট খোলার পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল, আজ তাহাদের দিন ফুরাইয়াছে। হিটলারকে একযোগে পূর্ব্বপশ্চিম ও দক্ষিণ হইতে আক্রমণ করার সংকল্প মস্কো ও তেহেরাণ হইতে বজ্রনির্ঘোষে প্রচারিত হইয়াছে। লালফৌজ নূতন বিরাট আক্রমণ শুরু করিয়াছে। দ্বিতীয় রণক্ষেত্রে মিত্রবাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে জেনারেল আইজেনহাওয়ার নিযুক্ত হইয়াছেন। ইংরেজ ও আমেরিকান ফৌজের ইনি হইলেন এখান সেনাপতি। উত্তর আফ্রিকা ও ইতালীতে আইজেনহাওয়ার শত্রুসেনার সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছেন। জেনারেল উইলসন, জেনারেল আলেকজাণ্ডার, জেনারেল মন্টগোমারী ও জেনারেল প্যাৎনের নিয়োগসংবাদও আসিয়াছে। দ্বিতীয় ক্রন্ট যে শীঘ্রই খোলা হইবে, ইয়োরোপের জনশক্তি যে মিত্রবাহিনীর সাহায্য পাইয়া হিটলারীদের উচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য সিংহবিক্রমে লড়িবার সুযোগ পাইবে, ফ্যাসিজ্‌মকে ধ্বংস করিয়া স্বাধীনতার ইমারৎ যে তাহারা বানাইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

হিটলারীদের আতঙ্ক যে বাড়িয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের কাছ থেকে জানা যায় যে জার্ম্মাণ অধিকৃত ইতালীতে বেজায় ভয় যে পশ্চিমে ইয়োরোপে আক্রমণ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, সমুদ্রে যুদ্ধজাহাজ ঘুরিতেছে, সমুদ্রকূলে দারুণ বোমাবর্ষণ হইতেছে। আতঙ্কের ফলেই এ ধরণের গুজব রটিতেছে। উত্তর ও পশ্চিম ইয়োরোপে সমগ্র সমুদ্রকূল ব্যাপিয়া জার্ম্মানরা যে আত্মরক্ষাব্যূহকে সুদৃঢ় করার প্রাণপণ চেষ্টায় লাগিয়াছে, এ খবর একেবারে সাঁচ্চা, গুজব নয়। রমেল ও রুন্‌স্‌টেড্‌ট্‌, এই দুই অভিজ্ঞ জার্ম্মাণ সেনাপতির একমাত্র কাজ হইল পশ্চিমে মিত্রশক্তির আক্রমণকে ঠেকাইয়া রাখা।

মস্কো বেতারে বলা হইয়াছে যে "১৯৪৪ সালে জার্ম্মাণীর 'ভাগানির্ণয়' হইয়া যাইবে। সোভিয়েট, ব্রিটেন ও আমেরিকার একজোট আক্রমণে বাধা দিবার শক্তি জার্ম্মাণীর নাই। যতই কেন্না বানাক্ বা আত্মরক্ষার দেওয়াল খাড়া করুক, পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি জার্ম্মাণী পাইবে না। ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মাণীর সর্ব্বনাশ আসন্ন।"

বচনবাগীশদের মুখ বন্ধ করো

কয়েকজন বচনবাগীশ মাঝে মাঝে নিজেদের মত প্রচার করিয়া আত্মতুষ্টি লাভ করেন, কিন্তু কাজের কথা বিশেষ বলেন না, এবং সাধ্যমত বিঘ্নই উৎপাদন করেন। এই ধরণের একজন আমেরিকান বলিয়াছেন যে ইতালীতে লড়াই করা বড়ই শক্ত, এপ্রিল মাসের আগে রোম শহরে পৌঁছানো যাইবে না। লড়িবার মত লড়িলে এই রকম প্রলাপ যে কত ভুয়া, সহজেই প্রমাণ হইবে। আর একজন আমেরিকান বলিয়াছেন যে এপ্রিল কি মে মাসের আগে পশ্চিম ইয়োরোপ আক্রমণ খুব সম্ভব নয়; আবার যে ভাবে বোমা ফেলা হইতেছে তাহাতে আক্রমণ দরকার না হইতে পারে! চার পাঁচ মাস না যাইলে কিছু করিতে পারিব না বলিয়া আগে থাকিতেই কাঁদুনি গাইয়া ইনি মিত্রশক্তির উপকার করেন নাই, অপকারই করিয়াছেন। আর বোমা খুব জোরে ফেলা হইতে থাকিলেও কেবল বোমা দিয়া কেল্লা যে ফতে হয় না, এ খবরটা সোভিয়েটের কাছে বারবার শুনিয়াও মার্কিনপুঙ্গবের মগজে ঢুকে নাই কেন? তৃতীয় একজন আমেরিকান বিষণ্ণ সুরে খবর পাঠাইয়াছেন যে ইয়োরোপ আক্রমণের সময় মিত্রসেনাতে শতকরা ৭৩ জন থাকিবে আমেরিকান, এবং এই খবর পাইয়া তিনি ক্ষিপ্তি চটিয়াছেন! এই সব বচনবাগীশের মুখ বন্ধ করা খুবই দরকার; যুদ্ধজয়ের পথে বাধার জঞ্জাল জড়ো করাই যেন ইহাদের মতলব।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ঠিকই বলিয়াছেন যে বিজয় নিশ্চিত হইলেও এখনও অনেক দুঃখ সহিতে হইবে, বিরাট যুদ্ধ হইলেই হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিক। শত্রু যে মরিয়া হইয়া নিদারুণ লড়িবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ফ্যাসিষ্টদের বিষদাঁত ভাঙার কাজে গা-ঢিলা আর যে চলিবে না তাহা মিত্রশক্তির নেতারা স্বীকার করিয়াছেন। সাত মাস আগে জার্ম্মানীর উপর ২৭ লক্ষ মণ গুজনের বোমা ফেলা বেশ কৃতিত্বের কাজ। মূল আক্রমণের আয়োজনও আজ চলিতেছে। উত্তর সাগরে জার্ম্মানীর ২৭০০০ টন যুদ্ধ জাহাজ "শার্নহর্ষ্ট" ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। লালফৌজের বিপুল অভিযানকে শত্রু ঠেকাইতে পারিতেছে না। দ্বিতীয় ক্রন্ট খোলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিটলারের নাভিখান উটিবে, জনগণের মুক্তি সুনিশ্চিত হইবে।

মধ্যরাজ্যে ঝ্‌লোবিনের কাছে শত্রু যে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছে। যেতরানিয়াতে জার্ম্মানরা যাহাকে "পিতৃভূমিরক্ষার ব্যূহ" বলে, তাহা বিদীর্ণ করার ব্যবস্থা চলিতেছে। ভিটেব্‌স্কের কাছে গরোডক্ দখল করিয়া লালফৌজ একটা বড় ঘরের সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। খান ভিটেব্‌স্ক, আজ প্রায় চারিদিক থেকে বিপন্ন। ভিটেব্‌স্ক হইতে পশ্চিমে পলোট্‌স্ক্ পর্য্যন্ত যে রেলপথ পোলাণ্ড ও লিথুয়ানিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়াছে, সে রেলপথের অনেকটা লালফৌজের হাতে। রেলের প্রায় পাশাপাশি যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার উপর লালফৌজ কামান দাগিতেছে। ভিটেব্‌স্কের পতন হইলে ওরশা ও পোস্নিলেভকে শত্রু বাঁচাইতে পারিবে না, পোলাণ্ডে পৌঁছিবার রাস্তা সাফ হইয়া যাইবে। সোভিয়েটের শত্রুদের যাহাই মতলব থাকুক না কেন, লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, এস্তোনিয়া সোভিয়েট পরিবারে আসিয়া মিলিত হইবে।

লালফৌজের সঙ্গে জার্ম্মাণী কিছুতেই পারিয়া উঠিতেছে না। স্থানে স্থানে জোড়াতালি দিয়া পাল্টা-আক্রমণের বৃথা চেষ্টায় তাহারা লাগিতেছে। লালফৌজ তাহাদের চূড়ান্ত ক্ষতি ঘটাইয়া ওত্তারের মার দিতেছে। যুদ্ধের নূতন ধরণ ধারণ লালফৌজ প্রবর্ত্তন করিতেছে। গভীর রাত্রে পুরু বরফের উপর দিয়া গভীর জঙ্গলের মধ্যে যে জোর লড়াই চালানো যাইতে পারে তাহা সোভিয়েটই যুদ্ধের ইতিহাসে প্রথম দেখাইতেছে।

দ্বিতীয় ক্রন্ট খুলিয়া মিত্রশক্তি যদি লালফৌজের শতাংশের একাংশ কৃতিত্ব ও সাহস দেখাইতে পারে তো হিটলারের পালা একেবারে সাঙ্গ হইতে বিলম্ব ঘটিবে না। যে অকথ্য অত্যাচার হিটলারী বিলম্ব ঘটিবে না। যে অকথ্য অত্যাচার হিটলারী পশুপাল করিয়াছে, তাহার প্রতিশোধ তখন জনগণ লইবে। ভবিষ্যতে কখনও তেমন অনাচার যাহাতে সম্ভব না হয়, সে ব্যবস্থাও জনগণ করিবে। জনযুদ্ধ জয়ের পর মুক্তির নূতন গৌরবময়িত ইতিহাস তাহারা গড়িবে।

লালফৌজের সঙ্গে হিটলারীরা আর কিছুতেই পালা দিতে পারিতেছে না। কীয়েভের পশ্চিমে জিতোমির করোটেন ফিরিয়া দখল করিয়া তাহারা বিপুল সৈন্য ও ট্যাঙ্ক সমাবেশ করিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করে। মামাদ্বিককাল এখানে যে যুদ্ধ, তেমন যুদ্ধ ইতালিয়ান্‌দের পর আর হয় নাই। কিন্তু গ্রীষ্মকালে যেমন কুর্স্‌ক্ বিয়েলগরদ অঞ্চলে প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়া প্রথমে কিছু অগ্রসর হওয়ার পরে শত্রু যেমন উপযুক্ত শাস্তি পায় এবং বহুদূর পলাইতে বাধ্য হয়, তেমনই কীয়েভের পশ্চিমেও ঘটিতেছে। এ অঞ্চলে এখন লালফৌজেই পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া পঞ্চাশ মাইলব্যাপী রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে। নিদারুণ ক্ষতি সহ্য করার পর এখন হিটলারীদের রণে ভঙ্গ দিতে হইতেছে। হিটলারের সেনাপতি মানষ্টাইন শত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রভূত হুকুম তামিল করিতে পারিল না। কীয়েভের পশ্চিমে আজ লালফৌজ আক্রমণ চালাইয়া শত্রুকে পর্য্যুদস্ত করিতেছে। রুমেনিয়ার দিকে বিজয়ী লালফৌজ শীঘ্রই অগ্রসর হইয়া ফ্যাসিষ্ট কবলিত অঞ্চলগুলির পুনরুদ্ধার ঘটাইতে পারিবে।

দক্ষিণে আবার লালফৌজের জয় জয়কার পড়িতেছে। নিকোপোল দখল করিবার জন্য লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে। নীপ্রোপেট্রভস্কের দক্ষিণ পশ্চিমে আবার আক্রমণ করিতেছে। নীপার নদীর মোহনার মুখে খেরসন হইতে শত্রুকে খেদাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এ অঞ্চলে কয়েকটী জায়গা আঁকড়াইয়া থাকিবার জন্য জন্য হিটলারীরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে।

জনগণের পরিচালনায় যুদ্ধ চালাইলে যে হাজার বাধাবিপত্তিকে অগ্রাহ্য করা যায়, তাহার জ্বাজ্বল্যমান প্রমাণ আসিতেছে যুগোস্লাভিয়া হইতে। সেখানে যথার্থ লড়িয়াছে মার্শাল তিতোর নেতৃত্বে দেশভক্তের দল। সোভিয়েট প্রথম হইতেই তিতোকে সমর্থন করিয়াছে। যে বিশ্বাসঘাতক মিহাইলোভিচ্ 'ঘরের ঘরের পিসী আর কপের ঘরের মাসী' সাজিয়া হিটলারের হুকুম তামিল করিয়াছে ও সঙ্গে সঙ্গে মিত্রশক্তিরও দুর্নাম বাধাইয়াছে, তাহার অপকর্ম্মের কথা জনগণকে জানাইয়া দিয়াছে। এতদিনে তিতোর নেতৃত্ব মিত্রশক্তি বাহিনী লইবার আয়োজন করিল। কাইরোতে যুগোস্লাভদের অল্পবয়স্ক রাজা পিটার যে কাঠের পুতুল মন্ত্রিসভা লইয়া আছেন, তাহার টনক নড়িয়াছে। যুগোস্লাভ দেশভক্তদের দাবী এই যে ঐ মন্ত্রিসভাকে এখনই বাতিল করা হউক, এবং যুগোস্লাভিয়া স্বাধীন হইয়া আত্মনিয়ন্ত্রণ না করা পর্য্যন্ত পিটার যেন না ফিরেন। মধ্যপ্রাচ্যে মিত্র সেনাপতিরা সিদ্ধান্ত করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন যে মার্শাল তিতোকে সেনাপতির মর্য্যাদা দিতেই হইবে। যুগোস্লাভ ফ্যাসিষ্টবিরোধী জাতীয় সংগঠনকে বাদ দিয়া একটা বন্দোবস্ত সে দেশে চাপাইবার যে চক্রান্ত চলিতেছিল তাহা বিফল হইবেই।

জনগণকে বাদ দিয়া যুদ্ধজয় হয় না

সোভিয়েট ও ফ্যাসিষ্ট ইয়োরোপ দেখাইতেছে যে আজ জনগণের পূর্ণ সহযোগিতা না লইলে যুদ্ধজয় সম্ভব নয়। ইতালীতে জনগণকে এখনও দূরে রাখিয়া ফৌজে ফৌজে লড়াই হইতেছে বলিয়া মিত্রশক্তি একেবারে কচ্ছপগতিকে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইয়াছে। প্রাচ্যের যুদ্ধেও তাই জনগণকে দূরে রাখা হইয়াছে বলিয়া যুদ্ধজয়ের যথার্থ ব্যবস্থা হয় নাই। চীন আজ জাপানের সঙ্গে লড়িয়া যে মধ্য ইয়াংসি অঞ্চলে সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ চীনা জনগণের বিরাট দেশপ্রেমের উদ্দীপনা জলস্রোত যেমন কাষ্ঠখণ্ডকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, এ উদ্দীপনা তেমনই হাজার বাধা ঘটাইতেছে। কিন্তু বাধা নীমান্তে ছোট খাট সংঘর্ষে মিত্রবাহিনী শত্রুকে প্রায় এক মাইল হটাইয়াছে, কিম্বা জেনারল মার্শাল জেনারল ম্যাকার্থরের সঙ্গে বাতচিত করিয়াছেন, এমন কি প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন দ্বীপে মিত্রবাহিনী অবতরণ করিয়া আর অগ্রসর হইতেছে, এ ধরণের যে খবর গত সপ্তাহে আসিয়াছে, তাহাতে সে-উদ্দীপনার চিহ্ন নাই। নিশ্চিত মুক্তির আশ্বাস পাইয়া প্রাচ্যদেশের জনগণ যখন যুদ্ধে নামিয়া ফ্যাসিজ্‌মকে ধ্বংস করিবে, তখনই সে উদ্দীপনা যুদ্ধজয় ঘটাইবে, যুদ্ধজয়ের পর নূতন আধান ভূমিয়া গড়িবে। কেবল ফৌজে ফৌজে লড়াই চালাইয়া যাহারা এ যুদ্ধ শেষ করিতে চায়, তাহারাই আজ যুদ্ধজয়ের পথে সব চেয়ে বড় বাধা সৃষ্টি করিতেছে। ইহারই এতদিন ইয়োরোপে দ্বিতীয় ক্রন্ট খুলিতে অস্বীকার করিত; ইহারাই এখনও ভারতে জাতীয় সরকার স্থাপনের নামে আঁৎকাইয়া উঠে, নানা মিথ্যা অছিলা দেখাইয়া জাতীয় সরকারের বিরোধিতা করে। কিন্তু দ্বিতীয় ক্রন্ট সম্বন্ধে ইহাদের চক্রান্ত যেমন বিফল হইয়াছে, তেমনই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইহাদের চক্রান্ত যেমন বিফল হইয়াছে, তেমনই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইহাদের চক্রান্তও ভেস্তাইয়া যাইবে। এ যুদ্ধ আমাদের, এ যুদ্ধ পরিচালনা আমরাই করিব বলিয়া যখন আমরা একজোটে দাবী করিব, তখন আমেরী-জাতীয় উগ্র রাজনীতিকের দিন ফুরাইয

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

● বাংলার বুভুক্ষু প্রতিবেশী ●

কমরেড বাটলিওয়ালা কর্তৃক উড়িষ্যার দুর্দ্দশা বর্ণনা

কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য **কমরেড বাটলিওয়ালা** সম্প্রতি উড়িষ্যা হইতে আসিয়াছেন। 'জনযুদ্ধের' প্রতিনিধি তাঁহার সহিত দেখা করিলে তিনি সংক্ষেপে উড়িষ্যা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত ঘটনাগুলি বলেন। বক্তব্য শেষ করিয়া কমরেড বাটলিওয়ালা বলেন, 'সমস্ত উড়িষ্যা প্রদেশ আজ এক নিদারুণ বিস্ফোরণের মুখে।'

বিষধা চন্দ্রমা। ঘটিবাটি, গহনাপত্রস্বামী থাকিতেই মহাজনের ঘরে উঠিয়াছে। শেষ সম্বল ভিটেমাটি বেচিয়া পুত্রকন্যা লইয়া আজ সে পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজ করিতে চায় সে। কাজ কোথায়?

বাউরিয়া ৩০ বছরের জোয়ান হইলে কি হয়, তাকে দেখিলে চামড়ায় ঢাকা একখানা কঙ্কাল বলিয়া ভুল হয়। গ্রামে তার দুটি ভাইবোন আর বিধবা মা। দুভাই আছে বেহুনে। লঙ্গরখানা উঠিয়া গেলে বাউরিয়া বাঁচিবে না। তার ভিক্ষা করার সামর্থ্যও আর নাই।

—বাংলার নয়, উড়িষ্যার এক অন্নসত্রে ইহাদের সঙ্গে দেখা।

(আমাদের দেখিয়া শকুনির দল উড়িয়া গেছে ; একটি শৃগাল নিঃসংকোচে তখনও শবদেহ চিবাইতেছে।)

জলেশ্বর রেল লাইনের ধারে দেখিলাম একপাশে নূতন সারদা ধান পাকিয়া উঠিয়াছে, অন্যপারে মৃতদেহের মিছিল পড়িয়া আছে।

এই সর্ব্বনাশেরে মূলে শুধু ঝড়, শুধু বন্যা নয়। বালাসোর, গঞ্জাম, ঢিংকাঁর ঝড়ের জন্য ফসলের হানি হইয়াছে বটে, কিন্তু তার পরিমাণ ৬ লক্ষ মণের বেশী নয়। কটক, জয়পুরে বন্যা হইয়াছে সত্য, কিন্তু দুর্ভিক্ষ হানা দিয়াছে তার আগেই। উড়িষ্যার উৎপন্ন ফসল ৫ কোটি ৬০ লক্ষ মণ। এই দারুণ মন্বন্তর শুধু ঝড় ও বন্যার জন্যই হয় নাই। সাড়ে ৩৫ লক্ষ মণ ধান (গোরাই চালান শুদ্ধ) এই প্রদেশ হইতে রপ্তানি হইয়াছে। এর উপরে আছে মাল চলাচলের অব্যবস্থা এবং সকলের উপরে হইতেছে মজুত ব্যবসা। উড়িষ্যার মজুত আর রপ্তানি এক সঙ্গে চলিয়াছে। ৪৲ টাকা হইতে ৭৲ টাকা মণ দরে কেনা চাল উড়িষ্যার মহাজন বাংলার সিকিল সাপ্লাইকে বেচিয়াছে ২০৲ টাকা মণ দরে আর বাংলার ব্যবসায়ীদের কাছে ২৫৲ টাকা মণ হাঁকিয়াছে। তাতে লাভ হইয়াছে ১ কোটি টাকার উপর। স্বাধীন ব্যবসা চালু হওয়ার সাথে সাথে যখন কেন্দ্রীয় সরকার হইতে খরিদের জন্য কর্ম্মচারী আসিল, তখনই ব্যবসায়ীর দল মজুত ব্যাপারে একেবারে পোক্ত হইয়া উঠিল।

যারা এই দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হইতে বসিয়াছে, তারাই উড়িষ্যার শতকরা ৬০ জন—ক্ষেতমজুর, জেলে আর গরীব চাষী। চালের দর যখন টাকার দেড়সের—দু'সেরে উঠিল, তখন হইতেই ব্যাপক অনাহার দেখা দিল। কোনো কোনো সহরে রেশনিং চালু হইল বটে, কিন্তু বিরাট গ্রামাঞ্চলে অনাহার ঠেকানোর জন্য কোনই বিহিত হইল না। বন্যার, বিক্রির ফলে জমিজমা হাতছাড়া হইল। সর্ব্বত্র পথে পথে খরিদ মালে বোঝাই মহাজনের গাড়ী দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু ঘরে ঘরে তবুও অনাহার অনিবার্য্য হইয়া দেখা দিল। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গাঁয়ের জোয়ান ছেলে শহরে ছুটিল—কাজ ও খাদ্যের খোজে। তারা সেই যে গেল আর ফিরিয়া আসিল না। গোটা পরিবার একে একে

(১ম পাতার শেষাংশ)

রচিত হইয়াছে। মন্ত্রীমণ্ডলী যখনি ঠিক করিয়াছিলেন যে, সকল দলের ঐক্যের রাস্তা না ধরিয়া আমলাতন্ত্রের সাহায্যে খাদ্যব্যবস্থা করিব তখনই নিজেদের পরাজয়ের পথ ও জনগণের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। আমলাতন্ত্র এবং ব্যবসারীর উপর নির্ভর করিবার ফলে তাহারাই এখন মজুতদারীর পথ খোলসা করিতেছে। কিন্তু তবু মন্ত্রীমণ্ডলী এখনও জনগণের সঙ্গে সহযোগিতার পথে আসিতে প্রস্তুত নয়। ফলে কলিকাতাতেও এখনও রেশনিং আরম্ভ করা সম্ভব হইল না, নাগরিকদের মহল্লা কমিটির উপর ভার দিতে স্বীকার না করায় রেশনিংএর কার্ড বিতরণ করিতেই মাসের পর মাস কাটিয়া গেল।

শ্যামাপ্রসাদবাবু এবং সুরাবর্দ্দি সাহেব উভয়ে মিলিয়া স্বাধীন বাণিজ্যের স্রোত অব্যাহত রাখিয়াছেন, কৃষকের ধান মজুতদারের গোলায় তুলিয়া দিয়াছেন। এখন জনগণের ভাগ্যে জুটিল আমন ধানের প্রাচুর্য্যের মধ্যে দুর্ভিক্ষ আর মৃত্যুস্রোত। এখন ডিসেম্বর মাসেই যদি এই অবস্থা হয় তবে ৩ মাস পরে কি হইবে? শুধু দুর্ভিক্ষ আর মৃত্যু নয়, সেই সঙ্গে দেখা দিবে আবার দলগত সংঘর্ষ, আবার মজিয় লইয়া মারামারি। এবার যদি আবার গতবারের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় তাহা হইলে দলগত সংঘর্ষ পরিণত হইবে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে, দোকানদারে আর খরিদ্দারে লাগিবে হাতাহাতি, পুলিশ ছুটিবে শেষ মুহূর্ত্তে বেপরোয়াভাবে গৃহস্থের গোলার ধান বাহির করিতে, পুলিশে আর জনতায় লাগিবে সংঘর্ষ। তাহার উপর জাপদস্যুর বোমায় মানুষ মরিবে, ঘর জ্বলিবে গ্রাম হইতে সহরে ছুটিবে অগণিত দুঃস্থবাহিনী, সহরের রাস্তায় রাস্তায় অর্দ্ধমৃত মানুষের দেহ লইয়া শিয়াল কুকুরে টানাটানি করিবে। এই বিভীষিকা আজ আমাদের সম্মুখে। সুতরাং আমলাতন্ত্র শুধু মুরুব্বির মত মাথা নাড়িয়া বলিবে আমরা আসেই বলিয়াছি স্বায়ত্বশাসনের জন্য এদেশ তৈরী হয় নাই!

ময়মনসিংহে চাউল অদৃশ্য হইবার রহস্য আবিষ্কার করিতে গিয়া আনন্দবাজার পত্রিকা (২৬শে ডিসেম্বর) বলিতেছেন—"ভিন্ন স্থান হইতে বহু ক্রেতা গোপনে চড়া দামে চাউল ক্রয় করিতেছে। অনেক বড় বড় কার্য্যের তরফ হইতে প্রচুর চাউল ক্রয় করার জন্য দালাল বাজারে বাজারে ঘুরিতেছে, বড় বড় ব্যবসারীরা এবার চাউল ক্রয় করিয়া গ্রামেই গৃহিদের হেফাজতে রাখিয়া দিতেছে।" এই তথ্য যখন দেশবাসীর সামনে ধরা পড়িয়াছে তখন বাঁচিবার পথ

কারণ, দুর্ভিক্ষ নাকি গতপ্রায় এবং দুঃস্থদের নাকি বসিয়া খাইবার বন্দোবস্ত হইয়া যাইতেছে (ইহাদের জনপ্রতি দু' আনা বরাদ্দের খাবার দেওয়া হয়)। তাছাড়া তাঁর অভিযোগ, উহারা নাকি মেদিনীপুরের লোক, কাজেই উড়িষ্যা বাংলা দেশকে খাওয়াইতে যাইবে কেন? তাই জলেশ্বর লঙ্গরখানা হইতে হঠাৎ এক রাত্রে ১২ হাজার দুঃস্থ লোক উধিয়া গেল। বোধ হয়, বড়লাটের উড়িষ্যা সফর এবং তাঁহাদের কর্ম্মক্ষমতার দৌড়—এই কথা ভাবিয়াই কালেক্টার ঐক্রূপ ফতোয়া ঝাড়িয়াছিলেন। তাছাড়া সরকারের বাঁধা দরও মজার—ভালমন্দ অনুসারে ধানের দর ৪।৶৹ হইতে ৩।৶৹ আনা মণ। কিন্তু উড়িষ্যার দরিদ্র কৃষক ও জেলেদের পক্ষে ইহাও অমিয়মূল্য বলিয়া বোধ হয়।

সরকার করিতেছে কি?

সরকারী মতে নাকি উড়িষ্যায় ২১ লক্ষ মণ চাল উদ্বৃত্ত হয়। সরকার কিন্তু ইহা প্রমাণ করিতে পারে না। সরকার নিজে খরিদ না করিয়া নির্দ্দিষ্ট জায়গা হইতে নির্দ্দিষ্ট দরে ধান কিনিবার জন্য এজেন্ট সাব্যস্ত করিয়াছে। ইহাদের উপর প্রতি ২টি থানায় ১ জন হিসাবে ফুড ইনস্পেক্টর মোতায়েন হইয়াছে। এই এজেন্টরা কারা? ইহারাই গত বছর বাহিরে খাদ্য চালান দিয়া মোটা মুনাফা করিয়াছে। সরকার জনগণের খাদ্য কমিটির সহযোগিতা গ্রহণ ত করেই না, জনগণের ফুড কমিটিকে মানিয়াও নেয় নাই। সরকারের মনোনীত ফুড কমিটি একেবারে নিষ্ক্রিয়। আজ পর্য্যন্ত খাদ্য

আমাদেরই হাতে। প্রত্যেক জেলার সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধিরা একতাবদ্ধভাবে খাদ্য কমিটি গড়ুন, খাদ্যকমিটির তরফ হইতে মজুতদারের গোপন চাউল টানিয়া বাহির করুন, উহা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়া কন্‌ট্রোল দরে অভাবগ্রস্ত এলাকায় বিক্রী করিতে আরম্ভ করুন। গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মগোলা গড়ুন, সমবায় সমিতি তৈরী করুন। জমিদার জোতদার আর অবস্থাপন্ন কৃষকদের ঘরে ধান আছে। তাঁহারা কন্‌ট্রোল দরে খাদ্য কমিটির মারফৎ বিক্রীর ব্যবস্থা করুন। খাদ্য কমিটি এইভাবে গ্রাম হইতে চাউল সংগ্রহ করিয়া সহরে রেশনিং এর ব্যবস্থা করুক, গ্রাম অঞ্চলে কন্‌ট্রোল দরে বিক্রীর দোকান খুলুক। সকলে মিলিয়া সরকারী কর্ত্তৃপক্ষকে ধরুন—খাদ্য কমিটির তত্ত্বাবধানে খাদ্য কমিটির মনোনীত সমবায় সমিতি বা সাঁচ্চা ব্যবসারী দিয়া ধান চাউল কিনিয়া সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকার আর বিলম্ব না করিয়া এখনই কিনিতে আরম্ভ করুন কিন্তু সরকারী ক্রেতা নির্ব্বাচন করুন স্থানীয় খাদ্য কমিটি দ্বারা, তাহা না করিলে সরকারী ক্রেতার নামে মজুতদারদেরই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। যে ব্যবসায়ী ধান চাউল লুকায় অথবা সরায় দেশের দশজনে মিলিয়া তাহার জন্য সামাজিক শাস্তির ব্যবস্থা করুন অথবা পুলিশে ধরাইয়া দিন—কারণ তাহারা চোর। এই রকম কয়েকটা ঘটনা ঘটিলে মজুতদার আর চাউলের কারবারে আগুন লইয়া খেলা করিতে সাহস করিবে না। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, লীগ, কমিউনিষ্ট সকলে মিলিয়া এ কাজে নামিলে মজুতদারের সাধ্য কি আছে চাউল সরায়! দেশের দিকে দিকে দাবী উঠুক আর কাল বিলম্ব না করিয়া এই মুহূর্ত্তে প্রত্যেক সহরে সর্ব্বসাধারণের জন্য রেশনিং চাই। রেশনিং হইলে সহরের লোকও খাইতে পাইবে গ্রামের চাউল ও গ্রামে থাকিবে। কারণ সহরে রেশনিং হইলে সহরের লোককে চোরা বাজারের দ্বারস্থ হইতে হইবে না, মজুতদারকেও তাহা হইলে সহরে চাউল জমাইয়া মুনাফার আশা ছাড়িতে হইবে, যে চাউল তাহারা গ্রাম হইতে সরাইয়া আনিয়াছে—সেই চাউল আবার গ্রামে ফিরাইয়া লইয়া লোকসান দিয়াও বেচিতে বাধ্য হইবে।

শুধু দাবী করিয়া বসিয়া থাকা নয়, খাদ্য কমিটি টাকা তুলিয়া চাউল কিনিয়া রেশনিং চালু করিতে পারে এবং সেইভাবে প্রমাণ করিতে পারে যে আজ আমলাতন্ত্র ও মন্ত্রীমণ্ডলীর চেয়ে জনগণের প্রতিনিধিমূলক খাদ্য কমিটিরই ক্ষমতা বেশী। কন্‌ট্রোল দরে কেনাবেচা করিয়া, সহরে রেশনিং এর ব্যবস্থা করিয়া, মজুতদারী ঘুণার বস্তুতে পরিণত করিয়া খাদ্য কমিটি এক বিভীষিকার হাত হইতে সকলকেই বাঁচাইতে পারে। তাহা না করিয়া যদি স্থর তোলেন কন্‌ট্রোল তুলিয়া দাও, স্বাধীন বাণিজ্য চালু রাখ, সরকারকে কিনিতে দিওনা তাহা হইলে মজুতদারের গোলায় চাউল চলিয়া যাইবে এবং মরিবে সকলেই

বিলির পরিকল্পনা সরকার করে নাই। সম্ভবত, ইহাও ব্যবসায়ীর হাতে আসিবে। মজুতদারদের বিরুদ্ধে কোনই কার্য্যসূচি নাই। আমলাতন্ত্র একে বারেই অপদার্থ। আজ চোখের উপর দাঁধা দরের কমে মহাজন ধান কিনিতেছে। গত বছর ছ'টাই-এর নামে গাড়ী গাড়ী ধান বাংলার চালান গিয়াছে—অথচ ধান উড়িষ্যার তখন ব্যাপক দুর্ভিক্ষ। সরকারী খরিদনীতি ব্যর্থ হইতে বাধ্য। বালাসোর, সম্বলপুর সীমান্ত দিয়া বাংলার মজুতকারীরা উড়িষ্যার খাদ্য হাত করিবে। গাড়ী ও নৌকা বোঝাই হইয়া, মুটের মাথায় ধান চালান হইবে। রেলেও ঘুঁস চলিবে। উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে ব্রিটিশ উড়িষ্যা চাল পাইবে না।

নূতন চাল উঠিলে কি হয়,—আশ্বার এপ্রিল-মে মাসাদ্দ দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে—ইহা বিচক্ষণ আমলাদেরই অভিমত। সরকারও এবিষয়ে কটকে দুর্ভিক্ষের সংবাদের উপর কড়া সেন্সার বসাইয়াই খালাস। 'জনপ্রিয়' মন্ত্রীমণ্ডলীর আড়ালে আমলাতন্ত্রই উড়িষ্যার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া আছে। আমলাতন্ত্রও মনে করে, এ সমস্ত সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িলে আসল গলদ বাহির হইয়া পড়িবে। ভারতের এই উপকূলে আজ যে কোন মুহূর্ত্তে জাপানী আক্রমণের যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। অথচ আত্মরক্ষার দিক হইতে উড়িষ্যা বেজায় দুর্ব্বল। জনগণের দুর্দ্দশার অন্ত নাই। জনগণের সহযোগিতা উপেক্ষা করিয়া দেশরক্ষার চিন্তা করা বাতুলতা। উড়িষ্যাকে বাঁচাইবার ইহাই পথ।

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

প্রতি সংখ্যা ছ' পয়সা
বার্ষিক ৪॥, ৬ মাস ২৷, ৩ মাস ১৷০

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জ্জি
এম,এল,এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

জনযুদ্ধ

২য় বর্ষ] বুধবার, ৫ই জানুয়ারী ১৯৪৪, ২০শে পৌষ ১৩৫০ [৩৬শ সংখ্যা

সোনার বাংলা কি ধ্বংস হইবে?

এক কোটি বাঙ্গালী রোগ শয্যায়!

আমাদের কর্ম্মীরা বিভিন্ন জেলায় ঘুরিয়া মহামারীর যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে দেওয়া হইল। বাংলার অবস্থা কত সাংঘাতিক, ইহা হইতে তাহার আভাষ পাওয়া যায়।

বরিশাল—লোকসংখ্যা : ৩৯ লক্ষ, ম্যালেরিয়াক্রান্ত : ১২ লক্ষ, কেবল তোলা মহকুমাতেই ম্যালেরিয়ায় ৪০ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

২৪-পরগণা—লোকসংখ্যা : ৩৬ লক্ষ, মহামারীতে আক্রান্ত : প্রায় ২৫ লক্ষ ; অনাহারে ও রোগে প্রায় ৩ লক্ষের মৃত্যু হইয়াছে।

ফরিদপুর—জায়গীর হইতে সেপ্টেম্বরের হিসাব ম্যালেরিয়াক্রান্ত : ৫ লক্ষ ৪৭ হাজার, মৃতের সংখ্যা : ৩০ হাজার, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বরে আরও বহু সহস্র লোক মারা গিয়াছে।

দিনাজপুর—জুন হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত রোগে মৃতের সংখ্যা : ১১ হাজার, এ পর্য্যন্ত কমপক্ষে ১৫ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

ঢাকা জেলার ৪২ লক্ষ লোক সংখ্যার মধ্যে ৩ লক্ষ লোক অনাহারে ও মহামারীতে মারা গিয়াছে। ঢাকা সহরে জুন হইতে ডিসেম্বরে ৫ হাজার লোক মারা গিয়াছে। গত দুই মাসে মুন্সিগঞ্জে ৫০ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে। গত দুই মাসে মানিকগঞ্জে ৩০ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

নদীয়া—গত পাঁচমাসে কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও সদর মহকুমার কয়েকটি গ্রামে শুধু মহামারীতেই ৪ হাজার লোক মারা গিয়াছে।

ত্রিপুরা—চাঁদপুরের ৫০ হাজার লোক ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হইয়াছে।

রংপুর—পাইঁচাঙ্গায় ২ লক্ষ লোক মহামারীতে আক্রান্ত হইয়াছে। নীলফামারীতে শতকরা ৮০ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ; দৈনিক মৃত্যুর হার ৫ শত।

মুর্শিদাবাদ—সাজক ইউনিয়নে সেপ্টেম্বর হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত মহামারীতে ৪ হাজার ৩ শত লোক আক্রান্ত ও ২ হাজার ৭ শত লোক মারা গিয়াছে। কান্দিতে ১ হাজার ৭ শত লোক মারা গিয়াছে।

চট্টগ্রাম—চট্টগ্রাম সহরেই ৩০ হাজার লোক সংখ্যার মধ্যে ৩ হাজার লোকের অনাহার ও রোগে মৃত্যু হইয়াছে।

নোয়াখালী—২১ লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ লোক মারা গিয়াছে ; আরও দুই লক্ষ মৃত্যু শয্যায়।

বীরভূম—সেপ্টেম্বর হইতে প্রতিমাসে অনাহারে ও রোগে মৃত্যুর হার ৫ হাজার।

ইহা ছাড়াও মেদিনীপুর, হুগলী, খুলনা ও বর্দ্ধমান জেলায় মহামারীতে ব্যাপক মৃত্যু হইতেছে। টাঙ্গাইল (মৈমনসিংহ), মাগুরা (যশোহর), ফেণী (নোয়াখালী), ডায়মণ্ডহারবার, বসিরহাট (২৪-পরগণা) ; চুয়াডাঙ্গা (নদীয়া) ; রায়না (বর্দ্ধমান) প্রভৃতি মহকুমার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

দেশবন্ধুর কর্পোরেশনকে কংগ্রেসসেবীরা রক্ষা করো

বৈদেশিক আমলাতন্ত্রের কঠোর দমন নীতিতে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস আজ বে-আইনী। গান্ধীজি, মৌলানা আজাদ, নেহেরু প্রভৃতি দেশবরেণ্য নেতারা আজ কারারুদ্ধ। বাংলার অনেক প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা ও কর্ম্মী এখনও জেলে আবদ্ধ।

গত দেড় বৎসর যাবত দমননীতি চালাইয়া ও কংগ্রেসের নেতাগণকে জেলে আবদ্ধ রাখিয়া আমেরী এণ্ড কোম্পানী ভাবিতেছে যে তাহারা কংগ্রেসকে ধ্বংস করিতে পারিয়াছে। আমেরী ও তাহার অনুচরবৃন্দ জোর গলায় প্রচার করিতে প্রয়াস পাইতেছে যে কংগ্রেসের পিছনে জনগণের সমর্থন নাই।

কিন্তু আমরা জানি যে ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতীক কংগ্রেসকে শত অত্যাচারেও দমন করিতে পারে নাই—পারিবে না। যত অত্যাচারই চলুক না কেন ভারতের জনগণের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা কখনো নিভিবে না। ভারতের জনগণের দেশপ্রেম প্রত্যেকটি সুযোগেই আমলাতন্ত্রের মিথ্যাভাষণ ও ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দিয়াছে।

বোম্বাইয়ের শ্রেষ্ঠ কংগ্রেস-নেতাগণ জেলে আবদ্ধ। কিন্তু বোম্বাইয়ের কংগ্রেস-কর্ম্মীগণ যখন একযোগে কর্পোরেশনের ইলেক্‌সনে কংগ্রেস প্রার্থীগণকে দাঁড় করাইলেন তখন বোম্বাইয়ের নাগরিকগণ কংগ্রেস প্রার্থীগণকেই নির্ব্বাচিত করিয়া আমলাতন্ত্রের দমননীতির সঠিক জবাব দিয়াছেন। বাংলার দেশপ্রেমও পশ্চাতে পড়িয়া নাই। সেদিন শ্রীরামপুর মিউনিসিপাল ইলেক্‌সনেও জনসাধারণ কংগ্রেসের জয়ী করিয়াছেন।

কলিকাতার তথা বাংলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও কর্ম্মীদের সম্মুখেও আমেরী এণ্ড কোম্পানীর মিথ্যাভাষণ ও ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দিবার আজ সুযোগ আসিয়াছে।

আগামী ২৯শে মার্চ্চ কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে। এই নির্ব্বাচনে বাংলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও কর্ম্মীগণ সমবেত হইয়া প্রতিশ্রুতিতে নামিয়া আসুন—তাঁহারা প্রমাণ দিন যে, কোন অত্যাচারই বাংলার কংগ্রেস পতাকাকে অবনমিত করিতে পারে না। বাংলার সমস্ত কংগ্রেস নেতা ও কর্ম্মীগণ যদি আজ সমবেত ভাবে চেষ্টা করেন তাহা হইলে কোনও বিরুদ্ধ দলই কর্পোরেশন ইলেক্‌সনে কংগ্রেসকে হারাইতে পারিবে না। বোম্বাই ও শ্রীরামপুরের পর কলিকাতা কর্পোরেশন ইলেক্‌সনে কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়লাভে আমেরী এণ্ড কোম্পানীর মুখোস খুলিয়া যাইবে। দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ও সঙ্কটে বিহ্বল বাংলায় কংগ্রেসের জয় জনগণের মনে নূতন আশা ও উদ্দীপনা জাগাইবে।

তা ছাড়া বর্ত্তমানে কলিকাতার পৌরজীবনে নূতন নূতন সমস্যা প্রচণ্ড আকারে দেখা দিয়াছে। দুর্ভিক্ষের পর সমস্ত বাংলাদেশে মহামারীর যে তাণ্ডবলীলা চলিতেছে, তাহার কালো ছায়া কলিকাতার উপরেও পড়িয়াছে। কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের হৈত্তাহার প্রকাশ, কলিকাতার ম্যালেরিয়া মহামারীর আকারে দেখা দিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, জাপানীদের বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কলিকাতার নাগরিকদের একটি আশু সমস্যা। বে-সামরিক আত্মরক্ষার ব্যবস্থার আরও প্রভূত উন্নতি প্রয়োজন। ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে কংগ্রেস প্রথম কর্পোরেশনের কার্য্যপরিচালনার ভার গ্রহণ করে। বার বার নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিয়া দীর্ঘকাল কংগ্রেস কর্পোরেশনে প্রধান দলরূপে কাজ করিয়াছে। কংগ্রেসের পরিচালনায় কর্পোরেশনের অনেক গলদ ও দুর্নীতি দূর হইয়াছে—পৌরজীবনের অনেক উন্নতি হইয়াছে। আজ এই সঙ্কটে দেশের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস কর্পোরেশন পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেই জনস্বাস্থ্য ও বে-সামরিক আত্মরক্ষার ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হইতে পারে।

তাই জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষা ও পৌরজীবনের স্বার্থ—অনুর রাখা এই দুই দিক বিচার করিয়াই আজ কংগ্রেস কর্পোরেশন ইলেক্‌সনে আগাইয়া আসুক—ইহাই আমরা চাই। একটি শক্তিশালী ইলেক্‌সন বোর্ড গঠন করিয়া প্রত্যেক ওয়ার্ডে প্রকৃত কংগ্রেস কর্ম্মীগণকে প্রার্থীরূপে দাঁড় করান হউক। কংগ্রেসের আহ্বানে কলিকাতার নাগরিক নিশ্চয়ই সাড়া দিবেন।

আর যদি কংগ্রেস কর্ম্মীগণ সমবেত ভাবে বাংলার কংগ্রেসের পতাকার সম্মান অক্ষুর রাখিতে অগ্রসর হন—তাহা হইলে সারা বাংলার অভূতপূর্ব্ব উৎসাহের সঞ্চার হইবে। সকলে বুঝিবে যে, জাতীয় কর্ত্তব্য পালনের জন্য কংগ্রেস কর্ম্মীরা ঐক্যবদ্ধ হইয়াছেন—এবং ইহাই হইবে উদ্ধত আমলাতন্ত্রের দমননীতির যোগ্য জবাব।

সম্পাদকীয়

রেশনিং চাই—ঔষধ চাই

হাটে বাজারে সর্ব্বত্র মজুতদারেরা হানা দিতেছে, চাউলের দাম বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। যেখে ঔষধ নাই, গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হইতে বসিয়াছে। লোভী শোষক, নিষ্ঠুর মজুতদার দেশের চাউল ও ঔষধ কব্জার মধ্যে পুরিয়া জনগণকে হত্যা করিতেছে।

আমলাতন্ত্র এখনও সহরগুলিতে রেশনিং চালু করে নাই। সহরে রেশনিং না করার অর্থ—মজুতদারকে গ্রাম হইতে চাউল কিনিয়া আনিয়া সহরে চোরাবাজার ফাঁদিবার সুযোগ দেওয়া। সমস্ত সহরে রেশনিং চালু করার অর্থ সহরে চোরাবাজার নষ্ট করিয়া গ্রামের প্রয়োজনীয় চাউল গ্রামে রাখিবার ব্যবস্থা করা। প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সমানভাবে বণ্টন করা হউক—এই দাবীই রেশনিংএর দাবী। এ দাবী আজ প্রত্যেক নরনারীর মূল গণতান্ত্রিক দাবী। অবিলম্বে প্রত্যেক সহরে রেশনিং চাই, গ্রাম অঞ্চলে বাঁধাদরে সকল জিনিষ বিক্রীর ব্যবস্থা চাই।

প্রত্যেক নরনারীর বাঁচিবার জন্য ঔষধ চাই। আমলাতন্ত্র প্রত্যেকের জন্য ডাক্তার এবং ঔষধের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য। চোরাবাজার হইতে ঔষধ বাহির কর, বিদেশ হইতে ঔষধ আন, ব্যাপকভাবে তাহা সরবরাহ কর। বাংলার প্রতি সহর প্রতি গ্রাম হইতে এই দাবী ধ্বনিত হউক।

রেশনিং চাই, ঔষধ চাই—এই দুই দাবী আজ জনগণের সর্ব্বপ্রধান দাবী। এই দুই দাবীর যাহারা বিরোধী তাহারাই জনগণের বিরোধী।

এই দুই দাবীর জন্য দেশময় জন-ঐক্য গড়িয়া উঠুক, তাহা হইলে আমলাতন্ত্রকে ইহা পূরণ করিতেই হইবে।

আমরা বাংলাকে ধ্বংস হইতে দিব না।

শ্মশানে বাংলার মা কাঁদিতেছে!

মুমূর্ষু ভাই-বোন আপনাদের সকলের মিলন চায়

বাঙ্গালীর উজ্জ্বল স্বদেশপ্রেম মৃত্যু-মহামারীকে পুড়াইয়া ছাই করুক!

সোণার বাংলার প্রায় ৫০ লক্ষ লোক অনাহারে ও মহামারীতে মরিয়া শেষ হইয়াছে। আরো এক কোটি লোক মৃত্যুর দুয়ারে হাজির। ম্যালেরিয়া, কলেরা, শোথ ও বসন্ত বাংলার গ্রামের পর গ্রাম ছাইয়া ফেলিয়াছে। মেদিনীপুর, ঢাকা, হুগলী, ফরিদপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও ২৪ পরগণায় ম্যালেরিয়া মড়কের আকারে দেখা দিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী নাজিমুদ্দীন সাহেবই বলিয়াছে,—বহু গ্রামের শতকরা ৫০ জন লোক ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী। বাংলার এমন কোনও জেলা বাকী নাই যেখানে না আছে অনাহার, না আছে ম্যালেরিয়া মহামারী।

গভর্ণমেণ্ট দিয়াছে ৩০,০০০ পাউণ্ড কুইনাইন আর ৩০,০০০ পাউণ্ডের ব্যবস্থা হইতেছে। কখন যাইবে কে জানে? তাহাতেই বা কয়জনের চিকিৎসা হইবে? ২৮০০ চিকিৎসা-কেন্দ্র খোলা হইবে। ৯০ হাজার গ্রামের প্রয়োজনের তুলনায় ইহা খুবই সামান্য। তাহার উপর, রোগীর পথ্য নাই। গ্রামের লোকের অধিকাংশেরই কোন সংস্থান নাই। বহু জায়গায় ধান কাটার লোক নাই।

সব চেয়ে বড় সমস্যা, ক্ষেতের আমন ধান চাষীর হাত হইতে চলিয়া যাইতেছে। ধান সস্তাইতেছে মজুতদার-ব্যবসারী। চাষীর জমি হস্তান্তর করিতেছে মজুতদার-মহাজন। কুইনাইন যাইতেছে চোরাবাজারের গহ্বরে।

শিশু ও মাতার অবমাননা আমরা রাস্তায় দেখিতেছি। মৃতদেহ মাঠ-ঘাটে-নদীতে পড়িয়া থাকে। মনুষ্যত্বের অসম্মানে ও শবদেহের পূতিগন্ধে সারা বাংলার আবহাওয়া ঘৃণ্য ও ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে।

তবু বাংলার যারা বাঁচিয়া আছে তাহারা জাগিয়া উঠে না! বাংলার জন-নেতাদের এখনও চৈতন্য হয় নাই!

হিন্দু মহাসভার নেতা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ খাদ্য-সংকটের বিরুদ্ধে দেশের ঐক্যের ফাঁকা আওয়াজ প্রায়ই তুলিয়া থাকেন। কিন্তু সারা বাংলাকে তিনি কি এক সূত্রে গাঁথিবার চেষ্টা করিয়াছেন? ধান চাল যাহাতে দেশের লোক পায় তাহার জন্য মজুতদারী ব্যবসায়ের ধ্বংস করিবার কোন আন্দোলন করিয়াছেন? রিলিফের মধ্যে সব দলকে কি একত্রিত করিয়াছেন? কমিউনিষ্ট ও লীগ কর্ম্মীদের সহিত একযোগে বাংলাকে বাঁচাইবার কোনও কথা বলিয়াছেন? না তাহার জন্য কোন চেষ্টা করিয়াছেন? নেতা হিসাবে তিনি এ সবই পারেন কিন্তু তাহা না করার কি যুক্তি আছে জনসাধারণ তাহা জানিতে চায়?

বাংলার কংগ্রেস-কর্ম্মীরা তাহাদের স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল ঐতিহ্য ভুলিয়া গিয়াছে। মানব-সেবার চরম আদর্শে তাঁহারাই অগ্রণী হইয়া চিরদিন সকল দলকে ডাকিয়াছেন। কিন্তু বাংলার এই চরম দুঃখের দিনে কংগ্রেস-কর্ম্মীরা যেন কোথায় তলাইয়া গিয়াছেন। কলিকাতা হইতে কংগ্রেস নেতারা ফতোয়া দেন—'কমিউনিষ্টদের সংগে একযোগে কাজ করিও না'। আপনারই গ্রামের কংগ্রেস কর্ম্মীকে জিজ্ঞাসা করুন মানুষের দুঃখে, রিলিফের কাজে, খাদ্যের ব্যবস্থায় কারা তা

ঐক্যের পথে কংগ্রেস অগ্রসর হউক

হিন্দু মহাসভা কোন্ পথে

মৃত্যুস্রোতে বাংলার অগণিত নরনারী ভাসিয়া চলিয়াছে, বাংলার অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবার বিধ্বস্ত।

অনুতসরে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভা সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অভিভাষণে বাংলার এই ছবির কোন অস্তিত্ব নাই। তাঁহার সুদীর্ঘ অভিভাষণের কোথাও তিনি এই সংকটের মধ্যে হিন্দুর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের কোন চেষ্টা করেন নাই, যেন মহাসভার সভাপতির মঞ্চ হইতে নির্দ্দেশ দিবার মত তত গুরুতর এ সমস্যা নয়। বাংলার খাদ্য সম্পর্কে হিন্দু মহাসভার সম্মেলন যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে তাহাও যদি আনিয়া দেয় মাত্র দুইটি কথা (১) সরকারের কাছে ভদন্ত কমিটি দাবী করি (২) গভর্ণমেণ্ট ফ্রীম গঠন করিবার জন্য সর্ব্বদলীয় কমিটি গঠন করুন। এই পর্য্যন্ত।

ব্যাপক মহামারীতে জাতি হিসাবে বাঙ্গালা একেবারে নিশ্চেষ্ট হইতে চলিয়াছে এ সম্বন্ধে কাহার কি কর্ত্তব্য মহাসভা সম্মেলনে সে আলোচনার কোন স্থান দিল না।

শ্যামাপ্রসাদ বাবুর বক্তৃতা এবং মহাসভার প্রস্তাব এই দুয়েরই ভিতর শুধু দুইটি কথা প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে—"মুসলমানেরা যদি পাকিস্তানের মনোভাব ছাড়িতে না পারে তাহা হইলে হিন্দু মুসলমান সমস্যার কোন শান্তিপূর্ণ সমাধান হইতে পারে না" এবং "হিন্দুর নামে কথা বলিবার অধিকার শুধু হিন্দু মহাসভারই আছে," "অতীতে কংগ্রেস নেতারা হিন্দুদের স্বার্থ বিপন্ন করিয়াছেন, সে ভয় এখনও আছে।"

বাংলার খাদ্য সংকট তুলিয়া গিয়া, জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বস্তুতঃ অস্বীকার করিয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মহাসভা সম্মেলনে লীগ এবং কংগ্রেস উভয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

কংগ্রেস সম্বন্ধে তাঁহারা এমন অনেক কথা বলিয়াছেন যাহাতে অনেকের মনে হইবে কংগ্রেসের গৌরবে তাঁহারা গৌরবান্বিত, যাহাতে মনে হইবে কংগ্রেসকে যথোচিত প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই তাঁহারা ব্যাকুল, কিন্তু সমস্ত কথার মধ্যে হল রহিয়াছে পিছনের দিকে—কংগ্রেস হিন্দুদের স্বার্থ বিপন্ন করিতে পারে এমন বিপদ রহিয়াছে, "হিন্দুদের জন্য কথা বলিবার একমাত্র অধিকারী হিন্দু মহাসভা।" প্রথম উক্তিটি আছে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর বক্তৃতায়, দ্বিতীয় উক্তিটি আছে সম্মেলনের প্রস্তাবে। এ নীতি হইল হিন্দু জনসাধারণকে কংগ্রেস বিরোধী করিয়া তুলিবার নীতি, কংগ্রেসের স্থানে হিন্দু মহাসভাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার নীতি। বাংলার খাদ্য সমস্যা সারাভারতের বিপদ, ফ্যাসিষ্ট আক্রমণ জাপ দস্যুর বোমাবর্ষণে বাংলার সর্ব্বনাশ, এ সমস্ত কথার কোনটিই ভক্ত নীতির মধ্যে স্থান পায় নাই। বাংলার যে সমস্যা সারাভারতকে আলোড়িত করিয়াছে সে সমস্যার স্থান হইতে শূন্য। কংগ্রেসের প্রতি ভয় শ্যামাপ্রসাদ বাবুর বক্তৃতা এবং মহাসভা সম্মেলনের আলোচনার মুখ্যবস্তু।

মিঃ জিন্নার ভয় ও সন্দেহ

করাচীতে মুসলিম লীগ সম্মেলনে মিঃ জিন্নাও ঐ একই পথ অনুসরণ করিয়াছেন। কংগ্রেস পাছে সরকারের সঙ্গে একটা রফা করিয়া ফেলে এই ভয় এবং এই সন্দেহই মিঃ জিন্নার বক্তৃতার মুখ্য বস্তু। বাংলার যে গুরুতর সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব মুসলিম লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর সে সম্বন্ধে মিঃ জিন্নার অভিভাষণে কোন নির্দ্দেশ নাই। সম্মেলনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতে সকলরকম পণ্যবস্তুর মূল্য নিয়ন্ত্রণের দাবী করা হইয়াছে বটে কিন্তু বিশেষ করিয়া খাদ্যবস্তুর মূল্য নিয়ন্ত্রণের দাবী করা হয় নাই। কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের ঐক্য গড়িবার জন্য যে নেতৃত্ব জিন্নার নিকট হইতে আসা উচিৎ ছিল তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত অদৃশ্য, বরং জিন্না সাম্রাজ্যবাদকে বলিতেছেন যদি কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট অসম্ভব হয় তাহা হইলে কংগ্রেসকে বাদ দিয়া শুধু লীগের সঙ্গে মীমাংসা করিতে পার না কেন। কংগ্রেসকে বলিতেছেন যদি আপষ্ট প্রস্তাব সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করিতে পার তবেই মিটমাট সম্ভব নতুবা নহে। লীগ অবশ্য কয়েকটি বিষয় অগ্রসর হইয়াছে—সর্ব্বভারতের পূর্ণস্বাধীনতা চাই, কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্য চাই এই দাবী সম্মেলনের বিভিন্ন আলোচনার ভিতর ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, কিন্তু যে সঙ্কটের ঘূর্ণীপাকে বাংলার ও ভারতের জনগণ আজ মরিতে বসিয়াছে তাহার আক্রমণ হইতে জনগণকে মুক্ত করিবার জন্য অধিনেথে ঐক্যের কোন চেতনা ফুটিয়া বাহির হয় নাই। জনগণের আশু ও প্রধান সমস্যার স্থান মিঃ জিন্নার অভিভাষণে নাই।

ঐক্যের বদলে আত্ম সংঘর্ষ?

অমৃতসরে ডাঃশ্যামাপ্রসাদ বাবু বলিয়াছেন মুসলমানরা যদি পাকিস্থানের মনোভাব না ছাড়ে তাহাহইলে শান্তিপূর্ণভাবে হিন্দুমুসলমান সমস্যার সমাধান অসম্ভব, যে কোন প্রকারেই হউক মুসলমানদের পাকীস্থান দাবী প্রতিরোধ করিতেই হইবে। সেই সঙ্গে তিনি ইহাও জানাইয়া দিয়াছেন যে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতিতে তিনি বিশ্বাসী নন। করাচীতে মুসলিম লীগ সম্মেলনও পাকিস্থান আদায় করিবার জন্য কর্ম্মপরিষদ গঠন করিয়াছে, যেমন করিয়া হউক পাকিস্থান আদায় করিতে হইবে। ঐক্যের পরিবর্ত্তে আরও ভেদের দিকে, শান্তির পরিবর্ত্তে সংঘর্ষের দিকে এই নেতারা দেশকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছেন, উভয়েরই ভয় কংগ্রেস তাঁহাদের বাদ দিয়া স্বতন্ত্রভাবে মীমাংসা করিয়া ফেলিবে। কংগ্রেস নেতারা আজও কারারুদ্ধ, এই ভয়ঙ্কর সংকটে জনগণের পক্ষ হইতে ঐক্যের জন্য লড়ে। কে? কংগ্রেস কর্ম্মীরা যাঁহারা বাহিরে আছেন তাঁহার নিজেরা উদ্যোগী হইয়া ঐক্যের পথে অগ্রসর হইতেছেন না, তাই অবস্থা অত্যন্ত দ্রুত দুর্য্যোগের মধ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে।

ওয়াভেলের ইঙ্গিত

কলিকাতার বক্তৃতায় লর্ড ওয়াভেল বলিয়াছিলেন রাজনৈতিক আপোষ মীমাংসার জন্য ব্যস্ত কি? সে সম্বন্ধে কি কথা যায় আমি চিন্তা করিতেছি। ইতিমধ্যে তোমরা (অর্থাৎ এ দেশের কয়েমী স্বার্থ) সহযোগিতার পথে পা বাড়াও। খাদ্য সংকট প্রায় দূর করিয়া আনিয়াছি, এ জন্য বাকি যাহা কিছু করিবার আমার শাসন যন্ত্র তাহা করিবে। অর্থাৎ কংগ্রেস যে অবস্থায় আছে থাকুক, কংগ্রেসকে বাদ দিয়াই আপাততঃ সমস্ত সমস্যার সমাধান হইতে পারে। ওয়াভেলের এই বক্তৃতার পরমুহূর্ত্তেই মহাসভার সুর উঠিল—হিন্দুদের জন্য কথা বলিবার অধিকারী একমাত্র হিন্দু-মহাসভা, জিন্নার কথার অর্থ হইল—কংগ্রেসের সঙ্গে মীমাংসা না হয় লীগের সঙ্গে মীমাংসা কর না কেন? খাদ্য সমস্যা, মহামারীর সমস্যা এখন তাঁহাদের মাথায় নাই, কারণ জনগণ হইতে তাঁহারা বহুদূরে এবং ঠিক এই জন্যই ওয়াভেলের সুরের ঝঙ্কার তাঁহাদের সুরে ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

মহাসভার অভিযোগ—কংগ্রেস হিন্দু স্বার্থ বিরোধী, জিন্নার অভিযোগ—কংগ্রেস মুসলমান স্বার্থ বিরোধী, ওয়াভেল বলিতেছেন কংগ্রেসের কথা পরে হইবে, এখন এস আমরাই সমস্যার সমাধান করি।

কংগ্রেস সেবীদের দায়িত্ব

ইহারা সাবাই আজ কংগ্রেসকে কোনঠাসা করিতে ব্যস্ত।

বাংলার ৯০ হাজার গ্রামে যখন শ্মশানের চিতা জ্বলিতেছে বাংলার শস্যক্ষেত্র যখন কবর খানায় পরিনত হইতেছে, তখন যুদ্ধের শেষে পাকিস্থান হইবে না হিন্দুস্থান হইবে ইহা লইয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ এবং মিষ্টার জিন্না পায়তাড়া ভাজিয়াছেন। কি হিন্দু কি মুসলমান প্রত্যেক ভারতীয়ের চক্ষে ইহা বিসদৃশ। প্রত্যেক ভারতীয়ের অন্তর হইতে ইহার জবাবে শুধু একটি কথা উঠিবে, শান্তির প্রলেপের উপর ভয় ও সন্দেহ ছাড়, ধ্বংসোন্মুখ জনগণকে বাঁচাইবার জন্য একতার রাস্তা ধর, সংকট কাটিয়া যায় তাহা তাহা বাড়িতেছে। দিকে দিকে যখন জনগণের আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে মজুতদারের হাত হইতে চাউল রক্ষা কর, ঔষধ দাও, মজুতদারের জঘন্য লিপ্সা হইতে জনগণকে বাঁচাও, তখন পাকিস্থান বা অখণ্ড হিন্দুস্থানের দাবী লইয়া যাঁহারা আত্মসংঘর্ষের ক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে ব্যস্ত তাহারা সমগ্র ভারতকে ধ্বংসের মুখেই ঠেলিয়া দিতেছে। এই ধ্বংসের গতিরোধ করিতে পারেন কংগ্রেস-সেবীরা ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে উদ্যোগী হইয়া।

আগামী স্বাধীনতা দিবসের জন্য শ্রীযুত গোপীনাথ শ্রীবাস্তব আহ্বান জানাইয়াছেন স্বাধীনতা দিবসকে আভ্যন্তরীন ঐক্য প্রতিষ্ঠার দিবস হিসাবে উদ্‌যাপন করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। কংগ্রেসসেবীরা এই অনুরোধ রক্ষা করিলে সমগ্র জাতির নেতৃত্ব তার গ্রহণ করিতে পারিবে। কমিউনিষ্ট পার্টি সেই পথে প্রত্যেক অংশের ভক্তকে আহ্বান করিতেছে।

দেশদ্রোহীদের গুণ্ডামী বন্ধ করো

জনসাধারণ রুখিয়া দাঁড়াইলে ইহারা কতক্ষণ টিকিবে?

মেঘ মাস আগে কলিকাতার উপর এক শ্রেণীর দেশদ্রোহীর গুণ্ডামীর পরিচয় আমরা পাইয়াছিলাম। আমরা দেখিয়াছিলাম, তারা পার্কে পার্কে সভা পণ্ড করিয়া বেড়ায়, মেয়েদের একলা পাইয়া উৎপীড়ন করিতে চেষ্টা করে, জনরক্ষা সমিতির অফিস ভাঙ্গিয়া জিনিষপত্র চুরি করিয়া পালায়। কিন্তু জনতার সমর্থন না পাইয়া তাদের দাপট বন্ধ হইয়াছিল।

আজ আবার তারা মাথা চাড়া দিয়াছে। এবারে তারা দল পাকাইয়া গোপনে দেশকর্ম্মীদের উপর হামলা সুরু করিয়াছে। গত ২৭শে ডিসেম্বর দক্ষিণ কলিকাতার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী অমরপতি রায় আর একজন কর্ম্মীর সঙ্গে ধানড় ইউনিয়নের কাজে যাইতেছিলেন। হাজরা পার্কের কাছে প্রায় ২০ জন লোক তাঁদের ধরিয়া আগুতোষ কলেজের মধ্যে লইয়া যায়। আপোশপের কয়েকজন কর্ম্মী খবর পাইয়া কলেজের গেটের নিকট উপস্থিত হইলে উক্ত লোকেরা তাদের উপর চড়াও হয় ও কলেজের বেঞ্চের কাঠ ও লাঠি দিয়া কর্ম্মীদের জখমের ভাবে জখম করে।

লেনিন-ডে কোটা পূর্ণ করুন

লেনিন-ডে সংগ্রাম তহবীলে ১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি মোট মাত্র ৩১২৫।৸৹ টাকা উঠিয়াছে। অলক্ষারাদি বাদে কোন্ জিলা কত দিয়াছে, নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া হইল।

কলিকাতা	১১৯৭৲৲৲
চট্টগ্রাম	২৪০৲৲
হুগলী	৩০৩৶০
হাওড়া	১১১৫৸৶০
২৪-পরগণা	১৪৫২।৶০
কুমিল্লা	৫০০৲৲
নদীয়া	৬৮৩।৶০
দিনাজপুর	৭২৫৲৲
বগুড়া	২৭৫৲
রাজশাহী	৩০৲৲
খুলনা	১২৭৲৲
মুর্শিদাবাদ	২৫০৲৲
জামশেদপুর	৩৩৫।৶০
নোয়াখালি	৫১৫৸০
কুমিল্লা	৫০০৲৲
ঢাকা	১০০০৲৲
ময়মনসিংহ	৩৫০৲৲
ফরিদপুর	৩২৯৸৶০
পাবনা	১৫০৲৲
যশোহর	৮৩৲৲
মেদিনীপুর	১৪৲৲
রংপুর	১০০৲৲
বরিশাল	৫০৲৲
বর্দ্ধমান	৫০৲৲

ইহার কয়েকদিন আগে এই সব লোকেরাই দক্ষিণ কলিকাতা কমিউনিষ্ট পার্টি অফিসে হানা দেয় ও পার্টির মহিলা কর্ম্মীদের নামে গালাগালি দেয়।

ইহারা কিছুদিন যাবৎ আশুতোষ কলেজের মধ্যেও গুণ্ডামী চালাইতেছে। কলেজের মেয়ে কর্ম্মীদের অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দেওয়া, কদর্য্য চিঠি দেওয়া, বেণী ধরিয়া টানাটানি করা প্রভৃতি করিতে থাকে। ছাত্র কর্ম্মীদের উপর হামলা করা, তাদের পোষ্টার ছিঁড়িয়া ফেলা প্রায় রোজকার ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

প্রকাশ্য কলেজের মধ্যে শত শত ছাত্রের মাঝখানে এই সমস্ত জঘন্য প্রবৃত্তির লোকেরা এইরকম গুণ্ডামী করিবার সাহস কি করিয়া পায়? এই গুণ্ডামীর মধ্যে কী রাজনীতি আছে? কী বাদেশিকতা আছে? সাধারণ কয়েকজন উদ্ধত যুবক সমাজজীবনের সাধারণ ভদ্রতাটুকুও জলাঞ্জলী দিয়া কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর উৎপীড়ন করিবার স্পর্দ্ধা দেখাইতেছে, আর তাদের সাহেতা করিতে কেহ আগাইয়া আসিতেছে না! ছাত্র-সমাজের দেশপ্রেম কি মরিয়া গিয়াছে? কংগ্রেস কর্ম্মীকে মার-পিঠ করা, কমিউনিষ্ট পার্টির অফিসে চড়াও হওয়া—যে কোন মতেই হউন না কেন, কোন দেশপ্রেমিক লোক, এই সমস্ত গুণ্ডামীকে সমর্থন করিবে না।

কলিকাতাবাসীর গর্ব্ব, এখানে হাজার মতভেদ থাকিলেও দেশপ্রেম সজাগ আছে। সেই জন্যই এই দারুণ দুর্দ্দিনে কলিকাতা বাঁচিয়া আছে, ইহাকে অনাহার হইতে, বোমা হইতে, বিশৃঙ্খলা হইতে বাঁচাইবার জন্য বিভিন্ন মতের লোকও একত্র মিলিয়াছে। এই কলিকাতার সমাজের শত্রুরা এখনও মাথা তুলিতে পারে কেন?

আমরা শুনিলাম, বিশিষ্ট কংগ্রেসনেতা কিরণশঙ্কর রায়, জে, সি, গুপ্ত, পরিতোষ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সত্যেন বসু, আশুতোষ কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক প্রভৃতি কাছে এই সমস্ত ঘটনা জানাইলে তাঁরা একবাক্যে ইহার নিন্দা করিয়াছেন। পরিতোষবাবু পাড়ার নেতৃবৃন্দের কাছে গিয়া এই সমস্ত যুবকদের সায়েস্তা করিবার পরামর্শ করিতেছেন। কিন্তু নেতৃবৃন্দের চেষ্টার সঙ্গে যতক্ষণ না সকল জনসাধারণ একত্র মিলিয়া এই লোকদের সায়েস্তা করিতে আগাইয়া আসিবে, ততক্ষণ ইহারা কাবু হইবে না।

এই গুণ্ডামী কলিকাতাবাসীর পক্ষে লজ্জার বিষয়, কলিকাতার দেশপ্রেমিক ঐতিহ্যে কলঙ্ক স্বরূপ। কংগ্রেসসেবী, দেশপ্রেমিক জনসাধারণ, ছাত্রসমাজ! আপনারা কি এই গুণ্ডাদের অগ্রাহ্যতা সৃষ্টিই চান? না কলিকাতার জীবনে শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম, কর্ম্মতৎপরতা ও ঐক্য আনিতে চান? আপনারা কাজে লাগিলে এই মুষ্টিমেয় দেশদ্রোহীর পিরগুঁড়া ভাঙ্গিয়া যাইবে, দেখিবেন, ইহারা অন্ধকারে মুখ লুকাইয়াছে। দেশপ্রেমের সামনে দেশদ্রোহিতা মাথা তুলিবে—সে দিন আজ নাই।

শ্মশানে বাংলার মা কাঁদিতেছে

প্রথম পাতার শেষাংশ

ভরসা করিয়াছে। যাহারা গত বছর চাল মজুত করিয়া দর উঠাইয়াছিল একশ-দেড়শ টাকায় আবার কোন ভরসায় মন্ত্রীত্ব তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াছেন? গভর্ণমেণ্ট ধান না কিনিলে সহরের লোক খাইবে কি, ঘাটতি জেলায় কে ধান চাল পাঠাইবে? সেই মুনাফালোভী মজুতদার ব্যবসায়ী চাউলের রাজারা? মিথ্যা আশা। নাজিমুদ্দীন হাত হইতে চাউল রক্ষা কর, ঔষধ দাও, মজুতদারের জঘন্য লিপ্সা হইতে জনগণকে বাঁচাও, তখন পাকিস্থান বা অখণ্ড হিন্দুস্থানের দাবী লইয়া যাঁহারা আত্মসংঘর্ষের ক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে ব্যস্ত তাহারা সমগ্র ভারতকে ধ্বংসের মুখেই ঠেলিয়া দিতেছে। এই ধ্বংসের গতিরোধ করিতে পারেন কংগ্রেস-সেবীরা ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে উদ্যোগী হইয়া।

আগামী স্বাধীনতা দিবসের জন্য শ্রীযুত গোপীনাথ শ্রীবাস্তব আহ্বান জানাইয়াছেন স্বাধীনতা দিবসকে আভ্যন্তরীন ঐক্য প্রতিষ্ঠার দিবস হিসাবে উদ্‌যাপন করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। কংগ্রেসসেবীরা এই অনুরোধ রক্ষা করিলে সমগ্র জাতির নেতৃত্ব তার গ্রহণ করিতে পারিবে। কমিউনিষ্ট পার্টি সেই পথে প্রত্যেক অংশের ভক্তকে আহ্বান করিতেছে।

শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, নারী! তোমরা তোমাদের নেতাদের চোখ খুলিয়া দাও। তোমরা সকলে শয্যাশায়ী রোগীর শিয়রে আসিয়া এক হইয়া দাঁড়াও। বাংলার ডাক্তার! তোমার চিকিৎসার জ্ঞান ও দেশপ্রেম লইয়া এস। গ্রামে গ্রামে দেশকর্ম্মীদের সংগে একযোগে মেডিকেল রিলিফ ক্যাম্প বাহির কর, রুগ্ন বাংলাকে বাঁচাও। সরকারী কর্ম্মচারী! গ্রামে ও শহরের পাড়ায় পাড়ায় তোমরা জনগণের যে দুর্ভেদ্য ঐক্য গড়িয়া তুলিতে পার তাহার চাপে লীগ-কংগ্রেস-মহাসভার নেতৃত্ব জনগণেরই কাছে আসিবে। তাহারা তখন বাংলার জনসাধারণের যে নেতৃত্ব করিবে তাহা হইবে বাংলাকে বাঁচাইবার নেতৃত্ব, তাহা মজুতদারী, স্বাধীন ব্যবসা, মহাসারী আর আমলাতান্ত্রিক বাধা চূর্ণ করার নেতৃত্ব।

দুর্ব্বার বেগে বাংলার নর-নারী অগ্রসর হউক। আমনরক্ষা ও রোগ-চিকিৎসার জন্য প্রতি গ্রামে প্রতি সহরে সম্মিলিত খাদ্য ও রিলিফ কমিটি গড়িয়া উঠুক, এই মিলিতশক্তি মারাত্মক রোগ ও মজুতদারী চূর্ণ করুক। বাংলাকে আমরা বাঁচাইব। আমাদের যদেশপ্রেম কখনই ব্যর্থ হইবে না। সোণার বাংলা ভায়ত ও দুনিয়ার সামনে স্বাধীনতার যুদ্ধের মরদানে তাহার গৌরব-মণ্ডিত স্থান আবার অধিকার করিবে।

জনযুদ্ধ

কর্ত্তৃপক্ষ এখনও কুইনাইন পায় নাই?

কমিউনিষ্ট সংগঠক কমরেড মন্টু মজুমদারের ডায়েরী

রংপুরের কাটালবাড়ী অঞ্চলে লিক্কিমারী গ্রামে কৃষক সমিতির সব সময়ের কর্ম্মীদের লইয়া একটি ক্যাম্প হইয়াছে। তার নাম 'আমন রক্ষা অফিস', আমি তাহাদের সাহায্য করিতে গিয়াছি। রাত্রি ১১টার সময় গিয়া পৌঁছিলাম। ঘর অন্ধকার। কেরোসিনের অভাব। তেল চোরাবাজারের আওতায়। কোন রকমে একটি আলো জ্বালাইয়া প্রথমেই দেখি জ্বালানুদ্দিন ওইয়া আছে। মালেরিয়া জ্বর—কুইনাইন পায় না, তাই জ্বরও ছাড়ে না। ক্ষোভাডের কাজ করিয়া আরও রাত্রে অজ্ঞাত কমরেডরা ফিরিলেন। খাওয়া হাওয়ার পর আলাপ আরম্ভ হইল। অনেক কমরেডের খোঁজ নিলাম। যার নাম করি, প্রায় সবই মালেরিয়ার শয্যাশায়ী। আরও খবর নিতে গিয়া জানিলাম এই অঞ্চলের আমাদের ৪৩ জন কর্ম্মীর ভিতর ৩৫ জনই অসুস্থ। দারুণ অবস্থা!—'আমন রক্ষা' অভিযান সফল করিতে গেলে আজ সব চেয়ে বড় দরকার এই ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করা। ক্ষোভাড করিয়া পরের দিন ন্যাম্মেক পাড়া গ্রামে গেলাম। ২৫ ঘর লোকের বাস। খোঁজ নিয়া দেখিলাম প্রত্যেক বাড়ীতেই ২।৩ জন করিয়া ম্যালেরিয়ার ধুঁকিতেছে। তা ছাড়া শীতবস্ত্র ও কাপড়ের অভাব। অনেক বাড়ীতেই দেখি শীতে ছোট ছেলেমেয়েগুলি আড়ষ্ট অবস্থায় বসিয়া আছে।

খাওয়া দাওয়া সারিয়া আমাদের দুইটি দল বাহির হইয়া গেল—একটি স্বেচ্ছাসেবকদের আর একটি দেশালাম সিক্ষিমারী। আমি যে গ্রামে গেলাম সেখানে ২৫ ঘর লোক। প্রত্যেক পরিবারেই ম্যালেরিয়া। অনেকে শয্যাশায়ী।

মাঠ ঘিরা ক্ষোভাড লইয়া হাটে যাইতেছি—হাটে গিয়া আমাদের একজন সংগঠকের সাথে দেখা হওয়ার কথা। কিন্তু গিয়া শুনিলাম তার অসুখ, তার ভাই মরণাপন্ন। ডাক্তার নিয়া গেলাম। খুব খারাপ ধরণের ম্যালেরিয়া।

আমাদের কমরেড মন্টুর জ্বর বন্ধ হইয়াছে—কিন্তু কুইনাইন নাই। তুলসী পাতার রস খান।

রাত্রে ক্যাম্পে ফিরিলাম। সব ক্ষোভাডের রিপোর্ট হইল। দেশালাম গ্রামে খবরে দেখা গেল ৩০ ঘরের মধ্যে সব ঘরেই ম্যালেরিয়া। শীত বস্ত্রের অভাব। এ অবস্থায় প্রতিকার দরকার। শিশুর মায়েরা শিশুদের লইয়া সরাসরি এস, ডি, ওর কাছেই যাইতে চায়।

সেই দিনই তিন্তা ক্যাম্প হইতে চিঠি পাইলাম। গোকুণ্ডা, রাজপুর ইউনিয়নে শতকরা ৮০ জন লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। আর একটি ইউনিয়নে ১৪০০ ঘরের মধ্যে ৯০০ ঘর লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। শীতবস্ত্র নাই, কাপড়ের অভাব।

সহরে ফিরিলাম—গ্রামের পর গ্রাম ম্যালেরিয়ার উজাড় হইতেছে, কিন্তু জানিলাম সহরে প্রচুর কুইনাইন আছে, কিন্তু বিলি হইতেছে না। অনেক গ্রামের ডাক্তার সহরে কুইনাইনের জন্য ঘোরাঘুরি করিতেছে। ৭।৮ জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম ব্যাপার কি? জানিলাম কর্ত্তৃপক্ষ ডাক্কিয়াছে কুইনাইন দিবে অলিয়া কিন্তু এখন বলে কুইনাইন আসে নাই।

তাদের কাছে খোঁজ নিলাম গ্রামের অবস্থের—তাহারা সবাই বলিলেন, এত রোগ জীবনে দেখি নাই। 'কি রোগ?'—'ম্যালেরিয়া, কিন্তু রোগ সারিবে না! কুইনাইন নাই। জ্বর থামাই, আবার আসে। কুইনাইন ছাড়া ইহাকে রোখা যায় না।

৩।৪ জন ডাক্তার আমাকে বলেন—তোমরা কমিউনিষ্টরা কার জন্য আমন ধান রক্ষা কর, সব যে মরিয়া ভূত হইয়া যাইবে। যুদ্ধি দেশের কোন উপকার করিতে চাও—কুইনাইন ও কাপড়ের আন্দোলন কর—আমরা তোমাদের সাথে আছি—দেশ বাঁচিলে তবে না অন্যান্য ব্যবস্থা।

ধান কাটার সময় কাঁপাইয়া জ্বর আসে

কাঁপুনি শেষ হইলে কৃষক আবার মাঠে যায়

দরকার ৮০ গ্রেণ, রোগী পায় ১৫ গ্রেণ

রংপুর হইতে কমরেড বিভূতি লাহিড়ী জানাইতেছেন—সমগ্র জেলায় পুরা দমে ধান কাটার কাজ চলিয়াছে। কিন্তু মহামারী ও রোগ এই কাজে ভয়ানক বাধা সৃষ্টি করিতেছে। প্রাণাধ্বা হইতে আমাদের সংগঠক লিখিয়াছেন: মাঠে যে সব কৃষক ধান কাটিতেছে তাদের মধ্যে ক্ষোভাডে কাজ করিতেছিলাম। দেখিলাম অনেকে জ্বর নিয়াই ধান কাটিতে আসিয়াছে। ধান কাটিতে কাটিতেই অনেকের কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসে। তারা দৌড়িয়া বাড়ীতে গিয়া ছেঁড়া কাঁথার আশ্রয় নেয়। এদের মধ্যে যাদের বাবা বা ভাই ইতিমধ্যে কাঁপুনির পালা শেষ করিয়াছে তারা আসিয়া আবার তাদের কাজ গ্রহণ করে।

শতকরা ৭৫ জন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত

সমগ্র জেলায় তীব্র ও ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়া বাড়িতে সুরু করিয়াছে। গাইবান্ধার অবস্থাই সব চেয়ে শোচনীয়। সেই মহকুমায় রামচন্দ্রপুরে আমাদের ৩২ জন পার্টি সভ্যের ২৬ জনই ম্যালেরিয়া আক্রান্ত এবং স্থানীয় পার্টির হিসাবে ইউনিয়নের শতকরা ৯৭ জন লোক ম্যালেরিয়াগ্রস্ত! ঐ মহকুমারই নন্দগ্রাম: ইউনিয়নে শতকরা ৩০ জন রোগাক্রান্ত। নীলফামারী মহকুমায় ম্যালেরিয়া সম্পর্কে আমাদের পার্টি সংগঠকের হিসাব শতকরা ৭৫ জন লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। (মোট লোক সংখ্যা ৩ লক্ষ)। আদর মহকুমায় পামরাবন্ধ ইউনিয়নে ডাঃ ঘীরেন ঘোষের রিপোর্ট যে ১০ দিন আগে সেই ইউনিয়নে অন্তত ম্যালেরিয়া রোগী ছিল, ইতিমধ্যে শতকরা ৫০ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। কুড়িগ্রাম মহকুমার লালমনির হাট থানা একটি বিশেষভাবে আক্রান্ত অঞ্চল। সেই থানায় গোকুণ্ডা ইউনিয়নে শতকরা ৮০ জন ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে।

বসন্তও ব্যাপক ভাবে মহামারীর আকারে সুরু হইয়াছে। একমাত্র বদরগঞ্জ থানাতেই ১৫টি ইউনিয়নের ১৩টি ইউনিয়নে বসন্ত আছে। কলেরা শোথ প্রভৃতি রোগেরও যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব।

এই ক্রমবর্দ্ধমান মহামারী প্রতিরোধের ব্যবস্থার দিকে তাকাইলে বলিতে হয় প্রায় কোন ব্যবস্থাই নাই। মোট ম্যালেরিয়া রোগীদের অত্যন্ত নগণ্য সংখ্যা কুইনাইন পায়। এবং যারাও পায় তারাও প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত পায়। বদরগঞ্জ ডিসপেন্সারীর ডাক্তারের মতে প্রতি রোগীকে ৮০ গ্রেণ কুইনাইন দেওয়া আবশ্যক সে স্থানে দেওয়া হইতেছে ১৩ থেকে ১৫ গ্রেণ।

রায়নায় ম্যালেরিয়া রোগীর অর্দ্ধেকই মারা যাইতেছে

বর্দ্ধমান হইতে কমরেড বিনয় চৌধুরী সংবাদ দিতেছেন—বাঙালীক অবস্থাই এই জেলায় ম্যালেরিয়া বেশী হয়, কিন্তু এবারের আক্রমণ অত্যধিক বেশী। রামনা ইউনিয়নে শতকরা ৭৫ জন ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী। রোগীদের অর্দ্ধেকই মারা গিয়াছে। গাজলী, কাটোয়া প্রভৃতি খানায়ও রোগ মহামারীর আকার নিয়াছে। ক্রাটপোলসিন্দুপুর ইউনিয়নে আমরা নিজেরাই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। ইউনিয়নের লোক সংখ্যা ৮০০০। কলেরা, ম্যালেরিয়া, ব্লাকফিভার, টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব। গত মাসে ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছে ৬৫ জন, কলেরায় ১১ জন এবং টাইফয়েডে ৩০জন। ইহা ছাড়া 'ব্লাকফিভারে' প্রায় ২০০ জন আক্রান্ত। কুইনাইন যাহা গত কয়েক মাসে বিলি হইয়াছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। তাহা ছাড়া বিলির জন্য যে কুইনাইন কর্ত্তৃপক্ষ পরিমাণ যে তাহারও কতক পরিমাণ যে চোরা বাজারে না গিয়াছে তাহা নহে।

ম্যালেরিয়া বিধ্বস্ত ২৪ পরগণা

২৪ পরগণার জেলা বোর্ডের হিসাবে দেখা যায়, অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত জেলায় মৃত্যু হইয়াছে ৪৮১১৯ জনের তন্মধ্যে কলেরায় ৭০৯৮, ম্যালেরিয়ায় ৭১০৩ এবং অন্যান্য রোগে ১০৯২৪। এর মধ্যে জেলার যে সমস্ত লোক কলিকাতায় ও গ্রামাঞ্চলে অন্যত্রে মারা গিয়াছে তাহার হিসাব নাই। ১৯৪২ সালে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩৮,৪০৪—আর এ বৎসর অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত অন্যত্রার মৃত্যুর সংখ্যাই ৫০,০০০।

লোকজ্ঞাডাঙ্গা এবং খাটুরিয়ার ছাত্রা ছাত্র-ফেডারেশনের নেতৃত্বে সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াই সুরু করিয়া দিয়াছে। শিক্ষক-ছাত্র যুক্ত রিলিফ কমিটির পক্ষ হইত

ঢাকার গ্রাম্য-জীবনকে বাঁচাও

দশ লক্ষ লোকের কোন সংস্থান নাই

গত বছরের খাদ্য-সংকটে ঢাকা জেলার এ পর্য্যন্ত তিন লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া যে তথ্য জোগাড় করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়—এই জেলার ৪২ লক্ষ লোক-সংখ্যার মধ্যে তিন লক্ষ লোক খাদ্যাভাবে ঘর দোর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে।

জেলে-ঋষি, মাঝি-চাষীর খাবার নাই

যে ৩৬ লক্ষ লোক এখনও ঢাকায় আছে তাহাদের কি অবস্থা? মহেশ্বরদি পরগণার দশটি গ্রামের তথ্যে দেখা যায় যে প্রতি ৪২০টীর মধ্যে ১২০টী পরিবারের খাওয়া-দাওয়ার কোন সংস্থান নাই। বিক্রমপুর পরগণার অবস্থা আরো শোচনীয়। সেখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও আজ সংস্থানের অভাব। আষ্টপাশা-টাঙ্গিবাড়ী এলাকায় বাড়ীতে বাড়ীতে মেয়ে ও শিশু ছাড়া কোনও পুরুষই দেখিতে পাওয়া যায় না। মেদিনীমণ্ডল ইউনিয়নের খবরে দেখা যায়, একটী ইউনিয়নে ২০০০ নৌকা অকেজো হইয়া পড়িয়া আছে—অর্থাৎ ইহার জন্য দশহাজার নারী, শিশু ও পুরুষ কি ভাবে অন্ন সংস্থান করিবে তাহার কোন উপায় দেখিতেছে না। এই অঞ্চলের ঋষি, জেলে প্রভৃতির মধ্যে শতকরা ৫০ জন অনাহারে মারা গিয়াছে—তাহাদের সংখ্যা দুই হাজার। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাহাদের শেষ সম্বল লুটিয়া দিয়াছে—এখন নিঃস্ব। মুন্সীগঞ্জ মহকুমার লোকসংখ্যার শতকরা ৩৫ জনকে বিনা পয়সায় খাদ্য-সরবরাহ না করিতে পারিলে তাহারা এক মাসের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। এই হিসাবে দেখা যায় যে, লমপ্র জেলায় প্রায় দশ লক্ষ লোককে বিনা পয়সায় খাদ্য সরবরাহ করিতে হইবে।

তাহাড়া, যাহারা গত বছরের অন্ন সংকটে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং বর্ত্তমানে কোনও রকমে খাটিয়া-খুটিয়া কিছু রোজগার করিতেছে তাহাদের জন্য সস্তাদরে খাবার দ্রব্য দিতে হইবে। এইরূপ লোকের সংখ্যা নারায়ণগঞ্জ উত্তর সাবেকের মধ্যে ৫০ হাজার। মুন্সীগঞ্জে অধিকাংশ মধ্য বত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এই অবস্থার পৌঁছিয়াছে—এখানকার শতকরা ৩৪ জনকে সস্তাদরে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিতে হইবে। কমিউনিষ্ট পার্টি সংগঠক কালীপদ গাঙ্গুলীর হিসাবমত পূর্ব্ব-বিক্রমপুরের শতকরা ৪০ জন এবং সুশীল চক্রবর্ত্তীর হিসাবমত পশ্চিম বিক্রমপুরের শতকরা ৩৫ জনকে এইভাবে খাদ্যদ্রব্য সস্তায় দেওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ সমগ্র জেলার হিসাবে দাঁড়ায় প্রায় ৬ লক্ষ পরিবারের জন্য সস্তাদরে (কনট্রোলের অর্দ্ধেক দামে) খাদ্য-দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে

প্রত্যহ তিন হাজার মরিতেছে

তারপর ম্যালেরিয়া, কলেরা ও বসন্তের কথা। জেলার ভিতর শতকরা ৫০ জন বিছানায় পড়িয়া আছে। মাণিকগঞ্জের সংগঠক সমর ঘোষের হিসাব: শতকরা ৯০ জন একবার করিয়া ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছে—এখন শয্যাশায়ী শতকরা ৫০ জন। তিনি ও তাঁহার স্ত্রীআড ৩৮টী গ্রামে ঘুরিয়াছেন। পাঁচশত পরিবারের মধ্যে প্রত্যেকটি পরিবারের লোককে বিছানায় দেখিয়াছেন। মাণিকগঞ্জে এ পর্য্যন্ত ৩০ হাজার লোক মারা গিয়াছে।

ঢাকা জেলায় প্রত্যেক দিন প্রায় তিনহাজার লোকের মৃত্যু হইতেছে। মুন্সীগঞ্জেও ১৫০০, মানিকগঞ্জে ৬০০ আর বাকী অন্যান্য মহকুমার সংখ্যা ধরিলে সারা জেলার প্রত্যেক দিন মরিতেছে ৩০০০ এর উপর।

রিলিফে অব্যবস্থা ও অরাজকতা

ঢাকার বেড় লক্ষ লোক বিভিন্ন অঞ্চলের লঙ্গরখানার খায়। ৩৫ হাজার লোক সস্তাদরের ক্যান্টিন হইতে তৈরী খাবার কেনে। ২ লক্ষ ৭৫ হাজার শিশুকে নিয়মিত দুধ দেওয়া হইতেছে। এ সমস্ত কাজই স্থানীয় জনসাধারণের পরিশ্রমে সফল হইতেছে। কিন্তু লঙ্গরখানা ও সস্তাদরের ক্যান্টিন আর সরকারী সরবরাহ পাইবে না—এই কথা বহু জায়গায় জানান হইতেছে। প্রায় তিন লক্ষ শিশুকে দুধ দেওয়ার ভার মহিলা সমিতির কর্ম্মীরা লইয়াছে। সরকারী সাহায্য ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় তাহারা ইহা চালাইয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু কথা হইতেছে, যেখানে দিন দিন আরো বেশী লোকে রোগ-শোকের ও অন্নাভাবের দরুণ বিনা-পয়সায় খাবার ও পথ্য জোগাড় করিতে হইতেছে সেখানে আজই যদি লঙ্গরখানা ও সস্তা ক্যান্টিন বন্ধ হয় তাহা হইলে ঢাকায় কি নিদারুণ মৃত্যু-হার বাড়িবে!

বঙ্গীয় রিলিফ কমিটি, রামকৃষ্ণ মিশন, পিপলস্ রিলিফ কমিটি ও সরকারের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে রিলিফ কার্য্য চলিতেছে। এই সমস্ত উদ্যোগ যোগ করিলে দেখা যায়—যেখানে ২০ লক্ষ লোককে সাহায্য করা প্রয়োজন সেখানে মাত্র ২ লক্ষ লোক কোনও না কোন সাহায্য পায়। কম্বল, কাপড়, ফ্রি খাদ্য, সস্তা খাদ্য, কুইনাইন, দুগ্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের সাহায্য এইভাবে এক আনা লোকের ভাগ্যে কোনও প্রকারে জুটিতেছে।

ঢাকা শহর, মাওয়া ও নরসিংদী ছাড়া আর কোথাও বিভিন্নভাবে সংগৃহীত রিলিফের সামগ্রী একত্র করিয়া সম্মিলিতভাবে কেন্দ্রীয় পরিচালনার সাহায্যে বিতরিত হয় না। বিভিন্ন রিলিফ প্রতিষ্ঠান পৃথক পৃথকভাবে নিজ নিজ রিলিফকাজ সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই রাখিয়াছে। অথচ প্রত্যেক জায়গাতেই দেশভক্ত জনসাধারণ অসাধারণ পরিশ্রম করিতেছে। মেডিক্যাল রিলিফের জন্য ঢাকা মিলিটারী অফিসাররা বেশ কাজ করিতেছেন। ২৮টী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চিকিৎসালয়ের প্রত্যেকটীতে কুড়িটী করিয়া বেডের ব্যবস্থা করা হইতেছে। নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা ও মানিকগঞ্জে ২০০টী করিয়া বেডের ইমার্জ্জেন্সী হাসপাতাল খোলা হইয়াছে। ইউনিয়ন রিলিফ কমিটিগুলি অর্দ্ধ পাউণ্ড করিয়া কুইনাইন ফ্রি দিবার জন্য পাইয়াছিল—তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে।

কিন্তু খাদ্যসস্ত ও মেডিক্যাল রিলিফ সরবরাহের কাজ অত্যন্ত অব্যবস্থার মধ্যে চলিতেছে। অধিকাংশ স্থলেই জন-বিরোধী গ্রাম্য-মোড়লদের হাতেই সাহায্যগুলি পৌঁছায়। তাহাদের মধ্যে বহু লোকই চোরাকারবার করে। মহেশ্বরদির গোপাল গুপ্ত, আউটপাড়ার অমৃত্য গাঙ্গুলী প্রভৃতি লোক রিলিফ কাজের পাণ্ডা হওয়ায় স্থানীয় জননাধারণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। জনগণের কমিটিগুলিকে বাদ দিয়া দুই একজন লোককে ডাকাইয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এস-ডি-ও ও সার্কেল অফিসার রিলিফের কাজ সারেন। তাহার ফলে বাংলা সরকার ও বিভিন্ন রিলিফ প্রতিষ্ঠান যেটুকু রিলিফ ঢাকার জন্য পাঠাইতেছে তাহার অধিকাংশই যাদের জন্য রিলিফ তাদের নিকটই পৌঁছায় না।

(শেষাংশ ৫ পাতায় দেখ)

হাটে বাজারে সর্ব্বত্র মজুতদারের ও ফড়িয়াদের ষড়যন্ত্র

মজুতদারদের আমন সরাইবার চেষ্টা

কৃষক সমিতির আমন রক্ষার অভিযান

জলপাইগুড়ির হাটে হাটে মজুতদারের ফড়ি

জলপাইগুড়ি, ২৪শে ডিসেম্বর

জলপাইগুড়ি জেলায় ধানের দর সাড়ে ৫ টাকা পর্য্যন্ত নামিয়াছিল। কিন্তু এই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে দর হঠাৎ বাড়িয়া ৯৲ টাকা হয়। চাউল হাটিতে ১৬ই ডিসেম্বর ধানের দর ছিল প্রতি মণ ৬৲ টাকা, ১৬ই ডিসেম্বর হয় প্রতি মণ ৯ টাকা। গৌরীহাটে ১৫ই ডিসেম্বর ধানের দর ছিল ৫।০ টাকা, ১৮ই ডিসেম্বর হয় ৯৲ টাকা। ধুপগুড়িতে এক সপ্তাহের ভিতর দর বাড়িয়া ৬৲ টাকা হইতে ৮।০ টাকা হইয়াছে। আমন ধান উঠিবার মুখেই দর রাতারাতি এত বাড়িতেছে দেখিয়া লোকে আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। দর বাড়িবার কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। জেলার ও জেলার বাহিরের ব্যাপারীদের অসংখ্য ফড়িয়া হাটে হাটে ঘুরিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে তাহারা গভর্ণমেন্টের জন্য খরিদ করিতেছে। সহরে এক মাড়োয়ারী ব্যাপারীর গাড়ী বোঝাই ধান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম এই ধান কোথায় যাইতেছে? উত্তর—গভর্ণমেন্টের জন্য কেনা হইয়াছে। কিন্তু সরবরাহ বিভাগের স্থানীয় কর্ম্মচারীর কাছে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন সরকারের পক্ষ থেকে এখনও ধান চাউল কেনা সুরু হয় নাই। চা বাগানের মালিকরাও বাজারে ধান চাউল কিনিতে নামিয়াছে, শুনা যায় যে রেলকর্ত্তৃপক্ষ নাকি ডোমারের এক ব্যবসায়ীর মারফৎ ২৭০০০ মণ ধান কিনিবার চুক্তি করিয়াছেন। অথচ সরকারী নীতি অনুসারে এরূপ খরিদ বে-আইনী। বাজারে সরকারী এজেন্ট কে এবং কে নয়, সরকার সত্য সত্যই কিনিবার হুকুম দিয়াছে কিনা কিছুই বুঝিবার উপায় নেই। বেসরকারী সরবরাহ বিভাগের এক সার্কুলারে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের উপর নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে ধানের দর এবং কেনাবেচা সম্পর্কে খাদ্য কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করিতে এবং সম্প্রতিনিধিদের নিয়া নূতন খাদ্য কমিটি গঠন করিতে। ২৮শে নভেম্বর মহকুমা হাকিম বিভিন্ন দলের নিধিদের এক সভা আহ্বান করেন। সভায় দলের প্রতিনিধিই উপস্থিত হন। কিন্তু খাঁ এবং রায় বাহাদুরেরা উপস্থিত ছিলেন না। মহকুমা হাকিম সভা মুলতুবী রাখেন, আজ সেই মুলতুবী সভা ডাকা হয় নাই। ইতি হাটে বাজারে ধান লইয়া ব্যাপারীদের ফিরি খেলা সুরু হইয়াছে

কৃষক সমিতি তাদের রুখিতে

কৃষকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে ধান রক্ষা করিবার জন্য। ২০শে ডিসেম্বর দেবীগঞ্জ এলাকায় জেলা কৃষক সমিতির উদ্যোগে আমন সম্মেলন হয়। সম্মেলনে ২৫০০ কৃষক উপস্থিত ছিলেন, তাহার মধ্যে ৫০০ স্ত্রীলোক। সম্মেলন একবাক্যে ঘোষণা করে প্রতি ইউনিয়ন সমবায় সমিতি গঠন করিয়া আমন ধান রক্ষা করিব। আমন রক্ষা সম্মেলনের আহ্বান উদ্যোগের ভিতর দিয়া দুইটি সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু শুধু এভাবে কত ধান রক্ষা করা যাইতে পারে? ব্যাপারীরা হাজার হাজার মণ ধান সরাইয়া লইয়া যাইতেছে। তাই সমস্ত হইতে সরকারের নিকট দাবী করা হয় অবিলম্বে এই জেলায় সর্ব্বদলীয় খাদ্য কমিটি গঠন করা হউক। তাহার সঙ্গে ধান কেনা সম্পর্কে পরামর্শ করা হউক। জেলা কৃষক সমিতি প্রত্যেক ইউনিয়ন সমিতিকে নির্দ্দেশ দিয়াছে হাটে হাটে ভলান্টিয়ার দিয়া তাহারা ব্যাপারীদের উপর নজর রাখুক, কোথায়, ধান লইয়া যাইতেছে সেই সংবাদ সংগ্রহ করুক এবং বাঁধাদরের মূল্যে যাহাতে কেনা হয় সে বিষয়ে নজর রাখুক।

নবদ্বীপে মজুতদার একঘরে

নদীয়া জেলার সদর মহকুমার ও বর্দ্ধমান জেলার কালনা অঞ্চলের একটী প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র নবদ্বীপ। এই বৎসর বিভিন্ন প্রকারের মজুতদারদের ও ব্যবসায়ের স্থল ছিল নবদ্বীপ। গড়ে ২০,০০০ মণ চাউল এই স্থানে সব সময়ে স্থায়ী মজুত ছিল। সহরের লোকসংখ্যা ৩৩,০০০ ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল সমূহের গ্রামবাসীর সংখ্যা ৩,০০০। ইহারা সকলেই নবদ্বীপের চাউলের বাজারের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এ বৎসর এত চাউল মজুত থাকা সত্বেও চাউলের দর জুলাই মাসে ৪৲ টাকায় উঠে।

এবার যাহাতে আমন ধান মজুতদারের গোলায় না যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য ১৯শে ডিসেম্বর বিকাল ৬ টায় নবদ্বীপ বড় আখড়ায় খাদ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন পাড়া হইতে প্রায় ৪৫০ জন প্রতিনিধি স্থানীয় লোকেরা উপস্থিত হইয়াছিলেন। সকলেরই এককথা যে আগামী বৎসরে চাউলের সংকট সমাধানের জন্য আমরা স্পষ্ট কর্ম্মপন্থা এই সম্মেলন হইতে গ্রহণ করিব। ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি হইয়া অসিয়াছিল শ্রীবিজন মুখার্জি। মজুতদারদের সহিত কয়েকজন ফরওয়ার্ড ব্লকী ও রায়পন্থীকেও ঘোরা ফেরা করিতে দেখা যায়। সম্মেলনের মূল বক্তব্য যখন পরিস্থারভাবে জনসাধারণের নিকট উত্থাপন করা হইল জনসাধারণের শত্রুরা প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করিল যে তাহারা ভিন্নমত পোষণ করে। মজুতদারদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া শ্রীবিজন মুখার্জি বলিল যে "আমাদের উদ্দেশ্য আজ দেশে অন্য স্থানে কে কোথায় মারা যাইতেছে তাহা না দেখা। আমরা দেখিব কি ভাবে নবদ্বীপে লোককে আহার্য্য যোগাইতে পারি।" বিদ্যাসাগর কলেজের রিলিফ কমিটির কর্ম্মী বিভিন্ন ছাত্রগণ, পাড়ার প্রতিনিধিগণ এক বাক্যে বলিলেন "তোমাদের দোকান ও তোমাদেরই মত অন্যান্য ব্যবসায়ীরা বলিয়াছিল নবদ্বীপে চাউলের দর ১৫ সের করিব।" পঞ্চমবাহিনীর অনুচর ও চোরাকারবারীরা উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিল যে খাদ্য কমিটিকে কুক্ষিগত করিয়াছে কমিউনিষ্টরা। ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলেন মুসলিম কমিটির সহ-সম্পাদক ও নবদ্বীপের হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত ভট্টাচার্য্য। তিনি স্পষ্টভাবে বলিলেন যে খাদ্য কমিটি নবদ্বীপের জনসাধারণেরই ছিল ও রহিয়াছে। আজ জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী কাজ করিবার জন্য কয়েকজন মজুতদার এই বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করিতেছে।

পাড়ার প্রতিনিধিগণ একবাক্যে বলিলেন আমাদের খাদ্যসম্মেলনে খাদ্য-চোরারা কোন বলিবার সুযোগ পাইবে। জনসাধারণের এই আক্রোশ দেখিয়া মজুতদারের দল উচ্চবাচ্য করিয়া সরিয়া পড়িল। খাদ্য সম্মেলনের প্রথাগত সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। বাংলা দেশের খাদ্যাভাব দূর করিবার জন্য, মজুতদারদের ষড়যন্ত্র ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি দূর করিবার জন্য সম্মিলিত মন্ত্রিত্বের দাবী খাদ্য কমিটির মধ্যে সমস্ত দলই একবাক্যে তুলিলেন। জনসাধারণের মধ্যে অপূর্ব্ব উৎসাহের সঞ্চার হয় ও রাত্রি সাড়ে আটটায় পর সভামণ্ডপ হইতে শোভাযাত্রা সভায় মজুতদারদের কারসাজি কিভাবে ব্যর্থ হইল ঘোষণা করিয়া বাহির হয়। খাদ্য কমিটির আন্দোলন আরও শক্তিশালী করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন, পাড়া কমিটি সংগঠন প্রভৃতিকে শক্তিশালী করিবার দায়িত্ব এই সম্মেলন হইতে জনসাধারণের প্রতিনিধিরা গ্রহণ করিলেন।

রংপুরের কৃষক আমন রক্ষার পথে

সরকারী এজেন্টরা ধান কিনিতে আরম্ভ করে। কিন্তু কৃষকদের বিক্রী করিতেই হইবে, তাহাদের টাকা চাই—কাপড় চাই, তেল ঔষধ চাই। মহাজনরা ডোমার ও মীরগঞ্জ হাজার হাজার মণ ধান কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। এই ধান কোথায় লইয়া যাইতেছে কোন পাত্তা নাই। দাম বাড়িয়া গিয়াছে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ডোমারে ধানের দর ছিল ৮।০ টাকা মণ, গত সপ্তাহের দর ১১৷৷০; মীরগঞ্জেও ডিসেম্বরের মাঝামাঝি দর ছিল ৯৲ টাকা, গত সপ্তাহে ১২৲।

কাঁঠালবাড়ীতে খাদ্য-কমিটির লাইসেন্স ছাড়া বিক্রী নাই

কিন্তু কাঁঠালবাড়ীতে মুনাফালোভী ব্যাপারীদের দেখা পাওয়া দুষ্কর, কাঁঠালবাড়ীর বাজারে কৃষকসমিতি ধানের দোকান খুলিয়াছে। এই দোকানে কৃষকেরা তাহাদের ধান আনিয়া রাখে এবং সব ব্যাপারীরা কৃষকসমিতি বা খাদ্যকমিটির নিকট হইতে মঞ্জুর না করিয়া ধান দরে বিক্রী করিবার শপথ করিয়া লাইসেন্স লয়। শুধু তাহাদের নিকটই লাইসেন্স দেখিয়া ধান বিক্রী করা হয়।

পুর জেলার কাঁঠালবাড়ীতে এই যে ঘটনা ঘটিতেছে এমন ঘটনা যে দেশে ঘটিতে পারে দু'মাস আগে দেশের সাধারণ লোক তাহা কল্পনা করিতে পারে নাই। "কৃষক সমিতি বা খাদ্য কমিটির লাইসেন্স ছাড়া বিক্রী নাই" এই রণধ্বনি লইয়া কৃষক সমিতির স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী হাটে হাটে ঘুরিতেছে এবং ধানের দামা মাথার কোন কৃষককে দেখিলে তাহাকে বুঝায় বেশী টাকার লোভ করিও না, কৃষক সমিতি বা খাদ্য কমিটির লাইসেন্স যাহার আছে শুধু তাহার নিকটে বেচিও। বদরগঞ্জ শেখের হাটে একদিন দেখা গেল হাট ভাঙ্গার পর কৃষকেরা ধান বিক্রী করিতে করিয়া কৃষক সমিতির জওয়ানি করিতে করিতে বাড়ী ফিরিতেছে। কৃষক সমিতির স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ধান দখলের আওয়াজে তাহারা উৎসাহিত। কোন কোন জমিদারও এই আন্দোলনে কৃষক সমিতির সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছেন।

সালিসী-বিচার ছাড়া ধানজমি হস্তান্তর বন্ধ

রংপুর জেলার দিগলাপুর গ্রামে কৃষকসমিতির আহ্বানে এক সভা হয়। এই সভায় হিসাব লইয়া দেখা যায় গ্রামের শতকরা ৩০ জনের জমি নাই, এখনই তাহারা নিঃস্ব। বাকি ৩০ ভাগ লোকের জমি আছে কিন্তু দুর্ভিক্ষের জন্য তাহারা যে ধান জোতদারদের নিকট হইতে কর্জ্জ করিয়াছিল সে ধান যদি দর-কাটা চুক্তির হিসাবে এখন শোধ দিতে হয় তাহা হইলে তাহাদেরও ঘরে আর কিছু থাকিবে না। অবশ্য এই যে আমন ধান ওঠার মুখেই চারিদিকে নবান্নের মহোৎসবের মধ্যেই শতকরা ৯০ জনের জন্য লঙ্গরখানা খুলিতে হইবে। এই তথ্য উপস্থিত গ্রামবাসীদের চোখ খুলিয়া দেয়, নিজেদের গ্রামের কাউকে তাহার নিজের জমির ধান হইতে বঞ্চিত হইতে দিবে না। উপস্থিত একজন মাতব্বর ব্যক্তি কৃষকদের দরকটা চুক্তিতে ধান কর্জ্জ দিয়াছিলেন, তিনি সভার আবেদন অনুসারে দর কাটা চুক্তি ছাড়িয়া যত ধান কর্জ্জ দিয়াছিলেন, শুধু সেই পরিমাণ ধান শোধ লইতে রাজী হন। এই ঘটনার পর তিনি এবং ঐ গ্রামের সকলেই কৃষক সমিতির সভ্য হইয়াছেন। রাধানগর ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মোঃ নজর উদ্দিন কৃষকদের ১৫০০ মণ ধান কর্জ্জ দিয়াছিলেন। দরকাটা চুক্তিতে শোধ লইলে তাঁহার প্রাপ্য হয় প্রায় ৪৫০০ মণ ধান। কৃষক সমিতির আবেদনে তিনি দরকাটা চুক্তি ছাড়িয়া ১৫০০ মণ লইতে রাজী হইয়াছেন। কালীগঞ্জ থানার অধিবাসী শ্রীযুত বৈকুণ্ঠ সরকারও কর্জ্জধান ধানের হিসাবে শোধ লইতে স্বীকার করিয়াছেন।

সামাজিক বয়কটের চাপে জমি ফেরৎ

কাচনা গ্রামের একটি ঘটনা:—সহরের একজন ক্রেতার নিকট ঐ গ্রামের একজন কৃষক খাদ্যের অভাবে তাহার জমি বিক্রী করিয়া দেয়। গ্রামের সকল লোক একতাবদ্ধ ভাবে ঐ ব্যক্তির নিকট দাবী করে কৃষককে এবার আবার অনাহার হইতে বাঁচাইবার জন্য জমি ফেরত দিন, কৃষক মরিলে জমি চাষ করিবে কে? কিন্তু কয়েকজন জোতদারের প্ররোচনায় তিনি জমি ফেরত দিতে প্রথমতঃ অস্বীকার করেন। কিন্তু গ্রামের সকল লোক কৃষকের পক্ষে, তাহারা সালিসী বিচারের জন্য জিদ ধরে। উক্ত ব্যক্তি সালিসী বিচারের দায়ত্ব হইতে অস্বীকার করিলে গ্রামের সমস্ত মেয়ে পুরুষ কৃষকদের খুশীর জমির ক্রেতা যদি সালিসী বিচার না মানেন তবে তাহার জমিতে কাজ করিও না। সামাজিক বয়কটের চাপে ঐ ব্যক্তি তখন সালিসী বিচার অনুযায়ী কৃষকের দাবী মিটাইয়া দিতে রাজী হন।

উলিপুর ও কাঠালবাড়ী অঞ্চলে কৃষকের জমি ও ধান রক্ষার জন্য ব্যাপক ভাবে সালিসী বিচারের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। এই আন্দোলনের ভিতর গড়িয়া উঠিতেছে গ্রামের সর্ব্বসাধারণের একতা। এই আন্দোলন সফল না হইলে শতকরা ৭৫ ভাগ ধান শতকরা ১০ জনের হাতে চলিয়া যাইবে আর শতকরা ৯০ জন লঙ্গরখানার দ্বারস্থ হইবে। সালিসী বিচার দ্বারা কৃষকের জমি রক্ষার গণ আন্দোলন গ্রামের সর্ব্বসাধারণকে একতাবদ্ধ করিয়া এই ভয়ঙ্কর পরিণতির গতিরোধ করিতেছে।

প্রত্যেক কৃষক এক এক শেয়ার

সরকার ধান কিনিতেছে না। অজানা ব্যাপারীরা ধান কিনিয়া কোথায় লইয়া মজুত করিয়া ফেলিবে কে জানে? কৃষক সমিতি আওয়াজ তুলিয়াছে সমবায় সমিতি গঠন কর। সমবায় সমিতি এত তাড়াতাড়ি গড়িয়া তোলা কি সম্ভব? রংপুর জেলার কাঠাল বাড়ীর কৃষকেরা এ প্রশ্নের জবাব দিয়াছে। কাঠালবাড়ীতে সমবায়ের শেয়ার বিক্রী করা কৃষক সমিতির সভ্য সংগ্রহের মতই গণ আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে। কৃষকেরা কিস্তী বন্দী করিয়া প্রতি কিস্তীতে দুই আনা চার আনার শেয়ার কিনিতেছে। এই অঞ্চলে এতদিন একজন কৃষক আর একজন কৃষককে দেখিলে জিজ্ঞাসা করিত "তুমি কৃষক সমিতির সভ্য হইয়াছ?" এখন সেই সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে "তুমি সমবায় সমিতির শেয়ার কিনিয়াছ?" কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ জাগিয়াছে 'এক গ্রাম অন্ন গ্রামকে পরাস্ত করিব'। নীলকামারীর শিমুলবাড়ীতে ৭ দিনের মধ্যে গরীব কৃষকদের ভিতর ৩০০ শেয়ার বিক্রী হয়। প্রত্যেকে ২৲ টাকা দামের ধান দিয়া শেয়ার কিনিয়াছে।

এই সমস্ত সমবায় সমিতির ধান মজুতদারের গোলায় যাইতে পারিবে না। যত অল্পই হউক একটা সমবায় সমিতি যতটুকু ধান দখল করিবে ততটুকু ধানই মজুতদারের গ্রাস হইতে বাঁচিয়া গেল, কয়েক জন গরীবের পেট তাহাতে ভরিবে। গেরিলা যোদ্ধারা এমনি করিয়া অন্ততঃ একজন শত্রুকে মারিয়া, একটা বন্দুক দখল করিয়া শত্রুকে দুর্ব্বল করে।

অওড়ায় মজুতদারের আমন গ্রাসের চক্রান্ত

অওড়া জেলা হইতে কমরেড অবনী বাগচী জানাইতেছেন:—

দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে অওড়ায় ধানের দর ৫৲ টাকার ও চালের দর ১০৲ টাকায় নামিয়াছিল। এখন দাঁড়াইয়াছে ধান ৬৷৷০ আনা ও চাল ১৩৲ টাকায়। টাউনে এক টাকা বেশী। এই জেলায় ধানচালের প্রধান প্রধান বাজার একজন মাড়োয়াড়ী ব্যবসায়ীর একচেটিয়া। কিছুদিন আগে পাঁচবিঘির হাটে বাজার দরেরও কমে পুরানো চাল ছাড়া হইতেছিল। জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদক ইহার প্রতিবাদ করিলে এস-ডি-ও তাহাকে চালানের ভয় দেখান। তাহাড়া শোনা যাইতেছে, গত বছরের ৩০,০০০ মণ পুরানো পচা চাউলও নাকি গবর্ণমেন্ট একজন ব্যবসায়ীর মারফৎ ছাড়িয়াছে। একদিকে একচেটিয়া 'স্বাধীন' ব্যবসা অন্যদিকে আমলাতন্ত্রের অক্ষমতা—ইহার মাঝে পড়িয়া গরীব চাষীর প্রাণান্ত হইতেছে এবং মজুতদার নির্ব্বিঘ্নে সমস্ত চাল হাত করিতেছে। ব্যবসায়ীরা নিজেদের সরকারী এজেন্ট বলিয়া ভাঁওতা দিতেছে এবং আতঙ্কের গুজব ছড়াইতেছে। এইভাবে কৌশলে তারা ধানের দর কমাইতেছে।

শতকরা ৬০ জন রোগে ভুগিতেছে

এদিকে জেলার শতকরা ৬০ জন লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। ৪টি থানায় শতকরা ৯০ জন এই রোগে আক্রান্ত। সোনাতলা হাসপাতালে জানুয়ারী হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত রোগীর সংখ্যা ২৪৬৮ (মাসে গড়ে ৪০০)। ডিসেম্বরের প্রথমে ১৭ দিনে রোগীর সংখ্যা ৮২৪এ দাঁড়িয়াছে। বহু রোগী ঔষধ অভাবে ফিরিয়া যাইতেছে। এই জেলায় মৃত্যুর হার—কলেরার সেপ্টেম্বরে ৮৭১ জন, অক্টোবরে ২১৩২, ম্যালেরিয়ায় সেপ্টেম্বরে ১৪৩৫, অক্টোবরে ১৮৬৭। ডিসেম্বরের হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই, কলেরার প্রকোপ কিছুটা কমিয়াছে, কিন্তু ম্যালেরিয়া দ্বিগুণ বাড়িয়াছে।

তার উপর আবার ছ হাজারের অনাহার

এই যখন জেলার অবস্থা, তখন ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে নাড়িয়াকান্দি ও গাবতলি থানার ২০টি লঙ্গরখানা বন্ধ হইয়া গেল। এখানে মোট ৬০০০ জন খাইত। এই ৬ হাজারের মধ্যে শতকরা ৭০ জন স্ত্রীলোক ও শিশু। সরকারী হিসাবে, তাদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন পেশ রোগে আক্রান্ত; তাদের উপার্জ্জনের উপায় ও সামর্থ্য নাই, গায়ে দিবার বস্ত্র নাই, চিকিৎসার সুযোগও নাই।

তেল, চিনি, কেরোসিন ইহাতে অবস্থাটা কাপড় ও কুইনিন—সবগুলি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বা ব্যক্তিগত ডাক্তার মারফৎ বিলি হইতেছে। ফলে চোরাবাজারে প্রশ্রয় পাইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে সোনাতলা জনরক্ষা কমিটির কর্ম্মীদের চেষ্টায় এক গাড়ী কেরোসিন ধরা পড়ে, তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা চলিতেছে। ফলে, জনসাধারণও ভরসা পায় না।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ মিলিটারী মেডিক্যাল মিশন

আলার পরা ১ জন ডাক্তার ও ৩ জন ইউ বোর্ড প্রেসিডেন্ট চোরাকারবার চালাইবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে। মিলিটারী আসাতে অবস্থার উন্নতি হইয়াছে সত্য কিন্তু বিলি করার ব্যাপারে জনগণের সহযোগিতা না নেওয়ায় চোরাকারবার বন্ধ হইতেছে না।

আক্কেল হইবে কবে?

জেলা খাদ্য কমিটি ও সোনাতলা জনরক্ষা কমিটি হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিলিটারীর সহিত দেখা করিলে তাঁরা বলেন, আপনারা বিলির ভার নিলে একটি কুইনিনও চোরাবাজারে যাইবে না সত্য, কিন্তু আপনারা তো গবর্ণমেন্টের নামে বিলি করিবেন না। লোক মরিয়া শেষ হইয়া যাইতেছে তবু আমলাতন্ত্রের আক্কেল হইতেছে না।

জনগণের তাগিদে আমলাতন্ত্র একেবারে চুপ থাকিতে পারিতেছে না। শেষ পর্য্যন্ত মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি কন্ট্রোল দরে কুইনাইন পাইয়াছে। ইঃঃ বোর্ডের প্রেসিডেন্টের বদলে বিশ্বাসযোগ্য লোকের হাতে কুইনাইন বিলির ভার দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে।

জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও সরোজনলিনী সমিতি একযোগে বিলিফের কাজ করিতেছে। তাহারা ৩টি দুগ্ধকেন্দ্র চালাইতেছে ও দুঃস্থদের মধ্যে বিনামূল্যে কুইনাইন বিলি করিতেছে।

আমন রক্ষার জন্য মাঝিরা ও জয়পুরহাট বন্দরে দুটী খাদ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। মাঝিরাও একটি সমবায়

কৃষক সমিতি গ্রামের সকলকেই বাঁচায়

ফসল বৃদ্ধি ও রক্ষার কার্য্যে

শোভনা কৃষক সমিতির লড়াই

দীর্ঘ ১০।১২ বৎসর খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানায় অধীন শোভনা ইউনিয়নের কমরডলা, বলাদুমে ও বাদুরগাছা প্রভৃতি আবাদের প্রায় ১৫ হাজার বিঘা জমি পতিত হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দু মুসলমান অন্যূন ৩০০ শত কৃষক পরিবার এতদিন জমির ফসলের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিত। দীর্ঘ দিন বাঁধবন্দী না হওয়ার জমি পতিত হইয়া যায়।

কৃষক সমিতির নেতৃত্বে উক্ত পতিত জমি উদ্ধারের জন্য হিন্দু মুসলমান কৃষক কোমর বাঁধিল। হাজার কৃষক বাঁধ বন্দীর কাজে নামিল। কৃষকের বাড়ী হইতে বাঁধবন্দীর খরচ হিসাবে ধান ও অর্থ সংগ্রহ হইল। এমনি করিয়া কৃষক সমিতির নেতৃত্বে গত বৎসর কৃষকেরা পতিত জমি উদ্ধার করিয়া ফসল ফলাইয়াছে।

ফসল পাকিবার সময় হইয়াছে—কৃষকের মনে কত ভরসা। কিছুদিন বাঁচিতে পারিবে এই তাহাদের আশা।

জমিদারের লোভ

এমনি সময়ে শোনা গেল—জমিদারের নায়েব হাজার হাজার কৃষকের কষ্টে অর্জিত ফসল, লাঠিয়ালের সাহায্যে কাটিয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কৃষক সমিতির নেতৃবৃন্দ—বিষ্ণু চ্যাটার্জ্জী ও কালিপদ ঘোষ এই সংবাদ জানিয়া জমিদার রায় বাহাদুর শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের সহিত দেখা করিলেন। ফসল বাড়াইবার ও ফসল রক্ষার কাজে কৃষক সমিতির নীতি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইলেন। দেশরক্ষা ও খাদ্য সংকট দূর করার কাজে জমিদার কৃষক সকলকেই আজ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করিলেন। কৃষকদের সহিত মিটমাট করিবেন বলিলেন। এই সম্পর্কে তাহার নিকট কৃষকদের পক্ষ হইতে একটী ডেপুটেশন আসিবে স্থির হয়।

গত ২১।১২।৪৩ তারিখে এই বিষয় আলোচনার জন্য একটী সভা আহুত হয়। উক্ত সভায় কমরেড বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায় ও কমরেড কালিপদ ঘোষ উপস্থিত হন। এমনি সময়ে কৃষক ভলান্টিয়ার সংবাদ আনিল—জমিদার যীরেন ভট্টাচার্য্যের নায়েব কালিকিঙ্কর বাবু লাঠিয়ালসহ উক্ত জমির এক অংশের ধান কাটিতে সুরু করিয়াছেন। মুহূর্ত্তে কৃষককর্ম্মীরা ও উপস্থিত কৃষকেরা চতুর্দ্দিকের গ্রাম অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িল—ফসল রক্ষা করিতে হইবে এই তাহাদের দৃঢ় পণ। দলে দলে কৃষক ফসলের জমির দিকে দৌড়াইল।

কৃষকের হাতে সাজা

জমিদারের নায়েব লাঠিয়ালগণসহ তখন ধান কাটিয়া নৌকা ভাসাইয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে কৃষকেরা নৌকা পথে, হাঁটা পথে উহাদের ঘেরাও করিল। কৃষক সমিতির ডাকে হাজার কৃষক তখন জমায়েৎ হইয়া গিয়াছে। কৃষক নেতা কমরেড বিষ্ণু চ্যাটার্জি তখন সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—আপনারা উভয় পক্ষ আজ এখানেই মিটমাট করুন। জমিদারের লাঠিয়ালদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—"কৃষকের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে তোমরা সাহায্য করিও না।" লাঠিয়াল লাঠি নামাইল। জমিদার পক্ষের নায়েব মিটমাট করিতে রাজী হইলেন এবং কমরেড বিষ্ণুকে বলিলেন—"আমি বিষ্ণুবাবুর নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছি।" তখন কমরেড বিষ্ণু সমবেত জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"নায়েব মশাই সমিতির সহযোগিতা চাহিতেছেন। আপোষ রক্ষা করিতে রাজী হইয়াছেন। আপনারা তাহাকে কিছু বলিবেন না। তাহা যদি না করেন তবে সমিতির অসম্মান হইবে। আপনারা শান্ত হোন্।" কমরেড বিষ্ণু আরও বলিলেন "আজ আত্মকলহের দিন নয় ঐক্য গঠনের দিন। আজ কৃষক ও জমিদারের সংগ্রাম নয়। দুর্ভিক্ষ মহামারী ও দেশ-আক্রমণকারী জাপ দস্যুর বিরুদ্ধে সকলের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। সকলে মিলিয়া ফসল রক্ষা করিয়া দেশকে বাঁচাইয়া শক্তিশালী করিতে হইবে। জমিদারকে আজ এই কাজে টানিয়া নামাইতে হইবে। উভয় পক্ষই আজ কৃষক সমিতির সালিশির উপর এই ঘটনার নিষ্পত্তির ভার দিন।"

কৃষকের কাছে দেশপ্রেম শিক্ষা

নায়েব কালিকিঙ্কর বলিলেন—"আজ আমার ভুল সংশোধন হইল। আজ হইতে প্রতি বিষয় আমরা কৃষক সমিতির পরামর্শ লইয়া চলিব। কৃষকদের সাথে জমাজমি সংক্রান্ত যত গোলমাল আছে তাহা নিষ্পত্তির ভার কৃষক সমিতির উপর দিতেছি।"

জমিদার পক্ষের লাঠিয়ালরাও কৃষক। তাহারা বলিল—"কৃষক সমিতি কি তাহা বুঝিলাম। দেশে যাইয়া প্রথম কাজ হইবে আমাদের কৃষক সমিতি গঠন করা, প্রতিজ্ঞা করিতেছি আর কোনও দিন কৃষকের বিরুদ্ধে লাঠি বা অস্ত্র ধরিব না। কৃষক সমিতির হুকুমে প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকিলাম।"

ইহার পর উভয় পক্ষের প্রতিনিধি স্থানীয় মাতব্বরদের সম্মতিক্রমে কমরেড বিষ্ণু—দুই পক্ষের ন্যায্য ফসল ভাগ করিয়া দিলেন। নায়েব মশাই ঐ স্থানেই বাঁধের খরচ বাবদ ১৲ টাকা চাঁদা দেন এবং পরে বাবতীয় খরচ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

"কৃষক সমিতির জয়," "কমিউনিষ্ট পার্টি জিন্দাবাদ," "কৃষক জমিদার এক হও," প্রভৃতি ধ্বনির মধ্যে সভা শেষ হয়।

কয়লা অভাবে মিল বন্ধ

ঢাকার তার—১লা জানুয়ারী

২৮শে ডিসেম্বর হইতে ঢাকেশ্বরী ও চিত্তরঞ্জন মিল কয়লার অভাবে বন্ধ হইয়াছে। ইহাতে আট হাজার শ্রমিক বেকার হইল, দৈনিক চার লক্ষ গজ কাপড় উৎপাদন বন্ধ হইল। কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছে কয়লা মিলিলে ফেব্রুয়ারী মাসে কল খুলিবে। সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রীকে তার করা হইয়াছে কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। অবস্থা সংকটজনক।

অনিল মুখার্জ্জী, সভাপতি
জেলা টেক্সটাইল মজুর ইউনিয়ন।

চোরাবাজারের চরকে জব্দ করিতে জনসভা ডাকো

নৈঋটি হইতে ৪ মাইল দূরে ছিভোগ গ্রামে ধান চাউলের অবস্থা দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে ইউনিয়ন বোর্ডের একজন বিশিষ্ট সভ্যের নিকট জানিতে পারিলাম যে কয়েকজন যুবক ঐ গ্রামে যাইয়া প্রচার করেন চাষীরা যেন এবার তাহাদের ধান বিক্রয় না করে। যুবকদের কথা শুনিয়া মনে হয় তাহারা বুঝি চাষীদের অভাব দূর করিবার জন্যই তাহাদের ধান মজুত করিয়া রাখিতে বলিতেছে। ইউনিয়ন বোর্ডের উক্ত সভ্য তখন কৌতুহল বশতঃ তাহাদের প্রশ্ন করেন চাষীরা যদি ধান বিক্রী না করে তাহা হইলে তাহারা টাকা পাইবে কোথায়? নুন, তেল ইত্যাদি কিনিবে কেমন করিয়া? খাজনা ও সুদ দিবে কেমন করিয়া? তখন যুবকেরা উত্তর দেয় "তাহারা হিন্দু ব্যবসাদারদের নিকট বিক্রয় করুক।" উক্ত ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য তখন উত্তর দেন—"গত বছর আমি নিজে নৈহাটির কোন চালকলে ১৫৲ টাকা দরে ধান বিক্রী করিয়াছিলাম। কিন্তু কয়েক মাস পরে যখন আমার চাউলের অভাব হয় তখন ঐ চালকলেই চাউল কিনিতে যাই। ঐ মালিকের নিকট হইতে তখন আমাকে ৩৫ টাকা মণ দরে চাউল কিনিতে হয়।" যুবকেরা এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু ঐ গ্রামের সমস্যা দূর হয় নাই। চোরাবাজারের চরেরা আনাগোনা করিতেছে, তাহাদের কথামত মজুত করা মানে আসলে চোরাকারবারীদের কাছে বিক্রী করার জন্য তৈরী হওয়া। সরকার চাউল কিনিতে আরম্ভ করে নাই, বিক্রী করিব কাহার কাছে, ইহাই সকলের সমস্যা। সমবায় সমিতি গঠন করিতে, এবং গ্রামের মধ্যে ধর্ম্মগোলা তৈরী করিয়া গ্রামের দরকারী ধান গ্রামে রাখিতে সে গ্রামে জনসভা আহ্বান করা হইতেছে। (২৪-১২ ৪৩)

শ্রমিক-ইউনিয়ন সব-শ্রেণীরই স্বার্থ রক্ষা করে

রেলওয়ে চালু রাখিবার লড়াই

বি-এ্যাণ্ড-এ শ্রমিকদের চেষ্টা

কেন্দ্রীয় সরকারের যানবাহনের কর্ত্তা জর এডওয়ার্ড বেন্থল বলিয়াছেন বি-এ্যাণ্ড-এ-রেলওয়েতে কাজের চাপ শতকরা ৭৮ ভাগ বাড়িয়াছে। তাহার ফলে অব্যবস্থাও হইয়াছে প্রচুর। গাড়ী ছাড়িতে দেরী হয়। কোথাও আটকাইয়া থাকে আবার অনেক সময় একবারে যায় না। সৈন্য, সামরিক সরবরাহ, এ্যামবুলান্স ট্রেন, মালবাহী বা শ্রমিক বোঝাই গাড়ী অনেক সময় বড় বড় জংসনে ঘন্টার পর ঘন্টা বা দিনের পর দিন দাঁড়াইয়া থাকে। ইহার প্রধান কারণ পাণ্ডুয়া—তিনসুকিয়া লাইনে জমা মত নাই এবং উপযুক্ত সংখ্যক এঞ্জিনও নাই। অথচ ইঞ্জিনে কয়লা ভরিতে ও সাজাইয়া লইতে ঘন্টার পর ঘন্টা লাগে। ফলে ইয়ার্ড খালি না হইয়া ভিড় বাড়িতেই থাকে। এই অবস্থায় যান বাহনের চাপ আরো বেশী হইলে—রাস্তা ঘাট বোঝাই হইয়া যাইবে—গাড়ী চলাচল একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে।

বি এ্যাণ্ড এ রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন—এই ব্যাপারের প্রতিকার করিতে আগাইয়া আসে। ক্রমাগত গাড়ী চালু রাখিবার জন্য তাহারা কয়লা বোঝাই ও গাড়ী ফিট করার কাজ দ্রুত করিবার চেষ্টা করে। প্রথমে ইউনিয়ন কাজের গুরুত্ব বোঝাইবার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল প্রচার সুরু করে।

১৪ই ডিসেম্বর এই প্রচার সফল হইতেছে তাহার খবর পাওয়া গেল। রাত্রিতে কমরেড ডি, সি, বিশ্বাস ছিলেন বানি শেডের কন্‌ট্রোলার। কাজে আসিয়া দেখেন চারখানি ইঞ্জিন পড়িয়া আছে—এমন কেহ নাই টাকাকে ডাকে। তিনি নিজে সহকারী লোকো ফোরম্যানকে গিয়া বলিলেন যে শেডম্যানকে তাহার জায়গায় বসানো হোক—তিনিই ষ্টীম ভাকিয়া আনিবেন নতুবা সময় মত গাড়ী ছাড়িবেনা। ফোরম্যান রাজী হইলে তিনি এক ঘন্টার মধ্যে ষ্টীম ডাকিয়া আনিলেন। আসিয়া দেখিলেন আরো ৪ খানি ইঞ্জিন। ডিসেম্বরের শীতের রাত্রি সমস্ত শরীর কাঁপাইয়া তুলিতে ছিল তবু তিনি আবার বাহির হইলেন। প্রায় নির্দ্দিষ্ট সময়েই সব গাড়ীগুলি চালু হইয়া গেল। ১৬ই ডিসেম্বর ইউনিয়ন হইতে কয়লা বোঝাই করিবার একটি স্টোরাড পাঠান হইল।—এই স্টোরাড ছিলেন—ইউনিয়ন সেক্রেটারী, একটী গার্ড, দুইজন, ফায়ারম্যান এবং আর চার জন শ্রমিক। সেক্রেটারী লোকো ফোরম্যানের কাছে অনুমতি চাহিলে তিনি রাজী হ'ন ও উৎসাহ দেন। স্টোরাড ১৫ মিনিটের মধ্যে একটী ইঞ্জিনে কয়লা বোঝাই করে। ১৭ই তারিখে তিনটি ইঞ্জিন ৪৫ মিনিটে বোঝাই করে। ১৫ মিনিটই এখন কয়লা বোঝাই করিবার সময় স্থির হইল। ফোরম্যান এই সময় ঠিক রাখিবার জন্য পরামর্শ চাহিলে তাহাকে বলা হয় যে টার্পেটবল সাপ্লাই করা ও ইঞ্জিন ঘুরাইবার একটি ট্র্যাক্সেল অবিলম্বে চাই। এই যুক্তি ফোরম্যান মানিয়াছে এবং ট্র্যাক্সেল বিশ্বাশের কাজ সুরু হইয়া গিয়াছে। এই সাফল্য শুধু গাড়ী চলাচলের সুবিধা বাড়াইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—আজ রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ শ্রমিকদের কাজে মনোযোগ দিতেছে এবং উৎসাহ দিতেছে।

শ্রমিক ইউনিয়নের জোর

ট্রাম শ্রমিকরা জানে যে দেশের এই দুর্য্যোগের সময় যানবাহন চলাচল ঠিক রাখিতেই হইবে। কিন্তু কোম্পানীর সুদে সাহেবরা জানে কেবল শ্রমিকদের উপর জুলুম করিবে। ডিপো সুপারিনটেন্ডেণ্ট এমনি একজন সুদে সাহেব। তার অত্যাচার ইয়ানীং সীমা ছাড়াইয়া উঠিতেছিল। নোনাপুকুর কারখানার সমস্ত শ্রমিক চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এমনি সময় তিনি টালিগঞ্জ ডিপোর ৯ জনকে বিনাদোষে বরখাস্ত করিলেন এবং ২৪শে তারিখে কালিঘাট ডিপোর এক সর্দ্দারকেও বিনাদোষে কাজ ছাড়াইলেন। তখন ডিপোর প্রত্যেকটি লোক একবাক্যে ইহার প্রতিবাদ করিয়া প্রতিকার দাবী করিল। ২৬শে তারিখে কালিঘাট ডিপোর শ্রমিকরা একত্র হইয়া ডিপো ফোরম্যানের কাছে হাজির হইল। ট্রাফিকের শ্রমিকরাও একটি ডেপুটেশন চীফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে পাঠাইল। ডিপো সুপার ও চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে ছুটির দিনেও ছুটিতে হইল কালিঘাটে। সর্দ্দারকে কাজে ফিরাইয়া লইতে হইল।

শ্রমিকদের এই একতার জয়ে বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ ও কালিঘাট ডিপোর সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। তাহারা একত্রে এক সভায় স্থির করিয়াছে কোন ট্রাম শ্রমিককে ইউনিয়নের বাহিরে থাকিতে দিবে না।

বাংলার ধ্বংস এলাকায় নিখিল ভারত ছাত্র স্কোয়াড

রংপুরে—অন্ধ্র, তামিলনাড, লক্ষ্ণৌ ও কলিকাতার ৬ জন ছাত্র ও পাঞ্জাবের ১ জন ছাত্রীর একটি স্কোয়াড রংপুরের অবস্থা পরিদর্শনে আসিয়াছে। ইহাদের আগমনে এখানে সর্ব্ব-শ্রেণীর মধ্যে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ আবু হোসেন সরকার জেলা বোর্ডের ডাকবাংলোগুলি স্কোয়াডটির ব্যবহারের জন্য দিতে চাহিয়াছেন। মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান ছাত্র প্রতিনিধির সহিত আলোচনার জন্য সহরের রিলিফ কাজে আগ্রহশীল ব্যক্তি ও সংগঠনগুলির এক সম্মেলন এবং ছাত্রস্কোয়াডটিকে সর্ব্বজনার জন্য একটি জনসভা আহ্বান করিয়াছেন।

হুগলীতে তামিলনাড, যুক্তপ্রদেশ, কলিকাতা ও চন্দননগর হইতে ছাত্র স্কোয়াড ডুবী অঞ্চল দেখিতে আসিয়াছে। বন্যার এ অঞ্চলের কৃষকদের ধান নষ্ট হইয়া গেছে। ঘরে এক কণা চাল নাই। তিন গাঁয়ে কিষাণ খাটিতে হয়। একদিন এই গাঁয়ের উপর দিয়া অনেক ঝড়ঝাপ্টা বহিয়া গেছে—ইহারা অনেক লড়াই লড়িয়াছে। ছাত্র স্কোয়াড আসিতেছে—কৃষক সভার কর্ম্মী ও দরদীরা লাল ঝাণ্ডা হাতে বাহির হয়। দুর্ভিক্ষে, মহামারীতেও আজও তাদের দেশপ্রেম মরে নাই।

৬০ বছরের হাবু সামন্ত বজ্র মুষ্টিতে লাল সেলাম জানায়। শিক্ষক, নায়েব সবাই আসিয়াছেন। বৃদ্ধ কমরেড হাজুর চোখে মুখে আত্মবিশ্বাস। নিজেরাই চেষ্টা করিয়া বাঁধ বাঁধিয়াছে, লঙ্গরখানা খোলা রাখিয়াছে। কৃষক সমিতি হাজুর গর্ব্ব। সরকারী আঘাত তাদের টলাইতে পারে নাই; সংকটের কাছে আজও তারা মাথা নীচু করিবে না।

ছাত্র কর্ম্মীরা দল বাঁধিয়া বাঁধ দেখিতে গেল। হাজার হাজার বিঘা জমি ধু ধু করিতেছে। এখনও মাঝে মাঝে জল আটকাইয়া আছে। এক দানা শস্যও বাঁচে নাই। সামান্য জল নিকাসের ব্যবস্থা থাকিলে এত বড় সর্ব্বনাশ হইত না।

লঙ্গরখানার কঙ্কালসার বুভুক্ষুর মিছিল। ম্যালেরিয়ায় ধুঁকিতেছে। ছাত্রত্রা ২০০ কুইনাইন বড়ি কৃষকসভার হাতে দেয়। কুইনাইনের নামে চাকণ্ড পড়িয়া যায়। দুঃস্থরা প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করে। প্রয়োজনের কাছে ইহা কিছুই নয়। তবু তারা ভরসা পায়—মৃত্যুর হাত হইতে বাংলাকে বাঁচাইবার জন্য ইহারা ছুটিয়া আসিয়াছে। সকলের মিলিত চেষ্টায় বাংলা বাঁচিবে।

জনযুদ্ধ,

লালফৌজকে ঠেকাইবে কে ?

দুর সপ্তাহ ধরিয়া প্রাণপণ লড়িয়া কীয়েভের পশ্চিমে জার্ম্মানরা যতটুকু সুবিধা পাইয়াছিল, তাহা দুইদিনের পাল্টা আক্রমণে লালফৌজ সুধিয়া দিয়াছে। একে একে রাদোবিসল্‌, করোস্টেন, করোষ্টিশেভ, বিতোমির লালফৌজের দখলে আসিয়াছে। সাময়িক ঘাঁটি ও যাতায়াতের সংযোগস্থল হিসাবে করোস্টেন ও জিতোমিরের গুরুত্ব খুবই বেশী। বের্দ্দিচেভকেও প্রায় ঘেরাও করিয়া ফেলা হইয়াছে। নভোগরভ-ভলিন্‌স্কের দিকে অগ্রসর হইয়া লালফৌজ পোলাণ্ডের সীমান্ত হইতে ১৮ মাইলের মধ্যে পৌঁছিয়াছে। কীয়েভের পশ্চিমে তুমুল যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া জার্ম্মানরা অনেক যুদ্ধোপকরণ ফেলিয়া পলাইতেছে।

আরও দক্ষিণে নীপার নদীর পশ্চিমে কিরভোগ্রাদ, ক্রিভয়রগ ও আপষ্টলভোর দিকে লালফৌজ অগ্রসর হইয়া চলিতেছে। নীপার নদীর উপর প্রকাণ্ড নিম্নকেন্দ্র নিকোপোল দীঘই শত্রুর কবলমুক্ত হইবে বলা যায়। রুমেনিয়াতে পলাইবার পথ যাহাতে জার্ম্মানরা না পায়, সেজন্য লালফৌজের কয়েকটী দল অগ্রসর হইয়া রুমেনিয়ার সীমান্ত হইতে ৪০ মাইলের মধ্যে পৌঁছিয়াছে। নীপার বাঁকের পশ্চিমে যে তিনটী জার্ম্মাণ ডিভিশন আছে, সেগুলি তাড়াতাড়ি রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতে না পারিলে পরিবেষ্টিত হইয়া বিনষ্ট হইবে। হিটলারীদের আতঙ্কের কারণ যথেষ্ট রহিয়াছে।

উত্তরে মেজেন ও ভিটেবস্‌ অঞ্চলে যুদ্ধ পুরাদমে চলিতেছে, লালফৌজকে শত্রু কিছুতেই ঠেকাইতে পারে নাই। গরোডক্‌ লালফৌজ দখল করার ফলে ভিটেবস্‌, পলোট্‌স্ক হইয়া লাটভিয়াতে যাইবার পথ আজ শত্রুর পক্ষে বিপজ্জনক। অর্শা ও ঝলোবিন হইতে ধাঁড়াশীর দুইটী ফৌজ বাড়াইয়া মোগেলভকে ঘিরিয়া ফেলিয়া মিলকের দিকে অগ্রসর হইতেছে। উত্তর পোলাণ্ড ও লাটভিয়ার সীমান্ত হইতে ৩০।৭০ মাইল দূরে আজ লালফৌজ রহিয়াছে।

নেভেলের উত্তরে আক্রমনের উদ্দেশ্য শুধু আগাইয়া যাওয়া নয়, লেনিনগ্রাদ হইতেও ব্যাপক আক্রমণের ইরা পূর্ব্বাভাষ। বর্ব্বর শত্রু লেনিনগ্রাদকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যতই দূর পালার কামান দাগিতে থাকুক, তাহার দর্পচূর্ণ হইতে বিলম্ব নাই। হিটলারের বিষধাত জাতিবার শিলনোড়া আজ লালফৌজের হাতে। হিটলার-গোয়েবেল্‌সের সুরে আজ তাই কাঁদুনির সুর এত বেশী। যে জাতি জয়লাভের উপযুক্ত, তাহাকেই ভাবান জিতাইবে বলিয়া হিটলার ইইনাম জপিতেছে। নিশ্চয়ই জিতিব বলিয়া বড়াই করার সুখ তাহার আজ নাই। লালফৌজের জয় জয়কার আজ সর্ব্বত্র।

দ্বিতীয় ফ্রণ্ট ও জনজাগরণ

জার্ম্মানরা সোভিয়েট দেশের যতটা দখল করিয়া বসিয়াছিল, তাহার অধিকাংশ আজ শত্রু কবল হইতে মুক্তি পাইয়াছে। মরিয়া হইয়া পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা জার্ম্মানরা বারবার করিয়াও লালফৌজের কাছে হার মানিয়াছে। ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা হইলে এতদিন হিটলার একেবারে নাজেহাল হইয়া যাইত, শেনিঘের সর্দ্দার পাণ্ডার পতনের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের নব জাগরণ সর্ব্বদেশে পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। অবিলম্বে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা হইবে বলিয়া তেহেরাণ সম্মেলনে ব্রিটেন ও আমেরিকা প্রতিশ্রুতি দিয়াছে বলিয়া সোভিয়েট রাষ্ট্রপতি কালিনিন নূতন বৎসরের বাণীতে তেহেরাণ সম্মেলনকে সম্প্রতিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা বলিয়াছেন।

আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ

দ্বিতীয় ফ্রণ্টের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল। হিটলারের রাজধানী বার্লিনের উপর একশোবার বোমা ফেলা হইয়াছে, হাজার হাজার মণ বোমা সেখানে পড়িয়াছে। সপ্তাহে জার্ম্মানীর সবচেয়ে বড় বন্দর হামবুর্গে দারুণ বোমা ফেলা হইয়াছে। স্থল আক্রমণের উদ্যোগ হিসাবে ডেন্ক্রাঁকের সমুদ্রকূলে ইনা দেওয়া হইয়াছে। শুধু বোমা ফেলিয়া অবশ্য যুদ্ধ জয় সম্ভব নয়, কিন্তু বোমার ঘায়ে শত্রু যে কেন ঘায়েল হইয়াছে তাহা নিশ্চিত। ইয়োরোপ আক্রমণের জন্য বড় বড় সামরিক কর্ম্মচারী নিয়োগ শেষ হইয়াছে। খাকিয়া আবিয়া কোন কোন অতি বুদ্ধিমান সাংবাদে অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ দিতেছেন বটে, কিন্তু এতদিন যাহারা দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিতে বাধা দিয়াছে, আজ আর তাহাদের মুখে রা নাই।

ইয়োরোপে জনগণ উন্মুখ হইয়া দ্বিতীয় ফ্রণ্টের অপেক্ষা করিতেছে, আর হিটলার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা পাকা করিবার জন্য হন্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছে। নিজেরাই চেষ্টা করিয়া বাঁধ বাঁধিয়াছে, লঙ্গরখানা খোলা রাখিয়াছে। কৃষক সমিতি হাজুর গর্ব্ব। সরকারী আঘাত তাদের টলাইতে পারে নাই; সংকটের কাছে আজও তারা মাথা নীচু করিবে না।

কর্ম্মীরা দল বাঁধিয়া বাঁধ দেখিতে গেল। হাজার হাজার বিঘা জমি ধু ধু করিতেছে। এখনও মাঝে মাঝে জল আটকাইয়া আছে। এক দানা শস্যও বাঁচে নাই। সামান্য জল নিকাসের ব্যবস্থা থাকিলে এত বড় সর্ব্বনাশ হইত না।

লঙ্গরখানার কঙ্কালসার বুভুক্ষুর মিছিল। ম্যালেরিয়ায় ধুঁকিতেছে। ছাত্রত্রা ২০০ কুইনাইন বড়ি কৃষকসভার হাতে দেয়। কুইনাইনের নামে চাকণ্ড পড়িয়া যায়। দুঃস্থরা প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করে। প্রয়োজনের কাছে ইহা কিছুই নয়। তবু তারা ভরসা পায়—মৃত্যুর হাত হইতে বাংলাকে বাঁচাইবার জন্য ইহারা ছুটিয়া আসিয়াছে। সকলের মিলিত চেষ্টায় বাংলা বাঁচিবে।

জনযুদ্ধ,

দিয়াছেন। স্থানীয় সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কিছু বাধা দিলেও সোভিয়েট তাহাদের পক্ষে। ইতালীর জনগণ শীঘ্রই যুদ্ধে উপযুক্ত অংশগ্রহণ করিবে। দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলিলে জনগণের মনে যে উদ্দীপনার বন্যা আসিবে, তাহাকে কে রোধ করে!

যুগোস্লোভিয়াতে সোভিয়েটে সমর্থিত তিতোকে আজ সকলে মানিয়া লইতে বাধ্য হইতেছে। বিষাদঘাতক মিহাইলোভিচ যে জনগণের প্রতিনিধি নয়, তাহা আজ স্পষ্ট। কাইরো হইতে যুগোস্লাভ সরকারও জানাইতেছে যে মিহাইলোভিচের সৈন্যরা এখন হারিতেছে। সে কখনও জার্ম্মানদের সঙ্গে লড়িয়াছে কি না সন্দেহ। তিতোকে প্রধান সেনাপতি করিয়া যুগোস্লাভিয়াতে যে সাময়িক সরকার স্থাপিত হইয়াছে, তহাই আজ জনগণের প্রতিনিধি। যুদ্ধের পর রাজাকে ফিরানো হইবে কি না, তাহা জনগণই স্থির করিবে। ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়া ইয়োরোপের জনশক্তি আজ জাগিয়া উঠিতেছে।

লালফৌজের আঘাতে হিটলার আজ জর্জ্জর, ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের বোমাবর্ষণে ও ইয়োরোপ আক্রমণের আশঙ্কায় সে সন্ত্রস্ত, 'দার্শহর্ষ্টে'র মত যুদ্ধ জাহাজ হারাইয়া সে নিরুপায়। দ্বিতীয় ফ্রণ্ট আরম্ভ হইলে ইয়োরোপের জনগণের ঘৃণার আগুনে যে সে জ্বলিয়া মরিবে তাহা সে জানে।

প্রাচ্যের যুদ্ধেও মিত্রশক্তিকে জনগণকে দূরে রাখিলে চলিবে না। ফ্যাসিষ্টদের মারিতে হইলে বুঝিতে হইবে যে তাহার ব্রহ্মাস্ত্র রহিয়াছে জনগণের হাতে।

সিরিয়া ও লেবানন স্বাধীন হইল

ফরাসীদেশে যে বিপ্লবীরা আত্মগোপন করিয়া শত অত্যাচার অগ্রাহ্য করিতেছেন, তাঁহাদের আন্দোলনের চাপে ফরাসী জাতীয় মুক্তি কমিটি শুধু যে পেইক্‌ত, বোয়াঁ ও ক্রান্ঝাঁয়ের মত ফ্যাশিষ্টপদলেহীদের বন্দী করিয়া রাখিয়াছে তাহা নয়, জেনারেল কাঁজের মারফৎ ১লা জানুয়ারী তারিখ হইতে সিরিয়া ও লেবানন্‌ হইতে ফ্রান্সের কর্ত্তৃত্ব সরাইয়া সেখানে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংকল্পও জানাইয়াছিল।

আলজিয়ার্স হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে জেনারেল কাঁজ ও দুই সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার ফলে যে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, তাহা অনুসারে নূতন বৎসরের প্রথম দিন হইতে সিরিয়া ও লেবানন সরকার ফরাসীদের সর্ব্বপ্রকার কতৃত্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইল।

সিরিয়া ও লেবাননের মুসলমান ও খ্রীষ্টান অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্য অটুট ছিল বলিয়াই ফ্রান্সের গণতান্ত্রিকদের সহায়তায় এই স্বাধীনতা অর্জ্জন সম্ভব হইল।

নাৎসী বর্ব্বরদের ক্ষমা নয়

[মস্কো বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ধারকভ সুলসতো মামলায় চারিজন আসামীকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। তিনজন জার্ম্মান-আসামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল যে, গত বর্ষে যে সামান্য সময় ধারকভ সহর জার্ম্মানদের দখলে ছিল, সে সময়ে তাহারা বহু সংখ্যক শান্তিপ্রিয় সোভিয়েট নরনারী হত্যা করার বৃশংস কাজে যোগ দিয়াছিল। একজন রুশ আসামীকে জার্ম্মানগণকে সহায়তা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল।

বিচারে জেরার সময় আসামী রেটজাফ স্বীকার করে যে সে যখন জুন হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত জিতমোরে ছিল তখন ৫০০০ হইতে ৮০০০ লোককে হত্যা করা হয়। অন্য যে সব সহরে সে ছিল তাহার মধ্যে কিয়েভে, ৩৫০০০, নুভনীতে ৩৪০০০ এবং পেরিয়ামাতে ২০০০ সোভিয়েট বাসিন্দাকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে।

বুলানভের স্বীকারোক্তিতে আছে, সে নিয়মিত ভাবে ধারকভের বাইরে হত্যা করার জন্য লোক নিয়া যাইত। একবার ৯০০ হাসপাতালের রোগীকেও মারিয়া ফেলা হয়। রুগ্ন লোকদের সহরের বাইরে নিয়া গিয়া একটি গর্ত্তের সামনে দাঁড় করাইয়া টমি গানের সাহায্যে হত্যা করা হইয়াছে। হাসপাতালের ৬ বৎসর হইতে ১২ বৎসরের বালকবালিকাদেরও রেহাই দেওয়া হয় নাই।]

এই জানোয়ারদের দুনিয়া থেকে সরাও

সোভিয়েট-ভূমিতে জার্ম্মানদের বর্ব্বরতার কাহিনী লিখিয়া শেষ করা যায় না। নরনারীকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করা, ছোট ছেলেমেয়েদের তাদের রাইফেলের নিশানা করা, নির্দ্দোষ ঘরবাড়ী পুড়িয়ে ছারখার করা—এতো নাৎসীদের রোজকার কাজ। যেখানে যা কিছু ভাল, সংস্কৃতির যা কিছু নিদর্শন, শিল্পকলার যা কিছু প্রশংসনীয়—নাৎসীদের তা সহ্য হয়নি। সোভিয়েট সভ্যতার উজ্জ্বল দিকটাই তারা মুছে ফেলতে চাইছে।

সোভিয়েটের সাধারণ লোকের মনেও তাই নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে দারুণ ঘৃণা জমে উঠেছে। চোখের সাম্‌নে তারা নাৎসীদের অত্যাচার অনেক কিছু দেখেছে, নিজেদের জীবনেও তার ভূরি ভূরি ছাপ—তাই মানব সভ্যতার শত্রু এই নাৎসীবাদকে তারা ভুলতে পারে নি, ভুলবেও না।

দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যাকব নে

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

বাংলায়

আহমদাবাদের কংগ্রেসসেবীদের সফর

বাংলার দুর্ভিক্ষ আহমদাবাদের দেশভক্তদের মনে সুগভীর বেদনার সঞ্চার করিয়াছে। কংগ্রেস, মিলমালিক, বস্ত্র ব্যবসায়ী, সাংবাদিক ও অন্যান্য জন নেতাদের লইয়া একটি রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটির পক্ষ হইতে ৫ জনের একটি প্রতিনিধিমূলক দল বাংলার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিতে আসেন। এই দলে বিখ্যাত দেশভক্ত বস্ত্র ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ত্রিকমলাল মহাসুখলাল (অধুনা লুপ্ত আহমদাবাদ মিউনিসিপালিটির কংগ্রেস কাউন্সিলার) পাঁচকুড়া কাপড়ের বাজারের সেক্রেটারী নানু ভাই বদিলাল শা এবং বড় মিল মালিক পরিবারের যুবক পুত্র মহেন্দ্রলাল শান্তিলাল ছিলেন।

আহমদাবাদ কংগ্রেসের বড় ঘাঁটি, ভারতের বস্ত্র শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র, এবং এখানেই কংগ্রেস সমর্থক বড় বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী আছেন। ইঁহারা বাংলার আসিয়া কংগ্রেসসেবীদের দেশসেবার এক উজ্জ্বলতম আদর্শ স্থাপন করিলেন। বাংলা যখন তিলে তিলে অনাহারে মরিতেছে তখন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চুপ করিয়া থাকা সম্ভব নয় এই বাণীই ইহাদের কাজের দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে। স্বচক্ষে অবস্থা দেখিয়া আসিয়া ইহারা যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা কমিউনিষ্টদের সিদ্ধান্তকেই সবল করে। তাহারা বলিয়াছেন যে বাংলার মধ্যে মজুতদারদের রাজত্ব। সব থেকে ভাল রিলিফ কাজ জনরক্ষা, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও রামকৃষ্ণ মিশন করিতেছে। কারণ ইহাদের কাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা নাই—হলদ্বত রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করিবার চেষ্টা নাই।

সফরকারীদের বিবৃতি

এখানে মজুতদারের রাজত্ব

বাংলার দুরবস্থা

তাহাদের বিবৃতি সংক্ষেপে এই : "বাংলার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া খড়্গপুরে পৌঁছিতেই চোখে পড়িল হাড় সর্ব্বস্ব, অর্দ্ধমৃত মানুষের লম্বা সারি। ষ্টেশনে, রেলের দুই পাশে, গাড়ীর পাদানে কোন রকমে দাঁড়াইয়া দুর্ব্বল, মুহ্যমান, অর্দ্ধনগ্ন ও নগ্ন স্ত্রী-পুরুষ। কলিকাতায় যখন দেখিলাম ক্ষুধার্ত্ত নারী ও শিশু নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত আস্তাকুড় হইতে খাবার যোগাড় করবার চেষ্টা করিতেছে তখন মনে হইল বোধ করি মানুষের পৃথিবীতে আমরা আর নাই। সহরের বাইরে গ্রামের পর গ্রাম লোকে ফ্রিকিচেনের উপর নির্ভর করিয়া আছে। কিচেনের ভিতরে ও বাইরে শোনা যায় "বাবু আর একটু দিন (২৪ ঘন্টায় মাত্র ১৫ তোলা খাবার দেওয়া হয়)—দোহাই আপনাদের, বাজরা দেবেন না।" বেশীক্ষণ এসব সহ্য করা যায় না, মাথায় চিন্তা আসে। রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভেদ, ফলে অপদার্থ আমলাতন্ত্রের রাজত্বে এর থেকে আর কি ভাল আশা করা যায়? বার বার মনে আসিতেছিল "চাল গেল কোথায়?" কত রপ্তানী হইয়াছে বা নৈশুকের জন্য কত রাখা হইয়াছে তার কোন খবর আমরা পাইনি। কিন্তু অনেকবার আমরা শুনিয়াছি যে বাংলায় মজুতদার বিশেষ নেই। অবশ্য আমেরী সাহেব যতই বলুন এ কথা সত্য যে সুধাবাদ কৃষকরা মজুতদার নয়। কিন্তু মুনাফাখোরা ও তার মজুত চাল কি নাই?

সর্ব্বত্রই চোরা কারবার

এই কথার উত্তরে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। গত ৯মাসে কন্‌ট্রোলের দামে কদাচিত চাউল পাওয়া যাইত। বাহির হইতে অত্যন্ত কমই আমদানী হইত। তাহা হইলে কোটী কোটী লোক মাসের পর মাস কি খাইয়া টিকিয়া ছিল? বস্তুতঃ বেসরকারী রিলিফ কিচেনের অধিকাংশ চাউলই চোরা বাজার হইতে কেনা হইয়াছে। কলিকাতায় খাবার সময় আমাদের কাছে এক রাত্রিতে খবর আসে যে আমরা যদি রিলিফের জন্য চাউল কিনিতে চাই তো একটী ব্যবসায়ী ২০০০ মণ চাউল ৩৫৲ টাকা মণ দরে যোগাতে আমাদের দিবে। ২৪ পরগণার জেলায় এক ছোট গ্রাম সরিষা। সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা কার্য্য দেখিতে গেলে স্বামীজী আমাদের বলেন : এই ক্ষুদ্র যায়গাতেই অন্ততঃ ১০০০ মণ চাউল ব্যবসায়ীরা লুকাইয়া রাখিয়াছে। ৩০শে অক্টোবরের অমৃত বাজার পত্রিকা লিখিতেছে "কন্‌ট্রোল অর্ডার বাহির হইবার পরই নারায়ণগঞ্জের সমস্ত চাউল চোরা বাজারে গেল। চোরাকারবারীরা এখন অভাবনীয় মুনাফা করিতেছে—ওখানে বর্ত্তমানে ৭০৲ টাকা মণ চাউলের দাম।"

আমরা বিভিন্ন রিলিফ কমিটির কাজ স্বচক্ষে দেখি। উদ্দেশ্য ছিল যেগুলি ভাল তাহাদের মাফ্‌ত আমেদাবাদের রিলিফ কমিটির সাহায্য পাঠাইব। প্রথম দিন হইতেই নজরে আসিল—অনেকগুলি কমিটি অত্যন্ত অসংগঠিতভাবে কাজ করিতেছে।

রিলিফ কিচেন পরিদর্শন

বেঙ্গল রিলিফ, গুজরাটি সেবা সমিতি, পাঞ্জাব সেবা সমিতি ও মাড়োয়ারী রিলিফ কমিটি হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং তাহাদের হাতে লাখ লাখ টাকা আছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কি দেখিলাম :

কাজের তুলনায় ইহাদের রিলিফ সেন্টার খুব কম। ইহারা সুরম্য প্রাসাদ হইতে দুর্গত জনসাধারণের পাশে নামিয়া আসে নাই। ফলে ইহাদের স্বেচ্ছাসেবক খুব কম। হিন্দু মহাসভা ও মুসলীম চেম্বার অব কমার্সকে ধরিয়া এই সব রিলিফ কমিটিগুলিরই দলগত দৃষ্টিভঙ্গী আছে। এমন কি শ্যামাপ্রসাদ, যাঁহাকে রিলিফ কার্য্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা চলে—,তিনিও রিলিফ কাজে দলগত রাজনীতি না আনিয়া পারেন নাই। ফলে কাজের ক্ষতি হইয়াছে, অনেকা বাড়িয়াছে। তবু ইহার মধ্যে আশার আলো এইটুকু যে দলগত স্বার্থ দেখা দিলেও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ দেখা দেয় নাই।

কিন্তু এই বৃহৎ ও মন্থরগতি রিলিফ প্রতিষ্ঠানগুলিই কাজের একমাত্র নমুনা নয়। রামকৃষ্ণ মিশন, আত্মরক্ষা ও জনরক্ষা সমিতি চমৎকার কাজ করিতেছে। এই তিনটীর মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য্যে বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা আছে—তাহাদের ১৪টী জেলায় স্বামীজীরা বেশ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কাজ করিতেছেন—কোন রকম জালজুয়াচুরী নাই, হিসাবপত্রও বেশ পাকা।

সোভিয়েটের আদর্শে উদয়শঙ্কর

বাংলার দুর্গতদের সাহায্যকল্পে দিল্লীতে উদয়শঙ্কর একটি নৃত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এখানে একটি নৃত্যে উদয়শঙ্কর এ দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘর্ষের এক রূপ দেন এবং এই সকল সংঘর্ষের মূলে যে জনির সঙ্গে সম্পর্ক রহিয়াছে—তাহা লাঙ্গলের প্রতীকের সাহায্যে দেখান। এই নব নৃত্যে অনেক শিল্পসমালোচক অভিযোগ করিতেছেন যে উদয়শঙ্কর "ব্যাঁচি শিল্পের" স্বর্গসিংহাসন হইতে শেষ পর্য্যন্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রচারকের পদে নামিয়া আসিলেন।

এই অভিযোগের উত্তরে উদয়শঙ্কর স্বীকার করেন যে, তিনি চিরাচরিত নীতি এই নৃত্যে গ্রহণ করেন নাই। কারণ তিনি মনে করেন, নৃত্যশিল্প কেবল দর্শকদের সৌন্দর্য্য ও ছন্দবোধকেই সন্তুষ্ট করিয়া চুপ থাকিতে পারে না। নৃত্যশিল্প মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক আকাঙ্খার আত্মপ্রকাশকে ফুটাইয়া তুলিবার একটি শক্তিশালী যন্ত্র। ইহার জন্য "ব্যাঁচি শিল্পে"র সূক্ষ্ম কারুকা কাঁকুন ত্যাগ করিতে হইলেও শিল্পীকে তাহা করিতে হইবে—এ ত্যাগের বিনিময়ে শিল্পীর জীবনে এই সান্ত্বনা মেলে যে শিল্পীও তাঁর কাজের দ্বারা মানবতার সেবা করিতেছেন। এই বিষয়ে সোভিয়েটের সাফল্য তাহার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। পরের সংখ্যায় আমরা কমরেড বিনয় রায়ের সাথে উদয়শঙ্করের সাক্ষাতের বিবরণ দিব।

জেলার বিভিন্ন খবর

প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংঘ

গত ১৩ই ডিসেম্বর রবিবার খুলনায় সমস্ত প্রগতিশীল সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মিলিত চেষ্টায় একটি 'প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সংঘের প্রথম দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সাহিত্যিক মৌলবী আবদুল হাকিম এম, এল, এ। ইহার সম্পাদক হইয়াছেন শ্রীযুত অমিয় ভূষণ দাসগুপ্ত এবং সহ সম্পাদক শ্রীযুত শান্তিময় ঘোষ।

পালং পার্টি অফিস উদ্বোধন

গত ১৮ই ডিসেম্বর ফরিদপুরের পালং অঞ্চলে কমিউনিষ্ট পার্টি অফিস উদ্বোধন হয়। ইহাতে প্রায় ৪০০ কৃষক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত ও মহিলা যোগ দেয়। জেলা কমিটির সম্পাদক অনুকূল চাটার্জ্জী উদ্বোধন প্রসঙ্গে আমন ধান রক্ষা এবং সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীত্ব গঠন করিতে সংঘষ্ব হইবার জন্য আহ্বান করেন।

যশোহরে এগারোখানে জনসভা

এগারোখানা নমঃশূদ্র প্রধান অঞ্চল। আমন ধানই এখানে বেশী হয়। কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সমিতি ও স্থানীয় হিন্দু মুসলমান নেতাদের চেষ্টায় ১২ই ডিসেম্বর এখানে একটি জনসভা হয়। সভায় ৪০০ লোক উপস্থিত ছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশই কৃষক নমঃশূদ্র মেতা কমিউনিষ্ট পার্টির কমরেড শরৎচন্দ্র মজুমদার সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় খাদ্য কমিটি গঠন, আমন ধান রক্ষা প্রভৃতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় ১১ খানা 'জনযুদ্ধ' বিক্রী হয়।

সর্ব্বদলের সম্মিলিত সভা

গত ৪ঠা ডিসেম্বর ফরিদপুরের পার্ক লার্কাল অঞ্চলের কংগ্রেস, লীগ ও পাড়ার অন্যান্য নেতাদের এক মিলিত বৈঠক হয়। ইলেকট্রিক শ্রমিক, মোসলেম ছাত্র লীগ ও মোসলেম ভলান্টার গার্ডের স্থানীয় সংগঠকরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা মিঃ জে, সি, গুপ্ত। পার্ক সার্কাস অঞ্চলের অধিবাসীরা, যাহাতে একত্র হইয়া খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য, মিলিফের জন্য কাজ করিতে পারেন সে জন্য সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া একটি পিপল্‌স ডিফেন্স কাউন্সিল গঠিত হয়।

আমানতগঞ্জের কিশোরবাহিনী

বরিশাল জেলার আমানতগঞ্জের কিশোর বাহিনী দুর্ভিক্ষের সেবায় আগাইয়া আসিয়াছে। তাহারা পাড়ার বাড়ী বাড়ী হইতে চাউল ডাউল প্রভৃতি যোগাড় করিয়া মাঝে মাঝে দুঃস্থদের খাওয়ায়। গত ৫ই ডিসেম্বর হইতে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সহযোগিতায় তাহারা একটি 'মিক ক্যান্টিন' খুলিয়াছে। এই ক্যান্টীন খোলা উপলক্ষে পাড়ার লোকজন নিয়া একটি সভা হয়। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী কিশোর বাহিনীর এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানান।

আত্মরক্ষার ভাল কাজ

অন্য দুটী সংগঠনের পার্থক্য হইল এই যে তাহারা কেবল মানুষের সেবায় মধ্যেই লিপ্ত নয়—তাহাদের মনে রহিয়াছে ঐক্যবদ্ধ সন্ত্রীত্ব কাজের করার রাজনীতি। ইহাদের পরিচালিত একটী দুঃস্থ নিবাস আমরা দেখি। ৭৭ জন দুঃস্থদের জন্য ইহাদের স্বেচ্ছাসেবকরা খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ও ঔষধ দিতেছে। মহিলা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইরূপ দুঃস্থ নিবাস পরিচালনা করা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। এই প্রতিষ্ঠানের জেলার জেলায় অসংখ্য শাখা আছে—সভ্য সংখ্যা ২৫,০০০। এইজন্য ইহারা দুঃস্থদের অনেক বেশী পরিমাণে সাহায্য করিতে পারে। রামকৃষ্ণ মিশন ও আত্মরক্ষার সেচ্ছাসেবকরা যেখানে একত্রে কাজ করে সেখানে সেই সব দুঃস্থ নিবাসগুলি অত্যন্ত সুপরিচালিত হয়। আমাদের দৃঢ় অভিমত এই যে এই সংগঠনগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহাদের কখনো স্বেচ্ছাসেবকের অভাব হয় না।

বস্ত্র ও ঔষধ চাই

বাংলার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়—অনেক বেশী রিলিফের দরকার। খাদ্য ও বস্ত্র দিতে হইবে। আঃহমদাবাদ যদি চাউল না দিতে পারে তো বস্ত্র ও ঔষধ কিনিবার টাকা দিতে পারে। অবশ্য আমরা কিছু বস্ত্র ও টাকা পাঠাইয়াছি। কিন্তু শীতকালের প্রয়োজন বুঝিয়া আরো অনেক বেশী কার্য্যকরী সাহায্য দরকার। এবং ঐ তিনটী প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ করিয়া সাহায্য করিতে হইবে। আমেদাবাদে যথেষ্ট প্রচার চালাইয়া বাংলার শীতার্ত্ত নরনারীর জন্য পুরাণো কাপড় যোগাড় করা দরকার। বাংলা হইতে আমরা দুইটী শিক্ষা পাইয়াছি : প্রথমে আমাদের একটী কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটি চাই—এই কমিটিতে সমস্ত রাজনৈতিক, ব্যবসায়ী ও মহাজন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি রাখিতে হইবে। এই কমিটির শাখা হিসাবে মহল্লা কমিটি থাকিবে এবং তাহাদের বিরাট স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী থাকিবে। ইহার সাহায্যে আমলাদের কুব্যবস্থা ও মুনাফাখোরদের অপচেষ্টাকে রোধ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ—নিম্নমধ্যবিত্ত ও দিন মজুরদের উপর আমাদের বেশী মুরুব্বান হইতে হইবে। এই দুঃসময়ে কেবলমাত্র নিজেদের সংগঠনের জোরে শ্রমিকেরা কোন রকমে জীবন নির্ব্বাহ করিতেছে। কিন্তু নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণী ও দিনমজুরদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতেছে কারণ তাহাদের পিছনে কোন সংগঠিত শক্তি নাই। ঐক্যবদ্ধ খাদ্যকমিটি রেশনিং হইবার আগে বা পরে এই সকল পরিবারকে অর্থ সাহায্য করিয়া বাঁচাইতে পারে। বাংলার এই শিক্ষার যদি আহমদাবাদি সচেতন হইয়া কাজ করে তাহা হইলে কেবল বাংলার দুর্ভাগ্যই এড়াইবে না—অন্যান্য প্রদেশের সংকটে সাহায্য করিবার শক্তি সঞ্চয় করিবে।

রিলিফ কিচেনে সাহায্য বন্ধ

মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমার "কাশাবাদী" ইউনিয়নে ৪টি কিচেনে প্রায় ৩০০০ নরনারীকে কিছু কিছু খাদ্য দেওয়া হইত। উক্ত কিচেনগুলিতে গত ৩১শে নভেম্বর হইতে সরকারী সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় দেশপ্রেমিক কর্ম্মীরা চাঁদা ও মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া উহাদের মধ্যে মৃতপ্রায় ব্যক্তিগিদের সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়াছে।

রাজসাহীর গ্রামে গো মড়ক

কমরেড জীবেন খাঁ জানাইতেছেন রাজসাহীর খাঁজুরা, পাঁচুখুর বিধা ইউনিয়নে দারুণ গো মড়ক দেখা দিয়াছে। ১৭টি গ্রামের তথ্য নেওয়া হয়। তাহাতে জানা যায় গত দেড় মাসে ৮০০টা হালের গরু মারা গিয়াছে, এবং দুধের গরু সাড়া গিয়াছে ২১৭ টা। ইহার ফলে চাষের দারুণ ক্ষতি হইতেছে, এবং দুধ অভাবে স্থানীয় শিশুদের খুবই অসুবিধা হইবে।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির রিলিফ-কার্য্য

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির জনসেবা

কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটির উদ্যোগে ফরিদপুরে আরও দুইটি দুঃস্থ বিতরণ কেন্দ্র খোলা হয়। একটি টেপাখোলা ও আর একটি চর কমলাপুরে। এই কেন্দ্র ২টি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি দ্বারা পরিচালিত হয়। একটী কেন্দ্রে স্থানীয় মুকুল মেলাও সাহায্য করিতেছে।

নারী সমিতি জনসেবায় অগ্রণী

চট্টগ্রামের কেলি সহর রেস্ট নারী সমিতি স্থানীয় সার্কেল অফিসারের কাছ হইতে অন্নসত্রের জন্য চাউল, শিশুদিগের জন্য দুগ্ধ, পীড়িত ও দুঃস্থদের জন্য কুইনাইন আনিয়া নিয়মিত বিলি করার ভার নিয়াছে।

শিশুদের জন্য খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা

গত ১২ই ডিসেম্বর তারিখে বর্দ্ধমানের আমাড়া গ্রামের ফ্রেণ্ডস এম্বুলেন্স ইউনিটের সাহায্যে শিশুদের জন্য একটি খাদ্যবিতরণ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ইউনিটের কর্ম্মী মিঃ এরিক ওয়েষ্ট উড খাদ্য সমিতি ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজে সত্বোধ প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই কেন্দ্রটি সফল হইলে অন্যান্য স্থানেও এইরূপ কেন্দ্র স্থাপনের আশ্বাস দিয়াছেন।

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মঙ্গল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪১, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

Regd. No. C. 2836

Telegrams :—JANAYUDDHA, Calcutta.
Telephone :—Burrabazar 2020

JANAYUDDHA

সম্পাদকীয়

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

জনযুদ্ধ

প্রতি সংখ্যা ৷৷ পয়সা
বার্ষিক ৪৷, ৬ মাস ২৷,
৩ মাস ১৷০

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জ্জি
এম,এল,এ
২৪১, বৌবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

২য় বর্ষ] বুধবার, ১২ই জানুয়ারী ১৯৪৪, ২৭শে পৌষ ১৩৫০ [৩৭শ সংখ্যা]

মৃত্যু ও মহামারীর মাঝে বাংলা স্বাধীনতা দিবসে

আপনি। এই বাংলাকে বাঁচাইবার শপথ নিন।

সকল দলের ঐক্য আনুন!

স্বাধীনতা দিবস সমাগত প্রায়। ১৩০০ সালে জহরলালের নেতৃত্বে কংগ্রেস 'স্বাধীনতা দিবস' ঘোষণা করে। সেই জহরলাল আজ কারারুদ্ধ। মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আজাদ প্রভৃতি নেতারাও আজ কারাগারে। কিন্তু কংগ্রেস মরে নাই। 'স্বাধীনতা দিবস' কংগ্রেস জনগণের মনে নূতন আশা, নূতন উৎসাহ জাগাইয়া তুলুক।

এক বৎসর পর 'স্বাধীনতা দিবস' আমাদের সামনে আসিয়াছে। এই একটি বৎসর বাংলার বুকের উপর দিয়া কি ভীষণ দুর্যোগই না চলিয়া গিয়াছে। বৈদেশিক আমলাতন্ত্রের অপদার্থ নীতি ও অসাধু ব্যবসায়ীদের লোভ দ্বারা সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া বাংলার লাখ লাখ গরীব চাষী প্রাণ হারাইয়াছে। বাঙ্গালীর প্রিয় নগরী কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় বাংলার চাষী একমুঠো ভাতের জন্য ভীৎকার করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। এই একটি বৎসর বাংলার সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে চলিয়াছিল মৃত্যুর তাণ্ডব।

এক বৎসর পরে বাংলার মাঠে মাঠে বাংলার চাষীর মেহনতে সোনার ধান ফলিয়াছে। দুর্ভিক্ষের কবল হইতে যে সব গরীব চাষী বাঁচিয়াছে তাহারা নূতন আমনের আকর্ষণে গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছে।

কিন্তু মৃত্যুর তাণ্ডব তো থামে নাই। দুর্ভিক্ষের পর আসিয়াছে মহামারী। ম্যালেরিয়া, কলেরা ও বসন্ত রোগে প্রতিদিন হাজার হাজার লোকের মৃত্যু হইতেছে। দুর্ভিক্ষে মরিয়াছে গরীব চাষী, কামার, ছুতোর, জেলে প্রভৃতি। মহামারীতে তো এরাই মরিতেছে অধিক সংখ্যায়। কিন্তু মহামারী শুধু এদেরকে গ্রাস করিয়াই থামিতেছে না। সমাজের অন্যান্য স্তরেও মহামারীর প্রকোপ ছড়াইয়া পড়িতেছে। সারা বাংলা আজ অন্ততঃ তিন কোটী বাঙ্গালী রোগের আক্রমণে ধুঁকিতেছে।

একবৎসর পর বাংলার সরকার খাদ্য সম্বন্ধে আবার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে গত বৎসরের পরিণতিই ডাকিয়া আনিতেছে। লোভী মজুতদাররা আবার পাইয়াছে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ। এদিকে আমন, সহরে সহরে বাঙ্গালীর খাবার নিয়া আবার চলিতেছে লাভের জুয়া খেলা। ধান চাউলের দাম চড়িতেছে, কোন কোন সহরে মাঝে মাঝে চাউল উধাও হইতেছে। লোভী মজুতদার অবাধ বাণিজ্যের উল্লাসে মত্ত, আর সেই অবাধ বাণিজ্যের দরজা দিয়া গরীব বাঙ্গালীর জন্য আসিতেছে অবাধ মৃত্যুর খেলা।

শুধু তাই নয়। গত বৎসর লাখ লাখ বাঙ্গালীর মরণের পরেও আজ মহামারীর প্রচণ্ড তাণ্ডবের মধ্যেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির ভিতর চলিতেছে রেষারেষি দলাদলি। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীকে গালি দিতেছে ব্যঙ্গ, লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীও শ্যামাপ্রসাদের ঘাড়ে দোষ চাপাইতেছে। ওদিকে মানুষ মরিয়া বাংলা উজাড় হইয়া গেল।

এই ভাবে মৃত্যু, মহামারী ও রাজনৈতিক বিভেদ যখন বাড়িয়াই চলিয়াছে তখনই আমাদের সামনে আসিয়াছে 'স্বাধীনতা দিবস'।

এই বৎসরের 'স্বাধীনতা দিবসে' কংগ্রেস কর্ম্মীদের কর্ত্তব্য সুস্পষ্ট। এই বৎসরের স্বাধীনতা দিবসে কংগ্রেস কর্ম্মীদের শপথ হইবে 'আমরা বাংলাকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইব।' যাহারা বাংলার সেরুদণ্ড, যাহাদের সুখের জন্য স্বাধীনতার সংগ্রাম—বাংলার সেই গরীব জনগণকে রক্ষা করাই বাংলার কংগ্রেসীদের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক কাজ। ইহাই কংগ্রেস সেবীদের সংগ্রাম।

আপনি কংগ্রেস কর্ম্মী। সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে আপনার স্থান। স্বাধীনতার পবিত্র দিনে আপনি বিভেদকারীদের হাত চাপিয়া ধরুন। লীগ ও মহাসভাকে আত্মঘাতী কলহের পথ হইতে ঐক্যের পথে টানিয়া আনুন। ইহাই হইবে আমলাতন্ত্রের পরাজয়। আপনি কংগ্রেস কর্ম্মী! চিরদিনই কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে আপনি জনগণের স্বার্থ নিয়া সংগ্রাম করিয়াছেন। আজ আমলাতন্ত্রের ষড়যন্ত্রে কায়েমী স্বার্থ মজুতদারের রূপ নিয়া জনগণের খাদ্য চুরি করিতেছে। আপনি জনগণের ঐক্য গড়িয়া তুলিয়া মজুতদারের অবাধ বাণিজ্যের হাত হইতে জনগণের খাবার রক্ষা করুন। আপনি জনগণের ঐক্য দ্বারা আমলাতন্ত্রকে বাধ্য করুন জনগণকে খাদ্য যোগাইতে। ইহাই হইবে আমলাতন্ত্রের বিরাট পরাজয়।

আপনি কংগ্রেস কর্ম্মী। আজ জনগণের খাবার মজুতদারের হাত হইতে ও জনগণকে মহামারীর কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে ঐক্য গড়িয়া তুলিবেন—সেই ঐক্যের শক্তি দ্বারাই আপনি গান্ধীজী, নেহেরু ও আজাদকে মুক্ত করিতে পারিবেন। সেই ঐক্যের দ্বারাই আপনি জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন।

তাই, স্বাধীনতা দিবসের পবিত্র দিনে আপনার রণধ্বনি হউক "বাংলাকে বাঁচাইবার জন্য সকল দলের ঐক্য চাই।"

কলিকাতায় রেশনিং চালু হইতেছে

এখনও প্রায় শতকরা ২০ জন রেশন কার্ড পায় নাই।

৩১শে জানুয়ারী হইতে কলিকাতায় রেশনিং চালু হইবে বলিয়া সরকারী ঘোষণা বাহির হইয়াছে। অর্থাৎ ৩১শে হইতে রেশন কার্ড দেখাইয়া তবে প্রত্যেককে খাদ্য যোগাড় করিতে হইবে। কিন্তু প্রত্যেক কলিকাতাবাসীর হাতে রেশন-কার্ড আজ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে কি?

কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বাড়ী বাড়ী খোঁজ খবর করিয়া যে তথ্য আমরা পাইয়াছি তাহার বিবরণ দেখিলে বুঝা যাইবে, কার্ডের অভাবে এখনও বহুলোককে অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকিতে হইয়াছে।

শিয়ালদহে এখনও রেশন-কার্ড বিলি শেষ হয় নাই। কারখানার মজুরদের মধ্যে এখনও কার্ড বিলি আরম্ভই হয় নাই।

ক্যালিঘাটে এক দফা কার্ড বিলি হইয়াছে। কিন্তু খোঁজ লইয়া জানা গেল শতকরা ৫ জন লোক ভুল কার্ড পাইয়াছে। শতকরা ২৫ জন কার্ড পায় নাই, শতকরা ৫ জনের নাম গণনাতেই উঠে নাই। মজুরদের মধ্যে কার্ড বিলি আরম্ভই হয় নাই।

উত্তর কলিকাতায় কার্ড বিলি শেষ হইয়াছে। কিন্তু একটী এলাকার খবর এই যে, সেখানে ১২ হাজারের মধ্যে ১০০০ হয় বাদ পড়িয়াছে, আর না হয় তাদের হিসাবে কিছু ভুল হইয়াছে।

লেকেলাবাটায় কার্ড বিলি এখনও শেষ হয় নাই। শতকরা ৩ জনের নাম গণনায় উঠে নাই, প্রতি ১৫ জনে ৩ জন কার্ড পায় নাই।

নারিকেলডাঙ্গায় শতকরা ১০।১৫ জনের নাম গণনা করা হয় নাই। শতকরা ৫ জন এখনও কার্ড পায় নাই। অথচ সেখানকার কার্ড বিলি শেষ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

শোভাবাজারে শতকরা ৩ জনের নাম গণনা করা হয় নাই। শতকরা ২৫ জনের কার্ড এখনও বিলি হয় নাই।

মধ্য-কলিকাতার একটা পোষ্টে ২৪ হাজারের মধ্যে ১ হাজার কার্ড এখনও বিলি হয় নাই। প্রতিদিন ১৫।১৩ জন করিয়া দরখাস্ত করিতেছে, তাদের নাম গণনায় উঠে নাই।

নতুনবাজার এক নম্বর পোষ্টে কার্ড বিলি শেষ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে; কিন্তু ১৫ হাজারের মধ্যে ২৭৭৪ জন এখনও কার্ড পায় নাই। ইহা ছাড়া ২০০ লোকের গণনাই হয় নাই।

কর্ত্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্য শেষ পর্য্যন্ত যারা কার্ড হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাইবে, তাদের দশা কি হইবে? রেশনিং চালু হইয়াও কি তারা না খাইয়া মরিবে? চোরাবাজারে চাল কিনিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইবে, দুঃখে পরিণত হইবে?

এখনই কলিকাতাবাসী কান্নে লাগুন! যারা কার্ড পায় নাই, খাদের নাম গণনায় উঠে নাই, তাদের হিসাব লউন! নিজের নিজের এলাকার এ-আর-পি পোষ্টে গিয়া তাগাদা করুন কার্ডের জন্য। নিজেরাই কার্ড বিলি করিবার ভার লউন! কার্ড না পাইলে আমাদেরই ভাই বোন শিশু না খাইয়া মরিবে, কর্ত্তৃপক্ষের অব্যবস্থার ফল বলিয়া তাদের কি আমরা মরিতে দিব? সময় থাকিতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিব না?

(দুই-এর পাতায় শেষাংশ)

আমাদের সতর্কবাণী

৯ই জানুয়ারী ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে এক জনসভায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলিয়াছেন প্রচুর আমন ধান হওয়া সত্বেও এই জানুয়ারী মাসেই চাউলের দর বাড়িতেছে কেন? বাঁধা দরে দেশের লোক প্রয়োজনীয় সামগ্রী পায় না কেন?

মন্ত্রীমণ্ডলী এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন কি? সুরাবর্দ্দি সাহেব ঘোষণা করিয়াছিলেন—যথা সম্ভব স্বাভাবিক বাণিজ্য চালু রাখিব, ধানের দর বেশম করিবে অমনি ক্রয় বোর্ডের মারফৎ তাহা কিনিব আবার যেন বাণিজ্যে আরম্ভ করিবে অমনি বিক্রী সুরু করিব, ধান কিনিবার জন্য পাইকার ব্যাপারীদের উপর নির্ভর করিব, খাদ্যকমিটির কোন দরকার নাই। সুরাবর্দ্দি যতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন ততক্ষণ স্বাধীন বাণিজ্যের ব্যাপারীরা হাটে বাজারে কেনা আর মজুত করা সুরু করিয়া দিয়াছে। বাঁধা দর গতবারের মতই কাগজে পত্রে আছে, সরকার যদি বাঁধা দরে সরবরাহ না করে তাহা হইলে মুনাফাখোর ব্যাপারীদের কি গরজ পড়িয়াছে যে দেশের লোককে বাঁচাইবার জন্য বাঁধাদরে বিক্রী করিবে? গত এক বছর ধরিয়া তাহারা মজুত করিয়া দাম বাড়াইবার কাজে ওস্ত

অনাহার ও মহামারীর মধ্যেই বাংলা কি ধ্বংস হইবে?

রেশনিং-এর জন্য সকলে এক হও!

বাংলার বুকে এ বছর আবার যে ভয়ানক বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে, কলিকাতার নাগরিকদের দেখিয়া তা মোটেই বোঝা যায় না। রেশনিং-এর কথা কতদিন ধরিয়া উঠিয়াছে, অথচ মাসের পর মাস কর্তৃপক্ষ টালবাহানা করিয়া কাটাইতেছে, কলিকাতার নাগরিকদের তার সম্বন্ধে কোনো চাঞ্চল্য নাই কোনো অসন্তোষ নাই—যেন রেশনিং হওয়া না হওয়ায় বিশেষ কিছু যায় আসে না। কিন্তু এই রেশনিং না হইলে বা অসম্পূর্ণ ভাবে হইলে লোভী চোরাকারবারীর হাতে চালের বাজারে অবাধ ক্ষমতা আসিবে, তাতে গত বছরের খাদ্যাভাবের চেয়ে অনেকগুণ বেশী খাদ্যাভাব বাংলাকে ছাইয়া ফেলিবে, গত বছরের মৃত্যুর চেয়ে অনেকগুণ বেশী মৃত্যু এবারে দেখা দিবে। কলিকাতার অধিবাসী, বাংলার জনসাধারণ, বাংলার জননেতারা, এই আসন্ন বিপদকে ঠেকাইবার জন্য আগাইয়া আসুন, একতাবদ্ধ হোন, রেশনিং চালু করিতে ভেদাভেদ ভুলিয়া নিজেদের দায়িত্বে কাজে লাগুন!

গত ৮ই জানুয়ারী শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ৬ হাজার জনতার বিরাট সভা হইতে কলিকাতার ও বাংলার নরনারীর কাছে এই আহ্বান জানান হয়। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড পি, সি, জোশী ও নিখিল ভারত কিষাণ সভার সভাপতি কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী বাংলার বিভিন্ন দলের নেতাদের কাছে আবেদন করেন যে, রেশনিং চালু হোক ইহা সকলেই চান, মজুতদারের হাতে খাদ্য না দিয়া জনসাধারণের হাতে খাদ্য আসুক, ইহা সকলেই চান, বাংলাকে ধ্বংস হইতে বাঁচাইতে সকলেই চান, তবু তাঁরা রেশনিং-এর জন্য মিলিতহেন না কেন?

কলিকাতার রেশনিং বাংলার জীবন মরণ প্রশ্ন

যে চোরাকারবারীর হাত হইতে জনসাধারণকে বাঁচাইবার জন্যই রেশনিং, সেই চোরাকারবারীর ঘাঁটি কলিকাতা। এখানে রেশনিং চালু না হইলে চোরাকারবারের আসল কেন্দ্র টিকিয়া থাকিবে, আর জেলায় জেলায় হাজার হাজার দালালের সাহায্যে সর্ব্বত্র চোরাকারবার চালু থাকিবে। বাংলায় যে ২৭ কোটি মণ আমন এবার হইয়াছে, ইতিমধ্যেই তার অর্দ্ধেকের বেশী মজুতদারের দখলে আসিয়াছে। গ্রামে চাষীর হাতে ধান নাই, ধান মহাজনের হাতে। সহরে খোলা বাজারে চাল মেলে না, সকলেই চোরাবাজারে কন্ট্রোলের চেয়ে যত বেশী দরে ইচ্ছা বেচিতেছে। দিনাজপুরে ২৫ লাখ মণ ধান ইতিমধ্যেই মজুতদার কিনিয়া লইয়াছে। ঘাটতি এলাকা হইতেও চাল সরিয়া যাইতেছে। এই সমস্ত চোরাকারবারীর ভরসা—কলিকাতার মত বিরাট এলাকার কারবার যদি পিছনে থাকে, তবে তারা দরকার মত মজুতও করিতে পারে, দরকার মত চাল ছাড়িতেও পারে।

রেশনিং-এর ঘোষণা কতদিনে কাজে পরিণত হইবে?

সরকার ঘোষণা করিয়াছেন, ৩১শে জানুয়ারী হইতে সত্য সত্যই রেশনিং চালু হইবে। তার জন্য সব রকম তোড়জোড়ও হইয়াছে। কিন্তু চোরাকারবারীরা এখনও ভরসা রাখে যে, হয়ত শেষ পর্য্যন্ত ঠিক মত রেশনিং নাও হইতে পারে। জনসাধারণের মনেও সেই সন্দেহ। কেন না, বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে এখনও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের রেষারেষি চলিতেছে। কলিকাতার রেশনিং-এর জন্য খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ভার লইয়াছেন কেন্দ্রীয় সরকার আর উভোগআয়োজনের দায়িত্ব প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলীর। কিন্তু সাধারণ কারবারীকে বেশী সুবিধা দেওয়া হইবে কিনা, এই প্রশ্ন লইয়া ঝগড়া চলিতেছে। এই রেষারেষির ফল হইবে কি? একদল মজুতদার মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর চাপ দিবে সরকারী দোকানের নামে আর একদল মজুতদার শ্রীবাস্তবের উপর চাপ দিবে সাধারণ কারবারীর নামে। খাদ্য সরবরাহ আসিবে তো এদিকের বন্দোবস্ত হইবে না, এ দিকের বন্দোবস্ত হইবে তো খাদ্য সরবরাহ হইবে না। মন্ত্রীমণ্ডলী দোষ চাপাইবেন কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে, আর কেন্দ্রীয় সরকার দোষ চাপাইবেন মন্ত্রীমণ্ডলীর ঘাড়ে। মাঝ থেকে রেশনিং বানচাল হইয়া যাইবে।

মন্ত্রীমণ্ডলী ও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের এই টালবাহানা ভারিয়া চুরমার হইতে পারে তখনই, যখন বাংলার সমস্ত দল ও তাহাদের পিছনে সমস্ত জনসাধারণ এক হইয়া রেশনিং-এর দাবী করে।

সাড়ে তিন সের বরাদ্দে অধিকাংশ লোক বাঁচিতে পারে না

শুধু রেশনিং চালু করিলেই চলিবে না, প্রত্যেকের পুরা বরাদ্দ চাই। সরকার যে নিয়ম করিয়াছেন, তাতে প্রত্যেক ব্যয়সক্ষম লোক সপ্তাহে পাইবে সাড়ে ৩ সের চাল আটা ও ছোটরা পাইবে পোপে দুই সের। সাধারণ লোক যারা কোন রকমে ডাল ভাত খাইয়া বাঁচিয়া থাকে, তাদের এই বরাদ্দে চলে না। মজুরেরা, যারা বেশী পরিশ্রম করে, তাদের তো ইহাতে একেবারেই চলে না। বোম্বাইয়ের মজুরদের জন্য বেড়া বরাদ্দের ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু বাংলার মজুরদের জন্য এই আধপেটার বেশী খাদ্য বরাদ্দ করা সরকার দরকার মনে করিলেন না। গত ৬ মাস ধরিয়া খাদ্যাভাবের মধ্যে অধিকাংশ লোক ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া গিয়াছে, শিশুদের দুধ জোটে নাই, তারা নির্জীব হইয়া যাইতেছে, পুষ্টির অভাবে লোকে রোগে আক্রান্ত হইতেছে। তাদের প্রয়োজনমত খাদ্য দিয়া সুস্থ সবল করার জন্যই রেশনিং; কিন্তু সৌখীন আমলাদের তো শুধু ডাল ভাতের উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয় না, তারা জনসাধারণের ক্ষুধার জ্বালা বুঝিবে কি? আধপেটা বরাদ্দের ব্যবস্থা করিয়াই তারা ভাবিল যথেষ্ট করিয়াছি।

সকলে রেশন কার্ড পাইয়াছে কি?

এই তো বরাদ্দের নমুনা। তারপরেও গোলযোগ আছে। সকলের ভাগ্যেই যে রেশন কার্ড জুটিয়াছে বা জুটিবে, কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে তারও ভরসা নাই। অনেকদিন হইতেই কার্ড বিলি সুরু হইয়াছে। খবরের কাগজে সরকার বিজ্ঞাপন বাহির করিতেছেন যে ২৭ লক্ষ কার্ড বিলি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বাড়ী বাড়ী খোঁজ খবর করিয়া যে তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তাতে দেখা যাইতেছে যে গণনার ও কার্ড বিলিতে ত্রুটীর ফলে কলিকাতাবাসীর শতকরা প্রায় ২০ জনের অদরদেশ্রে কোনো ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। তা ছাড়া কার্ড খানার মজুদরা কেহই এখনও কার্ড পায় নাই।

চোরাকারবার কি চলিতেই থাকিবে?

একদিকে বরাদ্দে কমতি, আর একদিকে সকলের কার্ড না পাওয়া—ইহার ফল কি হইবে? যে চোরাকারবারীর হাত হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্যই রেশনিং, সেই চোরাকারবারীরই কবলে গিয়া সকলে পড়িবে।

মাথাপিছু ৫ সের বরাদ্দ দাবী কর!

প্রত্যেকের রেশন কার্ডের বন্দোবস্ত কর

যারা কার্ড পাইবে না, তারা বাধ্য হইয়া চোরাবাজারের দ্বারস্থ হইবে। ২৫ লক্ষ কলিকাতাবাসীর জন্য মাত্র ৮৫০ আন্দাজ দোকান খোলা হইয়াছে। দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকা চাকুরীজীবীদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারাও বাধ্য হইয়া বেশী দামে চোরাবাজারে চাল কিনিবে। মজুরশ্রেণীর অধিকাংশেরই সাড়ে তিন সের চালে পেট চলে না, বাড়তি চাল-আটা জোগাড় করিবার জন্য তাদের সকলকে যাইতে হইবে চোরাবাজারে। তা ছাড়া কন্ট্রোল দোকানের চালের নমুনা ইতিপূর্ব্বে যা দেখা গিয়াছিল, তাতে কদর্য্য চালের ভয়েই অনেকে ছুটিবে বেশী দামে চাল কিনিতে।

সেই জন্যই রেশনিং-এর কথা শুনিয়াও আজকে কারবারী মহল তেমন ঘাবড়ায় নাই। কলিকাতার একজন চালের ব্যবসারী নিজেই বলিলেন: রেশনিং চালু হইলেও আমাদের কারবার থাকিবে, কারণ কার্ড বিলিতে বহু বে-বন্দোবস্ত আছে এবং নূতন কার্ড পাইতেও অনেক সময় লাগিবে।

আর একজন ব্যবসারী বলিলেন: রেশনিং চালু হইলেও আমাদের কারবারের ভাবনা নাই। অনেক উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের লোক আমাদের কাছে ভাল চালের ইক চাহিতেছে। রেশনিং-এর চালে ভেজাল তো থাকিবেই, সুতরাং ভাল চালের জন্য আমাদের কাছে লোকে আসিবেই।

আমাদেরই জাতির ভবিষ্যৎকে নষ্ট করিয়াছে, তাই আমাদেরই এই মৃত্যুর পুনরভিনয় বন্ধ করিতে হইবে।

কলিকাতাবাসী! রেশনিং দাবী শুধু নয়, রেশনিং চালু করিবার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলিয়া লও! পাড়ায় পাড়ায় কমিটি করিয়া রেশন কার্ড বিলির হিসাব লও, যারা কার্ড পায় নাই, তাদের অবিলম্বে কার্ড দিতে কর্ত্তৃপক্ষকে বাধ্য কর। কারখানার মজুররা! তোমাদের কার্ড আদায় কর! রেশন শপের তত্ত্বাবধানের জন্য পাড়ায় পাড়ায় কমিটি কর! আরো বেশী দোকান খুলাইবার জন্য দোকান মনোনীত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন যাও! সকলে মিলিয়া দাবী করো: ৫ সের বরাদ্দ চাই!

শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভার আওয়াজ কলিকাতার ও বাংলার ঘরে ঘরে লইয়া যাও! সকল দলকে রেশনিং-এর জন্য মিলাও! ৩১শে জানুয়ারী কিচ্ছুতেই পার হইতে দিলে চলিবে না। রেশনিং চালু করিতে আমলাতন্ত্রকে বাধ্য করিতেই হইবে।

জনযুদ্ধ

আমাদের সতর্কবাণী

(১-এর পাতার শেষাংশ)

ব্যাপারে আসে তাহা হইলে ভাল হইবে না। অথচ সরকার কেনাবেচা না করিলে গরীব জনসাধারণ বাঁধাদরে জিনিষ পায় না, তাহাতে শ্যামাপ্রসাদবাবুর কি আসে যায়? গরীব জনসাধারণের ভাগ্যে বাহাই ঘটুক তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীকে কিভাবে তাড়ান যায়।

ইউনিভার্সিটি ইউনিষ্টিটিউটের জনসভায় শ্যামাপ্রসাদ বাবু যে প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার উত্তর আসিবে গরীবের ঘর হইতে—"স্বাধীন বাণিজ্যের সংগ্রামে হে বিজয়ী বীর, আপনারই জয়লাভ কল দেশের সকলে ভোগ করিতেছে, আমাদের ভাগ্যে আবার দুর্ভিক্ষ, আবার অনাহার, মজুতদারের ভাগ্যে প্রচুর আমন ধান এবং প্রচুর মুনাফা।"

শ্যামাপ্রসাদ বাবুর কথার জবাবে আমরাও মন্ত্রীমণ্ডলীকে সাবধান করিয়া দিতেছি, যদি অবিলম্বে "স্বাধীন বাণিজ্য" বন্ধ না করা হয়, যদি অবিলম্বে সরকার ধান ও চাল কিনিয়া বাঁধা দরে সর্ব্বত্র সরবরাহ না করে তাহা হইলে কোটি কোটি নরনারীর হত্যার অপরাধে তাঁহারা অপরাধী হইবেন। এবার যদি বিশ পঁচিশ টাকাও বর থাকে তাহা হইলেই কোটি কোটি লোক মরিবে, কারণ ঐ দরে কিনিবার ক্ষমতা এবার অধিকাংশ দেশবাসীর নাই। চাউলের দর বার তের টাকার সীমাবদ্ধ করিতেই হইবে। কিন্তু স্বাধীন বাণিজ্য, স্বাভাবিক বাণিজ্যস্রোতে দর নামিবে না বাড়িবে।

কিন্তু মজুতদারের প্রভাব আজ এত প্রচণ্ড যে শুধু দলগত মন্ত্রীত্ব লইয়া স্বাধীন বাণিজ্যের গতি রোধ করা অসম্ভব। মন্ত্রীমণ্ডলীকে আমরা সাবধান করিয়া দিতেছি, দলগত মন্ত্রীত্বের লোভ ছাড়িয়া মজুতদারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত মন্ত্রীত্ব গঠন করিতে উদ্যোগী হউন নতুবা মজুতদারের খাথাতে মন্ত্রীত্ব এবার বান চাল হইবে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর মৃত্যুস্রোতে এই চুয়াল্লিশ সালে সারা বাংলার সমাধি ঘটিবে।

নিখিল বঙ্গ ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলন

সভাপতি মণ্ডলী: প্রেমেন্দ্র মিত্র (চেয়ারম্যান) মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, আবুল কবির আহসান, অতুল বসু, শচীন দেববর্ম্মন, অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। অধিবেশন: ১৫ই জানুয়ারী বেলা ৩টা, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হল।

১৬ই জানুয়ারী, সকাল ৮টায় প্রতিনিধি সম্মেলন; ৪৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট (অফিস)।

বেলা ৩টায়, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হল।

১৭ই জানুয়ারী, বিকাল ৩টায় সংস্কৃতি প্রদর্শনী। মিনার্ভা থিয়েটার হল।

টিকিটের প্রাপ্তিস্থান: ৪৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা।

এই কারবারীরাই আবার কর্তৃপক্ষকে হাত করিয়া রেশন শপের জন্য লাইসেন্স লইবার চেষ্টায় আছে। তারা জানে রেশনিং যতই তাদের আয়ত্তে আসিবে, ততই বে-বন্দোবস্তে সৃষ্টি করিবার সুবিধা হইবে এবং ততই চোরাকারবারের পথ খোলসা হইবে। একজন বলিলেন: গত বছরে ৪০ হাজার টাকা রোজগার করিয়াছি। এবার যত ডিপলিট লাগে দিয়া আমিই কন্ট্রোল শপ খুলিতে পারি।

এখনই চালের দর ২০।২২৲ টাকা। চোরাকারবারের পথ খোলসা হইলে দর কত উঠিবে তার ঠিকানা নাই। রেশনিং-এ ত্রুটি থাকিবার মানে কলিকাতা ও আশে পাশের অঞ্চলের ৪।৫ লাখ মজুরকে চোরাকারবারীর দরজায় গিয়া দর্ব্বাস্তক হইয়া পথের ভিখারী বনিতে হইবে। অন্যান্য গরীব শ্রেণীও দুঃস্থে পরিণত হইবে। নিম্ন মধ্যবিত্তরা গত বছরের ধাক্কা সামলাইয়াছিল, এবারের ধাক্কা সামলাইতে পারিবে না। অন্নাহারের সঙ্গে রোগ মহামারী আরো ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দিবে। সারা বাংলায় গত বছরে যে ধ্বংস লীলা হইয়াছে, তা এবার দ্বিগুণ বেগে সুরু হইবে।

রেশনিং চালু করার দায়িত্ব লও!

এই ধ্বংসকে ঠেকাইবে কে? আমলাতন্ত্র? আমলাতন্ত্রের অপদার্থতা চোখের সামনে দেখিয়াও আমরা কোন লজ্জায় তাদের উপর ভরসা করিয়া থাকি? দেড় কোটী লোকের মৃত্যুতে আমলাতন্ত্রের ক্ষতি হয় নাই, ক্ষতি হইয়াছে আমাদেরই। লক্ষ লক্ষ শিশু ও মায়ের অপঘাত মৃত্যু

হাটে হাটে মহাজন ঘুরিতেছে

সকলে মিলিয়া আমন ধান সামলাও।

কংপুর জেলার গীরগাছারী হইতে কমরেড মোহিত ভট্টাচার্য্য জানাইতেছেন:—

গীরগঞ্জ এবং বোচাগাড়ী এই অঞ্চলের ২টি প্রসিদ্ধ হাট। অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম অত্যন্ত চড়া হওয়ায় কৃষকদের আয় হইয়া বেশী ধান বিক্রি করিতে হইতেছে। কিন্তু তবুও কন্ট্রোলের জিনিষগুলি পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও কন্ট্রোল শুধু কাগজে কলমেই থাকিয়া গিয়াছে। গীরগঞ্জ হাটে ২মাস হইল একবারা চিনি নাই। কেরোসিন খুবই অল্প পাওয়া যায়। ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় নাই। ৬০-এর ওজন চাউলের দর ১৮৲ টাকা মণ, এবং ধান ৪।০।৫৲ টাকা মণ। গীরগঞ্জ হাটে প্রতি হাটবারে ধান চাউলের প্রায় হাজার মণ বিক্রি হইয়া থাকিবে গাইতেছে। ডোমারের মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীরা এই ধান চাউল কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। বোয়াগাড়ী হাটে ধান ৪।০ টাকা মণ এবং চাল ১২।০ টাকা মণ। ১ হাজার মণ ধান ও ৪ শত মণ চাল হাটে আমদানী হয়। কিন্তু হলদিবাড়ী ও ডোমারের মারোয়াড়ী মহাজনীদারা প্রায় সবটাই খরিদ করে। স্থানীয় লোকের খাওয়ার জন্য ধান চাউলে ৫০ মণ বাকি থাকে। সম্প্রতি ডোমারের মহাজন মেঘলাল আগরওয়ালা সাড়ে ৩ হাজার মণ চাল রেলওয়েকে সরবরাহের জন্য খরিদ করিয়াছে।

মহাজনদের মারফৎ অন্যত্র ধান চালান যাইতেছে

বরিশালের মুলাদি বন্দর হইতে কমরেড কানাই পুততুণ্ড জানাইতেছেন:—

মুলাদি বন্দর বরিশাল জেলার একটি বিশিষ্ট বন্দর। প্রতি সপ্তাহে সোমবার এখানে হাট বসে। ২৭শে ডিসেম্বর হাটে প্রায় ২ হাজার মণ ধান উঠিয়াছিল। দর ছিল ১২৲ টাকা মণ। নূতন চাল উঠিয়াছিল ১৫৲ মণ। দর ১৮।১২৲ টাকা ছিল। পুরাণো আউষ উঠিয়াছিল ৭।৮ মণ। দর ১৬৲ টাকা ছিল। দর ক্রমেই বাড়িতেছে। স্থানীয় লোক অথবা সরকারী এজেণ্ট এই ধান কিনিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতেছে না। বন্দরের ৪ জন মহাজন হাটে ধান কিনিয়া এবং হাটের ধানকলে চাউল বানাইয়া চাঁদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে চালান দিতেছে।

ঘাটতি অঞ্চল হইতেও ধান সরিতেছে

রাজসাহী জেলা হইতে কমরেড শুভাংশু মৈত্র জানাইতেছেন:—

রাজসাহী জেলার নাটোর থানার অন্তর্গত খাজুরা ইউনিয়নে গত বৎসর খাদ্য সংকট চরমে উঠিয়াছিল। এ বৎসরও হালতাবিল অঞ্চলে আবাদ সুবিধা মত হয় নাই। এই অঞ্চলের মধ্যে বড় হাট ভাঙ্গাজাঙ্গালের হাটে অন্য জেলার মজুতদারেরা ১০।১২টা করিয়া বড় বড় নৌকায় ধান কেনা চলিতেছে। রাজসাহী জেলা হইতে ধান চাল রপ্তানি নিষিদ্ধ—কিন্তু তবুও ঢাকা, পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলের বড় বড় নৌকা আসিয়া অন্ধকারে পুলিশের চোখে ধুলা দিয়া বা ঘুষ দিয়া মাল লাদিতেছে। ২৩শে ডিসেম্বর হাটে দেখা গেল বড় বড় নৌকা মাল বহিতে লোকের করিয়া রাখিয়া বেশী দাম হাঁকিতেছে...ফলে কৃষকেরা ছোট ছোট ডিঙ্গী করিয়া ধান লইয়া গিয়া মজুতদারের নৌকাতে তুলিয়া দিতেছে। নওগাঁ মহকুমার ২।৩টি হাটে নাকি জনসাধারণই মজুতদারের দালালকে হাট হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে সেই জন্যই মজুতদাররা দূর হইতে টাকা দেখাইয়া কৃষকদের প্রলুব্ধ করিতেছে। যাহারা বিক্রয় করিতেছে তাহাদের ৪মাস ৬ মাসের বেশী কাহারও খাবার নাই—তার মধ্যেই তাহারা ২।৩ মাসের খাবার বিক্রয় করিতেছে। ইহার কারণ এবার এ অঞ্চলে প্রায় ৫০০ হাজের বলদ ও ১৫০ দুধের গরু, একই ইউনিয়নে মারা গিয়াছে। সরকারী গণ্ড চিকিৎসক ৩ দিন থাকিয়া ঔষধ নাই বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। বলদের জোড়া ১৫০৲।১৩০৲ টাকা। কাজেই কৃষকদের ধান বিক্রয় না করিয়া উপায় নাই। ইহা ছাড়া জমিদারের খাজনা, গত বৎসরের দেনা, শীতের কাপড় প্রভৃতি তো আছেই। কৃষককে মজুতদারের কাছে বিক্রয় করিতে নিষেধ করিলে বলে—বিক্রয় আর করিব কার কাছে? সরকারী এজেণ্ট কোথায়? গ্রামের লোকই বা কেনে কই, ইত্যাদি। ইহা সকলেই স্বীকার করিতেছে যে এ অঞ্চলে যে ধান হইয়াছে তাহাতে অন্য অঞ্চলের ধান না আসিলে সকলকে না খাইয়া মরিতে হইবে—তাহা সত্ত্বেও এই অঞ্চলেই ধান চলিয়া যাইতেছে।

আমন রক্ষার জন্য সম্মিলিত চেষ্টা

ইউনিয়ন কৃষক সমিতির সভা করিয়া স্থির করা হইল সরকারী এজেণ্টের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া গ্রাম্য জোতদার ও মধ্যবিত্তদের নিকট আবেদন করিব যাহাতে তাহারা এই অঞ্চলের ধান মজুতদারের হাতে যাইতে না দেয়—যাহারা বাধ্য হইয়া বিক্রয় করিতেছে তাহাদের ধান সমবায় সমিতি করিয়া যেন কিনিয়া লওয়া হয়—পরে আট আনা বেশী দরে এই ধান গ্রামবাসীর কাছেই বিক্রয় করা হইবে।

গ্রামের মধ্যবিত্তদের সকলের নিকট অনুরোধ করা হইল, তাহারা উৎসাহ দিলেন। পরের দিনই এক বৈঠক ডাকিয়া সেখানেই কমিটি গঠিত হইল। সভাপতি হইলেন নাটোর মহকুমার কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সহ-সভাপতি জিতেন্দ্রনাথ রাঁ। গ্রামস্থ সকলেই কমিটির ভিতর আসিলেন। স্থির হইল পরের দিন হইতেই সাধ্যমত ধান কেনা সুরু করা হইবে, ইউনিয়ন কৃষক সমিতি কৃষকদের মধ্যে প্রচার করিবে যাহাতে কৃষকরা মজুতদারের কাছে বিক্রয় না করে। একজন কৃষক কর্ম্মী তাহার গোলায় ধান রাখিতে চাহিল। কৃষক কর্ম্মী কমরেড তাহেরুদ্দীন তাহার বাড়তি ৫০ মণ ধান আটকাইয়া রাখিতে রাজী হইল। ইউনিয়ন কৃষক সমিতি স্থির করিয়াছে ধান কাটা শেষ হইলে নিজেরাই গোলা প্রস্তুত করিয়া দিবে।

বাংলার শস্যভাণ্ডার দিনাজপুরে

মজুতদারের গোলায় ২৫ লাখ মণ ধান

পুলহাট দিনাজপুর জিলার একটি বিখ্যাত ধান চালের কেন্দ্র। ৪টি চালের কল এই এলাকায় অবস্থিত। গত বছর মজুতদাররা এই হাট হইতে হাজার হাজার মণ চাউল কিনিয়া চোরা বাজারে চালান দিয়াছিল ও লাখ লাখ টাকা লাভ করিয়াছিল। এইবার তাহারা ঘাঁটি শক্ত করিয়াছে। তাহাদের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ—ধান কেনাও সুরু হইয়াছে।

গত বছর এই কেন্দ্রে ৩০টি ছোট গুদাম ছিল। এইবার গুদাম বাড়াইয়া করা হইয়াছে ৬৮টি। জলের মত টাকা ব্যয় করিয়া তাহারা বাজার একচেটিয়া করিয়া নিতেছে, ছোট ও সাধু ব্যবসায়ীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হটিয়া যাইতেছে। গত বছর এই ছোট গুদামের ভাড়া ছিল ৫০৲ টাকা করিয়া, এই বার ইহার ভাড়া হইয়াছে ১৫০ হইতে ২০০৲ টাকা। ৩টি বড় গুদামের ভাড়া গতবার ছিল ১৫০৲ টাকা করিয়া, এইবার তাহার ভাড়া হইয়াছে ১৭০৲ টাকা। গতবার মহালদারদের মাহিনা ছিল ১৫৲ টাকা, এবার হইয়াছে ৩০৲ টাকা। মোট খরচের মাত্রা তাহারা ৫০৲ গুণ বাড়াইয়া দিয়াছে। ছোট ব্যবসায়ীর সাধ্য নাই ইহাদের সহিত পাল্লা দিয়া পারে। তবু এক বালুরঘাট মহকুমাতেই এ পর্য্যন্ত ৩৫৫ জন ধান চালের লাইসেন্স লইয়াছে, আরও ১৫০ জন দরখাস্ত করিয়াছে। গতবার যদি চাউলের দর দিনাজপুরে ৪০৲ টাকা উঠিতে পারে, এবার ৬ গুণ খরচ করিয়া মজুতদাররা কত টাকা দর তুলিবার আশা রাখে তাহা সহজেই বোঝা যায়। এখনই পুলহাটে প্রতি হাটবারে ২০০০ মণ করিয়া ধান উঠিতেছে আর মজুতদারের গোলায় চলিয়া যাইতেছে। এমনি ভাবে জিলার সর্ব্বত্র মোট উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৫ ভাগ মজুতদারের গোলায় চলিয়া গেল। জিলায় যদি ৫ কোটি মণ ধান হইয়া থাকে তো ২৫ লাখ মণ উধাও কর্ত্তৃপক্ষ গোলা। তবু সরকার চাহিয়া দেখিতেছে, জনসাধারণের খাদ্যের জন্য ক্রয় সুরু করিতেছে: না, মধ্যবিত্ত এখনও আত্মতুষ্ট। ১৯৪৪ সালের বিভীষিকাই কি আবার হইবে!

আমন ধান কোথায় যাইতেছে?

কর্জ্জ শোধ দিতে সমস্ত ধান জোৎদারের ঘরে

শতকরা ৯৮ জনের জমি নাই

কমরেড বিভূতি লাহিড়ী রংপুর হইতে জানাইতেছেন—বড়ভিটার একজন কৃষক যতীন, নিয়ামতউল্লা সরকারের (জোতদার) জমি ভাগে চাষ করে (আধিয়ার)। গত কার্ত্তিক মাসে যতীন নিয়ামতের নিকট ৩ মণ ধান কর্জ লইয়াছিল। যে জমি যতীন আবাদ করে তাহাতে ধান হইয়াছে ১৪ মণ। নিয়ামতকে তাহার আধি অংশ সমেত শোধ দিতে হইয়াছে ১৭ মণ।

পূর্ব্বোক্ত জোতদারের নিকট তাহার আর একজন আধিয়ার ১৫ মণ ধান কর্জ্জ লইয়াছিল। এইবার তাহাকে আধি অংশসহ শোধ দিতে হইয়াছে ১২০ মণ ধান।

বড়ভিটার রেশনিংএর জন্য গত ফুড সেন্সাসের কাগজপত্রের সাহায্যে গ্রামের কৃষকদের শ্রেণীবিভাগ করা হইতেছে। একটা গ্রামে ৩৪৮ ঘর লোকের মধ্যে ৩৪৪ ঘর লোককে 'এ' শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে, অর্থাৎ ইহারা নিঃস্ব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই অবস্থায়ও এখানে জমিদারের চাপ অত্যন্ত বেশী।

ঐ স্থানে ১৯৪১ সালের সেন্সাসে দেখা যায় জমিহীন হিন্দুদের মধ্যে ৬০ ভাগ ও মুসলমানদের মধ্যে ৪০ ভাগ। বর্গমান জমির মালিক ২ ভাগ মাত্র। বাকী সব ভাগচাষী বা কৃষিমজুর নারী ও শিশুরাও জমিতে মজুরী খাটিতে আরম্ভ করিয়াছে। টাকায় পাঁচটি মজুর পাওয়া যায়। ধান কাটা শেষ হইয়া যাইতেছে, ইহার পর তাহারা বেকার হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় নৈরঞ্জপুর, বদরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে চলিয়া যাইতেছে।

জোৎদার ধান গোলায় পুরিতেছে

বদরগঞ্জ হাটেই একজন বড় জোতদার মহাজন হাজি সফিউদ্দিন এম-এল-এ (স্থানীয় উকিল) সাহেবকে প্রচুর পরিমাণে চাউল কিনিতে দেখা যায়। তাঁহারা নিজেদের এলাকায় যথেষ্ট ধান হইয়াছে। একজন কৃষক কর্ম্মী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "হাজী সাহেব, এত চাউল কিনিতেছেন কেন?" তিনি অত্যন্ত বিব্রত হইয়া তাড়াতাড়ি মনস্থির করিয়া এই বলিয়া সরিয়া পড়েন যে গরীব লোককে ধান ভানিতে দিলে অত্যন্ত চুরি করে, সে জন্য এবার ধান বিক্রি করিয়া চাউল কিনিতেছি।"

রিলিফ কর্ম্মীর ডাইরী

(জনৈক দেশভক্ত)

মানুষ নামিয়াছে অনেক নীচে...

আমি পিপলস্ রিলিফ কমিটির কর্ম্মী। পাঁচ হাজার কুইনাইন পিল ও কিছু কম্বল লইয়া ঢাকা যাইতেছি। এ ছাড়া নিখিল বঙ্গ আত্মরক্ষা সমিতি ঢাকার মেয়েদের জন্য কিছু অর্থও সঙ্গে দিয়াছেন। ষ্টীমারে দেখিলাম হাড়জিরজিরে দুইটি ছেলে, সঙ্গে পাগলিনীর বেশে কঙ্কালসার তাদের মা। বাংলার প্রায় সর্ব্বত্রই দুঃস্থদের শেষ ব্যাচ সহর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ঢাকা জেলায় এই শেষের ব্যাচ সুরাইবার আগেই দ্বিতীয় বারের অর্থাৎ আগামী বছরের প্রথম ব্যাচ তাদের দল ভারী করিতে সুরু করিয়াছে। ষ্টীমারের সাধারণ ভদ্রলোকের ইহা গা-সহা ব্যাপার। কিন্তু সৈন্যযাত্রীরা তাদের যতটুকু সম্বল সবটুকুই এই দুঃস্থ মা ও শিশুদের হাতে ফেলিয়া দিল। গ্রামের সমাজ আমাদের ভারিয়া গিয়াছে, কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা যে তার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের সামাজিক গুণগুলিও শেষ হইতে বসিয়াছে। মা-বোনের চরম দুর্দ্দশায় ষ্টীমার যাত্রীদের মুখে চোখে কাতরতার চিহ্ন দেখিলাম না। একেবারে সব যেন নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার! অন্তরের মধ্যে মনুষ্যত্বের সত্য ও সূক্ষ্ম বেদনাগুলিও যেন মুমূর্ষু!

যাদের দেহের শক্তি গ্রামের সম্পদ

বশিলদি গ্রাম। আর চারি ঘর নমঃশূদ্র মাত্র বাকী আছে। ছোট্ট পাড়া, তার মধ্যে ৮৭ জন নাই—না খাইতে পাইয়া মরিয়াছে বহু আর কেহবা গ্রাম ছাড়িয়াছে। রোদ্রে বসিয়া এই ৪ ঘরের ৫ জন পুরুষ মানুষ প্রতিজ্ঞা করিতেছে—আমরা কিছুতেই যাইব না, দেখা যাক্ কতদিন বাঁচি। পাশেই গ্রাম্য ফুডকমিটি কন্ট্রোল্ দরে জিনিষ বেচিতেছে। সেদিন চিনির পালা। বৃদ্ধের মত দেখিতে একজন উলঙ্গপ্রায় মুসলমান যুবক চিনি চায়। কমিটির সম্পাদক তাহাকে চিনি দিলেন আর আমাদের বলিলেন—"এ চিনি নিয়ে করবে কি? তার ঘর নাই, চাল নাই, সামর্থ্য নাই—এই যুবক সমস্ত গ্রামের জাকড়ী ফাড়িয়া দিত, আজ সে কুড়াল তুলিতে পারে না। তার যখন অসুখ, বাড়ীর তিনটি লোক চলিয়া গেল, তার স্ত্রী যে কবে কোথায় গেল তা সে এখনও জানে না, আর আমরা বহু তল্লাসের পরও খোঁজ পাই নি।

মাদারাপুর মহকুমায়

৯ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ার কবলে

ফরিদপুরের ২৮শে ডিসেম্বরের খবরে প্রকাশ মগধ্য জেলায় কলেরা ও অলস্ত দারুণ তাবে দেখা দিয়াছে। ম্যালেরিয়াও গ্রাম প্রত্যেক অঞ্চলেই আছে। মজুরা অভাবে আমন ধান তোলা ও রবিশস্য বপনের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে।

বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী ও মাদারীপুর সর্ব্বদলীয় কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শ্রীযুত গিরীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এক বিবৃতিতে বলেন—মাদারীপুর একটি দরিদ্র মহকুমা, এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা ১২ লক্ষ, তন্মধ্যে ৯ লক্ষেরও অধিক লোক ভূমিহীন এবং দরিদ্র কৃষক, কিম্বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী, জেলে, তাঁতি, কারিগর প্রভৃতি। মহকুমায় এক অনশনের ফলেই ১৩ হাজার লোক মারা গিয়াছে। এখন আবার সুরু হইয়াছে মহামারীর তাণ্ডব। বিশেষভাবে ম্যালেরিয়ার ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে। সেই সঙ্গে আবার কলেরা ও বসন্তও ছড়াইয়া পড়িতেছে। সম্প্রতি ১৫ খানি গ্রামে বাড়ীতে বাড়ীতে মুরিয়া অনুসন্ধান করা হয়। তন্মধ্যে ১২ খানা গ্রাম নিছক কৃষক পল্লী আর তিন খানা গ্রামে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকই বেশী। এই লক্ষ গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৮০ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে এমন একখানি গ্রামও আছে যেখানে শতকরা একশ জন লোকই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছে। গত ছয় মাসের মধ্যে শতকরা ১৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। মাদারীপুর সহরের নিকটবর্ত্তী কৃষক পল্লী পাঁচখোলা এবং খানটোলীতে শতকরা ৩৩ জন লোক মারা গিয়াছে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এই হিসাব সংগৃহীত হয়। ইতিমধ্যে আরও বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

উল্লিখিত সংখ্যা হইতে সমগ্র মহকুমার হিসাব করা গেলে দেখা যায় যে সমগ্র মহকুমায় ন্যূনে নয় লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে।

মালদহে শতকরা ৬০জন শয্যাশায়ী

অথচ কুইনাইনের চোরা কারবার পুরাদমে চলিতেছে

মাজদরের কমরেড মিহির দাস ৫ই জানুয়ারী লিখিয়াছেন—

ম্যালেরিয়ায় মালদহকে শেষ করিতে চলিয়াছে। প্রতি ইউনিয়নে অন্ততঃ শতকরা ৬০জন ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। বায়বায় ভুগিতে ভুগিতে জীবনীশক্তি হ্রাস পাইয়াছে, পথ্যও নাই। মৃত্যুর হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সপ্তাহে প্রতি ইউনিয়নে ৫০।৬০ জন মরিতেছে। কুইনাইনের নিতান্ত অভাব। জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে একমাসের বেশী হইয়া গেল কুইনাইন আসিয়া পড়িয়া আছে। অথচ এখনও জনসাধারণ তাহা পাইতেছে না। তিনজন মিলিটারী ডাক্তার পাত্তোলা, নাত্তোলা ও কালিয়াচক এই তিনটি থানায় মেডিকেল রিলিফ কাজ চালাইতেছে। এই তিনটি থানার কাজ শেষ হইতে হইতে অন্তাঞ্চ ১৩টী থানার লোক মরিয়া শেষ হইয়া যাইবে। জেলা বোর্ডের স্যানিটারী ইনস্পেক্টরদের বিভিন্ন থানার কুইনাইন বিলির কথা ছিল, কিন্তু তাহাও হইতেছে না।

ম্যালেরিয়া যে ভাবে গ্রাম্যজীবনকে গুঁড়াইয়া দিতেছে তাহাতে আগামী আউষ ধান বুনাইবার লোকের অভাব ঘটিবে। বহু জমি অনাবাদী পড়িয়া থাকিবে। এখনও অনেক পাকা ধান মাঠে পড়িয়া আছে, কাটিবার জনমজুর পাওয়া যাইতেছে না।

কুইনাইনের চোরাবাজার জেলায় পুরাদমে চলিতেছে। জেলা বোর্ডের একজন ডাক্তার চোরা বাজারে জিনিষ সরাইবার জন্য চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইয়াছে, আরও একজন ধরা পড়িয়াছে। ওড মালদহ দাতব্য চিকিৎসালয়ের মেডিকেল অফিসার তিন পাউণ্ড কুইনাইনের হিসাব দেখাইতে পারিতেছে না বলিয়া তাহার চাকুরী নিয়া টানাটানি সুরু হইয়াছে।

মালদহ জেলায় কলিগ্রাম হইতে কমরেড হরেকৃষ্ণ রায় জানাইতেছেন—

আমন ধান কাটিবার লোকের অভাব। গ্রামের কৃষক বলিতেছে—'আমি একমাসে ১০ বার ম্যালেরিয়ায় পড়িলাম। কুইনাইন মিরা লাগিতেছে, ম্যালেরিয়া সারিবে কি করিয়া?'—প্রতি বছর এই সময় আমন কাটা প্রায় শেষ হইয়া আসে, কিন্তু লোকের অভাবে এবার তাহা এখনও সম্ভব হয় নাই। শতকরা ৫০টি ঘরে এখনও ম্যালেরিয়া। অথচ সরকার কুইনাইন পাঠাইতেছে না। ডাক্তারেরা লোককে শুধু জল দিয়া কুইনাইন মিকশ্চার বলিয়া চালাইতেছে। গ্রামের বিভিন্ন ডাক্তারেরা নিজেরাই মহাজন। তাই গড়ে হিসাব করিলে দেখা যায় এক একজন চাষী ঔষধের জন্য ২৫।৩০৲ টাকার ঋণী। এই ঋণ ধান দিয়া শোধ করিতে হইবে।

আমলাতন্ত্রের অব্যবস্থার জন্য গত মাসে এই অঞ্চল হইতে কলেরার ৩৫০০ লোক মারা গিয়াছে। জেলা বোর্ড বা সরকার তখন কোনরূপ কলেরার প্রতিষেধক পাঠায় নাই। স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা কলেরার বিরুদ্ধে লড়াই চালাইবার জন্য দরিদ্র ভাণ্ডারে ৭৫৲ আদায় করে এবং প্রায় ১৫০০ ইন্‌জেকশন লোককে দেয়। ইহার পর চেষ্টা করিয়া জেলা বোর্ডের কাছ হইতে কিছু ইনজেকশনও আদায় করা হয়।

পার্টির ডাক্তার সমেত হরিশ্চন্দ্রপুর হইতে কলিগ্রামে আসিতেছি। পকেটে কর্পূরের ঝুড়ি ও আরক। রাস্তায় একটি বালক বমি করিতেছে। সে ভিন্ন গ্রামের লোক বলিয়া গ্রামবাসীরা তাহাকে কোনরূপ আশ্রয় দেয় নাই। অথচ তার উঠিবারও শক্তি নাই। পকেট হইতে কর্পূরের আরক তাহাকে দিলাম। কয়েক ঘণ্টা পরে বালকটি চোখ মেলিয়া তাকাইল এবং বলিল 'বাবু, আমাকে বাঁচাইলেন।'

এই অঞ্চলে কলেরার প্রকোপ এত বেশী যে এক বাড়ীর লোক অন্য বাড়ী যায় না। কেহ কাহারও খোঁজ নিতে পারে না।

ছাত্র ও শিক্ষকদের দেশপ্রেমিক দৃষ্টান্ত

কুইনাইন অভাবে পাঁচন তৈরী করিয়া রোগী বাঁচাইতেছে

ফরিদপুর জেলার জোজেষর ইউনিয়নের উপনী স্কুল। এই অঞ্চলের গ্রামগুলির শতকরা ৭৫ জন ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী। স্কুলে অর্দ্ধেকের কম ছাত্র উপস্থিত হয়। সরকার হইতে কুইনাইন বিলির কোন ব্যবস্থাই তখনও হয় নাই। বাজারে কুইনাইন দুষ্প্রাপ্য, যাহাও পাওয়া যায় তারও দাম অসম্ভব। প্রত্যেকটি পিল ১৲ ও এম্পুল ৩৲। এমনি অবস্থায় আগাইয়া আসিলেন স্কুলের শিক্ষক পরেশবাবু ও ছেলেরা। পরেশবাবু একটি পাঁচন বাহির করিলেন। ছাত্রদের উপর ভার পড়িল পাঁচনের জন্য শিকড়, গাছের ছাল, পাতা প্রভৃতি যোগাড়ের। জ্বাল দেওয়ার জ্বালানীও ব্যবস্থা করিতে হইবে। ছাত্ররা স্কুলে আসে, কারো হাতে গাছের ছাল, কারও হাতে গাছের শিকড়, আবার কেউ জ্বালানী জ্বানে, পাঁচন জ্বাল দেয় ছাত্ররা নিজেরাই। পাঁচন জ্বাল হইতে থাকে, আর চারিদিকের গ্রাম থেকে রোজ আসিতে থাকে কৃষক, গ্রাম্য কারিগর—পুরুষ ও স্ত্রী। কারো হাতে একটি শিশি, কেহ বা আসিতেছে ঘটি নিয়া, কেহ বা ছোট্ট কলসী লইয়া। কেহ নিয়া যায় নিজের জন্য, কেহবা তাহার গ্রামের জন্য। এই ভাবে প্রত্যহ ১৫।১৬ সের পাঁচন তৈরী হইতেছে, এবং তাহা দিয়াই শত শত লোক ম্যালেরিয়ার হাত হইতে রেহাই পাইতেছে। কিন্তু পল্লীগ্রামে একমাত্র নিজেদের চেষ্টায়ই এই কাজ চলিতেছে। রোগীদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, পাঁচনে বেশ ফল পাওয়া যায়। আশে পাশের স্কুলগুলিতেও এই খবর ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাহারা আজ বুঝিতে সুরু করিয়াছে, এই ভাবে তাহাদের অঞ্চলকেও বাঁচাইতে হইবে।

দেনার দায়ে স্বামী-স্ত্রী মাঠে খাটিতেছে

আর ঘরে ছেলে মরিতেছে!

মেদিনীপুরের সদর মহকুমার কেশপুর থানায় পিয়াশলা গ্রাম। একটি কৃষক পরিবার, স্বামী, স্ত্রী ও ছোট ছেলে। খাওয়া জোটে না, অনাহারে দিন কাটায়। কিন্তু এমনি করিয়া তো আর দিন চলে না। কৃষক যায় জোতদারের কাছে, টাকা ধার দিতেই হইবে, নতুবা তাহার স্ত্রী, তাহার ছোট অবুঝ ছেলে আর কত দিন উপবাস করিবে?—জোতদার টাকা ধার দিতে রাজী, কিন্তু স্বামী স্ত্রী উভয়কেই খাটিয়া এ ধার শোধ দিতে হইবে, এই সর্ত্তে। কৃষক তাহাতেই রাজী হয়।—আমন ধানের মরশুম, জোতদারের এবার কড়া তাগিদ, খাটিয়া দিতে হইবে। বদলায় মজুরী দুই আনা ও এক বেলার খোরাকী মুড়ী। কৃষকের এতে কি হইবে? সে আপত্তি জানায়, কিন্তু কোন ফলই হয় না। দেনার সর্ত্ত মানিতেই হইবে। স্বামী স্ত্রী রোজ যায়, জোতদারের ক্ষেতে, ছোট ছেলেটী বাড়ীতে একাই থাকে। ম্যালেরিয়ায় গ্রাম ছাইয়া গিয়াছে। ছেলেটিও জ্বরে পড়ে। দেখার লোক নাই। মায়ের প্রাণ। রুগ্ন ছেলেকে একা রাখিয়া যাইতে চায় না। তাছাড়া, ঔষধ নাই, পথ্য দিতে পারে না। ম্যালেরিয়া অথচ এক ফোঁটা কুইনাইন নাই। ছেলেটি দিনের পর দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। দিনের শেষে বদলা খাটিয়া যখন মা-বাপ ফিরিয়া আসে, তখন ছেলে তাদের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদে।

কিন্তু একদিন তাও শেষ হয়—মা-বাপ ফিরিয়া আসিয়া দেখেকে আর জীবিত দেখে না।—মায়ের ক্রন্দনে কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত পাড়াটি মুখরিত হয়, বাপের বুক চিরিয়া দীর্ঘশ্বাস উঠে। তাদের ছেলেটি, ঔষধ পায় নাই, পথ্য পায় নাই, এমন কি মরার সময় কেউ তাকে দেখাতও ছিল না, এক ফোঁটা জলও পায় নাই।

তমলুকের গ্রামে গ্রামে মহামারীর প্রাদুর্ভাব

কলেরার ভীষণ প্রকোপ

শব সৎকার করার লোক নাই

তমলুকের ২৯শে ডিসেম্বরের খবরে প্রকাশ যে এই মহকুমার বিভিন্ন স্থানে কলেরার ভীষণ প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। নন্দীগ্রাম থানার অধীন টাকাণী বাজারে এক মুসলমান ও এক হিন্দু পরিবারের সমস্ত লোকই কলেরায় মারা গিয়াছে। প্রকাশ, সময় সময় মৃতদেহগুলি সৎকার করিবার লোকাভাবে পড়িয়া থাকে। উক্ত হিন্দু পরিবারের শেষ স্ত্রীলোকটি মারা গেলে গ্রামবাসীরা তাহার মৃতদেহ সৎকার করিবার জন্য তাহাদের চালাঘরে আগুণ ধরাইয়া দেয়।

এখনও কুইনাইন ৩৫০৲ পাউণ্ড

কমরেড কানাই ভৌমিক জানাইতেছেন—মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমায় ম্যালেরিয়ার দারুণ প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে। সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম ও মহিষাদল থানার অবস্থা সাংঘাতিক। মহিষাদল থানার ১১নং ইউনিয়নে শতকরা ৯০ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত এবং শতকরা ৩০ জন মারা যাইতেছে। এই ভাবে আর আর থানাগুলিতেও মৃত্যুর তাণ্ডব চলিতেছে। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হইতেছে। ফসল কাটার লোক নাই। এ দুর্দ্দিনেও কুইনাইন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। কুইনাইনের পাউণ্ড ৩০৲।৩৫০৲ টাকায় চোরাবাজারে বিক্রী হইতেছে। এ পর্য্যন্ত খাদ্য সংকটে যাহারা বাঁচিয়া আছে, আজ ম্যালেরিয়ায় তাহারা মরিতেছে।

কলেরার কবল হইতে গ্রামবাসীকে বাঁচাইতে

● কমিউনিষ্ট কর্ম্মীর জীবন দান ●

দিনাজপুর জিলার বংশীহারী থানা। গ্রামের পর গ্রাম কলেরায় উজাড় হইতে চলিয়াছে। এতদিন ছিল অনাহার। এইবার আসিল মহামারী। ভয়ে কেহ হাট বাজারে যায় না। এক গ্রাম ছাড়িয়া অন্য গ্রামে যায় না। শুশ্রূষা করিবার লোক নাই। মড়াই বা ফেলে কে? চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই। জিলা বোর্ডের স্যানিটেরী ইন্‌স্পেক্টর লোক ভাল, কিন্তু ওষুধ কোথায়? মৃত্যুকে ঠেকাইবার পথ না পাইয়া কৃষকরা আশ্রয় নিয়াছে অন্ধ কুসংস্কারের। সন্ধ্যার পর গ্রামে গ্রামে নাম কীর্ত্তন আর মাহাতের (গ্রাম্য ওঝা) মন্ত্রের বিকৃত সুর। গ্রাম্য জীবন কয়েক যুগ পিছাইয়া গিয়াছে। সমাজ জীবন অচল হইতে বসিল।

কৃষক যুবক কৃষকপদ এতদিন এই অঞ্চলে কৃষক সমিতি গড়িয়াছে, কৃষকদের দাবী দাওয়া নিয়া লড়াইতে সে ছিল সবার আগে। অনাহার ও মহামারীর সংকটের এই দুর্দ্দিনে আজ আবার সে-ই পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইল। কৃষক যুবকদের সাথে করিয়া কলেরার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সে নামিল। হাটে হাটে স্লোগান করিয়া প্রচার সুরু হইল: "জল ফুটাইয়া খাও! মাহাত তাড়াও! কলেরার টিকা নাও! একে অপরকে সাহায্য কর!" বাধা আসিল অনেক। মাহাতরা ক্ষেপিয়া উঠিল। এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে লোকে ঢুকিতে দিতে চায় না। কাছে বসিতে দেয় না।

এতদিন কলেরা ছিল ভিন্ন গ্রামে। এইবার নিজ গ্রাম জগনৈল-এও কলেরা দেখা দিল। কৃষকপদর হাঁক ছাড়িবার সময় নাই।

সে দিন কৃষকপদ সবে স্লোয়াড় হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। সমস্ত শরীরটা অবশ। বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না। ছেঁড়া মাদুরে সে দেহটা এলাইয়া দিল। সুরু হইল ভেদ বমি। কর্ম্মীদের চেষ্টার অন্ত নাই। কিন্তু ডাক্তার কই, ওষুধ কই? রেল ষ্টেশন ৩০ মাইল দূর, সেখান হইতে জেলার সহর রেলে ১ ঘন্টার পথ। ডাক্তার আনিবার সময় ও সম্ভাবনা কোথায়, টাকাই বা কে দেয়। শত শত মানুষের জীবন বাঁচাইবার জন্য যাহার ছিল অক্লান্ত চেষ্টা আজ তাহারই জীবন বাঁচান গেল না। শেষ রাত্রির অন্ধকারে এ পৃথিবী হইতে তাহাকে বিদায় দিতে হইল। এক সপ্তাহের ভিতর বাপ গেল, ভাই গেল, একে বাড়ীতে পর পর সাতজন মরিল। বাঁচিয়া রহিল শুধু কৃষকপদর বিধবা স্ত্রী।

কুইনাইন থাকিতেও রোগী সারে না!

বগুড়া হইতে কমরেড মিহির মুখার্জ্জী জানাইতেছেন

বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি থানার শতকরা ৮৫ ভাগ লোক আজ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। সোনাতলা ইউনিয়নে লাহিড়ী পাড়া গ্রামে ১৩ ঘর লোকের দেড়ান লওয়া হয় তাহাতে দেখা যায় যে ৭৭ জন লোকের মধ্যে ৬৫ জন ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। সোনাতলা ও বালুয়া ইউনিয়নে ৩৮৭১ ঘর লোকের বাস সেখানে আজ শতকরা ৮৫ জন ম্যালেরিয়ায় ও পাঁড়ড়ায় মরণাপন্ন। জোরগাছা ইউনিয়নে ছিছাড় পাড়া গ্রামে ২৩৩ ঘর লোকের বাস, তার মধ্যে ২০৫ ঘর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। রোজ মারা যাইতেছে ১৷১২ জন করিয়া। সোনাতলা ও বালুয়া ইউনিয়নে প্রতি মাসে ১৯ পাউণ্ড করিয়া কুইনাইন যায়। ১৯ পাউণ্ড করিয়া কুইনাইন থাকিতেও শতকরা ৮৫ জন শয্যাশায়ী! এই সমস্ত কুইনাইন যায় কোথায়? সোনাতলা সরকারী ডাক্তারখানায়, রোজ ৩৫০ হইতে ৪০০ লোক ওষুধ লওয়ার জন্য আসে। তাহাদের কৃষক সমিতির কর্ম্মীরা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় "৩।৪ মাস হইল ওষুধ খাইতেছি অসুখ সারে না পানির ভিতর চিরতা, নিমের ছাল সিদ্ধ করে রং দিলে কি আর ব্যাধি অসুখ সারে?" অথচ জেলার হেলথ অফিসারের সঙ্গে দেখা করিলে তিনি বলেন যে ঐ ডাক্তারখানার জন্য প্রতি মাসে ৯ পাউণ্ড কুইনাইন দেওয়া হয়।

জোরগাছা ইউনিয়নে ছিছাড় পাড়া গ্রামের ৮ মাইলের মধ্যে কোন রেজিষ্টার্ড ডাক্তার বা ডিসপেন্সারী নাই। লোক অভাবে আজ পর্য্যন্ত মাঠের বার আনা ধান মাঠেই আছে।

জনযুদ্ধ

হুগলী জেলার পেয়ারাপুর গ্রাম

ম্যালেরিয়ায় ধ্বংসের পথে

হুগলী জেলার কংগ্রেস ও কৃষক আন্দোলনে পিয়ারাপুর গ্রামের পরিচয় ছোট নয়। এই গ্রামের এক হাজার চাষী একদিন কর্ম্মক্ষম ছিল, তারা সচ্ছবৃত্তভাবে সকল দেশপ্রেমিক কাজে আগুয়ান ছিল। কিন্তু এই পেয়ারাপুরের আজ কি অবস্থা! গ্রামে গেলে মনে হয় শ্মশানে আসিয়াছি। তিন মাসের মধ্যে ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছে ১৫০, তার মধ্যে অর্দ্ধেক শিশু। ঘরে ঘরে লোক মরিতেছে, শ্মশানঘাটে লইয়া যাইবার মত সুস্থ লোক নাই। গ্রামের আশে পাশে ঝোপে-জঙ্গলে মড়া পুড়াইয়া কাজ সারিতে হয়।

হুগলী জেলার বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড কমল চট্টোপাধ্যায় লিখিতেছেন :—আমরা গ্রামে গিয়া দেখিলাম, বর্ত্তমানে ২০০ পরিবারের মধ্যে যারা জীবিত, তারা সকলেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। প্রত্যেক ৫ জনের মধ্যে একজনের ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া। গত তিনমাস ধরিয়া ইহারা ভুগিতেছে, গ্রামের যুবকদের একজনও কর্ম্মক্ষম নাই।

ধান কাটিবার শক্তি নাই

পিয়ারাপুরে ধান হইয়াছে ভালই, কিন্তু কাটিবে কে? যে সমস্ত দিন-মজুর আজও বাঁচিয়া আছে, তারা সর্ব বিছানায় শুইয়া। যে দিন ঘর ছাড়ে এরা ধান কাটিতে যায়, কিন্তু আধ ঘণ্টা পরিশ্রমের পর মাঠের মধ্যেই কাঁপিয়া জ্বর আসে। কর্ম্মীর মালিক বলিলেন: 'গায়ে এমন জোর নাই যে ধান কাটিব। প্রথম দুটো ঘা দিবার পর মূর্ছা যাবার সঙ্গে সঙ্গে এই দেখুন'—তার কাটা আঙ্গুল আমাদের চোখে পড়িল।

মুমূর্ষু পরিবার

একটী বাড়ীতে গেলাম—বুড়ো মদের চাঁদের বাড়ী। সেখানে গিয়া দেখি, মদের চাঁদের স্ত্রী অর্দ্ধোলঙ্গ অবস্থায় মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। মা'র বাঁধিকে ২ বছরের ছেলেটি মার কান্নার সঙ্গে সঙ্গে কাতর স্বরে কাঁদিয়া উঠিতেছে। অন্য পাশে ৫ বছরের ছেলেটি বসিয়া ঘরে কাঁপিতেছে। বুড়ো মদের চাঁদের সবে জ্বর ছাড়িয়াছে, সে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। বুড়ো বলিল, 'তিন দিন আমরা কিছু খাই নাই। আমার বৌ জ্বরের যন্ত্রনায় ছটফট করিতেছে। কি করিয়া তার খড়ের চাল থেকে সর্ব্বস্ব বিক্রী হইয়া গেল, তার কাহিনী মদের চাঁদ বর্ণনা করিল। আমাদের দেখিয়া বৌটী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল: বাবুরা আমাকে বাঁচাও, আমার ছেলেমেয়েদের বাঁচাও!—ঘর চীৎকার যেন মুমূর্ষু বাংলার চীৎকারের মত শুনাইল।

গত তিন মাস ধরিয়া গ্রামের কোন লোক কুইনাইন পায় নাই। কুইনাইনের বদলে মাঝে মাঝে পাইয়াছে মিনকোনা—৬ আনা একটি বড়ীর দাম। সমস্ত বিক্রী করিয়া তাই কিনিয়াছে। এখন পয়সার-অভাবে ঔষধ খাওয়া বন্ধ হইয়াছে। সাবু বালি কিনিবার সামর্থ্য কারুর নাই, ঘরে শুধু জল খাইয়া রোগী দিন কাটায়।

বাংলার সংকট কত ভয়ানক, তার নমুনা এই পিয়ারাপুরেই আমরা পাইলাম। গ্রামজীবন ধ্বংসের মুখে, এই ধ্বংস রোধ করিতে হইলে চাই সকলের সমবেত চেষ্টা।

(একটি মুমূর্ষু পরিবার)

কি ভাবে এ অবস্থা হইল?

গ্রামের গরীব চাষীদের যা জমিজমা ছিল, সব হস্তান্তর হইয়াছে। তারপর ইহারা বিক্রয় করিয়াছে থালা, বাটী, বাসন পত্র। তারপর ঘরের চালের টালি, তারপর তক্তাপোষ, জানালা, কপাট—আজ আর কিছু নাই।

ফকীর মালিক পিয়ারাপুর ইউনিয়নের ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেসী প্রেসিডেন্ট। তিনি বলিলেন :—খাবারের অভাব আরম্ভ হইতেই আমার, সব ভাইয়েরা আলাদা হইয়া গেল। আমি ও আমার ছোট ছেলে, ইহাই আমার সংসার। আমি জ্বরে ভুগিতেছি, ঘরে পয়সা কড়ি নাই—বাসনপত্র বিক্রী করিয়া দিলাম, তাতেই বা ক'দিন চলিবে। তারপর বিক্রী করিলাম বাঁশঝাড়, আমগাছ। আজকের খাবার টুকু ঘরে আছে, কিন্তু কাল কি খাব জানি না।

অন্নাভাবে ১০০ পরিবার ছত্রভঙ্গ

রোগে ভুগিয়া মেয়েদের সন্তান ধারণের শক্তি নষ্ট হইতেছে।

কুড়িগ্রাম হইতে কমরেড রেবা রায় লিখিতেছেন :—

কুড়িগ্রামের নারেবপাড়া গ্রামে ২৫ ঘর লোক, ২৫ ঘরই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। দেখালা গ্রামে ৬০ ঘর লোকের মধ্যে ৫০ ঘরই ম্যালেরিয়ায় কবলে। সিমোরী গ্রামে ২০ ঘরের মধ্যে ৫৪টি শিশু এবং ২৬টী স্ত্রীলোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। গ্রামে বিধবার মত একটী জায়গাও তাদের নাই। কুইনাইনের অভাবে গ্রামবাসী তুলনীপাতার রস খাইতেছে। তুলনীবন উজাড় হইয়া গেল, কিন্তু ম্যালেরিয়া ছাড়িল না।

নীলকমারীতেও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়িয়াছে। লক্ষরের প্রতি বাড়িতে পড়ে ৪ জন ম্যালেরিয়া রোগী। সমগ্র মহকুমায় শতকরা ৮০ জনের ম্যালেরিয়া, ১০ জনের আমাশা, শতকরা ২ জনের ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া (দেরকারী হিসাব)।

শিমুলবাড়ী অঞ্চলে লোক সংখ্যা ৩০০, ইহার মধ্যে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ৬০ জন, শোথ রোগে ভুগিতেছে ৩১ জন, খুজনী পাচড়ায় ২০০ জন। মৃত্যু সংখ্যা :—মেয়ে ১১ জন, শিশু ২৬ জন, পুরুষ ৩৩ জন। রাজবাড়ী মৌজায় ৩০০০ লোকের বাস। প্রতি বাড়ীতে পড়ে ২ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। শোথ রোগে ভুগিতেছে ৫০০ জন। কলেরায় মৃত্যু হইয়াছে ১২০ জনের, তার মধ্যে মেয়ে ৪০ জন, শিশু ২০ জন, পুরুষ ৩০ জন। ম্যালেরিয়া মানুষকে এমন করিয়া ফেলিয়াছে যে গ্রামের বহু মেয়েকে দেখিলে চেনা যায় না যে তারা মেয়ে না পুরুষ। খোঁজ লইলে জানা যায় যে তারা সন্তান ধারণের ক্ষমতা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছে।

গাইবান্ধা অঞ্চলে শতকরা ৯০ জনই ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত। মাঠে ধান কাটার লোক নাই। এখানকার মহিলা সমিতি কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ১ পাউণ্ড কুইনাইন সংগ্রহ করিয়া বিলি করিতেছে। কিন্তু এই সামান্য কুইনাইনে ক'জনের রোগ ঠেকান যাইবে? বেশী কুইনাইনই শুধু চাই তা নয়, খাদ্য, বস্ত্র চাই, এই মুমূর্ষু লোকদের কর্ম্মক্ষমতা ফিরাইয়া আনিতে তাদের অনেকদিনের জন্য বিশ্রাম চাই।

পাবনায় করেকটী অঞ্চলে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্ম্মীরা তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। পোলেনপুর অঞ্চলে ৩০০ পরিবারের সবশুদ্ধ ১৫০০ লোক। তারমধ্যে মাত্র ৩০ জন ক্রি কিচেনের কার্ড পাইয়াছে। মাত্র ৪০টি পরিবারের কিছু ধান জমি আছে, তাও তাদের সমস্ত ধান ইতিমধ্যেই বিক্রী হইয়া গিয়াছে। বাকী পরিবারের অন্ন সংস্থানের কোনো উপায় নাই। ১৫০০ লোকের মধ্যে ৪০০ মেয়ে, ২০০ পুরুষ এবং ৩০০ শিশু ম্যালেরিয়া ও ডুপনীতে শয্যাশায়ী। রোগীরা এক বড়ি কুইনাইনও পায় নাই। মেয়েদের মধ্যে খোঁজ নিয়া দেখা গেল ৪০জনের এমন কাপড় নাই যে পরিয়া বাহিরে আসিতে পারে। একটী কাপড় পাইলে ইহারা ২।৩ টুকরা করিয়া ২।৩ জনে তাহা পড়ে। যে সমস্ত মেয়েরা ক্লিনিক কিচেনে আসে, তারা এক টুকরা চট পরিয়া লজ্জা নিবারণ করে।

পরিবার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে যে স্বামী স্ত্রী-পুত্রকে প্রতিপালন করিতে পারে না। কোটে খবর লইয়া জানা গেল যে গত এক মাসে ১০০টি পরিবারে স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়াছে। ইহারা সকলেই সহরের গরীব শ্রেণী। শুধু শালগরিয়ায় ৪০টী একান্নবর্ত্তী পরিবার ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। যে যার নিজের জন্য ভাবিতেছে, পরিবার বাঁচাইবার ক্ষমতা কারুর নাই। সহরের এবং গ্রামের মধ্য হইতে যে সমস্ত মেয়ে অনহার অবস্থায় চলিয়া আসিয়াছে, তারা লাইরেরী হলে, এবং টাউন হলে এবং স্কুলঘরের বারান্দায় পড়িয়া থাকে। এই সব জায়গায় খোলা-খুলিভাবে বেশ্যাবৃত্তি চলিয়া থাকে, এরূপ গুজব সহরে শোনা যায়।

নদীয়ায় প্রায় ৮ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত

নদীয়া জেলায় ১৮ লক্ষ লোকের বাস। ইহার মধ্যে প্রায় শতকরা ৪০ জন লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। ইহার অর্দ্ধেকই কৃষক শ্রেণীর।

ক্ষেতের ধান ক্ষেতেই আছে

চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর মহকুমায় অনেক ক্ষেতে কাটার লোক অভাবে ধান ক্ষেতেই পড়িয়া আছে। ক্ষেতে নজর রাখিবার লোক নাই—কাজেই অনবরত ধান চুরি যাইতেছে। তাছাড়া কাটা ধানও লোকাভাবে মাড়াই হয় না। এবার আপের মণ ১৲ টাকা হইলে কি হয়—বাজারে আধ মণও পাওয়া যায় না। গোমড়কের জন্য গাড়ী টানিবার গরু পাওয়া যায় না।

মহামারীর ফলে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হইতেছে। চুয়াডাঙ্গা মহকুমার বেতবাড়িয়া গ্রাম আজ একেবারে জনশূন্য। ২০টি পরিবার গ্রাম হইতে উঠিয়া গেছে—বাকি সবাই মারা পড়িয়াছে।

কাপড় অভাবে স্কুলে যাওয়া বন্ধ

চুয়াডাঙ্গা মহকুমার মুন্সিগঞ্জ হাইস্কুলে শতকরা ৪০ জন ছাত্রই রোগাক্রান্ত। লিকি ভাল মেয়ে কাপড় অভাবে স্কুলে আসিতে পারে না। ছাত্রীদের অর্দ্ধেক ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত। মেহেরপুর, দামুরহুদা, মুন্সীগঞ্জ, নীলমদিগঞ্জ ও দর্শনা স্কুলের হিসাব হইতে জানা যায়, শতকরা ৩০ জন ছাত্র ঘরের জন্য বার্ষিক পরীক্ষা দিতে পারে নাই। কলেরার হঠাৎ প্রকোপে দর্শনার মেমনগর স্কুল বন্ধ হইয়া গেছে।

কাপড় উৎপাদন কমিয়া গেছে

কুষ্টিয়ার কাপড় কলে শতকরা ৩৫ ভাগ উৎপাদন কমিয়াছে। অর্দ্ধেকের বেশী মজুর সপরিবারে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। দর্শনার চিনির কলের ৩টি ফার্ম্মে ম্যাগাক কলেরার ভয়ে সাঁওতাল কুলিরা ভাগিয়াছে। চুয়াডাঙ্গার রেলের লাইনে কুলির অভাব অভাব হইয়াছে। শান্তিপুর, মেহেরপুর ও কুষ্টিয়ার তাঁতী ও জোলাদের মধ্যে অসুখের দরুণ কাপড় তৈরীর হার কমিয়া গেছে। আগে যেখানে মাসে ১খানি তাঁতে গুড়ে ১০খানা কাপড় উঠিত, সেখানে এখন ১০খানা কাপড় উঠাইতে ৩ মাস লাগে। শতকরা ৬৬ ভাগ উৎপাদন কমিয়াছে।

কুইনাইন চোরাবাজারে

বর্ত্তমান অবস্থায় জেলায় ৩ হইতে সাড়ে ৩ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন দরকার। অথচ সরকার মোটে ৩ শত পাউণ্ড কুইনাইন বিলির বরাদ্দ করিয়াছে। মহকুমাগুলির বহু ডাক্তার কন্‌ট্রোল দরে আর পাউণ্ড করিয়া কুইনাইন পাইয়

চট্টগ্রামের চাবাগানের মজুরদের জয়

চাবাগানকে চালু রাখিবার জন্য মজুর ইউনিয়নের দৃঢ় সংকল্প

মালিকের জুলুম বন্ধ—মজুরদের দাবী হাসিল

অক্টোবর মাসে চট্টগ্রামের চা-বাগানের মজুরদের অবস্থার তদন্ত করিতে কলিকাতা হইতে একজন লেবর অফিসার চ-বাগানে যান। তিনি ইউনিয়নের সহযোগিতায় মজুরদের অবস্থার খুঁটিনাটি অনুসন্ধান করেন। কম মজুরী, খাদ্যাভাব, চিকিৎসাভাব ও কর্তৃপক্ষের নানারকম জুলুমের ফলে কৈরাছড়া, দাঁতমারা, নেপচুন, ডালু প্রভৃতি বাগানের মজুররা মরিতে বসিয়াছিল, বাগানগুলি বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। লেবর অফিসার মজুরদের দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া লইয়া ম্যানেজারকে তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য করেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটও এ বিষয়ে মনোযোগী হন। কিন্তু লেবর অফিসার চলিয়া আসিবার কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, মালিক আপোষের সর্ত্ত রক্ষা করিল না, মজুররা যে অসুবিধার মধ্যে ছিল, সেই অসুবিধার মধ্যেই রহিয়া গেল।

কিন্তু মজুররা ইহাতে ঘাব্‌ড়াইল না। লেবর অফিসে ট্রেড ডিস্পিউট মামলা চলিতে লাগিল, এদিকে মজুররা নিজেদের সংগঠনকে আরো জোরালো করিতে লাগিল। নভেম্বরের ২য় সপ্তাহে মজুররাই 'চা-বাগান রক্ষা কর' সম্মেলন করিল। এই সম্মেলনে শুধু মজুরই নয়, গ্রামের চাষী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সকলে যোগ দিল। আড়াই হাজার লোকের এই সম্মেলন হইতে মজুরদের দাবী সমর্থন করা হইল। ট্রেড ডিসপিউটের পিছনে মজুরদের একতাও জোরালো হইতে লাগিল, তেমনি চট্টগ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরও সমর্থন বাড়িতে লাগিল।

মজুরদের জয়

২৩শে ডিসেম্বর কলিকাতা গেজেটে ট্রেড ডিস্পিউটের যে ফলাফল ঘোষণা করা হইল তাহাতে মজুরদেরই জয় হইয়াছে। মজুরদের সম্বন্ধে সরকারী মজুরী যাহা হইয়াছে, তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে :—

(১) কুড়ির ওজন বাদ দিয়া প্রতিপাউণ্ড পাতা তুলিবার মজুরী এক আনা।

(২) মাটী তোলার মজুরী প্রতি পাঁচ নালে এক আনা, ও ২ আনা।

(৩) জঙ্গল কাটার মজুরী চার নালে এক আনা।

(৪) ক্যাকটরীতে নাবালক মজুর কমপক্ষে পাইবে ৬ আনা রোজ, সাবালক কমপক্ষে পাইবে ১০ আনা রোজ, মেয়ে মজুর পাইবে ৮ আনা রোজ।

(৫) কাঠের গাড়ীর গাড়োয়ান প্রতিদিন ১১ আনা মজুরী পাইবে।

(৬) অদক্ষ মজুর প্রতি দিন ৮ আনা হিসাবে মজুরী পাইবে।

(৭) ডাক্তারখানার যথেষ্ট ঔষধ রাখিতে হইবে, রোগীর থাকিবার বন্দোবস্ত হইবে, উপযুক্ত ডাক্তার থাকিবে। ঔষধ বিনামূল্যে দেওয়া হইবে।

(৮) নিম্নলিখিতভাবে রেশন দেওয়া হইবে :—

প্রত্যেকে সপ্তাহে ৭ সের চাল বা আটা, দুই সের ডাল, আধসের তেল, এক সের লবণ প্রভৃতি পাইবে।

(৯) প্রসূতির জন্য দুই মাস ছুটী দেওয়া হইবে। ছুটীর সময়ে আট আনা রোজ হিসাবে মজুরী ও নিয়মিত রেশন দেওয়া হইবে।

(১০) যারা রোজগার করিতেছে না, তাদের জন্য রিলিফ কিচেন খুলিতে হইবে।

(১১) দাঁতমারা চা-বাগানে যে কাপড় মজুত আছে, তাহা বিনা মূল্যে সকলকে বিতরণ করিতে হইবে।

(১২) চা-বাগানের পতিত জমি বা আছে, তা তুমিহীন মজুরদের নামমাত্র খাজনায় বিলি করিতে হইবে।

এতদিনকার লড়াইয়ে আজ মজুররা প্রত্যক্ষ ভাবে জয়লাভ করিল। মজুররা প্রমাণ করিল যে উৎপাদনের লড়াইয়ে তাদের একতা ও সংগঠনই সব চেয়ে বড় জোর। সেই জোরেই সমস্ত দেশবাসী মজুরের পিছনে আসিয়া দাঁড়ায়, আমলাতন্ত্রও নত হয়, মালিকের বাধা চূর্ণ করা যায়। চট্টগ্রামের চাবাগানের মজুর যা করিতে পারিল, অন্যান্য চাবাগানের মজুররাও কেন তা পারিবে না?

কয়লার অভাবে মিল বন্ধ থাকিবে না

নারায়ণগঞ্জের মজুর উৎপাদন চালু রাখিল

ঢাকেশ্বরী কটন মিল ১৪ দিন কয়লার অভাবে বন্ধ থাকিবার পর ৩৫ ডিসেম্বর আবার কাজ সুরু করিল। কিন্তু কয়েকদিন ভাঙতাবে চলিবার পর আবার প্রত্যেক দিন ৫।৭ ঘণ্টা বন্ধ থাকে। শ্রমিকরা এবার চিন্তিত হইয়া বসিয়া পড়ে নাই—তাহারা ইঞ্জিন ঘরের উপর খবরদারি করিতে লাগিল, কয়লা কি পরিমাণ আছে, বেশী কয়লার পরিবর্ত্তে কাঠ ব্যবহার কেন হইতেছে না ইত্যাদি দেখিতে লাগিল। এবার আর মালিক কয়লা আমদানীর অব্যবস্থার নামে দায়িত্ব এড়াইতে সাহস করেনা—পাছে শ্রমিকরা জেলা ব্যাপী আন্দোলন করে। ২২শে ডিসেম্বর মিল বন্ধ হইয়া গেল। শ্রমিকদের একটি ডেপুটেশনের কাছে ম্যানেজার বলিলেন যে কয়লা ১৫০ মণ নারায়ণগঞ্জে আছে কিন্তু কুলী বা নৌকার মাঝি পাওয়া যায় না বলিয়া আনা সম্ভব হইতেছে না। শ্রমিকরা তৎক্ষণাৎ নিজেদের মধ্য হইতে স্বেচ্ছাসেবক বাছিয়া বিনা পারিশ্রমিকে নিজেরা মাথায় করিয়া, নৌকা বাহিয়া বয়লার ঘরে কয়লা আনিল। তারপর বয়লারে কয়লা বোঝাই করে আর গান গায়—'বয়লারে কয়লা যোগাও কারখানা কর চালন। মজুর তোমার এই হাতিয়ার লড়াই তোমার উৎপাদন'। শ্রমিকদের এই উৎসাহ দেখিয়া অনেক উচ্চ কর্ম্মচারীও তাহাদের কাজে সহযোগিতা করিলেন। পরের দিনও কয়লা নাই। তখন শ্রমিকরাই অগ্রণী হইয়া চিত্তরঞ্জন মিলের শ্রমিকদের সঙ্গে একযোগে উক্ত মিলের ম্যানেজারের নিকট হইতে কয়লা ধার চাহিল। তিনি দুইদিনের কয়লা দিতে রাজী হইলেন। চিত্তরঞ্জন মিলেরা শ্রমিকদের সাহায্যেও তাহারা সেই কয়লা মাথায় করিয়া ঢাকেশ্বরীতে আনিল। দেশের এই দুর্দ্দিনে দৈনিক ১০।১২ হাজার জোড়া কাপড় শ্রমিকরা কিছুতেই হারাইতে দিবে না—শ্রমিকদের উৎপাদনের এই নীতি এবং তার জন্য অক্লান্ত কাজ ওখানকার ম্যানেজার, ইন্‌জিনিয়ার ও অনেক উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীদের মুগ্ধ করিয়াছে। শ্রমিকদের এই নীতির জোরে দাবী আদায় করার শক্তি শ্রমিকের যে প্রবল, এই বিশ্বাস—তাহাদের মনে আসিতেছে। ম্যানেজার আজ সহযোগিতার পথে আসিতেছেন। কিন্তু ঢাকেশ্বরী মিলের মালিকের চোখ এখনো খোলে নাই। দেশবাসীকে বাঁচাইবার জন্য শ্রমিকদের এই উৎপাদন লড়াইয়ে দেশবাসীর প্রবল সমর্থন মিল মালিকের উপর এখনো চাপ দেয় নাই বলিয়া মালিক রক্ষা পাইতেছেন। কিন্তু বেশী দিন ইহা চলিবে না।

একতার পথে গ্যাস-মজুর

গ্যাসমজুররা ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী ইউনিয়ন গড়িয়া তুলিতেছে। তাহারা সম্প্রতি কয়েকটি লড়াইয়ে শুধু ইউনিয়নের ঐক্যের জোরে জিতিয়াছে। তাহারা তাই বুঝিয়াছে—কাজে লাগিয়া থাকিয়া ইউনিয়নের মধ্যে সমস্ত মজুরকে আনিতে পারিলে জুলুম বন্ধ করা যায়—দাবীও আদায় করা যায়।—

কোম্পানীর নিযুক্ত লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার রঘুনাথ রায় ও প্রোডাকশন ফোরম্যান জগদীশ রায় মজুরদের উপর বহুদিন নানা অত্যাচার চালাইয়াছে। ঘুষ দিয়া ভেদসৃষ্টি করার চেষ্টা হইয়াছে। দোল, পুজা ও ঈদের অগ্রিম টাকা পুজা দেওয়া হয় নাই এবং সাইরেন ভাতাও বন্ধ হয়। ইহার বিরুদ্ধে মজুররা ইউনিয়ন শক্তিশালী করিতে লাগিল এবং গণদরখাস্ত লেবার অফিসারের কাছে পাঠাইল। এই সময়ে কোম্পানী পুলিসের সাহায্যে ইউনিয়নের ভাল ভাল কর্ম্মীদের ধমকাইবার চেষ্টা করে—কিন্তু সাহসী মজুররা তাহাতে একটুও দমে নাই কারণ তাহারা জানে ইউনিয়নের সভ্য হইবার ও কাজ করিবার অধিকার প্রত্যেক শ্রমিকের আছে। শ্রমিকদের দৃঢ়তার ফলে লেবার অফিসার আসিয়া তাহাদের দাবী বিবেচনা করিবেন বলিলেন এবং কোম্পানী জগদীশকে তাড়াইবে বলিল। শ্রমিকরা বলিল তাহারা রঘুনাথকেও চাহে না।

গত ৫ই তারিখে রেশনে খারাপ চাউল দিবার ফলে গোলমাল সুরু হয়। লেবার অফিসার, ম্যানেজার ও ২৫ জন শ্রমিক প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনার পর শ্রমিকরা নিজেরাই ১৫০ মণ ভাল চাউল ও ডাউল নিয়া আসে। লেবার অফিসার অগত্যা বলেন যে অন্যান্য দাবীও তাড়াতাড়ি মেটান হইবে। শ্রমিকরা তখন দাবী করে যে অবিলম্বে রঘুনাথ ও জগদীশকে সরাইয়া সমস্ত আলাপ আলোচনা ইউনিয়নের সাথে করিতে হইবে। কোম্পানী রাজী হইয়াছে ইউনিয়নকে মানিতে।

ভাঙ্গিয়া শ্রমিকদের জয়

গত তিন বৎসর ধরিয়া ভারতীয়া ইলেকট্রিক ছিল এণ্ড কোম্পানীর মালিকরা শ্রমিকদিগকে ঈদ ও পুজার সময় ২০ দিনের বেতন বোনাস হিসাবে দিয়াছে। অবশ্য প্রত্যেক বৎসরই হরতাল করিতে হইয়াছিল তাহার পর দাবী মিটিয়াছে। এই বৎসরও তাহারা ঐ বোনাস পায় নাই। অথচ ইউনিয়ন ধর্ম্মঘটের পরিবর্ত্তে উৎপাদন বাড়াইয়া দাবী আদায়ের নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। কাজেই এই নীতির পরীক্ষা উপস্থিত হইল। গত জুন মাসে ইউনিয়ন যখন এই নীতি গ্রহণ করে এবং (১) এক মাসের বেতন বোনাস চাই। (২) এ আর পির শিক্ষা, (৩) ভাল শেলটার, (৩) রেশনিং চালু করা, (৪) ছাটাই মজুরদের কাজে ফিরাইয়া নেওয়া, (৫) সাইরেন এলাউন্স (৬)ওভার টাইমের পয়সা প্রতি সপ্তাহে চাই—বলিয়া দাবী তোলে ও প্রচার চালায় তখন কোম্পানী নানা ভাবে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করিতে থাকে। অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই দাবী গুলি লইয়া আন্দোলন চালানো হয়। এ দিকে কোম্পানীর লোক, ফোরম্যান ম্যানেজার ও পঞ্চম বাহিনীর লোক মিলিয়া ধর্ম্মঘটের উস্কানী দিতে থাকে। বলে "তোমাদের ইউনিয়ন কম্যুনিষ্টদের—উহারা দালাল। উহাদের কথা শুনিও না। ধর্ম্মঘট কর—তাহা হইলে দাবী মিটিবে'। অর্থাৎ ইউনিয়নকে ভাঙ্গিয়া শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ ঢুকাইয়া এবং শ্রমিকদের ভুল পথে চালাইয়া তাহাদের মনে হতাশা সঞ্চার করিয়া তাহারা কাজ হাসিল করিতে চাহিয়াছিল। কোম্পানী শ্রমিক প্রতিনিধিদের "চোর, কুকুর, মিথ্যাবাদী" বলিয়া গালি-গালাজ করিয়াছে। এ, আর, পির দাবীতে বলিয়াছে "শ্রমিক মরিলে আমাদের কি" এবং শেষ পর্য্যন্ত প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলিতে অস্বীকার করিয়াছে, তবুও শ্রমিকরা দালালদের কথায় কান দেয় নাই। উৎপাদন বাড়াইবার নীতিতে, ইউনিয়নের শক্তি বৃদ্ধি করার নীতিতে তাঁহারা উটিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত তাহারাই জয়ী হইল। মালিক আজ ২১ দিনের বোনাস, এ, আর, পি শিক্ষা ও শেল্‌টার তৈরী করিবার ও সাইরেণ এলাউন্স দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। কারখানার ভিতরে উৎপাদন বাড়াইবার জন্য শ্রমিকদের একতা কারখানার বাইরে দেশবাসীর সমর্থন যোগাইয়াছে। দেশশত্রুদের নীতি তাই এমনি করিয়া সর্ব্বত্র সাফল্য লাভ করিবে।

ভ্রম সংশোধন

গত ৩৬শ সংখ্যার 'জনযুদ্ধে' প্রকাশিত জলপাইগুড়ি আত্মরক্ষা সমিতির রিপোর্টে সভ্য সংখ্যা সহরে ১০০০-র জায়গায় ৫০০ হইবে এবং 'জলপাইগুড়িতে ৪টি দুগ্ধ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে'র জায়গায় 'ৎটি দুগ্ধকেন্দ্র খোলা হইয়াছে ও আর ৩টি খোলার পরিকল্পনা আছে হইবে।

গত ৩৩শ সংখ্যার 'জনযুদ্ধ' 'মেদিনীপুরের কৃষক সর্ব্বস্বান্ত' নামে যে রিপোর্ট ছাপা হইয়াছে, তারমধ্যে ৩টি ভুল আছে। এক জায়গায় লেখা হইয়াছে, এবছর যে শতকরা ১২ ভাগ জমিতে ফসল হইয়াছে, তার অর্দ্ধেক বিক্রী হইয়া গেছে।' ইহার বদলে হইবে 'শতকরা ১২ ভাগ ফসল কাটা হইয়াছে, তার অর্দ্ধেক বিক্রী হইয়া গেছে।' এক জায়গায় লেখা হইয়াছে 'শতকরা ৪০ ভাগ ইতিমধ্যেই কাটা হইয়া গেছে, এর অধিকাংশই বিক্রী হইয়া জেলার বাইরে গেছে।' ইহার বদলে হইবে 'শতকরা ৪০ ভাগ ধান কাটা হইয়াছে, তার অনেকখানি বিক্রি ও চালান হইয়া গেছে।' অন্য এক জায়গায় আছে, 'সরকারী আদেশে ৩০শে নভেম্বর হইতে, সমস্ত লঙ্গরখানা বন্ধ হইয়া গেল।' সমস্ত'র বদলে 'বেশীর ভাগ' হইবে।

রিলিফ কর্ম্মীর ডাইরী

(৩এর পাতার শেষাংশ)

যে ইচ্ছামত চাল ধান নেবে আর দর বাঁধবে। এই তো গত বছর এত মহুত নিয়েগী অভিযান হল—আমরা ৫০ হাজার মণ চাল ঠিক সরিয়ে রেখেছিলাম—৪৫ দরের সময় বার করেছিলাম। এখনও হাজার দশ মণ পুরাণো চাল আছে। বহু আলোচনার পর তিনি বলিলেন—এবার আমরা অতটা লাভ করব না। আরে বাপরে, কি লোকটাই না মরছে। গভর্ণমেন্টের নিয়মকানুন যাই হোক না কেন—আমরা নিজেরা ঠিক করি কখন কতদামে, কত মাল ছাড়ব। তা এবার আমরা একটু ভেবে চিন্তে কাজ করব।

মুনাফাখোর চাল ব্যবসায়ী বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই ভাবে যে তারাই চাল ধানের একচ্ছত্র সম্রাট।

ম্যালেরিয়া হলোই বা 'জনযুদ্ধ' চাই

একটি বার বছরের কিশোর। কৃষকের ছেলে। নদীর ওপার থেকে আসিয়াছে প্রতিরোধ পাবলিশিং হাউসে। জ্ঞানবাবুকে দেখিয়াই সে বলিয়া উঠিল—দাদা, আমরা তিন সংখ্যা জনযুদ্ধ পাই নাই। জ্ঞান বাবু তার মারফৎ ঐ গ্রামে কতকগুলি ওষুধের প্যাকেট ও কুইনাইনের পিল পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন আর ভাবিতেছেন—এইটুকু ছেলে, এতগুলো সম্বল কি সামলাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে? "তোমাদের গ্রামে তো ম্যালেরিয়া ক্রমশই বাড়ছে? গত সপ্তাহে কজন মরেছে?" —৪ জন। একটি গ্রামে ৫০০ জন—তার মধ্যে ৪৫০ জনেরই ম্যালেরিয়া। পঞ্চম বাহিনীর ঘাঁটি ছিল। এই ছেলেটি শুরু করে কিশোর বাহিনী। তারপর ১২৫ জন হয় কৃষক সমিতির সভ্য। তারপর শহর থেকে প্রতি সপ্তাহে ১৫ খানা জনযুদ্ধ যায়। স্থানীয় কর্ম্মীরা ভাবিয়াছিলেন—এত অসুখ বিসুখ, জনযুদ্ধ পড়িবে কে? তাই ওষুধের চেষ্টা হইতেছিল ও জনযুদ্ধ পাঠান বন্ধ ছিল। ছেলেটি দুই সপ্তাহ অপেক্ষা করিয়া আর থাকিতে পারে নাই। আজ আসিয়াছে—সে জনযুদ্ধ লইয়া যাইবেই। জিজ্ঞাসা করা হইল—গ্রাহকদের তো সবারই অসুখ, পড়িবে কে? সে বলিল—হলেই বা ম্যালেরিয়া তারা যে বিছানায় শুয়ে শুয়েই জনযুদ্ধের খবর জানতে চায়! সে যাইবার আগে ওষুধ, কম্বল আর জনযুদ্ধ তিনটি জিনিষই শুভাইয়া লইল।

মধ্যবিত্তও দুস্থের পংক্তিতে

ঢাকার একজন মহিলা কর্ম্মীর সঙ্গে পাড়ার একটি বউএর দেখা। এই বউটি ঐ পাড়ার উকিল বাড়ীর মেয়ে। মহিলা কমরেডটি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার হাতে কি ঢাকা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছ?" দেখা গেল লঙ্গরখানার বিচুড়ী। সন্ধ্যাবেলায় যাতে কেউ না দেখিতে পায় এই ভাবে বাড়ীর ছেলেদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করা হইতেছে। ২০টী মেয়েদ্র জনতা। তাহারা বলিতেছে—আমরা আর "ক্ষুধিতের সেবার ভার নাও" গাহিতে গাহিতে ক্যাণ্টিনের রুটী তৈরী করিতে পাইব না? দরাগঞ্জের দুঃস্থ পরিবারদের আর খাইতে দিব না? কি হইবাছে জানিতে চাহিলে বলিল,—আমাদের ক্যাণ্টিন আজ হইতে উঠিয়া গেল। নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশনে টাঙ্গিবাড়ীর জন্য কম্বল লইয়া যাইতেছি। ষ্টীমারের একজন কেরাণী একটী কম্বল লইবেনই। তাঁর যে অয়োজন কত তাহা বুঝাইবার আপ্রাণ চেষ্টা। কিন্তু আমার মনে পড়িল—পিপলস রিলিফ কমিটির পারমিট লইয়া মাল বুকিং করার সময়ও রেল কর্ম্মচারীরা বকশিস লইতে ছাড়েন নাই। রমেন বলিয়াছিল রিলিফের মাল, তবুও টাকা বকশিস দিতে হইল! রিলিফের জন্য প্রতিটি বাঙ্গালী সাধু অন্তর লইয়া অগ্রসর হয় নাই। রেল ও ষ্টীমারের কর্ম্মচারীরা এখনও মুনাফাখোরীদের বে-আইনী কাজে সাহায্য করিতেছে।

রিলিফ আর খাদ্য বিতরণের কাজে যে আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব আর তা সবাইকে এক হইয়া করিতে হইবে—এই কথাটি বুঝানই রিলিফ কর্ম্মীদের যে সবচেয়ে বড় কাজ তাহা পরিষ্কার বুঝিলাম।

জনযুদ্ধ

লালফৌজ দুনিয়ার সেরা

দুনিয়ার সর্ব্বত্র আজ লালফৌজের জয়জয়কার পড়িয়া গিয়াছে। যে জার্ম্মান বাহিনীর নামডাক এত বেশী, যাহার দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপে অজস্র দেশের ঘোড়ারাই থরহরি কম্পমান হইয়া পড়ে, আজ সেই জার্ম্মান বাহিনীর ঘাঁক একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। গত পাঁচ মাসে লালফৌজ একটানা অগ্রসর হইয়াছে, শত্রু করে কবার প্রাণপণ চেষ্টায় লালফৌজকে ঠেকাইতে গিয়া বিপুল ক্ষতি সহ্য করিয়াছে। প্রায় ছয়মাস আগে কুর্স্‌ক্ অঞ্চলে এবং সম্প্রতি কিয়েভের পশ্চিমে কয়েকদিনের জন্য অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, কিন্তু আবার লালফৌজের হাতে ওষুধের মার খাইয়া পলাইতে বাধ্য হইয়াছে। আজ প্রাচীন পোলিশ সীমান্ত হইতে ৪০ মাইল পশ্চিমে লালফৌজের বজ্র অভিযান চলিতেছে। শত্রুপক্ষই হস্তদন্ত হইয়া বার্লিন হইতে খবর দিতেছে যে এইবার লালফৌজ এমন প্রচণ্ড এক নূতন আক্রমণের আয়োজন করিতেছে, যাহার তুলনায় এ পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে তাহা তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। সুইডেন মারফৎ শত্রুপক্ষের খবর আসিতেছে যে পূর্ব্ব রণক্ষেত্রেই যুদ্ধের মীমাংসা ঘটিবে। পশ্চিমে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের ভয় শত্রুর মনে চুকিয়াছে বটে, কিন্তু সে আজ পূর্ব্বের সকল দম্ভ হজম করিয়া বলিতেছে যে বাহাদুর লালফৌজের হাতেই সে আসল আঘাত খাইতেছে।

মান্‌ষ্টাইনের দর্পচূর্ণ

পোলাণ্ডের প্রাচীন সীমান্তরেখা পার হইবার পূর্ব্বে নভ্‌গরোদ ভলিন্‌স্‌কি দখল করার সময় একদিনে ৫০০০ শত্রুসৈন্যকে লালফৌজ নিহত করে। সুচ নদী পার হইয়া এই যুদ্ধের কৃতিত্ব খুবই বেশী। তাহার পর ওলেভস্ক দখল করিয়া লালফৌজ ত্রিশ মাইলেরও বেশী আগাইয়া সার্পি জসেন অধিকারের উপক্রম করিয়াছে। কর্ভে ক হইয়া রোভনোর দিকে লালফৌজের সাঁড়াশীর দ্বিতীয় ফলাটি পোলাণ্ডের মধ্যে ঢুকিয়াছে। জেনারেল ভাটুটিনের সেনাকে রোধ করার শক্তি শত্রুর নাই।

ভাটুটিনের অধিনায়কত্বে লালফৌজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিজয় হইয়াছে। বেদিচেভ কীয়েভের ১০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। এই সুরক্ষিত শহরটী শত্রু হারাইয়া খুবই বিপদে পড়িয়াছে। বেদিচেভের ৫০ মাইল পশ্চিমে পোলোনিয়ে লালফৌজ দখল করিয়াছে। ৫০।৬০ মাইল দক্ষিণে বুগ্‌নদীর উপর তিমিংসা নামে জায়গাটীও প্রায় লালফৌজের হাতে। লালফৌজের এই চমকপ্রদ সাফল্যে শত্রুসেনার পক্ষে পশ্চিমে পলাইবার পথ বন্ধ হইতেছে। জার্ম্মান সেনাপতি মান্‌ষ্টাইনের কৌজ দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে যোগাযোগ রাখার উপায় আর নাই। দক্ষিণ পোলাণ্ড ও রুমেনিয়ার দিকে শীঘ্র পলাইতে না পারিলে জার্ম্মানরা একেবারে ইঁদুরকলে বন্দী হইয়া পড়িবে।

নীপার বাঁকে ষ্টালিনগ্রাদের পুনরভিনয় হইবে

নীপার নদীর বাঁকের মধ্যে এবং দক্ষিণ নীপারকূলে নিকোপোল, নিকোলাইয়েভের মত জায়গায় এখনও শত্রু মাটী কামড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেনাপতি কোনিগেভের নেতৃত্বে লালফৌজ শত্রুকে কিরোভোগ্রাদ হইতে তাড়াইয়া দিয়া নীপার বাঁকের যুদ্ধ জয় করিয়াছে। এখানে চারদিন ধরিয়া তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল, বিশেষ হতুমনামা প্রচার করিয়া কমরেড ষ্টালিন বের্দ্দিচেভ ও কিরোভোগ্রাদের বিজয়ী লালফৌজকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

ষ্টালিনগ্রাদের সম্মুখে জার্ম্মাণদের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, নীপার বাঁকে এবার তাহাদের আরও চরম দুর্দ্দশার উপক্রম দেখা দিয়াছে। ক্রিভয়রগ, নিকোপোলের পতন আসন্ন; শত্রুসেনা আত্মসমর্পণ না করিলে পরিবেষ্টিত হইবে, একেবারে ধ্বংস হইবে। মান্‌ষ্টাইন যদি তাড়াহুড়া করিয়া ওডেসা হইতে নীষ্টার নদী পার হইয়া রুমেনিয়াতে পলাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে, ইহাই জার্ম্মাণদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু ভিনিৎসা হইতে ওডেসার দিকে ভাটুটিনের লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে। রুমেনিয়ার সরকার না কি ভয়ে আঁতকাইয়া উঠিয়া দেশের পূর্ব্বাঞ্চল বেসারবিয়া হইতে বে-সামরিক লোকজনকে সরাইবার হুকুম দিয়াছে। হিটলারীদের বিশ্বাস চূর্ণ করিয়া লাল ফৌজ আজ পূর্ব্ব ইয়োরোপে জনগণের মুক্তিফৌজ বহিয়া চলিতেছে, অত্যাচারীদের বুক তাই দুরদুরু করিতেছে।

ভারতের সাহায্যে চীনের কিশোর

চুংকিঙের নিকট ৮ নং অনাথাশ্রমের অনাথ বালকবালিকারা ভারতের দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ছোট ছোট বন্ধুদের কষ্টে অভিভূত হইয়া একদিন মাংস সব্জী বিনা আহার করিয়া ১,১০০ ডলার বাঁচাইয়াছে। ভারতের ছোট ছোট বন্ধুদের নিকট এই অনাথ বালকবালিকাদের একটী পত্র ও এই অর্থ ভারতীয় ত্রাণ কমিটির অনারারী চেয়ারম্যান মাদাম চিয়াঙ কাইসেক ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন। পত্রটি এইরূপ :—

"ভারতের ছোট বন্ধুরা,

"চীনের ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আমরা তোমাদেরকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাইবার জন্য এই পত্র লিখিতেছি—কারণ তোমাদের দেশে বর্ত্তমানে খাদ্যাভাবের জন্য এক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে এবং যাহার ফলে তোমাদের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ক্ষুধার তাড়নায় তোমরা অখাদ্য খাইতে বাধ্য হইয়াছ বলিয়া অনেকে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। তোমরা এইরূপ দুর্ব্বল হইয়া কিরূপে ক্ষুধা ও ব্যাধিকে বাধা দিতেছ?

"ভারতের ছোট প্রিয় বন্ধু তোমরা, তোমাদের এই অবস্থার আমরা তোমাদের কথা স্মরণ করিতেছি; এবং যখনই তোমাদের কথা মনে হয় তখনই আমরা বড় অস্বস্তি ও লজ্জিত বোধ করি। সেইজন্য আমরা একদিন মাংস ও সব্জী বিনা আহার করিয়া ১,১০০ ডলার উঠাইয়াছি এবং আমাদের মা মাদাম চিয়াঙ কাইসেককে এই অর্থ তোমাদের নিকট প্রেরণ করিতে বলিয়াছি।

"এই অর্থ অতি সামান্য কিন্তু ইহা তোমাদের প্রতি আমাদের গভীর বন্ধুত্বের নিদর্শন। চীন ও ভারত পুরাকাল হইতে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ, সুতরাং এই দুই দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পরস্পর পরস্পরের ভাই বোন। আজ আমরা সুখ ও স্বাধীনতার জন্য একত্রে যুদ্ধ করিতেছি।

"ভারতের ছোট প্রিয় বন্ধুগণ তোমাদের সৌভাগ্য ও সুখ আমরা কামনা করি। আমরা আশা করি ভারতের ও চীনের ছোট ছোট বন্ধুরা সর্ব্বদা পরস্পরকে ভালবাসিবে ও সাহায্য করিবে।"

নাৎসীদের ক্ষমা নয়

সোভিয়েটের বীর কিশোর

গুসিয়াটিনিকভ্‌কে দেখতে সমস্ত গাঁয়ের লোক ভেঙ্গে পড়েছে। ছেলেটা একমনে একটা মুলো চিবুচ্ছে। উত্তোপুকে চুল দেখে তাকে অসাধারণ বলে মনেই হয় না। সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। গুসিয়াটিকিনভ্‌ সে দিকে কানই দেয় না।

অথচ এই ছেলেই শত্রুর একটা দলকে নিশ্চিহ্ন করেছে। গুসিয়াটোনিকভ তার ঠাকুমার সঙ্গে গ্রামে বাস ক'রত। যখন গ্রামটা জার্ম্মানদের দখলে গেল তখন এই দেশপ্রেমিক ছেলে মাথায় একটা ফন্দী আঁটলো। ক্যাসিষ্ট পল্টনের ভারী অনুগত সে—এমনি ভাব দেখাল। তার চালচলন এমন যেন মাথায় গোবর পোরা। কেবল বোকার মত খিল্ খিল্ করে হাসে। গুসিয়াটোনিকভ তার মনিবদের জন্য মদ যোগাড় করেছে। ফাসিষ্টরা ভারী খুসি। মদ খেয়ে ক্রমে তারা বেহামাল হ'য়ে পড়লো।

এই ত' সুযোগ। আস্তে আস্তে মোটর সাইকেলদুটো পুকুরের জলে ডুবিয়ে দিয়ে গুসিয়াটনিকভ্ তাদের হাতবোমাগুলো পকেট থেকে বার ক'রে নিলো। তারপর কাছেই এক লুকানো জায়গায় গেরিলাদের খবর দিল। এদের হাতে ফ্যাসিষ্টদের সাবাড় হ'তে বেশীক্ষণ লাগে নি।

আমেরিকান রাজনীতিক মিষ্টার উইল্‌কি নিজেকে সোভিয়েটের পরম বন্ধু বলিয়া বহুবার প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু পোলাণ্ড, বল্‌টিক দেশগুলি ও ফিন্‌লাণ্ডের অবস্থা কিরূপ হইবে, এ বিষয়ে তিনি সোভিয়েটকে যাচিয়া পরামর্শ দিয়াছেন যে ঐদেশগুলিকে যেন সোভিয়েটের অন্তর্ভুক্ত করা না হয়, নতুবা আমেরিকার লোক চটিয়া উঠিবে। সোভিয়েট সংবাদপত্র যে এই ধৃষ্টতার সমুচিত উত্তর দিয়াছে তাহাতে সব দেশের জনসাধারণ আনন্দ পাইয়াছে। তিনটি বল্‌টিক দেশ সোভিয়েটেরই অন্তর্ভুক্ত; ১৯৪০ সালে বিপুল ভোটাধিক্যে সেখানকার জনসাধারণ সোভিয়েটের সঙ্গে মিলিত হয়। "প্রাভদা" বলিয়াছে যে বহুরূপা মিষ্টার উইল্‌কির পরামর্শ সোভিয়েট চায় না। উইল্‌কি সাহেব কি ষ্টালিনের সম্প্রতি প্রকাশিত বক্তৃতা পড়েন নাই? ষ্টালিন সোভিয়েটের পক্ষ হইতে বলিয়াছেন যে লাটভিয়া লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া, পশ্চিম যুক্রেন ও খেতরাশিয়া (ইহা পোলাণ্ডের প্রাচীন সীমান্তের মধ্যে), মোল্‌দাভিয়া (ইহা এখন রুমেনিয়া দখল করিয়া আছে) এবং কারেলো-ফিনিশ রিপাবলিক (এখানে জার্ম্মাণ ও ফিন সৈন্য মোতায়েন) শীঘ্রই সোভিয়েট রাষ্ট্রে ফিরিয়া আসিবে।

লালফৌজের অগ্রগতি ও ছদ্মবেশী শত্রুদেরও উভয় সঙ্কট

সোভিয়েট বুলগেরিয়াকে সাবধান করিয়া দিয়াছে যে হিটলারকে সাহায্য করিয়া বাইলে সেখানকার সরকারকে দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। স্পেন সম্বন্ধে ইয়াহার বাহির করিয়া সোভিয়েট বলিয়াছে যে স্পেন হিটলারেরই তাঁবেদার (চার্চ্চিল সাহেবের বন্ধু ভ্যামুয়েল হোর নিশ্চয়ই জানেন), যুদ্ধে স্পেন হিটলারকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে, কিন্তু এ অবস্থা আর বরদাস্ত করা চলিবে না। মিত্র দেশের ভিতরই যাহারা সোভিয়েট

লোক-সংস্কৃতি আন্দোলনে উদয়শঙ্কর

[বাংলার গণসংস্কৃতি আন্দোলনের নেতা কমরেড বিনয় রায় তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে লইয়া দিল্লীতে উদয়শঙ্করের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। গণ-সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁহাদের যে কথাবার্তা হইয়াছিল, এই লেখায় তাহারই বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।]

পাঞ্জাব ঘুরে দিল্লী এসে শুনলাম, বিশ্ব-বিখ্যাত নৃত্যবিদ্ উদয়শঙ্কর কদিন ধরে দিল্লীতে তাঁর নাচ দেখাচ্ছেন। আগেই শুনেছিলাম তিনি শ্রমিক কারখানা, জাতীয় ঐক্য ইত্যাদি নিয়ে নতুন ধরণের নাচ তৈরী করেছেন যা সকলে বুঝতে পারে। দেশের মজুর কৃষকের সামনেও তাঁর নাচ করবার দেখিয়েছেন। তাই দিল্লী এসেই উদয়শঙ্করের সাথে দেখা করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলাম। সাথে সাথেই খবর পেলাম তিনিও আমাদের সাথে দেখা করতে, আলাপ করতে চান।

২৫শে ডিসেম্বর আমি বাংলার শিল্পীদল ও দিল্লীর শিল্পী বন্ধুদের নিয়ে চল্লাম উদয়শঙ্করের সাথে দেখা করতে। দেশের সব চেয়ে বড় শিল্পীর সাথে দেখা করতে চলেছি, পথে নানা কথাই মনে হচ্ছিল।

'নমস্কার আপনারাই তো আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন' উদয়শঙ্করের মুখে পরিষ্কার বাংলা শুনে মন খুশীতে ভরে উঠলো। মনে পড়ে গেল উদয়শঙ্কর বাঙ্গালী।

আলাপ জমে উঠলো। সবচেয়ে ভাল লাগলো ওঁর সহজ সরল কথা বলার ভঙ্গি ও নিরহঙ্কার ব্যবহার। নিজেই চেয়ার টেনে সকলের মাঝে এসে বসলেন, যেন আমরা সকলেই ওঁর বহু দিনের পরিচিত। আমি একে একে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলাম। ট্রাম শ্রমিক দশরথ লালের পরিচয় পেয়ে ওঁর চোখ খুশীতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

আমরা কি কি করেছি জানতে চাওয়ায় বাংলার অনাহার, মহামারী, মজুতদারী চক্রান্ত আমরা কেমন ভাবে নাচ, গান, নাটকের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি তা বল্লাম। শুনে খুশী হয়ে আমাদের অভিনন্দিত করে উদয়শঙ্কর বল্লেন—"দেশের লোকের সুখ, দুঃখ নিয়ে এমনি সহজ সরল নাচ, গান, নাটকই আজকাল দরকার। আমিও কিছু কিছু করার চেষ্টা করছি। আলমোড়ার (উদয়শঙ্করের নাচের শিক্ষাকেন্দ্র) দশহরার দিন আমি খোলা ময়দানে 'রামলীলার' নাচ দেখিয়েছি—দূর দূর জায়গা থেকে গ্রামের চাষী, কত সাধু সন্ন্যাসী ৫।৬ দিন আগে থেকে আসা সুরু করে। আমাদের 'শো' দেখে তারা যে আনন্দ প্রকাশ করে, যে ভাবে আমাদের আপনার করে নেয়—তা থেকেই আমি বুঝেছি দেশের সাধারণ লোকের জন্য নাচ, গান ইত্যাদি তৈরী করার প্রয়োজন আছে।'

কথা উঠলো লোকশিল্প ও শিল্পীদের নিয়ে। আমি বল্লাম বাংলা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে দশরথ লালের মতই শত শত কবি, গায়ক, নাচিয়ে, যাত্রা নাটকওয়ালা ঘেরিয়ে আসছেন মজুর সংস্কৃতি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দেশে নতুন ধরণের নাচ, গান, নাটকের আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য। এদের শিক্ষিত করে তোলার ভার আমরা আপনার হাতে তুলে দিতে চাই।'

উত্তরে তিনি বললেন—'আমিও আপনাদের মত, এদের জন্য, এই কাজে, আমার সমস্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা একদিন না একদিন কাজে লাগাবো। কিন্তু আজও ঠিক সে অবস্থায় পৌঁছোতে পারি নি, চেষ্টা করে যাচ্ছি। এখনও বেড়শো লোকের একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য অর্থের দিকটা খুবই ভাবতে হয়।' একটু চুপ করে থেকে আবার বল্লেন—'যারা বড়লোক, আমার প্রতিষ্ঠানের খরচ অনায়াসে চালাতে পারেন, তাদের মধ্যে শিল্পের প্রতি দরদ খুব কমই দেখি।' ওঁর কথা শুনে মনে হ'ল, দেশের ধনিক শ্রেণীর উপর অর্থের জন্য নির্ভর করতে যেয়ে যেন সেখানে পুরো ভরসা পাচ্ছেন না; তাই খানিকটা অসহায় ভাব ওঁর কথার ফুটে উঠছিল।

আমি বললাম 'আপনি বাংলাদেশে চলুন। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ লোককে আমরা জড়ো করবো আপনার নাচ দেখাবার জন্য। তারা আপনার কেন্দ্র চালানোর জন্য দেবে দু'পয়সা, চার পয়সা, এক আধ সের ধান, চাল—আপনাকে তাদের নিজেদের শিল্পী মনে করে আপনার প্রতিষ্ঠানের খরচ চালানোর ভারের অংশ তারাও নেবে।'

মনে হ'ল এটা তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছে। তিনি জানালেন এবারকার সফরের প্রোগ্রাম সবই ঠিক হয়ে গিয়েছে, তাই আগামী বারে আমাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করবেন। সঙ্গে সঙ্গে বল্লেন—আপনি আমাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন, মাঝে মাঝে সব খবর দিয়ে রাজেনকে (ওঁর ছোট ভাই, প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার এঁর ওপর) চিঠি লিখবেন।' এর পর নিমন্ত্রণ জানালেন—'আপনি বাংলাদেশের এই নতুন শিল্পীদের একদল ও বাংলাদেশের বিভিন্ন ধারার লোকশিল্পের নমুনা নিয়ে একবার কিছুদিনের জন্য আলমোড়ার আমাদের কেন্দ্রে আসুন। দেশের নতুন নাচ, গান, নাটকের আন্দোলনে আমিও যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চাই।'

চারিদিকের মৃত্যু, মহামারী, ধ্বংসের ঘন অন্ধকারের মধ্যেও সেদিন নতুন আশা ও বল নিয়ে ফিরে এলাম।

রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি চাই

দিনাজপুরে শত শত কণ্ঠের মিলিত দাবী

দিনাজপুর রাজনীতিক বন্দীদের ভুলে নাই। প্রায় ১০ বছর পার হইয়া গেল দিনাজপুরের পাঁচ জন শ্রেষ্ঠ যুবক—হিলি ডাকাতী মামলার হবিকেশ ভট্টাচার্য্য, সত্যব্রত চক্রবর্ত্তী ও সরোজ বসু, বন্না ডাকাতী মামলার নরেন ঘোষ ও দীনেশ দাস আজও কারাপ্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ। এই দশ বছরে দুনিয়ার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, তাঁহারা সন্ত্রাসবাদী মত ও পথ ত্যাগ করিয়া সুস্পষ্ট ঘোষণা দিলেন, বাংলার অনাহার ও মহামারীর এই ঘোর দুর্দ্দিনে দেশবাসীর পাশে দাঁড়াইয়া দেশসেবা করিবার আকুল আবেদন জানাইলেন তবু তাঁহাদের মুক্তি মিলিল না। দিনাজপুরবাসী তাই মিলিত কণ্ঠে আওয়াজ তুলিয়াছে—এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মুক্তি চাই, বাংলার সমস্ত ভূতপূর্ব্ব সন্ত্রাসবাদী বন্দীদের মুক্তি চাই।

কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে পাড়ায় পাড়ায় বন্দী মুক্তি স্লোগান সপ্তাহব্যাপী প্রচার করিয়াছে, গণ দরখাস্তে সহি নিয়াছে। কংগ্রেসসেবীরা সহি দিয়াছেন, মহাসভাপন্থীরাও সহি দিয়াছেন, মুসলিম লীগ আন্তরিক সহানুভূতি জানাইয়াছেন।

সপ্তাহের শেষ দিন ৫ই জানুয়ারী এক বিরাট মিছিল ও সভা হইয়াছে। রিক্সা চালক, বিড়ি মজুর, ছাত্র, কিশোর, মহিলাদের এক মিছিল সহরের রাস্তাগুলি ঘুরিয়া বন্দী মুক্তির দাবী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে। রাস্তার দুইধারেও জানালার জানালায় শত শত নরনারী আন্তরিক সহানুভূতি জানায়। কংগ্রেস ময়দানের বিরাট সভায় বন্দী মুক্তির প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই বন্দীমুক্তি আন্দোলন দিনাজপুরে আবার রাজনীতিক চেতনা জাগাইয়া তুলিয়াছে। অনাহার ও মহামারীর বিরুদ্ধে লড়িবার প্রেরণা জাগাইয়াছে।

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

"জনযুদ্ধের" পরবর্ত্তী দুই সংখ্যা বিশেষ সংখ্যা হইবে। প্রতি সংখ্যার দাম দুই আনা হইবে। ১৯শে জানুয়ারীর সংখ্যা 'লেনিন দিবস' সংখ্যা ও ২৬শে জানুয়ারীর সংখ্যা 'স্বাধীনতা-দিবস' সংখ্যা। অবিলম্বে অর্ডার বুক করুন।

ম্যানেজার—জনযুদ্ধ

বাংলার ডাকে পাঞ্জাব সাড়া দিল

বাংলার প্রচার-স্কোয়াডের সভ্যদের ডায়েরী

বাংলার প্রচার-স্কোয়াডের সভ্যদের মধ্যে ছিলেন কমরেড উষা দত্ত ও কমরেড সাধনা গুহ। স্কোয়াড পাঞ্জাবে যে নাটক ও নাচের অভিনয় দেখায় তার মধ্যে এঁদের ভূমিকা ছিল সব চেয়ে উল্লেখ যোগ্য। কমরেড উষার ভূত নৃত্য দেখিয়া পাঞ্জাবের চাষী মেয়েরা কাঁদিয়া আকুল হইয়াছে, কমরেড সাধনার 'শুনো শুনো হিন্দুকে রহনেওয়ালে' গান শুনিয়া জনতা বাংলার সাহায্য তাদের শেষ সম্বল পর্য্যন্ত দান করিয়াছেন। ইহার আগে বাংলার দুর্দ্দশার কথা এমন করিয়া পাঞ্জাববাসীর মনকে নাড়া দিতে পারে নাই। কমরেড উষা ও কমরেড সাধনা 'জনযুদ্ধের' জন্য তাঁদের এক এক দিনের ডায়েরী লিখিয়াছেন। তাঁদের প্রচার কার্য্যের মধ্যে সবচেয়ে সার্থক এবং স্মরণীয় দিনের কাহিনীটাই এই ডায়েরীতে তাঁরা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

পাঞ্জাবের নাভা ষ্টেটের একটী গ্রাম মণ্ডিখুল। এখান হইতে বাংলার জন্য খাদ্য শস্য সংগৃহীত হইয়াছে ৫ হাজার মণ। এখানে যে ভূত নৃত্য দেখান হয়, কমরেড উষা দত্ত তার বিবরণ দিতেছেন :—

দুপুরবেলা খোলা জায়গায় মেয়েদের জন্য অভিনয়ের বন্দোবস্ত। প্রায় তিন হাজার মেয়ে উপস্থিত। তার মধ্যে কৃষক মেয়েই বেশী। ভূত নৃত্য সুরু হইল। আমাদের পরণে ছিল ঘেড়া, ময়লা সাড়ী, মুখের চেহারাও ছিল ঠিক বুভুক্ষুর মত। দুঃস্থ মেয়ের নাচে আমি যখন তালে তালে ক্ষুধার জ্বালা ফুটাইয়া তুলিতে লাগিলাম, তখন দেখি সমস্ত মেয়ের চোখে জল। আমি নাচের ভঙ্গীতে তাদের কাছে হাত পাতি অন্নের জন্য, তারা নাচের কথা ভুলিয়া গেল, তারা ভাবিল সত্যই যেন বাংলার ক্ষুধিত মেয়েরা আসিয়া তাদের সাহায্য চাহিতেছে। দেখিলাম, মেয়েরা আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। ঠেলাঠেলি করিয়া একে একে উঠিয়া আসিয়া আমার হাতের উপরে যার যা আছে দিয়া যাইতে লাগিল। আমি নাচিয়া যাইতেছি, আর আমারে হাতের উপর টাকা, পয়সা, ধান্য, কাপড়, কাপড়ে বাঁধা গম ক্রমাগত জড় হইতে লাগিল। আমি একবার সেগুলি রাখিয়া দিই, আবার নাচি। ষ্টেজ আর জনতা এক হইয়া গিয়াছে। বৌরা এক গলা ঘোমটা দিয়াই ষ্টেজে আসিয়া আমার হাতে জিনিষ দিতেছে। দূর থেকে ছুড়িয়া দিয়া তৃপ্তি নাই, বুড়িরা কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া আমার কাছে হাজির হইতেছে।

আমি নাচের অন্য অংশে ভুলিয়া গেলাম, মজুতদার পর্দ্দার আড়ালে অপেক্ষা করিতেছে, তার প্রবেশ করিবার কথা—কিন্তু তা বন্ধ রহিল, আমি থামিতে পারিলাম না, ক্রমাগত মেয়েরা আমার কাছে আসিতেছে, আমিও বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একই নাচ দেখাইয়া যাইতেছি—দুঃস্থ মেয়ের কাতর আবেদন। বোধ হয় সভার এমন একটী মেয়ে ছিল না, যে আমার হাতে আসিয়া কিছু দিয়া যায় নাই। আমার মনে অপূর্ব্ব আনন্দ হইল, বাংলার ডাক পাঞ্জাবের মেয়েদের মনে আমি পৌঁছাইয়া দিতে পারিয়াছি।

কমরেড সাধনা গুহ লিখিতেছেন :—মণ্টগোমারী জেলার হবিলি গ্রামে সেদিন রাত্রি ৮টায় সময় আমাদের অভিনয় আরম্ভ হইল। সারাদিন ধরিয়া সেদিন কিষাণ সম্মেলন, কিন্তু তার পরেও অভিনয় দেখিবার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। আমরা যখন কোরাসে গান ধরিলাম, 'দুনিয়া দুনিয়া কেয়া হোগী, জিস্ দুনিয়ামে খয়রাত নাহেঁ', তখন চাহিয়া দেখি সমগ্র জনতার মুখে চোখে উৎসাহ। অভিনয়ের শেষে আমি যখন বাংলার জন্য সকলকে ডাক দিয়া গান ধরিলাম, 'শুনো হিন্দুকে রহনেওয়ালো', তখন লোকে চোখের জল সামলাইতে পারিল না। এমন একটী লোকও ছিল না, যার চোখ শুক্‌না ছিল। রাত ১২টায় অভিনয় শেষ হইল, কিন্তু লোকে চলিয়া যেতে না। এক এক করিয়া তারা ষ্টেজে আসিয়া যার যা দিবার আমাদের কাছে দিয়া যাইতে লাগিল। আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল একটী বুড়ো লোক। কাঁপিতে কাঁপিতে সে তার একমাত্র সম্বল ১০ টাকার নোটটী ষ্টেজের উপর রাখিয়া দিল। মেয়েরাও একে একে আসিয়া টাকা, গরম কাপড় দিয়া যাইতে লাগিল। একটী গ্রাম্য মেয়ে আগাইয়া আসিল, সে আস্তে আস্তে কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির করিল ২৪ গাছা হাতীর দাঁতের চুড়ি। তাই আমাদের দিয়া বলিল 'এই নাও, আমার এইই আছে। আমি অতি সামান্য একদর্জ্জির স্ত্রী, আমার দেওয়ার মত আর কিছুই নাই। এই দিয়া তোমরা আমার বাংলার যে কয়জন ভাই বোনের মান ইজ্জৎ বাঁচাইতে পার, চেষ্টা করিও।' বড় দান বলিয়াই আমরা ইহাকে গ্রহণ করিলাম। শুনিলাম, পাঞ্জাবের মেয়েরা স্বামী বাঁচিয়া থাকিতে এই চুড়ি খোলে না। ইহা তাদের এয়োরীর চিহ্ন। কিন্তু বাংলার ভাই বোনদের ইজ্জৎ-এর কাছে সে সংস্কারও আজ কিছু নয়, এমনি ভাবেই তারা বাংলার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

কমিউনিষ্ট পার্টি এঁদের হারিয়েছে

শিউড়ির কমরেড রাধাশ্যাম মারা গিয়াছেন। ইনি ভূমিহীন কৃষক ছিলেন—বে-আইনী অবস্থায় পার্টির মেম্বর হন। গুপ্ত অবস্থার নিতান্ত দুরবস্থার মধ্যেও রাধাশ্যাম পলাতক বন্ধুদের জায়গা জোগাড় করিয়াছেন—পরিবারের লোককে অনাহারে রাখিয়া তাহাদের খাওয়াইয়াছেন। তাঁহার গ্রামের প্রত্যেকটী কৃষক কৃষক সমিতির মধ্যে—ঐ অঞ্চলের বহু কৃষককে তিনি পার্টির মধ্যে আনিয়াছেন, তিনটি কৃষক সেল গড়িয়াছেন। মৃত্যুর সময় তিনি মা, ছোট ছোট ভাই বোন ও স্ত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। মরিবার আগেও তাহাদের বলিয়া গিয়াছেন—"পার্টিই আমার বন্ধু ছিল, তোমাদেরও বন্ধু থাকিবে"।

মজলারপুরের মৃত কমরেড ডাঃ কাশীনাথ সেন ছিলেন পার্টির অনুরাগী। খাদ্য কমিটীর সম্পাদক হিসাবে তিনি ওখানকার লঙ্গরখানায় দৈনিক ৮।৯ শত লোককে খাওয়াইবার কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ছাত্রদের মধ্যে সংস্কৃতি প্রচারে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তাঁহার প্রেরণায় ছাত্ররা অভিনয় করিয়া যে টাকা তোলে তাহা শিশুদের দুধ বিতরণের কাজে লাগান হয়। মল্লারপুর বাজারে যে কোন কাজে ডাকিলে তিনি আগাইয়া আসিতেন।

বীরভূম জেলার কবিরাজপুর গ্রামের কমরেড পশুপতি সাহা ডবল নিউমোনিয়া রোগে ভুগিয়া মারা গিয়াছেন। তিনি নিজে বহুবার দেশের জন্য নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন। পার্টির প্রতি তাঁর অসীম নিষ্ঠা ছিল। দারুণ খাদ্য সংকটের সময়ও তিনি পার্টির ১জন আটপৌরে কর্ম্মীকে খাওয়াইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর বিধবা স্ত্রী ও নাবালক কয়েকটি ছেলেমেয়ে রাখিয়া গিয়াছেন।

ফরিদপুর জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠক কমরেড ধীরেন বিশ্বাস গত ১২ই ডিসেম্বর ফরিদপুর জেলে কলেরা রোগে মারা গিয়াছেন। রাধাগঞ্জ আর্টেষ্টেশন ক্যাম্প পুড়ানো মামলায় তিনি গ্রেপ্তার হন।

দিনাজপুরের ১নং শিবরামপুর ইউনিয়নের কমরেড মহেশ্বর বর্ম্মন ডবল নিউমোনিয়া রোগে গত ২০শে নভেম্বর এবং কমরেড বৃন্দাবন বর্ম্মণ গত ২১শে নভেম্বর কলেরায় মারা গিয়াছেন। এই দুই শ্রেষ্ঠ পার্টি সভ্যকে হারাইয়া স্থানীয় পার্টি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

গত ৩০শে ডিসেম্বর পূর্ব্ব কলিকাতার ইউনিয়ন স্কুট সেলের কমরেড রেণু চ্যাটার্জ্জীর ১৯ বছর বয়সে টাইফয়েড রোগে মৃত্যু হইয়াছে। তাঁর অন্য দুই ভাইও পার্টি সভ্য।

আসামের লামডিংএর কমিউনিষ্ট রেল মজুর কমরেড ফণী মজুমদার গত ৯ই ডিসেম্বর বসন্ত রোগে মরিয়া গিয়াছেন। মারিয়ামিতে এই কমরেড ইউনিয়নের শাখা গঠন করিতেছিলেন। কিন্তু সে কাজ সম্পূর্ণ করিতে পারার পূর্ব্বেই তাঁর মৃত্যু হয়।

জলপাইগুড়ির দেবীগঞ্জ থানার ৪নং ইউনিয়নের কমরেড প্রাণকৃষ্ণ বর্ম্মণের কলেরা রোগে মৃত্যু হইয়াছে।

নদীয়া জেলার কুড়িয়ার ছাত্র কমরেড সত্য প্রামাণিক ১৯ বছর বয়সে ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছেন। খাদ্য আন্দোলনে ভলাণ্টীয়ার হিসাবে কাজ করিবার সময় তিনি পার্টিতে আসেন। দরিদ্রের ঘরে ও দরিদ্র পল্লীতে তাঁর জন্ম হইয়াছিল। তাই দরিদ্র ও শোষিতের নেতা হিসাবে কমিউনিষ্ট পার্টিকেই তিনি জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইঁহাদের উদ্‌যাপিত কাজ আমরা সমাপ্ত করিব—বীর কমরেডদের মৃত্যুতে ইহাই আমাদের শপথ।

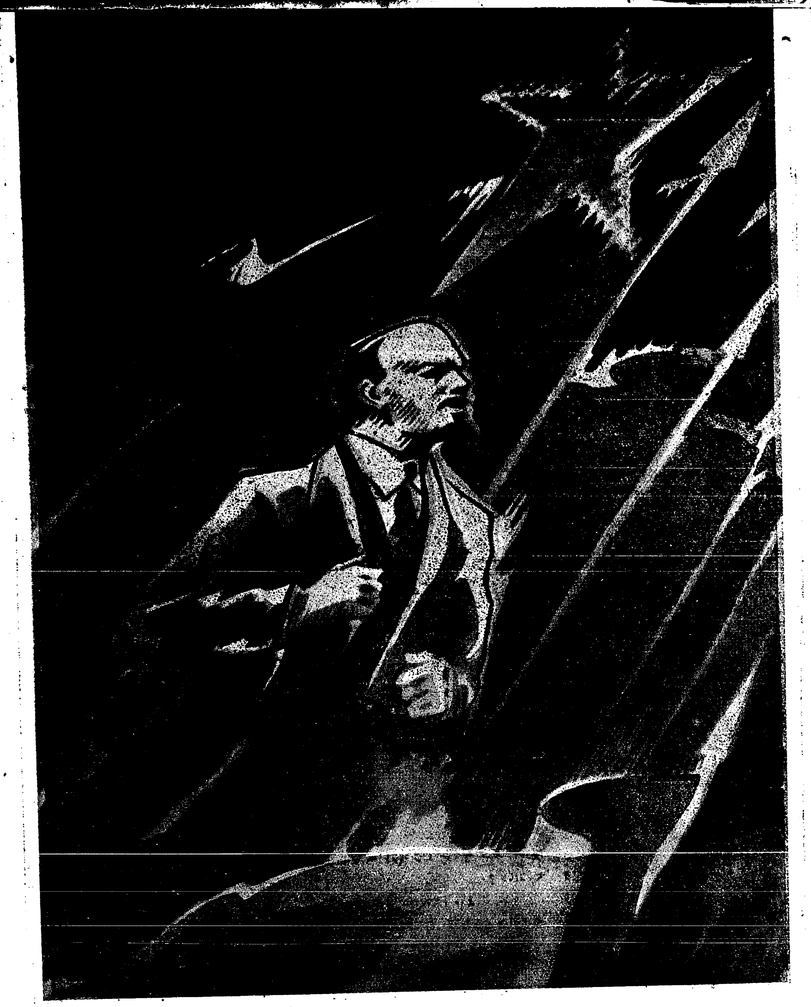

লেনিনের দেহ কবরের মধ্যে সমাহিত—কিন্তু আজ সমগ্র জগতের সামনে আরো মহত্তর রূপে লেনিন প্রকাশিত হইয়াছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নূতন যুগের সন্ধিক্ষণে লেনিনের এই সতেজ মূর্ত্তি লোকের চোখের সামনে এমনি করিয়াই ভাসিয়া থাকিবে। এক নূতন মানব সমাজের নেতা ও স্রষ্টা লেনিন—যত দিন অন্যায়, অত্যাচার ও দাসত্ব হইতে মুক্তির জন্য মানুষের সংগ্রাম চলিবে, ততদিন লেনিনের মৃত্যু নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া লেনিন তাদের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবেন।

* * * * *

কমরেডগণ! ভাইগণ! লাল পতাকা আরো উচ্চে তুলিয়া ধরুন! স্বাধীনতার সংগ্রামে কোনো দ্বিধা যেন আপনাদের না আসে। সর্ব্বহারার পরাজয় নাই—দুনিয়ার সর্ব্বহারা এক হও!

[লেনিনের সমাধির সময় ষ্টালিনের বক্তৃতা হইতে]

জনযুদ্ধ

লেনিন দিবস সংখ্যা

শুধু রুশিয়ায় নয়, সমগ্র জগতের কাছে লেনিন এক বিরাট ঐতিহ্য রূপে দাঁড়াইয়া আছেন। যত দিন যাইতেছে, লেনিন লোকের কাছে মহত্তর হইয়া উঠিতেছেন। রুশিয়ার প্রত্যেক গৃহে আজ লেনিনের মূর্ত্তি, লেনিনের ছবি। কিন্তু শুধু মূর্ত্তি ও ছবির মধ্যেই নয়, তাঁর বিরাট কীর্ত্তির মাঝে, কোটী কোটী শ্রমিকের অন্তরের মাঝে লেনিন অমর হইয়া আছেন। লেনিনের আদর্শ ও দৃষ্টান্ত কোটী কোটী মানুষের প্রাণে প্রেরণা জোগাইতেছে। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় মানুষ উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছে।

[জহরলাল নেহেরু—'পৃথিবীর ইতিহাস' হইতে]

১৯শে জানুয়ারী
৩৮ সংখ্যা
দাম ৵০ আনা

২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মণ্ডল প্রেসে অজিতকুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত।

সম্পাদকীয়

বাংলার নারী

গত ১৩ই জানুয়ারী মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে অসহায়, আশ্রয়হীন, নারী সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কলিকাতায় যে সম্মেলন হইয়াছিল বাংলার আধুনিক ইতিহাসে তাহা এক অভিনব ঘটনা। বাংলার এক নিদারুণ সংকটের প্রতিকারে এই সর্ব্বপ্রথম সমস্ত রিলিফ কমিটি এবং সমস্ত মহিলা সংগঠন একতাবদ্ধ হইয়া সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে যে সহায়-সম্বলহীন দুর্গত নারীদিগকে বাঁচাইবার জন্য অগ্রসর হইব।

গত এক বছর ধরিয়া নিষ্ঠুর লোভী মুনাফাখোর চাউল জমাইয়া, ঔষধ জমাইয়া কেরোসিন ও চিনি জমাইয়া কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটিয়াছে, মুনাফার লোভে বাংলার নব্বই হাজার গ্রামে ধ্বংসের আর্ত্তনাদ সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদেরই মুনাফা এবং মজুতের লোভ পরিবারগুলিকে ভাঙ্গিয়া তছ্ নছ্ করিয়াছে। এই জঘন্য পশুদেরই লোভের সামগ্রী হইয়াছে দুর্গত নারী। চাউল, চিনি মজুত করিয়া যে ঐশ্বর্য্য তাহারা নিজেদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছে সেই ঐশ্বর্য্য লইয়া তাহারা আশ্রয়হীনা রমণীর সতীত্ব লইয়া বেসাতি করিতেছে। এ সর্ব্বনাশ যে বাংলার কত বড় সর্ব্বনাশ সে কথাই ১৩ই জানুয়ারীর সর্ব্বদলীয় মহিলা সম্মেলন দেশের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিল। এই সম্মেলন আহ্বান করিয়াছে গভর্ণমেণ্টকে এবং দেশের প্রত্যেক নরনারীকে বাংলার গ্রামগুলিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বর্ব্বরতার গতি রোধ করিবার জন্য।

এই সম্মেলন সরকারের উদাসীনতার সমালোচনা করিয়াছে বলিয়া একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে "সরকার এই সমস্যা সম্পর্কে কোনরূপ নজর দিতেছে না এই উক্তি ঠিক নহে।" দুস্থ নারী ও তাহার সন্তানদের জন্য ঘর বাড়ীর ব্যবস্থা হইয়াছে, আশ্রয়স্থান গঠন করিয়া আধা সরকারী কমিটী গঠনেরও নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কত নারী বিপন্ন হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে কতজনকে উদ্ধার করা হইয়াছে? দুস্থ নারীদের স্বাভাবিক জীবিকা অর্জ্জনের ব্যবস্থা কতগুলি গ্রামে হইয়াছে? কতগুলি আশ্রয়স্থান তৈরী হইয়াছে এবং তাহার বন্দোবস্তের জন্য কতগুলি আধা সরকারী কমিটি কোথায় কোথায় আছে? এই প্রশ্নের উত্তর সরকারী বিবৃতিতে নাই। এই তথ্য উপস্থিত না করিয়া মন্ত্রীমণ্ডলী এতবড় একটা সর্ব্বনাশের ব্যাপারে বাংলার সমগ্র নারীসমাজের একতাবদ্ধ দাবীর সম্মুখে ছোট একটা বিবৃতি লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন কোন্ আত্মসন্তুষ্টির মোহে? বাংলার শিক্ষিত সভ্যসমাজ জানিতে চায় কজন বর্ব্বর নারী-ব্যবসায়ীকে আসামীর কাঠগড়ায় হাজির করা হইয়াছে? বাংলার সমাজ জীবনে যে ধনী মজুতদার গলিত কুষ্ঠের মত বৃদ্ধি লাভ করিতেছে এবং শেষ পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে তাহার চরম শাস্তির জন্য কটা অর্ডিনান্স হইয়াছে?

১৩ই জানুয়ারীর সম্মেলনে যে অস্থায়ী কমিটী গঠিত হইয়াছে তাহার উপর আজ গুরুতর দায়িত্ব, বাংলার প্রত্যেক সভ্যতাপ্রিয় নরনারী তাহাকে সঠিক কার্য্য-পরিচালনায় সাহায্য করিবে। দুস্থ নারীদের জন্য স্বাভাবিক উপার্জ্জনের ব্যবস্থা এবং আশ্রয়স্থান রচনা করিয়া বর্ব্বরদের হাত হইতে তাহাদের রক্ষা করা তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতির প্রধান অঙ্গ। এই কাজে বাংলার মহিলা সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হইয়া সারা বাংলাকে পথ দেখাইয়াছেন। বাংলার নব্বই হাজার গ্রাম হইতে তাঁহাদের আহ্বানের প্রতিধ্বনি উঠিবে। শুধু মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি নহে, বাংলার যত মহিলা সংগঠন এবং যত মহিলা এ কাজে অগ্রণী হইয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ইহাতে সমান গৌরবের অধিকার। কলিকাতায় মহিলাদের ও রিলিফ কমিটির ঐক্যের যে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এই ঐক্য বাংলার জেলায় জেলায় প্রসারিত হউক।

স্বাধীনতা দিবসের গান

কথা :—হেমাংগ বিশ্বাস
সুর :—হেমাংগ বিশ্বাস ও নির্ম্মল চৌধুরী

জাগো—
দুঃখের রাতের ঘোর তমসা ভেদি
স্বাধীনতা দিবস এল যে ফিরে
শহীদের মৃত প্রাণ শোন করে আহ্বান
করাঘাত হানে তব দ্বারে।

জাগো, জাগো, জাগো, জাগো পুরবাসী
শৃঙ্খলিতা ভারতমাতা কাঁদে মুক্তি পিয়াসী
রুদ্ধ দুয়ারে স্বপন শিয়রে এখনো কি
রবে ঘুমঘোরে।

ভারত জাতির স্বপ্নকামনা
অর্দ্ধশতকের মুক্তিসাধনা
শ্মশাণ চিতায় হয় যে বিলীন
ক্ষুধিতের ক্রন্দন হাহাকারে।

মুমূর্ষু বাংলার এ দুঃখ তাপ
হত দেশপ্রেমে করে অভিশাপ
ঘুচাও এ লজ্জা, ঘুচাও এ পাপ
জাগ্রত একতার হাতিয়ারে।

খাদ্য-সংকটের ফলে

মেয়েদের সমাজ জীবনে ভাঙ্গন

দুঃস্থ মেয়েদের আশ্রয়কেন্দ্র চাই, সমাজ-জীবন পুনর্গঠনের ব্যবস্থা চাই,

কলিকাতায় সমস্ত রিলিফ প্রতিষ্ঠানের মিলিত দাবী

বাংলা জোড়া দুর্ভিক্ষ শুধু যে মৃত্যু ও মহামারীই ডাকিয়া আনিয়াছে তা নয়, এই দুর্ভিক্ষ সবচেয়ে বড় আঘাত হানিয়াছে বাংলার নারী সমাজের উপর। কত দুঃস্থ মেয়ে এক মুষ্টি অন্নের জন্য দেহ বিক্রয় করিতেছে, অভাবের জ্বালায় কত মা নিজের মেয়েকে বেশ্যাবৃত্তি করিতে বাধ্য করিয়াছে, কত মেয়ে অভিভাবকহীন হইয়া অসৎ লোকের প্রলোভনে বেশ্যালয়ে গিয়া আশ্রয় নিয়াছে। কত মা নিজের ছেলেকে ফেলিয়া পালাইয়াছে, এমন কি অভাবের তাড়নায় হত্যা করিয়াও ফেলিয়াছে।

মেয়েদের এই পরিণতি ঠেকাইতে না পারিলে বাংলার সমাজ জীবনে সবচেয়ে বড় ভাঙ্গন আসিবে।

এই কাজে আজকে সমস্ত দেশপ্রেমিক মিলিয়াছে। গত ১৩ই জানুয়ারী মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে কলিকাতায় বিভিন্ন মহিলা প্রতিষ্ঠান ও রিলিফ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের এক সভা হয়। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন, ওয়াই, এম, সি, এ; বেঙ্গল নলিনী সঙ্ঘ, অসীম মহিলা থাদ্য কমিটি, বেঙ্গল রিলিফ কমিটি, পিপলস রিলিফ কমিটি, মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান হইতে প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী এই সভার সভাপতিত্ব করেন।

সভায় সর্ব্বসম্মত দাবী

এই সভায় সর্ব্বসম্মত ভাবে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে বলা হয় যে,

মেয়েদের ধ্বংস হইতে বাঁচাইতে হইলে তাদের জীবন যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু সরকার এখন পর্য্যন্ত এই ভয়ঙ্কর সমস্যার দিকে নজর দেয় নাই। গ্রামের গরীব মেয়েদের জীবন যাত্রার ব্যবস্থা করা, দুঃস্থ মেয়ে ও শিশুদের গ্রামে ফিরাইয়া লইয়া কাজে লাগাইয়া দেওয়া—এই দুইটি কাজ সরকারকে এখনি করিতে হইবে। বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা ও যারা বেশ্যাবৃত্তি করিতে মেয়েদের প্রলুব্ধ করিতেছে তাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা আরো জরুরী কাজ।

এই কাজ করিবার জন্য বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় সরকারকে অবিলম্বে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করিতে হইবে :—

(ক) যাদের অভিভাবক বা আশ্রয় নাই, সেই সব মেয়েদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র তৈরী করা ও তাদের উপযোগী শিল্প শিক্ষা দেওয়া।

(খ) গ্রামের মেয়েদের অন্ন সংস্থানের উপায় করিবার জন্য গ্রাম্য শিল্প সমবায়ের উদ্যোগ করা।

(গ) যারা গ্রাম হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র খোলা ও যেখানে আশ্রয় কেন্দ্র আছে তার সংখ্যা আরো বাড়ান।

(ঘ) অসৎ উদ্দেশ্যে মেয়ের কেনা বেচা যাতে একেবারে বন্ধ করা হয়, তার জন্য আইন তৈরী করা এবং তার কঠোর প্রয়োগের ব্যবস্থা করা। যারা মেয়েদের লইয়া ব্যবসা করিতেছে তাদের কঠোর শাস্তি বিধান করা।

(ঙ) যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গ্রাম্য শিল্প প্রবর্ত্তনের জন্য কাজ করিতেছে, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করিয়া সারা বাংলাব্যাপী গ্রাম্য জীবন পুনর্গঠনের একটি সাধারণ পরিকল্পনা তৈরী করা।

এই প্রস্তাবে সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে আবেদন করা হয় যে জাতির এই ধ্বংসকে রোধ করিবার জন্য সকলে একত্র হইয়া চেষ্টা করিতে হইবে বাংলাতে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হয়। বাংলার আইন সভার সভ্যদের প্রতিও আবেদন জানান হয় যেন তাঁরা এই গুরুতর সমস্যার সমাধানের জন্য সচেষ্ট হন।

অস্থায়ী কমিটী গঠিত

এই সভা হইতে একটি প্রতিনিধিমূলক স্থায়ী কমিটি গঠনের প্রস্তাব হয়—এই কমিটি এই সমস্যার প্রতিকারের জন্য সমস্ত রকম বন্দোবস্ত করিবে। উপস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লইয়া একটী অস্থায়ী কমিটী গঠিত হয়। কমিটিতে ডাঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী, শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, মিঃ জে, কে, বিশ্বাস, প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংহ, মিঃ সারোগী, শ্রীযুক্তা হেমলতা মিত্র, শ্রীযুক্তা সীতা চৌধুরী, কমলা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আছেন।

সভায় বিভিন্ন জননেতা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা বক্তৃতা করেন। প্রত্যেকেই বলেন যে নারী সমাজকে এই ধ্বংস হইতে রক্ষা করা আজকে জাতির সবচেয়ে বড় কাজ।

বঙ্গীয় রিলিফ কমিটী, ফ্রেণ্ডস্ এম্বুলান্স ইউনিট, ও ওয়াই-ডব্লিউ-সি-এ-এর প্রতিনিধিরা বলেন যে, তাঁরা এই কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন।

পিপল্স্ রিলিফ কমিটির তরফ হইতে বঙ্কিম মুখার্জী বলেন যে, বৃদ্ধ, মেয়ে ও শিশুরাই এই খাদ্য সংকটে সবচেয়ে বেশী ধাক্কা খাইয়াছে; কিন্তু তাদের জন্য যে সামান্য আশ্রয়কেন্দ্র করা হইয়াছে, তা তাদের জীবন বাঁচাইবার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। সমস্ত দেশপ্রেমিক প্রতিষ্ঠান মিলিয়া যদি এই অব্যবস্থা ঘুচাইবার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়, তবে আমলাতন্ত্রও চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে না।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এতগুলি প্রতিষ্ঠানের সম্মেলনে আনন্দপ্রকাশ করিয়া বলেন যে এই জরুরী কাজে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মিলন একান্ত দরকার। তিনি এই কাজে পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং যাতে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনও অর্থ দিয়া সাহায্য করে তার জন্য আবেদন করিলেন।

সমস্ত জনসাধারণের চেষ্টা চাই

এতদিন মেয়েদের এই অবস্থা সম্বন্ধে সরকারী মহলে কোনো সাড়া দেখা যায় নাই। কিন্তু এই সভায় এতগুলি প্রতিষ্ঠানের এবং জন নেতাদের মিলিত দাবীর পরেই দেখা গেল সরকারের টনক নড়িয়াছে। তাঁরা নিজেদের সাফাই গাহিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

সংবাদপত্র সমূহেও খাদ্য সংকটের এই ভয়াবহ পরিণতির দিকটা এতদিন তেমন করিয়া লোকের চোখের সামনে তুলিয়া ধরা হয় নাই। কিন্তু এই সভার পর প্রায় সমস্ত সংবাদপত্র মেয়েদের এই সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছে এবং এই সভার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করিয়াছে। কিন্তু শুধু আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। জনসাধারণকে কাজে লাগিতে হইবে, সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মিলিত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে এই কাজে। তা হইলে আমলাতন্ত্রকেও আমরা সক্রিয় করিতে পারিব।

১ম পৃষ্ঠার প্রচ্ছদপট আঁকিয়াছেন
শিল্পী সূর্য্য রায়।

স্বাধীনতা দিবসে কংগ্রেসসেবীরা

বাংলাকে বাঁচাইতে শপথ লও!

বিভিন্ন জেলার কংগ্রেস নেতাদের বিবৃতি

মৃত্যু ও মহামারীর মাঝে এবারের স্বাধীনতা দিবস। জনগণের খাদ্য চলিয়া যাইতেছে মজুতদারের হাতে, রোগীর ঔষধ চলিয়া যাইতেছে চোরাবাজারে। আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া জনগণ খাদ্য পায় নাই, বরং মজুতদারই শক্তিশালী হইয়াছে। এক বছরে আমলাতন্ত্রের অব্যবস্থা ও মজুতদারের কারসাজীর ফলে বাঙ্গালী জাতির একটি অংশ আজ ধ্বংসের মুখে। এই ধ্বংসকে ঠেকাইয়া দেশকে বাঁচান আজ দেশপ্রেমিকদের সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য। জনগণের খাদ্যচোরদের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশপ্রেমিক জনসাধারণের ঐক্য গড়িয়া উঠিলে মজুতদার কোণঠাসা হইবে, আমলাতন্ত্র বাধ্য হইবে মজুতদারকে ছাড়িয়া জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে। খাদ্যের জন্য জনগণের এই ঐক্য গড়িয়া তুলিবার প্রতিজ্ঞাই—এবারে স্বাধীনতা দিবসের প্রতিজ্ঞা। ইহাই দেশবাসীকে মৃত্যু হইতে জীবনের পথে, দাসত্ব হইতে স্বাধীনতার পথে লইয়া যাইবে।

বাংলার বিভিন্ন জেলার কংগ্রেস নেতারা আজ ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছেন। 'জনযুদ্ধ' প্রতিনিধির কাছে তাঁরা স্বাধীনতা দিবস পালন সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তার মর্ম্ম আমরা নীচে প্রকাশ করিলাম।

খুলনার কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ সেন এম-এল-এ, খুলনা জেলা কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস সদর মহকুমা কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস প্রভৃতি দেশবাসীর কাছে এই আবেদন জানাইয়াছেন :—

এবারের স্বাধীনতা দিবসে শুধু অন্তঃসার শূন্য ধ্বনি উচ্চারিত করিয়া কোন লাভ হইবে না—উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় স্থির করিতে হইবে। এবারের স্বাধীনতা দিবসে আমাদের সমস্ত ব্যর্থতা ও হতাশার ভাব ত্যাগ করিয়া জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে ও অসুস্থ ও ক্ষুধার্ত্ত জনগণের মুখে অন্ন তুলিয়া দিবার সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে। আরো সংকল্প নিতে হইবে—আমাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে আমরাই কংগ্রেসকে আইনসঙ্গত করিব, দেশনেতাদের মুক্ত করিব, জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশবাসীকে রক্ষা করিব।

এই সংকল্প লইয়া স্বাধীনতা দিবস পালন করিতে সমস্ত কংগ্রেসসেবী দেশপ্রেমিকদের আমরা আহ্বান জানাইতেছি।

●

রংপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সহ সভাপতি শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বলিতেছেন :—

স্বাধীনতার মন্ত্রদাতাগণ আজ কারারুদ্ধ। কিন্তু স্বাধীনতা বর্ত্তমানে কেবল জাতীয় কংগ্রেসেরই আদর্শ নয়। ভারতের সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানেরই আদর্শ এবং প্রত্যেক ভারতবাসীরই কাম্য। ভারতবাসীর সম্মিলিত দাবী প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা কোন রাষ্ট্রশক্তির নাই। কংগ্রেসকেই আজ অগ্রণী হইয়া সকল রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে ডাকিতে হইবে এবং বলিতে হইবে সমস্ত ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় ঐক্য গঠন কর, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর হাত হইতে বাংলাকে রক্ষা কর। বাংলার জননেতারা যদি এখনও এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে অবহিত না হন, যদি বাংলার ধান চাল দেশের লোকে না পায় বরং বাংলার অধিকাংশ লোক মরিয়া যায়, তবে অর্জ্জিত স্বাধীনতা ভোগ করিবে কে?

বাংলার কংগ্রেস কর্ম্মীদের দেশপ্রেমই আজ বাংলাকে বাঁচাইবে। দলগত ও রাজনীতিগত পার্থক্য ভুলিয়া স্বাধীনতার সংকল্প বাক্য গ্রহণের সাথে সাথে সচেষ্ট হইতে হইবে বাহাতে বাংলার ধান চাল বাঙ্গালীর মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া কতগুলি স্বার্থান্বেষী লোক নিজেদের উদরপূর্ত্তি করিতে না পারে।

বাংলার কংগ্রেস নেতাগণ নিষ্ক্রিয়তা ত্যাগ করিয়া আগাইয়া আসুন, কর্ম্মীরা তাঁহাদের উপদেশের অপেক্ষা করিতেছে।

রংপুর সদর মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মহাতাবউদ্দিন খাঁ :—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আজ বাঙ্গালী জাতিকে বাঁচাইবার সংগ্রামের ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার সংগ্রামের সহিত অভিন্ন। এবারের স্বাধীনতা দিবসে প্রত্যেক দেশপ্রেমিক বাঙ্গালী সন্তানের সংকল্প হউক—জনগণের নিয়ন্ত্রণে দেশবাসীর খাদ্য রক্ষা ও বন্টন এবং সম্মিলিত রিলিফ কার্য্যের মধ্য দিয়া জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলিব।

বাংলার ঘর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উপর

ভারতের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে

নিখিল-ভারত ছাত্র স্কোয়াডের আবেদন

বাংলার প্রকৃত অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া রিলিফের কাজ জোরালো করিয়া তুলিবার জন্য নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন বাংলার আঞ্চলিক ছাত্র স্কোয়াড পাঠাইলেন। ২০শে ডিসেম্বর তামিলনাড়, অন্ধ্র, পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ হইতে ছাত্র ছাত্রীর পাঁচটি রিলিফ স্কোয়াড কলিকাতায় উপস্থিত হইল। এই স্কোয়াডের সভ্যদের মধ্যে ছিল কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট ও ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্র কর্ম্মীরা। আর ইহাদের পিছনে ছিল সকল দল ও সম্প্রদায়ের সমর্থন।

তামিলনাদের স্কোয়াডকে বিদায় অভিনন্দন জানাইবার জন্য ১৭ই ডিসেম্বর মাদ্রাজের নাগরিক ও ছাত্রদের এক বিরাট মিলিত সভায় মেয়র ডাঃ সিয়ামতুম্বা বলিলেন, তোমাদের এই দেশপ্রেমিক প্রচেষ্টার পিছনে রহিয়াছে সর্ব্বশ্রেণীর জনতার পূর্ণ সমর্থন। কংগ্রেস এ্যাসেম্বলি পার্টির লীডার ডাঃ ভাস্যম এবং বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষগণ সকলেই একবাক্যে এই উদ্যমের প্রশংসা করেন।

বাংলাদেশেও এই স্কোয়াড সকল দলের সমর্থন লাভ করিয়াছে। ডাঃ বিধান রায়, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী ও শ্রীযুত কিরণ শঙ্কর রায় প্রভৃতি সকলেই প্রতিনিধি দলগুলির সাফল্য কামনা করিয়া বাণী দিয়াছেন।

পাঁচটী দলে বিভক্ত হইয়া প্রতিনিধিগণ চট্টগ্রাম, ঢাকা, যশোহর, রংপুর, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার ভ্রমণ করিয়া জনসাধারণের শোচনীয় দুর্দ্দশার বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন।

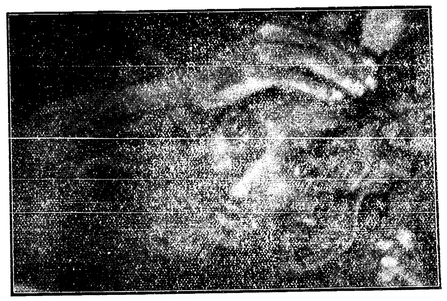

হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীগণ স্বাধীনতা দিবস পালন সম্বন্ধে আলোচনা করিলে তিনি স্থানীয় সমস্ত দেশপ্রেমিকদের যুক্তভাবে স্বাধীনতা দিবস পালন করার প্রস্তাবে সমর্থন করেন। তিনিই ইহার জন্য সকলের কাছে আবেদন পাঠান।

তিনি বলেন যে, খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করাই এখন সবচেয়ে বড় কাজ। জাপানী আক্রমণ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, জাপানের পক্ষে কথা বলা দেশপ্রেমিকদের আদর্শের বিরোধী, জাপান আসিলে আমাদের দেশের অবস্থা আরো খারাপ হইবে।

নোভিয়েটের বিপুল জয়লাভে তিনি উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, সোভিয়েটের জনগণের দৃষ্টান্ত স্বাধীনতা কামী ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করিবে।

সব জায়গাতেই হাজার হাজার নরনারী আগাইয়া আসিয়াছে। চট্টগ্রামের ষ্টেশনে ষ্টেশনে শীতের সকালে ষাট বছরের বৃদ্ধ হইতে দশ বছরের শিশু পর্য্যন্ত অভ্যর্থনার জন্য হাজির হইয়াছে। একমাত্র রংপুর জেলাতেই বিভিন্ন স্থানে ১৬টি জনসভায় স্কোয়াডকে অভিনন্দিত করা হয়। ঢাকায় বার লাইব্রেরী হলে সকল দলের এক সম্মিলিত সভায় শহরের নেতৃবৃন্দ অভ্যর্থনা করেন। এই সভায় বক্তৃতা করেন জেলা জজ জে, সি, দে, কংগ্রেস নেতা শ্রীশ চাটার্জ্জী, হিন্দু মহাসভাপতি গিরিশ বাবু এবং জেলা মুস্লিম লীগের সভাপতি সাহেব। চট্টগ্রামেও শ্রীযুক্ত নেলী সেন গুপ্তার সভানেত্রীত্বে এক বিরাট জনসভায় লীগ, কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট নেতাগণ প্রতিনিধি দলকে সম্বর্দ্ধনা জানান।

সর্ব্বত্রই স্থানীয় ছাত্র সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সাড়া পড়িয়া যায় সব চাইতে বেশী। নিখিল ভারত ছাত্র স্কোয়াডের উপস্থিতি উপলক্ষে মাত্র পাঁচটি জেলাতেই স্কুলে, কলেজে, হাইস্কুলে অধ্যাপক ও শিক্ষকের সভাপতিত্বে মোট পঞ্চাশটি ছাত্র সমাবেশ হইয়াছে।

মুস্লিম ছাত্রদের মধ্যেও যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হয়। ঢাকা মুস্লিম হল ও ফজলুল হক হলের মুস্লিম ছাত্রগণ খোলামনে প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিয়া রিলিফের কাজে সক্রিয় সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেন। এমন কি তিনজন পীরপন্থী ছাত্র প্রতিনিধি দলের সহিত বিপন্ন অঞ্চল ভ্রমণে বাহির হন।

২০শে ডিসেম্বর হইতে ৩রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত বাংলার প্রায় সমস্ত বিপন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া প্রতিনিধিগণ কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ৪ঠা জানুয়ারী এক সাধারণ ছাত্র সমাবেশে তাহাদের মর্ম্মস্পর্শী অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিলেন। আর বিপন্ন বাংলার সাহায্যে সারাভারতের ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করিবার দৃঢ়সংকল্পও সকলেই জানাইলেন।

৫ই জানুয়ারী প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ হইতে আপন আপন প্রদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন আশা ও উদ্দীপনার এক নূতন মনোভাব। তাহারই একটি দৃষ্টান্ত—চট্টগ্রামের কতোয়ালী গ্রামের ধনী জমিদারের বাড়ী, এখানেই প্রতিনিধিদের থাকিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে, বাড়ীতে গোলোকাতিরিক্ত প্রচুর ধান গোলায় মজুত রহিয়াছে। গ্রামের অভ্যর্থনা সভায় জমিদার মহাশয় অবাধ বাণিজ্য চালু রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু স্কোয়াড চলিয়া আসার পরদিনই তিনি তাঁহার সমস্ত মজুত ধান স্থানীয় ধর্ম্মগোলায় জমা দেন। আর গ্রামবাসীদের জন্য বাহির হইতে চাউল কিনিবার জন্য আরও আড়াই হাজার টাকা খেচ্ছায় দিতে রাজী হন।

জেলার নেতৃবৃন্দের বাণী

রফিউদ্দীন আহমদ সিদ্দিকি,
এম, এল, এ—সভাপতি মুস্লিম চেম্বার অব কমার্স ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটী :—

"আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে নিখিল ভারত ছাত্র প্রতিনিধিদল চট্টগ্রামের বিপন্ন অধিবাসীদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলমান অধিবাসী বিপন্নের সাহায্যে আজ মিলিত হইয়াছি……।"

ঢাকা জেলা মুস্লিমলীগের সভাপতি

"কোন একটী পার্টির পক্ষে এই সংকটের সমাধান সম্ভব নয়। সর্ব্বশ্রেণী বিপর্য্যয়ের কবল হইতে নিজেদের রক্ষার জন্য সমস্ত মতভেদ বিসর্জ্জন দিয়া আজ দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলিকে এক হইতেই হইবে।"

ঢাকার কংগ্রেসনেতা শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"…এই মুহূর্ত্তের প্রয়োজন আরো খাদ্য, ওষুধ ও বস্ত্র এবং নিঃস্বার্থ দেশসেবী যুবকদল যাহারা এই সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে।"

রংপুর হিন্দুমহাসভার সহঃ সভাপতি
এক সম্মিলিত আবেদনে বলেন—

"রংপুরের সাহসী সন্তানরা আজ মহামারী ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছে। তুচ্ছ দলগত স্বার্থকে আমরা বিসর্জ্জন দিয়াছি। আমাদের এই প্রচেষ্টায় কংগ্রেস, লীগ, মহাসভা, কমিউনিষ্ট্যার্টি দেশসেবার মহান আদর্শে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে।

প্রতিনিধিদের অভিমত

তামিলনাদ প্রতিনিধিদলের সহিত আসিয়াছিলেন মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজের কংগ্রেসী ছাত্রনেতা মোহন রেড্ডি। গান্ধীজির অনশনের সময় সত্যাগ্রহ করিয়া ইনি কারাবরণ করেন। কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার আগে ইনি বলেন "ভারতের সমস্ত দেশপ্রেমিকদের আজ একথা গভীরভাবে উপলব্ধি করা দরকার যে বাংলার দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলাফলের উপরেই ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ভর করিতেছে।

এলাহাবাদ সিটি কংগ্রেস কমিটির সহসম্পাদক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র লক্ষ্মীকান্ত বর্ম্মা সম্প্রতি কারামুক্তি লাভ করিয়াছেন। ইনি আসিয়াছিলেন যুক্তপ্রাদেশিক প্রতিনিধিদলের সহিত। তাঁহার মত—"রিলিফের কাজই আজ শ্রেষ্ঠ দেশসেবা।"

নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন
সভ্যদের ডায়েরী হইতে

মহামারীর বন্যায় দেশ ডুবিতেছে

সেদিন ২৭শে ডিসেম্বর, গ্রামাঞ্চল ঘুরিয়া আমরা বৈকালে ঢাকা সহরে আসিয়াছি। রাত্রিবেলা একটা মেডিকেল মেসে ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ হইতেছিল—সিদ্ধিগঞ্জ গ্রামে ৬০০০ লোকের মধ্যে ২০০০ লোক অনাহারে ও রোগে মারা গিয়াছে; জীবিতদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন ম্যালেরিয়ার শয্যাগত। মানিকগঞ্জ মহকুমার ধানসার গ্রামে ছয়মাস আগে লোকসংখ্যা ছিল ২০০০। আজ তার সংখ্যা ১৪০০। এর মধ্যে ১২০০ই ম্যালেরিয়া রোগী। পাঁচজুবি গ্রামের শতকরা ৯০ জন ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত। এই আলোচনার সময়েই রেডিওর ঘোষণায় শুনিলাম—বাংলার অবস্থার আশাতীত উন্নতি হইতেছে—ওরাভেল, আমেরীর বক্তৃতার সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি। চোখের সম্মুখে চলচ্চিত্রের ছবির মত ভাসিয়া গেল—সিদ্ধিগঞ্জ গ্রাম, তার বাড়ীর উঠান, এমন কি ভিটা পর্য্যন্ত কবরে ঢাকিয়া গিয়াছে। কবরে এখনও ঘাস গজাইবার সময় পায় নাই—যুবক-বৃদ্ধ, নারী পুরুষ আমাদের পা জড়াইয়া ভিক্ষা চাহিতেছে—কুইনিন দাও বাবু—কুইনিন দাও—বাঁচাও। মনে পড়িতেছিল মাওয়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের কথা। মাত্র তিনটী গ্রামে নভেম্বরে মৃতের সংখ্যা ১৪০, ডিসেম্বরে ৩৫০; জানুয়ারীতে মারা যাইবে অন্ততঃ ৭০০! রাণীগাঁওর লীগ সম্পাদকের কথাও মনে পড়িতেছিল, এগ্রামে জন্মের হার মাসে ২৫, মৃত্যুর হার মাসে ১০০, বিশাল পদ্মার বাঁকে বিশাল সেই যশিসদা গ্রামের চেহারাও বিদ্যুতের মত মনের মধ্যে চম্‌কাইয়া গেল—৬০ ঘর মিস্ত্রির মধ্যে, ৫৬ ঘর হয় একেবারে নিশ্চিহ্ন কিংবা গ্রামছাড়া, যেখানে মাত্র একবছর আগেও করাত আর হাতুড়ির শব্দে আকাশ বাতাস ছিল মুখর ও চঞ্চল, সেখানে দুপুর বেলায় শিয়ালের ডাক আমরা শুনিয়াছি। জীবিতদের মধ্যে প্রত্যেকেই ম্যালেরিয়া রোগী।

"অবস্থার উন্নতি হচ্ছে"—রংপুর জেলায় শতকরা ৫০ জন ম্যালেরিয়া রোগী। নীলফামারী মহকুমায় রোগীর সংখ্যা কোথাও কোথাও শতকরা ৮৫ জন। বদরগঞ্জের এক ডিস্‌পেন্‌সারীতে জানুয়ারী মাসে রোগীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে—৪৩৭০।

বলস্ত মহামারীর রূপ নিয়াছে, মধুপুর গ্রামে এমনকি একটি পরিবারও আমরা দেখি নাই, যেখানে বসন্তের রোগী নাই। কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যা ভয়াবহ। নীলফামারীর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে ৫০টী পরিবারের মধ্যে ৪৪টী পরিবারের মধ্যে প্রত্যেকটী শিশুই মারা গিয়াছে।

চট্টগ্রামে প্রতি দুইজনে একজন ম্যালেরিয়া রোগী, ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৫০ জন ম্যালেরিয়ার শয্যাগত। ফতেহাবাদ গ্রামে কলেরায় দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা—১৫।

কুইনাইন কোথায়?

বাংলার স্বাস্থ্যবিভাগের মন্ত্রী মাত্র ৫০,০০০ পাউণ্ড কুইনিন জেলায় জেলায় পাঠাইয়া এত নিশ্চিত বোধ করিতেছেন যে, আরও ৪৮,০০০ পাউণ্ড কুইনিন তিনি সরকারী গুদামেই মজুত রাখিয়া দিয়াছেন। মানিকগঞ্জে পাঠানো হইয়াছে ২০০ পাউণ্ড, যদিও সে মহকুমায় সর্ব্বদিন প্রয়োজন ১ টন। ঢাকার ধামসার, মাওয়া প্রভৃতি অনেক ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট আমাদের বলিয়াছেন—আজ পর্য্যন্ত একগ্রেণ কুইনিনও বিলির জন্য তারা পান নাই, যদিও ম্যালেরিয়া এ অঞ্চলে ভয়াবহ। রংপুরে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা ১৫ লক্ষ, কুইনিন পাঠানো হইয়াছে মাত্র ৮৫,০০০এর জন্য। ডোমার হাসপাতালে ৫৪০ জন রোগীর জন্য কুইনিন পাঠানো হইয়াছে, আর সেখানে প্রত্যহ ম্যালেরিয়া রোগীর উপস্থিত সংখ্যাই—৬০০। আর্মি অফিসার মিঃ ষ্টুয়ার্টও ১১ই জানুয়ারী বেতার বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছেন—সরকারী কুইনিন নিয়া চোরাবাজার চলিতেছে। আমরা ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি, সরকারী হাসপাতালে কোন ডাক্তার চিরতা, কোয়ালিয়ার জলকে কুইনিন মিক্‌চার বলিয়া বিক্রি করিতেছে।

আড়াইলক্ষ টাকার হর্‌লিক্‌স ও ঔষধ উদ্ধার

কলিকাতা ১২ই জানুয়ারী এ-পি-র খবর—গতকল্য কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগের কর্ম্মচারীগণ বালীগঞ্জ অঞ্চলে একটি বাড়ীতে তল্লাসের সময় মোট প্রায় ২৫৬০০০৲ টাকার হর্‌লিক্‌স ঔষধ উদ্ধার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তল্লাসের সময় তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। উহাদের মধ্যে দুইজন য়ুরোপ। ধৃত ব্যক্তিগণকে অদ্য আলীপুরের (২৪ পরগণা) পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত করা হইলে তাহাদিগকে আরও তদন্ত সাপেক্ষে পুলিশ হাজতে রাখার আদেশ দেওয়া হয়।

সমাজের বনিয়াদ ধ্বসিয়া পড়িতেছে

পাঞ্জাব স্কোয়াডের নেতা সত্যপাল ডাং লিখিতেছেন:

"নারায়ণগঞ্জ মিল এলাকায় নদী পার হইবার জন্য আমরা খেয়াঘাটে আসিলাম, খেয়া নৌকা পড়িয়া আছে, মাঝি নাই, শুনিলাম, মাঝি অসুস্থ, যাত্রীদেরই আজকাল খেয়া বাহিতে হয়। ধামসার ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট বলিলেন, চার আনা জমি এবার লোকাভাবে চাষ হবে না—হলদিয়া ইউনিয়ন বোর্ডে আট আনা জমিই অনাবাদী থাকিবে। এই মজুরের অভাব সর্ব্বত্রই। শুধু তাই নয়, ক্ষুধার জ্বালায় রোগের তাড়নার স্নেহমমতা ভালবাসা পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে।"

পাছে মেয়েকে খাবারের ভাগ দিতে হয়, তাই মা মেয়েকে হত্যা করিয়া রিলিফ কিচেনে আশ্রয় নিয়াছে, ঘটনাটি ঘটিয়াছে চট্টগ্রামের কুদারখানি গ্রামে।

মানিকগঞ্জের পাঁচজুবি গ্রামে একজন অসবস্থা কৃষক মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—স্বামীর তার স্বামী উন্মাদ হইয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানে তার কোনো খোঁজ নাই।

ধামসার গ্রামে তখন শীতের সন্ধ্যা নামিয়াছে গ্রামের পথ দিয়া চলিয়াছি, হঠাৎ খড়ের গাদা হইতে আমরা বীভৎস কান্না শুনিতে পাইলাম, দৌড়াইয়া গিয়া খড়ের গাদা খুঁড়িয়া বাহির করিলাম—একটি পাঁচ বছরের ছেলে—সম্পূর্ণ কঙ্কালসার, কাছেই কিছু গ্রামের লোক উপস্থিত ছিল, তারা পরম নিশ্চিন্তে বলিল—আমরা তো ভেবেছিলাম, আজকে রাতেই শেয়ালে ওকে টেনে খাবে। শিশুটীর বড় ভাই পাশের বাড়ীতে থাকে, তারা সেদিন আধসের চাল সংগ্রহ করিয়া নিজেরাই সবটা খাইয়াছে—সন্মুখে ছোট ভাইয়ের আকুল কান্না সত্বেও ভাত তাকে দেয় নাই।

অনাহার মহামারী যেখানে মানুষের সহজতম প্রবৃত্তিগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে, সেখানে দেশপ্রেমের চিহ্ন কই, জাতীয়তাবাদের ভবিষ্যৎ কই? এই মৃত্যুর বন্যাকে প্রতিরোধ করাই আজ তাই শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদ!

মরণের বিরুদ্ধে জীবনের অভিযান

রংপুরের কাঁঠালবাড়ি গ্রামে ডেমিয়েনকে সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্য এক সভা হয়। সভায় আহ্বান জানানো হইল গ্রামে হাসপাতাল খুলিবার জন্য টাকা চাই। সভার উপস্থিত অধিকাংশই গরীব কৃষক, মধ্যবিত্ত। দেখিতে দেখিতে সভাস্থলেই টাকা, গহনা এবং জিনিষপত্র লইয়া ৩০০৲ টাকা উঠিল। মেয়েরা হাতের বালা এবং কিশোরেরা গায়ের জামা খুলিয়া দিল। বুঝিলাম, বাংলার এই হচ্ছে আসল পরিচয়।

ঢাকার মেডিকেল ছাত্রদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হইয়াছে। তাহারা বলিলেন দু'মাস আগে তারা নিজেদের সামর্থ্য সম্বন্ধে ছিল সন্দিহান ইচ্ছা থাকা সত্বেও তাহাদের সাহস ছিল না। কিন্তু তাদের দেড় মাসের কাজের অভিজ্ঞতা তাদের হতাশাকে দূর করিয়াছে, ঢাকার ছাত্র আন্দোলনে নূতন জীবনের সাড়া জাগিতেছে। আজ পর্য্যন্ত ঢাকা মেডিকেল স্কুল থেকে ৬০ জন ছাত্র তিনটি কেন্দ্রে রীতিমত কাজ চালাইয়া যাইতেছে, এদের একটী কেন্দ্র তেরশ্রী অঞ্চল আমরা দেখিয়া আসিয়াছি এখানকার অবস্থা একেবারেই বদলাইয়া গেছে। মহামারী অবশ্য বন্ধ হয় নাই, কিন্তু অতীতের হতাশার বদলে লোকের মুখে দেখা যায় আত্মনির্ভরশীলতার সংকল্প। আগে কর্ম্মী সেলা ছিল দুষ্কর, আজ ৬০ বছরের বৃদ্ধও কাজ করার জন্য আগ্রহীতা আসিয়াছে। মেডিকেল ছাত্রদের তদ্বিরের ফলে মিলিটারী মেডিকেল অফিসার তেরশ্রীতে হাসপাতাল খুলিয়াছে। স্থানীয় লোকের চেষ্টায় সরকারী ডাক্তারকে বদল করা হইয়াছে। এস্‌, ডি, ও মেডিকেল ছাত্রদের মারফৎ কুইনাইন বিলি করিতে রাজী হইয়াছেন। এই মেডিকেল ছাত্রদের পরামর্শ মতই ভবিষ্যতে চাউল কাপড় বিলি হইবে। মিলিফের কাজ জনসাধারণকে শুধু প্রাণ দান নয়, সাহস দান করিয়াছে। জনসাধারণ বাঁচিবার জন্য আজ সেখানে সংঘবদ্ধ হইতে সুরু করিয়াছে।

মাওয়াতে ৭৩ বছরের বৃদ্ধ ডাক্তার হরেন্দ্রবাবুকে দেখিলাম, তিনি স্থানীয় মেডিকেল ইউনিটের সভ্য। তাঁর উদাহরণ জনসাধারণের মধ্যে নূতন আশা আনিয়াছে, অজ্ঞাত কর্ম্মীদের সঙ্গে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি রোগী দেখিয়া বেড়ান।

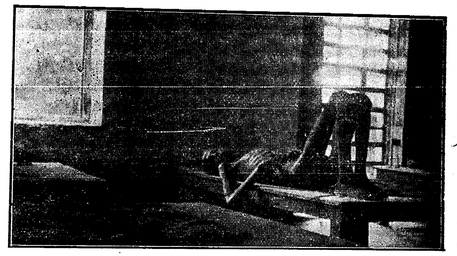

(চট্টগ্রাম রিলিফ হাঁসপাতালের একটি রোগী)

ক্যাম্বেল ছাত্রদের পিছনে কলিকাতার সমগ্র ছাত্রসমাজ

দেশে যখন মহামারী

তখন মেডিকেল স্কুল বন্ধ থাকিতে পারে না

ক্যাম্পবেল স্কুলের সাতজন ধর্ম্মঘটী ছাত্রের উপর বহিষ্কার আদেশের প্রতিবাদে কলিকাতার ছাত্রসমাজ এক বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছে। বড়দিনের ছুটির পর স্কুল কলেজ খোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন প্রত্যেকটি শিক্ষায়তনে সভা এবং সাধারণ ছাত্র সমাবেশের ফলে আন্দোলনের মোড় ফিরিয়া গিয়াছে।

নিখিল বঙ্গ মুস্লিম ছাত্র লীগের নেতৃত্বে কলিকাতার মুসলমান ছাত্র সমাজ অন্যান্য ছাত্র প্রতিষ্ঠানের সহিত মিলিত ভাবে ছাত্র সমাজের সাধারণ অধিকার রক্ষার আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু মুসলমান ছাত্রদের এই মিলিত প্রচেষ্টা কলিকাতার বুকে এমন আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে যে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকাগুলি পর্য্যন্ত তাহাদের উদাসীন্য ছাড়িয়াছেন।

ছাত্রদের এই আন্দোলনের ফল ইতিমধ্যেই দেখা যাইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রদের দাবী মানিয়া লইয়াছিলেন। ১৪ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে জনস্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রীমহাশয় সাতজন ছাত্রের উপর বহিষ্কার আদেশ মুলতুবী রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ক্যাম্পবেল ছাত্রদের দাবীর সমর্থনে ছাত্রদের আন্দোলন জয়যুক্ত হইতে চলিয়াছে। ইহার পিছনে রহিয়াছে কলেজে কলেজে বি, পি, এস, এফ, এ, বি, এম, এস, এল ও এ, বি, এম, এস, এর কর্ম্মীদের মিলিত প্রচেষ্টা কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কোন জননেতা, বিশেষতঃ লীগ সভাপতি মৌলনা আক্রাম খাঁ সাহেব, ব্যক্তিগত ভাবে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও সংগঠণগত ভাবে বাংলার বিভিন্ন দল আজও ছাত্রদের উপর এই আমলাতান্ত্রিক আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বাংলার জনমতকে ছাত্রদের পিছনে সমবেত করিতে আগ্রহীতা আসেন নাই। অবিলম্বে তাঁহাদের সে ত্রুটী দূর করা প্রয়োজন।

কলিকাতার কলেজের ছাত্রদের সমাবেশের ফলেই জয়ের সূচনা হইয়াছে। সমস্ত ছাত্রপ্রতিষ্ঠানের মিলিত প্রচেষ্টায় কলিকাতার সহস্র সহস্র স্কুল ছাত্র ও ছাত্রীদের সক্রিয় সমর্থন সৃষ্টি করুন, বি-পি-এস-এফ মুস্লিম ছাত্রলীগের ও মেডিকেল ছাত্রপ্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে সমস্ত বাংলার ছাত্র-সমাজকে সমবেত করুন, ক্যাম্বেল ছাত্রদের দাবী পূরণের সাথে সাথে ছাত্রদের মৌলিক অধিকারের উপর আমলাতন্ত্রের আক্রমণ চিরদিনের জন্য ব্যাহত হইবে।

দেশনেতাদের চেষ্টা

পরবর্ত্তী সংবাদ এই যে সরকার ক্যাম্বেলের সাতজন ছাত্রের বহিষ্কারের আদেশ স্থগিত রাখার এবং জননেতারা ছাত্রদের দাবী পূরণের জন্য চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অনশনকারী ছাত্রীরা অনশন ভঙ্গ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্করর রায় এক বিবৃতিতে বলেন যে, দেশে যখন এক ভীষণ মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তখন একটা মেডিক্যাল স্কুল বন্ধ করিয়া দেওয়া ও ছাত্রদের দাবী সম্পর্কে জনসাধারণ উদাসীন থাকিতে পারে না। তিনি ব্যাপারটির মীমাংসা করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

মুস্লিম লীগের সভাপতি মোঃ আক্রাম খাঁ ছাত্রদের আশ্বাস দেন যে এই ধর্ম্মঘটের মীমাংসা করিবার জন্য তিনি যথাসম্ভব চেষ্টা করিবেন।

জনযুদ্ধ

আমন ধান কোথায় যাইতেছে?

মালদহ জেলার কমরেড হরকৃষ্ণ পাণ্ডে লিখিতেছেন:—

গত সপ্তাহে চণ্ডিপুর গ্রামে সমস্ত জোৎদারদের এক সভা হয়, সেখানে জুট অফিসারও ছিলেন। সেই সভায় ঠিক হয় যে সমস্ত ধান অবিলম্বে বেচিয়া ফেলিবে। সরকার এখনও ধান কিনিতেছে না বা ধর্ম্মগোলায় মজুতের জন্য কিছুই করিতেছে না, ঠিক এই সময়ই দেখা যাইতেছে যে গ্রাম্য মজুতদারেরা ধান কিনিতেছে। এই সব মজুতদারেরাই 'গতবারে মহাজনদের ধান চালান দিয়াছে। হোসেনা দফাদার ও আসনাটোলার ভ্যানসা মহাজন গতবার ধান কিনিয়াছে। গত সপ্তাহে খবর পাওয়া গেল ওমরপুরে মজিদ মিয়া ধান কিনিতেছে এবং ওমরপুরহাটে চার পাঁচশ মণ ধান সে খরিদ করিয়াছে।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে কোন মহাজন এই সময়ে ধান কেনে না। গত সপ্তাহে নদীশিখ নামক একটি জায়গায় আমাদের একজন কর্ম্মী একজন পাইকারকে ধান বোঝাই করিতে দেখিয়া তাহার কাছে লাইসেন্স চায়। সেই মহাজনটী বলে, "আমার লাইসেন্স নাই, আমার এটী ব্যবসা। মুর্শিদাবাদে এবার ভাল ফসল হয় নাই বলিয়া কিনিতেছি।'

বর্ত্তমানে গ্রামে প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ চাষী ধান উঠাঁয় সঙ্গে সঙ্গে হাটে বেচিতেছে, যে দরে পাইতেছে সেই দরেই বেচিতেছে। কারণ, না বেচিলে তাদের উপায় নাই।

ভ্যাডার হাটের কাছে একটী বন্দর। সেখানে ঢাকার কিছু নৌকা আসিয়াছে ধান লইতে। হাটে একজন কৃষক গল্প করিতেছে—"শীত কাপড় নাই, তাই ধান বেচিতেছি, জানি পরে আমাকেই গতর খাটিয়া ধান কিনিতে হইবে।" এইভাবে ভূমিহীন কৃষকরা নিঃস্ব হইয়া যাইতেছে।

আধীয়ারদের অবস্থা

বাকী ৬০ ভাগের মধ্যে ৪০ জনের ১০।১৫ বিঘা জমি আছে। তারা আধীয়ার। তারা গত ৩ মাসে জোতদার মহাজনের কাছে প্রচুর ধান কর্জ্জ লইয়াছে। এখন মহাজনরা হাটে পুরাণ ধান ছাড়িয়া দর নামাইয়া দক্ষলকে প্রলোভন দেখাইতেছে যাহাতে তাহারা নূতন ধান উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে ঋণ পরিশোধ করে। আধিয়াররাও দেখিতেছে, এখন ধান সস্তা, তাই এখন ঋণ পরিশোধ করিলে পরে আবার ঋণ পাইবে। ফলে আগামী বৈশাখ মাসে তারা একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িবে।

বাহিরের কারবারীর সহিত যোগাযোগ

গত বছর গ্রাম হইতে যাহারা বাহিরের মজুতদারের কাছে ধান চালান দিয়াছিল, তাহাদিগকে আবার সচল দেখা যাইতেছে। তাহারা কলিকাতার মহাজনদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়া কারবার চালাইতেছে। চাচলের হাটে ধান ২৲ মণ বিক্রি হইতেছে, অথচ গ্রামের ভিতর মজুতদারেরা ১০৲ মণ ধান হাঁকিতেছে। গ্রামের ব্যবসায়ীরা ছোট ছোট হাট হইতে ধান কিনিয়া বন্দরে লইয়া যাইতেছে এবং সেখান হইতে গঙ্গা বা মহানন্দা দিয়া বিদেশে চালান দিতেছে। সরকারী আইনে মালদহ জেলা হইতে বাহিরে ধান চালান যাওয়া নিষেধ, অথচ তার জন্য কোনো পাহারার বন্দোবস্ত নাই। গ্রামের পাইকারদের লোকে কিছুই বলিতেছে না, সে তো অবাধ বাণিজ্য চালাইতেছে।

এই অঞ্চলের বন্দর যুক্ত হাট হইতেছে জগন্নাথপুর হাট, চুরামণ হাট, মেহা হাট। এই সব হাট হইতে গত সপ্তাহে ৮০০০ মণ ধান চালান হইয়াছে। তাই দর চড়িয়াছে ১০।১২৲ মণ।

ধান রক্ষা করিবার জন্য আন্দোলন

মজুতদার মহাজনের হাতে ধান চলিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না, ধান রক্ষা করিতেই হইবে—এই আওয়াজ তুলিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীরা প্রচার করিতেছে। সমবায় সমিতি ও ধর্ম্মগোলা গঠনে অনেক জোৎদারকে রাজী করান গিয়াছে। তারা ধর্ম্মগোলার প্রতি মণে একসের ধান দান করিতে ও উদ্বৃত্ত অংশ জমা রাখিতে রাজী হইয়াছে। সমবায় প্রথায় চিনি, কেরসিন, আটা ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের এজেন্সি লইবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। জুট ইন্সপেক্টাররাও এই ব্যবস্থায় রাজী হইয়াছেন। কিন্তু এখনও এজেন্সি পাওয়া যায় নাই। ডেপুটেশনের পর ডেপুটেশন যাইতেছে তবু জুট ইন্সপেক্টাররা টালবাহানা করিতেছে। জনসাধারণ একটি গণ দরখাস্তে সহি করিতেছে। এই দরখাস্ত লইয়া সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন যাওয়া হইবে।

মজুতদারী কারসাজী ব্যর্থ কর

দিনাজপুর হইতে ১২ই জানুয়ারী ইউ-পি প্রতিনিধি খবর দিতেছেন যে, দিনাজপুরের হাটে একটি নামবিহীন ইস্তাহার বিলি হইয়াছে, তাহাতে দাবী করা হইয়াছে যে, যখন অন্যান্য জিনিষপত্রের দাম বেশী, তখন ধান-চালের দামও আরো বেশী হওয়া দরকার।

এই ইস্তাহার কাদের স্বার্থসিদ্ধি করিতে চায়? ধান চালের দাম কমাইবার ফলে সব চেয়ে অসুবিধা হইয়াছে মুনাফালোভী মজুতদারের। তারা কন্‌ট্রোল দরের চেয়ে বেশী দরে চোরাকারবার চালাইতেছে ঠিকই, তবু আইনের আশ্রয়ে থাকিয়াই বেশী দর হাঁকিতে পারিলে তাদের আর কোন ঝঞ্ঝাট পোয়াইতে হয় না।

এই সমস্ত মজুতদার লোককে দেখাইতেছে, তারা চাষী দরদী, চাষীদের মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝি তারা ধান-চালের বেশী দর দাবী করিতেছে। কিন্তু ধানের নিম্নতম দর বাঁধিয়া দিবার জন্য তারা দাবী তোলে না কেন? অন্যান্য জিনিষপত্রের বাঁধা দর চালু করিবার জন্য, বাঁধা দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থার জন্য তারা দাবী তোলে না কেন?

তারা জানে অসহায় চাষীর কাছ হইতে তারা জোর করিয়াই কম দামে ধান চাল কিনিতে পারিবে, শুধু বেচিবার দামটি বেশী হইলেই তাদের স্বার্থ ঠিক থাকে। এই মজুতদারী কারসাজী ব্যর্থ কর! ধান-চালের নিম্নতম দর বাঁধিয়া দিবার জন্য, কাপড়, কেরোসিন, চিনি প্রভৃতি বাঁধা দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য আন্দোলন কর!

কণ্ট্রোলের বিরোধী মহাজন

খরিশালের চাঁদসী ইউনিয়নের কসবা গ্রামে একটি বৈঠক-সভা হয়। জিলা কৃষক সমিতির সহ-সম্পাদক কমরেড দ্বিজেন ঘোষ মহামারীর হাত হইতে বাঁচিবার উপায় ও আমন কনেট্রোলের প্রয়োজনীয়তা যখন বুঝাইতে ছিলেন, তখন একজন মহাজন বলিয়া বসিল "কনট্রোল ত দেশকে মারিল। কনট্রোল না উঠাইলে আর রক্ষা নাই।" তখন একটি জেলে উটিয়া বলিল, "হাঁ, তা' না হইলে আর নিশিকান্ত তার ঘরের শেষ টিন দুইখানি বিক্রী করিয়া চাল কিনিবে কেন? কন্‌ট্রোল উঠাইলে আপনারা পেট মোটা করিতে পারেন, এই ত!"

দুর্ভিক্ষ পীড়িত মেদিনীপুরে

চোরাকারবার পুরাদমে চলিতেছে

তমলুকের একজন কর্ম্মী লিখিতেছেন:—

গত ৯ই জানুয়ারী সকাল ৯টায় রূপনারায়ণ নদী দিয়া ৯ খানি নৌকা এক সঙ্গে পাড়ি দিতেছিল। সন্দেহ ক্রমে তমলুক থানা ২নং ইউনিয়নের গ্রাম্য কুচ কমিটির স্বেচ্ছাসেবকগণ ঐ নৌকা তীরে আনিতে বলায় মাঝিরা নৌকাগুলি তীরে আনে। তখন দেখা গেল যে, উপরে সামান্য আলু ও কফি প্রভৃতি কাঁচা তরকারী, আর ভিতরে চাউল ভর্ত্তি।

মাঝিদের নিকট খোঁজ নিয়া জানা গেল যে ঐ চাউল পাঁশকুড়া থানার দুধকামরার হাটে বোঝাই হইয়াছে। হাওড়া ও ২৪ পরগণার উলুবেড়িয়া ও চন্দ্রণ প্রভৃতি স্থানে লইয়া যাওয়া হইতেছে। নৌকাগুলি তাঁহারা আটকাইয়া রাখেন।

আমরা নৌকাগুলির হিসাব লইয়া বুঝিলাম যে ঐগুলিতে প্রায় ৮০০ মণ চাউল রহিয়াছে। খোঁজ লইয়া জানা গেল দিনে রাত্রে এই ভাবে বহু হাজার মণ চাউল জেলার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে ছিদ্র পথ দিয়া। এই সব কারবারীদের সাইসেন্স নাই। তারা পুরাদমে চোরাকারবার চালাইতেছে।

আমরা গ্রামবাসী ও মহাজনদের নিকট উপস্থিত হইয়া চোরাকারবারীর এই ষড়যন্ত্র বন্ধ করিবার জন্য বলি, অধিকাংশ লোকেই সহানুভূতি প্রকাশ করে। কিন্তু যতক্ষণ না প্রত্যেকটি লোক সচেষ্ট হইয়া উঠিতেছে, ততক্ষণ এই চোরাকারবারীরা ধারণাইবে না। মেদিনীপুরকে বাঁচাইতে হইলে সকলের একতা চাই, সকলের চেষ্টা চাই।

সমবায় ভাণ্ডারের আন্দোলন

রংপুর জেলার ডোমারে সমবায় ভাণ্ডারের আন্দোলনে ক্রমশই আগাইয়া যাইতেছে। সমবায় ভাণ্ডারের শেয়ার বিক্রী হইতেছে। অনেক দেশ-প্রেমিক জমিদার, মহাজন, জোৎদারও এই আন্দোলনে সহযোগিতা করিতেছেন। ৫০ হাজার টাকা মুলধন লইয়া একটি সমন্বায় ভাণ্ডার শীঘ্রই রেজেষ্ট্রী করা হইবে।

বামুনিয়া অঞ্চলে একটি সমবায় ভাণ্ডারের জন্য তিনশত টাকার শেয়ার সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইতেছে। এখানে ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর ও সরকার মনোনীত ফুড কমিটীর কর্ত্তারা সমবায় ভাণ্ডার গঠনে বাধা দিতেছে, কিন্তু গ্রামবাসীরা তাদের প্রচারে কান না দিয়া নিজেদের বাঁচিবার পথ তৈরী করিতে দৃঢ় সংকল্প

২৪ পরগণার গ্রামে সমবায় ভাণ্ডার

২৪ পরগণার দিভোগ গ্রামে একটি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। স্থানীয় বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রলোকেরাও সহযোগিতা করিতেছেন। ৪ জনে ১০০ টাকা করিয়া ৫০০ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ১০ টাকা হইতে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা আরও অনেকের কাছে পাওয়া গিয়াছে। সরবশুদ্ধ ৫০০ টাকার উপর চাঁদার স্বব্যবস্থা ইতিমধ্যে হইয়া গিয়াছে।

আমন রক্ষা প্রচারে কংগ্রেস-কর্ম্মী

বাঁকুড়ার গ্রামে সমবায় ভাণ্ডার

বাঁকুড়া হইতে কমরেড প্রমথ ঘোষ লিখিতেছেন:—

পাত্র সায়ের অঞ্চলের শতকরা ৮০ জন লোক দারুণ অভাবের মধ্যে দিন কাটাইতেছে। তাদের জমি জমা অধিকাংশই ইতিপূর্ব্বে বিক্রি হইয়া গিয়াছে। অপরের জমিতে চাষ করিয়া যারা সামান্য কিছু ধান পাইতেছে, তাদেরও ধান থাকিবে কিনা সন্দেহ। এখানে এখনও আমন ধান কাটা হইতেছে, তাই এখন হইতেই আমন রক্ষার জন্য সকলকে লাগিতে হইবে।

কংগ্রেস কর্ম্মীদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করি, আমন রক্ষার জন্য মতনির্ব্বিশেষে সকলকে এক হইয়া চেষ্টা করিতে হইবে এই কথা আমরা তাঁদের বুঝাই। কয়েকজন কংগ্রেস কর্ম্মী আমাদের কথায় উৎসাহিত হইয়া আমাদের সঙ্গে কাজে লাগিয়াছেন।

হরিহরনারায়ণপুরে গ্রাম ৬ শত কৃষকের একটী সভা হয়। স্থানীয় কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত ধরণীধর সেনগুপ্ত সভাপতিত্ব করেন। তাঁর ও অন্যান্য কর্ম্মীদের বক্তৃতায় সকলে উৎসাহিত হইয়া উঠে। 'আমন ধান' নামে একটী নাটক অভিনয় করা হয়।

এই সভার পর এই অঞ্চলে সমবায় ভাণ্ডার গঠনের জন্য সকলে উটিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। দুইটী ইউনিয়নে ২টী সমবায় ভাণ্ডার গঠিত হইয়াছে। ১০০ টাকার শেয়ার ইতিমধ্যেই বিক্রী হইয়া গিয়াছে। খাঁ পাড়া গ্রামে ধর্ম্মগোলায় ধান জমা হইতেছে।

রংপুরের একটি ইউনিয়নের অবস্থা

গ্রামবাসীর হাতে মাত্র ১ মাসের খোরাক, অথচ ধান যাইতেছে মজুতদারের ঘরে

রংপুর জেলার সাড়াই ইউনিয়নের অধিকাংশ গ্রাম ও কালিগঞ্জ থানার পূর্ব্বাংশ তিস্তার নিকটবর্ত্তী রাজপুর, গোকুণ্ডা, খুলিয়াগাছ, হারাটী প্রভৃতি ইউনিয়নগুলিতে এবার আমন ধানের আবাদ একেবারেই হয় নাই। আগামী মাঘ মাস হইতে দুর্ভিক্ষ সুরু হইবে।

সাড়াই ইউনিয়নের একটি গ্রামের হিসাব লইয়া দেখা গেল, মাত্র ৫ ঘর গৃহস্থের ৫ মাসের খোরাকীর ধান ঘরে উটিবে। বাকী ৬৫ ঘর গৃহস্থের মাত্র ১ মাসের খোরাকী চলিবে। এরূপ অবস্থাতেও এই সব এলাকার বড় বড় হাট যথা—লোহারুচি হাট, মৃগুকীর হাট, সাহেবগঞ্জ হাট ইত্যাদি হাট হইতে প্রচুর পরিমাণে ধান মজুতদারের হাতে চলিয়া যাইতেছে। এই সব এলাকার পার্শ্ববর্ত্তী এলাকাগুলি বাড়তি এলাকা। এই বাড়তি এলাকা হইতে প্রচুর পরিমাণে ধান হাটে আমদানী হইয়া থাকে। কিন্তু পাশের এলাকায় যে লোকের ঘরে একদানা ধান নাই, তার জন্য সেই এলাকার ধান পাঠাইবার কোনো বন্দোবস্ত নাই।

নভেম্বর দিবসে ষ্টালিনের বক্তৃতা

কমরেডস্

আজ সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণ মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ২৬ বার্ষিকী উৎসব পালন করিতেছে। তৃতীয় বারের জন্য দেশরক্ষার যুদ্ধের ভিতরই আমাদের দেশের জনগণ বিপ্লব বার্ষিকীর অনুষ্ঠান করিল।

১৯৪১ সালের অক্টোবরে আমাদের মাতৃভূমিকে বড়ই সংকটের মধ্যে দিন অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। শত্রু তখন রাজধানীর অতি সন্নিকটে আসিয়াছে। স্থলপথে তাহারা লেলিনগ্রাদ ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের সৈন্যেরা পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইতেছে। তাই মস্কোর সম্মুখে শত্রুকে আটকাইতে এবং গুরুতর রকমে আঘাত করিতে আমাদের ফৌজের বিপুল প্রচেষ্টা এবং জনগণের সকলপ্রকার শক্তি সামর্থ নিয়োগ করিতে হইয়াছিল।

১৯৪২ সালের অক্টোবরের মধ্যে মাতৃভূমির বিপদ আরো ঘনাইয়া উঠিল। মস্কোর মাত্র ৭৫ মাইল দূরে শত্রুপক্ষ দণ্ডায়মান, ষ্টালিনগ্রাদের মধ্যে তাহারা ঢুকিয়া পড়িয়াছে এবং ককেশাস পর্বতমালার সানুদেশে তাহারা পৌঁছাইয়া গিয়াছে। কিন্তু সংকটের এমন অন্ধকারের দিনেও আমাদের ফৌজ আর জনগণ মনের বল হারায় নাই বরং দৃঢ়তার সহিত সমস্ত ঝড় ঝাপটা সামলাইয়াছে।

তাহারা দেখিয়াছে যে শত্রুকে প্রতিরোধ এবং পাল্টা আঘাত করার ক্ষমতা তাহাদের আছে। মহান্ লেলিনের আদেশ বিশ্বস্তভাবে পালন করিবার জন্য অক্টোবর বিপ্লবের কীর্ত্তিকে রক্ষা করিতে গিয়া তাহারা সর্ব্বশক্তি ও জীবন অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়াছে। আজ সকলেই জানে লালফৌজ ও জনগণের বলিদান বৃথা যায় নাই।

গত বৎসরের অক্টোবরের দিনগুলি কাটিতে না কাটিতেই আমাদের ফৌজ আক্রমণ সুরু করিল এবং জার্ম্মানদের উপর নূতন ও প্রচণ্ড শক্তিশালী আঘাত হানিতে লাগিল। এই আঘাত প্রথমে ষ্টালিনগ্রাদ, ককেশাস এবং ডনের তীর-মধ্যবর্ত্তি অঞ্চলে পড়ে, তারপরে ১৯৪৩ সালের সুরুতে ভেলিকি লুকি, লেলিনগ্রাদের সম্মুখে এবং ভায়জামা ও ব্রিজেভ অঞ্চলে বিস্তারিত হয়।

সেই সময় হইতে লালফৌজ আর কখনও আক্রমণোদ্যোগ হাত ছাড়া করে নাই। এই বছরের সমস্ত গ্রীষ্ম কালটাই লালফৌজের আঘাত প্রচণ্ড হইতে প্রচণ্ডতর হইতেছিল। প্রতিমাসেই সামরিক নৈপুণ্যের আধিপত্য শ্রেষ্ঠতর হইতেছিল। তখন হইতেই আমাদের ফৌজ বিজয় লাভ করিয়াছে, জার্ম্মানেরা পরাজয়ের লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে। শত্রু যতই কঠোর চেষ্টা করিয়া থাকুক সোভিয়েট জার্ম্মান সীমান্তে কোন গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য সে অর্জ্জন করিতে পারে নাই।

মেজর মেরিনা রাস্কোভা

যুদ্ধের মোড়

যুদ্ধের গতিতে মৌলিক পরিবর্ত্তন সাধন

(১) গত বৎসরে, অক্টোবর বিপ্লবের ২৫ হইতে ২৬ বার্ষিকী অনুষ্ঠানের মধ্যে দেশরক্ষার যুদ্ধে মোড় ফিরিয়া গেল। এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে প্রধান ঘটনা হইতেছে যুদ্ধে এই বৎসর সর্ব্বপ্রথম লালফৌজ জার্ম্মান-ফ্যাশিষ্ট আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত বিরাট গ্রীষ্মাভিযান চালাইল এবং আমাদের ফৌজের আঘাতের চোটে জার্ম্মানরা তাহাদের অধিকৃত অঞ্চল ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হইল। পলাইবার সময় আমাদের সৈন্যের খেড়াজাল হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্য তাহারা প্রায়ই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যুদ্ধসামগ্রী, অস্ত্রশস্ত্র এবং অসংখ্য আহত সামরিক অফিসার ও সৈন্যদের ফেলিয়া যায়।

এইভাবে এই বছরের দ্বিতীয়ার্দ্ধে আমাদের সাফল্যমণ্ডিত গ্রীষ্মাভিযান বৎসরের প্রথমদিককার শীত অভিযানকে অব্যাহত রাখিয়াছে এবং জয়তিলক পরাইয়াছে।

আজ দেখা গিয়াছে যে লালফৌজ শীত অভিযানকে সাফল্যের সঙ্গে গ্রীষ্মাভিযানে পরিণত করিল এবং গ্রীষ্মকালে জার্ম্মানদের উপর গুরুতর আঘাত হানিতে পারিল। কাজেই লালফৌজ সাফল্যের সঙ্গে গ্রীষ্মাভিযান চালাইতে পারে না বলিয়া যে মিথ্যা রটনা চলিতেছিল তাহা চিরকালের মত অবসান হইয়াছে। গত বৎসরে দেখা গিয়াছে লালফৌজ শীত-গ্রীষ্মে সমভাবেই অগ্রসর হইতে পারে।

ক্যাপ্টেন এন্, এফ গোলুবিন

নদীর বাধা বাধাই নহে

গত বৎসর এই সকল আক্রমণ চালাইবার ফলে আমাদের ফৌজ মধ্য রণাঙ্গনের তিনশো মাইল হইতে দক্ষিণে আটশো মাইল পর্য্যন্ত আগাইয়া যায়। ফলে শত্রুরা আমাদের দেশের যতটুকু সামরিকভাবে অধিকার করিয়াছিল তাহার দুইএর তিন ভাগ অর্থাৎ ৪ লক্ষ বর্গমাইল জমি উদ্ধার করিয়াছে এবং শত্রুদেরকেও ভ্লাডিকাভাজ হইতে খাস ন, পলিস্তা থেকে ক্রিভয়রগ, ষ্টালিনগ্রাদ থেকে কীয়েভ, ভরনেজ থেকে গোমেল, ভাইজামা ও রেজেভ থেকে জর্শা ও ভিটেব্স এর দ্বারপ্রান্ত পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিয়াছে।

সোভিয়েট জার্ম্মান যুদ্ধক্ষেত্রে জার্ম্মানরা অতীতে যে সকল সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিল তাহা শেষ পর্য্যন্ত না টিকিতে পারে এই আশঙ্কায় জার্ম্মানরা বহুদিন ধরিয়া আগে হইতেই খুব শক্তিশালী আত্মরক্ষা ব্যূহ তৈয়ারী করে। এই ব্যূহগুলি বিশেষ করিয়া বড় বড় নদীর তীর বাহিয়া রচিত হইয়াছিল।

কিন্তু এই বছরের যুদ্ধে কি নদী আর কি দুর্ভেদ্য দুর্গমালা, কিছুই জার্ম্মানদিগকে রক্ষা করিতে পারিল না।

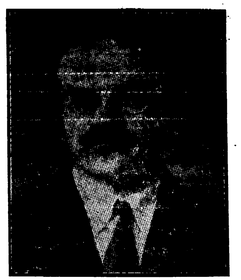

মলোটভ

আমাদের ফৌজ নাৎসী-আত্মরক্ষার ব্যবস্থাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতেছে এবং ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মের তিন মাসের মধ্যেই চারটী গুরুত্বপূর্ণ নদী—উত্তর ডনেজ, ডেস্না, সোজ এবং নীপারের বাঁধ অতিক্রম করিয়াছে। ছোট ছোট নদীর বাধার কথা—যেমন, রঃষ্টাভের পশ্চিমে মিয়াস নদী এবং মেলিটোপোলের নিকট মোলকনায়া নদীর অঞ্চলে জার্ম্মান আত্মরক্ষার বাধার কথা আমি উল্লেখ করিতে চাহি না। বর্ত্তমানে নীপার নদীর অপর তীরে লালফৌজ সাফল্যের সহিত শত্রুকে ঘায়েল করিতেছে।

শত্রুর ক্ষতি

এই বৎসরের পরিবর্ত্তনের একটী বিশেষ ঘটনা হইতেছে এই যে লালফৌজ খুব অল্পদিনের মধ্যেই জার্ম্মান ফ্যাসিষ্ট সেনাবাহিনীর পুরাতন ও অত্যন্ত অভিজ্ঞ লোকগুলিকে হারাইতে এবং পিছিয়া ফেলিতে পারিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বছরের মধ্যেই নিজেদের লোক সংখ্যা বাড়াইতেছিল, যুদ্ধের আগুনে পুড়িয়া ইস্পাতের মত দৃঢ় হইয়া উঠিতেছিল।

গত বৎসর সোভিয়েট জার্ম্মাণ যুদ্ধ সীমান্তে জার্ম্মাণ-ফ্যাশিষ্ট ফৌজ ৪০ লাখের উপর সৈন্য ও অফিসার হারাইয়াছে এবং ইহার মধ্যে মৃতের সংখ্যা ১৮ লাখ। ইহা ছাড়া এই বছরে জার্ম্মানীরা ১৪ হাজার এরোপ্লেন, ২৫ হাজার ট্যাঙ্ক এবং অন্ততঃ পক্ষে ৪০ হাজার কামান হারাইয়াছে।

যুদ্ধের সুরুতে জার্ম্মান ফ্যাশিষ্ট সেনাবাহিনী যা ছিল আজ আর তাহা নাই। যুদ্ধের সুরুতে তাহাদের হাতে যথেষ্ট অভিজ্ঞ সৈন্য ছিল কিন্তু আজ তাহার পরিবর্ত্তে নূতন অনভিজ্ঞ ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে সদ্য আগত যুবকদের অফিসার করিয়া দিতে হইতেছে। কারণ বাড়তি অফিসার তাহাদের তো নাই, যথেষ্ট শিক্ষা দিবার সময়ও নাই।

কিন্তু আজ লালফৌজের অবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক। বাহিনীগুলি সংখ্যায় বাড়িয়াছে, প্রতিটি সৈন্য গত বৎসরের সাফল্যমণ্ডিত আক্রমণে যথেষ্ট সবল হইয়াছে। আর সংখ্যা কেবল বাড়িয়াছেই নয়—ক্রমাগত বাড়িতে থাকিবে। কারণ বাড়তি অফিসার অনেক আছে, এবং তাহাদের সময় ও সুযোগ আছে। কাজেই তাহাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া নূতন নূতন অফিসাররা দায়িত্বপূর্ণ পদে আগাইয়া আসিতেছে।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে গতবার লালফৌজের সামনে ছিল ২৪০টি শত্রু ডিভিসন সৈন্য। এবারে তাহার পরিবর্ত্তে ২৫৭টি জার্ম্মান ডিভিসন। গতবারে ঐ ২৪০টার মধ্যে ১৭৯টি ছিল খাঁটি জার্ম্মানবাহিনী, এবারে ২৫৭টার মধ্যে ২০৭টি ডিভিসনই জার্ম্মাণ সৈন্য দ্বারা গঠিত।

ইহাতে বেশ বোঝা যায় যে জার্ম্মানরা সেনা বাহিনীর নৈপুণ্যের ত্রুটিকে সংখ্যা দ্বারা ঢাকিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু গত বৎসরের লড়াই হইতে দেখা যায় কেবল সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ডিভিসনগুলির রণনৈপুণ্য বজায় রাখা অসম্ভব।

দ্বিতীয় ফ্রণ্টে হিটলার জার্ম্মাণীর দ্রুত পরাজয় আনিবে

ষ্টালিনগ্রাদ ও কুর্স্ক

শুধু সাময়িক বিচারে দেখিতে গেলে ষ্টালিনগ্রাদ ও কুর্স্কের লড়াই জার্ম্মানীর পরাজয়ের কারণ হইয়াছে। ষ্টালিনগ্রাদের ঐতিহাসিক লড়াইয়ে তিন লাখ জার্ম্মান সৈন্য ঘেরাও হয়, এতার মধ্যে প্রায় ১ লাখ বন্দী হয় এবং মৃত জার্ম্মান অফিসার ও সৈন্যের সংখ্যা হইতেছে ১৪৭২০০। লালফৌজের অফিসার ও সৈন্য প্রায় ৪৩৭০০ মারা গিয়াছে। ষ্টালিনগ্রাদ লড়াই জার্ম্মানদের পরাজয় সূচনা করিয়াছে। কারণ ইহার পর তাহারা আর নিজেদের সামলাইতে পারে নাই। কুর্স্কের লড়াই-এ জার্ম্মানীর দুইটী বড় বড় সৈন্যদল আক্রমণ সুরু করিয়াছিল—কিন্তু লালফৌজ কেবল তাহাদের হটাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—বার বার প্রত্যাক্রমণ করিয়া তাহাদের নীপারের অপর পারে খেদাইয়া লইয়া গিয়াছে। কুর্স্কের লড়াই এইভাবে জার্ম্মান বাহিনীকে সর্ব্বনাশের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণধার মার্শাল ষ্টালিন

জার্ম্মানীতে সংকট

শেষ কথা হইতেছে এই যে লালফৌজের আক্রমণে জার্ম্মানীর অর্থনৈতিক, সামরিক, ও রাজনৈতিক সংকট একেবারে নূতনভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে। জার্ম্মানী আশা করিয়াছিল যে গ্রীষ্মকালের আক্রমণে তাহারা ক্ষতি পূরণ করিবে, হৃত-হৃনাম ইউরোপে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবে। কিন্তু লালফৌজ তাহাদের সে হিসাবকে একেবারেই চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে। জার্ম্মানী যুদ্ধকে দীর্ঘ স্থায়ী করিতে চাহিয়াছিল, আত্মরক্ষার ব্যূহ ও "প্রাচীর" গড়িতে সুরু করিয়াছিল, এবং সকলকে শুনাইয়াছিল যে তাহাদের লাইন দুর্ভেদ্য। লালফৌজ আবার এইসব "লাইন ও ব্যূহ" ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অগ্রসর হইয়াছে, দ্রুতগতিতে আগাইয়া দীর্ঘ স্থায়ী

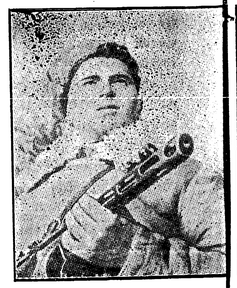

সার্জ্জেন্ট এইচ, জেড, মাইন্ডচিকভ

যুদ্ধের আশাকে দূরমার করিয়া দিয়াছে। জার্ম্মানীরা "সমগ্র জাতিকে" যুদ্ধক্ষেত্রে আনিয়া সামলাইতে চাহিয়াছিল—কিন্তু গ্রীষ্মাভিযানে সে আশার আরো আনাই ধোয়া গেল। অবশ্য আরো একবার "সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের" জন্য সমস্ত "জনসাধারণকে সমবেত করার" ঘোষণা দরকার হইতে পারে—কিন্তু তার ফলে ঐ রাষ্ট্রটীও অবশ্য খতম হইতে পারে। জার্ম্মানরা আশা করিয়াছিল খাদ্যদ্রব্যের জন্য উক্রেনের সোনার ক্ষেত এবং কারখানার জন্য ডনবাসের কয়লার খনি হাতে আবিয়া উদ্ধার পাইবে। লালফৌজ সে আশারও বাদ সাধিয়াছে। কাজেই জার্ম্মানদের এইসব বহিসাবী পরিকল্পনা ফাঁসিয়া যাওয়ায়—তাহার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক সংকট গুরুতর হইয়াছে। তাহারা আজ নিশ্চিত ধ্বংসের পথে।

ভরোশিলভ

ছিল না। আমাদের অর্থনীতি পুরা যুদ্ধের অর্থনীতিতে আমরা সাজাইয়া লইয়াছি। কাজেই আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং ট্যাঙ্ক, বন্দুক, স্বচালিত কামান উন্নততর করার কাজে নিয়োজিত হইতে পারিয়াছে। ফলে লাল ফৌজ অবিরত জনগণের কাছ হইতে ভাল ভাল আয়েয়াস্ত্র প্রচুর পাইয়াছে—এবং শত্রুর উপর প্রচুর বর্ষণ করিয়াছে। কাজেই লালফৌজের অতুলনীয় কীর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশরক্ষার জন্য সোভিয়েট নরনারীর অকুণ্ঠ কর্ম্মপ্রচেষ্টা ইতিহাসের পাতায় অমর অক্ষরে লেখা রহিবে।

শ্রমিক ও কৃষক

সোভিয়েটের শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণ গঠণের দিনে সমাজ তান্ত্রিক শিল্প গড়িয়াছিল। আজ তাহারাই সেই উৎসাহ লইয়া জন্মভূমি রক্ষার জন্য উৎপাদনে বীরত্ব দেখাইতেছে। সকলেই জানে হিটলারীদলের হাতে ছিল জার্ম্মানীর অতি উন্নত শিল্প, তাহাদের পদলেহী ও অধিকৃত দেশগুলির শিল্পও কম উন্নত নয়। তবু যুদ্ধের গোড়ায় তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রের সংখ্যায় যে বাহবা ছিল আজ আর তা' নাই। এবং আমাদের অস্ত্রশস্ত্রের বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠত্ব ও সংখ্যাধিক্যে যদি কাহারো বাহবা পাইবার থাকে তো সে আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর। সোভিয়েটের কৃষকেরা শান্তির দিনে অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নত করিয়াছে, সমবায় চাষপ্রথা চালু করিয়াছে। আজ আবার জন্মভূমি রক্ষার সময়েও তাহারা সেই উৎসাহে গ্রামাঞ্চলে শস্য উৎপাদনের ইতিহাস তৈয়ারী করিতেছে। জার্ম্মানরা প্রথম দিকে আমাদের উক্রেন, কুবান ও ডনবাস অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু আমাদের সমবায় কৃষিক্ষেত্রে ও সরকারী কৃষিক্ষেত্রে সোভিয়েট কৃষক, ফৌজ ও দেশের লোকের জন্য প্রয়োজনমত খাদ্য উৎপাদন করিয়াছে। আজ যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরেও ফৌজের খাবার অভাব হয় না—দেশের লোকও খাদ্যের জন্য কষ্ট পায় না। এইজন্য সমবায় কৃষিপ্রথা এবং সর্ব্বোপরি দেশভক্ত সোভিয়েট কৃষকদের নিঃস্বার্থ কর্ম্মনিষ্ঠাকে বাহাদুরী দিতেই হইবে।

সমগ্র জনগণ

কারখানায় শুধু অস্ত্রশস্ত্র, ক্ষেতে শুধু ফসল উৎপাদনই যথেষ্ট নয়। জল, স্থল ও অন্যান্য পথে তাহাদিগকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া চাই। যুদ্ধের নানা বিঘ্ন, কয়লার অভাব সত্ত্বেও এ বিষয়ে যানবাহনের কর্ম্মীরা যে কাজ করিয়াছেন তাহা প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে।

আমাদের বুদ্ধিজীবিরাও কাহারো পিছনে পড়িয়া নাই। অস্ত্রশস্ত্রে, খাদ্য উৎপাদনে, কারখানায়, কৃষিক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের কলকৌশল নিপুণভাবে কাজে লাগাইয়া, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নানা রকমের সৃষ্টি করিয়া তাহারা অশেষ সম্মানের ভাগী হইয়াছে।

মেজর জেনারেল ভোভাটর

১৯শে জানুয়ারী, ১৯৪৪

সমগ্র সোভিয়েট লালফৌজের পিছনে

সোভিয়েট ইউনিয়নের সমস্ত নরনারী জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে এই দেশরক্ষার যুদ্ধকে সমস্ত অন্তরত জনগণের যুদ্ধ ভাবিয়া একত্রে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। হিটলারী রাজনীতিবিদেরা সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে যে বাধবিসম্বাদ ও বিরোধ আশা করিয়াছিল তাহাদের সে হিসাবও এতদিন ধরিয়া বেহিসাবে পরিণত হইয়াছে। ফাশিষ্ট আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সোভিয়েট জনগণের অটুট বন্ধুত্ব যুদ্ধের সহস্র দুঃখের কঠোর আগুনে অধিকতর শক্ত হইয়াছে

এই সবের মধ্যেই রহিয়াছে সোভিয়েট শক্তির মূল।

পার্টি ও রাষ্ট্র

যেমন শান্তির দিনে, তেমনি যুদ্ধের দিনে সোভিয়েট জনগণের চালক ও নেতা হইল—লেনিনের পার্টি—বলশেভিক পার্টি। আমাদের বলশেভিক পার্টির সম্মান জনগণের কাছে যত বেশী তেমন আর কোন পার্টির নাই। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ এই পার্টির পরিচালনায় আমাদের দেশের শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবিরা স্বাধীন হইয়াছে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। দেশরক্ষার যুদ্ধে আমাদের পার্টি ফাশিস্তদের বিরুদ্ধে এই দেশজোড়া যুদ্ধে আমাদের উৎসাহ বাড়াইয়াছে, সংগঠিত করিয়াছে। আমাদের সব কিছুকে ছাপাইয়া শত্রুকে পরাজিত করিবার একমাত্র আদর্শে পার্টি আমাদের সংগঠিত করিয়াছে।

লেপ্টেনেন্ট ক্যাপ্টেন ভিসানভিচ

যুদ্ধের ভিতরেই পার্টি জনগণের সঙ্গে, সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারিয়াছে। এইখানেই আমাদের রাষ্ট্রের শক্তির আধার।

লেনিন বলিয়াছিলেন যে যুদ্ধেই কেবল জাতির ব্যবহারিক ও আত্মিক সম্পদের সর্ব্বাঙ্গীন পরীক্ষা হইয়া থাকে। যুদ্ধের ইতিহাস বলে যে যে জাতি এই সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, সে জাতি তাহার শত্রুপক্ষ হইতে শক্তিমান বলিয়া প্রমাণিত হয়। লেনিনের এই উক্তি আজ দৃঢ় সত্যে পরিণত হইয়াছে। যুদ্ধের এই তৃতীয় বৎসরে সোভিয়েট রাষ্ট্র যত সবল ও অচঞ্চল এমনটী আর কোন দিনই ছিল না।

যুদ্ধে এই শিক্ষাই পাওয়া যায় যে শান্তির দিনে সোভিয়েট প্রথা অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক সংগঠনের শ্রেষ্ঠ বাহক ছিল, যুদ্ধের দিনেও তাহা শ্রেষ্ঠতর হইয়াছে।

মাত্র ২৬ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েটশক্তি এই ঐতিহাসিক যুগে দেশকে আজ অভেদ্য দুর্গে পরিণত করিয়াছে। লালফৌজের পশ্চাতে যে রূপ দৃঢ় ও বিশ্বস্ত জনসমর্থন রহিয়াছে তাহা কোন দেশের কোন ফৌজের পিছনে নাই।

সোভিয়েট ইউনিয়নের শক্তির মূল এইখানেই।

যুদ্ধের পরে

কোন সন্দেহ নাই যে যুদ্ধের পরে সোভিয়েট আরো শক্তিশালী ও সংগঠিতরূপে দেখা দিবে। জার্ম্মাণ আক্রমণকারীরা আমাদের রাষ্ট্রের শক্তিকে খুব করিয়ার জন্য তাহাদের অধিকৃত আমাদের দেশকে ধ্বংস করিয়াছে। লালফৌজের ক্রমবর্দ্ধমান আক্রমণে তাহাদের এই পাশবিক ও দস্যু সুলভ চরিত্র একেবারেই নগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। মধ্য যুগের বর্ব্বর দস্যুদের মত তাহারা হাজার হাজার শান্তিপূর্ণ অধিবাসীকে হত্যা করিয়াছে, ফসলের জমি নষ্ট করিয়াছে। ঘর বাড়ী, গ্রাম, সহর, সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠান পুড়াইয়া দিয়াছে। ইহা তাহাদের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। তাহারা নিজেদের জয়ে যত বিষাদ হারাইয়াছে—ততই তাহারা পশুসুলভ ক্রোধে অত্যাচার ও লুঠতরাজ চালাইয়াছে। আমাদের জনগণ জার্ম্মান দস্যুদের এই অপরাধ ভোলে নাই। আমরা দুরন্তদের এই কুকর্ম্মের হিসাব ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইব।

যে সকল যায়গায় উহারা সামরিক কর্ত্তা হইয়াছিল, সেই সব যায়গায় গ্রাম, সহর, শিল্প, কৃষি, কারখানা, সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান সবই নূতন করিয়া গড়িতে হইবে, সোভিয়েট জনগণের বসতির স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। এ কাজ এখনই সুরু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মান মুক্ত অঞ্চলগুলিতে তাহাদের কুকর্ম্মের ভোগ একেবারেই লোপ করিতে হইবে। ইহা আজ জাতির বড় কাজ। এ কাজ যত সত্বর সম্ভব আমাদের সম্পন্ন করিতে হইবে।

বিজয়ের পথে

হিটলার বিরোধী দলের ঐক্য—ফাশিষ্ট ব্লকে ভাঙ্গন

গত বৎসর কেবল আমাদের দেশরক্ষার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, সারা দুনিয়াতেই ঘটিয়াছে। এই বৎসরে সোভিয়েট ও তাহার মিত্রদেশগুলির সামরিক ও আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা ভাল হইয়াছে—জার্ম্মান ও তাহার ইউরোপের ভাগরাদারদের অবস্থা খারাপ হইয়াছে। লাল ফৌজের বিজয় কেবল সোভিয়েট জার্ম্মান ফ্রণ্টের অবস্থা বদলায় নাই—সমগ্র বিশ্ব-যুদ্ধের গতিকে বদলাইয়াছে—ফল দুনিয়া ব্যাপী হইয়াছে। মিত্র দেশগুলির বিজয়ের দিন যেমন আগাইয়া আসিয়াছে, তেমনি তাহাদের সেনাবাহিনীর বন্ধুত্ব শত্রুর ইচ্ছামত যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্ব্বল না হইয়া বরং বাড়িয়াছে ও অধিকতর সংগঠিত রূপ ধারণ করিয়াছে। মস্কো ত্রিশক্তি সম্মেলন—তাহারাই সূচনা করে। শত্রুর উপর চূড়ান্ত বিজয়লাভের জন্য মিলিত জাতি আজ একত্র আঘাত হানিতে বদ্ধ পরিকর।

(শেষাংশ ৮ এর পাতায় দেখুন)

লেপ্টেনেন্ট লুডমিলা প্যাভলিচেঙ্কো

হিটলারবিরোধী শক্তির দৃঢ়ঐক্য

ষ্টালিনের বক্তৃতা

(৭ পাতার শেষাংশ)

দ্বিতীয় রণক্ষেত্র

লালফৌজ যখন ফাশিষ্ট শক্তিকে পিটাইতেছিল, তখন মিত্রশক্তিও উত্তর আফ্রিকা, ভূমধ্যসাগর এবং দক্ষিণ ইটালীতে আক্রমণ চালাইয়াছে। একই সময়ে জার্ম্মানীর উপর আকাশ পথে বোমা ফেলিয়া তাহাকে হীতিমত কাবু করিতেছে। ইহা ছাড়াও মিত্রশক্তি আমাদিগকে নানারকম অস্ত্রশস্ত্র ও কাঁচামাল জোগাইয়া আমাদের গ্রীষ্ম অভিযানের সাফল্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

অবশ্য দক্ষিণ ইউরোপে এই সব অভিযানকে এখনো দ্বিতীয় রণক্ষেত্র বলা চলে না, তবু এগুলি দ্বিতীয় রণক্ষেত্রেরই কাছাকাছি।

কাজেই ইউরোপে প্রকৃত দ্বিতীয় রণক্ষেত্র খুলিলে (হয় তো সেদিনের আর দেরী নাই) হিটলারী জার্ম্মানীর পরাজয় দ্রুতাগাইয়া আসিবে, এবং মিত্রদেশের যুদ্ধকালীণ বন্ধুত্ব দৃঢ়তর হইবে। এই ভাবে গত বৎসরের ঘটনায় দেখা যায় হিটলার বিরোধী শক্তির পিছনের জনগণের দৃঢ় ঐক্য রহিয়াছে এবং তাহার বনিয়াদও বেশ পাকা।

হিটলারের অনুচরবর্গের দশা

বর্ত্তমানে সকলেই বোঝে যে হিটলারী চক্রীরা তাহার অনুচরবর্গ ও জার্ম্মান দেশকে সংকটে ফেলিয়াছে। সোভিয়েট-জার্ম্মান রণক্ষেত্রে এবং ইটালী রণক্ষেত্রে তাহাদের পরাজয় আজ ফাশিষ্ট প্রাসাদকে কাঁপাইয়া দিয়াছে এবং এবং সে প্রাসাদ আজ আমাদের চোখের সামনে ধ্বসিয়া পড়িতেছে। ইটালী একেবারেই এই হিটলারী সংঘ হইতে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। মুসোলিনী প্রকৃত পক্ষে হিটলারের বন্দী। এখন অন্যান্য অনুচরদের পালা। ফিনল্যাণ্ড, হাঙ্গারী, রুমানিয়া ও হিটলারের অন্যান্য অনুচরেরা যারা এক সময়ে হিটলারের সৌভাগ্যে এক সঙ্গে নৌকা ভাসাইয়াছিল, আজ তাহারা পরাজয় দেখিয়া হালে পানি পাইতেছে না।

জেনারেল কনিয়েভ

এখন একটা সুযোগ পাইলেই কাঁটিয়া পড়িবে এই ভাবে আছে। কিন্তু এক সময় তাহারা সোনার লঙ্কার ভাগ বাটোয়ারা স্থির করিয়াই রাখিয়াছিল এবং আমাদের জন্য ভাগ্যে ছিল পর্য্যাপ্ত প্রহার। এখন সেই প্রহারই তাহাদের ভাগ্যে নিশ্চিত জুটিতেছে দেখিয়া যত কমে উদ্ধার পায় তাহার জন্য প্রাণান্ত কসরৎ করিতেছে।

পরাজয় সন্নিকট

ইটালীর ব্যাপার দেখিয়া আজ তাহাদের মনে হয় যে যত বেশী দিন হিটলার তাহাদের কর্ত্তা থাকিবে ততই বেশী পরিমাণে তাহাদের দেশ ধ্বংস হইবে, তাহাদের জনগণের দুঃখ দুর্দ্দশা বাড়িবে। ইটালীর ব্যাপারে তাহারা বুঝিতেছে যে হিটলার-জার্ম্মানীর কোন ইচ্ছা নাই তাহাদের দেশরক্ষা করিবার। বরং জার্ম্মানীর সর্ব্বনাশের দিনকে পিছাইয়া রাখিবার জন্য তাহাদের দেশকে সর্ব্বনাশী যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করাই হিটলার চক্রের উদ্দেশ্য। ফাশিজমের আদর্শের শেষ হইয়াছে, গালভরা "নূতন শাসন" ব্যবস্থা ধ্বসিয়া পড়িতেছে।

অধিকৃত ইউরোপে জনগণের ক্রোধাগ্নি ফাশিষ্ট প্রভুদের পোড়াইয়া মারিতেছে। জার্ম্মাণীর মিত্র ও নিরপেক্ষ দেশগুলিতে জার্ম্মাণী যে সম্মান হারাইয়াছে তাহা আর ফিরিয়া পাইবে না। নিরপেক্ষ দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বন্ধন ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে। এক সময় দুনিয়ার রাজত্বের অনেক বড়াই হিটলারী চক্রীরা করিত, কিন্তু সেসব অনেক দিনের কথা। তারপর অনেক দুচ্চিন্তার বিষয় দেখা দিয়াছে—এখন তাহারা কোন রকমে দেহ ও মন বজায় রাখিতে পারিলে বাঁচিয়া যায়—তার আবার দুনিয়ার রাজত্ব!

মার্শাল জুকভ

যুদ্ধের গতিতে তাই দেখা গেল ফাশিষ্ট রাষ্ট্রগুলি কোন দিন যেমন ছিল না এখন তেমনি কোন শক্ত বনিয়াদের উপর দাঁড়াইয়া নাই। হিটলারী চক্রী কেবল লুঠনের ভার বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে-গাড়িয়া উঠিয়াছিল। যতদিন সামরিক জয় সম্ভব হইয়াছিল ততদিন দল পাকিয়াছিল—কিন্তু যেই পরাজয় আরম্ভ হইল—অমনি দস্যুবলে ভাঙ্গন ধরিল। আজ হিটলার জার্ম্মাণী আর তাহার অনুচরবর্গ জাহান্নামের চৌকাটে দাঁড়াইয়া আছে।

শান্তির লক্ষ্য

হিটলারের উপর মিত্রদেশগুলির বিজয়ে ইউরোপের জনগণের রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিগত সংগঠন ও পূর্ণগঠনের গুরুত্ব পূর্ণ প্রশ্ন দেখা দিবে। এই সকল প্রশ্ন সম্পর্কে আমাদের সরকারী নীতি সব সময়েই এক। আমাদের মিত্রদের সঙ্গে আমাদের অবশ্যই নিম্নলিখিত কাজগুলি করিতে হইবে:

(১) ইউরোপের জনগণকে ফাশিষ্ট আক্রমণকারীদের কবল হইতে স্বাধীন করিতে হইবে—এবং ফাশিষ্ট প্রভুদের দ্বারা খণ্ডিত জাতীয় রাষ্ট্রগুলিকে পূর্ণ গঠনের কাজে সাহায্য করিতে হইবে। ফরাসী বেলজিয়াম, যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভিয়া, পোলাণ্ড, গ্রীস ও অন্যান্য যে সব রাষ্ট্রের জনগণ এখন জার্ম্মাণীর কবলে আছে তাহারা আবার মুক্ত ও স্বাধীন হইবে।

(২) ইউরোপের মুক্ত জনগণকে তাহাদের ইচ্ছামত ধরণের সরকার গঠন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার মঞ্জুর করিতে হইবে।

(৩) যে যেদেশেই পলায়ন করুক না কেন যে সকল ফ্যাসিষ্ট অপরাধীরা এই যুদ্ধ ও জনগণের অশেষ দুঃখের কারণ স্বরূপ তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিতে হইবে এবং শোধ তুলিয়া লইতে হইবে।

(৪) এমন ব্যবস্থা ইউরোপে চালু করিতে হইবে যে জার্ম্মাণী ভবিষ্যতে যেন কখনো আক্রমণ করিবার সুযোগ না পায়।

(৫) জার্ম্মাণীর অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতি গত যে ক্ষতি ইউরোপে করিয়াছে তাহার প্রতিকারের জন্য পারস্পারিক বিশ্বাস ও সহযোগিতার ভিত্তিতে ইয়োরোপের জনগণের মধ্যে স্থায়ী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিগত যোগাযোগ স্থাপনা করিতে হইবে।

আরো যুদ্ধ সম্মুখে

লালফৌজ ও সোভিয়েট জনগণ গত বৎসরে জার্ম্মাণ আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছে, যুদ্ধের মোড় ফিরাইয়াছে এবং যুদ্ধ আজ চূড়ান্ত ফলাফলের দিকে। কিন্তু কেবল সাফল্যের বড়াই করিয়া এবং সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা সোভিয়েট জনগণের উদ্দেশ্য নয়।

আমাদের মধ্যে আত্মসন্তুষ্টি দেখা দিলে বিজয় লাভও মরীচিকার মত পিছু হটিতে পারে। কঠোর পরিশ্রম এবং কঠোরতর সংগ্রাম ছাড়া জয় লাভ সম্ভব নয়। জয়ের দিন সত্যই সন্নিকট, তাই আজ নূতন করিয়া যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে লাল ফৌজের দৃঢ় সংগ্রাম বৈপুণ্য দেখানো দরকার তেমনি অভ্যন্তরে সমস্ত নরনারীর কঠোর শ্রম, অকুণ্ঠ আত্মত্যাগী প্রচেষ্টা দরকার। শত্রুর পরাজয়ের প্রত্যেকটী সম্ভবনাকে দ্রুততর না করিতে পারিলে আমরা জন্মভূমির কাছে এবং যে সব ইউরোপীয় ও সোভিয়েট জনগণ জার্ম্মাণ অধিকৃত অঞ্চলে অশেষ অত্যাচার সহ্য করিতেছে তাহাদের কাছে অশেষ অপরাধে অপরাধী হইবে। শত্রুকে নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় দেওয়া চলিবেনা তাই আমাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে উহাকে শেষ করিবার জন্য। সোভিয়েট জনগণ ও লালফৌজ আগামী লড়াইয়ের সমস্ত বিপদের কথা ভাল করিয়া জানে। কিন্তু একথাও আজ পরিষ্কার যে জয়ের দিন খুবই সন্নিকট। যুদ্ধের আজ এই অবস্থায় সোভিয়েট ভূমি হইতে আক্রমণ কারীদের খেদাইয়া দেওয়া এবং ইউরোপের "নূতন শাসন রীতির" অবসান ঘটানোই একমাত্র প্রশ্ন। আমরা শীঘ্রই উক্রেন, বাইলো রাশিয়া, লেনিনগ্রাদ ও কালিনিন অঞ্চল হইতে শত্রুদের একেবারেই তাড়াইব এবং ক্রাইমিয়া, লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া, মোলদাভিয়া ও কারেলো ফিনিশ গণতন্ত্রে জনগণকে জার্ম্মাণ প্রভুদের হাত হইতে উদ্ধার করিব।

অ্যাংগ্লো-সোভিয়েট-আমেরিকার সামরিক মৈত্রীর বিজয়ের নামে, ফ্যাশিষ্ট দাসত্ব হইতে ইউরোপের জনগণের বিজয়ের নামে, আমাদের দেশ হইতে জার্ম্মাণ দস্যুদের চিরতরে তাড়াইবার জন্য!

লালফৌজ ও নৌবাহিনী জিন্দাবাদ, নির্ভিক গেরীলা দরনারী জিন্দাবাদ, আমাদের মাতৃভূমি জিন্দাবাদ!

জার্ম্মান আক্রমণ-কারীরা নিপাত হউক!

লেনিন

বিষ্ণু দে

(ল্যাঙ্টন হিউজ-এর কবিতার অনুবাদ)

রুশদেশের কমরেড লেনিন!
পাথরের কবরে শয়ান,
পাশ দাও, কমরেড লেনিন
আমাকে যে দিতে হবে স্থান।

আইভান্ আমি চেনা চাষী
মাটিমাখা দুইপা আমার
লড়েছি তোমারই সাথে সাথে
কাজ সারা হয়েছে এবার।

রুশদেশের কমরেড লেনিন
পাথরের কবরে অম্লান
পাশ দাও, কমরেড লেনিন
আমাকে যে দিতে হবে স্থান।

চিকো আমি কালো কাফ্রি চিকো,
রৌদ্রে আখ কাটি মুঠি মুঠি,
বেঁচেছি তোমারই তরে কমরেড,
আজকে আমার হল ছুটি।

রুশদেশের কমরেড লেনিন,
কবরেও অক্ষয় সম্মান,
পাশ দাও, কমরেড লেনিন,
আমাকে যে দিতে হবে স্থান।

চাং আমি লোহাশাল থেকে
শাংহায়ের পথে ধর্ম্মঘটে
বিপ্লবের তরে অনাহারে
লড়ি, মরি, ডরি না সঙ্কটে।

রুশদেশের কমরেড লেনিন,
জাগ্রত সে পাথরে শয়ান,
জনযোদ্ধারা হুঁশিয়ার,
দুনিয়াই আমাদের স্থান।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের সভাপতি কালিনিন

সোভিয়েট রাশিয়া ও পোলাণ্ড

(হীরেন মুখার্জ্জী)

১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পোলাণ্ডের মধ্যে যে সীমান্তরেখা ছিল, লালফৌজ আজ সেই রেখা পার হইয়া লড়িতেছে। যুদ্ধ এখন খাস জার্ম্মানীর আরও নিকটে পৌছিয়াছে, মুক্তির মিশান লইয়া লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে। সকল দেশের জনগণই এ সংবাদে উৎফুল্ল, কিন্তু মুখে সোভিয়েটের প্রশংসা না করিলে আজ পার পাওয়ার উপায় নাই জানিয়া বাহারা মাঝে মাঝে সোভিয়েটকে বাহবা দিতে বাধ্য হয়. তাহারা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগিলে যেমন ঘটে, তেমনই তাহারা একটা সোরগোল পাকাইয়া তুলিতেছে। নিজের দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের মত সোভিয়েটও যে পররাজ্য গ্রাস করিতে উৎসুক, প্রকাশ্যে বা ইঙ্গিতে এই কথা বলিয়া তাহারা সোভিয়েটের নামে কলঙ্ক রটাইবার চেষ্টায় আছে।

বেকার পোলিশ "সরকারের" হুমকি

লণ্ডনে ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট এক তথাকথিত পোলিশ সরকার গত সাড়ে চার বৎসর ধরিয়া বেকার অবস্থায় রহিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া বিবৃতি প্রচার করা ছাড়া আর কোন কাজ ইহাদের আছে বলিয়া মনে হয় না। সম্প্রতি ইহারা দাবী করিয়াছে যে সোভিয়েট যেন পুরাতন পোলিশ সীমান্ত মানিয়া লয়, এমন ইঙ্গিতও করিয়াছে যে সোভিয়েট এ দাবী স্বীকার না করিলে পোলাণ্ডের অধিবাসীরা ফ্যাশিষ্ট শত্রুর বিরুদ্ধে লালফৌজকে সাহায্য করিবে না।

পোলাণ্ডের যাহারা দেশভক্ত, তাহারা অবশ্য লণ্ডনের বিবৃতি বিশারদের মুখ চাহিয়া থাকে না। লালফৌজ তাই পোলিশ সরকারের এই হুম্‌কির তোয়াক্কা রাখে না। কিন্তু নানা কারণে যাহারা কিছুতেই সোভিয়েটকে বরদাস্ত করিতে রাজী নয়, তাহারা সোভিয়েটের কুৎসা রটাইবার এক নূতন সুযোগ আজ পাইয়াছে। আর অনেকে সোভিয়েট বিদ্বেষী না হইলেও আন্তর্জাতিক খবরাখবর না রাখার ফলে হয়তো ভাবিতে লাগিয়াছে যে পোলাণ্ড আজ সাড়ে চার বৎসর ধরিয়া নিদারুণ অত্যাচার সহ্য করিতেছে বলিয়া সকলেরই সহানুভূতির পাত্র, তাই সোভিয়েটের পক্ষে পুরাতন পোলিশ সীমান্ত স্বীকার না করিয়া লওয়া কি ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে? শেষে কি সোভিয়েটও সাম্রাজ্যবাদের ছোঁয়াচ এড়াইতে পারিল না?

সমসাময়িক ইতিহাস সামান্য একটু আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে সোভিয়েট সম্পর্কে এই সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ নাই।

(জেনারেল ভাটুটিন)

পোলাণ্ডে দুঃশাসনের চরম

পোলাণ্ডের দুর্ভাগ্য এই যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সে দেশের শাসকশ্রেণী ও জনসাধারণের মধ্যে রীতিমত গরমিল চলিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বারবার তিনবার রাশিয়া অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া পোলাণ্ড দেশটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লয়, কিন্তু পোলাণ্ডের শাসকশ্রেণী এতই জঘন্য ছিল যে সেখানকার অত্যাচারিত জননাধারণ বিদেশীর বিরুদ্ধেও তাহাদের সাহায্য করে নাই। ১৯১৪-১৯১৮ সালের মহাযুদ্ধের পর আবার স্বাধীন পোলিশরাষ্ট্র খাড়া করা হয়। তখন রুশদেশে বলশেভিক বিপ্লব হইয়া গিয়াছে; নবজাত সোভিয়েটকে চূর্ণ করার জন্য দুনিয়ার পুঁজিদারেরা একজোট হইয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। সোভিয়েটের দৃষ্টান্ত যাহাতে সারা ইয়োরোপে ছড়াইয়া না পড়ে, সেজন্য তখন পূর্ব্ব ইয়োরোপে যেন একটা কাঁটার বেড়া লাগানো হইল। ফিন্‌ল্যাণ্ড লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোলাণ্ড, রুমেনিয়াকে লইয়া এই বেড়াজাল খাড়া করা হইল। এই সব দেশে গণতন্ত্র একেবারে বাতিল; পুঁজিদারী দেশগুলির বড়কর্ত্তাদের হুকুম তামিল করাই সেখানকার কুদে শাসকদের কাজ হইল। বিশেষতঃ ইংরেজ সরকার বহু অর্থব্যয় করিয়া লালফৌজের বিরুদ্ধে পোলাণ্ডকে সাহায্য করিল। ১৯২০ সালে পোলাণ্ড ও সোভিয়েট রুশের মধ্যে যে সন্ধি হইল তাহাতে পোলাণ্ডের সীমান্ত পূর্ব্বদিকে অনেকটা বাড়ানো হইল। যেখানে পোলিশ অধিবাসী খুবই কম, অধিকাংশ অধিবাসী যেখানে য়ুক্রেনিয়ান্, ইহুদী ও শ্বেত রাশিয়ান্, সে অঞ্চলগুলিও পোলাণ্ডের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইল। তখন আর যুদ্ধ চালানো অসম্ভব বলিয়া সোভিয়েট এই অন্যায় সর্ত্তে রাজী হইতে বাধ্য হইয়াছিল।

পোলিশ বড় কর্ত্তাদের সোভিয়েট বিদ্বেষ

১৯২০ সালের পর বিশবৎসর ধরিয়া পোলাণ্ডের শাসকরা সোভিয়েটের ঘোর শত্রুতা করিয়া চলিয়াছে। মুসোলিনির মত পোলাণ্ডের পিল্‌সুদস্কি এক কালে সোশালিষ্ট ছিল; সে ফ্যাশিষ্ট বনিয়া হিটলারের ভাঁবেদার হইল, সোভিয়েটকে আক্রমণ করার মতলব ভাঁজায় সাহায্য করিল। পিল্‌সুদস্কির মৃত্যুর পর সোভিয়েটের পরম শত্রু কর্ণেল বেক্ তাহার জায়গা লইল।

তখনকার পোলিশ সরকারের স্পর্দ্ধা ও সোভিয়েট বিদ্বেষ এমনই ছিল যে, পূর্ব্ব ইয়োরোপে শান্তিরক্ষা সম্বন্ধে আলোচনার সময় যখন সোভিয়েট প্রস্তাব করে যে পোলাণ্ডকে সাহায্য করিতে হইলে লালফৌজকে পোলাণ্ডের ভিতর দিয়া যাইয়া শত্রুর সঙ্গে লড়িতে দিতে হইবে, তখন কর্ণেল বেক ও তাহার সঙ্গোপাঙ্গ জানায় যে কিছুতেই লালফৌজকে পোলাণ্ডে প্রবেশ করিতে দেওয়া যায় না। সোভিয়েটকে অগ্রাহ্য করিয়া মিউনিকে চেম্বারলেন দালাদিয়ের চেকোস্লোভাকিয়াকে হিটলারের হাতে তুলিয়া দেয়; পোলাণ্ড আনন্দে এই দুষ্কর্ম্মে সাহায্য করে। হিটলার তাই যখন চেম্বারলেনকে হতভম্ব করিয়া পোলাণ্ড আক্রমণ করিল, তখন সোভিয়েট গিয়া পোলিশ সরকারকে সাহায্য করে নাই, সাহায্যের কথাই উঠে নাই।

হিটলারের শিকার সোভিয়েট কাড়িল

কিন্তু সোভিয়েট হিটলারকে অবলীলাক্রমে পোলাণ্ড গ্রাস করিয়া সোভিয়েটের চৌকাঠে জাঁকিয়া বসিতে দেয় নাই। পোলিশ সরকার যখন দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে, হিটলারকে ঠেকাইবার মত তখন কেহই পোলাণ্ডে ছিল না, তখন লালফৌজ অগ্রসর হইল, হিটলারের মুখ থেকে তাহার সাধের শিকার ছিনাইয়া লইল, এবং পূর্ব্ব পোলাণ্ডে যেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী য়ুক্রেনিয়ান্ ও শ্বেত রাশিয়ানদের স্বজাতীয় সেই সব অঞ্চল অধিকার করিল

স্বাধীন পোলাণ্ডের জন্য লালফৌজ লড়িতেছে

হিটলারের সঙ্গে কোন বন্দোবস্ত করিয়া একটা ভাগাভাগি সোভিয়েট করে নাই। আসলে হিটলার ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শীঘ্রই একদিন হিটলার যে সোভিয়েট আক্রমণ করিবে, তাহা সোভিয়েটের কাছে অজানা ছিল না। শুধু দেশরক্ষার খাতিরেই সোভিয়েট যদি অগ্রসর হইত, যে সব অঞ্চল হিটলারের কবলে পড়িতেছে সেই সব অঞ্চল দখল করিত, তাহা হইলেও সোভিয়েটকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু সোভিয়েট যদি পোলাণ্ডের অন্তর্গত যে য়ুক্রেনিয়ান্ ও শ্বেতরাশিয়ানরা বিশ বৎসর ধরিয়া অত্যাচার সহ্য করিতে ছিল, তাহাদিগকে নূতন করিয়া হিটলারের কবলে পড়িতে দিত, তো সত্যই একটা অপরাধ হইত। তাই যত দূর পর্য্যন্ত সোভিয়েট নাগরিকদের স্বজাতীয়দের বাস, ততদূর অগ্রসর হইল। ১৯১৯ সালে ইংরেজ লর্ড কার্জনের নেতৃত্বে এক কমিশন যে লাইন পর্য্যন্ত সোভিয়েটের অন্তর্ভুক্ত হওয়া ন্যায্য বলিয়াছিল, প্রায় সেই লাইন পর্য্যন্তই লালফৌজ অগ্রসর হইল, দুই এক জায়গায় সামান্য অদলবদল করিয়া লইল। ১৯২০ সালে সোভিয়েটের কাছ থেকে পোলরা যে অঞ্চল ছিনাইয়া লইয়াছিল, তাহা আবার সোভিয়েটের অন্তর্ভুক্ত হইল।

লালফৌজের অভিযান ন্যায় সঙ্গত

এখানে প্রায় এক কোটী ত্রিশ লক্ষ লোকের বাস; ইহার মধ্যে অন্ততঃ ৩৫ লক্ষ য়ুক্রেনিয়ান ৪০ লক্ষ শ্বেত রাশিয়ান এবং প্রায় দশ লক্ষ ইহুদী। খাস পোলের সংখ্যা তুলনায় অনেক কম। আবার হিটলারের অত্যাচার এড়াইবার জন্য অনেক বিদেশী ইহুদী পলাইয়া আসিয়া ইহুদীর সংখ্যা বাড়াইয়াছিল। পোলিশ সরকারের আমলে ইহুদী, য়ুক্রেনিয়ান, শ্বেতরাশিয়ান্ প্রভৃতিদের উপর নিদারুণ অত্যাচার চলিত, ইহুদীদের অবস্থা ছিল সব চেয়ে জঘন্য। সংখ্যাল সম্প্রদায়গুলির প্রতি সদ্ব্যবহার করা সম্বন্ধে জাতিসংঘে পোলাণ্ড যে সব প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহা সবই যে মিথ্যা, একথা লয়েড জর্জ্জের মত লোক জোর করিয়া বলিয়াছেন। পিল্‌সুদস্কি-বেকের শাসনে শ্রমিক কৃষকদের অবস্থা ছিল দুঃসহ, আর সংখ্যালঘুদের নানাভাবে অপমান অত্যাচার সহিতে হইত।

লালফৌজকে তাই যে এই সব অঞ্চলে সকলে বিপুল অভ্যর্থনা জানাইল, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। "নিউজ ক্রনিক্‌লের" সংবাদদাতা উইলিয়ম ফরেষ্ট লেখেন যে সাধারণ লোক লালফৌজকে মুক্তিফৌজ বলিয়া সম্বর্দ্ধনা করে। জনগণের প্রতিনিধিদল দেখানে নির্ব্বাচিত হয়, এবং কয়েক মাস পরে তাহারা য়ুক্রেন ও শ্বেত রাশিয়ান্ সোভিয়েটের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আজ লালফৌজ যেখানে লড়িতেছে, সে অঞ্চল ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে পোলিশ রাষ্ট্রের অন্তর্গত হইলেও সত্যই সোভিয়েট দেশেরই একটী অংশ। পোলিশ সরকার নাম লইয়া যাহারা লণ্ডনে দিন গুজরাণ করে, তাহাদের হাতে এ অঞ্চল ফিরাইয়া দেওয়ার কথাই উঠিতে পারে না। তাই মস্কো: বেতারে একথার কয়েকজন আমেরিকান বচনবাগীশকে উদ্দেশ করিয়া বলা হয় যে সোভিয়েট যখন ক্যালিফর্ণিয়ার মাপজোপ লইয়া মাথা ঘামায় না, তখন আমেরিকানরা যেন সোভিয়েট দেশের সীমান্ত নির্দ্ধারণ লইয়া বাক্‌বিস্তার করিয়া ধৃষ্টতা না দেখায়।

পোলাণ্ডের সঙ্গে বন্ধুতার জন্য সোভিয়েটের আগ্রহ

হিটলার সোভিয়েট আক্রমণ করার পর লণ্ডনে পোলিশ সরকারের সঙ্গে সোভিয়েটের কথাবার্ত্তা চলে, হিটলারের বিরুদ্ধে সর্ব্ববলের সমন্বয় ঘটাইবার জন্য সোভিয়েট চেষ্টার কসুর করে নাই। হিটলারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পোলিশ সরকার সোভিয়েটের সঙ্গে সহযোগিতা করিবে, সোভিয়েটে একটী পোলিশ বাহিনী গঠিত হইবে ইত্যাদি কথা হয়। কিন্তু শীঘ্রই দেখা যায় যে কোন রকম মিটমাট সম্ভব নয়; বিশেষতঃ, সিকোর্স্কির মৃত্যুর পর হইতে পোলিশ সরকারের চেহারাতে ক্রমেই ফ্যাশিষ্ট ছাপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

সোভিয়েটে যে পোলিশ সেনাপতির হাতে বাহিনী গঠন করার ভার ছিল, সেই আণ্ডার্স যে সোভিয়েট শত্রু, এ খবর মস্কো দিয়াছে। পোলিশ যোদ্ধাদের মধ্যে যাহারা সোভিয়েটের বন্ধু বলিয়া পরিচিত ছিল, বা যাহাদের সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ ঐরূপ সন্দেহ করিত, তাহাদের উপর নানাভাবে অত্যাচার চলে, অনেককে খুন পর্য্যন্ত করা হয়। ইহুদীদের উপর খুবই অত্যাচার হয়; আর যাহারা য়ুক্রেনিয়ান বা শ্বেত রাশিয়ান তাহাদের স্পষ্ট বলা হইত যে ১৯৩৯ সালের পূর্ব্বে পোলাণ্ড যেমন ছিল, যুদ্ধের পর আবার তেমনই থাকিবে। জেনারেল আণ্ডার্স লালফৌজের পাশাপাশি যুদ্ধ করা দূরে থাকুক দলদ বলে ইরাণে যাইয়া আড্ডা পাতিয়াছেন, বরাবর দ্বিতীয় ফ্রণ্টের বিরোধিতা করিয়া চলিতেছেন।

লণ্ডনে বনিয়া পোলিশ সরকার গত বৎসর এপ্রিল মাসে এক ইস্তাহার ছাড়িয়া বলে যে তাহারা ১৯৩৯ সালের সীমান্তকে আবার ফিরাইয়া আনিতে চায়। ইহার জবাবে সোভিয়েট সরকার জানায় যে সেদিন পর্য্যন্ত যাহারা হিটলারের পদলেহনে বিপুল কৃতিত্ব দেখাইয়াছে তাহাদের হস্তক্ষিতে য়ুক্রেনিয়ান ও শ্বেত রাশিয়ান সোভিয়েট নাগরিকদের তথাকথিত পোলিশ সংস্কারের কবলে ফিরাইয়া দেওয়া কিছুতেই হইতে পারে না। পোলিশ সরকারের মুরুব্বি ইংরেজ সরকারও সোভিয়েটের এই দৃপ্ত মনোভাব দেখিয়া চুপচাপ থাকিয়া যায়।

(শেষাংশ ১০এর পাতায় দেখুন)

সোভিয়েট কারো স্পর্দ্ধা সহ্য করে না

(৯ পাতার শেষাংশ)

ইহার কিছুকাল পরেই পোলিশ সরকার হিটলারের মুখে ঝাল খাইয়া বলে যে স্মোলেন্সকের কাছে নাকি কয়েক হাজার পোলিশ সামরিক কর্মচারীর হাড়গোড় পাওয়া গিয়াছে, সোভিয়েটের 'স্বৈরী' শাসকরা নাকি ইহাদের তিন বৎসর পূর্ব্বে খুন করিয়া পুঁতিয়া রাখে। এই গাঁজাখুরি খবর শুনিয়া যত সোভিয়েট শত্রু শিয়ালের মুখে এক রা শুনা গেল। রেডক্রশের কাছে দরখাস্ত গেল যে এ ব্যাপারে খোঁজ খবর লওয়া হউক। এবারও সোভিয়েট কড়া জবাব দিল। "প্রাভদা" বলিল যে লণ্ডনের পোলিশ সরকার ইহাল কার্য্যক্ষেত্রে হিটলারেরই অনুচর। সোভিয়েট 'নায়-কে-ওয়াস্তে পোলিশ সরকারের' সঙ্গে সকল কূটনীতিক সম্পর্ক রদ করিয়া দিল। যে পোলিশ দেশভক্ত দল সোভিয়েটে তাহাদের সংঘ গঠন করিয়াছে, তাহার নেত্রী ওয়াণ্ডা-ওয়াসি-লেভ্স্কা জানাইলেন যে নূতন করিয়া পোলিশ সরকার না গঠন করিলে পোলাণ্ডের জনসাধারণকে প্রতারণা করা হইবে। এবারও সিকোর্স্কি কোম্পানীর ইংরেজ মুরুব্বিরা মুখ বুজিয়া থাকিতে বাধ্য হইল।

বিলাতের কম্যুনিষ্ট "ডেলি ওয়ার্কার" পত্রিকাতে বার বার দেখা গিয়াছে যে উদ্ধত পোলিশ সামরিক কর্ম্মচারীরা যেখানে সেখানে বলিয়া বেড়ায় যে তাহারা বরং হিটলারকে সমর্থন করিবে, কিন্তু সোভিয়েটকে বরদাস্ত করিবে না।

"নাইটিন্‌থ্ সেঞ্চুরীর" মত বিলাতের প্রতিক্রিয়াশীল কাগজেও সোভিয়েট পোলাণ্ডের উপর নিদারুণ অত্যাচারের মিথ্যা খবর বার বার প্রকাশ হইয়াছে।

আজ সোভিয়েট পুরাতন পোলিশ সীমান্ত পার হইয়াছে বলিয়া ইহাদের দুশ্চিন্তার আর অন্ত নাই। কিন্তু আমেরিকা বা ব্রিটেনে কে চটিলেন না চটিলেন সেটাই আজ বড় কথা নয়। সোভিয়েট তাই উইকির মত প্রভাবশালী আমেরিকানকেও বলিতে কসুর করে নাই যে মুখে সোভিয়েটকে বাহবা জানাইয়া পোলাণ্ড, ফিনলাণ্ড ও বল্টিক দেশগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সোভিয়েটকে সলাপরামর্শ দিয়া শত্রুতা করার উপযুক্ত উত্তর দিতে সোভিয়েট জানে।

সোভিয়েট চায় স্বাধীন পোলাণ্ড

(সোভিয়েটের চীফ অফ দি ষ্টাফ মার্শাল এ, এম, ভ্যাসিলেভস্কি)

জনগণের শত্রুদের চক্রান্ত

সিকোর্স্কি মারা যাইবার পর মধ্য প্রাচ্যে প্রধান সেনাপতি হইলেন সস্নোভস্কি। এই লোকটি সোভিয়েটের পরম শত্রু; যুগোস্লাভ মিহাইলোভিচের মতই বিশ্বাসঘাতক; দ্বিতীয় ফ্রন্টের বিরোধিতায় ইনি সিদ্ধহস্ত; রেডিও মারফৎ পোলিশ দেশভক্তদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাইবার আহ্বান ইনি জানাইয়া আসিতেছেন। "যুদ্ধ ও শ্রমিকশ্রেণী" নামে সোভিয়েট পত্রিকাতেই এইভাবে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মস্কোতে প্রকাশিত পোলিশ সংবাদ পত্রে "ভোল্‌না পোল্‌কোতে" বলা হয় যে দেশত্যাগী পোল্‌রা ইংলণ্ডে বসিয়া যে গোপন রেডিও চালায়, তাহারা জার্ম্মাণদের খবর দিয়া পোলাণ্ডে যে দেশভক্তরা মরণ তুচ্ছ করিয়া লড়িতেছে, তাহাদের কয়েকজনকে খুন করাইয়াছে। লণ্ডনে পোলিশ সরকারে কৃষক পার্টি ও সোশালিষ্ট পার্টির যে প্রতিনিধিরা আছেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে কি জানেন বলিয়া পত্রিকাতে প্রশ্ন করা হয়।

সোভিয়েট স্পষ্ট জানাইয়াছে যে পোলাণ্ডকে স্বাধীন ও শক্তিশালী দেখিতে সোভিয়েট চায়। যে পোল্‌রা আজ লালফৌজের পাশাপাশি লড়িতেছে, তাহাদের প্রতিনিধিরা বলিয়াছেন যে নূতন পোলাণ্ডে গণতান্ত্রিক শাসন চাই, কৃষকদের হাতে জমি দেওয়া চাই, পশ্চিমে পোলাণ্ডের সীমান্ত বাড়ানো চাই, এবং যাহারা বিদেশে পলাইয়া আপন প্রাণ বাঁচাইয়াছে, তাহাদের বাদদিয়া সকল পোল্‌কে এক জোট করা চাই। পশ্চিম যুদ্ধে ও শ্বেত-রাশিয়াকে আবার পোলাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নূতন সমস্যা চাগাইয়া তুলা ইহাদের উদ্দেশ্য নয়। সোভিয়েটও এ কথার সমর্থন করিয়াছে। জার্ম্মাণী অন্যায় ভাবে পোলাণ্ডের যে সব অঞ্চল কাড়িয়া লইয়াছে, সেগুলি পোলাণ্ড ফিরাইয়া পাউক। কিন্তু ১৯৩৯ সালে সোভিয়েট যতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, ততদূর যাওয়া ছিল ন্যায়সঙ্গত। যুক্রেনিয়ান ও শ্বেতরাশিয়ানরাই সেখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশ। এখানে সোভিয়েটের অধিকার বিনাসর্ত্তে মানিয়া লইলে তবে সীমারেখা লইয়া সামান্য অদলবদল সম্বন্ধে আলোচনা হইতে পারে। হাজার মুরুব্বির পিঠ-চাপড়ানো সত্ত্বেও পোলিশ সরকার সোভিয়েটের সংকল্পে নড়চড় করাইতে পারিবে না।

সোভিয়েটের দাবী সম্পূর্ণ ন্যায় সঙ্গত, লালফৌজের পরাক্রম দেখিয়া বহুরূপী শত্রু আজ ম্রিয়মান। তাই পোলিশ সরকারের এতদিনকার পৃষ্ঠপোষকরা নির্ব্বাক থাকিতে বাধ্য হইয়াছে।

ফরাসী চন্দননগরে কম্যুনিষ্টপার্টির জনসমাবেশ

ফরাসী ভারতে কম্যুনিষ্ট পার্টি বৈধ

কমরেড পি, সি, জোশীর আগমনে সাড়া

গত ৯ই জানুয়ারীর কথা ফরাসী চন্দননগরের লোকের বহুদিন স্মরণ থাকিবে। অনেক বছরের মধ্যে এমন উৎসাহ উদ্দীপনা, সর্ব্বশ্রেণীর এমন বিপুল জনসমাবেশ চন্দননগরে দেখা যায় নাই। উপলক্ষ্য কমিউনিষ্ট পার্টি বৈধ হইবার পর জনসমাবেশ এবং কমরেড পি, সি, জোশীর আগমন।

যে উৎসাহ-আগ্রহের সঙ্গে লোকে সর্ব্বভারতীয় জাতীয় নেতাদের কথা শুনিতে আসে, ১৯৩৬ সালে শ্রীরামপুরে পণ্ডিত জওহরলালের আগমনে যে রকম আগ্রহের সঙ্গে লোকে সভায় আসিয়াছিল, অনেকটা সেইরকম আগ্রহ নিয়া সকল শ্রেণীর লোক সভায় আসেন। তবে এবার অনুষ্ঠানের নতুনত্ব এই যে সভার শেষে স্থানীয় কমিউনিষ্ট ইউনিটের পক্ষ থেকে নাচ ও গানের আয়োজন,—জাতীয় সংকটের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের নানাদিক নিয়া যে নতুন কালচার গড়িয়া উঠিয়াছে, চন্দননগরের জনসাধারণ তারও খানিকটা ধারণা পাইলেন।

চন্দননগরের নাগরিকগণ কমিউনিষ্ট পার্টির প্রকাশ্য সভায় যেমন নতুন ধরণের শৃংখলা ও সংঘবদ্ধতা দেখিলেন, নাচ গানের মধ্যে যেমন নতুন কালচারের বিকাশ লক্ষ্য করিলেন, তেমনই কমরেড জোশীর বক্তৃতার মধ্যে নতুন যুগের নতুন ধরণের নেতার সন্ধান পাইলেন।

পরাধীন বৃটিশ ভারতের মধ্যে ততোধিক পরাধীন ফরাসী ভারত। বৃটিশ ভারতে জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে ফরাসী ভারতের মুক্তি আন্দোলনের অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। চন্দননগরের শ্রেষ্ঠযুবকরাই আত্মবলি দিয়া এই সম্পর্ক রাখিয়া আসিয়াছে। তাই ১৯২০-২১ এবং ১৯৩০-৩২ সালে চন্দননগরের শত শত যুবক আগাইয়া আসিয়াছে। তাদেরই মধ্যে বেশীরভাগ শ্রেষ্ঠ যুবক আজ কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে। আজ চন্দননগরকে নানাবিধ সমস্যার মধ্যে পথ ঠিক করিয়া নিতে হইবে। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ মরিয়া গিয়াছে। নাৎসী দস্যুদের নিষ্ঠুর নিপীড়নের মধ্যে আজ জন্মিয়াছে নতুন ফ্রান্স,—জনগণের ফ্রান্স। ফ্রান্সের নবজাগ্রত মুক্তিকামী জনগণের হাত ধরিয়া সিরিয়া ও লেবাননের জনগণ জাতীয় ঐক্যের জোরে নিজেদের মুক্তির রাস্তা করিয়া নিয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কূটকৌশলে তাদের জাতীয় ঐক্য ভাঙ্গে নাই, শত প্ররোচনায়ও তারা ভুল পথ নেয় নাই। তাদের দৃষ্টান্ত আজ ফরাসী ভারতের জনগণকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সাফল্যের পথ দেখাইতেছে।

ফরাসী চন্দননগর আজ গোলামের অধম গোলাম। সেখানে নাগরিকদের মিউনিসিপ্যাল অধিকার নাই, ১৮৪০ সালের পুরাণো রদ্দি অর্গ্যানিক ল'র দয়ণ সেখানে সগঠনের অধিকার নাই; বলিলেই হয়, ফরাসী ভারতের "লেনারেল কাউন্সিল" নামধারী আইন সভা মন্ট-ফোর্ড আমলের ভারতীয় আইন সভার চেয়েও ভূয়ো। তার উপর হালফিল খাদ্যসংকটের দারুণ দুর্য্যোগের মধ্যে চন্দননগরে মাথাপিছু খাদ্যবরাদ্দ সম্পর্কে উচ্চবাচ্য নাই। এইসব অভিযোগ নিয়া চন্দননগরে সর্ব্বসাধারণের আন্দোলনের নতুন দিক যখন কমরেড জোশী তুলিয়া ধরিলেন, তখন সমগ্র সভা আগ্রহে উৎসাহে আশা ভরসায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে আবার নতুনভাবে ফরাসী চন্দননগরের যোগ হইবে,—এবার শুধু অগ্রগামী যুবকদের নিয়া নয়, সমগ্র জনগণের সংঘবদ্ধ আন্দোলন দিয়া। চন্দননগরের তিন-চার লক্ষ লোক, একহাজার শিক্ষিত নাগরিক, পাঁচশো শ্রমিক এবং বাইরের শ্রমিক-কৃষক-যুবকেরা চন্দননগরে সভা হইতে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়া ফিরিলেন। অনেক অনভ্যস্ত মুখ দিয়া ধ্বনিত হইল :—"কমিউনিষ্ট পার্টি জিন্দাবাদ।"

পি, সি, জোশী

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

"জনযুদ্ধের" স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা (আগামী সংখ্যা) সোমবার অফিস হইতে পাঠান হইবে। সুতরাং সেই অনুসারে কমরেডরা ষ্টেশন ও পোষ্ট অফিস হইতে কাগজ নেওয়ার বন্দোবস্ত করিবেন। অবিলম্বে অর্ডার বুক করুন।

ম্যানেজার—জনযুদ্ধ

কলিকাতায় কয়লা সরবরাহ অব্যবস্থা

শোনা যাইতেছে সরকারী নির্দ্দেশ অনুসারে শীঘ্রই কলিকাতা সহরে কয়লার ডিপো নাকি অর্দ্ধেক কমাইয়া দেওয়া হইবে। মিউনিসিপাল লাইসেন্স প্রাপ্ত কতকগুলি চলতি দোকানকে নাকি অতি সামান্য কারণে ছাড়পত্র দেওয়া হয় নাই। নূতন ব্যবস্থায় প্রতি ৬০ হাজার লোকের জন্য নাকি ১০ হইতে ১৫টি দোকান বরাদ্দ হইবে।

এ জন্য ইতিমধ্যেই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক দোকান বাছাই হইয়া গিয়াছে। বিমান আক্রমণ সত্ত্বেও যে সব কয়লা বিক্রেতা সহরবাসীকে কয়লা যোগাইয়া আসিয়াছে, তাদের অনেকেই নূতন ছাড়পত্র পায় নাই। অথচ বহু নূতন লোক কয়লার দোকানের লাইসেন্স পাইতেছে।

উল্টাডিঙ্গি হইতে খবর আসিয়াছে, সেখানে ৭টি সাব-এরিয়ার লোকসংখ্যা সাড়ে ১২ লক্ষ। এই এলাকায় খুচরা দোকানদারদের মারফৎ অতি সামান্য পরিমাণ কয়লা স্থানীয় ছোট ছোট কারখানা হোটেল প্রভৃতিতে ও জনসাধারণের মধ্যে বিলি হয়। গত ২৯শে ডিসেম্বর হইতে ৩ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত দিনে মাত্র আড়াই ওয়াগন কয়লা (১২৫০ মণ) সরবরাহ হইতেছে। সাড়ে ১২ লক্ষ লোকের প্রয়োজন ইহাতে মিটিতে পারে না।

তা ছাড়া গত ৩।৪ মাস হইতে যে কয়লা সরবরাহ হইতেছে তাহাতে ধুলাবালির ভেজাল অত্যন্ত বেশী, উত্তাপ শক্তিও খুব কম। এই কয়লা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি পুড়িয়া ছাই হয়। এখুনি এই আসন্ন কয়লা সংকট রুখিতে না পারিলে, শীঘ্রই সহরবাসীকে চাল খাকিতেও উপবাসে কাটাইতে হইবে।

জনযুদ্ধ

চিরজীবী লেনিন

গোপাল হালদার

উনিশ বছর হইল লেনিন মারা গিয়াছেন। এক নূতন পৃথিবীর দুয়ারে তিনি আমাদের পৌঁছাইয়া দিয়া যান। আজ পঁচিশ বছর আমরা সেই পৃথিবীতে মানুষ হইয়াছি—অনেকে জন্মিয়াছিই লেনিনের গড়া সেই পৃথিবীতে, অনেকে সেই পৃথিবীতেই বড় হইয়াছি; অনেকে আজ মরিতেছি সেই লেনিনের পৃথিবীর জন্য, গড়িতেছিও আবার সেই লেনিনের পৃথিবীকেই লেনিনের আদর্শে।

অস্ত্রের ঝনৎকার, বারুদের ধোঁয়া ও কামানের ধ্বনির মধ্যে 'অক্টোবর বিপ্লব' সম্ভব হয়, রুশিয়ার বরফ-ঢাকা মাটিতে জন্মে নূতন যুগ। আজও অস্ত্রের শব্দ আছে; বারুদের ধোঁয়া কামানের শব্দ আজ আরও অনেক বেশী। নিপীড়িত মানুষের জয়যাত্রাও তেমনি আজ আরও সুস্পষ্ট। মানুষের ইতিহাসে লেনিনের জন্ম সত্য ও সার্থক। লেনিনের লালফৌজ আজ নোভিয়েট দেশকে মুক্ত করিতেছে—প্রতিক্রিয়ার প্রবল শক্তি আজ মাথা নোয়াইতেছে, দেশে দেশে মানুষ মাথা তুলিতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে আজ লালফৌজের তুলনা নাই—হিটলার ও জার্ম্মান সেনাপতিদের সমস্ত দর্প নীপারের বাঁকে এখন চূর্ণ হইয়া যাইতেছে—'ষ্টালিনগ্রাদ' তাহারা ভুলিতে পারে নাই, 'কিয়েভ যুদ্ধের' পরাজয়ে তাহারা আবার বিব্রাস্ত। ওদিকে ক্যাশিজমের জন্মভূমিতেও ফ্যাসিষ্টবাহিনীর অস্তিত্ব প্রায় মুছিয়া গিয়াছে, ফ্যাসিজমই প্রায় নির্ব্বাসিত।

ফ্রান্সের 'নীল পল্টন' ঘরে ফিরিতেছে, রুমানিয়ার ফ্যাসিষ্ট তাঁবেদারদের প্রাণে আতঙ্ক। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে সমস্ত বাধা কাটাইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে জনমুক্তির প্রয়াস, যুগোস্লাভিয়ায় সমস্ত মিথ্যার জাল অপসারিত করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে জনগণের নেতৃত্ব। এসিয়ার চীনের জন-সমাজ তেমনি অপরাজেয়, প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধক্ষেত্রে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধকৌশল ব্যর্থ। আর এই যুদ্ধক্ষেত্রেও পিছনে সমুচ্ছল আজ জনশক্তির নূতন রাষ্ট্রনীতিক জয়,—স্পষ্টই তাহার নূতন সংগঠনের নূতনতর সম্ভাবনা। তেহেরাণে পৃথিবীর এই পর্ব্বেরই সেই নূতন পাতা লেখা হইল। পৃথিবীর প্রধানতম দুইটি ধনিক শক্তি আজ স্বীকার করিল—যুদ্ধে তাহারা সোভিয়েট শক্তির সুহৃদ, শান্তিতে তাহারা সোভিয়েট শান্তির সহযোগী।

পঁচিশ বছর ধরিয়া সোভিয়েটের ধ্বংসই ছিল যাহাদের একমাত্র সাধনা, পঁচিশ বছর পরে আজ সোভিয়েটের সাহচর্য্য হইয়াছে তাহাদের এক প্রধান লক্ষ্য। লেনিনের বিরুদ্ধে যে মিষ্টার চার্চ্চিল চুরুট বিষ চালিয়াছেন কলমের মুখে পর্য্যন্ত, সেই মিষ্টার চার্চ্চিলেরই কলম তেহেরাণে লেনিনের শক্তিকে সসম্মানে স্বীকার করিয়া আসিল।

নিপীড়িতের নেতা লেনিন

'রেড ক্ষোয়ারে' ঘুমন্ত লেনিন আজও পৃথিবীর অন্যতম নেতা—এই উনিশ বছর তো তাহারই ইতিহাস—তাহার সাধনার ইতিহাস—তাহার সার্থকতার ইতিহাস। আর উনিশ বছর ধরিয়া যে নূতন পৃথিবী জন্ম লইতেছে তাহাতেই লেনিনের পরিচয়—তাহার সাধনার পরিচয়, তাহার সার্থকতার পরিচয়।

এই পরিচয় লেনিনের যেমন, তেমনি পরিচয় অত্যাচারিত মানুষের। লেনিন সেই নিপীড়িত মানুষের নেতা,—সর্ব্বহারার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি। তিনিই বুঝিয়াছিলেন—সর্ব্বহারার হার নাই; আর তিনিই বুঝাইলেন—সর্ব্বহারা সর্ব্বজয়ী হইবেই।

ইতিহাসের এই সত্যকে লেনিন রূপ দান করেন। ইতিহাস জুড়িয়া মানুষের এই অত্যাচারের কথা। প্রবল দুর্বলকে পেষণ করিয়াই প্রবল, শাসক শাসিতকে দলিত করিয়াই শাসক, শোষক শোষিতকে নিষ্পেষ করিয়াই শোষক—এই ইতিহাসের কথা। যুগের পর যুগ মানুষ পীড়নে চূর্ণ হয়, নরমুণ্ডের পাহাড় সাজাইয়া তাহার উপর পাতা হয় রাজার সিংহাসন; অসংখ্য মানুষের গায়ের রক্ত জল করিয়া তৈরী হয় ধনিকের মুনাফা, জমিদারের দৌলৎ। ইহাই চলিয়াছে বরাবর—কিন্তু ইহাই চলিতে পারিবে না। আর লেনিন দেখাইলেন ধনিক বড় হইতেছে, তাহার ঐশ্বর্য্য বাড়িতেছে, তাহার লোভও বাড়িতেছে। আজ তেমনি দুঃখ বাড়িতেছে গরীবের দুয়ারে। দেশ ছাড়াইয়া ধনিকের লোভ যায় পরের দেশের ঢুপরে; পরদেশের ধনিকদের খর্ব করিয়া সে আরও বড় হয়, পরদেশের গরীবদের নিঃশেষ করিয়া তাহার মুনাফা আরও বাড়ে। তারপর তাহারা দেখে আর দেশ নাই, আর পৃথিবী নাই। বাধে তখন ধনিকের সঙ্গে ধনিকের ঝগড়া,—পৃথিবীর শোষিতদের একে শোষণ করিবে বেশি, কে শোষণ করিবে কম? বাধে তাহাদের সাম্রাজ্য লইয়া সংগ্রাম। কিন্তু অন্য দিকে শোষণের চাপে বাড়ে শোষিতেরও সংখ্যা; পীড়নের চাপে বাড়ে নিপীড়েতের চেতনা। ধনিকের দলে এইভাবে খাওয়া-খাওয়ি বাধিবেই, আর সর্ব্বহারার দলে বাড়িবে ঐক্য—এইটাই স্বাভাবিক। এই কথা মার্ক্স্ একেবারে পরিষ্কার করিয়া দেন। কিন্তু তবু জানা ছিল—ধনিকের এতটুকু বুদ্ধি আছে যে তাহারা শোষিতদেরও এক হইতে দিবে না,—দলে দলে শোষিতদের বিভক্ত করিয়া রাখিবে; অজ্ঞানে অত্যাচারে তাহাদের একেবারে অ-মানুষ করিয়া ফেলিবে, আবার প্রলোভনে প্রবঞ্চনায় তাহাদের একেবারে ভুলাইয়া রাখিবে; আর-রাষ্ট্রের ক্ষমতা থাকে ধনিকদেরই হাতে, তাই বরাবর আইন ও শৃঙ্খলার নামে শোষিতের সংঘ চেষ্টাকে দমন করে অতি সহজে। মানুষের ইতিহাসে তবে এই অনন্ত শোষিতের জয়ের আশা কই? এই ইতিহাস কি শুধু মানুষের দুঃখেরই ইতিহাস?

জয়ের অস্ত্র—সংগঠন

লেনিন দেখাইলেন—দুঃখের ইতিহাস এবার জয়ের ইতিহাস হইতেছে; সেই জয়ের জন্য চাই অত্যাচারিতের আয়োজন, চাই শোষিতের সংগঠন, সর্ব্বহারার সর্ব্বজয়ী অস্ত্র।

এই অস্ত্রই ঐক্য, সংগঠন ইহারই নাম—সর্ব্বহারার রাজনৈতিক পার্টিই এই সংগঠন। লেনিনের সমস্ত জীবনের সাধনা এই পার্টি গড়া; আর তাঁহার জীবনের সার্থকতা এই যে সর্ব্বহারার সেই অস্ত্র তিনিই তৈরী করিলেন; তাঁহার রণকৌশলও তিনি প্রণয়ন করিলেন, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়ে তাহার প্রয়োগ নৈপুণ্যও দেখাইলেন, আর পৃথিবীতে রচনা করিয়া গেলেন অত্যাচারিত মানুষের মুক্তির প্রথম ভূমিকাক্ষেত্র—সোভিয়েট দেশ।

বুকের রক্ত দিয়া লেনিন পার্টি গড়েন—কত তর্ক কত যুক্তি, কত অশ্রুর প্রয়াস ছিল ইহার পিছনে, আর শত কলহের কোলাহলেও কত স্থিরদৃষ্টি ছিলেন লেনিন, আর দৃঢ় ছিল তাঁহার নির্দ্দেশ। বারে বারে ভেদ বিভেদ আসিয়াছে, কিন্তু লেনিনের সন্দেহ ছিল না পার্টিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে, অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে তাহার নীতি, অক্ষুণ্ণ রহিবে তাহা হইলেই তাহার ধার—অক্ষুণ্ণ রহিবে তাহার শক্তি। ইহাতেই লেনিনের বিপ্লবী প্রতিভার পরিচয়—তিনি ভেদ-বিভেদের ভয়ে বিপ্লবী প্রয়োজন ভোলেন নাই। ১৯০৫-১৯১১ এর মধ্যে বলশেভিকদের বড় দুর্দ্দিন প্রতিক্রিয়ার তখন জোর, হতাশ হইয়া দলের কেহ কেহ শুধু-বাঁধা আন্দোলনের পথ লইতে চান। লেনিন একটি নিয়মেরও জন্যও ভুলিলেন না, জনগণের বিপ্লবী চেতনাকে মূর্ত্ত না করিলে পার্টি বিপ্লবী

(লেনিন ও ক্রুপ স্কায়া)

অস্ত্রে পরিণত হইবে না। আবার ১৯১৪-১৭ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যুগ। দেশে দেশে অন্ধ সমাজতন্ত্রীরা যুদ্ধের উত্তেজনায় গা ভাসাইয়া দিয়াছেন, লেনিনের মতো বিপ্লব-উন্মুখ ছিল তখন কয়জন লোক? কিন্তু লেনিনের মতো বিপ্লবী দৃষ্টিই বা ছিল কাহার?—তিনি অটল রহিলেন তাহার প্রয়াসে, অভ্রান্ত রহিল তাঁহার নির্দ্দেশ—রুশিয়ার যুদ্ধের জয়ে জারতন্ত্র ভাসিয়া গেল, আর দৃঢ়চেতা সেই দৃঢ়চিত্ত নায়কের নেতৃত্বে অগ্রসর হইয়া আসিল রুশিয়ার অত্যাচারিত জনগণ—তাহার প্রমিক ও সৈনিক আর তাহার অগণিত কৃষক, হাতে তাহাদের লেনিনের নির্দ্দেশে গড়া শানিত অস্ত্র—রুশিয়ার বলশেভিক পার্টি।

লেনিনের বিপ্লবী দৃষ্টি

এমনি অভ্রান্ত ছিল লেনিনের বিপ্লবী দৃষ্টিও। এই দৃষ্টির বলে বাস্তব অবস্থাকে অভ্রান্তভাবে বুঝিয়া লেনিন পার্টি গড়িয়াছিলেন। অভ্রান্ত ভাবেই বিপ্লবের মুহূর্ত্তকেও ঠিক চিনিয়া লইয়াছেন, বিপ্লবের উপযোগী করিয়া তৈরী করিয়াছেন আবার তাহার কার্য্যধারা; তাহার প্রচার-বাণী। 'অক্টোবর বিপ্লবের' মুহূর্ত্তটিই কি সংকটময়। সে কি দুঃসাহসের কাজ। অথচ কত স্পষ্ট লেনিনের দৃষ্টি—আজই এই রাষ্ট্রেই বিপ্লবের সূচনা করতে হইবে—কাল সম্ভব ছিল না, আগামী কাল আর সম্ভব হইবে না। সে সময়েরই এক ঘটনা ষ্টালিন উল্লেখ করিয়াছেন। দুঃখানিন তখন সেনাপতি। প্রতিক্রিয়াবাদী সেনাপতি, বিপ্লবী পরিষদের আদেশ শুনিবেন কি? লেনিন তার ঘরে অপেক্ষা করিয়া আছেন। সময় কাটে না। হঠাৎ তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল "বেতার ঘাটিতে চলো। দুঃখানিনকে বরাত্ত করিয়া ক্রাইলেঙ্কোকে আমরা সেনাপতি করিব। আর সাধারণ বৈতারের কাছে নিবেদন জানাইব 'সেনাপতিদের বন্দী করো, যুদ্ধ থামাও, শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ নিজেদের হাতে লও।—" কোথাও দ্বিধা বা সংকোচের নাম নাই। নতুন আর্থিক নীতি বা 'নেপ' গ্রহণের বেলাই বা কি দিব্য দৃষ্টি আর অভ্রান্ত নির্দ্দেশ লেনিনের। শুধু আকস্মিক বিপ্লব তো বিপ্লব নয়, নাতিক ঘটনা বিশ্লেষণে যথাযথ প্রয়োগ বিপ্লবী প্রতিভা, এই অক্ষুণ্ণ ও অভ্রান্ত শিক্ষা লেনিনের নিকট লাভ করেন তাহার প্রিয় নেতৃত্ব ষ্টালিন ও তাঁহার সহযাত্রীরা। তাই ঘটনা বিবর্ত্তনে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক ভাঙ্গিয়া দিতেও তাহাদের বাধে নাই—আর এই মহাযুদ্ধের মধ্যে ফ্যাশিষ্ট শক্তিকে ধ্বংস করিয়া জনমুক্তির পথ রচনায় তাহারা নির্দ্বিধাচ্ছ ও নির্ব্বিসংশয়।

জনগণের শক্তিতে বিশ্বাস

লেনিনের মনে সংশয় ছিল না, তাহার কারণ তিনি যেমন গ্রহণ করিয়াছিলেন জনগণের মুক্তির আদর্শ, তেমনি জানিতেন যে, সে মুক্তির শক্তিও আছে জনগণেরই। জনগণই শক্তির আধার, তাহাদেরই মধ্যে বিপ্লবী চেতনা রহিয়াছে। হয়ত সুপ্ত তাহা কিন্তু লুপ্ত হয় না। জনগণের উপর এই অটুট আস্থাই লেনিনের বিপ্লবী প্রতিভার আসল অবলম্বন, তাহার সার্থকতার মূল। 'জনগণের কাছে হইতে শেখো'—লেনিন বারে বারে এই উপদেশ দিয়াছেন তাঁহার সহযাত্রীদের। জনগণের অভিজ্ঞতা তাহাদের সংগ্রাম শীলতা তাঁহাদের সৃষ্টিশক্তি,—ইহার উপরে এমন করিয়া আর কোনো বিপ্লবী নেতা এত আস্থা স্থাপন করেন নাই। আর কেহ এমন করিয়া বোঝেন নাই—জনগণই তো আসল স্রষ্টা। আর সৃষ্টিশক্তিই তো বিপ্লবী শক্তিরও মূল। তাহাই পূর্ণতর হইয়া বিপ্লবে ফুটিয়া উঠে আবার বিপ্লবী প্রয়াসে—শিল্পে, বাস্তব চেতনায়, জীবন যাত্রায়।

মানুষের মুক্তি—নিপীড়িত মানুষের মুক্তি—সভ্যতারই দাবী আর ইতিহাসেরই নির্দ্দেশ—এইটি লেনিন স্পষ্ট করিয়া তোলেন। তাই বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি (১৯ই নভেম্বর) জনগণকে আবেদন জানাইলেন: "কমরেডগণ, শ্রমজীবির দল, মনে রাখিও তোমরা নিজেরা আজ শাসন করিতেছ রাষ্ট্র। তোমরা ঐক্যবদ্ধ না হইলে, নিজেদের হাতে রাষ্ট্রের সমস্ত কার্য্যভার গ্রহণ না করিলে কেহ তোমাদের সাহায্য করিবে না। তোমাদেরই সোভিয়েট আজ রাষ্ট্রশক্তির আধার সমস্ত কাজে নির্দ্দেশ দিবার ক্ষমতা ধরে।" তিনি বলিলেন "প্রত্যেক রাষ্ট্রনিকেও শিখিতে হইবে রাষ্ট্র পরিচালনা।"

জনগণের প্রতি এই আস্থা যাহাদের নাই তাহারা বুঝিবে না—এই কথার মানে কি। তাহাদের পক্ষে এই সত্য বুঝিতে হয় লেনিনগ্রাদে মস্কোর সম্মুখে লক্ষ লক্ষ লোক বলি দিয়া, বুঝিতে হয় ষ্টালিনগ্রাদে খারখভে, কিয়েভে দুর্ব্বার পরাজয়ে; বুঝিতে হয় অধিকৃত সোভিয়েট ভূমিতে। গোরেলা নর-নারীর বিদ্রুহ বিরোধিতায়, বুঝিতে হয় বহুজাতির দেশে দূরদূরান্তরের নানা জাতির সোভিয়েট দেশভক্তির সম্মুখে বিদ্রুহ ভাবে দাঁড়াইয়া।

বিশ্ব-মুক্তির অগ্রদূত

মুক্ত মানুষের শক্তি কি—তাহা আজ জানাইয়া দিতেছেন সমরক্ষেত্রে—নিপীড়িত মানুষের নেতা লেনিন—রেড স্কোয়ারে যিনি শয়ান। বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিঘোষিত করেন, নিপীড়িত জাতিদেরও মুক্তি। স্বাধীন হইল সেদিন ফিন্, পোল, স্বাধীন হইল উক্রেইনি আর বেতরুশ, আজর বৈজানী তুর্কী, আর গুর্জী, আর্মানি, স্বাধীন হইল তাজিক, তর্কমেন, উজবেক;—নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পাইল নাম-না-জানা আরও কত জাত, পিছিয়ে পড়া আরও কত লোক। পৃথিবীতে নতুন দিন আসিয়াছে—প্রাচ্য জগতের অত্যাচারিত জাতিদের কি তাহা ভুলিবার আর উপায় আছে? তাহারা কি জানে না এই সোভিয়েট-তন্ত্র ধ্বংস হওয়ার মানে কি? আর তাহারা কি বোঝে না এই তন্ত্রকে ধ্বংস করার বড়যন্ত্রও চলিবে পুরাণো পৃথিবীর শোষক দলের মধ্যে? পোল্ শাসকদল ও ফিন্ শাসকের দল—যাহা ইচ্ছা করুন—পোল জনগণ ও ফিন জনগণ জানিয়াছে নূতন দিন জন্ম লইয়াছে তাহাদেরই দুয়ারে। জানে তেমনি চীনের জনগণ নূতন দিন জন্ম লইতেছে তাহাদেরও দেশে। জানি আমরাও—ঝঞ্ঝা দুর্ভিক্ষের মধ্যে—যুদ্ধের বিপ্লবী সম্ভাবনা আমাদের ঐক্যে সার্থক করিতে হইবে। জানে পৃথিবীর জনগণ তাহাদের বড় আশার সোভিয়েট শক্তি আজ বিজয়ের পথে সর্ব্বাগ্রে—ষ্টালিন তাহার নায়ক।

ষ্টালিনের সোভিয়েট শক্তি আজ পৃথিবীর জনযুদ্ধের সংগ্রামে চলিয়াছে অগ্রে অগ্রে, আর তাহারও অগ্রে নূতন পৃথিবীর নেতা লেনিন।

রেড স্কোয়ারের ঘুমন্ত লেনিন এই জাগ্রত জনতার নায়ক আজ—উনিশ বছর পরেও।

লেনিন চিরজীবী।

লেনিন

(মস্কোর রাজপথ)

সুকান্ত ভট্টাচার্য

লেনিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন প্রথম প্রতিবাদ।
আজকেও রুশিয়ার গ্রামে ও নগরে
হাজার লেনিন যুদ্ধ করে,
মুক্তির সীমান্ত ঘিরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে।
বিদ্যুৎ-ইশারা চোখে, আজকেও অদ্ভুত লেনিন,
ক্রমশ সংক্ষিপ্ত করে বিশ্ব ব্যাপী প্রতীক্ষিত দিন,—
বিপর্যস্ত ধনতন্ত্র, কণ্ঠরুদ্ধ, বুকে আর্ত্তনাদ ;
—আসে শত্রুজয়ের সংবাদ।
সযত্ন মুখোসধারী ধনিকেরও বন্ধ আস্ফালন;
কাঁপে হৃৎযন্ত্র তার, চোখেমুখে চিহ্নিত মরণ।
বিষাদ হ'য়েছে শুরু, পদানত জনতার ব্যগ্র [illegible]
দেশে দেশে বিস্ফোরণ অন্তর্কিতে অগ্ন্যুৎপাত [illegible]।
দিকে দিকে কোণে কোণে লেনিনের পদধ্বনি আজে [illegible]
দলিত হাজার কণ্ঠে বিপ্লবের আজো সম্বর্দ্ধনা।
পৃথিবীর প্রতি ঘরে ঘরে,
লেনিন সমৃদ্ধ হয় সম্ভাবিত উর্বর জঠরে।
অ-সহ্য আশ্চর্য্য বেগে বিপ্লবের প্রত্যেক আকাশে,
লেনিনের সূর্য্যদীপ্তি রক্তের তরঙ্গে ভেসে আসে ;
ইতালী, জার্ম্মাণ, জাপ, ইংলণ্ড, আমেরিকা, চীন,
যেখানে মুক্তির যুদ্ধ সেখানেই কমরেড লেনিন।
অন্ধকার ভারতবর্ষ : মুমূর্ষুর পথে মৃতদেহ—
অনৈক্যের চোরাবালি ; পরস্পর অযথা সন্দেহ ;
দরজায় চিহ্নিত নিত্য শত্রুর উদ্ধত পদাঘাত,
অদৃষ্ট-ভর্ৎসনা-ক্লান্ত কাটে দিন, বিমর্ষ রাত ;
বিদেশী শৃংখলে পিষ্ট, শ্বাস তার ক্রমাগত ক্ষীণ—
এখানেও আয়োজন পূর্ণ করে নিঃশব্দে লেনিন।
লেনিন ভেঙেছে বিশ্বে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন জানায় প্রতিবাদ।
মৃত্যুর সমুদ্র শেষ ; পালে লাগে উদ্দাম বাতাস—
মুক্তির শ্যামল তীর চোখে পড়ে, আন্দোলিত শ্বাস ;
লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে, ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ,
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে ; মনে হয় আগিই লেনিন॥

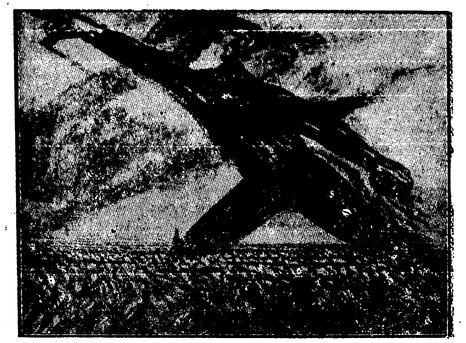

"যে পার্টি জনগণের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রাখে, শ্রমশীল জনগণের মধ্যে ডুবিয়া থাকে—শুধু সর্ব্বহারা শ্রেণীর মধ্যেই নয়, সমস্ত জনগণের মধ্যে—সে পার্টি অজেয়।"

(লেনিন)

"বলশেভিকরা শক্তিশালী, কেননা তারা জনগণের সঙ্গে সংযোগ রাখে। জনগণের মধ্য হইতেই তাদের জন্ম, জনগণের মধ্য হইতেই তাদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি—যতদিন জনগণের সঙ্গে বলশেভিকরা সংযোগ রাখিবে, ততদিন তারা অপরাজেয় থাকিবে।"

(ষ্টালিন)

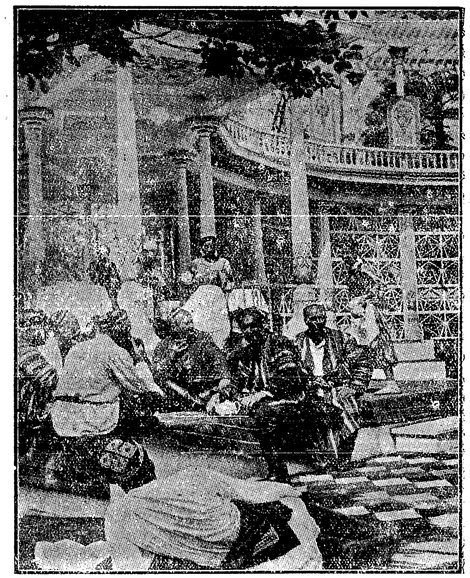

(সোভিয়েট তাজিকিস্তানের একটি সমবায় কৃষিক্ষেত্রের চাষান)

ঘৃণা, মিথ্যাচার ও অপবাদের কালো ছায়া দুনিয়ার বুকে আরো ঘনাইয়া উঠিতেছে—কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? এই উন্মত্ত দুনিয়ার অন্ধকারের মাঝে লেনিন যে প্রজ্বলিত মশাল তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাকে কোন শক্তিই নিভাইতে পারিবে না।

(ম্যাক্সিম গোর্কী)

Regd No. C. 2836. ২৩নং ডিরন লেন, কলিকাতা, নিরঞ্জন প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪০, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত। JANAYUDDHA
সম্পাদক—অজিত মুখার্জী এম এল-এ

জনযুদ্ধ
স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা
২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪৪
৩৯ সংখ্যা দাম ৵০ আনা

স্বাধীনতা দিবসের সংকল্প

আমরা বিশ্বাস করি যে, স্বাধীনতা লাভ করা এবং নিজেদের শ্রমলব্ধ ফল ভোগ করিয়া ও জীবনের প্রয়োজন মিটাইয়া নিজেদের বিকাশের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা ভারতবাসী বা যে কোনো জাতির অধিবাসীর অবিচ্ছিন্ন অধিকার।

আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, যদি কোনো গভর্ণমেণ্ট কোনো জাতিকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করে এবং তাদের নিপীড়ন করে, তবে সেই গভর্ণমেণ্টকে উচ্ছেদ করার অধিকারও সেই জাতির আছে।

ভারতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে শুধু যে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহা নয়, তার শাসনের ভিত্তি গড়া হইয়াছে ভারতীয় জনসাধারণের শোষণের উপর। এবং তার ফলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক সমস্ত দিক দিয়াই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে।

তাই আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিতেই হইবে।

আমরা মনে করি যে, স্বাধীনতা অর্জ্জনের প্রকৃষ্ট পথ হিংসার পথ নয়। শান্তিপূর্ণ এবং ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের ভিতর দিয়াই ভারত শক্তিমান হইয়াছে, আত্মনির্ভরতা অর্জ্জন করিয়াছে এবং স্বরাজের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই পথ অনুসরণ করিয়াই আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করিবে।

আমরা নূতন করিয়া আবার ভারতের স্বাধীনতার শপথ লইতেছি। আমরা সংকল্প করিতেছি যে, যতদিন না পূর্ণ স্বরাজ লাভ হয়, ততদিন অহিংসভাবে স্বাধীনতার আন্দোলন চালাইয়া যাইব।

• • • •

"ঐক্য ব্যতীত যে স্বাধীনতা লাভ করা যাইবে না, আমার এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না।"

(মহাত্মা গান্ধী—'হরিজন' ২৪শে মে, ১৯৪২)

চোরা বাজার দমন করিবার জন্য

সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব চাই

ভবানী সেন

'নিউজ ক্রনিকেল' পত্রিকার সংবাদদাতা দিল্লী হইতে সংবাদ দিয়াছেন যে, মহামারীতে বিধ্বস্ত বাংলার আবার দুর্দ্দিন আসিতেছে। উক্ত সংবাদদাতা তথ্য দ্বারা এই উক্তি প্রমাণ করিয়াছেন, ভাবী দুর্দ্দিনের কারণ সম্পর্কে তাঁহার বিশ্লেষণ দিয়াছেন, সমাধানের পথ কি সে সম্বন্ধেও ইঙ্গিত করিতে ছাড়েন নাই।

দর বাড়িতেছে

ঘোরতর দুর্দ্দিক যে আবার ঘনাইয়া আসিতেছে সে বিষয়ে শুধু আমলাতন্ত্র এবং মন্ত্রীমণ্ডলীই তিমির পোষণ করেন। এমেরা হইতে আরম্ভ করিয়া সুরাবর্দ্দি পর্য্যন্ত বলিয়া দিয়াছেন ঘটনা আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে, অবস্থার উন্নতি ঘটিতেছে। সেই সময় হইতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার, বাংলার প্রাদেশিক আমলাতন্ত্র এবং মন্ত্রীমণ্ডলী ঐ একই কথা বার বার উচ্চারণ করিতেছেন। আমরানী এবার বেশী সুতরাং দাম আপনা হইতেই কমিয়া যাইবে। মজুত করিয়া দাম বাড়ান এবার অসম্ভব কারণ মজুতের বিরুদ্ধে আইন করিয়া দিয়াছি, আইন চালু করিবার জন্য বহু কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছি। সুতরাং অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে নিশ্চয়ই আসিয়াছে। এক চক্ষে অর্থনীতির সূত্র অন্য চক্ষে কেতাদুরস্ত আইন এই দুই ঠুলি পরাইয়া তাঁহারা প্রত্যেককেই অন্ধ সাজাইতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এরূপভাবে কাহাকেও অন্ধ সাজান অসম্ভব। কারণ, ২৭ কোটি মণ চাউল উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও দাম কমিতেছে না বাড়িতেছে।

নভেম্বর মাসের শেষ দুই সপ্তাহে ধান এবং চাউলের দরম কমিয়াছিল। এই সময় অধিকাংশ জেলায় ধানের দর হইয়াছিল প্রতি মণ ৫ টাকা হইতে ৭ টাকার মধ্যে, চাউলের দর হইয়াছিল ১০ টাকা হইতে ১৪ টাকার মধ্যে। কিন্তু ডিসেম্বর মাস আরম্ভ হইতে না হইতেই দর আবার চড়িতে থাকে। অধিকাংশ জেলায় এই সময় চাউলের দর প্রতি মণ ১৬ টাকা হইতে ১৮ টাকায় উঠে, কোন কোন জেলায় ২০ টাকা হইতে ২২ টাকা পর্য্যন্ত। এই দরের নীচে কোথাও নামে নাই। অথচ মজার ব্যাপার এই যে মাঠের পুরা ধান এখন বাজারে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, সরকারের সর্ব্বোচ্চ বাঁধা দর এখন ১৫৲ টাকা এবং আইনের ক্ষমতা বহন করিবার জন্য আমলারা সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সুরাবর্দ্দি সাহেব এবং সরকারী আমলাদের অর্থনৈতিক সূত্র এবং আইন উভয়েরই মান মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া ধান চাউলের দর উপরে উঠিয়াগেছে।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম দুই সপ্তাহ দর যখন চড়িতে আরম্ভ করে তখন আমলারা এবং মন্ত্রীরা সকলেই বলিয়াছিলেন যে পুরাতন চাউল শেষ হইয়া গিয়াছে, নূতন ধান এখনও বাজারে আসে নাই তাই সাময়িকভাবে দর চড়িতেছে। নূতন ধান কাটা ও ছাটা শেষ হইলেই দাম কমিতে বাধ্য। কিন্তু জানুয়ারী মাসের শেষেও দাম কমিবার লক্ষণ নাই। মন্ত্রীমণ্ডলী তবু স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন যে অবস্থা তাঁহাদের আয়ত্তের বাহিরে গিয়াছে।

জনগণ এবার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া রহিয়াছে। এবার বোল, সতের টাকা চাউলের মণ হওয়াও দুর্দ্দিনের সামিল, এবার দশ হইতে তের টাকার মধ্যে দর সীমাবদ্ধ না করিলে মৃত্যুস্রোত থামিবে না।

'নিউজ ক্রণিকেল' এর সংবাদদাতার বিবৃতির প্রতিবাদ করিয়া ১৯শে জানুয়ারীর বাংলা গভর্ণমেন্টের প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে বিপদ সত্য সত্যই কাটিয়া গিয়াছে, "গুরুতর অভাব অভিযোগের সংবাদ এখন পাওয়া যাইতেছে না।" জনগণের আর্ত্তনাদ আমলাতন্ত্রের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া সরকারী সেক্রেটারীয়েটে এখনও প্রবেশ করিতেছে না, ইহাই এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়। উক্ত প্রেস নোটে বলা হইয়াছে—"বাংলার সর্ব্বত্র স্থানীয় অফিসারদের নিকট গভর্ণমেন্টের খাদ্য শস্য প্রচুর পরিমাণে মজুদ রহিয়াছে। খুব মূল্য সত্ত্বেও চাহিদার পরিমাণ এখন অত্যন্ত কম ... সুতরাং চাউলের মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্য নহে।" মন্ত্রীমণ্ডলীকে এ কথা প্রমাণ করিবার জন্য আমরা চ্যালেঞ্জ করি। বাঁধা দরে কোন জায়গাতে চাউল বিক্রী হয় কিনা তাহা তাঁহারা প্রমাণ করুন। সর্ব্বত্র স্থানীয় অফিসারদের নিকট গভর্ণমেন্টের খাদ্য শস্য যদি প্রচুর পরিমাণে মজুদ থাকিয়া থাকে তাহা হইলে কেন সমস্ত সহরে রেশনিং হইতেছে না এবং কেন গ্রামাঞ্চলে বাঁধা দরে সরকারা সরবরাহের ব্যবস্থা নাই? সরকারের গুদামে এত চাউল মজুত থাকা সত্ত্বেও চোরাবাজারে বিশ একশ টাকায় চাউল বিক্রী হয় কেন? বাংলা সরকারের প্রেস নোট হইতে প্রমাণিত হয় যে জনগণের জন্য খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা তাঁহাদের চিন্তার মধ্যে নাই, বাঁধা দর চালু করিবার জন্য তাঁহাদের গরজ কম, চোরাবাজার যে সমান জোরে চলিতেছে তাহা তাঁহারা স্বীকার করিতেও প্রস্তুত না।

চাউল কে কিনিতেছে?

দর কেন বাড়িল এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে দেখিতে হয় আমন ধান কোথায় যাইতেছে? কিন্তু নিউজ ক্রনিকেল-এর প্রতিনিধি সে প্রশ্নের ধার দিয়াও যান নাই। তিনি বলিতেছেন বাংলার সরকারী নীতি স্বাভাবিক বাণিজ্যস্রোতের গতি রুদ্ধ করিয়াছে, কাজেই লোকের কাছে ধান চাউল গিয়া পৌছাইবার ব্যবস্থা নাই, কৃষকেরা এবং সাধারণ লোকে মজুত আরম্ভ করিয়াছে। এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সুরাবর্দ্দি সাহেবের আমন ক্রয় নীতি স্বাভাবিক বাণিজ্য স্রোতকে একটুও ব্যাহত করে নাই, বরং তাহাকে কবলে আমন ধান সমর্পণ করিয়াছে।

হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার চাউলের ব্যাপারীরা ধান চাউল কিনিয়া ধানের মণ ৭৲ হইতে ১০৲ টাকায় তুলিয়াছে, চাউলের মণ এখন কুড়ি বাইশ টাকা। হাওড়ার চাউল কলওয়ালারা এবং ঘাটালের ব্যাপারীরা মেদিনীপুর হইতে চাউল কিনিয়া সরাইতেছে। কলিকাতা হইতে নৌকা বোঝাই দিয়া ব্যাপারীরা অন্য জেলায় চাউল সরাইয়া লইতেছে। সেখানে সরকারী কর্ম্মচারীরাও স্বীকার করেন যে নৌকায় করিয়া বিশ মণ রপ্তানি করিবার আইন সঙ্গত অধিকার দেওয়া হইয়াছে বলিয়া চাউলের দর নিয়ন্ত্রিত করা কঠিন। ময়মনসিংহ হইতে ঢাকার ব্যাপারীরা হাজার হাজার মণ কিনিয়া লইয়াছে। এইভাবে প্রত্যেক জেলা হইতেই স্বাভাবিক বাণিজ্যের রথীরা ধান চাউল কিনিয়া দর চড়াইয়াছে, সে দর দু এক জায়গায় ছাড়া কোথাও নামে নাই। কৃষকদের অধিকাংশ যে কোন দরে বেচিয়া ফেলিতে বাধ্য হইতেছে কারণ ধান না বেচিলে তাহাদের পক্ষে দেনা শোধ করা, খাজনা দেওয়া কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনা অসম্ভব। বাজারে এখন ধান চাউলের যে দর তাহাতে সাধারণ লোকের অধিকাংশের পক্ষে কিনিয়া জমান অসম্ভব।

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে নিউজ ক্রনিকেল পত্রিকার সংবাদদাতা মজুতদার ব্যাপারীর ক্রয় ও মজুত সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ব্বাক, তাঁহার মতে—কৃষক এবং জনসাধারণই মজুত করিতেছে। বাংলা সরকারের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি কলরব করিয়াছেন কিন্তু সেই অব্যবস্থাটা যে কি সে সম্পর্কেই তিনি উল্টা সুর গাহিয়াছেন, সরকারী ক্রয়ের বিরুদ্ধে যে সংস্কার আছে তাহাতেই তিনি ইন্ধন জোগাইয়াছেন, যে স্বাধীন বাণিজ্য আমন ধান মজুতদারের ঘরে চুকাইতেছে সেই স্বাধীন বাণিজ্যের পক্ষ লইয়াই তিনি লড়িয়াছেন।

লেখক

সুরাবর্দ্দির নীতি

মজুতদার ব্যাপারী চাউল কিনিয়া মজুত করিতেছে। বড় বড় ধনী ব্যাপারীদের একটা বোর্ড গঠন করিয়া সুরাবর্দ্দি সমুখে রাখিয়াছেন এবং ধান কিনিবে কিনিবে করিয়া ভয় দেখাইতেছেন। অথচ দর স্থায়ীভাবে বাঁধিয়া দিতেও রাজী নন, এক এক মাস অন্তর এক এক টাকা করিয়া বাঁধা দর কমাইতেছেন, ভবিষ্যতের দর অনিশ্চিয়তার মধ্যে ছাড়িয়া রাখিয়াছেন। ইহার ফল হইয়াছে এই যে যাহারা সাধুভাবে ন্যায্য মুনাফা লইয়া ব্যবসায় করিতে চায় তাহারা বাজারে মূলধন খাটাইতে সাহস পাইতেছে না, যাহাদের টাকা বেশী, যাহারা মজুত করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত দর চালু করিবার ক্ষমতা রাখে তাহারাই চাউলের বাজারে একচ্ছত্র বাজারের মত কারবার করিতে পারিতেছে। সুরাবর্দ্দির নীতি এই সব মজুতদারেরই নীতি। এ নীতি লইয়া কোন বাঁধা দরই চালু করা যায় না, যাইতেছেও না। সুরাবর্দ্দির নীতিই চোরাবাজার জীয়াইয়া রাখিয়াছে।

বাংলা সরকারের প্রেস নোটে বলা হইয়াছে "গভর্ণমেন্ট উদ্বৃত্ত অঞ্চলগুলিতে মাঝারি ধরণের কেনার ছাটাই চাউল প্রতি মণ ১৩৲ টাকা দরে প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিতেছেন।" তাহা যদি সত্য হয় তবে এ চাউল কোথায় যাইতেছে? মাত্র কয়েকদিন আগে সুরাবর্দ্দি সাহেব ঘোষণা করিয়াছিলেন যে এখন অল্প কেনা বা বেশী কেনার কথাই উঠিতে পারে না। কয়েক দিনের মধ্যেই আবার শুনিতেছি সরকার প্রচুর চাউল খরিদ করিতেছেন। অথচ এই একই প্রেস নোটে বলা হইয়াছে "স্বাভাবিক ব্যবসায়ের ধারার উপর অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ করা হয় নাই, যদি কোন স্থানে ইহা স্বাভাবিক ভাবে চালু না থাকে তাহার সহিত গভর্ণমেন্টের খাদ্য সংগ্রহের পরিকল্পনার কোন যোগ নাই।" অর্থাৎ সুরাবর্দ্দির আমন ক্রয় নীতি হইল মজুতদার ব্যবসায়ীকে মজুত করিবার সুযোগ দেওয়ার নীতি। স্বাভাবিক বাণিজ্য ধারা চালু রাখার অর্থ ব্যবসায়ীদের মজুত করিবার সুযোগ দেওয়া। ব্যবসায়ীর মজুত করিবার পূর্ণ সুযোগ আছে অথচ সরকারও প্রচুর কিনিতেছেন ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? ইহার অর্থ এই হয় যে মজুতকারী ব্যবসায়ীদেরই ডাকিয়া ডাকিয়া এজেন্ট বা সাব এজেন্ট করা হইতেছে অথবা সরকার যাহা কিনিতেছেন তাহার পরিমাণ এত সামান্য যে তাহা ধারা বাজার দর প্রভাবান্বিত করা চলে না। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে বাংলার অধিকাংশ জেলার চোরাবাজার পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান এবং সরকারী প্রেস নোট এ বিষয় পরিষ্কার করিয়া দিতেছে যে চোরাবাজার বন্ধ করিতে মন্ত্রীমণ্ডলী সচেষ্ট নন, তাঁহারা মজুতদারদের পুষ্ট করিতেছেন, দাম কমাইতেছেন না। শুধু সরকারী প্রয়োজনে সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য যে টুকু কেনা হইবে তাহার ব্যবস্থার জন্যই সুরাবর্দ্দির ক্রয় বোর্ড। জনগণকে সরবরাহ করিবার জন্য কিনিবার পরিকল্পনা নাই বলিয়াই সুরাবর্দ্দি বলিতেছেন—ধীরে সুস্থে চাউল কিনিব, সরকারী প্রয়োজনে যেটুকু দরকার তাহা ধীরে সুস্থে কেনা যায়, কিন্তু জনগণের খাদ্য তাহাতে চোরাবাজারে চলিয়া যায়।

সাম্রাজ্যবাদী সমাধান

নিউজ ক্রনিকেল এর সংবাদদাতা প্রস্তাব করিয়াছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ না করায় অবস্থা সংকট বাড়িতেছে, সেজন্য তিনি ৯৩ধারারও ইঙ্গিত করিয়াছেন। উক্ত সংবাদদাতা এবং কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েরই নীতি হইল স্বাভাবিক বাণিজ্যের ধারা অব্যাহত রাখা। মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে শ্রীশ্বাস্তবের ক্রয়নীতি লইয়া যে দ্বন্দ্ব হইয়াছিল তাহার বিবরণ এই কথাই প্রমাণ করে যে স্বাভাবিক বাণিজ্য ধারার বিরুদ্ধে উভয়ের কাহারও কোন দ্বন্দ্ব নাই। শ্রীশ্বাস্তবের বিবৃতিতে জানা যায় যে তিনি চাহিয়াছিলেন সরকারী ক্রয় বোর্ডের মারফৎ কম কেনার বাঁধাই এবং চাউলের কলের মালিকদের হাতে বেশী কেনার অধিকার দেওয়া। সুরাবর্দ্দি স্বাভাবিক বাণিজ্যধারা অব্যাহত রাখিয়া সরকারী প্রয়োজনে যতটুকু কেনা দরকার তাহার পরিমাণ ক্রয় বোর্ডের সভ্যদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে চাহিয়াছেন আর শ্রীশ্বাস্তব তাহারও অনেকটা চাউল কলে ব্যাপারীদের মারফৎ কিনিতে বলিয়াছেন। সরকারী প্রয়োজনে যতটুকু কেনা হইবে তাহা সুরাবর্দ্দির মনোনীত ব্যাপারীরা কিনিবে, না শ্রীশ্বাস্তবের মনোনীত ব্যাপারীরা কিনিবে—ইহা লইয়াই তাহাদের ঝগড়া। জনগণের প্রয়োজনে কিনিয়া বাঁধা দরে সরবরাহের বন্দোবস্ত করিয়া বাঁধা দর চালু করিবার ব্যবস্থা উভয়ের কাহারও প্রস্তাবে নাই। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ বা ৯৩ ধারা বাঁধা দর চালু করিবে না, মজুতদার ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবে না। বাধ্য জোর করিয়া চাউল সংগ্রহ দরকার হয় তবে ৯৩ ধারার আমলে গ্রামের কৃষক ও সাধারণ গৃহস্থের বিরুদ্ধে মজুত বিরোধী অভিযান চলিবে। নিউজ ক্রনিকেলের সংবাদদাতা সে আভাবও দিয়াছেন। তাঁহার মতে কৃষক এবং সাধারণ লোকই মজুত করিতেছে। সরকারী আমলাদের প্রধানরাও এই মত ব্যক্ত করেন। নিউজ ক্রনিকেলের সংবাদদাতার বিবৃতিতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে আমলাতন্ত্র মজুতদার ব্যাপারীর হাতে আমন ধান সমর্পণ করিয়া এখন সংকট বাড়িবার ভয়ে মন্ত্রীদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিবার আয়োজন করিতেছেন। এখন মজুতদার চাউল কিনুক, তাহার ফলে অবস্থা যখন ঘোরতর হইবে তখন মন্ত্রীমণ্ডলীর ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া ৯৩ ধারা জারী করিবে, ইহাই হইল সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্রের নীতি। লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী আমলাতন্ত্র ও মজুতদারের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া তাহারই ফাঁদে আটকা পড়িয়াছেন। নিউজ ক্রনিকেল এর সংবাদদাতা বোধহয় সেই ফাঁদ টানিবারই ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য ভূমিকা গাহিয়াছেন। নিউজ ক্রনিকেলের সংবাদদাতা, শ্রীশ্বাস্তব ও সুরাবর্দ্দি প্রত্যেকেই মজুতদারের স্বার্থ অনুযায়ী কথা বলিতেছেন।

জনগণের দাবী

জনগণের দাবী ৯৩ ধারা নয়, জনগণের দাবী সর্ব্বদলের মিলিত মন্ত্রীত্ব। ৯৩ ধারা চায় মজুতদারেরা। তাহারা মন্ত্রীমণ্ডলীর নিকট হইতে মজুত করিবার অধিকার পাইয়াছে, এখন সেই অধিকার স্থায়ী করিবার জন্য ৯৩ ধারা চায়, কারণ লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী যেহেতু লীগের জনগণের নেতা সুতরাং অবস্থা ঘোরালো হইলে হয়ত জনগণের চাপে তাঁহারা মজুতদারের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিয়া দিতে পারেন এই ভয়ই মজুতদারের ভয়। তাই ৯৩ ধারার জন্য তাহার আগ্রহ, ৯৩ ধারা জারী হইলে সে নিশ্চিন্ত, তখন মজুত বিরোধী অভিযান হইবে কৃষক ও সাধারণ গৃহস্থের বিরুদ্ধে। চাউল এখন মজুতদারের ঘরে যাইতেছে, একমাত্র সম্মিলিত মন্ত্রীত্বই তাহা বাহির করিয়া আনিতে পারে। শ্যামাপ্রসাদ বাবু যদি ৯৩ ধারার আন্দোলনে যোগ দেন তবে তাহার ফলে হিন্দু জনসাধারণ মরিবে, হিন্দু ব্যাপারীরই লাভ হইবে। সুরাবর্দ্দি যদি সম্মিলিত মন্ত্রীত্ব রাজী না হন তবে অদূর ভবিষ্যতে আমলাতন্ত্রের লাথি খাইয়া মরিতে হইবে। সম্মিলিত মন্ত্রীত্বই সর্ব্বসাধারণের বাঁচিবার একমাত্র পথ। সম্মিলিত মন্ত্রীত্বের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য অবিলম্বে চাই সর্ব্বদলের মিলিত প্রাদেশিক খাদ্য কমিটি। সরকারী ক্রয়বিক্রয় এবং বাজারদর নিয়ন্ত্রণ চালু করিয়া চোরাবাজার খতম করিবার জন্য অবিলম্বে সকল দলের মিলিত খাদ্য কমিটির কর্ত্তৃত্বে সরকারী ক্রয়বোর্ডের উপর বসানো হউক। বাঁধাদরে সরকারী সরবরাহের ব্যবস্থা চাই।

অগ্রহায়ণ

কলিকাতায়

আবার কাঙ্গালীর মিছিল

গ্রাম্যজীবন পুনর্গঠন না করিয়া রিলিফ কিচেন বন্ধ করার ফল

কলিকাতায় দুঃখের মৃত্যু র হার বাড়িয়াছে। ১৯ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ৩২৮ জন দুঃখের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার আগেকার পর পর দুই সপ্তাহে যথাক্রমে ২৯৯ এবং ৩০২ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। কর্পোরেশন হেল্থ অফিসারের মতে "মফঃস্বল অঞ্চলে এখনও খাদ্য পরিস্থিতি সঙ্কটজনক বলিয়া বহুসংখ্যক দুর্গত ব্যক্তি পুনরায় কলিকাতায় আশ্রয় জমায়েত হইতেছে।"

গৃহস্থদের দরজায় দুঃখিতের মর্ম্মন্তুদী চীৎকার অনেক দিন বন্ধ ছিল, আবার কয়েকদিন হইতে সেই চীৎকার সুরু হইয়াছে। রাত্রে গৃহস্থের দরজায় আবার আর্ত্তনাদ উঠিতেছে 'মা এক মুঠো ভাত দাও।'

এই নূতন দুঃখের দল কোথা হইতে আসিতেছে? সরকারী প্রেস নোটে বলা হইয়াছে—অবস্থা উন্নতির দিকে যাইতেছে, কিন্তু কলিকাতায় নূতন দুঃখের মিছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থার পরিচয় দেয়।

২১শে জানুয়ারী শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে ফিরিতেছি। একটি পরিবার মাথায় মোট লইয়া যাইতেছে, দেখিয়া দুঃখ পরিবার মনে হইল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাহারা কলিকাতায় নূতন আসিয়াছে। ঢাকা জেলার মুন্সিনগরে তাহারা ক্ষেতখামারের কাজ করিত। গ্রামে দারুণ মড়ক লাগিয়াছে, তাহাদের অভিভাবক অসুখে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। রোজগার করিবার সামর্থ্য নাই। তাই তাহার বউ, ১২।১৩ বছরের ছেলে, বিধবা ভাই বউ এবং তাহার এক পাল ছেলে কলিকাতায় আসিয়াছে। তাহারা কাজ পাইলে কাজ করিতে প্রস্তুত আছে।

বালীগঞ্জে যেখানে গড়িয়াহাট ও সাদার্ণ এভিনিউ মিশিয়াছে তাহার কাছেই রোজ সকালে ছোলা সিদ্ধ বিলি হয়। কিছুদিন আগেও এখানে দুশো আড়াইশ'র বেশী লোক খাইত কিনা সন্দেহ, এখন এখানে লোকের সংখ্যা ৪।৫ শত হইয়াছে। ভিড় এখানে দিন দিন বাড়িতেছে।

হাওড়া পুলের কাছাকাছি গোল জায়গায় এক স্কীম কাঙ্গালী মেয়ে ও শিশুর ভিড় দেখিয়া থামিলাম। কাছেই একটি ছেলে ডাইরিন্ হইতে ভাত খুঁটিয়া খাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাহার বাড়ী মেদিনীপুর। মার সঙ্গে সে কলিকাতায় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল, কিছুদিন হইল জ্বরে তাহার মা মারা গিয়াছে। তাহার পাশে একটি ৩০।৩৫ বছরের মেয়ে বসিয়াছিল। পাশের বাড়ী হইতে গরুকে ভাত খাইতে দিয়াছিল। সেই গরুটিকে তাড়াইয়া দিয়া সে ভাত সংগ্রহ করিয়া খাইতেছে, দেখিয়া মনে হইল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাহারা কলিকাতায় নূতন আসিয়াছে। কলিকাতার রিলিফ কিচেন বন্ধ, কাজেই এই ভাবেই এখন তাহারা চালাচ্ছে। তাহার বাড়ী বাগ্‌নানে। কিছুদিন আগে সে গ্রামের রিলিফ কিচেনে ফিরিয়া গিয়াছিল। সে কিচেন এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাই সহরে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। এ অঞ্চলের কালালীরা বড় বাজারে একটি দানযজ্ঞে কলাই সিদ্ধ খাইয়া কোন রকমে পেট চালায়।

শিয়ালদহে বেলেঘাটা ষ্টেশনের গাড়ী হইতে নামিল কাঙালীর মিছিল। সংখ্যায় তাহারা ৩০০ জন। ২৪ পরগণার বিভিন্ন স্থান হইতে তাহারা আসিয়াছে। তাহাদের একটা দলকে থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম :—

"তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ?"

"ডায়মণ্ড হারবার হইতে"

"তোমরা এই ভাবে রোজ যাতায়াত কর কেন?"

"আমরা দুই তিন দিন অন্তর যাতায়াত করি। গ্রামের লঙ্গরখানাগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমাদের নিজেদের জমি নাই। ধান কাটিয়া যাহা পাইয়াছিলাম তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে, কতক খাইয়াছি, কতক বেচিয়া ঔষধ পথ্য কিনিয়াছি, এখন আর কিছুই সম্বল নাই।"

"গ্রামে কি তোমরা কাজ পাও না?"

গ্রামে পুরুষদের জন্য কাজ আছে, মেয়েদের জন্য কাজ নাই। কাজের উপযুক্ত পুরুষেরা রোগে শয্যাগত, কাজেই আমরা ভিক্ষার বাহির হইয়াছি।"

বড় বাজারে পাঞ্জাব সেবাসমিতির রিলিফ কেন্দ্রে দেখিলাম ৫০০ কাঙালী। তাহারা হাওড়া জেলার আম্‌তা, উলুবেড়িয়া ও আন্দুল হইতে আসিয়াছে। দশ দিন আগে তাহাদের স্থানীয় রিলিফ কিচেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আগের বছর প্রথম দিকে তাহারা গৃহস্থের ধান ভানিয়া রোজগার করিত, কিন্তু এবার কেহ তাহাদের দিয়া ধান ভানাইতেছে না, হয় জমা করিয়া রাখিতেছে অথবা চাউলের কলের মালিকের কাছে বেচিয়া ফেলিতেছে।

এখানে আর একটা দল দেখিলাম, তাঁহারা এবারকার নূতন কাঙালী। সকলেই মেয়ে। বাড়ীর পুরুষেরা চটকলে কাজ করিত, কলহার অভাবে চটকল বন্ধ, কাজেই তাহারা ভিক্ষার বাহির হইয়াছে। এইরকম দুইটি পরিবার সেখানে দেখিলাম। এখানে যত কাঙাল আছে তাহাদের মধ্যে শতকরা ২০ বা ২৫ জন হইবে গ্রামের দিন-মজুরদের পরিবার, পুরুষেরা অসুস্থ, মেয়েরা গ্রামে কাজ পায় না, লঙ্গরখানা বন্ধ, তাই দলে দলে সহরে আসিতেছে।

কলিকাতায় দুঃখের ভীড়

(ষ্টেটস্‌ম্যান হইতে গৃহীত)

কলিকাতায় যে সব দুঃস্থরা আসিতেছে তাহাদের সংখ্যা এখনো ভয়াবহ আকার ধারণ করে নাই, কিন্তু যে ধরণের লোক আসিতেছে সে ধরণের লোক হাজারে হাজারে হাজির হইবে। সরকার রিলিফ কিচেন বন্ধ করিয়া দিতেছে, অথচ গ্রাম্যজীবন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গঠনমূলক কাজ আরম্ভ হয় নাই। রোগে মহামারীতে হাজার হাজার মেয়ে ও ছেলে কাঙাল হইয়া পড়িতেছে, প্রচুর আমন ধান থাকা সত্ত্বেও তাহাদের জন্য বাঁচিবার কোন পথ নাই। একদিকে বড়লোকের অতুল ঐশ্বর্য্য। আর একদিকে দুঃস্থতা ও মৃত্যু। সরকার বলিতেছেন অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে। অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আসে নাই, দিন দিন গুরুতর হইতেছে। গ্রাম্যজীবন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এখনই অগ্রসর হইতে হইবে, এই মুহূর্ত্তে গ্রামে গ্রামে কুটিরশিল্প বিস্তারের জন্য ব্যবস্থা করিলে এবার কাঙালীর অভিযান বন্ধ করা যায়। রোজগার করিতে পারে অথচ রোজগারের পথ নাই, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে রোজগার বন্ধ হইয়াছে এইরকম নরনারীই সহরে বেশী আসিতেছে।

রেশনিং সফল করিতে

মজুরের বরাদ্দ বাড়াও, মহল্লা কমিটি মানিয়া লও

গত দুইমাসের আন্দোলন, কলিকাতার ট্রাম ও অন্যান্য কলকারখানার শ্রমিকদের সভাসমিতি প্রভৃতির ফলে বাংলা সরকার কলিকাতার রেশনিং চালু করিতে বাধ্য হইল। আগামী ৩১শে জানুয়ারী হইতে কলিকাতা এবং গার্ডেনরীচ, হাওড়া, বাঁশী, বেলুড়, সাউথ সুবার্ব্বান ম্যুনীসপ্যাল এলাকায় রেশনিং চালু হইবে। ইহা কলিকাতার শ্রমিক ও নাগরিকদের নিকট মজুদদারের প্রথম পরাজয়।

কিন্তু পরাজিত হইলেও মজুতদার ছাড়িবার পাত্র নয়। এখনো, বৃহত্তর কলিকাতার একটা বিরাট অংশে এবং বাংলার অন্যান্য সহরে রেশনিংকে সে ঠেকাইয়া রাখিতেছে। কলিকাতা অঞ্চলে রেশনিং-এ আমলাতান্ত্রিক বে-বন্দোবস্তের প্রত্যেকটি সুযোগ কাজে লাগাইয়া সে কলিকাতার চোরাকারবার চালু রাখিতে চেষ্টা করিতেছে।

১৭ই জানুয়ারীর সংবাদপত্রে দেখা যায়, বৃহত্তর কলিকাতায় মাত্র সাড়ে ২৮শ লক্ষ রেশনকার্ড বিলি হইয়াছে, এখনো কয়পক্ষে ৩.৪ লক্ষ কার্ড বিলি হয় নাই। কলকারখানার অধিকাংশ মজুর এখনো কার্ড পায় নাই।

রেশন-শপের সংখ্যা, রেশনের বরাদ্দ, দর প্রভৃতি সম্পর্কে কলিকাতার শ্রমিক ও নাগরিকদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। ট্রাম, পোর্ট এবং অন্যান্য কলকারখানার শ্রমিকরা কোম্পানী এবং সরকারের নিকট টেলিগ্রাম পাঠাইয়া, ভারত সরকারের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীশ্বাস্তবের নিকট তার পাঠাইয়া তাহাদের রেশনিং ব্যবস্থার কয়েকটি ত্রুটির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। রেশনিং ব্যবস্থায় মজুররা যাহা দাবী করিতেছে সংক্ষেপে তাহা নিম্নরূপ।

(ক) গমে খাটায় মজুর এবং তাহার পরিবারের প্রত্যেকটি বয়স্ক লোকের জন্য সপ্তাহে দুই ইউনিটের স্থানে [এক ইউনিটে /১৬৲ খাদ্য নির্দ্ধারিত আছে] তিন ইউনিট, অর্থাৎ সোয়া পাঁচ সের খাদ্য চাই। তাহাদের পরিবারের ১২ বছর হইতে ১ বৎসর পর্য্যন্ত বাহাদের বয়স তাহাদের জন্য দেড় ইউনিট, অর্থাৎ /২৷৷৴ চাই। চাউলের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়া চলিবে না। তাহা ছাড়া, সপ্তাহে একবারে সমস্ত বরাদ্দ খাদ্য না লইয়া গরীব দিনমজুর প্রভৃতি যাহাতে এক এক বারে এক এক ইউনিট করিয়া খাদ্য কিনিতে পারে তাহার ব্যবস্থা চাই। (খ) কোম্পানী বা মালিকের দোকানে নিজেদের স্ত্রীবাছ ও ইচ্ছামত পরিবারের যে কয় জনের জন্য প্রয়োজন সে কয়জনের খাদ্য কিনিবার অধিকার থাকা চাই। তাহা ছাড়া, দোকানে একবার নাম লিখাইলে ১৩ সপ্তাহ সেই দোকান হইতে খাদ্য লইতে হইবে—এই নিয়ম তুলিয়া দিয়া ৭ দিনের নোটিশে দোকান পরিবর্ত্তনের অধিকার চাই। অতিথিদের জন্য ২৪ ঘন্টার নোটিশে রেশনকার্ড চাই। (গ) মজুরদা খাদ্যের পরিমাণ ও দরের হিসাবে বর্ত্তমানে যেখানে যে সুবিধা পাইতেছে তাহা মাগগীভাতার হিসাবে দিতে হইবে, তাহা কোথাও কিছুমাত্র কাটা চলিবে না। (ঘ) কেবল চাউল, আটা, চিনি নয়, তৈল, লবণ, কয়লা, কাপড় প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি জিনিষের রেশনিং চাই। (ঙ) চাউলের দর বর্ত্তমানে ১২৷৷০ টাকা এবং আমন ফসল উঠিবার পর ১০ টাকা বাঁধিয়া দেওয়া চাই। (চ) রেশন শপের উপর খবরদারী করার জন্য মজুর ও মালিকের মিলিত কমিটি চাই।

কেবল মজুর নয়, উত্তর কলিকাতা, খিদিরপুর প্রভৃতি এলাকার কলিকাতার নাগরিকরাও রেশনিং ব্যবস্থার বিভিন্ন গলদ দূর করার দাবীতে গত সপ্তাহে কয়েকটি জনসভা করিয়াছে। তাহারা মহল্লা কমিটি গঠন করিয়া রেশনিংএর গলদ দূর করিতে আগাইয়া আসিতেছে।

শ্রমিকরা কেবল সভা সমিতিতে

বাংলায় মহামারীর তাণ্ডব

মরণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এক হও

দুরন্ত সংক্রামক ব্যাধি ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের মত সারা বাংলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ম্যালেরিয়া বসন্ত, কলেরা গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করিয়া দিতেছে। যে তথ্য আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাতে দেখা যায়—হাওড়া জেলায় ১১০০ গ্রামের মধ্যে ৭০০ গ্রাম ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত, ১৯৪৩ সালে ১৫০০০ হাজার মারা গিয়াছে। ১৯৪২ সাল হইতে ইহা ৫ গুণ বেশী। হুগলী জেলায় ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে। ইহার মধ্যে ডানকুনি, খলাড় এবং আরামবাগ মহকুমায় পশ্চিম অঞ্চলে রোগের আক্রমণ ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সব অঞ্চলে কলেরা এবং শোথও আছে। দেড় লক্ষ লোক রোগে শয্যাশায়ী। ইতিমধ্যেই ১০,০০০ হাজার মারা গিয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলায় ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে ৯ লক্ষ লোক আক্রান্ত। ১৯৪৩ সালে ৩৬,০০০ লোক মারা গিয়াছে। আগের বৎসরের তুলনায় মৃত্যুর হার শতকরা একশ বাড়িয়া গিয়াছে। কলেরা ও শোথে জেলার অনেক অঞ্চল ছাইয়া গিয়াছে।

মেদিনীপুর সমগ্র জেলায় ম্যালেরিয়া সংক্রামকভাবে দেখা দিয়াছে। কলেরা ও শোথে জেলার অনেক অঞ্চল ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ১৯৪৩ সালে সাড়ে তিন লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। ২৪ পরগণা জেলায় ২০ লক্ষ লোক রোগে আক্রান্ত, অনুমান তিন লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। যশোহর জেলায় ম্যালেরিয়া সাংঘাতিকভাবে দেখা দিয়াছে। অনেক অঞ্চলেই কলেরা ও শোথও আছে। ম্যালেরিয়ায় ১২ লক্ষ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা শতকরা ২১০জন বেশী। ৬০,০০০ লোক মারা গিয়াছে।

বরিশাল জেলায় ম্যালেরিয়া বসন্ত, কলেরা ও শোথ মহামারীর আকার নিয়াছে। ম্যালেরিয়ায় ১২ লক্ষ লোক শয্যাশায়ী। রোগ আরও ছড়াইয়া পড়িতেছে। এক ভোলা মহকুমাতেই এ পর্য্যন্ত ৫০,০০০ লোক অনশন ও মহামারীতে মারা গিয়াছে। ফরিদপুর জেলায় এক ম্যালেরিয়াতেই ১০ লক্ষ লোক শয্যাশায়ী। সদর মহকুমার শতকরা ৭৫ জন রোগে আক্রান্ত। ইতিমধ্যেই ৬০,০০০ লোক ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছে। ঢাকা জেলায় ম্যালেরিয়া, বসন্ত ও কলেরা রোগের ভীষণ প্রাদুর্ভাব। জেলার শতকরা ৫০ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। ইতিমধ্যেই ব্যাধি ও অনশনে ৩ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে।

ময়মনসিংহ জেলার ৪৫ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত এবং অন্যান্য রোগে ৩ লক্ষ লোক শয্যাশায়ী। আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আনুমানিক ২ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। নভেম্বর ও ডিসেম্বরে দৈনিক মৃত্যুর হার ১৫০০। চট্টগ্রাম জেলায় শতকরা ৭০ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। ১৫ লক্ষের বেশী শয্যাশায়ী। ইহা ছাড়া কলেরা, বসন্ত, শোথ এবং চর্ম্মরোগও সমগ্র জেলায় ব্যাপকভাবে বর্ত্তমান। দৈনিক মৃত্যুর হার ১০০০। নোয়াখালী জেলার ৮ লক্ষ লোক রোগে শয্যাশায়ী। মহামারী আকারে বসন্ত, ম্যালেরিয়া ও ফেলনী মহকুমার কলেরা দেখা দিয়াছে। রংপুর জেলায় ম্যালেরিয়া ও কলেরা সমগ্র জেলার সাংঘাতিকভাবে বিস্তমান। অনেক অঞ্চলে বসন্তের প্রাদুর্ভাব খুবই বেশী। জেলায় শতকরা ৫০ জন লোক রোগে আক্রান্ত। দিনাজপুর জেলা সর্ব্বত্রই ম্যালেরিয়া ও কলেরার প্রাদুর্ভাব। জলপাইগুড়ী জেলার সমগ্র অঞ্চলই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। জেলায় শতকরা ৮ জনের শোথ রোগ। রাজসাহী জেলার অনেক স্থানেই ম্যালেরিয়া, কলেরা ও বসন্তের প্রাদুর্ভাব। নাটোর, নওগাঁ প্রভৃতি অঞ্চলেই রোগের প্রকোপ বেশী। মালদহ জেলায় ম্যালেরিয়ায় ৭ লক্ষ লোক আক্রান্ত। এ পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়ায় ১৫০০০ ও কলেরায় ৮০০০ লোক মারা গিয়াছে। পাবনা জেলায় শতকরা ৫০ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। কলেরার এক ক্ষামাত্রাশংকা গ্রামেই ১০০০ লোক মারা গিয়াছে। জেলার রোগে ১৯৪৩ সালে ১২০০০ লোক মারা গিয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ১০০ জন বেশী।

মুর্শিদাবাদ জেলায় মহামারীতে ২ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। ম্যালেরিয়ায় কোন কোন অঞ্চলে শতকরা ৯০ জন আক্রান্ত। ত্রিপুরা জেলায় সর্ব্বত্রই ম্যালেরিয়া, তন্মধ্যে ৯টি থানায় ঐ রোগ সাংঘাতিকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কলেরা ১৯টি থানা, বসন্ত ৬টি থানা ও শোথ ১১টি থানায় মহামারী রূপ নিয়াছে। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত, এই নয় মাসে মহামারীর প্রকোপে ৬৮৭২৮ জন লোক মারা

(মালদহের কলিগ্রামে মেডিকাল ইউনিট)

গিয়াছে। এক চাঁদপুর মহকুমায়ই এই নয় মাসে ২২৮০৯ জন লোক মারা গিয়াছে অথচ ১৯৪২ সালে ঐ সময়ে ১২৬৪৬ এবং ১৯৪১ সালে ১১৫৩ জন লোক মারা যায়। মৃত্যুর সংখ্যা দৈনিক ১০০০। হাওড়া জেলায় আমিয়া-ফাদ্দি, ধুলাট, পাবতলী প্রভৃতি অঞ্চলে ম্যালেরিয়া ও দেরপুর, কোতমাজী প্রভৃতি অঞ্চলে কলেরার প্রাদুর্ভাব। নদীয়া জেলায় শতকরা ৪০ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমায় ম্যালেরিয়ায় বহুলোক মারা যাইতেছে। কুইনাইনের অভাবে জ্বরের বিস্তৃতি বাড়িতেছে। এমন কোন পরিবার নাই যেখানে ম্যালেরিয়া নাই।

অক্লিশাল জেলা হাজ কেডারেশনের এ্যান্টি-এপিডেমিক স্কোয়াডের কমরেড প্রশান্ত দাশগুপ্ত জানাইতেছেন—

মহামারীর প্রকোপে বরিশাল জেলার অবস্থা চরমে উঠিয়াছে। এই মহামারীর হাত হইতে গ্রামবাসীদের রক্ষার জন্য বরিশাল জেলা ছাত্র-ফেডারেশন গ্রামে গ্রামে এ্যান্টি এপিডেমিক স্কোয়াড পাঠাইবার ব্যবস্থা করে। ১৫ জন ছাত্র স্কোয়াডে যোগ দেয়। কংগ্রেস ও মহাসভার নেতৃবৃন্দ, মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট অধ্যাপক ও শিক্ষকগণ এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া ছাত্র ফেডারেশনের এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানান। মুন্সীগঞ্জ ছাত্র লীগও সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। সংবাদপত্রে সাহায্যের আবেদনের উত্তরে যথেষ্ট পরিমাণে ম্যালেরিয়ার বৈদিক ঔষধ পাঠাইতে পারেন জানাইয়া জয়পুরের শিকার রাজ্যের দেওয়ান তার করিলেন।

দুইটি স্কোয়াড পটুয়াখালী ও গৌরনদী চলিল। আমাদের স্কোয়াডটি ২৬শে ডিসেম্বর হইতে ৩রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৭৮টি গ্রামে বাড়ী বাড়ী যাইয়া রোগগ্রস্তদের ঔষধপত্র দিয়াছে ও মহামারীর বিস্তৃত তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছে। আমাদের স্কোয়াডের নেতা কমরেড উৎপল সেন।

উভয় পালরদি, কসবা, বানিয়াগুরী ও বিথ গ্রামে প্রায় ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া, কলেরা ও বসন্ত সুরু হইয়াছে। কসবার একটি মুসলমানকে দেখিলাম ম্যালেরিয়ায় ও প্লীহায় আক্রান্ত। সে তাহার স্ত্রী ত্যাগ করিয়াছে। শুনিলাম ছেলেকেও বিক্রয় করিয়াছে। এই সম্পর্কে তাহাকে প্রশ্ন করিলে সে কিছুটা সময় আমাদের দিকে চাহিয়া থাকে, তারপর যেন ঘুমের ঘোরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, না বাবু, ছেলে বিক্রী করি নাই, পটুয়া-খালীতে একজনের কাছে রাখিয়া আসিয়াছি, ভাল দিনকাল পড়িলে আনিব। খোঁজ নিয়া জানিলাম লোকটি পাগলের মত হইয়াছে। বিথগ্রাম কুমার বাড়ীতে জগবন্ধু পালের ঘরে রোগে ও অনাহারে চারিজন মরিয়াছে—২টি ছেলে অভাবের তাড়নায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে। বাঁচিয়া আছে একজন বয়স্ক পুরুষ ও ৬ জন স্ত্রীলোক ও শিশু। এই ৬ জনই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। ইহারা জমি, জমা জিনিষপত্র এমন কি ঘরের টিনের দাম পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াছে। এখানে ঔষধ দিয়া কোন রকমে চোখের জল চাপিয়া চলিয়া আসিলাম।

বানিয়াগুরীতে এক বাড়ীতে ৩০ জনের মধ্যে ১০ জন মরিয়াছে। জীবিতদের মধ্যে একজনও সক্ষম লোক নাই। জমি জমা ঘর বাড়ী বন্ধক দিয়াছে এমন অনেক পরিবার এই গ্রামে আছে। এইরূপ একটি পরিবারের একটি স্ত্রীলোক কাঁদিতে কাঁদিতে বলে—তাহাদের ঘরে মারা গিয়াছে ৪ জন। বাঁচিয়া আছে একজন পুরুষ, দুইজন স্ত্রীলোক ও একটি শিশু, সকলেই ম্যালেরিয়ায় সাংঘাতিক ভাবে আক্রান্ত। একটি ভাল্লা ঘরে দুইটি অসুস্থ ভাইবোন শুইয়াছিল। একটি দুই বছরের শিশু ও মেয়েটি বার বৎসরের। দু জনায়ই চেহারা হইয়াছে কাঠির মত। মেয়েটির বোধশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে—সে আমাদের একটি কথাও বুঝিল না।

অভাবের তাড়নায় মায়েদের সাধারণ কোমল বৃত্তি কি হইতে পারে তাহারা একটি উদাহরণ গৌরনদীর ডাক্তার যোগেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মুখে শুনিলাম 'দিন কাটিন হইতে ছোট ছেলেদের জন্য দুধ লইয়া মায়েরা খাইয়া ফেলে।'

অনাহারের তাড়নায় ও মহামারীর আক্রমণে গ্রাম্য পারিবারিক জীবন কি ভাবে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে তাহারা খোঁজ করিতে গিয়া জানিলাম এখন পর্য্যন্ত চাঁদনী ইউনিয়নে ৫০টি স্ত্রীলোক বিক্রয়ের খবর পাওয়া গিয়াছে।

দারুণভাবে ঔষধের অভাব। এক কৌটা কুইনাইনের অভাবে কতলোক যে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। চোরাবাজারে কুইনাইন অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। গরীব সাধারণ লোক তাহা কি করিয়া কিনিবে? এক জন কৃষক আমাদের বলে—সরকারী ডাক্তার-খানার ঔষধে রোগ সারিবে কেন—ও তো গাঙের পানি।

গৌরনদীর এই অবস্থা তথাপি গৌরনদী বাঁচিবেই। একদিকে যেমন এখানে আছে কংগ্রেস ও কিষাণ আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাস, তেমনি আজ এখানকার জনসাধারণ বাঁচিবার সঠিক পথ বাঁছিয়া লইয়াছে। কসবার দেখিলাম ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া, ৯।১০টি পরিবার ধ্বংস প্রায়। তাহারই পাশাপাশি মৃত্যু, মহামারী ও দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়িতে দাঁড়াইয়াছে গ্রামের ২২ জন কিষাণ কালাই সর্দ্দার, মলফত, ইনসুফ, কাসেম—কমিউনিষ্ট পার্টির তাহারা সভ্য। সাওয়ার জমি জমা বিক্রী করিয়াছে ও বন্ধক দিয়াছে, এইরূপ একটি পরিবারের একজন স্ত্রী লোককে বলিতে শুনিলাম 'জে'টি না থাকিলে এবার রক্ষা নাই।' বানিয়া হরীতে আমাদের স্কোয়াডের সঙ্গে পোষ্টার কাঁধে লইয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়াছে ১০ বছরের কিষাণের ছেলে মহবত ও আর দুইটি কিশোর। তাহাদের কত গর্ব্ব, আজ তাহারা ভলান্টিয়ার হইয়াছে।

কাসেমবাদ মাদ্রাসার মুসলীম ছাত্ররা আজ আর পিছনে পড়িয়া নাই। মৃত্যু ও মহামারীর বিরুদ্ধে দেশকে বাঁচাইবার জন্য কি দারুণ তাহাদের আগ্রহ। মাদ্রাসার দুইটি ছাত্র ও একজন শিক্ষক স্থানীয় লোকদের পক্ষ হইতে আমাদের স্কোয়াডকে একটি সভায় অভিনন্দন জানাইলেন। সভার শেষে আহম্মদ, মালেক ইত্যাদি ছাত্ররা বহুক্ষণ আমাদের সাথে কথা চালাইল। তাহাদের চোখ মুখে একটি নূতন উদ্দীপনার চিহ্ন।

গৌরনদীর কাজের পর স্কোয়াড লইয়া মুলাদি অঞ্চলে চলিয়াছি। ষ্টীমারে অন্ধকারের রাত—চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল বৈজুদ্দির বিকৃত দেহ, জগবন্ধু পালের হতভাগ্য পরিবার আর শত শত দুর্ভাগিনী নারী, ভাঙ্গা কুঁড়েতে কঙ্কালসার ভাইবোন—সেই সঙ্গে সরকারী ডাক্তার খানার জল মিশানো কুইনাইন আর চোরাবাজার।

—আর একটি দৃশ্যও পাশে দেখা দিল, বজ্রমুষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছে কালাই সর্দ্দার, মলফত, মোবারেক, কাদের, কিশোর ভলান্টিয়ার মহবত, আর কাদেরের মা। আর তাহারই সাথে কাসেমবাদের ছাত্র আহম্মদ, মালেক। মৃত্যুকে তাহারা রুখিবেই।

জনযুদ্ধ

শুধু মৃত্যুই নয়, সমগ্র গ্রাম্যজীবনে ভাঙ্গন

রোগ ও মহামারীতে গ্রামের কারিগরশ্রেণী কি ভাবে ধ্বংস হইয়াছে তাহার সংবাদ দিতে গিয়া মেকেরপুরের কমরেড তারাপদ ভৌমিক লিখিয়াছেন, রাধাকান্তপুর গ্রামে মহামারীর তথ্য সংগ্রহ করিতে গিয়া দেখিলাম গ্রামের তাঁতিরা শূন্য তাঁতের দিকে ছল ছল চোখে চাহিয়া আছে। কাপড় তাহাতে অনেক দিন বোনা হয় নাই। চাষীরা মাঠের ধান কোনরূপে খামারে আনিয়াছে, কিন্তু আজও সব মারাই হয় নাই।

বরিশাল হইতে ১৫ই জানুয়ারীর খবরে জানা যায় যে বসন্ত রোগে সহরের ও বহু গ্রামে সাধারণ জীবনকে একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে। সহরের দৈনিক বাজার, হাট, খাবারের দোকান দাতব্য রন্ধনশালা, চায়ের দোকান, মিষ্টির দোকান প্রভৃতি মিউনিসিপালিটির আদেশে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তদুও রোগের প্রকোপ কমিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

ফরিদপুর জেলার গয়মধরের নমপাড়ায় গ্রাম্য মিস্ত্রীদের বাস। তাহারা সাঁজি, ডালা প্রভৃতি হাতের কাজ দিয়া পেট চালাইয়া থাকে। ম্যালেরিয়ার আঘাতে তাহাদের ব্যবসা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পরিবারের পর পরিবার একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে।

রংপুরের সংবাদে জানা যায় যে ম্যালেরিয়ার আক্রমণে ধান কাটার কাজে ভয়ানক বাধা সৃষ্টি হইতেছে। মাঠের ধান ঘরে উঠিতেছে না।

রোগ কি ভাবে ২৪ পরগনার গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করিতেছে তাহা জানাইতে গিয়া আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা লিখিতেছেন এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে মরার পর শবদাহ সৎকার করার লোক থাকে না।

মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামগুলি কিভাবে জনশূন্য হইতেছে তাহার দৃষ্টান্ত দিতে হইলে জরঙ্গপুর গ্রামের কথা বলা যায়। এই গ্রামে এক মাসের মধ্যে ম্যালেরিয়ায় মরিয়াছে ১২৭ জন। তার মধ্যে এক বাড়ীতেই ৮৫ জন মারা গিয়াছে।

মহামারীতে শিশুদের মৃত্যুর সংখ্যা অনেক জেলায় খুবই বেশী। মাজদহ জেলায় গত তিন মাসে অমুতি ও কাজিগ্রাম ইউনয়নের ৬টি গ্রামে গ্রামে ১২৩ জন শিশু মারা গিয়াছে।

ম্যালেরিয়ার বাংলা দেশের বহু পরিবার বিলুপ্ত হইয়াছে, অনেকে নির্ব্বংশ হইয়াছে। মেদিনী-পুরের পায়রাচাসি গ্রামে ৫০০ জন লোকের ভিতর মাত্র ২৫ জন আছে। অনেক বাড়ীর এক জনও বাঁচিয়া নাই।

জেলে সম্প্রদায় এবারকার এই মহামারী ও অনশনে একেবারে ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। ঢাকা জেলার এই সম্প্রদায়ের শতকরা ৬০ জন লোক ইতিমধ্যেই মারা গিয়াছে।

কুইনাইনের অভাবে সমগ্র বাংলার ম্যালেরিয়া ভীষণভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে। অনেক জেলা হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে, কুইনাইন না হইলে ম্যালেরিয়া জেলার লোক সংখ্যাকে দারুণভাবে কমাইবে। চট্টগ্রামের কমরেড চিত্তপ্রিয় দাস জানাইয়াছেন যে, কুইনাইন অভাবে গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়া মড়ক লাগিয়াছে।

ধ্বংসের মুখে বাংলার কৃষক

ইহাদের বাঁচাইবার শপথ গ্রহণ করুন

১৯শে জানুয়ারী বাংলা সরকার যে বিবৃতি বাহির করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা জোর গলায় বলিয়াছেন: যে বাংলাদেশের অবস্থার মোড় ঘুরিয়া গিয়াছে। আশঙ্কার বিশেষ কোন কারণ নাই।

কিন্তু, সত্যিই কি আশঙ্কার কারণ নাই? সত্যিই কি ভবিষ্যতের ঘুরিন সম্বন্ধে আমরা আশা করিতে পারি?

দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে বাংলার সাড়ে ছয় কোটী লোকের ভিতর প্রায় ৫০ লক্ষ লোক মরিয়া শেষ হইয়াছে। মৃত্যুর তাণ্ডব এখনও থামে নাই। সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসের তুলনায় ধান চাউলের অবস্থা কতকটা যে ভাল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—কিন্তু দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া এখনও প্রতিদিন হাজার হাজার লোক মারা যাইতেছে।

এই দুর্ভিক্ষ ও মহামারী বাংলার লাখ লাখ গরীব চাষীকে শুধু হত্যাই করে নাই—উপরন্তু দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ড আঘাত বাংলার কৃষি জীবনে এক ভীষণ ওলট পালট ও সৃষ্টি করিয়াছে। অনাহারের চাপে বাংলার অধিকাংশ কৃষক আজ ঘরবাড়ী হারাইয়া জমিহীন যাযাবরের অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

লাখ লাখ বিঘা জমি বিক্রী

চাটগাঁ জেলায় ১৯৪২ সালের তুলনায় ১৯৪৩ সালে তিনগুণ জমি কৃষকের হাতছাড়া হইয়াছে। সদর মহকুমাতেই ১৯৪৩ সালে ৩২ হাজার দলিল (জমি বিক্রয়) রেজেষ্ট্রী হইয়াছে। এর ভিতর ১১ হাজার হইয়াছে শুধু বোয়ালখালিতে।

নোয়াখালি জেলার অশ্বদিয়া ইউনিয়নে ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ১২০০০ দলিল রেজেষ্ট্রী হইয়াছে। বেগমগঞ্জ থানা ও অন্যান্য ঘাটতি এলাকার শতকরা ৭৫ জনই আজ নিঃস্ব কৃষক।

ঢাকা জেলার নরসিংদী ইউনিয়নে কৃষকদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন আজ ভূমিহীন।

টাঙ্গিবাড়ী ইউনিয়নে ১৮ হাজার লোকের মধ্যে আজ সেখানে ৮ হাজারের অধিক লোক নাই। সারা ঢাকা জেলার কৃষকদের মধ্যে কমপক্ষে শত করা ৫০ জন আজ জমি হীন।

মৈমনসিং জেলায় ১৯৪২ সাল হইতে ১৯৪৩ সালে তিনগুণ জমি বেশি বিক্রি হইয়াছে।

ফরিদপুর জেলায় ১৯৪২ সনের জুন হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত ৩৪,৯১৬ টি দলিল রেজেষ্ট্রি হয় আর ১৯৪৩ সালে এই ছয় মাসে দলিলের সংখ্যা হইয়াছে ৫৮,৩৩৪। যশোরে ১৯৪২ সালের জুলাই হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত দলিল রেজেষ্ট্রী হইয়াছিল ১৭,০৭১। ১৯৪৩ সনে ঐ সময়ের সংখ্যা হইল ৩২,৩০৭।

বরিশালে ১৯৪২ সালের চাইতে ১৯৪৩ সালে তিনগুণ জমি বেশী বিক্রী হইয়াছে।

২৪ পরগণা জেলার চাষীদের হাতে যে পরিমাণ জমি ছিল তার ভিতর শতকরা ৭৫ ভাগ অনাহারের চাপে বড়লোকদের হাতে চলিয়া গিয়াছে। ফলতার নিকটবর্ত্তী কোন কোন চাষী-প্রধান গ্রামে আজ লোক নাই বলিলেই চলে।

হাওড়া জেলার আমতা এলাকায় ১৯৪৩ সালে ১০,০০০ দলিল রেজেষ্ট্রি হইয়াছে। ১৯৪২ সনের হিসাব ছিল ৪০০০। জানুয়ারে গত নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে প্রতিদিন প্রায় ৬০০ দলিল রেজেষ্ট্রি হইয়াছে।

মেদিনীপুরের অবস্থা ত' বর্ণনাতীত। কাঁথি ও তমলুক মহকুমার বহুগ্রামের গরীব কৃষকগণ তাহাদের সর্ব্বস্ব জলের দামে বেচিয়া দিয়াও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। কাঁথি সহরের সব রেজেষ্ট্রী অফিসে নভেম্বর মাসের শেষের দিকেও আধমণ ধানের বদলে একখিচা জমি বিক্রয় হইয়াছে। তমলুকে ১৯৪২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ৫০০০ দলিল রেজেষ্ট্রি হইয়াছিল—আর ১৯৪৩ সালে হইয়াছে ২৩,৩০০। সারা মেদিনীপুর জেলায় ১৯৪২ সালের তুলনায় ১৯৪৩ সালে কমসে কম পাঁচগুণ জমি বেশী বিক্রী হইয়াছে।

রাজসাহী জেলায় একমাত্র নাটোরেই ১৯৪৩ সালের ছয়মাসে ১৪০০০ দলিল রেজেষ্ট্রি হইয়াছে। রংপুর জেলায় ১৯৪২ সালে দলিল রেজেষ্ট্রীর সংখ্যা ছিল ৪৫,০০০। এত জমি এর আগে আর কোনও দিন বিক্রি হয় নাই। কিন্তু ১৯৪৩ সালে দলিল রেজেষ্ট্রী হইয়াছে এক লাখ। উলিপুর থানায় ১৫ দিনের মধ্যে ১৩০০০ খণ্ড জমি হস্তান্তর হইয়াছে। বড়ভিটা ইউনিয়নের ১০,০০০ লোকের মধ্যে প্রায় শতকরা ৯০ জন কৃষক জমি জমা বিক্রয় করিয়া নিঃস্ব হইয়াছে। মোল্লবাগা ইউনিয়নে শতকরা ৬০ জন কৃষক জমি বন্ধক দিতে বাধ্য হইয়াছে।

জলপাইগুড়ি জেলার কৃষকদের শতকরা ৬৫ ছিল ভাগীদার চাষী। বোঁথা এলাকায় বহু কৃষক জমি জমা বিক্রয় করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছে। কোন কোন স্থানে ১৫ বিঘা জমি ১৫০৲ টাকায় বিক্রি হইয়াছে। সারা জলপাইগুড়ি জেলায় ১৯৪২ সালের চাইতে ১৯৪৩ সালে তিনগুণ জমি বেশী বিক্রয় হইয়াছে।

অনেক স্থলে, এইসব জমি ধান সমেতই বিক্রি হইয়াছে। চাটগাঁ, নোয়াখালী, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমাদের হাতে রহিয়াছে। গরীব কৃষক নিজের স্বেহনতে উৎপন্ন সোনার ধান সমেত জমি জলের দামে অন্যের হাতে তুলিয়া দিয়া নিজের বহদিনের বাস্তুভিটা ছাড়িয়া রাস্তায় রাস্তায় এক মুঠো ভাতের খোঁজে ঘুরিয়াছে। আর যাহারা চাউলের চোরাকারবার করিয়া কিংবা যুদ্ধের ফিকিরে ব্যবসা করিয়া মুনাফা জমাইয়াছে তাহারা সেই সব জমি গোগ্রাসে গিলিয়াছে।

শুধু জমি নয়। জমির পূর্ব্বেই গরু-বলদ লাঙ্গলও ঠিক একই ভাবে আজ কৃষকের হাতছাড়া হইয়াছে। বলদ গরুর একটা অংশ গিয়াছে কসাইখানায়—আর একটা অংশ গিয়াছে যাহারা জমি কিনিয়াছে তাহাদের হাতে।

এইভাবে অনাহার ও দুর্ভিক্ষের চাপে বাংলার কৃষকদের অধিকাংশই আজ গরু, লাঙ্গল, জমি, ধান সমেত জমি—সব বিক্রি করিয়া দুঃখে পরিণত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় যে, চাষীদের ভিতর আজ শতকরা ৬০ জনই ভূমিহীন।

বর্ত্তমানে আমাদের মরণ্ডমে এই চাষীর দল ক্ষেত-খামারের কাজে কিছুটা রেহাই পাইয়াছে। তাই আপাত দৃষ্টিতে অবস্থা উন্নত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এখন ইহারা যাহা কামাই-তেছে তাহাতে খুব বেশী হইলে তিন চার মাস চলিতে পারে। তারপর ইহারা আবার পথে আসিয়া দাঁড়াইবে। গত বৎসর চাষীরা নিজেদের যা কিছু সম্পত্তি ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া জুলাই আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত প্রাণপণ শক্তিতে অনাহারের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে। তারপর ইহারা সহরে আসিয়া লঙ্গরখানায় খাইয়া কোনপ্রকারে বাঁচিয়াছে কিংবা রাস্তায় পড়িয়া মরিয়াছে।

কিন্তু এ বৎসর গরীব চাষীদের কোনও কিছু সম্পত্তিই নাই। কাজেই এবার যে-জুন মাস হইতেই বাংলার চাষীর অনাহারের পালা আবার আরম্ভ হইবে। গত বৎসরের তুলনায় এবার দুঃখের সংখ্যা হইবে দ্বিগুণ, তিনগুণ।

ধানও হাতছাড়া হইতেছে

বাংলার সরকার হয়ত বলিবেন 'ভয় নাই, আমরা জমি ফেরত দেওয়ার অর্ডিনান্স জারী করিয়াছি।" অর্ডিনান্স বাংলা সরকার করিয়াছেন বটে। কৃষকের জমি বিক্রয় আংশু হইয়াছে গত এপ্রিল মে মাস হইতে—আর অর্ডিনান্স জারী হইয়াছে ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে—যখন শতকরা ৬০ জন চাষীই নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে। আর এই অর্ডিনান্সের গলদ বাদ দিয়া ভাল অংশটুকু কতদিনে চালু হইবে তাহা কে জানে? (অর্ডিনান্স সম্বন্ধে ২২শে ডিসেম্বরের 'জনযুদ্ধে' বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে)। তাছাড়া দুর্ভিক্ষের চাপ সত্ত্বেও বাংলার চাষীর হাতে যেটুকু ধান অবশিষ্ট ছিল তাহাও যে মহাজন-জোতদারের গোলায় চলিয়া যাইতেছে তাহা রোধ করিবার জন্য ত কোনও আইনই এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। গত বৎসর চাষীরা অনাহারের জ্বালায় অনেক স্থলেই যা' তা করিয়া ধান কর্জ্জ করিয়াছিল। আজ মহাজন-জোতদারেরা সেই ধানের চার গুণ পাঁচ গুণ আদায় করিতেছে। দিনাজপুরের বালুরঘাট মহকুমায়, ২৪ পরগণার কাকদ্বীপ, বসিরহাট মহকুমার কল্যাণীপুর ইউনিয়নে, আওড়াঙ্গা ক্ষেতলাল থানা—প্রভৃতি জায়গায় মহাজন-জোতদারেরা ধান আদায় করিবার ব্যাপারে যে পৈশাচিক লোভের পরিচয় দিতেছে তাহার নজির ইতিহাসে মেলা কঠিন। ১ মণ ধানের বদলে পাঁচ মণ ধান—ইহাই হইয়াছে চলতি প্রথা।

শুধু মহাজন-জোতদারই নয়—বাংলার সরকারও চাষীদের উপর অত্যন্ত অন্যায় নীতি প্রয়োগ করিতেছেন। মেদিনীপুর, মৈমনসিং প্রভৃতি স্থান হইতে যে খবর আসিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, গত অঘ্রাণ সংকটকালে চাষীদের যে ঋণ দেওয়া হইয়াছিল, এখন তাহা আদায় করিবার জন্য অত্যন্ত অন্যায় অত্যাচার করা হইতেছে। ঋণ শোধের জন্য গরীব চাষী তাহার ধান বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে আর সেই ধান গিয়া উঠিতেছে চোরাকারবারীদের গুদামে।

বাংলাকে রক্ষা কর

এইভাবে আজ বাংলার সমাজের বনিয়াদ বাংলার চাষীর প্রাণ গিয়াছে, জমি গিয়াছে, গরু গিয়াছে, আর নিজের মেহনতে উৎপন্ন মাটির সোনার ফসল পর্য্যন্ত সে জলের দরে বিকাইয়া দিয়াছে। যা অবশিষ্ট ছিল তাও যাইতেছে মহাজন জোতদারের গোলায়। অবস্থা যদি এই ভাবেই চলিতে থাকে তাহা হইলে ১৯৪৪ সালের মরণ্ডমে বাংলার মাঠে চাষ করিবার লোক থাকিবে না বাংলার মাঠে আর সোনা ফলিবে না। বাংলার গরীব চাষী হইতে আরম্ভ করিয়া ধনিক পর্য্যন্ত কাহারও বাঁচিবার পথ থাকিবে না। এ বৎসরই, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর জন্য অনেক জেলাতেই ধান কাটিবার লোকের অভাব দেখা দিয়াছিল এবং বহু স্থানেই অনেক দেরীতে ধান কাটা হইয়াছে। আমরা যতটুকু হিসাব সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাতে আশঙ্কা করা যাইতেছে, এ বৎসর কৃষিশস্যের চাষও অন্যান্য বৎসরের তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগ কম হইয়াছে।

এই সব বাস্তব ঘটনা যখন আমাদের চোখের সামনে ঘটিতেছে তখন আশঙ্কার কোন কারণ নাই, এই মিথ্যা মোহে আমরা বসিয়া থাকিতে পারি না। ইহা অতি রূঢ় সত্য যে, বাংলার গরীব চাষী ধীরে ধীরে মরণের পথে চলিয়াছে। বাংলার প্রাণ এই চাষী সমাজকে মৃত্যুর পথ হইতে ফিরাইয়া আনাই আজ আমাদের জীবন মরণ সংগ্রাম।

গরীব নিঃস্ব চাষীকে জমি, লাঙ্গল, গরু ইত্যাদি যাহাতে সরকার হইতে এখনই দেওয়া হয়—তাহার জন্য বিরাট গণ আন্দোলন সৃষ্টি করা দরকার। দ্বিতীয়তঃ সরকার যাহাতে উপযুক্ত মূল্যে খাদ্য কমিটির ম

স্বাধীনতার ডাক

দেশের চরমতম বিপদের মাঝখানে আসিয়াছে স্বাধীনতা দিবস। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের পুণ্য জন্মভূমি বাংলাদেশ আজ মহাশ্মশানে পরিণত। হাজার হাজার পরিবার উদ্বাস্তু হইয়া গিয়াছে, এক একটি গোটা অঞ্চলই জন-মানবহীন, গ্রামগুলি খাঁ খাঁ করিতেছে।

বাংলার পঞ্চাশ লক্ষ দেশবাসী জীবন দিয়াছে; কারণ আমরা, তাহাদের দেশভক্ত স্বদেশবাসীরা মুনাফাখোর ও মজুতদারদের হাত হইতে লক্ষ লক্ষ নরনারীর মুখের খাদ্য উদ্ধার করিতে পারি নাই, অপরাধ আমলাতন্ত্রের অকর্মণ্যতা এমনি চরমে উঠিয়াছে যে সেও কিছু করিতে পারে নাই।

এই ভাবে পঁচিশ লক্ষ দেশবাসী ক্ষুধার দুঃসহ যাতনায় তিলে তিলে মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকিতেও আমরা জনগণকে একত্র করিয়া উহাদের রক্ষা করি নাই; এমনি করিয়া গত বৎসর গান্ধিজী যখন তিলে তিলে মরিতে বসিয়াছিলেন তখন আমরা তাঁহার প্রাণ-রক্ষার জন্য মুসলিম জনগণকে সক্রিয় করিতে পারি নাই। সৌভাগ্যের বিষয় গান্ধিজীর জীবন কোন ক্রমে রক্ষা পাইয়াছে কিন্তু আমাদের এই পরাজয়ের ফলে বাংলার নিরপরাধ ৫০ লক্ষ নরনারী ও শিশু আজ প্রাণ বলি দিল।

এ সব কথা মনে করিলে লজ্জায় আমাদের সকলেরই মাথা নত হইয়া আসে।

আমলাতন্ত্রের কৌশল

জাতীয় অনৈক্যের অর্থ হইল: লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু, গৃহ উচ্ছেদ, সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষ। কেবল আমাদের ঐক্য নাই বলিয়াই বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র এদেশে যথেচ্ছ শাসন চালাইবার পরোয়ানা পাইয়া গিয়াছে। এই শাসনতন্ত্র দুনিয়ার সর্ব্বত্র নিন্দিত, যুদ্ধের বহু পূর্ব্ব হইতেই ইহার ভিত্তি ধ্বসিয়া পড়িতে ছিল, অথচ আমাদের জাতীয় শক্তি সমূহ একত্রে ইহার সমুখীন হয় নাই বলিয়াই ইহা আমাদের উপর যথেচ্ছাচার চালাইয়া যায়।

আমাদের অনেকে উৎসাহিত হইয়া ইহা ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে অস্বীকার করে, জাতীয় নেতাদের গ্রেফতার করে এবং এমনি দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে যাহা এদেশের ইতিহাসে ক[illegible]

স্বাধীনতা দিবসে
ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির
কেন্দ্রীয় কমিটির আবেদন

দেখা যায় নাই। যে নেতারা বাইরে থাকিলে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ রক্ষা পাইত তাহাদের মুক্তি দিতে ইহা অস্বীকার করে। সমস্ত দুনিয়ার জনমতের বিরুদ্ধে ইহারা গান্ধিজীকে কারাগারে রাখিয়াছে। ইহারা কংগ্রেসকে দমন করিয়াছে, এখন লীগকে অপমান করিতেছে। ইহারা কাহাকেও ক্ষমতা দেয় নাই। ইহাদের মুখের বুলি: অচল অবস্থা, ইহাদের কৌশল: জেলের দরজা বন্ধ রাখা।

দাসত্বের শেষ সীমানা

একেবারেই জনগণের সম্পর্কচ্যুত হওয়ায় এবং যে কোন মুক্ত দাবীর কাছে নিজেকে অসহায় বুঝিয়া আমলাতন্ত্র প্রাণপণে অচল অবস্থাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। জাতীয় নেতাদিগকে জনগণের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়া ভাবিতেছে কেবল এই উপায়েই সে আমাদের জাতীয় সরকার ও স্বাধীনতার যাত্রা পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে পারিবে।

আমলাতন্ত্র রাজনৈতিক মীমাংসা না করিয়া খাদ্য সংকট সমাধান করিবার ভান করিতেছে। ফলে খাদ্য সংকট তো বাড়িয়াই চলিয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে মহামারী। দেশ আজ এইভাবে ধ্বংসের পথে—দেশরক্ষা ও উৎপাদনের মনোভাব ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। সারা দেশই চরমতা একেবারে শেষ হইবে।

কাজেই অচল অবস্থার প্রত্যেকটী দিনের অর্থ হইল অসংখ্য নরনারীর গৃহ উচ্ছেদ, মৃত্যু, ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ। অচল অবস্থার অর্থ বহিশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা। তাই অচল অবস্থাই আমাদের দাসত্বের শেষ সীমান্ত; জাতির মধ্যে ঐক্য নাই বলিয়াই কেবল এই সীমান্ত আমরা অতিক্রম করিতে পারি নাই।

অচল অবস্থা জিয়াইয়া রাখার কূটনীতি, কংগ্রেস নেতাদের জেলে আটকাইয়া রাখার অপকৌশলকে পরাজিত না করিতে পারিলে, আমাদের নেতাদের মুক্ত করিয়া খাদ্য ও দেশরক্ষার জন্য জনগণকে একত্র করিতে না পারিলে এই দেশের উন্নতির কোন সম্ভাবনাই নাই।

আত্মনিয়ন্ত্রণ স্বীকারের অর্থ ঐক্য

নেতাদের মুক্ত করিয়া আমলাতন্ত্রকে পরাস্ত করিবার জন্য আমাদের স্বদেশের প্রত্যেকটি সৎ-লোককে—সমগ্র জনগণকে একতা-বদ্ধ করুন—ইহাই আজ স্বাধীনতার ডাক প্রত্যেকটি কংগ্রেসসেবা গান্ধিজী ও নেহেরুর মুক্তির জন্য বিরাট মুসলিম জনগণের প্রচণ্ড সমর্থন পাইবার চেষ্টা অবিরত চালাইতে থাকুন। মুসলিম জনগণের মনে এই বিশ্বাস জন্মান যে নেতারা মুক্ত হইলেই ঐক্য এবং তাহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মিলিবে।

জাতীয় নেতাদের মুক্তির পিছনে প্রত্যেকটি মুসলিম সমর্থন আমলাতন্ত্রকে বিরাট আঘাত হানিবে—স্বাধীনতার ও ক্ষমতা লাভের পথ সুগম করিবে। এক একটি কংগ্রেস সেবীর মুসলিম জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার মানিয়া লওয়ার অর্থ জাতীয় ঐক্যকে দ্রুততর করা, বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার পরাজয় ঘটানো।

ইহা ছাড়া আর কোনই পথ নাই। অন্য পথে আছে দুর্ভিক্ষ, অনাহার, মৃত্যু; আছে আমলাতন্ত্রের প্ররোচনায় হার মানিয়া জাপানী আক্রমণের সামনে দেশকে অসহায় করা।

কংগ্রেসসেবীরা কোন পথে?

এখনো এমন কয়েকজন কংগ্রেসপন্থী আছেন যাহারা চূড়ান্ত হতাশায় পড়িয়া কংগ্রেসকে জিয়াইয়া রাখিবার জন্য সত্যাগ্রহ ও করবন্ধ আন্দোলনের স্বপক্ষে প্রচার করিতেছেন।

জাতীয় ঐক্য, জাপানী আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা, চরম খাদ্য সংকট ও হাজার হাজার নরনারীর মৃত্যু হইতে দেশকে রক্ষা করিবার কোন কাজ তাহাদের পছন্দ হইল না। আমলাতন্ত্রের অপ-দার্থতা ও মুনাফাখোর মজুতদারদের লোভের হাত হইতে জনগণকে রক্ষা করিবার কোন পরিকল্পনাই তাহাদের মনে পড়িল না। এমনকি দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাহারা হিন্দু মুসলমান ঐক্যের কথা বলিতে চান না। ঐক্য সম্বন্ধে হতাশ হইয়া তাহারা করবন্ধ আন্দোলনের কথা প্রচার করিতেছেন।

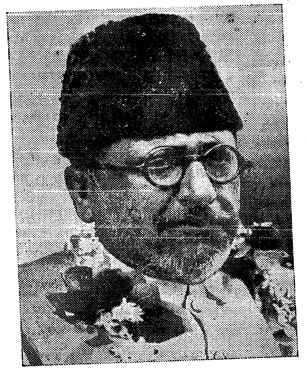

"দেশ রক্ষাই আজ আমাদের সবচেয়ে জরুরী কর্ত্তব্য। যুদ্ধ যখন আমাদের অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে তখন দেশরক্ষাই আমাদের প্রধান কাজ।

* * * * *

সম্পূর্ণরূপে দাস মনোভাব না হইলে কেহ কল্পনা করিতে পারে না যে জাপান আমাদের স্বাধীনতা দিবে। জাপানকে আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া লওয়া উচিত—একথা যদি কোনো ভারতবাসী বলে, তা হলে তার সম্বন্ধে আমি এইটুকুই বলিতে পারি যে, তার মনোবৃত্তি একেবারে গোলামের মনোবৃত্তি—মনিব বদল করার কথাই সে ভাবিতে পারে, স্বাধীনতার কথা সে ধারণা করিতে পারে না। বৃটেনের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া আছে স্বীকার যে আমরা জাপানকে বা অন্য কোনো আক্রমণকারীকে ডাকিয়া আনিতে যাইব—তাহা কখনই হইতে পারে না।

(আজাদ—২৯-৪-৪২)

দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপক অভাব দেখা দেয়[illegible] লক্ষ লক্ষ নরনারীর যে দুঃখ দুর্দ্দশা হইতেছে, আমাকে তাহার অসহায় দর্শক হইয়া থাকিতে হইবে।

* * *

এই সময় যদি জনসাধারণের বিশ্বাস ভা[illegible]তীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তবে এই দুঃখ দুর্দ্দশা সম্পূর্ণ দূরীভূত না হইলেও অনেকাংশে কমিত।

* * *

আমার মনে হয় গভর্ণমেণ্টের পক্ষে একমা[illegible]ল পথ হইতেছে—কংগ্রেসের সমস্ত নেতৃবর্গের মুক্তি দেওয়া, সমস্ত দমননীতিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহা[illegible] এবং আপোষ মীমাংসার উপায় উদ্ভাবন করা।

[বড় লাটের কাছে গান্ধীজীর চিঠি হইতে]

আজেকার দিনে সত্যাগ্রহ আমাদিগকে এ[illegible] করিয়া আমলাতন্ত্রের উপর আঘাত দিবার শক্তি দি[illegible] করিয়াছে।

আজিকার অবস্থায় সত্যাগ্রহ কোন পথে [illegible] যায়? হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বাড়ে, না বিচ্ছেদ বাড়[illegible] দেশরক্ষা করা যায়? না আমলাতন্ত্রের অচল অবস্থা নীতিকে পরাস্ত করা যায়? গত ১৮ মাসের অভি[illegible] তায় দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমান অবস্থায় সত্যাগ্র[illegible] আমলাতন্ত্রকে দমন নীতি চালাইতে সাহায্য করি[illegible] খাদ্যসংকট বাড়াইবে, দেশরক্ষার ব্যবস্থা পঙ্গু করি[illegible] আজ সত্যাগ্রহ করার অর্থ হইল—লুঠপাট সৃষ্টি [illegible] মজুতকারীদের দ্বারা জনগণকে হত্যা করিবার সু[illegible] দেওয়া। ১৯৪২ সালে আগষ্ট মাসে সাম্রাজ্য[illegible] দমন নীতির প্ররোচনায় পড়িয়া দেশ যে ধ্বংস[illegible] পথ অবলম্বন করিয়া ছিল ইহা হইবে তাহা[illegible] পুনরাবৃত্তি।

দেশদ্রোহীদের পথ

কংগ্রেস দেশভক্তগণ! ঐক্য ও কংগ্রেস নে[illegible] দের মুক্তি, ইহাই হইল আজ আসল কথা। কি[illegible] কংগ্রেস সোসালিষ্ট পক্ষম বাহিনী দেশদ্রোহী[illegible] সেক্ষেত্রে কি প্রচার করে আপনারা শুনিতেছে[illegible] জাতীয় নেতাদের মুক্তির দাবী তাহাদের [illegible] সরকারের সঙ্গে সহযোগীতা। তাহাদের [illegible] গান্ধিজী ও নেহেরুর মুক্তি জনগণকে দুর্ব্বল ক[illegible] সরকারকে সবল করিবে। কংগ্রেস লীগ ঐ[illegible] বিরুদ্ধে তাহারা প্রচার করে এবং লীগ [illegible] সরকারের হাতের পুতুল এই মিথ্যা কুৎসা [illegible] করিয়া বেড়ায়। এই ভাবে কংগ্রেস সেবী ও [illegible] পন্থীদের মধ্যে মনোমালিন্যকে দৃঢ় করিয়া ত[illegible] ঐক্য গঠন করিবার কাজে হতাশা ও গ[illegible] মনোভাব সৃষ্টি করিয়া চলে। তাহাদের নীতি আমলাতন্ত্রকেই সকল প্রকারে সাহায্য করিতেছে। তাহাদের উদ্দেশ্যও সহজ। জয়প্রকাশ সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছে যে তাহারা জাপানী আক্রমণের ভরসায় আছে। কাজেই জাতীয় ঐক্য হইলে, নেতারা মুক্ত হইলে তাহাদের জাপানের উপর ভরসা করার আসল চেহারা প্রকাশ হইবে, নেহেরু ইহাকে অন্যতম দেশদ্রোহীতা বলিয়া ঘোষণা করিবেন। তাই পাছে মিলিত ভারত জাপ-প্রতিরোধের পথে আগাইয়া যায়, জাপ-সাম্রাজ্যবাদের কাছে দেশকে বিকিয়া দিবার কল্পনা পাছে তাহাদের ফাঁসিয়া যায় এই ভয়ে তাহারা শঙ্কিত। এই জন্য তাহারা ঐক্যের বিরুদ্ধে, এই জন্য তাহারা নেতাদের মুক্তিকে যমের মত ডরায়। এই জন্য তাহারা নিজেদের আপোষ হীন সংগ্রামকারী বলিয়া বড়াই করে।

আক্রমণ কারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াও

দেশভক্তগণ! নেতারা অবরুদ্ধ, জাতি আজ গুরুতর সংকটের সম্মুখে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলার প্রান্তে আক্রমণকারী তস্করের মত সুযোগ খুঁজিতেছে। চীন দেশে এই শত্রু অকুণ্ঠভাবে অত্যাচার চালাইয়াছে। জাপানী আক্রমণের ভয় আজ নাই—সাম্রাজ্যবাদের এই প্রচার বিশ্বাস করিবেন না। পরন্তু দুর্ভিক্ষ ও মহামারী বাংলার লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে হীনবল, গৃহছাড়া করিয়া জাপানী আক্রমণকে আগাইয়া আনিবার চমৎকার সুযোগ করিয়া দিতেছে। আক্রমণের আশংকা বাড়িতেছে। জাপানী আমাদের শহরগুলিতে বোমা ফেলিতেছে, শত শত লোককে হত্যা করিতেছে। আক্রমণ কারীর অত্যাচার হইতে জনগণকে বাঁচাইবার জন্য তাদের কামনার অনল হইতে আমাদের মা বোনদের রক্ষা করিবার জন্য, আমাদের দেশকে দাসত্ব হইতে বাঁচাইবার জন্য আক্রমণ কারীকে যেমন করিয়াই হোক একত্রে রুখিতে হইবে।

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪৪

জনযুদ্ধ

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব
হইতে

জুলাই, ১৯৪২—ওয়ার্দ্ধা

মালয়, সিঙ্গাপুর ও বর্ম্মার যে অবস্থা হইয়াছে, সেই অবস্থা ভারতে যাতে না হয়, তার জন্য কংগ্রেস উদ্‌গ্রীব। জাপানী হউক বা অন্য যে কোনো বিদেশী শক্তি হউক, ভারতের উপর তাদের আক্রমণ বা অভিযানকে কংগ্রেস প্রতিরোধ করিতে চায়।

ধ্বংস ও মৃত্যুর সামনে
দেশপ্রেম মাথা তুলিয়া দাঁড়াক!
ঐক্যের পথেই দেশপ্রেমের জয়, জনগণের খাদ্য, জাতির স্বাধীনতা

খাদ্যের লড়াই

ইহার উপর রহিয়াছে দেশের মধ্যে সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষ। মৃত্যুর ছায়া সারাদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। দুর্ভিক্ষ, সংক্রামক রোগ, মহামারী লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন হানি করিতেছে। বাংলা দেশে খাদ্যের অভাবে ৫০ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। আজ যদি আমরা কংগ্রেস সেবীরা সমস্ত লোককে না মিলাইতে পারি, প্রত্যেকটী হিন্দু ও মুসলমানকে তাহার পরিবারের খাদ্যের জন্য, তাহার কচি শিশুর দুধের জন্য যদি এক করিতে না পারি তাহা হইলে অন্য সব প্রদেশ, সমস্ত ভারতবর্ষ বাংলার দশায় পড়িবে।

স্বাধীনতা দিবসের আহ্বান

তাই স্বাধীনতার পবিত্র আদর্শেই সমস্ত শহীদ প্রাণ দিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেকের নামে, খাদ্যাভাবে মৃত বাংলার ৫০ লক্ষ লোকের নামে স্বাধীনতা দিবস আপনাদের বলিতেছে:—খাদ্যের লড়াই চালান; গৃহ উচ্ছেদ ও মৃত্যু হইতে আমাদের পরিবার পরি-জনকে বাঁচাইবার একটী মাত্র উদ্দেশ্যেই কংগ্রেসলীগ দেশভক্তকে এক হইতে আহ্বান করুন।

স্বাধীনতা দিবস আপনাদের ডাক দিয়া বলিতেছে: মজুতদারদের বিরুদ্ধে আপনারা এবত্র অভিযান চালান, রেশনিং, মূল্যনিয়ন্ত্রণ, মজুতনিয়ন্ত্রণ দ্বারা প্রত্যেকের খাদ্য যোগাইবার দাবী উঠান।

দেশে খাদ্য থাকিতে সরকারী অব্যবস্থার জন্য লোক না খাইয়া মরিবে এবং ধনীরা খাদ্যের প্রাচুর্যে উল্লাস তুলিবে ইহা কখনো হইতে দিবেন না।

কৃষকেরা যাহাতে সমস্ত উদ্বৃত্ত ফসল সরকার নিযুক্ত ক্রেতাদের কাছে বিক্রয় করে, সরকারী শস্য নিয়ন্ত্রণ প্রথা যাহাতে সরকারের অকর্ম্মণ্যতার ফলে নষ্ট না হইয়া সকলের স্বার্থে সফল হয় তাহা দেখিতে হইবে।

দেশের লোকের দুরবস্থা আজ কত ব্যাপক এবং কত মর্ম্মন্তুদ! লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিত জনগণের আর্ত্ত-নাদের মাঝেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তারা আমাদের সাহায্য চায়। এমনকে আছে যে এই কাতর ক্রন্দন শুনিয়াও চুপ করিয়া থাকিতে পারে। আমি অত্যন্ত অসুস্থ, রিলিফের কাজে অংশ নেওয়ার সামর্থ্য আমার এখন নাই; তবু আমি হাজরাবাদের বেসরকারী রিলিফ কমিটির সঙ্গে প্রতিদিন যোগ রাখিয়া চলিতেছি। দরিদ্রের জ্বালা কত বেশী তা আমি আজ গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। ক্রমশই আমার এই ধারণা হইতেছে যে এখন আমাদের সমস্তের বড় কাজ, একমাত্র কাজ এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের দুঃখের যতটা লাঘব করা যায় এবং তাদের যতটা সাহায্য করা যায়, তার জন্য চেষ্টা করা।

আমার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হইতে এই প্রমাণ আমি পাইয়াছি যে মানুষকে বাঁচাইবার মহান কর্ত্তব্যের সামনে আপনা হইতেই শ্রেণীগত স্বার্থ, সাম্প্রদায়িক কলহ ও রাজনৈতিক মতভেদ অত্যন্ত ছোট হইয়া যায়; এবং সকল প্রশ্নকে ছাপাইয়া মানবতার ডাক সকলের প্রাণে গিয়া পৌঁছায়। জনগণের সেবার সকলের আন্তরিক সহযোগিতার ভিত্তির উপরই এইভাবে স্থায়ী জাতীয় ঐক্য গড়িয়া উঠিতে পারে।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।
আগষ্ট, ১৯৪৩।

"যুদ্ধে রাশিয়া এবং চীনের পরাজয় ঘটুক ও যে আদর্শের জন্য তাহারা সংগ্রাম করিতেছে সেই আদর্শ বিনষ্ট হউক, আমরা ইহা দেখিতে চাহি না। গত দশ বৎসর যাবৎ আমরা চীনের বিরুদ্ধে জাপ অভিযানের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছি: এখন জাপানের বিরুদ্ধে যদি আমরা প্রতিবাদ না করি তাহা হইলে আমাদের নিজেদের এবং আমরা যে উদ্দেশ্য সমর্থন করি তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করা হইবে।"

(১৯৪২ সালের ২৯শে মে, আঁসিতে পণ্ডিত জহরলালের বক্তৃতা)

এই বৎসরের ফসল যাহাতে মজুতদারের হাতে না পড়ে, বাংলার অবস্থা যাহাতে সারা ভারতে না হয় তাহা দেখিবার দায়িত্ব আমাদেরই। কংগ্রেস ও লীগ দেশভক্তদের মিলিত চেষ্টাই কেবল আমাদের দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে পারে।

(শেষাংশ ৮এর পাতায় দেখুন)

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর প্রস্তাব
আর্দ্দোলী, ডিসেম্বর, ১৯৪১

যে রকম বিপদ এবং বাধাই আসুক না কেন, তাহা দূর করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে—সেই বিপদে উত্তেজিত বা বিহ্বল না হইয়া স্থির এবং সঙ্ঘবদ্ধ থাকা। এই অবস্থায় কংগ্রেস সেবীরা নিজের নিজের জায়গায় থাকিয়া দরিদ্র জনসাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন। * * *

এই রকম অবস্থায় সমাজদ্রোহী ব্যক্তিরা দেশের মাঝে গোলমাল সৃষ্টি করিতে পারে। তাহার জন্য সহরে এবং গ্রামে ভলাণ্টিয়ার দল তৈরী করিয়া এই গোলমালের উত্তর রুখিতে হইবে। * * *

জিনিষপত্রের দর ইতিমধ্যেই চড়িয়াছে এবং তার সঙ্গে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা বাড়িয়াছে। ইহার প্রতিকারের জন্য সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ এখনও কোনো ব্যবস্থা করেন নাই। ভবিষ্যতে অবস্থা আরও গুরুতর হইবার সম্ভাবনা। লড়াইয়ের অবস্থার ব্যবসায়ে এবং যান বাহনের চলাচলেও বিশৃঙ্খলা আসিতে পারে। তার ফলে লোকের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষের প্রচণ্ড অভাব হইবে। * * *

সেই জন্য এই অবস্থায় ব্যাপকভাবে গঠন মূলক কাজ করা দরকার। ইহা দ্বারা গ্রাম্য জীবনকে অনেক পরিমাণে স্বাবলম্বী করিয়া তোলা যাইবে।

গ্রামবাসীর কাছে কমিটি এই আবেদন করিতেছে যে তাঁদের খাদ্য শস্য বেশী করিয়া উৎপাদন করা উচিত। ইহা দ্বারা অন্ততঃ গ্রামের প্রয়োজনটাও মিটান যাইবে। এই কমিটী খাদ্য শস্যের কারবারীদের কাছে এই আবেদন জানাইতেছে যে, তাঁরা যেন মুনাফার জন্য শস্য মজুত করিয়া না রাখেন এবং যাহাতে জনসাধারণ কিনিতে পারে, তাহার জন্য যেন ন্যায্য দরে বাজারে খাদ্য শস্য বিক্রয় করেন।

ভারতের পিছনে বিদেশের জনমত

বাংলার খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য বিলাতের কমিটিনিষ্ট নেতা হ্যারি পলিটের দাবী—

(১) গভর্ণমেণ্টের হাতে যে ষ্টক আছে তা অবিলম্বে বাহির করিয়া বিনা মূল্যে দুঃস্থদের খাদ্য দেওয়া হউক।

(২) মজুতকারীর ঘরের মজুত ধান চাল ও শস্য বাজেয়াপ্ত করা হউক।

(৩) দক্ষিণ আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার যে বাড়তি খাদ্য আছে তা ভারতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হউক।

বিজয়ের পথে আমরা

জগতের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তি আজ আমাদের সাহায্যে আগাইয়া আসিতেছে। বৃটেন ও আমেরিকার মহান্ শ্রমিক আন্দোলন আমাদের জাতীয় নেতাদের মুক্তির দাবী, জাতীয় সরকার ও ভারতের স্বাধীনতার দাবী সম্পূর্ণ সমর্থন করে। বৃটেনের শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলি কংগ্রেস ও ভারত সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদের মিথ্যা প্রচার ফাঁস করিয়া দিতেছে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য ও আমেরি দলের নীতির বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রচার করিতেছে।

সোভিয়েটের মহান বিচার সমস্ত অত্যাচারীর সিংহাসন গুঁড়া করিয়া দিতেছে—সকলের সমানাধিকারে অবস্থা তৈয়ারী করিতেছে।

বৃটেনের জনমতের সামনে আমেরি নাজেহাল

ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে আমেরি বার্ম্মিংহামে তাঁহার ভারত শাসন নীতির স্বপক্ষে এক বক্তৃতা করেন। বার্ম্মিংহাম হইতেই আমেরি পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া ছিলেন। কিন্তু এই সভায় তাঁহাকে প্রশ্নে প্রশ্নে এবং ঠাট্টা বিদ্রূপে অস্থির করিয়া তোলা হয়। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রোতাদের একজন মঞ্চে উঠিয়া আমেরির বিরুদ্ধে এক প্রস্তাব আনেন। তাহাকে পুলিশ জোর করিয়া বসাইতে চেষ্টা করে এবং ধরিয়া লইয়া যায়। কিন্তু শ্রোতাদের উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া পুলিশ তাহাকে ছাড়িতে বাধ্য হয়। তখন তিনি আবার মঞ্চে উঠিয়া প্রস্তাব পড়েন—শ্রোতারা উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করে এবং "ইন্‌টার ন্যাশন্যাল" গানের মধ্য দিয়া সভা শেষ হয়।

গত অক্টোবর মাসে ইণ্ডিয়া লীগের চেষ্টায় লণ্ডনে ভারত সম্পর্কে একটি সম্মেলনে ১৫৯টি সংগঠন হইতে ৩১০ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। ইহাদের মধ্যে দুই বিরাট ট্রেড ইউনিয়নের—ফায়ার ব্রিগেড ইউনিয়ন ও সাউথ ওয়েলস মাইনার্স ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা ছিলেন। আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রমিক ইউনিয়ন (ইউনাইটেড অটোমোবাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন) ভারত সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই সিদ্ধান্তকে কার্য্যকরী করিবার জন্য রুজভেল্টের কাছে প্রতিনিধি দল পাঠাইয়াছে এই সম্মেলন তাহার জন্য প্রথমে ঐ শ্রমিক সংঘকে অভিনন্দন জানান। পরে ভারতীয় নেতাদের মুক্তি, জাতীয় সরকার গঠন ও দুর্ভিক্ষে সর্ব্বপ্রকারের সাহায্যের জন্য দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এখানে ৬০ লক্ষ বৃটিশ শ্রমিকের সংঘবদ্ধ শক্তি বৃটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল ভারত শাসন নীতির তীব্র প্রতিবাদ করে এবং ভারতের নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় সরকারের দাবী উত্থাপন করে।

ভারতের দুর্ভিক্ষ ঘুচাও

ইউনিভার্সিটি লেবার ফেডারেশন (ইংলণ্ডের সম্মিলিত সমাজতান্ত্রিক ছাত্রসংঘ) এক সম্মেলন ডাকে। এইখানে বিলাতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। 'ভারতের প্রতি বৃটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির' তীব্র নিন্দা করিয়া এক প্রস্তাব এখানে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে ভারতের চরম খাদ্যসংকটের নিবারণকল্পে সর্ব্বপ্রকারের চেষ্টা করিতে হইবে, আমেরিকে তাড়াইতে হইবে, ভারতীয় নেতাদের মুক্তি দিতে হইবে, ভারতবাসীর ইচ্ছামত শাসনতন্ত্র কায়েম করিবার অধিকার দিতে হইবে। বিখ্যাত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার কমরেড বেন ব্রাডলিও এই সকল দাবী সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন এবং খাদ্যদ্রব্য ভারতে পাঠাইবার জন্য জাহাজের দাবী করেন। বৃটেনের শ্রমিক আন্দোলন আগামী ২৬শে হইতে ৩০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ভারত সপ্তাহ পালন করিবে। এই সপ্তাহে সারা ইংলণ্ডের শহরে শহরে সভা সমিতি হইবে এবং ২৬শে জানুয়ারী একটী লণ্ডন মিয়েটারে কেন্দ্রীয় জনসমাবেশ হইবে। লণ্ডন অঞ্চলের মেয়র গত ১১ই জানুয়ারী টাউন হলে ভারতের জন্য একটী "দুর্ভিক্ষ" সভা ডাকিয়াছিলেন।

বৃটেনের ইউনিয়ন রিলিফ কমিটি গত ডিসেম্বর মাসেই প্রায় ৫০ হাজার টাকা ভারতের জন্য তুলিয়াছেন। এই টাকার অধিকাংশ শ্রমিক, ছাত্র, গীর্জ্জা ও নারীসংঘ হইতে পাওয়া গিয়াছে।

আমেরিকার জনগণ কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চায়

আমেরিকার কংগ্রেস অব ইনডাষ্ট্রিয়াল অরগ্যানাইজেশন (সি-আই-ও) ৬০ লক্ষ মজুরের প্রতিষ্ঠান। এই সকল মজুরের অধিকাংশই আজ যুদ্ধের কলকারখানায় নিযুক্ত। গত নভেম্বরে ফিলাডেলফিয়াতে এই সংঘের যে ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে তাহাতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের কাছে দাবী করা হয় যে তিনি যেন ভারতীয় নেতাদের মুক্তির জন্য পুনরায় আপোষ-আলোচনা ও জাতীয় সরকার গঠনে তাঁহার প্রভাব প্রয়োগ করেন।

আমেরিকার প্রায় ৪০০ বিশিষ্ট নাগরিক ভারতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য রুজভেল্টের কাছে লিখিত বিবৃতি পেশ করেন। এই বিবৃতি যাহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে বিশ্ব-বিখ্যাত সাহিত্যিকা পার্লবাক্, সিনেমা অভিনেতা ফ্রেডারিস মার্চ্চ, সি, আই ওর যোসিফ, "এসিয়া" সম্পাদক রিচার্ডওয়ালস প্রভৃতি ছিলেন।

স্বাধীনতা দিবসে কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটীর ঘোষণা

(৭ পাতার পেন্সাংশ)

জাতীয় সরকারের পথে

এই মিলিত চেষ্টা কেবল খাদ্যের জন্যই শেষ হইবে না—ইহার ফলে আসিবে নেতাদের মুক্তি, আসিবে জাতীয় সরকার—ইহারই অপরাজেয় শক্তির সামনে আমলাতান্ত্রিক প্রতিরোধ ধ্বসিয়া পড়িবে।

খাদ্যের লড়াইএ নিযুক্ত হাজার হাজার কংগ্রেস সেবী, নেতাদের মুক্তির জন্য মুসলিমদের সমর্থন যোগাড়ের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্র হইবেন, দেশের সেবায় মিলিত কংগ্রেস ও লীগ দেশভক্তদের একত্রে কাজ কংগ্রেস লীগ মনোমালিন্যের অবসান ঘটাইবে। খাদ্যের লড়াই তখন প্রকৃত পক্ষে ক্ষমতা ও স্বাধীনতা লাভের লড়াইয়ে পরিণত হইবে।

অনৈক্যের ফলে নেতারা জেলে, ক্ষমতা আমলাতন্ত্রের হাতে, লক্ষ লক্ষ দেশবাসী অনাহারে মৃত। অনৈক্য আমাদের সুগভীর কলঙ্ক। আজ স্বাধীনতা দিবসের আহ্বান—এ কলঙ্ক মুছিয়া ফেল। কংগ্রেস-লীগ একতার জয়-পতাকা উচু করিয়া ধর।

হতাশার কোন কারণ নাই

কংগ্রেসসেবীগণ! ঐক্য অসম্ভব বলিয়া ধ্বংস ও মৃত্যুর সামনে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকা কি সম্ভব? দশ কোটী মুসলমান যখন জাতিত্ব বোধে জাগরিত হইয়া সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করিবে বলিয়া ঘোষণা করিতেছে তখনো কি একতার আশা সুদূর পরাহত? যখন ঐক্য মানেই জয় তখনো কি আমরা একতার প্রতি বিমুখ হইব? সত্যাগ্রহের দ্বারা দলের মধ্যে অধিকতর বিভেদ বাড়াইবে?

জাপান জিতিলে ভারতের সর্ব্বনাশ

মনে রাখিবেন, জাপানীর ভারতে আসা ঠেকাইয়া রাখার সম্বন্ধে ইংরাজের চেয়ে আমার আগ্রহ বেশী। তারপর, জাপানের হাতে ইংরাজের পরাজয় মানে ভারতবর্ষ তাদের হাত ছাড়া হওয়া, কিন্তু ভারতের পক্ষে জাপানের জয় মানে সর্ব্বনাশ হওয়া। [গান্ধীজী—হরিজন, জুন, ১৯৪২]

জাপানীদের প্রতি গান্ধীজী

ভারতবাসীর কাছ হইতে আপনারা সাগ্রহ অভ্যর্থনা পাইবেন, এ কথা যদি আপনারা ভাবিয়া থাকেন, তা হইলে আপনাদের মোহ শোচনীয় ভাবে ভাঙ্গিয়া যাইবে। ['হরিজন' জুলাই, ১৯৪২]

অষ্ট্রেলিয়ার শ্রমিকও ভারতের পাশে

অষ্ট্রেলিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন কাউনসিলের বার্ষিক সভা গত জুন মাসে হয়। এই কাউনসিলের পিছনে ৮ লক্ষ সংঘবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থন আছে। এই সভায় কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি, কংগ্রেসের সহিত আপোষ আলোচনার দাবী করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সিডনীতে একটী ভারত-অষ্ট্রেলিয়া-সুহৃদ সমিতি গঠিত হইয়াছে। বাংলার দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য এই সমিতি আন্দোলন চালাইবে স্থির করিয়াছে। সাহিত্য, সিনেমা ও ভারতীয় নৃত্যের সাহায্যে ভারতের অবস্থা বুঝাইবার জন্য ব্যবস্থা হইতেছে। এই সমিতিকে ফেডারাল সরকার মানিয়া নিয়াছে এবং বৈদেশিক মন্ত্রী ডাঃ ইভাট তাহা সমস্ত ভারতীয় প্রকাশকদের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

জাপানী প্রতিরোধের সমস্যা আমাদেরই

লোকের বোঝা উচিত যে ভারতে যদি কোন গোলযোগ হয় তো তাহার ফল আমাদের ভোগ করিতে হইবে। যদি ভারতের অভ্যন্তরে গোলমাল সুরু হয় বা ভারতে জাপানী আক্রমণ আরম্ভ হইয়া যায় তাহা হইলে আমরাই যন্ত্রণার ভাগী হইবে। ইংলণ্ডকে খানিকটা ঝুঁকি সহিতে হইবে বটে কিন্তু অবিলম্বে মারা পড়িব আমরাই। আক্রমণ প্রতিরোধের সমস্যার সঙ্গে আমরা তাই অত্যন্ত ঘনিষ্ট ভাবে সম্পর্কিত।

(৮ই আগষ্ট '৪২ বোম্বাই এ, আই, সি, সি অধিবেশনে জওহরলালের বক্তৃতা)

অদূরে আমাদের জয়ের দিন

দুনিয়ার প্রগতিশীল জনমত আমাদের পক্ষে। বৃটেন ও আমেরিকার মহান শ্রমিক আন্দোলন আমাদের নেতাদের মুক্তি, জাতীয় সরকার ও স্বাধীনতার দাবী সম্পূর্ণ সমর্থন করে। বৃটেনের শ্রমিক সংগঠনগুলি কংগ্রেস ও ভারত সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী মিথ্যা প্রচারকে খর্ব্ব করিতেছে, আমেরির দলের বিরুদ্ধে ও আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে অবিরত প্রচার চালাইতেছে।

সোভিয়েটের বিজয় অভিযান সমস্ত অত্যাচারীদের সিংহাসন টলাইয়া দিয়াছে, সমস্ত জাতির সমানাধিকার ও সমস্ত লোকের স্বাধীনতার সুযোগ সৃষ্টি করিতেছে।

তাই আজ হতাশ হইবার কোন অধিকার আমাদের নাই। আজ যখন ঐক্যবদ্ধ হইলেই দেশের স্বাধীনতা লাভ করা যায় তখন একতা হইবে না—এ কথা বলিবারও কোন অধিকার আমাদের নাই।

অবসাদ ও হতাশা ত্যাগ করুন!

খাদ্যের জন্য, দেশরক্ষার জন্য, নেতাদের মুক্তির জন্য কংগ্রেস ও লীগের অপরাজেয় ঐক্যের পথে অগ্রসর হউন।

পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি মিঞা ইফ্‌তিখার উদ্দিন জেলের মধ্যে আবদ্ধ। জেল হইতেই তিনি বাংলার দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদের জন্য পিপ্‌লস্ রিলিফ কমিটীর কাছে ৫০০০৲ টাকা সাহায্য পাঠাইয়াছেন।

চরম সংকটে বাংলার মজুর

কারখানায় কারখানায় কয়লাভাব, খাদ্যাভাব ও মহামারী

১৯৪৩ এর ২৬শে জানুয়ারী। জাপানী বোমা ও খাদ্যাভাবের বিভীষিকা সে দিন বাংলার মজুর-শ্রেণীকে অভিভূত করিয়াছিল। তারপর এক বৎসরের মধ্যে মজুরশ্রেণীর সংকট আরো ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। আজো জাপানী বোমার আশঙ্কা কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। খাদ্য সংকট ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। মহামারী চারিদিকে হাঁইয়া গিয়াছে। তার উপর কারখানায় কারখানায় কয়লা সংকটে উৎপাদন বন্ধ হইতে চলিয়াছে, মজুর বেকার হইবার আশঙ্কায় দিন গণিতেছে। সরকারী নীতি মজুরকে এই বিপদ অতিক্রম করিবার শক্তি তো জোগায়ই নাই, বরং শক্তি কাড়িয়া লইবারই চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তবু এক বছর আগে বাংলার মজুর সংকটে যতটা অভিভূত হইয়াছিল, আজ তা হয় নাই। বোমার সামনে মজুর অবিচলিত থাকিয়াছে, মৃত্যু ও মহামারীকে রুখিবার জন্য সংঘবদ্ধ হইয়াছে, মালিক ও সরকারের উদাসীনতা ঘুচাইয়া নিজেদের দাবী আদায় করিতে ও উৎপাদন বাড়াইতে মজুর আন্দোলন এই এক বছরে অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে।

খাদ্যাভাব ও কয়লা সংকট

বাংলার প্রধান শিল্প চটকলে ৩ লক্ষ মজুর নিযুক্ত। ১২ লক্ষ লোকের জীবন এই শিল্পের উপর নির্ভর করে। চটকল মজুর মাগগিভাতা পায় মাসিক ২৲ টাকা, অথচ তার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের খরচ বাড়িয়াছে প্রায় তিনগুণ। সস্তা দামে মজুর তার নিজের জন্য শুধু রসদ পায়। সারা বৎসর তাহার চলে অনটন ও আংশিক অনাহার। যখন গত বৎসরই আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, বাংলার চটকল মজুরের পরিবারও তাহা হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। সমস্ত পরিবারের ভাগ্য চোরা-বাজারের উপর নির্ভরশীল ছিল। এবং এই সময়েই আসিল কয়লা সংকট। কয়লার অভাবে বাংলার এত বড় শিল্প আজও আংশিকভাবে বন্ধ। উৎপাদন নাম মাত্র ব্যবস্থা করিয়াই তাদের দায়িত্ব শেষ করিয়াছে। আমলাতন্ত্র মিল মালিকদের উপর দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়াই খালাস!

কয়লার অভাব কেন?

কয়লার অভাব যদি না হইত, কারখানাগুলির কাজ কমিয়া গিয়া মজুরদের রোজগারের পথ যদি বন্ধ না হইত, তা হইলে মজুরের অভাব এত বেশী হইত না। খাদ্যাভাব ও মহামারীর আক্রমণও এমনভাবে মজুরের জীবনকে দুর্ব্বিসহ করিয়া তুলিত না।

কয়লার অভাব, অথচ এই বাংলারই বুকে শত শত কয়লার খনি। বাংলা ও বিহারের সীমান্তবর্ত্তী কয়লাখনিগুলিই সমগ্র ভারতের শিল্পকে সরবরাহ করিতে পারে। কলিকাতা ও আশে পাশের শিল্প অঞ্চল সমগ্র ভারতের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান শিল্পক্ষেত্র এবং কলিকাতা হইতে আসানসোল, রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া ও ধানবাদের খনি অঞ্চল মাত্র দেড়শ মাইলের মধ্যে। অথচ এই কয়লা সংকট হইল কেন?

সরকারী অনুসন্ধানে প্রকাশ, খনি মজুরের মজুরী এত কম যে খনির কাজে মজুররা আসিতে চায় না—এমন কি কৃষি মজুরেরও মজুরী খনি মজুরের চেয়ে বেশী। মেয়ে মজুর নিয়োগ করিয়া সরকার মজুরের অভাব মিটাইতেছে, অথচ খনি মজুরদের মজুরী বাড়াইবার কোন ব্যবস্থা করে নাই। এই খনি মজুরের উপরই সমস্ত ভারতের অন্যান্য শিল্প নির্ভর করে। খনি মজুরের সংগঠন গড়িবার অধিকার আজও কার্য্যতঃ স্বীকৃত হয় নাই।

খনি মজুরের শ্রেণী চেতনা ও দেশপ্রেম আজও জাগ্রত হয় নাই। তাই সরকারী অব্যবস্থা পদে পদে জাতির ইহরা পড়িতেছে এবং সমস্ত মজুর শ্রেণীকে এক চরম সংকটের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছে।

রেশনিং স্কীম

কলিকাতা ও সহরবাসীর জন্যে বিশেষে রেশনিং ব্যবস্থা ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু রেশনিং হইলেই কি মজুর শ্রেণীর সমস্ত বিপদ ও অভাব কাটিয়া যাইবে? মজুরের জন্য যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাতে মজুরের খাদ্যাভাব এই রেশনিং দ্বারা মিটিতে পারে না। মজুরদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে—কম পরিশ্রম করে যারা ও বেশী পরিশ্রম করে যারা। শেষোক্ত মজুররা সাধারণ সহরবাসীর মত সপ্তাহে সাড়ে তিন সের চাল বা আটা পাইবে। শতকরা ৮০ জন মজুর এই শ্রেণীভুক্ত হইবে। ইহারা যে পরিমাণ মেহনত করে তাহাতে সাড়ে তিন সের চালে ইহাদের চলে না। তাছাড়া সপ্তাহে আধ সেরের বেশী চাউল মজুরকে দেওয়া হইবে না। পাড়ার রেশন সপ হইতে মজুর কিনিতে পারিবে না, তাহাকে কিনিতে হইবে মালিকের দোকান হইতে।

রসদ কম পাওয়ার ফলে লক্ষ লক্ষ মজুর পরিবারের খাদ্যাভাব দেখা দিবে। মাগগি ভাতা বা মাহিনা বাড়িল না, রসদ পর্য্যন্ত বাড়িল না, মজুরকে চোরাবাজারের দ্বারস্থ হইতে হইবে। অথচ সে সামর্থ্য মজুরের নাই—আজই মজুর প্রায় দুঃস্থের পর্য্যায়ে গিয়া পড়িয়াছে।

মজুর বসিয়া নাই

কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী বসিয়া থাকে নাই। কলিকাতার সংগঠিত শ্রমিকশক্তি নিজের কাজে অটুট থাকিয়া জাপানী বোমার জবাব দিয়াছে। ট্রাম, রেল ও অন্যান্য জরুরী শিল্পের শ্রমিক নিজেদের কাজ করিয়াছে। টালা পলতার বাহাদুর শ্রমিক শত বিপদ সত্ত্বেও কলিকাতাকে বাঁচাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এ আর পি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য দাবী করিয়াছে;ও বহুস্থলে দাবী আদায়ও করিয়াছে।

উৎপাদন বাড়াইবার জন্য

উৎপাদন বাড়াইবার সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী পশ্চাদপদ হয় নাই। চটকলের পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক উৎপাদন বাড়াইবার দরকার ও মাগগি ভাতা বৃদ্ধির দাবীতে স্বাক্ষর দিয়াছে। বি এণ্ড এ রেলওয়ের হাজার হাজার শ্রমিক ও কর্ম্মচারী ভালভাবে যানবাহন চালু রাখিবার শপথ করিয়াছে এবং বহুস্থানের শ্রমিক হাতে কলমে বেশী কাজ করিয়া দেখাইয়াছে শ্রমিক সত্যকারের দেশপ্রেমিক কত বাধা সত্ত্বেও সে উৎপাদন বাড়াইবে। ঢাকার সুতাকলের শ্রমিক নিজেদের সংগঠন মজবুত করিয়াছে, উৎপাদন বাড়াইবার নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে, শতকরা ১০ ভাগ উৎপাদন বাড়াইয়া দেশবাসীর ও সৈন্যের পোষাক যোগানের সংগ্রামে অগ্রসর হইয়াছে। বিজলী, ট্রাম, বাস ও পোর্টের শ্রমিক নিজেদের সংগঠন গড়িয়াছে, শক্তিশালী করিয়াছে, নিজেদের বহু অভাব অভিযোগ শক্তি ও ও সংগঠনের জোরে আদায়ও করিয়া প্রমাণ করিয়াছে যে উৎপাদন বাড়াইবার সংগ্রামের ভিতর দিয়াই শ্রমিক শক্তিশালী হইবে, দেশকে সেবা করিবে, নিজের অভাব অভিযোগ দূর করিবে।

কয়লা সংকট শ্রমিককে ভীষণভাবে আঘাত করিয়াছে সত্য কিন্তু শ্রমিকের মেরুদণ্ড তাহাতে ভাঙ্গিতে পারে নাই। শ্রমিক কয়লাভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে। ঢাকেশ্বরীর শ্রমিক নিজেদের মাথায় বহিয়া ৬।৭ মাইল দূর হইতে কয়লা আনিয়াছে, মালিককে বাধ্য করিয়াছে ভাল ব্যবস্থা করিতে।

সংকটের বিরুদ্ধে মাগগীভাতা ও রেশনিং-এর দাবীতে উৎপাদন বাড়াইতে

মজুরের সংগ্রাম

সকলের জন্য মজুরের সংগ্রাম

শ্রমিকশ্রেণী সকলের সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্থ ও নিঃস্বের সেবায় অগ্রসর হইয়াছে। নিজেদের স্বল্প বেতন ও রেশন হইতে এক মুঠা দুই মুঠা ও এক পয়সা দুই পয়সা করিয়া দিয়া কলিকাতা ও সহরতলীতে অনেক রিলিফকেন্দ্র শ্রমিক চালাইয়াছে। কলিকাতার ট্রাম শ্রমিক, চিৎপুরের ও দেমোহানীর রেলশ্রমিক, জগদ্দলের চটকল শ্রমিক, শুধু নিজেদের চেষ্টায় ও সামর্থ্যে হাজার নিঃস্বকে খাওয়াইয়াছে। অন্যান্যশ্রেণীর সহযোগীতায় পোর্ট ও অন্যান্য শিল্পস্থানের শ্রমিক হাজার হাজার নিঃস্বের সেবা করিয়া নিজশ্রেণীর দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়াছে।

শুদ্ধমাত্র নিজশ্রেণীর জন্য নহে শ্রমিকশ্রেণী সমস্ত সহরবাসীর জন্য রেশনিং এর দাবীতে হাজারে হাজারে সমবেত হইয়াছে। যখন সাধারণের কণ্ঠ নীরব ছিল, রেশনিং সম্বন্ধে ইতস্তত ও সন্দেহ ছিল শ্রমিকশ্রেণীই দ্বিধাহীন আওয়াজ তুলিয়াছে—রেশনিং চাই।

মৃত্যু ও মহামারীর বিরুদ্ধে

মহামারীর বিরুদ্ধে ও মজুর অভিযান চালাইয়াছে। ঢাকেশ্বরীর শ্রমিক ইউনিয়ন নিজেদের চেষ্টায় হাসপাতাল খুলিয়াছে মালিকের মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকে নাই, ফলে মালিক পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। সুরা কাদাপাড়ার চটকল ইউনিয়ন পাড়ার ডাক্তারদের কাছে আর্জি হইয়াছে তাহাদের বুঝাইয়া কোয়াড গঠন করিয়াছে, শ্রমিকদের ঔষধ পথ্য যথা সম্ভব জুগাইয়াছে। নৈহাটীর রেলশ্রমিক ইউনিয়ন কলেরার বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চালাইয়া জয়ী হইয়াছে।

মাগগীভাতার আন্দোলনের জয়

মাগগীভাতার আন্দোলন ১৯৪৩ সালে তীব্র আকার ধারণ করে। এমন কোনও শিল্প ছিল না যেখানের শ্রমিক মাগগীভাতা বৃদ্ধির দাবী করে নাই। প্রায় সমস্ত শিল্পের শ্রমিকের দাবী ছিল নতুনপক্ষে তিন টাকা মাগগীভাতা। চটকলের শ্রমিকদের দাবী ছিল মাগগীভাতা নির্ণয়ের জন্য সরকার কমিটী নিয়োগ করুক। এ সংগ্রামে শ্রমিক জয়ী হইয়াছে। সরকার কমিটী নিয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং ভারতের বিখ্যাত শ্রমিকনেতা বঙ্কিম মুখার্জ্জি সেই কমিটির সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ ও মহামারী আসিয়াছে, শিল্প অচল হইয়াছে, শ্রমিক নিঃস্বে পরিণত হইয়াছে কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী মুহূর্ত্তের জন্য মাথা নোয়ায় নাই। তাহার দেশপ্রেম অনির্ব্বাণ রহিয়াছে সে উৎপাদন বাড়াইবার যে সঙ্কল্প লইয়াছে তাহা হইতে কেহ তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে নাই। ঐক্য ও সংগঠনের পথে, উৎপাদন বাড়াইবার পথে বাধা চূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। লাল ঝাণ্ডার নীচে দাঁড়াইয়া শ্রমিকশ্রেণী নিজ ইউনিয়ন ও কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে চলিয়াছে, সে চলার বিরাম নাই। রুশের শ্রমিক ভাইদের কার্য্যাবলী তাহাকে প্রেরণা দিয়াছে, শ্রমিকশ্রেণী সেই আদর্শের দিকে চলিয়াছে।

১ম পাতার প্রচ্ছদপটের ছবি আঁকিয়াছেন
শিল্পী সূর্য্য রায়

ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলন

গত ২ বছরের কাজের মধ্য দিয়া ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ সাহিত্য ও শিল্পের সঙ্গে দেশের জনগণের যোগ আনিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই পথে বহু বাধা আসিয়াছে, সঙ্কীর্ণ দলাদলি ও বিরুদ্ধতার সঙ্ঘের অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছে। কিন্তু তবুও এই সঙ্ঘ সমস্ত প্রতিকূলতা ডাঙ্গিয়া দিন দিন শক্তি লাভ করিতেছে। এক দিকে দেশের প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ও প্রতিভাবান লেখক ও শিল্পীর দল সঙ্ঘের মধ্যে আসিতেছেন, অন্য দিকে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে এই সঙ্ঘের যোগ ক্রমেই নিবিড়তর হইতেছে।

এ বছর আমরা সভাপতিমণ্ডলীর মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত সাহিত্য প্রতিভাকে পাইয়াছি; মঞ্চাভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, সুরশিল্পী সচীন দেববর্ম্মণ, শিল্পী অতুল বসু এবং সুসাহিত্যিক গোপাল হালদার ও আবুল মনসুর আহম্মদ সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন।

বাংলার গণশিল্পীদের সমাবেশ

সম্মেলন উপলক্ষে এবার রংপুর, জলপাইগুড়ি, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, ঢাকা, মালদহ, খুলনা, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, হাওড়া, বাঁকুড়া, ২৪ পরগণা, বরিশাল প্রভৃতি জেলা হইতে প্রায় ১শত প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। প্রতিনিধি দলগুলি বিভিন্ন জেলার বিশিষ্ট লেখক, সুগায়ক ও শিল্পীদের দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। ময়মনসিংহ হইতে কবি নিবারণ পণ্ডিত, শ্রীহট্ট হইতে গীতকার হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও গায়ক নির্ম্মল চৌধুরী, রংপুর হইতে নৃত্যশিল্পী পানু ও কার্তনীয়া নগেন সা, মালদহ হইতে সতীশ মণ্ডলের নেতৃত্বে গম্ভীরা দল, খুলনা হইতে সুগায়ক হিমাংশু চক্রবর্ত্তী, যশোহর হইতে কবি গায়ক নেপাল সরকার, হুগলী হইতে কবি দয়াল কুমার প্রভৃতি আরো অনেক প্রতিভাবান লেখক ও শিল্পী এই সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে আসেন। ২৪ পরগণা হইতে বাংলার বিখ্যাত লেখিকা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ও শিল্পী হাসিরাশি দেবী এই সম্মেলনে জেলার প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছিলেন।

১৫ই জানুয়ারী ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে সম্মেলন আরম্ভ হইল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অভিভাষণে বলিলেন, 'আমরা মানব জাতির পক্ষে। যে শক্তি মানুষকে পদানত করার জন্য উদ্যত হইয়াছে, ফ্যাশিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ তারই বিরুদ্ধে। আজ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নানাভাবে ভাষা পাইয়াছে—দেশের এই সংকটের বাংলা সাহিত্যকে যথেষ্ট সাড়া দিয়াছে। আমরা ভুলি নাই যে যখন গত কয়েক মাস ধরিয়া লক্ষ লক্ষ লোক অন্নহীন ও বস্ত্রহীন অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে তখন অনেকগুলি দেশী মিল কাপড় ও চাউলের ব্যবসায় লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা ইনকাম ট্যাক্স দিয়াছে। এই সমস্ত অমানবিকতার বিরুদ্ধে আমরা আমাদের সাহিত্যিক কর্ত্তব্য পালন করিব আর এই সংকটের মধ্যে আমাদের দুঃস্থ দেশ কর্ম্মীকে সান্ত্বনা, আশা ও নূতন জীবনের ভরসা শুনাইব। অনাগত মুক্তির বাণী বহন করিবার ভার লইয়াছে এই লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ।

যুক্ত প্রদেশ প্রগতি লেখক সঙ্ঘের শিবদাস সিং চৌহান, নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের যুক্ত সম্পাদক বিষ্ণু দে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার আবদুল্লা রসুল সম্মেলনকে অভিনন্দন জানান। ইহার পর সঙ্ঘের বিদায়ী সম্পাদক চিন্মোহন সেহানবীশ গত বছরের কাজের বিবরণী পাঠ করেন। অবন্তী সান্যাল ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন।

মূল সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর অভিভাষণে বলেন, অদ্য সাহিত্য সভাগুলি হইতে এই সভার বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে সাহিত্যিকরা জনগণের সম্পর্কে আসেন, দেশের সমস্তার সঙ্গে পরিচিত হন, তাহাদের কি কর্ত্তব্য আছে, কি তাহারা দিতে পারে তাহাই জানিয়া যান। এই জন্যই তিনি এই সভায় আসিয়াছেন। যুগে যুগে মানুষের কল্যাণ, মঙ্গলের বিরুদ্ধে শত্রুরা বিভিন্নভাবে মাথা তুলিয়াছে, শিল্পীরাও তাহা বাধা দিয়াছে। আজ সেই শক্তি নূতন নাম নিয়াছে তাই তাহার বিরুদ্ধেও আমাদের নূতন নামে অভিযান ঘোষিত হইবে। ফ্যাশিষ্টবিরোধী নামের সার্থকতা এইখানে। ফ্যাশিজম মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতি জগতের শত্রু। দেশব্যাপী দুঃখ ও বিপদের মধ্যে আর সকলের সঙ্গে সাহিত্যিক ও শিল্পীদেরও কাজ করিবার আছে। ইহা স্মরণ করিয়াই এই সঙ্ঘবদ্ধতা। অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমবেত হওয়া সাহিত্যিক ও শিল্পীর স্বধর্ম্ম। সাহিত্যিককে আজ সজাগ হইতে হইবে—বেশী কথা বলিতে পারি বলিয়াই মানুষের সহজ সত্য ও শুভ চিন্তাকে আমরা যেন বিভ্রান্ত না করি।

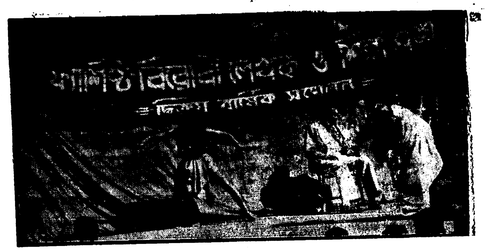

(রংপুরের কমরেড পানু পাল ও রেবা রায়ের মহাবুভুক্ষা নৃত্য)

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সংস্কৃতি উৎসব

১৬ই জানুয়ারী। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ৩ হাজার লোকের সম্মুখে জনগণের সংস্কৃতি উৎসব।

কলিকাতার এমন উৎসব আর হয় নাই। বিভিন্ন জেলা হইতে বিশিষ্ট শিল্পীর দল আসিয়াছেন। তাঁরা কেহই সৌখীন গায়ক ও শিল্পী নন। শিল্প পদ্ধতি তাঁহাদের হাতে দেশপ্রেমের অস্ত্র হইয়া দেখা দিয়াছে। জনগণের জীবনের সঙ্গে ইঁহাদের যোগ প্রত্যক্ষ। তাই ইঁহাদের শিল্প কৌশল ব্যর্থ হয় নাই। বিখ্যাত মঞ্চাভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য দর্শকদের কাছে ইঁহাদের পরিচয় দিয়া বলিলেন, এঁরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বলিয়াই ইঁহাদের শিল্প-প্রকাশ এত সার্থক; দেশের সংস্কৃতি আজ ইঁহাদের আন্দোলনে নূতন জীবনের সন্ধান পাইয়াছে।

কলিকাতার হরিপদ কুশারীর মর্ম্মস্পর্শী গানে উৎসব আরম্ভ হইল। ইহার পর সুরু হইল বিভিন্ন জেলার গায়ক দলের গান। শ্রীহট্টের নির্ম্মল চৌধুরী সদল বলে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কয়েকখানি গান করিলেন। প্রত্যেকটী গানে দর্শকদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল। বাংলার লোক শিল্প যে খনির মত সমৃদ্ধ—ইহার মধ্য দিয়াই যে জনগণের মধ্যে নূতন সাড়া জাগানো যায়, আমরা তার পরিচয় পাইলাম। শ্রীহট্টের চা-বাগানের কর্ম্মী সুধাংশু ঘোষের লেখা চা-কুলির গানের সঙ্গে কলিকাতার অমু দাশ গুপ্ত চা-কুলির নাচ দেখাইলেন। ইহার পর মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও চব্বিশ পরগণার প্রতিনিধিদল গান করেন। খুলনায় হিমাংশু চক্রবর্ত্তীর গানে সকলেই মুগ্ধ হন। সব থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল রংপুর দলের গান ও নাচ। পানু পাল ও রেবা রায়ের 'মহাবুভুক্ষা নৃত্য' সকলেরই প্রশংসা অর্জ্জন করে। কলিকাতার দল পোর্ট মজুর রাজকুমার সিংহের লেখা একটি গান করেন। পাঞ্জাব প্রত্যাগত প্রচারকদল বিমল রায়ের নেতৃত্বে 'ব্যয় তুথা হ' মৃত্যু বাঁচা অভিনয় করেন। ইহার পর সভাপতি শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের কাজের জন্য জনসাধারণের কাছে সাহায্যের আবেদন জানাইলেন। দু পয়সা, এক পয়সা এমন কি আধলা পর্য্যন্ত সাহায্য আসিল। মোট ৬৬৸১৭৷ পয়সা তহবিলে উঠিল।

রবিবার বিকালে আবার সাধারণ অধিবেশন। শিল্পী অতুল বসু বলিলেন, প্রচলিত পথে চলার সুবিধা আর নূতন কিছু করার মোহ—এই দুইই ক্ষতিকর। শিল্পরূপে আজ দেশের কথা বলিতে হইবে, দেশের মাটির সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়াই শিল্প সৃষ্টি করিতে হইবে। লেখক ও শিল্পী যে জনগণের জীবনের মূল সমস্যাগুলি বাদ দিয়া চলিতে পারে না এবং তারজন্যই যে তাঁদের সামাজিক চেতনা দরকার শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের অভিভাষণে সেই দাবীই ধ্বনিত হয়।

আবুল মনসুর আহম্মদ বলেন লেখক ও শিল্পী আকাশচারী হইতে পারে না। দেশবাসীর চিন্তা ও কল্যাণবোধই শিল্পীর চিন্তাধারাকে রূপায়িত করিয়া তোলে। ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের জীবনাদর্শের এবং ঐতিহাসিক শিক্ষা ফ্যাসিজমের বিরোধী। কাজেই ভারতের লেখক ও শিল্পীদের ফ্যাশিষ্টবিরোধিতা একটা নেতিবাচক ভাববিলাসিতা নহে। ইহার মধ্যে আমাদের জীবনের যোগ আছে।

সভায় শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী বরস্বতী সোভিয়েট চীন ও অপরাপর ফ্যাসিষ্ট পদানত দেশগুলির নির্য্যাতিত সাহিত্যিক ও শিল্পীদের অভিনন্দন জানাইয়া একটি প্রস্তাব আনেন। অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় ও চীন প্রত্যাগত ডাঃ বিজয়কৃষ্ণ বসু এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা দেন। অপর একটি প্রস্তাবে সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও প্রভৃতির ভিতর দিয়া প্রগতিমূলক ভাবধারা প্রচারের দাবী জানাইয়া অধ্যাপক নীহার সরকার একটি প্রস্তাব আনেন, অর্থকমল ভট্টাচার্য্য এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। দেশের মধ্যে অচল অবস্থার অবসানের জন্য দেশের মধ্যে বিরাট ঐক্য গড়িয়া তোলার কাজে লেখক ও শিল্পীদের আহ্বান জানাইয়া মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন হিরণ কুমার সান্যাল। হীরেন্দ্র মুখার্জ্জী এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সাংগঠনিক প্রস্তাব আনেন ঢাকার রণেশ দাশগুপ্ত এবং মুর্শিদাবাদের সুশান্ত পাঠক প্রস্তাব সমর্থন করেন।

সোমবার সন্ধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটারে সংস্কৃতি অনুষ্ঠান। আগের দিন টিকিট নিঃশেষ হইয়াছে। দলে দলে লোক টিকিটের অভাবে ফিরিয়া গেল। মিনার্ভার কর্ম্মচারীরা বলিতেছিল, থিয়েটারে এমন ভিড় ও দর্শকদের এত উৎসাহ আগে কখনও দেখি নাই। বিখ্যাত নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত উদ্বোধন বক্তৃতা করেন। বিভিন্ন জেলা হইতে গান ও নাচ দেখানো হইল। মালদহের প্রতিনিধিরা গম্ভীরা গান করিলেন। বিজন ভট্টাচার্য্যের 'জবানবন্দী' নাটক প্রত্যেককে মুগ্ধ করিল। পাঞ্জাবের এক দর্জ্জি বউ বাংলার সাহায্যে বাংলার প্রচারক দলকে তার শেষ সম্বল এরোতির চিহ্ন এক জোড়া চুড়ি দান করে। সেই চুড়ি ঐ দিন নিলামে ডাকা হয়। জনৈক ছাত্র ১১০০৲ টাকা দিয়া উহা ডাকিয়া নেন।

(কলিকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সম্মেলন উপলক্ষে জনসমাবেশ)

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

"জনযুদ্ধের" বিশেষ দুই সংখ্যা লেনিন দিবস ও স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা যে সমস্ত এজেন্টদিগকে টাকা না পাইয়াই পাঠান হইয়াছে, তাঁহারা যেন আগামী ২৮শে জানুয়ারী শুক্রবারের মধ্যে টাকা পাঠান। নতুবা আগামী সংখ্যা পাঠান হইবে না।

ম্যানেজার—"জনযুদ্ধ"

জনযুদ্ধ

স্বাধীনতার সড়াইয়ে

ভারতবাসীর পাশে চীনের জনগণ

ডাঃ বি, কে, বসু

জেনারেল ইয়ে চিয়েন ইং ক্যান্টন কমিউনের সময়ক, এখন ইনি অষ্টম রুট আর্ম্মির চীফ্ অফ্ স্টাফ। হাঙ্কোতে আমাদের মেডিকেল মিশনের সঙ্গে ইঁহার প্রথম দেখা হইল।

তাঁকে যখন জানান হইল যে আমরা ফৌজের সঙ্গে থাকিব, তাঁর মুখ চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া রহিলেন। বাহিরে জাপানী বোমার বিকট রব বাড়ী। আকাশে জাপানী বিমানের গর্জ্জন শোনা যাইতেছে। তারই মাঝে লোকে ভীড় করিয়া রাস্তার মোড়ে বড় বড় জাপ বিরোধী পোষ্টার পড়িতেছে। প্রতিরোধের কেন্দ্রগুলি এই সহরটা।

খানিকক্ষণ পরে তিনি আমাদের দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন। উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন: "ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে এবং ভারতের জনসাধারণকে ধন্যবাদ। তাঁরা আপনাদের পাঠাইয়াছেন চীন-বাসীর সঙ্গে ভারতের একতার প্রতীক হিসাবে। ভারত ও চীন মিলিয়া আমরা' সমস্ত মানব জাতির অর্দ্ধেক। তাই নয় কি? কিন্তু এই প্রচণ্ড শক্তি আজ বিদেশীর আক্রমণে ও পরাধীনতার চাপে শুধু দুঃখ ও দুর্দ্দশার ভাগী হইতেছে, তার একমাত্র কারণ এখনও এই শক্তিতে ভেদ রহিয়াছে। আমরা এখানে যদি সমস্ত চীনবাসীকে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য একতাবদ্ধ করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে কি শক্তিশালী জাপানী ফ্যাসিজমের আক্রমণের বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়াইতে পারিতাম? বা দাঁড়াইয়াও সফল হইতে পারিতাম? ইতিহাস আজ প্রমাণ করিয়াছে যে, যখনই চীনবাসী সকল দল এক হইল তখনই চীন নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের শক্তি অর্জ্জন করিল এবং এই শক্তি লইয়াই চীন মুক্তি ও অগ্রগতির পথে দৃঢ় পদক্ষেপে চলিয়াছে।"

মাও সে-তুং

ভারতের সমস্যার কথা বলিতে তিনি বলিলেন: "আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা আপনাদের সামনে রহিয়াছে, আপনারা ইহাকে কাজে লাগান।"

একে একে চীনের সব কথা আমার মনে পড়িল। মাত্র কয়েক বৎসর আগে চীনে যে সমস্যা ছিল, আজ আমাদের দেশেও ঠিক সেই সমস্যাই দেখা দিয়াছে। চীনেও ছিল ভেদাভেদ। বিভিন্ন দলে ঝগড়া চলিয়াছে। কুওমিনটাং-এর সঙ্গে কমিউনিষ্ট ফৌজের সংঘর্ষ, তার উপর জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনা।

চীন রিপাবলিকের জন্মদাতা ডাঃ সান্ইয়াট সেন ১৯২৪ সালে কুওমিনটাং-এর অনুগামীদের যে বাণী দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি দুর্ভেদ্য জাতীয় ঐক্য, বিশেষ করিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে ঐক্য গড়িবার আবেদন করেন। কিন্তু ১৯২৭ সালে চীনে ভেদ দেখা দিল। এবং তার ফলে চীনবাসীর উপর নামিয়া আসিল দারিদ্র্য ও দুঃখের জোয়ার, তার উপর সাম্রাজ্যবাদী চাপও চীনে ক্রমাগত বাড়িতে লাগিল।

কিন্তু জাপানী আক্রমণের সামনে চীনের এই ভেদ আর রহিল না। সমস্ত শ্রেণী একতাবদ্ধ হইল। কিসের আকর্ষণে এই একতা গড়িয়া উঠিল? আক্রমণকারীর হাত হইতে জন্মভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য। এই একতাই আজকে লড়াইয়ের ফ্রন্টের ফৌজের প্রাণে উৎসাহ, উদ্দীপনা জোগায়। অষ্টম রুট আর্ম্মির মধ্যে আমরা দেখিতাম, ফৌজের লোকরা ফ্রন্টে দাঁড়াইয়াও গান গাহিতেছে:—

কুয়োমিনটাং, কুং চাং টাং
লিয়াং টাং হোজো
চুং ফু বু কুই ওয়ান্...

"কুয়োমিনটাং আর কমিউনিষ্ট পার্টি যখন মিলিয়াছে, তখন চীন আর পরাধীন থাকিতে পারে না..."

একতার উপর কি গভীর বিশ্বাস! একতা রক্ষা করিবার জন্য কি নিষ্ঠা!

দীর্ঘ ৫ বৎসর ধরিয়া আমরা চীনের সাধারণ লোকদের সঙ্গে বাস করিয়াছি। তাদের সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া আমরা চীন দেশবাসীকে চিনিবার সুযোগ পাইয়াছি। আমরা দেখিয়াছি ভারতবাসীর জন্য চীনের লোকের কি গভীর দরদ। চীনের যেখানেই আমরা গিয়াছি, ভারতবর্ষ আমাদের পাঠাইয়াছে চীনের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই কথা শুনিয়া তাদের কি উৎসাহ! তারা আমাদের অভিনন্দন জানাইবার জন্য সভা করিয়াছে। জাপানী লাইনের পিছনে চীনের যে সব ঘাঁটী আছে, সেই সব জায়গাতেও আমাদের জন্য সভা হইয়াছে, সেই সভায় হাজার হাজার চাষী, গ্রামবাসী ও গেরিলা যোদ্ধা আসিয়াছে। অথচ এই জায়গাগুলি জাপানী ঘাঁটী হইতে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।

জাপানী ফৌজ যতই দক্ষিণ পান্থে আগাইয়া ভারতের দুয়ারের পাশে আসিতেছে, ততই ভারত অভিযানের প্রশ্ন তাদের কাছে সহজ হইয়া যাইতেছে। চিয়াং কাইসেক যখন ভারতে আসিয়াছিলেন, তিনি চীনবাসীর পক্ষ হইতে ভারতবাসীর কাছে আবেদন জানাইয়াছিলেন। এই আবেদনে তিনি বলিয়াছিলেন, ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে এই গণ-সংগ্রামে ভারতবাসীকে অন্যান্য দেশের জনগণের সঙ্গে এক হইতে হইবে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকেও অবিলম্বে ভারতে প্রাতনিধিমূলক জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

কিন্তু চীনের জনগণের নেতা মাও-সে-তুং আরো স্পষ্ট করিয়া ভারতবাসীর কাছে আবেদন জানাইলেন। তিনি বলিলেন: ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে দু'নয়ার জনগণের এই মিলিত মুক্তি-সংগ্রামে ভারতবর্ষকে যোগ দিতেই হইবে এবং এই পথেই ভারতবাসী নিজেদের দেশে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন শক্তিলাভ করিবে, যার ফলে স্বাধীনতা লাভ তাহাদের অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।" তিনি বার বার এই কথাই বলিলেন যে, **ভারতবাসীকে এক হইতেই হইবে।**

আমি যখন চীন হইতে চলিয়া আসি, মাও-সে-তুং আমাকে চীনের প্রথা মত একটি সিল্কের টুপী উপহার দেন। তাতে তিনি নিজের হাতে কথা লিখিয়া দেন:—

ডাঃ বি. কে. বসু

ভারত ও চীন—আমাদের এই দুই দেশের স্বাধীনতা চিরজীবী হউক

পরের দিন আমি চু-তে-র কাছে বিদায় লইতে যাই। তিনি সাগ্রহে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন: ডাঃ বসু, জাপানী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আপনাদের দেশবাসীর পূর্ণ সংহতি গড়িয়া তুলিতে হইবে।'

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কিন্তু আমাদের শাসকরা যে আমাদের হাতে অস্ত্র দিতে চায় না।'

চু-তে হাসিয়া বলিলেন, "দেশরক্ষার জন্য যদি সমস্ত দেশবাসী এক হয়, তবে তাদের আজ কেউ রুখিতে পারে না। আপনাদের শাসকরা চান, আর না চান, তাঁরা বাধ্য হইবেন আপনাদের হাতে অস্ত্র দিতে। তাঁরা চান আর না চান, হিটলার আর তোজোর বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াই চালাইয়া যাইতেই হইবে। **আত্মরক্ষের যুদ্ধে জয়ের অধিকার একমাত্র জনগণেরই।"**

চু-তে

তাঁর কথার মধ্যে দেখিতে পাইলাম একটি গভীর আত্মবিশ্বাস, জনগণের শক্তির উপর বিশ্বাস। আমার মন উৎসাহে ভরিয়া গেল। আমার মনে পড়িল, এই চীনের বুকেই ডাঃ কোটনিসের কবরের উপর ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা উড্ডীন রহিয়াছে। এই পতাকা শুধু ডাঃ কোটনিসের সম্মানের জন্যই নয়, ইহা স্বাধীনতাকামী চীন ও ভারতের মধ্যে গভীর ঐক্যের নিদর্শন স্বরূপ। স্বাধীনতার লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ চীনের জনগণ এই পতাকাকে সাদরে সম্মান দিয়াছে, কেন না, তাহারা জানে স্বাধীনতাকামী জনগণের মধ্যে ভেদ নাই, তাহারা জানে যে হাজার বিভেদ থাকিলেও স্বাধীনতার জন্য জনগণ যে কোনো মূল্য দিয়া এক হইতে পারে এবং একতাই তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যদের নিকট মাও-সে-তুং ও চু-তের আবেদন

আক্রমণকারী জাপানী দস্যুদের বিরুদ্ধে চীনে যখন জাতীয় প্রতিরোধ আরম্ভ হয় তখন আমাদের দেশের উপর আপনাদের গভীর বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ এবং আমাদের এই স্বাধীনতার সংগ্রামের অংশ গ্রহণ করিতে আপনাদের মহান প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের তরফ হইতে আপনারা একটি 'মেডিক্যাল ইউনিট' আমাদের দেশে পাঠান। আপনাদের প্রেরিত 'ইউনিটের' পাঁচজন সদস্যই অষ্টম রুট আমির সাথে কাজ করিয়াছেন। গত চার বৎসর ধরিয়া উত্তর চীনের সংগ্রাম ক্ষেত্রে তাঁহারা সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ করিয়াও সমস্ত দুঃখ দৈন্য উপেক্ষা করিয়া অব্যাহতভাবে কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের এই অক্লান্ত চেষ্টা এবং অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান কাজ চীনের জনসাধারণকে ইহা পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিয়াছে যে চীনের সাথে একত্র হইয়া দাঁড়াইতে ভারতের জনগণের কি গভীর উৎসাহ।

'ইউনিটের' পাঁচজন সদস্যের ভিতর তিনজন ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষে ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহা গভীর দুঃখের বিষয় যে ইউনিটের অন্যতম সদস্য ডাঃ কোটনিস 'সানসী-চারহার-হোপে বর্ডার রিজিয়নে' অসুখে মারা যান। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের জনগণ একজন সাহসী যোদ্ধা হারাইলেন এবং চীনের জনসাধারণ ও সেনাদল হারাইল একজন দরদী বন্ধুকে। আমাদের উভয় দেশের পক্ষেই ইহা অতি দারুণ ক্ষতি। তাই আজ যখন ডাঃ বি, কে, বসু ভারতে ফিরিয়া যাইতেছেন তখন তাঁহারই মারফত আমরা ভারতের জনগণ ও জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

* * * বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে যখন পৃথিবী-ব্যাপী ফ্যাশিষ্ট বিরোধী সংগ্রাম খুব দ্রুত জয়ের দিকে আগাইয়া যাইতেছে। তখন আমাদের একান্ত আশা যে চীন ও ভারত, এই দুই মহান দেশ আরও গভীর ভাবে একতাবদ্ধ হইয়া ফ্যাশিজমকে ধ্বংস করিতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে হাতে হাত মিলাইবে এবং তাহাদের এই যুক্ত প্রচেষ্টায়, ফ্যাশিজমের কবলে যে সব দেশ আজও নিগৃহীত হইতেছে তাহারা স্বাধীন হইবে এবং সাথে সাথে আমাদের এই দুই বিরাট জাতি, চীন ও ভারত স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারিবে।

আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন,

মাও-সে-তুং
চু-তে

ইয়ে-নান, চীন
৫ই এপ্রিল, ১৯৪৩

[ভারতের জাতীয় কংগ্রেস হইতে চীনে যে মেডিক্যাল মিশন পাঠান হইয়াছিল, তাহাতে পাঁচজন ডাক্তার ছিলেন, তন্মধ্যে ডাঃ বসু অন্যতম। কয়েক মাসের জন্য অন্য সকলের সাথেই তিনি চুংকিং শাসিত এলাকায় ছিলেন। বাকী সময় তিনি উত্তর চীনে কাজ করিয়াছেন। এখানে ফিরিয়া আসার আগে চীনের কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড মাও-সে-তুং এবং চু-তের সাথে তাঁহার দেখা হয়। তাঁহারা চীনের জনসাধারণের পক্ষ হইতে কংগ্রেসের নিকট যে বাণী পাঠাইয়াছেন, তাহা উপরে দেওয়া গেল।]

কাহিনী

অবন্তী সান্যাল

১

ছোট ছোট কাহিনীরা অবশেষে হয় ইতিহাস।
আদিগন্ত জমাটে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ
আবার ঝড়ের কোন নির্মম প্রস্তুতি—
যদিও অনেক ঝড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে
আমার আকাশ।

কুয়াশাবাধানো ভোর আজ এই মাঘের সকাল—
শীতের জোরের ঘুম চুরমার হ'য়েছে কখন।
ছুঁয়ে পক্ষ্য নিমজ্জমে কলরব করে যায় কাক
ঘলিতে বিচিত্র ছবি ফেরিওয়ার ডাক।
বিস্তৃত মংবাদপত্রে বিক্ষোভিত পৃথিবীর মন
বারুদের স্তূপ যেন,
তের শ' পঞ্চাশ সাল।

পিছনে এসেছি ফেলে একে একে কুড়িটি বছর—
লোকে বলে : জীবনের এইত সময়—
এখনো অনেক ঝড় পার হতে হবে
এখনো অনেক ঝড় প্রতীক্ষায় আমার দুয়ারে।
তবু যেন মনে হয়, অক্লিষ্ট, পরিশ্রান্ত আমি
ঘানি টেনে কুঁজো হয়ে, বুড়ো হয়ে গেছি।
ভবিষ্যৎ অন্ধকার।
আশা নেই, আশা নেই, আগামীর কোনই আকার।

পরিচ্ছন্ন রাজপথ।
হাজারো রক্তের লেখা অলক্ষিতে মুছেছে কখন।
গ্রাম উঠে এসেছিল একদিন এইখানে আমার সহরে,
অনেক বিদীর্ণ প্রাণ চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে
লিখেছিল ভয়াবহ জীবন কাহিনী—
সে কাহিনী ভুলে গেছি সব।
আজ শুধু মনে হয় তারা যেন দুরাগত কোন কলরব
হঠাৎ নিশিরাতে দুঃস্বপ্ন প্রহরে
ঘুম ভাংগা আতংকের চেতনা অংকুশে
মুহূর্তেরে ছিন্নভিন্ন ক'রে গেছে সব।
আবার বিরামহীন মহাকাল সমুদ্রের নিস্তব্ধ উৎসব।

২

হে কুমার ফিরে এস : রাজধানী সামুনয়ে
পাঠাল প্রার্থনা
তোমার সোনার ধানে পালে পালে ছেয়েছে শকুন,
প্রজাহীন রাজ্যে তব পদচিহ্ন এঁকেছে শ্মশান।
তখনি ফিরেছি আমি—
ভিজে ঘাস পায়ে দ'লে শীতের শিশিরে।
আঁকা বাঁকা মেঠো পথে ছায়া ফেলে চাঁদ।
দুধারে ধানের ক্ষেতে সহস্র কংকাল—
হাসি মুখে রাজপুত্রে করেছে গ্রহণ :
হে কুমার দেখে যাও হাড়ে হাড়ে করেছি আবাদ
এবারে নতুন ধানে লেখা থাক্ আমাদের নাম।

পৃথিবীতে যুদ্ধ আজ, দেশে দেশে অনেক মানুষ
আপন হাতের দুর্গে গড়ে প্রতিরোধ
অসংকোচে ঢেলে দেয় প্রাণের আগুন—
জানি তারা মহাপ্রাণ, পৃথিবীর সমস্ত তাহারা ;
তাদের জীবনগ্রামে যুধিষ্ঠির হবে জানি
ভাবী ইতিহাস,
দেশে দেশে আজ তাস্য বিপ্লবী সৈনিক।

মনে রেখো তবু আমাদেরও—
ক্ষয়ে গেছি, গলে গেছি হাত তবু ছাড়েনি লাংগল
মাঠে মাঠে কংকালের মুঠো আজে ঠিক,
মারীবঙ্কে ছিঁড়ে গেছি, ভুলি নাই তবু সেই গান
আমাদের দিত শুধু সেই সব মানুষের মৃত্যুর সম্মান।

কংকালের কথা কেউ শুনিয়াছে কিনা
সে কথা জানিনা।
শুধু জানি ওরা সব শুধে, গেছে দেনা
আমাদের দিয়ে কিছু যায় নাই ঋণ।
এইত সেদিন তবু, সে কাহিনী হয়ে গেছে
একান্ত প্রাচীন।

৩

কৃষক মজুর নই, মধ্যবিত্ত বংশধর আমি
একদা অনেক ছিল, আজ শুধু বেনামী কুমারী।
অন্দরে আস্তানা নাও : বন্ধুজন দিয়েছে মন্ত্রনা :
কোন মতে কেটে যাবে দিন।
ডিগরীর পালা আজ সাংগ করে নাও অধ্যাপনা—
তারপর মসৃণ জীবন, অবসরে মধুবিনোদন,
দেখেশুনে মনোমত নারী—
দক্ষিণ কোনেতে শেষে হয়ত বা গড়া যাবে বাড়ী।

তবুও সম্মুখে দেখি বহমান জীবনের স্রোত
যেখানে বিরুদ্ধ প্রাণ কোন তার রাখে না স্বাক্ষর।
পায়ে পায়ে দলে যায়, চলে যায় যারা অবাচীন—
ইতিহাস নাম লিখে যায় অসংকোচে—
মসৃণ, তৈলাক্ত প্রাণ একে একে হয়ে যায় লীন,
আজকে কেমনে ভুলি আমি এক ত্রিশঙ্কু প্রাচীন
মানুষের পৃথিবীতে। মূল নেই মাটির গহ্বরে
হিংস্রক এ সভ্যতের পরগাছা, নির্লজ্জ বাহার।

এদিকে পৃথিবী জুড়ে জীবনের খর অভিযান
যান্ত্রিক সমুদ্র হ'তে বুদ্বুদ্‌সম বিস্তীর্ণ প্রান্তরে—
জীবন মৃত্যুর আজ কুণ্ঠাহীন নির্মম লড়াই
বেয়নেটে সূর্য্যবালে, গান গায় সহস্র কামান—
নগতর সিমফনী। হয়ত বা কোন বিটোফেন
উদগ্র, উদগ্রীব আজ সৃষ্টির প্রলুব্ধ অন্তরে
মৃত্যুঝরা রাত্রি শুধু করে যায় ভোর।
এ সত্যকে অস্বীকার করা আজ অসাধ্য আমার।

অনেকেই প্রশ্ন করে : কি কবিতা লিখেছেন ?
শুধু বস্ আর সেল ? আপনিও দিকভ্রান্ত শেষে ?
ওরা শুধু জেনে যায়, পথহীন দেউলিয়া আমি
কোনমতে মন তাই গজ্জালিকা প্রবাহেতে মেশে।

কেউ কেউ বলেছে আবার :
মারী মৃত্যু চিরন্তন অবোধ নিয়ম
ভুলে যাও সব কিছু, সত্য কর সুন্দরের হালি।
চিরকাল বোম পোড়ে, 'নিরো'দের তবু বাজে বাঁশী।

চিরকাল বোম পোড়ে ?
কেন পোড়ে আজ তাই জিজ্ঞাসা আমার ?
কাদের বিষের শ্বাসে পুড়ে যায় রোম ?

৪

এইত আমার দেশ, চল্লিশ কোটির এই কামনার ধূলি
এখানেও ছায়া আজ ফেলে অন্ধকার
গোলামীর প্রায়শ্চিত্ত মেটেনি আজিও
হতাশ্বাস, নিরুদ্যম ভীরুতার বাসা—
তবুও আমার দেশ কেমনে তা ভুলি।

উদ্যত প্রভুর দম্ভ, সম্মুখেতে শত্রুর প্রাকার।
বিলিত প্রাণের সর্ত্তে ভীরুতারে করেছিল রদ
অবশেষে লোহার গারদ
অকস্মাৎ এনে দিল চরম বিচ্ছেদ—
চল্লিশ কোটির প্রাণে জাগ্রত সে কল্যাণ সংসদ।

আমার সহরে গ্রামে
মহামারী নামে।
অহোরাত্র রাজপথে লক্ষ প্রাণ দিয়েছে ধিক্কার
মাঠের ফসল ঘিরে শুধু পঙ্গপাল
একে একে প্রাণ শুধু করেছে নিঃশেষ।

জনতার মাঝখানে বারে বারে তাইত দাঁড়াই
প্রাণপণে করি চীৎকার
মিলিত প্রাণের বীর্য্যে ভীরুতারে কর অস্বীকার,
জনগণ মনে আনো জীবনের প্রচণ্ড জোয়ার।
হে অধিনায়ক ধরো শত্রুতার টুটী,
হত্যা কর অন্ধকার, আনো সেই সূর্য্যের প্লাবন
বলিষ্ঠ সংহতি জানি বানচাল করে দেবে
শত্রুর ভ্রূকুটি।

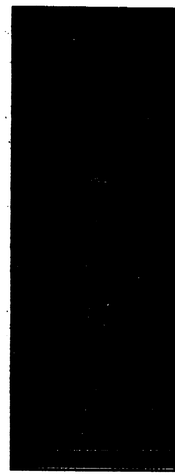

আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখি শীর্ণদেহ মানুষ অন্নের জন্য আর্ত্তনাদ করিতেছে। আমি দেখিয়াছি, গ্রামের মেয়েরা মাটিতে কাদা সরাইয়া পানীয় জল বাহির করিতেছে—আমাদের দেশের স্কুলের চেয়ে টিউব ওয়েলের অভাব বেশী। একদিকে আমি দেখি, ইংরাজের নিজের দেশে যখন খাদ্যের দরকার হয় তখন দেখি খাদ্যের জাহাজ লইয়া যাইবার জন্য তাদের পরাক্রান্ত নৌবহর ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে ; তখন আমার মনে পড়ে যে আমার দেশের লোক ক্ষুধার জ্বালায় মরিয়া যায়, অথচ পাশের জেলা হইতে এক গরুর গাড়ী চালও তাদের কাজে পাঠানর ব্যবস্থা হয় না। এই সব দেখিয়া আমি ভাবি—নিজেদের দেশের ইংরাজ আর এই দেশের ইংরাজ—দুইয়ে কি তফাৎ।

আমাদের দেশের মধ্যে চারিদিকে দাঙ্গা-মারামারি চলিতেছে। দেশের কত লোক জীবন-হারাইতেছে. কত লোকের সম্পত্তি লুটপাট হইয়া যাইতেছে, কত মায়ের ইজ্জৎ নষ্ট হইতেছে। কিন্তু ইহার জন্য পরাক্রান্ত বৃটিশের অস্ত্র উদ্যত হয় না। শুধু সাগর পার হইতে আমাদের ভৎর্সনা পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে—আমরা নাকি অক্ষম, নিজেদের ঘর ঠিক করিতে পারি না !

(মিস্ রাথবোর্ণের চিঠির জবাবে)

৫

আজ এই শতাব্দীর দ্বিতীয় প্রহরে
দেশে দেশে জনতার পদক্ষেপ শুনি।
সংঘবদ্ধ জনস্রোতে ভেংগে পড়ে মৃত্যু-রাজধানী।

আমারেও পাঠাল যে তারা হাতছানি।
নগরীর একআঙ্গে দোদুল্যার ঘরে
যেখানে ঢোকেনা আলো, বদ্ধ চারিপাশ
সেখানেও নিয়ে এলো অকুণ্ঠিত সূর্য্যের আভাষ।

কুয়াশা বাধানো রোদ, আজ এই মাঘের সকালে
পৃথিবী লেগেছে ভালো ; ঘর তাই ঘর সব আর
নগরীর প্রান্ত ছেড়ে আর এক প্রান্তে তার
হয়েছে বিস্তার।

যেখানে সহস্র প্রাণে এক হয়ে যায় সব ভাষা
যেখানে জীবনতীর্থে মিটে যায় চরম পিপাসা
কাহিনীরা একে একে হয়ে যায় সব ইতিহাস—
তারি প্রান্তরেখাতেই রাখিলাম আমার বিশ্বাস।

(ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে পঠিত)
১লা মাঘ, ১৩৫০

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

জনযুদ্ধ

[২য় বর্ষ] বুধবার, ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪, ১৯শে মাঘ ১৩৫০ [৪০শ সংখ্যা

প্রতি সংখ্যা ২ পয়সা
বার্ষিক ৪৪, ৬ মাস ২৷৷,
৩ মাস ১৷০

সম্পাদক
অজিত মুখার্জি
এম,এল, ৭
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

গান্ধীজীর পথের ইঙ্গিত

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর বিবৃতি

সম্প্রতি শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর উপর সরকার এক নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন, রাজনৈতিক জগৎ এই ঘটনাটিকে একটা সাধারণ দমন নীতিমূলক ব্যাপার হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছে, ইহার পিছনে যে সমস্ত ঘটনার যোগাযোগ রহিয়াছে তাহা এখনও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই।

গত কয়েক মাস ধরিয়া কংগ্রেস সোশালিষ্ট পন্থীরা চেষ্টা করিতেছিল কংগ্রেসের নামে সত্যাগ্রহ পরিষদ গঠন করিয়া আবার সংগ্রাম জ্বালাইয়া তুলিবার জন্য। তাহাদের মতে অচল অবস্থার অবসান কংগ্রেসবীরের কর্ত্তব্য নয়। জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং সুভাষ বসু উভয়েই অচল অবস্থা চালু রাখিবার জন্যই দেশবাসীকে আহ্বান করিতেছে।

এদিকে শ্রীযুক্তা কস্তুরী বাইয়ের অন্যথের সময় দেবীদাস গান্ধী গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, তিনি ফিরিয়া আসিয়াই ভারতের অচল অবস্থার অবসান এবং কংগ্রেসের ফাসিষ্টবিরোধিতার লক্ষ্য ঘোষণা করিয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। ঐ পুস্তকের নাম 'ইণ্ডিয়া আন্‌রেকন্‌সাইল্‌ড'। ইহার পর শ্রীযুক্তা নাইডু দীর্ঘকালের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া এলাহাবাদ হইতে বিবৃতি দেন, সেই বিবৃতিতে তিনি ঘোষণা করেন যে কংগ্রেসের পথ জাতীয় ঐক্য, বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ এবং স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথ। ইহার পরই ২৪শে জানুয়ারী দিল্লীতে সাংবাদিক সম্মেলনে এক আলোচনায় তিনি যোগ দেন, এই আলোচনার সময় তিনি ৯ই আগষ্টের সংগ্রামকে সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেসের অননুমোদিত সংগ্রাম বলিয়া ঘোষণা করেন।

সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্র স্বভাবতঃই ইহাতে চঞ্চল হইয়া উঠে। কংগ্রেসকর্ম্মীগণ যতক্ষণ কংগ্রেস সোশালিষ্ট ও ফরোয়ার্ড ব্লকের পন্থায় চলে ততক্ষণ কংগ্রেসকে পঞ্চমবাহিনী অপবাদ দিয়া দমন করিয়া রাখা সম্ভব, কিন্তু গান্ধীজীর সত্যকার মতামত যদি প্রচারিত হয় তবে আমলাতন্ত্র সে সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে। তাই দেবীদাস গান্ধী পরিচালিত 'হিন্দুস্থান টাইম্‌স' এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছে,—গান্ধীজীর মতামত এই পত্রিকা প্রকাশ করিতে পারিবে না, আর শ্রীযুক্তা নাইডুর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছে, তিনি সংবাদপত্রে বা প্রকাশ্য জনসভায় কোন বক্তৃতা দিতে পারিবেন না। দেবীদাস গান্ধী এবং সরোজিনী নাইডু যে দুইজন গান্ধীজীর সত্যকার মতামত কি তাহা জানেন তাঁহাদের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিলে কংগ্রেস কর্ম্মীগণ জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং সুভাষ বসুর পন্থাকে কংগ্রেসের পন্থা মনে করিবে, সুতরাং কংগ্রেস সম্পর্কে যে কুৎসা সাম্রাজ্যবাদের অস্ত্র সে কুৎসা খণ্ডন করাও সহজ হইবে না।

সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্র বলে গান্ধীজী ও কংগ্রেস জাপানী আক্রমণের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং ফাসিষ্ট ভক্ত। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে শ্রীযুক্তা নাইডু বলেন—গান্ধীজী নীরাবেনের নিকট এক পত্রে জানাইয়াছিলেন যে জাপান ভারত আক্রমণ করিলে—"আক্রমণকারীর সঙ্গে কোন রকম আপোষ, কোন রকম ব্যবসায়, কোন রকম নতি স্বীকার, কোন রকম সহযোগিতা করিও না।" শ্রীযুক্তা নাইডু খুব জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন "গান্ধীজী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সকলেই যে কোন বিদেশী আক্রমণ এবং বিদেশী শোষনের বিরোধী।"

কংগ্রেস সম্পর্কে আজ গুজবের অন্ত নাই। একদিকে আমলাতন্ত্র প্রচার করিতেছে যে কংগ্রেস ফাসিষ্ট জাপানের জয়লাভের আয়োজন করিতেছে অন্যদিকে কংগ্রেস সোশালিষ্ট পার্টি এবং ফরোয়ার্ড ব্লক কংগ্রেসের নাম ব্যবহার করিয়া এই কথা প্রচার করিতেছে যে 'কংগ্রেস যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান দিয়াছে, সুভাষবাবু জাপানের সাহায্যে স্বাধীন ফৌজ লইয়া আসিতেছেন, তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হও।' এই সমস্ত হীন প্রচারের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্তা নাইডু বলিয়াছেন—"কংগ্রেস নেতাদের নামে মিথ্যা প্রচার চলুক না, কুকুর যত পারে ঘেউ ঘেউ করুক না, সে কুকুর সাদা, কালো কিংবা পীত তাহাতেই বা কি আসে যায়। কিন্তু আমাদের স্বদেশবাসী জনগণ যেন ভিতর হইতে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের অবসাননা না করে। যাহারা এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে তাহাদের পক্ষে উচিত কংগ্রেসের নাম ব্যবহার করিয়া প্রচার কার্য্য না চালাইয়া স্বতন্ত্র নেতৃত্ব স্থাপন করা।"

৯ই আগষ্টের পর দেশে যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ দেখা দিয়াছে সেই সংঘর্ষকে সাম্রাজ্যবাদ কংগ্রেস নেতাদেরই অনুশাসনে পরিচালিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, কংগ্রেস সোশালিষ্ট পার্টি এবং ফরওয়ার্ড ব্লকও তাহাকে কংগ্রেসের পরিচালিত চৌরযন্ত্র বিয়ব বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। শ্রীযুক্তা নাইডু বলিয়াছেন—"গান্ধীজী বা ওয়ার্কিং কমিটির কেহ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রকাশ্যে বা ইসারায় কোন রকম ভাবেই হিংসাত্মক কাজের পরামর্শ দেয় নাই।" "৯ই আগষ্ট কোন আন্দোলন আরম্ভ করিবার কোন পরিকল্পনাই গান্ধিজীর ছিল না।" "কংগ্রেস সাবোটাজের পরিকল্পনা করে নাই, কংগ্রেস বিদ্রোহ দ্বারা গভর্ণমেন্ট উৎপাটিত করার কথাও বলে নাই।" "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" এই সুলময়ের অর্থ জানিতে চাহিলে শ্রীযুক্তা নাইডু বলেন "ইহার অর্থ অহিংস ভাবে আত্মত্তরীন স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হওয়া, জাপানী আক্রমণকারীকে সাহায্য করা নয়, সম্মিলিত জাতিবর্গকে যাহাতে সাহায্য করা যায় তাহাই লক্ষ্য।" অথচ এই প্রোগান লইয়াই কংগ্রেসের নাম ব্যবহার করিয়া কংগ্রেস সোশালিষ্ট পার্টি এবং ফরোওয়ার্ড ব্লক জনগণকে উত্তেজিত করিতেছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ধ্বংস কার্য্যের পথে।

একবার গুজব উঠিয়াছিল যে সুভাষ বসু জাপসরকারের নিকট হইতে বাংলার চাউল পাঠাইতে চাহিয়াছেন, শ্যামাপ্রসাদ বাবুও দাবী করিয়াছিলেন—রেড্‌ক্রসের মারফৎ জাপ অধিকৃত বর্ম্মা হইতে চাউল আনান হউক। শ্রীযুক্তা নাইডু বলেন—"বাংলার দুর্ভিক্ষে এমন কথা কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে যে বিদেশের যেই সাহায্য করিতে আসুক সেই বরণীয়। জনসাধারণের এরূপ মনোভাব বিপজ্জনক। আমরা এরূপ মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়িব।" অচল অবস্থা অবসানের জন্য গান্ধীজীর মনোভাব কি জানিতে চাহিলে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বলেন—'গান্ধীজী অচল অবস্থা অবসানের জন্য লর্ড লিনলিথগোর নিকট পত্র দিয়াছিলেন, তিনি শুধু বলিয়াছেন যে সংগ্রাম আমি আরম্ভ করিতে বলি নাই তাহা প্রত্যাহার করার প্রশ্ন আমার কাছে উঠে না, তবে সরকারী প্রতিনিধি আসিয়া আমার নিকট প্রমাণ করুক যে প্রত্যাহার করার মত কিছু আছে, আমি তাহা বুঝিলে নিশ্চয়ই করিব।"

জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে শ্রীযুক্তা নাইডু বলেন গান্ধীজী লীগের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার জন্য জিন্নার সহিত দেখা করিতে প্রস্তুত আছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীযুক্তা নাইডুর বিবৃতি কংগ্রেসকে দুর্গীম হইতে মুক্ত করিয়াছে, একদিকে সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্র অন্য দিকে পঞ্চমবাহিনী উভয়েরই প্রচারিত কুৎসাকে তিনি মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন, কংগ্রেস সোশালিষ্ট পার্টি এবং ফরোয়ার্ড্‌ব্লককেও তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন।

অথচ আমলাতন্ত্র ঠিক ইহার পরই শ্রীযুক্তা নাইডুকে উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছে, শ্রীযুক্তা নাইডুকে কোন বক্তৃতা বা বিবৃতি প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছে। কারণ সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্র জাতীয় ঐক্য এবং জাতীয় সমস্যার সমাধানকে ভয় করে। আজ দেশে দুইটি দল জাতীয় অচল অবস্থার সমাধান চায় না, এক সাম্রাজ্যবাদ অপর ফরোয়ার্ড ব্লক এবং কংগ্রেস সোশালিষ্ট পার্টি। নাইডুর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়া আমলাতন্ত্র পঞ্চম বাহিনীকেই বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছে, কংগ্রেস সোশালিষ্ট পার্টি এবং ফরোয়ার্ড্‌ব্লককেই কংগ্রেসের মধ্যে শক্তিশালী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

অচল অবস্থার অবসানের জন্য ভারতের সর্ব্ব সাধারণ যত একতাবদ্ধ হইবে সাম্রাজ্যবাদীর মুঠা ততই শিথিল হইবে। অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য আর এক পা অগ্রসর না হইয়া আমলাতন্ত্র শ্রীযুক্তা নাইডুর উপরই নিষেধাজ্ঞা জারী করিতে সাহস করিয়াছে এই জন্য যে ভারতের কংগ্রেস সেনীগণ গান্ধীজীর ও শ্রীযুক্তা নাইডুর সত্যকার বাণী লইয়া অগ্রসর হইতেছেন না, কংগ্রেস সোশালিষ্ট এবং ফরোয়ার্ড্‌ব্লকের মোহে তাঁহারা অনেকেই গান্ধী বিরোধী পন্থার সঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা যতই গান্ধী বিরোধী পন্থার চলেন ততই কংগ্রেস দুর্ব্বল হয়, আমলাতন্ত্রের শক্তি বাড়ে। কংগ্রেসদ্রোহীদের নাগপাশ হইতে মুক্ত

(শেষাংশ ২ এর পাতায় দেখুন)

সম্পাদকীয়

দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ ?

২৭শে জানুয়ারী সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী সুরাবর্দ্দি সাহেব ঘোষণা করিয়াছেন যে সরকারী আমন-ক্রয় নীতির একটুও নড়চড় হইবে না। তিনি এই নীতির সারমর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন-আমাদের আমন ক্রয় নীতির প্রধান কথা হইল আমরা ধান কিনিবার জন্য তাড়াহুড়া করিব না, বাজারে কোন রকম গোলযোগ সৃষ্টি না করিয়া অর্থাৎ স্বাধীন প্রতিযোগিতা বন্ধ না করিয়া যতটা সম্ভব তাহাই ক্রয় করিব।

কার্য্যক্ষেত্রে এই নীতির অর্থ মজুতদারের হাতে জনগণের খাদ্য তুলিয়া দেওয়া। বাংলার ১৪টি জেলার চাউলের দর এখন প্রতিমন ১৮ টাকা হইতে ২১ টাকা পর্য্যন্ত। অর্থাৎ নিয়তম দামও সরকারী বাঁধাদরের চেয়ে তিন চার টাকা বেশী। বছরের এই প্রথমেই আমন ধানের প্রাচুর্য্যের মধ্যে ১৪টি জেলায় দুর্ভিক্ষ বিরাজ করিতেছে, ১৪টি জেলায় চোরাবাজারের অত্যাচারে অগ্নিমূল্যে চাউল বিক্রয় হইতেছে। এই ১৪টি জেলায় চাউলের দর কমে না কেন ? সরকার বাঁধাদরে চাউল সরবরাহ না করিলে চোরাবাজার বন্ধ করা অসম্ভব, আর এই দায়ীত্বই সুরাবর্দ্দি আজ পালন করিতে অসমর্থ।

১২টি উদ্বৃত্ত জেলায় কি ঘটিতেছে ? এই ১২টি জেলায় ধান চাউলের দর এখনও ১২ টাকা হইতে ১৫ টাকার মধ্যে, ময়মনসিংহ এবং রংপুর জেলায় কোথাও কোথাও নয় টাকা দশ টাকাও আছে। সুরাবর্দ্দির নীতি অনুসারে এই সমস্ত জেলা হইতে হাজার হাজার মণ ব্যাপারীদের কড়িয়ারা কিনিতেছে, তাহারা কিনিয়া কিনিয়া মজুত করিতেছে। তাহাদের কেনার পালা যখন শেষ হইবে তখন আর ১৪টি জেলার মত এই বারটি জেলায়ও দর অসম্ভব বাড়িয়া যাইবে। মজুতদারেরা দিনাজপুরে কিনিয়াছে ২৫ লক্ষ মণ, ময়মনসিংহে ১৷ লক্ষ মণ ও বরিশালে তাহারা প্রতি দিন ১৫।১৬ হাজার মণ কিনিতেছে, সুরাবর্দ্দি কত মণ কিনিলেন ? সুরাবর্দ্দি আবার মুলিয়ানা করিয়া বলিয়াছেন, সমস্ত সহরে এবং ঘাটতি এলাকার পল্লীতেও রেশনিং করিব। সে চাউল তিনি কোথায় পাইবেন ? সে সামর্থ যদি তাঁহার থাকে তাহা হইলে এখনই সে ব্যবস্থা করিয়া দর কমাইতেছেন না কেন ?

সুরাবর্দ্দির আমননীতির মূল কথা হইল অল্প অল্প কিনিব এবং আস্তে আস্তে কিনিব। অর্থাৎ মজুতদারেরা সব কিনিয়া লইলে যাহা থাকিবে তাহাই কিনিব। মজুতদারদের উচ্ছেষ অবশিষ্ট লইয়া শুধু সরকারী কর্ম্মচারীদের খাওয়াইবার ব্যবস্থা করা যায়, বাংলার সমস্ত সহরে ও ঘাটতি পল্লীতে রেশনিং করা যায় না। সে জন্য সারা বাংলা হইতে ৫ কোটি মণ চাউল কেনা দরকার, কিন্তু সুরাবর্দ্দি সে দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

সরকারী এজেন্ট বেশী কিনিতে আরম্ভ করিলে দর বাড়িয়া যাইবে ইহাই নাকি সুরাবর্দ্দির ভয়। কিনিবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁধাদরে সরবরাহের ব্যবস্থা কর, কোথায় কতখান কিনিতেছে প্রকাশ্যে তাহা ঘোষণা কর, জনগণ মজুতদারের হাতে ব্যর্থ করিয়া চাউলের দর কম রাখিবে।

সুরাবর্দ্দি এ ব্যবস্থা না করিয়া মজুতদারের হাতে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছেন। এ জঘন্য কাজ জনগণের প্রতিনিধির কাজ নয়, মজুতদারের ক্রীতদাসের কাজ। সুরাবর্দ্দি এই কাজ করিতেছেন বলিয়া শ্যামাপ্রসাদ বাবু সুরাবর্দ্দির আমনক্রয় নীতি সম্পর্কে নীরব আছেন। মজুতদারকে সাবেস্তা করিব বলিয়া সুরাবর্দ্দি আবার ভয় দেখাইতেছেন কিন্তু বাংলার সমস্ত ধান তাহার গোলায় তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া তাহার পর ভয় দেখান শুধু ফাঁকা আওয়াজ।

অবিলম্বে অন্ততঃ ৫ কোটি মণ চাউল কিনিবার ব্যবস্থা চাই, অবিলম্বে চাউলের মণ ১০ টাকা বাঁধিয়া সেই বাঁধাদরে সরকারের নিকট হইতে সরবরাহের ব্যবস্থা চাই। সরকারের ক্রীত চাউল লইয়া যাহাতে জুয়াচুরী না হয় তাহার জন্য ক্রয় বিক্রয় ব্যবস্থার উপর জনগণের খাদ্য কমিটির তত্ত্বাবধান চাই। এই ব্যবস্থা না হইলে দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য। দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সর্ব্বদলীয় ঐক্য চাই।

Regd. No. C. 2836. ৫৩নং ভিজন লেন, কলিকাতা, মডল প্রেসে অজিতকুমার গাঙ্গুলী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বরিন সুখাচির দ্বারা প্রকাশিত। JANAYUDDHA
সম্পাদক : অজিত মুখার্জী, এম-এল-এ

রেশনিং চালু হইয়াছে

কিন্তু রেশনিং-এর গলদ দূর হয় নাই

পেটভরা খাদ্য পাইবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের জন্মগত অধিকার। সেই খাদ্য শোষকদের চক্রান্তে উধাও হইয়া গিয়াছিল বলিয়া নাগরিকেরা দাবী করিয়াছিল প্রত্যেকের জন্য পেট ভরা খাদ্যের বরাদ্দ বা রেশনিং চাই। বহু সংগ্রামের পর কলিকাতায় রেশনিং চালু হইয়াছে। কলিকাতার রেশনিংএর সাফল্যের উপর আজ সারা ভারতের দৃষ্টি আবদ্ধ আছে।

অব্যবস্থা ও আতঙ্ক

কিছুদিন যাবৎ কলিকাতার বাজারে চাউল পাওয়া যাইতেছিল। হঠাৎ জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে আবার চাউল আটা উধাও হইল। বাজারে চাউলের দর সাড়ে ছ'আনার স্থানে সাড়ে আট আনা ন'আনা সের হইল।

স্পষ্টই বুঝা গেল মধ্যবিত্ত ঘরের অভ্রলোকেরা খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন,—'রেশনিং চালু হইলে আর বাঁচিব না'। চাউলের পরিমাণ কম, চাউল খারাপ এবং :তাহাও আবার কিউতে দাঁড়াইয়া লইতে হইবে—এই আশঙ্কায় তাহারা চাউল কিছু কিছু মজুত করিতেছিলেন। মজুতদার তাহার সুযোগ লইয়া আর একবার চাউল আটা গোপন করিয়া ফেলিল। সরকারী রেশনিং স্কীমের গলদগুলি কেবল মধ্যবিত্ত নয়, মজুর এবং সহরের গরীব বাসিন্দাদের মধ্যে আরো বেশী আতঙ্ক সৃষ্টি করিল। তাহারা এতদিন রেশনিং সম্পর্কে তেমন সচেতন ছিল না। এখন দেখিতে পাইল রেশনিং-গুলতি হইতে তাহারা অনেকেই বাদ পড়িয়াছে। কলিকাতার ট্রাম শ্রমিকদের মধ্যে দেখা গেল, এক হাজারের উপর শ্রমিক কার্ড পায় নাই। এমনভাবে, পোট, গ্যাস, ইলেকট্রিক, ভার্ভিয়া, কর্পোরেশন—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাহারা কার্ড না পাওয়ায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সহরের গরীব বস্তিগুলির মধ্যে দেখা গেল, অনেকের মাথা গুনতি হয় নাই, আবার অনেকক্ষেত্রে গুনতি হওয়া সত্ত্বেও তদন্ত ইত্যাদি শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি কার্ড বিলির ব্যবস্থা হইতেছে না। বালিগঞ্জ সাব এরিয়ায় ৯নং পোষ্টে ৬৫০০ লোকের মধ্যে প্রায় ৫০০ লোক কার্ড পায় নাই, টালাগঞ্জ তারাবাগান বস্তিতে ১৬৫ জন কার্ড পায় নাই। উত্তর কলিকাতায় বৈষ্ণবঘেঁড় বস্তিতে, বলরাম ঘোষ ষ্টীট ও কর্পওয়ালিশ ষ্ট্রীটে প্রায় ৫০০ বস্তীর বাসিন্দা কার্ড পায় নাই। এমনভাবে, দেখা গেল, প্রত্যেক এলাকায় হাজার হাজার লোক কার্ড পায় নাই।

কেবল তাহাই নয়, রেশন কার্ড সরকারী দোকান, কোম্পানীর দোকান বা খুচরা লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানে রেজিষ্টারী করার ব্যাপারেও বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইল। দোকানের সংখ্যা, এলাকা বিভাগ প্রভৃতির জন্য দুএকটি সরকারী দোকানে স্থান থাকিলেও প্রায় সবগুলি খুচরা দোকানে স্থানাভাব হইল। কোম্পানীর দোকানে রেজিষ্টারী করার ব্যবস্থা অনেকক্ষেত্রে চালুই হইল না। কোন কলকারখানার মালিক স্পষ্ট করিয়া মজুরদের জানিয়া দিল, তাহাদের পরিবারদের রেশনের বরাদ্দ, দর এবং দোকানের ব্যবস্থা কি হইবে।

জনসাধারণের হস্তক্ষেপ

এই অবস্থায় মজুর এবং নাগরিক জনসাধারণ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। উত্তর কলিকাতায় ১৭ই জানুয়ারী এক সভায় ২০০০ নাগরিক মিলিত হইল। ১নং ওয়ার্ড জনরক্ষা সমিতির সভাপতি ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ বসু, 'যুগান্তর' সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখার্জ্জি, হিন্দু মহাসভার সহ সভাপতি দেবেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি, কম্যুনিষ্ট পার্টির কলিকাতা কমিটির সম্পাদক কুমুদ বিশ্বাস—সকলে রেশনিংকে সফল করার জন্য, রেশনিং ব্যবস্থার গলদগুলি দূর করিবার জন্য নাগরিকদের আহ্বান করিলেন, সকল দলের মিলিত মহা কমিটি গঠন করার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। 'হাজরা পার্কে' কলিকাতা জনরক্ষা সমিতির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত ফণীন্দ্র নাথ ব্রহ্মের সভাপতিত্বে ৩০০০ নাগরিকের এক বিরাট সভা হইল। কংগ্রেসদেতা কৃষ্ণপদ বাজাঁর্জী, কম্যুনিষ্ট নেতা বিশ্বনাথ মুখার্জী প্রভৃতি রেশনিংকে সফল করার জন্য জনসাধারণের সহযোগিতার প্রয়োজনের উপর জোর দিলেন। খিদিরপুরে জনসাধারণ ও দোকানদারদের মিলিত সভায় কর্পোরেশন কাউন্সিলর শ্রীযুত অমরেন্দ্র নাথ মুখার্জী (হিন্দু মহাসভা) বলিলেন, মজুমদার ভিন্ন আজ আর কেহ রেশনিংএর বিরোধী নাই। রেশনিংকে সফল করার জন্য রেশনিংএর গলদ দূর করা চাই, দোকানের সংখ্যা বাড়ানো চাই। সভায় এক ডেপুটেশন গঠন করিয়া সরকারের নিকট দাবীগুলি জানানোর প্রস্তাব করা হইল। শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক আন্দোলন সুরু হইল। কলিকাতার ট্রাম শ্রমিকরা রেশনিংকে সফল করার জন্য খাদ্যের বরাদ্দ বাড়াইবার দাবী জানাইল। মালিকদের নিকট ডেপুটেশন পাঠানো হইল।

ভারত সরকারের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীরাওয়ের নিকট তার করিয়া জানা হইল—মজুর ও মজুর পরিবারের বয়স্ক লোকদের জন্য সপ্তাহে সোয়া পাঁচ সের খাদ্য চাই। ভার্ভিয়া, ইলেকট্রিক, গ্যাস, পোর্ট প্রভৃতি কলকারখানার মজুররা সভা সমিতি করিয়া ঐ দাবী জানাইল।

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির পক্ষ হইতে সরকারের নিকট এক স্মারকলিপি পাঠাইয়া জানান হইল, : মজুরদের খাদ্য বরাদ্দ তিন ইউনিট কর, চাউল আটার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ বাঁধিয়া দিও না, মাথা গুনতি ও কার্ড বিলি সম্পূর্ণ কর, দোকানের সংখ্যা বাড়াও, দোকানের স্থান নির্ব্বাচন ঠিক ভাবে কর এবং এই সকল কাজ করার জন্য জনরক্ষা সমিতি প্রভৃতি নাগরিকদের সংগঠনের সহযোগিতা গ্রহণ কর, সকল দলের মিলিত খাদ্য কমিটিকে মানিয়া লও।

প্রেস কনফারেন্সের ঘোষণা

২৫শে জানুয়ারী খাদ্য মন্ত্রী সুরাবর্দ্দী এক প্রেস কনফারেন্স ডাকিলেন। ঐ সম্মেলন হইতে প্রথমে কমিউনিষ্ট প্রেসের প্রতিনিধিকে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পরে 'জনযুদ্ধ' ও 'পিপলস ওয়ার' পত্রিকার প্রতিনিধি হিসাবে কমরেড ভূপেশ গুপ্ত ঐ সম্মেলনে যোগদানের সুযোগ লাভ করিলেন।

মিঃ সুরাবর্দ্দী ঘোষণা করিলেন, খাদ্যের বরাদ্দ সপ্তাহে সাড়ে তিন সেরের স্থানে চার সের করা হইবে, কেবলমাত্র যাহারা "খুব বেশী মেহনতের কাজ করে' তাহাদের জন্য ক্যান্টিনের ব্যবস্থা করা হইবে। ভাল চাউল দেওয়া সম্পর্কে চেষ্টা করা হইবে, দরকার হইলে সরকারী দোকানের সংখ্যা বাড়ানো যাইতে পারে, এখন চাউল আটা চিনি ছাড়া আর কিছু রেশন করা যাইবে না, কেরোসিন রেশন করার চেষ্টা করা হইবে, চাউলের দর এখন কমানো যাইবে না, পরে কমানো যাইতে পারে।

মিঃ সুরাবর্দ্দী খাদ্য কমিটি সম্পর্কে বলিলেন, ভারত সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে তাঁহার "প্ল্যান" কার্য্যকরী করিতে পারেন নাই। কমরেড গুপ্ত তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, "আপনি নিজে যখন জনসাধারণের সহযোগিতার পক্ষে, তখন সহযোগিতার পথে বাঁধা কি?" প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া গেল না। স্পষ্টই বুঝা গেল, বড় সাহেবরা জনসাধারণের সহিত সহযোগিতার বিরোধী। সুরাবর্দ্দী সাহেব লীগের

(১ এর পাতার শেষাংশ)

হইয়া তাঁহারা যতই অগ্রসর হইবেন এবং সেই সঙ্গে মুসলিম লীগ কংগ্রেস সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও অমূলক ভয় ছাড়িয়া যতই কংগ্রেসের সঙ্গে জাতীয় গভর্ণমেণ্টের জন্য ঐক্যের পথে অগ্রসর হইবে, ততই সাম্রাজ্যবাদ পরাস্ত হইবে। আর বেশী দিন নয়, সাম্রাজ্যবাদের উপর দেশ বিদেশের জনগণের আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে, ইংলণ্ডের ৪৪০০০ শ্রমিকের প্রতিনিধিগণ ভারতের জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট এবং কংগ্রেসের সঙ্গে মীমাংসা দাবী করিয়াছে, ইংলণ্ডের ধর্ম্মযাজকগণ সমগ্র দুনিয়ার কাছে ভারতের অচল অবস্থার দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। এই যোগাযোগ সামান্য নয়। ভারতের দিকে দিকে আন্দোলন উঠুক, শ্রীযুক্তা নাইডু যে ভাবে কংগ্রেসের লক্ষ্য ও পন্থা বর্ণনা করিয়াছেন, সেই ভাবে কংগ্রেস কর্ম্মীগণ জনগণের জমায়েত ভারতের দিকে দিকে সৃষ্টি করুন, ৯ই আগষ্ট হইতে ঠিক এই পথে চলিলে সাম্রাজ্যবাদের সাধ্য কি ছিল দমন নীতি ও অচল অবস্থা চালু রাখে? কিন্তু সত্য আজ প্রকাশিত হইয়াছে, সাম্রাজ্যবাদের অশেষ চেষ্টাতেও তাহা চাপা থাকে নাই। কংগ্রেস সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদের কুৎসা রটনার বিরুদ্ধে জন জাগরণ ও গণ আন্দোলন সৃষ্টি করুন—অচল অবস্থা দূরীভূত হইবে, দমন নীতির শৃঙ্খল খসিয়া পড়িবে, কংগ্রেস স্বাধীন ও শক্তিমান অবস্থায় জনগণের পুরোভাগে দাঁড়াইতে পারিবে।

আমলাতন্ত্রের অব্যবস্থার উপর জনগণের খাদ্য ছাড়িলে চলিবে না। এখনি মহল্লা কমিটি গড়িয়া খাদ্য বণ্টনের তদ্বির করো।

উপর ভরসা না রাখিয়া বড় সাহেবদের ইঙ্গিতে চলিতেছেন।

চাউলের মজুদ হাতে লইয়া যখন মিঃ সুরাবর্দ্দীকে জিজ্ঞাসা করা হইল এই চাউল দেওয়া হইবে কি না, সেই প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া গেল না। মজুতদারের গোলাঘাট পচা চাউল খরিদ করা হইতেছে অথচ নূতন আমন ফসল খরিদ না করিয়া উহাও মজুতদারের গোলায় যাইতে দেওয়া হইতেছে কেন তাহারও কোন জবাব খাদ্য মন্ত্রীর নিকট নাই।

মজুরদের অতিরিক্ত বরাদ্দের দাবী সম্পর্কে খাদ্য মন্ত্রী ইহাও বলিতে পারিলেন না "খুব বেশী মেহনতের মজুর" কাহারা এবং সকল মজুরের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ কেন হইবে না। সহরের গরীব বাসিন্দাদের সপ্তাহের সকল খাদ্য একবারে ক্রয় করা কষ্ট সাধ্য, সুরাবর্দ্দী সাহেব তাহাও স্বীকার করিতে রাজী নন।

কমিউনিষ্ট প্রেস প্রতিনিধির প্রশ্নের জবাবে এ কথাই পরিষ্কার হইয়া উঠিল যে, আমলাতন্ত্র রেশনিং ব্যবস্থায় জনগণের সহযোগিতা গ্রহণে বাধা দিতেছে। ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়নের নিকট তার শ্রীবাস্তব যে তার প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, মজুরদের খাদ্য বরাদ্দ সম্পর্কে পুনঃ বিবেচনা করা হইতেছে, রেশনিং এর ব্যাপারে সরকার মজুরদের সহযোগিতা চাহে। কিন্তু কার্য্যতঃ ঠিক তাহার বিপরিত দেখা যাইতেছে।

গলদ কোথায়

কিন্তু ইহার ফলে রেশনিং ব্যবস্থাই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ৩০শে জানুয়ারী আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট সাব এরিয়ার ৩বর লইয়া জানা গেল, সেখানে ১২ জন কেরানী এবং ১০ জন এ, আর, পি কর্ম্মচারী প্রাপণাত পরিশ্রম করিয়া একদিনে ৪০০০ নূতন কার্ড লিখিয়াছে, কিন্তু তখনো প্রচুর দরখাস্ত পড়িয়া আছে। কেবল ৩০শে তারিখেই ৫ শত নূতন দরখাস্ত আসিয়াছে এবং একখানা দরখাস্তে ১০জন পর্য্যন্ত লোকের নাম আছে। ঐ দিন প্রায় ৫০০০ কার্ড বিলির জন্য পোষ্টগুলিতে পাঠানো হয়। রেশনিং অফিসের সামনে ৫ শতাধিক লোকের ভীড় দেখা যায়।

রেশনিং সফল করা সম্ভব

জনসাধারণ এবং মজুররা যাহাতে কার্ড পাইতে পারে তাহার জন্য জনরক্ষা সমিতি, মজুর ইউনিয়ন এবং কমিউনিষ্ট পার্টির অফিসগুলিতে রেশনিং কার্ডের কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

কালীঘাট এলাকার ঐ ধরণের ৫টি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে, মধ্য কলিকাতায় ৪টি কেন্দ্র এবং উত্তর কলিকাতা, খিদিরপুর, বেলেঘাটা, বালীগঞ্জ, পার্ক সার্কাস, ইটালী, কাশীপুর প্রভৃতি কলিকাতার প্রত্যেক অঞ্চলে জনরক্ষা, ইউনিয়ন ও কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীরা জনসাধারণকে কার্ডের দরখাস্ত লিখিয়া দিতেছেন। এক একটি কেন্দ্রে দৈনিক ১০ হইতে ৪০।৫০ জন পর্য্যন্ত দরখাস্ত লিখাইতেছে।

কিন্তু রেশনিং চালু হওয়ায় এখন কেবল দরখাস্ত দেখা নয়, কার্ড পাওয়ানো সকলের জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। তাহার জন্য কার্ড বিলির কাজে সহযোগিতা দরকার; যাহারা এখনো কার্ড পায় নাই, তাহাদের জন্য "অস্থায়ী কার্ড" ইশু ও রিলি করা দরকার। অস্থায়ীভাবে হইলেও আরো দোকান খোলা দরকার অথচ এই সকল ব্যাপারে আমলাতন্ত্র মোটেই গা লাগাইতেছে না।

* * * *

কলিকাতার রেশনিং একটা খামখেয়ালী পরীক্ষা-মূলক বিষয় নয়। কলিকাতার রেশনিং চালু করা একটা গণ-সংগ্রাম। আজও গবর্ণমেণ্ট বুভুক্ষ কলিকাতার একটা বিরাট অংশে রেশনিং চালু করা পিছাইয়া রাখিয়াছে, মার্চ্চ মাসের আগে সেখানে রেশনিং চালু করিবেন বলিয়া জানাইয়াছে। বাংলার সহরগুলিতে রেশনিং চালু করা হইবে, কিন্তু কবে হইবে তাহা এখনো স্থির করা হয় নাই। ভারতের বিভিন্ন সহরে রেশনিং চালু করার বিরুদ্ধে মজুতদাররা প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করিতেছে। এই পথরোধ কলিকাতার রেশনিং ব্যর্থ হইলে তাহাতে মজুতদার মহলও কবিত, সর্ব্বত্র রেশনিং পরিকল্পনার আঘাত লাগিবে। সরকারী হিসাবে জানা যায় কলিকাতায় মাত্র দুইমাসের খাদ্য মজুত আছে। আমন ফসল উঠিয়াছে, অথচ সরকার খাদ্য কিনিতে প্রতীক্ষা করিতেছে। ইহা হইতেই রেশনিং ব্যবস্থার বিপন্ন কোথায় তাহা বুঝা পড়ে। সরকারকে দিয়া আমন ফসল কিনাইতে না পারিলে বাংলার প্রত্যেক সহরে রেশনিং চালু হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

রেশনিং এর গলদ দূর করিয়া রেশনিং ব্যবস্থা সফল করার কাজে কলিকাতার মজুর ও নাগরিককে পথ দেখাইতে হইবে। কলিকাতায় রেশনিং এর সংগ্রামে বাংলার ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিতেছে।

* * * *

ভাল ভাবে রেশনিং চালু হইলে মজুতদারের পসার মাটি, তাই তাহার চক্রান্তে রেশনিং চালু করিতে দেরী হইতে ছিল। সেই রেশনিং এখন চালু হইয়াছে কিন্তু আমলাতন্ত্র মজুতদারের প্রভাবে রেশনিং এর ব্যবস্থা খারাপ করিয়াছে। রেশনিং চালু করিয়া জনগণ মজুতদার ও আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক কদম জিতিয়াছে, এবার রেশনিং এর ব্যবস্থা উন্নত করিতে বাধ্য করিয়া সুষ্ঠ ভাবে সুখাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থা আদায় করিয়া দ্বিতীয় কদম জিতিবে, তাহার জন্য মহল্লায় মহল্লায় সর্ব্বসাধারণের সম্মিলিত কমিটি চাই।

লবণের চোরাকারবার বন্ধ কর

কিছুদিন যাবত বাজারে লবণের অভাব দেখা যাইতেছিল। ১৯শে জানুয়ারী, 'শীঘ্রই লবণের দুর্ভিক্ষ হইতে পারে'—দিল্লী হইতে প্রেরিত এইরূপ একটি খবর 'অমৃত বাজার' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পরই বাংলা দেশের সর্ব্বত্র বাজার হইতে লবণ উধাও হইতে থাকে এবং দাম হু হু করিয়া বাড়িতে আরম্ভ করে। বগুড়া সহরে লবণের সের এক টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। এতে জনগণের ভিতর তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। জেলা কর্ত্তৃপক্ষও চোরাবাজার হইতে ৬০০ বস্তা লবণ উদ্ধার করেন। সহরে এখন দাম কমিয়াছে বটে, কিন্তু কোন কোন গ্রামে এখনও লবণের সের পাঁচসিকা।

কলিকাতাতেও লবণের অভাব দেখা দিয়াছে এবং দামও বাড়িয়াছে। জলপাইগুড়ি জেলার নওহাট (সহর), কালিগঞ্জ হাট, পচাগড় প্রভৃতি স্থানে শত শত কয়েকদিন যাবত লবণ পাওয়া যাইতেছে না। রংপুরের বদরগঞ্জ, বড়ভিটা, সৈয়দপুর প্রভৃতি স্থানে লবণের চোরাকারবার পুরাদমে চলিতেছে। লবণের কনট্রোল দর চার আনা—কিন্তু ঐ সব জায়গায় আট আনা হইতে বার আনা সেরে লবণ বিক্রয় হইতেছে। দিনাজপুর জেলায় গ্রামে লবণের দাম আট আনা হইতে দশ আনা। নোয়াখালী, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায়ও লবণের অনটন দেখা দিয়াছে এবং দামও দিন দিন বাড়তির দিকে। এই ভাবে বাংলার সর্ব্বত্রই অবাধে লবণের চোরা-কারবার চলিতেছে।

বাংলাদেশে চোরাকারবারীরা কিরূপ সংঘবদ্ধ হইয়াছে এবং তাহারা জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য নিয়া কিরূপ কসাইবৃত্তি চালাইতেছে লবণের ব্যাপারে তাহা অতি পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে।

গত ২৫শে জানুয়ারী মন্ত্রী সুরাবর্দ্দি এক বিবৃতি প্রসঙ্গে অবশ্য বলিয়াছেন যে, লবণের দুর্ভিক্ষের কোনও আশঙ্কা নাই। গভর্ণমেণ্টের গুদামে নাকি ১০ লক্ষ মণ লবণ মজুত আছে। গভর্ণমেণ্টের গুদামে লবণ মজুত আছে—এ কথা ত বুঝিলাম। কিন্তু, এই লবণ জনগণের নিকট পৌছাইয়া দিবার কোন ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্ট এখনই করিতেছেন না কেন? গভর্ণমেণ্টের টালবাহানার সুযোগ নিয়া চোরা-কারবারীরা মহাআনন্দে মুনাফা লুটিতেছে। স্বাধীন বাণিজ্যের হোতা শ্যামাপ্রসাদবাবুও এখন চোরাকারবারের বিরুদ্ধে কিছুই বলিতেছেন না।

লবণ জনগণের দৈনিক প্রয়োজন। লবণ ছাড়া বাঙ্গালী ভাত খাইতে পারে না। তা'ছাড়া লবণের অভাবে শোথ ইত্যাদি রোগ আরও দ্রুতগতিতে ছড়াইয়া পড়িবে। এই সর্ব্বনাশ রুখিবার জন্য এখনই গভর্ণমেণ্ট সহরে সহরে লবণ সরবরাহের বন্দোবস্ত করুক।

চোরাবাজার বন্ধ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট নানা প্রকার অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন। মন্ত্রীরাও মাঝে মাঝে হুমকি প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু, শুধু অর্ডিন্যান্সে ও ফাঁকা হুমকিতে কোন কাজ হইবে না। গভর্ণমেণ্টের উচিত চোরাবাজার বন্ধ করিবার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সাহায্য নেওয়া।

জনযুদ্ধ

স্বাধীনতা দিবসে কলিকাতা

(নিজস্ব প্রতিনিধির বিবরণ)

এক বছর পরে আবার স্বাধীনতা দিবস। বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা, স্বদেশী আন্দোলনের উৎস কলিকাতা—এই কলিকাতা গত বছরের স্বাধীনতা দিবসে ছিল নিঃঝুম। জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় প্রকাশ সেদিন কলিকাতার বুকে দেখা যায় নাই। আমলাতন্ত্রের দমননীতি, জনসাধারণের বিহ্বলতা যেন বাংলার গৌরব এই দেশপ্রেমকে কোথায় তলাইয়া দিয়াছিল।

তারপরের একবছর বাংলার সর্ব্বত্রই দুর্যোগের। মৃত্যুর সঙ্গে বাংলাকে মুখোমুখি লড়িতে হইয়াছে, ৫০ লক্ষ বাঙ্গালীকে প্রাণবলি দিতে হইয়াছে, আরো কত ৫০ লক্ষ মহামারী ও অনাহারে ধ্বংসের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু এই ধ্বংসের সঙ্গে লড়াইয়ের মধ্য দিয়াই বাঙ্গালীর দেশপ্রেম যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

তাই, এবারের স্বাধীনতা দিবসে কলিকাতা একেবারে নিস্তব্ধ নয়, হতাশা, নিষ্ক্রিয়তা, অবসাদ কাটাইয়া স্বাধীনতা দিবসের বাণী কলিকাতাবাসীর ঘরে ঘরে পৌছিয়াছে এবং এসে বাণী কলিকাতাবাসী সাদরে গ্রহণ করিয়াছে।

২৬শে জানুয়ারী। সকালে বাহির হইয়াছি স্বাধীনতা দিবস কেমনভাবে সহরে পালন হইল, তাই দেখিতে। আগের দিনের মত চারিদিকে পতাকার সারি চোখে পড়ে না। বড়বাজার, যেখানে রাস্তার দুধারে শত শত জাতীয় পতাকা শোভা পাইত, সেখানে মাত্র দু-চারটী পতাকা এখানে সেখানে উড়িতেছে।

উত্তর কলিকাতা, যেখানে কলিকাতার স্বদেশী আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল, সেখানে দেশী পতাকা চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে ছাত্র ফেডারেশনের পতাকা অন্তিত পোষ্টার দেয়ালে লাগান। যে সব দোকানে আগের দিনে সগৌরবে পতাকা উড়িত সে সব দোকান আজ বন্ধ, যেন আজকের দিন জীবনের সাধনার দিন নয়, দুঃখের দিন!

কিন্তু ইহাই কলিকাতার সমস্ত ছবি নয়। কলেজ ষ্ট্রীটের দোকানগুলিতে পতাকার সারি দেখিলাম। দক্ষিণ কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে রাস্তার দুধারে জাতীয় পতাকা সগৌরবে উড়িতেছে। বৌবাজার ষ্ট্রীটেও অনেক বাড়ীতে পতাকা তোলা হইয়াছে, মধ্য কলিকাতার অন্যান্য জায়গাতেও বাড়ীতে, পার্কে, পতাকা দেখা যাইতেছে।

ট্রাম ও বাস—পতাকার মিছিল

তার চেয়েও আগে চোখে পড়িল সারা কলিকাতায় অনবরত এক পতাকার মিছিল। চোখের সামনে দিয়া ট্রামের পর ট্রাম চলিয়া যাইতেছে—সামনে ড্রাইভারের চুবে সগৌরবে জাতীয়পতাকা ও লালপতাকা শোভা পাইতেছে। কনডাক্টার টিকেট দিতেছে—তার বুকে পতাকা। এক একটি বাস ছুটিয়া চলিতেছে, সামনে লালপতাকা ও জাতীয়পতাকা সজ্জিত। কে বলে কলিকাতার স্বাধীনতার পতাকা আগের দিনের চেয়ে কম? কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় ট্রাম ও বাস জাতীয় পতাকার এই অদ্ভুত মিছিল লইয়া সমস্ত কলিকাতাবাসীর চোখের সামনে স্বাধীনতা দিবসকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

চলন্ত বাসের সামনে জাতীয় পতাকা উড্ডীন—লোকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। যে পথে কোন দিন জাতীয় পতাকা উড়িত না, সে পথেও সগৌরবে এই পতাকার মিছিল চলিয়াছে। ট্রামে যাত্রী উঠিতেছে, প্রথমেই তার চোখে পড়িতেছে কণ্ডাক-টারের ও ড্রাইভারের বুকে জাতীয় ব্যাজ। নিজেই সে লজ্জিত হইয়া পড়ে—স্বাধীনতা দিবসে তার কি কোনো কর্ত্তব্য নাই? মজুরের কাছে যে দেশপ্রেম শিখিল।

কয়েকজন ট্রাম মজুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনাদের ব্যাজ দেখিয়া যাত্রীরা কি বলিল? তাঁরা বলিলেন—'কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা তো সরকারী চাকুরে, আপনারা কেন জাতীয় পতাকা বুকে আঁটিয়াছেন?' তাঁরা জবাব দিয়াছেন, 'কেন, সরকারী কোম্পানীর চাকুরী করি বলিয়া কি আমরা স্বাধীনতা চাই না? আমাদের ইউনিয়ন রহিয়াছে, তাতে সমস্ত ট্রাম মজুর সঙ্ঘবদ্ধ, স্বাধীনতার লড়াই-ই তো আমরা করিতেছি, আমরাই তো জাতীয় পতাকা উড়াইব।' যাত্রীরা ট্রাম মজুরের কণ্ডাক্টারদের ট্রামের মধ্যেই যাত্রীদের কাছে ব্যাজ বিক্রয় করিয়াছে, কত যাত্রী সেই ব্যাজ কিনিয়া পড়িয়াছে।

বাস ইউনিয়নের কর্ম্মীদের কাছে শুনিলাম ইউনিয়ন হইতে যখন প্রত্যেক বাসে জাতীয় পতাকা উড়াইবার সিদ্ধান্ত করিল, তখন অনেকের সন্দেহ ছিল যে বোধ হয় বাসের মালিকরা তাতে রাজী হইবে না। কিন্তু দেখা গেল প্রায় প্রত্যেক মালিক আগ্রহ ভরে জাতীয় পতাকা লইয়াছে। একজন মালিক বলিল: 'যদি স্বাধ্য না পাই তো আমি গ্যারেজ থেকে বাস বাহির করিব না।'

পথে পথে জাতীয় ব্যাজ বিক্রয়ের ফোয়াড

ট্রামে ও রাস্তায় সব জায়গাতেই চোখে পড়িল, কমিউনিষ্ট পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন, আত্মরক্ষা সমিতি প্রভৃতির কর্ম্মীদের ফোয়াড প্রচারে বাহির হইয়াছে। হাতে তাদের ব্যাজ, পতাকা। অনেক রকম ইস্তাহার পথে লাগান হইয়াছে, কোনো কোনো ইস্তাহারে 'হরতাল', 'শোভাযাত্রা', সভা সবেরই আহ্বান যেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কই তাদের তো আজ দেখা গেল না জনসাধারণের মধ্যে। ফোয়াডের পর ফোয়াড আসা যাওয়া করিতেছে—ছেলে, মেয়ে, মজুর, ছাত্র—তারা সকলেই জাতীয় ঐক্যের নীতিতে বিশ্বাসী তারা সকলেই বলিতেছে—ঐক্য চাই, কংগ্রেস লীগ মিলন চাই, খাদ্যের জন্য সকলে এক হও!

এই ডাকই কিন্তু লোকের প্রাণে প্রবেশ করে। তাই দেখিলাম, শুধু সাধারণ লোকই নয়, যাদের সঙ্গে জনসাধারণ সম্বন্ধ রাখে না, তারাও স্বাধীনতা দিবসে আমাদের পাশে দাঁড়াইতে আগ্রহ দেখাইয়াছে।

ট্রামের মধ্যে সৈনিকরা একটি ফোয়াডের কাছ হইতে কমিউনিষ্ট পার্টির ইস্তাহার কিনিল ও স্বাধীনতা তহবিলে চাঁদা দিল। বৃটিশ সৈনিকরাও ইস্তাহার কিনিল ও চাঁদা দিল। একজন চীনম্যান একটি পতাকা নিয়া বুকে লাগাইল এবং চাঁদা দিল।

একটী সংগঠনের কাছ হইতে খবর পাওয়া গেল যে ১০ হাজার ব্যাজ এমনি করিয়া বিক্রয় হইয়াছে।

ছাত্র ফেডারেশনের ডাক

কলিকাতার সমস্ত অঞ্চলে সকল পোষ্টার, ইস্তাহার ছাপাইয়া চোখে পড়িল—ছাত্র ফেডারেশনের পোষ্টার। তিন রঙ্গে জাতীয় পতাকা আঁকা এই পোষ্টারে ছাত্রদের আজকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আবেদন করা হইয়াছে। মোড়ে মোড়ে লোকে ভীড় করিয়া এই পোষ্টার পড়িতেছে। পথচারী লোক যাহতে যাইতে দাঁড়াইতেছে পোষ্টার দেখিতে।

সকাল হইতেই ছাত্র-স্বেচ্ছাড বাহির হইল বিভিন্ন অঞ্চলে। দেখিলাম, অনেক সাধারণ ছাত্র তাদের পড়া ফেলিয়া প্রভাতফেরী ও ফোয়াডে যোগ দিয়াছে। ঠিক ৮-৩০ টার সময় ১০টী কলেজ, ৮টী হস্টেলে ও ৭টী স্কুলে জাতীয় পতাকা তোলা হয়।

পতাকা উত্তোলনে সকল শ্রেণীর দেশ-প্রেমিকের ঐক্য

সকালের ট্রামে দেখিলাম ট্রাম মজুররা ভীড় করিয়া গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছে। তারা যাইতেছে তাদের মেসে পতাকা তুলিতে। প্রায় ৩০টী মেস তাদের। প্রত্যেকটী মেসে পতাকা তোলা হইল। মজুরদের প্রত্যেক ইউনিয়ন আফসে পতাকা তোলা হইয়াছে।

আত্মরক্ষা সমিতির ১০টী অফিসে পতাকা তোলা হইয়াছে। বিধবা মেয়েরা আগ্রহ সহকারে পতাকা ও ব্যাজ লইয়াছে।

তালতলায় স্থানীয় কংগ্রেসসেবী শ্রীযুক্ত তুলসী মুখার্জ্জী পতাকা তুলিলেন। শ্যামবাজারে ও চেতলায় স্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মীরা পতাকা উত্তোলনে যোগ দিলেন। ফার্ণ রোডে কংগ্রেসসেবী দিনেশ দি, কে, রায় পতাকা তুলিলেন। দক্ষিণ কলিকাতায় একজায়গায় কংগ্রেস নেতা পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই আহ্বান করিলেন কমিউনিষ্ট নেতা রণেন সেনকে পতাকা তুলিতে।

বৌবাজার ষ্ট্রীটে ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সভা, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতির অফিসে সগৌরবে পতাকা উড়িতেছে। ২৪ পরগণা কমিটির অফিসের সামনে পতাকার ও স্কেচ্টুন সজ্জিত। আশে পাশের অনেক বাড়ীতেও পতাকা—আগে এই সব বাড়ীতে পতাকা দেখা যাইত না।

বিরাট জন সমাবেশ

স্বাধীনতার সংকল্পপাঠের জন্য বিকালে অনেক জায়গাতেই সভা হইল। ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে সকল শ্রেণীর ছাত্ররা মিলিল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে। বেলা ৫-৩০ টার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কমিউনিষ্ট পার্টির ডাকে সভা। সভাস্থলে গিয়া আশ্চর্য্য হইলাম—এত জনসমাগম এর আগে স্বাধীনতা দিবসে দেখা যায় নাই। শুনিলাম, এই সভার আগে নাকি

শিক্ষা জীবনে সবচেয়ে বড় সঙ্কট

রোগে ও অনাহারে

শিক্ষক, ছাত্র সকলেই কারু—পাঠশালা, স্কুল বন্ধ

বঙ্গদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগ হইতেই বাংলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ছিল জাতীয় আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। গ্রামের একটী হাইস্কুলকে কেন্দ্র করিয়া পল্লীর বুকে নূতন জীবনের সঞ্চার হইত, নূতন ভাবধারায় সকলেই উদ্দীপিত হইত। ছোট ছোট পাঠশালা হইতে সুরু করিয়া হাজার হাজার প্রাইমারী স্কুল এতদিন অতীত বাংলার প্রাচীন ভাবধারা বহন করিয়া আসিয়াছে। গ্রামের এই স্কুলগুলিই দেশের শিক্ষাজীবনের মূলভিত্তি, এই মূলভিত্তিতেই আজ বিরাট ভাঙ্গন ধরিয়াছে। সকলের চোখের সামনে বাংলার শিক্ষাজগতে অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। অথচ সে দিকে কাহারও নজর নাই। দেশের বড় বড় নেতারা নীরব, সমাজও মোটেই সচেতন নন।

দিনের পর দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি উঠিয়া যাইতেছে, ছাত্রসংখ্যা হ্রস্ব করিয়া কমিয়া যাইতেছে। সমস্যা আজ আর শুধু পল্লীর নয়। মহামারীর দুরন্ত প্রকোপ বাড়িবার সাথে সাথে মফঃস্বলের শহরেও ছাত্র এবং শিক্ষকসমাজ স্কুল কলেজ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছে।

প্রাথমিক শিক্ষার বিপন্নই সব চাইতে বেশী। করাচীতে লীগের অধিবেশনে প্রস্তাব নেওয়া হইল—'লীগমন্ত্রীমণ্ডলী বাধ্যতামূলকভাবে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিবে', আর এদিকে লীগমন্ত্রীমণ্ডলীর অধীনস্থ বাংলার মুসলমান প্রধান পূর্ব্বাঞ্চল হইতে হাজার হাজার প্রাইমারী স্কুল উঠিয়া গেল, কেহ খোঁজও রাখিল না।

চট্টগ্রামের কোরেপাড়া, ধলঘাট প্রভৃতি অঞ্চলে যান, দেখিবেন ৫০ বছরের পুরাতন পাঠশালা, প্রাইমারী ও মাধ্যমিকস্কুল বাড়ীগুলি খালি পড়িয়া আছে, কেহ কোথাও নাই, ঘরের মধ্যেও চারিদিকে শুধু ঘাস আর জঙ্গল। ছাত্ররা হয় রিলিফকিচেনের দুয়ারে নতুবা ম্যালেরিয়ায় কাঁপিতে কাঁপিতে বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে। ছাত্র থাকিলেও পড়াইবার শিক্ষক নাই। প্রাইমারী শিক্ষকরা আগে বেতন পাইত সাতটাকা আর মাগ্‌গীভাতা তিন টাকা। এই দশটাকা দিয়া আজিকার অবস্থায় একজন একবেলা খাইয়াও দিন কাটাইতে পারে না, স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণ দূরে থাকুক। তাহার উপর ইস্পানী সরকারী সার্কুলার অনুযায়ী মাগ্‌গীভাত তিনটাকা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে শিক্ষকগণ দলে দলে শিক্ষকতা ছাড়িয়া মিলিটারীতে ঢাকুরী নিতেছে।

হাইস্কুল গুলিরও এই একই অবস্থা। চট্টগ্রামের কদুরবিল হাইস্কুলের কুড়িজন শিক্ষকের মধ্যে এখন দশজন অবশিষ্ট আছে। যশোহরের পাঁজিয়া হাইস্কুলের ১২ জন শিক্ষকের মধ্যে ৭ জন কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন। বাকী ৫ জন একরকম বিনা বেতনেই এখনও পড়ান। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ফলে শিক্ষক পরিবারগুলিও যে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে তাহারই একটি কাহিনী এই পাঁজিয়া গ্রাম হইতে আসিয়াছে। পরিবারের অভিভাবক গ্রাজুয়েট যুবক কলিকাতায় শিক্ষকতা করিতেন। গতবছরে বোমা পড়ার সময় হইতে যখন কলিকাতার স্কুল-গুলিও উঠিয়া যাইতে সুরু করিল তখন তাহার শিক্ষকতাও গেল। গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন উপার্জ্জন নাই, খরচ বাড়িয়াই চলিতেছে। ক্রমে অনাহারের দ্বারা ঘনাইয়া আসিল। বিধবা মা, বয়স্ক ভগিনীও ছোট ভাইবোনদের ছাড়িয়া আজ মাসকয়েক তিনি নিরুদ্দেশ। ফলে বোনকে আজ নারীত্বের সমস্ত বিসর্জ্জন সংসার চালাইতে হয় শোনা যায়। মধ্যবিত্ত ভদ্র ঘরের ছেলেরাও আজ আর লেখাপড়ার কথা চিন্তা করিতে পারে না নিজের ক্ষুধা মিটাইবার কথা ভাবিতে হয়। কিছু-দিন আগে দেখা গেল চট্টগ্রামের ছাত্রফেডারেশন সম্পাদকের ১৪ বছরের চোটভাই বাড়ী হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ১৫দিন পর খোঁজ পাওয়া গেল একটী লবণের গোলায় ছেলেটী কুলীর কাজ করিতেছে। অভিভাবকরাও মনে করেন স্কুলে ছেলে না পাঠাইয়া যে কোন একটা কাজ দিলে তবু কিছু পয়সা আসিবে—ঘরের লোক খাইয়া বাঁচিবে।

মহামারীর প্রকোপে ছাত্রসমাজ

ইদানিং ব্যাপক ম্যালেরিয়া বাংলার সর্ব্বত্র মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্র-সমাজকে ছারখার করিয়া দিতেছে। দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হইয়াছে প্রাইমারী শিক্ষা, এখন ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইয়া চলিয়াছে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা। প্রতিদিন মফঃস্বলের জেলাগুলি হইতে যে সমস্ত চিঠিপত্র আসে তাহার মধ্যে সেই একই কথা—'অধিকাংশ ছাত্র স্কুলে আসে না—ম্যালেরিয়ার শয্যাগত', তাহার উপর আসল বিপদ কুইনাইনের অভাব। নদীয়া জেলা হইতে মেহেরপুরের সাধারণ ছাত্ররা বি, পি, এস, এফ এর কাছে এক আবেদনে লিখিয়াছে 'হাইস্কুলের ৫৪ জন ছাত্র ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত। কুইনাইন দূরে থাকুক সাবু-বার্লি কেনার মত পয়সাও নাই।" কয়েক সপ্তাহ আগে মেডিকেল ছাত্রদের রিলিফস্কোয়াড মাণিকগঞ্জ হইতে লিখিয়াছে—"আমাদের ক্যাম্প্ তেরশ্রী গ্রামের স্কুলবোর্ডিংএ। বোর্ডিং খালি পড়িয়া আছে—ছাত্ররা একজনও নাই। ম্যালেরিয়া ইহাদের শিক্ষা জীবন হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। দুপুরবেলা ঘরে বসিয়া আছি, একটী স্কুলের ছাত্র দৌড়াইয়া আসিয়া হাজির। সে টেষ্ট পরীক্ষা দিতেছে—এখনও এক পেগার বাকী। কিন্তু ভীষণ জ্বর আসিতেছে কুইনাইন চাই। আমার প্রশ্নের উত্তরে কাঁপিতে কাঁপিতে সে বলিল মোট ২০ জন ছেলে পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ছয়জন সুস্থশরীরে পরীক্ষা দিয়াছে। ছাত্রকর্ম্মীরাও রেহাই পাইতেছে না। এই রিপোর্ট লিখিতে লিখিতেই চট্টগ্রামের একখানি চিঠি পাইলাম—"কালীপুর স্কুল কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণপদ দত্ত মাত্র তিনদিনের জ্বরে গতকল্য মারা গিয়াছে। সে একাই ছাত্র-ফেডারেশনের ৪০ জন সভ্য করিয়াছিল।"

ম্যালেরিয়া আজ আর কয়েকটী জেলার সীমা-বদ্ধ নয় সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নোয়াখালী জেলায় শতকরা ৭৫ জন ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। রংপুর, ময়মনসিংহ, যশোহর নদীয়া, ঢাকা ও মেদিনীপুরের সর্ব্বত্র শতকরা ৫০জন ছাত্র ম্যালে-রিয়ায় শয্যাগত।

মহামারীর বিরুদ্ধে ছাত্র অভিযান

এই ব্যাপক মৃত্যু ও মহামারীর বিরুদ্ধে অভিযানে ছাত্রসমাজও পিছাইয়া নাই। বরং ইদানিং মেডিকেল রিলিফের আন্দোলনে ছাত্ররাই সবচাইতে অগ্রণী। ছাত্র-ফেডারেশনের তত্ত্বাবধানে গত কয়েক সপ্তাহে ১৪টী রিলিফস্কোয়াড বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। ইহা-ছাড়া চট্টগ্রাম ও ঢাকার মেডিকেল স্কুলের ছাত্রগণও নিজ নিজ জেলায় রিলিফের কাজে নামিয়াছে। ছাত্র ফেডারেশনের চেষ্টায় কলিকাতার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের প্রায় চল্লিশজন ছাত্রের বিভিন্ন দল জেলায় জেলায় ভ্রমণ করিয়া কাজ চালাইয়াছে। ম্যালেরিয়ার কবল হইতে ছাত্র ও শিক্ষকদের রক্ষার জন্য কুইনাইন ও অন্যান্য ঔষুধ বিতরণ করা হইয়াছে। একমাত্র যশোহর শহরেই ছাত্রদের মধ্যে ৭০০০ সাত হাজার গ্রেণ কুইনাইন বিলিকরা হইয়াছে।

ছাত্রদের রিলিফ আন্দোলন ক্রমশঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিও আকর্ষণ করিতেছে। কয়েকদিন আগে ডাঃ বিধান রায়ের সুপারিশে বঙ্গীয় রিলিফ কমিটি কলিকাতার ছাত্র শিক্ষক যুক্ত রিলিফ কমিটির হাতে মেডিকেল রিলিফের জন্য ৫৪০০৲ টাকাও অন্যান্য ঔষুধপত্র দিয়াছেন। এই টাকা দ্বারা ময়মনসিংহ ও যশোহরে দুইটি স্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে, রংপুরেও কয়েকদিনের মধ্যেই আর একটি খোলা হইবে।

শক্তিশালী রিলিফ আন্দোলনের মধ্য দিয়া শিক্ষা ব্যবস্থা রক্ষা করিবার কাজে শিক্ষকরাও ক্রমশঃ আগ্রহীহয়া আসিতেছেন। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তিরিশটি ছাত্র-শিক্ষকের যুক্তরিলিফ কমিটী ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ চালাইতেছেন। এই কমিটিগুলির চেষ্টায় মোট ১২টি ফ্রী বোর্ডিং ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য খোলা হইয়াছে। এইরূপ ১৫টী কমিটীর সহিত মুসলিম ছাত্র লীগের কর্ম্মীরা পূর্ণ-সহযোগিতা করিতেছেন।

বাংলাকে বাঁচাইতে কংগ্রেসনেতা যুক্ত সতীশ দাশগুপ্তের আহ্বান

প্রত্যেকে সকলের জন্য দাঁড়াও—রিলিফের কাজে সকলে একত্র হও

শতকরা ৯২ জন বাঁচিয়া থাকিতে ৮ জন মরে কেন ?

('জনযুদ্ধের' প্রতিনিধির সহিত আলোচনায় বিশ্বরূপ)

সকলেই জানেন শ্রীযুত দাশগুপ্ত বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ কংগ্রেসসেবী এবং গান্ধীজির পরম স্নেহভাজন ও বিশ্বস্ত অনুচর। গান্ধীজী বাংলায় আসিলে অধিকাংশ সময় ইঁহার আশ্রমে কাটান। গান্ধীজীর গঠনমূলক কার্য্যধারার অনুকরণে ইঁহার প্রতিষ্ঠিত খাদি প্রতিষ্ঠান ও সোদপুরের আশ্রম বাংলার সর্ব্বজন পরিচিত। এই মানুষটী যেমন দেশের স্বাধীনতার জন্য অকুতোভয়ে পুলিশের গুলির সামনে দাঁড়াইয়াছেন, তেমনি দাঁড়াইয়াছেন বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মড়কের সামনে। ১৯২৩ সালে উত্তরবঙ্গ প্লাবনে তাঁহার সেবাকার্য্য অতুলনীয়। বর্দ্ধমান বন্যার সময়ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে ইঁহার সংকট ত্রাণ সমিতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত বাঙ্গালীর মনে আজও জাগরূক আছে। জনগণের সংগঠন রিলিফের কাজে কতখানি উৎকর্ষ হইতে পারে—এই সংকট ত্রাণ সমিতি তাহারই একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বস্তুতঃ রিলিফের কাজে বাংলাদেশে আচার্য্য রায় ছাড়া সতীশবাবুর জুড়ি আর কেহ নাই।...

শিয়ালদহ ষ্টেশনে গাড়ীতে ওঠার আগে চোখে পড়িতেছিল—রুগ্না নারীরা দলে দলে কোলে কাঁকে হাড় সর্ব্বস্ব শিশুদের লইয়া সহরের পথে আবার ফিরিয়া আসিতেছে। ক্যাম্বেল হাঁসপাতাল হইতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত এইটুকু পথেই—দুইটী মৃতদেহ চোখে পড়িয়াছিল। চারিপাশে মৃত্যুর যে কালো মেঘ জমা হইতেছে—তাহারই শুষ্ক আবহাওয়ার মাঝ-খানে দুজনে একপ্রকার নীরবে সোদপুরে পৌঁছিলাম।

আমরা আসিতেছি এ খবর আগের দিন দেওয়া হয়। তবু আমরা অপরিচিত তাই দরজার স্বেচ্ছা-সেবক প্রশ্ন করিলে আমরা বাসার ঠিকানা দিলাম। "আপনারা কি কম্যুনিষ্ট পার্টির ?" উত্তর দিতেই তিনি সাগ্রহে একটী ফিশ আমাদের হাতে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে বসিবার ঘরে যাইতে যাইতে আরো কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা হইল—তাঁহারা নিজেই প্রশ্ন করিলেন—আমরা কম্যুনিষ্ট পার্টির কি না। সকলের কথাবার্ত্তায় আদর অভ্যর্থনায় সুখ। মনে হইল—অনেকেই জানেন আমরা আসিতেছি।

বসিবার ঘরে একটি বসন্থানে আমরা দুইজন বসিয়াছি। ঘরের চারিপাশে ফুলের বাগান, গোলাপ ও নানা রং বেরংয়ের ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। চারিদিকে পরিচ্ছন্ন ও শুষ্মশার ছাপ সুস্পষ্ট। দেখিলাম ফুল বাগানের পথ দিয়া ইনি দ্রুতপদে আসিতেছেন।

হাসিমুখে প্রথমেই আমাদের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা পার্টির পক্ষ হইতে তাঁহার কারামুক্তির জন্য অভ্যর্থনা জানাইয়া বলিলাম, তাঁহাকে আরো আগে ছাড়িলে বাংলার হাজার হাজার জীবন রক্ষা পাইত। স্বভাবতঃই আমাদের আলোচনা বর্দ্ধমান সংকট ও রিলিফের কাজ লইয়া সুরু হইল। তিনি বলিলেন—তাঁহার যাহা করিবার তিনি নিশ্চয়ই করিবেন—এবং তিনি এখন বর্ত্তমান রিলিফ গুলির ব্যাপার বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন।

রিলিফ চাই, রিলিফে ঐক্য চাই

গ্রামের ভাঙ্গা পরিবারগুলিকে পুনর্গঠন করো !

"দেখ আজ পর্য্যন্ত একটি জিনিষ জানতে পেরেছি, তা হলো এই যে কতগুলি রিলিফ প্রতিষ্ঠান রিলিফকেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দিচ্ছে বা লম্বা দিনের মেয়াদে রিলিফ ব্যবস্থার কথা ভাবছে। এদের কাছে এখনো কত টাকা আছে জানি না। বুঝেছি এখনো অনেক আছে। তাই আমি সমস্ত রিলিফ প্রতিষ্ঠানগুলিকে বলি—তারা যেন রিলিফ বন্ধ না করে দেয়—কারণ রিলিফের এখনো অনেক দরকার। তা ছাড়া এখনো তারা টাকা আদায়ের ধাও বন্ধ করেনি—কাজেই টাকাও সারা দেশ থেকে তারা পাবে।"

"এ কাজে ঐক্য চাই-ই। আমাদের দল রাজনৈতিক মতামতে বিভিন্ন হতে পারে। লীগ পাকিস্থানে বিশ্বাস করে, কম্যুনিষ্টরা সাম্যবাদে—কিন্তু তাতে আমি ভয় পাই না। রিলিফের কাজে আমাদের মধ্যে ঐক্য সম্ভব এবং অত্যন্ত জরুরীও বটে।" "আর তা'ছাড়া ঐক্যবদ্ধ রিলিফ প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে আমাদের ঐক্য ক্রমেই বাড়বে। এবং এই গভর্ণমেন্টের সঙ্গে সহযোগীতার মধ্য দিয়ে এই ঐক্যবদ্ধ রিলিফ প্রতিষ্ঠা অন্ততঃ পাশাপাশি আর একটি গভর্ণমেন্ট রূপে দাঁড়াতেও পারে।"

কথাগুলি বহুকালের এই দেশভক্তের মুখ হইতে অবলীল বাহির হইয়া আসিল, যেন চোখের সম্মুখে তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন। পরে আবার বলিলেন : রিলিফের প্রয়োজন শেষ হয়নি। কলিকাতা ও অন্যান্য সহরে দুঃস্থরা আবার ফিরে আসছে। আমি চাইনা ওরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। ওদের রাস্তায় মরতে দেওয়া মহাপাপ। সহরের লোকেরা এদের কিছু অংশকে কিছুদিনের মত অতিথি করে নিন। অবশিষ্ট দুঃস্থদের সরকারী দুঃস্থাবাসে পাঠাতে হবে। গ্রামে গ্রামে ওদের বসতির আবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

"গ্রামে গ্রামে অনেকে চিরকালের জন্য সব হারিয়েছে। তাদের কাজের ব্যবস্থা করে দিতে হবে, কুটীর-শিল্প প্রত্যেক গ্রামে গড়ে তুলতে হবে। এ সবের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম ও অনেক অর্থ চাই। রিলিফের এই সব কাজকে সাফল্যমণ্ডিত করতে তাই সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা অত্যন্ত দরকার। সরকারের উচিত তার কর্ত্তব্য পালন করা। কিন্তু জনসাধারণ যদি এ কাজ আগ্রহের সাথে সুরু করে এবং গ্রামের ভাঙ্গা পরিবারগুলি গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন—তা'হলে দুর্ভাগ্যকেও ক্ষতি করতে বাধ্য হবেন ঘায়।"

প্রত্যেকে সকলের জন্য

ইহার পর হইতে অত্যন্ত কোমল স্বরে বলিতে লাগিলেন—"দোষ আমি কাউকে দিই। কিন্তু সকলেই যদি আমরা সকলের জন্য কাজ তাহলে এত লোকের মৃত্যু নিবারণ করা সম্ভব। খাবার কম ছিল এবং ৫০ লাখ লোক মরে এ কথা মেনে নিলাম। কিন্তু ৫০ লাখ বাংলার জন সংখ্যার শতকরা ৮ ভাগ। তাই ৯২ লোক যদি চেষ্টা করতো—তাহলে আটটি লোককে বাঁচানো যেতোই। না হয় ঐ ৮ জনের জন্য ৯২টি লোক একটু কমই খেত। এ কথা ভেবে দুঃখ হয় যে, কলকাতার এত সম্পদ, এত জনক্ষয় অথচ এই কয় হাজার অনাহারী অতিথির সেবা সেখানে জুটলো না।" আজন্ম জনবহুলের চোখের কোন যেন জলে ভরিয়া উঠিল, বা বেদনার সঙ্গেও যেন অভিযোগ। আস্তে আস্তে বলিয়া চলিলেন : গ্রামে গ্রামে শতভাগের কাজ হবে। এক একটি গ্রাম হবে এক একটি ইউনিট। গ্রামের প্রয়োজন বুঝে গ্রামের খাবার রাখার জন্য গ্রামবাসীকে একত্র ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রত্যেকের বাড়তির হিসাব করে বাড়তি অংশ বিক্রি করে দিতে হবে। এই স্বেচ্ছা প্রণোদিত "গ্রাম্য সমাজ" প্রথা রিলিফ ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে গ্রামে আবার স্বাভাবিক অবস্থা এনে দেবে। গ্রাম্য সমাজে শক্তভাণ্ডার করা সরকারী পরিকল্পনার সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যাবে।"

সমস্যা গুরুতর

"সমস্যা যে কত কঠিন তা ঠিক করে বলা যায় না। কারণ খাঁটি তথ্য আমাদের কাছেও নেই, সরকারের কাছেও নেই। আমেরি বলেন ১০ লাখ লোক মরেছে। এ হতেই পারে না। আমরা বলি ৫০ লাখ, হয়তো তার কম। কিন্তু তাতে কি এসে যায় ? এ যেন আকাশের তারার সংখ্যা গণনা—কে কার ভুল শোধরাবে ? আসলে ক্ষতি যে বিরাট হয়েছে, সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু তাতে আমি মুখড়ে পড়ি না। আমরা যদি প্রত্যেকে পরের জন্য, এই নীতিতে কাজ করি তাহলে সমস্ত দুনিয়া আমাদের সাহায্যে আসবে। বস্তুতঃ সারা দুনিয়া আজ আমাদের জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছে।"

সাপ্লাই অফিসার সাসপেণ্ড

কুইনাইন আত্মসাতের অভিযোগ

কলিকাতা ১২ই জানুয়ারীর এ, পি,র খবরে প্রকাশ—গভর্ণমেন্ট কুইনাইন আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে নদীয়া জেলার সাপ্লাই অফিসার মিঃ ললিতচন্দ্র দত্তকে সাসপেণ্ড করা হইয়াছে। এই জেলার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর জে, এন, মিত্রের বিরুদ্ধেও এই একই সম্পর্কে তদন্ত করা হইতেছে।

মজুতদারকে ঠেকাইতে, রেশনিং সফল করিতে

মূল্য নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সরকারী ষ্টক চাই

খাদ্যের বর্ত্তমান অবস্থা ও সরকারী পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন : সরকার দুর্ব্বল, তার সব কল্পনা কেবল কাজ-পত্রে। খাদ্যের ষ্টক না করে নিয়ে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার ফলে সরকারই মজুতদার সৃষ্টি করছে। এই জন্য খাদি প্রতিষ্ঠান চাল বিক্রি বন্ধ ছেড়ে দিয়েছে। প্রতিষ্ঠান যখন ২২৲ টাকায় চাল বেচতো (এই তার কেনা দাম) বাজারে তখন ৩০৲ টাকার উপর চাল বিক্রি হচ্ছে। তাই যখন না খেয়ে মরছে তখন প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করলে অনেক লাভ করতে পারতো। কিন্তু সরকার এমন দাম বাঁধলো যা কেনা দামের থেকে কম। কাজেই প্রতিষ্ঠান চালের ব্যবসা বন্ধ করেছে এবং এমনি ভাবে আরও অনেক সৎ দোকানদার করেছে। ফলে বাজারে কেবল মজুতদার ও কালোবাজারের রাজত্ব চলেছে। কাজেই আমার বিবেচনায় এই সংকটের প্রধান দায়িত্ব সরকারেরই। এটা কি এখনো সরকারের নীতি আর এক সংকটের সৃষ্টি করছে। জেলায় জেলায় ধানের দাম বেড়ে উঠছে। সরকার কেন এখনো ষ্টক করে গুদামগুলিকে নিয়ন্ত্রিত দরে বিক্রি করছে না ? তাহলে দাম অবিলম্বে দাম পড়ে যেতো। স্থানে স্থানে ষ্টক করে যদি সরকার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে—তবেই মূল্য নিয়ন্ত্রণের কোন অর্থ হয়। রেশনিং প্রথায় সাফল্যও এর উপর নির্ভর করছে। যে গভর্ণমেন্টের চোখ থেকে সুদূর গ্রামের মধ্যেও কোন রাজনৈতিক অপরাধ এড়িয়ে যায় না—সেই গবর্ণমেন্ট কেন খাদ্য মজুতদারী বন্ধ করতে পারবে না—মূল্য নিয়ন্ত্রণ চালু করতে পারবে না ?

"চারিদিকে কেবল শুনি যে সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে অনাচার আর অনাচার। এ আবহাওয়া দূর করা দরকার। যত তাড়াতাড়ি দূর হয় ততই ভাল।"

শেষে তিনি বলিলেন যে রিলিফ ও গ্রামগুলি পুনর্জীবিত করার জন্য তিনি সকলকে স্বেচ্ছা-সেবক হইতে আহ্বান করিবেন।

আমরা বলিলাম যে বাংলার কংগ্রেসসেবীরা তাঁহার কাছে ঠিক এই নেতৃত্ব প্রত্যাশা করে এবং তিনি যে এ কাজে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য এই বলিয়া বিবেচনা করে।

উত্তরে তিনি বলেন : "বাংলার কংগ্রেসের কোন পদ আমার নাই সেই হিসাবে আমি তাহার নেতা নই। আমি একজন সাধারণ সভ্য হিসাবেই কংগ্রেসের সেবা করছি। আমার আবেদন যদি দেশভক্তদের কাণে ভাল লাগে তাহা হইলে সমস্ত রিলিফ প্রতিষ্ঠান একত্র হবে—এবং ভাল করে রিলিফের কাজ করবে। কাদের ধারা যাই হোক আমার কাজ আমি করে যাব।

"রিলিফের কাজে আমি তোমাদের সকল রকমের সাহায্য ও সহযোগিতা করব।"...

আবার সেই ফুলের বাগান ঘিরা প্রায় এক ঘণ্টার উপর আলোচনার পর ফিরিয়া আসিতেছিলাম। আসিতে আসিতে নৃপেন ধাকে প্রশ্ন করিলাম : "আজ যদি গান্ধিজী বাহিরে থাকতেন।" "নিশ্চয় এমনি কথা শুনতে।"

বাংলার মফঃস্বলে কলেরা ও বসন্ত

২৭শে জানুয়ারীর গেজেটের এক নোটিশে ঘোষণা করা হইয়াছে যে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, খুলনা, ত্রিপুরা, ২৪ পরগণা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, বীরভূম, বর্দ্ধমান ও হাওড়া বাংলার এই দশটি জেলায় কলেরা এবং নোয়াখালী, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও রংপুর এই সাতটি জেলায় বসন্তের প্রকোপ দেখা দিয়াছে। গভর্ণমেন্ট রোগ বিস্তার বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে কতক-গুলি নিয়ম জারী করিয়াছে।

মহামারী ঢাকাকে শ্মশান করিতেছে

কাঠের অভাবে শবদাহ হয় না, মজুরের অভাবে কাজ বন্ধ

রিলিফের কাজে এখনও ভেদ।

ঢাকাস্থ ২৬শে জানুয়ারীর খবরে প্রকাশ, সরকারী তথ্যেই জানা যায় যে এই জেলায় ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে ১১২৭৪ এবং অক্টোবরে ১৮৬৪৪ লোক মারা গিয়াছে। ১৯৪২ সালের এই সময়ে যথাক্রমে ৫৩১ ও ৮০৯৩ লোক মারা গিয়াছিল। সহরে সিটনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ মহামারীর জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সহরের স্কুল, কলেজ ও সিনেমা প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দেওয়ার অনুরোধ জানাইয়াছে।

মুন্সিগঞ্জ রিলিফ কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র দে জানাইতেছেন যে তাঁহার কাছে যে তথ্যাদি আসিয়াছে তাহাতে জানা যায় এক এই মহকুমাই অনাহারে ও রোগে এই পর্য্যন্ত ৮৩০০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ম্যালেরিয়া একটুও কমিতেছে না এবং সাথে সাথে বসন্ত দারুণ মহামারী রূপে গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িতেছে। পাজারিয়া প্রভৃতি ইউনিয়নের একজন প্রতিনিধি জানান যে, তাহার এলাকায় ২২০০ জেলের ভিতর ৬০০ ইতিমধ্যেই মারা গিয়াছে এবং বাকী অনেকেই ম্যালেরিয়ার শয্যাশায়ী।

ঢাকা হইতে গত ৮ই জানুয়ারী আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইতেছেন—

ঢাকা জিলার গ্রাম অঞ্চলে সংক্রামক ব্যাধি ও অনাহারের মৃত্যুর যে তাণ্ডব লীলা চলিয়াছে তাহাতে নূতন নূতন সংকটের আবির্ভাব হইতেছে। গত এক বৎসরে এই দুইয়ে মিলিয়া জিলায় মৃত্যু হইয়াছে ৩ লক্ষ লোকের। এখনও প্রতিদিন ২৫০০ হইতে ৩০০০ হাজার লোক মারা যাইতেছে, প্রতি মাসে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াইতেছে ৮০ হাজারের মত। ইহার উপরে জিলার শতকরা ৫০ জনের উপরে নানারকম সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, ফলে যে সমস্ত বাড়ীতে লোক মারা যাইতেছে তাহারা একদিকে টাকার আর একদিকে জ্বালানী কাঠের অভাবে মৃতদেহগুলিকে কবর দিতে পারিতেছে না কিংবা সৎকার করিতে পারিতেছে না। কারণ গ্রাম অঞ্চলে কাহাকেও সৎকার করিতে হইলে গাছ কাটিয়া তবে লাকড়ী সংগ্রহ করিতে হয়। ঢাকা জিলায় এমন সকল দেহের লোক খুব কম জায়গায় আছে যাহারা গাছ কাটিতে পারে। ইহার ফলে গ্রামবাসীরা মৃতদেহগুলি চুপি চুপি খালে, বিলে, নদীতে, ডোপে কিংবা মাঠের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। যতদিন বর্ষা ছিল জলের স্রোতে মৃতদেহগুলি ভাসিয়া যাইত কিন্তু এখন সেগুলি এক জায়গায় পড়িয়া থাকিয়া পচিতে আরম্ভ করে এবং ইহার ফলে সংক্রামক ব্যাধি আরও ছড়ায়। মৃতদেহগুলির ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণকে সংক্রামক ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা করা ঢাকা জিলার যুক্ত কমিটিগুলির এবং কৃষক সমিতি প্রভৃতির প্রধান দায়িত্ব হইয়া দাঁড়াইতেছে। গ্রামে গ্রামে শ্মশান ঘাট ও কবরখানা প্রতিষ্ঠা করিবার শ্লোগান নিয়া বিভিন্ন গ্রামে জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ সুরু হইয়াছে। ইতিমধ্যেই লৌহজং থানার একটি খাল হইতে যুক্ত কমিটি এবং কৃষক সমিতির কর্ম্মীরা ২০টির উপরে অর্দ্ধগলিত মৃতদেহ উঠাইয়া সেগুলিকে সৎকার করিয়াছে।

এক দিকে এত অধিক মৃত্যুর হার ও সংক্রামক ব্যাধি অপর দিকে গত এক বৎসরে জিলা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে ৩ লক্ষের বেশী লোক। বলা বাহুল্য ইহার বেশীর ভাগই দরিদ্র শ্রমজীবি শ্রেণীর লোক। ফলে জিলার দুই তৃতীয়াংশের বেশী শ্রমিক কাজের বাইরে চলিয়া গিয়াছে, আর যাহারাও আছে ইহার বেশীর ভাগই কোন কঠোর পরিশ্রম করিতে পারে না। গ্রাম অঞ্চলে নৌকার চলাচল প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে, খাদ্য এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় নেওয়ায় কুলি পাওয়া যায় না, সরকারী সরবরাহও অনেক জায়গায় কুলির অভাবে আটক পড়িয়া থাকে, ইহার ফলে চোরাবাজার আরও ফাঁপিয়া ওঠে। আর এক নূতন সংকট দেখা দিতেছে জ্বালানি কাঠের। কয়লার সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাওয়ার জন্য কয়লা একদম পাওয়া যায় না, ইহার পরিবর্ত্তে লাকড়ী দিয়াই রান্নার কাজ চালাইতে হয়। কিন্তু ঢাকা সহরে গত একমাসে লাকড়ীর দাম বৃদ্ধি পাইয়া মণ প্রতি ১৫০ হইতে ৩০০ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না ফলে চাউল প্রভৃতির সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও বহু লোকের বাড়ীতে রান্না হয় না। এই ভাবে আর কিছুদিন চলিলে জিলার কয়েক লক্ষ লোকের রান্নার অভাবে খাওয়া চলিবে না। কাজেই অধিকের খাটতি পূরণ করা জিলার এক মস্ত বড় সমস্যা। বর্ত্তমানের জন্য অন্য জায়গা হইতে আমদানী না করিলে কিংবা গাছ কাটিয়া লাকড়ী সরবরাহের জন্য পাইওনিয়ার কোরের লোকদের কাজে না লাগাইলে এখনই এই সমস্যা সমাধানের আর কোন উপায় দেখা যায় না।

দুঃখের কথা এই যে জিলার রিলিফ প্রতিষ্ঠানগুলি এখনও এই ব্যাপারে খুব সজাগ হইয়া ওঠে নাই। তাহারা এখনও নিজেরা একত্র হইয়া কোন জিলা রিলিফ প্রতিষ্ঠান করিয়া ঢাকাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে না বরিশ স্থানীয় ভাবে ও বিচ্ছিন্ন ভাবে এই নিয়া আন্দোলন সৃষ

খাদ্য সংকটের ভয়াবহ পরিণতি

বাংলার নারী-সমাজ ধ্বংসের মুখে

জাতিকে বাঁচাইতে হইলে, মেয়েদের সমাজ জীবনকে পুনর্গঠন কর

৪ মাস আগেই খাদ্যসংকটের প্রচণ্ড ধাক্কা গ্রাম্য জীবনের উপর আসিয়াছে। তার ফলে আমরা দেখিয়াছি হাজারে হাজারে মেয়ে পুরুষ শিশু সহরে আসিয়া হুড়ে পরিণত হইয়াছে। অনাহারে মরিয়াছেও তারাই। কিন্তু শুধু এইখানেই শেষ নয়। খাদ্যসংকট গ্রাম্যজীবনে চরম ভাঙ্গন আনিয়াছে—মেয়েদের সমাজ জীবনকে পঙ্গু করিয়াছে।

প্রথম অবস্থায় আমরা দেখিয়াছি—স্ত্রীপুত্রকে ছাড়িয়া পুরুষেরা গ্রাম হইতে খাদ্যের সন্ধানে সহরে চলিয়া গিয়াছে, অসহায় স্ত্রীপুত্র শেষ পর্যন্ত হুড়ে পরিণত হইয়াছে। ২৪ পরগণার গ্রাম হইতে মেয়েরা সহরে চলিয়া আসিয়াছিল, তারপর যখন গ্রামে ফিরিয়া গেল, তাদের স্বামীরা তাদের ঘরে লইল না। এমনিভাবেই ঘর-ভাঙ্গন সুরু হইল। অভাবের জ্বালায় স্বামী স্ত্রীপুত্রকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছে, এইরকম খবর চাকা, জলপাইগুড়ি, নেত্রকোনা, ফরিদপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলা হইতে পাওয়া গিয়াছে। ক্ষুধার তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া না নিজের সন্তানকে মারিয়া ফেলিয়াছে, এরূপ খবর মেদিনীপুর জেলা হইতে পাওয়া গিয়াছে। মা হইয়া মেয়েকে বেশ্যাবৃত্তি করিতে দিয়াছে, এই খবর বগোহর, দিনাজপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলা হইতে পাওয়া গিয়াছে। নেত্রকোনা, ফরিদপুর, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলার গ্রাম হইতে অনেক মেয়েকে বেশ্যাবৃত্তি করিবার জন্য ক'ইয়া যাওয়া হইয়াছে।

ভাঙ্গন বাড়িয়াই চলিয়াছে

৪।৫ মাস আগে হইতে, মেয়েদের জীবনে এই যে প্রচণ্ড ভাঙ্গন দেখা দিয়াছে তা এখনো ছোট্টো তো লাগেই নাই, বরং দিনের পর দিন অনাহার, মহামারী প্রভৃতির কবলে পড়িয়া মেয়েদের এই অবস্থা ক্রমশই ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে। লঙ্গরখানা খোলার ফলে দুঃস্থ মেয়েরা খাইয়া বাঁচিয়াছে বটে, কিন্তু তাদের ঘর সংসারে ভাঙ্গন লাগার ফলে তাদের যে দুঃখদুর্দ্দা জীবন সুরু হইল, তা বাড়িয়াই চলিল। হাওড়ার কয়েকটি দুঃস্থ মেয়েদের সঙ্গে কথা বলিয়া জানা গেল যে, লঙ্গরখানার খাইয়া তাদের পেট ভরে না, সেইজন্যই তারা বাধ্য হইয়া বেশ্যাবৃত্তি ধরিয়াছে।

রংপুরের বদরগঞ্জে দেখা গেল যে, আশে পাশের গ্রাম হইতে দুঃস্থ মেয়েরা লঙ্গরখানায় খাইতে আসে, কিন্তু তারা সব দিন গ্রামে ফিরিয়া যায় না। একটী চাষী মেয়েকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "তুমি গ্রামে ফিরে যাও না কেন?" সে বলে, 'এখানে বেশ সুখে আছি।' সন্ধান লইয়া জানা গেল—এই মেয়ে স্বেচ্ছায় বেশ্যাবৃত্তির পথে পা দিয়াছে।

এমনই সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে আজ মেয়েদের সমাজজীবন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

এই অবস্থাতেই সরকারী লঙ্গরখানা বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত হইল। তার ফল কি দাঁড়াইল?

লঙ্গরখানা বন্ধের ফল

হাওড়া হইতে কমরেড প্রীতি রায় লিখিতেছেন :—

ডোমজুর, আন্দুল, রাজগঞ্জ, আমতা প্রভৃতি এলাকার লঙ্গরখানাগুলি গভর্ণমেণ্ট তুলিয়া দিয়াছে। এই সব লঙ্গরখানায় খায় শতকরা ৫০ জন মেয়ে ও শতকরা ১০ জন শিশু। তারা এখন অনাহারের কবলে পড়িল। সন্তান লইয়া জানা গেল যে, যে সব দুঃস্থ মেয়ে এই সব লঙ্গরখানায় খাইত তার শতকরা ২০ জন বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া পেট চালাইতেছে, আর বাকী সকলে ভিক্ষাবৃত্তি করিতেছে।

ডোমজুরের লঙ্গরখানায় ৭০০ লোক খাইত, তার মধ্যে ৫০০ জন মেয়ে ও ১০০ জন শিশু। যে দিন লঙ্গরখানা বন্ধ হইয়া গেল, সেদিন মেয়েদের সে কি কান্না! তারা কাতরস্বরে বলিতে লাগিল, কাল থেকে আবার আমাদের উপবাস করিতে হইবে।

যারা লঙ্গরখানায় খাইত, তাদের অবস্থা এমন যে ৫৲ টাকা মণ ধান হইলেও কিনিয়া খাইবার সামর্থ্য তাদের নাই। তার উপর শতকরা ৫০ জনের ম্যালেরিয়া, কাজ করিবার ক্ষমতা তাদের নাই।

মাতৃস্তন্যে শুকাইয়া গিয়াছে

গ্রাম থেকে একটি মেয়ে আসিত লঙ্গরখানায় খাইতে—তার একটী মাত্র ছেলেকে বুকে করিয়া? কয়েকদিন পরে দেখি মেয়েটী মৃত শিশু কোলে নিয়া বসিয়া আছে, আর তার বুক থেকে দুধ গড়াইয়া পড়িতেছে মৃত শিশুর মুখে—মেয়েটি অঝোরে কাঁদিতেছে। কিন্তু তার ২০ দিনের মধ্যেই সে পুত্রশোক ভুলিয়া গেল—সে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য সে পথ সামনে পাইল সেই পথেই গা বাড়াইল। আজ সে সম্পূর্ণরূপে বেশ্যা।

করিমপুরের গোঁসাইর হাট হইতে কমরেড সুকুল চাটার্জ্জি একটী পরিবারের কাহিনী লিখিতেছেন :—

বীণুর গ্রামের একটি পরিবার। সর্ব্বস্ব বেচিয়া কোন রকমে ক্ষুধা মিটাইতেছিল। কিন্তু তাতেও অনাহার ঘুচিল না। অনাহারে কয়েকটী ছেলে বাপ-মার চোখের সামনে মারা গেল। যারা বাঁচিয়া ছিল কোনো রকমে লঙ্গরখানার খাইয়া বাঁচিয়া রহিল। এই অবস্থায় নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে হঠাৎ লঙ্গরখানা বন্ধ হইয়া গেল। বাপ রুগ্ন অবস্থায় গেল হাসপাতালে আর মা কোনো রকমে শিশু সন্তানকে পালন করিতে লাগিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিশুর দুধ জুটিল না। ২৬শে ডিসেম্বর ভোর রাত্রে মা একটী পাছের তলায় শিশুকে ফেলিয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সারা বাংলায় লঙ্গরখানা বন্ধ

মাত্র দুইটি জেলার খবর। কিন্তু লঙ্গরখানা বন্ধ হইয়াছে প্রায় সমস্ত জেলাতেই। হাওড়ায় ৮৬টি সরকারী লঙ্গরখানার মধ্যে সবগুলিই বন্ধ হইয়াছে। দিনাজপুরে ১০০০এর ১৫টী বাদে প্রায় সব গুলিই বন্ধ হইয়াছে। ২৪ পরগণায় ২৩৪টির মধ্যে বন্ধ হইয়াছে ২০০টী। বরিশালে ৩৮টির মধ্যে ২৫টি বন্ধ। ফরিদপুরে ১৫টির প্রায় সবগুলিই বন্ধ। ময়মনসিংহে প্রায় সবগুলিই বন্ধ হইয়াছে। নোয়াখালীতে ৬০টী লঙ্গরখানাই বন্ধ। রংপুরে ১৬১টির মধ্যে মাত্র ১০টি চলিতেছে। পাবনায় ১৩০টী সরকারী লঙ্গরখানার সবগুলিই বন্ধ হইয়াছে। মুর্শিদাবাদে বন্ধ হইয়াছে ২০৬টি সরকারী লঙ্গরখানা। ইহা ছাড়া অন্যান্য জেলাগুলিতেও অধিকাংশ লঙ্গরখানা বন্ধ হইয়াছে।

যে সব মেয়েরা লঙ্গরখানায় খাইয়া জীবন ধারণ করিত তাদের অধিকাংশই ঘর সংসার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ময়মনসিংহ জেলার দেরপুরে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির রিপোর্টে জানা যায় যে সেখানকার লঙ্গরখানার ৩ হাজারের মধ্যে আড়াই হাজার মেয়ে ও শিশু। এবং এই মেয়েদের প্রায় সকলেই স্বামী পরিত্যক্তা অথবা বিধবা। লঙ্গরখানা বন্ধ হইবার মানে এই মেয়েদের অধঃপতনের পথ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া

দাস প্রথার মত মেয়ে বিক্রয়

অভাবের তাড়নায় বাপ বা স্বামীরাও আজ এমন নির্মম হইয়া যাইতেছে যে স্ত্রী কন্যার ইজ্জৎ রক্ষার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। রংপুরের নীলফামারী মহকুমার খবরে প্রকাশ যে একমাসে প্রায় ১০০ঘর চাষী তাদের পরিবারকে দিনকার বিনিময়ে জোতদারের কাছে বিক্রি করিয়াছে। দেসীবাই অঞ্চলে মাত্র ১০০ ঘর লোকের লাগ, তারই মধ্যে ৫০ ঘর চাষী পরিবার এই ভাবে ছত্রছাড়া হইয়া গিয়াছে। আজ দেখা যায় ঐ সব মেয়েদের ও ১০।১১ বছরের ছেলেদের দিয়া ধান কাটাইবার কাজ করাইতেছে। মধ্য যুগের দাস প্রথা যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে—এই সব গ্রামের অবস্থা দেখিলে তাই মনে হয়। লোভী মহাজনের লোভ এমনি ভাবে জঘণ্য পশুর প্রবৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে। আর তাদের বলি মেয়েরা!

কমরেড বসন্ত চক্রবর্ত্তী লিখিতেছেন :—

কিশোরগঞ্জ ইউনিয়নে গুপ্ত মেয়ে-ব্যবসারী দল গঠিত হইয়াছে। ১০ হইতে ১৫ জন যুবতীকে ৮।১০ টাকা দামে কিনিয়া লয় এবং জলপাইগুড়ী জেলার কোচমা কোচনা জায়গায় বিক্রয় হইল। একটী মেয়ে ইংরাজের নিকট বিক্রয় হইয়াছে। এই গোপন ব্যবসায়ীরা এই ভাবে প্রচুর টাকা লাভ করে।

ভেলীডেলী গ্রামেই ৮টি মেয়েকে এই ভাবে বিক্রয়ের খবর পাওয়া গিয়াছে। জলচাকায় একটি ছেলে বিক্রয় হইয়াছে ৮৲ টাকায়।

বেশ্যাবৃত্তি ছড়াইয়া পড়িতেছে

রংপুরের আর একটী অঞ্চলের খবর লিখিতেছেন কমরেড রেখা রায়—কুড়িগ্রামের কাঁঠালবাড়ী ইউনিয়নের নিমোরী, বেবাল, ঘোলজোড়, খোলারগাছ প্রভৃতি গ্রামে প্রতি বাসরা হইতে ৫।৬ জন চাষী মেয়ে নিজেদের গ্রাম ছাড়িয়া অন্য গ্রামে চলিয়া বেশ্যাবৃত্তির জন্য। তারা নিজেদের গ্রামের সম্মান নষ্ট করিতে চায় না। কিন্তু তাদের সমাজ জীবন পুনর্গঠনের কোন উপায় করিয়া দেওয়া হয় নাই, তাই অভাবের জ্বালায় এই পথই তাদের বাছিয়া লইতে হইয়াছে।

বদরগঞ্জে আগে যে সব দুঃস্থ মেয়েরা লঙ্গরখানায় খাইত, আজ তারা অন্য কোন উপায় না দেখিয়া বেশ্যাবৃত্তি করিতেছে। তারা গ্রামে ফিরিয়া যাইতে চায় না। কেননা, সেখানে তাদের কোন সংস্থান নাই। সেখানের সমাজেও হয়ত তারা সহজে স্থান পাইবে না।

চট্টগ্রামের একটী ঘটনা। রাত্রে একজন কমরেড দেখিলেন এক মা ও তার মেয়ে দুই দিক হইতে ছুটিয়া আসিতেছে কাঁদিতে কাঁদিতে। জানা গেল মা এক রাতের জন্য মেয়েকে বেশ্যাবৃত্তি করিতে পাঠাইয়াছিল। এখন সহ্য করিতে না পারিয়া উভয়েই পরস্পরের কাছে ছুটিয়া আসিতেছে।

মহামারী মেয়েদের আরো অসহায় করিয়াছে

মহামারী মেয়েদেরই বেশী কাবু করিয়াছে। স্বামী পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য তারা নিজেদের উপবাসে মাখিয়া শরীর জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে, এখন মহামারীর কবলে তারাই আগে পড়িতেছে। অধিকাংশ জায়গাতেই ম্যালেরিয়া রোগীর অর্দ্ধেকের বেশী মেয়ে।

হাওড়ায়—খাসমোড়া গ্রামে ৪০০ ম্যালেরিয়া রোগীর মধ্যে ২৫০ মেয়ে। বড়গেছের ৫০০ রোগীর মধ্যে ৩৫০ মেয়ে ও শিশু। রূদ্রপুরের ২০০০-এর মধ্যে ১৬০ মেয়ে ও শিশু।

চট্টগ্রামের উত্তরভূমি গ্রামের অধিকাংশ পুরুষ গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। পড়িয়া আছে মেয়ে ও শিশু—তারাই ম্যালেরিয়া ও অমাশয়ের রোগে আক্রান্ত। স্বামী পরিত্যক্তা এই সব মেয়েরা তাদের সন্তান সহ আজ তিলে তিলে অবিচলন। মহিষার পূর্ব্বে কেহ কেহ মেয়ে ছাড়িবার শেষ চেষ্টা করে তার ছেলে মেয়েকে বিক্রয় করিয়া বা নিজে বেশ্যাবৃত্তি করিয়া।

চট্টগ্রাম জিলিক হাসপাতালে যে সব দুঃস্থা নারী থাকে, দেখা যায় যে তাদের অধিকাংশই যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত। ইংরেজেরই একজনের হঠাৎ কলেরা হয়। তখন সে হঠাৎ তার ছেঁড়া শাড়ীর আঁচল হইতে ২টী টাকা বাহির করিয়া নার্সকে দেয়। এ টাকা কোথা হইতে পাইল জিজ্ঞাসা করা জানিতে পারা যায় ইজ্জৎ তার সন্তান বিক্রয়ের দাম। প্রথম সন্তান বিক্রয় তারপর দেহ বিক্রয় ইহাই দুঃস্থদের জীবনের গতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নারী সমাজকে রক্ষা করিতে মেয়েদের নূতন সংহতি

এই ধ্বংসের মধ্যেই কিন্তু আজ বাংলার মেয়েদের নূতন চেতনা নূতন সংহতি গড়িয়া উঠিতেছে, যা শুধু নারী সমাজের ধ্বংসই ঠেকাইবে তা নয়, মেয়েদের এক মহত্তর সমাজ জীবনের বনিয়াদ তৈরী করিবে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও অন্যান্য মহিলা প্রতিষ্ঠান আজ একযোগে সহরে, গ্রামে সর্ব্বত্র মেয়েদের সংগঠন গড়িয়তেছেন। এই কাজে অদ্ভুত সাড়া আসিতেছে। ধনী, গরীব, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মেয়েদের এই রকম জমায়েত ইহার পূর্ব্বে হয় নাই। গ্রামের কৃষক মেয়েরা, বস্তির মজুর মেয়েরা, মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা সকলেই আত্মরক্ষা সমিতির ডাকে বহুদিনের সংস্কার ভাঙ্গিয়া সকলের জন্য কাজ করিতে আগাইয়া আসিতেছেন। মেয়েদের স্বাবলম্বী করিবার জন্য তাঁরা হুটীর শিল্পের কাজ করিতেছেন শিশুদের রক্ষার জন্য দুগ্ধকেন্দ্র খুলিতেছেন। নানাধর্মী মেয়েদের আশ্রয় কেন্দ্র গড়িতেছেন। বিপথগামী মেয়েদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া কাজে লাগাইতেছেন। পুরুষদের পাশে দাঁড়াইয়া তাঁরাও দেশকে, সমাজকে বাঁচাইবার দায়িত্ব লইতেছেন। বাংলার মেয়েদের এরকম সংহতি ও জাগরণ আর কবে হইয়াছে? যে সংকট সকলের জীবনকে টলাইয়া দিয়াছে, সেই সংকটই সকলকে একতাবদ্ধ করিতেছে সমাজ রক্ষার দায়িত্বে, মহত্তর নারীত্বের আদর্শে, দৃঢ়তর সংগঠনের শক্তিতে—অন্ধকারের, মাঝে হইতে আশার আলো!

রাজসাহীর গ্রামে শোচনীয় অবস্থা

কাপড়ের অভাবে মেয়েরা বাহির হইতে পারে না

রাজসাহী হইতে কমরেড শান্তি চৌধুরী আমাদের সংবাদ দিতেছেন—গত ১০ই জানুয়ারী কমিউনিষ্ট পার্টির জেলা কমিটি হইতে একটি তদন্ত কমিশন রাণীনগর থানায় মহামারী বিধ্বস্ত অঞ্চলে যায়। ঐ কমিটির সাথে আমিও ছিলাম।

এই থানায় তিনটি ইউনিয়নে ইলশাবাড়ী, রাণীনগর, কাশিমপুর মোট ২৫টি গ্রামে আমরা গিয়াছি। কলেরা মহামারীতে এই থানায় ২৫০টি পরিবার একেবারে নিশ্চিহ্ন বা ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। একমাত্র রাণীনগর এলাকায় ১৪টি গ্রামের ১০১৭ পরিবারের মধ্যেই ১১০২ জন মরিয়াছে। এমনও অনেক বাড়ী আমরা দেখিয়াছি যে ৮ দিনের ১০.১২জন পর্য্যন্ত লোক মারা গিয়াছে।

এই অঞ্চলে শতকরা ৮৫ জন গরীব চাষী, ক্ষেত মজুর, তাঁতী, কলু, জেলে, কুমার প্রভৃতির বাস। এই সঙ্কটে ইহারা সবচেয়ে বেশী আঘাত পাইয়াছে। অভাবের তাড়নায় ইহারা সবাই ইহাদের জমি জমা, কাঁসা পিতল, টিন, গরু, বলদ প্রভৃতি বিক্রি করিয়া দিয়াছে। তাই আজ ইহারা একেবারে নিঃস্ব। ইহাদের এমন অবস্থা যে রোগে সরকারী ডাক্তারখানা হইতে চার পয়সা দিয়া ঔষধ আনার সামর্থ্যও নাই। শীতের কাপড়, এমন কি পরণের কাপড়ও নাই। আমরা তন্ত্র তন্ত্র করিয়া খোঁজ নিয়া জানিয়াছি ছেড়া টুকরা ২।১টি কাপড়ের খণ্ড ও মাটির কিছু বাসন ছাড়া ইহাদের কোন কিছুই নাই। এই অঞ্চলে উপবাসীর সংখ্যা যথেষ্ট।

কাশিমপুর ইউনিয়নের মধ্যে চকদিন ও চকমঞ্জু গ্রামের অবস্থাই সবচেয়ে সঙ্গীন। এই ইউনিয়নে প্রত্যেক বাড়ীতেই জ্বর দেখিলাম, এমন অনেক বাড়ী দেখিলাম যে বাড়ের গোটা পরিবারই জ্বরে ভুগিতেছে। অথচ কুইনাইনের দারুণ অভাব।

রাণীনগর ইউনিয়নে কলেরায় আক্রান্ত ২৮০ ঘর লোকের মধ্যে ২০৩ মারা গিয়াছে এবং রাণীনগর গ্রামে ৪২৫ ঘর লোকের মধ্যে ১৪০ মারা গিয়াছে। এই গ্রামে ২০০টি পরিবার জমি বিক্রয় করিয়াছে, অভাবের তাড়নায় ২৫ জন তাহাদের স্ত্রীকে 'তালাক' দিয়াছে এবং ৫ জন তাহাদের ছেলেমেয়ে বিলাইয়া দিয়াছে।

দশরথ মণ্ডল পেটের দায়ে একে একে তাহার ঘটি, বাটি, থালা এমন কি তাহার খড়ের চালাখানিও বিক্রী করিয়াছে। 'বাদলা সর্দ্দার' একজন দিনমজুর। দিন মজুরী করিয়া পায় মাত্র চার আনা, কিন্তু ঘরে ৭জন লোক। সরলার বয়স ২৭। তার স্বামী মারা গিয়াছে, সব খোয়াইয়া সে একেবারে নিঃস্ব, অথচ ২টি ছেলে আছে। পরণে কাপড় নাই। একটি ছেঁড়া পেটিকোট পরিয়া কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করিতেছে। রাজপুরের ১৭ জন বিধবাকে শুধু ছেঁড়া মশারী পরিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।

এই সব মর্ম্মন্তুদ ঘটনা যেখানে গিয়াছি সেখানেই অল্প বিস্তর দেখিয়াছি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য কথা এই যে ন'ওগাঁয় জনসাধারণ—কংগ্রেসলীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি—সকল দলই আগাইয়া আসিয়াছে এই সব দুর্ভিক্ষ ও মহামারী বিধ্বস্ত অঞ্চলকে রক্ষা করিতে। গান্ধী আশ্রমের মিস আমাতুল সালামের নেতৃত্বে নওগাঁর একটি সর্ব্বজনীয় রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে। ইহাতে কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত রজনী সান্যাল, শ্রীযুক্ত কমল চৌধুরী, লীগ নেতা আব্দুর রেজ্জাক, কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড লালুপাণ্ডে প্রভৃতি আছেন। তাঁহারা তাঁহাদের যথাসাধ্য রিলিফের কাজ চালাইতেছেন। রাণীনগর অঞ্চলে ইতিমধ্যে ১৯৪ খানা কাপড় বিলি করা হইয়াছে যদিও প্রয়োজনের তুলনায় ইহা খুব কম।

জনযুদ্ধ

লালফৌজের বিরাট জয়

ইতালিয়ানরা লালফৌজের বিপুল বীর্য্যের পরিচয় পাইয়া অবধি হিটলারীদের আতঙ্কের আর সীমা নাই। আজ লেনিনগ্রাদের অবরোধ চূর্ণ করিয়া, আড়াই বৎসরের সবরুচিত জার্ম্মান ব্যূহ ভেদ করিয়া লালফৌজের বজ্র অভিযান বেগাবে অগ্রসর হইতেছে দুইটি প্রচণ্ড সাঁড়াশীর মধ্যে তিন লক্ষাধিক শত্রু সৈন্যকে চিপিয়া মারার যে সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহাতে হিটলার যত 'ত্রাহি, ত্রাহি' ডাক ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে। "যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণই আশা," তাই হিটলার আবার আর্ত্তনাদ করিয়াছে যে বলশেভিকদের হাত থেকে ইয়োরোপের সভ্যতাকে বাঁচাইবার জন্য সে লড়িতেছে, আর জার্ম্মাণী না জিতিলে সোভিয়েটই জিতিবে, ব্রিটেন আমেরিকার কোনই ভরসা নাই। কিন্তু এ ধরণের ফাঁকা আওয়াজে আর লালফৌজের মুক্তি অভিযানকে রোধ করা সম্ভব নয়।

লেনিনের স্মৃতি বহন করিতেছে লেনিনগ্রাদ; বলশেভিক বিপ্লব প্রথম এখানেই ঘটে, লেনিনগ্রাদই বিপ্লবের প্রতীক। সেই লেনিনগ্রাদের দিকে আজ পৃথিবীর দৃষ্টি আবদ্ধ রহিয়াছে

গত বৎসর লেনিন দিবসের অব্যবহিতপূর্ব্বে লুগলেবার্গ দখল করিয়া লেনিনগ্রাদের সঙ্গে বাহিরের জগতের যোগাযোগের একটা সঙ্কীর্ণ পথ লালফৌজ খুলিয়া দেয়। এবার লেনিন দিবসের সম্মান রাখিয়া লালফৌজ লেনিনগ্রাদের অবরোধকে সম্পূর্ণ ভাঙিয়া দিয়াছে। এই অঞ্চলে দশ ডিভিশন জার্ম্মাণসৈন্য একেবারে বিধ্বস্ত হইয়াছে, ৪০,০০০ এরও বেশী শত্রু মারা গিয়াছে, তিন হাজার বন্দী হইয়াছে।

লেনিনগ্রাদ জয়ের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল

দীর্ঘকাল ধরিয়া লেনিনগ্রাদের বীর নাগরিকরা সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হইয়া থাকিয়াছে, অনশনে ও অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইয়াছে, প্রাণপাত করিয়া শহরের সামরিক শক্তি বাড়াইয়াছে। সম্মুখ যুদ্ধে লেনিনগ্রাদ দখল করা একেবারেই অসম্ভব বুঝিয়া বর্ব্বর ফ্যাশিষ্ট শত্রু দূরপাল্লার কামান বসাইয়া গোলাবর্ষণ করিতে থাকে, নির্ব্বিচারে কামান দাগিয়া শহরকে নিশ্চিহ্ন করা ছিল তাহাদের মতলব। কিন্তু লেনিনের শহর রক্ষার গুরুভার যাহাদের হাতে, তাহারা হিটলারের দুরভিসন্ধি তোয়াক্কা রাখে না। অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সহিয়া তাহারা আজ শত্রুকে পর্য্যুদস্ত করিতেছে। বিজয়ী লালফৌজ রক্তপতাকা লইয়া অগ্রসর হইতেছে।

লাল নৌবাহিনী এই কাজে চমৎকার সাহায্য করিয়াছে। একমাত্র ক্রন্সটাডটে তাহাদের ঘাঁটি। কিন্তু বাল্টিক সাগরে শত্রুকে প্রাধান্য স্থাপন করিতে দেওয়া হয় নাই। জাহাজ থেকে শত্রুব্যূহের উপর গোলা ফেলিয়া ফ্যাশিষ্টদের লেনিনগ্রাদ থেকে তফাৎ রাখিয়াছিল সোভিয়েট নৌবাহিনী।

যে সব সুদৃঢ় দুর্গ দখল করিয়া হিটলার লেনিনগ্রাদ জয়ের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, সেগুলি আজ লাল ফৌজের হাতে। পিটারহফ, ওরানিয়েনবাউম, ক্রাস্নোয়ে-সেলো প্রভৃতি স্থানে শত্রুদের বড় বড় কামান লালফৌজ কাড়িয়া লইতেছে। মগা, টস্নো গ্যাংচিনা দখল করিয়া লালফৌজ একটা বড় জার্ম্মাণ বাহিনীকে প্রায় ঘেরাও করিয়াছে। লেনিনগ্রাদ হইতে মস্কো পর্য্যন্ত যে রেলপথ গিয়াছে, অক্টোবর বিপ্লবের স্মৃতিতে যে রেলপথের নামকরণ হইয়াছে, সেই রেলপথ লালফৌজ দুর্ভেদ্যে দখল করিয়া শত্রু-কবল মুক্ত করিয়াছে।

টস্নো, গ্যাংচিনা হইয়া যে রেলপথ গিয়াছে, সে দিকে অগ্রসর হইয়া লালফৌজ সীমান্তের কাছে নার্ভা শহরের বিশ মাইলের মধ্যে পৌঁছিয়াছে। কোন কোন জায়গায় লালফৌজ এস্তোনিয়ার সীমানা হইতে পনেরো মাইলের মধ্যে রহিয়াছে।

(লেঃ জেনারেল অফ দি গার্ডস এন, কিরিচেঙ্কো)

হিটলারীদের ঘেরাও হওয়ার ভয়

লেনিনগ্রাদ অঞ্চলের দক্ষিণে লালফৌজের অগ্রগতি হিটলারীদের দারুণ মুস্কিলে ফেলিতেছে। লেনিনগ্রাদের একশো মাইল দক্ষিণে নভ্গোরোদ নামে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রেলজংশন এখন লালফৌজের হাতে। নভ্গোরোদের পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া শত্রুর পশ্চাদ্দেশে যে একমাত্র রেলরাস্তা সেটাকে লালফৌজ অকেজো করিয়া দিতেছে।

দুইটি সোভিয়েট সাঁড়াশী নার্ভা ও লুগা হইয়া পস্কভের দিকে চলিতেছে। নভ্গোরোদ হইতে আবার ইল্মেনের হ্রদের কাছে ষ্টারায়া রুসার দিকে আক্রমণে অগ্রসর হইয়া ভিটেব স্কেও বিপন্ন করিতেছে। জার্ম্মানরা বলিতেছে যে ভিটেব্স্ক্ যাইলে সর্ব্বনাশ ঘটিবে। ভিটেব্স্কে টিকিয়া থাকার আশা যে শত্রুর পক্ষে দুরাশা, তাহা নেভোসোকোলনিকি লালফৌজের হাতে পড়ায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

উত্তরে নিদারুণ বিপর্য্যস্ত হইয়া জার্ম্মানরা দক্ষিণে ভিনিসার কাছে সঙ্কীর্ণ এলাকায় সর্ব্বশক্তি সমাবেশ করিয়া কয়েকদিন পাল্টা আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু এখন জার্ম্মানরা আবার জানাইতেছে যে এখানেও লালফৌজ জোর আক্রমণ করিতেছে। কীরেভের পশ্চিমে শত্রু যে ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া লড়িয়াছিল, সেরূপ লড়ার সাধ্য হিটলারীদের আর নাই। উত্তর-দক্ষিণ সর্ব্বত্রই কোনক্রমে পলাইতে না পারিলে শত্রুর ঘেরাও হইয়া পড়ার ভয় দিন দিন বাড়িতেছে।

পোলাণ্ডের পুরাতন সীমানার মধ্যে ঢুকিয়া লালফৌজ যেমন সেখানকার ব্রুকেনিয়ান ও শ্বেত-রাশিয়ানদের সোভিয়েট পরিবারে ফিরাইয়া আনিতেছে, তেমনই শীঘ্রই লালফৌজের কৃতিত্বের ফলে লাটভিয়া, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়ায় সোভিয়েট পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে নিশ্চয়ই আশা করা যায়। সত্যই বাল্টায়ের লালফৌজের তুলনা নাই। নভেম্বর ডিসেম্বর এই দুই মাসেই লালফৌজের হাতে হিটলার সাড়ে পাঁচলক্ষ সৈন্য খোয়াইয়াছে।

দ্বিতীয় রণাঙ্গনের আয়োজন সম্পূর্ণ

পশ্চিম ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হয় নাই, কিন্তু আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। ইতালীতে মিত্রপক্ষ রোমের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে নেভুনো অঞ্চলে নামিয়াছে, শত্রুর অবস্থা ক্রমেই আরও ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে।

হিটলার তাই সেদিন বলিতে চেষ্টা করিয়াছে যে ইয়োরোপকে লালজুজুর হাত থেকে বাঁচাইতে হইলে সোভিয়েটকে হারাইতেই হইবে, আর সোভিয়েটের মিত্রদের এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে যে একদিন তাহাদেরও সোভিয়েটের সঙ্গে লড়িতে হইবে, লড়াইয়ে তাহাদের পরাজয়ও সুনিশ্চিত। কিন্তু এত সহজে ভবী ভুলিবে না, হিটলারের সঙ্গে হাত মিলাইয়া সোভিয়েটের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত সাহস বা দুর্বুদ্ধি আজ কাহারও নাই।

ইয়োরোপে জনসেনা ভবিষ্যৎ রচনা করিতেছে

সমগ্র ইয়োরোপ আজ দ্বিতীয় রণাঙ্গনের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। ফ্রান্সের সাগরকূলস্থ স্থানগুলি হইতে অধিবাসীদের সরানো হইতেছে। নরওয়ে হইতে গ্রাস পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র খেরিলারা দিনের পর দিন মুক্তির জন্য লড়িয়া চলিতেছে। ডেনমার্কের মত শান্তিপ্রিয় দেশে জার্ম্মানরা সমস্ত পুলিশকর্ম্মচারীদের আটক রাখিয়া জার্ম্মান পুলিশ আমদানী করিয়াছে। যুগোস্লাভিয়ার মধ্য অঞ্চল প্রায় সম্পূর্ণ-ই মার্শাল তিতোর জনসেনার অধিকারে। যুগোস্লাভ দেশভক্তদের সঙ্গে হাঙ্গেরী, রুমেনিয়া, চেকোস্লোভাকিয়ার গেরিলাদের যোগাযোগ স্থাপনের কথা হইতেছে। কম্যুনিষ্ট পার্টির জগদ্বিখ্যাত নেতা দিমিত্রভ বুলগেরিয়াতে যাইয়া জনগণের আন্দোলন সংগঠন করিতেছেন বলিয়া খবর আসিয়াছে।

পোলাণ্ড ও স্পেনের প্রতিক্রিয়াপন্থীদের আমল দিবার জন্য যাহারা ব্যস্ত, হয়তো বা হিটলারের মন্ত্রী রিবেনট্রপের সঙ্গে মোলাকাতেও যাহাদের আপত্তি নাই, তাহাদের দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। লালফৌজের রক্তপতাকা বিজয়োল্লাসে আন্দোলিত হইয়া সর্ব্বদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছে, কালবিলম্ব না করিয়া ফ্যাশিষ্ট দানবকে নির্ম্মূল করিতেই হইবে।

৩১।১।৪৪।

১৯শে জানুয়ারীর দুপুর। রক্তের লড়াইয়ে সোভিয়েট সৈন্য জয়ী হয়—লেনিনগ্রাদের দক্ষিণ দিককার সর্ব্বশেষ জার্ম্মান ঘাঁটি 'ক্রাসনায়ে সেলো' এখন জার্ম্মান কবল মুক্ত।

ক্রাসনায়ে সেলোর উপর আবার লালপতাকা উড়ছে.....এবারকার লেনিনগ্রাদ ফ্রণ্টের বিজয় অভিযানের পালা এখান থেকেই সুরু।.....

লেনিনগ্রাদ জিন্দাবাদ, লেনিনের সহরের অজেয় নরনারীকে আমাদের লাল সেলাম।

(টাস্)

লেনিনগ্রাদ জিন্দাবাদ

বড় বড় কামানের দারুণ গর্জ্জন। আর তাদের অজস্র মুখ থেকে গলিত বারুদের হল্কা চারিদিককার বাতাস ভারি করছে। সোভিয়েট গোলন্দাজদের মুখে চোখ

৭ সহস্র জেলায় বাংলায় ইংরেজ

স্বাধীনতা দিবস পালন

আজমগড়ে স্বাধীন মজুরদের নেতৃত্বে খুব উৎসাহের সহিত গত ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। প্রাতে কমিউনিষ্ট পার্টি ও মজুর ইউনিয়ন অফিসে জাতীয় পতাকা ও রক্তপতাকা উত্তোলিত হয়। দিনগুলির ভিতর মজুরগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রচার কার্য্য চালায় এবং দিনের সমস্ত কর্ম্মচারীদের উৎসাহিত করিয়া তোলে। অপরাহ্নে 'টার' ময়দানে ৩ হাজার লোকের এক বিরাট সভা হয়। চিত্রপ্রাঙ্গণ, ক্ষ্মাপীপুরুর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় ৩০০ লোকের ২টী শোভাযাত্রা আসে। ২৫০ মহিলার একটি শোভাযাত্রা আসিয়া সভায় যোগ দেয়, কমরেড সন্তোষ কর্ম্মকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মজুরনেতা কমরেড আবুল হোসেন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। কমরেড নীরেন ঘোষ স্বাধীনতা দিবসের সংকল্প পাঠ করেন ও সমবেত জনতা তাঁহার সাথে সাথে সঙ্কল্প উচ্চারণ করেন। কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী সভায় স্বাধীনতা দিবসের সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। এই সভায় সকল শ্রেণীর লোকই যোগ দিয়াছেন।

অলীকরাট অঞ্চলে—বনীরহাট সহরে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জিলা কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক কমরেড সত্যনারায়ণ চাটার্জ্জী প্রাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। বৈকালে তাঁহার সভাপতিত্বে এক সভা হয়। সভায় একজন স্থানীয় উকীল, একজন ডাক্তার ও কমরেড আবদুর রেজ্জাক খাঁ বক্তৃতা দেন।

ফুলতা থানায়—ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার ফুলতা থানার বিভিন্ন স্থানে ২৬শে জানুয়ারী তারিখে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। সকল শ্রেণীর লোকই ইহাতে যোগ দেন।

গোপালপুরে কমরেড রমেন রায় পতাকা উত্তোলন করেন এবং স্থানীয় লীগ নেতা মুরুল হকের সভাপতিত্বে প্রায় ৪০০ লোকের এক সভা হয়। সভায় ডাক্তার নীরোদ মুখার্জ্জী, ইউসুফ মোল্লা প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

দেশপ্রীপুরে—প্রভাত দেবী বাহির হয়। শ্রীনাথ হালদার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। ডাক্তার ঘোষ সকল বাক্য পাঠ করেন। সভায় প্রায় ৩০০ লোক উপস্থিত হয়। কমরেড যতীন রায়, যোগেন প্রামাণিক, নগেন পাড়ুই ও নিরঞ্জন দাস বক্তৃতা করেন।

গোপালডাঙ্গা-খাঁটুরাতে এক বিরাট সভায় শ্রীযুত পাঁচকড়ি চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। অপরাহ্নে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীগুরু বীরেন্দ্র কিশোর আশের সভাপতিত্বে সভা হয়। কমরেড হেমন্ত ঘোষাল, পাঁচকড়ি চৌধুরী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

কাঁচড়াপাড়ায় রেলওয়ে মজুর ও কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। নদীয়া জেলার কর্ম্মী সমর মুখী পতাকা উত্তোলন করেন এবং স্থানীয় কর্ম্মী কমরেড অমৃত্য উকীল সংকল্প বাক্য পাঠ করেন। বৈকালে কমরেড তারক দাসের সভাপতিত্বে ৮০০ লোকের এক সভা হয়। সভায় সকল শ্রেণীর লোকই ছিল।

মুকুন্দপুর ও মহিমাপুরে—কংগ্রেস-কর্ম্মী ডাঃ অবিনীদেব সরকার পতাকা উত্তোলন করেন। উভয় স্থানেই সভায় সংকল্প বাক্য পাঠ করা হয়।

মহিষামুড়ী গ্রামে ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী কংসারী হালদারের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হয়। কৃষক সমিতির কমরেড মানিক হাজরার নেতৃত্বে এক প্রভাত ফেরী বাহির হয়। স্থানীয় জনগণের মধ্যে ইহাতে বিরাট উৎসাহের সৃষ্টি হয়। ইহা ছাড়া **ডায়মণ্ডহারবার সহরে, কাকদ্বীপ, জগদ্দল, আতপুরে** প্রভৃতি স্থানেও স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়।

যাদবপুর কলেজে ছাত্রকর্ম্মীদের উদ্যোগে কলেজ প্রাঙ্গণে ও সমস্ত ছাত্রাবাসে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। ৩২৲ টাকার পতাকা বিক্রী হয়, **ইহার মধ্যে অধিকাংশই বিক্রীত হয় আমেরিকান সৈন্যদের মধ্যে।**

ভাট্টায় কারখানার মজুররা

ভাট্টিয়ার মজুররা স্বাধীনতা দিবসে তাদের ইউনিয়ন অফিসে পতাকা তুলিল। মজুরদের মধ্যে জাতীয় পতাকা ও ব্যাজ বিক্রয় করিল। কারখানার গেটে গেটে মজুর জমায়েতের সামনে বক্তৃতা হইল।

সারা বাংলায় স্বাধীনতা দিবস পালন

জাতীয় পতাকা নীচু হইতে দেয় নাই

দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর উৎপাতে বাংলার অবস্থা শোচনীয়। দেশবাসীর আশা ভরসার স্থল, জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস যে-আইনী, কংগ্রেস নেতারা অধিকাংশই জেলে, তাঁদেরও অধিকাংশের মধ্যেই হতাশা ও নিষ্ক্রিয়তা। কিন্তু তবু বাংলার বুকে স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে উড়িয়াছে, স্বাধীনতা দিবসের সংকল্প ঘোষণার ভিতর দিয়া জনসাধারণ ধ্বংসের বিরুদ্ধে লড়িবার শক্তি পাইয়াছে। জনসাধারণ কংগ্রেসকে পাপে পায় নাই, কিন্তু পাইয়াছে কমিউনিষ্ট পার্টিকে। জনগণের দেশপ্রেমিক পার্টি হিসাবে কমিউনিষ্ট পার্টি স্বাধীনতার ডাক ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়াছে, সমস্ত দেশপ্রেমিককে মিলাইয়াছে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে, হতাশার মাঝে নূতন জীবনের আশা ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

মেদিনীপুর

তমলুক থানায় ২নং ইউনিয়নের পোন্নাজ গ্রামে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শেখ জসিমুদ্দিনের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। ৫০০ এর বেশী লোক সভায় যোগ দিয়াছিল। সভাপতি মহাশয়ই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। কমরেড বংশীধর সামন্ত, শরৎ জানা ও সাবিত্রীবাগার নেতৃত্বে ২০০ লোকের একটী শোভাযাত্রা ৪ খানি গ্রাম ঘুরিয়া সভায় যোগ দেয়। ইহা ছাড়া পোলসাম্বা ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ ছবিলাল ঘড়ার সভাপতিত্বে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আর একটি সভা হয়। সভায় কমরেড ওমধর সামন্ত সংকল্প বাক্য পাঠ করেন।

তমলুক সহরে কমিউনিষ্ট নেতা গোপেন চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে এক সভা হয়। সভায় জনসাধারণ স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করেন।

ফরিদপুর

কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের কাছে যাওয়া হয়, যাতে সকলে একযোগে স্বাধীনতা দিবস পালন করিয়া ইহাকে সার্থক করা যায়। কংগ্রেস নেতারা এই প্রস্তাব অস্বীকার করিতে পারেন না। স্বাধীনতা দিবসে দেখা গেল সকালে সকলের সম্মিলিত প্রভাতফেরী বাহির হইয়াছে। অম্বিকা ময়দানে ডাঃ প্রতাপ গুহ রায় পতাকা উত্তোলন করেন। বিকালে ২।৩ জায়গায় সভা হয়। গ্রামে গ্রামে স্বাধীনতা দিবসের স্লোগান দিয়া প্রচার করে।

পাংশা কমিউনিষ্ট পার্টি ও অন্যান্য পার্টির সহযোগে পালং-এ স্বাধীনতা দিবস পালন হয়। আত্মরক্ষা সমিতির দুষ্কেন্দ্র, পালং স্কুল প্রভৃতি স্থানে পতাকা তোলা হয়। বিকালে একটী মিছিল বাহির হয়। তারপর ৮০০ লোকের সভায় সংকল্প পাঠ হয়।

মাদারীপুর কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে সহরের ৪টী জায়গায় পতাকা উত্তোলন হয়। স্থানীয় বিড়ি কারখানাতেও মজুররা পতাকা তোলেন।

বিকালে একটী শোভাযাত্রা বাহির হয় ও পরে সভায় সংকল্প পাঠ হয়।

হাওড়া

শিল্পপুরে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং বৈকাল ৬টায় পাবলিক লাইব্রেরীতে কমরেড অনিল সরকারের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। গোষ্টকিন ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড এ, এইচ, মোল্লা, সুধীর দত্ত প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন।

মধ্য হাওড়াতে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ১৫০ খানি পোষ্টার লাগান হয়। বৈকাল ৫টার সময় শীলদের বাজারে এক সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড ফণি মুখার্জি, এবং বক্তৃতা করেন—কমরেড হরিসাধন মিত্র ও অমর মুখার্জি। সভায় ৫০০ লোকের ভিতর ৪০০ জনই মজুর।

আন্দুলিয়ায় কমরেড বীরেন ব্যানার্জির সভাপতিত্বে লটাধারী পার্কে এক বিরাট সভা হয়। সভায় প্রায় ৬০০ লোক হইয়াছিল, তন্মধ্যে বেশীর ভাগই মজুর।

আন্দুলেতেও বিপুল উৎসাহের সহিত স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। সকালবেলা বালী স্কুল ময়দানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং বৈকালে এই উপলক্ষে বালী বাজারে জনসাধারণের একটি সভা হয়।

আন্দুলে সকালবেলা ২টি প্রভাত ফেরী বাহির হয়। বৈকাল ৬টার সময় এক জনসভা হয়। সভায় কমরেড শ্যামাপ্রসন্ন ও জয়কেশ্বর বক্তৃতা দেন। ইহাছাড়া ছাত্রদের ৫টি স্কোয়াড হাওড়া সহরের বিভিন্ন স্থানে প্রচার চালায়। এই স্কোয়াডগুলি ৮০০ কুপন বিক্রি করে এবং ৫০৲ সংগ্রহ করে।

রংপুর

রংপুরের অঞ্চলে কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পক্ষ হইতে যুক্তভাবে স্বাধীনতা দিবস পালন হয়। সকালে জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্র চক্রবর্ত্তী পতাকা উত্তোলন করেন। বিকালে একটী বিরাট শোভাযাত্রা সহর প্রদক্ষিণ করে ও পরে ৮০০ লোকের এক সভা হয়। সারা দিন বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারক স্লোগান ঘুরিয়া পতাকা ও ব্যাজ বিক্রয় করে।

ডোমারে অন্যান্য বারের মত এবারেও সকল দলের কর্ম্মীরা একত্র হইয়া স্বাধীনতা দিবস পালন করেন। সকাল বেলা স্বাধীনতা দিবসের গান গাহিয়া শোভাযাত্রা ডোমার বন্দর প্রদক্ষিণ করে। প্রত্যেক দোকানে পতাকা উড়িতে দেখা যায়। স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মী ডাঃ প্রফুল্ল সেনগুপ্ত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। বিকালের সভায় সংকল্প পাঠ হয়। মধ্যবিত্ত, কৃষক, মজুর, মহিলা সকলেই সভায় যোগ দেন।

ঢাকা—মাণিকগঞ্জ

এখানে দেখা গেল যে কংগ্রেসকর্ম্মীদের মধ্যে স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য কোন উৎসাহ নাই। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা তাঁদের কাছে প্রস্তাব করে একযোগে এই অনুষ্ঠান পালন করিবার জন্য। কিন্তু তাঁরা রাজী হন না। একমাত্র বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী নগেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ নিজের চেষ্টায় স্বতন্ত্রভাবে যা পারেন তাই করিতেছিলেন। কিন্তু কমিউনিষ্টরা প্রচার করিয়া সভায় প্রচুর লোকসমাগম করিল। সভাকে সফল করিয়া তুলিল।

ঢাকার লক্ষ্মীনারায়ণ মিলের মজুররা স্বাধীনতা দিবস পালন করিবে ঠিক করিল। তারা ম্যানেজারকে অনুরোধ করিল পতাকা তুলিতে। ম্যানেজার মজুরদের সঙ্গে একযোগে পতাকা উত্তোলন ও সংকল্প পঠে করেন। মজুর ইউনিয়নের কর্ম্মীরাও সভায় বক্তৃতা দেন।

অন্যান্য মিলগুলিতেও রক্তপতাকা ও জাতীয় পতাকা তোলা হয়। বিকালে এক সাধারণ সভায় টেক্সটাইল মজুররা শোভাযাত্রা করিয়া আসিয়া যোগ দেন, সেখানে সংকল্প পাঠ হয়।

ঢাকার আউটপাস্তী, বরিশালের গাড়ু, কিশ্মা প্রভৃতি হইতে স্বাধীনতা দিবস পালনের খবর আসিয়াছে।

ইটাহার

বহুমুসলমান কৃষক, হিন্দু কৃষক সকলে একযোগে স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলন করেন।

ময়মনসিংহ সহরে

এবার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মন্মমনসিংহের জনসাধারণের ভিতরে বিপুল সাড়া পড়ে। স্বাধীনতা দিবসের কিছুদিন আগে হইতেই সমস্ত সহরে কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ হইতে এই অনুষ্ঠানের প্রচার কার্য্য চালান হয়। ২৬শে জানুয়ারী সকালে ৩টি প্রভাত ফেরী বাহির হইয়া সহরের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে। সকাল ৮-৩০ মিনিটে কংগ্রেস হইতে পতাকা উত্তোলন করা হইবে ঠিক হয়। ৫০০ লোকের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ১০০ কমিউনিষ্ট কর্ম্মী বজ্রমুষ্টিতে সামরিক কায়দায় পতাকাকে অভিবাদন জানায়। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কমিউনিষ্ট পার্টি বিপিন পার্কে একটি সভা ডাকে। প্রায় ১০০০ লোক সভায় উপস্থিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড মনি সিং। কমরেড আলতাব আলি, পবিত্র শঙ্কর, সুভাষ সিংহম, রামনাথ শুক্লা সভায় বক্তৃতা দেন। সভায় সকল দল ও সকল শ্রেণীর লোকই উপস্থিত ছিল। স্থানীয় কংগ্রেস নেতারাও সভায় যোগ দিয়াছিলেন।

হলদীতে স্বাধীনতা দিবসে দেশপ্রেমিকদের সাড়া

শ্রীরামপুর হুগলী জেলার রাজনীতিক কেন্দ্র। সেখানে স্বাধীনতা দিবসে এবার বিপুল সাড়া আসিয়াছে। স্বাধীনতা দিবস পালন করিবার জন্য কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা ডাক দিলেন—মজুর, ছাত্র, মধ্যবিত্ত সকলেই একতাবদ্ধভাবে স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলনে ও সভায় সমবেত হইয়াছে। মাহেশে মজুরদের জমায়েতে পতাকা উত্তোলিত হইল, কালীতলার মাঠের সভায় কমিউনিষ্ট ও অ-কমিউনিষ্ট সকলেই যোগ দিলেন। স্থানীয় কংগ্রেসসেবীরাও সেই সভায় বক্তৃতা করিলেন।

তেলিনীপাড়ায় মজুররাও পিছাইয়া নাই। তারা এক সভায় স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করিল।

হগলী চুঁচুড়ায় অনেক অঞ্চলে পতাকা উত্তোলন হয়। এই পতাকা উত্তোলনের উৎসবে সকল মতের লোকই যোগ দেন। দেশবন্ধু পার্কে অন্ধ্রের কংগ্রেস নেতা নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় পতাকা উত্তোলন করেন। মেছুয়াবাজারে স্থানীয় মুসলিম ছাত্র প্রতিষ্ঠানের সহিত অন্যান্য দেশপ্রেমিকরা একযোগে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মুসলীম ছাত্র বৃন্দ দাবী জানান—কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই।

চাঁপাডাঙ্গা হাটতলায় কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। চাঁপাডাঙ্গা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও স্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মী জগবন্ধুভূষণ দত্ত পতাকা উত্তোলন করেন ও সংক্ষ বাক্য করেন।

বর্দ্ধমানে স্বাধীনতা দিবস

প্রধান কংগ্রেস-সেবীদের কাছে যখন কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা গেলেন, তাঁরা স্বাধীনতা দিবস পালন সম্বন্ধে উৎসাহ দেখাইলেন না। কমিউনিষ্ট পার্টি তখন স্বাধীনতা দিবসের মর্য্যাদা রাখিতে আগাইয়া গেলেন। সাধারণ কংগ্রেসসেবী, লীগ পন্থী, হিন্দু মহাসভা কর্ম্মী সকলকে তাঁরা একত্র করিলেন। বিকালে টাউনহলে যে সভা হইল, এরূপ সভা বর্দ্ধমান সহরে অনেক দিন হয় নাই। সকল শ্রেণীর লোক এই সভায় যোগ দিয়াছে। প্রধান কংগ্রেস নেতারা আসেন নাই, কিন্তু জনসাধারণ দলে দলে আসিয়াছে। কমরেড শিবশঙ্কর চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন।

শচীন করগুপ্তের মুক্তি চাই

বরিশালের প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী ও মেছুয়াবাজার বোমার মামলার অন্যতম নেতা শচীন করগুপ্ত সাড়ে চৌদ্দ বৎসর জেল ভোগের পরেও মুক্তি পান নাই। গত ২৪শে ডিসেম্বর তাঁহার মেয়াদ পূর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু তাঁহাকে জেলের দরজায় (ঢাকা) পুনরায় নিরাপত্তা বন্দীরূপে আটক করা হয়।

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী জেল হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধকে সমর্থন করিয়া যে বিবৃতি দেন, শচীন করগুপ্ত তাঁহাদের অন্যতম। নিজের প্রচারের জন্য গভর্ণমেণ্ট ঐ বিবৃতি নানাভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু সেই বিবৃতির একজন স্বাক্ষরকারী পূর্ণ দত্ত ভোগের পরও মুক্তি পাইলেন না! ওধিকে মোস্লে প্রভৃতি ফ্যাসিষ্টকে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীই বা কি করিয়া শচীন করগুপ্তের পুনঃ গ্রেপ্তারের মত দিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

বরিশাল জেলা আজ মহামারীতে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় শচীন করগুপ্তের মত দেশপ্রেমিক যোদ্ধার বাইরে আসা প্রয়োজন।

আমরা দাবী করিতেছি—শচীন করগুপ্তকে এখনই মুক্তি দেওয়া হউক।

কিষাণ কর্ম্মীর মৃত্যু

দিনাজপুরের বিখ্যাত কৃষক-কর্ম্মী কমরেড ভূপেশ বানার্জি মেদিনীপুরের ভূপিয়ায় গত ১৯শে জানুয়ারী হঠাৎ হার্টফেল করিয়া মারা গিয়াছেন। তিনি বহুদিন যাবত ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছিলেন এবং কলিকাতায় আসিয়া কমিউনিষ্ট পার্টির রেষ্ট হোমে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। কমরেড ভূপেশের মৃতদেহকে লালপতাকা ও ফুলে সাজাইয়া শোভাযাত্রা সহকারে নিমতলা ঘাটে নিয়া সৎকার করা হয়।

আজ দিনাজপুরে যে বিরাট কৃষক আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে, কমরেড ভূপেশ ছিলেন তার অন্যতম নেতা। তাঁহার মৃত্যুতে কিষাণ আন্দোলনের প্রভূত ক্ষতি হইল। এই বীর শহিদের স্মৃতিতে আমরা আমাদের পতাকা অবনমিত করিতেছি।

Regd, No, C. 2836. ২৩নং ভিক্সন লেন, কলিকাতা, মডল প্রেসে অত্রিকুমার ব্যানার্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত। JANAYUDDHA

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

জনযুদ্ধ

প্রতি সংখ্যা ছ' পয়সা
বার্ষিক ৪৷, ৬ মাস ২৷, ৩ মাস ১৷০

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জি
এম,এল, ৭
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

২য় বর্ষ] বুধবার, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪, ২৬শে মাঘ ১৩৫০ [৪১শ সংখ্যা

★ কলিকাতায় রেশনিং ★

কলিকাতার রেশন দোকানে বরাদ্দমত চাল আটা কিনিতে গিয়াছিলাম। আমার একটু তাড়া ছিল। আর একজন খরিদ্দার কত পাইবেন দোকানী তাহার হিসাব করিতেছিলেন। খরিদ্দার আমার তাড়াতাড়ি দরকার বুঝিতে পারিয়া নিজে হইতেই বলিলেন, "আপনিই আগে নিন, আমি না হয় আপনার পরে নেব।"

অত্যন্ত সাধারণ ভদ্রতা, যাহা না থাকিলে সংসারে বাস করাই অসম্ভব হয়। কিন্তু দস্তুরমত অবাক হইলাম। এই ভদ্রতা তো এতদিন কলিকাতার লোপ পাইয়াছিল! আগে রেশন দোকান কম হইলেও কয়েক মাস ধরিয়া সারা কলিকাতার প্রায় ৮০০ দোকানে পরিবার পিছু কিছু চাল আটা কন্ট্রোল দরে কিনিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু কেনে কাহার সাধ্য! দোকানের সামনে লম্বা লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া; ভিড়, ঠেলাঠেলি, একে অন্যকে আগাইয়া যাইবার বিশ্রী আগ্রহ। পরস্পরের প্রতি হিংসা ও ক্ষুদ্রতায় দোকানের লাইন কলিকাতাবাসীর সামাজিক জীবনকে ছোট করিয়া দিয়াছিল।

৩১শে জানুয়ারী রেশনিং চালু হইবার পর হইতে দোকানে ভীড় নাই, সকলেই স্বাভাবিক ভাবে আসিয়া অনেক অল্প সময়ের মধ্যে কিনিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাই স্বাভাবিক জীবনের ভদ্রতা, পরস্পরের প্রতি সৌজন্য—যাহা মানুষের রোজকার জীবনকে সুন্দর করে—সে সবই আবার ফিরিয়া আসিতেছে। দোকানীরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমাদের দশজনের চাল-আটা এক মণ হইল, কিন্তু ছালা বা বস্তা আনি নাই। দোকানী বলিলেন, "তাতে কি হচ্ছে, আমাদের বস্তাতেই মুটে আপনাকে বাসায় পৌঁছে দেবে!" আগের দিনে হয় দোকানীকে গলা কাটা দাম দাও, আর নয়তো রেশন-দোকানীর মুখবাঁকটা সহ্য কর, যেন চাল বেচিয়া সে আমাকে অনুগ্রহই করিতেছে!

৩১শে জানুয়ারী কলিকাতা, হাওড়া, বালি, বেলুড়, গার্ডেনরীচ, বেহালা ও টালিগঞ্জে চাল, আটা ও চিনির রেশনিং চালু হইবার পর এই জিনিষটীই সকলের আগে চোখে পড়ে। সেদিন পর্য্যন্তও কি ছিল? গলাকাটা দাম দিতে না পারিলে চাল পাইব কি না পাইব তাহার কোনো স্থিরতা নাই; পাইলেও পরিবারের সকলের ভর পেট মত কিছুতেই হইবেনা; বাঁহারা গলাকাটা দাম দিতে প্রস্তুত তাঁহাদেরও ঝট করিয়া মিলে না, চুপি চুপি খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়। এই অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ ও অর্দ্ধাহারের ভিতর দিয়াই গত দুই বৎসর ধরিয়া কলিকাতাবাসীকে কোনো রকমে দিন কাটাইতে হইয়াছে। আর এখন রেশনিং চালু হইবার পর অনেক জায়গায় অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম। দোষ ত্রুটী, খারাপ মাল প্রভৃতির জন্য অভিযোগ অনেকেই করিলেন। কিন্তু অতি-বড় বিরোধীর মনেও দেখিলাম একটা স্বস্তি ও আশার ভাব। নিয়মিত চাল পাওয়া যাইবে এই ভরসা অধিকাংশের মনেই আসিতেছে, তাই তাঁহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন।

চোরাকারবারীর উপর প্রথম ধাক্কা

লোকের মনে ভরসা আসা সব চেয়ে বড় কথা। কারণ জন্য দরে ও নিয়ম মত রসদ পাইবে, লোকের মনে এ ভরসা থাকিলে চোরাকারবারীর কাছে তাহারা কিছুতেই কিনিতে যাইবে না। কলিকাতাই চোরা কারবারীর স্বর্গ, এখানে ধাক্কা খাইলে চোরা কারবারেরই অর্দ্ধেক ধ্বনিয়া পড়িবে, সারা বাংলা চোরা-কারবার, মজুতদার ও অনাহারের বিপদ হইতে বাঁচিবার অনেক ভরসা পাইবে।

সরকারী মহল অনেক সময় অনুযোগ করেন যে সরকারী দোষ, ত্রুটী, অকর্ম্মণ্যতা প্রভৃতি সমালোচনা করিও না, তাহাতে নাকি লোকের ভরসা কমিয়া যাইবে, চোরা কারবারী আরও সুযোগ পাইবে! মনস্তত্ত্বের এই সব সরকারী দিগ্গজদের জানা উচিত যে, ভরসা আকাশ হইতে পড়ে না—কাজ ও তাহার ফল চোখের সামনে দেখিলে তবেই লোকে ভরসা পায়। এখন রেশনিং বাস্তবিক চালু হইয়াছে, লোকে রীতিমত মাল পাইতেছে, তবেই লোকের মনে ভরসা আসিতেছে। কিন্তু সে ভরসা চিরকাল আপনা আপনিই থাকিবে না। রেশনিং-এর বহু গলদ আছে তাহাও লোকে চোখেই দেখিতেছে। এই সবে আরম্ভ বলিয়া রেশনিংকে সাহায্য করিবার জন্য লোকে এখন অনেক গলদ বরদাস্ত করিতেছে। গলদ যদি শীঘ্র দূর না হয়, তবে লোকে আবার ভরসা হারাইবে। কিন্তু নিজ হইতে গলদ দূর করিবার জন্য আমলাতন্ত্র খুব কমই নড়ে, তাহাও লোকে গত কয় বছরের অভিজ্ঞতায় হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে। কাজেই গলদ খুলিয়া ধরিতে হইবে, তাহা দূর করার জন্য আন্দোলন করিতে হইবে।

আমলাতন্ত্রের গুমোর ফাঁক

সরোজিনী নাইডুর উপর নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে
৭ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় পরিষদে
কংগ্রেস-লীগের মিলিত প্রতিবাদ
ফলে ম্যাক্সওয়েলের মুখে
এখন উল্টা সুর:
'কংগ্রেস জাপানীর পক্ষে, এ কথা সরকার তো বলে নাই!'
তবে এখনও গান্ধীজীকে ছাড়া হইতেছে না কেন?

রেশনিং-এর গলদ দূর করো

প্রথম ও প্রধান গলদ, অনেক জায়গায় চাল আটা খুব খারাপ দেওয়া হইয়াছে। একই দোকানে আজ ভাল চাল, কাল অখাদ্য চাল। আমরা বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৫০টী দোকানের চাল আটা দেখিয়াছি, তাহার অর্দ্ধেকেরও বেশী একেবারে অখাদ্য, বাকী চলনসই, কোথাও কোথাও খুব ভালও পাওয়া গিয়াছে। অর্দ্ধেক জায়গায়ই যদি খারাপ

(শেষাংশ ২ পাতায় দেখুন)

মজুরদের ৫।০ সের রেশন চাই

কলিকাতার রেশনিং ব্যবস্থার মুড়ি মিছরির এক দর! সুরহাবর্দ্দী সাহেবের মত বড় লোক, যাঁহাদের নানা রকম উপাদেয় ও দামী জিনিষ খাইয়া চাল বা আটা প্রায় না খাইলেও চলে, তাঁহারাও যতখানি চাল-আটা পাইবেন—আর যাহারা গরীব কুলী মজুর, সুরহাবর্দ্দী সাহেবের চেয়ে বেশী পরিশ্রম করে বলিয়া খায় বেশী অথচ সৌখিন খাবার কিনিবার ক্ষমতা না থাকায় চাল-আটার উপরই ভরসা করিতে হয়—তাহারাও শুধু ঐটুকুই চাল পাইবে। এই অসুবিধার দরুণ মজুর প্রতিনিধিরা সুরহাবর্দ্দী সাহেবের কাছে: দরবার করিতে গিয়াছিলেন যে, মজুরদের জন্য রসদ অন্তত সওয়া পাঁচ সের করা হউক। সুরহাবর্দ্দী সাহেব কিছু বাড়াইবার চেষ্টা করিবেন প্রতিশ্রুতি দেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলেন মজুরদের বেশী চাল আটার দরকার কি, উহারা বাজরা খাইলেই পারে! জিজ্ঞাসা করি, সুরহাবর্দ্দী সাহেব নিজে বাজরা খান না কেন? নিজেদের মত ভদ্রলোক শ্রেণীর ভরপেট চাল-আটাই তো তাঁহারা বরাদ্দ করিয়া লইয়াছেন—তবে মজুরেরাই বা ভরপেট পাইবে না কেন?

তা ছাড়া, বরাদ্দ ব্যবস্থার কথে মজুরদের রোজগার বা মাগগি ভাতারও কাট পড়িয়াছে। ইলেকট্রিক মজুরেরা আগে কোম্পানীর কাছ হইতে মাগগি ভাতার বদলে মাসে ৬৸৶১০ আনায় ৩৪ সের চাউল পাইত। এখন তাহাদিগকে সেই চাউল কন্ট্রোল হিসাবে ১৩৸৶০ আনায় কিনিতে হইবে, অর্থাৎ তাহাদের মজুরি প্রায় সাত টাকা কমিয়া গেল। তেমনি গ্যাস মজুরদেরও প্রায় সাড়ে পাঁচ টাকা লোকসান। এই রকম প্রায় প্রত্যেক কারখানার মজুরদেরই কিছু না কিছু লোকসান হইয়াছে। এই হিসাবে সমস্ত মজুরের মাগগি ভাতা বাড়াইয়া দিয়া তাহাদের লোকসান এখনি পুরাইতে হইবে। ইহাতে মালিকদেরও কোনো লোকসান নাই, আগে যাহা খরচ হইতেছিল তার চেয়ে এক পয়সাও বেশী খরচ হইবে না। তবু গভর্ণমেণ্ট মালিকদিগকে বাধ্য করাইতে দেরী করিতেছে কেন?

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী এই সমস্ত ও অন্যান্য দাবী করিয়া প্রায় ২৫টী মজুর ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সম্মেলনে একবাক্যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সব চেয়ে আশ্চর্য্য যে, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ, ডাঃ নলিনাক্ষ প্রভৃতি নেতা মুনাফাখোর কারবারীদের বাঁচাইবার জন্য এবার এসেম্বলিতে গলা ফাটাইতেছেন—তাঁহাদের মুখ হইতে মজুরদের এই ন্যায্য দাবী সম্বন্ধে রাও শুনিতে পাওয়া যায় না!

তা না যাক, মজুরেরা নিজেদের শক্তিতে ও কলিকাতার নাগরিকদের সমর্থনে এই দাবী আদায় করিবেই। কলিকাতায় রেশনিং চালু সম্বন্ধে মজুরেরা প্রথমে নীরব ছিল বলিয়াই আমলাতন্ত্র রেশনিংয়ে দেরী করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু ডিসেম্বর মাস হইতে রেশনিংয়ের দাবী লইয়া মজুররা যেই তুমুল তুফান তুলিল, কলিকাতার সমস্ত নাগরিকও তাহাদের সঙ্গে এক হইলেন। অমনি মাস দেড়েকের মধ্যে কর্ত্তারা রেশনিং চালু করিতে বাধ্য হইলেন। এবারও মজুর ভাইয়েরা তেমনি তুফান তুলিবে, দাবী আদায় করিয়া ছাড়িবে।

সম্পাদকীয়

মজুত উদ্ধার কর

বাংলার কতকগুলি জেলায় ধান চাউলের দ

মজুতদারের হাতে আমন ধান

নোয়াখালীতে দুর্ভিক্ষের অবস্থা

নোয়াখালি জেলায় চৌমুহানির বাজারে চাউলের দর প্রতি মণ ২০৲ টাকা, নোয়াখালি সহরে ২১৲ টাকা, ধানের দর বথারূমে ১১৲ টাকা এবং ১১।০ টাকা। কিন্তুদিন যাবত দর ক্রমাগত বাড়িতেছে। লোকে মনে করিয়াছিল সরকারী আমদানীতি অনুসারে বাঁধা দরে সরবরাহের ব্যবস্থা হইবে, দামও কমিবে। কিন্তু সরকার হইতে সরবরাহের ব্যবস্থা হয় নাই, দামও কমে নাই। এন, ডি, ও যেই ঘোষণা করিলেন বাঁধাদরের দামে কেহ বিক্রী করিতে পারিবে না, অমনি সঙ্গে সঙ্গে বাজারে ধান চাল বিক্রী বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। নোয়াখালীতে এখন দুর্ভিক্ষের অবস্থা বর্ত্তমান। গতবার ঠিক যেমন যেমন ঘটিয়াছিল, এবারেও ঠিক তেমন তেমন ঘটিতেছে।

সারা বাংলায় এবার ২৭ কোটি মণ আমন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে, অথচ নোয়াখালিতে এখন দুর্ভিক্ষের অবস্থা কেন দেখা দিল?

নোয়াখালি জেলা ঘাটতি জেলা, কিন্তু এবার যে ফসল ফলিয়াছে তাহাতে এ জেলার ৯ মাসের বেশী খোরাক হইতে পারে। কাজেই বছরের এই প্রথমেই চাউলের দর ২০৲ কেন হয়? বাঁধাদর চালু করিতে চাহিলে সে চাউল উধাও হইয়া যায় কোথায়?

নোয়াখালি জেলায় সরকার ধান চাউল খরিদ করে নাই বলিয়াই সে আজ বাঁধা দরে সরবরাহ করিতে অক্ষম, তাই আজ বাঁধাদর এখানে চালু হয় না।

নোয়াখালি জেলার অধিকাংশ ধান জোতদারদের দখলে। গত এক বৎসরে শতকরা ৫০ জন কৃষক গৃহস্থ কিছু না কিছু জমি বিক্রী করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছে। শতকরা ২৫।৩০ জন নিজেদের সমস্ত জমি বিক্রি করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। চৌমুহানির উত্তর পশ্চিম দিকে ১০ খানি গ্রামে তদন্ত করিয়া দেখা যায় যে শতকরা ৩২ হইতে ৪০টি পরিবার জমা-জমি ও সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী করিয়া সর্ব্বহারা হইয়াছে। সুখারাম মহকুমার ২নং দাদুপুর ইউনিয়নে রামহরি তালুক গ্রামে ১০০টি পরিবার তদন্ত করিয়া দেখা যায় তাহাদের মধ্যে ৫০টি পরিবার জমি-জমা সব বেচিয়া দিয়াছে। ইহাদের ঘরে ধান চাউল কিছুই নাই। ৩৬টি পরিবারের মধ্যে কাহারও ঘরে ৫।৭ মণের বেশী ধান নাই। ২নং পশ্চিমফুলে শতকরা ৬০জন জমিহারা। গত ২ মাসে একমাত্র দ্যাপন ভুঞা রেজেস্ট্রী অফিসে ৭০০০ খানা জমি রেজেস্ট্রী হইয়াছে।

এই সব জমি কিনিয়াছে জোতদারেরা, ধান এখন তাহাদের ঘরে মজুত আছে, তাহারাই অতিরিক্ত মুনাফার লোভে দাম চড়াইতেছে, বাঁধাদর চালু করিবার চেষ্টা হইলে তাহারাই প্রকাশ্য বাজারে বিক্রী বন্ধ করিয়াছে, হহারাই চোরাবাজারের প্রধান পাণ্ডা।

নোয়াখালির জোতদার এবং ব্যাপারীরা ধান চাউলের জন্য যে দর চায় সে দরে জেলার অধিকাংশ লোক কিনিয়া খাইতে অক্ষম। সেই সঙ্গে চলিতেছে ব্যাধি এবং মহামারী।

অথচ অন্য জেলা হইতে আমদানি করিবার ব্যবস্থা সরকার করে নাই, সাধারণ ব্যাপারীরা বরিশাল, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলা হইতে হাজার হাজার মণ ধান চাউল কিনিতেছে এবং ঐ সব জেলা হইতে বাহিরের লইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহারাও নোয়াখালিতে বিক্রীর ব্যবস্থা করে নাই। আইন সভার তর্ক বিতর্কে মিঃ সুরাবর্দ্দি ঘোষণা করিয়াছেন যে যানবাহনের অভাবে ঘাটতি জেলায় খাদ্য পাঠাইতে দেরী হইতেছে, অথচ মজুতদার ব্যাপারীরা অনায়াসেই বিভিন্ন উদ্বৃত্ত জেলা হইতে ধান চাউল রপ্তানি করিতেছে। ইহা হইতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে সুরাবর্দ্দির আমন নীতি মজুতদারের হাতে ধান সপিয়া দিয়াছে। অথচ আইন সভায় ডাঃ মালেনাক সাত্তার ঠিক উল্টা কথাই বলিয়াছেন।

নোয়াখালি জেলা কৃষক সমিতি আহ্বান করিয়াছে (১) দেশের যাহারা নিজেদের আতিরিক্ত মজুত করিয়া বাজার খালি রাখিতেছে তাহাদের মজুত মাল বাজারে তোল, (২) মজুত মাল এবং বিদেশ হইতে যাহা আমদানি হইবে তাহা সরকার এবং জনসাধারণের সহযোগিতায় বাঁধাদরে বিক্রীর ব্যবস্থা কর।

এই পথই নোয়াখালি জেলাকে বাঁচাইবার পথ। গতবছর এই জেলায় ১৭১৬টি গ্রামের প্রত্যেকটিতেই গড়পড়তা ১২০ হইতে ১২৫টি লোক অনাহারে এবং মহামারীতে মরিয়াছে। এবার মজুতের বিরুদ্ধে লড়িয়া আর একজনকেও মরিতে দিব না।

চাউলের দর বাড়িবার কারণ কি?

ঢাকায় চাউলের দর—১৮৲ হইতে ২০৲, চট্টগ্রামে—২৩৲, নোয়াখালীতে—২০।২১৲, কুমিল্লায়—২০৲। এই সব জেলা পুরাদস্তুর ঘাটতি জেলা, এখানে সরকারী ক্রয়ের ব্যবস্থা নাই। মজুতদারই এখানে চাউলের রাজা। (কন্‌ট্রোলদর ১৫৲)

মেদিনীপুর—একটী জায়গার খবর—১৬৲ হইতে চাউলের দর ১৮৲ টাকায় উঠিয়াছে। সরকারী এজেন্টকে দেখা যায় না।

রংপুর—কুড়িগ্রামের খবর—১৫৲ হইতে ১৮৲ টাকায় উঠিয়াছে। গভর্ণমেন্ট চাউল ক্রয় করিতেছে না।

দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি বাড়তি জেলা। দিনাজপুরে চাউলের দর—১৩৲-১৪৲, বরিশালে ১৫৲, ময়মনসিংহে ১৭৲, জলপাইগুড়ি—১৭৲। সরকারী ক্রয়ের হিসাব পাওয়া যায় না, তবে মজুতদার প্রচুর কিনিতেছে।

প্রামে ও সহরে দরের তফাৎ—রংপুর কাটালবাড়ি—১২।০, বদরগঞ্জ—১২।০, কিন্তু সেদপুরে—১৩৲ হইতে ১৭৲। ময়মনসিংহ—নালিতাবাড়ি ১২৲ ময়মনসিংহ সহরে—১৩।০-১৫৲। ঘাগোয়ার—গ্রামে—১৪৲-১৫৲, সহরে—১৮৲।

এই হিসাব হইতে কি বোঝা যায়? দর বাড়িতেছে সরকারী ক্রয়ের জন্য? না, সরকার ক্রয় না করিয়া মজুতদারের হাতে ছাড়িয়া দিতেছে, তার জন্য?

কলিকাতার রেশনিং

(১ম পাতার শেষাংশ)

চাল মিলিতে থাকে তো লোকের ভরসা কমিয়া থাকিবে? তা ছাড়া, এমন কি একজায়গায় খারাপ চাল আটা ঘাটতে লোককে বাধ্য করার কি কারণ আছে? সুরাবর্দ্দী, নাজিমুদ্দিন, ওয়াজেদ, আমেরি হইতে শ্রীবাস্তব, ভামাপ্রসাদ, মলিনাক্ষ পর্যন্ত সমস্ত মেজাই এক সুরে জানাইতেছেন যে এবার বাংলায় চালের অভাব নাই—এবং ইঙ্গলই লক্ষ দিয়া বলিতেছেন যে, কারবারীদের হাতে এই চাল কিনিবার স্বাধীনতা দিলেই বাংলা দেশে রসদের ছেউ-টেউ পড়িয়া যাইবে। তবে কলিকাতার লোককে পয়সা দিয়া খারাপ চাল খাইতে হইবে কেন? খারাপ চাল বাতিল কর, তাহার বদলে বাংলা বা বাংলার বাহির হইতে ভাল চাল-আটা কিনিয়া আন। কারবারীদের চাল কিনিবার স্বাধীনতা—যাহা শ্যামাপ্রসাদ-মলিনাক্ষ দাবী করিয়াছেন ও লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী মানিয়া লইয়াছেন—সে স্বাধীনতা কি চাল জমাইয়া রাখিয়া চোরা বাজারে ছাড়িবার জন্য, না লোকের প্রয়োজনে বিক্রয় করিবার জন্য?

সরবরাহের দায়িত্ব লও

অন্ন গলদ আরও অনেক আছে তাহা আমরা পরে সবিস্তারে আলোচনা করিব। প্রধান কথা রসদ বরাবর রীতিমত সরবরাহ করা এবং অযাচ্য না দেওয়া। যথেষ্ট ষ্টক মজুত থাকিলে তবেই নিয়মিত সরবরাহ করা যায়, লোকের ভরসাও বাড়িতে থাকে। মাত্র মাস ক্রমাগত রেশনিং আরম্ভ হইয়াছে। তাড়াতাড়ি এই ষ্টক বাড়াইতে না পারিলে লোকের মনে ভরসা কমিয়া যাইতে পারে। বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী অনেক সময় ভাবেন, কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতাকে খাওয়াইবার দায়িত্ব লইয়াছে, আমাদের ভাবিবার কি আছে? গোলমাল হইলে কেন্দ্রীয় সরকারই দোষী হইবে! ইহাদের মাথায় এটুকু ঢোকেনা যে, মরিলে তাহাদের দেশবাসীই মরিবে, এবং কাহারও দোষ দেখাইয়া তো মৃত্যুকে ঠেকানো যাইবে না। মন্ত্রীমণ্ডলী জনসাধারণের প্রতিনিধি, আমলাতন্ত্র নয়। কাজেই জনসাধারণকে খাদ্য জোগাইবার দায়িত্ব মন্ত্রীমণ্ডলীকেই লইতে হইবে, উপযুক্ত ষ্টক না থাকিলে বিদেশ কিনিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে কিম্বা কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রকে দিয়াই বাধ্য করাইতে হইবে। নহিলে তাহাদেরই মন্ত্রীত্ব টিকিবে না।

রেশনিং সম্বন্ধে কলিকাতার "বঙ্গশ্রী" ৪০জনের মনোভাবও একটু অদ্ভুত ঠেকিতেছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের সেলিম ভামাপ্রসাদ-বিশাল রায়-কমলুল হক অনুমানী চতু রেশনিং চাল অর্থাৎ এই অর্থের এই অর্থের তুমুল শোরগোল তুলিয়াছিলেন। চাল খারাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতীকারের ব্যবস্থা করা কর্পোরেশনের কর্ত্তব্য, সে জন্য আমরা তাঁহাদের বক্তব্য দিই। কিন্তু তাঁহাদের আলোচনা পড়িয়া দেখা গেল, রেশনিংয়ের যে ভালও আছে, উহাতে যে কিছু উপকার হইয়াছে, এবং জনসাধারণের স্বার্থে উহাকে জীয়াইয়া রাখার জন্য কর্পোরেশনেরও যে কিছু করিবার আছে—সে সব বিষয়ে তাঁহাদের কোনো মাথাব্যথা নাই, শুধু তারস্বরে উহার গলদ দেখাইয়া রেশনিংয়ের বিরোধী মনোভাবই তাঁহারা প্রায় সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন। যখন ডেষ্টিটিউট কলিকাতার পথে পথে হাজার হাজার মরিতেছিল ও সহরময় ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি রোগের বিষ ছড়াইতেছিল তখন সহরবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এই কর্পোরেশনের নেতৃবৃন্দ আঙ্গুলও নাড়েন নাই, ডেষ্টিটুটদের বাসের জন্য একটী আশ্রয় গড়িবারও প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। আজ হঠাৎ কলিকাতাবাসীর খাদ্যের জন্য তাঁহাদের এই প্রচণ্ড মাথাব্যথা যেন কেমন কেমন লাগে। শুনিলাম কর্পোরেশনের নিজস্ব যে ক'টি রসদ দোকান আছে সেখানে নাকি তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের চাল খারাপ এই অজুহাতে রসদ বিলিই বন্ধ করিয়াছেন। রেশনিংয়ের বিরুদ্ধে এই শোরগোলের পিছনে কলিকাতার চোরা-কারবারীদের অদৃশ্য হস্ত খেলিতেছে না তো?

রেশনিংয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

রেশনিংকে বানচাল করিয়া আবার যেমন খুসী কলিকাতাবাসীদের রক্ত শুষিবার জন্য চাউল ব্যবসায়ী মুনাফাখোরেরা দিব্যি করিতে চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছে। সেদিন কলিকাতার কোনো বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক ও লেখকেরা এক পরিচিতের গৃহে নিমন্ত্রিত হন। ভুরিভোজনের সময় দেখা গেল এই নিমন্ত্রণের আসল উদ্যোক্তা কলিকাতার করেকজন 'নামজাদা' চোরা কারবারী ও মজুতদার। তাঁহারা আসিয়া সাংবাদিকদের আপ্যায়িত করিতে করিতে বলিয়া ফেলিলেন, "আর আপনারা যদি কাগজ নিয়ে একটু সাদে থাকেন তো দেখে নেব সুরাহাবর্দীর রেশনিং কদিন থাকে।"

বালিগঞ্জের একটী রেশন দোকানে এক ভদ্রলোক চাল কিনিয়া বাহির হইলে জনকয়েক যুবক তাঁহার চাল দেখিয়াই বলে, "আরে রাম, রাম, এই অখাদ্য চাল কিনে নিয়ে যাচ্ছেন মশাই! ফিরিয়ে দিন, ফিরিয়ে দিন!" এইরূপ প্রায় প্রত্যেকটী খরিদারকেই তাহারা রেশনিংয়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করে—যদিও সে দোকানের চাল বিশেষ কিছু খারাপ ছিলনা। পরদিন ঐ যুবক কটিকেই আর একটী দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া ঠিক ঐরূপ করিতে দেখা যায়।

এই সমস্ত ঘটনা হইতে বুঝা যায় চোরা কারবারীরা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে এবং রেশনিং ভাঙিয়া তাহাদের রক্তশোষক ব্যবসা আবার চালু করিবার জন্য প্রাণপণে লাগিয়াছে। তাহাদের যথেষ্ট ক্ষমতা—তাহারা নেতাদের হাত করে, সংবাদপত্র হাত করে, মন্ত্রীমণ্ডলীর দুর্ব্বলতার সুযোগ নেয়, আমলাতন্ত্রের অনেককে ঘুষ দিয়া বশ করে। লোকের মধ্যে রেশনিং বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করিতে পারিলেই ইহাদের কিস্তি মাৎ হইবে। সুতরাং কলিকাতাবাসীকে সজাগ থাকিতে হইবে। রেশনিংয়ের গলদ দূর করিতে হইবে নিশ্চয় কিন্তু যাহারা রেশনিংকেই দূর করিতে চাহিতেছে তাহাদের যেন আমরা সাহায্য না করিয়া ফেলি। তাহার বদলে সমস্ত কলিকাতাবাসীকে মিলিয়া এই চোরাকারবারীদেরই দূর করিতে হইবে। কলিকাতাবাসীর দাবী ও মিলিত চেষ্টায়ই সরকার রেশনিং করিতে বাধ্য হইয়াছে। কমিউনিষ্ট পার্টি এই দাবীর পিছনে কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় জনসাধারণকে একত্রিত করিয়াছে, কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুসভা প্রভৃতিও এই দাবী সমর্থন করিয়াছে। সকলের মিলিত শক্তিকে সরকার উপেক্ষা করিতে পারে নাই। আজ আবার সকলে মিলিয়া লাগিলে রেশনিংয়ের গলদ দূর করা যাইবে, অথচ চোরা-কারবারীদের ষড়যন্ত্র হইতে রেশনিং বাঁচানো যাইবে।

জনযুদ্ধ

গ্রাম্যজীবন পুনর্গঠনের জন্য রিলিফের কাজে ঐক্য চাই

বাংলার অনেক রিলিফ কমিটী কাজ করিতেছে। কত লক্ষ লক্ষ টাকা, কাপড়, চাউল এই সব রিলিফ কমিটীগুলি সংগ্রহ করিয়াছে এবং তা দুর্গতদের সাহায্যের জন্য দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তবু বাংলার অবস্থা তো ফিরিতেছে না; বরং দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় সকলে শিহরিয়া উঠিতেছে। কারণ কি? কারণ এই যে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ফলে ভাঙ্গন লাগিয়াছে গ্রাম্য জীবনে। খড় শুও সাহায্য দিয়া লোকের সাময়িক সুবিধা হইতেছে বটে, কিন্তু গ্রাম্য-জীবন পুনর্গঠন তাতে হইতেছে না। সেই জন্যই গ্রাম্যজীবন পুনর্গঠনের প্রশ্ন আজকে সমস্ত রিলিফ কমিটিগুলির কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার ভিতর দিয়া পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তি ও তৈরী হইতেছে।

৩রা ফেব্রুয়ারী, বেঙ্গল রিলিফ কমিটির আমন্ত্রণে কলিকাতার রয়েল এক্সচেঞ্জ মেসে ১৮টী রিলিফ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লইয়া একটি সভা হয়। কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য মিঃ কুঞ্জরু ও মিসেস রেণুকা রায়ও এই সভায় যোগ দিয়াছিলেন। সদ্য মুক্ত কংগ্রেসনেতা শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্তও ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন।

গ্রাম্যজীবন পুনর্গঠন সম্বন্ধে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ প্রস্তাব করিলেন যে, একেকটী রিলিফ কমিটি এক একটা এলাকার ভার লউন এবং সেখানেই তাঁদের সমস্ত সম্বল নিয়োগ করুন। শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্ত হিসাব করিয়া দেখাইলেন যে এক একটা গ্রামকে গঠন করিতে দশ হাজার টাকা দরকার। শ্রীযুক্ত কুঞ্জরু, বিভিন্ন রিলিফ কমিটির প্রতিনিধি অনেকেই এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। পিপলস রিলিফ কমিটির প্রতিনিধি বলিলেন যে মেডিক্যাল রিলিফের প্রতিও বিশেষ জোর দেওয়া দরকার। মহিলা আত্মরক্ষার প্রতিনিধি বলেন যে, গ্রাম্যজীবন পুনর্গঠনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন স্থানীয়ভাবে সমস্ত রিলিফ প্রতিষ্ঠানের মিলিত কাজ।

এই সভায় এখনও কোন নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা ঠিক করা গেল না বটে, তবে এইটুকু ঠিক হইল যে গ্রাম্য জীবন পুনর্গঠনের কাজই এখন রিলিফ প্রতিষ্ঠান-গুলির সবচেয়ে প্রধান কাজ এবং এ বিষয় পরামর্শ করিবার জন্য সমস্ত রিলিফ কমিটির প্রতিনিধিদের সভা ও আলোচনা দরকার। এতদিন বাংলাদেশের বিভিন্ন রিলিফ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এইটুকু যোগাযোগও হয় নাই। আজকে বাস্তব অবস্থার চাপে মুস্লিম চাষার হাতে সুহৃদ করিয়া হিন্দু মহাসভা পর্যন্ত যে এক উদ্দেশ্যে আলোচনা করিতেছেন, ইহা মিলিত রিলিফ প্রচেষ্টার দিক দিয়া আশার কথা।

কিন্তু মিলিত কাজের আসল ভিত্তি এই সভাতেও গড়িয়া উঠে নাই। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ চান যে রিলিফ কমিটিগুলি আলাদা আলাদা এলাকা ভাগ করিয়া লউক। শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্ত এই সভায় যা বলিলেন ও তারপরে সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাতে দেখা যায় যে তিনি কয়েকটি 'আদর্শ গ্রাম' গড়িবার দিকেই বেশী মনোযোগী হইয়াছেন। কিন্তু গ্রাম্যজীবন পুনর্গঠনের সমস্যা শুধু এইভাবে সমাধান হইতে পারে না। গ্রাম্যজীবন ভাঙিয়াছে দুএকটি জায়গায় নয়, বাংলার সর্ব্বত্র। এবং এই ভাঙ্গনের পিছনে রহিয়াছে গ্রাম্যমহাজন হইতেআরম্ভ করিয়া সহরের চোরাকারবারী পর্য্যন্ত সকলকে লইয়া একটা বিরাট মুনাফা ও শোষণের যন্ত্র। ইহার হাত হইতে রেহাই পাইবার মত শক্তি ও ভরসা গ্রামের দুর্গত লোকদের জোগাইতে হইলে স্থানীয় ভাবে সমস্ত লোকের একত্রে দাঁড়াইতে হইবে। যতক্ষণ রিলিফ কমিটি গুলি আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করিবে, ততক্ষণ কোন এলাকাতেই স্থানীয় লোকের পরিপূর্ণ সমর্থন ও একতা এই কাজে পাওয়া যাইবে না। খণ্ড খণ্ড রিলিফের ফলে যে সমস্যা এখন রহিয়া গিয়াছে, সেই সমস্যাই থাকিয়া যাইবে। অর্থাৎ গ্রাম্যজীবন পুনর্গঠনের বদলে কিছু কিছু সাহায্যই মাত্র দেওয়া হইবে।

গ্রাম্যজীবন পুনর্গঠনের প্রশ্ন শুধু সাহায্যদানের প্রশ্ন নয়, সমাজকে, জাতিকে বাঁচাইবার প্রশ্ন। ইহার জন্য রিলিফ কমিটিগুলির একত্র না হওয়ার কোন কারনই থাকিতে পারে না।

ছাত্র-শিক্ষক যুক্ত রিলিফ কমিটির মেডিকেল স্কোয়াড

ময়মনসিংহের গ্রামে গ্রামে

মহামারীর বিরুদ্ধে অভিযান

(ছাত্র প্রতিনিধির ডায়েরী হইতে)

সরকারী দপ্তরের ইস্তাহার পড়িলে মনে হইবে, শুধু খাদ্য সংকট নয়, মহামারী সংকটও আমরা প্রায় পার হইয়া আসিয়াছি। কিন্তু সরকারী ইস্তাহারকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া ঘটনার স্রোত ভিন্নধারায় ছুটিয়া চলিয়াছে। ময়মনসিংহের ৬০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৪৫ লক্ষ ম্যালেরিয়ায় এবং ৩ লক্ষ অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত। একজন মিলিটারী অফিসারের হিসাব মতই বলা যায়, টাঙ্গাইল মহকুমার শতকরা একশজনই ম্যালেরিয়া রোগী। ময়মনসিংহ টাউনেই শুধু ১৫ দিনে ৮০ জন রোগী বসন্তে মারা গিয়াছে।

মহামারীর মৃত্যুস্রোত থামে নাই—বাড়িয়াই চলিতেছে। মহামারীতে মারা পড়িতেছে, শুধু কয়েক লক্ষ বাঙ্গালী নারী পুরুষের জীবন নয়, মারা পড়িতেছে কংগ্রেস, লীগ, মহাসভা, কমিউনিষ্ট পার্টি, মারা পড়িতেছে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন।

মেডিকেল রিলিফ শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেম

তাই আমরা কলিকাতা ছাত্র শিক্ষক যুক্ত-রিলিফ কমিটির পক্ষ হইতে ২৪শে জানুয়ারী একটি মেডিকেল ইউনিট ময়মনসিং রওনা হই। আমাদের সংকল্প তিন মাস ক্রমাগত ময়মনসিংহে একটি চিকিৎসাকেন্দ্র আমরা চালাইব। স্বাধীনতার সৈনিকদের বাঁচাইব।

মেডিকেল রিলিফকে ভিত্তি করিয়া আজ প্রত্যেক দল যে এক হইতে পারে, ময়মনসিং পৌঁছিয়াই এ সত্য উপলব্ধি করিলাম। কংগ্রেস, লীগ, মহাসভা, কমিউনিষ্ট পার্টি, বার এসোসিয়েশন, মেডিকেল এসোসিয়েশন প্রত্যেকেই আমাদের এই প্রচেষ্টার জন্য সাধুবাদ দিলেন, সহযোগিতা জানাইলেন এবং পরিচয় পত্র সঙ্গে দিলেন। বার হাজার রোগীকে চিকিৎসা করার মত ঔষধ আমাদের সঙ্গে। বার হাজার বাঙ্গালীকে বাঁচাইবার কাজে আমরা যদি সকল দলের সমর্থন পাইতে পারি, তবে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানকে বাঁচাইবার জন্য, সকল দল কেন এক হইতে পারিবে না?

সংকটের চেহারা

আমরা ঠিক করিলাম, সবচেয়ে পীড়িত অঞ্চলে আমাদের কেন্দ্র খুলিব। মনে মনে সবচেয়ে খারাপ অঞ্চলের চিত্রও আঁকিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু কঠোর বাস্তবের সামনে সেই চিত্র একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গেল। কিশোরগঞ্জের কস্তিমগঞ্জ থানার কাদির তরফলে আমাদের কেন্দ্র খুলিলাম। এখানে একটি হাই স্কুল ও একটি প্রাইমারী স্কুল, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এইখানেই তিন মাস কেন্দ্রটিকে চালাইবার সংকল্প আমরা লইয়াছি। চার রাত্র কেন্দ্রের রাত্রের দেওয়ান ঈশা খাঁর বাড়ীতেই আমরা কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছি। বাড়ীটি ঐতিহাসিক এবং যে কাজে আমরা আসিয়াছি, ঐতিহাসিক মূল্য তারো কম নয়।

মৃত্যুর চেহারা যে কত বীভৎস হইতে পারে, না দেখিলে মনশ্চক্ষু বলিয়া মনে হইবে। গুঞ্জাদিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের গোপীনাথপুর গ্রামে ৪০০ জনের মধ্যে ৩৭৫ জনই মারা গিয়াছে। চরকারাসী গ্রামে মারা গিয়াছে ৫১২ জন, ৪০টি পরিবার সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন। শ্রীপুর বৈষ্ণপাড়া গ্রাম সম্পূর্ণ উজাড় হইয়া গিয়াছে।

নূতন জীবনের সাড়া

আমরা ৩২ মাইল অঞ্চল নিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছি। শতকরা ৯৯ জনই ম্যালেরিয়া রোগী। রোগীদের অধিকাংশই পাঁচড়ায় ভুগিতেছে। এদের অধিকাংশেরই জীবনের মেয়াদ খল। মৃত্যুমুখে দেশবাসীর কাছে আমাদের মেডিকেল ইউনিট নূতন জীবনের আহ্বানের মত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এবার আমরা নিশ্চয়ই বাঁচিব—শত শত রোগীর কথায়, কান্নায়, আবেগে এই আকাঙ্খার ধ্বনি আমরা শুনিয়াছি। "সারাজ্ঞ রিলিফ দিয়া কি হইবে—" এই প্রশ্নের সমাধান পাইয়াছি, এই শত শত দেশবাসীর নূতন আশা, নূতন উৎসাহ, নূতন সংগঠন প্রচেষ্টার মধ্যে।

প্রথমদিন আউটডোর মাত্র একঘণ্টা খোলা থাকে। ১০০ জন রোগীকে আমরা ঔষধ দেই। পরদিন তুমুল বর্ষা, তা সত্বেও ১৫০ জন আউট ডোর হইতে ঔষধ নিয়া যায়। তারপর দিন সকাল বেলা মাত্র ৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫০০ রোগীকে আমরা ঔষধ দেই, আরো কয়েকশ'কে তখন ফিরাইয়া দিতে হয়, কারণ সিয়াচার তৈরী ছিল না। আউট ডোরের সামনে এত ভীড় যে ঔষধ বিতরণও কষ্টকর হইয়া পড়ে—একথা জানাইবার সাথে সাথে রোগীদের মধ্য হইতে করেকজন ভলান্টিয়ার হিসাবে বাহির হইয়া আসে এবং ভীড় সামলাইতে থাকে।

সমাগত রোগীরা বলিল—বাবু, আপনাদের খাওয়ার জন্য চাল ডাল আমরা নএাই করিব; এতে যে পয়সা আপনাদের বাঁচিবে, সে পয়সা দিয়া এখানে ঔষধ পাঠান।

দুর্ভিক্ষ, মহামারী পীড়িত এই অঞ্চল—মৃত্যুমুখ রুগ্ন দেশবাসীর মুখে এই সকল দেশপ্রেমের বাণী—সে রাত্রে নিজের চোখের জলে অবিশ্বাসী দেশপ্রেমিকের হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি।

গ্রাম না গোরস্থান?

সকালে আমরা আউট ডোরে ঔষধ দেই, বিকালে গ্রামে গ্রামে যাইয়া রোগী দেখিয়া আসি। ২৯শে জানুয়ারী সন্ধ্যার সময় বটচর গ্রামে গেলাম—রোগী দেখিতে। দেখিলাম, রোগী বড় বেশী আর অবশিষ্ট নাই, রাস্তার আশেপাশে, উঠানে, ভিটায় কবরের পর কবর সারি বাঁধিয়া পড়িয়া আছে, একটা কবর হইতে শৃগাল মৃতদেহ খুড়িয়া খাইতেছে—নরমৃত পাশে গড়াগড়ি যাইতেছে।

একটি বাড়ীতে ঢুকিলাম—৫ ঘর লোক, ৪টি ঘর সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন। একটি ঘরে মাত্র একজন স্ত্রীলোক তিনটি শিশু সন্তান নিয়া আছে প্রত্যেকেই ম্যালেরিয়ায় কাতর। একমাস আগে কৃষক সমিতির কর্ম্মীরা আসিয়া দেখে, প্রত্যেকটি ঘরে মৃতদেহ পচিতেছে, ঐ স্ত্রীলোকটির ঘরের মধ্যেই পচিতেছে—গোর দিবার কেহ নাই। অথচ ৪০ গজ দূরে একটি বাড়ীতে সুস্থ লোকেরা এ দৃশ্য দেখিয়াও চুপ করিয়া ছিল। কৃষক কর্ম্মীরা একদিনে ৫টি গলিত মৃত দেহকে গোর দিয়া যায়।

কিশোরগঞ্জের এস-ডি-ও আগামী একমাস পর্য্যন্ত আমাদের কেন্দ্রে প্রত্যহ ১ পাউণ্ড কুইনিন ও প্রত্যহ ৩০০ রোগীকে দুধ বিতরণের জন্য দুধ সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। স্থানীয় দুইজন ডাক্তার আমাদের ইউনিটের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মহামারী নিবারণী সপ্তাহ

৪ দিনে ৮০০০ হাজার লোক ঔষধ পাইল

ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে ১৯শে জানুয়ারী কমরেড কান্তি সেন জানাইতেছেন যে এই মহকুমায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ খুবই বেশী, শত শত লোক কলেরা, বসন্ত ও ম্যালেরিয়ায় মারা যাইতেছে। এই সংকটের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইয়া দাড়াইবার জন্য আমরা জনসাধারণের ভিতর প্রচার চালাই। মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান মহামারীর বিরুদ্ধে কাজ চালাইবার জন্য সহযোগীতার জন্য আমাদের ডাকেন। আমরা ১৫দিনে ৫০০ ম্যালেরিয়াগ্রস্থ রোগীকে কুইনাইন দেই। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা খুবই সামান্য। মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ ১৫ই হইতে ২১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত "সংক্রামক ব্যাধি নিবারণী সপ্তাহ" পালনের প্রস্তাব নেয়। সমগ্র এলাকার ডাক্তার, টিকাদার অভৃতি সকলকে ডাকা হয়। কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ হইতে আমরাও এই কাজে আগাইয়া আসিলাম। সকলের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায় এ যাবত ৪ দিনে ১৩টি ইউনিটে ২৫০০ জনকে কলেরার ইনজেকসন্, ৫২৭৮ জনকে বসন্তের টীকা এবং ১০০৭ জনকে কুইনাইন দেওয়া হইয়াছে। এই কাজের ভিতর দিয়া জনসাধারণের মন হইতে হতাশার ভাব কাটিয়া যাইতেছে।

মৃত্যুকে রুখিতে জনসাধারণের উদ্যম

জেলার এই দারুণ অবস্থা দেখিয়া বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকাল স্কুল হইতে ৬ জন ছাত্র ও এক জন ডাক্তারের মেডিকাল স্কোয়াড সোপামুখীতে গিয়াছে। কমিউনিষ্ট পার্টির ডাক্তার কমরেড সুধাংশু মুখার্জ্জি এই স্কোয়াড পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহারা ১৪ই জানুয়ারী হইতে ২০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ১৪২ মাইল ঘুরিয়া ১২টি গ্রামে ৫৬১ জন কলেরা ইনজেকসন্, ৩৯৩ জনকে বসন্তের টীকা এবং ৯৯ জনকে কুইনাইন দিয়া ছ। এই স্কোয়াডের কাজে স্থানীয় লোকেরা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এই সম্পর্কে সোনামুখী মিউনিসিপ্যালটির চেয়ারম্যান ডাঃ বিষ্ণু ঘোষ, ডাঃ সত্য দত্ত, হরিপদ দে, কৃষ্ণমোহন চন্দ, জেলাবোর্ডের স্যানিটারী ইনসপেক্টর অমল বানার্জ্জী, মিলিটারী ডাক্তার লেঃ লুলা আই, এ, এম, সি প্রভৃতির নাম বিশেষ উ

বাংলার শস্যভাণ্ডার

বরিশালে মজুতদারের রাজত্ব

নৌকা বোঝাই ধান জেলা হইতে সরিয়া যাইতেছে

বরিশাল জেলা বাংলার শস্য ভাণ্ডার। অনেক ঘাটতি জেলার জন্য খাদ্যশস্য এই জেলা হইতে সরবরাহ হয়। ঘাটতি জেলার শস্য যাহাতে কারবারীরা ইচ্ছামত অন্যত্র সরাইয়া লইয়া যাইতে না পারে, তার জন্য সরকার আইন করিয়াছেন যে, ২০ মণের বেশী ধান চাল কেহ বিনা লাইসেন্সে লইয়া যাইতে পারিবে না। কিন্তু এই আইন কার্য্যকরী করিবার জন্য আমলাতন্ত্র কতটুকু যত্নোন্মুখ করিয়াছে? বরিশালের শস্যের উপর যখন বাংলার অনেক ঘাটতি জেলার লোকের জীবন নির্ভর করিতেছে, তখন চোরা কারবারীরা প্রতিদিন আইনকে ফাঁকী দিয়া হাজার হাজার মণ ধান চাল সরাইতেছে। ধান কিনিবার ব্যাপারে তাদের মধ্যে চলিতেছে প্রতিযোগিতা, আর তারই ফলে ধীরে ধীরে ধান চালের দরও বাড়িতেছে। আমলাতন্ত্র এসব দেখিয়া শুনিয়াও নির্ব্বাক। কিন্তু জনসাধারণ নির্ব্বাক থাকিতে পারে না, সম্মিলিত চেষ্টা দ্বারাই এই চোরাকারবার রুখিতেই হইবে।

চন্দ্রমোহন অঞ্চল হইতে একজন কমরেড লিখিতেছেন:—সমস্ত স্থান খুঁজিয়া লক্ষ্য করা গেল, বিদেশী নৌকার আমদানী ক্রমেই বাড়িতেছে। নৌকাগুলি ১০০ মণ হইতে ৫০০ মণ পর্য্যন্ত ধান কিনিয়া লইয়া যায়। কোথাও কোনো বাধা দিতে দেখিলাম না। কোন হাটেই কোনো সরকারী এজেন্ট ক্রয় করে না।

চন্দ্রমোহন হাটে যে ব্যাপারীদের ধান কিনিতে দেখিয়াছি তাদের কাছে জানা গেল, তারা এই ধান ত্রিপুরা জেলার মদনপল্ল হাটে বড় বড় মহাজনদের কাছে বিক্রয় করিবে।

ধান কেনার ব্যাপারে চন্দ্রমোহন, পাতারহাট, কামারখানা প্রভৃতি হাটে মহাজনদের মধ্যে চলিতেছে প্রতিযোগিতা। তার ফলে ধান চাউলের দর চড়িতেছে। পাতারহাটে ৪ঠা জানুয়ারী চাউলের দর ছিল ১৫।১৬ টাকা। ৭ই তারিখে দর উঠিল ১৮ টাকায়।

অনেক সময় বিদেশী নৌকার মাঝি বলে, 'আমরা চাউল কিনিতেছি রিফিজের জন্য।' রিফিজের নাম করিয়া ফাঁকী দিয়া এইভাবে চোরাবাজারে চাউল উধাও হইতেছে।

তোজা হইতে কমরেড যজ্ঞেশ্বর রায় লিখিতেছেন যে, মেঘনার বুকে প্রতিদিন অনেক নৌকা দেখা যায়, চাউল কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। পটুয়াখালী অঞ্চলে যে ছাত্র স্কেয়াড রিফিজের জন্য গিয়াছিল, তাঁরাও জানাইতেছেন যে মেঘনার উপর সারি দিয়া চাউল বোঝাই নৌকা ঢাকা, চান্দপুর প্রভৃতির দিকে যাইতেছে।

আমতলী বরিশালের একটী বড় চাউলের কেন্দ্র। সেখান হইতে কমরেড বেনু দাশগুপ্ত লিখিতেছেন:

ভোরে ষ্টীমারে যাইতে অনেক বড় বড় নৌকা চোখে পড়িল। অধিকাংশই চাউল বোঝাই করা। প্রত্যেক নৌকায় অন্ততঃ ১৫০ মন চাউল ধরে। যাত্রীদের কাছে খোঁজ নিয়া জানিলাম, মহাজনগণ নদীর মাঝে কেনা বেচা করিতেছে।

আমতলার স্থানীয় একজন সরকারী কর্ম্মচারী বলিলেন, বোঝাই করা নৌকা প্রতিদিন ঢাকা ও চট্টগ্রামের দিকে যাইতেছে, পথে যদি কেউ ধরে টাকা দিয়াই ইহারা পার হইয়া যায়।

পটুয়াখালী উদ্বৃত্ত মহকুমা। আমতলা, কলাপাড়া ও গলাচিপা থানাতেই উৎপন্ন হয় সব চাইতে বেশী। সরকার এখনও চাউল কেনা সুরু করে নাই। অথচ এমনি করিয়া শত শত মণ চাউল চালান যাইতেছে। বর্ত্তমানে চাউলের দর ২০।২১ টাকা, গতবারে এই সময় ছিল ১১।১২ টাকা।

দেখিয়া শুনিয়াও কর্ত্তৃপক্ষ উদাসীন

বরিশাল সহর হইতেও ছোট ছোট নৌকায় বহুশত মণ চাউল বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী বরিশালের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার সন্দেহ হয় যে গড়ে বরিশাল হইতে রোজ রাত্রে অন্ততঃ ১০ হাজার মণ চাউল বাহিরে চলিয়া যাইতেছে।

এক জনসভায় এড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত অবনীনাথ ঘোষ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, ষ্টীমার কোম্পানীকে ফাঁকি দিয়া কোন কোন ব্যবসায়ী ২০০ খানা টিকিট একসঙ্গে কিনিয়া বহু চাউল বাহিরে চালান দিতেছে বলিয়া তিনি শুনিয়াছেন।

শোনা গেল, ঢাকার চাকেশ্বরী মিলের কর্ত্তৃপক্ষ নাকি স্থানীয় চাউল ব্যবসায়ী দক্ষিণা ঘোষের সঙ্গে চুক্তি করিয়াছে যে, দক্ষিণাবাবু তাহাদের ৫০হাজার মণ চাউল সরবরাহ করিবেন।

এমনি করিয়া বরিশালের চাউল মজুতদারের হাতে চলিয়া যাইতেছে। দেখিয়া শুনিয়াও কর্ত্তৃপক্ষ উদাসীন। কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ডেপুটেশন দিয়া দাবী করিল যে এই বে-আইনী চালান বন্ধ করিতে হইবে।

ঢোরাকারবারীকে সাহায্য করে কারা?

বরিশালের মুলাদী অঞ্চল হইতে নিম্নলিখিত খবর পাওয়া গিয়াছে:—

কৃষক সমিতির কর্ম্মীরা এই অঞ্চলে আমন রক্ষার প্রচারে বাহির হইয়াছিল। একজন লোক হঠাৎ আসিয়া তাঁদের খবর দেয় যে কিছুক্ষণ আগে হোমগার্ড এবং সিভিল সাপ্লাই ইন্সপেক্টর চাউল ব্যবসায়ীদের ৪টী নৌকা ১২৲ টাকা ঘুষ লইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। সংবাদ পাইয়া কৃষক সমিতির কর্ম্মীরা সিভিল সাপ্লাই ইন্সপেক্টর ও হোম গার্ডদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা যে টাকা ঘুষ লইয়াছেন তার প্রমাণ হইয়া যায়। বহু লোকের সামনে তাঁরা ব্যবসায়ীকে টাকা ফেরৎ দেন এবং কৃষক সমিতির কাছে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন যে, এরকম আর করা হইবে না। ব্যবসায়ীও কৃষক সমিতির কাছে লিখিয়া দিল যে বিনা লাইসেন্সে সে আর বিক্রয় করিবে না।

তিনি বলিলেন—'চাউল কেনা বেচার তদারক করিবার জন্য সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট গঠন করা হইয়াছে, তাহারাই যা করিবার করিবে। যাই হোক আমিও দেখি কি করিতে পারি।'

কিন্তু দেশবাসী উদাসীন নয়

কিন্তু জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আশ্বাসের উপর নির্ভর না করিয়া বরিশালের জনসাধারণ এইভাবে চাউল সরান বন্ধ করিবার জন্য সকলে মিলিয়াছে। কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীরা বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করিয়া একটি সম্মিলিত সভার আয়োজন করিল। ১০ই জানুয়ারী সভা হইল। কংগ্রেসসেবী, হিন্দু মহাসভা, কমিউনিষ্ট প্রভৃতি সকলেই সভায় আসিলেন।

কিন্তু সকলের স্বার্থে আমনরক্ষার জন্য এই মিলিত সভাতেও একদল লোক ভেদ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তারাই কোণঠাসা হইয়া সভা হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। সভায় মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান্ বরদা বাবু, কংগ্রেসনেতা সরলকুমার দত্ত, এ্যাডভোকেট অবনী নাথ ঘোষ প্রভৃতি যোগ দেন। সভার প্রস্তাবে সরকারের কাছে দাবী তোলা হইল যে অবিলম্বে মজুতকারীরা যে ভাবে চাউল সরাইতেছে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হোক। গ্রামের ফুডকমিটীগুলিকে মজুতদারের এই কারসাজীর বিরুদ্ধে সতর্ক হইতে বলা হইল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এই সভার দাবী জানাইবার জন্য একটি ডেপুটেশন ঠিক করা হইল, ডেপুটেশন দাবী তুলিয়াছে (১) ৫ মণের বেশী চাউল বাহিরে যাইতে পারিবে না, এই আইন জারী করা হউক। (২) যে সকল নদী দিয়া চাউল অন্য জিলায় যায়, সেখানে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হউক।

অন্য জেলারও একই অবস্থা

সর্ব্বত্র আমনলোভী মজুতদারের চক্রান্ত

মেদিনীপুর

তমলুক হইতে বশীর সাহেব লিখিতেছেন:—

কোলাঘাট অঞ্চল হইতে অন্যূন ছোট ছোট ব্যবসায়ীরের মারফৎ ১০০।১৫০ মণ পর্য্যন্ত চাউল প্রত্যেকে ১ মণ ২ মণ করিয়া রাত্রির ট্রেণে করিয়া লইয়া যাইতেছে। গ্রামের মধ্যে ছোট ছোট হাট (খাঁপুর, সুরাদিনী, বড়ুক, কোলাঘাট ইত্যাদি) হইতে এই চাউল কেনা হইতেছে। ফলে হাটে চাউলের দর ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে চাউলের মূল্য ১৩ টাকা হইতে ১৮।১৯ টাকা হইয়াছে।

দাঁতনপুরের শ্রীপদ আচার্য্য জানাইতেছেন:—

ঘাটাল মহকুমার দাসপুর থানার অন্তর্গত তেমুরালী থানা বিক্রয়ের একটি বড় কেন্দ্র। কতুকপুর, বালিচক প্রভৃতি থানা হইতে এখানে গরুর গাড়ীতে গো-ছালাতে প্রতি শনি, মঙ্গলবারে গড়ে ৫ শত মণ ধান আমদানি হয়। বড় বড় ব্যবসায়ীরাই প্রধান ক্রেতা। তারাই সব ধান কিনিয়া লইতেছে।

এই ধান ব্যবসায়ীদের মারফৎ দুর কামরার হাটে পৌঁছায়। যেখানে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এই ধান কিনিয়া হাওড়া, হুগলীতে নৌকাযোগে চালান দিতেছে। ২০শে জানুয়ারী পুলিশ ৬ জনকে এই ব্যাপারে ধরিয়াছে।

ইহার পর ব্যবসায়ীরা সোনাখালীতে ঘাঁটী করিয়া ধান কিনিতে সুরু করিয়াছে এবং অন্য পথে চালান দিতেছে। এস-ডি-ও এই ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। সরকারী ক্রেতার অভাবে ধান চাল আবার মজুতদারের হাতেই চলিয়া যাইতেছে।

ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ জেলার সেরপুর অঞ্চল হইতে গত বৎসর ৭ লক্ষ মণ চাউল বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইয়াছে অথচ এই সহরেই বহু লোক চাউলের অভাবে অনাহারে দিন কাটাইয়াছে। এবারেও অথাব গতিতে চাউল বোঝাই গরুর গাড়ী বাহিরে চালান যাইতেছে। এই পর্য্যন্ত ১০ হাজার মণের উপর চালান হইয়াছে। বাহির হইতে মহাজন খবিজার আসিয়া চাউল কিনিতেছে। স্থানীয় মহাজনরা তাদের হইয়া চাউল কিনিয়া দিতেছে। এই সব বড় বড় মহাজনদের কিনিবার সঙ্গে সঙ্গে চাউলের দর বাড়িয়া যাইতেছে।

গত ৩রা জানুয়ারী এস-ডি-ও মহকুমার বিভিন্ন স্থান হইতে কয়েকজন প্রতিনিধিদের ডাকিয়া চিনি, কেরোসিন প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে বিলি করার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কিন্তু তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে চাউল সরবরাহ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইতেছে, তিনি জবাব দেন—আমি কিছুই বলিতে পারি না।

হুগলী

হুগলী জেলার মগরা অঞ্চলের খবর আমাদের সংবাদদাতা জানাইতেছেন:—মগরায় ধানের দর ৮৷০ মণ। কিন্তু ধান বিক্রী করার পর চাষীরা চাউল পাইতেছে না। ধান কেহ আটকাইয়া রাখিতে পারে না। কারণ প্রথমতঃ অন্ন সংকটের সময় চাষী যে ধান বাঁধ লইয়াছিল, সেই ধার শোধ দিতে এখন তাকে তিনগুণ ধান ছাড়িতে হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ গ্রামের সমৃদ্ধিশালী মহাজনরা আগে থেকেই চাষীকে দাদন দিয়া রাখিয়াছে, এখন ধান বিক্রী করিতে চাষী বাধ্য হইতেছে।

হুগলী সহরের মল্লিকাসিম হাটে চাউল নাই। কিছুদিন আগে থেকে ব্যবসায়ীরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, আর কিছুদিন পরে চাউল পাওয়া যাইবে না—এখন যা পারো কিনিয়া রাখো। যাদের অবস্থা ভাল, তারা কিনিয়াছে, বাকী সকলেই চাউলের অভাবে ভীষণ কষ্টে পড়িয়াছে।

মজুতদারের হাতে আমন

তবু আমলাতন্ত্রের পরম আত্মতুষ্টি

মিঃ হাচবার্ণওয়েল উত্তর বঙ্গের তিনটী জেলার আমন ক্রয়ের কর্ত্তা। মজুতদারের হাত হইতে আমন ধান কি করিয়া বাঁচান যায়, এই সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য তাঁর সঙ্গে দিনাজপুরের বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড সুনীল সেন দেখা করেন। কমরেড সেন জানাইতেছেন:—

মিঃ হাচবার্ণওয়েলের সঙ্গে কথা কহিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। দিনাজপুরে ইতিমধ্যেই ২৫ লক্ষ মণ ধান মজুতদারের গুদামজাত হইয়া গিয়াছে। গ্রামের হাটে হাটে এখনও মিলমালিকরা এবং ফড়িয়ারা প্রচুর ধান কিনিয়া ফেলিতেছে। চালের দর বাড়তির দিকে। সরকারী ক্রেতার দেখা নাই। কিন্তু হাচবার্ণওয়েলকে দেখিলাম পরম আত্মতুষ্ট। তিনি ভাবিতেছেন, যাই হোক না কেন, এবার আর কোনো অভাব হইবে না।

তিনি বলিলেন: 'এবারে এই জেলাতে ৪ কোটী মণ ধান হইয়াছে। প্রচুর উদ্বৃত্ত থাকিবে। এ জেলার লোকেরা এবারে আনন্দে থাইয়া বাঁচিবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'কিন্তু মজুতদারেরা যে সব ধান কিনিয়া ফেলিল।' তিনি জবাব দিলেন, 'এই ব্যাপারে এতদিন কাজ করিয়া হাত পাকাইয়াছি। আমি জানি কি করিয়া ঐ চাউল গুদাম হইতে বাহির করিতে হয়।' সংরে রেশন প্রথা চালু করার সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'উদ্বৃত্ত অঞ্চলে রেশনিং করা বাতুলতা।' কত চাউল সরকার কিনিয়াছেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, 'ইহা জনসাধারণের জানিবার বিষয় নহে।'

আমলাতন্ত্রের কর্ম্মচারী বাড়তি অঞ্চল দেখিয়া এবং প্রচুর ধান দেখিয়া নিশ্চিন্ত। কিন্তু এই জেলা আগের বছরও বাড়তি জেলা ছিল—তাতেও এই জেলা দুর্ভিক্ষ হইতে রেহাই পায় নাই। মজুতদারের গুদাম হইতে ধান চাউল বাহির করিবার দন্ড গত বছরও আমলাতন্ত্র করিয়াছিল, কিন্তু কত মজুত বাহির করিতে পারিয়াছে? একবার মজুতদারের হাতে ধান চাউল ছাড়িয়া দিলে আইনের জোর যে আর টেঁকে না, তার অভিজ্ঞতা পাইয়াও আমলাতান্ত্রিক কর্ম্মচারী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, কিন্তু জনসাধারণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না।

জনযুদ্ধ

গ্রামে গ্রামে সমবায় ভাণ্ডার গঠন

আমন রক্ষায় কৃষক ও জোৎদার

'মিলকামাকীর বাসুনিয়া ইউনিয়নে এক বিরাট সভায় সমবায় ভাণ্ডার গঠনের জন্য সকলে সিদ্ধান্ত করিল। সেই সভাতেই কৃষক, জোৎদার, স্কুল মাষ্টার সকলে মিলিয়া ৮০০ টাকা চাঁদার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

চট্টগ্রামের বারখাইল অঞ্চলে প্রচার জোরাজ বাহির হইয়াছে ধর্ম্মগোলা আন্দোলনের জন্য। একজন ছোট জোৎদার কড়াভাবে জবাব দিল 'আমার ধান আমি বেচিব না, ধর্ম্মগোলাতেও দিব না।' তারপর সেখানে একটা সভা হইল। সেই সভায় কি হয় দেখিবার জন্য সেই জোৎদার হাজির হইয়াছে। সভায় আলোচনার পর সভাপতি মহাশয় ধর্ম্মগোলায় ধান জমা দিবার জন্য সকলকে ডাক দিলেন। গরীব চাষীরা যার যাহা সাধ্য দিবার প্রতিশ্রুতি দিল। একজন চাষী দিল ১০০ আড়ি ধান, অনেকে ১০।১৫ আড়ি করিয়া দিল। সেই বিরোধী জোৎদারও থাকিতে পারিল না—সেও ১০ আড়ি ধান জমা দিল। এমনি করিয়া সভাতেই ১০০০ আড়ি ধান সংগ্রহ হইল।

মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদি মহকুমায় নিম্নলিখিত জায়গায় ধর্ম্মগোলা তৈরী হইয়াছে:—আলুলিয়া ইউনিয়নে দুর্গাপুর গ্রামে একটি, বালিয়া ইউনিয়নে বাতুর গ্রামে একটি, যশহরী ইউনিয়নে যশহরী গ্রামে একটি।

মুলাদী ইউনিয়নে আমনরক্ষায় বিপুল সাড়া

মুলাদী ইউনিয়ন ঘাটতি এলাকা। তা সত্ত্বেও এবার যত ধান হইয়াছে, এত ধান কয়েক বছর হয় নাই। কিন্তু এই ধান মজুতদারের হাত হইতে কি করিয়া রক্ষা করা যাইবে? কৃষক কর্ম্মীরা গ্রামে গ্রামে প্রচারে বাহির হইল—'মজুতদারের হাত হইতে আমন রক্ষা করিতে ধর্ম্মগোলা বানাও।'

একটি সভায় ধর্ম্মগোলার জন্য ৩০ মণ ধানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। কৃষকরা নিজেরাই স্বোয়াড করিয়া ধান সংগ্রহ করিতেছে। একজন জোৎদার প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করিল, তার বাড়তি ১০০ মণ ধান কৃষক সমিতি মারফৎ বিক্রয় করিবে। আর একজন প্রতিশ্রুতি দিলেন ২৫ মণ ধান দিবার।

আর একটী গ্রাম—কুতুবপুর। এখানে একটী সভায় ধর্ম্মগোলার জন্য ১৯ মণ ধানের এবং ১৮৮৵৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। একজন বড় চাষীই ১০০০ টাকা দিবেন বলিলেন।

পূর্ব্ব তেরচর আর একটি ছোট গ্রাম। অত্যন্ত গরীব চাষীদের বাস এখানে। কিন্তু ইহারাই ৪।৫ মণ ধান দিয়াছে। কৃষকরা নিজেরাই বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ধান জোগাড় করিতেছে।

দক্ষিণ তেরচরের অধিবাসী মুলাদী বন্দরের একজন ব্যবসায়ী ১০০ মণ ধান কৃষক সমিতির মারফৎ কন্‌ট্রোল দামে বিক্রি করিবেন।

মুলাদী ইউনিয়নের কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ, ৫ হাজার টাকার ধান কিনিয়া ধর্ম্মগোলায় মজুত করিবে।

ধর্ম্মগোলার জন্য প্রচারের ফলে গরীব চাষীদের মধ্যেও একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তাদের সম্বল কিছুই নাই, তবু দেশকে বাঁচাইবার এই কাজে সাহায্য না করিয়া তারা থাকিতে পারে না। একটি মেয়ে, সে লঙ্গরখানায় খাইত, কর্ম্মীরা ধর্ম্মগোলার জন্য যখন ধান সংগ্রহ করিতেছিল, এই দুঃখু মেয়েটিও তার ভিক্ষালব্ধ ১ সের ধান ধর্ম্মগোলার জন্য দান করিল। একজন কৃষক অভাববশতঃ এক মণ ধান হাটে লইয়া যাইতেছিল বেশী দামে বিক্রয় করিবার জন্য। সে আমনরক্ষার ডাক শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। কৃষক সমিতির কাছে আসিয়া প্রতিশ্রুতি দিল, বাকী ধান সব সমিতির মারফৎ বেচিবে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন

এবার দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ীতে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের ৭ম অধিবেশন ১লা এবং ২রা মার্চ্চ হইবে। পূর্ব্বে ঠাকুরগাঁয়ে এই সম্মেলন করা ঠিক হইয়াছিল। কিন্তু সেখানে বসন্তের প্রাদুর্ভাবের জন্য স্থান পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়। ফুলবাড়ী বাদুরঘাট মহকুমায়। বি, এণ্ড, এ রেলের মেন লাইনের পার্শ্বে অবস্থিত।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা।

৫ হাজার কৃষকের সম্মেলনে

আমনরক্ষার পথ নির্ণয়

গত ১৭ই জানুয়ারী জয়পাইগুড়ি জেলার বোদা থানার অন্তর্গত শালসিরি খলই ইউনিয়নের নয়াহাটে কৃষক সমিতির ডাকে আমনরক্ষা সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনকে সফল করিবার জন্য ১৫টি স্বোয়াড বিভিন্ন অঞ্চলে চাষী ও জোৎদারদের মধ্যে প্রচার করে। বোদা—পঞ্চগড় প্রভৃতি জায়গার কয়েকজন জোৎদার সম্মেলনের পূর্ব্বে এক ঘোষণায় জানান যে এবার তাঁরা আধিয়ারদের কাছ হইতে কোন প্রকার সুদ লইবেন না।

সম্মেলনে বোদার ডাঃ সলিমুল্লা আহম্মদ সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, আমনধান সম্পর্কে সরকারী নীতি মজুতদারদেরই সাহায্য করিতেছে, সেই নীতি বদলাইয়া সরকারকে অন্ততঃ ৫ কোটী মণ ধান কিনিতে হইবে ও অনতিবিলম্বে সর্ব্বত্র রেশনিং চালু করিতে হইবে। সম্মেলন আরো দাবী করে যে, সমবায় ভাণ্ডার, ধর্ম্মগোলা, কন্‌ট্রোল রেটে জিনিষ বিক্রয়, কৃষিঋণ, ফিলিফ প্রভৃতি ব্যাপারে জনসাধারণের সহযোগিতা লইয়া এবং খাদ্য কমিটি মারফৎ কাজ করিতে হইবে।

মজুতদারের হাত হইতে আমন রক্ষার জন্য

যশোহরবাসীর দাবী

খাদ্য-সচিব সুরাবর্দ্দীর কাছে ডেপুটেশন

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী যশোহর জেলা মুসলিমলীগের সম্পাদক মৌলভী সৈয়দ আবুর রৌফের নেতৃত্বে যশোহরের অধিবাসীদের তরফ হইতে এক প্রতিনিধিদল খাদ্য বিভাগের মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দীর কাছে নিম্নলিখিত দাবী জানান:—

(১) যশোহর, বেনাপোল, অমৃতবাজার রোড, গদখালি প্রভৃতি ষ্টেশনে সরকারের কেনা যে ধান বহদিন পড়িয়া থাকিয়া নষ্ট হইতেছে তাহা জেলা খাদ্য ও রিলিফ কমিটির হাতে দেওয়া হউক। এই কমিটি ঐ ধান বাজারে ছাড়িয়া কন্‌ট্রোল দরে স্থায়িত্ব আনিবে।

(২) সরকার খাদ্য-কমিটীর সহযোগিতায় সহরে রেশনিং প্রবর্ত্তনের জন্য চাউল কিনুন।

(৩) সহরে অবিলম্বে রেশনিং প্রবর্ত্তন করা হউক।

(৪) যশোহর ঘাটতি জেলা, সুতরাং এখান হইতে ধান রপ্তানী বন্ধ করা হউক এবং যে ধান কেনা হইতেছে তাহা যশোহরেই সরকারী গুদামে রাখা হউক।

(৫) জেলার সর্ব্বত্র আটা, ময়দা, চিনি ও কেরোসিনের রেশনিং ব্যবস্থা খাদ্য কমিটির সহযোগিতায় প্রবর্ত্তন করা হউক।

সুরাবর্দ্দী সাহেব খাদ্য কমিটির সহযোগিতায় রেশনিং প্রবর্ত্তনের আশ্বাস দেন। কিন্তু প্রথম দাবী, অর্থাৎ সরকারের কেনা ধান সম্বন্ধে জানান যে সমস্ত ধানই ৭।০ মণের দরে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ডেপুটেশন এই ব্যবস্থায় আপত্তি জানান। কেননা, ইহা দ্বারা ব্যবসাদারদের হাতেই মজুত করিবার ও মুনাফা লুটিবার সুযোগ দেওয়া হইল।

সারা বাংলায় স্বাধীনতা দিবস পালন

সারা বাংলার এবারের স্বাধীনতা দিবসে দেশপ্রেমিক জনসাধারণের মধ্যে আসিয়াছে আশা ও ঐক্য। বাংলা জোড়া অন্নসংকট ও মহামারীর মধ্যে এই আশা ও ঐক্য আজকে জনসাধারণকে বাঁচিবার পথে আগাইয়া লইয়া যাইবে। জনসাধারণের খাদ্য লুটিতেছে লোভী মজুতদার—আমনের প্রাচুর্য্যের মধ্যেও দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় বাংলা শিহরিয়া উঠিতেছে। কিন্তু জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ হইলে কে আমন লুটিবে? স্বাধীনতা দিবসে বাংলার দেশপ্রেমিকদের বিরাট জমায়েৎ সমাজদ্রোহী, দেশদ্রোহীদের প্রথম ধাক্কা দিয়াছে। আমন রক্ষার কাজে, জনগণের খাদ্য ব্যবহার, মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেশপ্রেমিকদের ঐক্যের চরম পরীক্ষা।

বাঁকুড়া

বাঁকুড়ার জনসাধারণ উৎসাহের সহিত স্বাধীনতা দিবস পালন করিয়াছে। প্রাতে সহরের বিভিন্ন বাড়ীতে ও দোকানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বৈকালে ১৫০০ লোকের এক বিরাট শোভাযাত্রা সহর প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রাতে প্রায় ৪০০ মহিলা উপস্থিত ছিলেন। স্বাধীনতা দিবসের সভায়ও বিভিন্ন শ্রেণী ও মতাবলম্বী লোক উপস্থিত ছিল।

জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি সহরে স্বাধীনতা দিবসে নানাস্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়, ইহা ছাড়া সহরের পাঁচটি বিভিন্ন পাড়ায় ও কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এই সব অনুষ্ঠানে কংগ্রেস কর্ম্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। পাড়াগুলি হইতে এক একটি শোভাযাত্রা কংগ্রেস অফিসে গিয়া মিলিত হয়। সেখানে কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশ লাহিড়ী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। ৪০০ লোকের এক শোভাযাত্রা সহর প্রদক্ষিণ করে। বৈকালে ৭০০ লোকের এক সভা হয়। সেখানে কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে বক্তৃতা দেওয়া হয়।

মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থানে কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। বহরমপুর, লালবাগ, কান্দী, জঙ্গীপুর প্রভৃতি সহরে ও জোরকর্ণ ও সর্ব্বাজপুর গ্রামে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। বহরমপুর সহরে কমিউনিষ্ট পার্টি অফিসে কমরেড অনন্ত ভট্টাচার্য্য জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

বরিশাল

বরিশাল সহরে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি স্বাধীনতা দিবসে ১০০ জন মহিলা ও শিশুর একটি শুভাত ফেরী বাহির করে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং সংক্ষিপ্তবাক্য পাঠ করা হয়। আত্মরক্ষা সমিতিতে উপস্থিত মহিলারা কংগ্রেসের তরফ হইতে পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি হইতে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সভা করা হয়, তাহাতে শত শত মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

পটুয়াখালী সহরে কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের উদ্যোগে সহরের বিভিন্ন ছয়টি পাড়ায় ও একটি কেন্দ্রীয় স্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। প্রায় প্রত্যেক দোকানে ও ঘরে ঘরে জাতীয় পতাকা তোলা হয়। বিকালে কমরেড হীরালাল দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে ৫০০ লোকের এক সভা হয়।

চট্টগ্রাম

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কমিউনিষ্ট পার্টি অফিস, ছাত্র ফেডারেশন, মেডিকেল স্কুল হোষ্টেল ও অন্যান্য বাড়ীতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিকালে সহরের কেন্দ্রস্থলে লালদিঘীর পাড়ে জনসভা। উপস্থিত বক্তাদের মধ্যে ছিলেন মুসলমান মৌলভী, মুসলিম ছাত্রলীগের ছাত্র, কংগ্রেসকর্ম্মী, দোকানদার, এ, আর, পির কর্ম্মীগণ, কুলবধূ ও ও কিশোর দল। প্রথমেই জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত সুশান্ত চৌধুরী পতাকা উত্তোলন করেন। সভার সভাপতিত্ব করেন প্রবীন কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাস। সভায় সংক্ষিপ্ত বাণী পাঠ করা হয়। কমরেড রণবীর দাসগুপ্ত, কমরেড মনিন ঘোষ ও সভাপতি মহাশয় সভায় বক্তৃতা করেন।

ইহা ছাড়া ফতেয়াবাদ, চক্রশালা, কোয়েপাড়া, রোশংগিরি, তোয়াপ্পা প্রভৃতি জেলার বহুস্থানে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়।

ঢাকা

ঢাকা জেলার শ্রালাড়া, কুকুটিয়া প্রভৃতি স্থানে কমিউনিষ্টদের উদ্যোগে স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়।

ফরিদপুর

বাংলার অন্যান্য জেলার মত ফরিদপুর জেলায় বিভিন্ন স্থানেও স্বাধীনতা দিবস প্রতিপালিত হইয়াছে। এবারকার অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব এই যে শত শত কৃষক স্বাধীনতা দিবসের আহ্বানে সাড়া দিয়াছে। গয়হর, ইদিলপুর, কুলিয়া প্রভৃতি স্থানে স্বাধীনতা দিবস পালিত হইয়াছে। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা এই সব অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব নিয়াছেন।

কুমিল্লা

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এই জেলার নানাস্থানে প্রভাতফেরী, পতাকা উত্তোলন, শোভাযাত্রা, জনসভা, বৈঠক প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণপাড়িয়া, কুমিল্লা সহর, মুরাদনগর, ইলিয়টগঞ্জ, গাজিমপুর, চিতোশী প্রভৃতিস্থানে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। অনেকস্থানেই হিন্দু ও মুসলমান মিলিত ভাবে এই দিবস উদযাপন করিয়াছে। মুরাদনগরে কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিষ্ট পার্টি মিলিত হইয়া পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান পালন করে।

ময়মনসিংহ

সেরপুর স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিশে

মজুরের একতার কাছে মালিক জব্দ

বঙ্গলক্ষ্মী ও ভাটিয়ার মজুরদের জয়

ভাটিয়া

ভাটিয়ার শ্রমিকরা দিনরাত পরিশ্রম করিয়া উৎপাদন বাড়াইতেছে—কিন্তু লোভী মালিক গত তিন বৎসরেও মাহিনার কিছু বৃদ্ধি করে নাই। গত ২৭শে জানুয়ারী শানঘরের শ্রমিকেরা মাহিনা বাড়াইবার দরখাস্ত করিয়া কোরম্যানের কাছে দিলে—সে দরখাস্ত ছিঁড়িয়া ফেলে এবং বলে "কাহাকেও মাহিনা বাড়ানো হবে না।" ইহার পরে মালিকদের দালাল শানঘরের সর্দ্দার রামাধরকে উকানি দিয়া বলে—"কাজ কিছুক্ষণ বন্ধ কর—দাবী আদায় হবে"—আবার তখনি কোরম্যানের কাছে ৭ জনের ট্রিকিট নম্বর দিয়া বলে এই সাতজনকে তাড়াইয়া দিন, গোলমাল শান্ত হইবে। তখনি কর্তৃপক্ষ ঐ ৭ জনকে কাজ হইতে বরখাস্ত করিয়া দেয়। প্ররোচকের উত্তেজনায়—কারখানায় গোলমাল সুরু হয়—দেড় মিনিট কাজ বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় ইউনিয়ন আসিয়া হস্তক্ষেপ করে এবং শ্রমিকদের কাজে লাগিয়া পড়িতে বলে। কাজ আবার পুরাদমে সুরু হয় এবং শান ঘরের প্রতিনিধিরা ম্যানেজারের কাছে যায়। ম্যানেজার অবশ্য প্রথমে বলে "কারখানা থাকতে ঐ ৭ জন আর গেটে ঢুকতে পারবে না"। কিন্তু এই ম্যানেজারই কিছুদিন আগে শ্রমিকদের এ, আর, পি'র দাবীতে বলিয়াছিল: "তোমরা মরলে কোম্পানীর কি?' পরে আবার শ্রমিকদের একতাবদ্ধ চাপে—তাহাকেই বলিতে হইয়াছিল: "হ্যাঁ, আমরা এ, আর, পি ব্যবহার করে দেব।" শ্রমিকেরা সেকথা তোলে নাই—সেই একতার অস্ত্র জোর। সমস্ত কারখানার সব বিভাগের তুমুল আন্দোলনের ফলে ম্যানেজার ঐ ৭ জনকে আবার কাজে ফিরাইয়া লইল—এবং শানাইল যেন তাহারা আর ইউনিয়নের কথা মা শোনে। পরের দিন সেই সভায় সমবেত শ্রমিকের কণ্ঠ হইতে "ইউনিয়ন জিন্দাবাদ" ধ্বনি ম্যানেজারের এই হটোক্তির জবাব দিয়াছে।

বঙ্গলক্ষ্মী

১৮ই জানুয়ারী মাহেশের বঙ্গলক্ষ্মী মিলে মজুরদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, এই ওজুহাতে মালিক কল বন্ধ করিয়া দেয়। এর কিছুদিন আগেও মালিক এমনি করিয়াছিল—কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলনে মালিক আবার মিল খুলিতে বাধ্য হয়, কাঁতীদের রেট ও বোনাস আট আনা বৃদ্ধি করে, রেশনের দাম কিছু কমাইয়া দেয় এবং অন্যান্য দাবীপূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়। ২০শে জানুয়ারী এই সম্পর্কে মালিক, লেবার কমিশনার ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যুক্ত বৈঠকে ঐ দাবী বিবেচনা করার কথা স্থির। ঠিক তারই পূর্ব্বে ১৮ তারিখে আবার মিল বন্ধ করার কৌশল মালিক নেয়। নোটিশ দেয় ২৪ জন মজুরকে ছাঁটাই করা হবে—এবং প্রত্যেক শ্রমিকের কাছে আনুগত্যের সহি দাবী করে। সই না দেওয়ায় রেশন বন্ধ করে। ২৪জন ছাঁটাই মজুরদেরমধ্যে ১৪ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করে। উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলনে অগ্রণী কর্ম্মীদের পুলিশে গ্রেফতার করে। শ্রমিকরা ইহার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে। 'মিল চালু কর, উৎপাদন বন্ধ চলবে না। দাবীপূরণ কর, দালাল তাড়াও।' এইসব দাবীর পিছনে হাজার হাজার শ্রমিকের জমায়েত, ডেপুটেশান, দরখাস্ত। ধৃত মজুরদের মুক্ত করিয়া বাদের রেশন দেয়নি তাদের রসদ দিতে হইয়াছে, ২৪জন ছাঁটাইয়ের মধ্যে ১০ জনকে কাজে নিতে হইয়াছে। অভিযুক্ত ১৪ জনকে মামলা চলা পর্য্যন্ত রসদ দেওয়া, নির্দ্দোষ প্রমাণ হলে বাকী মাহিনা সমেত কাজে নেওয়ার কথা মালিককে দিতে হইয়াছে। মামলা তুলিয়া লওয়া ও শ্রমিকদের অন্যান্য দাবী মেটানোর কথা হইতেছে।

গোপালপুর চিনি কলে সমস্যা

চিনির উৎপাদন কি কমিবে ?

২৫শে ডিসেম্বর হইতে গোপালপুর চিনি কলে আখ মাড়াই সুরু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কাজ সুরু না হইতেই বিশেষ সমস্যা দেখা দিয়াছে। প্রথম সমস্যা রোগের। ডিসেম্বর মাসেই মিলের কর্ম্মচারী ও মজুরদের মধ্যে ১৫৭৭ জন লোকের এবং মিলের বাইরে আঁখ চাষীর মধ্যে ২৩৮৮ জনের ম্যালেরিয়া ছিল। কিন্তু ইহাদের জন্য মাত্র ৪ পাউণ্ড কুইনাইন পাওয়া যায়। জানুয়ারী মাসের ১লা হইতে ৬ই এর মধ্যে মিলের ২৮৮ ও বাইরে ৩৭৮ জন ম্যালেরিয়ায় পড়ে। ফলে মিল কর্ত্তৃপক্ষ একটি ব্যারাককে হাসপাতালে পরিণত করিতে বাধ্য হইয়া ছিল।

দ্বিতীয় সমস্যা—আখ বিক্রয় সম্পর্কে সরকারী সার্কুলার। এই সার্কুলারে বিক্রয় কেন্দ্রের ১০ মাইল ব্যাসার্দ্ধের মধ্যে—আখ চাষীদের মধ্যে নিজেদের প্রয়োজনের জন্যও গুড় তৈরী করা নিষিদ্ধ করিয়াছে। গ্রামে চিনি কনট্রোল দরে পাওয়া যায় না, মিল কর্ত্তৃপক্ষও সমস্ত আখ নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে লইবে—এমন কথা নাই—সরকারী আদেশও নাই—অপরদিকে ওয়াগণ। ফলে অনেক উৎপন্ন আখের অনেকই পচে নষ্ট হইবে, আগামী বৎসরের জন্য লাগাইবার সময় নষ্ট হইবে। এইজন্য আখ চাষীরা অত্যন্ত বিমুর্ষ। আগামী বৎসরের জন্য তাহারা মিল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে দাদন লইতে চাহিতেছে না। যথেষ্ট সার দিতে পারে নাই বলিয়া মিলের ক্ষেতের বাহিরের ক্ষেতগুলির অনেক আঁখ এই বৎসর পোকায় কাটিয়াছে।

তৃতীয়তঃ মিলের ক্ষেতগুলিতেও শ্রমিকের অভাব অত্যন্ত বেশী। মিলের সেক্রেটারী মজুর ইউনিয়নকে ৫০০০ মজুর দিতে বলিয়াছে। অন্য বৎসরের মত বাংলার বাইরের মজুর খাস সংকট ও মিলের অল্প মাহিনা দেখিয়া আসিতেছে না। প্রায় ১৫০।২০০ জন মজুর কাজে লাগিয়া অল্পদিনের মধ্যে চলিয়া যায়।

ইহার উপর কয়লার অভাব ও যন্ত্রপাতি পুরাতন হওয়ার ফলে উৎপাদন কমিয়া যাইতেছে। এই সময় অন্য বৎসর ৩০ হাজার মন আঁখ মাড়াই হইত এবার সে যায়গায় ১২।১৩ হাজার মন। গত বৎসরের আগে এখানে সাড়ে তিন লক্ষ মণ চিনি হইত—গত বৎসর হয় মাত্র দেড় লক্ষ—এবারে আরো কম হইবে আশঙ্কা। বেতজাদার কলেও এইরকম কম উৎপাদন হইতেছে। ইহাতে চিনির সংকট আরো বাড়িবে। কাজেই জনসাধারণ, সরকার, মালিক ও শ্রমিক সমবেতভাবে এখনই চেষ্টা না করিলে সংকট গুরুতর হইবে।

বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন

গত ১০ই জানুয়ারী রংপুরের পাইপাঙ্গা সহরে কমরেড নির্ম্মল বর্ম্মনের সভাপতিত্বে বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। রংপুর জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন এই সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। এই সম্মেলনে গাইবান্ধা বিড়ি মজদুর ইউনিয়নকে রংপুর জেলা মজদুর ইউনিয়নে পরিণত করা হয়। সর্ব্ব সম্মতিক্রমেই এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। রংপুর জেলা ব্যাপী সমস্ত বিড়ি শ্রমিকদের একত্র করিবার প্রচেষ্টা সভায় উপস্থিত ৩০০ শ্রমিকের মনে প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি করে।

শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি ও রেশনের ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। বর্ত্তমান বৎসরের জন্য ১৫ জনকে লইয়া একটি ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হয়—ইহার সভাপতি হন কমরেড নির্ম্মল বর্ম্মণ ও সম্পাদক দায়েমউল্লা সরকার, অফিস সম্পাদক কমরেড বিজয় মোদক।

মজুরের বরাদ্দ বাড়াও!

ট্রাম শ্রমিক ও রেশনিং

ট্রাম কোম্পানী হইতে শ্রমিকদের যে রেশন দেওয়া হয়—তাহা লইয়া শ্রমিকদের মধ্যে নানা অসন্তোষ ছিল। চাউল পচা ও কাঁকরপূর্ণ দেখিয়া বেলগাছিয়া ডিপোর শ্রমিকরা গত মাসের প্রথমে তো রেশন লয় নাই। ট্রাফিক ম্যানেজার নিজে অনুসন্ধান করিয়া ভরসা দেন যে ইহার প্রতিকার হইবে। কিন্তু পরের দিনও তদ্রূপ মত কোন কাজ হইতে না দেখিয়া বেলগাছিয়ার প্রায় ২০ জন শ্রমিক লেবার কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে এবং একজন লেবার অফিসার লইয়া ট্রাফিক ম্যানেজারের কাছে যায়। অনেক আলোচনার পর অল্প সেকশন হইতে ভাল চাউল দিতে কর্ত্তৃপক্ষ রাজী হয় এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধি লইয়া যুক্ত রেশন কমিটি গঠিতে সম্মত হয়। খারাপ চাউল বলিয়া ঐ সময় যাহারা চাউল লয় নাই তাহারাও চাউল পাইবে সাব্যস্ত হইয়াছে। গাড়ী চালু রাখিয়াও এমনি ভাবে দাবী আদায় করাতে শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছে।

রেশনের খাদ্যে ভেজাল ?

২৭শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে ট্রাম-মজুরদের মধ্যে তাহাদের মেসের ঠাকুর, চাকর, বাবুর্চ্চিদের পা ফুলিয়া বেরিবেরির মত হইয়াছে। রাজাবাজারে ২০।২৫ জন, পার্কসার্কাসে ৬৬ জন। কালিঘাটের কেবল ডোম্বার মেসেই প্রায় ১১ জনের এইরূপ হইয়াছিল। কোম্পানী হইতে যে রেশন দেওয়া হইয়াছিল তাহার সম্পর্কে বহু অভিযোগ শ্রমিকদের ছিল—কাঁকর ও ধুলা ভরা চাউল, পচা আটা ও ভেজাল তেল সম্পর্কে অনেক অভিযোগ শ্রমিকদের তরফ হইতে গিয়াছে। ইউনিয়ন হইতে করপোরেশনের হেলথ অফিসারের কাছে চাউল, আটা ও তেলের নমুনা পরীক্ষার জন্য দেওয়া হইয়াছে। মজুরে ন্যায্য প্রাপ্য খাদ্য সরবরাহে কোথায় জুয়াচুরী চলিতেছে, তাহা সন্ধান হওয়া দরকার। মন্ত্রীমণ্ডলী এ বিষয়ে অবহিত হোন।

রেশনিং-চাউলের পরিমাণ বাড়াও

বগজলের মোল ঘরে ২৭শে জানুয়ারী প্রায় ১২০০ শ্রমিক একজন সভায় দাবী করিয়াছে রেশনিং-এর চাউল /৪।০ করিতে এবং মাগ্গী ভাতা ৩০৲ টাকা করিয়া দিতে। চটকল শ্রমিকেরা ৫০ হাজার সহির আন্দোলনে জাঁচ কমিটি বসাইবার দাবী করিয়াছেন। তাহারা ইউনিয়নকে শক্তিশালী করিয়া তাহাদের দাবী আদায় করিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। কমরেড হীরালাল ও শম্ভীপদ, অবনী সেন ও ইন্দ্রজিত গুপ্ত সভায় বক্তৃতা করেন।

মেটিয়াবুরুজ মজুরদের দাবী

২৯শে জানুয়ারী মেটিয়াবুরুজ কবরডাঙ্গাতে ২০০০ শ্রমিকের এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। রেশনিং শ্রমিকদের তিন ইউনিট করিয়া দিতে হইবে এবং রেশন দোকানগুলির উপর শ্রমিকদের তদারক কায়েম করিতে হইবে—এই ছিল সভার দাবী। সভার কমরেড পাঁচুগোপাল তাম্বুড়ী, আখার রেজ্জাক খাঁন, নিত্যানন্দ চৌধুরী বক্তৃতা করেন। প্রত্যেকটি শ্রমিক ইউনিয়নে জমায়েত হইলে তবেই যে দাবী আদায় করা যায়—তাহা গত কয়েক বছরের উদাহরণ দিয়া বোঝান হয়। সভায় প্রত্যেকটি জোতা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছে, আত্মবিশ্বাসে, দৃঢ়তায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে—প্রত্যেকটা শ্রমিককে ইউনিয়নে আনিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

কলিকাতার কিশোরবাহিনী

সমাজসেবার আদর্শে সরস্বতী পূজার উৎসব

হিন্দু ঘরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে সরস্বতীপূজার মত আনন্দ উৎসব আর একটিও নেই। অন্যান্য বছরের মত এবারেও চারিদিকে বিরাট উজোগ আয়োজন হৈ হৈ রৈ রৈ। কিশোরবাহিনীর ছেলেমেয়েরাও চুপকরে বসে নেই। নিজেদের পাড়ার পাড়ার সবার আগে এগিয়ে এল তারাই। শুধু আমোদে মেতে থাকলে চলবে না—হাজার হাজার দুঃস্থভাইবোনদের কথাও মনে রাখতে হবে, এখানেই অন্যসব পূজার সাথে কিশোরবাহিনীর সভ্যদের পার্থক্য।

বড়বাজারের কিশোরবাহিনীর আমন্ত্রণ লিপিতে লেখা—"বাণীর পূজা আমাদের জ্ঞানের ও সত্যের সন্ধান দেবে। আমাদের জাতীয় জীবনে ইহাই সব চেয়ে বেশী দরকার।" তাই তারা পূজার উৎসবকে আমোদ-প্রমোদ ও অভিনয়ের মধ্যদিয়ে দেশকে জানবার ও বোঝবার অনুষ্ঠানে পরিণত করল।

কালীঘাটের কালিদাস পতিতুণ্ডি লেনের কিশোররা কয়েকদিন আগে স্বাধীনতা দিবসন উপলক্ষে স্বাধীনতা দিবসের গান পথে পথে গেয়ে প্রতিবেশীদের মাতিয়ে তুলেছিল। পূজার রাতে বিচিত্র অনুষ্ঠানের সময় পাড়ার সমস্ত অভিভাবকরাই কিশোরদের অনুরোধ করলেন এই আসরেও আবার সেই গান গাইতে। ছেলেমেয়েদের মুখে গর্ব্বের হাসি। এই পাড়াতেই থাকেন একজন এম, এল, এ। দু মাস আগে কিশোর সমাবেশ টিকিট তার কাছে বিক্রী করতে গেলে, তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এই বলে—'তোমরা খালি রাজনীতি আর গোলমাল করে বেড়াও'। এবার সরস্বতী পূজায় তিনি নিজে ডেকে নিয়ে একটাকা দিয়ে বলেন "আমার ভুল ভেঙেছে—পাড়ার দুঃস্থদের দুঃখ দূর করার জন্য তোমাদের আকুল চেষ্টা আমি অবাক হয়ে দেখছি—লক্ষ্য করেছি মাত্র দু'মাসে কেমন সুন্দর ব্যবহার ও শৃঙ্খলা তোমরা শিখেছ"

কলকাতার সেরা বাহিনীগুলোর মধ্যে শ্রিয়নাথ মল্লিক রোডের কিশোরবাহিনী অন্যতম। পূজা উপলক্ষে এরা তুলেছে ষাট টাকা। পাড়ার সবার সাহায্য নিয়ে পূজার দিন খাওয়ান হয়েছে প্রায় তিনশত লোককে। বিনয়রায়ের দুর্ভিক্ষ নৃত্য এরা দেখেছে। পূজার রাতের বিচিত্র অনুষ্ঠানে তারই অনুকরণ করল এরা। কিন্তু তার মধ্যে নূতনত্ব এই যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে ধ্বংসই এ নৃত্যের শেষ নয়। কিশোরদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির তেজের দুর্ভিক্ষ আর মহামারীকেই শেষপর্য্যন্ত ঘায়েল হতে হল।

ফার্ণরোডের কিশোরবাহিনী এই উপলক্ষে পাড়ার বস্তীর ৩৬টী ছেলেমেয়েকে জামা কাপড় দিল। আর নিমন্ত্রণ করে এল বস্তীর মা ও বাবাদের। তারা কিন্তু প্রথমে আসতে চাইল না—এই বলে যে—যেখানেই তাদের ডাকা হয় সেখানেই তারা পেয়ে এসেছে শুধু অপমান আর উপেক্ষা। কিশোরবাহিনীর নেতারা তাদের বোঝাল—কিশোরবাহিনীর কাছে সব মানুষ সমান। শেষে দেখা গেল পূজোর দিন দলে দলে বস্তীর মা ও বাবারা ছেলেমেয়েদের নিয়ে উৎসব প্রাঙ্গণে এসেছে প্রসাদ নিতে। ফিরতি পথে তাদের মুখে কিশোরবাহিনীর সুখ্যাতি আর ধরে না।

পরের দিন অপরাহ্ণে দেশবন্ধুর স্মৃতিমন্দিরের প্রাঙ্গণে দক্ষিণ কলিকাতার সমস্ত কিশোরবাহিনীর এক মিলন-মেলার অনুষ্ঠান হয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আপন আপন ঠাকুর নিয়ে সবাই শোভাযাত্রা করে এসে সমবেত হয়। সেখানে দেশপ্রেম মূলক নাচ গানের পর একমিলিত শোভাযাত্রা পথে বের হয়, আপন আপন পতাকা ও ফেষ্টুনসহ শতশত ছেলেমেয়েদের এই শোভাযাত্রা সকলেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মাঝে কলকাতার কুড়িটী কিশোরবাহিনী সরস্বতী পূজার শেষে এখন আবার আপন আপন বাহিনীকে আরো জোরাল করে গড়ে তোলার কাজে লেগে গেছে।

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার দেশ সোভিয়েট

সোভিয়েট শাসনবিধিতে সম্প্রতি কয়েকটী অদলবদল ঘটার সারা দুনিয়ার চমক লাগিয়াছে, জগতে যে একমাত্র সোভিয়েট দেশই প্রকৃত সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতার দেশ, তাহা প্রমাণ হইয়াছে।

ষোলটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র লইয়া সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। বহু জাতির দেশ সোভিয়েট; সকল জাতির সমান অধিকার সেখানে স্বীকৃত; ইচ্ছা করিলে যে কোন রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়িয়া যাইতে পারে। বিপ্লবের দিন হইতেই সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ কখনও সর্ব্বজাতির এই অধিকারকে অতুষ্ঠ মনে ও নির্ভরে প্রচার করিতে সঙ্কোচ করে নাই। ইয়োরোপ ও এশিয়ার বহু জাতি তাই আজ বিরাট সোভিয়েট পরিবারে স্থান পাইয়া স্বাধীন, সুসংযুক্ত জীবন কাহাকে বলে তাহার আস্বাদ পাইয়াছে।

সোভিয়েটের নূতন কানুন

নূতন সোভিয়েট কানুন অনুসারে এই ষোলটী রাষ্ট্রের মধ্যে প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র বাহিনী গঠন করার অধিকার থাকিবে, স্বতন্ত্রভাবে বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, দূত প্রেরণ প্রভৃতির অধিকার থাকিবে।

অবশ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাহিনী ও বৈদেশিক বিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্য ও ঐক্য স্থাপনের জন্য সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী ও বৈদেশিক বিভাগও থাকিবে। কিন্তু বিপুল, প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে সোভিয়েটের নকল জাতিকে এরূপ অবাধ স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হইল দেখিয়া জগৎ চমৎকৃত হইয়াছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস যাহারা জানে, তাহাদের কাছে সোভিয়েট শাসনবিধির এই পরিবর্তন একেবারেই অভাবনীয় মনে হইবে না। ইহা সোভিয়েটে স্বাধীনতারই অতি স্বাভাবিক পরিণতি।

সর্ব্বজাতির সমান অধিকার

প্রত্যেক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়া যাওয়ার অধিকার সোভিয়েট শাসনবিধিতে প্রথম হইতে স্বীকৃত হইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েট কাউন্সিলের দুইটী বিভাগ আছে; একটিতে লোক সংখ্যা অনুসারে সোভিয়েট দেশের প্রত্যেক অঞ্চল হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়, অপরটীতে লোকসংখ্যা ও সমৃদ্ধি নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সমান সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠায়, অর্থাৎ বিরাট রুষদেশ যত লোক পাঠায়, ইয়োরোপের এস্তোনিয়াও ততলোক পাঠায়, এশিয়ার উজবেকিস্থান বা তাজিকিস্তান ও ঠিক সেই সমানসংখ্যক প্রতিনিধি পাঠায়। এক জাতি যে অপর জাতির উপর অন্যায়, প্রাধান্য খাটাইতে না পারে, সে জন্যই এই ব্যবস্থা।

স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছাড়াও সোভিয়েটে স্বায়ত্তশাসিত রিপাবলিক, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ও জাতীয় অঞ্চল বলিয়া কয়েকটী ভাগ আছে। কুদ্রতম জাতিও যাহাতে নিষ্পিষ্ট না হয়, দেশশাসনে যাহাতে তাহারা অংশ গ্রহণ করে, তাহার ব্যবস্থা শুধু সোভিয়েটেই আছে।

এদেশের চেহারা কেমন হইবে

এই প্রসঙ্গে, ভারতে সোভিয়েট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার চেহারা কিরূপ হইবে, এ বিষয়ে কিছু আন্দাজ করা যায়। বাঙালী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতির যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়া যাওয়ার স্বাধীনতা থাকিবে; বাংলার ভিতরই কয়েকটী স্বায়ত্তশাসিত রিপাবলিক বা অঞ্চল নিশ্চয়ই থাকিবে, পূর্ব্ব-বাংলা, পশ্চিম-বাংলা, উত্তর বাংলার বাসিন্দার যদি চায়, তো আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তাহাদের থাকিবে; সাঁওতাল, কোল, ভীল, মনিপুরী, পাহাড়ী প্রভৃতির জন্য জাতীয় অঞ্চলের ব্যবস্থা থাকিবে। সকলেই দেশশাসনে অংশ গ্রহণ করিবে, সকলেই নূতন করিয়া জীবনকে গড়িয়া তুলিবার অধিকার ও সুযোগ পাইবে।

স্বাতন্ত্র্যের অধিকার থাকিলেই যে তখনই পৃথক পাঠ স্বতন্ত্র হইয়া যাইতে হইবে, এখন কোন কথা নাই। যেখানে সোশালিষ্ট সমাজ, সেখানে স্বতন্ত্র অধিকারও থাকে, ঐক্যবদ্ধ হইয়া সজাজীবন বিকাশের কাজও চলিতে থাকে। ইহাই সোভিয়েটের শিক্ষা।

অন্যান্যদেশে যখন যুদ্ধের দরুন পার্লামেন্টে নির্ব্বাচন স্থগিত থাকে, যখন আমেরিকার মত রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন কমাবত পিছাইয়া দেওয়া দরকার মনে হয়, রাজনীতি লইয়া কোলাহল উঠিলে যুদ্ধ প্রচেষ্টা বিঘ্ন হইয়া উঠিবার আশঙ্কা দেখা যায়, তখন সোভিয়েটে সকলের সম্মতি লইয়া এই বিরাট পরিবর্তন বাহাল হইতে পারে দেখিয়া আজ সকলে অবাক। দুনিয়ার ইতিহাসে সব চেয়ে প্রচণ্ড লড়াইয়ে মাতিয়া থাকিয়া সোভিয়েট আজ আত্মশক্তিতে যে বিশ্বাস দেখাইয়াছে, সোভিয়েট সর্ব্বজাতির সম্পূর্ণ সমান অধিকার যেভাবে মানিয়া লইয়াছে, তাহাতে অনেকেরই চোখে ফুটিবে।

আমাদের দেশের প্রধান জাতীয়তাবাদী কাগজগুলি তাই সোভিয়েটের এই কাজের বাহবা দিয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছে যে যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক আলোচনায় সোভিয়েটের প্রতিনিধি সংখ্যা বাড়ানো ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু এটা নিতান্ত তুচ্ছ কথা।

বচনবাগীশদের স্পর্দ্ধা

কয়েকজন বচনবাগীশ বলিয়াছে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে উপনিবেশগুলির যেমন অধিকার আছে, সোভিয়েটেও অনুরূপ অধিকার স্বীকার করা হইল। ইহাদের মধ্যে যাহারা নির্লজ্জ, তাহারা আবার বলিয়াছে যে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন কার্য্যকরী হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেক দেশের অধিকার সোভিয়েটের চেয়েও বেশী বই কম হইত না।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে নানাজন যে কি অধিকার ভোগ করে, তাহা আমরা খুবই জানি। মুষ্টিমেয় শ্বেত নাগরিকের কিছু অধিকার মাত্র যেখানে আছে সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সোভিয়েটের তুলনা করার মত দাম্ভিক নির্লজ্জতা যাহাদের রহিয়াছে, লাগ্রত জন-আন্দোলনই তাহাদের ধৃষ্টতার জবাব দিবে।

পোলাণ্ডের প্রাচীন সীমান্ত লালফৌজ পার হওয়ার পর হইতে যাহারা ভরে কাঁপিয়া সোভিয়েটের দুর্গম রটাইতেছে, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, মোল্‌ডাভিয়া, ফিনিশ্‌-কারেলিয়া আবার সোভিয়েট পরিবারে ফিরিতেছে দেখিয়া যাহারা আতঙ্কিত, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, রুমেনিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া, ম্যাসিডোনিয়া প্রভৃতি দেশ হয় তো বা সোভিয়েট পরিবারে প্রবেশ করিতে চাহিবে মনে করিয়া যাহারা ত্রস্ত, ইয়োরোপের সর্ব্বত্র সোভিয়েটের ছোঁয়াচ ছড়াইয়া পড়িলে নিজেদের কোট বজায় রাখা অসম্ভব বলিয়া যাহারা দিশাহারা, দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিতে যাহারা এখনও বাধা দিতেছে, সেই দুষমণদের আজ সোভিয়েটই জবাব দিতেছে।

সোভিয়েট দুনিয়ার মুক্তির জন্য লড়ে

কমরেড ষ্টালিন বলিয়াছেন যে সোভিয়েটশক্তির প্রকৃতিই এরূপ যে ইহা নানাজাতিকে সম্পূর্ণ সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করিতে পারে, আর পুঁজিবাদীরা একত্র হওয়ার চেষ্টা করিলেও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া কিছুতেই খামাইতে পারে না। ক্যানাডা বা দক্ষিণ আফ্রিকা আজ তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে খুব যে খোস মেজাজে বাহাল তবিয়তে রহিয়াছে, তাহা নয়; আয়র্লণ্ড তো এই. যুদ্ধে একেবারে নিরপেক্ষ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সোভিয়েটের প্রত্যেক রাষ্ট্রের অবাধ অধিকার থাকা সত্বেও ঐক্যবদ্ধ হইয়া তাহারা লড়িতেছে, যে ঐক্যবলে তাহারা সোশালিষ্ট সমাজ গড়িয়াছে, সেই ঐক্যবলেই ফ্যাশিজ্‌মকে ধ্বংস করিতেছে।

১৯২২ সালে ষ্টালিন বলিয়াছিলেন যে সোভিয়েট রাষ্ট্র স্থাপনের ফলে "সারা দুনিয়ার অসম্বদ্ধ অসাধারণকে এক বিশ সোশালিষ্ট সোভিয়েট রাষ্ট্রে একত্র করার প্রথম চূড়ান্ত স্তর" পার হওয়া গিয়াছিল। সোভিয়েট শাসনবিধির নূতন পরিবর্ত্তন তাই প্রাতিবিরোধীদের ভয়াকুল করিয়াছে। যুদ্ধের পর সোভিয়েট না জানি কি মূর্ত্তিতে দেখা দেয় ভাবিয়া তাহারা ব্যাকুল। কিন্তু সোভিয়েট ফৌজ পাঠাইয়া বিভব রপ্তানী করে না, সোভিয়েট নিজ গুণে সর্ব্বদেশের জনসাধারণকে আকৃষ্ট করে।

সর্ব্বজাতির স্বাধীনতার কামনা পূর্ণ হইবার সুযোগ বহুগুণ বাড়িবে বলিয়া তাই আজ সোভিয়েটের বিজয়ও ফ্যাশিজ্‌মের ধ্বংসের জন্য সর্ব্বদেশের জনগণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

(নাৎসী সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালাইতে একজন লালফৌজ হাত বোমা ঠিক করিতেছে।)

জয়ের পথে লালফৌজ

সোভিয়েট রণক্ষেত্রের দেড় হাজার মাইল ব্যাপিয়া সর্ব্বত্রই লালফৌজের জয় জয়কার পড়িয়া গিয়াছে। কোনক্রমে দাঁতে দাঁত লাগাইয়া আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছি, এ কথা ছাড়া আর কিছু বলার মুখ হিটলারীদের নাই।

দক্ষিণ যুক্রেণে লালফৌজের নূতন বিপুল আক্রমণের খবর আসিয়াছে। তিনমাস ধরিয়া এখানে নিকোপল্ ও ক্রিভয়রগের মাটি কামড়াইয়া জার্ম্মানরা মরিয়া হইয়া আত্মরক্ষায়ুহ বানাইয়াছিল। নিকোপল্ হইতে হিটলার তাহার মোট প্রয়োজনের অর্দ্ধেক পরিমাণ 'ম্যাঙ্গানিজ্' পায়, ক্রিভয়রগ্ হইল অসংখ্য লৌহের প্রধান প্রাপ্তিস্থান। যুদ্ধ চালাইতে হইলে এই দুইটি জায়গা হিটলারের চাই-ই। কিন্তু এখানেই তাহার আত্মরক্ষা ব্যূহ ভেদ করিয়া লালফৌজ অগ্রসর হইয়াছে। ষ্টালিনের বিশেষ হুকুমনামাতে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। শত্রুর সাত ডিভিশন সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে। আর পাঁচ ডিভিশন ঘেরাও হইয়া পড়িয়াছে। শুধু এখানেই যুদ্ধে শত্রুর মরিয়াছে ১২০০০ সৈন্য। ২০০টি গ্রাম ও শহর মুক্তি পাইয়াছে। প্রধান রেলজংশন আপোষ্টোলোভো এখন লালফৌজের হাতে, নিকোপোল্ ও ক্রিভয়রগেরও শীঘ্রই উদ্ধার ঘটিবে।

লক্ষাধিক শত্রুসৈন্য ঘেরাও

ইহার উত্তরে কিরভোগ্রাদ ও উমানের মাঝামাঝি অঞ্চলে লাল সেনাপতি ভাটুটিন ও কোনিয়েভ দুই দিক থেকে চাপ দিয়া ১,২০,০০০ শত্রুসৈন্যকে ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছে। জার্ম্মান সেনাপতি মান্‌ষ্টাইন লালফৌজের এই চক্রব্যূহ ভেদ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বিফল হইতেছে। ষ্টালিনগ্রাদে যেমন তিন লক্ষাধিক শত্রুসৈন্য বড় বড় সেনাপতিদের লইয়া লালফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়, এখানেও তাহা ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। বন্দী দশ ডিভিশনের পরিত্রাণের আশা প্রায় নাই।

আরও উত্তর পশ্চিম অভিমুখে যাইলে দেখা যায় যে পোলাণ্ডের প্রাচীন সীমান্ত হইতে লালফৌজ প্রায় ১০০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে। রুভ্‌নো ও লুক্ দখল করিয়া এখন লভোভ ও ব্রেষ্

ভারত সপ্তাহে বৃটিশ জনগণের দাবী

কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই। আমেরিকে তাড়াও।

জাতীয় গভর্ণমেণ্ট কায়েম কর।

স্বাধীনতা সপ্তাহে আমরা আমার নূতন করিয়া স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি অর্থশপথ ও মহামারীর বিরুদ্ধে লড়িয়া দেশকে বাঁচাইব, কারাগৃহ নেতাদের মুক্ত করিব, কংগ্রেস ও লীগের একতা স্থাপন করিয়া সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করিব—দেশকে স্বাধীন করিব।

১৯৪২ সনের ৯ই আগষ্ট সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্র জাতীয় কংগ্রেসের উপর আঘাত করিয়াছে ইহাকে ধ্বংস করিবার জন্য। আগষ্ট প্রস্তাবের দুষণো লইয়া জাতীয় নেতাদের বিরুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট সমর্থক বলিয়া মিথ্যা কুৎসা জগতের সামনে তাহারা প্রচারে করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের সেই চাল কি সফল হইয়াছে? আমাদের দুর্বলতার জন্য ও একতার অভাবে জগতের জনমতের একাংশ সাম্রাজ্যবাদী প্রচারের ফলে কিছু সময়ের জন্য বিভ্রান্ত হইলেও আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলনের সমর্থক বৃটেন, আমেরিকার ও অন্যান্য দেশের প্রগতিশীল জনমত সাম্রাজ্যবাদীদের চাল ব্যর্থ করিয়া আমাদের পক্ষে এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছে।

বিগতে ২৩শে হইতে ৩০শে জানুয়ারী "ভারত সপ্তাহ" প্রতিপালিত হইয়াছে।

২৩শে জানুয়ারী উত্তর লণ্ডনের ৪৪ চাঙ্গার জমিদের প্রতিনিধিদের এক সভা টটেনহামে হয়। তাহারা এক প্রস্তাবে ভারতীয় অচল অবস্থা সম্বন্ধে নিজেদের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন এবং কারারুদ্ধ নেতাদের মুক্তি এবং ভারতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা দাবী করেন। সভায় পার্লামেন্টের সদস্য রেজাঃ সোরেসেন ও ডি, এন, প্রিট বক্তৃতা করেন।

২৩শে জানুয়ারী বার্মিংহামে লর্ড ফ্যারিংডনের সভাপতিত্বে ভারত সপ্তাহের এক সভা হয়। সভায় নেতাদের মুক্তি ও অচল অবস্থা দূর করার জন্য প্রস্তাব গৃহিত হয়।

২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এখানে আর একটি সভা হয়। আমেরি যে নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে পার্লামেন্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন সেখানেই এই সভা অনুষ্ঠিত হয়, বৃটিশ লেবার পার্টির বার্মিংহাম বুরোর সেক্রেটারী মিঃ জিম সাইমনস্ বক্তৃতা করেন এবং আমেরির অপসারণ দাবী করেন। সভায় এই দাবী করিয়া প্রস্তাব পাশ হয় যে সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘের গভর্ণমেন্টগুলি যেন আটলাণ্টিক সনদের ঘোষণা অনুযায়ী ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া এখনই এক ঘোষণা প্রচার করে।

২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসে লণ্ডনে একটি জন সমাবেশ হয়। ভারতের দাবী সমর্থন করিয়া পি, জি, বারাষ্টো, এম, পি, পামি দত্ত, সোরেসেন এম, পি প্রভৃতি জননেতারা সভায় বক্তৃতা করেন।

ভারত সপ্তাহে হাঁরো, হ্যাক্সে প্রভৃতি স্থানেও ভারতের জনগণের স্বাধীনতা দাবীর প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন জানাইয়া সভা হইয়া গিয়াছে।

হ্যাক্সের সভাতে সেই সহরের মেয়র সভাপতিত্ব করেন। বক্তাদের ভিতর বিলাতের অনেক নামজাদা লোক ছিলেন।

হারোর সভাতে ট্রেড ইউনিয়ন হইতে ১৫ জন, কো-অপারেটিভ সোসাইটি হইতে ১২ জন, স্থানীয় লেবার পার্টি হইতে ২ জন ও কমিউনিষ্ট পার্টি হইতে ৩ জন প্রতিনিধি সভায় যোগ দেন। বক্তাদের ভিতর বিখ্যাত কমিউনিষ্ট নেতা বেন ব্রাড্‌লি ছিলেন।

বৃটেনের ইউনিভারসিটি লেবার ফেডারেশন (ইউনাইটেড সোশ্যালিষ্ট ষ্টুডেন্ট অরগানিজেশন) স্বাধীনতা দিবসে ভারতের ছাত্রদের নিকট এক অভিনন্দন বাণীতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের দাবীতে ও কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবীতে নিজেদের সম্পূর্ণ সমর্থন জানাইয়াছে।

৩১শে জানুয়ারী ভারত সপ্তাহের শেষ দিন ওয়েষ্ট এণ্ডের একটি বিখ্যাত থিয়েটার হলে এক জনসভা হয়। সভাপতিত্ব করেন বৃটিশ লেবার পার্টির সম্পাদক মিঃ জেমস্ মিডলটন। আমেরিকান, রুশিয়ান, বৃটিশ, চাইনিজ, নিগ্রো প্রভৃতি সমস্ত জাতির প্রতিনিধিরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি ও অচল অবস্থা দূর করিয়া ভারতের সহিত একটা রফা দাবী করিয়া প্রস্তাব পাশ হয়। সভাপতি নিজ বক্তৃতায় ভারত সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের নীতির প্রশ্ন এড়াইয়া গেলেও এই অভিমত প্রকাশ করেন যে প্রধান মন্ত্রী এরোয়েদের আমন্ত্রণক্রমে আসিয়া ডাঃ আম্বেদকর, মিঃ জিন্না ও কংগ্রেস নেতাদের একত্র করিতে চেষ্টা করা উচিত।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক, মিনিয়াপোলিস প্রভৃতি স্থানে ভারতের স্বাধীনতার দাবীর সমর্থনে অনেকগুলি সভা হইয়া গিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের 'হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভের' প্রতিনিধি মিঃ জন কফি ওয়াশিংটন জাতীয় প্রেস ক্লাবে একটি বক্তৃতায় ভারতের স্বাধীনতা দাবীর জোর সমর্থন জানান। এই সভাতেই অন্যান্য বক্তারা ভারতের ফ্যাসিষ্ট বিরোধী কারারুদ্ধ দেশপ্রেমিকের মুক্তি দাবী করেন।

নিউ ইয়র্কে ২৮শে জানুয়ারী ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এক সভা হয়। নিউইয়র্ক পোষ্টের লেখিকা ডরোথি নরম্যান বক্তৃতা করেন। সভায় ভারতের দাবী অবিলম্বে মানিয়া লওয়ার জন্য প্রস্তাব পাশ হয়।

ভারতের স্বাধীনতা দাবীর সমর্থনে পৃথিবীর জনমত

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের দিনই বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী কমরেড হ্যারিপোলিট এক বিবৃতিতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এই নির্ব্বোধ দমননীতির নিন্দা করেন এবং ধৃত নেতাদের মুক্তি দাবী করেন। কমরেড পামী দত্ত আমেরির নির্ব্বাচন কেন্দ্রে যাইয়া প্রথম দাবী করেন যে আমেরিকে তাহার পদ হইতে সরান হউক। যে আন্দোলন তাহারা আরম্ভ করিয়াছিলেন আজ তাহা বৃটেন ও আমেরিকার প্রসার লাভ করিয়াছে।

বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ১৯৪৩ সনের অধিবেশনে ৩০ লক্ষ বৃটিশ শ্রমিকের প্রতিনিধিরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে ভারতের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি এবং ভারতীয় জনসাধারণের স্বাধীন ভোটে নির্ব্বাচিত জাতীয় গভর্ণমেণ্ট দাবী করিয়া প্রস্তাব পাশ করেন।

আমেরিকার নাবিকদের সব চেয়ে বড় ইউনিয়ন "ভাশনাল ম্যারিটাইম ইউনিয়ন" কর্ত্তৃক ওয়াশিংটন সহরে ভারতের অবস্থা আলোচনার জন্য ১৯৪২ সালে ৩০০০ লোকের এক জমায়েৎ হয় ঐ সভায় আমেরিকার বিখ্যাত লেখিকা পার্লবাক ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। তাহাদের এক প্রতিনিধি দল সেক্রেটারী কর্ডেল হালের সহিত দেখা করিয়া দাবী করেন যে ভারতের অচল অবস্থা দূর করিতে উইনাইটেড ষ্টেটস্ কর্ত্তৃপক্ষ যেন হস্তক্ষেপ করেন—এবং কংগ্রেসের অধিবেশনে তাহাদের এক বিবৃতি পড়া হয়।

অষ্ট্রেলিয়ায় ৫ লক্ষ শ্রমিকের সংগঠন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ইতিমধ্যেই নেতৃবৃন্দের মুক্তি ও অচল অবস্থা দূর করার দাবী করিয়া প্রস্তাব পাশ করিয়াছে।

চীন হইতে কমিউনিষ্ট নেতা মাও-সে-তুং ও চু-তে এবং চীনের বিখ্যাত নেতা সান-ইয়াত-সেনের পত্নী মাদাম সান-ইয়াত-সেন ভারতের স্বাধীনতা দাবীর পিছনে চীনের জনমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

জাপানী ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে, তোজো প্রমুখ ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আজ জাপানী জনগণের নেতৃত্ব করিতেছে জাপানী কমিউনিষ্ট পার্টি। জাপানে কমিউনিষ্ট পার্টি যে আইনী। ভারতের স্বাধীনতার দাবীতে জাপানী জনসাধারণের সম্পূর্ণ সমর্থন আছে। জাপানী কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ হইতে কমরেড ওকানো ভারতের দাবী সমর্থন করিয়া একটী বাণী পাঠাইয়াছেন—ইহা জাপানী ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে রত জাপজনগণের আন্তরিক সহানুভূতি।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা আজ একা নই, সারা দুনিয়ার প্রগতিশীল গণশক্তি আজ আমাদের পিছনে রহিয়াছে। আমাদের বুঝিতে হইবে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন দুনিয়ার অন্যান্য জনগণের মুক্তি আন্দোলনের হইতে পৃথক নহে—উহারই অংশ। দেশে দেশে আমাদের দাবীর সমর্থনে যে আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে তাহার পূর্ণ সুযোগ লইতে হইবে, নিজেদের ঐক্য গড়িয়া তুলিতে হইবে, ঐক্যই আমাদের হাতিয়ার।

জেলার বিভিন্ন খবর

দুঃস্থের সেবায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির স্থানীয় মূল কমিটি ও বেঙ্গল টেক্সটাইল কুত কমিটির সহায়তায় বৃটিশ চন্দননগরের দরিদ্র শিশুদের জন্য একটি দুগ্ধ বিতরণী কেন্দ্র খুলিয়াছে। প্রায় ৫০টি শিশু রোজ এখান হইতে দুধ পায়।

অরিশাল সহরে, উটিনরপুর, পটুয়াখালী প্রভৃতি অঞ্চলগুলিতে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি রোগীদের হিসাব লইয়া কুইনাইন দিতেছে। সহরে প্রায় ২০০ রোগীকে আত্মরক্ষা সমিতির চেষ্টায় কুইনাইনও দেওয়া হয় এবং দুগ্ধের ব্যবস্থা করা হয়।

ফরিদপুর জেলায় আমুচরা গ্রামে একটি মহিলা স্কোয়াড বাহির হয়। তাঁহারা স্থানীয় জনসাধারণের কাছ হইতে গরীবদের জন্য কাপড় জামা প্রভৃতি সংগ্রহ করেন। এই স্কোয়াডের প্রচারের ফলে গ্রামের সাধারণ মহিলাদের মধ্যে দারুণ সাড়া পড়ে। প্রচারের মধ্য দিয়া ৫০ মহিলা সমিতির সভ্য হয়।

অরিশাল জেলার পাড়রিয়া গ্রামে কমরেড অঞ্জলী ব্যানার্জি জানাইতেছেন যে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির চেষ্টায় সেখানে একটি দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ৫০।৬০ জন রুগ্ন শিশু ও নারী সেখান হইতে দুগ্ধ পায়। ইহা ছাড়া সমিতি অগণী হইয়া রোগীদের মধ্যে কুইনাইন ও দুগ্ধদের মধ্যে কাপড় বিতরণ করিয়াছে।

রিলিফ কমিটি গঠন

গত ৬ই জানুয়ারী ফরিদপুর জেলার আমুচরা গ্রামে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিয়া একটি রিলিফ কমিটি গঠিত হইয়াছে। গ্রামের কবিরাজ কেদারেশ্বর মুখোপাধ্যায় বৈদ্যনিরোমণি এবং ডাক্তার সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গরীবদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিতেছেন।

ঢাকা জেলায় বিভিন্ন স্থানে খাদ্য সম্মেলন

গত ৯ই জানুয়ারী নারায়ণগঞ্জে কংগ্রেস লীগ, হিন্দু মহাসভা ও কমিউনিষ্ট পার্টির উ.ভাগে সম্মিলিত ভাবে একটি খাদ্য সম্মেলন হয়। প্রায় ২০০ প্রতিনিধি ইহাতে যোগ দেন। সরকারকে অবিলম্বে সর্ব্বদলীয় উপদেষ্টা বোর্ড গঠন ও খাদ্য কমিটির সহযোগীতায় আমন ধান কেনা বেচা করার দাবী জানান হয় এবং তাহা দ্বারা সহরে অবিলম্বে পুরা রেশনিং চালু করার প্রস্তাব নেওয়া হয়। সম্মেলনে অন্যান্য প্রস্তাবও পাশ হয়। বৈকালে ৪।৫ টার একটি বিরাট জনসভায় সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি বুঝাইয়া দেওয়া হয়। সভায় ৪০০০ মহিলা সহ ১৫০০ লোক উপস্থিত ছিল।

খাদ্য সংকট ও মহামারীর হাত হইতে দেশকে বাঁচাইবার জন্য গত ১২ই জানুয়ারী ঢাকা জেলার কুমারভোগ গ্রামে কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি, কিষাণ সভা, ফুডকমিটি ও রিলিফ কমিটি প্রভৃতি সমস্ত রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক দলের সম্মিলিত চেষ্টায় লৌহজং থানা রিলিফ ও খাদ্য সম্মেলন হয়। সম্মেলনে খাদ্য সমস্যা সমাধান ও রোগের হাত হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার ব্যাপারে কতগুলি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনে প্রায় ১৫০০ লোক উপস্থিত ছিল।

ঢাকা সহরেও বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়া কিছুদিন আগে সহর সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে প্রায় ২০০ প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ অবনী রুদ্র। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন জিলা মুসলিম লীগের সহকারী সভাপতি খানসাহেব ডাঃ মহম্মদীন। সম্মেলনের মূল প্রস্তাবে অবিলম্বে পরিপূর্ণ ও হাঙ্গামাহীন রেশনিংয়ের দাবী জানান হয়। ইহা ছাড়া সহর ও অন্যান্য ঘাটতি অঞ্চলের জন্য সরকারকে অবিলম্বে ৫ কোটি মন চাউল খরিদ করিবার দাবী জানাইয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

ধর্ম্মগোলা কমিটি গঠন

ফিরোজপুর জেলা আটোয়ারী থানাস্থ আলোয়ার্ণা ইউনিয়নে একটি ধর্ম্মগোলা কমিটি গঠন হইয়াছে। এই কমিটির প্রেসিডেন্ট স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত ভামাপ্রসাদ রায় এবং কোষাধ্যক্ষ স্থানীয় জোতদার কালিপ্রসন্ন রায়। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মৌলবী মফিজুদ্দিন আহম্মদ সরকারও এই কমিটিতে আছেন। এই ধর্ম্মগোলায় ২০০০ মণ ধান তুলিবার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়।

কিশোর বাহিনীর জনসেবা

১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে, মালদহ জেলার চাপাই নবাবগঞ্জে ২৫ জন ছেলে মেয়ে নিয়া একটি কিশোর বাহিনী গঠিত হয়। কিশোরেরা প্রতিদিন বৈকালে সমবেত ভাবে ড্রিল করে, গানগান, লাঠী, ছোরা প্রভৃতি খেলে। তাহারা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া চাউল ও পয়সা আদায় করিয়া ইতিমধ্যেই অনেক দুঃস্থকে খাওয়াইয়াছে। পাড়ার অভিভাবকরা এই কাজে কিশোরদের উৎসাহ দিতেছে।

কমিউনিষ্ট পার্টির সমাবেশ

গত ২২শে জানুয়ারী ঢাকা জেলার মহেশ্বরদীর পাঁচদোনা এলাকায় কমিউনিষ্ট পার্টির লোকাল কমিটি গঠিত হয়। এই উপলক্ষে ২০০০ হাজার লোকের এক জনসমাবেশ হয়। সমাবেশে হিন্দু ও মুসলমান, পুরুষ ও নারী, কারিগর ও কৃষক, ধনী ও দরিদ্র—সকল শ্রেণীর লোকই উপস্থিত ছিল। সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন কমরেড জ্ঞান চক্রবর্ত্তী। স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতা মৌলবী আবদুল হামান, লীগ কর্ম্মী মৌলবী তকাজুল হোসেন, কৃষক সমিতির সভাপতি মমতাজউদ্দীন ও জেলা নারী সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী হিরণ বালা রায় সম্মেলনকে অভিনন্দন জানান।

অরিশাল জেলার চাঁদপী গ্রামে গত ২১শে জানুয়ারী স্থানীয় পার্টি সভ্য, সমর্থক ও ভলান্টিয়ারদের একটি সমাবেশ হয়। সমাবেশে যাহারা যোগদেয় তাহাদের ভিতর শতকরা ৯৮ জনই কৃষক। সমাবেশে পতাকা উত্তোলন করেন কমরেড নলিনী দাস ও সভাপতিত্ব করেন কমরেড সুধীর সেন। সংকট ও মহামারীর বিরুদ্ধে লড়িয়া দেশকে রক্ষা করিবার শপথ এই সমাবেশে নেওয়া হয়।

চট্টগ্রাম জেলার খরাণ্ডী গ্রামে গত ২২শে ডিসেম্বর প্রাতে পার্টি সভ্য ও সমর্থকদের এক সভা হয়। কমরেড সুখেন্দু দস্তিদার সমাবেশে বক্তৃতা করেন। বৈকালে আর একটি জনসভা হয়। খাদ্য সংকট রুখিবার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হইয়া কাজ করা আবেদন সভায় করা হয়।

গত ২৩শে ডিসেম্বর ফরিদপুর জেলার কল্যাণপাও গ্রামে কমিউনিষ্ট পার্টি অফিস উদ্বোধন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০ পুরুষ ও ১০০ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। কমরেড শশাঙ্ক চক্রবর্ত্তী লাল পতাকা উত্তোলন করেন। সমাবেশে কমরেড অনুকূল চাটার্জী খাদ্য সংকট ও মহামারীর হাত হইতে বাঁচিবার জন্য খাদ্য-কমিটি ও রিলিফ কমিটি ও মজুতদারের হাত হইতে অমিন রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অতি সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দেন।

ফরিদপুর জেলার পালং গ্রামে—গত ২০শে ডিসেম্বর একটি সমাবেশ হয়। সমাবেশে স্থানীয় কর্ম্মী কমরেড রবীন ঘটক, মহিলা কর্ম্মী কমরেড অরুণা সেন প্রভৃতি ও জেলা কমিটি সম্পাদক কমরেড অনুকূল চাটার্জী এই সভাতে বক্তৃতা করেন।

কিশোর ও ছাত্র সমাবেশ

গত ১৩ই জানুয়ারী চুচুড়ায় ৩০০ কিশোর ও ১০০ ছাত্র টাউন হলে সমবেত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সনৎ বন্দোপাধ্যায়। তামিলনাদের ছাত্র রামকৃষ্ণ বাংলাকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য ছাত্রদের এক হইয়া রিলিফ কাজে নামিতে বলেন। ছাত্র ফেডারেশন, মুসলিম ষ্টুডেন্ট লীগ ইউনাইটেড ষ্টুডেন্ট এসোসিয়েশন ছাত্রদের শুভেচ্ছা জানায়।

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

জনযুদ্ধ

প্রতি সংখ্যা ৴৹ পয়সা
বার্ষিক ৪৷, ৬ মাস ২৷,
৩ মাস ১৷০

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জি
এম,এল,এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

২য় বর্ষ] বুধবার, ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪, ৩রা ফাল্গুন ১৩৫০ [৪২শ সংখ্যা

জাপানী হামলা শেষ হয় নাই

কলিকাতায় এ-আর-পির এখনও পুরাণো হাল।

বেশীদিন নয়, মাত্র দুমাসের কিছু উপর হইল কলিকাতায় দিনে দুপুরে জাপানী হামলা হইয়া গিয়াছে। এই একদিনের বোমাবর্ষণেই ৫০০ এর বেশী লোক মারা গিয়াছে। বোমা বর্ষণের আশঙ্কা যে এখনও কমিয়াছে তাও নয়। চট্টগ্রাম এলাকা আসাম, সিংহল, ভিজাগাপট্টাম ও উড়িষ্যার গত দুই মাসে বোমা বর্ষণ হইয়াছে। কলিকাতাও জাপানী বিমানের সীমানার বাহিরে নয়। এখানেও যে কোন দিন বোমাবর্ষণ হইতে পারে।

১৬ই ফেব্রুয়ারীর খবরে দেখা গেল যে, ২৩শে জানুয়ারী গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা করপোরেশনকে এক চিঠিতে জানাইয়াছেন যে, বিমান আক্রমণে আহতদের জন্য সংরক্ষিত 'বেডের' সংখ্যা কমান উচিত নয়, কেন না, কলিকাতায় বিমান হানার আশঙ্কা কমে নাই। দুঃস্থদের জন্য সরকার যতদূর বন্দোবস্ত করিয়াছেন, ইহাও জানান হইয়াছে।

ভাল কথা। কিন্তু শুধু হাসপাতালের ব্যবস্থা করাই তো বিমান আক্রমণের জন্য যথেষ্ট সতর্কতা নয়। যাতে বোমাবর্ষণ হইতে লোকে বাঁচিতে পারে, বেশী জখম না হয় ও জখম হইলেও খুব তাড়াতাড়ি চিকিৎসা হয়—এই সমস্ত কিছুর জন্য যে রকম পাকা এ-আর-পি ব্যবস্থা দরকার, তা কি কলিকাতায় আছে?

৫ই ডিসেম্বরের বোমা বর্ষণের পরে বোমাবিধ্বস্ত অঞ্চলে গিয়া অনেকেই দেখিয়াছিলেন যে, এ-আর-পির লোকেরা প্রাণপণ খাটিলেও মৃতদের সরাইতে বা আগুন নিভাইতে বেশ দেরী লাগিয়াছিল। এই রকম বোমাবর্ষণ যদি একসঙ্গে কয়েকটী অঞ্চলে হয়, তবে এ-আর-পি ষ্টাফ তা সামলাইবে কি করিয়া?

যেখানে ১৬ হাজার এ-আর-পি ওয়ার্ডেন দরকার বলিয়া ডেপুটি কমিশনারের সাহেব নিজেই দেড় বছর আগে ঘোষণা করিয়াছিলেন সেখানে ৪ হাজারের বেশী ওয়ার্ডেন আর কিছুতেই হইল না। এখনকার নিয়মেই এক একটী সাব-এরিয়ার নাকি ১০০ জন ওয়ার্ডেন থাকিবার কথা, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কয়টী সাব-এরিয়ার পুরা সংখ্যক ওয়ার্ডেন আছে?

থাকিবে কি করিয়া? খাতা কলমে এ-আর-পির গুরুত্ব লেখা থাকিলেও কাজে কর্ত্তারা এ-আর-পি ষ্টাফের গুরুত্ব দিতে রাজী নন। বেচারা ওয়ার্ডেনরা, যারা বিপদ মাথায় করিয়া সবচেয়ে বেশী খাটে, বাদের সাহস ও দেশপ্রেমিকতার জন্যই তাঁরা হইতে লোকে বাঁচে, তাদের উপযুক্ত মাহিনা দিতেও কর্ত্তৃপক্ষ নারাজ। এ-আর-পি ওয়ার্ডেনদের কাছ হইতে প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায় যে ৩৮ টাকা মাহিনায় তাদের চলে না। অন্যত্র প্রকাশিত একটি চিঠি হইতেই বোঝা যায় যে, অল্প মাহিনার জন্য তারা এ-আর-পি কাজ করিতে চায় না, বেশী মাহিনার কাজ পাইলেই অন্য জায়গায় চলিয়া যায়। এই রকম অসন্তোষ থাকিলে উদ্বাস্তীদাতারাও পাইয়া বসে। প্রায়ই এ-আর-পি ওয়ার্ডেনদের মধ্যে গোলমালের খবর পাওয়া যায়। কর্ত্তৃপক্ষ এ সব ব্যাপার দেখিয়াও চোখ বুজিয়া বসিয়া আছেন!

এ-আর-পির অন্যান্য ব্যবস্থা সম্বন্ধেও কর্ত্তৃপক্ষের সতর্কতার কোন নমুনা আমরা পাইতেছি না। এদিকে বলা হইতেছে, বিমান হানার আশঙ্কা কাটে নাই অন্য দিকে দেখিতেছি কলিকাতার উপরেই অনেক জায়গায় ব্যাফল ওয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলা হইতেছে। আলোর ঢাকাও অনেক জায়গায় কমিয়া গিয়াছে।

কর্ত্তৃপক্ষ কি মনে মনে নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছেন—জাপানী হামলা আর হইবে না!

কর্ত্তৃপক্ষ বাই ভাবুন, দেশবাসীর বিপদের আশঙ্কা তাতে কমিবে না। বোমা হইতে জনসাধারণকে বাঁচাইবার জন্যই এ-আর-পি। এ-আর-পির সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করা, ভালভাবে কাজ করিবার জন্য এ-আর-পি ওয়ার্ডেনদের ন্যায্য দাবী পূরণ করা—এ সব জনসাধারণেরই স্বার্থ।

বোমার বিপদ কাটে নাই

এ আর-পি ব্যবস্থায় চিলা দিবেন না

১৩ই ডিসেম্বর—আসামে বোমাবর্ষণ
২৬শে ডিসেম্বর—চট্টগ্রাম এলাকায়
১৩ই জানুয়ারী—ভিজাগাপট্টাম
৪ঠা ফেব্রুয়ারী—উড়িষ্যার উপকূলে
৫ঠা " —ভিজাগাপট্টাম এলাকায়
৭ই " —সিংহলের উপকূলে

পীপলস রিলিফ কমিটীর উদ্যোগে

রোগসেবায় সব রিলিফ কমিটির ঐক্য

ঐক্য আরো বাড়াও! অনাহারের বিরুদ্ধেও সকলে এক হও!

মহামারীতে বাংলার গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হইতে চলিল। অথচ এম্‌নিতেই বাংলার চিকিৎসার ব্যবস্থা সামান্য, তাহার মধ্যে দাতব্য চিকিৎসা আরও সামান্য। যেটুকু চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে তাহা যদি আবার দলাদলিতে ভাগ বাঁটোয়ারা হইয়া যায় তো রোগসেবার পরিমাণ আরও কমিয়া যাইবে, আর দলাদলিতে বিরক্ত হইয়া অনেক চিকিৎসকেরা সেবাকার্য্যের প্রেরণা হারাইবেন।

দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবার বাংলার বিভিন্ন সংগঠন এক হইতে পারে নাই, বরং দলাদলি করিয়া দুর্ভিক্ষের দুঃখকে আরও কদর্য্য করিয়াছে। আমরা জানিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে, এবার মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমস্ত শ্রেণী ও দলের চিকিৎসকেরা এক হইবার চেষ্টা করিতেছেন, সে চেষ্টার অনেকখানি সফলও হইয়াছেন।

পীপলস্ রিলিফ কমিটির পক্ষ হইতে টীনপ্রত্যাগত ডাঃ বিজয় বসু এই বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী হন। ডাঃ বিধান রায় তাঁহার প্রস্তাব সাগ্রহে সমর্থন করেন। ডাঃ রায়ের সভাপতিত্বে গত শনিবার একটি সভায় বহু রিলিফ কমিটির প্রতিনিধি উপস্থিত হন। সেই সভায় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, যে সমস্ত রিলিফ কমিটি ডাক্তার প্রভৃতি পাঠাইয়া প্রত্যক্ষভাবে রোগ সেবার ব্যবস্থা করিতেছেন তাঁহাদের সকলের কাজে সাহায্য ও সমন্বয়ের জন্য সকলকে মিলাইয়া একটি সংযোগ কমিটি গঠিত হোক। উহার নাম হইবে বেঙ্গল মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি। এই কমিটির কাজ হইবে: (১) বাংলার মহামারী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার (২) মহামারী রুখিবার চেষ্টা করা—তাহাতে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় সাহায্য করা হইবে (৩) বাহির হইতে সাহায্য লাভের ব্যবস্থা করা (৪) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের রোগ সেবা স্থনিয়ন্ত্রিত করা যাহাতে সকলেই একটি সাধারণ মান অনুসারে চলে, কাজের বে-বন্দোবস্ত না হয় এবং উপযুক্ত পরিদর্শন হয়।

ডাঃ বিধান রায় এই কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সহকারী সভাপতি: ডাঃ কুমুদ শঙ্কর রায়, মেজর বর্দ্ধন ও আর আহ্‌মদ। সম্পাদক—রাজকুমার চক্রবর্ত্তী ও ডাঃ বীরেন্দ্র বসু। কোষাধ্যক্ষ: ব্যাংটন পি, মুখার্জ্জি। পরিদর্শনের ভার দেওয়া হইয়াছে ডাঃ বিজয় বসু ও ডাঃ সুধীর ঘোষের উপর। এই কমিটিতে প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য নিম্নলিখিত সমিতিগুলিকে ডাকা হইয়াছে: মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, ক্যালকাটা রিলিফ কমিটি, অলইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, বেঙ্গল সিভিল প্রটেকশন কমিটী, বেঙ্গল মেডিক্যাল রিলিফ সোসাইটী, ফ্রেণ্ডস্ এম্বুলেন্স ইউনিট, ইউনাইটেড ষ্টুডেন্টস্ এণ্ড টিচার্স রিলিফ কমিটি এবং পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটি।

বিভিন্ন রিলিফ প্রতিষ্ঠান ও রাজনীতিক দল ইহাতে যোগ দিয়াছেন দেখা যায়। বিখ্যাত কংগ্রেসকর্ম্মীরা ইহাতে যোগ দিয়া ইহার পরিচালনা ভার লইতে আগ্রহিত আসিয়াছেন ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেস নেতারা দলাদলি ভাঙ্গিয়া সকলকে এক করিবার কাজে নামিলে একতা কত সহজে গড়িয়া উঠে তাহাও এই চেষ্টার এতখানি সাফল্য হইতে স্পষ্ট দেখা যায়। এখন যদি আর একটু অগ্রসর হইয়া লীগ প্রভৃতি অন্যান্য রিলিফ কমিটিগুলিকে তাঁহারা ইহার মধ্যে টানিয়া আনিতে পারেন তবে বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় রোগসেবা কার্য্যে নূতন উৎসাহ জাগিবে, বাংলার বাহিরে টাকা তোলার চেষ্টারও নূতন সাড়া পাওয়া যাইবে।

ন্যায্য দাবী মিলিলে আজই অচল অবস্থার সমাধান হয়। উপরোক্ত এসেম্বলি আলোচনার সময় লীগ পক্ষের বক্তা নিয়াকৎ আলি খাঁ স্পষ্ট বলেন যে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ঐ দাবী মানিবার "কোথাও কোনো ইঙ্গিত দেখিতে পাইলেই আমরা নেতাদের মুক্তির জন্য ব্রিটিশের কাছে অনশ্যভাবে প্রার্থনা করিব না, অন্য সকলের সঙ্গে মিলিয়া তাঁহাদের মুক্তি দাবী করিব এবং নিশ্চয়ই আদায় করিব।"

নেতাদের বাহিরে আনার জন্যই আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী মানিয়া লীগের সঙ্গে ঐক্য গড়া প্রয়োজন। কাজেই যেসব কংগ্রেস নেতা এখন জেলের বাহিরে আছেন এবং যে জনসাধারণ কংগ্রেসকে সমর্থন করেন তাঁহাদেরই আগাইয়া আসিয়া এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। লিয়াকৎ আলিও বলিয়াছেন—"কোটি কোটি হিন্দু জেলের বাহিরে আছেন—তাঁহারা মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলান না কেন?

পাট চাষ কমাও, দর বাড়াও

এ বছর কত পাটের দরকার

বাংলা সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ১৯৪০ সালে যত জমিতে পাট বোনা হইয়াছিল এবার তাহার অর্দ্ধেক জমিতে পাট বুনিবার জন্য কৃষকদের উৎসাহ দিতে হইবে। ১৯৪০ সালে ৫৪ লক্ষ একর জমিতে পাট বোনা হইয়াছিল, সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ হইলে এবার ২৭ লক্ষ একরের জমিতে পাট বোনা হইবে। অর্থাৎ আনুমানিক ৭২ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন করিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।

১৯৪২ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৪৩ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত এই এক বছরে কত গাঁইট পাট ব্যবহৃত হইয়াছিল? কারখানাগুলি কর্ত্তৃক ৭০,৯৮০০০ গাঁইট, রপ্তানির জন্য ১৩,০৯,০০০ গাঁইট গ্রামের সাধারণ লোক কর্ত্তৃক ৬,০০,০০০ গাঁইট অর্থাৎ মোট ৮৯,৭৮,০০০ গাঁইট।

১৯৪৩ সালের জুন মাসের শেষে সারা বাংলার মজুত ছিল মোট ১,১৩,৭৫০০০ গাঁইট। ১৯৪৪ সালের জুন মাসের মধ্যে কত গাঁইট খরচ হইবে? গত বছরের চেয়ে এবার চট্টকলের উৎপাদন এবং রপ্তানি বেশী ত নহই বরং কম। বিশেষতঃ কয়লা অভাবে উৎপাদন যেভাবে কমিতেছে তাহাতে এ বিষয় কোনই সন্দেহ নাই যে ১৯৪৪ সালের জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত ৮০ লক্ষ গাঁইটে পাটের বেশী ব্যবহৃত হইবে না অর্থাৎ মজুত পাটের মধ্যে প্রায় ৩৩ লক্ষ গাঁইটে উদ্বৃত্ত হইবে। তাহা হইলে ১৯৪৪।৪৫ সালের জন্য উৎপন্ন হওয়া দরকার ৮০ লক্ষের চেয়ে ৩০ লক্ষ গাঁইট কম অর্থাৎ ১৯৪৪ সালে মাত্র ৪৭ লক্ষ গাঁইট পাটের দরকার। সুতরাং ১৭ লক্ষ একর জমিতে পাট বুনিলেই যথেষ্ট।

আট আনা চাষে চাষীর লোকসান

সরকার আট আনা জমিতে পাট বপন করাইলে উৎপন্ন হইবে মোট ৭২লক্ষ গাঁইট পাট অর্থাৎ ২৫লক্ষ গাঁইট অতিরিক্ত উৎপন্ন করান হইতেছে। এই ভাবে প্রয়োজনের চেয়ে আনুমানিক পরিমাণ বেশী করিয়া পাটের দাম তাঁহারা কম রাখিতে চান যাহাতে চটকলওয়ালাদের মুনাফা বাড়ে, যাহাতে তাহারা আজকের চেয়েও কম দামে পাট কিনিতে পারে।

চট্‌কল ওয়ালাদের মুনাফার দিকে তাকাইয়া তাঁহারা ৮ আনা জমিতে পাট বুনিবার পরামর্শ দিয়াছেন অথচ এবার ৫ আনা জমিতে পাট বপন করিলেই পাটের চাহিদা স্বচ্ছল ভাবে মিটিয়া যায়, কৃষকও পাটের জন্য ভাল দাম পায়, বাজারের অভাবে পাট মজুত করিয়া রাখিতে হয় না।

আট আনা জমিতে পাট না বুনিয়া ৫ আনা জমিতে পাট বুনিলে,—২৭ লক্ষ একর জমিতে পাট না বুনিয়া ১৭ লক্ষ একর জমিতে পাট বুনিয়া বাকি ১০ লক্ষ একর জমিতে ধান বুনিলে ২৪০ লক্ষ মণ ধান বা ১৫০ লক্ষ মণ চাউল পাওয়া যাইবে, ১৫০ লক্ষ মণ চাউলে ৩০ লক্ষ লোকের এক বছর চলে।

অর্থাৎ সরকার চটকল মালিকের মুনাফার খাতিরে ৩০ লক্ষ লোকে খাদ্য হইতে বঞ্চিত করিতেছেন, দুর্ভিক্ষের বছরে এই সিদ্ধান্ত সম্ভব হইয়াছে শুধু এই জন্যই যে মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে জনগণের স্বার্থের চেয়ে চটকল মালিকদের স্বার্থেরই জোর বেশী নতুবা এই দুর্ভিক্ষ-বছরে তাঁহারা ধান চাষ বাড়াইবার সিদ্ধান্ত না লইয়া ৫ আনা স্থলে আট আনা জমিতে পাট চাষের বন্দোবস্ত কেন করিবেন? স্বাভাবিক বছরে যে ৫৪ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ হইত তাহার মধ্যে ৪ লক্ষ ছাড়া আর বাকি ৫০ লক্ষ একর জমিতেই ধান চাষ করা যাইতে পারে, মাত্র ৪ লাখ একর জমিতেই পাট ছাড়া আর কিছু চাষ করা যায় না।

দর বাঁধা কার স্বার্থে?

দর নিয়ন্ত্রণের দিক হইতেও সরকার চটকল মালিকের স্বার্থই রক্ষা করিয়াছেন। নিয়তম দাম ধরা হইয়াছে প্রতিমণ ১৫৲ টাকা, কিন্তু এই দর কলিকাতার দর অর্থাৎ মফঃস্বলের কৃষক ২৲ টাকা বা দশ টাকার বেশী পাইবে না। এক বিঘা জমিতে সাধারণতঃ গড়ে ৪ মন পাট হয়, ধান হয় দ্বিগুণ। কাজেই ধানের দরের চেয়ে পাটের দর দ্বিগুণ হওয়া চাই অথচ ধানের বাজার দর এবং পাটের বাঁধা দর প্রায় সমান সমান করা হইয়াছে। এক বিঘা জমিতে ৪ মন পাট জন্মাইলে কৃষক পাইবে বড় জোর ৪০ টাকা আর ৮ মণ ধান জন্মাইলে পাইবে ৮০ টাকা প্রতি বিঘায় মুনাফেফার ৪০ টাকা লোকসান।

এই রকম ভাবে ২৭ লক্ষ একর বা ৯০ লক্ষ বিঘা জমিতে কৃষকের লোকসান হইবে ৩৬ কোটি টাকা।

সরকারী পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কৃষকদের নিকট হইতে ৩৬ কোটি টাকা কাড়িয়া এবং ৩০ লক্ষ লোককে খাদ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া চটকল মালিকদের জন্য মুনাফার ভোজ ব্যবস্থা করিয়াছে।

আমাদের দাবী মাত্র ৫ আনা জমিতে পাট চাষ করা উচিত, পাটের দাম কমপক্ষে ১৮ টাকা চাই। সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়াছে কৃষকদের সমবেত আন্দোলনের জোরে তাহা পাল্টাইতে হইবে।

কলিকাতায় রেশনিং

কলিকাতায় রেশনিং-এর দুই সপ্তাহ পার হইয়া গেল। লোকের মনে রেশনিং সম্বন্ধে যে সন্দেহ ও ভয় ছিল, তা অনেকটা কাটিয়াছে। অধিকাংশ জায়গাতেই বেশ সুশৃঙ্খল ভাবে বেচা-কেনা চলিতেছে বলিয়া লোকের মনে ভরসা আসিয়া মিয়াছে। কিন্তু গলদ এখনও প্রচুর আছে, এই গলদগুলি দূর করিতে না পারিলে রেশনিং-এর সুফল সকলে ভোগ করিতে পারিবে না।

যাঁরা যে-সরকারী দোকানের খরিদ্দার, তাঁরা বলেন, বেচা-কেনার কোনই অসুবিধা হয় না। কিন্তু সরকারী দোকানের অনেক খরিদ্দারকে আমরা এই অভিযোগ করিতে শুনিলাম যে, বেচিবার উপযুক্ত লোকের অভাব। দোকানে যেসব কর্ম্মচারী বসান হইয়াছে, তাঁরা এক একটী হিসাব করিতেই এক ঘণ্টা লাগাইয়া দেন—ফলে খরিদ্দারকে অনেক সময় অপব্যয় করিতে হয়। উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে সরকার মনোযোগী হন না কেন?

খারাপ চাল—এই অভিযোগ তো সকলেই করে। বালিগঞ্জের দিকে একটী দোকানে খুব ভাল চাল পাওয়া গেল। দোকানদার ভাল চাল পাইলেন কি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে জানা গেল যে, তিনি তদ্বির করিয়া সরকারী সরবরাহের ভাল অংশটুকু জোগাড় করিয়াছেন। সামান্য কিছু খরিদ্দারের জন্যেও ভাল চাল, আর; বাকী সকলে সেই কাঁকর মিশান মোটা আতপ খাইয়া চালাইবে, তার ফলে অসুখ বিসুখ দেখা দিবে—এরকম অবস্থা বেশী দিন চলিতে পারে না। সরবরাহ বিভাগ রেশনিং করিয়াই নিশ্চিন্ত না হইয়া উপযুক্ত চাল সরবরাহের দিকে মনোযোগী হউন। রেশনিং ভালভাবে চালাইয়া যাইতে হইবে, এই খেয়ালটী যেন তাঁরা রাখেন।

কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা—এখনও অনেক লোক কার্ড পায় নাই। এবং পায় নাই যারা, তারা অধিকাংশই গরীব লোক। এই বেচারীরাই শেষ পর্য্যন্ত খাদ্যের অভাবে কষ্ট পাইবে—এরকম কেন হয়? সময় থাকিতে বিভিন্ন জনপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় কর্ত্তৃপক্ষ যদি রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করিত, তাহা হইলে এরকম বে-বন্দোবস্ত হইত না। এখন রেশন অফিসগুলির সামনে প্রতিদিন বহু লোক ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সুযোগ বুঝিয়া অনেক লোক দুপয়সা উপায় করিয়াও নিয়াছে। এক একটী দরখাস্ত লিখিতে ৮ আনা ১০ আনা করিয়া মজুরী নিয়াছে। সম্প্রতি কোনো কোনো জায়গায় রেশনিং বিভাগ রেশন অফিসেই দরখাস্ত লিখিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন—কিন্তু তাঁরাও বিনা পয়সায় কাজ করেন না। নিরম হইয়াছে দরখাস্ত পিছু দু-আনা করিয়া দিতে হইবে।

জোড়াবাগানের রেশনিং অফিসারের কাছে জনরক্ষা সমিতির পক্ষ হইতে প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, জনরক্ষা ভলান্টিয়ার আসিয়া বিনা পয়সায় এই কাজ করিয়া দিতে প্রস্তুত। কিন্তু অফিসার রাজী হন নাই। বালীগঞ্জের রেশনিং অফিসারও জনরক্ষা সমিতির প্রস্তাবে সররাজী হইয়াছেন। ব্যাপার কি? গরীব লোকদের বিনা পয়সার দরখাস্ত লিখিয়া দিবার ব্যবস্থা রেশন বিভাগ নিজেরা তো করিবেই না, অপরে করিলেও রেশন বিভাগের আপত্তি কেন? গরীবদের কাছ হইতেই এই সামান্য উপরি পয়সাটী না লইলে রেশন বিভাগের আমদানী বন্ধ হইয়া যায় নাকি? অথচ এখনও কোনো কোনো অঞ্চলে দরখাস্ত লেখার বন্দোবস্তই হয় নাই। তারাবাগান অঞ্চলে জনরক্ষা সমিতি প্রায় ১০০ খানা দরখাস্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছিল, কিন্তু কেহই এখন পর্য্যন্ত কার্ড পায় নাই। বেলেঘাটা হইতেও খবর পাওয়া গেল যে ৬০০ দরখাস্ত দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তার শতকরা ১০ খানা কার্ড এখনও পাওয়া যায় নাই।

মহল্লা কমিটী গড়ো

রেশনিং-এর গলদ ও বেবন্দোবস্ত দূর করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের কতটা মাথাব্যথা তা তো দেখাই যাইতেছে। কোন রকমে দায়সারা কাজ করিয়াই তাঁরা খালাস। এত বড় কলিকাতার মাত্র একটী অফিস নাকি খোলা হইয়াছে, যেখানে রেশনিং সম্বন্ধে কোনো অসুবিধা হইলে খরিদ্দার গিয়া জানাইতে পারিবে। কিন্তু খারাপ চাউল,কার্ডের অভাব প্রভৃতি অসুবিধা পাড়ায় পাড়ায়। এই সমস্ত অসুবিধার অনুসন্ধান করিয়া তার প্রতিকারের জন্য চাই পাড়ায় পাড়ায় জনসাধারণের কমিটী। মহল্লা কমিটির আন্দোলন কলিকাতায় সুরু হইয়া গিয়াছে। ইতি-মধ্যেই সাহানগর, কালীঘাট, চেতলা, পাথুরিয়া ঘাটা, শ্যামপুকুর, বাগবাজার, চোরবাগান, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট প্রভৃতি অঞ্চলে কমিটী গঠন হইয়াছে এবং কমিটীগুলির কাজে সকলেই ভরসা পাইতেছে। প্রত্যেক পাড়ায় এই রকম মহল্লা কমিটী চাই—জনসাধারণের তদ্বিরের ফলে রেশনিং-এ যে গলদ এখনও রহিয়াছে, তাহা দূর হইবেই।

সমস্ত সহরে রেশনিং চাই

বাংলার সমস্ত সহরে চাউলের দর চড়িতেছে, গ্রাম হইতে ধান চাউল মজুতদারের ঘরে চলিয়া যাইতেছে। সরকার বাঁধা দরে সরবরাহ করিবার ব্যবস্থার এখনও গড়িমসি করিতেছেন। এ অবস্থায় সকলের বাঁচিবার পথ রেশনিং।

কোন কোন সহরে খাদ্যকমিটির সভ্যদের ভিতরও রেশনিংএ আপত্তি দেখা যায়। তাঁহাদের যুক্তি এই—(১) রেশনিং দাবী করার মানে সরকারের হাতে ধান চাউল ক্রয় বিক্রয়ের ভার তুলিয়া দেওয়া (২) সরকার যে নিয়মিতভাবে সরবরাহ করিতে পারিবেন তাহার ভরসা নাই (৩) রেশনিংএর চাউল ভাল হইবে না, পুরানো পচা চাউল চালাইবার চেষ্টা হইবে।

সহরের যারা গরীব, যারা চোরাবাজারের দরে কিনিয়া খাইতে অক্ষম—তাহাদের কাছে এই যুক্তিগুলির কোন মূল্য নাই, রেশনিং বিনা তাহারা না খাইয়া মরিবে, রেশনিং হইলে তাহারা বাঁচিবে, সরকারের নিকট বাঁধা দরে খাদ্য পাইবার অধিকার তাহারা আদায় করিবেই।

কিন্তু যাঁহারা অবস্থাপন্ন, যাঁহারা আজ বিশ ত্রিশ টাকা দরে চাউল কিনিয়া খাইতে সক্ষম অথবা যাঁহাদের এমন যোগ্যতা আছে যে চোরাকারবারীর সঙ্গে ভাব করিয়া সহজে চাউল পাইতে পারেন তাঁহারাই রেশনিংএর ঘোর বিরোধী। তাঁহারা ভাবেন আজ বাজারে ভাল মন্দ চাউল যখন তখন বাছিয়া লইতে পারি, ঢেঁকী ছাঁটা চাউল চাই না কলে ছাঁটা চাউল চাই, লাল চাউল চাই না সাদা চাই, আতপ চাই না সিদ্ধ চাই এমন রুচি বিচার রেশনিংএ চলিবে না সুতরাং সকলের জন্য রেশনিং চালু করিও না, শুধু গরীবদের জন্য কনট্রোল দোকানের ব্যবস্থা কর তাহা হইলেই যথেষ্ট।

সহরের অবস্থাপন্ন লোকেরা বুঝিতেছেন না যে তাঁহাদের পয়সা আছে বলিয়া তাঁহারা চোরা বাজারের উপর ভরসা রাখিতে পারেন, কিন্তু তাহার ফলে চোরাকারবারী গ্রাম হইতে চাউল কিনিয়া আনিয়া সহরে মজুত করে সহরের অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকদের কাছে বেশী টাকায় বিক্রী করিবার জন্য। এই চোরাকারবারীরা জানে যে চাউলের দর যতই বেশী হউক অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকেরা কিনিবেই, তাই বিনা দ্বিধায় গ্রাম হইতে ধান চাউল সরাইয়া আনিয়া মজুত করে, তাই স্বাধীন বাণিজ্য বা স্বাভাবিক ব্যবসায় তাহারাই অচল করে। ইহার ফলে গ্রামেও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, প্রাচুর্য্যের মধ্যেও লোকে না খাইয়া মরে। এই দুর্ভিক্ষের ধাক্কা ক্রমশঃ অবস্থাপন্ন লোকদের গায়েও লাগিবে, আজ যাঁহার বেশী টাকা আছে কাল তিনি দুঃস্থ হইবেন, অন্ন সংস্থান যদি বা তাঁহার থাকে দুর্ভিক্ষের ফল স্বরূপ মহামারীর হাত হইতে নিস্তার কাহারও নাই।

রেশনিংএর বিরুদ্ধতা করার মানে চোরাবাজার মানিয়া লওয়া, স্বাভাবিক বাণিজ্য পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইতে বাধা সৃষ্টি করা। রেশনিং মানে সরকারী খরিদ সরকারী সরবরাহ, ইহার ফলে চোরাবাজার ধ্বংস হইবে, স্বাভাবিক বাণিজ্য স্রোত পুনরায় চালু করিবার মত সহজ অবস্থা ফিরিয়া আসিবে।

রেশনিং চালু হইলে নিয়মিত সরবরাহ করিতে সরকার বাধ্য, রেশনিং যতক্ষণ নাই ততক্ষণ সরকার নিয়মিত সরবরাহ করিতে অস্বীকার করিতে পারে, রেশনিং দাবী করার মানেই সরকারের কাছে প্রত্যেকের জন্য নিয়মিত সরবরাহের গ্যারান্টি দাবী করা।

রেশনিং আরম্ভ করিয়া সরকার খারাপ চাউল সরবরাহ আরম্ভ করিতে পারে যেমন কলিকাতায় করিয়াছে। কিন্তু কলিকাতাতে রেশনিং ভাল করিবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন জন আন্দোলনের ফলে অন্ততঃ শতকরা ৫০ ভাগ ক্ষেত্রে ভাল চাউল মিলিতেছে, অদূর ভবিষ্যতে আরও উন্নত হইবে।

অবাধ-বাণিজ্যে মজুতদারের সুবিধা

কংগ্রেসনেত্রীর আবেদন

'জনযুদ্ধের' প্রতিনিধি লাহোরের বিশিষ্ট কংগ্রেসনেত্রী ও স্থানীয় মহিলা সমিতির সভানেত্রী মিসেস দৌলত উমেদা খাতুনের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যের ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি অবাধ বাণিজ্য নীতি সমর্থন করেন কি না। তিনি বলেন: না। অবাধ বাণিজ্য মজুতদারেরই সুবিধা করে। পুরা খাদ্য বরাদ্দ ও জনসাধারণের স্বার্থে বাঁধা দরে সরকারী ক্রয় ও খাদ্যকমিটির সহযোগিতায় খাদ্য রক্ষণ ও বণ্টন—এই উপায়েই দেশকে বাঁচাইতে পারিব।

কয়লার জন্য কে কি করিতেছে?

মাকিণ হইতে আবার চটের অভাব, কিন্তু কয়লা কৈ?

কয়লা সম্বন্ধে সরকারের নূতন ব্যবস্থা: ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসের দাবী

কয়লার অভাবে বহু কারখানার কাজ বন্ধ। কয়লার ভরসা এই ফাল্গুনে, এই ফাল্গুনে বলিয়া সরকারী আশ্বাসও অনেকদিন বহিয়া লাগাইতেছে। কিন্তু এতদিনে ব্যবস্থা হইল না। কারখানা-মালিক সেন বিলাত কাগজ 'ল্যাপিট্যান' চটকলে কয়লার অভাব সম্বন্ধে ১৯ই ফেব্রুয়ারী লিখিয়াছে যে, "কতকগুলি চটকল আবার বন্ধ করিতে হইয়াছে। .....কোথাও কোথাও কয়লা খারাপ, জাহাজে ষ্টিম হয় না, সেজন্য মিল বন্ধ হইয়াছে। আর অন্যান্য জায়গায় কয়লা মাই বলিয়া মিল বন্ধ।" কবে কয়লা পাওয়া যাইবে, সে সম্বন্ধেও তাহারা কোনো ভরসা দিতে পারে নাই। টুচ্চী বলিয়াছে যে গত বছর মার্কিন হইতে যে বড় অর্ডার পাওয়া গিয়াছিল তাহা এ বছর জুলাই মাসের আগে শেষ করা যাইবে না। অথচ পোনা যাইতেছে যে মার্কিন সরকার নাকি আরও নূতন মালের জন্য শীঘ্রই চটকলে আর একটি বিরাট অর্ডার পাঠাইবে। যুদ্ধের জন্য এই অর্ডার। সরকার ও মালিক দুজনেই বলে আমরা যুদ্ধের ভাল ব্যবস্থা করিতে চাই। অথচ যুদ্ধের অর্ডার মিটাইবার জন্য কয়লার ব্যবস্থা তাহারা করিতে পারে না। আমাদের দেশে যদি আমাদের নিজেদের জাতীয় সরকার থাকিত তাহা হইলে কয়লার অভাব কবে দূর করিয়া দিত।

বদরতলায় গণ্ডগোল

সরকারের কাছ হইতে কয়লা আদায় করিবার মুরোদ তো চটকল মালিকদের নাই। কিন্তু মজুরদের পিছনে লাগিতে তাহাদের কসুর নাই। বদরতলা ইউনিয়ন সাউথ চটকল কয়লার অভাবে আজ পর্য্যন্ত প্রায় ১১হপ্তা বন্ধ থাকিয়াছে। মালিক ও সরকারের কসুরে কল বন্ধ, তবুও বন্ধের সময় মজুররা মজুরি পায় না, মাত্র ৪।০ খোরাকীতে কোনো রকমে দিন কাটাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু বস্তির বসিয়া মজুরদের এই সামান্য খোরাকী দিতেও মালিকের মন রুজ করে, তাই মালিক ঠিক করিল যে হপ্তার মুতিন দিন কাজ করিতে হইবে। তাও কবে কাজ হইবে, কখন আরম্ভ হইবে কিছুই ঠিক নাই—রোজ কলে আসিয়া বসিয়া থাক, যেদিন বা যখন খুশী কাজ চালাইব। ইহাতে মজুরদের খোরাকির সমান বা তার চেয়ে কম রোজগার হয় অথচ অন্য কোথাও কাজ করিয়া কিছু রোজগারের উপায় থাকে না। তা ছাড়া খামোখা আসা যাওয়ার বাজে খরচও হয়। গত ২৬শে জানুয়ারী সকাল ৯টার সময়ও বলিতে পারে না যে সেদিন কাজ চলিবে কি না, অথচ হঠাৎ বেলা ৪টার সময় বলে এখন কাজ চলিবে। মজুরেরা এল এই শেষ বেলায় করেক ঘণ্টা কাজ চালাইয়া কি লাভ, কাল সকালে চালাইলে হইবে। অমনি ম্যানেজার রাগিয়া খুন—বলে কাজ একেবারে বন্ধ থাকিবে। শেষ পর্য্যন্ত গণ্ডগোল দেখিয়া ম্যানেজার মিল খুলিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এখন সে মজুরদের উপর জরিমানা লাগাইয়াছে। বলিতেছে যে মজুররা পুরা হপ্তা পাইবে না, মাত্র দশ পয়সা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত পাইবে।

বদরতলার মজুরদের একতার জোর কম। অধিকাংশ মজুরই এখনো বলে যে, ইউনিয়নে যোগ দিয়া কি হইবে? সেজন্যই তাহারা ম্যানেজারের জুলুম সহজে রুখিতে পারিতেছে না।

কয়লার পয়দা বাড়ে না কেন?

কয়লা পুরাদমে পাওয়া গেলে, মিলে মিলে কাজও পুরাদমে চলিত। বদরতলার মত গণ্ডগোল আজ এখানে কাল সেখানে ঘটিতেছে, তাহাও বন্ধ হইত। যুদ্ধের জিত, কারখানার কারখানার মাল তৈরী, মালিক মজুর ও জনসাধারণের অবস্থা—এ সবই আজ একটি মাত্র কথার উপর নির্ভর করিতেছে। সে কথাটি হইল: যেমন করিয়া পারো খনি হইতে কয়লার পয়দা আড়াও!

কয়লার পয়দা বাড়েনা কেন? তাহার প্রধান কারণ হইল মালিকদের লাভের লোভ। গভর্ণমেন্ট লাভের উপর প্রচণ্ড ট্যাক্স বসাইয়াছে যে, কোনো কোম্পানীই টাকার সওয়া তিন আনার বেশী লাভ করিতে পারিবে না এবং সেই সওয়া তিন আনারও প্রায় ৸৵ আনা গভর্ণমেন্টের কাছে জমা রাখিতে হইবে, মালিকরা খরচ করিতে পারিবে না। এইরূপে লাভ বাড়াইতে পারিতেছে না বলিয়া মালিকরা কয়লার পয়দা ঠেকাইয়া সরকারকে জব্দ করিতে চাহিতেছে। তাহাতে যে দেশের কল-কারখানা বন্ধ হয়, লোকে ভাঁকিতে পারে না, লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হয়, সুস্থতা ক্ষতি হয়—সে সবের জন্য মালিকরা পরোয়া করে না।

খনি মজুরদের জঘন্য হাল

খনি মালিকদের লাভের লোভ এত নির্মমভাবে যে, কয়লার খনির মজুরদের তাহারা প্রায় কুকুর বা জানোয়ারের মত খাটায়। অন্য কোন কারখানার মজুরদের এত অল্প মজুরি ও অল্প অবসর হইলে সে কারখানার মজুররা একদিনও কাজ করিত না। আগে খনি মজুররা মাসে গড়পড়তা মাত্র ১০৲ টাকা মজুরি পাইত। সেজন্য অনেক মজুর কাজ ছাড়িয়া অন্য কাজে চলিয়া যায়। এজন্যও পয়দা কম হয়। মজুরদের মজুরি খরচা বৃদ্ধির অনুপাতে বাড়াইলে এ গণ্ডগোল মিটিত, কিন্তু লাভের লোভে মালিকরা সে পথে গেল না। বরং পুরন্ত মজুরের বদলে মেয়ে কুলীকে আরও সস্তায় খাটাইয়া লওয়া যাইবে এই আশায় দাবী করিল যে খনির ভিতরে মেয়ে কুলীদের কাজ করিতে দিতে হইবে। খনির নীচে অন্ধকার, সব আটকোনো আবহাওয়ার কাজ করা মেয়েদের পক্ষে অসম্ভব। তাই কোনো সভ্য দেশেই মেয়েদের খনিতে লাগাইতে দেয় না। জনমতের চাপে ভারত সরকারও আইন করিয়াছিল যে, মেয়েদের খনিতে দেওয়া হইবে না। কিন্তু মালিকদের চাপে সরকার হড় হড় করিয়া সে আইন উঠাইয়া লইয়াছে।

কিন্তু তবুও কয়লার পয়দা বিশেষ বাড়ে নাই। পুরন্ত মজুরেরা মজুরি বাড়াইয়া কাজে না টানিতে পারিলে বাড়িবে কিসেতে? তা ছাড়া দেশময় কয়লার অভাব হওয়ায় কয়লা খনির অবাবস্থার উপর দেশের লোকের চোখ পড়িল, খনি মালিকরা মজুরদের কি জঘন্য শোষণ করে সে কেলেঙ্কারি প্রকাশ হইয়া পড়িল। সরকারকে বাধ্য হইয়া অন্ততঃ লোক দেখানো দোষের কিছু ব্যবস্থা করিতে হইল। কিন্তু তাহাও খুব সামান্য। ঠিক হইল মজুরদের টাকায় আট আনা, মজুরি বাড়ানো হইবে, সস্তা রসদের কিছু বন্দোবস্ত হইবে। আর প্রতি টন কয়লার উপর এক আনা হইতে চার আনা পর্য্যন্ত মাশুল বসাইয়া যে আনদানী হইবে তাহা দিয়া মজুরদের বাসস্থান, জল সরবরাহ, ছেলেপিলের লেখাপড়া প্রভৃতির কিছু সুরাহা করা হইবে। কিন্তু খনি মজুরদের যা অবস্থা তাহাতে মাত্র আট আনা মজুরি বৃদ্ধি বা এই সামান্য সুরাহায় কিছুই হয় না।

বিভিন্ন মজুর এলাকায় রেশনিং

কলিকাতা ও সহরতলীতে রেশনিং চালু হবার পর বিভিন্ন এলাকার মজুরদের নিকট হইতে আমরা যত অভিযোগ পাইয়াছি তাহার প্রধান হইল: (১) চার সেরে পেট ভরে না, ৫।০ সের চাই (২) আগের সস্তা দরে মোট যে রসদ পাওয়া যাইত, এখন হর তাহার পরিমাণ কমিয়াছে নয় দর বাড়িয়াছে, সুতরাং মাগগি ভাতা বাড়াইয়া উহার ক্ষতিপূরণ চাই (৩) অনেক জায়গায় চাল আটা অখাদ্য (৪) এক দিনে সব রসদ এক সঙ্গে না কিনিয়া বারে বারে কিনিতে দেওয়া দরকার ইত্যাদি। করেকটি এলাকার অবস্থা আমরা নীচে দিলাম।

ট্রাম—আগে প্রত্যেকে সপ্তা দরে ৭ সের রসদ পাইত, এখন পরিবার থাকিলে ৮ সের পায়, কিন্তু একলা হইলে মাত্র ৪ সের পায়। তাহাছা ডাল প্রভৃতিও একলা লোকদের জন্য আগের চেয়ে অর্দ্ধেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে পরিবার-ওয়ালা লোকেদের আগের চেয়ে সুবিধা হইয়াছে কিন্তু একলা লোকদের মাসে কয়েক টাকা লোকসান হইয়াছে। চাল খারাপ বলিয়া অনেকে নালিশ করিয়াছে।

মিজাজী—আমরা গত সপ্তাহে মজুরদের আগেকার সপ্তা রসদের ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য যে দাবীর কথা জানাইয়াছিলাম এখন কোম্পানী তাহা মানিয়া লইয়াছে। মজুররা আশে,খে যে দরে ৭ সের চাল, ২ সের আটা ও এক পো চিনি পাইত—এখন ঐ পরিমাণ জিনিষের কন্‌ট্রোল দর হইতে যাহা তফাৎ হয় সে টাকা মজুরের নামে জমা হইবে।

কর্পোরেশন—আগের দরে একলা মজুর চার সের পাইবে। ৩৲ টাকার উপর যাহাদের মাহিনা তাহারা পাইবে না। অন্যান্য সপ্তা জিনিস বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে কর্পোরেশনের কর্ত্তারা রেশনিংয়ের গলদ, দেখাইয়া বড় বড় প্রস্তাব পাশ করিতেছেন কিন্তু নিজেদের মজুরদের বেলায় সেই গলদই তাঁহারা নিজেরা সৃষ্টি করিতেছেন।

ব্রেথওয়েট—আগে ১০৲ দরে পাঁচ সের পাইত, এখন ৭।০ দরে ৪সের পাইতেছে। লোকসান হয় নাই, বরং একটু লাভ হইয়াছে।

পোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং, হাওড়া—আগে ৭।০ দরে ৬ সের পাইত, এখন ৪ সের পাইতেছে। অল্প লোকসান হইয়াছে।

লেস্টিকীন, হাওড়া—আগে দশ টাকা দরে ৭ সের দেওয়া হইত। এখন দুটি টিকিট পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৮ সের ঐ দরে দেওয়া হইবে। পরিবার-ওয়ালাদের কিছু লাভ হইবে, কিন্তু একলা লোকদের লোকসান হইবে। আতপ চাল খুদ ও কাঁকরে ভরা।

হাড়তাঙ্গা, মেটেবুরুজ—আগে ২ হপ্তার ১৮৸০ রেশন পাইত। ২৯শে জানুয়ারী না দেওয়ায় গণ্ডগোল হয়। ৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে দাবী মঞ্জুর হয়। কোনো কোনো দালাল মজুরদিগকে রেশন ষ্ট্রাইক চালাইবার জন্য উস্কাইতেছে, বলিতেছে মাগগী ভাতা ও বোনাসের জন্য গভর্ণমেন্ট হুকুম দিয়াছে কিন্তু মালিকেরা চাপিয়া রাখিয়াছে। গভর্ণমেন্ট যে মাগগী ভাতা বাড়াইবার জন্য একটি কথাও বলে নাই বরং আমেদাবাদ প্রভৃতি যে সব জায়গায় মজুরেরা বেশী ভাতা পায় তাহা কমাইয়া দিবার জন্য হুকুম তৈয়ারী করিয়াছে—সে খবর কিছুদিন আগের খবরের কাগজ খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে। এই দালালগুলি গভর্ণমেন্টের খয়ের খাঁ, উহারা জাহাজাল ওয়ার্ক্স প্রভৃতিতে চাকরী করে। সেজন্যই উহারা গভর্ণমেন্টের আসল হুকুম চাপিয়া গিয়া মজুরদের বোকা বুঝাইতে চায়।

রাজাআপাপ্পা—আগে সপ্তায় সাত সের পাওয়া যাইত। এখন প্রথমে ৪ সের করে। গোল মাল হওয়ার পরে ঠিক হয় যে প্রত্যেকে ৩টা টিকেট অর্থাৎ ১২ সের পর্য্যন্ত সপ্তা দরে পাইবে।

অন্নকতলা চটকল—আগে সপ্তায় ৫ সের পাইত, এখন ৪ সের। অল্প লোকসান হইয়াছে।

ক্লাইভ স্যুটমিল:—বদরতলার মতই রেশন। ফলে অসন্তুষ্ট মজুররা আপনা আপনি ষ্ট্রাইক করে। এখন ষ্ট্রাইক মিটিয়াছে। কিন্তু হাড়ভাঙ্গা কলের মত এখানেও কতকগুলি দালাল রটাইতেছে যে গবর্ণমেন্ট নাকি মাগগি ভাতা ও বোনাস দিয়াছে! খবরের কাগজ দেখিলেই মজুরেরা দালালদের কাঁকি ধরিতে পারিবে।

অক্সফোর্ড:—কলিকাতার দেখিয়া মিলের মালিক নিজে হইতেই "রেশনিং" করে—অর্থাৎ আগে যে ৫ সের দিত তাহার বদলে ৪ সের দিতে থাকে। কিন্তু মজুরেরা যখন দেরাও করিয়া ম্যানেজারকে বুঝাইয়া দেয় যে, রেশনিংটা ঠিক ঠাট্টা নয়, তখন ম্যানেজার তাহাদের যুক্তি মানে ও হেড অফিসে দরবার করিবে বলিয়া খাঁকার করে।

ক্যালেডোনিয়াম, অক্সফোর্ড:—এইখানেও ঐরূপ হয়।

ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেস কি বলে

[illegible] ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জেনারেল কাউন্সিলের এক সভা হয়। বিশ্যাত কমিটিনী নেতা কমরেড ডাঙ্গে সভাপতিত্ব করেন।

সেই সভার প্রস্তাবে বলা হয় যে, কয়লার খনিতে মজুরদের খরচা যেখানে টাকায় প্রায় বাইশ আনা বাড়িয়াছে সেখানে মাত্র আট আনা মজুরি বাড়াইলে মজুর খাইবে কি, কয়লার পয়দা বাড়িবে কিরূপে? মাশুল হইতে শ্রমিকদের উন্নতির জন্য যাহা খরচ হইবে মাসে বড় জোর দুটাকা, অর্থাৎ টাকার দু আনা। তাও সে উন্নতির ফল পাইতে এখনও বহু দিন লাগিবে।

সেইজন্যই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রস্তাব করে যে, মজুরদের খরচা বৃদ্ধির অনুপাতে মজুরী ও মাগগী ভাতা বাড়ানো হোক (যেমন আপা

রংপুরের গ্রামে গ্রামে মহামারী ও পাঁচড়া

মৃতদেহ কবর দেওয়ারও লোক নাই

রংপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন—"নীলফামারীর তিনটি থানা বাদ দিয়া জেলার সর্ব্বত্র বসন্তের মহামারী।"

মিলিটারী মেডিকেল অফিসার বলেন—"ম্যালেরিয়া যে কোথায় নাই তাহা বলা কঠিন। জেলার সব স্থানেই জ্বর ছড়াইয়া পড়িয়াছে।"

কৃষকরা বলেন—"জ্বর হইলে যখন কম থাকে তখন মাঝে মাঝে কাজ করা যায়, কচিৎ হালও ধরা যায়। কিন্তু পাঁচড়ায় কোন কাজই করা যাইতেছে না।"

জেলার ঔষধ—কুইনাইনের অভাব সর্ব্বত্র

কিন্তু দেখা যায় ভালমন্দির ক্লাটেরর একটি ফার্ম্মেসী একমাত্র পাইকার ও নিজের রোগী ছাড়া ঔষধ বিক্রি করে না। তাও চড়া দামে। পীরগাছার একজন ডাক্তার কুইনাইন দেয়, তা মিষ্টি, কিছু বলিলে উত্তর দেয়, "কুইনাইন হইলেই হইল। যার কুইনাইন আছে তার পোয়াবার।"

জেলার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার বলেন "ঔষধ জেলার লোকের কাছে বিক্রি করিলে ডবল দামের বেশী পাওয়া যায় না। কিন্তু কলিকাতা হইতে লোক আসিয়া ১০গুণ পর্য্যন্ত দাম দেয়, তাতেই ডাক্তাররা বাঁচিয়া আছে।"

সরকার হইতে যাহাদের কাছে কুইনাইন দেওয়া হয় তাহাদের কাছ থেকে অদ্ভুত ভাবে কুইনাইন ফুরাইয়া যায় এবং অনেক যায়গাতেই মিষ্টি কুইনাইন বিক্রি হয়।

অথচ সরকার কিন্তু মজুতদারের উপরই নির্ভর করিতেছে, জনগণের সহযোগিতায় ভয় পায়। তাই মহামারী সংকটে জেলার অবস্থা ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে।

সংকটের ভয়াবহ রূপ

কমরেড শঙ্কর রায় জানাইতেছেন যে বন্দর গঞ্জ এলাকায় মহামারী এমন ভাবে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করিতেছে যে মৃতুর পর কবর দেওয়া হইতেছে না।

সদর মহকুমার পীরগাছা এলাকায় ৪টি গ্রামের খবর দিতে গিয়া কৃষক সমিতির কমরেড মুকুমার সরকার লিখিতেছেন যে শতকরা ৭৫ জনের বসন্ত। আবার ম্যালেরিয়াও ঘরে ঘরে। পীরগাছার বৈশ্যপাড়ার ১টি পরিবারের ৭ জনের ৫ জনের বসন্ত—১জন মারা গিয়াছে। ঐ গ্রামের ১৭টি পরিবারের একই অবস্থা। টাঙ্গনদাঙ্গরা পর্য্যন্ত যাইতে তন্ত্র পায়।

আড়তিটা অঞ্চল হইতে কমরেড বসন্ত চক্রবর্ত্তী জানাইতেছেন—"একদিন রাস্তায় চলিয়াছি, হঠাৎ স্থানীয় একটি স্কুলের পণ্ডিত জবারুদ্দিন আহম্মদ আমাকে ডাকিলেন। স্কুলে গিয়া দেখি পণ্ডিত ও ছাত্রের সংখ্যা সমান সমান অর্থাৎ ১—১। তখন বেলা সাড়ে ১১টা। পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—ব্যাপার কি? পণ্ডিত মহাশয় জবাব দিলেন—কাপড় ও ভাতের অভাব, ও পাঁচড়ায় আক্রমণ, এই মিলিয়া পাঠশালার এই অবস্থা করিয়াছে।"

আর একটি গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন—"ঘোরাডে গিয়াছি। দেখি প্রত্যেকটি বাড়ীতে সকলেই পাঁচড়ায় চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত শরীরে পাঁচড়া ও ঘা এবং প্রতিদিন জ্বর হয়। হিসাব নিয়া দেখা গেল শতকরা ৯৫ জনই এই রোগে আক্রান্ত।"

সংকটের বিরুদ্ধে জনগণের লড়াই

রংপুরের জনগণ এই সংকটে মুসড়িয়া পড়ে নাই। রংপুরের গ্রামে গ্রামে এই মহামারীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অভিযান সুরু হইয়াছে। কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুমহাসভা, কমিউনিষ্ট পার্টি, কৃষক সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এই সংগ্রামে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করিতেছেন। কুড়িগ্রাম মহকুমার বিভিন্ন গ্রামের খাদ্য কমিটি, কৃষক সমিতি, আত্মরক্ষা সমিতি, কিশোর বাহিনী মিলিত হইয়া ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই সুরু করে। আত্মরক্ষা সমিতি হইতে মহকুমা হাকিম ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে ডেপুটেশন যায়। মিলিটারী ডাক্তারকেও অবস্থা জানাইয়া সাহায্য করিতে বলা হয়। গাইবান্ধা মহকুমার কংগ্রেস নেতা মহিউদ্দীন খাঁ, মহিলা সমিতি, কৃষক সমিতি, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি সরকারের সহযোগিতায় ও বেঙ্গল রিলিফ কমিটি এবং পিপলস্ রিলিফ কমিটির সাহায্যে কুইনাইন ও ঔষধ ব্যবহার করিতেছেন। সৈদপুরে বি, এণ্ড এ রেলওয়ের মজুর ইউনিয়ন থেকে কমরেড কমনীয় দাশ গুপ্ত ও বিরাজ নিয়োগীর নেতৃত্বে স্কোয়াড বস্তি বস্তি গিয়া টীকার প্রচার ও ব্যবস্থা করিতেছেন। জেলার বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট কর্ম্মী কমরেড বসন্ত চক্রবর্ত্তী নীলফামারী অঞ্চলে মিলিটারী ডাক্তারের সহযোগিতায় গ্রামে গ্রামে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

চোরাকারবারী বেড়াজাল পাতিয়াছে

নদী পথে নৌকা বোঝাই চাল উধাও

রাত্রির অন্ধকারে মজুতদারের গোপন গুদাম ভরিয়া উঠিতেছে!

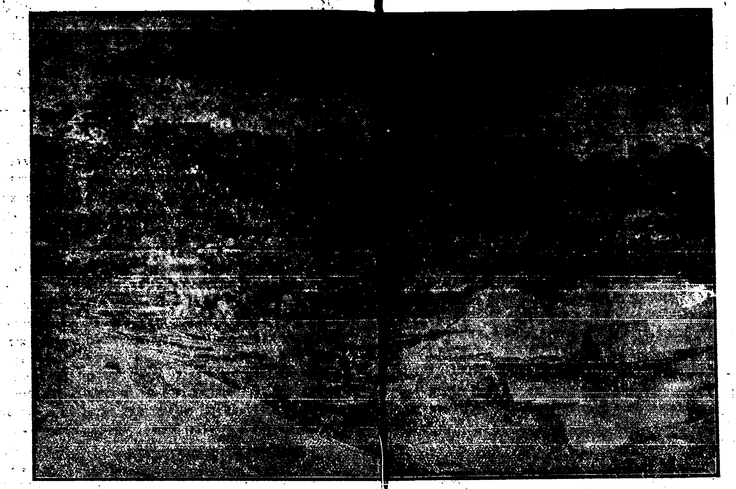

পাটাল কথা মেদিনীপুর জেলায় ব্যবসা বাণিজ্যের একটি বড় ক্ষেত্র। প্রতিদিন শত শত নৌকা এখান হইতে রওনা হয় অন্যান্য জেলায়। এই ছবিতে দেখা যাইতেছে যে নৌকায় চালে বস্তা তোলা হইতেছে। এই চাল কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় যা যাইতেছে?

বিভিন্ন সংবাদদাতার কাছ হইতে আমরা যে খবর পাইতেছি তাতে দেখা যায়, এই সমস্ত নৌকা বোঝাই ধান চাল দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মেদিনীপুরকে বঞ্চিত করিয়া চলিয়া যাইতেছে জেলার বাহিরে। সরকারী ক্রেতা নাই, ব্যবসায়ীরা নিজেদের খুশীমত গরীব চাষীর কাছ হইতে ধান চাল কিনিতেছে ও রূপনারায়ণের উপর দিয়া লইয়া যাইতেছে হুগলী, হাওড়া প্রভৃতি জেলায়। 'জনযুদ্ধে' ইহার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বাহির হইয়াছে।

সপ্তাহে সদর মহকুমার কেশপুর থানা হইতে কমরেড বিষ্ণুপদ জানা জানাইতেছেন:—

কৃষকদের কাছ হইতে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা ধান কিনিয়া ঘাটাল, চন্দ্রকোণা, শালবনী প্রভৃতি হাটে বড় বড় মজুতদারদের কাছে বিক্রি করিতেছে। ঘাটাল, তেমুহানি প্রভৃতি বন্দর হইতে রূপনারায়ণের বুকে এই সব ধান চাল নৌকা বোঝাই হইয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেছে।

চাষীরা নিরুপায় হইয়া চোরাকারবারীর হাতে ধান ছাড়িয়া দিতেছে

তমলুক হইতে অনন্ত মাইতি জানাইতেছেন:—

গেঁয়োখালির বাজার দিয়া প্রতি সপ্তাহে ৩ হাজার মণ ধান ও চাল চোরাবাজারে বিক্রয় হইয়া চালান হইতেছে। গরীব চাষীরা অভাবের তাড়নায় ও পাওনাদারের তাগাদায় ধানচাল বেচিয়া ফেলিতেছে। স্থানীয় ব্যবসাদাররা রাত্রির অন্ধকারে ঐ ধান চাল অন্যত্র চালান দিতেছে। চালের সাধারণ দর ১০। ১২ টাকা হইলেও, ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত দর দিয়া কেনে। এত বেশী দামে চাল কিনে, লাভ হয় কি না, জিজ্ঞাসা করা হইলে স্থানীয় একজন ব্যবসায়ীর বলে, "আমরা ১৮।১৯ টাকা দরে বিক্রি করি। পুলিশ পাহারা সত্বেও এই সব খাদ্যচোরারা অবাধে তাদের চোরাকারবার বাড়াইতেছে। নন্দীগ্রামের তের পাখিয়ার বাজার হইতে সপ্তাহে ৪ হাজার মণ ধান চাল রপ্তানী হইতেছে। শোনা গেল শালবনীতে ইস্পাহানীর এজেন্ট অল্প পরিমাণ ধান চাল কিনিতেছে। এদিকে ওখানকার মিলগুলারা ৮।০ হইতে ৯৲ দরে প্রচুর ধান কিনিয়া জমা করিতেছে।

রাজসাহী জেলায় এবার ধান হইয়াছে দু'কোটা রও বেশী। জেলায় বার্ষিক প্রয়োজন প্রায় দেড় টা মণ। সরকারী কর্ম্মচারীদের হিসাব অনুযায়ী লক্ষ মণ এবং স্থানীয় কৃষক সভার কর্ম্মীদের হিসাব হযায়ী প্রায় ৩০ লক্ষ মণ চাল রাজসাহীতে এবার ত হইয়াছে। এই চাল ঢাকা, মুর্শিদাবাদ বা বনার সহস্র সহস্র দুঃস্থকে বাঁচাইতে পারিত। ন্তু সে চাল যাইতেছে কোথায়?

সরকার স্থির করিয়াছেন যে তাঁরা ১ লক্ষ মণ ল রাজসাহীতে কিনিবেন। স্থানীয় সিভিল সাপ্লাইর কর্ম্মচারীরা এখনও এই এক লক্ষ মণ কেনা ক করার হুকুমও কলিকাতার দপ্তর থেকে পান ই। অথচ গত দেড় মাস ধরিয়া জেলার ছোটো প্রধান হাটে প্রতি সপ্তাহে চাল থেকে দশ হাজার মণ ধান হাটিতেছে এবং বিক্রী হইতেছে।

গোপন গুদামে মজুত

কিনিতেছে কারা? গত ৩১শে জানুয়ারী সবহাজার হাটের ধান কেনা বেলা হঠাৎ বন্ধ হয়া গেল। খোঁজ লইয়া দেখা গেল যে হাটের মস্ত ধান (প্রায় ৩০০০ মণ) স্থানীয় এক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ের কর্ম্মচারী কিনিয়া লইয়াছে। এ ধান ল কোথায়? ধান বোঝাই গাড়ীর অনুসরণ রিয়া দেখা গেল যে সেগুলো গিয়া জমা হইতেছে জসাহীর এক পাটের গুদামে। স্থানীয় অধিসীরা বলিলেন সেদিনই নূতন নয়—প্রায়ই সেই টের গুদামের সমুখে চাল পড়িয়া আছে দেখা যায়, আরও কত হাজার মণ চাল ঐ গুদামের অন্ধকারে পড়িয়া আছে কে জানে? এরকম পাটের গুদাম রাজসাহীতে একটা নয়। ষ্টেশনের কাছে স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর গুদামে অনেক রাত্রেই গাড়ী চলাচল এবং লোকজনের সাড়া পাওয়া যায়। দিনের বেলায় গুদামটা খালী দেখিয়াই পরিচিত।

রাত্রির অন্ধকারে চাল উধাও

চাল যে শুধু মজুতদারের গুদামে মজুত আছে তা নয়, তার বেশীর ভাগই চলিয়া যাইতেছে জেলার বাইরে। রাজসাহী সহরের মধ্য দিয়া প্রায়ই দেখা যায় ধান বোঝাই গরুর গাড়ী চলিয়াছে নদীর ঘাটের রাস্তায়। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে যে ধান তার নিজের খাওয়ার জন্য লইয়া যাইতেছে —অথচ একই গাড়োয়ানকে প্রতি হাটবারে দেখা যাইবে ধান নিয়া যাইতে। এই চলাচল সুরু হয় সন্ধ্যার পর, গভীর রাত্রেও রাস্তায় ধান বোঝাই গাড়ী দেখা যায়। এ ধান কোথায় যায় দেখার জন্য স্থানীয় ফুড কমিটির কয়েকজন কর্ম্মী গত ৩রা জানুয়ারী থেকে প্রতি হাটবার সহরের উপকণ্ঠে নদীর ঘাটের উপর দৃষ্টি রাখিতে সুরু করেন। দেখা গেল যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রায় ২০০শত গরুর গাড়ী (প্রত্যেক গাড়ীতে ২০।৩০ মণ ধান বা চাল) ঘাটে আসিয়া জড় হয় এবং রাত্রির অন্ধকারে নৌকা বোঝাই হইয়া চলিয়া যায়। ফুড কমিটির কর্ম্মীরা নৌকার মালিকদের কাছে খোঁজ করিলে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে কারুরই রাজসাহী সদরে চাল কেনার লাইসেন্স নাই, অনেকের আবার কোন লাইসেন্সই নাই।

গাড়ীর গাড়োয়ান ও নৌকার মাঝিদের কাছে ব্যবসায়ীদের জুয়াচুরীর আসল উদ্দেশ্য বুঝাইয়া বলার পর তারা প্রকাশ করে যে এইভাবে বোঝাই নৌকার অধিকাংশই মীরগঞ্জ ঘাটে যায়, সেখানে ঢাকা ও পাবনার ব্যবসায়ীদের বড় বড় নৌকা থাকে, তারা এই চাল নিয়া নদী পথে জেলার সীমানা পার হইয়া যায়।

চোরাকারবারীর বেড়াজাল

নদী পথে চাল পাচারের এই ব্যবস্থা কোন স্থানীয় ঘটনা নয়। রাজসাহীর প্রধান তিনটি বন্দর—গোরাগাড়ী ঘাট, চার ঘাট এবং গুরুদাসপুর। গুরুদাসপুর দিয়া প্রতিদিন হাজার হাজার মণ ধান এবং চাল প্রকাশ্যে নৌকায় করিয়া জেসার বাইরে চলিয়া যাইতেছে। চাল নিয়া এই চোরাকারবারের বড়যন্ত্রের জাল পাতা হইয়াছে গভীর ভাবে, অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়া। আসল কারবারী কখনও হাটে আসে না। তার ফড়িয়ারা প্রতি হাটে আসিয়া দৈনিক কার বাজারদরের উপর দু'আনা কি চার আনা বেশী দর হাঁকে, আড়ৎদার তৎক্ষণাৎ সমস্ত ধান বিক্রী হইয়া গিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করে (কারণ আড়ৎদারও এই ষড়যন্ত্রের অংশীদার, মণপ্রতি সে আট আনা হইতে এক টাকা পাইবে), এইভাবে চাষীকে বাধ্য করা হয় কমদামে বিক্রী করিতে। তার পর সেই চাল গরুর গাড়ীতে এবং ছোট নৌকায় ২০ মণ করিয়া বোঝাই হয়, কারণ সরকারী নিয়মে ২০ মণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক লোক নিজের ব্যবহারের জন্য নিয়া যাইতে পারে। নদীর মধ্যে বাঁধা থাকে বড় বড় নৌকা, ছোট নৌকাগুলি গিয়া সেখানে বোঝাই দেয়।

কিছুদিন ধরিয়া স্থানীয় কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের প্রচারের ফলে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইতেছে তার ফলে দিনের বেলা এই নির্ভর চুরির বহর কমিয়া আসিয়াছে। এখন হাট হইতে চাল গিয়া ওঠে নদীর ধারের কোন কোন গ্রামে, সেখান থেকে রাত্রে নৌকায় বোঝাই হয়। শুধু গুরুদাসপুর দিয়াই গত দেড় মাসে অন্ততঃ একলক্ষ মণ ধান রাজসাহী জেলার বাইরে চলিয়া গিয়াছে এবং গুরুদাসপুরের অন্ততঃ আরও দুটী বন্দর আছে, তাহাড়া ছোট ছোট ঘাট কত আছে তার হিসাবই নাই।

রাজসাহীর একটি গ্রামের অবস্থা

সমস্ত গ্রামবাসী প্রায় অনাহারে

খাজুরা ইউনিয়নের একডালা গ্রামে ৬৫ ঘর লোকের বাস। ইহার মধ্যে ৫ ঘর লোকের মাত্র ২ মাসের খোরাক আছে। বাকী ৬০ ঘর লোক দিন আনে দিন খায় এই অবস্থা। ইহাদের প্রতিদিন চাল কিনিতে হয়। কিন্তু খাটিয়া রোজগার করিবার মত স্বাস্থ্য আর কাজের নাই। মাত্র ৬৫ ঘর লোকের মধ্যে ১০ জন উন্মাদে শয্যাশায়ী ৩০ জনের নানারকম ঘা, ম্যালেরিয়ায় ১০ জন একেবারে শয্যাশায়ী। ১২টী পরিবারের মেয়েদের মাত্র একটী করিয়া কাপড়। গ্রামের ২৫টী শিশুর দুইমাস ধরিয়া একটী কাপড়ও জোটে নাই।

তাঁতি সম্প্রদায় বেকার হইল

নোয়াখালি জেলায় প্রায় ১ লাখ তাঁতি। তাদের ব্যবসা বন্ধ দিনের। নোয়াখালি, ত্রিপুরা আসাম প্রভৃতির হাজার হাজার লোকের কাপড় তারা জোগায়। আজকের সংকটের ফলে এই তাঁতিদের অবস্থাও শোচনীয়। সুতার উপর সরকারী কন্ট্রোলের ফলে এই সব তাঁতিদের সুতা কিনিতে হয় চোরাবাজার হইতে। তাতে তাদের খরচে পোষায় না। সুতরাং বাধ্য হইয়া এক এক করিয়া তাঁত বন্ধ করিয়া দিতে লাগিল। ইতিমধ্যেই নোয়াখালিতে কয়েক-হাজার তাঁতি তাদের তাঁত বিক্রি করিয়া ফেলিয়াছে।

রাজসাহী জেলার খালীনপুর এলাকা হইতেও খবর আসিয়াছে যে, এই অঞ্চলের অধিকাংশ তাঁতিই তাঁত বন্ধ করিয়া বেকার হইয়া বসিয়া আসে। তাঁতিদের সাথে আলোচনা করিয়া জানা গেল যে, তাঁত চালাইয়া তাদের খরচ পোষায় না, অধিকাংশেরই জমি জমা নাই, সুতরাং চড়া দরে চাল কিনিতে হয়। সেইকু সংসার তাঁতের কাজে হয় না। কৃষ্ণপুর, বালুতরা, বাসীনগর প্রভৃতি জায়গায় যেখানে আগে শত শত তাঁত দেখা যাইত, আজ সেখানে ২।৩টির বেশী তাঁত চোখে পড়ে না।

ঘশোহর জেলা হইতে কমরেড কৃষ্ণ বিনোদ রায় লিখিতেছেন:—

এই জেলার তাঁতী, মালো ও জেলেদের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। সুতার অভাবে তাঁতির তাঁত বন্ধ হইয়া গিয়াছে, জালের অভাবে জেলে মালোর ব্যবসা বন্ধ, নৌকার অভাবে মাঝি বেকার।

এই তাঁতিদের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে? তাদের ঘরে ধান চাল নাই, রোজগারের পথ বন্ধ, ফলে তারা দুঃখে পরিণত হইতে চলিয়াছে। গ্রামের অর্থনীতিক জীবনের একটা বনিয়াদ এইভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

হালের গরু নাই

আগামী চাষ হইবে কি করিয়া?

ইতিপূর্ব্বে 'জনযুদ্ধে' প্রকাশিত হইয়াছে যে, চাষীদের হালের গরুর অভাব দেখা দিয়াছে। দেনার দায়ে সর্ব্বস্বান্ত চাষী শেষ উপায় হিসাবে হালের গরু বিক্রয় করিতেছে। আগামী চাষের সময় তারা যে কি করিবে, তার কোনো ঠিকানা নাই। তার উপর মহামারীর ফলে লাগিয়াছে গো মড়ক—ইহাতেও অনেক গরু মরিতেছে।

রাজসাহীর খাজুরা, পাঁচথুবা, বিষা প্রভৃতি ইউনিয়নে ১৭টি গ্রামে দেড় মাসে ৮৯০টি হালের গরু ও ২১৭টি দুধের গরু মারা গিয়াছে।

নোয়াখালী হইতে কমরেড মনোরঞ্জন সেন লিখিতেছেন:—এই জেলায় গো-মড়কের ফলে শতকরা ৫০টি হালের গরু মরিয়া গিয়াছে। বসন্তের অভাবে গাইগরু দিয়া চাষ করিতেছে। কিন্তু তাতে তিনভাগের এক ভাগ জমিও চষা হইবে না। আউষের চাষ সুরু হইয়াছে, এখনই এই অবস্থা।

রাজসাহীর চকমলু গ্রামের খবর এই যে, এই গ্রামের অধিকাংশ কৃষকের মাত্র ৩ বিঘা করিয়া জমি। এই সামান্য জমি চষিয়া তারা যে তাদের অন্ন সংস্থান করিবে, তারও উপায় নাই; কেননা, প্রায় সকলেরই হালের গরু ইতিমধ্যেই বিক্রি হইয়া গিয়াছে।

এই গ্রামের একটি কৃষক আসরা ফকির। তার অবস্থার খোঁজ লইয়া জানা গেল যে, গত শ্রাবণ মাসে খাদ্যাভাবের জন্য সে হালের গরু বিক্রয় করে। তার পর সে বাঁধা দেয় তার ১।০ বিঘা জমি। তার সম্বল দেড় বিঘা জমিও হালের গরুর অভাবে পতিত পড়িয়া আছে। রুগ্ন স্ত্রী ও ছেলেপুলে লইয়া সে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া আছে। ঘরে যে চাল আছে, তাতে বড় জোর আর ২০ দিন খাওয়া চলিবে। তারপরই অনাহার।

জেলে ও ছোট দোকানদার ধ্বংসের মুখে

নোয়াখালীর গ্রামগুলির শোচনীয় অবস্থা

নোয়াখালী জিলার লক্ষ্মীপুর থানা সাধারণতঃ ঘাটতি। এই থানার অবস্থা এবারকার সংকট ও মহামারীতে কিরূপ হইয়াছে তাহার একটি তথ্য আমরা আমাদের সংবাদদাতা কমরেড মনি রক্ষিতের কাছ হইতে পাইয়াছি। তিনি লিখিতেছেন—করিমাকান্দী ইউনিয়নের একটি গ্রাম, লোকসংখ্যা ১০০০ এর উপর। গত সেপ্টেম্বর মাসের পর হইতে এই গ্রামে অনাহারে ৮০ জন, বসন্তে ১০৩ জন, কলেরায় ৫০ জন ম্যালেরিয়ায় ৭৬ জন ও অন্যান্য রোগে ২৫ জন মারা গিয়াছে।

জালিমাপাড়া গ্রামের লোক সংখ্যা ছিল ১২০০। তার মধ্যে অনাহারে মারা গিয়াছে ৩০০, বসন্তে ২৫২ জন এবং ম্যালেরিয়ায় ৫৩ জন।

আর একটি গ্রাম শাখারীপাড়া। লোক সংখ্যা ৯০০, তার মধ্যে অনাহারে মারা গিয়াছে ৭৮ জন, বসন্তে ১১০ জন ও ম্যালেরিয়ায় ৬০ জন। বর্ত্তমানে এই সমস্ত গ্রামেই বসন্ত ও ম্যালেরিয়ায় শতকরা ৬০ জন ভুগিতেছে।

চর অঞ্চল হইতে অনেক লোক ঘরবাড়ী হারাইয়া লক্ষ্মীপুর বাজারে আসিয়া উঠে। অনেকে মা বাপ তাহাদের ছোট ছেলেমেয়ে ফেলিয়া চলিয়া যায়।

রাজনগর ইউনিয়নে লোকসংখ্যা ১৮০০০। অনাহার ও মহামারীতে মারা গিয়াছে ২৫০০ এবং ২০০০ জন গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। যাহারা আছে তাহাদের প্রায়ই রোগে ভুগিতেছে। এই ইউনিয়নের রাজরাপুর গ্রামে ডাঃ করিমদ্দি মিঞার বাড়ীর ১৭ জন লোকের মধ্যে ১৬ জনই বসন্তে মারা যায়। অন্য একটি বাড়ীর ২২ জনের ১৮ জন মারা গিয়াছে। অন্য বিস্তর সব বাড়ীর অবস্থাই এই। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড একটি রিলিফ হাসপাতাল খুলিয়াছিল। তাতে ৫০ খানা বিছানা ছিল। কিন্তু ঔষধপত্র ও বিছানার অভাবে শতকরা ৭৫ জনই মারা গিয়াছে।

গ্রামের জেলে, দিন মজুর ও ছোট দোকানদারদের শেষ রক্ষাও নাই। যারা আছে—তারাও কাজ করিতে অক্ষম।

মহাজনের লোভ

চাষী-পরিবারকে ভিখারী বানাইল

চাষীর একমাত্র ভরসা ধান-চাল মজুতদারের হাতে চলিয়া যাইতেছে, এদিকে দেনার দায়ে একের পর এক চাষী পরিবার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারীতে পরিণত হইতেছে।

মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার যদুপুর গ্রামের চাষী তরনী দ্বিজা। বাড়ীতে ৩টী নাবালক ও স্ত্রী, মোট ৫ জন। গত বছর খাদ্য সংকটের ধাক্কায় কিছুদিন উপবাসে কাটানর পর বাধ্য হইয়া স্ত্রী-পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য স্থানীয় মহাজনের কাছ হইতে ২৲ টাকা ধার করে। কয়েকদিন পরে আবার অনাহার দেখা দিলে তাদের লঙ্গরখানার আশ্রয় লইতে হয়। এ বৎসর তরনী দ্বিজা বহু কষ্টে তার ২।০ বিঘা জমিতে কিছু ফসল ফলাইয়াছিল। মহাজনের নজর পড়িল সেই ফসলের উপর। তরনীর ২।০ বিঘা জমি ও দশ কাঠা বাস্তু ভিটা সমস্তই মহাজন ঋণের দায়ে দখল করিল। এখন লঙ্গরখানাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তরনী সপরিবারে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। ঘর বাঁধিয়াছে গাছ তলায়।

১০০টি অসহায় শিশুর মৃত্যু

বরিশালের একটি স্কোয়াডের বিবরণ

তোলা হইতে কমরেড যজ্ঞেশ্বর রায় জানাইতেছেন,

বেঙ্গল সিভিল প্রটেকশন কমিটির মেডিক্যাল ইউনিটের সহকারী ডাক্তার বটকৃষ্ণ চাটার্জী, প্রবাসী ভোলা সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীযুত শৈলেন রায় এবং কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ হইতে আমি তোলা মহকুমার দুর্ভিক্ষ ও মহামারী বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলির তথ্য সংগ্রহে বাহির হই। আমরা ভাজিগঞ্জ, নেয়ামতপুর, শুকদেব, মেদুয়া, বিজয়পুর, ভবানীপুর, হাজীপুর, চতুল্যা, চড়পালিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ দীঘলদি প্রভৃতি ইউনিয়ন ও গ্রামগুলিতে যাই।

শুকদেব বন্দরের ডাক্তার শ্রীযুত দেবেন্দ্র নাথ দে, শুকদেব হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুত শ্যামলাল দত্ত এবং কয়েকজন মহাজন সম্মিলিতভাবে রিপোর্ট দেন যে নেয়ামতপুর ইউনিয়নে লোকসংখ্যা ছিল ১৬০০০। এর মধ্যে ৪০০০ লোক ইতিমধ্যেই অনাহারে ও রোগে মারা গিয়াছে। এখনও লোক মরিতেছে। এ অঞ্চলের নমঃশূদ্র, জেলে, তাঁতি প্রভৃতি পরিবারগুলি ধ্বংসের মুখে। এই সব শ্রেণীর ৫০টি পরিবার একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

মিয়াচন্দি এক্‌জন বৃদ্ধ দিনমজুর। শুকদেব বন্দরে তার বর্ত্তমান আস্তানা। আমাদের দিকে তাকাতেই তার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া যায়। তারপর আস্তে আস্তে করুণকণ্ঠে বলে—বাবু, ছেলে মেয়ে মা বৌ সমেত সংসারে আমরা ছিলাম ১০ জন। এখন এই হতভাগা ছাড়া আর একজনও বাঁচিয়া নাই।

ডাঃ দেবেন দে বলেন—লঙ্গরখানায় (কিছুদিন পূর্ব্বে বন্ধ হইয়াছে) খাইতে বসিয়া ঘরের প্রকোপে মারা গিয়াছে এমন ২০ জনের কম হইবে না। একটি ছেলেকে মাঝরাতে শেয়াল কুকুরে মিলিয়া ছিঁড়িয়া খাইয়াছে। ছেলেটি লঙ্গরখানায় থাকত আর রাত্রে গাছতলায় থাকিত। বাপ মা ছাড়া অন্ততঃ ১০০ জন বালকবালিকা বন্দরের এখানে থাকিত...তাদের আর একজনও সেখানে পড়িয়া নাই। সব মারা গিয়াছে।

জন্মনগরের নাম করা ডাক্তার সুবোধ কর্ম্মকার বলেন—এই অঞ্চলে বসন্ত ও রক্তামাশয় মহামারী রূপে দেখা দিয়াছে। জয়নগরের চারিদিককার ৫টি গ্রামে গ্রামে ৬০,০০০ লোকের বাস। ইতিমধ্যেই ১২,০০০ লোক মারা গিয়াছে।

আমরা যে অঞ্চল ঘুরিয়া আসিয়াছি তার সর্ব্বত্রই বিভিন্ন রোগের প্রকোপ, পথ্য ও চিকিৎসার অভাবে বহুলোক মারা যাইতেছে। অথচ ঔষধ চোরাবাজারে অগ্নিমূল্যে বিক্রি হইতেছে।

লীগ মন্ত্রীত্ব তাঁদের দায়িত্ব কতদূর পালন করিতেছেন?

"মুসলিম লীগ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে বাংলার দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কমিউনিষ্ট ভাইরা এই কাজে অগ্রণী হয়েছেন। এখন আমি চাই, প্রতি কমিউনিষ্টের পাশে একজন লীগ কর্ম্মী দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আপনারা দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই করুন!"

[৬ই ফেব্রুয়ারী যশোহরে মুসলিম লীগ সম্পাদক মৌলভী আবুল হাশীম, এম, এল, এ-এর বক্তৃতা।]

ঢাকার গ্রামে শ্মশানের ভয়াবহ দৃশ্য

আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা ঢাকা জেলার কতগুলি গ্রামের সম্বন্ধে লিখিতেছেন:—

সিদ্দিরগঞ্জ—নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্ত্তী একটি বর্দ্ধিষ্ণুগ্রাম। ঢাকেশ্বরী ২নং মিল হইতে সাড়ে তিন মাইল দূরে। মুসলমান প্রধানগ্রাম। ২০০০ লোকের বাস। ইহা ঢাকার একটি প্রসিদ্ধ তাঁতের কাপড়ের কেন্দ্র। এই সংকটে আজ পর্য্যন্ত এই গ্রামের ১০০০ লোক মারা গিয়াছে। যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদের শতকরা ৯৮ জন ম্যালেরিয়া, শোথ প্রভৃতিতে শয্যাগত। অনেকে স্ত্রীপুত্র ফেলিয়া দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে। গ্রামের পথের দুধারেই শুধু কবরের সারি। ১০ মিনিটের পথ হাঁটিয়া ৫০টি কবর গুণিলাম। কোন বাড়ীতে ৫টির কম কবর নাই—১২টি, ১৪টিও আছে। ঘরে ঘরে অচল তাঁতগুলি পড়িয়া আছে। এই গ্রামের পাশে শীতলক্ষ্যার তীর দিয়া ফিরিবার পথে নদীর চরে শুধুই মানুষের মাথারখুলি আর কঙ্কাল ডিঙ্গাইয়া পথ চলিলাম।

জেলেপাড়া—লক্ষ্মীনারায়ণ মিলের নিকটবর্ত্তী গ্রাম। ৫।৬ শত জেলের বাস। অর্দ্ধেকের বেশী মরিয়া গিয়াছে। জীবিতদের শতকরা ৯৫জন ম্যালেরিয়া প্রভৃতি আক্রান্ত। এখন আবার বসন্ত দেখা দিয়াছে। দারুণ অনাটনে ইহারা ইহাদের পৈতৃক ব্যবসায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়াছে।

ভুঞাপাড়া—২৪০ জন ভূমিহীন মুসলমান কৃষকের বাস। ১।৮ জনের উপর মরিয়া গিয়াছে। শতকরা ৮৫ জন এখন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। ইহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে। নিকটবর্ত্তী গুদনাইল গ্রামেরও একই অবস্থা।

অথচ এই সমস্ত গ্রামে কুইনাইন মেলে না। ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে সরকারী কুইনাইন আসে, কিন্তু গ্রামের লোকে উহা পায় না। অন্য কোন রিলিফের ব্যবস্থা নাই। সরকারী লঙ্গরখানাও উঠিয়া গিয়াছে। এই গ্রামগুলিতে ঢাকা টেকস্‌টাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন হইতে কিছু রিলিফের চেষ্টা হইয়াছে। সম্প্রতি পিপলস রিলিফ কমিটি হইতে কিছু ঔষধপত্র ও কাপড়ও পৌঁছিয়াছে।

লবণের দর ২৲ সের কেন? মজুতদার লবণ লুকাইয়াছে!

কুড়িগ্রামে ২৫০০ মণ লবণ উদ্ধার

আমাদের কুড়িগ্রামের সংবাদদাতা এক জরুরী চিঠিতে জানাইতেছেন যে দুই তিন দিন আগে কুড়িগ্রামের দুইটী বড় বড় লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ী দাদাতাই ও ছগলমলের নৌকা হইতে ২৫০০ মণ লবণ এস-ডি-ও উদ্ধার করেন। মুনাফালোভী কারবারীরা এইভাবে লবণ মজুত করিয়া বাজার খালি করিতেছে—আর এদিকে কুড়িগ্রামে লবণ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। চোরাবাজারে লবণের দর ৮ আনা হইতে ২ টাকা পর্য্যন্ত সের উঠিয়াছে।

রংপুর জেলা কৃষক সম্মেলনে

লাহোরে বাংলা-সাহায্য দিবস

যুক্ত রিলিফ কমিটির চেষ্টায় ৩ দিনে ১৩ হাজার টাকা সংগ্রহ

গত ১৪ই, ১৫ই, ও ১৬ই জানুয়ারী পাঞ্জাবের যুক্ত রিলিফ বোর্ডের উদ্যোগে লাহোরে বাংলার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয় এবং এই ভাবে মাত্র কয়েক দিনে ১৩ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়।

বাংলার দুর্ভিক্ষ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে, সরকারের তরফ হইতে এই ধরণের প্রচার চলিতেছে। বাংলার বড় বড় মেভারাও সাহায্যের জন্য আর তেমন করিয়া চেষ্টা করিতেছেন না। ফলে বাংলার বাহিরের লোকদের মনে বাংলার সম্বন্ধে উদ্বেগ অনেক কমিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় পাঞ্জাবের রিলিফ কমিটির এই চেষ্টা সমস্ত ভারতে আবার সাড়া জাগাইয়া তুলিবে।

এই যুক্ত রিলিফ কমিটির মধ্যে আছে মুসলিম লীগ, :হিন্দুমহাসভা, আর্য্য সমাজ, মহিলা সংগঠন, ছাত্র, কমিউনিষ্ট, মজুর সভা সকলেই। সমস্ত মতের ও সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণের মিলিত শক্তির জন্যই এই চেষ্টা এত দূর সাফল্য লাভ করিল। লাহোরের এই তিন দিনের সংগ্রহের মধ্যে টাকা পয়সা, কাপড়, ঔষধ প্রভৃতি আসিয়াছে সকল শ্রেণীর লোকের কাছ হইতে। অনেকেই বলিয়াছে বাংলার জন্য ইতি-পূর্ব্বে আমরা চাঁদা দিয়াছি, কিন্তু আবার দিতেছি। ১৩ হাজার টাকার মধ্যে সব চেয়ে বেশী অংশ উঠিয়াছে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি হইতে এবং এই টাকা বাংলার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাছে পাঠান হইবে।

সকল শ্রেণীর লোক সাহায্য দিয়াছে, সেটাই বড় কথা নয়। বড় কথা হইতে যে, পাঞ্জাববাসীর মনে বাংলার সম্বন্ধে যে একটা শিশিন্ডতা আসিয়াছিল, তাহা কাটিয়া গিয়াছে। বাংলা এখনও প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের মধ্যে এবং বাংলাকে বাঁচানর দায়িত্ব সারা ভারতের লোকের উপর ন্যস্ত—এই বোধ পাঞ্জাবে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। মুস্লিম পাঞ্জাবেরও সমস্ত প্রতিষ্ঠান রিলিফকেন্দ্র স্কাফাতে মিলিতে না পারিলে, তা হইলে সমস্ত জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা কখনই সম্ভব হইত না।

মিলিত রিলিফের দৃষ্টান্ত পাঞ্জাব দেখাইয়াছে। এই কমিটির মধ্যে যে গণ-সমাবেশ হইয়াছে, তাতে সভাপতিত্ব করেন প্রাদেশিক হিন্দু-মহাসভার সভাপতি রাজা নরেন্দ্রনাথ। এই সভায় বক্তৃতা করেন পাঞ্জাব মুসলিম লীগের রিলিফ বোর্ডের সম্পাদক মহম্মদ আলি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নেতারা। এই সভা হইতে বাংলার সমস্ত দলের নেতাদের কাছে আবেদন জানান হয় যে বাংলার নর নারীকে বাঁচাইতে তাঁরা মিলিত হোন।

কমিউনিষ্ট পার্টির চিত্র শিক্ষার স্কুল

ছবি ও পোষ্টার আঁকা এতদিন ছিল শুধু সৌখীন লোকের সখ বা রোজগারের উপায়। কিন্তু আজকে প্রচার আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে ইহা দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেক সম্মেলনে ও সভায় বক্তৃতা ও গানের সঙ্গে পোষ্টার ও :ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সাধারণ লোক, কৃষক, মজুর প্রভৃতি এই প্রদর্শনীতে তাদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে। ময়মনসিংহে 'আমরনক্ষার' পোষ্টার দেখিতে গ্রামের লোক জাঁড়িয়া পড়িয়াছিল। এই প্রদর্শনী দেখিয়া গ্রামবাসীরা শিখিয়াছে—কেমন করিয়া আমরনক্ষা করিতে হইবে এবং না করিলে কি অবস্থা দাঁড়াইবে।

ছবি ও পোষ্টারের সাহায্যে প্রচার যত বাড়িতেছে ততই সহজ কায়দায় বাস্তব ঘটনার ছবি ও পোষ্টার আঁকার আগ্রহ ও প্রয়োজন কর্ম্মীদের মধ্যে দেখা দিতেছে। কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে কলিকাতায় এক সপ্তাহ (১৯শে হইতে ২৬শে পর্য্যন্ত) একটি ছবি আঁকা শিক্ষার ক্লাস হয়। ৮টি জেলা হইতে ৮জন কর্ম্মী এই ক্লাসে যোগ দেন। ইঁহাদের অধিকাংশেরই ছবি আঁকা সম্বন্ধে পেশাদার অভিজ্ঞতা নাই। তবু ইঁহারা ৭ দিনের মধ্যেই সহজ কায়দায় জনসাধারণের বুঝিবার মত বিষয়ে ছবি ও পোষ্টার আঁকা শিখিতে পারিয়াছেন। কমরেড মণী রায় এই ক্লাস পরিচালনা করেন।

সব চাইতে ভাল পোষ্টারের জন্য একটি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। পুরস্কার পাইয়াছেন মুর্শিদাবাদের কমরেড হুধীন সেন।

ছাত্রদের উদ্যমে একটি আদর্শ কেন্দ্র

খুলনার কাটিপাড়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত গ্রাম। ১৭ হাজার গ্রামবাসীর মধ্যে ১ হাজার মহামারী ও অনাহারে প্রাণ দিল। স্থানীয় ৯টি প্রাইমারী স্কুলের মধ্যে ৩টি বন্ধ হইয়া গেল। ঘরে খাবার নাই, স্কুলের মাহিনা দিবার পয়সা নাই। ইহার উপর আবার কেরোসিন পাওয়া যায় না—সুতরাং পড়াশুনা বন্ধ। স্থানীয় হাই স্কুলের ছাত্রগণ কাগজ ও কেরোসিনের জন্য আন্দোলন সুরু করিল। জেলার সরবরাহ অফিসারের কাছে গণস্বাক্ষর সহ একটী ডেপুটেশন পাঠান হইল। ফলে ছাত্রদের জন্য মাসিক ১২ টিন কেরোসিন ও প্রতি ছাত্রের জন্য একখিণ্ড কাগজ সপ্তাহ পাওয়া গেল। বর্ষাশেষে এ অঞ্চলেও সুরু হইল ব্যাপক ম্যালেরিয়া। হাই স্কুলের ৩৪ জন ছাত্রের মধ্যে মোটে ৪৫ জন নিয়মিত উপস্থিত হইতে পারে। কুইনাইন পাওয়া যায় না। পুনরায় আবাইয়া আসিল ছাত্র কর্ম্মীগণ। ছাত্র ও শিক্ষক এক যুক্ত রিলিফ কমিটির নেতৃত্বে আবার আন্দোলন সুরু করিল। ফলে ছাত্রদের মধ্যে বিলির জন্য তখনই ১ পাউণ্ড কুইনাইন পাওয়া গেল। এই আন্দোলনের মধ্যে ৩৪ জন স্কুল ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে। জনসাধারণের মধ্যেও তাহারা ছড়াইয়া পড়ে। ১১০টী পরিবারের সেবার ভার তাহারা হাতে নেয়। ডিসেম্বর মাসের প্রথমে ব্যাপক ম্যালেরিয়ার সাথে সাথে কলেরা, আমাশয় ও শোথ প্রভৃতি রোগ মহামারীর আকারে দেখা দেয়। ছাত্র, কিশোর ও মহিলাদের পাঁচটি স্বোরাজ গ্রামের ঘরে ঘরে দুয়ারে দুয়ারে গেল। শিশি বোতল বিছানা ওষুধ পথ্য যে যাহা পারিল জোগাড় করিয়া আনিল। এই ভাবেই কাটিপাড়া গ্রামে জনরক্ষা সমিতির সহযোগিতায় ছাত্র কর্ম্মীদের তত্ত্বাবধানে ৮টী বেড সম্বলিত একটি ছোট হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা হইল। স্থানীয় পাঁচজন ডাক্তারের এক মেডিকেল ইউনিট হাসপাতালের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন। আজ এই হাসপাতাল সকল সম্প্রদায়ের সমর্থনে ও মিলিত চেষ্টায় ২০টি বেডের 'সেবাশ্রমে' পরিণত হইয়াছে।

- ওধু ইহাই নয়। দশটী ছাত্রের খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত, দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য ৭৫ খানা পাঠ্যপুস্তক ও ছাত্র ফেডারেশন অফিসে স্কুল পাঠ্যপুস্তকের এক লাইব্রেরীও কাটিপাড়ার উৎসাহী কর্ম্মীরা করিয়াছে। ইহারই সাথে সাথে চলিতেছে দুইটি অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র।

এই আন্দোলনের ফলে গত কয়েক মাসে গড়িয়া উঠিয়াছে ১৫৫ জন সভ্যের এক শক্তিশালী ছাত্র ফেডারেশন কমিটি ও ২৩৫ জন কিশোরের এক বিরাট বাহিনী।

এ-আর-পি ওয়ার্ডেনদের দাবী

জনসাধারণেরই দাবী

[দক্ষিণ কলিকাতার জনৈক নাগরিকের পত্র]

কলিকাতার নাগরিক জীবনে এ-আর-পি কর্ম্মীরা এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। কলিকাতার বুকে যখন লক্ষাধিক নিরাশ্রয় অনাহারে মরিতেছিল, এ-আর-পি উদ্ধারকারী (রেসকু) দল এ-আর-পি হাসপাতাল, প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র প্রভৃতি তাহাদের সেবা করিয়াছে, সাধারণ কর্ম্মীরা রিলিফের কাজে আগুইয়া আসিয়াছে। ৫ই ডিসেম্বর বোমা পড়ার পর এ-আর-পির আগুন নিভানো (এ, এফ, এস,) দল এবং প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া বহু বিপন্ন জীবন রক্ষা করিয়াছে। কলিকাতায় রেশনিং চালু করার কাজে ১৫০০ কর্ম্মী মাথা গুনতি কার্ড বিলি প্রভৃতি কাজে নিজেদের যোগ্যতা দেখাইয়াছে এ-আর-পি কর্ম্মীরা তাহাদের দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য পালন করিতেছে। যাহারা এখনো রেশন কার্ড পায় নাই, তাহাদের কার্ড বিলির কাজে ২৪ ঘন্টা খাটিতেছে।

দক্ষিণ কলিকাতার এক বাড়ীতে একজন এ-আর-পি ওয়ার্ডেন আসিলেন, ষ্টিরাপ পাম্প চালানো শিখাইতে। আমরা তাহাদের কাজের প্রশংসা করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "প্রশংসা করে আর কি লাভ হচ্ছে। বাড়ীতে দুটি ভাইয়ের অসুখ, মাইনে পাচ্ছি ৩৲, আর তার সাথে ৮৲ মাগগীভাতা, কি করে টিকে থাকি বলুন তো!" তারপর তাহার কাছে শোনা গেল সব বৃত্তান্ত। বেশী বেতন পেলে লোক আর এ-আর-পি-তে থাকতে চায় না। আর থাকবেই বা কি করে?" "কিন্তু আমরা কি করতে পারি বলুন তো?"

"আপনারা আমাদের কাজগুলির প্রশংসা করতে পারেন, আমাদের দাবীর পিছনে দাঁড়াতে পারেন না কি? কলিকাতার নাগরিক, বিভিন্ন জাতীয় নেতা ও সংবাদপত্র যদি এ-আর-পি কর্ম্মীদের পিছনে তাদের সমর্থন জানায়, তবে গবর্ণমেন্ট আমাদের দাবী না মেনে পারে না।" তারপর তিনি তাহাদের ন্যূনতম দাবী কি তাহা বলিলেন, কমপক্ষে ৫৲, বেতন এবং ১৪৲ মাগগী ভাতাই প্রধান দাবী। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা নিজেদের কোন সংগঠন গড়ে তোলেন না কেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "এ-আর-পি কর্ম্মীদের কেবল-দাবীর জন্য নয়, এ-আর-পির কাজের উন্নতির জন্য ও সংগঠন গড়ে তোলা দরকার। প্রত্যেক পোষ্টে প্রত্যেকটি কর্ম্মীকে নিয়ে যে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে—এ কথা কর্ম্মীরা আজ বুঝতে পারছে। একান্ত যদি আমরা না করতে পারি, এ-আর-পি সংগঠন দুরমার হয়ে যাবে। তাতে ক্ষতি হবে সবচেয়ে বেশী আমাদের নাগরিকদের।"

ওয়ার্ডেনটিকে প্রতিশ্রুতি দিলাম, এ-আর-পি কর্ম্মীদের ন্যায্য দাবী দাওয়ার সমর্থনে জনমত গঠন করিব, এ-আর-পি কর্ম্মীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া কাজে লাগিয়া থাকিতে সাহায্য করিব।

[স্রষ্টব্য :—আমরা এ-আর-পি কর্ম্মীদের দাবীর সমর্থনে এই ধরণের পত্র আরো ছাপাইতে ইচ্ছা করি— জঃ সঃ]

পিপলস্ রিলিফ কমিটি হইতে

মুন্সীগঞ্জে মেডিকেল স্কোয়াড

কমরেড অরুন মুখার্জী মুন্সীগঞ্জ হইতে ৬ই ফেব্রুয়ারী তার রিপোর্ট জানাইতেছেন—

এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার সাথে সাথে বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। মুন্সীগঞ্জ মহকুমা ধ্বংসের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। বসন্তের প্রতিষেধক রূপে সরকার হইতে যে টীকা দেওয়া হয় তাহাতে কোন ফল হইতেছে না। শিক্ষক, ছাত্র ও অন্যান্য দেশপ্রেমিকরা মিলিয়া স্বোয়াড করিয়া আক্রান্ত বসন্ত রোগীদের চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা করিতেছেন।

পিপলস রিলিফ কমিটি এই সংবাদ পাওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ মেডিকাল ছাত্র শান্তিদাকান্ত রায় ও রবীন্দ্রবিজয় দাসগুপ্তকে লইয়া একটি মেডিকাল ইউনিটকে ঔষধ ও প্রতিশেধক প্রভৃতি দিয়া মুন্সীগঞ্জে পাঠাইয়া দিয়াছে।

ইঁহাদের মৃত্যুতে পার্টি পতাকা অবনমিত করিতেছে

তমলুকের বিশিষ্ট নেতা কমরেড বঙ্কিম মাইতি

গত ২৮।১।৪৪ তারিখে কলেরা রোগে তমলুক মহকুমার লক্ষ্যা গ্রামের কমরেড বঙ্কিম মাইতি মারা গিয়াছেন। তাঁর বয়স প্রায় ৫৫ বৎসর। তিনি ১৯২১ সাল হতে কংগ্রেসের আন্দোলনের সাথে জড়িত। তিনি তমলুকের জনসাধারণের অতি প্রিয় জননেতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। বহুবার কারা বরণ করেছিলেন। তিনি ১৩০৯ সালে কৃষক সভার কাজে আত্ম নিয়োগ করেন—পরে ১৯৪২ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য হ'ন। গত ১৯৪১ সালে তমলুকের ভাগ চাষ আন্দোলনে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ত্যাগ করেন। তার পর হতে তিনি সম্পূর্ণ ভূমিহীন অবস্থায় পার্টির কাজে আত্ম নিয়োগ করেন।

ময়মনসিংহের কমরেড মনি চক্রবর্ত্তী

দারুণ বসন্ত রোগের বিরুদ্ধে ১৬ দিন সংগ্রাম করার পর কমরেড মনি চক্রবর্ত্তী ২৬ বৎসর বয়সে মারা যায়। কমরেড মনি সেরপুরে থাকিয়া সাইনবোর্ড লিখিত। পোষ্টার লিখা ছবি আঁকা প্রভৃতি পার্টির কাজের জন্য তাহার নিকট গেলে সে পার্টির কাজগুলি বিনা পারিশ্রমিকে করিয়া দিত। ক্রমে সে পার্টির আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং নিজের ব্যক্তিগত ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া ২ বৎসর হয় পার্টির সর্ব্বক্ষণের কর্ম্মী হিসাবে পার্টিতে কাজ করে।

আগষ্ট মাসের কলেরার আক্রমণের সময় মনি দিনরাত পরিশ্রম করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কলেরার আক্রমণ হইতে জনসাধারণকে বাঁচাইবার চেষ্টা করে এবং পরে রিলিফ আন্দোলনের পুরো-ভাগে থাকিয়া দেশবাসীর সেবা করে।

মনি গান গাওয়া, নাটক করা প্রভৃতি কাজে ছিল পারদর্শী। পার্টির অনুষ্ঠিত গণনাট্যের শ্রেষ্ঠ ভূমিকার অভিনয় করিয়া মনি ছিল সকল শ্রেণীর লোকের প্রিয়।

মনির জীবন রক্ষার জন্য সেরপুরের সাধারণ লোক তাহাদের সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছে। মনির চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয় তাহারাই সানন্দে বহন করে। কিন্তু তবু তারা তাদের প্রিয় কমরেডকে বাঁচাইতে পারিলনা।

জনযুদ্ধ

বাংলা দেশের দোর গোড়ায় লড়াই

বাংলাদেশের চৌকাঠ পার হইলেই যার লড়াইয়ের আগুনের মধ্যে গিয়া পড়িতে হয়। আরাকানের যুদ্ধ সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই তাই জল্পনা-কল্পনার অন্ত নাই। জাপানী ফ্যাসিষ্টদের পদপাণ্ডী যে সব খবরের শত্রু বিভীষণ আমাদের মধ্যে রহিয়াছে, তাহারাও প্রাণপণে গুজব রটাইয়া চলিতেছে। এখানে শীঘ্রই মিত্রপক্ষের একটা চূড়ান্ত সাফল্য না ঘটিলে এই গুজব রটানোর কাজেই যথেষ্ট সুবিধা মিলিবে।

আরাকানে মায়ু পর্ব্বতমালার পূর্ব্বে ও পশ্চিমে জাপানীরা আক্রমণ করিতেছে। মধ্যে কিছুকাল মিত্রপক্ষের দখলে আসিয়াছে। কিন্তু মধ্য-উত্তরে তাংবাজার নইয়া সম্প্রতি গোলমাল চলিতেছে। এ জায়গাটা জাপানীদের হাতে পড়িয়াছিল, আবার মিত্রপক্ষ ইহাকে উদ্ধার করিয়াছে। কিন্তু আবার নাকি জাপানীরা মধ্য—বাউথিথাঙার রাস্তার দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এখন এই অঞ্চলে যে লড়াই চলিতেছে, তাহার মীমাংসা কি ভাবে হইবে বলা শক্ত। সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশ যে "আমাদের অবস্থা খারাপ নয়।" অবস্থা যে খুব ভাল, এ কথাও কিন্তু নিশ্চিত করিয়া বলা হয় নাই। এ অঞ্চলে মিত্রপক্ষের বিমানবহর জাপানীদের চেয়ে অনেক জোরদার, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এতদিন ধরিয়া মিত্রসৈন্য যেন জলাভূমির কাদায় আট্‌কাইয়া রহিয়াছে, ক্যাসিষ্ট শত্রুকে নির্ম্মূল করার কাজ বাস্তবিকই আশানুরূপ অগ্রসর হইতেছে না।

জঙ্গলে লড়িবার আয়োজন নাই কেন?

নিয়ম মাফিক্ একঘেয়ে ধরণে মিত্রপক্ষের বিমান যাইয়া এখানে ওখানে বোমা ফেলিতেছে। কিন্তু তেমন ফল মিলিতেছে না। বরং উত্তরে চীনাসৈন্য হুকাং উপত্যকায় জাপানীদের বেশ খানিকটা যায়েল করিয়াছে। এদিকে জাপ বিমান উড়িয়া, ভিজাগাপত্তম ও সিংহলে হানা দিয়াছে, বাংলাদেশের দরজার গোড়ায় ও পাতিয়া বসিয়া রহিয়াছে। আরাকান অঞ্চলে যুদ্ধ চালানো অবশ্য খুবই কঠিন ব্যাপার, জঙ্গলে ভরা দেশে চলাফেরার অভ্যাস মিত্রসেনার নাকি জাপানীদের মত নাই। কিন্তু যদি জঙ্গলে ভরা জায়গাতেই লড়িতে হয়, তো তাহার আয়োজন না করিতে পারিলে চলিবে কেন?

আমলাতন্ত্রের বেয়াকুবি বন্ধ হইবে কবে?

আরাকানের মত অঞ্চলে প্রকৃত গেরিলা যুদ্ধ চালাইতে পারিলে শত্রু মহা ফাঁপরে পড়িবে। পার্ব্বত্য অধিবাসীদের এ কাজে বিশ্বাস করিয়া জাগাইবার সাহস মিত্রপক্ষের না থাকিলে চলিবে না। আর যে চট্টগ্রামের পথেই আজ এত গণ্ডগোল, সেই চট্টগ্রামের সর্ব্ব-জনপ্রিয় যাঁহারা অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আসামী হিসাবে বহু বৎসর ধরিয়া জেলে পঁচিতেছেন, তাঁহারা ফ্যাসিষ্ট বিরোধী যুদ্ধে প্রাণপণ জোরে যোগ দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও বেয়াকুব আমলাতন্ত্র তাঁহাদের খালাস দিতে নারাজ। ইঁহাদের মুক্তি দাবী করিয়া জাতীয় সংবাদ পত্র "অমৃত বাজার" সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কাণে ছিপি আঁটিয়া বসিয়া থাকিতে আমলাতন্ত্র চাহিতে পারে; কিন্তু যুদ্ধ জয়ের জন্যই আজ দেশের লোকের চিত্তজয় না করিলে চলিবে না। মার্শাল ষ্টীলে নামিরাছি বলিয়াই টোকিয়োর কাছাকাছি পৌঁছিতেছি বলিয়া দম্ভ প্রকাশ করিয়া মিত্রপক্ষের কোন কোন মুখপাত্র কেবল হাস্যাস্পদ হইয়াছে; বোমা ফেলিয়া আর কিছু পাঁচমিনেশনী সৈন্য লইয়া ভারত সীমান্তে কোনক্রমে শত্রুকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেই যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনা থাকে না। সেজন্য চাই জনগণের পূর্ণ সহযোগিতা; এ কথা না বুঝিলে হাজার ওয়াভেল ও মউণ্টব্যাটন্ মিলিয়া জাপানের দর্পচূর্ণ করিতে পারিবে না।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে মিথ্যার জাল ফাঁসিল

কাতিনে পোলিস যুদ্ধবন্দীদের কবর সম্পর্কে সোভিয়েট তদন্ত কমিশনের মন্তব্য

স্মোলেন্সকের কাছে অনেক পোলিশ যোদ্ধাকে বন্দী করার পর মারিয়া সোভিয়েট কবর দিয়াছিল এই তুচ্ছ সংবাদ জার্ম্মান ফাসিষ্টরা প্রচার করিয়াছিল। লণ্ডনস্থ পলাতক পোলিশ সরকার ফ্যাসিষ্টদের নির্জ্জলা মিথ্যা প্রচারকে উপলক্ষ করিয়া আন্তর্জ্জাতিক রেডক্রসের কাছে ইহার তদন্ত করার জন্য আবেদন করিলেন। সোভিয়েট সরকার সেই সময়ে একটি বিবৃতিতে জানায় যে পোলিশ সরকার ফাসিষ্টদেরই কথা নির্বিচারে মানিয়া লইয়া সোভিয়েটের নামে কুৎসা রটানোতে যোগ দিয়াছে। সোভিয়েটের কুৎসা করিয়া, এ রকম তয় দেখাইয়া নিজেদের অস্তার স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টাকে সোভিয়েট ঘৃণা করে। লণ্ডনস্থ পোলিশ সরকারের এই জঘন্য মনোভাবের জন্যই সোভিয়েট তখন তাহাদের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দেয়।

ইহার পর যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া গিয়াছে। লালফৌজ বিজয়ধর্ম্মে নাৎসী বাহিনীকে পিছনে ঠেলিয়া নিতেছে। স্মোলেন্সক প্রভৃতি সোভিয়েট সহরে আবার লাল পতাকা উড়িতেছে।

'স্মোলেন্সক কবর' সম্পর্কে সোভিয়েটের তদন্ত কমিশন

গোয়েবেল্‌সের মিথ্যা প্রচারের মুখোশ খুলিয়া ধরিবার জন্য সুযোগ উপস্থিত হইতেই সোভিয়েট সরকার স্মোলেন্সকে প্রাপ্ত কবর সম্পর্কে একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করে। কমিশনের সদস্যগণ একটি বিবৃতিতে বলেন, স্মোলেন্সকের কাছে ১৩৫০০০ লোকের কবর পাওয়া গিয়াছে। তদন্ত কমিশনের একজন সদস্য বলিয়াছেন, স্মোলেন্সকের লোক সংখ্যা ছিল ১৮৫০০০, এখন হইয়াছে ৩০০০০। সহরে দালান ছিল ৭ হাজার ৯ শত, তাহার মধ্যে এখন মাত্র ৩ শত দালান ঠিক আছে। খারকভের চেয়ে এই সহর অধিকতর বিধ্বস্ত হইয়াছে।

'মস্কো রেডিও'র ঘোষণা

কাতিনের জঙ্গলে নাৎসীদের বর্ব্বরতার পূর্ণ বিবরণ সোভিয়েট তদন্ত কমিশন প্রকাশ করিয়াছে। কাতিন স্মোলেন্সক হইতে ১০ মাইল দূরে। কাতিনের পোলিশ যুদ্ধবন্দীদের অস্ত্রত্যাগ সাধারণ লোকের কাছে ইহার তদন্ত করার জন্য আবেদন করিয়াছিল। এই ভাবেই কাটিপাড়া গ্রামে জনরক্ষা সমিতির সহযোগিতায় ছাত্র কর্ম্মীদের তত্ত্বাবধানে ৮টী বেড সম্বলিত একটি ছোট হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা হইল। স্থানীয় পাঁচজন ডাক্তারের এক মেডিকেল ইউনিট হাসপাতালের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন। আজ এই হাসপাতাল সকল সম্প্রদায়ের সমর্থনে ও মিলিত চেষ্টায় ২০টি বেডের 'সেবাশ্রমে' পরিণত হইয়াছে।

- ওধু ইহাই নয়। দশটী ছাত্রের খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত, দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য ৭৫ খানা পাঠ্যপুস্তক ও ছাত্র ফেডারেশন অফিসে স্কুল পাঠ্যপুস্তকের এক লাইব্রেরীও কাটিপাড়ার উৎসাহী কর্ম্মীরা করিয়াছে। ইহারই সাথে সাথে চলিতেছে দুইটি অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র।

এই আন্দোলনের ফলে গত কয়েক মাসে গড়িয়া উঠিয়াছে ১৫৫ জন সভ্যের এক শক্তিশালী ছাত্র ফেডারেশন কমিটি ও ২৩৫ জন কিশোরের এক বিরাট বাহিনী।

২৬শে জানুয়ারীর মস্কো রেডিওতে বলা হয়—কাতিন জঙ্গলে জার্ম্মানদের নৃশংসতার সম্পর্কে স্মোলেন্সক তদন্ত কমিশন রিপোর্ট দাখিল করিয়াছে। কমিশন মন্তব্য করিয়াছে—জার্ম্মানরা পোলিশ যুদ্ধের বন্দীদের কেবল কাতিনেই নয়, অন্যান্য স্থানেও গুলি করিয়া মারিয়াছে। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল (১) শত্রুকে মারিয়া ফেলা (২) সোভিয়েটের ঘাড়ে দোষ চাপান (৩) শত্রুপক্ষের হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

তদন্তে আরও বাহির হয় যে ১১০০০ পোলিশ যুদ্ধবন্দীকে তাহাদের সামরিক পোষাক শুদ্ধই কবর দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদের মৃতদেহগুলি হইতেই হত্যা করার সময় অনুমান করা যায়।

তদন্ত কমিশনের প্রমাণাদি হইতে একটি জিনিষ পরিষ্কার হইয়াছে যে যেইসময় এই হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হইয়াছে সেই সময় পোলিশ যুদ্ধ-বন্দীরা জার্ম্মানদের হাতে ছিল। মৃতদেহগুলি ও অন্যান্য প্রমাণ দেখিয়া কমিশনের ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকরা তাহাদের হত্যার সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং তখন যাহারা জার্ম্মান প্রচারকদের এই মিথ্যা প্রচারে কান দিয়াছিল তাহারা যে ফ্যাসিষ্টদেরই পরম বন্ধু ও সমর্থক তাহা অখীকার করা যায় না।

এই সম্পর্কে 'প্রাভদার' সম্পাদকীয়

১৯৪৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী 'প্রাভদা'য় বলা হয়—হিটলারীদের জঘন্যতার মুখোস খুলিয়া গিয়াছে। কাতিনে জার্ম্মান ফ্যাসিষ্টদের নিষ্ঠুরতার কাহিনী আজ পরিষ্কার হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তদন্ত কমিশনের সিদ্ধান্ত হইতে জানা যায় যে কি ভাবে জার্ম্মান আক্রমণকারীরা পোলিশ যুদ্ধবন্দী সেনানায়ক ও সৈন্যদের বন্দী করিয়া মারিয়াছে।

কাতিনের ঘটনা জার্ম্মান দস্যুদের ঘৃণ্য ও নীচ মনোভাবের আর একটি প্রমান। জার্ম্মানদের সোভিয়েট আক্রমণের আগেই স্মোলেন্সক এলাকার একটি পোলিশ বন্দী শিবির ছিল। বন্দীরা রাস্তা তৈয়ারীর কাজে নিযুক্ত ছিল। জার্ম্মানরা যখন অতর্কিতে সোভিয়েটের উপর আক্রমণ চালায়, তখন লালফৌজ এই অঞ্চল হইতে হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়, সুতরাং পোলিশ যুদ্ধবন্দীদের অন্যত্র সরানো সম্ভব হয় নাই। তাহারা হিটলারীদের হাতে পড়ে। ১৯৪১ সাল হইতেই নাৎসীরা পোলিশ অধিবাসীদের উচ্ছেদ করার কাজ সুরু করে। সেই নীতির সামঞ্জস্য রাখিয়াই হিটলারীরা স্মোলেন্সক এলাকায় এই যুদ্ধবন্দীদেরও মারিয়া ফেলে।

১৯৪৩ সালের বসন্তকালে জার্ম্মানরা হঠাৎ প্রচার করিতে থাকে যে ১৯৪০ সালে বসন্তকালে সোভিয়েট সরকারই এই পোলিশ যুদ্ধ বন্দীদের হত্যা করে। ১৯৪৩ সালের এই প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল যে তখনকার ক্রমবর্দ্ধমান সোভিয়েট আক্রমণ ক্ষমতা ও সাথে সাথে মিত্র শক্তি বর্গের ঐক্যের উপর কলঙ্ক লেপন করিয়া উহাকে কিছুটা দুর্ব্বল করা। পোল অধিবাসীদের সাথে সোভিয়েটের ঐক্য বন্ধন শিথিল করার জন্য এই ঘৃণিত মিথ্যা প্রচার চালাইতে হিটলারীদের এতটুকু বাধে নাই।

কিন্তু এই চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে বিফল হইয়াছে। এই অভিযোগ খণ্ডন করিয়া তখন তখনি সোভিয়েট প্রচার বিভাগ একটি বিবৃতি বাহির করে। পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী জনগণ সোভিয়েটের বিবৃতি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করে। অথচ পলাতক 'পোলিশ সরকার' জার্ম্মানদের এই মিথ্যা প্রচারের সুযোগ নেয় এবং সোভিয়েটের উপর দোষারোপ করে। আরও আশ্চর্য্য এই যে যখন সোভিয়েটের বীর লালফৌজ নিজেদের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়া সোভিয়েটও পোলিশ জনসাধারণের পরম শত্রু জার্ম্মান নাৎসীদের বাধা দিতেছিল, তখনও পোলিশ সরকার এই কুৎসা রটানোর সাহায্য করিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করে নাই। সুতরাং তখন যে সোভিয়েট সরকার বিদেশে অবস্থিত দেশত্যাগী পোলিস সরকারের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই।

আজ সোভিয়েট তদন্ত কমিশন মূল সত্য উদ্ঘাটন করিয়াছে; যে সমস্ত প্রমাণাদি এই তদন্তে পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পোলিশ যুদ্ধবন্দীরা স্মোলেন্সকের ঐ বন্দীশিবিরেই ছিল। তারপর ১৯৪১ সালেরই পরবর্ত্তী কোন এক সময়ে হিটলারীরা পোলিশ যুদ্ধবন্দীদের কাতিনের জঙ্গলে হত্যা করে। জার্ম্মান সামরিক বিভাগ কর্ত্তৃকই এই হত্যা সম্পন্ন হইয়াছে। '৪৩নং কনষ্ট্রাকসন ব্যাটালিয়ন" এই ভূত্য নামে এই ব্যাপক হত্যা চালান হইয়াছে। ইহার নেতৃত্ব করে জার্ম্মান লেঃ কঃ আর্ণেণ্ড ও তাহার সহকারী রেক্‌ষ্ট ও হট।

ক্রাসনোডোর ও খারকভের বিচারেও জার্ম্মানরা যে এইরূপ ব্যাপক হত্যা চালাইয়াছে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাই জার্ম্মান দানবদের কাতিন প্রভৃতি হত্যার কাহিনী আজ জগতের প্রগতিশীল নরনারীর মনে নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণারই উদ্রেক করিবে। হিটলারীদের এই সব অপকর্ম্মের একটিকেও ক্ষমা করা হইবে না। লালফৌজ আজ বীর বিক্রমে ফ্যাসিষ্টদের ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছে—এই নৃশংসতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেই হইবে এবং তার সময় আসন্ন। না

'জনযুদ্ধে'র প্রচার বাড়াইবার জন্য
কি করিতেছেন ?

বাংলাদেশের যে কোনো সাপ্তাহিকের চেয়ে জনযুদ্ধের প্রচার সংখ্যা বেশী এটা আমাদের যেমন গর্ব্বের কথা, তেমনি জনযুদ্ধের পাঠক গোষ্ঠি এখনও কমিউনিষ্ট পার্টির স্তরের বাহিরে বেশী দূর ছড়াইয়া পড়ে নাই, এটা আমাদের পক্ষে লজ্জারও কথা বটে। আমরা নানা কাজের সাঝেও হামেশাই যত লোকের কাছে যাই, প্রচার করি, "বাঁদের নিয়া সভা সমিতি করি, তাঁদের খুব অল্প অংশই জনযুদ্ধের পাঠক।...

জনরক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে যোগ আছে এমন একজন লোক একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা তো লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর সমালোচনা একেবারে করেন না!" আর একজন একদিন বলিলেন, "আপনারা কংগ্রেসের কথা তো বলেন না!" এঁরা আমাদের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে চলাফেরা করেন, কিন্তু কোনদিন 'জনযুদ্ধ' পড়িবার সুযোগ পান নাই, তাই জনযুদ্ধে লীগ মন্ত্রীত্ব সম্বন্ধে বা কংগ্রেস সম্বন্ধে কি লেখা হয় তা জানিতে পারেন না, ফলে কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি সম্বন্ধেও অল্প থাকিয়া যান।

আবার আর একজনের ব্যাপার দেখুন। তিনি আমাদের একজন কর্ম্মীর কাছ থেকে স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা জনযুদ্ধ আগ্রহ সহকারে কিনিলেন। তারপর যখন তাঁকে কমিউনিষ্ট পার্টির একটা ইস্তাহার দেওয়া হইল, তখন তিনি বলিলেন 'ও কম্যুনিষ্ট পার্টির কাগজ কিনব না।' তাঁহাকে বলা হইল, জনযুদ্ধ তো কমিউনিষ্ট পার্টির। তিনি জনযুদ্ধ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিলেন, 'তা হোক, এ কাগজে খাঁটি জিনিষ আছে।'

* * * *

আসল কথা, জনযুদ্ধের পাঠক করা যায় এবং করা দরকার এমন বহু লোকের সংপর্শে আমরা আসি, এবং তাঁদের 'জনযুদ্ধের' পাঠক করিলে আমাদের কাজের ক্ষেত্র ও শক্তি বাড়িয়া যায়—শুধু আমাদের চেষ্টার অভাবের জন্যই তা হয় না। স্বাধীনতা-দিবস ও লেনিন-দিবস—এই দুই সংখ্যা জনযুদ্ধ অন্য বারের চেয়ে ২ হাজার বেশী ছাপান হইয়াছিল। কিন্তু তাতেও কুলায় নাই। প্রায় প্রত্যেক জায়গা হইতে কমরেডরা আরো কিনিবার তাগাদা দিয়াছিলেন। বিক্রির ক্ষেত্রে হইতে খবর আসিল যে, এই দুই সংখ্যা জনযুদ্ধ যারই কাছে লইয়া যাওয়া হইয়াছে সেই কিনিয়াছে। কংগ্রেস সেবী, হিন্দু মহাসভাপন্থী, লীগপন্থী সকলেই। এই দুই সংখ্যা জনযুদ্ধ একটু জমকাল হইয়াছিল বলিয়া কমরেডরা বেশী উৎসাহিত হইয়া বিক্রী করিয়াছেন এবং অদ্ভুত সাফল্য লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আগেকার অনেক সংখ্যাই কোন কোন জায়গায় ঠিক এমনিই বিক্রী হইয়াছে, এমন খবরও আমরা পাইয়াছি। বড় বড় সভায় জনযুদ্ধ বিক্রীর জন্য লইয়া গিয়া কেহ বিফল হন নাই, এ রকম দৃষ্টান্ত হামেশাই পাওয়া যায়।

অনেক সাধারণ পাঠকের কাছ হইতে আমরা চিঠি পাই যে, তাঁদের জনযুদ্ধ খুব ভাল লাগে। জনযুদ্ধ তাঁদের ভাল লাগে, তার কারণ বাংলার সংকটের যে ছবি জনযুদ্ধ ফুটাইয়া তোলা হয়, তা তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়া যায় এবং তাই জনযুদ্ধ পড়িয়া তাঁরা উৎসাহ পান। সহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নানান সংশয় ও সন্দেহের জন্য তাদের মধ্যে জনযুদ্ধের জনপ্রিয়তা লাভ করিতে একটু দেরী হয়। কিন্তু গত কয়েকমাসে জনযুদ্ধের লেখার যে উন্নতি হইয়াছে, তাতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে জনযুদ্ধ ক্রইয়া গেলে, তারাও যে আকৃষ্ট না হইয়া পারে না, তার উদাহরণ অনেক আছে। উপরে মাত্র দুই তিনটি ঘটনা দেওয়া হইয়াছে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও জনযুদ্ধের বিক্রী অনেক জায়গায় শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই বাড়িতেছে। চট্টগ্রামের মত সংকটাপন্ন জেলাতেও সহরে জনযুদ্ধ বিক্রয় হয় ৩০০ উপর। কলিকাতার জনযুদ্ধের বিক্রয় বাড়াইবার নাকি অফুরন্ত। কিন্তু কলিকাতারই মেয়েদের একটী লেগ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে দুইমাসে জনযুদ্ধের পাঠক সংখ্যা ৪০ হইতে ৮০ করিয়াছে, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা বিক্রয় করিয়াছে ১২৫। যেখানেই ভালভাবে চেষ্টা হইয়াছে সেখানেই বিক্রয় বাড়িয়াছে। স্বাধীনতা দিবস ও লেনিন দিবস সংখ্যা সব জেলাতেই শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই বেশী বিক্রয় হইয়াছে। কংগ্রেস সেবীদের মধ্যে স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে।

জনযুদ্ধকে আরো উন্নত করিতে আমরা চাই। ৮ পৃষ্ঠার সমস্ত খবরের জায়গা আমরা দিতে পারি না। তাছাড়া সকল শ্রেণীর লোককে জনযুদ্ধের পাঠক গোষ্ঠির মধ্যে পাইবার জন্য আমরা সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক লেখা, প্রবন্ধ, বিদেশী খবর, কিশোরদের লেখা প্রভৃতিও মাঝে মাঝে ছাপাইতে চাই। তার জন্য জনযুদ্ধ প্রতি সংখ্যা ১২ পৃষ্ঠা ও দাম দু-আনা করার ঠিক করিয়াছি। কিন্তু জনযুদ্ধের সত্যিকারের উন্নতির অর্থ শুধু বেশী লেখা নয়, বেশী লোকের কাছে সেই লেখা পৌঁছাইবা দেওয়া এবং বেশী লোকের সমস্যা ও অভিজ্ঞতা লইয়া লেখাকে আরো বাস্তব করিয়া তোলা। তাতেই জনযুদ্ধ প্রকৃত জনসাধারণের কাগজ হইয়া উঠিবে।

লেনিন-দিবসে জনযুদ্ধের আরো ১০ হাজার বিক্রয় বাড়াইবার যে পণ আমরা লইয়াছিলাম, তার মানে ছিল ইহাই। সেই পণ রক্ষা এখনও হয় নাই। তার মানে আমরা জনসাধারণের মাঝে কাজ করিয়াও জনযুদ্ধকে জনসাধারণের কাগজ হিসাবে দাঁড় করাই নাই। আগামী যে দিবসের মধ্যে পণ রক্ষা করিতেই হইবে। তার জন্য ফোমরা বাঁধিয়া লাগুন।

শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তার আবেদন
চট্টগ্রামকে বাঁচাইতে সকলে মিলিত হোন!

গত বছর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমি চট্টগ্রামে আসিয়াছিলাম। খাদ্য সংকটের অনিবার্য্য ফল স্বরূপ তখন মহামারী দেখা দিয়াছে এবং দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমি প্রায় ১০টি গ্রামে যাই। সব জায়গাতেই দীর্ঘকির মেয়ে, পুরুষ, শিশুর সেই একই রকম শোচনীয় দৃশ্য চোখে পড়ে।

বিষয়ত সূত্র হইতে আমি জানিতে পারিলাম যে ২১ লাখ লোকের মধ্যে ২ লাখ লোক অনাহার ও রোগে মারা গিয়াছে।

গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে আমি দেখিলাম নদীর জলে মৃতদেহ ভাসিতেছে। কাটালি গ্রামে আমি দেখিলাম ২ হাজার জেলের মধ্যে মাত্র ৮০৫ জন এখন বাঁচিয়া আছে। বাকী সব গত ৬ মাসের মধ্যে মরিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। ম্যালেরিয়া, আমাশয়, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ সারা জেলার ছাইয়া গিয়াছে। এই বিপদের উপর আবার মাঝে মাঝে জাপানী বোমা বর্ষণ। আমি এখানে থাকার সময়েই বোমা বর্ষণ হইয়াছে।

বোমা বিধ্বস্ত গ্রামগুলিতে আমি গিয়াছিলাম। দেখিলাম ঘর-বাড়ী, ধান, বই, গরু-বাছুর সব পুড়িয়া ছাই হইয়াছে। লোকজন যা মারা গিয়াছে, তা ছাড়া ৫০ হাজার টাকার ক্ষতি হইয়াছে।

আমি কিছু কম্বল, কাপড় ও ঔষধ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। সেগুলি ও কিছু চাল আমি বিলি করিলাম। আরও অনেক সাহায্য অত্যন্ত প্রতিষ্ঠান দিতেছে। কিন্তু দুর্দ্দশার তুলনায় এই সাহায্য কিছুই নয়। আরও অনেক ঔষধ, কম্বল, কাপড় এবং অর্থ এখনি চট্টগ্রামে পাঠাইয়া দেওয়া দরকার। তা না হইলে ভারতের এই পূর্ব্ব প্রান্তকে রক্ষা করা যাইবে না।

এই প্রসঙ্গে আমি কমিউনিষ্ট পার্টি, নারী সমিতি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এই সংকট হইতে দেশবাসীকে বাঁচাইবার জন্য যে ভাবে কাজ করিতেছে, তার প্রশংসা করিতেছি। তাঁরা মিলিত ও দেশরক্ষার জন্য সমস্ত দল ও প্রতিষ্ঠানকে মিলিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কংগ্রেসসেবী হিসাবে আমি সমস্ত কংগ্রেসসেবীকে, মুসলিম লীগের সভ্যদের, হিন্দু মহাসভা সভ্যদের এবং বাংলার সমস্ত দলকে আবেদন জানাইতেছি যে এই সংকট দূর করিতে সকলে অবিলম্বে মিলিত হোন। এই কাজে দেরী করার মানে দেশবাসীর মৃত্যু আরো বাড়িতে দেওয়া। বাংলার কংগ্রেস আন্দোলনের একটি কেন্দ্র চট্টগ্রাম, দেশপ্রেম ও বীরত্বের আদর্শস্থল চট্টগ্রাম—এই চট্টগ্রাম আজ দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও জাপ-বোমার কবলে। একমাত্র একতা দ্বারাই চট্টগ্রামবাসীকে বাঁচাইতে পারা যাইবে।

যে কংগ্রেসের আদর্শ রক্ষার জন্য আমার স্বামী দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত ও অন্যান্য অনেকে আত্মত্যাগ করিয়াছেন, সেই কংগ্রেসের মহান দেশপ্রেমের আদর্শের নামে আমি আবেদন জানাইতেছি যে, চট্টগ্রামে আরও সাহায্য পাঠান হউক। চট্টগ্রামকে বাঁচাইতে, আমাদের নেতাদের মুক্তি আনিতে এবং আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য আমি সকলকে একতার জন্য আহ্বান জানাইতেছি।

নেলী সেনগুপ্তা, এম্-এল্-এ
সভানেত্রী, চট্টগ্রাম যুক্ত রিলিফ কমিটি

ভারতীয় জননাট্য সংঘের উদ্যোগে

বোম্বাইয়ে শ্রমিকের মাঝে উদয়শঙ্কর
নাচের সংগৃহীত অর্থ বাংলার পিপলস্ রিলিফ কমিটিতে প্রেরণ

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে অবস্থান কালে উদয়শঙ্কর: ভারতীয় জননাট্য সংঘের সহযোগিতায় বোম্বাইয়ের মজুরশ্রেণীর ঐতিহাসিক পারেল ময়দানে দুই দিন নৃত্য প্রদর্শনী করেন। এই দুদিনে ৯০০০ দর্শক উপস্থিত হইয়াছিল—এবং টিকেট বিক্রয় হইয়াছে ৩৭০০৲ টাকা। টিকেটের মূল্য ছিল ।০ আনা হইতে ১।০ আনা। ৩০শে জানুয়ারী যে প্রদর্শনী হয়, তাহাতে উদ্বোধনী বক্তৃতা করেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ভূতপূর্ব্ব সদস্য ডুলাভাই দেশাই। সংগৃহীত অর্থ সমস্তই বাংলার দুর্ভিক্ষের সেবার জন্য পিপিল্‌স্ রিলিফ কমিটিতে প্রেরণ করা হইবে।

উদয় শঙ্কর যখন নৃত্যের প্রারম্ভে এই কথা ঘোষণা করেন তখন সহস্র সহস্র শ্রমিক মহা উল্লাসে এই জগদ্বিখ্যাত শিল্পীকে সম্বর্দ্ধনা জানায়। উদয় শঙ্করের মত অন্য কোন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী এত অল্প প্রবেশ মূল্যে কখনো কোন প্রদর্শনী করেন নাই। উদয় শঙ্কর শুধু ভারতে কেন, বোধ করি সোভিয়েট ছাড়া সারা পৃথিবীর শিল্পীদের কাছে এই ব্যাপারে এক মহান আদর্শ স্থাপন করিলেন। ভারতের মত গরীব দেশে, উদয়শঙ্করের ভাষায় "যে দেশের জনসাধারণের পিছ পিপাসা অত্যন্ত প্রবল" প্রত্যেকটি জনপ্রিয় শিল্পীর কাছে ইহা প্রেরণা স্বরূপ হইবে। জানুয়ারী মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহে বোম্বাইয়ের জননাট্য সংঘ ও প্রগতিশীল লেখক সংঘ উদয়শঙ্করের দলকে অভ্যর্থনা করেন। এইখানে উদয়শঙ্কর যে সব কথা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। উদয়শঙ্কর বলেন: "প্রত্যেকের নিজ নিজ একটা স্বপ্ন থাকে, আমারও তেমনি আছে। আমার স্বপ্ন হ'ল: জনগণের মধ্য থেকে তাদের জীবন ও জীবনের লড়াইকে নৃত্যে রূপায়িত করা—এই আমার মহাস্বপ্ন। আমাদের শিল্পীদের উচিত দেশবাসীর সঙ্গে দেশের জীবন ও সংকটের সাহচর্য্য করা।...আমাকে প্রায়ই লোকে প্রশ্ন করে বড় বড় থিয়েটারে বেশী প্রবেশ মূল্য নিয়ে কেন আমি নাচি। আমি বলি—আমি কি করতে পারি বলুন। আমার সংস্কৃতি-কেন্দ্রের জন্য নিতান্ত যা না হলেই নয়, তাই বদি কেউ দেয় তো আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে আমার দেশের লোকের সামনে নাচবো, দেশের লোকের কাছ থেকে শিখবো—আর দেশের জীবনে আমার পরিশ্রম ব্যয় করবো। আমি সব কিছু করার জন্য উদগ্রীব...আমি আপনাদের মত জানতে চাই। আপনাদের জননাট্য সংঘের কাজ কিভাবে চলছে বলুন। আমি ভাবছি আলমোড়া থেকে আমার কেন্দ্র সরিয়ে বোম্বাইয়ের মত কোন জায়গায় নিয়ে আসি...আপনাদের কি মত? আপনারা কিছু লোক আমার কেন্দ্রে পাঠান, একমাত্র খাওয়ার খরচ ছাড়া আর কিছু লাগবে না।"

সম্প্রতি বোম্বাই হইতে খবর আসিয়াছে যে বাংলা হইতে বিনয় রায়ের নেতৃত্বে শীঘ্রই যে সংস্কৃতিমূলক দলটি বাংলার দুর্ভিক্ষের বাণী লইয়া বিভিন্ন প্রদেশে যাইবে—তাহার সঙ্গে যোগদানের জন্য উদয়শঙ্কর তাহার আল্‌মোড়া কেন্দ্র হইতে দুইজন বাঙ্গালী নৃত্য শিল্পী পাঠাইয়াছেন।

ভারতীয় জননাট্য সংঘের প্রতি সরোজিনী নাইডুর বাণী

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ভারতীয় জননাট্য সঙ্ঘের দিল্লী শাখার কাছে নিম্নলিখিত বাণী দিয়াছেন: জন-শিক্ষার পক্ষে থিয়েটার অন্যতম ধারালো ও সুদূর প্রসারী অস্ত্র। আদিকাল হইতেই থিয়েটার জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করিয়াছে এবং নাটকই জীবনের অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাখ্যাকার হিসাবে গণ্য হইয়াছে। প্রত্যেক যুগে মানুষের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি ও চিন্তার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া থিয়েটারের মধ্যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। অদ্যকার দেশের মত ভারতেও আজ প্রয়োজন হইল—ঐক্যের মহান শিক্ষা জনগণের চোখের সামনে তুলিয়া ধরা, তাহাদের মনে গাঁথিয়া দেওয়া। এবং ভারতের জনগণ যাহাতে তাহার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ইতিহাস যথার্থ দৃষ্টিতে ও প্রকৃত সম্ভাবনার বিকাশ হিসাবে দেখিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। তাই প্রকৃত অবস্থার আসল কথা এমন ভাবে দেশের সামনে তুলিয়া ধরা দরকার যাহাতে তাহাদের অন্তরের বিশ্বাস দৃঢ় হয়। কাজেই এই জরুরী কাজের দায়িত্ব যে ভারতীয় জননাট্য সংঘ গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে আমি আনন্দিত। থিয়েটারের মধ্য দিয়া জাতির মানস জগত ও বিবেক বুদ্ধিকে সাড়া ও উৎসাহ দিবার যে প্রশংসনীয় চেষ্টা ভারতীয় জননাট্য সংঘ আরম্ভ করিয়াছে আশা করি তাহা সফল হইবে।

স্বাঃ সরোজিনী নাইডু
২৩শে জানুয়ারী।

নূতন বই

গ্রামের গরীবদের প্রতি
—লেনিন ১৲

দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ
—জোসেফ ষ্টালিন ॥৵০

জাপানের আসল রূপ
—ব্যাংক চেন ৸৵০

তিনটি নাটিকা (তিনটী জননাট্য) ১৲
(ডাক মাশুল অতন্ত্র)

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রতি সংখ্যা ছ' পয়সা।
বার্ষিক ৪।, ৬ মাস ২।,
৩ মাস ১।০

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জ্জি এম্,এল্,এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কমিউনিষ্ট পার্টি'র বাংলা কমিটির মুখপত্র

জনযুদ্ধ

২য় বর্ষ] বুধবার, ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪, ১০ই ফাল্গুন ১৩৫০ [৪৩শ সংখ্যা

কংগ্রেসের আদর্শ রক্ষা করো
ধ্বংস কার্য্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াও!
ফরোয়ার্ড ব্লকের ষড়যন্ত্র হইতে দেশকে বাঁচাও!

আকাশ রণক্ষেত্রে আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই যুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট জাপানের পরাজয় অনিবার্য্য ও যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ হউক—ইহাই বাংলা তথা ভারতের স্বার্থ।

এই যুদ্ধে তাড়াতাড়ি জয়লাভের জন্য সরকারের পক্ষ হইতে কংগ্রেস নেতাদেরকে এখনই মুক্তি দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক সরকার সে পথ গ্রহণ না করিয়া অচল অবস্থাকে জিয়াইয়া রাখিয়া সমস্ত মিত্রশক্তির স্বার্থের হানি করিতেছে।

ফরোয়ার্ড ব্লকের উস্কানি

দেশের মধ্যে এই রাজনৈতিক অচল অবস্থা, দুর্ভিক্ষ মহামারী এবং বাংলার সীমান্তে অস্ত্রের ঝনঝনা শুনিয়া 'ফরোয়ার্ড ব্লক' আহ্বানে আটখানা হইয়া ১৯ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় ইস্তাহার দিয়াছে—"নেতাজী বোসের নেতৃত্বে ভারতের মুক্তিফৌজ তাহাদের মিত্রশক্তি অপরাজেয় জাপানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ভারতের দিকে অগ্রসর হইতেছে।...হে বাংলার জনগণ, তোমরা শিয়োরে কদম, নেতাজী বোসের সেনাবাহিনীকে তোমরা সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করো।" এর পূর্ব্বেও ১৯ই জানুয়ারী তারিখে আর একটি ইস্তাহারে এরা বলিয়াছিল, "ভারতকে স্বাধীন হইতে হইবে। জাপানকে সাহায্য করো। জাপানের জয়ই ভারতের জয়।"

এই সব ইস্তাহারের অর্থ অতি সুস্পষ্ট। ফরওয়ার্ড ব্লক চায় যে, জাপানী আক্রমণের মুখে দেশের লোক 'বিদ্রোহ' করুক, জাপানের সৈন্যকে 'সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করুক'—অর্থাৎ দেশময় ধ্বংস কার্য্য সুরু হউক এবং 'নেতাজী বোসের' সাহায্যে জাপান ভারত জয় করুক। হয়ত এই সব প্রচারের পিছনে ধ্বংস কার্য্যেরও গোপন ষড়যন্ত্রও আজ চলিতেছে।

কংগ্রেসের অবমাননা

এই ধ্বংস কার্য্যের বিরুদ্ধেই কিন্তু গান্ধীজি অনশনের সময়ে দেশবাসীকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। সেদিনও শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সরকারের এই কুৎসা প্রচারের বিরুদ্ধে দৃঢ়তাকে ধিক্কার করিয়াছেন যে, কংগ্রেস কোন দিনই কোন ধ্বংস কার্য্য সমর্থন করেন নাই। 'নেতাজী বোস' সম্বন্ধে কংগ্রেসের মতামত অতি পরিষ্কার। ১৯৪২ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে লাহোরে সংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জওহরলাল ঘোষণা করিয়াছিলেন "তিনি (সুভাষ বোস) যে পথ গ্রহণ করিয়াছেন সে পথ যে ভুল এবং প্রকাশযোগ্য নয় শুধু এ-কথা বলিয়াই আমি শেষ করিতে পারি না। তিনি যদি তাঁর পরিকল্পনা কাজে প্রয়োগ করিতে চান তাহা হইলে আমি তার বিরুদ্ধতাই করিব। কারণ, ব্যক্তিগত হইতে যে ফৌজই তিনি লইয়া আসুন না কেন, সে ফৌজ হইবে জাপানের হাতের পুতুল। ২১-৩ ৪২ তারিখে লাহোরে প্রেসিডেন্সি 'সুভাষ বাবুর নীতিতে আমার সহানুভূতি নেই, কোন প্রশ্নই উঠে না।" জাপানী আক্রমণ সত্বেও গান্ধীজি, নেহেরু, মৌলনা আজাদ প্রভৃতিকেই বার বার উচ্চকণ্ঠে জানাইয়াছেন যে, কংগ্রেস জাপানের বিরোধী। স্পষ্টই দেখা যায় যে, কংগ্রেসের এই পরিষ্কার নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ফরোয়ার্ড ব্লক আজ ধ্বংস কার্য্যের প্ররোচনা ও জাপানকে সাহায্য করিবার কুপরামর্শ দিয়া বাংলাকে জাহান্নামে পাঠাইবার আয়োজন করিতেছে।

(শেষাংশ ২ পাতার দেখুন)

কংগ্রেস কর্ম্মীগণ নীরব কেন?

ফরোয়ার্ড ব্লক আজ যাহা করিতেছে, বাংলাকে ধ্বংস করিবার এইরূপ হীন ষড়যন্ত্র বাংলার ইতিহাসে আর কোন দিন হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ ও দেশবন্ধুর বাংলার বুকে বসিয়া এই দেশদ্রোহীর দল এইরূপ জঘন্য কাজ করিবার সাহস পায় কেন? একদিকে লর্ডলংলাভেল 'কংগ্রেস নেতাদেরকে মুক্তি দেওয়া হইবেনা'—এই উদ্ধত কথা বলিয়া দেশের ভিতর যে অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই সুযোগে এরা বাংলার বুকে এই বিষ ছড়াইতেছে। অন্যদিকে, কংগ্রেসের নির্দ্দেশ থাকা সত্বেও কংগ্রেস কর্ম্মীগণ ধ্বংস কার্য্য ও জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিতেছেন না বলিয়াই ফরওয়ার্ড ব্লক আস্কারা পাইতেছে। ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেসের আদর্শ ও নীতিকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিতেছে। আর জাপানের পক্ষে প্রকাশ্যে প্রচার করিতেছে। আর কংগ্রেস কর্ম্মীগণ তবুও এর বিরুদ্ধে কোন কথাই বলিতেছেন না—এর চেয়ে বিপদ জনক অবস্থা বাংলার পক্ষে আর কি ঘটিতে পারে?

(শেষাংশ ২ পাতার দেখুন)

কর্পোরেশনের জঞ্জাল দূর করো

কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন আসন্ন। একদিন ছিল, যখন দেশবন্ধুর আদর্শে কর্পোরেশনকে পরিচালনা করিবার জন্য উপযুক্ত জন-প্রতিনিধি পাঠাইতে কলিকাতাবাসীর মধ্যে কি বিপুল সাড়া পড়িয়া যাইত। কিন্তু আজকে কর্পোরেশন ইলেকশন যেন একটী বিশিষ্ট শ্রেণীর নায়কদেরই কারবার হইয়া দাঁড়াইয়াছে—যাঁরা কর্পোরেশন পলিটিক্সে হাত পাকাইয়াছেন, তাঁরাই কর্পোরেশনের তাঁদের মৌরসী পাট্টা বজায় রাখিতে ঘোরাঘোরা করেন। সাধারণ করদাতাকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি বলেন: 'কর্পোরেশনের ব্যাপার ছেড়ে দিন, ওখানে লোক যায় শুধু পকেট রোজগার করবার জন্য, লোকের ভাল করবার জন্য নয়।'

প্রায় ৩০ লক্ষ লোকের নাগরিক জীবনের দুঃখ সুবিধার ভার যাহার উপর, ছোট-খাট একটা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের আয়ের চেয়েও বেশী আয় যার এবং অন্যদিকে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়েও ক্ষমতা যার বেশী, সেই কর্পোরেশন সম্বন্ধে লোকের এই রকম ধারণা! ইহার চেয়ে আর লজ্জার বিষয় কি হইতে পারে?

কিন্তু আমলাতান্ত্রিক দপ্তরের মত ইহাও যেন লোকের সহিয়া গিয়াছে। তাই যে করদাতা কর্পোরেশনের কাণ্ডকারখানার নিন্দা করেন, সেই করদাতাই আবার ভোটও দেন এবং তাঁদেরই ভোট দেন, যাঁরা বছর বছর কর্পোরেশনে ঘনিয়া কাউন্সী রাজত্ব করিতেছেন। লোকের আশা থাকে, কখনও যদি একটু সুবিধাও এঁরা করিয়া দেন!

সে আশাও বুঝি আজ আর থাকে না। কেন না, এই যে এক বছর কলিকাতাবাসীর জীবনের উপর দিয়া প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গেল, তা সামলাইবার জন্য কোনে কর্পোরেশনকে কতটুকু করিতে দেখিয়াছে? কলিকাতার রাস্তায় দুঃখের সারি পড়িয়া মরিয়াছে, কলিকাতার অলি-গলি নোংরা হইয়া গিয়াছে, লোকের স্বাস্থ্য বিপন্ন হইয়াছে—সে সময় কর্পোরেশন সামান্য কিছু টাকা খরচ করিয়া এই দুঃখের জন্য কয়েকটা চালাঘরও তো করিয়া দেয় নাই। কর্পোরেশনের বাজেটে এ-আর-পি ব্যবস্থার জন্য খরচের হিসাব দেখা যায়, কিন্তু সত্যিকার কতটুকু করিয়াছে, তার হিসাব তো লোকে পাইল না।

কলিকাতার চাল, কয়লা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল, তখন সরকারের কাছ হইতে সরবরাহ লইয়া গরীবদের বাঁচাইবার জন্য বেশী করিয়া সরেকটা সস্তায় দোকানও তো কর্পোরেশন খুলিতে পারিত। মফস্বলের অনেক ছোট মিউনিসিপ্যালিটিও তো এ রকম অবস্থায় তাদের সাধ্যমত কিছু না কিছু করিয়াছে। কিন্তু কর্পোরেশন এ সব লইয়া মাথা ব্যথার বরকার মনে করে নাই। বরং আমরা দেখিয়াছি লেবর কমিশনের কড়া তাগিদ না আসা পর্য্যন্ত নিজেদের অধীনস্থ মজুরদের জন্য মাইনা ও ভাতা দিবার ব্যবস্থাও কর্পোরেশন করে নাই।

শুনিয়াছি বড় দল ও শ্যামাপ্রসাদের দলই কর্পোরেশনে মেজরিটি। দেশবন্ধুর হাতে গড়া কর্পোরেশনে 'খবেশী' নাম লইয়া গিয়া এই সব দলের বড় বড় কাউন্সিলারেরা এই দুর্ব্বৎসরটা কাটাইয়া দিয়াছেন শুধু ঘুষি কাজে—চিফ, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বি-এন-দের মোটা মাইনার চাকরী বজায় রাখার চেষ্টা, আর এসেন্সিতে যে সব প্রস্তাবে হার হয়, এখানে দলের জোরে সেই সমস্ত প্রস্তাব পাশ করাইয়া গায়ের ঝাল মিটানো!

সাধারণের জরুরী কাজের দিকে কর্পোরেশনের বর্ত্তমান কর্ত্তাদের নজর কিরকম তাহাও দেখুন। বিল্ডিং কমিটী ও মার্কেট কমিটীর সভা যখন বসে, তখন তার জন্য কত তোড় জোড়! কিন্তু বেচারী মজুরদের রেশন ব্যবস্থা সম্বন্ধে ঠিক করিতে হইলে ফুড কমিটীর মিটিং-ও কোরামই হয় না। ১৯ই জানুয়ারীর পূর্ব্বে সরকারী বিজ্ঞপ্তি ব্যতিত চইরাছিল—রেশন কার্ড ডেলিভ্যেরীর জন্য। কর্পোরেশনে কর্ত্তাদের ঘুম ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ২৫ ফেব্রুয়ারী হইল, অনেক জায়গায় নাকি ১২ই তারিখের আগে রেশন দেওয়াই হয় নাই।

এই সময় কর্ত্তাদেরই একজন চাঁই—শ্রীযুক্ত স্নিগ্ধীশ চক্রবর্ত্তী সেদিন প্রস্তাব তুলিলেন, ইলেকশন করিলে যুদ্ধ প্রচেষ্টার ব্যাঘাত লাগিতে পারে, সুতরাং ইলেকশন স্থগিত থাক। হঠাৎ রাতারাতি যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতি ইঁহার এত ব্যগ্রতা দেখা দিল কি করিয়া, তা আমরা বুঝিলাম না। এই প্রস্তাবের পিছনে, কর্পোরেশনে নির্ব্বাচিত চিকিত্সা পাকিবার কোন মতলব নাই তো? কিন্তু এই নির্লজ্জ প্রস্তাব আর সমর্থন করিবে কে? বেচারীর প্রস্তাবটী মাঠে মারা গেল।

কর্পোরেশনের জঞ্জাল দূর করিতেই হইবে। যারা কর্পোরেশনকে নিজেদের কায়েমী স্বত্ব করিয়া রাখিতে চায়, তাদের দূর না করিলে দেশবন্ধুর কর্পোরেশনকে কলিকাতাবাসীর কল্যাণের কাজে লাগান যাইবে না। এই দায়িত্ব সব চেয়ে বেশী কংগ্রেসের। যে কোন মিউনিসিপ্যালিটিতে কংগ্রেসের দেশসেবার আদর্শ লইয়া উপযুক্ত প্রতিনিধিরা যায় সেখানেই জনসাধারণের বিশ্বাস ও সমর্থনের জোরে ছোট গণ্ডীর মধ্যেও তাঁরা অনেক ভাল কাজ করেন। বাংলার যুবেদী আন্দোলনের কেন্দ্র কলিকাতাতেও তা হইবে না কেন? কলিকাতাবাসীর সামনে আর অনেক সমস্যা। রেশনিং পাকা করিতে হইবে, বস্ত্রসা সমস্যা ঘুচাইতে হইবে, এ-আর-পি ব্যবস্থা ভাল করিতে হইবে, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা চাই, ঔষধের চোরাকারবার বন্ধ করিতে হইবে। এই সময়েই তো কর্পোরেশনে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সব চেয়ে জরুরী। কাজেই, কংগ্রেসকে আজ কর্পোরেশন ইলেকশনে দাঁড়াইতেই হইবে।

সম্পাদকীয়

ওয়াভেলের মুখে আমেরির সুর

ভারতের বড়লাট হিসাবে লর্ড ওয়াভেল ১৭ই ফেব্রুয়ারী দেল্লীর পরিষদে তাঁর প্রথম বক্তৃতা দিয়াছেন। জাপানের বিরুদ্ধে পূর্ব্ব সীমান্তে লড়াই চইতে সুরু করিয়া খাদ্য ও কয়লা সংকট প্রভৃতি সমস্ত সমস্যাই তিনি বক্তৃতায় ব্যক্ত করিয়াছেন। বাংলার সমস্যা সম্পর্কে তিনি চিন্তিত, কিন্তু তাঁর মতে বাংলার অবস্থার উন্নতি হইতেছে। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য ভারতকে একটী ঘাটি হিসাবে স্থায়ীভাবে সংগঠিত করা প্

বাংলার বাজেটে
দুর্ভিক্ষ রুখিবার প্রতিজ্ঞা কই ?

বাংলার আইন পরিষদে অর্থসচিব যে বাজেট পেশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যেই বাংলার যে কত অস্বাভাবিক অবস্থা তা ফুটিয়া উঠিয়াছে। চলতি বছরের ও আগামী বছরের বাজেটে বিরাট ঘাট্‌তি পড়িয়াছে। দুইবছরে ঘাটতির পরিমাণ ১৭ কোটী টাকারও উপর। এক বছরে বাংলা সরকারের আমদানী হয় ২১ কোটী টাকার কিছু বেশী। সুতরাং বাজেটে যে ঘাটতি হইয়াছে তাহা সাধারণ ভাবে কখনই পূরণ হইতে পারে না।

বাজেটে ঘাটতির প্রধান কারণ বাংলার খাদ্য সংকট সামলাইবার জন্য বেশী ব্যয় বরাদ্দ। খাদ্য সংকট সমাধানের উপরই বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। সুতরাং ঘাট্‌তি যতই হউক না কেন, বাজেটের ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে বাংলার সংকট পুরাপুরি সমাধান করার কতটা দৃঢ় চেষ্টা রহিয়াছে, তাহাই আমরা জানিতে চাই। কিন্তু অর্থসচিব বিভিন্ন খাতে ব্যয় বরাদ্দের যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় না যে এই বাজেটে বাংলার ধ্বংস রুখিবার কোন প্রতিজ্ঞা আছে।

দুর্ভিক্ষ দূর করিবার জন্য চলতি বছরে ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে **৫ কোটী ৩৫ লক্ষ টাকা** আর আগামী বছরের জন্য ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে **২ কোটী ৬১ লক্ষ টাকা**। অর্থসচিব বলিয়াছেন, "ক্রমে ক্রমে অবস্থার যে উন্নতি দেখা যাইতেছে, তাহাতে ভরসা হয় খয়রাতী সাহায্য ও খাটাইয়া সাহায্যের প্রয়োজন অনেক কমিয়া যাইবে।"

অর্থসচিবের এই ভরসা কোথা হইতে আসিল ? আমন ধান বেশী হইয়াছে বলিয়া ও কলিকাতায় দুঃস্থের ভীড় নাই দেখিয়াই কি অর্থসচিব ভাবিতেছেন, সাহায্য আর দরকার নাই ? কিন্তু আমন ধান কার ঘরে ? যারা আগের বছরে দুঃস্থ হইয়াছিল, তাদের কয়জন আবার নিশ্চিন্ত মনে খাইতে পারিতে পাইতেছে ? ডিসেম্বর মাসে সরকার রিলিফ কিচেনগুলির অধিকাংশ বন্ধ করিয়া দিবার ফলে গ্রামে গ্রামে হাহাকার দেখা গিয়াছে। মহামারীতে দেশ উজাড় হইতে চলিয়াছে। কলিকাতায় আবার দুঃস্থ আসিয়া জুটিতেছে, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই মেয়ে। ইহারা শেষ পর্য্যন্ত বেশ্যালয়ে গিয়া আশ্রয় লইতেছে। বছরের গোড়াতেই এই অবস্থা, এখনও সমস্ত বছর পড়িয়া আছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়াও অর্থসচিব খয়রাতি সাহায্য কমাইলেন কোন সাহসে ?

কৃষির জন্য চলতি বছরে যায় ধরা হইয়াছে ১ কোটী ৩৫ লক্ষ টাকা ও আগামী বছরে মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা। আগামী বছরে কম খরচের কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে : এ বছর অনেক বীজ কিনিয়া রাখা হইবে, সেই জন্যই আগামী বছর খরচ কম হইবে। কিন্তু শুধু বীজের অভাবইতো নয়, চাষীর অভাব পড়িয়াছে হাল, বলদ, সার সমস্ত কিছুর। আউষ ফসলের চাষ অনেক জায়গায় এই জন্যই আটকাইয়া আছে। বর্ত্তমানে বলদ, বীজ প্রভৃতির জন্য সরকারী সাহায্য যতটুকু দেওয়া হইতেছে, তাতে চাষীর চাষ হয় না। সুতরাং আগামী বছরেও অনেক সাহায্য দরকার হইবে।

জনস্বাস্থ্যের জন্য এ বছর খরচ **৮২ লক্ষ টাকা**, আগামী বছর **৬১ লক্ষ টাকা**। এ বছরে কুইনাইন বিতরণ, কলেরা বসন্ত প্রতিরোধ, টিউবওয়েল সংস্কার প্রভৃতির জন্য **৩৯ লক্ষ টাকা** ব্যয় হইবে। আগামী বছরে কম খরচের বরাদ্দ হইতে বুঝা যায় যে, এই সমস্ত খাতেও ব্যয় কম হইবে। তাছাড়া সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা ছত্রছাড়া লোকদের সমাজ জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা, তার সম্বন্ধে মন্ত্রীমণ্ডলীর কোন পরিকল্পনাই নাই। ইহা নাকি এখনও গভর্ণমেন্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে এবং এ সম্বন্ধে কত ব্যয় করা হইবে, তারও কোন হিসাব করা হয় নাই।

এই বাজেট হইতে ইহাই পরিষ্কার হইয়া উঠে যে, মন্ত্রীমণ্ডলী মনে করিতেছেন, বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। এই প্রকার আত্মতুষ্টির ফলেই সরকারী আমন ক্রয় নীতির উপর মন্ত্রুতদারের প্রভাব জয়ী হইল। আর এরই ফলে ধান-চালের দর কন্‌ট্রোল করিতেও মন্ত্রীমণ্ডলী পারিতেছেন না, ধান-চাল কিনিয়া সর্ব্বত্র রেশনিং চালু করিবার ব্যবস্থাতেও অনবরত পিছ-হটিয়া যাইতেছেন।

এই আত্মতুষ্টির জন্যই বাজেটের ঘাটতি পূরণ সম্বন্ধেও অর্থ সচিব স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিতে পারেন নাই। কেন্দ্রীয় সরকার যদি সাহায্য করে এবং ভবিষ্যতে আরো ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া যদি আমদানি কাড়ান যায়, তবে ঘাটতি পূরণ ভবিষ্যতে হইতে পারে এইটুকু মাত্র কৈফিয়ত তিনি দিয়াছেন। লোকের মনেও এই কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক হয় নাই। দু একটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা এই বলিয়া তাদের গায়ের ঝাল মিটাইতেছে : ভারত গভর্ণমেন্টের অক্ষমতার জন্যই যখন দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, তখন এই ঘাটতি পূরণের দায়িত্ব ভারত গভর্ণমেন্টই নিক।

কিন্তু এই ঘাটতি স্বাভাবিক বাজেটের ঘাটতি নয়। শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার ফলে বাংলার সংকট ধীরে ধীরে পাকিয়া উঠিয়াছে, আমলাতন্ত্র কোন দায়িত্ব পালন করে নাই, জননেতারাও হাত গুটাইয়া বসিয়াছিল। যখন সমস্ত দলের এক হইয়া দুর্ভিক্ষ ঠেকান উচিত ছিল, তখন বাংলায় মন্ত্রীত্ব লইয়া চলিয়াছে দলাদলি—খাদ্য চোরেরা সুবিধা পাইয়াছে, আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রে দুর্নীতি বাড়িয়া উঠিয়াছে, জনগণকে রক্ষা করিবার কোনো ব্যবস্থা হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে দোষ দিয়াছে। আজ তারই ফলভোগ করিতেছে জনসাধারণ। সুতরাং কে কত খরচ দিবে, এই হিসাব নিকাস করিয়াই ঘাটতি পূরণের সমস্যা মিটিবে না। বাংলাকে বাঁচাইবার চেষ্টার মধ্যেই ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা হইতে পারে। সমস্ত জনসাধারণের সমর্থনের উপর দাঁড়াইতে পারে যে, মন্ত্রীত্ব, সেই মন্ত্রিত্বই জনসাধারণের সহযোগিতা লইয়া বাংলাকে বাঁচাইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারে এবং তাহাই জোরে কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রকেও তার দায়িত্ব পালন করিতে বাধ্যকরা সম্ভব। বাজেটের ঘাটতি সম্মিলিত মন্ত্রিত্বের প্রয়োজনই সব চেয়ে বেশী করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

রেশনিং-এর গলদ দূর করিতে
মহল্লা কমিটী গড়ো !

সুরাবর্দী সাহেব ঘোষণা করিয়াছেন যে, রেশনিং-এর ত্রুটি বিচ্যুতি যাতে না হয় তার তদারক করিবার জন্য কলিকাতার সব পাড়ার সকল শ্রেণীর লোকদের লইয়া খাদ্য কমিটি গঠিত হইবে। এই কমিটির উপর সরকারী প্রভাব থাকিবে না।

সুরাবর্দী সাহেবের প্রস্তাবিত এই খাদ্য কমিটি আবার একটি ভুঁইফোড় কমিটি হইবে কিনা আমরা জানি না। পূর্ব্বকার খাদ্য কমিটি গড়ার সময় আমরা দেখিয়াছিলাম, অনেক জায়গায় চলতি এবং প্রতিনিধিমূলক খাদ্য কমিটি থাকা সত্ত্বেও তাদের স্বীকার না করিয়া সরকারের পৃষ্ঠপোষকদের লইয়া নূতন খাদ্য কমিটি গড়া হইয়াছে। ফলে সেই খাদ্য কমিটি কাজও করিতে পারে নাই বরং জনসাধারণের খাদ্য কমিটির কাজে অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে। সে রকম লোক দেখানো কমিটি না করিয়া, যে সব কমিটি ও প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় কাজ করিতেছে, তাদেরই স্বীকার করিয়া লওয়া হোক অথবা তাদেরই সহযোগিতা লইয়া ওকার্য্য চলিলে নূতন কমিটি গড়া হোক। সমস্ত মহল্লা কমিটি হইতে এখনি এই দাবী তোলো।

রেশনিং-এর মধ্যে এখনও এত বেশী গলদ আছে যে জনসাধারণের প্রতিনিধি মূলক কমিটির তদারকীর না থাকিলে, শুধু নিয়ম বাঁধিয়া সে সব গলদ দূর হইবে না। নিয়ম তো এখনও আছে, তবু সরকারী রেশন শপেরই কি অবস্থা দেখুন ! বোলেজ কবিরাজ রোডে একটি গভর্ণমেন্ট ষ্টোরে দুই রকম চাল দেওয়া হয়—ভাল চাল ভদ্রলোকদের জন্য আর, খারাপ চাল গরীব লোকদের জন্য। অন্যান্য রেশন শপগুলির দোকানীরা বলে যে, গভর্ণমেন্টের গুদামের মালিককে টাকা দিতে পারিলে ভাল চাল পাওয়া যায়। টাকার অভাবে তারা ভাল চাল আনিতে পারিতেছে না। অনেক দোকানে বস্তির লোকেরা পয়সার অভাবে চিনি কিনিতেছে না। সাধারণ লোকের ধারণা যে এই চিনির দোকানী চোরা-বাজারে বিক্রী করে।

বেনেটোলা অঞ্চলে খাদ্য কমিটি খোঁজ লইয়া দেখে যে এখনও অনেক লোক রেশন কার্ড পায় নাই। রেশনিং অফিসে নাকি ১১ খানা কার্ড পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়।

সেনট্রাল এভিনিউ-এর একটি গভর্ণমেন্ট শপের একজন খরিদ্দার অভিযোগ করিলেন : দোকানে যে জিনিষ দেওয়া হয়, তার ওজন থাকে কম। ১৫ সের চালে সওয়া দু সের কম।

কোন কোন বস্তি এলাকা থেকে অভিযোগ পাওয়া গেল যে কার্ড বিলি করার সময় এক আনা দু আনা ঘুষ লওয়া হয়।

এই রকম কত বে-বন্দোবস্ত ও অনাচার এখনও রহিয়াছে। ইতিমধ্যেই কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে মহল্লা কমিটী গঠিত করিয়া এই সব দোষ ত্রুটীর সন্ধান লওয়া হইতেছে ও তাহার প্রতিকারের জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে জানান হইতেছে। গত ২৩শে জানুয়ারী সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে খাদ্য কমিটী গঠিত হইয়াছে। ৬ই ফেব্রুয়ারী ৫নং এ-অ-র-পি পোষ্ট এলাকায় একটী খাদ্য কমিটী গঠিত হয়। এই উপলক্ষে যে সভা হয় তাতে ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র লস্কর, কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি যোগ দেন। ৫ই ফেব্রুয়ারী খিদিরপুরে সমস্ত প্রতিষ্ঠান মিলিত হইয়া এক সভা করে। তাহাতে রেশনিং সফল করিবার জন্য খাদ্য কমিটী গঠনের প্রস্তাব হয়।

রেশনিং ভালভাবে চালু করার দায়িত্ব আজ কলিকাতার জনসাধারণ উপলব্ধি করিতেছে। এখন পাড়ায় পাড়ায় মহল্লা কমিটী গঠন করিয়া এই দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।

মিল-মালিকের জুয়াচুরী ফাঁস
ইউনিয়নের হাতে রেশনের দায়িত্ব

চাকার চিত্তরঞ্জন কটন মিলে মজুর, তাদের পরিবারের লোক, অফিসার সমস্ত লইয়া ৮৫০ জন লোক। মিলের কর্ত্তৃপক্ষ ৮৫০-এর জায়গায় ১২০০ লোকের হিসাব দেখাইয়া নারায়ণগঞ্জের এস-ডি-ওর কাছে তালিকা পেশ করে এবং সেই পরিমাণ রেশন লইবার ব্যবস্থা করে। মিল কর্ত্তৃপক্ষের এই জুয়াচুরী জানিতে পারিয়া ইউনিয়ন তার সংগৃহীত পুরা তথ্য লইয়া এস-ডি-ওর সঙ্গে দেখা করে। লক্ষ্মীনারায়ণ মিলের ম্যানেজারও ইউনিয়নের সঙ্গে এই ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। মিল কর্ত্তৃপক্ষের জুয়াচুরী ফাঁস হইয়া যায়। এস ডি-ও ইউনিয়নের উপর মিল এলাকার রেশনিং-এর সমস্ত দায়িত্ব দেয়। এখন ইউনিয়ন নিজেই দোকান ঠিক করিবে ও রেশন বিলির তদারক করিবে। ইউনিয়নের নির্ব্বাচিত দোকানগুলিতেই গভর্ণমেন্ট রেশন সরবরাহ করিবে। সংঘবদ্ধ মজুর এমনি করিয়াই চোরাকারবার বন্ধ করিতে ও রেশনিং সফল করিতে পারে।

আখ চাষীদের সমস্যা
চিনি কলের মালিকদের সুবিধা মত আখের দর ধার্য্য !

রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অনেক জেলায় আখ চাষ একটা বড় চাষ। এই চাষের উপর নির্ভর করিয়া অনেক চাষীকে বাঁচিতে হয়।

চিনি নিয়ন্ত্রণের জন্য আখ বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ দরকার, তা সকলেই স্বীকার করিবে। কিন্তু আখ চাষীকে আখের ন্যায্য দর দিবার ব্যবস্থা করিয়া তবেই তা হইতে পারে।

বগুড়া ও রংপুরের প্রায় প্রত্যেক ষ্টেসনে চিনিকলগুলি আখ কেনার কেন্দ্র করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট হুকুম জারী করিয়াছেন যে ১৮ মাইলের ভিতর কেহ গুড় তৈরী করিতে পারিবে না এবং আখ মিলের কাছে বিক্রী করিতে হইবে। দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে ১৲ মণ। ১০ হইতে ১৮ মাইলের মধ্যে যারা বাস করে, তাদের সম্বন্ধে নিয়ম করা হইয়াছে যে ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি লইয়া তারা নিজেদের খোরাকীর মত গুড় করিতে পারিবে। কিন্তু সেই অনুমতি পাওয়াও দুষ্কর।

এদিকে ১৮ মাইল দূর হইতে গাড়ী ভাড়া দিয়া ১৲ দরে আখ বিক্রী করিলে চাষীর পোষায় না। তার চেয়ে গুড় তৈরী করিলে লাভ অনেক বেশী। চাষীরা দাবী করিতেছে দর বাড়ান হোক। কর্ত্তৃপক্ষ খানিকটা রাজী হন, আবার মিলওয়ালাদের আপত্তি দেখিয়া চুপ করিয়া যান।

ময়মনসিংহে চাষীর কাছ হইতে আখের কেনা দর ঠিক হইয়াছে মাত্র ১২ আনা মণ। শোনা গেল স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ দর বাড়াইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কলওয়ালারা ভয় দেখাইল, তা হইলে কারখানা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। বিখ্যাত ব্যবসায়ী আলামোহন দাস নাকি এই চিনি কলের মালিক। শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ মিলগেটে বেচিবার দর ১৶০ ঠিক করিয়া মিল মালিককে খুসী করিলেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী জেলা কৃষক সম্মেলনে আখ সমস্যা লইয়া আলোচনা হয়। ১২ হাজার কৃষক দাবী করে যে আখের দর বাঁধিতে হইবে ১৷০ মণ, গাড়ী ভাড়াও মিলমালিককে দিতে হইবে। এই দাবী লইয়া একটি ডেপুটেশন এস-ডি-ওর সঙ্গে দেখা করিতে যায়। এস-ডি-ও বলিয়াছেন বড় জোর তিনি মাঠে বিক্রয় দর ১৶০ আনা করিতে পারেন।

চিনি কনট্রোলার নিয়ম করিয়াছেন আখের দর হইবে ৸০ মণ। ভারতের সর্ব্বত্র চিনির দর একই রকম রাখিবার জন্য এই নিয়ম নাকি করা হইয়াছে। কিন্তু বাংলার আখ চাষীর পক্ষে এই দর অত্যন্ত কম। মিল মালিকরা এই নিয়মে বেশ মোটা লাভ করিবারই সুবিধা পাইল। তাই তারাও দর বাড়াইতে রাজী নয়। সম্প্রতি বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী মিল মালিকদের ।০ খেসারত দিয়া আখের দর ১৲ মণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ১৲ মণেও যে চাষীদের লোকসান হয়, তাও আমরা দেখিতেছি। কৃষকসভার দাবী ১৷০ মণ। সেই দাবী স্বীকার করিয়া বাংলা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করুন। তা না হইলে বাংলার চিনি সংকট দেখা দিতে পারে।

জনযুদ্ধ

(১ম পাতার শেষাংশ)

দেশপ্রেমিকদের কর্ত্তব্য

কংগ্রেস কর্ম্মীগণ হয়ত মনে করেন যে, আমলাতন্ত্র যখন কংগ্রেসকে দমন করিতেছে, তখন তাদের পক্ষে আর কিছুই করিবার নাই। এই মনোবৃত্তি কিন্তু সর্ব্বনাশজনক। আমলাতন্ত্র কংগ্রেসকে দমন করিতেছে বলিয়াই কংগ্রেসকর্ম্মীগণ কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শ ত্যাগ করিতে পারেন না। দেশরক্ষা ও জাপ বিরোধীতা—এই দুইটি আজ কংগ্রেসের মূল নীতি। গান্ধীজী, নেহেরু, আজাদ বারবার এ কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। কংগ্রেসকর্ম্মীগণের কর্ত্তব্য আমলাতন্ত্রের শত বাধার বিরুদ্ধেও এই নীতির পিছনে বিভিন্ন দলের ও বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের ঐক্য গঠন করিয়া তোলা। তাহা হইলেই আমলাতন্ত্রের মিথ্যার জাল ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং কংগ্রেসের প্রকৃত সম্মান রক্ষা হইবে।

দেশজোড়া দুর্ভিক্ষ ও মহামারী এবং জাপানী আক্রমণের ভিতর যদি ধ্বংস কার্য্য আরম্ভ হয়, যদি রেল চলাচলে বাধা জন্মে, তবে বাংলার লাখ লাখ লোক খাদ্য ও ঔষধের অভাবে কুকুর বিড়ালের মত মরিতে থাকিবে। ধ্বংস কার্য্যের ফলে দেশ রক্ষার ব্যবস্থা ব্যাহত হইলে জাপানী ডাকাতদের পথই সুগম হইবে।

এই ভীষণ পরিণতি হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য বাংলার সমস্ত দল, সমস্ত জনগণ আজ অগ্রসর হউক। জনগণের সজাগ চক্ষু ফরোওয়ার্ড ব্লকের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকারীদেরকে খুঁজিয়া বাহির করুক। বাংলাদেশকে রক্ষা করিবার জন্য বাংলার সমস্ত লোক আজ ঐক্যবদ্ধ হইয়া ধ্বংস কার্য্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হউক। এ পথেই বাংলার ভবিষ্যৎ। এ পথেই দেশের স্বাধীনতা।

ঔষধের চোরাকারবার না মৃত্যুর ব্যবসায় !

[illegible] মেলায় একজন ঔষধের দোকানদার [illegible] ঔষধপত্র প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র বিক্রিতে আসিয়াছিলেন।

ঔষধের 'পাইকারী' ব্যবসায়ীদের নিকট তিন চারদিন ঘুরাফেরা করার পর একদিন অনেকটা হতাশ হইয়া বলিলেন,

"অধিকাংশ প্রয়োজনীয় ঔষধই পেলাম না।" খবর লইয়া জানা গেল, বাজারে সত্য সত্যই অনেক ঔষধ আর পাওয়া যায় না। যুদ্ধের ফলে ঔষধের আমদানী অনেক কমিয়াছে। "তা হলে এখন কি করবেন ?"

"দেখা যাক্, কি হয়। তবে, একজনের নিকট খবর পেলাম, একটা জায়গায় নাকি পুরানো কিছুটা ষ্টক আছে, সেখানে শেষ চেষ্টা করে দেখবো।"

"আচ্ছা, ঐ ঔষধগুলি কি না হলেই নয় ? ওর পরিবর্ত্তে যদি একই ধরণের অন্য কোন ঔষধ নিয়ে যান তাতে কাজ চলবে না কেন ?"

"কিন্তু সেখানেই যে মুস্কিল, ডাক্তাররা যে এ কথাটাই বুঝতে চান না। তারা এখনো এমন সব ঔষধপত্রের ব্যবহা করেন যা সরবরাহ করতে আমাদের গলদঘর্ম হতে হয়। সরবরাহ অবশ্য আমরা করে থাকি।"

"কি করে করেন ?"

বুঝিতে পারা গেল, বাজারে তার ভেজালের অভাব নাই। দোকানদার যে ষ্টকের কথা বলিতেছিলেন তাহা হইল যে ভেজাল ঔষধেরই ষ্টক। মুনাফার একটা অংশ যে ডাক্তারের পকেটেও যাইবে তাহাতেও কোন সন্দেহ থাকিল না।

"কিন্তু সবখেকে মুস্কিল হলো, ঔষধ বা সংগ্রহ করলাম তা এখন পাঠাবো কি করে ?"

"কেন, রেল গাড়ীতে আপনাদের কোন "প্রায়রিটি" বা আগে পাঠাবার সুবিধা দেওয়া হয় না ?"

"কিছুই না। কেবল ঘুষ আর ঘুষ এবং তারই জোরে যে যতটা আগে পারে পাঠিয়ে থাকে। অথচ অপেক্ষা করা মোটেই চলে না। খরিদ্দারের তাগিদ ক্রমশঃ বাড়ছে। একদিন দেরী করার মানে···"

* * *

মৃত্যুর ব্যবসায়। আমেরী সাহেব বলিতেছেন, ভারতে কুইনাইনের অভাব নাই, ঔষধপত্রের অভাব নাই। ভারতে অবস্থার মোড় ঘুরিয়াছে, মহামারীর আক্রমণ কমিয়া আসিতেছে।

ওয়াভেল কোম্পানী বলিতেছেন, আমলা ও সৈন্যদের সাহায্যে মহামারীকে তাঁহারা রুখিতেছেন। আর সমাজদ্রোহী চোরাকারবারীরা চালাইয়াছে মৃত্যুর ব্যবসায়। চোরাকারবারী কেবল আমলাতন্ত্রকে নয়, এমন কি সাধু ডাক্তারদের পর্য্যন্ত নিজেদের মুঠোর মধ্যে লইয়া যাইতেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিময়ে মুনাফার পাহাড় গড়িয়া তুলিতেছে।

বিদেশ হইতে যে সমস্ত ঔষধ আমদানী হয়, তাহা আসে মুষ্টিমেয় এজেন্টের হাতে। এই সকল এজেন্ট অধিকাংশ বিদেশী মূলধনওয়ালা।

তাহাদের প্রত্যেকের কতকগুলি বাঁধা "খরিদ্দার" আছে। এই "বাঁধা খরিদ্দার" দের বাইরে অপর কোন ব্যবসায়ীর পক্ষে ঔষধ পাওয়া খুবই কঠিন। গত দেড় দুই বছরে এই "বাঁধা খরিদ্দারের" দলই আসলে "ঔষধ মজুদকারীর আড্ডা" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঔষধের অবাধ-বাণিজ্যের ইহাই পরিণতি।

ডাক্তার, ছোট দোকানদার বা যে কোন ঔষধ ব্যবসায়ী এই "বাঁধা খরিদ্দারদের" দয়ার উপরে নির্ভর করিতে বাধ্য। এই মজুদদারের পার্টি যে দরে যে ঔষধ বিক্রয় করিবে দোকানদারকা তাহা সেই দরে লইতে বাধ্য। তাহা না হইলে তাহাকে ব্যবসায় গুটাইতে হয়। মৃত্যুর মুখোমুখী হইয়া রোগী নিজেও নিজেকে চোরাকারবারীর দয়ার উপর ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছে।

ঔষধের বড় বড় এজেন্ট এবং ছোট দোকানদার ইত্যার দালালদের অসংখ্য চোরাকারবারী সৃষ্টি হইয়াছে। আবার ঔষধের কারখানা, ঔষধের শিশি তৈরীর ব্যবসায়, কর্ক ব্যবসায়, প্যাকিং-এর ব্যবসায় প্রত্যেকটি ছোট ব্যবসায়ীর হাতে যাইয়া পড়িতেছে। শিশি বোতল আর কর্কের ব্যবসায়ের কথাই ধরা যাক। যুদ্ধের আগে যে শিশি বারো আনায় বিক্রি হইত, তাহার দর এখন ২৷০ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। কর্ক আসিত স্পেন ও পর্ত্তুগাল হইতে। এক গ্রোস কর্কের দর আগে যেখানে ছিল আট আনা এখন তাহা ১৷০ পর্য্যন্ত হইয়াছে। সর্ব্বত্র চোরাকারবারের একচ্ছত্র রাজত্ব চলিয়াছে।

* * *

১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ঔষধ কন্‌ট্রোল আইন চালু করা হইয়াছে। আমলাতন্ত্রের চাউল কন্‌ট্রোলের মতই ইহা একটা লোক দেখানো ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়।

অনেক প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রকে এই আইনের আমলে আনা হয় নাই। কোন কোন ঔষধ আইনের আমলে আনা হইয়াছে তাহাও আজ পর্য্যন্ত ভালভাবে প্রচার করা হয় নাই। অনেক দোকানদার পর্য্যন্ত এখনো তাহা জানিতে পারে নাই।

কোন্ দোকানে, কোন ঔষধের কত পুরানো ষ্টক আছে, তার হিসাব দাখিলের ভার দেওয়া হইয়াছিল ব্যবসায়ীদের নিজেদের উপর। ফলে তাহাদের ষ্টকের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই। প্রচুর মাল চোরা গুদামে মজুদ হইয়াছে। বালীগঞ্জ এলাকায় আড়াই লক্ষ টাকার "ক্যালিকস্" আবিষ্কার ইহাই প্রমাণ করে।

এজেন্টদের নিকট যখন যে ঔষধ আসে তাহার বিলি ব্যবস্থা ও এজেন্টদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে, তাহাদের যে "বাধা খরিদ্দারের" দল এতদিন চোরাকারবারের দল হিসাবে কাজ করিতেছিল, তাহাদের উপর কোন রকমে হাত দেওয়া হইল না। সাধু ব্যবসায়কে এবারও হয় তাহাদের খপ্‌পরে পড়িতে হইবে, নতুবা তাহাদের ব্যবসায় গুটাইতে হইবে। এজেন্ট হইতে সুরু করিয়া খুচরা বিক্রেতা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বিলির ব্যবস্থার উপর কোন সত্যিকারের খবরদারীর ব্যবস্থা করা হয় নাই। কয়েকজন আমলা [যাহাদের যে কোন সময়ে ঘুস দিয়া কেনা যায়] আবগারী বিভাগের দারোগাদের মত সকলের উপর নজর রাখিবে, এই হাস্যকর ব্যবস্থা করিয়াই আমলাতন্ত্র মনে করিতেছে, ঔষধের চোরাকারবার বন্ধ হইল !

অপদার্থ আমলাতন্ত্র কয়েকজন সৈন্য পাঠাইয়া কয়েক হাজার "ব্লাক" খুলিয়া মনে করে মহামারীকে রুখিতে পারিবে। জনসাধারণের দলগুলিকে মহামারী রুখিবার কাজে সাহায্য করে না। কারণ, তাহাতে জনশক্তি বাড়ে, স্বাধীনতার শক্তিকে আর ঠেকানো যায় না। কন্‌ট্রোলের ব্যাপারেও তাহাদের নীতি কিছু কড়া আইন কানুন করিয়া, ঔষধের সর্ব্বোচ্চ মূল্য বাঁধিয়া দিয়া এবং কয়েকজন কর্ম্মচারীর উপর খবরদারীর ব্যবস্থা দিয়া তাহারা ঔষধের চোরাকারবার বন্ধ করিবে।

কুইনিনের চোরাবাজার

ম্যালেরিয়ার দেশ উজাড় হইতেছে—অথচ রোগী কুইনিন পায় না। সরকার সম্প্রতি প্রচুর কুইনিন আনিয়াছে—এবং বিতরণের জন্য জেলায় জেলায় পাঠাইয়াছে। বিশ্বস্ত সূত্রে শোনা যায় যে পরিমাণ কুইনিন আসিয়াছে—তাহা ঠিক মত বিতরণ করিতে পারিলে ম্যালেরিয়া দমন হইত। কিন্তু সরকারী বিলি ব্যবস্থার প্রত্যেক ধাপ হইতে চোরাবাজারের রাস্তা অত্যন্ত নিকটে। সরকার নির্দ্দিষ্ট ডাক্তারখানা ডিসপেনসারী, ইউনিয়ন বোর্ড ডিসপেনসারী, হাঁসপাতাল প্রভৃতি যায়গা হইতে খুব সহজেই কুইনিন চোরাবাজারে যায়। কলিকাতার কারবারীদের লোক জেলায় জেলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—তাহারা অমূল্যমূল্য এবং মিথ্যা ব্যবস্থাপত্রের সাহায্যে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের লোক, সদর হাঁসপাতাল, জেলা মেডিকেল ষ্টোর হইতে কুইনিন লইয়া আসিয়া কলিকাতা ৩০।৪০০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করে। মফস্বলের সরকারী ও অর্দ্ধ সরকারী হাঁসপাতাল হইতে প্রায়ই কুইনিন চুরির খবর পাওয়া যায়। গরীব দেশবাসীর জন্য প্রেরিত ঔষধ গ্রামের নিরন্ন লোক কিনিতে পারে না, মফস্বলের চোরাকারবারীগণ মফস্বলে বেচা লাভজনক মনে করে না। কুইনিন ফিরিয়া আবার কলিকাতায় আসে। সম্প্রতি সরকার অনেক পরিমাণ কুইনিন মফস্বলে পাঠাইয়াছিল বলিয়া—মফস্বলের চোরা বাজারের দাম কিছু কমিয়া যায়। কিন্তু সেগুলি যে মুহূর্ত্তে চোরাকারবারীদের কাছে জমা হইয়া গেছে আবার দাম বাড়িয়াছে।

বর্ত্তমান মহামারীকে রুখিবার জন্য ঔষধের চোরাকারবারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকেই অগ্রসর হইতে হইবে। বিদেশ হইতে আরো বেশী ঔষধ আমদানী সম্ভব, দেশী ঔষধের কারখানার আরো বেশী ঔষধ তৈরী সম্ভব, তাহার জন্য আন্দোলন করিতে হইবে। এক স্থান হইতে অপর স্থানে ঔষধ প্রেরণের জন্য রেলওয়েতে ঔষধপত্রকে "প্রথম সুবিধা" দেওয়া দরকার। আর সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হইল, ঔষধ কন্‌ট্রোল আইনকে কার্য্যকরী করার জন্য ঔষধ ব্যবসায়ী, ডাক্তার এবং জনসাধারণ প্রতিনিধিদের মিলিত কমিটির উপর খবরদারীর ভার দেওয়া। কুইনাইন প্রভৃতি ঔষধের বিলি ব্যবস্থা নিজেদের হাতে লওয়া। ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মধ্যে দেশপ্রেম জাগাইয়া ঔষধের চোরাকারবার বন্ধ করিতে অগ্রসর হও !

ময়মনসিংহের গ্রামের খবর :
১৫৪ জনের ম্যালেরিয়া
কিন্তু এক গ্রেণও কুইনাইন পাওয়া যায় না !

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার মুমুওদিয়া ইউনিয়ন হইতে কমরেড সরমী ধর লিখিতেছেন : এই ইউনিয়নে বিশহাজার লোকের বাস—কিন্তু গত চার মাসে অনাহারে, কলেরা ও ম্যালেরিয়ায় দুই হাজার লোক মারা গিয়াছে। বর্ত্তমানে, পাঁচছাজার লোক উপবাসে ও অর্দ্ধ উপবাসে। মমুওদিয়া গ্রামটীর লোক সংখ্যা তিন হাজার—মারা গিয়াছে ৩৫০ জন এবং ৪।৫ শত প্রায় মৃত্যু মুখে। ভাগ চাষী, জেলে, বেণে, কুমোর ও ছোট ব্যবসায়ী সম্প্রদায় একেবারে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। লঙ্গরখানা বন্ধ হওয়ায় অবস্থা এত সাংঘাতিক রূপ ধারণ করিয়াছে। সংবাদদাতা এই গ্রামের দুইটি পাড়ার অবস্থা জানাইয়াছেন। জেলে পাড়ার ৫২টী পরিবার ছিল—একবছর আগে লোক সংখ্যা ছিল ৩০০ জন, বর্ত্তমানে ১৮০ জন। ইহার মধ্যে ১৫৪ জন ম্যালেরিয়া গ্রস্ত—দুই দিনের মধ্যেও একবেলা খাবার জোটে না। স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই নগ্ন। হাত পা ফুলিয়া গিয়াছে। **এই গ্রামে এক গ্রেণও কুইনিন প্রবেশ করে নাই।** ৪ মাইল দূরে যে সরকারী ডাক্তারখানা আছে তা

বাংলার বাজেটে
দুর্ভিক্ষ রুখিবার প্রতিজ্ঞা কই ?

বাংলার আইন পরিষদে অর্থসচিব যে বাজেট পেশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যেই বাংলার যে কত অভাবাভাব অবস্থা তা বুঝিয়া উঠিয়াছে। চলতি বছরের ও আগামী বছরের বাজেটে বিরাট ঘাট্‌তি পড়িয়াছে। দুইবছরে ঘাটতির পরিমাণ ১৭ কোটী টাকারও উপর। এক বছরে বাংলা সরকারের আমদানী হয় ২১ কোটী টাকার কিছু বেশী। সুতরাং বাজেটে যে ঘাটতি হইয়াছে তাহা সাধারণ ভাবে কখনই পূরণ হইতে পারে না।

বাজেটে ঘাটতির প্রধান কারণ বাংলার খাদ্য সংকট সামলাইবার জন্য বেশী ব্যয় বরাদ্দ। খাদ্য সংকট সমাধানের উপরই বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। সুতরাং ঘাট্‌তি যতই হউক না কেন, বাজেটের ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে বাংলার সংকট পুরাপুরি সমাধান করার কতটা দৃঢ় চেষ্টা রহিয়াছে, তাহাই আমরা জানিতে চাই। কিন্তু অর্থসচিব বিভিন্ন খাতে ব্যয় বরাদ্দের যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় না যে এই বাজেটে বাংলার ক্ষয়ে রুখিবার কোন প্রতিজ্ঞা আছে।

দুর্ভিক্ষ দূর করিবার জন্য চলতি বছরে ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে ৫ কোটী ৩৫ লক্ষ টাকা আর আগামী বছরের জন্য ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে ২ কোটী ৬১ লক্ষ টাকা। অর্থসচিব বলিয়াছেন, "ক্রমে ক্রমে অবস্থার যে উন্নতি দেখা যাইতেছে, তাহাতে ভরসা হয় পরধাতী সাহায্য ও খাটাইয়া সাহায্যের প্রয়োজন অনেক কমিয়া যাইবে।"

অর্থসচিবের এই ভরসা কোথা হইতে আসিল ? আমন ধান বেশী হইয়াছে বলিয়া ও কলিকাতার দুঃস্থের ভীড় নাই দেখিয়াই কি অর্থসচিব ভাবিতেছেন, সাহায্য আর দরকার নাই ? কিন্তু আমন ধান কার ঘরে ? যারা অন্যের বছরে দুঃস্থ হইয়াছিল, তাদের কয়জন আবার নিশ্চিন্ত মনে খাদ্যে পরিতে পাইতেছে ? ডিসেম্বর মাসে সরকার রিলিফ কিচেনগুলির অধিকাংশ বন্ধ করিয়া দিবার ফলে গ্রামে গ্রামে হাহাকার দেখা গিয়াছে। মহারাষ্ট্রে দেশ উজাড় হইতে চলিয়াছে। কলিকাতার আবার দুঃস্থ আসিয়া জুটিতেছে, তাহের মধ্যে বেশীর ভাগই মেয়ে। ইহারা শেষ পর্যন্ত বেশ্যালয়ে গিয়া আশ্রয় লইতেছে। বছরের গোড়াতেই এই অবস্থা, এখনও সমস্ত বছর পড়িয়া আছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়াও অর্থসচিব খয়রাতি সাহায্য কমাইলেন কোন সাহসে ?

কৃষির জন্য চলতি বছরে ব্যয় ধরা হইয়াছে ১ কোটী ৩৫ লক্ষ টাকা ও আগামী বছরে মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা। আগামী বছরে কম খরচের কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে : এ বছর অনেক বীজ কিনিয়া রাখা হইবে, সেই জন্যই আগামী বছর খরচ কম হইবে। কিন্তু শুধু বীজের অভাবইতো নয়, চাষীর অভাব পড়িয়াছে হাল, বলদ, সার সমস্ত কিছুর। আউষ ফসলের চাষ অনেক জায়গায় এই জন্যই আটকাইয়া আছে। বর্তমানে বলদ, বীজ প্রভৃতির জন্য সরকারী সাহায্য যতটুকু দেওয়া হইতেছে, তাতে চাষীর চাষ হয় না। সুতরাং আগামী বছরেও অনেক সাহায্য দরকার হইবে।

জনস্বাস্থ্যের জন্য এ বছর খরচ ৮২ লক্ষ টাকা, আগামী বছর ৬১ লক্ষ টাকা। এ বছরে কুইনাইন বিতরণ, কলেরা বসন্ত প্রতিরোধ, টিউবওয়েল সংস্কার প্রভৃতির জন্য ৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। আগামী বছরে কম খরচের বরাদ্দ হইতে বুঝা যায় যে, এই সমস্ত খাতেও ব্যয় কম হইবে। তাছাড়া সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা ছন্নছাড়া লোকদের সমাজ জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা, তার সম্বন্ধে মন্ত্রীমণ্ডলীর কোন পরিকল্পনাই নাই। ইহা নাকি এখনও গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে এবং এ সম্বন্ধে কত ব্যয় করা হইবে, তারও কোন হিসাব করা হয় নাই।

এই বাজেট হইতে ইহাই পরিষ্কার হইয়া উঠে যে, মন্ত্রীমণ্ডলী মনে করিতেছেন, বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। এই প্রকার আত্মতুষ্টির ফলেই সরকারী আমন ক্রয় নীতির উপর মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রভাব কমিয়া হইল। আর এরই ফলে ধান-চালের দর কম্‌ট্রোল করিতেও মন্ত্রীমণ্ডলী পারিতেছেন না, ধান-চাল কিনিয়া সর্বত্র রেশনিং চালু করিবার ব্যবস্থাতেও অনবহিত পিছিয়ে যাইতেছেন।

এই আত্মতুষ্টির জন্যই বাজেটের ঘাটতি পূরণ সম্বন্ধেও অর্থ সচিব স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিতে পারেন নাই। কেন্দ্রীয় সরকার যদি সাহায্য করে এবং ভবিষ্যতে আরো চ্যান্স ধার্য্য করিয়া যদি আমদানি কাড়ান যায়, তবে ঘাটতি পূরণ ভবিষ্যতে হইতে পারে এইটুকু মাত্র কৈফিয়ৎ তিনি দিয়াছেন। লোকের মনেও এই কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক হয় নাই। দু একটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা এই বলিয়া তাদের গায়ের ঝাল মিটাইতেছে : ভারত গভর্ণমেণ্টের অক্ষমতার জন্যই যখন দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, তখন এই ঘাটতি পূরণের দায়িত্ব ভারত গভর্ণমেণ্টই নিক।

কিন্তু এই ঘাটতি স্বাভাবিক বাজেটের ঘাটতি নয়। শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার ফলে বাংলার সংকট ধীরে ধীরে পাকিয়া উঠিয়াছে, আমলাতন্ত্র কোন দায়িত্ব পালন করে নাই, জননেতারাও হাত গুটাইয়া বসিয়াছিল। যখন সমস্ত দলের এক হইয়া, দুর্ভিক্ষ ঠেকান উচিত ছিল, তখন বাংলায় মন্ত্রীত্ব লইয়া চলিয়াছে দলাদলি—খাদ্য চোরেরা সুবিধা পাইয়াছে, আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রে দুর্নীতি বাড়িয়া উঠিয়াছে, জনগণকে রক্ষা করিবার কোনো ব্যবস্থা হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে দোষ দিয়াছে। আজ তারই ফলভোগ করিতেছে জনসাধারণ। সুতরাং কে কত খরচ দিবে, এই হিসাব নিকাশ করিয়াই ঘাটতি পূরণের সমস্যা মিটিবে না। বাংলাকে বাঁচাইবার চেষ্টার মধ্যেই ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা হইতে পারে। সমস্ত জনসাধারণের সমর্থনের উপর দাঁড়াইতে পারে যে, মন্ত্রীত্ব, সেই মন্ত্রিত্বই জনসাধারণের সহযোগিতা লইয়া বাংলাকে বাঁচাইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারে এবং তারই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রকেও তার দায়িত্ব পালন করিতে বাধ্যকরা সম্ভব। বাজেটের ঘাটতি সম্মিলিত মন্ত্রিত্বের প্রয়োজনই সব চেয়ে বেশী করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

(১ম পাতার শেষাংশ)

দেশপ্রেমিকদের কর্ত্তব্য

কংগ্রেস কর্ম্মীগণ হয়ত মনে করেন যে, আমলাতন্ত্র যখন কংগ্রেসকে দমন করিতেছে, তখন তাদের পক্ষে আর কিছুই করিবার নাই। এই মনোবৃত্তি কিন্তু সর্ব্বনাশজনক। আমলাতন্ত্র কংগ্রেসকে দমন করিতেছে বলিয়াই কংগ্রেসকর্ম্মীগণ কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শ ত্যাগ করিতে পারেন না। দেশরক্ষা ও জাপ বিরোধিতা—এই দুইটি আজ কংগ্রেসের মূল নীতি। গান্ধীজী, নেহেরু, আজাদ বারবার এ কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। কংগ্রেসকর্ম্মীগণের কর্ত্তব্য আমলাতন্ত্রের শত বাধার বিরুদ্ধেও এই নীতির শিক্ষণে বিভিন্ন দলের ও বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের ঐক্য গঠন করিয়া তোলা। তাহা হইলেই আমলাতন্ত্রের মিথ্যার জাল ছিন্নিয়া পড়িবে এবং কংগ্রেসের প্রকৃত সম্মান রক্ষা হইবে।

দেশজোড়া দুর্ভিক্ষ ও মহামারী এবং জাপানী আক্রমণের ভিতর যদি ধ্বংস কার্য্য আরম্ভ হয়, যদি রেল চলাচলে বাধা জন্মে, তবে বাংলার লাখ লাখ লোক খাদ্য ও ঔষধের অভাবে কুকুর বিড়ালের মত মরিতে থাকিবে। ধ্বংস কার্য্যের ফলে দেশ রক্ষার ব্যবস্থা ব্যাহত হইলে জাপানী ডাকাতদের পথই সুগম হইবে।

এই ভীষণ পরিণতি হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য বাংলার সমস্ত দল, সমস্ত জনগণ আজ অগ্রসর হউক। জনগণের সঙ্গীন চকু কংগ্রেসওয়ার্কারের ঘৃণ্য বড়যন্ত্রকারীদেরকে খুঁজিয়া বাহির করুক। বাংলাদেশকে রক্ষা করিবার জন্য বাংলার সমস্ত লোক আজ ঐক্যবদ্ধ হইয়া ধ্বংস কার্য্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হউক। এ পথেই বাংলার ভবিষ্যৎ। এ পথেই দেশের স্বাধীনতা।

রেশনিং-এর গলদ দূর করিতে
মহল্লা কমিটী গড়ো !

সুরাবর্দী সাহেব ঘোষণা করিয়াছেন যে, রেশনিং-এর ত্রুটি নিঃচ্ছ যাতে না হয় তার তদারক করিবার জন্য কলিকাতার সব পাড়ার সকল শ্রেণীর লোকদের লইয়া খাদ্য কমিটি গঠিত হইবে। এই কমিটির উপর সরকারী প্রভাব থাকিবে না।

সুরাবর্দী সাহেবের প্রস্তাবিত এই খাদ্য কমিটি আবার একটি ভুঁইফোড় কমিটি হইবে কিনা আমরা জানি না। পূর্ব্বকার খাদ্য কমিটি গড়ার সময় আমরা দেখিয়াছিলাম, অনেক জায়গায় চলতি এবং প্রতিনিধিমূলক খাদ্য কমিটি থাকা সত্ত্বেও তাদের স্বীকার না করিয়া সরকারের পৃষ্ঠপোষকদের লইয়া নূতন খাদ্য কমিটি গড়া হইয়াছে। ফলে সেই খাদ্য কমিটি কাজও করিতে পারে নাই বরং জনসাধারণের খাদ্য কমিটির কাজে অহিবিরোধ সৃষ্টি করিয়াছে। সে রকম লোক দেখানো কমিটি না করিয়া, যে সব কমিটি ও প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় কাজ করিতেছে, তাদেরই স্বীকার করিয়া লওয়া হোক অথবা তাদেরই সহযোগিতা লইয়া দরকার হইলে নূতন কমিটি গড়া হোক। সমস্ত মহল্লা কমিটি হইতে এখনি এই দাবী তোলো।

রেশনিং-এর মধ্যে এখনও এত বেশী গলদ আছে যে জনসাধারণের প্রতিনিধি মূলক কমিটির তত্ত্বাবধান না থাকিলে, শুধু নিয়ম বাঁধিয়া সে সব গলদ দূর হইবে না। নিয়ম তো এখনও আছে, তবু সরকারী রেশন শপেরই বে অবস্থা দেখুন ! বোলেজ করিবাজ রোডে একটি গভর্ণমেণ্ট ষ্টোরে দুই রকম চাল দেওয়া হয়—ভাল চাল ভদ্রলোকদের জন্য আর, খারাপ চাল গরীব লোকদের জন্য। অন্যান্য রেশন পণ্ডলির দোকানীরা বলে যে, গভর্ণমেণ্টের গুদামের মালিককে টাকা দিতে পারিলে ভাল চাল পাওয়া যায়। টাকার অভাবে তারা ভাল চাল আনিতে পারিতেছে না। অনেক দোকানে বস্তির লোকেরা গমরাও অভাবে চিনি কিনিতেছে না। সাধারণ লোকের ধারণা যে এই চিনির দোকানী চোরা-বাজারে বিক্রী করে।

বেনেটোলা অঞ্চলে খাদ্য কমিটি খোঁজ লইয়া দেখে যে এখনও অনেক লোক রেশন কার্ড পায় নাই। রেশনিং অফিসে নাকি ১১ খানা কার্ড পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়।

সেনট্রাল এভিনিউ-এর একটি গভর্ণমেণ্ট শপের একজন খরিদ্দার অভিযোগ করিলেন : দোকানে যে জিনিষ দেওয়া হয়, তার ওজন থাকে কম। ১৫ সের চালে সওয়া দু সের কম।

কোন কোন বস্তি এলাকা থেকে অভিযোগ পাওয়া গেল যে কার্ড বিলি করার সময় এক আনা দু আনা ঘুষ লওয়া হয়।

এই রকম কত যে-বেনিয়ম ও অনাচার এখনও রহিয়াছে। ইতিমধ্যেই কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে মহল্লা কমিটী গঠিত করিয়া এই সব দোষ ত্রুটির সন্ধান লওয়া হইতেছে ও তাহার প্রতিকারের জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে জানান হইতেছে। গত ২৩শে জানুয়ারী সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে খাদ্য কমিটী গঠিত হইয়াছে। ৬ই ফেব্রুয়ারী ৫নং এ-আর-পি পোষ্ট এলাকার এক খাদ্য কমিটী গঠিত হয়। এই উপলক্ষে যে সভা হয় তাতে ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর, কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি যোগ দেন। ৫ই ফেব্রুয়ারী খিদিরপুরে সমস্ত প্রতিষ্ঠান মিলিত হইয়া এক সভা করে। তাহাতে রেশনিং সফল করিবার জন্য খাদ্য কমিটী গঠনের প্রস্তাব হয়।

রেশনিং ভালভাবে চালু করার দায়িত্ব আজ কলিকাতার জনসাধারণ উপলব্ধি করিতেছে। এখন পাড়ায় পাড়ায় মহল্লা কমিটী গঠন করিয়া এই দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।

মিল-মালিকের জুয়াচুরী ফাঁস
ইউনিয়নের হাতে রেশনের দায়িত্ব

ঢাকার চিত্তরঞ্জন কটন মিলে মজুর, তাদের পরিবারের লোক, অফিসার সমেত লইয়া ৮৫০ জন লোক। মিলের কর্ত্তৃপক্ষ ১৫০-এর আয়গায় ১২০০ লোকের হিসাব দেখাইয়া নারায়ণগঞ্জের এস-ডি-ওর কাছে তাকিয়া পেশ করে এবং সেই পরিমাণ রেশন লইবার ব্যবস্থা করে। মিল কর্ত্তৃপক্ষের এই জুয়াচুরী জানিতে পারিয়া ইউনিয়ন তার সংপূর্ণতা পুরা তথ্য লইয়া এস-ডি-ওর সঙ্গে দেখা করে। লক্ষ্মীনারায়ণ মিলের ম্যানেজারও ইউনিয়নের সঙ্গে এই ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। মিল কর্ত্তৃপক্ষের জুয়াচুরী ফাঁস হইয়া যায়। এস ডি-ও ইউনিয়নের উপর মিল এলাকার রেশনিং-এর সমস্ত দায়িত্ব দেয়। এখন ইউনিয়ন নিজেই দোকান ঠিক করিবে ও রেশন বিলির তদারক করিবে। ইউনিয়নের নির্ব্বাচিত দোকানগুলিতেই গভর্ণমেণ্ট রেশন সরবরাহ করিবে। সংঘবদ্ধ মজুর এমনি করিয়াই চোরাকারবার বন্ধ করিতে ও রেশনিং সফল করিতে পারে।

আখ চাষীদের সমস্যা
চিনি কলের মালিকদের সুবিধা মত আখের দর ধার্য্য !

রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অনেক জেলায় আখ চাষ একটা বড় চাষ। এই চাষের উপর নির্ভর করিয়া অনেক চাষীকে বাঁচিতে হয়।

চিনি নিয়ন্ত্রণের জন্য আখ বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ দরকার, তা সকলেই স্বীকার করিবে। কিন্তু আখ চাষীকে আখের ন্যায্য দর দিবার ব্যবস্থা করিয়া তবেই তা হইতে পারে।

বগুড়া ও রংপুরের প্রায় প্রত্যেক ষ্টেসনে চিনিকলগুলি আখ কেনার কেন্দ্র করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট হুকুম জারী করিয়াছেন যে ১৮ মাইলের ভিতর কেহ গুড় তৈরী করিতে পারিবে না এবং আখ মিলের কাছে বিক্রী করিতে হইবে। দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে ২৲ মণ। ১০ হইতে ১৮ মাইলের মধ্যে যারা বাস করে, তাদের সম্বন্ধে নিয়ম করা হইয়াছে যে ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি লইয়া তারা নিজেদের খোরাকীর মত গুড় করিতে পারিবে। কিন্তু সেই অনুমতি পাওয়াও দুষ্কর।

এদিকে ১৮ মাইল দূর হইতে গাড়ী ভাড়া দিয়া ১৲ দরে আখ বিক্রী করিলে চাষীর পোষায় না। তার চেয়ে গুড় তৈরী করিলে লাভ অনেক বেশী। চাষীরা দাবী করিতেছে দর বাড়ান হোক। কর্ত্তৃপক্ষ খানিকটা রাজী হন, আবার মিলওয়ালাদের আপত্তি দেখিয়া চুপ করিয়া যান।

ময়মনসিংহে চাষীর কাছ হইতে আখের কেনা দর ঠিক হইয়াছে মাত্র ১২ আনা মণ। সোনা গেল স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ দর বাড়াইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কলওয়ালারা ভয় দেখাইল, তা হইলে কারখানা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। বিশাত ব্যবসায়ী আলামোহন দাস নাকি এই চিনি কলের মালিক। শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ মিলগেটে বেচিবার দর ১৶০ ঠিক করিয়া মিল মালিককে খুসী করিলেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী জেলা কৃষক সম্মেলনে আখ সমস্যা লইয়া আলোচনা হয়। ১২ হাজার কৃষক দাবী করে যে আখের দর বাঁধিতে হইবে ১৷০ মণ, গাড়ী ভাড়াও মিলমালিককে দিতে হইবে। এই দাবী লইয়া একটি ডেপুটেশন এস-ডি-ওর সঙ্গে দেখা করিতে যায়। এস-ডি-ও বলিয়াছেন বড় জোর তিনি মাটে বিক্রয় দর ১৶০ আনা করিতে পারেন।

চিনি কন্‌ট্রোলার নিয়ম করিয়াছেন আখের দর হইবে ৸৹ মণ। ভারতের সর্ব্বত্র চিনির দর একই রকম রাখিবার জন্য এই নিয়ম নাকি করা হইয়াছে। কিন্তু বাংলার আখ চাষীর পক্ষে এই দর অত্যন্ত কম। মিল মালিকরা এই নিয়মে বেশ মোটা লাভ করিবারই সুবিধা পাইল। তাই তারাও দর বাড়াইতে রাজী নয়। সম্প্রতি বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী মিল মালিকদের ।৹ খোরাজ দিয়া আখের দর ২৲ মণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ২৲ মণেও যে চাষীদের লোকসান হয়, তাও আমরা দেখিতেছি। কৃষকসভার দাবী ১৷০ মণ। সেই দাবী স্বীকার করিয়া বাংলা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করুন। তা না হইলে বাংলার চিনি সংকট দেখা দিতে পারে।

জনযুদ্ধ

ঔষধের চোরাকারবার না মৃত্যুর ব্যবসায় !

ঢাকা জেলার একজন ঔষধের চোরাকারবার কলিকাতার জনতাগুলি প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র কিনিতে আসিয়াছিলেন।

তাঁহাদের "সাইকাট্রী" ব্যবসায়ীদের নিকট তিন চারদিন ঘুরাইয়া করার পর একদিন অনেকটা হদ্দান হইয়া বলিলেন,

"অধিকাংশ প্রয়োজনীয় ঔষধই পেলাম না।" খবর লইয়া জানা গেল, বাজারে সত্য সত্যই অনেক ঔষধ আর পাওয়া যায় না। যুদ্ধের ফলে ঔষধের আমদানী অনেক কমিয়াছে। "তা হলে এখন কি করবেন ?"

"দেখা যাক্‌, কি হয়। তবে, একজনের নিকট খবর পেলাম, একটা জায়গায় নাকি পুরানো কিছুটা ইক আছে, সেখানে শেষ চেষ্টা করে দেখবো।"

"আচ্ছা, ঐ ঔষধগুলি কি না হলেই নয় ? ওর পরিবর্ত্তে যদি এই ধরণের অন্য কোন ঔষধ নিয়ে যান তাতে কাজ চলবে না কেন ?"

"কিন্তু সেখানেই যে মুস্কিল, ডাক্তাররা যে এ কথাটাই বুঝতে চান না। তারা এখনো এমন সব ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করেন যা সরবরাহ করতে আমাদের গলদঘর্ম হতে হয়। সরবরাহ অবশ্য আমরা করে থাকি।"

"কি করে করেন ?"

বুঝিতে পারা গেল, বাজারে তার ভেজালের অভাব নাই। দোকানদার যে ইকের কথা বলিতেছিলেন তাহা হইল যে ভেজাল ঔষধেরই ইক। মুনাফার এতটা অংশ যে ডাক্তারের পকেটেও যাইবে তাহাতেও কোন সন্দেহ থাকিল না।

"কিন্তু সবথেকে মুস্কিল হলো, ঔষধ যা সংগ্রহ করলাম তা অল্প দামে পাঠাবো কি করে ?"

"কেন, রেল গাড়ীতে আপনাদের কোন "প্রায়রিটি" বা আগে পাঠাবার সুবিধা দেওয়া হয় না ?"

"কিছুই না। কেবল ঘুষ আর ঘুষ এবং তারই জোরে যে যতটা আগে পারে পাঠিয়ে থাকে। অথচ অপেক্ষা করা মোটেই চলে না। খরিদ্দারের তাগিদ ক্রমশঃ বাড়ছে। একদিন দেরী করার মানে···"

* * *

মৃত্যুর ব্যবসায়। আমেরী সাহেব বলিতেছেন, ভারতে কুইনাইনের অভাব নাই, ঔষধপত্রের অভাব নাই। ভারতে অবস্থার মোড় ঘুরিয়াছে, মহামারীর আক্রমণ কমিয়া আসিতেছে।

ওয়াভেল কোম্পানী বলিতেছেন, আমরা ও সৈন্যদের সাহায্যে মহামারীকে তাহারা রুখিতেছেন। আর সমাজদ্রোহী চোরাকারবারীরা চালাইয়াছে মৃত্যুর ব্যবসায়। চোরাকারবারী কেবল আমলাতন্ত্রকে নয়, এমন কি সাধু ডাক্তারদের পর্য্যন্ত নিজেদের মুঠোর মধ্যে লইয়া বাইতেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিময়ে মুনাফার পাহাড় গড়িয়া তুলিতেছে।

বিদেশ হইতে যে সমস্ত ঔষধ আমদানী হয়, তাহা আসে মুষ্টিমেয় এজেন্টের হাতে। এই সকল এজেন্ট অধিকাংশ বিদেশী মূলধনওয়ালা।

তাহাদের প্রত্যেকের কতকগুলি বাঁধা "খরিদ্দার" আছে। এই "বাঁধা খরিদ্দার"দের বাইরে অপর কোন ব্যবসায়ীর পক্ষে ঔষধ পাওয়া খুবই কঠিন। গত দেড় দুই বছরে এই "বাঁধা খরিদ্দারের" দলই আসলে "ঔষধ মজুতকারীর আড্ডা" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঔষধের অবাধ-বাণিজ্যেরও ইহাই পরিণতি।

ডাক্তার, ছোট দোকানদার বা যে কোন ঔষধ ব্যবসায়ী এই "বাঁধা খরিদ্দারদের" দয়ার উপরে নির্ভর করিতে বাধ্য। এই মজুতদারেরা পাট্টি যে দরে যে ঔষধ বিক্রয় করিবে দোকানদারেরা তাহা সেই দরে লইতে বাধ্য। তাহা না হইলে তাহাকে ব্যবসায় ছাটাইতে হয়। মৃত্যুর মুখোমুখী হইয়া রোগী নিজেও নিজেকে চোরাকারবারীর দয়ার উপর ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছেন।

ঔষধের বড় বড় এজেন্ট এবং ছোট দোকানদার ইহার মাঝখানে অসংখ্য চোরাকারবারী সৃষ্টি হইয়াছে। আবার ঔষধের কারখানা, ঔষধের পিশি তৈরীর ব্যবসায়, কর্কের ব্যবসায়, প্যাকিং-এর ব্যবসায় প্রত্যেকটি চোরা ব্যবসায়ীর হাতে যাইয়া পড়িতেছে। শিশি বোতল আর কর্কের ব্যবসায়ের কথাই ধরা যাক। যুদ্ধের আগে যে শিশি বারো আনায় বিক্রি হইত, তাহার দর এখন ২৷৹ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। কর্ক আমিক স্পেন ও পর্ত্তুগাল হইতে। এই গ্রোস কর্কের দর আগে যেখানে ছিল আট আনা এখন তাহা ১২৲ পর্য্যন্ত হইয়াছে। সর্ব্বত্র চোরাকারবারের এমন্তরাজত্ব চলিয়াছে।

* * *

১৪ই ফেব্রুয়ারী হইতে ঔষধ কন্‌ট্রোল আইন চালু করা হইয়াছে। আমলাতন্ত্রের চাউল কন্‌ট্রোলের মতই ইহা একটা লোক দেখানো ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়।

অনেক প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রকে এই আইনের আমলে আনা হয় নাই। কোন কোন ঔষধ আইনের আমলে আনা হইয়াছে তাহাও আজ পর্য্যন্ত ভালভাবে প্রচার করা হয় নাই। অনেক দোকানদার পর্য্যন্ত এখনো তাহা জানিতে পারে নাই।

কোন্ দোকানে, কোন ঔষধের কত পুরানো ইক আছে, তার হিসাব দাখিলের ভার দেওয়া হইয়াছিল ব্যবসায়ীদের নিজেদের উপর। ফলে তাহাদের ইকের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই। প্রচুর মাল চোরা গুদামে মজুত হইয়াছে। বালীগঞ্জ এলাকায় আড়াই লক্ষ টাকার "ক্রলিকস্" আবিষ্কার ইহাই প্রমাণ করে।

এজেন্টদের নিকট যখন যে ঔষধ আসে তাহার বিলি ব্যবস্থা ও এজেন্টদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে, তাহাদের যে "বাঁধা খরিদ্দারের" দল এতদিন চোরাকারবারের দল হিসাবে কাজ করিতেছিল, তাহাদের উপর কোন রকমে হাত দেওয়া হইল না। সাধু ব্যবসায়ীকে এবারও হয় তাহাদের খপ্‌পরে পড়িতে হইবে, নতুবা তাহাদের ব্যবসায় ছাটাইতে হইবে। এজেন্ট হইতে সুরু করিয়া খুচরা বিক্রেতা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বিলির ব্যবস্থার উপর কোন সত্যিকারের খবরদারীর ব্যবস্থা করা হয় নাই। কয়েকজন আমলা [যাহাদের যে কোন সময়ে মুষ্ট দিয়া কেনা যায়] আবগারী বিভাগের দারোগাদের মত সকলের উপর নজর রাখিবে, এই ব্যবস্থার ব্যবস্থা করিয়াই আমলাতন্ত্র মনে করিতেছে, ঔষধের চোরাকারবার বন্ধ হইল !

অপদার্থ আমলাতন্ত্র কয়েকজন সৈন্য পাঠাইয়া কয়েক হাজার "ব্লাক" পুলিশ মনে করে মহামারীকে রুখিতে পারিবে। জনসাধারণের দলগুলিকে মহামারী রুখিবার কাজে সাহায্য করে না। কারণ, তাহাতে জনশক্তি বাড়ে, স্বাধীনতার শক্তিকে আর ঠেকানো যায় না। কন্‌ট্রোলের ব্যাপারেও তাহাদের নীতি কিছু কড়া আইন কানুন করিয়া, ঔষধের সর্ব্বোচ্চ মূল্য বাঁধিয়া দিয়া এবং কয়েকজন কর্ম্মচারীর উপর খবরদারীর ব্যবস্থা দিয়া তাহারা ঔষধের চোরাকারবার বন্ধ করিবে।

কুইনিনের চোরাবাজার

ম্যালেরিয়ায় দেশ উজাড় হইতেছে—অথচ রোগী কুইনিন পায় না। সরকার সম্প্রতি প্রচুর কুইনিন আনিয়াছে—এবং বিতরণের জন্য জেলার জেলায় পাঠাইয়াছে। বিশ্বস্ত সূত্রে শোনা যায় যে পরিমাণ কুইনিন আনিয়াছে—তাহা ঠিক মত বিতরণ করিতে পারিলে ম্যালেরিয়া দমন হইত। কিন্তু সরকারী বিলি ব্যবস্থার প্রত্যেক ধাপ হইতে চোরাবাজারের রাস্তা অত্যন্ত নিকটে। সরকার নির্দ্দিষ্ট ডাক্তারখানা ডিসপেনসারী, ইউনিয়ন বোর্ড ডিসপেনসারী, হাঁসপাতাল প্রভৃতি যায়গা হইতে খুব সহজেই কুইনিন চোরাবাজারে যায়। কলিকাতায় কারবারীদের লোক জেলার জেলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—তাহারা অগ্রিমূল্যে এবং মিথ্যা ব্যবস্থাপত্রের সাহায্যে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের লোক, সদর হাঁসপাতাল, জেলা মেডিকেল ষ্টোর্স হইতে কুইনিন লইয়া আসিয়া কলিকাতা ৩০০।৪০০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করে। মফস্বলের সরকারী ও অর্দ্ধ সরকারী হাঁসপাতাল হইতে প্রায়ই কুইনিন চুরির খবর পাওয়া যায়। গরীব দেশবাসীর জন্য প্রেরিত ঔষধ গ্রামের নিম্নস্থ লোক কিনিতে পারে না, মফস্বলের চোরাকারবারীরাও মফস্বলে বেচা লাভজনক মনে করে না। কুইনিন ফিরিয়া আবার কলিকাতায় আসে। সম্প্রতি সরকার অনেক পরিমাণ কুইনিন মফস্বলে পাঠাইয়াছিল বলিয়া—মফস্বলের চোরা বাজারের দাম কিছু কমিয়া যায়। কিন্তু সেগুলি যে মুহূর্ত্তে চোরাকারবারীদের কাছে ক্ষমা হইয়া গেছে আবার দাম বাড়িয়াছে।

বর্ত্তমান মহামারীকে রুখিবার জন্য ঔষধের চোরাকারবারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকেই অগ্রসর হইতে হইবে। বিদেশ হইতে আরো বেশী ঔষধ আমদানী সম্ভব, দেশী ঔষধের কারখানায় আরো বেশী ঔষধ তৈরী সম্ভব, তাহার জন্য আন্দোলন করিতে হইবে। এক স্থান হইতে অপর স্থানে ঔষধ প্রেরণের জন্য রেলওয়েতে ঔষধপত্রকে "প্রথম সুবিধা" দেওয়া দরকার। আর সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হইল, ঔষধ ব্যবসায়ী, ডাক্তার এবং জনসাধারণ প্রতিনিধিদের মিলিত কমিটির উপর খবরদারীর ভার দেওয়া। কুইনাইন প্রভৃতি ঔষধের বিলি ব্যবস্থা নিজেদের হাতে লওয়া। ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মধ্যে দেশপ্রেম জাগাইয়া ঔষধের চোরাকারবার বন্ধ করিতে অগ্রসর হও !

ময়মনসিংহের গ্রামের খবর ঃ
১৫৪ জনের ম্যালেরিয়া
কিন্তু এক গ্রেণও কুইনাইন পাওয়া যায় না !

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায় মুহুরিয়া ইউনিয়ন হইতে কমপ্লেক্স সরমী. খবর লিখিতেছেন : এই ইউনিয়নে বিশহাজার লোকের বাস—কিন্তু গত চার মাসে অনাহারে, কলেরা ও ম্যালেরিয়ায় দুই হাজার লোক মারা গিয়াছে। বর্ত্তমানে, পাঁচশতাধার লোক উপবাসে ও অর্দ্ধ উপবাসে। মমুরিয়া গ্রামটীর লোক সংখ্যা তিন হাজার—মারা গিয়াছে ৩৫০ জন এবং ৪০ শত আয় মৃত্যু মুখে। ভাগ চাষী, কেলে, বেণে, কুমোর ও ছোট ব্যবসারী সম্প্রদায় একেবারে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। লঙ্গরখানা বন্ধ হওয়ায় অবস্থা এত সাংঘাতিক রূপ ধারণ করিয়াছে। সংবাদদাতা এই গ্রামের দুইটি পাড়ার অবস্থা জানাইয়াছেন। জেলে পাড়ার ৫২টী পরিবার ছিল—একহপ্তার আগে লোক সংখ্যা ছিল ৩০০ জন, বর্ত্তমানে ১৮০ জন। ইহার মধ্যে ১৫৪ জন ম্যালেরিয়া গ্রস্ত—দুই দিনের মধ্যেও একবেলা খাবার জোটে না। স্ট্রীলোকেরা প্রায়ই নগ্ন। হাত পা ফুলিয়া গিয়াছে। এই গ্রামে এক গ্রেণও কুইনিন গ্রেণপ্রতি করে নাই। ৪ মাইল দূরে যে সরকারী ডাক্তারখানা আছে তাহাতে কুইনিনের বদলে নাকি চিরতার জল পড়ে এই লোকের সন্

বাংলার গৌরব মেদিনীপুর মৃত্যুর মুখে

দুপারে কঙ্কাল : মজুতদারের নৌকা চলিয়াছে

(নিজস্ব প্রতিনিধির বিবরণ)

পূর্ব্বদিকের মহীন পাঁয়া। এক বাড়ীতে চালনি করিত। আজ আড়াই মাস একটানা ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া বাড়িখার সামর্থ্য হারাইয়াছে। ঘরে গৃহস্থালী, থালাবাসন কিছুই নাই। জমের দামে গরুগুলি বেচিয়াছে। গরুর দাম আজ ৮০৲-৯০ টাকা। নূতন করিয়া কিনিবার ক্ষমতা নাই। খাদ্যাভাবের সময় যথাসর্ব্বস্ব বেচিয়া নামপুর, উড়িষ্যা হইতে চাল আনিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল। এ বছর যা ধান হইয়াছে, তাতে ২ মাসেরও খোরাকী হইবে না।

এ অঞ্চল হইতে বহু লোক নাগপুর, উড়িষ্যায় চালের সন্ধানে ছুটিয়াছিল। সকলে ফেরে নাই। অনেকে মহামারীর হাতে প্রাণ দিয়াছে, অনেকে স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে। যারা ফিরিয়াছে, তারা সঙ্গে আনিয়াছে দুরারোগ্য বা আর সংক্রামক ব্যাধি।

জলাভাবে জীবন পাঁজার ফসল ভাল হয় নাই। মহাজনের কাছে গত সালের ১০০৲ টাকা দেনা। জমির বদলে শোধ দিতে হইবে।

পূর্ব্বপাড়ার রজনী বাইচার আজ নির্ব্বংশ। নীলমণির গোটা সংসার রোগগ্রস্ত। উঠিয়া জল দিবার লোক নাই। নীলমণির ঘরের সামনে সুবাসী বসন্তের যন্ত্রণায় কাৎরাইতেছে। ঘরে তার ছোট একটি মেয়ে। সুবাসীর স্বামী ৩৪ দিন হইল গ্রাম ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

সাধুখাঁপোতাকা হাঁড়িপাড়ার ঘরে ঘরে অন্নাভাবে মানুষ মরিয়াছে। একা বরদার বাড়ীতেই ৫ জন মরিয়াছে। প্রত্যেকটি মেয়ে পুরুষের কঙ্কালের মত চেহারা। গায়ে যা কাপড় আছে, তাতে শীত দূরে থাকুক লজ্জা নিবারণই হয় না।

শ্রীরামপুর গ্রাম ৩০০ লোকের বাস। শতকরা ২০ জন অনাহারে মরিয়াছে।

এই গ্রামগুলি পাঁশকুড়া থানার ১৭নং ইউনিয়নের অন্তর্গত। গোটা ইউনিয়নের ২৫ হাজার লোকের মধ্যে মারা গিয়াছে আড়াই হাজার লোক। ইউনিয়নের ৫টি লঙ্গরখানা বন্ধ হওয়ার সাথেসাথে ১৫ দিনের মধ্যে ৪৭ জন লোক মারা গিয়াছে। আজ ইউনিয়নের অর্দ্ধেক লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। ইহার উপর গ্রামে গ্রামে কলেরা বসন্ত হাম ও পেটের প্রাদুর্ভাব। ৪টি ইউনিয়নের জন্য মাত্র ১ জন রিলিফ ডাক্তার। ১০।১৫ দিন আগেও এখানে কুইনাইন ৬০০৲-৭০০৲ টাকা পাউণ্ড বিক্রি হইয়াছে। এখন কুইনাইন পাওয়াই যায় না। গ্রামবাসীর ঘরে ২।৩ মাসের বেশী খোরাকী নাই। সকলের মুখে চোখে দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের আতঙ্ক।

দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের শিকার

অমূল্য পাত্র, পরমানন্দপুরে সোনা-রূপার কাজ করিত। সংকটের সময় যথাসর্ব্বস্ব বেচিয়া কোন রকমে টিকিয়াছিল। কিন্তু আজকের দিনে লোকের গহনা গড়াইবার সামর্থ্য কোথায়? কাজেই যন্ত্রপাতি বেচিয়া ব্যবসা গুটাইতে হইল। গ্রামে লঙ্গরখানা নাই, কাজেই স্ত্রী-পুত্রকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া নিজে শহরের 'পুওর হাউসে' আশ্রয় নিয়াছে। হিমাচরণও স্বর্ণকার। সঙ্গে তার ২টি নাবালক ছেলে। বউ এবং আর ২টি ছেলে ম্যালেরিয়ার মারা গিয়াছে। হিমাচরণের ১টি বড় মেয়ে অভাবের তাড়নায় বাড়ী হইতে পালাইয়া গিয়াছে। ব্রজবালার বাড়ী মহিষাদল থানার নিকাশী গ্রামে, সঙ্গে তার ৯ বছরের একটি ছেলে। ব্রজবালার স্বামী ক্ষেত-মজুরী করিত, অন্নাভাবের সময় স্ত্রী-পুত্র ফেলিয়া সে নির্খোজ হইয়াছে।

তমলুক শহরের 'পুওর হাউসে' ইহাদের সহিত দেখা। এখানে যারা আছে, গ্রাম হইতে নূতন আসিয়াছে। মেয়েদের সংখ্যা পুরুষের দ্বিগুণ। ১৯২ জন লোক এখন দুয়ারগারে আছে। দিন দিন লোকের ভীড় বাড়িতেছে। বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ দুবেলার দৈনিক ধন ছটাক হিসাবে ভাত ও ডাল পায়। ইহাতে তাদের পেট ভরে না।

দুয়ে হাসপাতালের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, হাসপাতালে যত রকম রোগ দেখিতেছি, সবই অনাহারজনিত। ডিসেম্বর মাসে ভর্ত্তি হইয়াছিল ২১৮ জন; মৃত্যু হইয়াছে ৭৪ জনের; জানুয়ারীতে ২০৬ জনের মধ্যে মরিয়াছে ৪৯ জন।

কঙ্কালের দেশ

মহিষাদলে আসিবার পথে দু' ধারে দেখিলাম শ্মশানের পর শ্মশান। কমরেড মাঝি বলিলেন, কিছুদিন আগেও শ্মশানের বালাই ছিল না। উঠানেই শবদেহ পড়িয়া থাকিত। তাকাইয়া দেখিলাম শ্মশানের কলসগুলি সবই নূতন। খালের ধার বরাবর একটানা মানুষের কঙ্কাল পড়িয়া আছে। মাথার খুলি, পাঁজরের হাড় ইতস্ততঃ ছড়ানো।

রাস্তার দুপাশে অনাবাদী জমি। মাঠে কচিৎ কখনো দু'একটা গরু নজরে পড়ে। আগে নাকি মাঠের পর মাঠ শাদা হইয়া থাকিত।

এ অঞ্চলের অন্যতম সেরা কমরেড প্রভাস লাহুড়া। আজ সে মৃত্যুশয্যায়। আমাদের দেখিয়া দুর্ব্বল হাতে লাল সেলাম জানাইল। পার্টির কাজ করিতে পারিতেছে না—ইহাই তার সব চেয়ে বড় দুঃখ। এতদিন সে এ অঞ্চলে একা পার্টির নীতি লইয়া বুঝিয়াছে। সংকটের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংঘবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। আজ সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে মরিতে বসিয়াছে।

তমলুকের সর্ব্বত্রই এই ধ্বংসের কাহিনী। গ্রামগুলি জনশূন্য হইয়া যাইতেছে। ফসল যা হইয়াছিল, কৃষকের ঘর হইতে মজুতদারের গোলায় জমা হইতেছে।

ধানচাল মজুতদারের নৌকায়

রূপনারায়ণ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে গেণ্ডখালির ঘাট। অপর পারে হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণা জেলার সীমান্ত। নদীর পাড়ে আসিয়া দেখিলাম অসংখ্য বড় বড় নৌকা ও ডিঙ্গি। কুলির মাথায় করিয়া ধান ও চালের বস্তা ডিঙ্গিতে উঠিতেছে। সরকারী হুকুম, এক কাণীন ২০ মণের বেশী ধানচাল জেলার বাইরে রপ্তানি নিষিদ্ধ। একজন জমাদার, ৩ জন সেপাই ও ১২ জন হোমগার্ড মোতায়েন রহিয়াছে। চালের আড়ৎদার হইতে নৌকার মাঝি সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল, আইন নামে মাত্র; আসলে ঘুঁষের কারবার চলিয়াছে। একজন মাঝি বলিল, বাবু জেলার এবার যেটুকু ফসল হইয়াছে, সবই ব্যবসাদাররা লুট করিয়া অন্য জেলায় চালান দিতেছে। তার কথামত তাকাইয়া দেখিলাম মাঝ নদীতে বড় বড় নৌকা বাঁধা। ছোট ছোট ডিঙ্গিতে করিয়া ধানচাল ওখানে জমা হইতেছে। রাত্রে আর ডিঙ্গির দরকার হয় না, বড় বড় নৌকা বরাবর ঘাট হইতেই পারাপার করে। এইভাবে দৈনিক হাজার মণ ধানচাল রপ্তানি হয়। সব থেকে বড় মোলাদার মাখন তুঙ্গার দোকানে কথা হইতেছিল। এক ভদ্রলোক বলিতেছিলেন, সরকার দর বাঁধিয়াই সর্ব্বনাশ করিয়াছে; অবাধ বাণিজ্য চালাইতে দিলে দর ধাঁ করিয়া পড়িয়া যাইবে। লোকটি যখন বাহির হইয়া গেল তখন শুনিলাম, লোকটি হুগলীর এক পাইকার। ওখান হইতে চাল কিনিতে আসিয়াছে।

সুভাষাঢ়া থানার পথে নেই একই দৃশ্য। শ্মশান আর সর-কঙ্কাল। গেঁওখালির হাটের কথা মনে হইতেছিল। এবারও কৃষকের ধান মজুতদারের মুঠোয়। সুরাবর্দ্দীর মুখে আজও আমনের আশ্বাস। তমলুকের কংগ্রেস কর্ম্মীটির কথা মনে হইল। তিনি বলিয়াছিলেন, গ্রামের চাল গ্রামে রাখিবার জন্য আমরা রাস্তায় পাহারা বসাইয়াছি। হাটে ধান বেচা বন্ধ করিতেছি। সরকারী ক্রেতার বিরুদ্ধে বলিতেছি, প্রাণ দিব তবু ধান দিব না।

কোথাও সরকারী ক্রেতার পাত্তা নাই, মজুতদারের দালাল অবাধে ধান কিনিতেছে। কৃষকের বেচা ভিন্ন উপায় নাই।

অনাথ শিশু, অসহায় বিধবা আর পঙ্গু পুরুষের ভীড়

এ-অঞ্চলের চৌদ্দ আনা লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। ভাতীন্দেড়া গ্রামের একটী বাড়ীতে অনেকগুলি হাঁকডাকের পর বাড়ীর কর্ত্তা ঘরে কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির হইয়া আসিলেন। ১০ নং ও ১১ নং ইউনিয়নের ২৩।২৭টি গ্রামের জন্য একটি রিলিফ ডাক্তার। চিত্রশ্রীপুরে ১টি দাতব্য হাসপাতাল আছে। ডাক্তার রোগীর বাড়ীতে যান না। কুইনাইন মিক্সচার যা পাওয়া যায়, তাতে জ্বরের উপশম হয় না। এ-অঞ্চলে শতকরা ২০ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এবার আবাদ মোটেই ভাল হয় নাই। মাত্র দু'আনা জমিতে ফসল হইয়াছে। তার উপর মহাজনের তাগাদা ও খাজনা, বাড় আছে। গ্রামের বহুলোক দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেছে। আবাস ও রজনী একেবারে সপরিবারে নির্ব্বংশ হইয়াছে। গত ভাদ্রমাসে বসন্ত যেহোরা স্ত্রীপুত্র ফেলিয়া দেশান্তরী হয়; তার ২টি ছেলে অনাহারে মারা যায়। স্ত্রী ভিক্ষা করিয়া দিন চালাইতেছে।

রানীচকে আসিয়াও দেখিলাম, অনাথ শিশু, অসহায় বিধবা আর পঙ্গু পুরুষের ভীড়। প্রত্যেকটি বাড়ীতে রোগ, অনাহার আর মৃত্যুশোক। ৩টি পাড়া হইতে ১০ ঘর লোক গাঁ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। ৩টি সংসারের মধ্যে ৩টি নাবালক ছেলে সাগর, বাদু আর বৈকুণ্ঠই শুধু বাঁচিয়া আছে। চিত্রশ্রীপুরের সোভান, হাসিম, মন্দিরুদ্দি আর রজনী, মুসলমান পাড়ার এনায়েত আর সনাতন—ইহাদের সংসারের ইহারাই শেষ জগ্রাবশেষ। গ্রামের প্রত্যেকটি লোক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত। গ্রামে যুবক বয়সের ছেলে প্রায় দেখাই যায় না। যে বাড়ীতে উঠিয়াছিলাম, সে বাড়ীর কর্ত্তা তাঁর ছেলেকে ডেখাইয়া বলিলেন, 'ম্যালেরিয়ায় কি হাল হয়েছে দেখুন।' চোখে দেখিলে বিশ্বাসই হয় না এই বৃদ্ধের মত জরাজীর্ণ মানুষটি ২২।২৩ বছরের যুবক। গ্রামের সবাই দুঃখ করিয়া বলিল, 'চেহারায় এ অঞ্চলে ওর জুড়ি আর কেউ ছিল না।'

চক্ক তাড়ুনার পাশে খাল বরাবর যাইতেছি, খালের দুইপাশে নর-কঙ্কালের মিছিল। পথে একজন লোক বলিল, 'কি দেখছেন—আগে যান পুরুষ মানুষের মুখ দেখতে পাবেন না।' সত্যিই তাই। দু'দিকে গ্রাম খাঁ খাঁ করিতেছে। বিধবারা স্ত্রীরাজ্য বলিয়া ভুল হয়।

শ্মশানের মধ্যে মজুতদারের কারবার

পীতাম্বর চক্ক, পোড়ার চক্ক পার হইয়া হল্দি নদীর বাঁধে উঠিলাম। বাঁধের গা বরাবর মাথার খুলি আর কঙ্কাল। নদী পার হইয়া [illegible] গ্রামের মধ্য দিয়া পৈরুবালির হাট মায়দল জেলার বাইরে চলিয়া গিয়াছে। কাঁথির খাদ্যুরী, তমলুকপুর থানাগুলি হইতেও ধানচাল এখানে জমা হইতেছে। পথের দোকান পাসরাটা পাঁয়াপাল্লা সবকিছুই শুধু একটি মাত্র আলাপ : দেশ ধ্বংস হইবে। হত্যাকারীর বিরুদ্ধে হত্যাপরাধে জনতার অভিযোগ প্রতিবাদ।

ইস্কুলে ছাত্র নাই, মহামারীতে গ্রাম উজাড়

নন্দীগ্রামে আসিয়া দেখিলাম দুয়ারগারে ভিড় বাড়িতেছে। শুনিলাম, সরকার নাকি ইহাদের গ্রামে কিরাইবার ব্যবস্থা করিতেছে। ঘর বাঁধিবার জন্য ২০৲ টাকা ও হালীয় ভাবে চালু দিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। গ্রাম্য অর্থনৈতিক জীবন ফিরাইয়া আনিয়া তার সহিত ইহাদের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে গ্রাম্যজীবনের ভাঙন ঠেকানো যাইবে না।

নন্দীগ্রামের হাইস্কুলটির এখন উঠিয়া যাইবার দশা হইয়াছে। ১৫০ জন ছাত্রের মধ্যে, এখন ছাত্রসংখ্যা মাত্র ৩০। বহু ছাত্র অভাবে পড়িয়া ও রোগাক্রান্ত হইয়া ইস্কুল ছাড়িয়া দিয়াছে। অনাহারে, রোগে বহু ছাত্রের মৃত্যু হইয়াছে। ইউ-পি স্কুলে ১২৫ হইতে ছাত্রসংখ্যা এখন ৪০-এ দাঁড়াইয়াছে। মেয়েদের মাইনর স্কুলটির অবস্থাও তাই। বহু ছাত্রী বস্ত্রাভাবে ইস্কুলে আসিতে পারে না। ৫০ হইতে ছাত্রীসংখ্যা ৮-এ নামিয়াছে।

পুরুষোত্তমপুরের লোকসংখ্যা ৯০০ হইতে ৪৪০-এ দাঁড়াইয়াছে। অন্নাভাবের সহিত রোগ ও মহামারী গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করিয়াছে। গত বছর শ্রাবণের মাঝামাঝি যখন ২১ দিন রিলিফ বন্ধ হইয়া গেল, তখনই দেখা গেল ব্যাপক মৃত্যু। তখন চাষের সময়। তার ফলেই ১ আনা জমিতেও আবাদ হইতে পারিল না। মাঠে কাম করিতে করিতে দুর্ব্বল দেহে জ্বর আসিয়াছে, কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরে আসিয়া মারা গিয়াছে। মহেশ্বর পাহাড়ী আমাদের কমরেড। সামান্য কিছু চাষবাস ছিল। গত বছর টাকায় যখন ১৪ ছটাক চালের দর, তখন সংসার অচল হইয়া পড়িল। প্রথমে মহেশ্বর নিজে, তারপর পরিবারের বাকি ৩জন ১০।১২ দিনের মধ্যে মারা গেল। কুফরাস অগস্তি—গ্রামে সে নিজের চেষ্টায় কিশোর বাহিনী গড়িয়াছিল। বাড়ীর অবস্থা তার খুবই খারাপ ছিল। অনাহারের ফলে ক্রমে সে অসুস্থ হইয়া পড়ে। একদিন অন্য একটি গ্রাম হইতে ফিরিবার পথে অসুস্থ অবস্থায় এক গৃহস্থের বাড়ীর একটি পাঙ্কিতে আশ্রয় নেয়। ৩ দিন পর সেখান হইতে তার লাস উদ্ধার করা হয়।

মহম্মদপুরের গঙ্গাধর, মতিলাল, জগদীশ (আমাদের কমরেড), বিপিন—ইহারা একেবারে নির্ব্বংশ হইয়াছে। গোপীমোহনপুরের গ্রাম্য কৃষক সমিতির কার্য্যকরী কমিটির সমস্ত সভ্য অন্নাভাবে মারা গিয়াছে।

সারা জেলায় একই কাহিনী

১০ই ফেব্রুয়ারী সদর মহকুমার পিঁয়াশালা গ্রামে জেলার কৃষক সম্মেলনে আসিয়াছি। দূরবর্ত্তী গ্রামাঞ্চল হইতে কৃষক প্রতিনিধিরা আসিয়াছেন। সকলের মুখেই এক কথা : চৈত্র নাগাদ কৃষকের ঘর শূন্য হইবে। ধান চালের দর ক্রমেই বাড়িতেছে। ব্যবসাদারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হইয়া গেছে। ৯।৯।০ টাকায় ধান ও ১৮।১৯৲ টাকায় চাল বিক্রি হইতেছে। গত বছরের তুলনায় রবি ফসল এবার খুবই কম হইয়াছে। আমন ধান মজুতদারের হাতে। হাজার হাজার চাষী আজ

(শেষাংশ ৫ পাতায় দেখুন)

জনযুদ্ধ

ডোমারে ৬ মাসের বেশী খাদ্য নাই

অথচ ১৪ হাজার মণ চাল বাহিরে চালান

রংপুর জেলার ডোমার, কিষণী ও জল্কাকা থানায় যে ধান হইয়াছে, হিসাব কষিলে দেখা যায় তাহাতে এই অঞ্চলের ৫।৬ মাসের বেশী খাবার হইবে না। অগ্রহায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া চৈত্র পর্য্যন্ত বড় জোর খোরাকী আছে। এই হিসাবে এই অঞ্চল পুরা দস্তুর ঘাটতি অঞ্চল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকারী অবাধ বাণিজ্য নীতির সুযোগে এ পর্য্যন্ত ডোমার ষ্টেশন হইতে ১৪ হাজার মণ চাল অন্যত্র চালান হইয়া গিয়াছে। গরুর গাড়ীতে কড়িয়ারা চালান করিতেছে। যিনি সরকারের অধিকার নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি অতি সামান্যই খবির করিতেছেন। তাহাও স্থানীয় অন্নসংস্থানের জন্য নহে, লাভের জন্য অন্যত্র চালানের জন্য ষ্টেশন জমিয়া যাইতেছেন। সরকারী খবিরদের নাম করিয়া স্থানীয় মহাজনরা খবির করিয়া মজুত করিতেছে। অবাধ বাণিজ্য নীতি ও বাহিরে রপ্তানী বন্ধ না করিলে এই অঞ্চলে চৈত্র মাসে আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে।

রাজসাহী হইতে ১০ লক্ষ মণ ধান সরিয়া গিয়াছে

গত সংখ্যার 'জনযুদ্ধে' রাজসাহীতে চোরাকারবারীর বিরাট ষড়যন্ত্রের কয়েকটি কাহিনী দেওয়া হইয়াছিল। সরকার ঠিক করিয়াছেন, রাজসাহী জেলা হইতে ১ লক্ষ মণ চাল নিমিবেন। কিন্তু মজুতদার ও চোরাকারবারী কত লক্ষ মণ ইতিমধ্যেই সরাইয়াছে তা কি সরকার খোঁজ রাখেন? তদন্তপুর হইতে কমরেড কালীদাস সাহাল জানাইতেছেন :—

রাজসাহী জেলার তদন্তপুর থানার ১ মাইল পূর্ব্বদিকে চাঁচকৈড় বন্দর অবস্থিত। এখানে নন্দকুজা এবং আত্রাই এই দুই নদী মিশিয়া গোমোহনা নাম ধরিয়াছে। এই নদী ৬ মাইল গিয়া পাবনা জেলার মধ্যে পড়িয়াছে। শীতকাল হইতে বর্ষার প্রথম পর্য্যন্ত ৬ মাস উত্তর বঙ্গের সহিত পূর্ব্ব বঙ্গের নদীপথে এই একটি মাত্র পথ। গত আড়াই মাসে এই নদীপথে কমপক্ষে ১০ লক্ষ মণ ধান মজুতদার পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া অন্যত্র লইয়া গিয়াছে। জনসাধারণের পক্ষ হইতে অন্য ঘুষের কথা জানাইয়া দরখাস্ত পেড়িয়াছে কিন্তু কোনটীরই এখন পর্য্যন্ত তদন্ত হয় নাই। ৬ জন রিজার্ভ পুলিশ কোন এবং সাম্রাই ডিপার্টমেণ্ট হইতে দুইজন ইন্‌স্পেক্টার পোষ্ট করা হইয়াছে, কিন্তু জনসাধারণের কোন কার্য্যকরী সহযোগিতা লওয়া হইতেছে না।

লবণের চোরাকারবার পুরাদমে চলিয়াছে

দিনাজপুরে চোরাকারবারীর গাড়ী আটক

নিলফামারী হইতে কমরেড মোহিত ভট্টাচার্য্য লিখিতেছেন :—

এখানে লবণের সংকট চরমে উঠিয়াছে। সহরে লবণ নাই—মফস্বল বন্দরেও নাই। কেবল চোরাবাজারে ২৲ টাকা সের পর্য্যন্ত বিক্রী হইতেছে। মফস্বল বন্দরে এখনও অনেক লবণ মজুত। ১০ দিনে পূর্ব্বের খবরে জানা যায় যে, জলঢাকা থানার কৈমারী বন্দরেই ৬০০ বস্তা লবণ মজুত। সেগুলি তিস্তা নদী পার হইয়া গোপনে কুচবিহার অঞ্চলে চালান দেওয়া হইতেছে। একেই নিলফামারী মহকুমা ম্যালেরিয়া, বসন্ত এবং কলেরায় কবলে। তার উপর লবণের অভাবে মহামারী ব্যাপক হইবার সম্ভাবনা। দলে দলে লোক ২৫ মাইল পর্য্যন্ত দূর হইতে সহরে এক পোয়া আধপোয়া লবণের জন্য আসিতেছে। স্থানীয় ফুড কমিটির চেষ্টায় নিলফামারী সহরে যে সামান্য লবণ ছিল, তাহা সমস্তাবে বিলি হইয়াছে।

মুনাফালোভী ব্যবসায়ীকে প্রশ্রয় দেয় কে?

সৈয়দপুরে ৬ গাড়ী লবণ আসে। স্থানীয় মহাজনরা দাবী করে যে লবণের দাম না বাড়াইলে তাহারা মাল ছাড় করিবে না। কয়েকদিন পর্য্যন্ত লবণের বস্তা পড়িয়াই রহিল, মহাজনরা তা বিক্রয়ের জন্য আনিল না। জনসাধারণ এস-ডি-ওর কাছে দাবী করিল, এই লবণ বাজেয়াপ্ত করিয়া ফুড কমিটির মারফৎ বিক্রী করা হউক। ইহার উত্তরে এস-ডি-ও বলিলেন : আজ না হয় বাজেয়াপ্ত করিয়া অভাব মিটাইব, কাল যদি মহাজন লবণ না আনে তা হইলে কি করিব? দলবদ্ধ মুনাফাখোরের ব্যবসায়ীর কাছে আমলাতন্ত্র কত অসহায়! শেষ পর্য্যন্ত মহাজনদের দাবী এস-ডি-ও মানিয়া লইয়া লবণের দাম ১৫ পয়সার জায়গায় ১৮ পয়সা করিল। কিন্তু এই লবণও শেষ পর্য্যন্ত চোরাবাজারে চলিয়া যাইতেছে। যেখানে মহাজনের ধমকের কাছে আমলাতন্ত্র মাথা নত করে, সেখানে চোরাকারবার তো বাড়িবেই।

তাহার উপর আর একটী সমস্যা হইয়াছে। শুচরা বিক্রেতারা বস্তা আনিয়া দেখিতেছে যে প্রতি বস্তায় ৫।৬ সের লবণ কম। অথচ মহাজন তাদের ওজন করিয়া লইতে দিবে না। অবাধ চোরাকারবারের ফলে বড় ব্যবসায়ীরাই লাভবান হইতেছে এবং ছোট দোকানদার হইতে সুরু করিয়া খরিদ্দার সকলে মরিতেছে।

ঢাকায় গরু ও বীজ ধানের অভাব

শতকরা ৫০ ভাগ জমি অনাবাদী থাকার আশঙ্কা

ঢাকা হইতে কমরেড জ্ঞান চক্রবর্ত্তী জানাইতেছেন :—

আর ১৪।২০ দিনের মধ্যেই আউষের চাষ সুরু হইবে। কিন্তু গরু ও বীজ ধানের যে রকম অভাব, তাহাতে মনে হয় শতকরা ৫০ ভাগ জমি অনাবাদী পড়িয়া থাকিবে। এই জেলার শতকরা ৪০টি গরু হয় মরিয়া গিয়াছে, আর না হয় কৃষকের হাত হইতে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। বীজ ধান অর্দ্ধেকের বেশী কৃষকেরা খাইয়া ফেলিয়াছে। কয়েকটী জায়গার হিসাব হইতে বীজ ধানের অভাব কি সাংঘাতিক তা বুঝা যায়। রূপানা মৌজায় বীজ ধানের প্রয়োজন ১৩৯ মণ, কিন্তু আছে ৩৭ মণ। বিরাজপুর মৌজায় প্রয়োজন ৭৮ মণ, আছে ৩৬ মণ। গঙ্গাবাইর মৌজায় দরকার ২০ মণ, আছে মাত্র ৫ মণ। ভাতর মৌজায় দরকার ২০ মণ, আছে ২ মণ। সরকারের কাছে বীজ ধান সরবরাহের দাবী করা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁরা টাকা দিতে রাজী, বীজ ধান সংগ্রহ করিয়া দিতে রাজী নন। বীজ ধান কৃষক এত অল্প সময়ে পাইবে কোথায়? বাজারে যে বীজ ধান উঠিতেছে, তা শতকরা ৫ জনের চাহিদা মিটাইতে পারে না। বলদের জন্য সরকার ১২৲ হইতে ২৫৲ পর্য্যন্ত ঋণ দিতেছেন। কিন্তু ১৫০ টাকায় কমে কোথাও বলদ পাওয়া যায় না।

জেলায় জেলায় কৃষক সম্মেলনে দাবী

মজুতদারের হাত হইতে ধান চাল রক্ষা করো। গ্রামে ও সহরে রেশনিং চাই। তার জন্য সরকার ৫ কোটি মণ চাল কিনুক।

এই বাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহের মাঝামাঝি বাংলার বিভিন্ন জেলায় জেলা কৃষক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। কৃষক প্রধান বাংলাদেশের মৃত্যুর তাণ্ডব সব চাইতে কৃষক সন্তানদেরই বেশী আঘাত করিয়াছে—মধ্যবিত্ত কৃষক, ভূমিহীন কৃষক, কৃষি মজুর এবং তাহার সম্পর্কিত কুমোর, কামার, তাঁতি জেলে প্রভৃতি শ্রেণী দুর্ভিক্ষের করাল আক্রমণে ছিন্নভিন্ন। তাই কৃষকদের আজ বাংলার ভিটা, গ্রাম, দেশ বাঁচাইবার কাল, নিজেকে ও জাতিকে বাঁচাইবার কাজ হাতে পড়িয়াছে।

তাই অত্যেক সম্মেলন হইতে বাংলার ৯০,০০০ হাজার গ্রামের কৃষক আওয়াজ তুলিয়াছে : গ্রামে ও ছোট ছোট সহরে রেশনিং চাই, খাদ্যি অঞ্চলে সরকারের ইক আমদানি করা চাই, তাহার জন্য সরকার কর্ত্তৃক ৫ কোটি মণ চাউল কেনা চাই, যে সব অঞ্চলের অবস্থা খুবই খারাপ সেখানের জন্য খাদ্যনা আদায় মুলতবি, তামাদি, সার্টিফিকেট বন্ধ, কৃষিঋণ ও বীজ ধান দেওয়ার ব্যবস্থা, জমি ফেরৎ অর্ডিনান্সের ভুল ত্রুটী সংশোধন হউক।

সম্মেলনে বৈশিষ্ট হইল প্রত্যেক যায়গায় কৃষক ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীর মহিলা, ছাত্র, লেখক, জমিদার প্রভৃতি সম্মেলনকে সাহায্য করিয়াছেন। সম্মেলনের শেষে অনেক ক্ষেত্রে চিত্রপ্রদর্শনী, গান অভিনয় ও কবি নাচের দ্বারা দেশের দুর্দ্দশাকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। কৃষককেরা শুরু হইয়া দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে যে কি ষড়যন্ত্র মধ্য দিয়া আজ জাতিকে অতিক্রম করিতে হইতেছে, কোথায় আছে আশার আলো, বাঁচিবার ভরসা। চট্টগ্রাম, রংপুর, ২৪ পরগণা, যশোহর ও খুলনার কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জনসংস্কৃতি আন্দোলন এইভাবে দেশসেবার মধ্য দিয়া সার্থক গণশিল্পে পরিণত হইতেছে।

চট্টগ্রামের জিলা সম্মেলন হইয়াছে কোয়েপাড়া গ্রামে। চট্টগ্রাম একমাত্র সহর যেখানে বহুদিন আগেই রেশনিং আংশিকভাবে সুরু হইয়াছিল। চট্টগ্রামের উপর জাপানী ধরুক সব চাইতে বেশী অথচ খাদ্যাভাব ও রোগে সমস্ত জেলা ব্যাপী মৃত্যু ও মহামারী। তাই সেখানকার কৃষকদের প্রধান দাবী : গ্রামে গ্রামে রেশনিং চাই—খাদ্যি অঞ্চলে শস্য আমদানি চাই।

রংপুরের দুর্গাপুর বন্দরে হইয়াছে জেলা সম্মেলন এবং মেটক হাটখোলায় (কুড়িগ্রাম মহকুমা) মহকুমা সম্মেলন।

জেলার সহর ও বন্দরগুলিতে শস্য আমদানী, জমি হস্তান্তর আইন সংশোধন, সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীর দাবী ও সত্যেন্দ্রিনী মাইডুর উপর নির্য্যাতনা প্রত্যাহারের দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। খুলনা, যশোহর, ২৪ পরগণা, আওড়া ও হাওড়াতেও অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। খুলনার সম্মেলন খুলনা সহরে হয়। সম্মেলনের শেষে "মুর্দা দুখী হ" নাটকের বঙ্গানুবাদ ও বুড়ুকা নৃত্য দেখানো হয়। যশোহর সম্মেলন বনগাঁতে হয়, সেখানে পোষ্টার ও শিল্পপ্রদর্শনী, কবিগান ও "জবানবন্দী" নাটক দেখানো হয়। ২৪ পরগণা সম্মেলন গোবরা ডাঙ্গায় হয়। এখানেও গণসঙ্গীতও জবানবন্দী নাটক অভিনয় হয়। হাওড়া জেলা সম্মেলনে সাধারণ প্রস্তাব ছাড়াও স্থানীয় কৃষকদের পান চাষ ও ধান কাটার সমস্যার সমাধানের দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নোয়াখালী জেলায় একলাসপুর গ্রামে জেলা সম্মেলন হয়। এই জেলায় এই প্রথম সম্মেলন এত দিন আগে অন্য নামে একটী সমিতি কৃষকদিগের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিতেছিল। তথাপি এই সব বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সম্মেলন সার্থক হইয়াছে। এখানকার অধিকাংশ প্রতিনিধিই মুসলমান এবং সম্মেলনে যে জমায়েত হইয়াছিল তাহাতে প্রায় সকলেই মুসলমান কৃষক আসিয়াছিলেন। জেলার লীগ নেতাদের অমতেই কয়েকজন বিত্তবান ও মজুতদার শ্রেণীর লোক লীগের নাম ভাঙাইয়া এই সমস্ত লোকদের ভাঙ্গিয়া নিবার চেষ্টা করে কিন্তু সফল হয় নাই। এখানকার কৃষক কর্ম্মীরা মনে করিতেছেন যে কৃষক সভা কর্ত্তৃক জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করা দরকার।

বাংলার গৌরব মেদিনীপুর মৃত্যুর মুখে

৪-এর পাতার শেষাংশ

জমিহীন দিনমজুরে পরিণত হইয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসেই জেলায় মোট ২৩,৩৪৬ মণ বিক্রয় কবুলিয়ত হইয়াছে। কাঁথি সহরের সাবরেজিষ্ট্রি অফিসে নভেম্বরের শেষ দিকে আধমণ ধানের বদলে ১ বিঘা জমি বিক্রি হইয়াছে। তমলুকে ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বরে ৫০০০ দলিল রেজেষ্ট্রি হইয়াছিল, ১৯৪৩-এ হইয়াছে ২৩,৬০০। ১৯৪২-এর তুলনায় সারা মেদিনীপুরে ১৯৪৩-এ ৫ গুণ জমি বেশী বিক্রি হইয়াছে। বহু কৃষকের ফসল শুদ্ধ জমি হাতছাড়া হইয়া গেছে। গত সালের খাজনা, সরকারী ঋণ আর মহাজনের পাওনা মিটাইতে কৃষক সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে।

মেদিনীপুরে ফসল এবার কিরূপ হইয়াছে, দু'একটি গ্রামের হিসাব হইতেই বুঝা যাইবে। তমলুকের পশকুরা গ্রামে ৮৯৪/০ মণ ও গঙ্গরা গ্রামে ৪৮৮/০ মণ ধান ঘাটতি হইয়াছে। অন্যান্য মহকুমারও একই অবস্থা। ঘাটাল মহকুমার নিজামপুর গ্রামে লোক অনুপাতে বীজধান বাদে শুধু খোরাকী কম হইয়াছে ২,১০০/০ মণ।

সর্ব্বনাশ আসন্ন, এই আতঙ্ক ছড়াইয়া পড়িতেছে। সরকারী সাহায্যের মধ্যে অসংখ্য গলদ। জনগণের চ

হুগলীর চটকলে মজুরের অবস্থা

কয়লার অভাবে অর্ধেক মাস কাজ বন্ধ।

রোজগার নাই, মজুররা খাইবে কি ?

হুগলী জেলার ভেলিবাঁশাড়া হইতে সুরু করিয়া টাপদানী পর্য্যন্ত একটানা চটকল। সব শুদ্ধ ৩০ হাজারেরও বেশী মজুর এই সব কলে কাজ করে। কিন্তু কয়লা সংকটের ফলে এই মজুরদের আজ কি অবস্থা? অধিকাংশ কারখানাই মাসের অর্দ্ধেক সময় বন্ধ থাকে, মজুররা কাজ বন্ধ অবস্থায় পায় ৯ টাকা ৪ আনা মজুরী। ইহাতেই তাদের স্ত্রীপুত্র পরিবারকে খাওয়াইতে হয়। ঘটী বাটী বিক্রী করিয়া বা আধ পেটা খাইয়া তাদের দিন কাটাইতে হইতেছে।

ভেলিনীপাড়ায় ৮০০০ মজুর কাজ করে, তার মধ্যে অর্দ্ধেকই পরিবার লইয়া থাকে। গত জুইমাস ধরিয়া এখানকার কারখানা মাসে ৩ সপ্তাহই বন্ধ যাইতেছে। ৩ সপ্তাহ ধরিয়া মজুররা বেকার। কারখানা হইতে তারা একজনের মাত্র রেশন পায় ১।০ টাকার বদলে। স্ত্রীপুত্র পরিবারের জন্য তাদের আরো ১০ সের চাল ও অন্যান্য জিনিষ কিনিতে হয়। ইহার জন্য তাদের যাইতে হয় চোরাবাজারে। চাল কিনিতে হয় ২০ টাকা মণ, অন্যান্য জিনিষ পত্রও এইরকমই দুর্মূল্য।

কয়েকটি মজুর পরিবারের অবস্থা দেখিলাম। তাদের ঘটী বাটী ও মেয়েদের রূপার গহনা বিক্রী করিয়া চালাইতেছে। একটী মজুর পরিবারের ভিখারীর মত অবস্থা। স্ত্রীকে কয়লা কুড়াইয়া বা ভিক্ষা করিয়া ছেলেদের খাবার জোগাড় করিতে হয়।

একটী মজুর পরিবারে স্বামী, স্ত্রী ও তিনটী ছোট ছেলে মেয়ে—সকলেরই শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ। বস্তির অন্যান্য লোক তার দিকে দেখাইয়া বলিল: দেখিতেছেন, এর চেহারা আগে ছিল জোয়ান লোকের মত, এখন হাড্ডিসার হইয়া গিয়াছে। সে একবেলা খায়, তার স্ত্রী, ছেলেমেয়েও একবেলার বেশী খাইতে পায় না।

প্রায় ৪ হাজার মজুর পরিবারেরই এই রকম অবস্থা। মিল বন্ধ থাকে যে সপ্তাহে, সেই সপ্তাহে মজুররা বস্তি ছাড়িয়া এদিক ওদিক চলিয়া যায় যদি কোন রকমে কিছু রোজগার করিতে পারে। কোথাও মেহনতের কাজ পাইল তো করিল, সামান্য কিছু রোজগার হইল তো তাতে খাওয়া চলিল। না হইলে ফিরিয়া আসিয়া আধ-পেটা খাইয়া থাকিতে হইল। মেয়েরা চলিয়া যায় কাঠ কুড়াইতে। তাই বিক্রী করিয়া শাকসব্জীর জোগাড় করিল। কারখানা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার উপায় তো নাই, কবে আবার কাজ সুরু হইবে, সেই আশায় ভিখারীর মত পড়িয়া আছে।

তন্তেশ্বরের মিলে কাজ করে ৫ হাজার মজুর। শতকরা ৩০ জন পরিবার লইয়া বাস করে। এখানেও মাসে ৩ সপ্তাহ মিল বন্ধ।

চাঁপদানী ও এক্সান্সে ২০ হাজার মজুরের শতকরা ৩০ জন পরিবার লইয়া থাকে। এখানে মাসে ৩ সপ্তাহ কাজ বন্ধ, চাঁপদানীতে ২ সপ্তাহ।

রিষড়াতেও একই অবস্থা

রিষড়ায় ২টী চটকল—ওয়েলিংটন ও হেষ্টিংস্। হেষ্টিংস মিল হঠাৎ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৬০০০ হাজার মজুর ইহাতে বেকার হইয়া পড়িল। মিল মালিক ৩ মাসের জন্য তাদের সপ্তাহে ৪।০ টাকা করিয়া ভাতা দিবে বলিয়াছে! কিন্তু তাতে মজুরদের কি হইবে? ৪।০ টাকায় মাসে আধপেটা খাওয়া—৩ মাস আধ-পেটা খাইয়া তারপর মজুররা কি করিবে? অন্ততঃ যতদিন না অন্য কারখানায় তাদের কাজে না লাগান হইতেছে, ততদিন যদি এই ভাতা দেওয়া হয়, তাহা হইলেও কথা ছিল। মজুররা বলিতেছে, অন্য মিলে ভর্ত্তি সিপ্ট চালু করিয়া তাদের ভর্ত্তি করিয়া লও। কিন্তু মজুর বাছিয়ে কি মরিবে মালিকের সে মাথা ব্যথা নাই। এই ৩ হাজার মজুর ভিখারীর অবস্থায় পরিণত হইতে চলিয়াছে।

রিষড়ার আর একটী চটকল—ওয়েলিংটন মিল্স। সেটাও কয়লার অভাবে মাসে ৩ সপ্তাহ বন্ধ থাকে। এখানেও ৬ হাজার মজুরের দশা প্রায় ভিখারীর মত হইয়া আসিতেছে।

একমাত্র শ্রীরামপুরের ইণ্ডিয়া জুট মিলে কিছু ভাল অবস্থা। কিন্তু সেখানেও কল পুরা চলে না। মাসে এক সপ্তাহ বন্ধ। অর্থাৎ এই এক সপ্তাহ মজুর পায় মাত্র ৪।০ টাকা। এক সপ্তাহ তাকে আধপেটা খাইয়া কাটাইতে হয়।

সারা চটকলে যে ৩৷৪ লাখ মজুর কাজ করে তাদের অধিকাংশেরই এই হুগলী জেলার মজুরদের মতই অবস্থা। অন্যান্য জায়গার খবরও আমরা ক্রমশঃ ছাপিব। কয়লা সংকটের ফলে গোটা চট শিল্পে ভাঙ্গন লাগিয়াছে।

মজুরদের দাবী: কয়লাসংকট ঘুচাও

কয়লা সংকট ঘুচাও! মাগগীভাতা বাড়াও! পুরা রেশনিং চালু কর!—ইহাই আজ মজুরদের দাবী। কয়লার অভাব যদি না হইত, তাহা হইলে

খারাপ চাউল কোথা হইতে আসে ?

কলিকাতা ও শিল্প অঞ্চলের মালিকদের হাতে এতদিন লক্ষ লক্ষ মণ চাউল মজুত ছিল। অনেক মালিকের হাতে এত চাউল মজুত ছিল যাহা তাহাদের কারখানার মজুরদের বেড় বছরের খোরাক।

রেশনিং চালু হওয়ার পর এই মজুত চাউল কোথায় গেল? এ কথা কি সত্য নয় যে গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে অনেক তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মালিক এখনও তাহাদের মজুত চাউলের হিসাব গবর্ণমেন্টের নিকট দাখিল করে নাই এবং গবর্ণমেন্ট তাহার জন্য কোন শাস্তির ব্যবস্থা করেন নাই?

এ কথা কি সত্য নয় যে গাঁজুরা মজুত চাউলের হিসাব দাখিল করিয়াছেন তাহাদিগকেও রেশনিং কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে তাঁহাদের মজুত চাউল সরকার এখন গ্রহণ করিবেন না। তাহা মালিকদের হাতেই থাকিতে দেওয়া হইবে!

এই অবস্থায়, মালিকদের দোকান হইতে মজুররা এখন যে রেশন পাইতেছে তাহা যে মালিকদের সেই পুরানো ষ্টকের পঁচা চাউল হইবে না তাহার গ্যারান্টি কোথায়?

এ কথা কি সত্য যে, মধ্যবিত্ত এবং বড় লোকরা খারাপ চাউল লইতে অস্বীকার করিতেছে বলিয়া গবর্ণমেন্ট সমস্ত খারাপ চাউল মজুরদের মধ্যে চালাইবার কথা ভাবিতেছেন?

এ কথা কি সত্য নয় যে মজুরদের বরাদ্দ বাড়াইবার দাবীকে দুর্ব্বল করিবার জন্য জোয়ার বাজরার প্রচার সম্পর্কে কলিকাতা ট্রাম, ইলেকট্রিক, গ্যাস, কর্পোরেশন, জুট প্রভৃতি ২৩টি কারখানার মালিকদের মধ্যে একখানা গোপন সার্কুলার প্রচার করা হইয়াছে?

খারাপ চাউলের বিরুদ্ধে এবং বরাদ্দ বাড়াইবার জন্য সরকারের নিকট এই সকল প্রশ্নের উত্তর দাবী করুন!

পোর্ট মজুর ও রেশনিং

রেশনিং সুরু হইয়াছে, কিন্তু সকলে রেশন কার্ড পাইতেছে কি না, এবং সময় মত না পাইলে যে অনেকে অনাহারে থাকে, সে বিষয়ে কি সরকার,

আজ শুধু মাগ্‌গী কাজই নয়, আরো অনেক বেশী কাজ মজুররা করিতে পারিত। আমেরিকার চটের অর্ডার আসিতেছে—কিন্তু কয়লা নাই, কল চলিবে কি করিয়া? কয়লার পরবা হয় আমাদেরই দেশের খনি হইতে, আমাদেরই দেশের মজুররা সেই খনিতে কাজ করে। কিন্তু খনি মালিক মজুরদের মানুষের মত মজুরী দিবে না, তো কাজ করিবে কে?

সরকারও খনি মালিকদেরই সন্তুষ্ট করিতেই ব্যস্ত। মজুরদের টাকায় আট আনা বাড়ানোর কথা বলিয়াছেন, কিন্তু মালিকের মুখের দিকে চাহিয়া চার আনা মাত্র বাড়াইয়া চুপ করিয়া আছেন।

রেশনিং ও মাগগী ভাতা চাই

যদি এই অবস্থায় মাগগীভাতা বৃদ্ধি ও পুরা রেশনিং চালু হইত, তা হইলেও মজুরদের খানিকটা সুরাহা হইত। কিন্তু সরকার ও মালিকদের নজর সেদিকে নাই। কলিকাতা অঞ্চলে রেশনিং চালু হইল, কিন্তু এই সমস্ত মজুররা যে ৪।০ টাকা মাত্র রোজগার করিয়া তার অর্দ্ধেকটা চোরাবাজারে ঢালিয়া আসিতেছে, তা বন্ধ করিবার জন্য রেশনিং করা হইল না। কলিকাতার অবস্থাকে কোনোরকমে সামলাইতেই সরকার ব্যস্ত। কিন্তু কলিকাতার চারিদিকে এত বড় মজুর এলাকাগুলি যদি ভিখারীর আস্তানায় পরিণত হয়, তাহা হইলে কলিকাতাও যে বাঁচিবে না, সে খেয়াল সরকারের নাই।

কিন্তু এই চটকল মজুররাই একদিন একতা-বদ্ধ হইয়া দাবী করিয়াছিল জাঁচ কমিটী বসাও—সেই জাঁচ কমিটী বসাইতে সরকার বাধ্য হইয়াছে। আজও এই চটকল মজুররাই যদি রেশনিং ও মাগগী-ভাতার দাবীতে তেমনি জোরাল আন্দোলন করিতে পারে তবে তাতেও তারা জয়লাভ করিবে নিশ্চয়ই।

খনি-মজুরদের বিরুদ্ধে মালিকের জারী জুরী ভাঙ্গে

দেশের লোকের দাবীর চাপে খনি মজুরদের জন্য সরকারকে বাধ্য হইয়া টাকায় আট আনা মজুরী বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত লইতে হইয়াছে। কিন্তু এখনও এই আট আনা মজুরদের ভাগ্যে জোটে নাই। মাত্র চার আনা মিলিয়াছে, আর চার আনা দিবার প্রতিশ্রুতি শুনাইয়া রাখা হইয়াছে। সরকারের এই গড়িমসি কি খনি-মালিকদের রাগ দেখিয়া?

পয়সা বাড়াইবার জন্য খনি-মালিকদের বোনাস দিতে সরকার রাজী হইয়াছেন, তাতে মালিকরা খানিকটা খুসী হইয়াছে বটে, কিন্তু মজুরকে শোষণ না করিতে পারিলে মালিকদের লোভ যে মেটে না!

তাই আজকে খনি মজুরদের জঘন্য দুরবস্থা সম্বন্ধে যখন দেশের চারিদিকে সোরগোল উঠিয়াছে, মালিকরা তাতে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। তারা নির্লজ্জভাবে বলিতেছেন: কেন, খনি মজুরদের অবস্থা তো খুব ভালই।

এই সব মালিকদের মুখপত্র 'ক্যাপিটালে' ১৭ই ফেব্রুয়ারী লেখা হইয়াছে খনি মালিকরা মজুরদের জন্য অনেক কিছু করিয়াছে। তাদের রেশন-কাপড় দিতেছে, তাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতেছে। রোগও বেশী নয়। মেয়ে মজুর নিয়োগ করার সম্বন্ধে ক্যাপিটাল বলিতেছে: জোর করিয়া তো আর মেয়েদের কাজ করান হয় না, তারা নিজেদের ইচ্ছায় খনিতে কাজ করিতে আসে। আমরা জিজ্ঞাসা করি—তা হইলে মেয়ে মজুর নিয়োগ বন্ধ করাব আইন করা হইয়াছিল কেন? শুধু শুধু তাদের রোজগার বন্ধ করিবার জন্য? ক্যাপিটাল আরো বলিতেছে: 'মজুররা কম রোজগার করে কে বলিল? সপ্তা রসদ প্রভৃতি নিয়া হরে দরে তাদের মাসিক রোজগার ৩০।০'।

এই হিসাব ক্যাপিটাল কিসের ভিত্তিতে করিল আমরা জানিতে চাই। মজুরদের 'সুবিধা' বলিয়া মালিক কারখানার সব কিছু বন্দোবস্তের হিসাব তার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া দেখাইতে চায়, মজুররাই তো এই সব পাইতেছে। মালিকরা নিজেদের খাই বাঁচাইতে এরকম হিসাব করে তা আমরা জানি। কিন্তু বিশ্বসূত্রে আমরা যে খবর পাইয়াছি তাতে প্রমাণ হয় যে, আগে খনি মজুর পাইত ১০৲, এখন সমস্ত ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা লইয়া পায় ১৫৲।

এই সামান্য মজুরীর জন্যই খনি হইতে মজুররা যে কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তারও খবর হামেশাই পাওয়া যায়। কিছুদিন আগে ঝরিয়া ও বোকারো খনি হইতে প্রায় ২১ হাজার মজুর কাজ ছাড়িয়া মিলিটারী কনষ্ট্রাক্‌শনের কাজে গিয়াছিল। চাবের কাজের সময় ঝরিয়া হইতে শতকরা ৬০ জন ও গিরিডী হইতে ২০ জন বেশী রোজগারের জন্য চলিয়া গিয়াছে।

এইভাবে কাজ ছাড়িয়া যাওয়ার জন্য মালিকরা কি কারণ দেখাইবেন? ইহারাও তো নিজের ইচ্ছাতেই খনির কাজে ঢুকিয়াছিল।

মালিকদের দল তাদের লাভ বজায় রাখিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। খনিমজুরদের দাবীর পিছনে সমস্ত কারখানার মজুর দাঁড়াও! খনি মজুরের অবস্থা ভাল না করিলে এই কয়লা সংকট ঘুচিবে না, কারখানায় কারখানায় মজুরের শোচনীয় অবস্থা কাটিবে না।

জনযুদ্ধ

কনিয়েভ ইঁদুর কলের কাজ শেষ

মার্শাল ষ্টালিন এক অনুজ্ঞাপত্রে জানাইয়াছেন যে কনিয়েভ ইঁদুর কলের কার্য্য শেষ হইল। এখানে ৫২ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য মারা পড়িয়াছে, ১১ হাজার বন্দী। ২১০ হাজার জার্ম্মাণ অফিসার কোন রকমে আকাশ পথে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। ৮টি জার্ম্মাণ ট্যাঙ্কবাহিনী ও ৬ হাজার এরোপ্লেন ইঁদুর কলে আবদ্ধ সৈন্যদের বাঁচাইতে বৃথাই চেষ্টা করিল। কনিয়েভ বিজয়ের পিছু পিছু খবর আসিয়াছে—ষ্টারায়া রাশাও লালফৌজ অধিকার করিয়াছে। ইহার অর্থ লেনিনগ্রাডের দক্ষিণে ১৮০ মাইল পর্য্যন্ত সমস্ত রেলপথ হইতে জার্ম্মাণীর

জেনারেল গবারভ

কর্ত্তৃত্ব গেল। ষ্টারায়া রাশার পলায়মান জার্ম্মাণ-বাহিনীর রাস্তা বন্ধ করিবার জন্য জেনারেল মেরেৎসকভের সৈন্য স্তভের পশ্চিম দিকে এবং অন্যান্য সৈন্যদল স্তক-ষ্টারায়া রাশার রেলপথের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই পথ কাটিয়া দিতে পারিলে আবার কিছু জার্ম্মাণ সৈন্য ইঁদুর কলে পড়িবে।

কনিয়েভ বিজয়ী লালফৌজ এখন আবার পশ্চিমে বিরাট আক্রমণ আরম্ভ করিতেছে। খার্সন হইতে নিপ্রোপেত্রভস্ক পর্য্যন্ত বিস্তৃত জার্ম্মাণ ঘাঁটির উপর এই আঘাত পড়িবে। ইহার সঙ্গে শোপলা ইঁদুর কলের কাজ সারিয়া আসিবে লালফৌজের বিরাট প্লাবন। তাহার সামনে সমস্ত জার্ম্মাণবাহিনী যে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে, এই বিপদ জার্ম্মাণ সেনাপতি ম্যানষ্টাইন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছে।

ল্যাটভিয়া ও ষ্টোনা উপসাগরের প্রবেশ পথে স্তক ও নার্ভায় জার্ম্মাণ ঘাঁটি দখলের জন্য এবারে এক নূতন দল লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে। ষ্টারায়া রাশার কাজ সারিয়া একদল, জেনারেল মেরেৎসকভ ও গভোরভের দুই দল—সর্ব্ব সমেত লালফৌজ তিন দিক হইতে আক্রমণ শুরু করিয়াছে। অপর দিকে ওডেসা-লো রেলপথ কাটিয়া দিবার জন্য লালফৌজ বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র ও লৌহ খনির শহর ক্রিভরগ আক্রমণ করিয়াছে। ২৬ বছর আগে লালফৌজ রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকের দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছিল—আজ সেই জন্ম সপ্তাহে লালফৌজ বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকে সিংহ বিক্রমে আক্রমণ করিয়া ফ্যাশিষ্ট সাম্রাজ্যবাদী শত্রুকে হাড়ে হাড়ে বুঝাইয়া দিতেছে জনগণের ফৌজের গায়ে হাত দিবার কি ফল।

আফ্রিকা, ইটালী ও প্রাচ্য রণক্ষেত্র

লালফৌজের এই জয়ের পাশে আফ্রিকা, ইটালী ও প্রাচ্য রণক্ষেত্রের লড়াই নিস্প্রভ মনে হয়। নেতুনোতে এক মাস আগে নামা হইল, ক্যাসিনোর রাস্তায় রাস্তায় লড়াই চলিল, ক্যাসিনোর সেই মঠ ও ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়াছে, কিন্তু তবুও জার্ম্মাণদের হটানো যায় না। এঞ্জিওতেও কোন রকমে জার্ম্মাণ সেনাবাহিনীর হাত হইতে আত্মরক্ষা চলিতেছে। যত দোষ কেবল আবহাওয়া, শীত ও বরফ পড়ার ঘাড়েই পড়িতেছে। আর রাশিয়াতে যেন এই সময় শীত ও বরফ কম—যেন বসন্তকাল!

ওদিকে রাবাউলের ১২০ মাইল পূর্ব্বে যুগেন-ভিলের উত্তরাংশ গ্রীন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকা ও নিউজিলাণ্ড বাহিনী অধিকার করিয়াছে। ম্যাক্ আর্থার এই সম্পর্কে বলেন যে সামরিক দিক হইতে সলোমন দ্বীপপুঞ্জের অভিযান শেষ হইল। এখানে ২২ হাজার জাপানী সৈন্য মেরাও—হয় তাহারা আত্মসমর্পণ করিবে, না হয় মরিবে। ভাল কথা। কিন্তু আরাকান রণক্ষেত্র হইতে যে সব খবর আসিতেছে তাহা মোটেই আশাপ্রদ নয়। মণ্ডল হইতে ১২ মাইল পিছনে বাউলি বাজারে সেদিনও জাপানীরা আক্রমণ করিয়া গেল—নাগাকেন্দ্রক গিরিপথে তাহারা এখনও ঘাঁটিয়া বসিয়া আছে। আজ এক বছর ধরিয়া যুদ্ধিতং, মদ্দ, কালাদানের কথা শোনা যাইতেছে—বোমা ফেলা হইতেছে, কামান দাগা হইতেছে, কিন্তু শত্রু তো মরিতেছে না, পরন্তু দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশের উপর বার বার হামলা করিয়া লোকের মনোবল নষ্ট করিতেছে। জেনারেল ম্যাক আর্থার এই সপ্তাহে বলিয়াছেন যে কেবল অবরোধ ও হাওয়াই জাহাজে বোমা ফেলিয়া জাপানকে হারানো যাইবে না। ইহার জন্য স্থলবাহিনী চাই। ভারতের বিরাট জনগণ এই স্থলবাহিনী গড়িতে পারে। কিন্তু বলিলে কি হইবে—ভারতের জনগণ এই সত্য ঘাড়ে ধরিয়া না শিখাইলে—সাম্রাজ্যবাদী সমর নেতারা কখনো শেখে না।

ফ্যাশিষ্ট ফ্রাঙ্কোকে ধমকানি

স্পেনে ফ্যাশিষ্ট সর্দ্দার ফ্রাঙ্কো সোভিয়েট বিরোধী ও ফাশিষ্টপন্থী আংগ্লো আমেরিকার পুঁজি পতিদের অ ডডা করিয়া তুলিয়াছে। ২০শে তারিখে বিখ্যাত সোভিয়েট সংবাদপত্র "যুদ্ধ ও শ্রমিক শ্রেণী" ফ্রাঙ্কোকে দস্যু বলিয়া অভিহিত করিয়াছে এবং বলিয়াছে "স্পেনের নিরপেক্ষতা হইল 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি।' ফ্রাঙ্কো ভাবে যে এই গুছ হইতে সে গা বাঁচাইয়া পার হইবে। কিন্তু তা হইবার নয়—ইউরোপের জনগণ তাহাকে পাঁকে পুতিয়া ফাস্ত হইবে।"

মার্শাল কনিয়েভ

কুৎসার জবাবে ষ্টালিন

লণ্ডনের রক্ষণশীল কাগজ অবজার্ভার লিখিতেছে যে মস্কোতে অবস্থিত একটি নেতৃস্থানীয় কূটনীতি-বিদের কাছে ষ্টালিন বলিয়াছেন: মধ্য বা পূর্ব্ব ইউরোপে রাজ্য বিস্তার করিবার কোন ইচ্ছা রাশিয়ার নাই। ইউরোপে রাশিয়া কর্ত্তৃত্বাভিলাষী এই সন্দেহ যাহারা করে তাহাদের উপহাস করিয়া তিনি বলেন: আমি পরদেশ জয় করিবার বাট-পাড়ি সুরু করিব এই কথা যাহারা ভাবে তাহারা আমার বাস্তব বোধ সম্পর্কে একেবারেই ভাব। আমি ও হিটলার এক—একথাও যাহারা বলে, সোজা কথায় তাহারা রাজনীতির কিছুই জানে না। আত্ম-রক্ষার হিসাবে পূর্ব্ব ইউরোপে কতগুলি দেশের রাজনৈতিক ও স্থান সংস্থান পরিবর্ত্তন দরকার। পোল্যাণ্ড সম্পর্কে আমরা লণ্ডনের পোলিশ সরকারে সঙ্গে চুক্তি করিতে রাজী আছি এবং পোল্যাণ্ড শত্রু মুক্ত হইলে কার্জ্জন লাইনের পশ্চিম দিকে পোলিশ জনগণ কতৃর্ত্ব পাইবে।

২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪

লালফৌজ জিন্দাবাদ!

লালফৌজের ২৩ বৎসরে আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি:—

দুই বছরের অধিক একাকী ২৪০ ডিভিসন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িয়া লালফৌজ ফ্যাশিষ্ট পশুর মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়াছে, দুই বছর ধরিয়া গড়া দুর্ভেদ্য নাজী আত্মরক্ষা ব্যূহ গত দুই মাসে লালফৌজ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছে। নাজিরের আজ পলাইয়া রক্ষা নাই, দুর কলে পড়িয়া লক্ষ লক্ষ সৈন্য ইঁদুরমরের মত হারাইতেছে। হিটলারের হুকুম আজ ইউরোপ ও আমেরিকার 'ভদ্রলোক বন্ধুদের' প্রতি কাচোঁক্ষ জুতে পর্য্যবসিত। তাহার পরাজয় কেবল সুনিশ্চিত নয়—লালফৌজ আজ ইউরোপকে মুক্ত করিবার জয়যাত্রায় আগুয়ান। এই পদধ্বনি আজ পরাধীন ইউরোপে বিপ্লবের কলরোল তুলিয়াছে, লালফৌজের আহ্বানে যুগোস্লাভিয়া ও চেকোস্লোভিয়ার ঐক্যবদ্ধ জনগণ সব বাধা উড়াইয়া ফেলিতেছে। ফরাসীর শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আজ অপূর্ব্ব ঐক্য সমস্ত দেশ প্রেমিক দিগকে হিটলারের বিরুদ্ধে, হিটলারের ফরাসী চর, ধনিক বণিকদের বিরুদ্ধে, সংঘবদ্ধ করিয়াছে। লালফৌজের দুর্দ্ধর্ষ আঘাতে মুসোলিনীর পতন হইল। বিশ বছর ফ্যাসিষ্ট অত্যাচারের পর ইটালীতে আবার গণতন্ত্র দেখা দিল। পোল্যাণ্ডের জনগণও আজ লালফৌজের আসেপাশে জনগণের পোলাণ্ড তৈয়ারী করিতেছে পোলাণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল সেনাপতি ও জমিদারদের সমস্ত চালবাজি আজ জগতের কাছে ব্যর্থ। লাল-ফৌজের অভূতপূর্ব্ব সংগ্রামের মধ্য দিয়া জার্ম্মান মূক্তি সংসদের, জনগণের জার্ম্মাণীর পত্তন হইয়াছে। ইউরোপ আজ সাম্রাজ্যবাদের হাত হইতে জনগণের হাতে যাইতেছে।

লালফৌজের হাতে হিটলারকে নাস্তানাবুদ দেখিয়া তোজোও আত্মরক্ষার ব্যস্ত। সেই সুযোগে মিত্রশক্তি ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়া প্রচুর রণসম্ভার ও সৈন্য আনিয়া ব্রহ্মদেশ আক্রমণ ও চীনের সাহায্য করার সুযোগ পাইবে।

লালফৌজ শ্রমিক কৃষকের ফৌজ। এমনি দেশের ফৌজ, যে দেশ সমাজতান্ত্রিক, যেখানে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে শোষণ চিরকালের মত শেষ হইয়াছে। সেই জোরেই লালফৌজ এই যুদ্ধে যাহা করিল তাহার তুলনা ইতিহাসে নাই। তাইতো লালফৌজের বিজয় দুনিয়ার স্বাধীনতাকামী প্রত্যেকটী লোকের বিজয়।

ষ্টালিনগ্রাদে জার্ম্মান পরাজয়ের ফলে লালফৌজ হিটলার ও টোজোর পাঁজরা হইতে আমাদের দেশকে বাঁচাইয়াছে। ইউরোপে তাহার জন্য, গ্রীষ্মাঞ্চলে তাহার আর্ত্তনাদ সাক্ষ্য, বৃটেন, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার জনগণকে নিজদেশের প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদীদের টুঁটি চাপিয়া ধরিতে উৎসাহ যোগাইতেছে। আমেরিকা ও তাহার ভারত শাসননীতির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ জনগণও দেশে

জেনারেল মেরেৎসকভ

আওয়াজ তুলিয়াছে, "অন্ধ শক্তিকে একেবারে খতম করিবার জন্য জাতীয়তাবাদী ভারতের সঙ্গে রফা কর!"

ইউরোপে লালফৌজ যতই আগাইবে, দ্বিতীয় ফ্রণ্ট যত নিকটবর্ত্তী হইবে—ততই বিদেশের জনতা ভারতের অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদের উপর আঘাত হানিবে।

তাই হিটলারের উপর লালফৌজের প্রতিটি আঘাত আমাদেরই স্বাধীনতার পথ প্রস্তুত করিতেছে।

ভারতবাসীর প্রতি তাই লালফৌজের আজ আহ্বান: জাতীয় ঐক্যের দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীলদের চাল ব্যর্থ কর, এস আমরা পাশাপাশি দাঁড়াই, একত্রে আঘাত কর—স্বাধীন ইউরোপের পাশে স্বাধীন এশিয়ার প্রতিষ্ঠা করি।

(৮ পাতার শেষাংশ)

জাপানের "মুক্ত রাষ্ট্রের" স্বরূপ

১৯৩২ সালে জাপান বলে মাঞ্চুকো 'রাষ্ট্র' স্বাধীন। আসলে জাপানী সৈন্য, জাপানী পুলিশ, জাপানী অফিসার, অর্থ-নৈতিক ও শাসন কার্য্যের বড় বড় কাজে জাপানী রাখিয়া সমুখে মাঞ্চুকো দেশীয় মন্ত্রী বসানো হইল।

চীনের যতটুকু জাপানের হাতে—সেখানেও তাই। জেহুকুম ওয়াংচিঙ্গেয়ে নানকিং এ বসিয়া নিজেকে চীনের মোড়ল বলিয়া গলা ফাটায়—কিন্তু জাপানী প্রভু যাগ বলেন—তাহাই করিতে হয়। এই দুই 'রাষ্ট্রে'র সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক নাকি "আদর্শ"—আর তাহারই ভিত্তিতে পূর্ব্ব এশিয়ায় জাপানী "নববিধান" গড়িবে। জাপান বলে, কেবল নিজের উন্নতি নয়—পূর্ব্বএশিয়ার সকলের উন্নতির জন্য এই যুদ্ধ সে করিতেছে। জাপ-সাম্রাজ্যবাদ মনে করে পূর্ব্বএশিয়ার মহিমা কীর্ত্তনের চেঁচামেচির ভিতর দিয়া সে 'নববিধান' অর্থাৎ বিরাট সাম্রাজ্য গড়িবে।

জাপ-সরকারী নথিপত্রে এই সব দেশকে "সহ উন্নতির অঞ্চল" বলিয়া লেখা হয়। অধিকৃত অঞ্চলের জনগণের মন হইতে প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে নষ্ট করার ইহা পূর্ত্তকৌশল মাত্র। ইউরোপে জার্ম্মাণ 'নববিধানের' সঙ্গে ইহার ফারাক হইল—জার্ম্মান অধিকৃত দেশবাসীদের ভৃত্য বলে—আর জাপান তাহা না বলিয়া "সহ-উন্নতি, সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের" কথা বলে। একথা স্বীকার্য্য যে ব্যবহারে জাপানী অধিকৃত দেশগুলির প্রতি নমনীয়তা ও কৌশলের পরিচয় দেয়। "এশিয়া—এশিয়াবাসীর জন্য" জাপানের এই বুলি প্রশান্ত মহাসাগরের দেশ গুলির কাছে বেশ সাহায্য করিয়াছে। ইন্দো-নেশিয়া, বর্ম্মা, ইন্দোচীনের লোকেরা মনে বৃটিশ ও ফরাসী বিরোধীম নোভাবকে জাপান ভাল ভাবে কাজে লাগাইয়াছে—কিছু লোককে স্বপক্ষে টানিতে পারিয়াছে।

স্বাধীনতার ছলনা

১৯৪২ সালের শরৎকালে "বৃহত্তর এশিয়া বিভাগ" নামে একটী মন্ত্রীদপ্তর জাপান খাড়া করে। এই দপ্তরের আসল কাজ—এই যুদ্ধে অধিকৃত দেশের উপর কতৃর্ত্ব করা। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী দাবীর গায়ে "স্বেচ্ছায় বন্ধুত্বে"র রং লাগাইবার ভঙ্গিটী বেশ দেখাইয়াছে। অধীন জনগণকে "স্বাধীনতা"র মুখোস পাগানোর চেষ্টা সে করে। ভূয়া স্বাধীনতার ঠাট বজায় রাখার জন্য সব জো হুকুম "রাষ্ট্র"গুলিতে বড় বড় দূত পাঠায়, নিজেদের মোসাহেবের সঙ্গে গুরুতর রাজনৈতিক আলাপের ভাণ করে—চুক্তি করে, দলিল সই করে। দলিলগুলির খসড়া দেখিলে বিভ্রম হয় যেন তা এইসব দেশের অধিবাসীরা ইচ্ছা করিয়াই সব করিতেছে।

তাহারা কেবল পুরাতন জো হুকুম রাষ্ট্র সংগঠিত করিয়া ক্ষান্ত নয়—নূতন সৃষ্টি করিয়াছে। বর্ম্মা, ফিলিপিনে "জাপ পরিচালিত" রাষ্ট্র গড়িয়াছে। কিন্তু এগুলি আপনা আপনি হয় নাই—কারণ বর্ম্মা ফিলিপিনে বেশ শক্তিশালী জাপ-বিরোধী আন্দোলন আছে। এ দুর্ব্বলতা জাপান জানে—তাই এই অঞ্চলগুলিতে গাড়িয়া বসিবার সব চেষ্টাই সে করে। এই সমস্ত অঞ্চলে প্রকৃত ক্ষমতা তাই জাপ-সেনা-পতিদের হাতে। ইহাদের পিছনে আজ বেসামরিক জাপ কর্ম্মচারী এবং তাহাদের সঙ্গে বড় বড় জাপ-ধনপতি ব্যবসায়ীদের সম্পর্ক। ইহারা অধিকৃত দেশগুলির স্বাভাবিক সম্পদ লুঠিবার চেষ্টায় আছে। কিন্তু ছড়ানো কারবারে খাটানোর মত মূলধনের অভাব আছে এবং জাপ-ধনপতিদের অনেক দিনের বৈশিষ্ট এই যে যে কারবারের স্থায়িত্ব সম্পর্কে তাহারা সন্দিহান—সে কারবারে বেশী মূলধন লাগাইতে তাহারা সাহস করে না।

চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কীর্ত্তি ! জাপ-সাম্রাজ্যবাদের ফাঁদ হইতে সাবধান

যারা চট্টগ্রামকে বাঁচাইতেছে, তাদেরই কাজ বন্ধ করিল

চট্টগ্রামের সীমান্তে যুদ্ধ চলিয়াছে। চট্টগ্রামবাসীকে আজ অনাহারে মরিতে দিলে বাংলাদেশের প্রবেশ দ্বার শত্রুর সামনে অবারিত হইবে। যদি শত্রুর বিমান হামলায় দেশপ্রেমিক সন্তানেরা পাশে দাঁড়াইয়া দেশবাসীকে সাহস ও বুদ্ধি না যোগায়, তাহা হইলে শত্রুকে প্রতিহত করার মনোবল ভাঙিয়া পড়িবে। এতদিন ধরিয়া চট্টগ্রামের কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা অনাহার ও বোমার হাত হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। শত শত কমিউনিষ্ট কর্ম্মী দিনরাত্রি খাটিয়া সরকারী রিলিফ কিচেন চালাইতেছে, ব্যবসায়ীর মজুত চাল ধরিয়া জনগণের মুখার্থ মুখে অন্ন যোগাইতেছে। শহরের উপর এ, আর, পি কর্ম্মীদের মনোবল যখন ভাঙিতে বসিয়াছিল, তখন আমাদের কর্ম্মীরাই উজ্জীবিত হইয়া তাদের সাহস দেয়। শত্রুর বোমার নীচে প্রাণ দিয়া তারা দেশপ্রেমের সম্মান রাখিয়াছে।

খাদ্য কমিটি হইতে পদত্যাগ দাবী

কমরেড পূর্ণেন্দু দস্তিদার চট্টগ্রামের একজন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী। তাঁর দেশপ্রেমিকতার ইতিহাস কাহারও অজানা নাই। জেলা খাদ্য কমিটির মধ্য দিয়া তিনি অক্লান্ত ভাবে দেশবাসীর সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা সরকারকে খাদ্য-সংকটের জন্য দায়ী করিতেছে এই অজুহাতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর কাছ হইতে খাদ্য কমিটির সদস্য পদে ইস্তাফা দাবী করিয়াছেন। নীচে আমরা চিঠির নকল তুলিয়া দিলাম : 'আমি দেখিতেছি গত স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আপনার কমিউনিষ্ট পার্টির বন্ধুরা সাধারণতঃ যাহা হইয়া থাকে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছে এবং প্রকৃত পক্ষে গভর্ণমেন্টকে খাদ্য সংকটের জন্য দায়ী করিতেছে। এই অবস্থায় সম্ভবতঃ আপনার জিলা খাদ্য কমিটির সদস্য থাকা সমীচীন হইবে না এবং আপনার পদ ত্যাগপত্র অবিলম্বে পাঠাইয়া দেওয়া সঙ্গত হইবে।'

ইহার উত্তরে কমরেড পূর্ণেন্দু পদত্যাগ পত্রের সহিত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে যা লেখেন, তাহার মূল বক্তব্য নীচে দেওয়া হইল : 'আমি মনে করি, খাদ্য কমিটি, অন্যান্য সভা বা সংবাদপত্রে আমার বা আমাদের পার্টির কোন সদস্যের সত্য গোপন করিবার সর্ত্তে—আমি খাদ্য কমিটির সদস্য ছিলাম না। আমার বিশ্বাস, মুসলিম লীগ বা অন্যান্য পার্টির যে সব সদস্য কমিটিতে আছেন, তাঁহারা ও ঐ সর্ত্তে খাদ্য কমিটিতে সদস্য নহেন। আপনার পত্রে আপনি যে বক্তৃতার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে এবং অন্যান্য সকল বক্তৃতায়, আমরা সকল সময়ই খাদ্য সংকটের জন্য আমলাতন্ত্রকেই দায়ী করিয়া আসিতেছি কারণ, উহাই গত বৎসর আমাদের লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর জীবন লইয়া খেলা করিবার জন্য মজুতকারীদের সুযোগ দিয়াছে। কিন্তু নিছক সমালোচনার জন্যই আমরা সমালোচনা করি না। উন্নিখিত সভা বা আমাদের যে কোন সভায় বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে উপলব্ধি করাইবার জন্যই সমালোচনা করা হয়, যাহাতে আমাদের কারারুদ্ধ জাতীয় নেতাদের মুক্তিতে ভারতের অচল অবস্থার অবসান হয় এবং জনসাধারণের খাদ্য কমিটির সহযোগিতার তীব্র মজুত-বিরোধী অভিযানের দ্বারা, উহার উপর নির্ভর করিয়াই ১৯৪৪ সালের যেন বৃহত্তর দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা বিনষ্ট করা হয়। উহার দ্বারাই আমাদের সাধারণ শত্রু জাপানী ফ্যাশিষ্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আশু সাফল্য পূর্ণ জয়ের জন্য জাতীয় দেশরক্ষার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা শক্তিশালী হইতে পারে। কিন্তু আপনার পত্রপাঠ মনে হয়, আপনি এই 'খাদ্য কমিটিকে আপনার নিজস্ব তাঁবেদার প্রতিষ্ঠান বলিয়াই মনে করেন। আমরা মনে করিতাম, চট্টগ্রামের খাদ্য সংকট ও সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির সমাধানের সমবেত উদ্দেশ্যে উহা সরকার ও জনগণের প্রতিনিধিদের এক সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান। সমালোচনার প্রতি ঐরূপ চাকন্যা দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে, সরকার সত্য ঘটনার উল্লেখ ও কার্য্যকরী সমালোচনা সহ্য করিতে কেমন অক্ষম এবং দেশ রক্ষার তীব্র প্রয়োজন ও জনসাধারণের সহিত সহযোগিতা করিতে কত অনিচ্ছুক।'

জনপ্রিয় এ-আর-পি কর্ম্মীকে জবাব

শুধু খাদ্যকমিটির উপরই নয়, এ-আর-পির দেশপ্রেমিক কর্ম্মীদের উপরও আমলাতন্ত্র আঘাত হানিয়াছে। কমরেড মলিন ঘোষ এ-আর-পির একজন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী। ১৯৪২-এর মে মাসে চট্টগ্রামে প্রথম বিমান হামার পর যখন এ-আর-পি কর্ম্মীদের মনোবল ভাঙিয়া পড়িতেছিল, তখন কমরেড মলিন এবং আরও কয়েক জন কমিউনিষ্ট কর্ম্মী এ-আর-পিতে যোগ দেন ও এ-আর-পি কর্ম্মীদের দেশসেবার কাজে উৎসাহিত করেন। কমরেড মলিন এ-আর-পি কর্ম্মীদের সাহায্যে নিজের এলাকায় রিলিফের জন্য চাল ও প্রায় ২ হাজার টাকা তোলেন। তাছাড়া পাড়ার লোকদের ফসল বাড়ানোর কাজে টানিয়া আনেন এবং দুঃস্থদের শিক্ষার জন্য নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সমস্ত কাজের মধ্য দিয়া এ-আর-পি সত্যকার জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতেছিল। কিন্তু গত স্বাধীনতা দিবসের একটি সভায় বক্তৃতা দিবার ফলে স্থানীয় এ-আর-পি কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে কাজ হইতে জবাব দিয়াছেন। কমরেড মলিন সেই সভায় এ-আর-পি কর্ম্মীদের বীরত্বপূর্ণ দেশপ্রেমিকতার উল্লেখ করিয়া তাহাদের দাবীর পিছনে দেশবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে বলিয়াছিলেন এবং খাদ্যসংকট ও মহামারীর বিরুদ্ধে সকলের একতার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন।

আজ আরাকান ফ্রন্টে যখন তুমুল সংঘর্ষ চলিয়াছে, চট্টগ্রামের বিপদ যখন শতগুণ বাড়িয়াছে—ঠিক তখনই আমলাতন্ত্রের বিষ দৃষ্টি বেশী করিয়া পড়িয়াছে চট্টগ্রামের কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের উপর। আজ সেখানে জাপানী ফ্যাশিষ্টদের বিরুদ্ধে জনগণের সম্মিলিত শক্তি দরকার, সেখানে দেশরক্ষার শ্রেষ্ঠ সৈনিকদের উপর অন্ধ আমলাতন্ত্র খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমলাতন্ত্রের এই আচরণ দেশের পক্ষে আত্মঘাতী। সমস্ত দেশবাসী আজ ইহার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ করুন।

নিখিল ভারত কিষাণ সভার বেজওয়াদা অধিবেশন

সাধারণ অধিবেশন ১৪ই ও ১৫ই মার্চ্চ

১। কেন্দ্রীয় কিষাণ কমিটির (সি-কে-সির) অধিবেশন—৯, ১০ ও ১১ই মার্চ্চ।

২। বিষয় নির্ব্বাচক সমিতির অধিবেশন ১২ই ও ১৩ই মার্চ্চ।

(কলিকাতা হইতে নূতন নির্ব্বাচিত এ, আই, কে, সি, সদস্যদের তাই অন্তত ১০ই মার্চ্চ মাদ্রাজ মেলে রওনা হইতে হইবে। টাকা পাঠাইলে গাড়ী রিজার্ভের চেষ্টা করা হইবে)

৩। এ-আই-কে সি'র সদস্য ও এই অঞ্চলের কিষান সভার সভাপতি নির্ব্বাচন করিবার জন্য বাংলার প্রতিনিধিদের প্রাদেশিক কিষাণ সভা অফিসে ২৪শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার বেলা ৩টায় সভা হইবে।

দ্রষ্টব্য—বেজওয়াদার প্রতিনিধিদের প্রত্যেকের দেয় চাঁদা ।৷০ আনা তৎপূর্ব্বে দেওয়া চাই। এ, আই, কে, সি'র নির্ব্বাচিত সদস্যদের চাঁদা ২৲ টাকা নির্ব্বাচনের পরে দেওয়া প্রয়োজন।

জাপ-সাম্রাজ্যবাদের ফাঁদ হইতে সাবধান

প্রসান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে সোভিয়েটের বক্তব্য

[গত জুন মাসে বিখ্যাত সোভিয়েট সংবাদপত্র 'যুদ্ধ ও শ্রমিক শ্রেণীতে,' বিশিষ্ট সোভিয়েট পণ্ডিত জুকভ এই প্রবন্ধ লেখেন। কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি পক্ষ বাহিনীরা জাপ-সোভিয়েট অনাক্রমণ চুক্তি ও জাপানী কর্ত্তৃক বার্ম্মাকে তথা কথিত স্বাধীনতা দেওয়ায় সোভিয়েটের অভিনন্দন প্রভৃতি যে সব গালগল্প চালাইয়া ভারতবাসীর সোভিয়েট প্রীতিকে জাপ প্রীতিতে পরিবর্ত্তিত করিতে চায় এই প্রবন্ধ তাহার মুখোস খুলিয়া দিয়াছে।]

জাপ-সাম্রাজ্যবাদের অতর্কিত আক্রমণের ফলে ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বরের পর প্রথম ছয় মাস প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান ইংরেজ ও আমেরিকার উপর অনেকবার জয়ী হয় ও অনেক জায়গা অধিকার করে। যুদ্ধের প্রথমদিকে সামরিক কতগুলি সুবিধা জাপানের দিকে থাকার ফলে ইহা সম্ভব হয়। ইংরেজ ও আমেরিকার ঘাঁটি দখলের প্রস্তুতি জাপান আগেই করে, তারপর অতর্কিত আক্রমণে তাহারই প্রথম সুবিধা হইল।

উল্টা স্রোত

ছয়মাস পরে ইংরেজ আমেরিকা স্রোত ঘুরাইল। ১৯৪২ সালে গরমকালে মিডওয়ে দ্বীপ ছাড়াইয়া কোরাল সাগরের বিরাট যুদ্ধে জাপান নিজের বিপদও বোধে। তাহার নৌবহরের ক্ষতির পরিমাণে বোঝা যায়—তাহার বিশ্বাসঘাতক হঠাৎ আক্রমণের ধাক্কা ইংরেজ আমেরিকা সামলাইয়াছে। তারপর ইহারা যতই রিজার্ভ আনে অবস্থার ততই উন্নতি হয়। পরে প্রশান্ত মহাসাগরের বিরাট রণক্ষেত্রে যে সব নৌযুদ্ধ হইতে থাকে তাহাতে বোঝা যায় জাপানী নৌবহর তাহাদের হারাইতে পারিবে না। প্রথম বছরের পর দেখা গেল জাপানের প্রাথমিক সুবিধা শেষ, দ্রুত অগ্রগর বন্ধ এবং উত্তর ব্রহ্মে রীতিমত মার খাইতে হইয়াছে। এই বছরেই অষ্ট্রেলিয়ার দুরগণে সলোমন ও নিউগিনিতে তীব্র যুদ্ধে জাপসৈন্য হটিতে বাধ্য হয়। ইহাতে প্রমাণ হয় যে জাপানী যখন দুরন্ত প্রতিরোধের সম্মুখে পড়ে তখনি আক্রমণোদ্যোগ হারায়।

নূতন রাজনৈতিক খেলা

জাপানের লোকে যুদ্ধের নূতন রূপে শঙ্কিত। সর্ব্বত্র জাপান আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। অধিকৃত দেশ বেশীদিন হাতে থাকিবে না একথা টোকিওবাসী বুঝিতেছে। কাজেই জাপানের বাভাবিক চিন্তা, কি করিয়া এই সব দেশ হাতে রাখা যায়—শুধু অস্ত্রবলে সম্ভব নয়। এ যুদ্ধের অনেক আগে তাদের রটনা ছিল—'পূর্ব্ব এশিয়ার লোকের মধ্যে অনেককালের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আছে।' "—জাপানের সংযোগে উন্নতি—" এ যুদ্ধে জাপানের অনেককাল। প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের তীরবর্ত্তী দেশ দখলের স্বপ্ন তার অনেকদিনের। তার প্রথম হিসাব মত চীন, ফরাসী ইন্দো-চীন, ডাচ-ইষ্ট ইণ্ডিজ, মালয়, ফিলিপিন দেশগুলি নিয়া পূর্ব্ব-এশিয়ায় ইউনিয়ন করা জাপানের ইচ্ছা ছিল। ১৯৪০ সালে এক জাপানী কাগজের সম্পাদক বলেন, যে এই ইউনিয়নের সীমানা ক্রমেই বাড়িবে। পরে দেখা যায় যে জাপ-সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টি ভারত, নিউ-জিল্যাণ্ড, আলস্কা পর্য্যন্ত এবং আত উত্র জাপ। সমরনেতাদের চোখে সোভিয়েটের দূর প্রাচ্য দেশগুলি পর্য্যন্ত ছিল।

১৯৪০ সালে জার্ম্মাণ জাপান ইটালির ত্রিশক্তি চুক্তিতে জাপান সরকারী ভাবে পূর্ব্ব এশিয়া অঞ্চলে রাজত্ব করিবে—এই কথা প্রকাশ করে। এই চুক্তি অনুযায়ী জাপান জার্ম্মান ও ইটালির ইউরোপ অধিকার এবং জার্ম্মান ও ইটালি জাপানের এশিয়া অধিকার মানিতে বাধ্য থাকিবে।

এশিয়ায় জাপানের বাগাড়ম্বর

বৃহত্তর পূর্ব্ব এশিয়া কেবল সামরিক বলে দখল হইবে একথা জাপানের উগ্র সমরনেতারাও ভাবে নাই। তাহাদের আশা ছিল যে আমেরিকা ও ইংরাজের হাত হইতে মুক্ত করিয়া এশিয়াকে বড় লোক করিব—এই কথা বুঝাইতে পারিলে কার্য্যোদ্ধার—তাহা হইলে এই সব দেশের মনে প্রতিরোধ স্পৃহা থাকিবে না—এবং এই প্রচার সফল হইলে এই সব দেশের কিছু লোককে বৃটিশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে লাগানো যাইবে।

যে কোন রকমে সাফল্য লাভের জন্য সাদা ও পীত জাতির মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ানোও তাদের কাজ। তারা ডাচ ইণ্ডিজের মালয়বাসীদিগকে 'সাদা' ইংরেজ, ডাচ ও আমেরিকাবাসীর বিরুদ্ধে লাগাইতেছে—চীন, মালয়, ফিলিপিন ও ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশবাসীকে বলিতেছে জাপানের সঙ্গে তাদের রক্তের, জাতি ভাই-এর সম্পর্ক। 'বিদেশীশাসন হইতে মুক্ত করার ভাঁওতা জাপান সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম যুগে কোরিয়াকে দেয়—এবং ১৮৯৩-৯৪ সালের চীন-জাপান যুদ্ধে অনেক কোরিয়াবাসী একথা বিশ্বাস করে। কিন্তু অল্পদিনেই 'মুক্ত' কোরিয়া জাপানের উপনিবেশ হয়।

(শেষাংশ ৭ পাতায় দেখুন)

দিনাজপুর—ফুলবাড়িতে প্রাদেশিক কিষাণ সভার অধিবেশন

১। প্রতিনিধি সম্মেলন—১লা মার্চ্চ।

২। বঙ্গীয় কৃষক কাউন্সিলের অধিবেশন ২৮শে ও ২৯শে ফেব্রুয়ারী।

দ্রষ্টব্য—প্রতিনিধিদের খোরাকী খরচ দৈনিক ।৷০ আনা হিসাবে পড়িবে।

ফুলবাড়ি সম্মেলনের জন্য অধিকাংশ ভোটে এই "সভাপতি-পরিষদ" নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :

কমরেড আবদুল্লা রসুল, কমরেড মণি সিংহ, কমরেড গোপাল হালদার।

সম্পাদক বঃ প্রাঃ কিঃ সঃ।

মৃত্যু-সংবাদ

গত ১লা ফেব্রুয়ারী বরিশালের কমরেড দেবেন আচার্য্য মাত্র ২১ বৎসর বয়সে বসন্ত রোগে কলিকাতায় মারা গিয়াছেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি ছাত্র আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় ফলে তাঁর স্কুলে ছাত্র ফেডারেশনের একটি সুদৃঢ় ঘাঁটি গড়িয়া উঠে। ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়া কমরেড দেবেন পরে পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং নিজের পাড়ায় ও ধাঙড়দের মধ্যে পার্টির দেশপ্রেমিক নীতি জনপ্রিয় করিয়া তোলেন।

ঢাকার মেদিনীমণ্ডল ইউনিয়ন কৃষক সমিতির সম্পাদক কমরেড আবদুল আজিজ মুন্সী প্রায় একমাস কাল জ্বরে ও আমাশয় রোগে ভুগিয়া গত ১০ই ফেব্রুয়ারী মারা গিয়াছেন। কমরেড মুন্সীর অক্লান্ত চেষ্টায় স্থানীয় কৃষক সমিতি গড়িয়া উঠে। কৃষক সমিতির কাজের মধ্য দিয়া তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য পদ অর্জ্জন করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর স্ত্রী ও তিনটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

এই কমরেডদের স্মৃতির প্রতি আমরা দৃঢ় মুষ্টিতে আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

Regd. No. C. 2836. ২৩নং ডিক্সন লেন, কলিকাতা, মডল প্রেসে অত্রিভুমার ব্যানার্জ্জী দ্বারা মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত। JANAYUDDHA

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

জনযুদ্ধ

প্রতি সংখ্যা ৷৷০ পয়সা
বার্ষিক ৪৷, ৬ মাস ২৷,
৩ মাস ১৷০

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জ্জি
এম,এল,এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

২য় বর্ষ] বুধবার, ১লা মার্চ্চ ১৯৪৪, ১৭ই ফাল্গুন ১৩৫০ [৪৪শ সংখ্যা

কর্পোরেশনে কংগ্রেস দাঁড়াইল না

তাই দুর্নীতি কায়েম রহিল

বাংলার কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করিয়াছে কর্পোরেশনে কোন কংগ্রেস প্রার্থী দাঁড় করাইবে না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্ত একটী বিবৃতিতে ইহার কারণ দেখাইয়াছেন যে, অনেক বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবী বন্দী আছেন। অথচ তিনি তাঁহার বিবৃতিতে পরিষ্কার বলিয়াছেন—কর্পোরেশনকে দুর্নীতি ও কায়েমী স্বার্থ হইতে মুক্ত করিতে হইলে কংগ্রেসকে পূর্ণ শক্তিতে নির্ব্বাচিত হওয়া প্রয়োজন।

অনেক কংগ্রেসসেবী বন্দী অবস্থায় আছেন সত্য, তাই বলিয়া যাঁহারা বাহিরে আছেন তাঁহাদের কি কর্ত্তব্য নয় জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য নিজেদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা। সম্পূর্ণভাবে সাফল্যলাভ অসম্ভব বলিয়া কলিকাতার নাগরিকদের স্বার্থের প্রতি নিরপেক্ষ ও উদাসীন থাকিয়া কোন কংগ্রেস সেবীর কি চুপচাপ বসিয়া থাকা চলে? কলিকাতার যে কয়জন কংগ্রেস সেবী বাহিরে আছেন তাঁহাদের উচিত ছিল নির্ব্বাচনে দাঁড়াইয়া কর্পোরেশনকে প্রতিক্রিয়াশীল ও দুর্নীতির হাত হইতে বাঁচান।

কংগ্রেস-সেবীরাই কংগ্রেসের আদর্শ রক্ষা করে

সেইজন্যই কমিউনিষ্টরা অনেক দিন হইতে বলিয়া আসিতেছিল—আসল কংগ্রেসকে নির্ব্বাচনে দাঁড় করাইয়া কর্পোরেশনকে দুর্নীতি মুক্ত কর। ইহাই কি কংগ্রেসকর্ম্মীদের সত্যকার আদর্শ নয়? আমেদাবাদের কংগ্রেস-সেবীরা এই সেদিন মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে নামিয়া জয়লাভ করিয়াছে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এসেম্ব্লিতে বহু খালি আসনে কংগ্রেস-প্রার্থী দাঁড় করান হইয়াছে। বাংলাতেও শ্রীরামপুর প্রভৃতি বহু জায়গায় মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীরা দাঁড়াইয়াছিল। সমস্ত কংগ্রেস সেবী কারাগারের বাহিরে না থাকিলেও যাঁহারাই জনসাধারণের মধ্যে থাকিবেন তাঁহাদের প্রথম কাজই হইতেছে—জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রত্যেকের সাধ্যমত চেষ্টা করা এবং সর্ব্বোপরি জাতীয় কংগ্রেসের মহান আসন কলিকাতার নাগরিকদের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। জনগণের এই পথ ছাড়িয়া বাংলার কংগ্রেস মস্ত বড় ভুল করিয়াছে।

দুর্নীতিপরায়ণদের মজাই হইল

আর এই ভুলের সুযোগে কর্পোরেশনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ও দুর্নীতির শক্তি নিরঙ্কুশ হইতে পারিল। বহুদলের বাতিল কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার ইলেকশন বোর্ড ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। এই দুইটী ইলেকশন বোর্ড যুক্তভাবে বিবৃতি দিয়াছে—"প্রত্যেক নির্ব্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেস (!) ও হিন্দুমহাসভাপন্থী সদস্যগণের বর্ত্তমান আসন অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।" অর্থাৎ বর্ত্তমানে যাঁহারা কর্পোরেশনের মধ্যে থাকিয়া দুর্নীতি চালাইতেছেন তাঁহারাই সশরীরে বহাল থাকিবেন। বর্ত্তমান কর্পোরেশন বহুদল ও হিন্দু মহাসভার কাউন্সিলররাই যুক্তভাবে চালাইতেছেন। এবং এই বর্ত্তমান কর্পোরেশন যে দুর্নীতি পরিপূর্ণ তাহা শ্রীযুক্তা লাবণ্য দত্ত বিবৃতিতে নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। কংগ্রেসের এই মারাত্মক সিদ্ধান্তের ফলে কর্পোরেশনের মধ্যে যে দুর্নীতির রাজত্ব এখন চলিতেছে তাহাই ভবিষ্যতেও কায়েম রাখার পূর্ণ সুবিধাই হইল। কংগ্রেস-সেবীরা নির্ব্বাচন হইতে দূরে সরিয়া থাকায় সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি জোট পাকাইতেছে।

নির্ব্বাচনের জন্য প্রগতির ছাপ নিতেছে

এদিকে আবার ফজলুল হককে সভাপতি ও হুমায়ুন কবীরকে সম্পাদক করিয়া "মুসলীম মজলিস ইলেকশন বোর্ড" গঠিত হইয়াছে। ইহারই দর্শনির পর আবার মুসলীম প্রগতিশীল ও 'ফরওয়ার্ড' উপদলগুলি একসংগে একটী ইলেকশন বোর্ড গঠন করার প্রস্তাব লইয়াছে। এই সব ফরওয়ার্ড মুসলিমরা আবার মৌলানা মহম্মদ রাহুল আমিন নামে এক পীরের ফতোয়া গোপাড় করিয়াছেন। এই পীর বলেন—ভিন্ন ইসলাম বিরোধী, পবিত্র কোরাণের বিরোধী। ইঁহারা মুসলমানদের লীগ বিরোধী হইতে উপদেশ দিতেছেন। বাহবা! মুসলিম প্রগতির নমুনা! জনগণের দুষ্টমী আসল প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও লীগ, এবং ইহাদেরই বিরুদ্ধে এই সব ইলেকশন বোর্ড অভিযান চালাইতেছে। কলিকাতার নাগরিকরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন—কর্পোরেশনের দুর্নীতি দূর করার কি অকৃত্রিম প্রচেষ্টা। যে কংগ্রেস ও লীগ হিন্দু মুসলমান জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য আসৌবন সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে তাহাদের বললে এই সব ব্যক্তি ও দল কলিকাতা নাগরিকদের পরিত্রাতা সাজিতেছে!

জনসাধারণ প্রত্যেকটী প্রার্থীকে যাচাই করুন

কলিকাতার নাগরিকদের খুব সতর্কতার সহিত কর্পোরেশন নির্ব্বাচনের প্রার্থী বাছিয়া লইতে হইবে। আসল কংগ্রেস প্রার্থী দাঁড় করাইলে জনসাধারণের পক্ষে সহজ হইত কিন্তু কংগ্রেস দূরে সরিয়া থাকায় জনগণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়ার সম্ভাবনা অনেকগুণ বেশী। পাড়ায় পাড়ায় জনসাধারণকে এখন নিজেদের বিচার বুদ্ধি খাটাইতে হইবে—যে-সব প্রার্থী চোরাকারবারের বিরুদ্ধে, কর্পোরেশনের শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ পূরণ করার পক্ষপাতী, মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া শহরের স্বাস্থ্য রক্ষায় আগ্রহশীল, জনগণের স্বার্থে পৌর কার্য্য সমাধা করিতে ও পুরা ও ভাল রেশনীং-এর ব্যবস্থা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাহাদের বাস্তিগত ভাবে যাচাই করিয়া নির্ব্বাচনে সমর্থন করিতে হইবে। এছাড়া দুর্নীতি দূর করার আর কোন রাস্তা নাই। কংগ্রেস সরকারী ভাবে কাহাকেও দাঁড় করায় নাই। তথাপি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন যে কংগ্রেসের জন্য জীবন দান করিয়াছেন, যে কংগ্রেসের আদর্শনেতা গান্ধী, আজাদ, জহর; সেই জাতীয় কংগ্রেসের প্রকৃত সেবী বলিয়া যে প্রার্থী আন্তরিকতার সহিত প্রকাশ্য ঘোষণা করিবেন তাঁহাকেই জনসাধারণ সমর্থন করিবে।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি প্রার্থীদের আনুগত্য দাবী করুন

বহুদলের বাতিল কংগ্রেসের প্রার্থীরা কখনই সত্যকার জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ বহন করেন নাই। তেমনি অন্যান্য যেসব মুসলমান দল প্রগতির ছাপ লইয়া লীগের বিরোধিতা করিতেছে তাহারাও মুসলমান জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে, চোরাকারবারের বিরুদ্ধে আসল বি,পি,সি, সির সমর্থকদের সাহায্য করুন। বিভেদকারী ও প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রেশনীং-এর জন্য মহল্লা কমিটির ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত প্রার্থীদের বাছিয়া লউন। কংগ্রেস সংগঠন হিসাবে কর্পোরেশন-নির্ব্বাচনে উদাসীন কিন্তু জনসাধারণকে প্রতি ওয়ার্ডে আসল কংগ্রেসের সম্মান রক্ষার জন্য প্রার্থীদের চাপ দিতে হইবে। জনসাধারণের হাতেই কংগ্রেসের মান-ইজ্জৎ আর কংগ্রেসের সংগঠন ও সম্মান বাড়িলেই কর্পোরেশনের দুর্নীতি দূর হইবে—কলিকাতায় জনসাধারণ কর্পোরেশনের চোরদের হাত হইতে বাঁচিবে।

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির শোক প্রস্তাব

"কস্তুরবা গান্ধীর মৃত্যুতে কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গভীরতম শোক প্রকাশ করিতেছে।

"কমিউনিষ্ট পার্টি গান্ধীজীর শোকে সমবেদনা জানাইতেছে এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিতেছে যে সারা ভারতবর্ষ তাঁহার পত্নীর মৃত্যুকে সমগ্র জাতির অপূরণীয় ক্ষতি বলিয়া মনে করে।

"কমিউনিষ্ট পার্টির মতে, কস্তুরবার স্বাস্থ্যের সংকট মুহূর্ত্তেও গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে মুক্তি দেয় নাই, ইহা সত্য সমাজের সমস্ত ন্যায়-নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী, ইহা সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার অভিযান মাত্র।"

সম্পাদকীয়

কস্তুরবার মৃত্যুতে

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী মহাত্মার সহধর্ম্মিণী কস্তুরবা বৃটিশ কারাগারে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছেন। সমগ্র ভারত আজ মৃত্যু-সংবাদে শোকাচ্ছন্ন। আমরা শোক-সন্তপ্ত অন্তর লইয়া আমাদের স্বাধীনতার পতাকা অবনমিত করিতেছি।

এই দারুণ শোকে গান্ধীজীর প্রতি আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাই। ৬২ বৎসর ধরিয়া কস্তুরবা মহাত্মার শুধু সহধর্ম্মিণীই ছিলেন না—তিনি জাতীয় সংগ্রামের মধ্যে তাঁহার আমরণ অনুগামিনী ছিলেন।

জাতীয় কংগ্রেস-এর প্রতি বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের নীতি কস্তুরবাকে কারাপ্রাচীরের বাহিরের মুক্ত-বায়ুতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগটুকু হইতেও বঞ্চিত করিল।

কস্তুরবার মৃত্যু ভারতবাসীকে এক দারুণ শোক-সন্তাপের মধ্য দিয়া পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিল—সারা দুনিয়ার মাঝে ভারতবর্ষই মাত্র একটী দেশ যেখানে জাতীয় আন্দোলনের উপর সাম্রাজ্যবাদের নির্দ্দম নিষ্পেষণ এখনও কঠোরভাবে চলিতেছে। জাতীয় আন্দোলনের বিরাট শক্তিকে ফ্যাসিষ্ট বিরোধী মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের সুযোগ হইতে বাহিরে রাখা হইয়াছে।

কস্তুরবার মৃত্যু ভারতবর্ষের প্রত্যেকটী নরনারীকে স্বাধীনতার-সংগ্রামে আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করুক! জাতীয় মুক্তির জন্য কস্তুরবার অচলা নিষ্ঠা কোটী কোটী ভারতবাসীকে উদ্দীপিত করুক! কস্তুরবার মৃত্যু কংগ্রেস-নেতাদের মুক্তি-আন্দোলনে সমগ্র ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করুক, সাম্রাজ্যবাদের অমমনীয় ঔদ্ধত্যকে চূর্ণ করিতে অগ্রসর হউক!

ঐক্যের পথে সম্মিলিত মুক্তি

ডাঃ এ, কাজি একজন প্রসিদ্ধ লীগপন্থী মুসলমান। নিখিল ভারত মুসলীম লীগ কাউন্সিলের তিনি একজন বিশিষ্ট সভ্য। সম্প্রতি বড়লাটের বক্তৃতা সম্পর্কে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের কাছে তিনি নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন :

'বড়লাট কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যে উদ্ধত বোধ করিয়াছেন, তার একটি মাত্র জবাব আছে—নিজেদের মধ্যে প্রাণপণে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া তার জবাব দিতে হইবে। যেসব নেতারা জেলের বাইরে আছেন তাহারা এবং হিন্দু জনসাধারণ যদি মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিক

দিল্লী এসেম্ব্লিতে রেলওয়ে বাজেট আলোচনায় বিভিন্ন হাঁটাই প্রস্তাবে সরকার পক্ষ বার বার হারিয়াছে। কংগ্রেস, মুস্লিম লীগ ও স্বতন্ত্র সভ্য সকলেই একযোগে ভোট দিয়া দেখাইয়াছেন যে, জনসাধারণের স্বার্থের কিংবা কাজে কোনো জাতীয়তাবাদীই আমলাতন্ত্রকে সমর্থন করে না। আমেরি, চার্চিল, ওয়াভেলের মুখে বড় বড় কথা শুনা যায়, বর্ত্তমান শাসনব্যবস্থায় নাকি ভারতবাসী বেশ সাহায্য করিতেছে, ভাষনার কিছু নাই—হতরাং কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দেওয়া ও অচল অবস্থার সমাধানের কথা এখন না তুলিলেও চলে। বার বার পরাজয়েও কি ওঁদের চৈতন্য হইবে না?

দিল্লী এসেম্ব্লিতে রেলওয়ে বাজেট

গরীব যাত্রীদের শুধিয়া 'মুদ্রাস্ফীতি' কমাইবার নির্লজ্জ প্রস্তাব।

ভবিষ্যতের পুনর্গঠনের নামে নির্লজ্জ প্রস্তাব

রেলওয়ে বাজেটে সরকারপক্ষ যাত্রীদের ভাড়া শতকরা ২৫৲ টাকা বাড়াইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাতে ১০ কোটী টাকা বাড়তি আয় হইবে। যানবাহন বিভাগের কর্ত্তা বেহ্বল সাহেব এই প্রস্তাব ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, এই বাড়তি আয় দেশবাসীর মঙ্গলের জন্যই ব্যয় করা হইবে—লড়াইয়ের পরে জাতির পুনর্গঠনের কাজে অর্থাৎ রেলওয়ে ব্যবস্থাকে উন্নত করিবার কাজে এই টাকা ব্যয় করা হইবে। সেই উদ্দেশ্যে ১০ কোটী টাকা এখন রিজার্ভ ফাণ্ডে রাখা হইবে। বেহ্বল সাহেব আশ্বাস দিয়াছেন, ভয় নাই, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদেরই সুবিধা করা হইবে।

ভবিষ্যতের পুনর্গঠনের মামুলী বুলি আমরা অনেক-বার শুনিয়াছি। কিন্তু ভবিষ্যতের উন্নতির আগে এখনকার জঘন্য অবস্থার উন্নতির জন্য রেলওয়ের বিপুল আয়ের মধ্য হইতে কি খরচ জোটে না? তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা এখন যে ভাড়া দিতেছে, তার বদলে তারা পাইতেছে কি? গরু ভেড়ার মত গাধাগাদি করিয়া তাদের ট্রেণে যাইতে হয়। অনেক ট্রেণের কামরার আলো নাই। কামরাগুলি নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর আব্‌হাওয়ায় ভরা। এই সব বে-বন্দোবস্ত এখন থাকিয়া যাক, লড়াইয়ের পরে যা হোক হইবে—ইহাই বেহ্বল সাহেবের ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিকল্পনা! এবং তারই জন্য বেহ্বল সাহেব দাবী করিতেছেন, যাত্রীরা টাকায় ৪ আনা করিয়া বেশী ভাড়া দিক!

রেলওয়ের বে-বন্দোবস্তের জন্য কয়লা পাঠাইবার গুদামগুলি জোটে না, খাদ্য শস্য বস্তাবন্দী হইয়া ষ্টেশনে পড়িয়া থাকিয়া পচিয়া যায়, রেলে জায়গা হয় না; এবং তার ফলে কয়লা সংকট ও খাদ্য সংকট ঘুচাইবার চেষ্টা বানচাল হইয়া যায়। এখনকার এই সব অসুবিধার কথা রেলওয়ে বাজেটে নাই। বেহ্বল সাহেব হিসাব দিতেছেন—ভবিষ্যতে কত মাইল নূতন রেলপথ নির্ম্মাণ হইবে এবং রেলওয়ে কর্ম্মীদের জন্য কত বাসগৃহ নির্ম্মাণ হইবে। এদিকে মজুরদের মাগ্‌গী ভাতা বৃদ্ধি ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের কথা তুলিলে বেহ্বল বলেন—এখন ইহা করা সম্ভব নয়।

ট্রেণযাত্রীরা কি সখের যাত্রী?

ভাড়া বাড়াইবার আরো দুটী কারণ বেহ্বল সাহেব দেখাইয়াছেন। এখন নাকি অনেক যাত্রী সখ করিয়া যাতায়াত করে। ভাড়া বাড়িলে যাত্রীর ভীড় কমিবে। আর একটা যুক্তি হইতেছে, মুদ্রাস্ফীতির জন্যই জিনিষ-পত্রের দর বাড়িয়াছে, সরকারী খাতে বেশী আমদানী হইলে মুদ্রাস্ফীতি কমিবে।

বেহ্বল সাহেবের 'সখের যাত্রী' কারা? ট্রেণের যাত্রীদের অধিকাংশই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। এই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে কয়জন আজকালকার দুর্দ্দিনে সখ করিয়া যাতায়াত করে? বেহ্বল সাহেব বলিয়াছেন 'মেলার' যাত্রীর সংখ্যাই অনেক। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মেলা কি সপ্তাহে সপ্তাহে হইতেছে? বছরে দু' একটা বড় মেলায় যাতায়াতের জন্য যে লোক যায়, তাতেই কি যাত্রীর ভীড় বাড়িয়া গেল? একে ট্রেণের সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তার উপর কাজে অকাজে মিলিটারী ফৌজের আনাগোনায় সেই সামান্য কয়েকখানা ট্রেণও ভর্ত্তি হইয়া থাকে—যাত্রীর গাদাগাদি তো হইবেই। তৃতীয় শ্রেণীতে যে সব যাত্রী এখন যায়, তারা দায়ে পড়িয়াই যায়। বরং কত লোককে বাধ্য হইয়া তৃতীয়-শ্রেণীর জায়গায় উঁচু শ্রেণীর টিকিট কিনিয়াই যাইতে হয়। সখের যাত্রী হইলে ইহারা এই দুর্দ্দিনে গাঁটের কড়ি এমন করিয়া খরচ করিত না। ভাড়া বাড়ান মানে—হয় এই সমস্ত লোকের দরকারী যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেওয়া আর না হয় তাদের আরো বেশী পয়সা খরচ করাইতে বাধ্য করা। বেহ্বল সাহেবের 'যাত্রী-কমানর' ইহাই তো ফল।

মুদ্রাস্ফীতির সুবিধা পাইয়াছে কারা?

মুদ্রাস্ফীতি যে জিনিষ পত্রের দর বাড়িবার একটা বড় কারণ, তাতে সন্দেহ নাই। মুদ্রাস্ফীতি দূর করা দরকার, তাও সত্য। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির সুবিধা পাইয়াছে কারা?

বেহ্বল সাহেব বলিয়াছেন—মুদ্রাস্ফীতির ফলে লোকের ক্রয় ক্ষমতা বাড়িয়া গিয়াছে। মোটামুটি হিসাবে সত্যই তাই। কিন্তু সমস্ত লোকের অবস্থা তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মুদ্রাস্ফীতির ফলে বড় ব্যবসায়ী শ্রেণীরাই শুধু ক্রয় ক্ষমতা বাড়িয়াছে, আর অন্য সমস্ত সাধারণ লোকের ক্রয় ক্ষমতা আগের চেয়ে অনেক কমিয়াছে। এই সত্য কথাটা গোপন করিয়া বেহ্বল সাহেব অর্থনীতির নামে লোককে বোকা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তিনি সোজা হিসাব দেখাইয়াছেন—একজন চাষী যে জিনিষ বিক্রয় করিয়া আগে ১০ টাকা পাইত এখন সেই জিনিষ বিক্রয় করিয়া সে পাইতেছে ৪০ টাকা। বেহ্বল সাহেব ভুলিয়া গিয়াছেন যে, এই চারগুণ রোজগার সাধারণ চাষী কবে নাই করিয়াছে তারাই, যারা মজুতদার। সাধারণ চাষীর হাত হইতে অনেক আগেই তাদের হাতে সস্তায় জিনিষ চলিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ চাষী শস্য বেচিয়া যতটুকু বেশী রোজগার করে, তা বেশী দামে অন্য জিনিষ কেনার তুলনায় অনেক কম। সুতরাং চাষীর ক্রয় ক্ষমতা আগের চেয়ে বাড়ে নাই, বরং কমিয়াছে। চাষী ছাড়া অন্য সমস্ত সাধারণ লোকেরও অধিকাংশেরই রোজগার মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় কম। অর্থাৎ তাদের ক্রয় ক্ষমতাও আগের চেয়ে অনেক কমিয়াছে।

তা যদি না হইত, তবে বাংলায় প্রায় ১ কোটী লোক মরিল কেন?

ক্রয় ক্ষমতা তাদের যদি বাড়িয়াই থাকিত, তবে তো তারা চোরাকারবারের সঙ্গে পাল্লা দিয়া যাইতে পারিত। চাষীদের ক্রয় ক্ষমতা যদি বাড়িয়াই যাইত, তবে বাংলার অর্দ্ধেক চাষীর জমি, ধান মহাজনের হাতে চলিয়া যাইবে কেন? গ্রামে গ্রামে জেলে, মাঝি, তাঁতি, দোকানদার কেবল হইয়া ছন্ন ছাড়া হইবে কেন? বেহ্বল সাহেব হিসাব দিয়াছেন যে মূল্য বৃদ্ধির জন্য বাংলার আয় ৬৫ কোটী টাকা বেশী হইয়াছে। এই বাড়তি আয় করিয়াছে কে? যারা চোরা কারবার করে তারাই।

সত্য কথা, বাংলার ৬ কোটীর মধ্যে ৫ কোটী লোকই চড়া দরে জিনিষ কিনিয়াই এখনও টিকিয়া আছে। কিন্তু তাদের টিকিয়া থাকার অর্থ যে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়া তা নয়। যারা যা কিছু পুঁজি ছিল, তা নিঃশেষ করিয়া তারা এই চড়া দরের সামনে টিকিতে পারিয়াছে। এবং তার ফলে আজকে তাদের ক্রয় ক্ষমতা আগের চেয়ে আরো কম।

বেহ্বলের মুদ্রাস্ফীতি কমানর নীতির ফল কি?

যাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে নাই, বরং কমিয়াছে, তাদেরই অর্থে টান দিয়া বেহ্বল সাহেব মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করিতে চাহেন। তার ফল কি? মোট হিসাবে মুদ্রাস্ফীতি খানিকটা কমিবে বটে, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির ফলে যা ছিল, তাই থাকিয়া যাইবে—অর্থাৎ চড়া দরে ব্যক্তিরাই যাইবে। কেননা, যাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়িয়াছে, এই পদ্ধতিতে তাদের ক্রয় ক্ষমতা অন্যান্য লোকের চেয়ে বেশী থাকিয়াই গেল। তাদেরই বেশী দরে লেন-দেনের জন্য জিনিষের দর বাড়িয়াছে। এখনও অন্যান্য লোকের তুলনায় বেশী দরে লেন-দেন করিবার ক্ষমতা তাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইতেছে।

বেহ্বল হিসাব দিয়াছেন বাংলা দেশ হইতে দেড় কোটী টাকা বাড়তি ভাড়া বাবদ উশুল হইবে—অর্থাৎ বাংলা দেশে মুদ্রা-স্ফীতি হইয়াছে ৬৫ কোটী টাকা। অর্থাৎ মামুলী হিসাবের যতটুকু মুদ্রাস্ফীতি ইহাতে কমিবে তার বল কিছুই নয়।

দরকার হয় উচ্চ শ্রেণীর ভাড়া বাড়াও

অর্থসচিব রেইস্‌ম্যান সংসদের কাছে সাবধান-বাণী জানাইয়াছেন—যদি মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করার এই উপায়টাই তারা গ্রহণ না করেন, তবে দেশের লোকের ভাগ্যে বড় দুঃখ আছে।

যতটুকু মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ হয় তারই জন্য চেষ্টা করা হোক, তাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু যাদের পয়সা বেশী আছে, তাদেরই কাছ হইতে বেশী ভাড়া লওয়া হয় না কেন? তৃতীয় শ্রেণী ও মধ্যম শ্রেণীকে যাঁর দিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া যদি বাড়ান হয়, তবে তাতে সাধারণ লোক যাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে নাই, তাদের অর্থে টান পড়িবে না, অথচ অর্থসচিবের উদ্দেশ্যেও সফল হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী অধিকাংশই, মুদ্রা-স্ফীতির সুবিধা পাইয়াছে। তারা বেশী ভাড়া দিবার সামর্থ্যও রাখে। বেহ্বল সাহেব যে সেখের যাত্রীর কথা বলিয়াছেন, তাদেরও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে এদেরই মধ্যে। শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া বাড়াইয়া যদি অর্থসচিব দেশের দুঃখ দূর করার কথা বলিতেন, তা হইলে তা ভাল শুনাইত।

রেলওয়ে বাজেটে মজুরদের কথা নাই

এই বাজেটে রেলওয়ে মজুরদের সম্বন্ধেও সরকার চরম উদাসীনতা দেখাইয়াছে। মজুরদের মাগ্‌গীভাতা বাড়াইবার কোনো কথা বাজেটে নাই। অল্প মাহিনার মজুরদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের কোনো ব্যবস্থা নাই। যা কিছু আছে তা সবই আমলাদী বাড়াইবার জন্য। ভবিষ্যতে মজুরদের ক্রয় ক্ষমতা পাছে বাড়িয়া যায়, এই জন্যই বুঝি তাদের রোজগার বাড়ান বেহ্বল সাহেব দরকার মনে করিলেন না।

কিন্তু রেলওয়ে মজুরের প্রকৃত অবস্থা কি? আগের চেয়ে জিনিষপত্রের দর বাড়িয়াছে ৩৫ গুণ। কিন্তু রেল মজুর কত মাগ্‌গীভাতা পায়? ৫০ টাকা মাহিনার মজুর ভাতা ও সস্তা খাদ্য বাবদ পায় ১৩৸০, ২৫ টাকা মজুরী যাদের তারা আরো কম পায়।

৭ লক্ষ রেলওয়ে চাকুরের মধ্যে ব্যবস্থাতন্ত্রের প্রভিডেণ্ট কাণ্ডের ব্যবস্থা আছে, মাত্র ২ লক্ষের। প্রভিডেণ্ট ফণ্ড ও মজুরের মাগ্‌গীভাতা বাড়াইবার দাবী করিয়া যে দুইটী জাটীং প্রস্তাব হয়, তাতে সংঘ জাতীয়তাবাদী সদস্যরা একযোগে ভোট দেন। বেহ্বল সাহেব মাগ্‌গীভাতার প্রস্তাবে বলেন যে, ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে। মাগ্‌গীভাতা বাড়ান যে উচিত এটা স্বীকার করিতেও তিনি গররাজী। এবং এসেম্ব্লির নিরপেক্ষ (?) সভাপতি স্যর আব্দার রহিমও 'চলতি অবস্থা' বজায় রাখিতে মজুরদের এই ন্যায়-সঙ্গত মাগ্‌গীভাতার দাবীরও বিপক্ষে ভোট দিয়া সরকার পক্ষকেই জিতাইয়া দিলেন!?

রেলওয়ে লাভের কারবারের জন্য নিয়, জাতীয় উন্নতির জন্য

এই বাজেট আলোচনায় ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে যে আমলাতন্ত্রে রেলওয়ে পরিচালনার নীতি লাভের কারবারের নীতি ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থসচিব তাই বেকায়দায় বলিয়াও ফেলিয়াছেন:—জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িতে কি কিনিতেছে বিনিময়ে যে কোন ব্যবসায়ই টাকা লাভ, তারা অকাতরে বেশী টাকা দিতেছে; শুধু রেলওয়েই বেশী টাকা দিতে নাই। অর্থাৎ সকলেই ২৭শ মোটা লাভ করিয়াছে, তখন রেলওয়েই বা করিবে না কেন?

এই মনোভাবই লোভী ব্যবসায়ীর মনোভাব। ব্যবসায়ের মতই রেলওয়েকে চালাইবার মতলব লইয়া আমলাতন্ত্র চলিতেছেন। সেইজন্যই রেলওয়ের ভিতর দিয়া যত বেশী টাকা তুলিতে পারা যায় সেটাই যেন একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া রহিয়াছে।

এবং তার অনিবার্য্য ফল যা, তা আজই সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে। কয়লা ও খাদ্য দ্রব্যকারী জায়গাতেই সমস্যাত পৌঁছায় না। ওয়াগনের অভাবের কৈফিয়ৎ দিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত। বেহ্বল বলিয়াছেন—যানবাহনের অসুবিধার জন্য নাকি কোথাও খাদ্যাভাব হয় নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করি—পাঞ্জাব হইতে বার বার চেষ্টা করিয়াও যে খাদ্য শস্য পাঠাইবার ওয়াগণ পাওয়া যায় নাই সে কথা কি কর্ত্তৃপক্ষ জানেন না? বাংলার জন্য কয়লা ও খাদ্যশস্য মাঝ রাস্তায় আসিয়া কতদিন পড়িয়া থাকে তার হিসাব করিয়াছেন কি? বাংলাদেশের মধ্যেই যে যশোহর ষ্টেশনে বস্তাবন্দী চাল পড়িয়া পড়িয়া পচিয়া গেল, তার কৈফিয়ৎ সরকার কী দিয়াছেন?

জাতীয় সংকটের সময় জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যদি রেলওয়ে পরিচালনা করা হইত, তা হইলে এই বিরাট টাকার পুঁজি লইয়া রেলওয়ের এমন কেলেঙ্কারী হইত না। কিন্তু জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে রেলওয়েকে পরিচালনা করা কোনো আমলাতন্ত্রের কর্ম্ম নয়, একমাত্র জাতীয় সরকারই তা করিতে পারে।

বাংলার

নারী আন্দোলনের নূতন পর্য্যায়

সম্মেলনের ভিতর দিয়া সত্য সংগ্রহ কর

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ১৫ই মার্চ্চ হইতে ২৪ই এপ্রিলের মধ্যে জেলায় জেলায় যে সব মহিলা সম্মেলন করিবে তাহার ভিতর দিয়া সারা বাংলায় দেশ-প্রেমিক নারী সমাজের মধ্যে অন্যের ঐক্য গড়িয়া উঠিবে। ২৪শে হইতে ২৮শে এপ্রিল প্রাদেশিক সম্মেলনের ভিতর দিয়া সেই প্রদেশব্যাপী নারী ঐক্য এক সংগঠিত রূপ পাইবে, বাংলার নারীদের গণ-জাগরণে ইহা নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিবে।

দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ফলে বাংলার নারী জাতি সবচেয়ে বেশী দুর্দ্দশায় পড়িয়াছে। জাতীয় আন্দোলনের নেতারা কারাগারে আবদ্ধ থাকায়, নারী জাগরণকে সমগ্র জাতির স্বাধীনতা-আন্দোলনের সহিত একসূত্রে যুক্ত করার প্রবল বাধা হইতেছে; তাই খাদ্য ও রিলিফের কাজের ভিতর দিয়া নারীদের সংগঠনগুলি জাতীয় নেতাদের মুক্তির জন্য হিন্দু মুসলমান সমস্ত দেশপ্রেমিককে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে অগ্রসর হইতেছে।

আমাদের সম্মেলনগুলির ভিতর দিয়া এই আন্দোলনকে আরো ব্যাপকভাবে নারীজাতির মধ্যে প্রসারিত করিতে হইবে। সমস্ত সম্প্রদায়ের নারীকে আত্মরক্ষা সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত করাই হইবে সম্মেলন সফল করিয়া তোলার প্রকৃত কাজ। আগামী এক মাসের সম্মেলন-অভিযানের মধ্যে সারা বাংলার আমরা আত্মরক্ষা সমিতির সভ্যসংখ্যা ষাট হাজারে পরিণত করিবার প্রতিজ্ঞা করছুর পালন করিতে পারিব—তাহা দিয়াই সম্মেলনের সফলতা নির্ভর করিবে। সম্মেলনের ভিতর দিয়া জেলায় প্রত্যেকটি হিন্দু মুসলমান নারী কর্ম্মীকে একত্র করিলে তবে আমাদের সংগঠন বাড়িবে। সম্মেলনগুলিকে শুধু বড় বড় সভা শোভাযাত্রা ও কমিটি-নির্ব্বাচনেই পর্য্যবসিত করিলে চলিবে না। দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য নারী সমাজের প্রতি যে কলঙ্ক আনিয়া দিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে সফল অভিযান চালানো, শহর গ্রামের সমস্ত মেয়েদের ঐক্যবদ্ধ করিয়া নিজেদের সংগঠনকে মজবুত করা—ইহাই সম্মেলনের আয়োজনের আসল অর্থ।

এলা রীড
সম্পাদিকা, নিখিলবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি

জনযুদ্ধ

কলিকাতায় রেশনিং

এখনো খারাপ চাউল বন্ধ হয় নাই

আবার চোরা কারবার চালু হইতেছে

সেণ্ট্রাল ফুড ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী বাংলা-দেশ হইতে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সম্প্রতি কলিকাতার রেশনিং সম্পর্কে বলিয়াছেন: ব্যবস্থা খুব ভালই হইয়াছে। জনসাধারণের নিকট হইতে সমালোচনা যাহা শুনা যাইতেছে তাহা কেবল খারাপ চাউল, শ্রমিকদের খাদ্য বরাদ্দ এবং খুচরা দোকান সম্পর্কে। গবর্ণমেণ্ট চাউল ভাল দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে, মজুরদের খাদ্য বাড়ানো সম্ভব নয় বলিয়া অন্যান্য খাদ্য গ্রহণের কথা বলিতেছে এবং দোকান সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছে। রাষ্ট্রীয় পরিষদে মিঃ বি, আর, সেন বলিয়াছেন, বাংলা সরকার এখন আশ্বাস দিয়াছেন যে মানুষের অখাদ্য কোন চাউল-আটা দেওয়া হইবে না। বাংলার আইন সভারও মিঃ সুরাবর্দ্দী এখন আশ্বাস দিয়াছেন যে আর যাহাতে খারাপ চাউল সরবরাহ করা না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

কিন্তু খারাপ চাউল বন্ধ হয় নাই। উত্তর কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলে গত সপ্তাহে বিভিন্ন রেশন শপে খবর লইয়া জানা গেল সেখানে এখনো প্রচুর পচা চাউল সরবরাহ করা হইতেছে। খিদিরপুর অঞ্চলে একজন রেশন শপের পরিচালক মন্তব্য করেন: প্রত্যেকে বার বার খারাপ চাউল-আটার বিরুদ্ধে লিখিয়া হয়রাণ হইতেছে, কিন্তু কোন ফল হইতেছে না। কলকারখানার মালিকদের দোকানগুলির মধ্য দিয়া যে চাউল-আটা দেওয়া হয় তাহা সবচেয়ে অখাদ্য। বেলেঘাটা লক্ষ্মী জুট মিলের শ্রমিকদের এত খারাপ চাউল দেওয়া হইয়াছে যে তাহার ৩ সের চাউলে প্রায় একসের কুঁড়া বাহির হয়।

চোরা কারবারের সুযোগ

ফলে সমগ্র রেশনিং ব্যবস্থা বানচাল হইতে বসিয়াছে। রেশন শপ ও দোকানগুলিতে খবর লইয়া জানা গেল প্রায় প্রত্যেক দোকানে শতকরা ৫০ ভাগ চাউল-আটা অবিক্রীত পড়িয়া থাকিতেছে। মধ্য কলিকাতার একটি গবর্ণমেণ্ট ষ্টোরে গত সপ্তাহে ৪৫০ মণ চাউল-আটা সরবরাহ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রায় ২০০ মণ অবিক্রীত পড়িয়া থাকে। প্রত্যেক এলাকা হইতেই ঐ রকমের খবর আসিতেছে।

কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে কলিকাতার নাগরিকের খাদ্যের প্রয়োজন রাতারাতি কমিয়া গিয়াছে। তাহার অর্থ এই যে, তাঁহারা আবার চোরা কারবারের উপর নির্ভর করিতে শুরু করিয়াছে। কলিকাতার প্রায় প্রত্যেক বাজারে আবার প্রায় প্রকাশ্যেই চাউলের চোরা কারবার চলিয়াছে। আট আনা দরে চাউল বেচা শুরু হইয়াছে। যাহাদের ঘরে দুই চার মণ চাউল মজুত ছিল তাহারা তাহা শেষ করিতেছে এবং বলিতেছে খারাপ চাউল খাইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে পারিবে না। চাউলের চোরা কারবারীরা তাহাদের ভাল চাউল সরবরাহের ওজরা দিতেছে। বেলেঘাটা, হাতিবাগান অঞ্চলে ফড়িয়ারা ২৪-পরগণার গ্রাম হইতে চাউল আনিয়া বিক্রি করিতেছে।

কেবল তাহাই নয়। রেশন শপগুলির মধ্যে দুর্নীতি চালু হইবার মহা সুযোগ নিয়াছে খারাপ চাউল। দোকানের মালিকরা যে কয় মণ ভাল চাউল আসে তাহা বেশী দরে বাছাই করা খরিদারদের মধ্যে চালাইতে চেষ্টা করে। শুনা যাইতেছে, গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী বর্দ্ধমানহাটী অঞ্চলে একজন সরকারী ষ্টোর পরিচালক মালগুদামে রেশন ডেলিভারী লইতে গেলে মালগুদামের পরিচালক ভাল চাউল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া ঘুষ দাবী করে। পরে পুলিশ খবর পাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে।

রেশনের জন্য অখাদ্য চাল সরবরাহে বালী দোকানদার সমিতির অভিযোগ

বালী দোকানদার সমিতি একটী চিঠিতে আমাদের জানাইতেছেন যে ঐ অঞ্চলে বিভিন্ন রেশন শপে যে চাল সরবরাহ করা হইতেছে, তাহা এত খারাপ যে খরিদ্দার কিনিতে চায় না। যে সমস্ত দোকানদার রেশনসপের ভার পাইয়াছেন, তাঁরা নিজেরাও বুঝিতেছেন যে এই রকম খারাপ চাল খাইয়া লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে পারে এবং দোকানদাররাই শেষ পর্য্যন্ত আইনের ফাঁদে পড়িতে পারেন। দোকানদার সমিতি হইতে খারাপ চালের নমুনা দিয়া ও অবিলম্বে ভাল চাল সরবরাহের দাবী জানাইয়া স্থানীয় মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষ, রেশন কণ্ট্রোলার, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির কাছে দরখাস্ত পাঠান হইয়াছে।

আমলাতান্ত্রিক অব্যবস্থা

কিন্তু আমলাতন্ত্র জনসাধারণের এই সকল অসুবিধাকে গ্রাহ্য না করিয়া বলিতেছে, ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে। তাহাদের ব্যবস্থাটি কি? তাহার মধ্যেই কি চাউল আটা খারাপ হওয়ার পূর্ব্ব সুযোগ নাই? খোলার বাহির হইতে বাংলার যে খাদ্য আসে তাহা প্রায়ই আর হাসের কাশের দানা, কোচিনওয়ালা, মিজ্জী আলি আকবর; নিউ এসিয়াটিক কোম্পানী, বৈতাল ট্রেডিং কর্পোরেশন, এইচ এন্ পীর প্রভৃতি ক্লিয়ারিং এজেণ্টদের হাতে। এদের নিজস্ব গুদামে বা অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ভাড়া করা গুদামে সরক্ষ রাখা হয়। এবং সেখান হইতে খুচরা দোকানে পাঠানো হয়। এই সকল কোম্পানী বা ব্যবসায়ী বস্তাবন্দ চাউলের ব্যবসায় করিয়া নিজেদের হাত পাকাইয়াছে। কিছু দিন আগেও ইহাদের ঘরে হাজার হাজার মণ চাউল মজুত ছিল। অপরদিকে, শ্রমিকদের খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে মালিক সমিতির মারফৎ। এই মালিক সমিতির হাতে এখনো গত বছরের পচা চাউলের বিরাট ষ্টক আছে। এই অবস্থায় খারাপ চাউল কোথা হইতে আসে তাহা ধরা কি কয়েকজন সরকারী সাব-ইন্সপেক্টরের পক্ষে সম্ভব?

খাদ্য কমিটির কর্ত্তৃত্ব চাই

কিন্তু আমলাদের উপর ছাড়া সরকারের আর কাহারো উপরে বিশ্বাস নাই। আসুন মধ্য কলিকাতা, ভার্ত্তিয়া কারখানা, পোর্ট প্রভৃতি অঞ্চলে অনেকে কার্ড পায় নাই। যাহারা "অস্থায়ী" কার্ড পাইয়াছে তাহাদের জন্য স্থায়ী কার্ডের ব্যবস্থা চাই। কিন্তু তাহার জন্য এমন কি দরখাস্ত লেখার ভার পর্য্যন্ত খাদ্য কমিটির উপর ছাড়িতে তাহারা নারাজ। প্রায় প্রত্যেক রেশনিং অফিসে দরখাস্ত লিখিবার জন্য লোক রাখা হইয়াছে এবং তাহার জন্য দুই আনা করিয়া পয়সা আদায় করা হইতেছে।

সম্প্রতি বাংলা সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া রেশনিং এর উপর খবরদারী করার জন্য কমিটি গঠন করা হইবে। কিন্তু খবর লইয়া জানা গেল, তাহারা থানার দারোগা ও নিতিক গার্ডেল উপর সফল করার হাতিয়ার।

কমিটি গঠনের ভার দিতেছেন এবং তাহারা নিজেদের খুশীমত কমিটি গঠন করিতেছে।

গত ১৫।২০ দিনের মধ্যে কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে রেশনিং এর উপর খবরদারীর জন্য কমপক্ষে ১৫।১৬টি মহল্লা কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই সকল কমিটিতে কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা, মুসলিম লীগ, কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং অনেক অদলীয় প্রতিনিধি আছেন। ইহা ছাড়া, প্রায় প্রত্যেক এলাকায় জনরক্ষা সমিতিগুলি রেশন কার্ড লেখা হইতে শুরু করিয়া সর্ব্বতোভাবে রেশনিং এর গলদ দূর করার কাজে সাহায্য করিয়া আসিতেছে। এই সকল মহল্লা কমিটি ও জনরক্ষা কমিটির পক্ষ হইতে প্রত্যেক বাজারে ও রেশন শপের নিকটে নাগরিকদের অভিযোগ সংগ্রহের কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এই অবস্থায় পুলিশ ও সিভিক গার্ড মারফৎ নূতন কমিটি গঠনের চেষ্টা কেবলমাত্র ছাড়া কিছুই নয়।

মজুরের বরাদ্দ বাড়াও

জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত মহল্লা কমিটি ও জনরক্ষা কমিটিগুলিকে মানিয়া না লইলে রেশনের গলদ দূর হইতে পারে না। তেমন, মজুরের খাদ্য বরাদ্দ না বাড়াইলে চাউল-আটার দর না কমাইলে রেশনিং খানতাল হইয়া যাইবে।

খুবর্নিমেণ্টের পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে চাউল-আটার পরিবর্ত্তে শ্রমিকরা জোয়ার এবং বজরা খাইতে শিখুক। তাহার জন্য সম্প্রতি ট্রানওয়ের নোনাপুকুর কারখানায় তাহারা বজরা চেননাউশ্বেন করেন। তাহাতে মজুররা যে "অতিনন্দন" জানায় তাহাতে চেননাউশ্বেন পার্টি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হয়। জোয়ার ও বজরা এদেশের মজুরদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। ক্ষুধিত নিরান্নদের বজরা খাওয়াইবার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানা প্রকার ব্যাধি দেখা গিয়াছে। দেশে এত প্রচুর আমন ফসল হওয়া সত্ত্বেও কেন মজুরদের বজরা খাইয়া উদরাময়ে ভুগিতে হইবে তাহার জবাব ফুড সেক্রেটারী দেন নাই।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সম্প্রতি মজুরদের খাদ্য বরাদ্দ বৃদ্ধি দাবী করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। মজুরদের খাদ্য বরাদ্দ বৃদ্ধি, মজুরদের রেশন শপের উপর ইউনিয়নের কর্ত্তৃত্ব এবং সহরের গরীবদের জন্য সস্তায় খাদ্য সরবরাহের দাবী রেশনিংকে

রাজনৈতিক বাক্‌বিতণ্ডা নয়, মানুষকে বাঁচানই এখন আসল কাজ

কাটোয়ার কংগ্রেসনেতা খাদ্য আন্দোলনে অগ্রণী হইলেন

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী কাটোয়া মহকুমা খাদ্যকমিটী পুনর্গঠিত হইয়াছে। এবার যেভাবে কমিটী গঠিত হইয়াছে তাতে সকল মতের জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ সকলেই মিলিয়াছেন। এই কমিটীর সভাপতি হইয়াছেন এস্-ডি-ও। স্থানীয় লীগ নেতা খান্দকার মহম্মদ হোসেন ও হিন্দু মহাসভা নেতা শ্রীযুক্ত গোবিন্দ মাধব চট্টোপাধ্যায় সহ-সভাপতি। কংগ্রেস নেতা ডাঃ গুণেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই কমিটীর সম্পাদক। কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ সিংহ যুগ্ম সম্পাদক। মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান, কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি, অন্যান্য লীগ কর্ম্মী সকলেই কমিটিতে আছেন।

ডাঃ গুণেন্দ্র মুখোপাধ্যায় খাদ্যকমিটীকে সক্রিয় করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তিনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেন: "সব মানুষ যদি মরেই গেল তবে কার জন্য রাজনীতি? রাজনৈতিক বাক্‌বিতণ্ডা আর নয়, এদের বাঁচাতেই হবে।"

যশোহরে রে

লবণ-চোরদের শায়েস্তা কর

সরকার লবণ-কনট্রোল চালু করে না কেন?

বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় দারুণ লবণ সংকট সম্পর্কে 'জনমত' ইতিপূর্ব্বেই অনেকবার লেখা হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রী সুরাবর্দি সাহেবের 'লবণের দুর্ভিক্ষের কোন আশঙ্কা নাই' আশ্বাস সত্বেও সাধারণ লোকে লবণের অভাব এখনও মিটে নাই। জেলাগুলি হইতেও আমরা এই সম্পর্কে অনেক রিপোর্ট পাইতেছি। লবণ লোকের নিত্যকার প্রয়োজনীয় জিনিষ। অথচ এই লবণ লইয়াই আজকাল যেরূপ চোরাকারবার সুরু হইয়াছে তাহা বন্ধ না হইলে সাধারণ লোকের লবণ অভাবেই দিন কাটাইতে হইবে। লবণ অভাবে শোথ প্রভৃতি রোগ ও বাড়িয়াই চলিবে। বাংলা দেশের সমগ্র জনগণের স্বার্থের খাতিরেই আজ যাহারা লবণ লইয়া জুয়াচুরি চালাইতেছে তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া শাস্তির শাস্তি বিধান করিতে হইবে। সাথে সাথে যাহাতে বিনা আয়াসে সবাই এই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষটি পাইতে পারে সরকারকে অবিলম্বে ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

দিনাজপুরে দারুণ লবণ সংকট

২১শে ফেব্রুয়ারী দিনাজপুর হইতে কমরেড সুনীল সেন লিখিয়াছেন—এই মাসের গোড়া থেকেই লবণ সংকট দেখা দিয়াছে। অগ্নিমূল্যে জেলার সর্ব্বত্র লবণ বিক্রয় হইতেছে। জেলার চারটি প্রধান হাটের দর—বোচাগঞ্জহাট ৷৷৵০-৷৷৹, লাহিড়ি ৷৷৹, রেলবাজার ৷৷৹-২৲, কাহারোল ৷৷৵০-৷৷৹। গ্রামের পাইকারী দোকানে দরের কোন স্থিরতা নাই। বিভিন্ন দোকানে বিভিন্ন দর, বিভিন্ন লোকের কাছেও বিভিন্ন দর।

দিনাজপুর শহরে সরকার হইতে ২৪০ বস্তা লবণ কনট্রোল দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। শহরের চারজন প্রধান ব্যবসায়ীই এই বিক্রয়ের ভার পাইয়াছেন। এই দোকানগুলিতে প্রচণ্ড ভীড়। বহুলোক লবণ না পাইয়াই ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছেন। ব্যবসায়ীরা বলিতেছেন: তাহাদের নিকট যে স্টক আছে তাহা এই সপ্তাহে শেষ হইয়া যাইবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হাট রুটাইয়া বসিয়া আছে আর পরম আত্মতুষ্টির সাথে বলিতেছে: আমরাতো ২৪০ বস্তা লবণ বাজারে ছাড়িয়াই দিয়াছি।

আমরা দোকান গুলির সামনে ভলান্টিয়ার মোতায়েন করিয়াছি। ক্রেতাদের 'কিউ' করিয়া যথাসম্ভব ভালভাবে লবণ বিক্রয়ের ও বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়াছি। মফঃস্বল এলাকায় কিষাণ ভলান্টিয়াররা হাটে হাটে প্রচার চালাইতেছে, চোরাকারবারীদের ধরিতেছে এবং ব্যবসায়ীদের কনট্রোল দরে বিক্রয় করিতে বাধ্য করিতেছে। ঠাকুরগাঁও মহকুমায় আমাদের ভলান্টিয়ারা দুই গাড়ী (প্রায় ৪২ মণ) লবণ ধরিয়া ফেলে এবং স্থানীয় হাটে কনট্রোল দরে ১২০০ লোকের নিকট ঐ লবণ বিক্রয় করে। কাহারোল জেলার অন্যতম প্রধান হাট। আমাদের ভলান্টিয়ারগণ ২ মণ লবণ ধরিয়া ফেলে এবং কনট্রোল দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে।

অবস্থার গুরুত্বের তুলনায় আমরা বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই। খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট কতটুকুই বা লবণ থাকে? বড় বড় ব্যবসায়ীদের মজুত বাহির না করিলে অবস্থার পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। অবিলম্বে সরকার যদি কনট্রোল দোকানের মারফত প্রচুর পরিমাণ লবণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা না করে তাহা হইলে অবস্থা আরও জটিল হইয়া পড়িবে।

লবণের চোরাকারবারীদের তফাৎ করো

নোয়াখালী জেলার চৌমুহনীর সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—

১৫ দিন হইল স্থানীয় কর্তৃপক্ষ লবণের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন ৭৷৷০ মণ, তখন বাজার দর ছিল ৮৷৷০-২৲। পনর দিন পর আজ চোরাবাজারের দর ১৫৲-২২৲। চোরাবাজারে খুচরা দর ৷৷০-১৲। প্রকাশ্য বাজারে লবণ নাই, স্থানীয় বাজারে বাহির হইতে চালান আমদানীর জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথাকথিত সাধু এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছে ৬ জন। উহাদের সকলেই গত বছর ধান চাউলের চোরাকারবারে দক্ষতা দেখাইয়াছিল। এবার লবণের ব্যাপারে তাহাদের মধ্যেই ৩ জন জুয়াচুরীর দক্ষতা প্রমাণ করে। ১৫ দিন পূর্ব্বেও এই ৩ জন এজেন্টের কাছে শত শত মণ লবণ মজুত ছিল। আজ তাহারা অফিসেছে এক তোলাও লবণ নাই। কর্তৃপক্ষ ২ জন লবণের এজেন্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। এজেন্টরা দেড়মাস আগে ২০০০ বস্তা লবণের জন্য টাকাও জমা দিয়াছে। কিন্তু দেড়মাস পরেও লবণের পাত্তা নাই। নাখোদা কোং বলিতেছে ষ্টীমার পাইনি, অথচ জনসাধারণ লবণের অভাবে কি দারুণ কষ্টই না ভোগ করিতেছে। মানুষের অতি সাধারণ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের ব্যাপারেও কি দারুণ অব্যবস্থা!

জনসাধারণ লবণ চায়, দর কম চায়, কন্ট্রোলের দোকান চায়, কিন্তু সর্ব্বমান সরকারী অব্যবস্থার শেষ না হইলে জনসাধারণ লবণ পাইবে না, দর বেশী দিতে হইবে, চোরাব্যাবসায়ীই খরিদ করিতে হইবে।

মালদহে মজুতদারদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ

মালদহ জেলার নরহাট্টা হইতে কমরেড ত্রিভীণী দাস জানাইতেছেন—

বালিয়া নবাবগঞ্জ হাট এই জেলার একটি প্রসিদ্ধ হাট। ৪।৫টি বিভিন্ন থানার প্রায় ৫০।৬০ হাজার লোক এই হাটে তাহাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ বেচাকেনা করিতে আসে। এখানে বর্ত্তমানে লবণ ৷৷৹-১৲ দরে সের বিক্রয় হইতেছে। গত কয়েক হাটে কৃষক সমিতির কর্মীদের মজুত বিরোধী প্রচারের ফলে ও জনসাধারণের চেষ্টায় মজুতদাররা ৵১৹ দরে লবণের সের বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু গত ৯ই ফেব্রুয়ারীর হাটে গোলদারের প্ররোচনায় বিক্রেতারা ঠিক করে ৷৷৹ দরে লবণের সের বিক্রয় করিবে। হাটে সরকারী কর্ম্মচারী উপস্থিত থাকা সত্বেও ঐ দরে লবণ বিক্রী হয়। সাথে সাথে বড় গোলদররা ছোট দোকানদারদের বুঝায় যে জনসাধারণ যদি লবণের দর কমাইতে দোকানীর কাছে আসে তবে তাহারা যেন দোকান ছাড়িয়া চলিয়া যায় এবং দোকানে লুট হইতেছে এই কথা বলে। কিন্তু কৃষক কর্মীরা হাটের মধ্যেই ১০টা ছোট ছোট সভা ডাকিয়া মজুতদারদের ষড়যন্ত্র সবাইকে বুঝাইয়া দেয়। ছোট দোকানদাররাও এই প্রচারের ফলে জনসাধারণের সাথে আসিয়া হাত মিলায়। ইহার পর একটি বড় সভা হয়। সেই সভায় একটি ডেপুটেশন ঠিক করা হয়। এই ডেপুটেশন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে জনগণের দাবী লইয়া উপস্থিত হইবে।

লবণের জন্য সকল দলের মিলিত অভিযান

নওগাঁ হইতে কমরেড বিনয় ভট্টাচার্য্য জানাইতেছেন—

সম্প্রতি রাজসাহী জেলার নওগাঁ শহরে লবণের দাম ক্রমশঃই চড়িয়া যাইতেছে। প্রকাশ্য বাজারে কনট্রোল দর ছাপাইয়া বহু গুণ বেশী দরে লবণ বিক্রয় হইতেছে। ফলে লবণ ছাড়াই থাইতে হইতেছে।

অথচ নওগাঁ শহরে লবণ নাই একথাও সত্য নহে। অতিরিক্ত লাভের লোভে মজুতদাররা অনবরত অজস্র লবণ চালান দিতেছে। নওগাঁর জনসাধারণকে বিনা লবণে ভাত খাওয়াইয়া তাহারা অজস্র লবণ পাঠাইতেছে লাভের কড়ি গুণিবার জন্য।

আর আমলাতন্ত্র উদাসীন। সেদিন জনসাধারণ অভাবের তাগিদে চার বস্তা লবণ ধরিল। নওগাঁর জনৈক বড়মহাজনের ঘর হইতে বড়ঙ্গায় যাইতেছিল। জনসাধারণের মজুতবিরোধী এই প্রচেষ্টা সত্বেও আইনের ফাঁক দেখাইয়া কর্তৃপক্ষ উহা ছাড়িয়া নিলেন। ফলে মজুতদারের দলই উৎসাহিত হইল। মজুতকারী নীতিই বলবৎ রহিল।

স্থানীয় কমিউনিস্ট কর্মীরা অগ্রণী হইয়া লীগ, মহাসভা, কংগ্রেসসেবীদের ভিতর প্রচার সুরু করিল। সকলেই মজুতদারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে আগাইয়া আসিলেন। কংগ্রেস, লীগ এবং কমিউনিস্টদের তরফ হইতে মহকুমা হাকিমের উদাসীনতা ও মজুতবিরোধী অভিযানের বিরুদ্ধতার বিবরণ তার করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জানান হইল। ২০শে ফেব্রুয়ারী সকল দলের উদ্যোগে একটি বিরাট সভা হইল। এই ভাবে লবণের জন্য সকল দলের মিলিত অভিযান সুরু হইল।

আমনধান মজুতকারীর মুঠায়

গরীব চাষী ও আধিয়ার ধ্বংসের মুখে

মালদহ হইতে কমরেড মিহির দাস জানাইতেছেন—

জেলায় এখন ধানের দর ৷৷৹ টাকা মণ, কোথা কোথা হাটে ৷৷৹৷ টাকা। [কন্ট্রোল দরের কথা] হইতেও ।৷৷৹ আনা কম দরে ধান বিক্রি হইতেছে। আমদানী ক্রমেই বাড়িতেছে। মুচিরা, কলিগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে আমদানী গত ১৫ দিনে দ্বিগুণ হইয়াছে।

ভবিষ্যতের আশায় জোতদার ধান চাপিয়া রাখিতেছে। অভাবের তাড়নায় গরীব চাষী ও আধিয়ারের যে কোনো দরে ধান বেচা ভিন্ন উপায় নাই। নূতন আমন উঠার পর এর মধ্যেই অন্ততঃ শতকরা ৪০ জন গরীব চাষীর খোরাকী ধান ফুরাইয়া আসিয়াছে। মনে হয়, মার্চ-এপ্রিল-মাগাদ গরীব চাষী ও আধিয়ারের ঘরে এক দানাও ফসল থাকিবে না।

ধান যায় কোথায়?

যদুর জানা যায় সরকার আজ পর্য্যন্ত ৩।৭ হাজার মণের বেশী ধান খরিদ করে নাই। সরকারের গোপন খরিদের ফলে জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়াছে। বালিয়া-নবাবগঞ্জ হাটে দৌলতরাম রাউৎ মলের সাব-এজেন্ট তাহার আড়ম্বর দেই ১০০/ মণ ধান কিনিল, অমনি সহরের ব্যবসায়ীরা সরকারী খরিদের দোহাই দিয়া টাকায় সওয়া ৩ সের হইতে ধানের দর ৩ সেরে উঠাইয়া দিল। ১৯ই ফেব্রুয়ারী ঐ হাটে সরকারী সাব-এজেন্ট ৭৲ টাকা মণ দরে ৪০০/ মণ ধান কেনার পরই ধানের দর ৭।০ টাকায় উঠিল। জানা গেল, পুরাতন মালদহের শৈলেন্দ্রচাঁদ আগরওয়ালা কয়েক শত মণ চাল ঐ দরে খরিদ করিয়াছে।

ব্যবসায়ীরা পাল্লা দিয়া দর বাড়াইতেছে। [ছোট ছোট ব্যবসায়ীরাও একেকজন 'খুদে মজুতদার' বনিয়া গিয়াছে।

বেআইনী ধান রপ্তানী

পাইকাররা নিজেরা না কিনিয়া ফড়িয়াদের মারফৎ ধানচাল কেনে। গাজোল, বালিয়া-নবাবগঞ্জ, সামসী প্রভৃতি হাট হইতে গাড়ী গাড়ী খরিদা ধান নিমসরাই, বরকেলা প্রভৃতি খেয়া পার হইয়া কালিয়াচকের দিকে চালান যাইতেছে। এখান হইতে গঙ্গা দিয়া মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার মজুতদাররা দিব্যি ধান পার করিতেছে। প্রতি হাটে ৩।৪ শত মণ ধান বেআইনী-ভাবে জেলা [হইতে] আসিয়াছেইতেছে। কলিগ্রাম অঞ্চলের প্রতি হইতে ১৫।২০০ মণ ধান দিনাজপুরের গোলদার কবলে পড়িতেছে। বোয়ালগঞ্জ আইহো, মুচিরা, বুড়ী প্রভৃতি জায়গায় হাট হইতে গাড়ী গাড়ী চাল নবাবগঞ্জ হইয়া মহানন্দা ও পদ্মার নদীপথে রাজশাহী ও পাবনায় চালান যাইতেছে। মজুতদাররা ৩।৪ বেশী ভাড়া দিয়া নৌকার মাঝি ও গরুর গাড়োয়ানদের হাত করিয়া রাখিয়াছে।

সরকারী এজেন্টকে মজুতদার কা[illegible] করিয়াছে

রংপুর জেলার ডোমার হইতে কমরেড গো[illegible] আজীজ জানাইতেছেন:

সরকারী মতে ডোমার, ডিমলা, জলঢাকা থা[illegible] এলাকা। অথচ এখান হইতে সরকারী ও বেসরকা[illegible] রপ্তানীর ফলে জনসাধারণের মধ্যে ত্রাসের ভাব [illegible] রিয়াছে। সরকারী এজেন্ট স্থানীয় মহাজনদের [illegible] পাল্লা দিয়া পারিতেছে না। কারণ, সরকারী এ[illegible] দর দিতেছে—ধান ৭৲ টাকা ও চাল ১২৲। [illegible] স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ধান ৯৲ টাকা ও চাল ১৪৲। [illegible] দরে খরিদ করিতেছে। সরকারী এজেন্ট এ [illegible] মাত্র ৬৯৯৯৸৹ মণ কিনিয়া ২০০০/ মণ বাহিরে র[illegible] করিয়াছে ও রপ্তানির জন্য রেলওয়ে রাখিয়াছে ৪[illegible] মণ। স্থানীয় সরকারী গুদামে আছে ৪৪৯৸৸৹ [illegible] স্থানীয় মহাজনরা আজ পর্য্যন্ত সরকা[illegible] পাট্টাইয়াছে ১৫০/ মণ; রেলও[illegible] কোম্পানী বাহিরে পাট্টাইয়া[illegible] ৭০০/০ মণ। তাহাড়া বাহিরে ধানচাল রপ্তা[illegible] জন্য একজন স্থানীয় মহাজন ১০,০[illegible] মণের এক ছাড়পত্র [illegible] ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ হইতে পাইয়াছে। ফলে, সরকারী এজেন্ট বাজারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা[illegible] মানিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছে।

স্থানীয় অভাব পূরণ করো

ঘাটতি এলাকা হইতে ধানচাল রপ্তানির বি[illegible] প্রতিবাদ জানাইয়া ও অভাব পূরণের দাবী ক[illegible] ডোমারে কয়েকটি জনসমাবেশ হইয়া গিয়াছে। [illegible] ১২ই ফেব্রুয়ারী ডোমার হাইস্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের এবং প্রায় ১ শত মহিলা [illegible] পৃথক সভায় এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়। গত [illegible] ফেব্রুয়ারী স্থানীয় লীগ সম্পাদক [illegible] ব্যক্তজুল্লা, করিম মিঞা প্রভৃতি সভা[illegible] প্রায় ৬ শত লোকের এক জনসভায় অনুরূপ একটি প্রস্তাব সর্ব্বস[illegible] ক্রমে গৃহীত হয়।

মজুতকারী বর্গীর বিরুদ্ধে

রাজসাহী জেলা হইতে কি ভাবে [illegible] অন্য জেলার মজুতদারেরা গোলাগাদা হইতেছে [illegible] কাহিনী 'জনমত' আগেও কয়েকবার প্র[illegible] হইয়াছে। এই সর্ব্বনাশ রোধ করার জন্য জ[illegible] মধ্য হইতে কোথাও কোথাও সাড়া জাগিয়াছে। এক প্রচেষ্টার খবর পাঠাইয়াছেন রাজশাহীর [illegible] সম্পাদক ভট্টাচার্য্য:

গুরুদাসপুরের চাঁচকৈড়—এখানকার [illegible] মজুতদার রোজ ঘুষের সাহায্যে হাজার হাজার [illegible] ধানচাল বাহিরে চালান দেয়। স্থানীয় [illegible] চালানী নৌকা করিয়া অবাধে করিয়াছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ গা দেখায় নাই। ফলে, তারাও ইচ্ছা[illegible] দিয়াছিল।

আত্মরক্ষার সংগ্রাম

খবর পাইয়া জেলা পার্টির সম্পাদক কমরেড শুভাংশু নিজে সেখানে যাইয়া স্থানীয় সাথী[illegible] নৌকা ধরিলেন—গানায় তাদের জিম্মা [illegible]। পরদিন দেখা গেল একটি নৌকারও পা[illegible] নাই। পুলিশ সাহেব ও সাম্রাই কর্ত্তার কাছে ডেপুটে[illegible] তাঁহারা প্রতীকারের প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু আমলাতন্ত্রের দৌড় কতখানি, জনগণের তাহা বুঝিতে বাকি নাই। তাই আমন রক্ষার জন্য জনগণের উদ্যম। ১৭ই ফেব্রুয়ারী জনসভার অনুষ্ঠান হইল—কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিস্ট [illegible] হিন্দু মহাসভা ও কৃষক সমিতির [illegible] আশ্বাসিত হইয়া ব্যবসায়ীরা [illegible]।

প্রয়োজন জন-ঐক্যের

হাটের মধ্যে ইস্তাহার বিলি ও জনসভা [illegible] বেশ সোরগোল পড়িয়া গেল। ১৬ই ফেব্রু[illegible] [illegible]

আমলাদের আশ্বাসে ভরসা নাই

ঐক্যের জোরে মজুতকারীকে ঠেকাও

নাহবে ও সাম্রাই কর্ত্তা তখনে আসিলেন। কথাবার্ত্তা জানা গেল, থানার দারোগা বদলী হইল এবং তার বিরুদ্ধে বাসলা জমু করিতেও তিনি রাজী। ধানচালের প্রশ্নেও দুজনেই বলিলেন, অবস্থা যা দাঁড়াইয়াছে—তাহাতে সরকার হইতে ধানচাল খরিদ করা উচিত। সাম্রাই কর্ত্তা মিঃ বাকার বলিলেন, আটক ২৫০০০/ মণ মালিক ধান কিনিবার জন্য তিনি ঠিক এজেন্টকে পাঠাইবেন। বেশী করিয়া ধান কিনিবার প্রস্তাবে তিনি বলিলেন, বস্তা ও গুদামের সমস্যাই প্রধান। ব্যাপারি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি বলিলেন, 'ধান চাল খরিদ হইলে এবং সে ধানচাল নিখুঁত করিতে পারিলেই ব্যাপারি চালু করিব।' জনগণ যদি আগাইয়া আসিয়া ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে নিজের দাবী আদায় না করে, তাহা হইলে আমলাদের মামুলী আশ্বাস বরাবরের ন্যায় আওয়াজই থাকিয়া যাইবে।

ধ্বংসের বিরুদ্ধে সকলে এক

১৭ই ফেব্রুয়ারী। খোলা মাঠে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। কমপক্ষে ২ হাজার লোকের সভা। এত বড় জনায়েত বহু কাল হয় নাই। সকলের মুখে নূতন পরিচিত কমিউনিস্ট পার্টির নাম। সভাপতি নৌঃ আলম করিম বলিলেন, বিপন্ন আজ হিন্দু, মুসলমান কাহারও একার নয়; খাদ্যবস্তুর দাবীতে, সকলকে আজ এক হইয়া লড়িতে হইবে। বঙ্গীয় লীগ কাউন্সিলের সভ্য ডাঃ ওয়াজেদুল্লা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় মজুতদার ও চোরাব্যাবসাদের ষড়যন্ত্র রুখিতে সর্ব্বজনের ঐক্যের আহ্বান জানাইলেন। মূল প্রস্তাব আনিলেন, কমরেড কালিদাস সান্যাল। সভায় উপস্থিত দারোগা একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এই প্রস্তাবে কি সকলেই একমত?' দেখিতে দেখিতে তার বিস্মিত চোখের সামনে প্রস্তাবের সমর্থনে উৎসাহদৃপ্ত ২ হাজার হাত তার প্রশ্নের জবাব দিল।

গ্রামরক্ষার উৎসব

মেদিনীপুরের দাসপুর এলাকা। এ অঞ্চলে এর মধ্যেই দুর্ভিক্ষ হানা দিয়াছে। ক্ষেতমজুর আর গরীব চাষী তার একম শিকার। দলে দলে ছেলেমেয়ের ধন পুরুরের আশেপাশে শামুক গুগলি কুড়াইয়া বেড়ায়।

স্থানীয় কমিউনিস্ট কর্ম্মীদের চেষ্টায় গ্রামবাসী এদের সাহায্যে আগাইয়াছে। [গ্রামের] কর্ম্মীরা মুষ্টিভিক্ষা তুলিয়া এদের খাওয়ায়।

পৌষ সংক্রান্তির দিন। অভাবগ্রস্তের ঘরেও পিঠার উৎসব। গ্রামে একদিন এই দিনটা ছিল তুমুল আনন্দের। আজ ঘরে ঘরে সর্ব্বনাশের ছায়া। কাঙাল হইলে কি হয় দুঃস্থ গ্রামবাসী উৎসবের সেই দিনগুলি এখনও ভোলে নাই। যারা কুটকমিটির ডোল নিতে আসিয়াছে, তাদের চোখেমুখেও তাই নিরুপায় বিষণ্ণতা।

গ্রামবাসী একজোট হইয়া ঠিক করিল, উহাদের পিঠার উৎসব হইতে বঞ্চিত করা চলিবে না। কমরেড শ্রীপদ-র উৎসাহ সকলের থেকে বেশী। বাড়ী বাড়ী পিঠা যোগাড়ের স্বোয়াড বাহির হইল।

তারপর পিঠার উৎসব। উৎসবে গ্রামের সবাই আসিয়াছে। মনে হইল, গ্রামের ভাঙা জীবন জোড়া লাগিতে চলিয়াছে। কমরেড শ্রীপদ প্রত্যেক গ্রামবাসীর কাছে হৃদয়স্পর্শী আবেদন জানাইল—প্রত্যেকে পরের জন্য দাঁড়াও।

উপবাসী গ্রামবাসীর মনে আবার জীবনের আশা জাগিয়াছে। হাসিতে গিয়া শুষ্ক ঠোঁটে রক্তের রেখা ফুটিয়া উঠিল।

জাতীয় আন্দোলনের গৌরব রহিমাবাদে

মৃত্যু ও মহামারীর বিরুদ্ধে সকল দল এক হইতেছে

কমরেড প্রবোধ গুপ্ত জানাইতেছেন—চাকা জেলার কুমিল্লাবাদ গ্রামে পরিবারের সংখ্যা ২০৭, সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছে ১২১টি পরিবার, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে ২২টি, জমিহীন পরিবার ১১৩টি, ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত পরিবার ১৫৩টি, গরু বিক্রয় হইয়াছে ৩০টি।

এই রহিমাবাদ রাইপুর থানার সবল আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। ১৯২১ সালে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃত্ব লইয়াছিল এই রহিমাবাদের বর্ত্তমান লীগ নেতারা। ১৯৪১ সালে সর্ব্বদলীয় রাইপুরা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা রুখে হইয়াছিল এই রহিমাবাদ হইতেই। বর্ত্তমানে রাইপুরার কৃষক আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে এই রহিমাবাদকে কেন্দ্র করিয়াই।

তেমনি খাদ্যসংকট ও রোগ নেই রহিমাবাদের অবস্থা এই করিয়াছে। কেবল রহিমাবাদ নয়, সমস্ত রাইপুর থানার অবস্থাই এই। আটকান্দী গ্রামে ৪০০টি পরিবার। প্রত্যেক পরিবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। ৩৫টি লোকের মধ্যে ২৬৯ জন ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী করিয়াছে ১১টি পরিবার।

পূর্ব্বকান্দীতে ৮৬টি পরিবার, লোকসংখ্যা ৪৮৬ জন। ইহার মধ্যে গত তিন মাসে বসন্ত ও ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে প্রায় ১৭৪ জন।

সমস্ত থানার প্রায় ৯শ হাজার লোক মারা গিয়াছে। প্রায় এক লক্ষ লোক ম্যালেরিয়া ও বসন্তে ভুগিতেছে। শতকরা ২৫ জন ভূমিহীন ও দিনমজুর। অথচ অবস্থাপন্ন সম্প্রদায় আনন্দ ধান ৬৷৷৹ ও বাজার দর মানিবার সঙ্গে সঙ্গে চিল্লা করিতেছে যে সংকট লোপ হইয়া গেল বলিয়া। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ধ্বংসাবশেষ হিসাবে অবস্থাপন্ন মুসলমান সম্প্রদায় লীগ সমর্থক ও অবস্থাপন্ন হিন্দু সম্প্রদায় হিন্দুমহাসভার সমর্থক। দরিদ্র ক্ষেত্রে ভাবিতেছে যে গত বছর যাহারা বাঁচিয়া আছে, এ বছর তাহাদেরও নিস্তার নাই। বলির পাঁঠার মত তাহারা কেবল নিশ্চিত মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে। সরকারী লঙ্গরখানাগুলিকে তাহারা অভিসম্পাত দিতেছে, সরকারী নির্দেশে গঠিত ও মাতব্বর দ্বারা পরিচালিত ইউনিয়ন রিলিফ কমিটিগুলি তাহাদের দৃষ্টিতে ধন দের সস্তা দরে মাল যোগাইবার যন্ত্র। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ও বেঙ্গল রিলিফ কমিটি ৪।৫টি কেন্দ্রে কিছু কিছু রিলিফ দিতেছে। মুসলিম লীগ এ সম্পর্কে একেবারেই নির্জ্জিয়।

এই অবস্থায় আগাইয়া আসিল কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীরা। সংবাদ তন্ত্র এলাকা হইতে কতিল, পার্টি সংগঠন অপেক্ষাকৃত দুর্বল। স্থানীয় নেতৃত্বের চিন্তাধারার ফেড়। সুতরাং হইবেই জনসাধারণকে ভরসা যোগাইতে হইবে, সবাইকে সংগঠিত করিতে হইবে, রিলিফ কমিটিগুলিকে জনগণের ও প্রতিনিধিমূলক করিয়া তুলিতে হইবে। পরিকল্পনা হইল, ইউনিয়ন সমাবেশের ভিত্তিতে রহিমাবাদে রাইপুরা থানা খাদ্য সম্মেলন। কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা স্বোয়াডের ভিত্তিতে কাজে লাগিয়া গেল—বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া প্রচারপত্র, পথসভা, হাটসভা, ইউনিয়ন সমাবেশ, থানা সম্মেলনের জন্য চাঁদা তোলা। আমীরগঞ্জ ইউনিয়ন সমাবেশে মেডিক্যাল রিলিফের জন্য প্রায় ১০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়া গেল। আশিবাবাদ ও আমীরগঞ্জ রিলিফ কমিটির সহিত আলাপ চলিল সম্মিলিত থানা সম্মেলন করিবার জন্য। তাহারা মৌখিক সহানুভূতি জানাইল, কিন্তু কাযতঃ অগ্রসর হইল না। তবু হতাশার ভাব কাটিতে লাগিল। জনসাধারণের মনে আলোড়নের সৃষ্টি হইল—বাঁচিবার পথ আছে। মাহব্বরদের উপর চাপ পড়িতে লাগিল। হিন্দুমহাসভার সংবর্দ্ধনা সম্মেলনে চাঁদা দিলেন। লীগ নেতারা সদলে সম্মেলনে উপস্থিত হইলেন। সম্মেলনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে 'এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইল ১। প্রতি ইউনিয়নে ৫০০ লোকের বিনামূল্যে ভরপেট খাওয়া চাই, ৫০০০ লোকের অর্ধমূল্যে খাদ্য চাই। ২৫০টি বলদ কেনার জন্য কৃষিঋণ চাই। রিলিফ কমিটিতে কৃষক সমিতি ও কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি চাই। ইউনিয়নে যে বাড়তি ধান আছে, তাহা কিনবার জন্য ও কণ্ট্রোল দরে প্রাপ্ত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য সমবায় ভাণ্ডার চাই। প্রতি চৌকিদারী মহল্লায় এক একটি বিতরণ কেন্দ্র চাই। জেলায় ফুড কমিটির সহযোগিতায় আমন ধান কেনার ব্যবস্থা চাই।

অঞ্চলে সম্মেলনের পর আমীরগঞ্জ ইউনিয়ন লীগ কমিটি ও কৃষক সমিতি সম্মিলিতভাবে প্রাথমিক লীগ রিলিফ কমিটির কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছে। পাঞ্চাগ্রাম কৃষক সভা কর্তৃক ক্রেরিত চাউল সম্মিলিতভাবে বিলির ব্যবস্থা করিতেছে। আশিরাবাদে ইউনিয়ন লীগ কর্মীরা তাহাদের ইউনিয়নের তথ্য সংগ্রহ করিতেছে। ইউনিয়নে দোকান ঠিক করিবার ভার ইউনিয়ন রিলিফ কমিটির উপর ন্যস্ত হইয়াছে। রহিমাবাদকে কেন্দ্র করিয়া তিনটি ইউনিয়ন কৃষক সমিতি শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে।

জেলায় জেলায় কৃষক সম্মেলনে দাবী

ধান-চাল রক্ষা কর, গ্রামে, সহরে রেশনিং চাই

কুইনিন বিলিব্যবস্থা জনসাধারণের হাতে দাও—

কংগ্রেস নেতাদের মুক্ত কর

ত্রিপুরা, বীরভূম, মেদিনীপুর ও ময়মনসিংহ জেলার কৃষক সম্মেলনের খবর আসিয়াছে। অন্যান্য জেলার মত এই জেলাগুলি হইতেও দুর্ভিক্ষ পীড়িত ও রোগগ্রস্ত বাংলার কৃষক এককণ্ঠে বলিয়াছে: গ্রামে ও ছোট ছোট শহরে রেশনিং চাই, ঘাঁটতি অঞ্চলে সরকারী ইকনমি চাই, ঐ সব যায়গায় খাদ্যনা ও কৃষিঋণ আদায় স্থগিত, তামাদি, সার্টিফিকেট বন্ধ, জমি ফেরৎ আইন সংশোধন করিতে হইবে। কুষিঋণ বিলিব্যবস্থার ভার জনসাধারণের সহযোগে করিতে হইবে, জনসাধারণের বিধানসভাজন ফাসিষ্ট-বিরোধী কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দিতে হইবে।

কৃষকদের এই বুলি মামুলি আওয়াজ নয়—ইহার পিছনে আছে গত বছরের দুর্ভোগের অভিজ্ঞতা। তাই আজ দেখা যায়—প্রত্যেকটী জেলায় প্রকৃত কংগ্রেস সেবী, প্রকৃত লীগ পন্থী, প্রকৃত দেশপ্রেমিক জমিদার, ভবিষ্যতে সম্মিলিত ছাত্র ও নারীদের অবমাননায় শঙ্কিত বাংলার মা-বোনেরা দলে দলে এই কৃষক সম্মেলনে একত্র হইয়া বাংলার প্রাণশক্তি কৃষকদের সঙ্গে লোভের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, পরাধীনতার বিরুদ্ধে, মৃত্যুর বিরুদ্ধে একত্র হইয়াছেন।

ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর অঞ্চলে চিতোটী গ্রাম। ১৯৩৮ সালে যখন সম্মেলন হয় সেদিন সাধারণ কৃষকের মনে ছিল সন্দেহ এবং পথে ছিল প্রবল বাধা। কিন্তু আজ আর সে ত্রিপুরা নাই—দেশের উপর এই মৃত্যুর প্লাবনের মধ্যে একমাত্র কৃষক সমিতির কৃষক কণ্ঠ একতার জন্য আহ্বান জানাইয়াছে—সে কথা জনসাধারণ কি করিয়া ভুলিবে? তাই দেখা যায় বিখ্যাত স্থানীয় লীগনেতা অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। মহকুমা লীগ সম্পাদক, সভাপতি প্রভৃতি ১৫ জন লীগ নেতা সম্মেলনকে সকল রকমে সাহায্য করিয়াছেন। জমিদার পক্ষের দুইজন নায়েবও পূর্ণ সহযোগীতা করিয়াছেন। দূরদূরান্ত হইতে কৃষকরা দলে দলে আসিয়াছে। বক্তৃতা শুনিয়াছে, তাহাদের সমস্যার উপর রচিত নাটক দেখিয়াছে। শেষে নিজেরাই দাবী উঠাইয়াছে: সর্ব্বজনের রুষী চাই।

ময়মনসিংহের এলরাম গ্রামে সম্মেলন হয়। ছোট গ্রাম, কৃষক সমিতি হইয়াছে অল্পদিন। কিন্তু তাই বলিয়াই সে গ্রামের কৃষকরা ঠকিবে কেন? দুদিন আগে কাহারা লুকাইয়া ইস্তাহার বিলাইয়া "জান দিও তো ধান দিওনা—কৃষক সমিতির যেথেনা"—সরল কৃষকগণ ইহা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছে—তাহার বিরুদ্ধে একটী ষড়যন্ত্র আছে নতুবা সারা জেলার লোক যেখানে

মজুরকে ফাঁক দিবার জন্য রেশনিং নয়

সওয়া ৫ সের রেশনিং চাই। মাগ্‌গী ভাতা বাড়াও।

কলিকাতা এলাকার রেশনিং চালু হওয়া মজুরদেরই জিত। এতদিন মজুরদের রেশন মালিকদের ইচ্ছা ও দয়ার উপরই যেন নির্ভর করিত। রেশনের পরিমাণ ও দর মালিকরা নিজেদের সুবিধা মত ঠিক করিত। অনেক কারখানায় মাঝে মাঝে বরাদ্দ কমিয়াছে, দরও উঠা নামা করিয়াছে। তাহাতে কত গোলমাল হইয়াছে। যেখানে মজুর সংঘবদ্ধ, সেখানে মালিক মজুরের দাবী মানিয়াছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ জায়গাতেই অসুবিধা ও গোলমাল থাকিয়াই গিয়াছে। খাদ্যদ্রব্যের রেশনিং চাই—এই দাবীতে তাই মালিকই বেশী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। রেশনিং প্রবর্ত্তিত হইবে, যখন ইহা একরকম পাকাপাকি ভাবে ঠিক হইল, তখনও মালিকেরা দর অনবরত চেষ্টা করিয়াছে যাহাতে মজুরদের রেশন বিলির ভার তাদের উপরই থাকিয়া যায়। সরকারও মালিকদের চাপে নত হইয়া তাদেরই হাতে রেশন বিলির ভার দিল।

এখন রেশনিং মালিকের খেয়াল খুসীর উপর নির্ভর করে না বটে কিন্তু তবু মালিক রেশনিং-এর ভিতর দিয়াই মজুরকে ফাঁকী দিবার চেষ্টা করিতেছে।

ইতিপূর্ব্বে 'জনযুদ্ধ' অনেকগুলি কারখানার খবর দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখান হইয়াছে যে, মজুররা এখন (১) আগের চেয়ে কম রেশন পাইতেছে (২) আগের চেয়ে রেশনের দর বেশী লাগিতেছে।

রেশনিং-এর প্রবর্ত্তন মজুরকে বাঁচাইবারই জন্য, মজুরকে ফাঁকী দিবার জন্য নয়। তাই মজুররা সর্ব্বত্র আওয়াজ তুলিয়াছে—৫ সেরের জায়গায় ৫।০ সের রেশন চাই, বেশী দরের ক্ষতি-পূরণ হিসাবে মাগ্‌গী ভাতা বাড়াও!

মেটিয়াবুরুজে মজুর সভা

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী মেটিয়াবুরুজে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জির সভাপতিত্বে এক বিরাট মজুর সভা হয়। বঙ্কিম বাবু ভারতের মজুরদের প্রতিনিধি হিসাবে মাগ্‌গী ভাতা কমিটীর সভ্য ছিলেন। তিনি এই কমিটীর কার্য্যকলাপ এই সভায় বর্ণনা করিয়া বলেন যে এই কমিটী মজুরদের মাগ্‌গী ভাতা বাড়াইবার জন্য সুপারিশ করিয়াছে, কিন্তু সরকার অনবরত এই উদ্দেশ্যকে পণ্ড করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। মাগ্‌গী-ভাতা কমিটীর সুপারিশকে কাজে পরিণত করিবার জন্য সরকার মিল-মালিকদের বাধ্য করিতেছে না। মজুরদের চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। তাদের সংঘবদ্ধ দাবীর ফলেই এই কমিটী বসিয়াছিল, এখন আবার মজুরদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন করিতে হইবে যাতে সরকার এই কমিটীর বক্তব্য স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

কারা মজুরদের স্বার্থের বিরোধী

এই সভার প্রস্তুতে কয়েকজন যুবক একটী ইস্তাহার বিলি করে। সেই ইস্তাহারে ষ্টাইকের উস্কানী দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত যুবকদের মিল-মালিকদের দালাল বলিয়া আগে হইতেই মজুরসরদারগণ ছিল। এখন তারা ষ্টাইকের উস্কানী দেয় কেন? তার মতলবও মজুররা বুঝিল। কোন রকম ষ্টাইক বাধাইয়া দিতে পারিলে মিল-মালিক সেই অজুহাতে সাময়িক ভাবে মিল বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে এবং মজুরদের জুলুম করিয়া তাদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবে। তা হইলে মাগ্‌গী ভাতার দাবী ও রেশনিং পূরা করিবার চেষ্টাও পণ্ড হইয়া যাইবে। ইহারাই আবার গুজব ছড়াইতেছে—সরকার মাগ্‌গী ভাতার টাকা দিয়াছে, কিন্তু মিলমালিক তা মজুরদের দেয় না। ইহারা এমনি করিয়া আন্দোলনকেও রাঁচাইতেছে ও গোলমাল বাধাইয়া মিল-মালিকেরও সুবিধা করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এখানকার মজুররা এই দালালদের চালবাজী বুঝিল। ইহারা মজুরদের কাছে পাত্তা না পাইয়া চলিয়া গেল।

সভার এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব লওয়া হইল যে মজুরদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মাগ্‌গীভাতা বাড়াইবার জন্য সরকার আইন পাশ করুক।

আর একটী প্রস্তাবে, গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী একজন মজুরের উপর যে পুলিশ জুলুম হইয়াছে এবং তাদের বিনা কারণে মিল হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে তার প্রতিবাদ করা হইল।

হোসিয়ারী মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ দাবী

জিনিষপত্রের দর বাড়িবার ফলে হোসিয়ারী মজুরদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের আগে এই মজুররা গড়পড়তা ৪০।৫০ টাকা রোজগার করিত। এখন জিনিষপত্রের দর তিন চার গুণ বেশী, তা সত্ত্বেও মজুরদের মজুরী বিশেষ বাড়ান হয় নাই। অল্প কয়েক জায়গায় মজুরের রোজগার ৫০।৬০ টাকা হইয়াছে, আর অধিকাংশ জায়গাতে এখনও সেই আগেকার হারে মজুরী দেওয়া হইতেছে।

অন্যদিকে মিলমালিকের আয় আগের চেয়ে ১৫।২০ গুণ বাড়িয়াছে।

গত ৪ই ফেব্রুয়ারী বেঙ্গল হোসিয়ারী ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বিভিন্ন কারখানার প্রতিনিধিরা তাদের সমস্যার আলোচনা করিতে এক সম্মেলনে একত্র হইল। তারা এই সম্মেলন হইতে দাবী তুলিয়াছে :—

মাথা পিছু ৪ সের রেশনে মজুরদের ভরপেট খাওয়া হয় না, ৪ সেরের জায়গায় ৫।০ রেশন করা হোক। আটার বদলে ইচ্ছামত চাল লইয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হোক। রেশনিং-এর গলদ দূর করিবার জন্য প্রতি এলাকায় খাদ্য কমিটী গঠন করা হোক।

সঙ্গে সঙ্গে এই সম্মেলন মাগ্‌গী ভাতার দাবী করিয়া জানাইয়াছে যে, মজুরদের খরচের হারের সমতা রক্ষার জন্য মাথা পিছু ৩০ টাকা ভাতা দেওয়া হোক।

পোট মজুরদের দাবীর জোরে

বুলুমবাজ উপরওয়ালা চাকরী ছাড়িতে বাধ্য হইল

জেটী হাইড্রলিক ইঞ্জিন হাউসের বড়ো মিঃ রসের বিরুদ্ধে পোর্ট মজুরদের অভিযোগ অনেক দিনকার। ইনি নাকি মজুরদের কাছ হইতে বখ্‌রিসের নবরূ মাথা পিছু ২৲ টাকা ঘুষ নেন। ঘুষ না দিলে যে কোনো অজুহাতে মজুরদের 'বরখাস্ত বা সাসপেণ্ড হইতে হয়। ইউনিয়নের পক্ষ হইতে মিঃ রসের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে অনেক অভিযোগ করা হইয়াছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বিশেষ কিছু করে নাই। কিন্তু মজুররা হাল ছাড়িল না। মিঃ রসের কাজ-কারখানার প্রধান সংসাহস করিয়া তাঁরা মাবলা সার্জ্জিন্ট তাতে জাহির হইয়া পড়িল যে মিঃ রসকে যে মজুররা কাজ হইতে বুঝই নেন তাই নয়, রেশন সপ হইতে মজুরকে চিনিও সরাইয়াছেন। কর্তৃপক্ষ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, মিঃ রসকে অন্য ডিপার্টমেন্টে বদলী করিলেন। কিন্তু তাতেও তাঁর জুলুম বন্ধ হইল না, বরং আরো বেড়িল। মজুররা এবার গেণ-ডেপুটেশন পাঠাইয়া কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী করিল যে মিঃ রসকে কাজ হইতে সরান হোক। ফেব্রুয়ারী মাসের ২য় সপ্তাহে ইউনিয়নের কাছে পোর্ট কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে মিঃ রসকে চাকুরী ছাড়িতে বাধ্য করা হইয়াছে এবং মার্চ্চের ২য় সপ্তাহ হইতে তিনি আর কাজে থাকিবেন না।

মজুরের বাঁচিবার দাবী ভনিয়া

চটকল মালিকের গাত্রদাহ!

চটকল মালিকসংঘ বলে : মজুর আন্দোলনকে চাপিয়া মারো

সম্প্রতি ভারতীয় চটকল মালিকসংঘের বার্ষিক সভায় সংঘের সভাপতি মিঃ ওয়াকার এক দীর্ঘ বক্তৃতায় চটকলের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারীর ক্যাপিটালে এই বক্তৃতার সার মর্ম্ম দেওয়া হইয়াছে। কয়লা সংকটের ফলে, কম মাগ্‌গীভাতার জন্য, রেশনিং-এর বেবন্দোবস্ত ও নানারকম জুলুমে চটকলের ৪ লক্ষ মজুর যখন প্রায় ভিখারীর অবস্থায় পরিণত হইতে চলিয়াছে তখনও মালিকের দল শুধু হিসাব করিতেছে কি করিয়া তাদের মুনাফার হার ঠিক রাখা যায়। চটকল মজুর চুপ করিয়া বসিয়া নাই, কয়লা সংকট ঘুচাইবার ও মাগ্‌গীভাতা ও রেশনিং-এর দাবীতে তারা জোর আন্দোলন চালাইয়াছে, ইহাতেই ওয়াকারের সব চেয়ে বেশী গাত্রদাহ! ওয়াকার বলিতেছেন : আমরা মজুরদের ভালর জন্য সব কিছু করিয়াছি, কিন্তু কারখানায় কারখানায় মজুর আন্দোলন যে বাড়িতেছে, তাকে সামলাইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট বিশেষ কিছু করে নাই।

আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই সংকটে মজুরদের বাঁচাইবার জন্য চটকল মালিকরা করিয়াছে কি? ক্যাপিটালে একবার মন্তব্য করা হইয়াছিল : কাজ বন্ধের জন্য মিল মালিকরা দায়ী নয়, সুতরাং মজুরদের ভাতা দেওয়ার ক্ষতি কতদিন মিল মালিক সহ্য করিবে? ইহাই তো মালিকের মজুর দরদের পরিচয়। চটকল মজুরের মাগ্‌গীভাতার দাবীর বিরুদ্ধে মালিকরা লড়িয়াছে। পাটের দর কমাইয়া মুনাফার হার বাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে, আর কয়লার অভাবে কাজ কমিয়া যাইবে—মাঝে মাঝে এই বিজ্ঞাপন শুনাইয়াছে। ইহা ছাড়া চটকল মালিকসংঘ আর কি করিয়াছে? রেশন দিবার বাহাদুরীর কথা ওয়াকার গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছেন। হাঁ, সস্তায় কিছু রেশন দিবার বদলে চটকল মালিকসংঘ চটকল মজুরদের যে কোনো কারখানার মজুরদের চেয়ে কম মাগ্‌গীভাতা দিয়া ঠেকাইয়া রাখিয়াছে।

মজুরদের দাবীর বিরুদ্ধে ওয়াকারের এত গাত্রদাহ কেন? সেটাও তাঁরই বক্তৃতাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি কাঁদুনী গাহিয়াছেন, পাটের দর যা তাতে শতকরা ২০ টাকা লাভও হয় না। যদি মজুরদের দাবী আরো জোরালো হয় এবং মাগ্‌গীভাতা বেশী দিতে হয় ও পুরা রেশনের বন্দোবস্ত করিতে হয়, তবে তো মালিকের লাভের হার আরো কিছু কমিবে। সেই জন্যই ওয়াকারের এত ঝাঁঝ! কিন্তু চটকল মালিকের মুনাফা বাড়িবে কিনা, সেটা দেশবাসীর স্বার্থ নয়। দেশবাসীর স্বার্থ চটকল শিল্পের সংকট দূর করা, উৎপাদন বাড়ান, মজুরদের বাঁচান। মালিকের লোভের জবাব মজুর ও দেশবাসীই দিবে।

ফুরণ প্রথার বদলে বাঁধা নিয়মে কাজের দাবী করিয়া মজুররা বলিয়াছে যে, মালিক ইচ্ছামত কম বেশী কাজ চালায়, তাহাতে মজুরদের মজুরীর কোন স্থিরতা থাকে না। তাই ফুরণ প্রথার বদলে মাহিনা প্রথা চালু করা হোক।

ক্লাইভ ও সাউথ জুটমিলের শ্রমিকদের সভা

কমরেড ইরসাদের সভাপতিত্বে এই দুই জুটমিলের মজুরদের এক সভায় মাগ্‌গী ভাতা, রেশন ও কয়লাখনির মজুরদের দাবী পূরণ করিবার জন্য প্রস্তাব করা হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে বার্ড কোম্পানী এই দুই মিলই অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু মজুরদের দাবীর ফলে শেষ পর্য্যন্ত মিল খুলিয়াছে। কিন্তু এখনও কাজ বন্ধের সময়কার মজুরী হইতে মজুরদের বঞ্চিত রাখিয়াছে। মজুররা দাবী করিয়াছে মিলবন্ধের সময়কার পুরা মজুরী চাই।

বিজলী শ্রমিক সম্মেলন

কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন মজদুর ইউনিয়নের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জির সভাপতিত্বে হইয়া গিয়াছে। নানা এলাকা হইতে ২৫০ জন প্রতিনিধি সমবেত হয়। এ. আই. টি. ইউ. সির সভাপতি কমরেড ডাঙ্গে ও সরকারী ইস্তাহার সাবলা সার্জ্জিন্ট তাতে জাহির হইয়া পড়িল যে মিঃ রসকে যে মজুররা কাজ হইতে বুঝই নেন তাই নয়, রেশন সপ হইতে মজুরকে চিনিও সরাইয়াছেন। কর্তৃপক্ষ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, মিঃ রসকে অন্য ডিপার্টমেন্টে বদলী করিলেন। কিন্তু তাতেও তাঁর জুলুম বন্ধ হইল না, বরং আরো বেড়িল। মজুররা এবার গেণ-ডেপুটেশন পাঠাইয়া কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী করিল যে মিঃ রসকে কাজ হইতে সরান হোক। ফেব্রুয়ারী মাসের ২য় সপ্তাহে ইউনিয়নের কাছে পোর্ট কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে মিঃ রসকে চাকুরী ছাড়িতে বাধ্য করা হইয়াছে এবং মার্চ্চের ২য় সপ্তাহ হইতে তিনি আর কাজে থাকিবেন না।

বাস-মজুরদের দাবী

কলিকাতার বর্ত্তমানে প্রায় ১ হাজার ড্রাইভার ও কণ্ডাকটার বাসে কাজ করে। ইহা ছাড়া অনেক ড্রাইভার ও কণ্ডাকটার এখন বেকার হইয়া বসিয়া আছে। বর্ত্তমানে ড্রাইভার ও কণ্ডাকটাররা যে মজুরী পায়, তাতে তাদের দিন চলা ভার। তাই অধিকাংশকেই দুই সিফ্‌ট কাজ করিয়া বেশী রোজগার করিতে হয়। বাসের মালিকরা ড্রাইভার ও কণ্ডাকটারদের মাহিনা বাড়াইতে নারাজ, অথচ তাদের আয় বাড়িয়াছে দ্বিগুণ। বাস-মজুরদের সংঘায় রেশন দিবারও কোন ব্যবস্থা নাই। বাস-টারমিনাসে এ-আর-পি সেণ্টারও নাই।

বাস-মজুর ইউনিয়নের তরফ হইতে মজুরদের দাবী জানাইয়া শ্রম-মন্ত্রী, লেবার-কমিশনর প্রভৃতির কাছে এক মেমোরাণ্ডাম দাখিল করা হইয়াছে।

শতকরা ৭৮ জন রেশন কার্ড পায় নাই। অথচ যারা কার্ড পায় নাই, তাদের বিনামূল্যে কার্ডের দরখাস্ত লিখিয়াও দেওয়া হয় না।

আগে মজুররা পাঁচ আনা সের চাউল পাইতেছিল, এখন রেশনিং-এর অজুহাতে কোম্পানী দর নিতেছে সাড়ে ছয় আনা সের। মজুরদের এই ক্ষতিপূরণের জন্য কোন মাগ্‌গীভাতার ব্যবস্থা করা হয় নাই। ভারতীয়ার মজুররা গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী রেশনিং-এর এই সমস্ত বেবন্দোবস্তের প্রতিবিধানের ও মাগ্‌গীভাতার দাবী করিয়া সভা করিয়াছে।

বেলঘরিয়া ঢালাই কারখানার মজুরদের রেশন ৬ সের হইতে কমাইয়া ৪ সের করা হয়। রেশনের দরও ১০।৵০ হইতে ১৩।০ মণ করা হয়। রেশনিং-এর সুযোগ নিয়া মিল-মালিক যেন মজুরদের আরো ঠকাইতে চায়।

ইহা ছাড়া বেলঘরিয়ার মজুরদের আরো সমস্যা রহিয়াছে। গত ৭ বৎসর ধরিয়া শনিবারে অর্দ্ধেক কাজ হইতেছে, হঠাৎ হুকুমজারী হইল যে শনিবারও পুরা কাজ হইবে, কিন্তু মাহিনা যেমন ছিল তেমনি থাকিল। মজুররা এই সমস্ত জুলুমের প্রতিকার দাবী করিয়া একটী গণ-দরখাস্ত লেবর কমিশনরের কাছে পাঠাইয়াছে।

জনযুদ্ধ

লালফৌজের মুখ চাহিয়া আজ সকলে

ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে এমনই সময়ে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যবাদীরা নবজাত সোভিয়েটের টুঁটি টিপিয়া মারিবার জন্য সোভিয়েট দেশ আক্রমণ করিয়াছিল। লেনিনের আহ্বানে তখন জনসাধারণ তাহাদের নিজস্ব লালফৌজ গড়িয়া তুলে, নার্ভা ও পস্কভে জার্ম্মাণ শত্রুকে হটাইয়া দেয়। ইহার পর ইংরেজ মার্কিন-ফরাসী-জাপানী প্রভৃতি দুনিয়ার প্রায় সকল সাম্রাজ্যবাদী একজোট হইয়া সোভিয়েটকে চূর্ণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু শিশু লালফৌজ তখনই অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখাইয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছিল; বিদেশী সরকারের সকল চক্রান্ত, সকল প্রচেষ্টা তাই ব্যর্থ হইয়া যায়। সর্ব্ব দেশের জনসাধারণ তখনই লালফৌজের সহায়তা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে, সাম্রাজ্যবাদীদের সোভিয়েট ধ্বংস করার স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়।

জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যবাদীরা আজ আবার সোভিয়েট দেশ আক্রমণ করিয়া সেখান থেকে বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত হইয়াছে। ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে নার্ভা ও পস্কভের কাছে জয়লাভের সময় লালফৌজ সজ্জিত ছিল। আজ লালফৌজের সর্ব্বত্র; নার্ভা ও পস্কভের খবর আজ আবার কাগজে আমরা পড়িতেছি। ফ্যাসিজম ধ্বংসের যুদ্ধে লালফৌজ সমস্ত দেশকে পথ দেখাইতেছে। যুদ্ধের গতি বুঝিতে হইলে প্রথমে তাই লালফৌজের দিকে তাকাইতেই হইবে।

এখনও লালফৌজ একা লড়িতেছে

লালফৌজ দিবস উপলক্ষে ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কমরেড স্টালিন্ যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে জার্ম্মাণ ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লালফৌজ এখনও একা লড়িতেছে। শুধু সেইজন্যই বিপুল ক্ষতি স্বীকার করিয়াও শত্রু এখনও একেবারে নিশ্তেজ হয় নাই, বরং পরাজয় একেবারে নিশ্চিত জানিয়া এখন মরিয়া হইয়া লড়িতেছে। সোভিয়েটের মিত্রেরা ইয়োরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিলে যুদ্ধের পর্ব্ব শেষ হইতে বিলম্ব ঘটিবে না।

সোভিয়েটের মিত্রেরা যতই গড়িমসি করুক না কেন, যতই হাজার রকম ভুয়ো অজুহাত দেখাইয়া নিজেদের গাফিলতি ঢাকিবার চেষ্টা করুক না কেন, লালফৌজ একমুহূর্ত্তও কাজে ঢিলা দেয় নাই। সোভিয়েট দেশের যে সব অঞ্চল শত্রু দখল করিয়াছিল, তাহার অধিকাংশ লালফৌজ আবার কাড়িয়া লইয়াছে। প্রায় ১১০০ মাইল লালফৌজ গত বৎসরের অভিযানে অগ্রসর হইয়াছে। শীতের সময় মারাত্মক অসুবিধা গায়ে না মাখিয়া লালফৌজ প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার বর্গ মাইল দখল করিয়াছে।

সর্ব্বত্র লালফৌজের সাফল্য

সোভিয়েট এতোদিনাতে লালফৌজ কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বেই শ্রবেশ করিয়াছে। লাট্‌ভিয়ার সীমান্ত হইতে লালফৌজের দূরত্ব আজ দুইই অল্প। পস্কভ দখল করিতে লালফৌজের দেরী নাই; তিন দিক হইতে এই বড় রেলজংসন কাড়িবার জন্য তাহারা অগ্রসর, এখন মাত্র ১৫ মাইল তফাতে রহিয়াছে। দুনো রেলজংসন ও পস্কভের হাত ছাড়া হওয়ার শত্রু এখানে রীতিমত মুশকিলে পড়িয়াছে।

মধ্য রণাঙ্গনে যে লীয়ই চমকপ্রদ ঘটনার খবর আসিবে তাহা নিশ্চিত। নোভোসোকোল্‌নিকির পশ্চিমে আগাইয়া লাট্‌ভিয়ার কাছাকাছি লালফৌজের উপস্থিতি। রোগাচেভ্ দখল করিয়া বেরুইস্কে মারুৎ যেতরুশিয়ার রাজধানী; দ্বিপক্ষে হাজির হওয়ার জন্য লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে। পুরাতন পোলাণ্ডের মধ্যে লুক্‌অকলে শত্রু লালফৌজকে ঠেকাইবার যে চেষ্টা করিয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়াছে।

দক্ষিণের খবরও খুবই ভাল। প্রসিদ্ধ লোহকেল্লা ক্রিভয়রগ আজ লালফৌজের হাতে ফিরিয়াছে। খেরসন ও নিকোলাইয়েভের দিকে এখন লালফৌজ অগ্রসর। এইবার ক্রাইমিয়াতে একটা বড়রকম যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। এখন সেখানে যে কি পড়িল, তাহা হুনিশ্চিত। পলায়ন ছাড়া জীবন বাঁচাইবার আশা জার্ম্মাণদের নাই, কিন্তু পলায়নের পথও সোভিয়েট বন্ধ করিয়া দিতেছে।

শুধু বক্তৃতার দাপটে চলিবে না

সোভিয়েটের বিপুল সাফল্যের কথা লালফৌজ দিবসে বলিতে গিয়াও কমরেড স্টালিন অকারণ কথা বাড়াইয়া দুঃখপ্রকাশ করেন নাই, করা তাঁহার স্বভাবই নয়। তিনি বরং বলিয়াছেন যে সোভিয়েট ও সোভিয়েটের মিত্রশক্তিদের মধ্যে ঝগড়া বাধানো এখন হিটলারের শেষ আশা; বলিয়া সে দেশে দেশে দূত পাঠাইতেছে, স্পেনে ফ্রাঙ্কোর মত দুর্ব্বৃত্তকে কাজে লাগাইতেছে, কিন্তু সোভিয়েট এ ধরনের কৌশলকে পরাস্ত করিবে, মিত্রশক্তির সঙ্গে সোভিয়েটের বন্ধুতা অটুট।

এদিকে চার্চ্চিল সাহেব বক্তৃতা করিয়াছেন, এবার বিশেষ বাহুল্য বুঝি একটু কমাইয়াছেন, শোলাও সম্বন্ধে সোভিয়েটের দাবী যে ন্যায্য তাহা স্বীকারও করিয়াছেন, কমুনিষ্ট মার্শাল তিতো যে যুগোশ্লাভ দেশভক্তদের অবিসম্বাদী নেতা তাহা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু দ্বিতীয় ফ্রন্ট সম্বন্ধে আশাপ্রদ কিছুই বলেন নাই। চার্চ্চিলের বক্তৃতা হিটলারকে আশ্বস্তই করিবে, সন্তুষ্ট করিয়া তুলিবে না।

পুরানো বড়াই কতদিন চলিবে?

১৯৪০ সালে 'হেন করিয়াছিলাম, তেন করিয়াছিলাম' বলিয়া বড়াপচা কথার জাল আর চার্চ্চিল কতদিন ধরিয়া বুনিবেন? তখন যে কি অসাধারণ ব্যাপার করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা কিছুদিন যুগিত রাখিয়া আজ কি করিতেছেন, তাহা বলিতে পারিলেই ভাল। ইতালীর লড়াই বেজায় জোর কদমে চলিয়াছে, বলিলে লোকে হাসিবে। ইতালীর লড়াইয়ের ফলে সোভিয়েট খানিকটা স্বস্তি ভোগ করিয়াছে বলা একটা প্রচণ্ড ধৃষ্টতা ছাড়া কিছু নয়।

চার্চ্চিল বলিতেছেন যে হেনারল আলেকজাণ্ডারের সৈন্যেতে ইতালীয়-যুদ্ধ একেবারে 'ভীষণ' ব্যাপার। কিন্তু লালফৌজের যুদ্ধের সঙ্গে যে এই 'যুদ্ধের' তুলনা করে, সে হাস্যাস্পদ। চার্চ্চিল যখন বলেন যে স্টালিনগ্রাদের ও নীপার বাঁকে হিটলার যে ধারণ আগ্রহ লইয়া লড়িয়াছিল, ঠিক তেমনই আগ্রহ লইয়া সে ইতেলিসিয়াতে লড়িয়াছে ও এখন রোম রক্ষা করার জন্য লড়িতেছে, তখনই অত্যুক্তিতে শত্রু হাসে, মিত্রপক্ষই অপ্রতিভ হইয়া পড়ে। সোভিয়েটের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে নাম উচ্চারণ করিতে হইলে চার্চ্চিলের বন্ধুদের আরও বহদিন সাধনা করিতে হইবে।

হাত গুটাইয়া থাকা চলিবে না

ইতালীতেই মিত্রসেনারা পা দেন কারার বসিয়া গিয়াছে। অগ্রগতির বিশেষ নাই, বরং থাকিয়া থাকিয়া শত্রুর পাল্টা-আক্রমণেরই খবর আসে। আরও খবর আসিয়াছে যে ডেড্‌ লক সৈন্য লইয়া জার্ম্মাণ মার্শাল কেসেরলিং আক্রমণের তোড়জোড় করিতেছে। মিত্রপক্ষের কচ্ছপগতি, আজ বলাইতেই হইবে; রোম দখল করিয়া ভিতরে পৌঁছিলে জনগণের মধ্যে যে ব্যাপক ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলন বহদিন হইতে রহিয়াছে, তাহার সহিত সংস্পর্শ ঘটিবে। ইয়োরোপের জনগণকে লইয়া যথার্থ জনযুদ্ধ তখনই মিত্রশক্তি গড়িতে পারিবে।

এদিকে মার্শাল তিতোর সৈন্য প্রায়ই সাফল্য লাভ করিতেছে, উত্তর পূর্ব্ব ইতালী ও অষ্ট্রিয়ার স্থানে স্থানে তাহারা ঢুকিয়া পড়িয়াছে। ফ্রান্সের জনগণ যে চঞ্চল, তাহার প্রমাণ জার্ম্মাণ মার্শাল রুন্ড্‌স্টেডের তরফ যে মিত্রপক্ষীয় প্যারাশুটে কেহ নামিলে তাহাকে কিছুমাত্র সাহায্য করার শাস্তি হইবে প্রাণদণ্ড। দিনলাণ্ড যে আবার সোভিয়েটের সঙ্গে নিউমাটের জন্য দারুণ ব্যগ্রতা দেখাইতেছে, তাহারও অর্থ জনসাধারণের অস্থির চঞ্চল ভাব। আজ সোভিয়েটের সঙ্গে হাত মিলাইবার জন্য ইয়োরোপের জনগণ ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে—চার্চ্চিল কোম্পানী কতদিন হাত গুটাইয়া থাকিবেন?

১লা মার্চ্চ, ১৯৪৪

এই বৎসর যুদ্ধ জয় চাই-ই

১৯৪৪ সালে যুদ্ধ জয় না হইবার কোন কারণ নাই। একথা স্বয়ং স্টালিন বলিয়াছেন। কিন্তু চার্চ্চিল বলিলেন অন্য কথা; "কবে যে যুদ্ধ শেষ হইবে, তাহার কোনই স্থিরতা নাই, জার্ম্মাণীর সামরিক বল নিঃশেষ হয় নাই, যুদ্ধ শেষ সম্বন্ধে কোন আশ্বাস আমি করুণ দিই নাই।" যুদ্ধ শেষ সম্বন্ধে কোন আশ্বাস না দিয়া থাকিলেও আরও কয়েকটী আশ্বাস তিনি দিয়াছেন। ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলিবার প্রতিশ্রুতি সোভিয়েটকে স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু রাখা হয় নাই। ১৯৪৩ সালে কথার জালে মনের ইচ্ছা ঢাকিবার বহু চেষ্টা করিয়াও চার্চ্চিল বলেন যে "শরৎকালের পাতা ঝরিবার পূর্ব্বে" দারুণ একটা কিছু ইয়োরোপে ঘটিবে—কিন্তু কিছুই ঘটে নাই। মস্কো, হেহেরানে দ্বিতীয় ফ্রন্ট সম্বন্ধে আশ্বাস তো যথেষ্টই দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কাজের কতদূর? সত্যই চার্চ্চিল 'প্রতিজ্ঞার কল্পতরু'; সাহসেও বোধ করি তিনি দুর্জ্জয়; কিন্তু তিনি জানিয়া রাখুন যে তাঁহারই স্বদেশবাসী 'কায়কালে নিজ নিজ পথ' খুঁজিয়া পলাইতে তাঁহাকে দিবে না।

প্রাচ্যের যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু না বলাই বোধ হয় ভাল। মাঞ্চু অঞ্চলে লড়াইয়ের খবর একেবারে একঘেয়ে। ইহা নয়।

জাপানীরা অবশ্য মহলব হাঁসিল করিতে পারে নাই। মিত্র সেনাকে ঠেকাও করিতে পারে নাই। কিন্তু এখনও তাহারা সেখানে রহিয়াছে; মিত্রশক্তের ব্যাপক আক্রমণ যেমন বৃদ্ধি পরাহত ছিল, তেমনই রহিয়াছে।

জনতাই জনযুদ্ধের ভার লইবে

রুজভেল্টের মনের কথা জানেন বলিয়া জারি হপ্‌কিন্সের খ্যাতি। তিনি সম্প্রতি লিখিয়াছেন যে ১৯৪৪ সালের পূর্ব্বে যুদ্ধজয় সম্ভব নয়। জার্ম্মাণীর শক্তি এখনও রহিয়াছে। আর চার্চ্চিলের বাক্‌চাতুরী সত্ত্বেও ওনাকে ফেলিয়া কেরাঞ্চেতে সেখানে হইতেছে না—হপ্‌কিন্সই একথা বলেন। আর জাপানের তো কথাই নাই; যত দিন যাইবে, ততই জাপানের সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি প্রাচ্যদেশে বাড়িবে, তাহাকে হারানোও সেই অনুপাতে শক্ত হইবে।

চার্চ্চিল—হপ্‌কিন্সের দল জানিয়া রাখুন—সর্ব্বদেশে জনসাধারণ অধৈর্য্য হইয়া উঠিতেছে, লালফৌজের পন্থাকে অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইবার যে প্রতিজ্ঞা তাহারা লইয়াছে, সে-প্রতিজ্ঞাকে কেহই টলাইতে পারিবে না। জনতাই জনযুদ্ধের ভার লইয়া সাফল্য লাভ করিতে পারে, সঙ্কীর্ণ স্বার্থসর্ব্বস্ব বচনবাগীশদের কাজ নয়।

কলিকাতায় লালফৌজ দিবস

বুধবার ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সোভিয়েট সুহৃৎসমিতির উদ্যোগে লালফৌজ দিবস পালনের জন্য ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তিন হাজার নাগরিকের এক সমাবেশ হয়। গত বৎসর লালফৌজ দিবস যখন অনুষ্ঠিত হয়, তখন সারা দেশ গান্ধীজীর উপবাসের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াছিল; এবারও ঐ দিন দেশবাসী ছিল, সাম্রাজ্যবাদের কারাগারে কস্তুরবা গান্ধীর তিরোধানে মুহ্যমান। সাম্রাজ্যবাদ যেন মতলব করিয়াই আমাদের দেশের লোককে লালফৌজ দিবস উপলক্ষে আনন্দ করিতে দিতে চায় না! সে যাহাই হউক, লালফৌজের জন্মদিন উপলক্ষে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অভিনন্দন প্রেরণাকে সাম্রাজ্যবাদ অটুহাস্যেই পারে নাই। সভার বিপুল জনতা এখনেই কস্তুরবার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করে; কাব্যতালিকায় সঙ্গীতের যে ব্যবস্থা ছিল তাহা সভার মত লইয়া বন্ধ করা হয়। কিন্তু বক্তার পর বক্তা লালফৌজের বিশ্বমুক্তি অভিযান সম্বন্ধে অনেক কথা, সমাগত জনতাকে শোনান।

সভাপতি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং নদীয়া জেলাকংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীশিবীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সোভিয়েট সুহৃৎসমিতির পক্ষ

নতুন যুগোশ্লাভিয়ার নায়ক

মার্শাল তিতো

জার্মান পরাধীনতার বিরুদ্ধে যুগোশ্লাভ মুক্তি-ফৌজের সামরিক সাফল্য এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসকে গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলিতেছে। দৃঢ়তায় সাহসে ও আত্মত্যাগে তাহাদের উদাহরণ অতুলনীয়।

জার্মান আক্রমণের ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকবর্গ যুদ্ধের প্রথম আঘাতেই নিজেদের জীবন রক্ষায় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল এবং দেশের স্বার্থ বলি দিয়া বিদেশে পলাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু দেশভক্ত যুগোশ্লাভ জনসাধারণ তাহাদের প্রিয় মাতৃভূমির রক্ষায় নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিতে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

অথচ হেয়ারোপ ও আমেরিকার প্রতিক্রিয়াশীল কাগজ ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলি যুগোশ্লাভ জনগণের সংগ্রামের আসল রূপ প্রকাশ না করিয়া জনগণের শত্রু মিহাইলোভিচকে দেশপ্রেমিক হিসাবে জগতের সামনে জাহির করিতেছিল এবং যুগোশ্লাভ মুক্তি ফৌজের স্থির নেতা মার্শাল তিতোর বিরুদ্ধে জঘন্য প্রচার চালাইতেছিল। কিন্তু আজ তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া দুনিয়ার জনসাধারণের কাছে এ সত্য পরিষ্কার হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে যে যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিষ্টরাই মার্শাল তিতোর নেতৃত্বে যুগোশ্লাভিয়ার জার্মানী ও ইতালীর বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই প্রতিরোধ চালাইয়া আসিয়াছে। স্বয়ং চার্চিল সেদিন কমন্স সভায় ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে "যুগোশ্লাভিয়ায় জার্মানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সংগ্রাম চালাইবার প্রথম সম্মান ও গৌরব সেখানকার কমিউনিষ্টদের। মিহাইলোভিচ জার্মান ও ইতালীয় ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিয়া বরং যুগোশ্লাভ মুক্তি ফৌজের বিরুদ্ধেই ফ্যাসিষ্টদের সাহায্য করিয়াছে। যে গণ-প্রতিরোধ যুগোশ্লাভিয়ায় গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার শ্রেষ্ঠ অধিনায়ক মার্শাল তিতো। তাহার অধীনে যে ফৌজ লড়িতেছে তাহাদের সংখ্যা প্রায় ২,৫০,০০০। আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়া আমরা মার্শাল তিতো!"ও তাহার অধীনস্থ মুক্তিফৌজকেই সাহায্য দিতেছি।

আজীবন মুক্তি আন্দোলনের সৈনিক

ইহা বলিতে আজ আমরাও গৌরব বোধ করিতেছি যে বাংলাদেশে "জনযুদ্ধ"ই প্রথম তিতো ও যুগোশ্লাভ মুক্তি ফৌজের প্রকৃত রূপ বিশ্লেষণ করিয়াছিল এবং আজ আমরা এই জন্য আনন্দিত যে মার্শাল তিতো ও মুক্তি ফৌজের প্রাণ মর্য্যাদা জগতের দরবারে স্বীকৃত হইয়াছে।

যাঁহার অধীনে আড়াই লক্ষ সৈন্য লড়িতেছে—যিনি এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একজন অনন্যসাধারণ সেনা নায়ক—যিনি ভবিষ্যত পৃথিবীর নূতন বনিয়াদ যুগোশ্লাভিয়ায় গড়িয়া তুলিতেছেন—তিনি কে? তাঁহার পরিচয় কি?

তাঁহার নাম জোসেফ ব্রোজ তিতো। বয়স ৫৪ বৎসর. জাতিতে ক্রোট। তিনি একজন মজুর ছিলেন। কুড়ি একুশ বছর বয়স হইতেই তিনি যোদ্ধা—প্রথম তাঁহাকে কাটাইতে হইয়াছে যুদ্ধক্ষেত্রে এবং বন্দী শিবিরে—ঐ সময়েই তিনি সোভিয়েট রাষ্ট্রের রক্ষায় লড়াই করিয়াছেন। তাহার পর তিনি যুগোশ্লাভিয়ায় তরুণ কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সংগঠক হিসাবে কাজ করেন। এজন্য তাঁহাকে কারাভোগ ও আত্মগোপন করিয়াই অনেক সময় কাটাইতে হইয়াছে। তাহার পরে আমরা তাঁহাকে স্পেনে 'ইন্টার ন্যাশনাল ব্রিগেডে' ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে যোদ্ধা হিসাবে দেখিতে পাই। আজ তিনি এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এক অন্যতম সেনানায়ক এবং গণতান্ত্রিক যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিস্ট নেতা।

তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে খুব অল্পই আমরা জানি। এ সম্বন্ধে এ টুকুই জানা গিয়াছে যে তিনি বিবাহিত এবং তাঁহার দুটি ছোট ছেলে আছে। কিন্তু তাঁহার জীবন ও সেই জীবনের ইতিহাস কেবল মাত্র এক ব্যক্তিবিশেষের ইতিহাস নহে: সেই ইতিহাস হইতেছে সমস্ত যুগোশ্লোভিয়ার স্বাধীনতা ও সনাতনাধিকারের যে লড়াই তাহারই ইতিহাস।

তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ক্রোয়েশের নিকটে একটি জিলার এক গরীবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জাতিতে হিসেন ক্রোট: মা হিলেন চেক। অষ্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ তখন ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল তিনি তাঁহার ছোট বয়সে ক্রোশিয়ার সেই আবহাওয়ার মধ্যেই বড় হইয়া উঠিলেন।

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে তিনি অষ্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সৈন্যদলে যোগ দিতে আইনতঃ বাধ্য হন এবং রুষ রণক্ষেত্রে রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং ১৯১৫ সালে তাঁহার দেশবাসী অনেকের ন্যায় তিনি রুশিয়ার পক্ষে যোগ দেন কিন্তু গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে যুদ্ধ-বন্দী করিয়া রাখেন।

ইহার কিছুদিন পরে রুশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লব হয়, ইহা তাঁহার পক্ষে এক নূতন অভিজ্ঞতা, সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক তিনি মুক্ত হন। সেখানে শ্রমিক ও চাষীর সোভিয়েটের ভিতরে রুশিয়ায় জনসাধারণের বিরাট সাফল্য তাঁহার চক্ষু খুলিয়া গেল। প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের হাত হইতে নতুন সোভিয়েট রাষ্ট্রকে বাঁচাইতে তিনি লালফৌজে ভর্ত্তি হইয়া তিন বৎসর লড়াই করেন। এই সময় তিনি উপলব্ধি করেন' যে প্রকৃত স্বাধীনতা কি। কত কষ্টের সংগ্রামের ফলে এই স্বাধীনতা অর্জ্জন করা যায় এবং কি করিয়া সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে হয়।

জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠাতা

১৯২১ সালে তিনি যুগোশ্লাভিয়ায় ফিরিয়া আসেন। অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের পতনের ফলে যুগোশ্লাভিয়া তখন "স্বাধীন"। কিন্তু তিনি আসিয়া দেখিতে পাইলেন সাম্রিয়ায় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ক্ষমতা অধিকার করিয়াছে। তিনি তখনই সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কাজে লাগিয়া গেলেন। তিনি নিজে, একজন ক্রোট শ্রমিক। তাঁহার ট্রেড ইউনিয়ন শীঘ্রই শ্লোভেনিয়ান শক্তিশালী ইউনিয়ন হইল। ১৯২৩ সালে তাঁহার ৫ বছর জেল হয়। জেল হইতে মুক্তি পাইয়াই তাঁহাকে আত্মগোপন করিতে হয় কারণ ১৯২৯ সালে সার্ব প্রতিক্রিয়াশীল দল তাহাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। যুগোশ্লাভিয়ায় কমিউনিষ্ট পার্টিই এই প্রতিক্রিয়াপন্থীদের আক্রমণের প্রধান বস্তু হইল এবং তিতোর সহকর্মী পার্টির তখনকার সেক্রেটারী ডিমাকোভিচকে গ্রেপ্তার ও পরে হত্যা করা হয়।

কিন্তু জোসেফ ও তাহার অন্যান্য সহকর্ম্মীরা নূতন করিয়া পার্টিকে গড়িয়া তোলেন এবং ১৯৩৩ সালে প্রতিক্রিয়াশীল একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সমস্ত গণতান্ত্রিক বলগুলিকে কেন্দ্র করিয়া সংযুক্ত 'পিপলস্ ফ্রন্ট' গঠন করিতে চেষ্টা করেন। এই কার্য্যে তাঁহারা প্রধানতঃই, তাঁহারা ক্রোট, শ্লোভেন ও ধনিনিয়ার মুসিম প্রভৃতি জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া লন। ১৯৩৫ সালে যখন স্টরাডিনোভিচ গভর্ণমেন্ট প্রকাশ্যে জার্ম্মাণ ও ইতালীয় ফ্যাসিস্টদের সহিত একযোগে কাজ করিতে আরম্ভ করেন তখন তাহাদের বিরুদ্ধে যুগোশ্লাভিয়ায় সমস্ত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধ হয়।

এই সময় জোসেফ স্পেনে যাইয়া 'ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডে' যোগ দিয়া যুদ্ধ করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি আবার দেশে ফিরিয়া আসেন।

কিছুদিনের মধ্যেই হিটলার যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করে এবং ৭ দিনের মধ্যে উহা অধিকৃত হয়; কিন্তু দেশের গভর্ণমেন্ট পলাইয়া লণ্ডনে আশ্রয় নেয়। তিতো ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা পার্ব্বত্য অঞ্চলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ ও জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠিত করিতে আরম্ভ করেন। আজ ধর্ম্ম-যাজক, সরকারী কর্ম্মচারী, বুদ্ধিজীবি, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি সমস্ত স্তরের লোক তাঁহার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হইয়া যুগোশ্লাভিয়ায় স্বাধীনতার জন্য লড়িতেছে।

ইহাই তিতোর ইতিহাস—এই ইতিহাস হইতেছে ক্রোট, শ্লোভেন, বসনিয়ান, মন্টেনগ্রিন এবং সার্ব্ব জাতিগুলির গণতান্ত্রিক রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম চলিতেছে তাহার ইতিহাস।

বহুদিন হইতে প্রতিক্রিয়াশীল নেতারা এই জাতিগুলির ভিতরে স্বাস্থকলহ জিয়াইয়া রাখিয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। নিজেদের মধ্যে অনৈক্যের ফলে ইতালির ডুচিশ্বার অন্ত ছিল না কিন্তু আজ তিতোর নেতৃত্ব ও কমিউনিস্টদের একনিষ্ঠ কাজের ভিতর দিয়া এই জাতিগুলি এক ঐক্য বন্ধনে সংগঠিত হইতেছে। বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভিতর দিয়া এই ঐক্য আরও দৃঢ় হইয়া নতুন যুগোশ্লাভিয়ার বনিয়াদ সৃষ্টি হইতেছে।

জনসাধারণের ইচ্ছা প্রতিফলিত হইবে তাহাদেরই নির্ব্বাচিত নেতার মধ্য দিয়া—যিনি বিশ্বাস ও ভাবনার পাত্র, তিনিই হইবেন সেই নির্ব্বাচিত নেতা। আর মার্শাল তিতো সেই নতুন ইয়োরোপেরই প্রতীক।

মার্শাল তিতোর ছবির পাশে যে তরুণী দাঁড়াইয়া আছেন, ইঁহার বয়স মাত্র বিশ বৎসর অথচ যুগোশ্লাভিয়ার স্বাধীনতার লড়াইতে ইনি এ পর্য্যন্ত ২০ জন লুঠনকারী নাৎসী বর্ব্বরকে হত্যা করিয়াছেন। (U. S. O. W. I. এর সৌজন্যে)

কিশোর বাহিনী, শোনো!

কিশোরবাহিনীর কথন এক বছর হ'তে চল্লো। এই এক বছরে কিশোরবাহিনী বাংলার জেলায় জেলায় গ্রামে ও সহরে ছড়িয়ে পড়েছে। হাজার হাজার সভ্য হয়েছে। আবার এই এক বছরে আমাদের বাংলাদেশে যে বিরাট দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর ধ্বংসলীলা চলেছে তা'র তুলনা কোনও ইতিহাসে নাই। শুনলে অবাক হ'বে, গত চার বছরে এই পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধে যত না লোক মরেছে, তার চেয়েও বেশী লোক এই এক বছরের দুর্ভিক্ষে বাংলা দেশে মরেছে। এবং এদের মধ্যে আবার সব চেয়ে বেশী মরেছে কারা জানো? বাংলার ভবিষ্যৎ যাদের উপর নির্ভর করছে সেই কিশোররা। গ্রামের যারা তারা তো জানোই, সহরের বাহিনীরাও জানো যে দুধের অভাবে, কুইনাইনের অভাবে, খাওয়ার অভাবে, শীতবস্ত্রের অভাবে লক্ষ লক্ষ কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। যারা বেঁচে আছে তাদের জামা নাই, কাপড় নাই, ঔষধ নাই, খাবার নাই, লেখাপড়া শেখার পয়সা নাই।

এই বছর আবার যে দুর্ভিক্ষের চেউ আসছে তা'তে এদের যে কী হ'বে তা কল্পনাও করা যায় না। তাই কিশোরবাহিনীর উপরই সব চেয়ে বড় দায়িত্ব এসে পড়েছে। বাংলার কোটি কোটি অনাথ অসহায় কিশোরের জীবনে আবার বেহ ও মনের সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে হ'বে। দেশের ভবিষ্যতের অমূল্য সম্পদ এই কিশোরদের রক্ষা করতে আজ কিশোরদেরই সব চেয়ে এগিয়ে আসতে হবে। অনেক জায়গায় কিশোরবাহিনী এই কাজে এগিয়ে চলেছে—অন্য সব বাহিনীও এগিয়ে এসো।

বালুরঘাটের (দিনাজপুর) কিশোররা সবাই ম্যালেরিয়াতে ভুগ্‌ছে। কিশোরবাহিনীর সদস্য সভ্যরা একসঙ্গে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়ে দুধ আর কুইনাইন চাইল। ম্যাজিষ্ট্রেটের না বিয়ে উপায় নাই। কিশোরবাহিনী এখন নিয়মিত ভাবে কিশোরদের মধ্যে দুধ আর কুইনাইন বিতরণ করছে।

পিংহনারী (রংপুর) ১৫০ জন কিশোরের মধ্যে ১০০ জনের ম্যালেরিয়া আর পাঁচড়া, ১২৫ জনের জামা-কাপড় নাই। এত শীত যে সারারাত আগুন জ্বালিয়ে খালি গায়ে তার পাশে বসে রাত কাটাতে হয়—আর ১৮ মাইলের মধ্যে কোনও চিকিৎসাকেন্দ্র নাই। এখানেও কিশোরবাহিনী মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে দুধ কুইনাইন আর জামা কাপড়ের প্রতিশ্রুতি আদায় করল। এবং নিজেরাই বাড়ী বাড়ী ঘুরে জামা কাপড় যোগাড় করার কাজে লেগে গিয়েছে।

ঝাউতলা (বরিশাল) "আমাদের বাহিনীর সভ্যদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যাদের খাওয়াওয়ার কোনও ঠিকঠিকানা নাই, মাইনের অভাবে লেখাপড়াও শিখতে পারে না। আমরা প্রত্যেক রবিবার গান গেয়ে নিজেদের পাড়ায় চাঁদা তুলে পুরাণো কাপড় পয়সা প্রভৃতি আদায় করে দুঃস্থ কিশোরদের যতটা পারি সাহায্য করি।"

নড়িয়া (ফরিদপুর) ভীষণ ম্যালেরিয়া। "আমরা তাই রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখবার কাজে লেগে গিয়েছি। কিন্তু কুইনাইন না পাওয়ায় আমরা সবাই কষ্ট ভুগ্‌ছি।"

টালীগঞ্জ (কলিকাতা) সহরের গরীবলোকের ছেলেমেয়ে: স্কুলের খরচ দেয় কে? তাই লেখাপড়া আর হয়না। কিন্তু কিশোরবাহিনী চাঁদা তুলে কয়েকজনকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দিল। আর

বাকী সবাইকে নিয়ে নিজেরাই ফ্রিস্কুল আরম্ভ করে দিল। মাসীমা, পিসীমারা এসে অবসর সময়ে পড়িয়ে যান। কিশোরদের গায়ে জামাকাপড় নাই—কিশোরবাহিনী পাড়ার বাড়ী থেকে জামাকাপড় আদায় করে তাদের দেবার বন্দোবস্ত করছে।

বড়বাজার (কলিকাতা)—কিশোরদের স্বাস্থ্য রাখতে হ'লে নিয়মিত খেলাধুলা করা দরকার। কিন্তু মাঠ কই? কিন্তু কিশোরবাহিনীর সভ্যরা নিরাশ না হয়ে চলুন ৫নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের কাছে যাতে "তারাসুন্দরী পার্কটা" তারা খেলবার জন্য পায়। ঠিক হ'ল বিকেল ৪টা থেকে ৬টা কিশোর-বাহিনী ঐ মাঠটি ব্যবহার করবে।

পিয়াশালা (মেদিনীপুর)—"আমরা পিয়াশালা গ্রামের মধ্যবিত্ত, কৃষক, বিনমজুর সব শ্রেণীর কিশোরেরা একসঙ্গে হ'য়ে কিশোরবাহিনী গড়েছি। লেখাপড়া, গান, ব্যায়াম প্রভৃতি ছাড়াও আমরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে চাল যোগাড় করে আমাদের গ্রামের ১০১২টি কিশোরকে সাহায্য করছি।

সেরপুর আর সেরুড়াতেও (ময়মনসিংহে)—কিশোরবাহিনী চাল তুলে কিশোরদের সাহায্য করছে।

তেমুয়ানী ঘাটে (মেদিনীপুর)—কিশোরবাহিনী ফ্রি স্কুল খুলেছে। কিন্তু ম্যালেরিয়া আর কলেরার সঙ্গে বই ও স্লেটের অভাবে স্কুলের খুব ক্ষতি হচ্ছে।—

(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

Regd, No. C. 2836. ৪৭নং মধু রায় লেন, কলিকাতা, পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত। JANAYUDDHA

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

জনযুদ্ধ

প্রতি সংখ্যা ছ' পয়সা
বার্ষিক ৪৷, ৩ মাস ২৷,
৩ মাস ১৷০

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জি
এম,এস,এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

২য় বর্ষ] বুধবার, ৮ই মার্চ্চ ১৯৪৪, ২৪শে ফাল্গুন ১৩৫০ [৪৫শ সংখ্যা

করপোরেশন নির্ব্বাচনে

বসু-হক-মহাসভার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ কর

নহিলে দুর্নীতির মৌরশী পাট্টা থাকিয়াই যাইবে

মুসলিম প্রার্থী সম্বন্ধে কর্তব্য

৫ই মার্চ তারিখে "আজাদ" পত্রিকায় কর্পোরেশন নির্বাচন সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখা হইয়াছে, "কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা কোন দলেরই সমর্থন লীগ মনোনীত প্রার্থীরা পাইবেনা। ইহার উপর কমিউনিস্ট পার্টি ইতিপূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছে যে, তাহারা এবার কর্পোরেশন নির্বাচনে কংগ্রেসকেই সমর্থন করিবে। সুতরাং তাহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য পাওয়ার আশা মোছলেম লীগ মনোনীত প্রার্থীর নাই। এক্ষেত্রে মোছলেম লীগকে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে মোছলেম লীগ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত দলের সহিত।...."

কমিউনিস্টদের মনোভাব সম্বন্ধে আজাদের খবর সম্পূর্ণ ভুল। সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেস যদি দাঁড়াইত তো কংগ্রেসকে সমর্থন করিব একথা কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্যই বলিয়াছিল। কিন্তু লীগ তো সেখানে প্রার্থী দাঁড় করাইতেছেনা, লীগের প্রার্থী হইল মুসলিম নির্বাচন কেন্দ্রে। সেই সব কেন্দ্রে কমিউনিস্টরা নিশ্চয়ই লীগের প্রার্থীকে সমর্থন করিবে, কারণ লীগই মুসলিম জনতার রাজনীতিক প্রতিনিধি। আমরা গত সংখ্যা 'জনযুদ্ধ'ই কর্পোরেশন নির্বাচন সম্পর্কে পরিষ্কার লিখিয়াছি, "বহুদলের বাতিল কংগ্রেসের প্রার্থীরা কখনও সত্যকার জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ বহন করেন নাই। তেমনি অন্যান্য যে সব মুসলমান দল 'প্রগতির' ছাপ লইয়া লীগের বিরোধিতা করিতেছে তাহারাও মুসলমান জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে।" সুতরাং কমিউনিস্টদের মনোভাব সম্পর্কে 'আজাদ' সম্পাদক কি করিয়া এত বড় ভুল করিলেন বুঝিতে পারিলাম না।

কর্পোরেশনের আবর্জ্জনা

বোম্বাই প্রভৃতি তাবৎের বড় বড় শহরের মিউনিসিপ্যালিটীগুলির মধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনই বোধ হয় সবচেয়ে অপদার্থ ও অকর্মণ্য। এই কর্পোরেশনের কল্যাণে কলিকাতা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে নোংরা শহর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। ঘুষ, দুর্নীতি ও অনাচারে কলিকাতা কর্পোরেশনের জুড়ি মেলা ভার। কর্মচারী ও মজুরদের প্রতি দুর্ব্যবহার এবং তাহাদের ন্যায্য দাবী অগ্রাহ্য করার বিষয়েও কলিকাতা কর্পোরেশন অতুলনীয়। জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য কর্পোরেশনের যতটা না আগ্রহ তাহার চেয়ে অনেক বেশী আগ্রহ বি, এন, রে প্রভৃতি মোটা মাহিনার বাবুদের চাকুরী বাঁচাইবার জন্য।

কর্পোরেশনের অপদার্থতা, অনাচার, দুর্নীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে এই ধরণের কথায় কলিকাতার অধিকাংশ শহরবাসীই একমত কিন্তু তাঁহারা একটী আসল কথা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? যাঁহারা গত ১৫ এক বছর ধরিয়া কর্পোরেশনে মেজরিটি, কর্পোরেশন তাঁহাদের কথা মতই চলিয়াছে। সুতরাং কর্পোরেশনের এই নোংরা আবর্জনার জন্য তাঁহারাই দায়ী। তাঁহারা কারারা? সকলেই জানেন যে গত বছর দুই ধরিয়া বহু দলের বাতিল কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা এবং মিঃ বদরুদ্দোজা প্রমুখ কয়েকজন হক-পন্থী কাউন্সিলার বা অল্ডারম্যান—ইঁহারাই কর্পোরেশনে একযোগে কাজ করিয়াছেন, মেজরিটিও ইঁহাদের। কাজেই কর্পোরেশনের দুরবস্থার জন্য ইঁহারাই দায়ী এবং ইঁহারা যদি আবার নির্বাচিত হন তবে দুরবস্থা ও দুর্নীতি কর্পোরেশনে চিরকালের মত কায়েম হইয়া বসিবে। এম্‌নিতেই তো এই সব দলের কয়েকজন কাউন্সিলার কর্পোরেশনে প্রায় চৌরঙ্গী পাট্টা বা কায়েমী সত্ব জমাইয়া বসিয়াছেন। ১০ নং ওয়ার্ডের ইন্দুভূষণ বিশ, কলুটোলার সত্যব্রত সেন, চেতলার ফণীন্দ্র ব্রহ্ম, বড়বাজারের মদন বর্ম্মণ প্রভৃতি অনেকেই ১৫, ২০, এমন কি আরও বেশী বছর ধরিয়া কাউন্সিলারি করিতেছেন। এখন তাঁহাদের দল আবার নির্বাচিত হইলে তাঁহাদের দলও কর্পোরেশনে মৌরসী পাট্টা জমাইবে। অপদার্থতা এবং দুর্নীতিও চিরকাল জাঁকিয়া থাকিবে।

ত্রিশক্তির চক্রান্ত ভাঙ্গো

বাতিল কংগ্রেস-হিন্দুসভা-ফজলুল হক—এই ত্রিশক্তিকে দূর করিতে না পারিলে কর্পোরেশনের কল্যাণও কোন দিনই দূর হইবে না, দেশবন্ধুর আদর্শও ফিরিয়া আসিবেনা। প্রত্যেক দেশপ্রেমিক নগরবাসী, প্রত্যেকটী কংগ্রেসভক্ত ও লীগভক্ত, তাঁহাদের কর্ত্তব্যই হইল এই সব দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

আসল সরকারী কংগ্রেস যদি সাধারণ নির্বাচনে দাঁড়াইত তো সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্রে এই ত্রিশক্তির দুরবস্থার ভাসা অনেক সহজ হইত। অনেক স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মী ইহাই চাহিয়াছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টিও ইহাই চাহিয়াছিল। কিন্তু সাধারণ রাজনীতিক অচল অবস্থার প্রতিক্রিয়ায় বাংলার কংগ্রেসী নেতারা হতাশাবাদী ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন; আর লীগ-বিরোধিতা করিতে গিয়া অনেক কংগ্রেস নেতা হিন্দু সভার প্রতিপত্তি বাড়াইয়া ফেলিতে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সাহায্য করিয়াছেন। সেই জন্যই আজ তাঁহারা হিন্দু সভা ও বহু দলের প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে সোজাসুজি দাঁড়াইতে সাহস করিলেন না। অনেক কংগ্রেস কর্ম্মী বন্দী আছেন এই অজুহাত দেখাইয়া তাঁহারা রণে ক্ষান্ত দিলেন। বাংলার চেয়েও অনেক বেশী কংগ্রেসকর্ম্মী বন্দী থাকা সত্বেও আমেদাবাদ, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে কংগ্রেস মিউনিসিপাল নির্বাচনে দাঁড়াইয়াছে ও জিতিয়াছে একথা তাঁহাদের মনে আসিল না। তাঁহারা নিষ্ক্রিয় থাকিলে হিন্দুসভা ও বহু দলের প্রতিপত্তি যে আরও বাড়িবে, বাংলায় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা যে আরও ক্ষুণ্ণ হইবে ইহা ভাবাও প্রয়োজন মনে করিলেন না।

জাতীয় কংগ্রেসের আনুগত্য দাবী কর

যেখানে নেতারা কংগ্রেসের আদর্শ রক্ষার মত দুঃসাহস পাইলেন না সেখানে সাধারণ দেশভক্ত নাগরিক ও কংগ্রেসকর্ম্মীকেই আগিয়া সবল হয়ে কংগ্রেসের পতাকা উর্দ্ধে তুলিতে হইবে। অধিকাংশ এলাকায়ই বহু দল ও হিন্দু সভার চক্রান্তের বিরুদ্ধে কোন কোন স্বাধীন প্রার্থী দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা সুবিধাবাদী নন, এলাকার নাগরিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য অনবিস্তর পরিশ্রম করিয়া থাকেন, এবং প্রকৃতই কর্পোরেশনের জঞ্জাল দূর করিতে চান। সেই এলাকার কংগ্রেসভক্ত নগরবাসীরা তাঁহাদের কাছে খোলাখুলি এই ঘোষণা দাবী করুন যে, কংগ্রেস নির্বাচন নামে নাই সেই হিসাবে আমি সরকারীভাবে কংগ্রেস প্রার্থী নয় বটে, কিন্তু প্রকৃত কংগ্রেসেরই আমি সমর্থক এবং নির্বাচিত হইলে আমি কংগ্রেসের প্রোগ্রাম মতেই কাজ করিব ও বহু হিন্দুসভা চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিব। যে প্রার্থী এইরূপ প্রকাশ্য ঘোষণা দিবেন এবং স্বীকার করিবেন যে তিনি চোরাকারবারীর বিরুদ্ধে লড়িবেন, সকল দলকে মিলাইয়া-খাদ্য কমিটি ও সহরের স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা গঠন করিবেন, রেশনিং প্রথা ভালভাবে চালাইবার চেষ্টা করিবেন, কর্পোরেশন মজুরদের মাহিনা ও অবস্থার উন্নতি করাইবেন, কর্পোরেশনে ঘুষ ও অপচয় বন্ধ করাইবেন, কলিকাতা শহরকে ও কলিকাতার ধনী-দরিদ্র সমস্ত শহরবাসীর নাগরিক জীবনকে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করিয়া গড়িবার চেষ্টা করিবেন—সেইরূপ প্রার্থী যাহাতে নির্বাচিত হন তাহার জন্য প্রত্যেকটী দেশভক্ত নাগরিককে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে।

সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে লীগ ও কংগ্রেস এক হও

মুসলিম লীগের প্রার্থীদেরও এইরূপ ঘোষণা লইয়াই দাঁড়ানো উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করা উচিত যে সরকারী কংগ্রেসের পক্ষপাতী কোনো প্রার্থী থাকিলে লীগ তাঁহাদের সঙ্গে সহযোগিতায় বহু-হিন্দুসভা-হক চক্রান্তের কবল হইতে কর্পোরেশনকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিবে। কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে 'আজাদে'র মন্তব্য ভুল, কিন্তু ঐ সঙ্গেই বহু দলকে কংগ্রেস বলিয়া চালাইবার যে চেষ্টা তাঁহারা করিয়াছেন তাহা আরও মারাত্মক। নির্বাচনের পর কংগ্রেসের নামে বহু দলের সঙ্গে মিতালি পাতাইয়া (যেমন ১৯৪০ সালে সুভাষবসুর সঙ্গে হইয়াছিল) লীগের তরফ হইতে কর্পোরেশনে ক্ষমতা লইয়া চক্রান্ত করিবার মনস্থ্য এই উক্তির পিছনে নাই তো! সে যাই হোক এইরূপ উক্তির ফলে মুসলমানেরা ভাবিবে যে, কংগ্রেস হিন্দুসভা ও হক পার্টির সঙ্গে মিলাইয়া লীগের বিরুদ্ধে লড়িতেছে। কাজেই তাহাদের কংগ্রেস বিরোধিতা আরও বাড়িবে, দেশ তথা এসেম্বলি ও কর্পোরেশনের মধ্যে লীগ ও কংগ্রেসের লড়াই চলিতেই থাকিবে আর বহু-হিন্দু সভা হকপার্টি আনন্দে হাততালি দিবে। এই ত্রুটি লীগের এখনই সংশোধন করা উচিত।

প্রকৃত কংগ্রেস পক্ষপাতী জনসাধারণকে আজ মুসলিম কেন্দ্রে লীগের প্রার্থীদেরই সমর্থন করিতে হইবে, তেমনি লীগকেও আগাইয়া আনিয়া কংগ্রেস পক্ষপাতী প্রার্থীদের জয় কামনা করিতে হইবে। তবেই ভবিষ্যৎ কর্পোরেশনে ইঁহাদের পরস্পর সহযোগিতার সম্ভাবনা জাগিবে, কর্পোরেশনের দুর্নীতি ঘুচিবার কিছুটা আশা জন্মিবে।

গেল এই কয়দিন এক ছটাক কয়লাও তাহারা পাইতেছে না।

লোক কয়লাভাবে না খাইয়া মরিবে, কলকারখানা কয়লাভাবে বন্ধ থাকিবে—আর সরকার বসিতেছে দেশ রক্ষার ব্যবস্থা বেশ ভালই চলিতেছে, জিনিসপত্রের অনটন ঘুচাইয়া দুর্ভিক্ষ কখিতেছি। জনসাধারণ দাবী করিতেছে—লম্বা লম্বা স্কীম চাই না, কয়লা চাই।

সম্পাদকীয়

আউশ চাষ বাড়াও

দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রকোপে বাংলার কৃষি উৎপাদন বিপদগ্রস্ত হইবার যে আশঙ্কার কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, তাহা আজ সত্য সত্যই বাস্তবে পরিণত হইতেছে। লাখ লাখ চাষী অনাহারে প্রাণ হারাইয়াছে এবং রোগের আক্রমণে কৃষকগণের কার্য্য-ক্ষমতাও কমিয়া গিয়াছে। অভাবের তাড়নায় গরীব কৃষকেরা শস্যের বীজ পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলিয

লীগ কোন পথে চলিয়াছে ?

ভবানী সেন

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটির সম্পাদক

আইন সভায় লীগের সদস্যদের সংখ্যা ছিল ১০০-এর উপর, এখন তাহা ১০০-এর নীচে নামিয়াছে।

মুসলিম লীগের মন্ত্রীমণ্ডলী আজ বিপন্ন। আইন সভায় বিরোধী দলগুলির শক্তি ধীরে ধীরে বেশী বাড়িতেছে। আভ্যন্তরীণ গতবার হক মন্ত্রীমণ্ডলীকে যে ভাবে সমাধান্তা দিয়া বিদায় করিয়াছিল এবার আবার লীগের বিরুদ্ধে সেই ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছে। দুর্ভিক্ষ আবার দুর্নিবার গতিতে আগাইয়া আসিতেছে। তাহা গোপন করিবার চেষ্টা নিষ্ফল। এইজন্য মন্ত্রীমণ্ডলীর সদস্যদের কোন কোন অংশ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। লীগ মন্ত্রীত্বের পতনের অর্থ মুসলমানদের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরাজয়। আমলাতন্ত্র তখন ৯৩ ধারা চালু করিয়া দেশের ভিতর দুর্যোগ আরও বাড়াইবে। এই ভয়ঙ্কর পরিণতি হইতে লীগকে ও বাংলাকে বাঁচাইবার জন্য মুসলিম লীগের প্রতি আমাদের এই আবেদন।

লীগের ভবিষ্যৎ

মুসলিম লীগ মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিবার পর প্রায় এক বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। বাংলার খাদ্য কি এবারও মজুতদার মুনাফাখোরের দখলে থাকিবে এবং জনগণ কি আবার দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর ঘূর্ণাপাকের মধ্যে পড়িবে? অথবা বাংলার খাদ্য জনগণের মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করিবার ব্যবস্থা হইবে? এই প্রশ্নের উপরই মুস্লিম লীগের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

গত এক বছরের দুর্ভিক্ষের ভিতর বাংলার মুস্লিম লীগকে প্রবল বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। মন্ত্রীমণ্ডলীর মাথার উপর ক্ষমতালোভী আমলাতন্ত্র মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে সহযোগিতার পথে অবিশ্রান্ত বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। দিকে দিকে যখন দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীর মৃত্যুর আর্তনাদ হক সাহেব ও শ্যামাপ্রসাদ বাবু তখন লীগরাজীয়ের উচ্ছেদের জন্য উন্মত্ত। অর্থ পিশাচ মজুতদার চাউল আটকাইয়া রাখিয়া দেশময় হাহাকার তুলিয়াছে, কিন্তু তখাপি এই নিরন্নের দুর্যোগের ভিতর বাংলার মুসলমান জনগণ লীগের পতাকাকে অসম্মানিত করে নাই, বাংলার হিন্দু জনগণ অদীম ধৈর্য্যের সঙ্গে সাধারণ দুর্যোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে লীগকে অবসর দিয়াছে, সারা ভারতের জনগণ বাঙ্গালীর প্রতি সৌভ্রাতৃত্বের উদার হস্ত প্রসারিত করিয়া সংকট দমন করিতে সাহায্য করিয়াছে, কমিউনিস্ট পার্টি নিভীকভাবে জনগণকে বাঁচাইবার জন্য লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছে। গত এক বছর ধরিয়া যে শক্তি বাংলার লীগকে কঠোর পরীক্ষার বাঁচাইয়া রাখিয়াছে যে শক্তি হইল ভারতীয় জনগণের স্বদেশপ্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধ।

লীগ এই স্বদেশপ্রেম এবং ভ্রাতৃত্ববোধকে কতখানি ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে তাহার উপরই বাংলার এবং লীগের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। মজুত ও মুনাফাখুরীর বিরুদ্ধে লীগ খাদ্য আন্দোলনের ভিতর দিয়া যতই অগ্রসর জনপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে অগ্রসর হইয়াছে এবং একত্রভাবে খাদ্য কমিটি গড়িয়াছে ততই লীগের প্রতিষ্ঠা বাড়িয়াছে, লীগকর্মীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়াছে, লীগ ও লীগকর্মীগণ হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেরই সমর্থন পাইয়াছে। লীগ এই পথে আর এক ধাপ উঁচুতে উঠিবে, না আর এক স্তর নামিয়া যাইবে—ইহাই প্রত্যেক লীগভক্তের কাছে আমাদের প্রথম প্রশ্ন।

নববর্ষের আরম্ভেই এই প্রশ্ন আমরা লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত করি। কৃষকের ঘরে ঘরে তখন প্রচুর আমন ধান। আমন ধানের প্রাচুর্য্য দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীর মনে নূতন ভরসা সৃষ্টি করিয়াছে। সংকট কাটিয়া যাইতেছে দেখিয়া লীগবিরোধীদের উত্তেজনা তখন শান্ত হইয়া আসিয়াছে।

দুর্বলতা কোথায় ?

মন্ত্রীমণ্ডলীর সম্মুখে তখন দুটি পথ খোলা। প্রথম পথ—মন্ত্রীসভাকে প্রসারিত করিয়া সকল দলের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া মজুতদারের হাত হইতে আমন ধান রক্ষা করা এবং সরকারী ক্রয় ও সরকারী চাউলের ব্যবহার করিয়া দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তি রোধ করা। দ্বিতীয় পথ—আমলাতন্ত্রের কাছে মাথা নত করিয়া আমন ধান মজুতদারের হাতে তুলিয়া দেওয়া এবং বাংলার জনগণকে নূতন দুর্ভিক্ষের ত্রাসের মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া। মন্ত্রীমণ্ডলীকে আমরা তখনই সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলাম এই দুই পথ ছাড়া তৃতীয় পথ নাই।

কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডলী তখন তৃতীয় পথই অনুসন্ধান করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন কজলুল হক ও শ্যামাপ্রসাদ পরাস্ত হইয়াছেন, কংগ্রেস শক্তিহীন। তাঁহাদের ধারণা হইল যে এ অবস্থায় সম্মিলিত মন্ত্রীত্ব বা সর্ব্বদলীয় ঐক্য অনাবশ্যক, এবং আমন ধান এত প্রচুর হইয়াছে যে দুর্ভিক্ষ হওয়া অসম্ভব। দুর্ভিক্ষের ঘোর দুর্য্যোগের মধ্যেও খাদ্য কমিটির সর্ব্বদলীয় ঐক্য যে তাঁহাদের শক্তি যাড়াইয়াছে সে শিক্ষা তাঁহারা গ্রহণ করিলেন না, তাঁহারা নির্ভর করিলেন আমলাতন্ত্র ও মুসলমান মজুতদারের উপর।

কমিউনিস্ট পার্টি পরামর্শ দিয়াছিল খাদ্য কমিটির মারফৎ ৫ কোটি মণ চাউল কিনিয়া বাঁধাদরে সরবরাহের ব্যবস্থা কর তাহা হইলে মজুতদার চোরাবাজার সৃষ্টি করিতে পারিবে না। আমলাতন্ত্র পরামর্শ দিল খাদ্য কমিটির মারফৎ ক্রয় বিক্রয় হইতে পারে না, ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভর কর, ব্যবসায়ীরা পরামর্শ দিল ধান কিনিবার জন্য ব্যস্ততা দেখাইও না ধীরে সুস্থে কেন এবং খুব সামান্য পরিমাণ কেন। মন্ত্রীমণ্ডলী কমিউনিস্ট প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া আমলাতন্ত্র ও মজুতদারের পরামর্শ শুনিলেন। সর্ব্বদলীয় ঐক্যের পথ বর্জ্জন করিয়া তাঁহারা যে মুহূর্ত্তে আমলাতন্ত্রের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন তাহার পর একমাত্র এই পথ গ্রহণই তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল।

মজুতদারের নীতি

কমিউনিস্ট পার্টি তখনই বলিয়াছিল—মন্ত্রীমণ্ডলী যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন এ নীতি মজুতদারকেই শক্তিশালী করিবে, ইহার ফলে চাউল সরবরাহ করিয়া বাঁধা দর চালু করা অসম্ভব হইবে, আবার দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের নিকট সুরাবর্দ্দি সাহেব সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে বিরোধীদের আমি পরাস্ত করিয়াছি, এবার আর দুর্ভিক্ষের ভয় নাই।

আজ কমিউনিস্টদের সতর্ক বাণীই সত্যে পরিণত হইতেছে। চাউল গিয়াছে মজুতদারের ঘরে, ঘাটতি জেলাগুলিতে দান চড়িতেছে, আসন্ন দুর্ভিক্ষের ভয়ে প্রত্যেকেই ভীত। আমন ধানের যে প্রাচুর্য্য মন্ত্রীমণ্ডলীর শক্তির উৎস তাহা আজ মজুতদারদের দুর্গ দৃঢ় করিয়াছে। সরকারী সরবরাহ বিভাগ চাউল সরবরাহ করিয়া দাম কমাইতে অক্ষম। হক সাহেব এবং শ্যামাপ্রসাদবাবুর স্বর আবার চড়িয়াছে, কংগ্রেস আবার লীগের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব আনিতেছে। ভ্রাতৃবিরোধের দুষিত আবহাওয়া ধীরে ধীরে বাড়িতেছে। এবারকার আইন সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবার প্রথম দিকে বিরোধী দলগুলির মধ্যে পরাজিতের মনোভাব ছিল কিন্তু শেষের দিকে তাহারা আক্রমণ চড়াইয়াছে। যে মুহূর্ত্তে তাহারা বুঝিয়াছে খাদ্য নিয়ন্ত্রণের মজুতদারের ঘরে পৌঁছিয়াছে এবং মন্ত্রীমণ্ডলীর সাধ্য নাই চাউল সরবরাহ করিয়া দাম কমাইবার সেই মুহূর্ত্তে তাহারা লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর উচ্ছেদ চাই এই রণধ্বনি তুলিয়াছে। অথচ দুমাস আগেও কংগ্রেস সর্ব্বদলীয় খাদ্য কমিটি (ফুড এডভাইজারীক মিটি) গঠনে প্রস্তুত ছিল, মন্ত্রীমণ্ডলী তখন সে দিকে উৎসাহ দেখান নাই। তখন সুরাবর্দ্দি সাহেব গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন এবার যখনই দাম চড়িবে তখনই কম দামে সরবরাহ করিয়া দাম নামাইয়া দিব, সুরাবর্দ্দি এখন তাহা পারেন না কেন ?

আমলাতন্ত্রের ষড়যন্ত্র

সুযোগ বুঝিয়া ইউরোপীয় দল তাহার দাবী চড়াইতেছে। জনৈক চটকল মালিক বলিয়াছেন মন্ত্রীমণ্ডলী কেন চটকল শ্রমিকের আন্দোলন দমন করে না! কৃষি আর করের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়ান তাহাদের দৃঢ় মত ব্যক্ত করা অসম্ভব হইবে, আবার দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের নিকট সুরাবর্দ্দি সাহেব সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে বিরোধীদের আমি পরাস্ত করিয়াছি, এবার আর দুর্ভিক্ষের ভয় নাই।

আজ কমিউনিস্টদের সতর্ক বাণীই সত্যে পরিণত হইতেছে। চাউল গিয়াছে মজুতদারের ঘরে, ঘাটতি জেলাগুলিতে দান চড়িতেছে, আসন্ন দুর্ভিক্ষের ভয়ে প্রত্যেকেই ভীত। আমন ধানের যে প্রাচুর্য্য মন্ত্রীমণ্ডলীর শক্তির উৎস তাহা আজ মজুতদারদের দুর্গ দৃঢ় করিয়াছে। সরকারী সরবরাহ বিভাগ চাউল সরবরাহ করিয়া দাম কমাইতে অক্ষম। হক সাহেব এবং শ্যামাপ্রসাদ বাবু তখন লীগরাজীয়ের উচ্ছেদের জন্য উন্মত্ত। অর্থ পিশাচ মজুতদার চাউল আটকাইয়া রাখিয়া দেশময় হাহাকার তুলিয়াছে, কিন্তু তখাপি এই নিরন্নের দুর্যোগের ভিতর বাংলার মুসলমান জনগণ লীগের পতাকাকে অসম্মানিত করে নাই, বাংলার হিন্দু জনগণ অদীম ধৈর্য্যের সঙ্গে সাধারণ দুর্যোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে লীগকে অবসর দিয়াছে, সারা ভারতের জনগণ বাঙ্গালীর প্রতি সৌভ্রাতৃত্বের উদার হস্ত প্রসারিত করিয়া সংকট দমন করিতে সাহায্য করিয়াছে, কমিউনিস্ট পার্টি নির্ভীকভাবে জনগণকে বাঁচাইবার জন্য লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছে। গত এক বছর ধরিয়া যে শক্তি বাংলার লীগকে কঠোর পরীক্ষার বাঁচাইয়া রাখিয়াছে যে শক্তি হইল ভারতীয় জনগণের স্বদেশপ্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধ।

লীগ এই স্বদেশপ্রেম এবং ভ্রাতৃত্ববোধকে কতখানি ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে তাহার উপরই বাংলার এবং লীগের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। মজুত ও মুনাফাখুরীর বিরুদ্ধে লীগ খাদ্য আন্দোলনের ভিতর দিয়া যতই অগ্রসর জনপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে অগ্রসর হইয়াছে এবং একত্রভাবে খাদ্য কমিটি গড়িয়াছে ততই লীগের প্রতিষ্ঠা বাড়িয়াছে, লীগকর্ম্মীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়াছে, লীগ ও লীগকর্ম্মীগণ হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেরই সমর্থন পাইয়াছে। লীগ এই পথে আর এক ধাপ উঁচুতে উঠিবে, না আর এক স্তর নামিয়া যাইবে—ইহাই প্রত্যেক লীগভক্তের কাছে আমাদের প্রথম প্রশ্ন।

নববর্ষের আরম্ভেই এই প্রশ্ন আমরা লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত করি। কৃষকের ঘরে ঘরে তখন প্রচুর আমন ধান। আমন ধানের প্রাচুর্য্য দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীর মনে নূতন ভরসা সৃষ্টি করিয়াছে। সংকট কাটিয়া যাইতেছে দেখিয়া লীগবিরোধীদের উত্তেজনা তখন শান্ত হইয়া আসিয়াছে।

দুর্বলতা কোথায় ?

মন্ত্রীমণ্ডলীর সম্মুখে তখন দুটি পথ খোলা। প্রথম পথ—মন্ত্রীসভাকে প্রসারিত করিয়া সকল দলের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া মজুতদারের হাত হইতে আমন ধান রক্ষা করা এবং সরকারী ক্রয় ও সরকারী চাউলের ব্যবহার করিয়া দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তি রোধ করা। দ্বিতীয় পথ—আমলাতন্ত্রের কাছে মাথা নত করিয়া আমন ধান মজুতদারের হাতে তুলিয়া দেওয়া এবং বাংলার জনগণকে নূতন দুর্ভিক্ষের ত্রাসের মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া। মন্ত্রীমণ্ডলীকে আমরা তখনই সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলাম এই দুই পথ ছাড়া তৃতীয় পথ নাই।

কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডলী তখন তৃতীয় পথই অনুসন্ধান করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন কজলুল হক ও শ্যামাপ্রসাদ পরাস্ত হইয়াছেন, কংগ্রেস শক্তিহীন। তাঁহাদের ধারণা হইল যে এ অবস্থায় সম্মিলিত মন্ত্রীত্ব বা সর্ব্বদলীয় ঐক্য অনাবশ্যক, এবং আমন ধান এত প্রচুর হইয়াছে যে দুর্ভিক্ষ হওয়া অসম্ভব। দুর্ভিক্ষের ঘোর দুর্য্যোগের মধ্যেও খাদ্য কমিটির সর্ব্বদলীয় ঐক্য যে তাঁহাদের শক্তি যাড়াইয়াছে সে শিক্ষা তাঁহারা গ্রহণ করিলেন না, তাঁহারা নির্ভর করিলেন আমলাতন্ত্র ও মুসলমান মজুতদারের উপর।

প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন

৩০ হাজার কৃষকের আমন রক্ষা ও ফসল বাড়াইবার সংকল্পে

কৃষক শ্রেণীই বাংলার প্রাণ। মহামারী ও খাদ্য সংকটের আঘাতে আজ কৃষকের প্রাণ সমাজ টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে। নিজের হাতে ফলানো ফসলও তার প্রাণ রক্ষা করিতে পারে নাই। মজুতদার গুদামে চাল লুকাইয়া লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে শুকাইয়া মারিয়াছে। উদারনীয় আমলাতন্ত্রও মজুতদারকে সুযোগ দিয়াছে। কিন্তু বাংলার কৃষক আজ দেশের খাদ্যচোরদের চিনিয়াছে। এই ধ্বংসের বিরুদ্ধে ৩০ হাজার কৃষক মিলিত হইয়া প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছে।

২৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২রা মার্চ্চ—এই তিনদিনে দিনাজপুর জেলার কুলবাড়ি বন্দরে প্রাদেশিক কৃষক সভার বাৎসরিক সম্মেলন কমরেড আবদুল রসুল, গোপাল হালদার ও মণিসিংকে নিয়া গঠিত সভাপতি পরিষদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

ঐক্যের পথে শক্তি

জনসাধারণের উপর মন্ত্রীরা এমনভাবে আস্থা হারাইয়াছেন যে তাঁহারা ভাবিতেছেন সত্যকার অবস্থা খুলিয়া বলিলেই সকলে ধান চাউল আট্‌কাইয়া ফেলিবে, দুর্দাম চড়িবে। মজুতদারের ক্ষমতা এত বাড়িয়াছে যে সুরাবর্দ্দি সাহেব নিজেই স্বীকার করেন সরকারী এজেন্টরা কিনিতে নামিলেই দাম চড়িয়া যায়।

এ অবস্থা কেন হইল ? এক বৎসর লীগ মন্ত্রীত্ব চালাইবার পর লীগের শত্রু মজুতদারের ক্ষমতা কেন বাড়িল ? কারণ তাঁহারা আগাগোড়া ঐক্যের প্রতি আস্থাহীন। তাঁহারা ভাবেন সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীত্ব প্রতিষ্ঠা করিলে লীগের প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইবে, অথচ একথা কে না জানে যে জেলায় জেলায় এবং গ্রামে গ্রামে সর্ব্বদলীয় খাদ্য কমিটি গড়ার ফলে লীগের প্রতিষ্ঠা কমে নাই বরং বাড়িয়াছে? লীগের প্রধান শত্রু আমলাতন্ত্র এবং মজুতদার, সকল দলের সমবেত সংগ্রাম ছাড়া এই শত্রুকে পরাস্ত করা যায় না। এই শত্রু বাংলার সকল জাতির সাধারণ শত্রু। এই শত্রুর বিরুদ্ধে লীগ যদি সকল দলকে একতাবদ্ধ না করে তবে এই শত্রু অন্যান্য দলগুলিকে লীগের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করিবে; আমলাতন্ত্রের সেই প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করাই কি লীগকে শক্তিশালী করিবার পথ নয় ? লীগকে সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীত্বের পথে অগ্রসর না করিলে আসন্ন দুর্ভিক্ষে মজুতদারকে আঘাতে লীগ চূর্ণবিচূর্ণ হইবে।

বিষয় নির্ব্বাচনী সভার অধিবেশন

দেশজোড়া সংকটের মধ্যেও কৃষকসভার সংগঠন যে বাংলাদেশে ব্যাপক ভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহা প্রতিনিধিদের সমাবেশ হইতেই স্পষ্ট বোঝা গিয়াছে। বাংলার ২৪টী জেলা হইতে ৪০০-র অধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত হন এবং এদের ভিতর এক তৃতীয়াংশ ছিলেন খাঁটি কৃষক।

শ্রমিক সংগঠন, ছাত্রফেডারেশন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, কৃষক প্রজা পার্টি, আসাম প্রাদেশিক কৃষকসভা এবং সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির তরফ হইতে সৌহার্দ্য জ্ঞাপক প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। সমাগত প্রতিনিধিদের খাইবার ও থাকিবার ব্যবস্থা অভ্যর্থনা সমিতি অত্যন্ত সুচারুরূপে করেন।

২৯শে ফেব্রুয়ারী ও ১লা মার্চ্চ বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন হয়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সমিতির বিগাঁরী সম্পাদক কমরেড আবদুল রসুল কৃষকসভার বর্ত্তমানের নীতি ও কার্য্যক্রম ব্যাখ্যা করিয়া একটি নিবন্ধ এবং বাৎসরিক রিপোর্ট অধিবেশনে পেশ করেন। রিপোর্টে দেখা যায় যে, তীব্র সংকটের মধ্যেও এ বৎসর কৃষক সভার ১,৭৭,৬২৯ সভ্য ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে। তাই কৃষকসভাই আজ বাংলাদেশে সব চেয়ে বড় গণপ্রতিষ্ঠান।

তুমুল আলোচনার পর সংশোধিত আকারে যে নিবন্ধ গৃহীত হয় তাহাতে বাংলাকে রক্ষা করিবার জন্য সমস্ত কৃষক সমাজের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এছাড়া যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয় তার ভিতর নিম্নলিখিত গুলিই হইল মূল প্রস্তাব :—

কস্তুরবা গান্ধী, আর এস পণ্ডিত এবং কয়েকজন কৃষক কর্ম্মীর মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব; লালকৌর ও চীনের প্রতি অভিনন্দন; জাতীয় নেতা ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি এবং অচল অবস্থা সমাধানের দাবী, গভর্ণমেণ্টের নিকট ৫ কোটি মণ ধান ক্রয় করিবার দাবী এবং সম্মিলিত মন্ত্রীত্ব গঠনের জন্য বিভিন্ন দলগুলির নিকট আবেদন ও গ্রাম সংগঠন ও জনসাধারণের চিকিৎসার বন্দোবস্ত।

শিল্প প্রদর্শনী

২৯শে তারিখই বেলা ৫ টার সময় বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন এক ঘণ্টা কালের জন্য স্থগিত রাখিয়া শিল্প প্রদর্শনী উদ্বোধন করা হয়। কমরেড পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী এই উদ্বোধন কার্য্য সমাধা করেন। বিখ্যাত শিল্পী কমরেড মণি রায়ের নেতৃত্বে এই প্রদর্শনী সংগঠন করা হয়।

প্রদর্শনীর মঞ্চের মাঝখানে দিনাজপুরের মৃত কৃষক কর্ম্মীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি স্তম্ভ রচিত হয়।

৩০ হাজার কৃষকের জমায়েত

২রা তারিখ সকাল বেলা নবগঠিত প্রাদেশিক কৃষক সমিতির সভার ১৫ জন সদস্য নিয়া একটি শক্তিশালী প্রাদেশিক কিষাণ কাউন্সিল গঠিত হয় এবং কমরেড মনসুর হবিব আগামী বৎসরের জন্য সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

বেলা সাড়ে দশটার প্রকাণ্ড সম্মেলনের মঞ্চে পাঁচশত লাঠিধারী ভলান্টিয়ার ও এক হাজার জনতার সম্মুখে কমরেড মুজাফ্‌ফর আহম্মদ লাল পতাকা উত্তোলন করেন।

বেলা ৪টার সময়ে ৩০ হাজার কৃষকের জমায়েতের মধ্যে সম্মেলনের কাজ আরম্ভ হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে অভিনন্দন বাণী দেওয়া হইলে পর কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জি, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী ও কৃষ্ণবিনোদ রায় গ্রাম সংগঠন, আমন রক্ষা ও ফসল বাড়াও প্রস্তাবগুলির তাৎপর্য্য বুঝাইয়া বক্তৃতা করেন। এবং তুমুল উৎসাহের ভিতর সমস্ত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। স্থানীয় কৃষক নেতা কমরেড কালি সরকার গ্রাম সংগঠন সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন বেরুওয়াদী সম্মেলনের উপলক্ষে কর্তৃপক্ষ রেল যাতায়াত সম্বন্ধে যে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছে তাহাতে বাংলার কৃষককুল যে গভীর ভাবে ক্ষুব্ধ হইয়াছে তাহা সেই প্রস্তাবের সময়ে তুমুল বিক্ষোভ ধ্বনিতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

গণ-সঙ্গীত ও গণনাট্য অভিনয়ের পর গভীর রাত্রে সম্মেলনের কাজ শেষ হয়।

মন্ত্রীমণ্ডলী জনগণেরই মন্ত্রীমণ্ডলী, তাহাকে পরাজয়ের গ্লানি হইতে রক্ষা করুন। বাংলাকে বাঁচান।

জনযুদ্ধ

মুসলিম লীগের প্রতি খোলা চিঠি

শ্যামাপ্রসাদবাবুর স্বর আবার চড়িয়াছে, কংগ্রেস আবার লীগের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব আনিতেছে। ভ্রাতৃবিরোধের দুষিত আবহাওয়া ধীরে ধীরে বাড়িতেছে। এবারকার আইন সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবার প্রথম দিকে বিরোধী দলগুলির মধ্যে পরাজিতের মনোভাব ছিল কিন্তু শেষের দিকে তাহারা আক্রমণ চড়াইয়াছে। যে মুহূর্ত্তে তাহারা বুঝিয়াছে খাদ্য নিয়ন্ত্রণের মজুতদারের ঘরে পৌঁছিয়াছে এবং মন্ত্রীমণ্ডলীর সাধ্য নাই চাউল সরবরাহ করিয়া দাম কমাইবার সেই মুহূর্ত্তে তাহারা লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর উচ্ছেদ চাই এই রণধ্বনি তুলিয়াছে। অথচ দুমাস আগেও কংগ্রেস সর্ব্বদলীয় খাদ্য কমিটি (ফুড এডভাইজারীক মিটি) গঠনে প্রস্তুত ছিল, মন্ত্রীমণ্ডলী তখন সে দিকে উৎসাহ দেখান নাই। তখন সুরাবর্দ্দি সাহেব গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন এবার যখনই দাম চড়িবে তখনই কম দামে সরবরাহ করিয়া দাম নামাইয়া দিব, সুরাবর্দ্দি এখন তাহা পারেন না কেন ?

আমলাতন্ত্রের ষড়যন্ত্র

সুযোগ বুঝিয়া ইউরোপীয় দল তাহার দাবী চড়াইতেছে। জনৈক চটকল মালিক বলিয়াছেন মন্ত্রীমণ্ডলী কেন চটকল শ্রমিকের আন্দোলন দমন করে না! কৃষি আর করের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়ান তাহাদের দৃঢ় মত ব্যক্ত করা অসম্ভব হইবে, আবার দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের নিকট সুরাবর্দ্দি সাহেব সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে বিরোধীদের আমি পরাস্ত করিয়াছি, এবার আর দুর্ভিক্ষের ভয় নাই।

আজ কমিউনিস্টদের সতর্ক বাণীই সত্যে পরিণত হইতেছে। চাউল গিয়াছে মজুতদারের ঘরে, ঘাটতি জেলাগুলিতে দান চড়িতেছে, আসন্ন দুর্ভিক্ষের ভয়ে প্রত্যেকেই ভীত। আমন ধানের যে প্রাচুর্য্য মন্ত্রীমণ্ডলীর শক্তির উৎস তাহা আজ মজুতদারদের দুর্গ দৃঢ় করিয়াছে। সরকারী সরবরাহ বিভাগ চাউল সরবরাহ করিয়া দাম কমাইতে অক্ষম। হক সাহেব এবং শ্যামাপ্রসাদ বাবু তখন লীগরাজীয়ের উচ্ছেদের জন্য উন্মত্ত। অর্থ পিশাচ মজুতদার চাউল আটকাইয়া রাখিয়া দেশময় হাহাকার তুলিয়াছে, কিন্তু তথাপি এই নিরন্নের দুর্যোগের ভিতর বাংলার মুসলমান জনগণ লীগের পতাকাকে অসম্মানিত করে নাই, বাংলার হিন্দু জনগণ অদীম ধৈর্য্যের সঙ্গে সাধারণ দুর্যোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে লীগকে অবসর দিয়াছে, সারা ভারতের জনগণ বাঙ্গালীর প্রতি সৌভ্রাতৃত্বের উদার হস্ত প্রসারিত করিয়া সংকট দমন করিতে সাহায্য করিয়াছে, কমিউনিস্ট পার্টি নির্ভীকভাবে জনগণকে বাঁচাইবার জন্য লীগের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছে। গত এক বছর ধরিয়া যে শক্তি বাংলার লীগকে কঠোর পরীক্ষার বাঁচাইয়া রাখিয়াছে যে শক্তি হইল ভারতীয় জনগণের স্বদেশপ্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধ।

লীগ এই স্বদেশপ্রেম এবং ভ্রাতৃত্ববোধকে কতখানি ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে তাহার উপরই বাংলার এবং লীগের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। মজুত ও মুনাফাখুরীর বিরুদ্ধে লীগ খাদ্য আন্দোলনের ভিতর দিয়া যতই অগ্রসর জনপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে অগ্রসর হইয়াছে এবং একত্রভাবে খাদ্য কমিটি গড়িয়াছে ততই লীগের প্রতিষ্ঠা বাড়িয়াছে, লীগকর্ম্মীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়াছে, লীগ ও লীগকর্ম্মীগণ হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেরই সমর্থন পাইয়াছে। লীগ এই পথে আর এক ধাপ উঁচুতে উঠিবে, না আর এক স্তর নামিয়া যাইবে—ইহাই প্রত্যেক লীগভক্তের কাছে আমাদের প্রথম প্রশ্ন।

নববর্ষের আরম্ভেই এই প্রশ্ন আমরা লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত করি। কৃষকের ঘরে ঘরে তখন প্রচুর আমন ধান। আমন ধানের প্রাচুর্য্য দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারীর মনে নূতন ভরসা সৃষ্টি করিয়াছে। সংকট কাটিয়া যাইতেছে দেখিয়া লীগবিরোধীদের উত্তেজনা তখন শান্ত হইয়া আসিয়াছে।

দুর্বলতা কোথায় ?

মন্ত্রীমণ্ডলীর সম্মুখে তখন দুটি পথ খোলা। প্রথম পথ—মন্ত্রীসভাকে প্রসারিত করিয়া সকল দলের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া মজুতদারের হাত হইতে আমন ধান রক্ষা করা এবং সরকারী ক্রয় ও সরকারী চাউলের ব্যবহার করিয়া দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তি রোধ করা। দ্বিতীয় পথ—আমলাতন্ত্রের কাছে মাথা নত করিয়া আমন ধান মজুতদারের হাতে তুলিয়া দেওয়া এবং বাংলার জনগণকে নূতন দুর্ভিক্ষের ত্রাসের মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া। মন্ত্রীমণ্ডলীকে আমরা তখনই সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলাম এই দুই পথ ছাড়া তৃতীয় পথ নাই।

কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডলী তখন তৃতীয় পথই অনুসন্ধান করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন কজলুল হক ও শ্যামাপ্রসাদ পরাস্ত হইয়াছেন, কংগ্রেস শক্তিহীন। তাঁহাদের ধারণা হইল যে এ অবস্থায় সম্মিলিত মন্ত্রীত্ব বা সর্ব্বদলীয় ঐক্য অনাবশ্যক, এবং আমন ধান এত প্রচুর হইয়াছে যে দুর্ভিক্ষ হওয়া অসম্ভব। দুর্ভিক্ষের ঘোর দুর্য্যোগের মধ্যেও খাদ্য কমিটির সর্ব্বদলীয় ঐক্য যে তাঁহাদের শক্তি যাড়াইয়াছে সে শিক্ষা তাঁহারা গ্রহণ করিলেন না, তাঁহারা নির্ভর করিলেন আমলাতন্ত্র ও মুসলমান মজুতদারের উপর।

সম্মিলিত মন্ত্রীত্ব চাই

ডিসেম্বর মাসে চাউলের দর যখন বাড়িতে আরম্ভ করে তখন দেশভক্ত মৌলানা আক্রাম খাঁ মধুপুর হইতে চুঠিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন—বাংলার খাদ্যসমস্যার স্থান অন্য সমস্ত বিচার বিবেচনার উর্দ্ধে। কিন্তু আজ মৌলানা সাহেব রোগ শয্যায় শায়িত, তাঁহার এমন সাধ্য নাই বাংলার সমূহ বিপদে হস্তক্ষেপ করেন। প্রত্যেক লীগ পন্থীর কর্ত্তব্য এই কথা মনে করা যে খাদ্যব্যবহার

খাদ্যাভাব ও মহামারী মুচ্ছাইতে

সম্মিলিত খাদ্য কমিটির দুর্জয় শক্তি

বহু কংগ্রেস-কর্মীর ধারণা যে সমস্ত দেশপ্রেমিক দল ও সরকারের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত ঐক্যবদ্ধ খাদ্য-কমিটি জনসাধারণের কোন-কাজেই আসে না। বাংলার প্রত্যেক জেলার আমন ধানের চোরাকারবার চলিতেছে। সুখার্ত ও দরিদ্র কৃষকরা ভাদ্যাধামে ধান চাল বেচা কেনা করার সুযোগ পাইতেছে না। বহু গ্রাম খাদ্যাভাবের জন্য মহামারীর হাত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইতেছে না। কিন্তু সমস্ত জেলার সংবাদ হইতেই দেখা যাইবে যেখানেই কৃষকরা সমস্ত লোককে ঐক্যবদ্ধ করিয়া মিলিত খাদ্য কমিটির কাজ চালু করিতে পারিতেছে, সেখানেই তাহারা গ্রামের দুঃখ দুর্দ্দশার বিরুদ্ধে লড়িতে সক্ষম হইতেছে। এখনো যে-সব কংগ্রেস-কর্মীর মনে খাদ্য-কমিটির সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, এই সব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তাঁহাদের চোখ খুলিয়া দিবে। যুক্ত খাদ্য কমিটি ছাড়া যে গ্রামের ও শহরের লোককে আজ বাঁচান যায় না তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝা উচিত। ঐক্যবদ্ধ অভিযানের ভিতর দিয়া বাংলার মানুষ কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহার কয়েকটী সংবাদ আমরা নীচে দিলাম।

চোরাই চাল উদ্ধারে খাদ্য-কমিটি

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী নদীয়া জেলার তেহাট্টা থানার চার জন ও মুর্শিদাবাদের দুইজন চালের কারবারী রাজিবেলায় তের গাড়ী চাল সরাইতেছিল। চালের বস্তাগুলি পাট দিয়া ঢাকা ছিল। স্থানীয় ফুড কমিটির চেষ্টায় এই সমস্ত চোরাব্যবসায়ীর মাল ধরা পড়ে। সবশুদ্ধ ১২৫ মণ চাল পাওয়া যায়। তার মধ্যে ৭০ মণ ৩০ সের স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে কনট্রোল দরে বিক্রী হইয়াছে। যখন মেহেরপুর শহরে মোটেই চালের আমদানী ছিল না তখন খাদ্য-কমিটির চেষ্টাতেই জনসাধারণের মধ্যে কিছু চাল বিক্রয় হইল। শহরে এখন চাল আমদানী হইতেছে বটে কিন্তু দর প্রতিমণ ১৬৲ টাকা। সর্বদলীয় খাদ্য কমিটির তরফ হইতে স্থানীয় হাকিমের কাছে একটী ডেপুটেশান পাঠান হয়। হাকিম ষড়াই করিয়া বলিয়াছেন—"আমার এলাকায় কিছুতেই কনট্রোল দরের বেশী রেট কেহই চালাইতে পারিবে না আর এখানে চোরাকারবারও চলিতে দিব না।" আমলাতন্ত্রের সব সময়েই খুব লম্বা চৌড়া কথা—কিন্তু চোরাকারবার রুখিতে তাঁহারা অক্ষম। খাদ্য-কমিটিই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যে জনসাধারণের খাদ্যে চোরদের মাল উদ্ধার করে ও সুখার্ত্তদের মুখে অন্ন তুলিয়া দেয়।

রেশনিংএর জন্য ফুড কমিটি

ময়মনসিংএর শেরপুর শহরে মজুতদাররা খুব জোর রাজত্ব করিতেছে। ময়মনসিংহে চাউলের দর ১৬ টাকা মণ আর শেরপুরের মজুতদারীর একচেটিয়া কারবার চালু রাখিয়া চাউলের দর ২২ টাকায় কমাইয়া নির্বিবাদে কিনিতেছে, এদিকে শহরের লোকের জন্য রেশনিং নাই। ফলে সাধারণ লোকের দুর্ভোগ চূড়ান্ত। রেশনিং এর জন্য আন্দোলন চালাইবার জন্য একটী সকলদলের মিলিত খাদ্য-কমিটি গঠিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে সার্কেল অফিসার বিভিন্ন দলের নেতাদের সহিত দেখা করেন। মহাজন সমিতির সভাপতি, মুস্লিম লীগের নেতা, কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি ও কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক এই আলোচনায় যোগ দেন। সমস্ত নেতারা পরামর্শ দিলেন শেরপুর শহর ও নলিতাবাড়ী থানার জন্য ৪ লক্ষ মণ চাউলের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয় চাউল খরিদ করিয়া কোথায় রাখা হইবে তাহার জন্য গুদাম খোঁজ করিতে করিতে হাজার হাজার মণ চাউল চোরাকারবারীরা বিভিন্ন স্থানে চালান করিয়া ফেলিল। এই একচেটিয়া মজুতদাররা ঘোর করিয়া কৃষকদের ঠকাইয়া সস্তা দামে চাউল খরিদ করিতেছে। সর্বদলীয় খাদ্য কমিটি স্থির করিয়াছে, এখানে রেশনিং চালু করিতে পারিলেই তারপর কমিটি নিজের জোরে কনট্রোল দরে সাধু ব্যবসায়ীদের মারফৎ বাড়তি চাল কেনা বেচা ও বাহিরে পাঠানর বন্দোবস্ত করিতে পারিবে। বহু কনট্রাক্টার ও এজেন্ট নিজ নিজ স্বার্থে মুনাফালাভের জন্য কৃষকদের লুঠ করিতে ব্যস্ত, আর আমলাতন্ত্র হতভম্ব হইয়া বসিয়া আছে। একমাত্র মিলিত ফুড কমিটির আন্দোলনই চাল-সমস্যার সুব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইয়াছে।

ঐক্যবদ্ধ কমিটির জোরেই দুঃস্থদের প্রাণরক্ষা

দিনাজপুর জেলার ঠাকুর গাঁ মহকুমার কৃষকরা নিজেদের সংগঠনের উদ্যোগে সমস্ত লোককে একটী ঐক্যবদ্ধ ফুড কমিটিতে সমবেত করিয়াছেন। তাহার ভিতর স্থানীয় জোতদার ও জমিদাররাও আগাইয়া আসিয়াছেন। বালিয়াডাঙ্গীর দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের রিলিফ দেওয়ার কাজে তাঁহারা সকলেই যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন। মহকুমা ফুড কমিটি কৃষক সমিতির হাতে রিলিফের জন্য তিনশত টাকা দিয়াছে। জেলার কমিউনিস্ট নেতাদের আহ্বানে বোধগাঁর জোতদার শ্রীযুক্ত বন্ধু বিহারী ঠাকুর ও শ্রীমন্ত ঠাকুর ২০০ মণ ধান বিনাসুদে কর্জ্জ দিয়া গরীব কৃষকদের জীবন রক্ষা করিয়াছে। ঐক্যবদ্ধ কমিটি ও সংগঠনের চাপেই সরকার ৫টী লঙ্গরখানা খুলিতে বাধ্য হইয়াছে।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির আন্দোলনে

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা

ময়মনসিংহের সংবাদে নিঃ ভঃ আত্মরক্ষা সমিতির **কমরেড মুইজুল দাম** জানাইতেছেন,—ময়মনসিংহ জেলার নারী সমাজের দুর্দশা চরমে পৌঁছিয়াছে। শহরে ও গ্রামে দুঃস্থ নারীর সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়িয়া যাইতেছে। গ্রামের পারিবারিক জীবনে ভাঙ্গনের ফলে নারী সেখানে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছে। নারীদের এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়—সমস্ত দল ও প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদের একত্র মিলিত খাদ্য কমিটির কাজ চালাইয়া যাওয়া। চাল-ধানের সমস্যা মিটাইয়া গ্রামগুলিকে পুনরায় গড়িতে পারিলে তবেই নারী জাতি তাহার মানসম্মান বাঁচাইয়া সংসার-পরিবার চালাইতে সক্ষম হইবে। এই সমস্ত বুঝানর ফলে স্থানীয় মহাকালী পাঠশালায় বিভিন্ন দলের একটা মিলিত বৈঠক হইয়া গিয়াছে। এই আলোচনায় স্থানীয় হিন্দু সভা, মুসলীম লীগ, বার ও মোক্তার এসোসিয়েশন, মিউনিসিপ্যালিটী, নারী কল্যাণ সমিতি, বণিক সঙ্ঘ, জমিদার এসোসিয়েশন, কৃষক প্রজা, কমিউনিস্ট পার্টি, রিলিফ কমিটি, নিঃ ভাঃ মহিলা সম্মেলন, প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে এই বৈঠক সাফল্যের সহিত আলোচনা শেষ করে। সকলে একযোগে নারীদের সমস্যা সমাধানের জন্য আন্দোলন করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। আন্দোলন চালাইবার জন্য একটী মিলিত কমিটি গঠিত হয়।

দুঃস্থাদের বাঁচাইতে আত্মরক্ষা সমিতি

ফরিদপুর জেলা হইতে **কমরেড মৃদুলা ভট্টাচার্য্য** জানাইতেছেন,—কোরকদি ওয়ার্ক হাউসে ১১ই হইতে ২৪শে ফেব্রুয়ারীর ভিতর দুঃস্থদের সংখ্যা ১৫৯ জন হইতে বাড়িয়া ২১৯ জন হইয়াছে। ইহাদের ভিতর ২ জন বাদে সব মেয়ে ও শিশু। **প্রতিদিনই দুঃস্থদের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে**—ইহার পরিস্কার অর্থ খাদ্য-সমস্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে, যাঁহারা বলিতেছেন এ বছর আর ভাবনা নাই তাহাদের কথার মূল্য এইখানেই ধরা পড়িতেছে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি কাপড়-জামা সংগ্রহ করিয়া ইহাদের মধ্যে বিলি করিতেছে। রিলিফ অফিসারকে ধরিয়া ১৩ জন শিশুর দুধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সমস্ত কমিটি গঠন করিয়া—এই কাজের জন্য আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত হয়। ইহা ছাড়া, কনট্রোল দোকান হইতে ধান চাল সরবরাহ, যাহারা রেশন কার্ড পায় নাই তাহাদের কার্ড ও উপযুক্ত পরিমাণে জিনিসপত্র দেওয়ার জন্যও এই ঐক্যবদ্ধ কমিটি অভিযান চালাইবে। গরীব মৎস্যজীবিদের জন্য সুতা ও কাঁটা দিয়া তাহাদের বাঁচানর দাবী লইয়াও মিলিত সংগঠন আন্দোলন করিবে।

মেয়েরা তাহাদের নিজস্ব সংগঠন আত্মরক্ষা সমিতির সভ্য হইতেছে।

রিলিফ কাজের ভিতর সমিতি গঠন

খুলনা জেলা হইতে **কমরেড তানু দেশী** সংবাদ দিতেছেন,—দেবীপুরে গত একমাসের মধ্যে স্থানীয় দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্ত লোককে রিলিফ দিবার কাজের মধ্য দিয়া মহিলারা বিশেষ অগ্রণী হইয়াছেন। সমিতির পক্ষ হইতে আন্দোলন করিয়া শিশুদের জন্য দুধ ও দুঃস্থদের জন্য বস্ত্র আদায় করা হইয়াছে। সমস্ত গ্রামবাসী আজ আত্মরক্ষা সমিতিকে শ্রদ্ধা করিতেছেন। স্কুলের ছাত্ররাও মহিলা সংগঠনের কাজে সাহায্য করিতেছে। একটী সভায় তিনশত মহিলা হাজির ছিলেন তাহার ভিতর দুই শত জনেরও বেশী আত্মরক্ষা সমিতির সভ্য। কাজ প্রসার লাভ করায় হরিমতী দেবী ও কুমারী ভারতীকে স্থানীয় সমিতির যুক্ত-সম্পাদিকা করা হইয়াছে।

মেয়েদের ভিতর বিভেদের অপচেষ্টা ব্যর্থ

মুন্সীগঞ্জ হইতে **কমরেড ভাবি মুখার্জ্জি** লিখিতেছেন,—১৭ই ফেব্রুয়ারী মুন্সীগঞ্জ সহরে মহিলা সমিতি গঠন করার জন্য একটী জনসভা হয়। মহকুমা সমিতির সম্পাদিকা হিরণ প্রভা ব্যানার্জী স্থানীয় মহিলাদের কাজ সম্পর্কে বক্তৃতা দেন এবং মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন ও আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন। এত বড় সংকটের সময় আমরা কখনও বিভক্ত থাকিতে পারি না। সংকট, দুঃখ দুর্দশার প্রচণ্ড চাপ আমাদের চোখ খুলিয়া দিতেছে। আজ কেহই দলাদলি করিতে সাহস পাইবে না। র‍্যাডিক্যাল ডেমক্রাটিক পার্টির (এম-এন-রায়ের দল) কয়েকজন মহিলা গণ্ডগোল করিতে থাকেন। ইঁহাদের বক্তব্য মেয়েদের কোনও সংগঠন গড়ার দরকার নাই। কিন্তু শহরের যে-সব মহিলা সভায় আসিয়াছিলেন তাঁহাদের দৃঢ়তার জন্য এই কয়েকজন সভা গৃহ ত্যাগ করেন। স্থানীয় সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা অরুণা দাস বি-এ- বি-টী, এবং সম্পাদিকা হইয়াছেন শ্রীযুক্তা প্রভাবতী নিজ।

এবারেও ধান চাউল মজুতদাররাই লুটিয়া লইল

ঘাটতি অঞ্চল খাইবে কি? সহরের রেশনিংএর হইবে কি?

প্রত্যেক জেলার সংবাদেই দেখা যাইতেছে যে এ বছরের আমন ধান মজুতদাররা বেশ নির্বিবাদেই কিনিয়া ফেলিতেছে। সরকারী বাধা-নিষেধ, কনট্রোলের হুকুমনামা সবই খাতায় পত্রেই রহিয়া গেল। সরকারের হাতে ধান-চাল না থাকিলে বাংলার শহরগুলিতে বরাদ্দ প্রথা কি করিয়া সম্ভব হইবে আর যেখানে রেশনিং আছে সেখানের সরবরাহ চলিবে কতদিন? ঘাটতি অঞ্চলে চাল ধান পাঠানর ব্যবস্থাই বা কিসের জোরে হইবে? কয়েকটী স্থানের খবর পড়িলে বুঝা যাইবে ধান-চালের কেনাবেচার অবস্থাটা কি আর তার ফলে লোকের দুর্দ্দশা কত বেশী ঘনাইয়া আসিতেছে।

বাড়তি চাল মজুতদাররা লুটিতেছে

বাঁকুড়া হইতে কমরেড **নিরঞ্জন গুপ্ত** লিখিতেছেন—স্থানীয় কমিউনিস্ট কর্মীদের অনুমান—বাঁকুড়া জেলায় প্রায় ৭০ লক্ষ মণ চাল বেশী হইয়াছে। জিলাব্যাপী চালের দর ১৪ টাকা হইতে ১৬ টাকা আর ধানের দর ৭৷৷০ টাকা লইতে ৮৷৷০ আনা পর্য্যন্ত। এই বাড়তি চাল সরকার সরাসরি কিনিতেছে না। জেলার ৫০টী চালের কলকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া চাল কেনার আশায় সরকারী এজেন্টরা বসিয়া আছে। প্রত্যেকটি চালকল গড়ে দৈনিক ১০০ মণের উপর চাল উৎপাদন করিয়া থাকে কিন্তু মালিকরা বলিতেছে, নিয়ন্ত্রণের ফলে যথেষ্ট লাভ হয় না, সুতরাং বাজার হইতে বেশী ধান কিনিবার জন্য আমাদের আগ্রহ নাই। এর ফলে সস্তা লুঠিতেছে চোরা ব্যবসায়ীরা। হগলনারায়নপুর ও বড়জোরা জিলার দুইটী প্রধান চাল-কেন্দ্র। প্রতি হাটে শতশত মণ চাল গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া বর্দ্ধমান জেলায় চালান হইতেছে। অপরদিকে গ্রামের জোতদার, মহাজনরা ভবিষ্যতে বেশী দামের লোভে ধান-চাল মজুত করিয়া রাখিতেছে। কৃষকদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। তাহারা বাধ্য হইয়া যে কোন দরে ধান-চাল বিক্রয় করিতেছে **আবার অন্যদিকে ধর্মগোলার নাম করিয়া মহাজন-জোতদাররা কৃষকদের কাছে ধান-আদায় করিয়া জমা রাখিতেছে**। সরকারী সার্কুলারে ধর্মগোলার কথা, মহাজন জোতদারদের মুখে ধর্মগোলার কথা—কিন্তু আসলে ধর্মগোলা যে কৃষকদের নিজেদের স্বার্থে নিজেদেরই একটী প্রতিষ্ঠান তাহা চাপা পড়িয়া যাইতেছে। **তাই বহু জায়গায়** ধর্মগোলা কৃষকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিতেছে।

চোরাবাজারের ফড়িয়াদের ফিকির

ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে **কমরেড কান্তি সেন** জানাইতেছেন—মজুতদারদের ফড়িয়ারা গ্রামে গ্রামে যাইয়া প্রচার করিতেছে, শহরে চাল লইয়া যাইও না সেখানে পুলিশ মারধর করিবে। ফলে শহরের লোকরা বাজারে চাল পাইতেছে না—একুশ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি মণের দাম উঠিয়াছে আর সমস্ত লোককে চোরাবাজারের নরককুণ্ডে ঢুকিতে হইতেছে। এদিকে গ্রামে গ্রামে ফড়িয়ারা সেই চালখান কিনিয়া চোর গুদামে মজুত করিতেছে। শহরে সরকারী কনট্রোলের চালের পরিমাণ অতি অল্প আর যাহাও বা পাওয়া যায় তাহা একেবারে অখাদ্য বলিলেও চলে।

ঘাটতি অঞ্চলের ধানেও মজুতদারের লোভ

ময়মনসিং জেলায় **স্বাণীগ্রাম** হইতে **কমরেড জ্যোতীশ নাম** লিখিতেছেন,—কটীয়াদী একটী বড় বাজার। এই অঞ্চল জেলার মধ্যে ঘাটতি। তবুও স্থানীয় বড় কারবারীরা হরিদন শাহা, রাধানাথ সাহা ও হাফিজ বেপারীর নেতৃত্বে এখানকার ধান চাল ঢাকা ও কুমিল্লার দিকে নৌকা বোঝাই করিয়া পাঠাইতেছে। ইহাদের মতলব ঐ সমস্ত জায়গায় আরো দর চড়াইয়া ডবল মুনাফা উঠাইবে। নিজেদের অঞ্চলের লোকদের অনাহারে রাখিয়া এই সব অর্থলোলুপ ব্যবসায়ীরা ধান চাল লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে আর সরকারী কর্ম্মচারীরা এ সম্বন্ধে উদাসীন। জনসাধারণের পক্ষ হইতে মন্ত্রীদের নিকট ডেপুটেশান পাঠানর ব্যবস্থা হইতেছে।

বাংলার কংগ্রেসসেবীরা কোন পথে?

নৃপেন চক্রবর্ত্তী

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী বর্দ্ধমান জেলার কংগ্রেস-কর্ম্মীরা দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। ১৯৪২-এর ৯ই আগষ্টের পর বাংলার মধ্যে এই জেলা ছিল আন্দোলনকারীদের একটি প্রধান ঘাঁটি। এখানকার জনসাধারণের মধ্যে আজও কংগ্রেসের অসামান্য প্রভাব।

সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা জেলার একজন অগ্রগণ্য কংগ্রেসকর্ম্মী; তিনি নিজে অকৃত্রিম গান্ধীপন্থী। হুগলীর রতনমণি চট্টোপাধ্যায় ও সুধীর লাহা, কলিকাতার ভবভূতি সোম প্রমুখ বহু সুপরিচিত কংগ্রেসকর্ম্মী এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

অপদার্থ আমলাতন্ত্র ও মুনাফালোভী খাদ্যচোর

আলোচনার মুখ্য বিষয় ছিল, বাংলার খাদ্য সমস্যা। সম্মেলনের মতে, সরকারের আমন ক্রয়ের নীতি মজুতদার, মুনাফালোভীদেরই সুবিধা করিয়া দিতেছে; এই নীতিই মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী। কণ্ট্রোল ব্যবস্থায় গলদ খাদ্যের রোজ হাজার হাজার মণ ধানচাল গরুর গাড়ী ও নৌকার সাহায্যে অদৃশ্য হইতেছে। মূল্য-বৃদ্ধির দরুণ আসলে অন্যেরা মুনাফা লুটিতেছে; ইহার ফলে কৃষকদের কিছুই সুবিধা হয় নাই। এই সম্মেলনের মতে, ব্যবসায়ীদের ঘাড়ে এই সংকট সৃষ্টির জন্যখানি দোষ চাপানো ঠিক নয়। অপদার্থ আমলাদের সাহায্যে সরকার যে গলদপূর্ণ খাদ্যনীতি খাড়া করিয়াছে, সেই খাদ্যনীতিই এই খাদ্য সংকটের জন্য প্রধানত দায়ী।

এই সম্মেলনে আসন্ন দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। সরকারী পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলা হয়, ইহা কেবল কাগজ কলমে আঁকা ছক মাত্র। এই সম্মেলন হইতে জনসাধারণকে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী ধান চাল মজুত রাখিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় এবং নিজেদের অধীনস্থ জনমজুরদের জন্য খোরাকীর ধানচাল রাখিবার বন্দোবস্ত করার জন্য সম্পন্ন কৃষক ও জমিদারদের কাছে আহ্বান জানানো হয়। বক্তা-বিবর্দ্ধন জেলা হিনাবে, জেলার বন্যাক্লিষ্ট জনসাধারণকে রিলিফ দিবার প্রয়োজন এখনও শেষ হয় নাই; সেই জন্য দুঃস্থ অঞ্চলে সাহায্যের জন্য এই সম্মেলনে একটি রিলিফ কমিটি গঠিত হয়।

প্রতিকারের পথ

সম্মেলনের এক সপ্তাহ পরে স্থানীয় কংগ্রেস-কর্ম্মীদের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'বর্দ্ধমান বার্ত্তা'য় গ্রামের অধিবাসীদের স্বাক্ষরিত ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে সরকারের ধানচাল ক্রয় সম্পর্কে লিখিত একটি আবেদন প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত, এই আবেদনে বলা হইয়াছে, সরকারের সাধু উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করার অবশ্য কোন কারণ নাই।...কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় প্রধানদের সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করিয়া যদি বিশ্বাসভাজন ও দায়িত্বশীল গ্রাম্য পঞ্চায়েতের হাতে প্রয়োজনীয় ধানচালের ভার ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে একদিকে যেমন সরকার অযথা ব্যয় ও অনাবশ্যক ঝাঁটনি হইতে রেহাই পাইবে, অন্যদিকে তেমনি জনসাধারণও দুশ্চিন্তার হাত হইতে রক্ষা পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে'। সরকারী ইন্স্পেক্টররা মাঝে মাঝে এই মজুত খাদ্যের হিসাব লইতে পারে; এই ভাবে ব্যবস্থা হইলে, লোকের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি ত' হইবেই না, বরং ইহাতে জনসাধারণের মঙ্গলই হইবে। বর্দ্ধমানের কংগ্রেস কর্ম্মীদের এই সম্মেলনে গৃহীত নির্দ্দেশ যাহাতে সমস্ত কংগ্রেস-কর্ম্ম পালন করেন, তাহার জন্য এই পত্রিকার সম্পাদকীয়তে আহ্বান জানানো হইয়াছে।

ইহা অত্যন্ত শুভ লক্ষণ। শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্তের প্রদর্শিত পথ কংগ্রেসকর্ম্মীদের মধ্যে সাড়া জাগাইয়াছে। আজ তাঁহারা খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে সজাগ হইয়াছেন এবং সংকট সমাধানের পথে অগ্রসর হইয়াছেন।

'সত্যাগ্রহী'রা কোন্ পথে?

বাংলার আরেক দল কংগ্রেসকর্ম্মী সম্প্রতি পঞ্চম বাহিনীর লোকজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে সত্যাগ্রহ কেন্দ্র গঠন করিয়াছেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন, 'অর্থনৈতিক সংকট ও নিবারণ দুর্ভিক্ষের সঙ্গে গবর্ণমেন্ট আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না; জনসাধারণের সংগ্রাম যে জয়যুক্ত হইবাছে, ইহাই তার পরিচয়।' ইঁহাদের মতে, দুর্ভিক্ষের ফলে গবর্ণমেন্টের উপর চাপ পড়িয়াছে; সুতরাং অবাধ বাণিজ্য চালু রাখার জন্য তাঁহারা জনসাধারণকে সত্যাগ্রহ করিতে উস্কাইতেছেন। হুগলীর খাদি দল কর্ত্তৃক প্রকাশিত নির্দ্দেশিকা' হইতেছে ইহাদের প্রধান মুখপত্র। ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 'নির্দ্দেশিকা' বলিতেছে, 'সংগ্রাম অর্থাৎ সত্যাগ্রহ, শেষ হয় নাই, হইতে পারেও না। নূতন অবস্থার ইহা শুধু নূতন রূপ লইবে। 'সরকারী খরিদ রোধ করো'—সত্যাগ্রহের ইহাই আজ সেই নূতন রূপ। তাই এই পত্রিকায় যে শ্রীযুক্ত সতীশ দাসগুপ্তের খাদ্য ও রিলিফ পরিকল্পনা প্রকাশযোগ্য স্থান পায় নাই (অথচ এই বিবৃতি প্রত্যেকটি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে) তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। এমন কি আলোচনা প্রসঙ্গেও তাঁহারা দু'চার কথার বেশী এ সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন মনে করেন নাই।

নেবিনীপুর জেলায় এই মনোভাবের পরিণাম বিষময় হইয়া দেখা দিয়াছে। অ্যাসেম্ব্লির প্রশ্নোত্তরে জানা যায়, গত আগষ্ট বিক্ষোভের সময় পুলিশ ১৯৩টিরও বেশী কংগ্রেস শিবির জ্বালাইয়া দেয়।

কোন কোন কংগ্রেস-কর্ম্মীকে অভিযোগ করিতে শুনা যায়—

"যিনদের মধ্যে নাগা না গলাইয়া যে সব কংগ্রেসকর্ম্মী বরাবর নিয়মতান্ত্রিক বর্ত্মে নিজেদের গা বাঁচাইতেছিলেন—তাঁদেরও আজ দুর্দশার একশেষ। কারাযুক্ত কংগ্রেসকর্ম্মীরা তাঁদের কাপুরুষ বলিয়া গাল দেন এবং তেমন বিশ্বাসও করেন না। সুনীর্ঘ নিষ্ক্রিয়তার ফলে, দেশের লোক তাঁহাদের ভুলিতে বসিয়াছে। হিন্দু মহাসভার কাছে তাঁহাদের প্রভাব ম্লান হইয়া গিয়াছে; তাঁহাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের পর্য্যন্ত হিন্দু মহাসভা ভাঙ্গাইয়া লইয়াছে। আসেম্ব্লিতে এবং কলিকাতার পৌর জীবনে এই শ্রেণীর কংগ্রেসকর্ম্মীদের নেতা হইতেছেন শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়।"

সংগ্রামপন্থীদের ধারণা যে নিয়মতান্ত্রিকেরা সংগ্রাম না করিয়া নিষ্ক্রিয়তা দেখাইয়াছেন এবং সেই দুর্বলতার জন্যই কংগ্রেস দুর্বল হইয়াছে। আসল কথা কংগ্রেসের ভিতর কিরণবাবু প্রভৃতি নেতারা জেলে না যাইয়া কোন অপরাধ করেন নাই, খাদ্য সংকটে জনগণের সাহায্যে সর্ব্বলদ একতাবদ্ধ করার জন্য তাঁহারা অগ্রণী হইয়া আসেন নাই, এই জন্যই কংগ্রেস দুর্বল হইয়াছে।

নূতন উদ্যম, বলিষ্ঠ আশা

বাংলার কংগ্রেসকর্ম্মীদের চিন্তার মধ্যে আজ প্রবল আলোড়ন আসিয়াছে। হতাশা ও নিষ্ক্রিয়তার মধ্য হইতে নূতন আশা ও ক্ষাণ উদ্যম সুস্পষ্ট হইতেছে। নিখিল-ভারত কংগ্রেসকমিটির সভ্য শ্রীযুক্ত সীতারাম সাক্সেনা প্রমুখ কয়েকজন কংগ্রেসকর্ম্মী সম্প্রতি মুক্ত হইয়া শ্রীযুক্ত সতীশ দাসগুপ্তের প্রস্তাবে পুরাপুরি সমর্থন জানাইয়াছেন। বিভিন্ন জেল হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে, ব্যাতনামা কংগ্রেসকর্ম্মীরা অচল অবস্থা অবসান করিবার যে নীতি, তার পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন।

সত্যাগ্রহী কংগ্রেসকর্ম্মীরা পঞ্চদবাহিনী হইতে নিজেদের তফাৎ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, 'আমরা যদি জাপানের মুখাপেক্ষী হই, তাহা হইলে দেশের মধ্যকার পরাজয়ের মনোভাবকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।' কিন্তু 'অবাধ বাণিজ্যে'র ধুয়া তুলিয়া তাঁহারা আবার সংকটকেই জটিলতর করিয়া তুঁলিতেছেন।

ধানচাল যে মজুতদারের কবলে যাইয়া পড়িতেছে, ইহা অনেক কংগ্রেসকর্ম্মীর চোখে ধরা পড়িয়াছে। অবাধ বাণিজ্যের বদলে তাই আজ তাঁহারা সরকারের আমন ক্রয় ও রেশনিং-এর পক্ষপাতী। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কলিকাতার কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মী এই শেষোক্ত দলের।

কিন্তু বর্দ্ধমানের কংগ্রেসকর্ম্মীরা এবং কলিকাতার বহু কংগ্রেসনেতা আজও সরকারী ফুড কমিটি ও মহল্লা কমিটিকে কাজ করিবার প্রয়োজন বুঝিতেছেন না। বর্দ্ধমানের কংগ্রেসকর্ম্মীরা সরকারী ফুড কমিটিগুলি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, এগুলি খাদ্য বিলির যন্ত্র মাত্র। ইহা ঠিক কথা। কিন্তু জনগণের ঐক্য ও উদ্যমের জোরে এই কমিটিগুলিই আবার জেলায় জেলায় খরিদের কেন্দ্রও হইতে পারে। জনগণের উপর তাঁহাদের এই বিশ্বাস নাই, আমলাতন্ত্রের দুর্ব্বলতাও তাঁহাদের নজরে পড়ে না।

সত্যাগ্রহীদের আজ বোঝা দরকার—এই সত্যাগ্রহ সংকটকেই ঘোরালো করিবে; ইহাতে অচল অবস্থা দূর ত হইবেই না বরং যে পঞ্চমবাহিনী হইতে তাঁহারা তফাৎ থাকিতে চান ইহার ফলে জোর তাহাদেরই বাড়িবে। প্রত্যেক সাচ্চা কংগ্রেসকর্ম্মীকে আজ বুঝিতে হইবে, খাদ্য ও রিলিফের কাজে জনগণের ঐক্যের জোরে আমলাতন্ত্র পরাস্ত হইবে। আইন-সভার কংগ্রেসসেবীদের জানিতে হইবে, নিষ্ক্রিয়তার অর্থ আত্মসমর্পণ। ডেদপন্থীদের প্রভাব হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়া ঐক্য ও বিশ্বাসের পথে কংগ্রেসের লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিতে হইবে। বাংলার কংগ্রেস-কর্ম্মীরা জনগণের সঙ্গে যদি যোগ প্রতিষ্ঠা করেন ও জনগণকে প্রেরণা দেন, তাহা হইলে দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের হাত হইতে বাংলাদেশ রক্ষা পাইবে।

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ একটি আদর্শ গ্রাম

হুগলী হইতে কমরেড সুধীতল রায়চৌধুরী জানাইতেছেন:

পাণ্ডুয়া থানার দ্বারবাসিনী ইউনিয়নের **নারকেল পাড়া গ্রাম** কৃষক সমিতির একটি বড় ঘাঁটি। দুর্ভিক্ষের সময় কৃষক সমিতির প্রচেষ্টায় এই গ্রামের ধনী গৃহস্থেরা বাড়তি ধান কর্জ্জ দিয়া গ্রামবাসীকে বাঁচাইয়াছিল। ইহার ফলে, এই গ্রামের একজনও অন্নাভাবে মারা যায় নাই অথবা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়াও যায় নাই। আজ গ্রামে সকলেরই ধান উঠিয়াছে। বাসতুয়া মণ্ডল, শেখ ফকির মহম্মদ ও আব্দুল হাইত—গ্রামের ৩ জন সম্পন্ন চাষী। ইঁহারা আগে কেহই কৃষক সমিতির খুব কাছে ছিলেন না। কিন্তু আজ তাঁহারাও কৃষক সমিতির দেশপ্রেমিক ডাকে সাড়া না দিয়া পারেন নাই। কর্জ্জ ধানের বাড়ন্ত না লইয়া মাত্র আসল ধান লইতে তাঁহারা রাজী হইয়াছেন।

জন-ঐক্য ইহার জবাব দিবে

সিঙ্গুর থানার বড়া ইউনিয়কে লাল এলাকা বলা চলে। এখানকার গ্রামবাসী নিজেদের চেষ্টায় দুর্ভিক্ষের সময় অভাবগ্রস্তদের বাঁচাইয়াছে। কিন্তু স্থানীয় জুট অফিসার এখানকার দেশপ্রেমিক জনসাধারণকে উপেক্ষা করিয়া সম্প্রতি কয়েকজন স্বার্থপরায়ণ লোক লইয়া গ্রামবাসীর অসাক্ষাতে এক খাদ্য কমিটি খাড়া করিয়াছেন। ইউনিয়নের জনসাধারণ দলবদ্ধ

ওয়াগনের উৎপাদন বাড়াইব

আসানসোল লৌহ শ্রমিক সম্মেলনের শপথ

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী আসানসোল লৌহ কারখানার সাত হাজার শ্রমিক এক সম্মেলনে সমবেত হইয়া শপথ করে, "দেশের বর্ধমান সংকট দূর করার জন্য আমরাই ওয়াগন প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় মালপত্রের উৎপাদন বাড়াইব, ওয়াগন তৈয়ার কাজ এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ রাখিতে দিব না।"

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর আসানসোলে ইহাই শ্রমিকদের প্রথম প্রকাশ্য সমাবেশ। এতদিন ১৪৪ ধারা এবং বহিষ্কারের আদেশ প্রভৃতির জোরে শ্রমিকদের সকল প্রকার সংগঠনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছিল।

আসানসোল আয়রন এ্যাণ্ডষ্টীল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের এই প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কম্যুনিষ্টনেতা কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী। সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিমলীগের সাধারণ সম্পাদক মিঃ আবুল হাসেম এম, এল, এ। যাহারা সম্মেলনকে অভিনন্দন জানান তাহাদের মধ্যে বর্দ্ধমান কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ ব্যানার্জ্জী, বর্দ্ধমান জেলা মুসলিম লীগের অর্গেনাইজিং সেক্রেটারী মিঃ বসত হোসেন, বেঙ্গল কোল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কমরেড বিজয় পাল, কুমারডুবি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কমরেড অতিকায় মণ্ডল এবং বর্দ্ধমান ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি কমরেড শান্তরত চাটার্জ্জীর নাম উল্লেখযোগ্য।

সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কমরেড হরিনারায়ণ ঘোষাল তাঁহার বক্তৃতায় বলেন ইউনিয়নকে অনেক বার্থা বিপত্তি ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জ্জী মজুরদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবীর উপর বক্তৃতা করেন। মিঃ আবুল হাশেম তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, "জনসাধারণ নিজেদের বাঁচিবার প্রয়োজনেই ঐক্যবদ্ধ হইতেছে। একত্র কাজ করার মধ্যদিয়াই আমরা রাজনৈতিক ঐক্যের পথে অগ্রসর হইতে পারি। বর্দ্ধমানে আমরা খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে সকল দলকে একত্র করিতে পারিয়াছি বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে পারি।"

ওয়াগন এবং লৌহ ও ইস্পাতের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন বাড়াইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। আর একটি প্রস্তাবে ইরেকটিং শপের কাজ বন্ধ রাখিবার প্রতিবাদ জানানো হয়। ঐ কাজ বন্ধ থাকার ফলে ওয়াগন উৎপাদনে ক্ষতি হইতেছিল। [২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে আবার কাজ চালু করা হইয়াছে—জঃ সঃ] ষ্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গলের কর্তৃপক্ষ মেসিনের অপব্যবহার করার ফলে প্লাট মিলসের কাজ ঘন ঘন বন্ধ হয় বলিয়া একটি প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষের গাফিলতির নিন্দা করা হয়। মজুরপ্রধান সহর হিসাবে আসানসোলে পুরাপুরি রেশনিং চালু করার দাবী জানানো হইয়াছে।

১৪৪ ধারা, মিঃ ভাঃ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতা কমরেড মোমিনের উপর হইতে বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার এবং কমরেড বিজয় পাল ও কে, এল মাহেন্দ্রর উপর হইতে বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া প্রস্তাব পাশ হয়। ইউনিয়নের সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতির জন্য বার্ষপুরের নিষিদ্ধ অঞ্চলে প্রবেশের অনুমতি দাবী করা হয়। কারখানার জন্য একটি স্থায়ী এ, আর, পি সংগঠন গড়িয়া তোলার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়। মজুরদের যে খাদ্য বরাদ্দ আছে তাহা ওজনে কম দেওয়া হয় বলিয়া দোকানের উপর ইউনিয়নের খবরদারীর অধিকার দাবী করা হয়।

কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি, লাল ফৌজকে অভিনন্দন, মাগ্‌গীভাতা, বোনাস প্রভৃতির দাবীতে আরো কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। মিঃ আবুল হাসেম, এম, এল, এ সভাপতি এবং কমরেড কে, এল মাহেন্দ্রকে সম্পাদক করিয়া ইউনিয়নের একটি শক্তিশালী কার্য্যকরী সমিতি নির্ব্বাচিত হয়। বিপুল উৎসাহের মধ্যে সম্মেলনের কাজ শেষ হয়।

সমগ্র শিল্পে অঞ্চলে

রেশনিং চালু করিতে বিলম্ব কেন ?

জগদ্দল চটকল মজুরদের মাগ্‌গী ভাতা দাবী

গবর্ণমেণ্ট বহিষ্ণু বৃহত্তর কলিকাতা হিসাবে কলিকাতার আশে পাশে সমগ্র শিল্প অঞ্চলে রেশনিং চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, কিন্তু কাঁচড়াপাড়া হইতে বজবজ পর্য্যন্ত একটা বিরাট এলাকায় এখনও নানা রকমের অজুহাত দেখাইয়া রেশনিং চালু করা হইতেছে না। ফলে শ্রমিকদের নিজেদের রেশনের জন্য মালিকদের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইতেছে এবং পরিবারের রেশনের জন্য চোরাকারবারীর উপর ভরসা করিতে হইতেছে।

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী জগদ্দলের চটকল শ্রমিকরা আতপাড়ায় এক বিরাট সভায় মিলিত হইয়া অবিলম্বে রেশনিং দাবী করে, কম্যুনিষ্ট নেতা কমরেড ইসমাল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রমিকদের একটি কোয়াড্রু কমরেড ইসমাইলের লিখিত কয়েকটি গান গাহিবার পর জগদ্দলের শ্রমিকনেতা কমরেড মহবুব, লক্ষ্মীচাঁদ, রায়বিলাস বক্তৃতা করেন। কমরেড অবনী সেন বলেন, চটকল শ্রমিকদের লড়াইয়ের ফলে সরকার মাগ্‌গী ভাতা তদন্ত কমিটি গঠন করিতে বাধ্য হয়। ঐ কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মজুরদের জীবন ধারণের খরচ যতটা বাড়িয়াছে তাহার সমস্তটাই ক্ষতি-পূরণ হিসাবে মজুরদের প্রাপ্য। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কমিটির ঐ সিদ্ধান্তকে কাজে পরিণত করিতে গড়িমসি করিতেছে, এমন কি মালিকরা যাহাতে পুরা ক্ষতিপূরণ করিতে না পারে তাহার জন্য নূতন আইন তৈরী করিয়াছে। মজুরদের সংঘবদ্ধভাবে উহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া পুরা মাগ্‌গী ভাতা আদায় করিতে হইবে। জগদ্দল চটকল মজুর ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড সত্য দাস শ্রমিকদের দলে দলে ইউনিয়নে যোগদান করিতে বলেন।

কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে কমরেড ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত বলেন, "রেশনিং মজুরদের একটা বড় জিনিষ, যে সমস্ত এলাকায় এখনো রেশনিং চালু হয় নাই, সেখানে অবিলম্বে রেশনিং আদায়ের জন্য মজুরদেরই অগ্রণী হইতে হইবে। রেশনিংএর কাজকে নিজেদের হাতে লইতে হইবে নতুবা কলিকাতা ও হাওড়া অঞ্চলের মত রেশনিং ব্যবস্থায় অনেক গলদ থাকিয়া যাইবে। খারাপ চাউল বন্ধ করা, খাদ্যের পরিমাণ বাড়ানো প্রভৃতি দাবীর উপর একতাবদ্ধ আন্দোলন করিতে না পারিলে সমস্ত রেশনিং ব্যবস্থা বানচাল হইয়া যাইবে এবং আবার মজুতদারের রাজত্ব কায়েম হইবে।"

তিনি শ্রমিকদের রেশনিংএর জন্য মহত্তা কমিটি গঠন করিতে বলেন। প্রবল উৎসাহের মধ্যে সভার কাজ শেষ হয়।

ইউনিয়নের হাতে রেশন শপের ভার

ঢাকা সৃতাকল শ্রমিকদের জিৎ

ঢাকেশ্বরী, লক্ষ্মীনারায়ণ ও চিত্তরঞ্জন মিলের সুতাকল শ্রমিকদের মিল হইতে নিগ্রহিত দরের অপেক্ষা কম মূল্যে চাউল সরবরাহ করা হইত; আটা, ডাল প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মিল হইতে সরবরাহ করা হইত না। ইহার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ দেখা দেয়।

সরকারী রেশন স্কীম বাহির হইবার পর সুতাকল শ্রমিক ইউনিয়ন ঐ সকল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মিল শপ হইতে সরবরাহ করার দাবী জানায়। কিন্তু তাহারা কেবল দাবী জানাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। সমস্ত কারখানার শ্রমিক, অফিসার ও তাহাদের পরিবারের মাথা গুনতি হিসাব করিয়া কত জিনিষের প্রয়োজন তাহা নির্ণয় করে, চিত্তরঞ্জন মিলের কর্তৃপক্ষ ৮৫০ জনের স্থানে ১২০০ জনের হিসাব দাখিল করায় তাহাদের ভুল ধরিয়া দেয় এবং লক্ষ্মীনারায়ণ মিলের ম্যানেজারের সহিত একযোগে মহকুমা হাকিমের নিকট ডেপুটেশনে যায়।

ইউনিয়নের পক্ষ হইতে এই সমস্ত কাজ করার ফলে মহকুমা হাকিম তাহাদের দাবী অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। তিনি মিল এলাকার সমস্ত রেশনের দায়িত্ব ইউনিয়নের হাতে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। ঠিক হয় যে, ইউনিয়ন নিজেই দোকান নির্ব্বাচন করিবে এবং দোকানের উপর তদারক করিবে। সরকারের পক্ষ হইতে ঐ সকল দোকানে সকল রকমের রেশনই সরবরাহ করা হইবে। মিল এলাকার সমস্ত লোক ঐ দোকান হইতে রেশন লইতে বাধ্য হইবে।

শ্রমিকদের এই জয়ের ফলে দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে। ইউনিয়নের কাজে তাহারা অনেক বেশী সক্রিয় হইয়াছে, তাহারা ঢাকা জেলার সহর ও বন্দর অঞ্চলে সর্ব্বত্র পুরাপুরি রেশনিং চালু করার দাবী লইয়া লড়িবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছে।

লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার বিতাড়িত

গ্যাস শ্রমিকদের একতার জোর

ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কারখানার লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার রঘুনাথ রায় ও অপর কর্ম্মচারী জগদীশ রায় মজুরদের উপর নানাভাবে জুলুম জবরদস্তি করিয়া আসিতেছিল। সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের বিতাড়ন এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া লইয়া কিছুদিন যাবৎ আন্দোলন শুরু করে।

কোম্পানী মজুরদের একতার জোর দেখিয়া নানাভাবে ধর্ম্মঘটের উস্কানী দিয়া একতাকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করে। কিন্তু শ্রমিকরা তাহাদের ফাঁদে পা না ফেলিয়া তাহাদের দাবী সম্পর্কে লেবার কমিশনারের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করে। ইতিমধ্যে গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী রঘুনাথ একজন শ্রমিককে মারপিট করে। পরদিন শ্রমিকরা ইউনিয়নের নেতৃত্বে ম্যানেজারের নিকট দাবী করে, "রঘুনাথকে আজই বাহির করিয়া দিতে হইবে।" ম্যানেজার রঘুনাথকে বাহির করিয়া দিতে বাধ্য হয়। শ্রমিকরা তাহাদের একতার শক্তি অনুভব করিয়া ইউনিয়নকে আরো মজবুত করার কাজে অগ্রসর হয়।

বাঁকুড়া বিজলী কলের শ্রমিকদের দাবী আদায়

বাঁকুড়া বি, ইলিগ্রাস ইলেকট্রিক কোম্পানীর শ্রমিকরা কিছুদিন যাবৎ খুব খারাপ রেশন পাইতেছিল। তাহা ছাড়া, তৈল, আটা, প্রভৃতির কোন বরাদ্দ ছিল না, গড়ে আট আনার বেশী দৈনিক মজুরী ছিল না, ৫ টাকার বেশী মাগ্‌গী ভাতা ছিল না।

শ্রমিকরা ইউনিয়ন গঠন করে এবং লেবার কমিশনারের নিকট নিজেদের অভাব অভিযোগ জানায়। সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ফলে তাহাদের কয়েকটি দাবী আদায় হয়। ইহাতে শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে

একতার জোরে ভাল চাউল আদায় হইল

মেটিয়াব্রুজ ইলেকট্রিক কারখানার কয়লা ডিপার্টমেণ্টের শ্রমিকরা নিজেদের 'একতার জোরে ভাল চাউল আদায় করিয়াছে।

রেশনিং চালু হইবার পর হইতে মজুরদের যে চাউল দেওয়া হইতেছিল তাহা অখাদ্য বলিলেই চলে। ঐ চাউল খাইয়া মজুরদের অসুখ বিসুখ হইতেছিল, মজুরদা খবর পার যে কারখানায় ভাল চাউলও আছে, কিন্তু তাহা তাহাদের না দিয়া কেবল সর্দ্দার ও বাবুদের দেওয়া হইতেছে।

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী বেলা ১২টায় কয়লা ডিপার্টমেণ্টের শ্রমিকরা রেশন শপে যাইয়া দেখিতে পায় এবারও খারাপ চাউল দেওয়া হইতেছে, তাহারা লেকানে ভাল চাউলও দেখিতে পাইল। তখন তাহারা এক জোট হইয়া ম্যানেজারকে ধরিল। ম্যানেজার তাহাদের এড়াইয়া গেলে তাহারা ছোট সাহেবের কাছে যাইয়া উপস্থিত হয়। ছোট সাহেব তাহাদের ঐকাবদ্ধ দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হয়, তাহাদিগকে ভাল চাউল সরবরাহ করার হুকুম হয়।

মৃত্যু সংবাদ

ময়মনসিংহ জেলার নালিতাবাড়ীর কৃষক কমরেড যতীন হাজং ২৬ দিনের টাইফয়েড জ্বরে নালিতাবাড়ী পার্টি অফিসে গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী মারা গিয়াছেন। পার্টির বে-আইনী অবস্থায় তিনি পার্টির সংস্পর্শে আসেন ও গত বছর প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের পর পার্টির নবাঙ্গনের কর্ম্মী হন। স্থানীয় হাসপাতালের সরকারী ডাক্তার নরেন্দ্র ভৌমিক তাঁর চিকিৎসা করিতেছিলেন এবং শেরপুর টাউনের ডাঃ দুর্গতি বাগচি, ডাঃ অবোধ নাগ ও ডাঃ অমর পী ১৩ মাইল দূর হইতে আসিয়া বিনা ফিতে কমরেড যতীনকে দেখিয়া যান। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত কমরেড যতীনের একমাত্র চিন্তা ছিল পার্টির চিন্তা।

মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের কৃষক নেতা কমরেড প্রভাস লাট্টুয়া দীর্ঘ ৬ মাস রোগভোগের পর গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী মারা গিয়াছেন। ১৯৪০ সালে ইনি কৃষক আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন ও ১৯৪২ সালে পার্টি সভ্যের সম্মান লাভ করেন।

ইঁহাদের মৃত্যুতে আমরা আমাদের পতাকা অবনমিত করিতেছি।

জনযুদ্ধ

(৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ঢাকা জেলার মেদিনীমণ্ডল হইতে কমরেড রাধাবল্লভ সাহা লিখিতেছেন—এই ইউনিয়নের মাওয়া, কুমার ভোগ, কান্দিপাড়া ও মানুপটি গ্রামে ভীষণ বসন্তের প্রকোপ দেখা দিয়াছে, দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা পড়ে ১৫ জন। কুমারভোগ গ্রামের এক পরিবারেই ১৫ দিনে ৮ জন মারা গিয়াছে। কান্দিপাড়ার ৪৩৬ ঘর লোকের ভিতর ৪০০ ঘরেই বসন্তের রোগী আছে।

রংপুর জেলার কমরেড মণি চক্রবর্ত্তী জানাইতেছেন—ছিনাই গ্রামে আমাদের একজন কমরেড ডাক্তারের স্কোয়াড নিয়া গিয়াছেন। গ্রামে অনুমান ১৭৫ ঘর লোকের বসতি, তার ভিতর ৯০ ঘরেই বসন্ত হইয়াছে। একটি কৃষকের বাড়ীতে স্কোয়াড গিয়া দেখে, সবাই বসন্তে আক্রান্ত! গায়ে দেবার মত সামান্য বস্ত্রখণ্ডও তাহাদের নাই। কৃষকটী চোখের জল ফেলিয়া বলে—'বাবা, আজ বহু দিন পর মানুষের মুখ দেখিলাম,' আশে পাশের গ্রামেরও এই অবস্থা। অথচ কোথাও চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই।

মেদিনীপুর জেলার কমরেড অনন্ত মাঝি লিখিতেছেন—তমলুকের চাপরাসান গ্রামে ১১৫ ঘর লোকের বাস। তার মধ্যে ৮৪টি ঘরেই বসন্ত। এক একটি পরিবারে প্রায় সকলেই রোগে আক্রান্ত। ১২ দিনে ৭ জন মারা গিয়াছে। কৃষক-সমিতির সম্পাদক ডাঃ জ্যোতিপ্রসাদ মাঝি যে তথ্য দিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে তিনি ৪ খানি গ্রামে ২০ দিনে ২৭৩টি বসন্ত রোগীর চিকিৎসা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া মহাজনার শতকরা ৯০ জনই গোস পাঁচড়া ও চুলকানিতে ভুগিতেছে।

(৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

হইয়া গেল। ৩ জনই নাম, ঠিকানা দিলেন। 'জনযুদ্ধ' তাঁহারা নিয়মিত রাখিবেন।

—এইভাবে গত ২ সপ্তাহে কলিকাতায় 'জনযুদ্ধ' বিক্রি ২ শত কপি বাড়িয়াছে। ফরিদপুরে ২টি স্কোয়াড ১ দিনে মাত্র ৩ ঘণ্টায় ৩০ খানি 'জনযুদ্ধ' ও পিপল্‌স ওয়ার বিক্রি করিয়াছে।

●

আমরা প্রতিদিন এমন বহু লোকের সংস্পর্শে আসি, যাহাদের সহজেই পত্রিকার নিয়মিত পাঠক করা যায়। প্রতিদিনকার প্রচার আন্দোলনে 'জনযুদ্ধ'কে শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার করুন। 'জনযুদ্ধ' বিক্রি করা প্রত্যেক কমরেডের দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য। সপ্তাহে অন্ততঃ ১ দিন 'জনযুদ্ধ' বিক্রির স্কোয়াড করুন।

লালফৌজের নূতন অভিযান

কমরেড স্টালিনের এক বিশেষ হুকুমনামায় জানানো হইয়াছে যে, পশ্চিম ব্রুঙ্গেল লালফৌজ ১০০ মাইল ব্যাপী বিরাট এক নূতন অভিযান আরম্ভ করিয়া ১৫ হইতে ৩০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে। অভিযানের নেতা হইলেন মার্শাল জুকভ; মস্কো ও স্টালিনগ্রাদের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধে ইনি অপূর্ব্ব কৌশল দেখাইয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। ১৯৩৯ সালে পোলাণ্ডের দক্ষিণে সীমান্ত যেখানে ছিল, লালফৌজ প্রায় সেই সীমা অতিক্রম করিতেছে। শত্রুর বারোটি ডিভিশন লালফৌজের হাতে বিধ্বস্ত হইয়াছে, মাত্র দুই দিনের মধ্যে ৫০০ সহর ও গ্রাম শত্রুর কবল হইতে মুক্তি পাইয়াছে।

একেবারে দক্ষিণে নিকোলাইয়েভ অভিমুখে লালফৌজ চলিতেছে, ওডেসা হইতে ওয়ারশ পর্য্যন্ত যে রেলপথ গিয়াছে, শত্রুর পলায়নের সেই একমাত্র পথ বন্ধ করিবার জন্য মার্শাল জুকভ আক্রমণ চালাইতেছেন। পেপেত্তোত্‌কা অঞ্চলে লড়াই সাঙ্গ হইলে লালফৌজ দক্ষিণ পোলাণ্ড ও রুমেনিয়ার দোরগোড়ায় হাজির হইয়া যাইবে। রুমেনিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, সবগুলিই জনশক্তি বিপুল উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পাইবে।

উত্তরে ৩০০ মাইলব্যাপী লড়াই

উত্তরে যুদ্ধ তুমুলবেগেই চলিতেছে, শত্রু কোথাও দাঁড়াইতে পারিতেছে না। লেনিনগ্রাদ প্রদেশে লালফৌজের আক্রমণ দুরূহ হওয়ায় সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত একলক্ষ বিশহাজার শত্রু সৈন্য মারা গিয়াছে, দশহাজার বন্দী হইয়াছে। নার্ভা শহরের পাশ কাটাইয়া পশ্চিমে এস্তোনিয়ার রাজধানী তালিন্ পর্য্যন্ত যে রেলরাস্তা গিয়াছে, লালফৌজ তাহাকে কাটিয়া দিয়াছে। পস্কভের উত্তর ও পূর্ব্ব শহরতলীতে লড়াইয়ের খবর পূর্ব্বেই আসিয়াছে। পস্কভ ও অষ্টভের মধ্যে লালফৌজের সাঁড়াশী চলিয়া গিয়া শত্রুর উভয় ঘাঁটিকেই বিপন্ন করিয়াছে।

উত্তর রণক্ষেত্রে যুদ্ধ তিনশো মাইল ধরিয়া পুরাদমে চলিতেছে। ভিটেবস্কের উপর লালফৌজের চাপ ক্রমাগত বাড়িয়া উঠিতেছে। ভিটেবস্ক, লালফৌজের হাতে পড়িলে এ অঞ্চলে শত্রুর নিদারুণ বিপদ; উত্তর পোলাণ্ড ও লিথুয়ানিয়ার মধ্যে লালফৌজের তখন আর ঢুকিতে বিলম্ব হইবে না। অলোবিন্ হইতে দিগ্‌ক্ অভিমুখে আক্রমণেরও যথেষ্ট শুরুত্ব রহিয়াছে।

বলকানে হিটলারীদের সংকট

মার্শাল জুকভের অভিযান যেভাবে চলিতেছে, তাহাতে দক্ষিণ রণক্ষেত্র হইতে শীঘ্রই আরও শুভসংবাদ আসিবে মনে হয়। লেনিনগ্রাদ প্রদেশে লালফৌজের প্রচণ্ড বিক্রম দেখিয়া ফিনলাণ্ডের 'বরফবিকম্প' অবস্থা ঘটিয়াছে, হুইডেনের বকলমে সন্ধির চেষ্টা ফিন্‌লাণ্ড করে। সোভিয়েট ফিনলাণ্ডকে শান্তির যে সর্ত্ত দিয়াছে, তাহা খুবই স্তায়সঙ্গত; ফিনলাণ্ডের শাসকরা যেভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তাহাতে সোভিয়েট আরও কঠোর সর্ত্ত দিলেও কিছু বলিবার থাকিত না। কিন্তু সোভিয়েট জানে যে যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গে ফিনলাণ্ডের জনগণের মধ্যে যে চাঞ্চল্য, যে উন্মাদনা আসিবে, তাহা মানারহাইমের মত গুণ্ডার সর্দ্দারকে চরম শিক্ষা দিয়া জনশক্তিকে নিশ্চয়ই সুপ্রতিষ্ঠ করিবে।

দক্ষিণ রণাঙ্গনে যুদ্ধের গতি দেখিয়া বুলগেরিয়া নাকি দারুণ শঙ্কিত। হিটলারের জাহাজ ডুবিবার আশংকা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে হিটলারের আশ্রিত দুর্বৃত্তেরা 'চাগা, আপন প্রাণ বাঁচা' নীতি অনুসরণের চেষ্টায় লাগিতেছে। বুলগেরিয়ার উদ্দেশ্য সোভিয়েটের আনুকূল্য পাইয়া হিটলারের দল ছাড়িয়া দেওয়া। কিন্তু সোভিয়েটের আনুকূল্য পাইতে হইলে বুলগেরিয়ার জনশক্তিকে আগ্রহান্‌ হইতে হইবে, হিটলারের পদলেহী বুলগেরিয়ান্ শাসকশ্রেণীর শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বুলগেরিয়ায় জনগণের মুক্তি সংগ্রাম

চার বৎসর আগের কথা। বুলগেরিয়ার রাজা বরিস তখন একবার মিত্রপক্ষের একজনের কাছে বলে—"আমার দেশের জনসাধারণ সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি অনুরক্ত, আমার সেনানায়করা জার্ম্মাণীর পক্ষে, রাজপরিবারের লোকেরা ইতালীয়ানদের পক্ষে, আর আমি···একা আমিই শুধু নিরপেক্ষ থাকিতে চেষ্টা করিতেছি।"

তার পরের ঘটনা। ১৯৪১ সাল। নাৎসীরা তখন দেশের পর দেশ জয় করিতেছে। সমগ্র ইয়োরোপে হিটলারের তাণ্ডব চলিতেছে। রাজা বরিসও সুবিধাবাদী সাজিয়া হিটলারের তাঁবেদারের খাতায় নাম লেখায়, বুলগেরিয়ার জনসাধারণের মনোভাবকে সে পরোয়াই করে নাই।

তিন মাস পরে। '৪১ সালের ২২শে জুন বিশ্বাসঘাতক হিটলার সোভিয়েটের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এবার কিন্তু বুলগেরিয়ার জনসাধারণ বরিসের হিটলার তোষণ নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়। তাঁবেদারের মধ্যে যখন একে একে সবাই সোভিয়েটের বিরুদ্ধে লড়াইতে যোগ দেয়, জনগণের চাপে তখন একমাত্র বুলগেরিয়ার সরকারই প্রকাশ্যভাবে সোভিয়েট বিরোধিতা করিতে সাহসী হয় নাই।

আড়াই বৎসর পার হইয়া গিয়াছে। লালফৌজের অমিত বিক্রমে নাৎসীদের তথাকথিত অপরাজেয় বাহিনী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, সমগ্র অধিকৃত ইয়োরোপের জনগণের মনে নূতন আশা জাগিয়া উঠিয়াছে। বুলগেরিয়াতেও তার ছাপ পড়ে। সোভিয়েটের জয় বুলগার জনসাধারণের মনেও উদ্দীপনা জাগায়। এর মাঝেই রাজা বরিস হঠাৎ মারা যায়। তার স্থানে রাজা হয় সিরিল। এই সময় যুদ্ধের মোড় ফেরার সাথে বুলগেরিয়ার রাজনীতিতেও কিছুটা পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। যে সেনাপতিমণ্ডলী নাৎসীদের প্রতি এত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল তাহারা আর খোলাখুলি ততটা নাৎসীভক্ত নয়, লালফৌজের বাহাদুরী তাহাদের তাক লাগাইয়া দিয়াছে। হিটলারের ভরা তরী হয়ত আর তাল সামলাইতে পারিবে না। রাজা সিরিলও সময় বুঝিয়া তালে তাল দিতে চাহিতেছে।

—কিন্তু সিরিলের বিপদ অনেক। প্রথম বিপদ তার নিজের দেশের জনসাধারণই তাকে দারুণ ঘৃণা করে, তারা তার শাসনের ঘোর বিরোধী। দ্বিতীয় বিপদ—বলকানে ইঙ্গ-মার্কিন অভিযানের সম্ভাবনা, কিন্তু সব চেয়ে বড় বিপদ লালফৌজের দুর্দ্দমনীয় জয়যাত্রা···কয়েক শত মাইল মাত্র ব্যবধান।···কে জানে কবে বুলগার জনসাধারণের হাতে হাত মিলাইবে বিজয়ী লালফৌজ।

বিপদের মাঝে পড়িয়া সিরিল কোন রকমে নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখিতে চাহিতেছে। ইঙ্গ-মার্কিন মিলিত অভিযান যদি হয় তবে তাহাকে বাধা দিতে হয়ত সে চেষ্টা করিবে। তাই সে জনসাধারণের বিরাধিতাকে কমাইতে কিছুটা যত্নপর হইয়াছে আর সাথে সাথে ছুয়া শান্তির কথা তুলিতে চেষ্টা করিতেছে।

(U. S. O. W I. এর সৌজন্যে)

কিন্তু বুলগেরিয়ার জনসাধারণ সিরিলের এই প্রতারণায় পা দিবে না। এই জনআন্দোলনের নেতারা নাৎসীবাদকে কখন বরদাস্ত করিবে না। নাৎসী বিরোধী এই আন্দোলন 'ওটেকষ্টভেন' ফ্রণ্টের (অর্থাৎ দেশভক্তদের মিলিত ফ্রণ্ট) প্রাণকেন্দ্র 'মজুর ইউনিয়ন'। এই ইউনিয়নের ভিতর কমিউনিস্টরাও আছে। এই ফ্রণ্টে অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল দলগুলিও যুক্ত। এতদিন মজুর ইউনিয়ন সাধারণতঃ সহরগুলিতেই খুব শক্তিশালী ছিল। গত ১০ বৎসর ধরিয়া সকল রকম নির্ব্বাচনেই তাহাদের প্রতিনিধিরাই জয় লাভ করিয়াছে। প্রতিক্রিয়াশীল বুলগার সরকার এ অবস্থা মাথা পাতিয়া নেয় নাই, নির্ব্বাচনের ফলাফল নাকচ করিয়াছে এবং নির্ব্বাচিত মজুরদেরও গ্রেপ্তার করিয়াছে। সরকারের এই ঔদ্ধত্যে জনগণ মুসড়াইয়া পড়ে নাই, বরঞ্চ কিছুকাল হইতে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিপত্তি গ্রামগুলিতেও বাড়িয়া চলিয়াছে। গ্রামে ইহাদের প্রতিপত্তি বাড়িতেছে, তাহার আর একটি প্রমাণ যে কৃষি সমবায় সমিতির সাথে ইহারা এক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ক্রম বর্দ্ধমান এই গণপ্রতিষ্ঠানকে বুলগার সরকার সুনজরে দেখিতে পারে নাই। ইহাকেও ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। মজুর ইউনিয়নের ইতিহাস অতি গৌরবময়। ফ্যাসিষ্টবাদের বিরুদ্ধে ইয়োরোপে যে সব প্রতিষ্ঠান বরাবর লড়াই করিয়া আসিতেছে, ইহা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯২৩ সালে রাজা বরিস ইহাকে পিষিয়া মারিতে চেষ্টা করে। ৩০০০০ মজুর কিষাণ সেই সময় বরিসের হাতে প্রাণ দেয়।

অধুনা লুপ্ত 'কমিনটার্ণের' জেনারেল সেক্রেটারী বিশ্ব বিখ্যাত কমরেড ডিমিট্রভ ছিলেন এই মজুর ইউনিয়নের নেতা। তিনি রাজা বরিসের হাতে তখন ধরা পড়েন নাই, অতি কষ্টে আত্মগোপন করিয়া তিনি রক্ষা পান। (এটা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে বর্ত্তমানে ডিমিট্রভ বুলগেরিয়াতেই থাকিয়া এখানকার গণ আন্দোলন পরিচালনা করিতেছেন।) বরিস তখন আবার এক নতুন আইন করে—কমিনিস্ট মতবাদী হইলেই তাকে ফাঁসী দেওয়া হইবে।

১৯৩৯ সালে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন বুলগেরিয়ায় ১০০০০ রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন। ইহারা প্রায় সকলেই 'মজুর ইউনিয়নের' লোক। এবারকার এই হুকে জার্ম্মাণ নাৎসীদের বিরুদ্ধে বীরের মত ইঁহারা লড়িতেছেন। ১৯৪১ সালের বসন্তকালে ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সভ্যই ধরা পড়েন এবং জার্ম্মাণ তাঁবেদার বুলগার সরকার প্রায় সকলকেই হত্যা করিয়াছে। এই নিষ্পেষণও ইউনিয়নকে ভাঙ্গিতে পারে নাই। তাহাদের 'গেরিলাবাহিনী' আজ জার্ম্মাণ শত্রুদের বিপক্ষে প্রাণ দিয়া লড়াই করিতেছে। জার্ম্মাণদের সরকারী হিসাবেই জানা যায় যে ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বরের মধ্যেই ৪০৪ জন মজুর গেরিলা নাৎসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া মারা যায় এবং ৪৫০ জন নাৎসীদের হাতে ধরা পড়ে। এই সব খবরে ইহাই মনে হয় যে আজ যদেই সংখ্যক গেরিলা বুলগেরিয়ায় ফ্যাসিষ্ট দস্যুদের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত লড়াই চালাইয়া যাইতেছে।

কর্পোরেশনের মজুর নির্বাচন কেন্দ্রে কমিউনিষ্ট প্রার্থী

মহম্মদ ইসমাইল ও সোমনাথ লাহিড়ী

ট্রামের মত ইউনিয়ন ইঁহারাই গড়িয়াছেন, ইঁহারাই মজুরদের প্রতিনিধি

কলিকাতার কর্পোরেশনের সমস্ত ব্যাপারেই গরীবের স্বার্থ পরবলিত হয়। নির্বাচনের কথাই ধরুন। মোট ৮৫টী নির্বাচিত কাউন্সিলারের মধ্যে মজুরদের মাত্র দুইটী আসন আছে। অর্থাৎ পয়সাওয়ালা শ্রেণী যেখানে ৮৩ জন কাউন্সিলার পাঠাইতে পারিবেন সেখানে মজুরেরা মাত্র দুইজন পাঠাইতে পারিবেন—যদিও কলিকাতার প্রায় সিকি ভাগ বাসিন্দা মজুর এবং তাঁহাদের নাগরিক অধিকার ও অবস্থা সব চেয়ে বিপন্নপন্ন। তাহার উপর এই দুইটী মজুর আসনের জন্য ভোটারের যে তালিকা হইয়াছে তাহা আরও অদ্ভুত। মোট প্রায় ২৮ হাজার ভোটারের মধ্যে অর্দ্ধেকেরও বেশী নাকি রিকশাওয়ালা ইউনিয়নের মেম্বর, আর সমস্ত ইউনিয়ন মিলিয়াও উহার চেয়ে কম। রেল, চটকল, লোহাকল প্রভৃতিতে মজুরত্ব ইউনিয়ন থাকা সত্বেও তাহাদের একজনকেও ভোটার করা হয় নাই।

পুরানো কাউন্সিলরদের ব্যর্থতা

এবার নির্বাচনে যাঁহারা মজুর আসনের জন্য দাঁড়াইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান কাউন্সিলর মিঃ এন বর্ম্মা ও আরও চার জন প্রার্থী রিকশা ইউনিয়নের সভ্য হিসাবেই দাঁড়াইয়াছেন। আর একজন বর্ত্তমান কাউন্সিলর মিঃ জিয়াউদ্দীন আহ্‌মদও উঁহাদেরই বন্ধু, তিনি দাঁড়াইয়াছেন।

ভোটারের তালিকায় রিকশ ইউনিয়নের যে বিরাট শক্তি দেখানো হইয়াছে, কলিকাতার মজুর আন্দোলনে যদি রিকশওয়ালা সত্যই ঐরূপ শক্তিতে ভাগ লইতে পারিতেন তাহা হইলে আমরা খুবই সুখী হইতাম। কিন্তু কলিকাতার প্রত্যেক মজুর ও মজুর আন্দোলনের কর্মী, এমন কি প্রত্যেক রিকশওয়ালাও জানেন যে, রিকশওয়ালাদের কোন বিশেষ মজুরত্ব ইউনিয়ন নাই। সেজন্যই রিকশওয়ালাদের পদে পদে বহু দুর্গতি সহিতে হয়।

মিঃ বর্ম্মা ও জিয়াউদ্দীন সাহেব মজুরদের জন্য অনেক কিছু চেষ্টা করিব বলিয়া গতবার মজুরদের ভোট লইয়াছিলেন। তাঁহাদের ব্যক্তিগত দোষত্রুটির কথা না তুলিয়াও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মজুরদের জন্য তাঁহারা কিছুই করিতে পারেন নাই। নোংরা বস্তি, জল ও আলোর অভাব, ঘুষের অত্যাচার, অন্ন মাগগি ভাতা, রেশনের গোলমাল প্রভৃতি লইয়া মজুরদের অবস্থা বরং আগের চেয়েও খারাপ হইয়াছে। ইঁহারা কিছুই করিতে পারেন নাই।

মজুররা কি শুধু ভোটের যন্ত্র?

কেন পারেন নাই? কারণ ইঁহারা কোন শক্তিশালী মজুর পার্টি, মজুর ইউনিয়ন ও মজুর আন্দোলনের সমর্থন লইয়া কর্পোরেশনে লড়েন নাই। মাত্র ২ জন মজুর প্রতিনিধির প্রত্যেকটী স্টোর শিঙ্গেন কলিকাতার সঙ্ঘবদ্ধ মজুরদের বিরাট আওয়াজ যদি অনবরত না উঠিতে থাকে তো কর্পোরেশনের বিরাট অরণ্যে মজুর প্রতিনিধিরা রোদন কে শুনিবে? উঁহারা রিকশা ইউনিয়ন বা মৃতপ্রায় ডক ইউনিয়নের নামে কর্পোরেশন গিয়াছেন, এখনও যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ বাজে ইউনিয়নের শক্তির বড়াই করিলে কে তাঁহাদের কথা শুনিবে? ইহার বদলে তাঁহারা যদি অন্তত ঐ ধরণের ইউনিয়নগুলিকে সত্যই মজবুত করিয়া গড়িয়া তুলিতেন তাহা হইলেও রিকশ ও ডক মজুরদের উপকার হইত, কর্পোরেশনও তাঁহাদের জোর হইত। কিন্তু এটুকুও তাঁহারা করিতে পারেন নাই। ইউনিয়নগুলি শুধু ভোট ধরিবার যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

যাঁহারা আগের বার নির্বাচিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের আরও যে সব বন্ধু এবার দাঁড়াইতেছেন—মজুর আন্দোলনেই বা ইঁহাদের দান কতটুকু, কারজন মজুর বা শহরবাসী ইঁহাদিগকে আন্দোলন করিতে দেখিয়াছে, আন্দোলনের জন্য ত্যাগ ও পরিশ্রমেরই বা কতটুকু দৃষ্টান্ত তাঁহারা দেখাইয়াছেন? সে কারণেও নির্ব্বাচিত কাউন্সিলররা গত চার বছরে কর্পোরেশনে একটু সাড়াও তুলিতে পারেন নাই। তাঁহারা ও তাঁহাদের বন্ধুরা ভবিষ্যতেও পারিবেন না।

কর্পোরেশন নির্বাচনে

লাল ঝাণ্ডার সম্মান রক্ষা কর

কমিউনিষ্ট পার্টির প্রার্থী

কলিকাতার সঙ্ঘবদ্ধ মজুর আন্দোলনের নেতা কমিউনিস্ট পার্টি। কর্পোরেশন ভোটার তালিকায় নাম যতই বাদ দেওয়া হইয়া থাকুক, কলিকাতার প্রত্যেকটী মজুর তাহার লাল ঝাণ্ডাকে প্রাণ দিয়া শ্রদ্ধা করে এবং জানে যে ট্রামের মত যাহাদুর মজুর ইউনিয়নকে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরাই গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহারা জানে যে বাস, চটকল, রেল, পোর্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি সমস্ত কারখানার মজুরদের প্রধান নেতা কমিউনিষ্ট পার্টি। তাহারা দেখিয়াছে কমিউনিস্ট পার্টির ঝাণ্ডার নীচে আন্দোলন করিয়া তাহারা কলিকাতার রেশনিং আশার করিয়াছে—তাহার ফলে আজ রিকশওয়ালা, ডক ঠিকাদারের কুলি প্রভৃতিকে আর চাল আটার জন্য পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। তাহারা দেখিতেছে যে আজ শুধু কমিউনিস্ট পার্টিই মজুরদের ৪। সের রসদের জন্য বিরাট আন্দোলন জাগাইয়াছে এবং কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিতে বিশ্বাস আছে বলিয়াই মজুরেরা ভরসা রাখে যে রেশনিংয়ের মত এ দাবীও পূরণই আদায় হইবে।

সংঘবদ্ধ মজুরদের এই শক্তি ও আন্দোলনকে সঙ্গে লইয়া কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা যদি কর্পোরেশনে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন তবেই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মজুর শ্রেণী কর্পোরেশনে আপন প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। সেজন্য এবার মজুর নির্বাচন কেন্দ্রে কমিউনিস্ট পার্টি হইতে কমরেড মহম্মদ ইসমাইল ও কমরেড সোমনাথ লাহিড়ীকে প্রার্থী দাঁড় করানো হইয়াছে। ব্যক্তিগতভাবেও নির্বাচনের মধ্যে কমরেড ইসমাইল ও লাহিড়ীর মত পরিশ্রমী, ত্যাগী ও বিখ্যাত নেতা কেহই নাই। বিভিন্ন কারখানায় ও শিল্পে মজুর শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য ইঁহারা গত ১২।১৪ বৎসর ধরিয়া নির্ভীক ও অক্লান্ত আন্দোলন করিয়াছেন, বারে বারে পুলিশের জেল ও লাঠিও উঁহাদিগকে টলাইতে পারে নাই। কমরেড ইসমাইল কলিকাতা ট্রাম মজুর ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, কমরেড লাহিড়ী ভাইস-প্রেসিডেন্ট। বছরের পর বছর কঠিন পরিশ্রমে ট্রামের ইউনিয়নকে তাঁহারা এমনই করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন যে আজ ট্রামের ইউনিয়ন ও ট্রামের বাহাদুর মজুরদের কথা মনে করিলে কলিকাতার সমস্ত মজুরের বুক গর্বে ভরিয়া উঠে।

কমিউনিস্ট পার্টি ভরসা রাখে যে সমস্ত মজুর ও কর্মচারী ভাইয়েরা কমিউনিস্ট প্রার্থীকে ভোট দিয়া লাল ঝাণ্ডার সম্মান রাখিবেন।

ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সীর নূতন বই

কি কি বাহির হইল।

এ সপ্তাহের নতুন বই—

১। কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি—সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধী, কংগ্রেসের কলঙ্ক। ৵০

২। কংগ্রেস কি চায়—কংগ্রেস নেতাদের বাণী ৵০

৩। কমিউনিস্ট দৃষ্টিতে ভারতের শিল্প-ব্যবস্থা—৵০

৪। সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস ৲

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

জেলার এজেন্টগণকে শতকরা ২৫ ভাগ কমিশন দেওয়া হয়।

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

হোসিয়ারী শ্রমিকদের সমর্থন

গত ৫ই মার্চ কলিকাতার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে বাংলার হোসিয়ারী শ্রমিকদের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে কর্পোরেশন নির্বাচন সম্পর্কে একটী গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। হোসিয়ারী শ্রমিকরা এই প্রস্তাবে বলিয়াছেন,—কর্পোরেশনের শ্রমিক আসনের জন্য কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী ও মহম্মদ ইসমাইল দাঁড়াইয়াছেন এই সংবাদ আমরা ঋতিশয় আনন্দিত। কারণ তাঁহারাই শ্রমিকদের প্রকৃত প্রতিনিধি। কলিকাতার সমস্ত শ্রমিককে আমরা আহ্বান করিতেছি—তাঁহারা যেন এই দুইজন প্রার্থীকে সর্বাত্মকরূপে সমর্থন করেন।

রেড-এড আন্দোলনে সাহায্য করুন

বন্দীদের মুক্তির জন্য বন্দী-পরিবারের সাহায্যের জন্য

অসুস্থ কর্মীদের চিকিৎসার জন্য

বহু ফ্যাসিস্ট বিরোধী বন্দী এখনো বাংলার কারাগারে পচিতেছে। অনেক বন্দীর পরিবারবর্গের দুঃখ-দুর্গতির সীমা নাই। এদিকে বাংলার সর্বত্রাসী দুর্ভিক্ষ ও মহামারী বহু কমিউনিস্ট-কর্মীকেও আক্রমণ করিতে ছাড়ে নাই। এই বিশেষ সমস্যাগুলি সমাধান করিবার জন্যই বঙ্গীয় রেড-এড্ কমিটি গত নভেম্বরে গঠিত হইয়াছে। এই কমিটির লক্ষ্য—ফ্যাসিস্ট-বিরোধী বন্দীদের মুক্তির জন্য সারা বাংলায় জনগণের আন্দোলন চালান; বন্দীদের পরিবারবর্গকে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং যে কমিউনিস্ট কর্মীরা দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশকে বাঁচাইবার আন্দোলন চালাইতে চালাইতে রোগের কবলে পড়িতেছেন তাঁহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

রেড এড কমিটি নিজেদের যথাসাধ্য সামর্থ্য লইয়া এই সব কাজে হাতে দেয়। এই কমিটি গত দুই মাসের মধ্যে বহু কমিউনিস্ট কর্মীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছে। অন্ধ্র, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, যুক্তপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের কমিউনিস্ট ও জনসাধারণের আন্তরিক সোহার্দ্দ্য ও বাংলাকে বাঁচানর জন্য অদীম দরদের ফলে রেড-এড কমিটি প্রায় একশত জন স্বাস্থ্যহীন কমরেডকে বাংলার বাইরে পাঠাইয়া তাঁহাদের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছে। কমিকাতার একটি প্রাইভেট "রেষ্ট হোম" প্রতিষ্ঠা করিয়া গত তিনমাসে প্রায় ৫০০ জন রোগী চিকিৎসা করা হইয়াছে।

এই প্রচেষ্টার ভিত্তিই হইল:—ছয় জন বেপরোয়া ডাক্তার নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থ উপার্জ্জনের পন্থা ছাড়িয়া সব সময়ের জন্য এই কাজে আত্ম নিয়োগ করিতেছেন, তাহাছাড়া প্রায় ১০।১৫ জন ডাক্তার নিয়মিত সময়ে রোগী পরীক্ষা ও চিকিৎসার কাজ চালাইতেছেন।

কিন্তু বন্দীমুক্তি আন্দোলন আমরা এখনো সফলভাবে চালাইতে পারি নাই। চিকিৎসা ও মেডিকেল রিলিফের ব্যাপারেও কমিটি এখনো কোনরূপ স্বাধীনতা করিতে সক্ষম হয় নাই। ঔষধপত্র চিকিৎসা ইত্যাদির খরচ বাবদ এ পর্য্যন্ত প্রায় সাত হাজার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। প্রতিমাসে 'রেষ্ট হোম' চালাইতে ১৫০০৲ টাকা খরচ পড়িতেছে।

বাংলার কর্মীদের স্বাস্থ্যহীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য অন্যান্য প্রদেশের পার্টি ও জনসাধারণ হাজার হাজার টাকা খরচ করিয়াছেন। কিন্তু বাংলার ভিতরে রেড এড ফাণ্ডে মোট ৬৬০৲ টাকা উঠিয়াছে। বাকী সাড়ে ছয় হাজার টাকা পার্টির প্রাদেশিক কমিটিকে ধার করিতে হইয়াছে। এই কাজে আমরা শুধু কি বাংলার বাহিরের সাহায্যের উপরই ভরসা করিব? না।

বাংলার নরনারী বাংলার কমিউনিষ্টরা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য অগ্রণ্য কমিউনিস্টদের নিশ্চয়ই বাঁচাইবে। বাংলার নরনারী নিশ্চয়ই বন্দীমুক্তি আন্দোলনে পূর্ণ সাহায্য করিবে।

প্রত্যেকটী কমিউনিস্ট ও দরদী প্রতিসঙ্গীকে একআনা করিয়া বাঁচাও ও রেড এড ফাণ্ডে সরাসরি পাঠাইয়া দাও।

প্রত্যেকটী নরনারী এবং কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, লীগ, মহিলা আত্মরক্ষা, ছাত্র ফেডারেশন, কিসান সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ এলাকায় রেড এডের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দাও।

তবেই আমরা এই চিকিৎসা-ব্যবস্থা ও 'রেষ্ট হোম'কে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে পারিব। দল ও প্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে সকলের সাহায্য পাইলে বন্দীদের পরিবারবর্গকে সাহায্য করা সম্ভব হইবে। সারা বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী বন্দীদের ছাড়াইয়া আনিতে পারিব ও তাহাদের দেশরক্ষার সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিতে সুযোগ দিয়া বাংলাকে বাঁচাইতে পারিব।

মুজফ্ফর আহ্‌মদ
বঙ্গীয় রেড এড কমিটির পক্ষে
২৪৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বুলগেরিয়ায় মুক্তি সংগ্রাম

(৭ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বুলগেরিয়া জনসাধারণের এই নাৎসী বিরোধিতা আজ দেশের জাতীয় জীবনেও এক নতুন অধ্যায় আনিয়া দিতেছে। রাজা সিরিল তার হৃবিধাবাদী নীতি আঁকড়াইয়া থাকিলেও উচ্চদরের সেনানায়করা এখন চেষ্টা করিতেছে 'মিলিটারী লীগের' সহিত ভাল সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে। 'মিলিটারী লীগ' বুলগেরিয়ার নিম্নপদস্থ অফিসারদের একটি সংগঠন। এই প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক নীতিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে এবং সোভিয়েটের পক্ষপাতী। টিচ্চকোভী সেনানায়করা আজ যে বাস্তবিকই সোভিয়েট অনুরক্ত, মিলিটারী লীগের সহিত ভাল সম্বন্ধ রাখিতে চায় তার প্রমাণ এই লীগেরই এক জন সদস্য মেজর ব্রিজনাকভকে ইঁহারা মস্কোতে বুলগেরিয়ার সামরিক দূত হিসাবে পাঠায়। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় যে বর্ত্তমানে সৈন্যবিভাগ গেরিলাদের সাথে কোন সংঘর্ষেই আসিতে চায় না। সৈন্যবিভাগের এই মনোভাবের জন্য বুলগেরিয়ার পুলিস বাহিনীকেই গেরিলাদের দমন করার জন্য নিয়োগ করা করা হয়।

রাজপরিবার ও তাহাদের অনুরক্তরা বর্ত্তমানে বলশিভর সমর্থক। হিটলারকে এরা কিছুটা কম আমল দেয়। রাজা সিরিলের কোন নির্দিষ্ট নীতির বালাই নাই, নিজকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সব কিছুই করিতে রাজী।

কিন্তু দেশভক্তদের যুক্ত ফ্রন্ট নাৎসীবাদ ধ্বংস করিতে আর সময় নষ্ট করিতে রাজী নয়। সম্প্রতি তাহারা বুলগেরিয়ার জনসাধারণের কাছে এক আবেদনে নাৎসীবিরোধী গেরিলা সংগ্রাম তীব্রতর করিতে অনুরোধ জানায়। যুগোশ্লাভিয়ায় যে সব বুলগেরিয়ান সৈন্য আছে মার্শাল তিতোর জনবাহিনীর সাথে তাহারা এক হইয়া ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুরোধও ইহাতে জানানো হয়।

আরও কিছু কাল হয়ত জার্ম্মান নাৎসীরা বুলগেরিয়ায় প্রতি ক্রিয়াশীল ষেচ্ছাসেবক সেড়ুলী করিতে পারিবে, কিন্তু যে দুর্দ্ধর্ষ গণশক্তি আজ এখানে গড়িয়া উঠিতেছে তাহারই সংঘাতে বুলগেরিয়ার প্রতিক্রিয়া ধ্বসিয়া পড়িবে। নাৎসীবাদ ও সিরিল প্রভৃতের ধ্বংসস্তূপের উপর জনগণের জয়ধ্বজা উড়িবে।

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

২য় বর্ষ] বুধবার, ২৯শে মার্চ্চ ১৯৪৪, ১৬ই চৈত্র ১৩৫০ [৪৮শ সংখ্যা

কর্পোরেশনের আসন্ন নির্ব্বাচন

২১,২৪ ও ২৭-এর ওয়ার্ডের ৩জন স্বতন্ত্র প্রার্থী

কংগ্রেস ও কমিউনিষ্টদের সমর্থন পাইয়াছে

বুধবার, ২৯শে মার্চ্চ কলিকাতা কর্পোরেশনের ৭ম সাধারণ নির্ব্বাচন। ভারতের এই বৃহত্তম মিউনিসিপ্যালিটির আর অনেক প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের আয়কেও ছাড়াইয়া যায়। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে একদিন দেশপ্রেমিকরা এই কর্পোরেশনকে পৌরশাসনের আদর্শ হিসাবে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন; শহরবাসীর কল্যাণ ছিল তাঁহাদের ব্রত। তাই সেদিন কর্পোরেশন ছিল জাতীয় প্রগতির বাহন।

বহু-সমালোচিত চক্রান্ত আজ সেই কর্পোরেশনকে ধূলায় টানিয়া নামাইয়াছে; কর্পোরেশন হইয়াছে তাহাদের জমিদারী, তাই কলিকাতার জনসাধারণ ইহার উপর আস্থা হারাইয়াছে।

বেশীদিন আগের কথা নয়; কলিকাতার রাস্তায় রৌদ্র বৃষ্টির নীচে দাঁড়াইয়া রোগে অনাহারে যখন কাতারে কাতারে লোক মরিতেছিল, শহরে ঘরে ঘরে যখন মৃত্যুর তাণ্ডব, আর মাথার উপরে জাপানী বোমার অগ্নিবর্ষণ—তখন কর্পোরেশনের লাল দালানে বসিয়া পৌরজীবনের কর্ত্তারা নিজের নিজের কাজ গুছাইতে ব্যস্ত। দলগত বিশোদ্গার ও ব্যক্তিগত স্বার্থের কাছে শহরবাসীর জীবনমরণের প্রশ্ন তুচ্ছ হইয়া গেল।

শহরবাসী আশা করিয়াছিল, এবার কংগ্রেস এই সমস্ত চোর, জালিয়াৎ, স্বার্থপিশাচদের হাত হইতে কর্পোরেশনকে উদ্ধার করিয়া বহু দিনের খোয়াল মুক্ত করিবে, কর্পোরেশনের পূর্ব্ব গৌরব ফিরাইয়া আনিবে। বহু কংগ্রেসকর্ম্মীও ইহার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন; কংগ্রেস কর্ম্মীদের একাধিক বৈঠকে এই মত সমর্থিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের বিপরীত সিদ্ধান্তে সকলে হতাশ হইল। কলিকাতার পৌরজীবনের ভবিষ্যৎ সকলে অন্ধকার দেখিল।

বি-পি-সি সির সভানেত্রী ব্যক্তিগত যোগ্যতা হিসাবে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ভোট দিবার জন্য জনসাধারণকে নির্দ্দেশ দিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ হাফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কংগ্রেস দাঁড়াইবার মতলব করিতেছে শুনিয়া তিনি রীতিমত ঘাবড়াইয়াছিলেন। কর্পোরেশনে কংগ্রেস প্রতিপক্ষে দাঁড়াইলে মন্ত্রিসভা ও ইউরোপীয়ান দলের হুবিধা হইবে—এই অছিলায় তিনি সাধারণ নির্ব্বাচন স্থগিত রাখার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যখন নির্ব্বাচন আর ঠেকানো গেল না, তখন কংগ্রেস যাহাতে নির্ব্বাচনে না দাঁড়াইতে পারে তার জন্য তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

কংগ্রেস নির্ব্বাচনে দাঁড়াইতে অস্বীকার করায়, শ্যামাপ্রসাদের পথের কাঁটা দূর হইল বটে—কিন্তু কংগ্রেস নামের লেবেল একেবারে ছাড়িতে তিনি রাজী নন। কাজেই একদল ঘৃণ্য ফরোয়ার্ড ব্লকীদের সহিত তিনি হাত মিলাইতে দ্বিধা করিলেন না। চারু রায় এবং সন্তোষ ও সতীন বসুর মতন নাম করা বিশুদ্ধ বহুপত্নীরাও এই নির্লজ্জ প্যাক্ট অস্বীকার করিলেন। ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি বিখ্যাত কংগ্রেসকর্ম্মীরা ইহার বিরুদ্ধে বিবৃতি দিলেন। উহারা বলিলেন, কংগ্রেসের সহিত মহাসভার কোন প্যাক্ট হয় নাই, যাহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নির্ব্বাচনে অন্যায় ভাবে কংগ্রেসের নাম ব্যবহার করিতেছে, তাহাদের সহিত কংগ্রেসের কোন সম্বন্ধ নাই।

শ্যামাপ্রসাদ ইহাতে এতটুকু বিচলিত হন নাই। তিনি চোখ কান বুঁজিয়া বহুদলের মুষ্টিমেয় অনুচরদের সমানে বাংলার কংগ্রেস বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া ২৩শে মার্চ্চ 'যুগান্তরে' সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হইয়াছে—

"আনন্দবাজার পত্রিকার প্রশ্রয়ে একদল লোক কংগ্রেসের দোহাই দিয়া ভোট প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং কংগ্রেস ইলেকশন বোর্ড নামে একটা বোর্ডও খাড়া করিয়াছেন। কলিকাতা শহরে ট্যাক মারিবার নানা কৌশল আছে কর্পোরেশনের ইলেকসন তাহারই রাজসূয় যজ্ঞ। কিন্তু শহরবাসীগণ ও ভোটদাতাগণ জানিয়া রাখুন—কংগ্রেসের সহিত বর্ত্তমান কর্পোরেশন নির্ব্বাচনের কোন প্রকার সম্পর্ক নাই।...

এই সমস্ত প্রার্থী যদি যোগ্য, গুণসম্পন্ন ও সততা-পরায়ণ হইয়া থাকেন তাহা হইলে কংগ্রেস নামের জালিয়াতিতে তাহারা মাতিয়া উঠিয়াছেন কেন? কেন তাঁহারা নিজেদের যোগ্যতা ও ক্ষমতার উপর দণ্ডায়মান হইয়া স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচন প্রার্থী হইতেছেন না? এই তথাকথিত কংগ্রেস আবার হিন্দু মহাসভার সঙ্গে একটি চুক্তি করিয়াছেন। এই চুক্তির অধিকার তাহাদের কে দিল? সরকারী কংগ্রেস কখনও এভাবে হিন্দুমহাসভার সহিত কারবার করেন না।..."

এমনিভাবে শ্যামাপ্রসাদের ভেদনীতি আজ বাংলার রাজনীতি বিষাইয়া তুলিয়াছে।

এই বিভেদের জন্যবে কংগ্রেসী ও কমিউনিস্ট কর্ম্মীরা আগাইয়া আসিতেছেন। ২৭ নং ওয়ার্ডে নির্ব্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীও কংগ্রেসের অনুগামী শ্রীযুক্ত পি, কে বসুর পক্ষে ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, জে, সি, গুপ্ত, কৃষ্ণপদ বানার্জ্জী, অতুল চন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত কংগ্রেসকর্ম্মীরা ও স্থানীয় কমিউনিস্টরা সক্রিয়ভাবে সমর্থন করিতেছেন। তাছাড়া ডাঃ যেমনাদ সাহা, সার যদুনাথ সরকার, ডাঃ রমেশ মজুমদার, নলিনীরঞ্জন সরকার, ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ইঁহাদের সমর্থন করিতেছেন। ২১নং ওয়ার্ডেও স্বতন্ত্র প্রার্থী শ্রীযুক্তত রুপেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সমর্থনে স্থানীয় কংগ্রেসী ও কমিউনিস্ট-কর্ম্মীরা দাঁড়াইয়াছেন। মিসেস নেলী সেনগুপ্তা, বিহারী গাঙ্গুলী প্রভৃতি স্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মীরা ২৪নং ওয়ার্ডে কমরেড মেহাংশু আচার্য্যের সমর্থন। ২৫শে তারিখে চেতলায় এক জনসভায় শ্যামাপ্রসাদ 'কংগ্রেস-মহাসভা' ঐক্যের দোহাই দিয়া ফর্ণী ব্রহ্মের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। পরদিনই শ্রীযুক্ত জে, সি গুপ্তের সভাপতিত্বে ১২০০ লোকের এক সভা হয়। মেদিনীপুরের সজনুক্ত কংগ্রেসনেতা নগন দাস ও ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল শ্যামাপ্রসাদের মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ করেন। তাঁহারা বলেন, সেহাংশু আচার্য্যের পক্ষে প্রত্যেকটি ভোট জাল কংগ্রেস ও মহাসভার এই কংগ্রেসবিরোধী হীন প্যাক্ট চূর্ণ করিবে।

শ্রমিকক্ষেত্রের ২টি আসনের জন্য কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী ও কমরেড ইসমাইলের সমর্থনে ১৮টি ইউনিয়ন প্রস্তাব পাশ করিয়াছে। বি, পি, টি, ইউ, সি-র সভাপতি মৃণালকান্তি বসু কমিউনিস্ট পার্টির এই দুই জন প্রার্থীকে সমর্থন করিয়া বিবৃতি দিয়াছেন।

মিলিত সভা ও শোভাযাত্রা করিয়া শহরবাসী এই সমস্ত প্রার্থীদের প্রতি সমর্থন জানাইতেছে। কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনে এই সমস্ত প্রার্থীদের সমর্থনে যে রাজনৈতিক ঐক্য গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার কাছে শ্যামাপ্রসাদের ভেদনীতি অচিরে পরাস্ত হইবে। নির্ব্বাচনের ফলাফল যাহাই হউক, একতার শক্তি বহুগুণ বাড়িয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এ মাটিতে ফ্যাশিষ্ট জাপানের ঠাঁই নাই

জাপানী সঙ্গীন ভারতের মাটিতে এবার ভারত-বাসীর বক্ষ চালিয়াছে। সীমান্তের অগণেক্ষান শত্রু ইম্ফলের বন্ধুর পথে পা বাড়াইয়াছে। মালয়, বার্মা গ্রাস করিয়াও তাহার ক্ষুধা মেটে নাই—ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটি মানুষকে নাগপাশে বাঁধিবার জন্য আজ সে ছুটিয়া আসিতেছে।

আমরা পরাধীনতার জ্বালা জানি, আমরা মৃত্যুর করাল মূর্ত্তির সঙ্গে পরিচিত। নূতন শৃংখল আমরা চাই না।

দুনিয়া জোড়া শৃংখলে আজ যা পড়িয়াছে। ফ্যাশিস্ট পঙ্গপাল আজ দেশে দেশে পলায়মান। তার পাল্লা আজ শিথিল; তার হাত হইতে নগর আর জনপদ খসিয়া পড়িতেছে। অধিকৃত নগরে নগরে বিদ্রোহের আগুন; অরণ্যে গুহায় দুর্জ্জয় গেরিলা বাহিনী। ইতালীতে মুসোলিনী গদিচ্যুত। খান জার্ম্মেনীতে ধূমায়িত অসন্তোষ।

দিকে দিকে মুক্তিকামী জনগণের জয়যাত্রা!

জাপান তবুও ভারতের মাটিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরে ভাগ্য বিপর্য্যয়, চীনে দুরন্ত প্রতিরোধ—অস্থির জাপান আজ ভারতের দিকে তার লুব্ধ হাত বাড়াইয়াছে। ভারতের অচল অবস্থা তাকে সুযোগ দিয়াছে, ভারতবাসীর অনেক্য তাহার শক্তি বাড়াইয়াছে।

যেখানে আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ফ্যাশিস্ট দস্যুর আসন পরাজয়, যেখানে জনগণের পরাক্রমের সামনে দানবের প্রাকার চূর্ণ হইতেছে—সেখানে আমরা জানি, জাপানের এই প্রতাপ ক্ষণস্থায়ী। অত্যাচারের বিরুদ্ধে দুনিয়ার মানুষ যে প্রবল বন্যা উঠাইয়াছে তাহার সামনে জাপানের উদ্ধত্য টিকিবে না।

আমরা আগাইয়া আসিয়া শত্রুর গতিরোধ করিব। জাপান এখনও জানে না, তার 'পদ্মিত বুটের নীচে মাটি আলগা হইয়া তার সমাধি রচনা করিবে। ভারতবাসীর দেশপ্রেম মরিবার নয়; ভারতবাসী দেহ দিয়া শত্রুর সামনে বাধার দেওয়াল তুলিবে। ভারতের পুণ্য ভূমিকে তাহারা জাপানী বর্ব্বরদের পদাঘাতে অশুচি হইতে দিবে না।

গ্রামে গ্রামে রক্ষী ফৌজ গড়ে। এক হইয়া দাঁড়াও। শত্রুর বিরুদ্ধে ঘৃণার পাহাড় তোলো। মুখে মুখে একটি আওয়াজ ধ্বনিত হোক, 'এ মাটিতে শত্রুর ঠাঁই নেই।'

আমরা যদি সমস্ত বিভেদ ভুলিয়া গিয়া না দাঁড়াইতে পারি, দেশরক্ষার একটি রাখীতে দেশবাসীকে এক না করিতে পারি—তাহা হইলে নিষ্ঠুর পায়ের নীচে শত্রু আমাদের এতদিনের দেশপ্রেমকে গুঁড়াইয়া দিবে।

ভারতবর্ষের মাটিতে আজ ভারতীয় সৈন্যদল প্রাণ দিয়া ঐক্য প্রতিষ্ঠার সময় দিতেছে।

আমাদের অনিবার্য্য দেশপ্রেম ব্যর্থ হইতে পারে না। মৃত্যু ও মহামারীর বিরুদ্ধে এক হইয়া আমরা লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে বেঁচাইয়াছি; একতার দুর্জ্জয় প্রাচীর তুলিয়া আমরাই শত্রুকে প্রতিরোধ করিব। সময় নাই। দ্রুতবেগে আজ ঐক্যের পথে আমাদের আগাইতে হইবে। সারা দুনিয়ায় আজ স্বাধীনতার পদক্ষেপ; শৃংখলের বিরুদ্ধে আমরাও মৃত্যু পণ করিব।

সম্পাদকীয়

জিন্না কি করিতেছেন?

জিন্না পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রীকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন মন্ত্রিত্ব পরিচালনায়

কয়লা পাওয়া যায় না কেন

● কৈফিয়ৎ শুনিতে চাই না, কয়লা চাই ●

মালিকেরা মজুরি বাড়ায় না

এতদিন চাউলের অভাবে খাওয়া জুটিত না এখন কয়লার অভাবে খাওয়া জুটে না। শুধু খাওয়া নয়, কয়লার অভাবে কলকারখানা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, হতক কোনদিন শহরের জল সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাইবে, রেলগাড়ী অচল হইবে। কিন্তু কয়লার এত অভাব কেন? দেশের কয়লা গেল কোথায়? কয়লার উৎপাদন না বাড়িয়া কমিয়া যায় কেন?

শুনুন একজন খনির মালিক কি বলিতেছেন—"কয়লার উৎপাদনে সব চেয়ে বড় সমস্যা মজুরের অভাব।.....এদেশে খনির মজুরেরা সকলেই ক্ষেত মজুর, কিছু পয়সা কামাইবার জন্য খনিতে কাজ করিতে আসে, ট্যাঁকে কিছু আসিলেই কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যায়।"

কপাটি বলিয়াছেন মিঃ প্যাটারসন্, ভারতীয় খনি সঙ্ঘের (ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েশন) বাৎসরিক সভায় সভাপতির আসন হইতে। এই সঙ্ঘটি ইংরেজ মালিকদের সঙ্ঘ। ভারতীয় কয়লা উৎপাদনের শতকরা ৭০ ভাগ ইহাদেরই এক্তেটিয়া, সরকার বরাবর ইহাদেরই ব্যবসায়ের প্রতিপত্তি বাড়াইবার সুযোগ দিয়া আসিয়াছে। চড়া দামে কয়লা বেচিয়া কোটি কোটি টাকার মুনাফার লাল হইয়া ইহারা বলিতেছে, মজুর মিলিতে কাজ করিতে চায় না বলিয়া কয়লার উৎপাদন কম। কিন্তু দেশের ৪০ কোটি লোকের মধ্যে খনিতে কাজ করিবার লোক পাওয়া যায় না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে প্যাটারসন্ সাহেব ঢোক গিলিয়া বলিয়াছেন—হাতে পয়সা জমিলে মজুর খনি ছাড়িয়া চলিয়া যায়!

কয়িরাতে মাগ্‌গী ভাতা সহ একজন খনির মজুরের মজুরি মাসে মাত্র চৌদ্দ পনের টাকা! প্যাটারসন্ সাহেবের যদি এই মজুরিতে কয়লা খুঁড়িতে হইত তাহা হইলে তিনি বুঝিতেন খনির মজুর কেন খনি ছাড়িয়া অন্যত্র কাজের সন্ধানে যায়। প্রত্যেকেই জানে যে এই বেতনে আজিকার দিনে কাহারও বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। যুদ্ধের আগে এই বেতনে কোন রকমে আধপেটা খাইয়া চলিয়া যাইত, কিন্তু আজ আর তাহা চলে না। অথচ খনি ছাড়া আর প্রত্যেক কাজে আজকাল ঘণ্টে বেতন পাওয়া যায়। খনি মজুরের কাজের ব্যবস্থা, বাসস্থানের বন্দোবস্ত চাষীর বাড়ীর গরুর গোয়াল ঘরের চেয়েও খারাপ, সাহেবদের কুকুর রাখার ঘরের চেয়ে খারাপ তো বটেই। তাই খনিতে মজুরের অভাব এবং সেই জন্যই কয়লার উৎপাদন কম আর আমরা কয়লা পাই না। এই দোষ ঢাকিবার জন্যই প্যাটারসন্ সাহেব বলিয়াছেন মজুরের ট্যাঁকে পয়সা জমিলেই খনি ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কিছুদিন আগে আর এক খনির মালিক বলিয়াছিলেন যে খনির মজুরদের মজুরি বাড়ান উচিত নয়, কারণ বেশী মজুরি পাইলেই তাহারা তাড়ি খায়।

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যর্থতা

কয়লা সরবরাহ বিষয়ে হতাশ হইয়া সরবরাহ মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দি বলিয়াছেন যে—১৯৪৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন প্রতি মাসে ৩৯০০ গাড়ী কয়লা বাংলার জন্য দেওয়া হইবে। কিন্তু নবেম্বর মাসে উহা কমাইয়া ২০০০ গাড়ী করা হয়। বঙ্গীয় মন্ত্রীমণ্ডলী খুব প্রতিবাদ জানাইলে আরও ১০০ গাড়ী কয়লার ব্যবস্থা করা হয়। বর্ত্তমান বৎসরের মার্চ্চ মাসে উহা কমাইয়া মাত্র ১৯৪২ গাড়ী করা হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যকালে পাওয়া গিয়াছে তাহার চেয়েও ঢের কম, অর্থাৎ দৈনিক ২৫ গাড়ী বা মাসিক ৭৫০ গাড়ী। কাজেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কয়লা সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট কয়লা সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একটা কার্য্যপন্থার ভেতর তিনটি ব্যবস্থা আছে—(১) দাম ও সরবরাহ পরিচালনার জন্য কয়লা নিয়ন্ত্রণ কমিটি (কোল কণ্ট্রোল বোর্ড) (২) উৎপাদন বাড়াইবার জন্য খনির মালিকদের বোনাস্ (এক কালীন পুরস্কার) দেওয়া এবং (৩) খনির ভিতরকার কাজ তদ্বির করা।

অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্র যে নীতি অনুসরণ করিতেছে, এক্ষেত্রেও ঠিক সেই নীতিই অবলম্বিত হইয়াছে। উৎপাদন বাড়াইবার জন্য অন্য যে কোন ব্যবস্থার আগে মালিকদের আইনতঃ বাধ্য করা দরকার মজুরদের জীবন ধারণের উপযোগী মজুরি দেওয়া, মজুরির পরিমাণ এত বাড়ান যাহাতে খনির কাজ ছাড়িয়া অন্য কোন কাজে যাইবার প্রয়োজনীয়তা মজুরদের না হয়। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট সে ব্যবস্থা না করিয়া খনির মালিকদের পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কয়লার উৎপাদন বাড়াইবার জন্য মজুরের ভিতর উৎসাহ এবং উদ্দীপনা সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা না করিয়া খনির মালিকদের ঘুষ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে; খনির মালিকেরা মজুরদের উপঘুক্ত মজুরি দিইতে বঞ্চিত করিয়া নিজেদের পকেট ভর্ত্তি করিতেছে বলিয়াই কয়লার উৎপাদন কম। সেই মালিকদের পকেটে আরও কিছু টাকা সরকারী তহবিল হইতে গুঁজিয়া দিলে উৎপাদন বাড়িবে না। কয়লা নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠনের যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতেও মজুরদের প্রতিনিধি লইবার কোন ব্যবস্থা নাই। কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট দাবী করা হইয়াছিল কয়লার উৎপাদন বাড়াইবার জন্য মালিক ও শ্রমিকদের সম্মিলিত বোর্ড গঠন করা হউক; কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে কর্ণপাত করে নাই, মজুরের উপর তাহার ভরসা নাই, তাহার ভরসা খনির মালিকের উপর। ঝরিয়ার এমিকেরা এত অল্প মজুরী সত্বেও নিজেদের ইউনিয়নের নেতৃত্বে উৎপাদন বাড়াইবার আন্দোলন চালাইতেছে আর খনির মালিকেরা ইচ্ছা করিয়া উৎপাদন কমাইতেছে, অথচ সরকারী 'কোল্ কণ্ট্রোল বোর্ডে' শ্রমিকদের প্রতিনিধির কোন স্থান নাই। এই কারণেই দেশে এত কয়লার খনি থাকিতে আমরা কয়লা পাই না।

খনির মালিকেরাও সরকারী কণ্ট্রোল ব্যবস্থা ভাল চোখে দেখিতেছে না। দেশী এবং বিদেশী মালিকদের পক্ষ হইতে যথাক্রমে অমৃতলাল ওঝা এবং মিঃ প্যাটারসন উভয়েই দাবী করিয়াছেন—কণ্ট্রোল ব্যবস্থা যেন প্রবর্ত্তন না করা হয়। এই সব ক্রোড়পতি মালিকরা কণ্ট্রোলের উপর কেন স্নিগ্ধ তাহা বুঝা কিছুই কঠিন নয়। উৎপন্ন জিনিষ চাপিয়া রাখিয়া দাম চড়াইয়া অতিরিক্ত মুনাফা করা আজকাল বাণিজ্য জগতের নীতিধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কণ্ট্রোলের আগে তাহারা বলে নাল নাই কোথা হইতে দিব, কণ্ট্রোল বসাইলে তাহারা বলে কণ্ট্রোলের জন্যই দাম বেশী, কণ্ট্রোল তুলিয়া লও। চাউল, কাপড়, নুন, চিনি সব জিনিষের বেলাতে এই একই ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছি, কয়লার ব্যাপারেই বা তাহার অন্যথা হইবে কেন? যুদ্ধের আগে ব্যবসায়ীদের নীতিবাক্য ছিল খরিদারকে তুষ্ট কর, এখনকার নীতি বাক্য হইল 'যেমন করিয়া খুসী পয়সা কামাও।'

খনিশিল্পের দুরবস্থা

ভারতের কয়লাশিল্প কি গবর্ণমেণ্ট কি মালিক উভয়ের দিক হইতেই একটা কেলেঙ্কারী বিশেষ। ১৫ বছর আগে হইটলি কমিশন শ্রমিকদের অবস্থা তদন্ত করিয়া যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিল তাহাতেই বলা হয়—'ভারতীয় কয়লার খনিতে মাথাপিছু বেশী কয়লা উৎপাদন করা খুবই সম্ভব।...' কিন্তু মজুরদের জীবন ধারণের যে ব্যবস্থা তাহাতে উৎপাদন বাড়ান সম্ভব নয়। হইটলি কমিশন ১৫ বছর আগে মজুরি বৃদ্ধি এবং মজুরদের অবস্থার উন্নতির যে সমস্ত সুপারিশ করিয়াছিল আজও তাহা কাজে পরিণত করা হয় নাই। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার আগে কেহই এ দিকে গরজ করে নাই, যুদ্ধ সংকটে কয়লার গাঁটতি যখন অনুভূত হইতে লাগিল তখন প্রথম শুনিলাম যানবাহনের অভাবেই কয়লা পাওয়া যায় না। তাহার পর দেখা গেল যানবাহনের ব্যবস্থা যাহা আছে তাহার উপযুক্ত সরবরাহও নাই। সরবরাহ বাড়াইবার জন্য সরকার সর্ব্বপ্রথম যে আইন করিয়াছেন তাহাতে খনির ভিতর স্ত্রী-মজুর নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বর্ব্বর প্রথাটি কয়েক বৎসর আগে আইন করিয়া তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এখন খনিতে মজুরের খাটতি হওয়ায় মজুরের মজুরি বাড়াইবার চেয়ে এই নিন্দিত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করাই সরকার ও খনির মালিক উভয়েই উৎকৃষ্ট পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধগুণে কয়লার খনির ভিতর কয়লা কাটিয়া তুলিবার জন্য প্রস্তর যুগের ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে। ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় কয়লা কাটা এবং কয়লা তোলার কাজকে পশুর কাজ বলিয়া গণ্য করা হয়। সে সব দেশে যন্ত্রের সাহায্যে কয়লা উৎপাদনের উন্নত ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষে বিগত ২০০ বৎসরের ভিতর কয়লাখনিতে যন্ত্র প্রচলনের কোন চেষ্টা হয় নাই, মালিক সে দিকে নজর দেয় নাই কারণ তাহাতে বেশী মূলধন খাটাইতে হয়, সরকার সে দিকে নজর দেয় নাই কারণ তাহাতে ভারতীয় কয়লাশিল্প ইংলণ্ড ও মার্কিন আমেরিকার মালিকদিগকে প্রতিযোগিতায় হটাইয়া দিতে পারে। ভারতবর্ষকে শিল্পে অনুন্নত রাখ—ইহাই হইল সাম্রাজ্যবাদীর নীতি, মজুরদের প্রাণগুণে শোষণ কর—ইহাই হইল ভারতের শিল্পবণিকদের নীতি। এই দুই নীতির যোগাযোগে বর্ত্তমানে বিরাট সংকট সৃষ্টি করিয়াছে। এখনও উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির দিকে নজর নাই।

শুধুই তাই নয়, সরকারী নীতি হইল ছোট ছোট দেশীয় খনিগুলিকে উৎপাদন বাড়াইবার কোন রকম সুযোগ না দেওয়া। কয়লা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সরকারী সাহায্য ইউরোপীয় বড় বড় খনির মালিকদের স্বার্থে ব্যয়িত হইতেছে। যানবাহন হইতে আরম্ভ করিয়া যত রকম সুযোগ সুবিধা আছে ভারতীয় পরিচালনায় চালিত ছোট ছোট খনিগুলি সে সমস্ত সুবিধা হইতে বঞ্চিত। কয়লার এই দুর্ভিক্ষের সময়ও তাহারা উৎপাদন বাড়াইবার উৎসাহ পায় না। কয়লার সংকট বাড়িতেছে দেখিয়া ইংলণ্ড আমেরিকা হইতে স্কন-ইজারা আইনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া কলকব্জা আমদানির বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছে, ভারতের গবর্ণমেণ্ট এরূপ কোন ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত নয়।

যানবাহনের সুব্যবস্থা চাই

বিদেশ হইতে যন্ত্র আমদানি তো দূরের কথা, দেশের ভিতর যে কয়লা পাওয়া যায় তাহাও সময় মত যানবাহনের সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত। শুধু যে গাড়ীর অভাব তাহা নয়, গাড়ীর অভাব তো আছেই, জনগণের স্বার্থে মজুর সংগঠনের সহযোগিতায় যদি গাড়ী চালান এবং গাড়ী হইতে মাল খালাস করিবার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলেও অনেক গোলযোগ দূর হয়। কলিকাতায় যে মাল আসিতেছে তাহাও বালীগঞ্জ ও চিৎপুর ষ্টেশনে জমা হইয়া থাকে, সময় মত গাড়ী খালাস করিয়া কলিকাতার সর্ব্বত্র সমানভাবে বিতরণ করিবার ব্যবস্থা নাই। কলিকাতায় কয়লার অভাব কেন তাহার খুব সত্য কৈফিয়ৎ দিয়া সুরাবর্দ্দি সাহেব জানাইয়া দিয়াছেন যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট সরবরাহ করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু যে সমস্ত মাল বাংলাদেশে আসিয়া পৌঁছায় তাহা কেন সমানভাবে বিতরিত হয় না? রেলমজুরদের ইউনিয়ন এবং কলিকাতার জনরক্ষা কমিটির সহযোগিতা গ্রহণ করিলে এই ঘাটতি সত্ত্বেও সকলে সমান সমান সুবিধা সুযোগ পাইতে পারে, কিন্তু সুরাবর্দ্দি সাহেব এ বিষয়ে আমলাতন্ত্রের সঙ্গে হরিহরাত্মা, প্রাণ গেলেও তিনি জনগণের সহযোগিতা গ্রহণ করিবেন না, অথচ লীগ কাউন্সিল মিটিং-এ তিনি জনগণের খাদ্য কমিটি সম্বন্ধে খুব লম্বাচওড়া কথা বলিয়াছেন।

কয়লার জন্য জনগণের দাবী

কয়লার সুরাহা করিবার জন্য দেশবাসী জনগণের আন্দোলন চাই। আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি, খনির মালিকদের চোরাকারবারিতি এবং প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার অযথার্থ ভাঁড়িতে হইলে দেশের সর্ব্বত্র সকলশ্রেণীকে সম্মিলিতভাবে আন্দোলন চালাইতে হইবে। এই আন্দোলনের দাবী :—

(১) মজুরদের মজুরি বৃদ্ধি, ও সস্তায় খাদ্য সরবরাহের উন্নত বন্দোবস্ত। (২) উৎপাদন পরিচালনার জন্য মজুর ও মালিকদের সম্মিলিত বোর্ড। (৩) যানবাহন পরিচালনার জন্য রেল কর্ত্তৃপক্ষ ও রেল-কর্ম্মচারী ইউনিয়নের সম্মিলিত কমিটি। (৪) বিভিন্ন শহরে সমান বণ্টনের জন্য জনগণের প্রতিনিধিমূলক কমিটির তত্ত্বাবধান। (৫) বিদেশ হইতে কলকব্জা আমদানি এবং উৎপাদনের উন্নতি বিধান। (৬) কয়লা নিয়ন্ত্রণ বোর্ডে সম্ভবদ্ধ শ্রমিকদের প্রতিনিধি গ্রহণ। (৭) কয়লা সরবরাহের জন্য যানবাহনের অধিকতর সুবিধা। (৮) কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট বাংলার জন্য যে সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তাহা অবিলম্বে পরিপূরণ! (৯) খনির ভিতর উপযুক্ত কণ্ট্রোল।

লবণ-সংকটের রহস্য

গত দুই মাস ধরিয়া বাংলার শহর ও গ্রামে লবণের অভাব পুরা মাত্রায় দেখা দিয়াছে। লবণ শুধু দুষ্প্রাপ্যই নয়, যাহা পাওয়া যায় তাহার বাজার দর হইতেছে প্রতি সের ॥০ আনা হইতে ১॥০-২৲ টাকা পর্য্যন্ত। যে সব জায়গায় চোরাকারবারীরা খুব সিদ্ধহস্ত সেখানে দাম উঠিয়াছে প্রতি সের নয় নিকা পর্য্যন্ত। লবণের সের দুই টাকা! ইহা অপেক্ষা মুনাফাখোরী ও চোরা বাজারের প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

২রা ফেব্রুয়ারী হইতে আজ পর্য্যন্ত 'জনযুদ্ধে' প্রতি সংখ্যায় প্রকাশ হইয়াছে মফঃস্বলের কোথায় কিভাবে লবণের চোরা বাজার চলিতেছে। ২রা ফেব্রুয়ারী বগুড়ায় ১৲ টাকা সের লবণ বিক্রয় হইয়াছে। ৭ই ফেব্রুয়ারী বিনাজপুরের কুরুক ভলান্টিয়ারদা শিবগঞ্জের কাছে ৪২৲ মণ লবণ চোরাকারবারীদের গাড়ী হইতে উদ্ধার করে। ১৬ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদ, নিলফামারী মহকুমার কৈমারী বন্দরে যে ৬০০ বস্তা লবণ মজুত ছিল তাহা গোপনে নদী পার করিয়া কুচবিহারে চালান করা হইতেছে। ১লা মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ চৌমুহানিতে লবণের প্রকাশ্য দর ১৲ টাকা সের। ৮ই মার্চ্চের সংবাদ—কাঠালবাড়ীতে ২৲ টাকা সের লবণ বিক্রয় হইতেছে। ১৩ই মার্চ্চের সংবাদ—ডোমারে লবণ ১৲ সের, পীরগাছায় ১॥০, নোয়াখালী, ফেনী, বরিশাল ও পিরোজপুরে লবণ একেবারে অদৃশ্য!

সমগ্র বাংলায় লবণের হাহাকার। কলিকাতা শহরের লোক 'লবণ' 'লবণ' করিতেছে, আর মফঃস্বল হইতে প্রতিদিনই চিঠি আসিতেছে কি ভাবে মজুতদার লবণ লুকাইতেছে, কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে ও কোথাও কোথাও তাদের অনুমতিতেই অসম্ভব দামে প্রকাশ্য বাজারে কেমন করিয়া লবণ বিক্রয় হইতেছে। যেসব স্থানের মজুতদার একেবারে জঘন্যতম নরপিশাচ, তাহারা সেইস্থানের লোককে লবণ খাইতে না দিয়া অন্যত্র বেশী দামের লোভে গোপনে চালান করিতেছে (যেমন নওগাঁ)।

বিভিন্ন জেলা হইতে গত দুই মাসে যে সব সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহার মূল কথা, লবণ মজুত হইতেছে, মুনাফাখোর চড়া দামে বাজারে ছাড়িতেছে—কর্ত্তৃপক্ষ লবণ সম্পর্কে কোন কিছুই করিতেছে না।

সরকারী গুদাম হইতে চোরা গুদামে

১৭ই মার্চ্চ মিঃ সুরাবর্দ্দি বলিয়াছেন,—প্রতি মাসে বাংলাদেশে প্রায় ৭ লক্ষ মণ লবণ খরচ হয়। ভারত গবর্ণমেণ্ট আসাম ও বাংলার জন্য ৮ লক্ষ মণ লবণ প্রতি মাসে বাংলা সরকারের হাতে দিবে। কলিকাতার জন্য ৮ লক্ষ মণ ও মফঃস্বলের জন্য ৮ লক্ষ মণ, মোট ১৬ লক্ষ মণ লবণ মজুত রাখা হইবে। বর্ত্তমানে ৮ লক্ষ মণ লবণ সরকারী গুদামে যে মজুত ছিল তাহার মধ্যে ২ লক্ষ মণ বিভিন্ন জেলার পাঠান হইয়াছে।

এই ছই লক্ষ মণ লবণ মফঃস্বল জেলার কাহার হাতে পৌঁছিয়াছে? চোরাকারবারীদের হাতে না পৌঁছিলে মফঃস্বলে যেখানে লবণ পাওয়া যায় সেখানে দাম ২৲ টাকা সের কি করিয়া হয়?

বিগত ২।৩ মাস যখন লবণের চোরা কারবার পুরাদস্তুর চলিয়া আসিল, যখন বাংলার সমস্ত লোক লবণের অভাবে ও চড়া দামের জন্য অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল তখন সরকার সোরগা করিলেন, (২৩শে মার্চ্চ) কলিকাতায় অতি সরুরই লবণের রেশনীং ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে এবং ক্রমশঃ তাহা বাংলার জেলাগুলিতে চালু হইবে। রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে রেশন দোকানের মধ্যবর্ত্তিতায় কলিকাতা এবং ফুড কমিটির মধ্যবর্ত্তিতায় মফঃস্বলে লবণ সরবরাহ করা হইবে।

লবণ সরবরাহের এই ব্যবস্থা এত বিলম্বিত কেন? কেনই বা কলিকাতায় ও মফঃস্বলে একই সঙ্গে লবণ সরবরাহ ও বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইবে না?

বাংলার কর্ত্তৃপক্ষ চোরাকারবারীদের হাতে লবণের বণ্টনভার তুলিয়া দিয়া জনগণের শত্রুতা করিতেছেন। কর্ত্তৃপক্ষ লবণ সরবরাহের জন্য রেশনিং-এর ব্যবস্থা করিবেন ঘোষণা করিতেছেন অথচ ইচ্ছা করিলে তাহারা যে ৬ লক্ষ মণ মজুত আছে সেই লবণ দিয়া আজই তাহা করিতে পারেন; সেটুকুও তাহারা করিতেছেন না।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি

তাহার উপর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের দোষ তো ঢাকাই যায় না। গত অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে এক ছটাকও লবণ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট বাংলায় পাঠায় নাই। ডিসেম্বরে মাত্র কিছু লবণ বাংলা আসিয়াছে। এদিকে বাংলায় লবণ প্রস্তুত করা সম্ভব। গান্ধী-আরউইন চুক্তি সর্ত্ত অনুসারে কিভাবে বাংলায় লবণ প্রস্তুত করা যায় সে সম্বন্ধে প্রাদেশিক সরকার দাবী জানাইয়াছে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বলিতেছে এ দাবী বর্ত্তমানে পূর্ণ করা অসম্ভব।

সর্ব্বত্রই লবণের রেশনিং চাই

এইভাবে লবণের সংকট একরিকে ঘোরাল হইয়াই চলিয়াছে, আর বাংলার মানুষ বিনা লবণে আহার করিতে বাধ্য হইতেছে, গরু-বলদকে লবণ দিতে না পারায় চাষেরও ক্ষতি হইতেছে।

ইহার প্রতিকারে সারা বাংলায় তুমুল আন্দোলন করিতে হইবে—আরই লবণের রেশনিং চাই। সর্ব্বত্রই, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্রতি মাসে ৭ লক্ষ মণ লবণ বাংলায় আসা চাই ও সে লবণ রেশন পণ্য ও ফুড কমিটি মারফত কণ্ট্রোল দরে বিক্রী করা চাই।

জনযুদ্ধ

প্রাদেশিক

লীগ কাউনসিলের অধিবেশন

সুধী প্রধান

নভেম্বর মাসের পর আবার গত ১৮ই ও ১৯শে মার্চ্চে মুসলিম লীগ প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন হইয়াছে। নভেম্বর মাসে কাউনসিল খাদ্য সম্পর্কে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহাতে সরকার কর্ত্তৃক আমদ ফসল ক্রয় এবং খাদ্য কমিটির সহযোগিতায় তাহা বিলি ব্যবস্থার কথা বলা হয়। লীগ মন্ত্রিসভা এই নির্দ্দেশ পালন করে নাই, খাদ্য মজুতদারের হাতে চলিয়া যাইতেছে, কলিকাতায় ও মফঃস্বলের সহরে ক্ষুধুদের সংখ্যা বাড়িতেছে, জেলায় জেলায় ধান আবার চড়িয়া যাইতেছে। 'লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী খাদ্য সংকটের সমাধান করিতে পারিল না অতএব উহাকে হটাও' এই রব তুলিয়া আইন সভায় বিরুদ্ধ পক্ষ আবার কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং মন্ত্রীসভা আজ টলমল। এমনি পরিস্থিতির মধ্যে এই কাউনসিলের অধিবেশন হইয়া গেল। অবশ্য যে জটিল এবং মন্ত্রীমণ্ডলী ও আইন সভার লীগ সভ্যদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিতেই হইবে একথা বুঝিয়া প্রায় সমস্ত জেলা হইতেই সদস্যরা অধিবেশনে আসিয়াছিলেন।

অধিবেশনের বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছিল, সম্পাদকের রিপোর্ট, গঠনতন্ত্রের সংস্কার, খাদ্য আলোচনা, রিলিফ ও বেসামরিক আয়রক্ষা।

সম্পাদকের রিপোর্ট

মৌলানা আক্রাম খাঁ অসুস্থ থাকায় মহম্মদসিং-এর নেতা খাঁ সাহেব সুরুল আমিন এম, এল, সি সভাপতিত্ব করেন এবং সম্পাদক মিঃ আবুল হাসেম এম, এল, এ (বর্দ্ধমান) নভেম্বর মাস হইতে আজ পর্য্যন্ত কাজের রিপোর্ট দাখিল করেন। ইহাতে তিনি বলেন, বাংলাদেশের ১৭টী জেলায় জেলা লীগ কমিটি আছে, অন্য গুলিতে এখনো ভাল ভাবে লীগ কমিটি এবং কোথাও কোথাও ব্যক্তিগত লীগ সদস্যের দ্বারাই কাজ চলিতেছে। মাত্র দুটী জেলায় (কলিকাতা ও বর্দ্ধমান) লীগের জেলা অফিস আছে। সম্প্রতি কয়েকটী জেলা সুরিয়া আসিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে যে, স্থানীয় লীগ নেতারা লীগ সংগঠনের বৃদ্ধি পছন্দ করেন না কিন্তু সর্ব্বত্র সাধারণ মুসলীম জনগণ লীগের প্রতি অত্যন্ত উৎসাহশীল, "যেন শুষ্ক বারুদের স্তূপ অগ্নি সংযোগের অপেক্ষা করিতেছে।" পুরোনো নেতারা এই খবর রাখেন না এবং লীগের শক্তিবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন নাই বলিয়া লীগ সংগঠনের অতি সরল ছবিকে নৈরাশ্যজনক বলিয়া ধারণা করা ভুল হইবে, কারণ জনগণের উদ্দীপনাকে কাজে লাগাইয়া লীগের মধ্যেকার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে পরাজিত করিতে পারিলে লীগ প্রকৃতই শক্তিশালী সংগঠন হইবে। আমাদের বিরোধীরা আজ আক্রমণ সুরু করিয়াছে। আমরা ইহার প্রতিরোধ করিবই। মন্ত্রীরা সন্তোষজনক কাজ করিতে পারে নাই কিন্তু তাহাদের সংশোধনের ভার আমরাই লইতেছি। খাদ্য সংকটের সমাধান হইল আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

সম্পাদকের বক্তৃতা শেষ হইলেই বর্দ্ধমান, ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও ঢাকার সদস্যরা তাহাদের প্রধান আক্রমণ সুরু করেন এবং আইন সভার যে যে সদস্য চাঁদা দেন নাই তাহাদের নামের তালিকা চান। একজন তাহাদের বিরুদ্ধে নিন্দা সূচক প্রস্তাবও আনিতে চান। আইন সভার পক্ষ হইতে দোষ স্খালন করিবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাকে ধৈৎকার করিয়া থামাইয়া দেওয়া হয়। এই সময় সদস্যরা জানিতে চান যে ওয়ার্কিং কমিটি খাদ্য সম্পর্কে কোন সরকারী প্রস্তাব আনেন নাই কেন? সম্পাদক উত্তরে জানান যে গত নভেম্বর মাসের প্রস্তাবের মত একটী প্রস্তাব সেখানে উত্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু তাহা গৃহীত হয় নাই। ইহা যে মন্ত্রীদের ভোটের সংখ্যাধিক্যেই পরাজিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া সদস্যরা আরো ক্ষুব্ধ হন। কাউনসিলের প্রস্তাবকে লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অগ্রাহ্য করিবার কোন অধিকার নাই একথা জানাইয়া দেন।

নাজিমুদ্দিনের বক্তৃতা

এই সময় নাজিমুদ্দিন বক্তৃতা করিতে উঠেন। তিনি বলেন যে কাউনসিল প্রস্তাব ও এই প্রস্তাব এক ছিল না (সদস্যদের আপত্তিতে প্রস্তাব পড়া হইলে দেখা যায় ২৩টী কথার পরিবর্ত্তন ছাড়া একই)। তখন কথা পাল্টাইয়া তিনি বলেন যে কাউনসিল যে সমস্ত নীতি ও কার্য্যপন্থতি বাতলাইয়াছে তাহা কার্য্যকরী করা যায় না। প্রস্তাবমত ব্যবসায়ীদের একেবারে চাঁটিয়া ফেলা অসম্ভব কারণ বাংলায় আগের পরিবর্ত্তে সরকারের নিজের কোন বিস্তৃত সংগঠন নাই। তাহা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবসায়ীদের পক্ষে। কাজেই প্রস্তাবকে বাদসাদ দিয়া লইতে হইয়াছে। আর তা'ছাড়া কাউনসিল যে সব সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া প্রস্তাব রচনা করিয়াছে, সরকার অন্যরূপ সংবাদ পাইয়া ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য। নাজিমুদ্দিনের বক্তৃতা ঠিক ঝানু আমলাই বক্তৃতা হইতেছিল: "বাধা অনেক, আমরা সেকথা বেশী জানি, আমরা যাহা করিতেছি তাহা ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই" এমনি একটা নৈরাশ্যের ভাব সমস্ত শ্রোতাদের মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল।

কিন্তু ঢাকার তরুণ মুসলীম নেতা শামসুদ্দিন এই নৈরাশ্য ভাঙ্গিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন সরকার ফসল ক্রয়ের সংগঠন করিতে পারে না তাহা বিশ্বাস যোগ্য নয়। সরকার তো দেখি রাতারাতি পাট বিভাগ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল। সোগ্রা করা হইল সরকার মজুতদারদের হাতে ধরা পড়িয়াছে। এই বক্তৃতায় শ্রোতারা আবার সজাগ হইয়া ওঠে। জনগণের সহযোগিতা না লওয়ার ফলে মন্ত্রীসভা শত বাধা বিপত্তি দেখিতেছেন একথা যদিও শামসুদ্দিন বলেন নাই, কিন্তু তাহার বক্তৃতার মধ্যদিয়া সভাদের আস্থা বিশ্বাস আবার জাগিয়া ওঠে। এই অধিবেশনের শেষে সামসুদ্দিন সভার বাইরে আসিলে দেখা যায় যে দর্শকদের বসিবার স্থান হইতে একজন দরবেশ আগিয়া শামসুদ্দিনকে বলিতেছেন যে শামসুদ্দিন ভবিষ্যতে নিশ্চয় প্রধানমন্ত্রী হইবেন।

শামসুদ্দিনের বক্তৃতার পর অবশ্য মন্ত্রীদের পক্ষ হইতে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা হয়। পার্লামেণ্টারী পার্টির সম্পাদক ডাঃ মালেক বলেন যে, যেহেতু মন্ত্রীরা সরকারের সঙ্গে সংযুক্ত সেই জন্য কাউনসিলের সমস্ত প্রস্তাব তাঁহাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত নয়, পরামর্শমূলক বলিয়া ধরিতে হইবে। মন্ত্রী তমিজুদ্দিন খাঁ অনুরূপ যুক্তি দেখান। কিন্তু সদস্যরা এই যুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান।

শেষ পর্য্যন্ত নাজিমুদ্দিন এই আলোচনা বিধি বহির্ভূত বলিয়া নিস্তার পাইলেন। লীগের গঠনতন্ত্রে ছিল যে, যে প্রস্তাব ওয়ার্কিং কমিটি মজুর করে নাই তাহা লইয়া আলোচনা চলিতে পারে না।

ইহার পরে গঠনতন্ত্রের সংস্কারমূলক প্রস্তাবগুলি আলোচিত হয়। লীগ যে আজ সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে গণতান্ত্রিক সংগঠনের পথে অগ্রসর হইতেছে তাহা এই প্রস্তাবগুলিতে পরিলক্ষিত হয়। লীগের ৫ জন সহ-সভাপতির যে 'পোষাকী' পদ ছিল তাহা বিলুপ্ত করা হয়। ওয়ার্কিং কমিটিতে সভাপতির মনোনীত সভ্য ১০ হইতে ৪ করা হয় (২৪ জন সদস্যের মধ্যে পূর্ব্বে ১০ জন মনোনীত হইত) এবং নাজিমুদ্দিন যে আইনটির সাহায্যে "এই আলোচনা বিধি বহির্ভূত"

বদরগঞ্জে চোরা বাজারের রাজত্ব

মজুতদারের মালগাড়ী জোটে, জনসাধারণের বেলাতেই অভাব

শঙ্কর রায়

গত সোমবারের বদরগঞ্জ হাটে চাউলের দর হঠাৎ ১২,—১২।০ হইতে ১৭, টাকায় উঠিয়া যায়। মজুতদারের হাতে যথেষ্ট চাউল মজুত হইয়া গিয়াছে; গবর্ণমেণ্ট চাউল চাহিলে এখন সে বাজারে নামিয়া চাউলের দর বাড়াইয়া দিয়া বঞ্চিত দরে গবর্ণমেণ্টকে চাউল খরিদ করিতে বাধ্য করিবে এবং তাহারা সযত্নে সংগৃহীত মজুত চাউল চড়া দরে বেচিয়া দেশবাসীর জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিবে। চাউলের বাজারে সর্ব্বত্র একটা গোপন ভাব: ফড়িয়ারা কিনিয়া কাহাকে চাউল সরবরাহ করিতেছে, কত চাল মজুত করিয়াছে ইত্যাদি কোন খবর সঠিক জানিবার উপায় নাই। চাউলের বাজার যেন এক বিরাট গোপন রহস্যে ভরা—কারণ জন সাধারণের শত্রু মজুতদারদের ইহা একচেটিয়া কারবার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

লক্ষ্মণ চোরাবাজারে—বদরগঞ্জ বাজারে লবণ সমস্যা চরমে উঠিয়াছে—প্রকাশ্য বাজার হইতে লবণ একেবারে উধাও হইয়াছে। নূতন নূতন লবণের মহাজন গজাইতেছে। তাহারা বিভিন্ন বাজার হইতে লবণ সংগ্রহ করিয়া নানাপ্রকার দুর্নীতির আশ্রয়ে লবণ আমদানী করিতেছে এবং ১২৲, টাকা বস্তা দরে মফঃস্বলের পাইকারদের নিকট বিক্রয় করিতেছে—এই নূতন ব্যবসায়ীদের কয়েকজন আবার বদরগঞ্জবাসীর দরদী সাজিয়া দু'এক বস্তা লবণ ॥০ (৬৸) সের দরে বদরগঞ্জ বাজারে বেচিবার জন্য দিতেছে। সমস্ত বদরগঞ্জ চোরাবাজারের একটা আখড়া হইয়া উঠিয়াছে। শুনা যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট দলের সদস্য হাজি ছবিরুদ্দিন, এম-এল-এ সাহেবের ভ্রাতা কুতুবন্দার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মোঃ কফুরুদ্দিন শাহও তাহার বদরগঞ্জের বাসায় চোরা লবণ আমদানী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি একজন বিরাট জোতদার লক্ষপতি লোক।

কৃষক সমিতির চেষ্টায়

চোরা লবণ আটক

ইতিমধ্যে লবণ লইয়া অতিরিক্ত দরে লবণ বিক্রয় করার জন্য ডি, আই, রুলের মামলা চলিতেছে। একজনের মাল ষ্টেশনের গুদামের নিরাপদ আড্ডা হইতে বাহির করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অনুযায়ী বাঁধাদরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একজনের লবণ আটক করিয়া কৃষক সমিতির স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা বাঁধাদরে বিক্রয় করা হইয়াছে—কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তা চোরা কারবারীদিগকে তাহাদের ব্যবসা চালাইবার সাহস যোগাইতেছে। গত ২৬শে তারিখে সদর এস, ডি, ও এখানে আসায় কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী লবণ সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা করিতে গেলে তিনি বলেন, আমরা লবণ সরবরাহ করিতে অক্ষ; মালগাড়ীর অসুবিধার জন্য গত ১ মাস হইতে আমরা চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছি। মালগাড়ীর অসুবিধার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ লবণ সরবরাহ করিতে পারিতেছেন না বলিতেছেন কিন্তু চোরাবাজারে লবণ আমদানীতে সে সব অসুবিধা নাই

বলদ কেনার জন্য টাকা ধার

কলিকাতা, ১১ই মার্চ্চ—বাংলার কৃষক যাহাতে বলদ ক্রয় করিতে পারে তজ্জন্য বাংলা সরকারের কৃষি বিভাগ সুবিধাজনক সর্ত্তে কৃষকদিগকে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শতকরা ৬০ জন কৃষক অন্নাভাবে

অথচ বগুড়া জেলার মজুতদারেরা কৌশলে ধান সরাইতেছে

ডাঃ ননীগোপাল দেবদাস

শহরে দুঃস্থদের ভীড়

বগুড়া তেজরাজ সারিয়াকান্দি, দুধুট, গাবতলী এবং দেবগুর এই ৪টী থানার গত বৎসর ভূমিকে প্রায় ৩০০০ লোক মারা গিয়াছে। এ বৎসরও এই এলাকায় শতকরা ৯০ জন লোক বসন্ত, ম্যালেরিয়া, পাঁচড়া, লোধ ইত্যাদি রোগে ভুগিতেছে। এ বৎসর জেলায় প্রচুর আমন ধান হইয়াছে কিন্তু এই অঞ্চলের শতকরা ৬০ জন কৃষকের ঘরে এখন হইতেই অন্নাভব আরম্ভ হইয়াছে। কোন এক বড় কোম্পানীর সাব এজেণ্ট বলিয়া পরিচয় দিয়া জেলার বড় বড় মজুতকারীরা বাজারের সমস্ত ধান চাল কিনিয়া লইতেছে, যাহার সঠিক হিসাব পাওয়া অসাধু আমলাতন্ত্রের পক্ষে সম্ভব নয়।

গত বৎসর এই সময়ে বাজারে চালের দর ছিল ৭৷০ টাকা ৮৲ টাকা, এ বৎসর চলিতেছে ৯৷০ টাকা ১০৲ টাকা।

বগুড়া শহরের রাস্তায় গ্রামের দুঃস্থরা আসিয়া আবার ভীড় জমাইতেছে। ১৬ই মার্চ্চ একজন দুঃস্থ ষ্টেশনের রাস্তায় মারা যায়। মিউনিসিপাল এলাকার মধ্যে হইলেও তাহার ঘেরে শৃগাল কুকুরে খায়।

ছাত্র ও শিক্ষকদের মুক্ত রিলিফ

সোনাতলা কেন্দ্রের কয়েকজন ভলেণ্টিয়ার গত শনিবার সুজাতপুর গ্রামে চিকিৎসা করিতে গিয়া একজন গরীব কৃষকের বাড়ীতে যায়, কৃষক পরিবারের ৭ জন লোকই জ্বর এবং পাঁচড়ায় ভুগিতেছে, ঔষধ ইত্যাদি ব্যবস্থা করিয়া ফিরিবার সময়, কৃষকের স্ত্রী তাহাদের ডাকিয়া বলে আজ দুইদিন যাবৎ আমরা শুধু লাউসিদ্ধ খাইয়া দিন কাটাইতেছি, তোমরা যদি আমাদের বাঁচাইতে চাও, ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অক্ষম গরিবদের খাইতে দেবারও ব্যবস্থা কর।

ছাত্র ও শিক্ষক যুক্ত রিলিফ কমিটির আর একদল ডাকার ও ভলেণ্টিয়ার যখন গোনাই বাড়ীর নিকটে একটী চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার চেষ্টা করে, গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোক মজুতকারী তাহাদের বলে—আমাদের এ অঞ্চলে খয়রাতী চিকিৎসার দরকার নাই; এ গ্রামে তোমাদের স্থান হবে না। সংবাদ পাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা আসিয়া আগ্রহ সহকারে মেডিক্যাল ইউনিটকে তাহাদের গ্রামে লইয়া যায় এবং কেন্দ্র খুলিবার ব্যবস্থা করিয়া দেয়। গ্রাম বাসীরা ঐ অঞ্চল হইতে রিলিফের জন্য ৫৲,টী টাকাও চাঁদা তুলিয়া দিয়াছে।

সোনাতলা কেন্দ্রে গত ২৯শে জানুয়ারী হইতে ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ৪০০১ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে।

ধুনট এবং গোনাই বাড়ী কেন্দ্রে গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১২ মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৪৭২২ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

দুর্ভিক্ষের মুখে হাওড়া জেলা

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

আউসের চাষ বিপন্ন

হাওড়া জেলার প্রয়োজনের এক তৃতীয়াংশ ফসলও উৎপন্ন হয় কিনা সন্দেহ। শ্যামপুর থানা বাদে জেলার সমস্ত গ্রামেই খাদ্যের দিক হইতে ঘাটতি। মহামারীর আক্রমণে এই গ্রামগুলির অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। ডোমজুড়ের এলাকায় শতকরা দশ জন লোক এখনই দুঃস্থ জনসঙ্ঘে পরিণত হইয়াছে; শতকরা আরও দশ জনের ঘরে এপ্রিলের গোড়া হইতেই এক কণা খাদ্য থাকিবে না। বেশীর ভাগ কৃষকের কাছেই আগামী চাষের উপযোগী হালবলদ, বীজ ধান নাই। মহামারী ছড়াইয়া পড়িতেছে। রাজাপুর, মহিষগোঠ প্রভৃতি দুঃস্থ গ্রামে কাতারে কাতারে লোক মরিতেছে।

কণ্ট্রোল দোকানে সরকারী সরবরাহ যথেষ্ট এবং নিয়মিত নয়। গবর্ণমেণ্ট হইতে দুঃস্থদের রিলিফ দিবার সুব্যবস্থা নাই। ষ্টেট রিলিফ এখনও চালু না হওয়ায় অভাবগ্রস্ত অথচ কর্মক্ষম গ্রামবাসীরা বেকার অবস্থায় দুর্ভিক্ষের গ্রাস হইতে চলিয়াছে। দুঃস্থ কৃষকদের আগামী চাষের জন্য কৃষি ঋণ দেওয়া হইতেছে না, বরং তাদের কাছ হইতেই জোর করিয়া পুরানো ঋণ উসুল করা হইতেছে। দু' মাসের মত খোরাকী হইতেও ধান বেচিয়া কৃষকদের ঋণ শোধ করিতে হইতেছে।

চোরা কারবার কায়েমী হইতেছে

শ্যামপুর থানার উলু অঞ্চল হইতে দিনে দুপুরে আনুল রাজগঞ্জ এলাকায় নৌকা করিয়া চাল আসিতেছে। হুগলী জেলার কাছাকাছি অঞ্চল হইতে ডোমজুড়ে চোরাই ধানলাল আনিয়া জমা হইতেছে। সরকার হইতে প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় জোড়হাট, ডুলিয়া, রাজগেঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় জনসাধারণের চোরা বাজার ভিন্ন উপায় নাই গ্রামের স্বল্প নাহিনার গরীব চৌকীদার দফাদারেরা ঘুষের লোভ সামলাইতে পারে না। কাজেই চোরা কারবার এ সমস্ত অঞ্চলে বেশ কায়েমী হইয়া গিয়াছে।

দুঃস্থ জনসঙ্ঘ শহরের দিকে

দুঃস্থ গ্রামবাসী আবার শহরের দিকে পা বাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। ধানচালের নালগাড়ীর আশায় দলে দলে দুঃস্থ এ বছর মার্চ মাস হইতেই রেল লাইনের আশেপাশে দাঁড়াইতে সুরু করিয়াছে। গত বছর যে মাসের আগে এ দৃশ্য বড় একটা দেখা যাইত না। মালগাড়ী হইতে ধানচাল লুট এর মধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

আজ কলিকাতা শহরের এত কাছে যখন দুর্ভিক্ষ হানা দিতে আরম্ভ করিয়াছে তখনও কি সরকারের চোখ খুলিবে না? আজ যখন সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা একান্ত দরকার, তখন জাতির এতবড় বিপদের সামনেও কি মন্ত্রিসভার তুচ্ছ দলাদলি মিটিবে না? হাওড়ার কৃষকরা জেলার অধিবাসীদের কাছে মিলিতভাবে এই আসন্ন বিপদকে রোধ করার জন্য আবেদন জানাইয়াছে। কিষাণ সমিতির পক্ষ হইতে গ্রাম রক্ষার আন্দোলন করা হইতেছে। বাংলাকে বাঁচাইবার জন্য প্রত্যেকটি দেশপ্রেমিক আগাইয়া আসুন।

মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন

(তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা এখনো যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এই বোধ এখনো জাগে নাই। লীগের জনপ্রিয় গাজনীতি মন্ত্রী সভা চালু করিল না, তাহার জন্য মন্ত্রীসভার উপর অসন্তোষ যথেষ্ট কিন্তু মন্ত্রিত্ব সংকটের সঙ্গে যে এই খাদ্যনীতির যোগাযোগ আছে এ বোধ এখনো পরিষ্কার নয়। তাই আইন সভার সদস্য ও মন্ত্রীদের অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ স্বরূপ বার বার বলা হইতেছিল যে তাহারা ব্যস্ততার জন্য আসিতে পারিতেছে না। কিন্তু মন্ত্রিত্ব সংকট যে প্রদেশে সর্ব্বদলীয় গাজনীতি ও সর্ব্বদলীয় মন্ত্রী সভার সাহায্যে সমাধান হইতে পারে এই বোধ কারো মনে আসে নাই। খাদ্য সংকট এক জিনিষ, আর মন্ত্রিত্ব সংকট আর এক জিনিষ—এই ভাবে সমস্ত প্রশ্ন দাঁড় করানো হইয়াছে। যেমন জেলার সদস্যরা খাদ্য কমিটির উপর জোর দিলেন—সুরাবর্দ্দি বঙ্কমানের খাদ্য কমিটিকে উচ্চ প্রশংসা করিয়া বাকী অধিকাংশ খাদ্য কমিটির অযোগ্যতা প্রমান করিয়া—লীগের দুর্ব্বলতায় উদ্ধার পাইলেন।

এই ভাবে সকল দলের একতার ভিত্তিতে খাদ্য-সমস্যার সমাধানের জন্য সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিত্বের প্রশ্নই চাপা পড়িয়া গেল।

80% আউস জমি অনাবাদী থাকিবে

কুকুটিয়া ইউনিয়নে গ্রামরক্ষার উদ্যোগ

অনন্ত দাস

গ্রামের নাম	নোট কত ঘর কৃষক	নোট কতখানি চাষের জমি	কতখানি জমি চাষের ক্ষমতা নাই	কতখানি জমির জঙ্গল পরিষ্করের ক্ষমতা নাই	কত মণ বীজের অভাব	নোট কত টাকার প্রয়োজন
বনগাও	৫০	১৫০	৫০	২৫	১০/৩	২৭৫৲
বিবন্দি	১৫০	৪৫০	১০০	৩০	২৫/৩	৪৫০০৲
কুকুটিয়া	১১০	৩০০	৭৫	৫০	২০/৩	৬৮৭৫৲
কাজলপুর	৮০	২৪০	৮০	৪০	১৫/৩	৪৩৭৫৲
সুরদিয়া	৯০	২৭০	৯০	৩০	১৫/৩	৪১২৫৲
হাবিয়া	৭০	২১০	৬০	৩৫	১৫/৩	৩৮৭৫৲
	৫৫০	১৬২০	৪৬৫	২১০	১০০/৩	২৪৫০০৲

এই ধরণের ২৪টি কৃষকপ্রধান গ্রাম লইয়া ঢাকা জেলার কুকুটিয়া ইউনিয়ন। লোক সংখ্যা ছিল ১৩৮০ হাজার। অনাহার ও মহামারীতে ১৭৫০ জন মরিয়াছে, ১৩০০ গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে।

কৃষি কাজের এই ভয়াবহ পরিণতি লক্ষ্য করিয়া এই অঞ্চলের কমিউনিষ্ট কর্ম্মিগণ কমরেড সুনীল ঘোষের নেতৃত্বে সংকট সমাধানে অগ্রসর হয়। ৬৷৭ মাস ধরিয়া ফুড কমিটির সহযোগে তাহারা একটি সরকারী লঙ্গরখানা পরিচালনা করিয়া আসিতেছে, কিন্তু যেখানে প্রয়োজন ৪৫০০ দুঃস্থের বিনামূল্যে খাদ্য—সেখানে মাত্র ৩০০ দুঃস্থের পাওয়ার বরাদ্দ আছে। সংকটের ভয়াবহ পরিণতি রোধ করার জন্য এই অঞ্চলের কৃষক, মধ্যবিত্ত, ধনী, গরীব সকলের নিকট তাহারা আবেদন জানায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালাইতে। এই আহ্বানে বেশ সাড়া পড়ে। মহিলারা আগাইয়া আসিয়া জোরদার মহিলা সমিতি গঠন করে ও সরকারের নিকট হইতে তাহারা প্রতিদিন ১০০ জন দুঃস্থ শিশু ও রোগীর জন্য ২৫ সের দুধ আদায় করিয়া ৪টি কেন্দ্র হইতে বিলি করিতেছে। ইহা ছাড়া চাঁদা তুলিয়া ৪০ জনের জন্য রোজ ১০ সের দুধ বিলি করিতেছে। সরকারের নিকট হইতে একটি শিশু সদন খোলার প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। দুঃস্থা মহিলাদের জন্য একটি মহিলা ভবন খোলার চেষ্টা চলিতেছে।

কৃষকরা কৃষক সমিতি গঠন ও নিজেদের চেষ্টায় টাকা সংগ্রহ করিয়া ফরিদপুর হইতে ৩টি বলদ কিনিয়া আনিয়াছে। রোগে ভুগিতেছে এমন তিন জন কৃষকের জমি তিন জন অক্ষম কৃষকের হাতে কৃষক সমিতির লাঙ্গল বলদ দ্বারা চাষ করিতে দেওয়া হইয়াছে। গরীব কৃষকের জমির হিসাব লইয়া চাষের কাজ চলিতেছে। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য হথীর চক্রবর্ত্তী কৃষকদের কাজে আগাইয়া আসিয়াছেন। যেখানে ইউনিয়নে কৃষি ঋণের প্রয়োজন ২৪৫০০৲ টাকা সেখানে সারা ইউনিয়নে মাত্র ১৫০০৲ টাকা কৃষিঋণ দিয়াছে। মরশুম প্রায় পার হইয়া যাইতেছে অথচ সরকার হইতে গরু, বীজ, ইত্যাদির কোন ব্যবস্থাই করিতেছে না। অথচ শতকরা ৪০ ভাগ আউস জমি চাষ না হওয়ায় বিপদ দেখা দিয়াছে।

কৃষকরা কৃষক সমিতিকে দৃঢ় করার চেষ্টা করিতেছে। এই ইউনিয়নের কারিগররাও কারিগর সমিতি গঠন করিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ প্রতিকারের জন্য আন্দোলন করিতেছে।

পিপলস্ রিলিফ কমিটির ২ জন ডাক্তারের নিকট হইতে ৮ জন ছাত্র, মহিলা ও কমিউনিষ্ট কর্ম্মী শিক্ষা লইয়া গ্রামে গ্রামে ঘোরাও করিয়া কলেরা ইনজেকসন্ ও টীকা দিতেছে।

আউস ধানের বিছন নাই

রূপুর জেলা কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কমরেড দিনেশ লাহিড়ী নিম্নোক্ত বয়ান দিতেছেন—

নিম্ন ও মধ্য শ্রেণীর অধিকাংশ কৃষকের ঘরে আউস ধানের বিছন নাই। দুর্ভিক্ষের সময় অভাবের তাড়নায় অনেকেই উহা খাইয়া ফেলিয়াছে। এবার গ্রাম্য এলাকা হইতে যেরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয়, **তিন ভাগের দুই ভাগ জমিতে আউসের আবাদ হইবে না। সরকার হইতে আউস ধানের বিছন কর্জ্জ দিবার ব্যবস্থা** আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। নীলফামারী ও সদর মহকুমার মহকুমা-হাকিমের নিকটে ইতিপূর্ব্বে যে সব কৃষক সমাবেশ ও ডেপুটেশন গিয়াছিল, তাহাদের নিকটে উক্ত মহকুমা হাকিমগণ আউস ধানের বিছন কর্জ্জ দওয়া হইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ আজ পর্য্যন্ত উহা হয় নাই। এদিকে নীচু জমিতে বিছন বপন করিবার সময়ও ২-১ সপ্তাহের মধ্যে শেষ হইবে। শ্রাবণ, ভাদ্র ও আষাঢ় মাসের ১৪ দিন অর্থাৎ আড়াই মাসের খোরাকী এই আউস ধান হইতে হইয়া যাইত, এবার তাহা হবে না। আমন ধানের অধিকাংশ মজুতদারের হাতে চলিয়া গিয়াছে, স্থানীয় জোতদাররা অতি লাভের আশায় ধান মজুত করিয়া রাখিতেছে। চৈত্র মাসের প্রথম ভাগ হইতে অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ দিন পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব লীলা চলিবে।

কলিকাতায় ছাত্রসমাবেশের দাবী

দলাদলি ও গৃহবিবাদ বন্ধ হোক; সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীত্ব কায়েম কর

অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

সাত মাস আগের কথা। ১৯৪৩ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর। বাংলার বুকে তখন দুর্ভিক্ষের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার পথে পথে দুঃস্থদের হাহাকার। ঠিক এমন সময় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার ছাত্রদের এক সভা ডাকেন ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে। সেই সভায় বাংলা মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া শ্যামাপ্রসাদ বাবু বলিলেন—এই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী বাংলা মন্ত্রিত্ব আর এর প্রতিকারের একমাত্র পথ মন্ত্রী মণ্ডলীকে ভাঙ্গিয়া দিয়া "৯৩ ধারা কায়েম করা।" অর্থাৎ গভর্ণরের হাতে বাঙালী জাতির ভাগ্য সঁপিয়া দেওয়া। ইহার কিছুদিন আগে আগুষ্টের প্রথমে এই ইনষ্টিটিউট হলেরই আর একটী ছাত্র সভায় হক সাহেব মন্ত্রীমণ্ডলীকে সাত দিনের এক চরম পত্র দিয়া ছাত্র সমাজকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, প্রস্তুত হও, ৭ দিনের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দূর না হইলে কলিকাতার কড়ি হাজার ছাত্রকে পথে পথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে হইবে। আর আমি স্বয়ং সেই সংগ্রাম পরিচালনা করিব।' দুই হাজার ছাত্র সেদিন গন গন করতালি দিয়া বিপুল উত্তেজনার মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ বাবু ও হক সাহেবকে অভিনন্দন জানাইয়াছিল, সকলের মুখেই এক কথা—"গভর্ণরের শাসনও ভাল তবু লীগ মন্ত্রিত্বের পতন চাই"। সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিত্ব স্থাপন করিয়া আমলা তন্ত্রের চক্রান্ত ও মজুতদারের বড়যন্ত্র চূর্ণ করার কথায় সেদিন কেহ সায় দেয় নাই।

আজ কিন্তু ঘটনার চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে। এক বছরের দুর্ভিক্ষের, মহামারীর আগুনে দেশপ্রেমিকদের চোখ খুলিয়াছে। সকলের মনেই এই আত্মবিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ় হইতেছে যে, বাঁচিতে হইলে বিভেদ ও সংশয় দূর করিয়া সকলকে এক সাথে লড়িতে হইবে। এ দিকে আবার বাংলায় ২৭ কোটি মণ ধান হওয়া সত্ত্বেও এই চৈত্র মাসেই কোন কোন জেলায় চাউলের দর ২৫৲ টাকা। এই আসন্ন সংকটের বিরুদ্ধে আজ তাই বিভেদ ও বিরোধের অবসানে সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব চাই।

সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিত্বের এই জরুরী দাবীর পেছনে জমায়েত সৃষ্টি করার জন্য সাত মাস পর আবার সেই ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে গত ১৯শে মার্চ্চ তারিখে ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে দুই হাজার ছাত্রের এক বিরাট সমাবেশ। গান্ধিজির অনশনের পর ছাত্র ফেডারেশনের একক চেষ্টায় এত বড় ছাত্র সভা কলিকাতার এই প্রথম। সভার মূল প্রস্তাব পেশ করিয়া ছাত্রনেতা রঞ্জিৎ গুহ বলিলেন "ব্যবস্থা পরিষদ জনতার স্বার্থরক্ষার সংগ্রামের একটা ঘাঁটি। অথচ আজ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী বিধ্বস্ত বাঙালীর সমাজ, গৃহ জীবন ও শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের কথা অতলে তলাইয়া গিয়াছে, শাসনতন্ত্রের দুর্নীতি ও মুনাফাখোরদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়িবার কোন প্রচেষ্টা নাই। পরিষদের মধ্যে সকল দলই ইয়োরোপীয় দলের কাছ হইতে দয়া ভিক্ষা করিয়া একজন অপর দলকে জব্দ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।" হাজার হাজার ছাত্র বহুদলব্যাপী করতালি ও আনন্দধ্বনি সহকারে বক্তাকে বিপুল অভিনন্দন জানাইল।

সভার প্রথমে প্যাতনামা শিক্ষাবিদ্ সাহিত্যিক ও রবীন্দ্রশিল্পী ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী বলিলেন "ক্ষুধার অন্ন আমার ঘরে হয়ত নাই কিন্তু রাজ ভাণ্ডারে অথবা বণিকের ঘরে তো আছে। তাই শুধু হতাশার সুর গাইলেই চলবে না। ক্ষধার অন্ন চাই—চাই বাঁচতে; এই আশা ও আত্মবিশ্বাসের বাণীও আজকের সাহিত্যে ফুটে ওঠা চাই।"

সমাবেশের সভাপতি ছিলেন শ্রীযুত সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার। তাহার জ্বালাময়ী ভাষায় তিনি বলিলেন "দুনিয়ার জাগ্রত জনতার সংহত সমাবেশের জোরে কেবল ফ্যাসিষ্ট শক্তিই চূর্ণবিচূর্ণ হইতেছে না—চার্চ্চিল আমেরীর সাম্রাজ্যলুপ্সও ধুলায় বিলীন হইতেছে। তাই জালিয়ানওয়ালাবাগে তিনশত ভারতবাসীকে হত্যার জন্য বিলাতে জেনারেল ডায়ারকে লক্ষ লক্ষ ডলার ও খেতাব পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল, আর আজ বাংলার দুর্ভিক্ষে অসংখ্য বাঙালীর মৃত্যুর জবাব দিহি করিতে না পারিয়া নিজেরই নির্ব্বাচন কেন্দ্রে আমেরীকে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে হয়।" আনন্দ ও উত্তেজনায় সমস্ত হল যেন ভাঙিয়া পড়ে।

সভায় উপস্থিত শ্রীযুক্ত নেলী সেনগুপ্তাকে ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক চট্টগ্রামের বিপন্ন অধিবাসীদের রিলিফের জন্য দুই শত পঞ্চাশ টাকার একটী তোড়া দেন। ছাত্রদের রিলিফ প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা বলেন দেশের বিপদ কাটে নাই তাই তোমাদের এই মহৎ প্রচেষ্টা এখনও চালাইয়া যাইতেই হইবে।

ইহার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কিশোর বাহিনীর সভ্যরা সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের নূতন ধরণের গীতি নাট্য "অভিযান" অভিনয় করিলেন। নাটকের শেষ দিকে প্রজাদের খাদ্য অপহরণকারী কোতোয়ালকে বন্দী করিয়া নগরীর কিশোর নেতা সত্যকাম যখন ঘোষণা করিল "রাজার উপরে আর করবনা নির্ভর—আমাদের ভাগ্যের আমরাই ঈশ্বর" সভার মধ্যে তখন একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেখা দিল বিরাট চাঞ্চল্য। অভিজাত সমাবেশের হইাই মূল কথা। এরপর ছাত্র স্কোয়াড চাচ্ছিল, আমেরী ও ম্যাগ্নওয়েল সংবাদ নামক একটী হাস্য অভিনয় এবং ৪৬-এর শিক্ষাজীবন নামে অপর একটী নৃত্যনাট্য দেখাইয়া জনতাকে মোহিত করেন। মাঝে মাঝে সংযোচিত রবীন্দ্র সঙ্গীতের বন্দোবস্তও ছিল।

সভার শেষে দুই এক আনা করিয়া ছাত্রদের কাছ হইতে ২৩৲ টাকা উঠিল—প্রায় তিরিশ টাকার বই বিক্রী হইল। হল হইতে বাহিরে আসিবার পথে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা জিজ্ঞাসা করিলেন "এত ছাত্র তোমরা কেমন করিয়া সমাবেশ করিলে?" ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী বলিলেন যে, এর আগে ইনষ্টিটিউটের কোন সভায় এত উৎসাহ উদ্যমের বন্যা অথচ পূর্ণ শৃঙ্খলা তিনি কখনও দেখেন নাই।

কলিকাতার দুই হাজার ছাত্রের সহিত কাউন্সিল সভা উপলক্ষে সমবেত বাংলার শতাধিক প্রতিনিধি এই প্রতিজ্ঞা নিয়া ফিরিলেন যে, সারা বাংলায় তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া বাংলার গৃহবিবাদ বন্ধ করিব সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব কায়েম করিয়া বাঙালীকে বাঁচাইব।"

নোনা জল রুখিয়া ফসল বাড়াইব

যশোহরের কৃষকদের সঙ্কল্পে

সুকুমার মিত্র

যশোহর জেলা কৃষক সমিতির অন্যতম শক্তিশালী কেন্দ্র হইল কেশবপুর থানার পাঁজিয়া ইউনিয়ন। পাঁজিয়া গ্রামটী মধ্যবিত্তপ্রধান হইলেও কমিউনিষ্ট পার্টি, প্রগতিশিল্প সংগ্রেস, ও কৃষক কর্ম্মীদের প্রভাব এখানে প্রবল। তাই পাঁজিয়াকে কেন্দ্র করিয়া দূর দূর গ্রামেও কৃষক সমিতির প্রভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির প্রচারের ফলে এই অঞ্চলের হাজার হাজার চাষী ও মধ্যবিত্ত উপলব্ধি করিয়াছে যে জাপ আক্রমণ ও আমলাতান্ত্রিক ব্যর্থতার ফলে যে সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দূর করিতে পারে একমাত্র জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ শক্তি এবং খাদ্যের ফসল বাড়ানোর আন্দোলনের মধ্য দিয়াই এই ঐক্যবদ্ধ শক্তি গড়িয়া উঠিতে পারে।

খাল বাঁধার সঙ্কল্প

তাই সর্ব্বপ্রথমেই তাহাদের দৃষ্টি পড়িল আড়ুয়ার খালের দিকে। প্রতি বৎসর এই খাল দিয়া নোনাজল ঢুকিয়া দশ হাজার বিঘার উপর জমির ফসল নষ্ট করিয়া দেয়। ২৫ থানা গ্রামের ২৫।৩০ হাজার লোক এই খালের পানের বিলের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, কিন্তু ফসল তাহারা পায় না। তাহাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম প্রতি বৎসরই নোনাজলে ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়। ১৩১৪ বৎসর এইভাবে অনশন ও মৃত্যুর সহিত লড়িয়া কত গ্রাম জনশূন্য হইয়া গিয়াছে, কত পরিবার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে—কেহ তাহার হিসাব রাখে না। এই অঞ্চলের শতকরা ৯০ জন লোকই মূলধনবান; কিন্তু মসুদিদে কেহ নামাজ করিতে আসে না। কে আসিবে? যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদের জীবনীশক্তি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অনুর্ব্ব ও আল্লার উপর সব ছাড়িয়া দিয়া মৃত্যুর জন্য তাহারা প্রতীক্ষা করিতেছে। কত পরিবার গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, শুধু জঙ্গলে ভরা ভিটাগুলি পড়িয়া আছে। আট বৎসর আগে এই অঞ্চলের কৃষকরা খালে বাঁধ দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু জমিদার তার সাধিলেন। মানবার দম্ভিরের জোরে খাল নদী বলিয়া গণ্য হইল এবং বাঁধ দেওয়া চলিবে না বলিয়া ইনজাংশন জারী হইল। হাইকোর্ট পর্য্যন্ত লড়িয়া কৃষকরা হারিয়া গেল।

কয়েক বৎসরের মধ্যে গড়িয়া উঠিল কৃষক সমিতি। কাটা খালির যে হাটের জন্য জমিদারপক্ষ খালে বাঁধ দিবার বিরোধিতা করিয়াছিলেন সেই হাটে তোলাবন্ধ আন্দোলন আরম্ভ হইল এবং শেষ পর্য্যন্ত কৃষকদের বড় রকমের জয় হইল। কৃষকরা ছেড়ী বাঁধিয়া নোনাজল ঠেকাইয়া হতটা সম্ভব ফসল বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। **১৯৪৩ সালে এই ভাবে তাহারা আড়াই হাজার বিঘার ফসল বাঁচাইল**; এইবার কৃষকরা স্থির করিল যে, তাহারা খাল বাঁধিয়া সব ফসলই বাঁচাইবে।

মধ

করপোরেশন নির্ব্বাচনে মজুরদের ঐক্য

লাহিড়ী ও ইসমাইলের সমর্থনে

মজুর বস্তীতে লাল ঝাণ্ডার প্রচার ভ্যানে

বুধবার ১৯শে মার্চ্চ সকাল ৮টায় গাড়ীতে মাইক লাগাইয়া কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী ও ইসমাইলকে লাল ঝাণ্ডার প্রতিনিধি হিসাবে করপোরেশনে পাঠাইবার প্রচার সুরু হইল। গাড়ার সামনে আর পেছনে দুখানা পোষ্টার—সাইকেল আর তালাচাবি।

পার্ক সার্কাস ট্রাম ডিপোর সামনে, কমরেড মারুফ, কমরেড মিহির, কমরেড মমতাজ গান ধরিলেন—"মেহনৎ কস্ উঠ্ রোশ্ মে আ—"

দেখিতে দেখিতে চারিধারে মজুরদের ভীড় জমিয়া গেল—"করপোরেশন নির্ব্বাচনে মজুর ভোট দিবে কাকে? সাইকেল আর তালাচাবিকে।

এমনি করিয়া তিল জলা, বেলেঘাটা, মাণিকতলা, মেছুয়া বাজার প্রভৃতি ৪০ মাইল পথ সেদিন ঘোরা হইল—প্রত্যেক বস্তিতেই মজুররা সোমনাথ ও ইসমাইলকে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে পাঠাইতে চাহিল।

লাল ঝাণ্ডার প্রতি বিরোধীদের আক্রোশ

মজুরদের এই দুজন নেতার বিরুদ্ধে আরও ৪ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিয়াছে। তাদের একজন মালিক, একজন সরকারী খেতাবধারী খান সাহেব। তারা ২৪শে তারিখে নোটরে লাউড স্পীকার বসাইয়া প্রচারে বাহির হইয়াছিল। শোষণের চিহ্ন কালো ঝাণ্ডা তাদের গাড়ীর উপর উড়িতেছে। 'লাল ঝাণ্ডা'র বিরুদ্ধে তাদের প্রবল আক্রোশ! গাড়ী যখন তারক প্রামাণিক রোডে, তখন লালঝাণ্ডার এই অনপমান সহ্য করিতে না পারিয়া একদল রিক্সামজুর ছুটিয়া আসিল—সকলের কণ্ঠে 'লাল ঝাণ্ডা কি জয়'। বেগতিক দেখিয়া মালিক ও খেতাবধারী খন্নের খাঁর দল তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল।

মজুরের লাল ঝাণ্ডাকে ইহারা অপমান করিয়াছে—এই খবর চারিদিকে আগুনের মত ছড়াইয়া পড়িল। দোকান বন্ধ করিয়া বিড়ি মজুররা ছুটিল। গ্যাস কারখানার গেটে, রিক্সার প্রতিটি বাটালে সভার প্রচার হইল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে আওয়াজ উঠিল—লালঝাণ্ডা কি জয়। রাজাবাজারের কিশোর বাহিনী—সবাই মজুরের ছেলে। লাল ঝাণ্ডার প্রতি ইহাদের দরদ বড় কম নয়। তাই তারাও আজ সভার খবর জানাইতে বস্তিতে বস্তিতে ছুটিয়া গেল।

২৪শে মার্চ্চ বৃষ্টিবাদল উপেক্ষা করিয়া মজুররা দলে দলে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সভায় আসিয়াছে। সভাপতি কমরেড ইসমাইল। কমরেড আব্দুর রেজ্জাক খাঁ বলিলেন, 'মজুরের রক্ত দিয়ে তৈরী লাল ঝাণ্ডা। এ ঝাণ্ডার অসম্মান কোন মজুর বরদাস্ত করবে না। কমরেড ইসমাইল ও কমরেড লাহিড়ীর পক্ষে মজুরের প্রত্যেকটি ভোট হবে এই কুৎসার জবাব।' এরপর বহু মজুর ও মজুর নেতার বক্তৃতায় এই প্রতিজ্ঞাই প্রতিধ্বনিত হইল। তুমুল ধ্বনির মধ্যে সভা শেষ হইল। সভার পরে প্রায় ১ হাজার মজুরের এক মিছিল বিভিন্ন রাস্তা ঘুরিয়া কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে হাজির হইল। হাজার কণ্ঠে আওয়াজ উঠিল: 'কমরেড ইসমাইল ও কমরেড লাহিড়ীকে প্রত্যেক মজুর ভোট দাও।'

এরা দুইজন কলিকাতার মজুরদেরই প্রতিনিধি

খিদিরপুরে পোর্ট মজুরদের একটি লাইন। ভোটের কথা বলিতে একজন মজুর বলিল, "ইউনিয়ন তো আমরা অনেক দিন করছি, কিন্তু এর আগে তো আমাদের কর্পোরেশনে ভোটের কথা কোনোদিন হয়নি।" লালঝাণ্ডা স্কোয়াড তাহাদের বুঝাইয়া দিল, এতদিন তাহাদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয় নাই। এবার ইউনিয়ন অনেক লড়িয়া এই অধিকার আদায় করিয়াছে এবং প্রত্যেক মজুর যাহাতে ভোট দেওয়ার জন্য ছুটি পায় তাহার সুবিধাও কোম্পানীর নিকট হইতে আদায় করিতে পারিয়াছে।

আর একজন মজুর বলিল, "কিন্তু আমাদের ইউনিয়নের তো কোন প্রতিনিধি দাঁড়ায়নি, ট্রামের মজুরদের প্রতিনিধিকে আমরা কেন ভোট দেব?"

লালঝাণ্ডা স্কোয়াডের নেতা তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, 'নির্ব্বাচনে দুই রকমের প্রতিনিধি দাঁড়ায়—এক দাঁড়ায় মালিকের প্রতিনিধি, আর মজুরের। দুটি আসনের জন্য প্রত্যেক ইউনিয়নের একজন ক'রে প্রতিনিধি যদি দাঁড়ায় তাতে লাভ হবে মালিকের প্রতিনিধির। তা ছাড়া ট্রাম আর পোর্টের মজুরের লড়াইও এক, দাবীও এক, ৩০৲ মাগগী ভাতাই বলো, ভাল চাউল আটা আর ৫।০ সের কমরেড লাহিড়ী ও কমরেড ইসমাইলের জিৎ, রেশনের দাবীই বলো আমাদের আওয়াজ এক, ঝাণ্ডা এক, লড়াই এক। যারা এই নির্ব্বাচনে দাঁড়িয়েছেন তারা কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি, যে, কম্যুনিষ্ট পার্টি আজ ভারতের প্রত্যেক কলকারখানার মজুরকে লাল ঝাণ্ডার নীচে একত্রবদ্ধ করছে। আর এই একতাই তো আমাদের দাবী দাওয়া আদায়ের হাতিয়ার। কাজেই ইলেকশনে জেতার অর্থ, মালিকদের এক দফা হার, আমাদের এক কদম আগানো। আমাদের দাবী দাওয়া আদায়ের পথ সহজ হবে।" ট্রাম শ্রমিকদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ দেখা গেল।

ঝাণ্ডার জিৎ, আমাদের পোর্ট শ্রমিকদেরও জিৎ।' পোর্ট শ্রমিকরা লাল ঝাণ্ডার ইজ্জৎ রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা নিল।

লাহিড়ী ও ইসমাইলকে ভোট দিবে কেন?

১৩ নং ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেন-এ এক রিক্সা ষ্যাণ্ডে একটি লালঝাণ্ডা মজুর দলের সহিত রিক্সা মালিকদের প্রতিনিধি জব্বার সাহেবের দেখা। জব্বার সাহেব রিক্সাওয়ালাদের বুঝাইলেন, "দেখ, তোমাদের জন্য কত সুবিধা করে দিয়েছি, লালঝাণ্ডাকে ভোট দিলে তোমরা আবার মুস্কিলে পড়বে।" একজন যুবক রিক্সাওয়ালা জবাব দিল, "সুবিধা যা কিছু করেছ, তাতো মালিকদের জন্য, মজুরদের জন্য কি করেছ? সোমনাথ লাহিড়ী (সাইকেল) ও মহম্মদ ইসমাইল (তালাচাবি) মজুরদের দাবীর জন্য, রেশনের জন্য আন্দোলন করেছেন, মজুরদের জন্য জেল পর্য্যন্ত ভোগ করেছেন।" জব্বার সাহেব বলিলেন, "আমিও জেলে গেছি।" লালঝাণ্ডা দলের একজন বলিলেন, "জেল ভোগ করলে কি আর খাঁ সাহেব উপাধি পাওয়া যায়?" খাঁ সাহেব আর বেশী কথা না বলিয়া সরিয়া পড়িলেন। রিক্সাওয়ালারা লালঝাণ্ডার পক্ষে ভোট দেওয়ার প্রতিজ্ঞা নিল।

পার্ক সার্কাসে লালঝাণ্ডা স্কোয়াড ট্রাম শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার করিতেছে। একজন শ্রমিক প্রশ্ন তুলিল, "ইলেকশনে জিতলে আমাদের দাবী দাওয়া পাওয়া যাবে কি করে?" লালঝাণ্ডা মজুরদের মধ্যে একজন তাহার জবাব দিল, "ইলেকশনটা হ'ল একতার শক্তি পরীক্ষা; একদিকে মালিকদের লোক আর একদিকে মজুরের একতা। ইলেকশনে মজুর যে একতা গড়ছে তা শুধু ট্রাম নয়, কলকাতা সহরের সকল মজুরের একতা। আর এই একতাই তো আমাদের দাবী দাওয়া আদায়ের হাতিয়ার। কাজেই ইলেকশনে জেতার অর্থ, মালিকদের এক দফা হার, আমাদের এক কদম আগানো। আমাদের দাবী দাওয়া আদায়ের পথ সহজ হবে।" ট্রাম শ্রমিকদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ দেখা গেল।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে মজুর জমায়েত

'সাইকেল' ও 'তালাচাবিকে' ভোট দাও

১৯শে মার্চ্চ বিকাল ৬টার সময় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কলিকাতার মজুরদের এক বিরাট সভা। সভায় সাড়ে চার হাজার মজুরের মধ্যে প্রায় দুই হাজার রিক্সওয়ালা। কলিকাতার বিভিন্ন মহল্লা হইতে মজুররা দলে দলে আসিতে আরম্ভ করে। পার্ক সার্কাস বেলেঘাটা, বেলগাছিয়া প্রভৃতি কলিকাতার প্রত্যেক মহল্লা হইতে ট্রাম, গ্যাস, বিজলি, বিড়ি, রিক্সা, ডক, পোর্ট, কর্পোরেশন, বাস প্রভৃতির মজুররা আসে।

সভায় বিপুল উৎসাহের মধ্যে আওয়াজ উঠে "মজুর ভোট দেবে কাকে? সাইকেল আর তালাচাবিকে।" "মজুরের সওয়া পাঁচ সের রেশনের জন্য, রিক্সাওয়ালাদের সওয়া সাত সের রেশনের জন্য, ৩০৲ টাকা মাগগী ভাতার জন্য সাইকেল আর তালাচাবিকে ভোট দেব।"

ঘুস্থড়ীর মজুর নেতাদের উপর গুণ্ডামী

ইউনিয়ন জোরদার করিয়া মজুররা ইহার জবাব দিবে

মাগগীভাতা সম্পর্কে যথাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য ঘুস্থড়ী চটকল মজুরুর ইউনিয়নের তরফ হইতে ১৯শে মার্চ্চ একটি সম্মেলনের আয়োজন চলিতেছিল—সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য লাইনে, বস্তীতে জোর প্রচার চলিতেছিল। শ্রমিকেরাও তাহাতে অপূর্ব্ব সাড়া দিয়াছে, এবং ইউনিয়নকে শক্তিশালী করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু কায়েমী স্বার্থের দল তাহা সহ্য করিবে কেন? সম্মেলন ও ইউনিয়নকে পণ্ড করিবার জন্য তাহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিল, সংগঠকদের পিছনে গুণ্ডা নিযুক্ত করিল। গত ১৬ই মার্চ্চ ইউনিয়নের নেতা কমরেড সত্য গুপ্ত যখন প্রচার করিতেছিলেন তখন গুণ্ডার দল অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে গুরুতররূপে আহত করিল। তিনি অচেতন্য অবস্থায় ইউনিয়ন অফিসে সমস্ত দিন পড়িয়া রহিলেন। সন্ধ্যার পর চিকিৎসার জন্য কমরেড গুপ্তকে লইয়া ইউনিয়নের অন্যতম নেতা কমরেড মনোরঞ্জন ঘোষ হাঁসপাতালে আসিতেছিলেন। কিন্তু গুণ্ডার দল নিরস্ত হয় নাই; তাহারা পুনরায় কমরেড ঘোষকে আক্রমণ করিল এবং লাঠিয়ারা গুরুতররূপে আহত করিয়া অন্ধকারে সরিয়া পড়িল। আহত দুজনের অবস্থাই উদ্বেগজনক।

ঘুস্থড়ীর মজুর, ইহার জবাব দাও;—দলে দলে ইউনিয়নে যোগদান করিয়া আন্দোলন শক্তিশালী করো। কায়েমী স্বার্থের অভিসন্ধি চুরমার করো।

কমরেড সত্য গুপ্ত

কমরেড মনোরঞ্জন ঘোষ

পাটি ইহাদের হারাইয়াছে

মাত্র ১২।১৩ দিনের জন্য কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলাম, ফিরিয়াই দারুণ দুঃসংবাদ পাইলাম যে কমরেড জ্যোতির্ম্ময় সেনগুপ্ত আর বাঁচিয়া নাই। জানিতাম অসুরোগ জ্যোতির্ম্ময়ের জীবন-প্রদীপকে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিয়া আনিতেছে, কিন্তু এত শীঘ্র যে তাহা নিবিবে একথা কখনও ভাবিতে পারি নাই। শেষ যখন আমি তাঁহাকে দেখিতে যাই তখন সবে মদনপল্লী স্বাস্থ্যাবাস হইতে তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরাইয়া আনা হইয়াছে। দেখিলাম ট্রেণে ভ্রমণের ধাক্কা তিনি বেশ সামলাইয়া লইয়াছেন, মনের জোরও তাঁহার কমে নাই।

জ্যোতির্ম্ময় অবস্থাপন্ন মাতাপিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পড়িবার সময়ে ১৯৩২ সালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সহিত সংস্পর্শ এক মোকদ্দমায় তাঁহার সাত বছরের কয়েদ হয়। জেলে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী ছিলেন, জেল কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় একবার তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীতে নামাইয়া দেওয়া হয়। এই সময়ে তাঁহার সহিত আমার প্রথম দেখা হয় বর্দ্ধমান জেলে। সন্ত্রাসবাদের পথে যে দেশের স্বাধীনতা আসিতে পারেনা তখন তিনি এই কথা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কমিউনিস্ট সাহিত্যও কিছু কিছু পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরে তিনি পুরাপুরি কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেন এবং জেল হইতে বাহিরে আসার পরে কমিউনিস্ট পার্টিতেও যোগদান করেন।

জেলে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়ে। অনেক চেষ্টার পরে মাত্র ৯ মাস কয়েদ বাকী থাকিতে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। "জনযুদ্ধ" যখন প্রথম বাহির হয় তখন "জনযুদ্ধ" সেলে তাঁহাকে কাজ করিতে দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ব্বলতার জন্য সেখানেও তিনি কাজ করিতে পারেন নাই।

জ্যোতির্ম্ময়ের সাহিত্যিক রুচি ছিল, পড়াশুনা করার নেশা ছিল অদম্য। বড় দুঃখ যে রোগের সহিত সংগ্রাম করিয়া তেমন কোনো অবদান তিনি রাখিয়া যাইতে পারিলেন না, যদিও তাঁহার ভিতরে সম্ভাবনা ছিল প্রচুর।

জ্যোতির্ম্ময়ের মৃত্যুতে কমিউনিস্ট পার্টি হারাইয়াছে একজন অনুরক্ত সভ্য, আর, ব্যক্তিগতভাবে আমি হারাইয়াছি একজন স্নেহাস্পদ বন্ধু।

মুজফ্ফর আহ্মদ

ময়মনসিংহ জেলার লাউডাপড়ার বিশিষ্ট কিষাণ কর্ম্মী কমরেড বিপিন বৈষ্ণব বসন্ত রোগে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী মারা গিয়াছেন। স্থানীয় হাজং, গারো ও কোচদের মধ্যে যে বিরাট কিষাণ আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে কমরেড বিপিন ছিলেন তার অন্যতম নেতা।

"লাল ফৌজের সঙ্গে এক হয়ে আমরা লড়বো"

মার্শাল তিতোর সম্মান আমরা রাখবো

অস্ট্রিয়ার ক্রান্তাভিতেক—বেলগ্রেডে ডাকাবী পড়তেন। জার্ম্মানরা যখন যুগোশ্লাভিয়াকে গ্রাস করে তখন ক্রোয়াভিতেক তাদের হাতে বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় অনেকদিন তাকে অমানুষিক অত্যাচার সইতে হয়েছিল। ক্রোয়াভিতেক সে সময়ের কথা ভোলেনি। কেমন করে ভুলবে? যুগোশ্লাভ বন্দীদের উপর যে নির্য্যাতন ভোলা যায় না। প্রথম দিকে কমরেড জার্ম্মানরা উপোস করিয়ে রাখত—একটু দুর্ব্বল হলে তাদের উপর মারপিট সুরু করতো—পরে তাদেরই অনেককে জড়ো করে গুলি করে মারতো।

এর ভিতর দিয়ে ক্রোয়াভিতেককেও যেতে হয়েছিল—অবশ্য গুলি করার আগে তাকে ধোর করে সোভিয়েট ফ্রন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়—হাঙ্গেরীয়ান

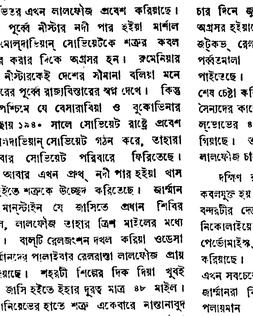

কাষ্যরত মার্শাল তিতো

'লেবার কোরের' সাথে। লালফৌজের দুর্দ্দম গতিবেগের সামনে জার্ম্মানরা তখন দাঁড়াতে পারিল না……তথাকথিত 'অপরাজেয় বাহিনী' উর্দ্ধশ্বাসে পালাচ্ছিল—ক্রোয়াভিতেক ঐ সময়ে সুযোগ নেন—নাৎসীবাদকে উৎখাত করার দারুণ সঙ্কল্প নিয়ে বিশ্বস্থল জার্ম্মান সেনাদের চোখে ধুলি দিয়ে তিনি লালফৌজের হাতে হাত মিলান!

* * * *

ডুনিমার লেফটেনান্ট বোরোসা। একটি মেশিন গান কোম্পানীর সহকারী ন্যায়ক। লড়াইয়ের পূর্ব্বে বিমান বহরে শিক্ষা নিচ্ছিলেন। জার্ম্মানরা যখন যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করে বোরোসা তাঁর হাইড্রো-প্লেন ডুবিয়ে দিয়ে হারজেগোভোনিয়ায় পালিয়ে যান ফ্যাসিষ্টদের এড়িয়ে। কিন্তু ইতালীয়ানরা তাঁকে ধরে ফেলে……কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আবার পালান। জাগ্রেবে গিয়ে তাঁকে ফের অসুবিধায় পড়তে হয়—হিটলারের তাঁবেদার হয়ে সোভিয়েট জার্ম্মান ফ্রন্টে লড়াইয়ের জন্য প্যান্সলিথ ক্রোসিয়ানদের নিয়ে একটি বিমান বাহিনী গড়ে তোলে। বোরোসা মনে মনে ঠিক করেন তাঁর বিমান নিয়ে লালফৌজের সাথে যোগ দেবেন।……সুযোগ করেও নেন।……

নাৎসী বিরোধী লড়াইয়ের তিনি আজ একজন শ্রেষ্ঠ সৈনিক।

* * *

প্রায় তিন বৎসর হলো যুগোশ্লাভিয়া নাৎসীদের কবলে। এই সময়কার ফ্যাসিষ্ট বর্ব্বরতার নগ্ন রূপ দেখে যুগোশ্লাভ নরনারী শিউরে উঠছে, নিষ্ঠুরতার দারুণ আঘাতে তারা অনেক কিছু হারিয়েছে……

তারা দেখেছে জার্ম্মান শাসনে যুগোশ্লাভিয়ার জেলার পর জেলা মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে, নগরীর পর নগরী ধ্বংসস্তূপের পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাজধানী বেলগ্রেডও বাদ যায়নি। গ্রামের পর গ্রাম মাটির সাথে মিশিয়ে নিয়েছে—আর তার সাথে অগণিত স্বাধীনতাকামী সার্ব, ক্রোট, স্লোভাককে রক্ত দিতে হয়েছে।

হৃদয়হীন অত্যাচারের অবিরাম এই কশাঘাত—যুগোশ্লাভ নরনারী কিন্তু তাতে একটুও দমেনি। অনাহারকে তারা উপেক্ষা করেছে, হিমনারের রক্ত পিপাসাকে তারা অগ্রাহ্য করেছে, নিজেদের দেশের বিশ্বাসঘাতক হিটলারী জীবেদারদের সাথে বাবধান গড়ে তুলেছে ঘৃণার পাহাড় দিয়ে……

যুগোশ্লাভিয়ার বীর নরনারী প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে, কিন্তু মাথা নত করে নি……স্বাধীনতার আদর্শকে ম্লান হতে দেয় নি……নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রবল আকাঙ্খা প্রকাশ করেছে প্রতিরোধের প্রাচীর তুলে।

আক্রমণের প্রথম দিক থেকেই নিজেদের বুকের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার পতাকা উঁচু করে রেখেছে……এদের নিয়েই গড়ে উঠেছে যুগোশ্লাভ মুক্তিফৌজ……হাজারে হাজারে দেশভক্তের দল এই সেনা বাহিনীকে দৃঢ় করেছে, বড় করে তুলেছে।

মার্শাল তিতো এদেরই নেতা…এদেরই জোরে তাঁর সাফল্যের সাথে জার্ম্মান লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছেন, আক্রমণকারীর হাত থেকে নিজেদের দেশের অনেকাংশ ফের কেড়ে নিতে পেরেছেন।

—আবার এদিকে জার্ম্মানরাও বুঝতে পেরেছে, পুরানো দিন আর নেই…অসংগ্য জোগে উঠে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে স্বাধীনতার যা কিছু সব গুঁড়িয়ে দিতে।

……আয়েগ্রগিরির উপর যেন নাৎসীরা বসে আছে। কখন কোন মুহূর্ত্তে আগুন জ্বলে উঠে ফ্যাসিষ্টবাদকে সমাধিস্থ করে দেবে।

যুগোশ্লাভিয়ার অভ্যন্তরে মার্শাল তিতোর বাহিনী আজ আর জার্ম্মানদের টিঁকতে দিচ্ছে না—আবার যুগোশ্লাভিয়ার বাইরেও শত শত ক্রোয়াভিতেক, যোরোসা লালফৌজের হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে আসছে স্বাধীন যুগোশ্লাভিয়ায় পতাকা বহন করে, বীর নায়ক তিতোর লড়াইকে সফল করতে।

আজ সোভিয়েট ভূমিতে যে ভলান্টিয়ার যুগোশ্লাভ বাহিনী গড়ে উঠছে, তার সৈনিক কারা? …ক্রোয়াভিতেক, বোরোসার মত আরও শত শত সার্ব্ব, ক্রোট, স্লোভাক যারা নাৎসীবাদকে ধরাবরই ঘৃণা ক'রে আসছে…যারা ফ্যাসিষ্টবিরোধী লড়াইয়ে পেনে গিয়ে আন্তর্জাতিক বাহিনীকে গড়ে তুলেছে…যারা নিজেদের বুক থেকে নাৎসী নির্ম্মমতার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার আগুন একটি দিনের তরেও নিভতে দেয় নি…স্বাধীন যুগোশ্লাভ বাহিনীর সৈনিক তারাই…

জার্ম্মানরা কিন্তু জয়ের উল্লাসে প্রথমে বিজিত দেশের এদেরই নিয়ে সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিল, আবার এদেরই সোভিয়েট রণক্ষেত্রে পাঠিয়েছিল লালফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে …এরা তার সুযোগ নিয়েছে…

যুগোশ্লাভ মুক্তি ফৌজের সৈনিক (U. S. O. W. I এর সৌজন্যে)

হাজারে হাজারে সীমান্ত অতিক্রম করে লালফৌজের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে…মুক্তির প্রতীক রক্তপতাকাকে অভিবাদন জানিয়ে নাৎসীবিরোধী লড়াইয়ের সৈনিক হিসাবে শপথ নিয়েছে।…এই এদেরই দিয়ে গড়ে উঠেছে স্বাধীনতার লড়াইয়ের ভলান্টিয়ার যুগোশ্লাভ সেনাবাহিনী …… যুগোশ্লাভ স্বাধীনতাকামীদের গৌরবের আর একটি নিদর্শন।

১৯ই মার্চ্চ……বরফে ঢাকা মাঠ, সোভিয়েটেরই একটি ফ্রন্ট…সবুজ আর লালরঙের পোষাক পরে সামরিক কায়দায় দাঁড়িয়ে আছে কাতারে কাতারে ফৌজের দল……ভলান্টিয়ার যুগোশ্লাভ বাহিনী আজ তাদের নিজস্ব পতাকার নীচে সামরিক শপথ নেবে…

খাস রুমেনিয়াতে লালফৌজ ঢুকিয়াছে

মস্কোতে ৩২৪টী কামান হইতে একযোগে ২৪ বার তোপ দাগিয়া সোভিয়েট দেশ লালফৌজের বিপুল বিজয়-অভিযানকে অভিনন্দিত করিয়াছে। খাস রুমেনিয়ার ভিতর এখন লালফৌজ প্রবেশ করিয়াছে। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে নীস্টার নদী পার হইয়া মার্শাল কোনিভের নেতৃত্বাধীন সোভিয়েটকে শত্রুর কবল হইতে উদ্ধার করার দিকে অগ্রসর হন। রুমেনিয়ার শাসকশ্রেণী নীস্টারকেই দেশের সীমানা বলিয়া মনে করে, নীস্টারের পূর্ব্বে রাজ্যবিস্তারের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু নীস্টারের পশ্চিমে যে বেসারাবিয়া ও বুকোভিনার জনগণ স্বেচ্ছায় ১৯৪০ সালে সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রবেশ করে ও মোলদাভিয়ান সোভিয়েট গঠন করে, তাহারা এখন আবার সোভিয়েট পরিবারে ফিরিতেছে। লালফৌজ আবার এখন প্রথ নদী পার হইয়া খাস রুমেনিয়া হইতে শত্রুকে উচ্ছেদ করিতেছে। জার্ম্মান সেনাপতি মানস্টাইন যে জাসিতে প্রধান শিবির বসাইয়াছিল, লালফৌজ তাহার ত্রিশ মাইলের মধ্যে পৌছিয়াছে। বালটি রেলজংশন দখল করিয়া ওডেসা হইতে কার্পাথিয়ানের পালাইবার রেলরাস্তা লালফৌজ প্রায় কাটিয়া দিয়াছে। শহরটী শিয়ের দিক দিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ; জাসি হইতে ইহার দূরত্ব মাত্র ৪৮ মাইল। মার্শাল কোনিভের হাতে শত্রু একেবারে নাস্তানাবুদ হইয়া পলাইতেছে; তাহাদের বড় বড় দল কোনঠাসা হইয়া পড়িতেছে; যুদ্ধের যন্ত্রপাতি ফেলিয়া প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন ছাড়া অনেকেরই গত্যন্তর নাই।

শত্রুর পলায়নের পথ রুদ্ধ হইতেছে

কিছু উত্তরে নীস্টার নদী যে অকূল দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, সেখানে মার্শাল জুকভের হাতে আঘাতের পর আঘাত খাইয়া শত্রুর অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে।

তার্গোপোল লুভোভ রেলপথ লালফৌজ ছিন্নভিন্ন করিয়াছে, সেরেথ্ নদী তাহারা পার হইয়াছে, এবং কয়েক দিনে ২০,০০০ শত্রুসৈন্যকে মারিয়াছে। চার দিনে জুকভের সৈন্যদল ৪০ হইতে ৬০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে, এবং সেনউটীর ৪০ মাইল তফাতে জটুকভ্ রেলজংশন দখল করিয়াছে। কার্পেথিয়ান পর্ব্বতমালা লালফৌজ সমূহের পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছে। ইহার পিছনেই হিটলার আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা করিবে, কিন্তু কার্পেথিয়ান পার হওয়া রুশ সৈন্যদের কাছে একটা অসম্ভব ব্যাপার একেবারেই নয়। লুভোভের ৪০ মাইলের মধ্যে লালফৌজ পৌছিয়া গিয়াছে। তার্গোপোল ও কামেনেৎস্ পোলাস্কিকে লালফৌজ চারদিক হইতে ঘিরিয়াছে।

দক্ষিণ রুশিয়ার খানিকটা জায়গা এখনও শত্রুর কবলমুক্ত হয় নাই। নিকোলাইয়েভের পতন আসন্ন। বন্দরটীর দেড় মাইলের মধ্যে লালফৌজ লড়িতেছে। নিকোলাইয়েভ হইতে ওডেসা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমভূমিতে পের্ভোমাইস্ক, বলিয়া গুরুত্বপূর্ণ স্থানটী লালফৌজ দখল করিয়াছে। ওডেসা হইতে পলায়নের রাস্তা বন্ধ করাই এখন সবচেয়ে বড় কাজ। সমুদ্রপথে পলায়নের চেষ্টা জার্ম্মানরা কিছু কিছু করিতেছে; ক্রাইমিয়া হইতে পলায়মান রুমেনিয়ান সিপাহীতে বোঝাই শত্রুর কয়েকটী জাহাজ সোভিয়েট সাবমেরিণ ডুবাইয়া দিয়াছে।

হাঙ্গেরী ও রুমেনিয়াতে জোর করিয়া চাপিয়া বসিয়া লালফৌজের বজ্রগতি রোধ করার দুরাশা হিটলার এখনও পোষণ করে। শীঘ্রই তাহার আকাশকুসুম লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইবে।

★ সোভিয়েট সরকার ★

বাদোলিয়োকে মানিল কেন?

সোভিয়েট ইতালীতে বাদোলিয়ো সরকারকে বৈধ বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, সেখানে দূত পাঠানো মনস্থ করিয়াছে। এ ব্যাপার লইয়া অনেক জল্পনাকল্পনা চলিতেছে। অনেকে সোভিয়েটের এই চালের অর্থ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিতেছেন।

ইতালীর ফ্যাশিষ্ট বিরোধী দলগুলি দেশের রাজা ও বাদোলিয়োর উপর সন্তুষ্ট নয়; তাহারা সপ্তাহ বারি শহরে সভা করিয়া নূতন সরকার দাবী করে। বাদোলিয়ো এক সময় মুসোলিনির ডানহাত হইয়া কাজ করিয়াছে; রাজাও মুসোলিনেকে বহু প্রশ্রয় দিয়াছে। সুতরাং জনসাধারণের মনে ইহাদের সম্বন্ধে সন্দেহ অমূলক নয়।

ইতালীর ফ্যাশিষ্ট বিরোধী দলগুলি দেশের রাজা ও বাদোলিয়োর উপর সন্তুষ্ট নয়; তাহারা সপ্তাহ বারি শহরে সভা করিয়া নূতন সরকার দাবী করে। বাদোলিয়ো এক সময় মুসোলিনির ডানহাত হইয়া কাজ করিয়াছে; রাজাও মুসোলিনেকে বহু প্রশ্রয় দিয়াছে। সুতরাং জনসাধারণের মনে ইহাদের সম্বন্ধে সন্দেহ অমূলক নয়।

ইংরেজ ও আমেরিকান কর্ত্তৃপক্ষ বাদোলিয়ো সরকারকে স্বীকার করে নাই; এ বিষয়ে সোভিয়েটের সঙ্গে আলোচনা তাহারা প্রয়োজন মনে করে নাই। বাদোলিয়ো সরকারের বলে আর কোন জনপ্রিয় সরকার স্থাপন সম্বন্ধে তাহাদের কিছুমাত্র ব্যস্ততা নাই। বরং মনে হয় যে সিসিলির মত একটা বিশেষ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ বসানোই তাহাদের মতলব।

সোভিয়েট সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে

সোভিয়েট কোন দেশে এরূপ সামরিক শাসন চাপাইবার পক্ষপাতী নয়। ইতালীর জনসাধারণও সেরূপ শাসন বরদাস্ত করিতে চাহে না। বাদোলিয়ো সরকার শত দোষ সত্ত্বেও ইতালিয়ানদের লইয়াই গঠিত, এবং হিটলারের বিরুদ্ধে লড়িতে তাহারা প্রতিশ্রুত। মুসোলিনি কুপোকাৎ হওয়ার পরই শাসনভার গ্রহণ করায় বাদোলিয়োর পক্ষে মুসোলিনির নীতি চালাইয়া যাওয়া একেবারে অসম্ভব। এ অবস্থায় সাফল্যের সহিত যুদ্ধ চালাইতে হইলে সামরিক শাসন না বসাইয়া বাদোলিয়ো সরকারকেই কাজে উদ্বুদ্ধ করা বিশেষ দরকার।

ইংরেজ ও আমেরিকানদের ইতালীতে লড়িবার কারণ আশাপ্রদ নয়। বহুকাল ধরিয়া কাসিনো ও আজিয়োর কারণ তাহাদের হাঁটু যেন ধরিয়া গিয়াছে। উত্তর ইতালীতেই আসল ফ্যাশিষ্টবিরোধী জনশক্তি রহিয়াছে; তাহার সহিত যোগাযোগের যথার্থ কোন চেষ্টা হইতেছে না। এ অবস্থায় লড়াই প্রায় থামাইয়া বাদোলিয়ো সরকারকে তিরস্কার করা ও সামরিক শাসন স্থাপনের তোড়জোড় করা কোন কাজের কথা নয়। বরং বাদোলিয়ো সরকারের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হইলে ইতালীর জনসাধারণকে উৎসাহ দেওয়া আরও সহজ হইবে।

লালফৌজ ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে, তাহাকে যুগোশ্লাভিয়াতে তাহাদের হাজির হওয়া সুদূর পরাহত নয়। কার্পেথিয়ান পর্ব্বতমালায় লাল সিপাহী প্যারাসুট বাহিনী নামিয়াছে। ই

বাংলার কত শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা এখনও জেলে

ইঁহাদের মুক্তির জন্য আপনি কি করিয়াছেন ?

সর্বত্র সভা-সমিতিতে আওয়াজ তুলুন

ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী বন্দীদের এখনি মুক্তি চাই !

নূতন আইন প্রবর্তনের সময়েও এঁরা মুক্তি পান নাই

১৯২৯ সাল হইতে জেলে আছেন—রমেশ চাটার্জী (যাবজ্জীবন দণ্ড) বরিশালের।

১৯৩০ সাল হইতে জেলে আছেন :—অম্বিকা চরণ চক্রবর্তী (যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা), অনন্ত সিংহ (যাবজ্জীবন দণ্ড), গণেশ ঘোষ (যাবজ্জীবন), সুখেন্দু দস্তিদার (যাবজ্জীবন), সুবোধ চৌধুরী (যাবজ্জীবন) সহায় রাম দাস (যাবজ্জীবন), লালমোহন সেন (যাবজ্জীবন)—ইঁহারা সকলেই চট্টগ্রামের।

১৯৩১ সাল হইতে জেলে আছেন :—কালীপদ চক্রবর্ত্তী (যাবজ্জীবন দণ্ড), হরিপদ ভট্টাচার্য্য (যাবজ্জীবন দণ্ড),—ইঁহারাও চট্টগ্রামের।

১৯৩২ সাল হইতে জেলে আছেন :—সুনীল চ্যাটার্জী (যাবজ্জীবন দণ্ড)—২৪ পরগণার মামলা। বিনয় রায় (যাবজ্জীবন দণ্ড) ঢাকার মামলা। মৃত্যুঞ্জয় সেন (যাবজ্জীবন দণ্ড) ও কানাধাঁ ঘোষ (যাবজ্জীবন দণ্ড)—মেদিনীপুরের মামলা।

১৯৩৩ সাল হইতে জেলে আছেন :—নলিনী দাস (যাবজ্জীবন দণ্ড) বরিশাল। রজতভূষণ দত্ত (১২ বৎসর দণ্ড)—বীরভূম। হেম বক্সী (যাবজ্জীবন দণ্ড)—রংপুর। জগদানন্দ মুখার্জী (যাবজ্জীবন দণ্ড)—২৪ পরগণা। প্রভাত চক্রবর্ত্তী (যাবজ্জীবন দণ্ড) ত্রিপুরা জেলার। হরিপদ দে (৯॥ বছর দণ্ড)—কলিকাতা। নরেন ঘোষ (যাবজ্জীবন দণ্ড)—ময়মনসিংহ। নরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ (যাবজ্জীবন দণ্ড)—দিনাজপুর।

১৯৩৪ সাল হইতে জেলে আছেন :—দীনেশ দাস (১২ বৎসরের দণ্ড)—দিনাজপুর, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য (যাবজ্জীবন দণ্ড)—দিনাজপুর। প্রিয়ব্রত চক্রবর্তী (যাবজ্জীবন দণ্ড)—চট্টগ্রাম। মোহন্দা চক্রবর্তী (যাবজ্জীবন দণ্ড)—চট্টগ্রাম।

১৯৩৫ সাল হইতে জেলে আছেন :—আশুতোষ ভরুয়াল (যাবজ্জীবন দণ্ড)—ফরিদপুর, জ্ঞান বিনোদ পাল (১০ বৎসর দণ্ড)—ঢাকা।

১৯৩৬ সাল হইতে জেলে আছেন :—হিমাংশু ভৌমিক (১০ বৎসর দণ্ড) চট্টগ্রাম, পূর্ণেন্দু গুহ (দশ বৎসর দণ্ড)—রংপুর, বিরাজ বেব (যাবজ্জীবন দণ্ড)—ত্রিপুরা, অমূল্য রায় (যাবজ্জীবন দণ্ড)—ঢাকা।

১৯৩৭ সাল হইতে জেলে আছেন :—অমূল্য আচার্য্য (১০ বৎসর দণ্ড)—চট্টগ্রাম, অমূল্য চৌধুরী (যাবজ্জীবন)—ফরিদপুর।

১৯৪১ সালে ধৃত হইয়া জেলে আছেন :—বিনোদ দত্ত (৭ বৎসর দণ্ড)—চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রামের আনন্দ প্রসাদ গুপ্তকে স্বাস্থ্যহানির জন্য একবার সর্ত্তাধীনে ছাড়িয়া পুনরায় জেলে আটক করা হয়। বর্ত্তমানে তাঁকে জেল হইতে ছাড়িয়া সিউড়ীতে বিধি নিষেধ আরোপ করিয়া রাখা হইয়াছে।

বরিশালের শচীন কর গুপ্ত ১৯২৯ সাল হইতে ১৫ বছর জেল খাটার পর গত ২৪শে ডিসেম্বর ঢাকা জেলের দরজায় আবার তাঁহাকে [নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে গ্রেপ্তার করিয়া আটক করা হইয়াছে।

৭ বছর হইতে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত জেল ভোগ করার পর নিরাপত্তা আইনে আবার আটক করা হইয়াছে :

দেব প্রসাদ সেনগুপ্ত—ত্রিপুরা, অমূল্য সেনগুপ্ত—ঢাকা, মধুসূদন ব্যানার্জী—ঢাকা, মণিলাল দত্ত—চট্টগ্রাম, সত্যব্রত চক্রবর্ত্তী—দিনাজপুর, প্রফুল্ল সান্যাল—ফরিদপুর, সরোজ বসু—দিনাজপুর, সুরেন ধরচৌধুরী—কুমিল্লা, দ্বিজেন তলাপাত্র—রাজসাহী, কালী কিঙ্কর দে—চট্টগ্রাম, সত্যেন মজুমদার—দার্জিলিং (শিলিগুড়ি), যতীন চক্রবর্ত্তী—কুমিল্লা, প্রভাত মিত্র—কলিকাতা, বিমল ভট্টাচার্য্য—ময়মনসিংহ, নিরঞ্জন ঘোষাল—ফরিদপুর, জীবন ধুপী—ফরিদপুর। ১৯৩৯ ও ১৯৪২-এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আটক—নন্দ দুলাল সিংহ ও শৈলেন দত্ত (মেদিনীপুর) বীরেন দত্তগুপ্ত (আগরতলা)। ৯ই অগাষ্ট সংকটের সময় হইতে জেলে আটক :—দেবেন দাস ও ভূপাল পাণ্ডা (মেদিনীপুর)।

ইঁহাদের মুক্তির আন্দোলন

প্রথম হক নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিত্বের সময় এই সব রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য অনেক আন্দোলন হইয়াছিল, কিন্তু আমলাতন্ত্রকে নোয়ান যায় নাই।

অগষ্ট ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারীতে ৩৪ জন বন্দীর একটা ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী বিবৃতি সরকার কাগজে ছাপাইয়া নিজেদের কার্য্যসিদ্ধি করিতে চাহিয়াছে। এই সব শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিকদের তরফ হইতে যুদ্ধকে সমর্থন করিয়া ও জাপানী আক্রমণের প্রতিরোধ করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া যে উদ্দীপ্ত ঘোষণা আসিয়া ছিল তাহাতে সারা দেশ ইঁহাদের মুক্তির আওয়াজে মুখর হইয়া উঠিল কিন্তু সরকার তাঁহাদের ছাড়িল না।

তারপর হক-শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রীমণ্ডলীও ইঁহাদের মুক্তির জন্য কিছুই করেন নাই। বর্ত্তমান নাজিমুদ্দিন-গোঁসাই মন্ত্রিত্বের আমলেও তাঁহারা জেলেই পচিতেছেন।

বন্দীমুক্তি আন্দোলনের নূতন পর্য্যায় সুরু হইল। বঙ্গীয় রেড এড কমিটির সহিত এ সম্বন্ধে পত্রালাপ করিয়া বন্দীদের পরিবারবর্গের সাহায্য ও মুক্তি আন্দোলনের মাল মশলা সংগ্রহ করিতে হইবে। বন্দীদের ফটো, পরিবারবর্গের সংবাদ প্রভৃতি পাঠাইবেন। এ বিষয়ে চিঠিপত্র লেখার ঠিকানা : কমরেড নিরঞ্জন সেন—বঙ্গীয় রেড এড কমিটির বন্দীমুক্তি বিভাগ, ২৪৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯৪২ সালের ১২ই জুলাই সারা ভারতে যে বন্দী মুক্তি দিবস প্রতিপালিত হয় সেদিন বাংলার জেলায় জেলায় সকলে মিলিয়া সভা মিছিল করিয়া এই সব বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করিয়া প্রস্তাব পাশ করা হইয়াছে।

তাহার পরেও আন্দোলন থামে নাই। বহু স্থানে গণ-দরখাস্ত করিয়া জনসাধারণ তাঁহাদের মুক্তি চাহিয়াছে।

১৯৪৩ সালের নভেম্বর হইতে পুনরায় গণ-সহিত আন্দোলন চলিতেছে। সারা বাংলার জনমত যে ইঁহাদের মুক্তির পক্ষে তাহা ঘোষণা করা হইয়াছে। নভেম্বর মাসে চট্টগ্রামের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের একটী যুক্ত আবেদনে চট্টগ্রামের বন্দীদের মুক্তি দাবী করা হইয়াছে : (জনযুদ্ধ ২৪শে নভেম্বর)। তাঁহারা এই বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—"চট্টগ্রামের বীর বন্দীদের দেশপ্রেম ও সাহসের কথা জেলার ঘরে ঘরে। তাহাদের বিবৃতিতে আজও চট্টলবাসীর মন দেশপ্রেম, সাহস ও প্রেরণায় ভরে উঠে। জাপানীরা যখন ভারতের দ্বারদেশে তখন এই আক্রমণের বিরুদ্ধে এই সব বীর সন্তানরা দেশ রক্ষার জন্য ঐক্যের আবেগপূর্ণ আবেদন জানিয়েছিলেন।...এঁরা বাইরে এলে সারা জেলা ওঁদের ডাকে সাড়া দেবে ; এঁরা বাইরে এলে খাদ্যসংকট সমাধানের জন্য শত সহস্র অনাহারী ক্ষুধাদের সেবার জন্য, পঞ্চমবাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য, জাপানীদের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার জন্য আবার নূতন দেশপ্রেম সারা জেলাকে এক করবে।"

ফেরুয়ারী ও মার্চে ফরিদপুর, ঢাকা, বাঁকুড়া, রংপুর প্রভৃতি জেলায় সর্ব্বত্রই এই সব বন্দীদের মুক্তির আন্দোলন হইয়াছে।

আজই ইহাদের মুক্ত কর

মণিপুর সড়কের উপর দস্যু জাপানী সৈন্যের অভিযান চলিতেছে। মিত্র শক্তির সৈন্যেরা তাদের বিরুদ্ধে লড়িতেছে সত্য কিন্তু বাংলা ও আসামের জেলায় জেলায় জনসাধারণের মধ্যে যদি দৃঢ় জাপ প্রতিরোধের ঘাঁটি তৈরী না হয় তাহা হইলে দেশকে কে রক্ষা করিবে ? অমৃতবাজারের মত জাতীয়বাদী পত্রিকার স্তম্ভেও আক্ষেপ করিয়া বলা হইয়াছে— হায়, এমন সময়ে পোলাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়ার মত আমাদের বাংলা ও আসামে কোথায় সেই দেশভক্তদের গেরিলা দল, যাহাদের জীবন-তুচ্ছ লড়াইয়ের সামনে জাপানী আক্রমণকারীরা পর্য্যুদস্ত হইয়া যাইবে ?

বাংলা ও আসামের দেশভক্তরা আজ এই সংকট মুহূর্ত্তে নিজেদের পাশে অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ প্রভৃতির মত বীর যোদ্ধাদের পাইতে চায়। মূর্খ আমলাতন্ত্র এই সব সেরা ফ্যাশিস্ট বিরোধী বন্দীদের জেলে আটক রাখিয়া কি ভাবিতেছে ? এই সব বন্দীরা মুক্তি পাইলে বাংলার জেলায় জেলায় জাপ-প্রতিরোধের যে শক্ত প্রাচীর গড়া হইবে, সে প্রাচীর ভেদ করার মত শক্তি জাপানী দস্যুর নাই। অনিবার্য দেশপ্রেমের ভিত্তিতে যাহার সৃষ্টি, তাহার ধ্বংস নাই। বাংলা ও ভারতকে বাঁচাইবার এই অজেয় শক্তি কে না চায় ?

বাংলার কোটী কোটী নরনারীর এই দাবী উপেক্ষা করার মত শক্তি কাহার আছে ? মন্ত্রীমণ্ডলী আমলাতন্ত্রের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপায় আর আমলাতন্ত্র চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ইহা আর কতদিন বাংলা সহ্য করিবে ?

দিকে দিকে বন্দীমুক্তির আন্দোলনের তুমুল আলোড়নে সরকারের বাধা চূর্ণ কর, এই সব শ্রেষ্ঠ সন্তান নিশ্চয়ই আমাদের পাশে ফিরিয়া আসিবে।

মণিপুরের দিকে জাপানী শত্রুর হানা

দুশ্চিন্তা নাই, কিন্তু পাল্টা আক্রমণ চাই

আমাদের দেশের দোরগোড়ায় জাপানী শত্রু কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে, খাঁন ভারতে নিজেদের ঝাণ্ডা উড়াইবার জন্য মণিপুর রাজ্যে ইম্ফলের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিতেছে। সোমড়া পাহাড়ের দিক হইতে ইম্ফল ও দিমাপুরের মধ্যে রাস্তার উপর উখ্রুলের দক্ষিণে শত্রু আক্রমণ করিয়াছে। ইম্ফলের উত্তর পূর্ব্বে শত্রুর একটা দল মিত্রপক্ষের ঘায়ে ছত্রভঙ্গ হইয়াছে। মণিপুরের দক্ষিণপূর্ব্বে টাবু-পালেল রাস্তায় শত্রু প্রথমটা কিছু সাফল্য লাভ করে, কিন্তু মিত্রপক্ষ সেখানে পূর্ব্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিয়াছে। আরও দক্ষিণে টিডিম হইতে ইম্ফল পর্য্যন্ত যে রাস্তা

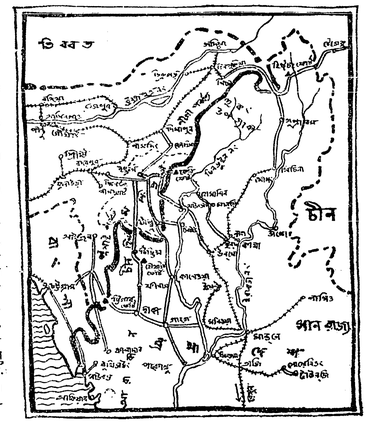

গিয়াছে, সেখানেও শত্রু দেখা দিয়াছিল, এখন বুঝি প্রায় বিতাড়িত হইয়াছে। ইম্ফলের দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থা আশঙ্কাজনক না হইলেও সোমড়া পাহাড়ের দিক হইতে যে আক্রমণ ঘটিয়াছে, তাহা এখনও বাঞ্ছনীয় হয় নাই।

চাই, আরাকান হইতে শত্রুর উচ্ছেদ চাই, নৌবহর লাগাইয়া বার্ম্মার দক্ষিণে সৈন্য অবতরণ চাই।

শিলচর দিমাপুর অঞ্চলে জনসাধারণকে যেলপথ পাহারা দিবার কাজে লাগানো হইয়াছে। জনসাধারণের সঙ্গে হাত মিলাইয়া সামরিক কাজ চালাইতে থাকিলে ক্যাশিষ্ট শত্রু পলাইবার পথ পাইবে না।

মার্শাল তিতোর মুক্তিবাহিনী

(৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

উপহার দেন...তাতে বড় বড় হরফে লেখা "ফ্যাসিষ্টবাদ ধ্বংস হোক, !"

এই ভলান্টিয়ার বাহিনীর নেতা লেঃ কঃ মেসিক। এই বাহিনীকে গড়ে তুলতে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি মার্শাল তিতোর দেওয়া পতাকার সামনে হাঁটু গেড়ে ভলান্টিয়ার বাহিনীর পক্ষ থেকে পতাকাকে সম্মান জানিয়ে বলেন—আমরা এ পতাকাকে নীচু হতে দেবো না—আমাদের নেতা মার্শাল তিতোর সম্মান আমরা বজায় রাখবোই.....।

তারপর পতাকাকে সম্মান দেখাতে এগিয়ে এলেন আণ্টে ভাইস, ক্যাথলিক সংস্রাবের প্রতিনিধি তিনি... তারপর আসেন ডিমিট্রি ভেটকভ, গোঁড়া খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি...এবং সর্ব্বশেষে আসেন মুসলীম ধর্ম্মাবলম্বক আলেকজাণ্ডার সিনিমজিব।

...পতাকাকে সামরিক কায়দায় এরপর অভিবাদন জানায় সমগ্র ভলান্টিয়ারবাহিনী...তারা বজ্রকণ্ঠে নাৎসীবাদ ধ্বংসের শপথ নেয়—লেঃ কঃ মেসিক সে শপথের বাণী প্রথমে উচ্চারণ করলেন।.....সাথে সাথে সবাই মিলিত কণ্ঠে মার্শাল স্টালিন ও মার্শাল তিতোর জয়ধ্বনি তুললেন।

...১২ই মার্চ্চ নতুন যুগোশ্লাভিয়ার বনিয়াদ শক্ত করতে সোভিয়েট ভূমিতে জন্ম নিলো যুগোশ্লোভ মুক্তি ফৌজের একটি খণ্ড.....।

এদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য..... নাৎসীবাদকে কবর দেওয়া—যুগোশ্লাভিয়াকে স্বাধীন করা।

Arrived From Moscow :

Orel—The July battle : 1943. 2/12/-

Kharkov— -/7/-

Fear and Misery in the Third Reich : Bert Brecht. -/5/-

The Face of Hitler's Army D. Zashavsky. -/7/-

The Trial—the atrocities committed by the German Fascist in Krasnodar -/6/-

(মস্কো প্রকাশিত বইয়ের জন্য আপনার নাম গ্রাহকের তালিকাভুক্ত করুন, ডাক-মাশুল স্বতন্ত্র)

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড,
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জনযুদ্ধ
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রতি সংখ্যা : ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪৪, ৩ মাস ১৷৷, ৩ মাস ১৷০

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

জনযুদ্ধ

প্রতি সংখ্যা ছ' পয়সা
বার্ষিক ৪৪, ৩ মাস ২৷, ৩ মাস ১৷০

সম্পাদক
বঙ্কিম মুখার্জি
এম,এল,এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

২য় বর্ষ] বুধবার, ১৫ই মার্চ্চ ১৯৪৪, ২রা চৈত্র ১৩৫০ [৪৬শ সংখ্যা

সারা ভারতের কৃষক সমাবেশ

সরকারী বাধা তুচ্ছ করিয়া বেজওয়াদায় বিপুল আয়োজন

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

এবার বেজওয়াদায় ভারতের কিষাণদের এক গৌরবময় ইতিহাস লেখা হইতে চলিয়াছে। ১৪ই ও ১৫ই তারিখে সম্মেলন ; সম্মেলনে যোগদানের পথে সরকার অনেক্য বিধিনিষেধ জারী করিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়াছে—ট্রেণ, বাস কিছুই মিলিবে না। কিন্তু কৃষকদের উৎসাহ ইহাতে এতটুকু কমে নাই। মোগলরাজপুরমের প্রাচীন পর্বতে ঘেরা এই কিষাণনগর আজ ইহাদের স্পর্শে নব জীবন লাভ করিয়াছে।

বাংলা ও উড়িষ্যার প্রতিনিধিদের সহিত আমরা ৮ই মার্চ গভীর রাত্রিতে বেজওয়াদায় পৌঁছিলাম। আমাদের সঙ্গে বিদায়ী সভাপতি কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী ও এ বছরের নির্বাচিত সভাপতি স্বামী সহজানন্দ। কমরেড রাহুল সংকৃত্যায়ন, ডাঃ অধিকারী, সর্দার পৃথ্বী সিং, কমরেড নাম্বুদ্রিপাদ, সীমান্ত প্রদেশের কুশল খাঁ প্রভৃতি বিখ্যাত নেতারা এবং কেরল, মালাবার, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের প্রতিনিধিরা আমাদের আগেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ট্রেণে আসিবার সময় ভিজিয়ানাগ্রাম হইতে স্টেশনে স্টেশনে উৎসাহী তরুণ কর্মীরা মুষ্টিবদ্ধ অভিবাদন জানাইয়াছে। এবার আমরা যুদ্ধ সহর শিঙ্গনে রাখিয়া কিষাণনগরে আসিয়া পৌঁছাইলাম। বাহিরে জ্যোৎস্না ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। সমুখে প্রতিনিধিদের ক্যাম্প—হাজার লোক থাকিতে পারে, এমনি এক বিরাট চত্বর।

অন্ধ্র প্রদেশের গর্ব করার মত জেলা এই কৃষক সারা প্রদেশের কৃষক আন্দোলনের প্রাণ। অন্ধ্র কমিউনিস্ট পার্টিরও ইহাই সব থেকে শক্তিশালী ঘাঁটি। জেলার শ্রেষ্ঠ দেশভক্ত দেরেপুকল সবাই আজ ইহাদের সমর্থক। কংগ্রেস এম-এল-এ শ্রীযুক্ত নারায়ণ রাও ইহাদেরই একজন ; মোগলরাজপুরমের কাত্রাগাড্ডা হাউসে আমরা তাঁরই অতিথি। একা এই জেলার উপরই সম্মেলনের অনেকখানি সাফল্য নির্ভর করিতেছে।

দেড় লক্ষ লোকের সভামণ্ডপ

পরদিন দেখিলাম, কিষাণনগর কর্মকণ্ঠ ; সম্মেলনের জন্য বেজওয়াদা প্রস্তুত হইতেছে। সম্মেলনে লক্ষাধিক লোক হইবে বলিয়া মনে হয়। ২৫ হাজার লোকের ছাউনি পড়িয়াছে। আড়াই হাজার কৃষক ভলান্টিয়ার ইতিমধ্যেই মোতায়েন হইয়াছে, ১৩ তারিখের মধ্যে আরও ৫ হাজার ভলান্টিয়ার সম্মেলনের কাজে লাগিবে। সম্মেলনে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি তারা আগে থাকিতেই কড়া দৃষ্টি রাখিয়াছে। ফলে, স্বাস্থ্যহানির অনুহাতে সম্মেলন পণ্ড করিবার কথা মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ মনেও আনিতে পারে নাই। কূপ হইতে পাম্পের সাহায্যে পানীয় জল দিনরাত সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। ৪০ হাজার লোক এককালীন খাইতে পারে, এমনি ১৩টি রন্ধনশালার বন্দোবস্ত হইয়াছে। ২ হাজার খাটা পায়খানা তৈরী হইয়াছে। ৫ জন ডাক্তারের সাহায্যে ২৫টি বেডযুক্ত একটি হাসপাতাল খোলা হইয়াছে। আকস্মিক দুর্ঘটনার হাত হইতে রক্ষার জন্য এ-আর-পি ট্রেনিং প্রাপ্ত ২৫টি অগ্নিনির্বাপক দল গঠিত হইয়াছে। সম্মেলনের জন্য আলাদা টেলিগ্রাফ ও পোস্ট অফিস বসিয়াছে। ২৮ একর জমির উপর নির্মিত সভামণ্ডপে অনায়াসে দেড় লক্ষ লোকের স্থানসংকুলান হইবে।

সবুজ গ্রাম সহরে পরিণত

রেড্ডি সত্যনারায়ণের নামাঙ্কিত স্মৃতিতোরণের পাশে বিরাট বিরাট পার্থক্য পথ কফুক হেথার মত দিগিয়াছে। সমুখে পর্বতশ্রেণী প্রাচীন বৌদ্ধ ও শৈবদের গুহাচিত্র। চারিদিকে পুরাকালের গুহার মহিমান্বিত পাহাড়। স্বামী সহজানন্দের কুটিরের পাশ দিয়া গেলে কাত্রাগাড্ডার রাওদের কমলালেবুর সুদৃশ্য বাগান চোখে পড়িবে। সবুজ গ্রাম আজ সহরে পরিণত। সেই আদিম কুঁড়ে ঘরে তৈরী এই নূতন সহর—পাহাড় অঞ্চলের সেকেলে সব কুটির। বহুকালকার পর্বত মালার মতই সুপ্রাচীন এখানকার কৃষকসমাজ ; এ অঞ্চলে আজ যে জীবন স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে, তার মধ্যে অন্ধ্রের বলিষ্ঠ, কষ্টসহিষ্ণু কৃষকরা নূতন প্রেরণা পাইয়াছে। দূর দূর গ্রাম হইতে কাতারে কাতারে কৃষকরা হাঁটাপথে আসিয়াছে ; মুসলা ব্রাহ্ম হইতে গরুর গাড়ীতে ২টি পরিবারের সমস্ত লোকজন আসিয়াছে দেখিলাম ; কোন কোন দল নৌকায় আসিয়াছে। ক্যানেল দিয়া আশপাশের লোক আসিয়া জমা হইতেছে। সম্মেলনের সাহায্যের জন্য তারা যে যা পারে অর্থ ও খাদ্য আনিয়াছে। কাতুরের মহিলাসঙ্ঘ আনিয়াছে ৪০ মণ ছাতু। অন্ত্যর্থনা সমিতির সভাপতি বাপুদেব রাওয়ের গ্রাম দিয়াছে নগদ ২ হাজার ৬ শত টাকা। সম্মেলন তহবিলে ইতিমধ্যেই ৫০ হাজার টাকা উঠিয়াছে। অর্থসাহায্যের মোট পরিমাণ ৬০।৭০ হাজার টাকা দাঁড়াইবে। কৃষকদের নিজের হাতে গড়া এই নগর। বহুদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে তারা ইহা নির্মাণ করিয়াছে। ইহার মূলে আছে তাদের গভীর মমতা ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এই নগর তাই আজ বিপুল প্রাণাবেগ ও কর্মচাঞ্চল্যে মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

পর্ব্বতশিখরে কৃষকের ঝাণ্ডা

ভারতের কিষাণ আজ অস্তিত্বের পূর্ণ জীবনের নিশানা পাইয়াছে। সমগ্র সম্মেলন ও তার প্রস্তুতিতে সেই ক্রমবর্ধিষ্ণু চেতনার ছাপ। এই অগ্রগতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না। সম্মেলনে পাঁচ পয়েন্ট শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে। স্বাস্থ্যবিধি, কৃষি ও গো-প্রদর্শনী ছাড়াও একটি গো-প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা হইয়াছে। শান্তিকালে ও যুদ্ধের অবস্থায় মজুর কিষাণদের সোভিয়েট রাষ্ট্র কতখানি আগাইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য ভারতের কৃষকরা আজ উৎসুক। তার জন্যই সোভিয়েট চিত্রের একটি আলাদা প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। বাংলার দুর্ভিক্ষে অন্ধ্রের কৃষকরা তাদের সঞ্চিত সামান্য অর্থ টুকুও দান করিয়াছিল ; তারা ২০ হাজার মণ চাল চাঁদা তুলিয়া পাঠাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু প্রাদেশিক সরকার অনুমতি দেয় নাই। অন্ধ্রের কৃষকরা বাংলার দুর্ভিক্ষ হইতে যাতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে, তারই জন্য বাংলার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে একটি চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে। এই প্রদর্শনীর জন্য বোম্বাই হইতে কমরেড চিত্রপ্রসাদ ও কমরেড সুনীল জানা এবং আরও বহু শিল্পী এখানে আসিয়াছেন। জনগণের কাছে নিজেদের নৃত্যকলা দেখাইবার জন্য উদয়শঙ্করের দল এখানে আসিয়াছেন। তাছাড়া 'কাঙ্গালিকত্বান' ও 'দেশপ্রেমিক যুদ্ধের একটি দিন'—এই ফিল্ম দুটি সম্মেলনে প্রদর্শিত হইবে। ইণ্ডিয়ান নিউজ প্যারেড সম্মেলনের চিত্র গ্রহণ করিতেছে।

অন্ধ্রের কিষাণদের সামনে আজ কোন বাধাই বাধা নয়। ইহাদের বিভাজ করিবে, এমন স্পর্ধা কাহারও নাই। কংগ্রেস আন্দোলনের মধ্য দিয়া ইঁহারা মানুষ—ইহাদের সম্মুখে বিশ্বের ঘটনাস্রোতে আজ নূতন দিনের ইসারা। দেশভক্তের জীবনই তাদের জীবন ; কর্মে তাদের ক্লান্তি নাই ; নূতন যুগের শিল্পীর মতই নিভুল তাদের পরিকল্পনা—বেজওয়াদা তারই জাজ্বল্য প্রমাণ। প্রতিকূল সমস্ত বাধা তুচ্ছ করিয়া সম্মুখে তারা পা ফেলিয়াছে ; পাহাড়ের শিখরে শিখরে উড়ডীন লাল ঝাণ্ডায় তারই স্বাক্ষর।

কর্পোরেশন নির্বাচনে

কংগ্রেসের সমর্থকদের ভোট দিন

কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন সম্পর্কে আমরা প্রথম হইতেই বলিয়া আসিতেছি যে, জাতীয় কংগ্রেসকে প্রার্থী দাঁড় করাইতে হইবে। কিন্তু কংগ্রেসের নেতারা কলিকাতার নাগরিকদের কংগ্রেস প্রীতির উপর ভরসা করিতে পারেন নাই। জনসাধারণ যে কংগ্রেসের প্রার্থীদের নিশ্চয়ই জিতাইয়া দিত এ সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশ্বাস হয় নাই। তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন যে—এই সেদিন আমেদাবাদের জেলা বোর্ড নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থীরা ৫০ টীর মধ্যে ৩৯টী আসনেই কংগ্রেস-বিরোধীদের হারাইয়া দিল।

কংগ্রেস সরকারী ভাবে না দাঁড়ানো সত্ত্বেও কমিউনিস্টরা কলিকাতায় আন্দোলন চালাইতে লাগিল—যেসব প্রার্থী জাতীয় কংগ্রেসের অনুগত, কলিকাতা-বাসী তাঁহাদেরই সমর্থন কর। যেসব প্রার্থী কংগ্রেসের নাম ও ইজ্জৎ নষ্ট করিবার জন্য বাতিল কংগ্রেস ও মহাসভার টিকেট লইয়াছেন—তাঁহারাই বর্ত্তমান কর্পোরেশনের দুর্নীতির জন্য দায়ী, কলিকাতার অধিবাসীরা এই সব বিভ্রান্তকারী প্রার্থীদের কখনই সমর্থন করিও না।

কমিউনিস্টদের আন্দোলনের ফল

কমিউনিস্টদের এই আন্দোলনের সুফল দেখা দিতে লাগিল। কংগ্রেস নেতারাই ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিলেন যে, কংগ্রেসের ইজ্জৎ কলিকাতাবাসী ভুলে নাই। জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থনে প্রার্থীরা আগাইয়া আসিতে লাগিল। দেখা গেল অনেক আসল কংগ্রেস-ভক্ত চায় না যে, কংগ্রেসের বিরোধীরা খোলা ময়দান পাইয়া কর্পোরেশনে ঢুকিয়া দুর্নীতির কায়েমী সত্ব বজায় রাখুক। কয়েকজন প্রার্থী প্রকাশ্য ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহারা জাতীয় কংগ্রেসের অনুগত, তাঁহারা কংগ্রেসনেতা ও কর্মীদের সমর্থন চান।

এই প্রত্যক্ষ আন্দোলনের ফলে কয়েকটী ওয়ার্ডে আসল কংগ্রেসের সমর্থকরা দাঁড়াইয়া ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেসের পতাকা উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিলেন। কংগ্রেস নেতারা ইহা দেখিয়া আর চুপ থাকিতে পারিলেন না। জনগণের স্বদেশপ্রীতি ও ব্যক্তিপত কয়েকজন প্রার্থীর কংগ্রেস আনুগত্য নেতাদের চোখ খুলিয়া দিল। কংগ্রেস নেতারাও প্রকাশ্য ময়দানে বাহির হইলেন এবং কংগ্রেস বিরোধীদের মুখোশ খুলিয়া দিবার জন্য বিবৃতিতে বলিলেন—'বাতিল কংগ্রেস' কংগ্রেস নয়, অতএব ইহার মনোনীত কোন প্রার্থীকে কেহ সমর্থন করিবেন না।

কংগ্রেসনেতাদের বিবৃতি

গত ১৩ই মার্চ শ্রীযুত সত্যেন্দ্র বসু বার-এট ল, ভক্তার বীরেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ সান্যাল এম্ এল্-এ নিম্নোক্ত মর্ম্মে 'যুগান্তরে' একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—"সাধারণ নাগরিকগণ নির্ব্বাচনের সময়েই কাউন্সিলারদের অতীত কার্য্যকলাপের সমালোচনা করার ও নিজেদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণের সুযোগ পাইয়া থাকেন। সুতরাং যাহাতে ভোটদাতাগণ তাঁহাদের প্রার্থী নির্ব্বাচনে দলগত বুলি ও নির্ব্বাচনী প্রতিশ্রুতি অপেক্ষা নিজেদের বিবেক ও বিচারশক্তির উপর বেশী নির্ভর করেন, সেইজন্য আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক অনুরোধ জানাইতেছি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ও তাঁহাদের অব্যবহিত পরবর্ত্তী নেতৃবর্গের পরিচালনাধীন কংগ্রেসের উপর কলিকাতা কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণভার ন্যস্ত থাকার কিছুকাল পর যে সকল রাজনৈতিক দলের হাতে কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণভার আসিয়া পড়ে, তাহাদের আমলে কর্পোরেশনের জাল্লা আমাদের রাজনীতি কলুষিত হইতে থাকে এবং দলপতি রাজনীতির দরুণ কর্পোরেশনে

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বন্দীদের মুক্তি চাই

বহু ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী যোদ্ধাকে ভারতের কার

অচল অবস্থার প্রতিক্রিয়া

জিন্নার বিবৃতি

ওয়াভেলের কাঁদে পা দিও না

লীগ সম্মিলনের সম্মুখে কংগ্রেস ও লীগ একতাবদ্ধ ভাবে অগ্রসর না হইয়া খণ্ড খণ্ড ভাবে অগ্রসর হয়, তাহার ফলে সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্র সুবিধা পাইয়া ভারতীয় স্বাধীনতা অর্জিত অচল অবস্থার সৃষ্টি করে। যখন এ-আই-সি-সি অধিবেশনের পর কংগ্রেস নেতারা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং অচল অবস্থার অবসানের জন্য কথাবার্তা সুরু করিবার আয়োজন করেন, আমলাতন্ত্র কংগ্রেসকে আক্রমণ করিয়া সে পথ বন্ধ করিয়া দেয়। এই ঘটনার পর সুদীর্ঘ দেড় বৎসর ধরিয়া ভারত অচল অবস্থা হইতে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ভিতর পতিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে মুসলিম লীগ ঘোষণা করিয়াছে যে, ব্রিটিশ শাসন হইতে পূর্ণ স্বাধীনতার পথেই পাকিস্তান অর্জন করিবে। কংগ্রেস নেতারাও অনেকে দুর্ভিক্ষের চাপে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, মুসলমান জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া জাতীয় ঐক্যের পথে অচল অবস্থা দূর করিতে হইবে, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর বিবৃতিতে তাহারই আভাষ ছিল। ঠিক এই সময় লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করিলেন—ভারতের ভৌগলিক ঐক্য অবিসম্বাদী সত্য, কংগ্রেসের নেতাদের মুক্তির প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ কংগ্রেস এবং লীগ উভয়কেই বিনাসর্ত্তে বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। ওয়াভেলের প্রতিবাদে কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া অচল অবস্থার উপর আঘাত করাই ভারতীয় জনগণের মুক্তির পথ। কিন্তু অচল অবস্থা যে হতাশা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা জিন্নাকে আর এক ধাপ নামাইয়া আনিয়াছে, এক পা অগ্রসর না হইয়া তিনি এক পা পিছনে হটিয়াছেন। লর্ড ওয়াভেল ঠিক ইহাই চাহিয়াছিলেন। এ বিষয়ে কংগ্রেস এবং লীগ উভয়কেই সতর্ক হইতে হইবে।

কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্য, না আমলা-তন্ত্রের কাছে ভিক্ষা?

নিউজ ক্রনিকেলের প্রতিনিধি জিন্নাকে জিজ্ঞাসা করেন, গভর্ণমেন্টের কি উচিত নয় রাজাজীর মত লোককে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করিতে দিয়া কংগ্রেসের মত পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করা? প্রশ্নের উত্তরে জিন্না বলেন—"কংগ্রেস রাজী না হইলে গভর্ণমেন্ট আমাদের পাকিস্তানের দাবী মানিবে না, এরূপ কোন অবস্থা মানিয়া লইতে আমি প্রস্তুত নই। গভর্ণমেন্টকে এরূপ নীতি অনুসরণ করিতে বলার অর্থ কংগ্রেসকে জিতাইয়া দেওয়া।" অর্থাৎ জিন্না কংগ্রেস লীগ ঐক্য ব্যতীত পাকিস্তান চান, অর্থাৎ কংগ্রেসের সঙ্গে মীমাংসা না করিয়া গভর্ণমেন্টকে পাকিস্তানের দাবীতে রাজী করাইতে চান। জিন্না নিজেই একাধিকবার বলিয়াছেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে অনিচ্ছুক এবং ঠিক সেই কারণেই ভারতীয় অনৈক্যের কথা তাহারা তুলিয়া থাকে। তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্য ব্যতীত কোন্ শক্তির জোরে লীগ মুসলমানদের স্বাধীন করিবে? কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ছাড়া অন্য পথ হইল আমলাতন্ত্রের কাছে ভিক্ষা চাওয়া, এই ভিক্ষার পথই লীগের পরাজয়ের পথ, কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্যের পথ পরাজয়ের পথ নয়।

সাম্রাজ্যবাদ পাকিস্তান পাহারা দিবে?

নিউজ ক্রনিকেলের সংবাদদাতা যখন জিজ্ঞাসা করেন—পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইলে হিন্দুমুসলমানে গৃহযুদ্ধ বাধিবে না কি? জিন্না দৃঢ়ভাবে জানান যে, তাহা সম্ভব নয়, কিন্তু তবু যদি গৃহযুদ্ধ হয় তাহা হইলে "ব্রিটিশ রাজশক্তি তাহা দমন করিবে, সাময়িকভাবে তাহারা এদেশে থাকিয়া প্রভুত্ব করিবে।" জিন্নার এই উক্তি লীগের দাবীকে, লীগের পন্থাকে খাটো করিয়াছে। কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্যের চেষ্টা চাই না, এই কথা বলার পর স্বভাবতঃই জিন্নাকে বলিতে হইয়াছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ইচ্ছায় পাকিস্তান গঠন করিয়া কিছুকাল শান্তি রক্ষার জন্য পাকিস্তান পাহারা দিবে। জিন্নার এই উক্তির সঙ্গে লীগের করাচী অধিবেশনের প্রস্তাবের কোন মিল নাই। করাচীতে লীগ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছে—পূর্ণ স্বাধীনতাই পাকিস্তান। জিন্না আজ লীগ প্রস্তাবের মর্য্যাদা পদদলিত করিয়া এক স্তর নীচে নামিয়া আসিলেন কেন? কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্য সম্বন্ধে হতাশা এবং জাতীয় ঐক্যের উপর লর্ড ওয়াভেলের আক্রমণ জিন্নার মনে এই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। জিন্নার এই বিবৃতি ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী করিবে, সে দেখাইবে অচল অবস্থা অবসান করা অসম্ভব, কারণ জিন্না গান্ধীর সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করিতে অনিচ্ছুক।

মুসলিম লীগ যে মুহূর্ত্তে ঘোষণা করিয়াছিল পাকিস্তান মানে পূর্ণ স্বাধীনতা, সেই মুহূর্ত্তেই মুসলমান জনগণের মধ্যে দিকে দিকে উৎসাহের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। মুসলমান জনগণের মনে আজ আর সাম্রাজ্যবাদীর অনুগ্রহে অধিকৃত স্বুবিধালাভের মোহ নাই, তাহারা চায় সারা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং মুসলমানদের স্বাধীন রাষ্ট্র। জিন্না যাহাই বলুন না কেন মুসলিম লীগের সংগঠিত ঘোষণার ভিতরই মুসলমানদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হইয়াছে। জিন্না মুসলিম লীগের উপরে নন, মুসলিম লীগই জিন্নার উপরে।

কংগ্রেসকে আগাইতে হইবে

কংগ্রেসের ভিতর যাঁহারা লীগের সঙ্গে ঐক্যের বিরোধী তাঁহারা জিন্নার বিবৃতিতে উল্লসিত হইয়াছেন। লীগের করাচী অধিবেশনের প্রস্তাব তাঁহাদের মনে নিশ্চয়ই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, কারণ সেই প্রস্তাবে ছিল পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী। জিন্নার বিবৃতিতে সে দাবী খর্ব্ব হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাদের উল্লাসের কোন কারণ নাই। লীগের করাচী অধিবেশনের প্রস্তাব যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তাহাই কংগ্রেসের স্বার্থ, জিন্নার বিপরীত প্রতিক্রিয়াই ভারতীয় জনগণের বিপদ বাড়াইতেছে। কংগ্রেস লীগের প্রতি ঐক্যের হাত বাড়ায় নাই, কংগ্রেস মুসলিম জাতিসমূহের স্বরাষ্ট্র গঠনের দাবী মানিয়া লয় নাই, তাই ঐক্য সম্পর্কে হতাশ হইয়া জিন্না কংগ্রেস বিরোধিতার পথে ছুটিয়াছেন। কংগ্রেস লীগের প্রতি ঐক্যের হাত বাড়াইলে জিন্নার সাধ্য কি আছে লীগের লক্ষ্য ক্ষুণ্ণ করিয়া আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতার পথ ধরেন? লীগ তখন তাঁহাকে জোর করিয়া ফিরাইবে। আজ লীগের সে জোর নাই কারণ, কংগ্রেসই লীগকে সে জোর দেয় নাই।

হিন্দু-মুসলমান জনগণ পিছনে পড়িয়া থাকিবে না

কংগ্রেস এবং লীগ উভয়েই ভাবুক—তাহারা আরও পরস্পর দূরে সরিয়া যাইবে, না আরও নিকটে আসিবে? সমগ্র দুনিয়ায় আজ ফ্যাসিষ্টবলিত জনগণ নূতন ইতিহাস রচনা করিতেছে। ইউরোপ ও এসিয়ার দেশে দেশে জনগণ রুশিয়ার বিজয়ী লালফৌজের আদর্শে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফ্যাসিষ্ট বর্ব্বরদের পরাস্ত করিতেছে এবং সেই সঙ্গে ইহা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ মতলব ব্যর্থ করিয়া নিজ নিজ দেশে জনগণের রাষ্ট্র গঠন করিতেছে। যুগোস্লাভিয়ায়, পোল্যাণ্ডে, চীনে, মালয়ে সর্ব্বত্রই জনগণের অভিযান এই দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, ভারত পিছনে পড়িয়া থাকিবে? কংগ্রেস এবং লীগের নেতারা যাহাই ভাবুন না কেন, ভারতের জনগণ পিছনে পড়িয়া থাকিতে চায় না। ভারতের জনগণ বিভিন্ন ভারতীয় জাতির স্বরাষ্ট্র গঠনের অধিকার স্বীকার করিয়া কংগ্রেস ও লীগ ঐক্যের পথে অগ্রসর হউক, ভারতীয় ইতিহাসও নূতন ধারায় প্রবাহিত হইবে। জিন্না এই স্রোতের সঙ্গে মিলিতে বাধ্য।

একবছর দুর্ভিক্ষের পর বাংলা

- প্রেরণার উৎস
- বিপদের সংকেত

বাহির হইয়াছে! এখুনি অর্ডার দিন!

পি-সি-জোশীর লেখা

১৬ পৃষ্ঠার বই—দাম দুই আনা

"দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে লড়িবার মধ্য দিয়া বাংলায় ঐক্যের শক্তি বাড়িয়াছে, অনৈক্যের শক্তি দুর্ব্বল হইয়াছে।

"দেশব্যাপী 'বাংলাকে রক্ষা কর' আন্দোলন দুইটী জিনিষ প্রমাণ করিয়াছে—(১) অবাঙ্গালীরা যতই একতাবদ্ধ ভাবে বাংলাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছে—বাঙ্গালীরা নিজেরা ততই মিলিতে উৎসাহিত হইয়াছে। (২) আমরা যতই বাংলাকে সাহায্য করিতে চেষ্টা করি ততই আমরা আমাদের জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম জাগাইয়া তুলি।"

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, লিঃ

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীট, কলিকাতা

সমস্ত এলাকার জেলেরা নৌকা পাইবে

সরকারী কর্মচারীদের কাছে আদায় করুন

১২ই মার্চের একটি সরকারী প্রেস নোটে প্রকাশ, দুঃস্থ জেলে ও কুমারদের সাহায্য দিবার উদ্দেশ্যে বাংলা সরকার তাহাদের মধ্যে নৌকা বিলি করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সরকারী জিলাস্তরে পুলিসের নীতি অনুসারে যে সমস্ত জেলে নৌকা জমা রাখিয়াছিল, তাহাদের নৌকা সর্ব্বত্র দেওয়া হইবে। যে সমস্ত অঞ্চলে এই নীতি চালু হইয়াছিল এবং যেখানে হয় নাই—সমস্ত এলাকার জেলেরাই এই সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে। যাহারা নৌকা পাইবে, তাহারা দুই ভাবে নৌকার মূল্য শোধ করিবে—হয় তাহারা কিস্তিবন্দীতে টাকা দিবে, না হয় তাহারা ছয় মাসের কড়ারে নৌকা নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিতে পারিবে; এই মেয়াদ শেষ হইলে হয় কিস্তিবন্দীতে নৌকার মূল্য শোধ করিতে হইবে অথবা তাহাকে নৌকা ফেরত দিতে হইবে। যদি ইতিমধ্যে তদন্তের ফলে দেখা যায় যে, কেহ এত দুঃস্থ যে পুরা মূল্য শোধ দিবার ক্ষমতা নাই, তাহা হইলে তাহাকে উপযুক্ত হাড় দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। নৌকার বিনিময়ে ধার কোন মূল্য দিবারই সার্থক্য নাই, তাহাকে বিনামূল্যে নৌকা দেওয়া হইবে।

প্রকৃত অভাবীদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া ও তাহাদের সঙ্গে অনুমোদন পত্র দিয়া সেই সেই অঞ্চলের নৌকা জমা নেওয়ার খাঁটিগুলির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কাছে উহাদের পাঠাইবা দিবার জন্য স্থানীয় কর্ম্মচারীদের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা ঐ অভাবীদের যথাযোগ্য নৌকা দিবার ব্যবস্থা করিবে। অনুমোদিত অভাবীরা যাহাতে গ্রাম হইতে ঐ সমস্ত নৌকাজমার খাঁটিতে যাইয়া নিজেদের গ্রামে নৌকা লইয়া ফিরিতে পারে, তার জন্য, স্থানীয় কর্ম্মচারীদের উপর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বৃহদাকার অথবা অধিক মূল্যবান নৌকাগুলি মাতব্বর বা জেলেদের দলের সর্দারদা ঐ একই সর্ত্তে পাইতে পারিবেন।

কর্পোরেশন নির্ব্বাচনে

জাল কংগ্রেসের প্রার্থীদের সমর্থন করি না

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

দুর্নীতি প্রবেশ করে। নেতৃবর্গ এই "হরি ঘোষের গোয়ালের" আবর্জ্জনা দূর করার জন্য যে চেষ্টা করেন তাহা ব্যর্থ হয়। ইহার প্রধান কারণ এই যে, বিভিন্ন দল নির্ব্বাচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভের আগ্রহে অনুপযুক্ত প্রার্থিগণকে মনোনীত করেন। যে সময়ে সমগ্র দেশে এক অভূতপূর্ব্ব সঙ্কট অবস্থা বর্ত্তমান, সেই সময় আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, সমস্ত প্রগতিশীল দলকে সজ্ঘবদ্ধ করিয়া এবং প্রার্থিগণকে কোনরূপ দলগত ছাপ না দিয়া এইবার নির্ব্বাচন পরিচালনা করা সম্ভবপর হইবে। যাহাতে এইরূপ প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করা হয়, সেই জন্য রাজনৈতিক দলসমূহের বর্ত্তমান নেতৃবর্গ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, এই উপায়েই উপযুক্ত প্রার্থী নির্ব্বাচন সম্ভবপর হইত। কিন্তু এই আশায় আমরা নিরাশ হইয়াছি। কংগ্রেস কোনও প্রার্থী দাঁড় না করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং শ্রঃ প্রঃ কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী কংগ্রেসের মনোভাব সুস্পষ্টরূপে জানাইয়াছেন। সুতরাং কোনও একটি দল অননুমোদিত ভাবে কংগ্রেসের নাম ব্যবহার করিবার এবং পারস্পরিক সুবিধার জন্য অন্যান্য দলের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া যে সকল প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছেন আমরা তাঁহাদিগকে সমর্থন করিতে পারি না। কর্পোরেশনকে বর্ত্তমান দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করার একমাত্র উপায় কংগ্রেসের সমর্থকদের ভোট দিয়া এই ঐক্য গড়িয়া তুলিতে পারিবে। শ্রমিক আসনে যে সব দেশভক্ত প্রার্থী মজুরদের ইউনিয়ন গড়িয়া অভাব অভিযোগ দূর করিবার জন্য আজীবন লড়াই করিতেছে, সেই সব প্রার্থীদের ভোট দিয়া লাল ঝাণ্ডার সম্মান রক্ষা করিবে এবং কর্পোরেশনে মধ্যে কলিকাতার মজুরদের প্রকৃত প্রতিনিধিদের পাঠাইবে।

কমিউনিস্টর কাহাদের সমর্থন করিতেছে

এই মূল নীতিকে ভিত্তি করিয়া কমিউনিস্টরা সমস্ত শক্তি লইয়া নিম্নলিখিত প্রার্থীদের সমর্থন করিতেছে—

২৭ নং ওয়ার্ড—শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র বসু ২১ নং ওয়ার্ড—শ্রীযুক্ত রণদেব চৌধুরী
২৪ " " — " স্নেহাংশু আচার্য্য
শ্রমিক কেন্দ্র—কমরেড মহম্মদ ইসমাইল ও কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী

আপনারা ভোট দিবেন কাহাকে

বি পি সি সির সভাপ্রেত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্ট কংগ্রেসনেতাদের বিবৃতির পর বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে—কর্পোরেশন নির্বাচনে দেশভক্ত নাগরিকদের কর্ত্তব্য কি। কমিউনিস্টরা যাহা বলিয়াছিল—তাহা সমস্ত দেশভক্ত আজ একবাক্যে সমর্থন করিতেছে। জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থকদের পক্ষে এক একটী ভোটের অর্থ কলিকাতার বুকে কংগ্রেস ও স্বদেশভক্তির আসন এক এক ধাপ উচ্চে তুলিয়া ধরা। কংগ্রেস বিরোধী বহুদল ও মহাসভার পক্ষে এক একটী ভোট দেওয়ার অর্থ জনগণের ভিতর বিভেদ ও দুর্নীতির এক একটী শিকড় মজবুত করা।

খাদ্যসংকট, রেশনিংএর গলদ ও কর্পোরেশনের দুর্নীতি দূর করার জন্য হিন্দু-মুসলমান ঐক্য চাই, কংগ্রেস-লীগের ঐক্য চাই। মুসলমান নাগরিকরা লীগের প্রার্থীদের ভোট দিয়া ও হিন্দু নাগরিকরা আজাদ কংগ্রেসের সমর্থকদের ভোট দিয়া এই ঐক্য গড়িয়া তুলিতে পারিবে। শ্রমিক আসনে যে সব দেশভক্ত প্রার্থী মজুরদের ইউনিয়ন গড়িয়া অভাব অভিযোগ দূর করিবার জন্য আজীবন লড়াই করিতেছে, সেই সব প্রার্থীদের ভোট দিয়া লাল ঝাণ্ডার সম্মান রক্ষা করিবে এবং কর্পোরেশনে মধ্যে কলিকাতার মজুরদের প্রকৃত প্রতিনিধিদের পাঠাইবে।

শ্রমিককেন্দ্রের নির্বাচনে

কমরেড মহম্মদ ইসমাইল ও সোমনাথ লাহিড়ীর সমর্থনে কলিকাতার বিভিন্ন মজুর ইউনিয়ন

কলিকাতার ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, পোর্ট ট্রাষ্ট এমপ্লইজ এসোসিয়েশন, বিড়ি মজদুর ইউনিয়ন, মোটর ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়ন, বাস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও বেঙ্গল হোসিয়ারী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন প্রভৃতি সংগঠিত মজুর প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের নিজ নিজ ইউনিয়নের সভা ডাকিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব লইয়াছে,—তাহারা আসন্ন কর্পোরেশন নির্বাচনে শ্রমিক আসনের জন্য কমরেড মহম্মদ ইসমাইল ও সোমনাথ লাহিড়ীকে মজুর প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত করিতেছে। এই দুইজন প্রার্থীকে ভোট দিবার জন্য সমস্ত ইউনিয়নে সংগঠিত মজুর সভ্যের প্রত্যেককে তাহারা আবেদন জানাইতেছে। এই প্রার্থী দুইজনের চিহ্ন তালাচাবি ও সাইকেল। কলিকাতায় সমস্ত মজুর ভোটার ইঁহাদের ভোট দিয়া নিজ নিজ ইউনিয়নের সম্মান রাখুন এবং শ্রমিক শ্রেণীর লাল নিশানকে কর্পোরেশনের নির্বাচনে বিজয়ী করিয়া তুলুন।

ফুলবাড়ী কৃষক সম্মেলনে

সুখী প্রধান

আগেদিন কৃষক সম্মেলনের উদ্দেশে কলিকাতা হইতে কয়েকটী ছাত্র ও জেলা কমিটির কমরেডদের সঙ্গে ট্রেণে ঠাসাঠাসি করিয়া বসিয়া আছি। সম্মেলনে কি দেখিব বা কি শুনিব তাহা লইয়া গবেষণা করিতেছি। কলিকাতায় বসিয়া দেখিয়াছিলাম ২৪ পরগণা, হাওড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার গ্রামগুলি একদিন লুণ্ঠিত হইয়াছিলাম, সেখানে দিনের পর দিন তাহাদের লাঞ্ছনা, শিশুর অকাল মৃত্যু, বৃদ্ধের লুপ্তদৃষ্টি, নারীর অসম্মান। জানি বাংলার জেলার জেলায় বুভুক্ষার এই সর্ব্বব্যাপী তাণ্ডবের ক্ষত সমস্ত কৃষকের গায়ে কুৎসিৎ ঘাযির মত অঙ্কিত হইয়াছে। সে ব্যাধি এখনও প্রবল। এখন মৃত্যু দুই হাত বাড়াইয়া ধরিতে আসিতেছে। তাই কেমন করিয়া অবাহতি পাওয়া যায় তাহারই একটা পরিকল্পনা বোধ করি সম্মেলনে হইবে—মনে মনে অস্পষ্ট ভাবে এই ধারণাটাই কেবল ছিল।...

আলাপের নূতন ভাষা

গাড়ীতে আমরা ছাড়া সকলেই কৃষক—ফুলবাড়ীর কাছাকাছি একজন মধ্যবিত্ত উঠিল। আমরা নানা ভাবে চেষ্টা করিতেছিলাম কৃষকদের সঙ্গে আলাপ জমাইতে। আমরা যে স্বদেশী একথা সকলকে শুনাইবার জন্য ১৯২১ সাল হইতে গত ৯ই আগষ্ট পর্য্যন্ত যত আন্দোলন সবটাই গল্প করিতে লাগিলাম। মধ্যবিত্ত যুবকটি সশ্রদ্ধ চোখে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু কৃষকেরা সেই যে হাঁটুর মধ্যে মুখ দিয়া বসিয়া আছে তো আছেই—তাহাদের চিন্তার রাজ্যে আমাদের যেন প্রবেশ নাই। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ছাত্র কমরেড গান ধরিল—মরমনসিং এর গ্রাম্য কবি নিবারণ পণ্ডিতের জারীগান "ওরে ও কিষাণ ভাই"! চলন্ত গাড়ীর বাইরে জ্যোৎস্নার দুই এক ফালি আলো ঠিকরাইয়া জানালার পাশের সারিগুলিকে আলোকিত করিতেছিল। দেখা গেল ক্রমে ক্রমে নোয়ানো মাথা হাঁটুর বাঁধন হইতে ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছে। গান খানিলে অনেকগুলি কণ্ঠে প্রশ্ন হইল: বাবু এই গানের বই কোথায় কিনতে পাওয়া যায়? ইহার পর সমস্ত বাঁধন কাটিয়া গেল, মর্ম্মান্তিক ইতিহাসের সকরুণ গাথা কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের আপন করিয়া দিল।

সংবাদপত্রের ত্রুটী

কিন্তু আমাদের আলোচনার মাঝে আপত্তি উঠাইলেন কেবল সেই মধ্যবিত্ত যুবকটী। তিনি মধ্যে বাণিজ্যের পক্ষে এবং রেশনিং এর বিপক্ষে জ্ঞানপ্রসারী যুক্তিগুলি ঠিমা পাখীর মত মুখরু বলিলেন। আলোচনায় বোঝা গেল এই শিক্ষাটী "স্বদেশী" দৈনিক গুলির মারফৎ তাহার হইয়াছে।

ফুলবাড়ী ক্যাম্পের সামনে পৌঁছাইয়াও আমাদের এই আলোচনা চলিতেছিল। একগাড়ী কৃষকের মধ্যে একটী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক কেন মজুতদারের নীতি জাহির করে, ইহা হইতে কি বুঝিব আমরা স্থির করিতেছিলাম। বড়ঘরে বুড়া দাড়িওয়ালা কমরেড সান্ত্বনা বলিলেন: ওরা কি আর জ্ঞানপ্রসারের সভায় যাচ্ছে? সকালে উঠে রোজ যে কাগজ পড়ে তাতেই ঐ সব শেখে। আমাদের দেশের দৈনিক কাগজগুলির একচোখোমির কথা আর বলবেন না কমরেড। এতো আর ছোট খাটো সভা নয়—এই সভা বাংলাদেশের কৃষকদের সভা, যে কৃষকেরা এই সংকটে সব চাইতে বেশী ভুগেছে। এখানে অন্ততঃ ৫০ হাজার লোক জমায়েত হবে। কিন্তু একটা দৈনিক কাগজও তার সংবাদদাতা এখানে পাঠিয়েছে কি

সভা! দুই দিনে ইহাহার হইতে হাঁটিয়া আসিয়াছে। মাঝখানে মৃত কমরেড কৃষ্ণপদ র স্ত্রী।

সম্মেলনের স্থান ফুলবাড়ী বন্দর

স্থানীয় কমরেডরা বলিলেন স্থানটী চোরাবাজারের প্রধান ঘাঁটি। অথচ ঠাকুরগাঁয়ে সংক্রামক রোগ হইতেছে বলিয়া অগত্যা এখানে সম্মেলন করিতে হইতেছে। কিন্তু ফল ভালই হইয়াছে। এখানকার জমিদার ও জোতদার এবং মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে লড়িয়া স্থানীয় কৃষক সমিতি মাতোয়াল হইতেছিল। কিন্তু সম্মেলনের আয়োজন সে লড়াইয়ের ফল সমিতির পক্ষে আনিয়াছে। ১৫ দিন আগে নাকি ওখানে বসিবার ঠাঁই পাওয়া যাইত না, আর আজ মাড়োয়ারীরা ২৭টী ঘর প্রতিনিধিদের বাসস্থানের জন্য দিয়াছে, জোতদার ও জমিদার নানাপ্রকার সাহায্য করিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা চালানো হইয়াছে এবং আয়োজনের গতি যতই তীব্র হইয়াছে ইহারা ততই পেছে আসিয়াছে। এই অঞ্চল মুসলমান প্রধান। মুসলমানদের মধ্য হইতেও সাড়া পাওয়া গিয়াছে প্রচুর। সর্ব্বক্ষণের জন্য যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়া হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই মুসলমান। ইহা ছাড়া বগুড়া হইতে ২৫ জন অবস্থাপন্ন মুসলমান ঘরের ছেলে স্বেচ্ছাসেবক হইয়া আসিয়াছিল। সম্মেলনের পরিচালকরা বলেন যে ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা শৃংখলা ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছে।

সমাবেশ

দিনাজপুরের বিখ্যাত কমরেড বিভূতি গুহ ও সুশীল সেন বলিতেছিলেন: ঠাকুরগাঁ হইলে গোণা ৫০ হাজার কৃষকের সমাবেশ হইত। কথাটায় যেন একটু আক্ষেপ প্রকাশ পাইতেছিল। আসলে সমাবেশ তাহা হইতে বেশী কম হয় নাই। ফুলবাড়ী হইতে দক্ষিণে ১৮ মাইল, উত্তরে ২৫, পূর্ব্বে ৬ এবং পশ্চিমে ১০ মইল ব্যাপী প্রচার হয়। দেখা যায় যে সমগ্র জেলার ত্রিশটী থানার মধ্যে ২৫টী থানার প্রতিনিধি আসিয়াছে। ৫।৭ মাইল দূর হইতে হাজার হাজার কৃষক আসিয়াছে, কিন্তু ২০।২৫ মাইল এবং ৮০ মাইল দূর হইতেও অনেক কৃষক আসিয়াছে। ইটাহার হইতে কমরেড বসন্ত চ্যাটার্জ্জীর নেতৃত্বে ৬১ জন কৃষক সওয়া দুই দিনে হাঁটিয়া আসে। ইহার মধ্যে ছিল ৪ জন কিশোর আর তিন জন মহিলা। একজন

আমাদের মৃত কমরেড কৃষ্ণপদ'র স্ত্রী ভুতেশ্বরী। গ্রামের পর গ্রাম ইহারা অতিক্রম করিয়াছে, প্রতি গ্রামে ইহারা কৃষকের কথা, কৃষকের সংগ্রাম, দেশের স্বাধীনতার কথা, বক্তৃতায়, গানে, ইস্তাহারে প্রচার করিয়াছে। এমনি করিয়া ঠাকুরগাঁ হইতে ৪৫০ জন (২৫ জন স্ত্রী), পতিরাম হইতে ১০০ জন (২০ জন স্ত্রী) চিরিরবন্দর হইতে ৩০ জন আসিয়াছে। আর ৭।৮ মাইল দূর হইতে লাঠিধারী স্বেচ্ছাসেবক আসিয়াছে প্রায় তিন হাজার এবং তার মধ্যে লালপুরের ৭৫০ জন মেয়ে স্বেচ্ছাসেবিকা।

মহিলা ও অনুন্নত জাতির জাগরণ

মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৫০ এবং মহিলা প্রায়ই দেখিতাম—সামনে আগে পাশে বসিয়া থাইতেছে হাজার মেয়ে, সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতীয় মেয়ে। মনে হইল কৃষক আন্দোলন আজ সংকটের দিনে জাতির শেষ স্তর খুঁড়িয়া বাহির করিতেছে—তাই বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন সভ্যতার লোককে আজ টানিয়া আনিতেছে—সংখ্যার সপ্রদায়ের প্রকৃত স্বাধীনতা এবং উন্নতির কাজ অদূর ভবিষ্যতে এই কৃষক আন্দোলনের দ্বারাই সুরু করিতে হইবে।

পোষ্টার প্রদর্শনী

"দেখেছিস হিঁদু মেয়েরা কেমন ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে!" একজন মুসলমান কৃষক আর একজনকে বলিল। এক মহিলা কমরেড সমাগত দর্শকদের পোষ্টার বোঝাইতেছিলেন। শ্রোতারা গভীর মনোযোগের সহিত শুনিতেছেন, কাজেই প্রশ্নকর্ত্তার উত্তরে তাড়াতাড়ি জবাব হইল—"তাতে কি হয়েছে, এ হচ্ছে দেশের কাজ, এতে মান ইজ্জতের কথাই ওঠে না"। তাহার চোখের সামনে ছবিতে কৃষক সভার উৎপত্তি, কৃষক আন্দোলন, জাতীয় আন্দোলন, দেশবিদেশের কথা বর্ত্তমান খাদ্য সংকট ও ফ্যাসিষ্ট আক্রমণের ছবি। কানের মধ্যে তাহারই এক বোনের মর্ম্মস্পর্শী আবেদন: ওঠ, জাগো, এক হও। সম্মেলনের বাইরে শিল্পীর আঁকা বিরাট কৃষক মূর্ত্তি দেখিয়া একদল কৃষক বলাবলি করিতেছিল "মূর্ত্তিটা নিশ্চয় একতার কথা বলছে—ও ছাড়া আর কি বলবে"? এই পোষ্টার ও ছবিগুলি দিবারাত্র হাজার হাজার কৃষক দেখিয়াছে, লেখাপড়া জানা কৃষক টুকিয়া লইয়াছে। বহু ভাল প্রচারকের বাবস্থা থাকিলে এগুলি আরো বেশী কাজ করিতে পারিত।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

সম্মেলনের আর একটী বৈশিষ্ট্য ছিল: শিপ্‌লস রিলিফ কমিটির কয়েকজন ডাক্তার এখানে সর্ব্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন এবং সমাবেশের দিন মিলিটারি ডাক্তারের সহযোগিতায় বসন্তের টিকা ও কলেরার প্রতিষেধক ইনজেকশন দিয়াছিলেন। চোখে দেখিয়াছি কৃষকেরা সরকারী ডাক্তারের কথা শুনিলে টিকা লইতে চাইত না, কিন্তু কৃষক সমিতির নাম শুনিলেই রাজী হইয়া যাইত (বস্তুতঃ সমাবেশের মধ্যেই ২৫০ জন কলেরা প্রতিষেধক ইনজেকশন লইয়াছে।)

বইএর দোকানে

সম্মেলনের পাশেই বইএর দোকান। সমাবেশের দিন জ্ঞানলাল বুক এজেন্সীর দোকানে দারুণ ভিড়। সত্য একা পারিয়া উঠিতেছে না বলিয়া স্বেচ্ছাসেবক দর্শকদের মধ্যে বইএর দোকানে দেওয়া হইল। ঐ একদিনে ৩৫০৲ টাকার উপর বিক্রয় হইয়াছে। মুসলমান ক্রেতারা আসিয়া কংগ্রেস ও লীগের পার্থক্য ও ঐক্যবোধক বই দাবী করিয়াছে। এখানেও মেয়েদের ভিড়। 'কংগ্রেস কি চায়' এই বইখানি ও 'জনযুদ্ধ' মেয়েরা অনেক কিনিয়াছে। এই খানেই আমাকে পাকড়াও করিলেন ঠাকুরগাঁ-এর কণ্ঠীমনি। বয়স বোধ করি ৫০ হইবে। লাল সালাম দিয়া প্রশ্ন করিলেন: আমি কি করি। বলিলাম "জনযুদ্ধে লিখি"। "আমার নাম কণ্ঠীমনি—আধ

গ্রামে গ্রামে পুনরুজ্জীবনের সাড়া

মৃত্যুর বিরুদ্ধে যুক্ত রিলিফ কমিটির অভিযান

মুর্শিদাবাদের জেলা কৃষক সমিতির সম্পাদকের বার্ষিক রিপোর্ট: গত বৎসর জেলার প্রায় ২ লক্ষ লোক অনাহার, মহামারী প্রভৃতিতে মারা গিয়াছে। এই সংকটে গ্রামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনেও নানা রূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। এক কান্দী থানারই ১২০৪৩ খণ্ড জমি গরীব চাষীদের হাতছাড়া হইয়াছে। আর জেলায় শতকরা ৭০ ভাগই জমিহীন চাষী।

এ জেলার কোন কোন অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কিছুটা কমিয়াছে, তবে সমগ্রভাবে অবস্থার পরিবর্তন এখনও হয় নাই।

ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ, ঘিওর প্রভৃতি এলাকায় ম্যালেরিয়ার মহামারী বেশ কিছুটা কমিয়াছে, বন্যেরও আক্রমণও ততটা নাই কিন্তু মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় বন্যা মহামারীর আশঙ্কেই রহিয়াছে।

চট্টগ্রামের এক লীগ সদস্য রিপোর্ট দিয়াছেন, ডবল মুরিং এলাকায় শতকরা ৭৫ জন ম্যালেরিয়ার শয্যাশায়ী।

রংপুরের নীলফামারীতে অন্ততঃ ১০০ জন গরীব চাষী তাহাদের স্ত্রী বিক্রয় করিয়াছে।

ময়মনসিংহের দেরপুরে যে ৩০০০ দুঃস্থ রিলিফ কিচেনে খাইত তাহাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। এই সব দুঃস্থ নারী ও শিশু সংসার হইতে বিশ্বিত হইয়াছে। কারণও স্বামী তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে, কেহ বা তাহার বাপ মায়ের সন্ধানই পায় না। একটু খতাইয়া দেখিলে সমগ্র বাংলা দেশের চিত্রই আজ এই। যে মহামারী বাংলা দেশে দাবাগ্নির মত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল হয়ত তাহার প্রকোপ স্থানে স্থানে কিছু কমিয়াছে, আনন উর্বার উঠার সাথে সাথে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যাও হয়ত কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা আজও কিন্তু মূলতঃ বদলায় নাই।

দেশকে বাঁচাইবার বলিষ্ঠ সংকল্প

তবু, যে মুর্শিদাবাদের বর্তমানে এই অবস্থা সেখানে আজ হতাশা ছাপাইয়া উঠিয়াছে জেলাকে বাঁচাইবার দুর্জ্জয় সংকল্প। জেলার কমিউনিস্ট নেতাদের সাথে খাদ্য সংকট ও জেলার অন্যান্য অবস্থা সম্পর্কে সদ্য মুক্ত জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের আলোচনা হয়, শ্যামাপদবাবু বলেন—

"কংগ্রেসী বা কমিউনিস্ট—আমরা কেহই বৈদেশিক আক্রমণকে চাই না; বরং তার বিরুদ্ধে আমরা এক। বর্তমানে যথাশীঘ্রি সরবরাহ ও নিয়মিত কনট্রোল করা সরকারের প্রথম কর্তব্য, তার জন্য একদিকে সাপ্লাই আর রেশনিং অবিলম্বে দরকার।" তিনি আরও বলেন যে, তিনি সরকারী কর্তৃপক্ষের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন এবং বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগে এই কাজ করাইবার জন্য সচেষ্ট।

জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মৌলবী আবদুল সামাদ ঠিক এই মতই সমর্থন করেন। জেলার লীগ নেতা মৌলবী আবদুল গণিও রেশনিং প্রভৃতি সম্পর্কে সরকারী কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন।

যুক্ত রিলিফ কমিটি গ্রামের চেহারা বদলাইল

ঢাকা জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ এককালে জাতীয় আন্দোলনের বিরাট ঘাঁটি ছিল। এখানে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে কংগ্রেসের প্রভাব ছিল অখণ্ড। সমস্ত গ্রাম আজ কবরে ঢাকিয়া গিয়াছে। এখানকার বিখ্যাত শিল্প 'জামদানী শাড়ী' লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। গ্রামের কংগ্রেসীরা নিষ্ক্রিয়।

ঢাকেশ্বরী মিলের দেশভক্ত মজুররা ধ্বংসের বিরুদ্ধে ঐক্যের বাণীতে গ্রামে গ্রামে সাড়া জাগাইল। গ্রামের লোক সভা করিল; কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিস্ট, ইউনিয়ন বোর্ড—সকলকে লইয়া 'যুক্ত রিলিফ কমিটি' গঠন করিল। 'পিপল্‌স রিলিফ কমিটি' এই সম্মিলিত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে কুইনাইন ও চাল পাঠাইল।

জনশক্তির সামনে আমলাতন্ত্রের উদাসীনতা ভাঙিয়া গেল। ঐক্যবদ্ধ ডেপুটেশনের জোরে এস ডি ও গ্রামে আসিতে বাধ্য হইলেন। গ্রামের এমন হাল হইয়াছে, আগে নাকি তিনি জানিতেই পারেন নাই। জামদানী শাড়ী কেরোসিন অভাবে বোনা হয় না দেখিয়া কেরোসিনের বরাদ্দ আরো ৫০ টিন বাড়াইয়া দিলেন। বাজরার বদলে চালের ব্যবস্থা হইল। হাসপাতালের

ঘরের টিন বেচিয়াছে—ধানের বীজ খাইয়াছে

চাষী মরে আর মজুতদার গুদাম ভরে

দ্বিজেন ঘোষ

বরিশাল জেলার আমন ধান উঠার সাথে সাথে লঙ্গরখানা বন্ধ হইয়া গেল। যাহারা লঙ্গরখানায় খাইত তাহারা ধান ভানিয়া, জমির ধান কুড়াইয়া ও ভিক্ষা করিয়া এতদিন উপবাস ও অর্দ্ধোপবাসের মধ্য দিয়া কাটাইয়াছে। কিন্তু এখন ধানভানার কাজও নাই, ভিক্ষাও মেলে না। অনাহার পুরোপুরিই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

গত সঙ্কটে শতকরা ষাট ভাগ কৃষকের জমি বাঁধা পড়িয়াছে বা বিক্রী হইয়া গিয়াছে। এদিকে আউসের সময় আসিয়া পড়িয়াছে। কৃষকের ঘরে আউসের বীজ নাই। পেটের জ্বালায় ঘাইয়া ফেলিয়াছে।

অভাবের তাড়নায় বারুজীবিরা তাদের ঘরের টিন হইতে আরম্ভ করিয়া জমিটুকুও হারাইয়াছে। যাহাদের হাতে এখন পর্য্যন্ত পানের বরটুকু আছে তাহারাও টাকার অভাবে বর জাগাইতে পারিতেছে না।

জেলাদেশের অবস্থা আরও শোচনীয়। চাঁদপুর ইউনিয়নে ৯৬ ঘর জেলের বাস। ইহাদের মধ্যে ৬০ ঘরের উপরে ঘরের টিন হইতে আরম্ভ করিয়া সবকিছুই বিক্রী করিয়াছে। মাত্র ৮।১০ ঘর ছাড়া আর সকলেই ঘরের টিন চতুর্থাংশ জিনিষপত্র ও টিন বিক্রয় করিয়াছে ও বাকী সংসারটুকুও বিক্রয় করিবার জন্য ঘুরিয়া ফিরিতেছে। মেয়েরা কাপড় অভাবে ঘরের বাহির হইতে পারে না। লজ্জা নিবারণের জন্য সারাদিন থাকে মশারির মধ্যে। ৭।৮টি পরিবার কোথায় চলিয়া গিয়াছে কোন খোঁজ নাই। মঙ্গল দাস ও অন্যান্য কয়েকটি জেলেকে দেখিলাম সর্ব্বস্ব হারাইয়াও বসত বাটীর মায়া কাটাইতে পারে নাই। ভাঙ্গাভিটার মাঝখানে ছোট ৪টি বাঁশের উপরে কয়েকখান নারকেল পাতা বিছাইয়া উহার ছায়ায় মশারি খাটাইয়া শুইয়া আছে। উহারা বহুদিন পর্য্যন্ত জ্বরে ভুগিতেছে।

বাংলাদেশকে আর গড়িয়া তোলা যাইবে না, আজ এই অবস্থায় নিশ্চেষ্ট থাকা মানেই ধ্বংসের গতিবেগ বাড়াইয়া দেওয়া। তাই মৃত্যুর ভিতর হইতে আজ জাগিয়া উঠিতেছে জীবনের পলান, ধ্বংসের ভিতর হইতে গড়িয়া উঠিতেছে নূতন বনিয়াদ।

চট্টগ্রামের বরমা গ্রামের নারী সমিতির উদ্যোগে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী দুঃস্থ নারীদের সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের বাড়ীতে একটি বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। জিলা নারীসমিতির কমরেড মণিকুন্তলা চৌধুরীর চেষ্টায় সরকার হইতে ইহার জন্য ২০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। তাহার দ্বারা প্রথমে ২টী তাঁত ও ৪টী চরখা লইয়া কাজ সুরু হইয়াছে। এই উপলক্ষে যে জনসভা হয়, তাহাতে একটি ত্রিদিন পরিস্থার হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, দেশের সাধারণ লোক আজ নিশ্চেষ্ট ভাবে সংকটের মার খাইতে রাজী নয়। এই সংকটে যে সব শ্রেণীর উপর সবচেয়ে বেশী আঘাত পড়িয়াছে, তাহাদের ভিতর হইতেই সবল কর্ম্মপ্রচেষ্টার নিদর্শন পাওয়া যায়। বরমার ঐ সভাতেই তিন জন তাঁতি ঐ কুটীর শিল্পকেন্দ্র মানে ৬ দিন বিনা পারিশ্রমিকে কাজ শিখাইতে প্রতিশ্রুতি দেয়।

এই আন্দোলন শিকড় গাড়িতেছে

বরিশালের নারায়ণপুর ভারুকাটী অঞ্চলে দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য যে ২০০ টাকা পিপল্‌স রিলিফ কমিটি দিয়াছিল তাহা গ্রাম সংগঠনের কাজে লাগান হইয়াছে। ধানভানা, বাঁশের কাজ প্রভৃতির কাজ সুরু হইয়া গিয়াছে। গ্রামের দুঃস্থদের আর নিজনিজ স্থানে প্রতিষ্ঠা করায় এই চেষ্টার ভিতর নূতন আশা উজ্জমেরই খোঁজ পাওয়া যায়।

দিনাজপুরের মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অভাবী সভ্যরা সাধারণভাবে যাহাতে খাঁন্নী পরিয়া সমাজে বাঁচিয়া থাকিতে পারে সেই হিসাবে একটি কলাইলঙ্গার কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। তাহাতে প্রায় ৬০ জন মহিলা কলাইভাঙ্গিয়া মজুরী পায়।

চট্টগ্রামের বরমা গ্রামে দুঃস্থদের গ্রামে রাখিয়া সামাজিক জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিড়ি, দড়ি, চরকা ইত্যাদি কুটীরশিল্পের প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

নূতন আশা, নূতন উদ্যোগ

বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই আজ বাঁচিবার এই দারুণ স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে। দেশের জনসাধারণ আজ রিলিফ ও গ্রাম সংগঠনের কাজে ধীরে ধীরে আত্মনিয়োগ করিতেছে, ইহাই যে আগিকার শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেম—সমস্ত সমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইয়া স্বাধীনতার পথে আগাইয়া লইয়া যাইবার কাজ—এ চেতনা আজ কাজের ভিতর দিয়া প্রচার পাইতেছে।

ইহাদের হারায় কে? ★ ★

★ ★ কাজ ও কাগজ বিক্রি আলাদা নয়

ইছাপুর কারখানাতে প্রায় ৩০ হাজার মজুর কাজ করে। এক বছর আগেও এখানে মজুরদের কোন ইউনিয়ন ছিল না। ২৪ পরগণার জেলা সংগঠক কমরেড কুঞ্জ বসু এখানে প্রথমে ৫ খানা 'জনযুদ্ধ' লইয়া একটি পাঠচক্র আরম্ভ করেন। এই ছোট্ট পাঠচক্রটি আজ ৫ শত সভ্যের একটি বড় ইউনিয়নে পরিণত হইয়াছে। এখন এখানে ১০০ কপি 'জনযুদ্ধ' বিক্রি হয়। গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী এখানে জনযুদ্ধের একটি পাঠক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'জনযুদ্ধ' সম্বন্ধে আলোচনার ফলে সকলের মধ্যে নূতন উৎসাহ আসিয়াছে। তাঁহারা সঙ্কল্প লইয়াছেন, মার্চ্চ মাসের মধ্যে 'জনযুদ্ধ' বিক্রি আরো ১০০ কপি বাড়াইবেন, ইউনিয়নের নূতন ৩০০ সভ্য করিবেন ও মাসে ১৫৲ টাকার স্থলে ৩০৲ টাকা পার্টি ফাণ্ড উঠাইবেন।

পরের সপ্তাহেই এখানে 'জনযুদ্ধ' ২৫ কপি বিক্রি বাড়িয়াছে। ইউনিয়নের শতকরা ২৫ জন সভ্যই এখন পার্টি পত্রিকা কিনিয়া পড়েন।

লৌহ শিল্প হিসাবে বার্ণপুরের লোহা কারখানার স্থান টাটার পরেই। এখানকার পার্টির কাজ আসানসোল হইতেই চালানো হইত। আসানসোল কেন্দ্রে যে ৫০ কপি 'জনযুদ্ধ' ও ৭ কপি 'স্বাধীনতা' যাইত, তাহার মধ্যে ৩০ কপি 'জনযুদ্ধ' ও 'স্বাধীনতা'র সমস্ত কপিই বার্ণপুরে বিক্রি হইত।

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী বার্ণপুরে ৭ হাজার মজুরের যে বিরাট সম্মেলন হইয়া গেল তাহাতে ১০০ কপি 'স্বাধীনতা' বিক্রি হয়। সম্মেলনের পরে সেখানে একটি শক্তিশালী ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে এবং সেখানে পত্রিকার চাহিদা অনেক বাড়িয়া যাওয়ায় তাঁহারা ৫০ কপি 'জনযুদ্ধ' ও ৫০ কপি 'স্বাধীনতা'র একটি আলাদা এজেন্সী লইতেছেন।

পার্টি পত্রিকার চাহিদা দিন দিন বাড়িতেছে। যে সব কমরেড তাঁদের গ্রাফিতির জন্য ইউনিয়নের কাজের দোহাই দেন—ইহাপুর ও বার্ণপুরের ঘটনা দুইটি তাঁদের চোখ খুলিয়া দিবে।

আউশ চাষের জন্য আন্দোলন

আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বীজধান চাই

বাংলার প্রত্যেক জেলাতেই কৃষকরা রোগজ্বালায় ভুগিয়া একে ত দেহের শক্তি হারাইয়াছে, তাহার উপর তীব্র সংকটের ফলে লাঙ্গল বলদ সব কিছুই তাহাদের বিক্রী করিয়া ফেলিতে হইয়াছে। সবচেয়ে বেশী বিপদ এই যে অধিকাংশ স্থলেই কৃষকরা ক্ষুধার তাড়নায় বীজধান খাইয়া ফেলিয়াছে। আউশ চাষের তাই সমূহ বিপদ। বীজধান, গরু, লাঙ্গল ইত্যাদির জন্য আজই সরকারকে ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষক সমিতির ও মিলিত খাদ্যকমিটির ভিতর দিয়া বিভিন্ন স্থানে এই বিষয়ে প্রবল আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু সময় নাই—এই মুহূর্ত্তেই যদি আউশ চাষের গুরুত্ব বুঝিয়া কৃষকদের সাহায্য না করা যায় তবে যে দুই মাস কৃষকরা আউশ চাল খাইয়া বাঁচিয়া থাকে, বছরে সেই দুই মাসের জন্য সংকটের বীজ এখন হইতেই আমরা সৃষ্টি করিয়া বসিব। এ বিষয়ে সরকার, জনসাধারণ ও কৃষককে গভীরভাবে সচেতন হইতে হইবে।

আন্দোলন করিয়া সরকারকে বাধ্য কর

ঢাকা: মাণিকগঞ্জ মহকুমাতে আউশ ধানই হইল প্রধান ফসল, ইহা আমনের প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে হয়। এই অঞ্চলের জমি খুব নীচু। জ্যৈষ্ঠ মাসেই সকল অঞ্চল জলে ডুবিয়া যায়। তাই এখানে আউশ লাগান শেষ করিতে হয় চৈত্র মাসের প্রথম দিকেই। এদিকে কৃষকদের ঘরে বীজধান একেবারেই নাই। জোতদার দের কিছু কিছু আছে—তাহা বাজারে বিক্রী হয় ৩০৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকা মন দরে। তাহাও যথেষ্ট নয়। জোতদাররা যে পরিমাণে বীজ এই অতিরিক্ত দামে সরবরাহ করিতে পারে তাহাতে খুব বেশী হইলেও প্রয়োজনের শতকরা ২৫ ভাগ চলিতে পারে। কিন্তু সরকারের নিকট হইতে কোন বীজ ধানই পাওয়া যাইতেছে না। ইহার ফলে কৃষকরা বাধ্য হইয়া কোথাও কোথাও (যেমন হরিরামপুর এলাকায়) আউশের জমিতে পাট লাগাইতেছে। সর্ব্বত্রই "বীজ ধান চাই"—এই আওয়াজ উঠাইতে হইবে এবং আগামী ১৫।২০ দিনের মধ্যে বীজ ধান পাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে—নতুবা ফসল ৬০।৭০ ভাগ কম হইবে। গরম অভাব খুব বেশী। তাহা সত্ত্বেও চাষ হইতেছে—অনেক জায়গাতেই দুই তিনটী কৃষক পরিবার প্রত্যেকের একটী গরু দিয়া মিলিত হাল ব্যবহার করিতেছে। এইভাবে চাষ চলিলে প্রায় ষোল ভাগের এক ভাগ চাষের জমি পতিত থাকিবে।

নোয়াখালি: বেগমগঞ্জ থানার অধীনে ৮নং ফাজিলপুর ইউনিয়নে ১৩০০ একরের অধিক জমিতে গত বৃষ্টির ফলে ৮ হইতে ১৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত এখনও জল জমিয়া আছে। অবিলম্বে এই জল সরাইতে না পারিলে দুই হাজার মণ ধান উৎপাদন এই মরশুমে বন্ধ থাকিবে। স্থানীয় কৃষক সমিতির উদ্যোগে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ডেপুটেশন দিয়া বিষয়ে অবিলম্বে ডবল করিয়া সরকারী ব্যয়ে নালা কাটিয়া দিবার জন্য দাবী করিয়া আন্দোলন করা হইতেছে। আগামী ১০।১২ দিনের মধ্যে এই জল অপসারিত না হইলে ২০০০ মণ ধানের জমি নষ্ট হইয়া যাইবে।

বীজ ও বলদের জন্য ডেপুটেশন পাঠাও

ময়মনসিংহ: আচমতা চারিপাড়া ইউনিয়নের হিসাবে দেখা যায় যে এখানে আউশের অবিশ্বাস্য অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। একটী গ্রামে ৫-টী বাড়ীর মধ্যে জানা যায় ৩৪টী পরিবারের জমি নাই, বীজধান আছে মাত্র ৭ জনের। ৩৪টী পরিবারের সকলেরই ঋণ আছে। গণেরপাণ্ড এলাকায় ৩৬টী কৃষক পরিবারের মধ্যে মাত্র ১১টী পরিবারের বীজধান ও বলদ আছে, ২১টী পরিবারের চাষের বলদ একেবারেই নাই, ৬টী পরিবারের মাত্র ১টী করিয়া বলদ আছে। অন্যান্য গ্রামগুলিরও এই অবস্থা। বীজধান ও কৃষি ঋণ পরিমাণ মত না পাওয়া গেলে আউশ ফসল হইবে না। স্থানীয় কৃষক সমিতি, কমিউনিস্ট পার্টি অন্যান্য সকলের ( ) হিত মিলিতভাবে সভা, বৈঠক ও হাটে জনসমাবেশ সৃষ্টি করিয়া কৃষি ঋণ স্থগিতের দাবী আদায় করিয়াছে। বীজধান ও বলদের আন্দোলন জোর চলিতেছে। স্থানীয় হাকিমের নিকট গণ ডেপুটেশনের ব্যবস্থাও হইতেছে।

বরিশাল: গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী মুলাদী অঞ্চলে কৃষকসমিতি ও ফুড কমিটির কর্ম্মীগণ একযোগে ৮।৯৯ জন কৃষক ও ১৪।২০ জন ভদ্র লইয়া পাঁচ কড়া জমি আবাদ করে। ব্যাওয়াজনষ্ট "দেশরক্ষার জন্য দুর্ভিক্ষ রুখিতে ফসল বাড়াও" আওয়াজ তুলিয়া এই জমি চাষের মধ্য দিয়া এক দারুণ উৎসাহ সৃষ্টি হয়। গ্রাম মাতব্বররা সকলেই এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। আশপাশের গ্রামে এই ব্যাপারে তুমুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ইহার ফলে এই অঞ্চলের সর্ব্বত্রই জমিতে ফসল বাড়াইবার জন্য আয়োজন চলিতেছে।

কৃষক সমিতির আহ্বানে বিনামজুরীতে কৃষকের শ্রম

ফরিদপুর: কোরকদী ইউনিয়ন ও পাথরডী আরো কয়েকটী স্থানে গত বৎসর কৃষক সমিতির চেষ্টায় গড়িয়াদহ খাল বাঁধিয়া ও কাটাখালি খাল কাটিয়া এই অঞ্চলের ধান বহু পরিমাণে রক্ষা করা হইয়াছিল। কিন্তু কৃষক সমিতি দেখিল যে গড়িয়াদহ খাল বাঁধিবার ফলে দৈনন্দিন খাদ্য মাছের অত্যন্ত অভাব হইতেছে এবং মাত্র কাটাখালির খাল বন্ধ হইতে ধান রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। তাই সমিতি স্থির করিয়াছে—ভাটিখাল নামে আরেকটী খাল কাটিয়া এই অঞ্চলের ধান সম্পূর্ণরূপে বাঁচাইতে হইবে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট জানগী কাটিতে অনুমতি দিলেন। জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান রাস্তা কাটিতেও অনুমতি দিলেন, তবে রাস্তায় পুল বাঁধিয়া দিতে হইবে। টাকার জন্য সমিতির প্রতিনিধিরা গোয়ালন্দের হাকিমের কাছে গেলেন। তিনি বলেন, ষ্টেট রিলিফ ভিন্ন অন্য বাবদ টাকা মঞ্জুর করিতে পারিবেন না। ষ্টেট রিলিফের হার অত্যন্ত কম। এত কম মজুরীতে লোক পাওয়া যায় না। তখন কৃষক সমিতি সকলকে আহ্বান দিল—প্রত্যেক পরিবারকে তিন দিনের ৪ম বিনা পয়সায় দিতে হইবে। প্রত্যেকেই রাজী হইল। গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে খাল কাটা সুরু হইয়াছে। ২০০ কৃষক খালের পাশে কৃষক সমিতির পতাকা লইয়া সারাদিন কাজ করিতেছে। এই খাল কাটার ফলে ৩৬ বর্গ মাইল স্থানের ধান বাঁচিবে, ২৯টী গ্রামের ২০,০০০ লোকের ফসল ঘরে উঠিবে।

চট্টগ্রামে কবিগায়কদের সাড়া

পূর্ণেন্দু দস্তিদার

চট্টগ্রাম জিলায় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে গত "চট্টগ্রাম রক্ষা কর" প্রদর্শনী উপলক্ষে এক নূতন সাংস্কৃতিক জাগরণ আসে। কবরেড চিত্তপ্রসাদ, জিলা কমিটির সদস্য কমরেড করুণকুমার সেন, কমরেড বঙ্কিমসেন ইত্যাদির চেষ্টায় চট্টগ্রামী ভাষায় গান, কীর্ত্তন সঙ্গে সঙ্গে প্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী কমরেড ননী মিত্রের নৃত্য নূতন রূপধরে সব কিছু মিলিয়া গণসংস্কৃতির এক সবল ভিত্তি গণ জনগণের সামনে উপস্থিত হয়। গোঁড়া সংস্কারপন্থী হিন্দুমুসলমান, বিশিষ্ট বৃদ্ধ নেতারা পর্য্যন্ত সন্দেহ, দ্বিধা অথচ কৌতূহল লইয়া সংস্কৃতির এই নবজাগরণ লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলেন।

কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত জিলার কবি ও শিল্পীদের মধ্যে এই জাগরণের প্রভাব অল্পই পড়ে। বিশেষতঃ যেই কবিওয়ালারা জনসংস্কৃতির সবচেয়ে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী প্রচারক তাহাদের কোন সমর্থন তখনও পাওয়া যায় নাই। গত পৌষ ২ ফেব্রুয়ারী জিলা কৃষক সম্মেলন উপলক্ষে এই সমস্ত কবিওয়ালাদের সমাবেশ সম্ভব হয় এবং জিলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি শ্রীযুক্ত রমেশ শীল, অন্যান্য প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুত ফকীরচন্দ্র, শ্রীযুত গোবিন্দ দে, মৌলভী হেদায়েৎ আলী, মৌলভী এজাহার মিয়া, শ্রীযুত তারাচরণ দাস, কমরেড বঙ্কিম সেন ও কমরেড নির্মল ধামকে লইয়া চট্টগ্রাম কবি-সমিতি গঠিত হয়। শ্রীযুত রমেশশীল ও শ্রীযুত গোবিন্দ দে যথাক্রমে এই সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন, কমরেড নির্ম্মল হন ইহার সহসম্পাদক নির্ব্বাচিত হন।

কৃষকসম্মেলন মঞ্চেই প্রথমে এই শ্রেষ্ঠ কবিরা তাঁহাদের স্বপ্নসুন্দর কবিতা ও ছড়া দিয়া কৃষকসম্মেলনকে অভিনন্দিত করেন এবং তাহাদের এই কবিপ্রতিভাকে খাদ্যসঙ্কট নিবারণ ও স্বাধীনতার প্রয়োজনে নিয়োগ করিবে এই সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ হইতে কমরেড যশোদা চক্রবর্ত্তী, নারীসমিতির পক্ষ হইতে কমরেড আরতি দত্ত, ছাত্রফেডারেশনের পক্ষ হইতে কমরেড কিরণ ধর এবং কৃষকসমিতির পক্ষ হইতে কমরেড রণধীর দাসগুপ্ত কবিদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তারপর রাত্রি প্রায় ১২টা হইতে কবিগান সুরু হয় এবং ভোর ৪টা পর্য্যন্ত শত শত কৃষক ও মহিলা তাহাদের নিজেদের ভাষায় তাহাদের মনের কথা, তাহাদের অভাব অভিযোগ, মুগ্ধ হইয়া শোনে। যেমন করিয়া এক এক রাত্রের জন্য ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত বায়না লইয়া বাবনা করিত, তাহারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া, স্বেচ্ছায় এই সম্মেলনে যোগদান করে।

ইহার পরে হবিগঞ্জ ছাঁপে কমিউনিষ্ট পার্টির জেলা-সমাবেশে উপলক্ষে কবি শ্রীযুত রমেশ শীল, ফকীর বড়ুয়া ও তারাচরণ নিজেরাই আসিয়া যোগদান করেন এবং রাত্রি আড়াইটা হইতে কবিগান সুরু করেন। এই শুভ কমিনেই এই কবিদের কবিতা ও ছড়াতে নূতন প্রভাব এইবার বিশেষ লক্ষ্য করা যায়। ছড়ার মধ্য দিয়া ইঁহারা কমিউনিষ্ট পার্টিকে অভিনন্দন জানাইয়া, জাপবিরোধী ও পঞ্চমবাহিনীবিরোধী ছড়ায় সকলকে মুগ্ধ করেন, ভোর পর্য্যন্ত সহ নরনারী এই কবিগান শোনে।

এই সব কবিরা স্থির করিয়াছেন, নিছক আনন্দের জন্যই তাঁহারা আর ছড়া, কবিতা রচনা করিবেন না। এখন দেশপ্রেমিক বিষয়েই তাঁহারা সব কিছু রচনা করিবেন এবং স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখিবার জন্য কোন সময় ৩ ঘণ্টার বেশী গান করিবেন না। পূর্ব্বে দুই জন কবির মধ্যে ছড়া কাটাকাটি সুরু হইলে জিদের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা কোন সময়ে দুই তিন দিন পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিতেন।

চট্টগ্রামে গণসংস্কৃতির ইতিহাসে এই কবিরা এক নূতন জীবন ও প্রেরণা আনিয়া চট্টগ্রামের সমস্ত গণ-আন্দোলনকে দিন দিন শক্তিশালী করিয়া তুলিবে—সাধারণের এই বিপদ সঙ্কুল জেলা এই সব কবিদের ছড়া ও গানের মধ্য দিয়া একতা ও দেশপ্রেমের এক নূতন ইতিহাস রচনা করিল।

আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য

রাজশাহী লীগ সম্মেলনে দেশপ্রেমিক সঙ্কল্প

সন্তোষ ভট্টাচার্য্য

গত ৫ই মার্চ্চ রাজশাহী শহরে ৫ হাজার লোকের উপস্থিতিতে জেলা পার্টিগুলির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও ৫টি মহকুমা হইতে ৩০০ প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে। ৪০০ মুসলিম মহিলা পর্দ্দার বাধা ভাঙ্গিয়া মুসলিম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের আহ্বান ও দেশরক্ষার ডাকে সাড়া দিল। সম্মেলনে জেলা লীগ কমিটি, মুসলিম মহিলা কমিটি ও মুসলিম ছাত্র লীগ গঠিত হইল। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিলেন প্রাদেশিক লীগ সেক্রেটারী মিঃ আবুল হাশেম।

খাদ্য ও রিলিফ আন্দোলনের মধ্য দিয়া এই জেলার মুসলিম সমাজ সম্পূর্ণ নেতৃত্ব হইয়া উঠিয়াছিল। জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে কমিউনিস্টদের ঐক্য আন্দোলন লীগের মধ্যে পরিবর্ত্তন আনিতেছিল। সম্মেলন উপলক্ষে জেলা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ হইতে ইস্তাহার, পোস্টার ও আলাপ আলোচনার মারফৎ প্রচার চলিতে থাকে। ইস্তাহার পড়িয়া কয়েকজন হিন্দু ছাত্র বলিলেন 'এই যদি পাকিস্থান হয়, তাহলেও ভালই।' সম্মেলনের দিন অনেক হিন্দুও সভা শুনিতে আসিলেন।

সভাপতি বলিলেন, 'পাকিস্থান সাম্প্রদায়িক দাবী নহে; ইহা স্বাধীন ভারতের পূর্ণ রূপ। যে স্কুল-লাভের অধিক সংখ্যক অধিবাসী মুসলিম, তাহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে হইবে; এই দাবী শুধু মুসলিমের নয়, এই দাবী ভারতের প্রত্যেকটি স্বাধীনতাপ্রিয় জাতির।

'এক শ্রেণীর হিন্দু 'রাম রাজত্ব' চান এবং এক শ্রেণীর মুসলমান 'ভারতজয়ের' স্বপ্ন দেখেন—এই দুই মনোভাবই ভ্রান্ত। আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে আমরা ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করিব এবং আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব কায়েম করিব। সোভিয়েট ইউনিয়নের অতুলনীয় সংগ্রামের পিছনে রহিয়াছে বিভিন্ন স্বাধীন জাতির এই লোহদৃঢ় একতা। প্রত্যেক মুসলমানকে আজ আত্মনিয়ন্ত্রণের মূল কথা বুঝিতে হইবে। নিজেরা সচেতন হইয়া লীগকে গণতান্ত্রিক কাঠামোয় দাঁড় করান। প্রত্যেকে লীগের সভ্য হন। মঙ্গলের জন্য কিম্বা জোরের সেক্রিফেটের জন্য লীগ নহে, মঙ্গলের ও জোরের সেক্রিফেটেরই লীগের নির্দ্দেশ মানিতে হইবে।'

খাদ্য সংকট সমাধানের আন্দোলনে লীগ কর্ম্মীদের হিন্দু সকলের পুরোভাগে দাঁড়াইতে বলেন। জনগণের সেবার মধ্য দিয়াই লীগ সম্মান ও শক্তি অর্জন করিবে। মিঃ হাশেম বলেন, 'লীগের নীতি চায় (১) বাংলায় রেশনিং, (২) ঘাটতি অঞ্চলে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক খাদ্য প্রেরণ, (৩) মজুত ও চোরা কারবারের বিরুদ্ধে অভিযান, (৪) খাদ্য-বস্ত্র উৎপাদন ও বণ্টনের জন্য খাদ্য কমিটির হাতে ক্ষমতা অর্পণ, (৫) খাদ্য আন্দোলনে এই নীতির ভিত্তিতে কংগ্রেস, মহাসভা, কমিউনিষ্ট প্রভৃতির সহিত একতা।

সম্মেলনে সকল বক্তাই লীগের এই নূতন নীতিকে অভিনন্দন জানাইলেন। সমাগত জনতার মধ্যে নূতন প্রেরণা দেখা গেল। অনেকে বলিল, এতদিনে খাঁটি লীগ গড়িয়া উঠিতেছে। মুসলমান জনগণের এই চেতনা সার্থক করিতে হইলে জেলার লীগকে অবিলম্বে অন্যান্য দেশপ্রেমিক দলের সহিত একযোগে দেশকে বাঁচাইবার আন্দোলন করিতে হইবে।

ব ন্দী মু ক্তি দি ব স

'নেতাদের মুক্তি চাই না'—

পঞ্চম বাহিনীর ধ্বনি

২২শে ফেব্রুয়ারী ফরিদপুর জেলার বাঙ্গুচরাতে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া একটি সভা হয়। মুসলিম লীগের সভ্য আইজদ্দি সরদ

অবিলম্বে মজুরের রেশন বাড়াও

সুরাবর্দ্দী সাহেবের নিকট ট্রাম শ্রমিকদের স্পষ্ট কথা

মজুরদের জন্য রেশন বরাদ্দ না বাড়াইবার ফলে এক দারুণ সংকট উপস্থিত হইয়াছে। ট্রাম, লোহা-কারখানা, ইলেকট্রিক, গ্যাস, জুট প্রভৃতি মজুরদের মধ্যে খবর লইয়া জানা গেল তাহাদের অধিকাংশ আধ পেটা খাইয়া কাজ চালু রাখিতে বাধ্য হইতেছে।

কলিকাতায় ট্রাম শ্রমিকদের কয়েকটি মেস আছে। ডোভার লেন, বিলকুশা ষ্ট্রীট, গড়পাড়, রাসবিহারী এভেনিউ প্রভৃতি এলাকার মেসে এখন বাটী মাপিয়া দেওয়া শুরু হইয়াছে, অধিকাংশ মজুর প্রয়োজনের অর্দ্ধেক খাদ্য ভোজন করিতে বাধ্য হইতেছে। কাশা-পাড়া ও বেলেঘাটা জুটমিলের শ্রমিকরা বলিল, তাহারা একবেলা ছাতু খাইয়া দিন কাটাইতেছে এবং ছাতুর দরও আগের তুলনায় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। রেগওয়েটে কারখানার ড্রিলিং বিভাগের একজন বলিল, সপ্তাহে যে রেশন দেওয়া হয় তাহাতে তাহার চারদিনও চলে না।

বড় সাহেবদের টনক নড়ে না

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যই গত ৩রা মার্চ্চ কলিকাতার ট্রাম মজুরদের একটি প্রতিনিধি দল খাদ্য মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহারা সুরাবর্দ্দী সাহেবকে অবস্থাটি ভালভাবে বুঝাইবার পরও তিনি নানা প্রকার আপত্তি তুলিয়া বলিতে থাকেন, "তোমরা চাতু, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি খাও, অন্ন রেশন ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।" তিনি খাদ্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করিলে প্রতিনিধিরা তাহার জবাবে বলেন, "কে দায়ী তাহা খুঁজিয়া বাহির করিলেই পেট ভরিবে না। যাহারা মেহনত করে, দেশবাসীর সেবা করে, তাহাদের পেটভরা ভাল খাদ্য চাই এবং দেশে ভাল খাদ্য আছে। প্রচুর আমন ফসল আছে।" সুরাবর্দ্দী সাহেব মজুরদের কাছে এমন নিরা জবাব আশা করেন নাই শেষ পর্য্যন্ত তিনি ঐ সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন।

বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন

প্রতিনিধি পাঠাইতে মজুরদের মধ্যে উৎসাহ

নিঃ ভাঃ ট্রেঃ ইউঃ কংগ্রেসের জেনারেল কাউন্সিল লণ্ডনে বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে এই সংবাদে ভার্ত্তিগা লোহা কারখানার মজুরদের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা আজ বুঝিতে পারিতেছে যে শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইতে সকল স্থানের শ্রমজীবিকেই একত্র দাঁড়াইতে হইবে এবং লণ্ডনে যে সম্মেলন হইবে উহাই শোষিত জনসাধারণকে স্বাধীনতার পথ দেখাইবে। তা' ছাড়াও ইহাই প্রথম যুগোপ যখন পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ ভারতের শ্রমিক প্রতিনিধিরা সোভিয়েটে ও অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের সংগে একত্রে যুদ্ধোত্তর দুনিয়ার ভারতের শ্রমজীবী স্থান সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারিবে।

তাই গত ৪ঠা ও ৬ই মার্চ তারিখে ভার্ত্তিগা ইউনিয়নের নেতারা কারখানার গেটে দাঁড়াইয়া বলিলেন "তোমাদের প্রতিনিধিকে পাঠাইবার খরচ তোমাদেরই দিতে হবে।" তখন মাত্র এক ঘন্টা সময়ের মধ্যেই ২২৸/১০ আনা উঠিল—প্রত্যেক দুই পয়সা এক পয়সা করিয়া দিল।

বিভিন্ন প্রদেশের খবর

পাটনায় রেশনিংএর জন্য ঐক্য

পাটনা শহরে আংশিকভাবে রেশনব্যবস্থা চালু হওয়ায় শহরবাসীর খাদ্য সংকট অনেকটা কমিয়াছে। কিন্তু নিজের যথেষ্ট মজুত খাদ্য না থাকায় সরকারকে বড় বড় কারবারীদের কাছ হইতে বাধ্য হইয়া মাল কিনিতে হইতেছে। ফলে রেশনে খারাপ খাদ্য বিলি হইতেছে। মজুতদারের প্রকাশ্য বাজার হইতে খাদ্য সামগ্রী সরাইয়া চোরাবাজারে অগ্নিমূল্যে বেচিতেছে।

এই মজুতকারীদের মুখোস খুলিয়া দিবার জন্য পাটনা ফুড কমিটির স্বেচ্ছাসেবকরা সরকারী কর্ম্মচারীদের সাহায্যে ২ হাজার মণ লুকানো চাল বাহির করে।

সরকারী কর্তৃপক্ষ ফুড কমিটিকে না মানিয়া পারিল না। রেশন পণ্যগুলির উপর তদারক করার ক্ষমতা এই কমিটিকে দিতে হইল।

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী ১০ হাজার লোকের এক বিরাট জনসভায় রেশনিংকে আরও ব্যাপক ও উন্নত এবং বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ানোর দাবী জানানো হয়। স্থানীয় রেশনিং-এর তারপ্রাপ্ত এ ডি-এম ও এস ডি ও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। জনসাধারণের ঐক্যের জোরে সরকারী সহযোগিতা আদায় করা যে সম্ভব—এই সভায় তাহা প্রমাণ হইল।

বিজাপুরে সর্ব্বদলের মিলন

বিজাপুরে একটা সর্ব্বদলীয় ফুড কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটিতে হিন্দু মহাসভার মিঃ সরদেশপাণ্ডে, কংগ্রেসের মিঃ হাব্বু, লীগের মিঃ লিঙ্গায়েলী ভকিল এবং মিঃ কুজলগ্গী আছেন। জে. ডি. আড্ডী ও ডি. বি. তালিকঙ্কের মত দেশপ্রেমিক ব্যবসায়ীরাও ইহাতে যোগদিয়াছেন। ১৫০০০ বস্তা খাদ্যশস্য বিজাপুরের বাহিরে যাইতেছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের এই কার্য্যের প্রতিবাদে খাদ্যকমিটি আন্দোলন করে। ফলে এই রপ্তানী বন্ধ হয়। বাজারে চাউল একেবারে অদৃশ্য। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কিছুই করিতে পারিতেছে না। ফুড কমিটি নিজের হাতে আমদানীর ব্যবস্থা করিতেছে।

বোম্বেতে বাংলাকে বাঁচানর আন্দোলন

বোম্বাই এর প্যারেলে কামগর ময়দানে একটী প্রদর্শনী খুলিয়া বাংলার দুর্ভিক্ষ ও তাহাকে বাঁচানর উপায় সম্বন্ধে ছবি, পোষ্টার ও বক্তৃতার আয়োজন হইয়াছিল। ছয়দিনে ১৬০০০ নরনারী এই প্রদর্শনী দেখিতে আসে। ২০০ কংগ্রেসকর্ম্মী ইহা দেখিয়া হিন্দু মুসলমান ঐক্যের পক্ষে বিশেষ মত প্রকাশ করেন। বেড় হাজার মেয়ে প্রদর্শনীতে যোগ দিয়া ছিলেন। বাংলার মহাসারী ও দুর্ভিক্ষের অবস্থা ছবিতে দেখিয়া কয়েকজন মেয়ে একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বুড়রা দানে মোট পাঁচশত টাকা পাওয়া গিয়াছে।

সর্দার পৃথ্বী সিং-এর ঘোষণা

সর্দার পৃথ্বী সিং গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী বিনাসর্ত্তে মুক্তি পাইয়াছেন। বিপ্লবাত্মক কার্য্যকলাপের জন্য তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আন্দামান হইতে ফিরাইয়া আনিয়া সরকার যখন তাঁহাকে লাহোর জেলে রাখেন তখন তিনি জেল হইতে পলায়ন করেন। সুদীর্ঘকাল রাশিয়া, চীন ও আফগানিস্থানে কাটাইয়া তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৯ সালে মহাত্মাজীর চেষ্টায় তিনি সর্ত্তাধীনে মুক্তি লাভ করেন। ইহার পর তিনি গান্ধিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু গান্ধিজীর আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক মত ও পথ গ্রহণ করিতে না পারায় ১৯৪২ সালে তিনি আশ্রম ত্যাগ করেন। আজ সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া সর্দার পৃথ্বী সিং দেশবাসীর কাছে জাতীয় ঐক্যের আন্দোলন জানাইয়াছেন। 'মুক্তির পর আজ আবার জানাইতে চাই, কমিউনিস্ট পার্টির নীতিই আমার নীতি। পার্টির পতাকার নীচে দাঁড়াইয়া আমি জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত লড়াই করিব।'

ভেদ সৃষ্টিকারীরা নাজেহাল

দেশপ্রেমিক ঐক্যের উপর ট্রাম মজুরের আস্থা

কলিকাতা ট্রামওয়ে ওয়ার্কর্স ইউনিয়ন ট্রাম মজদুরদের একমাত্র সংগঠন। এই সংগঠনের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ থাকিয়াই ট্রামশ্রমিক নিজেদের দাবী দাওয়া আদায় করিয়াছে, বোমাবর্ষণের মধ্যেও গাড়ী চালু রাখিয়া কলিকাতার যানবাহন ব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। জনসাধারণের সেবা করিয়াছে।

কিন্তু ট্রাম শ্রমিকদের এই সংঘশক্তির ভিতর ভাঙ্গন ধরাইবার জন্য কতিপয় শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী লোক 'কলিকাতা ট্রামওয়েজ লেবার ইউনিয়ন' নামে একটী পাল্টা ইউনিয়ন খাড়া করাইয়াছে।

ঐ পাল্টা ইউনিয়ন গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে ব্লক সি ইল নং ২০ এতে ট্রাম শ্রমিকদের এক সভা আহ্বান করে। শ্রমিক স্বার্থ-বিরোধীদের মুখোস খুলিয়া বিষার জন্য দলে দলে ট্রাম শ্রমিক ঐ সভায় যোগ দেয় এবং সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়—"কলিকাতা ট্রামওয়েজ লেবর ইউনিয়ন কর্ত্তৃকআহূত ট্রাম শ্রমিকদের এই সভা 'কলিকাতা ট্রামওয়েজ লেবর ইউনিয়নের কার্য্যকলাপকে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী বলিয়া মনে করিতেছে। এই ইউনিয়নের নীতি ট্রাম শ্রমিকদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিতেছে এবং মালিককে শক্তিশালী করিতেছে। এই ইউনিয়নের নেতৃত্ব শুধু ভেদসৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেছে না, তাহারা আমাদের ভুলপথে পরিচালিত করিয়া আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দুর্ব্বল করিয়া দিতে চায়। সুতরাং এই সভার সুচিন্তিত অভিমত হইতেছে যে কলিকাতা ট্রামওয়েজ লেবর ইউনিয়ন ও ইহার নেতৃত্ব উভয়ই শ্রমিক ও দেশের শত্রু এবং এই ইউনিয়নের অস্তিত্বকে বাঁচাইয়া রাখিবার কোন প্রয়োজনই এই সভা স্বীকার করে না। এই ইউনিয়ন ট্রাম শ্রমিক ও দেশবাসীর স্বার্থ বিরোধী কার্য্য করায় ট্রাম শ্রমিকদের এই সাধারণ সভা এই ইউনিয়ন ভাঙ্গিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে এবং এই সভা কলিকাতা ট্রামওয়ে ওয়ার্কর্স ইউনিয়নকেই ট্রাম শ্রমিকদের একমাত্র সংগঠন বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। এই সভা সমস্ত ট্রাম শ্রমিকদের ট্রামওয়ে ওয়ার্কর্স ইউনিয়নের সভ্য হইবার নির্দ্দেশ দিতেছে।"

সঙ্গে সঙ্গে সভা 'কলিকাতা ট্রামওয়েজ লেবর ইউনিয়নের' সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের কার্য্য-কলাপের প্রতি বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দমদম জেসপ কারখানার মজুরও জাগিল

দমদম জেসপ কারখানায় প্রায় ১০ হাজার শ্রমিক দেশরক্ষার কাজে লিপ্ত আছে। এতদিন তাহাদের স্বার্থ সুবিধাবাদীরা চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। তিনি জেসপ কারখানার শ্রমিকদের একটি শক্তিশালী ইউনিয়ন গড়িবার গুরুত্ব বুঝাইয়া দেন, মজুরা তাহাতে বিপুলভাবে সাড়া দেয়। সভায় ইউনিয়ন গড়িবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এক হাজার শ্রমিক রেশন পাইতেছে না

ইহা কাহার গাফিলতি ?

রেগওয়েটে কারখানার মালিকরা রেশনিং চালু করার ব্যাপারে নিজেরা কোনদিন কোন উৎসাহ দেখান নাই, মজুরদের ইউনিয়নের হাতেও কোন কর্ত্তৃত্ব ছাড়িতে রাজী হন নাই। ফলে, রেশনিং চালু হওয়ার পর দেখা গেল, খুব কম মজুরই রেশন কার্ড পাইয়াছে এবং কোন মজুরই কারখানার দোকানে কার্ড রেজিষ্টারী করে নাই।

'ইউনিয়নের আন্দোলনের ফলে, মজুরদের "অস্থায়ী" রেশন কার্ড দেওয়া হয় এবং অনেক বুঝাইবার ফলে তাহারা কারখানার দোকান হইতে রেশন লইতে থাকে।

মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে "অস্থায়ী" কার্ডের মেয়াদ শেষ হইয়াছে, কিন্তু এইদিনের মধ্যেও তাহাদের জন্য কোন স্থায়ী কার্ডের ব্যবস্থা করা হয় নাই। ফলে, প্রায় ১ হাজার শ্রমিক রেশন পাইতেছে না।

ইউনিয়নের পক্ষ হইতে এবাকার রেশনিং অফিসারকে জানানো হইলে তিনি ঐ সম্পর্কে কোন দায়িত্ব বোধ করেন না। অথচ কোম্পানী রেশনিং অফিসারকে দায়ী করিয়া খালাস হইতে চাহিতেছে।

ইহা অবাবস্থার চূড়ান্ত। ইউনিয়নের পক্ষ হইতে রেশনিং কণ্ট্রোলারের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা হইয়াছে।

বজবজ চটকল মজুরের নিকট জমায়েৎ

রেশনিং ব্যবস্থা ভালভাবে চালু করা এবং মজুরদের বরাদ্দ বাড়াইবার দাবীতে গত ১লা মার্চ্চ বজবজ চটকল শ্রমিক ইউনিয়নের আহ্বানে ইার ময়দানে প্রায় ৪ হাজার শ্রমিকের এক বিরাট সভা হয়। কম্যুনিষ্ট নেতা কমরেড নেপাল নাগ সভানেতার আসন গ্রহণ করেন। সভায় কেবল মজুর নয়, মধ্যবিত্ত এবং মহিলারাও দলে দলে যোগদান করেন।

কমরেড নাগ, সুধীন পাল, আবুল হোসেন, কাদেরালী, বাবুরালী প্রভৃতি বক্তাগণ বলেন যে ৪ সের খাদ্যে মজুরদের চলিতে পারে না এবং যে চাউল দেওয়া হয় তাহা খুবই খারাপ এবং ওজনে কম দেওয়া হয়। এই সকল অব্যবস্থা দূর করার জন্য মজুর ও মালিকদের মিলিত কমিটি হওয়া দরকার।

যে সমস্ত মিল বন্ধ হইয়া যাইতেছে তাহার মজুরদের অন্যান্য মিলে ডবল সিফ্ট কাজ চালু করিয়া কাজে নযুক্ত করা এবং যতদিন কাজ না দেওয়া হয় ততদিন পুরা সপ্তাহের মজুরী ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবী জানাইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কয়লা উৎপাদনে খনি মজুররা যাহাতে উৎসাহিত হয় তাহার জন্য খনি মজুরদের দাবী দাওয়া পূরণ করার জন্য সরকারের উপর চাপ দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত কস্তুরবা গান্ধীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয়।

রেশনিংএর দাবী সম্পর্কে চিত্রগুপ্ত এবং কালীপুরে দুইটি সভা হয় এবং তাহাতে ৩৪ শত শ্রমিক যোগদান করে।

খারাপ চাউল বন্ধ হইবে কবে ?

কর্তৃপক্ষের নিকট পোর্ট শ্রমিকদের ডেপুটেশন

পোর্ট কর্তৃপক্ষ কিছুদিন যাবৎ যে চাউল আটা মজুরদের সরবরাহ করিতেছেন তাহা মানুষের খাদ্যের অযোগ্য। পোর্ট মজুরদের ইউনিয়ন, কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট এমপ্লোয়িজ এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে এই সম্পর্কে অনেকবার আপত্তি জানানো সত্ত্বেও ভাল চাউল আটা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা হয় না।

মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ট্রাফিক, লোকো এবং ফ্রেনের প্রায় একহাজার শ্রমিক রেশন শপ হইতে ঐ খারাপ চাউল আটা লইতে অস্বীকার করে। ৩রা মার্চ্চ ইউনিয়নের পক্ষ হইতে একটি ডেপুটেশন পোর্টের এ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী মিত্রসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মিত্রসাহেবকে চাউল-আটার নমুনা দেখানো হয়।

মিত্রসাহেব বলেন, পোর্টের অধিকাংশ রেশন মিলটারী সরবরাহ করে এবং খারাপ হইলেও তাহারা তাহা ফিরাইয়া লয় না, পোর্ট কর্তৃপক্ষকে উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। ইউনিয়নের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, পোর্টের ডাক্তার দিয়া চাউল-আটা পরীক্ষা করানো হউক এবং ডাক্তার যদি পাশ করেন তবেই মজুর উহা গ্রহণ করিবে। মিত্রসাহেব ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করাইতে রাজী হন কিন্তু ডাক্তার পাশ না করিলেও উহা মজুরদের গ্রহণ করিতে বলেন।

চাউল আটা ডাক্তারের নিকট লইয়া যাওয়া হয়। ইউনিয়নের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকেন, ডাক্তার পরীক্ষার পর মন্তব্য করেন, চাউল আটার মধ্যে অনেক অংশ ভেজাল আছে। তখন পোর্ট কর্তৃপক্ষকে আবার উহা জানানো হয়। কিন্তু তাহারা ঐ সম্পর্কে কোন কিছু করিবার অক্ষমতা জানাইয়া কেবল এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, মিলিটারী কর্তৃপক্ষ যাহাতে ভবিষ্যতে ভাল চাউল-আটা সরবরাহ করে এবং ডাক্তারী পরীক্ষায় বাতিল চাউল-আটা ফেরৎ লয় তাহার জন্য চেষ্টা করা হইবে।

ঐ প্রতিশ্রুতির উপর মজুররা আবার রেশন লইতে শুরু করিয়াছে। চাউল আটা খারাপ হওয়ার ফলে পোর্ট শ্রমিকদের কার্য্যক্ষমতা কমিতেছে। তাহাদের মধ্যে নানা প্রকার ব্যাধি দেখা দিতেছে। পোর্টের কাজের ক্ষতি হইতেছে।

কর্তৃপক্ষ এই অবস্থাকে আর কতকাল চলিতে দিবে ?

ইউনিয়নের আন্দোলনের ফলে পুলিশ অপসারণ

কিছুদিন পূর্ব্বে রাজাবাগান আই, জি, এন ডকইয়ার্ডে শান্তিরক্ষার অজুহাত দেখাইয়া কারখানার মালিকরা ডক ইয়ার্ডের প্রতি পুলিশ মোতায়েন করে। আই-জি কারখানার মজুররা বেশরক্ষায় গুরু দায়িত্ব বোধ বহযার দেখাইয়াছে। গত বৎসর ও এই বৎসর জাপানী বোমার আক্রমণের সময় যখন পঞ্চম বাহিনী দল ষ্ট্রাইক ও গোলমাল শুরু করে, এই দেদিনও খারাপ রেশনিং ও মাগ্‌গী ভাতা প্রভৃতি দাবীর সুযোগ লইয়া মজুরদের ষ্ট্রাইক ঘটাইবার অপচেষ্টা করে তখন জনিয়া পুলিশ ছাঁটাইয়া লইতে রাজী হইয়াছেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত "ইন্‌জিনিয়ারিং এণ্ড নেটাল ওয়ার্কর্স ইউনিয়নের কর্ম্মীরা সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। পুলিশ মোতায়েন করার ফলে কেবল শান্তিভঙ্গের কাজেই উস্কানি দেওয়া হয়। তাই, এবারও তাহারা "কারখানার ভিতর হইতে পুলিশ তুলিয়া দেওয়া হউক" এই দাবী লইয়া প্রবল আন্দোলন করে। এবং ২৪ পরগণার জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ইউনিয়নের তরফ হইতে একটি ডেপুটেশন পাঠায়। ম্যাজিষ্ট্রেট সমস্ত বিবরণ গার্ডেন রীচ ওয়ার্কসপের ও রাজাবাগান কারখানার মজুরদের সপ্‌ ষ্ট্রাইার্ড ও ওয়ার্কর্স কমিটীর সহিত (মিল কমিটী) দেখা করিয়া পুলিশ জুলুম ও অন্যায় দাবী দাওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্যও রাজী হইয়াছেন।

জনযুদ্ধ

ফ্যাশিষ্ট মোসলের মুক্তির বিরুদ্ধে

দিকে দিকে গণ-বিক্ষোভ

[অসওয়াল্ড মোসলের মুক্তিতে পৃথিবীর ফ্যাশিষ্ট বিরোধী জনসাধারণের ভিতর যে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল তাহার কিছু কিছু সংবাদ আমরা ইতি পূর্ব্বেই 'জনযুদ্ধে' প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি এই সম্পর্কে আরও অনেকগুলি খবর বিদেশ হইতে আমাদের কাছে পৌঁছিয়াছে। বৃটেন ও অন্যান্য দেশের বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণ দেশদ্রোহী এই ফ্যাসিষ্টের মুক্তিতে যে ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে ইহাই প্রমাণ হইয়াছে—প্রতি ক্রিয়াশীলদের যে কোন সমাজ বিরোধী কাজই আজ দুনিয়ার জনসাধারণ আর মাথা পাতিয়া লইবে না। স্বাধীনতার এই লড়াইয়ের গতিবেগে গণবিরোধী সব বড়যন্ত্রই ধ্বসিয়া পড়িবে।]

মোসলের মুক্তি—আমিও চাই না

মোসলে ও লেডী মোসলের মুক্তিতে লেডী মোসলের ভগ্নী ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলের কাছে প্রতিবাদ জানাইয়া সানফ্রানসিসকো হইতে এক চিঠি দিয়াছেন। চিঠিতে তিনি লিখিয়াছেন—"সেখ শহীদ আজ ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া প্রাণ দিয়াছেন, মোসলের মুক্তিদাতারা সেই সব বীরদের স্মৃতির অমর্য্যাদা করিয়াছে।"

মার্কিন জাহাজের নাবিকদের বিক্ষোভ

"এস, এস, টমাস ম্যালোনী" নামক মার্কিন জাহাজের ৩০০ শত নাবিক মোসলের মুক্তিতে তীব্র আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ও মিঃ মরিসনের নিকট প্রতিবাদ পাঠাইয়াছে।

মোসলেকে সামাজিক বয়কট

মোসলেকে যে গ্রামে রাখা হইয়াছে তাহার সাধারণ বাসিন্দারা মোসলের জন্য কোন কাজ করিতেই রাজী নয়। স্থানীয় লোকদের সাথে আলাপ করিলে তাহারা জবাব দেয়—"আমরা মোসলে ও তাহার অন্যান্য সাক-রেদদের কোন সংকমেই রেহাই দিব না। মোসলেকে জেল হইতে মুক্তি দেওয়ার কোন যুক্তি নাই। আমাদের গ্রামে থাকিলেও তাহার কোন কাজই আমরা করিব না।"

মিঃ এলবার্ট ওরালের কথাই আমাদের কথা

মিঃ এলবার্ট ওরাল একজন সাহসী মজুর। ম্যান চেষ্টার অঞ্চলে এসনা ওয়ারক্‌সে একটি জলসা হইতেছিল। জলসা আরম্ভ হওয়ার আগেই ওরাল দৃঢ় কণ্ঠে জানায়—মোসলের সম্পর্কে কি করা দরকার তাই আজ সব চেয়ে বড় প্রশ্ন, অন্য যা কিছু এর চেয়ে কম জরুরী। ওরালের এই বাধাদানে কোম্পানীর মাতব্বররা চটিয়া ওরালকে কাজ হইতে জবাব দেয়। মোসলের মুক্তি প্রশ্নে প্রতিবাদ করিতে গিয়া ওরালের চাকুরী যাওয়া ঐ এলাকার জনসাধারণ সহ্য করিতে পারে নাই। চারিদিকে তুমুল আন্দোলনের ফলে ওরালকে আবার কাজে ফিরাইয়া নেওয়া হইয়াছে।

নিসেস প্রোষ্টের এই সম্পর্কে ওরালকে লিখেন—আমার তিনটি জামাতা ও দুটি ভাই ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে

(৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

পলাতক পলিশ সরকার জনগণের প্রতিনিধি নহে

পোলাণ্ডের গোপন রেডিও কেন্দ্র হইতে একটি ঘোষণায় জানান হয় যে, লণ্ডনে অবস্থিত পলাতক পোলিশ সরকার একতৃতপক্ষে পোলিশ জনগণের মুখপাত্র নয়, কিথা নাৎসী বিরোধী স্বাধীনতা লড়াইয়ের নেতৃত্ব করে না। ... ... পোলিশ জনগণের ভিতর ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করিয়া যাহারা স্বাধীনতার লড়াইকে দুর্ব্বল করিতেছে, তাহারা কখনও জনগণের নেতা হইতে পারে না।

নাৎসী বিরোধী লড়াইয়ে ২ ডিভিশন ইতালীয়ান সেনা

আম্রিয়াতিক উপকূলের ডক অঞ্চলের কমিউনিস্ট নেতা ফারডিন্যণ্ডো ম্যারেগা যুগোস্লাভিয়াতে প্রোভিন 'পিপলস্ গভর্ণমেণ্টে' যোগদান করিয়াছেন। এতদিন তিনি গোপন থাকিয়া নাৎসী শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জনগণের নেতৃত্ব করিয়াছেন।

যুগোস্লাভিয়াতে যেসব ফ্যাসিষ্ট বিরোধী ইতালিয় আছেন, তিনি তাঁহাদেরই প্রতিনিধি। প্রোভেন দেশভক্তদের সাথে এক হইয়া ৭টি ইতালীয়ান ডিভিশন বিশ্বাসঘাতক মিহাইলোভিচ ও নাৎসীদের বিরুদ্ধে বর্ত্তমানে লড়াই করিতেছে।

নূতন যুগোস্লাভিয়া গড়িয়া উঠিতেছে

মার্শাল তিতোর নেতৃত্বে যুগোস্লাভিয়ায় নাৎসী-বিরোধী লড়াই দিনের পর দিন নূতন নূতন সাফল্য লাভ করিতেছে। উপরোক্ত মানচিত্র হইতে এটাই বুঝা যাইতেছে যে আজ যুগোস্লাভিয়ার জনশক্তির অজুত্ব বাড়িয়াই চলিয়াছে।

যুগোস্লাভ মুক্তি ফৌজ বর্ত্তমানে ৩০ হইতে ৪০টি নাৎসী ও নাৎসী তাঁবেদার ডিভিশনকে লড়াইতে আটকাইয়া রাখিয়াছে।—মার্শাল তিতোর ফৌজের শক্তি যে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার প্রমান আজ সমগ্র ইতালীতে রিজার্ভ সহ মাত্র ৫০টি শত্রু ডিভিশন আছে। যুগোস্লাভ মুক্তি ফৌজের এই শক্তির উৎস কোথায়? মার্শাল তিতোর ফৌজ যুগোস্লাভিয়ার জনগণের সাথে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত দেশের বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর জনসাধারণ এই মুক্তি ফৌজের মেরুদণ্ড।

★ ডিমিট্রভকে লাল সেলাম ★

রাষ্ট্রীয় অগ্নিকাণ্ডের দশম বার্ষিকীতে কমরেড ডিমিট্রভকে অভিনন্দন জানাইয়া আমেরিকার ২৪০ জন বিখ্যাত লোক একটি ঘোষণা বাণী পাঠাইয়াছেন। ঘোষণায় লেখা হয়—"ডিমিট্রভ নাৎসী বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে বীরের মত লড়িয়া যে পথ দেখাইয়াছেন, আজ আমরা তাঁহারই সেই পতাকা উর্দ্ধে তুলিয়া আগাইয়া চলিয়াছি। বিভিন্ন দেশের ও জাতির সম্মিলিত গণশক্তি আজ জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের নেতা ডিমিট্রভকে আজকের দিনে আমরা সম্মান জানাইতেছি।" এই ঘোষণাতে আইন ষ্টাইন, টনকানিনি, লিলিয়ান হেলম্যান, হাওয়ার্ড জে ম্যাকফুরে প্রভৃতি বিখ্যাত লোকের সহি আছে।

ঢেক কমিউনিস্ট নেতাকে অভিনন্দন

চেকোস্লোভাক কমিউনিস্ট নেতা কার্ল ক্লিরিকের ৬০ বৎসর পূর্ণ হওয়াতে চেকোস্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট ম্যাসিক বেনেস তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া তারতে একটি তার পাঠান। ম্যাসিয়ে কার্ল ক্লিরিকের নেতৃত্বে জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। ম্যাসিয়ে বেনেসের এই অভিনন্দন ফ্যাসিষ্ট বিরোধী সংগ্রামের বীরদেরই গৌরব বাড়াইয়াছে।

দক্ষিণ রুশিয়ায় লাল ফৌজের সাফল্য

মার্শাল জুকভ এবং জেনারল কনিয়েভ ও মালিনোভস্কির বিপুল আক্রমণের ধাক্কায় দক্ষিণ-রুশিয়াতে হিটলারবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছে। জার্ম্মাণ সেনাপতি মান্‌স্টাইন ৫০ কিম্বা ৬০ ডিভিশন (অর্থাৎ প্রায় সাড়ে সাতলক্ষ সৈন্য) লইয়া দক্ষিণ রুশিয়ার ওডেসা বন্দর হইতে পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ার্সা পর্য্যন্ত যে রেলরাস্তা গিয়াছে তাহাকে নিজের কর্ত্তৃত্বে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বিফল হইয়াছে। এই অঞ্চলে ডেল্‌নেভেৎস্ দখল করার সময় লালফৌজ ১৬,০০০ শত্রুকে বধ করিয়াছে, ৩০০০ বন্দী করিয়াছে। মার্শাল জুকভ আক্রমণ আরম্ভ করার পর মাত্র তিন দিনের লড়াইয়ে প্রায় ৪০,০০০ জার্ম্মাণ মরিয়াছে, ৪৫০০০ জখম হইয়াছে। পোলিশ সীমান্তের ভিতর তার্ণোপোল হইতে নিকোলাইজেভ ও থেরসন পর্য্যন্ত ৩০০ মাইলব্যাপী রণক্ষেত্রে সর্ব্বত্র লালফৌজের জয় জয়কার পড়িয়া গিয়াছে। তার্ণোপোলের পতন আসন্ন; সেখানে পথে পথে লড়াই চলিতেছে।

জুকভের বাহিনী প্রোস্কুরভ ও তার্ণোপোলের মধ্যে রেলপথ দখল করিয়া বসিয়াছে। শত্রুর পক্ষে এখন পলাইতে হইলে রুমেনিয়া ছাড়া অন্য পথ নাই। উমান রেলজংশন দখল করিয়া লালফৌজ যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, কমরেড স্টালিন সেজন্য অভিনন্দন জানাইয়াছেন। কোর্সুনে সেনাপতি কোনিয়েভের ফাঁদে প্রায় এক লক্ষ শত্রু ধরা পড়িয়াছিল; উমান অঞ্চলে আবার একটা বড় জার্ম্মাণ ফৌজ আটক যাইতে না পড়ে, সেজন্য মান্‌স্টাইন প্রাণপণ লড়িতেছে। কিন্তু কোথাও আর লালফৌজকে থামানো যাইতেছে না। বুগ নদীর তীরে স্থানে স্থানে সোভিয়েট বাহিনী পৌঁছিয়া গিয়াছে; উমানের ৩০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে গাইবোরোন্ শহর দখল করিয়া লালফৌজ ওডেসা প্রদেশের মধ্যে ঢুকিয়াছে। নিকোলাইজেভ নীপার নদীর মোহানায় বড় বন্দর; লালফৌজ ইহার বিশ মাইলের ভিতর আগাইয়া আসিয়াছে। থেরসনে শত্রুর অবস্থা সঙ্গীন। ক্রাইমিয়াতে কার্চের কাছে কিছু কিছু যুদ্ধের খবর আসিতেছে, কিন্তু এখানে বিশেষ লড়াই না চালাইয়াই শত্রুকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া রাখা হইবে।

দক্ষিণ রুশিয়া হইতে যুদ্ধের প্রধান খবর আসিতে থাকিলেও উত্তরের নার্ভার কাছে জার্ম্

মালয়ে গেরিলা বাহিনী

জাপানী ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে

ভারতীয়, মালয়া, চীনা, অস্ট্রেলিয়ান, ব্রিটিশ সকলে একসাথে

[মালয় যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবলে ছিল, তখন শুধু মালয়বাসী ও মালয়ে অবস্থিত চীনারাই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, কিন্তু আজ সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক হিসাবে মালয়, চীন, ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, বৃটেন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের অধিবাসীরাই জাপানী ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাইয়া যাইতেছে। আজিকার এই জনযুদ্ধ মালয়ের দেশভক্তদের ভিতর এক নূতন সাড়া আনিয়া দিয়াছে। জাপানী নৃশংসকারীদের অকথ্য অত্যাচারে সমগ্র দেশের জনসাধারণ মরীয়া হইয়া উঠিতেছে—তাই দলে দলে তাহারা ফ্যাসিষ্ট বিরোধী গেরিলাবাহিনীতে যোগ দিতেছে। মালয়ের অবস্থা সম্পর্কে নীচে রেঃ মার্কাস চেডের অভিজ্ঞতা দেওয়া গেল। রেঃ মার্কাস চেড চীনের খৃষ্টান সম্প্রদায়ের একজন নেতা। তিনি সম্প্রতি সিঙ্গাপুর হইতে চুং কিং-এ পলাইয়া আসিয়াছেন।]

জাপানীদের একজন অফিসার দেশীয় কোন এক পথ প্রদর্শকের সহিত মালয়ের গেরিলাদের আস্তানার দিকে যায়। তাহার উদ্দেশ্য ছিল সে গেরিলাদের সহিত আলাপ আলোচনা চালাইয়া তাহাদিগকে আত্মসমর্পণ করাইতে চেষ্টা করিবে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া সে অদূরে গেরিলাদের বহু সংখ্যক ছাউনি দেখিতে পায়। এই সব ছাউনির আশেপাশে বহু রাইফেল, বন্দুক, মেশিনগান এমন কি বহু ট্রেঞ্চ মর্টার তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

জাপানী অফিসার চীৎকার করিয়া বলে "একজন বন্ধু আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়—বন্দুক ছুঁড়িবেন না," কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত উত্তর পাওয়া গেল না, তারপর হঠাৎ এক গাদ্দা গুলি বৃষ্টি হইয়া গেল। এই অবস্থায় পড়িয়া জাপানী অফিসারটি পলাইয়া আসে। জাপানী সামরিক হেড কোয়ার্টার্সে পৌঁছিয়া সে বলে—"গেরিলাদের অগণিত লোক ও বন্দুক গোলা গুলি আছে। তাহারা আত্মসমর্পণ করিবে না।"

ইহা গত বৎসরের ঘটনা। সেই সময় হইতে জাপানী কর্তৃপক্ষেরা গেরিলাদের সহিত মিটমাট করিবার সকল আশা ত্যাগ করিয়াছে। মালয়ের বনে, পর্বতে সকল স্থানে স্বাধীনতার এই সব সৈনিকরা জাপানী ফ্যাসিস্টদের উত্যক্ত করিয়া মারিতেছে।

মালয়ে গেরিলাদের সংখ্যা তথাকার জাপানী সৈন্যদের সংখ্যা অপেক্ষা ৬ গুণ বেশী; এই সব গেরিলা বাহিনীতে বহু ইংরাজ, অষ্ট্রেলিয়াবাসী, চীনা, ভারতীয় ও দেশীয় অধিবাসী আছে। ইহাদের মধ্যে চীনাদের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সিঙ্গাপুরের পতনের পর যে সব বৃটিশ ও অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যেরা জাপানীদের কবলে পড়ে নাই তাহারা গিয়া গেরিলাবাহিনীতে যোগ দিয়াছে।

ইহা সত্য যে মালয়ের অধিবাসীরা সিঙ্গাপুর রক্ষা-কার্য্যে বৃটিশ দৈন্যদের সহিত সহযোগিতা করে নাই। ইংরাজদের প্রতি অপ্রীতি তাহাদের ছিল কিন্তু জাপানী ফ্যাসিষ্টদের উপরও তাহাদের ঘৃণা অসীম। মালয় ও সিঙ্গাপুরে 'নববিধান' প্রবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যে জাপানীরা মালয়ীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে।

মালয়ে খাদ্যাভাব গুরুতররূপ ধারণ করিয়াছে। সিঙ্গাপুর মুদ্রার এক পিকাল চাউলের মূল্য ৪৮০ ডলার (৭২০৲ টাকা)। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের জন্য মাসে ১৩ পাউণ্ড (৬৪০ সের) চাউল বরাদ্দ করা হইয়াছে, প্রত্যেক নারীর জন্য ১২ পাউণ্ডের বেশী এবং প্রত্যেক শিশুর জন্য ৬ পাউণ্ডের কিছু বেশী। খাদ্যদ্রব্যের এইরূপ বরাদ্দের জন্য সহস্র সহস্র মালয়ের অধিবাসী ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ দিয়াছে।

মালয়ের কোন স্থানেই কেহ জাপানীদের সহিত স্বেচ্ছায় ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে চাহে না। "একবার জাপানীরা একটী বাস কোম্পানীর সহিত চুক্তি করে যে তাহারা কোম্পানীর সকল বাসগুলি ও অন্যান্য সম্পত্তি ৩,৩০,০০০ ডলারে কিনিয়া লইবে। চুক্তি সহি হইবার পর জাপানীরা কোম্পানীকে মাত্র ৩০,০০০ ডলার দেয়। পরে যখন কোম্পানীর ম্যানেজার বাকী অর্থের দাবী করে তখন জাপানীরা তাহাকে কয়েদ করে। সিঙ্গাপুর ও অন্যান্য স্থানের দোকানগুলিতে কোন জিনিষ নাই—জাপানীদের ভয়ে কেহই দোকানে জিনিষ রাখে না।

জাপানীরা মালয়ে যে অনিষ্ট করিয়াছে তাহা মালয়বাসীরা দেখিতেছে এবং তাহার ফলও ভোগ করিতেছে। এই জন্যই তাহারা জাপানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া গেরিলাবাহিনীতে যোগ দিয়াছে। জাপানীরা প্রথমে মালয়ীদের সৈন্যদলে ভর্ত্তি করাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু এই সংবাদ তাহাদের নিকট পৌঁছিবামাত্র তাহারা দলে দলে পর্ব্বতে বনে পলাইয়া গিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকে। যুদ্ধকার্য্যে মালয়ের ভারতীয়দের যোগ দেওয়াইবার জন্য জাপানীরা একজন ভারতীয় কুইসলিঙের সহযোগিতা পাইয়াছে। বহু ভারতীয়কে গৃহ হইতে টানিয়া বহু দূরের যুদ্ধ সীমান্তে পাঠানো হইয়াছে। জাপানীদের অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া বহু ভারতীয়ও ইতিমধ্যে গেরিলাবাহিনীতে যোগ দিয়াছে।

সিঙ্গাপুর ও মালয়ের চীনারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সিঙ্গাপুরে গ্রেপ্তার করিয়া জাপানীরা সর্ব্ব প্রথমে চীনাদের খানাতল্লাসী করে। ঐ সময়েই তাহারা বহু নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে সঙ্গীন দ্বারা হত্যা করে। দুইবার খানাতল্লাসীতে জাপানীরা ৩০,০০০ চীনাকে গ্রেপ্তার করিয়া অজ্ঞাত স্থানে চালান দেয়। ইহাদের কোন খবর এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

—(চীনবার্ত্তা হইতে সৃহীত)

নিখিল বঙ্গ আত্মরক্ষা সমিতির

রিলিফ লাব-কমিটির হিসাব

গত ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত একদফা হিসাব দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী দুই মাসে আত্মরক্ষা সমিতির রিলিফ কাণ্ডে পাওয়া গিয়াছে :—টা ৭৪৩৩৸০ এবং আগের হিসাবের বাকী জমা ছিল টা ১৮১৭৲। বাংলার বাহির হইতে পাওয়া গিয়াছে : পাঞ্জাব—৩,০০০৲, আমেদাবাদ—২৭০০ (ঔষধের জন্য), ভাইজাগ—১০৲, সিলেট ১৫৲ আমেদাবাদ ৭৪৫৲, অনন্তপুর—৯৩৷৹, দিল্লী—২০০৲, রাঁচি—৫৲, কোচিন—৫৲, পূর্ব গোদাবরী—১১৲, মাদ্রাজ—৩৬৹৲, জব্বলপুর—১৫০৲, ইন্দোর—২০৲, অন্ধ্র—৩৫৷৶৹, মনিপুর—১৯০৲। আমেদাবাদ হইতে ৩ গাঁইট নূতন ও ২ গাঁইট পুরাতন কাপড় পাওয়া গিয়াছে। বাংলার পিপলস রিলিফ কমিটি দিয়াছেন—৪০০ সোডেটার ও ৪০০ কম্বল।

এই দুই মাসে খরচ হইয়াছে মোট টা ৩৮৮৬৷৹। খুলনা—১৫০৲, করিমপুর—৫০৲, রাজশাহী—৫০৲, শেরপুর—১০০৲, মুর্শিদাবাদ—১০০৲, বরিশাল—৩০০৲, বাঁকুড়া—২০০৲, ২৪ পরগণা—৫০৲, রংপুর—১০০৲ এবং কলিকাতার ক্যাণ্টিনগুলি—২২০০৲—এইভাবে বিভিন্ন জেলায় দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া মেডিকেল কোঅর্ডিনেশন কমিটিতে দেওয়া হইয়াছে টা ৭০৲। আফিস খরচ, গাড়ী ও কুলি ভাড়া এবং ছাপার খরচ হইয়াছে মোট টা ৫১৩।০। এখন হাতে মোট আছে টা ৫,৪৬৪৷০। কাপড় ও কম্বল বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠানর পর বর্ত্তমানে মাত্র ৩ গাঁইট পুরাতন কাপড় মজুত আছে।—৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৪৪।

ফ্যাশিষ্ট মোসলের মুক্তির বিরুদ্ধে দিকে দিকে গণ-বিক্ষোভ

(৭ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

লড়াই করিতেছে। আমার বিশ্বাস তোমার মুখ দিয়া যে কথা বাহির হইয়াছে তাহা তাহাদেরই কথা।

দেশদ্রোহী মোস্‌লের বিচার দাবী

ওয়েষ্টহ্যামের একটি বিরাট জনসভায় মোস্‌লের মুক্তিকে নিন্দা করা হয় এবং অবিলম্বে তাহার বিচারের দাবী জানানো হয়। ম্যানচেষ্টার ও লাঙ্গপোর শপষ্টুয়ার্ডরাও সভা করিয়া মোস্‌লেকে পুনরায় জেলে পুরিবার দাবী জানায়। অষ্ট্রেলিয়াম্থ 'সিডনীডেইলী টেলিগ্রাফ' মোসলের মুক্তিতে - মন্তব্য করে—বৃটেনের এক প্রধান দেশদ্রোহীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে বিচার করিয়া পুনরায় জেলে দেওয়া হউক।

বিভিন্ন দেশের ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিবাদ

দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রেড ও লেবর কাউন্সিল মোস্‌লের মুক্তিতে তীব্র আপত্তি জানাইয়া তার গভর্ণার সাহী ট্রন্সের কাছে তার করিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার নিউসাউথ ওয়েলসের লেবর কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ইউনিয়নগুলি

মোস্‌লের মুক্তিতে দারুণ আপত্তি করিয়াছে।

কানাডার ট্রেড ইউনিয়নগুলি মোস্‌লের মুক্তিতে খুবই বিস্মিত হইয়াছে। এইরূপ দেশদ্রোহীকে যে মুক্তি দেওয়া হইতে পারে তাহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই।

৪০০০ পাউণ্ড বোমার সাথে মোস্‌লেকে জার্ম্মানীতে নিক্ষেপ কর

রয়াল এয়ার ফোর্সের বিমান চালকরা মোসলের মুক্তিতে দারুণ আপত্তি জানাইয়াছে। লাঙ্কাশায়ারের বোমার বিমানের একজন চালক মোস্‌লের মুক্তি সম্পর্কে লিখিয়াছে—হিটলারের সাকরেদ মোস্‌লেকে একটা ৪০০০ পাউণ্ড বোমার সহিত বাঁধিয়া জার্ম্মানীতে ফেলা হউক। আমার দৃঢ় ধারণা আমি বিমান বহরের সকলের মতেরই প্রতিধ্বনি করিতেছি।

অষ্টম আর্ম্মির বীর যোদ্ধারা মোসলের মুক্তি চায় না

'ডেইলি ওয়ার্কারের' সম্পাদকের নামে এগ্রারাকে মোসলের মুক্তিতে একটি প্রতিবাদ আসিয়াছে। ক্যানিষ্টওয়ালের বিরুদ্ধে যে যোদ্ধারা প্রাণপণ লড়াই করিয়া যাইতেছে সেই বিশ্বাত অষ্টম আর্ম্মির বহু সৈন্যের স্বাক্ষরিত প্রতিবাদে জানানো হইয়াছে : মোস্‌লের মত গুণ্ডাকে জেলে রাখাই দরকার।

Regd, No. C. 2836. ৪৭নং মধু রায় লেন, কলিকাতা, পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত। JANAYUDDHA

নতুন বই

সোভিয়েট ইউনিয়নের

কমিউনিষ্ট (বল্‌শেভিক্) পার্টির ইতিহাস

[প্রকাশক—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৬২৮ পৃষ্ঠা, দাম তিন টাকা। ডাক মাশুল—৮/০ আনা।]

সমস্ত মার্ক্সবাদীই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, মার্ক্স-লেনিনবাদের তত্ত্ব ও ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত বই বার হয়েছে তার মধ্যে এই ইতিহাসখানিই সবার সেরা। তাঁদের এই প্রশংসার প্রধান কটী কারণ হল :—(১) বিভিন্ন বিষয়ে মার্কসের যত তত্ত্ব আছে তার অধিকাংশই এই বইতে পাওয়া যায়। (২) লেনিনের সমস্ত তত্ত্ব এবং তাঁর প্রত্যেকটী প্রধান বইয়ের সার এই ইতিহাসের মধ্যে সঙ্কলিত আছে। (৩) সোভিয়েট দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির মত আদর্শ পার্টির বাস্তব কাজ, অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামেতিহাসের অপূর্ব্ব কাঠামোকে ঘিরেই এই বইতে মার্ক্স লেনিনবাদী তত্ত্বের প্রত্যেকটী অংশ আলোচিত হয়েছে—তাই তত্ত্ব এখানে অতি সহজ, জীবন্ত ও অবিসংবাদী রূপ পেয়েছে। (৪) সোভিয়েট পার্টির শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীষা এক সঙ্গে মিলে এই বই লিখেছেন—স্বয়ং স্টালিন এর অনেক অংশ, বিশেষ করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের গোটা অধ্যায়টীই লিখেছেন। সেজন্যে যে-কোন সাধারণ লোকই বইয়ের বক্তব্য অতি সহজে বুঝতে পারেন এবং অতি বড় অবিশ্বাসীও এর যুক্তি-প্রমাণের বিরুদ্ধে কোনো টেঁকসই যুক্তি দিয়ে উঠতে পারেন না। (৫) ১৮৮৩ সাল থেকে ১৯৩৭ সালের শেষ পর্য্যন্ত সোভিয়েট দেশ ও সোভিয়েট পার্টির সম্পূর্ণ ইতিহাস এতে পাওয়া যায়। তার ফলে সোভিয়েট দেশ ও সোভিয়েট মজুর শ্রেণীর গৌরবময় ইতিহাস যেমন লোকে জানতে পারেন তেমনই সঙ্গে সঙ্গে এতদ্দেশে বুঝতে পারেন মার্ক্সবাদী তত্ত্বকে কি ক'রে সফলভাবে কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হয় এবং কি ক'রে দুনিয়ার সব জায়গায় সাম্যবাদী বিপ্লবকে নিশ্চিত করা যায়।

এই সমস্ত কারণে পৃথিবীর সব মার্ক্সবাদীই বলেন যে, অন্য কোন মার্ক্সবাদী বই পড়া যদি কারও পক্ষে নিতান্ত সম্ভব না হয়, তবুও শুধু এই বইটী পড়লেই মার্ক্স-লেনিনবাদের চিন্তাধারা, কর্ম্মপদ্ধতি ও বাস্তব সংগঠন সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান লাভ করা যায়। এমন মূল্যবান ও ঐতিহাসিক বই যে আজ বাংলার অনুদিত হ'ল তাতে বাংলা ভাষা ও বাংলার রাজনীতি একটা নতুন সম্পদ অধিকার করল।

অনুবাদ করেছেন বিখ্যাত বাংলা-সাহিত্যিক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৬২৮ পৃষ্ঠার এই বিরাট বই তর্জ্জমা করতে হাজার কাজের মধ্যেও যে-অনন্যত পরিশ্রম তাঁকে করতে হয়েছে তার জন্যে বাংলার সাহিত্য, আর বিশেষ করে বাংলার মজুর শ্রেণী তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। এরকম প্রামাণ্য বইয়ের অনুবাদ হবহু ই হওয়া দরকার, তিনিও তাই করেছেন। হবহু তর্জ্জমায় ভাষা যতখানি সহজ ও স্বচ্ছ হওয়া সম্ভব তা তিনি করতে পেরেছেন। তবে অত বেশী হবহু করার কথা না ভেবে জায়গায় জায়গায় যদি তিনি লম্বা বাক্যগুলিকে বিশেষতঃ প্যারেন্থিসিস সম্পন্ন ও বিশেষণ বহুল বাক্যগুলিকে করেকটী আলাদা আলাদা বাক্যে বিভক্ত করতেন এবং ক্রিয়াপদগুলির পুনরাবৃত্তি করতেন তাহলে অনুবাদ ইংরেজী বাক্য রচনা-পদ্ধতি থেকে আরও বেশী মুক্ত হয়ে আরও ভাল বাংলা রূপ পেত।

তা ছাড়া শুধু সাহিত্যিক শব্দের ওপর মাঝে মাঝে ভরসা না ক'রে দেশের সাধারণ মানুষের কথিত শব্দ কিংবা চল্‌তি হিন্দি শব্দ করলে বুঝতেও সুবিধা হ'ত, বাংলা ভাষাও সমৃদ্ধ হ'ত। যেমন 'working people' কথাটীর তিনি অনুবাদ করেছেন 'কর্ম্মব্যস্ত জনসাধারণ'। তার চেয়ে 'মেহনতকারী জনসাধারণ' লিখলে অনেক সঠিক ও সহজ হত। অবশ্য 'মেহনতকারী জনসাধারণ' একটু গুরুচণ্ডালী দোষযুক্ত মনে হবে—এবং হীরেন বাবুর অনুবাদে মাঝে মাঝে এই দোষের জন্য কেউ কেউ অনুযোগও করেছেন। কিন্তু বাংলায় যখন থেকে সাধু শব্দের সঙ্গে কথিত ভাষার ক্রিয়াপদ ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে তখন থেকেই তো গুরু-চণ্ডালী দোষ আর বিশেষ দোষ নয় বলে সকলে গ্রহণ করেছেন—নইলে ঐরকম ভাষার জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়বে কেন? এখন গ্রাম, কারখানা বা প্রদেশান্তরের জনসাধারণের বলিষ্ঠ জীবন থেকে সহজ অথচ অ সাহিত্যিক শব্দও যদি সাধু শব্দের গায়ে গায়ে স্থান পায় তাতে তার গুরু চণ্ডালী দোষও কিছুদিন পরে আর লোকে ধরবে না। বরং সাধারণ মানুষের সংগ্রামময় জীবনের শব্দসম্পদ বাংলা সাহিত্যকে সংগ্রামে বলিষ্ঠ করবে, সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যও সাধারণ মানুষের কাছে অনেক বেশী আপন হয়ে উঠবে।

যুদ্ধের বাজারে ৬২৮ পৃষ্ঠা বইয়ের মাত্র তিন টাকা দাম খুবই সস্তা। ছাপা ও বাঁধাইও ভাল।

সোমনাথ লাহিড়ী

কমরেড প্রভাত দত্তকে বাঁচান

হুগলীর কমরেড প্রভাত দত্ত দুরন্ত ক্ষয়রোগে ভুগিতেছেন। ইনি ১৯৪১ সালে মাধলার ১৫টী গ্রামের চাষীকে সংঘবদ্ধ করিয়া যে বিপুল আন্দোলন করেন তাহার ফলেই সরকার ও জমিদার খাল-সংস্কার ও পোট তৈরী করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

কমরেড দত্ত বলেন—আমি এইভাবে মরতে চাইনা, পার্টির কাজ করতে করতে মরতে চাই, সুতরাং আমার সেরে উঠতেই হবে।

পার্টির প্রাদেশিক কমিটি এই ধরণের যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত কমরেডদের জন্য একটা ব্যবস্থার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু তাহা অর্থাভাবে এখনও হইয়া উঠে নাই।

ইতিমধ্যে, কমিউনিস্ট পার্টির হুগলী জেলা কমিটির সম্পাদকের টিকানায় কমরেড দত্তের জন্য সকলেই যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য পাঠাইয়া দিন—ইহাই আমাদের আবেদন।

অসীম রেড এড কমিটি
২৪৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আগামী বারে 'জনযুদ্ধে'র বিশেষ সংখ্যা

দাম—দুই আনা

এই সংখ্যায় থাকিবে :

পাকিস্থান ও মুসলীম লীগ সম্পর্কে কমরেড তস্বানী দেনের প্রবন্ধ, স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মুসলীম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেসের ঐতিহাসিক প্রস্তাব, নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলনের বেজওয়াদা অধিবেশনের বিবরণ এবং বর্ত্তমান যুদ্ধে বিভিন্ন দেশের জনগণের স্বাধীনতার লড়াইএর খবর।

যে সব এজেন্ট বেশী সংখ্যায় আগামীবারের জনযুদ্ধ চান তাঁরা অবিলম্বে অগ্রিম টাকা ও অর্ডার পাঠান।

ভ্রম-সংশোধন

৬ এর পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে 'ইউনিয়নের আন্দোলনের ফলে পুলিশ অপসারণ' সংবাদের তৃতীয় কলমের শেষ গোটা লাইনটি পরের কলমে ঐ সংবাদের শেষাংশের ৯ম লাইনে 'ম্যাজিষ্ট্রেট সমস্ত বিবরণ' এই বাক্যাংশের পরে যোগ হইবে।

বাংলার বিধ্বস্ত গ্রামগুলি

নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে

ধ্বংসের পথে বাঙ্গালী

বাংলার অন্যতম কংগ্রেসনেতা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনাধীনে যে অনুসন্ধান হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, গত বৎসর দুর্ভিক্ষের ফলে ৩৫ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে।

দুর্ভিক্ষের আঘাতে গত বৎসর প্রায় এক কোটি নরনারী দুঃস্থ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যে ৬৫ লক্ষ বাঁচিয়া আছে তাহারা নিরাশ্রয়। কিতীশ বাবুর বিবৃতিতে জানা যায় যে মৃতদের মধ্যে উপার্জ্জনক্ষম পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকের চেয়ে বেশী। কৃষকদের ভিতর শতকরা ৩০ জন জমাজমি বিক্রী করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। জেলেরা নৌকা হারাইয়াছে, তাঁতীদের তাঁত গিয়াছে, কামার, কুমার, কৃষি প্রভৃতি সর্ব্বস্ব হারাইয়া পথের ফকির সাজিয়াছে। দুর্ভিক্ষের পর আসিয়াছে মহামারী। ২৯লারীর আক্রমণে দুর্গতদের সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে। অসহায় দুঃস্থদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক এবং শিশু। ইহাদের কথা উল্লেখ করিয়া কিতীশ বাবু বলিয়াছেন—

"স্ত্রীলোক এবং শিশুদের এই বিরাট বাহিনীকে যদি জীবন ধারণের সুযোগ না করিয়া দেওয়া হয় এবং আপাততঃ তাহারা যদি অর্থ সাহায্য না পায় তাহা হইলে তাহাদের ভিতর বর্ত্তমান বৎসরে মৃত্যুর হার সাংঘাতিকভাবে বাড়িবে। যদি এই পরিবারগুলিকে অবিলম্বে স্বাবলম্বী করিবার ব্যবস্থা না করা হয় তাহা হইলে গণিকাবৃত্তি প্রভৃতি সামাজিক দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইবে।"

এই বিবরণে প্রত্যেক বাঙ্গালীর সজাগ হওয়া কর্ত্তব্য। বাংলার সমাজ ও জাতীয় জীবন আজ বিপন্ন।

বিশেষজ্ঞদের বিবরণ হইতে জানা যায় যে বাংলার ৩৩টি মহকুমার ৪৪ হাজার গ্রামে দুঃস্থ এবং দুর্গতদের সমস্যা অত্যন্ত প্রবল। যদি উচ্ছন্ন পরিবারগুলিকে স্বাভাবিক জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না করা যায় তাহা হইলে বাংলার ৩০ হাজার বর্গ মাইল পরিমিত অঞ্চলে কৃষি, শিল্প, সমাজ এমনকি ব্যবসায় বিধ্বস্ত হইবে যে অবশিষ্ট বাঙ্গালাও সহস্রার চিহ্নমাত্র থাকিবে না।

বাংলার ৬৫ লক্ষ নরনারী দুর্ভিক্ষের আঘাতে যাযাবর ভিক্ষুক শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে, ৫ কোটি বাঙ্গালী মিলিয়া নিশ্চয়ই তাহাদের সমাজের কোলে টানিয়া নিতে পারি।

পুনর্গঠনের ব্যবস্থা

দুর্দ্দশাগ্রস্ত অঞ্চলগুলিতে অন্ততঃ শতকরা ২০ জন অধিবাসীর জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা দরকার। প্রত্যেক অঞ্চলে কর্ম্মকেন্দ্র খুলিয়া দুঃস্থদের আশ্রয় নিতে হইবে। যাহারা একেবারেই অক্ষম তাহাদের জন্য লঙ্গরখানা চাই। যাহারা একেবারে অক্ষম নয়, হাল্কা ধরণের কাজ করিতে পারে—তাহাদিগকে কুটিরশিল্পের মালমশলা বিনামূল্যে বা খরচে সরবরাহ করিতে হইবে। চরকা, তাঁত, বাঁশ এবং বেতের কাজ, মাছ ধরিবার জাল, হাতে কাগজ তৈরী এই সমস্ত শিল্পে তাহাদের শিক্ষা দিলে এবং মালমশলা সরবরাহ করিয়া সাহায্য করিলে তাহারা স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। তাহার ফলে গ্রামের শিল্পও পুনরুজ্জীবিত হইবে। অসহায় অবস্থায় যে সমস্ত স্ত্রীলোক পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে রাখিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে বাঁধাবের এবং তাহার চেয়েও কম দরে খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী বিক্রীর জন্য লোকান খুলিতে হইবে।

গ্রাম সংগঠনের অন্যতম প্রধান কাজ ফসল বাড়াইবার জন্য কৃষক ও কৃষি মজুরদের সাহায্য করা। যাহারা জমি বেচিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের জমি ফেরত দিতে হইবে, বলদ ও বীজ সরবরাহ করিতে হইবে, সরকারী কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বলদ এবং বীজের অভাবে আউষ ফসল অনেক জায়গায় খুব কম হইয়াছে, আমনের জন্য এখন হইতে সাবধান হইতে হইবে। এখন হইতে আয়োজন এবং আন্দোলন চালাইলে সময় মত সবস্ত জমিতে আমন ধান বোনা সম্ভব হইবে। যদি তাহা না করা হয় তাহা হইলে ৪৫ সালের জন্য দুর্ভিক্ষের বন্দোবস্ত হইয়া থাকিবে। দুর্ভিক্ষের পর মহামারী, মহামারীর পর আগার দুর্ভিক্ষ এই ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে বাংলার নিস্তার থাকিবে না।

সরকারী নীতি

অথচ সরকার এখনও ধীরে সুস্থে কীম্ তৈরী করিতেছেন, কাজের নামে খোঁজ নাই। বঙ্গীয় মন্ত্রীমণ্ডলী গ্রামসংগঠনের জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন করিয়াছেন, এই সাব-কমিটি মন্ত্রীমণ্ডলীর নিকট তাহার রূপাবিশ পেশ করিয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় নাই। এইটুকু জানা গিয়াছে যে বিভিন্ন দুর্গত অঞ্চলে কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করিয়া সাহায্যের ব্যবস্থা হইবে। সরকারী ব্যবস্থা কবে কার্য্যকরী হইবে তাহা অনিশ্চিত; কিন্তু যখনই হউক বড় জোর শতকরা ২ জন দুর্গতের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা হইতে পারে। আমলাতন্ত্রের দৌড় ইহার বেশী নয়। আমাদের দাবী সরকারী ব্যবস্থা অবিলম্বে কার্য্যকরী করা হউক এবং জনগণের সহযোগিতায় সরকারের পক্ষ হইতে গ্রামসংগঠনের কাজ কৃষি বিভাগ ও শিল্প বিভাগের মত নাম মাত্র অনুষ্ঠানে পরিণত হইলে চলিবে না। সরকারী বিভাগগুলিকে মুক্ত হস্তে কৃষক ও কারিগরদের দান এবং ধার দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকার ইতিমধ্যে কৃষকদের জমি ফেরত দিবার জন্য এবং জেলেদের ভিতর নৌকা বিতরণ করিবার জন্য আদেশ-জারী করিয়াছেন, কৃষক এবং জেলেরা যাহাতে এই আদেশের সম্পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে তাহার জন্য জনগণের আন্দোলন এবং সংগঠন চাই। কৃষক ও জেলেদের সম্ভবক্ষে করিয়া জমি ও নৌকা আবার করিয়া নিতে হইবে। জেলেদের শুধু নৌকা দিলেই চলিবে না, জাল না পাইলে শুধু নৌকা দিয়া তারা কি করিবে? তাহাদের জন্য জালের ব্যবস্থা চাই।

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

জনযুদ্ধ

২য় বর্ষ] বুধবার, ২২শে মার্চ্চ ১৯৪৪, ৯ই চৈত্র ১৩৫০ [৪৭শ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

ঐক্য, না সর্বনাশের জেহাদ?

এবার কেন্দ্রীয় পরিষদে পর পর কয়েক দফায় কংগ্রেস, লীগ ও জাতীয় প্রভৃতি সমস্ত দলের সমস্ত এক হইয়া সরকারকে পরাস্ত করিয়াছেন। সরোজিনী নাইডুর উপর নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে সকলে সরকারের বিরুদ্ধে মিলিত হইয়াছেন। রেলেশাতুল বৃদ্ধির উপর কংগ্রেসের বি, দাসের ছাঁটাই প্রস্তাবে প্রায় সমস্ত নির্বাচিত ভারতীয় সদস্য এক হইয়া ভোট দিয়াছেন। কংগ্রেসের ডেপুটী লীডার আবুল কোশমের ছাঁটাই প্রস্তাবের আলোচনার সময় লীগ-নেতারা বিশেষ আন্তরিকতার সহিত একত্র গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লড়িয়াছেন। গত ১৩ই মার্চ বড়লাটের কাউন্সিলকে সকলে মিলিয়া সেসর করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় পরিষদের ভিতর কংগ্রেস, লীগ ও জাতীয়দলের এই মিলিত আক্রমণে সরকারী কর্মকর্তারা নাজেহাল হইয়া গিয়াছেন।

ঠিক তাহার উল্টাটি দেখিতে পাইবেন বাংলার আইনসভার মধ্যে। বিক্রমশুক্ল বিষয়ে সম্পর্কে মন্ত্রীবিরোধী দলগুলি একজোট হইয়া ফের ভোটাভুটি করেন। মাত্র তিন ভোটে লীগসচিব বাঁচিয়া গিয়াছে। তাহার আগে একদিন পরিষদের স্পীকারের ভোটের জোরে সরকার পক্ষ কোন রকমে সম্মান বাঁচাইতে পারিয়াছেন। ইয়োরোপীয়ান সদস্যদের উপরই লীগকে এখন নির্ভর করিতে হইতেছে। উপরন্তু, লীগ দল ছাড়িয়া দুই একজন করিয়া বিরোধী দলে যোগ দিতেছেন।

বঙ্গীয় পরিষদে এবার লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীকে উচ্ছেদ করিবার জন্য কংগ্রেস ও হক-শ্যামাপ্রসাদ যেন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। মারামারি, হৈ-চৈ, গণ্ডগোলের ভিতর রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ যেন চরম সীমায় উঠিয়াছে।

বাংলার খাদ্যসংকট ও মৃত্যুমহামারীর জন্য আমলাতন্ত্রের নীতির উপর সারাভারতের দেশভক্তরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। তাহারই ফলে কেন্দ্রীয় পরিষদে সমস্ত সদস্য নির্ভিতে পারিয

পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা

হিন্দু মুসলমান ঐক্যের পথ

ভবানী সেন

পাকিস্তানের সারমর্ম্ম

জনৈক উগ্রীয়মান মুসলমান নেতা বাংলার জেলায় জেলায় ঘুরিয়া পাকিস্তান সম্পর্কে বক্তৃতা করিতেছেন। কংগ্রেসসেবী হিন্দুরা যাঁহারাই তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছেন তাঁহাদেরই মন্তব্য করিতে শুনা গিয়াছে—"পাকিস্তানের অর্থ যদি এই হয় তাহা হইলে আমাদের কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। ইনি যে ভাবে পাকিস্তানের ব্যাখ্যা করিলেন একরূপ পাকিস্তান দেশের পক্ষে ক্ষতিজনক নয়।"

উল্লিখিত মুসলমান নেতার নাম আবুল হাসেম; ইনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক। হাসেম সাহেব পাকিস্তানের এমন কি ব্যাখ্যা দিয়াছেন যাহা কংগ্রেসভক্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে?

"স্বাধীন ভারতে স্বাধীন মুসলমান—ইহাই আমাদের পাকিস্তানের মর্ম্মবাণী।" শুধু হাসেম সাহেব একা নন, মুসলীম লীগের জনপ্রিয় নেতারা এবং সহস্র সহস্র তরুণ কর্ম্মী পাকিস্তান বলিতে এই কথাই বুঝেন এবং পাকিস্তানের এই আদর্শই ভারতের মুসলমান জনসাধারণকে লীগের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছে।

কংগ্রেসনেতাদের মনে একটা গোপন সন্দেহ আছে যে পাকিস্তান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল দৃঢ় করিবার একটা কৌশল মাত্র, তাই তাঁহারা পাকিস্তানের বিরোধী। জিন্না যখন বলেন যে ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারত বিভক্ত করিয়া দিবে তখন এই ধারণা তাঁহাদের মনে আরও বদ্ধমূল হয়। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লীগের প্রস্তাব যখন পাকিস্তান মুসলিম লীগের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করে তখন পূর্ণ স্বাধীনতাই সে প্রস্তাবের ভিতর দাবী করা হইয়াছে। বিগত করাচী অধিবেশনে জিন্না নিজেই ঘোষণা করিয়াছেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সকলকেই দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিতে চায় বলিয়াই মুসলমানদের পাকিস্তান দিতে চায় না। 'স্বাধীন ভারতে স্বাধীন পাকিস্তান'—এই একটি কথাই করাচী অধিবেশনে প্রত্যেক নেতার বক্তৃতায় এবং প্রত্যেক প্রস্তাবে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। কায়েমী স্বার্থ সম্পন্ন সাম্প্রদায়িক মুসলিম নেতারা যাহাই ভাবুন, মুসলিম লীগের পতাকাবাহী কোটি কোটি মুসলমান পাকিস্তান বলিতে পূর্ণ স্বাধীনতাই বুঝে।

স্বদেশপ্রেমের উৎস

যে প্রেরণা কোটি কোটি ভারতবাসীকে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত করিয়াছে তাহার উৎস স্বদেশপ্রেম। 'পাকিস্তান' এ ধ্বনিটার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের স্মৃতি পথে জাগিয়া উঠে খান্ সাহেব এবং খান্ বাহাদুরদের হিন্দু বিদ্বেষ এবং ইংরেজ মুখাপেক্ষিতা। পাকিস্তান যদি এই স্বদেশ-বিদ্বেষ ও বিদেশ মুখাপেক্ষিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইত তাহা হইলে তাহা কখনই কোটি কোটি মুসলমানের অন্তরে কোনই সাড়া জাগাইতে পারিত না। তরুণ মুসলমান ভাবুকদের চিন্তাধারার সঙ্গে যাহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন যে স্বদেশপ্রেমের অমর সাধনাই তাঁহারা করেন, এবং সেই সাধনায় মুসলমান জনগণকে উৎসাহিত করিবার জন্যই পাকিস্তান গ্রহণ করিয়াছেন। ঠিক এই রকম একজন ভাবুকের লেখা হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম—

"আজ এদেশের রাজনীতির প্রধান ভাবগুরু হইতেছেন বঙ্কিমচন্দ্র ও ইক্‌বাল। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় আছে হিন্দু রাজনীতির পথে চলার ইঙ্গিত, আর ইক্‌বালের রচনায় আমরা পাই মুসলিম ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তির নির্দ্দেশ।.....ভারতের হিন্দু কণ্ঠে বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম' কেবল গীত হইয়াই নিশেষিত হয় না, ভারতের মুসলমানের কণ্ঠে ইকবালের 'চীন ও আরব হামারা, হিন্দুস্তান হামারা' ধ্বনিত হইয়াই নিষ্ক্রিয় হইয়া যায় না, কাজে ও কথাকে মুমূর্ত্তহীন ব্যথার দাগ রাখিয়া যায়।.....এই দুইটি প্রতিভার সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতির যোগাযোগ স্বতঃই সুস্পষ্ট। কংগ্রেসের জাতীয়তা এবং স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলিম লীগের—'স্বাধীন ভারতে স্বাধীন ইস্‌লাম' বা পাকিস্তানের আন্দোলন এর বঙ্কিমচন্দ্র ও ইকবালের কাব্য ও সাহিত্যের ভাবধারাকেই প্রধানতঃ জন্মলাভ করিয়াছে, বিকশিত হইয়াছে, এবং যাত্রাপথে সকল সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া অতিদিন অগ্রসর হইতেছে।"

লেখকের নাম মুজীবুর রহমান খাঁ, তিনি মুসলীম লীগের একজন একনিষ্ঠ সেবক এবং আজাদ পত্রিকার সংকারী সম্পাদক। লেখকের কথার ভিতর যে স্বাদেশিকতার উন্মাদনা পাওয়া যায় তাহাই যেকোন সাধারণ পাকিস্তানীর প্রেরণার উৎস। মুজীবুর রহমান খাঁ একজন নামকরা নেতা না হইলেও তিনি স্বদেশ সেবক মুসলমানদের উদীয়মান নেতাদের একজন খাঁটি প্রতিনিধি।

আত্মনিয়ন্ত্রণ পাকিস্তানের ভিত্তি

ভারতের জাতি সমস্যা

ধর্ম্মের ভিত্তিতে ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের দুই জাতিতে বিভক্ত করা নিশ্চয়ই অবৈজ্ঞানিক। ধর্ম্ম এবং জাতি এক বস্তু নয়। আবার রাজাজীর মত অনেকে বলেন 'জিন্না যখন পাকিস্তান না পাইলে তুষ্ট হইবেন না, তখন পাকিস্তান মানিয়া লইয়া জিন্নাকে তুষ্ট কর, তাহা হইলেই একতা প্রতিষ্ঠিত হইবে, ধর্ম্মের ভিত্তিতে জাতিবিভাগ সত্য হউক কিংবা মিথ্যা হউক তাহাতে ক্ষতি নাই।' এরূপ পন্থা অহিংসাধারীর পন্থা, এরূপ গোঁজামিল একতার মধ্যে জনগণের সত্যকার দাবীর কোন কদিত্ত নাই।

পাকিস্তানের দাবীর পিছনে সত্য এই যে ভারতবর্ষ এক জাতিও নয় দুই জাতিও নয়, বহু জাতির আবাসভূমি। যাহাদের ভাষা এক, এক ভৌগলিক সীমার ভিতর যেগুলি সংখ্যায় বাস করে, এক রকম অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ যাহাদের আছে এবং এক কৃষ্টিগত ঐক্য বন্ধনে যাহারা আবদ্ধ তাহারাই একটি জাতি। এই হিসাবে দেখিতে গেলে ভারতবর্ষে মারাঠী, পাঠান, বাঙ্গালী, বিহারী, সিন্ধী প্রভৃতি বহু জাতি রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি জাতির ধর্ম্ম হিন্দু, কতকগুলি জাতির ধর্ম্ম মুসলমান। ধনতন্ত্রের ক্রমবিকাশের ফলে এই জাতিগুলি আধুনিক "নেশন"-এর পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে। জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ এই রকম প্রত্যেকটি জাতির স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের অধিকার। এই অধিকারের চেতনাই মুসলমানদের স্বরাষ্ট্রগঠনের আকাঙ্ক্ষা উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, এই চেতনার বহিঃপ্রকাশ পাকিস্তানের দাবী। স্বাধীনতার জাগরণ যতই জনগণের ভিতর প্রবেশ করিতেছে ততই এই জাতীয় দাবী পরিস্ফুট হইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক জটিল অবস্থা সৃষ্টি করিতেছে। শুধু হিন্দু মুসলমান নয়, বাঙ্গালী বিহারী, মহারাষ্ট্র-কর্ণাটক প্রভৃতি দ্বন্দ্ব বাড়িয়া উঠিয়াছে। 'পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য' নামক পুস্তিকায় ডাঃ অধিকারী দেখাইয়াছেন যে বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্য এই জাতি সমস্যাকে সম্মুখে আনিয়াছে—প্রথমতঃ ভারতের সর্ব্বত্র শিল্পবিস্তার বিভিন্ন জাতির ধনিকদের ভিতর প্রতিযোগিতা তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ জাতীয় আন্দোলন অভিনব মাত্রায় জনমুক্ত কৃষক জনসাধারণের ভিতর প্রবেশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির অধিকারের প্রশ্ন সৃষ্টি করিয়াছে। তৃতীয়তঃ গণআন্দোলনের প্রভাবে রাজনৈতিক অধিকার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতির ধনিকদের বিভিন্ন দলের ক্ষমতালাভের প্রশ্ন প্রকট হইয়াছে। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ভারতে এতগুলি জাতি থাকিতে মুসলমানদের পাকিস্তান দাবী এত প্রবল হইল কেন? তাহার প্রধান কারণ এই যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন ধরিলে এশিয়া ও আফ্রিকার সর্ব্বত্র নির্য্যাতিত মুসলমান জাতি সমূহের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলন প্রবল হয়, তাহারই ঢেউ ভারতীয় মুসলমান জাতি সমূহের নবজাগরণ সৃষ্টি করিয়াছে।"

'পাকিস্তান' নামক গ্রন্থে মুজিবুর রহমান খাঁ ভারতীয় জাতিতত্ত্বের এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন—"বাঙালী অবাঙালী বিরোধ, মারাঠী-অনারাঠী সমস্যার দিক হইতেও দেখা যায় ভারতবর্ষ এক দেশ নয়, ভারতবর্ষ এক জাতি নয়।" (পাকিস্তান, ৪৭ পৃঃ)

"ভারতের অধিবাসীর এই নৃতাত্ত্বিক বৈষম্য আরও সুন্দরভাবে আমরা বুঝিতে পারি, যদি একজন আসামী, একজন পেশোয়ারী ও একজন তামিলকে পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করি।" (৩৬ পৃষ্ঠা)

এই বাস্তব তথ্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলন অগ্রসর হইতে পারে না। বহু জাতির আবাসভূমি ভারত শুধুমাত্র ব্রিটিশ শাসনের অধীনেই অখণ্ড হিন্দুস্থানে পরিণত হইয়াছে, কাজেই অখণ্ড হিন্দুস্থানের ধ্বনি ব্রিটিশ রাজশক্তির গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলিত ঐক্যের কাছে মাথা নত করিয়া ভেদ ও শৃঙ্খলকেই শক্তিশালী করিবে।

জাতীয় ঐক্য

কংগ্রেস যদি তাহার জাতীয় দাবী ঘোষণার ভিতর ভারতীয় জাতিসমূহের স্বেচ্ছামূলক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবী স্বীকার করে তাহা হইলে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য লাভের ন্যায্য লক্ষ্য পরিপূর্ণ হইবে এবং মুসলিম লীগ তখন ভারতের স্বাধীনতা এবং দেশরক্ষার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে একতাবদ্ধ হইবে, একতার বিরুদ্ধে জিন্নার সর্ব্বশেষ যুক্তি অচল হইবে। তাহার ফলে 'ভারতে জাতীয় গভর্ণমেণ্টের জন্য অচল অবস্থার বিরুদ্ধে এমন সংগ্রাম অভিযান আরম্ভ হইবে ভারতের ইতিহাসে যাহার তুলনা নাই; এই ঐক্যবদ্ধ অভিযানের ফলে বিভিন্ন জাতির মনে ঐক্যের প্রতি ভরসা আসিবে, স্বতন্ত্র পাকিস্তান বা হিন্দুরাজ কিছুই হইবে না, স্বেচ্ছায় একতাবদ্ধ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রই অভ্যুদয় ঘটিবে।

মুসলীম লীগের দেখা উচিত যে পাকিস্তান বা স্বাধীন ভারতে স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্র গঠন অসম্ভব যদি না কংগ্রেস ও লীগ একতাবদ্ধ হয়। কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে ভারতে পাকিস্তানও হইবে না, হিন্দুস্থানও হইবে না, ব্রিটিশ রাজ বর্ত্তমান থাকিবে। মুসলিম লীগ কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির জন্য যতদিন অগ্রণী না হইবে ততদিন পাকিস্তানের প্রধান শত্রু ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রই স্বমহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। লীগের দাবী সম্পর্কে কংগ্রেসসেবীদের মনে যে সন্দেহ আছে সে সন্দেহ দূর করিবার প্রধান উপায় কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির জন্য অগ্রসর হওয়া। জিন্না একথা উচ্চারণ করে কংগ্রেসের জয় বা লীগের পরাজয় মনে করেন, মুসলমানদের বুঝা উচিত যে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সঙ্গে একতাবদ্ধ হওয়ার পথেই পাকিস্তান মিলিতে পারে, অন্যথা তাহা নিকট হইতে নিলিবে না।

যুক্তপ্রদেশের মুক্ত কংগ্রেস নেতারা শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নেতৃত্বে সমবেত হইয়া ঘোষণা করিয়াছেন—কংগ্রেস ভারতের কোন অংশকে জোর করিয়া ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের ভিতর রাখিতে চাহে না। অপর দিকে লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করিয়াছেন অখণ্ড হিন্দুস্থানের কথা। মুসলিম লীগ এই পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া ভারতের জাতীয় নেতাদের মুক্তির জন্য অগ্রণী হউক।

যুক্ত প্রদেশের খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতাদের ঘোষণায় বাংলার কংগ্রেসেরও চোখ খোলা উচিত। তাঁহারা যদি আজ যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেসের নেতাদের মত ঘোষণা বাহির করেন, এবং মুসলিম লীগের বিরোধিতা ছাড়িয়া ঐক্যের পথ অবলম্বন করেন তাহা হইলে জাতীয় শক্তি পুনরুজ্জীবিত হইবে, অচল অবস্থার অন্ধকার ভেদ করিয়া স্বাধীনতার আলোক ফুটিয়া বাহির হইবে।

প্রত্যেক মুসলিম লীগ পন্থীর নিকট আমাদের আবেদন—"জাতীয় সংকট দূর করিবার জন্য আপনারা যদি কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্যের পথ না ধরেন তাহা হইলে আপনাদের স্বাতন্ত্র শাসনের দাবী শুধুমাত্র কাগজে কলমেই থাকিয়া যাইবে, হিন্দু ও মুসলমান সবাই থাকিবে হিংসের ক্রীতদাস এবং দুঃভিক্ষ স্বদেশ ধ্বংস হইবে।"

প্রত্যেক কংগ্রেসসেবীর কাছে আমাদের আবেদন—"মুসলমানদের স্বাতন্ত্র শাসনের দাবী মানিয়া লইয়া লীগের সঙ্গে ঐক্যের পথ ধরুন, তাহা হইলে দাসত্বের বিরুদ্ধে এমন এক অখণ্ড জাতীয় ঐক্য গড়িয়া উঠিবে যাহার নিকট বিদেশী শাসনশক্তি বা ফ্যাসিস্ট আক্রমণকারী হার স্বীকার করিবেই করিবে।"

আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সমর্থন করি

কেন্দ্রীয় পরিষদের কংগ্রেস নেতার ঘোষণা

—লীগ কাউন্সিলের সভ্য মিঃ হাসান ইমামের সহিত বিতর্ককালে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদের কংগ্রেস নেতা মিঃ আব্দুল কোয়াইসের ঘোষণা।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদের ভিতর কংগ্রেস লীগ ঐক্য দিল্লীতে সত্যিকারের উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছে। বিরোধীদলের মাঝে এমন বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়া নাকি আর কখনো দেখা যায় না। দিল্লীর কোন কোন্‌ বিতর্কের সময় কংগ্রেসসেবী ও লীগপন্থীরা দেখিতে পান যে তাঁহাদের মধ্যে মতবিরোধ এত কম যে তাঁহাদের বিরুদ্ধপক্ষে না দাঁড়াইয়া একপক্ষে দাঁড়ানো উচিত ছিল।

বিতর্কের বিষয় ছিল—"পাকিস্তান লাভের গোড়ায় রহিয়াছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ।"

প্রস্তাবের সমর্থনে প্রধান বক্তা ছিলেন মিঃ হাসান ইমাম। ইনি কেন্দ্রীয় উচ্চ পরিষদে লীগ পার্টির নেতা এবং নিখিলভারত মুসলিম লীগের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য। প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করেন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস পার্টির নেতা মিঃ আব্দুল কোয়াইম।

একমাত্র একতাই যে হিন্দু মুসলমান সকলেরই স্বাধীনতা আনিয়া দিবে মিঃ হাসান ইমাম তাঁহার বক্তৃতায় ইহার উপর জোর দেন। পাকিস্তান বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের অর্থ ইহা নয় যে স্বতন্ত্র হইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত মুসলিম লীগ বা জিন্না করিবেন। জনসাধারণ যাহা সিদ্ধান্ত করিবে, তাহাদের গণভোট যাহা ঠিক করিবে তাহাই হইবে। "ইহা জিন্না বা গান্ধী কাহারো গভর্ণমেণ্ট হইবে না। ইহা হইবে জনসাধারণের গভর্ণমেণ্ট" এই বলিয়া তিনি শেষ করেন।

প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে বলিবার কথা ছিল মিঃ আব্দুল কোয়াইমের। কিন্তু তিনি কি বলেন? তিনি এই বলিয়া আরম্ভ করেন যে কংগ্রেস বহু পূর্ব্বেই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া লইয়াছে।

মিঃ হাসান ইমাম—"কংগ্রেস ইহা কখন মানিয়া লইল?"

মিঃ কোয়াইম—"বহুদিন পূর্ব্বে, একটি প্রস্তাবে।"

মিঃ ইমাম—"আমার তাহা মনে হয় না।"

মিঃ কোয়াইম—আপনি আমার কথা ধরিয়া লইতে পারেন, ইহা কংগ্রেসের কথা। আচ্ছা, কংগ্রেসের তরফ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি যে দেশের কোন অংশ যদি স্বতন্ত্র হইয়া যাইতে চায়, আমরা তাহাকে জোর করিয়া ভারতবর্ষের মাঝে ধরিয়া রাখিব না। ইহাই আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের স্বীকৃতি।"

মিঃ ইমাম—"বেশ, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নাই।"

মিঃ কোয়াইম জোরের সহিত বলেন যে, দশ কোটি মুসলমানের স্বাধীনতা হিন্দুদের হাতে বিনষ্ট হইতে পারে না। এই ধারণা তেমনই হাস্যকর যেমন হাস্যকর হইল সেই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুদের ধারণা যাহারা ওয়াভেলের "ভৌগোলিক ঐক্যের" যুক্তিতে প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

সোভিয়েট ইউনিয়ন যে সপ্তদশ তাহার ষোলটি রিপাবলিককে (গণতান্ত্রিক অংশকে) তাহাদের "বৈদেশিক সম্পর্ক" নির্দ্ধারণ করিবার এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদল রাখিবার ক্ষমতা দিয়াছে, মিঃ কোয়াইম তাহার উচ্চ প্রশংসা করিলেন। তিনি বলেন "উচ্চ শ্রেণীর শান্তি রুশিয়া ছিল দুর্ব্বল, তাই সে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু জনসাধারণের রুশিয়া এ যাবৎ পৃথিবীর বৃহত্তম সামরিক শক্তিকে হঠাইয়া দিয়াছে।"

রেশনীং ও কন্‌ট্রোল মজুতদারের যম

জনগণের মিলিত চাপে খাদ্য-ক্রয় ও সরবরাহের ব্যবস্থা করাও

সরোজ মুখার্জি

খাদ্যাভাব বাড়িতেছে

খাদ্য বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ বি, আর সেন সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিষদে বলিয়াছেন,—"বৎসর বাংলাদেশে খাদ্যাভাব তত নয়। আসল প্রশ্ন বন্টনের। আমন সংগ্রহ সতর্কতার সঙ্গে চলিতেছে কিন্তু চাষীরা ধান ছাড়িতেছে না।"

সরকারী কর্ম্মকর্ত্তাদের মনে হইতে পারে বাংলায় খাদ্যাভাব নাই। কিন্তু তিনি কি খোঁজ রাখিয়াছেন যে কলিকাতার বুকে আবার দুঃখের ভিড় জমিতেছে? মফঃস্বল জেলার শহর হইতেও অনুরূপ সংবাদ আসিতেছে তাহা কি তিনি জানেন? যশোহরের জেলায় ধান চাল বেশ হইয়াছে তথাপি সেখানে দুঃস্থের সংখ্যা বাড়িতেছে। যে সব রিলিফ কমিটি ও গণপ্রতিষ্ঠান গ্রামে গ্রামে অনাহারী ও নিরাশ্রয়দের আশ্রয়দান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারাও বলিতেছেন—আবার দুঃস্থদের সংখ্যা সর্ব্বত্রই বাড়িতেছে। গত বছর যাহারা দুর্ভিক্ষ ও রোগের চাপে সর্ব্বস্ব হারাইয়াছিল তাহাদের জন্য নিজ নিজ ব্যবসায়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা কার্য্যতঃ শুরু হওয়ার আগেই আবার লঙ্গরখানা খোলা ও বহু লোককে বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ করার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিতেছে।

খাদ্যের অভাব যে আবার বাংলায় ঘনাইয়া আসিতেছে তাহার কারণ কি? আমরা এক বছর ধরিয়া রেশনীং চাই, রেশনীং চাই বলিয়া চীৎকার করিয়া আসিতেছি। বাংলার সমস্ত শহরে রেশনীং চালু করিলে, গ্রামাঞ্চলে কন্‌ট্রোল দরে সমস্ত জিনিস সরবরাহ ও বেআইনেমার ব্যবস্থা করিলে দেশে একটী লোকও না খাইয়া যে মরিবেই না, তাহারা আবার সুস্থদেহে নিজ নিজ কাজ কর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। গ্রামজীবন গঠন করা, বাংলার ভাঙ্গা সমাজ-পরিবার পুনরায় গড়িয়া তোলার কাজ তখনই সফল হইতে পারে, যদি প্রদেশের সমস্ত লোকের খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস পাইবার পাকা ব্যবস্থা করা যায়। এই ব্যবস্থাই হইতেছে সমস্ত শহরে ও বড় বন্দরে পুরা রেশনীং, গ্রাটিং পন্নী অঞ্চলে খাদ্য-সরবরাহ ও সমস্ত অঞ্চলে কন্‌ট্রোল দরে জিনিসপত্রের সরবরাহ।

রেশনীংএর আন্দোলন সফল হইতেছে

ইহার জন্য সারা বাংলায় আন্দোলন হইয়াছে। এবং তাহারই ফলে কলিকাতা ও শহরতলীর শিল্পাঞ্চলে গত মাস হইতে রেশনীং প্রথা চলিতেছে। তাহা ছাড়া চট্টগ্রাম, ময়মনসিং, ঢাকা, ফরিদপুর, পাবনা, নদীয়া প্রভৃতি জেলার শহরে আংশিক ও কোথাও কোথাও পুরা রেশনিং চলিতেছে। বর্দ্ধমান, জলপাইগুড়ি, রংপুর, প্রভৃতি বহু শহরে আংশিকভাবে খাদ্য ও চিনি, কেরোসিন, আটা, ময়দা প্রভৃতি কন্‌ট্রোল দরে সরবরাহ করা হইতেছে। যশোহরের রেশনিংএর জন্য গভর্ণমেণ্ট ৪০ হাজার মণ চাল সরবরাহ করিতে মনস্থ করিয়াছেন এবং ১২ হাজার মণ চাল শহরে পৌঁছিয়া গিয়াছে। মিঃ সুরাবর্দ্দি ঘোষণা করিয়াছেন—১৪ই এপ্রিলের মধ্যে বাংলার সর্ব্বত্রই রেশনিং চলিবে, এমন কি গ্রামাঞ্চলেও কেরোসিন, চিনি, গ্র্যাণ্ডার্ড কাপড়, খাদ্য শস্য প্রভৃতি সরকার সরবরাহ করিবে এবং রেশন কার্ড না দেখাইলে কেহ কিছু পাইবে না। বন্টনের ব্যবস্থা সরকারের অধীনে ও অনুমোদনে চলিতে থাকিবে।

এই ধরণের ফতোয়া ও সরকারী সার্কুলার বহু বাহির হইয়াছে। গত তিন মাস ধরিয়া রাজপথে, বর্ণগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে রেশনীং হইবে আশায় বেওয়া হইয়াছে। অথচ কার্য্যতঃ এ পর্য্যন্ত কোথাও চালু হইল না কেন? সারা বাংলার জনগণের খাদ্য ও নিত্যকার প্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়মিত সরবরাহ ও বন্টন করা বিরাট কাজ। জনগণের নিজস্ব সংকার ছাড়া কোন গভর্ণমেণ্টই সরকারী কর্ম্মচারীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এ কাজ সফলভাবে করিতে পারে না। আমলাতন্ত্র নিজের অসমর্থতা আর কতদিন ঢাকিয়া রাখিবে? এত বড় বিরাট কাজ জনগণের সহায়তা ছাড়া যে সম্ভব নয় তাহা প্রত্যেকটী শহরে ও গ্রামের অধিবাসী হইতে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। তবুও সরকার জনগণের খাদ্য কমিটির উপর শস্য সংগ্রহ ও বন্টনের সমস্ত ব্যবস্থার ভার দিতে রাজী নয়। খাদ্য কমিটিকে কিছু কিছু বন্টনের অধিকারই দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত জায়গায় খাদ্য কমিটিকে শহর ও গ্রামের লোকজন পরিবারের সংখ্যা ও তাহাদের আয় প্রভৃতির তথ্য সংগ্রহ করিতে বলা হইতেছে, রেশনকার্ড শহরে এবং ঘাটতি অঞ্চলের বহু ইউনিয়ন ও গ্রামে বিলি করাও হইতেছে।

সরকারী নীতিতে রেশনীংএর গ্যারাণ্টি নাই

অথচ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার কাজে জনগণের খাদ্যকমিটির কোন সহযোগিতা নেওয়া হয় নাই। সেখানে মজুতদারেরই রাজত্ব। সরকার খুব বড়াই করিয়া বলিয়াছেন—এবার আমনধান প্রচুর হইয়াছে, পরে আমরা কম দামে কিনিয়া ফেলিব। আমরা বরাবর দাবী করিয়া আসিতেছি ৫ কোটী মণ চাল সরকারকে সংগ্রহ করিতে হইবে মজুতা বাংলাকে বাঁচাম যাইবে না। তখন সরকার সে কথায় কান দেয় নাই আর এখন সরকার বাজারে নামিলেই ধান-চালের দর চড়িতেছে, মুনাফাখোর ব্যাপারীরা সব ধান চাল কিনিয়া মজুত করিয়া ফেলিয়াছে। সরকারের এই নীতিই বাংলার খাদ্য সংকটকে আবার ঘনীভূত করিয়া তুলিতেছে। সরকারের হাতে স্টক না থাকিলে রেশনিং ও কন্‌ট্রোল দরে ঘাটতি অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে সরবরাহ করার সমস্ত প্লান কাগজে কলমেই থাকিয়া যাইবে। বর্দ্ধমান, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিং প্রভৃতি জেলা হইতে সংবাদ পাওয়া গেল যে সরকারী এজেণ্টরা হাটে-বাজারে চাল ধান কিনিতে পারিতেছে না—হয় দর খুব বেশী দিতে হইতেছে, আর না হয় বাজারে আমদানীই কমিয়া যাইতেছে।

মজুতদারা পরাস্ত হয় নাই

একথা মিঃ বি, আর, সেনও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি কলিকাতায়—"কৃষকরা আগ্রা হারাইয়াছে, কারণ তাহারা স্বাভাবিক মূল্য অপেক্ষা বেশী মূল্য পাইতেছে এবং আশা করিতেছে দাম আরো বাড়িবে। বড়তি জেলায় তাই যত ধান বাজারে আসিবার হওয়া উচিত তাহার অর্দ্ধেক এমন কি কোন কোন অঞ্চলে নিকি পরিমাণে আসিতেছে" সরকারী মুখপাত্রের বেশ পরিষ্কার বুঝিতেছেন যে, যে মজুতদারদের প্রথম চোটে তাঁহারা লম্বা বাগ ছাড়িয়াছিলেন, আজ তাহে মুনাফাখোরের ব্যবসায়ীরাই আবার তাঁহাদের সমস্ত ধানচাল কেনার আশা ভরসা মাটী করিয়া দিতেছে। এখন মজুতদারদের সরকারের প্লান বানচাল করিবার উপযুক্ত শক্তি অর্জ্জন করিয়া বসিয়াছে।

চাউলের দর (জেলার পড়পড়তা হিসাব)

	১৪ই জানুয়ারী	১৪ই ফেব্রুয়ারী	১৫ই মার্চ
* মুর্শীগঞ্জ	২৭৲	১৮৲	১৭৸•
* নওয়া (শান্তিপুর)	২৭৲	১৭৲	১৬৷•
* বর্দ্ধমান	১৮৲	১৬, ১৭৲	১৬৷•
* বাঁকুড়া	১৭৲	১৪, ১৬৲	১১,-১৩৲
* ফরিদপুর	১৮৷•-১৯৲	১৮৲	১৬৷•
* পাবনা	২৭,-২৭৲	১৭৷•	১৪,-১৫৲
* যশোহর	১৯, ২১৲	১৮,-১৯৲	১৬,-১৭৷•
ময়মনসিংহ	১৪৲	১৩৷•	১৪,-১৬৲
কিশোরগঞ্জ	১৭৲	১৬৲	১৭,-২০৲
নোয়াখালী	১৮৲	২১৷•	২২,-২৩৲
চট্টগ্রাম	১৭,-২০৲	২০,-২২৲	২৩,-২৪৲
রংপুর (বদরগঞ্জ)	১২৷•	১৭৲	১৭৷•

* চিহ্নিত অঞ্চলে মজুতদারী ব্যবসায়ের উপর বিধি নিষেধ চালু আছে, রপ্তানীর উপর কড়া নজর আছে এবং আংশিক রেশনীং ও কন্‌ট্রোল দোকানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

এই গোর সংকটের গুরুত্ব কি আমলাতন্ত্র আর কি লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী কেহই এখনো বুঝিতেছে না। মজুতদারদের ঝাঁপে জড়াইয়া সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ বহুস্থানেই খাদ্যকমিটির পরামর্শ হইতে বাধ্য হইতেছে। বর্ধমানে, পাবনায়, সিরাজগঞ্জে, বাগবাজার ও রতনকান্দা প্রভৃতি জায়গায় কর্ত্তৃপক্ষ ফুডকমিটির হাতে সবকিছু ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু ইহাতে কি হইবে? এখন থেকোনো উপায়েই হউক সরকারের হাতে ধান চাল স্টক করা চাই। সরকার একায়ে অকৃতকার্য্য হইতেছে, তাহাতে ক্ষতি আমাদের আর লাভ মজুতদারের। আমলাতন্ত্র তাহার দায়িত্ব এড়াইয়া বসিয়া থাকিতে পারে কিন্তু কোটী কোটী বাঙ্গালী না খাইয়া মরিলে ক্ষতি কাহার?

জনগণের আন্দোলনের জোরে

চোরাবাজার ও খাদ্যাভাব দূর কর

তবেই রেশনীং ও সরবরাহের গলদ দূর হইবে

রেশনীং সফল করিতে হইলে, ঘাটতি অঞ্চলকে খাওয়াইতে হইলে এইভাবে সরকারী ক্রয়ের ও স্টকের আন্দোলনকে আমাদেরই জোরদার করিতে হইবে। তাহা না করিলে, বাধ্য হইয়া সরকার রেশনীং চালু করিলেও নিয়মিত চাল মিলিবে না, পচা চাল দিব, পরিমাণ কম হইবে। ঘাটতি অঞ্চলে সরবরাহের অভাবে আংশিক বরাদ্দও মাটী হইয়া যাইতেছে। ঘাটতি অঞ্চলের শহরগুলিতে কোন দিন খাদ্য পাও

কর্পোরেশন নির্ব্বাচনে

সহরের গরীব বাসিন্দা জাগিল

কমিউনিষ্ট প্রতিনিধিদের সমর্থনে বিরাট জনসমাবেশ

১৯৪৩ সালের এত বড় দুর্ভিক্ষে কলিকাতা কর্পোরেশন সহরের গরীব বাসিন্দাদের জন্য কিছুই করে নাই। সহরের গরীব বাসিন্দারা খাইতে পায়, কি পায়না, এমন কি তাহার কোন খবরও কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ কোনদিন রাখে নাই। গত সপ্তাহের খবরে দেখা গেল, কলিকাতায় মহামারীর প্রকোপ বাড়িয়াছে। কিন্তু এই মহামারীতে গরীব বাসিন্দাদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হইল কিনা তাহা দেখার দায়িত্ব কর্পোরেশন লয় নাই। রেশনিং ব্যবস্থায় সহরের গরীব বাসিন্দারা সেলর রেশন কার্ড পাইল কিনা, সোয়া সেলোটাকা দরে চাউল কিনিবার ক্ষমতা তাহাদের আছে কিনা,—সে খবর তাহারা আজও লয় নাই, লওয়া কেহ দরকারও মনে করে নাই।

বিড়িওয়ালা, বিড়ি কারিগর, কর্পোরেশনের খাঙ্গর ও মেথর, ডকের শ্রমিক প্রভৃতিই সহরের এই গরীবদের সব চেয়ে বড় অংশ। আজ কর্পোরেশনের আসন্ন নির্ব্বাচনে তাহাদের এতদিনের জমানো অসন্তোষ ও বিক্ষোভ সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছে। সারা সহরের গরীবদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব জাগরণ আসিয়াছে।

সব চেয়ে বেশী আলোড়ন শুরু হইয়াছে রিক্সা শ্রমিকদের মধ্যে। কর্পোরেশনের শ্রমিক নির্ব্বাচন কেন্দ্রের ভোটারদের অর্দ্ধেক হইল তাহারা! কলিকাতার ট্রাম, লেকটেক্স, বাস প্রভৃতির শ্রমিকরা যখন তাহাদের মধ্যে লাল ঝাণ্ডার কথা শুনাইল, তাহাদের জন্য সপ্তাহে সাত সের রেশন, সাড়ে বার টাকা দরে চাউল প্রভৃতি দাবীর কথা বলিল, তখন প্রত্যেকটি রিক্সা-খাটালে বিপুল সাড়া পাওয়া গেল।

ট্রাম শ্রমিকরাও বসিয়া নাই। তাহাদের ইউনিয়নের সভাপতি ও সহ সভাপতি নির্ব্বাচন প্রার্থী। এই নির্ব্বাচনের উপর তাহাদের সকল দাবী-দাওয়া পাওয়া না পাওয়া নির্ভর করে, ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। গত এক সপ্তাহের মধ্যে তাহারা বেলগাছিয়া, রাজাবাজার, পার্কসার্কাস এবং কালীঘাটে ছোটেছোট সভা করিয়াছে।

পোর্টের শ্রমিকরা টিলাবাজার প্রভৃতি এলাকায় সভা করিয়া "সাইকেল" ও "তালাচাবি"কে ভোট দেওয়ার প্রতিজ্ঞা লইয়াছে। ডকের মজুররা তালতলা অঞ্চলে বিশেষ ভাবে সাড়া দিয়াছে। টালা ও মধ্য কলিকাতায় কর্পোরেশন শ্রমিকদের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁতিবাগান ও ধরবাগানের বিড়ি মজুররা ছোট ছোট সভা করিয়া লাল ঝাণ্ডাকে সমর্থন জানাইয়াছে। ১৭ই মার্চ্চ ইটালী চিনাড্রেল পার্কে এক বিরাট শ্রমিক সভায় কর্পোরেশন, ডক, বিজলী, প্রেস, বিড়ি কারিগর এবং স্থানীয় বাসিন্দারা দলে দলে যোগদান করে। কম্যুনিস্ট নেতা কমরেড ইরসাদ, হুদা, ধীরেন ধর প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। কমরেড ইসমাইল তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনে মজুরদের একতার পরীক্ষা হইবে, প্রত্যেকটি মজুরকে এই পরীক্ষায় জয়ী হইতে হইবে। সভায় সমস্ত শ্রমিক একবাক্যে আওয়াজ তোলে—

"লণ্ডাবে সোমা পাঁচ সের চাউল, আটার জন্য, আরো কমদরে চাউল-আটার জন্য, নাগরিক জীবনের সমস্ত সুবিধার জন্য কমরেড লাহিড়ী (লাইকেল) ও কমরেড ইসমাইল (তালাচাবি) কে ভোট দাও।

বিরাট মজুর জমায়েতে

সোমনাথ লাহিড়ী ও ইসমাইলকে ভোট দিবার সঙ্কল্পে

১৬ই মার্চ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মজুরদের এক বিরাট সভায় শত শত কণ্ঠে 'লাল ঝাণ্ডাকী জয়' ধ্বনিত হইল। ট্রাম, বাস, লরী, কর্পোরেশন, গ্যাস, বিজলী ও বিড়ি মজুরদের সহিত মজুরশ্রেণীর এক নূতন অংশ সভায় আসিয়াছে—রিক্সার মজুর। ২ হাজার রিক্সা-ওয়ালা সভায় লাল ঝাণ্ডার নীচে সামিল হইয়াছে—আগামী কর্পোরেশন নির্বাচনে লাহিড়ী ও ইসমাইলকে তারা শুধু নিজেরাই ভোট দিবে না, আরও হাজার হাজার রিক্সা মজুরের সমর্থন এই দুজন সেরা নেতার পক্ষে জড়ো করিবে।

রিক্সা মজুররা সভায় যাতে না আসে তার জন্য রিক্সার মালিকরা কোন কিছু করিতেই কসুর করে নাই। দালাল দিয়া লাল ঝাণ্ডার বিরুদ্ধে বদনাম রটাইয়াছে, কুৎসাপূর্ণ ইস্তাহার ছড়াইয়াছে। তাতেও যখন সুবিধা হয় নাই, তখন রিক্সাওয়ালাদের ছাঁটাইয়ের ভয় দেখাইয়াছে—এমন কি জোর করিয়া রাস্তা পর্যন্ত আটকাইয়াছে! কিন্তু রিক্সা মজুর মালিকদের জুলুমে ঘাবড়ায় নাই। শ্যামবাজার, বালিগঞ্জ, ভবানীপুর, কালীঘাট, ইটালি, মির্জাপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে মিছিল করিয়া সভায় আসিয়াছে, সারা রাস্তায় আওয়াজ উঠাইয়াছে।

সভাপতি কমরেড মিসির নিজে একজন ট্রাম-মজুর। তিনি বলিলেন, কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ইউনিয়ন ট্রাম; ট্রামের মজুর লাল ঝাণ্ডার কাছেই লড়াইয়ের কায়দা শিখিয়াছে। ট্রামের ড্রাইভার কমরেড জাহির বক্তৃতায় বলেন, গত বার মজুরদের ভোটে যারা কাউন্সিলার হইয়াছিল, তারা মুখে অনেক লম্বা চওড়া কথা বলিয়াছিল; কিন্তু মজুরদের জন্য তারা কাজে কিছুই করে নাই। মজুরদের যারা সত্যিকার দরদী, শুধু তাদেরই আমরা এবার ভোট দিব। কমরেড ইসমাইল ও কমরেড লাহিড়ী ট্রামের মত মজবুত ইউনিয়ন গড়িয়া তোলায় অনেকখানি সাহায্য করিয়াছেন।

এরপর বিড়িওয়ালাদের পক্ষ হইতে কমরেড মহম্মদুল হাসান, জমাদার সমিতির পক্ষ হইতে কমরেড বিন্ধ্যেশ্বরী, গ্যাস মজুরদের পক্ষ হইতে কমরেড রামনরেশ পাণ্ডে সমস্ত মজুরকে লাল ঝাণ্ডার পাশে দাঁড়াইবার জন্য আহ্বান জানাইলেন।

কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী রিক্সা মজুরদের উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, রিক্সার মালিকদের জুলুমের একমাত্র জবাব হইতেছে লাল ঝাণ্ডার নীচে সুসংবদ্ধ হওয়া। দাবীদাওয়া আদায়ের ইহাই একমাত্র পথ। কমরেড ইসমাইল বলিলেন, মজুরদের হইয়া লাল ঝাণ্ডা বরাবর লড়াই করিয়াছে। অঞ্চেকের এই জমায়েত দেখিয়াই মালিকদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে। শুধু লাল ঝাণ্ডার প্রার্থীরাই কর্পোরেশনের মধ্যে মজুরদের স্বার্থ লইয়া লড়িতে পারে। ৬৫জন কাউন্সিলারের মধ্যে সংখ্যায় আমরা হইব মাত্র দুই জন; কিন্তু আমাদের প্রিয় মজুরশ্রেণী যদি আমাদের পিছনে দাঁড়ায়, তাহা হইলে আমরা দুইজনেই বিরাব বাধাবিঘ্নের পক্ষে যথেষ্ট হইব।

রিক্সামালিকদের প্রতিনিধি বি, এম সেন ও অপর কয়েকজন রিক্সামালিক সভায় আসিয়াছিল হাতলাল লক্ষ্য করিবার জন্য। মজুরদের মধ্যে উৎসাহ ও উত্তেজনা দেখিয়া তাহারা সরিয়া পড়ে।

তুমুল ধ্বনির মধ্যে সভা শেষ হইল। লাল ঝাণ্ডাকে জিতাইতেই হইবে—সকলের মনে একটি মাত্র প্রতিজ্ঞা।

কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী ও ইসমাইলকে ভোট দাও

শ্রমিকনেতা মৃণালকান্তি বসুর আবেদন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসু মহাশয় নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন।

আমি শুনে খুবই খুশী হলাম যে কলিকাতা কর্পোরেশনের আগামী নির্ব্বাচনে কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী ও মহম্মদ ইসমাইল শ্রমিক নির্ব্বাচন কেন্দ্রের প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছেন। যদিও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেস এ ব্যাপার নিয়ে কোন আলোচনা করেনি বা কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি তবুও আমি ব্যক্তিগত ভাবে কমরেড লাহিড়ী এবং ইসমাইলকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। এঁরা দুজনেই নিখিল ভারত ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য এবং দুজনেই শ্রমিক আন্দোলনের সাচ্চা নেতা হিসাবে যথেষ্ট আস্থা অর্জ্জন করেছেন। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে এঁরা বহু কষ্ট সহ্য করেছেন, বহুবার জেলেও গিয়েছেন কিন্তু তবুও পিছু হটে আসেন নি একপাও। আমি জোর করে বলতে পারি যে কর্পোরেশনে শ্রমিকদের দাবী নিয়ে এঁরা নির্ভয়ে লড়াই করবেন। তাছাড়া এঁরা দুজনে উপস্থিত থাকলে, আজ কর্পোরেশনের মধ্যে যে ব্যভিচার চলেছে তার বিরুদ্ধে লড়াই আরো জোরাল হবে। তাই সমস্ত শ্রমিকদের কাছে আমার এই আবেদন যে কমরেড লাহিড়ী এবং ইসমাইলকেই যেন তাঁরা ভোট দেন।

ময়মনসিংহের রেল মজুরদের সম্মেলন

গত ৮ই মার্চ কমরেড ইন্দ্রজিত গুপ্তের সভাপতিত্বে বি-এণ্ড-এ রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ময়মনসিংহ শাখার প্রথম সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়া এখানকার রেলওয়ে মজুর লাল ঝাণ্ডা উঁচা রাখিয়াছে। এই লাইনের ২০টি ষ্টেশনে ইউনিয়ন গড়িয়া উঠিয়াছে; শতকরা ৪০ জন মজুর ইউনিয়নে আসিয়াছে। সম্পাদক কমরেড মহাদেব সান্যাল ইউনিয়নের কাজের বিবরণ দিলেন। বিভিন্ন সংগঠন হইতে সম্মেলনকে অভিনন্দন জানানো হইল। সম্মেলনে মজুররা দেশপ্রেমিক সঙ্কল্প নিলো, নিজেদের ঐক্যবদ্ধ দাবী জানাইল। উদ্দিপরা মজুরদের বিরাট মিছিল সহরে সাড়া জাগাইল। সম্মেলনের শেষে সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে 'ম্যয় ভুখা হুঁ' অভিনীত হয়।

গত সংখ্যা জনযুদ্ধে ছাপার ভুল

আত্মরক্ষার রিলিফের হিসাব

দ্বিতীয় প্যারার শেষের দিকে—এখন হাতে মোট আছে টা, ৫,৪৬৯।০ আনার স্থলে ভুল ক্রমে টা, ৫৪৬।০ ছাপা হইয়াছে।

এই সংখ্যায় ৬।৭ পৃষ্ঠায় কমিউনিস্ট পার্টির আবেদনে প্রথম লাইনে আবেদর আবেদন-র স্থলে আমাদের আবেদন হইবে।

বজবজে কোম্পানীর জুলুম বন্ধ কর

শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ভাঙ্গিতে দিও না

বজবজ এলাকায় লোধিয়ান এবং এলবিয়ন মিল বন্ধ হইয়াছে। এইভাবে মিল বন্ধ হওয়ার ফলে দুইটী সমস্যা দেখা দিয়াছে—এক চটের উৎপাদন, দুই, হাজার হাজার মজুরের বেকার দশা। এইভাবে মিল বন্ধ হওয়ার সময় হইতেই বেঙ্গল চটকল মজুর ইউনিয়ন আওয়াজ তুলিয়াছিল যে ডবল শিফট চালু কর, সমস্ত শ্রমিককে কাজ দাও। এই আওয়াজ বৃথা যায় নাই;—যে সকল মিল বন্ধ হইয়াছে তাহার পাশের মিলে ডবল শিফট চালু হইয়াছে এবং গভর্ণমেণ্টও ঘোষণা করিয়াছে যে সকল বেকার শ্রমিককে পুরানো চাকুরী বজায় রাখিয়া কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। হেষ্টিংস মিল বন্ধ হইলে শ্রমিকেরা ঐ একই আওয়াজ তোলে। কিন্তু মালিকেরা তাহাদের আরও ১০টী মিল থাকা সত্বেও ডবল শিফট চালু না করিয়া শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ বাবদ আট সপ্তাহের ভাতা মঞ্জুর করে। ডবল শিফট চালু করিয়া পাশের মিলে শ্রমিককে কাজ দেওয়া হইবে কি না তাহা এখনও বিবেচনাধীন। ইতিমধ্যে বজবজের দুইটী মিল বন্ধ হইল। বন্ধ হইবার সাথে সাথেই বঙ্গ বঙ্গ চটকল ইউনিয়নের কর্মীরা নিম্নলিখিত দাবী লইয়া ম্যানেজারের নিকট হাজির হইল: (১) পার্শ্ববর্ত্তী মিলে ডবল শিফট চালু করিয়া সমস্ত শ্রমিককে কাজ দাও; (২) কমপক্ষে মাসিক ত্রিশ টাকা মাগুনী ভাতা দাও; (৩) রাত্রি ৮ টার পর মেয়ে মজুরদের মিলে রাখা চলিবে না এবং তাহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হইবে; (৪) বৃদ্ধ মজুরদের দিনের বেলায় কাজ দিতে হইবে অথবা রাত্রির কাজের সামান্য ত্রুটি উপেক্ষা করিতে হইবে। (৫) ডবল শিফট চালু করিয়া সকল শ্রমিককে পুরানো চাকুরী ও বেতন দিতে হইবে; (৬) মিলের কাছে শ্রমিকের বাসস্থান ও জলের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং (৭) যে সমস্ত শ্রমিককে কাজ দেওয়া সম্ভব হইবে না তাহাদিগকে পুরা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। শ্রমিকের একতা ও সংগঠনের জোর দেখিয়া ম্যানেজার দাবী উপেক্ষা করিতে পারিল না—ওরিয়েণ্ট ও চিত্তিষ্ট মিলে ডবল শিফট চালু করিতে রাজী হইল। ঠিক হইল ভোর ৪টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত মিল চালু থাকিবে;—ইহার ভিতর দুই শিফটে সকলকে কাজ করিতে হইবে। ভোর ৪টার সময় কাজে যোগ দেওয়া সত্যই অমৃতবিন্দু জনক, তাহার উপর অনেকেই দূর গ্রাম হইতে আসে—অত্যন্ত ছুটাছুটি ও বিশ্রামের অভাবে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কিন্তু উপায় কি? কাজ না করিলেও হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িবে, না খাইয়া মরিবে। দেশরক্ষার প্রয়োজনে যে উৎপাদন তাহাও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে; সুতরাং ইউনিয়নের কর্ম্মীরা উপদেশ দিল কাজে যোগ দাও এবং সময়, বেতন প্রভৃতি দাবী সহিমা জোর আন্দোলন কর—দাবী আদায় কর।

শ্রমিকের দাবী কোম্পানী ও লেবার কমিশনারের কাছে পেশ করা হইয়াছে। কোম্পানী আপাততঃ কিছু বিবেচনা করিতে রাজী না হওয়ায় লেবার কমিশনার মামলা অ্যাডজুডিকেশনে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এখন শ্রমিকেরা কি করিবে? তাহারা কি যতদিন মীমাংসা না হয় ততদিন বসিয়া থাকিয়া অনাহারে মরিবে? তাহা হইতে পারে না; বরং কাজে যোগ দিয়া যাঃাতে অ্যাডজুডিকেশন বসে এবং দাবী আদায় হয় তাহারই জন্য জোর আন্দোলন চালাইবে। ইহাই হইল এখন একমাত্র কাজ।

আত্মরক্ষা কর্ম্মীর ডায়েরী

(৩য় পৃঃ দেখাশে)

মুখে করণ গোঙানি, কুইনাইন দিয়া চলিয়া আসিলাম, মনটা ব্যথায় ভরিয়া গেল। ঘরে ঘরে আজকে "শেফালী" গোঙাইতেছে, কত মায়ের বুক খালি করিয়া কত শেফালী চলিয়া যাইতেছে।

ডিসেম্বর মাস—বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া পুরাণ জামা যোগাড় করিলাম। পাড়ার ভদ্র মহিলাদের জড় করিলাম—আরও জড় করিলাম তাহাদের যাহারা শীত কাপড় পাইবার যোগ্য। হঠাৎ চক্ষু পড়িল ভীড়ের এক কোনে। কঙ্কাল বলিয়া ভুল হইতে লাগিল। দেখিলাম ভীড়ের একটি কোনে মায়ের কোলে বসিয়া আমার পরিচিত শেফালী। কয়েকখানা হাড়ের উপর যেন চামড়ার একটি প্রলেপ দেওয়া। তাহার হাতে একটি জামা দিলাম। জামাটা পাইয়া তাহার কি আনন্দ! সমস্ত মুখে আনন্দের আভা। ক্ষীণ হাসিয়া বলিল, "দিদিমণি তুমি আমাকে জামা দিয়েছ?" মা তাহার মেয়েকে কোলে করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। মন আমার অসীম তৃপ্তিতে ভরিয়া গেল।

জানুয়ারী আসিল। শুনিলাম শেফালীর মায়ের বসন্ত হইয়াছে। তাহাকে বসন্ত হাসপাতালে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা হইল। শেফালী করুণ উদাস দৃষ্টি মেলিয়া মায়ের যাওয়ার পথে চাহিয়া রহিল। মা তাহার চোখের আড়াল হইতেই বাবার কোলে মুখ লুকাইয়া ফোঁপাইয়া উঠিল, বুকে চাপিয়া ধরিলাম তাহাকে একটা অবরুদ্ধ বেদনায় মন আনাকু গুমরাইয়া উঠিল।

না তাহার আর ফিরিল না। মাঝে মাঝে শেফালীর বাড়ীতে যাইয়া তাহার খোঁজ লইয়া আসি।

ফেব্রুয়ারী মাস। ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল খুলিলাম। স্কুলে দেখিলাম শেফালীকে। বড় বড় দুইটি চক্ষু আমার মুখের পানে তুলিয়া বলিল,—"দিদিমণি তুমি আমাকে পড়াইবা?"

রোজ সে স্কুলে আসে, কত প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করে, সকল বিষয়ে তাহার অনন্ত জিজ্ঞাসা, মনে মাঝে কেমন যেন উদাস হইয়া যায় বুঝিবা ভাবে মা তাহার সেই যে গেল আর কেন আসে না?

অন্তরের সমস্ত স্নেহ দিয়া জড়াইয়া ধরিলাম তাহাকে।

মহামারীর বিরুদ্ধে

ঐক্যবদ্ধ মেডিকেল রিলিফের জন্য

ডাঃ বিধান রায়ের আবেদন

বঙ্গীয় চিকিৎসা সাহায্য সমবয় কমিটির সভাপতি ডাঃ বি সি রায় নিম্নোক্ত মর্ম্মে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন,—দীর্ঘ এক বৎসর যাবৎ বাঙ্গলা প্রদেশ মৃত্যু ও ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে। বুভুক্ষাপীড়িতদের আহ্বানে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গিয়াছে এবং বাঙ্গলার দুঃখদুর্দ্দশার কাহিনীতে ভারতে ও ভারতের বাহিরে লক্ষ লক্ষ লোক বিচলিত হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষায় বর্ত্তমানে সাহায্যের অধিক প্রয়োজন আছে। আমরা এপর্য্যন্ত যেরূপ সাহায্যই করিয়া থাকি না কেন, আমাদের আরও সাহায্য করার যে কর্ত্তব্য আছে, তাহা হইতে আমরা রেহাই পাইতে পারি না। বর্ত্তমানে ম্যালেরিয়া ও বসন্ত রোগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক মারা যাইতেছে। কিন্তু আমরা যদি অবিলম্বে প্রতিরোধের চেষ্টা না করি তবে অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধিও দেখা দিবে। শুধু যে আরও সাহায্যের প্রয়োজন আছে তাহা নহে, অভিজ্ঞতার ফলে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, এই সকল সাহায্যের মধ্যে সমবয় সাধন প্রয়োজন ও উহা সুপরিকল্পিত হওয়া উচিত। বিশেষ করিয়া ঔষধের দারুণ অভাবের দরুণ এবং ঔষধ বণ্টনে সরকারী ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলার ফলে বহু ঔষধ নষ্ট হইতেছে ও বণ্টনে বিলম্ব হইতেছে। যতদূর সম্ভব কম ঔষধ নষ্ট করিয়া ও বণ্টনে কম বিলম্ব করিয়া যাহাতে অধিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে যে সকল বিশিষ্ট ডাক্তার ও সাহায্য প্রতিষ্ঠান চিকিৎসা সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদের উদ্যোগে বঙ্গীয় চিকিৎসা সাহায্য সমবয় কমিটি গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা সহযোগিতার জন্য যে আহ্বান জানাইয়াছেন তাহাতে বহু প্রতিষ্ঠান সাড়া দিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন তাঁহাদের তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে যে যেরূপ সাড়া পাওয়া গিয়াছে তাহা উৎসাহজনক।

এই সমবয় কমিটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিবেন। এই কমিটি যে শুধু সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার অনুসারে বিভিন্ন প্রদেশ সম্পর্কে বন্দোবস্ত করিবেন তাহা নহে, এই কমিটি উপযুক্তরূপে চিকিৎসক ও ঔষধ দিয়া পীড়িত অঞ্চলসমূহে চিকিৎসা সাহায্যকারী দলও প্রেরণ করিবেন। সেই সঙ্গে সমবয় কমিটির উদ্যোগে যে সকল কাজ করা হইবে, তাহাও নিয়মিতরূপে পরিদর্শন করা হইবে। একটি অঞ্চলে তিন মাসের জন্য চিকিৎসা সাহায্যকারী দলের কার্য্য পরিচালনের আনুমানিক ব্যয় হইবে ২৫০০৲ টাকা। কমিষ্ট গভর্ণমেণ্টের সংক্রামক ব্যাধি নিরোধ পরিকল্পনা সম্পর্কে বিবেচনা করিয়াছেন। কমিটির সুস্পষ্ট অভিমত এই যে গভর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা অত্যন্ত অনুপযুক্ত। অবিলম্বে সরকারী ব্যাপক প্রচেষ্টার সহিত বেসরকারী প্রচেষ্টার সমবয় সাধন না হইলে বর্ত্তমানের ভয়াবহ অবস্থা দুরীভূত হইতে পারিবে না। সর্ব্বপ্রথম কাজ হিসাবে কমিটি যাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা হইতেছে বিভিন্ন সাহায্য প্রতিষ্ঠান যে কাজ করিতেছেন তাহা নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাদের মধ্যে সমবয় সাধন করা এবং অবিলম্বে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পীড়িত অঞ্চলসমূহে আরও সাহায্যকারীদল প্রেরণ করা। এই সঙ্গে প্রত্যেকভাবে সমবয় কমিটির উদ্যোগে এবং বিভিন্ন অনুমোদিত সাহায্য প্রতিষ্ঠানের অধীনে নূতন সাহায্যকারী দল গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই সকল সাহায্যকারী দলের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা এবং পরিদর্শনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই সকলের জন্য অবিলম্বে অর্থ, কর্ম্মী ও ঔষধ প্রয়োজন। যাহাতে সমস্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণ তাঁহাদের যথাসাধ্য সাহায্য করেন সেইজন্য আমরা তাঁহাদের নিকট আবেদন জানাইতেছি। আমরা চিকিৎসা ব্যবসায়িগণকে অবিলম্বে সাহায্যের জন্য আগ্রহীদা আসার জন্য আবেদন জানাইতেছি। যে সকল ডাক্তার চিকিৎসা সাহায্যকারী দলে যোগ দিবেন কমিটি তাঁহাদিগকে বেতন দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমরা ছাত্র ও যুবকগণকে এই প্রচেষ্টায় যোগদান করার জন্য আবেদন জানাইতেছি। জাতিবর্ণ্ণ ও বর্ণনির্ব্বিশেষে সকলের নিকটেই এই আবেদন করা হইতেছে।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা:—

বেঙ্গল মেডিকাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি

৮৪।১এ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পাবনার পল্লীতে খাল খননের পরিকল্পনা

পাবনা, ১৩ই মার্চ্চ—পাবনা রিলিফ কমিটির অনুরোধে পাবনা সদর মহকুমা হাকিম মিঃ এস, সি, চৌধুরী অন্যান্য অফিসারদের সমভিব্যাহারে ছাঁওয়ানপুর ও তাতিবন্দ ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন এবং ষ্টেট রিলিফ কার্য্যের জন্য প্রায় ৭ মাইল লম্বা একটি শুষ্ক খাল পুনরায় খননে অনুমতি দিয়াছেন। এই খালটি খনন করা হইলে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের বহু কৃষকের জমি আবাদোপযোগী হইবে।

মুন্সীগঞ্জে মহামারীর প্রকোপ

মুন্সীগঞ্জ, ১৫ই মার্চ্চ—গোটা মহকুমার বসন্তের আক্রমণ চলিয়াছে। মৃত্যুর হারও খুব বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এক প্রকার নূতন ধরণের ভূলকনা রোগে লোকে খুব কষ্ট পাইতেছে। এ প্রকারের রোগ পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। বহু লোক এই রোগে ভুগিতেছে। এ রোগ চিকিৎসা করা খুব কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। ইউ, পি

পাবনার জেলেদের মধ্যে দুই হাজার পাউণ্ড সূতা বিলি

সেরা, (পাবনা) ১৫ই মার্চ্চ—এই ইউনিয়নের জীবরলিসের মধ্যে ২ হাজার ৩ শত পাউণ্ড সূতা বিতরণ করা হইয়াছে। ইহার তিনভাগের ২ ভাগ ধার স্বরূপ ও ১ ভাগ বিনামূল্যে প্রদান করা হইয়াছে। এখানকার হিন্দু মহাসভাও জীবর দিগকে ধার স্বরূপ কিছু সূতা প্রদান করিয়াছেন। ইউ, পি

রোগের বিরুদ্ধে মেডিক্যাল রিলিফ

পীপলস্ রিলিফ কমিটির প্রচেষ্টা

নিখিল চক্রবর্ত্তী

মহামারীর গ্রাস থেকে দেশকে বাঁচানোর দায় আজ প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের। গত ফেব্রুয়ারী মাস থেকেই পিপ্‌লস্ রিলিফ কমিটি তার যৎসামান্য শক্তি নিয়ে এই কাজে নামে। অন্যান্য রিলিফ কমিটিগুলিকে ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের একত্র করে বেঙ্গল মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি গড়ার কাজেও পিপলস্ রিলিফই অগ্রণী হয়। এর পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। এইভাবে মহামারীর বিরুদ্ধে রিলিফের কাজ চালানোর মধ্যে দিয়ে বাংলা দেশে ঐক্য গড়ে উঠ্‌ছে।

ইতিমধ্যেই পিপলস্ রিলিফ কিছু কিছু মেডিক্যাল রিলিফের কাজ করেছে। চীন প্রত্যাগত ডাঃ বিজয় বোস প্রথমে এই কাজে এগিয়ে আসেন। এঁর সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন ডাক্তারও কাজে নেমেছেন। এঁরা বিভিন্ন জেলার মেডিক্যাল রিলিফ ইউনিট গড়ে দুঃস্থদের চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করেছেন। পিপলস রিলিফ এই কাজে ২৭,০০০৲ টাকা বরাদ্দ খাদ্য করেছে—কাজও সুরু হয়ে গেছে।

মুন্সীগঞ্জে—ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় মহামারীর প্রকোপ খুব বেশী হয়। ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে মুন্সিগঞ্জ থেকে সাহায্যের জন্য টেলিগ্রাম পাওয়ায় পীপলস্ রিলিফ কমিটি সেখানে ডাক্তার পাঠিয়ে দেন। ইতিমধ্যেই ঢাকা জনরক্ষা সমিতিকে ১১০০৲ টাকার ওষুধ পাঠানো হয়েছিল।

পীপলস্ রিলিফ কমিটির ডাক্তার ও কর্মীরা মুন্সিগঞ্জ পৌঁছেই স্থানীয় ফুড কমিটি ও রিলিফ কমিটির সঙ্গে দেখা করেন। যোষা গেল বসন্ত ম্যালেরিয়া ও শোথ রোগেরই প্রকোপ সব থেকে বেশী। স্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে দেখা করে দুটো স্কোয়াড গড়া হয়। মহকুমা হাকিমের সঙ্গে দেখা করে ৩ পাউণ্ড কুইনাইন, ৫০ টিউব টীকার ওষুধ ও ৯৯ পাউণ্ড দুধের পাউডার যোগাড় করা হয়। স্থানীয় ডাঃ শৈলেন ঘোষ, সরকারী হেলথ অফিসার ডাক্তার বসির প্রভৃতি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। একটা স্কোয়াড রবি দাসগুপ্তের নেতৃত্বে আউটশাহী ইউনিয়নের পাঁচটী গ্রামে ও অন্যটী শান্তি রায়ের নেতৃত্বে আর পাঁচটী গ্রামের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে।

যাওয়ার আগে স্কোয়াডগুলিকে টিকা দেওয়া, ইন্‌জেকশন দেওয়া, রোগী দেখা ও ম্যালেরিয়া চিকিৎসা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। মাত্র তিন দিনের হিসাব থেকে বোঝা যায় দুটী স্কোয়াড সবশুদ্ধ ৮৯৭ জনকে ইঞ্জেকশন ও ১০০৩ জনকে টীকা দিয়াছে; ১০৪টী বসন্ত রোগীর ও ৩২৬টী ম্যালেরিয়া রোগীর চিকিৎসা করেছে আর ৭ জন নূতন ডলাণ্টিয়ারকে শিক্ষা দিয়েছে। এর মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন।

এইভাবে কাজের অগ্রগতি দেখে স্থানীয় ডাক্তার শৈলেন ঘোষ এত উৎসাহিত হন যে তিনি ছাত্রীদের একটী স্কোয়াড নিয়ে গ্রামে কাজ করতে রাজী হন। আউট সাহীতে কাজ করার জন্য ডাক্তার অমূল্য ঘোষও এগিয়ে আসেন। এইভাবে পীপলস্ রিলিফ কমিটির কর্মীরা শুধু রোগীর চিকিৎসাই করছেন না—সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ডাক্তার, ছাত্র ও মহিলাদের কাজে নামিয়ে দেশ বাঁচানোর পথ দেখাচ্ছেন।

শুধু তাই নয়। নিজের কাজের জোরে অর্জিত এই জনপ্রিয়তার চাপে তাঁরা কর্তৃপক্ষের কৃপণ মুঠা থেকে নানারকম ওষুধ ও সাহায্য আদায় করতে পেরেছেন। স্থানীয় মহকুমার হাকিমের কাছে মিলিত দাবী পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ওষুধ পাওয়া যায় আর প্রতিশ্রুতি মেলে যে দুটী দুধের ক্যান্টিন খোলা হবে। এতে দুধের পাউডার তাঁরা সরবরাহ করবেন আর স্থানীয় ফুড কমিটির ভলাণ্টিয়ার মারফত কুইনিন বিতরণ করা হবে।

বাংলায় গ্রাম সংগঠনের কাজে

বিভিন্ন মহিলা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ

কমলা চ্যাটার্জী

বেঙ্গল উইমেন্স ফুডকমিটি বারাসত ও জয়ন

মুসলিম জাতিগুলির

আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার স্বীকারের পথে

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

'যুদ্ধকালীন সময়ের প্রয়োজন মত সর্বসম্মত ব্যবস্থা সাপেক্ষ জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য গবর্ণমেণ্ট যদি এম, এ, জিন্নাকেও আমন্ত্রণ করিতেন এবং এই গবর্ণমেণ্ট যদি যথারীতি নির্বাচিত আইন সভার কাছে দায়ী থাকিত তো এইরূপ গবর্ণমেণ্টের জন্যও কংগ্রেস ইচ্ছুক ও প্রস্তুত ছিল। শ্রীমতী সরোজিনী দেবী ছাড়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গে বর্তমানে আমার যোগাযোগ নাই, সুতরাং তাঁহাদের বর্তমান মতামত আমি জানি না। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি মত বদলাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।'

(লিনলিথগোর কাছে গান্ধীজির চিঠি)

★

ঐক্য ব্যতীত স্বাধীনতা অসম্ভব

'ঐক্য ব্যতীত যে স্বাধীনতা লাভ করা যাইবে না, আমার একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না।'

(মহাত্মা গান্ধী : 'হরিজন', ২৪শে মে, ১৯৪২)

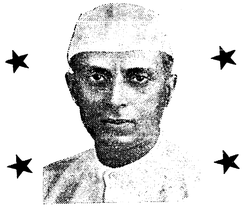

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির দিল্লী প্রস্তাবে (১৯৪২) সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে, 'যদি কোন ভূখণ্ড (টেরিটোরিয়াল ইউনিট) সুস্পষ্টভাবে আপত্তি করে যে তাহারা ভারতীয় ইউনিয়নে থাকিবে না, তাহা হইলে তাহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে বাধ্য করা হইবে না।'

ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাবের মূলনীতি

স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করিয়া

জাতীয় ঐক্যের বাধা দূর কর

জাতীয় ঐক্য সম্ভব

যতক্ষণ আমরা স্বাধীনতার মৌলিক প্রশ্নে এবং স্বাধীন ভারতের দাবিতে একমত আছি—এবং এই দুই বিষয়ে আমরা একমত আছি ও—ততক্ষণ আমার নিকটে কংগ্রেস ও লীগের মত-পার্থক্য খুব বেশি নহে। দুই দিককার সদিচ্ছায় এই পার্থক্য মিটানো যাইতে পারে। দেশবাসীর একই রকমের দুঃখ কষ্ট ভোগ, খাদ্য সমস্যা—এইগুলি সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের তীব্রতা অনেক কমাইয়া দিতেছে। যাহারা বলে সাম্প্রদায়িক সমস্যা কিছুতেই মিটিবার নহে তাহারা মনস্তত্ত্ব জানে না, তাহারা ইতিহাসের প্রভাব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নহে।

'আমার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হইতে এই প্রমাণ আমি পাইয়াছি যে, মানুষকে বাঁচাইবার মহান কর্তব্যের সামনে আপনা হইতেই শ্রেণীগত স্বার্থ, সাম্প্রদায়িক কলহ ও রাজনৈতিক মতভেদ অত্যন্ত ছোট হইয়া যায় এবং সকল প্রশ্নকে ছাপাইয়া মানবতার ডাক প্রাণে গিয়া পৌঁছায়। জনগণের সেবায় সকলের আন্তরিক সহযোগিতার ভিত্তির উপরই এই ভাবে স্থায়ী জাতীয় ঐক্য গড়িয়া উঠিতে পারে।"

—শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

পাকিস্তান দিবসে

লীগের প্রধান আওয়াজ হউক

'কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই'

জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি
মৌলানা আজাদ

কংগ্রেসকর্মী, লীগকর্মী সকলের কাছে আজ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আবেদন: হিন্দু ও মুসলমান জনগণকে মিলিত দাবীর ভিত্তিতে মিলাইবার জন্য বিরাট ঐক্য আন্দোলন গড়িয়া তুলুন, কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এই কাজে হাত মেলান।

- দমননীতির বিরুদ্ধে
- কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবীতে
- আজই কংগ্রেস-লীগ ঐক্য প্রতিষ্ঠায়
- দেশরক্ষার জন্য জাতীয় গবর্ণমেণ্ট কায়েমের পথে অগ্রসর হউন!

কংগ্রেস ও লীগের দেশভক্তদের প্রতি

ইহাই কমিউনিষ্ট পার্টির আবেদন

কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের মূলনীতি

কমিউনিষ্ট পার্টির ঘোষণা

১৯৪৩ সালের মে মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে জাতীয় ঐক্যের কর্মসূচীতে নিম্নলিখিত দাবীগুলির কথা বলা হইয়াছে:

(ক) একএকটি সংলগ্ন ভূখণ্ড যে সমস্ত ভারতবাসীর স্বদেশ; ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি, মানসিক গঠন ও অর্থনৈতিক জীবন—সব কিছুই যাহাদের এক, তাহাদের প্রত্যেককে আলাদা জাতি হিসাবে স্বীকার করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে স্বাধীন ভারতীয় ইউনিয়ন বা ফেডারেশনে ইহাদের প্রত্যেককে স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র হিসাবে যুক্ত থাকিবার দাবী মানিয়া লইতে হইবে; এই ইউনিয়ন বা ফেডারেশন হইতে ইচ্ছামত পৃথক হইয়া যাইবার অধিকারও প্রত্যেকটি জাতিকে দিতে হইবে। যে সমস্ত ভূখণ্ড এই সব জাতির স্বদেশ, বৃটিশ প্রদেশ ও তথাকথিত 'দেশীয় রাজ্যের' কৃত্রিম সামানির্দেশের ফলে যেগুলি আজ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন—স্বাধীন ভারতে এই অধিকারবলে তাহারা তাহাদের হৃত স্বদেশ আবার ফিরিয়া পাইবে। আগামী কালের স্বাধীন ভারত হইবে বিভিন্ন স্বায়ত্ত শাসিত রাষ্ট্রের একটি যুক্ত ফেডারেশন বা ইউনিয়ন; স্বাধীন ভারত হইবে বহু জাতির দেশ—ইহাতে থাকিবে পাঠান, পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাবী (অধিকাংশই মুসলমান), শিখ, সিন্ধুবাসী, হিন্দুস্তানী, রাজস্থানী, গুজরাটি, বাঙালী, আসামী, বিহারী, উড়িয়া, অন্ধ্র, তামিল, কর্ণাটকী, মহারাষ্ট্রবাসী, কেরল প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি।

(খ) এই সমস্ত নূতন রাষ্ট্রে যদি সংখ্যালঘু জাতি থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সংস্কৃতির ভাষা, শিক্ষা প্রভৃতির বিধিবদ্ধ অধিকার থাকিবে; এই অধিকার কোন মতে ক্ষুণ্ণ হইলে আইনানুসারে তাহা দণ্ডনীয় হইবে।

(গ) জাতি, বর্ণ অথবা সম্প্রদায় বিচারে (যেমন, হিন্দু বা ঐ জাতীয় অন্যান্য) কাহাকেও অযোগ্য প্রতিপন্ন করা, বিশেষ কোন সুবিধা দেওয়া অথবা পক্ষপাতিত্ব করা—এই দুর্নীতি বিরোধের জন্য আইন করিতে হইবে। যদি কেহ ইহা লঙ্ঘন করে তাহাকে আইনানুযায়ী শাস্তি দিতে হইবে।

কমিউনিষ্ট পার্টির ঐক্যের আবেদন

লীগভক্তদের কাছে আবেদন: আপনারা যদি জাতির এই সংকটে নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনাদের আ[illegible] আপনারা যদি সময় থাকিতে সচেষ্ট না হন তাহা হইলে [illegible] জাপানী দাসত্বের হাতে পড়িতে হইবে। আপনারা ক[illegible] চালাইবেন, জাতীয় দাবীর পিছনে আপনাদের সম[illegible] বেশী আগাইয়া আসিবেন—কংগ্রেসের কাছ হইতে যেম[illegible] কংগ্রেসনেতারা আজ বন্দী। আপনারা মুক্ত অবস্থায় আপনাদের ন্যায্য দাবী কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে[illegible]।

কংগ্রেসকর্মীদের কাছে আমাদের সহজ পন্থা কংগ্রেস-লীগ ঐক্য প্রতিষ্ঠা। মুসলমান ভা[illegible] আত্মনিয়ন্ত্রণের ন্যায্যদাবী মানিয়া লউন। ইহার ভিত্তি[illegible] বৃটিশ প্রভুত্ব ভাঙিয়া পড়িবে—ভারতের ও বিশ্বের মু[illegible] উঠিবে। আপনাদেরই মত দেশপ্রেমিক মুসলিম ভাইে[illegible] আস্থা রাখুন। বিপদ আজ সকলের—কাজেই একতা[illegible] জাতীয় ঐক্য গড়িয়া উঠিতে পারে।"

—শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

আবেদন: জাতীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের সব থেকে [illegible]দের কাছে দেশের নামে আবেদন জানান, তাহাদের [illegible] যে বিরাট ঐক্য গড়িয়া উঠিবে, তাহার শক্তির সামনে [illegible]গ্রামে ৪০ কোটি মানুষের দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়িয়া [illegible] বিশ্বাস করুন, দেশের সকল মানুষের বিচারবুদ্ধির উপর [illegible] আন্দোলন নিষ্ফল হইবে না। বিভেদ মানেই মৃত্যু—ঐক্যের মধ্যেই স্বাধীনতা।

গান্ধীজির মুক্তিই ঐক্যের পথ

প্রাদেশিক লীগ সম্পাদকের বক্তৃতা

বাংলার প্রাদেশিক লীগের বর্তমান সেক্রেটারী মিঃ আবুল হাশেম গান্ধীজির মুক্তি সম্পর্কে বলেন, 'মুসলিম লীগের দাবী সম্বন্ধে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে যে মতপার্থক্য রহিয়াছে তাহার সমাধান করিতে হইলে গান্ধীজির প্রয়োজন। লীগের স্বার্থেও তাঁহার মুক্তি দাবী করা কর্তব্য। ভারতের সমস্ত জাতির আত্মস্বাতন্ত্র্যের দাবী স্বাধীনতার দাবীর মধ্যেই নিহিত। আজ যদি সেই দাবী ভারতের প্রতি অংশ স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়া লইত, তাহা হইলে সমস্ত মুসলিম সমাজে যে দুর্বার শক্তি পুঞ্জীভূত রহিয়াছে এবং প্রকাশের আবেগে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে তাহা এক মুহূর্তে উদ্দীপিত হইয়া উঠিত এবং সেই অবস্থায় সারা ভারতের মিলিত দাবী সাম্রাজ্যবাদ কিছুতেই অগ্রাহ্য করিতে পারিত না।'

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাও

একসঙ্গে লড়িব

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী লী[illegible] অধিবেশনে বলিয়াছেন: 'যে ছয়টি প্রদেশে আমাদে[illegible] হাতে ক্ষমতা আছে, হিন্দুরা যদি সেই প্রদেশগুলি[illegible] আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে, তাহা হইলে আমি নিজে ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়িতে প্রস্তু[illegible] আছি। তারা আমাদের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিলে [illegible] যুক্ত সংগ্রামে তাদের সহিত কাঁধ মিলাইতে আমরা [illegible] রাজী আছি।'

লীগনেতা লিয়াকত আলি খাঁ

কংগ্রেস ও লীগ মিলিলেই

নেতাদের মুক্তি অনিবার্য্য

গত ১৫ই মার্চ কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদে কংগ্রেস দলের ছাঁটাই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া মুসলীম লীগদলের ডেপুটি লীডার নওয়াবজাদা লিয়াকত আলি খাঁ বক্তৃতা করেন। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে কেন্দ্রীয় পরিষদে ঐক্যের ব্যাপারে যে ইঙ্গিত করা হয়, তাহা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, আমার ইউরোপীয়ান দলের বন্ধুরা আমাদের দুই দলের মধ্যে একটা সাময়িক মিটমাট [illegible] করিতে পারেন না। অথচ [illegible]দনন: আপনারা যদি জাতির এই সংকটে নিষ্ক্রিয় [illegible] নিয়ন্ত্রণের দাবী শুধু কাগজ কলমে লেখা হইয়া থাকিবে। [illegible]দু মুসলমান সকলকেই ব্রিটিশ প্রভুত্বের হাত হইতে [illegible]গ্রেস নেতাদের মুক্তির জন্য যত জোরে আন্দোলন [illegible] যত ব্যাপক হইবে, কংগ্রেস-লীগ মিটমাটের জন্য যত আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতি তত তাড়াতাড়ি লাভ করিবেন। আপনারা আপনাদের দেশপ্রেমিক কর্তব্য করুন—[illegible]।

লীগের বিরুদ্ধে কুৎসা বন্ধ কর

'আমরা ব্রিটিশ শাসনের উপাসনা করিতেছি—এই উক্তি আগাগোড়া মিথ্যা। লীগ স্বাধীনতা চায় না—যেসব দুষ্টবুদ্ধি শয়তান একথা রটনা করে, তাহাদের উক্তির পিছনে রহিয়াছে হীন দুরভিসন্ধি।

(মিঃ জিন্না: গত করাচী অধিবেশনে বক্তৃতা)

'আমাদের লক্ষ্য হইল যে সকল জায়গায় মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু হইতে অনেক বেশী সেই সব স্থানগুলিকে একটি বা কয়েকটি শাসনাধীন প্রদেশে পরিণত করা।'

(ডেলি হেরাল্ডের প্রতিনিধির কাছে মিঃ জিন্নার বিবৃতি)

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিলাতী হোয়াইট পেপারের জবাবে

১৯৪৩-এর ২৭শে মার্চ মিঃ জিন্নার নিজস্ব দৈনিক 'ডন' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হইয়াছিল:—

'খোলাখুলি বলিতে গেলে স্বীকার করিতেই হয় যে, গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের নামে যে অভিযোগ করিয়াছে তাহা প্রমাণ করিতে পারে নাই। ঘটনাগুলি সম্বন্ধে মতবিরোধ নাই বটে, কিন্তু লর্ড লিনলিথগো মিঃ গান্ধীকে অভিযোগের জবাব দিবার জন্য ডাকিতে পারেন নাই। লাট সাহেব একাই ফরিয়াদী, একাই বিচারক—ইহা হইতেই ব্যাপার বোঝা যায়। এতদিনে গবর্ণমেণ্টের বোঝা উচিত যে, অভিযোগগুলি বার বার আওড়াইয়া কোন ফল হয় না। কারণ, কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতি লীগ বা ভারতের অন্যান্য দলের মনে লাগে নাই বটে, কিন্তু তবুও একথা সত্য যে বৃটিশ রাজত্ব সরানোর মূল দাবীতে সমস্ত ভারতবাসী একমত।...পিঠ চাপড়ানোতে মুসলিম লীগ ভুলিবে না।...ভেদনীতির সাহায্যে আধিপত্যের খেলা ইতিহাসে অনেক দেখা গিয়াছে, কাজেই ভারতের কোন রাজনীতিক দলই বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। স্বাধীনতার জবাব দমননীতি নয় এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের আচরণে সন্তোষের কোন কারণ নাই। কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতি ও উপায়ের সঙ্গে তফাৎ থাকা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ দাবী করিতেছে যে, হোয়াইট পেপারের চটকদারী দিয়া ভারতের স্বাধীনতা এড়াইয়া যাওয়া চলিবে না।'

তাহারাই আবার কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একতা রুটক বলিয়া জোর গলায় উপদেশ দিয়া থাকেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি প্রস্তাবের সমর্থনে মিঃ লিয়াকত আলির বক্তৃতা:

"দেশের সামনে আমরা আমাদের নীতি খোলাখুলি ঘোষণা করিয়াছি। ১৯৪২ সালের অগাস্ট মাসে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের গৃহীত প্রস্তাবে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে: আমরা ভারতের স্বাধীনতা চাই। বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিদেশী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে এবং দেশের জনগণের জীবন ও ধনদৌলত রক্ষার উদ্দেশ্যে যে কোন দলের সহিত সহযোগিতা করিতে আমরা প্রস্তুত আছি।

"মুসলীম লীগের সভাপতি সম্প্রতি করাচী অধিবেশনে বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান দাবীর মধ্যে স্বাধীন হিন্দুস্থানের স্বীকৃতি রহিয়াছে। সুতরাং সেদিক হইতে কোন সন্দেহই উঠিতে পারে না।"

বক্তৃতায় তিনি বলেন, "কংগ্রেস নেতারা জেল হইতে বাহিরে আসিলে তখন মুসলিম লীগের এই দাবী স্বীকৃত হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা তাহা ভাবিতে হইবে।" ইহার জবাবে মিঃ এন, এন যোশী বলেন, নিশ্চয়ই তার সম্ভাবনা আছে।

তখন মিঃ লিয়াকত আলি খাঁ বলেন, "আমি আমার মাননীয় বন্ধুকে জানাইয়া দিতে চাই যে, যদি ইহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকিত অথবা কোন দিক হইতে এ সম্পর্কে যদি কোন রূপ ইঙ্গিত আসিত তাহা হইলে অসহায় দাস মনোভাব লইয়া এখানে আমরা বৃটিশের কাছে নেতাদের মুক্তি ভিক্ষা করিতাম না; অন্যান্য সকলের সহিত আমরা যদি হাত মেলাই ও নেতাদের মুক্তি দাবী করি, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, এই মুক্তি আদায় হইবেই।"

২২শে মার্চ, ১৯৪৪

মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব

আত্মনিয়ন্ত্রণই পাকিস্তানের মূল কথা

লীগ সকলের স্বাধীনতা চায়

১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে ছাত্র সম্মেলন উপলক্ষে মিঃ জিন্না জলন্ধরে আসেন। কয়েকজন কমিউনিষ্ট মুসলিম এই সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে। তিনি বলেন, 'জাতীয় গবর্ণমেণ্টই একমাত্র দেশ রক্ষা করিতে পারে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়া লইবার ভিত্তিতে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে যে ঐক্য গড়িয়া উঠিবে তাহারই জোরে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট কায়েম হইবে। দেশকে রক্ষা করার ইহাই একমাত্র রাস্তা।'

কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির জন্য

মুসলিম লীগ আন্দোলন চালাইয়া

এই উদ্দেশ্য সফল কর

লীগের লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা

১৯৪২ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হইয়াছিল, 'ভারতবর্ষ রক্ষার জন্য দেশের সমস্ত শক্তি সংগঠিত করিতে ও সার্থকভাবে যুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেশ্যে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের জন্য যে কোনো দলের যে কোন প্রস্তাব সমান মনোযোগ আলোচনা আলোচনা করিতে মুসলিম লীগ বরাবরের মতন এখনও ইচ্ছুক ও প্রস্তুত আছে।'

এই সিদ্ধান্তে আছে—'ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা মুসলিম লীগের আদর্শ এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য লীগের ব্যগ্রতা কাহারও অপেক্ষা একতিলও কম নয়।...বার বার এ কথা পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে যে, মুসলিম লীগ শুধু পাকিস্তান ও মুসলমানদের জন্যই স্বাধীনতা চায় না, হিন্দু ও হিন্দুস্থানের স্বাধীনতাও তাহারা চায়।'

বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি
মৌলানা আক্রাম খাঁ

আসন্ন দুর্ভিক্ষকে রোখো

১৪ই মার্চ থেকে কলকাতায় ছাত্রফেডারেশনের প্রাদেশিক কাউন্সিলের সভা বসেছে। বাংলার ২২টি জেলা থেকে ৮০ জন প্রতিনিধি আর ২০০ জন দর্শক এই সভায় হাজির হয়েছেন। বাংলার গ্রামে শহরে যে অসংখ্য ছাত্রকর্মী দুর্ভিক্ষ-মহামারীর সংগে হিন্দু-মুসলমান, ছাত্র-শিক্ষক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বীরের মতো যুঝছেন, এঁরা তাঁদেরই প্রতিনিধি। এই লড়াই এখনো শেষ হয় নি। নতুন করে আবার দুর্ভিক্ষ আসছে, তাকে রুখতেই হবে, এই লড়াইকেই শেষ লড়াই করতে হবে: এই প্রতিজ্ঞা প্রত্যেকটি প্রতিনিধির চোখে ফুটে বেরোয়।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে সভা বসেছে। হলে ঢুকতেই চোখ ঝলসে দেয় চিত্তপ্রসাদের আঁকা 'প্যানেল' পোস্টার। মনেই হয় না ছবি দেখছি—গত দু বছরের ছাত্র সমাজের আন্দোলন খরস্রোত স্রোতের মতো রঙীন কাগজের উপর রঙে রঙে ঝরে গেছে। মাথার উপরে কংগ্রেস ও ছাত্র পতাকার চাঁদোয়া। সভাপতির পিছনে দেয়ালে ছাত্র-পতাকা, কংগ্রেস পতাকা, লীগ-পতাকা, আর, তারই মাঝে মাঝে ছবি: বুঝিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রামন। সামনের থাকে একপাশে গান্ধীজী, আরেক পাশে জিন্না।

লড়াইয়ের বীর শহীদ

'জনগণ-মন-অধিনায়ক' গেয়ে সভার কাজ আরম্ভ হল। শোকপ্রস্তাব তুললেন প্রভাত দাসগুপ্ত। সমস্ত সভা বজ্রমুষ্টি তুলে মৃত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালো।

সাধারণ সম্পাদক এবারকার এই অধিবেশনের গুরুত্ব সম্বন্ধে বললেন: 'আমাদের এই সভা জঙ্গী আলোচনা-সভা। যাঁরা এখানে আজ এসেছেন তাঁরা ঘোষণা। প্রতিক্রিয়ার শক্তি সমস্ত জাতিকে আজ পিছনে টেনে নিয়ে চলেছে। কন্দী আমাদের এই লড়াইয়ে প্রথম শহীদ। ফণীকে যারা হত্যা করেছিল তারাই আজ ৫০ লক্ষ বাঙালীকে হত্যা করেছে। স্বাধীনতার লড়াইয়ের সৈনিক যাঁরা জীবনপণ করে লড়ছেন এই শক্তির বিরুদ্ধে, যাঁরা লড়তে লড়তে প্রাণ দিয়েছেন, আমরা তাঁদেরই সংকর্মী। এই প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করে আমরা ফণীর হত্যার শোধ নেব। ৫০ লক্ষ চাষী-মজুর ভাই বোনের হত্যার শোধ নেব, দেশকে বাঁচাবো, স্বাধীন করবো। এই লড়াইয়ে সবচেয়ে আগুয়ান বীর চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর জেলার প্রতিনিধিদের আর কমরেড ফণীর ভাই রমেন আর বোন মায়াকে তিনি সভাপতির পাশের আসনে আহ্বান করলেন, 'বীর চট্টগ্রাম জিন্দাবাদ', "বীর মেদিনীপুর জিন্দাবাদ", "কমরেড ফণী জিন্দাবাদ": হল কেঁপে উঠতে লাগলো।

ছাত্র আন্দোলনের যুগ বদল

এর পরে সাধারণ সম্পাদক তাঁর রিপোর্ট পেশ করলেন। 'এ রিপোর্ট ছাত্র ফেডারেশনের বাড়তি কমতির একটা রিপোর্ট নয়, ক'জন সত্য করেছি, কত টাকা চাঁদা তুলেছি তার হিসাব নয়। সমস্ত দেশ জুড়ে প্রতিক্রিয়া আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, ব্যাঙের ছাতার মতো ছাত্র-প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠছে। এরি বিরুদ্ধে আমরা লড়ছি। তাই আজ আমাদের দরকার হয়েছে স্পষ্ট করে বুঝে নেবার, কিসের জোরে, কিসের জন্য লড়ছি, আর কেন আমরা জিতব।

'আমাদের ভারতের ছাত্র-আন্দোলনের জন্ম হল মূল জাতীয় আন্দোলনের থেকে, সেই স্রোত থেকেই ছাত্র আন্দোলন বরাবর জীবন পায়। সেই স্রোতে যখন ভাঁটার টান, ছাত্র আন্দোলন তখন বাড়তে পারে না—যেমন আজ। সেই স্রোতে যখন জোয়ারের বেগ, ছাত্র আন্দোলন নতুন সাড়া পায়—যেমন ১৯৩৫-১৯৩৯ সালে।

গৌরবময় ঐতিহ্য

'প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ভারতে এক যুগ বদলের পালা এলো। রাজনীতিতে, শিল্প সম্প্রসারণে, শিক্ষার সাহিত্যে সংস্কৃতিতে নতুন জীবনের সাড়া জাগ্‌ল। জন্ম নিলো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা জাতীয় জীবনের এই নয়া ব্যবস্থাকে গড়ে তুলবে—জন্ম নিলো রাজনীতিসচেতন ছাত্র সমাজ যারা জাতির রাজনৈতিক আকাঙ্খাকে রাজনৈতিক সংগ্রামকে তরুণদের মধ্যে কৃষকদের মধ্যে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তার থেকেই জন্ম নিলো ছাত্র আন্দোলন, যুব আন্দোলন: জাতির প্রত্যেকটি রাজনৈতিক সংগ্রামে তারা আগুয়ান হয়ে এলো। সেই ঐতিহ্যই ১৯৩৬ সালে ছাত্র ফেডারেশনকে গড়লো, আর আজো আমরা সেই ঐতিহ্যই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। যে মহাপুরুষদের ছবি আপনারা পিছনে দেখছেন আমাদের মৃত্যু মহামারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম তাঁদের কীর্তি, ছাত্রদের রক্ষা করার সংগ্রাম, জাতিকে বিদ্যুতের হাত থেকে বাঁচানোর সংগ্রাম।

নেতাদের মুক্ত করবো

'সেই বিশ্বাস নিয়ে আমরা ফিরে যাবো, দ্বিগুণতর উৎসাহ নিয়ে হিন্দু মুসলমান ছাত্র শিক্ষক একসংগে দুর্ভিক্ষ মহামারীর বিরুদ্ধে লড়বো, সাধারণের খাদ্যের জন্য, নেতাদের মুক্তির জন্য লড়বো, জিতবো, স্বাধীন পৃথিবীতে স্বাধীন ভারত তৈরী করবো।"

বাংলাকে বাঁচাতে এক হও

এরপর খাদ্য সম্বন্ধে প্রস্তাব আনলেন বি-পি-এস-এফ-এর সহকারী সভাপতি অজিত রায়। প্রস্তাবে বলা হয়েছে: দেশকে মজুতদারের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এখনি সমস্ত শহরে রেশনিং চালু করা প্রয়োজন। কিন্তু লীগ মন্ত্রিসভা সে কাজ করতে পারে না—সব দলের মজুতদার আজ জোট বেঁধেছে, এক দলের মন্ত্রিসভা সেই জোটকে ভাঙতে পারে না। তাই বাংলাকে বাঁচানোর জন্য সমস্ত লোকের কাছে খাদ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য চাই সমস্ত দলের ঐক্যের ভিত্তিতে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা।

"শিক্ষাজীবনকে বাঁচাতে হবে" এই প্রস্তাব তুললেন রণজিৎ গুহ। প্রস্তাবে বলা হয়েছে: সমস্ত ছাত্রকর্মীর আজকের কর্তব্য অন্যান্য রিলিফের সংগে সংগে ছাত্র ও শিক্ষকদের রিলিফের জন্য বিশেষ আন্দোলন করা। এই কাজে সমস্ত শিক্ষানুরাগী ধনী ব্যক্তিকে নামাতে হবে। আর শিক্ষাজীবনকে আবার গড়ে তুলবার জন্য সরকারকে এখনি সমস্ত শিক্ষক, ছাত্র ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নামতে হবে।

রিলিফ সম্বন্ধে প্রস্তাবে বলা হয় যে রিলিফের প্রয়োজন এখনো ফুরোয়নি। সমস্ত ছাত্রকর্মীকে আজ সর্বত্র যুক্ত রিলিফ কমিটি গড়ে আরো ভালোভাবে আরো বেশী রিলিফ দেওয়ার আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। বাহিরের মুখাপেক্ষী না হয়ে স্থানীয় সংগতিকে যতখানি সম্ভব কাজে লাগাতে হবে।

আরেকটি প্রস্তাবে মুসলিম ছাত্র লীগের সংগে মিলিত যুক্ত রিলিফ বোর্ডকে মুসলিম জনতাকে দান করা হয় ও সমস্ত ইউনিটকে মুসলিম ছাত্র লীগের সংগে মিলিত হয়ে রিলিফ কাজ চালাতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

অগ্রণী কংগ্রেসকর্মীদের অভিনন্দন

আরেকটি প্রস্তাবে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নেত্রীত্বে যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস-সেবীরা দেশসেবার জন্য অগ্রসর হয়েছেন তার জন্য অভিনন্দন জানানো হয়।

এ ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের, বিশেষত চট্টগ্রামের বন্দীদের মুক্তি দাবী করে ও বাংলার রিলিফের জন্য দেশপ্রেমিক অংশেষ্ঠের জন্য পাঞ্জাব, তামিলনাড়, অন্ধ্র প্রদেশের ছাত্রদের ও এই অংশেষ্ঠের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনকে অভিনন্দিত করা হয়।

এই সমস্ত প্রস্তাবগুলি নিয়ে জেলার প্রতিনিধিরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে প্রত্যহ আলোচনা করেন, পরস্পরে সাহায্য করে নিজের স্থানীয় অবস্থার সংগে মিলিয়ে প্রস্তাবগুলিকে কি ভাবে কাজে লাগানো যাবে তার কর্মপন্থা গ্রহণ করেন।

এই কাউন্সিল অধিবেশনের সংগে সাম্প্রতিক ঘটনা ও বিষয়ের উপর বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। "পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী ও অধ্যাপক নিখিল চক্রবর্তী। "অবাধ বাণিজ্য" সম্বন্ধে ভবানী সেন, বিগত ও আগামী "দুর্ভিক্ষের রূপ" সম্বন্ধে অধ্যাপক কিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও সোভিয়েটের জয় ও ইউরোপের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অধ্যাপক সুশোভন সরকার ও শ্রীযুত সুশীল-কান্তি বহু বক্তৃতা করেন।

শিক্ষা ও সমাজ রক্ষার জন্য মৃত্যু ও মহামারীর বিরুদ্ধে লড়ো

বাংলার ছাত্র সমাজের গুরু দায়িত্ব

ছাত্রফেডারেশনের কাউন্সিল সভায় জেলাপ্রতিনিধিদের প্রতিজ্ঞা

সারা ভারত বন্দীদের মুক্তি চায়

আর ভুয়া ছাত্র-সংগঠনের সভায়

হুমায়ুন কবীর বলেন,—নেতাদের মুক্তি জাতির অপমান

[ইউনাইটেড ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশন নামে সম্প্রতি একটা প্রতিষ্ঠান গজাইয়া উঠিতেছে। গত সপ্তাহে ইহার উদ্যোগে কলিকাতায় কয়েকটী সভা হয়। এই সমস্ত সভায় একশো দেড়শোর বেশী শ্রোতা কোন দিনই দেখা যায় নাই। ছাত্রদের পথ দেখাইবার জন্য ইহারা মিঃ হুমায়ুন কবীর, বীরেশ গুহ প্রভৃতি ব্যক্তিকে দিয়া বক্তৃতা দেওয়াইয়াছেন। তাঁহারা কি ভাবে ছাত্রদের আহ্বান করিয়াছেন তাহারই একটী নমুনা নীচে দেওয়া হইল। আর অন্য দিকে বঙ্গীয় ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ কাউন্সিলের মিটিং উপলক্ষে কলিকাতায় ছাত্র কর্মীদের কয়েকটী সাধারণ সভা হয় এবং সেই সব সভার প্রতিদিন ৫০০।৬০০ ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিল। এই সমস্ত সভার বিবরণও দেওয়া হইল।]

ইউনাইটেড স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশানের সভায় প্রচার

গত ১৪ই মার্চ্চ কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটি হলে ইউনাইটেড ষ্টুডেন্ট্স্ এসোসিয়েসন কর্ত্তৃক ছাত্র সপ্তাহ পালন উপলক্ষে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর 'ছাত্র ও রাজনীতি' সম্পর্কে এক বক্তৃতা দেন। তিনি বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি কামনা করার অর্থ তাঁহাদের অসম্মান করা।" তাঁহার মতে, কোন দেশের লোক তাদের শাসকদের নিকট বন্দীমুক্তি দাবী করে না।

স্বাধীনতাপ্রিয় ছাত্র সম্প্রদায়কে বিপথে চালাইবার অপচেষ্টা ইহা অপেক্ষা আর বেশী কি হইতে পারে?

সারা ভারতে নরনারী যখন নেতাদের ও বন্দীদের মুক্তি জাতির এই গভীর সংকট সমাধানের পক্ষে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হিসাবে দেখিতেছে তখন বন্দীদের মুক্তি কামনা করা জাতির অসম্মান—একথা যাহারা বলে তাহাদের আসল স্বার্থ সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে ঘোর সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।

জাতীয় নেতা ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি চাহেনা এমন একটী প্রতিষ্ঠানও আজ ভারতে নাই।

জাতীয় আন্দোলনের নেতা শ্রীজীন্নাজী নিজে বলিয়াছেন—"আমার মনে হয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একমাত্র নিভুল পথ হইতেছে—কংগ্রেসের সমস্ত নেতৃবর্গের মুক্তি দেওয়া, সমস্ত দমননীতিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা এবং আপোষ মীমাংসার উপায় উদ্ভাবন করা।" (বড়লাটের কাছে গান্ধীজির চিঠি)

ভারতের সমস্ত গণ-প্রতিষ্ঠান বন্দীমুক্তি চায়

ভারতে ৫ লক্ষ কৃষকের সংগঠন মিঃ ভাঃ কৃষক সভা স্পষ্ট ভাবে বরাবরই জাতীয় নেতাদের মুক্তি দাবী করিয়া আসিতেছে। গত বছর এপ্রিলে ভাকুনা অধিবেশনে মুক্তি-আন্দোলন চালানোর জন্য কৃষকদের নির্দ্দেশ দিয়াছে। এই সেদিনও ১৪ই মার্চ বেজওয়াদায় স্বামী সহজানন্দ বলিয়াছেন,—"যতদিন পরাধীন বজায় থাকিবে, ততদিন কংগ্রেসেরও প্রয়োজন আছে। সেজন্যই আমরা সকল সময়ে কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবী জানাইয়াছি এবং এখনও জানাইতেছি।"

ইহা শুধু কমিউনিস্টদের দাবী নয়

৩ লক্ষ ২০ হাজার শ্রমিকের ২৫৬টী ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সংগঠন নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গত ৩১ শে জানুয়ারী (১৯৪৪) আলোচ্য সপ্তাহে ২১০ জন দুঃস্থ মারা গিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে মারা গিয়াছিল ২৫২ জন। এই দুই সপ্তাহে প্রধান প্রধান রোগে নিম্নোক্তরূপ লোক মারা গিয়াছে—বসন্ত ২৪০ জন; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ২২৪ জন। কলেরা—৫১ জন; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে—২৯ জন এবং ম্যালেরিয়ার—৫৩ জন; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ৪৬ জন।

—এ, পি

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের

পাঞ্জাব ও কলিকাতা সভায় যথাক্রমে ১৪ই ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে সেখানে জাতীয় নেতাদের মুক্তি দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি বরাবরই নেতাদের মুক্তির জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। মিঃ ভারত ছাত্র ফেডারেশন কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের কারাগারে আটকানর পর হইতে মুক্তির দাবীতে আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছে।

দেশপ্রেম শিখালোর নমুনা

পণ্ডিত মালব্যজী হইতে আরম্ভ করিয়া লিবারেল মহারথে, কংগ্রেস ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সভা ছাত্র ফেডারেশন, মহিলা আত্মরক্ষা এবং কমিউনিস্ট প্রভৃতি সমস্ত আন্দোলনেরই প্রধান দাবী হইয়াছে অবিলম্বে জাতীয় নেতাদের মুক্তি চাই। আর হুমায়ুন কবীর বলিতেছেন—মুক্তির কামনা করা জাতির পক্ষে অবমাননা। ছাত্রদের দেশপ্রেম শিখালোর এই কি নমুনা? - কমিউনিস্টদের কর্মপন্থার সহিত মিঃ কবীরের বুলির তুলনা করিতেছি না। ভারতের বিভিন্ন গণ-সংগঠন, জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন শক্তি যাহা লইয়া আন্দোলন করিতেছেন মিঃ কবীর তাহাদের সকলেরই বিরুদ্ধে।

কলিকাতায় মৃত্যুর হার বাড়িতেছে

কলিকাতা, ১৪ই মার্চ্চ—কলিকাতা কর্পোরেশনের মৃত্যুর হিসাবে জানা যায় যে, ১১ই মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সময়ে সহরে সর্ব্ববিধ কারণে মোট ১২৫০ জন লোক মারা গিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে যতলোক মারা গিয়াছিল, এই সংখ্যা তাহা হইতে ১১৯ বেশী কিন্তু দুঃস্থদের মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

লবণ চোরদের শাস্তি চাই

বরিশাল, ১৩ই মার্চ্চ—লবণ প্রকাশ্য বাজারে পাওয়া যায় না। **পিরোজপুর মহকুমার** ১৪ই মার্চ্চের খবরে জানা যায় যে বাজার হইতে লবণ একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

রংপুর জেলার ডোমার হইতে কমরেড কৃষ্ণদাস জানাইতেছেন এখানে লবণ মোটেই পাওয়া যাইতেছে না। চোরা বাজারে ১৲ টাকা সের দরে হইতেছে। গভর্ণমেণ্টের সরবরাহ অপ্রচুর। ঐ জেলার **পীরগাছা** হইতে রবীন্দ্রনাথ রায় ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে জানাইতেছেন এখানে লবণের সের ১-১।০

নোয়াখালী জেলার মেনী হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে লবণের অত্যন্ত অভাব। সাধারণ লোক খুব অসুবিধা ভোগ করিতেছে।

জনযুদ্ধ

বেজওয়াদা কৃষক সম্মেলনে

লক্ষাধিক নরনারীর সমাবেশ

নূতন উদ্যমে দুর্ভিক্ষ রুখিতে কৃষকের প্রতিজ্ঞা

সভাপতির শোভাযাত্রা

১৪ই মার্চ বেজওয়াদায় নিখিলভারত কিষাণ সভার অষ্টম অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভাপতি সহজানন্দ স্বামী শোভাযাত্রা ও কিষাণপতাকার রক্তপতাকা উত্তোলনেই এর সূচনা। ভোরের বেজওয়াদার ঘুম ভাঙিল অজস্র নরনারীর শোভাযাত্রার কলরবে। অধিবেশনের সভাপতি স্বামী সহজানন্দ, পুরাতন সভাপতি রাহুল সাংকৃত্যায়ন ও বঙ্কিম মুখার্জি আর গান্ধীজীর অভিজ্ঞ অনুচর বিঠারভাই যদুনন্দন শর্মা—ইঁহারা এক সুন্দরভাবে সাজানো গরুর গাড়ীতে যাত্রা করেন। আটজোড়া বলদের এই গাড়ী। দ্বিতীয় একটী গাড়ীতে ছিলেন বাংলার মুজফ্ফর আহমেদ, পুন্নী সিং, ভাগ সিং কানাডিয়ান প্রভৃতি কিষাণ আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতারা। এঁদের পিছনে পায়ে হাঁটিয়া চলিয়াছেন নিখিলভারত কিষাণ সভার কিষাণ নেতা, প্রতিনিধি ও সভ্যের দল।

সিন্ধু হইতে আসাম, সীমান্ত প্রদেশ হইতে মালাবার—এ বিপুল দেশের সমস্ত প্রদেশ হইতে সর্বসমেত প্রায় ৪০০ প্রতিনিধি আসেন। বেজওয়াদায় যাওয়া সম্পর্কে নানাপ্রকার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এঁরা নানা উপায়ে সেখানে পৌঁছান। এঁদের রক্তপতাকা, নিজ নিজ 'স্লোগান' ও কিষাণ সঙ্গীত এই কথারই সাক্ষ্য দেয় যে সারা ভারতের কিষাণের দৃষ্টি আজ বেজওয়াদার দিকে। জাতীয় ঐক্য, জাতীয় নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতা অর্জ্জনে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

অন্ধ্রের কিষাণ নরনারী মেজওয়ানা পৌঁছানোর জন্য দিনের পর দিন হাঁটিয়াছে। তারা ঠিক ১৪ই ভোরে সেখানে উপস্থিত। বহুদূর হইতে হাজারে হাজারে তারা হাঁটিয়া আসিয়াছে। আরও হাজার হাজার দূর দূর গ্রাম থেকে আসিয়াছে তাহাদের গাড়ীতে। এরা দলে দলে ঠাঁই নিয়াছে কিষাণ নগরের কাছাকাছি সমস্ত খোলা জায়গায় আমবাগানে। এদের মধ্যে আছে নরনারী ও শিশু। সঙ্গে আছে যৎসামান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এদের মধ্যে ৫০,০০০ নরনারী যোগ দেয় শোভাযাত্রায়, বাকি সবাই কিষাণ নগরে বিশ্রাম করিতে থাকে। ৫০০০ ভলান্টিয়ার—এদের মধ্যে হাজারের উপরে নারী ভলান্টিয়ার শোভাযাত্রার সঙ্গে চলে পরিচালনার জন্য। এদের কেউ কেউ বাজনা ও লাল নিশান হাতে সভাপতির গাড়ীর আগে আগে চলে—কেউ কেউ সুন্দর ভাবে দল বাঁধিয়া পাশে পাশে যায়, অনেরা পতাকা, 'স্লোগান' ও স্লোগান নিয়ে পিছনে চলিতে থাকে। কিষাণের মুখ—বলিষ্ঠ পুরুষ ও বিভিন্ন রংএর সাড়ী পরিহিতা নারীর মুখ আজ নূতন জীবনের আলোয় দীপ্ত।

দু' মাইল লম্বা এই শোভাযাত্রা সর্পাকৃত বেজওয়াদার প্রধান সড়ক দিয়া সার বাঁধিয়া চলিল। এ সহরের ইতিহাসে এই অভিজ্ঞতা অভিনব। তাই বেজওয়াদার অধিবাসীরা দলে দলে দাঁড়াইল এই দৃশ্য দেখিতে। রক্তপতাকাঙ্কিত এই সুশৃঙ্খল শোভাযাত্রার দেন শেষ নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় রচিত হইতেছে—এই বোধ প্রত্যেকের মধ্যে।

পতাকা উত্তোলন

কিষাণ প্যাণ্ডেলে শোভাযাত্রা পৌঁছাইল বেলা এগারোটায়। সেখানে ৫০,০০০ নর নারীর এক সমাবেশের সামনে রক্তপতাকা উত্তোলন করা হয়। দুনিয়ার মজদুর কিষাণের পতাকার প্রতি তারা সম্মান জানাইলো। পতাকা উত্তোলন করিতে গিয়া বঙ্কিম মুখার্জি যুদ্ধক্ষেত্রে লাল ফৌজ এই মুহূর্ত্তে রক্তপতাকাকে যে গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছে সে কথাই স্মরণ করাইলেন, আর ভারতের কিষাণকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিরুদ্ধে অভিযান, ঐক্যের সংগ্রাম, নেতাদের মুক্তি, জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপন করার প্রতিশ্রুতি লইয়া সেই বিপুল আদর্শের প্রতি অবিচলিত থাকিতে উদ্বুদ্ধ করিলেন।

এই অধিবেশনে একটী বিশিষ্ট প্রস্তাব হয় কিষাণ সভার নীতি সম্পর্কে। কিষাণসভা কম্যুনিষ্টদের ও কম্যুনিষ্ট নীতি দ্বারা পরিচালিত—জাতীয়তাবিরোধী ও ভেদপন্থী কয়েকটী দলের এই ধরণের প্রচারের জন্যই নীতি সম্পর্কে এই পুনরালোচনার দরকার হয়। এই প্রস্তাবে সভা উঃার ফ্যাশিষ্টবিরোধী দেশপ্রেমিক নীতি পুনরায় ঘোষণা করে এবং ফ্যাসিজমের ধ্বংসের জন্য রুষ, চীন ও অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তির প্রচণ্ড সংগ্রামের পক্ষে সভার মত খোলাখুলি ভাবে ব্যক্ত করে। এই প্রস্তাব জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় সর্ব্বদলীয় গভর্ণমেণ্টের পক্ষে মত প্রকাশ করে, দেশরক্ষা ব্যবস্থার ধ্বংসের নিন্দা করে এবং খাদ্যসংকট ও রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূর করার জন্য ঐক্যের পথে সকলকে ডাক দেয়। কিষাণসভা তার ফ্যাশিষ্টবিরোধী দেশপ্রেমিক পথে সকল দেশভক্তের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য আবেদন জানায়।

প্রথম দিনের অধিবেশন

খরস্রোতের আলোয় বিকাল পাঁচটায় অধিবেশন আরম্ভ হয়। খোলা প্রান্তর এক লক্ষেরও বেশী নরনারীর এক বিপুল জনসমুদ্রের আলোড়নে মথিত। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কমরেড রাও এর স্বাগতভাষণ ও কিষাণ সভার অষ্টম অধিবেশনের সভাপতি স্বামী সহজানন্দের বক্তৃতা তারা সাগ্রহে শুনিল। এর পর নিকট ও দূর হইতে যে সব বাণী পাওয়া গিয়াছে সেগুলি পাঠ করা হইল ও সভাপতির আসন হইতে পেশ করা হইল শোক প্রস্তাব।

সংস্কৃতি উৎসব

জাতীয় সঙ্গীত ও কমরেড, পি, সি, যোশীর ভাষণের পর রাত দশটায় কিষাণ সভার সংস্কৃতি উৎসব সুরু হয়। রাত তিনটা পর্য্যন্ত এক লক্ষেরও বেশী নরনারীর এই সমাবেশ নীরবে বসিয়া রহিল যতক্ষণ পর্য্যন্ত না অন্ধ্র দলের আশ্চর্য্য 'ব্যরাকথা' এখিনের মত উৎসবের সমাপ্তি জ্ঞাপন করিল। বোম্বাই, মহারাষ্ট্র, যুক্তপ্রদেশ, বিশেষ করিয়া বাংলা ও অন্ধ্র হইতে বিভিন্ন দল নিখিল ভারত কিষাণ সভার পক্ষ হইতে সকলের সামনে ভারতের জনসাধারণের সত্যকার জীবন উদ্ঘাটিত করিল। তারা দেখাইল কিষাণ ও গণ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নাচ, গান, অভিনয়ের নূতন জোয়ার আসিয়াছে। জনগণের চেতনা ও আশা আকাঙ্খাগুলিকে রূপ দেওয়ার দিক হইতে যোথহয় অন্ধ্র, তার নাচগানের ঐতিহ্য সব চাইতে সহজ ও সুন্দর ভাবে প্রয়োগ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু বাংলার দল এই বিপুল জনসমুদ্রকে গভীরভাবে আলোড়িত করিল যখন উষা, পানু ও তুলপীর আশ্চর্য্য অনাহার নৃত্য আরম্ভ হয়। আপনা হইতে বন্যার মত বাংলার সাহায্যের জন্য দান আসিতে থাকে। শত শত লোক এর জন্য মঞ্চের দিকে ছুটিয়া আসে। বাধ্য হইয়া উদ্যোক্তারা জানাইলেন যে সংস্কৃতি উৎসব সেই দিনই শেষ হইবে না, পরের দিন এই সাহায্য সংগ্রহ করা হইবে। দুই রাত্রি ধরিয়া উৎসব চলিবে, বেজওয়াদার মজদুরেরা সব চেয়ে ভালো প্রাদেশিক দলকে একটী রূপার কাপ্ পুরস্কার দিবে।

১৫ই মার্চ্চ তারিখে মিঃ ভাঃ কিষাণ সভার দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই দিনেই সম্মেলনের আসল কাজকর্ম্ম চলে। মাদ্রাজ পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত শাণমুর্ত্তি এবং ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির ওরফ হইতে কমরেড অধিকারী ভারতীয় কৃষকদের এই বিশাল সভাকে অভিনন্দন জানান। কমরেড অধিকারী কম্যুনিস্ট পার্টির পোলিট ব্যুরোর সভ্য। কিষাণ আন্দোলনকে কম্যুনিস্ট পার্টি কি চোখে দেখিয়া থাকে তাহা তিনি অতি সহজ ও সরল ভাষায় বুঝাইয়া বলেন। সমস্ত প্রকার শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের এই সংগঠনকে সর্ব্বপ্রকারে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য কম্যুনিস্ট পার্টি আজ প্রস্তুত এবং কিষাণ সভা জাতীয় ঐক্যের উপর ভিত্তি করিয়া স্বাধীনতা আদায় করিবার যে প্রকৃত ফ্যাসিস্ট বিরোধী নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহাকেও শক্তিশালী ও কার্য্যকরী করিবার জন্য কম্যুনিস্ট পার্টি সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিবে।

সরকারী ক্রয়ে সাহায্য করিতে ও ফসল বাড়াইতে

কৃষক সভার দীপ্ত আহ্বান

প্রস্তাবাবলী

লালফৌজ, সোভিয়েট ও চীনের অধিবাসীদের অভিনন্দন জানাইয়া কিষাণ সভা তাহার ফ্যাসিস্ট-বিরোধী নীতিকেই স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় এই নীতিকে কাজে প্রয়োগ করিতে হইলে কোন পথ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য তাহা সম্মেলনের প্রধান দুইটি প্রস্তাবে পরিষ্কার ভাবে দেখান হইয়াছে। প্রথম প্রস্তাব "কিষাণ সভার নীতি" সম্পর্কে করা হয়। এই প্রস্তাবে দেশ রক্ষা, জাতীয় ঐক্য এবং জাতীয় স্বাধীনতার কথা বলা হয়। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি এই প্রস্তাব উত্থাপন করিবার সময় একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন। বিহারের পণ্ডিত যদুনন্দন শর্ম্মা এই প্রস্তাবের পক্ষে বলিবার সময় পরিষ্কার করিয়া জোরাল ভাষায় জানান যে, কম্যুনিস্ট পার্টির চাপে কখনও কিষাণ সভা এই নীতি গ্রহণ করিতে যায় নাই। দ্বিতীয় প্রস্তাবে জাতীয় নেতাদের মুক্তির দাবী করা হয়। এই প্রস্তাবে কিষাণ সভার লক্ষ্যের সহিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সাথী করিয়া সকল দেশপ্রেমিককে এবং তাহাদের সংগঠনকে জাতীয় নেতাদের মুক্তির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে আহ্বান করা হয় এবং বলা হয় একমাত্র এই পথেই দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে, জাপানী-আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রকৃত দেশ রক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে এবং একমাত্র এই পথেই সকলদলের মধ্যে ঐক্য কায়েম করিয়া জাতীয় সরকার আদায় করা যাইতে পারে।

দেশের খাদ্য সমস্যাই বিশেষ ভাবে এই সম্মেলনকে বিচলিত করিয়াছিল এবং ইহাই তাহাদের প্রধানতম আলোচনার বিষয় ছিল। সম্মেলনে জোর গলায় বলা হয় যে, ১৯৪৩ সালে মানুষের সৃষ্ট যে দুর্ভিক্ষ এবং তাহারই ফলে যে মহামারী দেখা দেয় তাহা মজুতদার ও মুনাফাখোরদের পক্ষে গভর্ণমেণ্ট যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারই ফলে হইয়াছিল। ১৯৪৪ সালে আবার দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে চলিয়াছে। এবার এই দুর্ভিক্ষ কেবলমাত্র বাঙ্গলা দেশ নয়, আরও অন্যান্য প্রদেশকেও গ্রাস করিবে। সরকার আবশ্যকীয় খাদ্য সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইতেছে এবং তাহার জন্য সরকারের খাদ্যনীতি বানচাল হইতে বসিয়াছে। এই দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য কিষাণ-সভা দাবী জানাইতেছে যে, সকল সহরে রেশনিং চালু করিতে হইবে, জনসাধারণের তত্ত্বা

ভারতের মুসলমানদের পথের সংকেত

সোভিয়েট এশিয়া ও মহাচীনের আদর্শ

ইসলামের ভাইরা সব শোনো

ফ্যাসিস্ট জাপানের বিরুদ্ধে চীনদেশের মুসলমানদের যে দুর্ধর্ষবাহিনী স্বাধীনতার লড়াই চালাচ্ছে, তার লক্ষ লক্ষ সৈনিকের কণ্ঠে আর একটি গান ধ্বনিত হয়: 'ইসলামের ভাইরা সব শোনো! শত্রুর বিরুদ্ধে অখণ্ড ঐক্যের প্রাচীর তোলো। স্বদেশের মুক্তি, জাতির স্বাধীনতা—তার জন্যে আমরা প্রাণ দিতেও রাজী।'

সোভিয়েট ইউনিয়ন আর ভারতবর্ষের মত চীনও বহু জাতির দেশ। মঙ্গোল, মাঞ্চু আর হিক্সো চীনের পাশাপাশি দুকোটি মুসলমান আজ চীনদেশে বহু শতাব্দীর বাসিন্দা। চীনের সভ্যতা আজ অনেকটা এদের মজ্জাগত—কিন্তু তবু এদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য আজও অক্ষুণ্ণ। চীনের আদি অধিবাসী 'হান'দের সঙ্গে তাদের জাতি স্বাতন্ত্র্যের দাবী নিয়ে লড়াই আজকের নয়—বহু শতাব্দী ধ'রে এই বিসম্বাদ চলে আসছে।

একদিকে এই গৃহবিবাদ অন্যদিকে অত্যাচারী জুংশানের—চীনের সংখ্যালঘু মুসলমানদের দুরবস্থা চরমে পৌঁছুলো। দেখা গেল, তাদের নির্লজ্জ জাতিবিদ্বেষ তলে তলে জাপানীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

এমনি সময় এলো কমিউনিস্টদের ঘোষণাপত্র: বর্বর শোষণপ্রথার বদলে মুসলিম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি—ধর্ম আর সংস্কৃতির অবাধ অধিকার। নিষ্ঠুর দেশদ্রোহীদের গুচ্ছি ক'রে ফ্যাসিস্ট জাপানীদের দেশছাড়া করো—কমিউনিস্টদের শুধু একটি সর্ত।

দেশের মুক্তি সংগ্রামে সকলে এক

১৯৩৬-সালে লিংসিয়ার ৩০০ মুসলিম প্রতিনিধির এক সভায় ব্যাপক জাপবিরোধী কর্মতালিকা প্রস্তুত হ'লো, চীনা ও মুসলিম ঐক্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হ'লো। যে সমস্ত অঞ্চলে কমিউনিস্টদের অখণ্ড প্রভাব, সেখানে পুরানো রেষারেষির চিহ্ন রইল না। দেশের মুক্তি সংগ্রামে সকলে এক হ'লো।

১৯৪০-এর শেষাশেষি ইয়েনানে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে দুইশো পর্বতগুহাকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু জাতিদের বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলো। বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা। এখানেও ছাত্র হবার একটিমাত্র শর্ত: শিক্ষা সমাপ্ত হ'লে দেশে ফিরে গিয়ে ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রামে অংশ নিতে হবে।

সম্মুখে সূর্যোদয়

চীনের মুক্তিকামী মানুষ ধর্মকে খুশ্শো হ'তে দেয়নি, এক জাতি আর এক জাতিকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে। দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে জীবনপাত ক'রে তারা যে ঐক্যের তুফান তুলেছে, তার ঢেউয়ে ঢেউয়ে শোষণের পুরানো দিন স'রে যাচ্ছে, সম্মুখে দেখা দিচ্ছে নতুন সূর্যোদয়।

এই পটভূমিতেই চীনের দুর্ধর্ষ মুসলিমবাহিনী বেড়ে উঠেছে। মত্র একশোজনকে নিয়ে এই বিরাট বাহিনীর সূত্রপাত হয়েছিল। জাপানদের মতে, এদের ফৌজ প্রায় এক কোটি পাঠান লড়াই চালাচ্ছে। দেশবাসীর এই ঐক্য ভাঙবার জন্য জাপানীরা চেষ্টার ত্রুটি করেনি—তাদের উস্কানির প্রভাবে দারুণ বঞ্চনার ষড়যন্ত্র চীনবাসী মুসলমান বুঝেছিল। তাই জাপানদের ধাপ্পাবাজিতে তারা ভোলেনি, দুর্গম দেশপ্রেমের নিলিত ব্যূহ রচনা করেছে।

ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপে স্বাধীনতার পদধ্বনি

চীনের এই সংখ্যালঘু জাতির বীরত্বকাহিনী বড় কম নয়। মধ্য হোনেপ্রদেশ এই বীরত্ব রাত্রির অন্ধকারে জাপানী শান্ত্রীদের খুন ক'রে বড় বড় সৈন্যবাহী গাড়ী আর কামান সরিয়ে ফেলেছে। একশো লোক চারশো জাপানীকে হটিয়ে দিয়েছে। প্রাণ তুচ্ছ ক'রে এরা জাপানীদের এক একটা গোটা বাহিনী নিশ্চিহ্ন করেছে।

এদের পা থেকে পুরানো শোষণের শৃঙ্খল আজ খসে পড়ছে। এদের দুর্বলতা মনোবল আর অন্যান্য দেশপ্রেম, বলিষ্ঠ সাহস আর অটুট সংহতির মধ্যে মুসলিম জাতিগুলির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। রাজনৈতিক আর সামরিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধেও তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। দেশের মুক্তি সংগ্রামে সকলের ঐক্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে চীনের এই দেশপ্রেমিক মুসলিম জাতি আজ প্রগতির পথে দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে চলেছে। তাদের ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপে শোনা যাচ্ছে স্বাধীনতার পদধ্বনি।

মধ্য এশিয়ার মুক্তি ফৌজ

স্টালিনগ্রাড।.....মরমর নাৎসীরা এখানে প্রতিহত হয়েছে। মুক্তিপ্রিয় মানুষের ঘৃণার আগুনে পতঙ্গের মত তারা মরেছে। সোভিয়েটের ইস্পাত কঠিন ঐক্য স্টালিনগ্রাডে ফ্যাসিস্টদের দেশজয়ের দর্প ভেঙে দিয়েছে।

স্টালিনগ্রাডের একটি দৃশ্য।... তিনজন লাল ফৌজের সঙ্গে উজবেকী যুবক হো-জিয়েভ জুর্মণ ঘাঁটির দিকে এগিয়ে চলেছে; তাদের সামনে জার্মানদের আগুনের গোলা ছুটছে। পুরো চব্বিশ ঘণ্টা সমানে যুদ্ধ চালিয়ে তারা জার্মানদের এই ঘাঁটি দখল ক'রলো।

মস্কো, ১৯৪১।...ফ্যাসিস্টদের ৫০টি ট্যাঙ্কের গতি রোধ করার জন্য এগিয়ে এলো ২৮ জন বীর। তার মধ্যে কিরগিজিয়ার ৪ জন মুসলিম। তারা প্রাণ দিলো, কিন্তু শত্রুকে পথ দিলো না। এদের আত্মত্যাগ সোভিয়েটের মানুষ কখনও ভুলবে না।

ইয়েলুনায় শত্রুর ২৭টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছেন তাসখন্দের সবির রহিমভ। লাল ফৌজের মধ্যে তিনিই প্রথম উজবেক জেনারাল। সোভিয়েট শাসনের আগে তিনি ছিলেন সামান্য মেষপালক। আজ সোভিয়েটের রাষ্ট্র কবরা রহিমভের মত লক্ষ লক্ষ মুসলমানের সামনে নবজীবনের আশীর্বাদ এনে দিয়েছে।

তাই সোভিয়েটের মুক্তিযুদ্ধে রুশ, বেলোরুশ, উক্রেনিয়ানদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে উজবেক আর তাজিক, তুর্কোমান আর কাজাখ—মধ্য এশিয়ার উজ্জ্বল সন্তান।

শত্রুকে উৎখাত করো

অর্থনৈতিক আর সামাজিক, রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিক—সমাজজীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সকল জাতি, সকল রাষ্ট্রের সমান অধিকার—স্টালিনের এই ঘোষণা সোভিয়েটের মুসলিম জাতিগুলিকে অপূর্ব প্রেরণা দিয়েছে। তাই ৯৭-বছরের কাজাক কবি জাম্বুলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে দৃপ্ত বাণী: 'আমাদের অগ্নিগর্ভ নিঃশ্বাস দগ্ধ করুক ফ্যাসিষ্ট শয়তানকে; আমাদের ক্ষুরধার তরবারির আঘাতে ধ্বংস হোক ফ্যাসিষ্ট শত্রু।' উজবেক মুফতি রহমেল সমস্ত মুসলিম জাতির কাছে দেশরক্ষার আবেদন জানিয়েছেন: 'শত্রুকে উৎখাত করো, স্বদেশের মাটি থেকে তাকে হটিয়ে দাও।' দাগেস্তানের জাতীয় কবি গেমুৎভ যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার আগে ব'লে গেলেন, 'এবার আমার রাইফেলে উচ্চারিত হবে আমার ভাষা।' কিরঘিজের কবি মালিকভ মাতৃভূমিকে লক্ষ্য ক'রে জানালেন, 'আমরা তোমার প্রহরী। তোমার শক্তিতে আমরা শক্তিমান; তোমাকে আমরাই রক্ষা করবো।'

বিপ্লবের উচ্ছল আশীর্বাদ

মধ্য এশিয়ার মেয়েরাও আজ এই মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক। ক্ষেতে ও কারখানায় পুরুষদের জায়গা দখল করেছে এই মেয়ের দল। এরা স্বামী, পুত্র, ভাইদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছে; তাদের হাতে অস্ত্র, মুখে অস্ত্র তুলে দেবার জন্য নিজেরা কারখানায় আর মাঠে বীর বিক্রমে বেশী বেশী উৎপাদনের লড়াই চালাচ্ছে।

এদের হাতের স্পর্শে তাজিকিস্তানের মাটিতে সোনা ফলছে, তাসখন্দের খনি থেকে উঁচু রাশি রাশি কয়লা। সোভিয়েট রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মুক্ত আকাশের নীচে বোরখার কারাগার ভেঙে তারা যে নূতন জীবনের স্বাদ পেয়েছে—তা রক্ষার জন্য আজ তারা জীবন দিতেও প্রস্তুত। তারা পরাধীনতার সেই দুঃসহ দিনগুলির কথা আজও ভোলেনি। ভোলেনি সেই তুর্কোমান তরুণীর চোখের জলে লেখা গান—'মা, তুমি আমায় বিদেশীর হাতে বিকিয়ে দিলে—আমি কেঁদে কেঁদে শেষ হবো। যে পথে আমায় বিদায় ক'রে দিলে, সেই পথে আমার স্মৃতিতে কাঁটা-গাছের বাগান ক'রো। যেদিন তাকিয়ে দেখবে, কাঁটাগাছ দুয়ে পড়েছে সেদিন জানবে পৃথিবীতে আমি আর নেই।'

আর আজ সমাজের সকল ক্ষেত্রে ফুটে উঠেছে স্বাধীন জীবনের উচ্ছল আশীর্বাদ। হিটলারী দস্যুরা মধ্য এশিয়ার এই নূতন সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চায়। তাদের বিরুদ্ধে তাই কাজাক আর তাজিক, কিরঘিজ আর উজবেক একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে। আমীর, মোল্লার বিরুদ্ধে একদিন যে গান তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল, সেই গান আজ তাদের এই মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা দিচ্ছে—

প্রত্যেকটি পাথর রুখে দাঁড়াবে

'যদি কের তোমরা এ মাটিতে পা দাও—রাস্তার প্রত্যেকটি পাথর রুখে দাঁড়াবে; প্রত্যেক প্রত্যেকটি শাখা তোমাদের চোখে ছুরীর মত বিঁধবে; আঙুরের প্রত্যেকটি লতা তোমাদের গলায় মৃত্যুর ফাঁস জড়াবে। বড় বড় পাহাড় থেকে ভেঙে পড়বে বরফের চাই—তোমাদের দিকে ছুটে আসবে নদীর হিংস্র বন্যা। মেয়েরা ও তোমাদের ক্ষমা করবে না। এই বাদাখশানে ভুলেও যেন পা দিও না—মনে রেখো তোমাদের নিষ্ঠুরতার জবাবে এখানে অপেক্ষা করছে ঘৃণার জ্বলন্ত অভিশাপ।'

তাই মস্কোয়, তাই স্টালিনগ্রাডে লাল ফৌজের পাশে দাঁড়িয়ে মুক্তির লক্ষ্যে মধ্য এশিয়ার মুসলমান বীরের দল প্রাণ তুচ্ছ করছে।

তাই মস্কোয়, তাই স্টালিনগ্রাডে

এরা ভারতবর্ষের মুসলমানদের স্বাধীনতার লড়াই এগিয়ে দিচ্ছে। ভারতের দিকে হিটলার যে থাবা বাড়িয়েছিল, তা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। তাই এই সব বীরদের স্মরণ করেই কলকাতায় ঈদের এক জনায়েতে দেড় বছর আগে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে এই কৃতজ্ঞতা ধ্বনিত হয়েছিল। মধ্য এশিয়ার গৌরবময় পথে ভারতের প্রত্যেকটি মুসলমানকে এখনও স্বাধীনতার বনিয়াদ গড়তে হবে। চীন ও মধ্য এশিয়ার তাই সংকেত।

মুসলিম লীগের সহিত ঐক্যের পথে কংগ্রেস

সদ্যমুক্ত নেতাদের বৈঠকে ঘোষণা

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কংগ্রেস আগেই মানিয়াছে

গত ১৫ই মার্চ এলাহাবাদে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের বাড়ীতে যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস নেতাদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। এই বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে একটা বিবৃতি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন: বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, সম্পূর্ণানন্দ, শ্রীপ্রকাশ, মিস্ পূর্ণিমা ব্যানার্জী, ডাঃ জহরলাল, ডাঃ মুরারীলাল, এ, জি, খের, ত্রিলোকী সিং, খুশবক্ত রায়, স্বামী সত্যানন্দ চক্রিকালাল, মঙ্গল প্রসাদ, রাধে পাঠক, ইন্দিরা গান্ধী, গোপাল নারায়ণ সাকসেনা এবং ফিরোজ গান্ধী। সংক্ষেপে বিবৃতিটি এই: জেল হইতে বাহির হইয়া আমরা দেশের সাধারণ অবস্থা পর্যালোচনা করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছি—এবং যত শীঘ্র সম্ভব নিজেদের মতামত আমাদের জন্য এই ঘরোয়া বৈঠক করা হইল। পরে সমস্ত জেলার কারামুক্ত কংগ্রেস কর্মীদের লইয়া আরও বড় সভা করিবার ব্যবস্থা আমাদের বন্ধু গোপালনারায়ণ সাকসেনা শীঘ্র করিতেছেন। ইহার পর তাঁহারা মৃত নেতা ও কর্মীদের প্রতি শোক জ্ঞাপনের পর বলেন যে গান্ধীজীর নেতৃত্বে তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে—তিনি একমাত্র কেবল কংগ্রেসের নামে কথা কহিতে পারেন। তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখার অর্থ হইল, ভারতকেও বন্দী করিয়া রাখা। বর্তমানে ব্যক্তি স্বাধীনতা না থাকায় দেশে যে হতাশা ও অবসাদ দেখা যাইতেছে তাহা দূর করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিলে তবেই তাঁহার ও কারারুদ্ধ বন্ধুদের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন করা হইতে পারে। বর্তমানে দেশের যে অবস্থা দেখিতেছি তাহা দূর করিবার জন্য আমাদের বিবেচনা অনুযায়ী চেষ্টা না করিলে দেশের প্রতি যথার্থ কর্তব্য পালন করা হইবে না। বিস্তারিত কাজের ব্যবস্থা বড় সভাতেই স্থির করা হইবে কিন্তু বর্তমানে যাহা করা দরকার তাহার জন্য আমরা নিম্নলিখিত নির্দ্দেশে পৌঁছিয়াছি।

চরখাকাটা, কাপড় বোনা এবং কারারুদ্ধ কর্ম্মীদের পরিবারবর্গকে সাহায্য করার ব্যবস্থা অবিলম্বে করিতে হইবে। মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে কাপড়ের দাম কমিয়াছে বটে কিন্তু কাপড় যোগানের বিষয়ে এখনো অনেক কিছু করিবার আছে। অনেক খাদি প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া গিয়াছে সেগুলিকে আবার খুলিতে হইবে এবং নূতন করিয়া আরো প্রতিষ্ঠান গড়িতে হইবে। এ বিষয়ে একটি পরিকল্পনা গড়বার ভার বিচিত্র নারায়ণ, স্বামী সত্যানন্দ ও রামঋক্ষণ গুপ্তকে দেওয়া গিয়াছে।

তাহার পর জেলে যাহারা রহিয়াছে তাহাদের পরিবারবর্গের সাহায্যের জন্য চাঁদা তোলা যে কত প্রয়োজন তাহা বেশী করিয়া বলার নহে। যাহারা জেলে রহিয়াছে তাহাদের পরিবারবর্গ সমগ্র জাতির রক্ষণাধীনে আছে একথা জানাইয়া দেওয়া দরকার। আমরা আশা করি এই কার্য্যে দল ও রাজনৈতিক মতামত নির্ব্বিশেষে সকলের সহযোগিতা পাইব। এই কাজের পরিচালনার জন্য বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, ডাঃ কাটজু, শ্রীপ্রকাশ ও সম্পূর্ণানন্দ অন্তর্ভুক্তি লইয়া একটী কমিটি গঠন করা হইল। জেলায় জেলায় ইহার শাখা কমিটি গঠন করা দরকার। এবারকার জাতীয় সপ্তাহে (৩ হইতে ১৫ এপ্রিল) এই কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করাই সর্ব্বোত্তম জাতীয় কাজ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। আমরা প্রত্যেক জেলার কংগ্রেসসেবাদের আহ্বান করিতেছি যেন এই তারিখে তাঁহারা বৈঠক করিয়া এই কাজ সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করার ব্যবস্থা করেন।

মুসলীম লীগের নেতারা কংগ্রেস ও স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি ক্রমেই বিরূপ হইতেছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। ১৯৪২ সালের ২রা এপ্রিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল তাহার প্রতি আমরা লীগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই প্রস্তাবে বিশেষ করিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণের অধ্যায় নানা হইয়াছে এবং প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে যে কোন প্রদেশের জনগণকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতীয় ইউনিয়নে থাকিতে বাধ্য করা হইবে না।

আমাদের কাজের ধারার মধ্যে কাহারো কোন মতামত দেওয়ার থাকিলে তাহার সাদরে গৃহীত হইবে।

জনযুদ্ধ

বিভিন্ন প্রদেশের খবর

গান্ধীজির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই

গান্ধীজীর নিকট হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উত্তর ভারত সংকারের হস্তগত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে মদনমোহন মালব্য এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে এই উত্তর পাওয়ার পর জাতির খাতিরে গান্ধীজীকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া উচিত।

* * *

১২ মার্চ্চ শিলচর অঞ্চলে জাপানীরা বোমা ফেলিয়াছে।

আসামের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

আসাম ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দাস এই মর্ম্মে অভিযোগ করেন যে আসামের দুই জন মন্ত্রীর সঙ্গে ধান চাউল খরিদ করিবার জন্য নিযুক্ত খরিদদারদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আছে। প্রধান মন্ত্রী বলেন যে একজনের সঙ্গে সরকারী ক্রয় ব্যাপারে কোন সম্পর্ক নাই এবং আর একজনের কোন আত্মীয় সরকারের ক্রয় এজেন্ট।

আমেদাবাদে উদয়শংকর

আহমদাবাদের সোভিয়েট সুহৃৎসমিতিতে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে উদয় শংকর সোভিয়েটের প্রশংসা করেন এবং আমাদের দেশের শিল্পীদের সেই আদর্শ অনুসরণ করিতে বলেন। বক্তৃতার মধ্যে তিনি বাংলার দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করিয়া কমরেড বিনয় রায় পরিচালিত সাংস্কৃতিক দলটির কার্য্যের অত্যন্ত প্রশংসা করেন।

বাংলার দুর্ভিক্ষের সাহায্যে টেনিস খেলোয়াড়

ভারতের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় মিঃ সোহনী সম্প্রতি লাহোরে চীনের খেলোয়াড় চোয়ং এর সঙ্গে এক প্রতিযোগিতায় নামেন। তাঁহারা টিকেট বিক্রয় লব্ধ তিন হাজার টাকার অর্দ্ধেক চীনের জন্য এবং বাকী অর্দ্ধেক বাংলার অনাহার ক্লিষ্ট শিশুদের দুধের জন্য পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটিতে দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পাঞ্জাবের মুসলিম লীগ ঐক্যবদ্ধ ছাত্র রিলিফ কমিটি ও বাংলার জন্য দুধের গুঁড়া পাঠাইতেছেন। পাঞ্জাবের মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি বাংলার জন্য পাঁচ হাজার গরু যোগাড় করিয়াছেন এবং বাংলার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিকে পাঠাইতেছেন।

পাঞ্জাবের ডাক্তাররা বাংলার সাহায্যে

পাঞ্জাবের সকল দলের মিলিত বেঙ্গল রিলিফ কমিটি বাংলার মহামারীর বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য পাঞ্জাবের ডাক্তার ও মেডিকাল ছাত্রদিগকে স্বেচ্ছাসেবক হইতে আহ্বান করিয়াছেন। বাংলার ডাঃ বিধান রায়ের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ মেডিকেল রিলিফ কোঅর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হইয়াছে শুনিয়া পাঞ্জাবের মেডিকাল ছাত্ররা উৎসাহিত হইয়াছে। শীঘ্রই পাঞ্জাব হইতে একটী মেডিক্যাল মিশন বাংলায় আসিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

নাৎসীফৌজের হাতে নাৎসীরা নাস্তানাবুদ

দক্ষিণ রুশিয়ায় হিটলারী বাহিনী ৫০০ মাইলব্যাপী রণক্ষেত্রে একেবারে নাস্তানাবুদ হইতেছে। গত দুই সপ্তাহে একলক্ষ জার্ম্মাণ সৈন্য প্রাণ হারাইয়াছে, এক-তিন অখম হইয়াছে, আর ত্রিশহাজার লালফৌজের

মার্শাল জুকভ
প্রথম ইউক্রেনিয়ান আর্ম্মির সেনাপতি

হাতে বন্দী হইয়াছে। জার্ম্মাণ সেনাপতি কোলিৎসের নায়কত্বে যে ষষ্ঠ বাহিনী লড়িতেছিল, তাহা প্রায় নিশ্চিহ্ন; শত্রুর ষাটহাজি ডিভিসনের অবস্থা সঙ্গীন।

নীপারের মোহানায় খেরসন বন্দর এখন লাল-ফৌজের হাতে। রুশ নদীর মোহানায় নিকোলাইভেস্ক বন্দরের উপর তিনদিক হইতে সোভিয়েট অভিযান চলিতেছে। ক্রাইমিয়াতে জার্ম্মাণ বাহিনী একেবারে খাঁচায় বাঁধা পড়িয়াছে। কৃষ্ণসাগর বাহিনী পলায়নের চেষ্টা ছাড়া তাহাদের অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু সেখানে সোভিয়েট নৌবাহিনী কড়া পাহারা দিতেছে। নিকোলাইয়েফ ও ওডেসাবন্দর লালফৌজের হাতে পড়িলে দক্ষিণ রুশিয়ায় লড়াইয়ের পর্ব্ব চুকিবার সামিল হইবে।

শত্রু পলাইবার পথ পাইতেছে না

পোলাণ্ডের প্রাচীন সীমানার বিশ মাইল ভিতরে ফ্রেমেন্‌স্ পাহাড়ে এক সুরক্ষিত দুর্গ লালফৌজ কাড়িয়া লইয়াছে। ভিনিৎসার পতন একেবারে আসন্ন; লালফৌজ ইহার দক্ষিণ পশ্চিমে অনেকটা আগাইয়া নীপার নদীকূলে মোগিলেভ পোদোল্‌স্কের রাস্তায় রাস্তায় লড়িতেছে। মার্শাল কোনিভেভের নেতৃত্বে লালফৌজের অগ্রগমন ঠেকাইবার শক্তি শত্রুর নাই।

তার্ণোপোল ও ডুব্‌নো কাড়িয়া লইয়া পোলাণ্ডের যুদ্ধপূর্ব্ব সীমানার মধ্যে বড় শহর লুভোভ, আক্রমণের আয়োজন চলিতেছে; পোলাণ্ডের দেশভক্তেরা লাল-ফৌজের সঙ্গে হাত মিলাইতেছে দেখিয়া হতাশের নাম-কা-ওয়াস্তে পোলিশ "সরকার" পদ্যন্ত তাহাদিগকে লালফৌজের সঙ্গে সহযোগিতার নির্দ্দেশই দিয়াছে।

লোভোয়ুজকী, পোমেশ্‌নাইয়া, ছুমেহিয়া প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার সহকে কমরেড স্টালিনের হুকুমনামা। সোভিয়েটের কৃষিবিদ্বেষী দেশভক্তিরা অধিবাসীদের মনে নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছে। জার্ম্মাণ সেনাপতি মানস্টাইন বৃদ্ধি পলাইয়া ব্রুমেনিয়ার মধ্যে নীস্টার নদীর ৮০ মাইল পূর্ব্বে ভাসি নামে এক শহরে ঘাঁটি গাড়িয়াছে। ব্রুমেনিয়াতে পলাইবার পথ হিটলারীদের তার একটি মাত্র রহিল।

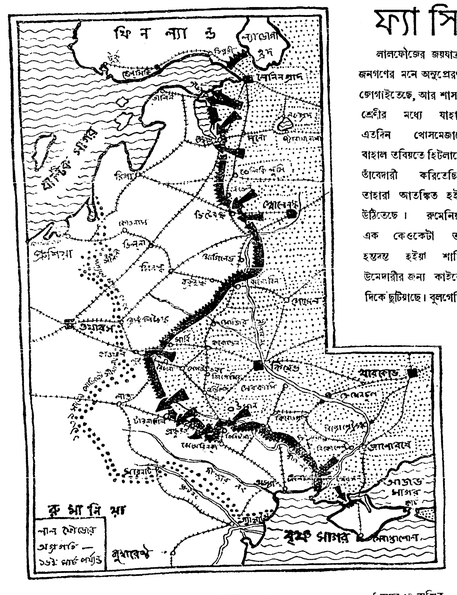

এই সপ্তাহের নতুন বই

১। দুর্ভিক্ষের একবছর পর বাংলা—পি-সি জোশীর লেখা—৵০

২। প্রাণদায়ক চিকিৎসা চিঠি—মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই এর কায়দা: পিপলস্ রিলিফ কমিটি—৴০

ন্যাশ্যনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড
১২ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা

জনযুদ্ধের আসল কায়দা চাই

আরাকানের যুদ্ধে জাপানীদের পরাজয় সত্ত্বেও আর মতান্তর থাকিতে পারে না। এখানে শত্রুর একটা বড়দরের আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে। উত্তর বার্ম্মার হঙ্কং উপত্যকায় চীনা ও আমেরিকানরা জয়লাভ করিয়াছে। উত্তর বার্ম্মাতে ইংরেজ বিমান হইতে জাপানীদের পিছনে সৈন্য নামানো হইয়াছে। প্রশান্ত-মহাসাগর অঞ্চলেও জাপান আক্রমণে ব্যস্ত।

জাপানী শত্রু হাল ছাড়ে নাই:

হিটলারীদের মত ফ্যাসিস্ট জাপানের পতনও অনিবার্য্য। কিন্তু যুদ্ধে হিটলারীরা যতটা নাজেহাল, জাপান: এখনও তেমন নাজেহাল হয় নাই। ইয়োরোপে জন-আন্দোলন যেমন বাড়িতেছে, দ্বিতীয় ফ্রন্টের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাশিজমের ধ্বংস যেমন নিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, প্রাচ্যে এখনও তেমন ঘটে নাই। জাপানকে শুধু আক্রমণে ব্যস্ত থাকিতে বাধ্য করা যথেষ্ট নয়, প্রকৃত অভিযান চালাইয়া জাপানীকে ফ্যাশিস্টদের দর্প চূর্ণ করিতে হইবে। এখনও জাপান চিন পর্ব্বত অঞ্চলে আক্রমণ করিতেছে, সম্প্রতি দুইদিন মনিপুরে ইম্ফল অঞ্চলে জাপানীরা বোমা ফেলিয়াছে।

এশিয়ার জনমত ফ্যাশিজম্ চায় না, কিন্তু এখনও মিত্রশক্তিদের কর্তৃপক্ষ কেবল সামরিক উপায়ে যুদ্ধ জয়ের পরিকল্পনা লইয়া মশগুল বলিয়া জাপানীদের পক্ষে স্বাধীনতার নিজ সাহিত্য সংগ্রহ ভণ্ডামী করা চলিতেছে। ভারতে জাতীয় সরকার বসিলে সমগ্র এশিয়াতে নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি হইবে, জনগণের পরিচালনায় জনযুদ্ধ সার্থক হইবে। নূতন দুনিয়ার চেহারা তখন আমরা দেখিতে পাইব। জাতীয় সরকার আদায়ের আন্দোলনের গুরুত্ব আজ তাই এত বেশী।

● মিকাডো নিপাত হউক ●

যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের জন্য জাপান হইতে পলাতক কাজুয়ো আওইয়ামা জাপানী সম্রাটের তীব্র নিন্দা করিয়া 'মিকাডো নিপাত হউক' বলিয়া এক স্লোগান তুলিয়াছেন।

"টা বুঙ পাও" যে সম্প্রতি প্রকাশিত এক স্বাক্ষরিত প্রবন্ধে এই সাহসী ফ্যাসিস্টবিরোধী জাপানী মেইজী সম্রাট মিকাডোকে এক লোভী ও অত্যাচারী ধনিক বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহার মত জাপানকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হইতেছে মিকাডো ও তদনুরূপ ফ্যাসিষ্ট ব্যবস্থার ধ্বংস করিয়া জাপানে যথার্থ একটি গণ-তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা।

জাপানের সম্রাট সম্বন্ধে ব'লতে গিয়া তিনি বলেন, বর্ত্তমান সম্রাট হিরো হিটো সমগ্র জাপানী মূলধনের শতকরা ৭০ ভাগের মালিক। জাপানী সম্রাট ও অন্যান্য প্রধান প্রধান শিল্পপতিদের ধনের পরিমাণ বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়াই যাইতেছে এবং সেই সঙ্গে জাপানী জন সাধারণের যুদ্ধকালীন দুঃখ দুর্দ্দশাও ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

জাপানী ফ্যাসিস্টদের আর একজন প্রধান শত্রু ওয়াটারু কাজি। তিনি তাহার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া জাপান হইতে হংকঙ এয়োরোপ হিয়া পলায়ন আসেন। জাপানের নর্ত্তমান আক্রমণকারী ফ্যাসিষ্ট নীতির বিরুদ্ধে একটি প্রতিষ্ঠান অবিলম্ব লড়াই চালাইয়া আসিতেছে—এই সংগঠনের নাম 'জাপানী যুদ্ধ বিরোধী লীগ'। ওয়াটারু কাজি এই লীগের একজন উৎসাহী সদস্য।

আজ জাপানী শাসকদের ফ্যাসিষ্ট নীতির বিরুদ্ধে খাস জাপানেরই সাধারণ লোক যে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, উপরের খবরগুলিতে তাহারই আভাষ পাওয়া যায়।

(চীনাবার্ত্তা হইতে)

ফ্যাসিষ্ট শত্রু ঘায়েল

লালফৌজের জয়যাত্রা জনগণের মনে অনুপ্রেরণা জোগাইতেছে, আর শাসক শ্রেণীর মধ্যে যাহারা এতদিন খোসমেজাজে বাহাল তবিয়তে হিটলারের তাঁবেদারী করিতেছিল, তাহারা আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে। রুমেনিয়ার এক কেওকেটা তাই হতভম্ব হইয়া শান্তির উমেদারীর জন্য কাইরোর দিকে ছুটিতাছে। বুলগেরিয়া ভূতপূর্ব্ব স্বরাষ্ট্রসচিব দেশদ্রোহী পুশ্ন সেদিন প্রাণভয়ে দর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ফ্রন্ট শুরু হইলে সমগ্র ফরাসীজাতি এতদিনকার অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবে, হিটলারীরা পলাইবার পথ পাইবে না।

স্বভাবসিদ্ধ উপরতার নির্দ্দশনস্বরূপ সোভিয়েট ফিনল্যাণ্ডকে শান্তির যে সর্ত্ত দিয়াছিল, ফিনল্যাণ্ডের ফ্যাসিস্টপ্রভুদের হঠকারিতার ফলে মানারহাইম এবং তাহার পদলেহীর দল সে সর্ত্ত অগ্রাহ্য করিয়াছে। অগ্রাহ্য করা ছাড়া তাহাদের গত্যন্তর ছিল না, কারণ

সমাজতন্ত্রের বীরবিক্রমে গীটার নদীতীরে এসে পৌঁছেছে। বন্ধ আন্তোনভের লক্ষ লক্ষ সৈন্য আজ বিপন্ন। এই বীরত্বে জগৎবাসী বিস্মিত। এ শৌর্য্য ও পরাক্রমকে প্রশংসা করার পক্ষে কোন ভাষাই যথেষ্ট নয়।

মুক্তি ফৌজ হিসাবে লাল ফৌজের দুর্দ্দার অভিযানের ফলে অধিকৃত ইয়োরোপের জনসাধারণ বুকে বল পাচ্ছে—দেশে দেশে বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। প্রতিরোধের স্তর অতিক্রম করে সংগ্রাম আজ আক্রমণাত্মক রূপ নিয়েছে। বিচ্ছিন্ন গেরিলা দল যুথবদ্ধ নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীতে সংগঠিত হয়েছে। কোন কোন স্থানে জনসাধারণ দ্বারা নির্দ্দাচিত কাউন্সিলই এই মুক্তি ফৌজকে পরিচালনা করছে।

যদিও এই সব পশ্চাৎ দেশগুলিতে ফ্যাসিষ্ট বিরোধী সংগ্রাম প্রথম বিন পেকেই সংগঠনের রূপ নেয় নি, বিধানব্যতীত নাৎসী আক্রমণের প্রথম আঘাতে দেশের গভর্ণমেণ্ট ও তথাকথিত নেতাদের দুর্ব্বলতার ফলে জনসাধারণ কিছুটা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু যে সময় জার্ম্মানদের জয় অনেকের কাছে সুনিশ্চিত বলে মনে হয়েছিল, তখনও অবসরীয় ব্যক্তি বিশেষ, যা আপোষ-হীন ছোট ছোট বলের অভাব হয় নি। তারা বিজেতা জার্ম্মান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অবসরাহসিক প্রতিরোধ ও সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে, জনসাধারণের মনে মুক্তির সম্ভাবনাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। নাৎসী অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে নিজেদের দেশের সম্মানের জন্য, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে জীইয়ে রাখার জন্য কত যুবক যুবতী, বৃদ্ধ, মজুর, কৃষক বুদ্ধিজীবি, এমন কি ছোট ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত যে বীরত্ব দেখিয়ে শত্রুর নির্য্যাতন বরণ করে নিয়েছে, অদ্ভুত আত্মত্যাগ করেছে, তা সত্যিই অতুলনীয়।

প্রত্যেকটি দেশে ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক স্বাতন্ত্র্যের জন্য সংগ্রামের রূপ বিভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে একটি জিনিষ লক্ষ্য করার কাছে যে এসব দেশে সংগ্রামের কেন্দ্র প্রধানতঃ মজুরদের বে-আইনী ট্রেড ইউনিয়নগুলি, কৃষকদের যে আইনী প্রতিষ্ঠান কৃষি সমবায়গুলি এবং ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়। তবে এর সঙ্গে ছাত্র ও শিক্ষকদের বীরত্বগাথাও যুক্ত হয়ে আছে।

ফরাসী জাতি নাৎসী শিকল ভাঙ্গবেই

দেশপ্রেমের অনির্ব্বাণ শিখা ফরাসী যুবকদের পথ দেখায়। জার্ম্মান নাৎসীদের অত্যাচারে তারা টলে না, ফ্যাসিষ্ট ডাঁবেদারের ক্রূরটিকে তারা উপেক্ষা করে। আজকের এই স্বাধীনতার লড়াইয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৈনিক তারা, ফরাসী দেশে হিটলারীদের তাণ্ডব তারা রুখবেই।

দুর্জ্জয় শপথ তাদের—নাৎসীবাহকে ক্ষমা নয়, নাৎসী শিকল ভাঙ্গা চাই-ই। তাই সমগ্র ফরাসী দেশ আজ বারুদের মত জ্বলে উঠেছে, এরিনিজার গুহার, পাহাড় আজ নাৎসী দস্যুর উপর ভেঙ্গে পড়েছে। নাৎসী বিরোধী সংগ্রামের কাজের আর আর বিরাম নাই···প্যারী, মার্সেলস্, লিঁয়ে···সর্ব্বত্রই।

লিঁয়ে সহরের নিকটে একটি কারখানা। জার্ম্মানদের জন্য প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র তৈরী হয় সেখানে। অকস্মাৎভাবে এ কারখানাকে থাকতে দেওয়া দেশপ্রেমিকদের অপরাধ। তাই এ কারখানার উৎখাতের কথা। গুঁড়িয়ে দিতেই হবে।

৩০ জন গেরিলা যুবক তৈরী হয়···জানে এতে দারুণ বিপদ, হয়ত জীবনই দিতে হবে। ৩০ জনের একটি স্কোয়াড, মুহূর্ত্তের মধ্যে কারখানায় ঢোকে—নাৎসী ডাঁবেদারদের আটকে রেখে, কারখানার কলকব্জা বিস্ফোরকে গুঁড়িয়ে দেয়···সে কারখানায় জার্ম্মানদের জন্য অস্ত্র তৈরী আর কবে হবে কে জানে! দেশপ্রেমের ঐতিহ্যে গৌরবদীপ্ত এই ফরাসী জাতি···হিটলারীদের বরদাস্ত করতে রাজী নয়।

স্বাধীন পোলাণ্ডের বনিয়াদ আমরাই গড়ছি

কোসিয়াস্কো ডিভিশন। নতুন পোলাণ্ডের ভিত এরা রচনা করছে···বাংলা বিরোধী লড়াইয়ে এদের অবদান অমর হয়ে থাকবে।

লালফৌজের পাশে দাঁড়িয়ে এরা নাৎসীদমনের বীরের মত রুখছে, মুক্তির লড়াইয়ে এই অগ্রণী সৈনিক-দল প্রাণ দিচ্ছে।

১৯৪৩ সালের ১২ই অক্টোবর। বেলো-রুশিয়ান ফ্রণ্টের একটি সেক্টরে কি তুমুল সংগ্রামই না চলছে। লালফৌজের উপরে তখন দারুণ চাপ; লালফৌজের সেনাদ্বারা এদের ভার নিয়েছে একটি জরুরী পথ আগলে রাখতে। জার্ম্মানরা সংখ্যায় অনেক বেশী—মরিয়া হয়ে তারা আঘাত হানছে।

কিন্তু কোসিয়াস্কো ডিভিশনের সৈন্য নিজেদের দেহ দিয়ে যেন ইস্পাতের প্রাচীর গড়ে রেখেছে। নাৎসীরা তাদের একচুলও হটাতে পারে নি।

মেজর জেনারাল সিগমুণ্ড বার্লিং
পোলিশ গণবাহিনীর সেনাধিনায়ক

কোসিয়াস্কো ডিভিশনের নেতা মেজর জেনারেল সিগমুণ্ড বার্লিং মার্শাল স্টালিনের কাছে তার করে জানায়—লালফৌজের পাশে দাঁড়িয়ে আজ যে আমরা জার্ম্মান নাৎসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি, তাতে আমরা গর্ব্বিত। লালফৌজ ও সোভিয়েটকে আমাদের অভিনন্দন। স্বাধীন পোলাণ্ডের বনিয়াদ রচনায় সোভিয়েটের সাহায্য আমরা ভুলবো না। একই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের এই ঐক্য পোলিশ জনসাধারণের সঙ্গে সোভিয়েটের বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় করছে। পোলিশ জনসাধারণের লক্ষ্যে অবস্থিত পলাতক পোলিশ সরকার কিন্তু জনগণের এই ঐক্যকে ভয় পায়; সোভিয়েট প্রীতিকে তারা ধ্বংস করতে চায়। তাদের এই ফ্যাসিষ্ট মনোভাব আর আর কেউ বরদাস্ত করতে রাজী নয়। নিজেদের খুন দিয়ে যারা নতুন পোলাণ্ডের বনিয়াদ তৈরী করছে তারাতো নয়ই, এমন কি বিদেশে অবস্থিত পোলিশ অধিবাসীরাও পলাতক সরকারের মুখোস খুলে ধরছে।

তাইতো সেদিন লণ্ডনের একটি জনসভায় পোলিশ-দেশভক্তরা মিলিত হয়ে দৃপ্তকণ্ঠে আওয়াজ তুলেছে—জনগণের বন্ধু সোভিয়েটের সাথে আমরা এক হয়ে চলবো, এ ঐক্যে যারা আঘাত করছে তারা পোলাণ্ডের শত্রু···আমরা পলাতক পোলিশ সরকারকে চাই না।

আমাদের স্বদেশ থেকে নাৎসীদের হটিয়ে দাও

নাৎসীকবলিত চেকোস্লোভাকিয়া। চেকোস্লোভাকদের গলা টিপে মারতে চেয়েছে নাৎসীরা—কিন্তু পারে নি। মরদন্ত নাৎসীদের সমস্ত আঘাত প্রতিহত করে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে চেকোস্লোভাক মজুর, চেকোস্লোভাক ছাত্র, চেকোস্লোভাক ধর্ম্মযাজকরা। চেকোস্লোভাকিয়ার দ্বারে আজ সোভিয়েট সেনা এসিয়ে আসছে···চেকোস্লোভাকিয়ার নরনারী আজ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে মুক্তির দিন গুণছে·····

চেকদের কাছে আজ হিটলারী দম্ভ চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

প্রাগের একটি রাস্তা। নাৎসী পল্টন টহল দিচ্ছে···সহরের সর্ব্বত্রই অশান্তি। নাৎসীরা বেপরোয়া ভাবে সঙ্গীন চালাচ্ছে। একটি ছোট্ট কিশোর সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো তার পড়ার বই হাতে করে। একজন নাৎসী এসে তার পথ আগলে বইগুলি চাইলো। কিশোরের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো, কিন্তু নাৎসীটাকে ঠেকাতে পারলো না···ধাক্কা-বন্দুকের নীচে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীদের আঘাতে জ্ঞান হারালো।

রাস্তায় লোক জমে গেছে। বর্ব্বরতার এ দৃশ্যে সকলের মনে আগুন জ্বলে উঠলো। একটি ছাত্র এসে পল্টনটার হাত চেপে ধরলো···অন্যান্য ছাত্রটিকেও সঙ্গীদের ঘায়ে সংজ্ঞা হারাতে হলো। সাথে সাথে অনেকগুলি নাৎসী এসে জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। একজন মজুর তখন কারখানায় যাচ্ছিল। টাকাকার করে আওয়াজ তুলো; শত্রুকে উৎখাত করো; আমাদের স্বদেশ থেকে এদের হটিয়ে দাও।—জনতা সমস্বরে গগনভেদী স্বরে নাৎসীদের জানালো—নাৎসীবাদ ধ্বংস হোক। বীর মজুরটি তার রক্ত দিয়ে জনতার মুখে ভাষা দিলো, প্রাণে বল জোগালো, নাৎসীদের বিরুদ্ধে ঘৃণার আগুন জ্বালালো। চেকোস্লোভাকিয়ার অন্তঃস্থরে আজ অশান্ত আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে···নাৎসীবাদের পতন আজ অনিবার্য্য।

নরওয়েতে হিটলারী 'নয়া ব্যবস্থার' কবর রচনা হচ্ছে

১৯৪৩ সালের জুন মাস। নরওয়ের সহরে সহরে ইস্তাহার বিলি হচ্ছে 'কুইসলিং ও তাদের প্রভু নাৎসীদের আদেশ মানবে না, জোর করে সেনা দলে ভর্ত্তি করাতে চাইলে তার বিরুদ্ধে অটল হয়ে দাঁড়াবে, তোমাদের প্রতিরোধ যেন নাৎসীদের প্রাণে আতঙ্ক এনে দেয়।' এ ইস্তাহারে সই দিয়েছে দেশের দুর্জ্জয় দেশপ্রেমিক ধর্ম্মযাজক। তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নরওয়ের ছাত্র ও শিক্ষকরা আর একটি গোপন ইস্তাহারে দেশভক্ত নরওয়েজীয়ানদের কাছে আবেদন জানিয়েছে—হিটলারের 'নয়া ব্যবস্থা'র বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আজ এক হয়ে দাঁড়াবার সময় এসেছে, অধিকৃত ইউরোপের জনসাধারণের পাশে আসুন আমরাও হিটলার বিরোধী লড়াইয়ে বিলিত হই। এই ইস্তাহার বের হওয়ার পর থেকেই নাৎসীরা নরওয়ের অনেকগুলি স্কুল বন্ধ করে দেয়, গির্জ্জার আর ল্যেকদের একত্র হয়ে উপাসনা করতে দেয় না। ফলে প্রকাশ্যেই প্রতিরোধ সুরু হয়ে যায়। একদিন একদল ছাত্র নরওয়ের জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে স্কুল প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। দাবী জানায় স্কুল খুলতে হবে···দাবীর জবাবে নাৎসীরা গুলি চালায়, ফলে ছাত্রদের মধ্যে দুজন প্রাণ হারিয়ে দেয়।·····খবরটি ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দ্দিকে।

কোসিয়াস্কো
ডিভিশন

সেইদিনই দুপুরে—বিভিন্ন কারখানার মজুররা বেঁকে বসে·····কাজ তো তারা করবেই না, উপরন্তু নাৎসীদের যেখানে পাবে সেখানেই সাবাড় করবে। কারখানা বন্ধ হয়ে যায়···শহীদ ছাত্রদের ছবি কাঁধে করে বার হয় মজুরদের শোভাযাত্রা···আবার গুলি চলে, মজুর, ছাত্র, ধর্ম্মযাজক শিক্ষক অনেককেই রক্ত দিতে হ'ল। কিন্তু প্রতিরোধের পাহাড় উঁচু হয়ে উঠলো···

হিটলারের 'নয়া ব্যবস্থার' কবর রচনা হচ্ছে নরওয়েতে·····।

গ্রীসের দেশভক্তরা জবাব দিচ্ছে

১৯৪০ সালের ১৯শে অক্টোবর ফ্যাসিষ্টরা গ্রীসের উপর বেপরোয়া আক্রমণ চালায়। অথচ রাজা জয় করে তারা কিন্তু একদিনও স্বস্তিতে দিন কাটায় নি। অধিকৃত ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের মতো এখানেও জনগণ নাৎসী ব্যবস্থাকে নীরবে মেনে নেয় নি। দেশের বিশ্বাসঘাতক যারা নাৎসীদের পদলেহন করছিল, তাদের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে কি দারুণ বিক্ষোভই না ফুটে উঠেছে। গ্রীক দেশভক্তরা ফাঁসীর দড়িকে দেশ-প্রেমের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হিসাবেই বরণ করেছে···তবু ভুলেও নাৎসীদের দিকে ফিরে তাকায় নি;

—ঘটনার পর ঘটনায় এটা প্রমাণ হয়েছে সমগ্র গ্রীস যেন একটা দারুণ অগ্ন্যুৎপাতের দিকে এগিয়ে চলেছে···গ্রীসের একটি রেলওয়ে জংসন, ট্রেন-বোঝাই জার্ম্মান ফৌজ···পূর্ব্ব সীমান্তে যাচ্ছে···

এরাই অন্ধের মত লালফৌজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব···লালফৌজ একাই লড়ছে, নাৎসী দানবের সমস্ত অহঙ্কার ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে।

···হাঁ, আমরাও যতদূর পারি তাদের সাহায্য করবো, এখান থেকে নাৎসীফৌজ বোঝাই ঐ ট্রেন আর পূব সীমান্তে পৌঁছবে না···

১··· গ্রীস দেশভক্ত অতর্কিতে এসে আঘাত হানে ঐ ট্রেনের উপর···জার্ম্মানরাও জবাব দেয়···তুমুল লড়াই চলে।

গ্রীক দেশভক্তদের একটি ছোট্ট দল এবার মরিয়া হয়ে গায়ে বোমা বেঁধে এগিয়ে যায় ট্রেনের দিকে···নাৎসীরা অতশত বোঝে না···তাদের উপর আক্রমণ চালানোর সাথে সাথে বিস্ফোরকের কি দারুণ গর্জ্জন···ট্রেনটি টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

লালফৌজকে কিছুটা সাহায্য দিতে গ্রীক দেশ-ভক্তদের এই ছোট দলটি নিজেদের জীবন দিল···।

পৃথিবীর স্বাধীনতার ইতিহাসে এদের নাম স্থান পাবেই।

● হিটলারের পায়ের নীচে ইউরোপের বিশাল মাটি আজ কেঁপে উঠেছে। নাৎসী দস্যুর মুঠো থেকে হৃত স্বদেশ ছিনিয়ে নেবার প্রতিজ্ঞায় কারখানায়, গির্জ্জায়, অরণ্যে, গুহায় জনগণের বলদৃপ্ত হাত এগিয়ে আসছে। যেসব ক্লীবের দল আজ হিটলারের হাতের পুতুল, নিজেদের গা বাঁচাবার জন্য দেশকে বিকিয়ে দিতেও যারা দ্বিধা করেনি—মুক্তিকামী ইউরোপের মানুষ ঘৃণার আগুনে তাদের প্রতিশোধ নিচ্ছে। ফ্রান্স, যুগো-শ্লাভিয়া, নরওয়ে·····বারুদের এক একটা খনি! কবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত দ্বিতীয় ফ্রণ্ট এখানে জ্বলে উঠবে, কবে অস্ত্রসজ্জিত বিপুল বাহিনী শৃঙ্খলিত দেশের দুয়ারে করাঘাত করবে, হিটলারী অত্যাচার ভেঙে পড়বে—ইতিহাসের সেই শুভ মুহূর্ত্তের জন্য গোটা ইউরোপ আজ উন্মুখ।

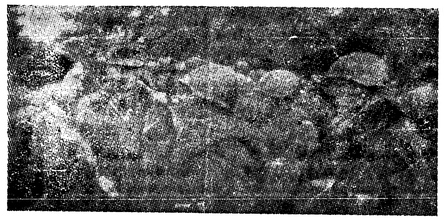

পোলিশ বাহিনীর সহিত আলাপরত বিখ্যাত লেখিকা ও পোলিশ দেশভক্ত লীগের সভানেত্রী ওয়াণ্ডা ওয়াসিলুস্কা

Regd, No. C. 2836. ৪৭নং মধু রায় লেন, কলিকাতা, পপুলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত। JANAYUDDHA

ঐক্যের পথে কংগ্রেস ও লীগ

দেশের শত্রুদের নিষ্কৃতি নাই

মিথ্যার জাল ভেদ করিয়া সত্য ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিতেছে। ৯ই আগষ্ট হইতে নারীশ্যবাদী সরকারের দল ঘোষণা করিতে থাকে যে কংগ্রেস দেশরক্ষার বিরোধী, কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান, সুতরাং ভারতবর্ষে অচল অবস্থার অবসান অসম্ভব। এই সুরে সুর মিলাইয়াছিল কংগ্রেস-সোশালিষ্ট এবং ফরোয়ার্ড ব্লক। তাহারাও বলিতেছিল কংগ্রেস দেশরক্ষার ব্যবস্থা ধ্বংস করিতে বসিয়াছে, লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের ঐক্য যাহারা চায় তাহারা দেশের শত্রু, সরকারের দালাল। কিন্তু বাংলার দুর্ভিক্ষ দেশপ্রেমিকদের চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছে, ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে তাঁহাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে কে শত্রু এবং কে মিত্র।

কংগ্রেস জাপ-বিরোধী

গান্ধীজীর অনশনের সময় দেশ সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারে যে ভারতের জাতীয় নেতৃবর্গ ধ্বংস কার্য্যের নিন্দা করিয়াছেন এবং অচল অবস্থার অবসান চাহিতেছেন। লর্ড লিনলিথগো তখন গান্ধীজীর পত্র গোপন করিয়া রাখে, গান্ধীজীর সত্যকার মতামত জানিতে দিতে চায় না। ফরোয়ার্ড ব্লক তখন বলিতে অগ্রসর করে যে, গান্ধীজীর অপ্রকাশিত পত্রে তাহাদের ধ্বংস কার্য্যারই সমর্থন আছে। সত্য তখন মাথাপথে চাপা পড়িয়া যায়। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু জেলের বাহিরে আসেন কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি নীরব ছিলেন। শ্রীযুক্তা কস্তুরবা গান্ধীর অসুখের সময় মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি জেলের বাহিরে আসিয়াই ঘোষণা করেন—গান্ধীজী জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারত রক্ষার পক্ষপাতী। ইহার পরই শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর বিবৃতি বাহির হয়। দিল্লীর সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করেন যে কংগ্রেস জাপবিরোধিতা এবং দেশ রক্ষার সমর্থক, কংগ্রেস চাহে অচল অবস্থার অবসান, ধ্বংসমূলক কাজ কংগ্রেসের বিরোধী।

ইহার পর আমলাতন্ত্র সরোজিনী নাইডুর সভা-সমিতিতে যোগদান এবং বক্তৃতা ও বিবৃতি নিষেধ করিয়া আদেশ জারী করে। কংগ্রেস-সোশালিষ্টরা বলিতে আরম্ভ করে যে সরোজিনী নাইডু ৯ই আগষ্টের সংগ্রামকে নিন্দা করেন নাই বরং কমিউনিষ্টরা সংগ্রামবিরোধী বলিয়া তাহাদেরই কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্র এবং সুভাষগুপ্তী পঞ্চবাহিনী উভয়েই সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা প্রাণ-পণে বিকৃত করিয়া দেখাইয়াছে, উভয়েই মনে এই ভয় যে পাছে কংগ্রেস সম্পর্কে সত্যকথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, পাছে দুনিয়ার জনগণের কাছে তাহাদেরই নিন্দিত হইতে হয়।

কংগ্রেস নেতা-মিঃ ভুলাভাই দেশাই

কংগ্রেস চায় জাতীয় ঐক্য

এদিকে বাংলার দুর্ভিক্ষ এবং মণিপুরে জাপ দস্যুর অভিযান কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের চক্ষুর খুলিয়া তুলিয়াছে। যাহারা জনগণের নেতা তাঁহারা দেশ-রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিতে পারে না, অচল অবস্থা অবসানের আকুল আগ্রহ তাঁহাদিগকে সচল করিয়া তুলিতেছে।

তাই দিল্লীর আইন সভায় অবিশ্বাসনে অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের বিরুদ্ধে লীগ এবং কংগ্রেস একযোগে পর পর আটবার সরকারকে পরাস্ত করিল। কিন্তু এই ঐক্যের পিছনে কি আছে তাহা প্রথমতঃ স্পষ্ট বুঝা গেল না। বাজেটের শেষ আলোচনার সময় শ্রীযুক্ত নাইডু দিল্লী আসিলেন। তাহার পরই ভুলাভাই দেশাইকে জরুরী তার পাঠাইলেন। সংবাদ পত্রে জরুরী রাষ্ট্র করা হইল যে অবিলম্বে কংগ্রেস বাহাতে আইন সভায় যোগদান না করে সেইজন্যই আলাপ আলোচনা চলিতেছে। অচল অবস্থার অবসানের সম্ভাবনায় যাহাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে তাহারাই এ গুজব রাষ্ট্র করিয়াছিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে আর এক ঘটনা ঘটিয়াছে এলাহাবাদে। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের ঘরে

লীগ নেতা মিঃ লিয়াকৎ আলি খান

সমবেত হইয়া যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস নেতারা ঘোষণা করিলেন—"কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের সম্বন্ধ দিন দিন যে তিক্ত হইয়া উঠিতেছে ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। কংগ্রেস ভারতের কোন অংশকে তথাকথিত জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহে না। বলা বাহুল্য ইহাই পাকিস্তানের দাবীর অন্তর্নিহিত সারমর্ম্ম। দিল্লীর এক বিতর্ক সভায় কংগ্রেস নেতা আজাদ কাফুও অনুরূপ ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা বাণীতে ফরোয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সোশালিষ্ট এবং হিন্দু মহাসভা নিরস্ত থাকে, কোন রকম উচ্চবাচ্য করে না।

ইহার পর আসিল দিল্লীর বাজেট আলোচনার শেষ বিতর্ক। এদিকে মণিপুরের সীমান্তে তখন জাপ-বাহিনীর আক্রমণ চলিতেছে, ফরোয়ার্ড ব্লক এই বাহিনী-কেই ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের সেনাবাহিনী বলিয়া স্তোত্র পঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। দিল্লীতে কংগ্রেস দল তখন আলাপ আলোচনা শেষ করিয়া আইন সভায় প্রবেশ করিল। ভুলাভাই দেশাইয়ের স্পষ্ট ঘোষণা সাম্রাজ্যবাদ এবং ফরোয়ার্ড ব্লক উভয়েরই মাথায় বজ্রাঘাত করিল। ভুলাভাই দেশাই বলিলেন—ভারত আক্রান্ত হইলে কংগ্রেস দেশরক্ষা করিতে চায়। কংগ্রেস যুদ্ধে সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত হইয়াই জাতীয় গবর্ণমেণ্ট চাহিয়াছে। কংগ্রেসের সেই নীতি এখনও আছে। আমরা ফিনান্স বিলের বিরুদ্ধতা করিয়েছি, কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে আমরা যুদ্ধের বিরোধী। ফিনান্স বিলের বিরুদ্ধতা করিতেছি শুধু এই জন্য যে সরকার সহযোগিতার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতেছে, রাজস্ব ব্যয়ের দায়িত্ব যখন আমাদের হাতে নয় তখন সংগ্রহের দায়িত্বও আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। ভুলাভাই দেশাই, একথাও স্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন যে কংগ্রেস জার্ম্মানী, জাপানকেই দেশের শত্রু মনে করে এবং সোভিয়েট রুশিয়া ও আমেরিকা প্রভৃতি শক্তি-বর্গকেই মিত্র পক্ষ বলিয়া গ্রহণ করে।

এই বিতর্কের সময় কংগ্রেস নেতা ভুলাভাই দেশাই এবং লীগ নেতা লিয়াকত আলি খাঁ উভয়েই একযোগে জাতীয় গবর্ণমেণ্টের দাবী জানাইয়াছেন, উভয়েই একযোগে অচল অবস্থার অবসান চাহিয়াছেন। কে বলে কংগ্রেস লীগ ঐক্য সম্ভবপর নয়? কংগ্রেস এবং লীগ একযোগে কেন্দ্রীয় আইন সভায় ফিনান্স বিলের বিরুদ্ধতা করিয়াছে। এই সমবেত বিরুদ্ধতার

(৮ম পৃষ্ঠায় ৪র্থ কলমে দ্রষ্টব্য)

৬ই হইতে ১৩ই এপ্রিল
জাতীয় সপ্তাহে
জাপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি গড়িয়া তোল

৬ই এপ্রিল হইতে ৮ দিন সারা বাংলায় সভা, শোভাযাত্রা ও বৈঠক করিয়া জাতীয় সপ্তাহ পালন করুন! এই কয়দিন বন্দীমুক্তি, মেডিক্যাল রিলিফ, গ্রাম সংগঠন, ফসল বাড়ান, কংগ্রেস-লীগ ঐক্য, সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব, জাপ-প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয়ের উপর জোর প্রচার আন্দোলন চালাইতে হইবে। প্রতিদিনের আন্দোলনের মধ্যে ভারতের উপর ফাশিস্ট জাপানের আক্রমণের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ স্পৃহা জাগ্রত করিয়া তুলুন।

বাংলা কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

বাংলার মেয়েদের নব জাগরণ ★

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

২য় বর্ষ] বুধবার, ৫ই এপ্রিল ১৯৪৪, ২৩শে চৈত্র ১৩৫০ [৪৯শ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

দেশরক্ষার জন্য প্রস্তুত হও

জাপানের ফাশিষ্ট দস্যুদল মণিপুরের সীমান্তে অগ্রসর হইতেছে। মণিপুর রোডের দুই জায়গায় তাহারা ঢুকিয়া পড়িয়াছে; দক্ষিণ, দক্ষিণপূর্ব্ব এবং উত্তর এই তিন দিক হইতে তাহারা মণিপুর অবরোধ করিবার চেষ্টায় আছে।

মণিপুর আসাম প্রদেশের অন্তর্গত প্রাচীন রাজ্য। ভারতের ইতিহাস মণিপুরবাসীর অপূর্ব্ব বীরত্বের গাঁথায় চিরউজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। আমাদের স্বদেশবাসী এই মহান এবং প্রাচীন জাতি আজ জাপ-দস্যুদের আক্রমণে বিপন্ন। মণিপুরী নরনারী আজ আবার এক জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত।

বর্ম্মার মত মণিপুর বাহাতে জাপ-আক্রমণের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে তাহার জন্য জাপানীরা বহুদিন ধরিয়া বহু কৌশল অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। পুনঃ পুনঃ বোমা বর্ষণ করিয়াও তাহারা মণিপুরীদের নৈতিক বল ধ্বংস করিতে পারে নাই। মণিপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর নেতা ঐরাবত সিং তখন ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের আদেশে কারারুদ্ধ। জাপানীরা জানে যে ঐরাবত সিং মণিপুরীদের একচ্ছত্র নেতা। তাই সৈন্যরা গত বৎসর এরোপ্লেন হইতে ইস্তাহার ছড়াইয়া প্রচার করে যে ঐরাবত সিং জাপ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু ঐরাবত সিং মণিপুরের স্বনামখ্যাত কংগ্রেস নেতা, কংগ্রেসের প্রতি তাঁহার অবিচল শ্রদ্ধা। কারামুক্ত হইয়াই তিনি জাপানীদের প্রচারিত অপবাদের প্রতিবাদ জানান। তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন—মণিপুরবাসী দেশরক্ষার জন্য প্রস্তুত হও, জাপানী শত্রুর কাছে বশ্যতা স্বীকার করিও না।

ঐরাবত সিং-এর আদর্শ আজ বাংলার কংগ্রেস এবং লীগ কর্ম্মীদের সজাগ করিয়া তুলুক। ভারত আজ বিদেশী শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে বাংলা অবসন্ন, জাপানী শত্রুর লুব্ধ অভিযান আমাদের স্বদেশপ্রেমের গুরুতর পরীক্ষা আনিয়াছে। দেশরক্ষা কংগ্রেসেরও আদর্শ, লীগেরও আদর্শ, দেশরক্ষা প্রত্যেক স্বদেশবাসীর সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। বাংলার নরনারী জাপ-দস্যু কর্ত্তৃক শৃঙ্খলিত হইবে, বাংলার ধনসম্পদ জাপ-দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইবে, জাপ-দস্যুর অত্যাচারে বাংলার শ্যামল শস্যক্ষেত্র রক্তপ্লাবিত হইবে—ইহা কোন স্বদেশপ্রেমিক সহ্য করিতে পারে না। এখনও ঠিক কংগ্রেস বলিবে লীগের সঙ্গে ঐক্য অসম্ভব? এখনও লীগ বলিবে সকল দলের সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব চাই না? এখনও কি কংগ্রেস ও লীগ আর সমস্ত কিছুর ঊর্দ্ধে দেশরক্ষার স্থান দিতে পারিবে না?

আমরা যদি একতাবদ্ধ হই তাহা হইলে জাপ-দস্যুদলের এত ক্ষমতা নাই যে আমাদের মাতৃভূমির এক অংশও দখল করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে। এই লুব্ধ রাক্ষস ক্ষমতার অনেক বেশী গ্রাস করিয়াছে। এশিয়ার দেশে দেশে সে আর্ত্তের আর্ত্তনাদ সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু এবার আসিয়াছে জনগণের প্রতিশোধের পালা। সোভিয়েট তাহাকে শাখাপালি হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, চীনের গণবাহিনী উত্তর ব্রহ্মে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, ভারতীয় সেনাবাহিনী তাহার আরাকান অভিযান থামাইয়া রাখিয়াছে, আমেরিকার নৌবাহিনী ধীরে ধীরে জাপ-দ্বীপপুঞ্জের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এ অবস্থায় জাপানের ভারত অভিযান শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইতে বাধ্য। কিন্তু দুনিয়ার সমস্ত শক্তি যখন সভ্যতার এই পরম শত্রুকে বাধা দিতেছে তখন রবীন্দ্রনাথের বঙ্গভূমিতে স্বদেশ-প্রেমিকেরা কি তাহারই জন্য পথ ছাড়িয়া দিবে। চীনের জাতীয় নেতা চিয়াং কাইশেক কলিকাতায় আসিয়া বলিয়াছিলেন জাপানের বিরুদ্ধে আমাদের এ যুদ্ধ বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে সভ্যতার যুদ্ধ।' এশিয়ার সভ্যতার অগ্রণী বাংলাকে এই যুদ্ধে অগ্রণীর ভূমিকাই গ্রহণ করিতে হইবে।

দেশরক্ষার জন্য অবিলম্বে বাংলায় সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব চাই। দেশরক্ষার জন্য অবিলম্বে সকল দলের ঐক্

★ কর্পোরেশন নির্বাচনে ★

২১০০০ মজুর ভোটে কমিউনিষ্টদের জয়

[এবারকার কর্পোরেশন নির্বাচনে কমুনিস্ট পার্টির মনোনীত প্রার্থী। আগেকার সমস্ত রেকর্ড ভাঙিয়াছেন। শ্রমিক নির্ব্বাচন কেন্দ্রের দুইটি আসনের জন্য কমুনিস্ট পার্টির তরফ হইতে কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী ও কমরেড মহম্মদ ইসমাইল নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ২৮ হাজার ভোটারের মধ্যে প্রায় ১৮ হাজার ভোটার নির্ব্বাচনে যোগদান করেন। কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী ১০,৫৫৭ ভোট এবং কমরেড ইসমাইল ১০,৪৪৮ ভোট পাইয়া নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কর্পোরেশন নির্ব্বাচনে কখনও কোন আসনের নির্ব্বাচনে এত অধিক সংখ্যক ভোটার অংশ গ্রহণ করেন নাই এবং কোন প্রার্থী এত অধিক ভোটে জয়লাভ করেন নাই। ইহা কি ভাবে সম্ভব হইল তাহা নির্ব্বাচনের এই বিবরণী হইতেই ধারণা করা যাইবে। জঃ সঃ]

কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী

নির্ব্বাচনের আগে

বাধাবিঘ্নের শেষ কোথায়? ভোটার তালিকা তৈরী করার দিন থেকে একটার পর একটা দুঃসংবাদ প্রতিদিন আমাদের নির্ব্বাচন শিবিরকে উদ্বিগ্ন, বিব্রত ও চঞ্চল করে তুলছিল। ২৭শে মার্চ্চ সকালে খবর এল, পুলিশ আমাদের মাইক লাগানো মোটর আটক করেছে! বন্ধ হলো মাইকের সাহায্যে প্রচারের কাজ। ২৭শে মার্চ্চ খবর পেলাম, ভোট গণনার কেন্দ্রগুলিতে ছাউনী ফেলবার জন্য পুলিশের কাছে যে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল, পুলিশ সাহেব সে অনুমতি দিলেন না! এদিকে ট্রাম কোম্পানীর বড় কর্ত্তারা শ্রমিকদের নোটিশ দিয়েছেন, ট্রাফিকের কোন শ্রমিক যদি ভোটের দিন কাজে গরহাজির থাকে তাহলে তার রক্ষা নেই! কর্পোরেশনের কর্ত্তারাও টালা জলকল এবং ডেহিকলস্‌ ডিপার্টমেণ্টে ভোটারদের জন্য কোন ছুটির ব্যবস্থা করতে রাজী হলেন না!

অপরদিকে, প্রতিদ্বন্দ্বী নির্ব্বাচন প্রার্থীদের প্রধান সমর্থক হলেন স্বয়ং সুরাবর্দী সাহেব। তিনি নিজের নামে হাজার হাজার ইস্তাহার ছড়িয়েছেন; রাজাবাজার অঞ্চলে প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা করে বলেছেন, কমুনিষ্ট পার্টিকে ভোট দিলে 'ইসলাম' বিপন্ন হবে। উর্দু সাপ্তাহিক "আস্‌রে জাদিদ" সুরাবর্দী সাহেবের মনোনীত প্রার্থীদের লীগ সমর্থিত প্রার্থী ব'লে চালাবারও চেষ্টা করেছেন। ২৭শে মার্চ্চ রাত্রিতে খবর এল, রাজাবাজার অঞ্চলে আমাদের বিড়ি শ্রমিকদের উপর গুণ্ডার আক্রমণ শুরু হয়েছে, কয়েকজন আহত হয়েছে। রিক্সা শ্রমিকদের উপর হুলুম শুরু হয়েছে, মালিকরা বে-আইনীভাবে তাদের লাইসেন্স কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

২৮শে মার্চ্চ

২৮শে মার্চ্চ নির্ব্বাচনের আগের দিন। আজকার প্রস্তুতির উপর নির্ভর করে আমাদের হারজিৎ। ভোর হতে না হতে ২১টি ভোট গণনাকেন্দ্র ২১টি 'ফ্রন্টে' পরিণত হবে; ২৮ হাজার ভোটার সকাল ৮টা থেকে অপরাহ্ণ ৬টা পর্য্যন্ত চালাবে প্রচণ্ড সংগ্রাম। আজ রাত্রিতে তাহারই শেষ মহড়া।

সারা রাত্রি জেগে রয়েছে প্রায় দুহাজার কর্ম্মী। ১০০০ ভলাণ্টিয়ার, ১৫০ জন পোলিং এজেণ্ট, বিভিন্ন বিভাগের নেতা ও সহকারীরা, লরী ও বাসের স্বেচ্ছাসেবকরা, এরা জাগছে ২১টি ভোট গণনা কেন্দ্রের আফিসে, অসংখ্য শ্রমিক বস্তি ও রিক্সা খাটালে, বিড়ির দোকানে—সারা কলকাতায়। ভলাণ্টিয়ারদের কাজে এগিয়ে এসেছেন হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণার সেরা মজুর নেতারা। সারারাত ধরে চলেছে ভোটারদের কেন্দ্রে কেন্দ্রে জড়ো করার কাজ, ভোটকেন্দ্রগুলিকে লালঝাণ্ডা, পোষ্টার ও ফেষ্টুনে সুসজ্জিত করার কাজ।

কলিকাতার মজুর জীবনে

সর্দ্দাররা এদের কঠোর শাসনে নিজেদের মুঠীর মধ্যে রাখতে কত চেষ্টাই না করেছে! আর মালিকরা নিজেরাই দাঁড়িয়েছে নির্ব্বাচন প্রার্থী হিসেবে।

কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে মধ্য কলকাতার কেন্দ্রগুলির পরিচালনা ভার ছিল যাদের হাতে, তাদের অধিকাংশ নিজেরা মজুর। তারা এক মুহূর্ত্তের জন্যেও নিজেদের শ্রেণীর উপর বিশ্বাস হারায় নি। বিড়ি শ্রমিকদের নেতা কমরেড ইলিয়াস আর বসারৎ, কমরেড নিজাম আর মামুদ; ট্রামের শ্রমিক নেতা কমরেড বেজ্জাক, রাম নগিনা এবং আরো কত সাধারণ মজুর কেহ পোলিং এজেণ্ট, কেহ বা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে এখানে সংগ্রাম চালিয়ে গেল। মহম্মদ আলি পার্কের পাশে ভোট গণনা কেন্দ্রে প্রায় তিনশ রিক্সাচালক মালিকদের দিকে সাড় বেঁধে দাঁড়িয়েছে। আমাদের একজন মজুর কমরেড তাদের বলছে, "বাইরের ছবিকে ভোট দিওনা মনের ছবিকে ভোট দাও।" বক্তৃতা শেষ হবে না হতেই তাদের একটি বিরাট দল আমাদের দিকে ভেঙ্গে পড়লো, আর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার উঠলো—"লাল ঝাণ্ডা জিন্দাবাদ।"

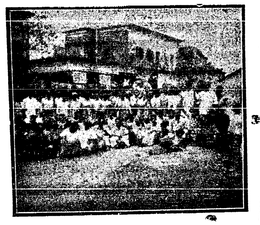

খিদিরপুরের এই কেন্দ্রে সব চেয়ে বেশী ভোট হইয়াছে

মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের উপর যে কেন্দ্রটিতে ভোট গণনা হচ্ছিল সেখানে ট্রাম আর বিড়ি মজুরদের কী দারুণ ভীড়। একজন ট্রাম শ্রমিক বল্‌ল, "আমাদের তো দেরী করা চল্‌বে না; আমরা ঠিক করেছি ভোটও দেব, ট্রামও চালু রাখবো। আমরা কাজে ফিরলে আবার ট্রাম শ্রমিক কমরেড মহম্মদ ইসাক লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, আবৃত্তির সুরে বলে উঠলো:

'বস্‌লে গাড়ী' টুট গিয়া, 'পালকী' উনট গিয়া
'লালটেন' বুত গিয়া, 'তরাজুকা পাল্লা' টুট গিয়া
'সাইকেল' জা রহা জায়, 'তালাচাবি' লগা দিয়া
লাল ঝাণ্ডা জিৎ গিয়া……লাল ঝাণ্ডা কি জয়!

বিপ্লবী কবিগান ও আবৃত্তির মধ্য দিয়া শুরু হলো কলকাতার মজুরের বিজয়োৎসব। তারা গান করলো—শ্রমিকের একতার গান, দেশের স্বাধীনতার গান, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের গান। শ্রমিকের সারল্যে শ্রমিকের দরদে ও উদ্দীপনায় সে গান সত্যেজ ও সরস।

প্রতীক্ষা ও লম্বা মার্চ্চ

৩০শে মার্চ্চ সারাদিন চলল কর্পোরেশন অফিসে ভোটের হিসেব। কর্পোরেশন অফিসের সামনে দিনরাত শ্রমিকদের কী ভীড়। কেবল শ্রমিকই নয়, ছাত্র, অধ্যাপক, কংগ্রেস কর্ম্মী, লীগ সভ্য ও কমুনিষ্ট পার্টির অসংখ্য দরদীর ভীড়। রাত ৮টায় ভোটের হিসেব শুরু হলো, রাত ১২টায় খবর এল, প্রতিপক্ষের এজেন্টরা পরাজয়ের গ্লানিতে কর্পোরেশন অফিস ছেড়ে এসে প্রতীক্ষা করছে ভোট দেবার জন্যে, তাদের চোখে মুখে তখন বিজয়ের গর্ব্ব ফুটে উঠেছে।

অপরাহ্ণ ৬টা। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক, মজুর, ছাত্র ও মহিলা কমরেড কেন্দ্রীয় অফিসে এসে ভীড় করলো। দেখতে দেখতে সমগ্র অফিস আনন্দ মুখর হয়ে উঠলো। বাস ও লরীর ড্রাইভাররা লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে লরী ও বাস নিয়ে গ্যারেজে ফিরলো। তারপর কেন্দ্রীয় অফিসে শুরু হলো মজুরদের আনন্দ উৎসব, চম্পট দিয়েছেন। সকাল ৮টায় হিসেব শেষ হলো। আমরা বিপুল ভোটাধিক্যে জিতেছি। একজন মজুর মন্তব্য করল: "এতদিন কর্পোরেশন বিল্ডিং-এর বাইরটাই ছিল লাল, এবার ভিতরটাও লাল হ'তে শুরু হলো।"

কমরেড মহম্মদ ইসমাইল

সর্ব্বত্র এক ঘণ্টার মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়লো। হাজার হাজার ভীড় হলো কর্পোরেশন অফিসের সামনে। কমরেড লাহিড়ী ও ইসমাইলকে সামনে রেখে চলল এক বিরাট শোভাযাত্রা 'সহরের' উপর দিয়ে জয়ের নিশান উড়িয়ে।

শোভাযাত্রা একটির পর একটি রাস্তা, কলাবাগান, রাজাবাগান, বেনেপুকুর প্রভৃতি এলাকার গরীব বস্তি প্রদক্ষিণ করে হাজার হাজার মজুর ও গরীব বাসিন্দাকে টেনে নিল এই বিজয় উৎসবে, তাদের বুকে জাগালো আশা ও প্রাণে জাগালো আনন্দ। কলকাতার নাগরিক শুন্‌লো কমুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কলকাতার মজুর ও গরীব ডেকে তাদের বলছে,—"কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই, কংগ্রেস লীগ এক হও, সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব কায়েম কর, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিরুদ্ধে এক হও।"

কার জিৎ

কর্পোরেশন অফিসে যখন ভোটের হিসেব হচ্ছিল তখন প্রতিপক্ষের একজন এজেন্ট আমাদের লক্ষ্য করে বলছিলেন, "কমুনিষ্ট পার্টির জিতবার কারণ হলো তাদের সংগঠন," তখন কমরেড লাহিড়ী তাকে বলেছিলেন, "সংগঠন কমুনিস্ট পার্টির ভাল, একথা সত্যি। কিন্তু আমাদের জিতবার আসল কারণ হলো আমাদের নীতি। মজুরদের যা প্রয়োজন, যা স্বার্থ, যা লড়াই, তা কেবলমাত্র আমাদের নীতির মধ্যে রূপ পেয়েছে, তারই জন্য আমরা মাত্র ৭।৮ দিনের মধ্যে হাজার-হাজার রিকসাওয়ালাকে আমাদের দিকে টান্‌তে পেরেছি, হাজার হাজার ভোটারের সমর্থন লাভ করতে পেরেছি। কমুনিস্ট পার্টির জয়ের কারণ তাদের নীতি এবং সংগঠন দুইই।"

আমাদের শোভাযাত্রা যখন রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর সামনে এসে দাঁড়াল তখন কমরেড ইসমাইল মজুরদের লক্ষ্য করে বলছিলেন, "আমাদের জয়ের অর্থ, কমুনিস্ট পার্টির জয়, আমাদের জয়ের অর্থ, কলকাতার শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ একতার জয়, লালঝাণ্ডা ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জয়, কলকাতার গরীব বাসিন্দা ও মজুর জনমানেতের জয়।"

আমাদের শোভাযাত্রা পার্কসার্কাসে যখন শেষ হলো তখন আমাদের মিয়ত নেতা কমরেড মুজফ্ফর আমেদের নেতৃত্বে আমরা প্রতিজ্ঞা নিলাম: আমরা এগিয়ে চল্‌বো এক জয় হতে আরো বৃহত্তর জয়ের পথে, সর্ব্বহারার জয় আজ সারা বিশ্বে, দিকে দিকে। জয়ের নিশানকে উড়ুতে ধরে তুলে আমরা জ্বালাবো হতাশ দেশবাসীর বুকে আশার প্রদীপ, আমরা দেশের অচল অবস্থা অবসান ঘটাবো সকলের সম্মিলিত শক্তিতে। কর্পোরেশন নির্ব্বাচন আমাদের সেই আত্মবিশ্বাসেই দৃঢ় করেছে।

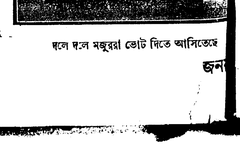

দলে দলে মজুররা ভোট দিতে আসিতেছে

ভোটের ফলাফল

কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী	—১০,৫৫৭
" মহম্মদ ইসমাইল	—১০,৪৪৮
মিঃ আব্দুল জব্বার [ন্যাশন্যাল চেম্বার অব লেবার]	—২,৫০২
মিঃ বি, এম, সেন	—২,৪২২
মিঃ জিয়াউদ্দিন আমেদ (স্বতন্ত্র)	—২,২২২
মিঃ ওয়াজেদ হাসান (স্বতন্ত্র)	—৪১৩

আর এক ব্যাচ ট্রাম মজুর ভোট দিতে আসবে"। কিন্তু সকলের মুখে প্রতিজ্ঞা, ভোট না দিয়ে কেউ ফিরব না।

...পুরে রোগের বিরুদ্ধে মিলিত লড়াই

আমলাতান্ত্রিক বাধা দেশভক্তদের দমাইতে পারে নাই

মহামারীর তথ্য

গত কয়েক সপ্তাহে সহরের একটি ক্ষুদ্র অংশ টোল পাড়াতেই ১৪ জনের বসন্ত হয়, ৪ জন মারা গেল। সহরের সর্ব্বত্রই বসন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রায় প্রতি থানায় প্রতি ইউনিয়নে এমন কি প্রায় বাড়ীতেই বসন্ত দেখা দিয়াছে। কুড়িগ্রাম হইতে কমরেড মণি চক্রবর্ত্তী জানাইতেছেন, কোন এক বাড়ীতে ৬জনের মধ্যে শুধু ১জন বৃদ্ধা বাঁচিয়া আছেন। কুন্দলগঞ্জ থানায় নোহালী পাড়া ও কুতুবপুর ইউনিয়নে বসন্ত মহামারী আকারে দেখা দিয়াছে। একটি সাঁওতাল পল্লীতে ৪০ ঘর বাসিন্দার মধ্যে ৪০।৪০ জনের বসন্ত হইয়াছে, ১২ জন মারা গিয়াছে। জেলা সার্জ্জনের রিপোর্টে জানা যায় গত জানুয়ারী মাসে বসন্তে ৩০০ মারা গিয়াছে, প্রতি সপ্তাহে ৩০০।৭০০ নূতন রোগী আক্রান্ত হইতেছে। গত এক বৎসরে ম্যালেরিয়ায় জেলার এক হইতে দেড় লক্ষ লোক মারা গিয়াছে, এবৎসর জানুয়ারীতেই ৫০০০ মরিয়াছে। তবে এখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কিছুটা কমিতেছে। নূতন আর এক ব্যাধি দেখা দিয়াছে। সাংঘাতিক কলেরার পাঁচড়া। প্রায় ১৫ লাখ লোককে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিয়াছে।

সরকারী বড়কর্ত্তাদের অদ্ভুত মতি গতি

সরকারের পক্ষ হইতে মহামারীর বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাতে জনগণের সহযোগিতা লইবার চেষ্টা নাই।

মিলিটারী ডাক্তার মেজর মুখার্জ্জী তাঁর নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন।

ছাত্র-শিক্ষক যুক্ত রিলিফ কমিটি বৈজ্ঞের বাজারে রিলিফ কেন্দ্র খোলাতে কুড়িগ্রামের মহকুমা হাকিম মহা খাপ্পা। এমন কি ঘটনা তদন্তের জন্য পুলিস পর্য্যন্ত পাঠাইয়াছে —দরিদ্র দেশবাসীর বিপদে তাদের পাশে গিয়া দাঁড়ান যেন মহা অপরাধ! রাত্রে কাজ চালাইতে আলোর দরকার। কিন্তু কেরোসিন পর্য্যন্ত এদের দেওয়া হয় নাই।

আরও আশ্চর্য্য এই তল্লাটে ১০ মাইলের মধ্যে কোন হাসপাতালই নাই। বাংলা দেশের এই মহামারীর প্রকোপ রুখিতে যখন শত শত ডাক্তার দরকার, তখন ডাক্তারের সাহায্য পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। রংপুরের যুক্ত মেডিকেল রিলিফ কমিটির সম্পাদক ডাঃ নির্ম্মল বহু মিলিটারী ডাক্তার মেজর মুখার্জ্জীর কাছে রিলিফের কাজের জন্য তিন জন ডাক্তার পাঠান, কিন্তু মেজর মুখার্জ্জি তাঁদের সাহায্য নিতে প্রস্তুত নন।

কোনো ডাক্তার যদি মহামারীর বিরুদ্ধে কিছু করিতে চান, তবে তাঁহাকে প্রথমে স্বাস্থ্যবিভাগে চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে, তারপর সরকার যা হয় ঠিক করিয়া দিবে। মহামারীর বিরুদ্ধে লড়িবার আমলাতান্ত্রিক নীতি এই!

কিন্তু রোগের বিস্তার বন্ধ করিতে হইবে

বসন্ত ও পাঁচড়া যেভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে তাহাতে ইহা বন্ধ না করিলে সমূহ বিপদ। ক্যাপ্টেন পি, কে, সেন ও ক্যাপ্টেন কুমারের সাথে এ বিষয় আলোচনা করা হয়। তাঁদের তরফ হইতে সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। ছাত্র শিক্ষক যুক্ত রিলিফ কমিটি হইতে যে সব হাসপাতাল চালান হইতেছে, সেগুলিও যাহাতে সরকারের অনুমোদন পায় তিনি তারও চেষ্টা করিবেন বলেন। জলপাইগুড়ি হইতে একদল ছাত্র সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী মেডিকেল রিলিফ চালাইতে এ জেলায় আসেন। তাঁহারা ছাত্র শিক্ষক যুক্ত রিলিফ কমিটির ডাক্তারদের সাথে দেখা করেন এবং পিপলস্‌ রিলিফ কমিটির ডাঃ অনিল ব্যানার্জি ও ডাঃ অমিয় ব্যানার্জী রিলিফ স্কোয়াডের কর্ম্মীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে স্কুল চালাইতেছেন, তাহা দেখিয়া খুব উৎসাহিত হন। এই সব আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়া সকলের মনেই একটা দৃঢ়তা আসিয়াছে—দেশের লোককে মহামারীর হাত হইতে বাঁচাইতে হইবে, আজিকার দিনে শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেম ইহাই।

সরকারী অব্যবস্থা দেশভক্তদের দমাইতে পারে নাই

রংপুরের জননাধারণ আজ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া। তারা আর শুধু বাক্‌বিতণ্ডায় সময় নষ্ট করিতে রাজী নয়। আমলাতন্ত্র জনসাধারণকে উপেক্ষা করে, তাদের সুস্থ দেশপ্রেমকে দূরে সরাইয়া রাখে—এ তো জানা কথা। কিন্তু দেশের এই দুর্দ্দিনে দেশবাসীতো আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না—এবং থাকেও না। তাই জেলার সর্ব্বত্র আজ সাড়া পড়িয়াছে। দেশ প্রেমিকেরা সংঘবদ্ধ হইতেছে রিলিফের কাজে।

বৈজ্ঞের বাজারের ডাঃ ঈশ্বর রায় ঐ এলাকায় ভাল ডাক্তার। আজ তিনি তাঁর সব সময়টুকুই রিলিফের কাজে দিতেছেন।

ডাঃ নীলকণ্ঠ দত্ত, রংপুর শহরের পনারওয়ালা ডাক্তার। সংক্রামক ব্যাধিতে দেশের অজস্র লোক উজাড় হইতেছে। মহামারীর বিভীষিকার সামনে তিনি নিজের ব্যক্তিগত আরাম দূর সরাইয়া রাখেন।

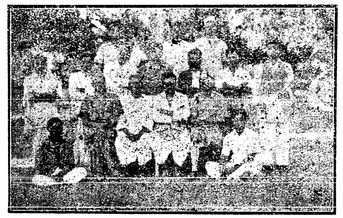

রংপুরের এন্টি এপিডেমিক স্কোয়াড

মানবতার ডাকে শহরের ডাক্তাররাও আজ এক হইয়াছেন। একটী যুক্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে। সহরের নামকরা ডাক্তার নির্ম্মল বসু তার সম্পাদক। পিপলস্‌ রিলিফ কমিটির উদ্যোগেই এই কমিটি গঠিত হইয়াছে। জেলা হেলথ অফিসার ও মেজর মুখার্জ্জিকেও এই কমিটিতে আসিতে হইয়াছে।

এদিকে ছাত্ররাও নিশ্চেষ্ট নাই। স্থানীয় ছাত্র ফেডারেশন ও মুসলীম ছাত্র লীগ একযোগে কাজ করিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। তাহারা এক হইয়া রিলিফের কাজ করিবে এবং গ্রামে গ্রামে হোয়াইট পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছে।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির তরফ হইতেও জেলা ব্যাপী রিলিফের কাজ চালান হইতেছে।

● বাংলায় মহামারীর প্রকোপ ●

কলিকাতা গেজেটের এক ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, বাংলার ৮টি জেলায় বসন্ত ও অপর একটি জেলায় কলেরার প্রকোপ দেখা দিয়াছে। বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, ২৪-পরগণা, নদীয়া, জলপাইগুড়ি জেলায় বসন্ত ও যশোহর জেলায় কলেরার প্রকোপ পরিলক্ষিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট রোগ বিস্তার বন্ধ করিবার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। —এ, পি

বাংলার নানা স্থানে ৭৭৪টি নূতন হাসপাতাল

প্রচার বিভাগের একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হইয়াছে যে বাংলা গবর্ণমেণ্ট ২৭টি হইতে ১০০টি পর্য্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যক বেড-যুক্ত ৭৭৪টি নূতন হাসপাতাল স্থাপনের কাজে হাত দিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট মাত্র ১২টি দুর্ভিক্ষগ্রস্ত জেলাতে ৩২০টি হাসপাতাল খোলার পরিকল্পনা করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত ৪৮৪টি নূতন হাসপাতাল খোলা হইয়াছে।

কান্দী, (মুর্শিদাবাদ) ২৪শে মার্চ্চ—এখন ম্যালেরিয়া একটু কমিয়াছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে কলেরা ও বসন্তে অনেক লোক মারা যাইতেছে।

ঢাকা, ২৬শে মার্চ্চ—নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় রায়পুর ও মনোহরদী থানার এলাকাগুলিতে ২৮টি ইউনিয়নের সর্ব্বত্র বসন্ত রোগ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে। বহুলোক মরিতেছে।

বরিশাল, ২৪শে মার্চ্চ—জেলার স্বাস্থ্য বিভাগীয় আফিস হইতে প্রাপ্ত হিসাবে জানা যায় যে, ১৮ই মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উক্ত সপ্তাহে বরিশাল জেলায় কলেরা ও বসন্তের প্রকোপ পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া (কুমিল্লা), ২৪শে মার্চ্চ—বসন্ত রোগের প্রকোপ ক্রমশই ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে এবং মৃত্যুর হার বাড়িয়া চলিয়াছে।

জামালপুর (ময়মনসিং), ২৪শে মার্চ্চ—এই মহকুমার সর্ব্বত্র বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কিছু দিনের মধ্যে বহুলোক মারা গিয়াছে।

বর্দ্ধমান, ২৯শে মার্চ্চ—জামালপুর থানায় দামোদর তীরের গ্রামগুলিতে ব্যাপক ভাবে কলেরা দেখা দিয়াছে।

কলিকাতায় বসন্তের প্রকোপ

মৃত্যুর হার বৃদ্ধি

২৮শে মার্চ্চ—কলিকাতা করপোরেশনের মৃত্যুর হারের হিসাবে প্রকাশ গত নবেম্বরে কলিকাতায় বসন্তের প্রকোপ দেখা দিবার পর হইতে যে সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে গত সপ্তাহে (২৪শে মার্চ্চ যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে) মৃত্যুর সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। ৩৭২ জন এই সপ্তাহে মারা গিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী চারি সপ্তাহে এই রোগে মৃত্যু সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২২৩, ২২৪, ২৪০, ২৯৪।

আগামী আউশের জন্য

১ লক্ষ মণ বীজধান চাই

গত ২৪শে তারিখের খবরের কাগজে প্রকাশ, বাংলা দেশে আউশ ধানের বীজের অভাব মিটাইবার জন্য বাংলা সরকার নাকি মাত্র ৩০ হাজার মণ আউশ বীজ কেনার ও বিলির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পাটের চাষ করিয়া যাওয়ায় বাংলা দেশে আউশের জমি এখন ৫০ লক্ষ একর। সরকারী হিসাব মতই রোয়া আউশের জন্য একর প্রতি ১০ সের হইতে ১৫ সের বীজ লাগে; বোনা আউশের জন্য লাগে একর পিছু ৩০ সের হইতে ১ মণ বীজ। বোনা এমির হিসাব ছাড়িয়া দিলও, শুধু রোয়া আউশের হিসাবেই ৩০ হাজার মণ বীজে বড় জোর ১ লক্ষ একর জমিতে আবাদ হইতে পারে।

গতবার আউশ ফসল উঠিবার সময় অপ্রত্যে পড়িয়া বহু কৃষক বীজ ধান খাইয়া ফেলে। কাজেই এবার বীজ ধানে এত বেশী টান পড়িয়াছে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি প্রভৃতি জেলায় কোথাও কোথাও শতকরা ৪০ ভাগ আউশের জমি বীজের অভাবে পতিত থাকিতে পারে।

ইহা অন্যান্য বিপদের কথা কারণ গত বছর যে লক্ষ লক্ষ ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষী অন্নাভাবে প্রাণ দিয়াছে, বছরের সব থেকে কঠিন সময়ে (অর্থাৎ ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে) সম্পূর্ণ আউশ ফসলের উপরই তাহারা নির্ভর করে। কাজেই আউশের চাষ কম হইলে ইহাদের আর বাঁচার উপায় থাকিবে না।

এই অবস্থায় বাংলা সরকারের উচিত, এখুনি অন্তত ১ লক্ষ মণ আউশের বীজ বিলির বন্দোবস্ত করা।

কিন্তু এবিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন গা দেখা যাইতেছে না। ২৪-পরগণা জেলার ঝাঁটুরা হইতে খবর আসিয়াছে যে, জেলার কৃষি বিভাগীয় অফিসার ১৮ই মার্চ্চের এক চিঠিতে জানাইয়াছেন যে, তিনি এই জেলায় আউশের বীজ ধান কিনিতে পারেন নাই। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, যে সমস্ত এলাকায় গত বছরের দেনা পরিশোধ হয় নাই, সেই সমস্ত এলাকায় এবার বীজ ধান দেওয়া সম্ভব হইবে না।

গত বছরের এই জেলার কৃষি বিভাগীয় অফিসার বীজধান সরবরাহ করিতে পারেন নাই। কৃষক সমিতি ও জনরক্ষা সমিতির আপ্রাণ চেষ্টায় বীজ ধান যোগাড় হইয়াছিল। কৃষকদের হাতে টাকা দিলে, ভাল বীজ তারা নিজেরাই সংগ্রহ করিতে পারে। যদি আজ আউশ ফসলের জন্য কৃষকরা উপযুক্ত বীজ ধান ও কৃষিঋণ না পায়, তা হইলে যথা হইয়া তাদের দুর্দ্দশার কশাইয়ের পাল্লায় পড়িতে হইবে। 'বকেয়া ঋণ শোধ না করিলে বীজ ধান দেওয়া চলিবে না'—সরকারের এই নিষ্ঠুর ব্যবসাদারী নীতি হাজার হাজার কৃষককে সর্ব্বনাশের মুখে ঠেলিয়া দিবে। সারা বছরের খোরাকী রাখিয়া কৃষক যাহাতে উদ্বৃত্ত ধানে দেনা শোধ করিতে পারে, তার জন্য কৃষককে সাহায্য করে—ইহাই আজ কৃষকের দাবী।

'ফসল বাড়াও' বলিয়া দেওয়ালে দেওয়ালে লম্বা-চওড়া ইস্তাহার দিলেই ফসল বাড়ে না; তার জন্য কৃষকের বীজধান ও কৃষিঋণ প্রয়োজন। সরকারী আমলার দল এখন আউশের বীজ দুষ্প্রাপ্য বলিয়া নিথ্যা অজুহাত দেখাইতেছে। গত বছর যে ৫ কোটি মণ আউশ ফসল হইয়াছিল, এখনও তার অনেকখানি মজুত আছে। সরকার কিনতে চাহিলে সে ধান নিশ্চয়ই উঠিয়া আসিবে।

একক একক জমিও পতিত রাখিব না—জেলায় জেলায় আজ এই আওয়াজ উঠাইতে হইবে। কৃষক, ছোতদারের ঘরে ঘরে জমা বীজের হিসাব লইয়া সরকারের কাছে দলবদ্ধ দাবী জানান।

নানা জেলায় রোগের প্রকোপ রুখিতে

মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যম

বঙ্গীয় মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ হইতে সেক্রেটারী ডাক্তার বি এন বসু ও ফিল্ড ইন্সপেক্টর (চীন প্রত্যাগত) ডাক্তার বি কে বসু পূর্ব্ব বাঙ্গলার চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিতে সদলে গিয়াছিলেন। ফ্রেন্ডস এম্বুলেন্স ইউনিটের সভ্য মিঃ সাইমওনও সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহারা ফরিদপুর জেলায় পাংসা, বালিয়াকান্দি প্রভৃতি গ্রাম এবং ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জের অভ্যন্তরে অনেক স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই তাঁহারা ম্যালেরিয়া, বসন্ত, আমাশয় ও অন্যান্য রোগের প্রকোপ লক্ষ্য করেন। অনেক স্থানে লোকে ভীষণ ঘোর পাঁচড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে এবং অতি দ্রুত তাহা বিস্তার লাভ করিতেছে। স্থানে স্থানে সরকারী সামরিক হাসপাতাল সাহায্য দান করিতেছে সত্য, কিন্তু তাহা রোগের তুলনায় নগণ্য; মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রগুলি সরকারী কর্ম্মচারিগণের সহানুভূতি পাইতেছে।

গত ২৪শে মার্চ্চ মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির এক সভায় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে উক্ত ডাক্তারদ্বয়ের রিপোর্ট আলোচিত হয়। কমিটি তাঁহাদের মুন্সীগঞ্জ মত নারায়ণগঞ্জে ২টি, মুন্সিগঞ্জে ৩টি, ফরিদপুরে ৪টি ও ময়মনসিংহে ১টি নূতন রিলিফ ইউনিট পাঠাইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছে। অন্যদিকে পাঞ্জাব রিলিফ কমিটি ১টি, বি সি পি সি ১টি, মুস্লিম লীগ রিলিফ কমিটি ৩টি, পিপলস্‌ রিলিফ কমিটি ১টি ও ইউনাইটেড ষ্টুডেন্ট এণ্ড টিচার্স রিলিফ কমিটি ৪টি কেন্দ্রের ভার গ্রহণ করিবেন স্থির হইয়াছে।

খাদ্য দাও ঋণ দাও, গ্রামগুলি বাঁচিবে

বাংলায় বিভিন্ন জেলায় ফুড কমিটির চেষ্টা

[বাংলার জেলায় জেলায় একদিকে দুঃস্থ ও নিরাশ্রয়ের মর্মন্তুদ জীবনের ক্ষুধা, আর অপরদিকে মুনাফাখোর মজুতদারদের খাদ্যচুরি ও শস্যবণ্টনে আমলাতন্ত্রের অক্ষমতার ভুরি ভুরি কাহিনী। বাংলার এই দুঃস্থ সমাজকে আবার মানুষ-জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে সেই জনগণের সমস্ত কমিটিকে সরকারী কর্মচারীরা বরাবর উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে। যেখানেই কৃষক, জেলে প্রভৃতির দুঃখ কষ্ট ও রোগশোকের জ্বালাযন্ত্রণার প্রতিকারে জনগণের খাদ্যকমিটি অগ্রসর হইয়াছে সেইখানেই আমলাতন্ত্র নত হইয়াছে, তাহার অক্ষমতা ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু এমনও বহু দৃষ্টান্ত পাইবেন, যেখানে জনগণের মিলিত প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমলাতান্ত্রিক কর্মচারীরা নিজেদের দুর্বল ও দুষিত হস্তে গ্রাম্য-জীবন পুনর্গঠনের এই খাঁটি কাজ করিতে গিয়া জনগণের জীবনে ব্যর্থতার আঘাত হানিতেছে। সরকারী অপচেষ্টার এই সব দৃষ্টান্ত জনগণের দুর্বার গতিকে রুখিতে পারে না সত্য কিন্তু সেই গতিকে দুর্নিবার করিবার একমাত্র উপায় স্থানীয় জনগণের এই সব আন্দোলনকে কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের মিলিত শক্তির জোরে নেতৃত্ব দেওয়া। তাহা হইলে আমলাতান্ত্রিক কর্মচারীদের ঔদ্ধত্য তো ভাঙিবেই, অপরদিকে সমাজ জীবন পুনর্গঠনের কাজে সমস্ত প্রকার সরকারী সাহায্য জনগণের সহযোগিতার পথেই আনা সম্ভব হইবে।]

★ ★

জেলে, মিস্ত্রী প্রভৃতি শ্রেণী মরণের পথে

এই পৃষ্ঠাতেই একটী চিঠিতে দেখিতে পাইবেন উত্তর বঙ্গের জেলেদের কি শোচনীয় অবস্থা! পূর্ববঙ্গের জেলেদের দুরবস্থার কথা জনযুদ্ধে কয়েকবার প্রকাশ করা হইয়াছে। যাহারা এতদিন বাংলার পল্লীতে পল্লীতে গ্রামের স্বাভাবিক জীবন রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, যাহারা গ্রামের শ্রীবৃদ্ধির প্রধান খুঁটি সেই সব জমিহীন চাষী, জেলে, মাঝি, কামার প্রভৃতি ৬৫ লক্ষ নরনারী আজ বাংলার গ্রামসমেতের উপর পড়িয়া পড়িয়া আর্তনাদ করিতেছে।

ত্রিপুরা জেলার দাউদকান্দি থানার ১৫নং মহামদপুর ইউনিয়নে মাওয়াবাড়ী গ্রামের ৩০০ লোকের মধ্যে গত দুর্ভিক্ষে ২০০ লোকই প্রাণ হারাইয়াছে। সাংকা ও তালতলি দুইটী ছোট গ্রাম। এখানকার অধিকাংশ লোককেই চাউল কিনিয়া খাইতে হয়। গত বছর ৫০।৬০ টাকা চালের দর হওয়ায় তাদের শতকরা ৬০ জন না খাইয়া মারা গিয়াছে।

রহমাবাল, রঘুনাথপুর, জিলাতলী, শায়েস্তা নগরে কেবল ভাঙ্গা ঘর আর নরমুণ্ড দেখা যায়। জিলাতলীতে সবচেয়ে বেশী মরিয়াছে জেলেরা। জেঠ্রাখলা গ্রামে কয়েকঘর মিস্ত্রী ছিল। না খাইতে পাইয়া মরিয়াছে ১৬ জন লোক। এই জায়গার মিস্ত্রী প্রধান ঘর-বাড়ীতে মাত্র ৩০ জন লোক এখনও কোন রকমে টিকিয়া আছে মাত্র।

কোন ব্যবস্থা নাই দেখিয়া দুস্থরা আবার শহরের দিকে

নীলফামারীর সংবাদে প্রকাশ, গত বৎসরের ন্যায় এইবারও বহু দুঃস্থ গ্রাম ছাড়িয়া শহরের দিকে এখনই ধাওয়া করিতেছে। তাহাদের মধ্যে গত বারের দুঃস্থও আছে, নূতন দুঃস্থও আছে। ডোমার থানার পৌনাইগঞ্জ গ্রামের জেলে পাড়ায় যে সব যুবতী মেয়েদের দেখা গেল তাহাদের চেহারা বুড়ার মত, কোঁচড়ে তাদের পরদিনের খোরাক, ভিক্ষা করিয়া যোগাড় করা আধ সের ধান। ২৩শে মার্চ রংপুরের কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী ট্রেণে একজন আশ্রয়হীন স্ত্রীলোককে দেখিতে পান। সে তখন ঘরে কাঁপিতেছে। সে চলিয়াছে অন্নের খোঁজে শহরের দিকে। কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক তাহাকে ডোমার দুঃস্থ শিবিরে পাঠাইয়া দিলেন।

জনসাধারণকে বাঁচাইবার বিরুদ্ধে কাহারা ?

ধান চাল মজুতদার লুটিতেছে, সরকার কিছুই করিতেছে না

খাদ্য না পাইলে চাষীরা কি করিয়া বাঁচিবে? এবার ধান হইয়াছে প্রচুর, কিন্তু সে ধান যাইতেছে মজুতদারের গোলায়। জলপাইগুড়ি জেলায় ধান এবার যথেষ্ট হইয়াছে। এ জেলার দেবীগঞ্জ থানায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে শস্য ক্রয়ের কোন নির্দিষ্ট নীতি নাই দেখিয়া স্থানীয় মুনাফাখোরদের খুব মজা হইয়াছে। এই এলাকা হইতে বহু গাড়ী ধান চাল রংপুর ও দিনাজপুরে চলিয়া যাইতেছে। কর্তৃপক্ষ হাটে হাটে ঢোল দিয়াছে, কেহ ধান চাল অন্যত্র চালান দিতে পারিবে না, কিন্তু তলে তলে মজুতদাররা বেশ ধান সরাইতেছে। তাহাতে সরকারী কর্মচারীরা কোন বাধাই দিতেছে না। দিনাজপুরের একজন জোতদার রাজকুমার সেনের দেবীগঞ্জ ও বোদা এলাকায় প্রায় ৫০০ মণ ধান হইয়াছে। সমস্ত ধান তিনি নিজের জেলায় লইয়া গিয়া মজুত করিতে চান। কৃষক সমিতির ভলান্টিয়াররা সেই ধান লইয়া যাইতে নিষেধ করে। স্থানীয় চাষীরা সার্কেল অফিসারকে দরখাস্ত দেয়। তিনি প্রথমে ধান আটকাইতে বলেন। পরে সেই জোতদার সার্কেল অফিসারের সহিত দেখা করিয়া সব উল্টাইয়া দেয়। সার্কেল অফিসার ফুড কমিটির নিকট নোটীশ দেয়—ধান ছাড়িয়া দাও।

জলপাইগুড়ির ধানে দিনাজপুরের দেনা শোধের চেষ্টা

জলপাইগুড়ির দেবীগঞ্জ থানায় ৭ নং ইউনিয়নের একজন জোতদার গত বৎসর বেশী দামে ধান বিক্রী করার জন্য মামলায় পড়ে। সে মামলার খরচ চালাইবার জন্য দিনাজপুরের এক জোতদারটি দেবীগঞ্জ হইতে ধান কিনিয়া সেই দেনা শোধ করিতে চায়। দিনাজপুরের যে জোতদার এই ধার দিয়াছিল তাহার কড়া সর্ত্ত ছিল চৈত্র মাসে দেবীগঞ্জ হইতে তাহাকে ধান দিতে হইবে। ফুড কমিটির ভলান্টিয়াররা চেষ্টা করিতেছে যে এখানকার ধান কিছুতেই লইয়া যাইতে দিবে না। ঐ দেনা জোতদারকে টাকায় শোধ দিতে হইবে।

জনসাধারণকে বাদ দিয়া সরকারের কাজ

নীলফামারীতে দুঃস্থের ভিড়। অথচ এ অঞ্চলের ধান চাল অন্যত্র চালান করা হইতেছে। শোনা যাইতেছে, সৈয়দপুরে চালের কল হইতে দশ হাজার মণ চাল দামিলিং পাঠান হইয়াছে। এখানে চোরাবাজারের দরই কন্ট্রোল দর। মজুতদাররা যে দর বাজারে চালু করে তাহাই কর্তৃপক্ষ মানিয়া লয়।

সম্মেলনে বিভিন্ন শ্রেণীর বহু ধরণের ও নানা বয়সের মেয়েরা আসিয়াছেন। সভার এক বিচিত্র দৃশ্য।

মিসেস মোমিন সম্মেলনের সভানেত্রী। তাঁহার একপাশে মোহিনী দেবী ও অন্যপাশে লীলা মজুমদার। 'সোনার বাংলা হ'ল শ্মশান' গানের পর সভার কাজ আরম্ভ হইল। কস্তুরবা ও অন্যান্য মহিলাদের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল। মহিলা দেশেজেরীরী অনিলা দেবী সমিতির কার্য্যবিবরণী সভায় উপস্থাপিত করেন।

খাদ্য সংকটে কলিকাতার মেয়েরা কি ভাবে কাজ করিয়াছে—সেক্রেটারীর রিপোর্টে তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। সেই দিনগুলির কথা কলিকাতাবাসী ভোলে নাই, যখন বালিগঞ্জ, ভবানীপুর, মধ্য কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে কণ্ট্রোল দোকানের সামনে সারিবদ্ধ জনস্রোতকে মহিলা কর্মীর দল সুসংগঠিত করিয়া শহরকে বিশৃঙ্খলার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। তারপর দুঃস্থদের জন্য লঙ্গরখানা, শিশুদের জন্য দুগ্ধকেন্দ্র, রোগীর জন্য ঔষধ, কুইনাইন—সমস্ত কাজেই কলিকাতার মেয়েরা শেশেশ্রমিকতার পরিচয় দিয়াছে। এই সমিতি ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ও আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করিয়াছে। এই সমস্ত কাজে সমিতির সংগৃহীত ২৩,০০০৲ টাকা খরচ হইয়াছে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি বার বার উদ্যোগী হইয়া অন্যান্য রিলিফ প্রতিষ্ঠানের সহিত একযোগে কাজ করিয়াছে।

মেয়েদের সম্মান, মেয়েদের ঘর, মেয়েদের জীবন—জাতির সহিত আজ সমভাবেই বিপন্ন। সুতরাং মেয়েদেরও ঐক্যবদ্ধ দাবী জানাইবার প্রয়োজন—এই বলিয়া অনিলা দেবী শ্রীযুক্তা নাইডুর উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ও জাতীয় নেতাদের মুক্তির দাবীর উপর একটি প্রস্তাব আনেন। এই প্রস্তাবটি সমর্থন করেন শ্রীযুক্তা অপর্ণা ব্যানার্জ্জি।

প্রচুর আমন ধান হওয়া সত্ত্বেও দেশে বিতীয় দুর্ভিক্ষের ইঙ্গিত দেখা যাইতেছে—কারণ সরকারী বেওকেনা নীতির ফলে চাল মজুতদারদের ঘরে চলিয়া যাইতেছে। আমাদের দেশকে অনাহার ও মহামারীর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য সরকারকে চাপ দিতে হইবে—বাংলাকে খাওয়াইবার ভার বাংলা সরকারকে নইতে হইবে, জনসাধারণের সহযোগিতায় সরকারকে ৫ কোটি মণ চাল কিনিতে হইবে—বাংলা দেশের সর্ব্বত্র রেশনিং চালু করিতে হইবে, কলিকাতার রেশনিং-এর গলদ অবিলম্বে দূর করিতে হইবে। কেরোসিন, কয়লা, নাবু, বার্লি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিষের রেশন করিতে হইবে—এই সকল দাবীগুলির উপর ডেপু চক্রবর্ত্তী পাত্র ও মহামায়ীর প্রস্তাব আনেন। এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্তা তরু নন্দী বলেন, ইহার জন্য মেয়েদের আন্দোলন চালাইতে হইবে।

২৪নং সহটের ফলে নারীদের স্বাভাবিক জীবন যাহার ফেরে আঘাত লাগিয়াছে, পারিবারিক জীবনে যে ভাঙ্গন আনিয়াছে তাহা জাতির পক্ষে আশঙ্কাজনক। এ সম্বন্ধে জনসাধারণকে সজাগ করিতে এবং আশ্রয় কেন্দ্র, শিশু শিক্ষাকেন্দ্র গুলিবার এবং যাহারা মেয়েদের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া, অসহায়তার সুবিধা লইয়া ব্যবসা চালাইতেছে তাহাদের শাস্তির বিধান করিবার জন্য সরকারের উপর মেয়েদেরই চাপ দিতে হইবে, আন্দোলন করিতে হইবে—এই বলিয়া দুঃস্থ নিরাশ্রয় নারী ও শিশুদের আশ্রয়স্থল ও সমাজিক জীবনের পুনর্গঠন বিষয়ে একটি প্রস্তাব আনেন শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদার। কল্যাণী সেন এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলেন—এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় যে "নারী সেবা সংঘ" গঠিত হইয়াছে তাহাতে আমাদের সাহায্য করা উচিত।

ধনির ভিতর মেয়ে মজুর নিয়োগ সম্বন্ধে আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া এবং বিবাহ বিষয়ক ও হিন্দু মেয়ের পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকার সম্বন্ধীয় বিধানের সমর্থন করিয়া নীলিমা সেন একটি প্রস্তাব আনেন। গীতা মিত্র প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।

একটি অখণ্ড নারী আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির জন্ম। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন সমস্ত ভারতব্যাপী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যম ও কার্য্যধারা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি হইতে ভিন্ন নয়—দুইধারা আমাদের যথানাধ্য তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত। কারণ নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনকে যদি শক্তিশালী করা যায় তবে আমাদেরই উদ্দেশ্য সফল হইবে—এই মর্ম্মে অপর্ণা সেন একটি প্রস্তাব আনেন। প্রস্তাবটি সমর্থন করেন মলিন দাশগুপ্তা।

জাপানী আক্রমণ যখন আজ নতুন করিয়া বাংলা দেশের দরজায়—তখন মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্য সচেতন ও সক্রিয় হওয়া উচিত। ভলান্টিয়ার ট্রেনিং লইয়া বাহিনী গঠন করার প্রয়োজনীয়তা বোধইয়া হাস্য গুহ একটি প্রস্তাব আনেন। প্রস্তাবটি সমর্থন করেন সুধা পাল। এরপর উপস্থিত মহিলাদের মধ্য হইতে শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী ও শোভা হই বক্তৃতা করেন। সভানেত্রী তাঁহার অভিভাষণে বলেন—'আমি মনে করি, দেশের সকল সহটের সামনে দাঁড়াইবার জন্য—জাতির এবং মেয়েদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে—দলাদলি ও বিভিন্নতার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া মেয়েদের একটি দলে পরিণত হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে যারা কাজ করিতেছে, চেষ্টা করিতেছে, তাদের উদ্দেশ্য তবে জয়যুক্ত হয়। আমি সভানেত্রী হিসাবে নয়—সামান্য একজন মেয়ে হিসাবে ইহাই কামনা করিতেছি।'

সভার শেষে নীলিমা রাসগুপ্তার একটি সময়োপযোগী গান সকলের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করে।

★ বাংলার বুকে মেয়েদের নব জাগরণ ★

জেলায় জেলায় মহিলা সম্মেলন

নিত্তেজ তমলুকে সাড়া

গত ১৯শে মার্চ্চ তমলুক শহরে মেদিনীপুর জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঝড়, দুর্ভিক্ষ আর পুলিশের অত্যাচারে নিস্তেজ শহর, এই প্রথম মেয়ে প্রতিনিধিদের দলবদ্ধ পদক্ষেপে মুখর হইয়া উঠিল; সম্মিলিত সঙ্গীতে, শত শত ইন্ধাবাদে দেশ-প্রেম ধ্বনিত হইল। ৪ শত মেয়ের সভায় ৭০ বছরের বৃদ্ধা কংগ্রেস কর্ম্মী লক্ষ্মীরাণী চৌধুরী মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করিলেন। তমলুকের গৌরবময় ইতিহাস বর্ণনা করিয়া স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী সুচরিতা দাস তমলুকে সমিতির জেলাকেন্দ্র করিবার দাবী জানাইলেন। প্রাদেশিক কর্ম্মী মণিকুন্তলা সেন বর্ত্তমান সমস্যা ও সমিতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন মেয়ে প্রতিনিধি। সভার শেষে গ্রামের মেয়েরা অভিনয় করিলেন। বাস্তব জীবনের বেদনা ও সঙ্কল্পের এই ছবি প্রত্যেককে নাড়া দিল। সকলের চোখে মুখে সংকট জয় করার প্রতিজ্ঞা ফুটিয়া উঠিল।

বাঁকুড়া সম্মেলনে ৪ শত মজুর মেয়ে

গত ১৫ই মার্চ্চ বাঁকুড়া জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ৩য় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। মজুর শ্রেণীর ৪০০ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ১০০ মহিলা সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তৃতা ও প্রস্তাবের মধ্য দিয়া দুঃস্থ মহিলাদের সমাজ জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার সঙ্কল্প প্রকাশ পায়।

ঢাকার ৪০টি কেন্দ্র হইতে প্রতিনিধি

গত ২৬শে মার্চ্চ ঢাকা নর্ম্মাল হলে ৭০০ মহিলার উপস্থিতিতে কমরেড মণিকুন্তলা সেনের সভানেত্রীত্বে ঢাকা জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ৪০টি কেন্দ্র হইতে মহিলা প্রতিনিধিরা আসিয়াছিলেন। আইন করিয়া দুঃস্থ মেয়েদের পক্ষে বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ করিতে হইবে এবং তাঁত-শিল্পের সাহায্যে মহিলা ভবন প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের সমাজ জীবনে ফিরাইয়া আনিতে হইবে—এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়। ইহা ছাড়াও শহরে রেশনিং ও গ্রামে কণ্ট্রোল দোকান দাবী করা হয়। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি, শ্রীযুক্তা নাইডুর ভয় হইতে কঠোরোধের সরকারী আদেশ প্রত্যাহার দাবী করিয়া এবং বাংলার নেতৃবৃন্দের কাছে সর্ব্বদলীয় মহিলা গঠনের আবেদন জানাইয়া বিভিন্ন প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়।

পর্দ্দায় ঘেরা মুস্লিম মেয়েরা আসিয়াছে

২৬শে মার্চ্চ—দিনাজপুরের এক নতুন উৎসাহ। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির জেলা সম্মেলন। রায়পুরের উপর দিয়া মহিলা মিছিল চলিয়াছে, ১০টি থানার সুদূর গ্রাম হইতে কৃষক মহিলারা আসিয়াছেন। যোগ দিলেন শহরের মহিলারা। পুরোভাগে আছেন সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভানেত্রী বিধাংশু মহিলাকর্ম্মী যুঁইফুল রায়। মুহুর্ম্মুহু জয়ধ্বনি, দুই ধারে জনতার ভীড়।

পাঁচশত মহিলা সমবেত হইয়াছেন স্থানীয় ড্রামাটিক হলে। তিলধারণের স্থান নাই। স্থানাভাবে অনেক মহিলাকে ফিরিয়া যাইতে হইল। দিনাজপুরের মহিলা জীবনে এ এক নতুন দিন। পর্দ্দায় ঘেরা মুসলিম মহিলারাও আসিয়াছেন। জেলা লীগের সভানেত্রী ও সেক্রেটারীর পত্নী আসিয়াছেন। মুসলিম মহিলানেত্রী শাহ্‌জাদী বেগম, সাবেদা খাতুন আসিয়াছেন। কংগ্রেসের বিধাত মহিলানেত্রী স্নেহলতা গাঙ্গুলী আসিয়াছেন। স্থানীয় মহিলা সমিতির নেত্রীরাও আসিয়াছেন। সকল শ্রেণীর, সকল দলের, সকল সম্প্রদায়ের মহিলাদের মিলিত সম্মেলন এই প্রথম।

গ্রামের মহিলা ডেলিগেটদের ক্যাম্পটিও মহিলাদের জীবনে এক নব উৎসাহের সৃষ্টি করে। এক সাথে থাকা খাওয়া, আলোচনা, জনসংগীত সংগঠিত মহিলা আন্দোলনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা।

সম্মেলন উদ্বোধন করিলেন সুলেখিকা বকুলমালা সেন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সেক্রেটারী আশা চক্রবর্ত্তী অসুস্থ থাকায় কমরেড বীণা সেন পড়িলেন সেক্রেটারীর রিপোর্ট। সভানেত্রী যুঁইফুল তাঁহার অভিভাষণে বাংলা দেশের যে বাস্তব ছবি দিলেন তাহাতে সকলেরই মনে রেখাপাত করে এবং ইহার প্রতিকারে দাঁড়াইবার আগ্রহ দেখা দেয়, প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি হয়। কস্তুরবা-র মৃত্যুতে শোক প্রকাশ, সরোজিনী নাইডুর প্রতি নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ, গ্রামসংগঠন, বন্দী-মুক্তি প্রভৃতি প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা দেন রাণী দাসগুপ্তা বীণা সেন, সাবিত্রী সেন, আশা সেন, লেখা চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃষক মহিলাদের তিতর হইতে কর্ত্তমনি গ্রামের কস্তরা করিমা বক্তৃতা দেন।

সম্মেলনের গায়ে ডিল সোভিংস্টে পোষ্টার প্রদর্শনী, নাৎসী অত্যাচার ও সোভিয়েটে বীরত্বের অপূর্ব্ব ইতিহাস।

সম্মেলনে জেলা আত্মরক্ষা সমিতির কার্য্যকরী কমিটি গঠিত হয়। সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হন কমেন্দ্র-নেত্রী শ্রীযুক্তা স্নেহলতা গাঙ্গুলী। মুসলিম মহিলানেত্রী শাহ্‌জাদী বেগম নির্ব্বাচিত হন সহঃ সভানেত্রী। শ্রীযুক্তা রাণী দাসগুপ্তা হন সেক্রেটারী।

সম্মেলনের শেষে মেয়েরা মুক অভিনয় করেন, কমরেড বিভূতি গুহের লেখা "বাংলার বুকে কালো ছায়া"। সম্মেলনের বক্তৃতা ও প্রস্তাবে যাহা কথায় ধ্বনিত হইয়াছে, নাটকে তাহাই বাস্তবে রূপায়িত হইয়া শত শত মেয়ের মনে প্রতিরোধের শপথ জাগাইয়াছে।

সর্ব্বদলের সমর্থন

গত ১৯শে মার্চ্চ শ্রীমতী রাধারাণী কর্ম্মকারের সভানেত্রীত্বে স্বজনবন্ধু মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ২য় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মজুর ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ২৫০ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত আনন্দচরণ সাঁতারার পৌরোহিত্যে সমিতির শান্তি-শিল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মুসলীম লীগের সহকারী সম্পাদক মৌলবী নুর মহম্মদ মলিক এই অনুষ্ঠানে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিকে অভিনন্দন জানান। সম্মেলনে বিভিন্ন প্রস্তাবের উপর কমরেড শচী লাহিড়ী ও কমরেড পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা করেন।

নারী আন্দোলনে একতার সঙ্কল্প

মিসেস মোমিনের সভানেত্রীত্বে কলিকাতায় মহিলা সম্মেলন

২৭শে মার্চ্চ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কলিকাতা শাখার বার্ষিক সম্মেলন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হল মেয়েদের হাতের শিল্পকাজে সুসজ্জিত। বেলা ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত প্রদর্শনী। একদিকে মেয়েদের হাতে তৈরী পুতুল, জামা, থলিয়া, ব্যাগ, ঝালর, পাপোস, রুমাল; অন্যপাশে বড়ি, আমের আচার, টেবলোর জেলি, চেঁতুল, কুল ইত্যাদির চাটনি। পিছনে প্রশস্ত বারান্দায় কাগজ তৈরীর সাজসরঞ্জাম—জল, বালতি, কাপড় আর নানা রাসায়নিক।

সম্মেলনে বিভিন্ন শ্রেণীর বহু ধরণের ও নানা বয়সের মেয়েরা আসিয়াছেন। সভার এক বিচিত্র দৃশ্য।

মিসেস মোমিন সম্মেলনের সভানেত্রী। তাঁহার একপাশে মোহিনী দেবী ও অন্যপাশে লীলা মজুমদার। 'সোনার বাংলা হ'ল শ্মশান' গানের পর সভার কাজ আরম্ভ হইল। কস্তুরবা ও অন্যান্য মহিলাদের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল। সমিতির সেক্রেটারী অনিলা দেবী সমিতির কার্য্যবিবরণী সভায় উপস্থাপিত করেন।

খাদ্য সংকটে কলিকাতার মেয়েরা কি ভাবে কাজ করিয়াছে—সেক্রেটারীর রিপোর্টে তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। সেই দিনগুলির কথা কলিকাতাবাসী ভোলে নাই, যখন বালিগঞ্জ, ভবানীপুর, মধ্য কলিকাতা, উত্তর কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে কণ্ট্রোল দোকানের সামনে সারিবদ্ধ জনস্রোতকে মহিলা কর্মীর দল সুসংগঠিত করিয়া শহরকে বিশৃঙ্খলার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। তারপর দুঃস্থদের জন্য লঙ্গরখানা, শিশুদের জন্য দুগ্ধকেন্দ্র, রোগীর জন্য ঔষধ, কুইনাইন—সমস্ত কাজেই কলিকাতার মেয়েরা শেশেশ্রমিকতার পরিচয় দিয়াছে। এই সমিতি ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ও আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করিয়াছে। এই সমস্ত কাজে সমিতির সংগৃহীত ২৩,০০০৲ টাকা খরচ হইয়াছে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি বার বার উদ্যোগী হইয়া অন্যান্য রিলিফ প্রতিষ্ঠানের সহিত একযোগে কাজ করিয়াছে।

মেয়েদের সম্মান, মেয়েদের ঘর, মেয়েদের জীবন—জাতির সহিত আজ সমভাবেই বিপন্ন। সুতরাং মেয়েদেরও ঐক্যবদ্ধ দাবী জানাইবার প্রয়োজন—এই বলিয়া অনিলা দেবী শ্রীযুক্তা নাইডুর উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ও জাতীয় নেতাদের মুক্তির দাবীর উপর একটি প্রস্তাব আনেন। এই প্রস্তাবটি সমর্থন করেন শ্রীযুক্তা অপর্ণা ব্যানার্জ্জি।

প্রচুর আমন ধান হওয়া সত্ত্বেও দেশে বিতীয় দুর্ভিক্ষের ইঙ্গিত দেখা যাইতেছে—কারণ সরকারী বেওকেনা নীতির ফলে চাল মজুতদারদের ঘরে চলিয়া যাইতেছে। আমাদের দেশকে অনাহার ও মহামারীর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য সরকারকে চাপ দিতে হইবে—বাংলাকে খাওয়াইবার ভার বাংলা সরকারকে নইতে হইবে, জনসাধারণের সহযোগিতায় সরকারকে ৫ কোটি মণ চাল কিনিতে হইবে—বাংলা দেশের সর্ব্বত্র রেশনিং চালু করিতে হইবে, কলিকাতার রেশনিং-এর গলদ অবিলম্বে দূর করিতে হইবে। কেরোসিন, কয়লা, নাবু, বার্লি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিষের রেশন করিতে হইবে—এই সকল দাবীগুলির উপর ডেপু চক্রবর্ত্তী পাত্র ও মহামায়ীর প্রস্তাব আনেন। এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্তা তরু নন্দী বলেন, ইহার জন্য মেয়েদের আন্দোলন চালাইতে হইবে।

২৪নং সহটের ফলে নারীদের স্বাভাবিক জীবন যাহার ফেরে আঘাত লাগিয়াছে, পারিবারিক জীবনে যে ভাঙ্গন আনিয়াছে তাহা জাতির পক্ষে আশঙ্কাজনক। এ সম্বন্ধে জনসাধারণকে সজাগ করিতে এবং আশ্রয় কেন্দ্র, শিশু শিক্ষাকেন্দ্র গুলিবার এবং যাহারা মেয়েদের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া, অসহায়তার সুবিধা লইয়া ব্যবসা চালাইতেছে তাহাদের শাস্তির বিধান করিবার জন্য সরকারের উপর মেয়েদেরই চাপ দিতে হইবে, আন্দোলন করিতে হইবে—এই বলিয়া দুঃস্থ নিরাশ্রয় নারী ও শিশুদের আশ্রয়স্থল ও সমাজিক জীবনের পুনর্গঠন বিষয়ে একটি প্রস্তাব আনেন শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদার। কল্যাণী সেন এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলেন—এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় যে "নারী সেবা সংঘ" গঠিত হইয়াছে তাহাতে আমাদের সাহায্য করা উচিত।

ধনির ভিতর মেয়ে মজুর নিয়োগ সম্বন্ধে আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া এবং বিবাহ বিষয়ক ও হিন্দু মেয়ের পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকার সম্বন্ধীয় বিধানের সমর্থন করিয়া নীলিমা সেন একটি প্রস্তাব আনেন। গীতা মিত্র প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।

একটি অখণ্ড নারী আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির জন্ম। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন সমস্ত ভারতব্যাপী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যম ও কার্য্যধারা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি হইতে ভিন্ন নয়—দুইধারা আমাদের যথানাধ্য তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত। কারণ নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনকে যদি শক্তিশালী করা যায় তবে আমাদেরই উদ্দেশ্য সফল হইবে—এই মর্ম্মে অপর্ণা সেন একটি প্রস্তাব আনেন। প্রস্তাবটি সমর্থন করেন মলিন দাশগুপ্তা।

জাপানী আক্রমণ যখন আজ নতুন করিয়া বাংলা দেশের দরজায়—তখন মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্য সচেতন ও সক্রিয় হওয়া উচিত। ভলান্টিয়ার ট্রেনিং লইয়া বাহিনী গঠন করার প্রয়োজনীয়তা বোধইয়া হাস্য গুহ একটি প্রস্তাব আনেন। প্রস্তাবটি সমর্থন করেন সুধা পাল। এরপর উপস্থিত মহিলাদের মধ্য হইতে শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী ও শোভা হই বক্তৃতা করেন। সভানেত্রী তাঁহার অভিভাষণে বলেন—'আমি মনে করি, দেশের সকল সহটের সামনে দাঁড়াইবার জন্য—জাতির এবং মেয়েদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে—দলাদলি ও বিভিন্নতার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া মেয়েদের একটি দলে পরিণত হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে যারা কাজ করিতেছে, চেষ্টা করিতেছে, তাদের উদ্দেশ্য তবে জয়যুক্ত হয়। আমি সভানেত্রী হিসাবে নয়—সামান্য একজন মেয়ে হিসাবে ইহাই কামনা করিতেছি।'

সভার শেষে নীলিমা রাসগুপ্তার একটি সময়োপযোগী গান সকলের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করে।

গ্রামসংগঠনে ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ

নারী সেবা সংঘের আবেদন

[নিখিল বঙ্গ আত্মরক্ষা সমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন নারী সংগঠন এবং অন্যান্য রিলিফ প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে নিরাশ্রয় মেয়েদের সমাজ জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য নারী সেবা সংঘ নামে একটী যুক্ত কমিটি গঠন করিয়াছে। এই কমিটির সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নীতা চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত কিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এই সমন্বয় কমিটি জেলায় জেলায় নারী সংগঠনগুলিকে হোম খোলা ও কুটীর শিল্পের কাজে সাহায্য করিবে এবং নিজেদের উদ্যোগেও অনেকস্থানে এই সব কাজ আরম্ভ করিবে।]

সারা প্র

জনগণের চেষ্টায় কুষ্টিয়া শহরে রেশনিং

মজুতদারের ষড়যন্ত্র, আমলাতন্ত্রের ঔদাসীন্য ভাঙ্গিল

বীরেন দাসগুপ্ত

দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে স্থানীয় মিলিত প্রচেষ্টা

কুষ্টিয়া মহকুমা একটি ঘাটতি অঞ্চল। গত বছরের দুর্ভিক্ষে সময় নদীয়া জেলার মধ্যে এই কুষ্টিয়ার উপর দিয়াই ঝড় গিয়াছে সব চেয়ে বেশী। শত শত গৃহহীন দুঃস্থ শহরের পথে পথে ভীড় জমাইয়াছিল। অনাহারে এবং অর্দ্ধাশনে আধমরা মানুষের বুকের উপর নামিয়া আসিয়াছিল কলেরা ও ম্যালেরিয়া মহামারীর দুর্ব্বার বন্যা।

ইহারই মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে কুষ্টিয়ার **সর্ব্বদলীয় খাদ্য কমিটি**। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বিশ্বাস ইহার সভাপতি। মুসলীম লীগ, হিন্দু মহাসভা ও কমিউনিস্ট প্রত্যেকটি পার্টির প্রতিনিধি ইহারই মধ্যে মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে একতাবদ্ধ। কুষ্টিয়া শহরের অধিবাসীগণের এই দেশপ্রেমিক সংঘের একতা হাজার হাজার দেশবাসীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। দুর্ভিক্ষের সব চেয়ে বেশী সংকটপূর্ণ সময়ে শহরের দুইটি রিলিফ কিচেন প্রতিদিন প্রায় এক হাজার লোকের অন্ন যোগাইয়াছে। প্রতিযেকটি টাকা ও ঔষধ পথ্যাদির ব্যবহৃত শত শত লোকের জীবন রক্ষা করিয়াছে; মহামারীর দুর্ব্বার স্রোতের গতিরোধ করিয়াছে। এই দেশপ্রেমিক একতার শক্তি আমলাতন্ত্রকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। মহকুমা কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বদলীয় খাদ্য কমিটিকে মানিয়া লইয়াছে।

কিন্তু বিপদ তাহাতে দূর হইল না। নতুন আমন উঠিবার পরেও সরকার জনসাধারণের জন্য ধান চাউল সংগ্রহের কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিল না। যাহারা আবার মজুতদার ব্যবসায়ীদের কবলে গিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু মজুতদারের তাহাতেও তৃপ্তি নাই। কাগজ কলমের বাঁধা কন্ট্রোলের দামও তাহারের বরদাস্ত হয় না। চাউলের সরবরাহ একেবারে বন্ধ করিয়া জনসাধারণকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের কবলে আনিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। কুষ্টিয়া শহরের কোন দোকানে চাল নাই। বড় বড় ব্যবসায়ীরা বলিলেন যে সরকারের বাঁধা দামে ধান চাউল তাঁহারা কিনিতে পারিতেছেন না। সুতরাং সরবরাহের জন্য চাউল আনা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। গোপনে কিছু কিছু চাউল ২৮৲।২১৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতে লাগিল। সমস্ত শহরে হাহাকার উঠিল।

সরকারের অক্ষমতা, কিন্তু জনসাধারণের কমিটি অগ্রণী

খাদ্য কমিটি ও টেক্সটাইল মজুর ইউনিয়নের কর্ম্মীরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া গ্রাম অঞ্চল হইতে কিছু কিছু চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করিলেন। নদীপথে গোপনে শহর হইতে সরাইবার সময় মজুতদারদের কিছু কিছু ধান চাউলও ধরা পড়িল; এবং তাহা বাঁধা দামে জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইল। মজুতদারের বিরুদ্ধে এবং সরকার কর্ত্তৃক সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার দাবীতে শহরের বুকের উপর এক নতুন উদ্দীপনা ও আন্দোলন বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। শহরের ৫টি ওয়ার্ডে ৫টি ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হইল। খাদ্য কমিটি ও মজুর ইউনিয়নের কর্ম্মীরা একযোগে শহরের লোকগণনার কাজে অগ্রসর হইলেন।

সকল দলের এই মিলিত আন্দোলনের ফলে মহকুমা কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীন্য ভাঙ্গিয়া গেল। মহকুমা হাকিম খাদ্য কমিটির হাতে কিছু কিছু চাউল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হইলেন। কুষ্টিয়া ঘাটতি এলাকা বলিয়া বাংলা সরকারের নিকট হইতে কিছু কিছু চাউল ও গম প্রভৃতি আদায় করা হইল। মহকুমা কর্ত্তৃপক্ষ তাহা সম্পূর্ণরূপে শহরের খাদ্য কমিটির হাতে ছাড়িয়া দিলেন।

খাদ্য কমিটির নেতৃত্বে রেশনিং

কিন্তু সরকারের অপ্রাচুর্য্য ও অনিশ্চয়তার অজুহাতে সরকারীভাবে রেশনীং-এর দায়িত্ব মহকুমা কর্ত্তৃপক্ষ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। আমলাতন্ত্র পিছাইয়া পড়িলেও খাদ্য কমিটি নিজ দায়িত্বে রেশনিং প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

১লা মার্চ্চ হইতে সরকারের সরবরাহ করা ৬০।৭০ মণ চাউল ও গম লইয়া শহরে রেশনিং প্রবর্তিত হইল। মিল শ্রমিক, সরকারী, রেলওয়ে এবং পোষ্টাল কর্ম্মচারীরা পূর্ব্ব হইতেই সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে রেশন পাইতেছিলেন। ইহাদের বাদ দিয়া শহরের অন্যান্য পরিবারের মধ্যে প্রায় ২৭৫৭টি রেশনকার্ড বিলি করা হইল, এবং মাথা পিছু বরাদ্দ হিসাবে নির্ব্বাচিত দোকানের মারফৎ চাউল ও গম বিক্রয় আরম্ভ হইল। চাউলের দাম ঠিক হইল ১৩৲ টাকা প্রতিমণ ও গমের দাম হইল প্রতিসের সাড়ে পাঁচ আনা।

বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ার সাথে সাথে শহরের বাজারে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। প্রকাশ্য বাজারে চাউল দেখা দিতে আরম্ভ করিল এবং দামও কমিয়া ১৫৲ টাকা, সওয়া ১৪৲ টাকায় দাঁড়াইল। কিন্তু মজুতদারের এই নতুন চাল জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। রেশনিং-এর আন্দোলন কম জোর হওয়ার পরিবর্ত্তে আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

রেশনিং প্রবর্ত্তিত হইলেও ইহার মধ্যে যথেষ্ট গলদ রহিয়াছে। প্রয়োজনের তুলনায় প্রতিটি পরিবারের বরাদ্দের পরিমাণ যৎসামান্য, প্রত্যেক পরিবারের প্রথম ইউনিট সপ্তাহে /৪সের, দ্বিতীয় ইউনিট /৩সের ও পরবর্ত্তী প্রত্যেক ইউনিট /২সের হিসাবে ধার্য্য হইয়াছে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের বরাদ্দের পরিমাণ ইহার অর্দ্ধেক। সরকারের সরবরাহ করা চাউলের মধ্যেও যথেষ্ট গলদ রহিয়াছে। মজুরদের বরাদ্দের উপর খাদ্য কমিটির কোন হাত নাই। মিল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বর্ত্তমানে মজুরেরা যে রেশন পাইতেছে তাহার পরিমাণও প্রয়োজনমত নয়, এবং দামও তাহার বেশী। আর সব চেয়ে বড় কথা—মহকুমা কর্ত্তৃপক্ষ সরকারী-ভাবে রেশনিং ও সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে বর্ত্তমানের আংশিক রেশন ব্যবস্থাও ষ্টকের অভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। এই জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রাদেশিক সরকারের উপর নির্ভর না করিয়া মহকুমা ও জেলা কর্ত্তৃপক্ষকে স্থানীয়ভাবে খাদ্য কমিটির সহযোগিতায় শক্ত ক্রয়ের নীতি গ্রহণ করিতে হইবে।

এই সব গলদ দূর করিবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় নতুনভাবে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। শহরের সাধারণ মানুষ এবং শ্রমিকদের মধ্যেও এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে। খাদ্য কমিটির এই নতুন অভিযান দিনে দিনে শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে।

ফুড কমিটির চেষ্টায় চোরা ধান আটক

মেহেরপুরের মুনাফাখোর নাজেহাল

তারাপদ ভৌমিক

গত ৫ই মার্চ্চ তারিখে বেলা প্রায় ১০টার সময় মেহেরপুর মহকুমার নারায়ণপুরের একজন ফড়িয়া তিনখানা গোরুর গাড়ীতে করিয়া গোকুলপালের মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের জন্য ধান এবং চাউল লইয়া যাইতেছিল। দুইখানি গাড়ীতে ধান ছিল এবং তৃতীয় গাড়ীখানা উপর হইতে পাটের গাড়ী বলিয়া মনে হইতেছিল। মেহেরপুর মহকুমার উপর দিয়া যখন এই গাড়ী যাইতেছিল সেই সময় স্থানীয় ফুড কমিটির ভলান্টিয়ারদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ভলান্টিয়ারদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য গাড়ীগুলি অন্যদিকে চলিতে থাকে কিন্তু ভলান্টিয়ারেরা গাড়ীগুলি সোঁয়াইয়া ধরিয়া ফেলে। ফড়িয়াটী একবার শেষ চেষ্টা করে এবং চাউলের বস্তা দুইটী ফুড কমিটির হাতে ছাড়িয়া দিতে চায়। কিন্তু ভলান্টিয়ারগণ সমস্ত ধান চাউল জনগণের জন্য আটক করিয়াছে—সুতরাং এই প্রস্তাবে তাহারা রাজী হয় নাই।

গাড়ী আটক করিবার পর একজন ভলান্টিয়ার স্থানীয় থানার খবর দেয়। কিন্তু থানা অফিসার কোন প্রকার সাহায্য তো করিলই না উপরন্তু বলিল 'উহারা স্বাধীন ব্যবসা করিতেছে আমরা উহাতে হস্তক্ষেপ করিব না।' পুলিশরা নাকি এসব কাজের জন্য নয়।

সারাই অফিসারের কাছে ঐ ফড়িয়াকে লইয়া যাওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চাল ধরার বিষয় জানাইয়া শহরেও আন্দোলন করা হয়। ফলে শহরের জনগণের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ আসে এবং তাহারা গাড়ীর কাছে গিয়া উপস্থিত হয়।

অবশেষে সমস্ত ধান চাউল ফুড কমিটি কিনিয়া লয়। ধানের পরিমাণ প্রায় ৩৪ মণ, চাউলের পরিমাণ পৌণে ৪ মণ।

উপরোক্ত ধান চাউল শহরে কন্ট্রোল দরে বিক্রি হইয়াছে।

চিমটার মহাজনদের দাপট

(২৪ পরগণার কৃষক কর্ম্মীর চিঠি)

বজবজারে ২৪ পরগণা জেলার চিমটার মহাজনদের সংখ্যা প্রায় ২৫ জন। তাহারা গ্রামের বেশীর ভাগ কৃষকদের উপরে ধানের পরিবর্ত্তে টাকার দেড়া সুদে আদায় শুরু করিয়া অত্যাচার চালাইতেছে।

এখানকার ক্ষেত মজুরের সংখ্যা শতকরা ৪০ জন। খামারের চাষীর সংখ্যা শতকরা ৫০ জন। জমিহীন কৃষকের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৫ জন, বাকী ৫ জন মহাজন। মহাজনদের প্রায় সকলেরই ৩০০ হইতে ৭০০ মণ পর্য্যন্ত ধান সুদে খাটান হয়; তাহা ছাড়া নিম্নলিখিত মহাজনরা নিজ হিসাবেও ধান মজুত রাখে :—

১। যোগেন্দ্র মাইতি—৫০০/ ২। গোপাল রায়—৪০০/ ৩। গঙ্গাহরি মালি—২০০/, ৪। নিমাই বীর—৩০০/, ৫। মানার মণ্ডল—৭০০/, ৬। কার্ত্তিক মণ্ডল—২৫০/ ৭। কিষু মণ্ডল—৭০০/, ৮। ভীম মণ্ডল ৭০০/, ৯। গণেশ মণ্ডল—৩০০/, ১০। প্রতাপ মণ্ডল—২০০/, ১১। তাতিরাম মণ্ডল—৩০০/, ১২। আলি মণ্ডল—২৫০/, ১৩। মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল—৪০০/, ১৪। পদ্ম মণ্ডল—২০০/, ১৫। বিপিন মণ্ডল—৩০০/, ১৬। যোগেন্দ্র পাত্র—২৫০/, ১৭। দেবেন্দ্র পাত্র—১৫০/ মণ।

গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের দাবী—দেশচলিত প্রথা অনুযায়ী দেড়া হিসাবে ধান পরিশোধ করা; কিন্তু মহাজনরা ধানের পরিবর্ত্তে সেই সময়ের ধানের দরে টাকা আদায় করে। কৃষকদের এই ভাবে ধানের দরে টাকা দেওয়া একজাপ অসম্ভব। উপরন্তু কৃষকদের নিকট হইতে প্রায় ২০০ বিঘা জমি জমিদার খাস করিয়া লইয়াছে এবং প্রায় ১০ জন কৃষকের বলদ পেটের দায়ে মহাজনের কাছে বাঁধা দিতে হইয়াছে। ইহার উপর প্রায় শতকরা ৮০ জন কৃষক ম্যালেরিয়া, পাঁচড়া রোগে ভুগিতেছে।

দুঃস্থ ও রোগগ্রস্ত বাংলার চাষীকে বাঁচাইবার জন্য সারা ভারত জাগিয়া উঠিয়াছে, আর স্থানীয় মহাজনদের সাধারণ মনুষ্যত্বটুকুও এখনও জাগিয়া উঠিল না। তাহারা কি এখনও বাংলার গ্রামে গ্রামে সৎ মহাজনদের দেশভক্তির কাহিনী শুনে নাই?

আসাম সীমান্তে রেল কারখানায় জুলুম

ডিব্রুগড়ে নিউ ওয়ার্কশপ মজুরদের সিদ্ধান্ত

কর্ত্তৃপক্ষের অত্যাচারের জবাবে সবাই ইউনিয়নে যোগ দাও

ডিব্রুগড় নিউ ওয়ার্কশপ আসাম সীমান্তের প্রধান এবং একমাত্র রেল কারখানা। জাপ দস্যুর আক্রমণকে তুচ্ছ করিয়া এই কারখানার শ্রমিকরা দৃঢ় মনে কাজ করিয়া যাইতেছে। শ্রমিকরা বি, এ্যাণ্ড, এ রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের একটি শাখা এখানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মালিকদের ইহা সহ্য হইতেছে না। গত তিন সপ্তাহের মধ্যে সামান্য অজুহাতে ২ জনকে জবাব দেওয়া হইয়াছে। আর একজন মজুরকে এক তুচ্ছ কারণে জনৈক বড়কর্ত্তা পদাঘাত করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই ইউনিয়নের বিশিষ্ট কর্ম্মী।

শ্রমিকরা এই সব জুলুমের জবাবে ইউনিয়নের সভা ডাকিয়া স্থির করিয়াছে : মালিকের অত্যাচার বন্ধ করিবার একমাত্র হাতিয়ার—এখনো যাহারা ইউনিয়নের বাহিরে আছে তাহাদের ইউনিয়নের সভ্য করা; মালিকের অমানুষিক ব্যবহারে সাধারণ শ্রমিকদের মন হইতে যে কর্ম্মোদ্যম কমিয়া যাইতেছে, তাহা রুখিবার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে দেশরক্ষা ও উৎপাদন বাড়ানর-কথা বুঝাইতে হইবে। ঐ দুইজন বরখাস্ত শ্রমিককে লইতে এবং পদাঘাত করার কৈফিয়ৎ দিতে ইউনিয়নের মধ্যে সমস্ত শ্রমিকের মিলিত শক্তির চাপে মালিককে বাধ্য করিতে হইবে।

উৎপাদন পণ্ডকারী পঞ্চমবাহিনী একঘরে

ভর্ত্তিয়া মজুর ইউনিয়নের জয়

গত ১৩ই মার্চ্চ হইতে সাত দিন ভার্ত্তিয়া মজুরদের এক ভীষণ সমর গিয়াছে। এক দিকে মালিকের জুলুম আর অপর দিকে সেই সুযোগে কারখানায় কাজ বন্ধ করার জন্য পঞ্চমবাহিনীর প্ররোচনা। মজুর ইউনিয়নের সুদৃঢ় নেতৃত্বে সমস্ত শ্রমিক সাত দিন দিবারাত্র সভা, বৈঠক, আলোচনা প্রভৃতির মধ্য দিয়া কারখানা বন্ধের প্ররোচনা তো ঠেকাইয়াছেই, উপরন্তু মালিকের জুলুমও বন্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

কোম্পানী হার স্বীকার করিয়া শ্রমিকদের দাবী মানিয়া লইয়াছে। ওভার টাইম কাটার নোটীশ তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। পুনরায় পুরা ওভার টাইম চালু করিতে মালিক রাজী হইয়াছে। ছাঁটাই মজুরকে কাজে লইবার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। ইউনিয়নের নিটী-এ যোগ দেওয়ার জন্য শ্রমিকের উপর কোনরূপ জুলুম না করার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

সাধারণ মজুররা বুঝিয়াছে—মালিকের জুলুমের প্রতিবাদে কারখানার কাজ বন্ধ করার ফন্দী দেয় একমাত্র দালাল ও পঞ্চমবাহিনীর লোকেরা। এই পথে দাবীও আদায় হয় না আর জুলুমও বন্ধে না। অপরপক্ষে, কাজ পুরাদমে চালু রাখিলে ইউনিয়নের জোরেই মালিকের জুলুমও বন্ধ হয় আর ইউনিয়নের শক্তিও বাড়ে—সঙ্গে সঙ্গে মজুরদের দাবী দাওয়া আদায় হয়।

ইউনিয়ন বর্ত্তমানে প্রোগ্রাম লইয়াছে—কারখানার কাজ চালু রাখ যে মজুরদের নিজস্ব দায়িত্ব, দেশরক্ষার কর্ত্তব্য—এ কথা পরিষ্কার করিয়া মজুর সাধারণকে বুঝাইতে হইবে। কাজ চালু রাখা দাবী আদায়ের একটী ফিকির নয়—ইহা জনসাধারণ ও দেশের স্বার্থে মজুরের দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্য। ইহা বুঝিতে পারিলেই পঞ্চমবাহিনীর মতলবও মজুররা খতম করিতে পারিবে।

বাংলার সাহায্যে সুদূর পাঞ্জাব

লাহোরের টেনিস খেলায় সংগৃহীত টাকায় ত্রিশ মণ গুঁড়া দুধ কিনিয়া 'পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটিতে পাঠানো হইয়াছে। গত বারে আমরা কেবল ভারত বিখ্যাত খেলোয়াড় সোহানী ও চীনের চোয়ে এর নাম দিয়াছিলাম। খবর আনিয়াছে যে বিখ্যাত খেলোয়াড় গৌস মহম্মদ ও ইকতিকার আমেদও ছিলেন।

লাহোরের এইভিনিন্‌ কলেজের অন্যান্য ঐ কলেজের ছাত্রদের পক্ষ হইতে পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটিকে ৫০৲ টাকা পাঠাইয়াছেন। ছাত্রদের বার্ষিক পুরস্কারের খরচ হইতে এই টাকা পাঠানো হইয়াছে।

টেক্সম্যাকো মজুর ইউনিয়নে জয়

৪৮ জন আবার কাজ পাইল

টেক্সম্যাকো কারখানার মালিক ৪৮ জন মজুরকে "কাজ নাই" বলিয়া মাসে ১৫ দিন কাজ হইতে ছুটি দেয়। মজুরদের ইউনিয়নের সভায় ইহা লইয়া বহু আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় ইউনিয়নের তরফ হইতে লেবর কমিশনারের নিকট ডেপুটেশান পাঠাইতে হইবে। কোম্পানীর এই অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে মজুরদের সংঘবদ্ধ শক্তির প্রতিনিধিরা জয়লাভ করে। ৪৮ জনকেই আবার কাজ দেওয়া হইয়াছে। তবে যে কয়দিন জোর করিয়া ছুটী দেওয়া হইয়াছিল তাহার পুরা বেতন এখনও পাওয়া যায় নাই। মজুররা দৃঢ়ভাবে এই অভিমত জানায় যে কারখানায় কাজ বাড়াইয়া এবং ইউনিয়ন মজবুত করিয়া তাহারা এই দাবীও পাইবে।

জ ন যু দ্ধ

সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ

২৪৯১ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রতি সংখ্যা : ছয় পয়সা

বার্ষিক ৪৷০, ৬ মাস ২৷০, ৩ মাস ১৷০

★ কারপাথো-রাশিয়ার গিরিপথে ★

ফ্যাশিষ্টদের বিরুদ্ধে দেশভক্ত গেরিলাদল

কারপাথো রাশিয়ার গিরিপথ।

...হাঙ্গেরিয়ান ফৌজ ও হিটলারীরা এই গিরিপথ পাহারা দিচ্ছে। এই গিরিপথের ইতিহাস বলতে গেলে, প্রথমেই বলতে হয় যারা আজ এ পথগুলি আগলে আছে তাদের কোন অধিকারই নেই এ দেশের মাটির ওপর, তারা জোর করেই আজ পর্য্যন্ত এখানে তাদের প্রভুত্ব বজায় রাখছে।

কারপাথো রাশিয়া চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি প্রদেশ। হিটলার এদের স্বাধীন ভাবে বাস করবার অধিকার কেড়ে নিয়েছে এ মহাযুদ্ধ সুরু হবার কিছু আগে থেকেই। ফ্যাশিস্টদের ঔদ্ধত্যের এডমিরাল হরথি ১৯৩৮ সালের নবেম্বরের ২রা তারিখে এ প্রদেশের দক্ষিণ ভাগ গ্রাস করে.....সে সময়ে মুসোলিনী এ গ্রাসকে পূর্ব্ব তারিখ করেছিলো। পরের দেশ জোর করে ছিনিয়ে নেওয়ার পর্ব্ব ইয়োরোপে তখন সুরু হয়ে গেছে, ফ্যাশিস্ট সর্দ্দার হিটলার ও মুসোলিনীর তখন কি দাপট!

...কারপাথো রাশিয়ানরা গোড়া থেকেই এই দ্বারুণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। হিটলার চেয়েছিলো, এদের সংস্কৃতি, এদের স্বাতন্ত্র্য, এদের আলাদা জাতি হিসাবে দাঁড়াবার দুর্দ্বিবার আকাঙ্ক্ষা গুঁড়িয়ে দিতে.....তার 'নয়া ব্যবস্থার' আওতায় এদের টেনে নিতে.....আর তারই জন্যেই সে পেয়েছিলো—তাকে না মানার দুর্দ্দান্ত সংকল্প, তার 'নয়া ব্যবস্থার' উপরে সমগ্র কারপাথো রাশিয়ান জাতির ঘুণার অভিযান।

...তখনকার দিনে কারপাথো রাশিয়ানরা নাৎসী বর্ব্বরতার মুখে হটে গিয়েছিল সত্য, কিন্তু ভেঙ্গে পড়েনি।.....আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে তখন থেকেই প্রতিরোধ সুরু হয।.....দেশের মাটির উপর বিদেশী প্রভুর অত্যাচারের স্রোত কার মন না বিষিয়ে তোলে.....পরাধীনতার নাগপাশে কে না বিক্ষোভ হয়?...

কারপাথো রাশিয়ানদের বেলায় এর ব্যতিক্রম হয় নি.....তারা মরণত্ত শক্তির বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায়...প্রাণ তুচ্ছ করে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে জোর লড়াই চালিয়ে যায়।...

কারপাথোর রাশিয়ান গিরিপথে সে দিন থেকে অনেক রক্ত ঝরেছে, দেশভক্তদের বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষাকে শক্ত করে তুলতে অনেককেই সে দিন থেকে প্রাণ দিতে হয়েছে অরণ্যে, গুহায়, গিরিপথে...সর্ব্বত্রই গেরিলা বাহিনী শৃঙ্খল ভাঙ্গবার কাজে নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছে...

উদ্ধত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রাণ দেওয়ার সে ইতিহাস মুক্তিকামী জনগণের জয়যাত্রাকে কত ভাবে যে এগিয়ে দিয়েছে...

তাই আজ অধিকৃত নগরে নগরে বিদ্রোহের আগুন ...তাই আজ অধিকৃত ইয়োরোপে হিটলারের বিরুদ্ধে ধূমায়িত অসন্তোষ...

* * * *

"আমি দেখতে দুর্ব্বল সত্য, কিন্তু তবুও আমি বুক উঁচু করে দাঁড়াতে পারগো...আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না...আপনি যদি আমার ভিতরের কথা জানতেন...আমি কত যে সয়েছি...আমার বৃদ্ধ পিতাকে হিটলারীরা কি নির্ম্মম ভাবে যে হত্যা করেছে, অসহায় আমার নিরীহ মাকে কি যাতনাই না তারা দিয়েছে...রক্তে যখন তার শরীর ভেসে যাচ্ছিলো, তখনও তারা প্রহার থামায় নি, আমার মাকে অসহ্য যন্ত্রণা সয়েই প্রাণ দিতে হয়েছিলো... এ তো শুধু আমার না আমার ইতিহাসই নয়...কারপাথো রাশিয়ার ঘরে ঘরেই আজ এ ইতিহাস লেখা হচ্ছে...আমরা অনেক রক্ত দিয়েছি, দিচ্ছি, আরও দেবো...কিন্তু শত্রুকে দাঁড়াতে দেবো না...আমাকে গেরিলা দলে যোগ দেওয়ার সম্মান দিন...আমি নাৎসী বিরোধী লড়াইয়ে আগে থাকতে চাই..."

মেডিকেল ছাত্র লিঙ্গেতের দৃপ্ত কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হয়ে এলো, কিন্তু চোখ দু'টী তার তখনও জ্বলছে।...

যুদ্ধরত চেকোশ্লোভাক গেরিলা

গেরিলা নায়ক জ্যান সেক্ লিয়েবের হাতে হাত না মিলিয়ে পারলেন না। এমন দেশভক্তের স্থান হো নাৎসী বিরোধী গেরিলা বাহিনীতে হবেই...।

কারপাথো রাশিয়ান গিরিপথে গেরিলাদের জীবনের বন্ধুর পথ তারা জানে...স্বাধীনতার বেদীমূলে তাদেরই যে আগে প্রাণ দিতে হবে, এও তাদের অজানা নয়...কিন্তু ফ্যাশিস্ট বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে দুনিয়ার মানুষ যে প্রবল অভিযান সুরু করে দিয়েছে, তার গতিবেগ বাড়ানোই যে আজ সেরা দেশপ্রেম,...তার জয়বর্ণনে তোলাই যে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, এ চেতনাই তাদের পথ দেখিয়ে দিয়েছে ও দিচ্ছে।

* * * *

১৯৪১ সালের ৯ই জুলাই...। আঁধার রাত। কারপাথো রাশিয়ান গিরিপথ ধরে গেরিলাদের একটি দল সাবধানে এগিয়ে আসছে। অদূরে ফ্যাশিস্টরা বিশ্রামের জন্য তাঁবু ফেলেছে। এ তল্লাট থেকে গেরিলাদের উৎখাত করতে চায় তারা। সাথে তাদের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, অনেক সাজসরঞ্জাম।...ফ্যাশিস্ট সেনাদের ভিতর হাঙ্গেরিয়ান বেশী, ছিটকেঁটো দু' চার জন জার্ম্মান ও ইতালিয়ানও ছিল।

গেরিলারা আগে থেকেই খোঁজ রেখেছিল সব, ঠিক কোথায় ওদের ছাউনী, কোথায় ওদের অস্ত্রাগার, কত লোক পাহারা দিচ্ছে...

গেরিলাদের এওরেজ ও ইউরী আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে যে সেপাইটা পাহারা দিচ্ছিল তার টুঁটি টিপে ধরলো!...সেপাইটা খানিকটা ধস্তাধস্তি করলো, কিন্তু ইউরীর কব্জার জোর অনেক বেশী, আর ফ্যাশিস্টদের মারতে তার আনন্দও খুব।

... ছাউনীর ভিতরে তখন ফ্যাশিস্টগুলো মদ খেয়ে হল্লা করছিল, তারা স্বপ্নেও ভাবে নি যে তাদেরই দোংগোড়ার দাঁড়িয়ে তারাই, যাদের তারা নিশ্পেষ করতে এসেছে।

... আইভাকো ছাউনীর দরজায় দাঁড়ালো। অস্ত্রাগার লুঠ করতে গেলো ষ্টিফেন ও নিকোলায়। ...অস্ত্রাগারে প্রচুর বাল মসজা... মেসিন গান, হাতবোমা, গোলা গান চালান হলো। ফ্যাশিস্টরা হুসিয়ারী আওয়াজ ছাড়লো, কামানের গর্জ্জনে কা ডুবে গেলো। কতকগুলো হাঙ্গেরিয়ান জঙ্গলের দিকে পালাতে চাইলো ...কিন্তু তাতেও জীবন টিতে হলো!

...লড়াই চলেছিলো মাত্র কয়েক মিনিট... তারপর সব শেষ, একটি ফ্যাশিস্টও জীবিত রইলো না।

লড়াইয়ের শেষে আশপাশের গ্রামের লোক সব জড়ো হয়েছে...প্রথমে তারা ঠিক বুঝতে পারে নি এ লড়াই কারা চালাচ্ছে,...তারপর যখন জানলো, তাদেরই গেরিলা বাহিনী অমিত বিক্রমে ফ্যাশিস্টদের নির্ম্মূল করে দিয়েছে, তখন সে জনতার ভিতর সাড়া পড়ে গেলো...গেরিলাদের সাথে সা... উঠলো, আর ফ্যাশিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আকাঙ্ক্ষা আর এক কদম এগিয়ে গেলো।

* * *

১৯৪১ সালের এ ঘটনা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কারপাথো রাশিয়ার ভেতরে এরূপ ঘটনার বিরাম নেই। পরাধীনতার জ্বালা তারা এমনি করে নেভাতে চাচ্ছে... আক্রমণকারীদের রেহাই দিচ্ছে না। তাদের পরাক্রমের সামনে দাসত্বের প্রাকারে আজ ঘুণ ধরেছে, দুঃখের প্রতিরোধ আজ ব্যাপক বিস্ফোরের রূপ নিয়েছে।...

১৯৪৪ সালের ২৫শে মার্চ্চের খবর.....কারপাথো রাশিয়ার সীমান্তের গিরিসঙ্কটগুলির অতি নিকটে লালফৌজ এসে পড়েছে।—হিটলারী দুর্গের প্রবেশ দ্বার বিপন্ন। গেরিলারা জার্ম্মানদের যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থার উপর আঘাত হান্‌ছে। হিমলার পাগলের মত ঔদ্ধত্যের মোড়াক সরকারকে গেরিলাদের দমন করার জন্য বানাচ্ছে। গেষ্টাপোর চর চারিদিকে ঘোরা ফেরা করছে, জনগণের উত্থানকে রুখে দিতে।

১লা এপ্রিলের খবর.....কার্পেথিয়ার অভিমুখে এগিয়ে আসা সোভিয়েট বাহিনী রক্ষার নিমুক্ত লাল বিশান বহর ও কার্পেথিয়ান গেরিলাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। লাল ফৌজ মার্শাল জুকভের নেতৃত্বে সব বাধা ঠেলে চেকোশ্লোভাক নরনারীর স্বাধীন হওয়ার উন্মুখ আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে এগিয়ে আস্‌ছে...আর তার সাথেই আছে জেনারেল স্বোয়াতার পরিচালনাধীনে পঞ্চম চেকোশ্লোভাক বিগেড।... গিরিপথগুলিতে গেরিলারা জার্ম্মানদের টিকতে দিচ্ছে না। শ্লোভাক, হাঙ্গেরিয়ান, এবং জার্ম্মান সীমান্তবর্ত্তী ঘাঁটি, সাংকিক ওয়াম, রেলপথ ও সেতুগুলিকে গেরিলারা ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে...

...লাল ফৌজ ও স্বাধীন চেক বাহিনীর পথের অন্তরায় তারা হয়িয়ে দিচ্ছে।

* * *

লালফৌজ আজ হিটলারী দুর্গের দ্বারদেশে। জনদুষ্ট দুর্দ্দমনীয় গতিবেগের সামনে ফ্যাশিস্টরা আর দাঁড়াতে পারছে না। ইয়োরোপের শৃঙ্খলিত নরনারী রুদ্ধনিঃশ্বাসে মুক্তির দিন গুণছে। হিটলারী বর্ব্বরদের

(৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

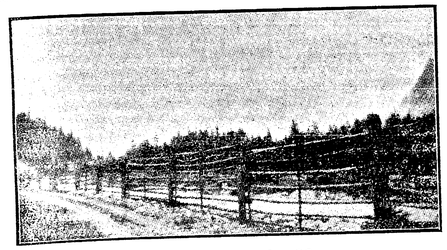

গেরিলা উপদ্রুত কারপাথো-রাশিয়ান গিরিপথ

মুক্তির নিশান হাতে লালফৌজ আগুয়ান

চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, রুমেনিয়ার জনগণ আজ বিজয়ী লালফৌজের সঙ্গে হাত মিলাইবার সুযোগ পাইতেছে। কার্পেথিয়ান্ পর্ব্বতমালা লঙ্ঘন করিয়া মাত্র দশ মাইল অগ্রসর হইলেই লালফৌজ চেকোশ্লোভাকিয়ায় পৌছিয়া যাইবে। চেকোশ্লোভাক গেরিলাযোদ্ধাদের সঙ্গে লালফৌজের বিমানবাহিনী পূর্ব্বেই সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। লালফৌজের সঙ্গে যে চেকোশ্লোভাক ব্রিগেড রহিয়াছে, তাহার নায়ক হিসাবে সেনাপতি স্বোবোদা শীঘ্রই স্বদেশে প্রবেশ করিবেন। এতদিন যাহারা হিটলারীদের অকথ্য অত্যাচারে জর্জ্জর হইয়া রহিয়াছে, আসন্ন মুক্তির আশা আজ তাহাদিগকে উদ্দীপ্ত করিতেছে, নূতন

রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূর করিতে

সংবাদপত্রসেবীদের ডাক

গত ২৪শে জানুয়ারী ভারতের ১১২ জন সংবাদপত্রের সম্পাদক বড়লাটের নিকট এক চিঠি দিয়াছেন। এই সংবাদপত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মত পোষণ করিয়া থাকে এবং হিন্দু, খ্রীষ্ট, মুসলিম, শিখ প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীর দ্বারা চালিত। একদিকে জাপবন্যার আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার দেশপ্রেম অন্যদিকে দুর্ভিক্ষ, অনাহার ও মহামারীর হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবার মহৎ প্রেরণা ইহাদের সকলকে আজ একজোট করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেসী নেতাদের জেল হইতে বাহির করিয়া যাহাতে রাজনৈতিক দলগুলির আন্তরীণ জাতীয় সরকার কায়েম হইতে পারে এই সুদৃঢ় ইচ্ছাই তাহাদের চিঠিতে প্রকাশ পাইয়াছে। দেশরক্ষা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার কায়েমের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির ডাক আজ জাতির প্রত্যেক অংশে ছড়াইয়া পড়িতেছে এই চিঠি তাহারই উজ্জ্বল পরিচয়।

সম্পাদকগণের চিঠি

"দেশের মধ্যে যে ব্যাপক অসন্তোষ রহিয়াছে এবং ব্রিটিশ মনোভাবের প্রতি যে অবিশ্বাস রহিয়াছে সেই দিকে আমরা, শিল্প স্বাস্থ্যকারী দেশের বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী সংবাদপত্র-সেবিগণ, আপনার সোজাসুজি দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য মনে করি। স্থায়ী রাজনৈতিক অচল অবস্থা, অর্থনৈতিক দুরবস্থার ফলে দেশের কোন কোন অংশে চরম দুর্দ্দশা এবং খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি আজ অসন্তুষ্টির শান্তি ও দেশের নিরাপত্তার পক্ষে গুরুতর ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা মনে করি রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূর করিতে এবং ভারতরক্ষার আরও সুদৃঢ় ব্যবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল দলের সম্ভব মত সকল কিছুই করা দরকার; ইহা আর দূরে ঠেলিয়া রাখা চলে না। এই উদ্দেশ্য কাজে পরিণত করিতে আমরা আমাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতার কথা জানাইতেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেন্টের আশু কর্ত্তব্য হিসাবে জোরের সহিত দাবী করিতেছি যে, মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের মুক্ত করা হউক এবং যাহাতে রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূর হইয়া প্রতিনিধিমূলক জাতীয় সরকার কায়েমের জন্য সমস্ত দল আপন আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে পারে তাহার জন্য সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক।"

স্বাক্ষরকারী—এস, এ, ডেবেডি (বোম্বে ক্রনিকেল), কে, শ্রীনিবাসন (ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক 'হিন্দু', মাদ্রাজ); দেবদাস গান্ধী (হিন্দুস্থান টাইমস্, দিল্লী); তুষার কান্তি ঘোষ (অমৃত বাজার পত্রিকা, কলিকাতা); সুলতান আমেদ (ইত্তেহাদ, পাটনা); মুখারক সিং (আকানী, লাহোর); নৌনিত চিশতি (আগাজ, করাচী); ডি, এস, ডেভেটমন (নিউ ইণ্ডিয়া, নাগপুর); কৃষ্ণ রাম (দি লীডার, এলাহাবাদ); এন, জে, হামিলটন (দি মর্ণিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড, বোম্বে); বি, জি, হর্নিম্যান (দি বোম্বে সেন্টিন্যাল) প্রভৃতি।

হিটলারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃতিত্ব

ভারতীয় অফিসারগণ সোভিয়েট সম্মানে ভূষিত

মস্কো ২রা এপ্রিল—ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর নিম্নলিখিত কয়েকজন অফিসার সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। হিটলারী জার্ম্মেনীর বিরুদ্ধে উত্তর আফ্রিকা ও ইতালীতে লড়াইয়ের জন্যই তাঁহাদিগকে এই সম্মান দেওয়া হইয়াছে।

ক্যাপ্টেন রাম সিং তৃতীয় শ্রেণীর কুটুব্জ অর্ডার এবং হবাবার বার্ত্তা সিং গুড়ার প্রথম শ্রেণীর রেশ প্রেমিক সংগ্রামের অর্ডার লাভ করিয়াছেন।

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

জাপানী শত্রুকে খেদাইবার ব্যবস্থা কর

মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলের দিকে জাপানী শত্রু অগ্রসর হইতেছে। টিডিম ও টামু থেকে ইম্ফলের দিকে যে অভিযান তাহারা লাগাইয়াছিল, সে অভিযানের সাফল্য তেমন না হইলেও সোরুঙ্গা পাহাড় অঞ্চল হইতে কোহিমা ও উখরুল হইয়া দিমাপুর রেলস্টেশন ও ইম্ফলের দিকে তাহারা আগাইতে পারিয়াছে। উখরুলের কাছে শত্রুর অনেক ক্ষতি হইলেও সে অগ্রসর হইয়াছে। কোহিমার দিকে শত্রুর চাপও বাড়িয়াছে। ইম্ফলের উত্তরে ও মণিপুর রাস্তার পূর্ব্বে শত্রু খুবই চাপ দিতেছে; দুই জায়গাতে মণিপুর রাস্তাকে তাহারা কাটিয়াও দিতে পারিয়াছে।

ইম্ফলের সমস্তুমিতে কয়েকজন শত্রুসৈন্য নামিয়াছিল। মিত্রশক্তি এখানে যুদ্ধের জন্য অবশ্য প্রস্তুত। কিন্তু শত্রুই আর অনেক বেশী কর্ম্মতৎপরতা দেখাইতেছে। ট্যাঙ্ক নামাইয়া যুদ্ধ চালাইতেছে, ক্ষতি সহ্য করিয়াও এখনও পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতেছে। এ অবস্থার প্রতিকার অবিলম্বে প্রয়োজন।

এক আমেরিকান কাগজে প্রকাশ হইয়াছিল যে ইম্ফলের পতন ঘটিলেও বিশেষ আশঙ্কা নাই। সুখের বিষয় ভারতের প্রধান সেনাপতি অকিন্‌লেক এই দায়িত্বশূন্যবাদীন মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইম্ফলের পতন, এমন কি কোহিমার পতনের কথা ভাবিবার সময় এখন নয়। এখানে যে প্রতিরোধের ব্যবস্থা জোরদার, তাহা প্রধান সেনাপতি বলিয়াছেন।

শুধু আত্মরক্ষা যথেষ্ট নয়

পাহাড় ও জঙ্গলে ভরা জায়গাতে শত্রু মাঝে মাঝে সাহস করিয়া আক্রমণ করিতে পারে, আর সে আক্রমণকে একেবারে বন্ধ করার কোন উপায় নাই, একথা প্রধান সেনাপতি বলিয়াছেন। কিন্তু মিত্রশক্তির আক্রমণ ব্যবস্থা যেখানে পাকা, সেখানে শত্রু দিনের পর দিন ট্যাঙ্ক পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া লড়িতে পারে, এরূপ ভাল নয়। দিমাপুর কিম্বা ইম্ফলের দিকে শত্রুর অগ্রগমন বন্ধ করিতেই হইবে। খাস ভারতবর্ষে ঘাঁটি স্থাপন করা শত্রুর পক্ষে রীতিমত দরকারী ব্যাপার। তাহার মতলব ভণ্ডুল করিতেই হইবে। আর তাহা করিতে হইলে শুধু আত্মরক্ষা নয়, আক্রমণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আরাকান ও উত্তর বার্ম্মার খবর অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু মণিপুর হইতে জাপানী শত্রুর উচ্ছেদে বিলম্ব যেন কিছুতেই না ঘটে। সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশ যে ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরে শত্রু বেশ তৎপর রহিয়াছে। এ অবস্থায় শত্রুকে বিধ্বস্ত করার উদ্যোগে গড়িমসি বেশ বরদাস্ত করিবে না। ধীরে সুস্থে জাপানীর সঙ্গে লড়া যাইবে, এখন পিছু হটিয়া পরে আগানো যাইবে, আপাতত আত্মরক্ষা করিতে থাকিয়া ভবিষ্যতে অভিযান হইবে, এরূপ মনোভাব বর্জ্জন করিয়া এখনই বিহিত ব্যবস্থা চাই; সমস্ত মিত্রদেশের জনগণের এই দাবী।

মুসলিম জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দাবী

পাকিস্তান দিবসে জাতীয় ঐক্যের আওয়াজ

২৩শে মার্চ: পাকিস্তান দিবস। সারা বাংলার জেলায় জেলায় মুসলিম সমাজের মধ্যে এক নূতন জাগরণ। মুসলিম পাড়ায় পাড়ায়, সেকানে সেকানে লাগের পতাকা উড়িতেছে। সকলের মনে উৎসবের আনন্দ। ছাত্র ও যুবকদের বুকে পাকিস্তানের ব্যাজ।

বেতুয়াদে দেওয়ালে কমিউনিস্ট পার্টির দেশপ্রেমিক আবেদন—আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের ভিত্তিতে কংগ্রেস-লীগ এক হও। ঢাকা শহরে নূতন দৃশ্য। ঘোড়ার গাড়ীতে তরুণ মুসলিমরা প্রচারে বাহির হইয়াছেন। 'পাকিস্তানের দাবী ও স্বাধীনতার দাবী অভিন্ন'—তাঁহাদের এই ঘোষণায় শহরবাসীর সন্দেহ দূর হইয়াছে। এই শহরে যে রাস্তায় দুচ্ছ কারণে হিন্দু মুসলমানরা খুনোখুনি করিয়াছে, সেই রাস্তার বুকে আজ এক বৃহত্তর ঐক্যের আওয়াজ উঠিল। বিকালে পাকিস্তান পার্কে ৫ শত লোকের বিরাট সমাবেশ। সকলের মুখেচোখে ঐক্যবদ্ধ প্রতিজ্ঞা—ধ্বংসের বিরুদ্ধে মিলিত হইব। সভায় হিন্দু জনসাধারণ ও কংগ্রেসকর্ম্মীদের কাছে আহ্বান জানানো হইল, পাকিস্তানের ন্যায্য দাবী মানিয়া কংগ্রেস ও লীগের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করুন।

দিনাজপুর। সকালে মসজিদ প্রাঙ্গণে লীগ পতাকা উত্তোলন উপলক্ষে জিলা লীগের সভাপতি বলিলেন, 'পরাধীন ভারতে আমরা মুসলমানরাও পরাধীন। আজ পাকিস্তান দিবসের এই পবিত্র দিনে আমাদের সংকল্প—চাই স্বাধীন ভারতে স্বাধীন পাকিস্তান। মুসলিম স্বাধনতার এই পতাকা সগৌরবে উড্ডীন হউক।' বিকালে শহরের পথে সুসজ্জিত শোভাযাত্রা। কমিউনিস্টরা সঙ্ঘ চলিয়াছে, হাতে লাল নিশান। 'স্বাধীন ভারতে স্বাধীন পাকিস্তান জিন্দাবাদ,' 'কংগ্রেস-লীগের ঐক্য চাই' ইত্যাদি ধ্বনিতে শহর মুখরিত। শোভাযাত্রা মসজিদ প্রাঙ্গণের বিরাট জমায়েতে আসিয়া মিশিল। জিলা লীগের সম্পাদক মৌলভী রহিমুদ্দিন আহমেদ সভায় দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, 'বিদেশী আমলাতন্ত্র মুসলমানকে হিন্দুর বিরুদ্ধে, হিন্দুকে মুসলমানের বিরুদ্ধে উস্কাইতে চায়। আজ তাহার মুখে অখণ্ড হিন্দুস্থানের বুলি। হিন্দু ও মুসলমানকে একযোগে দাঁড়াইয়া স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে। কংগ্রেস স্পষ্টভাবে মুসলিম জাতিগুলির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার মানিয়াছে—স্পষ্ট ঘোষণা দ্বারা এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।' মুসলিম ছাত্র লীগের সম্পাদক সমস্ত ছাত্রকে মুষ্টা ও মহানারীর বিরুদ্ধে এক হইতে বলেন। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ হইতে কমরেড বিভূতি গুহ অভিনন্দন জানাইয়া বক্তৃতা দেন।

রংপুর। স্থানীয় লীগ পাকিস্তানের সভায় কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি প্রভৃতি সমস্ত দল ও প্রতিষ্ঠানকে আমন্ত্রণ জানান। সভায় ১ শত হিন্দু মুসলমান নরনারী যোগ দেন। পাকিস্তানের সভায় এইরূপ জমায়েত এই প্রথম। কংগ্রেসনেতা জিতেন চক্রবর্ত্তী পারিষাদিক দুর্গতির জন্য সভায় আসিতে পারেন নাই। জেলা লীগের সহকারী সম্পাদক মিঃ আবুল হোসেন তাঁহার বক্তৃতায় যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস কর্ম্মীদের অভিনন্দন জানান। জেলা লীগ সভাপতি মৌঃ বদির উদ্দিন বলেন, বিভিন্ন জাতির ভিত্তিতে গঠিত স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সমূহের স্বাধীনতার অধিকারই পাকিস্তানের মর্ম্মকথা। এই মর্ম্মে সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কমিউনিস্ট নেতা সুধীর মুখার্জী আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের আন্দোলনে লীগের সহিত কমিউনিস্ট পার্টির দৃঢ় ঐক্য ঘোষণা করেন। কুড়িগ্রামে মৌঃ খয়রাত মিঞার সভাপতিত্বে পাকিস্তানের দাবীতে একটি সভা হয়। স্থানীয় লীগের সম্পাদক বলেন, পাকিস্তানের মূলকথাই ভারতের স্বাধীনতা। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকারের ভিত্তিতে আমরা যদি প্রদেশে প্রদেশে এক হইয়া ভারতের স্বাধীনতার দাবী জানাই, তাহা হইলে কংগ্রেস ও লীগের মিলিত শক্তির কাছে বিদেশী আমলাতন্ত্র মাথা নত করিতে বাধ্য হইবে।' তিনি তাঁর বক্তৃতায় সর্ব্বজনীন ঐক্য ও সর্ব্বলীয় মস্তিত্বের দাবী সমর্থন করেন। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির প্রয়োজনীয়তার উপরও তিনি বিশেষ জোর দেন।

ময়মনসিংহ—মুসলিম ছাত্র লীগ পাকিস্তান দিবসের সভায় যোগদানের জন্য হিন্দু মুসলমানকে আবেদন জানায়। তাহারা পোস্টার দেয়: 'কংগ্রেসী বন্ধুগণ, পাকিস্তানের দাবী মানিয়া লইয়া ভারতের গোলামী খতম করুন।' পাকিস্তানের সভায় ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ হইতে যখন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকারের ভিত্তিতে কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের জন্য আবেদন জানানো হয় তখন মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া যায়। সভাপতি খান বাহাদুর গিয়াসউদ্দিনের বক্তৃতার মধ্যে হতাশার মনোভাব ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু একজন তরুণ মুসলিম ছাত্র নেতা সভার শেষে ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম্মীদের ডাকিয়া বলিলেন, সভাপতির সহিত আমরা কিন্তু একমত নই।

ইহা ছাড়া মুক্তাগাছা, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, করিমগঞ্জ, হুগলী, জলপাইগুড়ী, ফরিদপুর, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানে পাকিস্তান দিবস উপলক্ষে সভা হয়।

"জাতীয় সপ্তাহে স্বাধানতার ডাক"

কিনুন দান—৵০ আনা

স্থানীয় প্রচারকদের নিকট চাহিলেই পাওয়া যাইবে

★ জিন্নার দেশপ্রেমিক আহ্বান ★

গত ২২শে মার্চ মিঃ জিন্না এক বক্তৃতায় বলেন: **'হিন্দু ও মুসলমান আমরা এক দেশের ভাই, এক দেশের মানুষ। আমাদের শত্রুরা ভাবে—আমাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। কিন্তু আমরা অতি দ্রুত ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া শত্রুকে চমক লাগাইয়া দিব। একসাথে আমরা দেশকে স্বাধীন করিব।'** ('ইনকিলাব': লাহোর, ২৫শে মার্চ)

ঐক্যের পথে কংগ্রেস ও লীগ

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

রাজনৈতিক লক্ষ্য যে দেশরক্ষা, অচল অবস্থার অবসান, যুদ্ধাবস্থায় সংযোগিতা এবং জাতীয় গবর্ণমেন্ট—একথা উচ্চস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন।

এই বিবৃতি সরকারের পক্ষে ভোট দিয়াছেন ভাই পরমানন্দ প্রভৃতি হিন্দু মহাসভার দল। বীর সাভারকর ইহাদের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে কংগ্রেস যখন লীগের দলে ভিড়িতেছে তখন গবর্ণমেণ্টকে সমর্থন করাই ন্যায়সঙ্গত পথ। এতদিন হিন্দু মহাসভা খুব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার সুরোপ পড়িয়া বসিয়াছিল, এবার তাহাদের মুখোশ খুলিয়া গিয়াছে। শ্যামাপ্রসাদ বাবু এখন নীরব কেন? যাহারা কংগ্রেস লীগ ঐক্যের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে তাহাদের তিনি কোন্ সংজ্ঞায় অভিহিত করিবেন? জনযুদ্ধের প্রতিনিধি তাঁহার নিকট এ বিষয়ে মতামত জানিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী জানাইয়া দিয়াছেন যে শ্যামাপ্রসাদ বাবু এ বিষয়ে এখনও তাঁহার মতামত স্থির করিতে পারেন নাই!

অগ্রসর হও

কংগ্রেস কর্ম্মীরা এখনই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, এইত কংগ্রেস ও লীগের ঐক্য হইল কিন্তু তাহাতে লাভ হইল কি? গবর্ণমেণ্ট কথা শুনিল কৈ? যাহারা সংগ্রামবাদী তাহারা হাতে হাতে ফল না পাইলে বিশ্বাস করিতে চাহে না, পাইলেও সাত বার চিন্তা করে ইহা অসুস্থতা না বিষফল। তাহারা একথা বুঝুন যে কংগ্রেস ও লীগের ঐক্য এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কিন্তু প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইয়াছে। জুগাভাই দেশাই এবং সরোজিনী নাইডু লীগের প্রতি ঘৃণা বর্জ্জন করিয়াছেন কিন্তু আপনারা শত শত কর্ম্মী এখনও তাহা করেন নাই। শত শত লীগ কর্ম্মীর মন হইতেও এ সংশয় এখনও দূর হয় নাই যে কংগ্রেসের ৮ই আগষ্টের প্রস্তাব বুঝিয়া লীগ বিরোধিতা এবং দেশরক্ষা ব্যাপার অন্য নিকটবর্ত্তী কিন্তু শত শত লীগ ও কংগ্রেস কর্ম্মী এখনও পরস্পর হইতে বহুদূরে। এই দূরত্ব দূর করিবার আন্দোলন লীগ এবং কংগ্রেস কর্ম্মীদেরই লইতে হইবে। এবারকার জাতীয় সপ্তাহে লীগ এবং কংগ্রেসের ঐক্যধ্বনি ভারতের নগরে নগরে ও কুটিরে কুটিরে ধ্বনিত হউক। লীগের কর্ম্মীরা বলুন, ঐক্যের জন্য, অচল অবস্থা অবসানের জন্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই; কংগ্রেস কর্ম্মীরা বলুন মুসলিমজাতি-সমূহের স্বরাষ্ট্র গঠনের দাবী মানিয়া লইতেছি; দেশরক্ষার জন্য, জাতীয় গবর্ণমেণ্টের জন্য লীগের সঙ্গে ঐক্য চাই। এই আন্দোলনের কাছে সাম্রাজ্যবাদ নিশ্চয়ই মাথা নত করিতে বাধ্য হইবে। আমরা জাতীয় গবর্ণমেণ্ট চাই এবং তাহা নিশ্চয়ই পাইব। বাহির হইতে জাপ-দস্যুর আক্রমণ এবং ভিতরে দুর্ভিক্ষ, এই দারুণ সংকটে জাতির ঐক্যের জন্য প্রত্যেক দলই অগ্রণী হইবে,—এবারকার জাতীয় সপ্তাহে ইহাই হউক আমাদের জাতীয় পণথ।

(৭ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

হাত থেকে নিজেদের দেশ স্বাধীন করতে লালফৌজের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে নিগ্রহও বাহিনী পরিচালিত গেরিলাতের কোসিয়ুস্কো ডিভিসন, লেঃ কঃ বেসিক পরিচালিত ভলান্টিয়ার বুলগানিন ডিভিসন, স্কবোভা পরিচালিত চেকোস্লোভাক বাহিনী··· আর সেই সাথে মুক্তিকামী ইয়োরোপের মানুষও হিটলারী দুর্গের অভ্যন্তর হ'তে প্রকাশ্যভাবেই বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। হিটলারের 'অজেয়' দুর্গের প্রাকারে ফাটল ধরেছে। প্রাচীরের ভিতর থেকে নির্য্যাতিত জনগণ আজ সজোরে সেই দুর্গের প্রাকারে আঘাত হানছে,··· আর বাইর থেকে লালফৌজ ও অন্যান্য মুক্তি ফৌজ আঘাতের সাথে পাল্লা রেখে কিপ্রবেগে এগিয়ে যাচ্ছে···

দুনিয়াজোড়া শৃংখল আজ ভাঙ্গার মুখে—পলায়মান ফ্যাশিস্ট শক্তির অভূত্ত স্থিমিত প্রায়, তাদের শিথিল হাত থেকে একে একে সবই খসে পড়ছে··· সারা দুনিয়ায় আজ স্বাধীনতার জয়ধ্বনি,—ইতিহাসের সেই পরম শুভ মুহূর্ত্ত আসন্ন···

নাৎসীবাদের কবরে নতুন পৃথিবীর 'গাড়াপত্তন সুরু হয়েছে, তাই অগণিত কণ্ঠে আজ আওয়াজ: ফ্যাশিস্টবাদ ধ্বংস হউক।

কলিকাতার মজুর সভায়

জাপানকে রুখিবার প্রতিজ্ঞা ★

জাপ দস্যুরা ভারত আক্রমণ করিয়াছে। দেশের স্বাধীনতা ও জনসাধারণের জীবন ঘোরতর বিপদের মুখে। এ অবস্থায় কলিকাতার শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে সরকার ও মালিকের বাধা চূর্ণ করিয়া সমস্ত কারখানার উৎপাদন বাড়াইবার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিতেছে। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি অর্জ্জন ও জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করার জন্য কলিকাতার শ্রমিকরা সমস্ত জনসাধারণকে তুমুল আন্দোলন করিতে আহ্বান জানাইতেছে। খনি মজুরদের বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য দাবী অবলম্বন করিয়া কয়লা খনিগুলি দখল করিয়া গভর্ণমেণ্ট ও মালিককে বাধ্য করিতে হইবে। ত্রিশ টাকা মাগগীভাতা, শ্রমিকদের সওয়া পাঁচসের ও রিকসাওয়ালা প্রভৃতি মজুরদের জন্য সাত সের রেশন, লবণ ও আটার দাম কমাইয়া ৪ আনা ও চার আনা করা, জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া সর্ব্বত্র খাদ্য কমিটি ও মহল্লা কমিটি গঠন প্রভৃতি বিভিন্ন দাবী পূরণ করিবার জন্য সমগ্র শ্রমিক শ্রেণী এক হইয়া অগ্রণী হইতে হইবে। জীবন-পিছু ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিয়া কলিকাতায় মজুরী ও জনসাধারণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জীবন বাড়াইয়া দেশরক্ষা করার জন্য মজুরের এই সব দাবী অবিলম্বে গভর্ণমেণ্টকে পূরণ করিতে হইবে।

কমিউনিস্ট পার্টির যে নীতিতে ঐক্য-অভিযান চালাইয়া দুইজন কমিউনিস্ট প্রার্থী কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী ও মহম্মদ ইসমাইল কর্পোরেশন-নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিয়াছেন, সেই নীতিতেই দৃঢ় থাকিয়া সমস্ত শ্রমিকদের অগ্রসর হইতে হইবে। কর্পোরেশনের ভিতরকার দীর্ঘকালের দুর্নীতি ও অনাচার দূর করিয়া কলিকাতার অধিবাসীদের নাগরিক স্বার্থ রক্ষার জন্য সমস্ত কাউন্সিলারকে ইঁহাদের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। আগামী অন্তরাঞ্চল নির্ব্বাচনে এবং শহরের স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতির উন্নতির জন্য হিন্দু মহাসভা, লীগ ও অন্যান্য সকল দলকে কর্পোরেশনের মধ্যে দেশপ্রেমিক ঐক্য গড়িয়া তুলিতে করিতে হইবে।

ইহাই ছিল গত ৮ই এপ্রিলের শ্রদ্ধানন্দ পার্কের বিরাট মজুর সভার মূল প্রস্তাব। দশ হাজার শ্রমিকের বিপুল সমাবেশ উপরোক্ত দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন চালাইবার জন্য কলিকাতার নাগরিক ও মজুর সাধারণের প্রতি তেজোদ্দীপ্ত আহ্বান ঘোষণা করে।

কমিউনিষ্ট কাউন্সিলারদের অভিনন্দনে

দশহাজার শ্রমিকের সুশৃংখল সমাবেশ

কর্পোরেশনের দুর্নীতি দূর করিতে নাগরিকদের আন্দোলনে আহ্বান

এত বড় জনাট সভা কলিকাতা শহরে ইদানীং দেখা যায় নাই। শ্রমিকদের বিজয়োল্লাসে সমগ্র পার্ক মুখরিত। কিন্তু বিজয় গৌরবে তাহারা আত্মভুলে নয়, বিশ্বস্তের কর্ম্ম সংকল্প ও বিজয়ী দৃঢ়তার ছবি সমবেত জনতার মধ্যে পরিস্ফুট। বিড়ি মজুর আসগর নিজের লেখা গান গাহিতে গাহিতে ধনিক শ্রমিকদের আহ্বান জানাইতেছিল—ইন্‌ক্লাবের ঝাণ্ডা উঁচু করিয়া ধর, একত্র সমাবেশ পূর্ব্বে বড় একটা দেখা যায় নাই। প্রত্যেকটী ইউনিয়ন তাহার প্রতিনিধি পাঠাইয়াছে বিজয়ী কমিউনিস্ট কাউন্সিলারদের দৃঢ়পৃষ্টিতে অভিবাদন জানাইতে।

কর্পোরেশন শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি ঘোষণা করিল—আমরা জিতিয়াছি, কারণ আমরা সমস্ত শ্রমিক এক সঙ্গে লড়িয়াছিলাম। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ভোট দিয়া আমাদের লড়াই শেষ হয় নাই—ইহা সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। বিড়ি শ্রমিকদের নেতা বাসারত মূল প্রস্তাব উত্থাপন করিতে উঠিয়া জানাইল—কলিকাতার বুকে সমগ্র জনসাধারণকে পথ দেখাইবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির ইহাই প্রথম জয়। ট্রাম ইউনিয়নের রেজ্জাক দেশভক্তদের আহ্বান করিয়া বলিল—জাপানের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে শ্রমিকরা সরকার ও মালিকের শত বাধা বিঘ্ন ভেদ করিয়া লড়িতেছে এবং তাহারা এ লড়াইও নিশ্চয় জিতিবে। একজন রিক্সাওয়ালা সভায় দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিল—'লাল ঝাণ্ডাকে ভোট দিয়াছি বলিয়া আমার লাইসেন্স কাড়িয়া লইয়াছিল। লাল ঝাণ্ডার সংগঠনের জোর মালিক জানিত না। সে ভাবিতে পারে নাই যে তাহাকে পরে ক্ষমা চাহিতে হইবে।' আর একজন রিক্সাওয়ালা জানাইল—লাল ঝাণ্ডার এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গে মালিকদের ইউনিয়ন ভাঙ্গিতে বসিয়াছে, একত্র হইয়া একটা দৃঢ় পদে আগুয়ান হও, রা দেশকে জাগাইয়া তোল···তখন প্রত্যেকটী শ্রমিক গৃহ করতলি দিতেছিল। গায়ক যেন প্রত্যেকের অন্তরে আওয়াজ টানিয়া বাহির করিতেছে। সভার তরে কোথাও ভাঙ্গন নাই—দশ হাজার শ্রোতা যেন একটী সুদৃঢ় লৌহখণ্ড। সভার চতুর্দিকে এক অভূতপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য ছড়াইয়া রহিয়াছে।

প্রতিটি ইউনিয়নের প্রতিনিধি শ্রমিক ঐক্যের প্রতিমূর্তি

সভায় আসিয়াছে কলিকাতা ও আশপাশের কারখানার শ্রমিক। ট্রাম, বিড়ি, রিক্সাওয়ালা, বাস প্রভৃতি সমস্ত মজুর দলে দলে আসিয়াছে, নিজ কেন্দ্রে লইয়া। চারিদিকে লাল নিশান লাল নিশান। কলিকাতার সব রকমের মজুরের কলিকাতার সমস্ত রিক্সাওয়ালা লাল নিশানের নেতৃত্বে নিজেদের ইউনিয়ন গঠন করিতেছে।

শ্রমিক কাউন্সিলারদের পশ্চাতে অগণিত শ্রমিকের শক্তি

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূপাল কান্তি বসু শ্রমিকদের এই বিজয়কে অভিনন্দিত করিতে উঠিয়া তাঁহার উচ্ছ্বসিত হৃদয় যেন খুলিয়া দিলেন। তিনি বলেন,—অনেকে ভাবেন, এত বড় কর্পোরেশন সভায় এই দুইজন শ্রমিক প্রতিনিধি কি করিতে পারে! তাঁহারা জানিয়া রাখুন—এই দুই জনের পিছনে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর বিপুল শক্তি রহিয়াছে। সমস্ত ইউনিয়ন ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ইঁহাদের সমর্থন করিতেছে। কর্পোরেশনের মধ্যে দুর্নীতি ও কলঙ্কের বোঝা, কিন্তু এই দুইজনই সেই অনাচার ধ্বংস করার প্রচণ্ড হাতিয়ার। দুই গ্রেণ কুইনাইন যেমন ম্যালেরিয়ার অসংখ্য বীজাণু নষ্ট করিয়া দেয়, ঠিক তেমন দুইজন শ্রমিক প্রতিনিধিই কর্পোরেশনকে অনাচার মুক্ত করিবার পক্ষে অসীম শক্তি। কর্পোরেশনের কাউন্সিলাররা দেশবন্ধুর আদর্শ ভুলিয়াছে, দরিদ্রনারায়ণের সেবা তারা করে না। ইঁহাদের বিরুদ্ধে সারা কলিকাতাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে এবং তাহার মত উপযুক্ত শক্তি শ্রমিকরা আজ অর্জ্জন করিতেছে।

ধনী-নারায়ণের সেবায় ব্যস্ত দরিদ্রের সেবা করিবে কে?

তারপর বিখ্যাত সাংবাদিক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র মজুমদারের অভিনন্দন জানাইতে উঠিয়া বলেন,—কাউন্সিলররা ধনীদের সেবা লইয়াই ব্যস্ত, দরিদ্রনারায়ণের কথা ভাবিবার তাহাদের সময় কোথায়? কলিকাতার সমস্ত নাগরিকের ভোটের অধিকার নাই, তাই দেড় শত ভোট পাইয়াও একজন কাউন্সিলর হইতে পারে। এই ভাবে নির্ব্বাচিত কাউন্সিলর যে দুর্নীতি পরায়ণ হইবে, ধনীদের স্বার্থ দেখিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শ্রমিকরা আজ কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে যে প্রচণ্ড শক্তির উদ্বোধন করিয়াছে তাহা সমস্ত নাগরিকদের চোখ খুলিয়া দিক। সারা কলিকাতায় ইহাদের নীতিতে জনসাধারণ লাভ্রত হইয়া উঠুক, তাহা হইলে কর্পোরেশন সত্যই নাগরিকদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে।

জনযুদ্ধ

কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র

২য় বর্ষ] বুধবার, ১২ই এপ্রিল ১৯৪৪, ৩০শে চৈত্র ১৩৫০ [৫০ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

দুর্ভিক্ষ হইতে দিবনা

বাংলার গভর্ণর এক বেতার বক্তৃতায় ঘোষণা করিয়াছেন যে এ বৎসর দুর্ভিক্ষের ভয় নাই। গত বৎসর উৎপাদনের ঘাটতি ছিল, এবার শস্যের প্রাচুর্য্য রহিয়াছে, উপরন্তু কলিকাতা ও শহরতলীর ৪০ লক্ষ নরনারীর খাদ্য বাংলার বাহির হইতে আসিতেছে।

কিন্তু কলিকাতা ছাড়া বাংলার ৩২টি মহকুমায় উৎপাদনের ঘাটতি আছে, এই ৩২টি ম

বাংলার আইন সভায়

কৃষি আয়কর আইনের প্রস্তাব

বাংলার আইন সভায় কৃষি আয়কর বিলের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। বাংলার কৃষকের নিকট এই আইনের মূল্য অসাধারণ। বাংলার জমিদারেরা কৃষকদের নিকট হইতে প্রতি বৎসর ১৬ কোটি টাকা খাজনা সংগ্রহ করিয়া থাকেন, কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে তাঁহারা সরকারকে খাজনা দিয়া থাকেন মাত্র ৬ কোটি টাকা। বাকি ১৩ কোটি টাকা তাঁহাদের অলস জীবনের পারিশ্রমিক। বিনাশ্রমে অর্জ্জিত বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও বাংলার জমিদার শ্রেণী কৃষির উন্নতির জন্য কখনও এক কপর্দ্দক ব্যয় করেন নাই। গত বছরের দুর্ভিক্ষে জমিদার ও জোতদারেরা চাউল মজুতের নিজেদের অতিরিক্ত রক্ষা করিয়াছেন কিন্তু সহস্র সহস্র কৃষককে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসেন নাই। তাঁহাদের জমিদারী ও জোত জমার এলাকা হইতে দলে দলে গরীব চাষীরা ঘর বাড়ী ছাড়া হইয়া বিক্রী করিয়া পথে বাহির হইয়াছে, কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন উদারহৃদয় ব্যক্তি ছাড়া সাধারণভাবে জমিদার ও জোতদারেরা কৃষকদের বাঁচাইবার জন্য তাঁহাদের অর্থ ভাণ্ডার উন্মুক্ত করেন নাই। বাংলাকে বাঁচাইবার জন্য বাংলার জমিদার জোতদারেরা জমিদার এবং জোতদারেরা কতটুকু কি দিয়াছেন? বাংলাকে বাঁচাইবার জন্য বাংলার জমিদার জোতদারেরা সবচেয়ে কম আত্মত্যাগ করিয়াছেন, সবচেয়ে সংকীর্ণ স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছেন।

কৃষি আয়কর কেন?

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বছরের পর বছর ট্যাক্স বাড়িতেছে, এবং সে ট্যাক্সের বোঝা যাইয়া পড়িতেছে কৃষক, কারিগর, মধ্যবিত্ত প্রভৃতি সকল শ্রেণীর উপর, জমিদারদের বিনাশ্রমে অর্জ্জিত অর্থের উপর কখনও হাত পড়ে নাই। কলকারখানার মালিক এবং ব্যবসায়ীদের উপর আয়করের ব্যবস্থা আছে, অতিরিক্ত মুনাফার জন্যও ট্যাক্স বসিয়াছে কিন্তু জমিদারদের উপর কোন ট্যাক্স বসে নাই। বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে যাহাদের অবদান শূন্য তাহারাই এতদিন রাজকর হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আসিয়াছে। ১৯৩৮ সালে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা কৃষি আয়কর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করে কিন্তু বাংলার হক মন্ত্রীমণ্ডলী জমিদারদের বিত্ত স্পর্শ করিতে সাহস করেন নাই। ১৯৩৬ সাল হইতে বাংলার কৃষক সমিতি দাবী করিয়া আসিতেছে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ চাই, অন্ততঃ জমিদারদের উপর আয়কর বসাইয়া কৃষকদের কিছুটা নিষ্কৃতি দাও। বাংলার লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী এবার আইন সভার কৃষি আয়কর আইনের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বাংলার জাতীয় জীবনে এক অভিনব জনহিতকর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে উদ্যোগী হইয়াছেন। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার পর এই সর্ব্বপ্রথম আমলাতন্ত্র লালিত জমিদারী প্রথার উপর বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী কর ধার্য্য করিতে সাহসী হইয়াছেন। ১৯৩৬ সাল হইতে বাংলার কৃষকেরা জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করিয়া আসিতেছে আজ তাহা আংশিকভাবে জয়যুক্ত।

ট্যাক্সের হার

এই প্রস্তাবে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে কৃষিজাত আয়ের উপর ট্যাক্স বসান হইবে। কৃষি হইতে যাহাদের বাৎসরিক আয় ৩৫০০ টাকা বা তাহার কম তাহাদিগকে কোন ট্যাক্স দিতে হইবে না। কিন্তু কৃষকদের কাহার বাৎসরিক আয় কত ঠিক করা মুস্কিল, সেইজন্য এ ব্যবস্থাও করা হইয়াছে যে যাহাদের জমির পরিমাণ ৬০ বিঘা বা তাহার কম তাহাদের সকলকেই ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থায় কৃষকদের অধিকাংশই কৃষি আয়কর হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। যাহাদের বাৎসরিক মোট আয় ৩৫০০ টাকার বেশী অথবা যাহাদের ৬০ বিঘার বেশী জমি আছে তাহাদের উপর নিম্নলিখিত হারে ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে :—

(১) প্রথম ১৫০০ টাকার জন্য কোন ট্যাক্স ধরা হইবে না।

(২) প্রথম ১৫০০ টাকা বাদ দিয়া ৩৫০০ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি টাকায় তিন পয়সা।

(৩) ৩৫০০ টাকা হইতে ৫০০০ টাকা আয় পর্য্যন্ত প্রতি টাকায় এক আনা।

(৪) ৫০০০ টাকার উপর ১০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি টাকায় দেড় আনা।

(৫) ১০,০০০ হাজার টাকার উপর ১৫০০০ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি টাকায় দুই আনা।

(৬) ১৫০০০ টাকার উর্দ্ধে প্রতি টাকায় দশ পয়সা।

(৭) যে সব হিন্দু একান্নবর্ত্তী মিতাক্ষরা পরিবারে ভাই ছাড়া অন্য কোন শরীক নাই তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে আয়করের হার স্থির করা হইয়াছে। এরূপ পরিবারের আয় যদি ৩৫০০ টাকা অথবা তাহার কম হয় তাহা হইলে টাকায় এক আনা ট্যাক্স দিতে হইবে, বাৎসরিক আয় তাহার বেশী হইলে প্রত্যেক ভাইয়ের অংশে যে আয় পড়িবে তাহার উপর সর্ব্বসাধারণের জন্য যে ট্যাক্সের হার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই হারে ট্যাক্স বসান হইবে।

(৮) কোন কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত জমিদারীর উপর মোট আয়ের প্রতি টাকায় দশ পয়সা হারে ট্যাক্স বসান হইয়াছে।

আইন সভার ইউরোপীয় সদস্যেরা পেমোক্ত ধারার উপর আপত্তি তুলিয়াছেন, তাঁহারা বলিতেছেন যে এই ধারার ফলে দেশীয় কৃষক, জোতদার, জমিদার প্রভৃতির চেয়ে ইংরেজ জমিদারীর উপর বেশী ট্যাক্স বসান হইয়াছে। কিন্তু বাংলার জনগণ এই ব্যবস্থার জন্য মন্ত্রীমণ্ডলীকে অভিনন্দিত করিবে, যাহারা বিদেশ হইতে আনিয়া বাংলার সম্পদ লুণ্ঠন করিতেছে ট্যাক্সের বোঝা তাহাদের উপর বেশী করাই ন্যায় বিচার। জমিদারেরা চান যে ৩৫০০ টাকা এবং ৬০ বিঘার বেশী ট্যাক্স হইতে বাদ দেওয়া হউক। জমিদারদের এই দাবী অসঙ্গত, বাংলার গরীব চাষীরাই ট্যাক্সের বোঝা বেশী বহন করিতেছে, ধনীরা নয়, কাজেই ট্যাক্সের বোঝা হইতে অব্যাহতির লোকদের বাদ দেওয়া চলিতে পারে না।

চাষের খরচ বাদ

এখন প্রশ্ন এই যে সমস্ত কৃষি আয়ের উপর যদি ট্যাক্স বসান হয় তাহা হইলে কৃষি ব্যবসায়ীরা চাষের খরচ জুটাইবে কি করিয়া? সুতরাং কৃষি আয়কর ধার্য্য করিবার জন্য যখন আয়ের হিসাব করা হইবে তাহা হইতে চাষের খরচ বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চাষের খরচের হিসাব দুই ভাবে করা হইবে। যাহারা নিজ হাতে অথবা মজুর খাটাইয়া নিজ চাষ করে তাহাদের মোট আয়ের অর্দ্ধেক চাষের খরচ বলিয়া ধরা হইবে। বাকি অর্দ্ধেক কৃষি-আয় বলিয়া গণ্য হইবে এবং আয়করের জন্য বর্ণিত হার অনুসারে এই অংশের উপর ট্যাক্স বসিবে। কিন্তু যাহারা নিজ হাতে বা মজুর খাটাইয়া জমি চাষ করে না, খাজনা অথবা বর্গা ভাগ যাহাদের কৃষি আয় তাহাদের মোট আয় হইতে আয়ের শতকরা ১৫ ভাগ মাত্র চাষের খরচ হিসাবে বাদ দেওয়া হইবে। অবশ্য তাহারা যদি যথারীতি অডিট করা হিসাব দেখাইতে পারে তাহা হইলে মোট আয়ের শতকরা সাড়ে সতের ভাগ পর্য্যন্ত কৃষির খরচ বলিয়া ধরা যাইবে।

জমিদারদের আপত্তি এই যে কৃষকদের বেলা মোট আয়ের অর্দ্ধেক খরচ বলিয়া গণ্য হইবে কিন্তু তাঁহাদের বেলা মাত্র ১৭॥০ ভাগ কেন? তাঁহাদের নায়েব গোমস্তার বেতন কাছারী খরচ এসব কি কম খরচ? এই আপত্তির জবাবে শুধু এই কথাই বলিতে হয় যে কৃষকের কৃষি-আয় শ্রম অর্জ্জিত, যে জোতদার মজুর খাটাইয়া জমি চাষ করান তাঁহাকেও যথেষ্ট মজুরী দিতে হয়। এই রকম প্রত্যক্ষ ভাবে যাহারা চাষের কাজে নিযুক্ত তাঁহাদের খরচ মোট আয়ের অর্দ্ধেক ত নিশ্চয়ই হইবে। কিন্তু জমিদারের আয় সম্পূর্ণই বিনাশ্রমে অর্জ্জিত, তাঁহার কাছারী ও গোমস্তা খরচ প্রভৃতি মোট আয়ের শতকরা ১৭॥০ ভাগের বেশী হইতে পারে না। তাহার বেশী খরচ তিনি ইচ্ছা করিলেই করিতে পারেন, ইচ্ছা করিলেই কমাইতে পারেন। ট্যাক্সের বোঝা হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য শ্রম অর্জ্জিত আয়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানই জনহিতকর কাজ।

বিরুদ্ধ যুক্তি অচল

প্রস্তাবিত কৃষি আয়করের বিরুদ্ধে জমিদার শ্রেণী একটা সাধারণ আপত্তি তুলিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ এবং খাদ্য সংকটের সময় দেশের কৃষি ব্যবস্থা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছে, এ সময় কৃষি আয়কর বসানো কোন ক্রমেই উচিত নয়। কিন্তু এ যুক্তি একেবারেই অচল। দুর্ভিক্ষ যাহাদের বিপন্ন করিয়াছে ট্যাক্সের বোঝা হইতে তাহাদেরই ভাইয়ের অংশে যে আয় পড়িবে তাহার উপর সর্ব্বসাধারণের জন্য যে ট্যাক্সের হার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই হারে ট্যাক্স বসান হইবে।

(৮) কোন কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত জমিদারীর উপর মোট আয়ের প্রতি টাকায় দশ পয়সা হারে ট্যাক্স বসান হইয়াছে।

করে নাই, এবং ইহাদের অর্থাভাব বাড়াইয়াছে। কোম্পানি, জমিদার এবং জোতদার প্রভৃতি চাউল জমাইয়া চোরা বাজারের দরে বিক্রী করিয়া প্রচুর অর্থ অর্জ্জন করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, মারা পড়িতেছে গরীব চাষী, মজুর এবং মধ্যবিত্তেরা। অন্যান্য ট্যাক্স বাড়িতে বাড়িতে এখন জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে চাষী, মজুর ও মধ্যবিত্তের সাধ্য নাই আর কপর্দ্দকও দেয়। অথচ জমিদার প্রভৃতি ধনীদের উদ্বৃত্ত আয় এখন অনেক বেশী, অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে তাহারাই সক্ষম, জমিদারেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যে সুখ ভোগ করিয়াছেন তাহার কিছুটা অংশ তাঁহারা এখন ত্যাগ করুন।

কংগ্রেসের সমর্থন চাই

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে একটা আপত্তি উঠিয়াছে। তাঁহারা বলেন কৃষি আয়কর কৃষির উন্নতিবিধানে ব্যয় করা উচিত, যুদ্ধের জন্য যে অতিরিক্ত খরচ লাগিতেছে সেই উদ্দেশ্যে যদি কৃষি আয়কর ব্যয় হয় তাহা হইলে তাঁহারা সমর্থন করিতে পারিবেন না। প্রস্তাবিত আইনের খসড়ায় এমন কোন কথা নাই যে কি উদ্দেশ্যে এই অর্থ ব্যয় করা হইবে। সরকারী আয় বাড়িলে জনগণের পক্ষ হইতে আমরা দাবী করিব কৃষির উন্নতির জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হউক, কিন্তু কৃষি আয়কর সম্পর্কে এমন কোন সর্ত্ত আরোপ করা চলিতে পারে না। সরকারী তহবিল হইতে দুর্ভিক্ষের জন্য ও যুদ্ধের জন্য নানা খাতে ব্যয় হইতেছে, সেই ব্যয় কোন্ বিষয়ে বেশী হওয়া উচিত, কোন বিষয়ে কম হওয়া উচিত আইন সভা তাহার মীমাংসা করিবে, কংগ্রেস আইন সভার আলোচনায় সে বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করুন। কিন্তু যেহেতু যুদ্ধের খরচে অর্থ ব্যয় হইতেছে সুতরাং কৃষি আয়কর আমরা সমর্থন করি না একথা কংগ্রেস সদস্যরা বলিতে পারে না। কেন্দ্রীয় আইন সভায় ভুলাভাই দেশাই স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন, আমরা যুদ্ধের বিরোধী নই, যুদ্ধের জন্য যে অর্থ ব্যয় হইতেছে ইহা আমাদের বিরোধিতার লক্ষ্য নয়। ভুলাভাই দেশাই বলিয়াছেন—যেহেতু অর্থ ব্যয়ের পরিচালনভার জনগণের আস্থাভাজন কোন মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর দেওয়া হয় নাই, দেওয়া হইয়াছে জনগণের অনিচ্ছায় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের উপর সেই জন্যই আমরা কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরোধিতা করিতেছি। কোন্ পথ কংগ্রেসের পথ সে বিষয়ে মনে যদি কোন সন্দেহ থাকে তবে ভুলাভাই দেশাইএর নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। বাংলায় কৃষি আয়করের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কারণ প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলী আইন সভার অধিকাংশের আস্থাভাজন, কেন্দ্রীয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মত তাঁহারা জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য বা দায়িত্বহীন নন। ফ্যাসিষ্ট দস্যুরা আজ ভারতের ভিতর প্রদেশ করিয়াছে, ইম্ফলের অবরুদ্ধ জনগণ আজ মৃত্যুদূত জাপানী ফৌজের আক্রমণে বিপন্ন। বাংলার কংগ্রেস এ সময় যুদ্ধবিরোধিতার পথ লইতে পারে না।

যুদ্ধ, গ্রামসংগঠন, দুঃস্থের স্বাভাবিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা, মহামারীর বিরুদ্ধে অভিযান—এই সকল ব্যবস্থাই আজ দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়, এই সকল ব্যবস্থার জন্য সরকারী অর্থভাণ্ডার উন্মুক্ত করিতে হইবে, এই সমস্ত ব্যয়ের জন্য যে অর্থ প্রয়োজনীয় তাহা গরীবের নিকট হইতে না নিয়া ধনীর নিকট হইতে লইতে হইবে। কৃষি আয়কর আইন প্রবর্ত্তন করিয়া লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী সেই ব্যবস্থার উদ্যোগী হইয়াছেন। কংগ্রেসের আজ উচিত অগ্রণী হইয়া লীগকে এজন্য অভিনন্দিত করা, জমিদার ও ইংরেজ কায়েমীস্বার্থের বিরোধিতা পরাস্ত করিয়া লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর এই ব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করা। কংগ্রেসকর্ম্মী যদি চিন্তা করেন যে তাঁহার স্থান কায়েমীস্বার্থের শিবিরে নয়, বাংলার দরিদ্র কৃষকের শিবিরে—তাহা হইলে তিনি কৃষি আয়কর বিল সমর্থন করিতে বাধ্য। দেশহিতৈষী জমিদার এবং জোতদারগণও এ বিলের বিরোধিতা করিতে পারেন না যদি তাঁহারা দেশের স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্দ্ধে স্থান দেন।

'জনযুদ্ধ'র বিশেষ সংখ্যা

আগামী ১লা মে জনযুদ্ধের যে দ্বিবর্ষ বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। রঙীন প্রচ্ছদপট, বিভিন্ন প্রবন্ধ ও চিত্র সম্বলিত ১৫ পৃষ্ঠা দাম তিন আনা।

২২শে এপ্রিলের মধ্যে বেশী কপির জন্য অর্ডার ও টাকা পাঠাইতে হইবে। ২৬শে এপ্রিলের নিয়মিত সংখ্যার পরিবর্ত্তে ২৮শে এপ্রিল এই বিশেষ সংখ্যা জনযুদ্ধ অফিস হইতে পাঠান হইবে। যে বিষয় সংখ্যার পরবর্ত্তী সংখ্যা আগামী ১০ই মে প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ
২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রতি সংখ্যা : ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪॥০, ৬ মাস ২॥০, ৩ মাস ১।০

★ কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেস-লীগ ঐক্য ★

স্থায়ী ঐক্যের ভিত্তি গড়িয়া তুলিবে

'জনযুদ্ধ'র প্রতিনিধির কাছে গত ৩রা এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক মিঃ আবুল হাশেম নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :—

'নবাব লিয়াকত আলি খাঁ ও মিঃ ভুলাভাই দেশাইয়ের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাকে দেশের সকল লোক অভিনন্দিত করিয়াছেন। এই ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা কেবল ফাইন্যান্স বিলকেই নাকচ করে নাই—ইহা আমলাতান্ত্রিক কুশাসনের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশের মিলিত প্রতিবাদ, এই সংকটের দিনে দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের দেশকে বাঁচাইবার আগ্রহের পরিচয়। যে সময় আমাদের দেশের উপরে বিদেশী দস্যুর আক্রমণ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, সেই সময়ে সমস্ত দেশ এই ঐক্য হইতে আরো বেশি কিছু আশা করে। আমাদের অনেকেই একান্তভাবে আশা করি যে, এই ঐক্য শুধু এসেম্বলিতেই আবদ্ধ থাকিবে না,—আমাদের আয়-নিয়ন্ত্রণের ন্যায়সঙ্গত দাবী স্বীকারের ভিত্তিতে স্থায়ী ঐক্যের ভিত্তিও ইহা গড়িয়া তুলিবে। দেশী ও সরকারী মহলের সমালোচকদের আজ আমরা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে ক্ষুদ্র বিষয়ের উপর খণ্ড ঐক্য নয়—আজ আমাদের দাবী সত্যিকারের ঐক্যের দাবী, যে ঐক্য যে-কোনো আক্রমণকেই বাধা দিতে পারিবে। এইভাবে পরস্পরের ফলে রোগীরের পড়া করিয়া, পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বোঝাবুঝি করিয়া, অগ্রসর হইলেই সকলে বাঁচিবে ও সকলেই বিকাশের সুযোগ পাইবে।'

সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির প্রাদেশিক সম্মেলন

আগামী ২১শে ও ২২শে এপ্রিল বঙ্গীয় সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির বার্ষিক সম্মেলন হইবে।

২১শে এপ্রিল শুক্রবার প্রতিনিধিদের বৈঠক ও বিষয় নির্ব্বাচন।

স্থান—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হল, বহুবাজার ষ্ট্রীট।
সময়—বিকাল ৬টা।

২২শে এপ্রিল, শনিবার,—চিত্র প্রদর্শনী ও সাধারণ অধিবেশন।

স্থান—ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট হল, কলেজ স্কোয়ার।
চিত্র প্রদর্শনীর তারিখ ও সময় পরে জানান হইবে।
সাধারণ অধিবেশন—বিকাল ৬টা।

জেলার প্রতিনিধিদিগকে মশারী সহ বিছানাপত্র সঙ্গে আনিতে হইবে। সমিতির তরফ হইতে জেলার প্রতিনিধিদের আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা হইবে।

প্রতিনিধি-ফি এক টাকা। প্রত্যেক জেলা ইউনিট পাঁচ জন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন। প্রতিনিধিদের নাম, ধাম ও সংখ্যা ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে প্রাদেশিক দপ্তরে পৌঁছান চাই।

সভাপতি মণ্ডলীতে আছেন অধ্যাপক হিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, আবুল হাসেম, জে সি গুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত অভ্যর্থনা সমিতির প্রতি সভ্যের ফি ন্যূনপক্ষে এক টাকা। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য সেক্রেটারী বঙ্গীয় সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি, ৪৬নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট (৪ তলা), এই ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

জনযুদ্ধ

রংপুর ও ঢাকায় মেডিকেল রিলিফ

হিন্দুমুসলমান জনগণের ঐক্যবদ্ধ সেবা

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে সমস্ত রিলিফ সংগঠনগুলি একত্র করিয়া যে বেঙ্গল মেডিকেল অর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হইয়াছে, তাহার পক্ষ হইতে ডাঃ বিজয়কুমার লস্কর ঢাকা ও রংপুরের কয়েকটি মেডিক্যাল রিলিফ কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। 'জনযুদ্ধ'র প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন।)

রংপুরের নোগাই জেলার অন্তর্গত রিলিফ সংগঠনগুলি একত্র করিয়া যে বেঙ্গল মেডিকেল অর্ডিনেশন কমিটি গঠিত হইয়াছে, তাহার পক্ষ হইতে ডাঃ বিজয়কুমার লস্কর ঢাকা ও রংপুরের কয়েকটি মেডিক্যাল রিলিফ কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। 'জনযুদ্ধ'র প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন।)

রংপুরের নোগাই মহকুমার দাঙ্গাবাজারে বি-সি-পি-সির মেডিকেল রিলিফ কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া আসিলাম। ইহারা মাইনরিটি কমিউনিটির লোক। ইহারা সংখ্যায় ৪ হাজার। ইহারা ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে এবং কংগ্রেসের আজ্ঞাধীন। আজ জনসাধারণ তাহা বুঝিতে পারিয়াছে

বাংলায় বসন্তের মহামারী

● রংপুরের এক ইউনিয়নে ১৯০০ ঘরের মধ্যে ১৫০০ ঘর ●

রোগের উপদ্রব কমে নাই

রংপুরের ডোমার হইতে ১লা এপ্রিলের যে খবর আসিয়াছে তাহা এই : ৩০শে মার্চ্চ নীলফামারী থানায় গোড়া গ্রাম ইউনিয়নে গেলাম। গিয়া দেখি প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই বসন্ত ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইয়াছে। মৃত্যুর সংখ্যাও যথেষ্ট। স্থানীয় ইউনিয়ন ফুড কমিটির একজন সভ্যের সঙ্গে দেখা করিয়া জানিতে পারিলাম—সারা ইউনিয়নে ১৯০০ ঘর লোকের মধ্যে ১৫০০ ঘরে বসন্ত দেখা দিয়াছে। গত দুর্ভিক্ষে এই ইউনিয়নে যত লোক মরিয়াছে তদপেক্ষা বেশী লোক ইতিমধ্যে বসন্তে মারা গিয়াছে।

খাস কলিকাতায় ১লা এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বসন্তে মৃত্যুর সংখ্যা আগের সপ্তাহের চেয়ে আরো বেশী। আলোচ্য সপ্তাহে ৪২৫ জন মরিয়াছে, আগের ২ সপ্তাহে যথাক্রমে ৩৭২ ও ২৯৪ জন মারা গিয়াছে।

ঢাকায় ২৯শে মার্চ্চের খবর : সহর ও মফঃস্বলে বসন্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ২৫শে মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে মফঃস্বল এলাকায় ৭৮১ জন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয় এবং ১৫৯ জন মারা যায়। ঢাকা শহরের গত ফেব্রুয়ারী মাসে ১,৪৪৬ জনের মৃত্যু হয়। তার মধ্যে ৪৫১ জনই বসন্তে মারা গিয়াছে। ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মোট মৃত্যু সংখ্যা ছিল মাত্র ৩২৪।

কমরেড সরর ঘোষের সংবাদে জানা যায় যে মাণিকগঞ্জ মহকুমায় ম্যালেরিয়ার হার কমিয়া শতকরা ২৫ ভাগ হইয়াছিল, কিন্তু ইহা আবার বাড়িতে সুরু করিয়াছে।

বরিশালে ২৫শে মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ঐ জেলায় ১০৩৪ জনের বসন্ত হইয়াছিল এবং ১৮০ জন মারা গিয়াছে।

৬ই এপ্রিলের খবরে জানা গিয়াছে যে ময়মনসিংহ জিলায় ৯টি মিউনিসিপ্যালিটিতে কলেরা সংক্রামক ব্যাধির রূপ নিয়াছে। সরকার এই জন্য কতকগুলি সাময়িক বিধিনিষেধ আরোগ্য করিয়াছে যাহাতে রোগ বিস্তার না করিতে পারে।

ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর হইতে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা ২রা এপ্রিলে যে সংবাদ দিয়াছেন তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে এখানে ব্যাপকভাবে বসন্ত দেখা দিয়া সাময়িকভাবে প্রশমিত হয় কিন্তু বর্ত্তমানে আবার মিউনিসিপাল এলাকায় ব্যাপকভাবে বসন্তের মহামারী দেখা দিয়াছে।

মাদারীপুরের একটি স্থানীয় রিপোর্ট :……
"আমরা যে গ্রামেই যাই দেখি বসন্তলাঞ্ছিত লোক চুলকানি, পাঁচড়ায় সমস্ত শরীর ঢাকা, ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া পেট মোটা।"

শুধু রোগে মৃত্যু নয়, গরীবের সৎকার ও হইতেছে না

কিছুদিন আগে ঢাকা জেলা হইতে খবর পাওয়া গিয়াছিল, লোক ও জ্বালানীর অভাবে মৃতদেহগুলির সৎকার হইতেছে না, খাল বিলে মৃতদেহ ফেলান হইতেছে।

সম্প্রতি রংপুরের সদরেরদ্দ হইতে খবর আসিয়াছে বসন্তের মহামারীতে এত লোক মরিতেছে যে মৃতের আর সৎকার হইতেছে না, নিকটবর্ত্তী তিস্তা নদীতে মৃত দেহ স্থান পাইতেছে।

জমি কৃষকের হাত ছাড়া

গরীব কৃষকদের হাতে জমি নাই বলিলেই চলে। ঢাকার কমরেড অনিল মুখার্জ্জী যে তথ্য পাঠাইয়াছেন তাহাতে জানা যায় গত ১৯৪২ সালে মানিকগঞ্জ রেজেষ্ট্রী অফিসে জমি হস্তান্তর হয় ৪০,০০০ খণ্ড, গত বৎসর হয় ১ লক্ষের উপর। অবাক্ষ্ণীয় রেজেষ্ট্রী অফিসে গত ১৯৪২ সালে জমি হস্তান্তরিত হয় ৪০০০ কিন্তু গত বৎসর হইয়াছে ২৯,০০০-এর উপর।

৩০শে মার্চ্চ মেদিনীপুরের জীযুত গোবিন্দ চন্দ্র ভৌমিক এম, এল, এ যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে আছে তমলুকের সুতাহাটা অঞ্চলে ঋণ শোধ করিবার জন্য জনসাধারণ তাহাদের অল্পস্বল্প জমিজমা, গবাদি পশু এবং ধান চাউল বিক্রি করিয়া ফেলিতেছে।

মুর্শিদাবাদ, রংপুর, জলপাইগুড়ি, যশোহর, মালদহ প্রভৃতি জেলা হইতে এই ধরণের খবর আগেই 'জনযুদ্ধে' প্রকাশিত হইয়াছে।

বাংলার সর্ব্বত্র খাদ্য কমিটি গড়ো

মজুত বাহির করিয়া কণ্ট্রোল দরে বিক্রী করাও

গত আউশ ও এবারের আমন মিলিয়া সারা বাংলায় ৩৩ কোটী মণ চাল হইয়াছে। যে বাংলায় এবার এত ফসল হইয়াছে সেখানে একটা লোকও অন্নাভাবে মরিবার কথা নয়। কিন্তু বাংলার দিকে দিকে অনাহারের করুণ আর্ত্তনাদ শোনা যাইতেছে। অফুরন্ত ফসলের মাঝে ৬৫ লক্ষ নরনারী একেবারে ভুখা।

খাদ্যের অভাবে লোকের জীবনীশক্তি কমিয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্রই ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি রোগে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হইতেছে। লোকের অভাবে চাষ-আবাদ বন্ধ হইতেছে। গো মড়ক দেখা দিয়াছে। গ্রামের ছোট ছোট শিল্প-কারবার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। বাংলার এই সর্বগ্রাসী দুঃখ দুর্দ্দশার মূলে খাদ্যাভাব। সকলেরই মনে মস্ত বড় প্রশ্ন—খাদ্য গেল কোথায়? গত তিন মাস ধরিয়া যে নীতিতে বাংলার হাট-বাজারে ধান-চাল কেনা বেচা হইতেছে, তাহার ফলে অধিকাংশ ধান-চাল চোরা-ব্যবসায়ীদের গোলায় গিয়া উঠিতেছে। বিত্তশালী জোতদারেরা বাজারে ধান-চাল বাহির করিতেছে না—ভবিষ্যতে কিছু করিয়া বিরাট মুনাফা লাভ করিতে চাহে।

এই মজুত ধান-চাল বাহির করিতে পারিলে ঘাটতি অঞ্চল শুকাইয়া মরিবে, শহর ও বন্দরের বরাদ্দ প্রথা চালু রাখা মুস্কিল হইবে। বাংলায় যে হাহাকার আবার নামিয়া আসিতেছে তাহার মূল এইখানেই। সুতরাং আমাদের প্রদেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীকে বাঁচাইবার একমাত্র পথ জোতদার ও অবস্থাপন্ন কৃষকের ঘর হইতে জমান ধান চাল বাহির করিয়া তাহাদের কন্‌ট্রোল দরে বিক্রয় করিতে উদ্বুদ্ধ করা। বাংলায় গরীব ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে খাদ্য দিবার একমাত্র পথ—মুনাফাখোর চাউল ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন স্থানে লুকানো মজুত উদ্ধার করিয়া বাজারে ও সরকারী এজেন্টদের কাছে কন্‌ট্রোল দরে বিক্রয় করা।

বাংলাকে আসন্ন খাদ্য সংকটের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য সমস্ত দলকে এক হইয়া সমগ্র প্রদেশে মজুত উদ্ধারের জন্য তুমুল আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। এক একটী জোতদার ও ধনী কৃষককে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া জনগণের খাদ্য কমিটির কাজে টানিয়া আনার অর্থ এক একটী নিরন্ন গ্রামকে বাঁচান। বাংলায় ঘোর দুর্দ্দিনে জনগণের দেশপ্রেমিক ডাক উপেক্ষা করিয়া এমনো কি কেউ সমাজ বিরোধী থাকিতে পারে? চোরাকারবারীদের এক একটী মজুত লোহার ধান উদ্ধার করার অর্থ ঘাটতি অঞ্চলে ও শহরের রেশনিংএর জন্য সারা বছরের চাহিদা ব্যবস্থা করা। ইহাই বাংলায় খাদ্য আন্দোলনের আশু ও জরুরী কাজ।

সকল দলের মিলিত খাদ্য কমিটি এই মজুত উদ্ধার করিয়া বাজারে বিক্রীর চাল জোগাও, ঘাটতি অঞ্চল ও শহরের রেশনিংএর জন্য সরকারী ক্রয় সফল কর। সরকারী অক্ষমতা চূর্ণ করিয়া মাঠের ধান মজুতদারের গোলা হইতে বাহির করো, সস্তে বেচা-কেনা কন্‌ট্রোল দরে চাও। এই কাজে জনগণের প্রচণ্ড শক্তি মিলিত খাদ্য কমিটি গুলির মধ্য দিয়া অগ্রসর হোক।

রংপুরে প্রাথমিক স্কুলে ৩৮ হাজার ছাত্র কমিয়াছে

শতকরা ৫০ জন ছাত্র রিলিফ কিচেনে খাইত

রংপুর জেলা স্কুল বোর্ডের রিপোর্টে দেখা যায়, গত বছরের দুর্ভিক্ষের পর প্রাথমিক স্কুলসমূহের ছাত্র-সংখ্যা এক লক্ষ আট হাজার হইতে সত্তর হাজারে নামিয়াছে। বেতনভোগী শিক্ষকের সংখ্যা ৩৫০০ হইতে কমিয়া ২৪০০ দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এই হিসাব হইতে আরো শোচনীয়। স্কুল বোর্ডের নিয়মানুযায়ী শতকরা ৮০ জন ছাত্র উপস্থিত দেখাইতে না পারিলে বেতন ও সাহায্য বন্ধ হইয়া যায়, তাই গরীব শিক্ষকগণ বাধ্য হইয়া কাগজে কলমে ছাত্র উপস্থিতির সংখ্যা লিখেন। সাধারণতঃ শতকরা ৫ হইতে ১০ জন ছাত্র উপস্থিত হইয়া থাকে এবং শিক্ষকগণও অন্ন বস্ত্র সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রকার

কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এইভাবে বহু গ্রামীণ স্কুল শুধু খাতাপত্রেই বর্ত্তমান।

হরিপুর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের রিপোর্টে দেখা যায় ছাত্রসংখ্যা ১২০। কিন্তু অন্ন ও বস্ত্রের অভাবে ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন অনুপস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে ছাত্রদের মধ্যে বস্ত্রাভাব শতকরা ৮০, অন্নাভাব শতকরা ৫০। ৮০ জন ছাত্রের পরিবার দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে বিধ্বস্ত। এখানকার শতকরা ৫০ জন ছাত্র রিলিফ কিচেনে খাইত এবং এখনো বহু ছাত্র রিলিফের উপরই নির্ভরশীল। শিক্ষকগণ প্রত্যেকেই গড়ে দশ মাসের বেতন পান নাই।

বিভাগের সাথে আলোচনা করা সত্ত্বেও বিশেষ কোন ফল হয় নাই।

মানিকগঞ্জ মহকুমায় ২৪শে ও ২৬শে মার্চ্চ মানদারহা গ্রামে যে মহকুমা কৃষক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে তাহাতে মহকুমার অবস্থা সম্পর্কে যে আলোচনা হইয়াছে তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে কৃষকদের সম্মুখে খুব বিপদ। এই বৎসর আউশের চাষ শতকরা ৩০ ভাগ কম হইয়াছে, অথচ স্বাভাবিক অবস্থাতেও এই ধানের উপর আগাঢ় মাসের মাঝামাঝি হইতে পুণ্ড মাড়ে তিন মাস নির্ভর করিতে হয়। বিওরর ষ্ট্রাটেজির হিসাবে দেখা যায় ৪২ হাজার গরু বিক্রী হইয়াছে, তন্মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

যশোহর জেলার নলডাঙ্গা হইতে ১লা এপ্রিলের চিঠিতে জানানো হইয়াছে যে এই এলাকায় মাত্র অর্দ্ধেক জমি চাষ হইয়াছে। লাঙ্গল ও বীজ ধানের অভাবই মূল কারণ।

মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, কাঁথি, তমলুকপুর, রামনগর ও পটাশপুর অঞ্চল মজুর ও বীজের অভাবে অনাবাদী আছে।

ফরিদপুরের কাঁসটিনি কর্ম্মী কমরেড রণজিৎ রায় মাদারীপুর হইতে লিখিয়াছেন—বীজধানের অভাব এবং উপরি গরু ও ক্ষেত মজুরের অনটনে আউশের চাষে তীব্র সংকট দেখা দিয়াছে।

● বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল শুকাইতেছে ●

শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের পথে

ফরিদপুরের ছাত্রসংহারেশনের নেতা শ্রীযুক্ত সত্য মৈত্র কতকগুলি তথ্য পাঠাইয়াছেন। তাহাতে পরিষ্কার বুঝা যাইবে বাংলার শিক্ষা-ব্যবস্থা কি দ্রুত অবনতির পথে নামিয়া যাইতেছে। ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন মহকুমায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রকোপ যে পরিমাণে দেখা দিয়াছে ঠিক সেই পরিমাণেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থাও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফরিদপুর ও গোয়ালন্দে অন্নাভাব সব চেয়ে বেশী হইয়াছিল, তাই সে সব স্থানের ছাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যাও দ্রুত কমিয়া গিয়াছে। নীচের তথ্য হইতে একথা বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

	১৯৪২ সালে		বর্ত্তমানে	
	ছাত্রের সংখ্যা	শিক্ষকের সংখ্যা	ছাত্রের সংখ্যা	শিক্ষকের সংখ্যা
ফরিদপুর সদর				
ঈশান হাই স্কুল (বালক)	৪০০	২৬	২৫০	২২
" " (বালিকা)	৩৫০	২৬	২৭২	২২
আর্শ বালিকা বিদ্যালয়	২২৫	১৪	১৩০	১০
কানাইপুর হাইস্কুল	১৭৫	১০	৮০	৭
কলেজ (প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণী)	৩২৮	১৪	২৩৮	১৪
গোয়ালন্দ মহকুমা				
কোরকদী হাই স্কুল	১৭৫	১১	১০২	৮
নলিয়া "	২৫০	৯	১০৫	৬
মাদারীপুর মহকুমা				
কাঁঠিকপুর হাই স্কুল	২০০	১০	১৫০	১০
তুলাসার "	২৭৫	১০	২০০	৭
পাঁওতসার "	৪৫০	?	৬৮৪	?
পালং "	৩০৮	১২	২১৪	৮
ডোমেশার "	১২৫	১০	১১৫	৫
চিকন্দী "	১৫০	১০	৯০	৬
ইদিলপুর এলাকা (৯টী হাই স্কুল)	৫০৬	?	৩৭৫	৭ জন স্কুল ছাড়িয়াছেন

ইহাছাড়া, হাটুরিয়া, পঞ্চপল্লী, ছয়গাঁ, ধান্যকার হাই স্কুল গুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আরো যে কয়েকটী স্কুল একেবারে উঠিয়া গিয়াছে তাহার সঠিক নাম এখনও পাওয়া যায় নাই। অনুমানে বলা যায়, শতকরা ৪০ ভাগ ছাত্র খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব ও অর্থাভাবে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

শিক্ষকরা অন্নাভাবে শিক্ষকতা ছাড়িয়া অন্য চাকুরী খুঁজিতেছেন

জেলার তরুণ শিক্ষকরা শিক্ষাঙ্গন পরিত্যাগ করিয়াছে। তাঁহারা সামরিক বিভাগের বিভিন্ন সার্ভিসে চাকুরী লইয়াছেন। শুধু মাত্র বৃদ্ধ শিক্ষকরা যে স্কুলগুলি এখনও কোনমতে টিকিয়া আছে সেখানেই পড়িয়া আছেন। এই সব শিক্ষকরাও তিন মাস হইতে পাঁচ মাস পর্য্যন্ত কোন বেতন পাইতেছেন। তাঁহারা তাঁহাদের ঐতিহ্য শিক্ষকতাবৃত্তি এখনো ত্যাগ করিতে পারেন নাই, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহারা অনাহারের কবলে পড়িয়া শেষ হইয়া যাইবেন।

শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বগ্রাসী সংকট

স্কুল গুলির ভাঙ্গন ধরিয়াছে। শিক্ষকরা শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। যে সব ছাত্র ও শিক্ষক কোন রকমে এখনো শিক্ষাঙ্গনের ভিতরে টিকিয়া আছেন তাঁহাদের অবস্থা দেখিলে সারা বাংলার সমাজ কাঁদিয়া ফেলিবে। ছাত্ররা অন্নাভাবে স্কুলে যাইতে পারিতেছে না—ছেঁড়া কাপড় ও গেঞ্জি তাহাদের দেহের একমাত্র আবরণ। শতকরা ৬০ জন ছাত্র অর্থাভাবে পড়ার বই কিনিতে পারে নাই। কাগজ ও কেরোসিনের অভাবের কথা কে না জানে? তাহার উপর মালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা ও অন্যান্য রোগে ছাত্ররা শারীরিক শক্তিকুণ্ঠ হাতাইয়া ফেলিয়াছে। ইহার মাঝে আবার বহু স্কুলের গবর্ণমেন্ট সাহায্য নিয়মিত পাওয়া যাইতেছে না। শোনা যাইতেছে, বহু স্কুলের সরকারী সাহায্য একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে।

অভিভাবক ও শিক্ষকদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে

অভিভাবকরা বলেন, 'দরকার নাই লেখা-পড়ার ছেলেরা আর্থ দেখে কুচুক। সরকার কোন ব্যবস্থা করছে না, আমরা আর কি করতে পারি।' বাংলার সেই সব অভিভাবক আজ কোথায় গেল, যাঁহাদের অর্থ সম্পদ একদিন জেলায় জেলায় প্রতিদিন নূতন নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে লাগিত। শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে উন্নত করার সেই জেরণা আজ বাঙ্গালী হারাইয়া ফেলিয়াছে। শিক্ষিত সমাজ শিক্ষা ও প্রগতির পথ ছাড়িয়া দিয়াছে। শিক্ষা ব্যবস্থার ধ্বংসের ভিতর দিয়া সমগ্র সমাজ যে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে তাহা ধনী সম্প্রদায় বুঝিতেছেন না। বরং এই সমস্যার প্রতি তাঁহারা ভ্রূকুটি করিতেছেন। সমাজের ভিতর বর্ব্বরতার পৈশাচিক ছায়া ঘোরাল হইয়া উঠিল, তাঁহাদের আর্ত্তি নাই—যুদ্ধের বাজারে মুনাফা ও চোরাকারবার করিয়া তাঁহারা দু পয়সা করিয়া ফেলিলেন ইহাই তাঁহাদের ভরসা। কিন্তু সমগ্র সমাজের মূল উৎপাটন করিয়া তাঁহাদের ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের অর্থ কি তাহা সময় বাংলা নিশ্চয়ই বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে।

শিক্ষকদের ভিতরও নৈরাশ্য দুরাইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা বলেন—'আমরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা শেল্‌, সমাজ আমাদের দয়ার ভোগে দেবে। আমাদের বাঁচার প্রয়োজন ও অধিকার স্বীকার করতে সমাজ ভুলে গেছে। অন্নাভাব ও অর্থাভাব শিক্ষক সম্প্রদায়কে নিরুৎসাহ করিয়া ফেলিয়াছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখার প্রাণিক বক্তব্য আজ তাঁহাদের কাছে মূল্য বলেয়া মনে হইতেছে।

২৭টির মধ্যে ১৭টী স্কুলই বন্ধ

খাদ্যসংকটের ফলে চট্টগ্রামের ডবল মুরিং এলাকায় ২৭টী হাইস্কুলের মধ্যে ১৭টিই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একটীমাত্র মধ্য ইংরেজী স্কুল ছিল তাহাও আজ বন্ধ। এই এলাকায় পূর্ব্বে মোট সাড়ে ছয় হাজার ছাত্র ছাত্রী পড়িত। আর বর্ত্তমানে খুব দেখা করিয়া ধরিলেও ছাত্র ছাত্রীর মোট সংখ্যা হইবে মাত্র এক হাজার। চারটী বালিকা বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে। একটী বালিকা বিদ্যালয়ে আগে ছিল জন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, বর্ত্তমানে মাত্র একজন আছেন এবং তাঁর বেতন অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটি হইতে ইহাদের জন্য রেশন কার্ডের কোনও ব্যবস্থা করা হয় নাই।

● বাংলার সর্বত্রই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শোচনীয় অবস্থা। গত বৎসরের আগস্ট ও মহামারীর সংকটের মধ্য দিয়া শিক্ষক ও ছাত্রদের অন্নাভাব ও বস্ত্রাভাব চরমে উঠিয়াছে। ছাত্রদের দেশের পক্ষ হইতে 'শিক্ষাকে বাঁচাও' আন্দোলন হইয়াছে। কিন্তু এই বিরাট সমস্যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শক্তিতে আজও নয়। শিক্ষা-সংকট সমগ্র সমাজকের দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ টেনিয়া নিয়েছে। আমলাতন্ত্রের অক্ষমতা এই সংকটকে আরো ঘন ভূত করিয়া দিয়াছে। প্রকাশের পরে বাংলা সরকার শিক্ষকদের সাহায্যের জন্য ৫৭ লক্ষ টাকা বিলার পরিকল্পনা করিয়াছে। প্রাথমিক ও মধ্যবিদ্যালয়ে এক লক্ষ ৩৫ হাজার শিক্ষক নাকি এই সাহায্য পাইয়া উপকৃত হইবেন। এই সাহায্য খুবই সামান্য কিন্তু পরিকল্পনা এখনো রূপায়ন হয় নাই। যখন সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা ধ্বংস হইয়া শেষ হইতে বসিয়াছে তখন সরকারের পরিকল্পনা মাত্র প্রকাশিত হইল। বাংলার সমগ্র সমাজকে এই শিক্ষা সংকটের গুরুত্ব বুঝিতে হইবে। বিশেষ বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী মনীষীদের এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে হইবে। ছাত্র শুধু শিক্ষক ও ছাত্রদের দায়িত্ব বলিয়া ছাড়িয়া দিলে ইহার সমাধান হইবে না। সারা বাংলার সমাজ ও গ্রামে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইবার সরকারী আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, শিক্ষা-সংকটকে রুখিবার জন্য সমস্ত বাঙ্গালী জাতি এক হইয়া দাঁড়াইতে পারিলে বাংলার নরনারী দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রতিরোধের শক্তি অর্জন করিবে। ইহা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটী বড় ধাপ।

এইত চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জেলা। বরিয়াখালির দিকে বাহির হইলাম। ডেলেপোড়ায় ঢুকিতেই দেখি,পোড়ো ভিটা,ছেড়া জাল, ভাঙ্গা নৌকা, পচা কাপড়, ভাঙ্গা মাটির বাসন।

বয়স্ক একজন স্ত্রীলোক, হাড় বার করা আর হাত পা ফোলা কয়েকটি ছেলে মেয়ে লইয়া অন্ধকার একটি ঘরের মধ্যে বসিয়া যেন কি করিতেছে। আমাদের দিকে শুধু একবার তাকাইল, কিন্তু কোন জিজ্ঞাসাবাদ নাই। হঠাৎ যেন মূর্ত্ত প্রতীক।

আর একটু আগাইতেই আর একজন পুরুষের সাথে দেখা। বয়স হইবে ৫৫। নাম নগেন্দ্র জলদাস। কুষ্ঠ ধুইবার জন্য ঘাটে যাইতেছে। তার বাড়ীর উঠানে আমরা, অথচ সে নির্ব্বাক। আমরাই প্রথম কথা জানিলাম—বাড়ীতে ছেলে মেয়ে কেউ নাই। গত ৮।১০ মাসে সবাই মা খাইতে পাইয়া মরিয়া গিয়াছে।

এই সব জেলেরা সামান্য কিছু মাছ বিক্রী করিয়া যা পাইয়াছে তাই দিয়া নিজেরাই দূর বসিয়া খাইয়াছে, বাড়ীর শুষ্ক কিছু আনে নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিল—না খাইয়া ওরা তো মরিবেই, এত অল্প পয়সাতে কি করিয়া সবাই বাঁচিবে, কাজেই যা পাই তাই দিয়া আমি তো অন্ততঃ বাঁচি।

লোকটি বলিল—তাদের পাড়ায় ১৮ খানি ঘরে প্রায় ৮০ জন ছিল। এখন ৩।৭ ঘরে ২৫ জনের মত লোক আছে। ৩৪ জন মারা গিয়াছে। বাকী লোক নিরুদ্দেশ।

একজন ২৪।২৫ বছরের জোয়ানের সাথে দেখা—সমস্ত শরীরটা ফুলা ফুলা। কথা বলিতেই তার চোখে জল, তার পরিবারের কেউ বাঁচিয়া নাই।

নন্দকুমার। কমরেড বাসন্তার মুখে শুনিয়াছি, এই নন্দকুমারের স্ত্রী আর দুই মেয়ে। একজন বিবাহিতা ও স্বামী পরিত্যক্তা। আজ সহরের কোন বেশ্যালয়ে ক্ষুধার তাড়নায় দেহ বিক্রী করিতেছে।

জয়নগরের দিকে গেলাম। কয়েক ঘর জেলের বাস ছিল। সেখানকার অবস্থাও সঙ্গীন। একজন যুবক বলে—বাবু, বড় জাল ছিঁড়িয়া গিয়াছে। নৌকা বিক্রি করিয়াছি। ছোট জাল দিয়া কিছু মাছ পাই। সেই দিয়া কোন রকমে বাঁচিয়া আছি। এখন তবু কিছু মাছ মিলিতেছে—সামনের মাসে জল শুকাইয়া যাইবে, মাছ মিলিবে না—তখন যে কি হইবে?

পোড়া ভিটা, ভাঙ্গা কলসী, ভাঙ্গা নৌকা, ছেড়া জাল আর কতগুলি চলমান নরকঙ্কাল কিনা শোষ রোগে বিকৃত দাঁতের ঢেলা,—এই তো আজিকার জেলে পাড়ার দৃশ্য।

গত আট দশ মাসে এদের অর্দ্ধেকেরও বেশী (৪০,০০০ মধ্যে ২০,০০০) মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিয়াছে, এবছরও কি তারই পুনরাবৃত্তি হইবে?

বাংলার জেলায় জেলায় সংকটের ছায়া

মজুতদার লুটিতেছে, সরকারী এজেন্টরা কই?

ক্ষুদে ফরিয়ারা মজুদ করিতেছে

ঢাকা জেলায় সাপ্তাহিকী এলাকায় খাদ্য সংকট ক্রমেই তীব্র আকার নিতেছে। উত্তর মহেশ্বরদীর বিভিন্ন হাট হইতে ক্ষুদে ফড়িয়ারা ধান চাউল খরিদ করিয়া জেলার বিভিন্ন অংশে মজুত করিতেছে। গত সপ্তাহে (মার্চ্চের শেষ সপ্তাহে) স্থানীয় হাট রূপবাবুর বাজারে ধানের দর প্রতি মণ ১২৲ টাকা এবং চাউলের দর ছিল ২০৲ টাকা। চালাকচর হাটে গত সপ্তাহে ধানের মণ ছিল ১১৲ টাকা ও চাউলের দর ছিল ১৭।১৮৲ টাকা। ঢাকা সদরের অন্তর্গত টোক বাজারে ধানের দর ছিল প্রতি মণ ১১।৷০ এবং চাউল ১৭।১৭।৷০ টাকা। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে ১৫ দিন পূর্ব্বে এখানেই চাউল ১৪।১৫৲ টাকা এবং ধান ৯।৷০।১০৲ টাকা মণ বিক্রী হইত।…নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সমস্তই অগ্নিমূল্য। লবণ ৷৷০ সের এবং ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। লবণের চোরা বাজার প্রকাশ্যেই চলিতেছে।

সরকারী এজেন্টদের নাকি পরতা থাকে না

বরিশাল জেলায় পর্য্যাপ্ত আমন ধান হইয়াছে। বাড়তি জেলা। অথচ ভোলা হইতে গত ২৮শে তারিখের যে চিঠি আমরা পাইয়াছি তাহাতে লেখা হইয়াছে—১৯৪৩ সাল কি আবার ফিরিয়া আসিবে? এ অঞ্চলে খাদ্যাভাবের ছায়া ক্রমেই ঘনীভূত আসিতেছে। ধান কাটিয়া যাহারা নিজেদের সংস্থান করে এদের সংখ্যা শতকরা ৫০ জন। তাদের ২।১ মাসের খোরাক প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে, অথচ বিভিন্ন কেন্দ্রে চাউলের দাম ১২।১৩ টাকা হইতে ১৬।১৭ টাকা, এমন কি ১৮৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। সরকারী সাব-এজেন্ট কিনিতেছে না—বলে, পড়তা থাকিবে না। ১২।৷৩ হাজার মণ নৌকাআটক করা ধানই কি সরকারের সম্বল হইবে? ভোলার অন্ততঃ ৩ লক্ষ গরীবের জন্য এই কি যথেষ্ট?

দুঃস্থ বাড়িতেছে

যশোহর হইতে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা মার্চ্চের শেষ সপ্তাহে যে খবর পাঠাইয়াছেন তাহাতে জানাইয়াছেন, সহরে জানুয়ারী মাসে মোট দুঃস্থের সংখ্যা কমিয়া ৭৭ জন হইয়াছিল কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাস হইতে উহা বাড়িতে আরম্ভ করে। বর্ত্তমানে উহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৬০ জন। ইহা ছাড়া সহরের রাস্তায় রাস্তায় প্রায় ২০০ জন দুঃস্থ আশ্রয়হীন অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অধিকাংশ দুঃস্থই ঢাকা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলের। জেলার অন্যান্য স্থানে পথে ঘাটে দুঃস্থ নরনারী দেখা যাইতেছে।

ফরিদপুর হইতেও ঐ একই সংবাদ। মহাবারী ছাড়াও খাদ্যাভাব আবার চতুর্দ্দিকে দেখা দিতেছে। গত ডিসেম্বর মাসে মাদারীপুর 'ওয়ার্ক-হাউসে' মাত্র ১২ জন লোক ছিল, বর্ত্তমানে সেখানে ১৭৫ জন আছে। লোকের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। রাস্তায় রাস্তায় আবার নারী ও শিশুর বুক ফাটা আর্ত্তনাদ শোনা যাইতেছে।

কারিগরেরা পথে বসিয়াছে

মুর্শিদাবাদে জেলার রেশনশিল্প পৃথিবী বিখ্যাত। কিন্তু আজ এই জেলার রেশনশিল্পীরা মরিতে বসিয়াছে। যুদ্ধের সরঞ্জাম 'প্যারাশুট' তৈরীতে রেশম লাগে, চাহিদাও যথেষ্ট, কিন্তু এই কারিগরদের অভাব বাড়িয়াছে বই কমে নাই। সরকার হইতে রেশমের গুটির ও রেশমজাত দ্রব্যের দাম বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে অথচ সমস্ত শিল্পীদের লইয়া এমন ব্যবস্থা করা হইল না যাহাতে সকলে তাহাদের কারবার চালু রাখিতে পারে। যাহারা কলের নীরস কাজ করে তাহারা কন্‌ট্রোল দরে রেশমের গুটি পাইল, কিন্তু যাহারা হাতে কাজ করে তাহাদের গুটি দেওয়া হইল না। এক জঙ্গিপুরেরই ১০০০ ঘর এইরূপ গরীব শিল্পী আছে। গরীব বলিয়া তাহারা চোরাবাজারে ঢুকিতে পারে না, তাই তাদের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এরা কয়েক পুরুষ ধরিয়া এই ব্যবসায় করিত, আজ বেকার হইয়া রাস্তায় মরিতেছে। মিঠিপুরের কমরেড ভূপতি রায় এই সম্পর্কে সম্প্রতি বাংলার শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নাই।

জেলেরা ধ্বংসের মুখে

নদীয়া জেলার কুষ্ঠিয়া হইতে কমরেড সুধীর স

২৬টী জেলায় আত্মরক্ষা সম্মেলন

কংগ্রেস ও মুস্লিম মহিলারা অগ্রসর

৬ই এপ্রিল বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সরকার পক্ষ জানাইয়াছেন, সম্প্রতি অনুসন্ধানে নারী বিক্রয়ের ব্যবসা বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দারিদ্র্যের নিরাপ জ্বালা সহ্য করিতে না পারায় পূর্ববঙ্গে অসংখ্য দুঃস্থা নারী 'বেশ্যাবৃত্তি' অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। বহু অভিভাবক পুত্রকন্যা বিক্রয় করিয়াছে। এই সমস্ত দুঃস্থা ও পরস্পলিষ্ট নারীকে উদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য গভর্ণমেন্ট বহু অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিয়াছেন।

গত ছয় মাস ধরিয়া নিখিল বঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি নারী সমাজকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। ইতিমধ্যেই তাঁহারা অন্যান্য মহিলা প্রতিষ্ঠান ও রিলিফ সংগঠনের সহযোগিতা অর্জন করিয়াছেন এবং সকলে ঐ দায়িত্বভাবে দুঃস্থা নারীদের সমস্যা সমাধানের জন্য অগ্রসর হইয়েছেন। কিন্তু সরকারী পরিকল্পনা এখনো কাগজে কলমে আছে এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা লইবার কথা প্রকাশ করা সত্ত্বেও, সরকার কার্য্যতঃ মহিলা সংগঠনগুলিকে একাজে বেটেই সাহায্য করিতে পারে নাই। কিন্তু নারী সাংগঠনগুলি একাজে আগাইয়া চলিয়াছে।

ভারতের পূর্ব দুয়ারে জাপানী শত্রু মুষলমূর্ত হানা দিতেছে। দেশের মধ্যে নই-আগষ্টের ধ্বংসকারী সংগ্রাম জাতীয় আন্দোলনকে পঙ্গু করিতে উদ্যত। দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া তখন বাংলার আকাশে ঘনায়মান। এমনি সময় বাংলার নারী আত্মরক্ষা সমিতির সংগঠন গড়িতে আগাইল।

আজ পুরা এক বছরের কাজের পর এই সমিতি জেলায় জেলায় মহিলা সম্মেলন করিতেছে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়া উত্তরে জলপাইগুড়ি হইতে শুরু করিয়া নোয়াখালী-চট্টগ্রামের কৃষক ও মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে এই সমিতি নারী আন্দোলনের গণ-ভিত্তি রচনা করিয়াছে। বাংলায় ৩৫০০০এর উপর মা বোন সমিতির কাজে সংযুক্ত।

১ই মার্চ হইতে ১৩ই এপ্রিলের মধ্যে ২৬টী জেলায় সমিতির সম্মেলন হইতেছে। জেলা সম্মেলনের পূর্ব্বে বহু প্রাইমারী কমিটির সম্মেলনও হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় প্রাইমারী ও রিজিয়ান সম্মেলনগুলিতেও বহু মহিলা সমবেত হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই বহু জেলা সম্মেলনের রিপোর্ট আমরা পাইয়াছি। জেলা সম্মেলনগুলি শেষ করিয়া ২৪শে হইতে ২৮শে এপ্রিল বরিশালে নিখিল বঙ্গ সম্মেলন হইবে।

কলিকাতায় ছাত্র সভায় লীগ সম্পাদকের বক্তৃতা

★ কংগ্রেস লীগ ঐক্যের আহ্বান ★

গত ৩১শে মার্চ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে 'পাকিস্তান' সম্পর্কে একটি বক্তৃতা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক মোঃ আবুল হাশেম ও কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটির সম্পাদক কমরেড ভবানী সেন সভার প্রধান বক্তা ছিলেন।

পাকিস্তান স্বাধীনতারই দাবী

মোঃ হাশেম তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'ভারতবর্ষে বহু জাতির বাস। যাঁহারা ধর্মের দোহাইতে ভারতবর্ষকে দুটি মাত্র জাতিতে ভাগ করিতে চান, তাঁহারা ভুল করেন। শুধু মাত্র ধর্মের ভিত্তিতেই আমরা আলাদা জাতি হয় না। আমরা মনে করি, যদি ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি জাতি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পায় তাহা হইলে স্থায়ী ও দুর্জ্জয় ঐক্য গড়িয়া উঠিবে। আমরা ভারতবর্ষকে ভাগ করিতে চাই না, বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্বাধীনতার ভিত্তিতে স্বেচ্ছ ঐক্য গড়িতে চাই।

কংগ্রেস লীগ ঐক্য জয়ের পথ

কংগ্রেসের সহিত আমাদের হাজার মতভেদ থাকিলেও স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, তাহার তুলনা হয় না। কংগ্রেস-লীগ ঐক্য ছাড়া স্বাধীনতা অসম্ভব। কংগ্রেস ও লীগ এক হইয়া দাঁড়াইলে সামনে বাধার সমস্ত প্রাচীর চূর্ণ হইবে। পরস্পরের সন্দেহ ও ঈর্ষা দূরে ঠেলিয়া কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে দ্রুতগতিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে

লীগ কর্মী হিসাবে আমি বলিতে চাই, অতীত মোগল সাম্রাজ্য আমরা আবার ফিরাইয়া আনিতে চাহি না। আমরা চাই ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত জনসাধারণের স্বাধীন রাষ্ট্র। সাম্রাজ্যবাদ আজ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। আমরা মৃত্যু পথযাত্রী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গী হইতে চাহি না। পাকিস্তান ভারতের প্রত্যেকটি জাতির স্বাধীনতা চায়।

কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই

আজ বাংলার সমাজ জীবন ধ্বংসের মুখে। দেশবাসীকে বাঁচাইবার জন্য কংগ্রেস লীগ ঐক্য আজ একান্ত দরকার। আজ তাই বাংলার সমস্ত দল, সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কাছে ঐক্যের আহ্বান জানাইতেছি।

কংগ্রেস আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার মানিয়া নিলে বিরাট জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। আশার কথা, কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে। কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে।

আমরা কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি চাই। কংগ্রেস ও লীগের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায় আমরা নিশ্চয়ই তাঁহাদের মুক্ত করিতে পারিব। জনসাধারণের স্বার্থ সর্বত্রই এক; তাঁহারা যদি আগুয়ান হয়, নেতাদের মিলনে বিলম্ব হইবে না।'

প্রগতির পথে লীগ

কমরেড ভবানী সেন বলেন, 'মুসলিম লীগকে সমর্থন করিতে যাইয়া আমাদের অনেক দুর্নাম সহ্য করিতে হইয়াছে। তবু আমরা পিছাই নাই, কারণ আমরা জনগণের সমর্থক। আমরা যে লীগকে সমর্থন করিয়াছি, তাহা দুরাকাঙ্ক্ষীর লীগ নহে, হাশেম সাহেবের মত সহস্র সহস্র দেশভক্ত যার মধ্যে আছেন, লীগের সেই গণ-প্রতিষ্ঠানকেই আমরা সমর্থন করিয়াছি। পুরানো লীগের ভস্মস্তূপ আজ নূতন লীগ জন্ম নিয়াছে। কেন্দ্রীয় পরিষদে, এলাহাবাদ বৈঠকে আজ কংগ্রেস লীগ ঐক্যের সম্ভাবনা বাড়িয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া ঐক্যের শক্তি জয়ী হইতেছে।'

ত্রিপুরা সম্মেলনে ১৮টী প্রাইমারী কমিটি যোগদান করে

২৪শে মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঈশ্বর পাঠশালার হলে শ্রীযুক্তা হুশীলা মিত্রের সভানেত্রীত্বে জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। নারী সমাজের কলঙ্কের কাহিনী বর্ণনা করিয়া চট্টগ্রামের বিশিষ্টা মহিলানেত্রী আরতি দত্ত সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজন বুঝাইয়া দেন। এই সম্মেলনে ১৮টী প্রাইমারী কমিটি ও ত্রিপুরা রাজ্য হইতে ৫০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এক হাজার মেয়ে এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিল।

নদীয়া সম্মেলনে কুটীর শিল্পের প্রদর্শনী

২রা এপ্রিল কৃষ্ণনগরে নদীয়া জেলা মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাণ্ড অধিবেশনে ৪০ জন মুসলমান মহিলা ও ১০০ জন দরিদ্র শ্রেণীর মেয়ে হাজির ছিলেন। শতাধিক শিল্পবসন ও অন্ধ বিজ্ঞালয়ের মেয়েরা নিজেদের হাতের কাজ দিয়া সহায়তে একটী প্রদর্শনী ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর জনসন্ত্রাস ও জনমতের ব্যবস্থা হয়। কিশোর বাহিনীর ছেলে-মেয়েরা 'অভিযান' নামে গীতিনাট্য ও মূক অভিনয় করিয়া দেশের সংকটের একটী জীবন্ত ছবি ফুটাইয়া তুলে।

প্রসিদ্ধা কংগ্রেসনেত্রী দৌলতুন্নেসার সভানেত্রীত্বে বগুড়ার সম্মেলন

প্রায় ৮০০ মহিলার সমাবেশে বগুড়া জেলা আত্মরক্ষা সমিতির বার্ষিক সম্মেলন হইয়া গেল। শতকরা ৮০ জনই ছিলেন মুসলমান মহিলা। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান 'মহিলাসমিতির' প্রায় সহস্র কর্মী ও সভ্য এই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া ছিলেন। কংগ্রেস কর্মী শ্রীযুক্তা দুর্গা গাঙ্গী প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। সম্মেলন উদ্বোধনের সময় তিনি ঐক্যবদ্ধ মহিলা আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। নিখিলবঙ্গ আত্মরক্ষা সমিতির পক্ষ হইতে যুঁইফুল রায় বগুড়ার মহিলা আন্দোলনের সমস্যা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বলেন। নারীজাতি ও সমগ্র বাংলার দুরবস্থার কথা চিন্তা করিয়া স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে দলাদলি পরিত্যাগ করিয়া এক হইতে আহ্বান জানান। সম্মেলনের সভানেত্রী হিসাবে গাইবান্ধার কংগ্রেসনেত্রী দৌলতুন্নেসা খাতুন একটী সুন্দর বক্তৃতায় মহিলা আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন।

সম্মেলনের ভিতর দিয়া সাধারণ মহিলা ও কর্ম্মীদের মধ্যে একতাবদ্ধ আন্দোলনের প্রেরণা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সমস্ত দলকে এক করিয়া অগ্রসর হওয়াই বগুড়ার আন্দোলনের প্রথম কাজ।

বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলন

আগামী ১৩ই এপ্রিল বেলা ৫টার সময় ইউনিয়ন অফিসে বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের প্রতিনিধি সম্মেলন হইবে। উক্ত তারিখেই বেলা ১ টার সময় বিষয় নির্ব্বাচনী সভার অধিবেশন হইবে। কার্য্যকরী সমিতি ও জেনারেল কাউন্সিলের সদস্য এবং প্রতিনিধিবর্গের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

আবদুল মোমিন
অস্থায়ী জেনারেল সেক্রেটারী

৭-৪-৪৪

দুঃস্থা নারী লইয়া পাপ-ব্যবসায়

নারী সমাজের সম্মান বাঁচাইতে বাংলার মহিলা আন্দোলন

রংপুর সম্মেলনের পুরোভাগে স্বদেশী আন্দোলনের নেত্রী কিরণবালা চৌধুরী

২৮।২৯শে মার্চ রংপুরের মহিলা সম্মেলন। ২০টী কেন্দ্র হইতে ২০০০ সভ্যের ৩৫ জন প্রতিনিধি আসিয়াছেন। তাহার মধ্যে ১৫ জনই কৃষকের ঘরের মেয়ে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হইতে স্বদেশী আন্দোলনের বিশিষ্টা কংগ্রেস কর্মী কিরণবালা চৌধুরী অভ্যর্থনা সমিতির পুরোভাগে, কংগ্রেসকর্মী উমা দাশগুপ্তা আত্মরক্ষা সমিতির সম্পাদিকা।

বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের রিপোর্টগুলি রংপুর জেলায় মহামারী ও দুর্ভিক্ষের ছবি আঁকিয়া দিল। সারা জেলায় বসন্ত ও মালেরিয়ায় অসংখ্য লোক মরিতেছে, তাহার মধ্যে নারী ও শিশুই বেশী।

এই জেলায় বড়াচিতার দুর্বৃত্তেরা নারী ব্যবসার ঘর তৈরী করিয়াছিল। নিলফামারী, গয়াচরা ও ফুলছড়িতে সারা জেলায় বসন্তের ও মালেরিয়ায় অসংখ্য লোক মরিতেছে, তাহার মধ্যে নারী ও শিশুই বেশী।

সম্মেলনে দুঃস্থা নারীদের আশ্রয় ও খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য মজুতদারীর অভিযানের আহ্বান দেওয়া হয়। রংপুর শহরে বিজনিসিপ্যাল ট্যাক্স ৩ পারসেন্ট বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রকাশ্য সম্মেলনের সভানেত্রী কনক মুখার্জ্জী বলেন, মিসেস্ নেলী সেনগুপ্তা, মিসেস্ মোমিন প্রমুখ কংগ্রেস ও মুসলিম নেত্রীরা আজ আত্মরক্ষা সমিতির পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেছেন। এই রংপুরেও কংগ্রেসকর্মী কিরণবালা প্রমুখ বৃদ্ধা মহিলা নেত্রী আত্মরক্ষা সমিতির আন্দোলনে আন্তরিক ভাবে সহযোগিতা করিতেছেন। আমাদের সমিতির কাজই ইহাদের টানিয়া আনিয়াছে। আবার ইঁহারাই আমাদের সমিতির শক্তি বৃদ্ধি করিবে। সারা বাংলায় এইভাবে সমস্ত মহিলা আন্দোলন ঐক্যবদ্ধ ভাবে চলিতে সুরু করিয়াছে। আমরা এক হইলে শুধু যে নারী-জাতির সমস্যা সমাধান হইবে তা নয়, জাপানী শত্রুবলের বিরুদ্ধে দেশরক্ষা করিয়া আমরা সমগ্র জাতির স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারিব।

এই সম্মেলনের সঙ্গে একটী সংস্কৃতি অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে প্রকাশ্য সম্মেলন অপেক্ষাও বেশী মহিলা যোগ দিয়াছিলেন। সেখানেই ৪৮৶০ আনা আদায় হয় ও কিছু প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

সম্মেলনে দুঃস্থা নারীদের আশ্রয় ও খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য মজুতদারীর অভিযানের আহ্বান দেওয়া হয়। রংপুর শহরে বিজনিসিপ্যাল ট্যাক্স ৩ পারসেন্ট বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রকাশ্য সম্মেলনের সভানেত্রী কনক মুখার্জ্জী বলেন, মিসেস্ নেলী সেনগুপ্তা, মিসেস্ মোমিন প্রমুখ কংগ্রেস ও মুসলিম নেত্রীরা আজ আত্মরক্ষা সমিতির পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেছেন। এই রংপুরেও কংগ্রেসকর্মী কিরণবালা প্রমুখ বৃদ্ধা মহিলা নেত্রী আত্মরক্ষা সমিতির আন্দোলনে আন্তরিক ভাবে সহযোগিতা করিতেছেন। আমাদের সমিতির কাজই ইহাদের টানিয়া আনিয়াছে। আবার ইঁহারাই আমাদের সমিতির শক্তি বৃদ্ধি করিবে। সারা বাংলায় এইভাবে সমস্ত মহিলা আন্দোলন ঐক্যবদ্ধ ভাবে চলিতে সুরু করিয়াছে। আমরা এক হইলে শুধু যে নারী-জাতির সমস্যা সমাধান হইবে তা নয়, জাপানী শত্রুবলের বিরুদ্ধে দেশরক্ষা করিয়া আমরা সমগ্র জাতির স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারিব।

এই সম্মেলনের সঙ্গে একটী সংস্কৃতি অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে প্রকাশ্য সম্মেলন অপেক্ষাও বেশী মহিলা যোগ দিয়াছিলেন। সেখানেই ৪৮৶০ আনা আদায় হয় ও কিছু প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

টাটা কারখানায় উৎপাদনে বিঘ্ন

শীঘ্রই ৬ হাজার লোহা-মজুরের ছাঁটাই সম্ভাবনা

কয়লার অভাবে উৎপাদনে ভাঁটা

১৯৪৪ সালের মার্চ মাস হইতে এই কারখানার জন্য কয়লা সরবরাহের মাসিক হার ১ লক্ষ ৭৭ টন হইতে ১ লক্ষ ৫০ হাজার এ নামিয়াছে। অর্থাৎ শতকরা ২৫ ভাগ সরবরাহ কমিয়া গিয়াছে।

কয়লার অভাবের দরুণ কোক্, কোক্ ওভেন গ্যাস ও আলকাৎরা উৎপাদনে ভাঁটা পড়িয়াছে। এই গ্যাস ও আলকাৎরা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কোক উৎপাদন কমিয়া যাওয়ায় ৫টি ব্লাষ্ট ফার্ণেসের মধ্যে একটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অপর একটি ফার্ণেস্ পূর্ব হইতেই মেরামতের জন্য বেকার পড়িয়া আছে। ইহার ফলে গলানো লোহের উৎপাদন শতকরা ৩০ ভাগ কমিয়াছে। ইহাতে ইস্পাত উৎপাদন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এস এস এস নং শপের ৪টি চুল্লীর মধ্যে ২টি বন্ধ হইতেছে; ইহার ফলে শপের সিকিভাগ ইস্পাত উৎপাদন কমিবে। মোট উৎপাদনের শতকরা ৩০ ভাগ ইস্পাত এই শপ হইতে আসে। ২ নং শপে ১টি চুল্লী বন্ধ থাকার দরুণ এই শপের শতকরা ২৫ ভাগ উৎপাদন কম হইবে। মোট উৎপাদনের শত করা ৬০ ভাগ ইস্পাত এই শপ হইতে আসে। সমস্ত দিক বিচার করিয়া মনে হয় এ মাসে ইস্পাত উৎপাদন শতকরা ২৫ হইতে ৩০ ভাগ কমিয়া যাইবে। ১ মাস দেড় মাসের মধ্যে রালিং ডিপার্টমেন্ট-গুলিতে উৎপাদন শতকরা ৩০ ভাগ হ্রাস পাইবে। এই ডিপার্টমেন্ট গুলিতেই মজুরের সংখ্যা সব থেকে বেশী।

উৎপাদন ৩০ ভাগ কম কেন?

উৎপাদন ঠিক রাখার জন্য মামুলি ফ্রেঁর কোম্পানী বলিতেছে, কলকব্জার ত্রুটি দূর করো। কিন্তু কয়লা সরবরাহ যেখানে শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ কমিয়াছে, সেখানে গলানো লোহার উৎপাদন একেবারে শতকরা ৩০ ভাগ কমে কেন? ৬টি ব্লাষ্ট ফার্ণেসের প্রত্যেকটিতে কিছু কিছু উৎপাদন কমিলে তার অর্থ বোঝা যাইত কিন্তু একটি বিরাট চুল্লী একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

আঘাত মজুরের উপর

সমস্ত চোটটা স্বভাবতই মজুরদের উপর আসিয়া পড়িবে। অল্প কিছু দিন হইল কোম্পানী নোটিশ দিয়াছে, চাহিদেই ছুটি মঞ্জুর হইবে। এই ভাবে চলিলে ২।১ মাসের মধ্যেই কোম্পানীর আসল অভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কোম্পানী খুব চালাকীর সহিত তার ৪০ হাজার মজুরের মধ্যে ৬ হাজার মজুরকে টেম্পোরারী হিসাবে রাখিয়াছে। কাজেই আসন্ন ঝড়টা ইহাদের উপর দিয়াই বহিবে বলিয়া মনে হয়।

মজুররা উৎপাদন পণ্ড হইতে দিবে না

কোম্পানী মজুরদের কাছে সরাসরি অথবা ইউনিয়নের মারফৎ সংকট সমাধানের কোনরূপ চেষ্টা করিতেছে না।

'কয়লার অপচয় বন্ধ করো'—এই মর্মে কমিউনিষ্ট পার্টি মজুরদের মধ্যে জোর প্রচার চালাইয়াছে। কমিউনিস্টরা আওয়াজ তুলিয়াছে, আসন্ন সংকট রুখিতে হইলে, কোম্পানী ও আমলাতন্ত্রের ঔদাসীন্য ভাঙিতে হইলে ইউনিয়নকে জোরদার করিতে হইবে। মজুরদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়িয়াছে।

পার্টি ইতাদিগকে হারাইল

কমরেড প্রভাতদত্ত

২৭শে মার্চ্চ বসন্ত রোগে মারা গিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে জয়পুরে কমরেড দত্তের মরণাপন্ন অবস্থার কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। কমরেড দত্তের ঐকান্তিক চেষ্টাতেই মাগরার চতুষ্পার্শ্বস্থ ১৩টী গ্রামের জমী ও জনসাধারণ ১৯৪১ সালে সফলতা আন্দোলন করিয়া খাল সংস্কার ও ফেট্ তৈয়ার সম্ভব করিয়াছিল। গত দুর্ভিক্ষের সময় উত্তর পাড়ার জনসাধারণ যখন কেরোসিনের অভাবে কষ্ট পাইতেছিল—কমরেড দত্ত রুগ্ন দেহে জনসাধারণের পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে জনরক্ষা কমিটি গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করেন এবং কেরোসিন বিলির ব্যবস্থা করেন। মরিবার পূর্ব্বেও কমরেড দত্ত পার্টির কাজ করিতে করিতে মরিবার আগের প্রকাশ করেন।

কমরেড তেজমণি শর্ম্মা

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী জ্বর ও রক্ত বমনের ফলে মারা গিয়াছেন। তিনি জাতিতে মণিপুরী ছিলেন। পার্ব্বত্য ত্রিপুরার মণিপুরীদের মধ্যে কৃষক আন্দোলনের ফলে তিনি কৈলাশহরের বিশিষ্ট কৃষক কর্ম্মী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। মৃত্যুকালে তিনি বিধবা স্ত্রী, এক কন্যা ও এক পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন।

আগুয়ান লালফৌজ আর পলায়মান নাৎসী ফৌজ। মাঝে মাঝেও লড়াই চলেছে। জার্ম্মানদের সুদৃঢ় দুর্গের পর এক হাত ছাড়া হচ্ছে।

...কোন কোন স্থানে শত্রু দাঁড়াতে চেষ্টা করছে, তাই হয়ে বাধাও দিচ্ছে। কিন্তু দারুণ বাধা ঠেলে লালফৌজ শহরের পর শহর হিটলারীদের হাত থেকে কেড়ে নিচ্ছে।

লালফৌজের গতিবেগ অপ্রতিহত।

.....হিটলার চেয়েছিলো লালফৌজকে উৎখাত করতে। বিশ্বাসঘাতক আক্রমণের প্রথম দিক থেকেই তার সমস্ত চেষ্টা ঐ দিকেই.....।

আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় লালফৌজ হটে গিয়েছিল সত্য, কিন্তু তারা জান্‌তো তারা আবার ফিরে আস্‌বে, সোভিয়েট ভূমির এক চুল শত্রুর হাতে থাক্‌তে দেবে না।.....হচ্ছেও তাই।

হিটলার চেয়েছিলো দেশ জয় করে সোভিয়েট সামরিকদের বশ করবে, চেয়েছিলো তাদের নিজের আওতায় টেনে আনবে। অধিকৃত সোভিয়েট অঞ্চলে হিটলারী ফৌজ সে চেষ্টা যে করে নি তা নয়.....কিন্তু চেষ্টা তাদের বিফল হয়েছে। অধিকৃত এলাকার জনারীর কাছ থেকে নাৎসীরা অভ্যর্থনার পরিবর্ত্তে পেয়েছে দারুণ ঘৃণা, ক্ষমাহীন প্রতিরোধ।

.....সোভিয়েট জার্ম্মাণ লড়াইয়ের ইতিহাস গোড়া থেকেই এই। দুর্দ্দমনীয় লালফৌজ পিছু হটেছে, কিন্তু ভেঙ্গে পড়েনি.....অনমনীয় সোভিয়েট নরনারী প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু ইজ্জত দেয় নি।

* * * *

যুদ্ধের মোড় আজ ঘুরে গেছে। জয়ের উল্লাসে সোভিয়েট নরনারী তাদের সম্বিত হারায় নি.....হিটলারী ব্যবহার দিন শেষ হয়ে এসেছে, এ কথা তারা জানে কিন্তু এও জানে যে হিটলার এখনও ভেঙ্গে পড়েনি।...বিশ্রামের সময় এখনও আসেনি, গৃহের কোণে এখনও শত্রু.....

তাই শত্রু ব্যূহের পেছনে এখনও অগণিত সোভিয়েট নরনারী জার্ম্মান আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে মৃত্যু পণ করে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

—শত্রুর ষ্টেনীর ভেতর থেকেই তারা শত্রু ক্ষয় করছে...অসমসাহসী এই সোভিয়েট গেরিলারা।

অধিকৃত সোভিয়েটভূমির প্রায় সবাই আজ গেরিলার পর্য্যায়ে পড়ে। মেয়ে, পুরুষ সবাই। বৃদ্ধ, যুবক, শিশু কেউ বাদ যায় না।—স্বাধীনতার এ লড়াইয়ে কেউ পিছু থাকতে রাজী নয়।

কমসোমেলস্কায়া, লিগাচেইকিনা, টনায়া, পট্রোভা.....এরা সব মেয়ে গেরিলা। সোভিয়েটের ঘরে ঘরে এদের নাম.....।

কারেলিয়ান 'স্কাউট' আনা লিনিটসিনা, মারিগাঙ্গালেনটিভা...। মেয়েরা পুরুষের সাথেই সমান তালে পা ফেলে চলছে। সোভিয়েট দেশ শত্রু কবল মুক্ত করার যে গৌরবময় ইতিহাসে রক্ত দিয়ে লেখা হচ্ছে, তার পাতায় পাতায় সোভিয়েটের বীর নারীদের কথাও আজ লেখা হচ্ছে.....

★ হিটলারের বিরুদ্ধে ★

অনমনীয় সোভিয়েট নরনারী

অথচ এই গেরিলা জীবনের দিনগুলি কত না কষ্টের! প্রাণ হাতে নিয়ে চলতে হয়, অনাহার, অনিদ্রা তো পথের রোজকার সাথী।...

একটি গেরিলা মেয়ের ডায়েরীতে সে লিখেছে—আমার জীবন কত যে বদলে গেছে। কোমল শয্যার পরিবর্ত্তে আমাকে রাত কাটাতে হয় অশ্রশস্ত, অপরিচ্ছন্ন পরিখার ভেতরে। বিজলী বাতির কথা ভুলেই গেছি।.....খাওয়া দাওয়ার কোন স্থিরতা নেই.....আজ হয়ত কিছু জুটলো, আবার দু'দিন একদম উপোস.....।

একজন গেরিলা নায়ক লিখেছেন...এরা দলে দলে গেরিলা বাহিনীতে ভর্ত্তি হতে আসে...বয়স অল্প, গেরিলা জীবনের কোনই অভিজ্ঞতা নাই, তবুও কিন্তু এদের দলে নিতেই হয়...শত্রুর বিরুদ্ধে এদের অফুরন্ত ঘৃণা...নাৎসীবাদের সাথে যা কিছু জড়িত, সব কিছুই নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়।...এ পরিচয় তো আর কম দামী নয়।

* * * *

সোভিয়েট গেরিলা যোদ্ধা

১৮ বৎসর বয়সের মেয়ে সে। সে ও তার বন্ধুর ওপর ভার পড়েছে শত্রুর পিছনে অবস্থিত বহু দূরের একটি গেরিলা বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।...বাইরে বরফ পড়ছে, সে কী শীত! তার ভেতরই এরা বেরিয়ে পড়ল।...২১ দিন পরের কথা। বন্ধুটি আর এগোতে পারে না—পথেই জীবন দিল। এবার তাকে একাই যেতে হবে। রাত্র একাই কাটাতে হবে। অবস্থা সঙ্গীন হয়ে আসছে...অনাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে, বরফে ঢাকা পথগুলিতে পা আর চলে না, সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে, তবু তো যেতেই হবে। এমনিভাবে ৬০ মাইল পথ এগিয়ে গিয়ে সে তার কাজ সমাধা করে।

...পরে তাকে জিজ্ঞেস করায় সে বলে—আমাকে চলতেই হবে বলে পথ চলেছি, যখন আর পারতাম না, তখন বসে একটু জিরিয়ে নিতাম...শুধু একটি কথাই আমি ভাল করে মনে রেখেছি, আমার সাফল্যের ওপর নির্ভর করছে হিটলারের বিরুদ্ধে যারা জান দিয়ে লড়াই চালাচ্ছে তাদের অনেকের জীবন...এ চিন্তা যার মনে থাকে, সে কি কখনও পিছিয়ে যায়...।

* * * *

আরও অনেকেই এমনিভাবে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে শত্রুর পিছনে থেকে নাৎসীবিরোধী লড়াই চালাচ্ছে। বেলোরাশিয়ান গেরিলা কাটায়া। অল্প দিনেই জার্ম্মানদের বুঝিয়ে দিয়েছে...লড়াইয়ের জায়গা থেকে দূরে হটলেও নিরাপদে থাকা যায় না। তার বন্ধুদের নিয়ে সে জার্ম্মানদের অনেকগুলি গাড়ী উড়িয়ে দিয়েছে...সেনা বোঝাই গাড়ীগুলি।

রিমা সারসভনা। গেরিলা জীবনকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে। খুব নামকরা একটি বাহিনীতে সে যোগ দেয়। দুর্জ্জয় সাহস তার। কাজ করে যায় প্রাণ মন দিয়ে, মৃত্যুকে যেন পরোয়াই করে না। একবারকার ঘটনা। তাদের দলটি একটা নাৎসী বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। জার্ম্মানরাও খুব জোরের সাথে লড়ে। লড়াইয়ের মাঝে দেখা গেল, জার্ম্মানরা একটি সুদৃঢ় ঘাঁটি পেয়ে গেছে। ও ঘাঁটি হাতে থাকলে নাৎসীদের কাবু করা শক্ত। গেরিলা নায়ক নিজেই একটা হাতবোমা নিয়ে এগিয়ে যায়, কিন্তু একটু দূর যেতে না যেতেই গুলীর আঘাতে প্রাণ দেয়। রিমা তার কাছেই ছিল। দেরী না করে হাতবোমা নিয়ে সেও লাফিয়ে পড়ে, সেই ঘাঁটির মাঝে। প্রাণ দেয় বীরের মত, কিন্তু জার্ম্মান ঘাঁটিও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। গেরিলারা সেই সুযোগ নেয়, কতগুলি নাৎসীকে সাবাড়ও করে। রিমার এই প্রাণ দেওয়ার কথা সোভিয়েটের নরনারী ভোলেনি। সোভিয়েট সরকার তার মরণের পরেও তাকে সম্মান জানায়। এদিনকার এ লড়াইয়ে আরও কয়েকজন গেরিলা যোদ্ধাকে জীবন দিতে হয়েছিল।.....

* * * *

ভেরা পরশেভনা। জার্ম্মানরা তাকে কালিনিন এলাকায় ধরে ফেলে। নাৎসীরা তার ওপর দারুণ অত্যাচার চালায়। বর্ব্বর নাৎসীদের অত্যাচারের ধরণই আলাদা—ভেরাকে অনেক কিছু সইতে হয়। তবুও ভেরার কাছ থেকে একটি কথাও বেরোয় নি। দাঁতে দাঁত লাগিয়ে ভেরা চুপসাপ থেকে গেছে...মৃত্যুর আগ পর্য্যন্ত তার কাছ থেকে নাৎসীরা একটি কথাও পায় নি। সমস্ত শরীরে গরম লোহা লাগিয়ে বেঁধে রেখেছে...শরীরের মাংস জ্বলে গেছে, ভেরা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেছে, তবুও রেহাই নেই। যে দিন ভেরা মরবে, তার আগের দিন তাকে একটা ঘরে ফেলে রেখেছে...তখন সুযোগ করে তার মাকে সে লিখে যায়—মা, আমি এখন মরতে চাই না...কেন মরব? আজও যে কিছু করে উঠতে পারিনি। নাৎসীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমি আমার সবটুকু দিয়ে যেতে চাই। এরা আমার উপর অকথ্য অত্যাচার করছে...আমি জানি গেরিলারা এর প্রতিশোধ নেবেই। নাৎসীদের এই অত্যাচারের জবা

ইম্ফলের উপকণ্ঠে জাপানী শত্রু

দেশরক্ষায় আগুয়ান হও

আসাম ও বাংলার বুকে যুদ্ধের করাল ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে। মণিপুর রাজ্যের রাজধানী ইম্ফল হইতে শত্রু মাত্র আট মাইল দূরে রহিয়াছে, ইম্ফলকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে। দিমাপুর রেলষ্টেশনে যাইবার পথে মণিপুর সড়কে কোহিমা নামে যে অতি সুদৃশ্য স্থান আছে, সেখানকার উপকণ্ঠে শত্রু আসিয়া লড়িতেছে। প্রধান সেনাপতি আখাস দিয়াছিলেন যে কোহিমা, ইম্ফলকে শত্রুর কবলে পড়িতে দেওয়া হইবে না। ইম্ফলের যুদ্ধের উদ্যোগপর্ব্ব আজ প্রায় চুকিয়াছে, যে কোন সময়ে উভয় পক্ষের শক্তি পরীক্ষা হইবে।

শত্রু আগাইয়াই আসিতেছে

দক্ষিণপূর্ব্ব, পূর্ব্ব ও উত্তর পূর্ব্ব হইতে জাপানী শত্রুর সাঁড়াশী আক্রমণ তিন সপ্তাহ ধরিয়া চলিতেছে। টিডিম ও টাঙ্খুল মিত্র পক্ষকে ছাড়িতে হইয়াছে। সপ্তদশ ভারতীয় ডিভিশন শত্রুর চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া নিজেদের শক্তি প্রায় অটুট রাখিয়া ইম্ফল সমভূমিতে ফিরিয়াছে এবং সেখানে শত্রুর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধের অপেক্ষা করিতেছে। শত্রুপক্ষের এ পর্য্যন্ত প্রায় তিন হাজার লোক মরিয়াছে; মিত্র পক্ষের ক্ষতি সে তুলনায় কম। কিন্তু শত্রু যে অগ্রসর হইতেছে, তিন সপ্তাহ ধরিয়া নানা প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও যে সে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট। শত্রু যে শুধু পাহাড় ও জঙ্গলে লুকাইয়া আছে এবং থাকিয়া থাকিয়া লড়িতেছে, তাহা নয়। ইম্ফল হইতে মাত্র ১৫ মাইল দূরে খামনোপোক্‌কির মত বসতিপূর্ব্ব গ্রাম শত্রু দখল করিয়াছে। কিছুকাল ধরিয়া তো সে ট্যাঙ্ক প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া চলিতেছে। প্রধান সেনাপতি অবিলম্বেক আশ্বাস দিয়াছেন বটে, কিন্তু উদ্বেগ ও আশঙ্কার যথেষ্টই কারণ রহিয়াছে।

মিত্রপক্ষের বিমান সংখ্যা বেশী, যুদ্ধোপকরণ বেশী। বহুদিন ধরিয়া সযত্নে আসাম-বার্ম্মা সীমানার কাছে মিত্রপক্ষের অনেক ঘাঁটি বানানো হইয়াছে, পাহাড় ও জঙ্গলে লড়াইয়ের অনেক মহড়া হইয়াছে। উত্তর বার্ম্মাতে মিত্রপক্ষের সেনা নামিয়াছে, অগ্রসরও হইয়াছে। জাপানীদের খাদ্য ও সরবরাহ আনার ব্যবস্থা ভণ্ডুল করার মত বিমান-বল মিত্র পক্ষের রহিয়াছে। কিন্তু তবুও জাপানী শত্রু তিন সপ্তাহ ধরিয়া আক্রমণ চালায় আর মিত্রপক্ষের ওকালতী করিতে গিয়া কেহ কেহ বলে যে বর্ষা নামিলেই শত্রুর মতলব ফাসিয়া যাইবে, আপাততঃ তাহাকে ঠেকানো সহজ নয়।

মিত্র সেনা একটী জায়গা ছাড়িবার সময় তাড়া হুড়োতে ঘাট বোতল 'হুইস্কি' ('বিলাতী মদ') নষ্ট করিতে হইয়াছিল বলিয়া এক সাবরিক পর্য্যবেক্ষক চোখের জল থামাইতে পারে নাই। এই চীজটী নিশ্চয়ই মোটা মাহিনা পকেটস্থ করে, কিন্তু তাহার বলিতে লজ্জা হয় নাই যে ঐ মদের বোতল নষ্ট করাই হইল সব চেয়ে দুঃখের কথা! ভারতবর্ষের বুকে যুদ্ধ চলিতেছে, শত্রুকে খেদাইয়া আক্রমণের ব্যবস্থা এখনও হয় নাই, আর এই সব রসিক চূড়ামণি খোস্ মেজাজে রিপোর্ট পাঠাইতেছেন! ধৃষ্টতার একটা সীমা থাকা দরকার।

জাপানী ফ্যাশিষ্টদের মতলব

জাপানী শত্রু জানে যে ইয়োরোপে ফ্যাশিস্টদের সর্ব্বার পাণ্ডা নাজেহাল হওয়ায় যুদ্ধের গতি তাহার বিপক্ষে। সে জানে যে ভারতবর্ষ হইতে মিত্র পক্ষ যদি জলে স্থলে আকাশে জোরদার পাল্টা আক্রমণ করে, চীনে রসদ পাঠাইয়া তাহাদের যে দেশ হইতে নির্ম্মূল করার ব্যবস্থা যদি হয়, তো তাহার দিন ফুরাইয়া যাইবে। কিন্তু সে জানে যে যদি ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অচল অবস্থা টিকিয়া থাকে, তো তাহার পোয়াবারো। সে জানে যদি ভারতবর্ষের খানিকটা তাহারা দখল করিয়া বসিতে পারে, তো তাহার হুকুমবরদার বিভীষণ বাহিনী "জাপানের জয় ভারতের জয়" বলিয়া প্রচার চালাইতে পারিবে। এই জন্যই কোহিমা হইতে আরাকান পর্য্যন্ত সে আক্রমণ চালাইবার জন্য প্রাণপণ করিতেছে।

সেই জন্যই সে চেষ্টা করিতেছে যে আমাদের ফৌজের হিম্মৎ সম্বন্ধে দেশের লোকের মনে যেন সন্দেহ জাগে, এই জন্যই সে মিত্রপক্ষের ব্যাপক পাল্টা আক্রমণকে ব্যর্থ করার জন্য বর্ষার পূর্ব্বেই মণিপুর অঞ্চলে ঝাঁকিয়া বসিতে চায়।

জাপানী ফ্যাশিস্টদের এই আক্রমণের চূড়ান্ত জবাব চাই। সারা দেশ চায় দেশরক্ষা, সারা দেশ চায় যে জাতির প্রকৃত নেতারা আসিয়া দেশরক্ষার ভার গ্রহণ করুন, দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলুন। শুধু সামরিক উপায়ে ফ্যাশিস্টদের কৌশলকে বিফল করা আজ চলে না। ধীরে সুস্থে লড়িয়া কোন এক অজানা ভবিষ্যতে সব কিছু ঠিক করিয়া দেওয়া যাইবে মনে করা মূর্খামি ছাড়া কিছুই নয়। ভারতের জাগ্রত লইয়া আমলাতন্ত্রে এই বিপদের দিনেও ছিনিমিনি খেলিয়া চলিবে, ইহা দেশবাসী সহ্য করিবে না। সম্মিলিত জাতি সমূহের জনগণও আজ বুঝিবে যে যুদ্ধ জয়ের জন্যই ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান এখনই করিতেই হইবে।

জাপানীদের দুরবস্থা

('স্টেট্‌সম্যান্' পত্রিকার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা খাস জাপানে জাপানীদের খাওয়া পরার অভাব ও দুরবস্থা সম্বন্ধে এক বিবরণ দিয়াছেন।)

জাপানে দেশ কড়াকড়ি ভাবে বরাদ্দ ব্যবস্থা ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ চলিতেছে। উহা সত্ত্বেও লোকে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ঠিক মত পাইতেছে না, সব জিনিষেরই ভয়ানক টানাটানি পড়িয়াছে। বয়স্ক লোকদের মাথা পিছু মাসে মাত্র ৮ পাউণ্ড (৪ সের) চাউল বরাদ্দ হইয়াছে। অথচ চাউলই জাপানের প্রধান খাদ্য এবং বরাদ্দ শান্তির সময়কার তুলনায় এক তৃতীয়াংশের সামান্য কিছু বেশী। ভাতের পরই জাপানীদের প্রধান খাদ্য মাছ, কিন্তু বর্ত্তমানে মাছেরও দারুণ অভাব, কেননা জেলেদের অনেকেই অন্যান্য কাজে নিযুক্ত হইয়াছে এবং তাহাদের নৌকাগুলিও যুদ্ধের কাজে লাগিতেছে।

★ অপ্রতিহত গতিতে লালফৌজ ★

কেমন করিয়া লড়িতে হয়, তাহা শুধু বাহাদুর লালফৌজই দুনিয়াকে দেখাইতেছে। চেকোস্লোভাকিয়া ও রুমেনিয়ার সীমান্তে ১২৫ মাইল ব্যাপী রণক্ষেত্রে লালফৌজ অগ্রসর হইতেছে। কার্পেথিয়ান্ পর্ব্বত অঞ্চলের চেকোস্লোভাক অংশে আজ লালফৌজেরই বিক্রম খাণ্ডীন চেকোস্লোভাকিয়ার নিশান উড়িতেছে। চেকোস্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রপতি বেনেশ ও স্বরাষ্ট্রসচিব লানফৌজকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। ফ্যাশিস্ট-কবলমুক্ত অঞ্চলগুলিতে লালফৌজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়া ও সোভিয়েট সরকারের সম্মতি লইয়া স্থানীয় দেশভক্তদের সাময়িক শাসন ব্যবস্থা বসাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। লালফৌজ যে সর্ব্বদেশের মুক্তির জন্য লড়িতেছে, একথা দিন দিন জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিতেছে।

রুমেনিয়াতে সেরেথ নদী ও সোরোইয়ের মাঝামাঝি জায়গায় দুই সোভিয়েট মার্শাল জুকভ ও কোনিয়েভের ফৌজ আসিয়া মিলিয়াছে। জাসি শহরের উপকণ্ঠে লড়াই চলিতেছে, সেরেথ নদী পার হইয়া রুমেনিয়ার তৈলখনির কেন্দ্র প্লোয়েস্তির দিকে লালফৌজ আগাইতেছে। আঠারো মাস পূর্ব্বে ককেশসে সোভিয়েটের তেলের ঘাঁটি কাড়িবার জন্য জার্ম্মাণ সেনাপতি পাউলুস ও মান্‌ষ্টাইন সদলে অগ্রসর হইতেছিল। আজ পাউলুস সোভিয়েটের হাতে বন্দী, মান্‌ষ্টাইন কোনক্রমে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতেছে, আর লালফৌজ রুমেনিয়ার তৈলকেন্দ্র অভিমুখে চলিতেছে।

হিটলারীদের অবস্থা সঙ্গীন

মার্শাল জুকভের ফৌজ উত্তরে তার্ণোপোল প্রায় সম্পূর্ণ দখল করিয়া লভোভের ত্রিশ মাইলের ভিতর পৌছিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদিকে কিছু দূরে স্কালা দখল করিয়া এক লক্ষ আশী হাজার শত্রু সৈন্যকে লালফৌজ ঘেরাও করিয়াছে; ষ্টালিনগ্রাড ও কোরসুনে শত্রু সৈন্য হতাহত ও বন্দী হইয়াছে। শত্রুর যে কি নিরাকরণ ক্ষতি হইতেছে, তাহা মার্চ্চ মাসের চার সপ্তাহে মাত্র ইউক্রেনিয়ান ফ্রণ্টে তাহার লোকসানের পরিমাণ হইতে জানা যায়। ১,৮৩,৩১০ জন শত্রু সৈন্য ঐ সময় মারা পড়ে, ২৪,৯৫০ জনকে বন্দী করা হয়, অস্ত্রশস্ত্র যুদ্ধোপকরণ লালফৌজের হাতে পড়ে।

ওডেসা বন্দরে প্রায় দুই লক্ষ জার্ম্মাণ ও রুমেনিয়ান সৈন্য প্রায় ঘেরাও অবস্থায় রহিয়াছে। মালিনোভ্‌স্কির নায়কত্বে লালফৌজ শহরের মাত্র তিন মাইল উত্তরে পৌছিয়াছে, অন্যান্য দল উত্তর পশ্চিমে সাত মাইল ও পশ্চিমে এগারো মাইল দূরে রহিয়াছে। ওডেসা হইতে রেলে চড়িয়া পলাইবার পথ প্রায় বন্ধ; নদীর মোহনা হইয়া জলাভূমির উপর দিয়া ছোট রেলে যাইবার যে রাস্তা আছে, লালফৌজ সেটাকেও কাটিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। ওডেসার ভিতর সোভিয়েট গেরিলাদের মারিবার জন্য শত্রু বিষবাষ্প ব্যবহার করিয়াও পারিয়া উঠিতেছে না।

লাল নৌবাহিনী ও বিমান বহর শত্রুকে পলাইতে দিবে না। রুমেনিয়ার বন্দর কা[illegible] ব্যবহার করারও সাহস আজ শত্রুর নাই। বুলগে[illegible] জার্ম্মাণী বন্দর তাই শত্রু দখল করিয়াছে। বুল[illegible] জনগণ সোভিয়েটের বন্ধু। লালফৌজ চেকোস্লো[illegible] হাঙ্গেরী, রুমেনিয়া, পোলাণ্ডের দিকে অগ্রসর [illegible] ক্ষান্ত থাকিবে না। ফ্যাশিস্টদের চূড়ান্ত [illegible] যতদিন না ঘটে, ততদিন লালফৌজ যতদূর [illegible] অগ্রসর হইবে, ফ্যাশিস্ট দুঃশাসনে জর্জ্জর দেশগু[illegible] জনসাধারণ লালফৌজের সঙ্গে হাত মিলাইতে পা[illegible] মুক্তির নবযুগ সম্ভব হইবে।

গত কল্যের খবরে প্রকাশ লালফৌজ ওডেসা পুনরধিকার করিয়াছে।

সরকার এম-এন-রায়কে টাকা দেয় কেন?

শ্রমিক সংগঠন ভাঙ্গার সেলামী

সারা ভারতের শ্রমিক ইউনিয়নগুলির কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস হইতে পৃথক হইয়া মানব রায়ের নেতৃত্বে যমুনা দাস মেটা 'ভারতীয় ফেডারেশন অব্ লেবার' গঠন করিয়াছে। আমরা বহুদিন হইতে বলিয়া আসিতেছিলাম—সরকারের দালালী করিবার জন্য মজুরদের ভিতর তাহারা বিভেদ আনিতে চায়। সাম্রাজ্যবাদী গবর্ণমেন্টের তাঁবেদারীতে মজুরদের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিবার জন্যই তাহাদের এই মতলব।

তারপর যখন কেন্দ্রীয় সরকার মাগ্‌গী ভাতা কমিটিতে মজুরদের মাগ্‌গী ভাতা নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব আনে তখন আমরা বলিয়াছিলাম—ইহাতে আমেদাবাদ প্রভৃতি মিলের মজুরদের মাগগী ভাতা কাটা যাইবে, অন্যান্য জায়গার মজুররাও ন্যায়সঙ্গত ভাতার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে।

ঠিক ওই সময় কলিকাতা ও শহরতলীতে লেবার ফেডারেশন ও র‍্যাডিক্যাল পার্টির লোকরা প্রচার করিতেছিল—গবর্ণমেন্ট ঠিকই ব্যবস্থা করিয়াছে, মালিকরা মাগগী ভাতা দিতেছে না। আমরা বলা সত্ত্বেও তখনও অনেকে ইহাদের দালালী ধরিতে পারে নাই। এই ধরণের প্রচার ইহারা কেন করে তাহা অনেকের কাছে পরিষ্কার হয় নাই।

কিন্তু ৬ঠা এপ্রিল কেন্দ্রীয় পরিষদে তাহারা হাতেনাতে ধরা পড়িয়াছে। মিঃ লালচাঁদ নবল রায়ের প্রশ্নের জবাবে জানা গিয়াছে—এম-এন-রায়ের মারফৎ লেবার ফেডারেশনকে গবর্ণমেন্ট প্রতি মাসে ১৩ হাজার টাকা দেয়। শ্রমিকদের মনোবল ঠিক রাখার জন্য প্রচার করিতে তাহাদের এই টাকা সাহায্য করা হয়। তাহারা ইহা ছাড়া আরো কত পায় তা ভবিষ্যতের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবে। শ্রমিকদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করাই যে তাহাদের এই প্রচারের স্বরূপ তাহা বহু স্থানের মজুররা দেখিয়াছে।

ইহারা সাম্রাজ্যবাদের দালাল

সাম্রাজ্যবাদী গবর্ণমেন্টের নীতিই হইল মজুরদের মজুরী বৃদ্ধি ও কার্য্যের ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া উৎপাদন বাড়াইবার ফাঁকা বুলি প্রচার করা। ঠিক এই নীতির সমর্থনে কয়েকজন ধামাধরাকে সরকার শ্রমিক-প্রতিনিধি হিসাবে ঢুনিয়ার কাছে হাজির করিতেছে। ফিলাডেলফিয়া বিশ্বশ্রমিক সম্মেলনে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মনোনীত প্রতিনিধিদের অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের পোষ্য লেবার ফেডারেশনের যমুনা দাস মেটা, আফতাব আলি ও আর, আর, ভোলেকে প্রতিনিধি ও পরামর্শদাতা ক[illegible] আমেরিকায় পাঠাইতেছে।

ভারতের শ্রমিক ও জনসাধারণ এখন স্পষ্টই বু[illegible] পারিল কি কারণে গবর্ণমেন্ট ৩০শটী ইউ[illegible] সংঘবদ্ধ প্রায় ৪ লক্ষ মজুরের সংগঠন নিখিল [illegible] ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে উপেক্ষা করিয়াছে। গব[illegible] নাক জানে না যে কোন্ প্রতিষ্ঠানটী মজুরদে[illegible] প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। যাহারা কংগ্রেসবি[illegible] শ্রমিকবিরোধী সরকারী নীতির নির্লজ্জ দালাল[illegible] তাহারা যে সহজেই গবর্ণমেন্টের মনোনীত হইবে [illegible] আর আশ্চর্য্য কি? সরকারের এই দালাল মা[illegible] আবার নিজেকে কমিউনিস্ট বলিয়া জাহির [illegible] ইনি কি পরার্থ তাহা কমিউনিস্টরা জানিত [illegible] দীর্ঘ ষোল বছর আগেই তাঁহাকে কমিউনিস্ট [illegible] হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সেদিন কেন্দ্রীয় পরিষদে যখন কংগ্রেস ও [illegible] হইয়া ফাইন্যান্স বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেয় [illegible] সরকারের টাকায় পেট মোটা করিয়া যমুনা দা[illegible] সরকারের বিলের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। জন্য লোকগুলি জাতির স্বাধীনতা আন্দোলন [illegible] আলাদা হইয়া, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে[illegible] বিষোদ্গার করিয়া কেন দিনের পর দিন দে[illegible] অনেকের বীজ ছড়াইতেছে তাহা আজ [illegible] কাছে দিনের আলোর মত স্বচ্ছ হইয়া উ[illegible]

ভারত রক্ষার ব্যাপারে সরকার জনগণ [illegible] শ্রেণীর সহযোগিতা চায় না, জনসাধারণ[illegible] সংগঠনগুলিকে বরাবর উপেক্ষা করিয়া আসি[illegible] জনসাধারণের আস্থাহীন ধন্নেরবাদের সাহায্য[illegible] রুখিবে ভাবিতেছে। এই ঘটনা সাম্রাজ্য[illegible] নিষ্ফল স্বার্থান্ধ নীতিরই আর একটী জ্বলন্ত প্র[illegible] শ্রমিকদের এই সব শত্রুকে চিনিয়া রাখি[illegible] ইহাদের দেশদ্রোহিতা প্রকাশ করিয়া সর[illegible] বিরোধী নীতি চূর্ণ করিবার জন্য সকলে অ[illegible]

অপরাজেয়—অন্নদা শঙ্কর ভট্টাচার্য্য
ভট্টাচার্য্যের দুইটী কিশোর নাটিকা
বাংলার ডাক—ছাত্র ফেডারেশ[illegible]
রিপোর্ট
এত কাপড় গেল কে[illegible]
বস্ত্র সংকটের ভিতরের খবর
(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)
ন্যাশন্যাল বুক এজে[illegible]
১২নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি স্ট্রী[illegible]

জাপানকে রুখিবার প্রতিজ্ঞা

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পথ পরিষ্কার করিতেছে। তারপর তিনি কর্পোরেশনের বাহিরে শ্রমিকদের আন্দোলনই যে দাবী-আদায়ের মোক্ষম অস্ত্র তাহা বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া দেন।

আমরা শ্রমিকশ্রেণীর আওয়াজ

অন্যতম কমিউনিস্ট কাউন্সিলর মহম্মদ ইসমাইল বলেন,—কর্পোরেশনের মধ্যে আমরা শ্রমিকশ্রেণীর আওয়াজ। শ্রমিকদের সংগঠন, তাহাদের ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের যখন যে আদেশ করিবে আমরা তাহার জন্য প্রাণ দিয়াও লড়িব। শ্রমিকদের ভাষা, শ্রমিকদের দাবী আমরা নির্ভীকভাবে কর্পোরেশনের মধ্যে তুলিয়া ধরিব। প্রতিক্রিয়াশীল ও দুর্নীতিপরায়ণদের বড়মন্ত্র আমরা জনগণের সামনে প্রকাশ করিব এবং তাহারই জোরে কলিকাতায় নাগরিকরা তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া কর্পোরেশনকে নিজেদের প্রতিষ্ঠান করিয়া লইবে।

সারা দুনিয়ায় শ্রমিকই পথ দেখাইতেছে

তারপর সভাপতি বঙ্কিম মুখার্জ্জী জ্বালাময়ী ভাষায় শ্রমিকদের দুনিয়ার যুদ্ধে তাহাদের অংশ বুঝাইয়া দেন। সারা দুনিয়ায় শ্রমিকশ্রেণীর লালফৌজের নেতৃত্বে লড়াই আগাইয়া চলিয়াছে। বিশ্বমানবের শত্রু ফ্যাসিজমকে ধ্বংস করিবার পথে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। আমাদের দেশেও তাহার শুরু দেখা যাইতেছে। শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদকারীরা আজ একঘরে। গবর্ণমেন্টের দালালরা শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য ফেডারেশন অব লেবর গঠন করিয়াছে। আজ ভারতবাসীর সামনে তাহাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। কলিকাতায় শ্রমিক এই নির্বাচনের মধ্য দিয়া যে ঐক্য গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা আরো সুদৃঢ় করিয়া অগ্রসর হউক, দেশের মুক্তি অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইবে।

পার্টির জন্য মজুরদের সব কিছু

সভার শেষে প্রত্যেকটী শ্রমিক এক আনা করিয়া কমিউনিস্ট পার্টি ফাণ্ডে চাঁদা দিয়া যায়। একজন রিক্সাওয়ালা পার্টির এই আবেদনে আত্মহারা হইয়া এক আনা চাঁদা দিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে বাড়ী ফিরিবার সময় সভাপতির নিকট আসিয়া সে বলে, আমার তো আজ খাইবার কিছু নাই! সভাপতি মহাশয় তাহাকে আট আনা দিয়া বলেন, মজুর জমায়েত, মজুর সংগঠন তোমায় খাওয়াইবে। সভার বক্তৃতা, গান প্রভৃতি এতই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে সাধারণ শ্রোতারা সকলেই চার ঘণ্টা ধরিয়া অতি সহজেই নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে পারিয়াছিল। শ্রমিকদের ঐক্য ও স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবস্পৃহা সমগ্র সভাস্থলকে গৌরবমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল।

৪৭নং মধু রায় লেন, কলিকাতা, পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও ২৩৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জ্জির দ্বারা প্রকাশিত। JANAY

আসামের বিপদ—ভারতের বিপদ

গত ১০ই এপ্রিল আসাম প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী এবং কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির লীডার শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন:

'আসাম প্রদেশ আজ গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন। জাপানী সৈন্যবাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতের মাটিতে হানা দিয়াছে। আজ আমাদের এক হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। আত্মরক্ষা ও আত্মনির্ভরতার কাজে আসামবাসীকে আজ সম্মিলিত হইতে হইবে। ইহাই আজ একমাত্র পথ। দেশবাসীর কাছে আমার আবেদন, আতঙ্কগ্রস্ত না হইয়া অবিচলিত সাহসের সহিত এই গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে। সরকার আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে—কিন্তু আজ এই বিপদের দিনে আমরা যেন তাহাতে আপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত অথবা সে সম্বন্ধে উদাসীন না হই। আমরা প্রত্যেকে সম্মিলিত নিরাপত্তার কাজে যেন ঐক্যবদ্ধ হই। প্রত্যেকটি গ্রামকে অনুরূপ আদর্শে সংগঠিত করিতে হইবে: যতদিন পর্য্যন্ত না বিপদ উত্তীর্ণ হয় ততদিন পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি গ্রামের অধিবাসীদের এই কাজে যোগাতা দেখাইতে হইবে।

এই সঙ্গে আমি ভারতের সর্ব্ব সকল দলের নেতাদের কাছে আবেদন জানাইতেছি—আসামের বর্ত্তমান অবস্থা এবং জনসাধারণের বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করুন। এই বিপদ যে শুধু আসামের নয়, সমগ্র ভারতের বিপদ—আমার দৃঢ় বিশ্বাস নেতারা এ বিষয়ে সচেতন।'

আসামের কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত গোপীনাথ বরদলৈ

জাপ প্রতিরোধে আসামের কৃষক

সুরমা উপত্যকা প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি মহমনসিংহের কৃষক নেতা মণীন্দ্র সিংহ সমবেত কৃষক-জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, —আমাকে সভাপতির পদে বসানোর অর্থ বাংলা দেশকে কাঁসাইবার দরুন, জাপানী আক্রমণকে প্রতিহত করার সংকল্প আপনারা সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন।

২৮শে ও ২৯শে মার্চ কৃষকদের সম্মেলন হইয়াছে। দশ হাজার হিন্দু মুসলমান কৃষক ইহাতে যোগ দান করে। প্রদেশের সমস্ত কেন্দ্র হইতেই কৃষক প্রতিনিধিরা সম্মেলনে আসেন। উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্ত হইতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই অন্তর জাপ দস্যুর আসাম আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবোধ স্পৃহায় ভরপুর।

অন্ধ ও উদ্ধত আমলাতন্ত্রের এখনো চেতনা হয় নাই। সরকার কাছড়ের মণিপুরী প্রতিনিধিদের গ্রেপ্তার করিয়া সম্মেলনে যোগদানে বাধা দেয়। অথচ এই সব মণিপুরী কৃষক যুবকই আসামের পূর্ব্ব সীমান্তে জাপ বিরোধী শক্তিকে সংহত করিয়া তুলিতেছেন। এই সমস্ত যুবককে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করিলে জাপ সেনাদের মণিপুর আক্রমণ কে ঠেকাইবে? একদিকে জাপানের ফ্যাশিস্ট সেনাবাহিনীর মণিপুর আক্রমণ, অপরদিকে অন্ধ গবর্ণমেন্টের জাপ বিরোধী দেশপ্রেমিকদের গ্রেপ্তার করার নীতি। ভারতের শত্রু ব্যূহের এই দুই বাহু যেন করিয়া কৃষক জনসাধারণ দেশরক্ষার পতাকা বহন করিতে ছাড়ে নাই। সুরবার কৃষক সম্মেলনে অসংখ্য হিন্দু মুসলমান কৃষক, নারী ও কিশোরের জাপ-প্রতিরোধের দৃঢ় সংকল্প তাহারই প্রমাণ।

শুধু সম্মেলনের প্রস্তাব ও বক্তৃতার ভিতর দিয়াই নহে, ছবি প্রদর্শনীর সাহায্যেও সমবেত হাজার হাজার কৃষক স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিল—খাদ্যসংকট ও রাজনৈতিক অচল অবস্থা কি ভাবে জাপ-আক্রমণের সাহায্য করিতেছে, জাপানী দস্যুর হামলা রুখিবার জন্য জাতীয় ঐক্য ও খাদ্য-মহাসমরীর সংকট সমাধানের গুরুত্ব কত বেশী, এবং মাতৃভূমি রক্ষার এই বিরাট কর্ত্তব্যে কৃষক ও শ্রমিকদের উৎসাহ ও প্রেরণা কেমন করিয়া হতাশাচ্ছন্ন কংগ্রেসকর্মীকে কাজের মধ্যে টানিতেছে।

সুরমা উপত্যকায় এই কৃষক সম্মেলন সারা প্রদেশে জনসাধারণের মধ্যে দেশ আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্য ও প্রতিরোধের আন্দোলন চালাইবার প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি করে।

জাপবাহিনীকে প্রতিহত করো

—মণিপুরীদের নেতা ইরাবৎ সিং-এর আহ্বান—

আমি শুনিতে পাইলাম স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিরা নাকি প্রচার করিতেছে যে, আমি জাপানী ফ্যাসিস্টদের মণিপুর আক্রমণ সমর্থন করিতেছি। আমি এ খবর শুনিয়া

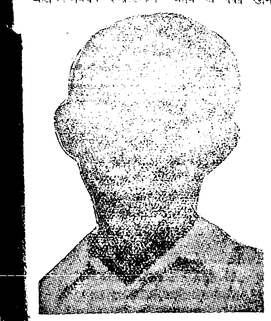

মণিপুরের নেতা ইরাবৎ সিং

অবাক হইয়া গিয়াছি। একটু তলাইয়া দেখিলে ইহা [illegible] জাপ অনুচর পঞ্চম বাহিনীর কারসাজী তাহা [illegible]তে কষ্ট হয় না। তাহারা জানে যে দেশসেবক [illegible]য়া মণিপুরী ভাইরা আমাকে ভালবাসেন ও বিশ্বাস [illegible]ন। কাজেই আমার নাম করিয়া মণিপুরী [illegible]দের মনে জাপ নীতি জন্মানোর অপচেষ্টা তাহারা করিতেছে। জেল হইতে বাহির হওয়ার পর আমার মণিপুর প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাই মণিপুরের অধিবাসীদের কাছে নিজের বক্তব্য জানানোর সুযোগ আমার নাই। এই মিথ্যেকথার ফলে পঞ্চমবাহিনীই লাভবান হইয়াছে, তাহারা ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতেছে।

আমি জেলে থাকা কালীনই যুদ্ধ সম্পর্কে আমার মতামত পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলাম। পূর্ব্ব দত্ত ভোটের পর আমি আবার বিবৃতি মারফত আবার মতামত ব্যক্ত করিয়াছি, সংসত্ত্বেও আমার উপর মণিপুর প্রবেশ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়।

বর্ত্তমানে আমার নাম যখন মিথ্যা গুজব ছড়াইতেছে তখন আমি দেশবাসীকে আবার আমার মতামত স্পষ্ট ভাষায় জানানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি।

জাপানী ফ্যাসিষ্টরা নূতন পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ করার মতলবেই এ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, যদিও তাহাদের এ প্রচেষ্টা পরিণামে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে বাধ্য। আমি ইহা এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিতে পারি না যে, বর্ব্বর জাপ দস্যুদের বোমার আঘাতে আমার সহস্র সহস্র দেশবাসী মণিপুরী নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, তাহাদের প্রাণ হারাইয়াছে।

জেল হইতে মুক্তি পাওয়ার পর হইতে আমি সিলেট ও কাছাড়ের মণিপুরী ভাইদের মধ্যে ও সাধারণভাবে কৃষক ভাইদের মধ্যে কাজ করিয়া আসিতেছি। আমি কাছাড় বিভাগীয় কিষাণ সভার সাধারণ সম্পাদক। সকলেই জানেন যে, কিষাণ সভা দেশরক্ষার ব্রত লইয়া দেশব্যাপী ফসল বাড়ানোর আন্দোলন চালাইয়া

[শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায় দেখুন]

জনযুদ্ধ
কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র
২য় বর্ষ] বুধবার, ১৯শে এপ্রিল ১৯৪৪, ৫ই বৈশাখ ১৩৫০ [১৯শ সংখ্যা

জাপ আক্রমণ প্রতিরোধ করো

যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসীদের প্রস্তাব

'জাপানীদের আসাম আক্রমণে এই সভা উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে। দুর্ভিক্ষ-কবলিত অসমীয়াদের প্রতি সভা সমবেদনা জানাইতেছে। নূতন করিয়া জাপ আক্রমণের ফলে দেশ আবার ফ্যাসিস্ট আক্রমণের সম্মুখীন হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সভা কংগ্রেসের মনোভাব সমর্থন করিয়াও এ কথা বলা প্রয়োজন মনে করিতেছে যে অসমীয়ারা যথাশক্তি জাপ আক্রমণ প্রতিরোধ করিবে। কংগ্রেস সব সময়েই বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধতা করিয়াছে এবং সর্ব্বোপায়ে দেশ রক্ষার জন্য কৃতসংকল্প।'

সম্পাদকীয়

কংগ্রেসের ডাক

বিশ্বমানবের যে করজন নিকৃষ্ট শত্রু আছে তাহাদের মধ্যে জা

★ শত্রুকে সাহায্য করিও না ★

জাপানী চরদের চক্রান্ত ব্যর্থ কর

মণিপুরে আক্রমণ আরম্ভ করিয়া জাপানী দস্যরা দুইটি এমন প্রবল বাধার সম্মুখীন হইয়াছে যাহা সিঙ্গাপুর কিংবা বর্ম্মায় তাহারা দেখে নাই। প্রথম বাধা ব্রিটিশ, আমেরিকান্ এবং ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর পুঞ্জীভূত অগ্রশক্তি, লোকবল ও বিমানশোত; দ্বিতীয় বাধা ভারতীয় স্বদেশপ্রেমিক জননেতাদের বিরোধিতা। প্রথম বাধা উৎপাটিত করিবার জন্য তাহারা সৈন্যদল এবং অস্ত্রসম্ভার পাঠাইতেছে কিন্তু দ্বিতীয় বাধার জন্য তাহারা প্রস্তুত ছিল না, এই দ্বিতীয় বাধা দূর করিবার জন্য মিথ্যা গুজব রটনার ব্যবস্থা করিয়াছে।

মণিপুরের সীমান্তে ঢুকিয়াই তাহারা প্রথম গুজব ছড়ায় যে ইরাবত সিং জাপানীদের পক্ষে গিয়াছে। তাহারা ভাবিয়াছিল যে মণিপুরবাসী এই গুজব শুনিয়া তাহাদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে। কিন্তু মণিপুরীদের প্রতিনিধিরা গুরুদেবের উপর আস্থা না করিয়া ইরাবত সিংএর নিকট জিজ্ঞাসা করে; ইরাবত সিং এই মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন এবং মণিপুরীদের নির্দ্দেশ দিয়াছেন জাপপক্ষদের প্রতিরোধ করিতে।

পঞ্চম বাহিনী গুজব ছড়াইতেছে আক্রমণকারীরা জাপানী নয় তাহারা সুভাষবহুর স্বাধীনতা সংগ্রামের বাহিনী, তাহারা আসিতেছে ভারতবর্ষ স্বাধীন করিবার জন্য। ভারতীয় কংগ্রেস নেতারা এই চক্রান্তও ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। আক্রমণকারী বাহিনীর ভিতর ভারতীয় থাকুক আর সুভাষ বহুই থাকুন, তাহারা আসিতেছে জাপ অসুর স্বরূপ, জাপানীসাম্রাজ্য বিস্তার করিবার জন্য। মালয় এবং বর্ম্মায় তাহারা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করে নাই, জাপানের সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

জনগণের মনোবল ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য তাহারা প্রচার করিতেছে যে জাপানী সৈন্যবাহিনী অসম্ভব শক্তিশালী, ঝড়ের বেগে তাহারা দিল্লী পর্য্যন্ত উপস্থিত হইবে। ইহা নিতান্তই মিথ্যা আস্ফালন। ভারতীয় জনগণের সক্রিয় সাহায্য না পাইলে দিল্লী ত দূরের কথা, মণিপুরও তাহারা দখল করিতে পারিবে না। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী যদি দুই মাস কোহিমা, ডিমাপুর এবং ইম্ফল রক্ষা করিয়া রাখিতে পারে তাহা হইলে জাপানের সমস্ত আয়োজন শোচনীয় ভাবে পণ্ড হইবে। কারণ দুই মাসের ভিতর বর্ষা নামিবে, বর্ষার সময় পাহাড়ের জঙ্গলে টিকিয়া থাকা সম্ভব নয়, দুই মাসের ভিতর এদেশের কোন শস্যক্ষেত্র দখলে না আসিলে জাপানী সৈন্যরা রসদের অভাবে পাহাড়ে জঙ্গলে কবরস্থ হইবে।

জাপানী দালালরা জানে নেতাজিয়েটের বিজয়ী অগ্রগতির উপর ভারতীয় জনগণের অসীম শ্রদ্ধা। তাই তাহারা এতদিন প্রচার করিতেছিল যে নেতাজিয়েটের সঙ্গে জাপানের মৈত্রী রহিয়াছে, নেতাজিয়েটের দিক হইতে জাপান নিশ্চিন্ত। কিন্তু জাপানের ভারত আক্রমণের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে নেতাজিয়েট জাপানকে শাখা-লিনের সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, নেতাজিয়েট ভূমির সংলগ্ন অঞ্চলে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলভাগ হইতে জাপানীদের বিতাড়িত করিয়াছে। ভারতের বিপদ সম্পর্কে নেতাজিয়েট যে নিশ্চিন্ত নয়, নেতাজিয়েট যে জাপানের অগ্রগতি নিশ্চেষ্টভাবে লক্ষ্য করিবে না সে বিষয়ে আর আর কোন সন্দেহের কারণ নাই। হিটলারবিজয়ী নেতাজিয়েট তোজোর অভিযান জয়যুক্ত হইতে দিবে না।

পঞ্চমবাহিনী জানে যে কারাক্ষুব্ধ কংগ্রেস নেতারা মুক্ত হইলে জাপানের পরিকল্পনা একেবারে মাটি হইবে, তাই জাতীয় সপ্তাহে কোন কোন স্থানে জনসভায় ফরোয়ার্ডব্লকের কর্ম্মীরা জাতীয় নেতাদের মুক্তির দাবীর বিরোধিতা করিয়াছে, কংগ্রেসনেতাদের মুক্তির দাবী উঠাইলে ইট্টগোল করিয়া সভা পণ্ড করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা এবারকার জাতীয় সপ্তাহে ফরোয়ার্ডব্লকের এই ঘৃণ্য প্রচেষ্টা হইতে নিজেদের সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিয়াছেন, বরং বিভিন্ন জেলার বহু কংগ্রেসনেতা জাতীয় সপ্তাহে কমিউনিস্টদের সঙ্গে সমবেত ভাবে জাতীয়নেতাদের মুক্তির দাবী জানাইয়াছেন। অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রভৃতি সংবাদ পত্রের গুস্তে অচল অবস্থার অবসান এবং জাতীয় নেতাদের মুক্তির দাবী ধ্বনিত হইতেছে।

মণিপুরে জাপ-আক্রমণের যে শুরুত্ব আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জাতীয় ঐক্যের অভাব এবং রাজনৈতিক অচল অবস্থা তাহাদের একটা প্রকাণ্ড সুযোগ। এই সুযোগ সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাইতে পারিলে তাহারা ভারতের নিরাপত্তা সাংঘাতিক ভাবে বিপন্ন করিয়া তুলিতে পারে। এই অচল অবস্থা যাহাতে না ভাঙ্গে সেই জন্যই পঞ্চমবাহিনী চেষ্টা করিতেছে মিথ্যা গুজব রটাইয়া, ইট্টগোল সৃষ্টি করিয়া লোকের মনোবল ভাঙ্গিয়া দিতে। স্বদেশভক্ত জনসাধারণ শত্রুর এই ঘৃণ্য প্রচেষ্টা হইতে সতর্ক থাকুন। আমাদের মাতৃভূমিতে আমরা এক দাসত্বের স্থানে অন্য দাসত্ব টানিয়া আনিব না, বরং আমাদের মনোবল অটুট রাখিয়া আমরা কংগ্রেসের ঐক্যের সংগৈরবে বহন করিয়া চলিব। আমরাই চেষ্টা করিব কংগ্রেস এবং লীগের ঐক্যদ্বারা অচলাবস্থা অবসান ঘটাইতে যাহাতে দেশরক্ষা হয় এবং ভারত স্বাধীন হয়। শত্রুদের গুরুত্বে আমরা কান দিব না, শত্রুদের এক পদ ভূমি অগ্রসর হইতে সাহায্য করিব না। গান্ধীজীর কথা স্মরণ করুন, তিনি বলিয়াছিলেন—"জাপান যদি ভারত আক্রমণ করে কেহ তাহার সঙ্গে কোনরকম সহযোগিতা করিওনা, কোন রকম সাহায্য তাহাকে দিওনা।" শত্রুকে সাহায্য না করিয়া শত্রুর চক্রান্ত ব্যর্থ কর। এই পবিত্র স্বদেশপ্রেমের পথ।

★ কর্পোরেশনে দেশভক্ত নীতি ★

আসন্ন অল্ডারম্যান নির্ব্বাচনে যোগ্যতমদের বাছাই করো

২১শে এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডার-ম্যান নির্বাচন হইবে। সমস্ত দল ও অনেক স্বতন্ত্র কাউন্সিলার এখন নিজ নিজ প্রার্থীর জন্য তদ্বির করিতেছেন, দল কেন্দ্রের মধ্যে মনোমালিন্য চুকি ও ভাগাভাগির চেষ্টা হইতেছে। কলিকাতার সাধু ও সর্বজনমান্য দেশভক্ত নাগরিকদের অভ্যর্থনামান রূপে দাঁড় করাইবার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা নাই। কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী, মহম্মদ ইসমাইল ও শ্রীযুক্ত রাধানাথ দাস কিছু দিন আগে সমস্ত দলের কাছে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা নিজেরা কোন প্রার্থী দাঁড় করাইতেছেন না। তবে ডাঃ বিধান রায়, অধ্যাপক কিতীশ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সুরেন্দ্র মোহন দাশ, এ, আর, সিদ্দিকি, ডাঃ আর আহমদ প্রভৃতি সাত জন নাগরিকের নাম দিয়া তাঁহারা জানাইয়াছিলেন যে এই ধরণের প্রতিষ্ঠাবান, সাধু ও দেশভক্ত নাগরিকদের মধ্য হইতে পাঁচ জনকে অল্ডারম্যান নির্বাচিত করাইবার জন্য সমস্ত দলের একমত্রে চেষ্টা করা উচিত। এই প্রস্তাবে মুখে অনেকেই সায় দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইঁহাদিগকে দাঁড় করাইবার জন্য বা দাঁড়াইলে নিশ্চয়ই সমর্থন করিব এরূপ প্রতিশ্রুতি দিবার জন্য কেহই আগ্রহ দেখান নাই। ফলে এইজন প্রতিষ্ঠাবান ও সর্বজনমান্য দেশভক্ত নাগরিক খুব অল্পই অল্ডারম্যান পদের প্রার্থী হইয়াছেন। তবে প্রার্থীর সংখ্যা বড় কম নয়, ৪৯ জন দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন। এখন কলিকাতা-বাসীকে দেখিতে হইবে এই ৪৯ জনের মধ্যে ৫ জন এমন লোক আছেন কিনা যাঁহারা সাধারণ ভাবে সমস্ত নাগরিকদের কাছে সাধু, দেশভক্ত, কর্মক্ষম ও দুর্নীতি বিরোধী বলিয়া পরিচিত। এইরূপ পাঁচ জন থাকিলে তাঁহাদের ভোট দিবার জন্যই সমস্ত কাউন্সিলারকে অনুরোধ করিতে হইবে। যদি এইরূপ পাঁচ জন না পাওয়া যায় তো যে কয়জন পাওয়া যাইবে শুধু সেই কয়জনকেই ভোট দেওয়া উচিত।

কংগ্রেসভক্ত কাউন্সিলারদের বিবৃতি

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত রাধানাথ দাস, কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী ও মহম্মদ ইসমাইল নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন :—

বিভিন্ন দল হইতে ও আমাদের সম্বর্থক মহল হইতে অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে কর্পোরেশনে আমরা কোন দলের সঙ্গে যাইব ও কি কাজ করিব। আমরা পরিষ্কার জানাইতে চাই যে আমরা তিন জনেই কংগ্রেস কর্মী, সাধারণভাবে অফিসিয়াল কংগ্রেস বলিয়া কথিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসেরই আমরা অনুগামী। কংগ্রেস কর্পোরেশন নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নাই, সেই হিসাবে আমরা কংগ্রেস কাউন্সিলার নই। কিন্তু কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক বা না করুক কংগ্রেসকর্ম্মী চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসকর্ম্মীই থাকে। সেজন্য আমরা কর্পোরেশনের ভিতর একটী কংগ্রেস গ্রুপ হিসাবে চলিবার জন্য আগ্রহ চেষ্টা করিব এবং কংগ্রেসের প্রোগ্রামকেই আগাইয়া লইয়া যাইব। তাছাড়া আমাদের মধ্যে দুইজন কমিউনিস্ট, শ্রমিকদের প্রতিনিধি। কাজেই শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য দায়ী আদায়ের উপর আমরা বিশেষভাবে জোর দিব।

আমরা নিঃসন্দেহ যে উচ্চপদ এবং ক্ষমতা লাভের জন্য দলগত কলহ এবং দর কষাকষিই কর্পোরেশনের মধ্যে দুর্নীতি এবং অযোগ্যতা আনিয়াছে। এই সমস্ত কারণেই আমরা ভাবিয়া স্থির করিয়াছি যে কোন দলগত কলহের ভিতর আমরা থাকিব না, এবং উচ্চপদ বা ক্ষমতালাভের জন্য কোন দল বা গুপের সঙ্গে চুক্তি করিব না। একুত কংগ্রেসসেবীর মতই প্রত্যেকটী কাজের ভালমন্দ ফলাফল দেখিয়া বিচার করিব এবং গঠনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য ও দুর্নীতি এবং অযোগ্যতার কথা জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার জন্য প্রত্যেকটী কাউন্সিলারের সহযোগিতা প্রার্থনা করিব।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এ বিষয়ে আমরা নিশ্চয়ই জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের নির্দ্দেশ এবং কলিকাতা নগরবাসীর সমর্থন লাভ করিব।

মহিলা আন্দোলনে বিজয়ী ঐক্য

দেশদ্রোহী ভেদনীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান

ভারতবর্ষের নারী সমাজে এক নূতন জাগরণ আসিয়াছে। প্রদেশে প্রদেশে আজ অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়েরা পর্যন্ত দলে দলে মুক্তি সংগ্রামে আগাইয়া আসিতেছে। বাড়ীর চিত্তরঞ্জন, সামাজিক বাধা সমস্ত কিছু দূরে ঠেলিয়া মেয়েরা আজ দেশের সেবার সংঘবদ্ধ হইতেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ এক নূতন অধ্যায়।

পঞ্চমবাহিনী আজ আতঙ্কগ্রস্ত। তাহারা প্রাণপণে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনে ভেদ বাধাইবার চেষ্টা করিয়াছে। বাংলার জেলায় জেলায় আত্মরক্ষা সমিতির কর্মীদের নামে কুৎসা রটনা করিয়া এবং শেষ পর্যন্ত মারপিটের ভয় দেখাইয়া সম্মেলন পণ্ড করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু মেয়েদের সংগঠিত কাছে বিভেদের হীন প্রচেষ্টা পরাজিত হইয়াছে। ভারতের ইতিহাসে ইহা নূতন।

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন

গত ৭ই এপ্রিল হইতে ৯ই এপ্রিল শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের সভানেত্রীত্বে শোভাহীতে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের ১৭শ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য হইতে ২ শত প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। প্রকাশ্য অধিবেশনে ৩৫ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল।

বণিহাবিদ্যাল স্কুলের বিরাট প্রাঙ্গন ছবি ও পতাকায় সুসজ্জিত। ১৯৪২এর ৯ই আগষ্টের পরে এমন জাঁক-জমকপূর্ণ সম্মেলন বোধহইতে খুব কমই দেখা গিয়াছে।

প্রাঙ্গণের হইতে বহু প্রতিনিধি সভায় আসিয়া-ছিলেন। সকলের মধ্যে সংকট সমাধানের সংকল্প। দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলাদেশ সম্বন্ধে তাহাদের অসীম আগ্রহ। মঞ্চের উপর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বসিয়া আছেন। সংকারী নিষেধাজ্ঞার জন্য তিনি বক্তৃতা করিতে পারিবেন না, কিন্তু তাঁর উপস্থিতি সম্মেলনের প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রেরণা আনিয়াছে। শতাধিক মহিলা প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহাকে স্তূপ হাজার টাকার তোড়া উপহার দেওয়া হয়। সম্মেলনে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, হংস মেটা, লেডি থাকারসে, হোসেন আলি খাঁ (হায়দ্রাবাদ), লাবণ্যলতা চন্দ ও রেণু চক্রবর্তী (বাংলা), রামু লক্ষ্মীবাই রাজবাড়ে (গোয়ালিয়র) প্রভৃতি বিখ্যাত মহিলা নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনে বিভেদ আনিবার জন্য পঞ্চমবাহিনীর লোকজন আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে। কমিউনিস্ট কর্মীদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য প্রচার চালাইয়া তাহারা প্রতিনিধিদের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহারা নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের ঐক্য ভাঙিতে পারে নাই। বরং এই জন্যে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন শক্তিশালী হইয়াছে প্রতিনিধিদের মধ্যে আস্থা বিশ্বাস বাড়িয়া গিয়াছে।

বর্তমান সংকট নারী সমাজকে সব চেয়ে যে আঘাত করিয়াছে। মেয়েদের উপর আজ যে অত্যাচার চলিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে এবং দেশব্যাপী খাদ্য-সংকটে আশু সমাধানের জন্য দাবী জানাইয়া বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করার বিরুদ্ধে এবং শ্রীমতী নাইডুর কণ্ঠরোধের প্রতিবাদে প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিভিন্ন প্রস্তাবের উপর বাঁহারা বক্তৃতা করেন তাঁহাদের মধ্যে সৌদামিনী মেটা, হাজরা বেগম, পেরিন, রমেশচন্দ্র, মিসেস এস, বি, মুখার্জী, হান্না সেন, রেণু চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলায় বিভেদকারীরা পরাস্ত

রাজসাহীর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সংগঠন ভাঙিবার জন্য পঞ্চম বাহিনী চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। নারী কর্মীদের ইতর ভাষায় আক্রমণ করিয়া তাহারা ইত্যাহার ছড়াইয়াছে, ব্যক্তিগত কর্মীদের নামে জঘন্য কুৎসা রটাইয়াছে। কিন্তু মহিলা কর্মীদের অক্লান্ত রাজনৈতিক প্রচার ও বিলিষ্ঠ আন্দোলন বিভেদকারীদের সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছে।

৮ই ও ৯ই এপ্রিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির জেলা সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ্য সম্মেলন পণ্ড করিবার জন্য পঞ্চম বাহিনী স্থানীয় ২ শত মেয়েকে রাস্তায় আটকাইয়া মারপিটের ভয় দেখায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ৬ শত মহিলার সমাগমে শেষ পর্যন্ত হল ভরিয়া যায়। জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিতীশ চক্রবর্তী এবং জেলা লীগের সম্পাদক মৌলানা বাদার বক্স সম্মেলনকে অভিনন্দন জানান। কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্তের স্নেহিত বাণী সভায় পাঠ করা হয়। ১১ই এপ্রিল প্রদর্শনী ও সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হয়।

এই সম্মেলনে জেলার মুসলমান মেয়েদের মধ্যে বিশেষ ভাবে সাড়া পাওয়া যায়। ১১ই এপ্রিল রাত্রিতে মুসলিম মহিলা লীগের উদ্যোগে মাদ্রাসা স্কুল হলে সাড়ে তিন শত মুসলিম মেয়ের এক বিরাট জনায়েত হয়। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেত্রী কনক মুখার্জী এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সহিত মুসলিম মহিলা লীগের ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়।

গত ৬ই ও ৭ই এপ্রিল শ্রীযুক্তা উষা গুপ্তার সভানেত্রীত্বে জলপাইগুড়ি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। আর্য নাট্য-সমাজ গৃহে প্রকাশ্য সম্মেলনে ৬ শত মহিলা উপস্থিত হইয়া ছিলেন। বাধা তাঁহাদের উপর কম আসে নাই। বিরুদ্ধবাদীরা কুৎসা রটাইয়াছে। বাড়ীর চিত্তরঞ্জন ও নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা সমিতির ডাকে সভায় আসিয়াছেন। সভানেত্রীর অভিভাষণের পর অর্থের জন্য যখন আবেদন জানানো হইল, মেয়েদের মধ্যে তখন সাড়া পড়িয়া যায়।

ট্রেণ বন্ধ থাকায় চট্টগ্রাম জেলা নারী সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য মেয়ে প্রতিনিধিরা ৫০।৬০ মাইল পথ্যন্ত হাঁটিয়া আসিয়াছিলেন। সম্মেলনে আড়াই হাজার মেয়ের সমাবেশ চট্টগ্রামে এই প্রথম। সম্মেলনের মাঝামাঝি পঞ্চম বাহিনী সভামণ্ডপে ঢিল ছুঁড়িয়া গোলমাল সৃষ্টির চেষ্টা করে। অভ্যর্থনা সমিতির ভলান্টিয়ারেরা কড়া পাহারার ব্যবস্থা করিলে

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রাদেশিক সম্মেলন

তারিখ পরিবর্তন

প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্মেলন জরুরী কারণে ২৪শে হইতে ২৬শে এপ্রিল হইবে না; ৪ঠা হইতে ৬ই মে বরিশাল শহরে হইবে। প্রকাশ্য সমাবেশ—৬ই মে।

এলা রীড, সম্পাদিকা,
মঃ আঃ রঃ সঃ

তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। চট্টগ্রাম যুদ্ধ এলাকা; দেশ রক্ষার জন্য চট্টগ্রামের নারী সমাজ আজ দ্রুত সংঘবদ্ধ হইতেছে।

গত ৮ই এপ্রিল নৈহাটিতে ২৪ পরগণা জেলা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্মেলন উপলক্ষে ৭ শত মহিলার সমাবেশ হয়। বিকালে মেয়েরের যে শোভাযাত্রা বাহির হয়, তাহার পুরোভাগে ছিলেন বিখ্যাত লেখিকা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। ভাটপাড়ার বিখ্যাত রক্ষণশীল পরিবার হইতে বহু মহিলা প্রকাশ্য সম্মেলনে যোগদান করেন।

ইহা ছাড়া পাবনা, যশোহর, হাওড়া, বীরভূম, নোয়াখালী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার সাংলোর সহিত মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এজেন্টদের বিশেষ দ্রষ্টব্য

"জনযুদ্ধ"

মে দ্বিতীয় বার্ষিক সংখ্যা

আগামী ২৮শে এপ্রিল "জনযুদ্ধ" অফিস হইতে মে দিবস বার্ষিক সংখ্যা মফঃস্বলে পাঠানো হইবে।

যাহারা ১৫ কপির বেশী 'জনযুদ্ধ' নিয়া থাকেন তাঁহা-দিগকে রেলওয়ে বা স্টীমার পার্শেলে পাঠানো হইবে।

ম্যানেজার, জনযুদ্ধ।

৪ লক্ষ মণ ফসল রক্ষার বাঁধ

যশোহরের কৃষকদের দেশপ্রেমিক উদ্যম

কৃষ্ণবিলোচ রায়

[কলিকাতা হইতে ১০৪ মাইল দূরে যশোহর সহরের ২৯ মাইল দক্ষিণে কেশবপুর থানার আড়ুয়া প্রভৃতি ২০।২৫ খানা গ্রামের কৃষকেরা ১৩০ হাত চওড়া খালের উপর একটি বড় বাঁধ ও ৩০টি ছোট খালের উপর বাঁধ এবং ৪৫ মাইল ছোট্টা বন্ধী করে ৯ বর্ষ মাইল স্থানে অর্থাৎ ২০০০০ বিঘা জমিতে ৪ লক্ষ মণ ফসল উৎপন্ন করবে এবং তার মধ্য দিয়ে ফসল বাড়ানো, গ্রাম পুনর্গঠন ও দেশরক্ষা ক'রবে—এই সংকল্প নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছে এবং এই কাজের এক চতুর্থাংশ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হ'য়ে গেছে। তারই বিবরণ নীচে দেওয়া হ'লো। ফটো তুলেছেন 'জনযুদ্ধ'র স্টাফ-ফটোগ্রাফার অতনু দাস।]

আগষ্ট খবর পেয়েছিলাম আড়ুয়ার খালে কৃষকেরা বাঁধ বন্ধী আরম্ভ করেছে। ব্রিগেডে দেখেছিলাম, এই বিরাট কাজ সফল হ'লে দশ হাজার বিঘা জমিতে ধান হবে। কিন্তু ব্যাপারটা যে কত বৃহৎ এবং ওখানকার প্রতিটি মানুষের সমস্ত আশা ভরসার কত বড় কেন্দ্র, গত ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বাঁধের কাছে গিয়ে তা প্রথম বুঝলাম। বাঁধের কাজ সকালেই আরম্ভ হয়; বেলা বারটার সময়ে কেশবপুরের

কমরেড গঙ্গাধরের সাথে সাইকেলে পৌঁছলাম। প্রথমেকার কেলে বুড়ো সকলের সরা মেয়ে এই বাঁধ দেবার জন্য এসে গিয়েছে। কেবলমাত্র কৃষকেরা নয়, মেয়েরা, ছেলেরা, বুড়ো সকলের মধ্যে কাজ। আড়ুয়ার খাল বাঁধতে হবে, দেশরক্ষা করতে হবে, তুমক সমিতির কি প্রশ্ন।" যখন বাঁধের ধারে পৌঁছলাম, দূর থেকে লক্ষ্য করলাম তাদের অগ্রগতি। কাছে গেলে একজন আমাকে চিনতে পারলো। সে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বললো "তুমি তো আমাদের চেন। দেখ আমাদের কি কাজ হ'য়েছে"—এই ব'লে লোকটি হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেললো। সে ছিল খুব অবস্থাপন্ন লোক কিন্তু দশ বছর লোকজনের সঙ্গ অভাবের ফলে সে আজ একেবারে নিঃস্ব হ'য়ে গেছে।

কর্মব্যস্ত ১৫টি স্কোয়াড

বাঁধের ধারে ৪০০।৫০০ লোক রেজাদার। বাঁধে ২০০ শত লোক কাজ করছে, বাকী কতক লোক বেঙ্গেদের ও ঘাসজল নিচ্ছিল। বাঁধের উপরে লাল পতাকা উড়ছে। কর্মীদের ১৫টা স্কোয়াডে ভাগ হ'য়ে কাজ ক'রছে। একজন বাঁধ থেকে খানিকটা দূরে একটা জমি থেকে মাটী কাটছে, আর একজন সেই মাটীর ভারটা মাথায় ক'রে এনে বাঁধের উপর ফেলছে। বাঁধের ঠিক লাগা জমি থেকে কিছু মাটী কাটা হ'য়েছে বটে, কিন্তু এখন আর তার থেকে মাটী নেওয়া হ'চ্ছে না। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, লাগা জমি থেকে মাটী কাটতে হবে চক্রপেনেলের দিনে অর্থাৎ বাঁধ যেদিন শেষ করতে হবে সেই দিন। ঠিক এই রকম দুই দল অপর পারে কাজ করছে। অপর দুই দল নদী বেয়ে আর এক জমিতে গিয়ে সেখান থেকে মাটী কেটে নৌকায় ক'রে এনে বাঁধের উপর ফেলছে। দুটো দল দূরে তেড়েকে কাজ ক'রছে, আর বাকী দু'দলো বন, গাছ, গাঁত দূর থেকে কেটে নৌকা বোঝাই ক'রে এনে বাঁধের দুধারে দিচ্ছে। যারা কাজ করছে তাদের শৃঙ্খলা সত্যই অপূর্ব্ব। কেবার অন্তরুন নেতা এবং খাল বাঁধ আন্দোলনের অধিনায়ক কমরেড অবীর ঘোষ নির্দ্দেশ দিচ্ছেন; বিভিন্ন স্কোয়াড নির্দ্দেশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠিক ঘড়ির কাঁটার মত কাজ করে যাচ্ছে। চৈত্র মাসের রৌদ্র খাঁ খাঁ করছে। পিপাসার তালু শুকিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এক এক পরত বন ও মাটী বাঁধে পড়ছে আর তাদের ক্লান্তি টুটে গিয়ে হাসিতে ও আনন্দে তারা উপচে পড়ছে। খালের দক্ষিণ ধারে ৩৯ হাত বাঁধ হ'য়েছে আর উত্তর ধারে ২৫ হাত। মোট ১৩০ হাত জমের পূর্ব সীমার অর্দ্ধেক কাজ হ'য়েছে বটে, তবুও মোট কাজের ৪ ভাগের একভাগ মাত্র হ'য়েছে।

আড়ুয়া গ্রামে ১৪০০ লোকের বাস, তার মধ্যে প্রায় ১৩০০ লোকই দুঃস্থ। যারা আজো গ্রামে আছে ও বেঁচে আছে তাদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন রোগে ও অনাহারে অকর্ম্মণ্য হ'য়ে গিয়েছে। গ্রামে ১০০ জন কাজ করবার উপযুক্ত লোক আছে। কানাই ভাণ্ডা গ্রামে আজও ৪৫ ঘর লোক আছে কিন্তু তার মধ্যে ৪০ জন লোকও কাজের মত তাগ্য শক্ত। শানতলা গ্রামে ৬৪টি পরিবার আছে তার মধ্যে ৪৫ জন কাজ করার উপযুক্ত লোক আছে। অসংখ্য লোক পেটের দায়ে ভিটে বেচে ফেলতে বাধ্য হ'য়েছে। লাঙ্গল গরু বীজধান শতকরা দশ জনের ঘরেও নেই। ওখানে বেড়েপা ঘর জেলে আছে। দুঃখের আগে পর্যন্ত এদের প্রত্যেকের ঘরে বড় জাল এক একখানা ও ছোট জাল ৪।৫ খানা ক'রে ছিল। আজ সারা পাড়ায় ১ খানা মাত্র ছেট্টা বড় জাল আর ২৫।৩০ খানা ছোট জাল আছে। জিজ্ঞাসা করায় মুখক্ষু পাঁড়ে বললো "পড়াই লাগার পর থেকেই সুতার দাম হ হ ক'রে বেড়ে গেল। তারপর এবার মরশুমে চালের দাম ও এত বেড়ে গেল। তখন আর বাঁচাতে পারলাম না, আমাদের সব গেল—জাল জমি ভিটে কিছু নেই।"

বাঁধ আমরা শেষ ক'রবই

ক্যাম্পে অর্থাৎ কিরণ গোলদারের বাড়ীতে পৌঁছলাম। সেখানে নেতৃস্থানীয় কয়েকজন কর্ম্মীর সাথে আলোচনা হ'লো। হলেশবর গোলদার বললাম "বাঁধ আমাদের হবেই। তবে দুঃখ এই যে, জমি যাদের খুব কম, যারা না খেয়ে দিনের পর দিন কষ্টায়—তারা প্রতিদিন বাঁধে কাজ করছে কিন্তু মাতব্বররা—যাদের জমি ও সখল অনেক বেশী—তারা সকলে তেমন আন্তরিকভাবে কাজ করছে না। সকলে মিলে তেড়ী করেছি। সেই তেড়ীর শেষের দিকে তাদেরও জমি আছে আমারও ১৯ বিঘা জমি আছে। তারা আজ নিজের জমিতে ফসল করার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছি বাঁধ শেষ না ক'রে আমার জমিতে লাঙ্গল দেব না।" মোকসেদ বললো, "বাঁধ্যবেরা, আজই অবশ্য আমার জমিতে লাঙ্গল দিয়ে এসেছি, কিন্তু আজ হলক করছি, বাঁধের কাজ শেষ না ক'রে জমিতে হাত দেব না।" কিরণ গোলদারের জাতিগো বংশধর কেশার গঙ্গধানি (বিশর গাজী) আমার দারোগা! তাই তার অবস্থা একটু ভাল। কিরণ গোলদার ব'ললো "আমি যা ক'রবার সবই ক'রছি আর বাঁধের জন্য ১০০৲ টাকা দেব। সবাই কাজ ক'রছে না—এই দুঃখ; তবে বাঁধ আমরা শেষ ক'রবই।" গোলদার বাড়ীর ছেলেরা বাঁধে কাজ ক'রছে, মেয়েরা কর্ম্মীদের রেঁধে খাওয়াচ্ছে। নিজেদের ঘরের খোরাকের একমাস পথ এই জমি চাষ না ক'রে এরা নীরবে যে অমূল্য ত্যাগের পরিচয় দিচ্ছে তার তুলনা কোথায় পাই। মনে প'ড়ে গেল নেতাজিয়েটের বীর কৃষকদের কথা। এই সময় ব'ললো, দেশ বাঁচাতে গিয়ে যদি উচ্ছন্নে যেতে হয় যাব—তখন বুঝবাম, আর আমাদের ভয় নেই; সর্ব্বস্বগত, দুঃ প্রতিজ্ঞা ও সর্ব্বস্বাগের নেশা যখন কৃষক ভাইদের মধ্যে

এমনভাবে দেখা দিয়েছে তখন আমাদের মুক্তি আর কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তাদের জয় সকলের জয় হবে—তেলেদের জাল জমি ভিটে ফিরবে, গৃহ-হারাদের বাড়ী হবে, অনাহার ক্লিষ্টের খোরাক জুটবে।

সন্ধ্যার পর কাটাখালির হাটে মাতব্ব

দেশ আজ আক্রান্ত

ফ্যাশিষ্টবিরোধী নেতারা এখনও জেলে

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন—চক্রশক্তি যদি ভারতে আসে, তারা আসিবে মুক্তিদাতা হিসাবে নয়, তারা আসিবে অধিকৃত ভারতে ভাগ বসাইতে।·····(২১-৬-৪২)

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলিয়াছেন—সম্পূর্ণরূপে দাস মনোভাব নিয়া হইলে কেহ কল্পনা করিতে পারে না যে জাপান আমাদের স্বাধীনতা দিবে।····· বৃটেনের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া আছে বলিয়া যে আমরা জাপানকে বা অন্য কোন আক্রমণকারীকে ডাকিয়া আনিতে যাইব তাহা কখনই হইতে পারে না। (২৯-৪-৪২)

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলিয়াছেন—সুভাষ বাবুর পথকে যে আমি গ্রহণ করিতে পারি না, শুধু তাই নয়, যদি সুভাষবাবুর পরিকল্পনা কাজে পরিণত হয়, তবে আমি তার বিরুদ্ধতাই করিব। কারণ বাহির হইতে যে শক্তিই আসুক না কেন, সেই শক্তিই জাপানের পুতুল হিসাবে আসিবে।·····(১২-৪-৪২)

আবদুল গফুর খাঁ বলিয়াছেন—·····আমাদের স্বাধীনতার জন্য তোজোর দরদের প্রয়োজন নাই। (২৪-৬-৪২)

অথচ এমাবধি কোম্পানী কংগ্রেস নেতাদের সম্পর্কে বলিয়া থাকে তাঁহারা ফ্যাসিস্ট বিরোধী নয়। তাঁহাদের মুক্তি দিলে দেশের নিরাপত্তার ব্যাঘাত ঘটিবে।

২৪ বৎসর আগে জালিয়ানওয়ালাবাগে যে হত্যাকাণ্ড হয় তাহাইই স্মৃতি লইয়া এ বৎসরও ভারতবর্ষে জাতীয় সপ্তাহ পালন করা হইয়াছে। এই জালিয়ানওয়ালাবাগ সেদিন আসন্নমুক্ত হিমাচল ভারতে এক নব জাগরণ আনিয়াছিল, হিন্দু মুসলমান ঐক্যের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া স্বাধীনতা আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল।

কিন্তু এবার দেখাগেল যখন জাতীয় সপ্তাহ পালন করিল, তখন একদিকে কংগ্রেস বে-আইনী, নেতারা বন্দী, সমগ্র দেশ সংকটের মধ্যে। অন্য দিকে জাপানী ফ্যাসিস্টরা আমাদের দেশের মধ্যে ঢুকিয়া আমাদেরই ভাই বোনদের রক্তে দেশের মাটি লাল করিতেছে।

তাই দেশের, জাতির এই চরম দুর্দ্দিনে সমগ্র দেশের নরনারী জাতীয় সপ্তাহে আওয়াজ তুলিয়াছে : আমরা আমাদের জাতীয় নেতা ও কর্ম্মীদের মুক্তির চাই জাতীয় প্রতিরোধের জন্য, জাতীয় আধীনতার জন্য জাতীয় ঐক্য গড়িয়া তুলিতে চাই।

জাতীয় সপ্তাহে সর্ব্বত্র বন্দী মুক্তির দাবী

জন সভায় নেতাদের মুক্তি দাবী

ব্যালিতে জাতীয় সপ্তাহ অনুষ্ঠানে বালি স্কুল ময়দানে ছাত্রফেডারেশনের উদ্যোগে একটি বৃহৎ জন সভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। সভায় জনগণ এক বাক্যে জাতীয় নেতাদের মুক্তি দাবী জানাইছেন।

শ্রীনিরঞ্জন মহকুমার পিয়ারা গঙ্কর্ণপুরের ফুটবল মাঠে গত ১১ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষে এক জন সমাবেশ হয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য সমগ্র দেশপ্রেমিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া সমস্ত জনতা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।

জাতীয় সপ্তাহে গত ৮ই এপ্রিল শ্রীরঙ্গভূমের মন্নারপুর বাজারে ও ১১ই এপ্রিল রামপুর হাট সহরে ২টি জনসভা হইয়া গিয়াছে। সভায় মহাজন, ছোট ব্যবসায়ী, মজুর ও ছাত্রেরা যোগ দিয়াছিল। উভয় সভাতেই জনগণ জাতীয় নেতা ও কর্ম্মীদের মুক্তি দাবী করিয়া প্রস্তাব নিয়াছে।

অদলীয় নেতৃবৃন্দের দাবী
জাতীয় নেতাদের মুক্তি চাই

গত ৯ই ও ৮ই এপ্রিল লক্ষ্ণৌতে ভারত তেজ বাহাদুর সাপ্রুর সভাপতিত্বে অদলীয় নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। সেই বৈঠকে অবিলম্বে জাতীয় নেতাদের মুক্তি দাবী করা হয়।

বাংলার নারী সমাজ
জাতীয় নেতাদের মুক্তি চায়

বাংলার নারী সমাজের চরম শত্রু জাপানী দস্যু যখন মুহুর্ত্তে মণিপুরের দরজায় হানা দিতেছে তখন কারারুদ্ধ জাতীয় নেতাদের মুক্তির আন্দোলনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি জোর করিয়া আগাইয়া আসিল। গত দুই সপ্তাহে বাংলার ২৬টী জেলার আত্মরক্ষা সমিতির দ্বিতীয় বাৎসরিক সম্মেলন হয়। এইসব সম্মেলনে ১০০০ পর্য্যন্ত মহিলা সমাবেশ হয়। প্রত্যেক সম্মেলনেই নিম্নলিখিত মর্ম্মে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় :—

৯ই আগষ্ট যে জাতীয় সঙ্কট সুরু হইয়াছিল তাহার সমাধান আজও হয় নাই, তাহার উপর দেখা দিয়াছে নিরাশ্রয় হাহাকার—মৃত্যু ও মহামারীর বিভীষিকা। শতাব্দীর গঙ্গা আমাদের সভ্যতার বনিয়াদ আজ ধ্বনিয়া পড়িয়াছে, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মর্ম্মস্থল, ভারতের অন্যতম শক্ত ভাণ্ডার বাংলাদেশ আজ ধ্বংসের কবলে, সামাজিক জীবনের ভাঙ্গনে দেশবাসীকে শক্তিত করিয়া তুলিয়াছে।

এদিকে জাপানী শত্রু মণিপুরের ও চট্টগ্রামের সীমান্তে মুহুর্মুহু হানা দিতেছে। এই সঙ্কটময় অবস্থায় জাতীয় নেতাদের মুক্তির প্রয়োজন সব চাইতে বেশী। মৃত জাতীয় নেতাদের স্মরণে আজ দেশের বৃহত্তম গণপ্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও লীগের মিলনের ভিত্তিতে জাতীয় সরকারই একমাত্র দেশরক্ষা করিতে পারে। তাই এই সম্মেলন অবিলম্বে জাতীয় নেতাদের মুক্তির দাবী জানাইতেছে।

মুক্তির দাবীতে মুখরিত কলিকাতা মহানগরী

৬ই এপ্রিল সারা কলিকাতার বন্দীমুক্তি দিবস প্রতিপালিত হয়। জনরক্ষা সমিতি, শ্রমিক ইউনিয়ন, ছাত্র ফেডারেশন এবং কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীরা জাতীয় পতাকা বিক্রয় করে। অপরাহ্নে উত্তর কলিকাতা, মধ্য কলিকাতা এবং খিদিরপুরে জনসভা হয়।

উত্তর কলিকাতা বলরাম বসু ষ্ট্রীটে এক জনসভায় প্রবীণ জননেতা ডাঃ ভূপেন দত্ত সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেসপেন কাউন্সিলার শ্রীযুত ভূপেন বসু, বিশিষ্ট লেখক কমরেড গোপাল হালদার সভায় বক্তৃতা করেন।

মধ্য কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড ইসমাইলের সভাপতিত্বে বন্দী মুক্তি দিবস উপলক্ষে এক জনসভা হয়।

১৫ হাজার কৃষকের দাবী

গত ২৭শে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা জেলার চালাকর বাজারে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে একটি বিরাট জন সমাবেশ হয়। সভায় রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য কংগ্রেস নেতাদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করা হয়। সভায় উপস্থিত ১৫০০০ কৃষকের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনই মুসলমান কৃষক।

বাংলার কৃষক সভার দাবী

গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ীতে ৩০ হাজার কৃষকের যে প্রাদেশিক সম্মেলন হইয়া গেল, সেই সম্মেলনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া উপস্থিত সকলে দাবী জানাইয়াছে—জাতীয় নেতাদের মুক্তি চাই।

কংগ্রেস বিরোধীদের এত সাহস ?

কৃষ্ণনগর, ১৪-৪-৪৪

কৃষ্ণনগরে জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস পালন উপলক্ষে টাউন হল মাঠে একটী বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ছাত্র ফেডারেশনের কর্ম্মীরা ইহার আয়োজন করেন। নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুত ছিজেন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও সমস্ত ফ্যাশিস্ট বিরোধী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি ও বাংলায় সম্মিলিত মন্ত্রিসভা গঠনের দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাপতি তাহার বক্তৃতায় বলেন, "কংগ্রেস জাপানী আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্যই জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের দাবী করিয়াছে।" মণিপুর সীমান্তের আক্রমণ উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, "আসামের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত গোপীনাথ বড়দলুই আসামের জনসাধারণকে আত্মরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে যে আহ্বান জানাইয়াছেন সেই আহ্বানে বাংলার জনগণকেও সক্রিয়ভাবে সাড়া দিতে হইবে। জাতীয় একতার ভিত্তিতেই এই আত্মরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সম্ভব।" কয়েকজন ফরোয়ার্ড ব্লক ও ঠাকুর পন্থী জাতীয় নেতাদের মুক্তিতে আপত্তি জানাইয়া সভায় গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে।

দিনাজপুরে, অক্ষরামপুরে, কাওড়া প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে প্রভাতফেরী, জনসভা ও শোভাযাত্রা করিয়া জাতীয় সপ্তাহের বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

বিদেশের জনমত — জাতীয় নেতাদের মুক্তি চায়

ভারতের জাতীয় নেতাদের মুক্তির দাবী যে শুধু ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ আছে তাহা নহে। এই মুক্তির দাবিতে সম্মিলিত জাতির জনগণ আগাইয়া আসিয়াছে। এই আন্দোলন বহুদিন আগে হইতেই সুরু হইয়াছে। 'জনযুদ্ধেও' অনেকবার বিদেশের জনমতের এই সুস্পষ্ট দাবী প্রকাশ করা হইয়াছে। যেদিন দিন যাইতেছে, ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লড়াইয়ের চরম পর্য্যায় যতই আগাইয়া আসিতেছে, ততই জাতীয় নেতাদের মুক্তি দিয়া ভারতের অচল অবস্থা সমাধানের জন্য বৃটেন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের জন সাধারণ উদগ্রীব হইয়া উঠিতেছে।

আমেরিকা

কিছুদিন আগে আমেরিকার বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'নেশন' পত্রিকা মন্তব্য করে যে কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করা বৃটিশের নারাত্মক ভুল হইয়াছে।

আমেরিকার জাতীয় জীবনের বহু খ্যাতনামা লোক এক আবেদন জানান, ····· যে সব ভারতীয় নেতা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া ফ্যাশিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে পারিতেন তাঁহাদিগকে আজ জেলে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে·····।

গত ২০ শে ফেব্রুয়ারী আমেরিকায় ইণ্ডিয়া লীগ লণ্ডওয়াতেলের কাছে গান্ধীজী প্রভৃতি নেতাদের মুক্তি দাবী করিয়া এক তার পাঠাইয়াছে।

বৃটেন

কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবী লইয়া বিলাতে তুমুল আন্দোলন হইতেছে। সর্ব্বপ্রথমে বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টি ও ইণ্ডিয়া লীগ এই আন্দোলন আরম্ভ করে। জাতীয় নেতাদের মুক্তির দাবীতে বিলাতের বহু স্থানে সভা ও জনমিলাবেশ হইয়া গিয়াছে বা হইতেছে। দুনিয়া জোড়া ফ্যাসিষ্ট বিরোধী যুদ্ধে ভারত ও অন্যান্য দেশের জনগণ পাশাপাশি লড়াই করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে চায়, অথচ ভারত সরকার কংগ্রেস নেতাদের কারাগারে রাখিয়া এই মনোভাবকে দাবাইয়া রাখিতেছে,—পৃথিবীর প্রগতিশীল জনগণ আজ এ সত্য উপলব্ধি করিয়াছে, তাই আজ সবাই একসঙ্গে দাবী উঠাইয়াছে——জাতীয় নেতাদের মুক্তি চাই।

গত ১০ই এপ্রিল ব্রিটিশ কমনওয়েলথ পার্টির সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতিকে মুক্তি দিয়া বৃটিশ সরকারকে সদিচ্ছা প্রকাশ করিতে অনুরোধ জানান হয়। ৮ই এপ্রিল ইণ্ডিপেনডেণ্ট লেবার পার্টির সম্মেলনে গান্ধীজী, পণ্ডিত জহরলাল প্রভৃতি কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দাবী জানান হয়।

জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশকে সংঘবদ্ধ করিতে জাতীয় নেতাদের মুক্তি একান্ত দরকার, ৯ই এপ্রিল লণ্ডনের ইষ্ট এণ্ড-এর এক জনসভায় এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

১৯৪৪ সালের [illegible] সপ্তাহে

সারা বাংলায় স্বা[illegible]র নবচেতনা

দেশরক্ষা করিতে হইবে—[illegible]তাদের মুক্তি চাই

বাংলার জেলায় জেলায় কমিউনিষ্ট পার্টি [illegible] গ্রামে এবার জাতীয় সপ্তাহের প্রতিটি দিন উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ছাত্র ফেডারেশন সহ[illegible]করিয়া জাতীয় সপ্তাহ পালন করিয়াছে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিও এ কাজে পিছাইয়া [illegible] ও কৃষকরা সবত্র দলে দলে সভা ও শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছে।

জাপানী দস্যু যখন আসামের মাটী [illegible] তখন এবারের জাতীয় সপ্তাহে বাংলার জনসাধারণ দেশরক্ষার নূতন প্রেরণায় উদ্[illegible] দিনের সভায় বক্তৃতা ও প্রচারের আসল কথা ছিল জাপানদাকে ভারতের পূণ্যভূ[illegible] করিতে হইবে, জাতীয় নেতাদের মুক্তি চাই, দেশরক্ষার জন্য সব দল এক হও। [illegible] সপ্তাহটী 'জাতীয় প্রতিরোধ সপ্তাহ' হিসাবে পালিত হইয়াছে। ছাত্র, মহিলা, শ্রমি[illegible] এক বাক্যে প্রত্যেকটী সভায় সরকার নইয়াছে—দেশকে রক্ষা আমরা করিবই। ক[illegible]তাদের বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্য আমরা ভাঙিবই। আমাদের দেশ বর্ব্বর ফ্যাশিস্টদের ক[illegible]। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠ সৈনিক হিসাবে আমরা দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রা[illegible]

জাতীয় সপ্তাহে এক ফুরুদনগর ও দুই এক[illegible]সভায় বাংলার পঞ্চম বাহিনী একটী কথাও বলিতে সাহস পায় নাই। জাতির প্র[illegible]বেত তাহাদের দেশদ্রোহিতার ষড়যন্ত্র ম্লান হইয়া গিয়াছিল। অন্যেকটী সভায় সুভাষ বসুর দে[illegible]তাকে করিলে একজন শ্রোতাকেও প্রতিবাদ করিতে দেখা যায় নাই। বাংলার জনসাধারণের [illegible]দেশকে কর্ম্মক্ষেত্রে টানিতে পারিলে আমরা যে দেশকে জাপ আক্রমণের হাত হইতে বাঁ[illegible]ার কি সন্দেহ থাকিতে পারে ?

জাতীয় সপ্তাহের দিনগুলিতে মেডিকে[illegible]সম্মিলিত মন্ত্রীত্ব, জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদ প্রভৃতি বিষয়ে জনসাধারণকে জাগাই[illegible]ডকেল রিলিফের জন্য আমাদের কর্মী অর্থসংগ্রহের সময় একটী লোকের কাছ হইতে [illegible]ই। বন্দী মুক্তির দাবীতে সমর্থন ও স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতে গিয়া আমরা কাহারও কাছ[illegible]নাই। রিলিফের সাহায্যে বহু স্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হইয়াছে, এই সমস্ত আয়োজনে[illegible]আমরা পূর্বে কখনও দেখি নাই।

এবারের জাতীয় সপ্তাহ বাংলার দিকে দি[illegible]র মধ্যে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে—জনগণ দেশসেবার কাজে পিছাইয়া নাই, নৈরাশ্য তাহাদের[illegible] পারে না। নেতাদের মুক্তি অর্জন করার ও সমস্ত দলকে মিলাইবার প্রচণ্ড শক্তি জনগ[illegible]। বাঙ্গালী তাহার সোনার বাংলাকে জাপানের পায়ের তলায় গুঁড়াইতে দিবে না। [illegible]র পবিত্র কাজের ভিতর দিয়া ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নকে জনগণ নিশ্চয়ই সফল করিয়া তুলি[illegible]

=বৃটীশ সাম্রাজ্য-বাদ ইঁহাদের জেলে রাখিয়া ভারতের জনশক্তিকে খর্ব্ব করিতে চায়।

—তা হা তে জাপ-দস্যুর উল্লাস ও বিশ্বের সর্বনাশ।

=বিশ্বের জনগণ ইঁহাদের কারামুক্ত করিয়া দু নি য়া র ফ্যাশিষ্ট বিরোধী ফ্রণ্টের শক্তি বৃদ্ধি চায়।

—তা হা তে জাপদস্যুর ধ্বংস ও ভারতের মুক্তি।

মাতৃভূমিকার

কলিকাতা ছাত্র-সম্মে[illegible] বিপুল সাড়া

এবার জাতীয় সপ্তাহে কলকাতার ছাত্রসমাজ[illegible]লেছে ছাত্রফেডারেশনের উদ্যোগে সাতটী মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্যমের সৃষ্টি হয়। গত [illegible]বন্দীমুক্তির প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিধবিদ্যালয়ের বছরের মধ্যে ছাত্রফেডারেশনের নেতৃত্বে সাধারণ ছা[illegible]ভাগগ্রহণ করেন কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত একগুচ্ছভাবে সপ্তাহব্যাপী আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে কোন-[illegible]প্ত। দিন যোগ দেননি। জাতীয় সপ্তাহের প্রধান রাজনৈতিক [illegible] ও ছাত্র যুক্ত রিলিফ কমিটির উদ্যোগে আওয়াজ ছিল "বাংলায় সম্মিলিত মন্ত্রীত্ব চাই"। এই [illegible]রেশনের কর্ম্মীরা ১০ই এপ্রিল এক টী সাংস্কৃতিক আওয়াজের উপর ভিত্তি করে বি, পি, এস, এস এ[illegible]করেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তরফ থেকে জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষে এক আনা হারে[illegible]কংগ্রেস নেতা ও বিধবিদ্যালয়ের অধ্যাপক চার হাজার মেনিফেষ্টো, ১০ হাজার ইস্তাহার ও ১[illegible]প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা দেন কারামুক্ত হাজার কুপন প্রচারের জন্য বের করা হয়। জাতী[illegible]নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী।

সপ্তাহের অধিকাংশ দিন স্কুল কলেজ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও [illegible]কার জাতীয় সপ্তাহের স্বাস্থ্যবিভাগ [illegible]ছাত্রফেডারেশনের নামে অর্থ হইলেও, কলেজের প্রায় দুইশত বৈঠক ও সভার মধ্য দিয়ে [illegible]ছাত্রফেডারেশনের ৬৯টী প্রোগ্রাম এই সপ্তাহে কলকাতার পাঁচহাজার ছাত্রের কাছে ছাত্রফেডারেশনের [illegible]ছাত্রফেডারেশনের ১০টী [illegible] সংগ্রহ করেছে। এর মধ্যে বর্ত্তমান নীতি ও কর্ম্মপন্থা প্রচার করা হয়। ৬ই এপ্রি[illegible]ছাত্র বন্দীদের পরিবারবর্গের জন্য ১৫০৲ টাকা, জাতীয় সপ্তাহের প্রথমদিনে কলকাতার সমস্ত প্রধা[illegible]

জাতীয় সপ্তাহে [illegible]দের বিধ্বংস

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে

১৩ই এপ্রিল ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটে সহস্রাধিক ছাত্রের আর একটী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসু। বক্তৃতা করেন কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী ও বিশ্বনাথ মুখার্জ্জী। সভায় অনেক সাধারণ নাগরিকও উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্ররা সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব চায়

গত ১২ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহে সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব দিবস উপলক্ষে ছাত্র ফেডারেশন কর্ত্তৃক আহূত ইনষ্টিটিউট হলে ১৫০০ ছাত্রের সভায় কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জ্জি সম্মিলিত মন্ত্রীত্বের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন। ছাত্রফেডারেশনের পক্ষ থেকে কমলাপতি রায় প্রস্তাব আনেন—কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেস ও লীগের ঐক্যকে আমরা অভিনন্দন জানাই। আমাদের দাবী—বাংলার সমস্ত দেশপ্রেমিক দলগুলিকে আজ মিলিত হয়ে সম্মিলিত মন্ত্রীসভা গড়তে হবে। আমরা গভীর ভাবে বিশ্বাস করি সম্মিলিত মন্ত্রীসভার পিছনে দুঃ কোটী বাঙালীর লাঞ্ছত সনাবশ্য বন্দীদের মুক্ত করবে, খাদ্য সমস্যার সুরাহা করবে। আর তারই জোরে আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আমাদের ক্ষমতা অধীকারের নীতি ও জাপানীদস্যুদের আমাদের দেশকে লুণ্ঠনকরার মতলব ব্যর্থ করতে পারব"।

প্রাদেশিক ছাত্রফেডারেশনের সম্পাদক অরূপশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলেন—"সকল দলের সমর্থনে গঠিত মন্ত্রীমণ্ডলী যদি আজ বাংলার হাজার হাজার দেশপ্রেমিক বন্দীদের সাহসের সাথে মুক্তি দিতে পারে তবে বাংলার চেহারা বদলে যাবে। যে একতার অস্ত্রে আমরা বাংলার অনন্ত সি, গুনেশ ঘোষ প্রভৃতিকে মুক্ত করতে পারব—তারই জোরে সমস্ত ভারতের অন্দোলনে গান্ধী জওহরলালের মুক্তিও সম্ভব হবে। সকল দলের মিলিত অভিযানে এই নূতন বিপদের মুখে নিশ্চয় আমরা বন্দীমুক্তি আন্দোলন সফল করতে পারব।"

এরপর সভার সভাপতি সাধন গুপ্ত প্রস্তাবটী ভোটে দিলে ১৫০০ ছাত্র বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে একবাক্যে হাত তুলে প্রস্তাবের পক্ষে সম্মতি জানান।

নেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির জন্য ৯০০৲ টাকা এবং ছাত্রফেডারেশনের তহবিলের জন্য ৪৯০৲ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। ছাত্রফেডারেশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত সাহিত্য বিক্রী হয়েছে দুই শত টাকার। বিজ্ঞাসাগর, হার্ডিঞ্জ প্রভৃতি হস্টেলে এমন কোন ঘর নেই যেখানে মেনিফেষ্টো ও কুপন নিয়ে ছাত্রকর্ম্মীরা আলোচনা না করেছে। কারমাইকেল ও বসবাসী কলেজের হস্টেলের ছাত্রদের মধ্যে একজনও নেই যে ছাত্রফেডারেশনের তহবিলে কিছু না দিয়েছে। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ—ছাত্রফেডারেশনের একটী নূতন ইউনিট অথচ এখানকার নূতন ছাত্রকর্ম্মীরাই ছাত্রফেডারেশন তহবিলের জন্য ২১১৲ টাকা সংগ্রহ করেছেন। তারপরই ছাত্রীদের স্কোয়াড ১০৲।

১০ই, ১২ই ও ১৩ই এপ্রিল পর পর তিনটী সাধারণ ছাত্র সমাবেশ ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে হয়। প্রত্যেকটীতেই হাজার হাজার ছাত্র উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে যোগ দিয়ে ছাত্রফেডারেশনের নীতি ও কর্ম্মপন্থার প্রতি তাদের আস্থা প্রকাশ করেছে। ছাত্রফেডারেশনের এই ক্রমবর্দ্ধমান সমাবেশ ক্ষমতার সাথে তুলনা করুন বিরোধী ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলির প্রচেষ্টা। ১১ই এপ্রিল তারা সকলে মিলে কলেজে কলেজে ধর্ম্মঘট করবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়। শেষ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনের বহু বিজ্ঞাপিত সভায় স্কুলের ছাত্র সমেত উপস্থিত হয় ১৫০ জন ছাত্র। এই সভাও আবার কয়েক মিনিটের মধ্যে বিশৃঙ্খলভাবে ভেঙে যায়। ১৩ই তারিখ পুনরায় জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস উপলক্ষে ইউনাইটেড ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশনের সভায় উপস্থিত ছিল মোট ৫০ জন।

বাংলার প্রতিটি শহর ও গ্রামের আওয়াজ

জাপ প্রতিরোধের জন-দুর্গ গড়িয়া তোল

কলিকাতায় জাতীয় সপ্তাহ

১৯ই জানুয়ারী কলিকাতার জাপ বিরোধী দিবস অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন সকালে বিভিন্ন এলাকায় কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীরা এ, আর, পি সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য এ, আর, পি কর্ম্মীদের দাবীর উপর জনসাধারণের সমর্থন সংগ্রহ করেন।

অপরাহ্নে দক্ষিণ কলিকাতা হাজরা পার্কে এক জনসভা হয়। খিদিরপুরের শ্রমিকনেতা কমরেড রামনৃসিংহ সভাপতিত্ব করেন। কলিকাতা জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক কমরেড কুমুদ বিশ্বাস, কমরেড জলি কাইল, ট্রাম শ্রমিকদের পক্ষ হইতে কমরেড ইসমাইল এবং মহিলাদের পক্ষ হইতে কমরেড হাসি গুহ বক্তৃতা করেন। কমরেড বিশ্বাস তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা কংগ্রেসের ফ্যাসিষ্ট বিরোধী মনোভাব স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করার ফলে জাপানী দালালরা কোনঠাসা হইয়াছে; তাহারা আর দেশ প্রেমিকদের বিভ্রান্ত করিতে পারিতেছে না। জাপানী দস্যু কি ভাবে চীনের উপর আজ ৭৮ বছর অত্যাচার চালাইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি সকল দলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে দেশরক্ষার আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান করেন।

সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব দিবসে জনসভা

১২ই এপ্রিল কলিকাতার সর্ব্বত্র সম্মিলিত মন্ত্রিত্ব দিবস পালন করা হয়। সকাল হইতে পাড়ায় পাড়ায় কমিউনিস্ট কর্ম্মীদের প্রচার কার্য্য চলিতে থাকে। অপরাহ্নে, বিভিন্ন এলাকায় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

হাজরা পার্কে এক জনসভায় কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটির সম্পাদক কমরেড ভবানী সেন বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, বাংলায় আজ দ্বিতীয় জালিয়ান-ওয়ালাবাগ ঘটিতেছে। কিন্তু কেবল কয়েকশত নরনারী নয় হাজার হাজার নরনারীর রক্তে দেশের মাটি লাল হইতেছে। জাপদস্যু ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। এই অবস্থায় মুসলিমলীগ মন্ত্রিসভা কেন সম্মিলিত মন্ত্রিত্বে রাজী হইতেছেন না তাহার কারণ লীগ পার্টি আশঙ্কা করে তাহাতে তাহাদের দলে ভাঙ্গন আসিবে। লীগের ঐ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। লীগ তখন আরো বেশী মুসলিম জনগণের সমর্থন পাইবে, লীগ সংগঠন হইতে প্রতিক্রিয়াপন্থীরা সড়িয়া পড়িতে পারে, কিন্তু মুসলিম জনসাধারণ আরো বেশী যোগদান করিবে। কমরেড সেন মহাসভাপন্থীদের গঠনীর বা বড়লাটের মুখের দিকে না তাকাইয়া লীগের জননেতাদের সহিত হাত মিলাইতে অনুরোধ করেন; কংগ্রেস নেতাদের সক্রিয় হইয়া জাতীয় ঐক্য গড়িতে আহ্বান করেন। কর্পোরেশন শ্রমিকদের পক্ষ হইতে কমরেড নগেন মজুমদার এবং আরো কয়েকজন শ্রমিক বক্তৃতা করেন।

উত্তর কলিকাতায় কমরেড হৃষি ব্যানার্জ্জীর সভাপতিত্বে বিডন স্কোয়ারে এক সভায় হয়। তাহাতে কমিউনিস্ট নেতা কমরেড সরোজ মুখার্জ্জী, ট্রাম শ্রমিকদের পক্ষ হইতে কমরেড মিশির বক্তৃতা করেন।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কেও এক জনসভায় সম্মিলিত মন্ত্রিসভা দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কৃষক ও শ্রমিকের দেশরক্ষার সঙ্কল্প

চব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহকুমার দুদুর বালটা গ্রামে গত ৮ই এপ্রিল দেশরক্ষার ডাকে ৫৬ শত হিন্দু মুসলমান কৃষক (অধিকাংশই মুসলমান) সমবেত হয়। সভায় কমরেড আব্দ র রেজ্জাক খাঁ ও নিত্যানন্দ চৌধুরী বলেন যে, আমাদের প্রিয় জন্মভূমিকে আজ জাপদস্যু আক্রমণ করিয়াছে। দেশরক্ষার জন্য আজ সকল দলকে একত্র হইয়া কংগ্রেসীনেতা ও ফ্যাশিষ্ট বিরোধী বন্দীদের মুক্তির জন্য জোর আন্দোলন করিতে হইবে। কৃষকদের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়িয়া যায়। কমিউনিষ্ট পার্টি প্রকাশিত "স্বাধীনতার ঝাণ্ডা" ও "জনযুদ্ধ" সমস্ত কপিই সভায় বিক্রী হইয়া যায়।

বজবজ, গৌরীপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও শত শত মজুর সভা করিয়া দেশরক্ষা ও বন্দী-মুক্তির সংকল্প গ্রহণ করে।

২৫ জন শ্রমিকের

এক একটি জাপ-বিরোধী স্লোআড

নারায়নগঞ্জ, ১৩ এপ্রিল

আমাদের মাতৃভূমি জাপানী শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত, অজ্ঞাত শ্রেণীর লোকেরা এই সময়ে নারায়ক রকম উদাসীন, কিন্তু শ্রমিকরা খুবই সজাগ। শত্রু মণিপুরের সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে এই খবর পাওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেকটি কাপড়ের কলের শ্রমিকের মনে এই চিন্তাই আগে সর্বপ্রথম "কি ভাবে জাপানকে রোখা যায়!" তাহারা সিদ্ধান্ত করে, এই বৎসর জাতীয় সপ্তাহ হইবে "জাতীয় প্রতিরোধ সপ্তাহ।" মাতৃভূমির বিপদ সম্পর্কে শুধু মাত্র সমস্ত শ্রমিকদিগকে সচেতন করিলেই তো চলিবে না, শুধু মাত্র নিজেদের দেশপ্রেমিক কর্তব্য সম্বন

দিনাজপুরের

এক কোটি মণ বাড়তি ধান কোথায় ?

বিভূতি গুহ

বাড়তি জিলা দিনাজপুর। বাংলার অন্যতম শস্য ভাণ্ডার। দিনাজপুর জিলার সমস্ত লোক খাইবার পরও ১ কোটি মন ধান বাড়তি থাকিবার কথা। হাটে বাজারে প্রচুর ধান চাল। ধানের দর ৬৲ হইতে ৬৷৹ মণ (কণ্ট্রোল দর ৮৲)। তবু শতকরা ৬০ জন আধিয়ার ও গরীব কৃষকের ধান শেষ হইয়া গেল, বাকী ৪০ জনের ধান বৈশাখের মাঝামাঝিতেই শেষ হইবে। শতকরা ৫০ জন আধিয়ার এখনই কর্জার জন্য বাহির হইয়াছে। এক মাসের ভিতর সমস্ত গরীব কৃষকের উপরই সাংঘাতিক নামিয়া আসিবে। ঘাটতি জেলাগুলির বাড়তি দর, বাড়তি-জিলা দিনাজপুরকেও গ্রাস করিবে।

তাই আজ দেখা দরকার দিনাজপুরের ১ কোটি মণ বাড়তি ধান কোথায়? আমন উঠিবার পর হইতে এই ৫ মাস ধরিয়া গ্রামের হাটে প্রধান খরিদদার চালকলের পাইকার ও ফড়িয়ারা। সরকারী এজেন্ট কিনিতেছে প্রধানতঃ এই চাল কলেরই মারফৎ। গতবারের বড় ব্যবসায়ীদের এবার আর বাজারে দেখা যায় না। ৪০টি চাল কলের মিলিত শক্তির ফাঁকে লুকাইয়াছে মজুতদার। গত বারের বড় ব্যবসায়ী মজুতদার হটিয়া গিয়াছে এবারের এই একচেটিয়া মজুতদারের নিকট। সরকারী খরিদের আড়ালে একচেটিয়া মজুতদার অগ্রসর হইয়াছে।

চালকলে ৩৫ লাখ মণ

জিলায় মোট ৪০টি চালকল পুরাদমে চলিতেছে। এক একটি কলে গড়ে দিনে ৬০০ মণ ধান কোটা হইলে গত ৫ মাস ৪০টি কলে মোট প্রায় ৬৮ লাখ ৭০ হাজার ২৩ ধান ভাঙিবার কথা। গ্রামের হাটের হিসাবের দেখা হয় এ পর্যন্ত প্রায় ৩৬।২২ লাখ মণ ধান কলে গিয়াছে। কেবল হিসাবে বলা যায় চালকলে অন্যূনাধিক ৩৫ লাখ মণ ধান গিয়াছে। কিন্তু ইহার কতখানি সরকারী এজেন্ট খরিদ করিয়াছে সে বিষয়ে জনসাধারণ সম্পূর্ণ অন্ধকারে। সরকারী কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলে বলা হয়, ইহা বিশেষ গোপনীয় ব্যাপার, প্রকাশ করা নিষেধ। বিশেষ সন্দেহ জাগে যখন আইন সভায় কর্তৃপক্ষ বলেন, সরকারী এজেন্ট চাল কিনিতে পারিতেছে না; দরও বেশী, কৃষকরাও বেচে না। অথচ দিনাজপুরে ধান চাল সস্তা, বিলও প্রচুর কিনিতেছে। সেদিন কোন এক চালকল অঞ্চলের এক চাষের দোকানে শুনিতে ছিলাম একজন ভদ্রলোক বলিতেছেন, আরে মশাই সরষের ভিতরেই ভূত তো ভূত তাড়াবে কি করে? এই যে ওয়াগনকে ওয়াগন বোঝাই চালের চোরা বাজার চলছে, খেয়াল রাখেন? ষ্টেশন মাষ্টার, বিলওয়ালা ও সরকারী এজেন্টের কর্মচারী মিলে চোরাবাজার খুলেছে, ধান চাল তো শেষ হল। এই কথা কতটুকু সত্যি জানি না, কিন্তু একটা কথা খুব স্পষ্ট মজুতদারের চুকবার ফাঁকটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখান হইয়াছে।

জোতদারের ঘরে ৬০ লাখ মণ

এই তো গেল ৩৫ লাখ মণ ধানের কথা। আর বাকী ৩৫ লাখ মন কোথায়? জলপাইগুড়ি, রংপুর, মালদহ প্রভৃতি নিকটের জেলাগুলির ব্যবসায়ীরা কিনিয়াছে আর ৫ লাখ মণ। বাকী ৬০ লাখ মণ এখনও আছে জোতদারের ঘরে। জোতদাররা এখনও বাজারে নামে নাই। তাহারা আছে দরের প্রতীক্ষায়। মজুতদারও হাঁ করিয়া আছে ঐ ধানের দিকে। আজ লড়াই সুরু হইবে এই জোতদারের ধান লইয়া। জনসাধারণ এই ধান পাইবে, না মজুতদারের গোলা ভর্ত্তি হইবে। দিনাজপুরের চালকলের ধান ও জোতদারের ধানের উপর দিনাজপুরের ভাগ্য ও ঘাটতি অঞ্চলের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। আজও সময় আছে।

বাঁচিবার একমাত্র উপায়

কমিউনিষ্ট পার্টি এই তিনটি রোগানের উপর মজুতবিরোধী অভিযান চালাইতেছে: (১) ঘাটতি এলাকা বাঁচাইয়া দিনাজপুর বাঁচাও। চালকলের ৩৫ লাখ মণ ও জোতদারের ৬০ লাখ মন সরাইয়া ঘাটতি এলাকার দর নামাও। তাহা হইলে দিনাজপুরের দর চড়িবে না। ঘাটতি এলাকা ও দিনাজপুর উভয়ই বাঁচিবে। (২) দিনাজপুর জিলার সমস্ত সহরবাসীর জন্য ১ লাখ মণ চাল কিনিয়া রেশন প্রথা চালু করিয়া সহর বাঁচাও। (৩) গ্রামের গরীব কৃষকদের ৬শু জোতদারের নিকট হইতে ধান নিয়া কর্জার ব্যবস্থা করিয়া গ্রাম বাঁচাও।

মুসলিম দাবীর সমর্থনে হিন্দুসভার নেতা

★ রংপুরে সংকট সমাধানে সর্বদলের একতা ★

গত ২৪শে মার্চ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে রংপুর সহরে জেলা কংগ্রেস প্রাঙ্গনে একটি সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রংপুরের লীগ নেতা মৌঃ আবুল হোসেন, সভায় একটি অস্থায়ী সর্বদলীয় রিলিফ কমিটি গঠিত হয়।

গত ৮ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহের রিলিফ বিষয়ে ঐ কমিটির আহ্বানে সকল দলের একটি সাধারণ সভা হয়। উপস্থিত ব্যক্তি দিগের মধ্যে শ্রীযুত জিতেন চক্রবর্ত্তী (কংগ্রেস) মৌঃ আবুল হোসেন ও মৌঃ আজাহার আলী (লীগ), শ্রীযুত ভবতারণ লাহিড়ীর (হিন্দু মহাসভা) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুত জিতেন চক্রবর্ত্তী।

কমিউনিস্ট নেতা কমরেড সুধীর মুখার্জ্জীর প্রস্তাবে কংগ্রেস, লীগ, হিন্দু মহাসভা, কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রতিনিধি নেতা একটি জেলা সাংগঠনিক রিলিফ কমিটি গঠিত হয়। ইহার কনভেনার নিযুক্ত হন শ্রীযুত জিতেন চক্রবর্ত্তী (কংগ্রেস), মৌঃ বদরুদ্দীন আহম্মদ (লীগ), মণিকৃষ্ণ সেন (কমিউনিস্ট) ও রাণী মুখার্জি (আত্মরক্ষা সমিতি)।

এই প্রস্তাবের সমর্থনে লীগ নেতা আবুল হোসেন বলেন—কংগ্রেসে দেশের মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, তার পরে লীগ। এই দুই প্রতিষ্ঠানের মিলন হইলেই সকল সমস্যার সমাধান হইবে। কংগ্রেস কর্ম্মীরা যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকারে অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন।

হিন্দু মহাসভার সহকারী সভাপতি শ্রীযুত ভবতারণ লাহিড়ী বলেন—অনেকই বলেন হিন্দু মহাসভা প্রতিক্রিয়াশীল, কিন্তু ঠিক তাহা নহে। বরিশ কোন কোন নেতা প্রগতিশীল নহেন তথাপি তাহার মধ্যে প্রগতিশীল ব্যক্তিও আছেন। তিনি চান কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি ও কংগ্রেস লীগ ঐক্য। তিনি আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার মানেন। কাজাকিস্তানের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তিনি বলেন, কাজাকরা মুসলমান, সম্পূর্ণ আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার ভোগ করে। কিন্তু তথাপি নিজেদের দেশ জার্ম্মানীর হামলায় না পড়িলেও সমগ্র রুশ তথা জার্ম্মান দুনিয়ার স্বাধীনতার লড়াইয়ে তাহারা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। তিনি স্বীকার করেন, ভারতে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিলে ভারত বিচ্ছিন্ন হইবে না বরং আরও ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হইবে।

পাকিস্তান সম্বন্ধে বিতর্ক সভা

"পাকিস্তানের দাবী ১০ কোটি মুসলমানের দাবী। আমরা চাই ভারতের স্বাধীনতা। কংগ্রেস সুস্পষ্ট কণ্ঠে "পাকিস্তানের পথ জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার পথ।" এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন হিন্দু মহাসভার নেতা শ্রীযুক্ত হৃদীন বাগচীবাবু। তিনি বলেন, লীগ ও কমিউনিস্টরা মিলিয়া দেশকে বহু খণ্ডিত করিতে চাহে। পাকিস্তানের পথ দাসত্বের পথ, হিন্দুর ধ্বংসের পথ।

বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে দীঘাইয়া জিলার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র মোহন সেন বলেন, "বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী কংগ্রেস অনেকখানি মানিয়া নিয়াছে। কংগ্রেসের ভাগ-করা প্রদেশগুলির দিকে তাকাও। দিল্লী প্রস্তাব ও বোম্বে প্রস্তাবের দিকে তাকাও। কমিউনিস্টরা যাহাকে বলে "পাকিস্তানের সার বস্তু" তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি আছে।" পাকিস্তানের বিকৃত টীকার আমাদের আপত্তি আছে। কংগ্রেসের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত প্রভাত সেনগুপ্ত নরেন বাবুকে সমর্থন করেন।

প্রস্তাবের পক্ষে কমরেড বিভূতি গুহ, মুসলীম লীগ, মৌঃ আব্দুল হাই প্রভৃতি বলেন। সভার সভাপতিত্ব করেন হুসাইদ্রিক শ্রীযুক্ত হরিচরণ চক্রবর্ত্তী।

দিনাজপুরে এইরূপ বিতর্ক সভা অভিনব। ইনটি ছাত্র, শিক্ষক ও স্থানীয় ভদ্রলোকে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছিল। সভাশেষে বক্তব্য শুনিতে পাওয়া যায় "এইরূপ পাকিস্তানে আমাদের কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।"

বিজয়ী লালফৌজ

হিটলারীদের তাড়া করিতেছে

লালফৌজ সিংহ বিক্রমে অগ্রসর হইতেছে। বিখ্যাত সোভিয়েট লেখক ইলিয়া ইরেনবুর্গ বলিয়াছেন 'বার্লিনই হইল লালফৌজের লক্ষ্য। আড়াই বছর পরে বিখ্যাত বন্দর ওডেসাকে লালফৌজ আবার দখল করিয়াছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে টলবুখিনের বাহিনী বন্যার বেগে ক্রিমিয়ার ভূমিতে নামিয়া পড়ে। গত ৭ দিনের যুদ্ধে ক্রিমিয়াস্থ জার্ম্মানরা নিদারুণ বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, বিতাড়িত শত্রুর ন্যায় চারিদিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে, লালফৌজরা আজ ক্রিমিয়াকে জার্ম্মান ধরিবার বিরাট ফাঁদ বলিয়া উল্লেখ করিতেছে। প্রথমে বিদ্যুৎ গতিতে কার্চ্চ দখল করিবার অগ্রবাহিনী মধ্যে ক্রিমিয়ার রাজধানী সিমফেরোপোল দখল হয়—তারপর শুকরপাট নৌঘাঁটি ফিডোসিয়া ও ইউপাটোরিয়া লালফৌজের হাতে আসে। ওডেসার কুড়ি মাইল দক্ষিণে ওভিডোপোল বন্দরেও আজ লাল নিশান উড়িতেছে।

জেনারেল টলবুখিন

টলবুখিনের ট্যাংক বাহিনী এখন সেবাস্তোপোলের বন্দর দখল করিতে আসিতেছে। সেবাস্তোপোলে অবরুদ্ধ লালফৌজের লড়াই আজ ইতিহাসে পরিণত হইয়াছে, সেখানে লাল ফৌজের বিক্রম আজ দুনিয়ার জনগণের মুখে মুখে অমর গাঁথার মত আবৃত্তি হইয়াছে। সেবাস্তোপোল জার্ম্মানদের হাতে এখন ধ্বংসাবশেষ—তবু, অচিরে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইবে লাল নিশান, গড়িয়া উঠিবে আবার নূতন জীবন, সোভিয়েটের গৌরবময় সমাজতান্ত্রিক জীবন। ক্রিমিয়ার বুকে টলবুখিনের ট্যাংক বাহিনী সেই দিনের আলো জ্বালাইয়া তুলিয়াছে—আর তুলিয়াছে জার্ম্মানদের বুকে হৃৎকম্প। তাহারা অগ্রেও ভাবিতে পারে নাই রাতারাতি এত ট্যাংক কোথা হইতে আসিল।

রুমানিয়াতে সেরেথ নদীকে আর এক জায়গায় লালফৌজ অতিক্রম করিয়াছে এবং সাকিরেও নদীও পার হইয়াছে। পাশকানি আজ লালফৌজের হাতে—এই পাশকানি ও জাসির নিচের তিনটী রাস্তা দিয়া লালফৌজ ছুটিতেছে। কনষ্টান্সারও বোমা ফেলা হইতেছে। মোমেন্তির তেলের খনির দিকে লালফৌজ ধাওয়া করিতেছে। বেসারাবিয়ার রাজধানী কিসিনেভও আজ লালফৌজের সাঁড়াশী কবলে। উড়ন্ত সেণাজেনে আজ লালফৌজ জার্ম্মান বাহিনীর পিছনে গেরিলা দল, কৃষক ও নাগরিকদের জার্ম্মান প্রতিরোধে উৎসাহিত করিতেছে।

চেকোস্লাভ ষ্টেট কাউনসিলের দুই জন বিখ্যাত সভ্য, নসেক ও পলাইন টম রাষ্ট্রপতি বেনেসের আহ্বানের প্রতিধ্বনি করিয়া চেকোস্লোভবাসীদের বলিয়াছেন: "স্বাধীনতা আজ আমাদের দেশের দুয়ারে। জার্ম্মানিদের অত্যাচারের শোধ লইতে হইবে। আজ এক এক ব্যক্তির বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ ও ধ্বংসমূলক কার্য্যের পরিবর্ত্তে বহু লোকের সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে হইবে। কার্পেথিয়ান পর্ব্বতমালায় সেই কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তাই আজ দেশের সর্ব্বত্র হিটলারীদের নরক যন্ত্রণার মধ্যে টানিয়া আন।" রাষ্ট্রপতি বেনেস লালফৌজের কাছে যে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ছিলেন তাহার উত্তরে কমরেড ষ্টালিন বলিয়াছেন: "আমার মনে কোন সন্দেহ নাই যে আমাদের উভয়ের শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম অল্প দিনের মধ্যেই চেকোস্লোভাকি গণতন্ত্রের স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবে।" ষ্টালিনের এই আশ্বাস শুধু চেকোস্লোভাকের জন্য নয়, দুনিয়ার পরাধীন দেশগুলির জন্যও।

সোভিয়েট জেনারেল

ভাটুটিনের মৃত্যু

মস্কো, ১৫ই এপ্রিল—একটি গুরুতর অস্ত্রোপচারের পর গত শুক্রবার রাত্রিতে কিয়েভে সোভিয়েট জেনারেল ভাটুটিনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া শনিবার প্রত্যুষে মস্কো বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে।—রয়টার

১৯৪৩-৪৪ সালের শীতকালে যুক্রেনে সোভিয়েট বাহিনীর চমকপ্রদ অভিযানের সেনানায়ক জেনারেল ভাটুটিন বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি। গোলন্দাজ বাহিনীর পরিচালনায় তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। আকস্মিক বিপর্য্যয়ের মুখে সম্পূর্ণ নূতন কৌশল খাটাইয়া তিনি অনেকবার জার্ম্মান বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করিয়াছেন।

জেনারেল ভাটুটিন যুক্রেনের অধিবাসী। বিংশ শতাব্দীর প্রথম কিছু দিন তিনি জন্মগ্রহণ করায় রুশ-বিপ্লবের মধ্য দিয়াই তিনি মানুষ হন। তরুণ বয়সেই তিনি রাশিয়ার গৃহযুদ্ধে বিপ্লবীদের পক্ষ গ্রহণ করেন এবং ইহার পর হইতেই তাঁহার সামরিক জীবন সুরু হয়। ১৯৩৯ সালে তিনি মার্শাল টিমোশেঙ্কোর অধীনে কর্ণেল ছিলেন।

১৯৪১ সালে জার্ম্মাণরা রাশিয়া আক্রমণ করিলে মধ্য রণাঙ্গনে জেনারেল জুকভের অধীনে তিনি জুনিয়ার জেনারেল হিসাবে যুদ্ধে নামেন। জার্ম্মাণবাহিনী যখন মস্কো হইতে মাত্র কয়েক মাইল দূরে আসিয়া পড়ে, মার্শাল জুকভ তখন তাঁহার উপর ভিয়াজমাতে পাল্টা আক্রমণের ভার দেন এবং এই পাল্টা আক্রমণ মস্কো নগরকে রক্ষা করে। তারপর ১৯৪২ সালে তাঁহার হস্তে ষ্টালিনগ্রাদে পাল্টা আক্রমণের ভার অর্পিত হয়। তিনি মধ্য ডন এলাকায় যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া জেনারেল ফন পলাসের বাহিনীর ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটান। এই কৃতিত্বের জন্য তাঁহাকে রুশিয়ায় সর্ব্বোচ্চ সামরিক সম্মান 'অর্ডার অব সুবরভ' দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়। ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কিয়েভ পুনরধিকারের গৌরব অর্জ্জন করেন। ৫ই মার্চ্চ তারিখে ষ্টালিনের ঘোষণায় বলা হয় যে, জেঃ ভাটুটিন অসুস্থতা নিবন্ধন যুক্রেন রণাঙ্গনের সেনানায়কত্ব জেঃ জুকভের হাতে ন্যস্ত হইল।

লাল ফৌজের আজ এই বিজয় অভিযানের সাথে জেনারেল ভাটুটিনের নাম অচ্ছেদ্যভাবে চিরসম্বন্ধিত হইয়া থাকিবে।

জেনারেল ভাটুটিন

সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি

প্রাদেশিক সম্মেলন

২১শে এপ্রিল, শুক্রবার—প্রতিনিধিদের বৈঠক;
স্থান—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হল, ৬২নং বহুবাজার
সময়, বিকাল ৬টা।

২২শে এপ্রিল শনিবার—সাধারণ অধিবেশন;
স্থান—ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটুট হল, কলেজ স্কোয়ার;
সময়, বিকাল—৫-৩০টা।

২৩শে, ২৪শে ও ২৫শে এপ্রিল—চিত্র প্রদর্শনী;
স্থান—৪৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট (৪ তলা), সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি অফিস ঘর;
সময় পরে জানান হইবে। চিত্র প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিবেন বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুত যামিনী রায়।

জেলার প্রতিনিধিগণ সমিতির অফিসে তাহাদের পৌঁছ সংবাদ দিবেন এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য জানিবেন।

সেক্রেটারী, সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি,
৪৬, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যশোহরে সোভিয়েট সুহৃদ সম্মেলন

"লালফৌজের বিজয় অভিযান ও বাংলার এই দুর্দ্দিনের মাঝে এই বিশ্বাসই আজ দৃঢ়তর হইতেছে যে সোভিয়েটের সমাজ ব্যবস্থাই সারা দুনিয়ার সমাজ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। সোভিয়েটই যে দুর্গত মানুষের চোখে আশার আলো এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।" যশোহরে গত ৮ই ও ৯ই এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত সোভিয়েট সুহৃদ সম্মেলনে যশোহরের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা হীরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বাংলার সুপ্রসিদ্ধ নট শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র এবং সুবিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই কথাগুলি বলেন। লীগের পক্ষ হইতেও সোভিয়েটের গুণগান করিয়া কয়েকজন নেতা বক্তৃতা করেন।

সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সংস্কৃতি অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন নরেশচন্দ্র মিত্র। একটী সোভিয়েট চিত্র প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা ছিল, সেখানে দুই দিন বহু জনসমাগম হয়। সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে "কৃষাণবন্ধু" নাটকের অভিনয় দেখিয়া নরেশ বাবু অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং বক্তৃতায় বলেন যে এই ধরণের নাটক বাংলায় সর্ব্বত্র অভিনীত হওয়া উচিত। তিনি তৃপ্তি ভুঞ্জিয়া অভিনয় ও আবৃত্তিতে মুগ্ধ হইয়া নিজে একটী পাকা রিপন ঘোষণা করিয়াছেন। বাংলার জন্য ও মস্কোর এই কীর্ত্তিমান পুরুষের উচ্চ প্রশংসা স্থানীয় লোকদের কাছে ফ্যাশিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে।

মেটিয়াবুরুজে শ্রমিক সভা

১২ই এপ্রিল বৈকাল ৫টার সময় মেটিয়াবুরুজ মুরিয়াল ময়দানে গার্ডেনরীচ হাড়ভাঙ্গা কলের মজুরেরা জাতীয় সপ্তাহ পালন উদ্দেশ্যে এক সভা করে। কমরেড শৈলেন ঘোষ, কমরেড ফারোকী ও সভাপতি কমরেড আব্দুল হালিম মণিপুরের লাল আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে কংগ্রেস লীগ ঐক্য, অচল অবস্থার অবসান ও জাতীয় গবর্ণমেণ্ট কায়েম করার জন্য সংঘবদ্ধ হইতে অনুরোধ করেন।

প্রতিরোধের হাতিয়ার উৎপাদন

জাপদস্যুকে রুখিতে শ্রমিকের দাবী মিটাও

☆ ৭০ হাজার শ্রমিকের আওয়াজ

কয়লা, রেশন ও মাগগী ভাতার সুব্যবস্থা চাই

গত ২৬শে মার্চ্চ হাওড়ার শ্রমিকদের একটী সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। ১১টী ইউনিয়নের ৫০০০ শ্রমিক ইহাতে যোগ দেয়। হাওড়ার বিভিন্ন শিল্পের ৭৭,০০০ শ্রমিকের দাবী লইয়া এই সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জাপানী আক্রমণের সময় বাংলার শ্রমিকদের কাজ চালু রাখার গুরুত্ব সম্বন্ধে সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে অপূর্ব্ব চেতনা দেখা যায়। সরকার ও মালিকদের ঔদাসীন্যের ফলে চাঁদা বন্ধ থাকে, কয়লার অভাব ঘটে, পরিমাণে কম রেশন দেওয়া হয়, মাগগীভাতার অর্দ্ধপূরণ করা হয় না। এই সমস্তের প্রতিবাদে হাওড়া জেলার উৎপাদন শত্রুকারী দেশদ্রোহীরা শ্রমিকদের স্ট্রাইকের জন্য উত্তেজিত করিতেছে। ফলে, লুট ও লোকে কারখানায় স্ট্রাইক ব্যবস্থা যায়।

কমিউনিষ্ট পার্টির বিশিষ্ট শ্রমিক নেতারা এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার পবিত্র কর্ত্তব্যে কিভাবে শ্রমিকদের অটল থাকিতে হইবে তাহা পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দেন।

জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করিবার দায়িত্ব সমস্ত সচেতন থাকিয়া শ্রমিকরা উৎপাদন বাড়াইবার কাজে সরকার ও মালিকের স্বার্থক্ষা নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি শ্রমিক সুদৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে। হাওড়ার শ্রমিকরা এই সপ্তাহ বাংলার ও ভারতের সমস্ত শ্রমিকদের আহ্বানে দেয়—ইহা শুধু হাওড়ার সমস্যা নয়, সমগ্র দেশের সমস্যা; এই সমস্যার সমাধানে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে এক হইয়া লড়িতে হইবে।

৫০টী বালতি দাও

ধরিয়াজোনা কলিয়ারীর মজুররা হাজার টন কয়লা তুলিবে

দেশের কয়লা সংকট সমাধানের জন্য কলিয়ারীর মজুররা সর্ব্বদাই ব্যগ্র। গত ৪ঠা এপ্রিল তারিখের ইউনিয়নের সভায় তাহারা জানায় এক সপ্তাহে ৩০০ মজুর ৪০টি টবের সাহায্যে ৭৩০ টন কয়লা উত্তোলন করে। ৫০টী টব নির্মাণ পাইলে তাহারা প্রতি সপ্তাহে হাজার টন কয়লা তুলিতে পারিবে। কোম্পানী কয়লা সংকটের গুরুত্ব দেখিয়াও টব সেরামতের কোন ব্যবস্থা করিতেছে না। কোম্পানীর ডাক্তার মজুরদের চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত করে না। ইণ্ডাষ্ট্রী কাপড় শুধু কয়েকজন শ্রমিককে দেওয়া হয়; উদ্দেশ্য, মজুরদের মধ্যে বিভেদ বাড়ান। ইউনিয়নের পক্ষ হইতে দাবী করা হয়—নির্দ্দিষ্ট গৃহীত নূতন বেনামি স্কীম অনুসারে কয়লা খনির মজুরদের খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ করিতে হইবে।

দেশরক্ষায় শ্রমিকের দৃঢ়তা

চিৎপুরের রেলশ্রমিক যানবাহন নষ্ট হইতে দিবে না

বি-এণ্ড-এ রেলওয়ের চিৎপুর শাখার আই-ও-ডব্লু ডিপার্টমেণ্টের শ্রমিকরা জাপানী হামলা প্রতিরোধের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে।

দেশের বর্ত্তমান সংকটে প্রত্যেক রেলওয়ে শ্রমিক যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া রেলওয়ে যানবাহন সুষ্ঠুরূপে চালাইয়া দেশরক্ষার ব্যবস্থা দৃঢ়তর করিবে। কিন্তু ডিপার্টমেণ্টের অনেক অফিসার নিজেদের ব্যক্তিগত কাজের জন্য শ্রমিকদের নিযুক্ত রাখে। অফিসারদের অসাবধানতাবশতঃ বহু জিনিষ ডিপার্টমেণ্ট হইতে চুরি হইয়া থাকে। এই সমস্ত গলদ অবিলম্বে দূর না করিলে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ কনসেপ্টেকে উৎপাদন অন্যত্র বাড়ানর কাজে লাগান যাইবে না। শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে এ সমস্ত বিষয়ে আজই অবহিত হইতে হইবে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

ঢাকার রিকসা মজুরের দাবী

৫ আইনের অন্যায় প্রয়োগ বন্ধ করো

গত ৯ই এপ্রিল ঢাকাস্থ সহর রিকসা ইউনিয়নের শ্রমিকরা জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষে এক সভা করে। এই সভায় প্রায় ৩০০ লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। অন্যায় ভাবে পাঁচ আইন প্রয়োগ করার বিরুদ্ধে, মৃত্যু ঘাট বেরামত, সহরে পূর্ণ ও সুনিয়ন্ত্রিত রেশনিং ও রিকসা চালকদের ৭ সের করিয়া চাউল বরাদ্দ, জাতীয় নেতাদের মুক্তি এবং সকল দলের মিলিতভাবে দাবী করিয়া রিকসা চালক ইসমাইল মিঞা একটি প্রস্তাব উত্থাপিত করেন এবং উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

জাপ-বিরোধী শ্রমিকনেতাকে

কাজে বহাল রাখ

ক্রকবন্ড শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মহাবীর সাহুকে গত ২৪শে মার্চ কোম্পানী বিনা কারণে জবাব দিয়াছে। এই মহাবীর শুধু যে সাধারণ শ্রমিকদের প্রিয় নেতা তা নয়, মহাবীরের উদ্যোগে কারখানার সমস্ত শ্রমিক জাপানী হামলার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইয়াছে ইহারই উদ্যোগে ক্রকবণ্ডের শ্রমিকরা ১২০০৲ টাকা ইউনিয়নের পক্ষ হইতে আদায় করিয়া খিদিরপুর রিলিফ কমিটিতে দিয়াছে। এই ইউনিয়ন মেদিনীপুরের বন্যা সময় পঞ্চাশ টাকা তুলিয়া দিয়াছিল। জাপা আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশকে বাঁচাইবার জন্য মহাবীর নেতৃত্বে কারখানার উৎপাদন চালু রাখার জন্য যে আন্দোলন চলে। মালিক উৎপাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি ক জন্যই এই ধরণের শ্রমিকনেতাকে কাজ হইতে বরখাস্ত করিয়াছে। দেশকে রক্ষা করিবার জন্য, মণিপুর উপর জাপানী হামলার মধ্যে বিনায় জন্য মহাবীরের শ্রমিকনেতাকে কারখানার বাইরে রাখা চলে না এই মহাবীরে সমস্ত ইউনিয়ন সংঘবদ্ধ হইয়া লড়িতে

জনযু

স্বাধীনতার লড়াইয়ে

চীনের মেয়েরা অগ্রণী

★ চীনের মুক্তিকামী মানুষ ফ্যাসিস্ট জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তুলেছে। চীনের মেয়েরা পৃথিবী জোড়া এই ফ্যাসিস্ট বিরোধী স্বাধীনতার লড়াইকে গরীয়ান করে তুলেছে। দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে তারা হাসিমুখে জীবনপাত করেছে, জীবন দিয়ে তারা দুর্জয় দেশপ্রেমের পিরাকে অনির্ব্বাণ রেখেছে। জাপানী দুষমনরা চীনকে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছে, চীনের সভ্যতাকে পিষে মারতে চেয়েছে, চীনের ঐশ্বর্য্যের প্রাচীরকে চুরমার করে ভেঙ্গে দিতে চেয়েছে—কিন্তু চীনা নরনারীর ইস্পাতকঠিন ঐক্য ফ্যাসিস্টদের এই সাধকে সফল হতে দেয় নি……দেশ ব্যাপী ঘুমার আগুন তারা নেভাতে পারে নি…।

* * *

চীনের মেয়ে হয়াং-চুন-চু। স্বদেশের মাটি থেকে শত্রুদের উৎখাত করার শপথ নিয়েছে। হনান প্রদেশে তার ঘর। বিদ্যী হিসাবে তার খ্যাতি আছে…বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিও সে পেয়েছে…। কিন্তু এ সব তাকে আটকে রাখতে পারেনি…বেশ যখন আক্রান্ত, মেয়েদের ইজ্জত যখন জাপসন্ত্রাস হাতে বিপন্ন, তখন তার ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার দিকে তাকাবে না সে…আজ এর বিরুদ্ধে না দাঁড়ালে, কাল হয়ত তার ওপরই হাত পড়বে।

তাই হাং পাহাড়ের কাছে চীনা বাহিনীর প্রচার বিভাগে সে কাজ করত। হঠাৎ একদিন তাকে জাপানী ফাঁদে পড়তে হয়, চেষ্টা করেও কোন রকমে বেরিয়ে যেতে পারেনি, তখন কয়েকজন মিলে তারা পাহাড়ে চলে যায়।…এখান থেকেই তাদের গেরিলা জীবনের সুরু। তারা পলতুচুড়ায় বেতার যন্ত্র বসিয়ে চীনা বাহিনীর কাছে জাপানী দুষমনদের খবরাখবর নিয়মিত পাঠাতে সুরু করে…জাপানীরা জানতে পেরে ত্রস্ত হয়ে সেনা পাঠায় এদের ধরার জন্য। জাপানীরা বোমা ফেলে এদের মারতে চায়। গেরিলারাও প্রস্তুত …জান দেওয়ার লড়াই সুরু হয়।

পুরা চব্বিশ ঘণ্টা সমানে লড়াই চালিয়ে তারা অনেককলি জাপানীকে ঘায়েল করে…কিন্তু জাপানী ফৌজের সংখ্যা অনেক—গোলা গুলির কোন অভাব নেই জাপানীদের…সারা রাতে গেরিলা বাহিনীটি প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। জাপান

Regd. No. C. 2836.

ইম্ফল সমতল ভূমির লড়াইএ

মিত্র শক্তির জয়

আসামের বুকে জাপানী আক্রমণের তীব্রতা আসামের কংগ্রেস নেতাদের দেশরক্ষার উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। তাই আজ তাহারা আসামবাসীকে ও সমগ্র ভারতবাসীকে ডাক দিয়াছেন—"দেশরক্ষার অনুষ্ঠান হও"। তাহাদের এই আহ্বানে আসামের গ্রামে গ্রামে, পাহাড়ে, জঙ্গলে বীর আসামীরা দেশ-রক্ষায় চঞ্চল হইয়াছে। এমন খবর পাওয়া গিয়াছে যে কোন কোন গ্রামে গ্রামবাসীরা জাপানীদের রুখিবার জন্য অস্ত্রশস্ত্র চাহিয়াছে। ইহার ফল শীঘ্রই জাপানীরা হাড়ে হাড়ে বুঝিবে, তাহারা বুঝিবে যে বৃটিশ বিদ্বেষের সুযোগে উৎকোচ দিয়া সমস্ত ভারতবাসীর দেশপ্রেম কিনিয়া লওয়া যায় না। ভারতের জাগ্রত জনতার বিপুল প্রতিরোধে তাহাদের সাম্রাজ্য লোভের খাদ ভাল করিয়াই মিটিবে।

ইম্ফল অঞ্চলে জাপানীরা অর্দ্ধবৃত্তাকারে যুদ্ধ করিতেছে। উত্তরে মণিপুর-সড়ক, দক্ষিণে টিডিঙ সড়ক এবং ইম্ফলকে কেন্দ্র করিয়াছে। ইম্ফলের পশ্চিমে বিষেণপুর শিলচর সড়কের মধ্যেও তাহারা মাথা গলাইতেছে। এই রাস্তার কয়েক যায়গায় জাপানী সৈন্যের ছোট ছোট দল রহিয়াছে। অর্থাৎ ইম্ফলকে ভাল করিয়া ঘিরিবার চেষ্টাই তাহারা করিতেছে। কারণ মণিপুর সড়কের সঙ্গে ইম্ফলের যোগাযোগ বন্ধ হওয়ার পর বিষেনপুরের রাস্তাই ইম্ফলের সঙ্গে বাইরের সম্পর্ক রাখার একমাত্র রাস্তা।

জাপানীরা যে প্রধানতঃ ইম্ফলের উপরই বেশী চাপ দিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সপ্তাহে তাহারা কোহিমা ইম্ফল সড়কের পশ্চিমে আগাইয়া আসিয়াছে। কোহিমা অঞ্চলে এমন বিশেষ কিছু চাপ দেখা যায় নাই। বরং কোহিমা-ডিমাপুর সড়কে মিত্রপক্ষ শত্রুর ঘাঁটিগুলিকে নাস্তানাবুদ করিতেছে। এবং দক্ষিণে পপলেল-টামু সড়কের একটি গুরুত্বপূর্ণ শত্রুঘাঁটি তাহারা পরিষ্কার করিয়াছে। ইম্ফল-টিডিঙম সড়কেও জাপানীরা এখনো বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই।

ইম্ফলের সমতল ভূমিতেই লড়াই চলিতেছিল। উত্তরে মণিপুর সড়ক। উত্তর পূর্ব উখরুল সড়ক বাহিয়া এবং ইম্ফলের উত্তর ও উত্তর পূর্ব অঞ্চলে যে সব ছোট ছোট পাহাড় আছে, তাহার মাথা ডিঙাইয়া, পাহাড়ের ঝোপ-ঝাড়ে লুকাইয়া জাপানীরা যুদ্ধ করিতেছে। ইম্ফলের সমতল ভূমিতে যে যুদ্ধ সুরু হইয়াছিল তাহাতে মিত্রপক্ষের জয় হইয়াছে। সমতলভূমি হইতে শত্রু একেবারে বিতাড়িত হইয়াছে এবং সমতলভূমির উত্তর-পূর্ব্বে যে পাহাড়ের মাথায় দাঁড়াইয়া জাপানীরা গত কয়েকদিন লড়িতেছিল মিত্র পক্ষ তাহা কাড়িয়া লইয়াছে।

এই অঞ্চলে জাপানীরা পাহাড়ে ও জঙ্গলে লুকাইয়া লুকাইয়া যুদ্ধ করিতেছে, গুঁড়ি মারিয়া অগ্রসর হইতেছে। তাই দেখিয়া মিত্রপক্ষের অনেকে ভাবিতে-ছেন যে খাদ্য ও অস্ত্রের অভাবে জঙ্গলের মধ্যে অশেষ কষ্টে পড়িয়া জাপানীরা নাজেহাল হইবে। কিন্তু সীমান্তের মার্শাল সার ফিলিপ জুয়াট বলিয়াছেন যে ইঁদুরের মত জাপানীরা ঝোপে-ঝাড়ে ও গর্ত্তে লুকাইয়া থাকে—তাই তাহাদের আত্মরক্ষার স্থান গুলিকে নির্ম্মূল করিতে হইলে অনেক সময়, অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করিতে হইবে।

জনগণের সঙ্গে সম্পর্কহীন সামরিক ব্যবস্থার এই ধরণের অসুবিধাই গোধে পড়ে কিন্তু আসামের জনগণ যখন তাহাদের নেতাদের আহ্বানে আগাইয়া আসিবে তখন এই সব সমর বিশারদেরা দেখিতে পাইবেন—কত সহজে আসামের দেশভক্ত অধিবাসীরা ঝোপ, ঝাড় ও গর্ত্ত হইতে জাপানী ইঁদুরদের টানিয়া বাহির করে ও টিপিয়া মারে। আমাদের গ্রামে গ্রামে আজ তাই জনগণের দেশ-রক্ষী বাহিনী জাপানী ইঁদুরদের জন্য ইঁদুর মারা কল গড়িয়া তুলিতেছে।

জাপানী ফ্যাশিষ্টদের বিরুদ্ধে

জাপ জনসাধারণের সংগঠন

উত্তর চীনে অবস্থিত জাপানীদের যুদ্ধবিরোধী লীগ গত ১৫ই জানুয়ারী ইয়েনানে একটি বৈঠক করে। ফ্যাসিষ্টবিরোধী জাপানী দেশভক্তদের এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যে সব চীনের অধিবাসী ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আছেন তাঁহারাও অনেকে আমন্ত্রিত হইয়া এই বৈঠকে যোগ দেন। জাপানীনেতা ওকানো, কাটী ও আর চার জন এবং মাও-সে-তুং ও চু-তে এই সভায় সভাপতি পরিষদে নির্ব্বাচিত হন। সু-জুকী এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই বৈঠকে একটী গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে জাপানী মুক্তিকমিটির গোড়াপত্তন করার জন্য একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে —হিটলারের ধ্বংসের দিন আসন্ন। সাথে সাথে জাপানী ফ্যাসিষ্টদের পতনের দিনও আগাইয়া আসিতেছে। জাপানের ফ্যাসিষ্টরা পরের দেশ লুণ্ঠনের জন্য যে লড়াই সুরু করিয়াছে তাহারই ফল হিসাবে আজ প্রায় জাপানী জনসাধারণকে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের মধ্যে দিন কাটাইতে হইতেছে এবং বিশেষ করিয়া জাপানী সৈন্যরা কি দারুণ কষ্টই না ভোগ করিতেছে। এই আজ জাপানীরা ফ্যাসিষ্টদের ভাল করিয়া চিনিয়াছে এই যুদ্ধকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে এবং যুদ্ধবিরোধী মনোভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। জাপানী মজুরদের মনে যখন জাপানী ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে এরূপ ঘৃণা জাগিয়া উঠিতেছে, তখন ফ্যাসিষ্ট শাসন কর্ত্তাদের ধ্বংস করিতে এই সব ফ্যাসিষ্টবিরোধী জনসাধারণের এক বিরাট ঐক্য গড়িয়া তোলা খুবই প্রয়োজন। জাপানী মুক্তি কমিটিই হইবে এই আন্দোলনের নেতা। এই কমিটির উদ্দেশ্য হইবে :—

(১) অন্যান্য দেশের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা। প্রকৃত গণতান্ত্রিক নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই এই আদর্শ রক্ষা করা সম্ভব।

(২) জাপানী ফ্যাসিষ্টদের দ্বারা পরিচালিত এই যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ করা। যেসব পরের দেশ জাপানী সৈন্যদের মুষ্টির ভিতর আছে, তাহা ছাড়িয়া দেওয়া এবং সম্মিলিত জাতিবর্গের সহিত যুদ্ধ স্থগিত চুক্তি সম্পাদন করা। এই যুদ্ধ আরম্ভ করার মূলে যাহারা আছে তাহাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া।

(৩) জাপানের অর্থনৈতিক ভিত্তি জনসাধারণের স্বার্থের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা।

(৪) জাপানী রাজনীতির উপর হইতে ফ্যাসিষ্টদের কর্ত্তৃত্ব উচ্ছেদ করা এবং তাহাদের সমস্ত রকম বিধান ভাঙ্গিয়া দেওয়া।

(৫) জাপানী জনসাধারণকে স্বাধীন ভাবে চলা-ফেরার ক্ষমতা দেওয়া এবং গণতান্ত্রিক নীতি চালু করা।

(৬) সমস্ত জাপানী জনগণের ও সাধারণ সৈনিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন করা।

(৭) বর্ত্তমান জাপানী সরকারকে ধ্বংস করিয়া তাহারই স্থলে প্রগতিশীল সমস্ত দলের সহযোগে একটি গণতান্ত্রিক সংঘের গঠন করা।

সারা বাংলায় জাপপ্রতিরোধ আন্দোলন কর

২৪শে হইতে ৩০শে এপ্রিল বাংলার শহর ও গ্রামে জাপ প্রতিরোধ সপ্তাহ পালন করিতে হইবে। প্রত্যেকটী গণ-সংগঠন এবং কংগ্রেস ও লীগের নেতাকে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য আবেদন জানান। কংগ্রেস, লীগ, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও ছাত্র ফেডারেশন—সমস্ত প্রতিষ্ঠানই জাপ দমনকে রুখিতে চায়। শুধু কমিউনিষ্ট পার্টির স্লোগানই প্রচার ও সংগঠন বাহির হইবে না। কৃষক, শ্রমিক, মহিলা ও ছাত্রদের নিজ নিজ গণ সংগঠনেরও প্রচার বাহিনীকে এই আন্দোলন চালাইতে হইবে। জাতীয় সপ্তাহে সারা বাংলার আমাদের জাপ বিরোধী প্রচারের মধ্যে জনসাধারণের যে ঐক্য ও প্রতিরোধের মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছে—তাহাকে আরো ব্যাপক ও প্রসারিত করিতে হইবে। জাতীয় সপ্তাহের প্রচারের এই সাফল্যকে প্রতিরোধের ব্যাপক স্পৃহা ও সংগঠনে রূপান্তরিত করুন। এপ্রিল মাসের মধ্যে জাপ প্রতিরোধের জন্য যে সমস্ত সভা ও শোভাযাত্রা হইবে তাহা আগামী মে দিবসে বৃহত্তম গণসমাবেশের আকার গ্রহণ করিবে। দিকে দিকে জাপ প্রতিরোধের আন্দোলন করিয়া সারা বাংলাকে দেশপ্রেমের গৌরবে উজ্জ্বল করিয়া তুলুন।

কমিউনিষ্ট পার্টির
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি

রেড-এড কমিটির আবেদন

বাংলার স্বাধীনতা-সৈনিকদের বাঁচাও

বাংলার দেশভক্ত ভাইবোন!

বাংলার জেলায় জেলায় বন্দীদের অসংখ্য পরিবারের মর্ম্মন্তুদ জীবনের কথা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। আমলাতন্ত্র একে ত এই বীর যোদ্ধাদের এখনো মুক্তি দেয় নাই, তাহার উপর আমরাও তাঁহাদের পরিবারবর্গকে সাহায্য করার সুব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারি নাই। ফ্যাশিস্টবিরোধী দেশপ্রেমিক বন্দী বীররা আমাদের হাতে মুক্তির যে পতাকা তুলিয়া দিয়াছেন সে পতাকা বহন করার যোগ্যতা কি আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি! রেড-এড কমিটি এই কাজ হাতে লইয়াছে বটে কিন্তু বাংলার জনসাধারণ ইহার সাফল্যের জন্য মুক্তহস্তে সাহায্য না করিলে সারা বাংলাকে সে কলঙ্কের বোঝা বহন করিয়াই চলিতে হইবে।

তাহার উপর দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিরুদ্ধে আওয়ান সৈনিকরা রোগের আক্রমণে কর্মশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। সংকটের বিরুদ্ধে দুর্দ্দমনীয় সংগ্রামে কমিউনিস্ট কর্মীরা পুরোভাগে। কিন্তু ইহাদের দৈহিক শক্তি রোগের চাপে দিন দিনই হ্রাস পাইতেছে। ইঁহাদের নিঃস্বার্থ জীবন দেশবাসীর কাছে আজ পরম মূল্যবান।

রেড-এড কমিটির আহ্বান বিফল হয় না!

ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য রেড-এড কমিটি চিকিৎসা ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করিতেছে। অর্থের আবেদনে বাংলার জনসাধারণ অপূর্ব্ব সাড়া দিতেছে। গত মার্চ্চ মাসে আমরা বাঙ্গ আনার ও কমরেডদের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে এক আনা বাঁচাও আন্দোলন আরম্ভ করি। মার্চ মাসের মাত্র ১৫ দিনে ৩২৭৸/১০ আনার হইয়াছে। ইহার সমস্তটাই জনসাধারণের কাছ হইতে স্বেচ্ছায় দুই চার পয়সা পাওয়ার ফল।

ইহাতে আমাদের গভীর বিশ্বাস হইয়াছে যে আমরা এই আবেদন লইয়া জনসাধারণের কাছে হাজির হইলেই সাহায্য পাইতে পারি। কর্মীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা ও বন্দীদের পরিবারবর্গের সাহায্যের জন্য অর্থ আদায় করিতে হইবে—ইহার জন্য দেশের জনসাধারণের সহানুভূতি বিন্দুমাত্র কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে।

জাপ আক্রমণ ও খাদ্য মহামারীর সংকট বাংলার বুকে যে দুর্দ্দিন আনিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে লড়াইএ জিতিবার জন্য স্বাধীনতা সৈনিকরাই প্রচণ্ড ভরসা। এই সৈনিকদের বাঁচাইতে কে না চায়? বাংলার দেশভক্তকর্ম্মিগণ, মধ্যবিত্ত শ্রমিক কৃষক ছাত্র নারী জনসাধারণ, প্রত্যেকেই আপনার এই কর্তব্য পালন করুন। দেশের মুক্তি-যোদ্ধাদের রোগের হাত হইতে বাঁচান, তাহারা দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিবে।

—২০টী জেলার হিসাব লইয়া আমরা দেখিয়াছি ১৯৯৩ জন কমিউনিস্ট কর্ম্মী কোনও না কোন রোগে আক্রান্ত।

—তাহার মধ্যে ২৪৮ জন গুরুতর রোগে শয্যাশায়ী।

—প্রাদেশিক পার্টি চিকিৎসা ব্যবস্থার সাহায্যে মাত্র ১৮ জনকে চিকিৎসা করা হইয়াছে, তাহা ছাড়া কলিকাতা ও আশপাশের জেলায় প্রায় ৭০০ জন রোগগ্রস্ত কর্মীর পার্টির ডিসপেন্সারীতে চিকিৎসা করা হইয়াছে। ৮৭ জনকে স্বাস্থ্য নিবাসে পাঠান হইয়াছে।

—রংপুরের শতকরা প্রায় ৭৫ জন কমরেড ম্যালেরিয়া ও আমাশয়ে আক্রান্ত। ফরিদপুর, ময়মনসিংহ ও মালদহের শতকরা ৬০ জনেরও বেশী কমরেড অসুস্থ। চট্টগ্রাম, ২৪ পরগণা, পাবনা ও বাঁকুড়ার শতকরা ৫০ হইতে ৬০ জন কমরেড পীড়িত।

—সুচিকিৎসার অভাবে আমাদের বহু কর্মী অকালে প্রাণত্যাগ করিতেছেন। জনযুদ্ধের নিকট যে সংবাদ আসিতেছে তাহাতে দেখা যায় গত ছয় মাসের মধ্যে আমরা ৬০ জন কমরেডকে হারাইয়াছি। এই রোগ ও মৃত্যুকে রুখিবার ক্ষমতা আমাদের অর্জ্জন করিতেই হইবে।

প্রতি সপ্তাহেই কর্ম্মীদের মৃত্যু সংবাদ!

কমরেড নির্ম্মল সেন গত ৯ই এপ্রিল বসন্ত রোগে মারা গিয়াছেন। ইছাপুরের শ্রমিকদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত প্রিয় কমরেড ছিলেন। ইছাপুর রাইফেল্ মেটাল এণ্ড স্টীল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গড়িয়া তুলিতে তাঁহার দান অনন্যসাধ্য।

কিশোর কমরেড তারিনী কুমার পাত্র গত ২৫শে মার্চ্চ কলেরায় মারা গিয়াছেন। কমরেড পাত্র মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার ৫নং ইউ নইনের কিশোর বাহিনীর শ্রেষ্ঠতম নেতা ছিলেন। স্থানীয় বহু কিশোরকে কিশোরবাহিনীতে সংঘবদ্ধ করিয়া কমরেড তারিনী জনসাধারণের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে স্থানীয় কিশোর কমরেডেরা প্রতিজ্ঞা নিয়াছে যে, এক মাসের মধ্যে ৫০টী নূতন সভ্য ও ২টী সংক্ষণের কর্ম্মি গড়িয়া তুলিবে।

কমরেড নীরেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি গত ২০শে চৈত্র হঠাৎ মারা গিয়াছেন। কমরেড মুখার্জ্জি মাগুরা (যশোহর) ছাত্র ফেডারেশনের একজন উদীয়মান উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন।

ট্যাক্সীচালকদের উপর জুলুম

পেট্রলের অভাবে ড্রাইভাররা সৈন্যদের দূরে লইয়া যাইতে গররাজী হইলে প্রায়ই মারামারি বাধিতেছিল। গত ১২ই এপ্রিল এইরূপ গণ্ডগোলের ফলে ড্রাইভার গুরুমুখ সিংহের মৃত্যু হয়। ১৩ই এপ্রিল কলিকাতার সমস্ত ট্যাক্সী-চালক ধর্ম্মঘট করে। ৬০০০ ট্যাক্সী শ্রমিকের সভায় তাহাদের দাবীর আলোচনা হয়। বাংলা গবর্ণমেণ্টের এডিশন্যাল সেক্রেটারীর সহিত প্রতিনিধিরা সাক্ষাৎ করিলে তিনি অনুশোচনা জ্ঞাপন করেন। গরদিন মটর ট্রান্সপোর্ট শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক মহম্মদ ইসমাইলকে প্রশ্ন করিবার জন্য স্পেশাল ব্রাঞ্চ হইতে গ্রেপ্তার করে, ফলে শ্রমিকরা নিজেরাই কমিটি করিয়া প্রতিনিধি পাঠায় এবং পুলিশকমিশনার তাহাদের দাবী পূরণের জন্য আমেরিকান সামরিক কর্তৃপক্ষকে রাজী করাইবার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি আরো বলেন—যাহাতে ভবিষ্যতে সমস্ত সৈন্য কাল ব্যবহার করে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন। কলিকাতার মিউনিসিপাল এলাকার বাহিরে ট্যাক্সী লইয়া যাইতে রাজী না হইলে কোন ড্রাইভারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা হইবে না। এই সব প্রতিশ্রুতির ফলে ১৬ই এপ্রিল ট্যাক্সী শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট তুলিয়া লওয়া হয়।

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

যাইতেছে। আমিও আমার সাধ্যানুযায়ী সিলেট ও কাছাড়ের বিশেষভাবে মণিপুরী কৃষক ভাইদের মধ্যে জাপ বিরোধী প্রচার কার্য্য চালাইতেছি। কৃষক ভাইরাও দেশরক্ষার এই মহৎ কাজে সাড়া দিয়া তাহাদের অনন্ত দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়াছেন।

কিন্তু জাপ আক্রমণ হওয়ার সাথে সাথেই কাছাড়ে আমার কয়েকজন সহকর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আমার উপর নিষেধাজ্ঞার ফলে পঞ্চম বাহিনী মণিপুরী ভাইদের মধ্যে জাপপ্রীতি বাড়ানোর চেষ্টায় যে সুযোগ পাইয়াছে এই গ্রেপ্তারের ফলে তাহাতে আরো সাহায্য করা হয় না কি?

যাহোক, আমি আমার মণিপুরী ভাইদের কাছে আবেদন জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন পঞ্চম বাহিনীর অপপ্রচারে বা আমার সহকর্ম্মীদের গ্রেপ্তারের ফলে বিভ্রান্ত না হন। দেশকে রক্ষা করিতেই হইবে, আর বসিয়া থাকার সময় নাই। এখনই গ্রামে গ্রামে আত্মরক্ষা বাহিনী গড়িয়া তুলুন, মজবুত এ, আর, পি, সংগঠন তৈরী করুন, জাপবিরোধী প্রচার বাহিনী গঠন করিয়া দিকে দিকে প্রচার সুরু করুন। একজন মণিপুরীও যেন জাপানীকে কোনপ্রকারে এমন কি একবিন্দু জল দিয়াও সাহায্য না করে। তাহারা যেন মনে রাখে যে খুনী জাপানীরা আমাদের নিরীহ সহস্র সহস্র মণিপুরী ভাই বোনদের রক্তে ইম্ফলের মাটী লাল করিয়াছে। আমাদের তাহার প্রতিশোধ লইতে হইবে। মনে রাখিবেন যুদ্ধ জয়ের ভিতর দিয়াই আমাদের মুক্তি আসিবে।

—৫ই এপ্রিল, ১৯৪৪

জনযুদ্ধ
সম্পাদক : বঙ্কিম মুখার্জি এম, এল, এ
২৪৯, বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা
প্রতি সংখ্যা : ছয় পয়সা
বার্ষিক ৪৪০, ৬ মাস ২৷০, ৩ মাস ১৷০

৪৭নং মধু রায় লেন, কলিকাতা, পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও ২৪৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বঙ্কিম মুখার্জির দ্বারা প্রকাশিত। JANAYUDDHA